

জীবনী কোষ।

ভারতীয়-পৌরাণিক

NOT TO BE ISSUED

“বালাসখা” ও “সাবলম্বীর” সম্পাদক, বেঙ্গল একাডেমীর শিক্ষক

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

কঙ্কক সঙ্কলিত ।



বেঙ্গল, কলকাতা ।

১৩৩৬ সাল ।

উৎসর্গ-পত্র

বিষম-সমর-বিজয়ী চন্দ্রবংশাবতংশ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি
শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীযুত মহারাজ দাঁর বিক্রমকিশোর মাণিকা বাহাদুরের
শ্রী শ্রী করকমলে

মহারাজ,

আপনি যে বংশ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশ দান, সদাচার ও
সদমুষ্ঠানের উচ্চ প্রসিদ্ধি বিবেচ্যতঃ বাঞ্ছনীয় ভাষা আপনাদেব নিকট
অপরিবেশোদনীয় ধ্বনে ধ্বনী। আপনি অতীতকালের মধ্যেই নানা
সদৃশ্যের পরিচয় দিয়া দেশবাসীর মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,
সেই সাহসেই আপনার নিকট উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি।
বঙ্গ-জমনীর এই দীন সেবকের অঘা গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

ভবদীয় শুণমুখ

প্রণাম্যকার।

বিজ্ঞাপন ।

আজ কেরিষ বৎসর পরে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম । যৌবনের পূর্ণ উত্তমের সময় কাষ্য আরম্ভ করিয় আজ বার্ষিক্য উপনীত হইয়াছি । এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমার জীবনের উপর দিয়া অনেক বজ্রবাত চলিয়া গিয়াছে । এক এক সময়ে মনে করিয়াছি বৃষ্টি ব্রত উদ্‌যাপন আর হইল না । ভগবানের অপার কৃপায় সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া, আজ পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি । কতদূর কৃতকাষ্য হইয়াছি পাঠক হোহার বিচার করিবেন । উত্তি

শ্রীশশিকুমার শর্ম্মাণঃ ।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের বিবরণ ।

অকারাদি বর্ণ ভ্রমে ।

অগ্নি—অগ্নিপুৰাণ ।	ঘের-সং—ঘেরগু সংহিতা ।
অগ্নি-সং—অগ্নিরা সংহিতা ।	ছান্দো—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।
অত্রি-সং—অত্রি সংহিতা ।	ছান্দো-ত্রা—ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ।
অথ—অথর্ববেদ ।	তৈত্তি—তৈত্তিরিষোপনিষৎ ।
অষ্টা-সং—অষ্টাবক্র সংহিতা ।	তৈত্তি-ত্রা—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ।
আপ-শ্রৌ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ।	দক্ষ-সং—দক্ষ সংহিতা ।
আপ-সং—আপস্তম্ব সংহিতা ।	দত্তা-বো—দত্তাত্রেয় যোগরহস্য ।
আখ-শ্রৌ—আখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ।	দেবী-ভা—দেবী ভাগবত ।
ঈশ—ঈশোপনিষৎ ।	নার-সং—নারদ সংহিতা ।
উশ-সং—উশনা সংহিতা ।	পদ্ম-উ—পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ।
ঋগ-ঋগ্বেদ ।	"-ক্রি— " ক্রিষাযোগসার
ঐত-উ ঐতরেয়োপনিষৎ ।	"-পা— " পাতাল খণ্ড ।
ঐত ত্রা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ।	"-ব— " ব্রহ্ম খণ্ড
কঠ—কঠোপনিষৎ ।	"-ভূ— " ভূমি খণ্ড ।
কঙ্কি—কঙ্কি পুরাণ ।	"-সৃ— " সৃষ্টি খণ্ড ।
কা-শ্রা-শ্রৌ—কা-শ্রা-ধন শ্রৌতসূত্র ।	"-য- " যগ্ন খণ্ড ।
কা-শ্রা-সং—কা-শ্রা-ধন সংহিতা ।	পরা-সং—পরাম্ব সংহিতা
কালী—কালিকা পুৰাণ ।	প্রশ্ন—প্রশ্নোপনিষৎ ।
কুম্ভ—কুম্ভ পুরাণ ।	বরা—বরাক পুরাণ ।
কেন—কেনোপনিষৎ ।	বশি-সং—বশিষ্ঠ সংহিতা ।
কোষী-ত্রা—কোষীতকি ব্রাহ্মণ ।	বাম—বামন পুরাণ ।
গরু—গরুড় পুরাণ ।	বায়ু—বায়ু পুরাণ ।
গর্গ-সং—গর্গ সংহিতা ।	বিষ্ণু—বিষ্ণু পুরাণ ।
গৌ-ত্রা—গোপথ ব্রাহ্মণ ।	বিষ্ণু-সং—বিষ্ণু সংহিতা ।
গৌত-সং—গৌতম সংহিতা ।	বৃহদপরা-সং—বৃহদ পরাম্ব সংহিতা ।

ବୁଦ୍ଧା—ବୁଦ୍ଧାରଣାକୋପନିବଂ ।	ରାମା-ସୋଗ—ସୋଗବାସିଷ୍ଠି ରାମାୟଣ ।
ବୁଦ୍ଧ—ବୁଦ୍ଧର୍ଥ ପୁରାଣ ।	ଲିଧି-ସଂ—ଲିଧିତ ସଂହିତା ।
ବୁଦ୍ଧା—ବୁଦ୍ଧାରଣାୟ ପୁରାଣ ।	ଲି—ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ।
ବୁଦ୍ଧ-ସଂ—ବୁଦ୍ଧସ୍ମୃତି ସଂହିତା ।	ଶବ୍ଦ-ସଂ—ଶବ୍ଦ ସଂହିତା ।
ବୋଧା-ଶ୍ରୋ—ବୋଧାରଣ ଶ୍ରୋତବ୍ଧ ।	ଶତ-ତ୍ରା—ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।
ବ୍ୟାସ-ସଂ—ବ୍ୟାସ ସଂହିତା ।	ଶାତା-ସଂ—ଶାତାତପ ସଂହିତା ।
ବ୍ରହ୍ମ—ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ।	ଶିବ—ଶିବ ପୁରାଣ ।
ବ୍ରହ୍ମ-ବୈ—ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତପୁରାଣ ।	ଶିବ-ସଂ—ଶିବ ସଂହିତା ।
ବ୍ରହ୍ମ-ସଂ—ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ।	ଷେତା—ଷେତାନ୍ତରୋପନିବଂ ।
ବ୍ରହ୍ମା—ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ।	ଶ୍ରୀମ-ତା—ଶ୍ରୀମହାତ୍ମାଗବତ ।
ଭାଗ—ଶ୍ରୀମହାତ୍ମାଗବତ ପୁରାଣ ।	ସବ-ସଂ—ସବର୍ଥ ସଂହିତା ।
ସଂସା—ସଂସା ପୁରାଣ ।	ସାମ—ସାମବେଦ ।
ସହ—ସହ ସଂହିତା ।	ସୌର—ସୌର ପୁରାଣ ।
ସହା ନି—ସହାନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ।	ହନ୍ଦ—ହନ୍ଦ ପୁରାଣ ।
ସହାତା—ସହାତାରତ ।	ହନ୍ଦ ମାତେ - ହନ୍ଦ ପୁରାଣ ମାତେନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ ।
ସାଂତ୍ର—ସାଂତ୍ରକୋପନିବଂ ।	” ବିଷ୍ଣୁ— ” ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦ ।
ସାର୍ବ—ସାର୍ବଭୂତ ପୁରାଣ	” ବ୍ରହ୍ମ— ” ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ।
ସୁଂତ୍ର—ସୁଂତ୍ରକୋପନିବଂ ।	” କାଶୀ— ” କାଶୀ ଶବ୍ଦ ।
ସବୁ—ସବୁକ୍ଷେତ୍ର ।	” ଶାବ— ” ଶାବଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ।
ସମ-ସଂ—ସମ ସଂହିତା ।	” ନାଗ— ” ନାଗର ”
ସାଞ୍ଜ-ସଂ—ସାଞ୍ଜବଦ୍ୟ ସଂହିତା ।	” ପ୍ରତା— ” ପ୍ରତାପ ”
ରାମା—ରାମାୟଣ ।	ହରି—ହରି ବଂଶ ।
ରାମା-ଅ—ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ।	ହାରୀ—ହାରୀତ ସଂହିତା ।
ରାମା-ଅଧ୍ୟା—ଅଧ୍ୟାୟ ରାମାୟଣ ।	



জীবনীকোষ।

অংশ—(১) অদিত্যর পুত্র মিত্র, অর্যামা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ, এই চার জন আদিত্য নামে খ্যাত। হাজার সপ্তকে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। এই অদিত্য দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী অদিত্য নন্দেন। তিনি আদি মানব প্রকৃতি, ঋগ্বেদ, ২, দক্ষ প্রজাপতির অষ্টম কন্যা। অদিত্যর গর্ভে ও মর্য্যাদা কশ্যপের দরসে অর্যামা, পুষা, হস্তা, বিষ্ণু, ধাতা, জ্যোতি, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভা, এই দ্বাদশ আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাম্রয যন্ত্রের হুমিত নামে য সপ্তক দেবতায় ছিলেন, তাহাবাত বৈদ্যের মন্ত্রেরে ঋগ্বেদ, অদিত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। ৩ জাম্ববৎশীয় নবপতি, পুরুষোত্তমের তনয় অংশ, অংশের পুত্র সত্ত্বত। এই সত্ত্বত হস্তেরে সাজত বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে। (বিষ্ণু)। (৪) অংশ আপ প্রভৃতি ক্রতুশ্রুতগণ সোমপায়ী ছিলেন। (ঋক্বেদ)। আপ শেখ। (৫) অংশ খাণ্ডবদাহে অজুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিয়াছিলেন। (মহাভা)। অংশ সূর্য্যের অষ্ট নাম। মহাভা।। অংশ - অংশা বংশোদ্ভাব গর্ভে ও নন্দের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বহুদেব জন্মিয়া মাত্র এককণকে নন্দারের বংশোদ্ভাব জোড়ে স্থাপন পুষক সেতু সত্ত্বতাত্য বস্তাকে দৈবকাব অংশে স্থানিয়া স্থাপন করেন। বংশোদ্ভাব কন্দন - সঙ্গে প্রহরিশল জন্মাবত হইয়া তাহাকে প্রহর-পুষক কংস হস্তে প্রদান করেন। কংস হস্তকে দৈবকাব অষ্টম গতিভাত সত্ত্বান মনে করিয়া বধ করিতে উচ্চত হন। এমন সময়ে দৈববাণী হয় যে, "তোমার বিনাশকার ব্যক্তি অস্ত্র আছেন, কান পাড়েনেই প্রকাশিত হইবেন এর অষ্ট কংস। তুমি কাহাকে বধ করিতে যাওতেছ?" এই দৈববাণী শুনিয়া ও বহুদেবের অনুরোধে কংস অংশকে আর বধ করেন নাই। পরে বহুদেব কস্তুরীক বিবাহ সময়ে অংশকে দুর্কাসা মুনির হস্তে সমর্পণ করেন। (ব্রহ্মবৈ) অংশ (১) অশ্বিনয় ধনের তত্ত্ব অংশকে,

গোসমূহের ভ্রাতৃ অগস্ত্যকে, অগ্নের
ভ্রাতৃ সৌভারকে, রক্ষা করিয়াছিলেন।

(ঋগ)। (২) যদুবংশীয় পুরুকুৎসের
তনয় অংগু। অংগুব পুত্র সত্ত্বত।

সত্ত্বতের পুত্র সাহজত সর্বাশাস্ত্রে
পণ্ডিত ছিলেন। (কুন্স)। অংশ দেখ।

(৩) বিদর্ভ-রাজকন্যা তদ্রাবতী, চন্দ্র-
বংশীয় নৃপতি পুরুষোত্তমের পত্নী ছিলেন।

তাঁহার গর্ভে অংগু নামে এক পুত্র
জন্মে। অংগু ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভূত এক

কন্যাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে
সজ্জ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন।

এই সজ্জের পুত্র সাহজত। (নি)।

অংগুতাপন—দানবপতি বিবোচনেদ
বলি অংগুতাপন প্রতিষ্ঠা শতপুত্র
ছিল। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অংগুধর—নবপতি • অসমঞ্জের অপর
নাম অংগুধর। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অংগুভদ্র—ত্রীকৃষ্ণের অতীতম সখা
অংগুভদ্র। (পদ্ম-পা)।

অংগুমতী—দ্রবিক নামক গন্ধক-
রাজের কন্যা অংগুমতী, শিবাবা-

ধনা-তৎপর জতরাভা ও জতসকল
বিদর্ভরাজকুমার ধম্মগুপ্তের পত্নী

ছিলেন। দ্রবিকের সাহায্যে ও
মহাদেবের বরে, তিনি পুনঃ বিদর্ভ

রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। (কল-
ব্রহ্ম-উত্ত)।

অংগুমান—(১) অবোধার অধিপতি সগর

রাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র
অংগুমান! তিনি কপিল মুনিকে

সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহের যজ্ঞায়
অশ্ব আনয়ন করেন। তাঁহার

পুত্র দিলোপ, দিলোপের পুত্র ভগী-
রণ। রাভা অংগুমান পুত্র দিলোপের

হস্তে রাভাভার সমর্পণ-পূর্বক চিমাণয়ে
ওপসায় নিযুক্ত হইয়া তনুত্যাগ

করেন। (বামা)। (২) সগরের
পুত্র পঞ্চজন, পঞ্চজনের পুত্র

অংগুমান। এই অংগুমান জরা-
সন্ধেব পক্ষাবলম্বন করিয়া

ত্রীকৃষ্ণেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া-
ছিলেন। (ভবি)। (৩) শ্রাক্তভাগার্হ

বিশ্বদেববিরগের মধ্যে অংগুমান
একজন ছিলেন। (মহাভা)। (৪) নর-

পতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ, ক্রথের পুত্র
অংগুমান। ক্রথ দেখ। (৫) অংগুমান

নামে একজন ঋষিও ছিলেন। (ভার)।

সংবের পুত্র অংগুমান, অংগুমানের
পুত্র দিলোপ ও দিলোপের পুত্র

ভগ্নিপ। (লি)।

অংগুমানী—সূর্য্যোব অপর নাম। (মহাভা)।

অংগা রাজা দেববানের পুত্র পিঙ্গল,
নরপতি পিঙ্গলনের পুত্র সুদাস

একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন।
ইন্দ্র একবার এই সুদাস রাজার

ভ্রাতৃ অংগা নামক শত্রুর ধন, (জন ?)।
যজ্ঞকুশের ত্রায় অনায়াসে কর্ত্তন

করিয়াছিলেন। এবং পরে সেই

ধন স্বেদাসকে দিরাছিলেন। (কণ্ণ)।
অকপৌ—তামস মনস্তরে, কবি, পৃথু,
অগ্নি, অকপৌ, কপি, ভল্ল ও ধীমান্
এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)
অকপীবান্—তামস মনস্তরে, কাব্য,
পৃথু, অগ্নি, বহু, ধাতা, কপীবান্,
অকপীবান্। এই সাতজন সপ্তর্ষি
ছিলেন। (হরি)। কাব্য দেখ।

অকম্পন—(১) অসুর বিশেষ। রাক্ষস-
রাজ স্তমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী
কেতুমতীর গর্ভে অকম্পন প্রভৃতি
দশপুত্র ও কুন্তীনদী প্রভৃতি চারি
কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জনকানে,
খর, দুষণাদি সমুদয় অসুর নিহত
হইলে, একমাত্র অকম্পনই জীবিত
ছিলেন এবং রাবণ সমীপে গমন-
পূর্বক রাম হস্তে খরদুষণাদিব নিদন-
বার্তা জ্ঞাপন করেন। (রামা)।
লঙ্কা সমরে বজ্রদ্রুষ্ট নিহত হইলে,
রাবণ অকম্পনকে বানর সৈন্তের
সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন,
কিন্তু কিছুকাল অতি বিক্রমের সহিত
যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি হনুমান
হস্তে নিহত হন। (বামা)। (২) ঋষার
অন্ততম পুত্র অকম্পন। (বায়ু)।
ইনি হনুমান হস্তে নিহত অকম্পন
নহেন। আর একজন রাক্ষসবীর।
(বামা)।

অকর্কর—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও
কক্রর গর্ভে যে সপ্তদশ মহানাগ জন্ম

গ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের
অন্ততম। (মহাভা)।

অকল্যস, অকল্যাস—তামস মনুর ধর্মী,
তপো-মূল, তপোদান, অকল্যস, তপো-
রতি, তপদা, তপোভ্রাতি, পরশুপ,
তপোভোগী ও তপোযোগী নাম দশ
পুত্র ছিল। (মৎ)।

অকায়—রাহুর অন্য নাম।

অকুতব্রণ—কৃষ্ণ-বৈপারন স্বীয় অন্ততম
শিষ্য রোমহর্ষণকে পুণ্য সংহিতা
দ্বায়ায়ন করান। রোমহর্ষণের স্মৃতি,
অগ্নিবর্চা, মিত্রয়, শাংশপারন,
অকুতব্রণ ও সার্বর্গি নামে ছয়জন শিষ্য
ছিলেন। তন্মধ্যে অকুতব্রণ স্বয়ং
একখানা পুণ্য সংহিতা রচনা
করেন। (বিষ্ণু)।

অকুতান্থ—ইক্ষাকু বংশীয় সংহতান্থেব
অন্ততম পুত্র। (মৎ)।

অকুতি—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ভীষ্ম-
কের ভ্রাতা। (মহাভা)।

অকুশান্থ, অকুশান্থ—ইক্ষাকু বংশীয় নর-
পতি সংহতান্থের অন্ততম পুত্র। (হরি)।

অকুষমাষ—মহর্ষি অকুষমাষ একজন
বৈদিক ঋষি। তিনি অগ্নির স্তুতি
করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন। (সাম)।

অকোপ—মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি,
বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন,
অকোপ ধর্মপাল ও সুমন্ত্র নামে আট-
জন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। (রামা)।

অক্রুর—চক্রবংশীয় গম্ভীরের তনয় অক্রুর। তাঁহার পুত্রব্রহ্মবিৎ। (ভাগ) ।
অক্রুর—যজুবংশীয় ধর্ম্মাখ্যা নৃপতি ঋক্লকের ঔরসে ও কাশীরাজ তনয়া গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর, উপমঙ্গ, মদন্ত, মূদর, অরিসেজয়, অরিসিধ, উপেক্ষ, শক্রয়, অরিসদন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, অরুণক, আবাহ (সুবাহ) ও প্রতিবাহ নামে কতিপয় পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে (অবাহ দেখ) । উগ্রসেনের কন্যা সুগাতীর গর্ভে অক্রুরের প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে । তাঁহার অত্যন্ত পত্নী কাশীরাজ-কন্যার গর্ভে সত্যকেতু জন্মগ্রহণ করেন । নৃপতি সত্রাজিৎ‌ের চরিত্র সত্যভামাকে তিনি বিবাহ কবিত্তে ইচ্ছুক ছিলেন । ত্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার বিবাহ হইলে, অক্রুরের পরামর্শে শতধন্য সত্রাজিৎ‌কে বধ করিয়া সামন্তকর্ম্মি আহরণ করেন । পরে তাঁহাকে সেই মণি প্রদান করেন । কৃষ্ণ সামন্তকের জন্ত শত-ধন্যকে বধ করেন । কিন্তু সামন্তক না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হন । অক্রুরের ভগিনী সুন্দরীকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন । (হরি) । অক্রুর স্বীয় ণালক কংসের ভবনে বাস করিতেন । একদা কংস, কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য বড়বস্ত্র করিয়া তাঁহাদিগকে আনার্থ

করিতে তাঁহাকে প্রেরণ করেন । তিনি কৃষ্ণকে সমুদয় বলিয়া দেন । পরে কৃষ্ণ হস্তে কংস নিহত হন । (হবি, ভাগ) অক্রুরের অত্যন্ত পত্নী শৈবকন্যা রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মনুভূত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিসদন, শক্রয়, ধর্ম্মধৃৎ, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোপনবৎ, আবাহ ও প্রতিবাহ জন্মে । তাঁহার অত্যন্ত পত্নীর মধ্যে উগ্রসেন কন্যা সুধারার গর্ভে বেদবান্‌ এবং বৎসনাব গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন । আতকের কন্যাও তাঁহার অত্যন্ত পত্নী ছিলেন । (মহাভা) । প্রতাপের দিগ্বিজয় অভিযানে অক্রুর তাঁহার সহগাম্য ছিলেন, এবং শিশু-পালেব সেনাপতি হ্রামানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন (গর্গ) । (২) অন-মিৎ‌ের অত্যন্ত পুত্র চিত্র হইতে (অন্ত নাম ভয়ঙ্ক) জন্তার গর্ভে, অক্রুর জন্মগ্রহণ করেন । অক্রুরের পত্নী শৈব্যা হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মদৃষ্টি, উপমন্ত, মদালয়, উৎকল, আর্ঘ্য, শৈবৎ, সুধীর, মদালয়, শক্রয়, অরিসেজয় ও সৃষ্টিমৌলি নামে একাদশ পুত্র জন্মে । (পদ্ম-সৃষ্টি) । ৩ গর্গমুনির এক পুত্রের নাম ছিল অক্রুর । নবপতি জনমেজয় তাঁহাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন । পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন । (লি) ।

অক্রোধন—যযাতি বংশীয় অযুতানার্য (মতান্তরে অযুতনার্য) স্ত্রী পুণ্ড্রবাহু কন্তা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয় । কলিঙ্গ দেশীয় করম্মা হইতে অক্রোধনের দেবাত্তিথি নামে এক পুত্র জন্মে । দেবাত্তিথির পুল অক্ষ । মহাভা ।

অক্রোধনেশ্বর—ক্রোধেশ্বর গোপে অক্রোধনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ বস্তুমান আছে । স্বন্দ-কাশী-উত্তর ।

অক্ষ—(১) রাবণের পুত্র । হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কার প্রবেশ-পূর্বক সীতার সহিত পরিচিত হন । পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রন্থপুস্তক প্রত্যাগর্হণ কালে অশোক বন বিনষ্ট করেন । তখন রাবণ হনুমানের দমনার্থ প্রথমে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন । তাঁহারা সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হইলে, রাবণ স্বীয় পুল অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন । অক্ষও হনুমান হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন । রামা । (২) দেবাত্তির সংগ্রামে সাধা, কদ্র, বহু, পিতৃগণ, সারিঙ, সমুদ্র, পক্ষত সমুদয় দেব সেনাপতি কাস্তিকেশ্বকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া ছিলেন, অক্ষ তাঁহাদেব অস্ত্রতম ছিলেন । (মহাভা) ।

অক্ষক—দৈত্যপতি বিপ্রচিতির অস্ত্রতম ভ্রাতা ও সহচর অস্তুর । (বায়ু) ।

অক্ষতপ্রম—ঋষি বিশেষ । তিনি মহা-দেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । (স্বন্দ-মাহে-কেন্দার) ।

অক্ষপাদ—বরাহ কল্পের সপ্তবিংশ ষাপরে প্রভাস তীর্থে সোমশর্মা নামে যোগাচার্য্য শিবাবতার অবতীর্ণ হন । অক্ষপাদ তাঁহার চারিজন শিষ্যের অস্ত্রতম ছিলেন । (লিঃ) । ত্রিকাণ্ড পুৰাণ মতে তিনি সোমশর্ম্মার অস্ত্রতম পুল ।

অক্ষপাদেশ্বর—বারাণসীস্থ একটি শিব লিঙ্গের নাম । (স্বন্দ-কাশী-উত্তর) ।

অক্ষম—সিংহল রাজ বৃহদ্রতের কন্তা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় আগত অস্ত্রতম রাজকুমার । (কঙ্কি) ।

অক্ষয়া—চতুষষ্টি যোগিনার অস্ত্রতমা । (অথি) ।

অক্ষরা—মহেশ্বরের পরায় সম্বৃত্তা অস্ত্র-তমা মহাশক্তি । তিনি দানব সৈন্ত দলনে মহেশ্বরের সঙ্গে ছিলেন । (স্বন্দ-কাশী-উত্তর) ।

অক্ষরানখা—মহেশ্বরের পরায় সম্বৃত্তা অস্ত্রতমা মহাশক্তি । দানব সৈন্ত দলনে তিনি মহেশ্বরের সঙ্গে ছিলেন । (স্বন্দ-কাশী-উত্তর) ।

অক্ষা—ইক্ষাকু বংশীয় নবপতি সিংহ-তাম্বের পুল অক্ষাও কৃত্যা এবং কন্তা হৈমবতী । (শিব) ।

অক্ষি—কর্দম প্রজাপতির পত্নী কাম্মা হইতে সাম্রাক্ষ, অক্ষি, বিরাট ও প্রভু জন্মগ্রহণ করেন । (শিব) ।

অক্ষিক—জটৈক বানর দলপতি ।
রামের অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ শক্রব্রপরিরাক্ষিত
অশ্ব দ্বিগিজয়ে প্রেরিত হইলে, তিনিও
তাহাদের সঙ্গে গমন করেন ।
(পদ্ম-পা) ।

অক্ষাণ—মহাবি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের
অন্ততম অক্ষাণ । (মহাভা) ।

অক্ষোভা—চতুষ্টয় যোগিনীর অষ্টতমা ।
(অগ্নি) ।

অথগু—অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে
এক অতি প্রাসঙ্গ যক্ষ ছিলেন । তিনি
পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত ছিলেন ।
তাহার গণ্ড, দণ্ড, দেবকূট, মহাগাণি,
প্রচণ্ড, খণ্ড, অথগু ও পথু নামে আট
পুত্র ছিল । তাহারা একদা শিব-
পূজার্থ মানস-সরোবর হইতে পদ্মপুষ্প
আহরণ করিতেছিল । কিন্তু তাহারা
গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল পুষ্প
আত্মাণ করিয়া পিতাকে প্রদান
করেন । এই আত্মাণ-উচ্ছিষ্ট পুষ্প
প্রদান-জনিত পাপে, তাহারা তিন জন্ম
অমুর যোনা লাভ করেন । (বর্গ) ।

অগস্ত্য-(১) মহাবি অগস্ত্য একজন ব্রহ্ম-
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তাহার জ্ঞান
নাম লোপামুদ্রা । মিত্র ও বরুণ
জ্ঞতি দ্বারা প্রাপিত হইয়া কুন্ত মদ্যে
নিজ তেজ স্থাপন করেন । অনন্তর
তদ্বাধ্য হইতে অগস্ত্য অর্থাৎ মান
উৎপন্ন হন । এবং বশিষ্ঠও তাহা
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । অগ-

স্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত, দৃঢ়চ্যুতের পুত্র
হৃদ্যবাহ । ঋগ । অবশ্য প্রতিপাল্য
পোষাগণের ভরণপোষণের জন্য ব্রাহ্মণ
প্রশস্ত পশু পক্ষা বধ করিতে পারেন ।
একবার অগস্ত্য তাহাই করিয়াছিলেন ।
মমু । অগস্ত্য ঋষি প্রণীত কতকগুলি
ব্যগ্র তাড়াইবার মন্ত্র আছে । (অথ) ।
(২) দাক্ষণদিকবাসী মহাবি বিশেষ ।
তিনি মিত্রাবরণেও ওরসে উষ্ণার
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । উষ্ণাকে
দেবদত্তা প্রথমে বরুণদেব এক কুন্তে
বেতঃ পাত করেন । পরে মিত্রদেবও
সেই কুন্তে বেতঃ সঞ্চয় করেন । এই
কুন্ত মধোহ অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন ।
সেই কুন্তই তাহাকে কুন্তযোনি বলে ।
(৩) তিনি লঙ্কা-দমন-বিজয়ী রামকে
আশীষদণ কবিত্তে অযোধ্যায় আগমন
করেন । রামা । মহাবি অগস্ত্য অমুর
দিগকে নিগৃহীত করিয়া দাক্ষণদিককে
বাসেব লোচ্য করিয়াছিলেন । ভগবান্
অগস্ত্য এই দাক্ষণদিক অগস্ত্যদিক
বিশ্বা খ্যাত লাভ করিয়াছে । বিষ্ণু-
পুত্রও তাহার আদেশ প্রতিপালন
করিতে বাধ্য, সূর্য্যের পথ নিরোধ
করিবার জন্য আর বর্জিত হইতে
পারিতেন না । তিনি হৃষল ও
বাহ্যপি নামক বাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে
বিনাশ করেন । রামা । মহাবি পুণ্ড্রস্তোর
পত্নী প্রীতি, দন্তোলি নামে একপুত্র ও
দেববাহ নামী এক কন্যা প্রসব করেন ।
এই দন্তোলিই বাহুবল মহন্তের অগস্ত্য

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃত্য । (৩) বন্ধা বেদ সৃষ্টির পরে আবুধেন নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন, এবং তাহা ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্কর দেব নিজের এক সংহিতা রচনা করেন। তিনি এই উভয় গ্রন্থ ধনদা, অগস্ত্য প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অগস্ত্য বৈষ্ণব নামে এক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। বন্ধাবৈ । (৪) পুণ্ড্রোদ পদ্মাধাবতীর গর্ভে অগস্ত্য ও বিপ্রবা ভ্রম্যন্তর করেন। ভাগ । (৫) বরুণ ও মিত্র উভয়েই উৎকর্ষা দশন বশতঃ অতি নীচা কুয়ে নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের ভয় হয়। ভাগ ইন্দ্রানার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার কারণে অগস্ত্যাদি বিপ্রগণ বাছা নত্বকে স্বর্গচ্যুত ও অজগররূপে পাদপত করেন। ভাগ । পুরাকালে বিক্ষাচল গগনপথগামী সূর্য্যোদ পথপ্রোদ করেন। সূর্য্য এখন অগস্ত্যের পরগাপন্ন হন। অগস্ত্য তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিক্ষাচলে উপস্থিত হইলেন। এবং বিক্ষাচলকে বর্ণিলেন যে, তিনি দক্ষিণ দিকে তীর্থ ভ্রমণে যাইতে অভিলাষী কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাবার তাহাব সম্ভাবনা নাই। বিক্ষাচল অগস্ত্যের কথায় মস্তক নত করিলেন। তিনি তাহাকে তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত, তদবস্থায় অবস্থান করিতে

বসিলেন। অগস্ত্য আর অগমন করিলেন না। বিক্ষাচলও আর মস্তক উত্তোলন করিয়া সূর্য্যের গতিবোধ করিতে পারিলেন না। বাম । একদা অগস্ত্য ভ্রমণ করিতে করিতে অপোনুখে পঞ্চবান্ তাহার পিতৃদণ্ডকে দেখিয়া, তাহাদের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার মন্তান না হইলে তাহাদের এই ভ্রমণের মোচন হইবে না। সেহেতু তিনি সমুদয় জীবের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সংগ্রহপূর্ব্বক এক অল্পময় সুন্দরী কন্যা নিম্মাণ করিয়া বিনত রাজাকে দান করিলেন। বিনত রাজপুতে সেতু কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, অগস্ত্য তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাহার নাম লোপামুদ্রা। তিনি বহুল পারধান করিয়া, পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে লোপামুদ্রা বস্ত্রাঙ্কনের আভ্যাবিনা হইলে, অগস্ত্য ধননাভার্থ ক্রমে ক্রমে নবপাত কপোতা, ব্রহ্ম ও হনুমানের নিকট ভাগীহৃত হন। কিন্তু তাহাদের আশ্রয় বার সমান নািয়া তাহাদের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ না করিয়া, অপেক্ষ কৃত ধনশালী হইলের নিকট গরিজনসহ উপস্থিত হন। দৈত্য বংশীয় ধনাত্মক হনুমান তাহা গতিপিন্দে মণিমতী পুরাতে বাস করতেন। কোনও সময়ে হনুমান এক তপোবন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকট দেবরাজ সন্তান পুত্র

প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হন তদবধি জাতক্ৰোধ হইয়া, স্বীয় অমুখ বাতাপিকে ছাগরূপে পরিণত করিয়া, তাহার মাংস আগন্তুক ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দিতেন । পরে “বাতাপি, বাতাপি” বলিয়া আহ্বান করিলে, সে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহগত হইত । এইরূপে ইষল নিতা ব্রাহ্মণ সংহার করিতেন । অগস্ত্য রাক্ষসগণ সমাভিযাহারে ধন-লাভার্থ ওষাঘ উপাহিত হইলে, পুন্স উপায়ে বাতাপিকে ছাগরূপে পরিণত করিয়া, তাহার মাংস তাহাদিগকে আহারার্থ প্রদান করেন । আহাবান্তে পুন্সের স্বায় “বাতাপ, বাতাপ” বলিয়া আহ্বান করিলেও বাতাপি আর প্রত্যাবর্তন করিল না । তখন অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন যে বাতাপিকে তিনি জাগ করিয়াছেন, তাহার আর প্রত্যাগমনের আশা নাই । ইষল স্বায় তাঁহার নিধনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াও, রাক্ষসগণের প্রত্যেককে দশ সংস্র গো ও তৎসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান-পূর্ব্বক তাহাদের মনোবিকল্প পূর্ণ করিলেন । অগস্ত্য সেই সমুদায় গো ও ধন লোপামুদ্রাকে প্রদান করিয়া তাহার সম্ভোষসাধন করিলেন । যৎকালে লোপামুদ্রা অগস্ত্য হস্তে দৃঢ়স্থ্য নামে এক পুত্র লাভ করেন । তিনি বাল্যকালেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর সন্দীপন কাত আহরণ করিতেন

বলিয়া, ঈশ্বরবাহ নামে খ্যাত হন । ঈশ্বরকর্তৃক বৃদ্ধাসুর নিহত হইলে, কালেশ্ব নামক দৈত্যগণ সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ কবে । তাঁহারা রাত্রিকালে আগমনপূর্ব্বক আশ্রম ও পুণ্যায়তন-বাসী ঋষিগণকে বিনাশ করিত । সেই হুরাশ্বা অমুরেরা এইরূপে বাণেশ্বরশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক একশত সপ্তনবতিবিপ্র ও অস্ত্রাত্ম তাপসগণকে, চাবণাশ্রমে প্রবেশ করিয়া শত সংখ্যক কল মূল্যে ঋষিকে, ভরদ্বাজ আশ্রমে বায়ুভুক ও জলাগারী বংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল । কালেশ্ব অমুরের অত্যাচাৰে উৎপীড়িত দেবগণ অগস্ত্যের পরণাপন্ন হইলেন । অগস্ত্য তাহাদের প্রাৰ্থনামুসারে সমুদ্রের জলপান করিলেন । তখন দেবগণ কালেশ্বগণের অনেককে বিনাশ করিলেন । অন্তেরা পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল । মহাভা । পুন্সত্যাভাষা খ্রীতিবর্গে দন্তোলি বা দন্তোলির জন্ম হয় । পুন্স ভ্রমে তিনি অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন (মার্ক. ১. ৬) পুন্সত্বের ভাষা খ্রীতির গর্ভে দন্ত নামে অগ্নি উৎপন্ন হন, পুন্সভ্রমে তিনি অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন । শিব. ১ একদা নরপাত নহব, হস্তপদ্মী শচীর প্রতি অভিলাষী হন । শচী তাঁহাকে বলিলেন যে, একদা, বিষ্ণু, অশ্বত্থর অথবা অস্ত্রাত্ম দেবগণের বাহনের চেষ্টে উৎকৃষ্ট বাহনে অর্থাৎ সংশিত

ব্রত মূনিগণ বাহিত শিবিকায় আগমন করিলেই, তিনি নহুষের অমুগতা হইবেন। রাজা নহুষ অতিমাত্র হবিত হইয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মূনিগণকেই শিবিকাভাঙনে নিযুক্ত করিলেন এবং “বাও, বাও” বলিয়া অগস্ত্যকে কণাভাত করিলেন। মহর্ষি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এত শাপ দিলেন যে, “তুমি মহাকায় সপ্ন হইয়া বহু সংখ্যক বর্ষ অরণ্যে বিচরণ করবে।” অগস্ত্যের শাপে নহুষ তখনই সপ্ন হইলেন। (দেবী-ভাগ)।

অগস্ত্যশ, অগস্ত্যেশ্বর উজ্জয়িনী নগরে শূলেশ্বর তাঁর পুত্রদিকে এক কুণ্ড আছে। সেহ হানে অগস্ত্য ঋষি শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব আবির্ভূত হন। এই শিবই অগস্ত্যেশ্বর নামে খ্যাত। (সৌর)।

অগস্তি—মহর্ষি অগস্তি, কাস্তুরীয়াজ্ঞ-নের অস্ত্রতম পুল্ল নরপতি জয়ধ্বজেব, যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। (কুম্ভ)।

অগাবহ—বৃকদেবী ত্রিগুস্তরাচের কন্যা ও বহুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দশ পত্নীর অস্ত্রতম। ছিলেন। এই বৃকদেবী মহাশ্রী অগাবহকে প্রসব করেন। (চবি)। বসুদেবের অস্ত্রতম পত্নী বৃকদেবী অগাবহ ও মন্দক নামে দুই পুল্ল প্রসব করেন। (গন্ধ-সৃষ্টি)।

অগ্নারী—অগ্নির জ্বরনাম অগ্নারী। (ঋগ)।

অগ্নি—(১) অগ্নির হইতে নীলের জন্ম হয়।

রামা। (২) অগ্নির ঔরসে ও গন্ধর্ব্ব কন্তার গর্ভে বানর দলপতি কৈলাস পর্বত নিবাসী সন্ন্যাস জন্মগ্রহণ করেন।

রামা। (৩) শ্বেতকী রাজার দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞে অতিশয় দ্রুত পান করিয়া অগ্নি ক্ষুধা নাশ হয়। পরে ত্রিকুক্ষ ও অর্জুনের সাহায্যে পাণ্ডব বন দণ্ড করিয়া অগ্নির সহ অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। মহাশ্রুতার আদিপতি নীলের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। অগ্নি লাক্ষণ বেশে তাহাকে বিবাহ করেন।

অগ্নির স্ত্রীর নাম স্বাহা। (মহাভা)।

৪ অগ্নি নামে একজন ঋষি ছিলেন। (মহাভা)। তাহার নামানুসারে অগ্নিতীর্থ হইয়াছে। (ভাগ)।

৫ প্রাচীন আখ্যা ঋষিদিগের প্রধান দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে বহু সূক্ত রচিত হইয়াছে, হস্তি তন্ত্র অপরাধ কোন দেবতা সম্বন্ধে এত সূক্ত রচিত হয় নাই। নৈরুক্ত দিগের মতে দেবতা তিন জন। অগ্নি, বায়ু ও বায়ু, পৃথিবীতে অগ্নি ও আকাশে সূর্য্য, হৃদয়ের প্রত্যেকেরই আবার অনেকগুলি নাম আছে।

৬ অগ্নি বলের পুল্ল, পুরুষবার পৌত্র ও নবপাণ্ডব নহুষের সেনাপতি ছিলেন।

৭ অগ্নি। আবার ঋগ্বেদের অস্ত্রতম আছে অগ্নি অগ্নির পুত্র। (৮) অগ্নি ওজার অগ্রজ তনয়। তিনি অতিশয় অতি-

মানী ছিলেন। দক্ষের অত্যাচার কল্পা
স্বাহা হইতে তাহার পাবক, পবমান
ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে।
(বিষ্ণু)। (৭) মহাযোগীত্রকার একবার
রতিদেবীকে দর্শন মাত্র রতঃপাত
হয়। ত্রিকা আত্মায় লজ্জিত হইয়া
নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন
করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।
কিন্তু সেই রতঃ সন্তোষ্য আবরণ বস্ত্র
দগ্ধ করিয়া জাজ্জল্যমান শিখাসমূহে
পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেব প্রধান
জলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া
উঠিলেন। একরূপে অগ্নিব উৎপত্তি
হইল। স্বাহার গর্ভে দক্ষিণ, গার্হপত্য,
ও আহবনৌষ নামে অগ্নির তিন পুত্র
জন্মে। (ব্রহ্ম-বৈ)। একদা অগ্নি
সপ্তর্ষিদের অপ্রতিম রূপসম্পন্ন রমণী-
দিগকে দর্শন করিয়া কামবাণে
পীড়িত হইয়া মনে মনে হৃদাদের
আভিলাষ করিয়াছিলেন এবং শিখাদ্বারা
রক্ষণশালায় তাহাদের গাত্র স্পর্শ
করিয়াছিলেন। সেইজন্ত অগ্নির
তাঁহাকে “সর্কভৃকুঃ” বান্ধা গাপ
দেন। অগ্নি একবার ভয়ানক শিখা
বিস্তারপূর্ব্বক বেণোক্ত্য দগ্ধ কবিত্তে
উদ্ভূত হইলেন। ত্রিকুণ্ডল ব্রাহ্মণ বালক-
বেশে তাহার দর্পচূর্ণ করেন। (ব্রহ্ম-
বৈ)। দক্ষদত্ত বিনাশকালে বীরভদ্রের
সহচর অস্ত্রাভগণেরা অগ্নির হস্তধ্বংস ছিল

করিয়া, অবশীর্ণাক্রমে তাঁহার জিহ্বা
উৎপাটন করিয়াছিলেন। (কুশ্ম)।
লিঙ্গ পূবাণ মতে বীরভদ্র তাঁহার
মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে
নিহত করেন। পরে মহাদেবের
অনুগ্রহে জীবন লাভ করেন।
কোন সময়ে অগ্নি ভূষিত
হইয়া কান্তিবাযাঙ্কুরের নিকট তিস্রা
প্রার্থনা করেন তিনি অগ্নি। সপ্তদ্বাপ
ভিক্ষা প্রদান করেন। অগ্নি তাহার
গ্রাম নগর ইত্যাদি দংস করেন।
অগ্নির কন্যা ধাবনাকে প্রতাপতি
হর্ষদ্বান বিবাহ করেন। (হরি)। দক্ষ
কর্ত্তে মরুত্বভাতে অগ্নি, চক্ষু,
ভোতিঃ, হবি, সার্বভ, মিত্র প্রভৃতি
জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)।
দক্ষের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর
গর্ভে অগ্নিব জন্ম হয়। তিনি অষ্টবহুব
একজন ছিলেন। অগ্নির স্ত্রী ধারা,
দ্রক, দ্রবিনক, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র
প্রসব করেন। ভাগ। মহাদেবের
রতঃপান করিবার পবে, অগ্নির মাংস
অতি রসিধ, মেধ, মনো, কেশ,
প্রভৃতি হিংস্রর তৎস্বা বায়, সেইজন্ত
অগ্নি হিংস্রারেতা নামে প্রসক্ত হন।
৩ কোনকালে তিনি ধারনে অসমর্থ
হইয়া পরিভ্রাণ করিলে হিমালয়
নান্দিনী কুটিনা তাহা ধারন করিয়া
বৎস কালে শববনে এক পুত্র প্রসব
করেন। হতার স্বামিও লহয়া বিবাদ
উপস্থিত হইলে, মহাদেব মীমাংসা

করিয়া দেন যে, এই পুত্র মহাসেননামে
অগ্নির ও কার্তিকেয় নামে কৃত্তিকাদেব
হবে। (বাম) । ব্রহ্মা নানাবিধ
প্রজা সৃষ্টি করিতে হচ্ছা করেন,
কিন্তু বহু চিন্তার পরও সৃষ্টি বিষয়ে
কিছুও স্থির করিতে পারিলেন না ।
তখন তাঁহার কোপের উৎপাত হয় ।
সেই রোষ চক্রেতে অগ্নির জন্ম হয় ।
অগ্নি ক্ষুধিত হইয়া ব্রহ্মাকে নঞ্চ
করিতে উত্তত হইলেন, ব্রহ্মা তাকে
বলিলেন “তুমি দেবকণে ভোজন
কর” তাহাতেও তাঁহাব নাম হয়।
বাহন হয় । মন্ত্রান্তরে অগ্নি জন্মিয়াচ
ক্ষুধাত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন-
পূর্বক বলিলেন—“পি তঃ, এখন আমি
কি করিব আত্মা একনাম” ব্রহ্মা
বলিলেন—“তুমি দেবকণে ভোজনা
করিলে : প্রথমতঃ দানিনা লাভে
পারিতপ্ত হইয়া দেবগণকে দক্ষিণা
ভাগা করবে, সেইজন্য তোমার নাম
দক্ষিণায়্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে,
যেখানে বাঁহা আচ্ছাদিত প্রদান করবে,
তুমি দেবগণের হিতাভিলাষে তৎসমস্ত
বহন করবে, সেইজন্য তোমার নাম
হইবে হব্যবাহন । তৃতীয়তঃ গৃহের
(পারের) পতি হইয়া সকল পরায়ৈ
বিব্রাজমান থাকবে, সেইজন্য তোমার
নাম হইবে গার্হপত্য । কুশধাপের
অন্তর্গত মতিমান পক্ষিতে পরিপুষ্টে
অগ্নি বাস করিতেন । (বরা) । অগ্নি
স্বীয় পত্নী স্বাহাকে ও কপট কৃত্তিকা-

দ্বিগকে উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত না
হইয়া, ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ-পূর্বক
কণাট দেশারা পরমা সুন্দরা দাক্ষিণাত্য
ব্রাহ্মিগকে উপভোগ পরিবার জন্ত,
মাধ্যম্যতা নগরতে গমন করিয়া-
ছিলেন । মাধ্যম্যতা পতি রাজা নীল
ভানিতে পারিয়া তাহাকে আবদ্ধ
করিয়া ভৃত্য করেন । অগ্নি পরে
প্রাচীর লঙ্ঘন-পূর্বক পলায়ন করেন ।
(শিব-স্বয়ং) । পুণ্ড্রের স্বা প্রীতি,
নভোনি অগস্ত্যা, বিনীত ও দেববাহ
নামোঁতন পুত্র এবং সবতা নারী এক
কন্যা প্রসব করেন । অগ্নি হইতে
সবতা পঙ্কজকে প্রসব করেন ।
(ব্রহ্মাও) । ভামস মনস্তরে অত্র
বংশজ অগ্নি নামক এক ঋষি ছিলেন ।
(ব্রহ্মাও) । অগ্নির বাহন ছাগল ।
(গর্গ) । অগ্নির গুপ্তে স্বাহা
হেতে অগ্নিব্রতী ও বান্ধব প্রভৃতির
উৎপত্তি হয় । (অগ্নি) । যারোষি
মধুর মনসে নও, আম, চাবন, শুভ্র,
প্রাণ, কথপ ও বৃহস্পতি সন্ততি
ছিলেন । (অগ্নি) । বৃহস্পতির পুত্র
অগ্নি নামে এক ঋষি ছিলেন । তিনি
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দত্তা ঋষি
ছিলেন । তিনি অগ্নিদেবের জতি
করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-
ছেন । (ঋক) । অগ্নি, চক্ষু, রবি,
জ্যোতিঃ, স্যাবি, মিত্র, অমর, সর-
বৃষ্টি, সুকষ, বিয়াট, বাক্, বিশ্বা,
বহুমিএ, অশ্বমিএ, চিত্ররাম, নিবধন,

হুয়ন্ত, বৃহদ্রথ ও পুতনাভুগ, এই
মরুৎগণকে মরুত্বতা দেবী প্রসব
করেন । (মৎ) ।

অগ্নিক—মহাদেবের অগ্ন্যতম গণ। শত
কোটি অহুচর সহ অগ্নিক শিবের
বিবাহে গমন করিয়াছিলেন । (কন্দ) ।

অগ্নিকা—বিক্রান্ত নামক গন্ধর্বের
অগ্নিকা, কয়লা, ও বহুমতী নাম্নী তিন
কন্যা ছিল। কান্তিকেশ্বরহইতে তাঁহাদের
গর্ভে তিনটি অতি বলশালী পুত্র
জন্মে । (বায়ু) ।

অগ্নিকেতু—অগ্ন্যতম রাক্ষস সেনাপতি ।
লঙ্কা সমরে ইহার সহিত রামের যুদ্ধ
হয় এবং তিনি রামের হস্তেই নিধন
প্রাপ্ত হন । (রামা) ।

অগ্নিজিহব—অগ্নিজিহব একজন মঙ্গলা-
কাজ্ঞা ক্ষেত্রপালের অগ্ন্যতম ।
(কালিকা) ।

অগ্নিতেজা—ঋষ্য সাবণি একাদশ মনু ।
এই মন্বন্তরে নিম্বর, অগ্নিতেজা,
বপুস্মাণ, প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন ।
(বিষ্ণু) । পুণ্যের পুত্র অগ্নিতেজা ;
কুদ্রমের সাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষির
অগ্ন্যতম ঋষি ছিলেন । (পরি) ।
বারাণসীর রাজা ওজ্জয়ের অগ্ন্যতম
সেনাপতি অগ্নিতেজা, মহর্ষি গৌরমুখের
মণি-সমুত্ত সৈন্ত হস্তে নিহত
হন । (বরা) ।

অগ্নিদত্ত—বারাণসীর রাজা হুজ্জয়ের
অগ্ন্যতম সেনাপতি অগ্নিদত্ত, মহর্ষি
গৌরমুখের মণি-সমুত্ত সৈন্ত হস্তে

নিধন প্রাপ্ত হন । (বরা) । অগ্নিদত্ত
নামে এক ব্রাহ্মণ গৃহ নির্মাণার্থ
প্রতিবাসীর হট্টক অপহরণ করিয়া
রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন । পরে
প্রতিবাসী এক বণিকের পুণ্যফলে
শাপ-মুক্ত হন । (বরা) ।

অগ্নিধ্র, অগ্নীধ্র, আগ্নিধ্র,—স্বায়ম্ভুব মনুর
পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের পুত্র ।
অগ্নিধ্র বিশ্বকস্মার কন্যা বহিষ্যতীর
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । রাজা
প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তাঁহার
পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিলে,
অগ্নিধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন ;
এবং অপত্য নিকীশেবে প্রজা-পালন
করিতে থাকেন । একদা তিনি পুত্র-
কামা হইয়া, অমর জ্বা সকলের জ্যোতি-
হরণ মন্দরপর্বতের গহবরে গমন
করেন । তদাৰ তিনি ব্রহ্মার
পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া
অনন্ত মনে তপোস্থানে নিযুক্ত হন ।
ভগবান্ আদি পুরুষ তাহা জানিতে
পারিয়া, তাঁহার নিকট পূর্কচিহ্নিত নাম্নী
অপ্সরাকে প্রেরণ করেন । এই
অপ্সরাগর্ভে, তাহার নাভি, কিস্পুক্য
হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্যক,
কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান নামে নয়
পুত্র জন্মে । তিনি তাহাদিগকে নিজ
নিজ নামানুসারে জম্বুদ্বীপের এক এক
বর্ষ প্রদান করেন । (ভাগ) । অগ্নিধ্র
কর্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে জন্ম-
গ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) । কপ্তপের

পুত্র অগ্নিধ্বজ । ভৌত্যামহুর সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্ততম ঋষি ছিলেন । চরিত্র । ব্রাহ্মদেব মহুর আট পুত্রের অন্ততম অগ্নিধ্বজ । ব্রহ্ম ।

অগ্নিধ্বজ—দ্বাদশ মন্বন্তরে বৃহদ্রসাবর্ণির সময়ে, তিনি সপ্তর্ষির অন্ততম ঋষি ছিলেন । ভাগ ।

অগ্নিপ—বেণনিধি নামক ঋষির পুত্র অগ্নিপ, পঞ্চ গন্ধর্ব্ব কন্যাকে তাঁহার প্রীতি আসক্ত নিবন্ধন, শাপ প্রদান করেন । তাঁহারও তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করেন । পরে লোমশ মুনির অশুগ্রহে তাঁহার শাপ মুক্ত হন । পদ্ম-উত্ত ।

অগ্নিবর্চা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঋষি শিষ্য রোমহর্ষণকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান । রোম-হর্ষণের স্মৃতি অগ্নিবর্চা, মিত্রশ্রু, শাংশপায়ণ, অকুত-ব্রহ্ম, ও সাবর্ণি নামে পুরাণবিৎ ছয়জন শিষ্য ছিলেন । বিষ্ণু ।

অগ্নিবর্ণ—(১) পরম বীৰ্য্যশালী মনুবংশীয় নৃপতি সুদর্শনের ঔরসে অগ্নিবর্ণের উদ্ভব হয় । তাঁহার তনয় কীৰ্ত্তগ । কীৰ্ত্তগের তনয় মরু । (রামা ।

২) বশিষ্ঠের তনয় পুণ্ড্র, পুণ্ড্রের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির তনয় সুদর্শন ; সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ । অগ্নিবর্ণ হইতে শীত্ৰ জন্মে । (বায়ু) ।

(৩) ধ্রুবের পুত্র সান্দন, সান্দন হইতে অগ্নিবর্ণ, এবং অগ্নিবর্ণ হইতে শীত্ৰ জন্ম গ্রহণ করেন । (ককি) ।

অগ্নিবাহু—১) ব্রাহ্মদেব মহুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র । তিনি ঋষি নামীয় চতুর্দ্বাপের অন্তর্গত বর্ষের অধিপতি ছিলেন । বিষ্ণু । তিনি যোগপরায়ণ ও জাতিস্মর ছিলেন । রাজ্য লাভে তাঁহার মন অনুরক্ত ছিল না । 'কুর্শ' । চতুর্দশ মন্বন্তরে বৃহদ্রসাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্ততম ঋষি ছিলেন । ভাগ । ২) ব্রাহ্মদেবমহুর আট পুত্রের অন্ততম অগ্নিবাহু । ব্রহ্ম ।

অগ্নিবেতাল—মঙ্গলকামী ক্ষেত্রপালদের মধ্যে তিনি একজন । কালিকা ।

অগ্নিবেশ—১) অগ্নিবেশেব পুত্র রাজসি শত্রিকে মহর্ষি সম্বরণ দেবতারূপে স্তব করিয়াছিলেন । ঋগ । ২) অগ্নিবেশ । বরাহ কল্পেব চতুর্কিংশতি ষাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলী নামে মহাবেশী রূপে অবতীর্ণ হন । এই সময়ে শালীহোত্র, অগ্নিবেশ, ভাবনাম্ব ও শরৎস্ব তাঁহার শিষ্য ছিলেন । 'লি' । ৩) অগ্নি-সমুত অগ্নিবেশ ভরদ্বাজেব নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত শিক্ষা করেন । পরে তিনি ঋষি গুরু ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণকে তাহা শিক্ষা দেন । মণ্ডাভ ।

অগ্নিবেশ—১) অগ্নিবেশ ব্রহ্ম ভূয়স্টে যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন । 'কুর্শ' । ২) অগ্নিবেশের অপরা নাম ছিল কানীন ও জাতুকর্ণ । ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অগ্নিবেশ নামে মনুবংশীয় নরপতি

দেবদত্তের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতেই অগ্নিবৈষ্ণৱন নামে ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে । (ভাগ' । ৩' অগ্নিবৈষ্ণৱ মূনির পাণে তদীয় কজাপহারী কালীবাহু তনয় কুণ্ডলক গৃহবানী প্রাপ্ত হন । স্বন্দ-মাহে-কুমা' ৪' কলিযুগের প্রাবল্ধে নৈমিষারণ্যে শূলী নামে এক মহামোগী ছিলেন । তাঁহার অগ্নিবৈষ্ণৱ, যুগনাথ, শালীচোত্র, ও শরদসু নামে দেবগ বংশাদী চারি পুত্র ছিল । বায়ু । ৫) মহর্ষি অগ্নিবৈষ্ণৱ স্বীয় পুত্র কারুণ্যকে জ্ঞান ও কষ্ট দুভয়ের সংযোগে যে মুক্তি হয়, সেহ সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন । যোগবা-বৈ' ।

অগ্নিভাস—বৈবত মন্বন্তরে তিনি অন্ততম দেবতা ছিলেন । (বা' ।

অগ্নিভূক্ত—বাতচোত্র, অগ্নিভূক্ত, সাস্ব, ঐকর, শ্রুত, গোপতি, বজ্রেশ, পাবন ও শান্ত হস্তারা উপনন্দ নামে অভিহিত । যোগবা নিকুঞ্জে কোটি কোটি গোপালনে রত এবং বংশী ও অম্বুবপক ধারা—তাঁহারা উপনন্দ নামে অভিহিত । (গর্গ' ।

অগ্নিভূ—কার্ত্তিকেশ্বর অন্ত নাম (শিবজ্ঞান) ।

অগ্নিমঠর, অগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাকুলের রচিত চারিখানি বেদসংহিতা আছে । তিনি তাঁহার চারিজন শিষ্যকে তাহা অধ্যয়ন করান । বোধকে প্রথম, অগ্নিমাঠরকে দ্বিতীয়, পরাশরকে

তৃতীয়, এবং যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্যকে চতুর্থশাখা অধ্যয়ন করান । ব্রহ্মাণ্ড' ।

অগ্নিমিত্র—(১) মগধের শুঙ্গ বংশীয় পঞ্চম নবপতি পুষ্পমিত্রের তনয় । সেনাপতি পুষ্পমিত্র মগধেব মৌর্য-বংশীয় শেষ ভূপতি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া, স্বয়ং মগধের অধীশ্বর হন । এই বংশীয় দশ জন ভূপতি একশত বার বৎসর মগধে রাজত্ব করেন । অগ্নিমিত্রের পুত্র সূজ্যেষ্ঠ, সূজ্যেষ্ঠের তনয় বহুমিত্র, বহুমিত্রের তনয় অর্জক, অর্জকের তনয় পুলিন্দক, পুলিন্দকেব তনয় ঘোষবহু, ঘোষবহুর তনয় বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্রের আশ্রিত নাগবংশ, নাগবংশের তনয় দেবভূতি । শুঙ্গ বংশীয় শেষ ভূপতি এই দেবভূতিকে বহুদেব নামে কথ্য বংশীয় একজন অমাত্য বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । (বিষ্ণু' । ভাগবা' মতে পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথের পুত্র দশবথকে বিনাশ করিয়া, মগধেব সিংহাসনে আরোহণ করেন । (২) মতস্য বংশজের শিষ্য অগ্নিমিত্র । তিনি স্বায় শুক্লব নিকট প্রাচীন বেদ সংহিতার কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করেন । (ভাগ' ।

অগ্নিমুখ—১ নিম্নতল নামক পাতাল প্রদেশে, অগ্নিমুখ তারক প্রভৃতি যবনেবা বাস করিত । (কুর্শ' ।

২ শিবের অন্ততম অমুচর অগ্নিমুখ এককোটি অমুচর সহিত শিবের

বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্বন্দ-মাতে-কুমা ।।

অগ্নিসন্ত-তিনি একজন অগ্নিদেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। এবং তিনি ঈশ্বর সঙ্কে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ্ ।।

অগ্নিশ্রম্মান—কল্প বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মন্ ।।

অগ্নিষ্টং অগ্নিষ্টোম—বৈরাট প্রজাপতির কন্যা ও চান্দ্রব মন্ত্রব পত্নী নভুলা, উরু, পুরু, শতভ্রাম, তপস্বী, সত্য-ব, ক্, শুচি, অগ্নিষ্টং, (অগ্নিষ্টোম), অতিবাত্র, সুভ্রাম ও অভিমতী নামে দশপুত্র প্রসব করেন। (কুন্স) । মন্স্যা পুবাণে সত্যবাকেব পনিবন্তে সত্যবান্ এবং শুচির পরিবর্তে ভীর নাম দৃষ্ট হয়।

অগ্নিষাত, অগ্নিষাত, অগ্নিষাত—
(১) পিতৃগণ সন্ত। ইহারা যোগে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে স্বকাল, অগ্নিরস, সুস্বাদা ও সোমপা এই চারিজন নৃসিংমান। বৈবাত অগ্নিষাত, ও বহিষদ এই তিনজন অমৃত। (২) স্বদা, অগ্নিষাত, বহিষদ, সোমপ, অজাপ, এই পিতৃগণের দ্বা-ব দক্ষের কন্যা। তাঁহার গর্ভে বয়ুনা ও দারিণা নাম্নী দুই ব্রহ্মবাদিনী কন্যা জন্মে। (ভাগ)। পিতৃগণের পত্নী স্বদা হিমালয়ের স্ত্রী মেনাকে প্রসব করেন (বি)। (২) অগ্নিষাত নামক মরীচি সন্তানেরা দেবগণের পিতৃ-লোক।

অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বহিষদ, অগ্নিষাত, সোম্য, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক। (মহু)।

অগ্নিসন্তব—অপ্সরা উর্জা হইতে অগ্নি-সন্তব নামক দেবগণ উৎপন্ন হন। বায়ু ।

অগ্নিহোত্র—সবিতাদেবেব স্ত্রী পুত্রি। তিনি সানিত্রী ব্যাহতি ও ত্রয়ী নামে তিন কন্যা এবং অগ্নিহোত্র, পশুনাগ, সোমদগ্ধ, চতুর্শ্রীসাবাগ, ও পঞ্চ মহাবজ্রকে প্রসব করেন। ভাগ ।
অগ্রতীর্থ—একজন পবাক্রান্ত মঠীপাল। মহাভা ।

অগ্—মর্ষি অগুর তনয় পরাবৃত্তকে উৎপোকায় অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ঈশ্বর তাঁহার ক্ষতদেহ সুস্থ করেন। ঋগ্ ।

অবমর্ষন—১ মহর্ষি অবমর্ষন একজন অগ্নিদেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ্ ।
বিশ্বামিত্রের অশ্রুতমা পত্নী শাল্যবতীর গর্ভে তিরিণ্যাক্ ক্রন্দগ্রহণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য, অবমর্ষন, উড়ুধর, অতি-ষাত, তারকায়ন ও চণ্ডল ইহারা তিরিণ্যাকের তনয়। হরি ।

অবমর্ষা—তিনি একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। স্বন্দ-ব্রহ্ম-বংশ ।

অঘা-পাপের দেবতা। মহর্ষি অপ্রতি-বধ, অঘা দেবতার স্তুতি করিয়াছিলেন। সাম ।

অঘাশ্ব—নাগ বিশেষ। অশ্ব ।

অঘাসুর—১ পুতনা বান্দগীর অঘাসুর

ও বকাসুর নামে দুই ভ্রাতা ছিল।
অঘাসুর ভগিনী পুতনা ও ভ্রাতা বকা-
সুরের বধের প্রত্যাশা লইতে কৃত-
সঙ্কল্প হয়। একদা গোচারণ কালে
কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বধার্থ প্রেরিত
হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাদিগকে
আক্রমণ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তত্তে
নিহত হয়। (ভাগ। ১) সমুদ্রতটে
অঘাসুর বাস করিত। এই সর্পাকার
দৈত্য দুঃকার দ্বারা বসনা বিস্তার
করিয়া অসংখ্য আকর্ষণ-পূর্বক আগ্রহ
করিত; কংস তাহাকে বিনাশ করেন।
(গর্গ)।

অঘোর—অসিত কল্ল পুত্রকামা ব্রহ্মাব-
কৃষ্ণবর্ণ এক পুত্র উৎপন্ন হয়।
তাঁহাকে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে প্রিয় বসিয়া
জানিতে পারিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন।
তিনিই অঘোর নামে খ্যাত। (শি।
অঙ্গ-১) মর্গি অঙ্গ একজন পুণ্ড্রের
মহাদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বহু
স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র বচনা
করিয়াছিলেন। (খণ্ড। ২) একজন
কবি রাজা, তাহারই নামানুসারে
তাঁহার রাজ্য অঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত
হয়। রাজা অঙ্গের পুত্র গোমপতি
রাজা দশরথের একজন বন্ধু ছিলেন।
(রামা। ৩) চাক্ষুষ মন্তুর পুত্র উরু।
উরুর পত্নী আয়েয়া, অঙ্গ, সুমনস,
স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে
ছয় পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গের পত্নী

সুনীথা বেণকে প্রসব করেন। এই
বেণই ঋষিগণ কর্তৃক নিহত হন।
বেণের মথিত দক্ষিণহস্ত হইতে পৃথুর
জন্ম হয়। (হরি। ৪) পুত্রর অন্ততম
তনয় অঙ্গ। (ব্রহ্মা)। বিষ্ণু পুরাণে
অঙ্গিরস ও গয়নামের পরিবর্তে অঙ্গিরা
ও শিবনাম দৃষ্ট হয়। (৫) বলি
রাজের ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ। বলিরাজের
পত্নী সুদেবার গর্ভে ও মর্গি দার্যভমার
ঔষসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুঙ্গ, পুঙ্গ ও কলিঙ্গ,
নামে পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহার
সকলেই স্ব স্ব নামের দেশের অধিপতি
ছিলেন। তন্মধ্যে অঙ্গের স্ত্রী দধিবাহন।
দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। (হরি।
ভাগবত মতে অঙ্গের তনয় থলপান,
থলপানের তনয় দিবিরথ।
৬) অঙ্গের বংশে উরুথের ঔষসে
অঙ্গের জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী সুনীথা
দ্রুশীল বেণকে প্রসব করেন।
রাজা অঙ্গ আপন সন্তানের ব্যবহারে
অতিমন্দ চরিত হইয়া রাজ্য পরি-
ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন।
(ভাগ। ৭) নরপতি পৃথুর অন্ততম
পুত্র হবির্দান। হবির্দানের পত্নী আয়েয়া
ধাষণা, প্রাচীনবহি, অঙ্গ, যম, শুক্র,
বল ও শুভ নামে ছয় পুত্র প্রসব
করেন। (মৎ। ৮) স্বায়ম্ভুব মন্তুর
পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের পুত্র অন্তর্দামা।
(মহাভা।

অঙ্গনা—ব্রহ্মের অঙ্গনা নামী এক কস্তা
অনুগ্রহণ করিয়াছিল । 'মৎ' ।

অঙ্গদ - ১ কিকিঙ্কার অধিপতি বাহির
পুত্র । বালির জ্যৈষ্ঠার গর্ভে তাঁহার
জন্ম হয় । রাম বালিকে বধ করিয়া
সুগ্রীবকে রাজত্ব এবং অঙ্গদকে
দৌরভাণ্ড প্রদানপূর্বক কিকিঙ্কার
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন । লঙ্কার
সময়ে তিনি রামের দূত হইয়া একবার
বাবণের সন্ধ্যা গমন করেন, এবং
সীতাকে প্রত্যর্পণ কবিবার জন্য
তাঁহাকে পরামর্শ দেন । ত্রুষ্টি রাবণ
তাঁহাব উপদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে,
তিনি তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান-
পূর্বক প্রত্যাগমন করেন । অঙ্গদ
যদি পিতার ন্যায় অসাধারণ বীর
ছিলেন । রামা । ২ বিক্রাধব-বাক
অবেশের পুত্র ককর, ককর পুত্র
বাহু, বাহুব তনয়—তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর
ও কুমুদ এই চারি জন । 'কালিকা' ।

৩ মগধদেশে দেবদান নামে একজন
ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার পত্নী উত্তমা

১ অঙ্গদ নামক বেদ পাণ্ডগ পুত্রের জননী
ছিলেন । 'পদ্ম-উত্ত' । ৪ বৃহদ্রথের
কন্যা বৃহতী সুনয়ন সহিত বিবাহ
হুইলে মিলিত হইয়া অঙ্গদ, কুমুদ ও
শ্বেত নামে তিন বীরপুত্র ও শ্বেতানামা
এক কন্যাকে প্রসব করেন । 'বায়ু' ।

৫ অঙ্গদ অযোধ্যাপতি মহাবাজ
দশবন্ধের পৌত্র এবং লঙ্কণের অন্যতম

পুত্র । রামচন্দ্রের আদেশে লঙ্কণ
পশ্চিমদিকে গমনপূর্বক কাঞ্চন
দেশ জয় করিয়া, অঙ্গদকে তথায়
প্রতিষ্ঠিত করেন । এবং উত্তরদিকে
যাঠিয়া ময় দেশ জয় করিয়া, অন্যতম
পুত্র চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্তি নামক
নগরী স্থাপন করেন । তথায় লঙ্কণের
পুত্র চন্দ্রকেতু রাজ্য করেন । 'বামা' ।
(৬) ঐক্কক্ষেণ অস্ততমা পত্নী শৈব্যা
অঙ্গদ, কুমুদ, শ্বেত নামে তিন পুত্র ও
শ্বেতা নামী এক কন্যা প্রসব করেন ।
'হরি' ।

অঙ্গধুক—যমজহিতা নিম্মাষ্টি, চঃসহ
হঠতে দস্তাকৃষ্টি, তথোক্তি, পরিবর্ত,
অঙ্গধুক, শকুন, গণ্ডপ্রাস্তবতি, গর্ভহা,
শমাজা, নামে আট পুত্র এবং
নিরোদ্ধিক, ভ্রামণি, বিরোধিনা, শয়ঃ-
হারকারি, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা,
বীতহরা ও বিদেষিণী নামে আট কন্যা
প্রসব করেন । অন্ধহারী দেব । 'মার্ক' ।

অঙ্গবাহ একজন যজু বংশীয় রাজা তিনি
যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের যজ্ঞে উপস্থিত
ছিলেন । 'মহাভা' ।

অঙ্গরাজ - কণের অন্যান্য । 'মৎ' ।

অঙ্গপেনা—শ্রীরামচন্দ্রের অমুগত নর-
পতি রিপুতাপনের পত্নী । 'পদ্ম-পা' ।

অঙ্গার - '১' যযাতি বংশীয় সেতুর তনয়
অঙ্গাব । তাঁহাকে মরুৎপতিও কহে,
তিনি যৌবনাশ কর্তৃক সময়ে নিহত
হন । অঙ্গারের পুত্র গাঙ্কার । 'হরি' ।

(২) **মাক্হাতা** কর্তৃক সমরে পরাজিত

আর একজন অন্ধারের বিষয়
মহাভারতে আছে ।

অন্ধারক—(১) ভূমিরূপী মহাদেবের

পত্নী বিকেশী হইতে অন্ধারক জন্ম
গ্রহণ করেন । (বায়ু) । (২) অন্ধারক,

সর্প, নিখাতি, সদাসম্মতি, অষ্টকপাদ,
অর, অহিবৃক্ষ উৎকৈতু, ভূবন, যুত্মা

ও কপাল, এই একাদশ রুদ্র সুরভির
কর্মকলে তদীয় পুত্ররূপে প্রাপ্ত

হন । (বায়ু) । (৩) সূর্য্যের অন্ত
নাম । (মহাভা) । একাদশ রুদ্র দেখ ।

অন্ধারকা—রাক্ষসী বিশেষ । সে দক্ষিণ

সমুদ্রে বাস করিত ; এই রাক্ষসী
ছায়াযোগে জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া

ভক্ষণ করিত । (রামা) ।

অন্ধারপর্ণ—গন্ধর্ব্বদের রাজা অন্ধারপর্ণ

অর্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন ।

তাঁহার স্ত্রী কুন্তীনন্দী যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন
হইলে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অর্জুন

তাঁহাকে ক্ষমা করেন । পরে উভয়ের
মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইলে, অর্জুন

অন্ধারপর্ণের নিকট হইতে চাক্ষুষী-বিদ্যা
শিক্ষা করেন । (মহাভা) ।

অঙ্গির—ব্রহ্মা স্বীয় ষোষ্ঠ পুত্র অধর্কাকে

ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন । অধর্ক

অঙ্গির নামক ঋষিকে, অঙ্গির ভরদ্বাজ

গোত্রীয় সত্যবাহকে, সত্যবাহ অঙ্গি-

রসকে, অঙ্গিরস শৌনকে পরে ব্রহ্ম-

বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন । (যজুর্ক) ।

অঙ্গিরস—চাক্ষুষের পুত্র মনু, মনুর তনয়

উরু, উরুর পত্নী আশ্বেরী হইতে অগ্নি

স্বমনস, বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গর

জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) । অঙ্গিরাদেব ।

অঙ্গিরা—অঙ্গিরা বলের পুত্র । অঙ্গিরার

পুত্র সুধরা । সুধরার পুত্র ঋতু, বিতু,

বাজ এই তিন জন, নিজ কণ্ঠদ্বারা

দেবকে লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা

সূর্যালোকে বাস করিতেন । অঙ্গিরার

পুত্র হিরণ্যপুং ঋষি অনেক ঋক্

মন্ত্রের দ্রষ্টা । অঙ্গিরার পুত্র সব্য

অনেক ঋক্ মন্ত্রের রচয়িতা । অঙ্গিরা

ও তদ্বংশীয়েরা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের

ঋষি । অঙ্গিরার তনয় নৃমেধ, বিন্দু,

প্রভুবনু, বৃহৎমতি, উতখা, অমতাযু,

প্রভৃতি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা

করিয়াছেন । (ঋগ্) । (২) পূর্ব্ব-

কালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেব, সংগ্রহ,

স্বাহ, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য,

অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবশ্বান,

অরিষ্টনেমি ও কশ্তপ ইহারা প্রজা-

পতি ছিলেন । (রামা) । (৩) মরীচি

অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু

এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র ।

অঙ্গিরার ভাৰ্য্যার নাম শুভা । শুভা

হইতে অঙ্গিরার বৃহৎকীর্তি, বৃহৎজ্যোতী,

বৃহৎব্রহ্মা, বৃহৎগা, বৃহৎপ্র, বৃহৎসাগ,

ও বৃহৎপতি নামক সাত পুত্র

এবং ভাঙ্কমতী, রাগা, সিনীবাণী,

অর্জিপতী, তবিত্তী, মহিত্তি ও কুহ

নারী সাত কস্তা জন্মে । মহাভা ।
 (৪) পূৰ্ব্বকালে অঙ্গিরা কঠোর তপো-
 মুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী
 হইয়াছিলেন । সেই সময়ে অগ্নিও
 জলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন ।
 কিন্তু অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সমুপ-
 ও মানিবদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে গমন
 করিলেন । তখন অঙ্গিরা তাহাকে
 বলিলেন—আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া
 জনগণের হিতসাধন করুন । অগ্নি
 বলিলেন—আমার কীৰ্ত্তি বিনষ্ট
 হইয়াছে । আমাকে কেহই অগ্নি
 বলিয়া মান্ত করিবে না । আপনি
 প্রথম অগ্নি, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হই ।
 তখন অঙ্গিরা কহিলেন—আপনি অগ্নি
 হইয়া চবিবাহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গ
 লাভের পথ প্রকাশ করুন । আর
 আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে
 একটি পুত্র প্রদান করুন । অগ্নি
 অঙ্গিরার প্রার্থনামুৰূপ কার্য্য করিতে
 সম্মত হইলে, বৃহস্পতি নামে অঙ্গিরার
 এক পুত্র জন্মে । মহাভা ।
 ৫ পূৰ্বে ভগবান রুদ্র বাকুলী মূর্তি
 পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়া
 ছিলেন । এই সময়ে ব্রহ্মা, মহাদেবের
 বহির্বিজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, প্রজ্জ্বলিত
 হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে-
 ছিলেন । সেই সময়ে সমাগত দেব-
 কস্তাগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্রবন
 হয় । ব্রহ্মা সেই রেতঃ অগ্নিতে আহুতি
 প্রদান করেন । সেই অগ্নিশিখা হইতে

ভৃগু, সধুম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং
 নিধুম অঙ্গার হইতে কবি উৎপন্ন হন ।
 সেই যজ্ঞীয় হতাশনের প্রভা হইতে
 মরীচি, যজ্ঞীয় কুণ হইতে বালখিল্যগণ,
 ও অত্রি এবং যজ্ঞীয় হতাশনের ভয়-
 রাশি হইতে তপোবল সম্পন্ন শ্রতশীল
 সমলকৃত ব্রহ্মর্ষিগণ সদৃশ বৈশ্বানরগণ
 জন্মগ্রহণ করেন । যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে
 সমুদ্ভূত ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি কাহার
 পুত্র হইবেন, ইহা লইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি ও
 মহাদেবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় ।
 অবশেষে দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা
 কবিকে, মহাদেব ভৃগুকে ও অগ্নি
 অঙ্গিরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন ।
 কবি ব্রাহ্ম, ভৃগু বাকুল ও অঙ্গিরা
 আশ্বিন নামে খ্যাত হইলেন । মহাভা ।
 ৬ ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,
 অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ
 এই নয়জন ব্রহ্মার মানস পুত্র, পুরাণে
 ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত । অঙ্গিরা দক্ষের
 অশ্রুতমা কস্তা স্মৃতিকে বিবাহ করেন ।
 স্মৃতি, সিনীবালী, রাকা, কুহু ও
 অমুমতি নামী চারি কস্তা প্রসব
 করেন । (বিষ্ণু) । ৭) মনুবংশীয়
 উরুর পত্নী আশ্বিনী অঙ্গ, সুমনস,
 স্মৃতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে
 ছয়টি পুত্র প্রসব করেন । তিনি
 ব্রহ্মার মানস পুত্র অঙ্গিরা নহেন ।
 রুদ্র অঙ্গিরার নিকট নানা বিজ্ঞা লাভ
 করেন । (বিষ্ণু) । ৮) ব্রহ্মার মুখ

হইতে অঙ্গিরা কন্যা গ্রহণ করেন ।
 অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, উত্থা ও সখর
 (সখর্তু) এই তিন জন । ব্রহ্ম-বৈ ।
 (৯) অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি, সিনীবাণী,
 কুহু, রাকা ও অমুমতি, নাম্নী চারি
 কন্যা এবং লঙ্কাভাব নামক যশস্বী
 অগ্নিকে প্রসব করেন । ১০ যুগে যুগে
 অনেক শিবাচার ব্যাস ছিলেন ।
 বরাহ কল্পে অঙ্গিরা বেদবিভাজক,
 পুরাণ প্রদর্শক ও জ্ঞান প্রদর্শক ব্যাস
 ছিলেন । বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে
 মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হন,
 তখন পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা
 তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন ।
 একদা শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসপদ ঋষিব আশ্রমে
 অঙ্গিরা মূনির নিকট পাশুপত্যযোগ
 লাভ করিয়া ঙ্গের তপস্যা কবিত্ব
 ছিলেন । শিব । ১১ মরাচি,
 অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও
 বশিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মাব মানন পুত্র ।
 অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি । (১২) বাব-
 গসীর রাজা প্রতর্দনের পুত্র ভার্গ,
 ভার্গের পুত্র ভৃগুভূমি, ভৃগুভূমির পুত্র
 অঙ্গিরা, এবং অঙ্গিরার পুত্র গালব ।
 অঙ্গিরার পৌত্র বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ
 মরুদগণ কর্তৃক মহীপতি ভরতের
 পুত্ররূপে সংক্রামিত হইয়াছিলেন ।
 দক্ষ প্রজাপতির দুইটি কন্যাকে অঙ্গিরা
 বিবাহ করেন । তাঁহাদের হইতে ঋক
 মন্ত্র সকল জন্মগ্রহণ করে । অঙ্গিরার

অম্ম নাম প্রত্যাঙ্গিরস ও শৌনক ।
 (হরি' । ১৩) ব্রহ্মার দশপুত্রের অন্যতম
 অঙ্গিরা তাঁহার মুখ হইতে ঋগগ্রন্থ
 করেন । শ্রদ্ধা অঙ্গিরা হইতে
 সিনীবাণী, কুহু, রাকা ও অমুমতি
 নামে চারি কন্যা এবং উত্থা ও
 বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র লাভ করেন ।
 অঙ্গিবা দক্ষের স্বধা ও সতী নাম্নী দুই
 কন্যাকে বিবাহ করেন । স্বধা হইতে
 পিতৃগণ ও সতী হইতে অঙ্গিরস নামে
 বেদ প্রাপ্তভূত হন । একবার অঙ্গিবা
 মনুবাংশীয় অপুত্রক নরপতি রণিবরের
 প্রার্থনায় তাঁহার স্ত্রীতে কতিপয়
 সন্তান উৎপাদন করেন । তাঁহারা
 রণিবরের ক্ষেত্রে প্রসূত বলিয়া
 রণিতব গোত্র ও অঙ্গিবান ঔবসজ্ঞা
 বলিয়া অঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত হন ।
 তাহারা ক্ষেত্রক বাঞ্ছন বলিয়া অপরা-
 পব বণিতব সন্তানদেব চেষ্টে শ্রেষ্ঠ
 ছিলেন । 'ভাগ' । ১৪ অঙ্গিবা
 একজন ধন্যশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন ।
 'বরাহ' । ১৫ অঙ্গিরস পত্নী স্মৃতি,
 ভবগায়ি ও কীর্তিমন্ত নামে দুই পুত্র
 এবং সিনীবাণী, রাকা, কুহু ও অমু-
 মতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন ।
 ব্রহ্মা । ১৬ অঙ্গিরার ভূতি নামক
 একজন কোপন স্বভাব পুত্র ছিল ।
 'মাক' । (অমুমতি দেখ) । ১৭ ভৃগু
 ঋষির পুত্রের নামও অঙ্গিরা । 'ভ্রুক' ।
 ১৮ ভৃগুঋষি অপরূপ নামে পরি-

চিত । তাহার পুত্র অঙ্গিরা । ব্রহ্মা ।

(১৮) অঙ্গিরার তিন পত্নী তন্মধ্যে মরীচি নন্দিনী সুক্লপা, বৃহস্পতিকে প্রসব করেন । কর্দ্দম নন্দিনী স্বরূপে হইতে গৌতম, বামদেব, অবক্ষা, উশিঙ্গ ও উত্থা অন্তর্গত করেন । মনু তনয়া পথ্যা হইতে, ধিকু, সংবত্, ও ব্রিচন্ত অন্তর্গত করেন । উদায়া, আয়ু, দক্ষ, দক্ষ, দত্ত, প্রাণ, হবিষ্মান্, হবিষু, ক্রতু ও মত্ এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা । (বায়ু ।

(১৯) আয়ুর কন্যা আত্রেয়ীকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন । তাহা হইতে অঙ্গিরস নামক পুত্রগণ অন্তর্গত করেন । অঙ্গিরা আত্রেয়ীর ভাষা ছিলেন । আত্রেয়ী স্বীয় পুত্র আয়ুর উপদেশে অঙ্গিবাকে জন্মলাভ করিয়া গাষ্ট্র করেন । আত্রেয়ী ভ্রাতৃকে প্রাণনার্থ যে অয়ুমধ্য দেহ ধারণ করেন, তাহা পরক্ষা নামী নদীরূপে গঙ্গার সহিত মিলিত হয় । ব্রহ্মা ।

অজমোহু বেধস প্রভৃতি ত্রৈলোক্যজন মন্ত্র প্রনেতা ঋষি অঙ্গিরার পুত্র ।

অঙ্গিরাগণ—মহর্ষি অঙ্গিবাস পত্নী আত্রেয়ী হইতে অঙ্গিরাগণ ত্রৈলোক্য করেন । অঙ্গিরাগণ আদিত্যাদিগকে গাঢ়ন করিয়া গৌতম নদীবদক্ষিণ তীরস্থ হুঁম দক্ষিণাশ্রুপ প্রাপ্ত হন । তথায় কপিলাতীর্থে বস্তুমান । ব্রহ্মা ।

অঙ্গিরাবৃত্ত—দানব বিশেষ । বায়ু ।

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়—হিরণ্যনাভ চতু-

স্মিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া তাহার যে চব্বিশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান, অঙ্গুরীয় তন্মধ্যে অল্পতম ছিলেন । (বায়ু ।

অঙ্গারি—অজ্বারি, স্থান, ভ্রাজ, বস্তারি, হস্ত, মুহস্ত ও বৃণাহু এই সাতজন বংশীয় শোম রক্ষক । (যজু ।

অচল—১, মহর্ষি অচল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন ।

মহাভা । ২ দেবর্ষি অচল প্রত্যাশের পুত্র । তিনি দেবতাদিগকে জানেন বলিয়া দেবর্ষি নামে খ্যাত হন । (বায়ু ।

অচলা দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপাত কাটিকেরেব অঙ্গুরী যে সমুদয় মাতৃকা ছিলেন, অচলা তাহাদের অল্পতমা । (মহাভা ।

অচুত—(১) বিশ্বর অল্পনাম । ২, অচুত ও অঙ্গুরের দুই উপস্থিত হইলে দেবসেনাপাত কাটিকেরেব পাশায়া কাবীর জন্ত দক্ষগণ গন্ধদণ সেনাপাত প্রেরণ করেন । অচুত তাহাদের অল্পতম ছিলেন । অঙ্গুর দেব । (বাম ।

অচ্ছাবাক—স্বায়ম্বুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা এক বজ্র করেন, সেই বজ্রে মহর্ষি অচ্ছাবাক একজন ঋষিক ছিলেন । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অচ্ছাবা আয়ুষাভাদি পিতৃগণের মানসী কন্তা । আয়ুষাভ দেব । তিনি কখনও পিতৃগণকে দর্শন করেন নাহ । একদা তিনি আকাশ পথে আদ্রকা অঙ্গবার সাহিত বিমানে অধিষ্ঠিত অঙ্গুরাকগায়া বহু নামক পিতাকে দর্শনপূরক বরণ

করেন। এই পাশে তিনি পৃথিবীতে
বসু নামধেয় নৃপতির সত্যবতী নামী
কন্যাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। এই সত্য-
বতীই ব্যাসদেব চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র-
বীর্ষের জননী। (হরি)। অমাবসু দেখ।

অজ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘুর পুত্র
দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, অজের
পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র
প্রজাপাল, প্রজাপালের পুত্র দশরথ,
দশরথের পুত্র, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও
শত্রুঘ্ন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (২) কাব্য
হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন,
ভাবন, অস্ত্র, অস্ত্রায়ত, ক্রতু, শ্রবা,
মূক্ষা, ব্যজ্র, ব্যাশ্র, প্রসব, অজ ও
অধিপতি নামে ভার্গব বংশীয় ষাটজন
জন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন।
(বায়ু)। সূর্য্যের অন্ত নাম। (মহাভা)।
অতি প্রাচীন কালের একজন রাজা।
তিনি স্বাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গে গমন
করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (৩) মনু-
বংশীয় নৃপতি নাভাগের পুত্র অজ ও
সুত্রত। অজের পুত্র ধন্যাত্মা দশরথ,
দশরথের পুত্র রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও
শত্রুঘ্ন। (রামা)। (৪) উত্তমমহুর
অজ, পরশুচি ও দিব্য নামে তিন পুত্র
ছিল। তাঁহারা সকলেই অতিশয়পরা-
ক্রান্ত ছিলেন। (মার্ক)। উত্তম দেখ।
(৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিলীপের পুত্র অজ,
অজেরপুত্র কাল, কালের পুত্র অজপাল,
অজপালের তনয় রাজা দশরথ,

দশরথের পুত্র রাম প্রভৃতি। (অশ্বি)।
(৬) স্বারোচিষ মধুগের ক্রতুরপুত্র অজ
সোমপায়ী ছিলেন। (ব্রহ্ম)। (৭) অজ
নামে একজন অশুর ছিল। (বায়ু)।
একপাৎ, অজ, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ,
ভৈরব, হর, ত্র্যম্বক, সাবিত্রী, জয়ন্ত,
বহুরূপ ও পিনাকী ইহারা একাদশ
রুদ্র নামে খ্যাত। (লি)। (৮)
একাদশ শরীরাক্ষমণী কামরূপিনী যে
পত্নী উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি
সুরভি নামী গোত্রপ ধারন-পূর্ব্বক
ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা
তাঁহাতে নিম্নাতি, সপ, একপাৎ, অজ,
মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর,
অহিব্রহ্ম, সেনানী ও কপালী নামে
একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন।
তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে
করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া-
ছিলেন বলিয়া, রুদ্র নামে খ্যাত হন।
(হরি)। (৯) মনুবংশীয় নরপতি
প্রহস্তার পত্নী স্তুতি, অজ ও ভূমা নামে
দুই পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। (১০)
দক্ষের অন্ততম কন্যা স্বরূপাকে ভূত
বিবাহ করেন। ভূত হইতে স্বরূপার
গর্ভে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বামা,
উগ্র, বৃষাকপ, অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম,
বহুরূপ ও মহান এই একাদশ রুদ্র
জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। অজ ও
উত্তম দেখ।

অজক—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি হৃষিকেশ
পুত্র অজক, অজকের তনয় বলাকাখ।

বলাকাশের তনয় কুশ । (বিষ্ণু) ।
 (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বহুর পঞ্চপুত্রের
 অন্ততম অজক । (লি) । (৩) চন্দ্র
 বংশীয় নরপতি সুনহের পুত্র অজক ।
 অজক হইতে বলাকাশ, বলাকাশ
 হইতে কুশ জন্মে । অন্তত আছে জঙ্ঘর
 পুত্র অজক । (হরি) । (৪) সোমবংশীয়
 বলাকের পুত্র অজক, অজকের পুত্র
 কুশ । (ভাগ) । (৫) দানবরাজ
 বৃষপক্ষীর অমুজ ছিলেন অজক ।
 তিনি শাঘ নামে সুবিখ্যাত মহিপাল-
 রূপে কুমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন ।
 (মহাভা) । (৬) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা
 দম্ব, দম্বি কন্তপ হইতে বিপ্রচিতি,
 অজক প্রভৃতি চল্লিশটি মহাবল পুত্র
 লাভ করেন । (পদ্ম-সৃষ্টি) । (৭)
 জঙ্ঘর পুত্র সুনন্দ, সুনন্দের পুত্র
 অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ,
 বলাকাশের পুত্র কুশ । (ব্রহ্ম) ।
 অন্তত আছে বলাকাশের পুত্র কুশিক ।
 অজকাশ—কেশিনীর গভে অজমৌড়ের
 জঙ্ঘ নামে প্রতাপবান একপুত্র জন্মে ।
 জঙ্ঘ হইতে অজকাশ, অজকাশ হইতে
 বলাকাশ, বলাকাশ হইতে কুশিক,
 কুশিক হইতে গাধি ও ইন্দ্র নামে দুই
 পুত্র জন্মে । গাধির পুত্র বিখ্যামিত্র ও
 কন্যা সত্যবতী । (অগ্নি) । (কুশ দেখ) ।
 অজগন্ধ—মহাদেবের অমুচরগণ গন্ধা-
 ধারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল ।
 তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সবেগে

পলায়ন করিতেছিলেন । মহাদেব সেই
 সময়ে তাহাকে বাণঘারা বিদ্ধ করিয়া-
 ছিলেন । তাঁহাতে সেই মৃগ কুধির
 প্লাবিত হইয়াছিল । দেবগণ সেইজন্ত
 মহাদেবকে অজগন্ধ নামে অভিহিত
 করেন । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অজগন্ধা—মহাদেবের নাম অজগন্ধ
 বলিয়া তাহার স্ত্রী অজগন্ধা নামে
 অভিহিত হন । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অজগর—মুনি বিশেষ । তিনি কাবেরী
 নদীর নিকট সহ পর্কত্তের সাহুদেগে
 অজগর ত্রত অবলম্বন করিয়া বাস
 করিতেন । প্রহ্লাদ নানা দেশ
 পৰ্য্যটন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত
 হন এবং তথোপদেশ শ্রবণ করেন ।
 (ভাগ) ।

অজন—বিপ্রচিতি, সিংহিকার গর্তে
 ব্যংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইষণ,
 নমুচি, স্বয়ম্প, অজন, নরক, কালনাভ,
 রাজেন্দ্র, সরমান ও কালবীৰ্য্য নামে
 ত্রয়োদশ পুত্র উৎপাদন করেন ।
 তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর ভাগিনের
 ও সৈংহিকের নামে খ্যাত ছিলেন ।
 (মৎ) । অজিক ও কালনাভ দেখ ।

অজপ—রাজবি জঙ্ঘু যৌবনাশ নন্দিনী
 কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন ।
 কাবেরীর গভে ধার্মিক সুহোত্র
 জন্মে । সুহোত্রের পুত্র অজপ,
 অজপের পুত্র বলাকাশ । (পদ্ম) ।

অজপাল—ইক্ষাকু বংশীয় হজের পুত্র

দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে অজপাল, অজপাল হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। দশরথের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। মৎ । অজ দেব। অজপাশ্ব—পাতু বংশীয় নরপতি যেতকণ সন্তান না হওয়ার পত্নী মালিনী সহ তপোবনে গমন করেন। হাতমধ্যে নরপতি মহাপ্রহানে উদ্যোগী হইলে গভবতী মালিনীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। পণিমধ্যে মালিনী একপুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে পণিপাশ্বে স্থাপন-পুণ্ডক স্বামীর অনুগমন করিলেন। শ্রাবষ্টমীতে ঋষি পৈঙ্গলাদি ও কোশক রোক্ষণ মান শিশুকে দয়া করিয়া দায় আশ্রমে আনাগমন করেন। কুমারের পাপবশ অজের দায় আশ্রমে ছিল বলিষ্ঠা, ঋষিরা তাহার নাম অজপাশ্ব রাখিলেন। পরে পাতপাদিনার্থ মহাবেগমের পত্নী, বেগমীর হস্তে গমপন করেন। তথায়হ রাজকুমার অজপাশ্ব বর্দ্ধিত হইয়া ছিলেন। (হরি)। ব্রহ্ম পুরাণ মতে মহাষি রেমক ও তৎপত্নী কতৃক অজপাশ্ব প্রতিপালিত হন।

অজবাহন—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্ততম দিষ্টের তনয় নাভাগ, নাভাগ হইতে ভলন্দন এবং ভলন্দন হইতে অজবাহন জন্মগ্রহণ করেন। (গি)। বৈবস্বত মনু দেখ।

অজত—যদুবংশীয় ঋতুক হইতে কশ্যপ তনয়া, দেবক ও উগ্রসেন নামে

দুই পুত্র প্রসব করেন। উগ্রসেন হইতে কশ, ত্রোগাধ, সুনামা, বক, শকু, অজত, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও স্রুমুষ্টি নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, বক্কা, সুতক ও রাষ্ট্রপালী নামী পাঁচ কন্যা জন্মে। (মৎ)।

অজমোচ—পুরুবংশীয় নরপতি হস্তাব অজমোচ, দ্বিমোচ ও পুরুমোচ নামে তিন তনব ছিল। অজমোচের নাগিনা, ভূমিনী, কোশিনী ও ধূমিনী নামে চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে কোশিনীর তনয় কথ, কমেব তনয় মেধাতিথ। এই মেধাতিথি হইতেই কাশ্যপন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভূমিনীর গতে বৃন্দধন ও ধূমিনার গতে যদানব ও ধুম্রবর্ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে তনয় সম্বরণ। নাগিনা হইতে নান এবং নান হইতে শাশ্ব জন্মে। (বিশ্ব)। (২) রাজা সুহোত্রের পত্নী বিষ্ণুকী, অজমোচ, সুমোচ ও পুরুমোচ নামে তিন তনয় প্রসব করেন। অজমোচের তিন পত্নী। তন্মধ্যে ধূমিনী দ্বিতীয়ে, কোশিনী তৃতীয়ে, বজ্রন ও ক্রাপন নামে তিন তনয়কে না। হুমন্ত ও পরমোষ্ঠী নামে দুই তনয়কে প্রসব করেন। এই হুমন্ত হইতেই পাদপাল বংশ গমপ্ত হইয়াছে। (মহাভা)। (৩) মহাভারতের অংশ আছে। হস্তীর তনয় বিকূঠন, বিকূঠনের পত্নী সুদেবা অজমোচকে প্রসব করেন। অজমোচের কৈকেয়ী, গাকারী, বিপালী ও

আকাশ নাম্নী চারি পত্নী সহজে চব্বিশ
শত তনয় জন্ম। (মহাভা)। বিশ্বামিত্র,
মহাকাভা, মল্লিকা, কাপ, পুরুকুৎস,
মতা, অমৃতবান, আথু, আদ্রিসেন,
অজমারি, কক্ষাব, শিঙ্গর, রণিতব,
রূপ, বিষ্ণুবুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত
নরপতি উপোদগে আধিগ প্রাপ্ত ঈর্ষ্মা-
ছিলেন। (৭৭)। (৫) বৃহৎকত্রেব
তনয় ঈর্ষ্মা, ঈর্ষ্মার তনয় অকমার,
অজমারের তনয় নীল, নীলের তনয়
শান্ত। (বৃহৎকত্রে)। (৬) অঙ্গিরাস,
বেধস, ভাবদাজ, বাস্কান, অমৃত, গাগা,
গোনা, সংজিতি, পুরুকুৎস, মহাকাভা,
অমৃতাব, বাস্কান, অমৃত, আভ,
বাল, পুষদম্ব, বিক্রম, কথ, মদগল,
বুদনাম, পুরুকুৎস, বসদম্ব,
মদমামান, উতপা, ভবদাম, বাজপ্রবা,
আমাপ্য, সুবিত্ত, বামদেব, ভাঙ্গা,
বৃহৎকত্রে, দামিতপা ও বসদামান এই
ভৌতশজন অঙ্গিরাসের তনয়। এই
শ্রেষ্ঠ ঋষিতনয়গণ মদ পণেতা।
(ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) অঙ্গিরাসের তনয় বৃহৎ,
বৃহৎবের তনয় অজমারি, দিমারি ও
পুরুমারি। অজমারির কৌশল্য গভে
বল্লী, নারায়ণ গভে অশ্বিনী ও
গামিনী গভে অশ্বিনী গম্যগণ করেন।
(পদ্ম)।

অজমারি মহর্ষি অঙ্গিরাসের তনয়
পুরুমৌলী ও অজমৌলী ঋষিদের মন্ত-
প্রাণী ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অজয়—শিশুনাগ বংশীয় দর্ভকের তনয়
অজয় মগধের অষ্টম নরপতি ছিলেন।
অজয়ের তনয় নন্দীবর্দন। (ভাগ)।
অজয়া—বৈষ্ণবী, কাশ্মীরী ও অজয়া
নাম্নী নিবপবাধিনী তিন দেবীকে
মন্তক দ্বারা প্রণামাস্তে দক্ষিণাবর্ত
ক্রমে মাসে মাসে ত্রিলোকিক দান
কারণে পিতৃলোকেরা তুষ্ট থাকেন।
(বরা)।

অজবা মেরুর আর্হতি নাম্নী কন্যা
যাতি সহজে পাণকে তনয়রূপে প্রাপ্ত
হন। প্রাণের দ্বা বুদ্রবর্তীর গভে
চ্যামান ও অজরা নাম্নী দুই তনয়
জন্মে। আর্হতি দেবী। মাকী।

অজমী একজন গোনি প্রবক্তক ঋষি।
মহাভাব কত্থা অজমী অঙ্গিরাসের পত্নী
ছিলেন। সেই অজমী সহজে বৃহৎপতি,
গোত্রম, মদন্ত, উতপা, বামদেব,
অজমী ও আধিগ জন্মগ্ৰহণ করেন।
(মৎ)। অঙ্গিরাস দেব।

অজাত (১) ভজমান বংশীয় প্রাতি-
দেবের তনয় হাদিক, হাদিকের কৃত-
বম্বা, শতধবা, দেবাহ, নার, ভীষণ,
মহাবল, অজাত, বজ্রাত, কাম্যক
ও কবন্তক নামে দশ তনয় জন্মে।
(মৎ)। ভাজের তনয় হাদিকের কৃত-
বম্বা, শতধবা, দেবাহ, সুভানু, ভীষণ,
অজাত, বজ্রাত, মহাবল, কবন্তক
ও কবন্তক নামে দশ তনয় জন্মে।
(পদ্ম-সৃষ্টি)। রতবম্বা দেব।

অজাতশত্রু—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি বিম্বসারের (বিম্বিসার বা বিম্বিসার) তনয় অজাতশত্রু। অজাতশত্রুর তনয় দর্ভক, দর্ভকের তনয় উদয়ান। (বিষ্ণু)। (২) মগধের শিশুনাগবংশীয় ক্ষেত্রবন্দ্যার পরে অজাতশত্রু পঁচিশ বৎসর ও তৎপর ক্ষত্রোজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। (বায়ু)। (৩) ভোজবংশীয় শমীক রাজার তনয় অজাতশত্রু। ক্ষত্রোজা দেখ। (ব্রহ্ম)।

অজামীল—কাতকুজ দেশে অজামীল নামে এক দাসী পতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্বদা দাসী সংসর্গে দূষিত হওয়ার তাহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হইয়াছিল। দাসী গতে তাহার দশটি তনয় জন্মে। তন্মধ্যে একটীর নাম নারায়ণ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি নারায়ণ বলিয়া তত্ত্ব-ত্যাগ করেন, ইহাতেই তিনি বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। (ভাগ)।

অজামুখ—কণ্ডপ হইতে দক্ষ কন্যা দম্বর গতে বিপ্রচিন্তি, অজামুখ, অক্ষক প্রভৃতি শত তনয় জন্মে। ইহারা সকলেই সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রান্ত, ক্রুর, মায়াবী, মহাবল, অযজ্ঞ, অপ্রকৃষ্য এবং দানব সংজ্ঞায় অভিহিত। কণ্ডপ ও দম্ব দেখ। (বায়ু)।

অজামুখী—রাক্ষস বিশেষ। সে অশোক বনে আবদ্ধ। সীতাকে রাবণের প্রতি অমুরাগিনী করিবার জন্ত ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল। (রামা)।

অজিক—বিপ্রচিন্তির ওরসে সিংহচকর

গর্ভে সৈন্যহিকের নামে প্যাত মহাবল পরাক্রান্ত রাহ, শল্য, বল, মহাবল, বাতাপি, ইষল, নমুচি, কৃষ্ণপ, অজিক নরক, কালনাভ, শরমান ও শরকল নামে ত্রয়োদশপুত্র জন্মিয়াছিল। অজেন ও কালনাভ দেখ। (শিব)।

অজিত—(১) পুলহের পুত্র অজিত। ভোতা মন্বন্তরে অগ্নিবাহ, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ, যুক্ত ও অজিত সপ্তষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বৈরাজ প্রজাপতির ভাৰ্য্যা দেবলভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন। অজিত জল গর্ভে কুর্শরূপে অবস্থানপূর্বক পৃষ্ঠে ঘৃণ্যমান মন্দর পর্বত ধারন করিয়া জলধি মহন এবং দেবতাদিগকে পীযুষ পরিবেশন করেন। (ভাগ)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রৈত্যযুগের আদিতে দেবগণ “যাম” নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বে ইহারা যজ্ঞ পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন। ইহাদের মধ্যে অজিতগণ ব্রহ্মার পুত্র। এবং জিৎ, অজিত ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর শুক্র নামক মানস পুত্র। (বায়ু)। চাক্ষুষ মন্বন্তরে অজিটে, দেব, শাকান, বাণপৃষ্ঠ, শাকর, সত্যব্রহ্ম, বিষ্ণু, বিজয়, অজিত ইহারা পৃথক দেবগণ বলিয়া বিদিত হন। (বায়ু)।

অজিতা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে কচির পুত্ররূপে বিধি, নন্দ, মুনয়, কেশ, অবার, প্রাণ, অপাণ, স্তম্বায়া,

ঋতু, শক্তি, ঐশ্বর্য ও স্থিতি এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করেন । এবং অজিত দেবতা নামে খ্যাত হন । আপান দেখ । (বায়ু) ।

অজিন—মনুবংশীয় নরপতি ঐবিকানের পত্নী ধীষণা হইতে প্রাচীন বহি, শুক্র, গরু, ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ও অজিন নামে, ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) ।
আয়েয়ী ও অঙ্গ দেখ ।

অজির—স্বাহুভুব মনস্তরে অজির একজন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন । (বায়ু) ।
অমৃতবান্ দেখ ।

অজিরা—প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে অজিরা নামে এক ঋষি ছিলেন ।
তাহার পুত্র মহর্ষি পবিত্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । (ঋগ্বেদ) ।

অজিষ্ঠ—অজিত দেখ ।

অজিষ্ক—প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমগ্র, বিপ্রত, অজিষ্ক, অরিমদন, অজিষ্কান, মহৌরান, অজ, ঐশ্বর্য ও বর্ষীয় ইয়ারা মহাবল পরাক্রান্ত পারাবত নামক দেবগণ ছিলেন । অজিষ্কান দেখ । (বায়ু) ।

অজিষ্কান—স্বারোচিষ মনস্তরে প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমগ্র, অরিমদন, অজিষ্ক, বিজ্ঞান, অজিষ্কান, মহৌরান, মহাভাগ, অজোপদয় ও বর্ষীয় এই সকল পরাক্রান্ত হোতা ও বজ্রা ছিলেন । (ব্রহ্মা) ।

অজিহ—অজিষ্কান দেখ ।

অজীগন্ত—(১) একজন বৈদিক ঋষি ।
অজীগন্তের পুত্র শুনঃশেফ একজন বেদের মন্ত্রকর্তা ঋষি । (ঋগ্বেদ) । (২)

দরিদ্র দ্বিজবর অজীগন্ত বজ্রার্থ পরপণ্ড্র প্রার্থী রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে মূল্য লইয়া, আপন গুরুস পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন । (দেবীভাগ) ।
মহর্ষি অজীগন্ত একবার অতিশয় বৃত্তাক্ত হইয়া নিজ শ্রমের প্রাপসংহারে সমুত্তত হইয়াছিলেন । (মহাভা) ।
ভৃগু-বংশীয় অজীগন্তের তনয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র দেবরাত নামক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । (ভাগ) ।

অজেশ—মহাদেবের অন্ততম গণ । দৈত্যগণের সহিত সমরে তিনি মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন । (মহাভা) ।

অজৈকপাদ—(১) দক্ষের কন্যা সুরতি মহাদেবের প্রসাদে তপঃ প্রভাবে দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া, কশ্যপ হইতে অজৈকপাদ, অহিগ্র, পিনাকি, হর, বহুরূপ, ঐশ্বর্য, অপরাজিত, প্রযাকপি, শত্ৰু, কপর্দী ও রৈবত নামে একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন । (হরি) ।
(২) দেবশিল্পী, বিশ্বকর্মা অহিগ্র, রুদ্র, অজৈকপাদ ও হুতা নামে চারি পুত্র জন্মে । (বিষ্ণু) ।
দক্ষের কন্যা ও ভূতের অন্ততমা, ত্রী স্বরূপা হইতে অজ, রৈবত ও, ভাম, বাম, উগ্র, প্রযাকপি, অজৈকপাদ, অহিগ্র, মহান্ ও বহুরূপ, এই একাদশ রুদ্র জন্মে । (ভাগ) ।
(৩) মরীচির পুত্র যুগব্যাস, সর্প, নিশাচর, অজৈকপাদ, অহিগ্র,

পিনাকি, দহন, কপালি, স্থানু, ভগ্ন, এই একাদশজন, একাদশ রত্ননামে খ্যাত । অধিব্রহ্ম ও দক্ষ দেখ । (মহাভা) ।
 অজৈকা—বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ একদা গৌতমী নদীর তীরে যজ্ঞ করিতে ছিলেন । রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিষয় উৎপাদন করিতে আবেস্ত করিলে, একা মায়াধারা অজৈকা নামী এক প্রমদার সৃষ্টি করিয়া, রাক্ষস বিনাশার্থ ঋষিগণ হস্তে প্রদান করেন । কিন্তু রাক্ষস পতি শব্দে অজৈকাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন । (ব্রহ্ম) ।

অজোপবৃষ—অজিহ্মান দেখ ।

অজক—দানবপতি । বৈপ্রচ্যুতি ঋষি বৈমাত্রেয় ভগিনী, হিরণ্যকশিপুর আপন ভগ্নী সিংহিকাকে বিবাহ করেন । এই সিংহিকা হইতে বাহ্য, শল্য, বলবান, নভ, বাগা, নমুচি, হবল, ঋতুম, অজক, নবক, কানিনভ, স্বভানু ও চক্রবোধী জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) ।
 অজিক, অজিক ও কানিনভ দেখ ।

অজ্ঞন—(১) জনক বংশীয় নরপতি সত্য-ধ্বজের তনয় কুণি, কুণির তনয় অজ্ঞন, অজ্ঞনের তনয় ঋতুজিৎ, ঋতুজিৎের তনয় অরিশট্টনৈমা । (বিষ্ণু) । (২) নারায়ণের অবতার বৃদ্ধের পিতা অজ্ঞন । (ভাগ) । (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অজ্ঞন, নীলকুণ্ডী, মেঘবর্ণ, বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, স্তম্ভীম ও স্বভানু নামে আটজন সেনাপতি

বৈষ্ণবী বৃষ্টির প্রেরিত অষ্টবহ্নর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন । (বরা) । (৪) কণ্ঠপ পত্নী কক্ষর গভজাত অন্যতম নাগ । (বায়ু) । (৫) বিপ্রচ্যুতির পত্নী সিংহিকার গভজাত অন্যতম পুত্র । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অজ্ঞান—অপব নাম পুঞ্জিকাছন্দা । গানবানর দলপতি কেশরীর পত্নী ছিলেন । তাহার গভে ও পবনের গুরসে হনুমানের জন্ম হয় । হনুমান কেশরীর ষ্ঠ-এজ তনয় । অজ্ঞান বানরশ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের হৃদিতা ছিলেন । (রামা) ।
 অজ্ঞানবতী সাম হইতে অজ্ঞানবতী নাগের জন্ম হয় । (বায়ু) ।

অজিক—যথাতর জ্যেষ্ঠ তনয় বহু । বহু হইতে সহস্রদ, পঞ্চোদ, ক্রোষ্ঠী, নীল ও অজিক নামে পাঁচ তনয় জন্মে । (হার) ।
 কিন্তু পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের মতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্ঠী, নাল, অজিক ও রঘু নামে যত্নর পাঁচ তনয় জন্মে । বহু দেখ ।

অট্টহাস—(১) বৈবস্বত মরুত্বরের একোণ বিংশ কলিযুগে অট্টহাস মহাদেবের অবতার ছিলেন । (কুশ) । (২) শিবাবতার যোগাচার্য্য অট্টহাস বরাহ কল্বেষ বিংশতি দ্বাপরে অবতার হন । সূমন্ত, বসুরা, কক্ক ও কুশিকন্দর, নামে তাহার ধ্যানশীল নিয়তনিয়মী চারি তনয় ছিলেন । (লি) ।

অগ্নিমান—একজন মহাবলশালী নাগ-রাজ । (মহাভা) ।

অগ্নিমাণ্ডবা—পূৰ্ণকালে মাণ্ডবা নামে

এক ঋষি ছিলেন। পূৰ্ণজন্মে এক পতঙ্গের গৃহদেশে তৃণ প্রবেশ করাটয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই পাপে এই জন্মে শূণে আরোপিত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি চোরচুরি করিয়া পলায়নের অবসর না পাটয়া, দ্রব্যাদি সহ মাণ্ডবা মনিব গৃহে লুকাটয়া থাকে। রাজাসূচবেণী চোরের সহিত মাণ্ডবা মুনিকে রাজসমাপে উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি মোর্নী ছিলেন বলিয়া, বাজবিচারে অন্যান্য চোরের সহিত শূণে আরোপিত হন। পবে রাঙা ষায় ভ্রম বুদ্ধিতে পারিয়া তাহাকে অবতরণ করাটয়া, শূণ কখন কবিতা দেন। কিন্তু শূণের কিংদংশ তাহাও ধরারে ছিল বলিয়া, তিনি অগ্নিমাণ্ডবা নামে খ্যাত হন। তদবধি নিম্নম হয় যে, ১৪ বৎসরের নুন বয়স্ক বালক কোন অপরাধ করিলে, তাহা অপরাধ মধ্য গণ্য হইবে না। (মহাভা।)

অণু—তদ্রূপ অণুব পন্থের গৃহ তুংসুকে দান করায়াছিলেন। (ঋগ্।)

অণুকা - কল্পপ পক্ষী প্রাণ হইতে অণুকা অনুনা অরুণপ্রিয়া, অমুগা ও সুভগা নাম্নী পঞ্চকল্পা উদ্ভূতগণ করেন। (পার।)
অণুহ—ভরতবংশীয় সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ। এই বিভ্রাজের তনয় অণুহ। শুক নন্দিনী কন্যা হইতে অণুহের পুত্র

ব্রহ্মদত্ত জন্মে। তাহার পুত্র যুগদত্ত মং।

অতিকায়—(১) রক্ষস সেনাপতি রাবণের ঔবসে ষাণ্ড মারিনার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। তিনি পূৰ্ণকালে পবিত্রভাবে তপস। করিয়া ব্রহ্মার অনুকম্পায় অনেক ঔষধ লাভ করেন এবং তাহার ববে সুরাসুরের অবধ্য হন। তিনি যুদ্ধে এক সময়ে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও দৈববাজ বরুণের পাণ্ডকে প্রাতিষ্ঠত করেন। তিনি দেবদানবের দর্পগারী ছিলেন। বৃষ্টি সমরেভ্রাতা ত্রিশিরা প্রভূত ও পিতৃব্য মণ্ডোদর প্রভাত নিহত হইলে, ইনি রাবণ কর্তৃক বানর সৈন্যধ্বংসের জন্য প্রেরিত হন। সৌমিত্রের সহিত ইহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মণ অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্রে ইহার মৃত্যু ঘটে হইতে বিচ্যুত করেন। (রামা।)
(২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের ভীমাঙ্গ, শুককণ, শঙ্কুর্কণ, বজ্রক, জ্যোতির্বাণী, বিদ্যামালী, ভীমগংষ্ট্র, বিদ্যাসুন্দর, অতিকায়, মহাকায়, দার্বণাছ ও হৃদাস্তক নামে বাবজিন সেনাপতি দ্বন্দ্ব আর্মিতোর সাহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (পেরা।)
অতিকায়—দেবাসুর সমরে স্বন্দ দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে বিদ্যাগিরি তাহার সাহায্যার্থে ঋষি অমুচর পার্শ্বদ ও অতিকায়কে প্রেরণ করেন। (বাম।)

অতিগম্ভীরা—ইন্দ্র, বিশ্বামিত্রের তপো-
বিস্ম উৎপাদনার্থ গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা
নান্নী অমরা দ্বয়কে প্রেরণ কারিয়া-
ছিলেন। বিশ্বামিত্রের শাপে তাহারা
অমরোয়ুগ নদীরূপে পারণত হইয়া
গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। (এক)।

অতিবস—দেবাসুর সময়ে স্বন্দ দেব-
সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, বায়ু
তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্তর হস ও
অতিবসকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিতেজা—চাক্ষুষ মহাসুরে কণ্ঠপ হইতে
অদিতিব গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, অর্য্যামা,
ধাতা, বৃহা, পুষা, বিবসান্, সবিতা,
অংশ, মিত্রাবরুণ, ভগ ও অতিতেজা
এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন।
অংশ দেখ। (শিব-ধর্ম্ম)।

অতিথি—(১) চাক্ষুষ মহাসুরে দেবতাদের
পাঁচটা গণ ছিল। তন্মধ্যে আত্মগণে
অস্তরীক্ষ, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা,
মহা, সুমহা, বসু ও হর, এই
আটজন দেবতা ছিলেন। (বায়ু)।

(২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রামের পুত্র কুণ ও
লব। কুণের পুত্র অতিথি, অতিথির
তনয় নিষধ, নিষধের তনয় নল
নৈষধ নল নামে খ্যাত। (মৎ)।

(৩) ভাগবত মতে নিষধের পুত্র নভ।

(৪) চন্দ্রবংশীয় অক্রোধনের তনয়
অতিথি, অতিথির তনয় ঋক্ষ (বৃহস্পতি)।
অক্রোধন দেখ।

অতিথিগ ইন্দ্র, রাজা অতিথিগকে শত্রু
হইতে বক্ষা করেন এবং অতিথিগের
শত্রু শত্রুকে বধ করেন। তিনি
তেজস্বী কর্তনীষার অতিথিগেব শত্রু
করজ ও পর্য্যকে বধ করেন। এবং
কুংস, অতিথিগ ও আয়ুকে বধক,
রাজা তুর্ব্বাণেব অধীন করেন। অতি-
থিগের তনয় বাজধি ইন্দ্রোত ঋগ।

অতিদত্ত—সাত্তবংশীয় বাজাধিদেব
হইতে অতি বলশালী দত্ত, অতিদত্ত,
শোনাম্ব, স্বৈতবাহন, শর্ম্মা, দণ্ডশর্ম্মা,
দত্তশত্রু ও শত্রুজিৎ নামে আট পুত্র
এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্টা নামে দুই কন্যা
জন্মে। তার।

অতিদাস্ত—সাত্তবংশীয় জুদিকের দশ
পুত্রের অন্যতম অতিদাস্ত। (ত্রক)।

অতিদাহন—দেবাসুর সংগ্রামে স্বন্দ
দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে,
সূর্য্য তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্তর
পরিব, বটক, ভোম, দাহ ও অতিদা-
হনকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিদেবা—যদুবংশীয় দেবকের দেব
বান, উপদেব, স্ত্রদেব ও দেবরক্ষিত
নামে চারিপুত্র এবং রুষদেবা, উপদেবা,
দেবরক্ষিতা, ত্রিদেবাংশা, অতিদেবা,
সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সপ্তকন্যা
জন্মে। এই সপ্ত কন্যাই বসুদেবের
পত্নী ছিলেন। (লি)। উপদেবা দেখ।

অতিধবা—মহর্ষি গুনকের তনয় অতি-
ধবা ঋষি একজন উদগীথ বিজ্ঞাবিদ

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য উদয়শাণ্ডিকাকে উদ্গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। (হানো)।

অতিমায়া—চাক্ষুষ মন্বন্তরে সুমেধা, বিরাজ, হবিমান, উত্তম, মধু, অতি-নামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্তমি ছিলেন। (বিষ্ণু)। কিন্তু করিবংশ মতে ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু সপ্তমি ছিলেন। সপ্তর্ষি দেখ।

অতিবর্চস—দেবাসুর সংগ্রামে স্বন্দ দেবসেনাপতি পরে বৃত্ত হইলে, বরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বায় অমুচর সুবর্চস ও অতিবর্চসকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিবল—প্রজাপতি কর্দম হইতে অনঙ্গ, অনঙ্গ হইতে অতিবল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়া অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ন হন। তাঁহার স্ত্রী সুনোনা হইতে বেণের জন্ম হয়। (মহাভা)।

অতিবাহ—(১) কশ্যপের অন্যতম পত্নী দক্ষের কন্যা কপিলার গর্ভে অতিবাহের জন্ম হয়। (মহাভা)। কপিলা দেখ। (২) অতিবাহ ভৃগুর তনয়। অগ্নিধ্রু, ভার্গব, অতিবাহ, শুচি, বৃক, ক্রক ও অজিত, ইহারা ভোতা মন্বন্তরে সপ্তমি ছিলেন। (করি)। (৩) অগ্নিধ্রু, অতিবাহ, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিমান, ছ্যতিমান, হব্য, সবন

ও পুত্র, মহাতেজশালী এই দশ ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

(৪) কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ মতে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র সংখ্যা আট। অগ্নিধ্রু ও অজিত দেখ। ৫ কশ্যপ পত্নী প্রধার গর্ভে অতিবাহ, তুষ্ক, হাচা, হ্রহ, প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)।

অতিবিকৃতি—মনুবংশীয় নরপতি খনি-নেত্রের তনয়। খনিনেত্র দেখ। (বিষ্ণু)।

অতিভানু—ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, ক্ষেভানু, বৃহভানু, অতিভানু, ত্রীভানু ও প্রতিভানু এই দশজন ত্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার গর্ভজাত। (গর্গা)।

অতিমহা—রুক, পুরু, শতদ্রুম, তপস্বী, সত্যজিৎ, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অতিমহা ও সুধনা এই দশটি চাক্ষুষ মনুর পুত্র (শিব-স্বয়ং)। অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র (১) দ্রষ্টব্য।

অতিযাজ—মহর্ষি অতিষাজ ঋজিষা ঋষি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বজ্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঋজিষা যুনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। (ঋগ)।

অতিরথ—পুরুবংশীয় নরপতি মতি-নারেব অন্যতম তনয়। (মহাভা)। তংসু দেখ।

অতিরাত্র—(১) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নিষ্টোম ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (মৎ)।

(২) অতিবাক্রনা'মে একত্রক্ষণ ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বনাক নামে রাক্ষস হরণ করিয়াছিল। (ম'ক)। অত্ৰি দেব অতিলোহিতা—বহুপুত্রের চারি পত্নীর অন্ততম অতিলোহিতা ছিলেন। (বিষ্ণু)। অতিসেন—শবর অশুরের অন্যতম পুত্র অতিসেন, অীকৃষ্ণের তনয় প্রচ্যাম হস্তে সমবে নিহত হন। (কবি)।

অংক—অংক নামে এক অন্যথা দাতা ছিল। কবি নামক কোন ঋষির মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র অংককে বধ করিয়াছিলেন। পুগ।

অত্যা—দানব বিশেষ। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি।

অত্রি—১। পুরুষকালে অর্দ্ধম, বিক্রম, শেষ, সংশয়, স্বাধ্য, মর্দা, অত্রি, ক্রতু, পুস্তা, পুত্র, অঙ্গি, পতেতা, দক্ষ, বিবসান, অরুণেন্দ্রা ও ব্রহ্ম, ইহারা প্রজাপতি ছিলেন। অত্রি দক্ষিণ দিক বসী ছিলেন। ইহার পত্নীর নাম অনন্তর। তিনি অতশ্বর সাধনী ছিলেন। রাম ইন্দ্র বনবাস কালে অত্রির আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবী সীতাকে নানাবিধ বস্ত্রলঙ্কারাদি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র লঙ্কাসমবে বিজয়ী হইয়া অদোদার প্রত্যাগমন করিলে অত্রি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। রামা। ব্রহ্মা যোগবিন্ধ্যার মরাচি, ভৃগু, অঙ্গিরা,

পুস্তা, পত্ন, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে স্মরন করেন। ব্রহ্মা। নৈমিত্তিক অত্রির জন্ম হয়। দক্ষের পত্নী অমৃতা অত্রির পত্নী ছিলেন। অমৃতা হইতে সোম, তম্বাসা ও দত্তাত্রেয় জন্মে। অত্রি হইতে সূতাচাব গর্ভে বহু ও বেদ বেদাঙ্গ নিবৃত্ত মহাবল সম্পন্ন পুত্রদের আবির্গণ জন্মগ্রহণ করেন। পশুপতি মনন্তবে প্রাকদেব মন্থন সময়ে বশিষ্ঠ, ব্রহ্মপ, অত্রি, ভমবায়, দ্যৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভবদেব সন্তান ছিলেন। (কুর্ম)।

২। বরাক্ষে চতুর্দশ ছাপবে মহা- দেব আঙ্গি, সৎকো, ভোম নামে অভিহিত হন। অত্রি, দেবদত্ত, শ্রবণ ও শ্রাবক, উক্ত সংখ্যে পৌত্রমেব পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা নকল পক্ষী-যোগে আবির্ভাব করেন। প্রত্যা অঙ্গসদৃশ গর্ভে বাতাবি-বদন্তেব হ্রদা, অঙ্গা, জংগা, মল্লা, নল্লা, বনামল্লা, ভোপা, অবল্লা, গামবল্লা ও বাক্রাডা নামে বশ-কর্তা জন্মে। তাহারা বক্রকোচ নামে সুহৃদ্বিন্দু ছিলেন। ভোম প্রভৃতি প্রাণী অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মপত্নী হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। অত্রি ও ব্রহ্মপত্নীর পুত্র ৩৩, ৭ পুত্র ও নন্দ-পুত্র অত্রি নামে খ্যাত হইলেন। অত্রি ও ব্রহ্মের মধ্যে ৩৩৩ ৭৩ ও কানন ভদ্রাদি বিদ্যা ও কাহ্নি ও মহা-ভোজা ছিলেন। ব্রহ্মাদিনী আমলা তাহাদের কনিষ্ঠা ছিলেন। বক্রা মূর্য্য রাজব অক্রমেনে আকাশ হইতে ভূতলে

পতিত হইতেছিলেন। ভূতলে পত-
নোন্মুখ স্বর্গা অত্রির প্রভাবে আর
পতিত হইলেন না। এষ্টজন্ত মহর্ষিরা
অত্রিকে প্রভাকর বলিয়াছিলেন।
(লি)। অত্রি একজন বৈদিক ঋষি।
একবার অম্বরগণ মহর্ষি অত্রিকে শত-
ষায়ন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া পীড়াদিবার
জন্য অগ্নি জালিয়াছিল। অশ্বিদ্বয়
নীতলভল নিক্ষেপে সেই অগ্নি নির্গণ
করিয়াছিলেন। (ঋগ)। স্বারোচিষ
মহন্তরে ঔরু, কল্পপ, শুষ্ক, প্রাণ, দত্ত,
বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন ইহাবা সপ্তর্ষি
ছিলেন। (হরি)। ব্রহ্মর্ষি অত্রি
একবার সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়
করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অকৃত-
কার্য হন। 'মহাভা'। (৭) কলির
প্রারম্ভে অত্রিরা বংশীশ গোহম নামে
এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অত্রি, উগ্র-
তপা, শ্রবণ ও শ্রবষ্টক, নামে যোগা-
সক্ত ধ্যাননিষ্ঠ চারিপুত্র জন্মে। (বায়ু)।
স্বায়ম্ভুব মহন্তরে স্বায়ম্ভুব মনুকর্তৃক
সৃষ্টির ভ্রাতৃ আদিষ্ট হইয়া, দক্ষ প্রজাপতি
প্রথমে উত্তানপাদকে সৃষ্টি করেন।
অত্রি এই উত্তানপাদকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত
হন। এই উত্তানপাদই তৎকালে
পৃথিবীর রাজা ছিলেন। (বায়ু)। (৪)
শুক্লাচাৰ্য্যের বৃষ্টা, ধর, অত্রি ও শৌনক
নামে চারিপুত্র জন্মে। তাঁহারা দৈত্য-
দির পৌরোহিত্যরূপ শৈবজিক কার্যে
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (কালিকা)।

অত্রি ব্রহ্মার পুত্র। অত্রির নেত্র হইতে
অমৃতময় সোম নামক পুত্র উৎপন্ন
হন : (ভাগ)।
অথর্কন, অথর্কী—(১) পুরাকাবে অথর্কী
নামে ঋষি পুরুষোদধি মন্থন করেন।
বৈশ্বানর দেবগণের ব্যবহৃতন করিতে
যাইয়া মৃত্যুগৃহে পতিত হন। মরণাস্থে
তিনি পুনরায় অথর্কের তনয়রূপে
জন্মগ্রহণ করিয়া 'অথর্কন ন'মে বিখ্যাত
হন (মৎ)। অথর্ক ঋষি পদ্ম চিত্রি
হইতে দধাচি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।
ভৃগু ঋষি অথর্কী নামে পরিচিত
ছিলেন। ভৃগু তনয় অঙ্গিরা।
(ব্রহ্মা)। পুরুষোদধি মন্থনে অমৃত'ৎ-
পত্তিব পব অথর্কন অগ্নি উৎপত্তি।
এই অথর্কী পৌরোহিত্য। ইহার তনয়
দধাচি। (বায়ু)। অ'ৎ'ৎ অথর্কনেবশি
পদ্মা—মদাচি নান্দনী সুরূপা, কর্দ্দম
নন্দিনী স্ববাট ও মমৃতনরা পথ্যা।
সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, স্ববাট হইতে
গোহম বাসদেব, অবক্ষা, উপিচ ও
উত্থা এবং পথ্যা হইতে গর্ভজ তনয়
বিষ্ণু এবং মানস তনয় সংবর্ত ও বিচিত্র
জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। বৈদিক
কালেব একজন ঋষি নাম অথর্কী
ছিল। ব্রহ্মা স্বয়ং চেষ্টা পুত্র অথর্কাকে
ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অথর্কী
অঙ্গির ঋষিকে, অঙ্গির ভরদ্বাজ
গোত্রীয় সত্যবাহকে, সত্যবাহ অঙ্গি-
রসকে এবং অঙ্গিরস শৌনকে ব্রহ্মবিদ্যা

শিক্ষা দিয়াছিলেন। (যুগক)। অথবা
ঋষি প্রথম অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
সম্ভবতঃ তিনিই অগ্নির উপাসনা প্রচ-
লিত করেন। (অথ)।

অথর্বাঙ্গিরস--অঙ্গরা দক্ষের ষষ্টি
কন্তার মধ্যে স্বধা ও সত্যকে বিবাহ
করেন। সত্য অথর্বাঙ্গিরস নামক
এক দেবতাকে পুত্ররূপে স্বীকার
করিয়াছিলেন। ১ ভাগ।

অদিতি—১. অদিতিও তনয় বরুণ,
ভগ, মিত্র, অর্যাম, দক্ষ ও অংশ এই
ছয়জন আদিত্য নামে পরিচিত।
এই আদিত্যগণ সংখ্যায় বেদেরই
সর্বত্র সমান নহেন। কথোক্ত
অন্যত্র আছে, অদিতির আট তনয়
জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি মর্ত্ত্যও
নামক তনয়কে দূরে নিষেপপুত্রক
অবশিষ্ট সাত তনয়কে দেবী দেবলোকে
গমন করেন। এই আদিত্য ও কণ্ঠের
পত্নী অদিতি নহেন। অদিত্য অর্থ
অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি।
সুতরাং অদিতি সৎকল দেবের জন-
সিদ্ধী। যাহা অদিত্য অর্থে আদিত্য
দেবমাতা করিয়াছেন। ২ ভাগ। ২
দক্ষের ষষ্টি কন্তার অন্তর্গত ও কণ্ঠের
অষ্টপত্নীর একতরা অদিতি। তাহার
গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবয়ু, একাদশ
রুদ্র ও অশ্বিনীকুমার যুগল এই একো-
টি দেবতা ওয়া পারিত্রিক করেন।
(রামা)। দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্তার

মধ্যে অদিতি, দিতি প্রভৃতি ত্রয়ো-
দশটিকে কশ্যপ বিবাহ করেন। অদি-
তির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ
করেন। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বৈবস্বত
মন্তরে কশ্যপ হইতে বামনরূপে জন্ম-
গ্রহণ করেন। কশ্যপ পুত্র বিবস্বান্
হইতে বৈবস্বত মনু এবং মনু হইতে
ইক্ষ্বাকু, নৃগ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।
প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিষ্ঠার নরকা-
সুর একবার অদিতির অমৃতপ্রাণী
কুণ্ডলদ্বয় হরণ করেন। ঐকৃৎ, নরকা-
সুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া
কুণ্ডলদ্বয় আদিত্যকে প্রত্যর্পণ করেন।
বিষ্ণু। ইক্ষ্বাকু দেখ। এক্ষার গণে
আদিত্য ও সুরাত নামী কশ্যপ পত্নীদ্বয়
দেবকী ও রোহিনী নামে এবং অংশ
কশ্যপ বয়ু নামে জন্মগ্রহণ করেন।
(হার)। মহাদেব কশ্যপ আদিত্যপুত্র্যক
ব্রতের জন্য পারিজাত বৃক্ষের স্রষ্টা
করেন। আদিত্য আশ্বিনী কশ্যপকে
উক্ত বৃক্ষে বক্ষনপুত্রক নারদকে দান
করেন। নারদ নিজস্ব গর্ভে কশ্যপকে
ছাড়াই দেন। (হার)। বিষ্ণু অদিতির
গর্ভে কশ্যপ হইতে বামনরূপে অবতরণ
হন এবং বালিকে বক্ষন করেন।
(অগ্নি)। কশ্যপ হইতে অদিত্য গর্ভে
মাতৃগণকে দেব জন্মগ্রহণ করেন। একদা
দেবগণকে দৈত্য বানব কৃত্রিম নির্ঘা-
ত হইতে দোষী আদিত্য অতিশয়
অশ্মপাঙ্কিত হইলেন। দেবগণের মঙ্গ-

পার্শ্ব তখন তিনি সবিতার । হৃষ্যের । অদ্বিগেন—একজন মনুষ্যবেদী ব্রাহ্মণ। (বায়ু)।
 আরাধনা আরম্ভ করিলেন। সবিতা তাঁহার স্তবে সম্বলিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, অদ্বিগেন তখন সূর্য্যাকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। যথাকালে অদ্বিগেন গতিধারন করিলেন এবং নানাবিধ এতাদৃশান করিয়া কালকর্ষন করিতে লাগিলেন। কশ্যপ ইহাতে গতি নষ্টেব আশঙ্ক্য করিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অশু প্রসব করিলেন। কশ্যপ তাহাকে মৃত অশু মনে করিয়াছিলেন। সেই কন্তু ঐ অশু প্রহৃত সন্তান মাতৃগু নামে অভিহিত হইলেন। (ভাগ)।

অদান—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সহদেবের তনয়। অদানের তনয় জয়সেন। জয়সেনের তনয় সংহতি। (বিষ্ণু)। জয়সেন দেখ।

অদুর—একমেষক সাবানর দেববায়ু, অদুর, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদুরথ, মিত্রবানু, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহু ও সুবজ্রা নামে দশ পুত্র ছিল। (হরি)।

অদৃশুস্তা—বানশ্রেণের তনয় শাক্তি, শাক্তির পত্নী অদৃশুস্তা। মহাবিশক্তি কামাযপাদ রাক্ষসকৃত্রক নিহত হইলে অদৃশুস্তা পরাশরকে প্রসব করেন। (মহাভা)। লিঙ্গপুরাণ মতে রুধির নামক রাক্ষস শাক্তিকে ভক্ষণ করে। কামাযপাদ দেখ।

অদ্রুত—(১) নবম মনুষ্যের দক্ষ সাবানির সময়ে বিনি ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহার নাম অদ্রুত ছিল। (বিষ্ণু)। (২) দেবরাজ ইন্দ্রের দারবানের নাম। (হরি)। (৩) সৰল নামক অগ্নির তনয় অদ্রুত, অদ্রুতের পুত্র বিবিচি। (বায়ু)। (৪) চাক্ষুস মনুষ্যের দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে বাত, ক্রব, মনোজব, ক্ষিত, প্রধাস, প্রচেতা, অদ্রুত, অরণ ও বৃহস্পতি ইহারা লেখগণের অন্তর্গত। (বায়ু)। (৫) অগ্নির অন্ত নাম অদ্রুত। (ঋগ)।

অদ্রুতি—অশ্রমপত্নী মরুভর্তী হইতে অগ্নি, জ্যোতি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অদ্রি—(১) দেবাসুর সংগ্রামে স্বন্দেব সেনাপাণ্ডপদে বৃত্ত হইলে, তমসা নদী তাঁহার সাহাব্যার্থে স্বায় অমুচর অদ্রি ও কম্পককে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)। অদ্রি তনয় বলক নামক রাক্ষস অতিরাত্রের কন্তা ও অশ্রম্যার স্বীকে হরণ করিয়াছিল। (মার্ক)। উত্তম দেখ।

অদ্রিকা—অঙ্গসরা অদ্রিকা ব্রহ্মশাপে যমুনার তলে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা উপরিচবের ঔরসে অদ্রিকা মৎস্যরাজ নামে পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এক কন্তা প্রসব করেন। এই

সত্যবতীই বেদব্যাসের জননী। (মহাভা)। বহু নরপতির পত্নী অঙ্গিকা হইতে ব্যাসজননী সত্যবতী জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। উপরিচর দেখ। বানরপতি কেশরীর অত্যন্ত স্ত্রী। অঙ্গিকা হইতে নিষ্কৃতি বায়ুর ঔরসে অঙ্গি নামে এক পিশাচ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং অঙ্গি হনুমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ব্রহ্মা)।

অঙ্গোহক—একজন ইন্দ্রিবিক্রমী গৃহী। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অধন—বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ড্রবীকার গাউ ও পাণ্ডুর ঔরসে, ছাতিমান, ২৬, অর্দ্ধবাহু, সর্বন, অধন, সুতপা ও শুক্ল নামে সাত তনয় জন্মে। ঠাহাব সপ্তমি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। এই পুরাণেরই অত্যন্ত আছে, বশিষ্ঠের স্ত্রী উজ্জ্বা হইতে অধন প্রসূতি সম্পন্ন জন্মগ্রহণ করেন। কেবল ছাতিমানেব পরিবর্তে পুত্র নাম দৃষ্ট হয়।

অধরারণ্য—তিনি ইন্দ্র সাবনি বংশীয় পুণ্যারণ্যের তনয়। ঠাহাব তনয়ের নাম মঙ্গলারণ্য। (বঙ্গ-বৈ)।

অধর্ম—১) ভগবান ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম জন্মগ্রহণ করেন। অধর্মের বামভাগ হইতে তাঁহার পত্নী অলঙ্কা জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)।
(২) অধর্মের পত্নী মিথ্যা। (ব্রহ্ম-বৈ)।
(৩) অধর্মের পত্নী হিংসা এবং তনয় অনৃত ও কন্যা নিকৃতি। (বিষ্ণু)

৪) ব্রহ্মার তনয় অধর্ম, অধর্মের বামভাগ মিথ্যা। ঠাহাদের দন্ত নামে এক তনয় ও মায়ী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দন্ত স্বায় ভগিনী মায়াকেই বিবাহ করেন। ঠাহাদের তনয় লোভ ও কন্যা নিকৃতি। শঠতা। (ভাগ)। (৫) অন্নাবী প্রজাগণের পরস্পর ভ্রুণ হইতে সর্বভূত নাশকারী অধর্মের জন্ম হয়। তাহার স্ত্রীর নাম নিষ্কৃতি, ঠাহাব গর্ভে ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ জন্মে। (মহাভা)। অনৃত দেখ।

অধিদাস্ত—সাত্বত বংশীয় হৃদিকের অন্ততম তনয় শতধন্য। শতধন্য চাবন মুনির প্রসাদে ঋষিক, বৈতরণ, সূদাস্ত ও অধিদাস্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা ও কামবন্তিকা নামী দুই কন্যা লাভ করেন। (হাব)।

অধিপ—ওড়ম মনুষ্যের সত্য একজন দেবতা ছিলেন। দিকপতি, বাকপতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমুদাক, অধিপ, বাকোশা, মুহা, বাসব, সনাতন, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন দেবতার অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। (বঙ্গ)। উক্তম দেখ।

অধিপতি—কাব্য ও অশ্ব দেখ।

অধিরথ—১) চৈত্রেয় তনয় বৃধ, বৃধের আশ্রয় চৈত্র, চৈত্রের তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয় সুরথ একজন বিপ্যাত বাঙা ছিলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। চৈত্র দেখ। ২) যযাতি বংশীয় নরপতি সত্যকর্মার পুত্র অধিরথ। এই

অধিরথ কুন্তীর কালীন পুত্র কর্ণকে পালন করেন। কর্ণের তনয় বৃষসেন। (বিষ্ণু)। (৩) তিনি অঙ্গদেশীয় নরপতি সত্যকর্ণার ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সূত জাতীয় পুত্র। (হরি)। অধিরথের পত্নী রাধা জলে ভাসমান কুন্তীর পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া পালন করেন। সেজন্ত কুন্তীর তনয় কর্ণ রাধের নামেও খ্যাত ছিলেন। (মহাভা)।

অধিসামকৃষ্ণ—পাণ্ডব বংশীয় অশ্বমেধ দত্তের তনয় অধিসামকৃষ্ণ। নিচকুর তনয় অধিসামকৃষ্ণের তনয়। নিচকুর তনয় উষ্ণ। (বিষ্ণু)। বায়ুপুরাণ মতে অধিসামকৃষ্ণ, তাহার তনয় নিকন্তু। উষ্ণ ও অশ্বমেধ দত্ত দেখ।

অধিসোমকৃষ্ণ—পাণ্ডব বংশীয় শতানীকের পুত্র অধিসোমকৃষ্ণ। তাহার তনয় বিদকু। হস্তিনাপুরী গঙ্গাগতে নিমগ্ন হইলে বিদকু কোশাঘা নগরতে গিয়া বাস করেন। (মহাভা)।

অধীতি—সকল মন্ত্রেই প্রজাদিসকল একবার মুখ হইতে মন্ত্রময় শব্দ ও দেব-গণ সৃষ্ট করেন। দশ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রণস্কর, আকুত, আকুতি, বিত্ত, হবিষ্য, কুতি, অধীতি, অধীতি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাত, প্রজ্ঞাত, প্রজ্ঞাত প্রণয় সৃষ্ট। (বায়ু)।

অধীশ্ব—বিশাল নগরতে বিশাল নামে একগাধা ছিলেন। তিনি গয়াতীরে পিণ্ডলোকের উদ্দেশে পিণ্ডলান করিয়া যার পিতামহ অধীশ্ব নরপতিকে

অধীতি নামক নরকহইতে উদ্ধার করেন। (বরা)।

অধীতি—অধীতি দেখ।

অধীতি—সাবানি মনুর অজ্ঞাতম পুত্র। (ব্রহ্ম)। সাবানি মনু দেখ।

অধীরাবান্—সাবানি মনুর নরজন পুত্রের অজ্ঞাতম। (ব্রহ্ম)। সাবানি মনু দেখ।

অধীর্ষ্য—(১) বৈশম্পায়নের শিষ্য। তিনি স্বায় শুক্লরানিকচ বজ্রকর্ষেদ শিক্ষা করেন। (ভাগা)। (২) বজ্র কার্যে পুরোহিতেরা ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধীর্ষ্য এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। হোতাদের প্রত্যেক দলের আবার দশকারা আবৃত্তিক হয়। একবার স্বয়ং ব্রহ্মা পুস্তকতীরে বজ্র করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অধীর্ষ্য, প্রতীজাতা, নেটী ও উদ্গাতা এই চারিজন ব্রহ্মার অধীর্ষ্য হইয়াছিলেন। (পদ্ম-সূত্র)।

অধীশ্ব—এক জন স্বায়। অধীশ্বর তাহাকে অনুব্রতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অন্য—অন্য, বাহুবল, অন্য, ও সান্নি এই পিণ্ডলোক হইতে স্বাধা, মেনা ও বেধারিনা নামা দুইকন্তা লাভ করেন। তাহারা ব্রহ্মবাদিনা, যোগিনী ও উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। (মহাভা)। অধীশ্ব দেখ।

অন্যদক্ষ—অন্যদক্ষ ও কাব্য দেখ।

অন্য—বান্ধবী পত্নী উজ্জ্বা হইতে রজন, গাভ, উৎকৃষ্ট, বসন, অনন্য, সূতপা ও শুক নামে সাতপুত্র জন্মে। তাহারা

উত্তম মনস্করে সৃষ্টি ছিলেন। (বিষ্ণু)।
উর্জা দেখ। (২) পুরুবংশীয় রাজা
সুরোধ ধর্মপ্রবর্তক, ব্রহ্মবাদী, পরা-
ক্রান্ত ও প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন।
তাঁহার স্ত্রী উপদানবী হইতে দুই পুত্র,
সুহস্র, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি
পুত্র জন্মে। সুহস্রের তনয় ভরত।
(হরি)।

অনঙ্গ—(১) ইনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
উপেন্দ্রের তনয়। (২) রামা'। (২)
একজন বানর দলপতি। ইনি সুগ্রীবের
আদেশে দক্ষিণদিকে সীতার অবেষণার্থ
গমন করিয়াছিলেন। (৩) রামা'। (৩)
নরপতি কন্দম্বের পুত্র অনঙ্গ। তিনি
প্রজাপালন তৎপর সাধু ও দণ্ডনীতি
বিশারদ ছিলেন। তাঁহার পুত্র অতিবল।
(মহাভা'। অতিবল দেখ।) (৪) কামদেব
মহাদেবের ধান ভক্ষণ করায়, মহাদেব
স্বীয় নেত্র সমুত্ত অগ্নি দ্বারা তাঁহাকে
ভস্মীভূত করেন। তদবধি কামদেবের
নাম হয় অনঙ্গ। (বৃহৎ)।

অনঙ্গকুম্ভমা—(১) যোগিনী দেবী
বিশেষ। (কালিকা)। (২) শ্রীকৃষ্ণের
অন্ততমা সখী। পদ্ম-পা।

অনঙ্গবতী—অনঙ্গবতী নাম্নী এক গণিকা।
বিষ্ণুর অর্চনা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের
ফলে মরণান্তে কামদেবের অন্ততমা
পত্নী হইয়াছিলেন। (মৎ)।

অনঙ্গবেশা—যোগিনী দেবী বিশেষ।
(কালিকা)।

অনঙ্গমদনা—যোগিনী দেবী বিশেষ।
(কালিকা)।

অনঙ্গমদনাভূরা—যোগিনী দেবী বিশেষ
(কালিকা)।

অনঙ্গমালিনী—(১) যোগিনী দেবী
বিশেষ। (কালিকা)। (২) শ্রীকৃষ্ণের
অন্ততমা সখী। পদ্ম-পা।

অনঙ্গমেধনা—যোগিনী দেবী বিশেষ।
(কালিকা)।

অনঙ্গসেনা—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা সখী।
পদ্ম-পা।

অনন্ত—১) কল্পপের অন্ততমা পত্নী
কন্দ হইতে অনন্ত, বায়ুকী প্রভৃতি
নাগগণ জন্মান্ত করেন। গুণ্ঠিদেবী
অনন্তের পত্নী। মহাভাগ নামক পাতাল
প্রদেশে অনন্তদেব বাস করেন।
বক্ষ-পে। ২) যতুবংশীয় নরপতি
বিশ্বভৈরব পুত্র অনন্ত। অনন্তের পুত্র
হুর্জয়। কৃষ্ণ। কল্পপ পুত্র অনন্ত
মাতার লগ্নে অতি কষ্টসাধ্য তপস্যা
আরম্ভ করেন। পবে ব্রহ্মার আদেশে
তিনি পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিয়া
গহিরাছেন। তাঁহার অন্তনাম শেষ
নাগ। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আদেশে
তিনি সমুদ্র মন্থনের জন্ত মন্দর
পর্বতকে উত্তোলন করিয়াছিলেন।
মহাভা। (৩) স্বাধুভূব মনু বংশীয়
পৃথুর তনয় অনন্ত, অনন্তের তনয়
গয়। (বরা'। (৪) ধন্য, কাম,
কাল, বয়ু, বায়ুকী, অনন্ত ও কপল

এই সাত মহাত্মা পুণ্ড্রী ধারণ করিতেছেন। ইতারা দিকপাল নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। মহাত্মা ।

(৫) দেবাসুর সংগ্রামে সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও পর্বত সকল দেবসেনাপতি কাঙ্ক্ষিকেরূপে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করেন, অনন্ত তাঁহাদের একজন। মহাত্মা । ৬ হৈহয়-দ্বিগের কুল পাঁচটি তন্মধ্যে বাহি-কোত্রের পুত্র অনন্ত, অনন্তের তনয় হুঙ্কর। অগ্নি : অনন্তদেবের পত্নী তুষ্টি। দেবী-ভাণ্ড। ৭ বিদ্রুম মহাবির দ্বী সোম হইতে অনন্ত কন্য গ্রহণ করেন। তিনি ভগবানের মহাত্মা বিষয়ে এক অদ্ব্যুত গল্প বর্ণনা-ছিলেন। কব্জি। ৮ সুর্য্যের অপর নাম অনন্ত। মহাত্মা । অশ্বজ ও কণ্ঠ দেখ।

অনন্তক—চন্দ্রবংশীয় নরপতি শশাবলু এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবশ্য মণ্ডলের একাধিপত্য ও শতাবধিক এক সহস্র পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সম্রাজ্ঞী অনন্তক সৰ্বশুভ সম্পন্ন ছিলেন। অনন্তকের তনয় যজ্ঞ, যজ্ঞের তনয় ধৃতি। (১)।

অনন্তভাগী—একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎস্য)।

অনন্তর—যজুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র অনন্তর হইতে সুর্য্যজ, সুর্য্যজ হইতে উশত জন্মে। (হরি)।

অনগা—কুমদা, বিমলা, অনগা, ভবানী, সুরা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সত্য, রত্না ও পার্শ্বা এই অষ্টাদশ জন দেবাকে প্রতিমাসে শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে অর্চনা করিলে, সৌভাগ্য ও আবোগ্য লাভ হয়। (মৎ)।

অনপান—দেব অদ্ব্যুতম ক্ষেত্রজ পুত্র অশ্ব। বাহুর্ষি অশ্বের পুত্র দধিবাহন। সুর্য্যের অপরাধে তিনি অপানবিশীন হইয়াছিলেন। তাহ হইবার অন্ত্যনাম অনপান। অনপানের পুত্র দিবিরথ। (বায়ু)। অশ্ব দেখ।

অনপায়—রাজা মরুতের অদ্ব্যুতম তনয় অনপায়, অনপায়ের তনয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইতে কুরুধর্ম্ম জন্মে। (বায়ু)।

অনবজ্ঞা—১ অঙ্গবা বৈশ্য, অজ্ঞানের জন্য হইলে, অসিদ্ধা নৃত্যগীত করিয়াছিল। (মহাভা)। কণ্ঠপ হইতে অরিত্রা গর্ভে অনবজ্ঞা, অনবশা, অশিতা, মনপ্রায়া, অরুপা, সূভগা ও প্রাসা এই কয়জন অপ্সরা তন্ম-গ্রহণ করেন। (২) দক্ষ পঞ্চাশতির কন্যা ও কণ্ঠপের পত্নী দ্বিত হইতে অনবজ্ঞা, শাসুরাগা, সমুরা, মার্গনী, প্রয়া, অম্বা, সূভগা, ও ভীমা নামী আট কন্যা জন্মে। কালিকা। কণ্ঠপ ও অরুপা দেখ।

অনবরথ—জাম্ববংশীয় নরপতি মধুর তনয় অনবরথ, অনবরথের তনয়

কুরুবংশ, কুরুবংশের তনয় অমুরথ ।
(হার) ।

অনবশা—অনবস্থা দেখ ।

অনমিত্র— (১) সাহিত্যবংশীয় নরপতি
সুমিত্রের অনমিত্র ও শনি নামে দুই
পুত্র জন্মে । অনমিত্রের পুত্র নিয়,
নিম্বা, তনয়, প্রসন্ন ও সত্যজিৎ ।

এই অনমিত্রের বংশে পৃথ্বী, মতন্তর-
বৃষ্ণ, অম্বতরণ করেন । পৃথ্বী তনয়
শকন্ত ও ত্রিভুজ । (বিষ্ণু) । (২) সাহিত্য

বংশীয় বৃষ্ণিঃ সুমিত্র, অনমিত্র ও শনি
নামে তিন পুত্র জন্মে । (কুশ) । (৩)

বৃষ্ণিঃ বংশীয় দেবমাত্রেয় তনয় অনমিত্র
ও শনি । (শি) । (৪) হৃক্ষ্যাকু-বংশীয়

নৃপতি নিয়র ভোক্ত পুত্র অনমিত্র,
অনমিত্র হতে নিম্ব ও ধন্বজ

ছানদুই জন্মগ্রহণ করেন । এই ছান-
দুইয়ের তনয় দিগাপ । (ভার) । (৫)

যজ্ঞ-বংশীয় নৃপতি ক্রোড়াক অজ্ঞান
পত্নী গাকারী, অনমিত্র নামক এক

পুত্র প্রসব করেন । অনমিত্রের তনয়
শনি, শনির তনয় সত্যক । অনমি-

ত্রের অজ্ঞান তনয় নিয় পুত্র প্রদেয়
ও সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । (ভার)

(৬) যযাতি বংশীয় যুধাঙ্কিতের অজ্ঞান
তনয় অনমিত্র । অনমিত্রের তনয় নিয়,
বৃষ্ণি ও শনি এই তিন জন । (ভাগ)

(৭) হৃক্ষ্যাকু-বংশীয় নিয়ের তনয় অন-
মিত্র ও রঘু । অনমিত্র বনে গমন

করেন । রঘুর তনয় দিগাপ । (মৎ) ।
(৮) সাহিত্য-বংশীয় বৃষ্ণির অজ্ঞান

পত্নী মাত্রী, অনমিত্র, যুধাঙ্কিত প্রভৃতি
পাঁচ তনয় প্রসব করেন । অনমিত্রের
তনয় নিয় । (মৎ) ।

অনয়—বাণী ২২তে উজ্জ্বল গর্ভে রজঃ,
গাত্র, উদ্ধবাহু, সর্বন, অনয়, স্নতপা

ও শুক্র নামে সাত তনয় জন্মে ।
তাগরা সপ্তর্ষি ছিলেন । পুণ্ডরিকা

নামে বাণীতের এক কন্তাও ছিলেন ।
(শিব) । (২) পুরু-বংশীয় তৎসুরোধের

দুয়ন্ত, প্রবীর, সূর্যমণ্ড ও অনয় নামে
চারি তনয় জন্মে । (অগ্নি) । অনয়

ও উজ্জ্বল দেখ ।

অনরগ্য—হৃক্ষ্যাকু-বংশীয় বাণ নৃপতির
তনয় । মহাবাহু মহাতপা সাধুতম

মহাবাজ অনরগ্যের রাজস্বকালে,
কখন অনাবৃষ্টি, হাতিক্ষ বা চোরভয়

ছিলনা । এই অনরগ্যকে রাবণ সময়ে
পাস্ত করিতে, তিনি তাহাকে এই

বলিয়া শাপ দেন যে, 'রে রাজস্বাধম ।
আমার বংশে এমন একজন রাজা

জন্মবেন, যাহার হস্তে তুমি সর্বশেষে
নিধন প্রাপ্ত হইবে' । অনরগ্যের তনয়

পৃথু, পৃথুর তনয় ত্রিশঙ্কু । (রামা) ।
(২) মাক্ষাত-বংশীয় সপ্তমতের তনয়

অনরগ্য । এই অনরগ্যকে দ্বিখলয়
কালে রাবণ হরণ করেন । অনরগ্যের

তনয় পৃথদশ । পৃথদশের তনয় হ্যাম্ব ।
(বিষ্ণু) । (৩) হৃক্ষ্যসাবর্ণি-বংশীয় নর-
পতি মঙ্গলারগ্যের তনয় অনরগ্য ।

তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি

ছিলেন এবং স্বীয় পুরোচিত ভূমুনি দ্বারা শতযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন :

ঊহার একশত পুত্র ও পত্নী নাম্নী এক কন্যা জন্মে । পত্নী যৌবন সমায় উপস্থিত হইলে, পিঙ্গলাদ ঋষি এই কন্যার পাণি প্রার্থী হইলেন । রণির অসম্মতি থাকি সত্ত্বেও মাত্রির পরামর্শে মুনির শাপেব ভয়ে, রাজা ঊহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন । (ব্রহ্ম-বৈ) ।

(৪) হক্ষ্মাকু-বংশীয় নরপতি সক্ষকন্যার তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় নিম্ব, নিম্বের তনয় অনমিঈ ও রঘু । (৩১) ।

(৫) হক্ষ্মাকু-বংশীয় অঙ্গদস্যুর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় হৃষ্যক্স । (ভাগ) ।

(৬) হক্ষ্মাকু-বংশীয় বিষ্ণুবৃদ্ধের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় বৃন্দক্স ও পৌঈ হৃষ্যক্স । (বৃষ্ণ) । (৭) নরপতি অনরণ্য সূর্য্যব্রতের অত্যাশ্রিত কবিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন । (বরা) ।

(৮) সগরবংশীয় নাভাগের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় নিম্ব । (পদ্ম-সৃষ্টি) । (৯) মাকাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় হৃষ্যক্স । (বৃহদ্) ।

(১০) কন্যাশপাদের তনয় সক্ষকন্যা, সক্ষকন্যার তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় মুণ্ডাদিত্য । মুণ্ডাদিত্যের তনয় নিম্ব । (শিব) ।

কন্যাশপাদ ও অতুগণ দেখ ।

অনরক—নরপতি দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দিন, প্রতর্দ্দিনের তনয় ভর্গ ও বৎস । বৎসের তনয় অনরক । অনরকের তনয় ক্ষেমক, ক্ষেমকের তনয় বর্ষকেতু । (অগ্নি) । ক্ষেমক দেখ ।

অনরী—বৃদ্ধাসুরের সহচর অসুর বিশেষ । (ভাগ) ।

অনল—(১) রাক্ষসরাজ মাণ্যবানের ভ্রাতা মালির ঔরসে ও তদীয় ভগিনী বসুদার গর্ভে, অনল, নাল, হর ও সম্পাতি নামে চারি তনয় জন্মে । ইহাদের মধ্যে অনল বিভাষণের অমাত্য ছিলেন । তিনি রাবণের সৈন্ত সমাবেশের সংবাদ বিভাষণকে প্রদান করেন । (রামা) ।

(২) অষ্টবসুর অন্ততম অনল । ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী বসু হইতে, আপ, জব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রতাপ ও প্রভাস জন্মগ্রহণ করেন । ইহার অষ্টবসু নামে খ্যাত । (বিষ্ণু) । সেনাপতিকুমার অনলের তনয় । (কুর্খ) । অনলের অপত্য কুমার, শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও স্বন্দ, (অপর নাম সনৎ-কুমার) । কুমার দেখ । পিতামহ ব্রহ্মা অনলকে বসুগণের অধিপতি করেন । (হরি) । (৩) অযোধ্যাপতি রামের বংশ-ধর সূর্য্যধার তনয় অনল । অনলের তনয় ডক্খ । (হরি) । উক্খ দেখ ।

(৪) ব্রহ্মার তনয় বৈবস্বত মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি । প্রজাপতির পত্নী শাণ্ডিল্যার গর্ভে অনলের জন্ম হয় ।

(মহাভা)। অষ্টবম্ভব অশ্রুতম অনলা, অনলের তনয় অবিজাত, কাষ্টিকের, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই কয় জন। (অগ্নি)। কবাবাহ, অনল, সোম, ঐম অর্ষামা, অগ্নিষাত ও বহিষদ এই সাতটা পিতৃগণ। তন্মধ্যে প্রথম চারিটা মন্ত্রি-মন্ত ও ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক পূজিত এবং শেষ তিনটা মন্ত্রিশূত্র ও দেবগণ কর্তৃক পূজিত। (শিব-ধর্ম)। অগ্নিষাত দেব।
অনলা—১' দক্ষের বষ্টে কস্তাব অশ্রুতমা ও কস্তাপের অষ্টপদার একতবা অনলা পরম প্রশস্ত কন্যাসম্পন্ন বৃক্ষ স্তব প্রদব করেন। রামা। ২' রাক্ষস রাজ মালাবাণেব উরমে ও তদীয় পত্নী মুন্দরাব গতে বৎসুটে প্রভৃতি শত পুত্র ও অনলা নামে এক কস্তা ভ্রমগ্রহণ করেন। অনলাব গতে বিশ্বাবসুর উরমে কুন্তীনসৌ ভ্রম হয়। কুন্তীনসৌকে মধুদৈতা ভরণ কারিয়া বিবাহ করে। (রামা)।

অনাদিক—অশ্রুতম বৃদ্ধ। অগ্নি।
অনাদৃষ্টি—নিবর্ত হইতে অশ্বকোর গতে বশবী অনাদৃষ্টি শক্রশক্রয় ও মহাবা-শ্রাবদেব ভ্রমগ্রহণ করেন। (বাসু)।
অনাদৃষ্ট—১' বহু বংশীয় নরপতি কুন্তির ধৃষ্ট ও অনাদৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধৃষ্টের পুত্র আবহু, দশার্হ ও বিষহর এই তিনজন। তাঁহারা পরম ধার্মিক ও বীর ছিলেন। তন্মধ্যে দশার্হের পুত্র বোম। (হরি)।

২' ধৃতবাস্টেব গাভাবীব গর্ভজাত শত পুত্রেব অশ্রুতম অনাদৃষ্ট। (মহাভা)।
অনাদৃষ্টি—মধুবাঈপতি উগ্রসেনেব অশ্রুতম পুত্র। যজ্ঞবংশীয় দেব মাতৃষেব পুত্র শুব, শুর হইতে ভোজ বংশীয়া মহিষীব গতে বসুদেব, দেবভাগ, দেপ্রাণী, অনাদৃষ্ট, কণবক, বৎসবান, গৃজিম, ঐম, শমাক ও গভুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথু কাষ্টিক, পুথ্য, শত-প্রবা, শতদেবী ও রাজাধিবো নামে পাঁচ কস্তা ভ্রমে অনাদৃষ্টেব পত্নী অশ্বকোনিবর্তশক্র নামে একপুত্র প্রসব করেন। (হরি)। ঐশ্বপুবাণ মতে শুরেব পত্নী মদিবা প্রদ দশ পুত্র ও পাঁচ কস্তা প্রসব করেন।

অনানন্ত—অসিবাবংশীয় অনানন্ত এক জন অশ্বকোর মন্ত্রদেবী আধি। ইন্দ্রান নামেব স্ত্রীও কনিদ্যা অনেক অশ্বকম্ব বচনা কনিদ্যাছেন। (অগ্নি)।

অন্য—দক্ষ প্রজাপতিব অদিতি নতি, দত্ত, কালী অনায়, বিহংকা, মুন প্রবোদা, সুরমা, বোদা, বিনতা ও কন্যেব বাদশ কস্তাকে মবারি পুত্র কস্তাপ্রবোদ করেন। অনায় আধি ব্যাধিকে প্রদব করেন। (হরি)। অনায় চারি পুত্রেব মধ্যে সর্বজোক্ত বিষ্ণুর নামক অম্বর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুমাপতি হইয়াছিলেন। (মহাভা)।
অনায়ুধ—অতি তর্কাস্থ রাক্ষস বিশেষ। (কালিকা)।

অনায়ুধা—দেবশিল্পী ঋষ্ঠীর ভাৰ্য্যার নাম
'অনায়ুধা'। (৩১)।

অনিরুদ্ধ—ঐকৃষ্ণের পৌত্র। প্রত্যাগের
ঔপদেশে শুক্লার কন্যা কৃষ্ণবতীব গর্ভে
তাঁহার জন্ম হয়। অনিরুদ্ধ স্বীয়
মাতুল কন্যা বোচনাকে বিবাহ করেন।
শোণিত পুরেব অধিপতি বাণ বাজার
কন্যা উষা অনিরুদ্ধেব অগ্রতমা স্ত্রী।
উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধেব প্রাণি অনুগা-
মিনী হন। পরে স্বীয় সহচরী
চিত্রনেখাব সাহায্যে গাভাকে স্বীয়
ভবনে আনিয়ন কবিত্তে সমর্পণ হন।
পিতা বাণ ইহা জানিতে পাদিষ্টা
অনিরুদ্ধকে বধ করবেন। নারদ
মুখে এক বিবরণ শুনিয়া ঐকৃষ্ণ ও
প্রভাস তথায় উপস্থিত হইয়া বাণ
বাচাকে মুক্ত পবজয়পুষ্পক তাহার
সচিত্র মৈবিকানে আবদ্ধ হন। এবং
পৌত্র, পৌত্র বধ নঃ দরকার উপস্থিত
হন। তাহা অনিরুদ্ধেব স্ত্রী
অনায়ুধা (অনায়ু নাম বোচনা) বহুকে
প্রসব করেন। বজ্রের পুত্র প্রাণি
বাহু, প্রাণবাহুর পুত্র হুচাকা। বিষ্ণু।
অনিরুদ্ধেব পুত্র বধ ও মাত্র (৩২)।
অনিরুদ্ধেব পুত্র মুগকে বন। (ম২)।
উষা দষ্টয়া।

অনি.—(১) ঐকৃষ্ণের অগ্রতমা স্ত্রী
মিত্রবন্দ্য। চতুর্থে পুরু, তর্ষ, আনি-
গধ, বহুব্রহ্ম, অরাদ, মহাংশ, পবন,
বহি ও ক্ষুধি, নামে দশ পুত্র জন্মে।
(গগ)। (২) ধর্ম্মের অগ্রতমা পত্নী

বশু হইতে অষ্টবম্বর অগ্রতম অনিল
গ্ন্যগ্রহণ করেন। অনিল দেখ।
মৎ। অনিলের পত্নী শিবা হইতে
মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি নামে
দুই পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (৩) কল্পপ
পত্নী দক্ষকন্যা কক্ষর গর্ভে যে সমুদ্র
নাগ জন্মগ্রহণ করেন অনিল তাঁহাদের
অগ্রতম। (মহাভা)। (৪) ব্রহ্মার
ঔষ বৈবস্বত মনু, মনুর পুত্র প্রজা
পতি, প্রজাপতির স্ত্রী স্বাসার গর্ভে
অনিলেব জন্ম হয়। (৫) অষ্টবম্বর
অগ্রতম অনিলের পুত্র পুরোজব।
অথি। অষ্ট মারুতের অগ্রতম
অনিল। (পদ্ম-উত্ত)। অষ্টবম্বর
অগ্রতম অনিলের পুত্র প্রাণ, রমণ ও
শিশি। এই তিনজন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অনিষ্টকন্যা—মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা
দুঃতমানেব পুত্র অনিষ্ট কন্যা, তাঁহার পুত্র
জানেধ। জানেয়েব পুত্র তল। ভাগ।
অনিল একজন অশ্বেরেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
ছিলেন। তিনি বায়ু মন্ত্রকে কতিপয়
ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অনীকবান্—সবন নামক অগ্নির পুত্র
সদ্য। অষ্টবম্বর পুত্র বিবিচি,
বিবিচির পুত্র অক। অকের পুত্র
অনীকবান্, বাসুজবান্, সুরভি,
পিতৃকং, ও বকোহা। বায়ু।

অনু—(১) চক্রেবংশীয় নবগতি যযাতির
অগ্রতমা পত্নী ও বৃষপক্ষীর কন্যা
শম্বিষ্ঠার গর্ভে জন্ম, অনু ও পুরু নামে
তিন পুত্র জন্মে। যযাতি অনুকে উত্তর

খণ্ডের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন ।
 সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেশ্ব নামে অমুর
 তিন পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে সভানরের
 পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃষ্ণয় ।
 (বিষ্ণু) । (২) যদুবংশীয় মধুর পুত্র কুরু,
 কুরুর অপত্য সূত্র্যামা ও অমুর । অমুর
 পুত্র পুরুকুৎস । (কুষ্ণ) । মধুর পুত্র
 কুরুবংশক, কুরুবংশকের তনয় অমুর,
 অমুর হইতে পুরুত্বান, পুরুত্বান হইতে
 অংশু জন্মে । (লি) । যযাতিব অন্ততম
 পুত্র অমুর, অমুর তনয় ধম্ব, ধম্বের পুত্র
 যুত, যুতের তনয় দুহহ । (হার) । (৩)
 যযাতি বংশীয় মধুর তনয় কুরুবংশ,
 কুরুবংশের তনয় অমুর, অমুর হইতে পুরু
 হোত্র, পুরুহোত্র হইতে আয়ু জন্মগ্রহণ
 করেন । (ভাগ) । (৪) যযাতি বংশীয়
 কপোতরোমার তনয় অমুর । অমুর
 তনয় অন্ধক, অন্ধক হইতে দুর্মুখি
 জন্ম গ্রহণ করেন । দুর্মুখ অমুর সখা
 ছিলেন । (ভাগ) । অন্ধক দেখ ।
 অমুরকম্পন—সত্যযুগের একজন রাজা ।
 তিনি সংগ্রামে ক্ষাপবাহন হইয়া শত্রুর
 বর্শাভূত হন । তাহার তনয় হার,
 যুদ্ধে নিহত হন । (মহাভা) ।
 অমুরকর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণভাগ্যার্থ বিশ্বদেবগণের
 মধ্যে তিনি একজন । (মহাভা) ।
 অমুরগা—অনুকা দেখ ।
 অমুরগোষ্ঠী—শ্রীকৃষ্ণভাগ্যার্থ বিশ্বদেবগণের
 মধ্যে তিনি একজন । (মহাভা) ।
 অমুরগ্রহ—শুক্ল, গভীর, ত্রয়, ভরত,

অমুরগ্রহ, জ্যোমানী, প্রতীর, বিষ্ণু,
 সংক্রমণ ও শুবল ইহারা ভোতা মমুর
 তনয় । (মাক) ।
 অমুরচক্র—চক্র দেখ ।
 অমুরজা—বাহুদ্রথ রাজার কন্যা । কংশ
 নরপতি বাহুদ্রথকে যুদ্ধে পরাস্ত
 করিয়া তাঁহার সহদেবা ও অমুরজা নামী
 দুই কন্যাকে বিবাহ করেন । (মহাভা) ।
 অমুরতাপন—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও
 দক্ষের কন্যা দমুর এক যষ্টিটি তনয়
 প্রসব করেন । তন্মধ্যে ষিম্বদা, শম্বর,
 ঝারিষ্ট, হরগ্রাব, বিভাবম্ব, অয়োনুথ,
 শম্বাশবা, যভানু, কাপন, পুণোমা,
 বৃষপক্ষা, একচক্র, অমুরতাপন, ধূম্র-
 কেশ, বিক্রপাক্ষ, বিপ্রাচিতি ও হৃঙ্কর
 প্রভৃতি প্রধান ছিলেন । (ভাগ) ।
 দমুর দেখ ।
 অমুরওম—সুধাম্বা, শম্বাপা, উক্ণ,
 অমুরওম, বিভাবম্ব, সুপক্ষা, বিষ্ণু
 ও ঝার ইহারা চাক্ষুষ মমুর তনয় ।
 (হার) ।
 অমুরক — উনশকাশ মরুদগণের অন্ত-
 তম । বারি । মরুৎ দেখ ।
 অমুরনা—অনুকা দেখ ।
 অমুরপরাজ—একজন অসুর রাজা ।
 তিনি যুদ্ধাভিরেব রাজস্বয় যজ্ঞে উপস্থিত
 ছিলেন । (মহাভা) ।
 অমুরপর্ণ—নল রাজার সখা অমুরপর্ণ
 রাজের তনয় অমুরপর্ণ । অমুরপর্ণের পুত্র
 কামাষপাদ । (শিব) । কামাষপাদ দেখ ।

অমুপলাল— একজন ভূতধোনি বিশেষ।
(অথ)।

অমুবিন্দ— ১' অবস্থা দেশের অধিপতি
করসেন, শুরের অতীতম কত্তা ও বহু-
দেবের ভগিনী রাজাধিদেবাকে বিবাহ
করেন। তাঁতার গর্ভে মিত্রাবিন্দ নাম্নী
কত্তা এবং অমুবিন্দ ও বিন্দ নামে দুই
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রাবিন্দকে
শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই বিবাহে অনু-
বিন্দ ও বিন্দ ভ্রাতৃত্ব বিরোধী ছিলেন।
এমন কি, পরেও তাঁতারা অবাশস্বেব
পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিচ্ছিলেন। যুদ্ধিরেব বৎসর
যজ্ঞে সহদেব তাঁতাদিককে পরাস্ত
করেন। (মহাভা, ভাগ, বিষ্ণু, ভবি।

(২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত পুত্র
পুত্রের অতীতম অমুবিন্দ। (মহাভা।

(৩) কেকয়রাজ মর্ষিঃ প্রতিকাতি
গর্ভে সন্তান, চৌকি তনি, বৎসকৃত,
বিন্দ ও অমুবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন।
বিন্দ ও অমুবিন্দ অবস্থা দেশের রাজা
ছিলেন। সেজন্ত তাঁতারা আবহু নামে
খ্যাত। (বায়ু)।

অমুপ্রত— কেকয়বাহুর স্থা প্রতিকাতি
অমুপ্রতকে প্রসব করেন। (মৎ)।

অমুভানু— কশ্যপ হইতে দক্ষ কত্তা দমুও
গর্ভে অমুভানু, একাক্ষ, ঋষভ, অরিস্ট,
প্রণব প্রভৃতি দানবগণ জন্মগ্রহণ
করে। (বায়ু)। দমু দেখ।

অমুমতি— ১' শুভ ইচ্ছা ও শুভ দাতা

দেবীর নাম অমুমতি। (ঋগ)। অজিরার
পত্নী স্মৃতি, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও
অমুমতি নামে চারি কত্তা প্রসব
করেন। স্মৃতি লঙ্কামুভব নামে এক
তনয়ও প্রসব করেন। অজিরা দেখ।
(বিষ্ণু, লি) ২) অজিরার পত্নী শ্রদ্ধা,
সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অমুমতি
নাম্নী চারি কত্তা এবং উত্থা ও
বৃহস্পতি নামে দুই তনয় প্রসব
করেন। (ভাগ, কুহু দেখ। (৩) অমু-
মতি, নামে একঋষিও ছিলেন। (মৎ)।
অমুমতা— মনঃ, অমুমতা, প্রাণ, নয়,
বান, চিত্তি, হর, নয়, হংস, নারায়ণ,
প্রভব ও বিতু ইহারা দ্বাদশ সাধ্যগণ
নামে পরিচিত। (বায়ু)।

অমুমোচ— অগ্নির অমুনাম। (অথ)।

অমুমোচনী— ১ পঞ্চভূতা বিশিষ্টা
স্বর্গীয়া অমুরা। (বায়ু)। সূর্য্যের
অমু-প্রামোচনী ও অমুমোচনী নামে
দুই অমুরা ছিলেন। (যজু)।

অমুমোচা— ঋতুহলা, পুঞ্জিহলা, মেনকা,
সংভূতা, প্রামোচা, বিখাচী, দ্বতাচী,
অমুমোচা উক্শী, পুস্কাচিতি, রম্ভা ও
তিলোত্তমা এই দ্বাদশ অমুরা নৃত্যগীত
দ্বারা সূর্য্যকে অর্চনা করেন। (কুর্শ)।

অমুমারী— ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত
পুত্রপুত্রের অতীতম অমুমারী। (মহাভা)।

অমুর— যযাতির তনয় দ্রুহ্যর বংশীয়
প্রচেতাব অমুর প্রভৃতি একশত জন
তনয় ছিল। (অগ্নি)।

অনুরথ—অনবরথ দেখ ।

অনুরাধা—দক্ষের ষাটটি কন্তার মধ্যে
যে সাতাশটিকে চন্দ্র বিবাহ করেন ।

তন্মধ্যে অনুরাধা ষষ্ঠতম । (ব্রহ্ম-বৈ ।

অনুশাষ—রাজপুত্র অধিপতি শাসন
অনুজ অনুশাষ । অনিরুদ্ধ দ্বাপিও-
কালে তাঁহাকে পরাস্ত করেন । (বর্গ ।

অনুস্মৃতি, অনুস্মৃতি—১ অত্র মুনিব দ্বা ।

ইনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন । রামচন্দ্র
বনবাসকালে, ইহাদের আশ্রমে কিছু-
কাল বাস করেন । তখন অনুস্মৃতি
সীতাকে নানা প্রকার অশুভাব ও
বজ্রাদি প্রদান করেন । (রামা) । দক্ষের
চতুর্কিংশতি কন্তার মধ্যে অনুস্মৃতিকে
অত্রি বিবাহ করেন । অনুস্মৃতি ইহাতে
সোম, হর্ষাঙ্গা এবং দত্তায়েয় জন্মগ্রহণ
করেন । (বৃহৎ । ২, অনুস্মৃতি মন্দি-
কর্দম ও দেবহুতির কন্তা । (ভাগ ।

দক্ষ বজ্রে অত্রি, অনুস্মৃতির সচিত্র সদস্য
পদে বৃত্তা হইয়াছিলেন । (বাম ।

অনুস্মৃতি স্বামী পরিত্যাগ পূর্বক ‘আমি
আর স্বামীর বশীভূত থাকিবনা’ বলিয়া
বলিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত
হন । মহাদেব তাহার শুভে সন্তুষ্ট
হইয়া ‘স্বামী ব্যতীতই তনয় প্রসব
করিতে পারিবে’ এত বলিয়া বর দেন ।

তাহার তনয় মহাদেবের বরে তাহার
নামে খ্যাত হইয়াছিলেন । (নন্দাভা) ।

স্বায়ম্ভুব মনুজের অত্রির পত্নী অনুস্মৃতি
সত্যেন্দ্র, হব্য, আপোমুর্তি, পানীশ্বর

ও সোম নামে পাঁচ তনয় এবং ক্রীতি
নামী এক কন্যা প্রসব করেন ।
(ব্রহ্মা) ।

অনুহ, অনুহ - কাশ্মির দেশের অধি-
পতি পুরুবংশীয় বিভ্রাজের তনয় অনুহ ।
তিনি শুকবেবের কন্যা কুবাকে
অনুহ নামে যোগমায়া বা ক্রীতি বিবাহ
করেন । কুবী বিপুল শক্তিসম্পন্ন
রাসায়ন ব্রহ্মদেবের তনয় । (ভারি, ।
কুবী দেখ ।

অনুজ্ঞাদ - বেতা বিশেষ । পুরাকালে
অনুজ্ঞাদ (অনুজ্ঞাদ) পিতা
পুত্রোন্মাদ অনুজ্ঞাদ গহবীর পাঁচকে ইবণ
করেন । পিতা স্বামী হস্ত, অনুজ্ঞাদ
ও স্বায়ম্ভুব পুত্রোন্মাদ উভয়ে নিহত
করেন । (বাম) । তিরণ্যকাশপুর পত্নী
কর্যাবুদানবা ইহাতে অনুজ্ঞাদ, অনুজ্ঞাদ,
জ্ঞাদ ও সংজ্ঞাদ, নামে চারি তনয়
করেন । পিতার সংজ্ঞাদে অনুজ্ঞাদ
পুত্রের সচিত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।
অনুজ্ঞাদেব তনয় আয়ু, শিবি ও
কাল । (ভারি) । অনুজ্ঞাদের পত্নী
কর্যাবুদানবা ও মাতঙ্গ নামে দুই তনয়
প্রসব করেন । (ভাগ) । বিষ্ণু নৃসিংহ
দ্বিভি নারদপুত্র ও তিরণ্যকাশপুর সহিত
যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তিরণ্যকাশপুর
চারি তনয় ও তাহার সচিত্র যুদ্ধ করিয়া-
ছিলেন । কিন্তু অনুজ্ঞাদ যুদ্ধে বিরত
হন । তাহার অপরাধে পিতা পিতা
তিরণ্যকাশপুর তনয় নৃসিংহ হস্তে নিহত
হন । (বৃহৎ) । অনুজ্ঞাদ নরশোকে

জন্মিয়া মহারাজ যুগেকতু নামে বিখ্যাত হন । মতাভা । অমূল্যাদেব কস্তা ভদ্রাকে শুভকদিগেব পিতামহ বচনাভ নামক বচন বিবাহ করেন । ভদ্রার গতে মনিবর ও মনিভদ্র জন্ম গ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

অনুচানা—অঙ্গুরা বিশেষ । অঙ্গুনের জন্ম হইলে অনুচানা, অনবজ্ঞা প্রভৃতি অঙ্গবঙ্গিণ আদিজ্ঞা কৃতা ও সংগীত কবিয়াছিল । মতাভা ।

অনুদব দ্রুতবাহুর পাকারী পুত্রকাত পুত্রপুত্রের অষ্টতম অনুদব । (মতাভা) ।

অনুপা, দক্ষের কস্তা ও বহুপেব অন্যতমা জ্ঞা প্রজা হইতে অনুবজ্ঞা, মজ্ঞা, বংশা, অমুবা, মগনাগ্রজা, অনুপা, শুভগা ও নাসা এই আট কন্যা এবং দিক্তি, পূবা, বচন, পূণা, বজ্জিচারা, বাতিভগ, অম্পন, বিখ্যাবজ্ঞ, ভাঙ্গু ও মুচক্স, নামে দশ তনয় জন্ম গ্রহণ করেন । মতাভা । অনবজ্ঞা ও কস্তাপ দেখ ।

অনুপা বিনভার পুত্রকাত বজ্জিপের অষ্টতম তনয় কস্তাপ দেখ । কস্তাপ হইলে দক্ষ কস্তা বিনভার গতে গতি, অবিষ্টনেমা, অনুপা, বক্কু, অরণ ও বারাগি জন্ম গ্রহণ করেন । (জিহক) । বানোথিনা মুনগণ দুয়া কানিণ অনুপার সাত্তিত দুয়াকে বেষ্টন করিয়া অগ্নে অগ্নে সন্মদ করেন । (শিব বায়বীয়) ।

অনুহবান—এক ক্ষত্রোপেত নরপতি উপোষনে ঋষিভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বায়ু । অজমোঢ় দেখ ।

অনুত—অশ্বমের গুরসে ও হিংসার গর্ভে অনুত ও নিকৃতি জন্ম গ্রহণ করেন । অনুত আর ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন । তাঁহাদের ভর ও নরক নামে দুই তনয় এবং মায়ী ও বেদনা নামী দুই কস্তা হইয়ে । (বিষ্ণু) । অশ্বম দেখ ।

অনেক চূড়া—একজন মাতৃকা । দেবাসুর দুই অনেক মাতৃকা দেবসেনাপতি স্বপ্নের সাধ্যার্থ আগমন করিয়া দিগেন । অনেকচূড়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারা নীচবাহুকে আঘাত করিয়াছিলেন । (বামিন) ।

অনেকজন্মজনন—অষ্টবহুর অষ্টতম জনন । অনলের তনয় অনেকজন্ম-জনন । (মৎ) । অনল দেখ ।

অনেকবজ্ঞা—অঙ্গুর নাম কুজা । কুজা দেখ ।

অনেনা—(১) নরপতি ককুৎস্থের অন্তর্নাম পরজয় তনয় অনেনা । অনেনার তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বশস্য । (বিষ্ণু) । (২) জনক বংশীয় নরপতি ক্ষেমাবির তনয় অনেনা । অনেনার তনয় মনিবর, মনিবরের তনয় সত্যরথ । (বিষ্ণু) । (৩) চক্ৰ-বংশীয় নরপতি পুরুষবাহর জ্যেষ্ঠ তনয় আত্ম । ইনি বাহুর কস্তাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গতে নজ্ব, ক্ষত্র-

বৃদ্ধ, রত্ন, রজি ও অনেনা নামে পাঁচ জনর জন্মে। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুনহোত্র বা সুনহোত্র। (বিষ্ণু । ৪)। আয়ুব পত্নী স্বভানুীর তনয়া প্রভার গর্ভে নহব, রত্ন, বৃদ্ধশম্মা, রজি ও অনেনা জন্ম গ্রহণ করেন। অনেনাব তনয় প্রতিক্রত, প্রতিক্রতের তনয় সৃষ্ণয়। (হরি ও ভাগ । ৫)। এই অনেনাব তনয় শুদ্ধ, শুদ্ধের তনয় শুচি ভাণ্ড। (৬)। শ্রদ্ধাদেব মনু্য তনয় ইক্ষ্বাকু (অত্নান্য পটু) ইক্ষ্বাকুর তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের তনয় অনেনা অনেনার তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বগন্ধি। (বৃহদ্রশ্ম । অক্ষ বেদ)।

অনেনস—পুরুষবার অস্ত্রতম তনয় আয়ু। তাঁহার স্ত্রী স্বভানুীর গর্ভে নহব, বৃদ্ধশম্মা, রজিঞ্জয় ও অনেনা নামে চারি তনয় জন্মে। মহাভা । অনেনা ও আয়ু দেখ।

অনোপম্যা—বংশীসুরের স্ত্রী অনোপম্যা। মহাদেবের পরামর্শে নাবদ বংশীস্বর তাঁহাকে উপবাস ব্রতাদি করিতে প্ররোচিত করেন। ইত্যন্তেই তাঁহাব প্রতিভেদ জন্মে এবং সেই পাশে বংশীসুর নিহত হয়। (মৎ)।

অস্তক—(১) একজন রাজর্ষি। একবার অশুরেরা রাজর্ষি অস্তককে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তিনি অশ্বিনয়র স্তুতি করিলে, অশ্বিনয় তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। (ঋগ)। (২) মগধের

ভৃগু বংশীয় নরপতি। বহুমিত্রের দশবৎসর রাজত্বের পর তিনি দুইবৎসর রাজত্ব করেন। অশ্বকেশ পব তাঁহার পুত্র পুন্নিবক তিনবৎসর রাজত্ব করেন। মৎ । যমের অস্ত্র নাম। অশুর বাজা শশীন্দ্র অস্ত্রতম তনয় পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার তনয় অশুর। এই অশুর পুরাণে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনিই ধর্ম্মাত্মা উপমা নামে বিখ্যাত হইয়া এত পৃথিবী বাজা লাভ করেন। তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার তনয় বাহসি মরুত। বায়ু ।

অশুরা অনেক গুণি লৌকিকী অপসরা আছে। অশুরা তাহাদের অস্ত্রতবা। বায়ু।

অশুরবীজ—১ অশুরবীজ বৈদিক দেবতা স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বশিষ্ঠ ঋষি অশুরবীজকে স্তব করিয়া জিলেন। (ঋগ) । ২) বৈবস্বত মহর্ষিবেদ ত্রয়োদশ ঋপরে বাজর্ষি অশুরবীজ বেদ বিভাগ করিয়া বেদবাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু) । ইক্ষ্বাকু বংশীয় কিল্বের তনয় অশুরবীজ অশুরবীজের তনয় সুবর্ণ, সুবর্ণের তনয় আম্র ৬২। (বিষ্ণু)। ৩) স্বায়ম্ভুব মনু্যবংশীয় নরপতি ঋগভেব পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত তনয় জন্মে। (জয়ন্তী দেখ)। তন্মধ্যে কুশাবর্ত প্রভৃতি নরজন জ্যেষ্ঠ ভরতের

অমৃতগত ও অমৃতরীক্ষ প্রভৃতি নরকন ভাগবত ধর্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। অমৃতরীক্ষ দিগম্বর ও আত্মনিষ্ঠা বিশারদ ছিলেন। অংশিষ্ট একাশিজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ । ৪ রঘুবংশীয় নরপতি পুরুষের তনয় অমৃতরীক্ষ। অমৃতরাফের তনয় সূতপা। সূতপার তনয় অমিত্রাজিৎ। অমিত্রাজিৎ দেখ। ভাগ । ৫ মুরদৈত্যের অস্ত্রতম তনয় অমৃতবান্ধ। পঞ্চাশের মুর কৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলে, নবকান্নরের পরামর্শে অমৃতরীক্ষ প্রভৃতি মুরের মণ্ড তনয় কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু অবশেষে সকলেহ কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। ভাগ । ৬ রঘুবংশীয় নরপতি কিল্বরাশের তনয় অমৃতরীক্ষ, অমৃতরাফের তনয় হুমিও ও হুমেন। মং । (৭ চাক্ষুষ মনুষ্যে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। প্রত্যেক গণে আটটি কারণ দেবতা ছিলেন। অমৃতরীক্ষ, বসু, ধম, আতিপ, প্রিয়ব্রত, শোভা, মস্তা, ও হুমস্তা, এই আটজন আত্মগণের অন্তর্গত ছিলেন। বায়ু)। শিব বিহীন দক্ষ যজ্ঞে শক্রা, শাস্তি, অমৃতরীক্ষ প্রভৃতি দেবীগণ ও উপস্থিত ছিলেন। (রক্ষ)।

অমৃতকান—(১) নরপতি পৃথুর তনয় অমৃতকান ও হবির্কান। অমৃতকানেব জ্ঞা শিখণ্ডিনী হইতে মারীচ ভ্রমগ্রহণ করেন। (মং)। (২) পৃথুর তনয়

অমৃতকান ও পালি। অমৃতকানের জ্ঞা শিখণ্ডিনী হবির্কানকে প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। চাক্ষুষমহু-বংশীয় পৃথুর তনয় শিখণ্ডা, হবির্কান ও অমৃতকান এই তিনজন। (কুর্ম)।

অমৃতকামা—স্বারভূদ মতী তনয় অমৃতকামের তনয় অমৃতকামা। অমৃতকামার তনয় হবির্কামা। 'মহাভা'।

অমৃতকি—দৈবাপৃথুর অমৃতকি ও পালিত নামে দুই ধনুস্ত্র তনয় ভ্রমগ্রহণ করেন। অমৃতকির তনয় হবির্কান।

হবি ব্রহ্মপুরাণ মতে পৃথুর তনয় অমৃতকি ও পাতি। অমৃতকান দেখ।

অমৃতিক—বদ্যতিব ভোগ্য তনয় যজ্ঞ। যজ্ঞর তনয় সংজ্ঞা, ক্রোধ, নীল, অমৃতিক ও নধু এই পাঁচ জন। (মং)। ক্রোধ দেখ।

অমৃতিকা—চতুষ্টয় যোগিনার অস্ত্রতমা আত্মকা। (অম্বি)।

অমৃত্য নরপতি অমৃত্য বহুদেবের অস্ত্রতম; ভগিনী ঐন্দেবাকে বিবাহ করেন। ঐন্দেবীর গর্ভে জগন্মুখ ভ্রমগ্রহণ করেন। (হীর)।

অমৃতিক—অঙ্গরা-বংশীয় মহাবি অমৃতিক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমেন্দেব স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অমৃতিক—(১) অমৃতিক বিশেষ। ইহার সাহিত্য শব্দের ভ্রম্যনক যুদ্ধ হইয়াছিল। (রামা)। (২) জ্যাম্ব-বংশীয় নরপতি

সম্বতের সাত তনয়ের অন্যতম (সম্বত ৩) দিয়া দেখ। । তদন্থে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শুচি ও কবলবহিষ নামে চারি তনয় জন্মে। (বিষ্ণু । ৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক মহাদেবের আরাধনা করিয়া অন্ধক নামে এক বিখ্যাত তনয় লাভ করেন। এই অন্ধক পার্কীতকে হরণ করিতে যাইয়া মহাদেবের হস্তে বিশেষরূপে নিগৃহিত হন। অবশেষে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া স্বয়ংগণ মধ্যে নিষিদ্ধ করিয়া লয়েন (কুর্ম্ম) । (৪) সোম-বংশীয় নরপতি হৃষীকেশ তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয় কৃতবীৰ্য্য, কৃতামি, কৃতবস্মা ও কৃতোজা এই চারিজন। কৃতবস্মা ও কৃতবীৰ্য্য দেখ। (কুর্ম্ম) । (৫) বহুবংশীয় নরপতি সাব্বতের পত্নী কোশল্যা ভজমান, অন্ধক, মহাভেজ, বৃষ্ণি ও দেবাবুধ নামে পাঁচ তনয় প্রসব করেন। কশ্যপ ছহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শমাক ও বলগার্কিত নামে চারি তনয় জন্মে। কুকুর দেখ। (কুর্ম্ম) । (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নম্বকের পত্নী পিতৃকণ্ঠা বিরক্তা হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অন্ধক ও ষিযাতি জন্মগ্রহণ করেন। (লি) । (৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সাব্বতের অন্যতম তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয়

কুকুর, ভজমান, শুচি ও কবলবহিষ। কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শূর। (লি) । (৮) বহুবংশীয় নরপতি ক্রোড়ার অন্যতম তনয় যুধাজিৎ, যুধাজিৎের তনয় অন্ধক ও বৃষ্ণি। বৃষ্ণির তনয় স্বক ও চিত্রক। (হরি) । (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি যদুর তনয় মাধব, মাধবের তনয় সম্বত, সম্বতের তনয় ভাম, ভামের তনয় অন্ধক, অন্ধকের তনয় বেবত। (হরি) । (১০) বহুবংশীয় স্বর্গদেবের অন্যতম তনয় অন্ধক। অন্ধক দেখ। (১১) মরুত-বংশীয় নরপতি দেববানের অন্যতম তনয় অমোজা অপুত্রক হইলে, অন্ধক, তাঁহার কুম্ভ, ব্রহ্মহু ও সুদাক নামে তিন তনয় অমোজাকে প্রদান করেন। (হরি) । কশ্যপ পত্নী দিত্য অনেক তনয় দেবগণ কষ্টক ভিনটে করলে, দিত্য পুনরায় কশ্যপকে সম্বট করিয়া ব্রহ্ম বাতীত অষ্ট দেবগণের অবধা এক তনয় প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কশ্যপ অমূল্য দ্বারা দিত্য উদন স্পর্শ করিলে, তিনি সহস্রবাহু, সহস্রজিহ্বা, দ্বিসহস্রচরণ, দ্বিসহস্রনয়ন যুক্ত তনয় প্রসব করেন। সে অন্ধের নাম চণ্ডিত বলিয়া তাহাকে লোকে অন্ধক বণিত। অন্ধক অতিশয় অত্যাচারী হইল। অন্ধক ত্রৈলোক্য বিচরের অভিলষী হইলে ইন্দ্র তরু পাইয়া

কল্পপের শরণাপন্ন হইলেন । কল্পপ ও দ্বিতি অভিকণ্ঠে তাহাকে এই দুর্ভাগ্য হইতে নিবৃত্ত করেন । কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ তাহার অত্যাচারে অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন । বৃহস্পতির পরামর্শে শিবের বরদা নারদ মুনির নিকট সকলে উপস্থিত হইলেন । নারদ সমুদয় অবগত হইয়া অনেক চিন্তার পর মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে একছড়া সস্তান পুষ্পের মালা সংগ্রহ করিলেন । নারদ উক্ত পুষ্পমালা সহ অন্ধকের নিকট উপস্থিত হইলেন । অন্ধক সেই মালা দর্শনে অতিশয় উল্লাসিত হইল এবং নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, এই পুষ্প শিবের অমৃতচরণে কঙ্কর রক্ষিত, গন্ধমাদন পর্বতের এক উচ্চানে জন্মে । সে তখনই পুষ্প আহরণার্থ অমৃতচরণে পরিবৃত্ত হইয়া গন্ধমাদনপর্বত আক্রমণ করিল । কিন্তু মহাদেবের শূলাঘাতে অচিরকাল মধ্যেই গতায়ু হইল । (হরি) । (১২) যমোন্ত-বংশীয় দমর তনয় অন্ধক । অন্ধকের তনয় দুন্দুভি, দুন্দুভির তনয় অবিভ্র, অবিভ্রের তনয় পুনর্কম্ব । অম্ব দেব । (ভাগ) । (১৩) পুরাকালে অন্ধক নামে এক মহা দৈত্য ছিল । সে দেবগণকে স্তম্বে পর্বত হইতে

বিতারিত করিয়া তাঁহাদের সর্বস্ব আত্মসাৎ করে । দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ব্রহ্মা তাঁহাদের সম্মতি-বাহারে মহাদেবের আশ্রয় প্রার্থী হইলেন । ইতিমধ্যে সেট দৈত্য মহাদেবের সন্তিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । মহাদেব অন্ধককে শূলে বিদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার রক্ত-বিন্দু ভূতলে পতিত হইয়া অসংখ্য অসুরের সৃষ্টি করিতে লাগিল । তদ-দর্শনে মহাদেব তাঁহার মুখ হইতে যোগীশ্বরী নামী মাতৃকার সৃষ্টি করিলেন । তদ্রূপ মহেশ্বর হইতে মাহেশ্বরী, বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবী, কুমার হইতে কৌমারী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্র হইতে ঐন্দ্রী, যম হইতে যমনোদধারিণী, বরাহ হইতে বারাহী মাতৃকা সকল উৎপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইবার পূর্বেই অন্ধকাসুরের রক্ত-পান করিতে লাগিলেন । তখন অন্ধক নিহত হইল । (বরাহ) । (১৪) বহু-বংশীয় ভদ্র তনয় সাব্রত সাব্রত, হইতে ভঙ্কমান, বৃষ্ণি, অন্ধক ও দেবাবৃধ এই চারিজন জন্মে । (অথি) । অন্ধকাসুরের তনয় বক ও আড়ি । (পদ্ম-সৃষ্টি) । (১৫) ক্রৌঞ্চের অন্ততম্য পত্নী মাত্রী হইতে যুগ্মজিৎ, অন্ধক, দেবমৌচুয ও বৃষ্ণি নামে চারি-জন জন্মে । 'ব্রহ্ম' ।

অন্ধক—ক্রৌঞ্চের অন্ততম তনয় অন্ধক,

অন্ধকের তনয় অন্ধকরু । অন্ধক ও
ক্রোড়ী দেখ । (ব্রহ্ম) ।

অন্ধকারক—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয়
প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অশ্রুতম তনয়
হুতিমান, ক্রোধ দীপের অধিপতি
ছিলেন । তিনি কুশল, মন্দগ, (মহুগ-
লি) উষ্ণ, পীথর অন্ধকারক, মূনি ও
হুমুতি নামক স্বীয় সপ্ত তনয়কে ও
তৎ নামায় বর্ষের অধিপতি করিয়া
দেন । (বিষ্ণু) । অর্থকারক দেখ ।

অন্ধু—ককুশের তনয় অনেনা, অনেনা
হইতে পৃথু, পৃথু হইতে বৃহদধ, বৃহদধ
হইতে অন্ধু, অন্ধু হইতে ... নাম
জন্মে । (বায়ু) । অনেনা দেখ ।

অন্ধুক—একজন রাজা । যুদ্ধিরের
রাজস্বয় যজ্ঞে তিন উপস্থিত ছিলেন ।
(মহাভা) ।

অন্নচক্রে—দক্ষকন্যা দত্ত মহাব বশুপ
হইতে বিপ্রচিহ্নিত, অন্নচক্র, প্রভৃতি
চল্লিশটি মহাবল তনয় লাভ করেন ।
(পদ্ম-সুষ্টি) । কশ্যপ ও নহু দেখ ।

অন্নাদ—শ্রীকৃষ্ণ স্বায় পীমাত, ভগিনী
অবস্তীরাজ জয়সেনের স্ত্রী রাজাধি
দেবীর গর্ভজাত কন্যা মিত্রবিন্দাকে
বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে
শ্রীকৃষ্ণ, অন্নাদ, ... হুদি প্রভৃতি
... তনয় জন্মে : (ভাগ) । জয়সেন ও
... নিল দেখ ।

অবগভাহু—মনুস্বয় সমাগরা পূর্ণবীর
অধিপতি ছিলেন । তাঁহার পত্নী সৌবিরী

ও তনয় অবগভাহু । (মহাভা) ।

অবিতা—অবিতা অঙ্গরা হাৰা নামক
গন্ধর্বের স্ত্রী ছিলেন । (বায়ু) ।
অনবস্তা দেখ ।

অবিশা—একজন রুদ্রের নাম । (অগ্নি) ।

অভ্র—(১) বারিষ্ঠার গর্ভজাত অষ্ট
গন্ধর্বের অন্ততম । ভাগী নামী অঙ্গরা
তাঁহার স্ত্রী ছিলেন । (বায়ু) । (২) কাব্য
হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন,
ভাবন, অভ্র, অভ্রায়ত, ক্রতু, প্রবা,
মুদ্রা, বাশ্র, ব্যজ্র, প্রসব, অজ ও
অধিপতি নামে ভার্গবংশীয় দ্বাদশজন
যান্ত্রিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন ।
(বায়ু) ।

অভ্রগোচরা—দেবাসুর সংগ্রামে দেব-
সেনাপাত কার্ত্তিকের অল্পচরী
ক্যাণবীরিনী এই যাত্ৰগণের মধ্যে
অভ্রগোচরা অন্ততমা ছিলেন । (মহাভা) ।

অভ্রাদৃক্—উনপঞ্চাশ সংখ্যক মরুদ-
গণের অন্ততম । (বায়ু) । মরুৎ দেখ ।

অভ্রাদৃক্—উনপঞ্চাশ মরুদগণের অন্ত-
তম । (বায়ু) । মরুৎ দেখ ।

অভ্রায়ত—অনা দেখ ।

অপ—(১) বরুণদেবের অন্যতম নাম ।

(ঋগ) । (২) অ'প্রভাষ্য, অমুস্বয়, সত্য-
নেত্র, ভব্য, সৃতি, অপ ও সোম নামে
পাঁচ তনয় এবং প্রতি নামী এক কন্যা
প্রসব করেন । (নি) । (৩) সূর্যের অঙ্গে

অ'প্র ক্রমে হোত, প্রাহেতি, পৌকবেয়
বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিছাৎ,

দ্বিবাংকর, ব্রজোপেত ও যজ্ঞোপেত নামে ষাটজন রাক্ষস গমন করিয়া থাকে । (কুর্শ) ।

অপচিতি—মরীচির পত্নী সন্ততিপূর্ণমাস নামে এক তনয় এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামী চারি কন্যা প্রসব করেন । (কুর্শ) । মরীচির পত্নী সন্ততি, পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই তনয় এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামী চারি কন্যা প্রসব করেন । লি । মরীচির পত্নী সন্ততি পূর্ণমাস নামক তনয় এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, দ্বিবা ও অপচিতি নামী চারি কন্যা প্রসব করেন । (ব্রহ্মা) ।

অপতন্তত—হিরণ্যানাভের কৃতি শিষ্য নৃপাঅজ চতুর্বিংশতি খানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চব্বিশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান । সেজন্য তাঁহার সামগ্ৰ আখ্যা প্রাপ্ত হন । অপতন্তত সেই চব্বিশজনের মধ্যে একজন । (ব্রহ্মা) । হিরণ্যানাভ ও নৃপাঅজ দেখ ।

অপদেবী—বসুদেবের অন্যতম পত্নী অপদেবী, বিজয়, দেবল ও রোচমান নামে তিন তনয় প্রসব করেন । (মৎ) ।

অপর—অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণিমনুষ্য সময়ে গালব, রাম, কৃপ, জোণ, অশ্বখামা, পরাশর তনয় ব্যাসদেব, অপর ও ধৃতশৃঙ্গ ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন । (বিষ্ণু) । পিতৃগণের নাম অপর । (বৃহৎ) ।

অশ্বখামা ও সপ্তর্ষি দেখ ।

অপরসেক—দক্ষিণ দেশের একজন রাজা । সহদেব দ্বিবিজয় কালে, তাঁহাকে পরাস্ত করেন । (মহাভা) ।
অপরাজিত—(১) একাদশ রুদ্রের অন্ততম । (বিষ্ণু) । একাদশ রুদ্র দেখ । (২) কুব্জর তনয় অবিক্রিত, অবিক্রিতের তনয় পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয় । অবিক্রিত-দেখ । জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র । এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাণ, কুণ্ডল, ভাবশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমহু, অপরাজিত, প্রতিপ, ধর্ম্মনৈত্র ও সুনৈত্র নামে ষাটজন তনয় ছিল । (মহাভা) । (৩) হর, বহুব্রহ্ম, ত্রাশ্বক, সার্বিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহারা ঋতবসু বলিয়া বিখ্যাত । অয় ও অনল দেখ । প্রজাপতি মনুর অধিকার কালে তাঁহারাই দেবতা ছিলেন । পূর্বে তাঁহাদিগকে দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দেশ করা হইত । (মহাভা) । (৪) মদ্ররাজ কন্যা লক্ষ্মণার গর্ভে ঐকৃষ্ণের পুত্রোৎপাদ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, উরুগ, মহাশক্তি, সহ, ভূজ ও অপরাজিত নামে দশ তনয় জন্মে । (ভাগ) । গাত্রবতী দেখ । (৫) কণ্ডপ পত্নী কক্র হইতে যে সমুদ্র নাগ অগ্রগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম । (মহাভা) । কক্র দেখ । (৬) ধৃতরাষ্ট্রের

শত পুত্রের অন্ততম অপরাজিত ।
(মহাভা) । কপানী দেখ ।

অপরাজিতা—(১) মহিষাসুরের যুদ্ধে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নেত্র সমুদ্ভূত
এক বৈষ্ণবী মূর্তির আবির্ভাব হয় ।
অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী,
প্রভৃতি তাঁহার সহচরী ছিলেন । (বরা) ।

(২) জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা ও জয়ন্তী,
ইহারা গৌতমের ঔরসে ও অহল্যার
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং শকর
পত্নী সত্যর সহচরী ছিলেন । (বাম) ।

(৩) মহাশনি নামক দৈত্যের পত্নী
অপরাজিতা । (ব্রহ্ম) । অম্বখা দেখ ।

অপরশিবা—মহেশ্বানের স্ত্রী অপরা-
শিবা এবং তনয় মনোহর । (বিষ্ণু) ।

অপরূপ—তিনি একজন মন্ত্র বাদী ঋষি ।
(ব্রহ্মা) ।

অপর্ণা—(১) হিমালয়ের পত্নী মেনকা
হইতে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক পাটলা,
নান্না তিন কন্যা ও মৈনাক নামে এক
তনয় জন্মে । সেই তিন কন্যা অতি
দুঃখের তপস্যার প্রবৃত্ত হন । তদ্বশে
অপর্ণা নিরাহারে তপস্যা করিতে
থাকিলে, মাতা মেনকা মাতৃস্নেহবশতঃ
দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে 'উমা' (অর্থাৎ-
হে পার্বতী তপস্যা করিও না) এই
বাক্যে নিষেধ করেন । তদবধি অপর্ণা
উমা নামে খ্যাত হন । শিবের ভাগ্য
উমা ব্রহ্মবাদিনী ও উর্ধ্বরেতা ছিলেন ।
(হরি) । একপর্ণা দেখ । হিমালয়ের

পত্নী মেনকার গর্ভে প্রথমে পার্বতী
তৎপরে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক পাটলা
জন্মগ্রহণ করেন । (গি) । হিমালয়ের
ভাগ্য মেনকা হইতে মৈনাক ও
ক্রোধ নামে দুই তনয় এবং উমা,
একপর্ণা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা
জন্মে । হিমালয় উমা মহাদেবকে,
একপর্ণা সিতকে ও অপর্ণা জৈগী-
ষ্যাকে সম্প্রদান করেন । (মৎ) ।

(২) চতুষষ্টি যোগিনীর অন্যতম অপর্ণা ।
(কালিকা) । (৩) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে
অন্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি
হয় । পরে ব্রহ্মার আদেশে আত্মবেহ
বিভক্ত করিয়া নয় অংশ হইতে একা-
দশ রুদ্র এবং নারী অংশ হইতে স্বাহা,
স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, অপর্ণা উমা,
একপর্ণা প্রভৃতি উৎপাদন করেন ।
(ব্রহ্মা) । (৪) ঐক্যের অন্যতম সখী ।
(পদ্ম-পা) ।

অপর্ণি—একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ।
(মৎ) ।

অপসব্য—গাহপত্য অগ্নি হইতে শংস্যা
ও শুক্র জন্মে । শংস্যের তনয় সব্য ও
অপসব্য । (ব্রহ্মা) অগ্নি দেখ ।

অপস্যাতি—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র প্রিয়ব্রত
ও উত্তানপাদ । এই উত্তানপাদের
পত্নী ও স্বর্গমন্দিনী সুনুতা হইতে
অপস্যাতি, অপস্যস্ত, কীর্তিমন্ত ও জব
নামে চারি তনয় জন্মে । (মৎ) ।
কীর্তিমন্ত দেখ ।

অপসাস্ত্র—অপসাস্ত্রি দেখ।

অপাংনপাং—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা।

গৃৎসমদ ঋষি তাঁতাকে অন্নপ্রদানের জন্য জ্ঞতি করিয়াছেন। কিন্তু সায়না-চাৰ্য্য তাঁতাকে জলের নাতি, অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জল হইতে শস্য বৃক্ষাদি জন্মে। এবং বৃক্ষাদি হইতে অগ্নি জন্মে। সেইজন্য অগ্নি জলের নাতি। (ঋগ্)।

অপাংগৈ—অগ্নিরাবংশ সন্তৃত একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অপাঙু—অগ্নিরাবংশ সন্তৃত একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অপাদী—বষ্টিলংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। (অথি)।

অপান—(১) অপান, প্রাণ, স্বদন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মাকৃত ও জীব এই অষ্ট মাকৃত। (পদ্ম উত্ত)। (২) স্বাস্থ্যভাব মনুষ্যের যাহারা তুষিত দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। অপান তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। তুষিত, অজিত ও বৈবশ্বত মনুষ্য দেখ। স্বাস্থ্যভাব মনুষ্যের অজিতার গর্ভে, যাহারা অজিত দেবগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। (বায়ু)। অজিতা দেখ।

অপান্মৃতি—দশম মনুষ্য ব্রহ্ম সাবর্ণির সমঃ হবিষ্মান, স্কৃতি, সত্য, অপান্মৃতি, নাভাগ, অপ্রতিমোজা ও সত্যকেতু এই সাতজন সপ্তবি হইবেন। (বিষ্ণু)। সপ্তবিদেখ।

অপাস্তুরতম—ব্রহ্মার গলদেশ হইতে

অপাস্তুরতম নামক ঋষির উদ্ভব হয়। (ব্রহ্ম-বৈ)। গোচর্যের তনয় মেধাবী, অপাস্তুরতম ঋষির শাপে পর্জন্তে পরিণত হন। (গর্গ)। হরিশ দ্বীপে অপাস্তুরতম ঋষি তপস্যা করিতেন। (গর্গ)।

অপাস্তুরতমা—অপাস্তুরতমা নামে দেব নামক দানবের এক তনয় ছিল। তিনি বেদের একজন বাখাতা ও ঋষি। (হরি)। একদা নারায়ণ “ভো” শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহা হইতে এই অপাস্তুরতমা ঋষির জন্ম হয়। নারায়ণের আদেশে তিনি বেদ বিভাগ করিয়া ছিলেন। তিনি বেদের প্রেনেতা বর্ণিয়া ও বিখ্যাত। (মহাভা)।

অপালা—মংধি অত্রির কন্যা অপালা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি বর্ষরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা অত্রিরও মস্তক কেন্দ্রশূন্য ছিল। ইন্দ্র অপালা প্রদত্ত সোম পান করিয়া আতশয় প্রীত হন এবং তাঁহাদিগকে রোগ মুক্ত করেন। (ঋগ্)।

অপিশাস্ত্র—অষ্টবসুর অন্ততম আপ। আপের তনয় শাস্ত্র, বৈতণ্ড্য, অপিশাস্ত্র ও বক্র এই চারিজন বজ্ররক্ষাধিকারী নামে পরিচিত। (পদ্ম-স্ব)। আপ দেখ।

অপোজা—ব্রহ্ম, বৃহস্পতি, কশ্যপ, উশনা, উতপা, বামদেব, ত্রিশঙ্ক, অপোজা, কন্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিলা ও ধর ইহারা জ্ঞান লাভ করিয়া

ঋষি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । (ব্রহ্মা) ।

অপোদক—এক জাতির নাগ । তাঁহাদের উন্নয়নকরনার্থ অথর্ষ বেদে মন্ত্র রচিত হইয়াছে । (অথ) ।

অগ্নিবন—মহর্ষি অগ্নিবন ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নির স্তব করিয়া অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । (ঋগ) ।

অপা—সারনাটার্ণের মতে অপা পাপের দেবতা । কিন্তু নিকটের মতে অপা অর্থ ব্যাধি বা ভয় । ঋগ ।

অপ্রতিম—অজ, পরন্তু, দিব্যোষধি, নর, বেদামুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, উজ্জ্বল, বিনীত, সুকেন্দ্র, সুমিত্র স্তব, ও শুষ্ক এই ত্রয়োদশজন মহামুনি ইন্দ্র মন্ত্র তনয় । এবং এই সকল উদ্ভব মন্ত্র তনয় হইতেই ইন্দ্র বংশ বিদ্যুতি-বিশিষ্ট করিয়াছে । বায়ু । উদ্ভব দেখ ।

অপ্রতিমোক্তা—দক্ষ মন্ত্র ব্রহ্মসংহিতার সময়ে হবিষ্যাগ, স্তুতি, দত্তা, অপা-স্তুতি, নাভাগ, অপ্রতিমোক্তা ও নভাগ-কেতু এই সাতজন দেবর্ষি উদ্ভব । (বিষ্ণু) ।

অপ্রতিরথ—(১) দেবতা-বংশের দ্বিষ্ট-নারের তনয় স্মৃতি, ক্রব, অপ্রতিরথ, এই তিন জন অপ্রতিরথের তনয় কব, কবের তনয় মেধাতিথি । (ভাগ) । (২) রত্নিনারের স্ত্রী সরস্বতী, ব্রহ্ম, অপ্রতিরথ ও ক্রব নামে তিন

তনয় এবং গৌরী নারী এক কস্তা প্রসব করেন । অপ্রতিরথের তনয় ধূর্গা, ধূর্গের তনয় কণ্ঠ । (বায়ু) । (৩) মহর্ষি অপ্রতিরথ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্র ও অপা সম্বন্ধে কতিপয় পাক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ ।

অপ্রতাপ মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় নর-পতি অপ্রতাপ, ঋতশ্রবণের পরে মগ-দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরিশিষ্ট বৎসর বাজত্ব করেন । এতদেব 'নবমিত্র রাজা হন । মৎ' । অপ্রমদ - দক্ষ হইতে তাঁহার বুদ্ধি নারী পত্নীতে অপ্রমদ ও বোধ জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু । কুশম্প্রবাহ মতে অপ্রমোদ ।

অপ্সরা - ৮ প্লেব জলের, দার স্বরূপ রস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের এই নাম । দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন-কালে ইহারা সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন জন্মন । ইহাদের সংখ্যা ষাট কোটি । ইহাদেরকে কেহহ এতল করে নাই বলিয়া ইহারা সাধারণ স্ত্রী বাচ্যা । রাম । বশ্রপের স্ত্রী মুনি অপ্সরাগণকে প্রসব করেন । (বিষ্ণু) । কশ্রপের পত্নী কপিনী হইতে অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । (কানিকা) । কশ্রপের পত্নী শ্বা হইতে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) । কশ্রপ দেখ ।

অপ্সুজাতা—দেবাসুর সংগ্রামে কার্তিকের দেবতাদের সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, কল্যাণদারিনী অনেক মাতৃকা তাঁহার সাহচর্য্য গমন করিয়াছিলেন । অপ্সুজাতা তাঁহাদের অন্ততমা । (মহাভা) ।

অপ্সুহোমা—বেদ বেদাঙ্গ পারগ একজন মহর্ষি । তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । (মহাভা) ।

অবাক্ষ—জম্বুদ্বীপ, শাণ্ডি, নব, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভাষ্য, অবাক্ষি, পৃষ্টোচ্য, দুড়োক্ত, ক্ষাত ও ক্ষতবন্ধু ইহারা তামসমন্ত্র তনয় । (ব্রহ্মা) ।

অবগাঃ—বসুদেবের অন্ততমা পত্নী বৃক-দেবী হইতে অবগাঃ ও নন্দক নামে দুই তনয় জন্মগ্রহণ করেন । (মৎ) । ঐকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী সুদেবী, অবগাঃ, সুমিত্রা, ভূচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ব ও সুধন নামে সাত তনয় এবং চিত্রা ও চিত্রাবতী নামী দুই কন্যা প্রসব করেন । (হরি) ।

অবৎসার—মহর্ষি কশ্যপের অগত্যা অবৎসার ঋগ্বেদের একজন মহাদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । (ঋগ্) ।

অবদ—ঋগ্বেদের সময়ের একজন মহাদ্রষ্টা ঋষি । (ঋগ্) ।

অবন - অজ্ঞাত দেখ ।

অবনীবান্—বীরবান্, অবনীবান্, সুমন্ত্র, ধৃতিমান্, বসু, বরিস্কু, অর্ষা, বিষ্ণু,

সুমতি ও রাজা এই দশজন সাবর্ণি মন্ত্র তনয় । (শিব-ধর্ম্ম) । কিন্তু হরি-বংশ মতে সুমন্ত্র স্থলে সম্রত, বরিস্কু স্থলে চরিস্কু, বিষ্ণু স্থলে ধৃষ্ণু ও রাজা স্থলে বাজ নাম দৃষ্ট হয় ।

অবন্তি—কার্ত্তবীৰ্য্যের সাত তনয়ের মধ্যে শুরসেন, শুর, ধৃষ্ট, ক্রোষ্ঠ, জয়ধ্বজ, দৈকন্ত ও অবন্তি এই কয়জন মহারথ ছিলেন । তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তনয় প্রদেভজ । (মৎ) । কার্ত্তবীৰ্য্য দেখ ।

অবক্সা—অপকের অন্ততমা পত্নী স্বরাটের গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবক্সা, উশিজ ও উত্থা নামক পাঁচ তনয় জন্মে । (বায়ু) । অথর্ষা ও অজিরা (১৭) দেখ ।

অবভৃথ—দে অগ্নি জলে সমাক হুমান হয় তাহাকে অবভৃথ অগ্নি বলে । অবভৃথ অগ্নির তনয়ের নাম হুচ্ছ অগ্নি । এই হুচ্ছ অগ্নিই প্রাণীদিগের কঠবে বাস করেন । (বায়ু) ।

অবরীবান্—বরীবান্, অবরীবান্, সম্রত, ধৃতিমান্, বসু, চরিস্কু, অর্ষা, ধৃষ্ণু, বাজ ও সুমতি নামে সাবর্ণিমন্ত্র দশ তনয় ছিল । (হরি) । অবনীবান্ দেখ ।

অবরীমান্—পুত্র হইতে তাহার পত্নী কুমার গর্ভে অবরীমান্, কর্দম ও মহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) । কর্দম দেখ ।

অবলা—১' অত্রির অন্ততমা পত্নী ।

(২) অত্রি দেখ । (২' মহর্ষি অত্রির

অবলা নামী এক ব্রহ্মবাদিনী কন্যাও ছিলেন । (বায়ু) ।

অবশ—অবশ, তব্দর্শী, বীতিমান, হব্যপ, কোপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সৰ্ব, নিরোধ ও প্রকাশক, এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। (পদ্ম-সৃষ্টি)। তব্দর্শী দেখ।

অবস্থা—অত্রির অপত্য মহর্ষি অবস্থা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অবাচীন—নরপতি সার্কভোমের পত্নী সুনন্দার গর্ভে জয়ৎসেন জন্মগ্রহণ করেন। জয়ৎসেন হইতে বিদর্ভ রাজ হুহিতা স্ত্রাবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। বিদর্ভ দেশীয়া মর্যাদা নামা কন্যার গর্ভে অবাচীনের পুত্র অরিহ জন্ম গ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অবালা—একবার অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ হয়। মহাদেব অন্ধককে আঘাত করিলে, তাহার শরীর হইতে পতিত প্রাতি রক্তবিন্দু হইতে অসুরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। তদদর্শনে মহাদেব তাহার রক্ত পান করিবার জন্য মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, অবালা, অবিকারা প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তাঁহারা অন্ধকের রক্ত পান করিলে অন্ধক নিহত হয় (মৎ)। অন্ধক দেখ।

অবাহ—যত্ন বংশীয় ঋক্বেদেব জী গাধিনী হইতে অক্রুর, উপমদগু, মৃদর, বিশারি, মেজর, গিরিক্রত, উপক্রত, শক্রয়, বিসর্জন, ধর্মধুক, দুষ্টপর্ষা, গন্ধমোজ, প্রতিবাহ ও অবাহ নামে চতুর্দশ পুত্র

ও সূতারী নামী এক কন্যা জন্মে। (বিষ্ণু)। অক্রুর ও উপমদু দেখ।

অবিকল্পী—মহারাজ অবিকল্পী জ্যেষ্ঠ নামক একজন সামবেদ পারদর্শী ঋষির নিকট সনাতন ধর্ম শিক্ষা করিয়া ছিলেন। (মহাভা)। জ্যেষ্ঠ দেখ।

অবিকারা—অবালা দেখ।

অবিক্রি—অতিবিক্রুতি দেখ।

অবিক্রিৎ—(১) রাজাকুর, অবিক্রিৎ, অবিদ্রাঘ, চৈত্ররথ, মূনি ও জম্বজয় নামে পাঁচ তনয় জন্মে। অবিক্রিতের পত্নীক্রিৎ, সবলান্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্যনী, উচ্চৈশ্রবা, ভজ্জকার ও জিতারি নামে আট তনয় জন্মে। (মহাভা)। (২) মনু বংশীয় নরপতি করকমের তনয় অবিক্রিৎ। এই অবিক্রিতের তনয় মরুত, রাজচক্রবর্তী ছিলেন। (ভাগ)। বিষ্ণুপুরাণ মতে মরুতের অপর নাম আবক্ষী। ব্রহ্মপুরাণ মতে মরুতের অপর নাম অবিক্রিৎ। ঐ পুরাণে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, যজুবংশীয় ক্রোড়ুর তনয় অন্ধক, অন্ধকের তনয় অবিক্রিৎ।

অবিজ্ঞাত—অষ্টবসুর অন্ততম অনলের তনয় অবিজ্ঞাত। (অধি)। অনল দেখ।

অবিজ্ঞাতগতি—(১) অষ্টবসুর অন্ততম অনিল। অনিলের পত্নী শিবা হইতে পুরোজব ও অবিজ্ঞাত গতি নামে দুই তনয় জন্মে। (শিব-ধর্ম)। শিবা হইতে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি জন্মে।

(সৌর) । মৎস্য পুরাণ মতে অনলের তনয় অবিজ্ঞাতগতি । ব্রহ্মার তনয় মনু হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে অনিল জন্মে । অনিলের স্ত্রী শিবা, অবিজ্ঞাতগতিক প্রসব করেন ।

(মহাভা) । অষ্টবসু ও অনল দেখ ।

অবিজ্ঞাত—(১) যযাতি-বংশীয় তক্ষশির তনয় অবিজ্ঞাত, অবিজ্ঞের তনয় পুনর্বসু, পুনর্বসুর তনয় আহক ও কস্তা । আহক । (ভাগ) । আহক দেখ ।

(২) আহক নামে একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । (মৎ) ।

অবিজ্ঞাত—হুগার অস্থানাং । (বৃহা) ।

অবিজ্ঞাত—লঙ্কার একজন মেধাবী, বিদ্বান্ ও বীর রাক্ষস । তিনি রাবণকে সাতা প্রত্যর্পণ করিতে বারংবার অসুরোধ করিয়াছিলেন । রাবণ তাহার ব্যক্ত্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাম হস্তে সমুদয় রাক্ষসকুল সমূলে ধ্বংস হইবে । (রামা) ।

অবিবংশ—মনুবংশীয় নরপতি ক্ষুপের তনয় অবিবংশ । অবিবংশের তনয় বিবংশ, বিবংশের তনয় খনিনেত্র । (বিষ্ণু) । খনিনেত্র দেখ ।

অবিভানু—ঐক্যেশ্বর অত্রতমা স্ত্রী সত্য-ভামার গর্ভে ভানু, সূভানু, স্বভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহত্তানু, অবিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু নামে দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) । অতিভানু দেখ ।

অবিমুক্তেশ্বর—কাশিস্থিত একটা শিব-লিঙ্গের নাম (সৌর) ।

অবিরূপ—কাশিরাজ সুমনার স্মৃতি, অবিরূপ ও সত্য নামে তিনপুত্র জন্মে । (কালিকা) ।

অবিরোধ—রামের একজন সখা । (যোগ-বা) ।

অবিরোধন—মনুবংশীয় রাজাষি গয়ের ঔরসে ও তদীয় পত্নী গায়স্তীর গর্ভে চিত্ররথ, স্তূর্গাত ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মে । (ভাগ) ।

অবিযুক্ত—অবিক্রি দেখ

অবৌদ্ধিত—রাজা করকমের পত্নী বীরা অবৌদ্ধিত নামে এক তনয় প্রসব করেন । মহাবীর অবৌদ্ধিত বিশাল রাজের কস্তা ভামিনীহইতে মরুত নামে পুত্র লাভ করেন । (মার্ক) ।

অজ—জল হইতে জন্ম লাগিয়া ধ্বংসবীর অস্থানাং হয় অজ । (হরি) ।

অব্যক্ত—ধৃতিমান, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিকৃৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দোহ, সত্যবান্ ও কৃতি এই দশজন রৈবত মনুর তনয় । (শিব-ধর্ম) । রৈবতমনু দেখ ।

অবাগ্র—মহর্ষি অবাগ্র ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । (বায়ু) ।

অব্যয়—(১) অব্যক্ত দেখ । (২) মহর্ষি অব্যয় ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । (বায়ু) । (৩) ভুবন, ভোবন,

সুজনা, সুজন, ক্রতু, বসু, মুক্কা, তাজা, বসুদ, প্রভব, অবায় ও দক্ষ এই ষাটজন যাজ্ঞিক ভৃগুবংশীয় ও পুলোমার কন্যা দিব্যাবর্গে ভয়গ্রহণ করেন। (মৎ)। ভৃগু দেখ। হরিবংশ মতে ঋতিমান, অবায় যুক্ত, তৎসংশী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নিমোহ, সত্যবাক্ ও কবি, এই দশজন বৈবত মনুর তনয়। তৎসংশী দেখ।

অবায়—জটনক ব্রাহ্মণপত্নী। স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি মহর্ষি নারদের পরামর্শে অগ্নিতে প্রবেশ পূর্বক স্বর্গে গমন করেন। (পদ্ম-পা)।

অভঙ্গ—সত্রাজিৎব পুত্র ভট্টকর্ণ, শিববাল, অভঙ্গ, যমদান, প্রভৃতি এবং কন্যা সত্যভামা। সত্যভামা ত্রীকৃষ্ণের অন্ততমা প্রধানা গ্ৰী ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অভদ্রা—অত্রি দেখ।

অভয়—১ দক্ষ প্রজাপতির কন্যাদ্বয়ার গর্ভে ঋষের অভয় নামে পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২ মহাবংশীয় নরপতি ইক্ষ্বাকিষ্ণুর সপ্ত পুত্রের অন্ততম অভয়। স্বীয় নামীয় প্রফল্লীপের অন্তর্গত অভয় বর্ষে তিনি রাজা ছিলেন। ভাগ। ৩ একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ।

(৪) মহারাজ ধৃतरাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্ততম অভয়। মহাভা।

অভরা—পার্কীতী পুণ্ডরীকো অভরা নামে বিখ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি।

অভয়দ—পুরুবংশীয় মনহার পুত্র অভয়দ, অভয়দের তনয় সুহ্মার, সুহ্মার পুত্র বহুগব। বহুগবের তনয় সম্প্রতি। (বিষ্ণু)। হরিবংশ মতে অভয়দের পুত্র সুধম্বা, সুধম্বার পুত্র সুবাহু। অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রুক্ষণ। (কঙ্কি)। উরুক্ষয় দেখ।

অভাব—মহাবংশীয় মনুবংশীয় উয়েতার তনয় অভাব, অভাবের পুত্র উদ্গাতা। (বরা)।

অভিজিৎ—১ মহাবংশীয় রেবতের পুত্র বিদ্যান, বিদ্যানের পুত্র অভিজিৎ, পুনর্কসু অভিজিৎব পুত্র। (বায়ু)।

২ মহাবংশীয় তিভিরের পুত্র নরি, নরির পুত্র অভিজিৎ, অভিজিৎবের পুত্র পুনর্কসু অক ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। ৩ অক্ষবংশীয় নরপতি ভবের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিৎবের তনয় পুনর্কসু। (বিষ্ণু)। (৪)

মহাবংশীয় আনকহন্দুভর পুত্র অভিজিৎ, অভিজিৎবের পুত্র পুনর্কসু, কৃষ্ণ, আনকহন্দুভি দেখ। (৫)

চক্রবংশীয় বিখ্যাত সদ্ধাত্ত নরপতি নরোর পুত্র অভিজিৎ। অভিজিৎবের তনয় বসু। (নি)। ৬ অঙ্গিরাস বংশীয় মহর্ষি অভিজিত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

৭ মহাবংশীয় ত্রিভিরের পুত্র পুনর্কসু পুনর্কসুর তনয় অভিজিৎ, অভিজিৎবের

যমজ পুত্র আহক ও শ্রাহক । (ব্রহ্ম) ।
অভিজাত—মহুবংশীয় নরপতি যজ্ঞ-
বাহুর সপ্ত পুত্রের অন্ততম অভিজাত ।
তিনি শাল্যাদি দ্বীপের অন্তর্গত আদ্য-
নামীয় অভিজাত বর্ষের অধিপতি
ছিলেন । (ভাগ) ।

অভিতপা—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি । তিনি সৃষ্টির আরাধনা করিয়া
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন ।
(ঋগ) ।

অভিপ্রতারা—কক্ষসেনের পুত্র মহর্ষি
অভিপ্রতারা একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী
ঋষি ছিলেন । (ছান্দোগ্য) । কক্ষসেন দেখ ।

অভিমতী—ঋতবিস্তারের অন্ততম দ্রোণ ।
দ্রোণের পত্নী অভিমতী হইতে ঋষি,
শোক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন ।
(ভাগ) ।

অভিমতী—(১) অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের
ভগিনী শ্রীভদ্রাকে বিবাহ করেন ।
তাহার গর্ভে অভিমতীর জন্ম হয় ।
অভিমতী মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের
কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন । অভি-
মতী স্বামি পিতার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা
করেন । ভারতবর্ষ কালে অভিমতী
অসাধারণ শৌর্য্যবাহীর পরিচয়
দেন । যুদ্ধিষ্ঠিরের বাক্যে উৎসাহিত
হইয়া অভিমতী দ্রোণাচার্য্য নির্মিত
ব্যূহে প্রবেশ করেন । পাণ্ডব পক্ষীয়
যুদ্ধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির,
বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি বীরেরা অনেক

চেষ্টা করিয়াও ব্যূহে প্রবেশ করিতে
পারিলেন না । জয়দ্রথ তাহাদের
সকলকেই পরাস্ত করিয়া দ্বার রক্ষা
করিলেন । অভিমতী ব্যূহের মধ্যে
কৌরব পক্ষীয় অনেক কেশমণ্ডল
প্রেরণ করিলেন । অবশেষে দ্রোণ, কর্ণ,
অশ্বথামা প্রভৃতি সপ্তরথী অস্ত্রায় যুদ্ধে
তাহাকে বেঁধেন করিয়া বধ করেন ।
দেহ সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন ।
যথাকালে উত্তরা পরীক্ষিৎকে প্রসব
করেন । পরীক্ষিৎের তনয় জনমেজয় ।
(মহাভা) । ২ অভিমতী স্বামি
মহু মানস পুত্র অচ্যুতের অজিত
দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র বর্ণিত
হইয়াছে । অভিমতী তাহাদের অন্ততম ।
(ব্রহ্ম) ।

অভিমতী—চাক্ষুষ মনুর পত্নী নডলা
হইতে অভিমতী প্রভৃতি ৭৭ তনয়
জন্মে । কুম্ভ । অগ্নিপুত্র ও হারবংশ
মতে অভিমতী । চাক্ষুষমত দেখ ।

অভিমান—একজন চাক্ষুষ মনুর পুত্রের
সপ্তমিদের অন্ততম ছিলেন । চাক্ষুষমত
দেখ ।

অভিমানী—ভোতা মনুর দশ পুত্রের
অন্ততম । ভোতা মনু দেখ । (হরি) ।
স্বামি মনুর মনুরে অভিমানী নামক
অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন
হন । তাহার পত্নী সাহাদেবীর গর্ভে
পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন
পুত্র জন্মে । (মৎ)

অভিমিত্র—ঊনপঞ্চাশ মরুদগণের অস্ত্র-
তম । (বায়ু) । মরুৎ দেখ ।

অভিষ্ঠত—নরপতি অভিষ্ঠত বশিষ্ঠের
পরামর্শে সবিতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া
ভূমি লাভ করেন । (ব্রহ্ম) ।

অভিষ্কাত—বিশ্বামিত্রের অস্ত্রতম পুত্র
হিরণ্যাক্ষ হঠাতে যাজ্ঞবল্ক্য, অঘর্মষণ,
অভিষ্কাত প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । (হরি) । অঘর্মষণ দেখ ।

অভীবর্ত—মহর্ষি অভীবর্ত একজন ঋষি-
দের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি
রাক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় ঋগ মন্ত্র রচনা
করিয়াছিলেন । (ঋগ্) ।

অভীষু—ঊনপঞ্চাশ মরুদগণের অস্ত্রতম ।
(বায়ু) ।

অভীকু—একজন বিশ্বাস্য রাজর্ষি
ছিলেন । (মহাভা) ।

অভূতরজ—রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজ
নামক দেবগণ ও রৈভা পরিপ্লব নামক
দেবতাসকল ছিলেন । (হরি) ।

অভূমি—সাত্বত-বংশীয় অক্রুরের অস্ত্রতম
তনয় । অশ্বিনী ও অক্রুর দেখ ।

অভ্যবন্তী—মহর্ষি চ্যবানের পুত্র অভ্য-
বন্তী । ইন্দ্র তাঁহার প্রতি অতুল
হইয়া, বরাহধের পুত্রগণকে সংহার
করিয়াছিলেন । ইন্দ্র বরাহধের তনয়
বৃষবানের বংশধরদিগকেও বধ করিয়া-
ছিলেন ।

অভ্রমু—(১) ঐরাবত হস্তার পত্নী অভ্রমু

হঠাতে অশ্বিন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম
নামে চারি দিগ্ধন্য তনয় জন্মগ্রহণ করে ।
(বায়ু) । (২) চান্দ্রব মন্বন্তরে সমুদ্র মন্বন
হইতে অস্ত্রাত্ত বস্তুর দ্বারা অভ্রমু নারী
কতিপয় হস্তিনীর উদ্ভব হইয়াছিল ।
(ভাগ) ।

অমর—দক্ষের কন্যা এবং ধর্ম্মের অস্ত্রতম
স্ত্রী মরুদ্বতীহইতে অমর প্রভৃতি
মরুদগণ জন্মগ্রহণ করেন । (মৎ) ।
মরুৎ ও চক্ষু দেখ ।

অমবাবতী—ভগবতী গৌরীর অস্ত্রতম
সহচরী । (পদ্ম-স্মৃতি) ।

অমবেশ—মহাদেবের অস্ত্রতম গণ ।
(অথি) ।

অমর্ক—ঔক্রাচাধ্যের গো নারী পত্নী
হঠাতে ষণ্ড, অমর্ক, বট্টা ও বক্রভী
নামে চারি তনয় জন্মে । ইচ্ছারা
প্রভাবে আদিত্যকল ও ব্রহ্মতুল্য
তেজস্বী ছিলেন । (বায়ু) । গো দেখ ।
ষণ্ড ও অমর্ক ঔক্রাচাধ্যের তনয় ।
ষণ্ডমর্ক দুই ভ্রাতৃ চিরণাকশিপুর পুত্র
প্রজ্ঞাদেব শিক্ষক ছিলেন । (ভাগ) ।

অমর্ষ—রামের বংশে সুগর্ষী জন্মে ।
সুগন্ধার তনয় অমর্ষ, অমর্ষের তনয়
মহাশ্বান, মহাশ্বানেব তনয় বিক্রান্তবান ।
(বিষ্ণু) ।

অমর্ষণ—মম্বু বংশীয় নরপতি সন্ধির পুত্র
অমর্ষণ, অমর্ষণের তনয় মহাশ্বান,
মহাশ্বানের পুত্র বিশ্ববাহু । (ভাগ) ।

অমলা—ক্রোধের অন্ততম কল্পা সুরভি, সুরভির কল্পা রোহিণী, রোহিণীর কল্পা—অমলা, বিমলা, গো-সমুদয়। অমলা হঠতে পিতৃফল, মপ্তবৃক্ষ ও শুকী নামী কল্পা সমুৎপন্ন হেন। (মহাভা)।

অমহীয়—অজিরা গোত্রীয় মহর্ষি অমহীয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের গুণ করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

অমাবসু—চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরুবাবর ঔরসে উর্কশী অপসারার গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাসু, শতায়ু, শ্রতায়ু ও অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অমাবসুর তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাকন। অমায়ু দেখ। (বিষ্ণু)। নরপতি বলকাশ্বের পুত্রকশ, কুশের তনয় কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমৃতবর ও অমাবসু এই চারি জন। (বিষ্ণু)। কুশ দেখ। পুরুবাব, ত্রেতাঋগ্ ও উর্কশীকে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনাগে গুরুক পেশ হইতে আনিয়ন করেন। উর্কশী গর্ভে তাহার আয়ু, ধীমান, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মহাভা)। পুরুবাব হইতে উর্কশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাসু, শ্রতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগজিৎ (হরি)। প্রয়াগে

(অত্র নাম প্রতিষ্ঠাপুত্রী) পুরুবাব রাজ্য করিতেন। তাহার উর্কশী গর্ভজাত, আয়ু, ধীমান, অমাবসু, বিশ্বাসু, শ্রতায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। (বায়ু)। অগ্নিষাভা পিতৃগণের অন্ততম অমাবসু, অগ্নিষাভা পিতৃগণেব অচ্ছোদা নামী এক সুল্লরী কল্পা ছিল। তিনি অমাবসুকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু অমাবসু তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন হঠতে তিনি পিতৃগণের স্ত্রীতি-তরী পত্নস্বর অক্ষর ফল জননী অমাবস্যা নামে লোকে বিখ্যাত হইলেন। পদ্ম-সৃষ্টি। অপোদা দেখ। অমায়ু—পুরুবাব উর্কশী গর্ভজাত, আয়ু, মায়ু, অমায়ু, শতায়ু, বিশ্বাসু ও শ্রতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। (কুশ)। পুরুবাব উর্কশী গর্ভজাত আয়ু, মায়ু, অমায়ু, বিশ্বাসু, শ্রতায়ু, শতায়ু ও দিব্য নামে গন্ধর্বলোক বিখ্যাত শিবলঙ্ক মহাতেজা সাত পুত্র ছিল। (লি)। অমাবসু দেখ।

অমাত্য—নাগবাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে হাজার জন হয়। জনমেজয় রাজার সপ্নদ্রষ্টে তিনি বিনষ্ট হন। (মহাভা)। অমিত—বৈবত ময়ুর সময়ে অমিত, ভূতি, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি গণদেবতা ছিলেন। (কুশ)। সোম বংশীয় নরপতি তরুর তনয় অমিত। (লি)। বৈবত ময়ু দেখ।

অমিতধ্বজ—একজন মহাবল পরাক্রান্ত দানব । (মহাভা) ।

অমিতাভ—রৈবত মনু দেখ ।

অমিতাশনা—দেবাসুর যুদ্ধে কার্তিকেয় দেবসেনাপতি পথে বৃড় হইলে কল্যাণ-দায়িনী অনেক মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন । অমিতাশনা তাঁহাদের অন্ততমা । (মহাভা) ।

অমিততেজা—সূর্য্যের অপর নাম ।

অমিতোজা—বিনভদেশের অধিপতি অমিতোজাকে পরাস্ত করিয়া নরপতি সত্যব্রত তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করেন । এই কারণে সত্যব্রত স্বীয় পিতা ত্র্যম্বক কঠুক পরিত্যক্ত হইয়া চণ্ডালক প্রাপ্ত হন । (বিঃ) ।

অমিত্রজিৎ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুবর্ণেরপুত্র অমিত্রজিৎ । বৃহদ্রাজ অমিত্রজিতের তনয় । বৃহদ্রাজের তনয় ধর্ম্মা । (বিষ্ণু) । রঘুবংশীয় নরপতি সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ, অমিত্রজিতের তনয় বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজের তনয় বর্হি । (ভাগ) । সূর্য্য-বংশীয় নাভির তনয় ঋষভ, ঋষভ হইতে ভরত, ভরত হইতে সুমতি জন্মে । সুমতির তনয় তৈঙ্গস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ । (ভাগ) । অস্তুরাক ও ঋষভ দেখ ।

অমূর্তরজ—সম্ভজন প্রতিপালক পিতা কুশের মহিষী বৈদ্যতির গর্ভজাত পুত্র চণ্ডীচরের অন্ততম । তিনি ধর্ম্মারণ্য নামক একটি নগরী স্থাপন করেন । (রামা) ।

অমূর্তরজ—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের পুত্র কুশাশ্ব, অমূর্তরজ, কুশনাভ ও অমাবসু এই চারিজন । (বিষ্ণু) । (২) যযাতি-বংশীয় রত্নিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমূর্তরজ ও ঐবন নামে দুই তনয় ও গৌরী নামী এক কন্যা জন্মে । এই গৌরী মাক্তাতার জননী । (মৎ) ।
অমূর্তরজা—প্রাচীন কালের একজন রাজা । তাঁহার তনয় বিখ্যাত বহু ষাগ-জ্ঞান গম্ব । (মহাভা) ।

অমৃত—১. অধি, চক্ষু, জ্যোতি, মিত্র, অমৃত প্রভৃতিকে ধর্ম্মের পদ্মা মরুত তা প্রসব করেন । মরুৎ ও চক্ষু দেখ । (হির) । (২) মনু বংশীয় নরপতি ইন্দ্র-জিহের অন্যতম তনয় অমৃত প্রজ-বাপের অন্তর্গত স্বায় নামীয় অমৃতবর্ষের অধিপতি ছিলেন । (ভাগ) । (৩) অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মূনি, অঙ্গরা, প্রভৃতিকে দক্ষের কন্যা কপিলা, প্রসব করেন । দক্ষ দেখ । (কাণিকা) । (৪) মহর্ষি অমৃত একবার যজ্ঞে পোরোহিত্য করিয়াছিলেন । (বায়ু) । (৫) অজিরসের তনয় অঙ্গিরা, বেধস, ভারবাজ, বাঙ্কলি, অমৃত, গার্গ, শেনী, সংজাতি, পুরুকুংস, মাক্তাতা, অথরাস, আহাষ্য, অজমীঢ়, কবত, বাণ, পৃথদম্ব, বিক্রপ, কধ, মৃদাল, যবনাস্ব, পৌরকুংস, এমদহা, সদহা-মান, উত্থা, ভরদ্বাজ, গাজপ্রবা, বৃহৎকথ, দার্যতপা, কক্ষাবান, আবাণা,

স্ববিক্ত, বাসদেব ও ঔশিজ ইহার। মন্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি ছিলেন । (ত্রুক্ষা) । দেবাসুরের সমুদ্রমন্ধান কালে অমৃতের উৎপত্তি হয় । অমৃত লটরা দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিষ্ণু এক মোহিনীমূর্তি ধারণ করিয়া, অমৃত হরণপূর্বক দেখতাদিগকে প্রদান করেন । (রামা) ।

অমৃতকাকী—যদু-বংশীয় ভোজের পত্নী অমৃতকাকী, কুকুর, ভজমান, শ্রাম ও কঞ্চলবর্হি নামে চারি তনয় প্রসব করেন । পদ্ম-সৃষ্টি । কুকুর ও কঞ্চল-বর্হি দেখ ।

অমৃতপ—কশ্যপের পত্নী দম্বর গর্ভজাত অমৃতমদানব । (মহাভা) । কশ্যপ দেখ ।

অমৃতপ্রভা—সাবনি মমুর সময়ে তিনি অমৃতম দেবতা ছিলেন । (শাগ) । সাবনিমমু দেখ ।

অমৃতবান্—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ মল্লকহেতু অজিত দেবগণ নামে খ্যাত । অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশ জন মাত্র বণিত হইয়াছেন । যদু, যজাতি, দাধিগণ, অংস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্রাতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশ "দেব" নামে অভিহিত, অতিমহা, উগ্রদৃষ্টি, সমর, উচৈশ্বাঃ কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরায়, নিহেতু, যুদ্ধ, গ্রাবাজিন, যমা, বিশ্ব-দেবাত্ম, যযাট অমৃতবান্, অজির, বিহু, বিভাব, মূলিক, বিদেহক, ক্রতিশূণ ও

বৃহৎশুক্র ইহাদের মধ্যে দ্বাদশটি দ্রবহা-শুক্র নামে ও অবশিষ্ট দেবগণ দ্বিবিমান নামে বিখ্যাত । ইহার। সকলেই বীর্ষা-বান্ ও মহাবল ছিলেন । (ত্রুক্ষা) ।

অমৃত—(১) রাজা বিদুরথের তনয় অনশা । অনশার পত্নী অমৃত। পরীক্ষিৎ নামে এক তনয় প্রসব করেন । (মহাভা) । (২) ত্রুক্ষা, বিষ্ণু ও মন্থের মিলিত দৃষ্টি হইতে ত্রিকলা নারী কন্যার উৎপত্তি হয় । তাঁহাদের অমু-রোধে তিনি পুনরায় ত্রাকী, বৈষ্ণবী ও রোদ্রী এই তিন মূর্তিতে বিভক্ত হন । তদন্থো বৈষ্ণবী বহুকাল মন্দর পর্বতে তপশ্চরণ করেন । ইহাতে তাঁহার মন ক্ষুভিত হইলে কয়েকটি অমুপম সৌন্দর্যশালিনী কন্যার আবি-র্ভাব হয় । বৈষ্ণবী মন্দর পর্বতেই তাঁহাদের বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন ।

তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বংপ্রভা, চন্দ্রকান্তি, অমৃত। প্রভৃতি প্রধান । (রমা) ।

৩) পাক্তী বিক্র কঙ্করে অমৃত। নামে অভিহিত। চন্দ্রা থাকেন । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

(৪) অঙ্গরাদিগের চতুর্দশটি গণ বা শ্রেণী আছে । জল হইতে উৎপন্ন গণ অমৃত। নামে খ্যাত । বায়ু ।

অমোঘা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পাতি কষ্টিকল্পকে সাহায্য করিবার জন্য অমোঘা প্রভৃতি অনেক কল্যাণ দায়িণী মাতৃকাগমন করিয়াছিলেন । (মহাভা) । (২) হরিবর্ধে শাক্তমু নামে জ্ঞানবান্

তপোনিষ্ট এক যুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ যুনির কন্যা অমোঘা তাঁহার পত্নী ছিলেন। একদা তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ শাণ্ডিল্য পান করিয়া তাহাকে দ্বায়ে অভিষেক করেন। ইহার ফলে অমোঘা জলরাশি প্রসব করেন। সেই জনই ব্রহ্মকুণ্ড ভীর্ষে পরিণত হয়। (কালিকা)। পদ্ম পুরাণ সৃষ্টি খণ্ডে সামান্ত পরিবর্তিতাকারে এই গল্পটা আছে।

অমোঘাকী—সাবিত্রী দেবী বিপাদ ভার্গবে অমোঘাকী দেবী নামে আৰ্চিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি ।

অম্বরীষ—(১) ইনি মথু বংশীয় নৃপতি প্রমত্তকের পুত্র। ইহার পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র দধাতি। একদা নরপতি অম্বরীষ একটি বজ্রের অমুষ্ঠান করেন। ইহু তাঁহার যজ্ঞীয় পশু ভবণ করিলে, ব্রাহ্মণগণ তদ্বিনিময়ে একটি নব অস্ত্র-সন্ধান করিতে বলেন। তদনুসারে তিনি নানা দেশ পর্যটন করিয়া, ঋতীক যুনির সম্মুখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার একটি পুত্রকে প্রার্থনা করেন। ঋতীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া অম্বরীষ স্মেন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, অসান পথে স্বীয় মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া শুনঃশেফ তাহার শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র আশ্রিত ভাগিনেয়কে রক্ষা করিবার জন্য নিজ পুত্রদ্বিগকে যজ্ঞপশুর

কার্যে গমন করিবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তাহারা অসম্মত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন, এবং ভাগিনেয়কে দুইটা মন্ত্র প্রদান করেন। রাণা অম্বরীষ তাহার দ্বারা যজ্ঞ সমাপন করেন। দেবতারাও তাহার গাথা শ্রবণ করিয়া শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। (রাম)। রামায়ণের অন্যত্র নহুষের তনয় নাভাগ বলিয়া উল্লিখিত আছে। (২) রৈবত-বংশীয় নরপতি নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় বিব্রূপ (বিষ্ণু)। ৩। সগরবংশীয় নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় সিদ্ধুদ্রাপ (বিষ্ণু)। নরপতি অম্বরীষ বিষ্ণুভক্তি পরাম্পন্ন পান্থক ছিলেন। একদা তিনি বাদশী তিথিতে পারণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে দুন্দ্রাসা আসিয়া আতিথ্য চর্চিলেন। এবং আহাঙ্গা প্রদান করিলেন। “অবমর্ষণ মন্ত্র রূপ কাবরা আস” এত বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব হেতু এবং দ্বাদশাতিপাণ্ড আতঙ্কিত হইয়া দেখিয়া, অম্বরীষ বিষ্ণুপার্বদিক পান করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। অত্যন্ত কাল পরেই দুন্দ্রাসা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সমস্ত অবগত হইয়া ক্রোধে জটা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই জটা প্রকাণ্ড দৈত্যরূপে আবির্ভূত হইয়া অম্বরীষকে বিনাশ করিতে

উত্তম ছিল। তখন ঐকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র তথায় উপস্থিত হইয়া দৈত্যকে বিনাশপূর্বক দুর্কাসার পশ্চাৎ-স্থিত হইল। দুর্কাসা নিকুপায় হইয়া ঐকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন, ঐকৃষ্ণ তাহা-ক-অশ্রীষের নিকট আনিতে বলিলেন। দুর্কাসা অশ্রীষের আতিথ্য পুনরায় স্বীকার করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। (ব্রহ্ম-বৈ.) এই গল্পটা ভাগ-বতে সামান্ত পরিবর্তিতাকারে পাওয়া যায়। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মাকাতার পুরুকুৎস অশ্রীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। অশ্রীষের পুত্র যুবনাশ। (কুশ্য)। (৫) রাজা ত্রিগলু পত্নী পদ্মাবতী কঠোর ব্রতামৃতান করতেন। তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ স্বপ্নে তাঁহাকে একটি ফল প্রদান করেন। তিনি সেই ফল ভক্ষণ করিয়া যথাকালে অশ্রীষকে প্রসব করেন এই অশ্রীষের ঐশ্বৰ্য্য নারী অসাধারণ রূপ লাভলাভী এক কন্যা ছিল। তাঁহাকে বিবাহের জন্য নারদ ও পরশুরাম সমকালে প্রার্থী হইলেন। রাজা অশ্রীষ বিপদ ভাবিয়া “বাহাকে একটা বরণ করিবে তাঁহাকেই দিব” বলিয়া তাঁহাদিগকে সেইদিনকার মত বিদায় দিলেন। নারায়ণের কোণে অভ্যদিন নারদ ও পরশুরাম বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে, নারদের ইচ্ছা গোলামূল বানর তুল্য এবং

পরশুরামের মুখ বানর তুল্য হইল। ঐশ্বৰ্য্য ইহাদের বিকৃত মুখ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, নারায়ণ দিব্য পুরুষ বেশে তথায় উপস্থিত হইলে ঐশ্বৰ্য্য তাঁহাদেরই গলে মালা প্রদান করিলেন এবং নারায়ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহা অশ্রীষের চাতুরী মনে করিয়া নারদ ও পরশুরামকে শাপ দিলেন। কিন্তু নারায়ণের বরে তাহা বার্থ হইল। (লি)। (৬) মহুবংশীয় নরপতি উৎকলের যুধিষ্ঠির, অশ্রীষ ও দণ্ডক নামে তিনপুত্র ছিল। (তরি)। (৭) অজিতসের তেজস্বজন পুত্রের অন্যতম অশ্রীষ একজন মন্ত্র প্রণেতা শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্ম)। অমৃত দেখ। (৮) পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, অশ্রীষ, সহিষ্ণু ধনকপিবানু ও ঋষি এই কয় পুত্র এবং মঙ্গলময়ী ও পাবরী নামী দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)। ক্ষমা ও কর্দ্দম দেখ। (৯) কপ্তপ পত্নী কপ্ত যে সমুদ্র নাগকে প্রসব করেন অশ্রীষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (বায়ু)। কপ্ত দেখ। অর্থব্য—গৌতমী নদীতে অর্থব্য নামে একদৈত্য ছিল। নৃসিংহ রূপধারী বিষ্ণু তাঁহাকে নিহত করেন। (ব্রহ্ম)। অর্থব্য—কেরল দেশের রাজা অর্থব্য দিঘিজয়ী প্রজারূপে কর প্রদান করিয়া বিনাযুদ্ধে বশতা স্বীকার করেন (পর্ল)।

অম্বা—কাশিরাজের অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা নামী তিন কন্যাকে ভীষ্ম স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবাহুর কন্য স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করেন। কিন্তু অম্বা পুণ্ড্রি শাষকে মনে মনে পতিস্বৈ বরণ করিয়াছেন তা'নম্বা ভীষ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। অম্বা শাষকে বিবাহ করিবার অভিলাষা হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু শাষ তাঁহাকে আর গ্রহণ করেন না। অম্বা অনন্তোপায় হইয়া ভীষ্মকে ও শাষকে বারম্বার ধিকার দিতে দিতে অনাথার ন্যায় পথে পথে বোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভীষ্মকে তাঁহার দুর্ভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া একান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার কারণ অশ্রুসিকান করিয়া পথিগণের আশ্রমে আশ্রমে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন এক আশ্রমে হঠাৎ তাঁহার মাতামহ হোত্র-বাহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই পরামর্শে অম্বা অম্বদায়ির পুত্র পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম বহুর দৌতিদার হুংখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার সম্বোধন সাধনার্থ ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। অম্বা তখন পরশুরামের পরামর্শে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট

হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার বর প্রদান করেন। এই বর প্রাপ্ত হইয়া অম্বা এক চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় দেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরজন্মে তিনি দম্পত্যরাজের কন্যা শিখণ্ডিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে এক দানবের বধে পুরুষস্ব প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মে বধ সাধনে কৃতকায্য হন। (মহাভা)।

অম্বালিকা—স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম কাশিরাজ ভ্রাতৃ অম্বিকা অম্বালিকাকে হরণ করিয়া আনেন। এবং স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবাহুর সহিত তাহাদেব বিবাহ দেন। বিচিত্রবাহু অম্বারোগে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিলে অম্বারোগে অকালে মৃত্যুবৃত্তিকে ও অম্বালিকাতে পাণ্ডুকে এবং এক দাম্পত্যে বিভবকে উৎপাদন করেন। (মহাভা)।

অম্বিক একজন বেন বেদান্ত পারদাশাসি। (সোপ)।

অম্বিকা—১ ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা হইতে কাশিরাজ ভ্রাতৃ অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণপূর্বক স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবাহুর সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। অম্বালিকা দেখ।

মহাভা । (২) পাণ্ডবতার অম্ব নাম অম্বিকা। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) অম্বিকা নামে এক অপসরাও ছিল। (মহাভা)।

(৪) ক্রমের ভগিনী অম্বিকাকে শ্বশুর

আরাধনা করিতেন । (যজু) ।

(৫) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা অধিকা
(কালিকা) ।

অম্বুজ—দেবাসুর সংগ্রামে স্বল্প দেব-
সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, বক্ষ-
গণ তাহার সাগাথার্থ অনন্ত, শঙ্কুপাঠ,
নিকুন্ত, কুমুদ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটি,
চক্ষু, কিরীটী, কলশোদয়, সুচীবক্তু,
কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক ও অচ্যুত
নামক পঞ্চদশ স্বীয় অমুচরকে প্রদান
করেন । (বাম) ।

অম্বুজবদনা - অপসবা বিশেষ । (বি) ।

অম্বুজাক্ষা - অপসবা বিশেষ । (দেবী) ।

অম্বুদ—মহর্ষি অম্বুদ একজন ঋষিদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি সোমদত্তা
দাম্পত্যপুত্রের, প্রভুত্বের প্রতি কাঁবরা
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা কাঁবরাছেন ।
(ঋগ) ।

অম্বুবীচ—পূর্বকালে রাজগুণে অম্বুবাস
নামে হস্তিপুরবিকণ ও প্রাসরোগপুত্র
এক রাজা ছিলেন । মহা মহাকণী
বাক্যশাসন ও বিষয় ভোগ করিতেন ।
মহা মোহেব বশবস্ত হইয়া সমুদয়
রাজ্য গ্রাস করিতে উত্তেজিত হইল কিন্তু
অকৃতকার্য হইল । (মহাভা) ।

অম্বোরুহ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনেক
পুত্র ছিল, তন্মধ্যে অম্বোরুহ একজন ।
(মহাভা) । বিশ্বামিত্র দেখ ।

অম্ব - (১) হস্তীজ, শৃকৃত, মূর্তি, আপ,
জ্যোতি, অম্ব ও অম্ব এই সপ্ত বর্শিত

পুত্র ঋষোচিব মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন ।

(মৎ) । আপ দেখ । (২) অম্ব, ঐব,
সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যাষ ও
প্রভাস ইহারা অষ্ট বস্তু । অম্ব নামক
বস্তু পুত্র রেবন্ত, শ্রম, শান্ত ও বৃনি
এই চারিজন । (শিব-ধর্ম) । অনল ও
অপরাজিত দেখ ।

অম্বঃশঙ্কু—১ দানব বিশেষ, দৈত্যপতি
বলির অন্ততম সেনাপতি । (হরি) ।
অম্বঃশঙ্কু বামনরূপী বিষ্ণুর হস্তে নিহত
হন । (ব্রহ্ম) । (২) অম্বঃশিরা, অম্বঃশিরা,
অম্বঃশঙ্কু, গগনমূর্তী ও বেগবান এই
পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয়
দেশে জগিরা অতি প্রধান প্রধান
ভূপতি হইয়াছিলেন । (হরি) ।

অম্বঃশিরা—১ দানব বিশেষ, দৈত্যপতি
বলির অন্ততম সেনাপতি । (হরি) ।
তিনি বামনরূপী বিষ্ণু কর্তৃক নিহত
হন । (ব্রহ্ম) । (২) কস্তুর হইতে মন্বন্তর
গর্ভে তাহার জন্ম হয় । (কালিকা) ।
অম্বঃশঙ্কু দেখ ।

অম্বতি - নরপতি নম্বুরের যতি বন্যতি,
আম্বতি, অম্বতি ও ঐব নামে ছয় পুত্র
ছিল । (মহাভা) । আম্বতি ও অম্বতি
দেখ । ভাগবতে ক্রবের পরিবর্তে
কৃষ্ণ নাম দৃষ্ট হয় ।

অম্বন—দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্ততম ।
(মৎ) । দ্বাদশ সাধ্যগণ দেখ ।

অম্ববস—বৈদিক কালের একজন রাজা ।
তাঁহার তিন পুত্র ছিল । তাঁহার মহর্ষি

ককীবানের বিরোধী ছিলেন। (ঋগ)।

অরস—বারোচিব মহুর অস্ত্রতম পুত্র।
(করি)। বারোচিব মহু দেখ।

অরসা—অজিরস মূনির অস্ত্রতম অপত্য।
(বায়ু)। অজিরস দেখ।

অযাতি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহবের
বতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিরতি,
ও কুতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা
সকলই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। যতি
রাজ্য ইচ্ছা করেন নাই। যযাতিই
রাজা হন। (বিষ্ণু)। অরতি ও
আয়াতি দেখ।

অয়াস—(১) অয়াস একজন ঋষেদের
মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি
করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়া
ছিলেন। (ঋগ)। (২) মহর্ষি অয়াস
হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ যজ্ঞে উদ্গাতা
ছিলেন। (ভাগ)।

অয়—একজন অনার্য যোদ্ধা। তিনি
জলে বাস করিতেন এবং তাঁহার
বাসস্থান গুপ্ত ছিল। (ঋগ)।

অযুতনারী—নরপতি মহাভোমের পুত্র।
তাঁহার মাতার নাম সুযজ্ঞা।
তিনি অযুত সংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ
করিয়া অযুতনারী নাম প্রাপ্ত হন।
তাঁহার দ্বী পৃথুশবার কন্যা কামা
হইতে অক্রোধন নামক পুত্র জন্ম
গ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অযুতাজিৎ—(১) সাব্বত বংশীয় নরপতি
ভজমানের নিমি, বৃকণ, বৃকি,

শুভাজিৎ, সহস্রাজিৎ, অযুতাজিৎ

নামে ছয়পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (২)

ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সিদ্ধুদীপের
বীর্ষাবান পুত্র অযুতাজিৎ (মৎ-অযু-
তায়ু)। অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ,
ঋতুপর্ণের তনয় আন্তপণি। (হরি)।

ঋতুপর্ণ দেখ। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নর-
পতি ভজমানের অন্ততমা দ্বী ও রাজা
স্বজ্ঞের কন্যা উপবাহক। হইতে
অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও
দাসক নামে চারিপুত্র জন্মে। (হরি)।

(৪) যযাতি বংশীয় সম্বতের শতপুত্রের
অন্ততম ভজমান। ভজমানের এক
পত্নী নিলোচি, কিকন ও দৃষ্টি নামে
তিন পুত্র এবং অন্তপত্নী শতজিৎ,
সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন
পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)।

অযুতানী—অযুতনারী দেখ।

অযুতায়ু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সিদ্ধুদীপের
পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র ঋতু-
পর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র কন্যাবাদ।
(মৎ)। ঋতুপর্ণ ও অযুতাজিৎ দেখ।
(২) চন্দ্রবংশীয় পুরুষবা হইতে অপ্সরা
উর্কশীর গর্ভজাত ছয় পুত্রের অন্ততম।
(বিষ্ণু)। অমাবন্তু ও অমায়ু দেখ।

(৩) কুরুবংশীয় নরপতি আরাবীর
পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন
অক্রোধনের পুত্র দেবোতিধি। (বিষ্ণু)।

(৪) যযাতি বংশীয় রাধিকের তনয়
অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন,

অক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি । (ভাগ । অক্রোধন দেখ । (৫) তরাসন্ধ বংশীয় নরপতি ঋতবানের পুত্র অযুতায়, অযুতায়ের পুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের পুত্র স্ত্রুজ্ঞ । (বিষ্ণু) । ৬ চন্দ্র-বংশীয় নরপতি ভঙ্কনের পত্নী স্ত্রুজ্ঞী অযুতায়, শতায়, বলবান ও হর্ষকৃত নামে চারি পুত্র প্রসব করেন । (লি) । অযুতায়—সগববংশীয় নরপতি সিদ্ধ ধীপের তনয় অযুতায়, অযুতায়ের তনয় ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের তনয় সন্ধ-কাম । (বিষ্ণু) । ঋতুপর্ণ দেখ । অরোবাহু—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্ততম অরোবাহু । মহাভা । অরোমুখ—কশ্যাপপত্নী ও দক্ষ কন্যা গম্বু চতুতে বিপ্রাতিভি, পুনোমা, বুধপত্নী, অরোমুখ, প্রভৃতি দানবের ভগ্ন্য হয় । (বিষ্ণু) । দেখ দেখ । অরোমুখী—১ রাক্ষস বিশেষ । সীতাব রত্নেশ্বর তৎপর রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে সে নিধন প্রাপ্ত হয় । 'রামা' । (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন । অরোমুখী তাঁহাদের অন্ততমা । (মৎ) । অন্ধকাসুর দেখ । ৩ কলির প্রথম পত্নী নিকৃতি হইতে নাক, বিষ, সঙ্কম, ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে বিষের পত্নী অরোমুখী । (বায়ু) । অরোমুখী—আরোচিষ মন্ত্রের অন্ততম পুত্র । (শিব-ধর্ম) । আরোচিষ মন্ত্র দেখ ।

অরুণা—ইনি শুক্রাচার্যের কোঠা কন্যা । ইক্ষাকুর পুত্র দণ্ড তাঁহার প্রতি বল-প্রয়োগ করিয়াছিলেন । সেইজন্য শুক্রাচার্যের শাপে দণ্ডের রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহা দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হয় । (রামা) ।

অরুণি, অরুণী—কৃষ্ণবৈশ্যাম্বরের অন্ততমা স্ত্রী অরুণি হইতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন । শুকদেবের তুরিয়ার, প্রতু, শতু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র ও যোগমাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে । (লি)

অরণ্য-১ অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে চাক্ষুষ মনু বিবাহ করেন । (বিষ্ণু) । পুষ্করিণী মনুকে প্রসব করেন । (হবি) । ২ রৈবত মন্ত্রের ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, অরণ্য, নিকৃৎসক, প্রকাশ, নিম্বোহ, সত্যবাক ও কবি নামে দশপুত্র ছিল । (বিষ্ণু) । বৈবত মন্ত্র দেখ । জম্বাবন্তের অন্ততম সেনাপতি অরণ্যকে ইজ্ঞা পরাণ্ড করিয়াছিলেন । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অরণ্যানী—প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা অরণ্যানীকে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া ঋক-মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

অরুণ—রাজা পৃথুশ্রবর কার্য্যাধ্যক্ষ অরুণ, অক্ষ, নম্বব ও স্ত্রুজ্ঞ বহু ধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন । (ঋগ) ।

অরবিন্দাক—সূর্য্যের অপর নাম অরবিন্দাক । (মহাভা) ।

অরক—অরক নামে এক অশুর রক্ষ ছিল। দেবগণ তাহাকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (শতপথ)। অরক যমের সদৃশ শত্রু ছিল। (অগ)।

অরাণি—মহাবি বিখ্যামিত্রের বহুপুত্রের অন্ততম অরাণি (মহাভা)।

অরাতি—দুর্ভাগ্যের দেবতা। ঋষির অরাতিকে শত্রু বিনাশার্থ ঠতি করিতেন। (অথ)।

অরার—অপদেবতা বিশেষ। (অথ)।

অরি—একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অরিক্ষিপ্ত—যজুঃবংশীয় নরপতি ঋকলোকের ঔরসে ও কাশিরাজনন্দিনী গাক্কিনীর গর্ভে অক্রুর, উপসঙ্গ, মদণ্ড, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, অক্রয়, অরিমর্দন, ধর্মধুক, যতিধর্মী, গুপ্ত মোক্ষা, অক্ষক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামে পঞ্চদশ পুত্র ও সুনন্দী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অক্রুর, আবাহ ও উপসঙ্গ দেখ।

অরিক্ষিৎ—ভদ্রার গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্ততম। (ভাগ)। অশ্বয়ু দেখ।

অরিতারুণ—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অরিনাভ—ইক্ষাকু বংশীয় ককুৎস্থের পুত্র অরিনাভ, অরিনাভের পুত্র পৃথু। (শিব-ধর্ম)। ককুৎস্থ দেখ।

অরিনন্দ—মগধের শূজবংশীয় নরপতি

শিবস্বামির পুত্র অরিনন্দ, অরিনন্দের পুত্র গোমতী। (ভাগ)।

অরিমর্দন—(১) অক্রুরের অন্ততম পত্নী রত্নার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। (লি)। অক্রুর দেখ। (২) অক্রুরের এক ভ্রাতার নামও অরিমর্দন। (হরি)। অজ্ঞান দেখ। (৩) বৃষ্ণবংশীয় অক্ষকের অন্যতম পুত্র অরিমর্দন। (ব্রহ্ম)।

অরিমেজয়—অক্রুর দেখ।

অরিষ্ট—(১) একদা ত্রীকৃষ্ণ সক্ষ্যাবসানে রাস ক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন সময়ে বৃষভাকৃতি অরিষ্ট নামক এক অশুর তথায় উপস্থিত হইয়া সকলের ত্রাস উৎপাদন করিল। এই অশুর গাভিগণের গর্ভপাত ও তাপসগণের বিনাশ করিয়া, বনে বিচরণ করিত। ত্রীকৃষ্ণ তাহার শূঙ্গ উৎপাদন করিলে, সে রক্ত বমন করি। প্রাণত্যাগ করিল। (বিষ্ণু)। (২) বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাপতি, নরিঘাত নভগ, অরিষ্ট, ককুৎ ও পৃথু নামে নয় পুত্র ও ইলা নামী এককন্যা জন্মে। (কুর্শ)। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) ককুৎস্থের পত্নী ও দক্ষের কন্যা দমু হইতে অরিষ্ট, বিপ্রচিতি, বৃষপর্ষা, প্রভৃতি একষষ্ঠি দানবের জন্ম হয়। (ভাগ)। (৪) মিত্রের পত্নী রেবতী হইতে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিঙ্গল জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অরিষ্টকর্মা—মগধের অক্ষুবংশীয় নর-
পতি পটুমানের পুত্র অরিষ্টকর্মা ।
অরিষ্টকর্মার পুত্র হাল, হালেব তনয়
পন্তলক । (বিষ্ণু) ।

অরিষ্টনেমী—(১) পূর্বকালে কর্দ্দম,
বিকৃত, শেষ, সংশয়, হাহু, মরীচি,
অজি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অজিরা, প্রচেতা,
পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমী ও
কশ্যপ ইহারা প্রজাপতি ছিলেন ।
(রামা) । (২) অরিষ্টনেমীর কন্যা
সুমতিকে সগর রাজা বিবাহ করেন ।
সুপর্ণ অরিষ্টনেমীরই পুত্র । (রামা) ।
(৩) জনকবংশীয় নরপতি পুরুষোত্তম
পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র
ঐতায়ু, ঐতায়ুর পুত্র সুপাশ্ব । (ভাগ) ।
(৪) জনকবংশীয় নরপতি ঋতুজিতের
পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র
ঐতায়ু, ঐতায়ুর পুত্র সুগাশ্ব । (বিষ্ণু) ।
(৫) দক্ষের পত্নী অসিক্কা ষষ্টি সংখ্যক
কন্যা প্রসব করেন । তন্মধ্যে অরিষ্ট-
নেমী চারিটিকে বিবাহ করেন । (বিষ্ণু) ।
(৬) ষাটশ গ্রামনীর মধ্যে অরিষ্টনেমী
একজন । (কৃষ্ণ) । ৭ চন্দ্রবংশীয়
নরপতি চিত্রকেব পুত্র বিপুথু, অশ্ব-
গ্রীব, সুবাহু, সুধাম্বক, গবেষণ,
অরিষ্টনেমী, অশ্বধম্মী, ধন্বত্ব, সুভূমি
ও ধন্বত্বমি নামে একাদশ পুত্র এবং
শ্রীষ্টি ও শ্রবণা নামী দুই কন্যা জন্মে
(লি ও ভাগ) । অশ্বগ্রীব দেখ ।
অরিষ্টনেমীর কন্যা কৈলিনীকে ইক্ষ্বাকু

বংশীয় নরপতি সগর বিবাহ করেন ।
(হরি) । (৮) কশ্যপের পত্নী বিনতা
হঠতে অরিষ্টনেমী, তাক্ষ্য, অরুণ,
গরুড় ও আকুণি জন্মগ্রহণ করেন ।
(হরি) । অরুণ, আকুণি ও কশ্যপ
দেখ । (৯) অরিষ্টনেমীর পুত্র গরুড়,
গরুড়ের পুত্র সম্পাতি, সম্পাতির পুত্র
সুপাশ্ব । (মার্ক) । কশ্যপ পত্নী বিনতা
হঠতে তাক্ষ্য অরিষ্টনেমী, অনুক,
গরুড়, অরুণ ও বারুণি, এই কয়জনের
জন্ম হয় । (কালিকা) ।

অরিষ্টা—(১) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের
অন্ততমা কন্যা অরিষ্টা হঠতে মহাসম্রাট
গন্ধর্বগণ জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) ।
(২) কশ্যপ হঠতে অরিষ্টার গর্ভে মহাসম্রাট
দর্প জন্মগ্রহণ করেন । (কৃষ্ণ) । কশ্যপ
হঠতে অরিষ্টার গর্ভে অনবজা, অনবসা,
অম্বিতা, মদনপ্রিয়া, অরুণা, সুভগা ও
ভাসা নামী আট জন অপ্সরা জন্ম-
গ্রহণ করেন । এই সকল অপ্সরা
অষ্টবসুর পত্নী ছিলেন । বায়ু ।
কশ্যপ ও অনবজা দেখ ।

অরিহ—(১) অবাচানের জ্ঞানী মর্যাদার
গর্ভে অরিহের জন্ম হইয়াছিল । অক-
দাশ চহিতা, অরিহ হঠতে মহাভোম
নামে এক পুত্র প্রসব করেন ।
মহাভা । অবাচান দেখ । (২) দেবা-
তিথির জ্ঞানী মর্যাদা অরিহকে প্রসব
করেন । অরিহের জ্ঞানী সুদেবা হইতে
অক্ষ জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।

অরিহা—(১) প্রভু, বিভূ, বিভাস, জ্যোতি, হস্তা, অরিহা, রিভু, স্মৃতি, প্রমতি, দীপ্তি, সমাখ্যাত, মহ, মহান, দেহ, মুনি, নয়, কোঠ, শম, শব ও বিপ্রতএহ বিংশতি জন সাবর্ণি মমুর সময়ের অমিতাভ নামক দেবতা ছিলেন। সাবর্ণিমমু দেখ। (২) সূর্য্যের অন্তর্য্যাম অরিহা। (মহাভা)।

অরুণ—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্ততমাতা তাস্মা, মহাত্মা কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা ছিলেন। তাস্মার গোক বিপ্যাত শুক্লী প্রভৃতি পাঁচটি কন্যা জন্মে। শুক্লার কন্যা নতা, নতার আবার বিনতানামে এক কন্যা জন্মে। এই বিনতাহ অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। অরুণের পত্নী শ্রোমী সম্পাতি ও জ্যোতি নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (রামা)। (২) কশ্যপের পত্নী দক্ষের কন্যা বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। বিষ্ণু। কশ্যপ পত্নী বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী মৎস্য-সৌম্যমিনী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (লি)। (৩) পরাশর বংশোৎপন্ন অরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। (লি)। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা দুইটি মণ্ড প্রসব করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উক্ত অণ্ড বিদীর্ণ না হওয়ার বিনতা অসংখ্য হইয়া একটা বিদীর্ণ করেন। তাহা

হইতে পূর্বার্দ্ধ সম্পন্ন ও পরার্দ্ধ অসম্পন্ন অবস্থায় অরুণের জন্ম হয়। তিনি জগন্ময়ই ব্রহ্মার আদেশে সূর্য্যের তেজ সংহার করিবার জন্য, তাঁহার সারথী কাথ্যে নিযুক্ত হন। অপর অণ্ড হইতে গরুড়ের জন্ম হয়। (মহাভা)। হইতে অরুণকে পূর্বার্দ্ধিকে রাজস্ব করিতে অভিষিক্ত করেন। (হরি)। দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে অরুণ তাঁহাব সাগব্যার্থে স্বায় পুত্র তাম্রচূড়কে প্রদান করেন। (রাম)। (৪) অরুণ নামে একজন গ্রামনী অর্থাৎ শিল্পী ছিলেন। (বায়ু)। (৫) মাধ্বাতাবংশীয় ত্রিধন্যব তনয় অরুণ, অরুণেন তনয় সত্যএতা। (দেবী-ভা)। (৬) পূর্বে পাতালপুরে অরুণ নামক এক দৈত্য ছিল। সে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর অবস্থা বর লাভ করে। সে সেই বর পূর্ত্তবে স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবগণকে স্থান-ভ্রষ্ট করে। দেবগণ ব্রহ্মার পরে গেলে তিনি, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন। মহাদেবের পরামর্শে বৃহস্পতি অরুণের মতি ভ্রম জন্মান। তখন ভগবতী ভ্রমর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে যুগেতে বিনাশ করেন। (দেবী-ভা)। (৭) কশ্যপ পত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ, অমুবহ, অরুণ, আরুণি, বিশ্বাবসু, বল,

ঋষ, হবিষ্ট, বিতান, বিধান, শমিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্কী নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ। ৮) তাক্ষের ঔরসে ও তদীয় অমৃতমা পত্নী বিনতার গর্ভে বিষ্ণুবাহন গরুড় ও সূর্য্য সারথী অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ।)

(৯) মহর্ষি অরুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্।) মহর্ষি অরুণের তনয় আরুণ স্বীয় পিতার নিকট হইতে বিশেষ রূপে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরুণের তনয় ম উদ্ধালক। (ছান্দো)।

অরুণপ্রিয়া- অনন্তা দেখ।

অরুণা—কশ্যপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কপিলা হইতে অরুণা, বসুতা, তিলোত্তমা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা। কালিকা পুর্বাংশে প্রধা অরুণার তনয়। কপিলা দেখ।

অরুণাশ্ব—ইক্ষাকু বংশীয় সংহতাস্থেব কশ্যপ ও অরুণাশ্ব নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অরুণাশ্বের তনয় দ্বিতীয় যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের তনয় মাক্ষাতা। (কুশ্।)

অরুণি—(১) মহর্ষি অরুণি ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। এটী উর্দ্ধরেতা তপস্বী কদাপি দ্বারপরিগ্রহ করেন নাহ, সুতরাং তাঁহার বংশ নাই। (ভাগ।) তিনি ব্রহ্মার নাসিকা হইতে জন্ম লাভ করেন।

(ব্রহ্ম-বৈ। ১. ২) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে অরুণি একজন বেদবিভাগক পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান-প্রদর্শক, শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। (লি।) (৩) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে অরুণি জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন। (মহাভা।)

অরুণকর্তী—(১) দক্ষের বষ্টি সংখ্যক কন্তার মধ্যে বিংশা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, ভাসু, মহর্ষী, লম্বা, যামী, অরুণকর্তী ও মকলা এই দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। দক্ষ দেখ। তন্মধ্যে অরুণকর্তী হইতে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। (বিষ্ণু)। (২) বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুণকর্তী হইতে শক্তি, জন্মগ্রহণ করে। কুশ্। নারদের কন্যা অরুণকর্তী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। অরুণকর্তার শত পুত্রের মধ্যে শক্তি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। (লি।) মহর্ষি কদ্মের পত্নী দেবহৃতি অরুণকর্তাকে প্রসব করেন। অরুণকর্তী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন।

ভাগ। কদ্ম দেখ। দক্ষযজ্ঞে বশিষ্ঠ অরুণকর্তা সহ সদস্য পদে বৃত্ত হইয়া ছিলেন। (বাম)। মহর্ষি মেধাভিধির কন্যা অরুণকর্তী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)। কশ্যপ হইতে নারদ ও পর্কত নামে দুই তনয় ও অরুণকর্তী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অরুণকর্তা বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। এক প্রকার পোতার নাম অরুণকর্তা। ভয় হান বা ভয় অস্থিকে ভাহাঘা

আরোগ্য করা যাইত বলিয়া প্রাচীন
আর্যগণ তাঁহাকে দেবতার স্তায় স্তুতি
করিতেন । ইহার অস্ত্র নাম সিলাজী ।
(অথ) ।

অরুণ—সূর্য্যের অশ্বের নাম অরুণ ।
(ঋগ) ।

অরুণী—অগ্নির বাহন অশ্বের নাম
অরুণী । (ঋগ) ।

অরুণ—মহর্ষি অরুণ একজন মন্ত্রবেদী
ঋষি ছিলেন । (বায়ু) ।

অরুণা—অরুণ ও কশ্যপ দেখ ।

অরুণি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

অরোগা—দেবা পাক্তৌ বৈজ্ঞানাং
অরোগা নামে অভিহিতা । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অর্ক—১ লক্ষায় বানরসৈন্তের সমাবেশ
কালে কেশরী, পনস, গজ ও বনবানু
অর্ক শত কোটি বানর সঙ্গে সহিয়া
সৈন্তগণের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া
ছিলেন । (রামা) । ২ অষ্টবসুর
অন্ততম অর্ক, দম্বাহইতে বসুর গর্ভে
জন্মগ্রহণ করেন । অর্কের পত্নী বাসনা
তর্ষকে প্রসব করেন । (ভাগ) ।

(৩) বিবর্ধাঘ্নির পুত্র মগাকর্ষ ও অর্ক ।

কাম্য ইষ্টি হইতে অর্কের অভিমান,
রক্ষোহা, যতিকৃৎ, সুরতি, বসুমান,
নাদ, হর্ষাশ্ব, রুম্বান, প্রবর্য ও
ক্ষেমবানু নামে দশ পুত্র জন্মে । (মৎ) ।

(৪) অর্ক সূর্য্যের অস্ত্র নাম (মহাভা) ।

(৫) অর্কবানু দেখ ।

অর্কনয়ন—মানব বিশেষ । (পদ্ম-সৃষ্টি) ।

অর্কপর্ণ—দক্ষ কন্যা যুনি হইতে কশ্যপের
ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি,
ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যাবর্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ,
প্রযুক্ত, ভীম, চিত্ররথ, প্রভৃতি পুত্র
জন্মে । (মহাভা. : কশ্যপ দেখ) ।

অর্কপৃষ্ঠ—দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে
ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়,
গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যাবর্চা, বীর্য্যবান,
অর্কপৃষ্ঠ, প্রযুক্ত, বিশ্রুত, গুপ্তত,
ভীম, চিত্ররথ, সন্ধ্যাবৎ, বলী, শালিশির্ষ,
পঙ্কজ্য, কলি ও নারদ নামক পুত্র
সকল জন্মগ্রহণ করেন । (কালিকা) ।
কশ্যপ দেখ ।

অর্কং - মর্গাষ অর্কং একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি দাবতা
সদ্বশে কাশ্যপের এক মন্ত্র বচনা করিয়া-
ছিলেন । (ঋক) ।

অর্চনানন্দ—অত্রিংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

অর্চনানা অত্রির অপত্য অর্চনানা
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
তাঁহার পুত্র শ্রাবাস্থ, রাজর্ষি রথবার্তার
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । রথ-
বার্তা একবার অর্চনানাকে ছোজা
কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

অর্চিঃ—১ বেণের বাহু হইতে অর্চিঃ
নামা কস্তার উদ্ভব হয় । বেণের পুত্র
পৃথুকে অর্চিঃ বিবাহ করেন । (ভাগ) ।
(২) দগৈর যষ্টি সংখ্যক কস্তার মধ্যে

অর্চিঃ ও ধিবণাকে কুশাশ্ব বিবাহ করেন।

অর্চিঃ হইতে ধুমকেতুর জন্ম হয়।

(ভাগ)। কশ্যপ ও কুশাশ্ব দেখ।

অর্চিস্থান—ধূতৈকেতু, বর্হিকেতু, পঞ্চহস্ত,

নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চিস্থান, ভুরিতাম্র

ও বৃহস্ত ইহারা সাবনি মনুর পুত্র।

(মার্ক)। সাবনি মনুষ্যের ঋত, তপ,

অর্চিস্থান, প্রভৃতি স্মৃতিপা দেবগণ

নামে খ্যাত ছিলেন। (বায়ু)।

অর্চিসন—অত্রি, অর্চিসন, শ্রামণান,

নিহুব, বলগুতক, ধীমান ও পুন্নাতিথি

এই সকল অত্রি পুত্রেরা মন্ত্র প্রণয়ন

কর্তা। (ত্রৈলোক্য)। অত্রি দেখ।

অর্জুন—১ অস্ত্রবিশেষ। সেনাপায়ন

হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। (রামা)। ২)

তিনি হৈহয় দেশের অধিপতি ছিলেন।

কান্তবীৰ্য্যাজ্জুন নামেই তিনি অদিকতব

পরিচিত। মাটিয়াতা নগরা তাহার

রাজধানী ছিল। কান্তবীৰ্য্যাজ্জুন দেখ।

৩. অর্জুন কুরুপাত পাণ্ডুব গোষ্ঠী মাণ্ডব্য

কুন্তীদ গভীকাত তৃতীয় পুত্র। ইন্দের

ওরসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য-

কালে তিনি অস্ত্রাশ্র কোরবদের দ্বারা

কুপাচাষা ও দ্রোণাচাষ্যের নিকট অস্ত্র-

বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। তিনি অস্ত্র শিক্ষায়

অতিশয় উৎসাহ ও অমুরাগ প্রদর্শন

করিয়া স্বীয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের অতিশয়

প্রিয় পাত্র হন। মন্দমাত হযোধন

পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার অভি-

পায়ে তাঁহাদিগকে বারণাওঁতে প্রেরণ

করেন এবং তাঁহারা হযোধন কর্তৃক

নিশ্চিত ভৃত্যগৃহে কিছুকাল অবস্থান

পূর্বক তথা হইতে পলায়ন করেন। বহু-

স্থানভ্রমণ করিয়া তাঁহারা অবশেষে এক-

চক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে ব্রাহ্মণ

বেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্তা কৃষ্ণার

দ্রৌপদীর) বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া

চাবিদিকে প্রচার করিয়া দেন যে যিনি

আকাশস্থ মৎস্যভেদ করিতে পারিবেন

তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে

পারিবেন। ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবেরা তথায়

উপস্থিত হন এবং অর্জুন লক্ষ্য ভেদ

করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন।

অবশেষে পঞ্চভ্রাতা মণিরা দ্রৌপদীকে

বিবাহ করেন। কিন্তু নিয়ম হয় যে,

দ্রৌপদীর নিকট একের অবস্থান স্থানে

অন্যে গমন করিলে তাহাকে দ্বাদশ বৎসর

বনবাসে থাকিতে হইবে। ইতিপূর্বে

অর্জুন গন্ধকরাড় চিত্ররথকে পরাস্ত

করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন

করিয়াছিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা

জীবিত আছেন, এই সংবাদ শ্রুতরাষ্ট্রের

কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে

আনয়ন-পূর্বক অর্ধ রাজ্য প্রদান

করিলেন। পাণ্ডবেরাও যাক্ষবপ্রস্থে

রাজধানী স্থাপনপূর্বক সূত্রে রাজত্ব

করিতে লাগিলেন। একদা অর্জুন

নিয়ম লঙ্ঘনপূর্বক দ্রৌপদীর গৃহে

যাযাটীর অবস্থান কালে প্রবেশ করিয়া

ষাটশ বৎসরের জ্ঞান বনে গমন করেন । এই সময়ে তিনি নাগরাজ কোরবোর কন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন । কালক্রমে দেশ অতিক্রমপূর্বক মনিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেন । এবং মনিপুর রাজ্যের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন । তাঁহারই গর্ভে বক্রবাহিনের জন্ম হয় । এই স্থান পরিত্যাগপূর্বক অজ্জুন নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে প্রাচ্য ভারত গমন করেন । তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দেখা হয় । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া দ্বারকা গমন করেন । সেই সময়ে দ্বারকায় উৎসব হইতেছিল । অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেন । সুভদ্রা দেবোচ্চনা করিয়া রৈবতক পর্বতগর্ভে দ্বারকা গমনকালে পথিমধ্যে অজ্জুন তাঁহাকে গ্রহণপূর্বক পন্থারন করেন । অজ্জুন সুভদ্রাকে পরে বিবাহ করেন । তাঁহারই গর্ভে অভিমত্নার জন্ম হয় । ইহার কিছু কাল পরেই অগ্নি, অজ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, পাণ্ডবের দাহ কার্যে সহায়তা প্রার্থনা করেন । তাঁহাও সম্মত হইলে, অগ্নির অনুরোধে বক্রবাহিন অজ্জুনকে গাণ্ডীবধনু, অক্ষয় তুণ্ডারধনু ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন । অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র প্রদান করেন । পরে অগ্নি থাকিবেন দাহ করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দম্ব করিতে আরম্ভ করিলেন । ময়দানব অগ্নি হইতে পরিত্রাণ

পাইবার জন্ত অজ্জুনের শরণাগত হইলেন । অজ্জুন তাঁহাকে রক্ষা করিলেন । হাজার প্রতিদানে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় রাজসভা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন । যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়ংজ্ঞের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অজ্জুনের সমভিব্যাহারে মগধে গমন করিয়াছিলেন । তথায় ভীম কর্তৃক অরাসন্ধ নিহত হয় । যুধিষ্ঠির রাজস্বয়ংজ্ঞের অর্থসংগ্রহ করিবার জন্ত দ্রাতৃ চতুষ্টয়কে নির্দিষ্টকালে প্রেরণ করেন । অজ্জুন প্রাগজ্যোতিষের অধীশ্বর ভগদত্ত, উলূকবাসী বৃহত্ত এবং কান্দীর, গাধার, উত্তর কুরু প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন । ইহার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির অক্ষয়ীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া দ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন । এই বনবাস কালেই অজ্জুন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বহু অস্ত্র লাভ করেন । মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া পাণ্ডবপুত্র অস্ত্র লাভ করেন । একদা উর্কণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হন । সেজন্ত উর্কণী তাঁহাকে কিছুকাল ক্লীব হইয়া অবস্থান করিতে বলিয়া শাপ দেন । এই সময়েই তিনি নিবাতকবচ ও কালকেয় নামক অস্ত্র জাতিধনকে সংহার করেন এবং চিত্রকর্ণের নিকট গান্ধারী বিদ্ধা শিক্ষা করেন । বনবাসের ষাটশ বৎসর অত্যন্ত হইলে, অজ্জুন বাসের এক বৎসর বিরামিত রাজত্ববলে

বৃহস্পতি নাম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন ও বিরাট রাজপুত্রী উত্তরাকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা দেন। অজ্ঞাত বাসের অবসানে উত্তর গো গৃহে যুদ্ধ করিয়া বিরাটের গোধন রক্ষা করেন। পরে উত্তরার সহিত স্তম্ভদ্রার গর্ভজাত পুত্র তনয় অভিমুখ্যার বিবাহ দেন। ইহার পব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন কর্ণ, ধৃষ্মত্বে প্রভৃতি বহু বীরকে শমন সদনে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই অর্জুন পুত্র অভিমুখ্য অস্ত্রায় সমরে সপ্তরথি কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিহত হন। সেই সময়ে ভীষ্মের স্ত্রী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন এবং পরে পরীক্ষিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থে অর্জুন অশ্ব বক্ষ্য ভার গ্রহণপূর্বক পৃথিবী পর্যাটনে বহির্গত হন। মণিপূবে উপস্থিত হইয়া পুত্রপুত্র বক্রবাক্যের সহিত যুদ্ধে মুচ্ছিত হন। স্বয়ং পদ্মা উপরী ২০ হাংকে সচেতন করেন। এই প্রকারে বহু দেশ পৰ্য্যটন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ইহার পরে বৃহৎশল্যের ধ্বংসের ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি রাবকায় গমন করেন। সৰ্ব্বত্র ভ্রমাদি সমাপনান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বশ ও অস্ত্রান্ত যাদব রমণীগণ সহ হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন কালে দম্ভাগণ কর্তৃক যাদব রমণীগণ অপহৃত হয়। অবশেষে পৌত্র পরীক্ষিৎ হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ

পূর্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে অর্জুনের ঐশ্বর্য্য নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (মহাভা)। (৪) রৈবত মনুর অতীতম পুত্র অর্জুন। (ভাগ)।

অর্জুনক—অর্জুনক নামক এক ব্যাধ, ব্রহ্ম পরামর্শা ব্রাহ্মণী গৌতমীর পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিলে, সে সেই সর্পকে মারিতে উত্তম হইয়াছিল। (মহাভা)।

অর্জুনকা, অর্জুনী—দম্ভায়া দম্ভাব্যাসের কন্যা। এই অর্জুনাকে মৎস্য মুনির পুত্র মহাম প্রসন্ন বিবাহ করিয়াছিলেন। (বরা)। অর্জুনপাল—বৃহৎশল্য বশুদেবের ভ্রাতা। সমীকের পত্নী শ্রদামণি হইতে স্মিত ও অর্জুনপাল প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অর্জুনী বৈদিক যুগে অর্জুনী নামে একজন বার্ভাষি ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম কুংস। (ঋগ)।

অর্ণ—১ এই বেদজ্ঞ অর্ণব্যসি, সরস্বতী নদীতীরে প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (২) অর্ণ ও চিত্ররথ নামক অনার্য্য রাজাদিগকে সরযু নদীর তীরে ইন্দ্র বধ করিয়া-ছিলেন। (ঋগ)।

অর্ণব—এই বেদজ্ঞ অর্ণব ব্যসি, সরস্বতী নদী তীরে প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অর্ণোদর—ব্রহ্মা, শিব পূজার জন্ত চারি
সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কুবের
কাপালিক ছিলেন। কুবেরের শিষ্য
ছিলেন অর্ণোদর। তিনি ভাতিতে শূদ্র
ছিলেন। (বাম) ।

অর্থ—(১) দক্ষ প্রজাপতির অন্ততম কন্যা
বৃদ্ধির গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে অর্থের
জন্ম হয়। (ভাগ)। (২) ধর্ম্ম ও ঐ হইতে
অর্থ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা।।
অর্থকারক—বৈবস্বত মনু বংশীর চ্যতি-
মানের কুশল, মনুগ, উম্ব, প্রকার,
অর্থকারক, মুনি ও চন্দ্রুতি এই সপ্ত পুত্র,
ক্রোধদ্বীপকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া
স্বীয় নামায় এক এক বেষে রাজত্ব
করিতেন। (মার্ক)। অর্থকারক দেখ।

অর্থপতি—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণ আশ্র
প্রাপ্ত, ভাব্য, পৃথক ও লেখ এই পাচ
গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।
তন্মধ্যে বিজয়, সূচয়, মন, উত্তান,
হুমতি, সুপরি ও অর্থপতি এই সপ্ত
দেবগণ ভাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত। (বায়ু)।
আশ্র দেখ।

অর্থসহ—দেবাসুর যুদ্ধে বৃন্দ দেবসেনাপতি
পদে বৃত্ত হইলে প্রভাবী নদী স্বীয় অনু-
চর অর্থসহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান
করেন। (বাম)।

অর্থসিদ্ধি—(১) অযোধ্যাপতি রামের
বংশধর পুন্সের পুত্র অর্থসিদ্ধি।
অর্থসিদ্ধি হইতে সুদর্শন, সুদর্শন হইতে
অগ্নিবর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

(২) ধর্ম্ম হইতে সাধারণ গর্ভে সাধারণ
জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণের পুত্র অর্থ-
সিদ্ধি। (ভাগ)। সাধারণ দেখ।

অর্কনেমী—অগ্নিরা বংশ সন্তুত একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্কপত্নী—অগ্নি বংশ সন্তুত একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্কবাহু—বশিষ্ঠের স্বী উর্জ্জ্বা হইতে রজ,
পুত্র, অর্কবাহু, সবণ, অধন, সূতপা ও
শুক্ল নামক সপ্ত পুত্র জন্মে। তাঁহার
সপ্তমি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। অধন দেখ।

অর্কহারী—দমপত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল
দমন করায় সেই গর্ভে নিম্মাষ্টির জন্ম
হয়। নিম্মাষ্টি দুঃসং হইতে দম্বকৃষ্টি
তথোজি, পারবর্ত, অঙ্গধুক, শকুনি,
গণপ্রাপ্তরতি, গর্ভহা ও শমাহা, নামক
আট পুত্র এবং নিম্মোজিকা, বিরোধিনী,
স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণি, ঋতুহারিকা, স্মৃতি-
হরা, বাহুহরা ও বিধেবিনী এই আট
কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে স্বয়ংহারকরীর
সকলারী, অর্কহারী ও বীর্ষাহারী নামে
তিন পুত্র জন্মে। তাঁহার অপবিজ গৃহে,
মন্দাচার গৃহে, অধোত পদে প্রবিষ্ট
পাকশালার ২ বিদ্রোহ স্থলে উপস্থিত
থাকেন। (মার্ক)।

অর্করীবাণ—সারোচিব মন্বন্তরে, উর্জ্জ্ব,
সুস্ত, প্রাণ, দম্ভোজি, বৃষভ, তিমির ও
অক্ষরাবান এই কয়জন সপ্তমি ছিলেন।
(কৃষ্ণ)। সপ্তমি দেখ।

অর্করীর—(১) প্রজাপতি পুলহের তর্পণ

ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, অর্করীর ও মহিষ্য নামক তিন পুত্র জন্মে । (মার্ক) ।
কর্দ্দম ও ক্ষমা দেখ । (২) সাবর্ণি মনুস্মৃতির সাবর্ণিমনুর বিরজা, অর্করীর, নিশোহ, সত্যবাক্ত, রুতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারী তনয়গণ রাজা হইবেন । (মার্ক) ।

অর্কীবনু—(১) সূর্য্যম, হরিকেশ, বিশ্ব-কর্দ্দম, বিশ্বপ্রাণ, সংঘবনু, অর্কীবনু ও বরক নামক সূর্য্যের সপ্তরশ্মি গ্রহগণের উৎপাদক । (কুর্শ) । (২) অর্কীবনু, রৈভ্য, পরাবনু, প্রভৃতি মর্ধ্বি অঙ্গিরার পুত্র (মহাভা) । অঙ্গিরা দেখ । (৩) মর্ধ্বি অর্কীবনু দেবগণের পুরোহিত ছিলেন । (শত পথ) ।

অর্কুদ—অনাথ্য দলপতি দমুর পুত্র নমুচি, অহি, অর্কুদ, প্রভৃতিকে ইন্দ্র বধকরিয়া ছিলেন । (ঋগ) ।

অর্ধ্যমা—(১) স্বাদশ আদিত্যের অষ্টতম অর্ধ্যমা, কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) । অর্ধ্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভূত ও ভাব্য্যজ্ঞানিতে পারিতেন । (ভাগ) । স্বাদশ আদিত্য দেখ । (২) দেবমাতা অদিতিব গর্ভজাত ছয় জন আদিত্যের অষ্টতম । অদিতি দেখ । (ঋগ) । (৩) পিতৃগণের অষ্টতম অর্ধ্যমা । অনল দেখ ।

অষ্টি বৈশ—মহর্ষি অষ্টি বৈশ একজন মন্ত্র-বাদী ঋষি ছিলেন । (ব্রহ্মা) ।

অহি—একজন দানব । একবার দেবাসুর

যুদ্ধে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন । (ব্রহ্ম) ।

অলংপতি—দৈত্যপতি মহিষাসুরের প্রধান মন্ত্রী অলংপতি ছিলেন । তিনি মহাদেবের নেত্রোৎপন্ন বৈষ্ণবী মূর্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন । (বরা) ।

অপরাজিতা দেখ ।

অলকনন্দা—গঙ্গার অন্তনাম । (পদ্ম-উত্ত) ।

অলকপতি—কুবেরের অন্তনাম । কুবেরের রাজধানীর নাম অলকা । সেইজন্য অলকপতিবলিলে কুবেরকে বুঝায় । (বরা) ।

অলন্দী - সমুদ্র মহনকালে অলন্দী, লন্দীর পুর্বে উদ্ভূত হইয়াছিলেন । অলন্দী হুংসহ নামক বিপ্রর্ষির পত্নী ছিলেন । (লি) । বিষ্ণুর অমুরোধে ঋষীজ্ঞ উদ্ধালক মূনি স্বলবদনা, শুভ্রদগনা, রক্তনয়না ও রুদ্রপিত্তকেশা, অলন্দীকে বিবাহ করেন । কিন্তু অলন্দী মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'যেখানে সর্বদা পুণ্য কাহর্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে আমি থাকি না, যেখানে সর্বদা পাপানুষ্ঠান হয়, আমি সেখানেই থাকি' । মহর্ষি উদ্ধালক তাঁহার কথায় অতিমাত্র হুংখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন । অলন্দী হুংখিতাক্ষঃকরণে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, লন্দীর অমুরোধে বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে সাবনা করিয়া অশ্বখ বৃক্ষে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন । (পদ্ম-উত্ত) । উদ্ধালক দেখ । (নির্ঘাতি

নামে (অন্ত নাম অলম্বী) মৃত্যুর দ্বী
চতুর্দশটি সন্তান প্রসব করেন। তাঁহার
অলম্বী তনয় নামে খ্যাত। (ম. ক.।
অলতাকি—দেবাসুর যুদ্ধে ক্ষয় হইয়া
সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, যে সমুদয়
মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া-
ছিলেন, অলতাকি তাঁহাদের অগ্রতমা
ছিলেন। (মহাভা.)।

অলম্ব—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। (মৎ.)।

অলম্বল—জটাসুরের তনয় অলম্বল, কুরু-
ক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন
করিয়া পিতৃহত্যা পাণ্ডবাদীগকে শাস্ত
দিতে অভিলাষী হইয়াছিল। কিন্তু
ভীমের তনয় ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে
পরাজিত হইয়া নিহত হয়। (মহাভা.)।

অলম্বাকী—মহিষাসুরের রক্তপান কার
বার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি
করেন। অলম্বাকী তাঁহাদের অগ্রতমা
। (মৎ.)।

অলম্বুধ—দৈত্য বিশেষ। (কালিকা)।

অলম্বুধা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্তা
কশিয়ার গর্ভে অলম্বুধা, মিশ্রকেশী,
বিদ্যাৎপর্ণা, তিলোত্তমা, প্রভৃতির জন্ম
হয়। (মহাভা.)। কশ্যপ হইতে দুনির
গর্ভে অলম্বুধা প্রভৃতি জন্মে। (হরি)।
কশ্যপ দেখ। (২) রাজা তৃণবিন্দু হইতে
অলম্বুধার গর্ভে হস্তবিলানারী কন্তা এক
বিশাল, শূভবজ্র ও ধ্বজকেতু নামে তিন
পুত্র জন্মে। ইলবিলাকে কিস্রবা নিবাস

করেন। (ভাগ)। (৩) রাজা ইক্ষাকুর
ওরসে অলম্বুধারগর্ভে বিশাল নামে এক
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশালা
নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। (রামা)।

অলক—(১) কাশি রাজ দিবোদাসের পুত্র
প্রতর্দন (অন্ত নাম বৎস)। প্রতর্দনের
পুত্র অলক। তিনি ষাট হাজার বৎসর
পৃথিবী ভোগ করেন। অলকের তনয়
সম্রাতি, সম্রাটর তনয় সুনাত। (বিষ্ণু)।
অলক যেমত রাক্ষসকে বধ করিয়া বারান-
সী নগরকে পুন সমৃদ্ধিশালিনী করেন।
(২) দিবোদাস দেখ। (২) ধর্মজয়ী
বংশীয় হুমায়নের অলক প্রভৃতি অনেক
পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অলক চতুষ্টি হাজার
বৎসর রাজত্ব করেন। অলকেব পুত্র
সম্রাতি, সম্রাটর পুত্র সুনাত। (ভাগ)।
(৩) নবপতি ঋতধ্বজেব পত্নী মদলমদা
হইতে বিক্রান্ত সুবাস্ত, শক্রমন্দন, অলক
প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্ক)।
ঋতধ্বজ দেখ। (৪) রাজা চতুশেখরের
পত্নী ভাবতী হইতে উপরিচর, দমন ও
অলকন মেতিনপুত্র জন্মে। (কালিকা)।
রাজা অলক আপনার নেত্র উৎপাটন-
পূর্বক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিবা
গতিলাভ করেন। (রামা)। (৫) কাশি-
রাজ প্রতর্দনের পুত্র ভর্গ ও বৎস।
ভর্গের পুত্র অলক। (ব্রহ্ম)।

অলম্বুধ বৎসরাক্ষসের ভ্রাতা অলম্বুধ
কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অব-
লম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিয়াছিল এবং ভীমের তনয় ঘটোৎসব

কচ্ছের হস্তে নিহত হইয়াছিল। (মহাভা)।

অলি—পারনামক ব্রহ্মর্ষির ঔরসে পুঞ্জিক-
স্থলা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কলবর্তী নাম্নী
অতি সুন্দরী এক কন্যা জন্মে। তাঁহাকে
পাইবার জন্য অলি নামক অশুর মহর্ষি
পারের নিকট প্রার্থনা কবে। পারশ্বর্ষি
প্রত্যাখ্যান করিলে অশুর অলি তাঁহাকে
বিনাশ করে। (মার্ক)।

অলিংশ—মাতৃপিতৃ বাতি অপদেবতা
বিশেষ। (অথ)।

অলিনালা—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র সর্বন,
তাঁহার স্ত্রী স্ত্রীবেদার সহিত আকাশে
বিহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে
তাঁহার রোহঃ পুত্রতা নদীতে পতিত
হয়। সেই রোহঃ পান করিয়া চিত্রা,
নিশালা, হরিতা, অলিনালা, প্রভৃতি
মুনি পত্নারা সাতটা পুত্র প্রসব করেন।
তাঁহারা হইল মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ।
(বাম)। চিত্রা ও মরুৎ দেখ।

অলোলুপ—সূর্য্যের অন্ত নাম অলোলুপ।
(মহাভা)।

অল্লমেধা—রৈবত মথুরের যে সৰ্বল দেবত
ছিলেন, অল্লমেধা তাঁহাদের অন্তঃম।
(বায়ু)। অশ্বমে দেখ।

অশনা—বলির স্ত্রী অশনা ণত পুত্র প্রসব
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৰ্ব্বদ্রোণ বাণ
মহাদেবের আরাধনা করিয়া তদীয় গণ
মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।
(ভাগ)।

অশনি—(১) অশনি শিবের অন্ততম অনু-
চর ছিলেন। তিনি বহুগণ পরিবৃত্ত হইয়া
শিবের ও পার্কর্তীর বিবাহে উপস্থিত
ছিলেন। (নি)। (২) প্রজাপতি বহুপুত্র,
দক্ষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।
তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যাৎ, অশনি, মেঘ ও
ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি)।
দক্ষ দেখ।

অশনি-প্রভ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনা-
পতি। একা সময়ে দ্বিবিদ নামক বানর
সেনাপতির সহিত ইহার যুদ্ধ হয় এবং
ইনি দ্বিবিদ হস্তেই নিহত হন। (রামা)।
(২) বারানসীর রাজা দুর্জয়, মহর্ষি
গৌরমুখের মণিসন্তৃত সেনাপতিদিগকে
বিনাশ করিবার জন্য প্রযস, বিঘস,
সন্তস, অশনিপ্রভ, বিদ্যাৎপ্রভ প্রভৃতি
পঞ্চদশ সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই শত্রুহস্তে
নিহত হন। গৌরমুখ দেখ। (বরা)।
৩ দৈত্যাগতি মহিষাসুরের অন্ততম
মন্ত্রীর নামও অশনিপ্রভ ছিল। (বরা)।

অশিকক—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভি-
ষিক্ত হইলে, পৃথুদক তীর্থ তাঁহার
সাহাব্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ম চন্দ্র-
ভাস, পানিকুম্ব, অশিকক, চাষবক্ত, ও
জম্বুককে প্রদান করেন। (বাম)।

অশিজ—উশিজ ঋষির নামান্তর। (বায়ু)।

অশ্ব—মহর্ষি কুৎস হস্তের সারথি ছিলেন।
কুৎসের জন্য ইন্দ্র, শুক, অন্তব ও কুৎস-
বকে বশীভূত করিয়াছিলেন। (বপ)।

অশেষ—মহাবলশালী বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্ব হইতে হিরণ্য রোমা, কপিল, স্নেহোমা, অশেষ চন্দ্রকেতু, গাঙ্গ ও গোদ নামক মহাবিভাবত গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

অশোক—রাজা দশরথের অন্ততম পুত্র । দশরথের মৃত্যুর পরে বশিষ্ঠের আদেশে ভরতকে আনিবার জন্য ইনি কেকয় রাজ্যে গিয়াছিলেন । (রামা) ।

অশোকবর্দ্ধন—মগধের দ্বৌধ্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রশুশ্রের পুত্র বিন্দুসার । বিন্দুসারের তনয় অশোকবর্দ্ধন, অশোক বর্দ্ধনের পুত্র সুশশা, সুশশার পুত্র দশরথ । (বিষ্ণু) । চন্দ্রশুশ্রের পুত্র বারিসার, বারিসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন । (ভাগ) ।

অশ্ব—(১) একজন মহর্ষি । তিনি জনস্থানে বাস করিতেন । রাবণাত্মক ধর ও দুষণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনেক ঋষি তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন । (রামা) । (২) কশ্যপের কন্যা সুরভীর রোহিনী ও গন্ধর্ব্বী নামে দুই কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে রোহিনী গোদিগকে ও গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন । (রামা) । (৩) কশ্যপ হইতে দশ কন্যা দহুর গর্ভে অশ্ব, অশ্বশিরা প্রভৃতি দানবের জন্ম হয় । (মহাভা) । কশ্যপ দেখ । (৪) যজুবংশীয় নরপতি বৃক্ষির স্বকঙ্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল । নরপতি চিত্রকের পুত্র বিপুপু,

অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেদী, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধন্বা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে । (হরি) । অরিষ্টনেমী ও চিত্রক দেখ । (৫) অশ্ব নামে বৈদিক কালে একজন ঋষি ছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম বেশ । অশ্বিদয় মহর্ষি বেশকে অশুরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন । অশ্বএ দেখিতে পাওয়া যায়, বজ্রার্থ আনাত অশ্বকেই তাঁহার দেবতারূপে জ্ঞাত করিয়াছেন । ঋষিরা যে অশ্বমাংস আহার করিতেন তাঁহারও উল্লেখ আছে । আবার আর এক স্থানে আছে, হস্ত সূর্য্যের দ্বারা উষাকে অপহরণ-পূর্ব্বক অশ্বের পুরাতন নগর সকল বিনাশ করিয়াছিলেন । এই অশ্ব একজন অনাধা দম্পত্য দলপতি ছিলেন । (ঋগ্) ।

অশ্বক—পিতৃকন্যা বিবাহের গভে নভবেব যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি ও অশ্বক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । (কুর্ম্ম) । অশ্বতি ও কৃতি দেখ ।

অশ্বকর্ণ—১) ভট্টনৈক দানব দলপতি । লঙ্কা সমরে হস্তার চন্দ্রে প্রভজ্য নামক রাক্ষস নিহত হয় । (রামা) । (২) দানব পতি ব্রহ্ম নামক অশুরের অশ্বকর্ণ, ধুম্রাক্ষ, বিধর্ম্মক প্রভৃতি তেজস্বী জন যন্ত্রী ছিল । (সৌর) ।

অশ্বগ্রীব—(১) যজুবংশীয় স্বকঙ্কের জ্যেষ্ঠ চিত্রকের পুত্র বিপুপু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু,

সুপার্বক ও গবেষণ নামে ছয়পুত্র ছিল। (কুশ্ম)। অরিনেনমৌ ও অশ্ব দেখ। (২) অক্রুরের অন্ততমাদ্বিতী অশ্বিনী হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্ব গবেষণ, রিটেনেমৌ, সুবর্চা, সুধর্ম্মা, মুহু, অকুমি ও বহুকুমি নামে কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। অক্রুর ও অকুমি দেখ। কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দমুর গর্ভে বিপ্রচিতি, বৃষপক্ষা, অশ্বগ্রীব, প্রভৃতি বহু দানব জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ দেখ।

অশ্বজিৎ—ভরতবংশীয় বৃহদিশুর পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রপেব পুত্র অশ্বজিৎ, অশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। (মৎ)।

অশ্বতর—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কক্রুর গর্ভে বলবান্ অমিত তেজস্বী বহু মন্তকবিশিষ্ট, গরুড়ের অমুগত সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাসুকী, শেষ, তক্ষক, শঙ্খ, অশ্বতর প্রভৃতি প্রধান। (বিষ্ণু)। কশ্যপ ও কক্রু দেখ। বাসুকী, তক্ষক, কঙ্কনাগ, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাত, ঐরাবত, ধনঞ্জয় মণ্ডপায়, ককোটক, কেশব ও অশ্বতর প্রভৃতি দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বধন করে, বিওল নামক পাতাচ প্রদেখে তাহারা বাস করেন। (কুশ্ম)। অশ্বনৌগ দেখ। অশ্বতর নাগ শিবো পাশক ছিলেন। (লি)।

অশ্বতরাস্ব—অশ্বপতি দেখ।

অশ্বথ—(১) বিষ্ণু অশ্বরীষের বাক্যে অশ্বথ তরু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। (২) অশ্বথ সূর্য্যের অন্ত নাম। (মহাভা)।

অশ্বখা—সদ্বর্ধ্বী, অশ্বখা, বীজতাবা, অপ-রাজিতা, মধুদংষ্ট্রী, কল্যানী, কমলা ও উৎপলহস্তিকা, এই আটজন মাতৃকা দেবী মায়ামুচরী বলিয়া অভিহিতা। (মৎ)।

অশ্বখামা—দ্রোণাচার্য্যের পত্নী কুপী হইতে ইহার জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়াই অশ্বের ত্রায়শক করিয়াছিলেন বলিয়া অশ্বখামা নামে খ্যাত হন। তাঁহার মাতুল কুপাচার্য্য। তিনি দীক্ষাপিতা দ্রোণের নিকটই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভরত সময়ে তিনি স্বায় পিতার ত্রায়ই ত্র্যৈধ্যধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গালব, ভার্গব, কৃষ্ণদৈপায়ণ, কুপ, দীপ্তিমান, ঋষাশৃঙ্গ ও অশ্বখামা, ইহারা সাবর্ণ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বাসু)। হরিবংশ মতে রাম, বাস, আত্রেয়, অশ্বখামা, কুপ, কোশিক, গালব ও কশ্যপ-রূপ এই সাতজন সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। অপব দেখ।

অশ্বথ—রাক্ষসি অশ্বথ, ভরদ্বাজের অপত্য গগেব দ্রাতা পায়ুকে অশ্বযুক্ত দশখানি রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (শুগ)।

অশ্বদংষ্ট্রী—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা ধমার গর্ভে বিলোহিত, বিকল, চতুর্ভুজ, অশ্বদংষ্ট্রী প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বাসু)।

অশ্বথামা—অরিষ্টনেমা দেখ ।

অশ্বপতি—(১) কশ্যপ হইতে দ্বমুর গর্ভ-
জাত অন্ততম দানব। (মহাভা)। কশ্যপ
দেখ। (২) মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক
পরম ধাশ্বিক সত্য প্রাজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়
দানবীল রাজা ছিলেন। ভূপতি অন-
পত্যতা নিবন্ধন সাবিত্রী আরাধনা
করেন। সাবিত্রীদেবীর বরে তিনি এক
কস্তুরছ লাভ করেন। তাঁহার নাম
সাবিত্রীই রাখেন। এই সাবিত্রী দ্রামুৎ
সেনের পুত্র সত্যবানকে বিবাহ করেন।
সত্যবান অকালে প্রাণত্যাগ করিলে
সাবিত্রী তাঁহার সত্যেশ্বর মাগায়ে
তাঁহাকে ফিরাই হইতে প্রত্যানয়ন
করেন। (মহাভা)। সাবিত্রী দেখ।
এক ঐবর্ষ পুরাণমতে অশ্বপতির গ্রাব
নাম মানসী। (৩) বর্গিব অশ্বপতি
নামক অন্ততম সেনাপতিকে, বামণ-
রূপী বিষ্ণু বিনাশ করেন। ব্রহ্ম।
(৪) কেকয় নন্দন অশ্বপতি একজন
বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন।
তাঁহার নিকট উপমন্যু তনয় প্রাচীন-
শাল ঔপমত্যক, পুলহের তনয় সত্যব্রজ
পৌলুষি, ভাঙ্গির পুত্র হস্ত তান ভাঙ্গ-
বেয়, শর্করাংকর পুত্র জন শর্করাংক ও
অশ্বতরাংয়ের পুত্র বুড়িগ অশ্বতরাং।
এই পাঁচজন ঋষি, অরুণের পুত্র উদা-
লক আরুণির সহিত গমন করিয়া ব্রহ্ম-
জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়া
ছিলেন। (ছান্দো)। আরুণি দেখ।

অশ্ববাহু—(১) বৃষ্ণির পুত্র অশ্বক ও চিত্রক।

চিত্রকের পুত্র, বিপুথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ব-
বাহু, প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রাবিষ্ঠা ও
শ্রবণা নামী দুই কস্তা জন্মে। অরিষ্ট-
নেমা ও চিত্রক দেখ। (হরি)। (২) বৃষ্ণি
বংশীয় অরুণের পত্নী অশ্বিনী হইতে
পুথু, বিপুথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, প্রভৃতি
কর্তৃপুত্র এবং শ্রাবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামী
কস্তাদের জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।
অশ্বগ্রীব দেখ।

অশ্বমিত্র—দক্ষের কস্তা ও ধর্মের পত্নী
মরুদ্বতী হতে অমর, অশ্বমিত্র, প্রভৃতি
মরুদগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।
চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্বমুখ—(১) জালন্ধর দৈত্যের অমুচর।
জালন্ধরের সহিত মধাদেবের ঘোরতর
যুদ্ধ হয়। শেষে যুদ্ধে জালন্ধরের অমুচর
ব্রজারোমা, বলাহক, অশ্বমুখ, প্রভৃতি
নিহত হয়, (পদ্ম-উত্ত)। (২) ব্রজান্ত
হইতে অশ্বমুখ কিন্নর জাতির উৎপত্তি
হয়। (বায়ু)।

অশ্বমেধ—রাক্ষসের তরতর অপত্য অশ্বমেধ
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
ঋগ্বেদের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে
রাক্ষসি ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিদের
সংযত অগমন করিয়া তাঁহাদিগকে
অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বমেধজ—পাণ্ডববংশীয় সহস্রানীকের
পুত্র অশ্বমেধজ। এই অশ্বমেধজের পুত্র
অসামকক। অসামককের তনয় নেমী-
চক্র। (ভাগ)।

অশ্বমেধদত্ত—পাণ্ডু, বংশীর শতানীকের
পুত্র অশ্বমেধ দত্ত, অশ্বমেধ দত্তের পুত্র
অধিনাম কৃষ্ণ, অধিনাম কৃষ্ণের পুত্র
নিস্ক! বিষ্ণু। শতানীকের স্বামীর নাম
বৈদেহী। অশাভা। অধিনামকৃষ্ণ দেখ।

অশ্বমেধা—বৈবত মন্বন্তরে মেধা, মেধা-
ভিণি, সত্যমেধা, গুণিমেধা, জন্মমেধা,
ভূয়োমেধা, দীপ্তিমেধা, যশোমেধা, গির-
মেধা, সর্কমেধা, অশ্বমেধা, প্রতিমেধা,
মেধাবানু ও মেধহস্তী, এই সকল দেবতা
স্বমেধাগণ নামে খ্যাত । ব্রহ্মা ।

অখণ্ড—(১) অজিরাবংশ সম্বৃত্ত একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মং)। (২)
শ্রীকৃষ্ণের এক দ্বীপ নাম ছিল সুভদ্রা।
তাঁহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃষসেন, শূর
প্রহরণ, অবিজিৎ, ভীষ্ম, সুভদ্র, বাম,
সত্যক ও অখণ্ড প্রভৃতি জন্মগ্রহণ
করেন। (হারি ।

অধরণ—স্বাস্থ্যভুব মনুদংশায় কুশদাঁপের
রাজ্য জ্যোতিষ্মানের সপ্ত পুত্রের অন্ত-
তম অধরণ। তিনি অধরণ বর্ষের অধি-
পতি ছিলেন (কৃষ্ণ)। জ্যোতিষ্মান দেখ।

ଅବସ୍ଥା—ବିଦ୍ୟାମିତ୍ର ବଂଶୀୟ ଏକଜନ
 ଖୋଜୁ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱାମି । (ସଂ) ।

অর্থন—অহর্ষি অর্থনের পুত্র আশ্বনাথন
কোশলা একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন।
(প্রশ্ন)।

অর্থ-দান—অর্থ বিখ্যাসিতের অন্ততম
পুণ্য। (মহাভা)।

অশ্বকু --কল্পে উঠতে দক্ষর গাউঁ যে
 পশুদানব জন্মগ্রহণ করেন, অশ্বকু

তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । (মহাত্মা) ।
 কথাপ ও দমু দেখ ।

অশ্বশিরা—(১) দানব বিশেষ। (মহাভা)।
অয়ঃশকু দেখ। (২) কস্তুর হইতে দম্বর
গর্ভে যে সমুদয় দানব জন্মগ্রহণ করেন
অশ্বশিরা তাঁহাদের অন্ততম (মহাভা)।
দম্বু দেখ। (৩) অথর্কী ঋষির পুত্রদ্বয়ীচি।
এই দ্বয়ীচির অন্ত্যনাম অশ্বশিরা। (ভাগ)।
(৩) পুরাকালে অশ্বশিরা নামে এক রাজা
ছিলেন। তিনি মহর্ষি কপিল ও জৈমি-
ন্যবোর উপদেশে জ্ঞানলাভ করিয়া স্বীয়
জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলশিরার হস্তে রাজ্যভার
সমর্পণপূর্বক তপস্যার্থ নৈমিবারণ্যে
গমন করেন। এবং পরম পদলাভ
করেন। (বরা। ৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে
অশ্বশিরা নামক এক বিষ্ণুভক্ত ঋষি
বেদশিরা নামক অপর ঋষির শাপে
নাগ পর্বতে ভূশুণ্ড নামক কাক হইয়া
জন্মগ্রহণ করেন। (গর্গ)।

অশ্বীর্ষ—কশ্মপ হইতে দক্ষ কন্তা দমুর
গর্ভে বিপ্রকৃতি বুধপত্নী, অশ্ব; অশ্বগ্রীব,
অশ্বপতি, অশ্বীর্ষ, প্রভৃতিদানবগণ জন্ম
গ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্মপ ও
দমু দেখ।

অবস্থিতি—কর গোত্রীয় অবস্থিতি এক-
জন স্বপ্নেবের মন্ত্রদ্রষ্টা বসি ছিলেন ।
(খগ) ।

অনুসন—(১) ঐক্যের অজুতায় দ্বী
নাগাজিত দশটি পুত্র প্রসব করেন।

অন্যসেন তাঁহাদের অন্ততম । (ভাগ) ।
 ত্রীকৃষ্ণ দেখ । (২) নাগরাজ তক্ষকের পুত্র

অশ্বসেন। তিনি অর্জুনের সহিত যুদ্ধে
ধাওব দহনে পরাজিত হন। (মহাভা)।

অশ্বহনু—বসুদেবের অন্ততম ভ্রাতা গৃধ্র-
মেঘ, বীর ও অশ্বহনু নামে দুইপুত্র ছিল
(হরি)। অনাথুষ্টি দেখ।

অশ্বায়ু—রাজর্ষি পুরুষবা হইতে উৎপন্ন।
গর্ভে আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতি
মানু, বসু, শুচিবিজ্ঞা ও শতায়ু নামে
আটপুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহা-
বল পরাক্রান্ত ছিলেন। (মৎ)। অমা-
বসু দেখ।

অশ্বি—জৈনিক বানর দলপতি। ইহার
পুত্র মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহু সহস্র বানর
সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণে বাইবার জন্ত
কিষ্কিন্দ্যার সমবেত হইয়াছিলেন।
(রামা)। অশ্বিনী কুমার দেখ।

অশ্বিনর—প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিদের অন্ততম
দেবতা, যাহাদের মতে অন্ধবান্ধব পব ও
প্রাতঃকালের পূর্বে দে আলোক ও অং-
কার বিভূড়িত থাকে তাহা হইবে অশ্বিনর।
অশ্বিন্ শব্দের অর্থ আলো। সায়নের
মতে অশ্বিনর দেবতাদের চিকিৎসক।
দম ও নাসত্য নামেও তাঁহারা পরি-
চিত। সোমের সহিত বেণার যখন
বিবাহ হয়, তখন অশ্বিনর, নানাবিদ
ঋতুসহ তিন চক্রযুক্ত রথে আরোহণ
করিয়া গিয়াছিলেন। বৃহস্পতির তনয়
সংযুকে অশ্বিনর পালন করিয়াছিলেন।
বিবস্বান হইতে সরণ্যের গর্ভে অশ্বিনর
বস ও যমী জন্ম লাভ করেন। সূর্য্যো-

কল্পা সূর্য্য। সূর্য্য বীর কল্পা সূর্য্যাকে
সোমকে প্রদান করিতে অভিলাষী
ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার
জন্ত অন্তান্ত দেবতারাও অভিলাষী হন।
তজ্জন্ত এই নিয়ম করা হইল যে, কোন
নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত সকলকেই দৌড়িতে
হইবে। যিনি সকলের পূর্বে নির্দিষ্ট
স্থানে পহুঁছিতে পারিবেন, তিনি
সূর্য্যাকে লাভ করিবেন। অশ্বিনর
সকলের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে পহুঁছিয়া
সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। অশ্বি-
নরের স্ত্রীর নাম অশ্বিনী। নৃষদ ঋষির
ঋষির পুত্রকে তাঁহারা শ্রবণশক্তি সম্পন্ন
করিয়াছিলেন। শ্রাব ঋষি অশ্বিনরের
প্রসাদে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়া
বিবাহ কাণ্ডে সমর্থ হইয়াছিলেন শব্দ
ঋষির ব্রহ্মা গাতাকে অশ্বিনর দুইবৎসী
করিয়াছিলেন এবং শর নামক ঋষির
দুপেব জন্ম উচ্চ করিয়াছিলেন। তাঁহারা
পশুশ্রবণ শব্দকে বিনাশ করিয়াছিলেন।
এশ ঋষিকে প্রভুত ধন দান করিয়া-
ছিলেন। রাজর্ষি পেতুকে শ্বেত অশ্ব
প্রদান করেন এবং অন্তান্ত অনেককে
নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন। (ঋগ)।
অশ্বিনী— ১ বৃষ্টি বংশীয় অক্রুরের
অন্ততম স্ত্রী অশ্বিনী। অক্রুর, অন্তর্ম ও
অশ্বগ্রীব দেখ। (পদ্ম সৃষ্টি)। (২) দক্ষের
ষষ্টি কন্যার মধ্যে অশ্বিনী, রোহিণী
প্রভৃতি সপ্তাবংশতিটা চন্ড্রের পত্নী
ছিলেন। (শিব-জ্ঞান)। অশ্বিনরের স্ত্রীর
নাম অশ্বিনী। (ঋগ)।

অশ্বিনীকুমার—সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞা অশ্ব-
রূপ ধারণ করিয়া তাহাতে অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় ও রেবন্ত নামে তিন তনয়
উৎপাদন করেন । পাণ্ডুর পত্নী মাদ্রিঃ
ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল ও সহ-
দেব নামে দুই তনয় উৎপাদন করেন ।
(বিষ্ণু) । একদা অশ্বিনীকুমার ভরদ্বাজ
গোত্রীয় সূতপা ঋষির পত্নীদর্শনে কাম-
নীড়িত হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাতে উপ-
গত হন । সেই গর্ভভাত সন্তানেরা
চিকিৎসা ব্যবসায়ী । মৃচবি সূতপা এই
দুষ্কার্য্যের জন্য অশ্বিনীকুমারকে শাপ
দেন কিন্তু সূর্য্যের অনুরোধে তিনি
তাহাদিগকে ক্ষমা করেন । বৃদ্ধ ।
ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্বেদ নামে
পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং হতা
তিনি ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন ।
ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা
করিয়া উভয় গ্রন্থ ধ্বংসকারী, অশ্বিনীকুমার
দ্বয়, প্রভৃতি ষোড়শ সংখ্যক শিষ্যকে
শিক্ষা দেন । অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎ-
সকের ভ্রমনাশক চিকিৎসা দাব তত্ত্ব
নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন । (ব্রহ্ম-বে) ।
বৃদ্ধ দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি পদে
বৃত্ত হইলে, তাহার সাহায্যার্থ অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় স্বীয়গণ, বৎস ও নন্দীকে
প্রদান করেন । বায়ু । অশ্বিনীকুমার
চাবন মুনির পত্নী ও শর্য্যাতির কন্যা
সুকন্যার পাতিত্রতোয় সন্ত হইয়া অক্ষ ও
বৃদ্ধ চাবন মুনিকে চক্ষু ও নব যৌবন

প্রদান করিয়াছিলেন । চাবন মুনিও
প্রতিদানে অশ্বিনীকুমারকে শর্য্যাতির
যজ্ঞে দেবগণের সহিত সোমরস পান
করাইয়াছিলেন । (দেবীভা) । একবার
দধ্যাঙ নামক অথর্কবেদবিৎ ঋষি, ইন্দ্রের
নিকট হইতে ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষা করেন,
কিন্তু অনেকে শিখাইলে তাহার শির-
চ্ছেদ হইল । বলিয়া অপরকে শিখাইতে
নিষেধ করিয়া দেন । অশ্বিনীকুমার এই
ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষা করিবার জন্য দধ্যাঙ
মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত
কারণ জ্ঞাত হইয়া প্রথমে দধ্যাঙ মুনির
মস্তক ভোজনপূর্ব্বক অন্যত্র রাখিয়া সেই
স্থানে অশ্বাত্তক দোচনা করিয়া দেন ।
এবং তখন তাহার নিকট ব্রহ্মবিজ্ঞা
শিক্ষা করেন । ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া
তাঁহার মস্তক ভেদন করেন । অশ্বিনী-
কুমার তখন সেই স্থানে দধ্যাঙ মুনির
পূর্ব্ব রাখিয়া মস্তক সংযোগ করিয়া দেন ।
দেবীভা । ২ ব্রহ্মার কর্ণ হইতে
অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অপবাসর দেহ
ছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয়
প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) ।
৩ দক্ষ কন্যা অর্দ্রিতর গর্ভে ও
কশ্যপের ঔরসে অশ্বিনীকুমার যুগল
জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) । ইহাদের
ঔরসে মৈতল ও ঈর্ষাবদ নামক বানরদ্বয়
জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) ।
অশ্বিষ্যেণ আশ্বিনীয়া একজন গোত্র-
প্রবর্ত্তক ঋষি । (বায়ু) ।

অশ্বক—(১) সগর বংশীয় নরপতি সৌদাস কোনও ব্রাহ্মণপত্নীর শাপে স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত হন। অপরূক রাজার অমুমতি অনুসারে বিশিষ্ট ঋষি তদীয় পত্নী মদন-সুতীর গর্ভাধান করেন। সাত বৎসর গর্ভধারণের পরও কোন সন্তান না হওয়ায় মদনসুতী অসহিষ্ণু হইয়া অশ্বদ্বারা প্রেস্তর দ্বারা স্বীয় উদরে আঘাত করেন। তখন একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম অশ্বক রাখা হইল। অশ্বকের পত্নী উত্তরা হইতে মুগক নামে এক পুত্র জন্ম। (বিষ্ণু)। (২) মহাতেজা বিশিষ্ট ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্যাণপাদ নৃপতির ক্ষেত্রে অশ্বক নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অশ্বকের পত্নী উৎকলার গর্ভে নবম পুত্র জন্ম করেন। (কুম্ভ)। অশ্বকের পুত্র পাণক। (ভাগ)। কল্যাণপাদ দেখ।

অশ্বকী—যজু বংশীয় ক্রোষ্ঠার অত্যন্তম পুত্র দেবমৌচুয। দেবমৌচুযের পত্নী অশ্বকী পুত্র নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (হরি)। অনাধুষ্ঠি দেখ।

অশ্বক্য—যজুবংশীয় অনাধুষ্ঠির তনয় অশ্বক্য, অশ্বকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)। অশ্বক্য—ধর্ম্মের অত্যন্তম পুত্র। (হরি)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্বগারী—কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর একজন মন্ত্রী। শান্তনুর জ্যেষ্ঠ দেবাপির মতিভ্রংশের জন্য অশ্বগারী বেদবিরুদ্ধ-

বাদী ব্রাহ্মণ পেরণ করিয়া তাঁহাকে বেদবিরুদ্ধবাদী করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। দেবাপি দেখ।

অশ্বা—মহর্ষি অশ্বা রাজর্ষি জনককে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অশ্রুত—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তম পত্নী কালিন্দী অশ্রুত নামক পুত্রকে প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই পুত্র, তাঁহার অপরা পত্নী শ্রুতসেনাকে প্রদান করেন। (হবি)।

অশ্রুতা—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তম সখী। (পদ্ম-পা)।

অশ্লেষা—দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে সাতাশটিকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অশ্লেষা অত্যন্তম। (ব্রহ্ম-বৈ)। দক্ষ দেখ।

অধার—দৈবিক যুগের চতুর্দশ ঋষি। (ঋগ)।

অষ্টক—১ বিশ্বামিত্রের অত্যন্তম পত্নী দৃশদত্তা হইতে অষ্টক জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টকের পুত্র লৌহি। (হরি)। (২) নরপতি অজমাতের অত্যন্তম পুত্র অষ্টক। (অগ্নি)। অজমাত দেখ। ৩ বিশ্বামিত্রের অত্যন্তম পত্নী মালতী হইতে অষ্টক, কচ্ছপ, গালব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কচ্ছপ ও বিশ্বামিত্র দেখ। (৪) মহর্ষি অষ্টক ঋগ্বেদে ১ প্রবচন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ)।

অষ্টকা—পিতৃগণের কন্যা অচ্ছোদা পিতৃ-
লোকে অষ্টকা নামে পাত। (পদ্ম-স্মৃতি)
অচ্ছোদা দেখ।

অষ্টদংষ্ট্রা—কশ্যপ হহতে দক্ষ কন্যা পশার
গর্ভে বহু সন্তানের জন্ম হয়। তন্মধ্যে
অষ্টদংষ্ট্রা অষ্টম। (বায়ু)। কশ্যপ ও
দক্ষ দেখ।

অষ্টবসু—(১) দক্ষের বাটী কস্তুর মধ্যে
বসু, বিশ্বা, সাধা! প্রভৃতি দশটিকে
দক্ষ বিবাহ করেন। এই বসুর গর্ভে
আপ, ঋষ, সোম, ধর, অনিল, অনল,
প্রহ্লাদ ও প্রভাস নামক আট পুত্র
জন্মে। তাঁহাবাষ্ট্র অষ্টবসু নামে পাত।
(বিষ্ণু)। (২) ঋষের গর্ভে বসুর গর্ভে
ব্রাহ্ম, প্রাণ, ঋষ, অক, অগ্নি, দোষ,
ঐ ও বিভাবসু নামে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ
করেন। (ভাগ)। (৩) শিবপুত্রের আট
হানে অষ্ট আছে। (৪) অপবান-ত দেখ।
ও অষ্টা দেখ।

অষ্টবাহু—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনা-
পতি পদে বৃত্ত হইলো কালীনদীর্ঘহার
মাহাযার্থে স্বীয় অস্থুর অষ্টবাহুকে
দান করিয়াছিলেন। (বাম)।

অষ্টম—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র অষ্টম। দক্ষ
দেবসাবর্ণির সময়ে অশ্বিন, অর্কাত,
আপোমৃতি, অষ্টম, প্রমহি, নাভাগ
ও নভসমতা এই সাতজন ঋষি ছিলেন।
(হরি)। সপ্তমি দেখ।

অষ্টমত—প্রথম ঋকসাবর্ণির বৃষ্টকেতু,
পঞ্চমোজ, পৃথু, নিরাকৃতি, তুরিয়ার,

শ্রবা, ঋচীক, অষ্টমত ও গয় নামে নয়-
জন পুত্র জন্মে। (হরি)।

অষ্টাদংষ্ট্র—তিনি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র
দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিনের সহকে
কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ্)।

অষ্টাবক্র—ব্রহ্মার পুত্র প্রচেতা, প্রচেতার
পুত্র অসিত, মন্ত্রীক দার্বিকাল তপস্যা
করিয়া দেবল নামে এক পুত্র লাভ
করেন। দেবল, সুব্রত নরপতির রত্ন-
মালাবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন।
একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি স্ত্রীকে
পরিভ্রাণপূর্বক উপসর্গ্য গন্ধমাদন
পর্বতে গমন করেন। রত্নমালাবতী
স্বামীর অন্তর্দর্শনে অতিমাত্র শোকার্তী
হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দৈববশে
একদিন ঐ নারী অপসরা তাকে
দেখিয়া তাহার অভিনাবিগ্না হয়। কিন্তু
প্রিতৈজিয় তপস্যা দেবল প্রত্যাখ্যান
বারণে, রত্না দেবকে অষ্ট অঙ্গ বক্র
হৃদক বলিয়া শাপ দেন। কিন্তু পরে
তিনি শক্রুষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া শাপ-
মুক্ত হন। ব্রহ্ম-বৈ। অষ্টাবক্র, মহর্ষি
বদানোর কন্যা প্রভাকে বিবাহ করেন।
(শিব-দশম)। অষ্টাবক্র শাপে
দুর্গ হইয়াছিল। (গর্গ)।

অষ্টারথ—হক্ষ্মাকু বংশীয় ভীমরথের পুত্র
অষ্টারথ। (ব্রহ্ম)।

অসকুৎ—অত্রিংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

অসজ—১০ বহুবংশীয় নরপতি সাত্যকির

(যযুধানের) পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় তুনি, তুনির পুত্র যুগন্ধর (বিষ্ণু) ।

(২) যদুবংশীয় সত্যাকের পুত্র যযুধান, যযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় কুনি, কুনির পুত্র যুগন্ধর । (বিষ্ণু) ।

(৩) যযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের পুত্র ভূমি, ভূমির পুত্র যুগন্ধর । (হরি) ।

(৪) মৎস্য পুরাণ মতে অসঙ্গের তনয় ছ্যামি । (৫) যদুবংশীয় রাজা

প্রয়োগের পুত্র অসঙ্গ, অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতীকে বিবাহ করেন । তাঁহার উভয়েই অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করেন ।

সায়নচাৰ্য্য বলেন অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া জীর্ণরূপ প্রাপ্ত হন । পরে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করেন । অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দান করিয়া অন্নদাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

অসমঞ্জ, অসমঞ্জা অসমঞ্জস—তিনি যদুবংশীয় অদোধ্যাদিপতি নৃপতি সগবেশ জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎপত্নী কেশিনীৰ গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । অসমঞ্জ অতি শয় পাপাচারী ও অতিশয় সজ্জনদ্রোহী হইয়া উঠিলে, পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন । অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান কপি-মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহ সগরাজ্যের বজ্রায় অশ্ব আনয়ন করেন । রামা । অংশুমানের পুত্র দিলীপ, রামা । সগর নৃপতির পত্নী শৈব্যা-গর্ভে অসমঞ্জা জন্ম হয় । অসমঞ্জ হইতে অংশুমান, অংশুমান হইতে

দিলীপ, দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন । ভগীরথ গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নপূর্বক সগর সন্ততিগণের উদ্ধার সাধন করেন (ব্রহ্ম-বৈ) । ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর নরপতির অন্ততমা পত্নী ভানুমতী অগ্নিদেবের প্রসাদে অসমঞ্জা নামে এক তনয় লাভ করেন । (কুশ) । অসমঞ্জস একবার কতকগুলি বালককে জলে নিক্ষেপ করেন । এই দৃষ্টিয়ার জন্ত তিনি স্বায় পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন । তখন তিনি নদীজলে নিক্ষিপ্ত বালকগণকে পুনর্জীবিত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন । (ভাগ) ।

অসমাতি- ভজেরথ নামক রাজবংশে নরপতি অসমাতি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি অতিশয় দাতা ও শিষ্টের পালন-কর্ত্তা ছিলেন । (ঋগ) ।

অসমোজা—(১) যদুবংশীয় নরপতি দেববানের অসমোজা, বাব, নানমোজা নামে তিন পুত্র জন্মে । অসমোজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, নরপতি অন্ধক, সুদংশু, সুদাক ও কুনা নামক তাহার তিন পুত্র অসমোজাকে প্রদান করিয়াছিলেন । (চরিত) । (২) যদুবংশীয় দেবর্ষের পুত্র কণ্বল-বর্হিষ, কণ্বল-বর্হিষের পুত্র অসমোজা ও অসমোজাপ পুত্র সমোজা ও সমোজসা । (শত-সুষ্টি) । কণ্বল বর্হিষ দেখ ।

অসিন্দ্রা—বারণ প্রজাপতির কন্যা অসিন্দ্রাকে দশ প্রজাপতি বিবাহ করেন । তাহার গর্ভে প্রথমে হর্ষাশ্ব নামক পঞ্চ

সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তাঁহার নারদের উপদেশে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন । দ্বিতীয়বারে তাঁহার গর্ভে শবলাশ্ব নামক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয় । কিন্তু তাঁহারাও নারদের পরামর্শে গৃহ-ত্যাগী হইয়া আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই । তৃতীয় বারে তাঁহার গর্ভে ষাটটি কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে ধর্ম্মদশটিকে, কশ্যপ ঐয়োদশটিকে, চন্দ্রসাতাশটিকে, অরিস্ট-নেমী চারিটিকে, বহুপুত্র দুইটিকে, অঙ্গিরস দুইটিকে এবং কুশাশ্ব দুইটিকে বিবাহ করেন । বিষ্ণু । ভাগবতমতে অসিকুণ্ডী পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যা । ব্রহ্মার বামামুখ হইতে অসিকুণ্ডা নাম বীরিনী জন্মগ্রহণ করেন । প্রজাপতি দক্ষ এই অসিকুণ্ডাকে বিবাহ করেন । দেবী-ভাগ । দক্ষ দেখ ।

অসিত—(১) কশ্যপের অপত্য অসিত ও দেবল ঋষি ঋগ্বেদে ময় দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তাঁহারা ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা । ঋগ । দেবল দেখ ।

২ ময় বংশীয় নৃপতি এবং সন্ধিবংশীয় মতাজ্ঞা ভরতের পুত্র । হৈহয়, গান্ধার্য, শশবিন্দু প্রভৃতি নৃপতিগণ শক্রতা অবলম্বন করিয়া অসিতের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত হন । তিনি পরাজিত হইয়া দুই পত্নী সমভিব্যাহারে হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং তদ্ব্যয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন । কথিত আছে রাজা অসিতের দুই

মহিষী গর্ভবতী ছিলেন । তন্মধ্যে দ্বিতীয়া, মহিষী প্রথমার গর্ভে নষ্ট করিবার ক্ষমতা ভোজন দ্রব্যের সহিত গরল প্রদান করেন । হিমালয় বাসী মহর্ষি চ্যবনের বরে প্রথমা মহিষী কালিন্দী গরলের সহিত একটি পুত্র প্রসব করেন । এত জ্ঞাত সন্তান গর (অর্থাৎ বিষ) সহ জন্ম গ্রহণ করিয়া সগর নামে প্যাত হন । রামা । ৩ ব্রহ্মার দেহহৃতে প্রচৈতাবশিষ্ট প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । প্রচৈতাব পুত্র অসিত । অসিত সন্ত্রীক বহুকাল তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে দেবল নামে এক পুত্র লাভ করেন । দেবল অষ্টাবক্র নামে খ্যাত ব্রহ্ম-বৈ । অষ্টাবক্র দেখ । ৪ মহর্ষি কশ্যপের কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার বৎসর ও অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র জন্মে । অসিতের স্ত্রী একপর্ণী হইতে দেবল ও শাণ্ডিল্য জন্মগ্রহণ করেন । একপর্ণী দেখ । (কৃষ্ণ । ৫) ঐকৃষ্ণের দ্বিগুণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টাঙ্গ, প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র অক্ষচক্রশোভিত মন্তক ভ্রীষণাকৃতি অসিত, খট্টাক, কাল সংহার কুরু, প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্ম-বৈ । বেদব্যাস, অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা, মহাভারত প্রনয়ন করিয়া এবং বেদ বিভাগ করিয়া সূমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল নামক শিষ্যগণ ও নিজ পুত্র শুককে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন ।

(দেবীভা)। জৈমিনি দেখ ।

অসিতদেবল—আদিত্যতীর্থে মহাবি অসিত-
দেবল অবস্থান করিতেন। একদা জৈগী-
ষবা নামে এক ঋষি তাঁহার আশ্রমে
অবস্থানপূর্বক সিদ্ধি লাভ করেন।
তদ্বর্ণনে প্রথমে তিনি তাঁহার প্রতি
হিংসাপরায়ণ হইয়াছিলেন। পরে তাহার
অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার শিষ্য হন।
তিনি প্রথমে গাছত্যাগ স্বয়ং অবস্থান
করিয়াছিলেন। পরে মোক্ষ দ্বয় প্রাপ্ত
করেন। (মহাভা)। জৈগীষবা দেখ।
মহাবি অসিতদেবল হিমালয়ে পত্নী
মেনকার গর্ভসমুত্তা অত্যন্ত কষ্টা এবং
পর্ণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (হরি)।

অসিতা—কশ্যপপত্নী দুনি হইতে অলম্বা
মিশ্রকেশী, অসিতা, প্রভৃতি মৌনেয়
অপসরা সকল জন্মগ্রহণ করেন।
(হরি)। কশ্যপ দেখ।

অসিতাক্ষ—দৈত্যপতি বানর অত্যন্ত
সেনাপতি। একবার দৈত্যপতি বৃক্ষ
অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বিচরণার্থে প্রেরণ
করিলে অসিতাক্ষ তাহার অনুসরণ
করিয়াছিলেন। (বাম)।

অসিতাক্ষ—ভগবতীর অশ্বতর অত্যন্ত
নায়ক। (কালিকা)।

অসিলোমা—(১) কশ্যপ পত্নী দম্বু হইতে
যে সকল প্রবল পরাক্রান্ত নানব জন্ম
গ্রহণ করেন অসিলোমা তাঁহাদের অত-
তম। (মহাভা)। অসিলোমা কৃষ্ণ হস্তে
নিহত হয়। দম্বু ও কশ্যপ দেখ। (হরি)।

(২) বিয়োচনের অত্যন্ত পুত্র শঙ্কু।

শঙ্কু হইতে ধনুক, অসিলোমা, নাবল,
গোমুখ, গবাক্ষ ও গোমান নামক
দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)।

(৩) অসিলোমা। মধ্বাসুরের অত্যন্ত
সেনাপতি ছিলেন, তিনি ভগবতী হস্তে
নিহত হন। (দেবীভা)।

অসামকৃষ্ণ—পাণ্ডববংশীয় অশ্বমেধজের
পুত্র অসামকৃষ্ণ অসামকৃষ্ণের তনয় নেমা-
ক্রে, নেমাক্রেয় পুত্র উগ্ধ। (ভাগ)।
অশ্বমেধজ দেখ।

অসুতাপ—শ্রীশ্রীরামের বজ্রীয় অশ্ব, কুণ্ডল-
নগরের অধিপতি সুরথ ভরণ করিলে,
ভাগ্যব সর্পি পুঙ্কনের যুদ্ধ হয়। সেই
যুদ্ধে পুঙ্কন পক্ষায় উগ্র স্ব, সুরথ রাজার
পক্ষায় অসুতাপের সাহিত যুদ্ধ করিয়া
ছিলেন। (পদ্ম-পাতা)। সুরথ দেখ।

অসুর—অসুরেরা একজন জঘন বেশ
হইতে উৎপন্ন হয়। (ভাগ)।

অসুরনাশিনী—কামরূপে জবাহৃত্য পাক-
তার নাম অসুরনাশিনী। (বৃহত্)।

অসুরহ—কশ্যপপত্নী সাধ্যা হইতে ভব,
প্রভব, ঈশ, অসুরহ, অরুণ, আকর্ণি,
বিখানব্রহ্ম, বল, ঐশ্বর্য, হবিষ্য, বিতান,
বিধান, সমিত, বৎসর, ভূতি ও সুপক্ষা
নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।
অরুণ ও সাধ্যগণ দেখ।

অসুরা—কশ্যপের অত্যন্ত পত্নী প্রধা
হইতে অসুরা, অনবজ্জা, মার্গনাশ্রয়া,
বংশা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

(মহাভা) । কশ্যপ দেখ ।

অম্বনীতি—অম্বনীতি দেবী প্রাণিগণের
প্রাণহরণ করেন । (ঋগ্) ।

অম্বরা—১ মৃত্যু হঠতে ব্যাধির জরা,
শোক, ক্রোধ ও অম্বরা নামে সম্বান
জন্মে । ইহার সকলেই তঃখময় ও
অধম্মলক্ষণাক্রান্ত । ইহাদের আর ভায়া
পুত্রাদি নাই । (বায়ু) । জরা দেখ ।

(২) কশ্যপ পত্নী দীতির গর্ভজাত আট
কন্তার অষ্টতমা । অনবস্থা দেখ ।
কালিকা ।

অন্তি—অন্তি ও প্রাপ্তি নামা মগধরাজ
জরাসন্ধের দুই কন্যা মথুরাপতি কংসের
পত্নী ছিলেন । (বিষ্ণু) ।

অন্তবুধ—মহর্ষি অন্তবুধের পুত্র হট এক
জন ঋগ্বেদের মহদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
তিনি ইন্দ্র সহস্রকে ঋতিপয় ঋক মন্ত্র
বচন করিয়াছেন । (ঋগ্) ।

অত্রাতিবেশ—মণ্ডোদরীর অন্তঃস্রাব
তম রুদ্র । (অগ্নি) ।

অত্রিধ—মরুৎগণের অত্র নাম অত্রিধ ।
(ঋগ্) ।

অহং—নরপতি পশুপাতের গৃহিত পুত্র
মহৎ । মহতের (ত্রিঘর্ণের) তনয় অহং ।
তাহার কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞান-
প্রদ, মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যাক্ষ, চতু-
রক্ষ, পঞ্চাক্ষ, নামে পাঁচ পুত্র জন্মে ।
পুত্রগণ প্রথমে দম্বা হইয়াছিল । পরে
রাজা তাঁহাদিগকে অবশে আনয়ন
করেন । (বরা) ।

অহংঘাতি—রাজা সংঘাতির পত্নী বরাজীর
গর্ভে অহংঘাতির জন্ম হয় । রুত-
বীর্ঘ্য নন্দনা ভানুমতী ইতে তাঁহার
সাক্ষভোম নামে এক পুত্র জন্মে । সাক্ষ-
ভোমের তনয় জয়ৎসেন । (মহাভা) ।
অহংঘাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব হইতে দ্বুতাচী
অপ সরার গর্ভে ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্বর্ভি-
নেয়ু, রুতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু,
সতোয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু, নামে দশ
পুত্র জন্মে । তাঁহারা সকলেই পিতৃবৎসল
ছিলেন । (ভাগ) ।

অহঃ—বরাকার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজা-
পতি । প্রজাপতির পত্নী রুতার গর্ভে
অহঃ জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।

অহনঃ—উবার অত্র নাম । (ঋগ্) ।

অহর—কশ্যপ পত্নী দম্বা হইতে হিরণ্য-
কশিপু, হর, অহর, শতমাত্র, শরভ,
প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে । (হরি) ।

অহন্য—(১) (ক) গোতম মুনিব্রতী ।
একদা ইন্দ্র গোতমের অনুপস্থিতিতে
তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অহল্যার
প্রতি অশিষ্ঠ ব্যবহার করেন । গোতম
প্রত্যাবর্তন করিয়া আশ্রম প্রবিষ্টকালে
অসদাচারী ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া
তাঁহাকে “বুধণ ঋণিত হইবে” বলিয়া
বলিয়া শাপ দেন, এবং স্বীয় জ্ঞা
অহল্যাকে “অত্নের অদৃষ্ট ভাবে অনা-
হারে অবস্থিত ও ভূমিহলে শয়ন
করিয়া থাকিতে হইবে” বলিয়া শাপ

প্রদান করেন। তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে, দশরথাস্বজ রামচন্দ্রের পদ-স্পর্শে তিনি শাপ মুক্ত হইবেন। অহল্যা পরে রামচন্দ্রের পদস্পর্শে শাপ মুক্ত হইয়াছিলেন। (রামা)। (২) পূর্বকালে ব্রহ্মা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাবার যে অঙ্গ সূন্দের তাহাই লইয়া অনি বীতা রূপগৌ অহল্যাকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা অহল্যাকে গৌতমের নিবট গচ্ছিত রাখেন। গৌতম বৎসরাতে অহল্যাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ কাঁপে, ব্রহ্মা গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃ সিদ্ধি চিন্তা-পূর্বক তাঁহারই হস্তে অহল্যাকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার উভয়ে যুখে কাল-বাপন করিতে লাগিলেন। ঈতিমধ্যে ইন্দ্র একদিন গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অহল্যার প্রতি আশ্রিত ব্যবহার করেন। গৌতম আশ্রমে আশ্রয়-পূর্বক সর্বশেষ অবগত হইয়া ক্রোধ ভবে ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তুমি শত্রু কর্তৃক বদ্ধ হইবে। আর অহল্যাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, “আজ হইতে তোমার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে।” অহল্যা নানা প্রকারে গৌতমকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে তিনি অবশেষে বলিলেন “স্বর্ঘ্যবংশীয় দশরথাস্বজ রামচন্দ্রের পরিচর্যা করিলে তুমি পুনরায় আমার সহবাস করিতে পারিবে।” (রামা) (২) মরীচি বৃদ্ধাশ্রম দিবোদাস নামে এক পুত্র ও অহল্যা নামী এক

কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে শতানন্দ নামে এক পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ মতে গৌতম ইন্দ্রকে এই শাপ দেন “তোমার গাত্রে সহস্র-যোনি হইবে ও তুমি ত্রিভুট হইবে।” অহল্যা গৌতম শাপে পাষণে পরিণত হন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) কৌশিক বংশীয় নরপতি বধ্যশ্বের ঔরসে ও মেনকা অপসরার গর্ভে রাজষি দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ঋষি শরদ্বান হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ, এবং শতানন্দ হইতে সত্যধৃতি জন্মে। সত্যধৃতির যমজ পুত্র কন্যা রূপ ও রূপা। (হরি)। (৪) যদ্যতি বংশীয় ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত যুদ-গলের দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন। তাঁহাদের তনয় শতানন্দ। (ভাগ)। দক্ষ যজ্ঞে অহল্যা গৌতমের সহিত সদস্য পদে বৃত্তা হইয়াছিলেন। অহল্যা হইতে গৌতম জন্মা, বিজন্মা, জন্মস্তা ও অপরাজিতা নামে চারি কন্যা লাভ করেন। (বাম)। (৫) ভরত বংশীয় বিদ্যাস্ব হইতে মেনকার গর্ভে যমজ দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। অহল্যা শরদ্বান হইতে শতানন্দকে প্রসব করেন। শতানন্দের তনয় সত্যধৃতি। (মৎ)। ইন্দ্র গোপনে অহল্যার সত্যধৃতি

নাশ করিলে গৌতম তাঁহাকে "বৃষণহীন হও" বলিয়া শাপ দেন। ইন্দ্র বৃষণ নামে নিকীৰ্ণ হইলে দেবগণ মেঘের বৃষণ তৎস্থানে সংযোগ করিয়া তাঁহাকে সর্বিধ্য করেন এবং তদবধি তাঁহার নাম মেঘ-বৃষণ হয়। (শিব)। অজমীঢ়ের বংশীয় মুকুলের পুত্র পঞ্চাশ, পঞ্চাশের সমাজ পুত্রকন্তা দিবোদাস ও অহল্যা। অহল্যার গর্ভে শরষত্তের শতানন্দ নামে পুত্র জন্মে। (অগ্নি)। অর্ক হইতে ভর্মাশ্ব, ভর্মাশ্ব হইতে যুদ্ধগল, যুদ্ধগল হইতে দিবোদাস জন্মে, দিবোদাসের কন্তা অহল্যা গৌতমের পত্নী ছিলেন। অহল্যা হইতে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহত্)। মগধের অধিপতি ইন্দ্র-দ্রায়ের পত্নী অহল্যা। এই অহল্যাও গৌতম-পত্নী অহল্যার ক্তা ভ্রষ্টচরিত্রা ছিলেন। ইন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি অহুরক্তা ছিলেন। এই পাপে তাঁহাকে বহু জন্ম কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। (যোগ-বা)। অহি—অহি ও ব্রহ্ম নামক অগ্নি অনির্দেহ। ইহার সর্গ কনিষ্ঠ ও দক্ষিণাশ্রিত অন্তর্গত। এই সকল অগ্নিতত্ত্বগণ বিজগন্মের সেবা।

(মৎ)। বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বৃহ, পিনাকী ভুবনাধীশ্বর, কপালী, হাহু ও ভগ এই ষাদশ কৃত্ত। তাঁহারা দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। (পদ্ম-উত্তর)। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কস্তপ, কস্তপের পুত্র ষষ্ঠা, ষষ্ঠার পুত্র অজৈকপাদ, অহি, ব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, রৈবত প্রভৃতি। (মহাভা)। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। যুগব্যাস, সর্প, নিখতি, অজৈকপাদ, অহি, বৃহ, পিনাকী, দহন, কপালী, হাহু ও ভগ মরীচির এই একাদশ পুত্র একাদশ কৃত্ত নামে খ্যাত। (মহাভা)। দমু দেখ। দমুর পুত্র নমুচি, বৃহ, অহি, শুক, শবর প্রভৃতিকে ইন্দ্র হনন করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ইন্দ্র অহিকে হনন করিয়া ছিলেন। এবং তৎপর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই অহি মানে বৃজ অর্থাৎ মেঘ। ইহা হইতেই পৌরাণিক বৃজা-স্বরের গম রচিত হইয়াছে। (ঋগ)। ইন্দ্র অর্ধ বায়ু, বৃজ অর্ধ মেঘ, ইন্দ্র বৃজকে বধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বায়ু মেঘকে অপসারিত করিয়াছিলেন। (শতপথ্য)।

অহিংসা—(১) দক্ষবজ্জ, ধর্ম বীর
ভাষ্য। অহিংসার সহিত বার-
রকার কার্যে নিযুক্ত হইয়া-
ছিলেন। (বাম)। ধর্মের পত্নী
অহিংসা হইতে সনক, সনৎকুমার,
সনন্দ ও সনাতন নামে চারি
পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই
যোগচর্চার রত ছিলেন। (বাম)।
(২) মহর্ষি বহ্নুচের পত্নী অহিংসা
হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর, নারায়ণ
নামে চারি পুত্র জন্মে। (বাম)।

অহিংসু—একজন বিখ্যাত দৈত্য।
দেবাসুর সমরে ইন্দ্র তাঁহাকে
বিনাশ করেন। (স্বস্ত্র ব্রহ্ম)।

অহি-বুধ—কথোদেব অশ্রুতম দেবতা।
অহিবুধ। মহর্ষি বামদেব তাঁহাকে
দাব্য পৃথিবীর সহিত স্তব করিয়া-
ছিলেন। (ঋগ)।

অহিব্রহ্ম—(১) দেবশিল্পী বিশ্ব-
কর্মার অহিব্রহ্ম, ক্রতু, বটী ও
অষ্টৈকপাদ নামে চারি পুত্র জন্মে।
(বিষ্ণু)। অজ, অহিব্রহ্ম,
বিরূপাক্ষ, একপাৎ, তৈরব, হর,
বহুরূপ, জ্যাক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও
পিনাকী, ইহারা একাদশ ক্রতু
নামে খ্যাত। (লি)। (২) ক্রতুপ
হইতে দক্ষকর্তা সুরভি মহাদেবের
প্রসাদে তপঃপ্রভাব দ্বারা শুক-
চিহ্ন হইয়া হর, অষ্টৈকপাদ,
পিনাকী, অহিব্রহ্ম বহুরূপ,

অপরাজিত, জ্যাক, বুধা কপি,
শত্ৰু, কপর্দী ও রৈবত, এই
একাদশ ক্রতুকে উৎপাদন করেন।
(হরি)। (৩) ব্রহ্মার পরীক্ষা-
রমী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্ন
হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নামী
গোব্রহ্ম ধারণ পূর্বক ব্রহ্মার
সমীপে উপস্থিত হইলেন, ব্রহ্মা
তাহাতে নিম্বতি, সর্প, অজ,
একপাৎ, বৃগব্যাধ, পিনাকী, নহন,
ঈশ্বর, অহিব্রহ্ম, সেনানী ও কপালী
নামে একাদশ ক্রতুকে উৎপাদন
করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন
করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট
গমন করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রতু
নামে অভিহিত হন। (হরি)।
(৪) ভূত হইতে দক্ষকর্তা স্বরূপার
গর্ভে রৈবত, অহিব্রহ্ম, বহুরূপ
প্রভৃতি একাদশ ক্রতু জন্ম গ্রহণ
করেন। (ভাগ)। অহিব্রহ্ম নামক
অগ্নি অমৃতদ্রব্য, ইহা গৃহপতি
বলিয়া নির্দিষ্ট। (বায়ু)।

অহিহা—উত্তম মনুষ্যের দেবতার
পাঁচটা গণে বিভক্ত ছিলেন।
হংসধর অহিহা, প্রভর্দন বশধর,
সুদান, বহুদান, সুরভাস, বিষ,
জন্তবাহ, বতি, সুরভিত ও সুর
এই দ্বাদশটা বজ্রকর্তা শিবদেবের
অশ্রুতম। (ব্রহ্ম)। উত্তম দেব।
অহীনও—ইন্দ্রকু বংশীয় দেবানী-

কের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সহস্রাখ, সহস্রাখের পুত্র চন্দ্রাবলোক । (মৎ) । রামের বংশধর দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর তনয় সুধমা, সুধমার পুত্র অনল । (হরি) । অহীনগুর পুত্র পারিষাজ, পারিষাজের পুত্র দল । (বায়ু) ।

অহীনর—পাণ্ডববংশীয় উদয়নের পুত্র অহীনর, অহীনরের পুত্র খণ্ডপানি, খণ্ডপানির পুত্র নিরমিত্র । (বিষ্ণু) । ইক্ষাকু বংশীয় দেবানীকের তনয় অহীনর, অহীনরের পুত্র সহস্রাক্ষ, সহস্রাক্ষের পুত্র শুভ ও চন্দ্রাবলোক । (লি) ।

অহীনাথ—ইক্ষাকুবংশীয় দেবানীকের পুত্র অহীনাথ, অহীনাথের তনয় সহস্রাখ, সহস্রাখের পুত্র চন্দ্রালোক । (অগ্নি) ।

অহীতব—অনার্য্য দলপতি দহুর পুত্র পিপ্র, হবিষ, অনর্শনি, অহীতব, ঔর্ণবাত ও বৃন্দকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

অহোবাদী—পুরুষবংশীয় নরপতি সংবাতির পুত্র অহোবাদী, অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাখ, ভদ্রাখের পুত্র ওচেষু, কুশেষু প্রভৃতি দশজন । (অগ্নি) ।

অহীদ—পুরুষবংশীয় নরপতি

দুয়ন্তের পুত্র করুরোম । করুরোমের পুত্র অহীদ । এই অহীদের পুত্র পাণ্ডা, কেরল, কোল ও চোল, এই চারিজন । (ব্রহ্ম) ।

আকর্ণ—কম্পপদ্মী ধর্ম্ম হইতে সুবাহ, মহাকায়, আকর্ণ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

আকাশ—চন্দ্রবংশীয় চিত্রধর্ম্মার পত্নী মনোরমা হইতে আকাশ নামে এক পুত্র জন্মে । আকাশের পত্নী শকবংশজাতা ধরনী । (ঋদ্ধ-বিষ্ণু) ।

আকর্ণনী—মহাদেব অন্ধকাসুরকে বধ করিবার সময়ে তাহার কুখির পান করিবার জন্ত অনেক ভৈরবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সেই সঙ্গে তাঁহাদের অনেক অমুচরীও সৃষ্ট হইয়াছিলেন । রেবতী নামী ভৈরবীর আকর্ণনী, সম্ভটী, উত্তর-মালিকা, জালা-মুখী, ভিষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই আটজন মাতৃকা অমুচরী ছিলেন । (মৎ) ।

আকুলি—কিনাত ও আকুলি নামে অসুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন । তাঁহারা যজ্ঞর একটা কৃষকে বধ করিয়াছিলেন । (শতপ-ব্রা) ।

আকুত—সকল মনস্তরেই প্রজা-
সিস্থক্ ত্রদ্বার মুখ হইতে মন্ত্রময়
শরীর দেবগণ সৃষ্ট হয়েন। দর্শ,
পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকুত,
আকুতি প্রভৃতি দেবগণ প্রথম
সৃষ্ট। (বায়ু)। অধীতি দেখ।

আকুতি—বায়ুদেব মনুর পত্নী
শতরূপা হইতে আকুতি, প্রসুতি
ও দেবহুতি জন্মগ্রহণ করেন।
মহর্ষি রুচির পত্নী আকুতি
নারায়ণের সপ্তম অবতার যজ্ঞকে
প্রসব করেন। (ভাগ)।
সর্বতেজার পত্নী আকুতি মনুকে
প্রসব করেন। (ঐ)। মনু
বংশীয় নরপতি পৃথু সেনের ক্রী
আকুতি নকুল নামে একটি পুত্র
প্রসব করেন। (ঐ)। আকুতি
হইতে কপিল জন্মগ্রহণ করেন।
(ঐ)। মনু হইতে শতরূপাতে
প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে
দুই পুত্র এবং আকুতি ও প্রসুতি
নায়ী দুই কন্যা জন্মে। মহর্ষি
রুচির পত্নী আকুতি হইতে দক্ষিণা
নায়ী কন্যা ও যজ্ঞ নামক পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। (লি)।
বায়ুদেব মনুস্তরে রুচির পত্নী
আকুতি হইতে রৌচ্যমনুর
আবির্ভাব হয়। (কুর্খ)।

আকন্দ—দুর্গ অস্থরের অন্ততম
সেনাপতি। (কন্দ-কাশি)।

আকুতি—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
রাজস্বয় যজ্ঞ কালে সহদেব
দ্বিধিজয়ে বহির্গত হইয়া
সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য
আকুতিকে আপনার বশবর্তী
করিয়াছিলেন। (মহাভা)

আকুট—মহর্ষি আকুট একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রত্ৰষ্টা ঋষি ছিলেন।
তিনি সোমের স্তুতি করিয়া
অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
(ঋগ)।

আক্ৰীড়—কুরুবংশীয় নরপতি
দ্রুপদের পুত্র কুরুখান, কুরুখা-
নের পুত্র আক্ৰীড়, আক্ৰীড়ের
পাণ্ডা, চোল, কেরল ও কোল
নামে চারি পুত্র জন্মে (হরি)।

আক্রোশ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
রাজস্বয় যজ্ঞ কালে নকুল দ্বিধি-
জয়ে বহির্গত হইয়া মরুভূমির
প্রান্তস্থিত আক্রোশ নামক
রাজ্যটিকে বশীভূত করিয়া ছিলেন।
(মহাভা)।

আখণ্ডল—ইন্দ্রের অন্ত নাম আখ-
ণ্ডল অর্থাৎ ধ্বংসকারী। (অথ)।

আগাহি—বহুদেবের অন্ততমা
পত্নী বৃকদেবী, আগাহি এই
বৃকদেবীরই অন্ত নাম। (বায়ু)।

আগ্র—কন্তপবংশীয় আগ্র এক-
জন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

আগ্নিক—শিবের অন্ততম পুত্র।

শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে
শতকোটি অমৃতর সহ উপস্থিত
ছিলেন । (লি) ।

আগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাঙ্কল ঋগ্-
বেদের প্রথম শাখাকে চারি
অংশে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য,
আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবাক্য ও পরাশর
নামক স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যয়ন
করান । (বিষ্ণু) ।

আগ্নীধ্রু—মহর্ষি আগ্নীধ্রুর পুত্র
নাভি । নাভির পত্নী মেরুদেবী
ভগবানের অষ্টম অবতার ঋষভকে
প্রসব করেন । ঋষভ দীর্ঘ
ব্যক্তিদৈর্ঘ্যকে পরমহংস সন্ন্যাসী
তত্ত্ব শিক্ষা দেন । (ভাগ) ।
বিশ্বকর্মার কন্যা বহিষতী হইতে
রাজা প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্রু প্রভৃতি
পুত্র জন্মে । রাজা প্রিয়ব্রত
সপ্তবীণা পৃথিবী ভাগ করিয়া
দিলে, আগ্নীধ্রু জম্বুবীণা প্রাপ্ত
হন । পিতৃনির্দেশে তিনি
জম্বুবীণা নিবাসী প্রজাদিগকে
পুত্রনির্কীর্ণে প্রতীপালন
করেন । একদা তিনি পুত্রকামো
হইয়া, অমর ত্রী সকলের ক্রীড়া-
স্থল মন্দর-পর্বতের গহ্বরে গমন
করেন । তথায় তিনি বিশ্ব-
প্রভার পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া
অনন্তমুখে তপোহুষ্ঠানে ভগবানের
আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন ।

ভগবান আদিপুরুষ, তাহা
জানিতে পারিয়া তাহার উপ-
ভোগার্থ পূর্বচিন্তি নামক
অঙ্গরাকে প্রেরণ করেন । এই
পূর্ব-চিন্তির গর্ভে তাহার নাভি,
কিম্পুরুষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত,
রম্যক, হিরণ্যক, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও
কেতু-মাল নামে নয়টি পুত্র জন্মে ।
আগ্নীধ্রু তাহাদিগকে নিজ নিজ
নামীয় এক এক বর্ষের আধিপত্যে
স্থাপন করেন । (ভাগ) ।
অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে
আগ্নীধ্রু ও শরভ নামে দুই পুত্র ও
চারিটি কন্যা প্রসূত হয় । (শিব) ।

আগ্নেয়ী—(১) মহুবংশীয় উরুর
পত্নী আগ্নেয়ী হইতে হুম্ননস,
অজ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাস ও শিব
নামে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
(বিষ্ণু) । (২) পৃথুনন্দন হবির্দান
স্বীয় আগ্নেয়ী নারী পত্নী হইতে
ধনুর্কেন্দ-পারদর্শী প্রাচীন বর্হি
নামক এক পুত্র লাভ করিয়া-
ছিলেন । (কুর্ষ) । উরুর পত্নী
আগ্নেয়ী হইতে অজ, হুম্ননস,
স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাস ও গম্য নামে
ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
(হরি) । (৩) রুরুর পত্নীর নাম
আগ্নেয়ী ছিল । (শিব) ।

আগ্নেয়—(১) দেব-সেনাপতি
কার্তিকেয় অগ্নিসমুদ্র বলিয়া

অগ্নি ও আগ্নেয় নামে অভিহিত হইতেন । (সৌর) । (২) আগ্নেয় নামে কুবেরের অঙ্কুর একশ্রেণী গন্ধর্ব্ব ছিল । (বায়ু) । (৩) অগ্নিসমুদ্র অগ্নিরাগণ আগ্নেয় বলিয়া প্রখ্যাত হইলেন । (বায়ু) ।

আগ্রয়ন—সূর্যের কন্যা সুগ্রীবা ও বৃহস্পতি, ভাস্কর অনলের পত্নী ছিলেন । তাঁহারা আগ্রয়ন, বল প্রভৃতি ছয়জন পুত্র প্রসব করেন । এই আগ্রয়ন ইন্দ্রের সহিত বজ্র, আগ্রয়ন নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন । (মহাভা) ।

আকরিশ—মহারাজ আকরিশ মহাবিক্রমের নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । (মহাভা)

আকিরস—পিতৃগণ সপ্ত, ইহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত । তন্মধ্যে সুকাল, আকিরস, সুবধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্তিমান, এবং বৈরাজ অগ্নিঘাত ও বহিষদ এই তিনজন অমূর্ত । (হরি) । নক্ষত্রকল্প, শাস্তিকল্প, কল্পগ, আকিরস প্রভৃতি অধর্ষবেদের আচার্য্য মহর্ষি । (ভাগ) । চাক্ষুষ মহুর পুত্র উরু । উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অজ, খাতি, স্ময়না, ক্রতু আকিরস ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে । (কুর্ধ) । আকির

প্রজাতির ভনয় আকিরস । (ঋতুকালি) ।

আকিরসী—ধর্ম্মের পুত্র অষ্টবহু । বহু অষ্টবহুর অন্ততম । এই বহুর পত্নী আকিরসী হইতে শিলাচাৰ্য্য বিশ্বকর্মা জন্ম হয় । বিশ্বকর্মা হইতে চাক্ষুষ মহুর উৎপত্তি । (ভাগ) ।

আজিক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পত্নী ছিল । আজিক তাঁহাদের অন্ততম । (মহাভা) ।

আজবন্ত—সংহিতা-কর্তা হিরণ্যনাভের কৃতি শিষ্য নৃপাশ্বজ । নৃপাশ্বজ চতুর্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করেন এবং স্বীয় শিষ্য রাড়, মহাবীৰ্য্য, পঙ্কম, বাহল তালক, কালিক রাজিক, গৌতম, আজবন্ত, সোমরাজ, অপতন্ত্রত, পৃষ্ট, পরিকট, ঔলখলক, ববীয়স, বৈশাল, অজুরী, কোশিক সালি-মজুরী, সত্য, কাণীয়, কালিক, পরাশর ও ধর্ম্মাস্ত্র এই চব্বিশ জনকে সেই চব্বিশখানি সংহিতা অধ্যয়ন করান । তাঁহারা সকলেই সামগ ছিলেন । (ব্রহ্মা) ।

আজমীক—(১) আকির বংশীয় একজন পোদ্দ-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) । (২) মহীপতি আজমীক ভরত বংশীয় একজন রাজিক নরপতি ।

সুপ্রসিদ্ধ অহু যুনি তাঁহারই পুত্র ।
(মহাভা) ।

আজিহান—আজিহ দেব ।

আজিশিরা—দেবাজ্ঞর যুদ্ধে হৃদয়
দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
বহু-দত্ত তীর্থ স্বীয় অহুচর
আজিশিরাকে তাঁহার সাহাব্যার্থ
প্রেরণ করেন । (বামন) ।

আজিহায়ন—কল্পপ বংশীয় আজি-
হায়ন একজন গোত্র-প্রবর্তক
ঋষি । (মৎ) ।

আজা—লক্ষ্মীর অন্তনাম আজা ।
(কন্দ-কেন্দ) ।

আজ্য—বীরবান, অবরীরান,
নির্দোহ, কৃতী; চরিত্র, বিষ্ণু,
বাচ, আজ্য, ও স্মৃতি এই নয়
জন সাবর্ণি মহুর পুত্র ।
(বায়ু) ।

আজ্যপ—অগ্নিবাস্ত, বহিষদ,
সোমপ, আজ্যপ, এই চারি জন
পিতৃগণের পত্নী দক্ষের কন্যা
বধা । এই বধা হইতে বয়না
ও ধারিনী নারী হইলি ব্রহ্ম-
বাহিনী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার-
গামিনী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন ।
(ভাগ) । আজ্যপ পিতৃগণ
পুলস্ত্যের পুত্র এবং তাঁহার
বৈশ্বদিত্যের পিতৃলোক (মত) ।

আজ্যপেশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের
নাম । তাঁহার সেবা করিলে

পিতৃগণ অতিশয় তুষ্ট হন ।
(কন্দ-কাণ্ড) ।

আজিক—হিরণ্য-কশিপুর ভগিনী
সিংহিকাকে বিপ্রচিতি বিবাহ
করেন । সিংহিকা হইতে বিপ্র-
চিতির সৈন্যহকের নামধের
রাহ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি,
ইবল, ধন্যম, আজিক, নরক,
শুক, কালানাত, পোতরণ ও বহ্ন-
নাত নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে
(হরি) । অজক ও কালনাত
দেখ ।

আটবী—যাজ্ঞবল্ক্য অধরূপে সূর্য্যের
নিকট হইতে বহুর্বেদ প্রাপ্ত হন ।
সে অস্ত্র বহুর্বেদ অধ্যয়নকারীরা
বাজী নামে বিখ্যাত । কব,
বৈদেয়, শালী, মধ্যম্ভিম, শাপেরী
বিদিত্ত, ঔৎকল, তাস্মায়ন, বাৎস্য
গালব, শৈশিরী, আটবী, পলী,
বীরনী, ও পরারণ এই পঞ্চদশ
জন বহুর্বেদ অধ্যয়নকারী যাজ্ঞ-
বল্ক্যের শিষ্য, বাজি নামে খ্যাত ।
(ব্রহ্ম) ।

আড়ি—অজক অহুরের পুত্র বক,
ও আড়ি । আড়ি দীর্ঘকাল
তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর
পায় যে, অস্ত্র দেহ ধারণ কালে
তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে,
কিন্তু অস্ত্র সময়ে সে অবধা
ধাকিবে । একদা উমা-রূপে

আড়ি মহাদেবকে ছলনা করিবার চেষ্টা করে। মহাদেব জানিতে পারিয়া সেই সময়েই তাহাকে বধ করেন। (মৎ)। একবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-শাপে বক ও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-শাপে আড়ি পক্ষীরূপে পরিণত হন। এবং উভয়ে পরস্পর তুমুল বিবাদে লিপ্ত হন। এই সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাদ নিবারণ করিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করিয়া দেন। (মার্ক)।

আতপ—বিভাবহু অষ্টবহুর অন্ততম। এই বিভাবহুর পত্নী উবা হইতে বৃহস্পতি, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। আতপ হইতে পঞ্চধামের উৎপত্তি হয়। (ভাগ)।

আত্মবান—চ্যবন মুনির পত্নী সুকন্যা হইতে আত্মবান ও দধীচি জন্ম গ্রহণ করেন। আত্মবানের পত্নী নহষ-নন্দিনী কচির উরুদেশ ভেদ করিয়া মহাযশস্বী উরুরূবি জন্ম গ্রহণ করেন। উরুর পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। (বায়ু)।

আত্মা—মহু বংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র যুতপৃষ্ঠ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। যুতপৃষ্ঠের তনয় আত্মা, মধুকহ, সুধামা

মেঘপৃষ্ঠ, ভ্রাজিষ্ঠ, লৌহিতবর্ণ, ও বনস্পতি। যুতপৃষ্ঠ স্বীয় সপ্ত পুত্রকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব নামীয় এক এক বর্ষ প্রত্যেককে প্রদান করেন। (ভাগ)। মহর্ষি মরীচীর স্বরূপা নামী কন্যা মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। স্বরূপা হইতে আত্মা, আয়ু, দমন, দক্ষ, সদ, প্রাণ, হবিমান, গবিষ্ঠ, ঋত ও সত্য নামক দশজন আঙ্গিরস দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা সোমপায়ী ছিলেন। এতদ্ভাতিত স্বরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত উত্থা, বামদেব, অজস্র ও ঋষিজন নামক গোত্র-প্রবর্তক ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অজস্র দেখ।

আত্রেয়—সাবর্ণ মন্বন্তরে রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বখামা, রূপ কোশিক, গালব, কশ্যপ-কক এই সাতজন ঋষি ছিলেন। (হরি)। মহর্ষি আত্রেয় পুরাণবিষয়ে দৃঢ় প্রতিভাত যাজ্ঞবল্ক্যের অন্ততম শিষ্য। (ব্রহ্ম)। মহর্ষি বামদেবের একজন শিষ্যের নামও আত্রেয় ছিল। (মহাভা)।

আত্রেয়ায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশসম্বৃত গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

আত্রেয়ী—পূর্বকালে বীতমহ্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আত্রেয়ী উপমহ্য নামে একজন পুত্র লাভ করেন। উপমহ্য মহাদেবের আরাধনা করিয়া দুগ্ধপানে সমর্থ হন। (বাম)।

আথর্কন—ভৃগুর পুত্র অথর্কন ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন। বৈশ্বানর মরণান্তে তাঁহারই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় আথর্কন। এই আথর্কন অগ্নি দক্ষিণাগ্নি বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। (মৎ)।

আদর—রাক্ষসবিশেষ। (লি)।

আদিকেশব—কানীস্থিত আদিকেশব নামক পরমেশ্বরের শ্রীমূর্তি পূজা করিলে মানব বৈকুণ্ঠকে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণের স্থায় বোধ করিতে পারে। (স্বন্দ-কানী)।

আদি গদাধর—কানীস্থিত একটি মহাদেবের নাম। (স্বন্দ-কানী)।

আদি মাধব—কানীস্থিত একটি মহাদেবের নাম। (স্বন্দ-কানী)।

আদর্শ—(১) কত্রমেকসাবণির সংবর্ধক, স্বর্ধা, দেবানীক, পুরুষহ, ক্ষেমধা, দৃঢ়া, আদর্শ, পণ্ডক, ও মহু এই নয় জন পুত্র ছিল। (হরি)। (২) একাদশ-সাবর্ণিমহুর সর্ববেগ, স্বর্ধা,

দেবানীক, পুরোবহ, ক্ষেমধা, গৃহে, আদর্শ, পৌণ্ডক নামে আট পুত্র ছিল। (বায়ু)।

আদিত্য—(১) সূর্যের অপর নাম আদিত্য। তিনি কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (লি)। শ্রদ্ধ-ভাগাই বিশ্বদেবগণ মধ্যে আদিত্য এক জন। (মহাভা)। (২) দ্রুত-রাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্ততম আদিত্য। (মহাভা)। (৩) অদিতির পুত্র বক্র, ভগ, মিত্র, অঘ্যমা, দক্ষ ও অংশ এই ছয় জন আদিত্য নামে খ্যাত। (ঋগ)। (৪) ষাটশ আদিত্য কশ্যপের ঔরসে, অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম (ক) বিষ্ণু পুরাণ মতে অংশ দেখ। (খ) মহাভারত মতে ভট্টা দেখ। (গ) শিবদর্শ পুরাণ মতে অতিতেজা দেখ। (ঘ) হরিবংশ মতে (ইন্দ্র দেখ)। (ঙ) ষাটশ আদিত্য দেখ।

আদিত্যকেতু—কুরুপতি দ্রুতরাষ্ট্রের গাছারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম। তিনি অস্ত্রান্ত ভ্রাতাদের স্রাঘ কুরুক্ষেত্র সময়ে ভীম হস্তে নিহত হইলেন। (মহাভা)।

আদিত্য কেশব—কানীস্থিত একটি মহাদেব। (স্বন্দ-কানী)।

আদিভাগ—অংশ, ধাতা, ভগ, স্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অৰ্য্যমা, বিবাহান, সবিভা, পৃথ, অংশুমান ও বিষ্ণু, কল্পপ হইতে আদিত্য গর্ভে এই দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। ইহারা বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিভাগ নামে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিতগণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। (গৌর)।

আদিত্য মূর্তী—শিবের অগ্রতম অস্তুর। তিনি শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি), (স্কন্দ-মাহে)।

আদিত্যেশ্বর—নন্দিনী নদীর তীরে আদিত্য তীর্থে, আদিত্যেশ্বর মহাদেব অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ আব)।

আদিত্যেশ্বর—মহাদেবের অগ্র নাম। (পদ্ম-উত্ত)। সুর্য্যেরও অগ্র নাম। (মহাভা)।

আদিরাজ—রাজা কুরু পঞ্চ পুত্রের অগ্রতম অবিক্রিত। অবিক্রিতের পরীক্ষিত, শবলাস, আদিরাজ, বিদ্রাজ, শালুনি, উল্লোহপ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি নামে আট পুত্র জন্মে। (মহাভা)।
অবিক্রিত দেখ :

আদ্য—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আদ্য, প্রমুত, ঋষভ, লেখ, ও পৃথগ্ভব দেবতাদের এই পাঁচটি গণ ছিল।

(হরি)। অর্ধপতি দেখ। (২) বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। (মৎ)। মহর্ষি আদ্য রাজা উপরিচরের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আদ্যাশক্তি—মহাদেবের স্ত্রী দুর্গার অগ্রনাম। (শিব)।

আদ্র—ইক্ষাকু বংশীয় বিশ্বগের পুত্র আদ্র, আদ্রের পুত্র যুবনাথ, যুবনাথের পুত্র আদ্রস্ত। (মৎ)।

আধি—কষ্টির সহিত কলির যুদ্ধে যশের অগ্রচর যোগের সহিত কলির অগ্রচর আধির যুদ্ধ হইয়াছিল। (কষ্টি)।

আধ্বরীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরে বশিষ্ঠ-তনয় উজ্জ্ব, কল্পপ বংশীয় শুভ্র, ভৃগুবংশীয় দ্রোণ, অঙ্গিরস বংশীয় ঋষভ, পুলস্ত্য বংশীয় দত্ত, অত্রিবংশীয় নিশ্চল এবং পুলহ বংশীয় আধ্বরীয়—ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

জানক—বহুবংশীয় শুরের পত্নী মাণ্ডিমা হইতে বহুদেব, দেবভাগ, দেবপ্রবা, আনক, সৃষ্ণয়, শ্রামক, কক, শমীক, বংশক, ও বৃক নামে দশ পুত্র এবং পৃথ, প্রতদেবা, প্রতকীর্তি প্রতপ্রবা ও রাজাধি দেবী, নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। (ভাগ)।

আনকহৃদুভি—বহুদেব জন্মিষা

মাত্র দেবগণ “ইহার গৃহে ভবদংশ অবতীর্ণ হইবেন,” এই বলিয়া আনকহনুভি বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। সেই কারণে বহুদেবের এক নাম হইল আনকহনুভি। এই আনকহনুভি গোবর্দ্ধন পূর্বতে তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বংশের অক্ষয় কীৰ্ত্তি, উত্তম জ্ঞান-যোগ, কামরূপিতা প্রাপ্তি, এই কয়টি বর প্রাপ্ত হন। মহাদেবের আরাধনা করিয়া তিনি অভিজিৎ নামে এক পুত্র ও একটি কন্তারত্ব প্রাপ্ত হন, অভিজিৎের পুত্র পুনর্নবু। (কুর্খ)।

আনন্দেশ্বর—বিজয়তীর্থে স্নানান্তে আনন্দেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে বিজয়ী হইতে পারা যায়। (স্কন্দ-আব)।

আনন্দৈভরব—সোমতীর্থের উত্তর ভাগে, প্রয়াগের দক্ষিণে ও শিপ্রার পূর্ব দিকে দেবপ্রয়াগ তীর্থ বিরাজমান, আনন্দৈভরব মহাদেব এখানে আছেন, ইহার দর্শনে সৰ্বপাপ ক্ষয় হয়। (স্কন্দ-আব)।

আনন্দা—আদ্যা প্রকৃতি কল্পে কল্পে অবতার হইয়া থাকেন। নবম কল্পে তিনি আনন্দা নামে অবতীর্ণ হন। (স্কন্দ-প্রভা)

আনন্দ—(১) স্বায়ম্ভুব মহুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি ব্রহ্মদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার শাস্ত্রভয়, শিখির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহার স্ব স্ব নাগীয় এক এক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। (লি)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে কান্তিকেশ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে, সাধ্যা, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ, সরিং সমুদ্র, ও মহাবল সম্পন্ন পরিতমকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন আনন্দ তাঁহাদেব অন্ততম ছিলেন। (মহাভা)। (৩) উত্তম মনস্তরের একজন দেবতা। (বায়ু)। অধিগ দেখ।

আনর্ন্ত—(১) বৈবস্বত মহুর অন্ততম পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুর পুত্র শর্ঘ্যাতি, শর্ঘ্যাতির যমজ পুত্র-কন্তা জন্মে। পুত্রের নাম আনর্ন্ত ও কন্তার নাম সুকন্তা। সুকন্তাকে মহর্ষি চ্যাবন বিবাহ করেন। আনর্ন্তের তনয় রেব। আনর্ন্ত, আনর্ন্ত দেশের কুশস্থালী নগরে (অজ নাম দ্বার-বতী) রাজত্ব করেন। (হরি)। আনর্ন্তের পুত্র যোচমান।

(মৎ) । (২) বৈবস্বত মনু বংশীয়
বিভূর পুত্র আনর্ভ ও স্কুমার ।
(অগ্নি) । (৩) শর্যাতির তনয়
আনর্ভ, আনর্ভের তনয় বেবত ।
(ভাগ) ।

আহু—আহুর পুত্রের উদ্দেশে গমন
করিবার জন্ত, দেবাতিথি প্রভৃতি
ঋষিগণ ইন্দ্রকে স্তুব করিয়াছিলেন ।
(ঋগ) ।

আপ—(১) ধর্মের অগ্রতম। পত্নী
ও দক্ষের কন্যার গর্তজাত অগ্রতম
বনু হইতে আপ, ধ্রুব, সোম
ধর, অনিল, অনল, প্রভৃষ ও
প্রভাস নামে আট পুত্র জন্মে ।
ঊহার। অষ্ট বনু নামে খ্যাত ।
বৈতস্ত, শ্রম, শ্রাস্ত ও মুনি এই
কয় জন আপের তনয় । (হরি) ।
আপশাস্ত দেখ । বৈতস্ত, শ্রম,
শ্রাস্ত ও ধ্রুনি এই কয় জন
আপের পুত্র । (বিষ্ণু) । যে
সকল জ্যোতিষ্মান দেব সর্কাদিক
ব্যাপিয়া আছেন, ঊহারাই বনু
নামে খ্যাত । আপের তনয়
শাস্ত, দণ্ড, শাধ, ও মুনিবস্ত্র
এই চারিজন । (মৎ) । (২) বিব-
স্বান্, গোপ, দেবসাধ্য, যুগ, অজ,
দেব, দুরোণ, আপ, মহাবাহু,
মহোজা, বীর্ঘবান্, চিকিৎসান্,
নিভৃত ও অংশ, এই সকল ক্রতু
স্বতগণ, ঋকোচিষ মন্বন্তরে সোম-

পায়ী দেবতা ছিলেন । (ব্রহ্মা) ।

(৩) আপ ও বাত নামক রাক্ষসদ্বয়
আশ্বিন ও কার্তিক মাসে সূর্য্য-
রথে বাস করিয়া থাকেন ।
(বায়ু) । আপ নামক বনুর
পুত্র শ্রাস্ত, বৈতস্ত, অপিশাস্ত ও
বক্র, এই চারি জন । (পদ্ম) ।
ঋকোচিষ মন্বন্তরে, হবীন্দ্র, স্করুত,
মৃষ্টি, আপ, জ্যোতি প্রভৃতি
বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র প্রধাপতি
হইয়াছিলেন । (পদ্ম) । অয় দেগ ।
(৪) হেতু, প্রহেতু, উগ্র, পৌরুষেয়,
বধ, বিষ্কর্জি, বাত, আপ, ব্যাঘ্র,
ও সর্প, ইহার। যাতুধানাশ্রজ,
রাক্ষস । তন্মধ্যে আপের পুত্র
জম্বুক । (বায়ু) ।

আপব—বক্রণের পুত্রের নাম
আপব । তিনি বশিষ্ঠ নামেও
খ্যাত ছিলেন । একবার অগ্নি
তৃষিত হইয়া কার্ত্তবীর্ষ্যার্জুনের
নিকট প্রার্থনা করেন । অর্জুন
ঊহাকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা প্রদান
করেন । অগ্নি তখন অর্জুনেরই
গ্রাম নগর ইত্যাদি দাহ করিয়া
অবশেষে আপব মূনির আশ্রম
নষ্ট করিয়া দেন । আপব মূনি
দীর্ঘকাল জল আশ্রয় করিয়া
তপস্তায় নিরত ছিলেন । ব্রত
সমাপনান্তে জল হইতে উঠিয়া
দেখিলেন যে, অগ্নি ঊহার হুটার

দগ্ধ করিয়াছে—তখন তিনি কার্জ-বীথ্যাঙ্কুরকে শাপ দেন যে, তিনি পরশুরাম হস্তে নিহত হইবেন । (মৎ, হরি) । বায়ু পুরাণে অগ্নির স্থানে সূর্য্যের উল্লেখ আছে এবং শিব পুরাণে আপব স্থানে আপস্তুস্ত আছে ।

আপবৎসার- -কাশ্যপ বংশীয় মহর্ষি আপবৎসার একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । (স্কন্দব্রহ্ম) ।

আপস্তুস্ত—ব্রহ্মা শিবপূজার জন্ত চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন । তন্মধ্যে মহর্ষি আপস্তুস্ত কালদমন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । ক্রাথেশ্বর তাঁহার শিষ্য ছিলেন । (বাম) । মহর্ষি আপস্তুস্ত কশ্যপ পত্নী দিতির জন্ত পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন । (মৎ) । কোনও সময়ে কার্জ-বীথ্যাঙ্কুর অগ্নিদ্বারা আপস্তুস্ত ঋষির আশ্রম দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত তিনি অঙ্কুরকে শাপ দেন যে, ভার্গব রাম তাঁহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবেন । (শিব) । আপস্তুস্ত একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার । তাঁহার রচিত গ্রন্থ আপস্তুস্ত সংহিতা নামে গ্যাত । (অগ্নি) ।

আপস্তুস্তি—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি (মৎ) ।

আপস্তুস্তেশ্বর—একটা শিবলিঙ্গের নাম । (স্কন্দ-কাশি)

আপস্তুন—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আপি—চাক্ষুষ মনুর সময়ে আপি প্রভৃতি দেবতা ছিলেন । (ভাগ) । হুহুনি, আপি, শ্রেণী, হুয়, হুদেচক, গ্রহ্মিনী ও বরগ্যা এই সাতজন অপরা উর্কশীর সহচরী ছিলেন । (ঋগ) ।

আপিলি—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তিনি একবার পার্কতীর পুণ্যক ত্রেতে উপস্থিত ছিলেন । (মৎ) ।

আপীতক—মগধের নরপতি লম্বোদরের পুত্র আপীতক দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন । তাঁহার পুত্র মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন । (মৎ) ।

আপুবান—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চাবন ও আপুবান্ । আপুবানের তনয় ঔর্ক । ঔর্কের পুত্র জমদগ্নি, মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔর্ক গোত্র-প্রবর্তক ছিলেন । (মৎ) ।

আপ্ত—(১) মহর্ষি আপ্তের পুত্র ত্রিভু সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়া ছিলেন । (ঋগ) । (২) স্বরস ভূজুদীর অন্ততম পুত্র আপ্ত পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন । (মহাভা) ।

আপ্যাদিত—প্রাচীন কালের বৈদিক যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

আপ্যাদেবগণ—পূর্বে অগ্নি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন । অধ্বর্যু যে অগ্নিকে হোতৃকর্ম করিবার জন্য বরণ করিয়া ছিলেন, সেই অগ্নি মৃত হইয়াছিলেন । দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন তিনিও মরিয়াছিলেন । সুতরাং চতুর্থ অগ্নি ভয়ে জলে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন । কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে জল হইতে আনয়ন করেন, ইহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া জলে নিম্জীবন নিক্ষেপ করেন ও বলেন যে, তোমরা নিম্জীবন দ্বারা দূষিত হও । সেই জল হইতে ত্রিত, দ্বিত, ও একত নামে আপ্যাদেবগণ সমুদ্ভূত হন । (শতপথ) ।

আপূরণ—(১) কল্পপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কক্ষ চরাচর পেচর ও অনেক শিরা সহস্র নাগ প্রসব করেন, তন্মধ্যে, শেষ, বাসুকি তক্ষক, সর্কণী, বামন, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, আপূরণ প্রভৃতি প্রধান । (বায়ু) । কক্ষ দেখ । (২) সুরস। ভৃগুজীর সহস্র পুত্রের অগ্নতম আপূরণ, পাতালের ভোগবতী

নগরে বাস করিতেন । (মহাভা) । আপোমূর্তি—স্বারোচিষ মনুর হবিধ, স্বকৃতি, জ্যোতি, আপো-মূর্তি, অমশ্বয়, প্রথিত, নভস্ত্র নভ ও উর্জনাংমে নয়টি পুত্র ছিল । (হরি) । অত্রির পুত্র হবিস্মান, স্বকৃতি, আপোমূর্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ, ও নভস-সত্য, এই সাতজন মেরু সাবর্ণির সময়ে সঞ্চি ছিলেন । (হরি) । অত্রির পত্নী অনসূয়া হইতে সত্যানেত্র, হব্য, আপোমূর্তি, শনৈশ্চর ও সোম নামে পাঁচ পুত্র এবং শ্রুতি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ছিলেন । (শিব) । অনসূয়া দেখ ।

আপ্য—কণ্ঠ, বৈদেয়শালী, মণান্দিন, শাপেয়ী, বিদিক, আপ্য, ঔদল, তাম্রায়ন, বাৎস্য গালব, শৈশিরী, আটবী, এনী, বীরণী ও সপরাহণ এই পঞ্চদশ জন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য । যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকলেই অশ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । (বায়ু) ।

আপ্য। ঘোষা—অন্ততম সরণ্য । (ঋগ) ।

আপ্যায়ন—স্বায়ম্ভুব মনুবাংশীঃ প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র যজ্ঞবাহ শাস্ত্রালী ধীপের অধিপতি ছিলেন । তিনি সরোচন, সৌমনস্ত, রমণক,

দেববর্হ, পারিভ্রজ, আপ্যায়ন ও অভিষ্যাত নামক সাত পুত্রের মধ্যে সেই ষোড়শ ভাগের নামানুসারে এক এক বর্ষ ভাগ করিয়া প্রদান করেন । (ভাগ) ।
(স্কন্দ মাহে) ।

আপ্রতিম—অজ, পরশু, দিবৌষধি নয়, দেবাহুজ, আপ্রতিম, মাহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, শুক্রেতু, স্মিত্র, স্তবল ও শুচি এই তের জন উত্তম মহুর পুত্র । উত্তম মহু দেখ । তাঁহারা ক্ষত্র-গণের নেতা ছিলেন । (ব্রহ্মা) ।

আগ্নী—একটা বৈদিক দেবতার নাম আগ্নী ; কোন কোন মতে যজ্ঞদেবতার নাম আগ্নী, অন্য মতে অগ্নির এক নাম আগ্নী, উচ্যেয়র তনয় দীর্ঘতম্য ঋষি আগ্নীর স্তব করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

আবন্ত—যদুবংশীয় নরপতি ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ, ও বিশহর নামে পরম ধার্মিক তিন পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে দশার্হের তনয় ব্যোমা । (হরি) । অপধৃষ্ট দেখ ।

আবন্তক—অঙ্গমীঢ় বংশীয় সেন-জিতের লোকবিখ্যাত চারি পুত্রের অন্ততম বৎস আবন্তক নামে রাজা হইয়াছিলেন । (বায়ু) ।

আবন্ত্য—বেদবিস্তম আবন্ত্য

জৈমিনীর শিষ্য সুকর্মার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন । আবন্ত্যেরও অনেক কৃতবিদ্যা শিষ্য ছিল । (ভাগ) ।

আবরণ—মুনি বংশীয় নরপতি ভরতের পত্নী ও বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনী হইতে স্মতি, রাষ্ট্রভূৎ সুদর্শন, আবরণ ও ধুমকেতু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । (ভাগ) ।

আবর্ত—বারানসীর রাজা বিভুর পুত্র আবর্ত । আবর্তের তনয় সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধার্মিক ধৃষ্টকেতু । (হরি) ।

আবসখ্য—ব্রহ্ম বংশোৎপন্ন পবমান অগ্নিই নির্মখ্য অগ্নি, ইহাকেই গার্হপত্য অগ্নি বলে । সংশতীর সহযোগে পবমানের অবসখ্য ও সভ্য নামে দুই পুত্র জন্মে । (মৎ) । পবমানের পুত্র শংস্ত ও শুক্র । এই শংস্তই আবহনীয় হব্যবাহন নামে অভিহিত । শংস্তের পুত্র সভ্যও আবসখ্য । (বায়ু) ।

আবসখ্য—বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ প্রদীপ্ততর মহাপ্রভ অগ্নিকে আবসখ্য বলিয়া নির্দেশ করেন । (মহাভা) ।

আবহ—সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত বায়ুর নাম আবহ । সূর্য্যমণ্ডল উহাধারা ঋবে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর

পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

(স্কন্দ)।

আবাহ—অক্রুরের অন্ততমা পত্নী
রত্নার গর্ভে উপমহা, মাদ্রুত,
জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরি-
মর্দন, শক্রব্র, ধর্মভূত, ধৃতিধর্মী,
গোধনবর, আবাহ, ও প্রতিবাহ,
জন্ম গ্রহণ করেন। (লি)। অক্রুর
দেখ।

আবাহ—যজুবংশীয় ধর্মীয়া নরপতি
শ্বক্বেকর পত্নী কাশিরাজ-নন্দিনী
হইতে অক্রুর, উপসঙ্গ, উপেক্ষ,
মদগু, মৃদর অরিমেজয়, অরিন্দিপ্ত,
শক্রব্র, অরিমর্দন, ধর্মধুক, যতিধর্মী,
গৃধ্রমোজা, অন্ধক, আবাহ ও প্রতি-
বাহ নামে পনরটা পুত্র এবং সুন্দরী
নারী একটা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
(হরি)। অক্রুর দেখ।

আবিহোত্র—স্বায়ম্ভুব মহা বংশীয়
নরপতি ঋষভের পত্নী জয়মতী
হইতে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র
জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে
কুশাবর্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ
ভরতের অঙ্গামী ও আবিহোত্র
প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম
প্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন।
অবশিষ্ট একাশিজন ব্রাহ্মণ হইয়া-
ছিলেন। (ভাগ)।

আবেশন—মহাদেবের অন্ততম গণ।

তিনি আট কোটি অঙ্গুরে পরিবৃত

হইয়া শিবের বিবাহে অঙ্গগমন
করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

আম—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী
নাগজিহী। (অন্তনাম—সত্য।)
হইতে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু,
বেগবান, বৃষ, আম, আধ, শঙ্ক,
বহু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে।
(ভাগ)।

আমর্দক—কালভৈরব মহাদেবের
এক নাম। (স্কন্দ)।

আমলকপ্রিয়—ঋষি বিশেষ।
(স্কন্দ)।

আমলা—ব্রহ্মবান্দনী আমলা মহর্ষি
অত্রির কন্যা। তিনি দুর্কাসা ও
দত্তের অঙ্গী ছিলেন। (লি)।

আমলেশ্বর—১) মহাদেবের একটি
নাম, তিনি একদা কতিপয় গ্রাম্য
বালকের সহিত আমলক দ্বারা
খেলা করিয়াছিলেন। (২) শিব-
লিঙ্গবিশেষ। (স্কন্দ)।

আমা—দেবাসুর যুদ্ধে যে সমুদয়
মাতৃকাদেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে
সাহায্য করিবার অঙ্গ গমন
করিয়াছিলেন, আমা তাঁহাদের
অন্ততমা ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

আমুশ্যায়ন—মহর্ষি আমুশ্যায়নের
নারায়ণ নামে এক তনয় ছিল।
নারায়ণ অকালে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে
পতিত হন। (স্কন্দ)।

আধ—আম দেখ।

আয়তারত—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আয়তি—(১) মেকর কন্তা আয়তি, ভৃগুর পুত্র খাতাকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের পুত্র যুকণ্ড । (ভাগ) ।

(২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহষের যতি, যযাতি, শর্ঘ্যাতি, আয়তি, বিয়তি, ও রুতি নামে ছয় পুত্র ছিল । (ভাগ) । অয়তি দেখ ।

(৩) মেক-কন্তা আয়তি, খাতা হইতে প্রাণ নামে পুত্র লাভ করেন । প্রাণের পুত্র বেদশিরা । (কুর্ষ) । (৪) ত্রুমেক পর্বতের পত্নী ধরণী বেলা, আয়তি, নিয়তি নামী তিন কন্তা ও মন্দর পর্বত নামে একটি পুত্র প্রসব করেন । (শিব) ।

আয়া—ইন্দ্রের বজ্র-প্রহারে ঋক্ষের দেহ হইতে মহাবলসম্পন্ন সাতটি কন্তার জন্ম হইয়াছিল । সেই কন্তাগণ অতিশয় দারুণত্বভাবা । তাঁহারা গর্ভগত বা গর্ভজাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের নাম কাকী, আয়া, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, পলালা ও মিত্রা । এই সাতজনই শিশুমাতা নামে বিখ্যাত । (ঋক্ষ-সাহে) ।

আয়াপ্য—অজিতা বংশীয় তেত্রিশ জন বজ্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।

মহর্ষি আয়াপ্য তাঁহাদের অন্ততম । (বায়ু) । অমৃত দেখ ।

আয়াবী—কুরুবংশীয় অযৎ সেনের পুত্র আয়াবী, আয়াবীর পুত্র অমৃতাসু, অমৃতাসুর পুত্র আকোখন (বৃহদ্) ।

আয়ু—(১) কুৎস, আয়ু, ও অতিথিথকে ইন্দ্রদেব, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দীদিগকে বধ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন । (ঋগ্) । (২) পুরু-রবার পত্নী অপরা উর্কশী হইতে আয়ু জন্ম গ্রহণ করেন । (যজু) ।

(৩) রাজা পুরুরবার ঔরসে ও উর্কশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই পুত্র, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নহব, কিছুকাল স্বর্গে রাজত্ব করেন । (রামা) । (৪)

অমূল্যদ হিরণ্যকশিপুর অন্ততম পুত্র । অমূল্যদেবের পুত্র আয়ু, শিব, ও কাল । (হরি) । (৫) আয়ুর পত্নী ও স্বর্ভাচর কন্তা প্রভা হইতে নহব, রত্ন, রজি, বৃদ্ধশর্খা ও অনেনা জন্ম গ্রহণ করেন । (হরি) । (৬) অষ্টবহুর অন্ততম প্রাণ ।

প্রাণের পত্নী উর্কশতী হইতে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) । (৭)

যযাতি বংশীয় পুরুহোক্তের পুত্র আয়ু । আয়ু হইতে সাত্তত এবং সাত্তত হইতে তত্ৰয়ান প্রভৃতি

জন্মে। (ভাগ)। (৮) পুরুষবার
আয়ু, অমাবস্, বিধাবস্, শতায়ু,
ঋতায়ু ও অমৃতায়ু নামে
ছয় পুত্র জন্মে। বাহুর কন্তা ও
আয়ুর পত্নী হইতে নহব, ক্ষত্র-
বৃদ্ধ, রজ্জ, রজ্জি ও অনেনা জন্ম-
গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (৯)
বাহুর কন্তা প্রভা আয়ুর স্ত্রী ছিলেন।
(কুর্খ)। (১০) ইক্ষ্বাকু বংশীয়
বিশ্বগর্ভের পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র
যুবনাথ, যুবনাথের পুত্র শ্রাবস্ত।
(অগ্নি)। (১১) আয়ু নামক
অগ্নি পশু-শরীরে বিরাজিত। এই
আয়ুর পুত্র মহিমান্। (বায়ু)।
(১২) ঔদাৰ্য্য, আয়ু, দম্ভ, দক্ষ,
দর্ভ, প্রাণ, হবিষ্মাণ, হবিষ্কু, ক্রতু
ও সত্য এই দশজন অগ্নির বংশীয়
দেবতা। (বায়ু)। (১৩) মণ্ডু-
রাজ আয়ুর কন্যা স্ত্রশোভনাকে
ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যাপতি
পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। আয়ুর
শাপে স্ত্রশোভনার তনয় শল, দল
ও বল ব্রাহ্মণ-বিদেষী হন।
(মহাভা)।

আয়ুমান্—(১) রাজা উত্তানপাদের
ওরসে ও ধর্ম্মের কন্তা স্ত্রুতার
গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুমান্ ও
বহু নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ
করেন। (হরি)। (২) হিরণ্য-
কশিপুর অন্ততম পুত্র সংহ্লাদ,

সংহ্লাদের আয়ুমান্, শিবি ও
বান্ধল নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। (বিষ্ণু)। (৩) হিরণ্য-
কশিপুর অন্ততম পুত্র প্রহ্লাদ,
প্রহ্লাদের পুত্র আয়ুমান্,
শিবি, বান্ধল ও বিরোচন।
এই বিরোচনের পুত্র বামন-
প্রতারিত বলি। (মৎ)। (৪)
হিরণ্যকশিপুর অন্ততম পুত্র
হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র হুদ,
আয়ুমান্, শিবি, কাল এই
চারিজন। (শিব)। (৫)
হিরণ্যকশিপুর অন্ততম পুত্র
হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র হুদ, এই
হুদের পুত্র আয়ুমান্, শিবি
ও বান্ধল, এই তিন জন।
(অগ্নি)।

আয়োধধোম্য—মহর্ষি আয়োধধোম্য
একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।
ঊহার বেদ, উপমহ্য ও আরুণি
নামে তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল।
(মহাভা)।

আরণ্যক—যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের যজ্ঞ-
কালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া
সহদেব বেয়া নদীর তীরস্থ রাজা
আরণ্যককে পরাস্ত করেন।
(মহাভা)।

আরধান, আরদ্ধ—যযাতি বংশীয়
সেতুর পুত্র আরধান বা আরদ্ধ।
আরধানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের

পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধৃত ।
(বিষ্ণু, ভাগ) ।

আরাধী—জনমেজয়ের বংশীয়
জয়সেনের পুত্র আরাধী, আরাধীর
তনয় মহাস্ব, মহাস্বের পুত্র
অযুতায়ুধ । (বায়ু) ।

আরাবী—জনমেজয় বংশীয় জয়সেনের
পুত্র আরাবী, আরাবীর পুত্র অযুতায়ু,
অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন । (বিষ্ণু) ।

আরুজ—রাবণের অমুচর একজন
রাক্ষস সেনাপতি । বানরসৈন্য
তাহাকে নিহত করে । (মহাভা) ।

আরুণ—কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে
তাক', অরিষ্টনেমী, অনুক, গরুড়,
বারুণি ও আরুণ নামে কয় পুত্র
জন্মে । (কালিকা) ।

আরুণায়নি—অস্ত্রিয়া বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আরুণি—(১) মহর্ষি অরুণের পুত্র
আরুণি উদ্ধালক একজন বেদের
মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । আরুণির
পুত্র আরুণের শ্বতকেতু ।
(শতপত্রা) । (২) কশ্যপপত্নী
বিনতা হইতে তাক', অরিষ্টনেমী,
গরুড়, অরুণা, আরুণি ও বারুণি
নামে ছয় পুত্র জন্মে । (মহাভা) ।

(৩) বিনতা হইতে তাক', অরিষ্টনেমী
গরুড়, অরুণ, আরুণি এই পাঁচজন
জন্মে । (হরি) । (৪) মহর্ষি
আরোধ্যোম্যের পাকাল দেশীয়

আরুণি নামে এক শিষ্য ছিল ।

একদিন আরোধ্যোম্য আরুণিকে
কেজের আন্ধি বন্ধন করিতে
আদেশ করিয়াছিলেন । আরুণি
আলি বন্ধনে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং
সেই আলি মধ্যে শয়ন করিয়া
জল-নির্গমপথ বদ্ধ করিলেন ।

মহর্ষি তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব
দেখিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত
হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া
ডাকিতে আরম্ভ করিলেন । গুরু
আহ্বানে আরুণি আলি ভেদ করিয়া

স্বয়ং তাহার সমীপে উপস্থিত
হইলেন । গুরু তাহার আচরণে

অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কেদার
খণ্ড ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন

বলিয়া, তাহার নাম 'উদ্ধালক'
রাখিলেন । এবং সর্ববেদে সর্ব-

শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার জন্ত
আশীর্বাদ করিলেন । (মহাভা) ।

(৫) কশ্যপপত্নী সাধ্যা হইতে ভব,
প্রভব, ক্রেশ, অম্বরহ, অরুণ, আরুণি
বিশ্বাবহু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য,
বিতান, বিধান, শমিতা, বৎসর,
ভূতি ও সুপর্কী এই সাধ্যাগণ জন্ম
গ্রহণ করেন । (মৎ) ।

আরুণের—আরুণির পুত্র বলিয়া
মহর্ষি শ্বতকেতুর অস্ত্র নাম ছিল
আরুণের । (ছান্দোগ্য) ।

আরুণতগণ—ধর্মপত্নী অরুণতী

হইতে আরম্ভতগণ জন্মগ্রহণ করেন । (সৌর) ।

আরুণী—মহুর কন্যা আরুণী, ভৃগু-মুনির পুত্র মহর্ষি চ্যবনের স্ত্রী ছিলেন । এই আরুণী হইতে চ্যবনের ঔরস নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল । (মহাভা) ।

আর্জুন—মহর্ষি ক্রীড়কের তনয় আর্জুন জন্মগ্রহণ । (মহাভা) ।

আর্জুন—অর্জুনের পুত্র অভিমহুর অস্ত্র নাম । (মহাভা) ।

আর্জুন—ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি অর্জুনের পুত্র আর্জুন । এই আর্জুন হইতে সুদাস, এবং সুদাস হইতে সৌদাস জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) ।

আর্জুন—ধর্ম্মারণ্যের ব্রাহ্মণ-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ কতকগুলি যোগিনীকে তথায় স্থাপন করেন । তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি ব্রাহ্মণ বংশের কুলদেবতা ছিলেন । এই আর্জুন-নাশিনী তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । (স্কন্দ) ।

আর্জ—(১) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি বিটরাশের পুত্র আর্জ । আর্জ হইতে যুবনাথ, এবং যুবনাথ হইতে শ্রাবস্ত জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) । মহাবংশীয় নরপতি বিশ্বংশের পুত্র আর্জ । আর্জ

হইতে যুবনাথ, যুবনাথ হইতে শ্রাবস্ত জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) ।

লিঙ্গপুরাণে আর্জুনে আর্জক আছে ।

আর্জক—মগধের শুকবংশীয় নরপতি বহুমিত্রের পুত্র আর্জক । আর্জকের তনয় পুলিন্দক, পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবহু । (বিষ্ণু) । অগ্নিমিত্র দেখ ।

আর্জা—দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে সাতাশটিকে চন্দ্র বিবাহ করেন । আর্জা তাঁহাদের অন্ততমা । (ব্রহ্মবৈ) ।

আর্করীয়ান—বিরজা, আর্করীয়ান, নিখোহ প্রভৃতি সাবর্ণ মহুর আশ্রয় । (বিষ্ণু) ।

আর্য—বরীবান, অবরীবান, সমত, ধৃতিমান, বহু, চরিসু, আর্য, গুহু, রাজা ও স্মৃতি নামে সাবর্ণ মহুর দশ পুত্র ছিল । (হরি) ।

আর্য্যক—(১) একাদশ মহত্তরে ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে ভগবান হরি, আর্য্যকের ঔরসে ও তদীয় পত্নী বৈষ্ণবতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) । (২) কশ্যপপত্নী কঙ্ক হইতে কর্কোটক, আশু, আর্য্যক প্রভৃতি শত শত নাগ জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।

আর্য্যব—রথিতরের নন্দায়নীয়, পর-গারি ও আর্য্যব নামে তিন জন

শিত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই তপস্বী ব্রতধারী, বিরাগী, মহাতেজস্বী ও সংহিতা-জ্ঞানে সৰ্বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । (ব্রহ্মাণ্ড) ।

আর্য্যশৈশব—অক্রুরের অন্ততম পত্নী শৈব্যা হইতে উপলভ্য, সদালভ্য, উৎকল, আর্য্যশৈশব, সুধীর, সদাযজ্ঞ, শক্রস্র, অরিমেজয়, ধন্য, ধন্যদৃষ্টি ও সৃষ্টিমৌলি নামে একাদশ পুত্র জন্মে । (পদ্ম : সৃষ্টি) ।

আর্য্যা—মহাদেবের ত্রী পার্শ্বভীর অন্তনাম আর্য্যা । (ব্রহ্মাণ্ড) । তপ নামক অগ্নি হইতে যে সকল কন্তা সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতজন শিশুযাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হন । (মহাভা) ।

আষ্টিসেন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি হনহোজের কাশ, গুৎসমদ ও শল নামে তিন পুত্র জন্মে । শলের পুত্র আষ্টিসেন, আষ্টিসেনের পুত্র সুতপা । (হরি) । আষ্টিসেন ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি (মৎ) । শলের পুত্র আষ্টিসেন, আষ্টিসেনের পুত্র চরভ । (বায়ু) । জৈনৈক কত্রোপেত নরপতি । তিনি তপোবলে ঋষি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অজমীর দেখ । গন্ধমাদন পৰ্ব্বতস্থিত রাজর্ষি

আষ্টিসেনের আশ্রমে, পাণ্ডবেরা বনবাস কালে অবস্থান করিয়া-ছিলেন । (মহাভা) ।

আলব—একজন ঋষির নাম । (মহাভা) ।

আলবা—আলবা, উৎকোচা, কৃষ্ণা, নিষাভা, কপিলা, শিবা, কেশিনী, ও মহাভাগা, ইহারা সাত ভগিনী যমার কন্তা । (বায়ু) ।

আলবেয়—কম্পন নামক যক্ষের পত্নী কেশিনী হইতে কতিপয় যক্ষ, রাক্ষস ও নীলা নারী এক কন্তা জন্মে । নীলার পুত্র হুরলিক, আলবেয় প্রভৃতি । (বায়ু) ।

আলুকী—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আলোলুপ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্ততম আলোলুপ । (মহাভা) ।

আশা—শ্রদ্ধা, আশা, ধৃতি, কান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও কমা ইহারা লক্ষ্মীর প্রিয় সহচরী । (মহাভা) ।

আশাপুরী—ধর্ম্মারণ্যে ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মার্থে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক স্থাপিত অন্ততম যোগিনী । (কন্দ) ।

আশাবহ—নরপতি আশাবহ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন । (মহাভা) ।

আশী—ভগ্নের পত্নী সিকি হইতে

আশী নারী স্বরূপা কস্তা জন্ম গ্রহণ করেন । (ভাগ)

আশুগামী—সূর্যের অপর নাম । (মহাভা) ।

আশ্বতরাশ্বি—অশ্বতরাশ্বের পুত্র বলিয়া মহর্ষি কুড়িল আশ্বতরাশ্বি নামে খ্যাত ছিলেন । (ছান্দোগ্য) ।

আশ্বাতাঘন—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আশ্বলায়ন—বরাহ কল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, আশ্বলায়ন তাঁহাদের একজন শিষ্য ছিলেন । (লিঃ) । আশ্বলায়ন ব্রহ্মভূমিষ্ট যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন । (কুর্শ) ! ষড়বিংশ ষাপরে ব্রহ্মবট নামক স্থানে সহিসু শিবের অবতার ছিলেন । উল্ক, বৈদ্যুত, সর্পক ও আশ্বলায়ন নামে তাঁহার মাহেশ্বর যোগপরায়ণ চারি পুত্র ছিল । (ব্রহ্মাণ্ড) । মহর্ষি কৌশল্য অশ্বলের পুত্র বলিয়া আশ্বলায়ন নামে খ্যাত ছিলেন । (প্রত্ন) ।

আশ্বলায়নিন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আশ্বালায়নী—অন্ধিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আশ্বায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎস্ত) ।

আশ্বিন—বরুণ দেব আশ্বিন নামে

এক উত্তম পুত্র লাভ করিয়াছিলেন । এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন । (বায়ু) ।

আশ্বিনেয়শ্বর—একটি শিবলিঙ্গের নাম । গঙ্গার পশ্চিমতটে প্রতিষ্ঠিত । (স্বন্দ) ।

আশ্রাব্য—ঋষি আশ্রাব্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার রাজ-সুয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । (মহাভা) ।

আশ্রায়নি—আশ্রায়নি কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আশ্রেষ—ভূতযোনিবিশেষ । (অথ) ।

আষাঢ়—(১) একজন বিখ্যাত নর-পতি ছিলেন । (মহাভা) । (২) মহাদেবের অন্ততম গণ । (স্বন্দ) ।

আষাঢ়ী—মহাদেবের একজন গণ । (স্বন্দ) ।

আষাঢ়ীশ্বর—আষাঢ়ী নামক গণের প্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ীশ্বর লিঙ্গ আষাঢ়ী পুণিমায় ভক্তিপূর্বক অবলোকন করিলে মাহুশের সর্ব পাপ দূর হয় । (স্বন্দ-কাশি) ।

আষাঢ়েশ—মহাদেবের অন্ত নাম । (স্বন্দ) ।

আসঙ্গ—ষষাতি বংশীয় স্বকর্কের অন্ততমপুত্র ও অক্রুরের ভ্রাতা । (ভাগ) ।

আসুরায়ন—আসুরায়ন ও বৈশাখ্য

মহাবিশ্ব বেদপরায়ণ ও বৃদ্ধসেবা ছিলেন । (ব্রহ্মাণ্ড) । আত্মরায়ন কল্পপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।

আত্মরায়নি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্ততম । (মহাভা) ।

আত্মরি—বরাহ করে যে সমুদ্র শিবাবতার জন্ম গ্রহণ করেন আত্মরি তাঁহাদের অন্ততমের শিষ্য । (লিঃ) । তিনি ব্রহ্মভূমিষ্ট যোগ-পরায়ণ ঋষি ছিলেন । (কুর্খ) । অষ্টম ষাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন । এবং সেট সময়ে কপিল, আত্মরি, পঞ্চশিখ, ও বাখলি তাঁহার পুত্র ছিল । (ব্রহ্মাণ্ড) । মহর্ষি আত্মরির পত্নী কপিলা, তাঁহার পত্নী কপিলা, তাঁহার পঞ্চশিখ নামক বালক শিষ্যকে গুপ্তদান দ্বারা পালন করিয়াছিলেন । উত্তর কালে পঞ্চশিখ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । (ভাগ) ।

আত্মরী—মহুবংশীয়নরপতি দেবাজিতের পত্নী আত্মরী হইতে দেবভায় জন্ম গ্রহণ করেন । (ভাগ) ।

আত্মরীয়—পুলহ প্রজাপতির পত্নী কমা হইতে কৰ্দম, আত্মরীয়, ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র জন্মে । (শিব) ।

আত্মিক—জরাংকারমুনির পত্নী মনসাদেবীর গর্ভে মহর্ষি আত্মিকের

জন্ম । তিনি কল্পপের দৌহিত্র । (ব্রহ্মবৈ) । রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তিনি উপস্থিত হইয়া সর্পদের প্রাণ-ভিক্কারূপ বর প্রার্থনা করেন । তাহাতেই মাতুল বাত্মকীর বংশ রক্ষা হয় । (মহাভা) ।

আত্মীক—দেবলোকবাসী আত্মীক একদা নন্দনবনে অঙ্গরাগণের সহিত ক্রীড়াকালে মহর্ষি রোমশের শাপে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিলেন । একদা মহর্ষি হরিমেধা ও স্ত্রমেধার মুখে তুলসীমাহাত্ম্য ও বিষ্ণু নাম শ্রবণ করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন । (স্কন্দ) ।

আহবনীয়—অগ্নির পত্নী বাহা দেবী হইতে দক্ষিণ, গর্ভপত্য, আহবনীয় জন্মগ্রহণ করেন । (ব্রহ্মবৈ) । অগ্নি দেখ ।

আহার্য্য—অদ্রিরার অন্ততম পুত্র আহার্য্য । (ব্রহ্মাণ্ড) । অমৃত দেখ ।

আহক—জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অভিজিতের পুত্র আহক ও কল্পা আহকী । আহক উৎসাহবান ও মহান ছিলেন । তিনি সমস্ত সামন্ত নরপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন । কাশিরাজের কল্পাতে তাঁহার দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে । (হরি) । অবিজ্ঞ দেখ । যযাতি বংশীয় পুনর্কশ্বর পুত্র আহক ও কল্পা আহকী ।

আহকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন ।
(ভাগ) । অর্জুনাচল নামক
পর্বতে আহক নামে এক ভিল
ছিল । তাহার জীর নাম ছিল
আহকী, শিবারাধনায় ও আতিথ্য
সংকারের ফলে আহক পরজন্মে
নিষদ রাজ্যে বীরসেনের পুত্র
নলরূপে এবং আহকী বিদর্ভনগরে
ভীমরাজের কন্যা দময়ন্তিরূপে জন্ম
গ্রহণ করেন । (শিব) ।

পুনর্কীশ্বর পুত্র আহক ও কন্যা
আহকী । আহকের পুত্র দেবক,
দেবকের পুত্র উগ্রসেন, দেববান
ও উপদেব এই তিনজন । (অগ্নি) ।
আহকের কন্যা দেবক ও উগ্রসেন
নামে দুই পুত্র প্রসব করেন ।
(পদ্ম : সৃষ্টি) । অভিজিৎ দেখ ।

আহকী—জ্যামধবংশীয় নরপতি
অভিজিৎয়ের পুত্র আহক ও কন্যা
আহকী । অবন্তীরাজ আহকীকে
বিবাহ করেন । (হরি) । যযাতি
বংশীয় পুনর্কীশ্বর পুত্র আহক ও
কন্যা আহকী । অবিজ্ঞ ও আহক
দেখ ।

আহতি—কুবেরের পত্নীর নাম
আহতি । (ব্রহ্মবৈ) ।

আহতীশ্বর—একটি শিবলিঙ্গের
নাম । তাঁহাকে দর্শন করিলে
হোমফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
(স্বন্দ) ।

আহবৃতি—অশ্বরবিশেষ । ত্রীকৃষ্ণ
ইহাকে আকর্ষী দেশে পরাজিত
করেন । (মহাভা) ।

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মহুর জ্যৈষ্ঠ
হইতে ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট,
শয্যাতি, নরিস্তম্ভ, প্রাণ্ড,
নাভাগারিষ্ট, কক্শ, পুষ্প ও ইলা
(সূদাম) নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । মহু কুং করিলে
(হাচিলে) তাঁহার নামারকু হইতে
ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয় । তাঁহার মৃত্যুর
পরে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্রেরা
পৃথিবী ভাগ করিয়া লন । ইক্ষ্বাকু
মধ্যপ্রদেশের অধিপতি হন ।
ইক্ষ্বাকুর বিকৃষ্ণি, নিমি, দণ্ডক,
শকুনি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে ।
তাঁহাদের মধ্যে পঁচিশ জন
আখ্যাবন্তের অগ্রভাগে, পঁচিশজন
পশ্চাৎভাগে, মধ্যস্থলে তিনজন
এবং অন্তান্ত ভাগে অন্ত পুত্রেরা
রাজা হইয়াছিলেন । বিকৃষ্ণি
শ্রাক্ষের মাংস আহার করিয়া
পতিত হন । (হরি, ভাগ) ।

(ক) বৈবস্বত মহুর পুত্র । মহু
ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশালী
পৃথিবী প্রদান করেন । এই
ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা ।
ইহার পুত্র কৃষ্ণি ; কৃষ্ণির পুত্র
বিকৃষ্ণি । (রামা) ।

(খ) সূর্য্যবংশীয় নৃপতি । তাঁহার

ঔরসে ও অলম্ব্যার গর্ভে বিশাল নামে এক ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম হেমচন্দ্র । (রামা) ।

(গ) মহুর পুত্র ইক্ষাকু অতিশয় ধার্মিক রাজা ছিলেন । তিনি একশত পুত্র উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ অতিশয় ছুরন্ত ছিল । সেই জন্ত তিনি তাঁহার নাম দণ্ড রাখেন এবং বিজ্ঞা ও শৈবল পর্বতের মধ্যে তাঁহার রাজ্য নিশ্চয় করেন । দণ্ড তথায় মধুমন্ত নামে নগরী স্থাপন পূর্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন । (রামা) । উদ্ধৃষ্ট দেখ । বৈবস্বত মহুর ইক্ষাকু, নভগ, ধক্ষ, শর্যাত্তি, নরিস্তম্ভ, নাভাগদিষ্ট, কক্ষ এবং পুষ্প নামে আশ্বাসদৃশ নয় তনয় জন্মে । (লিঃ) ।

ইক্ষাকুর মৃত্যুর পরে শশাদ অযোধ্যার রাজা হন । শশাদের তনয় ককুৎস্থ এবং ককুৎস্থের তনয় অনেনা । অনেনার পুত্র পৃথু । (মহাভা) ।

ইক্ষাকীশ্বর—সূর্য্যাবংশীয় নরপতি ইক্ষাকু যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করিতেন, তাঁহাই ইক্ষাকীশ্বর নামে অভিহিত হইতেন । (স্বন্দ—প্রভা) ।

ইট—মহর্ষি অঙ্গবৃদ্ধের পুত্র ইট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । (ঋগ) । অঙ্গবৃদ্ধ দেখ ।

ইড্য—প্রতি, বরীয়ান, যবস, স্ববর্ণ, বৃষ্টি, চরিসু, ইড্য, স্মৃতি, বস্তু ও স্ত্রী এই দশজন সাবর্ণ মহুর পুত্র । (মং) ।

ইড়ম্পতি—মহর্ষি ঋচির ঔরসে ও আকৃতির গর্ভে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নামী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়ম্পতি, ইয়, কবি, বিভূ, স্বাহ, স্তদেব ও রোচন নামে দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবতা ছিলেন । (ভাগ) ।

ইড়া—দক্ষের ষাটটি কন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, ইড়া প্রভৃতি তেরটিকে কশ্যপ বিবাহ করেন । তন্মধ্যে ইড়া হইতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা ওষ্মা । প্রভৃতি জন্মে । (পদ্মঃ সৃষ্টি) ।

ইতরা—মহর্ষি মহীদাস ইতরা নামী রমণীর গর্ভজাত বলিয়া ঐতরেয় নামেও খ্যাত ছিলেন । ঐতরেয়

উপনিষদ মহর্ষি মহীনাগের রচিত ।
(ছান্দোগ্য) ।

ইতিজ—মহর্ষি ইতিজ ঋষিদের এক জন মন্ত্রব্রতী ঋষি ছিলেন । তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।
ইগা—ইডম্পতি দেখ ।

ইক্বাহ—অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত । দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইক্বাহ ঋষিদের একজন মন্ত্রব্রতী ঋষি ছিলেন । তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

ইগজিহ্ব—নরপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী ও বিশ্বকর্মার কন্যা বহিষ্মতী হইতে আগ্নীধ্র, ইগজিহ্ব, যজ্ঞবাহ, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, যুতপৃষ্ঠ, ববন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, ও কবিনামে দশপুত্র এবং উর্জ্জ্বতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । ইগজিহ্ব পিতৃ-নিদেশে প্রক্ষদ্বীপের অধিপতি হন । (ভাগ) । ইগজিহ্বের তনয় শিব, সুরমা, স্বেভদ্র, শাস্তা, শক্র, অমৃত ও অভয় । তাঁহার স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন । (স্কন্দ মাহে) ।

ইগ্বাহ—(১) মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র ইগ্বাহ । ক্রতু অনপত্য ছিলেন । সেজন্য ক্রতু অগস্ত্যের পুত্র ইগ্বাহকে

পুত্রস্বৈ বরণ করেন । সেই হেতু ক্রতুবংশ অগস্ত্য বংশের অন্তর্গত হন । (মৎ) । (২) অগস্ত্য, উশ্বচ, বিম্বচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রম্বচ, ও ইগ্বাহ এই ছয় জন ঋষি দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেন । (মহাভাগ) । (৩) পাণ্ডদেশে ইগ্বাহ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার স্ত্রীর নাম রুচি, পুত্রের নাম দুর্কিনীত ছিল । (স্কন্দ ব্রহ্ম) । দুর্কিনীত দেখ ।

ইন্দ্রিরা—যদুবংশীয় বসুদেবের চতুর্দশ পত্নীর অন্ততমা ইন্দ্রিরা । তাঁহার অন্তনাম নদিরা । (তরি) ।

ইন্দীবর—ইন্দীবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা মনোরমা । (মার্কণ্ডেয়) ।

ইন্দুমতি—রাজা শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতি মাহাত্ম্যতাকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে মাহাত্ম্যার পুরুকুৎস, অমরীষ ও মৃচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পঞ্চাশজন কন্যা জন্মে । সেই পঞ্চাশটি কন্যাকেই সৌভরী ঋষি বিবাহ করেন । (ভাগ) ।

ইন্দ্র—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অন্ততম প্রধান দেবতা । ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে এত ঋক রচিত হয় নাই । বহু ঋষি অগ্নিকে নানা-বিধ মন্ত্রে স্তব করিয়াছেন । প্রথমেই বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা

ঋষি তাঁহাকে স্তব করিয়া ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। একবার পনি নামক অশুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সরমা নামী এক দেব-কুকুরীকে তাঁহাদের অন্তঃসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরমা অশুরদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর সংবাদ আনয়ন করে। এবং ইন্দ্র মরুদগণের সাহায্যে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। বল নামক কোন অশুর একবার দেবতাদের গাভী হরণ পূর্বক কোনও গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র উক্ত গহ্বর আবেষ্টন পূর্বক গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। ইন্দ্র মায়াবী কৃষ্ণ নামক অশুরকে মায়া দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বৃজ (অস্ত্র নাম অহি) নামক অশুরকে বধ করিয়া ভূপৃষ্ঠে জল আনয়ন করেন। অংগুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণকার অশুর ছিল। ইন্দ্র তাহার কৃষ্ণ অক উন্মোচন পূর্বক তাহাকে বধ করেন। এবং তাহার দেহ ভগ্নীভূত করেন। মহর্ষি ত্রিভেঙ্গ বন্ধুদের অন্ত ইন্দ্র বৃষ্টা অশুরের পুত্র বিধরূপকে বধ করিয়াছিলেন।

নরপতি বৃষনধের কন্যা মেনাকে প্রাপ্ত যৌবনা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইন্দ্র শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তাহা হইতেই বোধ হয় পৌরাণিক গল্প ইন্দ্র, শচীর স্বামী রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ ঋগ্বেদের কোথাও ইন্দ্রের স্ত্রী শচী বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী ও মেনা। (ঋগ)। ইন্দ্র ও বিরোচন একবার প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। বিরোচন সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চলিয়া যান। কিন্তু ইন্দ্র সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যা-বর্তন করেন। (ছান্দোগ্য)।

ইন্দ্র—রাবণ স্বর্গজয়াভিলাষী হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র রাবণপুত্র মেঘনাদের হস্তে বন্দী হন। মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। এ দিকে সমুদয় দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া লঙ্কায় আগমন করেন। ব্রহ্মার অজুরোধে মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে ব্রহ্মার নিকট দুইটি বর প্রাপ্ত হন এক বরে তিনি ইন্দ্রজিৎ এই নামে অভিহিত হন। অপর বরে তিনি এই প্রার্থনা করেন যে, রিপুজয়ার্থ

যজ্ঞ করিয়া অগ্নিতে হোম করিবা-
মাত্র তাঁহার জন্ত সেই অগ্নি হইতে
অশ্বসহ একটি রথ উৎখিত হইবে ।
এবং যতক্ষণ তিনি সেই রথে
অবস্থান করিবেন ততক্ষণ তিনি
অমর হইবেন । গৌতমপত্নী
অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে
গৌতম ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ
দেন যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী
হইবে । সেই কারণেই তিনি
শত্রু হস্তে বন্দী হন । (রামা) ।

ইন্দ্র নমুচি ও বৃত্র নামক দুই জন
অসুরের প্রাণবধ করেন । (রামা) ।
বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া যে ব্রহ্ম-
হত্যা পাপে লিপ্ত হন, সেই
পাপ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া
স্থান করেন । (রামা) । দেবরাজ
ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যার সহিত
ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন ।
সেইজন্ত গৌতমের শাপে তিনি
বৃষণশূত্র হন । পরে দেবগণ
অগ্নির পরামর্শে মেঘের বৃষণ উৎ-
পাটন পূর্বক তাহাতে সংযোগ
করিয়া দেন । (রামা) । কবন্ধ রাক্ষস
ব্রহ্মার বরে গর্ভিত হইয়া ইন্দ্রকে
ধ্বংস করিয়াছিল । সেইজন্ত ইন্দ্র
শতপর্ক বজ্রদ্বারা তাহার জজ্বাঘ্র
ভগ্ন ও মৃত্যুক শরীরের মধ্যে প্রবেশ
করাইয়া দেন । (রামা) । (কবন্ধ
দেহ) । ইন্দ্রপত্নী শচীকে, শচীর পিতা

পুলোমার অমুমতি লইয়া অগ্নিহোম
দৈত্য হরণ করেন । ইন্দ্র তদর্শনে
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুলোমা ও
অগ্নিহোম উভয়কেই সংহার করেন ।
(রামা) ।

ইন্দ্র একবার মহিষাসুরের হস্তে
পরাজিত হইয়া স্বর্গচ্যুত হন ।
পরে ভগবতী হস্তে মহিষাসুর
নিহত হইলে, তিনি পুনঃ স্বর্গরাজ্য
প্রাপ্ত হন । (দেবী-ভা) ।
কশ্যপপত্নী অদিতি হইতে ইন্দ্র,
বিষ্ণু, ভগ, তৃষ্ণা, বরুণ, অংশ,
অর্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, মরু, ও
পর্জন্ত এই দ্বাদশ আদিত্য জন্ম-
গ্রহণ করেন । (হরি) । রাজা
জনমেজয় সপয়জ্ঞের পর অশ্বমেধ-
যজ্ঞে দীক্ষিত হন । ইন্দ্র ইহাতে
ভয় পাইলেন যে, জনমেজয় তাহা
হইতেও শ্রেষ্ঠ হইবার বাসনা
করিয়াছেন । সেই জন্ত তাঁহার
যজ্ঞনষ্ট করিতে রুতসকল হইয়া,
যজ্ঞে দীক্ষিতা সংঘতাচার জন-
মেজয়-পত্নী বপুষ্টমার (অন্না নাম
কান্তা) ধ্বংসনষ্ট করেন । (হরি) ।
একবার ইন্দ্রের সহিত হিরণ্যাক্ষের
যুদ্ধ হয় । সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত
হন । পরে বিষ্ণু ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন
করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন ।
(হরি) । একবার মহর্ষি কণ্ডু
কঠোর তপশ্চায়ে প্রবৃত্ত হন ।

ইন্দ্র ভয় পাইয়া প্রয়োচা নারী
অঙ্গরাকে তাঁহার ব্রতভঙ্গ
করিবার জন্য প্রেরণ করেন ।
প্রয়োচা তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিতে
সমর্থ হয় । এবং তাহার গর্ভে
কণুর মাগিষা নারী কন্যার জন্ম
হয় । (ভাগ) । একবার ইন্দ্র
মদোন্মত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে
অবজ্ঞা করেন । সেজন্য বৃহস্পতি
ইন্দ্রভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া
যান । তখন দেবগণ নিরুপায়
হইয়া ঋতুপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে
বরণ করেন । বিশ্বরূপ গোপনে
অশুরদিগকে আহতি দিয়াছিলেন
বলিয়া, ইন্দ্র তাঁহার মন্তকে ছেদন
করেন । ঋতু বিশ্বরূপের নিধনে
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করেন । সেই যজ্ঞে
আজ্ঞতি দিবা মাত্র বৃহৎ নামক
অশুর যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নি হইতে
উদ্ধৃত হয় । এই বৃত্তকে ইন্দ্র
দধ্যাক্ষমূনির অস্থি দ্বারা নিহত
করেন । বৃত্তবধ জনিত ব্রহ্মহত্যা
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার
জন্য ইন্দ্র দীর্ঘকাল যানসমরোবরে
লুকায়িত ছিলেন । পরে অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত
হন । (ভাগ) । ইন্দ্রের ঔরসে
ও পৌলমীচ শচীর গর্ভে জয়ন্ত,
ঋষভ, ও মীচুয নামে তিন পুত্র

জন্মে । (ভাগ) । ইন্দ্র দক্ষযজ্ঞে মহা-
দেবের অমুচর বীরভঙ্গ কর্তৃক
নাশিত ও পরে নিহত হন ।
মহাদেব অবশেষে অমুগ্রহ করিয়া
তাঁহার জীবন দান করেন । (লিঃ) ।
ইন্দ্র একবার দেবগণ সহ ঐরাবতা-
রোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই
সময়ে মহর্ষি দুর্কাসা তাঁহাকে
একছড়া সম্ভানক পুষ্পের
মালা উপহার দেন । ইন্দ্র সেই
মালা ঐরাবতের মন্তকে রাখেন ।
হস্তী সেই মালা শুণু দ্বারা গ্রহণ
পূর্বক পদতলে নিক্ষেপ করিয়া
দলন করেন । তদর্শনে দুর্কাসা
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে
“অচিরে শ্রী ব্রহ্ম হইবে” বলিয়া
শাপ দেন । ইন্দ্র ইহার পরে
দিন দিন ক্ষীণভেজ ও অশুরগণ
কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার
শরণাপন্ন হন । ব্রহ্মা তাঁহাকে
সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন ।
বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলে
তাঁহারা সমুদ্রমন্ডনে প্রবৃত্ত হন ।
(বিষ্ণু) । চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী
তারাকে হরণ করিলে ইন্দ্রদেব
সৈন্ত সহ চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়াছিলেন । (বিষ্ণু) । নরপতি
কুশের পুত্র কুশাশ্ব, “আমার
ইন্দ্রতুল্য পুত্র হউক” বলিয়া তপস্যা
করিতে আরম্ভ করেন । তাঁহার

উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র
“অপর কেহ আমার মত পরাক্রম
শালী না হউক” এই ভাবিয়া অশ্বং
কুশাশ্বের পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ
করেন। এই ইন্দ্রই কৌশিক
গাধি নামে খ্যাত হইলেন।
গাধির কন্যা সত্যবতীকে ভৃগু-
পুত্র ঋচীক বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)।
একবার দেবগণ চন্দ্রবংশীয় নরপতি
রজির সহায়তায় অশুরগণকে
পরাজিত করেন। ইন্দ্র কৃতজ্ঞতা-
বশতঃ রজিকে পিতা বলিয়া
ভাকেন। রজির মৃত্যুর পরে
তাঁহার পুত্রেরা নারদের পরামর্শে
ইন্দ্রকে তাড়াইয়া স্বর্গ অধিকার
করেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায়তায়
রজির পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া
পুনঃ স্বর্গ অধিকার করেন।
(বিষ্ণু)। জম্ব অশুরকে ইন্দ্র
বধ করেন। (বিষ্ণু)। শ্রীকৃষ্ণ
সত্যভামার অহুরোপে ইন্দ্রকে
পরাজিত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ
দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন,
শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে পারিজাত
বৃক্ষ আবার স্বর্গে গমন করে।
(বিষ্ণু)। ইন্দ্র হিরণ্যকশিপু
হিরণ্যাক্ষ, অন্ধক, প্রহ্লাদ, বলি
প্রভৃতি কর্তৃক বার বার রাজ্যচ্যুত
হইয়াছেন। অবশেষে বামনরূপী
বিষ্ণু বলিকে ছলনা করিয়া স্বর্গ-

রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করেন।
(কুর্খ)। একদা গোকুলে নন্দ
গোপ ইন্দ্রপূজা করিতে উদ্যোগী
হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অহুরোপে
তাহা হইতে বিরত হন। সেজন্য
ইন্দ্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা গোকুল
বিনাশে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ
গোবর্দ্ধন পর্ত্ত বারণ করিয়া
সকলকে রক্ষা করেন। (ব্রহ্মবৈ)।
দেবতা ও অশুরের বিবাদে অনেক
অশুর নিহত হইলে, একদিন
শুক্ৰাচার্য্য অশুরগণকে বলিলেন
যে, তোমরা এখন আর দেবগণের
সহিত বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের
সহিত সন্ধাবে অবস্থান কর। আমি
ইতিমধ্যে মহাদেবের আরাধনা
করিয়া বিজয়াবহ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক
প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তাহার পরে
তাঁহাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ
করিব। এই বলিয়া তিনি
মহাদেবের আরাধনা করিবার
জন্য প্রস্থান করিলেন। এবং
অশুরদিগকে তাঁহার পিতা ভৃগুর
তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন।
দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া
অশুরদিগের বিনাশের এমন
সুযোগ পরিত্যাগ করিতে
চাহিলেন না। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র
অজ্ঞান্য দেবগণের সহিত মিলিত
হইয়া অশুরদিগকে আক্রমণ

করিলেন। অম্বরেরা অনন্যোপায় হইয়া ভৃগুর পত্নী খ্যাতির শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র ভৃগুর পত্নীকর্তৃক স্তম্ভিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু ইন্দের পরামর্শে ভৃগুপত্নীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ভৃগু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে, তুমি সাতবার নাক্ষত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। এই স্ত্রী-হত্যা পাপে বিষ্ণু সাতবার মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৃগু পরে জীর ছিন্ন মস্তক সংগ্রহ পূর্বক তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহাতে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। এবং শুক্রাচার্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তী পিতার হিত সাধনার্থ শুক্রাচার্য্য সমীপে গমন পূর্বক তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব শুক্রাচার্য্যের তপস্তায় পীত হইয়া তাঁহাকে প্রবেশদ্ব, ধনেশদ্ব, অবদ্ব প্রভৃতি বরপ্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন সমীপবর্তিনী ইন্দ্র দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আগমনের ও শুক্রবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। জয়ন্তী তাঁহার সহিত দশবৎসর বাস করি-

বার বর প্রার্থনা করিলেন। শুক্রাচার্য্য “তথাস্তু” বলিয়া স্বগৃহে গমন পূর্বক তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্যের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া দৈত্যগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কিছু দেখা না পাইয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকে শুক্রাচার্য্যের বেশে দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দশবৎসর চলিয়া গেল। জয়ন্তীর গতে দেবধানীর জন্ম হইল। এই সময়ে ভার্গব শুক্রাচার্য্য একদিন দৈত্যগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হে দৈত্যগণ, আমি শুক্রাচার্য্য, তোমাদের গুরু।” তখন ছদ্মবেশী বৃহস্পতি বলিলেন, “না না, ইনি ছদ্মবেশী বৃহস্পতি। কখনও শুক্রাচার্য্য নহেন। আমি শুক্রাচার্য্য।” দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। তিনিও তাঁহাদিগকে “পরান্নপ্রাপ্ত হইবে” বলিয়া শাপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু পরেই বৃহস্পতি দৈত্যগণকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার। সমুদয় ব্যাপার অবগত হইয়া

ভক্তাচার্যের শরণাপন্ন হইলেন। অচিরে দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবগণ শুক্রের তনয় ষণ্ডা-মার্কের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা দেবপক্ষ অবলম্বন করাতে দৈত্য গণ পরাজিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। (মৎ)। ইন্দ্র অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে পর দিতিও ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভার্থ কশ্যপ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপের অমুগ্রহে দিতি গর্ভবতী হইলেন। অদিতি ইহাতে ভীত হইয়া স্বপত্নী বিদেঘবশতঃ ইন্দ্রকে তাঁহার শত্রু বিনাশে প্ররোচিত করিলেন। ইন্দ্র দিতির আলয়ে গমন পূর্বক শুক্রবার ভাগ করিয়া ছিদ্র অমু-সন্ধানে তৎপর রহিলেন। একদিন ইন্দ্র দিতির পদসেবা করিতে- ছিলেন, এমন সময়ে দিতি নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। ইন্দ্র এই অবসরে তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্বক গর্ভস্থ শিশুকে সাতথণ্ডে ছেদন করিলেন। গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র সেই সপ্তথণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে পুনরায় সপ্তথণ্ডে ছেদন করিলেন। এবং “মা রুদি, মা রুদি” বলিয়া অর্থাৎ রোদন করিও না বলিয়া চুপ করিতে বলিলেন। সেই জন্ত তাঁহারা মারুৎনামে খ্যাত হইলেন। (দেবী

ভাগ)। যথেষ্ট পত্নী দক্ষকন্যাগণ হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ হিমাচলে বদরিকশ্রম তীর্থে কঠোর তপস্তা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইহাতে অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন যে, পাছে তাঁহারা তপস্তায় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া তাঁহার রাজ্যসন গ্রহণ করেন, সেই জন্ত ইন্দ্র হিমালয়ে গমন পূর্বক মায়াবলে সিংহ ব্যাঘ্রাদি সৃজন করিয়া তাঁহাদের ভয় উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাতে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। অবশেষে কামদেব রতি সমভিব্যাহারে মেনকা, রম্ভা, প্রভৃতি অপ্সরাকে তাঁহাদের তপস্যা ভগ্নার্থ প্রেরণ করিলেন। নারায়ণ পাষি তাঁহাদিগকে জদ করিবার জন্ত তাঁহাদের চেষ্টে বহু গুণে অধিক রূপবতী উর্কশী নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার উরুদেশ হইতে সৃজন করিলেন। এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য আরও অনেক অপ্সরার সৃজন করিলেন। তখন ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরা মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। নারায়ণ ক্ষমা করিয়া উর্কশীকে ইন্দ্রের জন্য প্রদান করিলেন।

(দেবীভাগ)। বিশ্বকর্মা ইন্দের প্রতি ঘেববশতঃ বিশ্বরূপ নামে এক জিহিরা পুত্রের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র প্রথমে উর্কশী, মেনকা প্রভৃতি অঙ্গরাদিগকে পাঠাইয়া তাঁহার তপোভেদের চেষ্টা করেন। কিন্তু, অকৃতকার্য হন। পরে ইন্দ্র নিজেই সেই তপোনিরত নিরপরাধ ঘেবিকে বধ করেন। বিশ্বকর্মা ইহা জানিতে পারিয়া বৃত্র নামক আর এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। বৃত্র তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে কাঠ লৌহাদি অস্ত্রের অবধ্য বর প্রাপ্ত হন। এবং সেট বলে ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। তখন সমস্ত দেবগণ মিলিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইন্দ্র বৃত্রকে নীরস বা সরস বস্ত দ্বারা কাঠ বা পাষণ বা বস্ত দ্বারা দিবা কিবা রাত্রিতে বধ করিবেন না বলিয়া অগ্নি সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে একদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্র তীরে ভ্রমণকালে বৃত্রকে ইন্দ্র কেন দ্বারা আবৃত বস্ত দ্বারা বধ করেন। (দেবী ভাগ)। একবার দেবগণ অশ্বর হস্তে পরাজিত হইয়া ইকাকু বংশীয় নরপতি ককুৎস্থের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনি, ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইলে যুদ্ধ করিতে সম্মত হন। ইন্দ্র তাহাতে সম্মত

হইয়া নরপতি ককুৎস্থকে তাঁহার পৃষ্ঠে বহন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে গমন করেন। ককুৎস্থ ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। দেবগণ জাস হইতে উদ্ধার পান। (দেবী-ভাগ)। সগর নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার অশ্বটা অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে কপিল মূনির আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সগর-সন্তানেরা অশ্বের অনুসন্ধানে পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক কপিলাশ্রমে অশ্ব দেখিতে পাইয়া মহাস্বা কপিলকেই চোর বলিয়া অবধারণ করিলেন। অবশেষে তাঁহার কপিলের নেত্র-বহিভূত অগ্নিতে ভস্মীভূত হন। (বৃহদা)। শুক্রাচার্যের গোনাম্নী পত্নী হইতে বশু, অমরু, তপ্তা, বরুজী, নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বরুজিম, রজন, পৃথুরাম্মি, বৃহদগিরা নামে তিন পুত্র দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ষাগপুজাদি ধর্ম্ম লোপ করিবার চেষ্টা করেন। ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞ পশুর দ্বায় বলি দিতে ইচ্ছুক হন। বরুজির নন্দনেরা ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। ইন্দ্র তখন

তাহাদের ধর্মপত্নী চেতনাকে বহু-
ধনবান্ধু দ্বারা বশীভূত করিয়া
তাহার প্রতি আসক্ত হন।
চেতনার স্বামিগণ এই পাপকার্যের
অন্ত ইন্দ্রকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প
হইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করেন
এবং রাত্রিতে তাহারা যজ্ঞীয়
দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে
ইন্দ্রই তাহাদিগকে বধ করেন।
(বায়ু)।

ইন্দ্রজিৎ—অনেক বানর-দলপতি।
ইনি স্ত্রীবেশে আহ্বানে বহু বানর-
সৈন্য সহ কিকিছ্যায়, সীতাব
অন্বেষণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন।
(রামা)।

ইন্দ্রজিৎ—(১) তিনি রাবণের অত্যন্ত
পুত্র। রাবণের প্রধান। মহিষী
মন্দোদরীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ
করেন। তাহার অপর নাম
মেঘনাদ। জন্মিয়াই তিনি মেঘের
গর্জনের স্তায় গভীর রবে রোদন
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ঐ
নাম। রাম বানর-সৈন্যের সাহায্যে
লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, ইন্দ্রজিৎ
প্রথমেই অঙ্গদ হস্তে পরাজিত
হন। ইন্দ্রজিৎ ইহাতে অতিমাত্র
ক্রুদ্ধ হইয়া সমরাদানে উপস্থিত
হইয়া রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন
করেন। এইবার গর্জনের রূপাং
উভয়েই রক্ষা পান। ইহার পর

কুন্তকর্ণ, দেবাস্তক, অতিকায়,
জিশিরা প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হইলে
ইন্দ্রজিৎ পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত
হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজিত
ও অজ্ঞান করেন। কিন্তু হুম্মান
ঔষধ আনয়ন পূর্বক তাহাদিগকে
সজীবিত করেন। ইতিমধ্যে
মকরাস্ত্র প্রভৃতি আরও অনেক
বীর প্রাণত্যাগ করিলে, ইন্দ্রজিৎ
এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।
যুদ্ধস্থলে মায়াসীতা প্রদর্শন পূর্বক
তাহাকে অতি নিষ্ঠুররূপে বধ
করেন। উদ্দেশ্য ছিল সীতার
মৃত্যু দর্শনে রাম লক্ষ্মণ শোকে
প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু রাম
তাহার এই চাতুরি বৃদ্ধিতে পারায়
তাহার এই কৌশল ব্যর্থ হয়।
তখন তিনি নিকুন্তিলা যজ্ঞ সম্পন্ন
করিয়া অজ্ঞেয় হইবার সঙ্কল্প করি-
লেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাহাব এই
যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পূর্বেই
তাহাকে আক্রমণ করেন। এবং
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ
করেন। (রামা)। (২) কন্তপ পত্নী
দম্বু হইতে বিশ্রুতি রূপকী,
ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি একশত দানব
জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রভাগন—বলির শত পুত্রের এক
পুত্রের নাম ইন্দ্রভাগন। (হরি)।
ইন্দ্রভীর্থ—একটা ভীর্থের নাম।

দেবাসুর যুদ্ধে কান্তিকের দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, ইন্দ্র-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অস্ত্রের বিশোককে প্রদান করেন । (বায়) ।

ইন্দ্রদত্ত—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে হরিবেণ, সুষ্মেণ, বারিবেণ, ক্রতুদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার নামক নরমুখ কিরুরগণের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহার চন্দ্রবংশীয় কিরুর বলিষা বিখ্যাত । (বায়ু) ।

ইন্দ্রদমন—রাজা বাণের নোহিতা নাম্নী পত্নী হইতে ইন্দ্রদমন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) । (২) অত্রি মুনির পুত্র ইন্দ্রদমন উপরক্ত পাত্রে বহু ধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন । (মহাভা) ।

ইন্দ্রদীপ—নরপতি ঋষভের তনয় ভরত, ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্ততম পুত্র ইন্দ্রদীপ । (স্বন্দ—মাহে) ।

ইন্দ্রদ্রায়—(১) মনুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি ভরতের পৌত্র ও সূমতির পুত্র ইন্দ্রদ্রায়, ইন্দ্রদ্রায়ের তনয় পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর তনয় প্রতিহার । (বিষ্ণু) । (২) ঋষভের মনু-বংশীয় নরপতি ভৈরবের পুত্র ইন্দ্রদ্রায় । তিনি শ্বেতদ্বীপের অধিপতি ছিলেন । তিনি কুর্মরূপী তগবানের মুখে পৌরাণিক কথা

শ্রবণ করিয়া পরজন্মে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন । এবং পরিশেষে ব্রহ্মে গীন হয়েন । (কুর্ম) । (৩) ইন্দ্রদ্রায় নামে এক মহর্ষিও ছিলেন । কুর্মরূপী তগবান তাঁহাকে পূর্ব-কালে পরম জ্ঞানের কথা বলিয়া-ছিলেন । (কুর্ম) । (৪) পূর্জন্ত নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও দ্ব্যুতাচী অপ্সরার গর্ভে বেদবতী নামে এক কন্তা জন্মে । মনুর পুত্র ও ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্রায় এই বেদবতীকে বিবাহ করেন । (বায়) । (৫) কানীপুরীর অধীশ্বর ইন্দ্রদ্রায়ের চন্দ্রাবতী নাম্নী এক শিবভক্তিমতী কন্তা ছিলেন । (পদ্ম) । (৬) পাণ্ডাদেবী রাজা ইন্দ্রদ্রায় অগস্ত্যশাপে গজবোনিতে জন্মগ্রহণ করেন । দেবল মুনির শাপে গন্ধর্ব্ব হুহু কুন্তীর হন । এই কুন্তীর ঐ গজকে আক্রমণ করে । গজরাজ হরির আরাধনা করিয়া মুক্ত হন । (ভাগ) । ভারবি ঋষির তনয় ইন্দ্রদ্র (ভালবেয়), কেকয়-নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন । (ছান্দো) । অশ্বপতি দেখ ।

ইন্দ্রদ্রায়েশ্বর—মহাকাল বনে ককলেশ্বর মহাদেবের বামভাগে এক শিবলিঙ্গ আছে । তিনি রাজা ইন্দ্রদ্রায়ের পূজার নিয়তিশয় প্রীত

হইয়া তাঁহারই নামে ইন্দ্রদ্যুম্নের নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, (স্বন্দ—আব) ।

ইন্দ্রধনু—প্রজাপতি ‘বহুপুত্র’ দক্ষের দুইটা কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের গর্ভে বিভ্রাৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) ।

ইন্দ্রনীল—প্রহ্লাদ দ্বিধিক্রমে বহির্গত হইয়া মাহিম্যভী পুরীতে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা ইন্দ্রনীল বিনাযুদ্ধে কর প্রদান করিয়া বস্ত্রতা স্বীকার করেন । তাঁহার তনয়ের নাম নীলধ্বজ । (গর্গ) ।

ইন্দ্রপালিত—মগধের মৌর্যাবংশীয় নরপতি অশোকের পুত্র কুনাল । কুনালের পুত্র বজ্রপালিত, বজ্রপালিতের তনয় ইন্দ্রপালিত । ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর রাজত্ব করেন । তাঁহার পুত্র দেবশর্মা সাত বৎসর রাজত্ব করেন । (বায়ু) ।

ইন্দ্রপ্রমতি—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রধান শিষ্য পৈল । তিনি ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ স্বীয় শিষ্য মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং অপর অংশ মহর্ষি বাহুলকে অধ্যয়ন করান । ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার এক অংশ স্বীয় তনয়

মাতৃকেশকে অধ্যয়ন করান । (বিষ্ণু) ।

ইন্দ্রপ্রমদ—ঋষিবিশেষ । (ভাগ) ।

ইন্দ্রপ্রমাদি—বশিষ্ঠবংশীয় ইন্দ্রপ্রমাদি একজন্ম গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । (মৎস্য) ।

ইন্দ্রপ্রমিতি—বশিষ্ঠ হইতে স্মৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্মে । এই কপিঞ্জলের অন্ত নাম ত্রিমূর্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি । পৃথু কন্যা হইতে ইন্দ্রপ্রমিতির ভ্রাতৃ নামে এক পুত্র জন্মে । (লি) ।

ইন্দ্রবর্মা—অবন্তদেশের রাজা ইন্দ্রবর্মা কুরুক্ষেত্রসমরে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাঁহারই অশ্বখামা নামক হস্তীকে বধ করিয়া ভীম দ্রোণাচার্য্য-সমীপে বারংবার “অশ্বখামা হত” বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিরকে যখন দ্রোণাচার্য্য সত্য নির্ণয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করেন তখন সেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও “অশ্বখামা হত” স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া “ইতি গজ” কথাটা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিলেন । (মহাভা) ।

ইন্দ্রবাধন—কশ্যপ পত্নী দত্ত হইতে অম্বভাগু, একাক্ষ, ঋষভ, অরিত, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রবাধন, কেশী, মেরু, শব, দেহু, গবেষ্ঠী, গবাক্ষ ও কালকেতু জন্মগ্রহণ করেন ।

তাঁহার মনুষ্যধৰ্ম্মী ছিলেন ।
(বায়ু) ।

ইন্দ্রবাহু—নরপতি কনুংহের অন্ত
নাম ইন্দ্রবাহু ও পুরঞ্জয় । একবার
অশুরদের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র
তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন
বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্রবাহু হয় ।
(দেবীভাগ) ।

ইন্দ্রবাহু—রৈবত মনুজের প্রিয়ব্রত
বংশসম্ভূত হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী,
উৰ্দ্ধবাহু, ইন্দ্রবাহু, সুবাহু, পৰ্জ্বন্য
ও মহামুনি এই সাতজন সপ্তর্ষি
ছিলেন । (সৌর) ।

ইন্দ্রভগিনী—ঈশ্বরাস্তে দুর্গাদেবী,
গৌতমী, কৌশিকী, আৰ্য্যা, চণ্ডী,
কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যামবী,
ইন্দ্রভগিনী, বরদা প্রভৃতি নামে
অতিহিতা হইতেছেন । (ব্রহ্মা) ।

ইন্দ্রমিত্রগ্রহ—কল্প পত্নী দক্ষ হইতে
বিপ্রচিস্তি, বৃষপর্কী, গজশিরা,
অসিলোমা, ইন্দ্রমিত্রগ্রহ, প্রভৃতি
শত পুত্র জন্মে । (পদ্মসৃষ্টি)

ইন্দ্রশত্রু—(১) জনৈক রাক্ষস দল-
পতি । (রামা) । (২) ইন্দ্রজিতের
অপর নাম । (রামা)

ইন্দ্রশপক—মহুবংশীয় নরপতি
ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পরী
জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি এক-
শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে
ভদ্রসেন, ইন্দ্রশপক প্রভৃতি নবজন

জ্যেষ্ঠ ভরতের অঙ্গুগামী হইয়া-
ছিলেন । (ভাগ) ।

ইন্দ্রসাবর্ণি—(১) চতুর্দশ মনু ইন্দ্র-
সাবর্ণি । উরু, গম্ভীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি
তাঁহার পুত্র । (ভাগ) । মনুষ্য-
শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসাবর্ণি অতিশয় ধার্মিক
ছিলেন । তিনি স্বীয় পুত্র স্বচন্দ্রের
হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক
বনে গমন করেন । স্বচন্দ্রের তনয়
শ্রীনিকেতু । (ব্রহ্মবৈ) । (২)
দেব সাবর্ণির পুত্র ইন্দ্র সাবর্ণি
অতিশয় বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন ।
ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ । এই
বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ংসম্ভূ দৈব
পরিমিত যুগজয় অবস্থান করিয়া-
ছিলেন । (দেবী-ভাগ)

ইন্দ্রসুরি—কান্যকুব্জ দেশে আম
নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার
কন্যা রত্নগন্ধাকে ইন্দ্রসুরি নামক
এক যুবক জৈনধর্মে দীক্ষিত
করিয়াছিলেন । (স্বন্দ—ব্রহ্ম) ।

ইন্দ্রসেন—(১) ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেন,
মোদুগলোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ।
ইন্দ্রসেনের তনয় বধ্যশ্ব । বধ্যশ্বের
ঔরসে ও মেনকার গর্ভে ষমজ
দিবোদাস ও অহল্যা জন্ম গ্রহণ
করেন । (হরি) । (২) মনু-
বংশীয় নরপতি পূর্ণের পুত্র
ইন্দ্রসেন । ইন্দ্রসেনের তনয়
বীতিহোজ । (ভাগ) । (৩)

নরপতি কুকর পুত্র অবিক্রিৎ ; অবিক্রিৎয়ের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎয়ের পুত্র ইন্দ্রসেন, জনমেজয়, কক্সেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, সুষণ ও ভীষ্মসেন নামে সাত পুত্র ছিলেন । (মহাভা) । (৪) ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদগল । তাঁহার পুত্রগণ মোদগল্য নামে অভিহিত ক্ষত্রোপেত বিজ্ঞাতি । কথ ও মুদগলগণ অঙ্গিরসের পঞ্চভূক্ত ছিলেন । মুদগলের পুত্র মহাযশা ত্রিকিষ্ঠ । ত্রিকিষ্ঠের পুত্র ইন্দ্রসেন এবং ইন্দ্রসেনের পুত্র বিদ্যাস্ব । (মৎ) । (৫) সত্যযুগে মাহীষ্যতা-পুরে ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ইন্দ্রিয়া ব্রত করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করেন । ইন্দ্রসেনের পুত্র শোভন । (পদ্ম) । (৬) মহারাজ সুধিষ্ঠিরের ভৃত্যের নাম ছিল ইন্দ্রসেন । (মহাভা) । (৭) নিষদদেশপতি মহারাজ নলের পত্নী সম্বরন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামী এক কন্যা প্রসব করেন । (মহাভা) । (৮) সত্যযুগে প্রতিষ্ঠান পুরীতে (বর্ভমান প্রাঙ্গণে) ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি সত্যত

যুগদ্ব্যবধি, ক্রুর অত্যাচার্য ছিলেন । তথাপি “আহর” “প্রহর” প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অশেষ হর শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি মহাদেবের অমুগ্রহ ভাজন হন । মহাদেব তাঁহাকে চণ্ড নামে দ্বীয় পাবদ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । (ঋন্দ-মাহে) । (২) ধর্মের অন্যতম পত্নী ভান্স হইতে ইন্দ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন । (ঋন্দ-মাহে) ।

ইন্দ্রসেনা—(১) মহাবি মুদগলের পত্নী ইন্দ্রসেনা বীরাজনা ছিলেন । মহাবি মুদগল একবার বৃষযোজিত রথে আরোহণ করিয়া শক্রজন্মে বহির্গত হন । তখন তাঁহার স্ত্রী ইন্দ্রসেনা তাঁহার সারথী হইয়া শক্রদিগকে পরাজয় পূর্বক বহুগাভী সংগ্রহ করেন । (ঋগ্) ।

(২) বিখ্যাত নরপতি মকন্তের অন্ততম পুত্র নরিশ্যন্ত । এই নরিশ্যন্তের পত্নী ইন্দ্রসেনা নরপতি বজ্রর কন্যা ছিলেন । ইন্দ্রসেনার গর্ভে দম নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (মার্কণ্ড) (৩) মুদগলের জ্যেষ্ঠপুত্র সমহাযশা ত্রিকিষ্ঠ । রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা ত্রিকিষ্ঠ হইতে বধ্যস্ব নামক এক পুত্র প্রসব করেন । বধ্যস্ব হইতে মেনকার গর্ভে সমজ রাজ্যবি দিবোদাস ও বশম্বিনী অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

(৩) নিষদ-রাজ নলের পত্নী দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামী এক কন্যা প্রসব করেন । (মহাভা) ।

ইন্দ্রানী—ইন্দ্রের ত্রী ইন্দ্রানী । রক্ত-বীজের সহিত কালিকার যুদ্ধে, কালিকার সাহায্যার্থ শুভ গজে আরোহণ পূর্বক হস্তে বজ্র গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন । (দেবী-ভাগ) ।

ইন্দ্রাভ--পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় । জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র । ধৃতরাষ্ট্রের কৃত্তিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিল, হরিদ্রাবা, ইন্দ্রাভ, হুমহা, অপরাজিত, প্রতীপ, ধন্য-নেত্র ও স্নেহ নামে সপ্ত পুত্র ছিল । (মহাভা) ।

ইন্দ্রেশ্বর--দক্ষারণ্যের উত্তরদিকে ইন্দ্রসর নামে এক সরোবর আছে । তাহার তীরে ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব অবস্থান করেন । (রত্ন-ব্রহ্ম) ।

ইন্দ্রোত--(১) মহর্ষি ঋক্বেদ পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে রাজর্ষি ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিদের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

(২) শৌণকের পুত্র ইন্দ্রোত মুনি, একবার কুকুর পুত্র রাজা পরীক্ষিত-কে, গার্গ্যামুনির শাপ হইতে, অবশেষে যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক মুক্ত

করিয়াছিলেন । (হরি) । লিঙ্গপূরণ মতে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অকুরকে বধ করেন । সেই পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন ।

ইভ--বোধ হয় ইভ একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন । ইন্দ্র, বেতস্থ, দশোনি, তুতুজি, তুগ্র ও ইভকে রাজা দোতনের নিকট, পুত্র ঘেৰুপ মাতার নিকট সর্কদা প্রশান্ত ভাবে গমন করে, সেইরূপ ভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

ইরা--(১) দক্ষের বষ্টি কন্যার মধ্যে ইরা প্রভৃতি ত্রয়োদশটি কন্যাপের পত্নী ছিলেন । এই ইরা তৃণ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন । (মৎ) । (২) কন্যাপত্নী দম্ব হইতে শকুনিরা, বিরাদ, অম্বোমুখ, কপিল, ইরা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে । (হরি) ।

ইরাবতী--(১) নরপতি উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে অভিমন্ত্যার পুত্র পরীক্ষিত বিবাহ করেন ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চারিপুত্র জন্মে । (ভাগ) । (২) কন্যাপের কন্যা ভদ্রমজা ইরাবতী নামী এক কন্যা প্রসব করেন । ইরাবতী মহাগজ ঐরাবতের প্রসূতি । (রামা) ।

ইরাবান্--নাগরাজ ঐরাবতের কন্যা

উলুপী । উলুপীর স্বামী গরুড়
কর্তৃক বিনষ্ট হইলেন । পরে নাগ-
রাজ সেই বিধবা কন্যাকে অর্জুনকে
সম্প্রদান করেন । উলুপী হইতে
ইরাবানের জন্ম হয় । তিনি কুরু-
ক্ষেত্র সমরে পাণ্ডবপক্ষে কয়েকদিন
যুদ্ধ করিয়া বক রাক্ষসের ভ্রাতা
আর্ষাশুজ কর্তৃক নিহত হইলেন ।

(মহাভা) ।

ইরিশিট—মহর্ষি ইরিশিট একজন
ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।

(ঋগ) ।

ইল—(১) বৈবস্বত মনুর সর্বজ্যোষ্ঠ
পুত্র ইল । মনু ইলকে রাজ্যাভিষিক্ত
করিয়া, তপস্কার্থ নন্দনবনে গমন
করেন । ইল বিধিজ্ঞস্বার্থ যাত্রা
করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ও দ্বীপপুঞ্জ
পরিক্রমণ করেন । ঘটনাক্রমে
একদিন অস্বারোহণে ভ্রমণ করিতে
করিতে শিবের শরবনে প্রবেশ
করেন । এই স্থানের এইরূপ
নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ তথায়
প্রবেশ করিলে জীৱ প্রাপ্ত হইত ।
সুতরাং ইল ও তাঁহার ঘোটক
তৎক্ষণাৎ জীৱপ প্রাপ্ত হইল ।
তখন তাঁহার নাম হইল ইলা ।
তাঁহার পূর্বস্বতি সমুদয় লোপ
পাইল । এই সময়ে চন্দ্রের পুত্র
বুধের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল ।
বুধ নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া

তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন
করেন । ইলা হইতে বুধের পুরু-
রবা নামে এক পুত্র জন্মে ।
এদিকে নরপতি ইলের অন্তান্ত
ভ্রাতারা তাঁহার অশ্রুসন্ধান
বহির্গত হইয়া তাঁহার অবস্থা
অবগত হন, এবং বশিষ্ঠের
পরামর্শে মহাদেবের আরাধনা
করিয়া এই বর প্রাপ্ত হন যে, ইলা
কিম্পুরুষ হইবে । অর্থাৎ এক
মাস তিনি জী ও একমাস পুরুষ
ধাкиবেন । কিম্পুরুষ অবস্থায়
তাঁহার নাম হুহ্যয় হয় । এই
পুরুষ অবস্থায় তাঁহার উৎকল,
গয় ও হরিতাশ্ব নামে তিন পুত্র
জন্মে । ইলের নামানুসারে তাঁহার
বর্ষ ইলাবৃত নামে খ্যাত হয় ।
(ম২) ।

(২) বাহ্লীক দেশের কর্দ্দম নৃপতির
পুত্র শ্রীমান ইলরাজ্য পরম ধার্মিক
ছিলেন । একদা তিনি যুগয়ায়
বহু বহু পশু বধ করিতে করিতে
কর্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে ঘোর অরণ্যে
প্রবেশ করিলেন । সেই সময়ে
সেই স্থানে মহাদেব উমার সহিত
জীড়া করিতেছিলেন । ঐ বন-
প্রদেশের যে কোনও স্থানে যে
কোনও পুং চিহ্নিত প্রাণী বা
পুংলিঙ্গ বাচক বৃক্ষ ছিল সমস্তই
জীৱ প্রাপ্ত হইয়াছিল । সুতরাং

সবাহন রাজা ইলও ত্রীষ প্রাণ হইলেন, নৃপতি ইল দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত হইলেন এবং অস্ত্র উপায় না দেখিয়া সেই নীলকণ্ঠেরই শরণাপন্ন হইলেন । মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একমাস অতি সুন্দরী স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ দেহ পর্যায়ক্রমে বর্তমান থাকিবে বলিয়া বর দেন । এইরূপে স্ত্রীরূপে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে চন্ডের পুত্র বুধের সহিত তাঁহার দেখা হয় । বুধ তাঁহার রূপে অতি মাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন । সেই পুত্রের নাম পুরুষা । বুধের বাক্যে ইলার সহচরীরা কিম্পুরুষী হইয়া পর্কতের সেইস্থানে বাস করিতে লাগিল । তদবধি সেই স্থান কিম্পুরুষ বধ নামে খ্যাত হইল । পরে রাজা ইল চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা মহাদেবের তুষ্টির জন্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন । তাহাতে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রীরূপ ধারণ হইতে নিষ্কৃতি দেন । রাজা ইলের পুত্র শশবিন্দু । ইলের মৃত্যুর পর শশবিন্দু রাজা হন । (রামা) ।

ইলবিল—(১) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি শতরথের পুত্র ইলবিল । ইলবিলের পুত্র বৃদ্ধশর্মা । বৃদ্ধশর্মার পুত্র বিশ্বসহা । (লি) । (২) ইলবিলের তনয়ঃ দিলীপ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন । (মহাভা) ।

ইলবিলা—(১) রাজষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলা মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন । ইলবিলা হইতে বিশ্ববা জন্মগ্রহণ করেন । (সৌর) । (২) তৃণবিন্দু হইতে অপ্সরা অলম্বুবার গর্ভে ইলবিলার জন্ম হয় । ইলবিলা মহর্ষি বিশ্ববার অন্ততমা পত্নী । তাঁহার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয় । (ভাগ) ।

ইলা—(১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্ঘ্যাত্তি, নরিশঙ্ক, নাভাগ, প্রাংস্ত, নেদিষ্ট, করুণ ও পৃষঙ্গ নামে দশ পুত্র জন্মে । এই সকল পুত্র জন্মিবার পূর্বে, মনু পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্ত যজ্ঞ করেন । মনুর পত্নীর প্রার্থনামুসারে হোতা কন্যা লাভের সঙ্কল্প করাতে ঐ বৈকল্লিক যজ্ঞে ইলা নামী কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন । মিত্রাবরুণদেবের অমুগ্রহে সেই ইলাই সূহ্মায় নামক পুত্র হইল । আবার ঈশ্বরের কোপে ঐ সূহ্মায় কন্যা হইয়া চন্ডপুত্র বুধের আশ্রয় সমীপে ভ্রমণ

করিতে লাগিল। বৃষ হইতে ইলার গর্ভে তখন পুরুষবার জন্ম হয়। পুরুষবা জন্মিবার পরে অমিততেজা পরমবিগ্ণ সূর্য্যম্বে পুংস্ত অভিলাষে শিবের আরাধনা করেন। শিবের প্রসাদে ইলা আবার সূর্য্যম্বে হন। সূর্য্যম্বে পুত্র উৎকল, গয় ও বিনত। (বিষ্ণু)।

ইল দেখ। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মিবার পূর্বে বৈবস্বত মনু পুত্রার্থে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি মিত্রাবরুণের অংশে গ্রাহ্যতা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের প্রসাদে ইরা (ইলা) জন্মগ্রহণ করেন। ইলাকে মনু তাঁহার অচ্যুত হইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইলা মিত্রাবরুণের অচ্যুততা গ্রহণার্থ তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। মিত্রাবরুণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন তুমি আমাদের কন্তারূপে খ্যাতি লাভ করিবে। অপিত তুমিই আবার মনুর সূর্য্যম্বে নামক বংশধর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইলা সেই বাক্য শ্রবণান্তর পিতা মনুর নিকট গমনার্থ প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বৃষের সহবাসে তাঁহার পুরুষবা নামে পুত্র জন্মে। ইলা পুরুষবাকে প্রসব করিয়াই সূর্য্যম্বে হইলেন। (হরি)।

(২) বহুদেবের অন্ততমা পত্নী ইলার গর্ভে উরুবধ প্রভৃতি যজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) ভগবান রুদ্রের অন্ততমা স্ত্রী ইলা। (ভাগ)। (৪) বায়ুর কন্তা ইল, রাজা উত্তানপাদের অন্ততম পুত্র ঞ্জবের পত্নী ছিলেন। এই ইলার গর্ভে ঞ্জবের এক পুত্র ও এক কন্তা জন্মে। (ভাগ)। (৫) দক্ষের ষষ্টি কন্তার অন্ততমা ইলা (ইরা) কন্তাপের অন্ততমা পত্নী ছিলেন। তিনি বৃক্ষলতা গুহ্য প্রভৃতি প্রসব করেন। (ভাগ)। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা ইলা। (অগ্নি)। বৈবস্বত মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে বশিষ্ঠের বরে ইলা জন্মগ্রহণ করেন। মনু কন্তা দর্শনে দুঃখিত হইলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সাঙ্ঘনা প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠ ভগবানের আরাধনা করিয়া বর লাভ করেন। ভগবান ইলাকে সূর্য্যম্বে নামক পুরুষ শ্রেষ্ঠ করিয়া দেন। (ভাগ)। (৭) ধরিত্রী দেবীর অন্ততমা সখীর নামও ইলা ছিল। (স্কন্দ-বিষ্ণু)। ইলাবর্ত—মহুবংশীয় নরপতি ঞ্জবের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত তনয় জন্মে। তন্মধ্যে ইলাবর্ত, কুশাবর্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অচ্যুত ছিলেন। (ভাগ)।

ইলাবৃত্ত—মহুবংশীয় নরপতি আদ্যী-
ধের ঔরসে ও পূর্বচিহ্নি নারী
অঙ্গরার গর্ভে নাভি, ইলাবৃত্ত
প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। ইলাবৃত্তের
পত্নী লতা, মেহুর কস্তা ছিলেন।
(ভাগ)। অগ্নিধ দেখ।

ইলিত—অগ্নির অন্য নাম। উচখোর
তনয় দীর্ঘতমা তাঁহাকে এই নামে
স্বত্ব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইলিন—রত্নিনন্দন ত্রসুর প্রিয় পুত্র
ইলিন ত্রসুবাদী ছিলেন। উপ-
দানবী ইলিন হইতে হুম্বস্ত,
হুমস্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে
চারি পুত্র প্রসব করেন। (বায়ু)।

ইলিনা—যমের কস্তা ইলিনার গর্ভে
ত্রসুর জন্ম হয়। ত্রসুর পুত্র
ইলিন। (মৎ)।

ইলিবিল—সগর বংশীয় নরপতি
দশরথের পুত্র ইলিবিল।

ইলিবিলের পুত্র বিশ্বসহ। (বিষ্ণু)।

ইলিবিল—ইক্ষাকু বংশীয় শতরথের
পুত্র ইলিবিলি, ইলিবিলের পুত্র
বৃহদশ্বা, বৃহদশ্বার পুত্র বিদসহ,
বিদসহের পুত্র খট্টাক। (কৃষ্ণ)।

ইবল—ইবল হিরণ্যকশিপুর পৌত্র।
হলাদের পত্নী ধমনীর গর্ভে বাতাপি
ও ইবল জন্ম গ্রহণ করেন। অগস্ত্য
মুনি অতিথি রূপে উপস্থিত হইলে

কোশলে ভাহার প্রাণ বধার্থে মেঘরূপী
বাতাপিকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অগস্ত্য দেখ। ইবলের পুত্র ববল।
ভাগদেগ বাতাপি বিশ্বচিহ্নির পত্নী
সিংহিকা হইতে ইবল, বাতাপি,
নমৃচি, নরক, কালনাভ প্রভৃতি
দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)।
মণিমতি পুরীতে ইবলের রাজধানী
ছিল। (মহাভা)। অজক ও
কালানাভ দেখ।

ইষ—(১) মহর্ষি ইষ ঋষেদের
একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
(ঋগ)। ২ ক্রবের পুত্র বৎসর
বৎসরের অন্যতম পত্নী স্ববীণী
হইতে ইষের জন্ম হয়। (ভাগ)
(৩) উর্জ, তর্জ, ইব, শুচি, শুক্র,
মধু, মাধব, নভস্ত সহ ও নভ,
এই দশজন ঔত্তম মমুর তময়।
(মৎস্ত)।

ইষীরথ—মহর্ষি ইষীরথ একজন
বৈদিক যুগের মহর্ষি ছিলেন।
তাঁহার পুত্র কুশিক ঋষেদের অন্য-
তম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।
ইষূপ—ইষূপ নামে মহাবল পরা-
ক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে
ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

ইষুমন্ত—অজিরার বংশে ভারদ্বাজ
গৌতম ইষুমন্ত নামে প্রখ্যাত
মহাতেজা দেবগণ সমুদভূত হইলেন।
(বায়ু)।

ইষুমান—মহুবংশীয় বহুদেবের ভ্রাতা
দেবপ্রবীর ঔরসে ও উগ্রসেনের কস্তা

কংসবতীর গর্ভে ইষুমানের জন্ম হয়। (ভাগ) ।

ইষ্টক—কুরুবংশীয় প্রতীপের দেবাপি শাস্ত্র, বাহ্লিক নামে তিন পুত্র ছিল। দেবাপির পুত্র চাবন ও ইষ্টক। (বায়ু) ।

ইষ্টসন্তম—বৈবস্বত মমুর অন্ততম পুত্র নাভাগ। নাভাগ হইতে ইষ্টসন্তম, ককু, পৃথ্বী প্রভৃতি মহাবল সম্ভানগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করেন।

ঈদৃক—কস্তপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃক তাঁহাদের অন্ততম। (বায়ু) ।

ঈদৃক—কশ্যাপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃক তাঁহাদের অন্ততম। (বায়ু) ।

ঈর্ষ—উত্তম সরস্বত্রে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সত্য, ধৃতি, দম, দাস্ত, ক্ষম, ক্রাম, ধৃতি, শুচি, ঈর্ষ, উর্জ, জ্যোষ্ঠ ও বপুমান, এই বাদশজন স্বধামাগণের অন্তর্গত। (ব্রহ্ম) । উত্তম বেথ।

ঈর্ষা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, ককু, বিনতা, সিংহিকা, সুপ্রভা, উলুকা, অম্বিকা, সিতা, ঈর্ষা, হিংসা, মায়ী ও নিফতি

নারী ত্রয়োদশটি কশ্যাপের পত্নী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা) ।

ঈলিন—কুরুবংশীয় নরপতি তংসুর পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ঈলিনের জন্ম হয়। ঈলিনের পত্নী রথস্বরী হইতে দুয়ন্ত, সুর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঈলিন স্বীয় পিতার স্থায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। (মহাভা) ।

ঈলিনী—অরিষ্টনেমীর কন্যা ঈলিনী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগরের অন্ততমা পত্নী ছিলেন। মহর্ষি ঔর্কের বরে তিনি ষষ্টি সহস্র বীজপূর্ণ একটি অলাবু প্রসব করেন। এই বীজ হইতে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। মহর্ষি কপিলের শাপে চারিজন বাতীত অপর সকলে বিনষ্ট হয়। (হরি) । অন্তত্ন আছে নরপতি কথের কন্যা ঈলিনী। সগর দেখ।

ঈশ—(১) ঔত্তমি মমুর ঈশ, উর্জ, তনুর্জ, মঘু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্ত ও নভ নামে দশটি পুত্র ছিলেন। (হরি) । (২) দক্ষের অন্ততমা কন্যাও ধর্মের পত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ অনুরহ, অরুণ, আকুণী, বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, শমিত, বৎসর, ভূতি ও স্থপর্ণা নামক সাধ্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎস্ত) ।

অরুণ দেখ। (৩) ঈশ মহাদেবের
অস্ত্র নাম। (স্বন্দ-মহাভা)।

ঈশান—(১) প্রভব, চ্যবন, ইশান,
স্বরভি, অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু,
স্ববল, ধ্রুব, মহিম, তমুজ, বিজ্ঞাত,
মনস, মংসর এবং বিভূতি
ইহার। সকলেই পঞ্চ হইতে
স্বরভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।
(হরি)। (২) দিকপাল ঈশান
দক্ষযজ্ঞে শিবানুচর বীরভদ্র কর্তৃক
শূলাঘাতে নিহত হন। পরে
শিবের অমুগ্রহে জীবন লাভ
করেন। (লিঃ) (৩) অষ্টকুত্রে
অন্ততম ঈশান, ঈশানের স্ত্রী শিবা
এবং পুত্র মনোজব। বেতাল ও
ভূতগণের স্বামী এবং ভক্তগণের
ভোগফলদাতা ঈশানদেব মহাদেবের
শাসনে সতত অবস্থিত আছেন।
(কুর্ধ)। (৪) দিকপালগণের অধীশ্বর
ঈশান ত্রীকৃষ্ণের বামেন্দ্র হইতে
উৎপন্ন হন। নরগণের পূজনীয়া
সম্পত্তি দেবী ঈশানের পত্নী
ছিলেন। (লিঃ)। ইন্দ্র, অগ্নি, বম,
নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ঈশান,
ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দশজন দিক-
পাল। (বৃহত)। (৫) পূর্বে ঈশান
কল্পে ঈশান নামক কোন বেদান্ত্যাস-
রত মুনি শিবের অমুগ্রহে সিদ্ধি-
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে
শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন

তাহাই ঈশানেশ্বর নামে খ্যাত।
(স্বন্দ-আব)।

ঈশানী শিবের স্ত্রী সতীর অস্ত্র নাম
ঈশানী। (স্বন্দ-মাহে)।

ঈশানেশ্বর—অবন্তি দেশে মহাকাল
বনে এক শিবলিঙ্গ আছেন।
ঈশান নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
কর্তৃক পুজিত হইয়া তিনি
ঈশানেশ্বর নামে বিখ্যাত
হইয়াছেন। (স্বন্দ-আব)।

ঈশ্বর—(১) ব্রহ্মার শরীরার্কময়ী
কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন, তিনি স্বরভী নামী গোরূপ
ধারণপূর্বক ব্রহ্মার সমীপে
উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহাতে
নির্ঝর্তি, সর্প, একপাং, অজ,
মৃগব্যাং, পিনাকী, মহন, ঈশ্বর,
অহিব্রহ্ম, সেনানী ও কপালী
নামক একাদশ রক্তকে উৎপাদন
করেন। তাহার জন্মিয়াই রোদন
করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট
গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রক্ত
নামে খ্যাত হন। (হরি)।
(২) রক্তের পত্নী মেনকা হইতে
বাহ নামে পুত্র জন্মে। বাহর
পুত্র তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর, ও কুম্ভ
এই চারিজন। (কালিকা)। সূর্য্য
সোম, ভৌম, বৃধ, জীব,
সিত, শনি, রাহ ও কেতু ইহার।
লোকহিতসাধক গ্রহ বলিয়া

কথিত হন। মধ্যভাগে ভাস্কর দক্ষিণে ভোম, উত্তরে জীব, পূর্বোত্তরে বুধ, পূর্বে সিত, দক্ষিণ-পূর্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু, পশ্চিমোত্তরে কেতু অবস্থিত। ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, শশীর উমা, ভোমের (মঙ্গলের) স্বন্দ, বুধের হরি, সিতের (শুক্রে) ইন্দ্র, জীবের (বৃহস্পতির) ব্রহ্মা, শনির যম, রাহুর কাল, এবং কেতুর অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত। (মৎ)। (৩) মহাদেবের অত্ননাম ঈশ্বর। (স্কন্দ-মাহে)।

ঈশ্বরী—শিবের স্ত্রী পার্শ্বতীর অস্ত্রনাম। (স্কন্দ-আব)।

ঈষ—ঈষ, উজ্জ্বাত, উজ্জ্ব, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস, নভ, ও ঋগভ নামে বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র ছিল। তাঁহারা ঐশ্বমেয় নামে খ্যাত ছিলেন। (শিব)।

উক্তি—সত্যের পরী উক্তি। (ব্রহ্মবৈ)

উক্ধ—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর অনলের তনয় উক্ধ, উক্ধের তনয় বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় শম্ভু, শম্ভুর পুত্র পুষ্প। (হরি)। (২) মহাবাহু স্বর্ধা শম্ভুপা, উক্ধ, অমৃতম, বিশ্বাবসু স্বর্ণকর্মা, বিষ্ণু এবং কক ইহারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র। (৩) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর ছিল ও ছিলের

পুত্র উক্ধ, উক্ধের পুত্র বজ্রনাভ। (বিষ্ণু)। (৪) উক্ধ নামক অগ্নি বেদবাক্যদ্বারা সত্যত সংকত হইয়া থাকেন। এই উক্ধের তনয় মহাবাহু। (মহাভা)।

উক্লাশ—মহর্ষি উক্লাশ ইন্দ্রের অমুরোধে কশ্যপ কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত হাটকেশ্বর তীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-নাগ)।

উগ্র—(১) তরঙ্গভীক, বুয়, তরঙ্গান, উগ্র, প্রবীর, অভিমানী, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সর্বন এই দশ জন ভোতা মনুস পুত্র। (হরি)। (২) ভূতের পত্নী স্বরূপা হইতে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বুধা-কপি, অজৈকপাদ, অহিত্রগ্র, বহুরূপ ও মহান্ এই একাদশ কুহু জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

(৩) বরাহ-কল্পের একাদশ দ্বাপরে মহাদেব গঙ্গাধারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। (লি)। (৪) কল্পের অপর নাম উগ্র। ইহার স্ত্রীর নাম দীক্ষা ও পুত্রের নাম "সন্তান"। (বিষ্ণু)। (৫) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে মাতৃকা, অটাপরা, তাঁহার

সাহায্যার্থে স্বীয় অস্থির করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাথ, চতুর্ভুজ, বিদ্যাজ্জিহ্ব, দশানন, সোমাপায়ন, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন । (বাম) ।

(৬) উগ্র নামে মহিষাসুরের একজন সেনাপতি ছিলেন । (বাম) । (৭) বৈবস্বত মনসুরের বরাহকল্পে শ্বেত,

সুভার, মদন, সুহোত্র, কঙ্গ, লোগাক্ষি, মহামায়, জৈগীষবা, দধি-বাহ, ঋষভ, উগ্র, অত্রি, স্রবলক, সৌতম, বেদশিরা, গোকর্ণ, গুহা-বানী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টগাস, দারুক, লাক্সলী, মহাকাল, দণ্ডী, মুণ্ডোস, সহিষ্ণু, নকুলীশ্বর ও সোম-শম্বা এই আটশ জন বৃগক্রমে যোগাচাৰ্য্য হইয়াছিলেন । এবং প্রত্যেকের চারিটা শিষ্য ছিলেন ।

(শিব) । (৮) উনপঞ্চাশ মরুদগণের অন্ততম উগ্র । কশ্যপপত্নী হঠাতে মরুদগণের উৎপত্তি হয় । (বায়ু) ।

(৯) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভ-জাত শত পুত্রের অন্ততম উগ্র । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হইলেন । (মহাভা)

উগ্রকর্ণা—কেকয়-রাজকুমার বিশো-কের সেনাপতি উগ্রকর্ণা কুরুক্ষেত্র-সমরে কর্ণের হস্তে নিহত হন । (মহাভা) ।

উগ্রকর্ণক—মহিষাসুরের অন্ততম

সেনাপতি উগ্রকর্ণক, দেবী কাভ্যায়নীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন । (বাম) ।

উগ্রচণ্ডা—(১) রাবণবধের জন্য উগ্র-চণ্ডারূপে দুর্গাদেবী প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন । (বৃহদ) । (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতম যোগিনী উগ্রচণ্ডা । (কালিকা) ।

উগ্রজিৎ—একটি অশ্বারাম নাম । এই জাতীয় অশ্বারাগণ পাশাখেলায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন । (অথর্ষ) ।

উগ্রতপা—কলিকালে মহাদেবের অত্রি, উগ্রতপা, শ্রাবণ ও শ্রবিষ্টক নামে ধ্যানযোগরত যোগাচারী মহাত্মা চারিপুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া, পূর্বপুত্রগণের ন্যায়ই অস্ত্রিমে রুদ্রলোকে স্থানলাভ করিবে । (ব্রহ্মণ্ড) । অত্রি দেখ ।

উগ্রতারি—মাতঙ্গীদেবীর অস্ত্র নাম উগ্রতারি । শুভ ও নিশুভ নামে দুই দৈত্য দেবগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে দেবগণ মাতঙ্গী-দেবীর স্তব করেন, তখন মাতঙ্গীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন । মনোহী ঋষিগণ তাঁহাকে উগ্রতারি নামে অভিহিত করেন । কারণ, তিনি ভক্তগণকে উগ্রভয় হইতে জ্ঞাপ করেন । (কালিকা) ।

উগ্রদংষ্ট্রা—মেরুর কন্যা উগ্রদংষ্ট্রা

মনুবংশীয় নরপতি আগ্নীত্রের
অম্যতম পুত্র হরিবর্ষকে বিবাহ
করেন। [ভাগ]।

উগ্রদৃষ্টি—বায়ব্রুব ব্রহ্মার মানস পুত্র
অজ্ঞানহেতু অজিত দেবগণ বেদে
তেত্রিশজন মাত্র বণিত হইয়াছেন।
তন্মধ্যে অভিমত্যা, উগ্রদৃষ্টি, সময়,
উচিশ্রবা, কেবল, বিশ্বরূপ, স্থপক্ষ,
মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত ও
গ্রাবাজিন এই দ্বাদশজন দেবতা
স্বক নামে বিখ্যাত [ব্রহ্মাণ্ড]।
অমৃতবান্ দেখ।

উগ্রবীর্ঘ—মহিষাসুরের অন্ততম সেনা-
পতি। তিনি মহাদেবের সহিত
যুদ্ধে নিহত হন। (দেবীভা)।

উগ্রমহাব্রত—ব্রহ্মা স্বীয় যজ্ঞে যে
সমুদয় মহর্ষিকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উগ্রমহাব্রত
একজন ছিলেন। (বায়ু)।

উগ্রম্পস্তা—অঙ্গরাবিশেষ। এই
শ্রেণীর অঙ্গরাগণ পাশাখেলায়
খুব নিপুণা ছিলেন বলিয়া ঋষিরা
তাঁহাদের অর্চনা করিয়াছেন।
(অথ)।

উগ্রবায়ী—কুরুক্ষেত্রসমরে ভীমহস্তে
কুরুপতি দ্রুতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভ-
জাত শতপুত্রের অন্ততম উগ্রবায়ী
বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

উগ্ররেতা—ব্রহ্মার ললাটসমুৎপন্ন রক্তের
একটী নাম উগ্ররেতা। (ভাগ)।

উগ্রশ্রবা—মহর্ষি উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণ
মুনির পুত্র। ইনি ব্যাসদেবের
পুত্র শুকদেবের নিকট পুরাণাদি
কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবং
নৈমিষারণ্যে সৌনক যজ্ঞে উপস্থিত
হইয়া মুনিদিগকে পুরাণাদি শ্রবণ
করাইয়াছিলেন। (ভাগ)। লোমহর্ষণ
কৃষ্ণবেশ্যায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য
ছিলেন এবং স্বীয় গুরুর নিকট
পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া স্বীয় পুত্র
উগ্রশ্রবাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।
(পদ্ম-স্থ)

উগ্রসেন—(১) অভিমত্যার পুত্র
পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জন-
মেজয়, জনমেজয়ের শ্রুতসেন, উগ্র-
সেন ও ভীমসেন নামে তিন পুত্র
জন্মে। (হরি)। (২) ষড়্বংশীয় নরপতি
আলুকের কাশি কল্যাতে দেবক ও
উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে।
তন্মধ্যে উগ্রসেনের কংস, ব্রহ্মগোধ,
অনাম (অনামা), কক, শঙ্ক, রাষ্ট্র-
পাল, অধক, (অহু), অনাঘটি (ঘটি),
পুষ্টিমান (পুষ্টিমান) নামে নয় পুত্র
এবং কংসা (কাংসা), কংসবতী,
ককা, রাষ্ট্রপালী, সুরজু (সুতজু)
নান্নী পাঁচ কন্যা জন্মে।
(হরি, ভা)। অজ্ঞান্দেপ। (৩)
উগ্রসেন নামে একজন শিবোপাসক
গন্ধর্ব্ব ছিলেন। (লি:)। চন্দ্রবংশীয়
নরপতি অক্রুর, উগ্রসেনের কন্যা

স্বধারা ও বরাদ্ধনাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে স্বধারার গর্ভে দেববান্ এবং বরাদ্ধনার গর্ভে উপদেব জন্মে। (লিঃ)। উগ্রসেনের ষোষ্ঠপুত্র কংস দ্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এবং ইন্দ্রের ষ্ট্রিকট হইতে স্বর্ধ্বা নামক সভা আনয়নপূর্বক উগ্রসেনকে প্রদান করেন। (বিষ্ণু)। ঋগোধ, কংস, স্ত্রুত্মি, রাষ্ট্রপাল ভৃষ্টিমান, ও শক্ৰ এই ছয় জন উগ্রসেনের পুত্র। (কুর্খ)। (৭) নারদ, তুষ্কর, হাহা, হুহু, বিখাবসু, উগ্রসেন বসুন্ধরি, বচ্চাবসু, চিত্রসেন, উর্গায়, প্রতরাষ্ট্র ও স্বর্ধাবচ্চা—এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব স্বর্ধাদেবের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। (কুর্খ)। আহক হইতে কশ্যপতনয়া দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে উগ্রসেনের কংস ঋগোধ, সুনামা, কঙ্কা, শক্ৰ, অজিত, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধঘৃষ্টি ও স্ত্রুঘৃষ্টি নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসাবতী, স্ত্রুতত্ব, কঙ্কা ও রাষ্ট্রপালী নামী পাঁচ কন্যা ছিলেন। (মৎ)। (৮) জহুর পুত্র স্বরথী, ক্রতসেন, উগ্রসেন, ভীকসেন, এই চারি-

জন। (অগ্নি)। চিত্রসেন, উগ্রসেন, উনাম্ব, অনঘ, প্রতরাষ্ট্র, পুলোমা স্বর্ধাবচ্চা, যুগপৎ, তৃণপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পর্জ্জন্ত, কলি, নারদ, এই বোলজন দেবগন্ধর্ব্ব মোনেয় নামে প্রসিদ্ধ। (বায়ু)। (৯) কশ্যপপত্নী দক্ষকন্যা বরিষ্ঠা হইতে ভীমসেন, উগ্রসেন, স্ত্রুপর্ণ, গরুড় গোপতি, প্রতরাষ্ট্র, স্বর্ধাবচ্চা, বীর্ধাবান, অর্কপৃষ্ঠ, প্রযুক্ত, পিঞ্চতা, স্ত্রুতা, ভীম, চিত্ররথ, বিখাত, সর্পবিৎ, বলী, শালীশীর্ষ, পর্জ্জন্ত, বালী ও নারদ নামক পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। ইহার। কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব, ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন। (কালিকা)।

উগ্রসেনা, উগ্রসেনী—যদুবংশীয় ঋত্বকনন্দন অক্রুরের অন্ততমা পত্নী উগ্রসেনা হইতে দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (মৎ)। অক্রুর হইতে উগ্রসেনীর গর্ভে দেব-সম্নি কুলনন্দন দেব ও অমুদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উগ্রা—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা উগ্রা। (অগ্নি)।

উগ্রাখা—মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি। (কন্দ—মাহে)।

উগ্রাদেব—প্রাচীন কালে উগ্রাদেব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি কথ দম্ভ্য-দমনকারী অগ্নির সহিত রাজর্ষি উগ্রাদেবকেও স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উগ্রায়ুধ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি ক্রুতের পুত্র উগ্রায়ুধ। উগ্রায়ুধ হইতে ক্ষেমা, ক্ষেমা হইতে সুবীর, সুবীর হইতে মৃপঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। ভূপতি উগ্রায়ুধ অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি বিক্রম প্রকাশপূর্বক পৃষতের পিতা-মহা মহাতেজা পাঞ্চালাধিপতি নীপ নরপতিকে নিহত করেন। পরে ভীষ্মকে অপমানিত করিলে, তাঁহারই হস্তে উগ্রায়ুধ নিহত হন। (হরি)। (২) মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি উগ্রায়ুধ কাত্যায়নী হস্তে নিহত হন। (বাম)। (৩) সূর্য্য বংশীয় নরপতি উগ্রায়ুধ কোনও শ্রেষ্ঠ আশ্রমে বহুকাল তপস্যা করেন। রাজা জনমেজয় নীপগণ হইতে ভীত হইয়া উগ্রায়ুধের শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহাকে রাজ্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়া নীপবংশীয়দিগকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধ প্রথমে নীপদিগকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। নীপ রাজগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া

তাঁহাদের উভয়কেই নিহত করিতে উদ্যত হন। তখন উগ্রায়ুধ শাপ দেন যে, “যমরাজ এখনই তোমাদিগকে লইয়া যাউক।” এই কথা বলা মাত্র যম আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। ইহাতে উগ্রায়ুধের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি জনমেজয়কে যম হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে বলিলেন। তিনি যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। যম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরম মুক্তি-জ্ঞান প্রদান করিলেন। (মৎ)।
উগ্রাশ্ব—পুরুরের অল্পচর অন্ততম সেনাপতি। (পদ্ম)। অন্ততাপ দেখ।

উগ্রাশ্ব—মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি উগ্রাশ্ব, দেবী কাত্যায়নীর হস্তে পরাজিত হন। (বাম)।

উগ্রেশ্বর—একটি শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহার পূজা করিলে যানব জাতিশ্রম হয়। (স্কন্দ-কাশী)

উচথ্য—মহাবি অজিরার পুত্র উচথ্য, উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা ঋত্থেদর একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

উচ্চাটনী—মহেশ্বরীর শরীরসমৃদ্ধতা যে সকল মহাশক্তি মহাবল পরা-ক্রান্ত দানবসৈন্তকে বিনাশ

করিয়াছিলেন উচ্চাটনী তাঁহাদের
অন্ততমা। (স্বন্দ-কাশী)।

উচ্চৈঃশ্রবা—চাক্ষুষ মনস্তত্ত্বে দেবা-
হরের সমুদ্রমন্ডনকালে, সমুদ্র হইতে
শশাঙ্ক, ধবল উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক
উদ্ভূত হয়। দেবরাধ ইন্দ্র ইতাকে
গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উচ্ছিত—দেবাহরযুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কান্তিকেশকে সাহায্য করিবার
দ্রুত বিদ্যাগিরি স্বীয় অশ্বচর
উচ্ছিত ও অতিশূন্যকে প্রেরণ
করিয়াছিলেন। (স্বন্দ-মাহে)

উহুভূক্—ঋষিবিশেষ। (স্বন্দ-কাশী)।

উজ্জয়ন্ত—হিমালয়ের উজ্জয়ন্ত নামে
এক পুত্র ছিল। কুম্ভ পর্বতের
সহিত তাহার মৈত্রী ছিল।
(স্বন্দ-প্রভা)।

উজ্জানক—মধুরাক্ষসের পুত্র ধুকুর
অন্য নাম উজ্জানক। ইক্ষ্বাকু-
বংশীয় নরপতি কুবলাশ ধুকুকে
নিধন করিয়া ধুকুমার নামে খ্যাত
হন। (হরি)।

উটজেশ্বর—কাশীস্থিত উটজেশ্বর
লিঙ্গের অর্চনা করিলে সর্বভয়
নিবারণ হয়। (স্বন্দ-কাশী)।

উড়ধুরঃ—বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের
নাম হিরণ্যাক। এই হিরণ্যাকের
পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, উড়ধুর,
অভিকাত, তারকায়ন ও চুঙ্গল।
(হরি)।

উতক—মহর্ষি আয়োধনোন্মোহ
বেদ, আকণি ও উপমহ্ম নামে
তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে
বেদের শিষ্য উতক, জনমেজয়
ও পৌষ্য নরপতি। বেদ গুরু-
কুলে বাসকালে কষ্ট পাইয়া-
ছিলেন বলিয়া, শিষ্যদিগকে
কোন কর্ণে নিয়োগ, বা আশ্র-
শুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন
না। একদা তিনি যাজ্ঞন কার্যো-
পলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার
কালে শিষ্য উতককে তাঁহার
অস্থপস্থিত সময়ে গৃহের সমুদয়
কার্য সম্পাদন করিবার ভার
অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার
গুরুপত্নীরা তাঁহাকে এক অসদ্বত
প্রস্তাব করেন। কিন্তু উতক
সেই অন্ডায় প্রস্তাবে অসম্মতি
জ্ঞাপন করেন। গুরু, গৃহে
প্রত্যাগমন করিয়া আদ্যোপান্ত
সদমুখ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি
অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং 'তোমার
সকল মনোরথ সকল হউক'
বলিয়া গৃহে যাইতে আদেশ প্রদান
করেন। উতক গুরুদক্ষিণা দিতে
প্রার্থনা জানাইলে, বেদ তাঁহাকে
গুরুপত্নীর নিকট গমন করিতে
আদেশ করিলেন। গুরুপত্নী,
পোস্ত্র নরপতির জীৱ কণাভরণ
চারি দিনমধ্যে প্রদান করিতে

আদেশ করিলেন। তদনুসারে উতক পোষ্য নরপতির পত্নীর নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পথে ক্ষণকবেশী তক্ষক তাহা অপহরণ করে তিনি দেবরাজ ইন্দের সাহায্যে তাহা পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া গুরু-পত্নীকে প্রদানপূর্বক গুরুদক্ষিণারূপে ঋণ হইতে মুক্ত হন। (মহাভা)। মহর্ষি উতক ধুকু নামক ব্রাহ্মসেবক ভয়ে ভীত হইয়া ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃহদশ্বের পুত্র কুবল্য সেই ধুকুরাক্ষকে বধ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদ করেন এবং স্বয়ং ধুকুমার নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উতকেশ্বর—প্রভাসতীর্থে উতকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছে। মহর্ষি উতক কতক এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (স্কন্দ-প্রভা)।

উতথি—(১) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি উতথির তনয় স্তম্ভোদ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (মহাভা)।

উতথ্য—অঙ্গিরাবংশীয় উতথ্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। তিনি নোনের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উতথোর পুত্র মহর্ষি গৌতম। (মহু)। আপোজা, আদিরা,

অজন্ত, অথর্ষা ও অমৃত মেথ। মহর্ষি উতথোর তনয় দীর্ঘতমা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনীবালী, কুহ, রাকা ও অমৃতমতি নামে চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উতথোর পত্নীর নাম মমতা। বৃহস্পতি বলপূর্বক তাঁহার ভ্রাতৃবধূ মমতাতে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম ভরদ্বাজ। (ভাগ)। বরাকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগ্যচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন উতথ্য তাঁহাদের অন্ততমের শিষ্য ছিলেন। (লিঃ)। মহর্ষি অঙ্গিরা হইতে উতথ্য বৃহস্পতি, ও সন্দর জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)।

(২) সপ্তদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে কৃতজ্ঞ দেবের উৎপত্তি হইলে মহাদেব হিমালয়শিখরে মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে আবির্ভূত হন। উতথ্য, বামদেব, মহাকাল, ও মহালয় নামে তাঁহার পুত্রগণ ব্রহ্মবাদী ও যোগজ্ঞ ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৩) কোশলদেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার দ্বী রোহিণী উতথ্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। উতথ্য অতিশয় দয়াবাদী ছিলেন। তিনি আগ্রা-

শক্তি ভগবতীর রূপায় কবি
হইয়াছিলেন। (দেবী ভা)।

(৫) অধর্ষনের পত্নী স্বরূপা হইতে
বৃহস্পতি, স্বরাট হইতে গৌতম,
বামদেব, অবধ্য, উসিঙ্গ ও উতখ্য
এবং পথ্য হইতে ধিষ্ণু, সংবর্ত ও
বিচিত্র জন্মগ্রহণ করেন। উতখ্যের
পুত্র শরদানু। (বায়ু)। (৬) পুরা-
কালে অমরাবতীতে উতখ্য নামে
এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ
পুত্র ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণাচার
পরিত্যাগপূর্বক ক্ষত্রিয়বৃত্তি মন-
স্কৃত অবলম্বন করিলে উতখ্য
তাঁহাদিগকে “অহুর হও” বলিয়া
শাপ দেন। তাঁহারা ই চাহুর,
মুষ্টিক, কুট, শল ও তোশল নামে
প্রসিদ্ধ ছিল। এবং ত্রীকৃষ্ণহস্তে
মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। (গর্গ)।

উৎকচ—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে
হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যাকশিপু জন্ম-
গ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষের পত্নী
ভানু হইতে শকুনি, শম্বর, মুষ্টি, ভূত-
সম্ভাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ,
হিরণ্যাক্ষ ও উৎকচ জন্মগ্রহণ
করেন। (ভাগ)। শিশুকালে
একদিন ত্রীকৃষ্ণের নিকট একখানা
শকট ছিল। কংসপ্রেরিত উৎকচ
নামক দৈত্য, বায়ুরূপে তথায়
আসিয়া সেই শকট শিশুর মস্তকে
ফেলিবার উপক্রম করিলে ত্রীকৃষ্ণ

সেই শকট অপসারিত করিয়া
দৈত্যদেহকে চর্ণ করিলেন। (গর্গ)

উৎকল—(১) মনুবংশীয় নরপতি
স্বহ্মা হইতে উৎকল, গয়, বিন-
তান্ব, ও ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেন।
উৎকল উত্তরদিকের অধিপতি
ছিলেন। দ্রষ্টব্য, অশ্বরীষ ও দণ্ড
এই তিন জন উৎকলের পুত্র।
(হরি)। (২) ক্রবের পত্নী
ইলার গতে উৎকল জন্মগ্রহণ
করেন। উৎকল ক্রবের মৃত্যুর
পরে রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইলে
ক্রবের অন্ততমা পত্নী ভ্রমীর গভ-
জাত বৎসর রাজা হন। (ভাগ)।
ক্রবের পুত্র উৎকল। উৎকল পুষ্কর-
তীর্থে সহস্র অশ্বমেধ বজ্র করেন।
তাঁহার পুত্র স্বয়ম্ভু ও নন্দী। নন্দী
বহু সৈন্যসহ কোলানগরী আক্রমণ-
পূর্বক রাজা সুরথকে পরাস্ত
করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩)
দানব হয়গ্রীবের পুত্র উৎকল দেব-
গণকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য
কাড়িয়া নগেন। এতদ্ব্যতীত
আরও অনেক রাজ্য অধিকার
করেন। অবশেষে মহাবীজালির
শাপে বকরূপে পরিণত হইলেন এবং
ত্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।
(গর্গ)। (৪) স্বকঙ্কনন্দন
অকুরের অন্ততমা পত্নী শৈব্যা
হইতে উপলভ্য, সদালভ্য, উৎকল,

আর্ষাশৈশব, স্বর্ষীর, সদাযজ্ঞ, শক্রয়, অরিমেজয়, ধর্ম, ধর্মদৃষ্টি ও সৃষ্টিমৌলি নামক একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্ম-স্ম)।

উৎকলা—মহুবংশীয় নরপতি সম্রাটের পত্নী উৎকলা মরীচি নামক এক পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)।

উৎকীল—কত-গোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি ঋষেদের একজন মহত্বজ্ঞা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-ছিলেন। (ঋগ)।

উৎকুর—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নামী এক কন্যা জন্মে। উৎকুর, শকুনি, ভূতসম্ভাপন, মহানাভ, মহাবাহ ও কালনাভ ইহার হিরণ্যাক্ষের পুত্র। (বিষ্ণু)।

উৎকোচা—খসার কন্যা। আলম্বা দেখ। (বায়ু)।

উৎক্রাথনী—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত, তাঁহার সাহায্যার্থ উৎক্রাথনী তীর্থ স্বীয় অশ্বচর বেদ-মন্ত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

উৎক্রোশ—দেবাসুরযুদ্ধে দেব-সেনাপতি কান্তিকেকে ইন্দ্র উৎক্রোশ ও পঞ্চজ নামে দুইজন অশ্বচরপ্রধান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বহু শত্রু নিপাত করিয়া-ছিলেন। (স্বন্দ-মাহে)।

উৎক্লেশ—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দদেব সেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ উৎক্লেশ ও পঞ্চজ নামক গণদ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

উত্তরু—পঞ্চদশ ত্রেতাযুগে রাজ-চক্রবর্তী মাক্রাতা বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ছিলেন এবং মহর্ষি উত্তরু তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। (মৎ)।

উত্তম—(১) নরপতি উত্তানপাদের অন্ততমা স্ত্রী স্বকচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম যুগয়া করিতে বাইয়া যক্ষহন্তে নিহত হন। (ভাগ)। নরপতি প্রিয়-ব্রতের অন্ততমা স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মে। উত্তম তৃতীয় মনু, তামস চতুর্থ মনু এবং রৈবত পঞ্চম মনু ছিলেন। ঐত্তম মন্বন্তরে বশিষ্ঠ-নন্দন প্রথম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, সত্য, বেদ, শ্রুত, ও ভজ নামে দেবতা, এবং সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র বর্তমান ছিলেন। পবন, সৃষ্ণয়, যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি উত্তম মনুর পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ পুরুষোত্তম, ধর্মের ভার্য্যা স্নৃতার গর্ভে সত্যব্রত-গণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া

সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। (ভাগ)। কীর্ত্তিমান দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে যে চতুর্দশ শিবাবতার প্রাক্কর্ত্ত হন, উত্তম তাঁহাদের অন্ততম। (লিঃ)। অতিনামা দেখ। (৩) চাক্সসমন্বন্তরে স্বমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা, ও সহিষ্ণু—ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। কৃষ্ণ পুরাণমতে উত্তম মন্বন্তরে স্বশান্তি ইন্দ্র ছিলেন। চাক্সস মত দেখ। নরপতি উত্তানপাদের তনয় উত্তম, বজ্রতনয়া বহলাকে বিবাহ করেন। বহলা প্রথমে স্বামীর প্রতি অহুসাগিনী ছিলেন না। একদা সদ্ধীত নিপুণা শ্রেষ্ঠ বারাজপা-গণ মধুরন্বরে রাজসমীপে গান করিতেছে, এমন সময়ে ভূপাল পানাসক্ত হইয়া পার্শ্বস্থ রাজভ্রুবর্গের সমক্ষেই স্বীয় পত্নী বহলাকে স্বরা-পূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু বহলা তাহা গ্রহণ করিলেন না। রাজা উত্তম সেইজন্ত অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। বনে পরিত্যক্তা বহলাকে পাতালবাসী নাগরাজ কপোতক দেখিতে পাইয়া শব্দবনে আনয়ন করেন। নাগরাজের কন্যা নন্দা, স্বীয় মাতা মনোরমার

সপত্নী হইবে আশঙ্কা করিয়া বহলাকে লুকাইয়া রাখেন। এদিকে জীকে পরিত্যাগ করিয়া নরপতি উত্তম আর অস্ত্র দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই এবং অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদিন, স্বশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার কাছে অভিযোগ করিলেন যে, অত্রিতনয় বলাক নামক রাক্ষস রাত্রিকালে তাঁহার জীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মণের, কি দেবকার্য্য কি গৃহকার্য্য, কিছুই হইতেছে না। রাজা স্বশর্মার নিকট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জী কুরূপা ও কলহপ্রিয়। সেজন্ত তিনি তাঁহাকে অন্য কুরূপা ও স্বশীলা স্ত্রী প্রদান করিতে অভিলষী হইলেন। কিন্তু স্বশর্মার জী কুরূপা ও কলহপ্রিয়া হইলেও ধর্ম্মপত্নী সর্ব্বথা রক্ষণীয় বলিয়া তাঁহাকেই পাইতে তিনি জেদ করিতে লাগিলেন রাজা অনেক অহুসন্ধান করিয়া বলাক রাক্ষসের আলয় হইতে ব্রাহ্মণ-পত্নীকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজারও জ্ঞানোদয় হইল। তিনি স্বীয় পত্নী বহলাকে নাগরাজ কপোতকের আলয়

হইতে স্বর্গহে আনয়ন করিলেন
রাণীর স্বভাবেরও পরিবর্তন হইল।
বহুবার গতে নরপতি উত্তমের
ঔত্তম নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। (মার্কণ্ড)।

(৪) উত্তম যশস্তরে সূদামা নামে
দেবগণ, প্রতর্দন, শিব, সত্য ও
বশবর্তী এই শ্রেণী-চতুষ্টয়সম্পন্ন
দেবগণ দ্বাদশটি গণ বা শ্রেণীতে
বিভক্ত। মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের
নাম সূদাস্তি (সুশাস্তি)। (অগ্নি)।

উত্তম যশস্তরে, সূদামাগণ,
অপরাপর বংশজধারী দেবগণ,
প্রতর্দনগণ, শিবগণ ও সত্যগণ
দেবতাদের এই পাঁচটি গণ।
ইহাদের এক একটি গণ দ্বাদশটি
দ্বারা হয়। সত্য, প্রতি, দম, দাস্ত,
ক্ষম, কাম, গুতি, শুচি, ঈর্ষ, উজ্জ,
জ্যোতি ও বপুয়ান এই দ্বাদশটি
সুদামাগণ। সহস্রধার, বিশ্বাত্মা,
শমিতার, বৃহবস্তু, বিশ্বধা, বিশ্বকর্মা,
মনশস্ত, বিরাটেশা, জ্যোতি,
বিভাব্য ও কীত্তিমান, এই
দ্বাদশটি বংশকারী দেবগণ। বস্তু,
ধিষ্ণ, বিভাবস্তু, দিন, ক্রতু, স্বপর্মা,
ব্রতবর্মা, বশস্বী ও কেতুমান—এই
সকল প্রতর্দনগণ। হংসবৎ, অহিহা
প্রতর্দন, বশস্কর, সূদান, বস্তুদান,
স্বমঙ্গল, বিব, জন্তবাহু, যতি,
স্ববিত্ত, ও সুনয় এই দ্বাদশটি

যজ্ঞকর্তা শিবগণ। দিকৃপতি;
বাকৃপতি, বিশ্ব, শস্ত্র, যমুড়ীক,
অধিপ, বর্চোধা, মুহু, সর্বশ,
বাসব, সদাশ, ক্ষেমানন্দয়—এই
দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতা। অজ,
পরশু, দিব্য, দিব্যোষধি, নয়,
দেবাহুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ,
ঔসিজ, বিনীত স্বকৈতু, স্মিত্র,
স্ববল—এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা
উত্তম মহুর পুত্র ও ক্ষেত্রগণের
নেতা ছিলেন। (ত্রৈলোক্য)।

উত্তমা—মগধদেশে দেবদাস নামে
এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার জ্ঞান
নাম ছিল উত্তমা এবং পুত্রের নাম
ছিল অঙ্গদ। পুত্র বয়প্রাপ্ত হইলে
দেবদাস তাঁহার হস্তে সংসার
সমর্পণপূর্বক সতীক বদরিকাশ্রমে
গমনপূর্বক তীর্থ স্নানান্তর সেই
তীর্থমাহাত্ম্যে সশরীরে স্বর্গে গমন
করেন। (পদ্ম—উত্ত)।

উত্তমোজা—(১) ধন্যপুত্র দ্বিতীয়
সাবর্ণি মন্তর নাম ভাব্য। স্বক্ষেত্র,
উত্তমোজা, ভুরিসেন, বীর্ঘাবান,
শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন,
জয়দ্রথ, ভুরিহায়, ও স্ববর্জা এই
দশজন ভাব্য মহুর পুত্র। (বায়ু)
(২) ব্রহ্ম সাবর্ণি মহুর দশ পুত্রের
অন্যতম উত্তমোজা। (বিষ্ণু)। (৩)
দক্ষ সাবর্ণি মহুর দশপুত্রের অন্ত-
তম পুত্র উত্তমোজা। (হরি)।

(৪) পাঞ্চাল-পতি দ্রুপদের অন্ততম ভ্রাতৃ উত্তমোজা, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বখামার হস্তে নিহত হন । অশ্বখামা রাজিকালে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত উত্তমোজা, যুধামন্যু প্রভৃতি বীরগণকে নিপাত করেন । (মহাভা) ।

উত্তর—(১) কস্যপ বংশীয় উত্তর একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । (মৎস্য) । নরপতি নহষের যতি, যথ্যতি, শব্য্যতি, উত্তর, পর, অয়তি, বিয়তি, এই সপ্ত ধার্মিক পুত্র ছিলেন । (পদ্ম-৮) । (৩) বিরাট নরপতির পুত্রের নাম উত্তর ও কন্তার নাম উত্তরা । উত্তরাকে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু বিবাহ করেন । কুরুরাজ দুর্যোধন বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করিলে, বিরাট স্বীয় পুত্র উত্তরকে গোধন উদ্ধারার্থ প্রেরণ করেন । দুর্যোধন নামধারী অর্জুন তাঁহার সারথি হইয়াছিলেন । কিন্তু উত্তর কুরু-সৈন্তের আধিক্য দর্শনে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, অর্জুন তাঁহাকে বারণ করিয়া এবং তাঁহাকে সারথি করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া গোধন উদ্ধার করেন । কুরুক্ষেত্র সময়ের প্রথম দিনে মদ্ররাজ শল্য হস্তে উত্তর নিহত হন । (মহাভা) ।

(৬) একটি অগ্নির নাম । পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে উত্তর নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় । (মহাভা) ।

উত্তরফাস্তনী অখিনী—দক্ষের ষষ্টি কন্তার মধ্যে রোহিণী, ভরগী, কৃষ্ণিকা, উত্তরফাস্তনী প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন । (কালিকা) ।

উত্তরভাদ্রপদী—দক্ষের ষষ্টি কন্তার মধ্যে রোহিণী, অখিনী, ভরগী, কৃষ্ণিকা, উত্তর ভাদ্রপদী, আসা প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন । (কালিকা) ।

উত্তর মালিকা—আকর্ণনী, সম্ভটা, উত্তর মালিকা, জালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই অষ্ট মাতৃকা রেবতীর অনুচরী এবং তাঁহার হরির গাত্র হইতে সম্ভূতা । তাঁহার ষষ্টি ও সংহার কাণ্ডেও সমর্থ । (মৎস্য) ।

উত্তরা—(১) মৎস্যরাজ বিরাটের পত্নী সুদেবী হইতে উত্তর নামে পুত্র ও উত্তরা নামী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । পাণ্ডবেরা বিরাট রাজত্ববনে অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করেন । সেই সময়ে অর্জুন উত্তরাকে চিত্রনাট্য সঙ্গীতাদি

শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত বাস অস্ত্রে পাণ্ডবদের সহিত বিরাটরাণের পরিচয় হয় এবং অভিমহ্যার সহিত উত্তরার বিবাহ হয়। ভারত যুদ্ধে অভিমহ্য নিহত হন। সেই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। অশ্বখামা অর্জুনের বংশলোপ বাসনার ইষিকাজ প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। উত্তরা এক যুত সন্তান প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে জীবিত করেন। (মহাভা)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সৌদাসের পুত্র অশ্বক। অশ্বকের পত্নী উত্তরা, মূলক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (লি)। অশ্বক দেখ।

উত্তরার্ক—কানীতে দ্বাদশটি আদিভা লোকদিগকে রক্ষা করেন। উত্তরার্ক তন্ন্যে একজন। (কল্প-কানী)।

উত্তরাষাঢ়া—দক্ষের সাতাশটি কন্যার মধ্যে অশ্বিনী, ভরগী, রোহিণী, ভ্রা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ফাল্গুনী, প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তরেশ্বর—অবন্তী দেশে মহাকাল বনের উত্তরদ্বারে উত্তরেশ্বর অবস্থিত। তিনি সকল কার্যের

সিদ্ধিদাতা। এবং শিব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। (কল্প—আব)।

উত্তানপাদ—বৈরাগ্য প্রজ্ঞাপতির পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তন্ন্যে প্রজ্ঞাতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের কন্যা স্নহতা হইতে উত্তানপাদের ঋব, বহু, কীর্তিমান, আয়ুমান্ নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি)। ত্রক্ষার পুত্র দ্বায়জুব মহ ও কন্যা শতরূপা। দ্বায়জুব মহার পত্নী শতরূপা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকৃতি দেবহুতি, ও প্রস্থতি নামী তিন কন্যা প্রসব করেন। তন্ন্যে উত্তানপাদ স্নহীতি ও স্বকৃচিকে বিবাহ করেন। স্নহীতি হইতে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ঋব এবং স্বকৃচি হইতে উত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। ঋব দেব। দ্বায়জুব মহ স্বদুশ্বর তপস্যা করিয়া অবন্তী নামী এক রূপবতী পত্নীলাভ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। ধর্ম্মনন্দিনী স্নহতা উত্তানপাদ হইতে অপস্যাতি অপস্যাভ, কীর্তিমন্ত, ও ঋব নামে

চারি পুত্র লাভ করেন । (মৎ) ।
ধর্মের নন্দিনী স্নহতা হইতে
উত্তানপাদের ঋষ, কীর্তিমান
অয়মান ও বহুনায়ে চারি পুত্র
এবং মনস্বিনী ও স্বরা নানী দুই
কন্যা জন্মে । (ব্রহ্মা) ।

উত্তানবর্হি—বৈবস্বত মনুর পুত্র
শর্যাপতি । চক্রবর্তী নরপতি
শর্যাপতির উত্তানবর্হি, আনর্হ,
ভূরিষেন নামে তিন পুত্র ছিলেন ।
শর্যাপতি উত্তানবর্হিকে পূর্বদিকে
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । (পর্গ) ।

উৎপল—উৎপল ও বিদল নামক
দৈত্যদ্বয় কাশীতে অবস্থান পূর্বক
অতিশয় অত্যাচারী হইয়াছিল ।
ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বিনাশ
করেন । (লি) ।

উৎপলাকী—সহস্রাক তীর্থে গৌরি
দেবী উৎপলাকী নামে অভিহিতা
হন । (পদ্ম-২২) ।

উৎপলাবতী—স্বরাষ্ট্র নামক রাজার
পত্নী । তাঁহার গর্ভে তামস মনু
জন্মগ্রহণ করেন । (মার্কণ্ডেয়) ।
তামস মনু দেখ । অঙ্গরা-
বিশেষ । (স্বন্দ—কাশী) ।

উৎসর্গ—মিত্র দেবতার স্ত্রী রেবতী
হইতে পিন্ধল, উৎসর্গ, ও অরিষ্ট
জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) ।

উৎসাহ—ভৃগু পত্নী খ্যাতি হইতে
শ্রীদেবী নানী কন্যা, এবং খাতা

ও বিখাতা নামক দেবদেবী
গ্রহণ করেন । শ্রীদেবী হইতে
নারায়ণ দেবের বল ও উৎসাহ
নামক দুই পুত্র জন্মে । (ব্রহ্মাণ্ড) ।

উদক—ঋষি বিশেষ । (স্বন্দ—মাহে) ।
উদকসেন—যথাতি বংশীয় বিদক-
সেন হইতে উদকসেন; উদক সেন
হইতে উল্লাট জন্মগ্রহণ করেন ।
(ভাগ)

উদগ্র—মহিষাসুরের অন্ততম সেনা-
পতি । তিনি দেবাসুর সংগ্রামে
উপস্থিত ছিলেন । (দেবীভা) ।

উদগ্রজ—কশ্যপ বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক একজন ঋষি । (মৎ) ।

উদক—বেদপরায়ণ মহর্ষি উদক,
দীর্ঘতম ঋষির তনয় ও কশি-
বানের গুরু ছিলেন । (স্বন্দ—ব্রহ্ম) ।

উদপান—দেবাসুর যুদ্ধে, স্বন্দ দেব-
সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
উদপান তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অমৃতচর ঘনঘনাকে প্রদান
করেন । (বাম) ।

উদয়ন—(১) পাণ্ডব বংশীয়
বহুদানের পুত্র শতানীক, শতানী-
কের পুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র
অহীনর, অহীনরের পুত্র ঋগপাণি ।
(বিষ্ণু) । (২) নরপতি সহ-
স্রানিক অযোধ্যার রাজা কৃত-

কম্বার কন্যা যুগাবতীকে বিবাহ
করেন । তাঁহার গর্ভে উদয়ন জন্ম-

গ্রহণ করেন। উদয়ন নাগরাজ
ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা ললিতাকে বিবাহ
করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উদয়নাথ—মগধের শিশুপাল বংশীয়
নরপতি দত্তকের পুত্র উদয়নাথ,
উদয়নাথের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দি-
বর্দ্ধনের পুত্র মহানন্দ। (বিষ্ণু)।

উদয়শাণ্ডিলা—মহাবি শুনকের পুত্র
অতিথিয়া ঋষি একজন উদ্‌গীথ
বিদ্যাভিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি
ঋষী শিষ্য উদয়শাণ্ডিলাকে
উদ্‌গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ
দিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

উদয়রাক্ষ—অনেক দানব সেনাপতি।
অজ্ঞান দেখ। (বরা)।

উদয়রো—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

উদরক—চেদিরাজ কুন্তি হইতে প্রপুত্র,
প্রপুত্র হইতে নিধতি, নিধতি হইতে
উদরক ও বিদূরথ জন্মগ্রহণ করেন।
(অগ্নি)।

উদান—বায়ুস্ব মন্বন্তরে তুর্বিত
দেবগণ, প্রাণ, অপা, সমান,
উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রসনা
ঘাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি ও মন এই সকল
বিখ্যাত ছিলেন। (বায়ু)।

উদাপি—(১) বহুদেবের পত্নী
দেবকীর গর্ভে, কীর্তিমান, স্বয়ং,
ভদ্রসেন, ঋজুদাস, উদাপি ও
ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে।

কংস তাঁহাদের সকলকেই বধ
করেন। (বিষ্ণু)। (২) মগধের
নরপতি জরাসন্ধ হইতে সহদেব,
সহদেব হইতে উদাপি, উদাপি
হইতে শ্রতকন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
(অগ্নি)।

উদাবর্ত্ত—হৈহয় বংশীয় উদাবর্ত্ত
ঋষী বংশের ধ্বংসের কারণ হইয়া
ছিলেন। (মহাভা)।

উদাবস্ত—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নর-
পতি হনকের পুত্র উদাবস্ত।
উদাবস্তের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। নন্দি-
বর্দ্ধনের পুত্র হুকেতু। (ভাগ)।
(২) নরপতি প্রাণ্ডির পুত্র প্রজা-
পতি। প্রজাপতি হইতে বনিত্র,
শোরী, উদাবস্ত, স্ননয়, ও মহারথ
নামে পাঁচপুত্র জন্মে। উদাবস্ত,
দক্ষিণ দেশে রাজত্ব করিতেন।
(মার্ক)।

উদাবহি—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদারী - মগধের মৌর্যাদংশীয় নরপতি
উদারী তেত্রিশ বৎসর বাজত্ব
করেন। তিনি কুহুমপুর নামক
(বর্ত্তমান পাটনা) নগরী নিৰ্ম্মাণ
করেন। (বায়ু)।

উদারবী—পুষ্টির পত্নী ছায়া হইতে
প্রাচীন গর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল ও
ধৃতি নামে পাঁচটা পাপশৃঙ্গ পুত্র
জন্মগ্রহণ করে। প্রাচীন গর্ভের

পত্নী স্বৰ্ভা হইতে উদারধী নামে এক পুত্র জন্মে। উদারধী পরবর্তী কালে রাজা হন। তিনি পূৰ্ব্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন। তিনি সংবৎসর পরে একবার আহার সংগ্রহ করিতেন, এই জন্তই মহেশ্বর কালে ইন্দ্র পাত করেন। উদারধীর পত্নী ভদ্রা হইতে দিবজয় জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)।

উদাসী—বহুদেবের অন্ততম পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সৌরী, কাণ্ডিমান, হুশেন, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ নামে সাত পুত্র জন্ম গ্রহণ। কংস চাঁদার সকলকেই বিনাশ করেন। (গর্গ)

উদ্বহর—বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র মহর্ষি উদ্বহর একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

উদ্বহরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত মহাদেব বহুসংখ্যক নাতৃকার সৃষ্টি করেন। উদ্বহরী তাহাদেব অন্যতম। (মৎ)।

উদ্ব্যান—বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র মহর্ষি উদ্ব্যান একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

উদগাতা—অভ্যাবের পুত্র উদগাতা। অভাব দেখ। (বরা)।

উদগাহ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

উদগীতা—মহুবংশীয় নরপতি প্রতীহের ঔরসে ও তদীয় পত্নী স্বৰ্ভার গর্ভে প্রতিহর্তা, প্রতিহুতা ও উদগীতা নামে তিন জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উদগীথ—(১) ভরত বংশীয় ইন্দ্রহোমের পুত্র পরমেন্দ্রী, পরমেন্দ্রীর অন্তনাম প্রতিহর্তা। প্রতিহর্তা হইতে উম্মেতা, উম্মেতা হইতে ভব, ভব হইতে উদগীথ, উদগীথ হইতে প্রাপ্তারি জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)।

(২) মহুবংশীয় নরপতি ভূমার ঔরসে ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদগীথ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) মহুবংশীয় ভূবের পুত্র উদগীথ, উদগীথের তনয় প্রত্যাব। (বিষ্ণু)।

উদঘোষ—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুলিন্দের পুত্র উদঘোষ। তাহার পুত্র বহুমিত্র। (ভাগ)।

উদগু—কাশীক্ষেত্রের বায়ু কোণে অবস্থিত উদগু নামক গণেশ মাহুঘের উদগু বিষয়সমূহ সর্বদা দূর করেন। (স্কন্দ-কাশী)।

উদগুমুণ্ড—গণেশের অন্ত নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

উদল—যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য কথ, বৈদেয়, শালী, যথান্দিম, শাপেয়ী, বিদিত্ত, উদল, ভাত্রায়ন, বাৎস্ত, গালব, শৈশিরী, আটবী, পণী,

বীরণী ও পরায়ণ এই পনের জন
বাজি নামে খ্যাত ও যজুর্বেদের
বিভাগকর্তা ছিলেন । (ব্রহ্মা) ।
উদামকুম্ভা—শকরপত্নী পার্শ্বতীর
অন্ততমা সখী । (শিব) ।
উদাল—বিখ্যামিত্র বংশীয় মহর্ষি
উদাল একজন গোত্র-প্রবর্তক
ঋষি ছিলেন । (মৎ) ।
উদালক—একজন মহর্ষি । রক্তাসুর
বধের পর ইন্দ্র ত্রৈলোক্য রাজ্যে
অভিষিক্ত হইলে অগ্নিরা, দক্ষ,
উদালক প্রভৃতি তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ।
(সৌর) । সমুদ্র মন্থনে অগ্ন্যাগ্ন
বস্তুর দ্বায় অলঙ্কারও উদ্ভব হয় ।
বিষ্ণু অল্পরোধ করিয়া মহাতপা
উদালককে অলঙ্কার প্রদান করেন ।
উদালক অলঙ্কারসহ ভ্রমণ করিতে
করিতে অলঙ্কারী অত্যন্ত কাতর
হইয়া গমনে অসম্মতি প্রকাশ
করিলেন । তখন অলঙ্কারীকে এক
বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে
বলিয়া উদালক তাঁহার বাসস্থান
অশ্বেষণার্থ গমন করিলেন । কিন্তু
আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না ।
অলঙ্কারী দেখ । (পদ্ম-উত্তর) ।
উদালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু ।
শ্বেতকেতু হইতে নিয়ম হয় যে,
ত্রীলোক অস্ত্র পুরুষগামিনী হইলে
পতিতা হইবে । (মহাভা) ।

অকণ ঋষির তনয় উদালক আকশি,
কেকয়-নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির
নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া-
ছিলেন । (ছান্দোগ্য) । মহর্ষি
উদালক স্বীয় শিষ্য কহোড়ের
পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা
সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ
দেন । সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্র
জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।
অষ্টাবক্র দেখ । মহর্ষি উদালক
প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বিশ্রুগণের
সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে
দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।
(মহাভা) ।

উদালকী—উদালকী, শোনকণী,
গৌরগ্রীব, প্রভৃতি অত্রি বংশ-
সম্ভূত গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । (মৎ) ।
উদালকেশ্বর—কানীতে কপিলেশ্বরের
উত্তর দিকে উদালকেশ্বর শিবলিঙ্গ
আছেন । তাঁহাকে দর্শন করিলে
সিদ্ধিলাভ সকলেরই স্থলভ হইয়া
থাকে । (স্বন্দ-কাশী) ।

উদ্ধত—মহিষাসুরের অন্ততম
সেনাপতি । দেবী কাত্যায়নীর
সঙ্গে যুদ্ধে উদ্ধত পরাজিত হন ।
(বায়) ।

উদ্ধতবহু—নরপতি উদ্ধতবহু,
ক্রিমীবংশীয় ছিলেন । তাঁহার
দুর্ব্যবহারে উক্ত বংশ উচ্ছন্ন হইয়া-
ছিল । (মহাভা) ।

উদ্ধব—মহাবংশীয় স্বরের পুত্র দেব-
ভাগ, দেবভাগের পুত্র উদ্ধব।
তিনি পণ্ডিতগণের অগ্রগী
দেবভাগের ভ্রাতৃ বশবী ও শ্রীকৃষ্ণের
সখা ছিলেন। (হরি)। উদ্ধব
বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন এবং
বৃষ্ণিবংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন।
(ভাগ)।

উদ্ধবাক—পশ্চিমদিগের রক্ষক
অশ্বত্থম দেবতা উদ্ধবাক। (স্বন্দ-
প্রভা)।

উদলায়ন—কল্পবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্বহ—উদ্বহ নামক বায়ু, চন্দ্রমণ্ডলে
বর্তমান। চন্দ্রমণ্ডল তদ্বারা বদ্ধ
থাকিয়া সত্তত ভ্রমণ করেন।
(স্বন্দ—মাহে)।

উদালক—ঋষিবিশেষ। (হরি)

উদ্বৃত্ত—স্বরস। ভূজঙ্গীর সহস্র
পুত্রের অশ্বত্থম উদ্বৃত্ত পাতালের
ভোগবতী নগরে বাস করিতেন।
(মহাভা)।

উত্তব—নরপতি নহবের পত্নী বিরজা
হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি,
উত্তব, পাচি, শর্ঘ্যাতি ও মেষযাতি
নামে সাত পুত্র জন্মে। (মৎ)।

উত্তিদ—(১) মহাবংশীয় নরপতি প্রিয়-
ব্রতের অশ্বত্থম পুত্র জ্যোতিমান
কুশবীপের অধিপতি ছিলেন।
জ্যোতিমানের উত্তিদ, বেণুমান,

বৈরজ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও
কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে।
তাঁহারা সকলেই ব ব নামীয়
বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (বিষ্ণু, ।
(২) কল্পপের অশ্বত্থমা পত্নী ইলা
হইতে উত্তিদ সকল উৎপন্ন
হইয়াছে। (ভাগ)।

উত্তম—কালীস্থিত দণ্ডপানি মহা-
দেবের অশ্বত্থম গণ। এই দণ্ডপানি
গণের সম্মম ও উদ্ভ্রম নামে দুই
অস্থচর ছিল। (স্বন্দ-কালী)।

উদ্যান—ভাব্যশ্রেণীর অশ্বত্থগত
একটি দেব-গণ। (বায়ু)। অর্থ-
পতি দেখ।

উদ্যোগ—ক্রিয়াদেবী উদ্যোগের
পত্নী। (ব্রহ্মবৈ)।

উন্নতি—প্রজাপতি দক্ষের ষোড়শ
কল্পার অশ্বত্থমা উন্নতি। তিনি
ধর্মের পত্নী এবং মর্পের জননী।
(ভাগ)।

উন্নতা—মহাবংশীয় প্রতিহর্তার (অশ্ব
নাম প্রতীহার) তনয় উন্নতা,
উন্নতার তনয় ভব, ভবের পুত্র
উদগীথ। (ব্রহ্মা)। মহর্ষি উন্নতা
ব্রহ্মার যজ্ঞে ঋষিক ছিলেন।
(পদ্ম-স্ব)।

উন্নত—রাবণের অস্থচর রাক্ষস-
বিশেষ। লঙ্কা সময়ে তিনি নিহত
হন। (অগ্নি)।

উন্নতা—অন্ধকাহরের রক্তপান

করিবার ক্ষমতা মহাদেব যে সকল
মাতৃকাকে সৃষ্টি করেন, উন্নত
তাহাদের অন্ততম। (মৎ) ।

উন্মাত—দেবাসুর যুদ্ধে সন্দেহ দেব-
সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে,
বম তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর
প্রমথ, উন্মাত, কাশসেন, মহামুখ,
তালপত্র ও কালজজ্যকে প্রেরণ
করেন। (বাম) ।

উন্মাদ—দেবাসুর যুদ্ধে সন্দেহ দেব-
সেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে, অধিকা
তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর
উন্মাদ, শঙ্ককর্ণ, ও পুষ্পদণ্ডকে
প্রদান করেন। (বাম) ।

উপকোসল—কমল পত্রের পুত্র
কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা
শিক্ষার জন্য মহর্ষি সত্যকাম
জাবালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু সত্যকাম বহুকাল
পরীক্ষার পরে তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা
প্রদান করিয়াছিলেন। (ছান্দো) ।

উপকৃত্ত—যদুবংশীয় রাজা শ্যবন্ধের
অন্ততম পুত্র ও অক্রুরের অন্ততম
ভ্রাতা উপকৃত্ত। (বিষ্ণু) ।

উপকৃত্ত—ভরত বংশীয় মহাবীৰ্য্য
হইতে ভীম, ভীম হইতে উপকৃত্ত,
এবং উপকৃত্তের পত্নী বিশাখা হইতে
ত্রয়াকর্শি, পুরুষী ও কপি জন্মগ্রহণ
করেন। (বাহু) ।

উপকৃত্ত—জনক বংশীয় নরপতি

সাত্যকি হইতে উপকৃত্ত। উপকৃত্ত
হইতে ঋত। ঋত হইতে শাশ্বত।
শাশ্বত হইতে স্বধর্ম জন্মগ্রহণ
করেন। (বিষ্ণু) ।

উপকৃত্ত—জনকবংশীয় ভূপতি
উপকৃত্ত হইতে অগ্নির অংশে
উপকৃত্ত জন্মগ্রহণ করেন।
উপকৃত্তের তনয় বশনন্ত। বশনন্তের
তনয় যজুর্কান। (ভাগ) ।

উপকৃত্ত—জনক বংশীয় ভূপতি
সত্যকি পুত্র উপকৃত্ত, উপকৃত্তের
তনয় উপকৃত্ত, উপকৃত্তের তনয়
বশনন্ত। (ভাগ) ।

উপচিত্র—কুরুপতি দ্রুপদেবের
গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্ত-
তম উপচিত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র
সময়ে ভীম কৃত্তক নিহত হন।
(মহাভা) ।

উপচিত্রা—বশুদেবের অন্ততম পত্নী
মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ, মিত্র,
কৃষ্ণমিত্র, চল, গুপ্তি ও হৃদেব
নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও
উপচিত্রা নামি কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ
করেন। (বাহু) ।

উপজজ্যনি—সম্বার নামে একমুনি
ছিলেন। তাহার পুত্র উপজজ্যনি
সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।
পরে অমৃতধর লিঙ্গের স্পর্শে জীবন
প্রাপ্ত হয়। (স্কন্দ-কাণী) ।

উপদানবী—(১) কুরুপ পত্নী দ্রু

হইতে হয়গ্রীব প্রভৃতি দানবেরা
জয়গ্রহণ করেন । হয়গ্রীবের কন্যা
উপদানবী দুয়ন্তকে প্রসব করেন ।
(হরি) । (২) পুরু-বংশীয় নরপতি
সুরোধের পত্নী উপদানবী হইতে
দুয়ন্ত, সূয়ন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে
চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
দুয়ন্ত হইতে শকুন্তলা গর্ভে ভরত
জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) । (৩) বহু
বংশীয় নরপতি জ্যামঘ কোনও
যুদ্ধে উপদানবী নাম্নী একটি কন্যা
প্রাপ্ত হন । পরে তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা
বিদর্ভ নানক একটি পুত্র প্রসব
করেন । উপদানবীর সহিত এই
বিদর্ভের বিবাহ হয় । বিদর্ভ-পত্নী,
উপদানবী, ক্রধ, কৌশিক ও
শোনপাদ নামক পুত্রগণকে প্রসব
করেন । (হরি) । (৪) বৈখানর
দানবের উপদানবী, হয়শিরা,
পুলোমা ও কালকা নামে চারি
কন্যা ছিল । তন্মধ্যে উপদানবীকে
হিরণ্যাক্ষ, হয়শিরাকে ক্রতু, এবং
পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ
বিবাহ করেন । (ভাগ) । (৫)
কশ্যপ-পত্নী দহু বৃষপক্ষী,
বিপ্রচিহ্নি প্রভৃতি পুত্র প্রসব
করেন । বৃষপক্ষীর কন্যা শর্ষিষ্ঠা
উপদানবী, ও হয়শিরা । (বিষ্ণু) ।
(৬) মহাদানবের কন্যা উপদানবী,
মন্দোদরী ও কুহু এই তিনজন ।

(মৎ) । ব্রহ্মবাদী ইলিন হইতে
উপদানবী দুয়ন্ত, সূয়ন্ত, প্রবীর ও
অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । দুয়ন্ত হইতে শকুন্তলা-
গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন ।
(বায়ু) ।

উপদিশ—বহুদেবের অন্যতমা
ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ও চেদিরাজ
দমঘোষের ঔরসে শিভপাল,
দশগ্রীব, রৈভ্যা, উগ্রদিশ ও বলি
নামে বীরবীর্ষ্যবান্ ভীমপরাক্রম,
সর্কশাস্ত্রবিশারদ পাঁচ পুত্র জন্মে ।
(হরি) ।

উপদেব—(১) যদুবংশীয় অক্রুরের
পত্নী সুগাত্রী হইতে দেবতুলা
তেজস্বী প্রসেন ও উপদেব
জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) ।
(২) আহকের পুত্র দেবক
ও উগ্রসেন । দেবকের দেববান্,
উপদেব, সূদেব, ও দেবরক্তিত
নামে চারি পুত্র ও দেবকী প্রভৃতি
সাত কন্যা জন্মে । (হরি) । (৩)
দ্বাদশ মনু, ক্রতুসাবর্ণির দেববান্,
উপদেব, দেবজ্যেষ্ঠ নামে পুত্র
ছিল । (৪) উগ্রসেনের অন্যতমা
কন্যা ও অক্রুরের অন্যতমা পত্নী
বরাহনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ
করেন । (লি) । অক্রুর দেখ । এই
উপদেবের পুত্র প্রমাথী । (কৃষ্ণ)
(৫) অক্রুরের অন্যতমা পত্নী

উগ্রসেনা দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন । (মৎ) ।
(৬) পদ্মপুরাণ মতে শূরসেনী, ঋত, দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু, মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহ ও স্বর্ষা এই বারজন । (বায়ু) ।

উপদেবা—যদুবংশীয় দেবকের ধৃতদেবা, শাস্তিদেবা, উপদেবা, ক্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, ও দেবকী নামী সাত কন্যাকে বহুদেব বিবাহ করেন, তন্মধ্যে উপদেবা হইতে রাজহু, কল্প, বধ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । (ভাগ) ।
উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন, ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

উপদেবী—যদুবংশীয় দেবকের সপ্ত কন্যার অন্ততমা এবং বহুদেবের চতুর্দশ পত্নীর অন্ততরা উপদেবী । (হরি) । উপদেবীর গর্ভে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান, দেবল জন্ম গ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

উপনন্দ—(১) বহুদেবের অন্ততমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ মিত্র, কুক্ষিমিত্র, বল, পুষ্পি, ও হুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নামী কন্যা দুয় জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) । (২) হুসসা কুক্ষীদীর সহস্র তনয় পাতালের

ভোগবতী নগরে বাস করিত । তন্মধ্যে উপনন্দ অন্ততম ছিল । (মহাভা) । (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর গর্ভস্থাত শত পুত্রের অন্ততম উপনন্দ, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । (মহাভা) ।

উপনন্দন—খেতকল্পে ব্রহ্মা হইতে শিখায়ুক্ত রক্ত বর্ণ একটি কুমার জন্মগ্রহণ করেন । তিনি শিবাবতার । উপনন্দন, তাঁহারই অন্ততম শিষ্য । (লি) ।

উপনিধি—বহুদেবের অন্ততমা পত্নী ভদ্রা হইতে উপনিধি, গদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) ।
ভদ্রা দেখ ।

উপবর্হণ—উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্ব বিশ্বস্রষ্টাদের অভিসম্পাতে শূদ্র-ঘোণীতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণদের দাসী ছিলেন । তিনি ব্রাহ্মণদের সহবাসে ব্রহ্মবাদী হন এবং নারদ নামে খ্যাত হন । (ভাগ) ।

উপবাহ—গৌতম বংশীয় মহর্ষি উপবাহ একজন গৌত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । (ঋক-ব্রহ্ম) ।

উপবাহক—নরপতি শত্ৰুঘ্নের কন্যা বাহক ও উপবাহক, জ্যামথ বংশীয় নরপতি তজমানের পত্নী ছিলেন । তন্মধ্যে উপবাহক।

হইতে অমৃতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) । অমৃতাজিৎ দেখ ।

উপবিন্দু—অন্ধিবংশসম্বৃত্ত এক জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি অন্ধিরা, উত্থা ও উশিঙ্গ । (মৎ) ।

উপবিশ্ব—বসুদেবের অন্ততমা পত্নী ভদ্রা হইতে উপবিশ্ব, বিশ্ব, সত্বনগ, ও মহৌজস নামে চারিপুত্র জন্মে । (বায়ু) ।

উপমদ্র—যদুবংশীয় ঋক্কের পত্নী গান্ধিনী হইতে, অক্রুর, মদ্র, উপমদ্র, মদ্র, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শক্রয়, অরিমদন, ধর্মভূৎ, দ্বৈচয়, বর্গমোচ, আবহ ও প্রতিবাহ জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) । বিষ্ণুপুরাণ-মতে উপমদ্র । অক্রুর ও আবহ দেখ ।

উপমদ্র—অক্রুর ও আবহ দেখ ।

উপমদ্রা—(১) কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেবের অন্ততমা পত্নী পীবরীর গতে উপমদ্রা জন্মগ্রহণ করেন । (লি) । (২) বর্ণিষ্ঠের পুত্র ইন্দ্রপ্রমিতি, ইন্দ্র-প্রমিতি হইতে ভদ্র, ভদ্র হইতে বসু, বসু হইতে উপমদ্রা জন্মে । (লি) । (৩) যদুবংশীয় অক্রুরের অন্ততমা পত্নী রত্না হইতে উপমদ্রা মদ্রভূত, অনমেজয়, গিরিরক্ষ প্রভৃতি

জন্মগ্রহণ করেন । অক্রুর দেখ । (লি) । (৪) মহর্ষি আরোধ্যদৌম্যের উপমদ্রা নামে একটি শিষ্য ছিল । একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমদ্রা, সতত সাবধানে আমার গোধান রক্ষা কর । এই বলিয়া উহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন । উপমদ্রা তাঁহার অমৃতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন । একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে হুলকার দেগিয়া কহিলেন, বৎস উপমদ্রা, তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হঠেপুটে দেগিতেছি । এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক বল । তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে । উপমদ্রা তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষায় আহরণপূর্বক গুরুকে প্রত্যাপণ করিতেন । উপাধ্যায় সন্তুষ্ট ভিক্ষায় গ্রহণ করিতেন । ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিতেন না । অনন্তর উপমদ্রা দিবাভাগে গো-রক্ষা

করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন—বৎস উপমহ্য, তোমার ভিক্ষায় সমুদয়ই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহাৰ করিয়া থাক বল? তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্, একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয় বার কয়েক মুষ্টি তুল আহার্য করিয়া, আপনার উদরপূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন—দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম ও সমুচিত কথা নহে। ইহাতে অন্তের বৃদ্ধি, রোধ হইতেছে। আরও এইরূপ অহুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপাধ্যায় কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমহ্য পূর্ববৎ গোচারণ ও সায়াংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে, উপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন, বৎস উপমহ্য, তুমি ইত্যন্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষায় আহার্য কর, তাহা আমি সম্পূর্ণ লইয়া থাকি এবং প্রতিবেশ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয় বার ভিক্ষা

কর না। তথাপি তোমাকে পূর্বাপেক্ষা সমধিক স্থলকায় দেখিতেছি। এক্ষণে কি আহাৰ করিয়া থাক বল। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমহ্য কহিলেন, ভগবন্, এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অশ্রমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমহ্য পূর্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থল দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমহ্য তুমি ভিক্ষায় ভক্ষণ ও দ্বিতীয় বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও নিবারণ করিয়াছি তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থলকায় দেখিতেছি। এক্ষণে কি আহাৰ করিয়া থাক বল। তিনি কহিলেন বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে কেন উদগার করে, আমি তাহাই পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শাস্ত স্বভাব বৎসগণ, তোমার প্রতি অল্পকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে কেন উদগারণ করিয়া থাকে।

হুতরাং তুমি তাঁহাদের আহারে
ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর
তোমার কেন পান করাও বিধেয়
নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া
উপমহ্মা পূর্ববৎ গোরক্ষা করিতে
লাগিলেন। এইরূপে উপাখ্যায়
কতক প্রতিষিদ্ধ হইয়া, একদা
উপমহ্মা অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত
হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণপূর্বক অস্থ
হইয়া কূপে পতিত হইলেন।
এদিকে সায়ংকালে উপমহ্মা গৃহে
প্রত্যাগত না হওয়ায়, আয়োধ্যধোম্য
শশিষ্ঠে তাঁহার অহুসন্ধানার্থ
বহির্গত হইয়া তাঁহাকে কূপে
পতিত দেখিতে পাইলেন এবং
অহুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি-
লেন, অর্কপত্র ভক্ষণে তাঁহার চক্ষুর
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে। গুরু
তাঁহাকে দেববৈজ্ঞ অশ্বিনীকুমার
দ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন।
অশ্বিনীকুমার উপমহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট
হইয়া তাঁহাকে আরোগ্য লাভার্থ
এক পিষ্টক প্রদান করিলেন।
কিন্তু উপমহ্মা গুরুকে নিবেদন না
করিয়া তাঁহা ভক্ষণ করিতে
অস্বীকার করিলেন। অশ্বিনী-
কুমার তাঁহার অসাধারণ গুরুভক্তি
দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন,
তোমার দস্ত সকল হিরণ্ময় হইবে
এবং চক্ষু শ্রেয়োলাভ করিবে।

উপমহ্মা চক্ষুলাভ করিয়া গুরুসন্নি-
ধানে গমনপূর্বক অভিবাদন
করিয়া আত্মোপাস্ত সমুদয় বৃত্তান্ত
বর্ণন করিলেন। গুরু তুমি
প্রীত হইয়া কহিলেন—অশ্বিনী-
কুমারেরা যেদ্রুপ কহিয়াছেন তুমি
সেদ্রুপ মঙ্গল লাভ করিবে। সকল
বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্বকালে
তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে।
(মহাভা)। (৫) পূর্বকালে বীত-
নহ্ম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন।
তাঁহার দ্বী আত্মেয়ী উপমহ্মা নামে
এক পুত্র লাভ করেন। তিনি
শিবের আরাধনা করিয়া দুহ্মপানে
সমর্থ হইয়াছিলেন। (বাম)।
(৬) উপমহ্মা নামক শিবের এক
গণের উপদেশে ত্রীকূক্ষ শিবের
আরাধনা করিয়া ধনধান্য, বহুতর
পুত্র ও পত্নী এবং অতুল সামর্থ্য
লাভ করিতে সমর্থ হন। (শিব)।
(৬) ব্যাসপাদ মুনির পুত্র ও
ধৌম্যের অগ্রজ উপমহ্মাকে তাঁহার
মাতা বালাকালে দারিদ্র্য নিবন্ধন
দুহ্মের পরিবর্তে পিষ্টক গুলিয়া
খাইতে দিতেন। একদিন স্বীয়
মাতুল গৃহে দুহ্মপান করিয়া মাতৃদন্ত
শ্বেতবর্ণ পানীয় যে দুহ্ম নহে তাহা
জানিতে পারিলেন। এবং মায়ের
নিকট দুহ্ম পান করিবার জন্ত
আবদার আরম্ভ করিলেন। মাতা

অক্ষমতা জ্ঞানপূর্বক মহাদেবের
আরাধনা করিতে উপদেশ দেন ।
তদনুসারে শিবের আরাধনায়
নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কঠোর তপস্যায়
নিমগ্ন হইলেন । মহাদেব তাঁহার
তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
অব্যয়কুমার পদ দান করিলেন ।
মূর্তিমান ক্ষীরসমুদ্র হস্তে
সুস্বাদু ক্ষীর ধারণ পূর্বক
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই
পিণ্ডিভূত অনন্তর ক্ষীর দান
করিলেন । (শিব) । (৭) পৃথ-
নন্দিনীর গতে বশিষ্ঠের
বহ্ন্যনামে এক পুত্র জন্মে, সেই
বহ্নর তনয় উপমহা ! উপমহার
বংশধরগণ উপমহা নামেই খ্যাত ।
(বায়ু) ।

উপয়—পরাশর বংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । পরাশর বংশ
গৌর, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, প্রভৃতি
শাখায় বিভক্ত । আবিষ্টায়ন,
বালেন্দ্র, স্বায়ম্ভু, উপয় ও ইয়িক-
হস্ত এই পাঁচজন খেত পরাশর
নামে খ্যাত । (যজু) ।

উপবাজ—কাশ্যপ গোত্রীয় একজন
ঋষি । ইহার নিকট রাজা দ্রুপদ
অযুত গোদান অকীকার করিয়া
ক্রোধের বিনাশার্থ এক পুত্র
আকাজ্জা করিয়াছিলেন । তিনি
দ্রুপদকে প্রত্যাগ্যান করেন কিন্তু

পুত্রোষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন ।
(মহাভা) ।

উপবাজক—পাঞ্চাল দেশে পুরুষা
নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার
পুরোহিত যাজ্ঞ ও উপবাজক
ছিলেন । এই পুরোহিতদের
উপদেশে বৈশাখ মাসে পুণ্য কর্ণের
অমুষ্ঠান করিয়া হুত্তরাঙ্গ্য নরপতি
পুরুষা রাজ্যলাভ ও পুত্রবান্
হইয়াছিলেন । (স্বন্দ-বিষ্ণু) ।

উপরিচর বহ্নু—চেদি দেশে দ্বিজ-
গণের সম্মানকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ
ধার্মিক উপরিচর নামে এক রাজা
ছিলেন । ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায়
সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় প্রিয় কাণ্ড্য
সম্পাদনার্থ ক্ষটিক্ নগিময় শুভ-
প্রদ এক বিমান তাঁহাকে প্রদান
করেন । তিনি সেই বিমানে
আরোহণপূর্বক সর্বস্থানে গমন
করিতেন । নিয়তই উপরিভাবে
অবস্থিত থাকিতেন বলিয়া তিনি
উপরিচর বহ্নু নামে খ্যাত ছিলেন ।
তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল গিরিকা ।
তাঁহার পঞ্চাশ পুত্র হয় । তিনি
পুত্রদিগকে পৃথক পৃথক দেশে
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন । একদা
উপরিচর মৃগয়া করিতে যাওয়া
শুক্রেপাত করেন । সেই শুক্র
তিনি এক শ্যোন পক্ষী দ্বারা
স্বীয় স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন ।

কিন্তু পথে অন্য শোন পক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিলে, সেই শুক্র যমুনা জলে পতিত হয়। সেই সময়ে অঙ্গরা অত্রিকা যমুনা জলে ত্রাঙ্কণ শাপে মৎস্য রূপে অবস্থান করিতেছিল। জলে পতিত সেই শুক্র পান করিয়া মৎস্যরূপী অত্রিকা গর্ভবতী হয়। জ্বেলেরা সেই মৎস্য ধৃত করিয়া বিনাশ করিলে তাহার উদর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা নির্গত হয়। ধীবর সেই পুত্র ও কন্যা রাজা উপরিচরকে প্রদান করে। উপরিচর পুত্রকে নি-
পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং কালে তিনিই মৎস্যরাজ নামে খ্যাত হন। সেই কন্যাই মৎস্যগন্ধা নামে প্রথমে পরিচিতা হন এবং পরে তাহারই গর্ভে পরাশরের ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হয়। (দেবি—ভা)। দেদি দেশীয় নরপতি উপরিচর বহু, কুরুবংশীয় নরপতি কৃতযজ্ঞের পুত্র। কৃতযজ্ঞ এক মহান যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্র সম বিখ্যাত অন্তরীক্ষগামী উপরিচরকে লাভ করেন। উপরিচর বহুর পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যা-
গ্রহ, কুশ, মারুত, বহু ও সন্তম নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী

নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কৃতক, কৃতকের পুত্র উপরিচর বহু। উপরিচর বহুর সাত পুত্রের মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যাগ্রহ, কুশাধ, মাবেল, ও মৎসাই প্রধান ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র ও জরাসন্ধ। (বিষ্ণু)। কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কুমি, কুমির পুত্র উপরিচর বহু। উপরিচর বহুর পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ প্রত্যাশ্রবা, হরিবাহন, কুশ, বহু ও মৎস্য নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। (মৎ)। অলক দেখ।

উপরিমণ্ডল—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাহার প্রবর, ভৃগু, চ্যবন, আপু বান, ঔরু ও জমদগ্নি এই পাচটি। (মৎ)।

উপলপ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ইহার প্রবর ভৃগীবহু, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি। (মৎ)।

উপলভ—সাত্ত বংশীয় জয়ন্তের পুত্র অক্রুর। শৈব্যা কস্তা রত্না হইতে অক্রুরের উপলভ, সদালভ, শক্রয়, বারিমেজয়, ধর্মবিৎ, ধর্মবন্দা, বৃকল,

বীর্ষ্য, সর্ষীভর, সদাপক্ষ ও ধুষ্যমান নামে একাদশ পুত্র জন্মে । (মৎ) ।

উপশান্ত শিব—একটি শিবলিঙ্গের নাম । (স্কন্দ) ।

উপশ্রুতি—দেবী উপশ্রুতির আরাধনা করিয়া ইন্দ্রাণী শচী নহষের ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন । (মহাভা) ।

উপসঙ্গ—(১) যদুবংশীয় নরপতি শ্বক্বেকর ঔরসে ও কাশীরাজ-নন্দিনী গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর, উপসঙ্গ, মদন্ত, মৃদর, অরিমেজয়, অরিন্ধিষ্ট, উপেক্ষ, শক্রয়, অরি-মর্দন, ধর্মধৃক্, যতিধর্ম্য গৃধ্রমোজা, অঙ্কক, আবাহ ও প্রতিবাহ, নামে পঞ্চদশ পুত্র ও স্তন্যরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।

(হরি) । (২) বহুদেবের অন্ততমা পত্নী দেবরক্তিতার গর্ভে উপসঙ্গ ও বহু নামে দুই পুত্র জন্মে । (বায়ু) ।

উপসন্ন—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা ভাৰ্গ্যা কৌশিকী হইতে বজ্রাংগ, শঙ্ক, ক্ষিপ্ত ও উপসন্ন, জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) ।

উপস্থান—হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুন্ত নানক এক মহাবল নৈত্যের ঔরসে স্থান ও উপস্থানের জন্ম হয় । তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল । তাঁহারা একে অন্তের সত্তত মঙ্গল চিন্তা

করিতেন । সত্তত এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন । ইহারা বয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী জয় করিবার জন্ত বিদ্যাপর্য্যন্তে যাইয়া কঠোর তপস্য। আরম্ভ করিলেন । বায়ু আহার করিয়া থাকিতেন এবং স্বীয় গাত্র-মাংস যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন । এই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তাঁহারা পরস্পর একে অনেকে বধ করিতে পারিবেন, ইহা ছাড়া ইহাদের হস্তা আর কেহ নাই । এই বরে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা ত্রৈলোক্য বিজয়ে বহির্গত হইলেন । দেবগণ তাহাদের ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন । বহু মূর্খ ঋষি নিহত হইলেন । তাঁহাদের ভয়ে দেব দানব সকলে অস্থির হইলেন । অবশেষে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সকলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তিলো-স্তমা নাম্নী এক স্তন্যরী কন্যার সৃষ্টি করিলেন । তিলোস্তমা একদিন সুরাপানে মত্ত, স্থান ও উপস্থানের নিকট উপস্থিত হইলে, উভয় ভ্রাতা তাহাকে লাভ করিবার জন্ত বিবাদ আরম্ভ করিলেন । অবশেষে একে অন্তকে আঘাত করিয়া নিহত হইলেন । (মহাভা) । নিস্থানের পুত্র স্থান ও উপস্থান । (বায়ু) ।

উপসেন—শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় স্ববাহুর
পুত্র উপসেন, উপসেনের পুত্র
ভদ্রসেন । (ভাগ) ।

উপস্তুত—বৃষ্টিহব্য ঋষির পুত্র মহর্ষি
উপস্তুত একজন ঋষিদের মন্ত্রস্তো
ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নি সম্বন্ধে
কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়া-
ছিলেন । (ঋগ) ।

উপস্তুপ—বৈদিক কালে মহর্ষি উপ-
স্তুপ নামে একজন মন্ত্রস্তো ঋষি
ছিলেন । একবার অশ্বীষ্য মহর্ষি
কথ, প্রিয়মেধ উপস্তুপ ও অত্রিকে
অনাথ্য দম্বাদের উপস্তুপ হইতে
রক্ষা করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

উপস্বাবান—যদুবংশীয় নরপতি
সর্বাঙ্গিতের দশ ভাষ্যাতে দশ পুত্র
জন্মে । তন্মধ্যে ভঙ্গকার, বাত-
পতি, উপস্বাবান প্রধান ছিলেন ।
(হরি) ।

উপহারিণী—রক্তকর্ণা, মহাঞ্জিহ্বা,
শক্কা, উপহারিণী এই হৃদারূপ
এক রাক্ষসীগণ হইতে পৃথিবীস্থ
নাক্ষত্র ব্রহ্মরাক্ষসগণ উৎপন্ন
হইয়াছে । (বায়ু) ।

উপাঙ্গ—উপাঙ্গের দুই পুত্র বজ্রার ও
ক্ষিপ্ত । (বায়ু) ।

উপাধ্যায়—কল্পপ বংশীয় উপাধ্যায়
নামক এক ব্রাহ্মণের অল্প বয়স্ক
কতি পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত
হইলে, তিনি যমকে অভিলাপ

কেন । যম তাঁহার পুত্রের পুন-
র্জীবন দান করিলে, তিনি সেই শাপ
প্রত্যাহার করেন । (স্কন্দ-নাগ) ।

উপারুদ্ধি—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাঁহার
প্রবর বশিষ্ঠ । (মৎ) ।

উপাসঙ্গ—উপাসঙ্গের দুই পুত্র বজ্র
ও সংক্ষিপ্ত । (মৎ) ।

উপাসঙ্গধর—বহুদেবের অন্ততমা
পত্নী দেবরক্ষিতা উপাসঙ্গধর নামে
এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব
করেন । (মৎ) ।

উপেক্ষ—যদু বংশীয় ধর্মাত্মা নৃপতি
শুক্বেয় ঔরসে ও কাশিরাজ-
তনয়া গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর,
উপসঙ্গ, মদণ্ড, মৃদর, উপেক্ষ,
শক্রয়, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত,
অরিমর্দন, ধর্মধক, অন্ধক, যতি,
যতিধর্মী, গৃধ্রমোজা, আবাহ ও
প্রতিবাহ নামে পুত্র এবং সুন্দরী
নায়ী এক কন্যা জন্মে । (হরি) ।
অক্রুরের অন্ততমা পত্নী রত্নার
গর্ভে উপমহা, মাদ্রবৃত্ত, জনমেজয়,
গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দন,
শক্রয়, ধর্মভূত, ধৃষ্টধর্মী, গোধনবর,
আবাহ, ও প্রতিবাহ জন্ম গ্রহণ
করেন । (লি) ।

উপেন্দ্র—ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা
মরুতীর গর্ভে মরুতান ও জয়ন্ত
জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে

জয়ন্ত বাহুদেবের অংশে উৎপন্ন বলিয়া লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া জানে । (ভাগ) । কশ্যপ-পত্নী অদিতি হইতে ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন । উপেন্দ্র হইতে পৃথিবী গর্ভে মঙ্গল জন্মগ্রহণ করেন । (ব্রহ্মবৈ) ।

উপ্ত—পাণ্ডব বংশীয় নেমীচক্রেয় পুত্র উপ্ত । উপ্তের পুত্র চিত্ররথ । চিত্ররথের পুত্র শুচিরথ । (ভাগ) ।

উভয়জাত—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাঁহার প্রবর ঔর্কৈয় ও মারুত । (মৎ) ।

উমা—পিতৃগণের মানসকন্তা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই পুত্র এবং উমা ও গলা নামে দুই কন্তা জন্মগ্রহণ করেন । উমা দেহ-সম্ভূত । কোশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় বশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । (লি) । মহাদেবের অষ্টমূর্তির একমূর্তি ভব, ভবের তনু সূর্য্য, স্ত্রী উমা ও পুত্র শরৈশ্চর- (বিষ্ণু) । সতী দক্ষের নিকট পতি নিন্দা শ্রবণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে উমা নামে জন্মগ্রহণ করেন । মহাদেব আবার উমাকে বিবাহ করেন । (বিষ্ণু) । উমাদেবী পূর্বে স্বীয়দেহ হইতে স্রষ্টব্য মায়াভূতঃকরণ

নামক সর্কাস্বরবিনাশন এক মুদগর স্বজন করিয়া শুভ ও নিশুভকে নিধন করিয়াছিলেন । পরে সেই মুদগর শব্বরকে প্রদান করেন । (হরি) । হিমালয়ের পত্নী মেনার গর্ভে উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা নামে তিন কন্তা এবং মৈনাক ও ক্রৌঞ্চনামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । উমা রুদ্রের পত্নী ছিলেন । দক্ষের ভূরিদক্ষিণা-ধিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত সকলে উপস্থিত হইলে, সতী দক্ষকে তাঁহার স্বামী শিবের এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইবার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন : দক্ষ বলিলেন, শিব সংহার কর্ত্তা স্ততরাং অমঙ্গলভাগী এবং নিমন্ত্রণের অযোগ্য । সতী ইহাতে ক্রূপিত হইয়া দক্ষকে শাপ প্রদান করিলেন যে, দক্ষ দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইবেন । এবং পরে ক্ষত্রিয় জাতিতে প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিবার সময়ে শিব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন । ইহার পরে সতী স্বদেহো-খিত তেজস্বারা আত্মাকে দগ্ধ করিলেন । এবং হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উমানামে গ্যাত হইলেন । (মৎ) । উমা ষোষ্ঠ মাসের শুক্লাচতুর্থাতে জন্মগ্রহণ করেন । (বৃহত) । পার্বতী দেখ ।

উমাকান্ত—মহাদেবের অন্তনাম ।
(স্কন্দ) ।

উমাপতি—মহাদেবের অন্তনাম ।
(হরি) ।

উমাত্রত—ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ
অগ্নিশিখা, উমাত্রত, শোনক প্রভৃতি
মুনিগণকে পৌরহিত্যে বরণ
করিয়াছিলেন । (বায়ু) ।

উমেশ—মহাদেবের অন্তনাম ।
(স্কন্দ-আব) ।

উরণ—অনায্য দলপতি দম্বর পুত্র
নম্ভি, বৃত্ত, অহি, শুষ্ক, পিপ্র,
শম্বর, উরণ, কুষব, বচী, অর্কাদি
প্রভৃতি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া-
ছিলেন : (ঋগ) ।

উরু—স্বায়ম্ভুব মহাবংশীয় চক্ষু হইতে
বীরনন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মহুর
উৎপত্তি হয় । চাক্ষুষ মহুর পত্নী
নভলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্রুম,
তপস্বী, সত্যবান, হবি, সুদ্রুম,
অগ্নিষ্টুং, অতিরাত্র ও অভিমত্যা
নামে বলবান, পুতচরিত্র মণ্ডজন
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে
উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অগ্নি,
হুনা, খ্যাতি, ক্রতু, অজিরা ও গয়
নামে ছয় পুত্র জন্মে । (মৎ)

উরুক্রম—কশ্যপপত্নী অদिति হইতে
বিবস্বান, অধ্যমা, পূষা, তুষ্টা,
সবিতা, ভগ, ধাতা, বরুণ, মিত্র,
রুদ্র ও উরুক্রম জন্মগ্রহণ করেন ।

(ভাগ) । বামনরূপে অবতীর্ণ,
উরুক্রম দেবের কীৰ্ত্তি নারী পত্নীতে
বৃহৎলোক নামক পুত্র হয় । বৃহৎ-
লোকের পুত্র গোভগ প্রভৃতি ।
(ভাগ) ।

উরুক্ষব—ভরতবংশীয় মহাবীৰ্য্যের
পুত্র উরুক্ষব । উরুক্ষবের পত্নী
বিশালা হইতে ত্র্যম্বক, পুরুরি ও
কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । তাঁহারা সকলেই
ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
(মৎ) ।

উরুক্ষয়—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহা-
বীৰ্য্যের পুত্র উরুক্ষয় । উরুক্ষয়ের
তনয় ত্র্যাক্ষণ, পুরুরিণ্য, ও কপিল ।
তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ।
(বিষ্ণু) । অভয়দ দেখ । (২) অজিরা
বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । উরুক্ষয়ের প্রবর, অজিরা
দমবাহু ও উরুক্ষয় । (মৎ) ।
(৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অভয়দেব
পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র
ত্র্যাক্ষণি । (কঙ্কি) ।

উরুগুলা—উরুগুলা নাগদেব জননী
ছিলেন । একজাতীয় নাগ তাহা
হইতেই জন্মিয়াছে । (অং) ।

উরুচক্রি—অজির অপত্য মহর্ষি
উরুচক্রি ঋষিদের একজন মন্ত্রপ্রদ
ঋষি ছিলেন । (ঋগ) ।

উরুধিষ্ণু—অজিরার পুত্র উরুধিষ্ণু ।

কৃত্তমেক সাবর্ণির সময়ে কাশ্মপ হবিষ্মান, ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বশিষ্ঠ তরুণ, উরুধিষ্ণু, নিশ্চয় ও অগ্নিতেজা এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি) ।

উরুনেত্র—শুভাহরের অন্ততম অশু-চর। মহাদেবের সহিত শুভের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে উরুনেত্র শিবের অশুচর বিনায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (পদ্ম-উত্ত) ।

উরুবন্ধ—বহুদেবের ঔরসে ও ইলার গর্ভে উরুবন্ধ প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ) ।

উর্ক—পাণ্ডব বংশীয় মেধাবী হইতে পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে উর্ক এবং উর্ক হইতে তিষ্ণাস্বা জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ) । মহর্ষি উর্ক স্বদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার সমান গুণযুক্ত ও তেজস্বী ছিলেন। উর্ক তাঁহার উর্ক ছতাপনে প্রবিষ্ট করাইয়া তপস্যায় সন্নিবিষ্ট ছিলেন। সহসা তাঁহার উর্ক ভেদ করিয়া এক অনল উথিত হইল। তাঁহার নাম উর্ক অনল। ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। (পদ্ম-স্ব) ।

উর্করী—অপরাধিশেষ। (স্বন্দ) ।

উর্করীবান্—স্বারোচিষ মহন্তরে, উর্ক, শুভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋত,

নিশ্চয় ও উর্করীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু) । উর্ক, অর্করীবান্ ও সপ্তর্ষি দেখ।

উর্কশী—(১) যদুবংশীয় নরপতি দুর্জয়, মহাদেবের অর্চনা করিয়া উর্কশী-সংশ্রবজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। (কৃষ্ণ) । ঋতুহলা, পুঞ্জিকহলা, মেনকা, সহজভা, প্রমোচা, অমুমোচা, বিখাচী ও ঘৃতাচী, পূর্কচীতি ও উর্কশী প্রভৃতি ষাদশ জন অপরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যাকে পরিতুষ্ট করেন। অমুমোচা দেখ। (কুর্শ) । (২) অপরা উর্কশী স্বর্গভূমি পরিহার পূর্কক পুরুষকে বরণ করেন। নৃপতি পুরুষবা তাঁহার সহিত উনষষ্টি বৎসর অতি-বাহিত করেন। প্রথমে তাঁহার গর্ভে এক অগ্নি উৎপন্ন হয়, তিনিই ত্রেতাযুগের প্রবর্তক। পুরুষবা যোগশীল হইয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন। উর্কশী হইতে অগ্নির পরে আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান বহু, দিবিজাত, ও শতায়ু জন্ম গ্রহণ করেন। (অগ্নি) । (৩) তালজঙ্ঘ্য বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্বত। বিশ্বত উর্কশী হইতে মহাতেজা সপ্তপুত্র লাভ করেন। (সৌর) । অনাদিনিধন নারায়-ণের উর্ক হইতে যে এক সর্কাক্ষ স্বন্দরী অপরা প্রাদুর্ভূত হন

তাঁহার নাম উর্কশী । (বায়ু) ।
 (৪) নারায়ণের আদেশ অনুসারে
 কম্পর্প উর্কশীকে ইন্দ্রের হস্তে
 সমর্পণ করেন । (বায়ু) । (৫)
 জনৈক স্বর্গবেশা । তাঁহার গর্ভে
 মিত্রাবরুণের ঔরসে বশিষ্ঠ ও
 অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন (রামাঃ)
 প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি
 পুরুষবার ঔরসে উর্কশীর গর্ভে
 আয়ুর জন্ম হয় । আয়ুর পুত্র
 নহব । (রামাঃ) । উর্কশীর গর্ভে
 পুরুষবার আয়ু, অমাবহু বিখায়,
 শ্রুতায়ুঃ দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু
 নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে ।
 অমৃতায়ু, অমাবহু ও অমায়ু দেখ ।
 “নহারাজ, আমি তোমাকে বিবস্ত্র
 দেখিব না এবং আমি সকামা
 হইলেই আমার সহিত বিহার
 করিতে পারিবেন । আমার
 বিছানার পাশে সর্কদা দুইটি
 মেঘশাবক থাকিবে । আপনি
 দিবসে একবার মাত্র অমৃত প্রাশন
 করিয়া থাকিবেন ।” এই প্রকার
 প্রতিজ্ঞা করাইয়া উর্কশী তাঁহাকে
 পতিত্ব বরণ করিয়াছিলেন ।
 উর্কশী মনুষ্যের নিকট ছিলেন
 বলিয়া গন্ধর্ভগণ উদ্ভিগ্ন হন । এবং
 অন্ততম গন্ধর্ভ বিম্বাবহু একদিন
 রাএ উর্কশীর মেঘশাবক অপহরণ
 করেন । পুরুষবা উর্কশীর রোদনে

ব্যথিত হইয়া বিবস্ত্র অবস্থায়ই
 তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাদ্ভাবমান
 হন । সেই সময়ে বিদ্যাভের
 চমকে উর্কশী তাঁহাকে বিবস্ত্র
 দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক
 গন্ধর্ভগণের নিকট গমন করেন ।
 (হরি) । (৬) কশ্যপ পত্নী মুনী
 হইতে মেনকা, সহস্রজা, পুঞ্জিকপলা
 পসিনী, ক্রতুশলা, স্নাতাচী, বিনাচী,
 উর্কশী, প্রমোচা ও ননোবতী
 নামী বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্ম-
 গ্রহণ করেন । (হরি) । (৭) এই
 গল্পটি ভাগবতে সামান্ত পরিবর্তিত
 আকারে আছে । স্বর্গবেশা
 উর্কশী বরুণের ঔরসে অগস্ত্যকে
 ও মিত্রের ঔরসে বশিষ্ঠকে প্রসব
 করেন । (ভাগ) । (৮) উর্কশী
 দর্শনে মহাংগ শরদ্বানের শুক্র সর-
 শুপ্তে পতিত হওয়ায় কুপ ও কুপী
 নামে দুই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ
 করেন । শান্তমু রাজা মৃগয়া
 করিতে বাইয়া তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত
 হন এবং কুপাপরবশ হইয়া
 তাঁহাদিগকে লইয়া আসেন । পরে
 হোণাচার্য্য কুপীকে বিবাহ করেন ।
 (ভাগ) ।

উলুক—মহর্ষি উলক একজন ব্রহ্ম-
 ভূষিষ্ট যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন ।
 (কৃষ্ণ) ।

উলুক—(১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে

দ্রুপ্যোথন শকুনির ভ্রময় উলূক নামক দূতকে পাণ্ডবগণ সমক্ষে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সময়ে নিহত হন। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব তাঁহাকে বধ করেন। (মহাভা)। (২) উলূক নামে

একজন ঋষি ছিলেন। (মহাভা)।
উলুকী—যোগিনীবিশেষ। (স্কন্দ)।

উলুকী—মহাদেব, অন্ধকাসুরের বধার্থ অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উলুকী অন্ততম। (মৎ)।

উলুখলক—হিরণ্যনাভ কৃতি শিষ্যদের জ্ঞাত চতুর্বিংশতিথানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চক্ৰিণ জন শিষ্যকে অদায়ন করান। তাঁহাদের নাম রাড়, মহাবীর্ষা, পঙ্কম, বাহন, তালক, পাণ্ডব, কাণিক, রাজিক, গোতম, অজবন্ত, সোমরাজ, অপতন্তুত, পৃষ্ঠয়, পরিকুঠা, উলুখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুরীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কালিক ও পরাশর। (ব্রহ্মাণ্ড, বায়)।

উলুখল মেখলা—(১) পুরুষভীর্থে কপিল নামে এক মহাযক্ষ দ্বারপালের কার্যে নিযুক্ত ছিল। তাঁহার লুপ্তী উখল মেখলা নিযত

হৃন্দুভি বাজাইয়া ভ্রমণ করিত। (বাম)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে শতানন্দভীর্থে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর শত-ঘণ্টা ও উলুখল মেখলাকে প্রদান করেন। (বাম)।

উলুখলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা উলুখলা মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বাম)।
উলূপ—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহার প্রবব তিনটি—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্ধাল। (মৎ)।

উলূপী—অর্জুন বনবাস কালে গন্ধা হারে ঐরাবতকুলসম্বৃত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন। (মহাভা)।
উলূপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবান নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)।
পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিলে উলূপী জাহ্নবী জলে প্রবেশ করেন। (মহাভা)।

উবন—বশিষ্ঠ ঋষির অন্ততম। পত্নী উর্জা হইতে চিত্রকেতু, সুর্যোচি, গিরজা, মিত্র, উবন, বহুব্রহ্মদান ও ছ্যামান নামে সপ্তষি ভ্রমগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উলাক—(১) নরপতি রৈবতের কন্যা

ও বলদেবের পত্নী য়েবতী হইতে উন্মুক ও নিশ্চল জন্মগ্রহণ করেন । ভ্রাতৃযুগল দেবসদৃশ স্বদর্শন ছিলেন । (হরি) । (২) ঋকের বংশে মনুর পত্নী নভলা হইতে উন্মুক জন্মগ্রহণ করেন । উন্মুকের অঙ্ক, স্রমনা, স্মৃতি, ক্রতু, অন্ধিরা ও গয় নামে ছয় পুত্র ছিল । (ভাগ) । অন্ধিরা ও অঙ্ক দেখ ।

উন্মুখাকী—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে শ্বেত-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশ্বচর সুনামা, লোহমেখলা, বপুয়তী উন্মুখাকী, কোকনামা, মহাসনী, রোদ্রা, কর্কাটকা ও তুণ্ডাকে প্রদান করিয়াছিলেন । (বান) ।

উশত—যজুবংশীয় নরপতি পৃথশ্রবার পুত্র অনন্তর হইতে স্রবজ, স্রবজ হইতে উশত জন্মে । (হরি) । অনন্তর দেখ ।

উশনা—রাজা শশবিন্দুর অন্ততম তনয় পৃথশ্রবা, পৃথশ্রবার তনয় অন্তর । এই অন্তর পুরা-কালে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবী রাজ্যরূপে লাভ করেন ও একশত অশমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন । তাঁহার তনয় রাজসি মরুত । (বায়ু) । অন্তর দেখ ।

উশদত্ত—যজুবংশীয় নরপতি স্বাহির তনয় উশদত্ত । তিনি উৎকৃষ্ট পুত্র লাভার্থ বিবিধ মহাক্রতু দ্বারা দেবগণের যজ্ঞন করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞের ফলস্বরূপ চিত্রবধ নামে পুত্র জন্মে । চিত্রবধের পুত্র শশবিন্দু । (হরি) ।

উশদ্রথ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহা-মনার পুত্র উশীনর ও তিতিকু । তিতিকু হইতে উশদ্রথ এবং উশদ্রথ হইতে ফেন জন্মে । উশদ্রথ পূর্বাদিকের রাজা ছিলেন । (হরি) ।

উশিক—(১) যযাতিবংশীয় কৃতিব পুত্র উশিক । উশিক হইতে চেদি ও চৈত্যাদি নরপতির উদ্ভব হয় । (ভাগ) । (২) বরাহকল্পে যে সময়দয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন উশিক তাঁহাদের অন্ততমের শিষ্য ছিলেন । (লি) ।

উশিজ—(১) তিনি অন্ধিরার পুত্র ও বৃহস্পতির অগ্রজ । উশিজের স্ত্রীর নাম মমতা । বৃহস্পতি মমতার সহিত সহবাস করিতে উদ্যত হইলে প্রথমতঃ মমতা তাঁহাকে নিবারণ করেন । পরে গর্ত্তস্থ বালকও তাঁহাকে নিবারণ করেন । সে অস্ত্র বৃহস্পতি গর্ত্তস্থ বালককে অঙ্ক হইবে বলিয়া শাপ দেন । সেই বালক অঙ্ক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘতমা নামে

খ্যাত হন। বৃহস্পতির বীৰ্য্য ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে ভরষাঙ্কের জন্ম হয়। (মৎ)। (২) অধর্কনের তিন পত্নী। প্রথম মরীচিনন্দিনী স্বরূপা হইতে বৃহস্পতি ও দ্বিতীয়া কর্দমনন্দিনী স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবক্ষা, উশিঞ্জ ও উতথ্য এবং তৃতীয়া মনুতনয়া পথ্যা হইতে দিক্ষু, সংবর্ত ও বিচিত্র জন্মগ্রহণ করেন। উশিঙ্কের পুত্র দীর্ঘতমা। (বায়ু)। অধর্ক, অন্ধিরা, উতথ্য ও অজস্র দেখ।

উশীনর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের নৃগা, কুমী, নবা, দক্ষী ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল। নৃগা হইতে নৃগ, কুমী হইতে কুমি, নবা হইতে নব, দক্ষী হইতে স্বত্রত ও দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্ততমা পত্নী রোহিণী হইতে রাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্ধম, দমন, স্বত্র, পিণ্ডারক ও উশীনর জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত রোহিণীর গর্ভে স্বভদ্রা (চিত্রা) নামে এক কন্যাও জন্মে। (হরি)। (৩) মহামনার অন্ততম পুত্র উশীনর। উশীনরের পুত্র শিবি, বর, কুমি ও দক্ষ।

(ভাগ)। (৪) মহামনার পুত্র তিতিক্ষু ও উশীনর। উশীনরের পুত্র শিবি, নৃগ, নর, কুমি ও ধর্ক এই পাঁচজন। (বিষ্ণু)। (৫) নরপতি উশীনরের কন্যা দ্বিতবতী অষ্টবসুর অন্ততম দ্বার পত্নী ছিলেন। (মহাভা)। (৬) মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের পাঁচ পত্নী—ভৃশা, কৃশা, নবা, দর্শা ও দৃষদ্বতী। ভৃশা হইতে নৃগ, নবা হইতে নব, কৃশা হইতে কৃশ, দর্শা হইতে স্বত্রত, এবং দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৭) যমূনার উভয় পাশে জলা ও উপজলা নাম্নী দুইটি তটিনী বিद्यমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে নরপতি উশীনর যজ্ঞাস্থান প্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি যখন যজ্ঞাস্থানে ব্যাপ্ত ছিলেন সেই সময় ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত ইন্দ্রশ্চেন-মূর্তি ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী হতাশন, শ্চেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনরের উরুদেশে লুকাইয়া হইলেন। তখন শ্চেন কহিলেন, “হে রাজন্, সমুদয় ভূপালগণ আপনাকে ধন্যবাদ বলিয়া নির্দেশ করেন অতএব আপনি

কি নিমিত্ত ধর্মবিরুদ্ধ কথ্য করিতে অভিলাষী হইলেন। আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি। আপনি ধর্মলাভলোভে কদাচ আমার চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোত রক্ষা করিবেন না। তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্তের আহার হরণ-জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে। উন্নীর কহিলেন, “হে বিহগরাজ, এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবন প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাকে রক্ষা করাট আমার ধর্ম। ব্রহ্মহত্যা ও গো হত্যা করিলে যে পাপ হয় শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে সেই পাপ হয়। শ্রেন কহিল, “সমুদয় প্রাণী আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহার দ্বারাই পরিবদ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুষ্টাঙ্গ্য পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না। অতএব আহার বিরহে আমার প্রাণ শরীর ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুং কলত্র প্রভৃতি পরিবার-বর্গও বিনষ্ট হইবে। আপনি

একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে ধর্ম ধর্মাস্তর-বিরোধী তাহা কখনও ধর্ম নহে। পরস্পর-বিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই সেই ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা উভয় ধর্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা পূর্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহাই করিবেন। উন্নীর কহিলেন, তুমি কি অসন্দিহান ধর্মজ্ঞ? তুমি যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার কিছুই অবিন্দিত নাই। তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধু-ধর্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন; অতএব তুমি অন্য প্রকারে আহার আহরণ করিতে পার। আমিও আজি তোমার জন্ত গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে, তাহাও এক্ষণে প্রদত্ত হইতে পারে। শোন কহিল, হে মহীপাল, মৃগ বরাহ কোন জন্তুকেই ভক্ষণ করি না। শোন পক্ষীর

কপোতকে ভক্ষণ করে ; আমাদের এই চিরন্তন বিধি নির্দিষ্ট আছে। সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলী-কাণ্ডে আসক্ত হইবেন না। রাজা কহিলেন, “তোমাকে শিবিদিগের সমৃদ্ধ রাজ্য প্রদান করিতেছি, অথবা আর বাহা কিছু প্রার্থনা কর তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শরণাগত ভীত এই কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যেরূপ কণ্ঠ করিলে তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণে তাহাই সম্পন্ন করিব। তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিতে পারিব না। তৎপরে শ্যোন আশ্রমাংস তুল্যদণ্ডে কপোত পরিমাণে তুলিত করিয়া দিতে বলিলে, মহীপতি উশীনর তাহাষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বীয় দেহ হইতে কঙ্কিত মাংস বঞ্চিত পরিমাণে দিলেও তাহার তুল্য না হওয়ায়, অবশেষে স্বয়ং তুল্যদণ্ডে উপবেশন করিয়া প্রাণ প্রাণবিনর্জ্ঞন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন শ্যোনরূপী ইন্দ্র ও কপোতরূপী অর্জুন তাহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক তাহার ভৃগুসী প্রশংসা করিয়া সম্মানে গ্রহণ করিলেন। (মহাভা)।

শ্যোন-কপোত বৃত্তান্তটি মহাভারতের অন্যত্র উশীনর-তনয় শিবির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। (মহাভা)।

উষদ্রথ—মহর্ষি উষদ্রথের পুত্রের নাম বহুমান। (মৎ)।

উষদ্রথ—(১) যজুর্বংশীয় তিতিক্ষুর তনয় উষদ্রথ। উষদ্রথ হইতে হেম, হেম হইতে হৃতপা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) তিতিক্ষু-নন্দন উষদ্রথ একজন পূর্ব দেশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাহার তনয় হেম, হেমের পুত্র হৃতপশ্বী বলি। (বায়ু)।

উষন্তি—মহর্ষি চক্রেব তনয় উষন্তি। কুরু দেশ বজ্রাঘ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে পর তিনি অতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হন। এবং তাহার অপ্রাপ্তমোবনা স্ত্রীর সহিত ইন্ড্র গ্রামে বাস করেন। (ছান্দোগ্য)।

উক্ষ—(১) স্বায়ম্ভুব মহা বংশীয় প্রিয়ব্রতের অগ্র্যন্তম পুত্র দ্ব্যতিমান ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাহার কুশল, মনুগ, উক্ষ, পীবর, অক্ষকারক, মূনি ও হৃদ্ভি নামে সাত পুত্র ছিলেন। তাহার ক্রৌঞ্চ দ্বীপস্থ স্ব স্ব নামীয় বরের অধিপতি ছিলেন। (লি)। (২) পাণ্ডব বংশীয় নরপতি নিচকুর পুত্র উক্ষ, উক্ষের পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শুচিত্ররথ। (বিষ্ণু)।

ঋতু—স্বর্ঘ্যের অন্ততম নাম ।
(ঋতু) ।

শ্রী—পুরন্দর নামক অগ্নিতনয়
হইতে উদ্ভূত হন হয় । এই উদ্ভা
সর্ষদা মনুশ্রলোকে লক্ষিত হইয়া
থাকে । (মহাভা) ।

ঋগীবা—চতুষ্টী যোগিনীর অন্ত-
তমা । এই চতুষ্টী যোগিনীদের
নাম করিলে শিশুদের পীড়া ও
গভিণীর গর্ভ-বেদনা সম্পূর্ণরূপে দূর
হয় । (ঋতু-কালী) ।

হাক - বশিষ্ঠ বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাহার প্রবর
তিনটি—ভিগীষু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র-
প্রমদি । (মং)

ঋ পিতৃগণের নাম উষ ।
বিখ্যাত ঋষি অগ্নিকে এই পিতৃ-
গণের সহিত আসিতে স্তুতি
করিয়াছিলেন । (ঋগ্) ।

উরু—(১) চাক্ষুষ মহুর পত্নী নডলা
হইতে পুরু, শতদ্রুয় প্রভৃতি দশ
পুত্র জন্মে । চাক্ষুষমহুর দেব । উরুর
পত্নী আশ্বিনী হইতে অঙ্গ, স্বমনস
স্বাতি, ক্রতু, অজিরস ও গয় নামে
ষয় পুত্র জন্মে । (হরি) । (২)
চতুর্দশ মহুর ইন্দ্রসাবণি । উরু,
গর্ভার, ব্রহ্ম, প্রভৃতি তাহার পুত্র ।
(ভাগ) । (৩) মহর্ষি উরু একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রপ্রণী ঋষি ছিলেন ।
তিনি সোমের আরাধনা করিয়া

কতিপয় ঋক্ময় রচনা করেন ।
(ঋগ্) ।

উরুশ্রবা—মহুবংশীয় নরপতি
সত্যশ্রবাব পুত্র উরুশ্রবা, উরুশ্রবাব
পুত্র দেবদত্ত । (ভাগ) ।

উর্জ—(১) স্বারোচিষ মহুর হইতে
হবিষ, স্বকৃতি, জ্যোতি, অপোমৃতি,
প্রথিত, অয়স্বয়, নভস্য, নভ, ও
উর্জনায়ে নয়পুত্র জন্মে । (হরি) ।

(২) বশিষ্ঠের পত্নী উর্জা হইতে
উর্জ জন্মগ্রহণ করেন । এই উর্জ
ঐত্তম মনস্বরে সপ্তর্ষির অন্ততম
ঋষি ছিলেন । (হরি) । (৩)

ঐত্তমী মহুর ঈশ, উর্জ, তনুজ,
মধু, মাবব, শুচি, শুক্র, নভস্য, নভ,
ও সহ নামে দশটি পুত্র ছিল ।

(হরি) । (৪) ধ্রুবের পুত্র বংশর ।
বংশরের পত্নী স্ববীথী উর্জ নামে
এক পুত্র প্রসব করেন । (ভাগ) ।

(৫) স্বারোচিষ মনস্বরে উর্জ, শুধ,
প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, ও
উরুরীবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন । (বিষ্ণু) ।

(৬) ঐত্তম মনস্বরে দেবতাদের
পাঁচটি গণ ছিল । তন্মধ্যে সত্য,
ধৃতি, দম, দাস্ত, ক্ষম, কাম, ধৃতি,
শুচি, ঈধ, উর্জ, জ্যোতি, বপুমান—
এই ষাটটি দেবতা স্বধামাণের
অন্তর্গত । (ত্রৈলোক্য) । (৭) কুরু-

বংশীয় নরপতি স্বধার পুত্র উর্জ,
উর্জের পুত্র সম্ভব । (অধি) ।

উজ্জ্বা, অক্ষরীবান্ ও উত্তমপাদ
দেখ ।

উজ্জ্বকেতু-জনক বংশীয় ভূপতি
ওঁচির পুত্র সনধ্যাজ, সনধ্যাজের
পুত্র উজ্জ্বকেতু, উজ্জ্বকেতুর পুত্র
পুরুজিৎ । (ভাগ) ।

উজ্জ্ববহু—জনক বংশীয় নরপতি
ওঁচির পুত্র উজ্জ্ববহু, উজ্জ্ববহুর
তনয় সত্যধ্বজ, সত্যধ্বজের পুত্র
কুনি, কুনির পুত্র অঙ্গন । (বিষ্ণু) ।

উজ্জ্বা—প্রাচীন বৈদিক যুগে
উজ্জ্বা নামে এক রাজ্য ছিলেন ।
(ঋগ্) ।

উজ্জ্বভরত—বৃহস্পতির তনয় শংখু ।
শংখুর অন্ততম তনয় উজ্জ্বভরত,
উজ্জ্বভরতের তনয় ভরত ও তনয়া
ভরতী । (মহাভা) ।

উজ্জ্বভাক যে দারুণ বাড়বাগি
সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত
উজ্জ্বগামী, উহার নাম উজ্জ্বভাক
অগ্নি । (মহাভা) ।

উজ্জ্বন্ত—স্বারোচিস মনস্তর
উজ্জ্বন্ত, বেদশিরা প্রভৃতি
ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বর্তমান ছিলেন ।
(ভাগ) ।

উজ্জ্বন্তী—বিশ্বকর্ষার কন্যা বহিস্মতি
রাজা প্রিয়ব্রতের স্ত্রী ছিলেন ।
তাহার গর্ভে উজ্জ্বন্তীর জন্ম হয় ।
উজ্জ্বন্তী ছিলেন দৈত্যচাণ্ডা
ওঁকের পত্নী । তাহার গর্ভে

দেবজানীর জন্ম হয় । (ভাগ) ।

উজ্জ্বা—(১) বশিষ্ঠ ঋষির অন্ততমা
পত্নী উজ্জ্বা হইতে চিত্রকেতু,
সুরোচ, বিরজা, গিত্ত, উদন, বহু-
ভৃগ্বান ও দ্যামান নামে সপ্তষি জন্ম-
গ্রহণ করেন । (ভাগ) । (২) দক্ষ-
প্রজাপতির পত্নী প্রমুতী হইতে
উজ্জ্বা, ব্রহ্মা প্রভৃতি চণ্ডিশিষ্ট কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে মহর্ষি
বশিষ্ঠ উজ্জ্বাকে বিবাহ করেন ।
উজ্জ্বা হইতে বশিষ্ঠের রজঃ,
সুরোচ, বাহু, সবন, অনঘ, সূতপা
ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । (লি) । (৩) উজ্জ্বা হইতে
বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র ব্যাতীত তাঁহাদের
জ্যেষ্ঠা, পুণ্ডরীকা নাম্নী এক অতি
সুন্দরী কন্যাও ছিলেন । (ব্রহ্মাণ্ড) ।

(৪) অপ্সরাদিগের সর্বসমেত
চতুর্দশটি গণ ছিল । তন্মধ্যে উজ্জ্বা
হইতে অগ্নিসম্ভব অপ্সরাগণ জন্ম-
গ্রহণ করেন । তাহারা সকলেই
ব্রহ্মবাদিনী ও মহাযোগশালিনী
ছিলেন । (বায়ু) ।

উজ্জ্বাত—বৈবস্বত ময়ুর ইষ, উজ্জ্বাত,
উজ্জ্ব, মদু, মাধব, ওঁচি, শুক্রবহু,
নভস, ও নভ এই কয়টি পুত্র
ছিলেন । (শিব) ।

উজ্জ্বানী—সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যার
অন্য নাম উজ্জ্বানী । (ঋগ্) ।

উর্ণনাভ—কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজা-

কিন্তি কন্যা মহুর গর্ভে উর্ণনাত
প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । (হরি) ।

উর্ণা—(১) মহাবংশীয় নরপতি চিত্র-
রথের উর্ণা নামী পত্নীর গর্ভে
স্রাট নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
(ভাগ) । (২) মহাবিশ্বীচির পত্নী
উর্ণা হইতে অর, উদগীথ, পরিসদ,
সুদ্রভক, পতঙ্গ ও মুনি জন্মগ্রহণ
করেন । (ভাগ) তাঁহারা ব্রহ্মার
শাপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিয়া কংসহস্তে নিধন প্রাপ্ত
হন । (ভাগ) ।

উর্ণান—শিবোপাসক গন্ধর্ব্ববিশেষ ।
(লি) । (২) তুষক, নারদ, হাহা,
হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বহুরুচি,
বর্চাবসু, চিত্রসেন, উণায়, ধৃতরাষ্ট্র,
সুখ্যাবর্চা, এই ষাটগন্ধর্ব্ব সূর্য্য-
দেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন । (কুর্খ) ।
(৩) চিত্রসেন, উগ্রসেন, উণায়,
অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা, সুখ্যাবর্চা,
যুগপৎ, তৃণাপৎ, কালী, দিতি, চিত্র-
রথ, ভ্রমশিরা, পর্জ্জনা, কলি
ও নারদ এই ষোলজন দেব-
গন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে খ্যাত ।
(বায়ু) । উর্ণায়ুর স্বীয় নাম
মেনকা (মহাভা) ।

উর্জ্জকৈতু—কশ্যপের পত্নী সুরতি
হইতে অঙ্গারক, সর্প, নিম্বতি, সদ,
সম্পত্তি, অষ্টজকপাদ অহিবুধ,
উর্জ্জকৈতু, জর, ভুবন, যত্ন ও

কপাল নামে একাদশ কুত্র জন্ম-
গ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

উর্জ্জকেশ—(১) কালায়ি, মহান,
মহাস্থা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর,
ঋতুপঙ্গ, উর্জ্জ, উর্জ্জকেশ, পিঙ্গলাক্ষ,
কুচি ও শুচি এই একাদশ কুত্র
ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন
হন । (ব্রহ্মবৈ) । (২) কশ্যপপত্নী খসা
হইতে ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, উর্জ্জকেশ
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । (বায়ু) ।

(৩) বল্লভ নামক অশুরের সেনাপতি
উর্জ্জকেশকে অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়ে
বহির্গত হইয়া পারস্ত করেন ।
(গর্গ) ।

উর্জ্জগ—মদ্ররাজ-কন্যা লক্ষণকে
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ-
পূর্ব্বক বিবাহ করেন । তাঁহার
গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাষ, সিংহ,
গাত্রবান্, বল, প্রবল, উর্জ্জগ, মহা-
শক্তি, সহ, ভূত ও অপরাহিত
নামে দশপুত্র জন্মে । লক্ষণার
অন্য নাম মাত্রী । (ভাগ) । গাত্রবতী
দেখ ।

উর্জ্জগ্রীবা—মহাবিশ্বীচির ঋষিদের
একজন মহামুনি ঋষি ছিলেন ।
তিনি সোম নিম্পীড়ন গ্রন্থের সহস্র
কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া-
ছিলেন । (ঋগ্) ।

উর্জ্জদৃক্—যোগিনীবিশেষ (স্বন্দ-
কাণী) ।

উর্কবাহ—(১) রৈবত মন্বন্তরে বেদ-বাহ, যজুঃ, ঋষি, বেদশিরা, হিরণ্যারোমা, পর্জন্য, সোমের তনয়, উর্কবাহ ও অগ্নির তনয়, সত্যানেত্র এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। (২) বশিষ্ঠের অন্ততমা পত্নী উর্ক্কা হইতে রক্ত, গাত্ৰ, উর্কবাহ, বসন, অনঘ, স্তূতপা ও শুক্ৰ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারাই ঐশ্বর্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। (৬) কল্পপ-পত্নী দম্বর গর্ভে বিপ্রচিহ্নি, শম্বর, উর্কবাহ, প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)।

উর্কবেণী—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ, দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্তর কোটরা, উর্কবেণী, শ্রীমতী, বাত, প্রতিক, প্রতিভা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উর্কবেণীধরা—দেবাসুর যুদ্ধে যে সমুদয় মাতৃকা দেবসেনাপতি কাঙ্ক্ষিতকালে সাহায্য করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। (স্বন্দ-মাহে)।

উর্করেতা—ঈশবনবাসী উর্করেতা, ব্রহ্মমিত্র প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে

উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার বনবাস-ক্লেশ অপনোদন করিতেন। (মহাভা)।

উর্কসদা—মহর্ষি উর্কসদা ঋষিদের একজন মন্বন্তরে ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া অনেক ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উর্ক—অগ্নিরা বংশীয় উর্ক একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রবর—অগ্নিরা, দম্বাহা ও উর্কম্বয় এই তিনটি। (মৎ)। (২) মহর্ষি চ্যবনের পুত্র আত্মবান ও দধীচি। আত্মবানের পত্নী নহষনন্দিনী, ক্রচিব উরুদেশ ভেদ করিয়া মহা যশস্বী উর্ক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। উর্কের তনয় ঋচীক। (বার্হ)। (৩) অতি পূর্বকালে মহর্ষি উর্ক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবগণ তাঁহার বংশলোপ হইবে এই আশঙ্কা করিয়া, তৎসমীপে গমন পূর্বক তাঁহাকে দারপরিগ্রহাণে অনুরোধ করেন। তদন্তসারে তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়াই ছতাপনে উরুম্বন করিয়া উর্ক নামক পুত্রকে উৎপাদন করেন। উর্কের অন্তক অনল হইয়া পৃথিবী দহনে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। উর্ক তখন বাড়বানল নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উর্লী—পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী
নিন্দিত হইলে, শূদ্র ও বৈশ্যগণ
দেবদাস্যসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন
করিতে লাগিলেন। বলবানেরা
দুর্কলকে নিপীড়ন করিতে
লাগিলেন। পৃথিবী দুরাত্মাদের
অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া রসাতলে
গমন করিতে লাগিল। মনস্বী
কশ্যপ এই সময়ে উরুশ্বারা
তাহাকে অবরোধ করেন। এই
জন্ত পৃথিবীর নাম উর্লী হয়।
(মহাভা)।

উর্লী—উর্লী দেখ।

উর্শ্বি—অষ্ট বসুর অগ্ন্যতম সোম।
সোমের পত্নী রোহিণী হইতে বর্চা,
বৃষ, ধার, উর্শ্বি ও কপিল নামক
পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উর্শ্বিলা—(১) অপ্সরাবিশেষ। তাঁহার
কন্যা সোমদাকে মহর্ষি চুলী
বিবাহ করেন। (রামা)। (২)
মিথিলার অধিপতি সৌরধ্বজের
অগ্ন্যতমা কন্যা। তাঁহার সহিত
বামাঙ্গজ লক্ষ্মণের পরিণয় হয়।
(রামা)। (৩) খমরাভের পত্নীর
নাম উর্শ্বিলা (মহাভা)।

উল—মহর্ষি উল ঋষিদের একজন
মহমুদ্রা ঋষি ছিলেন। তিনি
বাগ্‌ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা
করিয়াছিলেন। (ঋগ্‌)।

উলুক—উলুক ও উলুক দেখ।

উষা—(১) বিভাবসু অষ্টবসুর অন্য-
তম ছিলেন। এই বিভাবসুর
পত্নী উষা হইতে বুধ, রোচিষ,
ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্ম-
গ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২)
বলিরাজের পুত্র বাণ। বাণের
কন্যা উষা। একদিন উষা
পার্কর্ভীকে মহাদেবের সহিত
ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, নিজেও
স্বামীর সহিত সেইরূপ ক্রীড়া
করিতে অভিলাষবতী হইলেন।
পার্কর্ভী তাঁহার মনোভাব জানিতে
পারিয়া বলিলেন, “তুমিও অচিরে
পতির সহিত এইরূপ ক্রীড়া
করিতে সমর্থ হইবে। বৈশাখ
মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে
স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে
আক্রমণ করিয়া সন্তোষ করিবে
সে-ই তোমার পতি হইবে।
পার্কর্ভীর কথাছাড়াই উক্ত তিথিতে
এক ব্যক্তি তাঁহাকে সন্তোষ
করেন, উষাও তাঁহার প্রতি অহু-
রাগিনী হইলেন। কিন্তু সেই
পুরুষটি কে এবং কোথায় বাসস্থান
কিছু জানা ছিল না। উষা স্বীয়
সহচরী মন্ত্রী কুস্তাণ্ডের তনয়া
চিত্রলেখাকে সমুদয় বিবরণ
বলিলেন। চিত্রলেখা বহুলোকের
চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইলেন।
তন্মধ্যে অনিরুদ্ধের চিত্রকেই উষা

অপদৃষ্ট ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলেন । চিত্রলেখার বিশেষ চেষ্টায় অনিরুদ্ধ বাণ রাজধানী শোণিতপুরে আগমনপূর্বক উষার সহিত গোপনে সন্মিলিত হইলেন । বাণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন । নারদমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ত্রীকক্ষ সসৈন্তে তথায় আগমন করিলেন । উভয় পক্ষে কিছু দিন যুদ্ধ হইয়া পরে মৈত্রী স্থাপন হইল । ত্রীকক্ষ পোত্র ও পোত্রবধূ উষা সহ দ্বারকায় আগমন করিলেন । (বিষ্ণু) ।

(৩) মহাদেব, অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্ত স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন উষা তাঁহাদের অন্ততমা । (মৎ) ।

(৪) মহাদেবের অষ্ট মূর্তি । তন্মধ্যে দ্বিতীয় মূর্তি জল । এই জলের গন্ধী উষা এবং পুত্র উশনা নামে খ্যাত । (ব্রহ্মাণ্ড) ।

পু—কন্তুপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুৎ জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে পু—অন্যতম । (বাদ্য) ।

পু—বেদা—চতুষষ্টি বোগিনীর অন্যতমা । (অগ্নি) ।

পু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীরের অন্যতমা পত্নী ধুমিনীর গর্ভে স্বদর্শন পু—অগ্নগ্রহণ করেন । পু—তনয় সংবরণ,

সংবরণের পুত্র কুক্ষ । (হরি) ।

(২) নরপতি বিদুরথের তনয় পু—পুত্র, পু—তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় প্রতীপ । (হরি) । মহাবংশীয়

নরপতি চিত্রসেনের পুত্র পু—পুত্র, পু—তনয় মীড়ান, মীড়ানের পুত্র পু—পুত্র । (ভাগ) । (৪) যযাতি বংশীয়

দেবোতিথির পুত্র পু—পুত্র, পু—তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপ । (ভাগ) । (৫) বরাহকল্পের চতুর্বিংশ

রাপের কলিকালে পু—পুত্র ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন । সেই সময়ে নৈমিষ ক্ষেত্রে মহাদেব শূন্য মহা-যোগীরূপে অবতীর্ণ হন । (লি) ।

(৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশ রাপের ভাগবংশীয় পু—যিনি বাল্মীকি নামে খ্যাত—বেদ

বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে খ্যাত হন । (বিষ্ণু) । (৭) কুরু বংশীয়

নরপতি অরিহের পত্নী স্বদেবা হইতে পু—তনয় হয় । পু—

তক্ষকের কন্যা জালাকে বিবাহ করেন । জালায় গর্ভে মতিনার জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।

(৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুরথের বিদুরথ ও পু—নামে দুই পুত্র

জন্মে । পু—তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ । (অগ্নি) ।

(৯) মহর্ষি পু—পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে, ইন্দ্রোত্ত

তাঁহার পিতা অতিথিদের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋক্ষগ্রীব—অপদেবতারিণেশ্ব। (অথ)।

ঋক্ষরাজ—মেক পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শত ষোড়শ বিদ্যুত রমণীয় দিব্যগভা সংস্থাপিত ছিল। তিনি সর্বদা সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। একদা যোগাভ্যাস কালে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হয়। ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা সেই অশ্রু গ্রহণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে এক বানরের উৎপত্তি হয়। এই বানরেরই নাম ঋক্ষরাজ। তিনি ব্রহ্মার আদেশে প্রতিদিন ফল ও পুষ্প আহরণপূর্বক তাহাকে প্রদান করিতেন। একদা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন, সরোবরের নিম্নল সলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে অল্প বানর জ্ঞানে তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া লক্ষ্য প্রদানপূর্বক সলিলে পতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই তীরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, স্বীয় রূপ সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হইয়া স্বন্দরী রমণী মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঋক্ষরাজ রমণীমূর্তি লাভ

করিয়া সেই সরোবরের তীরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে ইন্দ্র সেই পথে গমন কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিকুরে রেতঃপাত করেন, তাহাতেই বালির জন্ম হয়। ইহার পরে সূর্য্য ও ঐ পথে গমন কালে তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার গ্রীবায় রেতঃ পাতিত করেন। ইহাতে সূর্য্যগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি স্বীয় রূপ পুনরুৎপাদন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি এই দুই পুত্র সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে দেবদূত কিশ্কিন্দ্যা নগরীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিলেন, স্তত্রাং ঋক্ষরাজ বালি ও সূর্য্যগ্রীবের পিতা ও মাতা উভয়ই। (রামা)।

ঋক্ষা—রাজা অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা নামে চারি পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে অজমীঢ়ের চক্ষিণ শত পুত্র জন্মে। (মহাভা) অজমীঢ় দেখ।

ঋক্ষ্যু—নরপতি পুরুষ পুত্র কদ্রাপ। অঙ্গরা মিশ্রকেশীর গর্ভে কদ্রাপের ঋক্ষ্যু নামে পুত্র জন্মে। (মহাভা)।

ঋচ—পাণ্ডব বংশীয় সুনীলের পুত্র

ঋচ, ঋচের পুত্র নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর পুত্র
সুখাবল। (বিষ্ণু)।

ঋচংক—মহর্ষি ঋচংক একজন
বৈদিক কালের ঋষি ছিলেন।
তঁাহার তনয় শর নামক ঋষি
অশ্বিনয়ের স্তুতি করিলে, তঁাহারা
তঁাহার পানের জন্ত কৃপের
জল উচ্চে উঠাইয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋচী—কাম্পিল্য নগরের রাজা।
সমরের বংশধর নরপতি বিভ্রাজের
পুত্র অম্বহ, অম্বহের পত্নী ঋচী
হইতে ব্রহ্মদত্ত জনগ্রহণ করেন।
(বায়ু)।

ঋচীক—(১) মহারাজা গান্ধীর
সত্যবতী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী
কন্যা জন্মে। কুলিকতনয় গান্ধি
সেই কন্যাটিকে ভূগুনন্দন ঋচীকের
হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি
ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতা
গুণে প্ৰীত হইয়া তঁাহার পিতা
মহারাজ গান্ধির পুত্র লাভার্থে
দুইটি পৃথক পৃথক চরু প্রস্তুত
করিয়া সত্যবতীকে সদোধনপূর্বক
কহিলেন “তোমার মাতাকে এষ্ট
প্রথম চরু ভোজন করিতে কহিও,
এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরু
ভোজন করিও। তোমার মাতা এই
প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই
এক ক্ষত্রিয় নিহদন পুত্র প্রসব
করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয়

চরু ভোজন করিলে এক শান্ত-
স্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত
পুত্রের মুখাবলোকে সমর্থ
হইবে।” এই বলিয়া ঋচীক
তপসার্থ প্রস্থান করেন। ইতিমধ্যে
মহারাজ গান্ধি তীর্থভ্রমণে বহির্গত
হইয়া ঋচীকের আশ্রমে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী
মাতাকে হর্গভরে চরুপ্রদানপূর্বক
সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।
সত্যবতীর মাতা ভ্রমবশতঃ স্বীয়
কন্টার চরু নিজে ও নিজের চরু
কন্যাকে প্রদানপূর্বক ভোজন
করিলেন। ঋচীক প্রত্যাঘর্ষন
করিয়া সত্যবতীর গর্ভদর্শনে এই
চরু-বিপণ্যায়-ঘটিত ব্যাপার বুঝিতে
পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন যে,
তুমি ক্ষত্রিয়গুণাধিত পুত্র প্রসব
করিবে। সত্যবতী অতিমাত্র
দুঃখিত হইয়া বারবার প্রার্থনা
করিলে, ঋচীক বলিলেন যে
তোমার পৌত্র ক্ষত্রিয়গুণাধিত
হইবে। তৎপরে যথাসময়ে
গান্ধি-রাজমহিষী বিখ্যামিত্রকে ও
সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করেন।
জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয়
গুণাধিত ছিলেন। (মহাভা)।

(২) অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতঞ্জয়
নামে ঋষি ব্যাসরূপে জনগ্রহণ
করিলে মহাদেব হিমালয়-শিখরস্থিত

সিদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডি নামক পৰ্বতে শিখণ্ডী নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন বাচঃশ্রবা, ঋচীক, শাবাস, ও দৃঢ়ব্রত নামক তপোনিরত মহাসদ্ব সম্পন্ন মহাদেবের চারি পুত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৩) বরাহ কর্ত্তে দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে প্রজাপতি দেবদেব সত্য নামে ব্যাস হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব জগতের হিতকামনায় স্ততার নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, ও কৃতুমান নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহার যোগাবলম্বনে ব্রহ্মার প্রাপ্ত হইয়া কুন্দলোকে গমন করেন। (বায়ু)। (৪) ঋচীক ও সত্যবতীর চক্রভক্ষণ-জনিত ঘটনাটি কালিকা পুরাণে নিম্নলিখিতরূপ আছে। ঋচীক ভৃগুর পুত্র। ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে পূজন করিতে করিতে কানাকুলে গমন করেন। তথায় পুত্রাভিলাষে তপঃপরায়ণ মহারাজা গাধির নিকট তাঁহার শুণবতী কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। গাধিরাজ কোলিক প্রথামু-বাগী এক সহস্র এককর্ণ কুরুবর্ণ-বিশিষ্ট অশ্ব, শুক্লবর্ণ পাইলে বিবাহ দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তদমুখ্যায়ী ঋচীক বরুণদেবের আরাধনা করিয়া এক সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহা গাধিরাজকে প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। মহাত্মা ভৃগু পুত্র-বধূকে দর্শনার্থ ঋচীক-আশ্রমে আগমন করিলেন। ঋচীক ও সত্য-বতী তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। ভৃগু পুত্রবধূ দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদমুসারে সত্যবতী আপনার জন্ত বেদপারগ তপো-নিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার জন্ত অমিত বিক্রমশালী বীর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু “ইহাই হইবে” বলিতে বলিতে ধ্যানমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত দেখিয়া যত্ন সহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিশ্বাস-বায়ু হইতে দুইটি চক্র নিসৃত হইল। ভৃগু পুত্র-বধূকে সেই দুইটি চক্র দিয়া বলিলেন, “তোমার যা অশ্বথ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চক্র ভোজন করিবেন। আর তুমি উড়ুগ্ন বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চক্র ভক্ষণ করিবে। কিন্তু সত্যবতী ভ্রমক্রমে অশ্বথ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রক্তবর্ণ চক্র এবং তাঁহার মাতা শুক্লবর্ণ চক্র ভোজন করিলেন। ভৃগু পুনর্বার আগমন

করিয়া এই বৈপরীত্য অবগত হইলেন এবং সত্যবতীকে বলিলেন, তুমি চক্ৰ ভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈপরীত্য করিয়া ফেলিয়াছ, তজ্জন্ত তোমার পুত্র কত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে, আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী কত্রিয় হইবে। সত্যবতী অতি বিষাদিত হইয়া পৌত্র যাহাতে কত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হয়, ইহা প্রার্থনা করিলে ভৃগু তথাস্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। (কালিকা)। মেক সাবর্ণি দেখ। (৫) জনৈক মহষি। তিনি রাজা গাধির দুহিতা ও মহষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবতীর গর্ভে ইহার স্তন্যশেফ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ অশ্বরীষ স্তন্যশেফকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। (রামা)। অশ্বরীষ দেখ। (৬) প্রথম মেক সাবর্ণির গৃহকৈতু, পকগোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুত, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় নামে নয় পুত্র ছিল। (হরি)। (৭) ভৃগুর পুত্র ঋচীক সোমবংশীয় নরপতি

গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। এই জমদগ্নিরই পুত্র পরশুরাম। (হরি)। (৮) ঋচীক গাধিকে এক সহস্র অশ্ব শুক্লরূপ প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। (ভাগ)। বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, ঋচীক তাঁহাদের অন্ততমের শিষ্য ছিলেন। (লি)। (৯) ঔরু মূনির পুত্র ঋচীক। (মহাভা)। (১০) নরপতি ভরভের পুত্র ভূমহ্য। ভূমহার পুত্র ঋচীক পুষ্করিণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

ঋচেয়ু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি স্ববাহুর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের স্ত্রী অম্বরা মিত্রকেশীর গর্ভে দশার্ণেয়, রুকনেয়, কক্ষেয়, স্বণ্ডিলেয়, সন্নতেয়, ঋচেয়, তুলেয়, জলেয়, ধলেয় ও বনেয় নামে দশ পুত্র এবং কৃত্তা, শূদ্রা, ভদ্রা, মনদা, মলহা, গলদা, চলা, বলদা, সুরধা ও গোচপলা নাম্নী দশ কন্যা জন্মে। অত্রি বংশজাত প্রভাকর ঋষি এই দশ কন্যাকেই বিবাহ করেন। (হরি, মহাভা)। (২) পুরুবংশীয় নরপতি অহোবানীর পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের পুত্র ঋচেয়, কশেয়, বিনতেয়, যুতেয়, চিতেয়, স্বণ্ডিলেয়,

পর্ষেয়ু, সন্নতেয়ু, কৃত্তেয়ু ও মতিনার নামে দশ পুত্র জন্মে । (অগ্নি) ।

ঋজিষা—(১) মহর্ষি বিদধীর তনয় ঋজিষাকে ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন । (২) জনৈক বৈদিক ঋষি । (ঋগ্) । অতিযাজ্ঞ দেপ ।

ঋজিষান্—বৈদিক যুগে ঋজিষান্ নামে একজন রাজা ছিলেন । তিনি শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত হন । সেই সময়ে ইন্দ্র তাঁহাকে শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে তিনি প্রাণে মারা যাইতেন । ইন্দ্র তখন বঙগুদ নামে শত্রুর শত নগর নষ্ট করেন । (ঋগ্) ।

ঋজীষ- ইন্দ্রের অশ্রুতম নাম । (ঋগ্) ।

ঋজু, ঋজুদাস— ১) যদুবংশীয় বসুদেবের স্ত্রী দেবকীর গর্ভে ত্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কীর্তিমান, সুধেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন, ভদ্র, ও দক্ষর্ষণ নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । (ভাগ) । (২) ত্রীকৃষ্ণ জন্মবার পূর্বে বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে কীর্তিমান, সুধেন, ভদ্রসেন, ঋজুদাস, উদাপি ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে । কংস ইহাদের সকলকেই বিনাশ করেন । (বিষ্ণু) । (৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে ত্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে, সুধেন, উদাপি,

ভদ্রসেন, মহাবল, ঋজুদাস, ভদ্রদাস ও কীর্তিমান্ নামে সাত পুত্র জন্মে । ইহাদের সাতজনকেই কংস বিনাশ করেন । (কুর্ধ) ।

ঋজ্রাশ্ব - মহর্ষি বুধাঙ্গীর তনয় ঋজ্রাশ্ব, অশ্বরীষ, সহদেব, ভষমান, ও সুরাধা এই পাঁচজন, শত্রু কর্তৃক তাঁহাদের গো অপহৃত হইলে তাঁহারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন । রাজাষি ঋজ্রাশ্বের নিকট অশ্বদ্বয়ের বাহন গদভ বৃকী হইয়াছিল, তিনি একশত একজন গৌরজনের জন্ত রক্ষিত মাংস সেই বৃকীকে দিয়াছিলেন । সে জন্ত তাঁহার পিতা বুধাঙ্গী তাঁহাকে অন্ধ করেন । তিনি অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করিয়া পুনঃ নেত্র প্রাপ্ত হন । (ঋগ্) ।

ঋণজ্য—বৈবস্বত মহাস্বরের অষ্টাদশ ঋপরে মহর্ষি ঋণজ্য, বেদবিভাগ, করিয়া বেদব্যাাস নামে খ্যাত হন । (বিষ্ণু) ।

ঋণজয়—বৈদিক যুগে ঋণজয় নামে একজন রাজাষি ছিলেন । মহর্ষি বক্র তাঁহাকে দেবতারূপে স্তুতি করিয়া অনেক গাভী লাভ করিয়াছিলেন । (ঋগ্) ।

ঋত—(১) ক্রবের বংশে সর্কতেজার পত্নী আকৃতির গর্ভে মহুর জন্ম হয় । মহুর পত্নী নভুলা হইতে পুত্র, কৃৎস, ঋত, দ্যামান, সত্যাবান,

বৃত্ত, ব্রত, শিবি, অগ্নিষ্টোম, অতি-
রাজ, প্রহ্মায় ও উল্লুক নামক ষাটশ
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।
আত্মা দেখ। (২) জনকবংশীয় ভূপতি
বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের তনয়
শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য।
(ভাগ)। (৩) ইক্ষাকুবংশীয়
অশ্বরীষের পুত্র ঋত। ঋতের
তনয় কৃত, সূর্য্য ও পৃথিত এই
তিন জন। (লি)। (৪) চতুর্দশ
মহুর অন্ততম ঋতমহু। (মৎ)।
(৫) জম্বুখণ্ড, শান্তি, নব, খ্যাতি,
ভয়, প্রিয়ভূতা, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোড়,
দৃঢ়োত্ত, ঋত, ঋতবন্ধু, ইঁহার
তামস মহুরপুত্র। (ব্রহ্মাণ্ড)। অবক্ষি
দেখ। (৬) সাবর্ণি মহুর সময়ে
দেবতাদের স্তূতপ, অমিতাভ ও
স্তম্বনামে তিনটি গণ ছিল।
তন্মধ্যে ঋত, তপ, শুক্র, দ্রাতি,
জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস, ভাস-
কৃত, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি, ঋতু, বিরাট,
অক্টিয়ান্, ত্রোতন্, ভাসু, বশ,
কীর্তি, বৃধ ও ধৃতি এই বিংশতি
জন স্তূতপ দেবগণ। (বায়ু)।
ঋতজিৎ—(১) নীতকালে মাঘ ও
ফাল্গুন দুই মাসে ষষ্ঠা ও জিষ্ণু—
আদিত্য; জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র
—যুনি; কবল ও অশ্বতর—সর্প;
ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্দ্ধা—গর্ভকর্ক;
ভিলোস্তমা ও রম্ভা—অঙ্গরা;

ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ—গ্রামণী,
ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত—রাকস;
ইঁহার সকলে আদিত্যরথে বাস
করিয়া থাকেন। এই সপ্ত শ্রেণীর
ষাটশ দেবতা স্থানান্তিমামী।
ইঁহার আত্মতেজে সূর্য্যকে আপ্যা-
য়িত করিয়া থাকেন। গ্রামণীগণ
সূর্য্যের রথের রশ্মি ধারণ করেন।
(বায়ু)। (২) কশ্যপ-পত্নী দিতি
হইতে যে ঊনপঞ্চাশ মকং জন্ম-
গ্রহণ করেন ঋতজিৎ তাহাদের
অন্ততম। (বায়ু)।

ঋতজয়—যুগে যুগে অনেক ব্যাস
ছিলেন। বরাহকল্পে ঋতজয় এক-
জন বেদবিভাজক, পুরাণপ্রকাশক,
জ্ঞানপ্রদর্শক, শিবাবতার ব্যাস
ছিলেন। (লি)।

ঋতদেব—ঋগ্বেদে ঋতদেবের স্তোত্র
আছে। সম্ভবতঃ ইঁহা ইন্দ্র সথকে
প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঋতশব্দে
ইন্দ্র আদিত্য সত্য বা বজ্র বুঝায়।
(ঋগ)।

ঋতধামা—(১) ষাটশ মহু রুজের
পুত্র সাবর্ণ। তিনি রুদ্রসাবর্ণি
নামে খ্যাত। এই সাবর্ণ মথন্তরে
ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। (বিষ্ণু)।
(২) চতুর্দশ মহুর অন্ততম ঋতধামা
মহু। (মৎ)। (৩) যজুবংশীয়
বসুদেবের ভ্রাতা আনকের ঔরসে
ও কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা

ও অন্ন অন্নগ্রহণ করেন ।
(ভাগ) ।

ঋতধ্বজ—কাশিরাজ দেবসেনের পত্নী
মাক্ষাতার কন্যা কেশিনী হইতে
সুমনা, বসুদান, ঋতধ্বজ, যবন,
কৃতী, মীন ও বিবেকী নামক
পুত্রগণ অন্নগ্রহণ করেন । তাঁহারা
সকলেই সর্বশাস্ত্রবিদ্যারদ, বংশবর্দ্ধক
ও সংশীল ছিলেন । (কালিকা) ।

ঋতধ্বজ—(১) আয়ুর্বেদ-প্রবর্তক
ধনঞ্জয়ীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে
দ্যামানের জন্ম হয় । এই দ্যামান
প্রতিন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ,
ও কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত
ছিলেন । দ্যামানের পুত্র অলক
প্রভৃতি । (ভাগ) । (২) কাশিরাজ
দিবোদাসের পুত্র প্রতদন, এই
প্রতদন অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন
বলিয়া ইহাব নাম ঋতধ্বজ হয় ।
(বিষ্ণু) । (৩) রঘুবংশে রিপুঞ্জিৎ
নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার
আয়ুজ্ঞ ঋতধ্বজ । এই ঋতধ্বজ
সর্পদা বিপ্র, অন্ধ, দীন ও অনাথ-
বর্গের দুঃখমোচনে নিযুক্ত
থাকিতেন । একদা পাতালকেতু
দৈত্য গালব ঋষির আশ্রমে উৎপাত
করিতে আরম্ভ করে । সেই সময়ে
গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাস্ব তাঁহাকে
একটি অশ্ব প্রদান করেন । মহর্ষি
গালব সেই অশ্ব নরপতি ঋত-

ধ্বজকে প্রদান করেন । ইতিপূর্বে
পাতালকেতু দৈত্য বিশ্বাস্বর কন্যা
মদালসাকে হরণ করিয়াছিল,
এক্ষণে নরপতি ঋতধ্বজ বিশ্বাস্ব
প্রদত্ত সেই অশ্ব আরোহণ করিয়া
দৈত্য পাতালকেতুকে পরাধ্ব
করেন এবং মদালসার উদ্ধার
সাধন করেন । পরে ঋতধ্বজ
মদালসাকে বিবাহ করেন । (বাম) ।

(৪) ঋতধ্বজ নরপতি কর্তৃক পাতাল-
কেতু দৈত্য নিহত হইলে, তাঁহার
ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃহত্যার প্রতি-
শোধবাসনায়, যমুনাতটে আশ্রম
নির্মাণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান
করিতেছিলেন । রাজা ঋতধ্বজ
পিতার আদেশে দৈত্যগণের উৎ-
পীড়ন হইতে ঋষিদিগকে রক্ষা
করিবার ব্যপদেশে, দেশভ্রমণে
বহির্গত হইয়া যমুনাতটে তালকেতু
আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন ।
ব্রাহ্মণবেশী তালকেতু ঋতধ্বজের
নিকট যজ্ঞদক্ষিণা প্রদানে অসামর্থ্য
জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার কর্তৃহার
প্রার্থনা করিলেন । ঋতধ্বজ
অম্মানবদনে সেই হার প্রদান
করিলেন । তখন তালকেতু
বরুণালয়ে বজ্র সম্পাদনার্থ গমন
করিবার ভাণ করিয়া ঋতধ্বজকে
তাঁহার আশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থান

করিবার জন্য অমুখোদিত করিলেন। ঋতধ্বজ সম্মত হইলে, তালকেতু তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঋতধ্বজের পিতা রিপুঞ্জিৎ সমীপে আগমন পূর্বক সেই হার প্রদান করিয়া, “ঋতধ্বজ দৈত্যগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে,” বলিলেন। রাজা রিপুঞ্জিৎ পুত্রের নিধন শ্রবণে দুঃখিত হইলেন এবং মদালসা পতির মরণ সংবাদে মুচ্ছিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তালকেতু আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋতধ্বজ বিনায় গ্রহণপূর্বক স্বগৃহে আগমন করিয়া পত্নী মদালসার মৃত্যুতে অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। এদিকে ঋতধ্বজের সগা অশ্বতর নাগের পুত্রগণ এই বিবরণ তাঁহাদের পিতার নিকট বলিলেন। নাগরাজ অশ্বতর পুত্রের বন্ধুর এই বিপদবার্তা শুনিয়া অতি মাত্র দুঃখিত হইয়া মহা-দেবের আরাধনা করিয়া বর লাভ করিয়া মদালসাকে পুনর্জীবিত করেন। এবং স্বীয় গৃহে গোপনে রক্ষা করেন। পরে পুত্রদের দ্বারা ঋতধ্বজকে স্বীয় ভবনে আনয়ন পূর্বক মদালসাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। (মার্কণ্ডেয়) : অলঙ্কার দেখ। (৫) ঋতধ্বজ নামে এক মহাবী ছিলেন। তাঁহার পুত্র

জাবালীকে, বানরবোনিপ্রাপ্ত বিখ-কর্ম্মা শিশুকালে একটি বট-বৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। পরে ইক্ষাকুতনয় রাজা শকুনি তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। পরে জাবালীর সহিত কন্দরমালী দৈত্যের কন্যা দেব-বতীর বিবাহ হয়। (বামন)। ঋতবন্ধু—জম্বুখণ্ড, শান্তি, নর, ধ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভূতা, অবাকি, পৃষ্ঠলোচ, দৃঢ়োত্ত, ঋত ও স্নাতবন্ধু, ইহারা তামস মনুর পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ঋতবাক—ঋতবাক ঋষি প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পরে বেবতী নক্ষত্রে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়া দুশ্চরিত্র হয়! সেই জন্য মহাবী ঋতবাক বেবতীকে শাপ দেন। বেবতী দ্রষ্টব্য^১ (মার্কণ্ডেয়)।

ঋতি—মহাবংশীর নরপতি নক্তের স্ত্রী। তিনি রাজ্যবি গয়কে প্রদত্ত করেন। (ভাগ)।

ঋতু—(১) হেমন্তকালে অগ্রহারণ ও পৌষ মাসে অংশ ও ভগ—আদিত্য, কস্তুর ও ঋতু—মুনি; মহাপদ ও কর্কটক—সর্প; চিত্রসেন ও উর্গাঘু গন্ধর্ব্ব; উর্গাঘু ও বিশ্বচিহ্নি—অশ্বরী; তাক ও অরিষ্টনেমী—গ্রামণী; বিদ্যা ও সুর্য্য—রাক্ষস; ইহারা সকলে সুর্য্যরথে অবস্থান

কলিকাতা—১২০১২, আপার সাহুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে

প্রিন্স জনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিজ্ঞানকার, ৮১, ওয়েষ্টকমন্ডে, পো: কমন্ডে, রেডুন।

করেন। (বায়ু)। (২) সাবর্ণ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঋত, তপ, শুক্র, জ্যোতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস ভাস্কর্য, ধর্ম, তেজ, রশ্মি, ঋতু, বিরাট, অর্চিয়ান, দ্যোতন, ভাস্ক, যশ, কীর্তি, বৃষ ও ধৃতি এই বিংশতি দেবতা সূতপাগণের অন্তর্গত। (বায়ু)। (৩) বরাহকল্পে ঋতু নামে এক মহাবি ছিলেন। (ব্রহ্ম)। (৪) বৎসরের ঋতুসকলকে প্রাচীন আর্য ঋষিগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থানে অগ্নির নামও ঋতু দেখা যায়। (ঋগ)।

ঋতুজিৎ—জনক বংশীয় নরপতি অঙ্গনের পুত্র ঋতুজিৎ, ঋতুজিৎয়ের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র ঋতায়ু। (বিষ্ণু)। অঙ্গন দেখ।

ঋতুজয়—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাদশ বাপের মহর্ষি ঋতুজয় ব্যাস হইয়াছিলেন। (কুর্খ)।

ঋতুধাম—(১) অনাগত মন্বন্তরের মধ্যে ঋতুধাম একজন। (পদ্ম-সূ) (২) এক প্রকার অগ্নির নাম ঋতুধাম। এই সূর্য্যোতি ঋতুধাম অগ্নি ঐদৃশ্যরীতে স্থাপনীর বলিয়া কীর্ণিত। (বায়ু)।

ঋতুপাঙ্গ—কালাগ্নি, মহান, মহাত্মা, যতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, উর্জ্জ্বল,

ঋতুপাঙ্গ, পিঙ্গলাক্ষ, কচি ও গুচি, এই একাদশ কল্প ব্রহ্মার ললাট দেশ হইতে অন্তর্গত করেন। (ব্রহ্মবৈ)। একাদশ কল্প দেখ।

ঋতুপর্ণ—ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি অযুতাজিৎয়ের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র আর্তপর্ণী। এই ঋতুপর্ণ অক্ষথেলায় অতি নিপুণ ও বলবান ছিলেন। তিনি নলরাজ্যের নথী ছিলেন। (হরি)। অযুতাজিৎ দেখ। (২) সগরবংশীয় রাজা অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ। তিনি নলরাজ্যের নথী ছিলেন। ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষয়নয় শিক্ষা দিয়া তদ্বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ষকাম। সর্ষকামের তনয় হৃদাম। (ভাগ)। (৩) ঋতুপর্ণের পুত্র সার্কভৌম, সার্কভৌমের পুত্র হৃদাস। (লি)। (৪) সগর বংশীয় অযুতাজিৎয়ের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ষকাম। (বিষ্ণু)। (৫) ঋতুপর্ণের পুত্র হৃদাস, হৃদাসের পুত্র সৌদাস। (কুর্খ)। (৬) ইক্ষাকুবংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্যাণাদ, কল্যাণাদের পুত্র সর্ষকাম। (মৎ)। (৭) অযুতাজিৎয়ের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র অহুপর্ণ, অহুপর্ণের পুত্র কল্যাণপাদ, কল্যাণপাদের পুত্র সর্ষকাম। (শিব)

(৬) ক্রতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র কন্বাবপান, কন্বাবপানের পুত্র নর্সকথা। (অশ্বি)। (২) ঋতুপর্ণের পুত্র স্বামা, স্বামা তনয় কন্বাবপাদ। (সৌর)।

ঋতুভূত—প্রাচীন বৈদিক কালের একজন ঋষি। তিনি অগ্নিহবকে স্তুতি করিয়া সুধকর ও পুষ্টিকর অন্ন লাভ করিয়াছিলেন। (ঋণ)।

ঋতুহলা—পুষ্টিহলা, ঋতুহলা, মেনকা, সহজলতা, প্রমোচা, অমুমোচা, নিখাচী, দ্বতচী উর্ধ্বা, পূর্ষচিতি, রজ্জা ও তিলোত্তমা, এই দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চনা করেন। (কৃষ্ণ)। অমুমোচা দেখ।

ঋতুহারিকা—যমকুহিতা নিখাচী কুম্ভের ভার্য্যা ছিলেন। নিখাচী হইতে দণ্ডকষ্টি, তপোক্তি, পতিবর্ত, অঙ্গধুক, শকুনি, গণপ্রাস্তরতি, গর্তহা ও শস্তহা নামে আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, বিবোগিনী, স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণী, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বৌদ্ধহা ও বিধেয়গী, নামী আট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল কন্যা লোকেব অতিশয় অনিষ্টকারিণী। (নর্সকথের)। অর্দ্ধহারী দেখ।

ঋতু—(১) বসন্তি বৎসর চৌদা-
শের ঔরসে ও দ্বতচী অপ্সরার

গর্ভে ককেয়, হুত্তিগেয়, ঋগেয়, কতেয়, অগেয় সরতেয়, ধগেয়, নতোয়, ত্রতেয় ও বনেয় নামে পিতৃ-
বৎসল দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ঋতেয় ও ঋতেয়র পুত্র রস্তিনার। (বিষ্ণু)।

ঋথু—বিশ্বামিহ, মাকাতা, সঙ্কুনি, কপি, পুরুহৎস, সত্য, অমুহবান, অষ্টিবেন, ঋথু, অজমীচ, কক্ষীর, শিজয়, রণিতর, কন্দ, িক্ষুবহ প্রভৃতি কত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (বায়ু)। অজমীচ দেখ।

ঋদ্ধি—(১) কুবেরের পত্নী ঋদ্ধি একবার পুণ্যক ত্রতের অমুহান করিয়া স্বীয় স্বামী কুবেরকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভাঙিয়া দেন। (হরি)। (২) স্বায়ম্ভুব মহর্ষ পত্নী শতরূপা হইতে প্রস্রুত ও উদ্ভানপান নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রস্রুতি নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষ ঋদ্ধিকে প্রজাপতিক্রিয় হস্তে সমর্পণ করেন। ঋদ্ধি হইতে বজ্র নামে পুত্র এবং দক্ষিণা নামী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বজ্র স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকে বিবাহ করেন।

(মার্ক)। (১) দক্ষ প্রজাপতির
ঋদ্ধি প্রভৃতি জ্যোতিষ কল্যাণে
ধর্ম বিবাহ করেন। তদ্ব্যতী
ঋদ্ধির গর্ভে স্বধ জন্ম লাভ করেন।
(পদ্ম-সু)। (৪) লক্ষ্মীর অন্তর্নাম
ঋদ্ধি। (কল্ম)।

ঋতু—(১) দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ
ত্যাগ করিলে, তাঁহার অশ্রুচরেরা
দক্ষের লোকদিগকে আক্রমণ
করেন। তখন দক্ষের পুরোহিত
ভৃগু অগ্নিতে আহুতি প্রদান
করিলে, সেই অগ্নি হইতে ঋতু
নামক দেবগণ প্রোত্খিত হইয়া
দতীর অশ্রুচরদিগকে বিভাড়িত
করিয়া দেন। (ভাগ) (২) ব্রহ্মার
পুত্র ঋতু, উর্ধ্ববেতা ছিলেন,
কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই।
সেই জন্ত তাঁহার বংশ নাই।
(ভাগ)। (৩) ব্রহ্মার সর্কৃতক
পুত্র ঋতু, পুণ্ড্রের পুত্র নিলাঘকে
অদ্বৈততত্ত্ব প্রদান করেন। ব্রহ্মা
পূর্বকালে ঋতুকে, ঋতু প্রিয়-
বহকে, প্রিয়ব্রত ভাগ্যীকে বিষ্ণু-
পূরণ বলিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।
(৪) ঋতু নামে এক শিবভক্ত
যোগী ছিলেন। তিনি মহাদেবের
নিকট অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ
করেন। (শিব)। (৫) প্রজাপতি
ব্রহ্মা আগে আপনার তুলা
খানস পুত্র সনন্দ, সনক, বিদ্যাং

সনাতন, ঋতু : ও সনৎ-
সমরকে উৎপাদন করিলেন।
তাঁহারা সকলে যোগী, বীজ্যগ
এবং বিমৎসর হইয়াছিলেন।
তাঁহাদের মন দেবেরে আকৃষ্ট
থাকায়, তাঁহারা প্রজাপতির গুণ
অভিলাস করেন নাই। (শিব)।
(৬) বরাহকল্পের পঞ্চম দ্বাপরে
সবিতা নামক ব্যাসের অধিকার
কালে মহাদেব কক নামে উৎপন্ন
হইয়া লোকসকলের প্রতি অশ্রুগ্ন
প্রদর্শনার্থ যোগ্যচারী ও তপোব্রত
হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মৃগ-
দেবের সনক, সনন্দ, ঋতু, ও
সনৎকুমার নামে চতু বংশভাত
মহাভাগ্যসম্পন্ন, রজোভূষণী,
দ্রুত পুত্র চতুর্ধ প্রোত্খিত
হইয়া অনন্তকাল তাহাতে লব্ধান
করিবে। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) বৈবর্ত
মহর্ষির ঋতু নামে ঈশ্বর ছিলেন।
বৃহদা)। (৮) ঋতু মহর্ষির
কিচ প্রজাপতির পত্নী অজিতার
গর্ভে অজিত দেবগণ জন্মগ্রহণ
করেন। বিধি, মূন্য, কেশ, নন্দ,
মহার, প্রাণ, মপন, হৃগা, ঋতু,
শক্তি, ধ্রু ও হিত এই দ্বাদশজন
অজিতার গর্ভরত অজিত দেবগণ।
(বায়ু)। (৯) গোবর্দ্ধন পর্বতের
যোগেন্দ্রের দ্বারে রোহিত, চক্রে
বজ্রিনাথ কর্তৃক নিমিত্ত এক

সরোবরের তীরে মহর্ষি ঋতু
এক পদে অবস্থান পূর্বক কৃষ্ণ
ধ্যানপরায়ণ হইয়া তপস্যা
করিতেন। কৃষ্ণ ও রাধা তথায়
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন
দিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে
প্রদর্শিত করিয়া স্তোত্র পাঠ
করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ
করিলেন। (গর্গ)। (১০)
অগ্নিরায় পুত্র স্বধা, স্বধার
পুত্র ঋতু, বিতু ও বাজ। তাঁহারা
নিজ কণ্ঠধারা দেবর লাভ করিয়া
স্বর্গ্য লোকে বাস করিতেন
এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনেক
ঋক্ মন্ত্রও রচিত হইয়াছিল।
এই ঋতুগণ পিতামাতাকে পুনঃ
মৌনসম্পন্ন করিয়াছিলেন।
তাঁহারা ষষ্ঠার শিষ্য ছিলেন এবং
উৎকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন শিল্পী ছিলেন।
ও অশ্বিনের জন্ত সুনির্মিত রথ
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা
ইন্দ্রের বাহন বলবান হরি নামক
অশ্বদ্বয় নির্মাণ করিয়াছিলেন।
একবার এক ঋষির একটি গাভী
মরিয়া যায়, ঋষি গাভীর জন্য ঋতু-
গণের স্তুতি করেন। তাঁহারা
ঋষির স্তবে তুষ্ট হইয়া একটি
গাভী নির্মাণ করিয়া মৃত
গাভীর চর্খের দ্বারা তাহাকে
আজ্ঞাদান করিয়া বৎসরে সহিত

যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।
(ঋগ) ।

ঋতুক্ষ—ঋষেদের অন্যতম দেবতা।
(ঋগ) ।

ঋতুগণ—অগ্নিরায় পুত্র স্বধা,
স্বধার তনয় ঋতু, বিতু ও বাজ।
তাঁহারা নিজ নিজ কণ্ঠধারা দেবর
লাভ করিয়া স্বর্গ্যলোকে বাস
করিতেন। এবং ঋতুগণ নামে
খ্যাত ছিলেন। ঋতু দ্রষ্টব্য।

ঋবজু—পৃথ্বীদেবী তীর্থে মহর্ষি ঋবজু
সিদ্ধিলাভ করেন। (বাম) ।

ঋষভ - চাক্ষুষ মনস্তরে অদ্য, প্রসূত,
ঋষভ, পৃথগভাব ও লেখ এই
পাঁচজন দেবতা ছিলেন। (হরি) ।
অর্থ পতি দেখ ২। নারায়নের
অষ্টম অবতার ঋষভ। অগ্নীশ্র
মুনির অন্ততম পুত্র নাভি। নাভির
পত্নী মেরুদেবী হইতে ঋষভের
জন্ম হয়। এই অবতারে ধীর
ব্যক্তিদিগকে সর্বাশ্রম নমস্কৃত
বজ্র অর্থাৎ পরম হংস সম্বন্ধীয়
রীতিনীতি, শিক্ষা দেওয়া হয়।
(ভাগ) ৩। অগ্নীশ্র মুনির পুত্র
নাভি, নাভির পত্নী সুদেবীর গর্ভে
ঋষভের জন্ম হয়। ঋষিগণ
তাঁহাকে পরম হংস বলিতেন।
(ভাগ) । বিজু, মল্লবংশীয় নরপতি
নাভির তপস্তায় প্রীত হইয়া তাঁহার
দ্বী মেরুদেবীর গর্ভে গুরু মূর্তি

ঋষভরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ না করায় তিনি ধোণমায়া প্রভাবে বৃষ্টি আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা নাভি বয়প্রাপ্ত পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক স্বীয় ভাষা। মেকদেবী সমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে ইন্দ্র ঋষভের সহিত জয়ন্তী নামে একটি কন্তার বিবাহ দিগাঁড়লেন। সেই দেবদত্তা ভাষ্যার গর্ভে ঋষভের আত্ম-সদৃশপুত্র সম্পন্ন একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শত পুত্রের মধ্যে সোষ্ঠ ভরত, তাঁহারই নামে খ্যাত এই ভারতবর্ষের অধিপতি হন। অবশিষ্ট নিরানব্বই সংখ্যক পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ত্রক্ষবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রশূক, বিদর্ভ, ও কাঁকট এই নয় জন ভরতের অচ্যুত ছিলেন। এতদ্বিধ কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, অপর, আবিহোত্র, দ্রবীক, চমস, ও করাকন, এই নয় জন ধর্মপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। ঋষভ স্বীয় পুত্র ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে বর্ণাটক দেশে বাটয়া

উপস্থিত হন। তৎপ্রদেশের কুটকাচলের অরণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তিনি সেই অগ্নিতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অবশিষ্ট একাশি পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। ৫। যযাতি বংশীয় নরপতি কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যাহিত, সত্যাহিতের পুত্র পুশ্পবান্। (ভাগ)। ৬। ইন্দ্রের ঔরসে ও পৌলোম্যার গর্ভে জয়ন্ত ঋষভ, ও মীকব নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ৭। বরাহ কল্পের নবম দ্বাপরে ঋষভ একজন শিবাবতার যোগাচার্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও আত্মরা তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। ৮। দ্বিতীয় মহন্তরে স্বারোচিষ মহুর সময়ে উজ্জ, শুক, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিম্বর, উর্করীবান্, তাঁহার সপ্তবি ছিলেন। (বিষ্ণু)। ৯। মগধ নরপতি বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র পুশ্পবান্, পুশ্পবানের পুত্র সত্যাহিত। (বিষ্ণু) ১০। বহু-বংশীয় বৃদ্ধাভিভের ঋষভ ও ক্ষেমক নামে দুই পুত্র জন্মে। ঋষভের পুত্র শকট, শকটের পুত্র অকুর

প্রভৃতি। (অগ্নি)। ১১। কল্পপ
পত্নী মনু হইতে মনুষ্যধর্মাব্যবহা-
দৈত্যাদিগণ সংসর্গে উৎপন্ন হয়,
একাক, অগ্নিই প্রভৃতি জন্মগ্রহণ
করেন। (বায়ু)। ১২। অমর
নামে বৃষভাসু গোপ শ্রীকৃষ্ণ
সখা ছিলেন। (গর্গ)। ১৩।
হৃদবংশীয় অনর্মিতের পুত্র যুধাঞ্জি
হয় ও চিত্র। অমর কাশিরাজ
নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন
(পদ্ম-সু)। অমৃত দেখ। ১৪
অমরকূট পর্বতে অমর নামে এক
দীর্ঘায়ু কোপনমন্ত্রের তাপস
ছিলেন। কোন সময় কতক
কাল লোক এই স্থানে উদ্ভাসিত
হইয়া তাঁহার সহিত সন্তান
করিতে আসক্ত করিলে তিনি বোম
পর্বত হইয়া পর্বতকে কহিলেন,
কোন ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া
কথোপকথন করিলেই, তুমি
তাঁহার প্রতি প্রস্তুত নিম্নে
কহিবে "বায়ুকে আহ্বান
করিয়া কহিলেন, "তুমি শব্দ কি ও
না।" তদবধি বে ব্যক্তি এখানে
কথোপকথন করে, মেঘধনি
উৎপন্ন তাহাকে নিবারণ করে।
(মহাভা)।
অম্বি—(১) ব্রহ্মার মন হইতে কচি,
প্রাণি হইতে মন, চক্ষুর হইতে
ময়ীচি, কনক হইতে হৃদ, জিহ্বা

হইতে ঋষি, মস্তক হইতে অগ্নি-
রস, কর্ণ হইতে অত্রি, উদান বায়ু
হইতে পুন্ড্রা, বাণ বায়ু হইতে
পুলহ, সমান বায়ু হইতে বশিষ্ঠ,
অপান বায়ু হইতে ক্রতু, এবং
অভিমান হইতে নীল, লোহিত ও
ভ্রম জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।
(২) প্রজাপতি পুলহের পত্নী কন্মা
হইতে ঋষ নামক অন্ততম পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।
অম্বরীষ, কন্দম ও কন্মা দেখ।
অম্বিকা—অম্বিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণী
নন্দনাতীয়ে পার্থিব শিব আরাধনা
পূর্বক তপস্তা আরম্ভ করিলে,
মৃত নামক দৈত্য তাঁহার তপোবিশিষ্ট
উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে।
কিন্তু অম্বিকার শিবারাধনায় ফলে
মৃত দৈত্য পলায়ন করে। (শিব)।
অম্বিকুল্য—হৃদবংশীয় নরপতি ভূমার
অম্বিকুল্য ও দেবকুল্য নাম্নী দুই
স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে অম্বিকুল্য
হইতে উদগীধ এবং দেবকুল্য
হইতে প্রস্তাব জন্মগ্রহণ করেন।
(ভাগ)।
অম্বিজ—অম্বিজা বংশীয় বৃহস্পতি,
গৌতম, সংবর্ত, উত্তম, বামদেব,
অভ্যন্ত, অম্বিজ ইহারা সকলেই
গোত্র প্রবর্তক (মৎ)।
অম্বিজা দেখ।
অম্বিগণ—অম্ব দেবসেনাপতি পদে

অভাবিত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ
দ্বীয় অশুর, ভাঙ্কর, কঙ্কর,
লোচক, মহানন ও গিণ্ডারকে
প্রদান করিয়াছিলেন। (বামন)।

ধ্বিন'নু—অজিবা বংশ সম্ভূত
ঋষি'নু একজন গোত্র প্রবর্তক
ঋষি। (ম২)।

ঋষ্যাস—বসুদেবের পত্নী দেবকীর
পুত্র, ঐক্য কাম্বার পুত্র,
শৌর্য, বীর্জিমান, স্বয়ম, উদাসী,
ভদ্রসেন, ঋষ্যবাস ও ভদ্রবিদেহ,
নামে সাত পুত্র জন্মে। টেহাঙ্গের
সকলকেই কংস বিনাশ করেন।
(ম২)।

ঋষিভ—১) অজিবি'স অধর্কসেনের
মহত্মা পত্নী পথ্যার গর্ভে বিষ্ণু
ভগ্নগ্রহণ করেন। মহর্ষি বিষ্ণু
পুত্র স্বয়ম ও স্বয়ম্বার পুত্র ঋষিভ,
ঋষিভ হইতে রথকার দেবতা ও
ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব হয়। (বায়ু)
(২) মহর্ষি ঋষিভ একজন ঋগ্-
বেদের মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ছিলেন।
তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক
ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
(ঋগ্)।

ঋষ্ট—গুর্জর দেশের অধিপতি
ঋষ্টকে প্রহ্লাদ দ্বিধিক্রমে বহির্গত
হইয়া পরাজয় করিয়াছিলেন।
(গর্গ)।

ঋষ্টসেন—মহর্ষি ঋষ্টসেনের তনয়

দেবাপি ও শাস্ত্রজ্ঞ ঋষ্টসেনের মন্ত্র
প্রণেতা ঋষি ছিলেন। তাঁহার নাম
দেবতা নামে উৎকৃষ্ট ঋক মন্ত্র
রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋশাস্ত্র—ঋষ্যর কন্যা ইলিনার গর্ভে
কহিপর ব্রহ্মবানী পুত্র জন্মে। এই
ইলিনার পুত্র হইতে উপমানবী,
ঋশাস্ত্র, দুয়ন্ত, প্রবীর ও অনঘ
নামে চারিটি পুত্র প্রসব করেন।
দুয়ন্তের ঔ'স এবং শত্ৰুঘ্নার
গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন।
(ম২)।

ঋশ্যশৃঙ্গ—(১) তনৈক মুনি। তিনি
কাম্পপের পৌত্র ও বিতাণ্ডকের
পুত্র। অঙ্গ দেশের রাজা
লোমপাদের রাজ্যে অনার্যুষ্টি
হইলে তিনি ঋশ্যশৃঙ্গ মুনিকে
বেস্তার সাহায্যে সফলভাবে আনয়ন
করাইয়া যজ্ঞ করেন। তাহাতে
অনার্যুষ্টি দূর হইলে রাজা লোম-
পাদ সন্তুষ্ট হইয়া ঋষীর কন্যা
শাস্ত্রাকে তাহার সন্তে বিবাহ
দেন। দশরথ ইহা শুনিতে
পাইয়া ঋশ্যশৃঙ্গকে পুত্রোপাধি
ভগ্ন বরাহ্যে আনয়ন করেন।
(রামা) (২) বিতাণ্ডকের পুত্র
ঋশ্যশৃঙ্গের প্রসাদে অঙ্গ দেশের
অধিপতি লোমপাদের বংশ বর্ধন
দীর্ঘবয়স চতুঃষা নামক পুত্র জন্মে।
একবার ঋশ্যশৃঙ্গ মন্ত্র বলে ইন্দ্রের

ঐরাবত হত্যাকে অঙ্গ দেশের
অধিপতি হর্যাক্ষের বাহনের
কন্ত ভূতলে অবতারণ করাইয়া
ছিলেন। (হরি)। ৩) অম
মহন্তরে সাবর্ণি মহুর সময়ে ঋষ্য-
শৃঙ্গ সপ্তর্ষিদের একজন ছিলেন।
(ভাগ)। ৪) কোন সময়ে দীর্ঘ
শ্রদ্ধাটোকারী ক্ষুণ্ণীড়িতান তীক্ষ্ণ
নথ বিভাণ্ডক নামক মুনি নদীতে
স্নান করিতে যাওয়া দূর হইতে
কোন তরুণী কামিনীকে দেখিতে
পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাহার
রেত স্থলন হয়। সেই রেত জলে
পতিত হইলে দৈববশতঃ এক
মৃগী তাহা পান করিয়াছিল,
তাহাতে ঐ মৃগীর গর্ভে বিভা-
ণ্ডকের এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট পুত্র
জন্মিয়াছিল। তিনি সেই পুত্রকে
লালন পালন করিয়া বেদ অধ্যয়ন
করাইয়া ছিলেন। তাহারই নাম
হইল ঋষ্যশৃঙ্গ। ৫) ঋষ্যশৃঙ্গ
নামে এক দৈত্য ছিল। তাহার
পুত্র স্ববাহু অতিশয় অত্যাচারী
ছিল। (কালিকা)। ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের
তনয় অলম্বু ও বক। (মহাভা)।
বক, ও অলম্বু দেখ।

এক—সোমবংশীর নরপতি রয়ের
পুত্র এক। (ভাগ)।

একচক্র—(১) কল্পপ পত্নী দুহ
হইতে বিপ্রচিহ্নিত, বৃষপক্ষী, একচক্র,

শকুনি, কেতু, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি শত
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।
দক্ষ দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে
একবার একচক্রের সঙ্গে অন্ততম
সাধ্য রণাঙ্গির যুদ্ধ হইয়াছিল।
সেই যুদ্ধে রণাঙ্গি পরাজিত হন।
(হরি)।

একচক্ররথ—সূর্য্যের এক নাম। (পদ্ম
—কাশী)।

একচূড়া—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ,
চৈব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
নাগতীর্থ তাহার সাহায্যার্থ শ্রীক্ষ
অমুচর মাধবী, তীর্থনৈমী,
স্মিতাননা, গীতপ্রিয়া ও একচূড়াকে
প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীতীর্থেরও
এক অমুচরের নাম একচূড়া এবং
তিনিও একচূড়াকে স্বন্দের
সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।
(বাম)।

একজট—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, কল্প,
বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও
মহাবল সম্পন্ন পর্ত্ত সকল দেব-
সেনাপতি কান্তিকেশ্বকে যে সকল
সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন,
একজট তাহাদের অন্ততম।
(মহাভা)।

একজটা—পার্বতীর একজটা নাম।
(কালিকা)।

একত—(১) মহর্ষি একত একজন
পরম জ্ঞানী ছিলেন। (বৃহৎ)।

(২) বক্শের পুরোহিত দৃষ্টে, ঋতেন্দ্র, পরিগ্রাহ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত এই মহর্ষিরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। (মহাভা)।

(৩) দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে, একত, দ্বিত, ত্রিত নামে তিনজন পুরুষের সৃষ্টি করেন। (ঋগ্)।

একত্বা—দেবাপুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্তিকের অজুচরী কল্যাণনায়িনী মাতৃগণেব মধ্যে একত্বা অস্ত্রত্যাগ ছিলেন। (মহাভা)।

একদন্ত } — গনেশের অস্ত্র নাম।
একদন্ত } (অগ্নি)।

একদৃক—অন্ধকাহরের সহিত মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে মহাদেবের অস্ত্রতম গণ একদৃক দৈত্য কালনেমীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বাম)।

একহা—প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি নোধার পুত্র একহা একজন ঋষিদের মন্ত্রপ্রদাতা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)

একপটলা } — হিমালয়ের পত্নী
একপাটলা }
মেনকা অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা নামী ব্রহ্মবাদিনী তিন কন্যা এবং মৈনাক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ওয়ধ্যো একপটলাকে

মহর্ষি লৈঙ্গীষব্য বিবাহ করেন। (হরি)। অর্পণা দেখ।

একপর্ণা—(১) হিমালয় পত্নী মেনকা হইতে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা, নামে তিন কন্যা ও মৈনাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবাদিনী একপর্ণা যোগাচার্য্য অসিতদেবলের পত্নী ছিলেন। (হরি)। (২) হিমালয়ের পত্নী মেনকা হইতে প্রথমে পার্বতী তৎপরে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপের বৎসর ও অসিত নামে ব্রহ্মবাদী দুই পুত্র ছিলেন। অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে শাণ্ডিল্য ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (৩) একপর্ণা হইতে অসিতের ব্রহ্মিষ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

একপাৎ—ব্রহ্মার শরীরার্কময়ী কায়-রূপিণী যে পত্নী উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি স্বরূপি নারী গোরূপ ধারণ-পূর্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার গর্ভে নিকতি, সর্প, অজ, একপাৎ, যুগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রহ্ম, সেনানী ও কপালী নামক, একাদশ কন্তকে উৎপন্ন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন

বলিয়া, কল্প নামে খ্যাত হন।
(হবি) একাদশ কল্প দেখ
একপাদ—(১) কশাপ পত্নী মনু
হইতে বিপ্রচিহ্ন, বৃষপর্ক,
একপাদ প্রভৃতি একশত দানবের
জন্ম হয়। (মহাভা)। (২)
অত্র একপাদ, অর্ধব্রহ্ম, পিনাকী,
ঋত পিতৃরথ, ব্রাহ্মক, বৃষাক'প
মহু, ইন্দ্র ও ঈশ্বর এই একাদশ-
কল্প। (মহাভা)। একাদশকল্প
দেখ। (৩) দৈত্যপতি মহিষা-
সুরের অমৃতময় মন্ত্রী একপাদ
দেবাসুর সংগ্রামে নিহত হন।
(হন)।

একপিকল—ভগবান একপিকল
মহাদেবের সখা। তিনি প্রধান
প্রধান দক্ষিণের সহিত সর্কভূত
বর্জক বসিত হইয়া কুবেরের বাজ-
ধানীতে বাস করেন। (বায়ু)।
একবজ্র বশাপ পত্নী মনু হইতে
বিপ্রচিহ্ন, বৃষপর্ক, ঋত, বলিক,
বামন, ইন্দ্রমিত্রগ্রহ, একবজ্র প্রভৃতি
একশত দানব জন্মগ্রহণ করেন।
(পরা-সু)।

একবাসলী—পার্বতীর অস্ত্র নাম।
(ব্রহ্ম-সু)।

একবীর—অস্ত্র নাম হৈহয়। একদা
লক্ষ্মী অস্ত্র মনক ছিলেন বলিয়া
বিক্রম ভিজ্ঞা সত প্রসের উত্তর
দিতে পারেন নাই। সেই

অপরোধে বিষ্ণু তাহাকে 'তুমি বর্জ-
লোকে অশ্বিনী (ঘোঁটকী) হইবে'
বলিয়া শাপ দিলেন। কমলা শাপ
প্রদানে অতিমাত্র ক্রোধিতা হইয়া
বক্ষুব পদতলে পতিত হইয়া
প্রাণনা করিলেন। তখন বিষ্ণু
বালকেন 'মন্তুল্য পুত্র প্র-বাস্তে
তুমি আমাব সন্তে 'মলিত
হইবে।' কমলা অশ্বিনীরূপে
কালিনী ও তমসা নদীর সন্ম-
স্থলে অবস্থানপূর্বক মহাদেবের
আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।
মহাদেব তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট
হইয়া বিষ্ণুকে কল্পান্তে পুত্রোৎ-
পাদনের ভঙ্গ অস্ত্ররোধ করিলেন।
তখন বিষ্ণু অস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া
তাহার সহিত মিলিত হন।
যথাকালে কমলা এক পুত্র প্রসব
করেন। তাহার নাম হয়
একবীর। তিনি হরকী বিষ্ণু
হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার আর
এক নাম হৈহয়। ব্যাতি তখন
তুর্কস্ব সেই একবীরকে অরণ্যে
প্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্ররূপে
গৃহণ করেন। হৈহয় রত্নাভার
কল্পা একাবলীকে বিবাহ করেন।
একাবলীকে বিবাহের পূর্বে দানব
কালকেতু, হরণ করিয়াছিলেন।
হৈহয় তাহাকে বৃদ্ধে নিপাত
করিয়া একাবলীর উদ্ধার সাধন-

পূরুষ বিবাহ করেন। একাবনী
হইতে হৈহয়ের কৃতবীৰ্য্য নামে
পুত্র জন্মে। কৃতবীৰ্য্যের পুত্র
অৰ্জুন কৰ্ত্তবীৰ্য্যার্জুন নামে
খ্যাত । (দেবিতা) ।

একবীরা—(১) ভগবতী পার্শ্বতী
সহ পৰ্ব্বতে একবীরা নামে
প্রসিদ্ধা । (পদ্ম-সূ) । (২)

দেবাসুর যুদ্ধে অক্ষয়কৃত্যকে বধ
করিবার জন্য মহাদেব যে সমুদ্র
মাতৃকা দেবীকে সৃষ্টি করেন ।
তন্মধ্যে একবীরা একজন । মৎ) ।

(৩) একবারা দেবী উত্তর দিকে
অবস্থান করেন । তিনি সাক্ষাৎ
শঙ্কর কর্তৃক পূজিত । সেই ভূত
এই দেবী কর্তৃক আনিষ্ট হইয়াই
সমুদ্র জগতের সংহার সাধন
করেন । তিনি এই একবীরা
দেবীর প্রভাবে লোক সকল
ভয়সাৎ করিয়া পরে একাদশ
যুগান্তে সেই ভয়রাশির মধ্যে
প্রকট মূর্তি হন । (স্বম্) ।

একল—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম স্ত্রী
কান্ধিনী হইতে প্রতর্কণা বীর, বৃষ,
সুবাহু, ভদ্র, একল, শাণ্ডি, চর্চ,
পূর্ণমাস ও সোমক জন্মগ্রহণ
করেন । প্রত্যায়ে দিগ্বিজয় কালে
ঊহারী ঊহার সহচর ছিলেন ।
(গর্গ) ।

একলব্য—(১) নিবদরাজ হিরণ্য-

ধনুর পুত্র একলব্য । তিনি
ধনুর্কর্ষেদ শিক্ষা করিবার জন্য
একবার দ্রোণাচার্য্যের নিকট
উপস্থিত হইয়াছিলেন । কিন্তু
একলব্য নীচ জাতীয় বন্দিয়া
দ্রোণাচার্য্য ঊহাকে শিক্ষা দিতে
অসম্মত হইলেন । একলব্য ঊহাতে
নিরস্ত না হইয়া বনে দংষ্ট্রা
দ্রোণের মূর্ধি নিষ্কাণ পূরুষ সম্মুখে
স্থান করিয়া ঊহাকে গুরু জ্ঞান
করিয়া অস্ত্রচালনা অধ্যাস করিতে
লাগিলেন । অচিরকাল মধ্যেই
ঐকান্তিক একাগ্রতায় ধনুর্কর্ষে
অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিলেন ।
একদিন কোরব ও পাণ্ডবগণ
দ্রোণাচার্য্যের আদেশে যুগস্মর্থ
বনে গমন করিয়াছিলেন ।
ঊহারের সঙ্গীয় একটি কুকুর বনে
টতস্ততঃ যুগ অন্তরক্ষান করিতে
করিতে একলব্যের আশ্রম সমীপে
আসিয়া উপস্থিত হয় । এবং
ঊহাকে দেখিয়া চীৎকার করিতে
থাকে । একলব্য এককালে সেই
কুকুরের মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ
করিয়া তাহার শব্দ রহিত করেন ।
কুকুর এই অবস্থায় পাণ্ডবদের
নিকট ফিরিয়া আসিলে অৰ্জুন
প্রভৃতি কুকুরের মুখে বিদ্ধবাণ
দেখিয়া প্রয়োগকর্তার যথেষ্ট
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । এবং

অমুসকান করিয়া তাঁহার নিকট
যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং
জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরিচয়
জ্ঞাত হইলেন। অর্জুন দ্রোণা-
চার্য্যকে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত
করাইয়া বলিলেন—আপনি
যে বলিয়াছিলেন আমাপেক্ষা
আর কেহই ধর্ম্মবিন্যাস
পারদর্শী হইবে না। কিন্তু এখন
দেখিতেছি একলব্য আমার চেয়েও
উৎকৃষ্টরূপে বাণ প্রয়োগ করিতে
পারে। দ্রোণাচার্য্য ইহা শুনিয়া
একলব্যের নিকট উপস্থিত
হইলেন। একলব্য তাঁহাকে
দেখিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক আসন
প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য
তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে
তিনি বলিলেন—আমি নিষদরাজ
হিরণ্যধর পুত্র এবং আপনার
শিষ্য। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য
বলিলেন—যদি তাহাই হয়, তবে
আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।
একলব্য বলিলেন—গুরুকে আমার
অদেয়। কিছুই নাই। এখন
আদেশ করুন, আমি কি করিব।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—দক্ষিণ হস্তের
বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণা
প্রদান কর। একলব্য অগ্নান
বদনে তখন তাহাই করিলেন।

গুরু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু

একলব্য পূর্ব্বের দ্বার অস্ত্রপ্রয়োগে
আর সমর্থ হইলেন না। অর্জুন
ইহাতে পরম পরিতোষ লাভ
করিলেন। (মহাভা)। (২)
নিবর্ত্ত হইতে অশ্বকীর গর্ভে
যশস্বী অনাদৃষ্টি, শরশত্রু ও
শ্রাদ্ধদেব ভয়গ্রহণ করেন। এই
শ্রাদ্ধদেবই নিষাদদিগের আদি-
পুরুষরূপে উৎপন্ন এবং ইনিই নিষাদ
দিগের দ্বারা পরিপালিত মহাবীর্য্য
একলব্য। (বায়ু)। (৩) যদু
বংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র দেবশ্রব,
দেবশ্রবার তনয় শত্রু (অস্ত্র
নাম একলব্য) তিনি কোন
কারণ বশতঃ বন মধ্যে
পরিভ্রান্ত হওয়ায় নিষাদ-
গণ কর্তৃক প্রতিপালিত হন।
এবং সেইজন্য নৈবাদী নামে খ্যাত
হন। (হরি)। (৪) জরাসন্ধ
মথুরা আক্রমণ করিলে একলব্য
জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক
শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
করিয়াছিলেন। (হরি)। (৫)
একলব্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন।
(মহাভা)।

একলবারিকাদেবী - প্রভা স স্থিত.
একলবারিকা দেবীর অর্চনা
করিলে বহু পুণ্য হয়। (কন্দ-
প্রভা)।

একশ্বা—সাধ্য সকলের কীর্তিবর্দ্ধিনী

একশূন্য নায়ী বিখ্যাতা এক কস্তা ছিলেন। তিনি স্বর্ঘ্য মরীচির জায় প্রকাশমান লোক সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেন। (হরি) ।

একাক—(১) কস্তাপত্নী দম্ব হইতে বিপ্রচিন্তি, বৃষপর্কী, একাক প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু) । দম্ব দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে কন্দ, দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ অনন্ত, শঙ্খপিষ্ট, নিকুভ, মুকুদ, অম্বুজ, একাক, কুনটী, চক্ষু, কিরীচি কলসোদর, হৃচীবক্ত, কোকনদ, প্রোহস, প্রিয়ক ও অচ্যুত নামক পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরগণকে প্রদান করেন। (বায়) (৩) নরপতি পশুপালের গৃহিত পুত্র মহৎ। মহতের ত্রিবর্ণের তনয় অহং। অহংএর কস্তা অববোধ হইতে বিজ্ঞানপ্রদ মনোহর একাক, দ্যাক, ত্র্যাক, চতুরাক ও পঞ্চাক নামে পাঁচপুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দম্ব হইয়া উঠে পরে রাজা ভাণ্ডারিগকে স্বর্ষে আনয়ন করেন। (বরা) । (৪) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অস্ত্রতম মন্ত্রী। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে নিহত হন। (কন্দ)

একাকী—মহাদেব অক্ষকাসুরের

সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য, স্বীয় দেহ হইতে একাকী প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (মৎ) ।

একাকী—একাকী নায়ী গোপকস্তা দাম্পী ত্রত করিয়া বৎসর ত্রয় মধ্যে বিপুল ধনশালিনী হইয়াছিল। (কন্দ-বিষ্ণু) ।

একাদশরূত্র—(১) ব্রহ্মার শরীরার্ক-ময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি, সুরভি নায়ী গোত্রপ ধারণপূর্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহার গর্ভে নিষ্কৃতি, সর্প, অস্ত্র, একপাং, যুগ-বাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রহ্ম, সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রূত্রে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া একাদশ রূত্র নামে অভিহিত হন। (হরি) । (২) দক্ষ কস্তা সুরভি কস্তাপ হইতে রূত্রগণকে লাভ করেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক, তন্মধ্যে অষ্টৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, বিশ্বরূপ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যাক, বৃষাকপি, শঙ্খ, কপালী ও কপালী এই একাদশ রূত্রেই প্রাধান। (অগ্নি) । (৩) কস্তাপ পত্নী সুরভি হইতে অক্ষারক, সর্প, নিষ্কৃতি, সদৃশস্রুতি, অষ্টৈকপাদ, অহিব্রহ্ম,

উক্কেভু, জর, ভুবন, যুত্বা ও
কপাল নামে একাদশ রত্ন এবং
যোহিনী ও গান্ধারী নামী দুই কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু) (৪)
ব্রহ্মা কামদেবকে বিনাশ করিবার
জন্তু ক্রোধ করিলে সেই ক্রোধ
হইতে মহাক্রোধের আবির্ভাব হয়।
সেই মহাক্রোধ জগত গ্রাস করিতে
সমুদ্রাভ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে একাদশ
বশে বিভক্ত করিলেন। তাহাতেই
একাদশ রত্নের উৎপত্তি হইল।
(বৃহৎ)। (৫ কপালী, পিঙ্গল, ভীম,
বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক,
শাসন, শান্তা, শঙ্কু, অম্বা ও ভব
এই একাদশ রত্ন স্বরূপা হইতে
জন্মেন। (স্কন্দ-মাহে)। (৬) অজ
একপাদ অহিব্রহ্ম, পিনাকী, ঋত,
পিভরূপ, ব্রাহ্মক, ব্রাহ্মকপি, শঙ্কু,
হবন ও ঈশ্বর এই একাদশজন
একাদশ রত্ন নামে খ্যাত।
(মহাভা) :

একাদশকা—অন্তনাম অংশ(অংশা-
প্রভা)।

একাদশা—মধু ও কৈটভ নামক
দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্তু
ব্রহ্মা জপসাধনায় নিযুক্ত হইলে
তাঁহার মস্তক হইতে এক কন্যার
জন্ম হয়। তিনিই যোহিনী মায়া,
সাবিত্রী, একাদশা প্রভৃতি নামে
অভিহতা হন। (বায়ু)।

একাদশা—পার্বতীর অস্ত্র নাম।
(ব্রহ্মাণ্ড)।

একাদশাঘব—সেতুবন্ধে একাদশ-
রাঘব নামে এক শিবলিঙ্গ
আছেন। (স্কন্দ) :

একাবলী—রত্নারাভের কন্যা একা-
বলী নরপতি হৈহয়ের পত্নী
ছিলেন। একাবলীর গর্ভে কৃত-
বীর্ধা জন্মগ্রহণ করেন। কৃতবীর্ধের
পুত্র কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন। (দেবিতা)।

এতশ—বৈদিক যুগে স্বশ নামে এক
রাজা ছিলেন। এই স্বশ নরপতির
সহিত মহর্ষি এতশের যুদ্ধ হয়।
সেই যুদ্ধে ইন্দ্র এতশকে রক্ষা
করেন। (ঋগ্)।

এনক—মহর্ষি এনক ব্রহ্মার বক্ষে
অন্ততম অধর্যু ছিলেন। (পদ্ম)।

এবয়ামক—অত্রির তনয় এবয়ামক
একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
ছিলেন। (ঋগ্)।

এবন্তী—যেবা নদীর উত্তর তীরে
এরঙ্গি সঙ্গমে এরণ্ডীতীর্থ বর্তমান।
এখানে বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে
বর্তমান। (স্কন্দ-আব)।

এল—এল নামে এক রাজর্ষি
ছিলেন। (মহাভা) :

এলপত্র—পাতালের ভোগবতী নগর-
বাসী সুবলা ভূজঙ্গীর সহস্র তনয়ের
মন্ততম মহাভা)।

এপত্র—(১)সকলকন্যা ও কন্যাপ পত্নী

কঙ্ক হইতে কাশ্যবের নামধেয়
এলাপত্র, শম্ব প্রভৃতি নাগগণ জন্ম-
গ্রহণ করেন । (হরি) । (২)
এলাপত্র শিগোপাসক ছিলেন ।
(ব্রহ্মবৈ) । (৩) বাহুকী, ককনৌগ,
তক্ষক, সর্পপুত্রব, এলাপত্র,
শম্বপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম,
ককৌটক, কঞ্চল ও অম্বতর এই
ষাটজন নাগ ক্রমে সূর্য্যাকে বহন
করেন । (কুর্খ) । (৪) নাগরাজ
এলাপত্রের পরামর্শে যে সমুদয়
নাগ অসহুপায় পণ্ডিত্যাগপূর্ব্বক
সহুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ।
তাঁহারা জনমেজয়ের সর্প-সত্র
হইতে পরিদ্ধাপ পাইয়াছিলেন ।
(মহাভা) । ককনৌগ ও অম্বতর
দেখ ।

এলামুগ—কশ্যাপপত্নী কঙ্ক হইতে
কাশ্যবের নামধেয় বাহুকী, ধনঞ্জয়,
তক্ষক, এলাপত্র ও এলামুখ প্রভৃতি
সহস্র নাগের জন্ম হয় । (কুর্খ)

ঐক্ষাক—ঐক্ষাক নামক এক রাজা
দণ্ডকারণ্য যথো ইন্দ্রলোক সদৃশ
রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তিনি
সুক্রাচার্য্যের প্রিয়কন্যা সূর্য্যপ্রভাকে
বশীভূত করিয়া অস্ত্রের অভ্যাস
হইলেও দণ্ডাই হইয়া সুক্রাচার্য্য
কর্তৃক রাজ্য ও পুত্রের সহিত দণ্ড
হইয়া ছিলেন । (শিব) ।

ঐক্ষাকী—(১) ময়গতি হুহোত্রের

পত্নী ঐক্ষাকী হইতে ন মৌচ,
সুমৌচ, ও পুরুমৌচ নামে তিন পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।
(২) যদুবংশীয় পুরুবানের পুত্র
জঙ্ঘ । জঙ্ঘ হইতে ঐক্ষাকী গর্ভে
সাবিত ও শূর জন্মগ্রহণ করেন ।
শূরের পত্নী ভোজ্য হইতে বহুবেন্ব
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । (মৎ) ।
(৩) অনাবৃষ্টির পত্নী ঐক্ষাকী
শক্রয়কে প্রসব করেন । (মৎ) ।
[৪] যদুবংশীয় পুরুবানের পুত্র
পুরুবহ । পুরুবহর পত্নী ঐক্ষাকী
হইতে সত্ব এবং সত্ব হইতে সাবিত
জন্মগ্রহণ করেন । [বায়ু]

ঐড়—এই ভূমণ্ডলে যে সকল রাজ্য
যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,
তাঁহাদের মধ্যে ঐড়কে ইক্ষাকু
বংশের আদি পুরুষ বলিয়া নিকিষ্ট
করা হয় । ঐড় হইতে ইক্ষাকু
প্রভৃতি ইক্ষাকু বংশীয় একশত
রাজা রাজত্ব করেন । [ব্রহ্মাণ্ড] ।

ঐড়বিড় } —মগর বংশীয়
ঐড়বিড় }

মূল কর পুত্র দশরথ । দশরথের
পুত্র ঐড়বিড় । এই ঐড়বিড়ের পুত্র
বিশ্বসহ, বিশ্বসহর পুত্র ঐড়বিড় ।
[কঙ্ক] [ভাগ] ।

ঐণশোত্র—একজন গোত্রপ্রবর্তক
অধি । তিনি শৌনক গোত্রীয়
ছিলেন । [কঙ্ক] ।

ঐতরেয়—(১) বিষ্ণুভক্তির বলে ঐতরেয় নামক ব্রাহ্মণকুমার সৰ্ব-বিদ্যা বিশারদ হইয়াছিলেন। (লি) (২) মহর্ষি মহীদাসের জননীর নাম ছিল ইতরা। সেই জন্য তিনি ঐতরেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। (ছান্দো)।

ঐতশ—ভৃগু বংশীয় এতশ ঋষির তনয় মহর্ষি ঐতশ বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। অথর্ববেদে তাঁহার রচিত অনেক মন্ত্র আছে। (অথ)।

ঐক্সী—(১) অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু ইন্দ্র, ঐক্সী, প্রজাপতি, সর্প, ব্রহ্মা, ইহার প্রতাপি দেবতা। (মৎ)। (২) কালীতে ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণাংশে মহামাতঙ্গোপরি অধিষ্ঠিতা বজ্র-হস্তা ঐক্সিদেবী অবস্থিতা আছেন। তাঁহাকে অর্চনা করিলে সর্বদা সম্পদলাভ হইয়া থাকে। (স্কন্দ)।

ঐরাবত—১। কল্পপ পত্নী কঙ্ক হইতে কালবেয় নামধেয় ঐরাবত, তক্ষক, মহাপদ্ম প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ২। ঐরাবত শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। ৩। বাহুকি, কঙ্কনীল, তক্ষক সর্পপুত্র, এলাপত্র, শম্বপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কবল ও অন্তর এই ষাটনাগ ক্রমে ক্রমে সূর্যাদেবকে বহন করেন।

(কৃষ্ণ)। ৩। ষট মন্বন্তরে চাক্ষুষ মন্বন্তর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্ধান হইতে অন্যান্য বস্তুর ভাষ ঐরাবত হস্তীর ও উভয় হইয়াছিল। ইন্দ্র ঐরাবতকে স্বীয় বাহনরূপে গ্রহণ করেন। (ভাগ)। ৪। ঐরাবতের পুত্র—অঙ্গন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম। ঐরাবতের পত্নীর নাম অত্রমু। (বায়ু)। ৫। গণেশের মূণ দেহচ্যুত হইলে নদী ঐরাবতের মস্তক কর্তনপূর্বক গণেশের ক্ষেপে স্থাপন করেন। (বৃহৎ)। ৬। পাতাল নিবাসী ইরাবান্ নাগের পুত্র ঐরাবত দ্বুতরাষ্ট্র নামেও খ্যাত ছিলেন। (অথ)। ঐরাবতী—স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, ঐরাবতী নদী তাহার সাহায্যার্থ ঋষি অমুচর চতুর্দিক্তিকে প্রদান করেন। (বাম)।

ঐরীভব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। ইহাদের আবেয় প্রবর তিনটি—অঙ্গিরা, উতথা ও উশজ। (মৎ)।

ঐল—১। মহাবংশীয় নরপতি সুহ্যম্ব হইতে উৎকল, গয়, বিনভাষ, ঐল ও পুরুষা জন্মগ্রহণ করেন। ঐল জন্মগ্রহণ করিবার পরই সুহ্যম্ব, মৃত্যুমুখে পতিত হন। (হরি) ২। মহর্ষি এলের তনয় ঐল পুরুষা

নামে খ্যাত ছিলেন। (মহাভা)।
 ঐলপত্র—কশ্যপ পত্নী কঙ্ক হইতে
 কাশ্যবেয় নামধেয় তপক, ঐলপত্র,
 ধনঞ্জয় প্রভৃতি সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ
 করেন। (বায়ু)।

ঐলবিল—বিশ্রবা মূনির অন্য নাম।
 (লি)

ঐলবিলা—গোমাতা সুরভির চারি
 কন্তার অন্ততমা ঐলবিলা উত্তর
 দিক রক্ষা করিতেছেন। (মহাভা)।

ঐলিক—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র
 প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের সাধারণ
 প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্স
 বান্, ওর্ক ও জমদগ্নি। (মৎ)।

ঐশিঙ্গ—জ্ঞানৈক ঋষি। আপ্যোজ
 দেখ। শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ
 উশনা, উত্থা, বামদেব, আপোজ্য
 কন্দম, ঐশিঙ্গ, বিশ্রবা, গজি,
 বালখিলা ও ধর, ইহারা জ্ঞান লাভ
 করিয়া ঋষি লাভ করিয়াছিলেন
 এবং ঋষি বলিয়া বিদিত হইয়া-
 ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ওঘ—নরকাসুরের সেনাপতি মূর ও
 ওঘ অসুরদ্বয়কে ত্রীকক্ষ সংহার
 করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ওঘবতী—(১) মহুবংশীয় নরপতি
 প্রতীকের পুত্র ওঘবান, ওঘবানের
 কন্তা ওঘবতী। নরপতি হৃদর্শন
 ওঘবতীকে বিবাহ করেন।
 (ভাগ)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ,

দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
 ওঘবতী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
 অমুচর, সুপ্রসাদ, সুবেণু ও জিহ্মকে
 প্রদান করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

ওঘবান্—মহুবংশীয় নরপতি প্রতী-
 কের পুত্র ওঘবান্, এই ওঘবানের
 কন্তা ওঘবতীকে নরপতি হৃদর্শন
 বিবাহ করেন। কিন্তু এই ওঘ-
 বানের আবার ওঘবান নামে এক
 পুত্রও ছিল। (ভাগ)।

ওঘরথ—নরপতি ওঘবানের পুত্র
 ওঘরথ ও কন্তা ওঘবতী। নৃগ এই
 ওঘরথেরই পুত্র। (মহাভা)।

ওঙ্কারেশ্বর—(১) কাশীতে নন্দন-
 কাননে ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব
 অবস্থিত আছেন। (স্বন্দ)। (২)
 নন্দনা তটে ওঙ্কারেশ্বর ও মহাকাল
 শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। (স্বন্দ)।

ওড়্র—যযাতিবংশীয় বলিরাজার
 ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ,
 বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ওড়্র নামে
 ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ওবিকা—শঙ্করী নিজ শরীর হইতে
 ভট্টারিকা, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজা
 প্রভৃতি কুলদেবতার উৎপাদন
 করেন। (স্বন্দ-ব্রহ্ম)।

ওষধি—বৈদিক ঋষিরা ওষধি
 সকলকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া-
 ছেন। (ঋগ)।

ঔগল—অঙ্গিরা বংশীয় ঔগল, বেদস,

ভবধাম, বাকলি, গার্গ্য প্রভৃতি
ভেদে জন কবি ময় প্রবর্তক
ছিলেন । (বায়ু) ।

ওচেন্দ্র—যথাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের
পুত্র। নারী অঙ্গরার গর্ভে ককেয়ু,
ঋচেন্দ্র, ওচেন্দ্র, সনেন্দ্র, গুতেয়ু,
বিনেন্দ্র, স্থলেন্দ্র, ধর্ষেন্দ্র, সন্নতেয়ু ও
পুণ্ডরী নামে দশপুত্র জন্মে ।
তন্মধ্যে ওচেন্দ্রের পত্নী তক্ষকাস্ত্রী
জলনার গর্ভে রত্নিনার জন্মগ্রহণ
করেন । রত্নিনারের পত্নী মনস্বিনী
ইহাতে অমর্ত্যরয় ও দিবন নামে
দুই পুত্র ও গৌরী নারী এক কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন । এই গৌরী
মাক্ষাতার জননী । (মৎ) ।

ঐতথ্য—বৃহস্পতির পুত্র ঐতথ্য ।
তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তাবির
অন্ততম । (ব্রহ্ম) ।

উৎকোচ—মর্যাদা পর্বতের সান্নিধ্যে
রাক্ষসদিগের এক নগর আছে ।
সেই পুরীর রাক্ষসেরা উৎকোচ
নামে খ্যাত । (বায়ু) ।

ঐত্তমি-মহু—১। তৃতীয় মন্বন্তরে
ঐত্তমি মহু ছিলেন । এই ঐত্তমি-
মহুর সক্ষয় স্থশান্তি নামে ইন্দ্র, দেব-
গণের রাজা হন এবং স্থ্যাম, সত্য,
শিব, প্রতর্দন ও বশবর্তী দেবতা
ছিলেন । বশিষ্ঠের সাতজন তনয়
সপ্তর্ষি ছিলেন । অজ, পরশু, দিব্য
প্রভৃতি ঐত্তমিমহুর পুত্র ছিলেন ।

এই মন্বন্তরে ত্রুবিত সত্যগণের
সহিত সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিয়া সত্য নামে খ্যাত হন ।
(বিষ্ণু) । ২। ইব, উর্জ, তর্জ,
তুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্ত, নভ
ও সহ, এই দশজন ঐত্তমিমহুর
পুত্র । তন্মধ্যে সহ অতিশয় উদার
প্রকৃতি ও কীর্তিশালী ছিলেন । এই
মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে
ও সপ্তর্ষিগণ উর্জা নামে খ্যাত
ছিলেন । এবং কৌকৃতি, দাগ্য,
শম্ব, শিব, গ্রহবন, সিভ, সন্নিভ
এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন ।
(মৎ) । ৩। স্বায়ম্ভুব মহুর পুত্র
উত্তানপাদ, উত্তানপাদের তনয়
উত্তম । এই উত্তমের পত্নী বহলার
গর্ভে উত্তম মহুর জন্ম হয় । উত্তম
মহুর সময়ে দেবতাদের পাঁচটি গণ
ছিল । স্থ্যামা, সত্য, শিব,
প্রতর্দন ও বশবর্তী । প্রত্যেক-
গণে ষাটশতী দেবতা ছিল, স্থশান্তি
ইন্দ্র ছিলেন । মহর্ষি বশিষ্ঠের
সপ্ত তনয় এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন ।
অজ, পরশু ও দিব্য ঐত্তমিমহুর
পুত্র ছিলেন । (মার্কণ্ডেয়)
৪। ঐত্তমিমহুর সময়ে স্থ্যামান,
দেব, প্রতর্দন, শিব ও সত্য দেবতা-
দের এই পাঁচটি গণ ছিল ।
প্রত্যেকগণে ষাটশতী দেবতা
ছিলেন । সত্য, গতি, দম, দান্ত, কম,

কাম, যুতি, বৃতি, ঐশ, উজ্জ, লোভ ও বপুমান এই দ্বাদশটি দেবতা স্বধামাগণ । সহস্রধার, বিখ্যাতা, শতধার, বৃহৎ, বহু, বিশ্বণা, বিশ্ব-কর্মা, মনসী, বিরাটেশা, জ্যোতি, বিভাব্য ও কীর্তিমান এই দ্বাদশ দেবতা দেবগণ । বহু, ধিক, বিবন্ধ, দিন, ক্রতু, স্বধর্ম্মা, প্রতর্কশা, যশসী ও কেতুমান ইহারা প্রতর্কনগণ । হংসেশ্বর, অহিহা, প্রতর্কন, যশস্বর, হৃদান, বহুদান, হৃমঙ্গস, বিব, হব্য-বাহ, হতাশন, হুতিস্ত ও হুনয়, এই দ্বাদশজন শিবগণের অন্তর্গত । দিকপতি, বাকপতি, বিশ্ব, শকু, হৃমুড়ীক, অধিগ, চক্কেদা, মুখ বাসব, সদাশ, কেম ও আনন্দ এই দ্বাদশজন সত্যগণ । অজ, পরজ, দিবা, নয়, দিবোবধি, বেদাহুজ, অগ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔষিজ, বিনীত, স্বকেতু, হুমিত্র, সবল ও শুচি এই চতুর্দশ জন ঔত্তম মহুর পুত্র । তাঁহাদের দ্বারা ই ক্ষত্রবংশ বিস্তৃতি লাভ করে । (বায়ু) ।

ঔদার্য্য ঔদার্য্য, আয়ু, দহু, দক্ষ, দর্ভ, প্রাণ, হবিমান, হবিকু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা । (বায়ু) ।

ঔপগব—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের এক প্রবর বশিষ্ঠ । (মৎ) ।

ঔপমত্তব—ঔপমহ্যর তনয় প্রাচীন-শাল ঔপমত্তব, কেকয়, নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন । (ছাঙ্খ্য) । অশ্বপতি দেখ ।

ঔপমহ্য—ব্রহ্মা, গয়াহর শরীরে বজ্র করিবার জন্ত বহু ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন । তন্মধ্যে ঔপমহ্য একজন (বায়ু) ।

ঔদল—কুশিক গোত্রীয় মহর্ষি ঔদল একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । (কন্দ) ।

ঔদুঘরী—গন্ধর্ব্বরাজ পর্বতের কন্যা ঔদুঘরী । তিনি নারদ নামক গন্ধর্ব্বের শাপে ভূতলে দেবশর্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী সত্যভামার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । পরে পিতামহ ব্রহ্মার বরে শাপমুক্ত হন । (হৃদ) ।

ঔপলোম—বশিষ্ঠবংশীয় ঔপলোম একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি, তাহাদের প্রবর একটি—বশিষ্ঠ । (মৎ) ।

ঔপম্বল—বশিষ্ঠ বংশীয় ঔপম্বল একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের প্রবর তিনটি—বশিষ্ঠ, মিত্রাবরণ ও কুণ্ডিন । (মৎ) ।

ঔপহার—বিশ্বামিত্র বংশীয় ঔপহার একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও

উদ্ধাল এই তিনটি প্রবর। (মৎ)।
 ঔপোদিতের—মহর্ষি ঔপদিতের
 একজন ঋষিদের মন্ত্র ব্যাখ্যাতা
 ঋষি ছিলেন। (শতপ—ব্রা)।
 ঔর্ণবাভ—বৈদিকযুগে প্রাচীনকালে
 দহু নামে একজন অনার্য রাজা
 ছিলেন। দহুর তনয় পিতৃ,
 স্ববিন্দ, অনর্শনি, অহীশুব,
 ঔর্ণবাভ ও বৃত্রকে হস্ত বধ করিয়া
 ছিলেন। (ঋগ)। অহীশুব দেখ।
 ঔর্ক—(১) পূর্বকালে বৈদিক যুগে
 ঔর্ক নামে এক মহর্ষি ছিলেন।
 তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক
 ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।
 (ঋগ)। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে
 বশিষ্ঠ তনয় ঔর্ক, কাশ্যপবংশীয়
 স্তম্ভ, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও
 চ্যবন এই কয়জন সপ্তর্ষি এবং তুষ্টি
 নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)।
 ঔর্ক ঋষির পুত্র ঋচীক। ঋচীকের
 পুত্র জমদগ্নি। (হরি)। ইক্ষাকু বংশীয়
 বাহু, শক, যবন, পারদ প্রভৃতি
 কর্তৃক পরাজিত হইয়া মহর্ষি ঔর্কের
 আশ্রমে সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করেন।
 এই স্থানেই তাঁহার জ্ঞান
 কর্ম সম্পাদন করেন। (হরি)।
 মহর্ষি ঔর্ক ব্রহ্মার উরু হইতে জন্ম-
 গ্রহণ করেন বলিয়া, ঔর্ক নামে

কন্দলি নামে তাহার এক কন্যা
 জন্মে। সেই কন্যাকে তিনি মহর্ষি
 ব্রহ্মসার হস্তে সম্ভ্রাদান করেন।
 (ব্রহ্মবৈ)। (৩) ভৃগুর পুত্র চ্যবন,
 চ্যবনের জ্ঞী আকর্ষীর উরু ভেদ
 করিয়া ঔর্কেরে জন্ম হয়। আকর্ষী
 মনুর কন্যা ছিলেন। ঔর্কের তনয়
 ঋচীক। (মহাভা)। (৪) অতি পূর্ব-
 কালে কৃতবীর্ষ নামে এক রাজা
 ছিলেন। তাহার বংশীয়েরা ধনলোভে
 তাঁহাদের পুরোহিত ভৃগুবংশীয়-
 দিগের অনেককে নিহত করেন।
 ভার্গব পত্নীরা বিধবা হইয়া হিমালয়-
 প্রদেশে গমন করে সেখানেও
 কৃতবীর্ষ বংশীয়েরা গমন করিয়া
 সেই বিধবা ললনা দিগকে
 নিহত করিতে সমুদ্যত
 হন। ইতি মধ্যে এক বিধবা
 ভার্গব রমণীর উরু ভেদ করিয়া
 ঔর্ক নামে এক ঋষি জন্ম গ্রহণ
 করেন। তিনি প্রথমে রাজ পুত্র-
 দিগকে বধ করেন, পরে মাতার
 অমুরোধে মুক্তি দেন। পরে তিনি
 সমস্ত পৃথিবী দত্ত করিতে মনন
 করিয়া বহির্গত হন। কিন্তু
 পিতৃ পুরুষের অমুরোধে সেই
 সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তাঁহার
 অগ্নি তিনি সমুদ্রে নিক্ষেপ
 করেন। সেই অগ্নিই বাতাবানল

পূর্বকালে দারুক নামে এক রাক্ষস ছিল। তাহার পত্নীর নাম ছিল দারুকা। তাহার পার্শ্বতীর বর প্রভাবে লোকের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন করিত। যক্ষ পীড়িত লোক সকল মহাবি ঔর্যের আশ্রয় লইলে, তিনি রাক্ষস দারুককে সমুদ্রে তাড়াইয়া দেন। (শিব)। একবার দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়, সেই সময় হিরণ্য-কশিপুর পরামর্শে মহাবি ঔর্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাহার তপস্যায় অগত তাপিত হইয়া উঠিল। তখন মহাবিগণ তাহার স্তব করিয়া দারপরিগ্রহার্থ তাহাকে অমর্যোধ করিলেন। তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাবি ঔর্য হতাশনে চরণ প্রবিষ্ট করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি কুশ পত্র দ্বারা পুত্র প্রসবের অরণি সেই উরুতে মণ্ডিত করিলেন। সহসা সেই উরু ভেদ করিয়া এক অনল উখিত হইল। সেই ঔর্য অগ্নি পৃথিবী দখল করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্ম তাহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। এবং তিনিই বাডবাণি নামে খ্যাত। (পদ্ম)।

ঔর্যলোমশ—মহাবি ঔর্যলোমশ এক জন সায়িক ব্রাহ্মণ ছিলেন। (হরি)।

ওলান—অগ্নি, ওলান নামক ব্যক্তি-কে দেবলোকে দেবতাদের নিকট সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (বৃহৎ)।
ঔশন—ঔশনা ঋষির পুত্র ঔশন। ঔশনঋষি পিতা ঔশনা কর্তৃক বিবৃত ধর্ম-শাস্ত্র শৌনকাদি ঋষির নিকট বলিয়াছিলেন। এবং তাহাই ঔশন-সংহিতা নামে খ্যাত হয়। (উশ)।

ঔশনস—দেবাসুর যুদ্ধে ঋক্ষ দেব সেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে ঔশনস তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ ঋষি অমর্য-চর রূপে প্রদান করেন। (বায়)।

ঔশিজ—১। বেধস, ভারদ্বাজ, অমর্যীষ, গার্গ্য, ঔশিজ, অজমীঢ়, ঋষভ প্রভৃতি অগ্নির তেত্রিশজন পুত্র যন্ত্র প্রণেতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)।
২। অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যোষধি, নয়, দেবামৃত, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, স্বকেতু, হুমিত ও সুবল এই তেরজন উত্তম মনুর পুত্র। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেব।

ঔষ—অগ্নি-দেব।

ঔষজিতি—অগ্নিরাবংশীয় ঔষজিতি একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাহাদের আবেষ প্রবর অগ্নিরা উত্থা ও ঔশিজ এই তিনটি। (মৎ)।

ঔষধী—গায়ত্রীদেবী উত্তরকুরু প্রদেশে ঔষধীদেবী নামে পরিচিত। (পদ্ম)।

ক

ক—প্রজাপতির অন্তর্যাম “ক”।
(মৎ)।

কংস—(১) জ্যাম্বব বংশীয় নৃপতি
আছকের দেবক ও উগ্রসেন নামে
দুই পুত্র জন্মে। উগ্রসেনের কংস,
অগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্ক, রাষ্ট্র-
পাল, সুবহু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান নামে
নয় পুত্র এবং কংসা, কংসাবতী,
সুভদ্রা, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা, নামী
পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। একদা
নারদ স্বর্গলোক হইতে মধ্যায়
কংসভবনে আগমনপূর্বক কংসকে
বলিলেন,— হে উগ্রসেননন্দন!
বৈকুণ্ঠে শুনিয়া আসিয়াছি যে
বিষ্ণু তোমার বিনাশের নিমিত্ত
তোমার ভগিনী দেবকীর গর্ভে
জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি
নাশন হও। ইহা শুনিয়া কংস
তাহার অন্তর্যবর্গকে বিপদের প্রতি
অত্যাচার করিতে আদেশ দেন,
এবং অমাত্যবর্গকে দেবকীর প্রতি
দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করেন।
(২) কংস উগ্রসেনের ক্ষত্রজপুত্র।
একদা উগ্রসেন পত্নী রজস্বলা
অবস্থায় কৌতূহলবশতঃ স্বামীন
পূর্বত কর্তন করিবার নিমিত্ত
অস্ত্রাস্ত্র ত্রীগণের সহিত গমন
করিয়াছিলেন। সেই সময়ে

সৌতপতি দানব ক্রমিলও তথায়
গমন করেন। ক্রমিল উগ্রসেনের
রূপ ধরিয়া উগ্রসেনের পত্নীর সহিত
উপগত হন। এবং সেই গর্ভেই
কংস জন্মগ্রহণ করেন। কংস
দেবকীর গর্ভজাত ছয়টি সন্তানকে
ক্রমে ক্রমে বিনাশ করেন। সপ্তম
গর্ভ রোহিনীর উদরে সংস্থাপিত
হয়। অষ্টমগর্ভজাত কৃষ্ণকে বশু-
দেব, নন্দদ্ব্যোষের সন্তান যোগমায়ায়
সহিত পরিবর্তিত করিয়া আনেন।
কংস এই বিষয়ে কিছুই জানিতে
পারেন নাই। যোগমাযাকেই
দেবকীর গর্ভজাত সন্তান মনে
করিয়া বধ করিবার অঙ্গ
প্রস্তুত নিক্ষেপ করেন। প্রস্তুত
পতিত হইয়া যোগমায়া আকাশ
পথে অস্ত্রহিত হন। সেই সময়ে
তিনি কংসকে বলিয়া যান
“তোমাকে যে বধ করিবে, সে
ব্রজে বর্ত্তিত হইতেছে”। ইহাতে
কংস খুব বিচলিত হন। কৃষ্ণের
জন্মের পূর্বেই বলরাম রোহিনী-
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।
কংস কৃষ্ণের জন্মের বিষয়
অবগত হইয়া প্রথমে পুতনা
নামী রাক্ষসীকে ও তৎপরে
প্রলম্ব, অরিতকেশী প্রভৃতি দৈত্য-
গণকে ক্রীড়কের বধের নিমিত্ত
প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহা

সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। পরে কংস তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মথুরায় আনয়ন করিতে অকুরকে প্রেরণ করেন। অকুর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আগমনপূর্বক প্রথমেই কংসের রজকের নিকট হইতে কংসের অস্ত্র রঞ্জিত বস্ত্র গ্রহণপূর্বক তাহাকে বধ করেন। পরে মালাকর হইতে মালা ও সুজা হইতে অম্বলেপন বলপূর্বক গ্রহণ করেন। কংস এই সমুদয় তুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহদ্বারে কুবলয়াসীড় নামক হস্তীকে মহানাদ হস্তীপকের সহিত স্থাপিত করেন। কংস এত আদেশও দিয়াছিলেন যে আবশ্যক বোধ করিলে সে যেন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতেও বিধা না করে। কিন্তু তাহার উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। ইহাতে কংস অতিশয় রুষ্ট হইয়া তাঁহার চাতুর্য ও মূর্ত্তিক নামক মন্ত্রকে তাহাদের সহিত যন্ত্রমুদ্রের নিমিত্ত নিয়োগ করেন। কিন্তু এই মন্ত্র দ্বয়ও শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসের কেশাকর্ষণ

করিয়া যন্ত্রক্ষেত্রে আনয়নপূর্বক তাঁহাকে বিনাশ করেন। কংস যন্ত্রক্ষেত্র রাজা জরাসন্ধের অস্ত্র ও প্রাপ্তি নামক কস্তাঘরকে বিবাহ করেন। এবং বিবাহের পরেই স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারাক্ষত করিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। (হরি)। ৫। বিকু-
পুরাণ যতে উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম কংস, ক্রোধোদ, ইনাম, বহু, শঙ্ক, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, বৃদ্ধমুষ্টি ও ভূষ্টিমান। বহুদেব ও দেবকীর বিবাহের পর কংস সারথী হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে-
ছিলেন, এমন সময়ে দৈবকাণী তুনিতে পাটলেন যে দেবকীর অন্তিম গর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। ইহা শুনিয়া দেবকীতে হত্যা করিবার জন্য কংস খজা উত্তোলন করিলেন। তখন বহুদেব দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকেই কংসকে দিতে প্রতিক্ষিত হন। ক্রমে দেবকীর গর্ভজাত কীষ্টিমান, হুহেন, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋতুদম ও ভদ্রদেহ নামক ছয় পুত্রকে কংস বধ করেন। ছয় পুত্র নিহত হইবার পর যোগনিদ্রা, দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উত্তরে স্থাপন করেন ও দেবকীর গর্ভ নষ্ট

হইয়াছে বলিয়া প্রচার করেন।
 রোহিণী যথাসময়ে বলরামকে
 প্রসব করেন। তাহার কিছুকাল
 পরে ভাদ্রের ত্রীকুক্ষাষ্টমী তিথিতে
 দেবকী ত্রীকুক্ষকে প্রসব করেন এবং
 সেই রাত্রিতেই নবমী তিথিতে
 নন্দ গোপের স্ত্রী যশোদা যোগ-
 নিদ্রাকে প্রসব করেন। বহুদেব
 কংসের ভয়ে সেই রাত্রিতেই
 যশোদার সন্তান যোগনিদ্রার সহিত
 ত্রীকুক্ষকে বদল করিয়া আনেন।
 কংস যখন বৃদ্ধিতে পারিলেন যে,
 দেবকীর সন্তানদের বধ করিয়া
 কোনও কল হয় নাই। তখন
 তিনি দেবকী ও বহুদেবকে
 কারামুক্ত করিয়া দেন। কিছুকাল
 পরে কংস নারদ মুখে অরিষ্ট,
 ধেমুক, প্রলম্ব প্রভৃতি দৈত্যের
 ত্রীকুক্ষের হস্তে নিধন বার্তা, গোবর্দ্ধন
 ধারণ, কালিয়নাগ দমন, যমরু
 অর্জুন বৃক্ষের পতন, পুতনার
 বিনাশ প্রভৃতি সংবাদ শুনিয়া
 বলরাম ও ত্রীকুক্ষকে মথুরায় আনিয়া
 বিনাশ করিবার জন্ত অক্রুরকে
 বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। জামাতা
 কংসের নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া
 অত্যন্ত ক্রুপিত হইয়া অরাসক্ত
 ত্রীকুক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।
 কিন্তু পরাজিত হন। (বিষ্ণু)।
 ৬। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে মায়ী

দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ
 পূর্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন
 করেন। কংস একবার অতি
 দুঃখপন্ন দেখিয়া স্বীয় পুরোহিত
 সত্যকেবর পরামর্শে ধনুর্ধ্ব নামক
 যজ্ঞে দীক্ষিত হন। এই যজ্ঞে
 ত্রীকুক্ষ আগমনপূর্বক কংসকে বিনাশ
 করেন। ৭। মৎস্য পুরাণ মতে
 উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম কংস,
 নগ্ৰোধ, সুনামা, কক, শকু, অজভূ,
 রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও স্মৃষ্টিদ।
 কল্যাণের নাম কংসা, কংসাবতী,
 স্ততস্ত, ককা ও রাষ্ট্রপালী।
 ৮। কংস বার্ষিক্য রাজাকে
 যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহদেবা
 ও অমুজা নামী দুই কন্যাকে বিবাহ
 করেন। (মহাভা)। উগ্রসেন
 দেখ।

কংসকার—বিষকর্ণার ঔরসে
 ঘৃতাচীর গর্ভে কুন্তকার, কংসকার
 প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। (ব্রহ্মবৈ)।

কংসবতী—মথুরাপতি উগ্রসেনের
 কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং কংসা,
 কংসবতী, স্ততস্ত, রাষ্ট্রপালী ও
 ককা নামী পাঁচ কন্যা ছিল। (হরি)।

কংসা—উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার
 অন্ততমা ও কংসের ভগিনী
 (বিষ্ণু)। অজভূ ও কংস
 দেখ।

কংসাবতী—উগ্রসেনের অন্ততমা

কন্তা। কংসের ভগিনী। (বিষ্ণু; হরি)। অজ্ঞ ও কংস দেখ।
 কংসারি—ত্ৰিক্ষের অস্ত্র নাম। (হরি)।
 কংসারেশ্বর—সরস্বতী তীরে মহাবিশ্ব
 পিঙ্গলাদ কর্তৃক কংসারেশ্বর নামক
 শিবপ্রতিষ্ঠিত হয়। (স্কন্দ)।
 ককদ—বরাহ কল্পের বিংশতি
 দ্বাপরে অট্টহাস নামে একজন
 শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ
 হন। ককদ, সমন্ত, বর্করী ও
 কুশিকল্প নামে তাঁহার চারি পুত্র
 ছিল। তাঁহারা সকলেই ধ্যানশীল
 নিম্নত-নিম্নী ছিলেন। (লি)।
 অট্টহাস দেখ।
 ককুৎস্থ—১। বৈবস্বত মনুর প্রপৌত্র,
 ইক্ষাকুর পৌত্র, বিকৃষ্ণির পুত্র
 ককুৎস্থ। পুরাকালে দেবাসুর
 সমরে তিনি বৃষরূপধারী ইন্দ্রের
 ককুৎ অর্থাৎ স্বক্কে আরোহণ
 করিয়া অসুরগণকে জয় করিয়া
 ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি
 ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন।
 ইহার পুত্র অনেনা। অনেনার
 পুত্র: পৃথু। (হরি)। অরিনাত
 দেখ। ২। যুতাচী সপ্তপুত্র ইক্ষ-
 শাপে গোনায়ী ককুৎস্থ কন্তারূপে
 জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি তৃপ্তির
 অবসান অশেষগণপূর্ব্বক চৈত্ৰরথ
 বনে তাঁহার সহিত বহুকাল বিহার

করেন। (হরি)। ৩। কুশ ও
 মৎস্য পুরাণ মতে ককুৎস্থের পুত্র
 সুবোধন। ৪। ইক্ষাকুর তনয়
 শশাদ, শশাদের তনয় ককুৎস্থ এবং
 ককুৎস্থের তনয় অনেনা। (মহাভা)।
 ৫। মহারাজ রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ
 বনামধ্যস্ত ভগীরথের পুত্র।
 ককুৎস্থের পুত্র প্রবৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধের পুত্র
 শশন, শশনের পুত্র সুদর্শন।
 (রামা)। ককুৎস্থের পুত্র রঘু,
 রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ। পুরুষাদক,
 কন্যাবশাদ ও সৌদাস দেখ।
 (রামা)।
 ককুদ—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্তার
 মধ্যে ভামু, লম্বা, ককুদ প্রভৃতি
 দশটিকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন।
 তন্মধ্যে ককুদের গর্ভে সপ্তটি
 উৎপন্ন হয়। (ভাগ)
 ককুদা—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্তার
 মধ্যে, ভামু, লম্বা, ককুদা, ভূমি,
 বিদ্যা, সাধ্যা, মরুতী, বহু, মুহূর্ত্তা
 ও সংকল্পা, এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী
 ছিলেন। তন্মধ্যে ককুদার পুত্র
 শকট। শকটের পুত্র কীকট।
 (স্কন্দ)। দক্ষ দেখ।
 ককুতী, ককুতী—ত্ৰিক্ষের পুত্র
 প্রহ্লাদের স্ত্রী ককুতী। এই
 ককুতী প্রহ্লাদের মাতুল কুম্ভীর
 কন্তা ছিলেন। (বিষ্ণু)।
 ককুদী—১। ইক্ষাকু বংশীয়

য়েবের পুত্র রৈবত, ককুদী নামে খ্যাত ছিলেন। রৈবতের কন্যা রেবতী বলরামের পত্নী ছিলেন। (লি)। কন্যায় বিবাহ দিচ্চা রৈবত, তপসার্থ নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। (ভাগ)।

ককুপ—দক্ষের অন্ততম কন্যা ও ধর্মের অন্ততম পত্নী। (কন)।
ধর্ম দেখ।

কক—যহু বংশীয় একজন রাজা।
(মহাভা)।

ককক—নাগরাজ বাহুবীর অন্ততম পুত্র ককক। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

ককসেন—রাজা কুরু প্রপৌত্র, অধিকিতের পৌত্র, পরীকিতের পুত্র ককসেন। তিনি বলিষ্ঠকে ধনদান করেন বলিয়া তাঁহার বর্গলোক লাভ হয়। (মহাভা)।

২। মহাবি ককসেনের পুত্র অভিপ্রতারা একজন মন্ত্রজ্ঞা

ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)

ককী—অনেক নরপতি। তিনি তপোবলে ঋষি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (অজযীত দেখ)।

ককীবান্—দীর্ঘতমার পুত্র ককীবান্ একজন বেদের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। (কগ)। ২। উশিজের পুত্র বৃদ্ধ ককীবান্কে ইচ্ছা ব্রত্যা নারী যুবতী স্ত্রী প্রদান করিয়া-

ছিলেন। (কগ)। অদ্বত দেখ।

৩। দীর্ঘতমার পুত্র ককীবান্ রাজধি খননের কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (কন)।

ককেয়—পুরুবংশীয় নৃপতি রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও যুতাচী গর্ভে ককেয় প্রভৃতি দশ পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি দশকন্যা জন্মে। ককেয়র সভানর, চাক্ষু ও পরামকু নামে তিন পুত্র জন্মে। সভানরের পুত্র বিধান্ কালানল। (হরি, ভাগ)।

(২) যযাতির অন্ততম পুত্র পুরুবংশে ধুঙ্ক হইতে বহুবিধ জয়গ্রহণ করেন। বহুবিধের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহমবর্জা। রহমবর্জার পুত্র তরাশ। তরাশের যুতা নারী অঙ্গরার গর্ভে ঔচেয়, ঋচেয়, ককেয়, সনেয়ক, যুচেয়, বিনেয়, ক্লেয়, ধর্মেয়, সন্নচেয়, ও পুণ্যেয় নামে দশ পুত্র জন্মে। (মৎ)। ঔচেয় দেখ।

কখ—(১) যহুবংশীয় নৃপতি উগ্রসেন হইতে কংস, কখ প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। (কংস দেখ)। এবং কংসা কংসাবতী প্রভৃতি পাচ কন্যা জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) বহুবংশের অন্ততম ভ্রাতা কখ, কংসের ভগিনী কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

(৩) মহারাজ যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ
ভবনে কক নামে আত্মগোপন
করিয়া একবৎসর কাল অবস্থান
করিয়াছিলেন । (মহাভা) ।

ককন—(১) বৈবস্বত মনুজয়ের
দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্য্যন্ত
স্বতার, মদন, সুহোত্র, ককন,
লোকাক্ষি নামে পাঁচজন মহাদেবের
অবতার হইয়াছিলেন । (কৃষ্ণ) ।

২। খেতকল্লীয় কলির আদিতে
ককশ নামে একজন যোগেশ্বর
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । (স্বন্দ) ।

ককনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনা-
পতি কাশ্যিকের অস্ত্রচরী কলাপ-
দায়িনী মাতৃগণের মধ্যে তিনি
একজন ছিলেন । (মহাভা) ।

ককনি—নাগ বিশেষ । তিনি
শিবোপাসক ছিলেন । (লি) ।

ককনীল—বাসুকী, ককনীল, তক্ষক
প্রভৃতি ষাট জন নাগ পর্যায়
এমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন ।
(বাসুকী ও অম্বতার দেখ)
ককাতল নামক পাতাল স্রপর্ণ,
বাসুকী, প্রভৃতি মহাস্রাপণ কড়ক
অধুষিত । (কৃষ্ণ) ।

ককপক্ষী—কোথের কক্সা স্বরমা
হইতে ককপক্ষীর জন্ম হয় ।
(মহাভা.) ।

ককা—১। মথুরাধিপতি উগ্রসেনের
পাঁচ কস্তার অন্ততম। ককা ।

কংস ও অঙ্কুর দেখ । (হরি) ।

২। যদু বংশীয় শূরের ঔরসে ও
যারিবার গর্ভে বসুদেব, কক,
প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । এই
কক উগ্রসেনের কস্তা ককাকে
বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে
বক, সত্যাক্ষ ও পুরুাক্ষ নামে
তিন পুত্র জন্মে । (ভাগ) ।

ককালকেতু—কপালকেতু দানবের
পুত্র । তিনি বিদ্যাধর কস্তা মলয়
গন্ধিনীকে হরণ করিয়া ছিলেন ।
(স্বন্দ) । গন্ধিনী দেখ

ককালভৈরব—কালোদ্ভিত একটি শিব
লিঙ্গ । (স্বন্দ) ।

ককী—যদুবংশীয় নৃপতি উগ্রসেনের
পাঁচ কস্তার অন্ততম। কংস দেখ ।
কংস প্রভৃতি নয়জন ইহাদের ভ্রাতা
ছিলেন । (বিষ্ণু) ।

ককেশ্বর—কালোদ্ভিত একটি শিবলিঙ্গ-
(স্বন্দ) ।

কক—বরাহকল্পের পঞ্চম ধাপের
সবিতা ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন ।
তৎকালে মহাদেব কক নামে
অবতীর্ণ হন । তাহার সনক,
সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার
নামে, মহাভাগ, যোগেশ্বর, দৃঢ়-
জ্ঞাত ও ভক্তবানী স্বরূপ চারি
শিষ্য ছিলেন । (লিঙ্গ) ।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতৃ
পুত্র । এক সময়ে দেবতা ও

অহুরগণের মধ্যে রাজ্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। অহুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য এক মন্ত্র জানিতেন, তাহার বলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত অহুরগণকে আবার পুনর্জীবিত করিয়া দিতে পারিতেন। বৃহস্পতি ঐরূপ কোনও মন্ত্র জানিতেন না। দেবতাদের অহুরোধে কচ ঐ বিদ্যা শিখিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি শুক্রাচার্য্য ও তৎকল্পা দেবযানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অহুরেরা কচের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে বধ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, শূণ্ণল কুকুরের আহার্য্যার্থ প্রদান করেন। দেবযানীর অহুরোধে শুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে কচকে পুনর্জীবিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে অহুরেরা আবার তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার দেহ চূর্ণ করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে। এইবারও দেবযানীর অহুরোধে শুক্রাচার্য্য তাঁহার জীবন দান করেন। ইহার পর আরও একবার অহুরগণ তাঁহাকে বধ করে। এইবার তাহার কচের অস্থিত অস্থির সহিত মিশাইয়া শুক্রাচার্য্যকে পান করাইল।

শুক্রাচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়া উদরস্থ কচকে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া, স্বয়ং মৃত হইয়া কচকে জীবন দান করেন। এইবার কচ জীবন লাভ করিয়া মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে শুক্রাচার্য্যের জীবন দান করেন। অভিষ্ট বিদ্যালাত হইলে, কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া আসিতে চাহিলে, দেবযানী কচকে স্বামীভে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্বন্ধ অহুরোধেও কচ দেবযানীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানী কচকে অভিশাপ দেন যে, মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা তাহার পক্ষে ফলদায়ী হইবে না। কচ ইহাতে হুঃখিত হইয়া বলেন, যে-হেতু তুমি অত্যাধিক্রমে শাপ দিয়াছ, তজ্জন্ত এই মন্ত্র আমার পক্ষে ফলদায়িনী না হইলেও আমি যাহাকে শিক্ষা দিব তাহার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে, এবং আমি তোমাকে এই প্রতিশাপ দিতেছি কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান তোমাকে বিবাহ করিবে না। যশাতি ও দেবযানী দেখ। (মহাভা)।

কল্প—১। বিষ্ণুপুরাণ মতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের স্তনঃশেফ, মধুচ্ছন্দ, অয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কল্প ও

হারীতক নামে গাত পুত্র জন্মে ।

২। হরিবংশের মতে বিশ্বামিত্রের প্রধান চৌদজন পুত্রের মধ্যে কচ্ছপ একজন । বিশ্বামিত্র ও অষ্টক দেখ ।

কটকেশ্বর—হিমালয়ে গৌরী কটকেশ্বরের শিব স্থাপন করেন । (স্কন্দ) ।

কটপুতনা—কালীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগীনের অন্ততমা । (স্কন্দ) ।

কঠ—মহর্ষি কঠ একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি ছিলেন । (হরি) ।

কণাদ—কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা ঈশ্বর ভক্তিতে শিথিল-বিশ্বাস হইয়া মহর্ষি নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হন । তাপস শ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ তাহাদের সংশয় দূরীভূত করেন । (কুর্খ) ।

কণাদেশ্বর—কালীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ । (স্কন্দ) ।

কণিক—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী । তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক সত্বপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । (মহাভা) ।

কণিজ—মহুবংশীয় নৃপতি প্রজ্ঞানির পুত্র । কণিজের পুত্র কুপ, কুপের তনয় আবিবংশ । (বিষ্ণু) ।

কণিষ্ঠগণ—চতুর্দশমহু ভৌত্যমহু নামে খ্যাত । এই মহম্বরে দেবতা-দের রাজা ইন্দ্র হইবেন শুচী । চাক্ষুষ

গণ, পবিজগণ, কণিষ্ঠগণ, ত্র্যজিগণ ও বচোবৃদ্ধগণ এই সময়ে দেবতা হইবেন । এই মহম্বরে অগ্নিবাহ শুচী, শুক্র, মগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত ইহারা সপ্তবি হইবেন । উরু, গভীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি মন্তর পুত্রগণ রাজা হইবেন । (বিষ্ণু) । সপ্তবি দেখ ।

কণীত—নরপতি পৃথ্বীশ্বরের পুত্র কণীত, মহর্ষি অশ্বের পুত্র বশকে বহুদন দান করিয়াছিলেন । (অগ্) ।

কণীয়ক—ভজমান বংশীয় প্রতি-ক্ষেত্রের তনয় হৃদিক, জনিকের তনয় কৃতবর্মা, শতধন্বা, দেবর্ষি, নাভ, ভীষণ, মহাবল, অজাত, বলজাত, কণীয়ক ও করম্বক এই দশজন । তন্মধ্যে দেবর্ষের তনয় কথলবহিষ এবং কথলবহিষের তনয় অসমজ্ঞা । (মৎ) । অজাত দেখ ।

কটকিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কটকিনী অন্ততমা ছিলেন । (মহাভা) ।

কটেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ । (স্কন্দ) ।

কওক—শিবের অন্ততম অমুচর কওক । শিবের ও পার্বতীর বিবাহে কোটি কোটি স্বীয় গণসহ উপস্থিত ছিলেন । (লি) ।

কণ্ঠরীক—মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার যমী কণ্ঠরীক সাতজন্য জন্মকৃত্যনিতিত ক্রুৎ অহুতব করিয়া পশ্চাৎ নারায়ণের অহুগ্রহে যোগ সিদ্ধিলাভ করেন। (মহাভা)। পাকাল রাজ ব্রহ্মদত্তের বাহুব্যা ও কণ্ঠরীক মন্ত্রী ছিলেন। বাহুব্যা কামশাস্ত্রের প্রণেতা এবং কণ্ঠরীক ধর্মশাস্ত্রাও বেদশাস্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (মং)।

কণ্ডু—বিছাচলের দক্ষিণ ভাগে মহর্ষি কথের পুত্র মহাভাগ, সভাবাদী, অত্যন্ত অমর্যসীল, দুর্ভেদ্য নিয়মাবলম্বী, তগোধন কণ্ডু বাস করিতেন সেই বনে তাঁহার দশম বর্ষীয় বালক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই হেতু ধর্মশাস্ত্রা কণ্ডু অভিষয় ক্রুৎ হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই মহৎবন দুশ্চরিত্র, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি বস্তুিত ও জীবগণের আশ্রয়ের অযোগ্য হইবে। (রামা)। ১। মহর্ষি কণ্ডু অশ্বর্ষ জানিয়াও পিতৃ আদেশ পালনের জন্ত গোহত্যা করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ডু এই গাথা কীর্তন করিয়াছেন যে, “কৃতান্তলি পুটে শব্দও শরণাগত হইলে সর্ব প্রবৃত্তে তাহাকে নক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ মর্ম্ম। (রামা)।” মহর্ষি কণ্ডু

গোমতীর তীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া প্রয়োচা নামী অশ্বসুরাকে তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। মহর্ষি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বহুকাল তাহার সহিত বাস করেন। অবশেষে তিনি গর্ভাবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ তপস্যার্থে গমন করেন। এদিকে প্রয়োচা সেই গর্ভ বৃক্ষদের উপবাস মোচন করেন। বৃক্ষদের রাজা সোম সেই নব প্রসূতা মারিষা নামী কন্তাকে প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রচেতা নামক দশদ্রাতার সহিত পরিণিতা করেন। (বিষ্ণু, ভাগ)। ৩। দক্ষের ‘অন্ততমা কন্যা’ ও কশ্যপের পত্নী। (ব্রহ্ম)।

কণ্ঠুতি—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমৃতচরী কন্তাপদাঘিনী মাতৃগণের মধ্যে কণ্ঠুতি অন্ততমা ছিলেন। (মহাভা)।

কণ্ড—১। মহর্ষি কথের পুত্র কণ্ডু (রামা)। মহর্ষি কণ্ড পূর্ব্বদিক্‌ভী প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি লঙ্কাসমর বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে একবার অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা)। ২। পুরু বংশীয় নরপতি প্রতিলিপের পুত্র কণ্ড, কথের পুত্র মেধাতিথি, এই কণ্ড

কণ্ড, কথের পুত্র মেধাতিথি, এই কণ্ড

হইতে কাশ্যায়ন গোত্রীয় বিজ্ঞান প্রাক্কৃত হইয়াছেন। কথ, যৌবনগল্য প্রভৃতি অঙ্গিরার গন্ধ আশ্রয় করিয়াছিলেন। কথের কন্যা কৈলিনী। (হরি)। ৩। কথ স্বীয় গুরু বাজবল্যের নিকট বাজসনৌ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি কথ, বিশ্বামিত্রের যেনকা গর্ভজাত কন্যা শকুন্তলাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এবং ছন্দোক্ত ঐরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভরতের জাত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। (ভাগ)। ৪। মগধের গুরু বংশীয় নরপতি দেবভূতির মন্ত্রী ছিলেন কথ। এই কথ স্বীয় প্রকৃষ্ট সংহারপূর্বক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা কথ বংশীয় নামে খ্যাত ছিলেন। এবং মগধে তিন শত পরমোন্নত বংশীয় রাজ্য করেন। কথের পুত্র বহুদেব। (ভাগ)। ৫। পুরুবংশীয় নরপতি আজমীড়ের পুত্র কথ। (বিকু)। নরপতি আজমীড়ের অন্ততম পত্নী কেশিনীর গর্ভে কথ নামে এক পুত্র জন্মে। কথের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্রেরা কাশ্যায়ন ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। (মৎ)। ৬। পুরুবংশীয় নৃপতি প্রতিলথের (হস্তিরথের মতে-

অপ্রতিলথের) পুত্র। কথের পুত্র মেধাতিথি। এই কথ হইতেই বিজ্ঞান কাশ্যায়ন গোত্র হন। কথের ইলিনী নামে এক কন্যা ছিলেন। (বিকু, হরি)। ৭। তরত বংশীয় নৃপতি হস্তির অন্ততম পুত্র আজমীড় তাঁহার নীলিনী, ভামিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে চারিপত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে কেশিনীর কথ নামে এক পুত্র জন্মে। কথের পুত্র মেধাতিথি। বিকুপুরাণ মতে আজমীড়ের পুত্র কথ ও বৃহদিসু। (মৎ)। ৮। কথ ঋষি পার্শ্বতীর পুণ্যক ত্রিতে উপস্থিত ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৯। কথ নামক জনৈক মহর্ষি নরপতি দুর্জয়ের গুরু ছিলেন। (কথ)। ১০। ববক্রিত, বৈভা, অর্জাবহু, পরাবহু, কাকীবান্ অঙ্গিরার পুত্র বর্গ ও মেধাতিথির পুত্র কথ এই সাতজন মহর্ষি পূর্বদিকে বাস করেন। ইহার সকলেই ব্রহ্মভেজোময়, ইজের গুরু এবং ক্রত, অনল, ও বহু হ্রায় প্রভাসম্পন্ন। (মহাভা)। ১১। মহর্ষি কথের পুত্র কথ সুনি (মহাভা)। ১২। মহর্ষি ঘোরের পুত্র কথ। তিনি ঋষিদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। কথের পুত্র মেধাতিথি, মেধাতিথি ও প্রহর। স্বীয় পিতার হ্রায় প্রহর প্রভৃতিও

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করেন । একবার অশ্বরগণ মহর্ষি কথকে একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে । অশ্বিষর তাঁহাকে সেই স্থান হইতে উদ্ধার করেন । (ঋগ) । ১৩ । অন্নসম্পন্ন শ্রামবর্ণ নৃগণের পুত্র কথ, অগ্নি প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন । (ঋগ) । ১৪ । যযাতি বংশীয় রত্নিনারের পৌত্র ও অপ্রতিরিখের পুত্র কথ । অমৃত দেখ । ১৫ । পূর্বে শাখ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয় ত্রিলোচন । এই ত্রিলোচনের তনয় কথ অতিশয় মন্দমতি ছিলেন । অনেক পাপকর্ম করিয়া অবশেষে সোমতীর্থে যাইয়া অগ্নি প্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করেন । (ঋক) ।

কত—বিশ্বামিত্রের অন্ততমপুত্র মহর্ষি কত ঋগ্বেদের অন্ততম মন্ত্র ত্রিষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নি সযজ্ঞে অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন । (ঋগ) ।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র । (হরি) ।

কত্য—মহর্ষি কতোর পুত্র কাত্যায়ণ কবচী, মহর্ষি পিঙ্গলাদের শিষ্য ছিলেন । তাঁহারা সকলেই ব্রহ্ম-পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন । (ঋগ্) ।

কথক—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, কজ, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহা-

বল সম্পন্ন পর্বতগণ, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি প্রদান করিয়াছিলেন, কথক তাঁহাদের একজন ছিলেন । (মহাভা) ।

কথাজব—বাঙ্কল নামক ঋষি তিন খানা সংহিতা রচনা করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তাঁহার তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান । (বিষ্ণু) ।

কদম্বমালা—শ্রীরাধিকার অন্ততমা সহচরী । (ব্রহ্মবৈ) ।

কজ, কজ—১ । দক্ষ কন্তা ক্রোধ-বসার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে কজ প্রভৃতি দশ কন্তা জন্ম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে কজ সর্পসকলকে প্রসব করেন । (রামা) । সুতরাং রামায়ণ মতে কজ কশ্যপের কন্তা ।

২ । দক্ষ প্রজাপতির বষ্টি সংখ্যক কন্তার মধ্যে কশ্যপ, অদিতি, দিতি, দহু, অরিশ্টা, হুরসা, হুরভি, বিনতা, তাত্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কজ, মূনি ও অসা এই ত্রয়োদশটাকে বিবাহ করেন । তন্মধ্যে অপরিমিত বলশালী অনেক মন্তক কান্ত্রবের নাগগণ গজুড়ের বশীভূত ছিলেন । ইহাদের মধ্যে বাহুকী, তক্ষক, শেষ, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কথল প্রভৃতি প্রধান ছিলেন । (হরি) ।

৩ । দক্ষের বষ্টি সংখ্যক কন্তার

মধ্যে বিনতা, কঙ্গ, পতঙ্গী ও
যামিনী এই চারি জনকে তাক'
বিবাহ করেন। (ভাগ)। ৪।
কঙ্গর কন্তা মনসা দেবী জরংকার
মুনির পত্নী ছিলেন। তাঁহাদেরই
পুত্র মহর্ষি আত্মীক। (ব্রহ্মবৈ)।
৫। একদা অদিতি স্বীয় স্বামী
কশ্যপের অভিলাষিনী হইয়া
অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে
তিনি জানিতে পারিলেন, কশ্যপ
তাঁহার সপত্নী কঙ্গর সহিত বিহার
করিতেছেন। ইহাতে ক্রুপিত হইয়া
তিনি কঙ্গকে 'মানব ঘোনীতে জন্ম
গ্রহণ কর' বলিয়া, অভিশাপ দেন।
কঙ্গও আদিতিকে প্রতিশাপ
দিলেন। তদনুসারে কঙ্গ রোহিনী
এবং অদিতি দেবকী রূপে জন্ম
গ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৬।
কঙ্গ ও বিনতার প্রতি কশ্যপ সন্তুষ্ট
হইয়া বর দিতে ইচ্ছুক হইলে, কঙ্গ
সমান বলশালী সহস্র পুত্রও বিনতা
তাঁহাদের চেয়ে বলশালী দুই পুত্র
প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে
যথাকালে কঙ্গ সহস্র অণ্ড ও
বিনতা দুইটি অণ্ড প্রসব করেন।
কঙ্গর সহস্র অণ্ড হইতে নাগগণ,
জন্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া বিনতা
অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার একটা অণ্ড
অকালেই ভগ্ন করিলেন। তাহা
হইতে অসংখ্য অশ্ব, অরুণ জন্ম

গ্রহণ করেন। মাতার দোষে
অশ্বহীন হওয়ায় মাতার প্রতি
ক্রোধ হইয়া তাঁহাকে 'বিষমতা
বিনতার দাসী হইবে' বলিয়া
শাপ দেন এবং গরুড় তাঁহাকে
শাপ মুক্ত করিবেন বলেন।
একদিন উল্কাশ্রবা অশ্ব কঙ্গ
বিনতার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।
তখন কঙ্গ, বিনতাকে সেই অশ্বের
কিরূপ বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন।
ও বিনতা শ্বেতবর্ণ বলিলে, কঙ্গ
প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ইহার
পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ। এইরূপে বিতর্কের
পর তাঁহারা পণ রাখিলেন ইহার
কথা মিথ্যা হইবে, তিনি
অপরের দাসী হইবেন। কঙ্গ
তাঁহার পুত্রগণকে শিখাইয়া
রাখিলেন যে, তাঁহারা যেন
উল্কাশ্রবার পুচ্ছ লক্ষ্যমান
থাকিয়া তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া
দেয়। তদনুসারে তাঁহারা তাহাই
করিলেন। পর দিন কঙ্গ ও বিনতা
সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিলেন
উল্কাশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ হুতরাং
বিনতা তাঁহার দাসী হইলেন।
দীর্ঘকাল পরে গরুড় জন্ম গ্রহণ
করিয়া, তাঁহাকে সেই শাপ হইতে
মুক্ত করেন (মহাভা—আদি)।
৭। দক্ষ প্রজাপতির বষ্টি
সংখ্যক কন্তার মধ্যে অদিতি

দিত্তি, কক্ষ প্রভৃতি ত্রয়োদশটিকে
কল্পপ বিবাহ করেন । (দক্ষ দেখ) ।
কক্ষর গর্তে অনেক বলশালী, বহু
মন্তকবিশিষ্ট কান্ত্রবেয় নাগগণ
জন্ম গ্রহণ করেন । কান্ত্রবেয়গণ
গরুড়ের বশীভূত ছিলেন । (হরি,)
বিষ্ণু) । ৮ । এই কক্ষর, গর্তেই
যাবতীয় তপস্বিনীর শ্রদ্ধা মহাতেজ-
স্বিনী মনসাদেবী জন্ম গ্রহণ
করেন । জরুংকাক মুনি এই
মনসাদেবীর পাণি গ্রহণ করেন ।
আম্বিক মুনি তাঁহাদেরই সন্তান ।
(ব্রহ্মবৈ) । ৯ । কক্ষর সন্তান-
গণের মধ্যে নিম্নলিখিতেরা প্রধান
ছিলেন । অনন্ত, বাসুকী, ধনঞ্জয়,
কর্কোটক, তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত,
মহাপদ্ম, শাক্ত, শঙ্খ, সম্বরণ, ধৃতরাষ্ট্র,
দুর্ধ্ব, দুর্জয়, দুমুখ, বল, গোক্ষ
গোকামুপ, বিরূপ, কঞ্চল, মন্বতর,
এলাপত্র, মহানীল, মহাকর্ণ,
বলাহক, কুহর, পুষ্প, দংষ্ট্র, স্মৃগ,
শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহষ,
শঙ্খরোমা, মনি, মহাশঙ্খ, শ্বেত,
পতঞ্জলি, শুভানন, বাহুল,
কণিত ও নাগ । (বিষ্ণু, হরি,
লিঙ্গ) । ১০ । বরাহপুরাণ মতে
অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কোটক,
পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুনিক এই
এই আট জন কক্ষর তনয় । যে
ব্যক্তি পঞ্চনী তিথিতে এই নাগ-

গণকে ছন্দ দ্বারা তর্পন করে, নাগ-
গণ তাহাদের মিত্র হইয়া উঠেন ।
১১ । ভাগবত মতে দক্ষের যষ্টি
সংখ্যক কন্তার মধ্যে বিনতা, কক্ষ
পতঙ্গ ও যামিনী, এই চারিজনকে
তাক্ষ ঋষি বিবাহ করেন । শ্রীকৃষ্ণ
কন্তক বিতাড়িত কালিয়নাগ এই
কক্ষরই পুত্র । আপ্ত ও আপূরণদেখ ।
কনক—মহা বংশীর নরপতি দুর্দমের
পুত্র কনক । কৃতবীর্ষা, কৃতোজা,
কৃতকর্ম্ম ও কৃতায়ি নামে কনকের
লোক বিখ্যাত চারি পুত্র ছিল ।
এই কৃতবীর্ষ্যের তনয় অজ্জুন
কার্ত্তবীর্ষ্যাজ্জুন নামে খ্যাত
ছিলেন । (হরি) । অন্ধক ও
কৃতকর্ম্ম দেখ ।

কনকধ্বজ—কুরুপতি দ্রুতরাষ্ট্রের
গান্ধারী গর্তজাত শত
পুত্রের অন্ততম কনকধ্বজ ।
তিনিও অন্তান্ত ভ্রাতাদের গ্রাম
কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত
হয়েন । (মহাভা) ।

কনকা—বহুদক তীর্থে নন্দ ভদ্রা
নামে এক শিবভক্ত বণিক ছিল ।
তাহার সান্নীদ্যীর নাম কনকা ।
(স্বন্দ) ।

কনকায়ু—কুরুপতি দ্রুতরাষ্ট্রের
গান্ধারী গর্তজাত শতপুত্রের অন্ত-
তম কনকায়ু । (মহাভা) ।

কনকাপীড়—দেবাসুর যুদ্ধে সাধা,

বহু, রত্ন, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদয় দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, কনকাপিড় তাহাদের অগ্র-তম ছিলেন । (মহাভা-শলা) ।

কনকাবতী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের অহুচরীরূপে যে সকল মাতৃকাগণ গমন করিয়া-ছিলেন । কনকাবতী তাহাদের অগ্রতম ছিলেন । (মহাভা-শলা) ।

কনক—ষট্‌বংশীয় দেবমীচুয়ের পুত্র শূর । শূর হইতে ভোজবংশীয় মহিগীর গতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাদৃষ্টি, কনক, বংশবান্, গুক্তিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশপুত্র এবং পৃথকীর্তি, পুণ্ড্র, ক্ষতদেবা, ঞ্জতশ্রবা, ও রাজাধিদেবী নামে পাচ কন্যা জন্মে । (হরি) । অনাদৃষ্টি দেখ ।

কন্দরমালী—দৈত্য কন্দর মালীর কন্তার নাম দেববতী । তাহার সহিত মহর্ষি ক্ষতক্ষত্রে তনয় জাবালির বিবাহ হয় । (বাম) ।

কন্দরা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের অহুচরী-রূপে যে সকল মাতৃকাগণ গমন করিয়াছিলেন, কন্দরা তাহাদের অগ্রতম ছিলেন । (মহাভা) ।

কন্দর্প—কামদেবের অগ্র নাম । (কামদেব দেখ) ।

কন্দলী—১ । দক্ষের সাতটি কন্তার মধ্যে কন্দলী প্রভৃতি একাদশটিকে রত্নদেব বিবাহ করেন । (ব্রহ্মবৈ)
২ । ব্রহ্মার পৌত্রী ও উর্কীর কন্যা কন্দলী । তিনি ব্রহ্মার স্নাত হইতে উৎপন্ন হন । মহর্ষি উর্ক ইহাকে চর্কাসার করে সম্প্রদান করেন । চর্কাসা তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে “ভয় হও” বলিয়া অভিষাপ প্রদান করেন । তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া কন্দর জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন । (ব্রহ্মবৈ) ।

কন্দুক—রাজা দিবোদাসের রাজত্ব কালে বাতানসী নগরীতে কন্দুক নামে এক মাপিত ছিল । নিকুন্ত নামে মহাদেবের অহুচর একদিন রাত্রিকালে তাহাকে দর্শন দেন এবং তাহা দ্বারা স্বীয় মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পূজা প্রবর্ত্তন করেন । (হরি)

কন্দুক্ষেত্র—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ । (কন্দ-কাশী) ।

কন্দেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে কন্দেশ্বর শিবের পূজা করিলে নিম্পাপ হওয়া যায় । (কন্দ-প্রভা)

কন্দর্প—কামদেবের অগ্রনাম কামদেব দেখ ।

কন্তক—মহর্ষি কন্তক একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন । (মৎ) ।

কণ্ঠাভর্তা—দেব সেনাপতি কাণ্ডি-
কেয়ের অস্ত্র নাম কণ্ঠাভর্তা ।

(মহাভা) ।

কপ—এক সময়ে কপ নামক অশুর-
গণ স্বর্গ অধিকার করিয়া-
ছিলেন । দেবগণ নিরুপায় হইয়া
ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হন ।
কপগণ ধনী নামে এক-
জন দূতকে ব্রাহ্মণগণের নিকট
প্রেরণপূর্বক যুদ্ধে নিরস্ত হইতে
অনুরোধ করেন । কিন্তু ব্রাহ্মণগণ
তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে
সম্মত না হইয়া, তাহাদিগকে
বিনাশ করেন । (মহাভা-
অনু) ।

কপট—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও
দক্ষের কন্যা দম্বর গর্ভে কপট,
কপট, শরভ, নিকুণ্ড প্রভৃতি
জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা-আদি) ।

কপদিনী—অন্ধকাশুরকে বধ করি-
বার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার
সৃষ্টি করেন । তন্মধ্যে কপদিনী
অন্যতমা ছিলেন । (মহাভা) ।

কপর্দী—ঋগ্বেদের অষ্টম দেবতা
কপর্দী । তিনি বায়ুগণের জনক
বলিয়াও কথিত । পুৰাণেও এই
নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।
(ঋগ) । ২ দক্ষের কন্যা শরভি,
মহাদেবের প্রমাদে তপপ্রভাব
দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া কশ্যপ হইতে

অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, পিনাকী
হর, বহুরূপ, ত্রাঘক, অপরাজিত,
ব্রহ্মাকপি, শঙ্কু, কপর্দী ও রৈবত
এই একাদশ রূপকে উৎপাদন
করেন । (হরি) । অপরাজিত ঋ
অজৈকপাদ দেখ । ৩ । মহাদেবের
অষ্টম অশুর । (কন্দ-কাণ্ড) ।

কপর্দীশ—মহাদেবের অতি প্রিয়
পাত্র কপর্দীশ নামে এক গণনাথক
কালীতে ভগবান পিণ্ডীশের উত্তর
ভাগে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া
ইহার সম্মুখে বিমলোদক নামক
কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন । সেই
কুণ্ডের জলস্পর্শে মনুষ্যের মালিন্য
দূর হইয়া থাকে । (স্বন্দ) ।

কপদেয়—একজন গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি । তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, মাধু
চ্ছন্দঃ ও আত্ম এই তিনটি প্রবর ।
(মৎ) ।

কপালকেতু—জটনক দানব । তাঁহার
পুত্রের নাম কপালকেতু
(স্বন্দ-কাণ্ড) ।

কপালভরণ—জটনক রাক্ষস । তাঁহার
পুত্রের নাম দুর্মুখা এবং অপর
চারি অশুরের নাম মাংসপ্রিয়,
মদ্যসেবী, ক্রুরদৃষ্টি ও ভয়াবর ।
তাঁহার পবভক্ষা নামে এক মন্ত্রী
ছিল । দুর্মুখি কপালভরণ ব্রহ্মার
বরে অতিশয় বলীয়ান হইয়া ইন্দ্রকে
আক্রমণ করিয়াছিলেন । পরে

সাহচর্য ও মন্ত্রীসহ নিধনপ্রাপ্ত হন । (স্কন্দ-ব্রহ্ম) ।

কপাল মাত্রিকা } মহিষা সুরের
কপাল মাতৃকা } সৈন্ত বিনাশ
করিবার জন্য শিবের কপাল হইতে
কতকগুলি প্রচণ্ড মহাবল মাতৃকা
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহারা
কপাল মাতৃকা নামে খ্যাত ।
(স্কন্দ-আব) ।

কপালমোচন—কানীতে কপালমোচন
নামে এক কপাল ভৈরব আছেন ।
(স্কন্দ-মাহে) ।

কপালফোর্টন—সুকর্ণ নামক বিজা-
ধর তনয় স্তম্ভর্শন মহর্ষি গালবের
কন্যা কান্ধিমতীকে অমর্যাদা
করিলে, গালবের শাপে প্রথন
মহাবাহু প্রাপ্ত হইয়া, পরে কপাল-
ফোর্টন নামক বেতালত্ব প্রাপ্ত হন ।
সেই সময়ে তিনি নরাশ্বিভূষণ
নামক বেতাল ভূপতির সেনাপতি
হইয়াছিলেন । চিত্রসেন নামক
গন্ধর্বেয় হস্তে নরাশ্বিভূষণ নিহত
হইলে, কপালফোর্টন তাঁহারই
পদে অধিষ্ঠিত হন । (স্কন্দ-
ব্রহ্ম) ।

কপালহস্তা—কানীস্থিতা চতুঃষষ্টি
যোগিনীর অন্ততমা । (স্কন্দ-কানী) ।

কপালী—ব্রহ্মার শরীরারম্ভময়ী কাম-
রূপিনী যে পত্নী উৎপন্ন হইয়াছিলেন,
তিনি সুরভি নামী গৌরুপ ধারণ

পূর্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত
হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাতে নিম্বতি, সর্প,
অজ, একপাং, মৃগবাধ্য, পিনাকী,
দহন, দৈবর, অহিব্রহ্ম, সেনানী ও
কপালী নামক, একাদশ রক্তকে
উৎপাদন করেন । (হরি) ২ ।
ব্রহ্মার সহিত বিবাদ করিয়া
মহাদেব নখাগ্র দ্বারা তাঁহার একটি
মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলেন এবং
সেই ছিন্ন মূণ্ড তাঁহার হস্ত সংলগ্ন
হইয়া থাকে । সেইজন্য তিনি
কপালী নামে খ্যাত হন । (বাম) ।
অষ্টৈকপাদ, অপবাসিত ও ক্রোধ
দেখ ।

কপালীশ—শিবের অন্ততম অমুচর ।
কপালীশ সাত কোটিগণ সহ শিবের
বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । (লি) ।
কপালীশা—পাতাল প্রদেশের এক-
স্থানের নাম অণ্ডকটাহ । সেখানে
একবীরা দেবী বিরাজমানা ।
তাঁহারই অন্য নাম কপালীশা ।
(স্কন্দ-মাহে) ।

কপালীশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে কপালী-
শ্বর লিঙ্গ বিরাজমান । (স্কন্দ-প্রভা) ।

কপালেশী—বহুদক তীর্থে কপালেশী
নামক মহাতীর্থ বর্তমান ।
(স্কন্দ-মাহে) ।

কপি—তামস মনুষ্যের কবি, পৃথু,
অগ্নি, কপি, অকপি, জল ও
ধীমান্ সপ্তধি ছিলেন এবং সাধ্য

নামে খ্যাত ছিলেন। (মং)।
 ২। অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তমান, কপি, হব্যগ, যুক্ত, নিকংস্ক, সত্য নিম্নোহ ও প্রকাশক এই দশজন রৈবত মনুর পুত্র ছিলেন। (মং)।
 ৩। মহর্ষি কপির গোত্রোৎপন্ন, জনকের পুত্র শৌনক একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)।
 ৪। জৈনিক ক্ষত্রোপেত নরপতি। তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (মহাভা)। আজমীঢ়, একাদশরুদ্র ও অকপী দেব।
 কপিঙ্গক—যুদ্ধশীল গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি কপিঙ্গক পক্ষিতে বাস করিতেন। (বরা)।
 কপিঙল—১। বশিষ্ঠ হইতে দত্তাট্রী অপ্সরার গর্ভে কপিঙল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্তনাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। (নি)।
 ২। দেবাসুর যুদ্ধে দন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে সূর্য্যদেব তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অস্ত্রচর দণ্ড ও কপিঙলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বান)।
 ৩। বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি কপিঙল একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, ভিগাবন্ত, ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আদ্যে প্রবর। (মং)। ৪। কপিঙল ইন্দ্রের অন্তনাম। পক্ষী

বিণেশেরও নাম কপিঙল। গৃৎসমদ ঋষি তাহাকে ইন্দ্ররূপে ভাব করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ৫। ব্যাসদেব জাবালির কন্যা বটিকাকে বিবাহ করেন। বটিকা হইতে ব্যাসের কপিঙল নামক পুত্র জন্মে। (দ্বন্দ-নাগ)
 কপিবানু, কপীবানু—তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি জহু, কপীবানু, ধাতা ও অকপীবানু, এই কয়জন মনুষ্য ছিলেন। এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)।
 কপি ও একাদশ রুদ্র দেব।
 কপিভূ—মহর্ষি কপিভূ একজন অগ্নির বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের অগ্নিরা, তিওরি ও কপিভূ এই তিনটি আদ্যে প্রবর। (মং)। অগ্নিরা দেব।
 কপিমুখ—ক. মায়ন, কপিমুখ, কাকো-য়ন্ত, জপাতি ও পুন্দর নামক পরাশর বংশীয় এই পাঁচজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি কক্ষ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। (মং)।
 কপিল—১। সগর সম্ভ্রানগ পিতাব যজ্ঞীয় অথ অথেনগাথ বহিগন্ত হইয়া পৃথিবী বিদারণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবতা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমরা

সগর সন্তানগণের ভয়ে অতিমাত্রা
ভীত হইয়াছি। তখন ব্রহ্মা
বলিলেন—এই বহুতরু মাধবের
মহিম্য। তিনিই ইহার একমাত্র
অধিপতি। তিনিই কপিল মূর্ত্তি ধারণ
করিয়া সতত ইহাকে ধারণ করিয়া
আছেন। তাঁহার কোপানলে
সেই সকল দুবৃত্তগণ দগ্ধীভূত
হইবে। সগর সন্তানেরা কপিল
সমীপে যজ্ঞীয় অশ্ব দর্শন করিয়া
তাঁহাকেই যজ্ঞদেবতা মনে করিয়া
তাঁহার প্রতি অত্যাচার আবশ্য
করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ কপিলের
নয়ন বিনির্গত অগ্নিই তাহা-
দিগকে ভষ্মীভূত করিল। (রাম-
আদি)। ১। কশ্যপ হইতে দক্ষ-
প্রজাপতির অন্ততমা কন্তা দক্ষর
গর্ভে কপিল প্রভৃতি শতপুত্র জন্ম
গ্রহণ করেন। (হরি)। ৩। ভরত
বংশীয় নরপতি বিতথ হইতে
হুহোত্র, হুহোতা, গয়, গর্গা, ও
কপিল নামে পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। (হরি)। ৫। যদুবংশীয়
নরপতি বহুদেবের অন্ততমা পত্নী
তার। হইতে কপিল নামে এক
পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কপিল
বনে গমন করিয়াছিলেন। (হরি)।
৫। কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজা-
পতির অন্ততমা কন্তা কক্ষর গর্ভে
কালবের নামধেয় শঙ্খপাল, কপিল,

প্রভৃতি শত শত নাগ জন্মগ্রহণ
করেন। (হরি)। দক্ষ দেখ।
প্রসিদ্ধ সাংখ্য দর্শনকার নারায়ণের
পঞ্চম অবতার কপিল। ৬। মহর্ষি
কপিল, কর্দম, প্রজাপতির তীর্থ্য
দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহার নয়টা সহোদরা ভগিনীও
ছিল। (ভাগ)। ৪। সমুদ্র
মন্থনের পর দেবাসুরে ভয়ানক
যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কপিল অসুর
পক্ষে অন্ততম সেনাপতি ছিলেন।
(ভাগ)। ৮। বরাহ কল্পের
অষ্টম দ্বাপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্যাস
নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে
মহাদেব দধিবামনরূপে ধরাতলে
অবতীর্ণ হন। কপিল, আহুরি,
পঞ্চশিখ ও বাকুল এই চারিজন
দধিবামনের পুত্র। তাঁহাদের সমান
যোগী ও জ্ঞানী তৎকালে পৃথিবীতে
কেহই ছিলেন না। (লি)। ২। স্বায়-
ম্বুর মম্বুর পৌত্র, প্রিঘত্রতের অন্ত-
তম পুত্র জ্যোতিমান্ কুশদ্বীপের
অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ,
বেণুমান্ দৈবরথ, লবন, ধৃতি,
প্রভাকর ও কপিল নামে সাত
পুত্র স্বীয় স্বীয় নারী বর্ষের অধি-
পতি ছিলেন। (লি)। ১০। পুরু-
বংশীয় নরপতি উরুকক্ষের পুত্র
অয্যাক্ষ, পুষ্করিণ্য ও কপিল ক্ষত্রিয়
হইলেও পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। ১১। মহর্ষি
কপিল, জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ
মুনিকে বোণ সৎকীয় পরম জ্ঞান
শিক্ষাদিয়াছিলেন। (কুর্খ) মহর্ষি
কপিলের জ্যৈষ্ঠ নাম ধৃতি। তাঁহাকে
সকল স্থানে সকলেই পূজা করেন।
(ব্রহ্মবৈ) ১২। ধর্ম, কাম,
কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল,
এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ
করিতেছেন। তাঁহারা দিকপাল
নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন।
(মহাভা)। ১৩। বিশ্বামিত্রের বহু
পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল
কপিল। (মহাভা)। ১৪। সন,
সনৎজাত, সনক, সনন্দন,
সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই
সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র
ছিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞানবল
অতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা সকলেই
নিবৃত্তি ধর্মাবলম্বী ছিলেন।
(মহাভা)। ১৫। পুঙ্কর তীর্থে কপিল
নামে এক মহামুখ দ্বারপালের
কার্যে নিযুক্ত আছে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ
নাম উলুখলমেখলা। সে সর্বদা
দুন্দুভি বাতাইয়া ভ্রমণ করে।
(রাম)। ১৬। ভরত বংশীয় পৃথুর
পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের পুত্র মদগল,
জয়, বৃহদিশু, যবীনর ও কপিল।
এই পঞ্চপুত্রাধিষ্ঠিত জনপদ পাকান
নামে খ্যাত ছিল। (মৎ)। অশেষ

দেখ। ভাস্কর অনলের তৃতীয়া পত্নী
নিশা রোহিনী হইতে অগ্নি ও
সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর
বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ঋষি ও
অগ্রণী নামক পঞ্চ পাবকের জন্ম
হয়। তন্মধ্যে কপিলের বর্ণ
শুক্র ও কৃষ্ণ বর্ণ। তিনি অশ্রুত
হতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন।
তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ। কিন্তু ক্রোধের
উদ্রেক হইলে কাম্য কন্দের
অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং
যতিগণ তাঁহাকে কপিল ঋষি
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন।
তিনিই সাংখ্যযোগ প্রবর্তক
কপিল নামক অগ্নি। (মহাভা)।
কর্দম দেখ। কপিল রাজর্ষি—
প্রভাসতীর্থে কঠোর তপস্তা করিয়া
একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।
তাঁহাই কপিলেশ্বর নামে খ্যাত।
(ব্রহ্মপ্রভা)।

কপিলা—মহর্ষি বচপুত্র দক্ষের ষষ্টি
সংখ্যক কন্যার মধ্যে কপিলা,
প্রভৃতি দুইটিকে বিবাহ করেন।
(বিষ্ণু)। দক্ষের ষাট কন্যার
মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ, অদিতি, দিতি,
কপিলা প্রভৃতি ত্রয়োদশটিকে
বিবাহ করেন। এই কপিলা
হইতে অলম্বু বা প্রভৃতি অপসরাগণ
তদ্বৎ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ, গো,
অমৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

(মহাভা)। ২। মহর্ষি আশ্বরি
পত্নী কপিলা অতি দয়াবতী
ছিলেন। আশ্বরী পঞ্চশিখ নামক
ঋষিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলে
পর, তাঁহার পত্নী কপিলা এই শিষ্য
বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নান-
দান দ্বারা লালন পালন করিয়া
ছিলেন। (মহাভা)। দক্ষ দেব
কপিলাক্ষ—মহিষাসুরের অন্ততম
সেনাপতি কপিলাক্ষ কাত্যায়নীর
বিকক্ষে প্রেরিত চটয়াছিলেন কিন্তু
পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্বক স্বীয়
প্রাণ রক্ষা করেন। (বাম)।
কপিলাস্ব—ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি
ধৃকুমারের শত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে
দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে
তিন পুত্র ব্যতীত অপর সকলেই
ধৃকুমারক্স হস্তে নিহত হন।
(হরি)।

কপিলেশ— } বহুদক তীর্থে কপিল
কপিলেশ্বর— }
মুনি বহুকাল তপস্যা করিয়া একটি
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
তাঁহার নাম কপিলেশ্বর লিঙ্গ।
(ঋন্দ মাহে)। কপিল রাজর্ষি
দেখ।

কপিধ—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্তার
মধ্যে অদিতি, দিতি, দম্ব প্রভৃতি
ত্রয়োদশটিকে কন্তাপ বিবাহ করেন।
তন্মধ্যে দম্বর গর্ভে বিপ্রচিতি,

বিম্বীক, শকুনি, অমোমুখ, কপিধ,
প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে।
(মৎ)।

কপিষ্টল—বশিষ্ট বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি কপিষ্টল।
তাঁহার আর্ষের প্রবর বশিষ্ট। (মৎ)।
কপীতর—মহর্ষি কপীতর একজন
কন্তাপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।
তাঁহাদের আর্ষের প্রবর—অন্ধিরা,
দম্ববাহ ও উরুক্ষ এই তিনটি।
(মৎ)।

কপীবান্—তামস মনস্তরে কাব্য,
পৃথু, অগ্নি, জরু, ধাতা, কপীবান্ ও
অকপীবান্ এই কয়জন সপ্তর্ষি
ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ
ছিলেন। (হরি)। সপ্তর্ষি ও কাব্য
দেখ।

কপীশ্বর—হুমানের অন্ত নাম।
(ঋন্দ, ব্রহ্ম)।

কপোত—মহর্ষি কপোত একজন
ঋদেগদের মন্ত্রপ্রদা ঋষি ছিলেন।
তিনি বিশ্বদেব দেবতা সম্বন্ধে
কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
(ঋগ)। কন্তাপ পত্নী বিনতা
হইতে যে সকল বিহঙ্গের জন্ম হয়,
কপোত তন্মধ্যে একজন। (মহাভা)।

কপোতক—নাগরাজ বিশেষ।
উত্তান পাদ দেখ।

কপোতবৃত্তীশ্বর—কানীস্থিত একটি
শিবলিঙ্গের নাম, (ঋন্দ-কাশী)।

কপোতরোমা—যযাতিবংশীয় বিলো-
মার পুত্র। কপোতরোমার পুত্র
অন্ধ। অন্ধর তনয় অন্ধক।
অন্ধকের তনয় হৃন্দুতি। (ভাগ)।
(২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি শূরের পুত্র
কপোতরোমা । কপোতরোমার
তনয় বিলোমক। বিলোমকের
পুত্র নল। এই নল তুশুরু সদৃশ
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। (লি)। (৩)
জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ধুষ্টের পুত্র
কপোতরোমা এবং কপোত-
রোমার পুত্র বিলোমা, বিলোমার
পুত্র ভব, ভবের তনয় অভিজিৎ।
(বিষ্ণু)। যযুবংশীয় কুকুরের
তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় কপোত-
রোমা, কপোতরোমার তনয়
বিলোমক। (কৃষ্ণ)। সাব্বত
বংশীয় কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণি
হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে কপোত-
রোমা, এই কপোত রোমা হইতে
তিত্তির তিত্তির হইতে সপ এবং
সপ হইতে নল জন্মগ্রহণ করেন।
(মৎ)। জ্যামঘ বংশীয় নরপতি
ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা, কপোত-
রোমার তনয় তিত্তির এবং
তিত্তিরের পুত্র পুনর্দসু। (হরি)।
উশ্বিনের তনয় বিখ্যাত শিবী,
শিবির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রজা-
পালক, অতিতেজস্বী দেবর্ষিগণের
আদরণীয় দশস্বী কপোতরোমা

নামে এক পুত্র জন্মে।
(মহাভা)।

কপোতিকা—কালীস্থিত চতুষ্টয়
যোগিনীর অঙ্গতমা। (স্কন্দ-কালী)।

কপোল—ত্রিপুরত্রয়ের অঙ্গতম
কপোল ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা)।

কক্কেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিব-
লিঙ্গ। (স্কন্দ-কালী)।

কবচ—কবচ হিরণ্যকশিপুর পুত্র
সংহ্লাদের বংশে নিবাত ও কবচ
নামেয় তপস্শা সম্পন্ন মহাত্মভব
দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মনি-
মতি নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান
ছিল। অর্জুন ইহাদিগকে নিপাত
করেন। (হরি)।

কবচী—দুতরাষ্ট্রের গান্ধারী গভজাত
শতপুত্রের অঙ্গতম কবচী। তিনি
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত
হন। (মহাভা)।

কবন্ধ—(১) দিতির পুত্র জনৈক
রাক্ষস। তাহার পুত্র নাম দত্ত।
(রামা)। এই রাক্ষস ভয়ঙ্কর
রূপ ধারণ করিয়া বনবাসী
তাপসদিগকে সর্বদা বিভ্রাসিত
করিত। একদা মহর্ষি শূলশিরাকে
ধর্ষিত ও কোপিত করিলে, তিনি
“তোমার এই লোক নির্দিত রূপই
খাকুক,” এই বলিয়া অভিশাপ
প্রদান করেন। পরে সে অনেক
অশুভ করিলে, তিনি বলিলেন

“রাম কর্তৃক ছিন্ন হস্ত ও দধি হইলে তুমি আমার দিব্যরূপ লাভ করিবে।” * কবন্ধ একদা কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। দুশ্চরিত রাক্ষস ইহাতে গর্জিত হইয়া ইন্দ্রকেই পণ্ডিত করে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শত পুরুষ দ্বারা তাহার অস্ত্রাঘাত ভগ্ন ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। পরে ইন্দ্রকে অনেক অশ্রুনাশ করিলে তিনি তাহার জীবন ধারণের জন্য হস্তদ্বয় যোজন বিদ্রুত, মুখ শুভীকৃত দংশিত, সম্পন্ন ও ক্লিষ্ট মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষণ সীতাব অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার বাসস্থানের সন্নিহিত উপস্থিত হন। এবং কবন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হন। রাম তাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাহাকে দধি করিলে, সে দিব্য দেহ ধারণপূর্বক স্বকীয় আয়ু পরিচয় প্রদান করে। এবং কৃতজ্ঞতায় চিরকাল স্বরূপ তাহাদিগকে ঋণাত্মক পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রীষ্মের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দেয়। তৎপরে সে স্বরলোকে গমন করে। (রামা)।

(২) মহর্ষি জৈমিনীর অমিত ছাতি পুত্র সম্ভব স্বীয়শিষ্য কবন্ধকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করান। কবন্ধও

অথর্ববেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য দেবদর্শ ও পথ্যকে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)। (৩) বিরোধ ও কবন্ধ নামে ভরদ্বাজ বিক্রমশালী দুই রাক্ষস ছিল। তাঁহারা পূর্বে জন্মে গন্ধর্ব্ব ছিল। শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসঘোণী প্রাপ্ত হয়। দাশরথি রাম তাহাদিগকে সংহার করেন। (হরি)। বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচাৰ্য্য জন্মগ্রহণ করেন, কবন্ধ তাহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)। গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবস্থ ব্রহ্মশাপে কবন্ধ রাক্ষসে পরিণত হয় এবং রাম তাহাকে সংহার করিলে, দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করে। (মহাভা)।

কবন্ধক—মহানবের অন্যতম অমুচর কবন্ধক। (ব্রহ্মবে)।

কবন্ধি, কবন্ধী—মহর্ষি কঠোর পুত্র কাত্যায়ন কবন্ধী পিপ্ললাদের শিষ্য ছিলেন। তান ব্রহ্ম পরারণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। (প্রশ্ন উ)।

কবন্ধী—জৈনক মহর্ষি। তিনি পশ্চিমদিক্‌বর্তী প্রদেশে বাস করিতেন। লক্ষ্য সময় বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা)।

কবন্ধ—কবন্ধ নামে একজন অনাৰ্য্য দম্বা ছিল। ইন্দ্র তাহাকে জল

মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।
(ঋগ)।

কবি—(১) অন্ধিরার পুত্র কবি বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান ছিলেন। সেজন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে শিখা করিয়া পুত্রক বলিয়া ডাকিতেন। (মহু সং)। মহর্ষি কবির তনয় উপনা (ভৃগু) ইন্দের সহায় ছিলেন। (ঋগ)। (২) চাক্ষুষ প্রজাপতি হইতে অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীর গর্ভে মহু ভ্রমগ্রহণ করেন। এই মহু হইতে প্রজাপতি বৈরাগ্যের কন্যা নড়লার (নড়লার) গর্ভে উরু, পুরু, শতছায়, কবি তপস্বী, সত্যবান, অগ্নিহুং, অতিরাত্র, সূহায় ও অভিমত্যা, নামে দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। চাক্ষুষমহু দেখ। (৩) রৈবত মহুর ধৃতিমান, অবায়, দৃত, তপস্বী, নিকৃৎশুক, অরণ্য, প্রকাশ, নিম্বোহ, সত্যবাক ও কবি নামে দশ পুত্র ছিল। (হরি)। কবির কন্যার নাম স্বধা। হিরণ্য গর্ভ হইতে স্বধার গর্ভে সোমগণ উৎপন্ন হয়। শূদ্রগণ তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। (হরি) বাগদুই, কোধন, হিংস্র, পিত্তন,

কবি, খন্ডম ও পিতৃবর্তী এই সাতজন ব্রাহ্মণ নাম ও কণ্ঠ দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্য মুনির শিষ্য ছিলেন। পিতা শাপ প্রদানপূর্বক উদাসীন হইলে তাঁহারা গার্গ্যের গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিয়া ছিলেন। একদা তাহারা সকলে গুরুর নিরোগাহুসারে তাঁহার বৎসবতী পরিস্থিতী গাভীকে বনে চরণার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। পশ্চিমধ্যে ক্ষুধার্ত হওয়ার তাঁহারা সেই গাভীকে বধ করিয়া তাহার মাংস পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন পূর্বক ভক্ষণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আশ্রমে আগমনপূর্বক গুরু গাভীকে জ্ঞাপন করিলেন যে, গাভী শাদূল কর্তৃক নিহত হইয়াছে। বৎসটি জীবিত রহিয়াছে। গুরু তাঁহাদের কথায় আন্তা স্থাপন-পূর্বক বৎসটিকে গ্রহণ করিলেন। এই গুরু প্রবন্ধনা পাপে তাঁহারা প্রথমে বাধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে নানা যোনী ভ্রমণপূর্বক তাঁহারা মহুযা জন্ম লাভ করিয়া ছিলেন। কবি ভ্রমধ্যে পাকিক নামক রাজার অমাত্য হইয়াছিলেন। (হরি)। মহর্ষি বেদবাস বেদ চারি অংশে বিভাগ করিলে পর মহর্ষি পৈল ঋগেদ, জৈমিনী ও

কবি সামবেদ এবং বৈশম্পায়ন সমস্ত অথর্কবেদ এবং দাক্ষিণ্যভাব সমস্ত মুনি অথর্কবেদ ও ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যুৎপন্ন হন। (ভাগ)। মহর্ষি রুচির ঔরসেও আকুতির গর্ভে যজ্ঞমুষ্টি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা বীর অগ্রজ যজ্ঞমুষ্টিকেই বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়ম্পতি, ইধ, কবি, বিহু, বারু, সূদেব ও রোচন এই ষাটশটি পুত্র জন্মলাভ করেন। (ভাগ)। (৫) মহর্ষি হৃণ্ডর অন্ততম পুত্র কবি, কবির, পুত্র উশন। (ভাগ)। (৬) বিশ্বকর্মার কন্যা বহিষ্ঠাতির গর্ভে নরপতি প্রিয় ব্রতের ঘে সকল পুত্র জন্মে কবি তাঁহাদের অন্ততম। তিনি উদ্ধরেতা ছিলেন। (ভাগ)। (৭) মহু বংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অমুগত এবং কবি প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ঋষ্যপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একশীজন সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া ছিলেন। (ভাগ)। মহু (৮) ঔরসে

ও অন্ধার গর্ভে ইক্ষাকু, কবি, প্রভৃতি দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কবি বিষয়ে নিম্প্রহ হইয়া বন্ধুবান্ধব সহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক কিশোর বয়সেই পরম পুত্রবের পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন। (ভাগ)। (৯) যযাতি বংশীয় নরপতি হুরিতকর্ণের ত্র্যধ্যাকর্ণি, কবি ও পুষ্করাকর্ণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা তিনজনেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী কালিন্দীর গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহ, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। (১০) বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে মহাদেব ধার্মিক মুনি পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিজন শিষ্য ছিল। (লি)। (১১) বৈবস্বত মনুস্তরের অন্তকলি যুগে কবি নামে একজন ব্রহ্মভূমিষ্ট যোগ পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কৃষ্ণ)। (১২) বরুণ মৃতিধারী ভগবান মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অজিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কবি হইতে কাব্য, ধুমু, শুক্রাচাধ্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। (মহাভা)। (১৩) ব্রাহ্ম ভাগাই বিশ্বদেবগণের

মধ্যে কবি অগ্রতম ছিলেন। (মহাভা)। (১৪) তামস মনুষ্তরে কবি, পুণ্ড্র, অগ্নি, অকপি, কপি, জল ও ধীমান এই সাতজন সপ্তমি ছিলেন। (মং)। (১৫) ভরত বংশীয় মহাবীৰ্য্যের পুত্র উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্রষণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (মং)। (১৬) প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি। (মহাভা-বন)। (১৭) প্রিয়-ব্রতস্থত হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হিরণ্য-রোমার অগ্রতম পুত্র কবি। (শ্ৰুত-মাহে)। হিরণ্য রোমা দেখ।
কবিসম্বন্ধ—বরাহ কল্পে দে সকল ব্যাস ছিলেন কবিসম্বন্ধ তাঁহাদের।

অগ্রতম ছিলেন! (শ্ৰুত-মাহে)।

কব্য—একশ্রেণী পিতৃদেবতা। (শ্ৰুগ)।
কব্যবাহ—পিতৃগণ ও অনল দেখ।
কমঠ (১) কমঠ কাথোজ দেশের অধিপতি ছিলেন। (মহাভা)।
(২) মহর্ষি হারীতের তনয় কমঠ, ব্রাহ্মণরূপী স্বর্ধ্যাকে প্রণোত্তয় স্থলে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। (শ্ৰুত-মাহে)।

কমনীয়—মহাদেবের তনয় গণেশের এক নাম কমনীয়। (শ্ৰুত-মাহে)।

কমল—কমল ঋষির পুত্র কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অগ্র মহর্ষি সত্যকাম জীবালের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকাম বহুকাল পরীক্ষায় পরে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়া ছিলেন। (হান্দে)।

কমলা (১) লক্ষ্মীর অগ্রনাম। (২) রাধিকার অগ্রতম সখী কমলা। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) দেবাত্মর যুগ্মে দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের অগ্রচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মদ্যে কমলা অগ্রতমা ছিলেন। (মহাভা)। (৪) মঠ মনুষ্তরে চাক্ষুশ মন্তর সময়ে দেবাত্মরের সমুদ্র মন্থনকালে অজ্ঞাত বস্তুব জ্ঞায় কমলারও উদ্ভব হয়। তিনি বিজুব অশ্রুদায়িনী হন। (ভাগ)।
(৫) অনন্তা দেখ।

কমলাক্ষ—তারকাসুরের পুত্র তারকাক্ষ, কমলাকক্ষ ও বিভ্রাত্মালী এই তিন জন ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তিনটাপুর লাভ করেন। মহাদেব তিনটা পুর ভেদ করিয়া তিন জনকেই বধ করেন। (মহাভা)। তারক, কমলাক্ষ, কালদহ, পরাবহু, বিরোচন, প্রভৃতি দানবেরা হতাশন ও বায়ুর ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করে। এবং জল ভ্রমের আশ্রয় লইয়া দেবতা

দের উপর অত্যাচার করিত ।
(মং) ।

কমলাক্ষী—(১) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কমলাক্ষী অন্যতম ছিলেন । (মহাভা-শল্য) । (২) প্রয়াগ তীর্থে স্বন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচরী উর্ধ্ববেণী, কোটরা, শ্রীমতী, বাত-পত্রিকা, পতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন । (বাম) ।
কমলাদেবী—লক্ষ্মীর অন্যান্য কমলা ।

কমলাপতি—লক্ষ্মীর অগ্র নাম কমলা । সেই অগ্র লক্ষ্মীর স্বামী বিষ্ণুকে কমলাপতি নামে অভিহিত করা হয় । (মহাভা) ।

কমলালয়া—(১) লক্ষ্মীর অগ্র নাম । (২) পূর্বকালে বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাহার পুত্র নাম কমলালয়া ছিল । তাহাদের পুত্র বেদনাথ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া বানরযোনিতে জন্মিয়া-ছিলেন । (স্বন্দ-ব্রহ্ম) ।

কমলোৎপল হস্তিকা—অম্বকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত দেবদেব মহাদেব বহু মাতৃগণের সৃষ্টি করেন । তন্মধ্যে সঙ্কনী, অশ্বখা বীজভাবা, অপরাজিতা, কলাগী, মধুদক্ষিণ ও কমলোৎপল হস্তিকা এই

কম্বজন মায়ামুচরী বলিয়া অভিহিতা হন । (মং) ।

কম্পক—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে তমসানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর অঙ্গি ও কম্পকে প্রদান করিয়া ছিলেন । (বাম) । অঙ্গি দেখ ।

কম্পন—(১) জনৈক রাক্ষস বীর । লক্ষ্য সময়ে তিনি বলি পুত্র অঙ্গদ হস্তে নিহত হন । (রামা-লক্ষ্য) । (২) ইন্দ্রতুলা মহাবল যবনজিৎ নরপতি কম্পন প্রভাবশালী ছিলেন । (মহাভা) ।

কম্পনা—অম্বকাসুরের সহিত যুদ্ধে তাঁহার রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন কম্পনা তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । (মং) ।

কম্পনী—অম্বকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কম্পনী তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । (মং) ।

কম্বল—(১) কম্বপ হইতে তদীয় অজ্ঞাতনা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুগতে কাশ্যবেশ নামধেয় মহাপদ, কম্বল প্রভৃতি নাগগণ জয়গ্রহণ করেন । (হরি) । অশ্বতর ও কম্বনীল দেখ । এই নাগেরা শিবোপাসক ছিলেন । (লি) ।

বিভল নামক পাতাল প্রদেশ কম্বল

প্রভৃতি নাগের বাসস্থান ছিল। বাহুকি, কঙ্কনীল, তক্ষক, সর্প পুন্ডব, এলাপত্র, শম্বপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কঞ্চল, ও অন্ততর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্য দেবকে বহন করেন। (কৃষ্ণ)। (১) পাতালের ভোগবতী নগরীর অধিবাসী ও সূর্য্যসৌ ভূজবীর সহস্র তনয়ের অন্যতম কঞ্চল ছিলেন। (মহাভা)।

কঞ্চলবহি, কঞ্চলবহিষ—(১) মহারাজ রাজর্ষি মরুত হইতে কঞ্চলবহিষ, এবং কঞ্চলবহিষ হইতে শতপ্রসূতি, শত প্রসূতি হইতে কঙ্ককবচ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি সত্যানের পুত্র অরুণক, অরুণক হইতে কুরুব, ভজমান, শমি ও কঞ্চলবহিষ জন্মগ্রহণ করে। (হরি)। (৩) রাজর্ষি মরুতের পুত্র কঞ্চলবহিষ কঞ্চলবহিষের পুত্র দেববান্, দেববানের তনয় অসমৌজা, বীর ও নাসমৌজা। (হরি)। জ্যামঘ বংশীয় বভ্রর কাক হুহিতা হইতে কুরুব, ভজমান, শমি ও কঞ্চলবহিষ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম কঞ্চলবহিষ। কঞ্চলবহিষের পুত্র অসমঞ্জা। (মৎ)।

কঞ্চলশতকেশ্বর—কাশীস্থিত কঞ্চল

শতকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের অর্চনা করিলে, অর্চনাকারীর বংশে গানদক্ষ ও স্ত্রী সম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে। (স্কন্দ-কাশী)।

কঞ্চলী—দ্বারকাतीর্থের নৈঋত দিক রক্ষক অন্ততম দ্বার পাল। (স্কন্দ-প্রভা)।

কঞ্চলেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী)।

কধু—প্রহ্লাদের বংশে কধু নামে এক অশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিব ভক্ত ছিলেন। কধুকেশ্বর তীর্থ তাহারই প্রতিষ্ঠিত (স্কন্দ-আব)।

কঘ—একজন দৈত্য। ইহার অন্যান্য নাম কাশার কাশার দেখ। কঘাধু—জম্ভাহরের অন্যতম কন্যা। তাঁহাকে হিরণ্যকাশিপু বিবাহ করেন। তাহারই গতে সংহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

কর—একজন নাগের নাম কর। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। সূর্য্যের এক নাম কর। (স্কন্দ-কাশী)।

করক—বরাহ কল্পে যে সকল ব্যাস ছিলেন, করক তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

করকর্ধ—শিঙপালের তনয় ধৃষ্টকেতু,

ধৃষ্টকেতুর অন্ততম ভ্রাতা করকর্ষ ও শরভ । (মহাভা) ।

করজ—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী বিশ্বা হইতে ক্রতু, দক্ষ বসু, সত্য, কালকাম, মূনি, করজ, মনুজ, বীজ, ও রোচমান নামক দশপুত্র জন্মে । তাঁহারা বিশ্ব-দেবগণ নামে খ্যাত । (মৎ) ।

করজ—(১) ইন্দ্র, অতিথিখ রাজার জন্ত করজ ও পর্ণয় নামক শক্রদ্বয়কে তেজস্বী কর্ত্তনীদ্বারা বধ করিয়াছিলেন । ঋগ) । (২) কশ্যপপত্নী দম্ব হইতে করজ দানব জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন । (স্কন্দ-আব) । অতিথিখ দেপ ।

করজ নিলয়া—পাদপ সমুদয়ের মাতাকে করজ নিলয়া কহে । তিনি সাতিশয় অশ্বকম্পাপরতন্ত্রা সৌম্য-মূর্ত্তি ও বরপ্রদা । এই নিমিত্ত পুত্রার্থীগণ করজ পাদপ অবলোকন করিলেই তাহাকে নমস্কার করেন । (মহাভা) ।

করণ—ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়কৃন্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । (ব্রহ্মবৈ-ব্র-৮) ।

করথ—মহর্ষি করথ একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন ।

ব্রহ্মা বেদসৃষ্টির পরে, আবুর্কেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন । এবং তাহা ভাস্করদেবকে শিক্ষা দেন । ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধর্ম্মন্তরী, করথ, কাশিরাজ, দিবোদাস, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চাবন, জনক, বৃধ, জাবাল, জাজলি, পৈল ও অগস্ত্য নামক ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন । তাঁহারা সকলেই-বেদ-বেদান্ত বেত্তা ও হুচিকিৎসক ছিলেন । তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি চিকিৎসা-সংহিতা রচনা করেন । (ব্রহ্মবৈ-ব্র-১৬) ।

করক—ইন্দ্র করক নামক অনাধ্য পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

করকম—তুর্কস্বর বাসী নরপতি ত্রৈসাহুর পুত্র করকম । করকমের পুত্র মরুত । মরুতের কোন পুত্র ছিল না । সম্ভতা নামে এক কন্যা ছিল । (হরি-হরি-১৮) । মহাবংশীর নরপতি পরম ধার্ম্মিক খনিনেত্রের পুত্র করকম, করকমের পুত্র অবিকিৎ । (ভাগ) । যযাতিবংশীর ত্রিভাহুর অপত্য করকম । করকমের পুত্র মরুত । মরুত অগুত্রক ছিলেন বলিয়া, পুরুবংশীর দ্বয়ন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

(ভাগ)। মহুবংশীয় নরপতি অভি-
বিভূতির পুত্র করকম। করকম
হইতে অবিকি এবং অবিকি
হইতে মরুত। মরুত হইতে নরি-
যাক্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)।
যদুবংশীয় নরপতি ত্রৈশাখের পুত্র
করকম। করকমের পুত্র মরুত।
এই মরুত, পুত্র না থাকায় দুয়ন্তকে
পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)।
অবিকিত ও অজিত দেখ।
মহাস্থা খলীনেত্রের পুত্র স্ববর্চ।
(অন্ত নাম করকম)। প্রজারা
তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত
করিয়া তাঁহাকে রাজা করেন।
তিনি প্রজারক্ত রাজা ছিলেন।
তিনি সত্যবাদী, পবিত্র, শমদয়াদি-
গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রজারা
তাঁহার প্রতি সান্তিশয় অমররক্ত
ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য
শাসন করিলেও তাঁহার কোষ ও
বাহন বিনষ্ট হইয়া যায়। এই
স্ববোগে অধীনস্থ ভূপালগণ তাঁহাকে
সান্তিশয় পীড়ন আরম্ভ করেন।
একদিন বদ্বীপক্রমে করকম সংপৃটিত
করিয়া তাহাতে মুগ মারুত সংযোগ
করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক
পরাক্রম সজ্জাত হইল। তখন
তিনি অনায়াসে বিপক্ষদিগকে
পরাজিত করিলেন। সেই হইতে
তাঁহার নাম করকম হইল।

করকমের পুত্র অবিকি (মহাভা-
আখ)। যযাতি বংশীয় গোভাম্ব
হইতে ত্রিসারী, ত্রিসারী হইতে
করকম, করকম হইতে ভরত
জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

করবীকেখর—কাশীস্থিত করবীকেখর
লিঙ্গকে দর্শন করিলে রোগমুক্ত
হওয়া যায়। (স্কন্দ-কাশী)।

করবীর—কশাপের অন্ততম। স্ত্রী ও
দক্ষের কন্যা কক্ষর গর্তে যে সমস্ত
নাগ জন্মগ্রহণ করেন, করবীর
তাঁহাদের অন্ততম। (মহাভা)।
সুরস। ভূজঙ্গীর গর্তজাত পাতালের
ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র
তনয়ের অন্ততম করবীর ছিলেন।
(মহাভা)।

করভাজন—মহুবংশীয় নরপতি
ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী
জয়ন্তীর গর্তে ভরত প্রভৃতি
একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে
কুণাবর্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ
ভরতের অন্তগামী ও করভাজন
প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম
প্রদর্শক ছিলেন। অবশিষ্ট
একাদশ জন মহাভাগবত ছিলেন।
(ভাগ)।

করভেগ, করভেখর—মহাকাল বনে
মহাদেব একবার করভরূপ ধারণ
করিয়া ছিলেন। দেবগণ জানিতে
পারিলে মহাদেব তখন লিঙ্গরূপ

পরিগ্রহণ করিলেন এবং করভেশ
বা করভেশ্বর নামে বিখ্যাত
হইলেন । (স্বন্দ-আব) ।

করভ—১। যদুবংশীয় নরপতি
দশরথের তনয় শকুনি, শকুনির
তনয় করভ । করভের পুত্র
দেবরাত । দেবরাতের পুত্র
দেবকজ্ঞ । (হরি) । বিষ্ণুপুরাণ
মতে তাঁহার নাম করভি । ২।
রভ ও করভ নামে দুই মহাবল
পরাক্রান্ত সহোদর ভ্রাতা ছিলেন ।
তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন এবং
বহুবর্ষ পঞ্চদশ প্রদেশে জলে
অবস্থানপূর্বক পুত্র লাভার্থ তপস্বী
করেন । যখন করভ জলে
ধাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন,
তখন ইন্দ্র গ্রাহরূপে তাহার
চরণস্থ আকর্ষণপূর্বক নিষ্ঠুররূপে
তাঁহাকে হত্যা করেন । তৎপরে
রভ মন্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়া
কঠোর তপস্যার উদ্যোগ করিলে
অগ্নি তাঁহাকে বর দেন । সেই
বরের ফলে মহিষীর গর্ভে রভের
মহিষাসুর নামে পুত্র জন্মে । রভ
এক মহিষের আঘাতে গতায়ু হন ।
(বাম) ।

করভক (কনীয়ক)—অজাত দেখ ।

করভা—রাজা অক্রোধনের স্ত্রী
করভা কলিক দেশীয়া ছিলেন ।
তাঁহার গর্ভে দেবান্তিথি জন্মগ্রহণ

করেন । (মহাভা-আদি) । অক্রোধন
দেখ ।

করভি—১। অগস্ত্য বংশীয় মহাবি
করভি একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহাদের অগস্ত্য,
পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটি
আবেশ প্রবর । (মৎ) । ২।
যথাতি বংশীয় শকুনির পুত্র করভি ।
করভির পুত্র দেবরাত । দেবরাতের
পুত্র দেবকজ্ঞ । দেবকজ্ঞের পুত্র
মধু । (ভাগ) ।

করাল—১। একজন রাক্ষস
সেনাপতি । তিনি লঙ্কা সমরে
নিহত হন । (রামা) । রাজর্ষি
করাল জনক বংশের এক উজ্জল
রত্ন । মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে মোক্ষ
ধর্ম সপক্ষে এক উৎকৃষ্ট উপদেশ
দিয়াছিলেন । (মহা) । ৩। দেবাসুর
যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
অভিষিক্ত হইলে মাতৃকা জটায়ুরা
তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর,
করাল, সিন্ধকেশ, কৃষ্ণকেশ,
মেঘনাদ, চতুর্দন্ত, বিদ্যাৎজিহ্ব,
দশানন, সোমাপ্যায়ন, উগ্র ও
দেবযাজীকে প্রধান করিয়াছিলেন ।
(রামা) । ৪। শিবাসুচর করাল
বহু সংখ্যক অশুচর সহ, শিবের
ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত
ছিলেন । (স্বন্দ-মাহে) । ৫।
মহিষাসুরের অন্ততম স নোপতি

করালকে অধিকা বেবী মুষ্টি প্রহারে
নিপাত্ত করেন । (স্বন্দ-ব্রহ্ম) ।

করালদত্ত—করালদত্ত নামে এক
ঋষি ছিলেন । (মহাভা) ।

করালবাক্—চূর্ণ রাক্ষসের অন্ততম
সেনাপতি । (স্বন্দ-কানী) ।

করালাক্ষ—দেবাসুর সমরে সাধা,
রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র,
ও মহাবলসম্পন্ন পৰ্ব্বতসমুদয়,
দেবসেনাপতি কাঙ্ক্ষিকেষের
সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করিয়াছিলেন, করালাক্ষ
তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন ।
(মহাভা) ।

করালিনী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান
করিবার জন্য মহাদেব অনেকগুলি
মাতৃকার সৃষ্টি করেন । করালিনী
তাঁহাদের অন্ততমা । (মৎ) ।

করালী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান
করিবার নিমিত্ত মহাদেব বহু
মাতৃকার সৃষ্টি করেন । তন্মধ্যে
করালী অন্ততমা ছিলেন । (মৎ) ।

করীরাশী—মহর্ষি করীরাশী অত্রি-
বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহাদের গিলিখিলি,
অবিদ্যা ও বিশ্বামিত্র এই তিনটি
আর্ষেয় প্রবর ছিল । (মৎ) ।

করীবা—মহর্ষি করীবা অত্রিবংশীয়
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ও

উদ্ধাল এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ।
(মৎ) ।

করণ—একজন মহর্ষি । (স্বন্দ-মাহে) ।

করণেশ } —কানীস্থিত একটি
করণেশ্বর }
শিবলিঙ্গ ।

করুখাম—কুরুবংশীয় নৃপতি দ্রুমস্তের
পুত্র করুখাম । করুখামেব তনয়
আক্রীড । (হরি) ।

করুঙ্কক—যদুবংশীয় শূরের পত্নী
মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ,
দেবশ্রবা, অনাশ্রুটি, করুঙ্কক, বৎস-
বালক, স্তম্ভয়, শ্রাম, শমীক ও
গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথা, শ্রুত-
দেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা ও
রাজাধিদেবী নামী পাঁচ কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) । অনাশ্রুটি
দেখ ।

করুলতী—করুলতী ঋগ্বেদের অন্ত-
তম দেবতা । সাধনের মতে
পৃথারই অন্তনাম করুলতী, অর্গাং
দত্তহীন । (ঋগ্) ।

করুষ, করুষ—১। বৈবস্বত মনুর,
পত্নী শুক্লার গর্ভে ইক্ষাকু, নাভাগ,
ধুমু, শর্যাত্তি, নরিস্তম্ভ, প্রাংগু
নাভাগ রিষ্ট, করুষ, পৃথ ও সুহ্যায়
নামে দশ পুত্র জন্মলাভ করিয়া-
ছিল । তন্মধ্যে করুষ হইতে যুদ্ধে
দুর্খদ কারুণ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন ।
(হরি) । ২। বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু,

করুণ প্রভৃতি দশপুত্র এবং ইলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে । (কুর্খ-পু-২০) ।
৩। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া অনপত্য করুণকে সূচত্র নামে এক মহা-বলশালী পুত্র প্রদান করেন । (মৎ) ।
বিভিন্ন পুরাণে মনুর পুত্র-সংখ্যা বিভিন্ন এবং নামও বিভিন্ন দৃষ্ট হয় । অরিষ্ট ও ইলা দেখ ।

করেণুমতী—শিওপালের কন্যা করেণু-মতী হইতে পাণ্ডুপুত্র নকুলের নিরমিত্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (মহাভা) ।

করোটক—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন, করোটক তাঁহাদের অন্ততম । (মহাভা) ।

কর্কটক—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে তক্ষক, কদল, অনন্ত, কর্কটক, বাসুকী, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । কর্কটক শিবোপাসক ছিলেন । (লি) ।

কর্কটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে হৃন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, খেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর সন্ধ্যামা, লোহমেখলা, বপুয়তী, রোহা, উল্মুখাকী, কোকনামা, মহাসনী, কর্কটিকা ও তুণ্ডাকে প্রদান করিয়াছিলেন । (বায়) ।

কর্কটেশ্বর—পূর্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্তি নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার সাক্ষী স্ত্রীর নাম ছিল ভানুমতি । রাজা ধর্ম্মমূর্তি পূর্বজন্মে অতিশয় মন্দমতি ছিলেন । সেইজন্য মৃত্যুর পরে নানাবিধ নরক ভোগের পর, মহাকাল বনে শিব সরোবরে কর্কট-জন্ম লাভ করেন । এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই জন্মে তিনি পূণ্যবান্ ধর্ম্মমূর্তি নামে রাজা হন । এবং সেই শিবলিঙ্গ কর্কটেশ্বর নামে খ্যাত হয় । (হৃন্দ-আব) ।

কর্ককু—অশ্বিনয়, মহর্ষি কর্ককুকে অনার্য্য দম্ব্যদের হণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । (ঋগ) ।

কর্কর—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কর্কর তাঁহাদের অন্ততম । (মহাভা) ।
কদ্রু ও দক্ষ দেখ ।

ককোটক—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে কাশ্যবেয় নামধারী এলাপত্র, শম্ব, কর্কোটক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । (হরি) ।
বাসুকী, কদনৌল, তক্ষক, সর্পপুত্রব, এলাপত্র, শম্বপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কদল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন ।

রসাতল নামক পাতালপ্রদেশে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল । (কুর্শ) ।
কঙ্কনীল ও অশ্বতর দেখ । নিব-
রাজ কলির শাপপ্রভাবে রাজ্য-
ভ্রষ্ট হইয়া ক্রীসহ অরণ্যে আশ্রয়
গ্রহণ করেন । পরে স্বীয় ভাৰ্য্যা
দময়ন্তীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন
এবং ভ্রমণ করিতে করিতে নারদ
কর্তৃক অভিশপ্ত কর্কোটক নাগকে
দাবানলে বেষ্টিত দেখিতে পান ।
নল তাহাকে সেই অগ্নিকুণ্ড
হইতে উদ্ধার করেন । প্রতিদানে
কর্কোটক তাঁহাকে বসনযুগল
প্রদান এবং তাঁহারই পরামর্শে
ভূপতি নল ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে
বাহক নামে সারথি হইয়া অবস্থান
করেন । (মহাভা-বন) । সুরসা
ভূজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগ-
বতী নগর নিবাসী সহস্র তনয়ের
অন্ততম কর্কোটক ছিলেন ।
(মহাভা) ।

কর্কোটেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিব-
লিঙ্গ । (স্বচ্ছ-কানী) । মান করিয়া
ভক্তিপূর্বক কর্কোটেশ্বর শিবলিঙ্গ
দর্শন করিলে সর্বভয় ও দারিদ্র্য
দোষ নষ্ট হয় । (স্বচ্ছ-আব) :

কর্ণ—রাজা কুন্তিভোজের পালিতা
কন্তা কুন্তী । কুন্তীর কানীন পুত্র
কর্ণ । একদিন মহর্ষি দুর্কাসা কুন্তি-
ভোজের অতিথি হন এবং কুন্তীর

পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর
দেন যে, তিনি যে দেবতাকে
আহ্বান করিবেন, তাঁহারই দ্বারা
তিনি সন্তান লাভ করিতে সমর্থ
হইবেন । সেই বর পরীক্ষা করি-
বার জন্য তিনি একদিন সূর্য্যকে
আরাধনা করেন । সূর্য্যের অহুগ্রহে
তিনি গর্ভবতী হন । এই ঘটনা
গোপন করিবার জন্য সদ্যাজাত
কর্ণকে তিনি এক সিন্ধুক্রে স্থাপন-
পূর্বক অখনদীর জলে নিক্ষেপ
করেন । যশস্বী রাধাভর্তা অধিরথ
সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান
দেখিয়া দয়ার্দ্ৰ চিত্তে গৃহে আনয়ন-
পূর্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন
এবং ঐ কুমার বহু অর্থাৎ কবচ
কুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছেন
বলিয়া, ইহার নাম বহুবর্ণ
রাখিলেন । বহুবর্ণ ক্রমে ক্রমে
প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ
হইয়া উঠিলেন । তিনি প্রত্যহ
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত
সূর্য্যের আরাধনা করিতেন । সেই
সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট
যাহা প্রার্থনা করিতেন, তাহাই
পাঠিতেন । একদা দেবরাজ
অৰ্জ্জুনের হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণ-
বেশ ধারণপূর্বক তাঁহার সমীপে
উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ
প্রদান চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ

শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ
মোচন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান
করেন। ইন্দ্র কবচ গ্রহণ করিয়া
প্রতিদানে তাঁহাকে এক শক্তি অস্ত্র
প্রদান করিয়া কহিলেন—“বৎস !
আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য
দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এই এক-পুরুষ-
ঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর।
ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার
দর্শিবে। ষাঁহার প্রতি এই অস্ত্র
নিষ্ক্ষেপ করিবে তাঁহার আর
নিস্তার থাকিবে না। সে অবশ্য
ইহাতে নিপাত্তিত হইবে।”
বহুবেশে স্বীয় শরীর ভেদ
করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান
করিলেন বলিয়া তদবধি ক্ষিত্তিতে
তিনি কর্ণ ও বৈকর্তন নামে
অভিহিত হইলেন। আচার্য্য
দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও
মাহুষ বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা
দিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া
অন্ধক বংশীয় রাজা অধিরথ-পুত্র
কর্ণ ও অন্ত্যগ্ন অনেক রাজকুমার
তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ আগমন
করিলেন। কর্ণ অর্জুনের সহিত
স্পর্ধা করিয়া দুর্যোধনের সাহায্যে
পাণ্ডবদিগকে নানা প্রকার
অবমাননা করিতে লাগিলেন।
এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে
তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন হইল।

এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে
কৌরব ও পাণ্ডবেরা তাঁহাদের
অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় প্রদানার্থ এক
সভায় সম্মিলিত হইলেন। সকলের
শেষে অর্জুন স্বীয় অস্ত্রশিক্ষার
পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান
করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,
এমন সময়ে কর্ণ সভাস্থলে প্রবেশ-
পূর্ব্বক অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন,—“হে পার্থ ! তুমি বৈরাগ্য
কণ্ঠ করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমি
বিশেষরূপে সেই কাৰ্য্য সম্পাদন
করিব। তুমি বিস্মিত হইও না।”
কর্ণের বাক্যে দুর্যোধনের প্রীতি ও
অর্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উত্থেক
হইল। তৎপরে দ্রোণের আদেশ
অনুসারে কর্ণ অর্জুনের অমুরূপ অস্ত্র
শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিলেন।
দুর্যোধন অতিমাত্র আহলাদিত
হইয়া কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক
উৎসাহিত করিলেন। তখন কর্ণ
অর্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে
উদ্যোগী হইলে, অর্জুনও প্রস্তুত
হইলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনিষ্টের
আশঙ্কা করিয়া কুশলী, কৃপাচার্য্য
কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।
কর্ণ কোন পরিচয় দিতে না
পারিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান
রহিলেন। তখন কর্ণ রাজকুমার
নহে বলিয়া অর্জুনের সহিত দ্বন্দ্ব-

যুদ্ধে অযোগ্য বলিয়া, দুৰ্য্যোধন সভাস্থলেই কর্ণকে অস্ত্র রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় আর দৃশ্যযুদ্ধ হইল না। এই ঘটনার পর হইতে কর্ণ ও দুৰ্য্যোধনের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হইল। ইহার কিছুকাল পরে দ্রোণদীর শয়নর সভায় কর্ণ একবার ব্রাহ্মণবেশী অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন। দ্রোণাচার্য্য কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিতে অসম্মত হওয়ায় কর্ণ পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু পরশুরাম যখন জানিতে পারিলেন, যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, তখন তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যুদ্ধের সময় এই সকল অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না।

কর্ণ দুৰ্য্যোধনের বন্ধু হইয়া শকুনির স্তায় সৰ্ব্বদা তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদেরই কুপরামর্শে ও ষড়যন্ত্রে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া বনে গমন করেন। একবার বনবাসকালে পাণ্ডবদের বৈতবনে অবস্থানের সময়ে কর্ণের ও শকুনির কুপরামর্শে দুৰ্য্যোধন সপরিবারে তপোবন গমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে

নিধাত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রসেন গন্ধর্কের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পরাযন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। দুৰ্য্যোধন গন্ধর্কহন্তে বন্দী হন। পরে অৰ্জুন তাঁহাকে মুক্ত করেন। ইহার কিছুকাল পরে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দুৰ্য্যোধনের জন্ত প্রভূত ধন সংগ্রহ করেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়া কর্ণ তাঁহার জীবিতকালে কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। ভীষ্মের মৃত্যুর পরে অস্ত্র ধারণ করেন। যে সপ্ত রথী অভিমন্যুকে বধ করেন কর্ণ তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। কৃষ্ণী তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে অগ্ররোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণ তাঁহার অমুরোধ রক্ষা করেন নাই। দ্রোণাচার্য্যের পরে যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে কর্ণ সেনাপতি হন, কিন্তু সপ্তদশ দিবসে অৰ্জুন-হন্তে নিহত হন। (মহাভা)।

কর্ণজিহ্বা—মহর্ষি কর্ণজিহ্বা একজন অত্রিবাংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—ভ্রাবাশ, অত্রি ও অর্চনানশ। (মৎ)।

কর্ণধার—একজন দৈত্যপতি । (স্কন্দ-ব্রহ্ম) ।

কর্ণপিশাচী—তত্ত্ব উল্লেখিত একটি দেবীর নাম । তাঁহার গাত্র কৃষ্ণবর্ণ, তিনি রক্তনয়না, খৰ্কা, লম্বোদরী, রক্তজিহ্বিকা, উন্মুখী, শবহৃদয়-বিলাসিনী ও চঞ্চলা, অৰ্দ্ধরাজিকালে দক্ষমীন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয় । (তত্ত্বসার) ।

কর্ণপ্রাবরণা—১ । দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যাথে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন কর্ণ-প্রাবরণা তাহাদের অগ্রতম ছিলেন । (মহাভা-শল্য) । ২ । মুকু দৈত্যের কন্যা কামকটকটার সখী । (স্কন্দ-মাহে) ।

কর্ণমোচী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কর্ণমোচী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । (মৎ) ।

কর্ণশ্রবা—বৈতবনবাসী কৃতচেতাঃ, কর্ণশ্রবা প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে নানাবিধ উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্রেশ অপনোদন করিতেন । (মহাভা) ।

কর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে কর্ণা

নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অস্থির বিক্রম ও সন্নিভকে প্রদান করিয়াছিলেন । (বাম) ।

কর্ণাট—জৈনক অশুর । তাহাকে শ্যামলা দেবী বিনাশ করে । (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-১৮) ।

কর্ণিকা যজুবংশীয় বহুদেবের অগ্রতম ভ্রাতা আনক । আনকের স্ত্রী কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয়নামে দুই পুত্র জন্মে । (ভাগ) ।

২ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব যোগিনীদিগকে নানা স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন । পরীক্ষানের উত্তরদিকে যোগিনী কর্ণিকা দেবী অবস্থিত । (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২২) ।

কর্ণিকার—কশ্যাপপত্নী বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র ও সৌদামণি নামে এক কন্তা প্রসব করেন । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অরুণের পুত্র সম্প্রতি ও জটায়ু । কর্ণিকার, শতগামী, সারস, ভেকু ও রজ্জ্বাল, এই পাঁচজন জটায়ুর পুত্র । (মৎ) ।

কর্ণোৎপলা—আনন্ড দেশের রাজা সত্যসন্ধের কন্তা । বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই । অবশেষে কামদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । (স্কন্দ-নাগ-১২৫-১২৭) ।

কর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি

শিবলিঙ্গের নাম । (স্বন্দ-
কাশী-পৃ-৩৩) ।

কর্তা-১। প্রাজ্ঞভাগার্হ বিশ্ব-
দেবগণের মধ্যে কর্তা একজন
দেবতা । (মহা-ভা. ১২। সূর্যের
এক নাম কর্তা । (স্বন্দ-প্রভা-২৩৯) ।
কর্তৃণ—মহর্ষি কর্তৃণ অঙ্গিরাবংশীয়
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ।
তঁাহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা,
বিরূপ ও বর্ষপর্ক এই তিনটি ।
(মৎ) ।

কর্দম—১। জনৈক ঋষি । তিনি
একজন প্রজাপতি ছিলেন ।
পূর্বকালে ষাঁহার প্রজাপতি হইয়া-
ছিলেন, তন্মধ্যে কর্দম, বিকৃত,
শেষ, সংশয়, স্থাহু, মারীচি, অত্রি,
কুতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা,
পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টে-
নেমৌ ও কশ্যপ প্রধান
ছিলেন । (রামা-আর-১৪) । অত্রি
ও অরিষ্টেনেমৌ দেখ । ২ ।
কর্দম বাহ্লীক দেশের রাজা
ছিলেন । তাঁহারই পুত্র ইল
মহাদেবের প্রভাবে স্ত্রী প্রাপ্ত
হন । (ইল দেখ) । ঐ অবস্থায়
বৃধের ঔরসে ইলের গর্ভে
পুরুষবার জন্ম হয় । (রামা-
উত্ত-১০০-০০) । কর্দম প্রজা-
পতির কন্যা কাম্যা, রাজা
প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন এবং

কর্দমের পুত্র মহাত্মা শম্বপাদকে
পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষিণদিকে দিক-
পালরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ।
(হরি) । ৪ । প্রজাপতি
কর্দমের স্ত্রী দেবহুতির গর্ভে
নারায়ণের অবতার সাংখ্য দর্শন-
কার ঋষি কপিল জন্মগ্রহণ
করেন । (ভাগ) । কপিল দেখ ।
৫ । পুলহের ঔরসে ও তদীয়
পত্নী কুমার গর্ভে কর্দম, অবরীয়ান্
ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন ।
(বিষ্ণু) । ৬ । পুলহের পত্নী কুমার
হইতে কর্দম, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু
জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের
পৌত্রী নাম্নী এক কন্যাও ছিল ।
(লি) । ৭ । প্রজাপতি ব্রহ্মার
ছায়া হইতে কর্দম মূনি উদ্ভূত
হন । তিনি মহুর অন্ততমা
কন্যা দেবহুতিকে বিবাহ
করেন । দেবহুতির গর্ভে মহাত্মা
কপিল জন্মগ্রহণ করেন ।
(ব্রহ্মবৈ) । ৮ । কীর্তিমানের পুত্র
কর্দম । তিনি অতি মহাতপা
ছিলেন । কর্দমের পুত্র অনঙ্গ
প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতি-
বিশারদ ছিলেন । (মহাভা) । ২ ।
কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের
কন্যা কজ্জ হইতে যে সকল সপ
জন্মগ্রহণ করেন, কর্দম তাঁহাদের
অন্ততম । (মহাভা-ভা) । ১০ ।

কর্দমের জ্ঞী সিনীবালা । কর্দম সজ্জীক সোমের রাজস্বয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন । তাঁহার জ্ঞী সিনী-বালা সোমের রূপে যুদ্ধ হইয়া কিছুকাল সোমের জ্ঞীরূপে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন ।

(মৎ) । ১১ । মহর্ষি কর্দমের জ্ঞী দেবহূতি ঋষিভূব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমে দেবহূতির কলা, শ্রদ্ধা, অমৃত্যু, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুদ্রতী ও শান্তি নামে নয় কন্যা জন্মে । পরে নহবি কপিল জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) ।

১২ । পুলহ হইতে ক্ষমার গর্ভে অবরীবান, কর্দম ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু) । ক্ষমা ও অমৃত দেখ ।

কপূরতিলক—সমুদ্র মন্থনকালে অনেক অম্বরার উৎপত্তি হয় । কপূরতিলক তন্মধ্যে একজন ছিলেন । পার্শ্বতীর অগ্ন্যুত্তমা সখী । (স্কন্দ-কাণী-পু-২, ৪৭) ।

কর্ষকার—বিশ্বকর্ষার ঔরসে ও য়তাচী নারী অম্বরার গর্ভে কর্ষকার, শঙ্খকার, মালাকার প্রভৃতি নয় পুত্রের জন্ম হয় । (ব্রহ্মবৈ) ।

কর্ষজিৎ—জরাসন্ধ বংশীয় বৃহৎ-সেনের পুত্র কর্ষজিৎ, কর্ষজিতের

পুত্র যুতঞ্জয়, যুতঞ্জয়ের তনয় বিপ্র, বিপ্রের তনয় শুচি । (ভাগ) ।

কর্ষমোচী (দেবী)—কর্ষমোচী নারী চণ্ডিকা দেবী প্রভাসে বিরাজমান আছেন । (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮২) ।

কর্ষলা—ভরদ্বাজ ও কুংসশায় গোত্রের কুল দেবী । (স্কন্দ-ব্রহ্ম) ।

কর্ষশ্রেষ্ঠ—মহর্ষি পুলহের পত্নী গতি হইতে কর্ষশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) ।

কর্ষণ—জ্ঞানৈক মুনি (স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫) ।

কলকন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে কালিন্দী স্বীয় অমৃতচর কলকন্দকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন । (বায়) ।

কলকলেশ—প্রভাস ক্ষেত্রস্থিত একটি শিবলিঙ্গ । (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫) ।

কলকলেশ্বর—কোনও সময়ে মহাবনে হর-গৌরীর পরস্পর কলহ উপস্থিত হয় । সেইজন্ত শঙ্কর এই স্থানে কলকলেশ্বর নামে সমুদ্ভূত হন । ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা ও এক রাত্রি উপবাস করিলে শতকুল উদ্ধার হয় । (স্কন্দ-আব-অব-৮) ।

কতবতী—অলি দেখ ।

কলশ, কলব, কলস,—১। মহর্ষি কলষের পুত্র তুর। এই তুর ঋষি জনমেজয় রাজার অনেক যজ্ঞ পুরোহিতের কার্য করিয়াছিলেন। (ভাগ)। ২। যদুবংশে কলশ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দুর্কাসা মুনির শাপে ব্যাধ হইলেন। পরে নন্দিনী খেয়র অহুগ্রহে এক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ-নাগ-৪২)।

কলশধ্বজ—অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়, তখন মহাদেবের অন্ততম অহুচর কলশ-ধ্বজ, অন্ধকাসুরের অহুচর রাহকে গ্রহারে রণক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (বাম)।

কলশপোতক, কলসপোতক—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, কলশপোতক প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

কদ্রু ও দক্ষ দেখ।

কলশীকণ্ঠ—মহর্ষি কলশীকণ্ঠ অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ছিল। (মৎ)।

কলশেশ্বর—যদুবংশীয় কলশ নর-পতি কর্তৃক স্থাপিত এক শিবমূর্তি। (স্কন্দ-নাগ-৫১)।

কলশোদর, কলসোদর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কলশোদর তাঁহাদের অন্ততম। (মহাভা-শল্য)। অহুজ দেখ।

কলস—সুরগা ভূজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগর নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। (মহাভা)।

কলসেশ্বর—কাশীতে কলসেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছে। (স্কন্দ-কাশী)।

কলহংস—তাম্রাদেবীর অন্যতমা কন্যা ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক্ জন্মগ্রহণ করে। (মহাভা)।

কলহপ্রিয়া—রুদ্র, দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কলা, কলহপ্রিয়া, প্রভৃতি একাদশটিকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। রুদ্র ও দক্ষ দেখ।

কলহা—সৌরাষ্ট্র দেশে ভিক্ষু নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কলহা অতিশয় কলহপ্রিয়া অপ্রিয়ভাষিণী ছিল। অবশেষে আত্মহত্যা করে। এই পাপে মৃত্যুর পর নানা কষ্ট ভোগ করিতে ছিল, অবশেষে ধর্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণের অহুগ্রহে কলহা মুক্তি

লাভ করে । (স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪) ।

কলা—১ । ব্রহ্মার পুত্র ঋষভ্রুব মনু ও ব্রহ্মার কন্যা শতরূপা । এই মনু শতরূপাকে বিবাহ করেন । শত-রূপার গর্ভে মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকৃতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । মহর্ষি কন্দম দেবহুতিকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে অমৃশ্রয়া, কলা, প্রভৃতি নয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । কলা মহর্ষি মরীচির পত্নী ছিলেন । তাঁহার পুত্র কশ্যপ ও পূর্ণিমা । (ভাগ) । ২ । দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা কলা । রুদ্র দক্ষের একাদশটি কন্যাকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে কলা তাঁহাদের অন্যতমা । (ব্রহ্ম-বৈ) । ৩ । রাবণাজ্ঞ বিভীষণের কন্যা কলা । সীতা অশোকবনে আবদ্ধ থাকিবার কালে কলার নিকট গুনিয়া-ছিলেন যে, অবিক্রা নামক এক দার্শনিক রাক্ষস সীতাকে প্রত্যাশ্রয় করিবার জন্য রাবণকে বারংবার বলিয়াছিল, রাবণ তাহার কথায় অবজ্ঞা করায়, সে বলিয়াছিল যে, রাম-হস্তে সমুদয় রাক্ষস নিমূল হইবে । (রামা-স্বন্দ-৩৭) । দক্ষ ও রুদ্র দেখ ।

কলাধর—অনৈক বিদ্যাধর । মহর্ষি দুর্কাসার শাপে হরিণ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন । শোণাচলে প্রাণ ত্যাগ করিয়া শোন শঙ্কর রূপায় মুক্তি লাভ করেন । (স্বন্দ-মাহে) ।
কলানিধি—সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্ন। অমরাগণের অন্ততমা । (স্বন্দ-কাশী) ।

কলাবতী—১ । দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে যে একাদশটিকে রুদ্র বিবাহ করেন, কলাবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । (ব্রহ্ম-বৈ) । ২ । কান্যকুব্জদেশে ক্রমিল নামে এক গোপরাজ ছিলেন । তাঁহার স্ত্রী কলাবতী স্বামী-দোষে বন্ধ্যা ছিলেন । তিনি স্বামীর অন্তমতি অনুসারে কস্তপ-বংশীয় নরদমুনির নিকট গমন করেন । এই নরদ মুনির ঐরসে কলাবতীর গর্ভে নারদ ঋষি জন্ম-গ্রহণ করেন । নারদের জন্মের পূর্বেই ক্রমিল রাজ্য ধন সম্পত্তি সমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রদানপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় প্রাণত্যাগ করেন । এদিকে কলাবতী কোনও ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন এবং তথায় নারদের জন্ম হয় । নারদের বাল্যাবস্থায়ই কলাবতী প্রাণত্যাগ করেন । (ব্রহ্ম-বৈ) । ৩ ।

কান্যকুব্জের রাজা ভলন্ধনের
যজ্ঞকুণ্ডে হইতে এক কন্যা জন্মে।
নৈববাপী অহুসারে তিনি তাঁহার
নাম কলাবতী রাখেন এবং
ঐয় মহিষী মালাবতীকে সেই
কন্যা প্রদান করেন। কলাবতীকে
স্বরভানের পুত্র বৃষভাসু বিবাহ
করেন। কলাবতীর গর্ভে রাধিকা
জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগণের
অন্যতম। মানসকন্যা কলাবতী
ব্রহ্মার বরে ভলন্ধনের যজ্ঞকুণ্ডে
হইতে উদ্ধৃত হন। (ব্রহ্মবৈ)।
৪। মথুরাপতি দাশার্হ, কাশী-
রাজের কন্যা কলাবতীকে বিবাহ
করেন। কলাবতীর পরামর্শে দাশার্হ
শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-
উ-১)।
(৫) সমুদ্রমন্থন হইতে উৎপন্ন
অম্বরাদেব অন্যতম। কলাবতী।
(স্কন্দ-কাশী-পু-২)। ৬। নরপতি
মলয়কেতুর পুত্রের নাম মালাকেতু।
মালাকেতুর পত্নী কলাবতী
অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণা
ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-পু-৩)। ৭।
নাগরাজ রত্নধীপের কন্যা রত্নাঙ্গলীর
প্রভাবতী ও কলাবতী নামে দুই
সখী ছিল। (স্কন্দ-কাশী-পু-৭৩)।

কলাম্পদ—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ,
দেব-সেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে
কুরুক্ষেত্রতীর্থে তাঁহার সাহায্যার্থ

ঐয় অহুচর কলাম্পদকে প্রদান
করেন। (বাম)।

কলি--১। মহর্ষি কলি ভার্ঘ্যা লাভ
করিলে পর অশ্বিনর তাঁহাকে রক্ষা
করিয়াছিলেন। (২) মহর্ষি অগাধের
অন্ততম পুত্র কলি একজন ঋষিদের
মন্ত্রদ্বারা ঋষি ছিলেন। তিনি
জরাজীর্ণ হইলে অশ্বিনর তাঁহাকে
পুনরায় যৌবনসম্পন্ন করিয়া-
ছিলেন। (ঋগ্)। ৩। ক্রোধের
ওরসে ও হিংসার গর্ভে কলি নামে
পুত্র ও দুর্ভক্তি নামে কন্যা জন্মে।
কলি (কলহ) ঐয় ভগিনী দুর্ভক্তি-
কেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের
মৃত্যু নামে পুত্র ও ভীতি নামী
কন্যা জন্মে। (ভাগ)। ৪। রাজা
পরিক্ষিৎ কলিকে সংহার করিতে
উদ্যত হইলে, কলি তদীয় পদে
লুপ্তিত হইয়া ক্রন্দন করিতে
লাগিল। তিনি পরে কলিকে
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া-
দেন। (ভাগ)। ৫। মহর্ষি
কশ্যপ দক্ষের ত্রয়োদশটি কন্যাকে
বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মুনির
গর্ভে ভীম, চিত্ররথ, কলি প্রভৃতি
জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।
অকপুষ্ঠ ও কশ্যপ দেখ।

কলিকামুখ--দণ্ডক বনে অবস্থিত
থর ও দুষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অহুগামী
দাদশজন রাক্ষস বীরের অন্ততম।

তিনি রাম হস্তে নিহত হন।
(রামা-অরণ্য-২০)।

কলিঙ্গ—১। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র কলিঙ্গ। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্কার গর্ভে ও অন্ধ মহাবি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, স্কন্ধ, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কলিঙ্গ সীম নামীয় জন-পদের অধিপতি ছিলেন। (হরিব)। ২। ভাগবত মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, স্কন্ধ, পুণ্ড্র, ও ওড়্র নামে ছয় পুত্র জন্মে। ৩। হৃষ্যের অঙ্গ নাম কলিঙ্গ। (বৃন্দ-কালী-পূ-৯)।

কলিঙ্গ দানব—তিনি স্বর্গ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ দেখ।
কলিঙ্গেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (বৃন্দ-কালী-পূ-৬৫)।

কলিঙ্গ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কালিকেশ্বকে সাহায্য করিবার জন্য সাধা, কপ্ত, বশু, পিতৃগণ, সর্পিং, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পক্ষত-সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কলিঙ্গ তাঁহাদের অঙ্গতম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কলিপ্রিয়—১। দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্বন্ধের অঙ্গচর কলিপ্রিয় শূদ্রাঘাতে রণক্ষেত্রে রণোন্মত্ত অনেক দানবকে বিদারিত করিয়াছিলেন। (বাম)।

২। কালীস্থিত কলিপ্রিয় বিনায়ক, তীর্থবাসী ত্রোহকারীদের পরম্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করেন। (বৃন্দ-কালী-পূ-৫৭)।

কলুলা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্ধ দেব-সেনাপতি পক্ষে রত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ রৌদ্র মহাদেয় তীর্থ স্বীয় অঙ্গচর সুনন্দ্র, কলুলা, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কল্লেশ্বর—মহাকাল বনে কল্লেশ্বর মহাদেব বর্তমান। (বৃন্দ-আব-চতু-১৫)।

কল্লি, কল্লী—ভবগান্ বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে প্রদান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুধনার গৃহে কল্লী অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্র স্রোচ্ছ ও দুরাত্মগণের বিনাশ সাধন করিবেন। (বিষ্ণু)।

কল্ল—১। নরপতি উত্তানপাদের অঙ্গতম পুত্র ক্রব। ক্রব শিশুপালের কল্লী ভ্রমীকে বিবাহ করেন। ভ্রমী হইতে ক্রবের কল্ল ও বৎসব নামে দুই পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২। বহু বংশীয় বহুদেবের অঙ্গতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে রাজকুল, কল্ল, বধ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ৩। সিংহিকা হইতে বিশ্রুচিন্তির ব্যংস, কল্ল, নল, বাতাপি, ইষল, নমুচি স্বয়ং,

অজ্ঞান, নরক, কালনাভ, রাভেজ্জ, সরমান ও কালবীৰ্য্য নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা হিরণ্য-কশিপুর ভাগিনেয় ও সৈংহিকের নামে খ্যাত। (মৎ)। কালনাভ ও অজ্ঞান দেখ। ৪। মহাবি কল্প সিদ্ধপতি বিশ্বাবস্থর এক কন্তাকে পালন করিয়াছিলেন। সেই কন্তাকে নেপাল-রাজ দুৰ্দ্ধর্ষ বিবাহ করেন। (কল্প-আব-চতু-৭০)।

কল্পলিঙ্গ—প্রভাসক্ষেত্রে কল্পলিঙ্গের পূজা করিলে এবং নিরাহারে ইহার প্রজাগরণ করিলে সনাতন-লোক লব্ধ লইয়া থাকে। (কল্প-প্রভা-প্রভা-৬২)।

কল্পেশ্বর—সপ্তম মহাস্থবরের বরাহ কল্পে মহাদেব সৰ্বলোক প্রকাশক ও কল্পেশ্বর রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে বৈবস্বত মন্ত ব্রহ্মার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মন্ত। (লি)।

কল্যাণপাদ—(১) রাজা প্রবুদ্ধের অগ্ন্য নাম। ইনি ককুৎস্থের পুত্র। ইনি শাপ হেতু রাক্ষসঘোনী প্রাপ্ত হন। পরে কল্যাণপাদ নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঠাঁহার পুত্র শঙ্খন। শঙ্খনের পুত্র স্বদর্শন। (রামা-আদি-৭০)।

(২) রামায়ণেব অবোধাকার্য্যের

১১০ স্বর্গে লিখা আছে যে, মহাবংশীয় নৃপতি যযুর প্রবুদ্ধ, পুরুষাদক, কল্যাণপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র জন্মে। কল্যাণ-পাদের পুত্র শঙ্খন। (৩) সগর-বংশীয় নৃপতি স্বদাসের পুত্র সৌদাস, কল্যাণপাদ ও মিত্রসহ নামে বিখ্যাত ছিলেন। কল্যাণ-পাদের স্ত্রীর নাম মদয়ন্তী। কথিত আছে রাজা স্বদাস একদা যুগয়া করিতে যাইয়া একটি রাক্ষস বধ করেন। সেট রাক্ষসের ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার মানসে রাজা স্বদাসের আশ্রয়ে পাচক ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন বিশিষ্ট দ্বিষি অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পাচকরূপী রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস রন্ধন কবিয়া আহাবার্থ প্রদান করেন। বিশিষ্ট তদর্শনে ক্রুপিত হইয়া রাজাকে “রাক্ষস হও” বলিয়া শাপ প্রদান করেন। কিছু দ্বন্দ্ব জানিতে পারিলেন যে, ইহা রাজার জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে, তখন ইহার ফলভোগ স্বাপ্ন বৎসর মাত্র থাকিবে বলেন। এদিকে রাজাও যথা অভিশপ্ত হইয়া জল-গণ্ড্য গ্রহণ পূৰ্ব্বক বিশিষ্টকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে

বারণ করিলেন। রাজা সেই মন্ত্রপূত জল খীয় পানে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অবধি তিনি কল্যাণপাদ (বিচিত্র বর্ণপাদ) নামে বিখ্যাত হইলেন। একদা রাক্ষসরূপী কল্যাণপাদ রাজা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সুরধরত এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। ব্রাহ্মণী ক্রুপিত হইয়া তখন তাঁহাকে অভিলাপ দিলেন যে, "তুমি স্ত্রী-সহবাস করিলেই নিহত হইবে।" ণাপ ঘোচনাঙ্কে তিনি আর স্ত্রী-সহবাস করেন নাট বলিয়া নিঃসন্তান হন। সেজন্য বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহার স্ত্রী ময়মতীর গর্ভ বিধান করেন। রাজ-মহিষী দীর্ঘ-কাল গর্ভ ধারণ করিয়াও সন্তান প্রসব না করাতে বশিষ্ঠ ঋষি অশুভারা গর্ভে আঘাত করিলে পর তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। সেইজন্য উক্ত পুত্র অশ্বক নামে খ্যাত হন। (ভাগ)। (৪) ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যার অধিপতি কল্যাণপাদ একদিন যুগরা করিতে বাইরা প্রান্তরান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। শক্তি অগ্রে বাইতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে

বলিলেন, কিন্তু শক্তি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সেজন্য রাজা তাঁহাকে কশাবাত করেন। এই অপরাধে শক্তি তাঁহাকে রাক্ষস হইবি বলিয়া অভিলাপ দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়া শক্তিকে ভক্ষণ করিল; এবং তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণকে নিহত করিল। এইরূপে বশিষ্ঠের শত পুত্র কল্যাণপাদ কর্তৃক নিহত হইল। পরে বশিষ্ঠ মুনির অমুগ্রহেই তিনি শাপযুক্ত হন। অপুত্রক কল্যাণপাদের পত্নীতে বশিষ্ঠ অশ্বক নামক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভা)। (৫) ইক্ষাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্যাণপাদ, কল্যাণপাদের পুত্র সর্ষকর্ষা, সর্ষকর্ষার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিম্র। (মৎ-১২)। অনরণ্য ও ঋতুপর্ণ দেখ।

কল্যাণিনী—অষ্টবহুর অন্ততম ধর। এই ধরের অন্ততমা পত্নী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

কল্যাণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কান্তিকের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কল্যাণী অন্ততমা ছিলেন। (মহাভা)। অথবা দেখ। (২) দেবী

পার্বতী ক্রতুকোটি তীর্থে কল্যাণী নামে বিখ্যাত। (স্কন্দ-আব-বেশা-১২৮)।

কৃত—চেন্দীবংশীয় রাজর্ষি কৃত শত উষ্ট্র ও শত সহস্র গোদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

কশেক, কসেক—মহর্ষি কশেক পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভার্থ জনকবংশীয় কেশীধনুজ গমন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কশ্যপ--১। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র মহু। (রামা-আদি-৭০)।

২। কশ্যপ ব্রহ্মাব পৌত্র। (রামা-অযো-১১০)। ৩। পূর্বকালে

কর্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, হৃদয়, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরাস, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিশটনেমী ও কশ্যপ, ইহারা প্রজাপতি ছিলেন। তন্মধ্যে কশ্যপ দক্ষের যষ্টি কন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দহু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মহু ও অনলা নারী আটজনকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে অদিত্যাগণ, বহুগণ, ক্রতুগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ত্রয়োত্রিংশং দেবতা উৎপন্ন হন। দিতি দৈত্যগণকে, দহু অশ্বগ্ৰীব নামক এক পুত্র এবং কালকা নরক কালক নামে দুই পুত্র প্রসব

করেন। তাম্রার গর্ভে কশ্যপের ক্রোধী, ভাসী, স্ত্রেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচ কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোধবশার গর্ভে যুগী, যুগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দলী, শ্বেতা, সুরভী, সুরসা ও কক্ষ এই দশ কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা কশ্যপের অন্ততম পত্নী মহুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন, কশ্যপ-পত্নী অনলার গর্ভে প্রাশস্ত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষসকল জন্মগ্রহণ করে। (রামা-আদি-১৪) মহর্ষি কশ্যপ উত্তর দিকে বাস করতেন। লঙ্কা-সময় বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা-উচ্চ-১)। ৪। মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)। ৫। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির যষ্টি সংখ্যক কন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দহু, অরিশটা, সুরমা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কক্ষ, মুনি ও স্বসা নারী ত্রয়োদশটি কন্তাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কশ্যপের দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নারী এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। দহু

হইতে বিশ্বক্স, শকুনি, সন্ধুশিরা, বিতু, শঙ্কর, বিরাধ, গবেষী, চন্দ্রভি, অরোমুখ, শবর, কপিল, বামন, মরীচি, মধবান, ইরা, বৃক, বিষ্ণোভণ, কেতু, কেতুবীর্ষ, শত-হ্রদ, ইজ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, গর্গশিরা, মহাবাহু, ভারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিজ্রাবন, স্বর্ভাষ, বুধপক্ষী, ভূহণ্ড, হুম, নিচন্দ্র, উর্ভনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, হুকেলী, শঠ, বলক, মদ, গগনমুর্দ্ধা, কুন্তনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, হরগ্রীব, বিস্মপ, বিরূপাক্ষ, হুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমার, শবর, শবভ, শলা, বিশ্রুচিতি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তান্না হইতে কাকী, শ্রেনী, ভাসী, স্বগ্রীবী, শুচিকা ও গুত্রিকা নামী ছয় কন্যা; বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড়, সুরমা হইতে অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন সংস্র সর্প, কক্ষর গর্ভে কাশ্রবেয় নাগগণ, সুরভির গর্ভে একাদশ রুদ্র, গোগণ ও মহিবগণ, ইরা হইতে বৃক, লতা, বলী, তৃণ জাতিসমুদয়, বসী হইতে বৃক, রাক্ষস ও অক্ষরা সকল, অরিষ্টা হইতে মহাবলশালী গন্ধর্গগণ, ক্রোধবশা হইতে সপ্তদশ

দায়ী, হুলজজন্ত ও পক্ষিগণ, এবং অদিতি হইতে আদিত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৫। পুরাকালে কস্তপ যীর শিষ্য বরুণের বজ্রীয় দুহুদায়ী গোসমুদয় হরণ করিয়াছিলেন। কস্তপের সুরভি ও অদিতি নামী দুই ভাৰ্য্যা গোসকল প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত ছিলেন। বরুণ প্রতিকারার্থী হইয়া ব্রহ্মার পরগাপর হইলেন। ব্রহ্মা কস্তপকে পৃথিবীতে বহুদেব রূপে এবং সুরভি ও অদিতিকে বহুদেবের স্ত্রী দেবকী ও রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে শাপ দেন। (হরি)। ৬। কস্তপ যীর পত্নী অদিতির পুণ্যক ব্রতের নিমিত্ত পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি সৌভাগ্য-কামনায় সেই বৃক্ষে যৌষ ষায়ী কশ্যপকে বন্ধন-পূরক নারদকে দান করেন। নারদ শুদ্ধ গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। ৭। অন্তত আছে,—দক্ষের অদিতি, দিতি, দমু, কালা, অলাম্ব, সিংহিকা, মুনি, প্রাণা, সুরমা, ক্রোধা, বিনতা, কক্ষ এই ষাদশ কস্তাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তদ্বশে বিনতা হইতে তাক্ষা, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আকণি জন্মগ্রহণ করেন। মুনির গর্ভে অলম্ববা,

মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীক, তিলোত্তমা, সুরঙ্গা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রত্না, মনোরমা, অসিতা, সুবাহ, সুব্রতা, সুম্বী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী, প্রভৃতি অঙ্গরা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মৌনেয় অঙ্গরা নামে খ্যাত। ইহার গর্ভজাত ভরণ্য ও বিবাবস্থ গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। মেনকা, সহজন্তা, পর্ণিনী, পুষ্টি-হলা, ক্রতুহলা, সূতাচী, বিখাচী, উর্কশী, প্রমোচা ও মনোবতী ইহার বৈদিকী অঙ্গরা নামে খ্যাত। (হরি)। ৮। মহর্ষি মরীচির ঔরসে, প্রজাপতি কর্দমের কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। (ভাগ)। ৯। কশ্যপ দক্ষের অদিতি, দিতি, দহু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, জোধবশা, তাত্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি নারী, ত্রয়োদশ কন্তাকে বিবাহ করেন। ১০। কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারি কন্তার অন্ততমা, পুলোমা ও কালকা, নারী দুই জনকে বিবাহ করেন। পুলোমার পৌলোম এবং কালকার কালকেয় নামে বষ্টি সহস্র যুগ-

কুশল সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন একাকী বর্গে গমনপূর্ব্বক এই সকল যজ্ঞবাদীদিগকে বিনাশ করেন। (ভাগ)। ১১। ত্র্যাক্ষণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংখ-পায়ন ও হারীত এই ছয়জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)। ১২। নক্ষত্রকল, শান্তিকল, কশ্যপ, আদ্রিসাদি অধর্কবেদের আচাধ্য। (ভাগ)। ১৩। বারাহকল্লের ষোড়শ স্বাপরে মহাদেব, ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চাবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারিপুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরম যোগী ছিলেন। (লি)। ১৪। কশ্যপের অন্ততমা পত্নী বিনতা হইতে গকড় ও অকর্ণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী নারী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া গোত্রকর পুত্র উৎপাদনার্থ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ত্রকণ্ডেজ প্রভাবে তাঁহার অসিত ও বৎসর নামে দুই ত্র্যম্বাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসরের পুত্র নৈঋত

ও রৈড্য এবং অসিতের পত্নী এক-
পর্ণার গর্ভজাত পুত্র শাণ্ডিলা ও
দেবল । ১৫ । কশ্যপ, নারদ ও
মহর্ষি পুরুষত ব্রহ্মার পুত্র । (লি) ।
১৬ । কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে
গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র
এবং স্তম্ভী নামী এক কন্যা জন্ম-
গ্রহণ করেন । এই স্তম্ভিকে
সগর নৃপতি বিবাহ করেন ।
মহর্ষি ঔর্ষের বরে স্তম্ভি যষ্টি
সহস্র পুত্র প্রসব করেন । কিন্তু
সকলেই কপিল-শাপে বিনষ্ট হয় ।
(বিষ্ণু) । ১৭ । কশ্যপ-পত্নী
দ্বিতী, গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানব-
দিগের বিবাহে তাঁহার অনেক
সন্তান বিনষ্ট হইলে, কশ্যপের
আরাধনা করিয়া ইন্দ্র-বিনাশী এক
সন্তান লাভের বরপ্রাপ্ত হন ।
ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ছল-
পূর্ব্বক দ্বিতীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া
প্রথমে সেই সন্তানকে সাত খণ্ডে
ও পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার
সাত সাত খণ্ডে অর্থাৎ উনপঞ্চাশ
খণ্ডে বিভক্ত করেন । এই উন-
পঞ্চাশ খণ্ড হইতেই উনপঞ্চাশ
যক্ষের উৎপত্তি হয় । (বিষ্ণু) ।
১৮ । সপ্তম যমজের শ্রাদ্ধদেব
মহুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি,
জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও
ভরদ্বাজ এই কয়জন গণ্য হইলেন ।

১৯ । বৈবস্বত যমজের বিষ্ণু,
কশ্যপ হইতে অদ্বিতি-গর্ভে
বায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । (বিষ্ণু) । ২০ । কশ্যপের
অন্ততম পুত্র ষ্টা, ষ্টার পুত্র
বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বিরূপ ।
(ব্রহ্মবৈ) । ২১ । কশ্যপের
পুত্র সূর্য্য । সূর্য্য মহাদেবের ভক্ত
মালী ও স্তমালীকে হনন করিতে
উদ্যত হইলে মহাদেব শূলের
আঘাতে সূর্য্যকে অচেতন করেন ।
পরে তিনি জ্ঞান লাভ করেন ।
(ব্রহ্মবৈ) । ২২ । মহর্ষি কশ্যপ
একজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ।
পরশুরাম একবিংশতি বার
পৃথিবী নিক্ষেপ করিয়া শেষে
তাঁহা কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন ।
(বরা) । ২৩ । দক্ষযজ্ঞে কশ্যপ
সদস্য পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন
এবং অবশেষে পলায়নপূর্ব্বক
আত্মরক্ষা করেন । (বায়) ।
২৪ । মুর নামক দৈত্য কশ্যপের
পুত্র ছিল । শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরে
নিহত হয় । (বায়) । ২৫ । মহর্ষি
কশ্যপ একজন গোত্রবর্ভক
ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অসিত,
দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি
আখ্যেয় প্রবর । (যজু) । ২৬ ।
মহর্ষি কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে
উলুক, অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ

করেন। (স্কন্দ-কাশী-উক্ত-১১)।

কশ্যপাশ্বজ—কশ্যপের পুত্র স্বৰ্ঘ।

(স্কন্দ-কাশী-পূ-২)।

কশ্যপেশ্বর—প্রভাস-ক্ষেত্রে কশ্যপেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন।

তাঁহাকে দর্শন করিলে ধনলাভ ও পুত্রলাভ হয়। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৩)।

কসেক—নরপতি ভরতের পুত্র শত

শৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের অন্ততম তনয় কসেক। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩২)।

কসেকমান—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নরপতি কসেকমানকে সংহার করিয়াছিলেন। (মহাভা বন-১২)।

কহোড়—মহর্ষি উদালকের পুত্রের নাম কেতকেতু ও কন্তার নাম হুজাতা। কহোড় নামে উদালকের এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি উদালক স্বীয় কন্তা হুজাতাকে কহোড়ের সহিত বিবাহ দেন।

হুজাতার গর্ভস্থিত সন্তান স্বীয় পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ক্রটি প্রদর্শন করেন। সেইজন্য কহোড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে

“অষ্ট অঙ্গ বক্র হইবে” বলিয়া শাপ দেন। তদবধি বালক

জন্মগ্রহণ করিয়াই অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। মহর্ষি কহোড় জনক রাজার সভাস্থিত বন্দী নামক ঋষি কর্তৃক বিচারে পরাজিত

হইয়া জননিমগ্ন হন। অষ্টাবক্র

বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ইহা জানিতে পারেন এবং বিচারে বন্দীকে পরাজিত করিয়া পিতার উদ্ধার-সাধন করেন। পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শাপ মোচন করেন এবং অষ্টাবক্র সমস্তা নদীতে অবগাহন করিয়া অঙ্গের সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহাভা-বন)।

কাংসা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের

কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং স্ততমু, কাংসা, কংসবতী, রাষ্ট্রপালী ও ককা নাম্নী পাঁচ কন্তা জন্মে।

তন্মধ্যে স্ততমু, (সুগাতী) অকুরের পত্নী ছিলেন। (হরি)।

কাকজজ্যিকা—অন্ধকাহুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, কাকজজ্যিকা তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। (মং)।

কাকতুণ্ড দুর্গ রাক্ষসের অন্ততম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭১)।

কাকতুণ্ডিকা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)।

কাকপাদ—শিবের অন্ততম অঙ্গুচর কাকপাদ শিবের ও পার্শ্বভীর বিবাহে ত্রিশকোটি অঙ্গুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কাকবর্ণ—মগধের দিগ্ন নাগবংশীয়

নরপতি শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ । তিনি ছাক্ষিশ বংশের গিরিব্রজে রাজত্ব করেন । (মৎ) ।

কাকিনী—পূর্বে শব্দর পার্শ্বতীর নিকট অধর্ম বেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেই সকল মন্ত্রের অনিবেদতা বড়বিধ—শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী । (কৃষ্ণ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২০) ।

কাকী—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী তাত্ত্বা হইতে কাকো, শোনী, ভাসী, স্ত্রীবা, শুচি ও গুপ্তিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক সকল জন্মে । (হরি) । তপ নাম বহু হইতে সমুৎপন্ন, মাতৃগণ, শিবা ও অশিবা নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আখ্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । কৃষ্ণদেবের প্রসাদে এই মাতৃগণ হইতে মহাবলপরাক্রান্ত লোহিত নেত্র আটটি শিশু জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারা ই বীরাষ্টক নামে খ্যাত । (মহাভা-বন-২২৬) ।

কাকুৎস্থ—ইক্ষাকু বংশীয় নৃপতি সোমদত্তের পুত্র । (রামা-আদি-৪৭) ।

কাকুৎস্থ—পরশুরবংশীয় কাঙ্ক্ষারণ, কপিমুখ, কাকুৎস্থ, জপাতি ও পুঙ্কর এই পাঁচজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি, কক্ষ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন । তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । (মৎ) ।

কাকীবান্—বলিরাজার সহধর্মিণী সুরদেয়া হইতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অন্ন, বজ্র, সূক্ষ, পুণ্ড্র ও কলিন্দ নামে পাঁচ পুত্র এবং সুরদেয়ার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কাকীবান্ নামে এক পুত্র জন্মে । কাকীবান্ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন । কাকীবানের বহু পুত্র জন্মে, তাঁহারা কোমাণ্ড ও গৌতম আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন । মহর্ষি দীর্ঘতমাও সুরভির আশ্রাণে চক্ষুমান হইয়া গৌতম নামে বিখ্যাত হন । (মৎ) ।

কাকন—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য কাকন নামে খ্যাত ছিলেন । (লিঃ) । বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় ভীষ্মের পুত্র কাকন । কাকনের পুত্র হুহোত্র । সোম-বংশীয় ভীষ্মের পুত্র কাকন, কাকনের পুত্র হোত্রক, হোত্রকের পুত্র জঙ্ঘ । (ভাগ) । অমাবসু দেখ ।

কাকনপ্রভা—সোমবংশীয় নরপতি ভীষ্মের পুত্র কাকনপ্রভা । কাকন-

প্রভার তনয় মহাবলশালী বিদ্বান্ ছিলেন। (মৎ)। কাথ নামে
 হুহোজ, হুহোজের পত্নী কেশীনীর
 গর্ভে রাজর্ষি জরুর জন্ম হয়। এই
 জরুই গন্ধাকে পান করিয়াছিলেন।
 (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে ভীমের
 পুত্রের নাম কাঞ্চন।
 কাঞ্চনগীর্ষী—সুবর্ণগীর্ষীর অন্ত নাম।
 (সুবর্ণগীর্ষী দেখ)।
 কাঞ্চনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-
 সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে
 কাঞ্চনানন্দী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
 অশ্বচর কনকেক্ষণকে প্রদান
 করেন। (বাম)।
 কাঠ্য—অন্ধিরা বংশীয় মহর্ষি কাঠ্য
 একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
 ছিলেন। তাঁহাদের অন্ধিরা,
 দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি
 আর্গেয় প্রবর। (মৎ)।
 কাণ্ডশয়—পরশুরবংশীয় কাণ্ডশয়,
 বাহনপ, জৈক্ষপ, ভোমতাপল ও
 গোপালি এই পাঁচ জন গোত্র-
 প্রবর্তক ঋষি গৌরপরশুর
 সংজ্ঞায় অভিহিত। তাঁহাদের
 পরশুর, শক্তি ও বশিষ্ঠ, এই
 তিনটি আর্গেয় প্রবর। (মৎ)।
 কাথ—ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ
 পুত্রের অন্ততম মুদগল। তাঁহার
 পুত্রগণ মোদগল্য নামে অভিহিত
 ক্ষত্রোপেত বিজাতি ছিলেন। কাথ
 ও মুদগলগণ অন্ধিরসের পক্ষহৃত

ছিলেন। (মৎ)। কাথ নামে
 এক মহর্ষি ছিলেন। (কন্দ-প্রভা-
 প্রভা-২৫৫)।
 কাথায়ণ—ভরতবংশীয় নরপতি
 হস্তীর অন্ততম পুত্র অজমীঢ়। এই
 অজমীঢ়ের চারি পত্নীর অন্ততমা
 কেশীনীর গর্ভে কথ জন্মগ্রহণ
 করেন। কথের পুত্র মেধাতিথি।
 মেধাতিথির পুত্রেরা কাথায়ন
 নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)।
 অজামীঢ় দেখ।
 কাথক্য—মহর্ষি কাথক্য একজন
 বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন।
 (ঋগ্)।
 কাত্য—মহর্ষি কাত্য প্রভাসতীর্থে
 বাস করিতেন। (কন্দ-প্রভা-
 প্রভা-২২)।
 কাত্যায়ন—অযোধ্যাপতি মহারাজ
 দশরথের অন্ততম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী।
 (রামা আদি-৭)। কাত্য ঋষির
 পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন কবন্ধি
 মহর্ষি পিঙ্গলাদেবের শিষ্য ছিলেন।
 তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-
 পরায়ণ ছিলেন। (প্রঃ উঃ)।
 মহর্ষি গৃৎসমদেবের শিষ্য কাত্যায়ন
 ঋষি বেদের অতুল্যকার
 রচয়িতা। (ঋগ্)। মহর্ষি বাজ-
 বক্যের দুই ভ্রাতা, জ্যোষ্ঠা কল্যাণী
 (বা কাত্যায়নী) এবং কনিষ্ঠা
 মৈত্রেয়ী। এই কাত্যায়নী হইতে

বারণ করিলেন। রাজা সেই মন্ত্রপুত্র জল খীর পাদে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অবধি তিনি কন্যাধিপাদ (বিচিত্র বর্ণপাদ) নামে বিখ্যাত হইলেন। একদা রাক্ষসরূপী কন্যাধিপাদ রাজা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সুরধরত এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। ব্রাহ্মণী ক্রূপিত হইয়া তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, “তুমি স্ত্রী-সহবাস করিলেই নিহত হইবে।” শাপ মোচনান্তে তিনি আর স্ত্রী-সহবাস করেন নাই বলিয়া নিঃসন্তান হন। সেজন্য বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহার স্ত্রী মদনমতীর গর্ভ বিধান করেন। রাজ-মহিষী লীগ-কাল গর্ভ ধারণ করিয়াও সন্তান প্রসব না করাতে বশিষ্ঠ ঋষি অশ্বধারা গতে আঘাত করিলে পর তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। সেইজন্য উক্ত পুত্র অশ্বক নামে খ্যাত হন। (ভাগ)। (৪) ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যার অধিপতি কন্যাধিপাদ একদিন যুগয়া করিতে যাইয়া শ্রান্তক্লান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। শক্তি অগ্রে বাইতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে

বলিলেন, কিন্তু শক্তি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সেজন্য রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন। এই অপরাধে শক্তি তাঁহাকে রাক্ষস হইবি বলিয়া অভিশাপ দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়া শক্তিকে তক্ষণ করিল, এবং তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাপুত্রকে নিহত করিল। এইরূপে বশিষ্ঠের শত পুত্র কন্যাধিপাদ কর্তৃক নিহত হইল। পরে বশিষ্ঠ ঋষির অমুগ্রহেই তিনি শাপমুক্ত হন। অপুত্রক কন্যাধিপাদের পরীতে বশিষ্ঠ অশ্বক নামক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভা)। (৫) ইক্ষাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কন্যাধিপাদ, কন্যাধিপাদের পুত্র সর্ষকশ্বা, সর্ষকশ্বার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিয়। (মৎ-১২)। অনরণ্য ও ঋতুপর্ণ দেখ।

কল্যাণিনী—অষ্টবহুর অন্ততম ধর। এই ধরের অন্ততমা পরী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

কল্যাণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কান্তিকেশের অমুচরী কল্যাণদায়িনী যাতৃগণের মধ্যে কল্যাণী অন্ততমা ছিলেন। (মহাভা)। অষ্টমা দেখ। (২) দেবী

পার্বতী রজকোটি তীর্থে কল্যাণী নামে বিধাতা। (ঋদ্-আব-বেরা-১২৮)।

কন্তু—চেন্দীবংশীয় রাজর্ষি কন্তু শত উষ্ট্র ও শত সহস্র গোদান করিয়া ছিলেন। (ঋগ্)।

কশেক, কশেক—মহর্ষি কশেক পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভার্থ জনকবংশীয় কেশীন্দ্র গমন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কন্তপ ১। মরীচির পুত্র কশাপ। কন্তপের পুত্র নিবন্ধান্। বিবন্ধানের পুত্র মনু। (রামা-আদি-৭০)।

২। কন্তপ ব্রহ্মাব পৌত্র। (রামা-অযো-১১০)। ৩। পূর্বকালে কন্দম, বিকৃত, শেখ, সংশ্রয়, যুগ্ম, মরীচি, অস্থি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবন্ধান্, অরিষ্টনেমী ও কন্তপ ইহার প্রজাপতি ছিলেন। তন্মধ্যে কন্তপ দক্ষের বষ্টি কন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দমু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নামী আটজনকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে আদিত্যাগণ, বহগণ, রজগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ত্রয়োদশিগণ দেবতা উৎপন্ন হন। দিতি দৈত্যগণকে, দমু অশ্বগণ নামক এক পুত্র এবং কালকা নরক কালক নামে দুই পুত্র প্রসব

করেন। তাম্রার গর্ভে কন্তপের ক্রোধকী, ভানী, শ্রেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচ কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোধবশার গর্ভে যুগী, যুগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতকী, শাদ্‌লী, শেতা, সুরভী, সুরসা ও কঙ্ক এই দশ কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা কন্তপের অন্ততমা পত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন, কন্তপ-পত্নী অনলার গর্ভে প্রেশস্ত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষসকল জন্মগ্রহণ করে। (রামা-আর-১৪) মহর্ষি কন্তপ উত্তর দিকে বাস করতেন। লঙ্ক-সমর বিজয়ী রামকে আলীঙ্গন করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা-উক-১)। ৪। মহর্ষি মরীচির পুত্র কন্তপ একজন ঋষিদের মন্ত্রভ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)। ৫। মহর্ষি কন্তপ দক্ষ প্রজাপতির বষ্টি সংখ্যক কন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দমু, অরিষ্টা, সুরমা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কঙ্ক, মূনি ও শ্বশা নামী ত্রয়োদশটি কন্তাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কন্তপের দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নামী এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। দমু

হইতে বিশ্বকর্মা, শকুনি, সঙ্কশিরা, বিভু, শঙ্কর, বিরাধ, গবেষী, কুম্ভভি, অয়োমুখ, শবর, কপিল, বামন, মরীচি, মধবান্, ইরা, বৃক, বিকোভণ, কেতু, কেতুবীৰ্য, শত-
ব্রুদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, গর্গশিরা, মহাবাহু, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিজ্রাবন, স্বর্ভাষ, বৃষপক্ষী, তুহু, সূর্য, নিচন্দ্র, উর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, স্নেহশী, শঠ, বলক, মন, গগনমূৰ্দ্ধা, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়
কুপথ, ত্রয়গ্রীব, বিম্বপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমার, শবর, শবভ, শলা, বিপ্রচিহ্নি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তাম্রা হইতে কাকী, শেনী, ভাসী, সূগ্রীবী, শুচিকা ও গুহ্রিকা নামী ছয় কন্যা; বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড়, সুরসা হইতে অপরিমিত ভেজঃসম্পন্ন
সহস্র সর্প, কক্ষর গর্ভে কাশ্রবেয় নাগগণ, সুরভির গর্ভে একাদশ রুদ্র, গোগণ ও মহিষগণ, ইরা হইতে বৃক, লতা, বলী, তৃণ
জাতিসমূহ, স্বসা হইতে বৃক, রাক্ষস ও অঙ্গরা সকল, অরিষ্টা হইতে মহাবলশালী গন্ধরূগণ, ক্রোধবশা হইতে সমুদ্র

দংশী, স্থলজজন্তু ও পক্ষিগণ, এবং অদিতি হইতে আদিত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৫। পুরাকালে কশ্যপ স্বীয় শিষ্য বরুণের বজ্রীয় ছদ্মদাত্তী গোসমুদ্র হরণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের সুরভি ও অদিতি নামী দুই ভাৰ্য্যা গোসকল প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত ছিলেন। বরুণ প্রতিকারার্থী হইয়া ত্রিম্বার শরণাপন্ন হইলেন। ত্রিম্বা কশ্যপকে পৃথিবীতে বসুদেব রূপে এবং সুরভি ও অদিতিকে বসুদেবের স্ত্রী দেবকী ও রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে শাপ দেন। (হবি)। ৬। কশ্যপ স্বীয় পত্নী অদিতির পুণ্যক ব্রতের নিমিত্ত পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি সৌভাগ্য-কামনায় সেই বৃক্ষে স্বায় স্বামী কশ্যপকে বন্ধন-পূরক নারদকে দান করেন। নারদ শুষ্ক গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। ৭। অন্ত্র আছে,—দক্ষেও অদিতি, দিতি, দমু, কালা, অলায়, সিংহিকা, মুনি, প্রোধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা, কক্ষ এই দ্বাদশ কন্তাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা হইতে তাক্ষী, অরিষ্টেনেয়ী, গরুড়, অরুণ ও আকণি জন্মগ্রহণ করেন। মুনির গর্ভে অলম্বা,

মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীক, তিলোত্তমা, সুরঙ্গা, লক্ষণা, কেশা, রত্না, মনোরমা, অসিতা, স্ববাহু, সুরভা, সুরমুখী, সুরগ্রীবা, সুরঙ্গা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী, প্রভৃতি অঙ্গরা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা যোনের অঙ্গরা নামে খ্যাত। ইহার গর্ভজাত ভরণ্য ও বিশ্বাবস্থ গন্ধর্ব নামে খ্যাত। মেনকা, সহজন্তা, পর্ণিনী, পুষ্টি-হলা, ক্রতুহলা, হৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্কশী, প্রমোচা ও মনোবতী ইহারা বৈদিকী অঙ্গরা নামে খ্যাত। (হরি)। ৮। মহর্ষি মরীচির ঔরসে, প্রজাপতি কক্ষ্মের কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পুর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। (ভাগ)। ৯। কশ্যপ দক্ষের অদিতি, দিতি, দহু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, কোধবশা, তাত্তা, সুরভি, সরমা ও তিমি নামী, ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। ১০। কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যার অন্ততমা, পুলোমা ও কালকা, নামী দুই জনকে বিবাহ করেন। পুলোমার পৌলোম এবং কালকার কালকের নামে ষটি সহস্র যুদ্ধ-

কুশল সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন একাকী অর্গে গমনপূর্বক এই সকল যজ্ঞবাতীদিগকে বিনাশ করেন। (ভাগ)। ১১। ত্রয়াকণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকুতত্রণ, শিং-পায়ন ও হারীত এই ছয়জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)। ১২। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আদিত্রসাদি অধর্ষবেদের আচাৰ্য। (ভাগ)। ১৩। বারাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব, ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চাবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারিপুত্র ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরম যোগী ছিলেন। (লি)। ১৪। কশ্যপের অন্ততমা পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অকর্ণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া গোত্রকর পুত্র উৎপাদনার্থ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মভেজ প্রভাবে তাঁহার অসিত ও বৎসর নামে দুই ত্রক্ষবাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসরের পুত্র নৈঋব

ও রৈভ্য এবং অসিতের পত্নী এক-
পর্ণার গর্ভজাত পুত্র পাণ্ডিত্য ও
দেবল । ১৫ । কশ্যপ, নারদ ও
মহর্ষি পর্কত ব্রহ্মার পুত্র । (লি) ।
১৬ । কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে
গকড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র
এবং স্তম্ভতী নামী এক কন্যা জন্ম-
গ্রহণ করেন । এই স্তম্ভতিকে
সগর নৃপতি বিবাহ করেন ।
মহর্ষি ঔর্যের বরে স্তম্ভতি যষ্টি
সহস্র পুত্র প্রসব করেন । কিন্তু
সকলেই কপিল-শাপে বিনষ্ট হয় ।
(বিষ্ণু) । ১৭ । কশ্যপ-পত্নী
দ্বিতী, গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানব-
দিগের বিবাহে তাঁহার অনেক
সন্তান বিনষ্ট হইলে, কশ্যপের
আরাধনা করিয়া ইন্দ্র-বিনাশী এক
সন্তান লাভের বরপ্রাপ্ত হন ।
ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ছল-
পূরক দ্বিতীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া
প্রথমে সেই সন্তানকে সাত খণ্ডে
ও পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার
সাত সাত খণ্ডে অর্থাৎ উনপঞ্চাশ
খণ্ডে বিভক্ত করেন । এই উন-
পঞ্চাশ খণ্ড হইতেই উনপঞ্চাশ
মকড়ের উৎপত্তি হয় । (বিষ্ণু) ।
১৮ । সপ্তম মন্বন্তরে জ্যোতিষদেব
মহুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি,
জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও
ভরদ্বাজ এই কয়জন গণ্ডি ছিলেন ।

১৯ । বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু,
কশ্যপ হইতে অদ্বিতি-গর্ভে
বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । (বিষ্ণু) । ২০ । কশ্যপের
অন্ততম পুত্র যুষ্টা, যুষ্টার পুত্র
বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বিরূপ ।
(ব্রহ্মবৈ) । ২১ । কশ্যপের
পুত্র সূর্য্য । সূর্য্য মহাদেবের তত্ত্ব
মালী ও স্তমালীকে হনন করিতে
উদ্যত হইলে মহাদেব শূলের
আঘাতে সূর্য্যকে অচেতন করেন ।
পরে তিনি জ্ঞান লাভ করেন ।
(ব্রহ্মবৈ) । ২২ । মহর্ষি কশ্যপ
একজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ।
পরশুরাম একবিশতি বার
পৃথিবী নিক্ষেপ করিয়া শেষে
তাঁহা কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন ।
(বরা) । ২৩ । দক্ষযজ্ঞে কশ্যপ
সদস্য পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন
এবং অবশেষে পলায়নপূর্ব্বক
আত্মরক্ষা করেন । (বাম) ।
২৪ । মুর নামক দৈত্য কশ্যপের
পুত্র ছিল । শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরে
নিহত হয় । (বাম) । ২৫ । মহর্ষি
কশ্যপ একজন গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অসিত,
দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি
আর্য্যে প্রবর । (মৎ) । ২৬ ।
মহর্ষি কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে
উলুক, অরুণ ও গকড় জন্মগ্রহণ

করেন । (স্বন্দ-কাশী-উক্ত-১১) ।

কশ্যপাশ্বজ—কশ্যপের পুত্র সূর্য্য ।

(স্বন্দ-কাশী-পূ-২) ।

কশ্যপেশ্বর—প্রভাস-ক্ষেত্রে কশ্য-
পেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন ।

তাঁহাকে দর্শন করিলে ধনলাভ ও
পুত্রলাভ হয় । (স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-১১৩) ।

কসেরু—নরপতি ভরতের পুত্র শত
শৃঙ্গ । শতশৃঙ্গের অন্ততম তনয়

কসেরু । (স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩২) ।

কসেরুমান—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নর-
পতি কসেরুমানকে সংহার
করিয়াছিলেন । (মহাভা বন-১২১)

কহোড়—মহর্ষি উদ্ধালকের পুত্রের
নাম শ্বেতকেতু ও কন্তার নাম
সুজাতা । কহোড় নামে উদ্ধাল-
কের এক শিষ্য ছিলেন । মহর্ষি
উদ্ধালক স্বীয় কন্তা সুজাতাকে
কহোড়ের সহিত বিবাহ দেন ।

সুজাতার গর্ভস্থিত সন্তান স্বীয়
পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ক্রটি
প্রদর্শন করেন । সেইজন্য
কহোড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে
“অষ্ট অঙ্গ বক্র হইবে” বলিয়া

শাপ দেন । তদবধি বালক
জন্মগ্রহণ করিয়াই অষ্টাবক্র নামে
খ্যাত হন । মহর্ষি কহোড় জনক
রাজার সভাস্থিত বন্দী নামক
ঋষি কর্তৃক বিচারে পরাজিত

হইয়া জলনিমগ্ন হন । অষ্টাবক্র
বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ইহা জানিতে
পারেন এবং বিচারে বন্দীকে
পরাজিত করিয়া পিতার উদ্ধার-
সাধন করেন । পিতা সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহার শাপ মোচন করেন এবং
অষ্টাবক্র সম্রাট নদীতে অবগাহন
করিয়া অঙ্গের সমভাব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । (মহাভা-বন) ।

কাংসা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের
কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং স্ততলু,
কাংসা, কংসবতী, রাষ্ট্রপালী ও
কঙ্কা নামী পাঁচ কন্তা জন্মে ।
তন্মধ্যে স্ততলু, (সুগান্ধী)
অকুরের পত্নী ছিলেন । (হরি) ।

কাকজজিকা—অকবাহুরের রক্ত
পান করিবার জন্য মহাদেব যে
সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন,
কাকজজিকা তাঁহাদের অন্ততমা
ছিলেন । (মৎ) ।

কাকতুণ্ড দুর্গ রাক্ষসের অন্ততম
সেনাপতি । (স্বন্দ-কাশী-পূ-৭১) ।

কাকতুণ্ডিকা—কাশ্মিরস্থিত চতুঃষষ্টি
যোগিনীর অন্ততমা । (স্বন্দ-
কাশী-পূ-৪৫) ।

কাকপাদ—শিবের অন্ততম অঙ্গুর
কাকপাদ শিবের ও পার্শ্বতীর
বিবাহে ত্রিশকোটি অঙ্গুর সহ
উপস্থিত ছিলেন । (লি) ।

কাকবর্ণ—সগন্ধের শিশু নাগবংশীয়

নরপতি শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ । তিনি ছান্দ্রিষ বংশের গিরিব্রজে রাজত্ব করেন । (মৎ) ।

কাকিনী—পূর্বে শব্দর পার্শ্বতীর নিকট অথর্ব বেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেই সকল মন্ত্রের অধিদেবতা বড়বিধ—শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী । (ঋক-ব্রহ্ম-ধর্ম-২০) ।

কাকী—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও কণ্যাপের পত্নী তাম্রা হইতে কাকী, শোনী, ভাসী, সূগ্রীবী, তুচি ও গুত্রিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক সকল জন্মে । (হরি) । তপ নামা বক্রি হইতে সমুৎপন্ন, মাতৃগণ, শিবা ও অশিবা নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্ধ্যা, পলালা ও বেমিরা এই সাতটি শিশুমাভা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । ঋকবেদের প্রসাদে এই মাতৃগণ হইতে মহাবলপরাক্রান্ত লোহিত নেত্র আটটি শিশু জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারা ই বীর্যটক নামে খ্যাত । (মহাভা-বন-২২৬) ।

কাহ্নুংহ—ইক্কাহু বংশীয় নরপতি সোমদত্তের পুত্র । (রামা-আদি-৪৭) ।

কাকেরু—পরশরবংশীয় কার্কাষণ, কপিমুখ, কাকেরু, অপাতি ও পুঙ্কর এই পাঁচজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি, কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন । তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । (মৎ) ।

কাকীবান্—বলিরাজার সহধর্মিণী সূদেষ্কা হইতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, যুজ্ঞ, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র এবং সূদেষ্কার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কাকীবান্ নামে এক পুত্র জন্মে । কাকীবান্ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন । কাকীবানের বহু পুত্র জন্মে, তাঁহারা কৌমাণ্ড ও গৌতম আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন । মহর্ষি দীর্ঘতমাও সুরভির আশ্রমে চক্ষুমান হইয়া গৌতম নামে বিখ্যাত হন । (মৎ) ।

কাকন—একজন শিবাবতার যোগাচাধ্য কাকন নামে খ্যাত ছিলেন । (লিঃ) । বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় ভীমের পুত্র কাকন । কাকনের পুত্র সুহোত্র । সোম-বংশীয় ভীমের পুত্র কাকন, কাকনের পুত্র হোত্রক, হোত্রকের পুত্র জহু । (ভাগ) । অমাবসু দেখ ।

কাকনপ্রভা—সোমবংশীয় নরপতি ভীমের পুত্র কাকনপ্রভা । কাকন-

প্রভার তনয় মহাবলশালী বিদ্বান্
সুহোত্র, সুহোত্রের পত্নী কেশীনীর
গর্ভে রাজর্ষি অহর জন্ম হয়। এই
অহুই গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন।
(হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে ভীমের
পুত্রের নাম কাঞ্চন।

কাঞ্চনগীবী—সুবর্ণগীবীর অন্য নাম।
(সুবর্ণগীবী দেখ)।

কাঞ্চনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-
সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে
কাঞ্চনানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
অশ্বচর কনকেক্ষণকে প্রদান
করেন। (বাম)।

কাঠা—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি কাঠা
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা,
দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি
আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ডশয়—পরশুরবংশীয় কাণ্ডশয়,
বাহনপ, জৈক্ষপ, ভোমতাপল ও
গোপালি এই পাঁচ জন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি গৌরপরশর
সংজ্ঞায় অভিহিত। তাঁহাদের
পরশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ, এই
তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাধ—ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ
পুত্রের অন্যতম মুদগল। তাঁহার
পুত্রগণ মৌদগল্য নামে অভিহিত
কৃত্রোপেত দ্বিজাতি ছিলেন। কাধ
ও মুদগলগণ অঙ্গিরসের পঞ্চভূক্ত

ছিলেন। (মৎ)। কাধ নামে
এক মহর্ষি ছিলেন। (স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-২৫৫)।

কাধাষণ—ভরতবংশীয় নরপতি
হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। এই
অজমীঢ়ের চারি পত্নীর অন্যতম
কেশীনীর গর্ভে কধ জন্মগ্রহণ
করেন। কধের পুত্র মেধাতিথি।
মেধাতিথির পুত্রেরা কাধাষণ
নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)।
অজমীঢ় দেখ।

কাথক্য—মহর্ষি কাথক্য একজন
বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন।
(ঋগ্)।

কাত্য—মহর্ষি কাত্য প্রভাসতীর্থে
বাস করিতেন। (স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-২২)।

কাত্যায়ন—অযোধ্যাপতি মহারাজ
দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী।
(রামা আদি-৭)। কাত্য ঋষির
পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন কবন্ধি
মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন।
তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-
পরায়ণ ছিলেন। (প্রঃ উঃ)।
মহর্ষি গৃৎসমদের শিষ্য কাত্যায়ন
ঋষি বেদের অহুক্রমকার
রচয়িতা। (ঋগ্)। মহর্ষি বাজ-
বক্যের দুই জ্যেষ্ঠা কল্যাণী
(বা কাত্যায়নী) এবং কনিষ্ঠা
মৈত্রেয়ী। এই কাত্যায়নী হইতে

বেদসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন
জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-
নাগ-১২৯:৩০)।

কাত্যায়নী—মহিষাসুরের আক্রমণে
বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরণাপন্ন
হইলে, তাঁহাদের কুপিত বদন-
মণ্ডল হইতে এক তেজ নির্গত হয়।
সেই তেজরূপিনী কস্তা কাত্যায়ন
ঋষির আশ্রমে পরিবর্দ্ধিতা হন
এবং কাত্যায়নের নাম অনুসারেই
তাঁহার নাম কাত্যায়নী হয়।
(বাম)। নবদুর্গার অন্ততমা দেবী
কাত্যায়নী। তিনি দক্ষযজ্ঞ
বিনাশকালে বীরভদ্রের সঙ্গ
ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩)।
মহর্ষি ষাণ্মবক্ষ্যের কাত্যায়নী ও
মৈত্রেয়ী নামে দুই পত্নী ছিলেন।
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কাত্যায়নী হইতে
বেদসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি
কাত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন।
(স্কন্দ-নাগ : ২২-১৩০)।

কাত্যায়নেশ্বর—কানীস্থিত একটি
শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কানী-পূ-৬৫)।

কানিন, কানীন—বিষ্ণু মহাবংশীয়
দেবদত্তের পুত্ররূপে অগ্নিবেশ্র নামে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহর্ষি
অগ্নিবেশ্র, কানীন ও জাতুকর্ণ
নামে বিখ্যাত ছিলেন। (ভাগ)।

কান্ত—দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের
অন্ত নাম কান্ত। (মহাভা)।

কান্তক—শিবের অন্ততম অমুচর
কান্তক, শিব ও পার্বতীর বিবাহে
বহু কোটি গণপরিবৃত হইয়া
উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কান্তা—১। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ষোড়শ
গোপীর অন্ততমা কান্তা ছিলেন।
(স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮)। ২। দক্ষের
শত কস্তার মধ্যে কান্তা,
জয়া প্রভৃতি দশটি কুমন্ত্রণের স্ত্রী
ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯)।
কান্তি—সূর্য্যের কস্তার নাম কান্তি।
কান্তির অন্ত নাম সূর্য্য। (ঋগ্)।
সূর্য্য দেখ।

কান্তিমতি, কান্তিমতী—১। বারা-
ণসীর নরপতি স্প্রতিশেকের অন্ততমা
পত্নী কান্তিমতী সূর্য্য নামে
এক পুত্র প্রসব করেন।
(বরা)। ২। নরপতি ভদ্রা-
শ্বের পত্নীর নাম কান্তিমতী।
তাঁহার পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন।
আশ্বিনের শুক্লা ষাদশীতে পদ্মনাভ
ষাদশী ত্রয়োদশীর রাত্রিতে বিষ্ণুগৃহে
প্রদীপ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই
পুণ্যের ফলে তাঁহার রাজা ও রাণী
হইয়াছিলেন। (বরা)। ৩। পূর্ব্বকালে
কাম্পিল্য নগরে বীরবাহ নামে এক
রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম
কান্তিমতী ছিল এবং তাঁহার
উভয়েই পরম ধার্মিক ছিলেন।
(স্কন্দ-বিষ্ণু-মার্গ-১১)। ৪। শাকল

দেশে শুধু নামে এক শ্রীবৎস বংশীয়
বেঙ্কাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী
কান্তিমতী অতিশয় পতিপরায়ণা
ছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৮)।

৫। মহর্ষি গালবের কান্তিমতী
নামে এক কন্যা ছিলেন। (স্কন্দ-
সেতু-৮)। ৬। সমুদ্রমহানে যে
সকল অঙ্গরার উদ্ভব হইয়াছিল,
কান্তিমতী তাঁহাদের অন্যতমা
ছিলেন। (স্কন্দ-কালী-পূ-৯)।

কান্তিশালী—বিদ্যাধর কান্তিশালী,
মহর্ষি দুর্কাদার শাপে ঘোটক
হইয়া জয়গ্রহণ করেন। পরে
শোণপর্বতে প্রাণত্যাগ করিয়া
শোণ শব্দে রূপায় মুক্তিলাভ
করেন। (স্কন্দ-মাহে-অরু-
উ-২২)।

কাপট—অশ্বর্ষের পত্নী মিপ্যা।
মিথ্যার ভ্রাতা কাপট। (ব্রহ্মবৈ)।
কাপালী—শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুতমা স্ত্রী
যৌথিষ্টিরী হইতে যুথিষ্টির, চিত্র-
ঘোষী, কাপালী ও গরুড় জয়গ্রহণ
করেন। (হরি)।

কাপালীকেশরী—কপালেশ্বর শিবের
শক্তি। (স্কন্দ-মহা-কুমা-৩৩)।

কপালেশ্বর দেখ।

কাপিলেশ—মহর্ষি পঞ্চশিখকে
তাঁহার গুরু আত্মরীর পত্নী কপিলা
সুত্তদান দ্বারা পালন করিয়াছিলেন,
তজ্জন্ত পঞ্চশিখ কাপিলেশ নামেও

অভিহিত হইতেন। (মহাভা-
শান্তি-২১৮)।

কাপিষ্টল—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-
নাগ-২০৬)।

কাপেশ—মহর্ষি কাপেশ মহাদেবের
আরাধনা করিয়া বিদ্বান্ হইয়া-
ছিলেন। (কুশ)।

কাবেরী—১। নরপতি যুবনাস্থের
কন্তার নাম কাবেরী। তিনি চন্দ্র-
বংশীয় নরপতি জরুর পত্নী ছিলেন।
কাবেরী হইতে জরুর স্নহ নামে
এক পুত্র জন্মে। স্নহের পুত্র
অজক। (হরি)। আবার এই
হরিবংশেরই অন্তর আছে, জরুর
পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ।
জরু ও অজপ দেখ। (২) কাবেরী
নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-
আব-রেবা-২২)।

কাব্য—অগ্নিদত্ত, অনগ্নিদত্ত, কাব্য,
বহিষদ, অগ্নিষাস্ত ও সৌমা ঈহার
সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক
বলিয়া নিদ্রিষ্ট। পিতৃলোক হইতে
দেব ও দানব এবং দেবতা হইতেই
এই চরাচর জগৎ আত্মপূর্কাক্রমে
উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষিরা পিতৃ-
গণকে বশু বলিয়া থাকেন। (মহু)।
তামস মনস্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি,
জরু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্,
এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন এবং
সত্য নামক দেবগণ ছিলেন।

(হরি)। কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে জ্বন, ভাবন প্রকৃতি নামে ভার্গব বংশীয় ষাণ্ঠ জন যাত্তিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। অস্ত্র দেখ।

কাম, কামদেব—১। ধর্মের পত্নী ও মক্ষের কন্যা সঙ্করা হইতে সঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্করের তনয় কাম। (ভাগ)। ধর্মের পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম জন্মগ্রহণ করেন। কামের পত্নী রতি হইতে ষণ ও হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঙ্গদেশে কামদেবের আশ্রম ছিল। একদা মহাদেব ধ্যানস্থ হইয়া তপস্তা করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে তপোভঙ্গ হইলে তিনি দেবগণের সহিত বিলাস-স্থলে গমন করেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহার চিন্তাবিকার উৎপাদন করেন। সেইজন্ত মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার অঙ্গ স্থলিত ও ভস্মসাৎ হইয়া যায় এবং তদবধি তিনি অনঙ্গ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ স্থলিত হইয়াছিল সেই স্থান অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়। কামদেবের আশ্রমস্থিত-ধর্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষপরম্পরা-ক্রমে কামদেবের শিষ্য ও নিম্পাপ। (রামা)। বৃহস্পতি-প্রমুখ দেব-

গণের অঙ্গুরোধে কামদেব মহা-দেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া ভস্মীভূত হন। পরে কামদেবের স্ত্রী রতির অঙ্গুরোধে মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন—“যে সময় তুণ্ড মুনির শাপে সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু বহুদেব তনয়রূপে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার যে পুত্র হইবে, তাঁহাকে তোমার পতি কামদেব বলিয়া জানিও।” রতি এই বর লাভ করিয়া সন্তুষ্টিভঙ্গে গমন করিলেন। (লি)। রতি মাতা অবলম্বন-পূর্বক শব্বরের মায়াবতী নারী পত্নীরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। (হরি)। শব্বর ঐক্যের পুত্র প্রহ্মায়কে ভগ্নিবার পর ষষ্ঠদিনে অপহরণ-পূর্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি মংস্ত্র তাহাকে গ্রাস করে, সেই মংস্ত্র ধৃত হইয়া আবার শব্বরের নিকট আনীত হয়। শব্বরের স্ত্রী মায়াবতী তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রতিপালন করেন। প্রহ্মায় ঘোবনপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া শব্বরকে বিনাশ করেন এবং পরে মায়াবতীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। (বিষ্ণু)। ২। ধর্মের অস্ত্রতমা পত্নী ও মক্ষের কন্যা শ্রদ্ধার গর্ভে কামের জন্ম হয়।

কামের পুত্র হর্ষ ও দেবানন্দ। (কুর্শ)। ৩। কামদেব ও রতিদেবী
ত্রয়ো হইতে জন্মগ্রহণ করেন।
রতিদেবী কামদেবেরই জ্ঞী। সতী
দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের
কন্তা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ
করেন এবং মহাদেবকেই
পতিরূপে পাইতে তপস্তা করেন।
মহাদেব একদা হিমালয়ের ভবন-
সন্নিধানে অবস্থানপূর্বক তপস্তায়
নিযুক্ত ছিলেন। পার্বতী ইহা
জানিতে পারিয়া, প্রতিদিন তাঁহাকে
পূজা করিবার জন্ত গমন
করিতেন। ইচ্ছা ইহা অবগত
হইয়া, কামদেবকে তথায় যাইয়া
মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে
বলেন। কামদেব বটবৃক্ষমূলে
অবস্থিত মহাদেবের প্রতি বাণ
নিষ্ক্ষেপ করিলে, মহাদেব ক্রুদ্ধ
হইয়া তাঁহার কপালস্থিত নেত্রের
অগ্নিধারা তাঁহাকে ভস্ম করেন।
(ব্রহ্মবৈ)। ৪। ধর্ম, কাম, কাল,
বসু, বাহুবী, অনন্ত ও কপিল ঐষ্ট
সপ্ত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতে-
ছেন। ইহার। দিক্‌পাল নামে
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা)।
একবার কামদেব ইন্দ্রের
অহরোধে ভৃগুবংশীয় দেবদত্ত
ঋষির তপস্তায় বিস্ম উৎপাদন
করিয়াছিলেন। (বরা)। ত্রক্ষর

হ্রদয় হইতে কুসুমায়ুধ কামদেবের
জন্ম হয়। ত্রক্ষা স্বয়ং তাঁহার শরে
জর্জরিত হইয়া, স্বীয় কন্তা
শতরূপাতে উপগত হইয়াছিলেন।
এইজন্ত তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর কর্তৃক
ভস্মীভূত হইবে বলিয়া কামদেবকে
শাপ দেন। পরে কামদেবের কাতর
প্রার্থনায় প্ৰীত হইয়া বলেন যে,
বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে
ব্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও ভরতবংশের
অবসানে মৎস্ত রাজ্যের পুত্র হইয়া
তুমি জন্মগ্রহণ করিবে। (মৎ)।
৫। অষ্ট-বহুর অন্ততম ধ্রুব হইতে
কাম জন্মে। (হৃন্দ-প্রভা-প্রভা-২১)।
দক্ষের শতকন্তার মধ্যে রতি ও
প্ৰীতি কামদেবের জ্ঞী ছিলেন।
(হৃন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২)।
কামকচকটা—মরুদৈত্যের কন্তা।
দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তনয়
ঘটোৎকচ তাঁহাকে বিবাহ করেন
এবং তাঁহাদের বর্করাক নামে
এক পুত্র জন্মে (হৃন্দ-মাহে-
কুমা-৫২)।
কামগমগণ—একাদশ মনু ধর্ম
সাবনি হইবেন। এই মনুজন্মে
বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ, নির্দ্বাপ-
রতিগণ, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
হইবেন। এই সকল দেবগণের
মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া
দেবতা হইবেন। (বিষ্ণু)।

কামচর—মহর্ষি নারদের অস্ত্র নাম
কামচর । (বরা) ।

কামচারী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-
সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী
কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে
কামচারী অস্ত্রতম্য ছিলেন ।
(মহাভা-শল্য-) ।

কামজিৎ—দেবসেনাপতি স্বর্নের
অস্ত্র নাম কামজিৎ । (মহাভা-শল্য) ।

কামঠক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে
কামঠকের জন্ম হয় । কিন্তু তিনি
রাজ্য জনমেজয়ের সপর্ষ্যে বিনষ্ট
হন । (মহাভা-আদি) ।

কামদ—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
অস্ত্র নাম কামদ । (মহাভা-
বন-২৩০) ।

কামদম্ভিকা—সাব্যত বংশীয় নরপতি
হৃদিকের অস্ত্রতম তনয় শতধ্বা ।
দেবর্ষি চ্যবনের প্রসাদে শতধ্বার,
ভিষক, সুদান্ত, বৈভরণ ও অধিদান্ত
নামে চারিপুত্র এবং কামদম্ভিকা
ও কামদা নামী দুই কন্যা জন্মে ।
(হরি) ।

কামদা—১ । সাব্যত বংশীয় নরপতি
হৃদিকের অন্যতম তনয় শতধ্বা ।
শতধ্বার দেবর্ষি চ্যবনের প্রসাদে
ভিষক, সুদান্ত, বৈভরণ ও অধিদান্ত
নামে চারি পুত্র এবং কামদম্ভিকা
ও কামদা নামী দুই কন্যা জন্মে ।
(হরি) । ২ । দেবাসুর যুদ্ধে দেব-

সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী
কল্যাণদায়িনী যে সকল মাতৃকা
ছিলেন, কামদা তাঁহাদের
অন্যতম্য । (মহাভা-শল্য-) ।

কামধেয়—চক্রধারী হরির গাত্র
হইতে বহু মাতৃকার সৃষ্টি
হইয়াছিল । তন্মধ্যে আকর্ণনী,
সন্তটা, উত্তরমালিকা, জালামুখী,
ভীষণিকা, কামধেয়, বালিকা ও
পদ্মকরা এই অষ্টমাতৃকা রেবতীর
অমুচরী বলিয়া বিখ্যাতা এবং
সকলেই মহাবলা । (মৎ) । সমুদ্র
মন্থন হইতে কামধেয়ের উৎপত্তি
হয় । (স্বন্দ-মাহে-কেশা-১৮) ।

কামন্দক—মহর্ষি কামন্দক একজন
প্রসিদ্ধ নীতিশাস্ত্রবেত্তা ঋষি
ছিলেন । তাঁহার প্রণীত গন্থ
কামন্দক নীতিশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
(মহাভা-শান্তি-) ।

কামপাবক—যিনি সকল লোকেই
অবস্থিতি করেন, স্বর্গে ঈহাং তুলা
রূপবান্ কেহ নাই, লোকে
তাঁহাকে কাম-পাবক বলে ।
দেবগণ তাঁহার অসামান্ত রূপ-
লাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে কামপাবক
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ।
(মহাভা-বন-২১৭) ।

কামপ্রভ—কালেশ দৈত্যবংশীয়
বলদপিত কামপ্রভ দানব ইন্দ্রহস্তে
নিহত হন । (স্বন্দ-নাগ-৩৪) ।

কামপ্রমোদিনী—পূর্বে দেবপন্ন নামে এক মহামতি রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা হইতে কাম-প্রমোদিনী নামে এক কন্যা জন্মে। তাঁহাকে রাক্ষস সাধুর হরণ করে। পরে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। মাণ্ডব্য ঋষি পরে কামপ্রমোদিনীকে বিবাহ করেন। (স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৯-৭২)।

কামরূপা—অন্ধকাহরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব স্বীয় শরীর হইতে যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কামরূপা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কামলায়ন—কমল ঋষির পুত্র উপকোসলের অন্যান্য কামলায়ন। (ছান্দোগ্য)।

কামশাসন—কাকীতীর্থে মহাদেব কামশাসন নামে খ্যাত। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২)।

কামলায়নিজ—মহর্ষি কামলায়নিজ একজন বিশ্বামিত্র বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ ও বজ্রলী এই তিনটি আর্ষে প্রবর। (মৎ)।

কামা—নরপতি পৃথুশ্রবার কন্যা কামা চন্দ্রবংশীয় অভুতনারীর জ্যেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অক্রোধন নামে একপুত্র জন্মে। (মহাভা)। অক্রোধন দেখ।

কামাকী—১। কাকীতীর্থে হিমালয়-নন্দিনী পার্শ্বতী কামাকী নামে ও মহাদেব কামশাসন নামে প্রসিদ্ধ। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২)। ২। কাশী-স্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)। কামাখ্যা—দেবী কামাখ্যা কামরূপে অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪২)।

কামিনী—ভদ্রমতি নামক এক বিত্তহীন ব্রাহ্মণের অন্যতমা জ্যেষ্ঠা। এই সাধবী জ্যেষ্ঠার পরামর্শেই ভদ্রমতি বেকটাচল তীর্থে গমন করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা দূর করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-বেক-২০)। ভদ্রমতি দেখ।

কামুকা—দেবী পার্শ্বতী গন্ধমাদনে কামুকা নামে প্রসিদ্ধ। (স্কন্দ-আব-রেবা-১২৮)।

কামেশ—সুবর্ণা নদীর তীরে দাশরথি রাম রামেশ ও কামেশ নামে দুই শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম ৩১)।

কামেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-২৭)। কুহুম ও বিলেপন দ্বারা কামেশ্বরের অর্চনা করিলে কামপাত্রী বিমানে স্বর্গে গমন করা যায়। (স্কন্দ-আব-২৫)।

কাম্পিলা, কাম্পিল—পুরুবংশীয় নরপতি হর্ষাশ্বের মুদগল, স্বল্প, বৃহদিশ্ব, প্রবীর ও কাম্পিলা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । “এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটি দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ।” এই কথা পিতা হর্ষাশ্ব বলার, তাঁহারা পাঞ্চাল নামে খ্যাত হন । (বিষ্ণু—৪র্থ-১২) । যযাতি বংশীয় ভৃগুশ্বের, মুদগল, যযনীর, বৃহদিশ্ব, কাম্পিল ও স্বল্প নামে পাঁচ পুত্র “পাঞ্চাল” নামে খ্যাত ছিলেন । (ভাগ-২ঙ্ক-২১) ।

কাধোজ—মহর্ষি কাধোজ একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্সুবান, ঔর্য ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর । (মৎ-১৭২অ) ।

কাম্য—প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র বীর । বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন । এই কাম্যা কন্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা নহেন । কন্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে সজ্জাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে । (হরি-হরি-২, ২৮) ।

কাযনী—মহর্ষি কাযনী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের ঔর্যেয় ও

মাক্ত এই দুইটি আর্ষেয় প্রবর । (মৎ-১৭২অ) ।

কাযব্য—ঋত্বিগের ঔর্যেয় ও নিষাদীর গর্ভে কাযব্যের জন্ম হয় । জানবান্ ও হিতাহুষ্ঠান-তৎপর কাযব্য সাধুগণের মঙ্গলা-হুষ্ঠান ও দম্ভাগণের পাপ নিবারণ করিয়া মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । (মহাভা-শান্তি) ।

কাযাবরোহণ—শ্বেত কল্লনীর কলির আশ্রিতে মহর্ষি কাযাব-রোহণ একজন যুগাবতার ছিলেন । (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০) ।

কারাবরোহণেশ্বর—মহাকালবনের দক্ষিণ দিকে মহাযোগী কাযাব-রোহণেশ্বর বর্তমান রহিয়াছেন । (স্কন্দ-আব-অব-২৬) ।

কারকি—মহর্ষি কারকি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । (মৎ-১৭২অ) ।

কারীরয়—মহর্ষি কারীরয় একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । (মৎ-১৭২) ।

কারীষী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অগ্রতম পুত্র । (মহাভা-অঙ্কত) ।

কারুক—ইকাকুবংশীয় বিজয়ের

পুত্র বীর্ঘবান্ কাক্ক । কাক্কের
তনয় বৃক, বৃকের পুত্র বাহ ।
(কৃষ্ণ-পু-২২) ।

কাক্কায়ন—বিশ্বামিত্র বংশীয়
মহর্ষি কাক্কায়ন একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের
দেবপ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র
এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ।
(মৎ-১৭২অ) ।

কাক্কয—দক্ষিণা পথবাসী কাক্কয
নামক দানব ত্রিক্ষ-হস্তে নিহত
হয় । (হরি) ।

কাক্কযগণ—বৈবস্বত মনুর অন্যতম
পুত্র কাক্কয । যুদ্ধত্মত কাক্কযগণ এই
কাক্কযেরই পুত্র । (হরি-হরি-১০) ।

কাক্কযবৃদ্ধশর্মা—যদুবংশীয় শুরের
অন্যতম কন্তা ঋতদেবাকে কাক্কয-
বৃদ্ধশর্মা বিবাহ করেন । এই
ঋতদেবার গর্ভে মহাসুর দম্ববক্র
জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণু-৪র্থ-১৪) ।

কারোটক—মহর্ষি কারোটক একজন
অদ্বিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অদ্বিরা
উত্থা ও উশিঙ্গ এই তিনটি
আর্ষেয় প্রবর । (মৎ ১৭২ অ) ।

কার্ত্ত—যদুবংশীয় নরপতি হৈহয়ের
পুত্র ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্ত ।
এই কার্ত্তের পুত্র সাহস্র, সাহস্রের
পুত্র মহিমান্ । (হরি-হরি-৩০) ।

কার্ত্তবীর্ঘা, কার্ত্তবীর্ঘ্যাজ্জুন—তিনি

হৈহয় দেশের অধিপতি ছিলেন ।
কার্ত্তবীর্ঘ্যাজ্জুন নামেই তিনি
অধিকতর পরিচিত । মাহিষ্মতী
নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল ।
একদা রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ
করিতে অভিলাষী হইয়া উক্ত
নগরীতে সসৈন্তে উপস্থিত হন ।
অজ্জুন তখন নর্ম্মদা নদীতে জল-
ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন । অসহিষ্ণু
রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধাভিলাষী
হইয়া নর্ম্মদা পুলিনে উপস্থিত
হন । নর্ম্মদার সলিল ও তৎ-
নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বড়ই মনোহর
ছিল । রাবণ তথায় উপস্থিত
হইয়া নর্ম্মদা-সলিলে অবগাহন
পূর্ব্বক শিবরাজধানীর প্রবৃত্ত
হইলেন । এদিকে অজ্জুন বাহ
ঘারা নর্ম্মদা-স্রোত রুদ্ধ করিয়া
রমণীগণ সহ জলক্রীড়া করিতে-
ছিলেন । রুদ্ধ জলপ্রবাহ তাঁর
অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইলে,
রাবণের পূজোপকরণ সমুদয়
ভাসিয়া গেল । তদর্শনে এই
জল-প্রবাহের কারণ অহুসন্ধানের
জন্ত রাবণ শুক ও সারণকে
প্রেরণ করেন । তাঁহারা
প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অজ্জুনের
জলাবরোধের বিষয় সবিস্তার
রাবণকে জ্ঞাপন করেন । রাবণ
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অজ্জুনকে

আক্রমণ করেন, কিন্তু অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দী হন। অর্জুন বন্দী রাবণকে সঙ্গে করিয়া স্বপ্নে আগমন করিলে মহর্ষি পুলস্ত্য দেবগণের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্জুন-সমীপে আগমন করেন। অর্জুন পুলস্ত্যের অমুরোধে রাবণকে মুক্তি প্রদান করেন। (রামা-উত্তরা ৩৬-৩৮)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি কৃতবীর্ষ্যের পুত্র কার্ত্তবীৰ্য্য, ঠাহার প্রকৃত নাম অর্জুন। সেজন্ত তিনি কার্ত্তবীৰ্য্য অথবা কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন নামে গ্যাত। তিনি হৈহয় নামক ক্ষত্রিয়গণের অধিপতি ছিলেন। মাহিমতী নগরী ঠাহার রাজধানী ছিল। একদা রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নন্দ্যদাতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। কার্ত্তবীৰ্য্য সেট সময়ে বচরমণী সমভিব্যাহারে নন্দ্যদাতীতে জলক্রিড়া করিতেছিলেন। তিনি বাহুদ্বারা নদীর স্রোতরোধ দ্বাভে, তীরভূমি প্রাবিত হয়। প্রত্যাং রাবণের শিবিরে জল প্রবেশ করে। রাবণের ইহাতে কোপের উদয় হয় এবং কার্ত্তবীৰ্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। কার্ত্তবীৰ্য্য ইহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। পরে কৃপাপবশ

হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কার্ত্তবীৰ্য্য একবার যুগয়া করিতে করিতে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি মহর্ষির কামধেনুকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া তাহাকে হরণ করেন। পরশুরাম সেট সময়ে অহুপস্থিত ছিলেন। তিনি আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক ইহা অবগত হইয়া তাঁহার শাস্তি প্রদানার্থ কার্ত্তবীৰ্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেট যুদ্ধে কার্ত্তবীৰ্য্য সৈন্তে পরশুরামহস্তে নিহত হন। পরশুরাম কামধেনু পুনরানয়নপূর্ব্বক পিতৃহস্তে প্রদান করেন। (ভাগ—ম২-১৫, ১৬)। কার্ত্তবীর্ষ্যের ণত পুত্রের মধ্যে শুব, শুবসেন, গট, কৃষ্ণ, ও জয়ধ্বজ প্রধান ছিলেন। জয়ধ্বজের পুত্র তালকজয় (লি-৬৮)। বামায়ণ মতে রাবণ কার্ত্তবীৰ্য্য কর্তৃক বন্দী হইলে পুলস্ত্যের অমুরোধে মুক্তিরূপে করেন। কার্ত্তবীৰ্য্য দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া “সহস্রবাহ, অশ্বাসেবা নিবারণ, ধন্বদ্বারা পৃথিবী জয় ও ধন্বদ্বারাই পৃথিবী প্রতিপালন, শক্রর নিকট অপরাজয়, অখিল ভুবন পরিচিৎ পুরুষের হস্তে মরণ, এই কয়টি বর প্রাপ্ত হন। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পালন করিয়া দশ সহস্র

যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে
এইরূপ কথিত আছে যে, বহুতর
যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা,
বিনয় বা দান দ্বারা অত্ৰ কোনও
ভূপতি কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জনের সমকক্ষ
হইতে পারিতেন না। এই প্রকারে
তিনি অব্যাহত আরোগ্য, বল, জী, ও
পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র
বৎসর রাজত্ব করেন। (বিষ্ণু-৪র্থ-২১)।
কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জনের জন্মদগ্নি ঋষির
পয়স্বিনী গাভী হরণে উদ্যত হইলে
উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়।
সেই যুদ্ধে জন্মদগ্নি নিহত হন।
ও তাঁহার জী বেণুকা স্বামীর
চিতায় আরোহণপূর্ব্বক সহায়তা
হন। জন্মদগ্নির পুত্র পরশুবাহন
পিতৃহস্তা কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জনকে বিনাশ
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সেই
ক্রোধে তিনি একবিংশতিবাব
পৃথিবী নিক্ষেপ্ত করেন। (ব্রহ্মবৈ-
গণ-৪০)। একবার সূর্য্য ব্রাহ্মণ্যে গৈ
কার্ত্তবীৰ্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া
সমুদয় স্বাবর পদার্থ আত্মস্বরূপে
প্রার্থনা করেন। কার্ত্তবীৰ্য্য দিতে
অস্বীকার করিয়া প্রণত হইলেন।
ইহাতে আদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে অক্ষয় শর প্রদান করি-
লেন। এই শরের প্রভাবে তিনি
গ্রাম, নগর, বন প্রভৃতি দগ্ধ কবিত্তে
লাগিলেন। এই সময়ে আপন

ঋষি দীর্ঘকাল জলে তপস্যা করিয়া
ব্রত সমাপনান্তে আসিয়া দেখিলেন,
কার্ত্তবীৰ্য্য তাঁহার আশ্রম দগ্ধ
করিয়াছেন। ইহাতে তিনি
তাঁহাকে শাপ দেন যে, তিনি
পবনরাম কড়ক নিহত হইবেন।
(মৎ-৪৩, ৪৪)। কার্ত্তবীৰ্য্য কর্কোটক
সুত নাগকে একবার পরাজিত
করিয়া মাহিষমতী নগরীতে বন্দী
করিয়া রাখিয়াছিলেন। (মৎ-৬)।

কার্ত্তবীৰ্য্য—একজন দানবপতি
(স্কন্দ-কাশী-১৬)।

কার্ত্তবীৰ্য্য—দৈত্যপতি অশুরের
অন্ততম সেনাপতি কার্ত্তবীৰ্য্য,
মহাদেবের সহিত যমরে গণাধিপ
নন্দীশে হস্তে নিহত হন। (বাম)।

কার্ত্তিক—কার্ত্তিকেশ্বর অন্য নাম।
কার্ত্তিকেশ্বর দেখ।

কার্ত্তিকেশ্বর—অগ্নিব ঔরসে গঙ্গার
গর্ভে কার্ত্তিকেশ্বর জন্ম হয়। গঙ্গা
তাঁহাকে হিমালয়ের পার্বদেশবর্ত্তী
কোনও স্থানে প্রসব করেন।
দেবগণ নবজাত শিশুকে স্তন্যপান
করাইবার জন্ত কুর্দ্ভিকাদি নক্ষত্র-
গণকে নিয়োগ করেন। এইজন্য
এই দেবশিশু কার্ত্তিকেশ্বর নামে
প্ৰ্যাত হয়। (রামা-আদি)।
কার্ত্তিকেশ্বর মহাদেবের তেজে জন্ম-
গ্রহণ করেন। পার্শ্বাতীর সহিত
বিহারকালে মহাদেবের হেজ

পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী ইহা দ্বারা অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে শরবনে নিক্ষেপ করেন। শরবনে পতিত মহাদেবের সেই তেজ একটি স্তম্ভর বালকরূপে পরিণত হয়। কৃত্তিকাগণ ইহাকে তদবস্থায় দেখিয়া লইয়া যান এবং স্তম্ভ দান দ্বারা পালন করেন। পার্শ্বতী দেবগণের নিকট সেই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ তখন ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নির শরণাপন্ন হন। অগ্নি তেজ দ্বারা ভাগীরথী গর্ভধারণ করেন, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল ধারণে অসমর্থ হইয়া স্তম্ভের পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন। সেই অগ্নিসম্ভূত তেজ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিকল্পিত ও বালকরূপে পরিণত হয়। সেই সময়ে কৃত্তিকাগণ সেই অদ্ভুত-দর্শন বালককে শরবনে নিরীক্ষণ করিয়া তপস্য আগমন পূর্বক স্তম্ভ নিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাকে পালন করেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম

কান্তিকেশ, তেজ স্বয়ং (কুরিত) হওয়াতে স্বয়ং হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্বয়ং ও গুহাবাস-নিবন্ধন গুহ নাম হইয়াছে। (মহাভা-অষ্টশা)। কান্তিকেশের স্বীয় নাম দেবসেনা। প্রকৃতির প্রধান অংশ-স্বরূপা দেবসেনা মাতৃকাদিগের মধ্যে পূজ্যতম। ষষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (ব্রহ্মবৈ)। অগ্নিকর্তৃক পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজ হিমালয়ের অজ্ঞাতমা কন্তা কুটিলার দ্বারা ধারণ করেন। এবং যথাকালে পার্শ্বতের সাহুদেশে শরবনে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রসব করিয়াই তিনি চলিয়া যান এবং সেই পুত্রকে কৃত্তিকাগণ প্রতিপালন করেন। তিনি কান্তিকেশ নামে কৃত্তিকাগণের, কুমার নামে কুটিলার, স্বয়ং নামে গৌরীর, গুহ নামে মহাদেবের, মহাসেনা নামে হতাশনের পুত্র বলিয়া খ্যাত হন। (বাম)। একবার কান্তিকেশ বাণের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (হরি)। অষ্টবসুর অজ্ঞাতমা অগ্নির পত্নী দ্বারা গর্ভে কান্তিকেশ (স্বয়ং) জন্মগ্রহণ করেন। কান্তিকেশের পুত্র বিশাখা। (ভাগ)। মহাদেবের ঔরসে ও

স্বাহার গতে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। কার্তিকেয় দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে তারকাসুরকে বধ করেন। এই সময়ে দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব, সিদ্ধ চারণগণ তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্র ও সৈন্ত দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। (মৎ)।

কার্তিবয়—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি কার্তিবয়। তিনি কশ্যপ, বৎসর ও নিধুব এই তিন আর্ষেয় প্রবর যুক্ত। (মৎ—১৭২অ)।

কার্দমায়নি—মহর্ষি কার্দমায়নি এক জন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। ভৃগু, চাবন, আপ্র-বান, আষ্টিযেন ও অরুপি এই পাঁচটি তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর। (মৎ—১৭২অ)।

কার্ফায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কার্ফায়ন একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। কপিযুগ, কার্ফায়ন, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচ জন কৃষ্ণ পরাশর নামে প্ৰ্যাত। তাঁহাদের পরাশর, শক্টি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাল—ব্রহ্মার অগ্রতম পুত্র ময়, ময়ুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র সংহারকর্তা কাল। (মহাভা-আদি)। দধী,

কাম, কাল, বহু, বাহুকি, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক-পাল নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা-অমুশা)। অষ্টবহুর অগ্রতম ধ্রুব, এই ধ্রুবের পুত্র লোক-সংগ্রাহক কাল। দেবাসুর-যুদ্ধে কালের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর অগ্রতম পুত্র অম্বহ্লাদ, এই অম্বহ্লাদের পুত্র আয়ু, শিবি ও কাল। (হরি)। ভগবান রুদ্রের এক নাম কাল। (ভাগ) শিবের অগ্রতম অম্বচর কাল। এই কাল শিবের ও পাক্ততীর বিবাহে, শত কোটিগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। (লি)। ত্রিক্ষের দগিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, ৪টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, মস্তক ভীষণা-কৃতি কাল প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন এই তিনটি কালের স্ত্রী। (ঐ)। দৈত্যপতি অশ্বকের অন্যতম সেনাপতির নাম কাল। দেবাসুর-সংগ্রামে তিনি ইন্দ্র-হস্তে নিহত হন। (বাম)। দৈত্যপতি মহিষাসুরের কাল, কৃতাস্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, যিহ্নহা, নল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গোর, স্ত্রী ও

সংবর্তক নামে একাদশ সেনাপতি ছিলেন । তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে একাদশ রত্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন । (বরা) । শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্রসমুত্ত ভৈরব-বিশেষ । অসিত দেহ ।

কালক—দক্ষের কন্যা কালকার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে নরক ও কালক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (রামা-আরণ্য-১৪) কালক নামে এক অসুর ছিলেন । (হরি) ।
কালক—দেবাসুর-সংগ্রামে কার্দ্ধিকের দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে সাধা, কন্দ, বসু, পিতৃগণ, ঋষি, সম্রাট, মহাবল-সম্পন্ন পরীতসমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাদ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন কালক তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । (মহাভা) ।

কালকবৃক্ষীয়—কোশলরাজ ক্ষেমদশী মন্দমতি অমাত্যগণ কতক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন । মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় তৎপ্রতিবিদানে যত্নপূর্ণ হইয়া একটি কাক পিছরাবদ্ধ করিয়ানগরে প্রচার করিয়া দেন যে, এই কাক ত্রিকাল বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ । রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে স্বীয় সমীপে আনয়ন করেন । মহর্ষি রাজসমীপে

উপস্থিত হইয়া অমাত্যদের অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার গোচর করেন । রাজা অচ্যুতদান ক্রমে সমুদয় সত্য জানিতে পারিয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়কে পৌরোহিত্য কার্যে নিযুক্ত করেন এবং মহর্ষি এই সকল মন্দমতি লোককে দমন করেন । (মহাভা-শান্তি) ।

কালকর্ণি—অপদেবতা বিশেষ । (হৃন্দ-কাশী-৫) ।

কালকা—বৈশ্বানর দানবের চারি কস্তার মধ্যে মহর্ষি কণ্ঠপ কালকা ও পুলোমাকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের গর্ভে কশ্যপের কালকেয় ও পোলম নামে দ্বিটি সহস্র দানব-পুত্র জন্মে । তাঁহারা পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কতক বিনষ্ট হন । (ভাগ) ।
হরিবংশ মতে কালকার নাম কালিকা । দক্ষের ষষ্ঠ কস্তার অগ্রতমা ও কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা কালকা, নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন । (রামা-আরণ্য ১৪) । বৈশ্বানরের কস্তা পুলোমা ও কালক কশ্যপের পত্নী ছিলেন । তাঁহাদের গর্ভজাত দ্বিটি সহস্র পুত্র পোলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ । (বিষ্ণু) । ঐ সকল দানব তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনহস্তে নিহত হন । (মৎ) ।

কালকাক—দেবাসুর-সংগ্রামে কার্দ্ধি-

কেয় দেবাসেনাপতি পদে বৃত্ত
ইহলে তাঁহার সাহায্যাথে, সাধা,
রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও
মহাবলসম্পন্ন পরাক্রমসমুদয় যে সকল
সেনাধাক্ষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন,
কালকাঙ্ক তাঁহাদের অন্ততম
ছিলেন। (মহাভা-শলা)। দেবাসুর
যুদ্ধে কালকাঙ্ক দানবকে বিষ্ণুর
বাহন গরুড় বিনষ্ট করেন। (মহাভা-
উদ্-১০৪)।

কালকাম—ধর্ম্মের অনাত্মা পত্নী ও
দক্ষের কন্যা বিদ্যা ইহাতে বিশ্বদেব-
গণ জন্মগ্রহণ করেন। ঋতু, দক্ষ,
বসু, সত্য, কালকাম, মূনি, করজ,
নমুজ, বীজ ও রোচমান এই
দশ জন বিশ্বদেব। (মৎ)।

কালকেয়—মহাত্মা কশ্যপ বৈশ্বানর
দানবের চারিকন্তার মধ্যে কালকা
ও পুলোমাকে বিবাহ করেন।
তাঁহার গতে কশ্যপের কালকেয়
ও পুলোম নামে দ্বিটি সহস্র পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুপুত্র
অর্জুন তাঁহাদের সকলকেই বিনাশ
করেন। (ভাগ)। কালকেয়
নামক দানবগণ অতিশয় দুষ্কৃত
ও বরলাভে অতিশয় তেজোদীপ্ত
ইয়াছিলেন। রাবণ তাঁহাদিগকে
পরাস্ত করেন। (রামা-লঙ্কা)।

কালকেয়গণ—এই দৈত্যগণ পশ্চিম
সমুদ্র উপকূলে বাস করিয়া বড়ই

অত্যাচার করিত। অর্জুন
তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন।
(মহাভা)।

কালকেলী—একদা ব্রহ্মার বামনেত্র
ইহাতে এক স্তূল অশ্রুণা পতিত
হয়। তাহা ইহাতে হারব নামক
দানবের উৎপত্তি হয়। এই
হারবের দক্ষিণনেত্র ইহাতে
কালকেলী নামক ভয়ানক দানবেব
জন্ম হয়। তাঁহারা উভয়ে লঙ্কা ও
বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলে, ব্রহ্মা ও
বিষ্ণু ভয়ে মহাদেবকে আরাধনা
করিতে লাগিলেন। মহাদেব
লিঙ্গমূর্ত্তিরূপে মহাকাল বনে
তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া
দানবদ্বয়কে বিনাশ করেন।
তদবধি সেই লিঙ্গরূপী শিব
অভয়েশ্বর নামে খ্যাত হন।
(ধর্ম্ম-আব-চতু-৪৮)।

কাল পরগণ—একজাতীয় দৈত্য।
(মহাভা)।

কালগম—একাদশ মন্ত্ৰ দক্ষসাবণির
সময়ে বিহঙ্গম, কালগম ও নিকাগ
কচি দেবতা ছিলেন। এবং বৈদ্যত
ইন্দ্র ছিলেন। (ভাগ)।

কালজঙ্গম—দেবাসুর যুদ্ধে ধ্বংস দেব-
সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে,
যম তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত
স্বীয় অশ্বচর প্রমথ, উগ্রাধ, কাল
সেন, মহানুভ, তালপত্র ও

কাল-জ্ঞাকে প্রেৰণ করেন।
(বাম)।

কালদংশ—তারক, কমলাক্ষ, কাল
দংশে, পরাবস্ত, বিরোচন, প্রভৃতি
দানবেরা হত্যাণের ভয়ে সমুদ্রে
পলায়ন করিল এবং জলভূগের
আশ্রয়ে দেবতাদের উপর
অত্যাচার করিত। (মৎ)।

কালনর, কালানর, কালানল—যযাতি
বংশীয় সভানরের পুত্র কালনর।
কালনবের পুত্র শঙ্কর, শঙ্কর
তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয়
মহাশাল। (ভাগ)। যযাতির
অন্ততম পুত্র অশ্ব, অশ্বর পুত্র,
সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেশ্ব।
তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালানর,
কালানবের পুত্র শঙ্কর। (বিষ্ণু)।
পুরুবংশীয় নরপতি কক্ষ্যব অন্ততম
পুত্র সভানর, এই সভানরের পুত্র
কালানল, কালানলের পুত্র শঙ্কর।
(হরি)।

কালনাথ—মহাদেবের অন্তনাম।
(শঙ্ক-মাহে-কেদা-১১)।

কালনাভ—কণ্যাপ হইতে দক্ষকণ্ঠা
দিত্তির গর্ভে হিরণ্যাকশিপু ও
হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র ও
সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন। তন্মধ্যে জঙ্ঘব, শকুনী,
ভূতসম্ভাপন, মহানাভ ও কালনাভ
এই বিধান ও বলবান পাচপুত্র

হিরণ্যাক্ষের তনয়। (হরি)।
কণ্যাপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির
কন্যা দম্বর গর্ভে উগ্রজিৎ, সত্যজিৎ,
বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ,
একচক্র, মহাবল, মহাবাহু, প্রভৃতি
শতপুত্র জন্মে। (হবি)। কণ্যাপ ও
দিত্তির কন্যা সিংহিকা আপন
মাসীর অন্ততম পুত্র বিপ্রচিহ্নিকে
বিবাহ করেন। বিপ্রচিহ্নি হইতে
সিংহিকার সৈংহিকের নামক রাজ,
শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইবল,
পশুম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ,
শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে
ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। (হরি)।

কালনাশন—অশ্বকাস্তুরের অন্ততম
সেনাপতি কালনাশন শ্রীকৃষ্ণহস্তে
নিহত হন। (বাম)।

কালনেমী—জৈনক অশ্বর, নারায়ণ-
হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়। (রামা-
উত্তর-৬)। হিরণ্যাকশিপু পুত্র
কালনেমী। কালনেমীর হংস,
স্ববিক্রম, ক্রাশ, দমন, রিপুমন্দন
ও ক্রোধহস্তা নামে ছয় পুত্র জন্মে।
তাহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত।
ইহারাই প্রথমে দেবকীগর্ভে জন্ম
গ্রহণ করিয়া কংসহস্তে নিহত
হয়। দেবাসুর যুদ্ধে কালনেমী
কুবেরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন,
কিন্তু গিষ্ণুহস্তে নিহত হন।
(হবি)। দানব কালনেমী হুতনে

বাস করিতেন । (লি) । কালনেমী দৈত্যই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন । (বিষ্ণু) । দেবাসুর-সংগ্রামে কালনেমী সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে বিনাশ করেন । (বরা) । দৈত্যপতি অঙ্ককের অন্ততম সেনাপতি ছিলেন কালনেমী, তিনি মহাদেবের হস্তে নিহত হন । (বাম) । প্রহ্লাদের অন্ততম পুত্র কালনেমী । (ঋদ্ধ-প্রভা-প্রভা-২১) । কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে দৈত্যপতি জলন্ধর বিবাহ করেন । (ঋদ্ধ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪) ।

কালপথ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে কালপথ অন্ততম । (মহাভা-অশুশা) ।

কালপণী—অঙ্ককাসুরের রক্ত পান করিবার নিমিত্ত, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন । কালপণী তাহাদের অন্ততমা । (মং) ।

কালপ্রভ—দৈত্যপতি কালপ্রভকে মহাদেব শূলাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন । (ঋদ্ধ-নাগ-৩৪) ।

কালবদন—অসুরবিশেষ । বামন-বতারে বিষ্ণু, কালবদন, করাল প্রভৃতি অসুরকে নির্ধাতন করিয়া পৃথিবীর ভার লাগব করিয়াছিলেন । (হবি) ।

কালবজ্র—মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি । (ঋদ্ধ-প্রভা-প্রভা-১১২) ।

কালবিগ্রহ—দৈত্যপতি কালবিগ্রহকে মহাদেব যমালয়ে প্রেরণ করেন । (ঋদ্ধ-নাগ-৩০) ।

কালবিনায়ক—কাশীস্থিত কালবিনায়কের সেবা করিলে, মাতৃষের কালভীতি থাকে না । (ঋদ্ধ-কাশী-৫৭) ।

কালপ্রভ—দৈত্যপতি কালপ্রভকে মহাদেব শূলাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন । (ঋদ্ধ-নাগ-৩৪) ।

কালভীতি—বারাণসী নগরে কৃষ্ণ ছপপরায়ণ মাকী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাহার পত্নী চটিকা কালভীতি নামক পুত্রকে প্রসব করেন । তিনি অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণ ছিলেন । (ঋদ্ধ-মাহে-কুমা-৪০) ।

কালভৈরব—মহাদেবের অন্ততম গণ কালভৈরব । দৈত্যপতি অঙ্কক পার্শ্বতীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, কালভৈরব তাঁহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন । (কৃষ্ণ) । একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন । সেউজ্জন্ত মহাদেব কালভৈরবকে তাহার দমনার্থ প্রেরণ করেন । কালভৈরব ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তকের একটি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বধ করেন । পরে মহাদেব গোপদ্বারা তাঁহাকে জীবিত

করেন। তদবধি ব্রহ্মার চারিটি মন্তক হইল। (কৃষ্ণ)।

কালমাধব—যে ব্যক্তি কাশীস্থিত কালমাধবকে ভক্তিপূৰ্ব্বক অৰ্চনা করে, তাহাকে কাল বা কলি কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। (শ্বন্দ-কাশী-৬১)।

কালযবন—মহামুনি গার্গ্য পুত্র-কামিনায় দ্বাদশবর্ষ লৌহচূর্ণাধারী হইয়া স্তদাক্ষণ পরম দুষ্কর দোরতর তপস্যা দ্বারা ক্রমের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব প্রত্য হইয়া পর প্রদানে সম্মত হইলে, মহাত্মা গার্গ্য যাদবগণের অধ্য এক পুত্র প্রার্থনা করেন। শঙ্কর তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্তান করেন। এই বরের ফলে, কালযবনের জন্ম হয়। (হরি)। আবাব হরিবংশের অগ্রত আছে, একদা গার্গ্যের আলক ঙ্গেষ্ঠরাজের পুরোহিত শিশি-বাণে গার্গ্য নপুংসক কি না পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে গার্গ্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং পরে দাদশ বৎসর অস্ত্রে তাঁহার ক্রোধ শাস্তি হইলে, তিনি গোপিকা বেশধারিণী গোপালী নামী অপ-স্বাভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। গোপালীজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিলে, সেই শিশু অপুত্রক যবন-

রাজের অন্তঃপুরে পরিবর্তিত হইয়া কালযবন নামে খ্যাত হন। এই কালযবন নারদের পরামর্শে মথুরা আক্রমণ করিলে, বৃষ্ণি ও অঙ্গক বংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুশস্থলী দ্বারা-বভীতে পুরী নিবেশ করিলেন। (হরি)। কিন্তু এই বিবরণই হরিবংশের অগ্রত একটু পরিবর্তিত আকারে আছে। ভরদ্বাজ প্রভৃতি নরপতিবর্গের অনুরোধে শায যবন-রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে মথুরা আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে কালযবন মথুরা আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকেই ইহা জানিতে পারিয়া দ্বারাবতী নগরে পলায়ন করেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে মাত্ৰাতার পুত্র মুচুকুন্দ দেবগণ হইতে, “অকালে কেহ তাঁহাকে জাগাইলেই ভয়ানক হইবে” এই বর লাভ করিয়া এক পরীক্ষিত-সুহৃদ নিমিত্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবগত হইয়া কালযবনের ভয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। কাল-যবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নিমিত্ত মুচুকুন্দ নরপতিকে

শ্রীকৃষ্ণলমে পদাঘাতে জাগরিত
করিয়া দেবগণের শাপে ভস্মীভূত
হইলেন । এইরূপে কালঘবন
নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত
ধনরত্ন গ্রহণপূর্বক উগ্রসেনকে
কতক প্রদান করেন এবং
অবশিষ্ট দ্বারা দ্বারাবতী নগরীর
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন । (হরি) ।
মহর্ষি গার্গ্য যবনেশ্বরের পত্নীতে
কালঘবন নামক এক পুত্র উৎপাদন
করিয়াছিলেন । (বিষ্ণু) ।

কালরাজ—কালের ন্যায় বিরাজমান
বলিয়া কালভৈরবের এক নাম
কালরাজ হইয়াছে । (স্বন্দ-কাশী-
পৃ-৩১) ।

কালকৃত্ত—মহাদেবের অগ্ন নাম ।
(স্বন্দ-মাহে-কেদা-১) ।

কালরূপ—মহাদেবের অন্য নাম ।
(স্বন্দ-মাহে-কেদা-৩১) ।

কালশিখ—মহর্ষি কালশিখ একজন
বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহাদের ভিগীবন্ত,
বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি
আর্য্যে প্রবর । (মৎ-১৭-৩) ।

কালসেন—দেবাসুরযুদ্ধে স্বন্দ দেব-
সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে যম
তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর
প্রমথ, উর্য্যাপ, কালসেন, মহামুপ,
তালপত্র ও কালজ্যকে প্রেরণ
করিয়াছিলেন । (বাম) ।

কালহন্তী—স্ববর্ণমুখীর ভায়ে মহা-
দেব কালহন্তী নামে খ্যাত এবং
তথায় তাঁহার শক্তির নাম ভূগ
মুখরালকা । (স্বন্দ-মাহে-সক-২) ।

কালহা—শিবের অগ্ন্যতম অমুচর
কালহা । শিবের ও পার্শ্বতীর
বিবাহে বহু কোটি গণ পরিবৃত্ত
হইয়া উপস্থিত ছিলেন । (লি) ।

কাল্য—কশ্যপের অন্যতম পত্নী ও
দক্ষের কন্যা কাল্য । (হরি) ।
পার্কতী দেবী চন্দ্রভাগাতীর্থে
কাল্য নামে বিখ্যাত (স্বন্দ-
আব-রেবা-১২৮) ।

কাল্যাক—ভীমনন্দন ঘটোৎকচের
একজন সেনাপতি । (স্বন্দ-
মাহে-কুমা-৫২) ।

কাল্যগ্নি—স্বায়ম্ভূবমুখ প্রভৃতি ব্রহ্মার
পুত্রগণ সম্মান উৎপাদনে অধাকার
করিলে, ব্রহ্মা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া
সেই সময়ে ব্রহ্মার ললাটদেশ
হইতে কাল্যগ্নি, মহান্, মহাঘ্না,
মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ,
উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, কচি ও শুচি
নামে একাদশ কল্পের আবির্ভাব
হয় । তন্মধ্যে কাল্যগ্নি সকলের
সংহারকর্ত্তা । নিজের কাল্যগ্নি
কল্পের স্ত্রী । (ব্রহ্ম-বৈ) ।

কাল্যনি—মহর্ষি বাঙ্কল তিনখানি
সংগীতা রচনা করিয়া, কাল্যনি,
গার্গ্য ও কথাজব নামক তাঁহার

তিনজন শিশুকে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন । (বিষ্ণু) ।

কালিক—দ্বারকা-তীরের দক্ষিণদিক রক্ষক অত্যন্ত দ্বারপাল । (স্কন্ধ-প্রভা-দ্বার-১৭) ।

কালিকা—কালকা দেখ । দেবাসুর-সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে অত্যন্ত কালিকা ছিলেন । (মহাভা-শল্য) ।

কালিকামুখ—রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔবেসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতির গতে কালিকামুখ প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুন্তীনসী প্রভৃতি চারি কন্তা জন্মগ্রহণ করেন । (রামা-উত্তরা-৫) ।

কালিন্দী—নরপতি মতিনারের স্ত্রী সরস্বতী হইতে তৎসুর জন্ম হয় । এই তৎসুর স্ত্রী কালিন্দী ঈলিনকে প্রসব করেন । (মহাভা) ।

কালিন্দী—মহাবংশীয় নরপতি অসিতের অন্যতম পত্নী কালিন্দী । রাজা অসিত যখন হিমালয়ে বাস করেন, তখন কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির প্রসাদে একটি পুত্র প্রসব করেন । কালিন্দীর সপত্নী গর্ভাবস্থায় তাহাকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন । কালিন্দী চ্যবন মুনির বরে গরলের সহিত সেই পুত্র প্রসব করেন । নবজাত পুত্র গর অর্থাৎ বিষের সহিত

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সগর নামে খ্যাত হন । (অসিত ও সগর দেখ) । (রামা-আদি ৭০ এবং অঘো-১০০) ।

শ্রীকৃষ্ণের বহু পত্নীর মধ্যে কালিন্দী অন্যতম ছিলেন । কালিন্দী হইতে অশ্বত জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই অপত্য নরপতি শ্রুত-সেনাকে প্রদান করেন । (হরি) হৃষ্যের কন্যার নাম কালিন্দী । তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য যমুনাগর্ভে এক মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে অবস্থান পূর্বক, বহুকাল তপস্যা করিয়া-ছিলেন । একদা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুগয়া করিতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন । কিছু কাল পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করেন । তাঁহার গতে শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শাস্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগ) । বিশ্বকস্মার কন্যা সুবর্ণার গতে ও হৃষ্যের ঔরসে শনৈশ্চর ও যম নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী, নান্দী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । (ব্রহ্ম-বৈ) । দেবাসুর যুদ্ধে কার্তিকেয় দেব-সেনাপতিপদে

বৃত্ত হইলে কালিন্দী নদী স্বীয়
অমৃতর কলকন্দকে তাঁহার
সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন ।
(বাম) ।

কালিয়—বাসুকীনাগের সেনাপতি
কালিয় । একবার বাসুকী, তক্ষকের
সহায়তার জন্য, ধনস্তরীর বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিবার জন্য কালিয়, দ্রোণ
কর্কোটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয়কে
প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু
সকলেই পরাস্ত হন । (ব্রহ্মবৈ) ।
কালিয়, বিজয়, মধুমত্ত, কশ্যপ,
মঙ্গল, কুল, সুরাজি, ভদ্র, দম্ববক্র
ও স্রমাগধ এই দশ জন স্ত্রী-রাম-
চন্দ্রের গুপ্তচর ছিলেন । তাঁহাদেরই
নিকট সীতা-সংক্রান্ত অপবাদ রাম
শুনিতেন । (রামা) ।

কালী—দাসরাজের কন্যা ও শাস্ত্রমূর
স্ত্রী সত্যবতীর অন্তনাম কালী ।
(লি) । পূর্বকালে অমর বংশে
দারুক নামে এক অমর জগগ্রহণ
করেন । সে তপস্তার বলে
অদ্বিতীয় বিক্রমী হইয়া সকল দেব
ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে
বিনাশ করে । ইন্দ্রাদি দেবগণ
সকলেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হন ।
দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া
মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ।
মহাদেব পার্শ্বতীর নিকট সকল

জ্ঞাপন করিলে, তিনি মহাদেবের
দেহে প্রবেশ করিলেন, এবং
তাঁহার কণ্ঠস্থবিষে আপনার শরীর
নিষ্কাশ করিলেন । মহাদেব স্বীয়
দেহে পার্শ্বতী বিষময়ী হইয়াছেন
জানিয়া কপাল-নেত্র হইতে
তাঁহাকে স্মরণ করিলেন । ইন্দ্র
প্রভৃতি দেবগণ শিবনেত্র হইতে
উৎপন্ন অগ্নিকণা কাধকণ্ঠা
কালীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে
পলায়ন করিলেন । ঐ দেবীর
শিবের ত্রায় হইল ললাটে নয়ন হইল ।
তাঁহার ত্রায় হস্তে ত্রিশূল ও
তাঁহারই ত্রায় হস্তে সর্প বলয়াদি
হইল । এই কালী দেববিদ্বেষী
দারুককে বিনাশ করিলেন । সেই
কালীর ভেজের আতিশয়া-প্রযুক্ত
ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভুবন কাতর হইল ।
ভূতভাবন শিব তাঁহার ক্রোধাগ্নি
পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে
বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেত-
সঙ্কুল শ্মশানে স্তন্য পান করিবার
নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন ।
কালী সেই বালককে বক্ষে ধারণ
করিয়া স্তন্যদান করিতে লাগি-
লেন । বালক স্তন্যের সঙ্গিত তাঁহার
ক্রোধ পান করিয়া ক্ষেত্রপালক
নামে খ্যাত হন । ক্ষেত্রপালের
আট মূর্ত্তি হয় । পরে বালক সেই
সেই স্থানে নৃত্য করিতে আরম্ভ

করিলে স্বয়ং কালীও যোগিনী-
গণ সহ তথায় নৃত্য করিয়াছিলেন
(লিঃ) । কমললোচনা কালী
প্রকৃতির প্রদান অংশ-স্বরূপা ।
তিনি শুভ নিশুভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর
ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা ।
শুণে ও তেজে তাঁহারই সমান ।
এই সনাতনী নিরন্তর ক্রমের
ভাবনাবশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন ।
(ব্রহ্মবৈ) । পাণ্ডুর দ্বিতীয়
পুত্র ভীমের স্ত্রীর নাম কালী
ছিল । পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন
কেবল শ্রামণ ছিলেন । অপর
সকলেই তপ্তকাক্ষনবর্ণবিশিষ্ট
ছিলেন । ভীমের স্ত্রী কালী
নীলোৎপল-বর্ণা -ছিলেন ।
(মহাভা) । দেবাসুর যুদ্ধে
কাঙ্কিত্যে দেবসেনাপতিপদে
বৃত্ত হইলে, কালী নদী তাঁহার
সাধাযার্থে স্বীয় অশ্রুচর অষ্টবাহকে
প্রদান করিয়াছিলেন । (বাম) ।
কুরুবংশীয় ক্রমোর পুত্র উগরিচর
বন্থ । উপরিচর ২৩ব পত্নী
গিরিকা, বৃহদ্রথ, প্রতাপবী, কুশ,
হরিবাহন, যজ্ঞঃ, মংস ও কালী
নামে সাত পুত্র প্রসব করেন ।
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা
ছিলেন । বৃহদ্রথের পুত্র কুশাশ্র ।
(মৎ) । সতী স্বয়ং পিতা

দক্ষের যজ্ঞ নিমন্ত্রিত না হইয়াই
উপস্থিত হইয়াছিলেন । দক্ষ
তাঁহার প্রতি সমুচিত আদর
প্রদর্শন না করিয়া শিবনিন্দা করিয়া-
ছিলেন, সেই জন্ত সতী অগ্নিতে
প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন ।
নারদমুণে এই কথা শুনার পর
ক্রোধান্বিত শিবের নিঃশ্বাস মারুত
হইতে কালী কোটী ভূত-পরি-
বৃত্তা হইয়া উৎপন্ন হইলেন (স্বন্দ
মাহে-কেন্দ-৩)

কালীয়া—যদুনার নিকটবর্তী কালিন্দী
হ্রদে কালীয় নাগ বাস করিতেন ।
অনন্তনাগের আদেশে প্রতিবৎসর
কাঙ্কিত্য পূর্ণিমা তিথিতে নাগগণ
গন্ধর্ভের পূজা করিতেন । একবার
কালীয় নাগ গর্জিত হইয়া পূজা ত
করিলই না অধিকন্তু বলপূর্বক
অশ্রুর পূজোপকরণ ভক্ষণ
করিতে উদ্যত হইল । অন্যের
নিষেধ কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না ।
এই উপলক্ষে গন্ধর্ভের সহিত
কালীয়ার যুদ্ধ হয় । কালীর রণে
পরাজিত হইয়া এই স্থানে আশ্রয়
গ্রহণ করেন । গন্ধর্ভ সৌভরীর
শাপে কালিন্দী হ্রদে আসিত না,
একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ-
সহ কালিন্দী-তীরে গোচারণ
করিতেছিলেন । গোগণ সেই
হ্রদের বিষতুলা জল পান করিয়া

মৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে
জীবিত করিয়া যমুনা-তীরস্থ কদম্ব
বৃক্ষ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্ম-
মধ্যস্থ সপ-ভবনে পতিত হইলেন।
কালীয় নাগ তাঁহাকে সামান্য
মাহুযজ্ঞানে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন,
ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ ও উদর দধি
হইয়া গেল। পরে রক্ত বমন
করিয়া মরিবার উপক্রম হইল।
তখন কালীয়েব দ্বী স্থবলা শ্রীকৃষ্ণের
শরণাপন্ন হইল। তাঁহার প্রার্থনায়
কালীয় জীবন লাভ করিয়া
কালিন্দী ব্রহ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক
রমনক দ্বীপে পলায়ন করিলেন।
(ব্রহ্ম-টৈ)। ভাগবতে এই
আখ্যানটী সামান্য পরিবর্তিতা-
কারে আছে। কণ্ডপের পত্নী ও
দক্ষের কন্যা কদম্ব গর্ভে যে
সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন।
কালীয় তাঁহাদের অন্যতম।
(মহাভা)।

কালেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের
প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা
বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে যমালয়ে
কালেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।
(স্বন্দ-মাহে-কেদা-৭)।

কালেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট
প্রণত হইলে, কালভয় দূর হয়।
(স্বন্দ-কাশী-পূ-৫৩)।

কালেহিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-

সেনাপতি কাঙ্কিকেয়ের অমুচরী
কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে
কালেহিকা অন্ততমা ছিলেন।
(মহাভা-শল্য-৪৭)।

কাশ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি স্নহোজের
কাশ, লেশ, ও গৃৎসমদ নামে তিন
পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কাশের তনয়
কাশিরাজ, কাশিরাজের তনয়
দীর্ঘতমা। (বিষ্ণু-৪র্থ-৮ম)।

স্নহোজের পুত্র কাশ, শল ও
গৃৎসমদ এই তিন জন। কাশের
পুত্র কাশয়। (হরি-হরি-২২)।

কাশয়—সোমবংশীয় নরপতি স্নহ-
হোজের অন্ততম পুত্র কাশ।
কাশের পুত্র কাশয়। (হরি-
হরি-২২)।

কাশার—বাস্কলের পুত্রের প্রণীত
বালিখিত্য নামে সংহিতা,
বাল্যহনি, ভজ্ঞা এবং কাশার নামে
কয়েক দৈত্য অদ্যয়ন করেন।
(ভাগ-১২ঙ্ক-৬)।

কাশিক—ভরত বংশীয় নরপতি
বিতথের পুত্র স্নহোত্র, স্নহোত্রের
কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুই পুত্র
জন্মে। কাশিকের পুত্র কাশেয় ও
দীর্ঘতপা। (হরি-হরি-৩২)

কাশিরাজ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি
কাশের অন্ততম পুত্র কাশিরাজ।
কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র
হয়। দীর্ঘতমার তনয় ধনন্তরী।

কাশিরাজের কন্তা গাঙ্গিনীকে যজ্ঞ
বংশীয় নরপতি স্বকঙ্ক বিবাহ
করেন। গাঙ্গিনীর গর্ভে অকুরের
জন্ম হয়। কাশিরাজ তাঁহার বন্ধু
পৌণ্ড্রক বাহুদেবকে সাহায্য
করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত
হন। (বিষ্ণু-৪র্থ-৮) ব্রজা বেদ
সৃষ্টি করিয়া পরে আয়ুর্বেদ নামে
পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ভাস্কর-
দেবকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাস্কর-
দেব নিজের একখানা সংহিতা
বচনা করেন এবং উভয় গ্রন্থ
তিনি দ্বন্দ্বরী, কাশিরাজ প্রভৃতি
ষোড়শজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন।
কাশিরাজ চিকিৎসা কৌমুদী নামে
এক অতি উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন।
(ব্রজ-১-ব্রজ-১৬)। কাশিরাজ
কক্শদেবশিষ্যপতি পৌণ্ড্রকের বন্ধু
ছিলেন। পৌণ্ড্রককে সাহায্য
করিতে যাইয়া কাশিরাজ শ্রীকৃষ্ণ-
হস্তে নিহত হন। কাশিরাজের
পুত্র সুনক্ষিণ পিতৃহত্যার শাস্তি
দিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হন।
(ভাগ ১০স্ক-৬৬)।

কাশী—পাতুর দ্বিতীয় পুত্র ভীম।
এই ভীমের অন্ততম স্ত্রী কাশীর
গর্ভে সর্ষগ নামে পুত্র জন্মে।
(মৎ-৫০)। চন্দ্রবংশীয় মহোদ্রের
তনয় কাশ্য, কুশ, ও গৃৎসমদ এই
তিনজন। কাশ্যের পুত্র কাশী,

কাশীর পুত্র রাষ্ট্র। (ভাগ-১২স্ক-১৭)
কাশ্য—ভরত বংশীয় মহোদ্রের
কাশিক ও গৃৎসমভী নামে দুই পুত্র
জন্মে। কাশিকের পুত্র কাশ্য ও
দীর্ঘতপা। (হরি-হরি-৩২)।

কাশ্য—চন্দ্রবংশীয় কন্দ্রব্রাহ্মের পুত্র
মহোদ্র, মহোদ্রের পুত্র কাশ্য,
কুশ, ও গৃৎসমদ এই তিনজন।
কাশ্যের পুত্র কাশী, কাশীর পুত্র
রাষ্ট্র। (ভাগ-১২স্ক-১৭)। যযাতি
বংশীয় বিষদের পুত্র সেনজিত,
সেনজিতের কচিরাম দৃঢ়হনু, কাশ্য
ও বংশ নামে চারি পুত্র জন্মে।
(ভাগ-২২স্ক-২২)। কাশ্যের কন্তা
চন্দ্রবংশীয় নরপতি অক্ষকেব পত্নী
ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অক্ষকের
কুহু, শুচি, ভজমান ও কথলবহি
নামে চারি পুত্র জন্মে। (লি-৬৯)
কাশ্যের কন্তা যদুবংশীয় আত্মকের
পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবক
ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন
(লি-৬৯)। সেনজিতের কচিরাম,
কাশ্য, দৃঢ়-হনু, ও বংশহনু, নামে
চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু-৩৭-১২)।
কাশ্য নামে এক মহাবি ছিলেন
(মহাভা)।

কাশ্যপ—অযোধ্যাধিপতি মহারাজ
দশরথের অন্ততম ভ্রাতৃ-মহী।
(রামা-আদি-৭)। জনৈক মূনি
ইহার পুত্র বিভাওক, বিভাওকের

পুত্র ঋতশৃঙ্গ । (রামা-আদি-৯) ।

বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ,

অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম,

বিশ্বামিত্র, ও ভরদ্বাজ সপ্তষি

ছিলেন । (বিষ্ণু ৩য়-১) ।

কাশ্যপের পুত্র মহর্ষি কাশ্যপ

একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ

ঋষি ছিলেন । (কুর্শ্ব-৬-১১) ।

মহর্ষি কাশ্যপ বিষবিদ্যা চিকিৎসক

ছিলেন । রাজা পরীক্ষিৎ শমীক

ঋষির পুত্র শৃঙ্গীর শাপে সর্প-

দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন

জানিতে পারিয়া, তাঁহার চিকিৎ-

সার্থ তিনি রাজ সমীপে যাইতে

ছিলেন । পথিমধ্যে তক্ষক তাঁহাকে

বহু অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া

প্রত্যাগর্জন করিতে বাধ্য করেন ।

(মহাভা-আদি) । (২) কাশ্যপ

নামে এক মহর্ষি ছিলেন, (মহাভা-

শাস্তি-৫৭) ।

কাশ্যপি—মহর্ষি কাশ্যপি একজন

ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি

ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু বাতি,

হব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটি

আর্যেয় প্রবর । (মৎ ১২৪) ।

কাশ্যপী—বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও

অজ্ঞয়া নাম্নী নিরাপদারিনী তিন

দেবীকে মন্তক দ্বারা প্রণামান্তে

দক্ষিণাবর্তক্রমে তিলোদক মাসে

মাসে দান করিলে পিতৃলোকেয়া

ভৃগু থাকেন । (বরা-১২০) । অজ্ঞয়া দেখ ।

কাশ্যপেয়—মহর্ষি কাশ্যপেয় একজন

কাশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ।

তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিম্ব

এই তিনটি আর্যেয় প্রবর ।

(মৎ-১২২) ।

কাশ্য—কাশিরাজনন্দিনী কাশ্য

কুক বংশীয় নরপতি জনমেজয়ের

পত্নী ছিলেন । তাঁহার আর একটি

নাম ছিল বপুষ্ঠমা । কাশ্য হইতে

চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় নামে দুই

পুত্র জন্মে । জনমেজয় অশ্বমেধ

যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া দ্বী বপুষ্ঠমাকে

সংযত হইয়া থাকিতে বলেন ।

ইতিমধ্যে ইন্দ্র গোপনে বপুষ্ঠমার

প্রতি মন্দ বাহ্য করেন । ইহাতে

যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন হয় । জনমেজয়

হঃ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প

হন । পরে বিশ্বাবসু পরামর্শ

দ্বাকে পুনর্গ্রহণ করেন । (হবি-

তর-১৮২, ১৮৮) । কশ্যপ হইতে

তাঁহার অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের

কন্যা মুনিব গর্ভে অলম্বুদা, মিশ্র-

কেলী, পুণ্ডরীক, তিলোত্তমা, সুরূপা,

লক্ষ্মণা, ক্ষেমা, রত্না, মনোরমা,

অসিতা, স্রবাহ, স্তম্ভতা, সূর্য্যী,

সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরমা, প্রমোদিনী,

কাশ্য, শারদ্বতী নাম্নী মৌনেয়

অঙ্গরাগণ, বিশ্বাবসু ও ভরণ্য

কলিকাতা—১২০১২, আপার সাপুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে

শ্রীসঙ্কনিকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ।

প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালয়, ৮১, ওয়েষ্টকমন্ডেট, পোঃ কমন্ডেট, রেজুন ।

নামক গন্ধর্কগণ; মেনকা, সচলজ্ঞা, পুঞ্জিকন্তলা, পর্ণিণী, কুতুস্থলা, ব্রতচী, বিখ্যাতী, উর্জ্বা, প্রমোচা ও মনোবতী নামী বৈদিকী অঙ্গবাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইখি ৩৫-১৮। (৩) সুপার্ষের কন্যা কাণ্ডাব গড়ে মাধব ঔষনে মহাবলশালী পতি পুত্র করে। ২২-৪৭। মাধব দেখ।

কাঙ্কট—শিবের অস্ত্রতন অস্ত্রের কাঙ্কট শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে কোটী কোটিগণে পরিণত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

কাঙ্কটী—শিবের অস্ত্রতন গণ কাঙ্কটী ৬৮ কোটী অস্ত্রতন শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম-২৮-কন-১৬।

কাঙ্কটী—শিবের অস্ত্রতন গণ কাঙ্কটী ৬৮ কোটী অস্ত্রতন শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম-২৮-কন-১৬।

কাঙ্কটী—শিবের অস্ত্রতন গণ কাঙ্কটী ৬৮ কোটী অস্ত্রতন শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম-২৮-কন-১৬।

গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বংশের কণ্ডপ ও নিধুব এই তিন আর্ষের প্রবর। ২২-১৯৯।

কাসোক—মহর্ষি কাসোক একজন অগ্নিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগ্নিরা, উশিক ও উতথা এই তিনটি আর্ষের প্রবর। ২২-১৯৬।

কাহলবাত্তদারী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমৃতা-১৭।

কঃ—বিষ্ণুর অন্তনাম। মহাভা-অমৃতা-১৪৯।

কিং-পুরুষ—(১) মহুবংশীয় নরপতি অগ্নিধের অস্ত্রতম পুত্র কিং-পুরুষ। অগ্নির পুত্রত্বের গড়ে কিং-পুরুষ প্রভূতি নব পুত্রের কন্য কর। অগ্নির তাঁহাকে ত্রৈলোক্য বর্ষ দান করেন। বিষ্ণু-২৪-১। অগ্নি দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর পুত্র কিং-পুরুষ, চৈত্র প্রভূতি। বিষ্ণু-৩১-১। স্বারোচিষ দেখ। কিং-পুরুষ মনব কন্যা, প্রতিপক্ষে বিবাহ করেন। ভাগি ৫২।

কাভা—অগ্নির বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বায়ু-৬৫।

কিঙ্কন—অমৃতাজিৎ দেখ।

কঙ্কর—রাক্ষসধর্ম কঙ্কর বিশ্বামিত্রের পরামর্শে রাজা কান্যকপাদেয় শবীরে প্রবেশপূরক বশিষ্ঠের মৃত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিল। মহাভা-আদি ১৭৩।

কাঙ্কনিক—দারকা তীরের অস্ত্রতম

দ্বারপাল । স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭ ।

কিনিকণ—একটি মাতৃকা । তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন । স্বন্দ-মাছে-কুমা-৩০ ।

কিঙ্করু—নরপতি ভগীরথের সারথি ; বৃহৎ-মধ্য ২১ ।

কিন্দম—মহর্ষিকিন্দম যুগরূপ ধারণপূর্বক স্বীয় স্ত্রী সহ বিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে রাজা পাণ্ডু যুগভ্রমে তাহাকে নিহত করেন । এই অপরাধে মুনির শাপে রাজা পাণ্ডু মাদ্রীসহ বিহার কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । মহাভা-আদি-১১৮ ।

কিন্মর—(১) ইক্ষ্বাকুবাংশীয় সুনক্ষত্রের পুত্র কিন্মর । কিন্মরের পুত্র সুবর্ণ । বিষ্ণু ৪র্থ ২২ ; বায়ু-৯৯ । (২) ধৃতরাষ্ট্র নাগের পুত্র কিন্মর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫ ।

কিন্মরাশ্ব—অযোধ্যাধিপতি সুনক্ষত্রের পুত্র কিন্মরাশ্ব, কিন্মরাশ্বের তনয় অন্তরীক্ষ । অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুবেণ এই দুই জন । মৎ-২৭১ ।

কিম্পুনা—নদী বিশেষ । মহাভা সভা ৯ ।

কিম্পুরুষ—কিং-পুরুষ দেখ ।

কিরণেশ্বর—কাশীস্থিত কিরণেশ্বর লিঙ্গকে প্রণাম করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় ।

স্বন্দ-কাশী-পু ৩৩ ।

কিরাত—মহাদেবের অন্ততম অন্তচর ।

স্বন্দ-কাশী-৫৩ ।

কিরাতেশ্বর—মহাদেবের কিরাত নামক গণ, কাশীতে কেদারের দক্ষিণ দিকে ভক্তগণের অভয়প্রদ কিরাতেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । স্বন্দ-কাশী উ ৫৫ ।

কিরীটা—(১) দেবাসুর সমরে সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদ্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সৈন্তাধ্যক্ষ পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, কিরীটা তাহাদের অন্ততম । মহাভা-শল্য-৪৬ । (২) পাণ্ডু পুত্র অর্জুনের অন্ত নাম কিরীটা । মহাভা-আদি-১৯০ । (৩) দেবাসুর সংগ্রামে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে যক্ষগণ তাহার সাহায্যার্থে যে সকল অন্তচরকে প্রদান করিয়াছিলেন কিরীটা তাহাদের অন্ততম ছিলেন । বন ৫৭ ।

কিন্মার বক্রাক্ষরের নাগো কিন্মীর কন্যাক বনে বাস করিত । পাণ্ডবেরা বনবাসার্থ উক্ত বনে প্রবেশ করিলে, কিন্মীর তাহাদেরকে আক্রমণ করেন । ভীম এই ছরাক্ষকে বিনাশ করেন । মহাভা বন ১১ ।

কিরাত—আক্ৰি ৩ কিরাত নামে অম্বরগণের দই পর্বোদিত ছিলেন । তাহারা ময়ুর একটি বুকে বস করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন । শতপথ ১ প-৪ ব ১ অ । কাকুলি দেখ ।

কিশোর—তানবকাম্য সময়ে কালনেমীর

অমৃতর কিশোর, প্রভূতি দানবেরা
বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন ।
মৎ-১৭৭ ।

কীচক—(১) ধর্ম্মের অজ্ঞাতমা পত্নী ককুদা
হইতে শকট জন্মগ্রহণ করেন । শকটের
তনয় কীচক । স্বন্দ-মাত্রে কুমা-১৪ ।
(২) অশ্বত্থের অন্যতম পুত্র । ভাগ ৫২-৪ ।
অশ্বত দেখ । (৩) ধর্ম্মের পুত্র শকট,
শকটের পুত্র কীচক । এই কীচক
হইতে ভূবিবরের দেবতা সকল উৎপন্ন
হইয়াছেন । ভাগ ৬২-৬ ।

কীচকেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ
স্বন্দ-কালী-পৃ-১০০ ।

কীচক—কেকয় রাজের পুত্র কীচক
অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন । তাঁহার
ভগিনী সুদেবাকে মন্য দেশের বান্দা
বিরাট বিবাহ করেন । কীচক হুৎপরে
বিরাটের সেনাপতি হইয়াছিলেন ।
পাণ্ডবেরা বিরাটের বান্দাদলীতে উন্ন
বেশে দ্রৌপদীসহ বন্দ করিতেছিলেন ।
কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া
তাঁহাকে পাইবার জন্য নানা প্রকার
চেষ্টা করিয়াও কৃতকাব্য হন নাই ।
অবশেষে স্বীয় ভগিনী সুদেবীর
শরণাপন্ন হন । একদিন সুদেবা
দ্রৌপদীকে কীচকের নিকট হইতে মুক্ত
আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন ।
কীচক তখন তাঁহার সম্মুখ হানীর
উপক্রম করিলে, দ্রৌপদী ভয়ে পলাইয়া
বিরাটের সভ্যত্বনে উপস্থিত হন ।

কীচক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
পূর্বক তাঁহাকে সভ্যত্বলেই পদাঘাত
করেন । বিরাট কীচকের শক্তিসামর্থ্যে
অতিশয় ভীত ছিলেন । ভীম
ও যুধিষ্ঠির সেই সভার উপস্থিত ছিলেন ।
ভীম তখনই কোন প্রতিবিদানে তৎপর
হন, সেই ভয়ে কোশলপূর্বক যুধিষ্ঠির
তাঁহাকে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে
বলেন । দ্রৌপদী সুদেবার নিকট
উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ।
সুদেবা অতিশয় চাঞ্চল্য হইয়া
কীচকের প্রাণবধে সম্মুখস্থিত হইলেন ।
কিন্তু দ্রৌপদী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া
বলিলেন যে, তাঁহার পক্ষ গন্ধর্ব্ব স্বামীই
ইহার প্রতিশোধ করিবেন । পরে
গোপনে ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া
কীচককে নাট্যশালায় রাত্রিকালে
পাশবৎ বন্দোবস্ত করেন । কীচক
দ্রৌপদীর বাক্যে আশাব্রিত হইয়া
তাঁহার প্রাপ্তিব আশায় স্বন্দর বেশ
ভূষণে সজ্জিত হইয়া নাট্যশালায় গমন
করিলেন । ভীম দ্রৌপদীর পরিবর্তে
তথায় শয়ন করিয়াছিলেন । কীচক
দ্রৌপদী জ্ঞানে যেমন তাঁহার গাত্রে
হস্তাপণ করিল, তেমনই ভীম তাঁহাকে
অতি নিম্ন ভাবে নিহত করিলেন ।
পরদিন কীচকের নিধন বার্তা শুনিয়া
সকলেই অতিশয় বিচলিত হইলেন ।
উপকীচক নামক কীচকের ভ্রাতারা
দ্রৌপদীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া

কীটকের মৃতদেহের সহিত দ্রোপদীকে বন্ধনপূর্বক দাহ করিবার জ্ঞান লইয়া চলিল। ভীম অস্ত্র দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া আশানে উপস্থিত হইলেন এবং উপকীচকদিগকে বধ করিয়া দ্রোপদীকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। দ্রোপদী স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ভীমও অস্ত্র দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশপূর্বক বীর কাজে মনোযোগী হইলেন। মহাভা-বিরাট-১৪-২৪।

কীটক—একজন রাজা। মহাভা-আদি-৩৭।

কীর্তন—বিষ্ণুর অস্ত্র নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৫।

কীৰ্ত্তি—(১) দক্ষের অন্যতম কন্যা ও ধর্মের পত্নী। হরি-হরি-২১৮। ধর্ম দেখ। (২) মায়া বলে বামন রূপে অবতারণ উৎক্রম দেবের পত্নীর নাম কীৰ্ত্তি। কীৰ্ত্তির গর্ভে বৃহৎলোকের জন্ম হয়। বৃহৎলোকের পুত্র সৌভগ প্রভৃতি। ভাগ-৬ষ্ঠ-১৮। কীৰ্ত্তির তনয় বংশ। মার্ক-৫০; কৃষ্ণ-পূ-৮। (৩) সৌম্যবংশীয় নরপতি ধর্মেন্দ্রের পুত্র কীৰ্ত্তি, কীৰ্ত্তির পুত্র সঞ্জিত, সঞ্জিতের পুত্র মহিমান। কৃষ্ণ-পূ-২২। (৪) জয়ন্তের স্ত্রী কীৰ্ত্তি অত্যাশ্র দেবপত্নীর সহিত সোমের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। কীৰ্ত্তি অত্যাশ্র দেবপত্নীর আশ্রমে সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই ভজনা করিতে লাগিলেন। দেবতারার নিকৃপায় হইয়া প্রকার

শরণাপন্ন হইলেন। প্রকার অশ্রুচোখে সোম সেই মকন দেবপত্নীকে পরিত্যাগ করেন। মৎ-২৩। (৫) শুকদেবের কন্তা কীৰ্ত্তি, পুত্রবংশী নরপতি অশ্রুচোখে পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিষকন্দন জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫র্থ-১৯। (৬) কীৰ্ত্তি নামে এক দানবপতি ছিলেন। কন্দ-মার্ক-কৃষ্ণ-২১। (৭) সুকশ্মের পত্নী কীৰ্ত্তি। বক্ষ-বৈ-প্র-১, বায়ু-১০; ব্রহ্মাণ্ড-৩১।

কীৰ্ত্তিপতি - মহাদেবের অস্ত্র নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

কীৰ্ত্তিবন্ধন - অশ্রুচোখে মৃত্যুর অস্ত্রতম পুত্র। পদ্ম-মু-৭। অশ্রুচোখে মৃত্যু দেখ।

কীৰ্ত্তিবংশধর - মহাদেবের অনানাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

কীৰ্ত্তিমতী, কীৰ্ত্তিমতী—(১) কৃষ্ণ দৈত্যায়নের পুত্র শুকদেব শুকদেবের পত্নী অর্থাৎ হইতে ভূরিপুত্র, শমু, পুত্র, কৃষ্ণ প্রভৃতির নামে পাঁচ পুত্র এবং কীৰ্ত্তিমতী, যোগমাতা ও বৃহৎলোক নামী তিন কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-উ-১৯। (২) দেবী পাশুপতি একাক্ষকাননে কীৰ্ত্তিমতী নামে বিখ্যাত। কন্দ-আব-বৈ-১৯৮। অর্থ দেখ। শুকদেবের কন্তা কীৰ্ত্তিমতী নরপতি সাহসুহের পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র বক্ষদত্ত। বায়ু-৭০। আশ্রম অস্ত্র আছে শুকদেবের কন্যা কীৰ্ত্তিমতী অশ্রুচোখে পত্নী ছিলেন।

অমৃত্যুর পুত্র ব্রহ্মদত্ত । বায়ু-৭৩।
তুৰ্দ্ধেব দেখ । সৌর-৩০ ।

কীৰ্ত্তিমন্ত—(১) স্বায়ম্ভুব মনু কঠোর তপস্তা
করিয়া অবন্তী নামী এক ধনবতী পত্নী
লাভ করেন । তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত
ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে ।
উত্তানপাদ মনুষ্যের নিন্দিত স্বভাব, উত্তানপাদ
হইতে অপমৃত্যু, অপমৃত্যু, কীৰ্ত্তিমন্ত
ও প্রব নামে চারি পুত্র লাভ
করেন । মৎ-৮ । (২) মহাবলী অশ্বত্থার
অনাত্ম পুত্র । বায়ু-২৮ । স্ব-৩৩৫
ব্রহ্মা-৩২২ ।

কীৰ্ত্তিমান—(১) রাক্ষস উত্তানপাদের
পত্নী ও দেবেব কন্যা স্ত্রী হইতে
জন্ম, আয়ুজ্ঞান, বয়ু ও কীৰ্ত্তিমান নামে
চারি পুত্র উৎপাদন করেন । চারি
হরি-২ । (২) বসুদেবের পত্নী দেবকী
হইতে ক্রীষ্ণের কীৰ্ত্তিমান প্রভৃতি
আবণ্ড সপ্ত মহোদয় উৎপাদন করেন ।
ভাগ-৯৯-২৪ । (৩) নারদের মানস
পুত্র বিরাট । তিনি পৃথিবীর অধিপতি
অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম
অবলম্বন করেন । বিরাটের পুত্র
কীৰ্ত্তিমানের বিষয় বংশনা শকাভিমান ।
কীৰ্ত্তিমানের তনয় মহাপ্রজা কদম
মহাভা-শাস্তি-৫৯ । (৪) প্রজাপতির
বিষদেবদিসেব অনাত্ম । মহাভা-
অমৃতা-৯১ । (৫) ইকাকু বংশীয় কৃষ্ণের
তনয় মহাপ্রজা মাহোদয় নরপতি
কীৰ্ত্তিমান কাশীতে বসতি করিতেন ।

তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে বৈশাখ মাসে
আট বৎসরের অধিক বয়স ও আশী
বৎসরের নূন বয়স ব্যক্তি মাত্রকেই
প্রত্যেকে স্থান করিতে হইত । স্ব-
বিষ্ণু-বৈশা-১২ । (৬) দেহুকা কীৰ্ত্তিমান
হইতে বরিষ্ঠ ও রতিমান নামে দুই পুত্র
উৎপাদন করেন । বায়ু-২৮ । দেহুকা
হইতে কীৰ্ত্তিমানের বরিষ্ঠ ও রতিমান
নামে দুই পুত্র জন্মে । ব্রহ্মা-৩-২২ ।
ঈশানদেব ভোক্ত মহোদয় ; তিনি কংস
কর্তৃক বিনষ্ট হন । অম্বি-২৭২ । বসুদেব
দেব । (৭) সূর্য্যনা দেবগণের অমৃত
অনাত্ম দেবতা । বায়ু-৩০ । বসুদেবের
অনাত্ম পুত্র ও বলরামের অমৃত
অনাত্ম দেবতা এক পুত্রের নামও
কীৰ্ত্তিমান ছিল । বায়ু-২৬ ।

কীৰ্ত্তিমালিনী—নরপতি উদ্ধাত্তদের পত্নী
কীৰ্ত্তিমালিনীর গর্ভে কীৰ্ত্তিমালিনী নামী
এক কন্যা জন্মে । স্ব-ব্রহ্ম-উক্ত-১১ ।

কীৰ্ত্তিমুখ—মহাদেবের অজ্ঞাতমগণ ।
তানন্দব মৈত্রেয় দূত রাহু যে সময়ে
মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন, সেই
সময়ে উক্ত কীৰ্ত্তিমুখগণ মহাদেবের
চতুর্ভুজ হইতে উৎপন্ন হন । পর-উক্ত-
১০ ।

কীৰ্ত্তিরথ—জনক বাণীর নরপতি প্রতিক-
কব (বায়ু পতিতক) পুত্র কীৰ্ত্তিরথ,
কীৰ্ত্তিরথের পুত্র দেবমীত, দেবমীতের
পুত্র বিবৃথ । রামা-অদি-৭১; বায়ু-৮২ ।
কীৰ্ত্তিরথ—জনক বাণীর নরপতি ধতি

পুত্র কীর্তিরাজ, কীর্তিরাজের তনয়
রোমমান, রোমমানের পুত্র স্বর্ণরোমা ।
বায়ু-৮৯ ।

কীর্তিরাত—জনকবংশীয় নরপতি
মহীধকের পুত্র কীর্তিরাত, কীর্তিরাতের
তনয় মহারোমা এবং মহারোমার তনয়
স্বর্ণরোমা । রামা আদি-৭১ ।

কীলহ—মহর্ষি লাক্ষণির অগ্ন্যতম শিষ্য ।
বায়ু-৬১ । ব্রহ্মাও পুরাণ মতে কোইল ।
লাক্ষ্মী ও কোইল দেখ ।

কীশেশ্বর—নন্দদানদীর দক্ষিণ ভীষে
কীশেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন ।
স্কন্দ-আব-রেবা-৮৪ ।

কুকর্দ্দম—পিণ্ডারক পুরে কুকর্দ্দম নামে
এক পাণ্ডিত্য রাজা ছিলেন । মৃত্যুর
পরে তিনি প্রেত ধোনি প্রাপ্ত হন ।
পরে স্বীয় গুরু মহর্ষি কহোড়ের অনগ্রয়ে
মুক্তিলাভ করেন । পদ্ম-উত্ত ১৩৯ ।

কুকুটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থে যে সকল
মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, কুকুটিকা
তীহাদের মধ্যে অগ্ন্যতমা ছিলেন ।
মহাভা-শল্য-৪৭ ।

কুকুদ—একজন শিবোপাসক ঋষি ।
স্কন্দ-মাহে-অরণ্য-৩ ।

কুকুদ্রী—ব্রহ্মা কুকুদ্রীণী গঙ্গা নামে
সহাদি পর্বত হঠাতে নিগত হইয়া
সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন । পদ্ম-উত্ত-
১১১ ।

কুকুদ্রী—আনন্ড দেশের কুশবলী নগরে

য়েব নামে এক রাজা ছিলেন । তীহার
পুত্র কুকুদ্রী, যৈবজ নামে খ্যাত
ছিলেন । তীহার কন্যা যৈবতীকে
বসুদেব তনয় বলরাম বিবাহ করেন ।
শিব ধর্ম ৩০ ।

কুকুণ--সুরসী বৃহস্পতির গর্ভজাত
পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী মহেশ্বর
তনয়ের অন্যতম । মহাভা-উদ্ভ-১০২ ।
কুকুপান - পাতালের দ্বিতীয় তলে
কুকুপদ নামক দানবপতি বাস
করিতেন । বা ৫০ ।

কুকুর - ভাস্কর্য্যের সজ্জার অগ্ন্যতম
পুত্র অক্ষক । অক্ষকের পত্নী ও দৃঢ়াশ্বের
মহিষী হইতে কুকুর, ভক্তমান, শান,
ঐবন্ধ প্রভৃতি মতে শুভী ও কঞ্চলবহিষ
নামে চারি পুত্র জন্মে । ভগ্নধো কুকুরের
পুত্র বৃষ্ণ, হরি হরি ওয়, কুকুরের তনয়
বাকি, বাকির পুত্র বিক্রোমা । ভাগ-৯ঙ্ক-
২৭ । কুকুরের পুত্র বাকি, বাকির তনয়
মুখ্যনি ৩০ । কুকুরের পুত্র মুখ্য, মুখ্যের
পুত্র কপোতধোমা । বিষ্ণু-৮র্থ ১৪ ।
কুকুরের তনয় বাকি, বাকির তনয়
কপোতধোমা । কাম-পু ২৪ । (২) বক্রর
অগ্ন্যতম তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় বাকি,
বাকির পুত্র বৃষ্ণ । মৎ ৮৪ । কঞ্চলবহিষ
ও অক্ষক দেখ । (৩) পাতালের
ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসী
বৃহস্পতির গর্ভজাত মহেশ্বর তনয়ের
অগ্ন্যতম । মহাভা-উদ্ভ ১০২ ।
কুকুরাঙ্গ--মহাবলগাণী কুকুরাঙ্গ দৈত্য-

পতি বলির একজন প্রধান সহায় ছিলেন। বাম-২৯।

কুকুট—মহাদেবের অগ্ৰতম অগ্ৰচর। স্বন্দ কাশী-৫৩।

কুকুটম্বজ—মহাদেবের অগ্ৰতম গণ। বাম-৬৮।

কুকুটিকা--(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্তিকেয়ের অগ্ৰচরী কলাপ-দায়িনী মাতৃপদের অগ্ৰতমা। মহাভা শলা ৮৭। (২) সন্দাপবিনোদন-নদী। স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিযুক্ত হইলে তাঁহার সাহসার্থে তিনি স্বয়ং অগ্ৰচর সুরমা, মধুপিকা, অর্পিত, দত্তদত্তা, খেটকর, সপ্তর্ষি, বিকলা, ক্রমকা, বধবাসিনী, ভলেশ্বরী ও কুকুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

কুকুটেশ্বর কাকেশ্বত কুকুট অগ্ৰচর কুকুটেশ্বর শিবলিঙ্গের পতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে অপর কখনও গভায়া দৃষ্টিতে হয় না। স্বন্দ কাকেশ্ব-১৩।
ককর - একজন ঋষি। তিনি কাকেশ্বের বাসস্থান যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা সভা-৮।

কুকুরী-অক্ষয়বীরের বক্তাবান কারিবার নিম্নের মহাদেবের সত্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি মহাদেবের অগ্ৰতমা। মং ১৭২।

কুকি, কুকী- (১) বৈরাগ্যের পুত্র বীর। বীরের পত্নী কামা হইলে সমস্ত

কুকি, নিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। কামা দেখ।

(১) বলিরাগের ষষ্ঠ পুত্রের অগ্ৰতম কুকি। হরি-হরি-৩। (৩) মহর্ষি পৌষপ্তির উদীচ্য নামে খ্যাত অনেক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে নোগাকী, দান্বলী, কলা, কুশান ও কুকী নামে পাঁচ শিষ্য তাঁহার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া ষষ্ঠ শত সংহিতা রচনা করেন। ভাগ-১২ অ-৬। (২) স্বয়ম্ভুব মমুর পুত্র প্রিয়বত কর্মম প্রজাপতির কন্যা কামাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সম্ভূত ও কুকী নামে দুই কন্যা এবং অর্পিত, অগ্ৰবাক, বপুন, ভাতিমান, মেধা, মেধান্তর্গ, ভবা, সর্বন, পুত্র ও ভোক্তমান নামে দশ পুত্র জন্মে। কামা দেখ। বিদ্য-২৪-১। (৫) কুকি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-অ-উ-৩। (৬) বৈবস্বত মমুর পুত্র হস্তাক, ইস্তাকুর পুত্র কুকি, কুকির পুত্র বিদ্যাক। বামা-অমো-১১০। ইস্তাক দেখ। (৭) স্বয়ম্ভুব মমুর অগ্ৰতম পুত্র প্রিয়বত, প্রিয়বতের পুত্র কুকি। বামু-২৩। প্রিয়বত দেখ।

কুকিনমা—প্রজাপতি বীরের তনয় বৈরা। বৈরাণ্য পুত্র কুকিনমা। তিনি স্বয়ম্ভুবের নিকট সনাতন ধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। বীরণ দেখ। মহাভা-অ-৩-৩৪২।

কাকী-ঐশ্বর্য-বিবাহিত পুত্র বলির ষষ্ঠ

পুত্রের মধ্যে বাণ, ধতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চক্ষু, চক্রাংগুতপন, নিকৃষ্টনাভ, কুক্ষিভীম, গুল্লক্ষ ও বিভীষণ প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। বাণ দেখ। মং ৬।

কুক্ষিমিত্র—বল্লভদেবের অল্পতম পুত্র। বায়ু-২৬। মদিরা দেখ।

কুক্ষী—কুক্ষি দেখ।

কুটহরা—যে কুটার বৈবাহিক বিধি সম্যক কৃত হয় নাই, অথবা কানের অপগম ইহা আছে, কুটহরা তাহার কুটধর হরণ করে। মার্ক-৫১। স্বত্ হারিণী দেখ।

কুজস্ত—(১) জনৈক মহাবলশালী দৈত্য। ইনি নরপতি বলি ও অন্ধকাসুরের প্রধান সত্কার ছিলেন। মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের সমরে, কুজস্ত নন্দীর মুলাবাত্তে নিহত হন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। ইনি পরে আবার ইন্দ্র হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। বাম-২৯-৬৮-৬৯। (২) হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র জম্বু, কুজস্ত ও বিরোচন। হরি-হরি-১১৮। (৩) ভারকাসুরের অন্ততম সেনাপতি। স্বক-মাধে-কুমা-১৬। (৪) রসাতলে কুজস্ত নামে এক দৈত্য বাস করিত। সে একদা বিদূরথের কন্যা মৃদাবতীকে হরণ করে। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে ষাইরা বিদূরথের স্নানীতি ও সুনন্দী নামক পুত্রদ্বয় রসাতলে কুজস্ত হস্তে বন্দী হন। বিদূরথ মার্কণ্ডের মুনির

পরামর্শে ধনুঃসাম্রাজ্যক নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া এক ধনু প্রাপ্ত হন। তাহারদ্বারা কুজস্তকে বধ করিয়া পুত্র কন্যাদের উদ্ধার করেন। স্বক-আব-১৭৩৩।

কুজস্ত—দামোদর-কুজস্ত বিধবকন্যাস্বয়ম্বর নামক মহাবল কাশ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একদা বাজা বিল হরণ করিয়া তাহাকে (সৌন্দর্য্য) উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মার কন্যা বাল্মীকীকে বিবাহ করেন। স্বক-আব-১৭৩৩।

কুজস্ত—(১) জনৈক মহাবলশালী দৈত্য। ইনি নরপতি বলি ও অন্ধকাসুরের প্রধান সত্কার ছিলেন। মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের সমরে, কুজস্ত নন্দীর মুলাবাত্তে নিহত হন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। ইনি পরে আবার ইন্দ্র হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। বাম-২৯-৬৮-৬৯। (২) হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র জম্বু, কুজস্ত ও বিরোচন। হরি-হরি-১১৮। (৩) ভারকাসুরের অন্ততম সেনাপতি। স্বক-মাধে-কুমা-১৬। (৪) রসাতলে কুজস্ত নামে এক দৈত্য বাস করিত। সে একদা বিদূরথের কন্যা মৃদাবতীকে হরণ করে। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে ষাইরা বিদূরথের স্নানীতি ও সুনন্দী নামক পুত্রদ্বয় রসাতলে কুজস্ত হস্তে বন্দী হন। বিদূরথ মার্কণ্ডের মুনির

পরামর্শে ধনুঃসাম্রাজ্যক নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া এক ধনু প্রাপ্ত হন। তাহারদ্বারা কুজস্তকে বধ করিয়া পুত্র কন্যাদের উদ্ধার করেন। স্বক-আব-১৭৩৩।

সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পৰ্বত সমুদয়
তাঁহার সাধাবার্থে যে সকল সেনাপতি
প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুঞ্জল তাঁহাদের
অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ ।

কুটর—কল্প পত্নী কন্ধর গর্ভজাত
অন্ততম নাপ । মহাভা-আদি-৩৫ ।

কুটীলা—হিমাগয়ের পত্নী মেনাব গর্ভজাত
অন্ততমা কণ্ঠা কুটীলা বক্ষাব লাগে
জলময়ী মূর্তি ধারণ করিয়া বক্ষলোক
প্রাবিষ্ট করিয়াছিলেন । বাম-৫১ ।
মহাদেবের তেজ প্রপমে হতাশন, পরে
কুটীলা ধারণ করেন । যথাকালে
কুটীলা গর্ভবতী হইয়া পক্ষতের দ্বারে
শরবনে গর্ভমোচন করেন । নবজাত
শিশু ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে,
ছয় জন কৃত্তিকা আসিয়া তাহাকে
স্তুতপান করাইয়াছিলেন । বাম-৪৭ ।
অমি দেখ ।

কুটীলাননা—বিধেয়িনীর অন্ততমা কণ্ঠা ।
মাক-৫১ । বিধেয়িনী দেখ ।

কুটুম্বিকা—অক্ষকাসুরের বক্ষপান
করিবার ভক্ত মহাদেব যে সকল
মাতৃপুত্রের সৃষ্টি করেন, কুটুম্বিকা
তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন । ম-১৭২ ।

কুটুম্বেশ্বর—শিপ্রানদীর তীরে কুটুম্বেশ্বর
মহাদেব বহুমান । কুটুম্বেশ্বর দশন
করিলে কুটুম্ব বৃদ্ধি হয় । স্বন্দ-আব-
চতু-১৪ ।

কুঠার—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার
জন্ম হয় । কুঠার রাজা জনমেজয়ের

সর্পসত্ত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।
কুঠারচন্দ্র—মহাদেবের অন্য নাম ।
মহাভা-শলা-১৭ ।

কুড়া—কুরণ্টক দেখ ।

কুপাল—মৌগাংশীয় মগদপতি অশো-
কের পুত্র কুপাল ৮ বৎসর রাজত্ব
করেন । বায়ু-২২ । চন্দ্রগুপ্ত-দেখ ।

কুপি -- (১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যুধামন্যুর
পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় কুপি, কুপির
পুত্র যুগন্ধর । ইহারা সকলেই শৈবের
নামে পাত । লি-৩২; কৃষ্ণ-পূ-২৪ ।

(২) ববাহকরের পঞ্চদশ ছাপরে মহাদেব
বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ
করেন । কুপি, কুণিবাহু, কুশরীর ও
কুনেরক বেদশিরার পুত্র ছিলেন ।
তাহারা সকলেই মহাশা উর্জবর্তা ও
সাক্ষাৎ যোগ স্বরূপ ছিলেন । লি-২৪ ;
বায়ু-২৩; ব্রহ্ম-৩-২৩ । (৩) জনকবংশীয়
নরপতি সত্যধ্বজের পুত্র কুপি, কুপির
পুত্র অগ্নন, অগ্ননের পুত্র কতুজিৎ । বিষ্ণু-
পূর্ব-৫ । (৪) যযাতিবংশীয় জয়ের পুত্র
কুপি, কুপির পুত্র যুগন্ধর । ভাষ-১৯-২৪ ।
(৫) যজুবংশীয় মীচুুষের পত্নী ভোজা
হইতে বশুদেব, কুপি, অনাসুষ্টি প্রভৃতি
দশ পুত্র জন্মে । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । মীচুুষ
দেখ । (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে ববাহকরে
স্বৈত, সূতার প্রভৃতি ২৮ জন যোগক্রমে
যোগচাষা ছিলেন । কুপি তাহাদের
একজনের শিষ্য ছিলেন । শিব-বাহবীর
উক্ত-১০ ।

কুণিক—মহর্ষি কুণিক ব্রহ্মভূমিষ্ঠ ও জ্ঞান যোগ সম্পন্ন ঋষি ছিলেন। কৃষ্ণ-পু-৫২।

কুণিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ দায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা কুণিকা ছিলেন মহাভা-শলা-৪৭।

কুণিগর্গ—মহর্ষি কুণিগর্গ প্রাচীনকালের একজন তপোবল সম্পন্ন মহাযশা ঋষি ছিলেন। তাঁহার এক ব্রহ্মবাদিনী কন্যা আজীবন অতি কঠোর তপস্তা নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে নারদের কথায় তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি গালবের পুত্র শৃঙ্গবাণকে বিবাহ করিয়া এক রাত্রি তাহার সহিত বাস করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন। মহাভা-শলা-৫৩।

কুণিবাহু—বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাদেব বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণকে জন্মগ্রহণ করেন। কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক এই বেদশিরা পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা উর্দ্ধরতা ও সাক্ষাৎ যোগ স্বরূপ ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

কুণিসঙ্গ—দক্ষমেরুসাবণি মনুর মনুসুত, উত্তমোজা, কুণিসঙ্গ, শতানীক, বীৰ্য্যবাণ, নিরমিত্র, বৃষসেন, ভয়দ্রুণ, তুরিহায় ও সুবর্চা নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭।

কুণ্ড—(১) কুবেরের পত্নী ঈশ্বরী ভর্তে কুণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুষ্টি ও স্থাপিত নিবাসের নাম কুণ্ডলেশ্বর লিখ। বন্দ অংক-৮০-৮১। (২) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শাষ্টি-২৮৫।

কুণ্ডল—(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

কুণ্ডল—(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

কুণ্ডল—(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

কুণ্ডল—(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

কুণ্ডল—(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

কুণ্ডল—(১) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (২) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল। (৩) কুণ্ডল নামক দেবের কুণ্ডল।

মাতৃগণের সৃষ্টি করেন কুণ্ডলিঙ্গা
ঔহাদের অগ্ন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭২ ।

কুণ্ড—ব্রহ্মার উপাসক দানব বিশেষ ।
পদ্ম-স্ব-১৮ ।

কুণ্ডধার—(১) কুণ্ডধার একটা
দেবতা বিশেষ । এক ব্রাহ্মণ ঔহার
উপাসনা করিয়া পরম জ্ঞান লাভ
করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি ২৭১ ।

(২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্ন্যতম । তিনিও
অগ্ন্যতম ঔহাদের জ্যৈষ্ঠ কুরুক্ষেত্র সমরে
ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-ভীষ্ম
৮২ । (৩) কুণ্ডধার নাগরাজ
বিশেষ । মহাভা-সভা ২ । (৪) কুণ্ডধার
নামে এক ঋষি ছিলেন । মহাভা-শান্তি-
২২৩ ।

কুণ্ডধারী—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-শলা-১৭ ।

কুণ্ডলজ—মহাদেবের অগ্ন্যতম গণ ।
ঔহার সহিত দৈত্যপতি বলির ভীষণ
যুদ্ধ হইয়াছিল । বাম-৬৮ ।

কুণ্ডপারী—কল্পপের পুত্র বৎসব, বৎসরের
পুত্র নৈঋব । মহর্ষি চাবনের কন্যা
সুমেধা নৈঋবের পত্নী ছিলেন । তাহা
হইতেই কুণ্ডপারী পুত্র সফল জন্ম গ্রহণ
করেন । কৃষ্ণ-পূ-১২; বায়ু-৭০; সৌর-
৩০ ।

কুণ্ডভেদী—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্ন্যতম । তিনিও
অগ্ন্যতম ঔহাদের জ্যৈষ্ঠ কুরুক্ষেত্র সমরে

ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-আদি-
৬৭, ভীষ্ম-২৭ ।

কুণ্ডল—নাগরাজ কোরবের কুলজাত
কুণ্ডল নাগ মহারাজ জনমেজয়ের

সর্পসন্ত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি ৫৭ ।

কুণ্ডলা—বিক্রাণ্যবানের কন্যা কুণ্ডলা
পুঙ্গব মালীর পত্নী ছিলেন । মার্ক-২১ ।

কুণ্ডলী—কল্পপ পত্নী বিনতা হইতে
বলবান বহু বিহগের জন্ম হয় । কুণ্ডলী
তন্মধ্যে একজন । মহাভা-উদ্-১০০ ।

কুণ্ডলেশ্বর—কুবের তনয় কুণ্ড বর্জুক
স্থাপিত শিবলিঙ্গ । স্বক-আব-রেবা-
১১ । কুণ্ড দেখ ।

কুণ্ডধার—নাগরাজ কুণ্ডধার বক্রণ
দেবের সখা ছিলেন । মহাভা-সভা-
২ ।

কুণ্ডারিকা—দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি
কান্তিকের সেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে,
যে সকল কলাণদায়িনী মাতৃকা
ঔহার অন্তর্গত ছিলেন, কুণ্ডারিকা
ঔহাদের অগ্ন্যতমা । মহাভা-শলা-৪৭ ।

কুণ্ডক—নরপতি কুরু পুত্র অর্বক্ষিৎ,
অর্বক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের
তনয় জনমেজয় । এই জনমেজয়ের
পুত্র ধৃতরাষ্ট্র । ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম
পুত্র কুণ্ডক । মহাভা-আদি-২৪ ।
অপরাজিত দেখ ।

কুণ্ডিন—(১) মহর্ষি কুণ্ডিন একজন বশিষ্ঠ
বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
ঔহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন,

এই তিনটি আর্থের প্রবর। মৎ ২০০।
ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। মিত্রাবরণের কুণ্ডিন
নামক বিখ্যাত বংশধরগণও এক বংশ
সম্বৃত বলিয়া সকলেই বশিষ্ঠ নামে
প্রসিদ্ধ। বায়ু-৭০।

কুণ্ডিল—জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র।
ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম
কুণ্ডিল। মহাভা-আদি-৯৪। অপরাজিত
দেখ।

কুণ্ডেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ।
কঙ্ক-কালী-উ-৯৭। মহাদেবের একটি
কুণ্ড নামক গণ পার্বতীর শাপে মনুষ্য
দেহে ধারণ করিয়া মহাকাল বনে একটি
কামদারী শিবলিঙ্গকে অর্চনা করিয়া
গাণ্ডপতা লাভ করেন এবং তদবধি উক্ত
লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়।
কঙ্ক-আব-চতু-৪০।

কুণ্ডেশ্বরী—পুত্ররত্নীরেণ বা কুণ্ডেশ্বরী
কুণ্ডেশ্বরী দেবী বিরাজমানা। তাহার
অর্চনার দরিত্রতা দূর ও পাপনাশ হয়।
কঙ্ক-প্রভা-প্রভা-১১৬।

কুণ্ডোদর-(১) রাজা কুরুর পুত্র অবিস্মিত,
অবিস্মিতের পুত্র পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের
পুত্র জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্রবাহু
পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিমদ, কামদ, কুণ্ডোদর,
পদাতি ও বসন্তি নামে
আট পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-১৭।
(২) বিচিত্র বীর্ষের অক্ষপুত্র ধৃতরাষ্ট্র।
ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত এত পুত্রের
অন্ততম কুণ্ডোদর, ইনিও ভীম ভ্রাতৃ

নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-৬৭।
(৩) মহাদেবের অগ্রতম গণ। তিনি
মহাদেবের সহিত অক্ষকানুরের যুদ্ধে
দেবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বায়ু-
৬৮। (৪) কণ্ঠপের অন্যতম পত্নী কঙ্ক
ইহাতে কুণ্ডোদর, কঙ্ক প্রভৃতি নাগ
জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।
কুণ্ডোদ্রীগাভী—একটি গাভীর নাম।
হৃন্দ নাগ-২৫২।

কুণ্ডপ—মহাধি কুতপ ব্রহ্মার যজ্ঞে অগ্রতম
অধার্য্য ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

কুণ্ডিত—জয়দেবগণের অগ্রতম। বায়ু ৬৬।
জয়গণ দেখ।

কুণ্ডু—কোকতিষ্ঠি, কুতুণ্ড, দান্ডা,
এজ, প্রবাহিত, মিতি ও সম্মতি, এই
দান্ড জন যোগবন্ধন ঋষি ছিলেন।
পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

কুংস (১) তিনি একজন ভৃগুবংশীয়
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাহারদের ভৃগু,
চানন, আপ্পান, ওর্ক ও জমদগ্নি এই
পঞ্চ প্রবর। মৎ-১২৫। অতিথি দেখ।
(২) ঋষি বিশেষ। রামা উত্তরা-৭১-সর্গ।
(৩) কুংস একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি।
তিনি অঙ্গিরার পুত্র ও অনেক ঋক
মন্ত্রের রচয়িতা। অনার্যাদিগের সহিত
যুদ্ধে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়া
ছিলেন। ইন্দ্র তাহাকে রক্ষা করেন।
ঋগ ১৩৩। ১৪। ১৫। একবার কুংস
তাহার শত্রু শুক্ল অশুর কর্তৃক কপে
নিপতিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র কুংসের

স্তবে সঙ্কট হইয়া শুককে নিধনপূর্বক
 তাঁতাকে উদ্ধার করেন। ঋগ ১।৩৩।৩;
 ১।১০৬।৩। কুংস, অতিথিগ্ন ও
 আয়ুকে ইন্দ্র, যুবক রাজা তুর্কবানের
 অধীন করিয়াছিলেন। ঋগ ১।৫৩।
 ১০। আবার ঋগেদেরই অন্যত্র আছে
 রাজর্ষি কুংস কুকুর পুত্র। ঋগ ৪।
 ১৬৯। কুংস অর্জুনের পুত্র। ঋগ
 ১।১১২।৩। সৃগা যখন এতশ ঋষিকে
 পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগ্রামী ও
 বংশু সদৃশ গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জুন পুত্র
 কুংস ঋষিকে বহন করিয়াছিল।
 ঋগ ৮।১১।১।

কুখন—খসার গর্তজাত অন্ততম পুত্র।
 বায়ু-৩২। খসা দেখ।

কুখুমী—(১) মহর্ষি সুকন্যা স্বীয় শিষ্য
 পোশ্পিঞ্জি ও হিরণ্যনাভকে সহস্র প্রকার
 সামবেত সংহিতা অধ্যয়ন করান।
 লোকাঙ্কী, কুখুমী, কুমৌদি ও নান্দনী
 এই চারি জন পোশ্পিঞ্জির শিষ্য ছিলেন।
 তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের অনেক
 সংহিতা রচনা করেন। বিষ্ণু-৩য় ৩।(২)
 বরাহকল্পের উনবিংশ দ্বাপরে শিবাবতার
 যোগাচার্য্য জটামালী অবতীর্ণ হন।
 তাঁহার লোকাঙ্কী, হিরণ্যনাভকোশল্য
 ও কুখুমী নামে চারি পুত্র জন্মে।
 তাঁহারা সাংখ্য ঈশ্বর স্বরূপ যোগাচার্য্য
 ও উর্জ্জবেতা ছিলেন। লি-৭, ২৪।
 কুখুমীর পুত্র ঔরস, রসপাসর ও তেজস্বী
 ভাগবিত্তি এই তিন জন। তাঁহারা

কোথুম নামে অভিহিত হন। তাঁহারা
 সকলেই সামগ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭।
 পোশ্পিঞ্জি দেখ।

কুনক—সর্গা বংশীয় শাকা হইতে শুকোদন,
 শুকোদন হইতে সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থ
 হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে
 কুন্দক, কুন্দক হইতে কুনক, কুনক
 হইতে সুরথ, সুরথ হইতে স্মমিত্র জন্ম
 গ্রহণ করেন। মৎ-২৭১।

কুনটী—দেবাসুর যুদ্ধে যক্ষগণ কর্তৃক
 কর্দিকেবের সাতাব্যার্থ প্রেরিত
 অন্যতম সেনাপাতি বংশ-৫৭। অশ্বক
 দেখ।

কুনটীক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
 কর্দিকেবের সাতাব্যার্থ সাধা, কৃত্ত,
 বহু, পিতৃগণ, সরিং, সমুদ্র ও মহাবল
 সম্পন্ন পক্ষত সকল, যে সমুদ্রনৈমিত্যাক
 প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের
 অন্যতম। মহাভা-শলা-৪৩।

কুনেত্র—(১) বরাহকল্পে যে সকল
 শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন
 তাঁহাদের অন্ততম কুনেত্র ছিলেন।
 লি-৭।

কুনেত্রক—একজন ব্রহ্মভূষিত যোগপরায়ণ
 ঋষি। কৃষ্ণ-পূ-৫২; শিব-বায়ু-উভ-
 ১০। কুনি দেখ। লি-২৪; বায়ু-২৩;
 ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেনশিরা দেখ।

কুন্ত—মহর্ষি কুন্ত একজন ব্রহ্মভূষিত
 যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কৃষ্ণ-পূ-৫২।

কুন্তল—স্বাতিকর্ণ বংশীয় নরপতি কুন্তল

মগধে আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন
তাঁহার পরে স্বাতিকর্ণ এক বৎসর,
রিক্তবর্ণ পঁচিশ বৎসর, রাজত্ব করেন
মৎ-২৭৩ ।

কুন্তলক—কেরল দেশের একজন রাজা ।
গর্গ-অখ-৫২ ।

কুন্তলেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫ ।

কুন্তি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ক্রাথের
পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র বৃত, বৃতের পুত্র
রণধৃষ্ট । লি-৬৮ । (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি
ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয়
সাহজি, সাহজির পুত্র মহিমান । বিষ্ণু-
৪র্থ ১১ । যদুবংশীয় ক্রাথের তনয় কুন্তি,
কুন্তির তনয় বৃষ্ণি । বিষ্ণু-৪র্থ-১১ । (৩)
বিদর্ভরাজের অগ্রতম পুত্র ক্রণ, ক্রণের
পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট । কুন্ধ্যপু-
২৪ । কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র স্মৃষ্ট ।
পদ্ম-স্মৃষ্টি ১৩ ।

কুন্তিভোজ, কুন্তীভোজ-কুন্তিরাজ যদুবংশীয়
নরপতি বিদর্ভের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র
কুন্তিভোজ, কুন্তিভোজের পুত্র ধৃষ্ট,
ও অনাধৃষ্ট । হরি-হরি-৩৪, ৩৬ ।
যদুবংশীয় নরপতি শুর, কুন্তিভোজের
আপন মামাত ভাই ছিলেন । রাজা শুর
আপন কন্তা পৃথা কুন্তিভোজকে
দান করেন । পৃথা, কুন্তিভোজ
কর্ডক পালিত হইয়া কুন্তী নামে
পাতি হন । মহাভা-আদি-৬৭, ১১১ ।

কুন্তী—যদুবংশীয় নরপতি দেবমীচুসের

পুত্র শুর, শুরের ভোজ বংশীয়া মহিষী
নামী পত্নী হইতে বহুব্রব, দেবভাগ,
দেবভ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান,
গঞ্জিম, শ্রাম, শমীক ও গণ্ডুয নামে
দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্তি, পৃথা, ঞ্চতভ্রবা,
ঞতদেবা ও রাজাধিদেবী নামী পাঁচ

কন্তা জন্মে । রাজা কুন্তিভোজ
প্রার্থনা করিলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি
অনুসারে শুর তাঁহাকে পৃথাকে দান
করেন । তদবধি তিনি কুন্তী নামে
পাতি হন । হরি-হরি-৩৪ । নরপতি
কুন্তিভোজ পৃথাকে স্বীয় কন্তার স্তায়
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । কুন্তী
কন্তাবস্তায় ব্রাহ্মণ সেবার ও অতিথি
পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন । একদা
মহর্ষি দ্রুপদা কুন্তিভোজ গৃহে আতিথা
স্বীকার করেন এবং কুন্তীর সেবার ও
পরিচর্যায় সম্বলিত হইয়া তাঁহাকে বরদেন
“আমি তোমাকে এই মন্ত্র প্রদান
করিতেছি, এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে
দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহার
প্রভাবে তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন
হইবে ।” এই মন্ত্র দ্বারা কন্তাবস্তার
কুন্তী স্বর্গকে আহ্বান করেন এবং
যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিয়া
লোকলজ্জা ভয়ে তাঁহাকে জলে ভাসাইয়া
দেন । এই পুত্রই মহাশ্মা কর্ণ । জলে
ভাসমান ভেলা হইতে তাঁহাকে গ্রহণ
করিয়া অধিরথ স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে
প্রদান করেন । কর্ণ দেখ । পরে

কৃষ্ণী স্রবণের সভায় পাণ্ডুর গলে মালা
অর্পন করেন। পাণ্ডুর অভিপ্রায়
অনুসারে কৃষ্ণী ধর্ম্য হইতে বৃদ্ধিরকে,
বায়ু হইতে ভীমকে এবং ইন্দ্র হইতে
অর্জুনকে লাভ করেন। মহাভা-আদি-
১১১, ১১২, ১১৩। তিনি পাণ্ডবদের
সঙ্গে পার্শ্বিক্য নানা স্থল ভ্রমণ ভোগ
করেন। কুরুক্ষেত্র সময়ে পবে কৃষ্ণী
কিছুকাল দর্শিত্বের সহিত অবতান
করিয়া, পরে পুত্ররাষ্ট্র ও গংগারীদ নদিত
বনে গমন করেন ও দাবানলে প্রাণ
ত্যাগ করেন। মহাভা-অঃশম-৩৭।
কৃষ্ণীধর—পাণ্ডুরাজ পত্নী কৃষ্ণীদেবী
প্রভাস ক্ষেত্রে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন। তাহাই কৃষ্ণীধর লিঙ্গ নামে
পাতি। স্বল্প প্রভা পঃ-১১৮

কুল—দেবাসুর যুদ্ধে যুদ্ধ সেনাপতি
পদে বৃত্ত হইলে তাহার সাতারো
বিধাতা স্বীয়গণ কুল, মকুল, ও
কসুমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম-
৫৭; মহাভা-শল্য-৯৮।

কুলদণ্ড—মহাদেবের অস্ত্রতম গণ। প্রিপব
বিনাশের সময় মহাদেবের সঙ্গে গমন
করিয়াছিলেন। সৌর-৩৬।

কুল্লর—বিষ্ণুর অলম্বন। মহাভা-অঃশম-
১৪২।

কুল্লী বরাহকরোয়ে সকল দেবদেবীর
যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন কুল্লী
তাহাদের অস্ত্রতমের দিয়া ছিলেন।
বিঃ ৭।

কুপট—কণ্ঠপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির

কন্যা দম্বু হইতে কুপট প্রভৃতির শত
পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

কুপথ—কণ্ঠপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির
কন্যা দম্বু হইতে কুপথ প্রভৃতি একশত
পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮;
মহাভা-আদি-৬৭।

কুপন—(১) কণ্ঠপ হইতে দক্ষ প্রজা-
পতির অস্ত্রতম কন্যা মম্বুর গর্ভে কুপন
প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে। হরি-
হরি-৬১। (২) অম্বর বিশেষ। হরি-হরি-
৩; ১৩৬-২৩৭।

কুবল—মহর্ষি গালব, শক্রজিৎ রাজার
পুত্র পাতশ্বজকে শত্রু বিনাশার্থ কুবল
নামে অশ্বপ্রদান করিয়াছিলেন। মার্ক-
২০।

কুবলয়—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্বল্প
দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে কুবলয়
তাহার সাতারো স্বীয় অস্ত্রচর কুবলয়কে
প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) বৃনাস্থের
তনয় শ্রাবস্তি, শ্রাবস্তির তনয় কুবলয়,
কুবলয়ের অস্ত্রতম ধৃক্ষুমারি। সৌর-
৩০।

কুবলয়পীড়—মথুরাধিপতি কংসের
কুবলয়পীড় নামে একটা প্রকাণ্ড হস্তী
ছিল। কংস এই হস্তীর দ্বারা বলরাম
ও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য হস্তিপক
মহাপাত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন।
মহাপাত্র এই হস্তীদ্বারা পুরোধার রক্ষা
করিতেছিল। কৃষ্ণ ও বলরামপুত্র প্রবেশ
করিতে চাহিলে, এই হস্তী শুওসকালন
দাবা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।

কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বধ করিয়া
পুণে প্রবেশ করেন। হরি-হরি-৮৫।

কুবলয়াশ্ব—(১) কাশীরাজ দিবোদাসের
পুত্র প্রতর্দন কুবলয় নামক অশ্বের
প্রাপ্তি নিবন্ধন পৃথিবীতে কুবলয়াশ্ব নামে
প্রসিদ্ধ হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (২) দ্রাম্যানের
পুত্র অলক। দিবোদাসের পুত্র দ্রাম্যান
প্রতিন, শকুজিৎ, বৎস, ঋতম্বজ ও
কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন।
ভাগ-৯ঙ্ক-১৭। (৩) ময়ুবংশীয় বৃহদশ্বের
পুত্র কুবলয়াশ্ব, তিনি মহর্ষি উত্কলের
শ্রীতি সাধনার্থে ধুত্ব রাক্ষসকে বধ
করিয়া ধুত্বমার নামে খ্যাত হন। ভাগ-
৯ঙ্ক-৬। ধুত্বমার দেখ।

কুবলাশ্ব, কুবলয়াশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নর
পতি বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। তিনি
পিতার আদেশে ধুত্ব (অত্ননাম উজ্জানক)
নামক রাক্ষসকে নিহত করিয়া ধুত্বমার
নামে বিখ্যাত হন। হরি-৩রি-১১।
কুবলাশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব, চণ্ডাশ্ব ও
কপিলাশ্ব এই তিন জন। নি-৩৫। ময়ু-
বংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব
একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিব্রত হইয়া
বৈষ্ণব তেজ প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া
পূরুষক, উত্ক নামক দ্বিধর অপকারী
ধুত্ব নামক অশুরকে বিনাশ করেন।
এইজন্য তিনি ধুত্বমার নামে খ্যাত হন।
তাহার দৃঢ়াশ্ব, চণ্ডাশ্ব ও কপিলাশ্ব
ব্যতীত অষ্টাশ্ব তনয়েরা সকলেই ধুত্ব
রাক্ষস কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। বিষ্ণু-
৪র্থ-২। ধুত্ব রাক্ষস হস্তে তাহার

দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চণ্ডাশ্ব নামক পুত্র
ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হন।

ভাগ-৯ঙ্ক-৬।

কুবলেশ্বর—বিষ্ণুর অস্ত্র নাম। মহাভা-
অমুশা-১৪৫।

কুবিন্দ—ত্রীকৃষ্ণ কংসের যজ্ঞ দর্শনার্থ
গমন করিয়া কুবিন্দ নামে বৈষ্ণব গুহে
নন্দ, বলদেব ও গোপগুপ্তের সতি-
অবতান কবিদ্যাছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃ-
৭২।

কুবিন্দক—বিষকর্ম্মার শাপে অর্গেণ
অপরা পুত্রাণি প্রয়াগে মদন নামক
এক গোদালাব কনারূপে জন্ম গ্রহণ
করেন এবং বিষকর্ম্মাও পুত্রাচার শাপে
এক বক্ষিণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।
পরে এই ব্রাহ্মণকপী বিষকর্ম্মার ঔরসে
ও গোপকনারীপী পুত্রাচার গর্ভে
মণিকাব, কন্দকার, শঙ্ককাব,
কুবিন্দক (তাঁতি), কুন্ডকার, কাংসকাব,
মহাদেব, চিরকব ও স্বর্ণকার নামে নয়
পুত্র রমেন। ব্রহ্মবৈ-বৃ-১০।

কুবের—ইহাব অপরা নাম বৈশ্রবণ।
তিনি পলাস্তোর পৌত্র ও বক্ষার প্রপৌত্র।
বিশ্বাবার ঔরসে ভরদ্বাজ তনয়া বর
বর্ণিনীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। তিনি
দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপস্তা করিয়া
ছিলেন। ব্রহ্মা তাহার তপস্তায় প্রীত
হইয়া, ইক্ষ্বাদি দেবগণ সম্মতিব্যাভাবে
তাঁহার আগমন আগমনপূরুষক কা-
লেন—“বৎস তোমার তপস্তায় আমি
পরিভূত হইয়াছি। হে স্রবত! তুমি

বর গ্রহণ কর। কুবের কহিলেন -
ভগবন! আমি ধর্ম রক্ষক হইতে বাসনা
করি। পিতামহ ও সুরগণের সহিত
শ্রীত হইয়া কহিলেন -“আমি চতুর্থ
লোকপাল স্বত্ব করিতে উদ্ধত হই
যাছি। ইন্দ্র, বন, বরুণের ছদ্মবেশে
লোকপাল পদ জৈমিত, অতএব তুমি
তাঁহা গ্রহণ কর। স্বর্গা সম্রাট, পঞ্চক
নামক বিমান যানার্থ প্রতিগত করি।
ত্রিংশতিমের গম্য হইবে।” ইতি
বলিয়া বক্ষা দেবতার সহিত প্রস্থান
করিলেন। দেবতার উদ্দেশ্যে কুবের
স্বীয় পিতাকে কহিলেন -“আমি
পিতামহের নিকট হইয়া বর গ্রহণ
করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমায় বর
দান করেননি। ইহা শুনিয়া পিতামহ
যে স্থানে থাকিতেন, সেখানে গমন
হইবার আশঙ্কা হইল। তাহা হইলে
জন্ম ভাঙ্গিয়া উঠিত। তাহা হইলে
কখন।” তখন বিষ্ণু পিতামহকে
সদয়, দক্ষিণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন -
পদাঙ্গুলি পদাঙ্গুলি পদাঙ্গুলি
এই নম্রা অঙ্গুলি পদাঙ্গুলি
গণের বাসনা হইবে। ইতি
কিছু বাক্যেই বিষ্ণু পিতামহকে
অভিভূত হইয়া পদাঙ্গুলি
পাঠালে দেবের করি। ইতি
একদা কহত কহত আশঙ্কিত
তুমি সেই বক্ষা নামক দেবতার
কা।” ইতি চতুর্থ পুর্বে

বাঁহী বাস করিতে লাগিলেন। রামা-
উত্তরা ৩। কুবেরের পিতা বিষ্ণু
নামে শ্রমণী বাক্সের কল্প কৈকসীকে
বিরোধ করেন। তাঁহার গর্ভে রাবণাদি
জন্ম গ্রহণ করেন। বলদর্পিত রাবণ
দেবতা ও ঋষিগণের উপর অত্যাচার
অপহৃত করিলে, তাঁহাকে মূর্ণরায়
দেবতার জন্ম কুবের একজন দূত পাঠান।
তাহাতে রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
তাহাকে বধ করেন এবং মাতামহ
সুন্দরী পরামর্শে লক্ষ্মণগণী হইতে
তাহার কুবেরকে তাড়াইয়া স্বর্গে তাহার
অবস্থান হইল। রামা-উত্তরা-১১।
কুবেরের উপরে গন্ধমাদন নামক
বান্দর জন্ম হইল। রামা-আদি-৩৭।
কুবের নামক গন্ধর কুবেরের শাশু
পিতার নামক বাক্স হয়। বিরাম
কুবের নামক বাক্স; ৪। কুবের
নামক পিতা হইয়া হিমালয়
নামক পর্বত পর্বত পূর্বক তথায়
বাস করিতে থাকেন। (রামা) কুবের
নামক দেবতার সহিত বক্ষ
নামক দেবতার সহিত হইল। ইতি
নামক দেবতার পত্নী ও ব্রহ্মপতির কল্প
নামক দেবতার গর্ভে কুবের জন্ম গ্রহণ
করেন। ইতি ৩৩। কুবের নামক দেবতা
সমস্ত গণের সমাক প্রসাদা ও যাবতীয়
দানের অধিকার। কৃষ্ণ উ-৩। ত্রিকোণ
নামক দেবতার সহিত এক পিতৃল বর্ষ
নামক দেবতার সহিত ১। সমস্তের সহিত

আবির্ভূত হন। যেহেতু গুহ্যদেশ হইতে ইহার জন্ম গ্রহণ করেন, সেজন্ত ইহার গুহ্যক নামে খ্যাত হন। এই সকল গুহ্যকের মধ্যে সর্কধনের অধিকারী ও গুহ্যকদিগের অধিপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের বাম পার্শ্ব হইতে কুবেরের স্ত্রী মনোরমা জন্ম গ্রহণ করেন। ঘৃতাচী হইতে কুবেরের কন্যা চিত্রা জন্ম গ্রহণ করেন। এই চিত্রাকে চক্রে পুত্র বৃধ বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ প্রাক-৬১। কুবেরের স্ত্রী আচ্চি। ব্রহ্মবৈ-প্রাক-১। কুবেরের স্বীব নাম স্বাক্ষি। মহাভা-অনুশা ১৪৬। ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার মুখ তক্তে বায়ুর উৎপত্তি হয়। বা জন্মিয়াই শর্করা বর্ষণ করিলে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে শর্কর বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার নদি বিধান করেন এবং দেবগণের দান ও রক্ষণে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার নাম হইল কুবের। বরা ৩০। ব্রহ্মা কুবের বিশ্ববার গুহ্যে ও ইলবিলা গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ ৮৪২। ইলবিলা রাজা ভৃগুবিদ্র কন্যা ছিলেন। কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুই পুত্র নারদ শাপে বনলাজ্জ্বল নামে দুই বৃক্ষে পরিণত হয়।—বৃক্ষের স্পর্শে পরে মুক্ত হয়। ভাগ ১০৪-১০। ব্রহ্মা পিতৃ পূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ধনাধিপ কুবের কাপালিক

ছিলেন। কুবেরের শিষ্য অর্ণোদর জাতিতে শূদ্র ছিলেন। বাম-৬। বৈশ্রবণ হইতে বনবর্গিনী বৈশ্রবণকে প্রসব করেন। বৈশ্রবণ অতিশয় কুংসিং ছিলেন বলিয়া তাহার নাম কুবের হয়। কু অর্থ কুংসিং, বের অর্থ শরীর। কুবের অর্থ কুংসিং শরীর। কুবেরের দ্বী বৃদ্ধি এবং পুণ্যনগকুবের। বৃন্দ প্রভা প্রভা ১০। দশের ৭৩ কণ্ডার মনো ভদ্রা, মনিবা, বিজা, দগ্ধা ও দনা দ্বারা পদ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। বৃন্দ প্রভা প্রভা ১১৯।

কুবেরণা মংগি কুবেরণা ব্রহ্মচল অঙ্গিবা বর্ষণ করে পবিত্রক স্বামী ছিলেন। তাহাদের অঙ্গিবা, ব্রহ্মচল ও জীবনধর্ম ব্রহ্মচলনি আসো প্রবর। মং ১১৬। কুবেরণা কুবের কঙ্কক প্রতিষ্ঠিত শিবদেব কুবেরণা নামে খ্যাত। বৃন্দ অবি বের ১৩৩।

ব্রহ্ম (১) মনুবার রাজা কামের কঙ্কপুত্রী অনুলেপন নামক কঙ্ক নাম্নী এক পাবচারিকা ছিল। ব্রহ্ম ও বলরাম বন অক্লেশে মঙ্গে কামের মনুয্যে দেবিত্ত গমন করেন, যখন পথমধ্যে অনুলেপন হস্তা কুন্ডার নিকট তাহাদের সাফল্য হয়। ব্রহ্ম অনুলেপন প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা অতিশয় প্রণয় জাপন পুঙ্গক তাহাদিগকে অনুলেপন প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম কুন্ডার বক্রপৃষ্ঠ হস্তামর্ষণ পুঙ্গক আরোগ্য করিয়া

দিগেন। হরি-হরি-৮৩। কৃষ্ণা পূর্বজন্মে শূৰ্পনখা ছিল, রামকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্তা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে জন্মান্তরে বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া বর দেন। শূৰ্পনখা কৃষ্ণারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রামাপী কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিল। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৩০। অতি বিকৃত-কার্য কৃষ্ণা মথুরা প্রবেশ কাণে কৃষ্ণের দেহে চন্দন লেপন করিয়া অতি সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণ তাহার সতিত এক বর দ্বাপন করেন। তাহাতে সে মৃত হইয়া গোলকধামে গমনপূর্বক চন্দ্রমুখী নাম্নী গোপিকা হইয়া তপস্বী অবস্থান করিতে লাগিল। ব্রহ্মবৈ-কৃ-১০ ভাগ ১০ম ৮৮। (২) কাশীস্থিত চতুঃপাশ্বে দেবগিরির অগ্রতমা কৃষ্ণা। স্বল্প-কাম-প-১২। কুশেখর কাশীস্থিত নরকুশেখরপর্বত পশ্চিমে কুশেখর লিঙ্গ আছে। স্বল্প-কাম-উক্ত ৭০।

কুশেশ্বরী—কাশীস্থিত একটা মতাম্বিত। স্বল্প-কাম-উ ৭১।

কুশিল—অপরাজিত দেব।

কুমার - (১) অত্রিল পুত্র কুমার একজন ক্ষত্রপের অধিপতি। জমি ছিলেন। ভাগ ৫০। (২) অষ্টমুখ অমৃতম অননের কুমার, শশি, বসন্ত, নৈগমেয় ও স্বল্প নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কুমার ভগ্নিয়া পরন্তু পতিত হইলেন। তখন কৃত্তিকাগণ দ্বারা প্রতিপালিত হন।

সে জন্ম তিনি কার্তিকেয় নামে কথিত হন। হরি-হরি-৩। (৩) বরাহকল্পের মণ্ড-বিংশ দ্বাপরে প্রভাসভীর্ষে সৌমশর্মা যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অক্ষপাদ, কুমার, উলুক ও বৎস নামে চারি শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই মাতঙ্গ্যন যোগাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪, ব্রহ্ম-৩২৩; ব্রহ্ম-২৩। (৪) স্বায়ম্ভুব মনু-বংশের প্রবর্তকের অষ্টম পুত্র এবং শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাহার জন্ম, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুমারদত্ত, মোদাকী ও মহাক্ষম নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক একটা বর্ষ খ্যাত ছিল। কুমারের বর্ষের নাম কুমারবর্ষ। লি-২৫। (৫) মহাত্মা গুরুদেবের বিজ্ঞানজ্ঞের অগ্নিকা, কুমার ও বসন্তী নামী তিন কন্যা, কুমার হইতে তিনটা বিজ্ঞানজ্ঞের উৎপাদন করেন। ব্রহ্ম-৩২৩।

কুমারক - কোবল নগ-বংশীয় কুমারক নামে মহাবীর জনমেজয়ের সর্পসঙ্গে যুদ্ধে মন মড়া-অদি-৫৭।

কুমারনাথ - হৃদভীর্ষে কুমারনাথ নামের অছেন। স্বল্প-মাহে-কুমা-৩।

কুমারপান - কৃত্তিকার দেব।

কুমারিকা - ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতি। কুমারিকা নাম কুমারিকা ছিল। হরি-কুমার মুখ হাঙ্গির জায় ছিল। তাহার কন্যা হইয়া পূর্বজন্মে এই কন্যা

ছাগী ছিল। লতাগুণ্ডে আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। কালেমস্তকের নিম্নভাগ বিগলিত হইয়া মহীসাগর সঙ্গমে পতিত হয়। কিন্তু মস্তকটি লতাগুণ্ডেই আবদ্ধ থাকে। এইজন্ত সিংহলরাজ শতশৃঙ্গের ভবনে জন্ম পরিগ্রহ করার পরেও তাহার মস্তক ছাগীর আশ্রয়ই ছিল। বরং প্রাপ্ত হইয়া কুমারী ইহা জানিতে পারেন এবং পূর্বস্থানে গমনপূর্বক লতাগুণ্ডে আবদ্ধ মস্তকটি অতঃপরপূর্বক মহীসাগর সঙ্গমতীরে নিক্ষেপ মারাই মুখশ্রী অপূর্ব লাভণো মণ্ডিত হয়। কুমারিকা বৃদ্ধ বয়সে মহাকাল নামক এক সিদ্ধ বৃদ্ধকে বিবাহ করেন। কারণ বিবাহ বাতীত স্বর্গ বা মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। স্বন্দ-মাতে-কুমা ৩৯।

কুমারী—(১) নাগরাজ ধনঞ্জয়ের পত্নীর নাম কুমারী ছিল। মহাভা-উদ্-১১৬। (২) দেবী পার্শ্বতী মারাপুরীতে কুমারী নামে বিখ্যাত। স্বন্দ-আব-রেবঃ ১২৮। (৩) মহাদেব অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত, যেসকল মাতৃকার স্মৃতি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্তঃস্রোতঃে মৎ-১৭৯। (৪) ত্রিভুবাঙ্গীর অনন্তা-কুমারী। বায়ু-৯। (৫) অনন্তারপু-পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের পুত্র ভীমসেন। ভীমসেনের স্ত্রী কুমারী প্রতিশ্রবণে প্রসব করেন। প্রতিশ্রবণ পুত্র প্রতাপ মহাভা-আদি-৯৫।

কুমারীশ—মহীসাগর সঙ্গমে মহাদেব কুমারীশ নামে খ্যাত। নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের কন্যা কুমারিকা এই মহাদেব স্থাপন করেন। সেই জন্ত তিনি কুমারীশ নামে খ্যাত হন। স্বন্দ-মাতে-কুমা ৩৯।

কুমারেশ্বর—কাষ্ঠিকেশ্বরজাতপত্নী করিয়া একটা শিবলিঙ্গ প্রভাস ফেঁদে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা হইতে কুমারেশ্বর বা কুমারেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। কারণ কাষ্ঠিকেশ্বর এক নাম কন্যাব। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ৭৩।

কুমার (১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী শৈলবা-ইন্দ্র-অঙ্গদ, কুমার ও বেবত নামে তিন পুত্র এবং শৈলবা নামী এক কন্যা জন্মে। ভীম-১০০। (২) শিবের অন্যতম অঙ্গুর কুম্ব, শিবের ও পাশ্চাত্য বিবাহে, কেতী অঙ্গুর সহ উপস্থিত ছিলেন। ভীম-১০৩। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে দেব সেনাপতি কাষ্ঠিকেশ্বর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মায়া, কন্দ, বসু, শিচুগন, মণি, সমুদ্র ও মহাবন সম্পন্ন পল্লভ বনন্দ্য তাহার সাহায্যার্থে যেসকল সেনাপতি ও কীরতী ছিলেন, কুম্ব তাহাদের অন্যতম। মহাভা-অদি-১০৩। (৪) কজপের পত্নী ও দেবের অন্যতম সেনা। কজর গর্ভে যে সকল নাপি জন্মগ্রহণ করেন, কুম্ব তাহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। অশ্বত্থ-দেব। (৫) মৃগশি সৃষ্টির অঙ্গপুত্র

অশ্বাশ্রী অনাতম শিষ্য। ভাগ-১২ঙ্ক ৭।
কুমুদাদি দেখ। (৬) দেবসেনাপতি
কাড়িকেশ্বর সাধাবার্য, বক্ষগণ কর্তৃক
প্রেরিত অনাতম সেনাপাফ। বাম-
৫৭। (৭) কিস্কিকার অধিবাসী
একজন বানর দলপতি। গোমতীতীরে
ঐতর রাজ্য ছিল। বাম-লঙ্কা ২৬।
স্বর্গীণের আশ্রানে গীতার অবসারণ
তিনি বহু মহত্ব বানর-সৈন্যসহ
কিস্কিকার উপস্থিত হন। বামা-কিস্কি-
৩৩। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুসংখ্য
প্রায়শ্চিত্তের দশ তনয়ের অনাতম সপন।
সপনের তনয় কুমুদ ও পাতক।
কুমুদ কোমলগণ্ডের ও পাতক পাতকী
গণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। বাম ৭৪।
কুমুদনাগ -নাগবংশীয় অধিকার পুত্র কুমদ
নাগ। স্বন্দ মাহে-কুমা ৩৩।
কুমদনাগী -দেবীস্বয়ং সংগ্রামে স্বন্দ
দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে
ঐতর্য সাধাবার্য মহাদেব গুণ্ডাকর্ণ,
কোড়িতাক্ষ, নন্দাসেন ও কুমদনাগী
নামক চারিজনকে প্রদান করেন।
বাম ৫৭।
কুমদা বিমলা, অনঙ্গা, কুমুদা পতি
দেবীকে প্রতি নাসেব ভ্রাতা তৃতীয়া
তিথিতে অঙ্কনা করিলে, মোহাঙ্গা ও
আবোঙ্গা লাভ হয়। মং-৬২। অনন্ত
দেখ।
কুমদাফ (১) কল্পের অনাতমাপ্তি ও
দেবের কন্যা এক হইতে যেমকল নাগ

জগৎপ্রদ করেন, কুমুদাফ ঐতাদের
অনাতম। মহাভা-আদি ৩৫। (২)
কুমুদাফ নামে এক ঋষি ছিলেন।
স্বন্দ মাহে-অরুণ-উ ৩।
কুমুদাদি—মহর্ষি কবন্ধ অপর্য্য বৈদকে
দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য
নামক লিখ্যদ্বয়কে এক এক সংহিতা
অধ্যয়ন করান। ভাঙ্গলি, কুমুদাদি ও
শোনক পথের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-
৩৪ ৩; বাম ৬১; ব্রহ্মা-৬৭; ভাগ-১২ঙ্ক-
৭ অধ্যায়ে কুমুদাদি স্থলে কুকুদ
আছে।
কুমুদা -কিরাত দেশের রাজা
বিমলনের সপ্তম পৌত্র কুমুদা। স্বায়
উপদেশে তিনি সংপথ অবলম্বন
করিয়াছিলেন। স্বন্দ বন্ধ উ ৪।
কুমুদান্ -জৈনিক ঋষি স্বন্দ মাহে-কেদা-
২১।
কুমুদ (১) বরাহকল্পে পঞ্চবিংশ দ্বাপরে
মহাদেব মণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন।
কুমুদ ঐতর্য অনাতম পুত্র। বাম ৩৩;
বি ১৪; ব্রহ্মা-২৩। মণ্ডীশ্বর দেখ। (২)
কুমুদর্পণ তনয় কুমু ও নিকুমু। লঙ্কা
সমরে উভয়ে স্বর্গীণের হস্তে নিহত
হয়েন। বামা লঙ্কা-৫২, ৭৬। (৩)
পঙ্কজদেব পুত্র বিবোচন, কুমু ও
নিকুমু। মহাভা-আদি ৬৬।
কুমুদক (১) শিবের অনাতম অন্তচব
কুমুদক কোটি কোটি গণ সহ শিবের ও
বালসীল বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

লি-১০৩ । (২) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বৈশ্ব, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পরীক্ষিত সকল যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

কুম্ভকর্ণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । জাত মাঝেই এই বীর ক্ষুধিত হইয়া অসংখ্য প্রজাকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । প্রজাগণ প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাগত হন । ইন্দ্রও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হন । তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তুমি অদ্যাবধি মৃতকর হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিবো । রাবণ ইহাতে অতিমাত্রাভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি বলিলেন,— কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রাভিভূত থাকিয়া একদিন জাগরিত হইবে এবং ত্রিদিন সাহায্য করিবে । রামা ব্রহ্মা ৬১ । লঙ্কা সমরে রাবণ রাম হস্তে পরাজিত হইয়া, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গপূর্বক তাঁহাকে নানা প্রকারে জাগরিত করেন । কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অগ্রজ সমীপে গমন করিলে, রাবণ তাঁহাকে আশুপূর্বক বানর কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণের বিষয় বর্ণনা করিলেন । কুম্ভকর্ণ : কতিপয় রাক্ষস বীরের নিধন ও রাবণের

পরাজয় বাস্তব করিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে গমন করেন । প্রথমে তিনি অঙ্গদ, নীল ও হনুমানকে আক্রমণ করিয়া বাতিবাস্ত করিয়া তুলেন । সুগ্রীব তদর্শনে বুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হন । কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সুগ্রীবকে পরাজয় করিয়া অচেতন করেন । এই অবস্থার আবার তাঁহাকে অথৈ স্থাপন পূর্বক গমনে উত্তত হইলেন । ইত্যবসরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত সুগ্রীব দস্ত বারা তাঁহার কর্ণ ও নাসা ছেদনপূর্বক পলায়ন করিয়া, রাম সমীপে গমন করিলেন । কুম্ভকর্ণ হঠাৎ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সৈন্য মণ্ডিত করিতে করিতে, বক্ষ্যগকে উপেক্ষা করিয়া রামের সম্মুখীন হইলেন । রাম ঘোরতর যুদ্ধের পর, প্রথমে ইহার হস্তদ্বয় ও পরে মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বনসদনে প্রেরণ করেন । রামা লঙ্কা-৬০-৬৭ । বিশ্ণবা মুনির ঔরসে ও সুমাতী বাসসের কন্যা কৈকসৌর্য গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ, শূর্ণনগা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন । কুম্ভকর্ণ বৈরোচন বানর দোহিণী বজ্রআলাকে বিবাহ করেন । রামা উত্ত ৯, ১২ । পুষ্পোৎকটা নাম্নী বাসসী হইতে বিশ্ববা মুনির ঔরসে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম হয় । মহাভা-বন ২৭৩ । কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও বিকুম্ভ । স্বন্দ-আব রেবা-১৬৮ ।

কুম্ভকর্ণাশ্রয় — মহাদেবের অবতার

মুণ্ডীশ্বরের অগ্ৰতম পুত্র । ব্রহ্মা-৩৩ ;

বায়ু-২৩ ; লি-২৪ । মুণ্ডীশ্বর দেখ ।

কুন্তকর্ণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন । কুন্তকর্ণী তাঁহাদের অগ্ৰতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

কুন্তকর্ষা—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশতি দ্বাপরে মহাদেব কোটিবর্ষ নগরে মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন । সেই সময়ে ছগল, কুন্তকর্ষা, কুন্ত ও প্রবাহক নামে তাঁহার যোগপরাধণ ব্রহ্মচূড়িষ্টি চারি পুত্র ছিল । ব্রহ্মা-২৩ ; বায়ু-২৩, লি-২৪ । মুণ্ডীশ্বর দেখ ।

কুন্তকাব—বিশ্বকর্মাণ্ডব শাপে স্বর্গের অম্বলা প্রভৃতি প্রবাণে মন্দন নামক এক গোবিলার কন্যাকণে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্মা ও প্রভৃতির শাপে এক ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করেন । পবে এই ব্রাহ্মণকূলে বিশ্বকর্মাও ব্রহ্মাও গোপ কন্যাপাণী প্রভৃতির স্তে কুন্তকার প্রভৃতি পুত্র জন্মে । ব্রহ্মা-১০ ।

কুন্তকেতু—শব্দ অশুরের অন্যতম পুত্র । কুন্তকেতু ত্রীকৃষ্ণের পুত্র পত্নার হস্তে নিহত হন । ভবি-৩১-১৩১ ৩৩ ।

কুন্তকর্ষ—মহাদেবের অন্যতম গণ । অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবেণ যুদ্ধে কুন্তকর্ষ বলিরাজ কতক পরাজিত হন । বায়ু-৬৮ ।

কুন্তনাথ—কশ্যপের অন্যতম পত্নী দম্বর গর্ভজাত বহু পুত্রের একজন কুন্তনাথ ।

বায়ু-৬৮ ।

কুন্তনাভ—(১) বলিব শত পুত্রের অন্যতম কুন্তনাভ । হরি-৩১ । (২) কশ্যপ হঠাৎদক্ষ প্রজাপতির কন্যা দম্বর গর্ভে কুন্তনাভ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে । ভবি-৩৩ ; বায়ু-৬৮ ।

কুন্তবক্র—দেবাসুর সংগ্রামে কাশিকেশব দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মাদা, কদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পক্ষিত সমুদ্র বে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুন্তবক্র, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-অনু-৫৩ । দেবাসুর সংগ্রামে কাশিকেশবের মাহাত্ম্যার্থ স্মরণ স্বীকৃত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান, কুন্তবক্র, দেবভক্ত, মহানিন ও পিণ্ডাবককে প্রেরণ করেন । বায়ু-৫৭ ।

কুন্তভেদী—কুরুপতি দ্রুতবার্হেব গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কুন্তভেদী । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-১২৭ ।

কুন্তধর—গুহকদিগের পিতামহ যক্ষ রক্তনাভ, অশ্বত্থা দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন । ভদ্রার গর্ভে মনিবর ও মনিভদ্র নামে দুই পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে মনিবরের পত্নী দেবজ্ঞানী হইতে পূর্ণভদ্র, হেমরথ, কুন্তধর, মনিমৎ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে । দেবজ্ঞানী দেখ । বায়ু-৬৯ ।

কুন্তদানী—(১) মহাবিশ্ব অগস্ত্যের অন্যান্যম ।

ভাগ-১৯-১২। (২) অঙ্গরা উৎসর্গকে দেখিয়া বরুণের রেতঃ স্থাপিত হইল। সেই রেতঃ তিনি এক কুন্তে রক্ষা করেন। পরে মিত্রও সেই কুন্তে রেতঃ রক্ষা করেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও অনিষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। কুন্তে ভগ্না বাহ্যে অগস্ত্য কুন্তবোনী নামেও অভিহিত হইতেন। রামা উভ-১। কুন্তবোনী নামে এক অঙ্গরা ইন্দ্রের সঙ্গিনী হইতে সঙ্গীত করিত। মহাভা।

কুন্তরেতাঃ—ভরদ্বাজ তনব বাপ নামক অমলের অন্যান্য কুন্তরেতাঃ। মহাভা-বল-২১৭। বীর দেখ।

কুন্তল—(১) বরাহকল্পের পক্ষিঃ—বরাহকল্পের কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীগ্রনামক অবতীর্ণ হন। তৎকালে উত্থান হইলেন কুন্তল, কুন্তাণ্ড ও প্রবাহক নামক চারি পুত্র ছিল। লি-১৮। (২) একজন নাগরাজ। বায়ু-৫০।

কুন্তশ্রবা—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রচালা কলাপদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কুন্তশ্রবা অন্যতম ছিলেন। মহাভা-কলা-৮৩।

কুন্তহনু—রাবণের প্রধান সেনাপতি প্রহস্তের চারিজন অন্যতরের অন্যতর তিনি প্রহস্তের সহিত লঙ্কা সমরে যুদ্ধ করিয়া বানর দলপতি হারের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৫৮।

কুন্তাণ্ড—(১) বরাহকল্পের পক্ষিঃ—বরাহকল্পের কলিকালে মহাদেব দণ্ডী

মুদ্রাধর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে উত্থান হইলেন কুন্তল, কুন্তাণ্ড ও প্রবাহক নামক চারি পুত্র ছিল। লি-১৮। (২) একজন নাগরাজ। বায়ু-৫০।

কুন্তাশ্রব—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রচালা কলাপদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কুন্তাশ্রব অন্যতম ছিলেন। মহাভা-কলা-৮৩।

কুন্তাশ্রক—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রচালা কলাপদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কুন্তাশ্রক অন্যতম ছিলেন। মহাভা-কলা-৮৩।

কুন্তাশ্রক—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রচালা কলাপদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কুন্তাশ্রক অন্যতম ছিলেন। মহাভা-কলা-৮৩।

কুন্তিকা—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রচালা কলাপদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কুন্তিকা

অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ ।
কুণ্ডিনসী, কুণ্ডীনসী—(১) রাক্ষস রাজ
জমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতু-
মতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও
কুণ্ডিনসী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন । রামা-উত্তরা-৫ ।
মতাস্বরে রাক্ষসরাজ মালাবান কুণ্ডি-
নসীর জন্মদাতা ও অনলা তাঁহার
প্রহৃতী । রামা-উত্তরা-৩০ । মধুদৈত্য
রাবণের অমুপস্থিতিতে তাঁহার অস্থঃপুর
হইতে কুণ্ডিনসীকে হরণ করিয়া বিবাহ
করেন । রামা-উত্তরা-৩০ । মধুদৈত্যের
ঔরসে কুণ্ডিনসীর গর্ভে লবণাসুরের
জন্ম হয় । রামা-উত্তরা-৭৪ । মালাবান
রাক্ষসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বিশ্বব: মুনির
চারিপত্নীৰ অন্যতম পুণ্ডোংকটা হইতে
মহোদর, মহাপার্ষ ও বর নামে তিন
পুত্র এবং কুণ্ডিনসী নামী এক কন্যা
জন্মে । লি-৩৩ । বিশ্বব: মুনির অন্য-
তম পত্নী পুণ্ডোংকটার গর্ভে মহোদর,
প্রহস্ত, বর ও মহাপার্ষ নামে চারি
পুত্র ও কুণ্ডীনসী নামী এক কন্যা জন্মে ।
কৃষ্ণ-পু-১২ । (২) গন্ধৰ্বরাজ অঙ্গারপর্ণের
স্ত্রী কুণ্ডীনসী । তাঁহারই অনুরোধে
বৃগুপ্তির অর্জুনকে অঙ্গারপর্ণের জীবন-
রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন । মহাভা-
আদি-১৭০ । (৩) বাণাসুরের ভগিনীর
নাম কুণ্ডীনসী ছিল । এই কুণ্ডীনসী
বাণের স্ত্রী অনোপম্যাকে বড়ই আলাতন
করিত । অনোপম্যা নারদ কথিত

ব্রতান্তর্ধান করিয়া তাঁহার উৎপাত
হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । মৎ-১৮৭ ।
কুণ্ডিল—(১) বাণাসুরের অন্যতম
সেনাপতি । স্বন্দ-আব-রেবা-২৮ । (২)
দনায়ুধার অন্যতম তনয় বলি, বলির
অন্যতম তনয় কুণ্ডিল । বায়ু-৬৮ ।
কুণ্ডীপাল—নরপতি কুণ্ডীপাল ব্রহ্মাবর্ত
দেশের অধিপতি ছিলেন । তাঁহার
অন্যনাম কুমারপাল ছিল ।
কানাকুন্ডরাজ আনের স্ত্রীমামা হইতে
রত্নগঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মে ।
তিনি জৈনধর্মাবলম্বী রাজা কুণ্ডীপালের
পত্নী ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩৬ ।
কুণ্ডীধর—কাল্পিত্রিত একটি শিবলিঙ্গ ।
স্বন্দ-কালী-পু-৬৫ ।
কুণ্ডেশ্বর—একদা মুনিগণ নানা তীর্থনীর
অনয়নপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করেন ।
সেই নীর একস্থ হইয়া এক লিঙ্গ রূপে
সেই লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত ।
স্বন্দ-আব-রেবা-৮৪ ।
কুণ্ডোদর—(১) একজন দৈত্যপতি । স্বন্দ-
ব্রহ্ম উত্ত-১৬ । (২) মহাদেবের অন্যতম
অমুচর । স্বন্দ-কালী-উ-৫৩ ।
কুণ্ডা—বরাহকরে যে সকল শিবাবতার
যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,
তিনি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য
ছিলেন । লি-৭ ।
কুণ্ডব—দম্বুর পুত্র, পিঙ্গ, শম্বর, উরণ,
বটি, কুণ্ডব, অর্জুন প্রভৃতি ইন্দ্র কঙ্ক
নিহত হইয়াছিল । কুণ্ডব জলে অবস্থান

করিয়া পরের ধন অপহরণ করিত ।
তাহার ছই স্ত্রী ছিল। ঋগ ১।১১।৭ ;
১।১০৪।৩ অৰ্জুদ, দমু ও অশ্বদেধ ।

কুরঙ্গ—রাজর্ষি কুরঙ্গ স্বর্গলাভ আশায়
বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং বহু ধন
ও অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ঋগ
৮।৪১।২ ।

কুরঙ্গক—কুরুজঙ্গল দেশে শ্রবণ নামে
এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে স্নান না করিয়া
ভোজন করিত, এবং নির্জনে একাকী
মিষ্ট ভোজন করিত । এই পাপে সে
পরজন্মে গ্রাম্য বাস হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল। তাহার ভাতা কুরঙ্গক
অতিশয় গৰ্ব্বী ও নাস্তিক ছিল। এই
পাপে সে কালসপ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল। শ্রবণের স্ত্রী কড়া উভয়
দোষে দূষী ছিল বলিয়া শিশুপা বৃদ্ধ
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উদ্ভ-৩২ ।

কুরব—সুপার্ষ পরকীর্ত্তের উত্তর-শ্রেণে
সনৎকুমারের কনিষ্ঠ, লক্কাব সপ্ত মানস
পুত্র অবস্থান করেন। তাহারা কুরব
নামে খ্যাত ছিলেন। বলা ৭৭ ।

কুরবগণ—কণ্ঠপের পত্নী ভান্স হইতে
শুকী, শ্বেনী, ভাসী, স্তম্ভা, ভূগী ও
গুণ্ডিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে
ভাসী হইতে কুরবগণ জন্মগ্রহণ করেন ।
পদ্ম-সৃষ্টি-৬ ।

কুরু (১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীড়ের
পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, সম্বরণের
পুত্র কুরু। তিনি প্রয়াগ পরিত্যাগপূর্ব্বক

রমণীয় পুণাবান্ মানবগণ কর্তৃক
নিষেবিত পবিত্র কুরুক্ষেত্র নগরী নির্মাণ
পূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন।
তাহারই নামানুসারে তদ্বংশীয়েরা
কৌরব নামে খ্যাত হন। কুরুর স্তম্ভা
সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি
পুত্র জন্মে। পরীক্ষিতের পুত্র
জনমেজয়। হরি হরি-৩২। (২) রাজা
প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ীধ।
আয়ীধের, অঙ্গরা পূর্ব্বচিন্তির গর্ভে,
কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রমাক,
ধিবান্নয়, কুরু, ভদ্রাশ ও কেশুমান
নামে নয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুরু
মৈকব কন্যা নাবীকে বিবাহ করেন।
ভাগ ৫৮২। (৩) মহাপ্রতিবংশীয় নরপতি
সম্বরণের পুত্রসে ও সর্বাভনয়া তপতী
গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর
সুধনু, জমু, পরীক্ষিৎ ও নিমগ্ন নামে
চারি পুত্র জন্মে। ভাগ ৫৮২২।
সম্বরণ পুত্র সুভোজ। বিষ্ণু-৪৮। ১৯। (৪)
মহাবংশীয় নরপতি ভনয় কুরু, কুরুর ভনয়
সুভানী ও অম্ব। অম্বের পুত্র পুরুকংশ।
কৃষ্ণ উ ২৪। (৫) সম্বরণের স্ত্রী তপতী
গর্ভে কুরুর জন্ম হয়। কুরুর পুত্র
অবিক্রিত, অবিশ্যস্ত, চৈত্ররপ, মূন
ও জনমেজয়। মহাভা আদি ৯৭।
কুরুর স্ত্রীর নাম শুভাঙ্গী, শুভাঙ্গীর
গর্ভে বিদুরথ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-
আদি ৯৫। (৬) সুর্য্যের কন্যা তপতী
হইতে সম্বরণ রাজার পুত্র কুরুর জন্ম

হয়। সুদাম রাজার কন্যা সৌদামিনীকে কুরু বিবাহ করেন। তিনি সমস্ত পঞ্চক ভীর্ণের নিকটবর্তীস্থান কর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র ভূমির পত্তন করিয়া ছিলেন। বাম ২২। সমরপণের পুত্র কুরু, কুরুর তনয় সুধম্বা, জহু, পরীক্ষিৎ, প্রজ্ঞন ও অরিসমর্দন। মৎ-৫০। (৭) অতি প্রাচীন কালে কুরু নামে রাজা ছিলেন। রত্নগণের তনয় মহর্ষি গৌতম তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। ঋগ-১৮১৩। (৮) কুরু নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।
কুরুকবা—একটা দেবীর নাম তন্ত্র মার ৪৮৫ পৃঃ।

কুরুক্ষেত্র—দেবাসুর যুদ্ধে যুদ্ধ দেব-সেনাপতি পদে রত হইলে কুরুক্ষেত্র ভীর্ণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অস্ত্রের কলাপদকে প্রেরণ করেন। বাম ৫৭।

কুরুগণ—অঙ্গরাগিগেব চতুর্দশটি গণ আছে তন্মধ্যে কুরুগণ সোম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বাম ৬২।

কুরুবংশক—চন্দ্রবংশীয় নরপতি মধু-পুত্র কুরুবংশক, কুরুবংশক হইতে অধু, অধু হইতে পুরুবান, পুরুবান হইতে অংশু জন্মগ্রহণ করেন। নি-৬৮।
ভাগ-২২-২৪।

কুরুবংশ—জামগবংশীয় নরপতি অনবরথের পুত্র কুরুবংশ। কুরুবংশ হইতে অধুরথ, অধুরথ হইতে পুরুবোজ

জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।
কুরুবংশ—বিদভর/ভবংশীয় দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশ, কুরুবংশের তনয় প্রতাপবান কুরুবোজ। পদ্ম-স্ব-১৩১।
কুরুবান—রাভনি কুরুমানের পুত্র পাকস্থামা কথগোত্রীয় মহর্ষি মেঘাতিথিকে বহুদান ও দশটা লোহিত বর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য মেঘাতিথি তাঁহার স্তুতি করিয়া ছিলেন। ঋগ ৮।৩২১।

কুরুশ্রবণ—নরপতি ত্রসদস্যার পুত্র কুরুশ্রবণ অতি দাতা ছিলেন। ঋগ ১০ ৩৩৪।

কুরুস্তুতি—কথগোত্রীয় মহর্ষি কুরুস্তুতি অশ্বেনের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা আধি ছিলেন। ঋগ ৮।৭৬।

কুরুবী—কুরুবীভীর্ণের মহাশক্তি কুরুবী দেবী প্রতিষ্ঠিত অছেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যজ্ঞ-আব-বো-২০৫।

কুরুমুখ—মহাদেব বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম কুরুমুখ। মহাভা অনুশা ১।
কুরু, কুরু—(১) নারায়ণের একজন অবতার কুরু স্বয়ং ও অস্ববংশ অমৃত বাভের নিমিত্ত মন্দর পর্বতকে মহান দণ্ড কবিশ্যকীরেদ সমুদ্র মন্থন করিতে ছিলেন। ঐ পর্বত নিরাধার প্রযুক্ত জলময় হইতেছিল। নারায়ণ কুরুরূপে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

ভাগ-১৯-৩। (২) মহর্ষি গৃৎসমদের পুত্র কৃষ্ণ একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ২।২৭।১, ২।২৮।১।

কুল—অযোধ্যাপতি রাম রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যে সকল গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুল তীহাদের অন্যতম ছিলেন। রামা-উ-৫৩।

কুলক—হিরণ্যকশিপুর্ন আদেশে তক্ষক, কুলক, অন্ধক প্রভৃতি নাগেরা ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদকে দংশন করিয়া অকৃতকার্য হন। বিষ্ণু-১ম ১৭। কুলিশ দেখ।

কুলপতি—মহর্ষি কুলপতির নিকটে একদা এক শূদ্র উপস্থিত হইয়া তপস্যা ও যজ্ঞ করিবার অন্তর্যমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কুলপতি এই সকল কার্যে শূদ্রের অধিকার নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। স্বন্দ বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯।

কুলসকল—একজন দৈত্যপতি, তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম সৃষ্টি-১৮।

কুলহ—মহর্ষি কুলহ একজন কণ্ঠপ বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তীহাদের অসিত, দেবল ও কণ্ঠপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৯।

কুলিক—কণ্ঠপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা কক্ষর গর্ভে যে সকল নাগ জন্ম গ্রহণ করেন কুলিক তীহাদের অন্যতম। মহাভা আদি

৬৫। কালিকা ৩৪; পদ্ম সৃষ্টি-৩১; বরা-২৪।

কুলিতর—ইন্দ্র কুলিতরের তনয় দাস শব্দকে একটা বড় পর্কতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ঋগ ৪।৩০।১৪।

কুলীরক—একটা নাগবংশ। স্বন্দ মাহে-কেদা-৩৪।

কুলীশ—প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যারোমা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কুশদ্বীপের কুলীশ, কোবিদ, অভিবক্ত ও কুলক নামক বর্ষচতুষ্টয় অশ্বিনীপী ভগবানকে অর্চনা করিয়া থাকে। স্বন্দ মাহে-কুমা ৩৭।

কুলেশা—একটা গোত্রমাতা অর্থাৎ কুলদেবতা। স্বন্দ দক্ষ স্মৃতি ২১।

কুলোহিত বসুধেবের অন্যতমা পত্নী মোদী ৩৩তে কুলোহিত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বা ১৩৬।

কুরা—একটা দেবীর নাম। তদুদার ১৮৫ পৃ।

কুশলবর্ষি মহর্ষি কুশলবর্ষি একজন ঋষিদেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব সমক্ষে কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ ১০।১২৩।১।

কুলা—(১) মহর্ষি পৌন্দ্রিক্সর অন্যতম শিষ্য। ভাগ ১০ পৃ ৬। কাকি দেখ। (২) জনাপীড়ের অগ্ৰতম জন। বায়ু ৯৯।

কশ (১) পূর্বকালে কশ নামে সম্ভ্রম পাণ্ডবালক মহাভাষা এক দার্শনিক

স্বাস্থ্য ছিলেন। তাঁহার মতিধীর নাম বৈদর্ভী। ঐষ্ট বৈদর্ভীর গর্ভে কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমৃষ্টরজঃ ও বসুনায়ে আশ্ব-সদৃশ চাবিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আদি ৩৩। (১) অশোকাধিপতি মহারাজ দশরথের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র। লোকোপবাস ভয়ে রামচন্দ্র গভবতী সীতাকে বাগ্মিকীর আগ্রমে বিসর্জন দেন। সীতা যথাকালে ঐষ্ট মুনির আগ্রমেই কুশ ও লব নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাগ্মিকা বালকদ্বয়কে নানা বিজ্ঞার সুশিক্ষিত কর্তরন ও রামায়ণ রচনা করির। তাঁতাদিগকে উত্তা গান কবিতা শিক্ষা দেন। রামের অগ্নেন্দ্র দগ্ন সভায় বাগ্মিকী বালকদ্বয় সহ উপস্থিত হন। তথায় কুশ ও লবের সংগীত শ্রবণে সকলে মোহিত হন। রামচন্দ্র স্বীয় পুত্রাদিগকে চিনিতে পারিলেন। সীতাকে অনান কবেন। সীতা অমৃতিতা ইহিলে রাম কুশকে কুশাবতী নগরীতে ও লবকে শ্রাবস্তী নগরে রাজত্ব করিতে আদেশ দেন। রামা উত্তরা-১২০। কুশের তনয় আতথি, অর্থাৎ তনয় নিষধ, নিষধের তনব নন। হার চরি-১৫। (৩) কুরুবংশীয় চৌর্যদেবার নরপতি উপরিচরবহু পত্নী গিরিকার গর্ভে রুদ্রধ্ব, প্রতাপ্রহ, কুশ, মাকত, যজ্ঞ ও শক্তন নামে ছয় পুত্র এবং সত্যাবতী নামী এক কন্যা প্রমে। হার চরি ৩২। (৪)

সোমবংশীয় নরপতি বলাকাগের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব ও মৃত্তিনান্ ঐষ্ট চারিজন। তন্মধ্যে কুশিকের পুত্র গাধি। চরি-৩৭। (৫) অজ্ঞক ও অমাবসু দেখ। অজ্ঞকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাশ্ব, তনয়, বসু ও কুশনাভ নামে চারিজন। তন্মধ্যে কুশাশ্বের পুত্রগাধি। ভাগ-২৪-১৫। (৬) পুরবীর বংশীয় সুর্যোত্তের অন্যতম পুত্র কুশ, কুশের পুত্র প্রতি, প্রতির তনয় সম্ভব। ভাগ-২৪-১৭। (৭) যবতিবংশীয় বিনর্ডের ঔবলে ও তদীয় পত্নী ভোজার গর্ভে কুশ, ক্রপ ও বোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২৪-২৪। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিব্রতের দশ তনয়ের অন্যতম বপুস্মান। বপুস্মানের তনয় কুশ, বৈজাত ও জীমূত এই তিন জন। ইহাদের রাজ্য স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। বর-৭৪। (৯) বরাহ কল্পের দ্রাবিংশ দ্বাপরে লাক্ষ্মী শিবাবতার যোগাসাধারণে অবতীর্ণ হন। কলিকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ লাক্ষ্মী স্বরূপ মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। লাক্ষ্মীর ভরবী, মধুপিঙ্গ কেতু ও কুশ নামে চারিজন ধাত্মিক পুত্র ছিল। লি-২৪। অমৃষ্টরজঃ দেখ। (১০) মহর্ষি কুশ একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। স্বশ্ব-ব্রহ্ম ধর্ম-২। (১১) ব্রহ্মার তনয় কুশ, কুশের তনয় কুশনাভ। শিব ধর্ম

৪১।

কুশকঙ্কর একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-
পরায়ণ ঋষি। শিব-বায়-উত্ত-১০।

কুশকেতু—বঙ্গদেশে কুশকেতু নামে এক
ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয়
হেমকান্ত অতিশয় দুঃস্থ্যাদিত ছিলেন।
স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১০। হেমকান্ত দেখ।
কুশকেতুর প্রভাস তীর্থে কুশকেতুর
নামে এক শিবলিঙ্গ আছে। স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা ১৭৩।

কুশঙ্কু—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশঙ্কু
স্বাতির পুত্র। নানা প্রকার দান ও
যজ্ঞের ফলে কুশঙ্কু হইতে সকল কর্ম্মে
তৎপর চিত্ররথ নামে এক পুত্র জন্মে।
চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু। লি-৬৮। (২)
যজ্ঞবংশীয় ক্রৌষ্ঠের তনয় বৃজিনীবান্,
বৃজিনীবানের তনয় স্বাতি, স্বাতির
তনয় কুশঙ্কু। কুশঙ্কুর তনয় চিত্রবৎস,
চিত্রবৎসের তনয় রাজচক্রবর্তী শশবিন্দু।
পদ্ম-স্ব-১৩।

কুশম্বজ—(১) মণ্ডিলার রাজা
ব্রহ্মরোমনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সীরম্বজ।
একদা সাক্ষিগার অধিপতি মহাবীর
সুগন্ধা মণ্ডিলা অবরোধ করেন;
কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন।
সীরম্বজ তদীয় রাজধানীতে স্বীয়
কনিষ্ঠ সহোদর কুশম্বজকে স্থাপন
করেন। সীরম্বজের ছাত্রী সীতার
সহিত রামের ও উদ্যালার সহিত

লক্ষ্মণের বিবাহ হইলে কুশম্বজ স্বীয়
কন্যা মাণ্ডবীর সহিত ভারতের ও
ঐতর্য্যকীর্ত্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ দেন।
রামা আদি-৫৬-৭৩। (২) দেবগুরু
বৃহস্পতির পুত্র কুশম্বজ। কুশম্বজের
কন্যা বেদবতী; এই বেদবতীকে
রাবণ অপমান করিলে, তিনি তাঁহাকে
শাপ প্রদান পুণ্ড্রক অয়িতে
প্রবেশ করেন। কুশম্বজকে
শুভ্রদৈত্য নিধাকালে বধ করেন।
রামা উত্ত ১৭। (৩) জনকবংশীয় ভূপতি
সীরম্বজের পুত্র কুশম্বজ এবং কন্যা
সীতা ও উদ্যাল। কুশম্বজ হইতে
দম্বম্বজ, দম্বম্বজ হইতে কৃতম্বজ ও
মিতম্বজ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯ঙ্ক-
১৩। জনকবংশীয় সীরম্বজের ভ্রাতার
নাম কুশম্বজ। তিনি সাক্ষিগার নগরের
অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু মর্থ ৫। (৩) দক্ষ
সাবলিবংশীয় রাজা বৃশম্বজের হংসম্বজ
নামে এক পুত্র জন্মে। এই হংসম্বজ
হইতে দম্বম্বজ ও কুশম্বজ নামে দুই
পুত্র জন্মে। কুশম্বজের পত্নী মালাবতী
বেদবতী নামে এক কন্যা প্রসব
করেন। লক্ষ্মণ-প্র-১৩, ১৪। অয়িবেশ্য
দেখ। (৪) কাশীরাজ কুশম্বজ অতিশয়
শিবভক্ত ছিলেন। তিনি মহাদেবের
দমনকোৎসব প্রবর্তিত করেন। এই
উৎসবে মহাদেবকে দোলায় আরোপিত
করিয়া আন্দোলিত করে। স্কন্দ মাহে
কুমা-৯। (৫) হুষ্ঠার পুত্র কুশম্বজকে

উক্ত বিনাশ করেন। মেই জনা
পড়াপতি ত্রয়ো এক গাছি জটা
উৎপাটন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ
করেন। তাহা হইতে বৃক্শের উদ্ভব
হয়। স্বক-আব-৮৫ ৩৫। বৃক্শ-দেখ।
(৩) অগ্নিবোজ মনির শাপে তদীয়
কন্যাপুত্রী কাশ্যরাজ তন্য কুশম্ভর
গরমণী প্রাপ্ত হন। স্বক-মাহে
কুমা-৯।

কুশনাভ (১) মচ্ছন প্রতিপালক রাজা
কুশের রানী বৈবর্তীর গর্ভজাত পুত্র
চতুর্দশের অনাতম। কুশনাভ মচ্ছন
নামক নগরী নিৰ্ম্মাণ করেন।
প্রতাপীপথে কুশনাভের শত কন্যা
উৎপন্ন হয়। চুনী নামক তপস্বীর পত্নী
নোমদার গর্ভজাত পুত্র বৃক্কনক্শের
মহি ত তাঁহাদের বিবাহ হয়। এই
মকর কনার উপর মর্দীরগদেব
অভিশাপ অর্জাচার করিয়াছিলেন।
এই কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির নন্দন
শিখামিত্র। সত্যপতি নামে শিখামিত্রের
এক ভগিনী ছিল। বাম-আদি ৩১,
৩৩। (২) নোমবংশীয় নরপতি
এনাচকের পুত্র কুশ, কুশের
পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব ও
মন্ডিনান্ এই চার জন। হরি-হরি-
৩৭। ৩ অজকের পুত্র কুশাশ্ব, তনয়,
১৫ ও কুশনাভ নামে চারি জন।
৩৭৩ কুশাশ্ব তনয় গাধি। ভাগ
৩৫ ১৫।

কুশরীর--(১) মহর্ষি কুশরীর একজন
ব্রহ্মভূমি যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন।
কৃষ্ণ-পূ-৫২। (২) বরাহকল্পে যে সকল
শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, কুশরীর
তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন।
লিঙ্গ-৭, ২৪, বায়ু-২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩।
বেদশিখা দেখ।

কুশল--(১) স্বারম্ভনম্বর পুত্র প্রিয়ব্রত,
প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র জাতিমান
কৌকরীপের অধিপতি ছিলেন। কুশল
জাতিমানের অগ্ৰতম তনয়। বিষ্ণু-
২৪-৪। অককারক ও অর্থকারক
দেখ। (২) মহর্ষি সারস্বতের
অন্যতম শিষ্য। স্বক-প্রভা-বদ্বাপণ-৭।
কৌকরীপের অধিপতি জাতিমানের
অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-২৪-৪; মার্ক-৫৩;
অগ্নি-১১৯; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; বায়ু-২৩;
বরা-১৭; কৃষ্ণ-পূ-৩৯।

কুশলীমুখ--দৈতাপতি প্রহ্লাদের
অন্যতম পুত্র বাহুল। বাহুলের পুত্র
বিরোধ, মনু, ব্রহ্মাণ্ড ও কুশলীমুখ এই
চারি জন। বায়ু-৬৭, প্রহ্লাদ দেখ।
কুশ স্বাভিক--জনৈক ঋষি। স্বক-মাহে-
অক-উ-৩।

কুশাগ্র--মগধের অধিপতি বৃহদ্রথের
তনয় কুশাগ্র। কুশাগ্রের আত্মজ
বিদ্যান বীর্ঘ্যবান বৃষভপুশবান্
বৃষভের আত্মজ। পুশবানের তনয়
সত্যহিত। হরি-হরি-৩২। বৃহদ্রথের
অন্যতম পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের অপত্য

ঋষভ, ঋষভের পুত্র সজ্জাহিত। জাগ-
৯৮-২২। ঋষভের তনয় পুন্দ্রবান্।
মৎ-৫০। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; অগ্নি-২৭৪;
বায়ু-২২।

কুশাবর্ত—(১) ঋষভের অন্যতম পুত্র
ছিলেন। ভাগ-৫৮-৪, ৬। ঋষভ
দেখ। (২) মহর্ষি কুশাবর্ত, নরপতি
উদ্যবহর পুরোহিত ছিলেন।

কুশাধু—(১) সজ্জন প্রতিপালক রাজা
কুশের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম
বৈদর্ভী। তিনিই কোশাধি নগর
স্থাপন করেন। রামা-আদি-৩০।
(২) কুরুবংশীয় উপরিচর বহুর অন্যতম
তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; মহাভা-আদি-
৬৩। উপরিচর বহু ও কুশ দেখ।
হরি-হরি-২৭।

কুশাধু—(১) অজকের পুত্র কুশ, কুশের
পুত্র কুশাধু, তনয়, বহু ও কুশমাত নামে
চারি জন। তন্মধ্যে কুশাধুর তনয়
গাধি। ভাগ-৯৮-১৫। কুশ দেখ।
সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর
স্বয়ম্বর সভার উপস্থিত রাজনা বর্গের
অন্যতম। কঙ্কি-১ম-৫।

কুশাধু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি
সংহদেবের তনয়। রামা-আদি-৪৭।
(২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাস্থের
পুত্র কুশাধু। কুশাধুর পুত্র প্রসেনজিৎ,
প্রসেনজিৎের পুত্র যুবনাথ। বিষ্ণু-৪র্থ-
২। (৩) চক্রবংশীয় নরপতি কুশের
অন্যতম পুত্র। কুশাধুর পুত্র গাধি।

বিষ্ণু-৪র্থ-৭। অজক, কুশ ও অমাবন্ত
দেখ।

কুশি—দৈত্যপতি বলিরাজের শত
পুত্রের অন্যতম কুশি। বায়ু-৬৭।

কুশিক—(১) ইহারই তনয় প্রসিদ্ধ
বিখ্যামিত্র। রামা-আদি-২১। (২)
সোমবংশীয় নরপতি কুশের অন্যতম
তনয়। কুশিক ইন্দ্রকুলা পুত্র লাভ
করিবার জন্য দ্বোরতর তপস্তা করিয়া-
ছিলেন। ইন্দ্র জ্ঞান বশতঃ তাঁহার তনয়
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরু-
কুৎসের কন্যা তাঁহার ভাৰ্য্যা ছিলেন।
গাধি তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।
গাধির তনয় বিখ্যামিত্র, বিশ্বরথ,
বিশ্বকৃৎ ও বিশ্ববিৎ এই চারি জন
এবং সভাবতী নামী তাঁহার এককন্যা
ও ছিল। হরি-হরি-২৭। (৩) অজক
অপত্য অজক, অজকের তনয়
বলাকাধ, বলাকাধের তনয় কুশিক।
হরি-হরি-৩২। (৪) সোমবংশীয় নরপতি
খ্যাতির তনয় কুশিক, কুশিকের তনয়
চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু জন্মে।
কুর্ধ-পূ-২৪। (৫) বলাকাধ মুনির
তনয় কুশিক। কুশিকের কঠোর
তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার
তনয়রূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক গাধি নামে
খ্যাত হন। মহাভা-শান্তি-৪২। (৬)
সিদ্ধবংশীয় তনয় বলাকাধ, বলাকাধের
তনয় বল্লভ, বল্লভের তনয় কুশিক,
কুশিকের তনয় গাধি, গাধির কন্যা

সত্যবতী । মহাভা-অমুশা-৫২ । (৭) কন্যাপুর নিবাসী কৃষিক নামে এক রাজা ছিলেন । মথুরাপুরীতে নিত্যকাল তাঁহার যজ্ঞস্থলান হইত । বরা-১৬২ । (৮) বরাহকন্ঠের অষ্টবিংশ দ্বাপরে স্তম্ভের গুহায় নকুলিশ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন । এই সময়ে কৃষিক, গর্গমিত্র ও কোরুণ্য নামে তাঁহার চারি তনয় জন্মে । তাঁহারা সকলেই বেদপারগ ও উর্দ্ধরেতা ছিলেন । লি-২৪ ; শিব-বার-উক্ত-১০ ; বার-২৩ ; ব্রহ্মা-৩৩ । (৯) মহর্ষি ইধীরথের তনয় কৃষিক । কৃষিকের পুত্র গাণী । এই গাণী ঋগ্বেদেব একজন স্তম্ভদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ ৩।১৯।১ । (১০) অত্রিবাংলীর মহর্ষি কৃষিক একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের দেবপ্রবা, দেবরাত ও বিধামিত্র এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মং ১৯৮ ।

কৃষিক-কন্ঠের মহর্ষি কৃষিক-কন্ঠের একজন
একভূমিষ্টে গাণী প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
কৃষ্ণ-পু-৫৫ । বরাহকন্ঠে যে সকল
শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, কৃষিকের
তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন ।
লি-২৪ । শিব-বার-উক্ত ১০ । অট্টশাং,
ককঙ্ক দেখ ।

কৃষিক—যজুর্পাঠ বহুদেবের প্রধান
মহর্ষি, রোহিণী চর্চিতে বরাহকন্ঠ, কৃষিক
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । বারু-২৬ ।

কুশীতর—(১) কপিঞ্জলী চর্চিতে বশিষ্ঠের
ইঙ্গপ্রতিম কুশীতর নামে এক তনয়
উৎপন্ন হয় । কপিঞ্জল ও উপমহ্মা
দেখ । (২) পৃথু নন্দিনী চর্চিতে কুশীতরের
বহু নামে এক তনয় জন্মে । বহুর
তনয় উপমহ্মা । বারু-৭০ ।

কুশীতি—তিনি মহর্ষি পোষ্পঞ্জীর অন্যতম
শিষ্য । বারু-৬১ ; ব্রহ্মা-৬৭ । কুশ্মী
দেখ ।

কুশাদ—(১) প্রয়াগ প্রদেশে কুশাদ নামে
এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার তনয়
রোচন অতিশয় চক্ষুগ্রাসিত ছিল ।
হৃন্দ-বিষ্ণু-বেণ-২১ । রোচন দেখ । (২)
মহর্ষি পোষ্পঞ্জির অন্যতম শিষ্য । ভাগ-
১২ঙ্ক-৬ । কুশি দেখ ।

কুশেশ্বর—রামের তনয় কুশ কঙ্ক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ কুশেশ্বর নামে
খ্যাত । হৃন্দ-নাগ-১০৪ ।

কুশোত্তর—প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয়
ভবা, শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন ।
তিনি স্বীয় ভ্রাতা, কুমার, কুশোত্তর
প্রভৃতি সমস্ত পুত্রকে শাকদ্বীপে সমুদ্র-
সৈন্যের কার্য্যে প্রেরণ করিয়া স্ব
নামীয় বর্ষ প্রদান করেন । মার্ক-৫৩ ।
ভবা দেখ । কৃষ্ণ-পু-৩৯ । কুমার
দেখ ।

কুশোত্তর—শাকদ্বীপের অধিপতি ।
অগ্নি-১১৯ ।

কুশোদকা—দেবী পার্শ্বতী কুশদ্বীপে
কুশোদকা নামে বিখ্যাত । হৃন্দ-আব-
রেবা-১৯৮ । পদ্ম-সৃষ্টি-১৫ ।

কুবীতক—মহর্ষি কুবীতকের তনয়
কৌবীতকি, আদিভ্যাকে (স্বর্ষাকে)
উপাসনা করিয়া তনয় লাভ করিয়া
ছিলেন। ছান্দো-১ম-৫৭।

কুষ্টি—মহর্ষি মরীচির পত্নী সমুতির
গর্ভজাত অন্ততম কন্যা। বায়ু-২৮।
অপচিতি ও মরীচি দেখ।

কুশাণ্ড—(১)কাশীতে কুশাণ্ড নামে এক
গণেশ আছেন। স্বন্দ-কাশী-উ-৫৭।
(২) বানাসুরের অন্যতম সেনাপতি।
স্বন্দ আব রেবা ২৮। (৩) রক্তাসুরের
অমুজ কুশাণ্ড অমুরকে দেবী পার্বতী
শরাঘাতে নিহত করেন। সোর-৪৯।
(৪) কুশাণ্ড নামে মহাদেবের এক
গণ আছে। পদ্ম-উত্ত-১২।

কুশাণ্ডক—(১) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ
কন্যা কক্ষর গর্ভে যে সকল নাগ
জন্মগ্রহণ করেন, কুশাণ্ডক তাঁহাদের
অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫।
কশ্যপ দেখ। দৈতাপতি কুশাণ্ডকে
শ্রীকৃষ্ণ কার্তিক নাগের গুরুানবমীতে
বধ করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৩১।

কুশাণ্ডপতি—শিবের অন্যতম অমুর।
কুশাণ্ডপতি দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকালে
কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে
পরাস্ত করিয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে-
কেদা-৪।

কুশাণ্ডগণ—(১) বিশ্বদেবগণের অশ্র
হর্ষে কুশাণ্ডগণের উৎপত্তি হয়।

স্বন্দ নাগ-২০৬। (২) কুশাণ্ডী হইতে
কুশাণ্ডগণের উদ্ভব হয়। বায়ু-২৬।
কুশাণ্ডী—কপিণী হইতে কুশাণ্ডী ও
কুশাণ্ডী হইতে কুশাণ্ডগণ জন্মগ্রহণ
করেন। বায়ু-৬৯। কুশাণ্ডগণ দেখ।
কুশাণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত একটা
শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উ-৯৭।
কুসীদকী—মহর্ষি কুসীদকী একজন
অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু
ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষের প্রবর।
মৎ-১৯৬।

কুসীদি, কুসীদী—(১)কুসীদি গৌশিঞ্জির
অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কুণ্ডুমী
দেখ। বিষ্ণু-৩য়-৬। (২) মহর্ষি কবেয়
তনয় কুসীদী একজন ঋষিদের মন্ত্রপ্রদা
ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণ সঙ্কে
অনেক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।
ঋগ ৮।৮২।১।

কুসুম—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি
পদে বৃত্ত হইলে তাঁহার
সাহায্যার্থ বিধাতা বীরগণ কুন্দ,
মুকুন্দ ও কুসুমকে প্রদান করিয়া
ছিলেন। বাম ৫৭। কুন্দ দেখ।
মহাভা-শল্য-৪৬।

কুসুমধরা—কামদেবের শর কুলধর নামে
কথিত। সেইজন্য কামদেবের একনাম
কুসুমধরা। স্বন্দ ব্রহ্ম সেতু-৫।

কুসুমালী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেয়ের অমুরী কুসুমালী

নামে এক মাতৃক। ছিলেন। স্বন্দ-
মাহে-কুমা-৩০ ।

কুসুমামোদিনী—হিমালয়ের কস্তা
পার্বতীর অন্ততম। মাতৃসখী। মৎ-
১৫৬। তিনি স্বন্দর গিরীর অধিষ্ঠাত্রী
দেবী ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২২ ।

কুসুমায়ুধ—কামদেবের অন্তনাম।

কুসুমোত্তর—মহাবংশীর হব্যের অন্ততম
তনয়। লি-৪৬; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। কুমার
দেখ।

কুসুমোদ—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত,
প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্ততম ভবা।
শাক বীণের অধিপতি ভবোর জলদ,
কুমার, সুকুমার, মণীষেক, কুসুমোদ,
মোদাদী ও মহাকুম নামে সাত তনয়
জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীর
এক এক বর্ষের অধিপতি ছিলেন।
বিষ্ণু-২৪-৪।

কুসুমেশ—প্রজাপুরুষ যে ব্যক্তি
কুসুমেশ মহাদেবের পূজা করে, সে
শিবলোকে পুজিত হয়। স্বন্দ-আব-অব-
২৮। কামদেব কর্তৃক কুসুমেশ লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বন্দ-আব-রেবা-
১৫০।

কুসুমেশ্বর—মহাদেব বীরক নামক
গণকে পার্বতীকে পুত্ররূপে প্রদান
করেন। পার্বতী তাঁহাকে কুসুমে
সম্মিত দেখিয়া তাঁহারই নাম কুসুমেশ্বর
রাখিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-৩৮।

কুসুম—দৈত্যপতি বলির অন্ততম তনয়

বাণ, বাণের এক পুত্রের নাম কুসুম
ছিল। কালিকা-৩৪।

কুসুমক—দক্ষ বিশেষ। মহাভা-সভা-১০।

কুহক—(১) নাগ বিশেষ। ভাগ-৫৯
২৪। (২) বাণাসুরের অন্ততম
সেনাপতি। স্বন্দ-আব-রেবা-২৮।

কুহর—(১) কস্তপ হইতে দক্ষকস্তা কস্তুর
গর্ভে কাশ্যবের নামধের কুহর,
বলাহক প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-৩। (২) সুরসা
ভূজঙ্গিনীর গর্ভজাত পাতালের
ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের
অন্ততম কুহর। মহাভা-উদ-১০২; শিব
ধর্ম-৫৪; মহাভা-আদি-৬৭।

কুহ—(১) অঙ্গিরার পত্নী প্রজ্ঞার গর্ভে
সিনীবালী, কুহ, রাক। ও অমৃতমতি
নামী চারি কস্তা এবং উতখ্য ও
বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-
৪৯। এই চারি কস্তা ধাতার জ্ঞী
ছিলেন। তন্মধ্যে কুহ হইতে স্বায়ং,
সিনীবালী হইতে দর্শ, রাক। হইতে
প্রাতঃ ও অমৃতমতি হইতে পূর্ণমাস
জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৯-১৮।
অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে সিনীবালী,
কুহ, রাক। ও অমৃতমতি নামী চারি কস্তা
জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ধ-পূ-১৩। (২)
দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
বৃত্ত হইলে, কুহ নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
বীর অমৃতচর কুবলয়কে প্রদান করেন।
বাম-১৭। (৩) ময়দানবের উপদানবী,

কুহু ও মন্দোদরী নামে তিন কন্যা ছিল।
 মৎ ৬। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে
 সিনীবাণী, কুহু, রাগা ও অমুমতি
 নামী চারি কন্যা ও লক্ষ্মণভব নামে এক
 পুত্র জন্মে। লি-৫। (৪) অঙ্গিরার পত্নী
 তথা হইতে ভাসুমতী, রাগা, সিনীবাণী,
 অর্জুন্যতী, হবিষ্যতী, মতিষ্যতী ও
 কুহু নামে সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
 যিনি দীপ্ত যজ্ঞ সমুদয়ে মহামতি বলিয়া
 বিখ্যাত, যাহাকে দেখিয়া লোকে
 বিস্মিত হয়, তিনি অঙ্গিরার কন্যা
 কুহু। মহাভা-বন-২১৩। অঙ্গিরা
 দেখ। সিনীবাণী, দ্রাতি, কুহু, পুষ্টি,
 প্রভা, বসু, স্মৃতি, কীর্তি ও লক্ষ্মী নামে
 এই নয় দেবী সোমদেবকে যজ্ঞাস্তে
 সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫।

কুহুলেখর—কাশীস্থিত একটা
 শিবলিঙ্গ। স্বল্প-কাশী-উ-৬৫।

কুর্কাম্বুধ—বিশ্বামিত্রের অন্ততম তনয়
 মহাভা-অনুশা-৫।

কুট—(১) মধুরাদিপতি নৃ-স ভ্রাতৃদ্বয়ে
 বধ করিবাব জন্তু যে সকল নদী স্নান কর্তৃক
 করিয়াছিলেন, কুট তাঁহাদের অন্ততম
 ছিল। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (২) কুট নামে
 একজন দানবপতি ছিলেন। রামা-
 উত্ত-২৪।

কুটমোহন—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
 অন্তনাম কুটমোহন। মহাভা-বন-২৩০।

কুটমন্ত—কাশীস্থিত লম্বোদর গণপতির
 পাশ্চমে ও দুর্গাবিনায়কের উত্তরে, দুর্গম

উপসর্গের বিনাশক কুটমন্ত নামে
 গণেশ সর্বদা ঐ ক্ষেত্রকে রক্ষা
 করিতেছেন। স্বল্প-কাশী-উ-৫৭।

কুণিতাক—কাশীস্থিত কুণিতাক নামে
 গণেশ চষ্টগণের কৃদৃষ্টি চষ্টতে মহাশয়ান
 কাশীকে সতত রক্ষা করেন। স্বল্প-
 কাশী-উ-৫৭।

কৃতি—ব্রহ্মার মুখ হইতে স্রব, পূর্ণমাস
 আকৃতি, কৃতি প্রভৃতি জন্ম নামের
 দেববর্ণ প্রথম সৃষ্ট হইলেন। বায়ু-৬৭
 জয়গণ ও অধীতি দেখ।

কৃপ—মহাদেবের অন্তনাম। মহাভা
 শলা-১৭।

কৃপকর্ণ—রাজা বাণের অন্ততম অমাত
 কৃপকর্ণ। তিনি স্বীয় প্রভু বাণের সহিত
 শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়
 তাঁহার হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক
 ৬২, ৬৩; গর্গ-গোলোক-১০।

কৃপট—কণ্ঠের অন্ততম পত্নী দমু
 গতে বিপ্রচিহ্নিত, কৃপট, প্রভৃতি
 নামের জন্ম হয়। কাশিকা-৩৮।

কৃষ্ণ—কণ্ঠের ওপরে ও দক্ষ কণ্ঠ
 কক্ষর গতে কৃষ্ণের জন্ম হয়। মহাভা
 আদি-৬৫।

কৃষ্ণগ্রীব—দেবাসুর যুদ্ধে কার্তিকেয়ের
 সাহায্যার্থ কৃতিকাগণ কর্তৃক প্রেরিত
 অন্ততম অমুচর। বায়ু-৫৭। কুণ্ডল
 দেখ।

কৃষ্ণপৃষ্ঠ—একজন দানবপতি। স্বল্প
 প্রভা-৬৭।

কলকর্তা—মহাদেবের অন্য নাম ।
মহাভা-শলা-১৭ ।

কলকারী—মহাদেবের অন্য নাম ।
মহাভা-শলা-১৭ ।

করণ—সিদ্ধুরাজ জয়প্রথের অগ্রতম
সেনাপতি । জয়প্রথ কর্তৃক দ্রোণদী
হরণকালে তিনি অর্জুন হস্তে পরাজিত
ও নিহত হন । মহাভা-বন-২১২-২৭০ ।

করণ—(১) যদুবংশীর ভজমানের বহু
পুত্রের মধ্যে, নিমি, কৃকণ ও বিদূরথ
প্রধান ছিলেন । কৃষ্ণ-পূ-২৪ । (২)
ভজমানের পত্নী স্বয়ম্বী হইতে ভাজ
জন্মে । ভাজের অগ্রতম তনয় কৃকণ ।
পদ্ম-স্ব-১৩ ।

কর্ণেশু—রোদ্রাণের অগ্রতম তনয় ।
হরি-হরি-৩১ । মহাভা-আদি-৯৪ ।
অচেনু দেখ ।

কু—কু নামে জনৈক হুনি দীর্ঘকাল
কৃতর ভগবতরণ করিতে থাকিলে তাঁহার
বেহ বন্দীক বৃত্তিকার আচ্ছন্ন হইল
এবং সেইজন্য তিনি বন্দীক নামে খ্যাত
হন । এক নটীর গর্ভে বন্দীকের এক
পুত্র জন্মে । এই বালকই বিখ্যাত
বান্দীকি হুনি । কল-বিষ্ণু-বৈশা-২১ ।

কৃত—(১) প্রাক্তভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে
কৃত অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-অমুশা-৯৫ ।
(২) পুরুবংশীয় নরপতি সম্রাটের পুত্র কৃত ।
তিনি মহাশ্মা কৌশলা হিরণ্যনাভের
শিষ্য ছিলেন । তৎকর্তৃক নাম সংক্ৰিষ্ট ।

সকল চতুর্বিংশতি প্রকারে উক্ত
হইয়াছে । কৃত কর্তৃক কথিত বলিয়া
প্রাচ্য নাম ও সামগ্য সকল কার্ত্তি নামে
স্বতন্ত্র হয় । কৃতের তনয় উগ্রাবধু,
উগ্রাবধুর পুত্র ক্ষেমা । হরি-হরি-২৫ ।

(৩) যদুবংশীর বনুদেবের পত্নী রোহিনীর
গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ; হৃষদ, জব,
বিপুল ও কৃত নামে সাত পুত্র জন্মে ।
ভাগ-৯৬-২৪ । (৪) ইক্সাকুবংশীয় নরপতি
অম্বরীষের তনয় ঋত, ঋতের তনয় কৃত,
সুধর্ম্মা ও পুথিত । লি-৬৬ । (৫) যদুবংশীর
তৃদিকের অগ্রতম তনয় কৃত । বায়ু-৯৬ ।
কৃতের পত্নী ও বনুদেবের অগ্রতম
ভগিনী ঋতদেবী হইতে সুগ্রীব জন্ম
গ্রহণ করেন । মৎ-৪৬ ।

কৃতক—(১) যদুবংশীয় বনুদেবের ঔরসে
ও তাঁহার অগ্রতমা পত্নী মদিরার গর্ভে
নন্দ, উপনন্দ, কৃতক ও শুর জন্মগ্রহণ
করেন । ভাগ-৯৬-২৪; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ।
(২) কুরুবংশীয় চ্যবনের তনয় কৃতক,
কৃতকের তনয় উপরিচরবহ । বিষ্ণু-
৪র্থ-১২ ।

কৃতকর্ম্মা—যদুবংশীর তৃদিকের পুত্র কনক,
কনকের অন্যতম পুত্র । হরি-হরি-৩৩ ।

কৃতকৃত্য—বিষ্ণুর অন্তনাম । মহাভা-
অমুশা-১৪২ ।

কৃতকেত—বৈবস্বত মহুর ঋণ তনয়ের
অগ্রতম ধুক, ধুকের কৃতকেত, চিত্রনাথ
ও রণধুক নামে তিন পুত্র জন্মে ।
মৎ-১২ ।

কৃতকর্ণ—ঐক্যের খুলতাত ও বনুদেবের অন্ততম ভ্রাতা গণ্ডুব অপূত্রক ছিলেন বলিরা, ঐক্য, চারুদেয়, মুচাক, পাকাল ও কৃতকর্ণ নামক চারি তনয় তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৪। মহাভা-সভা-৪।

কৃতকর্ণপ্রেত—বেদিশপুত্র দেবরাত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অতিশয় কৃতকর্তা করিত বলিরা মৃত্যুর পরে কৃতকর্ণ নামক প্রেত হয়। স্কন্দ-নাগ-১৮।

কৃতচেতা—বৈতবনবাসী কৃতচেতা, কৃতবাক্ প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ সুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্রেশ্ব অপনোদন করিতেন মহাভা-বন-২৬।

কৃতজ্ঞাত—হৈহয়বংশীয় কনক বারানসীর রাজা ছিলেন। তাঁহার কৃতবীৰ্য্য, কৃতজ্ঞাত, কৃতবর্ষ, কার্ত্তিবীৰ্য্য নামে চারি তনয় ছিল। বায়ু-২৪।

কৃতজিৎ—রথকৃত, রথোজা, রথচিহ্ন, সুবাহু, রথশ্বন, বরুণ, সুবেণ, সেনজিৎ, তাক্, অরিস্টনেমী, কৃতজিৎ ও সতজিৎ এই দ্বাদশ গ্রামনী যথাক্রমে স্বর্গের রশ্মি সংযম করেন। কুর্শ-পূ-৫০।

কৃতজ্ঞ—বিষ্ণুর অন্তনাম। মহাভা-অমুশা-১৪২।

কৃতজ্ঞয়—(১) রঘুবংশীয় নরপতি বর্হিষ পুত্র কৃতজ্ঞয়, কৃতজ্ঞয়ের তনয় রণজ্ঞয়, রণজ্ঞয়ের তনয় সজ্ঞয়। ভাগ১২-১২।

(২) বরাহ কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতজ্ঞয় বাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব শুভাবাসী নামে মহাত্মা হিমালয় পর্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লি-২৪। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ দ্বাপরে মহর্ষি কৃতজ্ঞয় বেদ বিভাগ করিয়া বেদবাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য় ৩। (৪) ইক্কাবংশীয় ধর্ম্মের পুত্র কৃতজ্ঞয়, কৃতজ্ঞয়ের তনয় রণজ্ঞয়, রণজ্ঞয়ের তনয় সজ্ঞয়, সজ্ঞয়ের তনয় শাক্য। বিষ্ণু-৫ম-২২। (৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতজ্ঞয় বাস হইয়াছিলেন। কুর্শ-পূ-৫১। (৬) মগধের স্বর্ধাবংশীয় নরপতি বৃহজ্জাজের তনয় কৃতজ্ঞয়, কৃতজ্ঞয় হইতে রণজ্ঞয়, রণজ্ঞয় হইতে সজ্ঞয় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-২৭১। (৭) বরাহ কল্পে যে সমুদয় দ্বাপর জন্মগ্রহণ করেন, কৃতজ্ঞয় তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪-১।

কৃতজেন্ত—মহারাজ সুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে, বৈতবনবাসী কৃতজেন্ত, কৃতবাক্, প্রভৃতি ঋষিরা তাঁহাকে উপদেশ দিয়া ক্রেশ্ব অপনোদন করিতেন। মহাভা-বন-২৬।

কৃতদেব—ভূনশেফ, মধুজ্ঞান, অর, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক নামে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাত তনয় ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ ৭, বায়ু-৯১।

কৃতদ্বাতি—রাজা চিত্রকেতু বহু পত্নী সত্বে ও অপূত্রক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা

পত্নী কৃতদ্রাতি মহর্ষি অন্ধিরার যজ্ঞ স্থালি় চক্ৰ ভক্ষণ করিয়া, একটা অতি রূপবান্ তনয় লাভ করেন । কিন্তু সপত্নীরা বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে নিহত করেন । ভাগ-৬৯-১৪, ১৭ ।

কৃতবর্ষা—হৈহয়বংশীয় নরপতি হৃদয়ের তনয় ধনক, ধনকের অন্ততম পুত্র । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ । কনক দেখ ।

কৃতধ্বজ—জনকবংশীয় নরপতি ধর্মধ্বজের তনয় কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ । তন্মধ্যে কৃতধ্বজের তনয় কেশীধ্বজ ও মিতধ্বজের তনয় খাণ্ডিক্য । ভাগ-২৯ ১৩ ।

কৃতনন্দন—মগধের কৈলকিল যবনবংশীয় অন্ততম নরপতি । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

কৃতবাক্—বৈতবনবাসী কৃতচেতা কৃতবাক্ প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্রোধ অপনোদন করিতেন । মহাভা-বন-২৬ ।

কৃতবর্ষ—হৈহয়বংশীয় বারানসীর অধিপতি কনকের অন্ততম তনয় । বায়ু-২৪ । কনক দেখ ।

কৃতবর্ষা—(১) কুরুক্ষেত্র সময়ে যদুবংশীয় হৃদিকের তনয় ভোজরাজ কৃতবর্ষা যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রবাস ক্ষেত্রে বাহুবল্যেবের খড়্গ দ্বারা সাতাকি তাঁহাকে নিহত করেন । মহাভা-মোঙ্গল-৩ । (২) যযাতিবংশীয় ভদ্রসেনের দুর্য়োধ ও ধনক নামে দুই পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে

ধনকের অন্ততম পুত্র কৃতবর্ষা । অন্ধক দেখ । কৃতবর্ষার পুত্র বলা ঐকৃষ্ণের কল্পিনী গর্ভজাত কন্যা চাক্ষুশীকে বিবাহ করেন । ভাগ-২৯-২৩, ১০৯, ৩১; সৌর-৩১; দেবী-৪৯-২২ । চন্দ্রবংশীয় নরপতি অন্ধকের তনয় কৃতবর্ষা, কৃতবর্ষা, কৃতানি ও কৃতোজা । কুর্শ-পূ-২২ । (৩) হৃদিকের তনয় কৃতবর্ষা, কৃতবর্ষার পুত্র দেবল, দেবলের তনয় শূর, শূরের তনয় বহুদেব, বহুদেবের তনয় ঐকৃষ্ণ । কুর্শ-পূ-২৪ । অজ্ঞাত দেখ । (৪) ত্রিগর্ভ দেশের অধিপতি সূর্য্যবর্ষার ভ্রাতা কৃতবর্ষা । সূর্য্যবর্ষা দেখ । মহাভা-আখ-৭৪ । (৫) অঘোধ্যাপতি কৃতবর্ষার কন্যা যুগাবতীকে নরপতি শতানীকের তনয় সহস্রানীক বিবাহ করিয়াছিলেন । কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫; গর্গ-গোল-৫; গর্গ-বিশ্ব-১১, ২০ । সহস্রানীক দেখ ।

কৃতবর্ষা—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কনকের অন্ততম তনয় কৃতবর্ষা অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছিলেন । তিনি মহর্ষি-জমদগ্নিকে নিহত করেন । সেই জমদগ্নির তনয় পরশুরাম কৃতবর্ষার তনয় কার্ত্তবীর্ষ্যার্জুনকে পরাস্ত করিয়া ও হৈহয়বংশীয় অনেককে বধ করিয়া অবশেষে কার্ত্তবীর্ষ্যার্জুনকেও বধ করেন । মহাভা-আদি-১৭৮ । যদুবংশীয় ধনকের অন্ততম তনয় । ভাগ-২৯-২৩; বিষ্ণু-৪র্থ-১১ । অন্ধক দেখ । ত্রেতাযুগে;

হৈহয়রাজ কৃতবীৰ্য্য কাস্তিকের
শুক্রাধাদনীতে ধরনীতের অমৃতান
করিয়া কাস্তিবীৰ্য্য নামক রাজ চক্রবর্তী
তনয় লাভ করিয়াছিলেন। বরা-৫০।

শুভবংশীয়েরা হৈহয়বংশীয় কৃতবীৰ্য্যের
পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর
পরে শুভবংশীয় রাজারা ভার্গবদের
অনেক অর্থ আছে শুনিয়া তাঁহাদের
নিকট অর্থপ্রার্থী হন কিন্তু তাঁহারা অর্থ
ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, দিতে অসমর্থ
বলিয়া জ্ঞাপন করেন। কাস্তিবীৰ্য্যেরা
ভূগর্ভ হইতে অর্থ উত্তোলন করিয়া
গ্রহণ করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে
তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ভার্গবদের অনেক
নিহত হন ও অবশিষ্টেরা হিমালয়
প্রদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে এক
গর্ভবতী ভার্গববধু ওষ্ঠাধিক প্রসব
করেন। মহাভা-আদি-১৭৮, ১৭৯;
হরি-হরি-৩৩। কৃতবৰ্ম্মা দেখ। (২)
গন্ধর্ব্ব বিশেষ। প্রবাহির অন্ততম
পুত্র। বায়ু-৬৮। প্রবাহী দেখ।

কৃতবেগ—প্রাচীনকালের একজন রাজা।
মহাভা-সভা-৮।

কৃতবোধ—তপোদেব নামে এক রাজপুত্র
ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃতবোধ পিতা,
মাতা ও ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগপূৰ্ব্বক
সন্ন্যাসপ্রসন্ন অবলম্বন করিয়াছিলেন,
পরে বারানসী নগরীস্থ তুলাধার নামক
এক ব্যাধের উপদেশে পুনঃ গৃহপ্রসন্ন
প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৃহৎ-পু-৩।

কৃতমনোরমা—পার্বতীর অন্ততমা সখী।
ক্ক-কাশী-পূ-৭৪।

কৃতযজ্ঞ—কুরুবংশীয় নরপতি চাবনের
পুত্র কৃতযজ্ঞ। কৃতযজ্ঞের তনয়
উপরিচরবন্থ। এক মহান যজ্ঞ করিয়া,
তিনি ইন্দ্রদম বিবাহত অশ্বরীক্ষগামী
উপরিচরবন্থকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।
হরি-হরি-৩২।

কৃতযশা—মহর্ষি কৃতযশা একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি
সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র
রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ ৯। ১০। ৮। ১।

কৃতরথ—জনকবংশীয় নরপতি প্রতীপের
পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের তনয় দেবমীড়,
দেবমীড়ের তনয় বিক্রত। ভাগ-৯৯-
১৩। জনকবংশীয় নরপতি প্রতিকের
পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের পুত্র কৃতি,
কৃতির পুত্র বিযুধ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

কৃতলক্ষণ—সাম্বতবংশীয় বৃক্ষির ভাৰ্য্যা
মাজী ও গান্ধারী। তন্মধ্যে গান্ধারী
হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাজী
হইতে যুযাজিৎ, দেবমীড়, অনমিত্র,
শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। মৎ-৪৫।

কৃতশশা—ইক্ণাকুবংশীয় ঐলবিলের পুত্র
কৃতশশা, কৃতশশার পুত্র বিশ্বমহৎ,
বিশ্বমহতের পুত্র দিলীপ। বায়ু-৮৮।

কৃতশ্রম—মহর্ষি কৃতশ্রম যুধিষ্ঠিরের
রাজহুয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।
মহাভা-সভা-৪।

কৃতস্থলী—অঙ্গরা বিশেষ। লি-৫৫।

কৃতস্বর—প্রভাসে কৃতস্বর মহাদেবের
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-১২২ ।

কৃত্য—পূর্বকালে ভদ্রমতি নামে বেদ
বেদাঙ্গপারগ বিত্তহীন এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন। তাঁহার কৃত্য প্রতিতি ছয়
পত্নী হইতে দুইশত পুত্র জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্গ-২০ ।
ভদ্রমতি দেখ।

কৃত্যগম—বিষ্ণুর অল্প নাম। মহাভা-
অমুশা-১৪২ ।

কৃত্যগ্নি—যজুঃশ্লোক কনকের অল্পতম
পুত্র। হরি-হরি-৩৩, ২৭৫; বিষ্ণু, ৩য়,
৬, ৪র্থ, ১১; সৌর-৩১; পদ্ম-সৃষ্টি-
১২; অগ্নি-২৭৫; ভাগ-৯৬-২৩ ।

কৃত্যন্ত—(১) চৈত্র, কবিকৃত, কৃত্যন্ত,
বিভূত, রবি, বৃহৎ, শুভ, নব ও শুভ এই
নয় জন স্বারোচিষ মহুর পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-
৬৮; বায়ু-৬২ । (২) দৈত্যপতি
মহিষাসুরের অল্পতম সেনাপতি। তিনি
একাদশ রজ হস্তে নিহত হন। বরা-
২৪ । কাল দেখ।

কৃত্যন্তক—দৈত্যপতি মহিষাসুরের
অল্পতম সেনাপতি। তিনি দ্বাদশ
আদিত্য হস্তে নিহত হন। বরা-২৪ ।
অতিকার দেখ।

কৃত্যন্তবতি—বিষ্ণুর অল্পনাম। মহাভা-
অমুশা-১৪২ ।

কৃত্যথ—ইক্ষ্বাকুংশীয় নরপতি
সংহত্যাথের পুত্র কৃত্যথ ও অক্ষাথ

এবং কৃত্য ঠৈমবতী। শিব-ধর্ম-৬০ ।

কৃতি—(১) শ্রীকৃতাগাহ বিশ্বদেবগণের মধ্যে
কৃতি অল্পতম ছিলেন। মহাভা-অমুশা-
২১ । (২) জনকবংশীয় নরপতি বহুল্যাত্মের
পুত্র কৃতি। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও আত্ম
বিজ্ঞান সুপণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-
৫ । (৩) নরপতি নভনের পতি, যযাতি,
শর্গাতি আর্যতি, বিগতি ও কৃতি নামে
ছয় পুত্র ছিল। ভাগ-৯৬-১৭, ১৮ ।

(৪) যযাতিবংশীয় বক্রর পুত্র
কৃতি, কৃতির পুত্র উশিক, উশিক
হইতে চৈবী ও চৈষ্ঠাদি নরপতি
জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৬-৪৩ ।
নরপতি কৃতির তনয় কৃতিপর্ক।
কুরুক্ষেত্র সময়ে দুর্যোধনের পক্ষ
অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
কিন্তু পর্তপতি সুবর্কার হস্তে তিনি
নিহত হন। মহাভা-ভ্রো-২৬ ।

(৫) জনকবংশীয় কৃতরথের পুত্র কৃতি।
কৃতির পুত্র বিবৃথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ ।

(৬) সামবেদ সংহিতা অধ্যয়নকারী
হিরণ্যনাভের কৃতি নামক মহাবুদ্ধিমান
একজন শিষ্য স্বীয় চতুর্কিংশতি
শিষ্যকে চতুর্কিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন
করান। এই সকল শিষ্যেরাও
সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার
করেন। বায়ু-৩১; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-
৩, ৬ । (৭) সাবণি মহুর অল্পতম তনয়
কৃতি। মার্ক-৮০ । রৈবত মহুর
অল্পতম তনয়। শিব-ধর্ম-৫৮ । অক্ষাথ

দেখ। (৮) জামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের পুত্র কৌশিক, লোমপাদ ও ক্রথ এই তিন জন। লোমপাদের পুত্র কৃতি। অগ্নি-২৭৫। (৯) সামগ দিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদ কর্তা মহর্ষি পোশক্তি ও কৃতি প্রধান ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৭। (১০) চাক্স মনুর অন্ততম পুত্র কৃতি। ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

কৃতিমান্— যযাতিবংশীয় নরপতি যবীনরের পুত্র কৃতিমান্, কৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির অপত্য দৃঢ়নেমী। ভাগ-৯-২১।

কৃতিরাত— জনকবংশীয় নরপতি মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, কৃতিরাতের তনয় মহারোমা, মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। ভাগ-৯-১৩; বিষ্ণু-৪৫-৫।

কৃতী—(১) যযাতিবংশীয় নরপতি সন্নভিমানের পুত্র কৃতী। কৃতী হিরণ্যনাভের নিকট যোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছরখানি সংহিতা বিভাগপূর্বক অধ্যাপন করেন। তাঁহার পুত্র উদ্যাবুধ। (২) যযাতিবংশীয় নরপতি চাবনের পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচরবনু। ভাগ-৯-২১।

কৃতেশ্ব—(১) যযাতিবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্ততম তনয় কৃতেশ্ব। ভাগ-৯-২০; বিষ্ণু-৪৫-১৯; বায়ু-২২। কৃতেশ্ব দেখ। (২) পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্ততম কৃতেশ্ব। অগ্নি-২৭৮।

কৃতোজা— হৈহয়বংশীয় কনকের অন্ততম পুত্র কৃতোজা। ভাগ-৯-২৩। কনক দেখ। ৭ম-৪৩; হরি-হরি-৩৩; অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-২১; বিষ্ণু-৪৫-১১। ধনক, কনক ও কৃতবন্থা দেখ।

কৃত্তিকা—(১) দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাইশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র যক্ষারোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের গর্ভে কোনও পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন নাই। কালিকা-২০; ভাগ-৬-৬। (২) অষ্টবসুর অন্ততম অনল, অনল হইতে কৃত্তিকা গর্ভে কার্তিকেয়, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৪। (৩) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়জন কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মব-ব্রহ্ম-৮, ৯। এক সময়ে অগ্নি সপ্তর্ষিদিগের গৃহে তাঁহাদের পত্নীগণকে দেখিয়া অধৈর্য হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কৃত্তিকা নারী ছয় জ্ঞী শাপ তহিতে অগ্নিকে রক্ষা করিয়া সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ পূর্বক ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কানাপ্রস্তু করিয়া ছিলেন। পরে ষ্ঠোচল পর্বতের শিখর দেশে স্তবর্ণময় কুন্তে কৃত্তিকাগণ রেতঃস্থাপন পূর্বক সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই ষট কৃত্তিকার পুত্র যড়ানন ও কার্তিকেয় নামে খ্যাত।

শিব-খণ্ড-১১; রামা-আদি-৩৭; সৌর-
২৮; বাম-৫৭ । দেবী বিশেষ । তন্ত্রগার-
১২১ পৃ।

কৃত্তিকাগণ—সপ্তর্ষিদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী
অক্ষকৃত্তী এবং অবশিষ্ট ছয় ঋষির পত্নী
কৃত্তিকাগণ ছিলেন । কৃত্তিকাগণ একদা
গন্ধামান করিয়া প্রাতঃকালে নদীতীরস্থ
অর্ধ সেবন করিয়াছিলেন । সেই অগ্নির
তেজে তাঁহারা গর্ভবতী হন । পরে
তাঁহারা সেই তেজ হিমাগরের শিখরে
পরিভ্রমণ করেন । এবং সেই তেজ
মিলিত হইয়া কুমারের জন্ম হইল ।
ব্রহ্ম-মাহে-কেদা-২৭ । কৃত্তিকাগণের
গর্ভে কুমারের জন্ম হয় বলিয়া তিনি
কার্তিকের নামে খ্যাত হন । শিব-খণ্ড-
৫৪ । কুণ্ডজঠর দেখ ।

কৃত্তিকাস্ত—কার্তিকেরের অন্ত নাম ।
সৌর-৬১ ।

কৃত্তিবাস—(১) মহাদেবের অন্তনাম । ব্রহ্ম-
মাহে-কেদা-২ । (২) পঞ্চম নৃসিংকালে
পিভাষহ ব্রহ্মার নাম ছিল সুরজ্যোষ্ঠ,
আর সোমনাথদেব কৃত্তিবাস নামে
কথিত হইতেন । ব্রহ্ম-প্রভা-প্রভা-৭ ।
কৃত্তিবাসলিঙ্গ—প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেব
কৃত্তিবাস লিঙ্গ নামে খ্যাত । ব্রহ্ম-
প্রভা-প্রভা-৭ ।

কৃত্তিবাসাঃ—মহাদেবের অন্ত নাম ।
মহাভা-আখ্যে-৮ ।

কৃত্তিবাসেশ্বর—বারাণসীস্থিত একটি
শিবলিঙ্গের নাম । ব্রহ্ম-কাশীপু-৩৩ ।

কৃত্তী—পুণ্ড্রা পুণ্ড্রগণের মানসী কৃত্তা
পীবরী, বাস তনয় শুকদেবের পত্নী
ছিলেন । এই পীবরী হইতে কৃষ্ণ,
গৌর ও শঙ্কু নামে তিন পুত্র এবং
কৃত্তী নামে এক কৃত্তা জন্মগ্রহণ
করেন । পাঞ্চালপতি সাবিত কৃত্তীকে
বিবাহ করেন । তাঁহাদের পুত্র
ব্রহ্মদত্ত । পদ্ম-সৃষ্টি-২ ।

কৃত্তী—(১) বাস তনয় শুকদেবের ঔরসে
ও বর্হিসদ পিতৃগণের মানসী কৃত্তা
পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, শঙ্কু ও
শঙ্কু নামে চারি পুত্র ও কৃত্তী নামে
এক কৃত্তা জন্মগ্রহণ করেন । কৃত্তী
কাশ্মিণ্যদেশের অধিপতি অম্বুহকে
বিবাহ করেন । ভাগ-১৮-২১ ।
কৃত্তীর গর্ভে রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ
করেন । হরি-হরি-১৮ । (২) শুকদেবের
কৃত্তা কৃত্তী যযাতিবংশীয় নীপের ভাৰ্য্যা
ছিলেন । তাঁহার গর্ভে বোঙ্গী ব্রহ্মদত্ত
জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-১৮-২১ ।
অম্বুহ দেখ ।

কৃত্তা—অপদেবতা বিশেষ । পৌত্তিক
বান্দেব, তাঁহার বহু কান্দীরাজসহ
ঐকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলে,
কান্দীরাজ পুত্র মহাদেবের বরে অগ্নি
হইতে এক কৃত্তার সৃষ্টি করিয়া
ঐকৃষ্ণের বধার্থ প্রেরণ করেন । ঐকৃষ্ণ
সেই কৃত্তাকেও বধ করেন । বিষ্ণু-
৫৮-৩৫ ।

কৃত্ত—ঋষের বংশের মহাপত্নী নন্দনা

হইতেকৃৎন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৮-১৩।

কৃপা—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ঋষের তনয় শিষ্ট। শিষ্টের পত্নী ও অগ্নির কন্যা স্নজ্জা হইতে কৃপ, ধুক, রিপুঞ্জয় বৃত্র ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪। (২) মহর্ষি কৃপকে অনাগা দম্ভা হস্ত হইতে ইস্ত্র, রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৩।১২। অশ্বখামা ও অপর দেখ।

কৃপণা—চতুষ্টী যোগিনীর অগ্রতমা কৃপণা ছিলেন। অগ্নি-৫২।

কৃপাচার্য্য—মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র কৃপ ও কন্যা কৃপী। গৌতম মুনির পুত্র মহর্ষি শরদ্বান গৌতম নামেও খ্যাত ছিলেন। শরদ্বান বেদ অপেক্ষা ধর্ম্মকীর্ত্তার অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তার তাঁহার অসাধারণ অমুরাগ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপস্বী নষ্ট করিবার জন্য জানপদী নারী এক দেবকন্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জন্মের পরে পিতা মাতা উভয়েই তাঁহাদিগকে বিভিন্ন অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। একদিন মহারাজ শান্তনুর কোনও সৈনিক পুরুষ নিম্জ্জান বনে এই পুত্র কন্যাকে দেখিতে পাইয়া মহারাজের নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহাদকে প্রদান করেন।

মহারাজ শান্তনু তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, বাণকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী হয়। কৃপাচার্য্য স্বীয় পিতা শরদ্বানের জ্ঞান ধর্ম্মকীর্ত্তার বিশেষ পারদর্শী হন। কুরুক্ষেত্র সময়ে তিনি কৌরবপক্ষে ছিলেন। কৌরবকুল সমূলে বিনষ্ট হইলে, তিনি জীবিত ছিলেন। পরে তিনিও পাণ্ডব পক্ষ আশ্রয় করিয়া পরীক্ষিতকে অস্ত্রবিজ্ঞা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩০; ভাগ-৯৮-২১। মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র শতানন্দ, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি কোনও অস্ত্ররূপে দেখিয়া সত্যধৃতির তেজ এরবনে পতিত হয়। তাহা হইতে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। পরে মহারাজ শান্তনু কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, এই পুত্র কন্যা কৃপ কৃপী নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৭, ৩২; বায়ু-২২; অগ্নি-২৭৮; বিষ্ণু-৪র্থ ১২, ২১। আর্য্যের দেখ। সাবর্ণি মনুর সময়ে কৃপাচার্য্য সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন। ভাগ-৮৮-১৩।

কৃপাবতী—রাজর্ষি সুরথের পালিতা কন্যা কৃপাবতীকে নরপতি দিষ্টের পুত্র নাভাগ বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র জননন। মার্ক-১১৫।

কৃপী—মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা। এই কন্যাকে ক্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন। এবং তাঁহার গর্ভে অশ্বখামার জন্ম হয়।

মহাভা-আদি-১৩০ । কৃপাচার্য্য দেখ ।
 কুমি—(১) উশীনরের অন্যতম পত্নী
 কুমী হইতে কুমি জন্মগ্রহণ করেন ।
 উশীনর দেখ । হরি-হরি-৩১ ; ভাগ-২২-
 ২৩ ; বায়ু-২৯ । (২) পুরুবংশীয় চাবনের
 পুত্র কুমি, কুমির পুত্র উপরিচর বসু ।
 মৎ-৫০ । (৩) উশীনরের অন্ততম পুত্র নৃগ,
 নৃগের স্ত্রী নরা হইতে নর ও কুমি জন্মে ।
 কুমির পত্নী দশা হইতে সূত্রত এবং
 কুমির অন্ততমা পত্নী দৃষদতী হইতে
 শিবি জন্মগ্রহণ করেন । অগ্নি-২৭৭ ।
 কুমিল—সাবিত্রের অন্ততম পুত্র ভজমান ।
 সৃষ্ণয়ের কন্যা সৃষ্ণদ্রী ও বাহুকা
 ভজমানের পত্নী ছিলেন । তন্মধ্যে
 বাহুকা হইতে নিমি, কুমিল ও বৃষ্ণি
 জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৪ । অজমীঢ়ের
 বংশে নরপতি বাহুখ জন্মগ্রহণ
 করেন । বাহুখ হইতে মুকুল, সৃষ্ণর,
 বৃহদীষু, যবীনর ও কুমিল নামে পঞ্চ
 পুত্র জন্মে । তাঁহারা সম্মিলিত রাজ্য
 ভিঃনঃ পঃ পঃ পঃ পঃ পঃ
 নামে খ্যাত হন । অগ্নি-২৭৮ ।
 কুমিল—(১) সাবিত্রের অন্ততম পুত্র ভজ-
 মান । সৃষ্ণয়ের কন্যা সৃষ্ণদ্রী ও বাহুকা
 ভজমানের পত্নী ছিলেন । তন্মধ্যে
 বাহুকার গর্ভে নিমি, কুমিল ও বৃষ্ণি
 জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৪ । (২) ভজমান
 দেখ । অজমীঢ়ের বংশীয় বাহুখের
 অন্যতম তনয় কুমিল । অগ্নি-২৭৮ ।
 বাহুখ দেখ ।

কুমিলাখ—পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের
 ঔরসে ও তদীয় অন্ততমা পত্নী ধূমিনির
 গর্ভে মুদগল, সৃষ্ণর, বৃহদীষু, যবীনর ও
 কুমিলাখ জন্মগ্রহণ করেন । এই পঞ্চ
 ভ্রাতা স্বদেশ বক্ষার্থ সমর্থ ছিলেন
 বলিয়া, তাঁহাদের দেশ পাঞ্চাল নামে
 খ্যাত হয় । হরি-হরি-৩২ ।
 কুমী—পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের
 অন্যতম পত্নী কুমী হইতে কুমি জন্মগ্রহণ
 করেন । ভাগ-২২-২৩ ; বায়ু-২৯ ;
 হরি-হরি-৩১ । কুমি দেখ ।
 কুশ—(১) শমিক ঋষির পুত্র শূদ্রী । এই
 শূদ্রীর সখা মুনিপুত্র কুশ । তিনি
 শূদ্রীকে সংবাদ দিরাছিলেন যে, রাজা
 পরীক্ষিৎ তাহার পিতার গলে মৃতসর্প
 প্রদান করিয়াছেন । স্কন্দ-ব্রহ্ম-সহ-
 ৪১ ; মহাভা-আদি-৩১ । মহর্ষি কুশ
 অতিশয় দীর্ঘকাল ও কুশ ছিলেন ।
 বোধ হয় সে জন্মই তাঁহার এই নাম
 হইয়াছিল । রাজা বীরভদ্র পুত্র
 হইয়া অতিশয় শৌকাবল হইলে
 কুশ নাম প্রকারে সঙ্গপদেশ
 দ্বারা তাঁহার শৌকাপনোদন
 করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-১২৭,
 ১২৮ । (২) যযাতি বংশীয় মহামনার
 অন্ততম পুত্র উশীনরের পাঁচ পত্নীর
 অন্যতমা কুশা হইতে কুশ, জন্মগ্রহণ
 করেন । মৎ-৪৮ । (৩) ইন্দ্র, সর্বভ ও
 কুশের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে
 অনার্থ্য দম্যদের হস্ত হইতে

রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৫৪।২।
 কুশা—যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম।
 পত্নী কুশা হইতে কুশ জন্মগ্রহণ করেন।
 মৎ-৪৮। উশীনর ও কুশ দেখ।
 কুশাকী—গন্ধর্ব্ব কন্যা সুযশা প্রচেতার
 স্ত্রী ছিলেন। প্রচেতা হইতে সুযশা,
 লোহেরী, ভরতা, কুশাকী ও বিশাখা
 নামী চারি অনিন্দ্য স্ত্রী কন্যা
 লাভ করেন। বিক্রমশালী মহাত্মা
 বিশাল এই চারি কন্তাকেই বিবাহ
 করেন। কুশাকী হইতে কুশাক্ষের
 নামক বক্ষগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-
 ৬৯। সুযশা দেখ।
 কুশাক্ষের—কুশাকী দেখ।
 কুশাহু—(১) উত্তরবেদিক বাসব অগ্নি
 কুশাহু নামে বিখ্যাত। মৎ-৫০।
 সোমপালদিগের অন্যতম কুশাহুকে
 অশ্বিনর বৃদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন।
 ঋগ ১।১১২।২১। অজ্বারি দেখ।
 কুশাখ—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্ঠি
 সংখ্যক কন্যার মধ্যে মহর্ষি কুশাখ
 অর্চি ও ধীষণা নামী দুইটিকে
 বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে
 দিব্য অস্ত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন।
 হরি-হরি-৩, ১২। কশ্যপ ও অর্চি
 দেখ। (২) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি
 সংহতাক্ষের অন্যতম পুত্র কুশাখ।
 দক্ষের অর্চি ও ধীষণা নামী দুই
 কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন।
 তন্মধ্যে অর্চির গর্ভে ধুমকেতু এবং

ধীষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ন ও
 মহু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৮-৬।
 (৩) মল্লবংশীয় নরপতি সংবমের অন্যতম
 পুত্র কুশাখ। কুশাখের তনয়
 সোমদত্ত। ভাগ-৯৮। (৪) দেবর্ষি
 কুশাখের গ্রহরণ নামক একটি পুত্র
 ছিল। কুর্ধ-পূ-১৮। স্বতাটী অশ্বার
 গর্ভে কুশাখের নৈঋব নামে পুত্র
 জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ধ-পূ-১৯। (৫)
 ইক্ষাকুবংশীয় নিকুন্তের পুত্র সংহতাক্ষ
 হইতে কুশাখ ও অরুণাখ নামে দুই
 পুত্র জন্মে। কুর্ধ-পূ-২০। (৬) মল্লবংশীয়
 বহলাখের পুত্র কুশাখ, কুশাখের তনয়
 সেনজিৎ। ভাগ-৯৮-৬। (৭) মল্লবংশীয়
 সহদেবের তনয় কুশাখ, কুশাখের
 তনয় সোমদত্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-১।
 কুশেয়ু—পুরুবংশীয় ভদ্রাক্ষের অন্যতম
 পুত্র। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ।
 কুশোদর—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত
 অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।
 কুষা—নাগরাজ ঐরাবতের কুলে কুষের
 জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের
 সপ্নমধ্যে বিনষ্ট হন। মহাভা
 আদি-৫৭।
 কুষক—সুরস। কুজবীর গর্ভজাত
 পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী
 সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-
 উদ্-১০২। সুরসা দেখ।
 কুশি—মরীচির অন্ততম কন্তা। লি-৫।
 অপচিতি দেখ।

কুবীৰল—একজন মহৰ্ষি। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-
সভা-৭।

কুষ্টি—মরীচির অন্ততম কল্লা। নি-৫।
অপচিতি দেখ। কুর্শ্ব-পূ-১৩।

কৃষ্ণ—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, কদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিং, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পরাক্ত সমুদ্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি কার্শ্ববীর্ষাঙ্কুরের পত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (৩) রাজা হবির্দানের ও তৎপত্নী হবির্দানীর বহিষদ, গয়, গুরু, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৮-২৪। অঙ্গ দেখ (৪) স্বনামখ্যাত রাজা পৃথুর প্রপৌত্র, অন্তর্দ্ধির পৌত্র, হবির্দানের পুত্র। হবির্দানের পত্নী, অগ্নির কন্যা দীষণা, প্রাচীনবর্হি, কৃষ্ণ প্রভৃতি ছয়টা পুত্র প্রবস করেন। হরি-হরি-২। দীষণা দেখ। (৫) বহিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরীর গর্ভে ও বাসতনয় শুকদেবের ঔরসে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ও শম্ভু, নামে চারি পুত্র এবং কুত্বী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সকলেই যোগাভ্যাগী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৬) মগধের শূদ্রবংশীয়

রাজা বলির ভ্রাতা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র ত্রিশাস্তকর্ণ। ভাগ-১২৮-১। মগধের অন্ধবংশীয় নরপতি শিপ্তকের ভ্রাতা কৃষ্ণ। শিপ্তকের পরে কৃষ্ণই মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। কৃষ্ণের পুত্র ত্রিশাস্তকর্ণ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৭) বিশাল নগরের অধিপতি বিশাল গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করিয়া স্বীয় প্রপিতামহ কৃষ্ণকে অর্ঘ্যচি নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বরা-৭। (৮) মহর্ষি বসুচের পত্নী অহিংসা হইতে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ও নর নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ নিরত যোগাভ্যাগে রত ছিলেন। নর ও নারায়ণ জগতের হিত কামনার তপস্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-৬। (৯) দেবাহের পুত্র কশ্যপবহিষ, কশ্যপবহিষের পুত্র অসমজা, এই অসমজা হইতে তমোজা, স্নুদংশ, সুনাত ও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (১০) যদুবংশীয় অসৌমজার পুত্র সমোজা, এই সমোজার পুত্র স্নুদংশ, স্নুদংশ ও কৃষ্ণ এই তিন জন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১১) অংগমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণবায়ু অশুর ছিল। ইন্দ্র তাঁহার গর্ভবতী ভার্গ্যা-দিগকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ বাক উন্মোচনপূর্বক তাঁহাকে বধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। অঙ্গ

১১০১১; ১১৩০। (১২) মহর্ষি
কৃষ্ণের তনয় বিশ্বকাম, বিশ্বকামের পুত্র
বিষ্ণুপু। ঋগ ১১১৬।২৩।

কৃষ্ণকেশ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য
সাধা, রুদ্ধ, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র
ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সকল যে
সমুদ্র সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন, কৃষ্ণকেশ তাঁহাদের অন্যতম
ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কৃষ্ণজটাধর—দ্বারকাভীর্ষের অগ্নিকোণ
রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭।

কৃষ্ণবৈপারন—অদ্রিকা নারী অশ্বরা
ব্রহ্মপাশে যমুনা জলে মীনরূপে অবস্থান
করিতেছিল। এই অদ্রিকা এক পুত্র
ও কন্যা প্রসব করেন। দাবেরেয়া
তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া দাসরাজকে
প্রদান করে। বাজা পুত্রকে গ্রহণ
করিয়া কন্যাদি দাঁপনিকের কন্যা
করেন। এই কন্যাকে লক্ষ্মণের কন্যাকে
দান দিত হইত। প্রাপ্ত হইত ২২৭৩০ নং
অভিহিত হয়। ফলতঃ তাঁহার
নাম সত্যবতী ছিল। সত্যবতী পিতৃ
শ্রদ্ধার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের
কার্য্য করিতেন। একদা পরাশর
ঋষি যমুনা পার হইবার সময়ে
সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হন। পরাশর
হইতে সত্যবতী এক পুত্র লাভ করেন।
এই পুত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ ও

দীপে অশ্ব বলিয়া বৈপারন নামে খ্যাত
হন। কৃষ্ণবৈপারন পরে বেদ বিভাগ
করিয়া বৈদবাস নামে খ্যাত হন।
প্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।
পুরাণাদিও তাঁহারই রচিত বলিয়া
কথিত হয়। মহাভা-আদি-৫৭, ৬৩।
কৃষ্ণপরশুর— পরাশরবংশীয় মহর্ষি
কাশ্যাপন, কপিমুখ, কাকেরন্থ,
জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচ জন
কৃষ্ণপরশুর নামে খ্যাত ছিলেন।
তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই
তিনটি আর্ষের প্রবর। মং ২০১।

কৃষ্ণপিজলা—ভদ্রকালীর অন্য নাম।
বার্হাঃ।

কৃষ্ণবর্ণ - দ্বারকাভীর্ষের অগ্নিকোণ
রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭।

কৃষ্ণবর্ণা - দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেয়কে অশ্বচরী কলানগিনী
সাহায্যে যমুনা জলে কৃষ্ণবর্ণা নামে
কন্যা প্রসব করেন।

কৃষ্ণবর্ণা - অশ্বচরী কলানগিনী
প্রসব করেন।

কৃষ্ণবেণী - কৃষ্ণবেণী নদী অশ্বিন স্ত্রী
ছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-২২।

কৃষ্ণলোচন - কল্যাণ পত্নী পরাশর গর্তজাত
অন্যতম পুত্র। রা. ৬৯। খলা দেব:

কৃষ্ণসার—সিংহলরাজ ধৃজঙ্গের কন্যা
পরাবতীর প্রথম সত্য উপস্থি-
রাজন্যবর্ণের অন্যতম কৃষ্ণসার ছিলেন।

কঙ্কি-১ম-৫ । বৃহদ্রথ দেখ ।

কৃষ্ণা—(১) দ্রৌপদীর অন্য নাম ।

তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া

তাঁহার নাম কৃষ্ণা হইয়াছিল। মহাভা-

আদি-১৮০ । (২) দেবাসুর যুদ্ধে

দেবসেনাপতি কালিকেশ্বরের অমুচরী

কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কৃষ্ণা

অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ ।

(৩) কশ্যপ পত্নী ধমার গর্ভজাত অন্যতম

কন্যা । বাবু-৬২ । খসা দেখ ।

কৃষ্ণাতপ—একজন মহর্ষি । স্বন্দ-মাহে-

অঙ্ক-উ-৩ ।

কৃষ্ণাত্রেয়—একজন মহর্ষি । হরি-

হরি-১৬৬ ।

কৃষ্ণাত্তোতক—একজন মহর্ষি ।

মহাভা-শান্তি-৪৭ ।

কৃষ্ণারন—মহর্ষি কৃষ্ণারন একজন গোত্র

প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-

ধর্ম-২ ।

কৃষ্ণ—মহর্ষি কৃষ্ণ একজন ঋগ্বেদের

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-৮।৭২।১ ।

কেকয়—যযাতিবংশীয় উশীনরের চারি

পুত্রের অন্যতম শিবি, শিবির তনয়

বৃন্দাবর্ত, সুবীর, মদ্র ও কেকয় এই

চারি জন । মৎ-৪৮ । নরপতি কেকয়ের

পুত্র বিখ্যাত ব্রহ্মবানো রাজ্যবি অশ্বপতি;

ছান্দোগ্য-৫ম-১১শ খ, ২৪শ খ ।

কেকরাক্ষ—শিবের অমুচর কেকরাক্ষ

দশকোটিগণ সমভিবাহারে শিবের ও

পাক্ষতীয় বিবাহে উপস্থিত ছিলেন ।

লি-১০৩ ।

কেকরাক্ষো— কাশীস্থিত চতুষ্ঠি

যোগিনীর অন্ততম । স্বন্দ-কাশী-

পূ-৪৫ ।

কেতকী—একবার ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণ,

শিবলিঙ্গের সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ অধোভাগে

ও ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়াছিলেন ।

ব্রহ্মা বহুদূর আরোহণ করিয়া কিছুই

নির্ণয় করিতে পারিলেন না ।

অবশেষে কেতকীর পরামর্শে নিবৃত্ত

হন । স্বন্দ-প্রভা-অক্ষু-৩৪ ।

কেতব— বেদবাস কৃষ্ণবেশাশ্রমের

অন্যতম শিষ্য পৈল । পৈল, ঋক সমূহ

সংগ্রহ করিয়া ছইভাগে বিভক্ত

করেন এবং ইজ্রপ্রমতি ও বাঙ্কল নামক

শিষ্যদ্বয়ের প্রত্যেককে এক একখানি

অধ্যাপন করেন । তন্মধ্যে ইজ্রপ্রমতি

একখানি সংহিতা রচনা করিয়া

মার্কণ্ডেয় মুনিকে, মার্কণ্ডেয় স্বীর পুত্র

সত্যপ্রবাকে, সত্যপ্রবাস সত্যহিতকে,

সত্যহিত স্বীর তনয় সত্যশ্রীকে অধ্যাপন

করেন । সত্যশ্রী শাকনা রথীতর,

বাঙ্কনি ও ভরবাজ নামে তিনজন শিষ্য

ছিলেন । তন্মধ্যে শাকপর্ণ রথীতর

তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিকৃষ্ট

প্রণয়ন করেন । কেতব, দালকি,

ধন্যশম্মা ও দেবশম্মা নামে রথীতরের

চারিজন শিষ্য ছিলেন । তাঁহার

সকলেই ব্রহ্মচারী । বাবু-৬০ ।

কেতু—(১) কৌরবপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের

গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অগ্রতম কেতু। মহাভা-আদি-৬৩-৬৭। (২) কশ্যপের অন্যতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা দম্বু হইতে কেতু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (৩) তামস মনুর দশ পুত্রের অগ্রতম কেতু। ভাগ-৮স্ক-১। মহর্ষি কেতু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০-১৫৬। একজন দৈত্যপতির নামও কেতু ছিল। স্কন্দ-বক্ষ উ-১৬।

কেতুগণ—ঋগ্বেদ প্রভাবে কেতুগণ দেবলোকে গমন করিতে সন্মত হইত। ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৬।

কেতুধন্বা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে অজ্ঞান দিগন্তে বহির্গত হইলে, দ্বিগন্ত দেশের রাজা কৃপাবন্দ্য, তাঁহাদের পুত্র কেতুধন্বা ও অন্যতম গান্ধারীর ধৃতবন্দ্য তাঁহাদের সচিত্র ঘোরভব বন্দ করিয়া পরাজিত হন। কিন্তু অজ্ঞান পরে তাঁহাদের সচিত্র নিক্ষেপ করিয়া রাজ্য প্রতাপন করেন। মহাভা-অশ্বমে-৭৪।

কেতুবীর্ঘা—কশ্যপের অগ্রতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা দম্বু হইতে কেতুবীর্ঘা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

কেতুভঙ্গ—সম্ভাবা, পরতা, ভুটি, বগবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুভঙ্গ ও দূরত ইহারা চরিত্রব মনুর পুত্র। ইহাই পঞ্চম মনুষ্যের নামে খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

কেতুমত—বক্ষপতি মনিভদ্রের অগ্রতম পত্নী পুণ্ড্রাজনীর গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্ড্রাজনী দেখ।

কেতুমতি—নন্দা নারী গন্ধর্বীর সূন্দরী, কেতুমতি ও বহুদা নারী তিন কন্যাকে মালাবান্, সূমালী ও মালী নামে তিন ভ্রাতা বিবাহ করেন। সূমালী হইতে কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত, কম্পন, নিকট, কালিকামুগ, ধূমাক, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহাদি, প্রবস ও ভাসকর্ণ নামে দশপুত্র এবং কুণ্ডিনগী, কৈকসী, পুষ্পাংকতা ও রাক্ষা নারী চারি কন্যা জন্মে। রামা উভ-৫।

কেতুমান—(১) কলিঙ্গরাজ ঋতব্রত তনয় কেতুমান কুরুক্ষেত্র সমরে ভীষ্ম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৫২।

(২) মনুবাংশীর শাল্মলীবীণের অধীশ্বর বপুশ্বানের সপ্ত পুত্রের অগ্রতম। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। মার্ক-৫৩। (৩) কশ্যপের অগ্রতম পত্নী ও দক্ষের অগ্রতম কন্যা দম্বুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন কেতুমান তাঁহাদের অগ্রতম। মহাভা-আদি-৬৫। (৪) কেতুমান নামে মহাপ্রতাপবান্ অশুর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রমিতোজা নামে অতি নির্দয় নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) পিতামহ ব্রহ্মারাজের পুত্র মহাশ্ব। কেতুমানকে পশ্চিম দিকে দিকপালরূপে অভিষিক্ত

করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৪। (৬) সৰ্বরোগ বিনাশক কালীরাজ ধনুস্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবোদাস। হরি-হরি-২৯। (৭) কালীরাজ সুনীথের পুত্র ক্লেমা, ক্লেমার পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র স্নকেতু, স্নকেতুর পুত্র ধর্মকেতু। হরি-হরি-২৯। (৮)

মদ্রবংশীর নরপতি অশ্বরীষের বিক্রম, কেতুমান ও শঙ্কু নামে তিন পুত্র ছিল। ভাগ-৯৮-৬। (৯) দ্বিতীয় দ্বাপরে যুগে যখন সাত্ত্ব নামে প্রজাপতি প্রভু বাস ছিলেন, তখন লোকহিতার্থ মহাদেব স্মতার নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার হুতুভী, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান নামে চারিজন শিষ্য যোগ ও ধ্যান প্রচার করেন। বায়ু-২৩; লি-২৪। (১০) বরাহকল্পের একবিংশতি দ্বাপরে দারুক, শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্রকৃ দাক্ষায়নি, কেতুমান ও গোতম নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা নিরমী ও নৈষ্টিক ব্রতালম্বী ছিলেন। লি-২৪। (১১) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল, তন্মধ্যে কেতুমান প্রতর্দনগণের দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ।

কেতুমাণ—আদ্রীঞ দেখ।

কেতুমালী—(১) শব্দ অম্বরের অন্যতম সেনাপতি কেতুমালী। তিনি ঐক্ককের

তনয় প্রহ্লাদ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২। (২) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব হিমাংগের দেবদাক্ষ বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দাক্ষায়নি, কেতুমালী, বক ও প্রকৃ নামে যোগাচার্য্য চারি পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। দারুক দেখ।

কেতুমুখ—জলকরাঅম্বরের অন্যতম সেনাপতি। শিবের অম্বুচর ভূতের সহিত তাঁহার যোঁরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১২।

কেতুলিঙ্গ—কেতুগ্রহ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাই কেতুলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধ-প্রভা প্রভা-৫১।

কেতুশৃঙ্গ—বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিংশ ব্রাহ্মণ বাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মূনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবদ্ধ, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, ও তপোধন এই চারিজন মূনির পুত্র। তাঁহারা যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩।

কেদার—(১) সত্যযুগে সপ্তদ্বীপের অধিপতি সত্যপরায়ন বার্ষিক কেদার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্র বিশারদা বৃন্দা নারী এক কন্যা ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্তা দ্বারা ঐক্ককে পতিরূপে পাইয়া ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ক-১৭, ৮৬। (২)

কেদার নামে এক রুদ্র কেদার নামক স্থানে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৫।

কেদারলিঙ্গ—রেবাতির্থে কেদারলিঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১৮৩।

কেদারেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মৃত্যুলোকে কেদারেশ্বর ও অমরেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৭।

কেবল—(১)মহুবংশীয় নরপতি নরের পুত্র কেবল, কেবলের পুত্রের নাম ধন্ধুমান। ভাগ-৯ঙ্ক-২। (২) ষাটজন গুরু নামক দেবগণের অন্যতম কেবল, কেবলের পুত্র ধন্ধুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-১। নর দেখ।

কেরমান—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় রাজা কেরমান উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

কেরল—(১)কুরুবংশীয় নরপতি অজীতের পাণ্ডা, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (২) পুরুবংশীয় দ্রুপদের তনয় বরুণ, বরুণের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ডা, কেরল চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদও তাঁহাদের নামেই খ্যাত। মৎ-৪৮। (৩) কল্পবংশীয় মহর্ষি কেরল একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি।

তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কল্প এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২২। (৪) রক্তাশুরের তেজিষ জন মন্ত্রী অন্যতম কেরল। সৌর-৪২। (৫) জনাপীড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২২। জনাপীড় দেখ।

কৈরাতি—মহর্ষি কৈরাতি একজন অগ্নিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অগ্নিরা, উশিজ ও উভথা এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

কেল—কেল নামে একজন পার্শ্বতীর পরম ভক্ত ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

কেলীশ্বরী—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য, শিব কেলীশ্বরী দেবীকে স্মরণ করেন। শিব তাঁহারই সাহায্যে অন্ধককে বধ করেন। স্বন্দ-নাগ-১৪২।

কেলেশ্বরী—কেল নামক এক ভক্তের নামানুসারে পার্শ্বতী কেলেশ্বরী নামে খ্যাত হন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

কেশ—মহর্ষি কেশ ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্গ্য ছিলেন। পদ্ম-সূ-৩৪।

কেশব—কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়া ত্রীকূট কেশব আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৫ম-১৬।

কেশবাদিতা—কানীস্থিত ষাটশ আদিত্যের অন্যতম। স্বন্দ-কানী-পু-৪৬। ষাটশ আদিত্য দেখ।

কেশবদ্বী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমৃতচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের মধ্যে কেশবদ্বী অন্যতম
ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৭।

কেশিনী—(১) কশ্যপের অন্ততম কন্তা
কেশিনী। দক্ষের অন্ততম কন্তা ও
কশ্যপের পত্নী কপিলার গর্ভে তাঁহার
জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। (২) বিদর্ভ
রাজ হুহিতা কেশিনী ইক্ষ্বাকুবংশীয়
নরপতি সগরের অন্ততম পত্নী ছিলেন।
তাঁহার গর্ভে পঞ্চজন জন্মগ্রহণ করেন।
হরি-হরি-১৪। (৩) সোমবংশীয় নরপতি
সুহোত্রের পত্নী কেশিনী। তাঁহার গর্ভে
রাজর্ষি জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই
গন্ধাকে পান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-
২৭। আবার হরিশংশের অন্ততম আছে,
(৪) অজমীঢ়ের অন্ততম পত্নী কেশিনী।
জহ্নু এই কেশিনীর পুত্র। হরি-হরি-
৩২। (৫) বিপ্রবা মূনির অন্ততম পত্নী
কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূৰ্পনখা
ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৮
১। (৬) সগর রাজার অন্ততম পত্নী
কেশিনী হইতে অসমঞ্জস জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ ৯৮-৮। (৭) ভরতবংশীয়
নরপতি অজমীঢ়ের অন্ততম পত্নী
কেশিনী হইতে কশ জন্মগ্রহণ করেন।
কশের তনয় মেধাতিথি। মেধাতিথির
তনয়েরা কাশ্যর নামে খ্যাত ছিলেন।
মৎ-৪২-৫০। (৮) কেশিনী নামে নল
রাজার পত্নী দমরস্তীর এক পরিচায়িকা

ছিল। তাঁহারই সাহায্যে দীর্ঘ বনবাসের
পর নলের সহিত দমরস্তীর মিলন হয়।
মহাভা-বন-৭৪-৭৬। (৯) গৌরী, বিষ্ণা,
গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী ইহারা
সকলেই পার্শ্বতীর সহচরী। দেবাসুর
যুদ্ধে ইহারা পার্শ্বতীর অমৃতগামিনী
হইয়াছিলেন। মহাভা-বন-২২৯।
(১০) নরপতি অজমীঢ়ের অন্ততম পত্নী
কেশিনী হইতে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন
নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
মহাভা-আদি-২৪। (১১) সগরের জ্যেষ্ঠা
মহিষী কেশিনী হইতে অসমঞ্জস জন্মগ্রহণ
করেন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান।
রানা-আদি-৩৮। (১২) কশ্যপের অন্ততম
পত্নী খসার গর্ভজাত অন্ততম কন্যা।
বারু-৬৯। খস দেখ।

কেনী—(১) জ্যোতির দেবতার নাম
কেনী। তিনি অমি, জল, হালোক ও
ভুলোককে ধারণ করেন। ঋগ-১০-
১৩৬-১। (২) কশ্যপের অন্ততম পত্নী
ও দক্ষের কন্তা দহু হইতে বে সকল
দানব জন্মগ্রহণ করেন, কেনী তাঁহাদের
অন্ততম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫।
(৩) কংসের অমৃতচর কেনীদানব
বৃন্দাবনে প্রবেশপূর্বক, ঈর্ষাক্ষের
অমৃতচর গোপগণের উপর আতিশয়
অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল।
গোপগণের সহিত গো সকল হনন
করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিতে
ছিল। বহুব্রাহ্মন নর কত্যাংগে পূর্ণ করিয়া

ব্রহ্মানে পরিণত করিতেছিল। সম্রাটগণ জনমণ্ডলী ঐক্যের শরণাপন্ন হইলে ঐক্য কেশীকে বধ করিয়া বৃন্দাবন নিকটস্থ করেন। হরি-হরি-৮০; অগ্নি-১২; দেবী-১৮। (৪) বসুদেবের অন্ততমা পত্নী ভদ্রা হইতে কেশী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৮-২৪। (৫) কেশীদানব প্রজাপতির দৈত্যসেনা নারী কন্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। দৈত্যসেনার অপরা ভগিনী দেবসেনাকেও একবার কেশী আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্র হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মহাভা-বন-২২১। (৬) কন্তাপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্ততম দানব। বায়ু-৬৮। কালিকা-৩৪।

কেশীধ্বজ— জনকবংশীয় নরপতি কৃতধ্বজের পুত্র কেশীধ্বজ। তিনি আশ্ব বিজ্ঞা বিশারদ ছিলেন। কেশীধ্বজের পুত্র ভানুমান। ভাগ-৯৮-১৩। কেশীধ্বজ স্বীয় খুল্লতাতে পুত্র খাণ্ডিক্য জনককে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। খাণ্ডিক্য পুরোহিত, যজ্ঞীগণ ও অন্নমাত্র পরিজন লইয়া দুর্গম বনে আশ্রয় লয়েন। কেশীধ্বজ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াও মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা :যোগে মগ্ন কেশীধ্বজের ধর্মধেনু শাদীল কর্তৃক হত হয়। এই পাপের প্রতিকারার্থ পুরোহিত কশেকর নিকটে প্রথমে, ক্রমে তখনক ও খাণ্ডিক্যর নিকট

গমন করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। বিষ্ণু-৬৪-৫, ৬, ৭।

কশেশ্বর—স্বর্গের এক নাম কশেশ্বর। স্বন্দ-কাশী-পূ-২।

কেশীমুদন—কেশী নামক অশুরকে বধ করিয়া ঐক্য কেশীমুদন আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৫ম-১২।

কেশীহা—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪২।

কৈকয়, কৈকেয়—(১) নরপতি উশীনর, শিবির, বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকয় ও মদ্রপ নামে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই মহাবীর ছিলেন। হরি-হরি-৩১। (২) যদুবংশীয় নরপতি শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্তি কৈকয়রাজ বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দন প্রভৃতি কৈকেয়াখ্য পাঁচ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কৈকয়রাজের দশ কন্যা যদুবংশীয় সত্রাজিভের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সত্রাজিভের একশত পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) শিবির তনয় পুথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক। তাঁহাদের নামে চারি কল্যাপকর সুশোভন জনপদ হইয়াছে। অগ্নি-২৭৭। কৈকয়রাজের কন্যা ভদ্রা ঐক্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। গর্গ দ্বারকা-৮। কৈকয়রাজ :মহিষী শ্রুতকীর্তি হইতে সন্তর্দন জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

কৈকয়সপ—মহাবি কৈকয়সপ একজন
কণ্ঠপ বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি।
তঁাহাদের বংশস্র, কণ্ঠপ ও নিধুব এই
তিনটি আর্ষেয় প্রবর ছিল।
মৎ. ১২২ ।

কৈকসী, কৈকবী, কৈকসী— ইহার
নামান্তর নিকষা। রাগশরাজ স্মানীর
ওরসে তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে
প্রহৃত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কৃষ্ণিনসী,
কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন। রামা-উত্তরা ৫। ইনি বিশ্রবা
মুনির সহিত পরিণীতা হন। বিশ্রবা
মুনির ওরসে কৈকসীর গর্ভে রাবণ,
কুন্তকর্ণ, শূর্ণনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ
করেন। রামা-উত্তরা ৫; বা. ১২; মৌর-
৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-
৪৭। রাগসপতি মালীর কন্যা
কৈকসী।

কৈকেয়ী—(১) অযোধ্যাদিগতি রাজা
দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী ও কৈকয়
রাজের কন্যা। তঁাহারই গর্ভে ভরত
জন্মগ্রহণ করেন। কোনও সময়ে
কৈকেয়ীর পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা
দশরথ তঁাহাকে দুইটি বর দিতে
প্রতিশ্রুত হন। দশরথ রামকে
সুবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলষিত
হইলে কৈকেয়ী স্বীয় পরিচারিকা
মহরার কুপরামর্শে উক্ত দুইটি বর
প্রার্থনা করিয়া, একবরে রামের
চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে

ভরতের রাজ্যভিষেক প্রার্থনা করিলেন
রাম ইহা জানিতে পারিয়াই পিতৃসত্য
পালনার্থ সীতা ও লক্ষণ সহ বনবাসী
হইলেন। ভরত মাতুলালয় হইতে
আগমনপূর্বক সমস্ত বটনা অবগত
হইয়া, জননীকে যথেষ্ট তীরকার করেন।
দশরথ রামের বনগমনের সঙ্গে সঙ্গেই
দেহত্যাগ করেন। দশরথের অন্ত্যোষ্টি
ক্রিয়া সমাপনান্তে ভরত ও রামের
প্রত্যানয়নার্থ বনে গমন করেন।
কিন্তু রাম আর আসিলেন না। ভরত
রামের পাতৃকা আনয়নপূর্বক রাজ্য
শাসন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী
অবশিষ্ট জীবন তপস্বিনী বেশেই যাপন
করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে
কৌশল্যার সূত্রে পবে তিনি পরলোক
গমন করেন। বামা। -কঙ্কি-৩৯-৩;
ব্রহ্ম-পৃ-১৮, ১২; অগ্নি-৫, ৩, ১০;
মৌর ৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; স্বন্দ-ব্রহ্ম-
সেতু-৪৪। (২) পুরুবংশীয় নরপতি
কিকুপ্তনের পুত্র অজমীচ। অজমীচের
বিশালা, কৈকেয়ী, গান্ধারী ও ঋক্ষা
নামে চারি পত্নী ছিল। তঁাহাদের
গর্ভে তাহার চতুর্দশশত শত পুত্র
জন্মে। মহাভা-আদি-১৫। (৩)
নরপতি সঙ্করের পত্নী কৈকেয়ীর দময়ন্তী
নামে এক কন্যা জন্মে। এই কন্যা
নারদ ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
দেবী-৬৯-২৬, ২৮।

কৈটভ—নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু

ও কৈটভ নামে দুই দানবের উৎপত্তি হয়। তাহারা অতিশয় অত্যাচারী হইলে, নারায়ণ তাহাদিগকে বিনাশ করেন। পৃথিবী, মধু ও কৈটভের মেঘে ব্যাপ্ত হইয়াছিল : বলিয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হয়। রামা-উত্তরা-৭২। কমলযোনী ব্রহ্মা নারায়ণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া যে পদ্মপত্রে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তন্মধ্যে নারায়ণ নিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল পতিত ছিল। তাহার এক বিন্দু জল মধুর ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট ছিল বলিয়া নারায়ণ বলিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধু নামক দৈত্য উৎপন্ন হউক এবং অন্য বিন্দু হইতে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ নামক দৈত্য উৎপন্ন হউক। এই প্রকারে মধু ও কৈটভ উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাকে বেদ সৃষ্টি করিতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মা নারায়ণের গোচরে সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং গোপনে সে স্থান হইতে বেদ লইয়া প্রস্থান করেন ও পরে ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। মধু কৈটভ বেদ অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে নারায়ণকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পায় এবং তাঁহাকেই বেদ অপহর্ত্তা মনে করিয়া, তাঁহার

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অবশেষে উভয়েই নারায়ণ হস্তে নিহত হয়। মহাভা-শান্তি-২২৭, ৩৪৮। সত্যযুগে তমোগুণের আধার মধু ও রজোগুণের আধার কৈটভ নামে দুই দৈত্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা সেই সময়ে পুঙ্কর তীর্থে সৃষ্টিকার্য্যে নিমুক্ত ছিলেন। তাহারা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—তুমি কে এখানে থাকিয়া আমাদিগকে অবহেলা করিতেছ? এস, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। ব্রহ্মা আশ্ব পরিচয় প্রদান করিলে, তাহারা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—তোমরা যে বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন বর দিতেছি যে তোমরা আমারই বধ্য হইবে। যে স্থানে কেহ বধ হয় নাই, এমন স্থানে হত হইতে প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে উরুদেশে স্থাপনপূর্বক বধ করেন। হরি-হরি-৫২। জন্ম সম্বন্ধে হরি বংশের ৫২ অধ্যায়ে অন্যরূপ আছে। মধু ও কৈটভ অশুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ বিষ্ণু ও জিহ্ম নামক দুই পুরুষকে সৃজন করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিহ্ম কৈটভকে বিনাশ করেন। কুর্ধ-১০। মহর্ষি রৈভা মধু ও কৈটভ দৈত্যকে বিনাশ করেন। বরা-১২৬।

কৈটভী—প্রকৃতির কলা স্বরূপ। কৈটভী
অন্ততম দেবী । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ ।

কৈতব—ঋগ্বেদ নন্দিনী কৃষ্ণার স্বয়ম্বর
সভায় সমাগত অন্ততম রাজা । মহাভা-
আদি-১৮৬ ।

কৈতবেয়—নরপতি অংগমানের তনয়
কৈতবেয় । জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা
কংসের নিধন বার্তা শ্রবণে মথুরা
আক্রমণ করেন । সেই সময়ে কৈতবেয়
জরাসন্ধ পক্ষে ঐক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়াছিলেন । হরি-হরি-৯১ ।

কৈবলা—একজন মহর্ষি । স্বন্দ-মাহে-
অঙ্ক-উ-৩ ।

কৈরাত—মহর্ষি কৈরাত একজন
কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহাদের অসিত, দেবল ও
কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর ।
মৎ-১২২ ।

কৈরাতি—অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি কৈরাতি
একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তাঁহাদের অঙ্গিরা, উত্থা ও উশিজ
এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৬ ।

কৈলাসক—পুরাণ ভূজঙ্গীর গর্ভজাত
পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী
সহস্র তনয়ের অন্ততম কৈলাসক ।
মহাভা উদ্-১০২ ।

কৈশবীমূর্ত্তি—কালীস্থিত শিবের কৈশবী
মূর্ত্তির পূজা করিলে বাহিত অর্থ লাভ
হইয়া থাকে । স্বন্দ-কালী-উ-৩১ ।

কৈশিক—বিদর্ভ দেশের রাজা কৈশিক ।
জরাসন্ধের অন্ততম সেনাপতি ছিলেন ।
তিনি ঐক্যের বিরুদ্ধে বক্রয় সহিত
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কৈশিকের তনয়
ভিষ্মক, ভিষ্মকের তনয় ক্রম্বী । কুণ্ডি
নগর তাঁহার রাজধানী ছিল । হরি-
হরি-৪১, ৯১ ।

কোক—দানবপতি শকুনির তনয়
বৃকাসুর, বৃকাসুরের পুত্র কোক ও
বিকোক । তাঁহারা কচ্ছির সহিত
ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিহত হন ।
কচ্ছি-৩য়-৬, ৭ ।

কোকনদ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, ক্রতু,
বসু, পিতৃগণ সসিং সমুদ্র ও মহাবল
সম্পন্ন পর্বত সমুদ্র দেবসেনাপতি
কাত্তিক্যকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করেন, কোকনদ তাঁহাদের
অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬;
বার্ম-৫৭ । অধুজ দেখ ।

কোকনামা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ
দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে
শ্বেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
অহুচর কোকনদ প্রতৃতিকে প্রদান
করিয়াছিলেন । বার্ম-৫৭ । উল্লুখাকী
দেখ ।

কোকাবরাহ—কালীতে বরাহেশ্বরের
নিকটে কোকাবরাহ নামে শিবলিঙ্গ
বর্তমান আছে । তাঁহার পূজা
করিলে অতীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে ।

স্বন্দ-কালী-উদ্ভ-৬১ ।

কোকিল—শিবের অশ্রুতম অশ্রুচর
কোকিল, শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে
কোটি কোটি গণে পরিবৃত হইয়া
উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩-স্কন্দ-মাহে-
কুমা-২৬।

কোকিলক—দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র,
কব্জ, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল
সম্পন্ন পক্ষীসকল, যে সকল, সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোকিলক
ঔহাদের অশ্রুতম ছিলেন। মহাভা-
শলা-৪৬।

কোকিলভাষিনী—মহিষ নর ও নারায়ণের
কঠোর তপস্তায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র
ঔহাদের তপস্তা ভঙ্গ করিবার জ্ঞা
যে সকল অঙ্গরাকে প্রেরণ করেন,
তন্মধ্যে কোকিলভাষিনী ঔহাদের
অশ্রুতমা ছিলেন। দেবী-৪৮-৬।

কোকিলানাপা—(১) কাশীতে কোকিল
নাগী এক অঙ্গরা ছিল। সে
ভক্তিতে নৃত্য করিতে করিতে
অশ্রুতম বীরেশ্বর লিঙ্গে লীন হইয়াছিল।
স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (২) পার্শ্বতীর
অশ্রুতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

কোকিলিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কান্তিকেশ্বর সাহায্যার্থ যেসকল
মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, তিনি
ঔহাদের অশ্রুতমা ছিলেন। মহাভা-
শলা-৪৭।

কোকিলিনী—বিক্রাদেশে দাণ্ডিক নামক
ব্যাধের কোকিলিনী নামে এক জ্ঞা

ছিল। সে যোরতরা পাপিনী হইয়াও
বিষ্ণুর পরিচর্যা করিয়া যুতুর পরে
বিষ্ণুলাকে গমন করিয়াছিল।
বৃহস্পতি-১৮।

কোটবী—দেবী পার্শ্বতী কোটীতীরে
কোটবী নামে বিখ্যাত। স্কন্দ-আব-
রেবা-১৯৮।

কোটরক - পাতালের ভোগবতী
নগরবাসী সুবদাভুজস্বী গভজাত সতত
তনয়ের অন্যতম কোটরক ছিলেন।
মহাভা-উদ্-১০২।

কোটরা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কান্তিকেশ্বর অশ্রুতমী কলাগদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতমা কোটরা ছিলেন।
মহাভা-শলা-৪৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে
কুমার দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে
প্রয়াগতীর্থে তাহার সাহায্যার্থ স্ত্রী
অশ্রুতমী কোটরা প্রভৃতিকে প্রদান
করিয়াছিলেন। বাম-২১। উদ্ধবের
দেপ। (৩) কোটর মাতৃকা বিশেষ।
ভাগ-৯৮-৩। (৪) বাণ নরপতির
মাতৃকা নামক কোটরা ছিল।
অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া ঔদ্ধব
বাণের বিরুদ্ধে অভিমান করেন। একদিন বাণ
যুদ্ধে খুব নিপন্ন হইলে, ঔহাদের মাতা
কোটরা নন্দা হইয়া রণস্থলে উপস্থিত
হন। ঔদ্ধব কোটরাকে তদবস্থায়
দেখিয়া মুগ্ধ ফিরাইলেন। ইত্যবসরে
বাণ স্ব নগরে প্রবেশ পুষ্পক আশ্রয়
করেন। ভাগ-১০৮-৩৩।

কোটরাঙ্গী— কানীস্থিত চতুঃষষ্টি
যোগিনীর অন্যতমা কোটরাঙ্গী । স্বল্প-
কানী-পৃ-৪৫ ।

কোটরী—(১) বানররাজ কর্তৃক অনিরুদ্ধ
আবদ্ধ হইলে, ঐক্লব বাণের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । সেই সময়ে স্বর্ণশর্প
চক্র নিক্ষেপ করিয়া ঐক্লব বাণের
প্রাণ সংহারে উত্তত হইলে, দৈত্যকুলের
কোটরী নারী মায়াবিত্তা নন্দাবস্থায়
আবির্ভূতা হইল । সেই নন্দা কন্যাকে
দর্শন করিয়া ঐক্লব বাণের সহস্র বাহু
ক্ষেদন করিয়াও তাহাকে আর বধ
করিলেন না । বিষ্ণু-৫ম-৩৩ । (২)
কানীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা
কোটরী । স্বল্প-কানী-পৃ-৪৫ ।

কোটিকান্ত—ত্রিগর্তদেশের অধিপতি
সুরভের তনয় কোটিকান্ত, একবার
সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথের কুপরামর্শে
তাহার সঙ্গে দ্রোণদীকে হরণ করিতে
গমন করিয়াছিলেন । সেই সময়
পাণ্ডবেরা তাঁহাদের বনবাসের দ্বাদশ
বৎসর কাম্যাক বনে বাপন করিতে
ছিলেন । জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অহুপস্থিত
কালে দ্রোণদীকে বলপূর্বক রথে
আরোহণ করাইয়া হরণ করিতেছিলেন ।
ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ সূর্য্য হইতে
প্রভাবর্তন করিয়া সমুদ্র অবগত
হইয়া, সকলেই জয়দ্রথের পশ্চচ্ছাবিত
হইলেন । উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত
হইল । কোটিকান্ত ভীম হস্তে নিহত

হইলেন এবং জয়দ্রথ বন্দী হইলেন ।
মহাভা-বন-২৬-২৭০ ।

কোটিতীর্থেশ্বর—ব্রহ্মা কোটিতীর্থে
কোটিতীর্থেশ্বর নামক শিব স্থাপন
করেন । স্বল্প-আব-অব-৩৪ ।

কোটিমেধ—প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কোটি-
মেধ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কোটি যজ্ঞ
করিয়াছিলেন । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-২৩৫ ।

কোটিরা—দেবাহুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কাতিকেরের অমুচরী কলাপদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতমা কোটিরা ছিলেন ।
মহাভা-শলা-৪৭ ।

কোটিশঙ্কর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায়
শিব স্বীয়লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন ।
তন্মধ্যে কোটিশঙ্কর প্রভৃতি সিংহলে
প্রতিষ্ঠিত আছেন । স্বল্প-মাহে-কেদা-৭ ।

কোটিজিৎ—ভজমানের অন্যতম পুত্র ।
বায়ু-২৬ । ভজমান দেখ ।

কোটিশ্বর—কানীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্বল্প-কানী-উ-৬৬ ।

কোটিশ্বরী—কোটিতীর্থে ঋষিগণ
কোটিশ্বরীনারী মহিষমর্দিনী চামুণ্ডাদেবী
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । স্বল্প-আব-
রেবা-২০৩ ।

কোটুরী—বাণ রাজার রাজধানী
শোণিতপুরের পূর্বদেবতা । তিনি বাণ
রাজকে, অনিরুদ্ধের সহিত উষার বিবাহ
দিবার জন্ত অহুরোধ করেন । ব্রহ্মবৈ-
কৃষ্ণ-১১৫ ।

কোড়োদরায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কোড়োদরায়ন একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভগ্নীবনু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০ ।

কোণা—অন্ধকান্নরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব ঘেসকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। কোণা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭৯ ।

কোপচর—মহর্ষি কোপচর একজন অগ্নিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগ্নিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬ ।

কোপন—অমুর বিশেষ। হরি-হরি-৪০ ।

কোপবেগ—জনৈক ঋষি। তিনি মহারাজ বৃষিষ্ঠিরের রাজত্ব যন্তে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪১ ।

কোবিদ—কুলিশ দেখ।

কোবিদারী—অন্ধকান্নরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব ঘেসকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কোবিদারী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭৯ ।

কোরক্ক—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কোরক্ক একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভগ্নীবনু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০ ।

কোল—(১) কুরুবংশীয় নরপতি অজীড়ের পাণ্ডা, কেরল, কোল ও চোল নামে

চারি পুত্র ছিল। তাঁহাদের জনপদও তাঁহাদের নামেই খ্যাত ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) তুর্কবংশীয় গাভীর হইতে গান্ধার, কেরল, চোল, পাণ্ড ও কোল এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নামে এক একটা জনপদ প্রসিদ্ধ আছে। অম্বি-২৭৭। (৩) মরুতবংশীয় নরের পুত্র কোল, কোলের পুত্র বহুমান। বায়ু-৮৬। কোল নামক দৈত্য রাজা কোশাবরিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ঐক্কক কোলকে সংহার করিয়াছিলেন। গর্গ-মথুরা-২৪।

কোলম্বা—বহুদকতীর্থে কোলম্বা নামে সনাতনী মহাশক্তি আছেন। কোল অর্থাৎ শূকররূপী বিষ্ণু এই শক্তি কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া ধরণীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে “কোলম্বা” নামে স্তব ও অর্চনা করিয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৭।

কোলাহল—(১) কোলাহল নামে এক সচেতন পক্ষত ছিল। তাঁহার ঔরসে ও শুক্রিমতী নদীর গর্ভে গিরিকার জন্ম হয়। এই গিরিকাকে রাজা উপরিচরবনু বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি ৬৩। (২) ব্যাতির অন্যতম পুত্র অম্বু, অম্বুর অন্যতম পুত্র সভানর, সভানরের তনয় কোলাহল, কোলাহলের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়। মৎ-৪৮।

(৩) মহাদেবের সহিত জালন্ধর দৈত্যের যুদ্ধ সময়ে একবার জালন্ধরের অম্বুচর

কোলাহল, শিবের অমুচর মালাবানের সহিত বৃদ্ধ করিয়াছিল । পদ্ম-উত্ত-১২ ।

(৪) মহাদেবের এক অমুচরের নামও কোলাহল ছিল । পদ্ম-উত্ত-১৭ ।

কোলাহলনৃসিংহ—কাশীস্থিত কোলাহল নৃসিংহ নামক শিবলিঙ্গের নাম সঙ্গীভূত মায়ে সমুদর পাতক কোলাহল করে বলিয়া, সেই শিবলিঙ্গের নাম কোলাহল নৃসিংহ হইয়াছে । স্বল্প-কাশী-উ-৬১ ।

কোশকার—মহর্ষি মুগ্ধলের তনয় কোশকার মহর্ষি বাৎস্তায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে । সেই পুত্রকে নিশাচর ষটোদরের জ্যৈষ্ঠ শূর্পাকী, পুত্র বদল করিয়া হরণ করে । পরে আবার কিরাইয়া দেয় । কিন্তু স্বীয় পুত্রকে লইয়া বাইতে অসমর্থ হয় । ধর্ম্মিষ্ঠা উভয়কেই পালন করেন এবং নিশাচরী জাতহারিণী শূর্পাকীর পুত্রের নাম দিবাকর ও স্বীয় পুত্রের নাম নিশাকর রাখেন । বহু পূর্বজন্মে নিশাকর বুধাকপি নামক ব্রাহ্মণের পত্নী, মালার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু নানা প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া বহু নরক ভোগের পর ধর্ম্মিষ্ঠার পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন । বাম-২১ ।

কোশল—কোশলদেশের অধিপতি । ইহারই কন্যা কোশল্যা, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের প্রথম মহিষী ছিলেন । রামা-আদি-১৩ ।

কোহল—রাজর্ষি ভগীরথ, কোহল ঋষিকে একলক্ষ সর্বস্ব গাভী দান করিয়াছিলেন । মহাতা-অমৃতা-১৬৫ । কোহল জনমেজয় রাজার সর্পগর্ভে অন্যতম সদন্ত ছিলেন । মহাতা-আদি-৫৩ । মহর্ষি লাক্ষ্মীর অন্যতম শিষ্য । ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ ।

কোকতিণ্ড—কুতুণ্ড, কোকতিণ্ড, দান্ভা, শম্ভ, প্রবাহিত, মিত্তি ও সম্মিত এই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ ।

কোক্কুণ্ডী—উত্তম মনুষ্যের কোক্কুণ্ডী, দান্ভা, শম্ভ, শিব, প্রবহন, সিত ও সম্মিত এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন । মৎ-২ ।

কোকুলিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কোকুলিকা ছিলেন । মহাতা-শলা-৪৭ ।

কোচকি—মহর্ষি কোচকি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৬ ।

কোচহস্তিক—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কোচহস্তিক একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, আগ্নেয়ান, চাবন, ওষ্ম ও জমদগ্নি, এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৫ ।

কোচাকী—মহর্ষি কোচাকী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ।

তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আগ্নুবান ওর্ক
ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর
মৎ-১২৫ ।

কোঙ্কক—দৈত্যপতি কোঙ্কক দানবরাজ
কূর্শপুত্রের সেনাপতি ছিলেন । স্বন্দ-
প্রভা-দ্বার-২০ ।

কোটিলা—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কোটিলা
একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।

তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আগ্নুবান, ওর্ক
ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর ।

মৎ-১২৫ ।

কোটিলা—চারণ্য পণ্ডিতের অন্যান্য ।

তিনি মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের
উচ্ছেদ সাধন করিয়া মোর্ধ্যবংশীয়
চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন ।

বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; বায়ু-৯৯; ভাগ-১২২-১ ।

চারণ্য দেখ ।

কোনকুংস—ঋষি বিশেষ । মহাভা-
আদি-৮ ।

কোনপ—নাগরাজ বাহুকীর অন্যতম
পুত্র কোনপ । তিনি তাঁহার অন্যান্য
ভ্রাতার ন্যায় জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে
বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

কৌণপাষণ—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম
স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কক্ষ হইতে যে
সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কৌণপাষণ
তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-
আদি-৩৫ ।

কৌণ্ডিন্য—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের কতিপয়
পুত্র কৌণ্ডিন্য নামে খ্যাত ছিলেন ।

লি-৬৩ । (২) মহর্ষি কৌণ্ডিন্য একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
ধর্ম-৯ । হস্তীমতি নদীর তীরে মহর্ষি
কৌণ্ডিন্যের আশ্রম ছিল । একদা নদীর
জলপ্লাবনে তাঁহার আশ্রম ভাঙ্গিয়া যায়,
সেই জন্য তিনি নদীকে শাপ দেন যে
তুমি জলহীন হইবে । তদবধি সেই
নদী জলহীন হইয়াছে । পদ্ম-উত্ত-১৪৫ ।

কৌণ্ডিন্য—একজন মহর্ষি । স্বন্দ-মাহে-
অঙ্ক-উত্ত-৩ ।

কৌতুক—একজন বিভাধরাধিপতি ।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮ ।

কৌতুজাতি—পরশুরবংশীয় মহর্ষি
কৌতুজাতি একজন গোত্র প্রবর্তক
ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের পরশুর শক্তি
ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর ।
তিনি নীল পরশুর শ্রেণীর অন্তর্গত
ছিলেন । মৎ-২০১ ।

কৌংস—(১) কৌংস ঋষি জনমেজয়
রাজার সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন ।
মহাভা-আদি-৫৪ । রাজর্ষি ভগীরথ
হংসী নারী স্বীর কন্তা কৌংস ঋষিকে
সম্প্রদান করিয়াছিলেন । মহাভা-
অমুশা-১৩৭ । (২) অজিতা বংশীয় মহর্ষি
কৌংস একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহাদের অজিতা, বৃহদশ
ও জীবনাথ এ তিনটি আর্ষের প্রবর ।
মৎ-১২৬ । (৩) ভৃগুবংশীয় কৌংস নামে
একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আগ্নুবান,

ওরু ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫। (৪) বিশ্বামিত্রের শিষ্য কোৎস একবার অযোধ্যাপতি রামের নিকট গুরুদক্ষিণার জন্য অর্ঘ্য প্রার্থনা করিয়া প্রচুর অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-অদ্যো-৪। মহর্ষি কোৎস পার্শ্বতীর পুণ্যক রতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণে-৩।

কোথুম—পুরাকালে মিথিলা নগরে কোথুম নামে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বালক পুত্রও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্বন্দ-মাতে-কুম-৫।

কোথুমেশ্বর—কাল্পিত্ত একটা শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী উ-৬৫।

কোম্বেয়—কুন্তির তনয় যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। মহাভা-শান্তি-১৪।

কৌবেরক—(১) কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি কৌবেরক একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বংশের কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯। (২) কুবেরের অন্যতম অমুচর। বায়ু-৪৭।

কৌবেরী—কুবেরের স্ত্রীর নাম কৌবেরী। দেবী-৫ম-২৮।

কোমারী—(১) যোগেশ্বরী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কোমারী, ব্রহ্মাণী, যমদণ্ডধারিণী, ঐক্সী ও বারাহী এই অষ্ট মাতৃকা অন্ধকান্নরের রক্ত পান করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

বরা-১৭। (২) শুভ নিশুভ সময়ে চণ্ডি হইতে ময়ূর বাহনে বিরাজিতা কোমারী আবির্ভূতা হইলেন। বাম-৫৬। (৩) অন্ধকান্নরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব বে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কোমারী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৫) কার্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম কোমারী। শুভ ও নিশুভের যুদ্ধে তিনি ময়ূর আসনে আরোহণপূর্বক গমন করিয়াছিলেন। দেবী-৫ম-২৮। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা কোমারী। ভালকর দৈত্যের সহিত যুদ্ধে বে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, শিবের আদেশে কোমারী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, প্রভৃতি যোগিনীরা তাঁহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

কোমুলী—সিংহলের অধিপতি বৃহদ্রথের মহিষীর নাম কোমুলী ছিল। তাঁহাদের কন্যার নাম পদ্মাবতী। কালিকা-১ম-২১। বিষ্ণুখণা দেখ। কঙ্কি-১ম-২।

কৌরব—চন্দ্রবংশে কুরু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা কৌরব নামে খ্যাত। মহাভা-শান্তি-৩৫০। কুরু দেখ।

কৌরবেশ্বরী—নরপতি কুরু কৌরবেশ্বরী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে অর্চনা করিলে তিনি ভক্তকে সর্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০।

কৌরবেশ্বরী—নরপতি কুরু কৌরবেশ্বরী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে অর্চনা করিলে তিনি ভক্তকে সর্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০।

কৌরব্য—(১) কশ্যপের অন্যতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা কশ্যপ হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কৌরব্য তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫। (২) বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি কৌরব্য একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভগ্নিবনু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র প্রমদি এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভূজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম কৌরব্য। মহাভা-উদ্-১০২।

কৌরিষ্ঠ—কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি কৌরিষ্ঠ একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বংশস্র, কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ ১২২।

কৌরুক্ষেত্রি—মহর্ষি কৌরুক্ষেত্রি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

কৌরুপতি—মহর্ষি কৌরুপতি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

কৌরুশ্য—বরাহকল্পের অষ্টবিংশ দ্বাপরে সুর্য্যে ক্ষত্রিয় নকুলীশ একজন শিবাবতার বোগাচার্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুশ্য নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্ম। তাঁহারা সকলেই বেদপারগ

ও উদ্ধরেতা ছিলেন। লি-২৩। কুশিক দেখ।

কৌশী—কানীতে মহাগম্মীর দক্ষিণে পাশপানি কৌশী মহাশক্তি আছেন। ব্রহ্ম কানী-উদ্-৭০।

কৌলারন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কৌলারন একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভগ্নিবনু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র প্রমদি এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০।

কৌশলা—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার বোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, কৌশলা তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; কোশিলা দেখ। (২) মহর্ষি কৌশলা একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতপা, উশিজ, এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ ১২৬। (৩) মহর্ষি অশ্বলের পুত্র আশলায়ন কৌশলা মহর্ষি পিঙ্গলাদের শিষ্য এবং ব্রহ্মপরাশর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রগ্র উপনি। (৪) কৌশলা নামে অগস্ত্য বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌণ্ড্রাস ও পারশ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০২।

কৌশল্যা—(১) কৌশলরাজ ছহিতা। তিনি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সর্বাধিকারী মহিষী ছিলেন। ইহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে তিনি দেহত্যাগ

করেন । রামা ; অগ্নি-৫ ; শিব-জ্ঞান-৬২ ; পদ্ম-উত্ত-২৪২ ; বৃহৎ-পু-১৮ । (২) রাজা পুরুষ জ্ঞী কোশলা হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৯৫ । (৩) শান্তনু নন্দন বিচিত্রবীৰ্য্যের স্ত্রী অশালিকার অনানাম কোশলা ছিল । মহাভা-আদি-১১৪ । (৪) জ্যামঘ বংশীয় সর্ষানের স্ত্রী কোশলা হইতে ভজমান, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি নামে চারি পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩৭ ; বায়ু-৯৬ । (৫) যজ্ঞবংশীয় নরপতি সাব্বতের পত্নী কোশলা হইতে ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । কৃষ্ণ-পু-২৪ ; পদ্ম-সু-১৩ । (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম স্ত্রীর নামও কোশলা ছিল । মৎ ৪৭ ; অগ্নি-২৭৬ ।

কোশাপী — ভৃগুবংশীয় কোশাপী একজন গোত্র প্রবর্তক নামি ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু, বোধিস্বা, বৈবস্ব ও বৈবস্ব এই চারিটি আর্ষেয় পবর । মৎ ১৯৫ ।

কোশাবরি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত একজন বাজা । কংসের সখা কোল দৈত্য তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন । শ্রীকৃষ্ণ কোণকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন । গর্গ মথুরা-২৪ ।

কৌশিক—(১) পূর্বাঙ্গদিগবাসী মহর্ষি বিশেষ । লক্ষা সময়বিজ্ঞয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন

করিয়াছিলেন । রামা-উত্তরা-১ । (২) বসুদেবের অন্যতম পুত্র কৌশিক । বসুদেবের অমুজ বৎসবান্ অনপত্য ছিলেন বলিগা, বসুদেব বীর তনয় কৌশিককে তাঁহাকে প্রদান করেন । হরি-হরি-৩৪ । (৩) ইন্দ্র অদিতির গর্ভ হইতে জাত মাত্র কুশ দ্বারা পরিগৃহ্য হইয়াছিলেন । তনবধি সেই দেবেশ কৌশিক নামে খ্যাত হন । হরি-হরি-২১৯ । (৪) যজ্ঞবংশীয় নরপতি বিদভের পত্নী উপমানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদি জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৬ । (৫) লোমপাদের তনয় বক্র, বক্রর তনয় বাহ্লুতি । আবায় বাহ্লুতির তনয়ের নামও কৌশিক । হরি-হরি-৩৬ । (৬) কুন্তী নগরের অধীশ্বর ভীষ্মক কৌশিকের তনয় । ভীষ্মকের পুত্র কুম্ভী এবং কন্যা কুম্বিনী । হরি-হরি-১১৬ । (৭) শ্রবিষ্টার পুত্র মহর্ষি কৌশিক ও পৈল্লাদি । শ্বেতকর্ণ মহাপ্রস্থানে উদ্ভূত হইলে, তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী মালিনীও তাঁহার অনুসরণ করেন । পণ্ডিতমহো একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা শ্বেতকর্ণ সন্তোষিত হইয়া শিশুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন । মহর্ষি কৌশিক শিশুকে আনয়নপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, এবং অজপার্শ্ব নাম প্রদান করেন । হরি-হরি-১৮৫ । (৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিদভের পুত্র ক্রথ ও কৌশিক ।

ক্রোধের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃত,
বৃতের তনয় রণধ্বজ । লি-৬৮।

(৯) চন্দ্রবংশীয় সধুতির তনয় কৌশিক।
কৌশিকের তনয় বিজ্ঞান্য । লি-৬৮।

(১০) কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ অতিশয়
বিজ্ঞাত ছিলেন এবং সর্বদা বিষ্ণু
বিষয়ক গান করিয়া কালযাপন
করিতেন। কলিঙ্গের রাজা স্বীয়
প্রশংসাসূচক গান করিতে তাঁহাকে
বলেন। কৌশিক ভয় পাইলেন যে,
রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহা দ্বারা
গান করাইবেন। সেজন্য তিনি
জিহ্বাচ্ছেদনপূর্ব্বক কানে কাঠখণ্ড
রাখিয়া বধির হইলেন। রাজা ইহা
শুনিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহির্গত
করিয়া দেন। তিনি মৃত্যুর পরে এই
পুণ্যের ফলে বিষ্ণুর রূপায় সশিষ্য
সাধা নামক দেবগণ হইলেন। লি-
উক্ত-১। (১১) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয়
ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদ। তন্মধ্যে
কৌশিকের তনয় চেন্দী, এই চেন্দী
হইতে চৈত্য় ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন।
বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) বসুদেবের পত্নী
বৈশালী হইতে কৌশিক নামে এক
পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (১৩) যোগী
জৈগীষব্যের শিষ্য মহর্ষি কৌশিক
ব্রহ্মবাদী ছিলেন। কুর্খ-পৃ-৪১, ৪৭।
দক্ষবল্লভ মহর্ষি কৌশিক স্বীয় পত্নী
ধৃতির সহিত সদস্ত পদে বৃত
হইরাছিলেন। বাম-২। (১৪) কৌশিকের

তনয় কৌশিক গাধি। কৌশিকের
স্ত্রী হৈমবতী। মহাভা-সভা-৬।
কৌশিক নামে এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ
একদা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ
করিতেছিলেন। এমন সময় এক বক
তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল।
তিনি উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাত্র
বক ভয় হইয়া গেল। ইহাতে
কৌশিক অতিমাত্র চুঃখিত হইয়া
পর্যটন করিতে করিতে এক গৃহস্থের
বাড়ীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন।
গৃহিনী তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে
বলিয়া গৃহে শ্রান্ত স্বামীর পরিচর্যা
নিযুক্ত হইলেন এবং অনেক বিলম্বে
ভিক্ষা লইয়া ব্রাহ্মণ সমীপে আগমন
করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয়
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিতে উদ্বৃত্ত
হইলে গৃহিনী বলিলেন, আমি বক
নহি যে তুমি আমাকে দৃষ্টি মাত্র ভয়
করিবে। কৌশিক ইহাতে অতিশয়
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন গৃহিনী
তাঁহাকে মিথিলাবাসী ধর্ম্ম বাণেশ্বরে
নিকট উপদেশ লাভার্থ গমন করিতে
বলিলেন। তিনি তদনুসারে ধর্ম্মবাণেশ্বরে
নিকট গমনপূর্ব্বক নানা উপদেশ লাভ
করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং
পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হন
মহাভা-বন-১০৪, ২১৪। (১৫) মহর্ষি
কৌশিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক
ছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ক্রথ দেব

(১৫) পুরাকালে কোশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় কুস্কট মাংস আহার করিতেন। সেইজন্য কুস্কটরাজ তাম্রচূড়ের শাপে তিনি দিবাভাগে পুরুষ ও রাত্রিকালে কুস্কট হইতেন। তাঁহার স্ত্রী বিশালার অধরোধে মহাকাল বনে কুস্কটেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া, এই শাপ হইতে তিনি মুক্ত হন। স্বল্প-আব-চতু-২১। (১৬) মহর্ষি কোশিকের সামবেদ অধ্যাপী অনাচর্য শিষ্য কোশিক ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কোশলা দেখ।

কোশিকী—(১) উনাদেহ সন্ততা কোশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আচ্ছাদ্য যশোদার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। লি-৬৯। (২) গান্ধি নৃপতির কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋতীক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ভ্রমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতী পরে কোশিকী নাম্নী নদী হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৭; বায়ু-৯১। কোশ হইতে উমার উৎপত্তি হয় বলিয়া তিনি কোশিকী নামেও খ্যাত হন এবং বিষ্ণাচলে অবস্থান করেন। পদ্ম-স্বষ্টী-৪৪; বাম-২১; শিব-বার-পূ-২১; ব্রহ্মাণ্ড-৯। (৩) পূর্বে স্মৃতি নামে ভৃগুবাঙ্গীর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম কোশিকী ও পুত্রের নাম অগ্নিশর্পা ছিল। এই অগ্নিশর্পাই পরে বায়াকি নামে খ্যাত হন। স্বল্প-আব-

অব-২৫। বায়াকি দেখ। (৪) কোশিকী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্বল্প-আব-রেবা-২২। (৫) ঐক্সের এক স্ত্রীর নামও কোশিকী ছিল। তাঁহা হইতে উপমন্তা, শঙ্কু, বজ্রাংকু ও ক্ষিপ্র নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। নরপতি কাকদ-প্রভের পুত্র সুহোত্র, স্বপ্নোৎপন্ন পত্নী কোশিকী হইতে অক্ষু জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯১। ভদ্রকালীর এক নাম কোশিকী। বায়ু-৯।

কোশিকেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে কোশিক, শিবদামর, ও বশিষ্ঠ তনয়গণের হত্যা সাধন করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্বক সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। এই শিবলিঙ্গই কোশিকেশ্বর নামে খ্যাত। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১৪।

কোশিকা—মহর্ষি পৌষ্পজির হিরণ্যনাভ ও কোশিকা নামে দুই শিষ্য ছিলেন। পৌষ্পজি তাহাদিগকে বজ্রক্লেদের পঞ্চমত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। কোশিকা নিজেও পঞ্চমত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

কোশিতক—মহর্ষি কোশিতক গণ্ডীর্থে ঐগণেশের অর্চনা করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৮।

কোশিলা—(১) মহর্ষি কোশিলা একজন যোগপরায়ণ ব্রহ্মভূয়িষ্ট ঋষি ছিলেন। কুর্শ-পূ-৫২। (২) মহর্ষি স্মরণ্যার অন্ততম শিষ্য। প্রাচ্য সামগগণ বোধবান্ মহর্ষি

কোশিলোর শিষ্য ছিলেন। কোশিলা চতুর্সিংগতিথানি সংহিতা রচনা করিয়া বাড়, সহবীষা, বাহন, পঞ্চম, তালক, পাণ্ডক, কাণিক, রাজিক, গৌতম, আজবন্ত, গৌমাত্র, আপতন্ত, পুষ্প, পরিকুষ্ট, উলুখলক, যবীয়স, বৈশাল, অম্বুলীয়, কোশক, সালিমঞ্জরি সত্য, কাপীর, কাণিক ও পরাশর নামক তাঁহার চতুর্সিংগতি শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইরাছিলেন। তাঁহারা সকলেই সামগ। বায়ু-৩১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। সূর্য্যাদেখ। (৩) শিবাবতার জটামালীর অত্যন্ত পুত্র কোশিলা। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। জটামালী দেখ।

কোশের—পশ্চিম দিগ্বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যার আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১। কোষিক সাবর্ণ নৃশস্ত্রে কোষিক মন্ত্রবিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সূক্ত-১।

কোষিকী—পার্বত্য শবীর কোষ হইতে অধিকাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্ত তিনি কোষিকী নামে অভিহিতা হন। মার্ক-৮৫।

কৌষীতক—মহর্ষি কৌষীতকের পুত্র প্রসিদ্ধ মতি। বায়ু-উত্ত-১৪৩। মতি দেখ। কৌষীতক সোমনাথ তীর্থে বহুকাল উপবাস করিয়া সোমেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ শিব স্থাপন করেন। পদ্ম-উত্ত-১৬১

কৌষীতক—মহর্ষি কৌষীতকের পুত্র কৌষীতক আদিত্যকে (সূর্য্যকে) উপাসনা করিয়া পুত্র লাভ করিয়া ছিলেন। ছান্দোগ্য-১ম-৫।

কৌটিক—মহর্ষি কৌটিক একজন অগ্নিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর অগ্নিরা, উত্থা ও উশিছ এই তিনটি। মৎ-১১৬।

কৌসি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌসি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ঋগ্, চাবন, আপ্পুবাণ, ঊর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১১৫। কান্তভৈরব কাশীস্থিত কান্তভৈরব লিঙ্গের অরুনা করিলে মদ্য কখনও রত্নবাণী শূন্য হয় না। স্বাক-কাশী-উত্ত-৯৭।

ক্রতু—(১) পূর্ণকালে কন্দম, বিকৃত, শেব, গংগর, হাঙ্গ, ময়ীচি, অত্রি, ক্রতু, পুণ্ড্রা, অগ্নিরা, প্রচেতা, পুণহ, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ ইহারা প্রজাপতি ছিলেন। রামা-অরণ্য-১৭।

(২) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র ক্রতু, কন্দম পত্নী দেবহূতির গর্ভজাত কন্যা ক্রিয়াকে বিবাহ করেন। ক্রিয়া হইতে ষষ্টি সহস্র বাণখিলা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগ-৪৮-১; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৩)

ক্রবের বংশে উদ্ভূত হইতে অঙ্গ, সূমনা, ষাতি, ক্রতু, অগ্নিরা ও গর নামে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগ-৪৮-১০। (৪) ক্রতু, বৈশ্বানর

দানবের চারি কন্যার অন্যতমা হয়শিরাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬৮-৬। (৫) ঐক্যের অন্যতমা স্ত্রী জাম্ববতী হইতে সাধ, ক্রতু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০৮-৬১। (৬) দক্ষের পত্নী প্রমত্তির গর্ভজাতা কন্যা সন্নতি ক্রতুর পত্নী ছিলেন। সন্নতি হইতে ষষ্টি সহস্র বাণধিলা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৭) ক্রতু বরাহকল্পে বেদবিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক একজন ব্যাস ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে ক্রতু অপুত্রক ছিলেন। লি-৫, ৭, ৬৩। (৮) মনুবাংশীর নরপতি উরুর পত্নী আয়েরী হইতে অঙ্গ, সমুনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭। (৯) ব্রহ্মার বামনেত্র হইতে ক্রতু জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৭। (১০) ভুবন, ভোবন, সৃজন্য, সৃজন ক্রতু, বসু, মুক্কা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় ও দক্ষ এই ষাটদেবতা হৃণ্ডর স্ত্রী দ্বিবার গর্ভজাত। মৎ-১২৫। অব্যয় দেখ। (১১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। হরি-উপক্র; মৎ-৩; বায়ু-৯, ২৫; লি-৫, বিষ্ণু-১ম, ৭। (১২) চাক্ষুষ মনুর অন্ততম পুত্র উরু, উরুর পত্নী আয়েরী হইতে অঙ্গ, সমুনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গর নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২;

মৎ-৪। [১৩] কাব্যের ষাটদশ পুত্রের অন্ততম। কাব্য ও অন্ত দেখ। (১৪) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল, ক্রতু তন্মধ্যে প্রভদ্রনগণের দেবতাদের অন্ততম ছিলেন। উত্তম দেখ। (১৫) বিশ্বদেবগণের অন্ততম ক্রতু। মৎ-২০৩।
ক্রতুজয়—বরাহকল্পের অষ্টাদশ ঋপরে ক্রতুজয় বাস নামে খ্যাত ছিলেন এবং মহাদেব তখন শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। পরশুরা, ঋচীক, স্বাবস ও যতীশ্বর নামে শিখণ্ডীর বেদপারগ চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।
ক্রতুমান্—মহাদেবের অবতার শিখণ্ডীর অন্ততম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। ঋচীক দেখ। বরাহকল্পের দ্বিতীয় ঋপরে মহাদেব সূতার নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার চন্দ্রভী, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতুমান নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩।
ক্রতুশুকা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, ক্রতুশুকা তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। স্বল্প-কাশী-পু-৯।
ক্রতুহলা কল্পপহইতে তাঁহার অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কস্তাযুনির গর্ভে অলম্বা, ক্রতুহলা প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮।
ক্রতুহলী—(১) অপ্সরা ক্রতুহলী বেশ পরিবর্তন করিয়া বিনায়কের রূপ ধারণ পূর্বক মহাদেবের সঙ্গিত ক্রিড়া করিয়া

ছিলেন। শিব-৬৭-৭। (২) অঙ্গরার
কৃত্বলীর প্রণয়ী বসুকচি ছিলেন।
একদা যক্ষ বসুকচির রূপ ধারণ করিয়া
কৃত্বলীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।
তাহাতে নাভি নামে এক পুত্র জন্মে।
বায়ু-৬২।

ক্রমীষর—বরুণা নদীতীর ক্রমীষর লিঙ্গ
দর্শন করিলে, প্রাজাপত্যলোকে বাস
প্রাপ্তি হয়। স্বন্দ-কালী-পূ-১৮।

ক্রথ—(১) ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া
নরপতি ক্রথকে পরাস্ত করেন।
মহাভা-সভা-২২। (২) দেবাসুর যুদ্ধে
সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,
সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদয়
দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল
সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি
তাঁহাদের অগ্রতম। মহাভা-শল্য-৪৬।
(৩) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র
শৈব্যার গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র ক্রথ।
ক্রথ অরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া
ঐক্যের বিরুদ্ধে বসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ
করিয়াছিলেন। ক্রথের বংশে অশ্বত্থামান
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের
অধিপতি চিরণ্যারোমা নামেও খ্যাত
ছিলেন। হরি-হরি-৩৬, ৯০, ১১৬।
(৪) যযাতিবংশীয় বিদর্ভের ঔরসে ও
তদীয় পত্নী ভোজ্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ
ও রোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মে।
তন্মধ্যে ক্রথের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয়
বৃকি। ভাগ-৯২-২৪। (৫) যদুবংশীয়

নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে
ক্রথ, কোশিক ও লোমপাদ জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-৩৬। (৬) চন্দ্রবংশীয়
নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ ও কোশিক।
ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃত,
বৃতের তনয় রথধৃষ্ট। লি-৬৮। (৭)
যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কোশিক
রোমপাদ। তন্মধ্যে কোশিকের পুত্র
চেদী। এই চেদী হইতে চৈত্য়ভূপালগণ
জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩।

ক্রথক—একজন যদুবংশীয় নরপতি।
সৌর-৩১।

ক্রথন—(১) চিরণ্যাকশিপুয় অমুখ্যামী
অগ্রতম দৈত্যপতি। মৎ-১৬১। (২)
বানর দলপতি ক্রথন, লঙ্কা সমরে
রামের সহিত গমন করিয়াছিলেন।
রামা-লঙ্কা-২৬; অঘি ১০। (৩) নাগরাজ
ক্রথন পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-
৫০। (৪) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা
পদ্মার স্বরথর সভার সমাগত জনৈক
রাজপুত্র। ককি-১ম ৫। (৫) মহাদেবের
এক নাম ক্রথন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৬)
ক্রথননামে এক দানবপতি পাতালে
বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

ক্রথণ—জনৈক দানবপতি। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮।

ক্রব্যাং—যে অগ্নি জনগণের গৃহে থাকিয়া
কামনিচর সমাপন করেন তাঁহার নাম
সহরক্ষ, এই সহরক্ষ অগ্নির পুত্র ক্রব্যাং।

ক্রবাস্ অধি যুত জনগণকে ভক্ষণ করেন । মৎ-৫১ ।

ক্রবাদি—বানাসুরের অন্ততম সেনাপতি । স্বন্দ-আব-রেবা-২৮ ।

ক্রম—(১) বিষ্ণুর অন্তর্যাম । মহাভা-অমু-১৪৯ । (২) ক্রম নামে মহাসুর ভূতলে জগৎগ্রহণ করিয়া পার্বতের নামে বিখ্যাত হইলেন । তাঁহার কলেবর স্তম্ভের পৰ্যন্ত সদৃশ ছিল । মহাভা-আদি-৬৭ । (৩) নরপতি বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্ততম ক্রম ছিলেন । মার্ক-১১৭ । বৎসপ্রী দেখ ।

ক্রমক—বিখ্যামিত্র বংশীয় মহাবি ক্রমক একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের খিলখিল, অবিজ্ঞ ও বিখ্যামিত্র এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৮ ।

ক্রমজিৎ—যজ্ঞবংশীয় ক্রমজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন । মহাভা-সভা-৪ ।

ক্রমিন্—জাম্ববংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতম স্ত্রী বাহুকা হইতে ক্রমিন, ক্রমিষ্ট, শূর ও পুংজয় জগৎগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৭ ।

ক্রমুকা—সরূপাপ বিমোচনা নদী, স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার 'সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর ক্রমুকা, বরবাসিনী প্রভৃতিকে প্রদান

করিয়াছিলেন । বাম-৫৭ । কুরুটিকা দেখ ।

ক্রমেলকশিরোধর—দুর্গরাক্ষসের অন্ততম সেনাপতি । স্বন্দ-কাশি-উ-৭১ ।

ক্রয়—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে গৌতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর ক্রয় ও ক্রোঞ্চকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

ক্রান্তপুত্র—মহাবীর ক্রান্তপুত্র কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন । অবশেষে অভিমহ্যু কর্তৃক নিহত হন । মহাভা-দ্রো-৪৬ ।

ক্রাথ—(১) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ততম তনয় ক্রাথ প্রভৃতি । মহাভা-আদি-২৪ । (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিং, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পৰ্ব্বত সমুদ্র দেবসেনাপতি কাণ্ডিকেশকে যে সকল সেনাধাক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্রাথ তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ । (৩) অন্ততম বানর দলপতি ক্রাথ, অগণ্য বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে স্ত্রীদিবের পক্ষে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-বন-২৮১ । (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্ততম ক্রাথ । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে অন্তান্ত ভ্রাতাদের স্ত্রীর নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৭ ; কর্ণ-৫২ । (৫) নরপতি ক্রাথ দুর্যোধনের পক্ষীয় একজন

সামন্তরাজ। তিনি কুলিন্য কৰ্ত্তৃক
সমরে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৮৬।
ক্রাণেশ্বর—ব্রহ্মা শিবপুজার জন্য চারি
সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি
আপস্তম্ব কালদমন সম্প্রদায়ভুক্ত
ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ছিলেন মহর্ষি
ক্রাণেশ্বর। বাম-৬।
ক্রাপথ—একজন দানবপতি। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮।
ক্রামক—বিক্রপ নামক রাক্ষসের পত্নী
বিক্রা হইতে হারক, ক্রামক প্রভৃতি
জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। বিঃপ
দেখ।
ক্রিবি—ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে পরাজয়
করিয়াছিলেন। ঋগ-২।২২।২।
ক্রিয়া—(১) ধর্ম দক্ষের সষ্টি সংখ্যক
কন্তার মধ্যে কীৰ্ত্তি, লক্ষ্মী, রুতি, মেধা,
পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি
নারী দশটিকে বিবাহ করেন। মহাভা-
আদি-৬৬। (২) মহর্ষি কৰ্কমের পত্নী
দেবহুতি হইতে ক্রিয়ার জন্ম হয়।
কৃত্তর পত্নী ক্রিয়া হইতে বাট ভাঙ্গার
বালখিলা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-
৩৮-২২। (৩) ধর্মের অন্ততম পত্নী ও
দক্ষের কন্তা ক্রিয়া হইতে যোগ জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৪৮-১। (৪) বিধাতা
বীর ভাৰ্য্যা ক্রিয়া হইতে পুরিণ্য নামে
পাঁচ অগ্নির উৎপাদন করেন। ভাগ-
৬৮-৬। ধর্মের অন্ততম পত্নী ক্রিয়া
হইতে দণ্ড ও সমর জন্মগাত করেন।

লি-৫। (৫) ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড ও নয়।
কৃষ্ণ-পূ-৮। (৬) উত্তোগের পত্নী ক্রিয়া।
ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৭) ধর্মের পত্নী ক্রিয়া
হইতে দণ্ড, নয় ও বিনয় জন্মগ্রহণ
করেন। বায়ু-১০। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩।
ক্রীড়—কন্তাপ পত্নী খসার গর্ভজাত
অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।
ক্রুদ্ধোদন—ইক্ষ্বাকুবংশীর সম্ভবের পুত্র
শাক্য, শাক্যের পুত্র ক্রুদ্ধোদন,
ক্রুদ্ধোদনের পুত্র রাভুল, রাভুলের পুত্র
প্রমেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।
ক্রুর—(১) দৈতাপতি মহিষাসুর, প্রমদ,
বিবদ, শঙ্কুর্ন, বিভাবসু, বিভাঙ্গালী,
ক্রুর, পঙ্কজ ও স্ত্রুমাণী নামক বহুশত,
বিক্রান্ত ও নোতি শাস্ত্রজ আটজন মন্তীর
পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্র-
সমুত্ত বৈষ্ণবী মূর্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া
নিহত হন। বরা-৯২, ৯৫। (২)
মহিষাসুরের তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশ
জন মন্তীর অন্যতম। সৌর-৩৯।
(৩) দৈত্যেন্দ্র ক্রুরের পাতাল প্রদেশে
রাজধানী ছিল। বায়ু-৫০। (৪)
রক্তাসুরের সহিত যুদ্ধে দানবপতি ক্রুর
পবনদেব কষ্টক পরাজিত হন। পদ্ম-
সৃষ্টি-৭৫।
ক্রুরকন্ধ্যা—একজন দৈতাপতি। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩।
ক্রুরদৃষ্টি—কপালভরণ দৈত্যের অন্ততম
কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ঋগ-ব্রহ্ম-সেতু-১১।
ক্রুরবুদ্ধি—ক্রুরাক ও ক্রুরবুদ্ধি নামক

রাক্ষসদ্বয় রাজা সৌদামসের যজ্ঞ বিষয় করিতে চেষ্টা করেন। ক্রুরাক্ষ সৌদামস হস্তে নিহত হন। ক্রুরবৃদ্ধি যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন। স্বন্দ-নাগ-৫৩।

ক্রুরমর্দন—সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বরস্বর সভায় উপস্থিত রাজকুলবর্গের অগ্রতম। কবিক-১ম-৫।

ক্রুরা—ঐকৃষ্ণের প্রধান সোড়শগোপিনী ছিলেন। তাঁহাদের অগ্রতম। ক্রুরা ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৮।

ক্রুরাক্ষ-ভৃগু অশুরের অগ্রতম সেনাপতি।

ক্রুরাক্ষ ও ক্রুরবৃদ্ধি নামক রাক্ষসদ্বয় রাজা সৌদামসের যজ্ঞ নষ্ট করিতে সচেষ্ট ছিল। ক্রুরাক্ষ সৌদামস হস্তে নিহত হন। ক্রুরবৃদ্ধি পলায়ন করিয়া সে যাত্রা উদ্ধার পায়। স্বন্দ-নাগ-৫৩।

ক্রোঞ্চ—ইন্দ্র প্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপণি অধীত বেদকে বিভাগ করিয়া তিনখানি সংহিতা রচনা করেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তত রচনা করেন। শাকপণির শিষ্য ক্রোঞ্চ, বেতালিক ও বানক তাঁহার রচিত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪।

ক্রোঞ্চী—দক্ষের কন্যা তাম্রার গর্ভে কণ্ডপের ঔরসে ক্রোঞ্চি প্রভৃতি লোক বিখ্যাত। পাচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ক্রোঞ্চি উল্লুকদিগকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪।

ক্রোধ—(১) কণ্ডপের অগ্রতম। পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা হইতে বিনাশন,

ক্রোধ, ক্রোধহস্তা ও শক্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (২)

ক্রোধের কন্যা যুগী, যুগমন্সা, হরী, ভদ্রসনা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, ধেতা, সুরতি ও সুরমা এই নয় জন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) লোভের পত্নী নিকৃতি হইতে হিংসা নামী কন্যা ও ক্রোধ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্রোধ স্বীয় ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কলি (কলহ) নামে পুত্র ও

ভরুজি নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭। (৪) ভয়ের পত্নী মারা হইতে মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যু হইতে বাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মে। মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। বিষ্ণু-১ম-৭; মার্ক-৫০। (৫) ঐকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মন্তক ভীষণাকৃতি ক্রোধ প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫। অসিত দেখ। (৬) অশুর বিশেষ। হরি-২য় ৪১; বায়ু-১০।

ক্রোধন—(১) বাগ্‌ছট, ক্রোধন হিংস্র, পিত্তন, কবি, স্বহম ও পিতৃবর্জী এই সাত জন ব্রাহ্মণ নামে ও কণ্ঠধারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গামুনির শিষ্য ছিলেন। পিতা শাপ প্রদানপূর্বক উদাসীন হইলে তাঁহারা গার্গের গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিয়া- ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা গুরু

পর্যবসী গাভী ভক্ষণ করিয়াছিলেন ।
হরি-হরি-২০, ২২ ; মৎ-২০ । কবি
দেখ । (২) দুর্গ অম্বরের অন্যতম
সেনাপতি । স্বন্দ কাশী-উক্ত-৭১ । (৩)
দৈত্যপতি কুশের অন্যতম সেনাপতি ।
স্বন্দ-প্রভা-ধার-২০ । (৪) মহাদেবের অন্য
নাম । মহাভা আখ্য-৮ ।

ক্রোধনা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের মধ্যে ক্রোধনা অন্যতমা
ছিলেন । মহাভা-শলা ৪৭ । (২) চতুষ্টি
যোগিনীর অন্যতমা । আয়ি ৫২ ।

ক্রোধনার্নন— পরাশর বংশীয় মহর্ষি
ক্রোধনার্নন একজন গোত্র প্রবর্তক
ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের পরাশর,
শক্তি :ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আষেয়
প্রবর । তিনি শ্রাম পরাশর শ্রেণীর
অন্তর্গত ছিলেন । মৎ-২০১

ক্রোধনী:— অন্ধকারের রক্তপান
করিবার জন্য মহাদেব যে সকল
মাতৃগণের সৃষ্টি করেন ক্রোধনী
তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ ১৭২ ।

ক্রোধবর্দ্ধন—মহাশুর ক্রোধবর্দ্ধন ভূতলে
জন্মগ্রহণ করিয়া দণ্ডাধার নামে
বিখ্যাত নরপতি হইলেন । মহাভা আদি
৬৭ ; হরি-হরি-৪১ ।

ক্রোধবশ—(১) রাবণের অমুচর একজন
রাক্ষস সেনাপতি । বানর সৈন্ত তাঁহাকে
সংহার করে । মহাভা-বন-২৮৩ ।

ক্রোধবশা—(১) কণ্ডপের অন্ততমা পত্নী ও

দক্ষের কন্যা ক্রোধবশা হইতে দন্দশূক
প্রভৃতি গণজাতি জন্মগ্রহণ করে ।
ভাগ-৬৬-৬ । (২) ক্রোধবশা হইতে
মারাবী রাক্ষসগণ ও কুদ্রগণ জন্মগ্রহণ
করেন । লি-৩৩ । (৩) ক্রোধবশা হইতে
সমুদ্র দংষ্ট্রী স্থলজ জন্তু ও পক্ষিগণ
জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি ৩, ২১৮ ।
কণ্ডপ দেখ । (৪) কণ্ডপের অন্ততমা
পত্নী ক্রোধবশা, মহাবল পিশাচদিগকে
প্রসব করেন । বিষ্ণু ১ম ২১ ।

ক্রোধবিমোক্ষণ— একজন দানবপতি ।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৮ ।

ক্রোধশক্র—দক্ষের কন্যা ও কণ্ডপের
অন্ততমা পত্নী কালা হইতে বিনাশন,
ক্রোধ, ক্রোধশক্র ও ক্রোধহস্তা নামে
মহাবীৰ্য্যবান ও কাণের নামে খ্যাত
চারি পুত্র জন্মে । কালিকা ৩৪ ।
ক্রোধহস্তা দেখ ।

ক্রোধহস্তা:—(১) কণ্ডপের অন্ততমা পত্নী
ও দক্ষের কন্যা কালা হইতে বিনাশন,
ক্রোধ, ক্রোধহস্তা: ও ক্রোধ জন্মগ্রহণ
বরে । মহাভা আদি ৬৫ । (২) হিরণ্য
কশিপু অজ্ঞাতম পুত্র কাগ্নেনমী ।
কাগ্নেনমীর অজ্ঞাতম পুত্র ক্রোধহস্তা: ।
হরি-হরি-৫৭ । কাগ্নেনমী দেখ ।
কালিকা ৩৪ । ক্রোধশক্র দেখ । (৩)
রাজর্ষি মণিনানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
ক্রোধহস্তা, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া
দন্ত নামে বিখ্যাত নরপতি হন ।
মহাভা আদি-৬৭ ।

ক্রোধা—(১) কশ্যপের অন্ততম পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধা হইতে সর্বভূত, পিশাচ, বক্ষ ও গুহকগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২৬; শিব-ধর্ম-৫৪; মৎ-১৭১। অন্যায় ও দক্ষ দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী ক্রোধা হইতে কুলাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১০৪, শিব-ধর্ম-৫৪। (৩) কশ্যপ পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিশা, ভ্রংষ্ট্রা, নিশা, তিষ্ঠা, খেতা, শ্রবা ও সুরসা এই দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬২; কালিকা-৩৪; মহাভা-আদি-৬৫; বৃন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৮।

ক্রোধিন—বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি ক্রোধিন একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভগ্নিবনু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্ৰ প্রমদি এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০।

ক্রোধী—শ্রীকৃষ্ণভাগবত বিষ্ণুদেবগণ মধ্যে ক্রোধী অন্ততম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-২১।

ক্রোশনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কলাগদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ক্রোশনা অন্ততম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৭।

ক্রোষ্টা—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু, যদুর তনয় ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টার তনয় বৃজিনীবান্। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (২) যযাতির স্রোষ্ট পুত্র যদুর অন্যতম পুত্র।

অস্তিক দেখ। (৩) ক্রোষ্টার গাকারী ও মাত্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গাকারী হইতে অনমিত্র এবং মাত্রী হইতে যদাজিৎ ও দেবমীটুস জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। (৪) আবার অন্যত্র হরিবংশে আছে মহাবীর বৃজিনীবান্ ক্রোষ্টার পুত্র। স্বাহি বৃজিনীবানের পুত্র। এই স্বাহি বাজিক ও সকলের বরিষ্ঠ ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (৫) মহর্ষি ক্রোষ্টা একজন অগ্নিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অগ্নিরা, উত্থা ও উশিঙ্গ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬। অস্তিক ও অনমিত্র দেখ।

ক্রোষ্টাক্ষি—অগ্নিরা বংশীয় মহর্ষি ক্রোষ্টাক্ষি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগ্নিরা, বৃহস্পতি, তরহাঙ্গ, গর্গ ও মৈতা এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

ক্রোষ্টু—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু হইতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু নামে চারি পুত্র জন্মে। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনীবান্। ভাগ-২৭-২৩। (২) যদু হইতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনীবান্, বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি। কৃষ্ণ-পূ-২৪। অস্তিক দেখ। (৩) কার্ত্তবীৰ্য্যার্কুনের শত পুত্রের অন্যতম। কার্ত্তবীৰ্য্য দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১১; অগ্নি-২৭৫।

ক্রোঞ্চ—(১) মহাগিরি মৈনাকের পুত্র
ক্রোঞ্চ। এই পর্বত প্রবর শুভ্র ও
নানা রঙ্গ সম্বিভ। হরি-হরি-১৮।

(২) পিতৃগণের মানস কন্যা মেনা হইতে
মৈনাক ও ক্রোঞ্চ নামে দুই পুত্র এবং
উমা ও গঙ্গা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন। লি-৬। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে
স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত
হইলে গৌতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অশ্বচর ক্রয় ও ক্রোঞ্চকে প্রদান
করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৪) ক্রোঞ্চ
নামক এক মহাবি ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-
অঙ্ক-উ-৩। (৫) পিতৃগণের অন্যতমা
কন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রোঞ্চ
জন্মগ্রহণ করেন। কুর্শ-পু-৮৩।

ক্রোঞ্চবলী— তারকাসুরের অন্যতম
সেনাপতি। শ্রীমহা-২২।

ক্রোঞ্চ—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার
জনা মহাদেব যে সকল মাতৃকার
সৃজন করেন, ক্রোঞ্চা তাঁহাদের
অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ক্রোঞ্চি, ক্রোঞ্চী—(১) কালীস্থিত চতুষষ্টি
যোগিনীর অন্যতমা। স্বন্দ-কালী-পু-
৪৫। (২) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার
অন্ততমা ও কল্পপের অন্ততমা পত্নী
তান্না হইতে ক্রোঞ্চী প্রভৃতি পাঁচ কল্প
জন্মে। রাশা-আরণ্য-১৪। তান্না দেখ।

(৩) গরুড়ের অন্ততমাত্নী ক্রোঞ্চী হইতে
বাণ্ডীনসগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-
৬৯। গরুড় দেখ।

ক্রোষ্টুকী—মহাবি ক্রোষ্টুকী একজন পরম
জ্ঞানী ছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনিকে
নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক
জটিল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন।
মার্ক-৪৩, ১৩৭।

ক্রিনিদী—নরকপালধারিনী উৎপল হস্তা
রক্তমুষ্টি শক্তি বিশেষ। তন্ত্রসার-১৮৫পু
ক্রিয়া—পাক্তীর শরীর সমুত্তা মহাশক্তি
ক্রিয়া জগৎস্রবের অনেক সৈন্ত বিনাশ
করিয়াছিলেন। স্বন্দ-কালী-উ-৭২।
কৃতজিৎ—দ্বিধা পুরুষ বিশেষ। লি-৫৫।

কৃত্র—(১) যজ্ঞবল্লীর অনমিতের পুত্র
যুধাজিৎ, কৃত্র ও বৃষ্ণ। মৎ-৪৫। (২)
মহাবি কৃত্র একজন বৈদিক নৃগের ঋষি।
ঋগ-৫। ৪৪। ১০।

কৃত্রজিৎ—দৈতাপতি কালেনেমীর অন্ততম
পুত্র। বায়ু-৬৭।

কৃত্রজয়—যুধিষ্ঠায়ের অন্ততম তনয়।
মহাভা-দ্রোণ-১০।

কৃত্রদেব—(১) পাণ্ডব পক্ষীয় একজন
রাজা। মহাভা-উন-৫৬। (২) তিনি
যুধিষ্ঠায়ের অন্যতম তনয় ছিলেন।
মহাভা-দ্রোণ-১০। (৩) কৃত্রদেব নামে
শিখণ্ডীরও এক তনয় ছিল। মহাভা-
দ্রোণ-২৩।

কৃত্রধর্ম—নরপতি মরুতের পুত্র অনপার,
অনপারের পুত্র ধর্ম, ধর্মের তনয়
কৃত্রধর্ম, কৃত্রধর্মের পুত্র প্রতিপক।
বায়ু-৯৩। অনপার দেখ।

কৃত্রধর্মী—(১) সোমবংশীয় নরপতি

জগতসেনের পুত্র সংক্ৰতি, সংক্ৰতির
তনয় ধর্ম্মা, মহাযশা ও ক্ষত্রধর্ম্মা ।
হরি-হরি-২৯ । (২) চন্দ্রবংশীয় সংক্ৰতির
তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা । বিষ্ণু-৪র্থ-২ । (৩)
ধৃষ্টদ্যায়ের অন্যতম তনয় । তিনি কুরুক্ষেত্র
সমরে দ্রোণাচার্য্য শরে নিহত হন ।
মহাভা-দ্রোণ-১০, ১৫ ।

ক্ষত্রবৃদ্ধ—(১) সোমবংশীয় নরপতি আবুর
পত্নী স্বভারুর কন্যা প্রভা হইতে নন্দ্য,
ক্ষত্রবৃদ্ধ, (অশ্বনান-বৃদ্ধপত্নী) রত্ন, রজি
ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন । ক্ষত্রবৃদ্ধের
তনয় সুনন্দোত্র । হরি-হরি-২৮, ২৯ ।
(২) ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনন্দোত্র । ভাগ-
৯৯-১৭ । বিষ্ণু-৪র্থ-৮ । অনেনা দেখ ।

ক্ষত্রবৃদ্ধি—যোচা মহুর অপত্য চিত্রসেন,
ধিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভূম, ধৃতি, সুনন্দ,
সুতপা, ক্ষত্রবৃদ্ধি, নিভয় ও দৃঢ় এই দশ
জন । হরি-হরি-৭ ।

ক্ষত্রজী—প্রমুদনের পুত্র রাজা ক্ষত্রজী,
মহর্ষি ভরদ্বাজের যজ্ঞমানি ছিলেন ।
অগ-৬২৩৮ ।

ক্ষত্রোপেক্ষ—যযাতি বংশীয় শকুনের স্ত্রী
গান্ধিনী হইতে ক্ষত্রোপেক্ষ প্রভৃতি
জন্মে । ভাগ-৯৯-২৪ । গান্ধিনী দেখ ।

ক্ষত্রোজা—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয়
নরপতি ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষত্রোজা,
ক্ষত্রোজার পুত্র বিজয়ধার, বিজয়ধারের
পুত্র অজাত শত্রু । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।
অজাত শত্রু দেখ । (২) মগধের শিশুনাগ
বংশীয় অজাতশত্রুর তনয় ক্ষত্রোজা

চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন । তৎপরে
বিবিসার মগধে অষ্টবিংশতি বৎসর
রাজত্ব করেন । বায়ু-২২ ।

ক্ষপাবিষকর—মহর্ষি ক্ষপাবিষকর একজন
অঙ্গির বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ।
ঊর্ধ্বাহার অঙ্গির, উত্তমা ও উশিজ এই
তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৬ ।

ক্ষম—উত্তম মনস্করে দেবভ্রাতৃদের পাঁচটি
গণ ছিল । তন্মধ্যে ক্ষম, সুধামা
দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা ।
ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২ ।

ক্ষমা—(১) লক্ষী দেবীর প্রিয় সহচরী
ক্ষমা । মহাভা-শান্তি-২২৮ । (২) দক্ষ
প্রজাপতির কীর্ত্তি, লক্ষী, ধৃতি, পুষ্টি,
বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা, ও
বহুনাগ্নী দশ কন্তাকে ধর্ম্মবিবাহ করেন ।
হরি-হরি-২১৮ ; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২ । (৩)

ক্ষমা হইতে পুলহের ঔরসে কর্দম
বরীয়ান ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র ও
পীবরী নামে এক কন্তা জন্মে । লি-৫ । (৪)
বমের পত্নী ক্ষমা । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১ । (৫)

একবার ঐক্কক ক্ষমা নামী এক
গোপিকার সহিত মিলিত যইয়া পরস্পর
আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া স্থখে নিদ্রা
বাইতেছিলেন । এমন সময় রাধিকা
ঊর্ধ্বাহারকে দেখিতে পাইয়া জাগরিত
করেন । কৃষ্ণ সেই লজ্জার কৃষ্ণবর্ণ
হন এবং ক্ষমা দেহভাগ করিয়া
ক্ষমাশূণ্ডে পরিণত হন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-
১১ । (৬) পার্শ্বতীর শরীর সঙ্কুতা

মহাশক্তি ক্রমা দুর্গ অস্তুরের বহু সৈন্ত
বিনাশ করিয়াছিলেন। দক্ষের শত
কন্তার মধ্যে ক্রমা প্রভৃতি দশটী ধর্মের
পত্নী ছিলেন। স্বল্প কাশী-উত্ত-৭২।

(৭) দক্ষের কন্যা ক্রমা পুলহের পত্নী
ছিলেন। বায়ু-১০। গ্রন্থটি দেখ।

(৮) পুলহের পত্নী ক্রমা সত্যিকৃ
প্রসব করেন। অগ্নি-২০। (৯) ক্রমা
হইতে পুলহ, কর্দম, আম্বরীর ও সত্যিকৃ
নামে তিন পুত্র লাভ করেন। শিব-
বার-পূ-১৫।

ক্রমাবান্—অষ্টবস্তুর অগ্রতম প্রত্য
হইতে দেবল জন্মগ্রহণ করেন।
দেবলের তনয় ক্রমাবান্ ও মনীষী।
বিষ্ণু-১ম-১৫।

ক্রম—কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অগ্রতম
পুত্র। কালিকা-৩৪।

ক্রমা—চতুঃষষ্টি বোগিনীর অন্যতমা।
অগ্নি-৫২।

ক্রম—বিষ্ণুর এক নাম। মহাভা-
অনুশা-২২৮।

ক্রান্তি—(১) লক্ষ্মীদেবীর অন্যতমা প্রিয়
সহচরী ক্রান্তি। মহাভা-শান্তি-১১৮।

(২) সর্বপাপ বিমোচনা নদী, স্বল্প
দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে,
তাহার সাহাব্যার্থ স্বীয় অগ্রতমা
অম্বুচরী ক্রান্তিকে প্রদান করিয়াছিলেন।
বাম-৫৭।

ক্রাম—উত্তম মনস্তরে দেবতাদের পাঁচটী
গণ ছিল। ষাটজন দেবতা দ্বারা

এক একটা গণ হয়। ক্রাম সূধ্যা
দেবগণের একজন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮;
বায়ু-৬২।

ক্রিতি—(১) অগ্নি, জল, ক্রিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র,
ঐক্সী, প্রজাপতি, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা
প্রত্যাদিদেবতা। মৎ-৯৩। (২) চাক্ষু
মনস্তরের লেখ নামক দেবগণের
অগ্রতম। বায়ু-৬২। অদ্বুত দেখ।

ক্রিতিকম্পন—দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল
সম্পন্ন পর্ত্ত সমুদ্র দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেরকে যেসকল সেনাধাক্ষ প্রেরণ
করেন, ক্রিতিকম্পন তাঁহাদের অগ্রতম
ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬।

ক্রিতিকেশ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, ও মহাবল
সম্পন্ন পর্ত্ত সকল দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেরকে যেসকল সেনাধাক্ষ প্রেরণ
করিয়াছিলেন, ক্রিতিকেশ তাঁহাদের
অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬।

ক্রিপ্র—ত্রীকৃষ্ণেব অগ্রতমা স্ত্রী কৌশিকী
হইতে উপপন্ন, বজ্রাংগু, শঙ্কু ও ক্রিপ্র
জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

ক্রিপ্রপ্রসাদিন—কাশীতে ক্রিপ্রপ্রসাদিন
নামে এক গণেশ আছেন। স্বল্প-কাশী-
উত্ত-৫৭।

ক্রীর—মহাবি ক্রীর একজন অগ্নিরা বংশীর
গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের
অগ্নিরা উশিজ ও উত্থা এই তিনটি
আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্ষীরপানি—ঋষি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬।

কুত—কশ্যপের তনয় ভাষান, ভাষানের তনয় মমু, মমু কুংকার করিবার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার নাম সেই জন্য কুত রাখা হয়। মৃত্যুর কণ্ঠা ভাষার গর্ভে কুতের তনয় হুয়ায়। বেদনিম্নক বেনের জন্ম হয়। কুত পুত্র মুখ দেখিয়া বন গমন করেন। বাম-৪৭।

কুদ্রক—(১) রঘুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের পুত্র কুদ্রক, কুদ্রকের তনয় স্মিত্র। ভাগ-৯৯-১২। (২) কুদ্রকের তনয় কুন্তক, কুন্তকের তনয় সুরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) যমের কণ্ঠা শম্ভু হইতে কুদ্রক উৎপন্ন হইয়াছেন। সুবিধা পাইলেই তিনি শম্ভু বৃদ্ধির অন্তরায় উৎপাদন করেন। মার্ক-৫১। শম্ভু হা ও অঙ্গধুক দেখ।

কুদ্রভুক—মরীচির পত্নী উর্ণা হইতে অর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, কুদ্রভুক, পতঙ্গ ও ঘৃনি নামে চর পুত্র জন্মে। ভাগ-১০৪-৮৫।

কুদ্রমানস—হর্গ অমুরের অগ্রতম সেনাপতি। স্বল্প-কাশী-উ-৭১।

কুধা—কুধাও পিপাসা লোভের স্ত্রী। ব্রহ্মবৈ-প্রক-১। তিনি দেবতাগণের নিয়োগে দুর্দানবদল সংহার করেন। রামা-লঙ্কা-৯৫।

কুধি—ঐক্লব, স্বীয় পীসাতা ভগিনী, অবন্তিরাজ অরসেনের স্ত্রী রাজাধিদেবীর

গর্ভজাত কন্যা মিত্রবিন্দাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ঐক্লবের কুধি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০৪-৬১। অনিল দেখ।

কুপ—(১) পূর্বাঙ্কালে কুপ নরপতি ব্রহ্মার কুত (হাঁচি) হইতে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অমুর বধার্থ ইন্দ্র-প্রেরিত হইয়া, ইন্দ্র হইতে বজ্র লাভ করেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হন। একবার কুপ ও তদীয় বন্ধু দধীচমুনির মধ্যে “ব্রাহ্মণ বড় না রাজা বড়” এই বিষয় নিয়া যোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। দধীচমুনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কুপ নরপতির মস্তকে আঘাত করেন। কুপ সেদ্রুত তাঁহাকে বজ্রঘায়া ছিন্ন করেন। তদবস্থায় তিনি শুক্রাচার্যের শরণাপন্ন হন। শুক্রাচার্য তাঁহাকে মন্ত্রবলে জীবিত করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাস্থিত, অবগাহ ও অদীনত্ব লাভ করেন এবং কুপ নরপতির মস্তকে পদাঘাত করেন। কিন্তু কুপ এই অপমানের প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে কুপ দধীচের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লি-৩৫, ৩৬। (২) মহাবংশীয় নরপতি কনিজের পুত্র কুপ, কুপের তনয়

অবিবিশ, অবিবিশের তনয়-বিবিশ ।
 বিষ্ণু-৪র্থ-১ । অবিবিশ ও ধনিনেত্র
 দেখ । (৩) একবার ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে
 বাসনা করিয়াছিলেন । কিন্তু কোথাও
 আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত না
 হইয়া মন্তকে গর্ত্ত ধারণ করেন এবং
 তাহা হইতে প্রজাপতি কৃপের জন্ম
 হয় । তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পোরহিতা
 করিয়াছিলেন । পরে মহাদেব তাহাকে
 সমুদ্র লোকের অধীপতি করেন ।
 মহাভা-শাস্তি-১২২ । (৪) বৈবস্বত মনু
 সত্যযুগে রাজা হইয়া রাজ্য শাসন
 করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র প্রসঙ্গি,
 প্রসঙ্গির পুত্র কুপ, কুপের পুত্র ইক্ষ্বাকু ।
 কুপ প্রজাপালন করিবার জন্ত যে অসি
 পূৰ্ণপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
 তিনি সেই অসি ইক্ষ্বাকুকে প্রদান
 করিয়াছিলেন । মহাভা-শাস্তি ১৬৭ ;
 মার্ক-১১৮, ১২২ । (৫) ত্রিকৃষ্ণের
 অন্ততমা পত্নী সত্যভামা হইতে ভাস্ক,
 ভীমরথ, রোহিত, কুপ, দীপ্তমান,
 ভাস্কাক্ষ ও জলাশ্বক নামে সাত পুত্র
 ও ভাস্ক, ভীমনিকা, ভাস্কপণী ও
 জলাক্ষমা, নাম্নী চারি কন্যা জন্ম গ্রহণ
 করেন । হরি-হরি-১৬০ ।

কৃত্য—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৃত্য একজন
 গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের
 ভৃগু, চাবন, আগ্রবান, ওর্ক, ও জমদগ্নি
 এই পাঁচটা প্রবর । মনু-১২৫ ।

কুরকর্মী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অমুচরী মঙ্গল দায়িনী
 মাতৃগণের অন্ততমা কুরকর্মী । মহাভা-
 শলা ৪৭ ।

কুলিক—মগধের পাণ্ডব বংশীয় নরপতি
 কুলকের তনয় কুলিক, কুলিকের পুত্র
 সুরথ, সুরথের তনয় সুমিত্র । সুমিত্র
 মগধের পাণ্ডব বংশীয় শেষ নরপতি ।
 বায়ু-৯২ ।

ক্ষেত্রজ্ঞ—মগধের শিশুনাগবংশীয় চতুর্থ
 ভূপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রধর্ম্মার পুত্র ছিলেন ।
 ক্ষেত্রজ্ঞের তনয় বিধিসার । ভাগ-
 ১২স্ক-১ ।

ক্ষেত্রদ্বী—প্রভাগক্ষেত্রে ক্ষেত্রদ্বী দেবী
 প্রাতিষ্ঠিত আছেন । স্বক-প্রভা-
 প্রভা ৬২ ।

ক্ষেত্রধন্য—একদিন শাবর্ণি মনু্যর অন্যতম
 পুত্র । বার ১০০ । আদর্শ দেখ ।

ক্ষেত্রপতি—কৃষিকাজের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা
 ক্ষেত্রপতি । বামদেব ইহার ঋষি ।
 কৃষিকাগ; আরম্ভ করিবার পূর্বে
 ঋষিদের চতুর্থ মণ্ডলের সাতার স্তব্ধতা
 পাঠ করা কঠব্য । ঋগ ৪।৫।৭।১ ।

ক্ষেত্রপালক—ভূতভাবন শিব তাঁহার
 ক্রোধান্নি পান করিবার নিমিত্ত
 মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া
 প্রেতসমূহ স্থানে স্থান পান করিবার
 নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন ।
 কালী সেই বালকে বক্ষে ধারণ করিয়া
 স্তন্য দান করিতে লাগিলেন । বালক
 স্তন্যের সহিত তাঁহার ক্রোধ পান

করিয়া ক্ষেত্রপালক নামে খ্যাত হন ।
ক্ষেত্রপালের অষ্টমূর্তি হয় । পরে বালক
সেই স্থানে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে,
স্বয়ং কালী ও যোগিনীগণ সহ তথায়
নৃত্য করিয়াছিলেন । লি-১০৬ ।

ক্ষেত্রপেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপেশ্বর
মহাদেবকে অর্চনা করিলে সর্পভয়
থাকে না । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৮১ ।

ক্ষেম—(১) শ্রাক্ষভাগাৎ বিশ্বদেবগণ মধ্যে
ক্ষেম অন্যতম ছিলেন । মহাভা-অমুশা-
৯১ । (২) জরাসন্ধবংশীর উচির পুত্র
ক্ষেম, ক্ষেম হইতে সূত্রত, সূত্রত হইতে
ধর্মসূত্র, ধর্মসূত্রের পুত্র সম, সমের পুত্র
ছায়াংসেন । ভাগ-৯৯-২২ । (৩) ধর্মের
অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শাস্তি
হইতে ক্ষেম জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-
১ম-৭ ; বায়ু-১০ ; ব্রহ্মাণ্ড-১০ ; পদ্ম-
সৃষ্টি-৩ ; মার্ক-৫০ । (৪) ভরত বংশীয়
উগ্রাবধের তনয় ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র
সুনীথ, সুনীথের পুত্র নৃপঞ্জয় । মৎ-
৪৯ । (৫) উত্তম যজ্ঞস্তরের দেবতা
সত্যের একজন অমুচর । বায়ু-৬২ ।
অধিপ দেখ । (৬) পাণ্ডব পক্ষীয় নরপতি
ক্ষেম কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য হস্তে
নিহত হন । মহাভা-দ্রো-২১ । (৭)
দ্বাদশজন অজিত দেবগণের অন্যতম
ক্ষেম । বায়ু-৬৭ । (৮) মেধাতিথির
অন্যতম পুত্র । অগ্নি-১১৯ । আনন্দ
দেখ ।

ক্ষেমক—(১) কঙ্কপের অন্যতমা পত্নী

দক্ষের কন্যা কঙ্ক হইতে যে সকল
নাগ জন্মগ্রহণ করেন, ক্ষেমক তাঁহাদের
অন্যতম ছিলেন । মহাভা-আদি-৩৫ ।
(২) কঙ্কের অমুচর ক্ষেমক রাগস
বারানদী পুরীকে জনশূন্য করিয়াছিল ।
অবশেষে বারানদীর অধিপতি অলর্ক
তাঁহাকে বধ করেন । হরি-হরি-২৯ । (৩)
পাণ্ডব বংশীয় নরপতি দণ্ডপানির পুত্র
নিমি, নিমির পুত্র ক্ষেমক । ব্রাহ্মণ ও
ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক দেবর্ষি গণ কর্তৃক
আদিত পাণ্ডববংশ কলিযুগে ক্ষেমক
পযাশ্ত ছিল । ভাগ-৯৯-২২ ; বিষ্ণু-
৪র্থ-২১ । (৪) স্বারভূব মনুবংশীর
প্রিয়ত্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি
প্রক্ষ দ্বীপের রাজা ছিলেন । তাঁহার
শাস্ত্রভর, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ,
শিখ, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র
ছিল । তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই
একটা বর্ষ খ্যাত আছে । লি-৪৬ ।
(৫) স্বারভূব মনুবংশীর শতাজ্ঞতের
অন্যতম পুত্র বিশ্বজ্যোতি । বিশ্বজ্যোতি
ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ক্ষেমক
নামে এক মহাতেজস্বী পুত্র লাভ
করেন । কুশ্ম-পূ-৩৯ । (৬) পাণ্ডব
বংশীয় দণ্ডপানির পুত্র নিরামিত্র এবং
নিরামিত্রের পুত্র ক্ষেমক । মৎ-১২ ।
অলর্ক দেখ । (৭) প্রক্ষদ্বীপের অধিপতি
মেধাতিথির অন্যতম পুত্র ক্ষেমক ।
তিনি স্বীয় নামীয় ক্ষেমক বর্ষের অধিপতি
ছিলেন । বিষ্ণু-২৪-৪ ।

ক্ষেমকীৰ্ত্তি—মহাবীর ক্ষেমকীৰ্ত্তি কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাতাক্ষির হস্তে নিহত হন। মহাভা-শলা-২১।

ক্ষেমঙ্কর—কুলিন্দাধিপতির তনয় ক্ষেমঙ্কর একজন মহাবীর ছিলেন। তিনি সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্ততম সেনাপতি ছিলেন। দ্রোপদী হরণ কালে তিনি জয়দ্রথের সঙ্গে ছিলেন এবং যুদ্ধে অৰ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২, ৬২, ৭০।

ক্ষেমঙ্করী—(১) দ্বৈতী ক্ষেমঙ্করী মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উ-৭২। (২) সৌরাষ্ট্র দেশের অধিপতি রৈবতকের পত্নী ক্ষেমঙ্করী ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২৫। (৩) ক্ষেমঙ্করী আনন্ড দেশের রাজা প্রভঞ্জনের পত্নী প্রিয়ংবদা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষেমঙ্করী গর্ভে ক্ষেমজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-নাগ-১১৬।

ক্ষেমজিৎ—মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমজিৎ চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎ-২৭২।

ক্ষেমদর্শী—কোশলদেশের রাজা ক্ষেমদর্শী দুষ্ট মন্দমতি অমাত্যগণ কর্তৃক লাঞ্চিত হইতে ছিলেন। মহর্ষি কালকবক্ষীর কোশল ক্রমে তাঁহাকে মন্দমতি অমাত্যদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৭২।

ক্ষেমধরা—(১) রুদ্রমেরু সাবর্ণির অন্যতম পুত্র ক্ষেমধরা ছিল। হরি-হরি-৭।

(২) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধরা, ক্ষেমধরার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অহীনশু। হরি-হরি-১৫; বিষ্ণু-৪র্থ-৪; কঙ্কি-৩য় ৪; শিব-ধর্ম-৬১; পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ক্ষেমধর্ম—মগধের শিশুনাগ বংশীয় হৃতীর ভূপতি ক্ষেমধর্ম কাকবর্ণের পুত্র ও শিশুনাগের পৌত্র ছিলেন। ক্ষেমধর্মার পুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ। ভাগ-১২ঙ্-১। ক্ষেমধর্মার পুত্র ক্ষত্রোজা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

ক্ষেমধামা—মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমধামা ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎ-২৭২।

ক্ষেমাধি—জনক বংশীয় চিত্ররথের পুত্র ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, সমরথের তনয় সত্যরথ। ভাগ-৯ঙ্-১৩।

ক্ষেমধূর্ত্তি—(১) নরপতি ক্ষেমধূর্ত্তি ও তাঁহার ভ্রাতা বৃহত্ত কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৬। (২) পরে কেকয়রাজ বৃহৎক্ষেত্র ক্ষেমধূর্ত্তিকে শানিত ভল্লাভ দ্বারা বিনাশ করেন। মহাভা-দ্রোণ-১০৭। (৩) কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমের পদাবাহে গতাবু হন। মহাভা-কর্ণ-১৩।

কমবর্ষা—মগধের শিশুনাগ বংশীয় রাজা শকবর্ণ ষটত্রিংশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া গতায়ু হইলে ক্ষেমবর্ষা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিংশবর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে অজাতশত্রু রাজা হন। বায়ু-৯৯।

ক্ষেমবান্—বিবিধাশ্রির পুত্র মহাকবি ও অর্ক। অর্কের পত্নী ইষ্টি হইতে অভিমানী, রক্ষোহা, যতিহুং, সুরভি, বসুমান, নাদ, হর্যাস্থ, রুদ্রবান্, "প্রবর্ণা ও ক্ষেমবান্ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫১।

ক্ষেমবাহ—দেবানুর বুদ্ধে সাবা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিং, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন। পর্তুত সকল দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্ষেমবাহ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬।

ক্ষেমমূর্ত্তি—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের মধ্যে ক্ষেমমূর্ত্তি অন্যতম ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

ক্ষেমলা—কুশ, কুৎস, বৎস ও ভরদ্বাজ বংশীয়দের কুলদেবী, ক্ষেমলা, কর্মলা ও ধারভট্টারিকা। স্বল্প-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩৯।

ক্ষমা—(১) অঙ্গরা ক্ষমা অর্জুনের জন্ম লাভের পরে আসিয়া নৃত্য করিয়া ছিল। মহাভা-আদি-১২৩। (২) কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও মক্ষের কন্যা মুনির গর্ভজাতা অন্যতমা

মোনেয় অঙ্গরা। হরি-হরি-২১৮।

মোনেয় অঙ্গরা দেখ। অঙ্গরা ক্ষেমা অর্জুনের জন্মের পরে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

(৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

ক্ষেমাদিত্য—প্রভাস ক্ষেত্রে ক্ষেমাদিত্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব সর্বক্ষেমাহঁ দিক্খিতাগী হয়। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-৩১৬।

ক্ষমাধি—জনকবংশীয় ভূপতি চিত্রবর্ষের পুত্র ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যবর্ষ। ভাগ-৯৯-১৩।
ক্ষমানন্দবর—উত্তম মনুষ্যন্তরে ক্ষেমানন্দবর অন্যতম যজ্ঞকারী দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষমারি—জনকবংশীয় নরপতি সঞ্জয়ের পুত্র ক্ষেমারি, ক্ষেমারির পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র মীনবর্ষ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ অনেনা দেখ।

ক্ষমাধ—জনকবংশীয় নরপতি সঞ্জয়ের পুত্র ক্ষেমাধ, ক্ষেমাধের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাধ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

ক্ষমি—নরপতি ক্ষেমি অতিশয় সময় নিপুণ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্রোণাচাৰ্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩।

ক্ষমেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বল্প-কাশী-উত্ত ৭৭।

ক্ষেমা—(১) পুরুষাংশীর বিখ্যাত নরপতি উগ্রারুধের পুত্র ক্ষেমা। ক্ষেমোর তনয় সুবীর, সুবীরের তনয় নৃপঞ্জর, নৃপঞ্জরের তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২) কানীীর ধান্মিক নরপতি সুনীথের পুত্র ক্ষেমা, ক্ষেমোর পুত্র কেতুমান। কেতুমানের তনয় সুকেতু। হরি-হরি-২২। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি শুচির পুত্র ক্ষেমা, ক্ষেমোর তনয় সুব্রত, সুব্রতের তনয় ধর্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩।

কৈশী—পরশুর বংশীয় মহাবি কৈশী একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরশুর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০৯।

ক্ষৌণী—পৃথিবীর অন্য নাম ক্ষৌণীদেবী। শ্রীমহাভা-৬৮।

ক্ষেলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণকে সৃষ্টি করেন, ক্ষেলা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭২।

খ

খখোদ্ধাদিত্য—কালীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্বন্দ-কালী-পৃ-৪৬। দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

খগ—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম খগ। মহাভা উদ-১৭২। সূর্য্যের এক নাম খগ। স্বন্দ-কালী-পৃ-৯।

খগণ—অযোধ্যাপতি রামের বংশধর রজনাতের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধুত, বিধুতের তনয় হিরণ্যনাভ। কঙ্কি-৩৪-৪।
খগম—মহাবি খগমের শাপে সহস্র পাদমুনি ডুগুত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১।

খগা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতম স্ত্রী খগা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইলেন। মার্ক-১০৪।

খচারী—দেবসেনাপতি কান্তিকেরের অনানাম। মহাভা-বন-২৩০।

খজন—দ্বারকাতীর্থের ক্ষেত্রপাল খজন একজন পূজনীয় দেবতা। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

খজনক—খজনক নামে এক দৈত্য ছিল। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৬, ২০।

খঞ্জরিট—খঞ্জরিট নামে এক পক্ষী সৌকর তীর্থে দেহতাগ করিয়া এক সমৃদ্ধিশালী বৈশ্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। বরা-১৩৮।

খটখটি—একটি মাতৃকা। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি দেবসেনাপতি কান্তিককে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কু-৩০।

খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গ—(১) সগরবংশীয় নরপতি বিশ্বসহের পুত্র খট্টাঙ্গ, দিলীপ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সম্রাট ছিলেন এবং দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করেন। দেবতারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে

চাহিলে, তিনি স্বীয় পরমায়ু কত জানিতে চান। দেবতারা তাঁহার পরমায়ু মুহূর্ত্ত মাত্র বলিলে, তিনি সমুদ্র কাৰ্য্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক আনন্দিত মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। খট্টাঙ্গের পুত্র দীৰ্ঘবাহ। ভাগ-২৫-১; ২৫-২। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অংশুমানের পুত্র দিলীপ। (অনানাম খট্টাঙ্গ) খট্টাঙ্গের তনয় ভগীরথ। হরি-হরি-১৫। (৩) ত্রীকৈটবের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি খট্টাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫। অসিত দেখ। (৪) বিশ্বমহতের জ্যৈষ্ঠ যশোদা হইতে খট্টাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭৩। (৫) ঐড়বিড়ের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গের তনয় দীৰ্ঘবাহ। কঙ্কি-৩৫-৩। বিশ্বসহ দেখ। বায়ু-৮৮। বিশ্বমহৎ দেখ।

খট্টাঙ্গেশ্বর—একবার কাশীতে স্বন্দেব খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া খট্টাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ তথায় অবস্থিত হন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৯৭।

খড়্গা—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্যা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পৰ্ব্বত সমুদ্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া-ছিলেন খড়্গা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

খড়্গাবাহ—শুর্ভের মণ্ডলের সৌরাষ্ট্র নগরীয় রাজা। তিনি গীতার বোড়শ অধ্যায় পাঠ দ্বারা মদমত্ত হস্তীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পদ্ম-উক্ত-১২০।

খড়্গারোমা—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উক্ত-৭। অস্বস্ত্য দেখ।

খণ্ড—(১) দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র জন্ত। জন্তের জন্তাত্ত; দক্ষ, শত-হৃন্দুভি ও খণ্ড নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-৬৭। (২) দেবযক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথুরা-১২। দেবযক্ষ দেখ।

খণ্ডখণ্ডা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অশ্বচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খণ্ডখণ্ডা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খণ্ডপরশু—মহাদেবের এক নাম। স্বন্দ-কাশী-পূ-৩২।

খণ্ডপানি—পাণ্ডুবংশীয় অহীনরের পুত্র খণ্ডপানি, খণ্ডপানির তনয় নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় ক্ষেমক। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। অহীনর দেখ।

খণ্ডশীলা—হাটকেশ্বর তীর্থে খণ্ডশীলা নামে এক দেবী আছেন। তাঁহাকে অর্চনা করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্বন্দ-নাগ-১৩৩।

খণ্ডেশ্বর—(১) ত্রেতাযুগে ভদ্রাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ কাম্বজী মহাকালবনে একশিবলিঙ্গের পূজা করিয়া তাঁহার অনেক জন্মচরিত

খণ্ডত্রয় সমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।
সেইজন্য উক্ত শিবলিঙ্গ খণ্ডেখর নামে
খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৩১।

খন—অসুর খন বিষ্ণুর বিরোধী ছিলেন।
হরি-হরি-৪১।

খনিজ—বৈবস্বত মহাবংশীয় নরপতি
প্রমিতির তনয় খনিজ, খনিজের তনয়
চাকুষ, চাকুষের অপত্য বিবংশতি।
ভাগ-২৫-২।

খনিনেত্র, খনীনেত্র—(১) বৈবস্বত মহা-
বংশীয় ভূপতি বিবংশতির তনয় রম্ভ,
রম্ভের তনয় খনীনেত্র, খনীনেত্রের
অপত্য করকম। ভাগ-২৫-২। (২)
মহাবংশীয় বিবংশের তনয় খনিনেত্র,
খনিনেত্রের তনয় অতিবিভূতি,
অতিবিভূতির তনয় করকম। বিষ্ণু-৪র্থ-
১। অবিবংশ দেখ।

খন্ডবাহু—বলরামের অন্যতম তনয়।
বায়ু-২৬।

খর—(১) লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের
মাসীর তনয়। ইহার অপর ভ্রাতার নাম
দুষণ। শূৰ্পনখার রক্ষার জন্য খর ও
দুষণ রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতি হইয়া
জনহানে বাস করিত। রামা-অযোধ্যা-
১১৬। (২) শূৰ্পনখা লক্ষণ কর্তৃক নাসা
কর্ণ ছিন্না হইয়া স্বীয় ভ্রাতা খরকে
সমুদয় জ্ঞাপন করিলে তিনি ভগিনীর
দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া প্রতিকার
মানসে স্বীয় ভ্রাতা দুষণ ও ত্রিশিরা
প্রভৃতি সেনাপতিগণ সহ রামের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ দুষণ,

শ্রেনগামী, পৃথুশ্রাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম,
দুর্জয়, পরবীরাক্ষ, পুরুষ, কালিকামুখ,
মেঘমাণী, বরাহ, ব্রধিরাসন, স্থলাক্ষ,
মহাকপাল, প্রমাধি, ত্রিশিরা প্রমুখ
সেনাপতিগণসহ নিহত হন। পরে খর
স্বয়ং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রাম হস্তে
নিহত হন। এই ভীষণ যুদ্ধের বিবরণ
প্রদান করিবার জন্য একমাত্র জীবিত
অকম্পন নামা বীর, লঙ্কার গমন করেন
এবং রাবণকে সকল বিষয় জ্ঞাপন
করেন। খরের পুত্র মকরাক্ষ লঙ্কা
সময়ে রামের বাণে খমাণয়ের অতিথি
হন। রামা-আরণ্য ১৯, ৩০; লঙ্কা-
৭৮, ৭৯। (৩) বিশ্রবা মূনির অন্ততমা
পত্নী ও মালাবাণের কন্যা পুষ্পোৎকটার
মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন
পুত্র ও কুন্তীনগী নামী এক কন্যা জন্মে।
ভাগ-২৫-১০। (৪) পুষ্পোৎকটা
হইতে মহোদর, প্রহস্ত, খর, মহাপার্শ্ব
নামে চারি পুত্র ও কুন্তীনগী নামী এক
কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কুর্শ্ব-পু-১৯।
(৫) ব্রহ্মার পত্নী সুরভী হইতে নিশাতি,
শঙ্কু, খর, অপরাঞ্জিত মৃগবাধ্য,
কপর্দী, দহন, অহিত্রধ, কপোলী,
পিঙ্গল ও সেনানী এই একাদশ রুদ্র
জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭২; বায়ু-
৫০। (৬) রাক্ষসী রাকা হইতে মহাবি
বিশ্রবার ঔরসে খর ও শূৰ্পনখা জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-বন-২৭৩; অগ্নি-৭;
শ্রীমহা-৩৮; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

খরকর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের মধ্যে খরকর্ণী অন্যতমা
ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ ।

খরজজ্বা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের মধ্যে খরজজ্বা অন্যতমা
ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ ।

খরবাক্—অত্রিংশীয় মহর্ষি খরবাক্
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তঁাহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্ধাল
এই তিনটা আর্যেয় প্রবর । মৎ-১৯৮ ।
খরযুগী—পার্বতীর শরীর সজ্জতা
মহাশক্তি খরযুগী, দুর্গ অমুরের বহু
সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন । স্কন্দ-
কাশী-উত্ত-৭২ ।

খররোমা—একজন নাগরাজ । শিব-
ধর্ম-৫৪ ।

খরস্বন—দ্বারকা তীরের দক্ষিণদিক রক্ষক
একজন দ্বারপাল । স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭ ।

খরী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের মধ্যে খরী অন্যতমা ছিলেন ।
মহাভা-শল্য-৪৭ ।

খর্ষ—যযাতি বংশীয় নরপতি উশীনরের
শিবি, নৃগ, নর, ক্রমি ও খর্ষ নামে পাঁচ
পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ । উশীনর দেখ ।

খর্ষবিনায়ক—কাশীতে খর্ষ বিনায়ক
নামে একজন গণপতি আছেন । স্কন্দ-
কাশী-উত্ত-৫৭ ।

খল—একজন রুদ্রদেব । অগ্নি-৮৫ ।

খলদা পুরুবংশীয় নরপতি সুবাহুর পুত্র
রৌদ্রাশ্ব । রৌদ্রাশ্বের স্ত্রী অম্পরা
মিশ্রকেশীর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা
ও মহর্ষি প্রভাকরের অন্যতমা স্ত্রী ।
হরি-হরি-৩১ । ঋচ্যু দেখ ।

খলপাল—যযাতি বংশীয় বলির অন্যতম
পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের তনয় খলপাল,
খলপালের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র
ধর্ম্মরথ । ভাগ-৯স্ক-২৩ ।

খলান—নরপতি ভদ্রাশ্বের স্ত্রীতাচী অম্পরা
হইতে খলা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে ।
তঁাহারা মহর্ষি প্রভাকের পত্নী ছিলেন ।
বাণু-৭০ । ভদ্রাশ্ব দেখ ।

খলী—একবার দেবগণ মানস সরোবর
তীরে যজ্ঞাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন ।
সেই সময়ে খলীনামক পর্কতাকার
দানব সকল সেই যজ্ঞের যাজ্ঞিকদিগকে
বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া মহর্ষি
বশিষ্ঠের শরণাগত হইলেন । বশিষ্ঠের
শাপে দানবগণ বিনষ্ট হইল, এবং সেই
স্থান অত্যাপি খলিল নামে প্রসিদ্ধ
রহিয়াছে । মহাভা-অমুশা-১৫৫ ।

খলীমৈত্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিবিশ্বেশের
পঞ্চদশ পুত্রের অন্যতম খলীমৈত্র ।
খলীমৈত্র তাহার ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত
করিয়া সমুদয় রাজ্য অধিকার করেন ।
প্রজ্জারা এই অত্যাচারী রাজাকে
সিংহাসন চ্যুত করিয়া তঁাহার পুত্র

সুবর্জাকে রাজ্য প্রদান করেন। মহাভা-
আখ্যে-৪।

খলায়ন—পরশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
ঋষিরা নানা শ্রেনীতে বিভক্ত ছিলেন।
মহর্ষি খল্যাধন, বার্ষাধন, তৈলয়মুখপ,
ও তাণ্ডি এই পাঁচজন ধর্ম পরশর নামে
খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরশর,
শক্তি, বশিষ্ঠ, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর।
মৎ-২০১।

খশা—(১) কশাপের অন্যতম পত্নী ও
দক্ষের কন্যা খশা হইতে যক্ষ, রাক্ষস
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১-ম-২১।
কশপ ও দক্ষ দেখ। (২) বিলোহিত, বিকল
চতুর্ভুজ, চতুস্পদ, বিমূর্দ্ধা, বিধাগতি,
সর্ভাক্ষকেশ, স্থলাঙ্গ, তুঙ্গনাস, সহোদর,
স্থলার্শ্ব, মহাহনু, মহাকর্ণ, মুঞ্জকেশ,
মনোরথ, হস্তোষ্ঠি, দীর্ঘজন্ম, অশ্বদংষ্ট্র,
জটাক্ষ, রক্তজিহ্ব, স্থলাশ্র, দীর্ঘনাসিক,
শুভ্রক, শিতিকর্ণ, মহানন্দ, মহামুখ,
ত্রির্দীর্ঘ, ত্রিপাদ, ত্রিহস্ত, কৃষ্ণলোচন,
উর্দ্ধকেশ, হরিৎশ্রঙ্গ, দৃঢ়, শিলাসংহন,
ব্রহ্মকায়, সুবাহু, মহাকায়, মহাবল,
আকর্ণ, দারিতান্ত্র, লম্বজ, স্থলনাসিক,
স্থলোষ্ঠ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, শঙ্কুর্কণ,
পিজল, জটিল, পিজলোদ্ধনয়ন,
মহাকর্ণ, মহোরস্ক, কটীহীন, কৃশোদয়,
লোহিতগ্রীব, নখী, লালাবি, কুথন,
ভীম, সুমালী, মধু, বিশ্বজিহ্বিত,
বিদ্যাজিহ্ব, মাতঙ্গ, ধৃত্রিত, চক্রাক্ষ,
সুন্দর, বয়, কপিলোম, প্রহাসক,

ক্রীড়, চক্রাক্ষ, পরশুনাভ, নিশাচর,
ত্রিশিরা, শতদংষ্ট্র, তুণ্ডকেশ, রাক্ষস,
যক্ষ, অকম্পন, চর্ম্মমুখ, শিলীমুখ প্রভৃতি
এবং উৎকোচা, আলম্বা, নিম্বতা,
কৃষ্ণা, কপিলা, শিবা ও কেশিনী খসার
এই সাত কন্যা। বায়ু-৬৯।

খস্ম—হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকাকে
বিপ্রচিতি বিবাহ করেন। সিংহিকা
হইতে বিপ্রচিতির সিংহিকেশ্য নামধেয়
রাহু, শলা, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইলুল,
খস্ম, আজিক, নরক, শুক, কাশনাভ,
পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র
জন্মে। হরি-হরি-৩। পদ্ম-স্মৃতি-৬;
বিষ্ণু-১ম-২১। অজ্রক ও কাশনাভ
দেখ।

খাণ্ডিক—জনৈক ঋষি। স্বন্দ-মাহে-
অরু-উ-৩।

খাণ্ডব—মহর্ষি খাণ্ডব একজন ভৃগুবংশীয়
গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের
ভৃগু, ব্রহ্মাখ, ও দিবোদাস এই তিনটি
আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১২৫।

খাণ্ডিক্য—জনকবংশীয় ভূপতি মিতধ্বজের
পুত্র খাণ্ডিক্য। তিনি কশ্যপ তত্ত্বজ্ঞ
ছিলেন। আপন পিতৃব্য পুত্র কেশীধ্বজের
ভয়ে তিনি অরণ্যে পলায়ন করেন।
ভাগ-৯৯-১৩।

খালিয়, খালীয়—মহর্ষি শাকলোর অন্ততম
শিষ্য। বায়ু-৬০; ব্রহ্মাণ্ড-৬৬। শাকল্য
দেখ।

খিলিখিলি— বিখ্যামিত্র বংশীয় মহর্ষি খিলিখিলি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর বিখ্যামিত্র, অবিদ্যা ও খিলিখিলি। মৎ-১৯৮।

খুরকর্তরীখর—কাশীস্থিত খুরকর্তরীখর শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে গোলকধামে বাস হয়। স্বন্দ-কাশী-উ-৬১।

খেচর—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭।

খেটকরা—সর্বপাপ বিমোচনা নদী বিশেষ। স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী স্রবমা, মধুগিন্ধা, ক্ষান্তি, দহদহা, ফেটকরা, সন্তানিকা, বিকলা, ক্রমুকা, বরবাসিনী, জলেধরী ও কুকুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

খেটা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, খেটা তাঁহাদের অন্যতম। ছিলেন। মৎ-১৭৯।

খেল—বৈদিকযুগে খেল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জীয় নাম ছিল বিশ্ণুলা। একবার অশুরদের সহিত যুদ্ধে বিশ্ণুলার একখানা পা একবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। খেলের পুরোহিত অগস্ত্যের স্তুতিতে অশ্বিষয় লঙ্ঘ্য হইয়া বিশ্ণুলার লোহের পা প্রস্তুত করিয়া দেন। ঋগ-১।১১২।
খ্যাতি—(১)মহর্ষি কৰ্দ্ধমের পত্নী দেবহুতি

হইতে খ্যাতি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি ভৃগু খ্যাতিকে বিবাহ করেন। খ্যাতি হইতে খাতা ও বিখাতা নামে দুই পুত্র এবং ত্রী নারী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই ত্রী, বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্রের নাম খ্যাতি। ভাগ-৮ঙ্ক-১। (৩) দক্ষের পত্নী প্রমুতি হইতে শ্রদ্ধা, খ্যাতি প্রভৃতি চব্বিশটা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১। (৪) তামস মনুর অন্যতম পুত্রের নাম খ্যাতি। বিষ্ণু-১ম-৭। (৫) চাক্ষুষ মনুর অন্ততম পুত্র উরু। উরুর মহিষী আশ্বেরী হইতে অঙ্গ, স্রমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। কৃষ্ণ পু-১৪। (৬) সোমবংশীয় নরপতি বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক, কুশিকের তনয় চিত্ররথ। কৃষ্ণ-পু-২৪। (৭) পার্শ্বতীর এক নাম খ্যাতি। বায়ু-২। অপর্বা দেখ। (৮) ষাণ্ডব মনুবংশীয় উরুর জ্যেষ্ঠ আশ্বেরী হইতে অগ্নি, স্রমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে তেজস্বী ছয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪।

খ্যাতেয়—পরশুর বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রপোহয়, বাহময়, খ্যাতেয়, কোভুজাতি ও হর্ষাষি এই পাঁচ জন নীল পরাশর শ্রেণীভুক্ত এবং পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটা তাঁহাদের আর্ষের প্রবর ছিল। মৎ-২০১।

গ

গগণপ্রিয়—অন্যতম অম্বর গগণপ্রিয়
ত্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন। হরি-হরি-৪১।

গগণমূর্খা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ
প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দম্বর গর্ভে
গগণমূর্খা, কুন্তনাত প্রভৃতি একশত
পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮।

(২) অয়ঃশিরা, অয়ঃশঙ্কু, অশ্বশিরা,
গগণমূর্খা ও বেগবান এই পাঁচ মহাবল
পরাক্রান্ত মহামুরকে কয় দেশে জন্মিয়া
অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হইলেন।
মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। অয়ঃশঙ্কু দেখ।

গঙ্গা—(১) গিরিরাজ হিমালয় স্রমের
কন্যা মেনাকে বিবাহ করেন। মেনার
গর্ভে গঙ্গা ও উমা জন্মগ্রহণ করেন।
অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে দেবমেনাপতি
কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। গঙ্গা
কার্তিকেয়কে হিমালয় পার্শ্বে প্রসব
করিয়া পরিত্যাগ করিলে কৃত্তিকাদি
নক্ষত্র তাঁহাকে স্তনা দানাদি দ্বারা
প্রতিপালন করেন। সেই জনা তাঁহার
নাম কার্তিকেয় হয়। রামা-আদি-৩৭।

(২) একদা গঙ্গা সৌমবংশীয় নরপতি
জহ্নুকে পতিরূপে লাভ করিতে
অভিলাষিনী হন। কিন্তু জহ্নু তাহা
ইচ্ছা না করার গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞস্থল
প্রাণিত করেন। সুহোত্র তনয় রাজর্ষি
জহ্নু কোপিত হইয়া তখন গঙ্গাকে
পান করেন। মহাবিগণ অনন্যোপায়
হইয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির

করিয়া দিলেন। তদবধি গঙ্গা জাহ্নবী
নামে খ্যাত হইলেন। হরি-হরি-২৭। (৩)
গঙ্গা বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন এবং
বিষ্ণুরই স্ত্রী। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা
হরির এই তিন ভাৰ্য্যা। এক সময়ে
গঙ্গা বিষ্ণুর অভিলাষিনী হইয়া সহাস্ত
বদনে হরির মুখপানে পুনঃপুনঃ সন্মুখ
দৃষ্টি করিতেছিলেন এবং বিষ্ণুও সেই
সময়ে গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া
আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ হাস্ত
করিয়াছিলেন। সেই ভাব দেখিয়া
লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও সরস্বতীর তাগ
অসহ্য হইল। সেই জন্য সরস্বতী
হরিকে ভৎসনা করিলেন। ইহাতে
গঙ্গাও কুপিতা হইয়া সরস্বতীকে খুব
তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সরস্বতী
অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া, গঙ্গার চুল ধরিতে
গেলেন। লক্ষ্মী উভয়কে নিরস্ত করিলেন
বটে কিন্তু সরস্বতী গঙ্গাকে “নদীৰূপে
পরিণতা হও বলিয়া শাপ দিলেন।”
গঙ্গাও তাহাকে “নদীৰূপে পরিণতা
হও” বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। ব্রহ্মবৈ-
প্রকৃ-৬। (৪) একদা গঙ্গা সন্ধ্যা হইয়া
কৃষ্ণ মুখ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি
কৃষ্ণের রূপপ্রভাবে মুগ্ধিত প্রায়
হইতেছিলেন। এমন সময়ে রাধিকা
তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদয় দর্শন
করিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া বলিলেন
—“প্রাণেশ! এই রমণী কে? বাহার
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুমিও সন্ধ্যা

হইতেছে। আমি গোলকে থাকিতেই তোমার এই ছবুভতা হইয়াছে! তুমি বার বার এই অসদাচরণ করিতেছ, আর আমি প্রেমে সব ক্ষমা করিতেছি। হে লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভাৰ্য্যা লইয়া গোলক হইতে দূর হও। তাহা না হইলে তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই। বিরজা, শোভা, প্রভা, শাস্তি ও ক্ষমা নারী গোপিকার সহিত তোমার লাম্পট্য ব্যবহারও আমি ক্ষমা করিয়াছি। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এই উক্তি শুনিয়া গঙ্গা সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন। রাধিকা গঙ্গাকে তখন গঙ্গুবে পান করিতে উদ্যত হইলেন। গঙ্গা ইহা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইলেন। এদিকে জলাভাবে সমুদয় বিশ্ব বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণ গঙ্গাকে তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র হইতে বহির্গত করিয়াছিলেন। তদবধি গঙ্গা বিষ্ণুপদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে ব্রহ্মার অমুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধারী মতে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১২, ১৩।

গঙ্গাকেশব—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-পু-৩৩।

গঙ্গাদিতা—কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্বন্দ-কাশী-পু-৪৬।

গঙ্গাধর—মহাদেবের অনানাম। বায়ু-২৫।

গঙ্গাপুত্র—কার্ত্তিকেয়ের অনানাম। শিব-জ্ঞান-১২।

গঙ্গেশ্বর—গঙ্গাদেবী কাশীর আনন্দ কাননে এই গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্বন্দ-কাশী-উ-৯১। শাপগ্রস্তা গঙ্গা মহাকাল বনস্থিত এক শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া শাপমুক্তা হন। তদবধি সেই লিঙ্গ, গঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। স্বন্দ-আব-চতু-৪২।

গঙ্গ—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। ইনি কিস্কিন্দ্যার বাস করিতেন এবং বানরদিগের একজন দলপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অবধনার্থ বহুসহস্র বানর সৈন্যসহ তিনি কিস্কিন্দ্যার উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কিন্দ্যা-২৯; লঙ্কা-২৩। (২) ব্রহ্মা গঙ্গানামক মেঘকে পূর্ব্বদিকে দল সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়াছিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-৪৪। (৩) মহিষাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রির অন্যতম গঙ্গ। সৌর-৪৯। সুগ্রীব সহচর জনৈক বানর। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৯।

গঙ্গকর্ণ—(১) গঙ্গকর্ণ নামক একজন যক্ষ ছিল। মহাভা-সভা-১০। (২) সকলের মঙ্গলকারী গঙ্গকর্ণ গণেশ কাশীর পশ্চিম দিকে অবস্থান করেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭। দানবেন্দ্র গঙ্গকর্ণ পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

গঙ্গবক্তা—গণেশের অনানাম। অগ্নি-৭১।

গঙ্গবক্তা—পার্বতীর শরীর সম্ভূতা

মহাশক্তি । তিনি হুগ অস্ত্রের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-কাশী-উ-৭২ ।

গজবিনায়ক—কাশীস্থিত গজবিনায়ক গণেশের পূজা করিলে বহু সম্পত্তি এমন কি হস্তী পর্য্যন্ত লাভ হয় । স্বন্দ-কাশী-উ-৫৭ ।

গজরাজ—নরপতি গজরাজও তাঁহার সাধবী স্ত্রী সঙ্গতা অতিশয় ধার্মিক ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-বস্তা-১ ।

গজশিরা—দেবাস্ত্রের যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গজশিরা তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

গজবন্ধ—রাবণের একজন চর । রামা-লঙ্কা-৬৪ ।

গজানন—(১) গণেশের অন্য নাম । পদ্ম-উত্ত-১০ ; স্বন্দ-মাহে-কেদা-১১ । (২) শৈলমুতা উমা স্বীয় দেহমল হইতে গীনবন্ধ স্নানকণ চতুর্ভুজ গজাননকে সৃষ্টি করেন । তিনি বিনায়ক নামেও খ্যাত । বাম-৫৪ । গণেশ দেখ ।

গজাননা—চতুর্ভুজ যোগিনীর অন্যতম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৪৫ ।

গজাস্ত্র—(১) দেবাস্ত্রের সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত । গজাস্ত্র একাদশ রুদ্রের অন্ততম কপিল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া

নিহত হয় । মৎ-১৫ । (২) মহিষাস্ত্রের অন্যতম পুত্র । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮ ।

গজেন্দ্রকর্ণ—মহাদেবের অন্য নাম । মহাভা-শাস্তি-২৮৫ ।

গজোদর—দেবাস্ত্রের যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গজোদর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

গণ—(১) গণ নামে ক্রুদ্ধ অত্যাচার এক দানব ছিল । তাহা হইতে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ভুতলে জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৭ । (২) মহর্ষি গণ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ, ও নিধুব এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৯ ।

গণকর্ত্তাম—মহাদেবের অন্যান্য নাম । মহাভা-অমুশা-১৭ ।

গণক্ৰীড়—গণেশের অন্তনাম । অগ্নি-৭৭ ।

গণনাথ—গণেশের অন্ত নাম । স্বন্দ-নাগ-২১৪ ।

গণনায়ক—গণেশের অন্তনাম । অগ্নি-৭১ ।

গণনায়িকা—ভদ্রকালীর অন্ত নাম । বায়ু-৯ ।

গণপতি—গণেশের অন্তনাম । অগ্নি-৭১ । মহাদেবেরও অন্তনাম । মহাভা-অমুশা-১৭ । গণেশ দেখ ।

গণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কলাগদারিনী
মাতৃগণের অল্পতমা গণা ছিলেন। মহাভা-
শল্য-৪৭ ।

গণাধিপ—গণেশের অল্পনাম। অগ্নি-৭১ ।

গণাধ্যক্ষ—মহাদেবের তনয় গণেশের এক
নাম গণাধ্যক্ষ। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১১ ।

গণাধিকা—যুষ্টির ষষ্টকরে পার্শ্বতীদেবী
গণাধিকা নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-৭ ।

গণিত—শ্রদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে
গণিত অল্পতম ছিলেন। মহাভা-
অমুশা-১১ ।

গণেশ—মহাদেব পার্শ্বতীকে বিবাহ
করিবার পরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত
হইল, কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্তান
জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে পার্শ্বতী
অতিশয় বিষন্ন হইলেন। তখন মহাদেব
পার্শ্বতীকে পুণ্যক ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া
বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পরামর্শ প্রদান
করেন। তদনুশারে তিনি বিষ্ণুর
আরাধনা করিয়া পুত্রবর প্রাপ্ত হন এবং
যথাকালে পার্শ্বতী হইতে গণেশের জন্ম
হয়। মহাদেবের এই পুত্রকে দেধিবার
জন্ত, সকল দেবতাই আগমন করিলেন।
সেই সঙ্গে শনিও আসিয়াছিলেন। শনি
ও ধমে গণেশকে দেখিতে ইচ্ছা করেন
নাই কিন্তু মহাদেব ও পার্শ্বতীর নিতান্ত
অনুরোধে গণেশের প্রতি যেই দৃষ্টিপাত
করিলেন, তখনই তাঁহার মস্তক দেহ

হইতে বিচ্যূত হইল। তদর্শনে পার্শ্বতী
রোদন করিতে করিতে মুচ্ছিতা হইলেন।
বিষ্ণু এই সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত
হইলেন। তিনি গণেশের মুণ্ড আহারার্থ
ব্রমণ করিতে করিতে পুষ্পভদ্রা নদীর
তীরে বন মধ্যে শয়নে হস্তিনীর সহিত
এক স্তম্ভ গজেশ্বকে দেখিতে পাইলেন।
তখন তাঁহার মস্তক স্পর্শন চক্রে কর্তন
করিয়া আনয়নপূর্বক গণেশের স্বন্দে
যোজনা করিলেন। কস্তুরের শাপে
গণেশের মস্তক ছেদ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেব-
গণেশ-১২। একবার পরশুরাম শিব ও
পার্শ্বতীর দর্শনাভিলাষী হইয়া কৈলাসে
গমন করেন। সেই সময় শিব ও পার্শ্বতী
গণেশকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া
বিহার করিতেছিলেন; স্তরায়
পরশুরামের অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বার মোচন
করিলেন না। এইজন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরামের
সহিত গণেশের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই
যুদ্ধে পরশুরাম পরশুর আঘাতে গণেশের
একটী দস্ত ভগ্ন করিয়া দেন। তদবধি
গণেশ একদস্ত নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মদেব-
গণেশ-৪৩। গণেশের স্ত্রীর নাম পুষ্টি।
ব্রহ্মদেব-প্রকৃ-১। একবার তুলসী
গণেশকে পতিক্রমে পাইতে ইচ্ছা করিয়া
ছিলেন। কিন্তু গণেশ অসম্মত হন।
সেইজন্ত তুলসী গণেশকে শাপ দেন যে
“তুমি দ্বার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে”।
গণেশও তাঁহাকে প্রতিশাপ দেন যে
“তুমি অনুরাক্তা হইবে”। তদবধি

তুলসী পত্র গণেশ পূজায় আর ব্যবহার্য্য নহে। ব্রহ্মবৈ। (৪) একদা মহাদেবের মনের মধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর মূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু আকাশের কোনও মূর্ত্তি দেখিতেছি না কেন? এই ভাবিয়া তিনি হস্ত করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক তেজস্বী কুমার তাঁহার চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন। ঐ কুমার রুদ্রদেবের সমুদয় গুণসম্পন্ন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব সদৃশ ছিলেন। তিনি আবির্ভূত হইবা মাত্র তাঁহার সৌন্দর্য্যো, অবয়বে ও রূপে দেবগণ মুগ্ধ হইলেন। উমাদেবীও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাদেব অতিমাত্র ক্রূপিত হইয়া সেই কুমারকে শাপ দিলেন যে “তোমার মুখ হাতীর মুখের মত হওক, উদর লম্বিত হওক ও সর্প তোমার উপবীত হওক”। এই সময়ে মহাদেবের শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল এবং তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতে নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন হইল। তখন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“প্রভো! শূলপাণে! আপনার মুখ হইতে উৎপন্ন কুমার এই বিনায়ক গণের নেতা হউন। বিনায়কগণ তাঁহার অনুচর হউক এবং আকাশ মধ্যে অবস্থান করুক”। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন মহাদেব সেই মুখনিহত কুমারকে সন্ধান করিয়া কহিলেন “বৎস! তুমি আমার তনয় হইলে, তোমার নাম বিনায়ক, বিষকর, গজানন, ভবাম্বুজ ও গণেশ হইল। এই বিনায়কগণ তোমার অনুচর হইল। তুমি সকলের আগে পূজা পাইবে”। তৎপর দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং দেবী গৌরী তাঁহাকে পুত্রস্বৈ পরিগৃহীত করিলেন। বরা-২২, ২৩। (৫) শৈলমুতা উমা স্বীয় দেহমগ্ন হইতে পীনবক্ষ, মূলঙ্গণ, চতুর্ভুজ ও গজাননকে সৃষ্টি করেন। তিনি বিনায়ক নামেও খ্যাত। বাম-৫৪।

গণেশ্বর—(১) বিষ্ণুর অগ্র নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯। ত্রিপুর বিনাশের জন্য গণাধ্যক্ষ গণেশ্বর মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫। (২) গণেশ্বর কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। কাশী-৯৭।

গণ্ড—দেবযক্ষের অগ্রতম পুত্র। গর্গ-মথুরা-১২। দেবযক্ষ ও অথগু দেখ।

গণ্ডকণ্ডু—গণ্ডকণ্ডু নামক কুবেরের এক বক্ষ অনুচর ছিল। মহাভা-সভা-১০।

গণ্ডকী—(১) বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া গণ্ডকী তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বরা-১৪৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে গণ্ডকী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গণ্ডাপ্রাস্তরতি—দুঃসহের অন্যতম পুত্র ও যমের দোহিত্র। মার্ক-৫১। দুঃসহ দেখ।

গণ্ডা—পশুসখ নামক এক শূদ্রের স্ত্রীর নাম গণ্ডা ছিল। তাঁহারা উভয়ে দেবী অরুন্ধতী ও সপ্ত ঋষিদের পরিচর্যা করিত। মহাভা-অনুশা-৯৩।

গণ্ডি—মহর্ষি মার্কণ্ড ও গণ্ডি, পুত্র, পৌত্র, শিষ্য ও বান্ধবগণের সহিত ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

গণ্ডুয়া—বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্র শক্রয়। শক্রয়ের স্ত্রী গণ্ডুয়া শত পুত্র প্রসব করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

গণ্ডুৰ—যজুবংশীয় দেবমীচুণের পুত্র শূর, শূর হইতে ভোজ বংশীয়া মহিষীর গর্ভে গণ্ডুৰ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৪। অনাধুষ্টি দেখ। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

গতায়া—পুরুষবার অন্যতম পুত্র। বার-৯১। পুরুষবা ও অনাবহ দেখ।

গতি—মহর্ষি কৰ্দ্দমের পত্নী দেবহুতি হইতে গতি জন্মগ্রহণ করেন। তাপস শ্রেষ্ঠ পুলহ গতিকে বিবাহ করেন। গতি হইতে কশ্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়াস ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৩ঙ্ক-২৪।

গতিতালি . দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্কত সমুদ্রয় দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ

প্রেরণ করিয়াছিলেন গতিতালী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬।

গতিভাস—ধুম্র অশুরশুক্রাচার্যের মন্ত্রণায় শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মভবন অধিকার করিতে মনস্থ করেন। দেবগণ ইহাতে ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বামনরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে ধুম্রর যজ্ঞস্থলের নিকট দিয়া বাইতৌছিলেন। যজ্ঞার্থ সমাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিলে, তিনি এই বলিয়া আশ্ব পরিচয় দেন যে, প্রভাস নানক বরুণ গোত্রীয় সর্পশাশ্বত এক ব্রাহ্মণের নেত্রভাস ও গতিভাস নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ নেত্রভাস কনিষ্ঠ গতিভাসকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। তিনি সেই গতিভাস। ধুম্র দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ধুম্র তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলে, তিনি বিরাট ত্রিবিক্রমরূপ ধারণপূর্বক তাঁহাকে ছলনা করেন। অবশেষে তাঁহাকে এক গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহা বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন। বাম-৭৮।

গতিসত্তম—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গদ—(১) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দশ পত্নীর অন্যতমা সুনন্দা হইতে বৃকদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। অরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিলে, গদ অরাসন্ধ পক্ষীয় চৌদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গদ দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনন্দার কন্যা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রাবতী হইতে চন্দ্রপ্রভ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (২) ত্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী বৃহতী হইতে গদ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৯১। (৩) শম্বর অশুরের অন্যতম পুত্র গদ ত্রীকৃষ্ণের তনয় প্রহ্লাদ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬০। (৪) ত্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে চারুদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১ম-১৪। (৫) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিনী হইতে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্শদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩ঙ্ক-১। (৬) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী দেবরাজিতার গর্ভে গদ প্রভৃতি নয়টা পুত্র জন্মে। ভাগ-৩ঙ্ক-১। (৭) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী ভদ্রা হইতে উপনিধি, গদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

গদবর্দ্ধা—যদুবংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র। বায়ু-৯০। শূর দেখ।

গদধর—বিষ্ণুর অন্ত্যনাম। মহাভা-মুখশা-১৪৯।

গদায়ন—কণ্ডপবংশীয় মহর্ষি গদায়ন একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের কণ্ডপ, বৎসর ও নিধুব এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গদগদ—জনৈক বানর দলপতি। ইহার পুত্র জাম্ববান ও ধুম্র। রামা-লঙ্কা-৩০। গদগদনিধি—পার্বতীর অন্ততমা সখী। স্বন্দ-কালী-পূ-৪৭।

গদানেশ্বর—(১) অবন্তী খণ্ডে গদানেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে সর্কসিদ্ধি লাভ হয়। স্বন্দ-আব-অব-২৩। গন্ধ- (১) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, মন্দাকিনী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর গন্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) দেবাসুর সংগ্রামে ভদ্রবাহু, মহাবাহু, সুগন্ধ, গন্ধ, ভোরিক, বল্লিক ও ভীম নামক সপ্ত অসুর সেনানী অগ্নি কর্তৃক দগ্ধ হইয়া গতায়ু হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

গন্ধকালী—(১) পুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর স্ত্রী ও বাসুদেবের জননী সত্যবতীর এক নাম গন্ধকালী ছিল। হরি-হরি-৩০; স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৬। (২) দেববালা বিশেষ। বরা ২১৪।

গন্ধবতী—রাজা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর অন্ত্যনাম গন্ধবতী ছিল। মহাভা-আদি।

গন্ধবারা—পার্বতীর অন্ততমা সখী। স্বন্দ-কালী-পূ-৪৭।

গন্ধবাহু—গন্ধমাদন পর্কতে গন্ধবাহু নামে হরিভক্তি নিরত তপস্বী শ্রেষ্ঠ এক

গন্ধৰ্বপতি বাস করিতেন। তাঁহার বহুদেব, সুরহোজ, সুরার্থ ও সুরদর্শন নামে পত্নম বৈষ্ণব চারি পুত্র ছিল। ষোষ্ঠী দুর্কাসার নিকট যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং দেহান্তে কৃষ্ণপারিষদ হইয়াছিলেন। অপর ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে সুরহোজ বকাশুরূপে, সুরদর্শন প্রলম্বরূপে এবং সুরার্থ কেলীরূপে, দানব যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬।

গন্ধমাদ—যযাতিবংশীয় ঋক্বেদের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯৯-২৪। অকুরূ দেখ।

গন্ধমাদন—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চ-পুত্রের অন্যতম। রামা-লঙ্কা-৩০। তিনি সুর্য্যবীর আশ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ গীতার অরেশনার্থ কিস্কিন্দ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (২) বানর বিশেষ। কুবেরের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (৩) একজন রাক্ষসপতি। মহাভা-সভা-১০। (৪) একজন বানর দলপতি। ভাগ-৯৯-১০; অশ্বি ১০।

গন্ধমোজ—যদুবংশীয় ঋক্বেদের স্ত্রী গান্ধিনী হইতে, অকুরূ, গন্ধমোজ প্রভৃতি জন্মে। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

গন্ধর্ক—(১) আচার্য্য মায়ন গন্ধর্ক অর্থ সূর্য্য করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গন্ধর্কগণের স্ত্রী অঙ্গরা কল্পিত হইয়াছে। ঋগ-৯। ৮৩। ৪; ১০। ১০। ৪। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ,

শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় গন্ধর্ক। ঋক্-মাহে-কুমা-৩৯। শতশৃঙ্গ দেখ। (৩) কণ্ডপ পত্নী কঙ্কর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

গন্ধর্কগণ—কণ্ডপের অন্যতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা অরিষ্টা হইতে গন্ধর্কগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।

গন্ধর্কগ্রহ—গন্ধর্কের আবেশ বশতঃ যে সহসা উদ্ভূত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্কগ্রহ। মহাভা-বন-২২৮।

গন্ধর্কসেনা—ঘনবাহন নামক গন্ধর্কের কন্যা গন্ধর্কসেনা অতিশয় রূপবতী ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ভিতা ছিলেন। সেইজন্য এক গণনারকের শাপে তিনি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্তা হন। পরে মহর্ষি গোপুঙ্গের পরামর্শে প্রভাগ্নিত সোমেশ্বর ঋষির আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। ঋক্-প্রভা-প্রভা-২৪, ২৫।

গন্ধর্কী—কণ্ডপের কন্যা সুরভী, রোহিণী ও গন্ধর্কী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে রোহিণীর গর্ভে গো সকল ও গন্ধর্কীর গর্ভে অশ্ব সমুদয় জন্মলাভ করে। রামা-আরণ্য-১৪।

গন্ধার—যযাতিবংশীয় নরপতি শরবানের পুত্র গন্ধার। এই গন্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশ প্রখ্যাত। তাঁহার অধিকার ভূক্ত আরব্ধদেশীয় অশ্ব সকল, অশ্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ। গান্ধারের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র দ্রুত, দ্রুতের তনয় বিদ্রু। মৎ-৪৮।

গন্ধিক—ঋগ্জিরাবংশীয় মহর্ষি গন্ধিক:

একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অক্লিরা, বৃহস্পতি ও ভরষাজ এই তিনটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

গবয়—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্ততম। রামা-সঙ্ক-৪, ২৬, ৬৩। তিনি সুর্য্যবীর আত্মানে বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অধ্বষণার্থ কিস্কিন্দ্যার উপস্থিত হন। রামা-কিস্কি-৩৩। (২) পিতামহ ব্রহ্মা গবয় নামক মেঘকে দক্ষিণদিকে ষট্ সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করেন। ঋক্স-আব-চতু-৪৪। (৩) যুগরাজ গবয় যুগমন্দার অগভা। বায়ু-৬৯।

গবয়গ—মহর্ষি গবয়গের পুত্রের নাম সঞ্জয়। সঞ্জয় জন্মাক্ষ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে রাজ্যের সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিতেন। ভাগ-১২-১৩।

গবাক্স—বৈবস্বতের পঞ্চ পুত্রের অন্ততম কিস্কিন্দ্যা নিবাসী জনৈক বানর দলপতি। সুর্য্যবীর আত্মানে সীতার অধ্বষণার্থ বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ তিনি কিস্কিন্দ্যার উপস্থিত হন। রামা-কিস্কি-৩৩। অসিলোম দেখ।

গবিষ্ট—(১) হিরণ্যকশিপু দানবের অন্ততম অমুচর গবিষ্ট। মৎ-১৬১, ১২২। (২) কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্ততম দানব। বায়ু-৬৮। দম্ব দেখ। (৩) অন্ধিরস দেবগণের অন্ততম গবিষ্ট। মৎ-১২৬। অন্ধিরস দেবগণ ও আত্মা দেখ।

গবিষ্টির—(১) অজিৎবংশীয় মহর্ষি গবিষ্টির ঋষিদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫:১১। (২) তিনি একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অজি, গবিষ্টির, পূর্বাতিথি এই তিনটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৭।

গবেক্ষণ—চন্দ্রবংশীয় রাজা চিত্রক হইতে গবেক্ষণ প্রভৃতি জন্মে। 'লিঙ্গ-৬৯। অরিষ্টনেমী দেখ।

গবেষণ—(১) যজুবংশীয় ঋক্বেদের ভ্রাতা চিত্রকের অন্যতম পুত্র। কৃষ্ণ পু-২৪। অশ্বগ্রীব দেখ। (২) অক্রুরের অন্ততমা পত্নী অশ্বিনী হইতে গবেষণ সূর্য্যগ্রহ প্রভৃতি জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পূর্বজ সপ্ত পুত্র ব্যাভীত মদন ও গবেষণ নামে আরও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গবেষণের পুত্র ভূরী ও ভূরীজ্ঞসেন। মৎ-৪৬। (৪) বসুদেবের অন্ততমা স্ত্রী ঋতদেবী হইতে গবেষণ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বায়ু-২৬।

গবেষ্ট—মহর্ষি কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির অন্ততমা কন্যা দম্বর হইতে গবেষ্ট প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।

গবেষ্ট, গবেষ্টী—(১) প্রজ্ঞাদের অন্ততম পুত্র গবেষ্টী, গবেষ্টীর তনয় শুভ ও নিশুভ। শুভের তনয় ধম্বক ও অসিলোম। ঋক্স-প্রভা-প্রভা-১২। (২) গবেষ্টীর তনয়

শুভ, নিশুভ, বিষকসেন । বায়ু-৬৭ ।
(২) কশাপের অন্ততমা পত্নী দম্বু হইতে
গবেষ্টী প্রভৃতির জন্ম হয় । বায়ু-৬৮ ।
গভস্তনেমী—বিষ্ণুর অন্তনাম । মহাভা-
অমুশা-১৭২ ।

গভস্তিমান্—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি
ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের তনয়
গভস্তিমান্ প্রভৃতি । স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৩৯ । শতশৃঙ্গ দেখ ।

গভস্তিমালী—সূর্য্যের একনাম ।
সৌর-৩৩ ।

গভস্তীশ—কালীতে মার্কণ্ডেয় মুনি
গভস্তীশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা
করিয়াছিলেন । স্বন্দ-কালী-পু-৩৩ ।

গভস্তীশ্বর—সূর্য্য যে শিবলিঙ্গকে
পদ্মকান্তি গবস্তিমালী দ্বারা পূজা করিয়া
ছিলেন । তাঁহার নাম গভস্তীশ্বর ।
স্বন্দ-কালী-পু-৪২ ।

গভাস্তিহস্ত—সূর্য্যের এক নাম । স্বন্দ-
কালী-পু-৯ ।

গভিগ—একজন মহর্ষি । তাঁহার প্রণীত
গৃহ্যসূত্র অতি প্রসিদ্ধ । স্বন্দ-আব-
রেবা-৬০ ।

গভীর—উরু, গভীর, ব্রহ্ম, প্রভৃতি ভৌত
মহুর পুত্র ছিলেন । বিষ্ণু-৩য়-২ ;
মার্ক-১০০ ।

গভীর—চতুর্দশ মহু ইন্দ্রসাবণির
উরু, গভীর, ব্রহ্ম, প্রভৃতি পুত্র ছিল ।
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ । (২) পুরুষবার বংশীয়
রত্নসের পুত্র গভীর । গভীরের পুত্র

অক্রিয়, অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ ।
ভাগ-২ঙ্ক-১৭ ।

গভীরা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের
মিলিত দৃষ্টি হইতে প্রাদুর্ভূতা বৈষ্ণবী
মূর্ত্তির অন্ততমা সহচরী । বরা-৯২ ।
মহিষাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
মহাদেবের সংমিলিত দৃষ্টি হইতে ত্রিকলা
নামী দেবীর উৎপত্তি হয় । তাঁহাদের
অমুরোধে তিনি আবার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী
ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন ।
তন্মধ্যে বৈষ্ণবী মন্দির পৰ্ব্বতে বহুকাল
তপস্যা করেন । ইহাতে তাঁহার মন
কুণ্ঠিত হইলে কয়েকটা অমুপম সৌন্দর্য্য-
শালিনী কন্যার আবির্ভাব হয় । বৈষ্ণবী
মন্দির পৰ্ব্বতেই তাঁহাদের বাসস্থান
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন । সেই কন্যাদের
মধ্যে গভীরা অন্ততমা ছিলেন ।
বরা-৯২ । বৈষ্ণবী দেখ ।

গয়—(১) বশস্বী গয়, গয়া প্রদেশে যজ্ঞে
প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃপ্ৰীতির উদ্দেশ্যে
গাথা গান করিয়াছিলেন । যেহেতু পুত্র
পিতাকে পুরামক নরক হইতে পরিত্রাণ
এবং ইষ্ট ও পূৰ্ত্তকার্য্য দ্বারা পিতাকে
স্বর্গলোকে প্রেরণ করেন, সেই হেতু
তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে । রামা-
অযোধ্যা-১০৭ । (২) মহুবংশীয় নরপতি
উরুর পত্নী আয়েয়ী হইতে অঙ্গ, সূমনস
স্বাতি, জেতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে
মহাপ্রভাবশালী ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । ঙ্গি-১৮ ; হরি-হরি-২ । (৩)

ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের স্নহোত্র স্নহোত্রা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২। (৪) নরপতি হবির্দ্বানের পত্নী ও অগ্নির কন্যা ধীষণা হইতে প্রাচীনবর্ষিষ, গুরু, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামক ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৫) প্রথম মেরুসাবণির ঋষ্টকর্তৃ, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিহাস, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় এই নয় জন অপত্য ছিল। হরি-হরি-৭। (৬) মনুবংশীয় নরপতি স্নহাস হইতে উৎকল, গয়, বিনতাস্ব ও ঐলজন্মগ্রহণ করেন। গয়ের অধিকারে গয়াপুরী ছিল। হরি-হরি-১০। (৭) ক্রবের বংশীয় উষ্মকের পুত্র গয়। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৮) নরপতি হবির্দ্বানের পত্নী হবির্দ্বানী হইতে বর্ষিষদ, গুরু, কৃষ্ণ, সত্য, গয় ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৯) মনুবংশীয় নরপতি নক্তের পত্নী ঋতি হইতে রাজষি গয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে স্বয়ং বিষ্ণু “ভৃগু হইলাম” বলিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গায়ন্ত্রী হইতে চিত্ররথ, স্নগতি, অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; অগ্নি-১০৭; বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (১০) অমর্ত্যরয়ার পুত্র গয় একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হতাশনের

নিকট হইতে এই বয়স লাভ করেন যে, অনবরত দান করিলেও তাঁহার ধনক্ষয় হইবে না। মহাভা-শান্তি-১৯, ২৩৪। (১১) হিমাগয়ের নিকটস্থ মহামেঘ নামক স্থানে গয় নরপতি শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অমর গণের অজ্ঞেয় হইয়াছিলেন। বাম-৭৬। (১২) জনৈক বানর দলপতি। স্ত্রীবেশে আত্মানে তিনি বহু সহস্র বানর দৈত্যসহ গীতার অব্ধেবনার্থ কিস্কিন্দায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (১৩) অজির অন্ততম পুত্র গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১০। (১৪) প্লুতির তনয় মহাবি গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবের আরাধনা করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৩৩। (১৫) প্রহ্লাদ প্রদেশে গয় নামক এক মহাদৈত্য ছিল। তাঁহার অত্যাচারে লোক সকল অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া ভগবতী পার্বতীর শরণাপন্ন হয়। পার্বতী সেই অমরকে বিনাশ করিলে, তৎপ্রদেশস্থ গয়গ্রাড গ্রাম নিবাসী লোকেরা গয়গ্রাডা নাম্নী দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার্কনায় প্রবৃত্ত হন। স্বন্দ-মাহে কুমা-৬৫। (১৬) রাজা সন্যাসের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র ছিল। এই তিন জন ধার্মিক নরপতি দক্ষিণাংশের অধিপতি

ছিলেন। ভাগ-৯৯-১। (১৭) সত্বেয়ের
তনয় উৎকল, গয় ও বিনতাখ। শিব-
ধর্ম-৬০। (১৮) জহ্নুর বংশীয় অজপের
পুত্র বলাকাখ, বলাকাখের পুত্র গয়,
শীল ও কুশ এই তিন জন। বায়ু-৯১।

গয়ত্রাড়া—প্রস্থান প্রদেশে গয় নামক
মহাদৈত্য অতিশয় অত্যাচারী ছিল।
ভগবতী পার্বতী দেবী তাঁহাকে বিনাশ
করেন। সেই দেশের গয়ত্রাড়া গ্রাম
নিবাসী লোকেরা গয়ত্রাড়া নামী ভগতীর
এক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্ত্তনা
প্রচলিত করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

গয়শির—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনা-
পতি পদে বৃত হইলে গয়শির তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর মকরাককে
প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গয়াধীশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-কাশী-উ-৯৭।

গয়াসুর—গয়াতীরে গদাধর পদাবাতে
গয়াসুরকে নিপাতিত করেন। স্বন্দ-
আব-অব-৫৯। ব্রহ্মা গয়াসুরের মন্তকে
শিলা স্থাপন করিয়া, সেই শিলাব উপরে
যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বায়ু-১০৫।

গরিষ্ঠ—ত্রিভুবন বিখ্যাত গরিষ্ঠ নামে
মহাবল পরাক্রান্ত অসুর নরলোকে
জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমসেন নামে বিখ্যাত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

গরীষ্ঠ—কশ্চপের অগ্রতম পন্নী ও দক্ষের
কন্যা দম্বু হইতে গরীষ্ঠ প্রভৃতি দানবের
জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫।

গরুড়—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার
অগ্রতমাত্মা, মহর্ষি কশ্চপের অষ্ট পন্নীর
একতরা ছিলেন। তাম্রার লোক বিখ্যাত
শুকী প্রভৃতি পাঁচটা কন্যা জন্মে। শুকীর
কন্যা নতা; নতা আবার বিনতা
নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই
বিনতারই অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র
জন্মে। অরুণের ভাৰ্য্যা শ্বেনী এবং পুত্র
জটায়ু ও সম্পাতি। রামা-লঙ্কা-৩৮।

(২) দক্ষের অগ্রতম কন্যা ও কশ্চপের
পন্নী বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় জন্ম
গ্রহণ করেন। অগ্নি-১৯; মহাভা-
আদি-১৬। (৩) বৈরোচন দৈত্য একবার
দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রীর দিবাক্ষপ ধারণ
পূর্বক, বিষ্ণু যখন সাগর সলিলে প্রমুগ্ধ
ছিলেন, তখন তাঁহার মুকুট হরণ করেন।

গরুড় বৈরোচনকে পরাস্ত করিয়া সেই
মুকুট পুনর্বার আনয়ন করেন। হরি-
হরি-৯৭। (৪) ত্রীকৃষ্ণের অগ্রতম স্ত্রী
বোধীষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রবোধী,
কাপালী ও গরুড় নামে চারি পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (৫)
তাক্ষের ওরসে ও তাঁহার অগ্রতম পন্নী
দক্ষের কন্যা বিনতার গর্ভে গরুড় ও
অরুণের জন্ম হয়। ভাগ-৬৯-৬। (৬)

একবার গরুড় কালিন্দী হৃদের একটা
মংস্ত ভক্ষণ করিতে উদ্ভূত হইলে, সৌভরী
ঋষি তাঁহাকে নিষেধ করেন। গরুড়
তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি এই
শাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর গরুড়

এই হুদে প্রবেশ করিয়া কোন ও অগ্নির
প্রাণসংহার করিলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে
পতিত হইবেন। পূর্বে এই প্রকার
নির্দিষ্ট হইয়াছিল যে, গরুড়ের উদ্দেশে
মাসে মাসে নাগগণ বনস্পতি মূলে বলি
প্রদান করিবে। কালীয় নাগ বলি
প্রদানে অসম্মত হইলে, গরুড় তাঁহাকে
আক্রমণ করেন। কালীয় নাগ ভয়
পাইয়া কালিন্দী হুদে আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া রক্ষা পায়। ভাগ-১০ঙ্ক-১৭। (৭)
কশ্যপের অন্ততমা পত্নী বিনতা হইতে
অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র ও মৌমিনী
নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-
৬৩। (৮) মহাদেবের বরে গরুড় বিষ্ণুর
বাহন হইয়াছিলেন। কুর্শ-পূ-১৬, ১৮,
৪৩। (৯) বায়ু গরুড় নামে বিখ্যাত হইয়া
বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিলেন। বরা-৩১।
(১০) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি
পদে বৃত্ত হইলে গরুড় তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বীয় তনয় ময়ুরকে প্রদান
করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (১১) পক্ষীরাজ
গরুড় অরিষ্টনেমীর পুত্র। গরুড়ের
পুত্র সম্প্রতি। মার্ক-২। (১২) গরুড়ের
পত্নী ভাসী, ক্রোধী, শুকী, ধৃতরাষ্ট্রী ও
ভদ্রা এই পাঁচজন ছিলেন। বায়ু-৬৯।
দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা
হইতে অরিষ্টনেমী, তার্ক, অনুরু, গরুড়,
অরুণ ও আকুণি এই ছয় জনের জন্ম হয়।
কালিকা-৩৪। একবার গরুড়ের সহিত
কালীয় নাগের বিবাদ হয়। কালীয়

গরুড়ের ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন।
বিষ্ণু তাঁহাকে যমুনা হুদে আশ্রয় লইতে
বলেন। কারণ মহর্ষি সৌভরীর শাপে
গরুড়ের যমুনা হুদে প্রবেশ নিষেধ ছিল।
সুতরাং কালীয় যমুনা হুদে আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গর্গ-বৃন্দা-১৪।

গরুড়কেশব—কালীতে গরুড়কেশব
নামক বিষ্ণুমূর্তি আছে। স্বন্দ-কালী
উ-৫৮।

গরুঅতী—হর্গ অসুরের সহিত যুদ্ধে,
মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অত্যন্ত
মহাশক্তি। তিনি বহু দানব সৈন্য বধ
করিয়াছিলেন। স্বন্দ-কালী উ-৭২।

গরুঅহৃদয়া—অরুকাশুরের সহিত সমরে
বিষ্ণুর গাত্র হইতে ঝাঞ্ঝিংশং মাতৃকা
সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অজিতা,
সুস্বহৃদয়া, বুদ্ধা, বেশাশ্বদংশনা, নৃসিংহ
ভৈরবা, বিধা, গরুঅহৃদয়া ও জয়া এই
অষ্ট মাতৃকা ভবমানিনীর অমুচরী বলিয়া
বিদিতা। মৎ-১৭৯।

গরুডধ্বজ—বিষ্ণুর অন্তনাম। মহাভা-
শান্তি ৪৩।

গর্গ—(১) ভরতবংশীয় নরপতি বিতথের
সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল
নামে পাঁচ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২।

(২) মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি
রাজর্ষি প্রস্তোক, দিবোদাস প্রভৃতির
নিকট প্রচুর সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রভৃতি
পাইয়াছিলেন। ঋগ ৬। ৪৭। ২৪। (৩)

যযাতিবংশীয় মনুর তনয় বৃহৎকত্র, জয়, মহাবীৰ্য্য, নর এবং গর্গ এই পাঁচ জন । তন্মধ্যে গর্গের তনয় শিনি; শিনির পুত্র গার্গ্য । ভাগ-২২-২১ । মহর্ষি গর্গ বহুবংশীয়দের পুরোহিত ছিলেন । তিনি অতি সংগোপনে, কংসের ভয়ে ঐক্কক ও বলরামের নামাকরণ করেন । ভাগ-১০-২-৮ । গর্গ মূনির অক্রুর নামে এক পুত্র ছিল । এই অক্রুরকে জনমেজয় রাজা হত্যা করিয়াছিলেন । লি-৬৬ ।

(৪) বরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে নকুলীশনামে একজন শিবাবতার সূমেরু গুহায় অবতীর্ণ হন । এই সময়ে কুলিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরব্য নামে বেদপারগ, উর্দ্ধরেতা নকুলীশের চারি পুত্র ছিল । লি-২৪ । (৫) বরাহ কল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হন । সেই সময়ে তাঁহার পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অন্ধিরা নামে চারি পুত্র জন্মে । লি-২৪ ।

(৬) ভরতবংশীয় ভুবনম্ভার অস্ততম পুত্র গর্গ । গর্গের পুত্র বিদ্বান্ শিবি । শিবির বংশধরেরা শৈবা ও গার্গ্য এই উভয় নামে খ্যাত । ইহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি । মৎ-৪২ ।

গর্গশিরা—কশ্চপ ঋষির অস্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দম্ব হইতে গর্গশিরা বৃক, ইরা প্রভৃতি শতপুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩ ।

গর্গেশ্বর—কাশীস্থিত গর্গেশ্বর লিঙ্গ মহর্ষি গর্গ কর্তৃক স্থাপিত । স্বন-কাশী-পু ১১ ।

গর্গভ—বৃন্দাবনে ধেনুক ও গর্গভ নামে

ছই অম্বর বাস করিতেন । ঐক্কক তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসিদ্ধ তালবন নিরুপদ্রব করেন । অশ্ব-১২ ।

গর্গভাক্ষ—নরপতি বলির শত পুত্রের মধ্যে গর্গভাক্ষ অস্ততম ছিলেন । হরি-হরি-৩ । বায়ু-৬৭ ।

গর্গভি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অস্ততম গর্গভি ছিলেন । মহাভা-অমুশা-৪ ।

গর্গভী—অন্ধকাসুরের সহিত সমরে অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, গর্গভী তাঁহাদের অস্ততমা ছিলেন । মৎ-১৭২ ।

গর্গভীমুখ—কশ্চপবংশীয় মহর্ষি গর্গভীমুখ গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্চপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯২ ।

গর্গ—দক্ষ প্রজাপতির অস্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী পুষ্টি হইতে গর্গ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৪-২-১ ।

গর্ভ—(১) যযাতির অস্ততম পুত্র তুর্কসু, এই তুর্কসু হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে গোভাসু, গোভাসু হইতে ত্রিসারি ত্রিসারি হইতে করকম, করকম হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৮ । (২) বরাহ কল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, গর্ভ তাঁহাদের অস্ততমের শিষ্য ছিলেন । লি-২৪ ।

গর্ভধারী—মহাদেবের অস্তনাম । মহাভা-অমুশা-১৭ ।

গর্ভভক্ষা—কাসীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর
অন্ততমা । স্বন্দ-কাসী-পৃ-৪৫ ।

গর্ভশিরা—কল্পপের অন্ততমা পত্নী ও
দক্ষের কন্তা দহু হইতে গর্ভশিরা,
অরৌমুখ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে । মৎ-৬ ।

গর্ভহা—দুঃসহের অন্ততম পুত্র ও যমের
দৌহিত্র । গর্ভহার পুত্র নিম্ন ও কন্তা
মোহিনী । মার্ক-৫১ ।

গহন—বিষ্ণুর অন্তনাম । মহাভা-
অমুশা-১৪২ ।

গহন—বিষ্ণুর অন্তনাম । মহাভা-
অমুশা-১৪২ ।

গাওঁ—ইক্ষাকুবংশীয় ভূমহার চারি পুত্রের
অন্ততম । বায়ু-২২ । ভূমহা দেখ ।

গাওঁ—যক্ষপতি বিক্রান্তের অন্ততম পুত্র ।
বায়ু-৬২ । অশেষ ও বিক্রান্ত দেখ ।

গাওঁয়ন—দাশরথি রাম ধর্ম্মারণ্যে যজ্ঞ
সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত
করিয়াছিলেন, মহর্ষি গাওঁয়ন তাঁহাদের
অন্ততম ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫ ।

গাওঁয়—(১) কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর
প্রথম স্ত্রী গাওঁর গর্ভে তীয় জন্মগ্রহণ
করেন । সেই জন্ত তাঁহার একনাম
হয় গাওঁয় । মহাভা-শান্তি-৫১ । (২)
একদা শঙ্কর পত্নী পার্শ্বতী গন্ধাতেলোৎসর্জন
করিয়া মলাপসারনার্থ চূর্ণক (বেশম)
ঘারা গাত্রোৎসর্জন করেন । পরে গাওঁ
হইতে সেই চূর্ণপট্ট ঘারা একটা গজানন
পুত্রণ নির্মান করিয়া ক্রীড়া করিতে
করিতে তাঁহাকে গজাজলে নিক্ষেপ

করিলেন । সেই পুত্রলতা জাহ্নবীতে
পতিত হইয়া অবিলম্বে বৃহদাকার ধারণ-
পূরক যেন জগৎ আপূরণোদ্ভূত হইল ।
তখন দেবী পার্শ্বতী তাঁহাকে “পুত্র”
বলিয়া সোধোধন করেন । গজাদেবী ও
তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করিলেন ।
তদবধি সেই গজানন গাওঁয়ের নামে
খ্যাত হইলেন । পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে
গণাধিপত্য প্রদান করিলেন । মৎ-১৫৪ ।

(৩) দাশরথি রাম ধর্ম্মারণ্যে যজ্ঞ সম্পাদ-
নার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া-
ছিলেন, মহর্ষি গাওঁয়ের তাঁহাদের অন্ততম
ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৪ । (৪) দক্ষ-
সেনাপতি কার্তিকেয়ের অন্ত নাম
গাওঁয় । স্বন্দ-আব-অব-৩৪ ।

গাওঁদধী—মহর্ষি গাওঁদধী একজন
অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন গোত্র প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি
ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর ।
মৎ-১২৬ ।

গাওঁীর—যযাতিবংশীয় বরুণের পুত্র গাওঁীর
গাওঁীরের তনয় গাওঁার । অগ্নি-২৭৭ ।

গাওঁাসন—মহর্ষি গাওঁাসন একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২ ।

গাওঁু—অত্রির অপত্য মহর্ষি গাওঁু একজন
বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-৫।৩২।১ ।

গাওঁ—মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্ততম তনয় ।
বিষ্ণু-১ম-১০ । অনব্ দেখ ।

গাওঁগুপ্ত—ক্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় । হরি-
১৬০ । লক্ষণ দেখ ।

গাত্রবতী—ঐকৃষ্ণের অন্ততম স্ত্রী লক্ষণ।
হইতে গাত্রপুত্র, গাত্রবান্ ও গাত্রবিন্দ
নামে তিন তনয় এবং গাত্রবতী নামী
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-
হরি-১৬০। অপরাজিত দেখ।

গাত্রবান্—ঐকৃষ্ণের অন্যতম তনয়।
হরি-হরি-১৬০। লক্ষণা দেখ।

গাত্রবিন্দ—ঐকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-
হরি-১৬০। লক্ষণা দেখ।

গাত্রা—উপমহ্যুর সগোত্রদিগের গোত্র-
দেবী গাত্রা এবং তাঁহাদের প্রবর বশিষ্ঠ,
ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২১।

গাত্রোৎসর্গ—প্রভাস ক্ষেত্রে গাত্রোৎসর্গ
নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। এই স্থানে
ধীমান্ বলদেব ও অপরাপর মহাভাগ
ষাদবগণ প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-প্রভা-
প্রভা-২২৩।

গাথী—(১) মহর্ষি কুশিকের পুত্র গাথী
ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
ঋগ-৩।১৯।২১। (২) অঙ্গিরাস বংশোৎপন্ন
মহর্ষি গাথী একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। মৎ-১২৬।

গাধি, গাধী—(১) রাজা কুশের পুত্র ও
কুশনাভের পৌত্র। এই গাধিরই তনয়
বিশ্বামিত্র। গাধির সত্যবতী নামে এক
কন্যাও ছিল। মহর্ষি ঋচীকের সহিত
সত্যবতীর বিবাহ হয়। রামা-আদি-৩৪।
(২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশিকের ঔরসে
ও নরপতি পুরুকুৎসের কন্যার গর্ভে গাধি
জন্মগ্রহণ করেন। গাধির বিশ্বামিত্র,

বিশ্বরথ, বিশ্বকুৎ ও বিশ্বজিৎ নামে চারি
তনয় এবং সত্যবতী নামী এক কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (৩)
সোমবংশীয় নরপতি কুশাশ্বর অপত্য
গাধি। গাধির কন্যা সত্যবতী।
মহর্ষি ঋচীক সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী
হইলে গাধি কন্যার শুদ্ধ স্বরূপ
চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট এক
দিকের কর্ণ শ্রামবর্ণ এইরূপ সঙ্কল্প অশ্ব
প্রার্থনা করিলেন। ঋচীক বরুণদেবের
জ্ঞতি করিয়া সঙ্কল্প অশ্ব লাভ করেন।
এবং তাহা গাধিকে প্রদানপূর্বক
সত্যবতীকে বিবাহ করেন। মহাভা-
আদি-১৭৫। (৫) চন্দ্রবংশীয় নরপতি
কুশের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্ব ইন্দ্র
তুলা পুত্রাভিলাষী হইয়া ঘোরতর
তপস্তা করেন। সেইজন্য স্বয়ং ইন্দ্র
তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহার নাম হইল গাধি। গাধির তনয়
বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী। সত্য-
বতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন।
বিষ্ণু-৪র্থ-২০।

গানচিহ্নহরা—পার্বতীর অন্যতম সখী।
স্কন্দ কাণ্ডী পু ৪৭।

গান্ধবী—একটা গন্ধর্ব্ব ছুহিতা। বায়ু-৬৯।

গান্ধার—(১) কুরুবংশীয় নরপতি সেতুর
পুত্র অঙ্গার, অঙ্গারের তনয় গান্ধার।
এই গান্ধারের নামানুসারেই গান্ধার
দেশে খ্যাত হইয়াছে। হরি-হরি-৩২।
(২) যযাতিবংশীয় সেতুর তনয় আরক,

আরকের তনয় গান্ধার, গান্ধারের তনয় ধর্ম, ধর্মের তনয় ধৃত ছিল। ভাগ-৯৯ ২৩। (৩) যযাতি বংশীয় সেতুর তনয় আরবান, আরবানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম, ধর্মের তনয় ধৃত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।

গান্ধারকায়ণ—অগস্ত্য বংশীয় মহর্ষি গান্ধারকায়ণ একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, শৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০২।

গান্ধারী—(১) যযাতির অন্ততম পুত্র বহু। যদুর অন্ততম পুত্র ক্রোষ্ঠা। এই ক্রোষ্ঠার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারী অনমিত্রকে এবং মাদ্রী বৃধাজিৎ ও দেবমীচুষকে প্রসব করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; হরি-হরি-৩৪। (২) গান্ধার দেশের অধিপতি স্ববলের গান্ধারী নামে এক কন্তা ও শকুনি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ হয়। গান্ধারীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাসদেব তাঁহাকে “শত পুত্রের জননী হও” বলিয়া বর প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি গর্ভধারণপূর্বক দীর্ঘকাল পরে এক মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। তাহা হইতে দুর্ধ্যোধন প্রভৃতিও হংশলা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১০। পতি

অন্ধ ছিলেন বলিয়া সর্কদা একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তিনি পুত্রদিগকে বিবাদ পরিত্যাগ-পূর্বক পাণ্ডবদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বারবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পুত্রদের বিনাশ হইলে, তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর সহিত বনে গমন করেন এবং তথায় দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সান্ততের অন্যতম পুত্র বৃষ্ণির গান্ধারী ও মাদ্রী নামী দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারীর গর্ভে স্মমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রীর গর্ভে দেবমীচু নামে এক পুত্র জন্মে। লি-৬৯। (৪) বৃষ্ণির স্ত্রী গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী হইতে স্মমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে বৃধাজিৎ, দেবমীচুষ, অহমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। অনমিত্রের তনয় নিম্ন। মৎ-৪৪। (৫) ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম স্ত্রীর নাম ও গান্ধারী ছিল। মৎ-৪৭; অশ্বি-২৭৬। (৬) অজমীড়ের অন্ততম পত্নী গান্ধারী। মহাভা-আদি ৯৫। অজমীড় দেখ। (৭) গান্ধারী গোষ্ঠী প্রভৃতি পার্শ্বতীর সহচরী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। কেশিনী দেখ। (৮) অসৌমজার অন্ততম পুত্র ধৃষ্ট। ধৃষ্টের গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল।

গাঙ্কারী হইতে সুমিত্র ও মাদ্রী হইতে
বৃহাঙ্গিৎ জন্মগ্রহণ করেন । অগ্নি-২৭৫ ।
(১০) কশ্যপের অগ্নতমা পত্নী সুরভী
হইতে রোহিনী ও গাঙ্কারী নামে দুই
কন্যা জন্মে । বায়ু-৬৬ । (১১) কুরুপতি
ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গাঙ্কারী দশমী সংযুক্তা
একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন
বলিয়া, তাঁহার শত পুত্র বিনষ্ট হইয়া-
ছিল । স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৩৩ ।

গাভাসন—মহর্ষি গাভাসন একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
ধর্ম-৯ ।

গাভী—মহর্ষি শবর গাভীকেই দেবীরূপে
কল্পনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা
করিয়াছিলেন । ঋগ-১০।১৬৯।১ ।

গামিনী—কশ্যপের অগ্নতমা পত্নী ও
দক্ষের কন্যা প্রধা হইতে অলম্বুশা,
গামিনী প্রভৃতি অঙ্গরাগণ জন্মগ্রহণ
করেন । কালিকা-৩৫ ।

গায়ত্রী—(১) ষ্ঠেতকল্পে মহাদেব হইতে
ষ্ঠেতবর্ণা গায়ত্রী আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন । লি-২৩ । (২) ব্রহ্মা একদা
জপে নিরত ছিলেন । এমন সময়ে
তাঁহার পবিত্র দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ
স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ প্রোত্ভূত
হইল । এই স্ত্রীরূপাৰ্দ্ধ শতরূপা নামে
বিখ্যাত হইলেন । এই শতরূপাই
সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রাহ্মণী
নামে প্রসিদ্ধা । একদা ব্রহ্মা শতরূপার
রূপে যুদ্ধ হইয়াছিলেন । সেইজন্য

শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মহুর জন্ম হয় ।
মৎ-৩, ৪ । (৩) ব্রহ্মার স্ত্রী গায়ত্রী ও
সরস্বতী । একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা
বাকের প্রতি আসক্ত হন । বাক
ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া হরিণরূপ
পরিগ্রহ করেন । ব্রহ্মাও হরিণরূপ
পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুসরণ
করেন । মহাদেব ইহা জানিতে পারিয়া
তাঁহাকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া বধ করেন ।
ইহাতে অতিমাত্র কাতর হইয়া গায়ত্রী
ও সরস্বতী মহাদেবের শরণাপন্ন হন ।
মহাদেব ব্রহ্মাকে পুনর্জীবিত করিয়া
দেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০ । (৪) একদা
প্রজাপতি দধীচি যজ্ঞন কর্ষে ব্যাপ্ত
হইলে গায়ত্রী দেবী তাঁহাকে কামনা
করেন । তাহাতে সেই দধীচির পুত্ররূপে
স্নিগ্ধবরের সমুৎপত্তি হয় । বায়ু-২১ ।
উনবিংশকল্পে বৈরাজ নামক মহুর
উৎপত্তি হয় । দধীচি এই মহুর পুত্র ।
তিনি ত্রিংশাধিপতি হইলেন । গায়ত্রী
এই ত্রিংশাধিপতি দধীচিকে কামনা
করায়, তৎগর্ভে যজ্ঞেশ্বর জন্মলাভ
করেন । ব্রহ্মাও-২০ । (৫) বেদমাতা
গায়ত্রী সর্গপাপ নাশ করেন । বৃহস্প-
৬ । (৬) সরস্বতী ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পত্নী
ও গায়ত্রী কনিষ্ঠা স্ত্রী । পদ্ম-উত্ত-১১ ।
(৭) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, সোপর্নের
পক্ষীগণ ও নানাদিকঙ্কিত হব্যবাহগণ
বিনতা হইতে উৎপন্ন হন । বায়ু-৬৯ ।
বিনতা দেখ । (৮) একবার ব্রহ্মা এক

যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া সমুদ্র দেবগণকে আমন্ত্রণ করেন। যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইলে সাবিত্রী দেবীকে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি গৃহকাণ্ডে ব্যাপ্তা ছিলেন এবং তাঁহার সখীগণও আসেন নাই। সেই জন্য তিনি আসিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হই। স্বীয় পত্নী সাবিত্রীকে পরিত্যাগপূর্বক গায়ত্রী নাম্নী এক আতীর কন্যাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ কার্য সম্পন্ন করিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৬-১৭। (৯) গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্মক, ত্রিষ্টুপ, অহুষ্টুপ, জগতী ও পংক্তি এই সপ্ত ছন্দই সপ্তাংখ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্বন্দ-মাহে কুমা-৩৮। (১০) বেদজননী গায়ত্রী গান কর্ত্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। স্বন্দ-কাশী-পু-২।

গায়ত্রীম্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী উত্ত-২৭।

গায়ন—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পক্ষত সকল তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, গায়ন তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬। (২) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন।

তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আগ্নিবান, জমদগ্নি ও ওরু। এই পাঁচটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৫।

গায়ন্ত্রী—মহুবংশীয় রাজর্ষি গয়ের পত্নী গায়ন্ত্রী হইতে চিত্ররথ, সুগতি অবিরোধন, নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫ঙ্ক-১৫। অবিরোধন দেখ।

গার্গী—ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অগ্রতম পত্নী ছিলেন। উপনি।

গার্গীয়—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্গীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিচবা, রৈবস ও বৈবস এই চারিটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৫।

গার্গা—(১) পূর্বদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। তাঁহার পিতার নাম অগ্নিরা। তিনি লক্ষ সমরবিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া ছিলেন। রামা-উত্ত-১। (২) একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ স্বীয় পুরোহিত গার্গা দ্বারা রামকে গান্ধার দেশ জয় করিতে অহুরোধ করিয়া পাঠান। তদনুসারে ভরত গান্ধার বিজয়ে প্রেরিত হইয়া উক্ত দেশ জয় করেন। রামা-উত্তরা-১১৩। (৩) সৌর্য্যের পুত্র সৌর্য্যাস্বনী গার্গা, মহর্ষি পিপ্পলাদের অগ্রতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ; ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। প্রশ্ন-উপনি। (৪) গার্গা মূনির কৰ্কশভাষী বালক পুত্রকে নরপতি

কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ বিনাশ করেন । তজ্জন্ত পরীক্ষিৎ মূনি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন । হরি-হরি-৩০ । গার্গ্য যদুবংশীয়দের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার শ্যালক শিথিরায়ন ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত ছিলেন । তাঁহার শ্যালক তাঁহার পুরুষত্ব আছে কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলেন । সেজন্ত তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁর ক্রোধ উপশম হয় । গার্গ্যের ঔরসে ও গোপিকা বংশধারিনী গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে মহাবীর কালযবনের জন্ম হয় । গোপালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, অপুত্রক যবনরাজ অন্তঃপুরে তিনি প্রতিপালিত হন । হরি-হরি-৩৫ । (৫) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্রের নাম ও গার্গ্য ছিল । মহাভা-অনুশা ৪ । (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি শিনির তনয় গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । ভাগ-৯৮-২১ । (৭) বাঙ্গল ঋষি তিনখানি সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় শিষ্য কানারান, গার্গ্য ও কথাজবকে অধ্যয়ন করান । বিষ্ণু-৩৪-৪ । (৮) পুরুবংশীয় নরপতি গার্গ্যের পুত্র শিনি । এই শিনি চইতেই গার্গ্য ও গৈন্য নামে কীর্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু ৪র্থ-১৯ । (৯) একদা মহর্ষি গার্গ্য স্বীয় শ্যালক কর্তৃক যাদবগণ সমক্ষে নপুংসক বলিয়া

উপহসিত হন । সেই জন্ত তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া অভিলষিত বয় লাভ করেন । অপুত্রক যবনরাজের পত্নীতে তিনি কালযবন নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । বিষ্ণু-৫ম-২৩ । (১০) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গার্গ্য একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৬ ।

গার্গ্যহরি—অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গার্গ্যহরি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কতি ও গোরবীতি এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৬ ।

গার্গ্যায়ন—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্গ্যায়ন একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার ভৃগু, চাবন, আগ্নুবান, জমদগ্নি ও ওর্ক এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

গার্দভি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্দভি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার ভৃগু, চাবন, আগ্নুবান, আষ্টিষেণ ও অরুণি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

গাহ'পত্য—অগ্নির তিন পুত্রের অন্যতম । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪০ । অগ্নি দেখ । অগ্নি গৃহের [শরীরের] পতি হইয়া সর্বস্থানে বিদ্যাজমান থাকেন । সেই জন্ত তাঁহার এক নাম গাহ'পত্য । বরা-১৮ ।

গার্হাযন—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্হাযন একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আগ্নীবান্, ওর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গাল—পূর্বকালে গাল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি বিষ্ণু মূর্তি নিষ্কাশন করাইয়া তাঁহার পূজা করিতেন। রাজা ইন্দ্রদ্রায় সেই মূর্তি তথা হইতে গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নীলাচলে স্থাপন করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৬।

গালকি—মহর্ষি বৈশম্পায়নের যজুর্বেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বৈশম্পায়ন দেখ।

গালব—পূর্বাদিকবাসী মহর্ষি বিশেষ। লক্ষা সময় বিজয়ী রামকে অশীর্ষাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়া ছিলেন। রামা-উত্তরা-১। তাঁহারই পরামর্শে মাক্কাতা ও রাবণের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রামা-উত্তর-২৬। সাঙ্কৃতি, গালব, মুদগল প্রভৃতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। বিশ্বামিত্রের স্ত্রী তদীয় ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট সন্তান সকলের ভরণ পোষণের জন্ত গোস্বতের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। এই জন্ত তিনি গালব নামে বিখ্যাত হন। হরি-হরি-১৩। বারানসীর রাজা প্রতর্দনের পুত্র বৎস ও ভার্গ। ভার্গ হইতে ভৃগুভূমি জন্মগ্রহণ

করেন। ভৃগুভূমির পুত্র অঙ্গিরা, অঙ্গিরার পুত্র গালব। হরি-হরি-২৯। মহাযশা যোগাচার্য্য গালব পুরুষবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের সখা ছিলেন। হরি-হরি-২০। সাবণি মন্বন্তরে রাম, ব্যাস, :আত্রেয়, রূপ, অশ্বখামা, কৌশিক, গালব ও কাশ্যপরূপ এই সাতজন ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। বালব্য গোত্র সমুৎপন্ন মহর্ষি গালব নারায়ণ হইতে বর লাভ করিয়া সর্বাণ্ডে বেদের পদ বিভাগ ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব অধ্যয়ন সমাপনান্তে পিতৃগৃহে গমনপূর্বক জননীমুখে স্বীয় জনকের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাদেবের বরে তাঁহার পিতা পুনর্জীবন লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-১৮। মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমদির অগ্রতন শিষ্য বেদমিত্র। বেদমিত্র স্বীয় পঞ্চ শিষ্য মুদগল, গালব, বাৎস, শালীয ও শিশিরকে পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩৭-৪। একবার দৈত্যপাতালকেতু মহর্ষি গালবের তপস্তা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কিছু না করিয়া কেবল উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বর্গ হইতে তাঁহাকে একটা অশ্ব প্রদান করিলেন। মহর্ষি গালব সেই অশ্ব নরপতি ঋতধ্বজকে প্রদান

করেন । ঋতধ্বজ সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া পাতালকেতুকে বিতাড়িত করেন । বাম-৫৯ । সাবর্ণিমহুঃ সময়ে অশ্বখামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও পরশুরাম এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন । মৎ-৯২ । ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গালব একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আপ্পুবান ওর্ষ ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৫ । অশ্বখামা ও অষ্টক দেখ । মহর্ষি গালব বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন । গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে যাইতে বলিলেন । কিন্তু গালব গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ইহাতে বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন— যদি নিতান্তই দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শশধরের স্ত্রায় গুরুবর্ণ, স্ত্রামকবর্ণ অষ্টপদ অশ্ব প্রদান কর । গালব বিশ্বামিত্রের বাক্যে অতিমাত্র বিচলিত হইলেন । দৃষ্টিস্তায় কিছুকাল যাপন করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন । এমন সময়ে বিষ্ণুর বাহন গন্ধৰ্ব্ব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন । গুরুভু তাঁহাকে প্রথমে কাশীস্থর যযাতির নিকট লইয়া যান । যযাতি অশ্ব দিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় কন্তা মাধবীকে তাঁহার হস্তে প্রদান

করিয়া কহিলেন—আমার এই কন্তা চারিটা বংশকর পুত্র উৎপাদনে সমর্থ । ইহাকে অল্প কোন নরপতিকে পুত্র উৎপাদনার্থ প্রদান করিয়া তাঁহার শুদ্ধের বিনিময়ে অশ্ব গ্রহণ করুন । তদনুসারে গালব মাধবীকে লইয়া প্রথমে অযোধ্যাধিপতি হর্ষাশ্বের নিকট গমন করেন । হর্ষাশ্ব মাধবীতে বহুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্তার শুদ্ধস্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করেন । এবং মাধবীকে প্রত্যর্পন করেন । গালব মাধবীকে লইয়া দ্বিতীয়বারে কাশীর রাজা দিবোদাসের নিকট গমন করিলেন । দিবোদাস মাধবীতে প্রতর্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্তার শুদ্ধস্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করিলেন । এবং মাধবীকে গালব হস্তে প্রত্যর্পন করিলেন । গালব মাধবীকে লইয়া তৃতীয় বারে ভোজরাজের নিকট গমন করিলেন । ভোজরাজ উলীন মাধবীতে শিবি নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্তার শুদ্ধস্বরূপ গালবকে দুই শত অশ্ব প্রদান করেন এবং মাধবীকে প্রত্যর্পন করিলেন । অবশেষে গালব গুরুড়ের পরামর্শে এই ছয় শত অশ্ব ও মাধবী বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন । বিশ্বামিত্র মাধবীকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাতে অষ্টক নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া মাধবীকে গালব হস্তে প্রদান করিলেন ।

তিনি মাধবীকে দ্ব্যতিরি নিকট পাঠাইয়া-
ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০৫—১১২।
পুরাকালে গালব নামে একজন বিষ্ণু-
পরায়ন মূনি দক্ষিণাঙ্কিঃ ধর্ম পুষ্করিণীর
তীরে অতি কঠোর তপস্তা করিয়া
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-
সেতু-৩১। মহর্ষি গালব সত্বাদিত্যের
অর্চনা করিয়া বটেশ্বর নামে এক পুত্র
লাভ করিয়াছিলেন। স্বন্দ-নাগ-৫৬।
আপ্য দেখ। বিশ্বামিত্রের অগ্রতম পুত্র
গালব। মহাভা-অশু-৪।

গালবি—অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি
গালবি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কতি
ও গোরবীতি এই তিনটি আর্ষের প্রবর।
মৎ-১২৬।

গালবিদ্—অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি
গালবিদ্ একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি,
ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটি
আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

গালবেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-কালী-উ-৬৫।

গির—বলরামের অগ্রতম পুত্র। বারু-৯৬।
বলরাম দেখ।

গির—ঋক্বেদের অগ্রতম পুত্র ও অক্রুরের
অগ্রতম ভ্রাতা। ভাগ-১০ঙ্-৪৯; বিষ্ণু
৪র্থ-১৩। অক্রুর দেখ।

গিরিক—বলরামের অগ্রতম পুত্র।
বারু-৯৬। বলরাম দেখ।

গিরিকা—(১) কুরুবংশীয় নরপতি
উপরিচরের পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ,
প্রতাগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সন্তম,
নামে ছয় পুত্র এবং সত্যাবতী নামী
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-
হরি-৩২। (২) কোণাহল নামক
এক সচেতন পক্ষীর উরুসে ও
শান্তিনগরী নদীর গর্ভে গিরিকার জন্ম
হয়। চৈদিরাজ্যের অধিপতি বহু
(অন্যান্য উপরিচর বহু) তাঁহাকে

বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৬৩।

(৩) উপরিচর বহুর স্ত্রী গিরিকা হইতে
বৃহদ্রথ, প্রতাপ্রবা, কুশ, চরিত্রবাহন, যদু,
মংস্ত্র ও কালী নামে সাত পুত্র জন্মে।
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা
ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র।
মৎ-৫০।

গিরিক্ষেত্র—যদুবংশীয় নরপতি ঋক্বেদের
অগ্রতম পুত্র ও অক্রুরের অন্যতম
ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। অবাহ দেখ।

গিরিকিত—মহর্ষি গিরিকিত একজন
বৈদিককালের ঋষি ছিলেন। তাঁহারই
বংশীয় রাজর্ষি পুরুকুৎস ছিলেন।
ঋগ-৫।৩৩।

গিরিজা—হিমালয়ের কন্যা ও শিবের
স্ত্রী পার্বতীর অন্য নাম। স্বন্দ-মাহে-
কেদা-২০।

গিরিধরা—মহাদেবের অন্য নাম।
মহাভা-অশুশা-১৭।

গিরিনৃসিংহ—কাশীতে দেহলী বিনায়কের পূর্বাংশে ভক্তজনের পাপ নাশন গিরিনৃসিংহ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্বল্প-কাশী-উ-৬১।

গিরিভদ্রা—পূর্বে রথস্বরকরে অনমিত্র নামে এক সার্কর্ভোম নরপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ নাম গিরিভদ্রা ও পুত্রের নাম আনন্দ ছিল। স্বল্প-আব-চতু-৩৩।

গিরিভান্স—যজ্ঞবংশীয় গিরিভান্সর জ্যৈষ্ঠ পদ্মাবতীর গর্ভে যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৩।

গিরিভেদী—দেবাসুর যুদ্ধে গিরিভেদী স্বল্পের সাহায্যকারী অস্ত্রতম গণ ছিলেন। তাঁহার হস্তে অনেক দানব সৈন্ত নিহত হয়। বাম-৫৮।

গিরিরক্ষ—(১)যজ্ঞবংশীয় ঋক্ষের অস্ত্রতম ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। ঋক্ষ দেখ। (২) অক্রুরের অস্ত্রতম পুত্র। লি-৯৬। অক্রুর দেখ।

গিরিরাজ—মহাদেবের ঋষির হিমালয়ের অস্ত্রনাম। শ্রীমহা-২২।

গিরিরাজনন্দিনী—মহাদেবের পত্নী পার্কর্ভীর অস্ত্রনাম। শ্রীমহা-২২।

গিরিশ—পিতামহ ব্রহ্মা শূলপানি, গিরিশ, মহাদেব, মাতৃগণ, ব্রতসমুদয়, মন্ত্রনিচয়, গোসকল, যক্ষ, রাক্ষস, পাণ্ডি, সমুদয়, সমস্তভূত, শিশাচ সকলের আধিপত্য কার্যে অভিষিক্ত করেন। হরি-হরি-৩।

গিরিনৃতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসমূহ বৈষ্ণবী মূর্তির অন্যতম।

সহচরী গিরিনৃতা ছিলেন। বরা-৯২।

গিরীন্দ্র—হিমালয়ের অন্য নাম। শ্রীমহা-৬৯।

গীতকৃত—দ্বারকা তীর্থে নৈঋত দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্বল্প-প্রভা-দ্বার-১৭।

গীতজ্ঞ—গন্ধর্বদের মধ্যে গীতজ্ঞ নামে একজন ছিলেন। মহাভা-সভা-১০।

গীতপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্তিকের অস্থচরী কল্যাণ দারিনী মাতৃগণের অন্যতম। গীতপ্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। একচূড়া দেখ। স্বল্প-মাহে-কুমা ৩০; বাম-৫৭।

গীতপতি—বৃহস্পতির অন্যতম নাম। স্বল্প-মাহে-অকু-উত্ত-৮।

গুপ্ত—মহাবি গুৎসমদ, গুপ্ত, রাক্ষা, সিনীবাণী, সরস্বতী, ইন্দ্রাবতী, ও বক্রবানী দেবীকে একসঙ্গে স্তব করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য গুপ্তকে রাক্ষা ও সিনীবাণীর সহচরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ-২।৩২।

গুড়াকেশ—গুড়াকেশ নামে এক কৃষ্ণভক্ত অমর ছিল। তাঁহার মেদ হইতে তাম্র, রুধির হইতে স্বর্ণ, অহি সমূহ হইতে রোপ্য, রক্ত, সীস, কাংস্ত পিত্তলাদি ধাতু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। বরা-১২৯।

গুণক—মথুরার অধিপতি কংসের গুণক নামে এক মালাকার ছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ কালে তাঁহার

নিকট হইতে মালা গ্রহণপূর্বক এই বর দেন যে, মদাশ্রয়া লক্ষ্মী ধনরাশির সহিত সর্বদা তোমার সমীপবর্তিনী হইয়া থাকিবেন। হরি-হরি-৮৩।

গুণকেশী—ইজ্জের সারথী ও মস্তি মাতলির পত্নী সুধর্ম্মা গোমুখ নামে এক পুত্র ও গুণকেশী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। এই গুণকেশীকে ঐরাবত বংশীয় আর্ধ্যকের পৌত্র, চিকর নাগের পুত্র ও বামনের দৌহিত্র সুমুখ বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯, ১০৩।

গুণনিধি—(১) সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্ন। অঙ্গরাদেব অন্যতমা গুণনিধি ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-পূ-৯। (২) কাশ্মিলা দেশে যজ্ঞ-বিজ্ঞা-বিশারদ দীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় গুণনিধি অতিশয় মন্দ কর্ম্মাসক্ত ছিলেন, কিন্তু শিবচতুর্দশী রাত্রিতে উপবাস করিয়া মুক্ত হন এবং কলিঙ্গরাজ অরিন্দমের দম নামক পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-কাশী-পূ-১৩

গুণবতী—(১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নামী দুইটা পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশীয় গদ এবং গুণবতীকে ত্রীকৃষ্ণের তনয় শাশ্ব বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৫৩। (২) দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের গুণবতী নামে এক কন্যা ছিল। দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। একদা দেবশর্ম্মা ও চন্দ্র বনে কুশ কাষ্ঠ আহরণার্থ

গমন করিয়া রাক্ষস হস্তে নিহত হন। গুণবতী একাদশী ও কার্তিক ত্রত পালন করিয়া যথাকালে প্রাণত্যাগ করেন। পরজন্মে সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রীকৃষ্ণের পত্নী হন। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৩।

(৩) সমুদ্র মন্থনে যে সকল অঙ্গরাদেব উদ্ভব হইয়াছিল, গুণবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-পূ-৯।

(৪) সিংহলরাজ চন্দ্রসেনের স্ত্রীর নাম গুণবতী ছিল। তাঁহা হইতে পরমা রূপবতী মন্দোদরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৫৯-১৭। মন্দোদরী দেখ। (৫) হস্তিনপত্তনে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গুণবতী বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করেন। পদ্ম-উদ্ভ-২০০।

গুণমুখ্যা—গুণমুখ্যা নামী অঙ্গরা অর্জুনের জন্মকালে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

গুণাকর—(১) মহাদেবের অন্ত নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (২) উত্তরকুরু প্রদেশে নরপতি গুণাকর রাজত্ব করিতেন। ত্রীকৃষ্ণের তনয় প্রহ্লাদ তাঁহাকে সমরে পরাজয় করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮।

গুণাবরা—অঙ্গরা গুণাবরা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের জন্মকালে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

গুপ্ত—বিষ্ণুর অন্যান্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গুপ্তক—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি । জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণকালে তিনি অর্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন । মহাভা-বন-২৬২—৭০ ।

গুপ্তনেত্র—মহাদেবের একজন অমুচর । জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে তিনি মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন । পদ্ম-উত্ত-১৩ ।

গুপ্তলোমক—মহাদেবের একজন গণ । তিনি জালন্ধরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন । পদ্ম-উত্ত-১২ ।

গুপ্তেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে গুপ্তেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৩ ।

গুরু—(১) যথাতিবংশীয় নরপতি সংকৃতির পুত্র গুরু ও রস্তিদেব । মহাভা-সভা-৭ । ভাগ-৯৯-২১ । (২) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গুরু একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠা এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । (৩) মৎ-১৯৬ । ভোতামহুর অন্যতম তনয় । মার্ক ১০০ । অমুগ্রহ দেখ ।

গুরুক্ষেপ—ইক্ষাকুবংশীয় বৃহৎক্ষণের পুত্র গুরুক্ষেপ, গুরুক্ষেপের তনয় বৎস, বৎসের তনয় বৎসবাহ । বিষ্ণু-৪র্থ-২২ ।

গুরুধী—ভরতবংশীয় নরের তনয় সঙ্কতি, সঙ্কতির পত্নী সংকৃতি হইতে গুরুধী জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৯ ।

গুরুভার—কল্প পত্নী বিনতা হইতে

বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয় । তন্মধ্যে গুরুভার অন্ততম । মহাভা-উদ্-১০০ ।

গুরুমিত্র—সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজক-বর্গের অন্ততম গুরুমিত্র ছিলেন । কঙ্কি-১ম-৫ ।

গুরুক্ষ—বলির অন্ততম তনয় গুরুক্ষ । পদ্ম-সৃষ্টি-৬ ।

গুরু—বলরামের অন্ততম পুত্র । বায়ু-৯৬ । বলরাম দেখ ।

গুহ—(১) মহর্ষি গুহের নামানুসারে গুহতীর্থ হইয়াছে । ভাগ-২৯-৭ ।

(২) দেবসেনাপতি কার্তিকের অন্ত নাম গুহ । সৌর-৬১ ; বিষ্ণু-৫ম ৩৩; বাম-৭ । (৩) একদা শিব স্বীয় পত্নী পার্শ্বতীকে দেখিয়া কোন এক বিশেষ কারণে তাঁহার গুরু বহি-মুখে নিক্ষেপ করেন । ঐ গুরু বহুবদন প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় দেবগণকে তাণ্ডিত করিল । পরে সেই গুকে দেবগণের অজীর্ণ হইল । অতঃপর তাঁহাদের অঠর সকল ভেদ করিয়া গঙ্গা সলিলে পতিত হইল । অনন্তর সেই স্থান হইতে গুরু শরবনে উপনীত হইল । এই শরবনগত গুরু হইতেই দিবাকরহাতি গুহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং সপ্তদিবসীয় বালক অবস্থায়ই তিনি তারকাস্থরকে নিহত করেন । মৎ-১৪৬ । (৪) নিষাদ জাতীয় স্থপতি বিশারদ জনৈক বলবান্ নৃপতি । রায় বনে গমনকালে তাঁহার

আলয়ে অতিথি হন। রামা-অযোধ্যা-৫০।

(৪) মহাদেব এক ব্যাধকে গুহ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শিব-জ্ঞান-৭৪।

গুহক—রাম বনবাসকালে মৎস্তজীবী গুহকের আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। বৃহৎ-পু-১৯।

গুহা—দক্ষের শত কন্তার মধ্যে সংসর্পা সরমা, গুহা, শালা, চম্পা ও জ্যোৎস্না নামী ছয় কন্তা বিশ্বদেবগণের পত্নী ছিলেন। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

গুহাবাসী—গুহাবাসী একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। বরাহ কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব গুহাবাসী নামে মহাত্মা হিমালয় পর্বতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উত্থা, বামদেব, মহাযোগ ও মহাবল নামে যোগবিৎ ব্রহ্মবাদী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

গুহু—বিষ্ণুর অন্তনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গুহক—কল্পপ পত্নী ধসার গর্ভজাত অন্ততম তনয়। বায়ু-৬৯। ধসা দেখ।

গুহকালী—ভগবতী শতাক্ষীর শরীর হইতে উৎপন্ন অন্ততমা মহাশক্তি। দেবী-৭৯-২৮।

গুহ্মি—যদুবংশীয় শুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। অনাথুষ্টি দেখ।

গুংসমতি—ভরত বংশীয় নরপতি বিত্তথের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম স্নহোত্র। এই স্নহোত্রের তনয় কাশিক ও গুংসমতি। তন্মধ্যে গুংসমতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্য পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২।

গুংসমদ—(১) মহর্ষি গুংসমদ বা তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সমুদয় সূক্তের ঋষি। কথিত আছে যে, তিনি অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি সুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। পরে গুংসমদ নাম ধারণপূর্বক ভৃগু সুনকের পুত্র শৌনক বলিয়া অভিহিত হন। গুংসমদের অন্যতম শিষ্য কাত্যায়ন বেদের অমুক্তমণিকা রচনা করেন।

ঋগ ২।১।১। (২) সৌমবংশীয় নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের কাশ, শল ও গুংসমদ নামে পরম ধার্মিক তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে গুংসমদের তনয় সুনক। এই সুনকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিলেন।

হরি-হরি-২৯। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা বৃহস্পতি তুলা মহর্ষি গুংসমদ একবার ইন্দ্রের সহস্রবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞে অশুদ্ধ বেদ পাঠকরিয়া চাক্ষুষ মনুর পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠের শাপে মৃগ হইয়া ছিলেন। পরে মহাদেবের বরে তিনি সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

মহাভা-অনুশা-১৮। (৪) রাজা বীতহবোর পুত্র গুংসমদ দেখিতে অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় রূপশালী ছিলেন। একদা দৈত্যগণ ইন্দ্র মনে করিয়া তাহাকে অতিশয় উৎপীড়ন করেন।

মহাভা-অনুশা-৩০। (৫) সৌমবংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় স্নহোত্র, স্নহোত্রের

কাশ্য, কৃশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র
জন্মে । তন্মধ্যে গৃৎসমদের তনয়
শুনক, শুনকের তনয় শৌনক । ভাগ-
৯৯-১৭ । '(৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি
সুহোত্রের কাশ্য, লেশ ও গৃৎসমদ
নামে তিন পুত্র ছিল । চাতুর্কণ্য
প্রবর্তয়িতা শৌনক ঋষি এই গৃৎসমদের
তনয় ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-৮ । (৭)
ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গৃৎসমদ একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু
ও গৃৎসমদ দুইটা প্রবর । মৎ-১৯৫ ।
(৮) অন্যতম মন্ত্রবাদী ঋষি । ব্রহ্মাণ্ড-৬৫ ।
গৃৎসমান—তিনি একজন মন্ত্রবাদী ঋষি ।
বাণু-৫৯ ।
গৃধ্র—(১) তাম্রাদেবীর অন্ততমা কন্যা
ভাসীর গর্ভে গৃধ্র জন্মগ্রহণ করেন ।
মহাভা-আদি-৬৬ । (২) ক্রীষ্ণের অন্ততমা
স্ত্রী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের
অন্যতম । ভাগ-১০৯-৬১ । অনিল দেখ ।
(৩) যমের দৌহিত্র শকুনি । শকুনির
অন্যতম পুত্র গৃধ্র । মার্ক-৫১ । অঙ্গ-
ধুক্ দেখ ।
গৃধ্রগণ—কশ্যপের অন্যতমা কন্যা গৃধ্রিকা
হইতে গৃধ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-
সৃষ্টি-৬ ।
গৃধ্রপত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র
ও মহাবল সম্পন্ন পরিত সমুদ্র তাঁহার
সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ

করিয়াছিলেন । গৃধ্রপত্র তাঁহাদের
অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।
গৃধ্রবক্তৃ—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দেব
সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে বিমলাদী
তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর
গৃধ্রবক্তৃকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।
গৃধ্রমোজা—যদুবংশীয় স্বক্কের অন্যতম
পুত্র ও অক্রুরের ভ্রাতা । হরি-হরি-৩৪ ।
অক্রুর দেখ ।
গৃধ্রাসা—কানীস্থিত চতুষ্টয় যোগিনীর
অন্যতমা । স্বন্দ-কানী-পৃ-৪৫ ।
গৃধ্রিকা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও
কশ্যপের পত্নী তাম্রার গর্ভে কাকী,
শোনো, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা
নামী ছয় কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে
গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্র সমুদ্র জন্মে । হরি-
হরি-৩ । তাম্রা হইতে শুকী, শোনী,
ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা ও শুচী জন্মগ্রহণ
করেন । গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্র, কপোত
ও কপোত জাতীয়গণ প্রসূত হয় ।
লি-৬৩ । বিষ্ণু-১ম, ১৫, ২১ ।
গৃহপতি—(১) মহর্ষি সত্বের পুত্র গৃহপতি
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
তিনি অগ্নির স্তব করিয়া অনেক ঋক্
মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৮।১০৯।১ ।
(২) গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে নিয়ত
পূজিত হন । মহাভা-বন-২২০ । (৩)
পূর্বকালে নরদার রমনীর ভীয়ে
নরকপুর নামক নগরে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়
বিদ্বানর নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তাঁহার জীর নাম ছিল শুচিদ্রতী। বিশ্বানরের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং মহাদেব তাঁহার পত্নী হইতে গৃহপতি নামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বল্প-কানী-পু ১০, ১১।

গৃহেবু—সাবর্ণ মম্বর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। সাবর্ণমম্ব দেখ।

গো—(১)স্বকাল পিতৃগণের মানসী কন্যা গো, ব্যাস তনয় শুকদেবের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (২) রাজা যযাতি ধার্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার গো নারী কাকুৎস্থ কন্যাকে লাভ করেন। হরি-হরি-২৯ (৩) ক্রোধের হ্রিহতা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিনী, রোহিনীর কন্যা অমলা, বিমলা ও গো সমুদয়। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) মহর্ষি গো অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে গো-তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২ঙ্ক-৭। (৫) বশিষ্ঠহৃত পিতৃগণের মানস কন্যা গো। তিনি শুক্রেয় পত্নী এবং সাধ্যগণের কীর্তিবর্দ্ধনকারিণী ছিলেন। মৎ-১৫। অমর্য দেখ। (৬) কশ্যপ কন্যা সুরভী, রোহিনী ও গন্ধর্বী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। রোহিনীর গর্ভে গো সকল ও গন্ধর্বীর গর্ভে অশ্ব সকল জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৭) পিতৃগণের মানসী কন্যা গো শুক্রাচার্যের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭৩। (৮) নহুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি।

গো নারী কাকুৎস্থের কন্যাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৯৩। (৯) সোমপ পিতৃগণের মানসী কন্যা। গো শুক্রেয় পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে যশু, অমর্য, যষ্টী ও বরদ্রী জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫।

গোকর্ণ—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষোড়শ কলিযুগে গোকর্ণ নামে মহাদেবের এক অবতার ছিলেন। কুর্খ-পু-৫২। (২) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চাবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা পরম যোগী ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। (৩) মথুরাধামে বসুকর্ণ নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার জীর নাম সুলীলা। তাঁহারা গোকর্ণ তীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া পুত্র লাভ করেন, সেই জনা পুত্রের নামও গোকর্ণ রাখেন। বরা-১৬৭—১৭৩। (৪) একজন যোগাচার্য। স্বল্প-মাহে-কুমা-৪০। (৫) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৬) মথুরা পুরীতে গোকর্ণ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমকিন্দর ভুলক্রমে একজনের স্থলে অশ্রুজনকে যমালয়ে উপস্থিত করেন। যম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কিরিয়। যাইতে বলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই

আর ফিরিয়া গেলেন না । তিনি যমের নিকট নরক বিবরণ শুনিয়াছিলেন । স্বন্দ-নাগ-২৬ । (৭) কুলাপত্তনে আশ্র-দেব নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন । ধুকুলী নামে তাঁহার এক অনপত্য কলহপ্রিয়া স্ত্রী ছিল । সন্তান লাভের জন্য এক সাধুর নিকট হইতে একটি ফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্ত্রীকে তাহা প্রদান করেন । স্ত্রী নিজে সেই ফল ভক্ষণ না করিয়া এক গাভীকে ইহা খাইতে দেন । ইহাতে সেই গাভী একটি মানব শিশু প্রসব করেন । তাঁহার কর্ণ গন্ধর কর্ণের স্থায় ছিল বলিয়া তাঁহার নাম গোকর্ণ হয় । পদ্ম-উত্ত-১২৬ ।

গোকর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অগ্রতম। গোকর্ণা ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ ।

গোকর্ণিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, গোকর্ণিকা তাঁহাদের অগ্রতম। ছিলেন । মৎ-১৭২ । গোকর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গের নাম । স্বন্দ-কাশী-পু-৩৩ ।

গোকামুখ—(১) কণ্ডপের ঔরসে ও প্রজাপতি দক্ষের অগ্রতম। কণ্ডা কক্ষর গর্ভে গোকামুখ, গোক প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১ । (২) মহাদেবের অগ্রতম অমুচর । ব্রহ্মবৈ-

গণেশ-১৫ । (৩) ইন্দ্র সাবর্ণি বংশীয় পুরীষা তরুর পুত্রের নাম গোকামুখ । গোকামুখের তনয় বৃক্ষশ্রবা । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১ ।

গোক—কণ্ডপের ঔরসে ও প্রজাপতি দক্ষের কণ্ডা কক্ষর গর্ভে গোকামুখ, গোক প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১ ।

গোখল্য—মাণ্ডুক্য মুনির পুত্র শাকলা । মহর্ষি শাকলা স্বীয় পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন এবং নিজ শিষ্য, বাৎস্ত, মুলাল, শালী, গোখল্য ও শিশিরকে শিক্ষা দেন । জাতুকর্ণ ও শাকলোর শিষ্য ছিলেন । ভাগ-১২ঙ্ক ৬ ।

গোয়—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অগ্রতম সেনাপতি । বরা-২৪ ।

গোচপলা—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতম। কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতম। পত্নী । হরি-হরি-৩১ । ঋচেরু দেখ ।

গোপসা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী অন্যতম। কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকা । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০ ।

গোপর্ক—জরাসন্ধ, স্বীয় জামাতা কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ত্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিধান করেন । সেই সময়ে কাশ্মীর দেশের অধিপতি গোপর্ক জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন । হরি-হরি-২০ ।

গোপীপতি—অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি

গোপীপতি একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্রাবাশ্ব, অত্রি ও অর্জুনানন এই তিনটি আবেশ প্রবর।
মৎ-১২৭।

গোতম—(১) রত্নগণের পুত্র মহর্ষি গোতম ঋষিদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। একবার মহর্ষি গোতম পিপাসিত হইয়া জল চাহিয়াছিলেন। মরুৎগণ দ্রুত একটা কূপ উঠাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ঋগ-১।৮৫।১০। মহর্ষি গোতম যখন মরুভূমিতে ছিলেন, তখন অশ্বিনর অন্যদেশের একটা কূপ উঠাইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্নান ও পানের সুবিধার জন্য সেই কূপের মুখ নীচু করিয়া ও তলদেশ উচু করিয়া ধরিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।৯।

(২) ব্রহ্মা, স্বীয় শরীরার্ক হইতে এক প্রুক্ষরী ভাষ্যার জন্মদান করেন। ব্রহ্মার আশ্ব সদৃশী সেই ভাষ্যা হইতে প্রথমে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীগণ্ডব চারি বেদের সৃষ্টি করেন। পরে বিশ্ব ও প্রজাপঞ্জের পত্নরূপ, বিশেষ, ধর্ম, দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলাহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গোতম, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করেন। হরি-হরি-১২৫। (৩) অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ইঁহার উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন এবং মহাশ্মা কুবেরের গুরু ছিলেন। মহাভা-অশ্ব-১৫০।

(৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন।
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩।

গোতমীপুত্র—মগধের অক্ষু বংশীয় নরপতি শিবস্বর্তির তনয় গোতমীপুত্র। গোতমীপুত্রের তনয় পুলিমান, পুলিমানেয় তনয় সাতকপি শিবত্মী।
বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

গোত্রপা—একটা কুলদেবতা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৯।

গোত্রভিদ্—ইন্দ্র বজ্র প্রহারে ভীত হইয়া স্বীয় বিমাতা দিতির গর্ভস্থ ভ্রাতাকে পাতিত ও ছিন্ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গোত্রভিদ্ নামে খ্যাত।
বাম-৭১।

গোদ—গন্ধর্কপতি বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। অশেষ ও বিক্রান্ত দেখ।

গোদাবরী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে গোদাবরী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশ্বচর সিদ্ধবাঈকে প্রদান করিয়াছিলেন।
বাম-৫৭। (২) গোদাবরী নদী অগ্নির জ্বী ছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-২২।

গোধনবর—অক্রুরের অন্যতম পুত্র।
লি-৬৯। অক্রুর দেখ।

গোধা—মহর্ষি গোধা একজন ঋষিদের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সষকে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
ঋগ-১০।১৩৪।১।

গোনন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে সাধ্যা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পৰ্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গোনন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ । কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ বাহা নদী স্বীয় অহুচর গোনন্দ ও নন্দকে প্রদান করিয়াছিলেন । বাম-৫৭ ।

গোনসা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, গোনসা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । স্বল্প-মাহে-কুমা-৩০ ।

গোপ—ক্রতু হইতে যে দ্বাদশ সোমপ তুষিত দেব জন্মগ্রহণ করেন, গোপ তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । বায়ু-৬২ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ।

গোপজলা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতম কন্যা গোপজলা মহর্ষি প্রভাকরের পত্নী ছিলেন । বায়ু-৯৯ । রৌদ্রাশ্ব দেখ ।

গোপতি—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে গোপতি জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৫ । (২) নরপতি শিবির গুহ গোপতি । পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষেপিয়া কপিলে গোপতি গো সমুদ্রের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-৪৯ । (৩)

ভোজরাজ গোপতিকে ত্রীকূক্ষ বিনাশ করেন । মহাভা-বন-১২ । (৪) পাঞ্চাল দেশীয় নরপতি গোপতি । তাঁহার তনয় সিংহসেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনপূর্বক দ্রোণাচার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-দ্রো-২৩ । কশ্যপ, অগ্নিভূক্ত ও অর্কপৃষ্ঠ দেখ ।

গোপন—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, গোপন তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন । লি-২৪ । (২) মহর্ষি গোপন অত্রিংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অত্রি, শাবাশ ও অর্চনানশ এই তিনটি আর্ষের প্রবর ! মৎ-১৯৬ ।

গোপবন—মহর্ষি গোপবন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-৮।৭৪।১ ।

গোপা—আগ্নীধের তনয় রাজর্ষি ভদ্রাশ্ব সূতাচী অঙ্গরার গর্ভে গোপা প্রভৃতি দশ কন্যার উৎপাদন করেন । তাঁহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন । লি-৬৩ । অত্রি দেখ ।

গোপাদিত্য—প্রভাসে গোপাদিত্য নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন । স্বল্প-প্রভা-১১৮ ।

গোপায়ন—মহর্ষি বশিষ্ঠের গুহ শক্তির অন্যতম শিষ্য গোপায়ন ছিলেন । বাম-৬ ।

গোপাল—ঐকৃষ্ণের এক নাম । স্বন্দ-ক-শী-উদ্ভ-৮২ ।

গোপালা— অন্যতমা কল্যাণদায়িনী মাতৃকা । তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০ ।

গোপালি—পরশুর বংশোৎপন্ন গোত্র-প্রবর্তক মহাবি কাণ্ডশর, বাহনপ, জৈম্বপ, ভোমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন ঋষি গোরপরাশর নামে খ্যাত । মৎ-২০১ ।

গোপালী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোপালী ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ । (২) মহাবি গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী নারী অঙ্গরার গর্ভে কালযবন জন্মগ্রহণ করেন । অঙ্গরা গোপালী, পুত্র জন্মিবা মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান । পরে অপুত্রক যবনরাজের অন্তঃপুরে কালযবন পরিবর্তিত হয় । হরি-হরি-৩৫ । গার্গ্য দেখ ।

গোপীগোবিন্দ—ঐকৃষ্ণের অন্য নাম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৩৩ ।

গোপীশ্বর—গোপীগণ সন্তান লাভার্থ এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন । তাহাই গোপীশ্বর নামে বিখ্যাত । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২০ ।

গোপুচ্ছলা—দ্ব্যতীতির গর্ভজাত রাজষি ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা গোপুচ্ছলা । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০ । দ্ব্যতীতি দেখ ।

গোপেশ্বর—গোপ তীর্থে স্থান করিয়া গোপেশ্বরকে দর্শন করিলে অমরত্ব লাভ করা যায় । স্বন্দ-আব-অব-৩১ ।

গোপেষ্ঠ—ব্রজে গোপেষ্ঠ নামে একজন বৃষভানু ছিলেন । গর্গ-গোলো-১৮ ।

গোপ্রেক্ষ—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উ-৭৩ ।

গোবর্দ্ধনধরজনর্দন—চমৎকার পুরে গোবর্দ্ধনধরজনর্দন বিদ্যমান আছেন । কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রভূত গো-লাভ হয় । স্বন্দ-নাগ-৬০ ।

গোবাসন—নরপতি গোবাসনের কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বর সভায় বিবাহ করেন । দেবিকার গর্ভে তাঁহার বোধেশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে । মহাভা-আদি-৯৫ ।

গোবিন্দ—(১) ঐকৃষ্ণের অন্য নাম গোবিন্দ । মৎ-৪৫ । ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ঐকৃষ্ণের নাম গোবিন্দ হইয়াছে । মহাভা-উদ্-৬৯ । (২) গৌতম বংশীয় গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ভ্রম বশতঃ পুত্র হত্যা করিয়া রেবা নদীতে স্থান তর্পন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন । স্বন্দ-আব-রেবা-১০৩ ।

গোবিন্দস্বামী—যমুনা তটে গোবিন্দস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার বিজয় দত্ত ও অশোক দত্ত নামে দুই শিবভক্ত পুত্র ছিল । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮ । বিজয় দত্ত দেখ ।

গোবৃষ—ব্রহ্মা, মহেশ্বরধ্বজ ত্রীমান গোবৃষকে চতুশ্চর বাহন সমুদয়ের অধিপতি করিয়াছিলেন । হরি-হরি-২১৯ ।

গোব্রজ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কাশ্মিকের সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে সাধ্যা, রুদ্র, বসু, গিতুগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবলসম্পন্ন পুরুষ সকল তাঁহাকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গোব্রজ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

গোভানু—(১) নরপতি যযাতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম তুর্কসু । তুর্কসুর তনয় বহু, বহুর তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈশাহু । হরি-হরি-৩২ ; বায়ু-৯৯ । (২) যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্কসু, তুর্কসুর পুত্র গর্ভ, গর্ভের পুত্র গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিশারি । মৎ-৪৮ । (৩) গোভানুর পুত্র ত্রিশাক্ষ । তিনি বীর ও অজয় ছিলেন । বায়ু-৯৯ ।

গোভিল—(১) মহর্ষি গোভিল একজন ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন । তাঁহার রচিত সংহিতা গোভিল গৃহ্য-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ । তাঁহার পুত্র কাত্যায়ন যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।

তাহা কাত্যায়ন সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ । কাত্যায়ন সং । (২) মহর্ষি গোভিল একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর মৎ-১৯৯ । (৩) কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি এক যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে মহর্ষি গোভিল উদ্গাতা ছিলেন । দেবী-ভাগ-৩৬-১০ ।

(৪) একবার মহর্ষি গভিল ব্রহ্মার যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন । বায়ু-১০৩ । (৫) মহর্ষি গভিল প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮ ।

গোভিলেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উ-৯৭ ।

গোমতী—(১) মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি অরিন্দমের পুত্র গোমতী, গোমতীর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের তনয় মেদ । ভাগ-১-২২-১ । (২) পবিত্রা গোমতী নদী বিশ্বভূক্ত অগ্নির পত্নী । মহাভা-বন-২১৭ । বিশ্বভূক্ত দেখ । (৩) মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ভবানী ও গোমতী মহর্ষি আমুষায়নের তনয় নারায়ণের পত্নী ছিলেন । নারায়ণ অকালে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার বিধবা হয়েন । স্বন্দ-কাশী-উ-৭৬ । (৪) দেবীপার্বতী গোমন্ত পর্বতে গোমতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন । স্বন্দ-আব-রেবা-১৯৮ ।

গোমহিষদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্তিকেয়ের ময়ূচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতমা গোমহিষদা
ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গোমান—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম
পুত্র শত্রু। শত্রুর তনয় ধনুক,
আসিগোমা, নাবল, গোমুখ, গবাক্ষ
ও গোনাথ এই ছয় জন। বায়ু-৬৭।

গোময়ান—তিনি কশ্যপ বংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার
বৎসর, কশ্যপ, নিধুব এই তিনটি
আর্ষের প্রবর। মৎ-১১২।

গোমায়ু—(১) কশ্যপ পত্নী সুরভী হইতে
দংষ্ট্রী, গোমায়ু, কাক ও গোমহিষ
প্রভৃতি জন্ম লাভ করেন। পদ্ম-
সৃষ্টি-৬। (২) একজন দেবগন্ধর্ব। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮।

গোমুখ—ইন্দ্রের সারথী ও মন্ত্রী মাতলীর
পত্নী সুধম্মা হইতে গোমুখ নামে এক
পুত্র এবং গুণকেনী নামে এক কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা উদ-৯৭-১০৩।

গোমুখ নামে এক শিবভক্ত ঋষি
ছিলেন। স্বল্প-মাহে-অন্ন-উ-৩। গোমুখ
নামে এক দানবপতি পাতালে বাস
করিতেন। বায়ু-৫০।

গোমেদ—মহর্ষি গোমেদ একজন অগ্নির
বংশোৎপন্ন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
তাঁহার অগ্নিরা, বৃহস্পতি ও ভরষাক
এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১১৫।

গোরথ—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি গোরথ
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

তাঁহারে ভিগীবন্ত, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি
এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১১৬।

গোলক—(১) দ্বারকা তীর্থে উত্তর দিক
রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্বল্প-প্রভা-
দ্বার-১১৭। (২) মহর্ষি শাকল্যের
অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৬; বায়ু-
৬০। শাকল্য দেখ।

গোলক—প্রভাস ক্ষেত্রে গোলক নামক
শিবলিঙ্গ মহর্ষি উদ্ধালক কর্তৃক স্থাপিত
হইয়াছে। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-২৪৯।

গোলভ—১ জনৈক হৃদ্যস্ত গন্ধর্ব। ইহার
সহিত কলির পঞ্চদশ বৎসর যুদ্ধ হয়।
ষোড়শবৎসরে বলিহন্তে গোলভ পঞ্চম
প্রাপ্ত হয়। রামা-কিষ্কি-১৩। (২) প্রাচীন
কালে গোলভ নামে এক রাজা ছিলেন।
স্বল্প-ব্রহ্ম-সেতু-১২।

গোলাঙ্গুল—ক্রোধের কন্যা হরীর গর্ভে
বলশালী বানরগণ ও গোলাঙ্গুল বানর
গণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-
আদি-৬৬।

গোলাপী—অম্বর গোলাপী ইন্দ্রের
সভায় নৃত্যগীত করিত। মহাভা-বন-৪৩
গোশর্প—ইন্দ্র একবার মহর্ষি গোশর্পকে
গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করিয়া
ছিলেন। ঋগ-৮। ৪৯। ১।

গোশর্মা—অশ্বিন একবার অনার্য
দম্বাদেব অক্রমণ হইতে মহর্ষি কব,
মেধাতিথি, বশ, দশব্রজ ও গোশর্মাকে
রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮। ৮। ২০।

গোশূদ—মহর্ষি গোশূদ হিমালয় পর্বতের

বনমধ্যে বাস করিতেন । স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-২৪১ ।

গোত্রতি—মহর্ষি সত্যকাম, জাবাল,
ব্যাগ্রপদ ঋষির তনয় বৈরাগ্রপদ
গোত্রতিকে প্রাণবিজ্ঞা উপদেশ করিয়া
ছিলেন । ছান্দোগ্য-২২৭-৩ ।

গোষ্ঠ—মহাদেবের এক নাম । মহাভা-
আশ্বমে-৮ ।

গোষ্ঠায়ন—মহর্ষি গোষ্ঠায়ন ভৃগুবংশীয়
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তঁাহাদের ভৃগু চ্যবন, আপ্সুবান,
ঔরু ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষের
প্রবর । মৎ-১১৫ ।

গোস্তনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী মঙ্গলদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতম গোস্তনী ছিলেন ।
মহাভা-শল্য-৪৭ ।

গোহিত—বিষ্ণুর অন্য নাম । মহাভা-
অশুশা-১৪২ ।

গোড়িনী—বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি গোড়িনী
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তঁাহাদের আর্ষের প্রবর একমাত্র
বশিষ্ঠ । মৎ-২০০ ।

গৌতম—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ
দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণমন্ত্রী । রামা-
আদি-৭ । (২) উত্তরদিক বাসী মহর্ষি
বিশেষ । লঙ্কাসমর বিজয়ী রামকে
আশীর্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায়
আগমন করিয়াছিলেন । রামা-উত্ত-৯ ।
(৩) জনৈক ব্রাহ্মণ । তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তের

গৃহে অতিথি হন । রাজা অজানিতভাবে
তঁাহাকে মাংস মিশ্রিত অন্ন প্রদান
করেন । তজ্জন্য গৌতম তঁাহাকে গৃহ
হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করেন ।
রামা-উত্ত-৭২ । (৪) গৌতম মুনির পুত্র ।

গৌতমের স্ত্রী অহল্যা, ইন্দ্রের সহিত
বাতিলারে লিপ্ত হওয়ার গৌতম কর্তৃক
অভিশপ্ত হইয়া অন্যের অদৃষ্ট হইয়া,
অনাহারে ভূমিতলে শয়ন করিয়া কাল
কাটাইয়া ছিলেন । রামের দর্শনে ইনি
শাপমুক্ত হন । গৌতমের পুত্র শতানন্দ
রামা-আদি-৪৭, ৪৮ । প্রচেতার মানস
হইতে গৌতমের জন্ম হয় । সাবর্ণিমহু
গৌতমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ।

ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২, ১০ । দক্ষ যজ্ঞে মহর্ষি
গৌতম অহল্যার সহিত সদস্ত পদে বৃত্ত
হইরাছিলেন । গৌতমের কন্যা জয়া,
বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাঞ্জিতা । তঁাহারা
সতীর অমুচরী ছিলেন । সতী, জয়ার
মুখে দক্ষের যজ্ঞ বিবরণ ও তঁাহাদের
নিমন্ত্রণ না হইবার কথা শুনিয়া, প্রাণ
পরিত্যাগ করেন । বাম-২, ৪, ৫ । (৬)
মহর্ষি উত্থোর পুত্র গৌতম । মহু ৩।১৬ ।

মহর্ষি গৌতম অশ্বিনয়ের স্তুতি করিয়া
ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋগ-
১।১৮৩।১ । (৭) গৌতম ঋষি একজন
ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি । তঁাহার রচিত
সংহিতার নাম গৌতমসংহিতা । গৌতম
সং । (৮) বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ,
কশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও

জন্মদগ্নি, এই সাত জন সংপৃষি ছিলেন । হরি-হরি-৭ । পারিপাত্র নামক পর্কতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল । তিনি সমাগত যমরাজকে কি উপায়ে পিতা মাতার ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-১২২ । (২)মধ্যদেশে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি দম্বা গৃহে অবস্থান নিবন্ধন, দম্বা ভাবাপন্ন হন । পরে তাঁহার স্মৃতিবর্ণের উপদেশে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক রাজধর্ম নামক এক বিহঙ্গের আলয়ে অতিথি হন এবং মাংস লোভে তাঁহাকেই বধ করেন । পরে সেই বিহঙ্গের বন্ধুগণ কর্তৃক গৌতম নিহত হন । মহাভা-শান্তি-২৬৮ । (১০) বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথোর পুত্র দীর্ঘতমা । দীর্ঘতমার পত্নী প্রদেবী গৌতমকে প্রসব করেন । তিনি মাতার প্রয়োচনার স্বীয় পিতা দীর্ঘতমাকে ভেলার বন্ধনপূর্বক জলে ভাসাইয়া দেন । মহাভা-আদি-১০৪ । (১১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন । বরাহ কল্পে গৌতম একজন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন । লি-৭ । (১২)গৌতম নামে একজন যোগাচার্য ও ছিলেন । (১৩)বরাহকল্পের চতুর্দশ দ্বাপরে অঙ্গিরস বংশে মহাদেব গৌতম নামে অবতীর্ণ হন । সেই সময়ে গৌতমের পুত্ররূপে অজি, দেবসদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠক জন্মগ্রহণ

করেন । ইহার পরম যোগী ও সকল প্রকার যোগে পারদর্শী ছিলেন । লি-২৪ । (১৪) আবার বরাহ কল্পের বিংশতি দ্বাপরে গৌতম নামে আর একজন ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেব অষ্টহাস নামে অবতীর্ণ হন । লি-২৪ । গৌতম মুনির ক্রোধে ইন্দ্রের লিঙ্গ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল । লি-২৯ । (১৫) বৈবস্বত মন্বন্তরের বিংশ দ্বাপরে মহর্ষি গৌতম বেদ বিভাগ করিয়া বেদবাস নামে খ্যাত হন । বিষ্ণু-৩৪-৩ । ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি নিমি একবার বশিষ্ঠ ঋষিকে উপেক্ষা করিয়া গৌতম মুনির দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন । বিষ্ণু-৪৪-৫ । (১৬)মহর্ষি বৃদ্ধশের দিবোদাস নামে এক পুত্র ও অহল্যা নামী এক কন্যা জন্মে । অহল্যা গৌতমের পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয় । শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি । সত্যধৃতির স্ত্রী উর্কশীর গর্ভে কুপ নামে পুত্র ও কুশী নামী কন্যা জন্মে । বিষ্ণু-৪৪-১৯ । (১৭)দণ্ডক অরণ্যে গৌতম নামে এক ঋষি তপস্তা করিতেন । তাঁহার তপস্তার সঙ্কট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দেন যে তাঁহার আশ্রমসংলগ্ন স্থানে প্রচুর ধান্য জন্মিবে । এই বর লাভের পর তিনি শতশৃঙ্গ পর্কতে যাইয়া আশ্রম নির্মাণ করেন । তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধান্য পরিপক্ক হইয়া উঠিলে ছেদন ও মধ্যাহ্নে অগ্নিতে পরিপক্ক করিয়া অভ্যাগত

অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে তথায় অনাবৃষ্টি দেখা দিল। তখন বনবাসী ঋষিগণ বৃহস্পতির পীড়িত হইয়া গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনাবৃষ্টি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌতমের আশ্রমে অতিশুধে কালযাপন করিলেন। পরে মরীচ নামক ঋষি গৌতমের পুত্র শান্তিলোর নিকট তদীয় পিতার নিকট বিদায় না লইয়া অন্যত্র গমন অসুচিত বলায়, সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বিদায়নেও যাতন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু একটা ছল করিয়া যাওয়ার অভি-প্রায়ে তাঁহারা মায়া দ্বারা একটা গাভী সৃজন করিয়া গৌতমের আশ্রমে ছাড়িয়া দিলেন। গৌতম ইহা বুঝিতে পারিয়া মন্তপুত সলিল ইহার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই গাভী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পতিত হইল। ঋষিগণকে গমনে উদ্বৃত্ত দেখিয়া গৌতম তাঁহা-দিগকে তথায় অবস্থান করিবার জ্ঞাত অস্বরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন আপনি গোহত্যা করিয়াছেন। অতএব আমরা এই স্থানে অবস্থান করিব না। তখন গৌতম তাঁহাদের নিকট প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহারা বলিলেন—গাভী মরে নাই মুচ্ছিত আছে। গজা সলিলস্পর্শে পুনঃ জ্ঞান সঞ্চার হইবে। গৌতম ইহার পরে

হিমালয়ে বহুকাল তপস্তা করিয়া মহাদেবের বরে গজাকে বীর আশ্রম সমীপে আনয়ন পূর্বক গাভীর চৈতন্ত সম্পাদন করেন। এই সময়ে বিমান আরোহণে সপ্তবিংশ তথায় উপস্থিত হইয়া গৌতমের খুব প্রশংসা করিলেন। গৌতম তখন অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে শাপ প্রদান করেন যে, তাঁহারা বেদ বহিস্কৃত হইবেন। বরা-৭১। (১৮) গৌতম নামে একজন ধর্ম শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। বরা-১২১। মরীচির কন্তা সুরূপা মহাবি অজিরার পত্নী ছিলেন এবং সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত উত্থা, বামদেব, অজস্র ও ঋষিজ নামক গোত্রপ্রবর্তক ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১২৬। অজস্র, অজিরার ও অথর্কী দেখ। (১৯) মহাবিকোশল্যের সামবেদ অধ্যায়ী অল্পতম শিষ্য গৌতম ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কোশল্য দেখ। (২০) বরাহ কল্পের চতুর্দশ দ্বাপরে মহাবি সুরক্ষ ব্যাস হইয়াছিলেন এবং মহাদেব গৌতম নামে অজিরার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও শ্রীষ্টক নামে তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ যোগাসক্ত চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩; লি ২৪।

গৌতমী—(১) পূর্বকালে গৌতমী নদী এক শান্তি পরায়ণা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

তখন অৰ্জুনক নামে এক বাঘ সেই সপর্কে বন্ধনপূর্বক পুত্রহারা ব্রাহ্মণীর নিকট আনয়ন করে। তখন অৰ্জুনক, ব্রাহ্মণী, মৃত্যু ও কাল এই চারিজনকে মধ্যে কে অপরাধী এই তর্ক উপস্থিত হয়। পরে মীমাংসা হয় যে, এই বিষয়ে কেহই অপরাধী নহে। বালক স্বকর্ম দোষেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৬৮। (২) দেবান্নর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে গৌতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশ্বচর ক্রয় ও ক্রোধকে প্রশংসা করেন। বাম-৫৭। (৩) গৌতমী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা বালাকালে বিধবা হন। অর্কুত অচলের অন্তর্গত নাগ তীর্থে স্নান করিয়া তীর্থ সাহায্যে গর্ভবতী হন। এই জন্য লোকলজ্জা ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, এক অশ্রীয়া বাণী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলেন ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। তীর্থ সাহায্যেই এইরূপ হইয়াছে। স্বন্দ-প্রভা-অর্কু-৫।

গৌতমী পুত্র—মগধের স্বাতিকর্ণ বংশীয় শিবস্বাতির অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্বের পরে, গৌতমী পুত্র একবিংশতি বর্ষ এবং তাঁহার পুত্র পুলোমা অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

গৌতমেশ্বর—কোটি তীর্থে মহাবি গৌতম কর্তৃক গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোপায়ন—(১) বহু, সুবহু, শ্রুতবহু ও

বিপ্রবহু নামে চারিজন ঋষি ঋষেদের অনেক মন্ত্ৰের রচয়িতা। তাঁহারা চারিজন গোপায়ন ও লোপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। ঋগ-৫।২৪।১। (২) বশিষ্ঠ বংশীয় মহাবি গোপায়ন একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

গৌর—(১) বাস তনয় শুকদেবের অন্যতম। জ্ঞী ও বহির্বিদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরী হইতে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শঙ্কু নামে চারি পুত্র ও কৃষ্ণী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮। শুকদেব হইতে ভূরিশ্রবা, প্রভু, শঙ্কু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং যোগমাতা নামী এক কন্যা জন্মে। সি-৬৩। (৩) কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব, শুকদেবের তনয় ভূরিশ্রবা, প্রভু, শঙ্কু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নামী তিন কন্যা জন্মে। কৃষ্ণ-পু-১২।

গৌরগ্রীব—অত্রি বংশোৎপন্ন মহাবি গৌরগ্রীব একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চিনানশ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১২৭।

গৌরজিন—অত্রি বংশোৎপন্ন মহাবি গৌরজিন একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, শ্যাবাশ্ব ও

অর্চিনানশ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ।
 মৎ-৪১৭ ।
 গৌর পরাশর—পরশর বংশীয় গোত্র-
 প্রবর্তক মহর্ষি কাণ্ডশর, বাহনশ,
 জৈম্বপ, ভোমতাপন ও গোপালি এই
 পাঁচজন গৌর পরাশর নামে খ্যাত
 ছিলেন । মৎ-২০১ ।
 গৌরপৃষ্ঠ—একজন মহর্ষি । মহাভা-সভা-৮ ।
 গৌরপ্রভ—শুকদেবের অন্যতম পুত্র ।
 দেবীভা-১৬-১৯ ।
 গৌরব— ব্যাসের তনয় শুকদেব,
 শুকদেবের তনয় গৌরব, কপিল, কৃষ্ণ
 ও নীল এই চারিজন । শুকদেবের
 কন্যার নাম ভামিনী । শিব-ধর্ম্ম-১২১ ।
 গৌরবীতি—অজিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি
 গৌরবীতি একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
 ছিলেন । তাঁহাদের অজিরা, সঙ্কতি ও
 গৌরবীতি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর
 ছিল । মৎ-১৯৬ ।
 গৌরমুখ— (১) ঋষি গৌরমুখ মহর্ষি
 শমীকের শিষ্য ছিলেন । ইহাধারাই
 মহর্ষি শমীক স্বীয় তনয় শূকীর শাপ
 বৃত্তান্ত নরপতি পরীক্ষিতকে জ্ঞাপন
 করাইয়াছিলেন । মহাভা-আদি-৪১ ।
 (২) মহর্ষি গৌরমুখ বিষ্ণুর আরাধনা
 করিয়া একটি মণি লাভ করিয়াছিলেন ।
 সেই মণির সাহায্যে তিনি ইচ্ছামত
 সব জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিতেন ।
 একদা বারণসীর রাজা দুর্জয় তাঁহার
 আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন । মহর্ষি

সেই মণির সাহায্যে প্রচুর ভোজ্য বস্তু
 উৎপাদন করিয়া রাজা ও তাঁহার
 সমভিব্যাহারী সকললোককে পরিতোষ
 পূর্বক আহার করাইয়াছিলেন । রাজা
 মণির প্রভাব দর্শনে তাহা গ্রহণ
 করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । কিন্তু
 মহর্ষির নিকট পরাস্ত হইয়া নির্বেদ
 প্রাপ্ত হন । তিনি অরণ্যবাসী হইয়া
 বিষ্ণুর আরাধনায় তৎপর হইলেন ।
 অবশেষে বিষ্ণুর নিকট বর লাভ
 করিয়া তাহাতে লীন হইলেন ।
 বরা-১০—১২ ।
 গৌরমুখী—একটি গাভীর নাম । কন্দ-
 নাগ ২৫৯ ।
 গৌরশিরা—মহর্ষি গৌরশিরা একজন
 প্রাচীন রাজধর্ম্ম প্রণেতা ঋষি । মহাভা-
 শান্তি-৫৮ ।
 গৌরাখ— প্রাচীনকালের একজন
 রাজর্ষি । মহাভা-সভা-৮ ।
 গৌরিক—নরপতি যুবনাথের পত্নী গৌরী
 হইতে গৌরিক নামে এক চক্রবর্তী
 ভূপাল জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৮৮ ।
 গৌরবীতি— শক্তি বংশীয় মহর্ষি
 গৌরবীতি একজন ঋষিদের মন্ত্রভ্রষ্টা
 ঋষি ছিলেন । ঋগ-৫।২৯।১ ।
 গৌরী—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি
 প্রসেনজিতের পত্নী গৌরী হইতে
 মহীগতি যুবনাথ জন্মগ্রহণ করেন ।
 গৌরী স্বামী কর্তৃক অভিষাপগ্রস্তা হইয়া
 বহুলা নদীতে পরিণতা হইয়াছেন ।

হরি-হরি-১২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের কন্যা গৌরী যুবনাথের পত্নী ছিলেন। এই গৌরী মাক্কাতাকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩২। (৩) বক্রণের জীয় নাম গৌরী। মহাভা-অনুশা-১৪৬। (৪) ব্রহ্মা স্বীয় শরীর হইতে গৌরীকে উৎপাদন করিয়া রুদ্রকে সমর্পণ করেন। রুদ্র তপস্তার্থ জলে নিমগ্ন হইলে ব্রহ্মা গৌরীকে স্বীয় দেহে বিলীন করেন। পরে সেই গৌরীকে তিনি দক্ষকে প্রদান করেন। এদিকে রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়া, জল হইতে উৎখত হইয়া দেখিলেন, পৃথিবী নানাবিধ শোভন বৃক্ষ রাশিতে ও মনুষ্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। তদ্রূপে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার কর্ণ কুহর হইতে বেতাল, ভূত, প্রেত, পুতনা প্রভৃতি সৃষ্ট হইল। সেই সময়ে দক্ষ এক যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিতেছিলেন। রুদ্র সেই বেতাল প্রভৃতির সাহায্যে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং বিষ্ণু রুদ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মা উভয়ের বিবাদ মিমাংসা করিয়া দেন। ব্রহ্মা রুদ্রকে গৌরী সম্প্রদান করিতে, দক্ষকে আদেশ করিলেন। দক্ষ রুদ্র হস্তে গৌরীকে সম্প্রদান করিলেন, রুদ্রও দক্ষের

যজ্ঞ সম্পাদনের আদেশ দেন। ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে রুদ্রের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। এদিকে রুদ্র কর্তৃক দক্ষ যজ্ঞ ও পুরী বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া গৌরী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া হিমালয়ে তপশ্চরণার্থ গমন করেন। তথায় বহুকাল তপস্তার শীর্ণ কলেবর হইয়া স্বীয় শরীরায়ি দ্বারা দেহ ভস্মসাৎ করেন। এই গৌরীই হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উমা নামে অভিহিতা হইলেন। তিনি মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্তার নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার নিকটে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করেন। উমা তাঁহাকে স্নানান্তে ফলাদি আহার করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ গঙ্গা সলিলে স্নানার্থ প্রবেশ করিলে, এক মকর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উমা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, তিনি ঐহাকে পাইবার জন্য তপস্তা করিতেছেন, সেই মহাদেবই তাঁহার হস্তধারণ করিয়াছেন। এই বিষয় উমা স্বীয় পিতা হিমালয়কে জ্ঞাপন করিলেন এবং হিমালয় অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রকে উমাকে সমর্পণ করিলেন। বরা-১২২। (৫) পার্বতীর অন্য নাম

গৌরী । হিরণ্যাক্ষ তনয় অক্ষক একদা মন্দর পর্বত ভ্রমণ কালে শর্কর পত্নী গৌরীকে দেখিয়া অতিশয় মোহিত হন । তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইলে, প্রহ্লাদ অক্ষককে বিশেষরূপে বারণ করেন । কিন্তু অক্ষক তাঁহার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না । পরে গৌরী শতরূপা হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্যাতন করেন । বাম-৫৯ । (৬) যযাতিবংশীয় রস্তিনারের জ্যৈষ্ঠমাসে হইতে অন্তর্ভুক্ত ও ত্রিবন নামে দুই তনয় এবং গৌরী নামে এক কন্যা জন্মে । এই গৌরী মাক্ষাতার জননী ছিলেন । মৎ-৪৯ । অপ্রতিরূপ ও অনন্ত দেখ । (৭) কেশিনী গৌরী প্রভৃতি পার্শ্বতীর সহচরী ছিলেন । মহাভা-বন-২২২ । কেশিনী দেখ । (৮) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে গৌরী, সুপ্রভা, বার্তা ও স্মালিকা বরুণের জ্যৈষ্ঠ ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ১৯৯ । (৯) পার্শ্বতীর এক নাম গৌরী । বায়ু-৯ । অপর্ণা দেখ ।

গৌরীশ্বর—যে নর, ভক্তিবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে গৌরীশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিবে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৯ ।

গ্রহিক—চতুর্থ পাণ্ডব নকুল বিরাট রাজ ভবনে গ্রহিক নামে পরিচিত হইয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন । মহাভা-বিরাট-১২ ।

গ্রহিনী—সুজুনি, আপি, শ্রেণী, সুষ, হৃদেচকু, গ্রহিনী ও চরণা এই সপ্ত অঙ্গরা উর্কশীর সহচরী ছিল । ঋগ-১০।৯৫।৩ ।

গ্রসন—(১) দেবাসুর সমরে মহিষাসুরের অগ্রতম সেনাপতি গ্রসনের সহিত যম-রাজের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল । মৎ-১৫২ ।

(২) গ্রসন তারকাসুরের সেনাপতি ছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৬ ।

গ্রহনাথ—সূর্য্যের এক নাম । পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪ ।

গ্রহেশ্বর—সূর্য্যের অগ্র নাম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৯ ।

গ্রাবদ্রাবা—সমুদ্র মন্থন হইতে, যে সকল অঙ্গরার উদ্ভব হয়, গ্রাবদ্রাবা তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন । স্বন্দ-কাশী-পূ-৯ ।

গ্রাবা (১)গ্রাবা শব্দের অর্থ প্রসূত । মহর্ষি বশিষ্ঠ, ছন্দবেণী নিশাচর রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য প্রসূতের স্তুতি করিয়া ছিলেন । ঋগ-৭।১০৪।১৭ । (২) দক্ষের অগ্রতমা কন্যা গ্রাবা কশ্যপের পত্নী ছিলেন । গ্রাবার সন্তান স্বাপদগণ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪ ।

গ্রাবাজিন—বাদশজন শুক্র নামক দেব-গণের অগ্রতম । ব্রহ্মাণ্ড-৩২ ।

গ্রামদ—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গ্রামদ একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার ভৃগু, বীতিহবা, রৈবস ও বৈবস এই চারিটা আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

গ্রামনী—গন্ধর্ষ বিশেষ । তাঁহার কন্যা

দেববতীকে স্বকেশ নামক রাক্ষস
বিবাহ করেন। রামা-কিত্তি-৪১, উ-৪।
গ্রামাণ—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার
জন্ত, মহাদেব বহু সংখ্যক মাতৃগণের
সৃষ্টি করেন। গ্রামাণ তাঁহাদের অন্ততমা
ছিলেন। মৎ-১৭২।

গ্রাম্যারনি—মহর্ষি গ্রাম্যারনি একজন
ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আশ্ববান্,
আপ্তিবেশ ও অরুণি এই পাঁচটা আর্ষের
প্রবর। মৎ-১২৫।

গ্রাহক—যমের দোহিত্রী বিরোধিনীর
অন্ততম পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও
বিরোধিনী দেখ।

গ্রাব—মহর্ষি দণ্ডের পুত্র বক নামক
ঋষির অন্তনাম গ্রাব। ছান্দো-১ম।
বক দেখ।

ঘ

ঘটাস্থ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্ততম
অনুচর। মৎ-১৬৯।

ঘটেশ—বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর
সহধর্মিনী। তাঁহার পুত্র মঙ্গল এবং
সেই বিষ্ণুর ঔরসজাত মঙ্গলের তনয়ের
নাম ঘটেশ। দেবীভাগ-২ঙ্ক-৯।

ঘটোৎকচ—(১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের
ঔরসে ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে

ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ঘট হাতীর
মাথা, উৎকচ কেশশূন্য। তাঁহার
মাথা হাতীর মাথার ন্যায় ও কেশশূন্য
ছিল বলিয়া তিনি ঘটোৎকচ নামে
খ্যাত হন। কুরুক্ষেত্র সময়ে তিনি
কোরব পক্ষের অনেক সৈন্য ক্ষয়
করিলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অভিমায় চিন্তিত
হইয়া কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন
কর্ণ উপায়াস্তর না দেখিয়া অর্জুন
বধার্থ রক্ষিত ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি: তাঁহার
উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ
করেন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৩-১৮৫।

(২) ঋষাশ্ব দৈত্যের তনয় বক ও
অলম্বুষ। অলম্বুষকে কুরুক্ষেত্র সময়ে
ঘটোৎকচ বধ করেন। মহাভা-
দ্রোণ-১০৯। (৩) আবার মহাভারতের
অন্যত্র আছে ঘটোৎকচকে দ্রোণপুত্র
অশ্বখামা সংহার করেন। ঘটোৎকচের
তনয় অজ্ঞনপর্ক। মহাভা-দ্রোণ-১৫৬।
মৎ-৫৫ অগ্নি-২৭৮।

ঘটোদর—গণশ্রেষ্ঠ ঘটোদর গণেশের
সহায়ক অন্ততম গণ ছিলেন। বাম-৫৫।

(২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্ততম
অনুচর ঘটোদর। মৎ-১৬৯।

ঘটোদরী—অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্ত মহাদেব বহুসংখ্যক
মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। ঘটোদরী
তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। মৎ-১৭২।

ঘণ্ট—(১) পূর্বকালে বারাগলী ধামে
বশিষ্ঠবংশ সম্ভূত শিবভক্ত ঘণ্ট নামে এক

ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্বদা অক্ষত বিষ্ণুদল দ্বারা শিবের অর্চনা করিয়া মোক্ষলাভ করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৮। (২) ঘণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ ছিল। তিনি একবার ব্রহ্মার দর্শন লাভস্বরূপ, চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া, তাঁহার আলয়ের বহির্দেখে অবস্থান করিতেছিলেন। নারদ ঋষি ইহাকে দেখিতে পাইয়া মহাদেবের নিকট আসিয়া খবর দেন। মহাদেব তাঁহার গণ ঘণ্ট অন্তরে উপাসনা করিতেছেন জানিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি অচিরে ভূতলে পতিত হইবে। ভূতলে দেবদারু বনে পতিত ঘণ্ট একটি শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া শাপ মুক্ত হন এবং তদবধি সেই লিঙ্গ ঘণ্টেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্বন্দ-আব-চতু-৫৭।

ঘণ্টক—মহিষাসুরের অগ্রতম সেনাপতি। দেবী পার্শ্বতী তাঁহাকে বিনাশ করেন। সৌর-৪২।

ঘণ্টাকর্ণ—(১) মহাদেবের অগ্রতম গণ ঘণ্টাকর্ণ, দৈত্য অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুর্ধ্ব-পু-১৬। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিবেণ ও কুমুদমালা নামক চারিজন গণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শলা-৪৬।

ঘণ্টাকর্ণী—অন্ধকাসুরের বধকালে বাণীশামুচারী পৃষ্ঠগামিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী, ঘণ্টাকর্ণী, সর্বসম্বলস্বরী, চক্রহৃদয়া, ব্যোমচারিনী, শঙ্খিনী, লেখনী ও কামসঙ্ঘর্ষিনী এই অষ্টমাতৃকা হরির গাত্র হইতে সমুদ্ভূতা হন। মৎ-১৭৫।

ঘণ্টাকর্ণেশ্বর—মহাদেবের অগ্রতম অমুচর ঘণ্টাকর্ণ কানীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ ও একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন। স্বন্দ-কানী-উ-৬৩। ঘণ্টানাদ—কুবেরের অগ্রতম মন্ত্রী। একবার হুর্দাসা ঋষি কুবেরের নিকট নানাবিধ ধনরত্ন প্রার্থনা করেন; কিন্তু মন্ত্রী ঘণ্টানাদ অধিক দিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য হুর্দাসার শাপে তিনি কুন্ডলী বোনীতে জন্মলাভ করেন। গর্গ-দ্বারকা-১০—১১।

ঘণ্টারবা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন ঘণ্টারবা তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মৎ-১৭২। ঘণ্টীশ্বর—কানীস্থিত একটি শিবলিঙ্গের নাম। স্বন্দ-কানী-উ-৬৫।

ঘণ্টেশ—বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ও বসুধার গর্ভে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হয়। এই মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-২।

ঘণ্টেশ্বর—(১) উপেন্দ্রের জ্যৈষ্ঠ পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-

ব্রহ্ম-২। (২) ঘণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ ছিল। তিনি মহাকাল বনে যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, তাহাই ঘণ্টেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্বন্দ-আব-চতু-৫৭।

ঘন—একজন রাক্ষস দলপতি। রামা-স্বন্দ-৬।

ঘনদংষ্ট্রা—স্বর্গের একজন অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮।

ঘনদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের অনুচরী কল্যাণদারিনী মাতৃগণের মধ্যে ঘনদা অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ঘনবাহ-গন্ধর্কসেনা ঘনবাহের গন্ধর্কসেনা নামে এক কন্তা ছিল। তাঁহাকে শিখণ্ডী শাপ দেন। মহর্ষি গোশূঙ্গ তাঁহাকে সোমবার ব্রত ও সোমনাথের আরাধনার উপদেশ দেন। ঘনবাহ সোমেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া কঠোর তপস্তা করেন ও ঘনবাহেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৪।

ঘনবাহন—কৈলাস পর্বতের উত্তরে নিম্ন পর্বতের উপরে স্বরস্প্রভা নামে এক পুরী আছে। তথায় ঘনবাহন নামে গন্ধর্কপতি বাস করিতেন। তাঁহার কন্তার নাম গন্ধর্কসেনা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪—২৫। গন্ধর্কসেনা দেখ।

ঘনবাহেশ্বর—গন্ধর্কসেনা ঘনবাহ

সোমতীর্থে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম ঘনবাহেশ্বর। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৪।

ঘনস্বনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, উদপানতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘনস্বনাকে প্রদান করিয়া ছিলেন। বাম-৫৭।

ঘনাঙ্ক-দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে হিমালয় তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় গণ স্বর্ণমালা ও ঘনাঙ্ককে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ঘনোদরী—মতঙ্গ নামক এক ব্যাধের জ্ঞী। মতঙ্গ শিবরাত্রি দিনে বিষযুদ্ধে যাপন করিতে বাধ্য হয় এবং সেই যুদ্ধের শাখা ও পত্র ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে। সেই যুদ্ধমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল; তাঁহার মস্তকে বিষপত্র ও জল পতিত হয়। মতঙ্গ গৃহে আগমন না করায় তাহার জ্ঞীও সেই রাত্রিতে আহার করে নাই। তাহাদের অভূক্ত অন্ন এক কুকুর ভক্ষণ করে। এই পুণ্যের ফলে, তাহারা শিবলোক প্রাপ্ত হয়। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৩৩।

ঘর্ষর—জালন্ধর দৈত্যের অগ্রতম সেনাপতি। মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

ঘরবাক্—দ্বারকা তীর্থের দক্ষিণ দিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার ১৭।

ধর্ম—প্রথ, সপ্রথ ও ধর্ম নামক ঋষিদের
বিশ্বদেবের স্তব করিয়া ঋষিদের
কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন ।
ঋগ-১০।১৮।১।১ ।

ঘস—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি
পদে অভিষিক্ত হইলে, বায়ু তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর ঘস ও অতিঘসকে
প্রদান করিয়াছিলেন । বাম-৫৭ । (২)
বরুণদেব স্বীয় অমুচর ঘস ও অতিঘসকে
কার্তিকেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন ।
ঋক-মাহে-কুমা-৩০ ।

ঘম্বর—(১) দৈত্যপতি জলন্ধরের
অন্যতম সেনাপতি । স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্তি-
১৫ । (২) ঘম্বর একবার দৌতকার্য্যে
ইন্দ্র সভায় গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু
যুদ্ধে মহাদেব হস্তে পরলোক গমন
করেন । পদ্ম-উত্ত-২৭, ১০২ ।

ঈশ্বা—দক্ষিণ দিকে দেব নামে এক
পক্ষত আছে । তাহার নিকটে ভরদ্বাজ
বংশীয় স্বধর্ম্ম নামে এক ব্রাহ্মণ বাস
করিতেন । তাঁহার জীর নাম সুদেহা
ছিল । সুদেহা অনপত্য ছিলেন বলিয়া
তিনি তাঁহার যুগ্মানারী ভ্রাতৃপুত্রীর
সহিত তাঁহার স্বামীর আবার বিবাহ
দেন । যথাকালে যুগ্মা একটি পুত্র
প্রসব করেন । সুদেহা হিংসার বশবর্ত্তী
হইয়া সেই পুত্রকে বধ করেন । কিন্তু
শিবভক্তি পরায়ণা যুগ্মা সেজন্ত বিচলিতা
না হইয়া, পূজার্কনায় নিযুক্তা থাকেন ।
ইহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহার

পুত্রকে জীবিত করিয়া দেন এবং
তাঁহার পুণ্যের ফলে ও প্রার্থনায়
সুদেহাও পাপ মুক্তা হন । যুগ্মা কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম যুগ্মেশ্বর ।
শিব-জ্ঞান-৫৮ ।

যুগ্মেশ, যুগ্মেশ্বর—যুগ্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
শিবলিঙ্গ যুগ্মেশ্বর নামে খ্যাত । শিব-
জ্ঞান-৫৮ । যুগ্মা দেখ ।

যুগিকা—গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা
দেবধানীর পরিচারিকা যুগিকা ছিল ।
মহাভা-আদি-৭৮ । এই পরিচারিকাই
দেবধানীর কূপে পতিত হওয়ার সংবাদ
শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করে । মৎ-২৭ ।

য়গি—মরীচির পত্নী উর্গার গর্ভজাত
অন্যতম পুত্র । ভাগ-১০ঙ্ক-৮৫ । উর্গা দেখ ।

য়ত—(১) যযাতি বংশীয় ধর্ম্মের তনয়
যুত, যুতের তনয় হুহুহ, হুহুহের তনয়
প্রচেতা । হরি-হরি-৩২ । (২) যযাতি
বংশীয় শরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের
পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় যুত, যুতের তনয়
বিহ্ব । মৎ-৫৮ ।

য়তপ—এক শ্রেণীর দেবতা । স্বন্দ-
নাগ-২৫২ ।

য়তপারী—একজন মহাবীর নাম । মহাভা-
শান্তি-১৬৬ ।

য়তপৃষ্ঠ—বৈবস্বত মহাবংশীয় প্রিয়ব্রতের
পত্নী বহিষ্কর্ত্তী হইতে যুতপৃষ্ঠের জন্ম
হয় । তিনি পিতৃ নির্দেশে ক্রৌঞ্চদ্বীপের
অধিপতি হন । ভাগ-৫ঙ্ক-২ । যুতপৃষ্ঠের
মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, আত্মা,

ব্রাহ্মিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি নামে সাত পুত্র ছিল। তিনি স্বীয় পুত্রদের মধ্যে উক্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দিয়া জগন্নাথ হরির চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাগ-৫ঙ্ক-২০। স্বন্দ পুরাণ মতে তাঁহার নাম দ্ব্যতপৃষ্ঠি।

দ্ব্যতপৃষ্ঠা—পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অম্বর বিশেষ। বায়ু-৬৯।

দ্ব্যত—অম্বর বিশেষ। লি-৫৫।

দ্ব্যতী—(১) অম্বর বিশেষ। তাঁহার গর্ভে ও রাজা কুশের পুত্র কুশনাভের ঔরসে শত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি চুলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩। (২) দ্ব্যতী অম্বর হইতে চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতির রুক নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৫। (৩) দ্ব্যতী অম্বর গর্ভে মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-১৬৬। (৪) দ্ব্যতী অম্বর গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, অমরসা ও বরকীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। ইহার সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী। লি-৬৩। (৫) মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে ও দ্ব্যতী গর্ভে কপিঞ্জল জন্মগ্রহণ করেন। এই কপিঞ্জলই ত্রিমুখি ও ইন্দ্রপ্রমতি নামে খ্যাত। লি-৬৩। (৬) অত্রির ঔরসে দ্ব্যতী গর্ভে বহি ও বেদ বেদাঙ্গ

নিরত স্বস্ত্যাত্রেয় ঋষিগণ এবং কৃশাক্ষের ঔরসে ও দ্ব্যতী গর্ভে নৈঋব জন্ম গ্রহণ করেন। কুর্শ-পু-১২। (৭) দ্ব্যতী, উর্বশী প্রভৃতি দ্বাদশ অম্বর নৃত্য গীত দ্বারা স্বর্ধাকে পরিতুষ্ট করিতেন। কুর্শ-পু-৪১। (৮) একবার বিশ্বকর্মা শাপে, প্রয়াগে দ্ব্যতী, মদন নামক গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্মা ও দ্ব্যতীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করেন। এই ব্রাহ্মণকুলী বিশ্বকর্মা ঔরসে ও গোপকন্যারূপী দ্ব্যতীর গর্ভে মালাকর, কর্মকার, শম্বকার, কুবিন্দক, (তাঁতী) কুন্তকার, কংসকার, স্তম্বধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৯) কুবেরের ঔরসে ও দ্ব্যতীর গর্ভে চিত্রা নামী এক কন্যা জন্মে। চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (১০) ইন্দ্র কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া দ্ব্যতী, কুকুৎস্থ, নরপতির গো নামী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌকে রাজা যযাতি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩০। (১১) পর্জন্ত নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও দ্ব্যতীর গর্ভে বেদবতীর জন্ম হয়। ইহার সহিত মমুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রহুমের বিবাহ হয়। বাম-৬২, ৬৫। (১২) বৈকুণ্ঠী মুর্তির অন্ততমা সহচরী। বরা-৯২। (১৩) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ও দ্ব্যতীর গর্ভে ভদ্রা প্রভৃতি

দশ কল্পা জন্মে । তাঁহারা প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০; বায়ু-৭০ । (১৪) অজ্ঞতমা বৈদিকী অঙ্গরা । হরি-হরি-২১৮ । কাশ্মা দেখ । (১৫) দ্বুতাচী একবার কালীরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিয়াছিল । শিব-ধর্ম-৭ । (১৬) এক বার দ্বুতাচী প্রভৃতি অঙ্গরাগণ কুবেরের আলয়ে উপস্থিত মহর্ষি ত্রীশিরাকে নৃত্য গীত দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিল । শিব-ধর্ম-৪৩ । অজ্ঞ একবার হিরণ্যকশিপুর আলয়ে নৃত্য করিয়াছিল । মৎ-১৬১ । (১৭) জালন্ধর দৈত্যের আলয়ে দ্বুতাচী নৃত্য করিত । পদ্ম-উত্ত-৮ । (১৮) দ্বুতাচী ও বিখাচী নামা অঙ্গরাবয় আশ্বিন ও কার্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করে । বায়ু-৫২ । (১৯) একবার ইন্দ্র মহর্ষি ত্রিশিরার উগ্র তপশ্চর্য্যার ভীত হইয়া তাঁহার তপস্শা নষ্ট করিবার জন্ত দ্বুতাচী প্রভৃতি অঙ্গরাকে প্রেরণ করেন ; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হয় । দেবীভাগ-৬৯-১ । (২০) পঞ্চ চুড়া বিশিষ্ট স্বর্গীয় অঙ্গরা । বায়ু-৬৯ । (২১) একবার দ্বুতাচী অগস্ত্য শাপে ব্রাহ্মণী দেহ প্রাপ্ত হয় । পরে কপিভীর্থে স্নান করিয়া শাপমুক্তা হয় । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৯ ।
 দ্বুতালী—বিষ্ণুর অজ্ঞ নাম । মহাভা-অমুশা-১৪৯ ।
 দ্বুতেশ্ব—পুরুষাঙ্গীর ভদ্রাশ্বের অজ্ঞতম পুত্র । অগ্নি-২৭৮ । ঋতু দেখ ।

ঘোর—(১) অন্ধিরা গোত্রিয় মহর্ষি ঘোরের পুত্র কষ ঋষি ঋতুদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা । ঋগ-১।৩৬।১ । (২) মহর্ষি অন্ধিরা হইতে বৃহস্পতি, উত্থা, পদ্মস্ত, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত ও সুধম্বা জন্মগ্রহণ করেন । এই সকল পুণ্যবান্ মহাম্মা দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে । মহাভা-অমুশা-৮৫ । (৩) একজন দৈত্যপতি । স্বন্দ-মাহে-কেদা-১২ । (৪) ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতি ঘোরকে শক্তি প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫ । (৫) একজন রুদ্র । অগ্নি-৮৫ ।
 ঘোরঘণ্ট—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্ত মহাদেব ঘোরঘণ্ট নামক গণ-নাগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-নাগ-১৫১ ।
 ঘোরতপা—মহাদেবের অজ্ঞ নাম । মহাভা-অমুশা-১৭ ।
 ঘোরদর্শন—একজন দৈত্যপতি । স্বন্দ-মাহে-কেদা-১২ ।
 ঘোরনাদ—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্ত মহাদেব ঘোরনাদ নামক গণ-নাগকে পাঠাইয়াছিলেন । স্বন্দ-নাগ-১৫১ ।
 ঘোররূপী—(১) মহাদেবের অজ্ঞ নাম । মহাভা-অমুশা-১৭ । পদ্ম-সৃষ্টি-৫ ।
 ঘোরাসুর—দেবাসুরের হানাহাল নামক সমরে ঘোরাসুর নিহত হয় । মৎ-৪৫ ।
 ঘোষ—ব্রহ্মার পুত্র মনু, দক্ষের অন্ধকর্তী,

বসু, যামী, লম্বা, ভীমা, মরুতী, সঙ্করা, মুহুর্তা, সাধা ও বিখা নামী দশ কন্তাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লম্বা ঘোষকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩। ঋষি, প্রজাপতি দক্ষের লম্বা প্রভৃতি দশটি কন্তাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লম্বা হইতে ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-২০৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। পূর্বকালে সূর্য্যবংশে ঘোষ নামে এক ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ঘোষতীর্থ হইয়াছে। স্বন্দ-বিষ্ণু-আব-৭
 ঘোষগণ—ঋষের অগ্রতমা পত্নী লম্বা হইতে ঘোষগণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

ঘোষবসু—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু, ঘোষবসুর তনয় বজ্রমিত্র; বজ্রমিত্রের পুত্র ভাগবত। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

ঘোষা—কক্ষীবান্ ঋষির কন্তা ঘোষা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা হওয়াতে কেহ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পিতৃগৃহেই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন। পরে অশ্বিনের স্তুতি করিয়া তিনি রোগমুক্তা হইয়া পতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সূহৃদী। ব্রহ্মবাদিনো ঘোষা অশ্বিনের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্রও রচনা করেন। ঋগ-১।১২০।৫; ১০।৩৯।৪০।

ঘোষধিষ্ঠাতাদেবগণ—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টি কন্তার মধ্যে লম্বা প্রভৃতি দশটি ঋষের পত্নী ছিলেন। লম্বা হইতে

ঘোষধিষ্ঠাতাদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩।

জ্ঞানস্রবা—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও পর্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানস্রবা তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৬।



চকোর- - মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি সুনন্দনের পুত্র চকোর, চকোরের পুত্র বটক। ভাগ-১২ঙ্ক-১। মগধের স্বাভিকর্ণবংশীয় নরপতি চকোর ছয় মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মৎ ২৭৩।

চকোরশতকর্ণী, চকোরশাতকর্ণী—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি সুনন্দরশাতকর্ণীর পুত্র চকোরশাতকর্ণী, চকোরশাতকর্ণীর পুত্র শিবস্বাতি, শিবস্বাতির পুত্র গৌতমীপুত্র। বিষ্ণু ৪র্থ ২৪।

চকোরাঙ্গী—সমুদ্র মহানে যে সকল অঙ্গরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অগ্রতমা। স্বন্দ-কাণী-পূ-৯।

চক্র—(১)কুরুদেশ বজ্রাগ্নিদগ্ধ হইলে পর, মহর্ষি চক্রের পুত্র উষান্তি হর্গতি প্রাপ্ত

হন এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত যৌবনা স্ত্রীর সহিত তিনি তখন ইভা গ্রামে বাস করেন। ছান্দো-১মঅ-১০খ-১। (২) নাগরাজ বাসুকীর অন্ততম পুত্র চক্র, রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি-৫৭। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, ষষ্ঠ। তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়গণ চক্র ও অমুচক্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শলা-৪৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে ভানু, দীপ্তিমান, ভ্রমরতেরুণ, তাম্র, চক্র ও জলন্ধর নামে সাত পুত্র এবং চারিটা কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। (৫) একজন বানর সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

চক্রক—মহর্ষি চক্রক বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র ছিলেন। মহাভা-অমুশা-৪।

চক্রতীর্থ—দেবাসুর সংগ্রামে কার্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, চক্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর সুবক্রাককে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চক্রধনুঃ—চক্রধনুঃ নামে মহর্ষি, সূর্য্য হইতে দক্ষিণদিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পরে সগরবংশ ধ্বংসকারী কপিল নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাভা উদ্-১০৮।

চক্রধর—বিষ্ণুর এক নাম। স্বন্দ-কাশী-উ-৬১।

চক্রধর্ম্মা—বিদ্যাধরদিগের অধিপতি চক্রধর্ম্মা, কুবেরের একজন অমুচর ছিলেন। মহাভা-সভা-১০।

চক্রধারী—বিষ্ণুর এক নাম। বৃহদা-১১।
চক্রনেমী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চক্রনেমী অন্ততমা ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৭।

চক্রপাণি—বিষ্ণুর এক নাম। স্বন্দ-মাহে-অরু-উ-১৪। স্বন্দ-কাশী-উ-৫৮।

চক্রবর্ম্মা—দনায়ুধার পঞ্চ পুত্রের অন্ততম বলি, বলির পুত্র কুস্তিল ও চক্রবর্ম্মা। তাঁহার উভয়েই মহাবীৰ্য্যশালী ও অপ্রতিমতেজা ছিলেন। বায়ু-৬৮। বলি দেখ।

চক্রবাক্—তাম্রা দেবীর অন্ততমা কন্তা ধৃতরাষ্ট্রের গর্ভে চক্রবাকের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৬।

চক্রমন্দ—একজন নাগরাজ। মহাভা-মৌষল-৪।

চক্রমানী—লঙ্কা সমরে নিহত জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯০।

চক্রযোধী—দানবপতি বিপ্রচিন্তির ঔরসে ও তদীয় বৈমাতেয় ভগিনী, হিরণ্য-কশিপুর আপন ভগিনী সিংহিকার গর্ভে চক্রযোধী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-২১।

চক্ররথ—মহর্ষি চক্ররথ পার্শ্বতীর পুণ্যক ত্রেতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণে-৬।

চক্রহৃদয়া—অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল
মাতৃগণের স্মৃতি করেন চক্রহৃদয়া
তঁাহাদের অন্যতম। ছিলেন। মৎ-২১২।

চক্রাঙ্ক—কল্পপঞ্জী খসার অন্যতম পুত্র।
বায়ু-৬৯। খগা দেখ।

চক্রাক্ষী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কুমারের অমুগামিনী কলাপদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতম। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৩০।

চক্রাক্ষী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কুমারের অমুগামিনী কলাপদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতম। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৩০।

চক্রী—মহর্ষি চক্রী একজন অঙ্গিরা বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার
অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও
সৈতা এই পাঁচটা আর্ষের প্রবর।
মৎ-১২৬।

চক্ষু—(১) মহর্ষি চক্ষু একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের
আরাধনা করিয়া অনেক মন্ত্র রচনা
করিয়াছিলেন। খগ-২। ১০। ৬। ১। (২)
ধর্মের পত্নী মরুতী হইতে অগ্নি, চক্ষু
জ্যোতি, হবি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত,
শরবৃষ্টি, সংক্ষর, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু,
বিভাবসু, অশ্বিন, চিত্ররশ্মি, নিযোধী,
জয়োন, অমৃত, চারিত্র, বহুপন্নগ,
বৃহস্পতি ও বৃহস্পতি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-১২৬। (৩) চক্ষু
হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। ভাগ-

চক্ষু-৫। (৪) যযাতি বংশীয় অমুর পুত্র
মভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিন জন।
ভাগ-৯২-৫। (৫) পুরুবংশীয় নরপতি
পুরুজাহ্নু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্যাস্থ,
হর্যাস্থ হইতে মুদগল, সৃজয়, বৃহদীক্ষু,
প্রবীর ও কাল্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র
জন্মে। ইহার পাঞ্চাল নামে খ্যাত।
বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৬) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয়
নরপতি রিপুয় পুত্র চক্ষু। চক্ষু বীরণ
প্রজাপতির কন্যা পুরুরিণীকে বিবাহ
করেন। তাঁহার গর্ভে চাক্ষুষ মনু
জন্মগ্রহণ করেন। কুর্শ-পূ-১৪। (৭)
দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
বৃত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ
যে পঞ্চদশ স্বীয় অমুরকে প্রদান
করেন, চক্ষু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।
বাম-৫৭। অন্ধক দেখ। (৮) চক্ষু
মহাদেবের এক নাম। মহাভা-
আশ্বমে-৮।

চক্ষুপ্রবা—চক্ষুপ্রবা নামে একজন নাগরাজ
ছিলেন। বরা-১৪।

চচারী—ভরদ্বাজ ও কুংস গোত্রীয়
ব্রাহ্মণেরা শীহোলিয়া গ্রামে বাস
করিতেন। তাঁহাদের গোত্রদেবীর
নাম চচারী ছিল। স্বন্দ-ব্রাহ্ম-৩৯।

চঞ্চলা—বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর অন্য নাম।
দেবীভাগ-৬২-১৭।

চক্ষু—রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত,
রোহিতের তনয় হরিত, হরিতের তনয়
চক্ষু, চক্ষুর তনয় বিজয় ও সুদেব। হরি-

হরি-১৩। চকুর তনয় বিজয় ও বসুদেব ।	করিয়াছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪ ।
বিষ্ণু-৪র্থঃ ।	(৫) রাজা বিদুরথের কন্যা ও বৎসপ্ৰায়
চকুল—বিখ্যামিত্রের অন্যতম পুত্র চকুল ।	মহিষী, মুদাবতী (সুন্দা) হইতে চণ্ড
হরি-হরি-২৭ ।	প্রভৃতি দ্বারশ পুত্র জন্মে । মার্ক-১১৭ ।
চটিকা—পুরাকালে বারাগসৌ নগরীতে	চণ্ডক—(১) একজন দানবপতি । পদ্ম-
মাণ্ডী নামে মহাযশস্বী রুদ্ররূপ পরারণ	সৃষ্টি-১৩ । (২) চণ্ডক নামে এক ছুরাচার
এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । মহাদেবের	ক্ষৌরকার ছিল । পদ্ম-উ-২০৯ ।
বরে তাঁহার পত্নী চটিকা দীর্ঘকাল গর্ভ	চণ্ডকপাল—মহাদেবের সহিত অন্ধকা-
ধারণ করিয়া কালভীতি নামে এক	সুরের যুদ্ধে, একদা অন্ধক মহাদেবের
পুত্র প্রসব করেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০ ।	মস্তকে গদাঘাত করেন । সেই গদা-
চটুলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি	ঘাতে মস্তক হইতে রুধির ধারা বহির্গত
কান্তিকের অঙ্গুগামিনী কলাগদারিনী	হইতে থাকে । সেই রুধির ধারা হইতে
মাতৃগণের অন্যতমা । স্বন্দ-মাহে-	বিজ্ঞারাজ রুদ্র, চণ্ডকপালাদি চারিজন
কুমা-৩০ ।	ললিতরাজ, বিশ্বরাজ নামে চারিজন
চণ্ড—(১) মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে	ভৈরবের উদ্ভব হইরাছিল । বাম-৭০ ।
কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ,	চণ্ডকোপ—মহিষাসুরের অন্ততম সেনা-
বিলোহিত, অজেশ, শাসন, শাস্তা, শঙ্খ,	পতি, তিনি পার্শ্বভীর সহিত ঘোরতর
চণ্ড ও ঐব এই একাদশ রুদ্র	যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার শূলাঘাতে
মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া দানবদের	মৃত্যুস্থখে পতিত হন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭ ।
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মৎ-১৫৩ । (২)	চণ্ডকৌশিক—কাকীবান্ গোত্ৰমের পুত্র
দৈত্যপতি মহিষাসুরের চণ্ড ও মুণ্ড	মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের প্রদত্ত ফল ভক্ষণ
নামক অমাত্যের তাঁহার দৌত্য কার্যে	করিয়া নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী জরা-
নিযুক্ত ছিল । তাহার মহিষাসুরকে	সদ্বন্ধে প্রসব করিয়াছিলেন । মহাভা-
কাত্যায়নীর রূপ-লাবণ্যের কথা বলিয়া	সভা-১৬, ১৭ ।
ছিল । বাম-১৯ । ইহাতেই তুমুল	চণ্ডতাপন—মহাদেবের অন্ততম গণ ।
যুদ্ধ হয় এবং চণ্ড ও মুণ্ড কৌশিকী হস্তে	মহাদেবের অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে,
নিহত হয় । বাম-৫৫ । (৩) দেবসেনাপতি	চণ্ডতাপন দৈত্য অন্ধকের সহিত যুদ্ধ
স্বন্দের অন্ত্যনাম চণ্ড । মহাভা-বন-২৩০ ।	করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ-পু-১৬ ।
(৪) মহাদেবের অন্ততম অমুচর চণ্ড,	চণ্ডতুণ্ডক—কশ্চপ পত্নী বিনতা হইতে
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ কালে নিৰ্ব্বাতি সহ যুদ্ধ	বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয় । তন্মধ্যে

চণ্ডতুণ্ডক একজন । মহাভা-উদ্-২০০ ।
 চণ্ডনারিকাকা—দেবী বিশেষ । কালিকা-৬৩
 চণ্ডবতী—দেবী বিশেষ । কালিকা-৬৩ ।
 চণ্ডবল—লক্ষা সমরে কুম্ভকর্ণ, চণ্ডবল
 ও বজ্রবাহু নামক বানরদ্বয়কে গ্রাস
 করিয়াছিলেন । মহাভা-বন-২৮৫ ।
 চণ্ডবিজ্রমা—কাশীস্থিতা অগ্ন্যতমা
 যোগিনী । স্বন্দ-কাশী-পূ-৪৫ ।
 চণ্ডভার্গব—চ্যবন ঋষির বংশীয় মহর্ষি
 চণ্ডভার্গব, জনমেজয় রাজার সপ্সত্রে
 হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন । মহাভা-
 আদি-৫৪ ।
 চণ্ডমারী—শুভ্র নিশুভের সহিত সমরে
 কোশিকী দেবী তাঁহার মস্তক হইতে
 এক গাছি জটা ছিঁড়িয়া ভূতলে নিক্ষেপ
 করিলে, তাহা হইতে চণ্ডমারী আবি-
 র্ভূতা হন । তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে
 বন্ধনপূর্ব্বক কোশিকী হস্তে সমর্পণ
 করেন । চণ্ডমারী নিহত চণ্ড মুণ্ডের
 মস্তকের মালা ধারণ করিয়া চামুণ্ডা
 নামে খ্যাত হন । বাম-৫৫ ।
 চণ্ডমুণ্ড—মহাদেবের এক নাম । পদ্ম-
 সূ-৫ ।
 চণ্ডমুণ্ডা—কাশীস্থিত একটা যোগিনী ।
 স্বন্দ-কাশী-উদ্ভ-৭০ ।
 চণ্ডরূপা—দেবী বিশেষ । কালিকা-৬৩ ।
 চণ্ডশর্মা—চমৎকার পুরে চণ্ডশর্মা নামে
 এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি জল ভ্রমে
 সুরা পান করিয়া পাপ লিপ্ত হন এবং
 পরে গজা দ্বান করিয়া পাপ মুক্ত হন ।
 স্বন্দ-নাগ-৭০ ।

চণ্ডশিতা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-
 সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে ব্রহ্মযোনি-
 তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর
 চণ্ডশিতাকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।
 চণ্ডত্মী—মগধের কাশ্যায়ন বংশীয় নরপতি
 বিজয়ের পুত্র চণ্ডত্মী, দশ বৎসর রাজত্ব
 করেন । পরে পুলোমা সাত বৎসর
 রাজত্ব করেন । মৎ-২৭৩ ।
 চণ্ডহস্ত—রেবতীর্থে অমরেশ্বরের দক্ষিণ
 ভাগে চণ্ডহস্ত নামক শিবলিঙ্গ আছেন ।
 স্বন্দ-আব-রেবতা-২৯ ।
 চণ্ডা—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান
 করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল
 মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চণ্ডা তাঁহাদের
 অগ্ন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ । (২)
 দেবী বিশেষ । কালিকা-৬৩ ।
 চণ্ডাংগু—সূর্য্যের এক নাম । স্বন্দ-
 কাশী-পূ-২ ।
 চণ্ডাংগুতাপন—দুর্গাসুরের অগ্ন্যতম
 সেনাপতি । স্বন্দ-কাশী-উদ্ভ-৭১ ।
 চণ্ডাখ্য—মহাদেবের একটা গণ । স্বন্দ-
 মাহে-কেদা-২১ ।
 চণ্ডাধ—মহুবংশীয় নরপতি কুবলাশ্বের
 (অন্য নাম ধুকুমার) চণ্ডাধ, দৃঢ়াধ ও
 কপিলাধ নামে তিন পুত্র ছিল ।
 লি-৬৫ ।
 চণ্ডিকা, চণ্ডী—চণ্ডমারী দেবীর অন্য
 নাম চণ্ডিকা ও চণ্ডী । বাম-৫৬ ;
 বায়ু-৯ ।

চণ্ডী—মহাদেবের পত্নী পার্শ্বতীর অন্য নাম । সৌর-৪২ ।

চণ্ডীশ—মহাদেবের অন্যতম অমুচর । পদ্ম-উদ্ভ-১৩ ।

চণ্ডীশলিঙ্গ—প্রভাস ক্ষেত্রে চণ্ডীশলিঙ্গ আছেন । স্বল্প-প্রভা-৪৩ ।

চণ্ডেশ—(১) মহাদেবের অন্ততম অমুচর চণ্ডেশ । দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে তিনি স্বর্গাদেবকে পরাস্ত করেন । ভাগ-৪৯-৫ । (২) মহাদেবের অঙ্ককাসুরের সহিত যুদ্ধে, চণ্ডেশ অঙ্কক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল । কৃষ্ণ-পূ-১৬ ।

চণ্ডোগ্র—দেবী বিশেষ । কালিকা-৬৩ ।

চণ্ডোরী—রাক্ষসী বিশেষ । সে অশোকবনে আবদ্ধা সীতাকে রাবণের প্রতি অমুগামিনী করিবার জন্ত ভয় প্রদর্শন করিত । রামা-সুন্দ-২৪ ।

চণ্ডোনারিক—অন্যতমা যোগিনী । কালিকা-৬৩ ।

চতুরঙ্গ—অববোধের অন্যতম পুত্র । বরা-৫২ । অহং দেখ ।

চতুরঙ্গ—অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদের, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসাদে চতুরঙ্গ নামক এক পুত্র হয় । চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক, পৃথুলাকের পুত্র চম্প । হরি-৩১ । যযাতিবংশীয় সত্যরথের পুত্র দশরথ । দশরথের তনয় চতুরঙ্গ (অন্তনাম লোমপাদ) তনয়া শান্তা । চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক মৎ-৪৮ । লোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ । অগ্নি-২৭৭ । যযাতি

বংশীয় চিত্ররথের তনয় চতুরঙ্গ ।

চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক । ৯৯-২৩ ।

বায়ু-৯৯ ।

চতুর্ভূজ—কণ্ডপ পত্নী ধমার গর্ভজাত

অন্ততম পুত্র । বায়ু-৬৯ । থসা দেখ ।

চতুরথ—চতুরথ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন । মহাভা-সভা-৮ ।

চতুর্থী—মহর্ষি অঙ্গিরার অন্ততমা কন্যা হবিষ্যতির অন্ত নাম চতুর্থী । মহাভা-বন-২১৬ । অঙ্গিরা ও হবিষ্যতী দেখ ।

চতুর্দন্ত—কানীস্থিত একটা গণপতি ।

ঔহার দর্শনে বিয় নাশ হয় । স্বল্প-কানী-উ ৫৭ ।

চতুর্দশী—ঋতুর কন্যা চতুর্দশীকে, প্রাগ্-জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুর বল-পূর্বক প্রমথিত করিয়াছিলেন । হরি-হরি-১২০ ।

চতুর্দণ্ড—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কাণ্ডিকের সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদয় ঔঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চতুর্দণ্ড ঔঁহাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন ।

মহাভা-শল্য-৪৬ । দেবাসুর সমরে ঐরাবতী নদী স্বল্পের সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর চতুর্দণ্ডকে প্রদান করেন ।

বাম-৫৭ । দেবাসুর সমরে স্বল্পের

সাহায্যার্থ মাতৃকা জটায়ুরা স্বীয় অমুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ,

চতুর্ভুজ, বিদ্যাভিজ্ঞ, দশানন, সোমাপায়ন, উগ্র ও দেবযাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চতুর্ভুজ—শিবের অন্যতম অমুচর চতুর্ভুজ শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে সন্ততি কোটি অমুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩; স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৩।

চতুর্ভুজ—কশ্যপ পত্নী খসার অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

চতুর্মুখ—মহাদেবের অগ্র নাম। একদা তিলোত্তমা মহাদেবকে প্রলোভিত করিবার জন্ত তাঁহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিবার জন্ত যোগবলে মহাদেবের চারিদিকে চারিটি মুখ বহির্গত হইল। তিনি পূর্ব মুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা পার্শ্বতীর সহিত ঐড়া, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণীগণের স্তম্ভ সমৃদ্ধি সাধন ও দক্ষিণ মুখ দ্বারা প্রাণীগণকে সংহার করেন। মহাভা-অমুশা ১৪১। ব্রহ্মার এক নাম। দেবীতা-১০৮-১৩। বৃহৎ-মধ্য-২৮।

চতুর্মুখেশ্বর—কানীস্থিত চতুর্মুখ গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কানী-উত্ত-৫৫।

চতুর্কর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুর্কর্ণী অগ্রতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুর্পথনিকেতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-

সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুর্পথনিকেতা অগ্রতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুর্পথরতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুর্পথরতা অগ্রতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুর্পাদ—খসার অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চত্তরবাসিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চত্তরবাসিনী অগ্রতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চন্দনানকদ্বন্দ্বি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিলোমকের পুত্র নল। এই নল সঙ্গীতে তুঙ্গরূপ সৃষ্টি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চন্দনানকদ্বন্দ্বি নামেও বিখ্যাত ছিলেন। নলের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিৎের তনয় বহু। লি-৬৯।

চন্দনী—রাধিকার অগ্রতমা সহচরী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

চন্দনোদকদ্বন্দ্বি—(১) অন্ধক বংশীয় নরপতি ভরোর অগ্র নাম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি আনকদ্বন্দ্বিভির অগ্র নাম চন্দনোদকদ্বন্দ্বি। কুর্ধ-পূ-২৪।

চন্দ্র—(১) ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র। ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রকে অশেষ নমস্কে ও ওষধি দ্বিত্যগণের আধিপত্যে

অভিষেক করেন । চন্দ্র রাজস্বয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন । পরে সেই রাজস্বয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্কোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃ নিবন্ধন তাঁহার অহঙ্কার উপস্থিত হয় । সেই মদদোষ প্রযুক্ত তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন । অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ব্রহ্মা চন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবযিগণ বার বার যাক্ষা করিলেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পন করিলেন না । বৃহস্পতির প্রতি ধ্বনিবন্ধন শুক্র চন্দ্রের সহায় হইলেন । ভগবান রুদ্র মহর্ষি বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার নিকট বিখ্যালাভ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন । তন্নিবন্ধন তিনি বৃহস্পতির সহায় হইলেন । শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া, জম্ব ও কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিলেন । এদিকে সমুদ্র দেব সৈন্য সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন । তখন উভয় পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । তারার নিমিত্ত সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া ইহার “তারকাময় সংগ্রাম” নাম হইল । এই প্রকারে দেবাসুর সংগ্রামে ক্ষুদ্র হৃদয় অশেষ জগৎ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল । তখন ভগবান ব্রহ্মা, শুক্র, শঙ্কর, অমুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পন করেন । তখন বৃহস্পতি

তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া কহিলেন, আমার ক্ষেত্রে অল্প ব্যক্তির ঔরস জাত সন্তান তোমার ধারণ করা উচিত নহে । তুমি ইহা পরিত্যাগ কর । তারা বৃহস্পতির বাক্যে সেই গর্ভ ঈষিক। স্তম্ভে পরিত্যাগ করিলেন । নিক্ষেপ মাত্র সমুৎপন্ন সেই পুত্র স্বীয় কাস্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজ অভিভব করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । তখন দেবগণ সন্দিহান ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে স্বভগে, তুমি মৃত্যু করিয়া বল, এই পুত্র কাহার ?—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির । দেবগণ এই কথা বলিলে তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না । বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও তারা নিরুত্তর রহিলেন । তখন সেই কুমার তাঁহার মাতা তারাকে শাপ প্রদান করিতে উত্তত হইয়া কহিলেন—অগ্নি ! তুষ্ট স্বভাবে জননি ! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না ? অগ্নীক লজ্জাবতি ! তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে দিতেছি যে, আর কেহই তোমার নায় মন্থরভাবিণী হইতে পারিবে না । তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন—বৎস ! এই পুত্র কাহার—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির ? তখন তারা লজ্জা জড়িত ভাবে কহিলেন—চন্দ্রের । তখন ভগবান চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—হে বৎস !

সাধু, সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে। এই কারণে তোমার নাম বৃদ্ধ হইল। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে মহাদেবের প্রধান গণ, বীরভদ্র পদান্বুষ্ঠ হারা চন্দ্রকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন। কুর্শ্ম-পূ-১৫। (৩) ক্ষীরোদ সমুদ্রে মহাবি অত্রির নেত্রমূল হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে সাতাশটিকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে রোহিণীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন বলিয়া অন্যান্য কন্যারা চন্দ্রের বিরুদ্ধে পিতা দক্ষের নিকট অভিযোগ করেন। দক্ষ, জামাতা চন্দ্রের এবশ্রকার ব্যবহারে অতিমাত্র ঋণীত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই জন্য চন্দ্র ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হন। শিব তাঁহাকে মন্তকে স্থান প্রদান করেন এবং সেই হইতে শিবের নাম চন্দ্রশেখর হয়। চন্দ্র শিবের অনুরূপে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিলে, আবার রোহিণীর অন্যান্য ভগিনীরা দক্ষের নিকট পূর্বরূপ অভিযোগ করিলেন। দক্ষ শিব সমীপে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু শিব চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু মধ্যস্থ হইয়া শিবকে চন্দ্রের অর্দ্ধ এবং দক্ষকে চন্দ্রের অর্দ্ধ প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৫) দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা একদিন স্নান করিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এবং তাঁহার সহিত সহবাস প্রার্থনা করেন। তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেও চন্দ্র তাঁহাকে হরণ করেন। এবং দীর্ঘকাল চন্দ্র সহবাসে থাকিয়া গর্ভবতী হন ও বৃদ্ধকে প্রসব করেন। চন্দ্র, তারাকে যখন আক্রমণ করেন, তখন তারা চন্দ্রকে শাপ দেন যে,—তুমি রাত্নগ্রস্ত, মেঘাচ্ছন্ন, পাপদৃশ্য, কলঙ্কী ও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৬) চন্দ্র দক্ষের কৃন্তিকাদি সাতাশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের গর্ভে চন্দ্রের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই, কারণ দক্ষ শাপে তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভাগ-৬৫-৬। (৭) সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত লইয়া দেবাসুরে বৃদ্ধ হয়, সেই বৃদ্ধে রাত্নের সহিত চন্দ্রের বৃদ্ধ হয়। ভাগ-৮৫-১০। (৮) মল্লবংশীয় নরপতি বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাথ, যুবনাথের পুত্র শ্রাবস্ত। ভাগ-৯৫-৬। (৯) ত্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নখাজিতীর গর্ভজাত দশপুত্রের অন্যতম চন্দ্র। ভাগ-১০৫-৬১। (১০) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী, অপ্সরা হইতে জলদা, ভদ্রা, অভদ্রা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও

বরকীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে ।
 তাঁহারা সকলেই অত্রির পত্নী ছিলেন ।
 তন্মধ্যে ভদ্রা হইতে চন্দ্রের জন্ম হয় ।
 লি-৬৩ । (১১) চন্দ্র নামে অম্বর ভূতলে
 জন্মিয়া কাশ্যোজ দেশে চন্দ্রবন্দী নামে
 সুবিখ্যাত নরপতি হইয়াছিলেন ।
 মহাভা-আদি-৬৭ । (১২) দক্ষযজ্ঞে চন্দ্র
 স্বীয় পত্নী রোহিণীর সহিত ধনাধিপতিত্বে
 নিযুক্ত হইয়াছিলেন । বাম-২ । (১৩)
 বলিরাজের অন্যতম পুত্র চন্দ্র । মৎ-৬ ।
 (১৪) কল্পপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত
 অন্যতম দানব । বায়ু-৬৮ । দম্ব
 দেখ ।

চন্দ্রক— শিবের অন্ততম অম্বর চন্দ্রক,
 মহাবি উপমহ্যার তপস্তায় বিদ্র উৎপাদন
 করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । লি-১০৭ ।

চন্দ্রকলা— সমুদ্র মন্ধান হইতে উদ্ভবা
 অন্ততমা অম্বর । স্বল্প-কাশী-পু-২ ।

চন্দ্রকান্তি— দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি
 হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্তি আবির্ভূত
 হন । চন্দ্রকান্তি তাঁহারই অন্ততমা
 সহচরী ছিলেন । বরা-২২ । অমৃত দেখ ।

চন্দ্রকেতু— (১) সূর্য্যবংশীয় নরপতি রাজা
 দশরথের চারি পুত্রের অন্ততম লক্ষণ
 ছিলেন । লক্ষণের তনয় অঙ্গদ ও
 চন্দ্রকেতু । অশেষ দেখ । (২) অযোধ্যা-
 পতি মহারাজ দশরথের পৌত্র ও লক্ষণের
 পুত্র । ইহার অপর ভ্রাতার নাম অঙ্গদ ।
 চন্দ্রকেতু মল্লদেশে চন্দ্রকান্তি নাম্নী নগরী

স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করিতে
 থাকেন । রামা-উক্ত-১১৫ । (৩) বিক্রান্ত
 নামক বলশালী গন্ধর্ব্বের ঔরসে চন্দ্রকেতু
 প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন ।
 বায়ু-৬২ । (৪) মহাবীর চন্দ্রকেতু
 হৃষ্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্র
 সমরে যুদ্ধ করিয়া অভিমন্যু হস্তে নিহত
 হন । মহাভা-দ্রোণ-৪৮ ।

চন্দ্রগিরি— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি তারা-
 পীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি হইতে
 ভানুচন্দ্র, ভানুচন্দ্র হইতে ঋতায়ু জন্ম-
 গ্রহণ করেন । লি-৬৬ ।

চন্দ্রগুপ্ত— শিশুনাগবংশীয় শেষ অধিপতি
 নন্দকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য
 পণ্ডিতের সহায়তায় মগধের সিংহাসনে
 আরোহণ করেন । তিনি মৌর্য্যবংশীয়
 ছিলেন । তাঁহার পুত্র বারিসার ।
 মৌর্য্যবংশীয় দশজন ভূপতি এক শত
 সাইদ্রিশ [১৩৭] বৎসর মগধে রাজত্ব
 করেন । ভাগ-১২২-১ । চন্দ্রগুপ্তের পুত্র
 বিন্দুসার, বিন্দুসারের পুত্র অশোক এক
 জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪
 চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সহায়তায় মগধের
 সিংহাসন অধিকার করিয়া চতুর্বিংশতি
 বৎসর রাজত্ব করেন । চন্দ্রগুপ্তের পর
 ভদ্রসার (ভাগ—বারিসার; বিষ্ণু—বিন্দু-
 সার) পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন ।
 তৎপর ভদ্রসারের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অশোক
 মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন
 এবং ষড়বিংশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর

পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র কুনাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট বৎসর রাজত্ব করার পর গতায়ু হন। তৎপর কুনালের পুত্র বজ্রপালিত আট বৎসর, বজ্রপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর, তৎপুত্র দেববর্মা সাত বৎসর, দেববর্মার পুত্র শতধর আট বৎসর, তৎপুত্র বৃহদশ্ব সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে সেনাপতি পুষ্পমিত্র মোর্ধ্যাবংশের শেষ রাজাকে বধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইতে মগধে শুঙ্গ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বায়ু-৯৯।

চন্দ্রচূড়—মহাদেবের অস্ত্র নাম। স্বন্দ-আব-অব ৪৫।

চন্দ্রতাপন—শিবের অগ্রতম অমুচর চন্দ্রতাপন শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে সাত কোটা অমুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

চন্দ্রদত্ত—চন্দ্রদত্ত নামে এক কিম্বদন্তি ছিল। বরা-৮১।

চন্দ্রদমন—দৈত্যপতি অন্ধকের অগ্রতম অমুচর। স্বন্দ-কাণী-পু-১৬।

চন্দ্রদেব—পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের চক্র রক্ষক ছিলেন। তিনি কর্ণের শরে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৫০।

চন্দ্রক্রম—গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্ত হইতে চন্দ্রক্রম, হরিষেন প্রভৃতি নরমুখ কিম্বদন্তিগণের উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

চন্দ্রপর্ব্বত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রপর্ব্বত, চন্দ্রপর্ব্বতের তনয় ভানুরথ, ভানুরথের পুত্র ঋতায়ু। অগ্নি-২৭৩।

চন্দ্রপ্রভ—(১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাতনের চন্দ্রবতী ও শুণ্ডবতী নামী পরম রূপবতী দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশীয় গদ বিবাহ করেন। এই চন্দ্রবতীর গর্ভে চন্দ্রপ্রভ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৫১—৫৩। (২) যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মনিভদ্র দেখ।

চন্দ্রপ্রভা—(১) দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূত হন। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। (২) পুরাকালে মথুরা দেশে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ নাম ছিল। চন্দ্রপ্রভা। বরা-১৮০। চন্দ্রসেন দেখ। (৩) মহাবী নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্তায় ভীত হইয়া দেবরাজ তাঁহাদের বিষ উৎপাদনার্থ যে সকল অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দেবীভা-৪র্থস্ক-৬।

চন্দ্রবতী—দৈত্যরাজ সুনাতনের অন্যতম কন্যা ও যদুবংশীয় গদের জ্যেষ্ঠা। চন্দ্রবতীর পুত্র চন্দ্রপ্রভ। হরি-হরি-১৫৩। সুনাত ও চন্দ্রপ্রভা দেখ।

চন্দ্রবর্মা—কাশ্যপ দেশের অধিপতি ।
মহাভা-আদি-৬৭ ।

চন্দ্রবিমর্দন—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের
পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম
পুত্র । কালিকা-৩৪ । সিংহিকা দেখ ।

চন্দ্রবীজ—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি
ভাবোর পুত্র চন্দ্রবীজ, চন্দ্রবীজের তনয়
লোমশি । ভাগ-১২৯-১ ।

চন্দ্রভ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কালিকের সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে,
সাধ্য, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র
ও মহাবলসম্পন্ন পুরুষ সকল তাঁহাকে
সাহায্য করিবার জন্য যে সকল
সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন চন্দ্রভ তাঁহাদের
অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

চন্দ্রভাঙ্গা—দুর্গার এক নাম চন্দ্রভাঙ্গা ।
শ্রীকৃষ্ণ স্তম্ভক অবেষণে জাম্ববানের
সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাঘাতন না করায়
কৃষ্ণী অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া চন্দ্রভাঙ্গা
নামী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন ।
ভাগ-১০ স্ক-৫৬ ।

চন্দ্রভানু—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম স্ত্রী ও
সত্বাজিতের কন্যা সত্যভামার গর্ভে
ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান
চন্দ্রভানু, বৃহত্তানু, অবিভানু, বিভানু
ও প্রতিভানু নামে দশ পুত্র জন্মে ।
ভাগ-১০ স্ক-৬১ । (২) চন্দ্রভানু শ্রীকৃষ্ণের
অন্ততম প্রধান অমুচর ছিলেন । ব্রহ্মবৈ-
গণেশ-৩২ । (৩) রাধিকার অন্ততম
দ্বার রক্ষক চন্দ্রভানু । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫ ।

চন্দ্রভাস—কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে পঞ্চদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ
বীর অমুচর চন্দ্রভাস প্রভৃতিকে প্রদান
করেন । বাম-৫৭ ।

চন্দ্রমনস—বাণের পত্নী লোহিতী হইতে
চন্দ্রমনস জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৬৭ ।
লোহিতী দেখ ।

চন্দ্রমর্দন—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজা
পতির অন্ততমা কন্যা সিংহিকা হইতে
চন্দ্রমর্দন জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-
আদি-৬৫ ।

চন্দ্রমসী—বৃহস্পতির ভার্য্যা মনসিনী
চন্দ্রমসী হইতে পরম পবিত্র ছয় পাবক
ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-
বন-২১৭ ।

চন্দ্রমা—(১) নরপতি বলির শত পুত্রের
অন্ততম চন্দ্রমা । হরি-হরি ৩ । (২) মহর্ষি
কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও প্রজাপতি
দক্ষের অন্যতমা কন্যা দমু হইতে চন্দ্রমা
জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৫ ।
(৩) চন্দ্রের অন্য নাম চন্দ্রমা । তিনি
প্রজাপতি দক্ষের রোহিণী প্রভৃতি
সাতাইশটি কন্যাকে বিবাহ করেন ।
মহাভা-শান্তি-২০৭ ।

চন্দ্রমুখী—কংসের মালা চন্দন বাহিকা
কুজা, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া
মুক্তিলাভ করেন এবং গোলকধামে
গমনপূর্বক চন্দ্রমুখী নামী গোপিকা
হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭২ ।

চন্দ্রমৌলী—(১) চন্দ্রমৌলী নামে একজন পরম শৈব বীরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়া গান করিতে করিতে উক্ত লিঙ্গে লীন হইয়াছেন । স্বন্দ-কাশী-পু-১০ । (২) চন্দ্রমৌলী মহাদেবের এক নাম । স্বন্দ-কাশী-পু-৩৪ ।

চন্দ্রলেখা—সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্ন অন্যতমা অঙ্গরা বিশেষ । স্বন্দ-কাশী-পু-২ ।

চন্দ্রশর্মা—অবন্তী দেশের রাজা মেধা-ভিথির চন্দ্রশর্মা নামে এক পুরোহিত ছিলেন । বরা-১৮৯ ।

চন্দ্রশীলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অশুচরী কল্যাণদায়িনী দ্বাতৃগণের মধ্যে চন্দ্রশীলা অন্যতমা ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ ।

চন্দ্রশেখর—(১) মহাদেবের অন্য নাম । বরা-৮০ । অলঙ্ক দেখ । (২) মহাদেব চন্দ্রকে মন্তকে ধারণ করিয়া চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত হন । শিব সনৎ-২৮ ।

চন্দ্রশ্রী—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি বিজয়ের পুত্র চন্দ্রশ্রী, চন্দ্রশ্রীর তনয় পুলোমচী । এই পুলোমচীই অন্ধ্র বংশীয় শেষ নরপতি । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

চন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দশ মনুর নাম চন্দ্রসাবর্ণি । ব্রহ্মবৈ-প্রক-৪৪ ।

চন্দ্রসেন—মথুরা দেশের অধিপতি চন্দ্রসেন ছিলেন । তাঁহার জীয়র নাম চন্দ্রপ্রভা ছিল । বরা-১৮০ । বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্রসেনের তনয় মহাতেজা চন্দ্রসেন

কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে দ্রোণা-চার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-দ্রো-২৩ । এই চন্দ্রসেনই পরে অশ্বখামার শরে নিহত হন । মহাভা-দ্রো-১৫৬ ।

চন্দ্রসেনা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-গণের সৃষ্টি করেন, চন্দ্রসেনা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ । (২) ভুবন বিখ্যাতা রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অশুচারিণী হইয়াছিলেন । মহাভা-বিরাট-২১ ।

চন্দ্রহস্তা—(১) অশুর বিশেষ । হরি-হরি-৪১ । (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা সিংহিকা হইতে চন্দ্রহস্তার জন্ম হয় । মহাভা-আদি-৫৩ । (৩) অশুর শ্রেষ্ঠ চন্দ্রহস্তা নরলোকে জন্মিয়া রাজ্যধিষ্ঠানক নামে খ্যাত হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

চন্দ্রহা—অশুর বিশেষ । হরি-হরি-৪১ ।

চন্দ্রহাস—কেরল দেশের রাজা । শিশু কালে পিতৃমাতৃ হীন হইয়া তিনি কুলিন কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন । পরে কুণ্ডলপতির মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যাকে বিবাহ করেন । গর্গ-অশ্ব-৫২ ।

চন্দ্রহাস্ত—সোমতীর্থে চন্দ্রহাস্ত নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । স্বন্দ-আব-রেবা-১৯০ ।

চন্দ্রাংস্ততাপন—নরপতি বলির বহুপুত্রের অন্যতম চন্দ্রাংস্ততাপন । মৎ-৬ । কুক্ষিভীম দেখ ।

চন্দ্রা—(১) মহর্ষি অজিতার জীর নাম চন্দ্রা । দক্ষ যজ্ঞে তিনি স্বীয় ভাৰ্যা চন্দ্রার সহিত মিষ্টান্ন ও পানীয় প্রস্তুত করনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । বাম-২ ।

(২) দৈতাপতি বৃষপর্কার শশিষ্ঠা, সুন্দরী ও চন্দ্রা নামে তিন কন্যা ছিল । মৎ-৬ ।

চন্দ্রাশ্রয়—মুনি বিশেষ । হরি-হরি-১৬৬ ।

চন্দ্রানন—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অস্ত্র নাম । মহাভা-বন-২৩০ ।

চন্দ্রাপীড়—কাশীরাজ নন্দিনী কাশ্মীরপতি জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন । তাঁহা হইতে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-১১৫ ।

চন্দ্রাবতী—(১) কাশীরাজ ইন্দ্রহ্যয়ের দ্রুহিতা চন্দ্রাবতী অষ্টমী ব্রত করিয়া পূণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন । পদ্ম-উ-৩১ ।

(২) কংসের মিত্র শকুনির পত্নীর নাম চন্দ্রাবতী ছিল । গর্গ-মথুরা-১ । (৩) নরপতি ঈশ্রচন্দ্রের জীর নাম চন্দ্রাবতী স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৩৬ ।

চন্দ্রাবলী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অস্ত্রতমা । অগ্নি-৫২ ।

চন্দ্রাবলোক—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি মহাস্রাশ্বের তনয় শুভ ও চন্দ্রাবলোক চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়, তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি । লি ৬৬; অগ্নি-২৭৩ । (২) রঘুবংশীয় মহাবানের পুত্র চন্দ্রাবলোক । চন্দ্রাবলোক হইতে তারাপীড়, তারাপীড় হইতে চন্দ্রগিরি জন্মগ্রহণ করেন । কুর্শ-পূ-২১ । (৩)

ইক্ষ্বাকু বংশীয় নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক, চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড় । সৌর-৩০ ।

চন্দ্রার্ক—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অস্ত্রতম পুত্র । বায়ু-৬৯ । খসা দেখ ।

চন্দ্রাধ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুজুম্বরের অস্ত্রতম পুত্র । হরি-হরি-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২৮ । কপিলাধ দেখ ।

চন্দ্রিকা—(১) অন্ধকাশ্বরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃ-গণের সৃষ্টি করেন, চন্দ্রিকা তাঁহাদের অস্ত্রতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ । (২) সুপ্রভ নামক গন্ধর্কের কন্যা চন্দ্রিকা । পদ্ম-উত্ত-১২৮ । (৩) পার্বতী দেবী হরিশ্চন্দ্র তীর্থে চন্দ্রিকা নামে অভিহিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । (৪) চন্দ্রিকা অঙ্গরা বিশেষ । স্বন্দ-আব-অব-৮ । (৫) ত্রীকৃষ্ণের প্রধান ষোড়শ গোপিনীর অস্ত্রতমা চন্দ্রিকা ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮ ।

চন্দ্রেশ্বর—কাশীস্থিত চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ চন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন । স্বন্দ-কাশী-পূ-১৪ ।

চপট—কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র । কালিকা-৩৪ ।

চপলেশ্বর—রেবা তীর্থে চপলেশ্বর মহাদেব বর্তমান আছেন । স্বন্দ-আব-রেবা-২৯ ।

চমৎকার—পূর্বকালে চমৎকার নামক নরপতি বহুধন দান করিয়া অগ্নিদ্ধি লাভ করেন । স্বন্দ-নাগ-৯ ।

চমৎকারীদেবী— সোমেশ্বর ক্ষেত্রে চমৎকারীদেবী বিত্তমান আছেন। পুরাকালে নরপতি চমৎকার শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-৬৪।

চমস— নরপতি ঋষভের অন্যতম পুত্র। তিনি ভাগবত ধর্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। ভাগ-৫মঙ্ক-৪। ঋষভ দেখ। ভাগ-১১ঙ্ক-২।

চমুহর— একজন শ্রাদ্ধভাগ্যাই দেবতা। মহাভা-অমুশা-৯১।

চম্পা—(১) মল্লবংশীয় নরপতি হরিতের পুত্র চম্পা, চম্পের পুত্র সূদেব। চম্পা, চম্পাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভাগ-১২ঙ্ক-৮। (২) অঙ্গ দেশের অধিপতি পৃথুলার্ষের পুত্র চম্পা। চম্পের পুরী চম্পা, পূর্বে মালিনী নামে খ্যাত ছিল। চম্পের পুত্র হর্যাক্ষ। হরি-হরি-৩১; মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯২; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

চম্পক— চম্পক নামে এক বিজ্ঞাধর ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মদনালসা ছিল। দেবীভাগ-৬ঙ্ক-২০।

চম্পকবতী—ভদ্রাবতী পুরীতে স্নকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চম্পকবতী ছিল। রাজার কোন অপত্য ছিল না। তিনি মাঘ মাসের পূজাদা নারী একাদশী ব্রত পালন করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত ৪১।

চম্পা—দক্ষ স্ত্রীর শত কন্যার মধ্যে সংসর্পা, সরমা, গুহা, শালা, চম্পা ও জ্যোৎস্না নামী ছয় কন্যা বিশ্বদেবগণকে প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

চয়মান—চয়মানের পুত্র অভাবর্তীর প্রতি অমুকুল হইয়া ইন্দ্র বরশিখের পুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৭।৫। অভাবর্তী দেখ।

চরক—(১) মহর্ষি বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য। তিনি গুরুর আদরণীয় ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া চরক নামে খ্যাত হন। ভাগ-১২ঙ্ক-৬। (২) সংহিতাবাদী, সামান্য, আক্রাণি ও আলম্বী প্রভৃতি দ্বিজগণ চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

চরকসোমশর্ম্মা— চরকসোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় কুর্কর্ম্মের ফলে ব্রহ্ম রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে চণ্ডাল হইতে প্রাপ্ত, বিষ্ণু সংগীতের ফলে উদ্ধার লাভ করে। বরা-১৩৯।

চরগায়ু— দানব বিশেষ। মহাভা-আদি-৬৫।

চরগু—সুজুনি, আপি, শ্রেণী, স্রম্ব, হুদেচকু গ্রহিনী ও চরগু এই সাত অঙ্গরা উর্কশীর সহচরী ছিল। ঋগ-১০।৯৫।৬।

চরন্ত—শলের পৌত্র ও আষ্টিসেনের পুত্র। বায়ু-৯২।

চরিসু—সাবর্ণিমহুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অবরীবানু দেখ। বায়ু-১০০।

চর্চিকা—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, মহাদেবের কপালের স্বেদ জল হইতে শোণিত প্লুতা চর্চিকাদেবীর উদ্ভব হয় । তিনি হিঙ্গুল পর্কতে অধিষ্ঠান করেন । বাম-৭০ ।

চর্ম্মগুণাদেবী—নাগর ক্ষেত্রে নরপতি নল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা চর্ম্মগুণাদেবী বিত্তমান আছেন । স্বল্প-নাগ-৫৪ ।

চৰ্ণী—বরুণের পত্নী চৰ্ণী হইতে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬স্ক-১৮ ।

চল—বসুদেবের অন্যতম পুত্র । বায়ু-৯৬; মদিরা দেখ । ভাগবত মতে বল । উপনন্দ দেখ ।

চলকুণ্ডলা—মহর্ষি চলকুণ্ডলা একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার ভৃগু, চাবন, আপ্সুবান্, ওর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

চলচ্ছিখা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চলচ্ছিখা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

চলজ্বালা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চলজ্বালা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

চলবন্ধু—মহর্ষি চলবন্ধু একজন ব্রহ্মভূরিষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন । কূর্ম্ম-পূ-১১ ।

চলা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী । হরি-হরি-৩১ । ঋচেয় দেখ ।

চলি—মহর্ষি চলি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার ভৃগু, চাবন, আপ্সুবান্, ওর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

চষট—মহর্ষি চষট একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর । মৎ-২০০ ।

চাক্ষুষ—(১) চতুর্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র সাবর্ণির সময়ে, তিনি অন্ততম দেবতা ছিলেন । ভাগ-৮স্ক-১৩ । (২) মনুবংশীয় নরপতি ধনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ । চাক্ষুষের তনয় বিবিশতি । ভাগ-৯স্ক-২ । (৩) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে চতুর্দশ শিবাবতার প্রোভূত হন, চাক্ষুষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । লি-৭ ।

(৪) রিপুর পত্নী বৃহতী হইতে সর্কতেজা চাক্ষুষ জন্মগ্রহণ করেন । চাক্ষুষ অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করীণিকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে মনু (ষষ্ঠ, মন্বন্তরপতি চাক্ষুষ মনু) জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-১৩ । (৫) যযাতির চতুর্থ পুত্র অমু হইতে সতানর, চাক্ষুষ ও পরমেস্তু নামে তিন পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৪র্থ ১৮ । অমু দেখ ।

চাক্ষুষগণ—চতুর্দশ মনু, ভৌতামনু নামে খ্যাত । এই সময়ে চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বাকাবৃদ্ধগণ দেবতা ছিলেন । বিষ্ণু ৩য়-২ ।

চাক্ষুষমনু—(১) সুধর্ম্মা, শম্পা, উক্ণ,

অমৃতম, বিশ্বাবসু, সুপর্কী, বিষ্ণু, রুদ্র, ইহার। সকলেই চাক্ষুষ মমুর পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। (২) চাক্ষুষ মমুর সময়ে ভৃগুনভ, বিবস্বান, সুধামা বিরজা, অতিনামা ও সহিসু এই কয়েকজন ঋষি ছিলেন এবং আত্ম, প্রমৃত, ঋষভ, পৃথক্ভাব ও লেখ এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) পুরু-বংশীয় নৃপতি কক্ষ্যু হইতে সভানর চাক্ষুষ ও পরমসু নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১। (৪) অরুণা প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষের পত্নী চাক্ষুষ মমুকে প্রসব করেন। প্রজাপতি বৈরাজের কন্যা ও চাক্ষুষ মমুর পত্নী নডুলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্রায়, তপস্বী, সত্যবান, কবি, অগ্নিষ্টুত, অতিরাত্র, সুদ্রায় ও অভিমহু নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৫) চতুর্দশ মমুর মধ্যে প্রজাপতি চক্ষুর তনয় চাক্ষুষ মমু ষষ্ঠ ছিলেন। পুরু, পুরুষ, সুদ্রায় প্রভৃতি তাঁহার তনয় ছিলেন। এই সময়ে মমু, দ্রায়, ইন্দ্র, আপি প্রভৃতি দেবতা হর্যাস্রং, বিরক প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। এই সময়ে ভগবান বৈরাজ প্রজাপতির স্ত্রী দেবসমুতির গর্ভে অজিত নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৮৮৫। (৬) চাক্ষুষ মমুর সময়ে ভূষিত নামে দ্বাদশ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই মহাবিশ্বের স্ত্রী আদিতির গর্ভে দ্বাদশ

আদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৭) ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মমু ছিলেন। এই সময়ে মনোষব বাসব হন এবং আত্ম, প্রমৃত, ভবা, পৃথগ ও লেখগণ দেবতা হন। ইহাদের প্রত্যেক আট বাক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুরোধা, বিরাজ, হবিমান, উত্তম মধু, অতিনামা ও সহিসু সপ্তর্ষি হন। উরু, পুরু, শতদ্রায়, প্রভৃতি চাক্ষুষ মমুর পুত্রগণ রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৮) স্বায়ম্ভুব মমুর বংশধর রিপুয় পুত্র চক্ষু, চক্ষুর পত্নী পুরুরিণী হইতে চাক্ষুষ মমু জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মমুর স্ত্রী ও বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নডুলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্রায়, তপস্বী, সত্যবাক্, শুচী, অগ্নিষ্টুং, অতিরাত্র, সুদ্রায় ও অভিমহু নামে দশ পুত্র জন্মে। কৃষ্ণ-পু-১৪। (৯) চাক্ষুষ মমুর সময়ে মন্দি নামক এক তপস্বী ছিলেন। দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া ভূষিতা নাম্নী এক অপ্সরাকে তাঁহার ব্রত নষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ভূষিতা মহর্ষি মন্দি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হন। মন্দির সপ্ত পুত্র এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। বাম ৭২।

চাটুহাস—মহর্ষি চাটুহাস ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। বায়ু-১০৬।

চাপকা—কৌটিল্যের অন্য নাম চাপকা। তিনি মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের

উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্যবংশীয় চন্দ্র
গুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।
বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; ভাগ-১২ঙ্ক-১ ; বায়ু-৯৯।
কৌটিল্য দেখ।

চাপর—(১) কংসের একজন মন্ত্র, ত্রীকৃষ্ণ
ও বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-
হরি-৮৩। (২) ধনদেবের অধিপতি।
মহাভা-সভা-৪।

চাতকি—মহর্ষি চাতকি একজন ভৃগু
বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
তঁাহার ভৃগু, চাবন, আপ্পুবান, ওর্ক ও
জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর।
মৎ-১৯৫।

চাতুর্শাস্ত্রাঙ্গ—সবিতার অন্যতম পুত্র।
ভাগ-৬ঙ্ক-১৮। অগ্নিহোত্র দেখ।

চাক্রমস—পুরাকালে কলিযুগে নরদেব
মমুর বংশে বিষ্ণুর অংশে ঐমতি জন্ম
গ্রহণ করেন। ইনি চাক্রমস বলিয়া
খ্যাত। এই চাক্রমস বিংশ বৎসর যাবৎ
ধরণী পর্য্যটন করিয়া দ্বাত্রিংশ বৎসর
বয়সে যাবতীয় ছুটি মানবগণকে উৎ-
সাধিত করেন। মৎ-১৪৪।

চাক্রমসি—মহর্ষি চাক্রমসি একজন ভৃগু
বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
তঁাহাদের ভৃগু, চাবন, আপ্পুবান, ওর্ক
ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর।
মৎ-১৯৫।

চাপ—অস্ত্রের বিশেষ। শি-৫৫। অগ্নিগু
ও চাপ দেবগণের শমিতা ঋগ-
১।১১২।২০।

চামর—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম
সেনাপতি। স্বল্প-মাহে-অঙ্ক-উ-১৯।

চামুণ্ডা—(১) মহিষাসুর দৈত্যের বধার্থ
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি
হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্তি আবির্ভূত হন।
তঁাহাদের অনুরোধে তিনি আবার
ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন
মূর্তিতে বিভক্ত হন। এই রৌদ্রী মূর্তি
ক্কর দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা
নামে খ্যাত হন। বরা-৯৬। (২) মহিষাসুর
সংগ্রামে চণ্ডমারীদেবী, মহিষাসুরের
অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে বন্ধনপূর্ব্বক
কৌশিকীহস্তে সমর্পণ করেন। চণ্ডমারী
নিহত চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকের মালা
পরিধান করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন।
বাম ৫৫। (৩) অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-
কার সৃষ্টি করেন, চামুণ্ডা তঁাহাদের
অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৪)
নবজ্জগার অন্যতম সহচরী চামুণ্ডা।
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকালে তিনি বীরভদ্রের
সঙ্গে ছিলেন। স্বল্প-মাহে-কেন্দা-৩।

চাম্পেয়—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের
অন্ততম চাম্পেয়। মহাভা-অনুশা-৪।

চারায়ন—চারায়ন নামে এক ঋষি ছিলেন।
তঁাহার কন্যা ভবানী ও গোমতী, মহর্ষি
আমুণ্ডায়নের পুত্র নারায়ণের পত্নী
ছিলেন। স্বল্প-কাণী-উ-৭৬।

চারিত্র—ঋষি হইতে মরুভূমিতে অগ্নি
চকু, জ্যোতি, হবি, সাবিত্র, মিত্র,

অমৃত, শরবৃষ্টি, সংস্কার, বিরাজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্বাসু, চিত্ররশ্মি, নিষোধী, জয়োন, অঙ্কুতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহস্পতি ও বৃহস্পতি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। চক্ষু ও অমর দেখ।

চারু—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা কুশলীকে ঐকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ পূর্বক বিবাহ করেন। কুশলী হইতে ঐকৃষ্ণের প্রহ্মা, চারুদেব, সুদেব, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু নামে দশ পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০-স্ক-৬১। (২) কুশলীর গর্ভে ঐকৃষ্ণের প্রহ্মা, চারুদেব, সুদেব, চারুদেহ, চারুগুপ্ত, সুচারু ভদ্রচারু, চারু, চারুবিন্দ ও সুধেণ নামে দশ পুত্র এবং চারুমতী নামী এক কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-২৮।

চারুক—একজন যদুবংশীয় বীর। ষড়বংশ ধ্বংস কালে তিনিও হত হন। বিষ্ণু-৫ম-৩৭। কুশলীর গর্ভজাত ঐকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৪।

চারুকন্যা—দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্তি আবির্ভূত হন। চারুকন্যা তাঁহার অন্যতম সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

চারুকেশী—(১) মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্তি আবির্ভূত হন। চারুকেশী তাঁহার অন্যতম সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) চারুকেশী নামী অপ্সরা, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সভার নৃত্য করিত। মৎ-১৬১।

চারুগর্ত—ঐকৃষ্ণের অন্যতম কুশলীর গর্ভে প্রহ্মা, চারুদেব, চারুভদ্র, চারুগর্ত, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুদেব, সুধেণ ও ক্রম নামে দশ পুত্র এবং চারুমতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৩০।

চারুগুপ্ত—কুশলীর গর্ভজাত ঐকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ১৩০; ভাগ-১০-স্ক-৬১; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; মৎ-৪৭; বিষ্ণু-৫ম-২৮। কুশলী দেখ।

চারুচন্দ্র—কুশলীর গর্ভজাত ঐকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০-স্ক-৬১। কুশলী দেখ।

চারুচিত্র—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চারুচিত্র। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৬।

চারুণী—মহেশভামিনী পার্শ্বতীর অন্যতম সখী। স্বল্প-মাহে-কোদা-২১।

চারুদেব—(১) ঐকৃষ্ণের অন্যতম জী, সত্যজিতের কন্যা সত্যভামার গর্ভে চারুদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০-স্ক-৬১। (২) ঐকৃষ্ণের অন্যতম জী

কল্পিনীর গর্ভে চাক্রদেহ, সুচাক্র, চাক্রবেশ, যশোধর, চক্রশ্রবা, চাক্রযশা, প্রহ্লাদ ও শঙ্খ নামে আট পুত্র জন্মে ।
কৃষ্ণ-পূ-২৪ ; লি-৬৯ । (৩) জাম্ববতীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র ।
অগ্নি-২৭৫ ।

চাক্রদেহ—কল্পিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র । ভাগ-১০ঙ্ক ৬১ ; বিষ্ণু-৫ম-২৮ ।

চাক্রধর্ম—নরপতি চাক্রধর্মার পত্নী ললিতা দীপ দান করিয়া শত সপত্নীর উপর আধিপত্য লাভ করেন ।
অগ্নি-২০০ ।

চাক্রনাশা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অঙ্গুরার উদ্ভব হয়, চাক্রনাশা তাঁহাদের অন্যতম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৯ ।

চাক্রপণ্য—পাটলী পুত্র নগরে পশুমান নামে এক বৈশ্য ছিল । তাহার জ্যেষ্ঠা ত্রীমুপণ্য, পণ্যবান ও চাক্রপণ্য নামে তিন পুত্র প্রসব করেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২ ।

চাক্রপদা—সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী ও চাক্রপদা নামী দেবী মানস পর্কতে বাস করিয়া লোকহিত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । কালিকা-২৩ ।

চাক্রপাত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে মনোহরা নদী, তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অশুচর চাক্রপাত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ।
বাম-৫৭ ।

চাক্রপাদ—যশাতিবংশীয় মনস্যুর পুত্র

চাক্রপাদ । চাক্রপাদ হইতে সূহা, সূহা হইতে বহুগব জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৯ঙ্ক-২ । বৃহৎ-মধ্য-২৯ ।

চাক্রবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধা, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পুরুত সকল দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধাক্ষ প্রেরণ করেন, চাক্রবক্ত্র, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

চাক্রবর্মা—যদুবংশীয় চাক্রবর্মা অন্যান্য যাদবের ন্যায় পরম্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হন । বিষ্ণু-৫ম-৩৭ ।

চাক্রবাহু—কল্পিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র । হরি-হরি-১৬০ । কল্পিনী দেখ ।

চাক্রবিল্ব—কল্পিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র । বিষ্ণু-৫ম-২৮ ; হরি-হরি-১৬০ । কল্পিনী দেখ ।

চাক্রবিল্ব—কল্পিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র । বায়ু-৯৫ । কল্পিনী দেখ ।

চাক্রকেশ—কল্পিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চাক্রকেশ । লি-৬৯ । কল্পিনী দেখ ।

চাক্রভদ্র—কল্পিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র । হরি-হরি-১৬০ । কল্পিনী দেখ ।

চারুমতী—রুক্ষিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যা চারুমতীকে কৃতবর্ষার পুত্র বলী বিবাহ করেন। ভাগ-১০-স্ক-৬১; হরি-১৬০; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। রুক্ষিণী দেখ।

চারুমহী—রুক্ষিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। বায়ু-৯৬। রুক্ষিণী দেখ।

চারুমিত্র—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী মিত্রবিন্দা হইতে সুরমিত্র ও চারুমিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

চারুমুখী—(১) দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্তি আবির্ভূত হন। চারুমুখী তাঁহার অন্যতম সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) চারুমুখী নারী একটি গন্ধর্ব্ব হুহিতা ছিলেন। বায়ু-৬৯।

চারুযশা—রুক্ষিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুযশা। লি-৬৯।

রুক্ষিণী দেখ। মহাভা-অনুশা-১৪।

চারুশির্ষ—ইন্দ্রের প্রিয় সখা। তিনি আনুস্মায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৮।

চারুশ্রবা—রুক্ষিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুশ্রবা। লি-৬৯। রুক্ষিণী দেখ।

চারুহাস—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম স্ত্রী রুক্ষিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; মৎ-৪৭। রুক্ষিণী দেখ।

চারুহাসিনী—মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্তায় ভীত হইয়া ইন্দ্র তাঁহার

বিষ উৎপাদনার্থ যে সকল অশ্বরাশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, চারুহাসিনী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। দেবীভাগ-৪র্থ-৬।

চারুহুতি—দেবহুতী ও চারুহুতি মহর্ষি পুলস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া পতি সৌভাগ্য ব্রত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬।

চার্কাচ—সত্য যুগে বদরী তপোবনে বহুকাল তপস্তা করিয়া রাক্ষস চার্কাচ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করেন যে, কোনও প্রাণী হইতে তাহার ভয় থাকিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে মৃত্যু ঘটিবে। চার্কাচ হুর্ঘ্যো-ধনের একজন পরম সখা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে তিনি যুধিষ্ঠির ও সমাগত ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া নিহত হন। মহাভা-শান্তি-৩৮।

চাষবক্ত—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকের সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চাষবক্ত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। অশিক্ষক দেখ।

চিকিতায়ন—পূর্ব্বকালে শলাবতের পুত্র মহর্ষি শিলক, দলভবংশীয় চিকিতায়নের পুত্র মহর্ষি চৈকিতায়ন ও জীবনের পুত্র মহর্ষি প্রবাহন এই তিন ঋষি উদ্‌গীথ

বিজ্ঞান নিপুণ ছিলেন । একবার শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং প্রবাহন মধ্যস্থ ছিলেন । ছান্দো-১মঅ-১২খ-১ ।

চিকুর—ঐরাবত নাগবংশীয় আৰ্য্যকের পুত্র চিকুর । চিকুর বিনতা নন্দন গরুড় কর্তৃক বিনষ্ট হন । চিকুরের তনয় স্মৃথ । তিনি মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করেন । মহাভা-উদ্-১০৩ । গুণকেশী ও মাতলি দেখ ।

চিকিৎসান্—ক্রতুর অন্যতম পুত্র । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ । ক্রতু দেখ ।

চিকুর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি চিকুর, দেবী কাতারনীর সহিত সমরে নিহত হন । বাম-২০০; দেবীভা-৫ম-৩; মার্ক-৮২ ।

চিত্তকেতু—যজুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা দেবভাগের পত্নী, উগ্রসেনের কন্যা কংসা হইতে চিত্তকেতু জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৯ঙ্ক-২৪ ।

চিত্তজলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্তজলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

চিত্তবর্শী—কৌশিকের সপ্ত পুত্রের অন্যতম । কৌশিক নন্দনেরা গুরু গার্গ্যের পরশ্বিনী গাভী বধ করিয়া, আহাৰ করিয়া পাপে লিপ্ত হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১০; হরি-হরি-২০, ২২; মৎ-২০; শির-ধর্ম ৩৩ । কবি দেখ ।

চিত্তহার্য্য—ধর্ম্মের পত্নী সাধা হইতে ভাসু, মম্ব, প্রাণ, রোষ, নীচ, বীৰ্য্যবান্, হংস, অয়ন, চিত্তহার্য্য, নারায়ণ, বিভূ ও প্রভু এই দ্বাদশ সাধা জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-২০৩ । অয়ন দেখ ।

চিত্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্তা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

চিত্তি—(১) মহর্ষি অথর্ক্যানের ত্রীর্থ নাম চিত্তি । তাঁহার গর্ভে তপোনিষ্ঠ দধীচি জন্মগ্রহণ করেন । এই দধীচির অন্য নাম অশ্বশিরা । ভাগ-৪ঙ্ক-১ । (২) দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্যতম, অমুমস্তা দেখ ।

চিত্র—(১) রাজা চিত্র সরস্বতী নদী তীরে যজ্ঞকরিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞে প্রভুতখন লাভ করিয়া সৌভরি ঋষি দুইটি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন । ঋগ-৮।২২।১৭ । (২) বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্র, বিষ্ণুভক্তি ফলে মরনান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । লি-উত্ত ১ । (৩) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্র । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রো-১৩৬; মহাভা-আদি-৬৭ । (৪) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র, চিত্রের তনয় অক্রুর । চিত্রের অন্য নাম জয়ন্ত ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । অক্রুর দেখ ।

চিত্রক—(১) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির ঋক্‌ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে চিত্রকের, পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সপার্বক, গবেষ্টি, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, স্নগ্ধা, ধর্ম্মভূং, স্নবাহ ও বহুবাহ নামে দ্বাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি স্রমিত্রের পুত্র চিত্রক, চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, স্নবাহ, স্নগ্ধা, গবেষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বধর্ম্ম, ধর্ম্মভূং, স্নভূমি ও বাহুভূমি নামে একাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। লি-৬৯। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম চিত্রক। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৪) যদুবংশীয় পুন্নির পুত্র ঋক্‌ক ও চিত্রক। চিত্রকের তনয় পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, স্নবাহ, স্নপার্বক ও গবেষণ এই ছয় জন। কৃষ্ণ-পু-২৪।

চিত্রকার—ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্তারূপী দ্ব্যতাচার গর্ভে কর্ম্মকার চিত্রকার প্রভৃতির জন্ম হয়। বঙ্গবৈ-ব্রহ্ম-১০। দ্ব্যতাচার দেখ।

চিত্রকু—পুরুষবার বংশীয় শুচির পুত্র চিত্রকু। চিত্রকুর পুত্র শান্তরজা। ভাগ-৯৯-১৭।

চিত্রকেতু—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পত্নী উজ্জ্বা হইতে চিত্রকেতু, স্নক্‌চি,

বিরজা, মিত্র, উবন, বসুভৃঙ্খান ও দ্রামান নামে সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৯-১। (২) পূর্বকালে শুরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক বিখ্যাত সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি বহু পত্নী স্বত্বেও নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃতদ্রাতি অগ্নিরা ঋষির যজ্ঞ স্থলে চারু ভক্ষণ করিয়া এক রূপবান্ পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু স্বপত্নীরা বিবেচ্য বশতঃ বিষ প্রয়োগে সেই শিশুকে নিহত করেন। রাজা চিত্রকেতু পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইলে অগ্নিরা ও নারদ ঋষি তাঁহাকে তত্বোপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে রাজার শোক দূর হয়; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাঁহার একটু অহঙ্কারও জন্মে। একদা শিব স্বীয় স্ত্রী পার্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া সভায় বসিয়াছিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে চিত্রকেতু তাঁহাকে উপহাস করেন। পার্বতী সেই জনা ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অশুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। তদনুসারে তিনি বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৯-১৪—১৭। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহারাজ দশরথের অন্ততম পুত্র লক্ষণ, লক্ষণের তনয় চিত্রকেতু। ভাগ-৯৯-১২। (৪) ঋক্‌রাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। জাম্ববতী হইতে স্নমিত্র,

পূজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেশু, ত্রিবিম, শাখ, বহুবান ও ক্রতু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০-স্ক-৩১; পর্ক-বিধি-২৩। (৬) মহাশক্তি বিক্রান্তের বালেন্দ্র নামে খ্যাত অন্যতম পুত্র চিত্রকেশু। বায়ু-৬৯। কালের ও গন্ধর্ব্ব লেখ।

চিত্রগু—ঐক্যের অন্ততমাত্রী নাথজিতি (অন্য নাম সভ্যা) হইতে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, বৃষ, আম, শঙ্কু, চিত্রগু, বেগবান্, বহু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০-স্ক-৬১।

চিত্রগুপ্ত—যমের প্রধান কৰ্ম্মচারীর নাম চিত্রগুপ্ত। তাঁহার অধীনেই লোক নিযুক্ত থাকে। তাঁহার পরলোক-বালীকে কৰ্ম্মস্থানে শান্তি দিয়া থাকে। বরা-১৯৮।

চিত্রগ্রীবা—কালীহিতা চিত্রগ্রীবা দেবীকে প্রণাম করিলে মানব কখনও যম যন্ত্রণা ভোগ করেন না। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৭০।

চিত্রবটী—কালীহিতা চিত্রবটী দেবীকে পূজা করিলে, মানব বহু পাতকবৃত্ত ও ধৰ্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও চিত্রবটীর লিপি র গোচর হয় না। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৭০।

চিত্রঘণ্টেশ্বরী—কালীহিতা একটা দেবী। স্বন্দ-কালী-পূ-৩৩।

চিত্রতাপ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রতাপ। তিনি ভারত সময়ে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রদেব—(১) দেবান্দ্র সংক্রান্তে দেবকেন্দ্রপতি কান্তিকের সেনাপতি পদে কৃত হইলে, সাধা, কত্র, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সহস্র ও মহাশলসম্পন্ন পর্কড সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চিত্রদেব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মহানদী কান্তিকেরকে সাহায্য করিবার জন্য বীর অশুচর চিত্রদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চিত্রধর্ম্মা—নরপতি চিত্রধর্ম্মা কাষোজ দেশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রনাথ—বৈবস্বত মহুর দশ পুত্রের অন্ততম ধৃষ্ট, ধৃষ্টের তনয় কৃতকৈত, রণধৃষ্ট ও চিত্রনাথ এই তিনজন। মৎ-১২।

চিত্রবতী—ঐক্যের অন্ততমাত্রী সূদেবার গর্ভে অবগাহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনভক্ত, শুভবন, নামে সাত পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

চিত্রবর্ম্মা—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্ততম চিত্রবর্ম্মা। তিনি ভারত সময়ে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রবহ—কশ্যপ গম্ভী বিনতা হইতে বলবর্ধি বহু বিহকের জন্ম হয়। তদ্বৎ চিত্রবহ অন্ততম। মহাভা-উদ্ব-১৫০।

চিত্রকান্—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শতপুত্রের অত্নতম চিত্রকান্ ।
তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

চিত্রবাহু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শতপুত্রের অত্নতম চিত্রবাহু ।
তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

চিত্রবেগিক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে
চিত্রবেগিকের জন্ম হয় । তিনি রাজা
জনমেজয়ের সর্পসভ্রে বিনিষ্ট হন ।
মহাভা-আদি-৫৭ ।

চিত্রভাঙ্গ—মহিষাসুরের অত্নতম
সেনাপতি । তিনি পার্শ্বতীর হস্তে
নিহত হন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭ ।

চিত্রমহা—মহর্ষি চিত্রমহা একজন ঋষেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নি
সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-
ছেন । ঋগ-১০।১২২।১ ।

চিত্রমালা—(১) বিষ্ণুভক্ত কৌশিক
নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্রমালা,
বিষ্ণুভক্তির ফলে, মরণান্তে বিষ্ণুলোক
প্রাপ্ত হইরাছিলেন । লি-উ-১ । (২)
সূর্য্যের এক নাম । স্বন্দ কাশী-পূ-৯ ।

চিত্রযোধী—শ্রীকৃষ্ণের অত্নতম স্ত্রী
যোধিষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী,
কাপালী ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন ।
হরি-হরি-১৬০ ।

চিত্ররথ—(১) চিত্ররথ ও-অৰ্জ্জু দুইজন
অনার্য্য রাজা ছিলেন । সরযুনদীর তীরে

উঁহারা বাণ করিতেন । ইন্দ্র
উঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন ।
ঋগ-৪।৩০।১৮ । (২) ইন্দ্রকুল্য বিমান
ও পরাক্রান্ত ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ ।
নরপতি চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ত্তে বজ্র
করিয়া ইন্দ্রের সহিত লোম পান
করিয়াছিলেন । চিত্ররথের পুত্র
লোমপাদ । হরি-হরি-৩১ । (৩) যদুবংশীয়
নরপতি উশন্থের পুত্র চিত্ররথ । চিত্ররথ
হইতে শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে পৃথুশ্রবা
জন্মে । হরি-হরি-৩৬ । (৪) শ্রীকৃষ্ণের
অত্নতম পত্নী সুদেবা হইতে চিত্ররথ
প্রভৃতি জন্মে । হরি-হরি-১৬০ ।
অবগাহ দেখ । (৫) ব্রহ্মা চিত্ররথকে
গরুড়গণের অধিপতি করেন । হরি-হরি-
২১৯ । (৬) মনুবংশীয় নরপতি গয়ের
পত্নী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি ও
অধিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । চিত্ররথের ভাৰ্য্যা উর্ণা সম্রাট
নামে এক পুত্র প্রসব করেন । ভাগ-
৫৯-১৫ । (৭) জনক বংশীয় ভূপতি
সুপার্ষ হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে
ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধি হইতে সমরথ
জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৯৯-১৩ । (৮)
পাণ্ডববংশীয় চিত্ররথ উপ্তের পুত্র ।
চিত্ররথ হইতে শুচিরথ, শুচিরথ হইতে
বৃষ্টিমান প্রভৃতি হন । ভাগ-৯৯-২২ ।
(৯) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ ।
চিত্ররথ রোমপান নামেও খ্যাত
ছিলেন । উঁহারা সখা ইক্ষাকুবংশীয়

রাজা দশরথ তাহাকে শাস্তা নারী নিজ
কন্তা দান করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র তনয়
ঋষাশৃঙ্গ সেই শাস্তাকে বিবাহ করেন।
দীর্ঘকাল রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় রাজার
আদেশ ক্রমে বরজনাগল তপোবনে
গমন পূৰ্ব্বক নানা প্রকার প্রলোভনে
প্রলোভিত করিয়া ঋষি ঋষাশৃঙ্গকে
রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহার
আগমন মাত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।
তিনি তৎপরে নিঃসন্তান রোমপাদের
জন্ম ইচ্ছায়া করিয়া পুত্রলাভ
করেন। নিঃসন্তান দশরথও তাঁহার
সাহায্যে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।
চিত্রলেখের তনয় চতুরঙ্গ, চতুরঙ্গের তনয়
পৃথুলাক্ষ। ভাগ-৯৯-২৩। (১০) চন্দ্রবংশীয়
নরপতি কুশল নানা দান ও যজ্ঞের
ফলে, সকল কৰ্ম্মে নিপুণ চিত্রলেখ নামে
এক পুত্র লাভ করেন। চিত্রলেখের
তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর অনন্তক
প্রভৃতি শতাধিক সহস্র পুত্র ছিল।
ভাগ ৯৯-২৩; লি-৬৮। (১১) মহর্ষি
কশ্যপের অন্ততম পত্নী ও প্রজাপতি
দক্ষের কন্যা মুনী হইতে চিত্রলেখ প্রভৃতি
জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫।
(১২) যযাতিবংশীয় ঋষদণ্ডের পুত্র
চিত্রলেখ, চিত্রলেখের পুত্র শূর, শূরের তনয়
বহুদেব প্রভৃতি। মহাভা-অনুশা-১৪৭।
(১৩) যজ্ঞবংশীয় কৃষক্সর তনয় চিত্রলেখ,
চিত্রলেখের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর দশ
ক তনয়ের মধ্যে পৃথুশা, পৃথুকর্মা,

পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুলবা
এই কয়জন প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে পৃথু-
শ্রবর তনয় তম। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১৪)
যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের তনয় চিত্রলেখ।
চিত্রলেখের তনয় দশরথ, অন্য নাম
রোমপাদ, এই রোমপাদের তনয় তুরঙ্গ।
বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (১৫) পাণ্ডুবংশীয়
উষ্ণের তনয় চিত্রলেখ, চিত্রলেখের তনয়
শুচিরথ, শুচিরথের তনয় বৃষ্টিমান।
বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (১৬) সৌমবংশীয়
কুশিকের তনয় চিত্রলেখ, চিত্রলেখের পুত্র
শশবিন্দু, শশবিন্দুর তনয় পৃথুশা,
পৃথুশার তনয় পৃথুকর্মা। কুর্মা-পু-২৪।
(১৭) গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রলেখের পঞ্চাশ
কন্তাকে নারদ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে
মালাবতী উপবর্হনরূপী নারদের
প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-
১৩। (১৮) চিত্রলেখের অন্যতম
কন্তাকে শনিদেব বিবাহ করেন। সেই
কন্যারই শাপে শনির দৃষ্টি মাত্রই সকল
বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। এবং গণেশের
ও মস্তক দেহচ্যুত হয়। ব্রহ্মবৈ-
গণেশ-১১। (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে
স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত
হইলে, শিপ্রা নদী তাঁহার অচ্চর
চিত্রলেখকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান
করিয়াছিল। বাম-৫৭। (২০) যজ্ঞবংশীয়
রুসঙ্ক সপুত্র ইচ্ছা করিয়া চিত্রলেখ নামে
এক কৰ্ম্মঠ পুত্র লাভ করেন।
চিত্রলেখের পুত্র শশবিন্দু। মৎ-৪৪। (২১)

পাণ্ডববংশীয় বিচক্কুর আট পুত্রের মধ্যে তুরি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তুরির পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রথ, শুচিদ্রথের তনয় বৃষ্টিমান। মৎ-৫০।

(২২) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথ অতিশয় ঐমান্ব ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা দিবিরথের সহিত বিষ্ণুপদ পর্কতে সোমপান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ, তৎপুত্র সত্যরথ, সত্যরথের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় চতুরঙ্গ, লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৮। (২৩) অযোধ্যাপতি দশরথের মন্ত্রী। রামা-অযো-৩২। (২৪) চিত্ররথ নামক বনের অধিপতি চিত্ররথ, মহাদেব ও পার্শ্বতীকে একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বৃত্র নামে অস্ত্র হইয়া জগ্নগ্রহণ করেন। ঋক্-মাহে-কেদা-৭। (২৫) দশার্ণ দেশের রাজা চিত্ররথ পূর্বজন্মে কপৌত পক্ষী ছিলেন এবং বদৃচ্ছা ক্রমে শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পরজন্মে তিনি রাজা হন। রাজা হইয়াও পূর্বস্মৃতি বশতঃ শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। ঋক্-নাগ-৬৪।

চিত্ররশ্মি—ধর্ম্মের অত্যন্ত পত্নী ও দক্ষের কন্যা মরুদ্বতী হইতে রশ্মি প্রভৃতি মরুদগণ জগ্নগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১; মরুদগণ দেখ। হরি-হরি-১২৬।

চিত্ররূপিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-গণের সৃষ্টি করেন, চিত্ররূপিনী তাঁহাদের অত্যন্তমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্ররেক—মহুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অত্যন্তম পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। মেধাতিথি স্বীয় সপ্ত পুত্র মনোজ, পুরোজব, বেষমান, ধ্বানিক, চিত্ররেক, বহুরূপ ও বিশ্বধরকে শাকদ্বীপ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদান করেন। তাঁহার স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫মন্-১০।

চিত্রলেখা—(১) বাণ রাজার কন্যা উষার সহচরী চিত্রলেখা, বাণ রাজার মন্ত্রী কুস্তাগের কন্যা ছিলেন। চিত্রলেখারই সাহায্যে অনিরুদ্ধকে উষা স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৬২। (২) চিত্রলেখা নাম্নী অম্বর হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতির সভায় নৃত্য করিত। মৎ-১৬১।

চিত্রশর্মা—পুরাকালে চমৎকার পুরে বৎসবংশীয় চিত্র শর্মা নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি হাটকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঋক্-নাগ-১০৭।

চিত্রসেন—(১) চিত্রসেন নামক একজন পাঞ্চাল বীর কুরুক্ষেত্র সময়ে কর্ণ হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। মহাভা-কর্ণ-৪৯। (২) কুরুপতি দ্বুরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভ-জাত শত পুত্রের অত্যন্তম চিত্রসেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সময়ে ভীম হস্তে নিহত

হন। মহাভা-দ্রো-১৩৭; মহাভা-আদি-৬৭। (৩) রৌচ্যমহুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্যমহু দেখ। (৪) কুরু পুত্র অবিকিত, অবিকিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র চিত্রসেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৫) মগধের নরপতি অরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি চিত্রসেন। অরাসন্ধ ঐক্যেশ্বর বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, চিত্রসেন বিশেষরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। (৬) ঐক্যেশ্বর অন্যতম পুত্র। অবগাহ দেখ। হরি-হরি-১৬০। (৭) সম্বর অশুরের অন্যতম পুত্র চিত্রসেন, প্রহ্মায় হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ১৬২। (৮) অরোদশ মহু দেবসাবর্ণির অন্যতম পুত্র চিত্রসেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩। (৯) একজন শিব উপাসক গন্ধর্বের নামও চিত্রসেন ছিল। লি-৫৫। (১০) গন্ধর্বরাজ বিধাবসুর তনয় চিত্রসেন হইতে অর্জুন নৃত্য গীত ও বাণ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই চিত্রসেনই দ্রুপদ্যোধন প্রভৃতিকে ভ্রাতৃসহ বন্ধনপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন এবং পরে অর্জুনের অমুরোধে ছাড়িয়া দেন। মহাভা-বন-২৩৪, ২৫৫। (১১) মনু-বংশীয় নরিস্যস্তের পুত্র চিত্রসেন, চিত্র-সেনের পুত্র ঋক। ভাগ-৯ঙ্ক-২।

চিত্রসেনা—(১) অন্যতম অঙ্গরার নাম চিত্রসেনা। হরি-হরি-২২৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী

কন্যাপদারিনী মাতৃগণের মধ্যে চিত্রসেনা অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ রৌচ্য মহালয়া স্বীয় অমুচর সুনন্দ, কলুল, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চিত্রা—(১) চিত্রা নারী এক অঙ্গরা ছিল। মহাভা-অমুশা-১৯। (২) চন্দ্র দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে সাতাশটাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে চিত্রা অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) চন্দ্র হইতে স্নাতচীর গর্ভে চিত্রা নামী এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে। চৈত্রের পুত্র অধিরথ, অধিরথের পুত্র সুরথ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (৪) স্বায়ম্ভুব মহুর পৌত্র সনন, তাঁহার স্ত্রী সুবেদার সহিত আকাশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার রেত স্থলিত হইয়া নদীতে পতিত হয়। তাঁহার গেই রেত পান করিয়া চিত্রা, বিশালা, হরিতা ও অলিলৌলা প্রভৃতি যুনি পত্নীরা সাতটা পুত্র প্রসব করেন। ইহারাই আশ্ব মরুত নামে প্রথিত হইলেন। বাম-৭২। (৫) যজুবংশীয় কুম্ভকবচের কন্যেয়ু, পৃথুকুম্ভ, জ্যামঘ, পন্নিষ ও হরি নামে পাঁচ তনয় জন্মে। তন্মধ্যে জ্যামঘ, অপর ভ্রাতৃ চতুর্টর কর্তৃক প্রত্যাখিত হন। তিনি নন্দদা অতিক্রম

পূর্বক ঋষিমান্ গিরি অধিকার করিয়া
তথায় বাস স্থাপন করেন। তাঁহার
স্ত্রী চিত্রা। কোনও যুদ্ধে একটা কস্তা
লাভ করিয়া অগুত্রা চিত্রার হস্তে সমর্পণ
পূর্বক তাঁহার পুত্র জন্মিলে, তাঁহার
সহিত বিবাহ দিতে বলেন। যথা সময়ে
চিত্রা, বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব
করেন। বিদর্ভ সেই রাজকুমারীতে
ক্রোধ, কৈশিক ও লোমপাদ এই তিন
পুত্র উৎপাদন করেন। ২৭-৪৪। (৬)
ঐক্কেয়ের কস্তা। হরি-হরি-১৬০।
অবগাহ দেখ। (৭) বসুদেবের কস্তা।
বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ। (৮) মিত্র নামে
কায়স্থের কস্তা। স্বন্দ-নাগ-১৩৯।

চিত্রাক্ষ—নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম চিত্রাক্ষ।
তিনি ভারত সময়ে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৬।

চিত্রাঙ্গদ—(১) কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর
পত্নী, দাসরাজের কন্যা সত্যবতীর
গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ নামে দুই
পুত্র জন্মে। শান্তনুর পরলোক গমনের
পর জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে আরোহণ
পূর্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।
কিন্তু অনতিবিলম্বে গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের
সহিত তাঁহার ষোড়শতর যুদ্ধ উপস্থিত
হয় এবং সেই যুদ্ধেই তিনি নিহত
হন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) কুরুক্ষেত্র
যুদ্ধাবসানে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের বজ্রীয়
অশ্ব গ্রহণপূর্বক দশার্ণদেবে উপস্থিত

হইলে, তথাকার রাজা চিত্রাঙ্গদের
সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পরে চিত্রাঙ্গদ
বশতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্বমে-
৮৩। (৩) কলিঙ্গ দেশে চিত্রাঙ্গদ
নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার
রাজধানী রাজপুরে ছিল। মহাভা-
শান্তি-৪। (৪) তাঁহার কস্তার স্বয়ম্বর
সভায় বহু রাজা উপস্থিত ছিলেন।
কিন্তু দুর্যোধন কর্ণের সাহায্যে অস্ত্রাস্ত্র
ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া সেই
কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ
করেন। মহাভা-শান্তি-৪। (৫) মহাশ্বা
বিক্রান্ত হইতে বাল্যের গন্ধর্ব নামে
খ্যাত চিত্রাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। বায়ু-৬৯। বাল্যের ও গন্ধর্ব
দেখ।

চিত্রাঙ্গদা—(১) মনিপুর রাজার কন্যা
চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন বনবাসকালে ভ্রমণ
করিতে করিতে মনিপুর রাজ্যে উপনীত
হন। তথায় তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ
করিয়া তিন বৎসর অতিবাহিত করেন।
চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জুনের বক্রবাহন
নামে এক তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-
২১৫। (২) চিত্রাঙ্গদা নামে এক
অঙ্গরা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৯। (৩)
বিশ্বকর্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার
অমুমতির অপেক্ষা না করিয়াই রাজা
সুরথকে বিবাহ করেন। এই জনা
বিশ্বকর্মা তাঁহাকে শাপ দেন যে, স্বামীর
সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইবে। মহর্ষি

ঋতবীজ ইহা শুনিয়া বিশ্বকর্মা-কে
“বানর যোনী প্রাপ্ত হও” বলিয়া শাপ
দেন। পরে ঋষির অনুগ্রহে বিশ্বকর্মা ও
চিত্রাঙ্গদা উভয়েই শাপ মুক্ত হন এবং
চিত্রাঙ্গদা স্বামীসহ মিলিত হন।
বাম-৬২—৬৫।

চিত্রাকী—পার্বতীর অন্যতমা সখী।
পার্বতীর তপস্রাকালে, তিনি তাঁহাকে
পরিচর্যা করিয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে-
কেদা-২১।

চিত্রাদিত্য—মিত্র নামে এক কায়স্থের
চিত্র নামে এক তনয় ও চিত্রা নামে
এক কন্যা ছিল। এই চিত্র কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ চিত্রাদিত্য নামে
খ্যাত। স্বন্দ-নাগ-১৩৯।

চিত্রাশ্ব—(১) চিত্রাশ্ব নামে এক রাজা
ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (২)
শালদেশের রাজা দ্রুমৎসেনের তনয়
সত্যবান বালাকালে অতিশয় অশ্বপ্রিয়
ছিলেন। তিনি মৃন্ময় অশ্ব নির্মাণ ও
চিত্রফলকে আকার অঙ্কিত করিতেন
বলিয়া, চিত্রাশ্ব নামেও অভিহিত
হইতেন। মহাভা-বন-২৯২।

চিত্রায়ুধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রায়ুধ।
তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-দ্রো-১৩৬; মহাভা-
আদি-৬৭।

চিত্রিতাঙ্গ—চিত্রিতাঙ্গ নামে একজন
নাগরাজ ছিলেন। বরা-২১৪।

চিত্রেখর—চিত্রেখর লিঙ্গের পূজন, পুষ্কিন
ও স্মরণে নর পরদারজনিত পাতক ও
উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে।
স্বন্দ-নাগ-১৪৩।

চিদি—(১) যদুবংশীয় বিদর্ভের অন্যতম
তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয়
চিদি। এই চিদি হইতে চৈতগণ
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মৎ-৪৪। (২)
বিদর্ভের অন্যতম তনয় কৌশিক,
কৌশিকের তনয় চিদি। চিদি হইতে
চৈত নৃপতিগণ উৎপন্ন হন। অগ্নি-২৭৫।

চিন্তামণি-বিনায়ক—কাশীতে চিন্তামণি-
বিনায়ক নামে এক গণেশ আছেন।
স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৫৭।

চিবিলিক—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি
লম্বোদরের তনয় চিবিলিক, চিবিলিকের
তনয় মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতির তনয়
দৃঢ়মান্। ভাগ-১২২-১।

চিরকারী—অঙ্গিরার বংশে চিরকারীর
জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌতম।
একবার গৌতম পত্নী, ইন্দ্রের সহিত
বাভিচারে লিপ্ত হন। এই অপরাধে
গৌতম ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় তনয়
চিরকারীর প্রতি জী বধের আদেশ
প্রদান করিয়া তপস্রার্থ বনে গমন
করেন। পরে তাঁহার ক্রোধের শাস্তি
হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া
তনয়কে কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায়
অবস্থিত দর্শনে জী ও তনয় উভয়কে
ক্ষমা করেন। মহাভা-শান্তি-২৬৬।

চিরাস্তক—কল্পপত্নী বিনতা হইতে যে সকল বলবান্ বিহগ অন্নগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে চিরাস্তক অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

চীরবাস্ত—একজন বিখ্যাত নরপতি। মহাভা-আশমে-৮১।

চুফল—হিরণ্যাক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহর্ষি বাজবল্য অশ্বমর্ষণ, উড়ুধর, অভিষ্মাত, তারকারণ, চুফল প্রভৃতি হিরণ্যাক্ষের তনয়। হরি-হরি-২৭।

চুমুরি—পুষ্কালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অম্বরেরা দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া দভীতিকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়া দভীতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৫।১২।

চুড়ামণি—অবন্তী ক্ষেত্রে কার্তিক মাসের শুক্লাবমীতে চুড়ামণি লিঙ্গকে নমস্কার করিলে, নর বিজাতীয় যোনী প্রাপ্ত হয় না। স্বন্দ-আব-অব-২৫।

চুলী—অনেক উর্দ্ধুরেতা সন্ন্যাসী। উর্ধ্বিলা নারী জনৈক। অম্বরার কল্পা মোহনা, তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩।

চেকিতান—(১) অরাসন্ধের অন্ততম সেনাপতি চেকিতান। অরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্তা শ্রবণে

ঐক্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, চেকিতান তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া স্ত্রী করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৩। (২) কেকর-রাজ মহিষী ঋতকীর্তি হইতে চেকিতান প্রভৃতি অন্নগ্রহণ করেন। বায়ু-৩৩। অম্ববিন্দ দেখ।

চেতনা—শুক্রাচার্যের অন্ততম তনয় বক্রজী। এই বক্রজীর তনয় রজন, পৃথুরাশ্ব ও বৃহদগ্নি। তাঁহারা দেব-গণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা যাগ-পূজাদি বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলে, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্ভত হন। প্রাণ ভয়ে তাঁহারা লুপ্ত হন। ইন্দ্র তাঁহাদের স্ত্রী চেতনাকে বহু ধন রত্ন দিয়া বশীভূত করেন ও তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে বধ করেন। বায়ু-৬৫।

চতস—অন্ততম মরুত। বায়ু-৬৭। মরুদগণ দেখ।

চদি—(১) যজুবংশীয় নরপতি বাহুবতির তনয় কোশিক, কোশিকের তনয় চেদি, এই চেদি হইতেই চৈত্র বংশের উৎপত্তি। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতিবংশীয় নরপতি উশিক হইতে চেদি ও চৈতাদি নরপতি-গণ অন্নগ্রহণ করেন। তাগ-৯৫-২৪। (৩) যজুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের অন্ততম পুত্র কোশিক, কোশিকের তনয় চেদি। এই চেদি হইতে চৈত্রপুত্রগণ অন্নগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৪) চেদির তনয় অনেক ছিল। তন্মধ্যে ছাতিমান প্রধান

ছিলেন। দ্ব্যতিমানের তনয় বপুয়ান্ ।
কুর্শপু-৩৩ ।

চেদিপ—যযাতিবংশীয় নরপতি বসু হইতে
বৃহত্ত্ব, কুশাষ, মন্ত, প্রভাগ্র, চেদিপ
প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চেদিপ
চেদি দেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-
২৪-২২ ।

চৈকিতারন—মহর্ষি চিকিতারনের তনয়
চৈকিতারন উদগীথ বিদ্যার পারদর্শী
ছিলেন। একবার শিলক ও চৈকি-
তারনের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং
মহর্ষি প্রবাহন মধ্যস্থ ছিলেন। ছান্দো।
চিকিতারন দেখ ।

চৈত্র—(১) শিবের অগ্রতম অমুচর চৈত্র,
শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি
কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন।
লি-১০৩। (২) চৈত্র, কিল্মুক প্রভৃতি
স্বারোচিষ মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়
১। (৩) তামস মন্বন্তরে জ্যোতির্দ্ধামা,
পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর
ইহার সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-৫য়-১।
(৪) চৈত্র হইতে দ্ব্যতাচার গর্ভে চিত্রা নামী
এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে
চৈত্রের পুত্র বৃধ বিবাহ করেন। চিত্রা
হইতে বৃধের চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে।
চৈত্রের তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয়
স্বরথ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৮, ৬।

চৈত্ররথ—চৈত্রবংশীয় নরপতি স্বরথের
পত্নী ভগতী হইতে কুক জন্মগ্রহণ
করেন। কুকর অবিক্রিত, অবিন্যস্ত

চৈত্ররথ, মূনি ও জনমেজয় প্রভৃতি
পাঁচ তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-
আদি-২৪। চৈত্ররথ নামে একজন
বিদ্যাধর ছিলেন। বরা-৫।

চৈত্ররথী—রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও
ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি মাক্ষাতার পত্নী
বিন্দুমতী, চৈত্ররথী নামেও বিখ্যাতা
ছিলেন। এই বিন্দুমতী হইতে পুত্র কুংস
ও মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিন্দুমতী
অতিশয় পতি পরায়ণা ও নিজের অশুভ
সংখ্যাক ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন।
ভুলোকে তাঁহার তুলা সৌন্দর্য্যশালিনী
কেহই ছিলেন না। হরি-হরি-১২; শিব-
ধর্ম্ম ২০; বায়ু-৮৮।

চৈত্রা—যজুবংশীয় রুক্মকবচের অগ্রতম
তনয় জ্যাম্বব। তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণ
কর্তৃক রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হন এবং
নন্দা অতিক্রমপুত্রক স্বাক্ষিমান গিরি
আশ্রয়পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে
থাকেন। কোর্নও যুদ্ধে একটা কন্যা
লাভ করিয়া তিনি স্বীয় পত্নী চৈত্রাকে
অর্পণ করেন এবং পুত্র জন্মিলে তাঁহার
সহিত বিবাহ দিতে বলেন। যথাকালে
চৈত্রা, বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব
করেন। এই বিদর্ভ উক্ত কন্যা হইতে
ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন
তনয় লাভ করেন। মৎ-৪৪।

চৈত্রাণি—তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের
অন্যতম চৈত্রাণি ছিলেন। সৌর-৩২।

চৈত্রাণন—মহর্ষি চৈত্রাণন একজন অত্রি

বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার শ্রাবাধ, অজি ও অর্চিনানশ, এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৭।

চৈত্রাস্ত্র—চৈত্র নামে এক অস্তুর ছিল। ব্রহ্মার দেহ হইতে যে মায়া নির্গত হয়, তিনিই অষ্টভূজা গায়িত্রী হইয়া চৈত্রাস্ত্রকে বধ করেন। বরা-৯৯।

চৈত্র—(১) নরপতি চৈত্রেয় যশোদেবী ও সতী নাক্ষী দুই কন্যাকে অঙ্গদেন্দ্রীয় নরপতি বৃহস্পতি বিবাহ করেন। তন্মধ্যে যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথ ও সতীর গর্ভে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সধুতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চৈত্র। লি-৬৮। চৈত্রেয় পত্নী শ্রুতশ্রবা হইতে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ৪৬।

চৈত্রবর—ভরতবংশীয় রাজষি দিবোদাসের তনয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মিত্রয়ু, ইহা অপর নাম মৈত্রায়ন। এই মৈত্রায়নের তনয় মৈত্রেয়, মৈত্রেয়ের তনয় চৈত্রবর, চৈত্রবরের তনয় সুদাস। মৎ-৫০।

চৈল—মহর্ষি কুখুমির পুত্রদের অগ্রতম শিষ্য চৈল ছিলেন। তিনি একখানি সংহিতা রচনা করেন। বায়ু-৬৯; ব্রহ্মা-৬৭।

চৌদক—যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অগ্রতম পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও বিরোধিনী দেখ।

চোল—(১) কুরুবংশীয় নরপতি আকীড়ের পাণ্ডা, কেরল, কোল ও চোল নামে

চারি তনয় ছিল। তাঁহাদের সমুদ্র জনপদের নামও পাণ্ডা, কেরল, কোল ও চোল নামে খ্যাত ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) নরপতি হুম্বস্তের, তনয় বক্রথ, বক্রথের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ডা, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদ শুলিও পাণ্ডা, চোল, কেরল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মৎ ৪৮। (৩) জনাপীড়ের অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৯৯। জনাপীড় দেখ।

চোলরাজ—একজন বিজ্ঞতত্ত্বি পরায়ণ রাজ্য চক্রবর্তী। অনপত্য হেতু তিনি স্বীয় ভাগিনেরকে রাজ্য দান করেন। সেই জন্ত ভদ্দেশে তদবধি ভাগিনের রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। পদ্ম-উত্ত-১০৮।

চৌক্ষী—মহর্ষি চৌক্ষী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু ও গৃৎসমদ এই দুইটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

চৌলি—মহর্ষি চৌলি একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আর্ষের প্রবর বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

চাখন—(১) ভৃগুমুনির তনয় যমুনাভীর বাসী জনৈক ঋষি ইহারই বরে মনুবংশীয় নৃপতি অসিতের ক্রী কালিন্দী গয়লের সহিত একটা তনয় প্রসব করেন। রামা-আদি-৭০। অসিত দেখ। (২) মহর্ষি চাখন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত যমুনাভীরে

বাস কালীন লবণ রাক্ষসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাম স্বীয় অমূল্য শত্রুকে লবণ বধার্থ প্রেরণ করেন। শত্রু হরাচার দৈত্যকে নিহত করিয়া তাঁহাদের আগদ শাস্তি করেন। রামা-উত্ত-৭৮। (৩) স্বারোচিষ মনুস্বরে ঔর্ক, কশ্যপ, তদ্ব, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চাবন এই সাতজন সপ্তবি এবং ভূষিত নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) কুরুবংশীয় নরপতি প্রতীপের শাস্ত্রু, দেবাপি ও বাহ্লিক নামে তিন তনয় ছিল। কিন্তু দেবাপি মহর্ষি চাবনের কৃতক তনয় ছিলেন। ঋষি দেবাপি দেবগণের উপাধায় ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (৫) মহর্ষি চাবন নরপতি শর্ঘ্যাতির কন্যা স্ককন্যাকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-১০। (৬) শাস্ত্র বংশীয় নরপতি হৃদিকেয় দ্বিতীয় তনয় শতধরা। চাবন মূনির প্রসাদে, ভিষক, বৈতরণ, সূদাস্ত ও অবিদাস্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নামী দুই কন্যা প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-৩৮। (৭) কুরু তনয় সূধরা, সূধরার তনয় সূহোত্র, সূহোত্রের তনয় চাবন, চাবনের তনয় কৃতমজ্জ, কৃতমজ্জের তনয় উপরিচয় বহু। হরি-হরি-৩২। (৮) ধর্ম্মের স্ত্রী পুরভী হইতে প্রভব, চাবন, ঈশান, অরুণ, মরুত, বিশ্বাবহু, সূবল, ঐব, মহিষ, তম্বজ,

বিজ্ঞাত, মনস, মংসর এবং বিকৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২৬। (৯) ভৃগুমূনির তনয় চাবন। ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক রাক্ষস হরণ করিতেছিল, সেই সময়ে চাবন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত (পতিত) হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চাবন হয়। তাঁহার স্ত্রী স্ককন্যা মহর্ষি প্রমতিকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৫। (১০) মনুর কন্যা আরুণীকে চাবন বিবাহ করেন। আরুণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (১১) মহর্ষি দিবোদাসের তনয় মিত্রয়, মিত্রয়র তনয় রাজা চাবন, চাবনের তনয় সূদাগ, সূদাগের তনয় সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) রাজা কুরু তনয় সূধমু, সূধমুর তনয় সূহোত্র, সূহোত্রের তনয় চাবন, চাবনের তনয় কৃতক, কৃতকের তনয় উপরিচয় বহু। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১৩) মহর্ষি চাবনের কন্যা সূমেধা, নৈঋত ঋষির ভার্য্যা ছিলেন। সূমেধা, কুণ্ডপায়ী তনয় সকল প্রসব করিয়াছিলেন। কুর্শ-পু-১২। (১৪) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আবুর্কেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ভাস্করদেবকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করিয়া, এই উভয় গ্রন্থ তিনি নিজ শিষ্য ধনন্তরী,

দিবোদান, কানীরাঙ্গ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল, সহদেব, যমরাজ, চাবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য এই ষোড়শজনকে শিক্ষা দেন। চাবন “জীবদান” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-১৬। (১৫) একদা ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চাবন নর্মদা সলিলে অবতরণ করিলে, এক লোহিত বর্ণ সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে। তিনি, ‘হরি’ স্মরণ করিবা মাত্র তাঁহার সমস্ত বিষ নষ্ট হয়। সর্প তাঁহাকে রসাতলে লইয়া যাইয়া পরিত্যাগ করে। তিনি তথা হইতে দানব পুরীতে গমন করেন এবং তথাব প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রহ্লাদের প্রপ্নে মহর্ষি চাবন তাঁহাকে তীর্থ বিবরণ বলিয়াছিলেন। বাম-৮। (১৬) মহর্ষি ভৃগুর তনয় চাবন ও আগ্নুবান্। ঔরু আগ্নুবানের পুত্র। ঔরুর তনয় জমদগ্নি। মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔরুই গোত্রপ্রবর্তক। মৎ-১৯৫। (১৭) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চাবন বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জীর্ণাঙ্গ হইয়া অশ্বিন্বরের কৃতি করিয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাত্তরি শর্যাতির কন্যা শার্যাতিককে বিবাহ করেন। এই বিবাহে ইন্দ্র ও অশ্বিন্বর উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি চাবন অশ্বিন্বরের গ্রহণীয় হব্য গ্রহণ করিলে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে চাবন অতিশয় বিনয় করিয়া ইন্দ্রকে শান্ত করেন। ঋগ-১। ১১৬। ১০। (১৮)

মহুবংশীয় বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ নরপতি শর্যাতির কমললোচনা কন্যা সূকন্যা। একদা রাজা শর্যাতি স্বীয় কন্যাসহ চাবন মুনির আশ্রমে গমন করেন। সূকন্যা সখিগণ পরিবৃত্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রমস্থিত এক স্থানে বন্দীক ছিদ্রমধ্যে খড়্গোত্তের ন্যায় দুইটি জ্যোতি দেখিতে পাইয়া বাগমূলত চপলতা বশতঃ কণ্টক দ্বারা ঐ জ্যোতি বিদ্ধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। শর্যাতি ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সূকন্যা অজ্ঞতা বশতঃ চাবন মুনিরই চক্ষুতে আঘাত করিয়া ছিলেন। নানা উপায়ে চাবন মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া শর্যাতি তাঁহারই সহিত সূকন্যার বিবাহ দিলেন। চাবন মুনি পরে স্বর্গ দৈত্য অশ্বিনীকুমারের বরে অতি সুস্থ দেহ, দিবা অঙ্গ লাভ করিলেন। প্রতিদানে তিনি অশ্বিনীকুমারকে যজ্ঞের সোমরস পানের অধিকারী করেন। ইন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে পরাস্ত হইয়া উক্ত কার্যে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভাগ-৯৯-৩। (১৯) মুদগল বংশীয় মিত্রাবুর তনয় চাবন। চাবনের তনয় সুদাগ, সুদাগের তনয় সহদেব। ভাগ-৯৯-২২। (২০) যযাতি বংশীয় নরপতি সুহোম্বের তনয় চাবন, চাবন হইতে কৃতি, কৃতি হইতে উপরিচর বহু, উপরিচর বহু

হইতে বৃহত্তম প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৮-২২ । (২০) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চাবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের পরম যোগী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪ । (২১) চাবনের তনয় দধীচ মুনি। লি-৩৫ । (২২) চাবনের কন্যা ও নৈঋত ঋষির পত্নী হইতে স্ত্রমেধা ও কুণ্ডপায়ী ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩ । (২৩) বৈবস্বত মনুর তনয় পৃষ্য স্বীয় গুরু চাবন মুনির গো হত্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্য চাবনের শাপে তিনি শূদ্র হইয়া প্রাপ্ত হন। লি-৬৬ । (২৪) মহাঋষি ভৃগুর চাবন, বজ্রশিখ, শুচি, ঔর্ধ্ব, শুক্র, বিভূ ও সবন নামে সাত পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সমুদয় পুণ্যবান্ মহাঋষি দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫ । (২৫) কুরুবংশীয় সুধমার তনয় পুণ্য, পুণ্যের তনয় চাবন, চাবনের পুত্র কৃষি, কৃষির তনয় উপরিচর বশু, মৎ-৫০ । (২৬) স্বারোচিষ মনুষ্যের দত্তোলি, চাবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ধ্ব ও বৃহস্পতি সপ্তষি ছিলেন। মৎ-৯ । (২৭) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব গোকর্ণ তীর্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে উশনা, কশ্যপ, চাবন ও বৃহস্পতি নামে

গোকর্ণের যোগাঋষি চারি পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। গোকর্ণ দেখ।

চাবনার্ক—প্রভাস ক্ষেত্রে চাবনার্ক নামে সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ২৭৯।

ছ

ছগল—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, মহর্ষি ছগল তাঁহাদের অন্ততমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। (২) মহর্ষি ছগল একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ট যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কুর্শ্ব-পু-৫২ মুত্তীষ্মর দেখ।

ছত্রা—দেবী শঙ্করীয় স্বীয় শরীর জাত কতিপয় কুলদেবতার অন্ততম। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

ছন্দন—মহর্ষি ছন্দন একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

ছন্দোগের—মহর্ষি ছন্দোগের একজন অত্রিংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহারি শ্রাবাশ্ব, অত্রি, অচ্চিনানশ, এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১১৭।

ছল—রামের বংশে দর্শ নরপতির জন্ম হয়। দর্শের তনয় ছল, ছলের তনয় উক্খ, উক্খের তনয় বজ্রনাভ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

ছাগ—মহাদেবের অন্ততম গণ । স্বল্প-
কালী-উ-৫৩ ।

ছাগল—বরাহকন্ঠের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে
কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে
অবতীর্ণ হন । তৎকালে তাঁহার ছাগল,
কুস্তল, কুস্তাণ্ড ও প্রবাহক নামে চারি
তনয় জন্মে । লি-২৪ ।

ছাগলী—জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের
নিধন বার্তা শ্রবণে, ত্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ ঘোষণা করেন । এবং মথুরা
নগরী অবরোধ করে । নরপতি
ছাগলী সেই যুদ্ধে জরাসন্ধের পক্ষে যুদ্ধ
করিয়াছিলেন । হরি-হরি-৯১ ।

ছাগেশ্বর—কালীস্থিত ছাগেশ্বর লিঙ্গের
দর্শনে লোকের সংসারে আসিয়া পাপী
হইতে হয় না । স্বল্প-কালী-উ-৫৩ ।

ছায়া—বিবস্থানের (স্বর্ঘ্যের) অন্ততম। জ্বী
ছায়া দেবী । প্রথমে স্বর্ঘ্য ত্বষ্টার কন্যা
সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন । সংজ্ঞা
স্বামীর রূপ বিবর্ণ দেখিয়া নিজ শরীর
হইতে আর একটি মূর্তি নির্মাণ
করিলেন । তাঁহার নাম ছায়া ।
সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্থানের বৈবস্বত মনু
শ্রদ্ধদেব, যম ও যমুনা নামী যমজ পুত্র
কন্যা, এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন ।
সংজ্ঞা ছায়ার উপর স্বীয় সন্তানদের
প্রতিপালন ও স্বামী শুক্রবার ভার অর্পণ
পূর্বক পিত্রাণয়ে গমন করেন ।

ছায়াকে তাঁহার পলারন কুস্তান্ত গোপন :

রাখিতে অধুরোধ করিয়াছিলেন ।
ছায়া দেখিতে সংজ্ঞারই অঙ্কুরণ
ছিলেন । তিনি যে পর্যন্ত স্বামী কর্তৃক
ধরিত ও অভিষেক্ত না হন, সেই পর্যন্ত
গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হন ।

একদা যম মাতার ব্যবহারে বিরক্ত
হইয়া তাঁহাকে পদাবাত করিতে উদ্যত
হন । সেই জন্ত ছায়া তাঁহাকে পদহীন
হও বলিয়া শাপ দেন । যম তখন
উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বর্ঘ্যের শরণাপন্ন
হন । বিবস্থান ছায়াকে ইহার কারণ
জিজ্ঞাসা করেন । কিন্তু ছায়া কোনও
কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

সেজন্ত তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়ার
কেশাকর্ষণ পূর্বক শাপ দিতে উদ্যত
হন । তখন ছায়া তাঁহাকে সমুদয়
বলেন । তখন স্বর্ঘ্য সংজ্ঞার অমূলকানার্থ
গমন করেন । ছায়ার গর্ভে স্বর্ঘ্যের শনি
ও সাবর্ণিমনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী
নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।
হরি-হরি-২৫ ; ভাগ-৬স্ক-৬ ; ৮স্ক-১৩ ।

সংজ্ঞা দেখ । ছায়ার গর্ভে স্বর্ঘ্যের
সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দুই পুত্র এবং
তপতী ও বিষ্টি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন । লি-৬৫-কৃষ্ণ-পু-২০-মৎ-১১ ।

ছিন্নমস্তা—দশ মহাবিদ্যার অন্ততম ।

শ্রীমহাভা-৮ । দেবীভাগ-৭স্ক-২৮ ।

জ

জগৎসেন—(১) সৌমবংশীয় মহাদেবের পুত্র নৃপতি নদীন। নদীনের পুত্র জগৎসেন, জগৎসেনের তনয় সংকৃতি। হরি-হরি-২৯। (২) মগধদেশপতি জরাসন্ধের তনয় জগৎসেন এক অক্ষৌহিনী সৈন্যসহ পাণ্ডব পক্ষে কুরুক্ষেত্র সমরে যোগদান করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ-১৮।

জগদগুরু—জগদগুরু নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য ছিলেন। লি-৭।

জপদ্ধাত্রী—(১) পার্শ্বতীর অন্য নাম। ভীমহাভা-৩। (২) দণ্ডের স্ত্রী জগদ্ধাত্রী। মহাভা-শান্তি-১২১।

জগন্নাথ—বিষ্ণুর এক নাম। বরা-২১১।

জগন্নাভা—শঙ্কর পত্নী পার্শ্বতীর অন্য নাম। মৌর-৪২।

জগৃহ—নরপতি অস্তোর পত্নী ও যজুবংশীয় শূরের অন্যতম কন্যা ঋতদেবার গর্ভে জগৃহ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। অস্তা দেখ।

জজ্ব—(১) লঙ্কা সমরে হত জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯০। (২) প্রাচীনকালে জজ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অমুশা-১৬৫।

জজ্বাবহু—একজন মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

জজ্বারি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের

অন্যতম ছিলেন জজ্বারি। মহাভা-অমুশা-৪।

জটাক্ষ—খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

জটাজুট—মহাদেবের এক নাম। স্বন্দ-নাগ-১।

জটাদর—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্কত সকল, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জটাদর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬। (২) মহাদেবের অন্য নামও জটাদর। বাম-৫।

জটাদরা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মাতৃকা জটাদর তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্ভুজ, বিদ্যাজ্জিহ্ব, দশানন, লোমাপ্যায়ণ, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

জটামালী—(১) বরাহকল্পের ঊনবিংশ দ্বাপরে জটামালী একজন শিবাবতার যোগাচার্যরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি কুখুমি নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহার। সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ, যোগাচার্য ও উর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাদশ কলিযুগে জটামালী মহাদেবের অবতার ছিলেন। কৃষ্ণ-পু-৫২।

জটায়ু—(১) বৃক্ষ প্রজাপতির বহু-কল্পীয় অন্ততম। তাম্রা, মহাত্মা কশ্যপের অষ্ট-পত্নীর একতর। কশ্যপের ঔরসে তাম্রার লোক বিধাতা শুকী প্রভৃতি পঞ্চ কল্পা জন্মগ্রহণ করেন। শুকীর কল্পা নতা, নতার তনয়া বিনতা। বিনতা, অরুণ ও গরুড় নামে দুই উৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করেন। অরুণের ঔরসে ও তৎপত্নী শ্বেতীর গর্ভে জটায়ু ও তদভ্রাতা সম্প্রতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। দণ্ডকা-রণ্যে রামের সহিত জটায়ুর পরিচয় হয়। রাম জটায়ুকে পিতৃবন্ধু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন এবং সীতাকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পঞ্চবটী বনে গমন করেন। রামা-আরণ্য-১৪; . মহাভা-আদি-৬৬। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন জটায়ু তাঁহরে সহিত যুদ্ধ করিয়া আহত হন। রাম সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে জটায়ুর সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন এবং তাঁহার মুখে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বিষয় শুনিতে পান। জটায়ু রামকে উক্ত বিবরণ বলিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। রামা-আরণ্য-৬৭, ৬৮। (২) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই তনয় এবং সৌদামনি নামী এক কল্পা জন্মে। তন্মধ্যে অরুণের তনয় সম্প্রতি ও জটায়ু, জটায়ুর তনয় কর্ণিকার, শতগামী, সারস, ভেরু ও রজ্জুবাল এই পাঁচ জন। মৎ-৬।

জটালিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অঙ্গচরী কল্যাণদারিনী মাতৃগণের অন্ততমা জটালিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জটাসুর—মহাবীর নরপতি জটাসুর যুধিষ্ঠিরের রাজসুর যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। পাণ্ডবেরা যে সময়ে কৈলাস পর্বতে অর্জুনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জটাসুর, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং পরে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রোপদীকে লইয়া প্রস্থান করেন। ভীম পথিমধ্যে তাঁহাকে এই অবস্থার পাইয়া নিহত করেন। মহাভা-বন-১৫৬। জটাসুরের তনয় অলম্বল। তিনি ষটোৎকচের প্রহারে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৭৫। অলম্বল দেখ।

জটিল—(১) একটি রুদ্রের নাম। অগ্নি-৮৫। (২) কশ্যপ পত্নী ধসার গর্ভ-জাত অন্ততম তনয়। বায়ু-৬৯।

জটিল—ধর্মপরায়াণ গৌতমবংশীয়া জটিল নামী এক কল্পা এক কালে সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭৫।

জটা—(১) জনৈক পাতালবাসী নাগ। রাবণ হস্তে পরাজিত হন। রামা-লঙ্কা-৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সমুদ্র

দেবসেনাপতি কান্তিকেরকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন । জটীনাগ তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ ।

জটেশ্বর-ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক অবস্থিধামে জটাপূজে স্নান ও জটেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । স্বন্দ-আব-অব-৩১ ।

জড়—জড় নামে এক ব্রাহ্মণ দম্ভাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন । একদা লুণ্ঠনবাণদেশে দূরদেশে গমন করেন এবং মৃত্যুবৃত্তে পতিত হন । তাঁহার পুত্র পিতার অশেষণে বহির্গত হইয়া একদা এক বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্বক গীতা পাঠ করিতেছিলেন । সেই সময়ে প্রেতযোনী প্রাপ্ত জড় সেই বৃক্ষ হইতে পাঠ শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন । পদ্ম-উক্ত-১৭৭; স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২ ।

জড়ভরত—মহুবংশীয় নৃপতি ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে ভরত সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন । তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পুত্র স্মৃতির হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্বক শালগ্রাম তীর্থে যোগাত্মাসার্থ গমন করেন । এই ভরতের নামানুসারেই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে । সেই ভরত তপস্কার্থ শালগ্রাম তীর্থে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । একদা তিনি মহানদীতে স্নানান্তে কর্তব্য কন্ধ্যাদি করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ধন মধ্য হইতে একটী আসন্ন প্রসবা

হরিণী জলপানার্থ তথায় গমন করিল । জলপানান্তে সেই হরিণী এক সিংহের নাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া যেমন তীরে উঠিবার জন্য লক্ষ প্রদান করিল, অমনি নদীতেই তাঁহার গর্ভপাত হইল । হরিণী নদীর উচ্ছ্বান হইতে পতিত হইয়া ও প্রসব বেদনার কষ্টে তখনই প্রাণত্যাগ করিল । রাজা ভরত সেই সদা প্রসূত হরিণ শিশুকে জল হইতে উত্তোলন পূর্বক স্বীয় আশ্রমে আনিয়া অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলেন । যিনি তপস্কার্থ রাজ্য ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিই শেষে এই হরিণ শিশুর প্রতি অতিশয় আসক্ত চিত্ত হইলেন । অবশেষে তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, এই হরিণকে স্মরণ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিলেন । এই পাপে তিনি পর জন্মে কালজর পর্কতে জাতিস্মরণ মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন । পূর্বজন্মের বিষয় স্মরণ ছিল বলিয়া, তিনি শালগ্রাম তীর্থে গমন করেন । কালক্রমে সেই মৃগ দেহ পরিত্যাগ পূর্বক নির্মল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন । এই জন্মেও তিনি জাতিস্মরণ ছিলেন । নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়াও তিনি নিতান্ত জড় বুদ্ধির স্থায় অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম জড়ভরত হইয়াছিল । লোকেরা আহাৰ্য্য মাত্র প্রদান দ্বারা তাহাচার্য্য ক

সম্পাদন করিয়া লইত। একদা রাজা সৌবীরের অমাত্য তাঁহাকে রাজ্যার শিবিকাবহন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। রাজা সৌবীর তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ শিবিকারোহণে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে সৌবীর শিবিকার অসমগতির কারণ অনুসন্ধান কালে ব্রাহ্মণরূপী জড়ভরতের পরিচয় লাভ করেন। রাজা তখন শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। জড়ভরত তখন তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। রাজা সৌবীর তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইলেন। এবং জড়ভরত এই জন্মেই জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপদ লাভ করিলেন। বিষ্ণু ২য়-১, ১৩, ১৪, ১৫।

জতুণ—মহর্ষি জতুণ একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ক এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

জন—কেকয় নরপতির তনয় অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট ঔপমহ্যুর পুত্র প্রাচীনশাল উপমত্তব, পুলুষের তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুধি, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্রায় ভাল্লবের, শর্করাক্ষের পুত্র জনশার্করাক্ষ, অশ্বতরাশ্বের তনয় বড়িল আশ্বতরাশি, অরুণের তনয় উদালক আরুণির সহিত গমন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য-১ম অ।

জনক—(১) জনকবংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমির তনয় মিথি, মিথির তনয় জনক। এই জনকের নামানুসারে এই বংশীয় সকলেই জনক নামে উক্ত হইয়া থাকেন। জনক হইতে উদাবস্তু, উদাবস্তু হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে স্নকেতু, স্নকেতু হইতে দেবরাত, দেবরাত হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে মহাবীর, মহাবীর হইতে স্নধৃতি, স্নধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্যাস্ব, হর্যাস্ব হইতে মরু, মরু হইতে প্রতীক্ষক, প্রতীক্ষক হইতে কীত্তিরথ, কীত্তিরথ হইতে দেবমীচ, দেবমীচ হইতে বিবুধ, বিবুধ হইতে মহীধ্বক, মহীধ্বক হইতে কীত্তিরাত, কীত্তিরাত হইতে মহারোমা, মহারোমা হইতে স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমা হইতে হ্রস্বরোমা জন্মগ্রহণ করেন। হ্রস্বরোমার সৌরধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুই তনয় জন্মে। সৌরধ্বজের কন্তা দীতাকে রাম ও উশ্মিলাকে লক্ষ্মণ এবং কুশধ্বজের কন্তা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুতকীর্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করেন। রামা-অযোধ্যা-ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি বশিষ্ঠ শাপে দেহ-ত্যাগ করিলে ঋষিরা পুত্রের জন্ত তাঁহার দেহ মস্থন করেন। মথিত যুতদেহ হইতে একটা কুমারের জন্ম হইল। এই নিমি তনয়ের ঐরূপ জন্ম হেতু জনক নাম হয়। বৈদেহ ও মিথিল তাঁহার অপর নাম। তিনি মিথিলাপুরী নির্মাণ

করেন। ভাগ-৯৯-১৩। জনকবংশীয়
হুয়রোমার তনয় সীরধ্বজ, একদা
বজ্রার্থ ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। সেই
সময়ে তাঁহার সীরের (লাঙ্গল পদ্ধতির)
অগ্রভাগ হইতে সীতার জন্ম হয়। এই
রূপে সীর তাঁহার কীৰ্ত্তি স্বরূপ হওয়ায়
তাঁহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছিল।
ভাগ-৯৯-১৩। ইক্ষাকুর পুত্র নিমি,
বশিষ্ঠ মুনির শাপে অপুত্রক অবস্থায়
দেহত্যাগ করিলে, মুনিগণ অরাজকতার
ভয়ে ভীত হইয়া অরণীতে মগ্ন করিতে
লাগিলেন। তাহাতে এক পুত্রের জন্ম
হয়। মৃতদেহ হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহার
নাম জনক হয়। ঐ পুত্রের পিতা
বিদেহ হন বলিয়া, তাঁহার নাম বিদেহ
হয় এবং মগ্ন হারা জন্ম হয় বলিয়া,
তাঁহার আর এক নাম হয় মিথি।
জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের
তনয় স্নকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২)
মগধের প্রজ্ঞোতবংশীয় রাজা বিশাখ,
যূপের তনয় জনক, জনকের তনয়
নন্দিবর্দ্ধন। এই নন্দিবর্দ্ধনের তনয়
শিঙনাগ হইতে শিঙনাগবংশ আরম্ভ
হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৩) শম্বর অমুরের
এক পুত্রের নাম জনক ছিল। এই
জনক ঐক্ককের পুত্র প্রহ্লাদের সহিত
সময়ে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ৬২।
জনকা—দক্ষ প্রজাপতির অষ্টতমা কন্যা
ও একজন রুদ্রের পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-
প্রভা-১৯৯।

জনশট—তামস মধুর অন্যতম পুত্র।
বায়ু ৬২। তামসমহু দেখ।

জনদেব—মিথিলার অধিপতি জনদেব
একজন জনকবংশীয় বিখ্যাত রাজা
ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের
মতই জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি পঞ্চশিখ
ভূপর্ষাটন করিয়া মিথিলার উপস্থিত
হইলে জনদেব পঞ্চশিখের নিকট
অনেক জ্ঞান লাভ করেন। মহাভা-
শাস্তি-২১৮-১৯।

জনমেজয়—(১) নন্দপতি যযাতির অষ্টতম
তনয় পুরু। তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত
ছিলেন। তাঁহার প্রতি পিতা যযাতি
জরা সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই
জন্ত যযাতি তাঁহাকেই রাজ্য ভার
প্রদান করেন। পুরুর কৌশল্যার
গর্ভজাত তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের
মাধবী গর্ভজাত তনয় প্রাটীষত। মৎ-
৪, ৪৮। (২) পাণ্ডববংশীয় অর্জুনের
তনয় অভিমত্না, অভিমত্নার তনয়
পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়,
জনমেজয়ের পুত্র শতানীক, শতানীকের
তনয় অধিসৌমকৃষ্ণ। মৎ-৫০। (৩)
যযাতিবংশীয় সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়,
পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের
তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয়
মহামনা। মহামনা সপ্তদ্বীপাধিপতি
চক্রবর্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। মৎ-
৪৮। (৪) যযাতিবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র
জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ,

অঙ্গের তনয় কর্ণ। মৎ-৪৮। (৫) ভরত বংশীয় ভদ্রাটের তনয় জনমেজয়, এই জনমেজয়কে রক্ষা করিবার জন্ত উগ্রায়ুধ সমস্ত নীপ বংশ ধ্বংস করেন। মৎ-৪৯। (৬) পাণ্ডুবংশীয় অভিমহ্যু তনয় পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়া করিতে গিয়া, মৌনব্রতালম্বী শমীক মুনির গলে সর্প প্রদান করেন এবং সেই জন্ত তাঁহার পুত্র শূদ্রী কর্তৃক “সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে, মৃত্যুমুখে পতিত হইবে” বলিয়া অভিশপ্ত হন। সেই শাপে অভিমহ্যুর তনয় পরীক্ষিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজা জনমেজয় সেই জন্য সর্পকুল ধ্বংস করিবার জন্ত সর্পসত্ত্ব আরম্ভ করেন। ক্রমে সর্প সকল সেখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। পরীক্ষিতের নিধনকারী তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু ইন্দ্রও প্রথমে তাহাকে আশ্রয় দিয়া শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এদিকে বাহুবলী স্বীয় ভাগিনের জরৎকার মুনির তনয় আস্তিককে মাতামহ কুল রক্ষার জন্ত অমুরোধ করিলেন। আস্তিক জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন জনমেজয় তাঁহাকে অভিলষিত বস্তু প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। আস্তিক তখন সর্প যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন। জনমেজয়

তাঁহার প্রার্থনার সম্মত হইলে, সর্পকুল রক্ষা পাইল। জনমেজয়ের মাতার নাম মাদ্রী ছিল। জনমেজয় কাশীরাজ স্রবর্ণ-বস্ত্রার কন্যা বপুষ্ঠমাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৭) কুরুজাদলের রাজা কুরুর অবিক্রিত, অবিস্যস্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৮) আবার কুরুর অগ্রতম পুত্র অবিক্রিত, অবিক্রিতের আট পুত্রের অগ্রতম পরীক্ষিত, এই পরীক্ষিতের জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে সাত পুত্র ছিল। মৎ-৫০। (৯) ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জম্বুদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি নামে আট পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৯৪। (১০) পুরুবংশীয় নরপতি পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় রাজধি মহাশাল। হরি-হরি-৩১। (১১) কুরুর অগ্রতম পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের এক স্ত্রী হইতে ঋতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে মহারথ তিন পুত্র এবং অগ্রতমা স্ত্রী মনিমতির গর্ভে সুরথ ও নতিমান্ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩২। (১২) কুরুবংশীয় নরপতি অভিমহ্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। কাশীরাজ নন্দিনী কান্তা অগ্রনাম বপুষ্ঠমা জয়নজয়ের পত্নী ছিলেন, তাহা হইতে চন্দ্রাপীড় ও

স্বর্ষাপীড় নামে দুই পুত্র জন্মে । জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া জী কান্তাকে সংঘতা হইয়া থাকিতে বলেন । ইতিমধ্যে ইজ্ঞ গোপনে তাঁহার অপমান করেন । ইহাতে যজ্ঞের বিষয় উৎপন্ন হয় এবং তিনি জীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন । পরে বিধাবসুর পরামর্শে জীকে গ্রহণ করেন । হরি-হরি-১৮৫-১৮৮ । (১৩) মনুবাংশীয় নরপতি সৌমদন্তের পুত্র স্মৃতি, স্মৃতির পুত্র জনমেজয় । ভাগ-৯ঙ্ক-২ । (১৪) ধর্ষাতিবাংশীয় পুরুষ তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় প্রচিবন, প্রচিবনের তনয় প্রদীর । ভাগ-৯ঙ্ক-২০ । (১৫) অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, শ্রতপেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন । ভাগ-৯ঙ্ক-২২ । (১৬) যর্ষাতি বাংশীয় স্বয়ংয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা । মহামনার তনয় উশীনর ও তিতিক্ষু । ভাগ-৯ঙ্ক-২৩ । (১৭) নরপতি কুরুষ তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়; এই জনমেজয় গর্গমুনির বালক তনয় অক্রুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন । পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন । লি-৬৬ । (১৮) চক্ৰবাংশীয় নরপতি অক্রুরের অজ্ঞাতমা পত্নী রত্নার গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে । লি-৬৯ ।

অক্রুর দেখ । (১৯) নরপতি জনমেজয় কুরুবাংশীয়দের শেষ রাজা ছিলেন । বরা-১৯৩ । অক্রুর দেখ ।

জনশ্রুতি—মহর্ষি জনশ্রুতির তনয় জনশ্রুতি একজন, শ্রদ্ধাপূর্বক দানশীল বহুদাতা ও বহুপাকা (অতিথির জন্ত বহু অন্ন পাককর্তা) রাজা ছিলেন । ছান্দো-৪র্থঅ-১মথ-১ ।

জনর্দন—(১) বিষ্ণুর অস্ত্র নাম । তিনি জন নামক অসুরকে বধ করিয়া জনর্দন নাম প্রাপ্ত হন । মহাভা-আদি-১৮৭ । (২) জনর্দন নামে বৃষ্ণবাংশীয় একজন রাজাও ছিলেন । মহাভা-আদি-১৬৭ ।

জনাপীড়—পুরুবাংশীয় দুষ্কৃতের তনয় শরুথ, শরুথের তনয় জনাপীড় । এই জনাপীড়ের পাণ্ডা, কেরল, চোল ও কুল্য নামে চারি তনয় ছিল । তাঁহাদের অধিষ্ঠিত জনপদও তাঁহাদের নামানুসারে খ্যাত ছিল । বায়ু-৯৯ ।

জম্বথণ্ড — তামস মনুর অজ্ঞাতম তনয় । ব্রহ্মা-৬৮ । অবক্ষি ও তামসমনু দেখ ।

জম্ব—যদুবাংশীয় পুরুষানের তনয় জম্ব । জম্বের পত্নী ঐক্ষাকী হইতে সাত্ত্বত জন্মগ্রহণ করেন । সাত্ত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে ভজিন, ভজমান, দিবা, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ, বক্ষি প্রভৃতি বহু তনয় জন্মে । মৎ-৪৪ । (২) ভরতবাংশীয় রাজা সূদাসের তনয় অজমীঢ়, অজমীঢ়ের তনয় সোমক, সোমকের তনয় জম্ব । মৎ-৫০ । (৩) পুরুবাংশীয় নরপতি

সোমকের তনয় জন্তু, জন্তুর শত পুত্রের মধ্যে পৃথক কনিষ্ঠ ছিলেন। পৃথক হইতে ক্রপদ, ক্রপদ হইতে ধুট্টহাস এবং ধুট্টহাসের তনয় ধুট্টকেতু । হরি-হরি-৩২ ।

(৪) চাবনবংশীয় সোমকের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জন্তু ও সর্ব কনিষ্ঠ পৃথক । পৃথকের তনয় ক্রপদ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ।

(৫) রাবণের অন্ততম সেনাপতি জন্তু, বানর সৈন্তের হস্তে নিহত হন । মহাভা-বন-২৮৩ । (৬) মগধের নরপতি বৃহদ্রাথের বংশীয় সুধমার তনয় জন্তু । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ।

জন্তুধনা— খণ্ড নামক পিশাচের কন্তা জন্তুধনা । জন্তু সকল ইহার ধন ও ধাত্তরূপে নির্দিষ্ট । ইহার সর্কাজে লোম । বায়ু-৬৯ ।

জন্তুবাহ— উত্তম মনুষ্যের দেবতাদের কতকগুলি গণ ছিল । তন্মধ্যে শিবগণ অন্ততম । জন্তুবাহ শিবগণের অন্তর্গত দ্বাদশ দেবতার অন্ততম । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬১ ।

জন্তু— তামস মনুষ্যের, জন্তু সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ ।

জপসিদ্ধি—মহেশ্বরীর শরীরসমুতা অন্ততমা মহাশক্তি । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২ ।

জপহারিণী—মহেশ্বরীর শরীরসমুতা অন্ততমা মহাশক্তি । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২ ।

জপাতি— পরাশরবংশীয় গোত্র প্রবর্তক মহর্ষি কাঙ্ক্ষারন, কপিসুখ, কাকেশ্বহ, জপাতি ও পুঙ্কর এই পাঁচজন ঋষি

কৃষ্ণপরাশর নামে খ্যাত । তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-২০১ ।

জব— রাক্ষস বিশেষ । ইহারই তনয় বিরাধ সীতাকে হরণ করিয়া রাম হস্তে নিহত হন । তাঁহার জীব নাম শতহুদা । রামা-আরণ্য-২ । বিরাধ দেখ ।

জবন— দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্কত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে প্রেরণ করিয়া ছিলেন, জবন তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

জবানেত্র— দৈত্যপতি দুর্গের অন্ততম সেনাপতি । তিনি পার্শ্বভী করে নিহত হইলেন । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২ ।

জবালা—মহর্ষি সত্যকাম জাবালির মাতা ।

জবালা যোবনে বহুচারিণী ছিলেন । সেই সময়ে তাঁহার গর্ভে সত্যকামের জন্ম হয় । সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট বিদ্যার্থীরূপে উপস্থিত হইলে, গৌতম তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন । কিন্তু সত্যকাম মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও গোত্র জানিতে পারিলেন না এবং না পারিবার কারণও গৌতমকে বলিলেন । মহর্ষি গৌতম তাঁহার সত্যবাদীতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন । ছান্দোগ্য-৪র্থ-১১, ৫ ।

জবিন— ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জবিন একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের

ভৃগু, চাবন, আপ্পুবান্, ঔর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আৰ্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫। জমদগ্নি-(১) উত্তর দিগ্ধানী মহর্ষি বিশেষ। তিনি লক্ষা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (২) বরুণের তনয় মহর্ষি ভৃগু, ভৃগুর তনয় মহর্ষি জমদগ্নি, একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৩।৬২।১৮: ৯।৬৫।১। (৩) মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চাবন ও আপ্পুবান্ এবং আপ্পুবানের তনয় ঔর্ক, ঔর্কের তনয় জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। (৫) মহারাজ গাধীর সত্যবতী নামী এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। তাঁহাকে মহর্ষি চাবনের তনয় ঋচীক এক সহস্র অশ্ব শুক প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। সত্যবতীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ঋচীক তাঁহাকে তনয় লাভার্থ এক বর প্রদান করেন। সত্যবতী এই বিবরণ তাঁহার মাতা গাধিরাজ মহিষীর নিকট বলিলেন, তাঁহার মাতাও জামাতার নিকট তনয় লাভার্থ বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সত্যবতী ঋচীকের নিকট মাতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঋচীক দুই প্রকার চক্র প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—এই চক্র তুমি স্বানান্তে উড়ুঘর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া,

অশ্রুচক্র তোমার মাতা স্বানান্তে বটবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, ভক্ষণ করিলে, উভয়ে পুত্রলাভ করিবে। কিন্তু সত্যবতী মাতার অভিপ্রায় মত চক্র পরিবর্তন করিয়া ভক্ষণ করিলেন, এবং বৃক্ষও পরস্পর পরিবর্তন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এই পরিবর্তনের ফলে ঋচীক পত্নী জমদগ্নিকে এবং তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করেন। মহর্ষি জমদগ্নি বেদ অধ্যয়নান্তে রাজ্য প্রসেনজিতেব কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নির কুমদান, স্নবেণ, বহু, বিশ্বাবহু ও পরশুরাম নামে পাঁচ তনয় জন্মে। একদা রেণুকা স্বানার্থে গমন করিয়া রাজ্য চিত্রবর্ধের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন। রেণুকা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলে, জমদগ্নি তাহা জানিতে পারিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পুত্রদিগকে, রেণুকাকে বধ করিবার আদেশ দেন। অশ্রু কোনও পুত্র এই নিষ্ঠুর আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম, পিতৃ আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া মাকে হত্যা করেন। পরে পরশুরামের প্রার্থনায় জমদগ্নি রেণুকাকে জীবিত করেন। একদা রেণুকা জমদগ্নির সহিত খেলা করিতেছিলেন। জমদগ্নি শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং রেণুকা সেই শর তাঁহার নিকট আনিয়া দিতে

ছিলেন। 'রৌদ্রে বার বার গমনাগমন
করাতো, রেণুকা রৌদ্রে তাপে অতিশয়
ক্লিষ্টা হন। সেই জন্তু জমদগ্নি সূর্য্যকেই
নিপাত করিতে উদ্ভূত হইলে, সূর্য্য
তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া রেণুকার জন্তু
ছত্র ও পাছুকা প্রদান করিয়াছিলেন।
সেই হইতে লোকে ছত্র ও পাছুকা
দান প্রচলিত হইয়াছে। একদা অমুপ
দেশের রাজা কার্ত্তবীৰ্য্য, জমদগ্নির
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হোমধেয়
চরণ ও আশ্রমের বহু অনিষ্ট সাধন
করেন। সেই সময়ে পরশুরাম আশ্রমে
উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আশ্রমে
আসিলে, জমদগ্নি তাঁহাকে সমস্ত কথা
বলিলেন। পরশুরাম অতিমাত্র ক্রুদ্ধ
হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যকে বধ করেন। তাঁহার
তনয়েরা পরশুরামের অনুপস্থিত কালে,
অন্ত এক দিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া
জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরাম
বহু ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পিতৃ হত্যার
প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মহাভা-
শান্তি-৪৯। (৬) ভাগবত মতে চক্র পরি-
বর্তনের ঘটনাটী অন্তরূপ। জমদগ্নি
নরপতি রেণুর কন্তা রেণুকাকে বিবাহ
করেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। নরপতি গাধির
কন্তা সত্যবতীকে ভৃগু নন্দন ঋচীক
বিবাহ করেন। যথাকালে সত্যবতী
কুম্ভানু, সুবেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও
পরশুরাম নামে পাঁচ তনয় প্রসব
করেন। সত্যবতী, নরপতি চিত্রলেখের

সহিত বাভিচার দোষে দূষিত হইলে,
জমদগ্নি মাতৃ বধার্থ তনয়দিগকে আদেশ
প্রদান করেন। অন্যান্য তনয়েরা এই
আদেশ অমান্য করেন। কিন্তু পরশুরাম
পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করেন। পরে
জমদগ্নির বরে সত্যবতী জীবন লাভ
করেন এবং পরশুরাম মাতৃবধ জনিত
পাপ হইতে মুক্ত হন। জমদগ্নির আশ্রম
নষ্ট ও হোমধেয়কে কার্ত্তবীৰ্য্য হরণ
করেন। সেই জন্য পরশুরাম কার্ত্ত-
বীৰ্য্যকে সংহার করেন। অত্যন্তকাল
পরেই কার্ত্তবীৰ্য্যের আত্মজেরা,
জমদগ্নিকে প্রহার করিয়া হত্যা করেন।
সেই জন্য পরশুরাম একবিংশতি বার
ধরণী নিক্ষেপ্ত করিয়া করেন। মহাভা-বন
১১৪, ১৬; শান্তি-৪৯। (৭) শ্রীকৃষ্ণদেব
মহুর সময়ে জমদগ্নি সপ্তষিদের অন্যতম
ছিলেন। বিষ্ণু-৩২-১।

জম্বুক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-
সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তি-
কেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান
করিয়াছিলেন, জম্বুক তাঁহাদের
অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।
(২) জম্বুক নামে এক অসুর ছিল।
মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। লি-৯২।
(৩) দেবাসুর যুদ্ধে ধৃতপাণ নদী কন্দের
সাহায্যার্থ স্বীয় অসুর জম্বুককে প্রদান
করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। অশ্বক
দেখ।

জম্বুকেশ—জম্বুক নামে এক অশুর ছিল।
তাঁহাকে বধ করিয়া মহাদেবের নাম
জম্বুকেশ হয়। লি-৯২ ।

জম্বুকেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ।
হন-কানী-উক্ত-৬৫ ।

জম্বুমানী—(১) প্রহস্তের পুত্র। হনুমান
সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া
প্রথমে সীতার সহিত পরিচিত হন।
পরে সীতার অভিজ্ঞান লইয়া প্রত্যাবর্তন
করিবার পূর্বে অশোক বন নষ্ট করেন।
জম্বুমানী রাবণ কর্তৃক হনুমান বধার্থ
প্রেরিত হইয়া হনুমানের হস্তে নিহত
হন। রামা-লঙ্কা-৪৪ । (২) জনৈক
রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কাসমরে হনুমান
হস্তে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হন। রামা-সুন্দ-৪৩ ।

জম্বু—(১) জনৈক অশুর। ইহারই পুত্র
সুন্দরকেতু যক্ষের কন্যা তারকাকে
বিবাহ করেন। রামা-আদি-২৫ । (২)
জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কায়
অভিযান কালে ইনি বানর সৈন্যদিগকে
সম্বর গমনে উৎসাহিত করিতেন।
রামা-লঙ্কা-৪ । (৩) তারকাসুরের অগ্রতম
সেনাপতি জম্বু ছিলেন। মৎ-১৪৮ ।
(৪) হিরণ্যকশিপুর অগ্রতম তনয়
প্রজ্ঞাদ। প্রজ্ঞাদের বিরোচন, জম্বু
ও কুজম্বু নামে তিন তনয় ছিল। হরি-
হরি-২১৮ । (৫) হিরণ্যকশিপুর এক
তনয়ের নামও জম্বু ছিল। হরি-
হরি-২১৮ । (৬) সমুদ্র মন্থনের পর
দেবাসুরে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বৃষাকপি

জম্বাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। জম্বকে
ইন্দ্র নিহত করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১০ ।
জম্বাসুরের কন্যা কন্যধূকে হিরণ্যকশিপু
ও সিংহিকাকে বিপ্রচিন্তি, বিবাহ
করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ ।

জম্বক—তারকাসুরের অগ্রতম সেনাপতি
জম্বক ছিলেন। মৎ-৪৮ । বিতল
নামক পাতাল প্রদেশে জম্বক প্রভৃতি
অশুরেরা বাস করিতেন। কৃষ্ণ-পু-৪৩ ।

জয়—(১) মহর্ষি জয় একজন ঋষিদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
ঋগ-১০।১৮।১ । (২) ভরত বংশীয়
পৃথুর তনয় ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের তনয়
মুদগল, জয়, বৃহদিষু, যবনীর ও কপিল
এই পাঁচ জন। এই পঞ্চ তনয়ের
অধিষ্ঠিত জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত
ছিল। মৎ-৫ । (৩) বৈকুণ্ঠে জয় ও
বিজয় নামে বিষ্ণুর দুই দ্বারবান ছিল।
তাহারা ব্রাহ্মণের শাপে কশ্যপ পত্নী
দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু
নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩ঙ্ক-১৮ ।
(৪) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় ক্রবের অন্যতম
তনয় বৎসর। বৎসরের জ্যৈষ্ঠ স্ত্রী সুবিশ্বী
হইতে পুষ্পাঙ্গ, তিগ্নকেতু, ইম, উজ্জ্ব,
বসু ও জয় নামে ছয় তনয় জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১৩ । (৫) জনক
বংশীয় ভূপতি ঋতের তনয় জয়, জয়ের
তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত। ভাগ-
৯ঙ্ক-১৩ । (৬) উর্কশী গর্ভে পুরুষবার

আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয় নামে ছয় তনয় জন্মে। তন্মধ্যে জয়ের তনয় অমিত। ভাগ-৯৯-১৫। (৭) বিশ্বামিত্রের এক তনয়ের নামও জয় ছিল। ভাগ-৯৯-১৬। (৮) পুরুবংশীয় সঞ্জয়ের তনয় জয়, জয়ের তনয় হর্যাবল, হর্যাবলের তনয় সহদেব। ভাগ-৯৯-১৭। (৯) পুরুরবার বংশীয় সঙ্কতিব পুত্র জয়। ভাগ-৯৯-১৭। (১০) যযাতি বংশীয় রাজা বিতথের তনয় মন্থা, মন্থার তনয় নর, বৃহক্ষত্র, জয়, মহাবীৰ্য ও গর্গ এই পাঁচ জন। ভাগ-৯৯-২১। (১০) যযাতি বংশীয় যুযধানের তনয় জয়, জয়ের তনয় কুনি, কুনির তনয় যুগন্ধর ভাগ-৯৯-২৪। (১১) যযুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা আনকের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় উৎপন্ন হয়। ভাগ-৯৯-২৪। (১২) ত্রীকৃষ্ণের পিসীমা ছিলেন শ্রুতকীৰ্ত্তি, কেকয়পতির স্ত্রী। শ্রুতকীৰ্ত্তির পুত্র সন্তর্দন ও কন্তা ভদ্রা। সন্তর্দন স্বীয় ভগিনী ভদ্রাকে ত্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দেন। ভদ্রা হইতে ত্রীকৃষ্ণের সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র বাম, আয়ু ও সত্য নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০৯-৬১। (১৩) জনক বংশীয় নরপতি সুশ্রুতের পুত্র জয়। ভাগ-১০৯-৬১। (১৪) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে বেদজ্ঞ দুই তনয় ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অত্বে

শাপ প্রদান করেন। ইহার ফলে একজন গ্রীহ ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৫। (১৫) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে নাগগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয়, পরাজয় এই চারি জনকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (১৬) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসী ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অত্বে জয় ছিলেন। মহাভা-উদ-১০২। (১৭) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত তনয়ের অত্বে জয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রো-১৩৫। (১৮) দ্রুপদ রাজ্যের অত্বে জয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বখামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

জয়দ—পুরুবংশীয় মনস্যার তনয় জয়দ, জয়দের তনয় ধুঙ্ক, ধুঙ্কর তনয় বহুগবী। বায়ু-৯৯।

জয়দেব—(১) প্রাচীন কালে জয়দেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নরপতি খড়্গবাহকে একটা হস্তী উপহার দিয়া ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৯১। (২) প্রতিষ্ঠান পুরে জয়দেব নামে এক শিবভক্ত নরপতি ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১১।

জয়দেবগণ—প্রজাকামী ব্রহ্মা বৈবস্বত মনুষ্যেরে মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলেই মনুষ্য শরীর সমন্বিত। সেই জয়দেবগণের নাম

দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, চিত্তি, বিচিত্তি, আকৃতি, কৃতি, বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞাত, মন ও যজ্ঞ ইহারা ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। ব্রহ্মা দেবগণকে সৃজন করিতে দারপরিগ্রহ, অগ্নিহোত্র যাগাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। কিন্তু এই আদেশ পালনে অবহেলা করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে সাতবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিত, স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুঘিত ও উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে সমুদ্ভূত হইয়েন। বায়ু-৬৬।

জয়ৎসেন—(১) নরপতি সার্কভৌমের স্ত্রী সুনন্দা হইতে জয়ৎসেনের জন্ম হয়। বিদর্ভরাজের কন্যা শ্রুত্বাকে জয়ৎসেন বিবাহ করেন। শ্রুত্বা হইতে অবাচীন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। অবাচীন দেখ। (২) বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস কালে চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের গুপ্ত নাম ছিল জয়ৎসেন। মহাভা-বিরাট-৫।

জয়ৎসেনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বরের অমুচরী কলাপদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জয়ৎসেনা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৫৭।

জয়ধল—বিরাট নগরে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের গুপ্ত নাম জয়ধল ছিল। মহাভা-বিরাট-৫।

জয়দ্রথ—(১) যযাতিবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ। মৎ-৪৮। (২) ভরতবংশীয় বৃহদ্রথের তনয় বৃহদিষু, বৃহদিষুর তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় অশ্বজিৎ, অশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ। মৎ-৪৯। (৩) সিন্ধু দেশাধিপতি বৃদ্ধক্ষত্রের তনয় জয়দ্রথ। তিনি কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত একমাত্র কন্যা এবং দুর্গোদধাদি শত ভ্রাতার ভগিনী দৃঃশলাকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে তিনি একবার দ্রৌপদীকে হরণ করেন। তখন পাণ্ডবেরা অল্পপণ্ডিত ছিলেন। ভীমসেন প্রভৃতি আশ্রনে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন ও জয়দ্রথকে বন্দী করিলেন। পরে বৃষ্ণিষ্টিরের একান্ত অনুরোধে জয়দ্রথের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি বাহুবীর রক্ষা করিয়া বৃষ্ণিষ্ণির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পরাস্ত করেন এবং অভিমন্যু সপ্তরথী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে নিহত হন। অর্জুন সেই সময়ে সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। - পরে তিনি অভিমন্যুর নিধনবার্তা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—হয় হৃষ্য অস্ত

গমনের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কোরবেরা জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ত্রীকুঙ্কের কোশলে সব ব্যর্থ হইল। অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিলেন। জয়দ্রথ এক বর পাইয়াছিলেন যে—যে কেহ তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবে, তাঁহারই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। সেই জন্য অর্জুন জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক, সমস্তপঙ্খক তীর্থে অবস্থিত তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে স্থাপন করেন। বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড় হইতে তাহা পতিত হওয়ায়, তিনি মস্তক বিদীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। জয়দ্রথের পুত্র সুরথ। মহাভা-দ্রো-১৪৬, ১৫২। বৃদ্ধক্ষত্র দেখ। (৪) দক্ষমেরু সাবর্ণিমহু হইত মহুস্ত, উত্তমোজা, কুনিষঞ্জ, বীর্ঘাবান্, শতানীক, নিরমিত্র, ব্রহ্মসেন, জয়দ্রথ, ভূরিহুস্ত ও সুবর্চা নামে দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৭। (৫) অঙ্গদেশের অধিপতি বৃহন্ননার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় দূতরথ, দূতরথের তনয় বিশ্বজিৎ। হরি-হরি-৩১। (৬) চৈতন্যের যশোদেবী ও সতী নারী দুই কন্যাকে বৃহন্ননা বিবাহ করেন। তন্মধ্যে যশোদেবী হইতে জয়দ্রথ এবং সতী হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৭) যযাতিবংশীয় বৃহৎকাকের তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের

পুত্র বিষদ, বিষদের পুত্র স্তেনজিৎ। ভাগ-৯৯-২১। (৮) যযাতিবংশীয় বৃহন্ননার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিজয়, বিজয়ের পুত্র ধৃতি। ভাগ-৯৯-২৩।

জয়ধ্বজ—যদুবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীৰ্য্য-র্জুনের শত পুত্রের অন্যতম জয়ধ্বজ ছিলেন। তিনি অবন্তি দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারই তনয় মহাবল তালজজ্ব। তালজজ্বের বংশধরেরা তালজজ্ব নামেই খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩; ভাগ-৯৯-২৩। জয়ধ্বজ কৃতান্ত্র, ধার্মিক, মনস্বী ও বিশ্বভক্তি পরারণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অপরাধাতারা শৈব ছিলেন। তিনি বিদেহ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কুর্ম-পু-২২, ২৩। কার্ত্তবীৰ্য্য ও অগস্তি দেখ।

জয়ন্ত—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সূমন্ত্র নামে আটজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। রামা-আদি-৭। (২) রাজা দশরথের অন্যতম দূত। তাঁহার মৃত্যুর পরে বশিষ্ঠের আদেশে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি কেকয় রাজ্যে গমন করেন। রামা-অযো-৬৮। (৩) ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, রাম বনবাসকালে, একদা ইনি কাকরূপ ধারণপূর্বক সীতার বন্ধুস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন। পরে রাগের শব্দে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হয়।

রামা-সুন্দরা-৩৮। (৪) একদা মেঘনাদ ও জয়ন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে জয়ন্তের মাতামহ পুলোমা ভীত হইয়া স্বীয় দৌহিত্রীকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। রামা-উত্ত-৩৩। (৫) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা সুরভী হইতে অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, শাবিত্র, জয়ন্ত, সুরেশ্বর ও পিনাকী এই একাদশ রুদ্র, জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫। ইন্দ্রের তনয় জয়ন্তের জ্যৈষ্ঠ কীর্ত্তি। সোমের রাজস্বয় যজ্ঞে জয়ন্ত সঙ্গীক গমন করিয়াছিলেন এবং কীর্ত্তি সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল তাঁহার জ্যৈষ্ঠরূপে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়া ছিলেন। মৎ-২৩। (৬) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় বৃষভ। বৃষভের পত্নী ও কাশিরাজ নন্দিনী জয়ন্তী গর্ভে জয়ন্ত নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫। (৭) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, শাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিতা, ইহারা অষ্টবহু, বলিয়া খ্যাত। বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে ইহারা ই দেবতা ছিলেন। পূর্বে ইহা-দিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দেশ করা হইত। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৮) অংশ, ভগ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্ঘ্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, তৃষ্টা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই কশ্যপ তনয়েরা, দ্বাদশ আদিত্য নামে খ্যাত।

মহাভা-আদি-১১৪। (৯) দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, জয়ন্তের তনয় বিজয়। হরি-হরি ৩। (১০) বসুদেবের পুত্র ত্রীকুক্ষ, জয়ন্ত, গদ, দারণ, শক্রজিৎ প্রভৃতি। ভাগ-২২-১। (১১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মরুতী হইতে মরুতান্ ও জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। তদ্বাধ্য জয়ন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা বলা হয়। ভাগ-৬-৬। (১২) ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, ঋষভ, জয়ন্ত ও মীচু নামে তিন তনয় প্রসব করেন। ভাগ-৬-১৮। (১৩) অষ্টবহুর অন্যতম। অপরাজিত দেখ। মহারাজ দশরথ ও রামচন্দ্রের আটজন মন্ত্রার অন্যতম। অকোপ দেখ। (১৪) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র। এই চিত্র জয়ন্ত নামেও খ্যাত ছিলেন। জয়ন্তের জ্যৈষ্ঠ জয়ন্তী হইতে যাগশীল, ধীর, শাস্ত্রজ্ঞ, অতিথিপ্রিয় পরম ধার্মিক অক্রুর নামে এক তনয় জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

জয়ন্তিকা—চতুষ্টী যোগিনীর অন্যতমা।

অগ্নি-৫২।

জয়ন্তী--(১) কাশীরাজ নন্দিনী জয়ন্তীকে যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় বৃষভ বিবাহ করেন। বৃষভ হইতে জয়ন্তী গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। জয়ন্তের তনয় অক্রুর। মৎ-৩৫। (২) ইন্দ্রের কন্যার নাম জয়ন্তী। শুক্রাচার্যের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভে দেবদানী জন্মগ্রহণ

করেন। মৎ-৪৭। (৩) মল্লবংশীয় নরপতি নাভির তপস্তার প্রীতি হইয়া, বিষ্ণু, তাঁহার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে গুরুমূর্তি, ঋষভরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র ঋষভের সহিত জয়ন্তী নামী একটা কন্যার বিবাহ দেন। জয়ন্তী হইতে ঋষভের শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত স্বীয় নামীয় ভারতবর্ষের রাজা হন। ভাগ-৫৮-৪, ৫। (৪) মহেশ্বর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নেত্র স্ফুট বৈষ্ণবী মূর্তি অন্যতমা সহচরী জয়ন্তী ছিলেন। বরা ৯২। বৈষ্ণবী ও অপরাধিতা দেখ। (৫) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় জয়ন্ত (অগ্র নাম চিত্র) হইতে তাঁহার স্ত্রী জয়ন্তী অকুর নামে এক পরম ধার্মিক পুত্রলাভ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অকুর দেখ। (৬) অরুণাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, জয়ন্তী তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৭) চতুষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

জয়াপ্রয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্তিকের অহুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জয়াপ্রয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জয়রাত—কলিঙ্গরাজ তনয় ঐব ও জয়রাত কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৫।

জয়শর্মা—অবন্তী ক্ষেত্রে শিবশর্মা নামে

এক দ্বিজোত্তম ছিলেন। তাঁহার সন্ত কনিষ্ঠ পুত্র জয়শর্মা অতিশয় কুরুশ্রাবিত ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। জয়শর্মা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কমলা ব্রত মাহাত্ম্য শুনিতে পান। পরে তিনি স্বয়ং এই ব্রত আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৬২।

জয়সেন—(১) পুণ্ড্রবাহু বংশীয় হীনোর তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় সঙ্কতি, সঙ্কতির তনয় জয়। ভাগ-৯৮-১৭। (২) যযাতি বংশীয় সার্কভোমের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের তনয় রাধিক, রাধিকের তনয় অয্যুতায়ু। ভাগ-৯৮-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৩) শুরের অগ্রতমা কন্যা রাজাধিদেবীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন জয়সেন এবং জয়সেনের ঔরসে বিন্দ ও অম্ববিন্দ নামে দুই তনয় ও মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৮-২৪, ১০৮-৬১।

(৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অদৌনের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় সংহতি, সংহতির তনয় ক্ষত্রধর্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-৯

জয়া—(১) কুশাধ নামী জনৈক নরপতির পুত্রবধু জয়া নামক পক্ষাণী উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ অস্ত্রগুলি বিশ্বামিত্রকে দান করা হয়। রামা-আদি-২১। (২) অরুণাসুরের রক্তপান

করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । ১৭-১৭৯ । (৩) লক্ষ্মীর অন্যতমা সহচরীর নাম জয়া ছিল । - মহাভা-শান্তি-২২৮ । (৪) পার্কতীর সখী জয়া, বিজয়া প্রভৃতি ছিলেন । লি-১০২ । (৫) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয় কৃত্তিকা যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮ । (৬) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের মিলিত দৃষ্টি হইতে যে বৈষ্ণবীমূর্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার অন্যতমা সহচরী জয়া ছিলেন । বরা-৯২-৯৫ । (৭) গোতম পত্নী অহল্যা হইতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা নামী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার। সকলেই সতীর সহচরী ছিলেন । শঙ্কর পত্নী সতী জয়ার নিকটে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ ও শিব নিন্দা শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন । বাম-৪ । (৮) পার্কতীর এক নাম জয়া । শিব জ্ঞান ৬ । (৯) বরাহগিরিতে সাবিত্রী দেবী জয়া নামে খ্যাত আছেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

জয়াদিত্য—মহীশাসুর তীর্থে জয়াদিত্য মহাদেব আছেন । জয়াদিত্যের দর্শন মাঝেই মানব সকল প্রকার কল্যাণ-ভাজন হয় । স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৯ ।

জয়ানীক—ঋগদ রাজার অতীতম তনয়

জয়ানীক । কুরুক্ষেত্র সময়ে তিনি অশ্বখামার শরে নিহত হন । মহাভা-দ্রো-১৫৬ ।

জয়াবতী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদারিনী মাতৃকাগণের অতীতমা জয়াবতী ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ ।

জয়োন—ঋষের অতীতমা পত্নী মরুত্বতীর গর্ভজাত অন্যতম তনয় । হরি-হরি-১৯৬ । মরুত্বতী দেখ ।

জর—মহর্ষি জয়ের তনয় বৃষ ঋষি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-৫।২।১ ।

জরৎকর্ণ—মহর্ষি জরৎকর্ণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি সোমরস নিস্পীড়নের প্রস্তুতের, স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন । ঋগ-১০।৭৬।১ ।

জরৎকারু—যাযাবর নামে এক ব্রতশীল ঋষি বংশে জরৎকারু মুনির জন্ম হয় । মহর্ষি জরৎকারু তপোমুষ্ঠান ও পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতৃ পুরুষগণ অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছেন । তিনি দার পরিগ্রহ না করার তাঁহার পিতৃ লোকের এই দুর্দশা হইয়াছে । তখন তিনি স্বীয় নামীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া, কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন । নাগরাজ বাহ্লিক

ইহা জানিতে পারিয়া স্বীয় ভগিনী
জরৎকারকে মহর্ষি জরৎকারের হস্তে
সমর্পণ করিলেন। জরৎকার জ্বর
ভরণ পোষণে অসম্মত হইলে, বাম্বাক
তঁাহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ
করিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত
হইলে, একদা অকালে জরৎকারের
নিদ্রা ভঙ্গ করিলে, মুনি স্বীয় জীকে
পরিচিন্তাপূর্বক তপস্কার্য গমন করেন।
গমনকালে জীকে তঁাহার গর্ভে বংশধর
সন্তান আছে (অন্তি) এই বলিয়াছিলেন।
দেহ জন্তু জাত পুত্র আন্তিক নামে
খ্যাত হইলেন। তিনি জনমেজয় রাজার
সর্পসঙ্গে উপস্থিত হইয়া সর্পকুলকে রক্ষা
করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩, ১৫।

জরা—(১) মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই
জ্যৈষ্ঠদেহ বিশিষ্ট এক একটা সন্তান
প্রসব করেন। এই অদ্বুত সন্তান পৃথি
পরিত্যক্ত হইলে, জরা নাম্নী কোনও
রাক্ষসী তঁাহাদিগকে সন্ধিত অর্থাৎ
সংযোজিত করেন। সেই জন্য উক্ত
সন্তান জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন। জরা
পরে তঁাহাকে রাজা বৃহদ্রথকে সমর্পণ
করেন। মহাভা-সভা-১৬, ১৭; হরি-
হরি-৩২। (২) যদুবংশীয় নরপতি
বল্লভদেবের শূদ্রা ভাৰ্য্যার গর্ভে জরা
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাবলশালী
বীর ছিলেন এবং নিষাদগণের রাজা
হন। হরি-হরি-১৬০। (৩) জরা
নামে এক বাঘ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করেন।

ভাগ-১১৪-৩০। (৪) মৃত্যু হইতে
ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ
জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১মঙ্ক-৭।
(৫) প্রজারের জ্যৈষ্ঠ মৃত্যু ও জরা। ব্রহ্মবৈ-
ব্র-স্ক-১; বায়ু-১০। অন্বয়া দেখ।

জরাসন্ধ— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়।
বায়ু-২৬; সত্যভামা দেখ।

জরাসন্ধ— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়।
বায়ু-২৬। সত্যভামা দেখ।

জরাব্যাধ—জরা নামক ব্যাধি শ্রীকৃষ্ণকে
বধ করিয়াছিল। স্বল্প-প্রভা-
প্রভা-২৩৭—৪১।

জরায়ু—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতম জরায়ু ছিলেন।
মহাভা-শলা-৪৭।

জরাসন্ধ—(১) মগধের নরপতি বৃহদ্রথের
তনয় জরাসন্ধ বৃহদ্রথ কাশিরাজের দুই
যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি
দীর্ঘকাল সন্তান লাভে বঞ্চিত ছিলেন।
একদিন রাজা শুনিতে পাইলেন,
কান্ধীবান্ গোতমের তনয় মহাশ্বা
চণ্ডকৌশিক তঁাহার রাজধানীর
নিকটবর্তী এক বৃক্ষমূলে অবস্থান
করিতেছেন। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া
দুই রাণীকে সঙ্গে করিয়া তঁাহার নিকট
গমন করিলেন এবং সন্তান প্রার্থনা
করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে

একটি আশ্রয়স্থল বৃক্ষ হইতে তাঁহার
কোড়ে পতিত হইল। মহর্ষি সেই ফলটি
রাজাকে প্রদান করিয়া বলিলেন—ইহা
সেবনে রাণীরা সন্তানবতী হইবেন।
রাজা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাণীদিগকে
সেই ফল ভক্ষণ করিতে দিলেন। উভয়
রাণী ফল অর্দ্ধাংশ করিয়া ভক্ষণ
করিলেন। যথাকালে তাঁহারা এক
পদ এক হস্ত অর্দ্ধ মন্তক বিশিষ্ট এক
একটি সন্তান প্রসব করিলেন। দাসী
অন্ততঃ সন্তানকে রাণীদের আদেশে এক
চতুশ্চাপে স্থাপন করিয়া চলিয়া আসিল।
সেই সময়ে ঘটনাক্রমে জরা নারী এক
রাক্ষসী তাহা দেখিতে পাইয়া গ্রহণ
করিল এবং যদৃচ্ছাক্রমে সংযোগ করাতে
এক অপূর্ণ দিব্য কুমাররূপে পরিণত
হইল। জরা রাজসমীপে উপস্থিত
হইয়া তাঁহার করে সেই বালককে
অর্পণ করিল। জরা কর্তৃক সন্ধিত
(সংযোজিত) হইয়া বালক জরাসন্ধ
নামে খ্যাত হইল। যথাকালে রাজা
বৃহদ্রথ পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-
পূর্বক তপস্তুর্থে বনে গমন করিলেন।
নরপতি জরাসন্ধ অল্পকাল মধ্যেই
অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন।
জরাসন্ধের অস্তিত্ব ও প্রাপ্তি নারী ছই
কন্যাকে মথুরাধিপতি কংস বিবাহ
করেন এবং জরাসন্ধেরই সহায়তায়
শিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া তিনি
মথুরার রাজা হন। পরে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে

কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ হংস ও
ডিঘক নামক বিচক্ষণ মন্ত্রীদ্বয়ের
সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান
করেন। শ্রীকৃষ্ণ পলায়নপূর্বক দ্বারাবতী
নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি
জরাসন্ধের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জাতক্রোধ
ছিল। নরপতি যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ
আরম্ভ করিবার পূর্বে জরাসন্ধকে
পরাজয় করা কর্তব্য মনে করিলেন।
তদ্বার্থে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন মগধে
উপস্থিত হইয়া স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া
পরিচয় দিলেন। প্রথমেই তাঁহারা
নগরের উপকণ্ঠস্থিত তিনটি ভেরী বিনট
করিলেন। নরপতি জরাসন্ধ ব্রাহ্মণবেশী
তিন জনকেই অতি সমাদরে গ্রহণ
করিলেন। পরদিন রাত্রে জরাসন্ধের
সহিত, তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে
ভীম হস্তে তিনি নিহত হন। জরাসন্ধের
মৃত্যুর পরে তাঁহার তনয় সহদেব
মগধের রাজা হন। মহাভা-সভা-১৬—
২৩। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত
পুত্রের অন্যতমের নামও জরাসন্ধ ছিল।
মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মগধের অধিপতি
উজ্জৈর তনয় সম্ভব, সম্ভবের তনয়
জরাসন্ধ, জরাসন্ধের তনয় সহদেব,
সহদেবের পুত্র উদ্যাপি। হরি-
হরি-১৭২।

জরিতা—(১) পক্ষী বিশেষ। অগ্নি সম্বন্ধে
তাঁহার রচিত কতিপয় ঋকমন্ত্র আছে।
ঋগ-১০।১৪৯। (২) তপঃস্বাধ্যায়

সম্পন্ন জিতেজির মহর্ষি মন্দপাল পুত্র কামনার জরিতা নামী এক শাস্ত্রিকার গর্ভে জরিতারি, সারিস্বক, স্তম্ভমিত্র ও দ্রোণক নামে চারি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রগণ অণ্ড মধ্যে থাকিতেই মহর্ষি মন্দপাল তাহা-দিগকে পরিত্যাগপূর্বক লপিতার নিকট গমন করেন। জরিতা সেই পুত্রগণকে খাণ্ডব বনে প্রতিপালন করিতে থাকেন। খাণ্ডব বন দহনকালে জরিতা পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া যান এবং পরে অগ্নির ক্রুপার তাঁহারা রক্ষা পাইলে, মহর্ষি মন্দপাল ও জরিতা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪।

জরিতারি—মহর্ষি মন্দপালের অন্ততম পুত্র। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪। জরিতা দেখ।

জরুথ—অগ্নি জরুথনামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে বহির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়া ছিলেন। ঋগ-১০।৮০।৩।

জর্জুর—কশ্যপের ক্রী দিতি হইতে হিরণ্য-কশিপু ও হিরণ্যাক জন্মে। হিরণ্যাকের জর্জুর, শকুনি, ভূতসস্তাপন মহানাভ ও কালনাভ নামে বিদ্বান্ ও বলবান্ পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

জর্জুরাননা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্ততমা জর্জুরাননা ছিলেন।

: মহাভা-শল্য-৪৭।

জল—অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা প্রত্যাধিদেবতা। মৎ-৯৩।

জলজ—শাকদ্বীপের অধিপতি হব্যের সপ্তপুত্রের অন্যতম জলজ। তিনি স্বীয় নামীর বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। হব্য দেখ।

জলজন্তু—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা তিনি হইতে জলজন্তু সকল উৎপন্ন হয়। ভাগ-৬২-৬।

জলদ—(১) মহর্ষি জলদ একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্রাবাশ্ব, অত্রি, অর্চিনানশ এই তিনটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৭।

(২) হব্যের অন্ততম পুত্র। লি-৪৬; হব্য দেখ। মার্ক-৫৩; বায়ু-৩৩; অগ্নি-১১৯; বিষ্ণু-২৪-৪।

জগদা—নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী অপসার গর্ভে ভদ্রা, জগদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে তাহারা সকলেই প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

জলকুম—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সুরিং, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পরকৃত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেরকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, জলকুম তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) ত্রীকৃষ্ণের অন্যতমা ক্রী সত্যভামা হইতে ভাস্ক, রোহিত, দীপ্তিমান, ভ্রমরভেক্ষণ,

তাত্র, চক্র ও জলকুম নামে সাত পুত্র এবং চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।
মৎ-৪৭ ।

জলন্ধর—(১) মহর্ষি জলন্ধর একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অসিত, দেবল, কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৯ । (২) পুরাকালে জলন্ধর নামে এক অসুর ছিল । তাঁহার ভয়ে, দেবগণ ত দূরের কথা, স্বয়ং বিষ্ণু পর্যাস্ত অস্থির ছিলেন । জলন্ধর অবশেষে মহাদেবকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন । মহাদেব জলমধ্যে স্নান করিয়া চক্র স্থাপন করিয়া জলন্ধরকে তাহা উত্তোলন করিতে বলেন । তিনি সেই চক্র স্বন্ধে স্থাপন করিবা মাত্র, তাহার আঘাতে নিহত হন । লি-৯৭ । (৩) সমুদ্রের তনয় জলন্ধর কালনমীর কন্যা বৃন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪ ।

জলপূর্ণা—অঙ্গরা বিশেষ । স্বন্দ-আব-অব-৮ ।

জলপ্রিয়—কাশীতে জলপ্রিয় মহাদেব অবস্থিত আছেন । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৬৯ ।

জলপ্রিয়া—সাবিত্রী দেবী শালগ্রাম ক্ষেত্রে মহাদেবী এবং শিবলিঙ্গ ক্ষেত্রে জলপ্রিয়া নামে অভিহিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

জলসন্ধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম জলসন্ধ ।

মহাভা-আদি-৬৭ । কুরুক্ষেত্র সময়ে

তিনি ভীম চতে নিহত হন । মহাভা-ভী-৬৪ । কোরব পক্ষীয় মহাবীর জলসন্ধ কুরুক্ষেত্র সময়ে সাতারী হস্তে নিহত হন । তিনি ধৃতরাষ্ট্রের তনয় নহেন । মহাভা-দ্রো-১১৫ ।

জলসন্ধি—মহর্ষি জলসন্ধি একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহার অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষর এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৬ ।

জলাস্তক—তীক্ষ্ণের অন্যতম পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয় । হরি-হরি-১৬০ । সত্যভামা দেখ ।

জলাকুমা—তীক্ষ্ণের পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম কন্যা । হরি-হরি-১৬০ । সত্যভামা দেখ ।

জলেয়ু—(১) যযাতির অন্যতম তনয় পুরু, পুরুর তনয় রৌদ্রাধ, রৌদ্রাধের অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, জলেয়ু, প্রভৃতি নামে দশ তনয় জন্মে । হরি-হরি-৩১ । ঋচেয়ু দেখ । (২) দ্বতাচী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাধের ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ষেয়ু, সতোয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু নামে পিতৃবংশল দশ পুত্র জন্মে । ভাগ-৯৪-২০ ।

জলেশী—মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা অন্যতম মহাপুত্র । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২ ।

জলেশ্বর—বরুণদেবের অন্য নাম । মহাভা-অনুশা-১৫০ ।

জলেশ্বরী—স্বন্দ দেবদেবোপাধি পক্ষে বৃত্ত

হইলে, সর্কপাপবিমোচনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থে বীর অম্বচরী জলেশ্বরী প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। সর্কপাপবিমোচনা দেখ।

জলোলা—যেসকল কলাগদারিণী মাতৃগণ, দেবাসুর বৃন্দে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অম্বচরী ছিলেন, জলোলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জলোদ্ভব—ব্রহ্মার বরে জলোদ্ভব নামক অম্বর অজ্ঞেয় হইয়া ভূতলে অতিশয় উৎপাত আরম্ভ করে। তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা এবং মহাদেব শূল দ্বারা তাঁহাকে বধ করেন। বাম-৮১।

জল—(১) তামস মনুষ্যের সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। মৎ-৯। কবি ও কপি দেখ। (২) জল নামে এক নরপতি ছিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-৬৬।

জলেশ্বর—নরপতি জল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ জলেশ্বর নামে খ্যাত। এই মহাদেবকে দেখিবা মাত্র সর্কপাপ উপশমিত হয়। স্বন্দ-আব-চতু-৬৬।

জলেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জহ—যযাতিবংশীয় নরপতি পুন্সবানের পুত্র জহ। ভাগ-৯৯-২২।

জহু—(১) মূনি বিশেষ। ভগ্নীরথ কর্তৃক পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন কালে, গঙ্গা তাঁহার আশ্রম প্রাণিত করেন। জহুমুনি সেজনা কুপিত হইয়া গঙ্গার সমুদয় জল পান করিয়াছিলেন। পরে

দেবগণের অমুরোধে তিনি গঙ্গাকে কর্ণদ্বারা বাতির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গা জহু কন্যা জাহবী নামে খ্যাত হইলেন। রামা-আদি-৪৩। (২) অজমীঢ়ের পত্নী কেশিনী হইতে জহুর জন্ম হয়। তাহা হইতে কুশিক বংশ উদ্ভব হইয়াছে। জহুর পুত্র অজ, অজের তনয় বলাকাখ, বলাকাখের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) জহু তামস মনুষ্যের সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) অকপিবানু দেখ। সোমবংশীয় নরপতি স্বহোত্রের ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেশিনী হইতে জহু জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি জহু যখন সর্কমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গঙ্গা তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু জহু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে গঙ্গা অতিমাত্র কুপিতা হইয়া তাঁহার আশ্রম ভাসাইয়া লইয়া যান। জহু ও ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে পান করেন। মহর্ষিগণ তখন সেই মহাভাগা গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে হির করিয়া ছিলেন। তদবধি গঙ্গা জাহবী নামে খ্যাত হন। জহু যুবনাথের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। কাবেরী মুনহকে প্রসব করেন। হরি-হরি-২৭।

(৫) সোমবংশীয় নরপতি হোত্রকের তনয় জহু । জহু গন্ধাকে এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিলেন । জহুর তনয় পুরু, পুরুর তনয় বলোক । ভাগ-৯৯-১৫ । (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি কুরুর চারি পুত্রের অন্যতম জহু, জহুর তনয় সুরথ, সুরথের তনয় বিহরথ । ভাগ-৯৯-২২ । (৭) সুহোত্রের তনয় জহু, জহুর তনয় সুজহু, সুজহুর তনয় অজক । বিষ্ণু-৪র্থ-৭ । (৮) মহর্ষি জহু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি একবার অশ্বিঘ্নের স্তুতি করিয়াছিলেন । অশ্বঘ্ন সন্তুষ্ট হইয়া শোভনীয় বলযুক্ত ধন ও শোভনীয় অন্ন লইয়া জহুর অপত্যদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । ঋগ-১।১১৩।১২ । (৯) সপ্তর্ষিদের অন্যতম । কাব্য, অকপীবান্, অজক ও অজপ দেখ ।

জাগেশ্বর—শাণ্ডিলা কর্তৃক স্থাপিত একটি শিবলিঙ্গ ! হৃন্দ-মাহে-কুমা-১১ ।

জাজলি, জাজলী—(১) ঋষি জাজলি সমুদ্র-তটে অবস্থানপূর্বক কঠোর তপস্রায় নিযুক্ত হইলেন । সাগর ও প্রাতঃকালে স্নান, হতাশনে আছতি-প্রদান, একাগ্র-চিত্তে বেদপাঠ, ভূমিশয্যা শয়ন, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিলে অবস্থান ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিতেন । এবং কাঠ ও স্তম্ভের স্থায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন । এই অবস্থায় তাহার জটা

মধ্যে চটক পক্ষী অবস্থানপূর্বক শাবক উৎপাদন করিয়াছিল । ইহাতে তাহার মনে মনে অহঙ্কার হইয়াছিল যে, তাহার মত তপস্বী আর নাই । ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বারাণসীর বৈশ্ব-কুলোদ্ভব একজন তাহার চেয়ে অধিক জ্ঞানী । তিনি এই দৈববাণী শুনিয়া তাহার কাছে জ্ঞান ও ধর্মোপদেশ লাভ করেন । মহাতা-শান্তি-২৬১-৬২ । (২) অথর্ববেদবিদ মহর্ষি স্রুমন্তর শিষ্য কবন্ধ, কবন্ধের শিষ্য পথা, পথোর শিষ্য কুমুদ, স্তনক ও জাজলি । ভাগ-১২৯-৭; ব্রহ্মা-৬৭ ; বিষ্ণু-৩য়-৬ । (৩) শাণ্ডিলা, জাজলী, কপিল, উপাসায়ক, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা বিষ্ণুভক্তি বর্দ্ধক শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বরা-১৪৮ । (৪) আয়ুর্কেন্দবেন্দ্রা মহর্ষি জাজলি ভারতবর্ষের অন্ততম শিষ্য ছিলেন । তিনি বেদাঙ্গসার নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬ ।

জাজলী—মহর্ষি জাজলী সমুদ্র তটে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং তাহাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন । ভাগ-৪র্থ-৩০ ।

জাঠর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সন্ধ্যা ও মহাবলসম্পন্ন পর্কতসকল দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জাঠর তাহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাতা-শল্য-৪৩ ।

জাতবেদা— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-
৩২১।৮।

জাতহারিণী—(১) চামুণ্ডা দেবীর অসংখ্য
কিঙ্করী, জাতহারিণী নামে বিখ্যাত।
তাঁহারা আচার বিহীন। জীলোকদের
শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে
বিনাশ করে। বরা-১৬। (২) যমের
দৌহিত্রী জাতহারিণীর অত্যন্ত কল্পা।
মৃতিকা গৃহে অগ্নি, জল, ধূপ, দীপ,
শত্রু, মূল, ভয় ও সর্ষপ না থাকিলে,
জাতহারিণী তথায় প্রবেশ করিয়া
তত্রঃ শিশুকে অপহরণ পূর্বক সত্ত্বজাত
অস্ত্র শিশু তথায় রাখিয়া আসে।
জাতহারিণীর পুত্র প্রচণ্ড। মার্ক-৫১।
জাতহারিণী ও অর্দ্ধহারী দেখ।

জাতিস্মরণ—ধর্মের অত্যন্ত পক্ষী ও দক্ষের
কল্পা স্মৃতি হইতে জাতিস্মরণ জন্মগ্রহণ
করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। স্মৃতি দেখ।

জাতুকর্ণ—(১) শাকল্য মুনির শিষ্য জাতু-
কর্ণ নিক্কন্তের সহিত নিজ সংহিতা, স্বীয়
শিষ্য বলাক, গৈল, জাবাল ও বিরজ
নামক চারিজনকে শিক্ষা দেন। ভাগ-
১২২-৬। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশ
ঋগবেদে মহর্ষি জাতুকর্ণ বেদ বিভাগ
করিয়া বেদবাস নামে খ্যাত হন।
বিষ্ণু-৩৩-৩। (৩) মহর্ষি জাতুকর্ণ একজন
বর্ষিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
তাঁহাদের জাতুকর্ণ, বর্ষিষ্ঠ ও অত্রি এই
তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০। (৪)
বিষ্ণু, মনুবংশীয় নরগতি দেবদত্তের

পুত্ররূপে অগ্নিবেশ নামে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। তাঁহার কানীন ও
জাতুকর্ণ মামও ছিল। ভাগ-১২২।
জাতুকর্ণের— কানীহিত একটা শিব-
লিঙ্গ। মূল-কানী-উত্ত-৬৫।

জাতুকর্ণা—(১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস
ছিলেন। বরাহ কল্পে জাতুকর্ণা একজন
বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান
প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। সেই
সময়ে মহাদেব সোমশর্মা নামে ভূতলে
অবতীর্ণ হন। লি-৭। (২) অষ্টাবিংশ
ঋগবেদে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার পরাশর
নন্দন বেদব্যাস ছিলেন। মহর্ষি জাতুকর্ণা
তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। মৎ-৪৭।
(৩) মহর্ষি জাতুকর্ণ বর্ষিষ্ঠের পুরোহিত
ছিলেন। বায়ু-১।

জানকি— যে দানব বিনাশন বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ
করিয়া জানকি নামে বিখ্যাত রাজা
হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

জানকী— জনক নন্দিনী সীতার অল্প
নাম। রামায়ণ। সীতা দেখ।

জানন্তি— শমাদি গুণযুক্ত মহর্ষি জানন্তি
বদরিকাশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার
উপদেশে দেবমালি নামক এক ব্রাহ্মণ
পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।
বৃহদা-৩৩।

জানপদী— মহর্ষি শরদ্বানের (অন্ত নাম
গৌতম) তপস্যার বিষয় উৎপাদন করিবার
জন্য, ইন্দ্র জানপদী নামী এক দেব-

কল্পাকে প্রেরণ করেন । এই জানপদীর গর্ভে স্রব্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে । তাঁহারা নরপতি শান্তনুকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কুপ ও কুপী নাম প্রাপ্ত হন । কুপীকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন । মহাভা আদি-১৩০ । কুপ ও কুপী দেখ ।

জানশ্রুতি—জনশ্রুতির পুত্র রাজা জানশ্রুতি, অন্ধাপূর্ব্বক-দানশীল, বহু-দাতা ও বহুপাক্য (অতিথির জন্য বহু অন্ন পাক কর্ত্তা) ছিলেন “সর্ব্বদিক হইতে লোকেরা আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে”, এই মনে করিয়া, তিনি চতুর্দিকে বহু পান্থশালা নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন এবং বহু ধন সহ ভাষ্যার্থে স্বায় কল্পাকে মহর্ষি রৈকের করে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন । ছান্দোগ্য ।

জাম্বু—(১) অতি পূর্ব্বকালে জাম্বু নামে এক রাজর্ষি ছিলেন । মহাভা-অনুশা-১৬৫ । (২) তামস মনুর অন্ততম পুত্র । মার্ক ৭৪ । তামসমনু দেখ ।

জাবাল, জাবালি—(১) জাবালা নাম্নী মহিলার গর্ভজাত মহর্ষি-সত্যকাম, স্বীয় গুরু গৌতম কর্তৃক জাবালি নামে অবিহিত হইয়াছিলেন । ছান্দোগ্য-৪র্থ-অ-৪র্থ । (২) বিশ্বামিত্রবংশীয় মহর্ষি জাবাল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্ধাল এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ।

মৎ-১২৮ । (৩) শাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ নিকৃতের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন । ভাগ-১২ঙ্ক-৬ ।

(৪) মহর্ষি জাবালি নামে ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহবা, রৈবস ও বৈবস এই চারিটি আর্ষেয় প্রবর ।

মৎ-১২৫ । (৫) আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি জাবাল ভাঙ্গরদেবের অন্ততম শিষ্য ছিলেন । তিনি তন্ত্রসারক নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬ ।

(৬) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র জাবালি । মহাভা অনুশা-৪ । (৭) মহর্ষি ঋতধ্বজের পুত্র জাবালি । তিনি দৈতাপতি কন্দর-মালীর কন্যা দেববতীকে বিবাহ করেন । বাম ৬২, ৬৫ । (৮) মহর্ষি জাবালি নাস্তিক্যবাদী ছিলেন । রামের বনবাস

কালে, ভরত রামকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন করিলে, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং রামকে রাজ্য গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন । রামা-অযো-১০৮, ৯ । (৯) অবোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্ততম ব্রাহ্মণমন্ত্রী । রামা-আদি-৭ ।

জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে জামদগ্ন্য জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু জামদগ্ন্য অবতারে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে সংহার ও পৃথিবী একবিংশতিবার নিকজিয়া করেন । পৃথিবী নিকজিয়া

করন জন্য পাপ মোচনার্থ জামদগ্ন্য
অশমেধের অহুষ্ঠান করিয়া কস্তপকে
দক্ষিণা স্বরূপ পৃথিবী দান করিয়া-
ছিলেন। হরি হরি ২৭, ৩৩। পরশুরাম
দেখ।

জামলজা— পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের
অন্ততমা কন্যা। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব
দেখ।

জামী—ধর্মের অন্ততমা পত্নী জামী হইতে
নাগবীথী নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ
করেন। সৌর-২৮।

জাম্ববতী, জাম্ববতী—(১) ত্রিকুষের
অন্যতমা স্ত্রীর নাম ছিল জাম্ববতী।

তিনি ঋকপতি জাম্বুবানের কন্যা
ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৪। (২)

ত্রিকুষ শ্রমস্তকমণির জন্ত জাম্বুবানের
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত
করেন। জাম্বুবান্ ত্রিকুষের সহিত
ঈশ্বর কস্তার বিবাহ দিয়া এবং শ্রমস্তক
মণি প্রত্যাৰ্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত

সখ্যতা স্থাপন করেন। জাম্ববতীর
গর্ভে ত্রিকুষের সাত, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু
মিত্রবাহ ও সুনীথ নামে পাঁচ পুত্র ও
মিত্রবতী নামী এক কন্যা জন্মে। হরি-
হরি-১৬০। (৩) জাম্ববতীর গর্ভে

সাত, সূমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ,
সহস্রজিৎ বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবণ,
বসুমান্ ও ক্রতু নামে দশ তনয় জন্মে।
ভাগ-১০ঙ্-৫৬।

জাম্বুবান্—যদুবংশীয় সত্রাজিতের শ্রমস্তক

মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেন পরিধান-
পূর্বক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন;
কিন্তু তিনি সিংহ কর্তৃক নিহত হন।
ঋকুরাজ জাম্বুবান্ সিংহকে বধ করিয়া
সেই মণি আহরণ করেন। ত্রিকুষ
জাম্বুবান্কে পরাজিত করিয়া তাঁহার
কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন এবং
শ্রমস্তক মণি জাম্বুবান্ হইতে গ্রহণ
করিয়া সত্রাজিতকে প্রদান করেন।
হরি-হরি-৩৮।

জাম্বুনদ—নরপতি কুরুর অন্যতম পুত্র
অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের অন্ততম তনয়
পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়,
জনমেজয়ের অন্ততম তনয় জাম্বুনদ।
মহাভা-আদি-৯৪।

জাম্বুবান্—(১) কিল্বিক্যার অধিবাসী
একজন বানর দলপতি ও সুগ্রীবের
সখা। তিনি সীতার অন্বেষণার্থ বহু সহস্র
বানরসৈন্যসহ কিল্বিক্যায় উপস্থিত
হইয়াছিলেন। রামা-কিঙ্কি-৩৯। (২)

তিনি বিষ্ণুর জন্তন হইতে জন্মলাভ
করেন বলিঙ্গা জাম্বুবান্ নামে খ্যাত
হন। রামা-আদি-১৭। (৩) জাম্বুবান্
ও ধুম্র গদগদের তনয়। রামা-লঙ্কা-৩০।

জাকথ্য—বসুদেবের পত্নী দৈবকীর গর্ভে
ত্রিকুষ জন্মবার পূর্বে সুষেণ, কীর্তিমান্,
ভদ্রসেন, জাকথ্য, বিষ্ণুদাসক ও
ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহার
ষড়গর্ভ নামে খ্যাত। কংস তাঁহাদিগকে
বধ করেন। অগ্নি-২৭৫।

জারুধীশ্বর—কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কালী-উক্ত-৬৫ ।

জালকেশ্বর—কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কালী-উক্ত-৬৫ ।

জালধি—মহর্ষি জালধি একজন ভৃগু-
বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তঁাহার ভৃগু, চাবন, আশ্রুবান্, ওরু,
ও জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষের প্রবর ।
মৎ-১২৫ ।

জালন্ধর—জালন্ধর নামে এক দৈত্য
ছিল । মহাদেব তাহাকে বিনাশ
করেন । স্কন্দ-কালী-পূ-১১ ।

জালপাদ—মহর্ষি জালপাদ একজন
শিবভক্তিপরায়ণ ঋষি ছিলেন । স্কন্দ-
মাহে-অরু-উক্ত-৩ ।

জালহাসিনী—ত্রিক্ষয়ের জালহাসিনী
নামে এক প্রধানা মহিষী ছিলেন ।
বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ।

জালেশ্বর—নন্দ্যদাতীয়ে মহাপাতকনাশন
জালেশ্বর মহাদেব আছেন । দোর-৬৯ ।

জালেশ্বর—কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কালী-উক্ত-৬৫ ।

জাধ—বেদের নিরুক্ত গ্রন্থ (বাখ্যা গ্রন্থ)
মহর্ষি জাধের প্রণীত । মহাভা-
শান্তি-৩৪৩ ।

জাহব—রাজা জাহব চতুর্দিকে শত্রু
কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আশ্রয়ের স্তুতি
করিয়াছিলেন । অশ্বিনয়র স্বকায়
মর্কভেদকারী রথে তঁাহাকে আরোহণ
করাইয়া রাজিযোগে স্নগম্য পথ দিয়া

বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন
ঋগ-১।১১৬।২০ ।

জাহবী—সাগরের পত্তীর নাম জাহবী ।
মহাভা-উদ্-১১৬ ।

জিত—(১) জিত, জিৎ ও অজিত ইহারা
স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র ।
দেবগণের মধ্যে তিনটা গণ কথিত
আছে । তন্মধ্যে ঐ সকল পুত্র তৃপ্তিমান
গণ বলিয়া কথিত । বায়ু-৩১ । (২)
যজুর পঞ্চ পুত্রের অগ্রতম জিত ।
বায়ু-২৪ । যজু দেখ ।

জিৎ—জিত দেখ ।

জিতবতী—রাজা উশীনরের হুহিতা
জিতবতী অতিশয় রূপবতী ছিলেন ।
তিনি বসুদের অগ্রতম ছার পত্নীর
সখী ছিলেন । ছা, তঁাহার পত্নীর
উত্তেজনায়া জিতবতীর জন্ম বশিষ্ঠের
হোমধেয় সুরভিকে অপহরণ করিয়া
শাপগ্রস্ত হন । মহাভা-আদি-৯৯ ।

জিতব্রত—রাজা হবির্দানের পত্নী হবির্দানী
হইতে বহিষদ, গয়, শুক, কৃষ্ণ, সত্য ও
জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
ভাগ-১৫-২৪ ।

জিতাত্মা—(১) শ্রাদ্ধভাগাহ বিশ্বদেব-
দিগের মধ্যে জিতাত্মা অগ্রতম । মহাভা-
অশ্রু-৯১ । (২) বৈবস্বত মনুর অগ্রতম
পুত্র নরিয়াশ্রু, নরিয়াশ্রুের পুত্র জিতাত্মা ।
লি-৬৬ ।

জিতাশ্রুক—ধূর্ণ অশ্রুরের অগ্রতম
পেণাপতি । দেবী বিদ্যাবাসিনী

তাহাকে বিনাশ করেন । ঋতু-কাণ্ড-
উক্ত-৭১ ।

জিতারি—নরপতি কুরুর অন্যতম পুত্র
অবিক্রিত, অবিক্রিতের অন্যতম তনয়
জিতারি । মহাভা-আদি-২৪ । অবিক্রিৎ
দেখ ।

জিতেন্দ্রিয়—মহর্ষি জিতেন্দ্রিয় ঋষেদের
মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । মহাভা-
শান্তি-২২৩ ।

জিন—সোম বংশীয় নরপতি যদুর সহস্র-
জিং, ক্রোষ্ঠ, জিন, নৌল ও রঘু নামে
পাঁচ পুত্র জন্মে । কুর্শ-পূ-২৪ ।

জিষ্ণু—(১) মধু ও কৈটভ নামক অশুর-
দ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ,
বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক দুই পুরুষকে সৃষ্টি
করেন । তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিষ্ণু
কৈটভকে বধ করেন । কু-পূ-১০ । (২)
দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
বৃত্ত হইলে ওষবতী নদী স্বীয় অশুচর
সুপ্রসাদ, সুবেহু ও জিষ্ণুকে তাঁহার
সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন ।
বাম-৫৭ । (৩) ভোত্য মহুয় দশ পুত্রের
অন্যতম । ভোত্য মহু দেখ ।

জিজ্ঞাক—মহর্ষি জিজ্ঞাক একজন ভৃগু
বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তাঁহার ভৃগু, চাবন, আপ্রুবান, ওর্ক ও
জমদগ্নি এই পাঁচটা আর্ষেয় প্রবর ।
মৎ-১২৫ ।

জীব—সূর্য্য, সোম, ভোম, বৃধ, জীব,

সিত, শনি, রাহু ও কেতু এই সকল
দেবতা লোকহিত সাধক গ্রহ বলিয়া
কথিত হইলেন । মৎ-২৩ ।

জীবনাথ—(১) মহর্ষি জীবনাথ একজন
অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহদাথ,
জীবনাথ এই তিনটা আর্ষেয় প্রবর ।
মৎ-১২৬ । (২) বরাহকল্পের চতুর্দশ
ছাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব
শূলী নামে মহাযোগীরূপে অবতীর্ণ হন ।
এই সময়ে শালিহোত্র, অগ্নিবেশ,
জীবনাথ ও শরৎসু, তাঁহার শিষ্য
ছিলেন । লি-২৪ ।

জীবন্তী—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জীবন্তী একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের
ভৃগু, চাবন, আপ্রুবান, ওর্ক ও জমদগ্নি
এই পাঁচটা আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৫ ।

জীবল—(১) অতি পূর্বকালে শলাবতের
তনয় শিলক, দলভবংশীয় চিকিতায়ন
পুত্র চৈকিতায়ন ও জীবলের তনয়
প্রবাহন, এই তিন জন ঋষি উদ্গীথ
বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন । শিলক ও
চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল
এবং প্রবাহন মধাস্থ হইয়াছিলেন ।
ছান্দো । (২) জীবল ও বাঙ্ক্যের নামে
ঋতুপর্ণরাজের দুই অশুচর ছিল ।
নল রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া ঋতুপর্ণ
রাজার আশ্রয়ে বাহুক নামক সারথী-
রূপে যখন অবস্থান করিতেছিলেন,
তখন তাহারা নলের পরিচর্যা করিত ।
মহাভা-বন-৬৭ ।

জীমূত—(১) যদুবংশীয় নরপতি বোমার তনয় জীমূত । জীমূতের তনয় বৃহতী হইতে ভগীরথ জন্মে । হরি-হরি-৩৬ । (২) যযাতি বংশীয় বোমের তনয় জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ । ভাগ-২২-২৪ । (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শান্মলীধীপের অধীশ্বর বপুমান হইতে হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈছ্যত, মানস ও মুর্ত্তভ নামে ছয় পুত্র জন্মে । জীমূত তাঁহার স্বনামীয় জীমূতবর্ষের অধিপতি ছিলেন । লি-৪৬ ; অগ্নি-১১২ । (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ব্যাশ্পের পুত্র জীমূত এবং জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির তনয় ভীমরথ । লি-৬৮ । (৫) যদুবংশীয় বোমার তনয় জীমূত, জীমূতের তনয় বংশকৃতি, বংশকৃতির তনয় ভীমরথ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । (৬) বিরাট রাজত্ববনে ব্রহ্ম মহোৎসব সময়ে সমাগত জীমূত নামে এক বিখ্যাত মল্লকে, বলভ নামে অভিহিত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পরাস্ত করিয়াছিলেন । মহাভা-বিরাট-১৩ । (৭) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মারতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজকুমারের অন্যতম জীমূত ছিলেন । ককি-১ম-৫ ।

জীমূতকেতু—মহাদেবের অগ্র নাম জীমূতকেতু । একদা মহাদেব পার্কতীর সহিত মন্দর পর্বতে অবস্থান করিতে ছিলেন । সেই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত

হইল । গৃহ নাই ; সুতরাং বর্ষাপাতে কষ্ট পাইতে হইবে এই ভাবিয়া, পার্কতী ত্রুংখ করিতেছিলেন । মহাদেব মেঘে অবস্থান করিলে, অশুধারা পার্কতীর গাত্রস্পর্শ করিবে না মনে করিয়া, উন্নত ঘনতণ্ডে পার্কতীর সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন । সেই জন্ত মহাদেবের নাম হইল জীমূতকেতু । বাম-১ ।

জুহু—বৃহস্পতি স্বীয় স্ত্রী জুহুকে একবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দেবতাদের অনুরোধে, তিনি পুনঃ জুহুকে গ্রহণ করেন । ঋগ-১০।১০৯।১ ।

জুতি—মহর্ষি জুতি একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋগ-১০।১৩৬।১ ।

জম্বু—রাবণের অন্তর অস্ত্রতম রাক্ষস । বানর সৈন্য কর্তৃক লঙ্কাসময়ে বিনষ্ট হয় । হৃন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪ ।

জম্বুক—ধর্ম্মারণের সমীপে জম্বুক নামে এক যক্ষ বাস করিত । সে সর্বদাই ধর্ম্মারণাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিত । পরে দেবগণের প্রযত্নে বোগিনীগণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন । হৃন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯ ।

জম্বুন—(১) ইন্দ্র সাবণি বংশীয় পুণ্ডরীকের তনয় জম্বুন । জম্বুনের তনয় শূদ্রী । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১ । (২) জনৈক রাক্ষস দলপতি । হৃন্দ-মাহে-কেদা ১২ ।

জতা—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়

মধুচ্ছন্দা, মধুচ্ছন্দার তনয় জেতা ।
 মহর্ষি জেতা বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
 ঋষি ছিলেন । ঋগ-১।১১।১। (২)
 সাবর্ণি মহুর সময়ে অমিতাভ নামে
 খ্যাত বিংশতি সংখ্যক দেবতাদের
 অন্ততম । বায়ু-১০০ । অরিহা দেখ ।
 জৈগীষব্য—(১) জৈগীষব্য নামে একজন
 ঋষি ছিলেন । তিনি আদিভ্য তীর্থে
 অসিতদেবল ঋষির আশ্রমে ক্রিয়াকাল
 অবস্থান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া-
 ছিলেন, এবং অসিতদেবলকে মোক্ষধর্ম
 সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।
 মহাভা-শল্য-৫১ । (২) হিমালয়ের দ্বী
 মেনকাগর্ভসমুদ্র কন্যা, উমাকে
 মহাদেব, পর্ণাকে মহর্ষি অসিতদেবল,
 একপাটলাকে মহর্ষি জৈগীষব্য বিবাহ
 করেন । হরি-হরি-১৮ । (৩) মহর্ষি
 জৈগীষব্যর উপদেশে যযাতি বংশীয়
 নরপতি বিষক্সেন যোগশাস্ত্র প্রণয়ন
 করেন । ভাগ-২স্ব-২১ । (৪) বরাহ
 কল্পের সপ্তম দ্বাপরে জৈগীষব্য একজন
 শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন । এই
 সময়ে শতক্রতু ব্যাস নামে খ্যাত
 ছিলেন । জৈগীষব্যর সারস্বত,
 মেঘবাহন, মেঘ ও সুবাহন নামে
 যোগমার্গাবলম্বী চারি তনয় ছিল ।
 লি-২৪ । (৫) শম্ভু, মনোহর, কৃষ্ণ,
 কৌশিক, সুরেনা ও বেদবাদ এই
 ছয়জন মহর্ষি জৈগীষব্যর শিষ্য ছিলেন ।
 কুর্শ-পু-৪৭ । (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে

সপ্তম কলিযুগে জৈগীষব্য মহাদেবের
 অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।
 কুর্শ-পু-৫০ । (৭) মহর্ষি কপিল, জৈগীষব্য
 ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম
 জ্ঞান প্রদান করেন । কুর্শ-উ-১১ । (৮)
 মহর্ষি কপিল ও জৈগীষব্যর উপদেশে
 নরপতি অশ্বশিরা জ্ঞানলাভ করিয়া-
 ছিলেন । বরা-৪, ৫ । (৯) হিমালয়ের
 কন্যা উমাকে মহাদেব, একপর্ণাকে
 সিত ও অপর্ণাকে জৈগীষব্য বিবাহ
 করেন । মৎ-১৮০ । (১০) বরাহ-
 কল্পের সপ্তম দ্বাপরে মহাদেব
 জৈগীষব্য নামে অবতীর্ণ হন । তখন
 তাঁহার স্বারস্বত, সুরেনা, বসুবাহ ও
 সুবাহন নামে চারি পুত্র ছিল । বায়ু-২৩ ।
 জৈত্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম ভৃত্য । ভাগ-
 ১০স্ব-৭১ ।

জৈতাদ্রোণি—মহর্ষি জৈতাদ্রোণি একজন
 অঙ্গিরস বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
 ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি
 ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর ।
 মৎ-১৯৬ ।

জৈবস্তায়নী—মহর্ষি জৈবস্তায়নী একজন
 ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
 তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্সুবান্ ওর্ক
 ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর ।
 মৎ-১৯৫ ।

জৈমিনি—একজন ঋষির নাম জৈমিনি
 ছিল । হরি-হরি-১৬৬ ।

জৈমিনী, জৈমিনী—(১) সুরম্ভ; জৈমিনি,

পৈল, বৈশম্পায়ন ও বাসদেবের তনয় শুকদেব, এই পাঁচজন বাসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (২) বেদবাস বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া মহর্ষি পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনীকে ও কবিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, সূমন্তকে অথর্কবেদ ও আঙ্গিরসাখ্য মন্ত্র এবং রোমহর্ষণকে পঞ্চমবেদ ইতিহাস পুরাণাদি অধ্যয়ন করান। ভাগ-১২স্ক-৬। (৩) রঘু বংশীয় নরপতি হিরণ্যনাভ জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) জৈমিনীর পুত্র সূমন্ত, সূমন্তর তনয় সূত্বান; জৈমিনী, পুত্র ও পৌত্রকে সামবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৫) ব্রহ্মার আদেশে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া পৈলকে ঋক্, বৈশম্পায়নকে যজু, জৈমিনীকে সাম এবং জৈমিনীর পুত্র সূমন্তকে অথর্কবেদ শিক্ষা দেন। জৈমিনীও পরে পুত্র সূমন্ত ও পৌত্র সূকশ্মাকে সাম বেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন করান। সূমন্ত ও সূকশ্মা পরে ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্র প্রকার শাখায় বিভক্ত করেন। বিষ্ণু-৩২-৪; ৬; ৪র্থ-৪। (৬) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবাস বেদ প্রচার কালে চারিজন শিষ্য করেন। তন্মধ্যে পৈল-ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ, জৈমিনী সামবেদ, সূমন্ত অথর্কবেদ অভিযাস করেন। সমস্ত যজুর্বেদের

একশত একটি বিশেষ করণা পরিদৃষ্ট হয়। জৈমিনী স্বীয় তনয় সূমন্তকে এই সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সূমন্ত স্বীয় পুত্র সূত্বাকে, সূত্বা তাঁহার পুত্র সূকশ্মাকে এই সকল যজুর্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বায়ু-৬০; ৬১। (৭) মহর্ষি জৈমিনী লাক্ষ্মির অন্ততম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। লাক্ষ্মি দেখ।

জৈম্বলায়নি—মহর্ষি জৈম্বলায়নি ব্রহ্মকজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত ঋষি ছিলেন। মৎ-১৯৬।

জৈক্ষন—মহর্ষি কাণ্ডশর, বাহনপ, জৈক্ষন, ভোমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি, গৌরপরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২৭১।

জৈমূত—মহর্ষি জৈমূত উত্তর দিকে, হিমালয় প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি হিমালয়ে সুবর্ণখনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১১০।

জ্ঞাতি—যজুবংশীয় বিদর্ভের কথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই শূর ও রণবিশারদ ছিলেন। লোমপাদের পুত্র মনু, মনুর তনয় জ্ঞাতি। মৎ-৪৪।

জ্ঞান—ধর্মের অন্ততমা পন্থী ও দক্ষের কন্যা মতি হইতে জ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। জ্ঞানের স্ত্রী

বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি এই তিন জন।
ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। মহর্ষি জ্ঞান একজন
কণ্ডপবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের বংশের, কণ্ডপ ও
নিধুব এই তিনটা আর্ষের প্রবর।
মৎ-১৯৯।

জ্ঞানজা—দেবী শঙ্করী স্বীয় শরীর হইতে
কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন করেন।
তন্মধ্যে কণ্ডপ সগোত্রদিগের কুলদেবতা
জ্ঞানজা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২১।

জ্ঞানপুত্র—একজন বটুক দেবতা।
কাণিকা-৬৩।

জ্ঞানশ্রুতি—গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠান
পুরীতে নরপতি জ্ঞানশ্রুতি বাস
করিতেন। তিনি গীতা পাঠ করিয়া
মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮০।

জ্ঞানালম্বা—মরুত্বতী, বসু, জ্ঞানালম্বা,
সতী, ভাসুমতী, মঙ্গলা, মুহূর্ত্তা, সাধা,
বিশ্বাবতী ও ককুপ, দক্ষের এই দশ
কন্যা, ধর্মের পত্নী ছিলেন। স্বন্দ আব
রেবা-১৯২। ধর্ম-দেখ।

জর—(১) অমর কুল নিম্নদন ত্রিপুরহর
মহাদেব কর্তৃক জ্বর সৃষ্ট হইয়াছিল।
মহাভারত বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত
গরুড়ের আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, হলধর,
প্রহ্লাদ প্রভৃতি আগমন করিলে, জ্বর
তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত
করে। হলধর জর কর্তৃক পরাজিত
হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া
পরাজিত করেন। হরি-হরি-১৭৯।

(২) মহাদেব বাণের রক্ষার্থ তিন পদ
ও তিন মন্তক বিশিষ্ট অরুর সৃষ্টি
করেন। এই অরে বলরাম ও প্রহ্লাদ
অতিশয় কাতর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের
দেহপ্রবিষ্ট অরুকে বৈষ্ণব জর শীঘ্রই
দূরীভূত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শৈব অরুকে
একবারেই মারিয়া ফেলিতেন, কেবল
ব্রহ্মার প্রার্থনায় ক্ষমা করিয়াছিলেন।
বিষ্ণু-৫ম-৩৩।

জলজিহ্ব—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ
অগ্নি স্বীয় গণ জ্যোতি ও জলজিহ্বকে
প্রদান করেন। বাম-৫৭।

জলনা—(১) তক্ষকের কন্যা জলনা রাজর্ষি
ঋচ্যুর ভাৰ্যা ছিলেন। জলনার গর্ভে
নরপতি মতিনার জন্মগ্রহণ করেন।
হরি-হরি-৩২। (২) নরপতি ভদ্রাশ্বের পুত্র
ঐচ্যু, ঐচ্যুর পত্নী ও তক্ষকের কন্যা
জলনা হইতে রত্নিনার জন্মগ্রহণ করেন।
রত্নিনারের স্ত্রী মনস্বিনী হইতে অনুরাগ
ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নামী
এক কন্যা জন্মে। এই গৌরী মাকাতার
জননী। মৎ-৪৯।

জালমুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান
করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃ-
কার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের
অন্ততমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জালা—নাগরাজ তক্ষকের কন্যা জালাকে
ঋক্ষ বিবাহ করেন। জালা হইতে
মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। মতিনারের

রী সন্ন্যস্তী হইতে তৎস্থ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

জালাক্লেশ—শিবের অগ্রতম অমুচর জালাক্লেশ, দ্বাদশ কোটি অমুচর সহ শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

জালাজিহ্ব—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্ত সাধা, রুদ্ধ, বনু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জালাজিহ্ব তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জালামালীনরসিংহ—কানীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কানী-উক্ত-৬১।

জালামুখী—অরুণাস্রবের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জালামুখী তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্যামঘ—(১)যদুবংশীয় নৃপতি পরাজিতের মহাবীর্ষণাণা পুত্র কৃষ্ণের, পৃথুকৃষ্ণের সহায়তার রাজা হন। কিন্তু কৃষ্ণের ও পৃথুকৃষ্ণ উভয়ে জ্যামঘকে প্রব্রাজিত করেন। প্রব্রাজিত অবস্থায় জ্যামঘ ব্রাহ্মণগণের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরে তিনি ভিন্ন দেশ জয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে একাকী মুক্তিকাবতী নগরীতে বাস করেন। পরে তিনি ঋকবান্ পর্বত জয় করিয়া শুক্রিমতী নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। জ্যামঘের

পত্নী অতি বলবতী ও পরমা সতী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শৈব্যা। রাজা অনপত্য হইলেও অন্য দ্বারপরিগ্রহ করেন নাই। একদা জ্যামঘ কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উপদানবী নামে এক কন্যা প্রাপ্ত হন, এবং বীর পত্নী শৈব্যার হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন—“এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হইবে”। ইহার পরে উপদানবীর উগ্র তপস্তার ফলে, শৈব্যা যথাকালে বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রোধ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে ত্রণবিশারদ বিদ্বান্ তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতিবংশীয় কচকের পুরুজিৎ, রুদ্ধ, পৃথু, কৃষ্ণের ও জ্যামঘ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। একদা জ্যামঘ ইন্দ্রভবন হইতে ভোজ্যা নারী একটি কন্যাকে হরণ করিয়া আনিতেছিলেন। তাঁহাকে রথস্থ দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা ক্রুদ্ধা হইয়া; তাঁহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কে? কাহাকে রথে করিয়া আনিতেছ? জ্যামঘ পত্নীর ভরে বলিয়া ফেলিলেন,—এ তোমার পুত্রবধূ। বাস্তবিক শৈব্যা নিঃসন্তান ছিলেন। স্নতরাং স্বামীর অবশ্রকার বাক্যে বিশ্বাস প্রকাশ করিলে, জ্যামঘ আবার বলিলেন,—হে রাজি! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, ইনি তাঁহারই পত্নী হইবে। যথাকালে রাজী বিদর্ভ নামে

একটি পুত্র প্রসব করেন এবং ভোজ্যা তাঁহারই পত্নী হইয়াছিলেন । ভাগ-২২-২৩ । যজুঃবংশীয় বৃদ্ধকবচের অন্ততম পুত্র জ্যামঘ, অপর ত্রাতৃচতুষ্টয় কর্তৃক তিনি প্রত্যাখ্যাত হন । তিনি নন্দ্যদা নদী অতিক্রম পূর্বক ঞ্জমান্ গিরি অধিকার করিয়া, তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন । তাঁহার জীৱ নাম চৈত্রা । তিনি কোনও যুদ্ধে একটি কত্তা লাভ করিয়া অপুত্রা চৈত্রার হস্তে সমর্পণ পূর্বক, তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার কথা বলেন । যথাকালে চৈত্রা বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন । বিদর্ভ সেই রাজকুমারীতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন । মৎ-৪৪ । চন্দ্র-বংশীয় নরপতি পরাব্রতীর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জ্যামঘ । তিনি নন্দ্যদার দক্ষিণে ঞ্জমান্ পর্বতে রাজত্ব করিতেন । তাঁহার জী শৈব্যা বহু তপস্তার পরে বৃদ্ধাবস্থায় বিদর্ভ, ক্রথ ও কৈশিক নামে তিন পুত্র প্রসব করেন । লি-৬৮ ।

জ্যোষ্ঠ—(১) মহর্ষি জ্যোষ্ঠ সামবেদ পারদর্শী ছিলেন । ব্রহ্মা বহিঃবদ নামক মহর্ষি-গণকে সনাতন ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন । মহর্ষি জ্যোষ্ঠ তাঁহাদেরই নিকট সেই সনাতন ধর্ম শিক্ষা করিয়া মহারাজ অবিকল্পীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া-ছিলেন । মহাভা-শান্তি-৩৪২ । (২) উত্তম দেখ ।

জ্যোষ্ঠা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-গণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন জ্যোষ্ঠা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মৎ-১৭২ । (২) চন্দ্র দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে সপ্তবিংশতিটিকে বিবাহ করেন । জ্যোষ্ঠা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯ ।

জ্যোষ্ঠিলা—যে সকল নদী বরুণদেবকে উপাসনা করিত, জ্যোষ্ঠিলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন । মহাভা-সভা-২ ।

জ্যোষ্ঠেশ্বর—কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ । স্বল্প-কালী-পু-৩৩ ।

জ্যোৎস্না—দক্ষের কন্যা ও বিশ্বদেবগণের অন্যতমা পত্নী । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১২২ । চম্পা দেখ ।

জ্যোৎস্নাকালী—বরুণের তনয় পুঙ্কর সোমের কত্তা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । মহাভা-উদ্-২৭ ।

জ্যোৎস্নামুখী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জ্যোৎস্নামুখী তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন । মৎ-১৭২ ।

জ্যোতি—(১) ব্রহ্মা হইতে মনু, মনু হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে অহ, অহ হইতে জ্যোতি জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৬ । (২) স্বারোচিষ মনুর অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-৭ । (৩) ধর্মের অন্যতম পুত্র । হরি-হরি-১২৬ । অর্যোমুর্তি দেখ । (৪) স্বল্প দেবসেনাপতি

পদে বৃত্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ
অগ্নি স্বীয় গণ জ্যোতি ও জলজিহ্বাকে
প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

জ্যোতিক—কশ্যপের অন্যতম স্ত্রী কক্র
হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন,
জ্যোতিক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ।
মহাভা আদি-৩৫ ।

জ্যোতির্ধর্ম—তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের
অন্যতম । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ । তামস মনু
দেখ ।

জ্যোতির্ধর্ম—চতুর্থ মন্বন্তরে তামস মনুর
সময়ে জ্যোতির্ধর্ম প্রভৃতি ঋষি ছিলেন ।
ভাগ-৮ঙ্ক-১ ; বিষ্ণু-৩২-১ ।

জ্যোতির্বীর্ষা—দৈত্যপতি মহিষাসুরের
অন্যতম সেনাপতি । বরা-৯৪ ।
অতিকায় দেখ ।

জ্যোতির্ষুখ—ঐত ও জ্যোতির্ষুখ নামক
বানরদলপতি সূর্য্যের অংশসমূহ ।
তাঁহার লক্ষ্য সময়ে রামের অনুগমন
করিয়াছিলেন । রামা-লক্ষ্য-৩০ ।

জ্যোতিক—পাতালের ভোগবতী নগর-
বাসী সুরসা ভূজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র
জনদের অন্যতম জ্যোতিক । মহাভা-
উদ্-১০১ । সুরসা দেখ ।

জ্যোতিষ্মতী—চাক্ষুষ মনুর যজ্ঞকুণ্ডে
হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।
তিনি পরে আনর্জদেশের রেবত রাজার
রেবতী নামী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ
করেন । গর্গ-বলজঙ্গ-৩, ৪ ।

জ্যোতিষ্মান্—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর মহাবল-

সম্পন্ন দশ পুত্রের অন্যতম ।
হরি-হরি-৭ । (২) প্রথম মেরু সাবর্ণির
সময়ে পোলস্ত্য মেধাতিথি, কান্তপ
বহু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান্, আকিরস,
হ্যতিমান্, বশিষ্ঠ নন্দন সবন, আত্রেয়
হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাত জন
সপ্তর্ষি ছিলেন । হরি-হরি-৭ । (৩) স্বায়ম্ভুব
মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে জ্যোতিষ্মান্,
আগ্নীধ্র প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে ।
প্রিয়ব্রত জ্যোতিষ্মান্কে কুশদ্বীপের
আধিপত্য প্রদান করেন । লি-৪৬ ।
(৪) জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্,
বৈরথ, লঘন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল
নামে সাত পুত্র জন্মে । তাঁহারা
প্রত্যেকে স্বীয় নামীয় বর্ষের আধিপতি
ছিলেন । বিষ্ণু-২২-১ । (৫) উত্তম
মন্বন্তরে নিষধ রাজ্যে বপুষ্মান্ নামে এক
রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্র জ্যোতিষ্মান্
স্বীয় স্ত্রী সুশ্রোণীর সহিত পুত্র লাভার্থ
তপস্বী করিয়া সপ্তর্ষির বরে সাতটি পুত্র
প্রাপ্ত হন । তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে
মরুৎ নামে খ্যাত হন । বাম-৭২ ।

না

অজ্ঞকামর্দন—দ্বারকা পুরীর বায়ু কোণ
রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল । স্কন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭ ।

ঝিলী—যহুবংশীয় একজন বীর । তিনি অর্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহে, প্রহ্লাদ, শাশু প্রভৃতির সহিত খাণ্ডব-প্রহ্নে উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-আদি-২২১ ।

উ

উদ্ধব—মহাদেবের অন্যতম গণ
উদ্ধব, ত্রিপুর বিনাশের জন্য মহা-
দেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন ।
সৌর-৩৫ ।

উষ্ণিষ—যে সকল দানব বরুণদেবের
উপাসনা করিতে, উষ্ণিষ তাঁহাদের
অন্যতম ছিলেন । মহাভা-সভা-৯ ।

উ

উমরুকেশ্বর—শিপ্রা নদীর তীরে মহাদেব
উমরুকেশ্বর নামে অভিহিত হন ।
ভক্তিমত্তে তাঁহাকে দর্শন করিলে, নর
ব্যাধি ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে ।
ক্ল-আব-অব-২০ ।

উষর—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য,
ধাতা, নীল অম্বচর কুল, কুসুম, কুমুদ,
উষর ও আরম্বকে প্রদান করিয়াছিলেন ।
মহাভা-শল্য-৪৬ ।

ডাকিনী—অপদেবতা বিশেষ । ক্ল-
মাহে-কেদা-৩ ।

ডিঙিক—এক মার্জার ধর্ম্মের ভান
করিয়া কতকগুলি মুষিকের বিশ্বাস
উৎপাদন করিয়া, কোশলে তাঁহাদের
এক একটিকে প্রতিদিন আহাৰ করিয়া
জীবিকা নির্বাহ করিত । ডিঙিক
নামক এক মুষিকের পরামর্শে এই
মার্জার বিতাড়িত হইয়াছিল । মহাভা-
উদ্-১৫৮ ।

ডিঙিমেশ্বর—রেবা ক্ষেত্রে একশালা
নগরীতে মহাদেব একবার ডিঙিম ধ্বনি
করিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন । সেই
জন্য তিনি তথায় ডিঙিমেশ্বর নামে
খ্যাত আছেন । ক্ল-আব-রেবা-২১২ ।

ডিঙী—ডিঙী, কংসের প্রিয় সচিব
ছিলেন । তিনি নন্দের ইন্দ্রপুঞ্জার সময়ে
কৃষ্ণের স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন ।
ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২১ ।

ডিঙ্ক—ছতাপন, ডিঙ্ক নামক দানবের
আবাস-গৃহ দগ্ধ করিয়াছিলেন । ক্ল-
আব-রেবা-২৮ ।

ডিঙ্ক—দেবতুল্য তেজস্বী ও মহাবল-
পরাক্রান্ত হংস ও ডিঙ্ক নামক বীরদ্বয়
জরাসন্ধের অন্তগত ছিলেন । জরাসন্ধের
সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধকালে, শ্রীকৃষ্ণের
পক্ষীয়েরা তাঁহাদের বলবীৰ্য্যে অতিশয়
ভীত হইয়াছিলেন । সেই সময়ে হংস
নামে অন্য একজন নরপতিকে বলদেব
যুদ্ধে সংহার করেন । ডিঙ্ক লোক-

মুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া,
নাম সাদৃশ্য বশতঃ, স্বীয় বন্ধু মরিয়াছে
মনে করিয়া, বন্ধুর দুঃখে যমুনা
জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন ।
পরে হংস এই শোচনীয় ঘটনা অবগত
হইয়া, তিনিও বন্ধু ডিম্বকের ন্যায় যমুনা
জলে প্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন ।
মহাভা-সভা-১৩ ।

ডীর— পোরবের পুত্র দুহ্যস্ত, দুহ্যস্তের
তনয় বরুথ, বরুথের তনয় ডীর, ডীরের
তনয় সন্ধান, পাণ্ডা, কেরল, চোল ও
কর্ণ । তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিও
পাণ্ডা, চোল ও কেরল নামে প্রসিদ্ধ ।
মৎ-৪৮ ।

ডুগুভ—সহস্রপাদ নামে এক মুনি স্বীয়
বালাসখা খগম মুনিকে তৃণ নিম্নিত সর্প
দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন । ইহাতে সেই
খগম মুনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অনেকক্ষণ
ছিলেন । পরে খগম সংজ্ঞা লাভ করিয়া
সহস্রপাদ মুনিকে অভিশাপ প্রদান
করেন যে—তিনি যেন ডুগুভ সাপ হইয়া
জন্মগ্রহণ করেন । সহস্রপাদ মুনি
খগমের ক্ষমতা অবগত ছিলেন ; সুতরাং
কাতরে তাঁহার ককণা ভিক্ষা করিতে
লাগিলেন । খগম তখন বলিলেন,—
মহর্ষি রুক্মর দর্শন লাভে তুমি মুক্ত
হইবে । পরে তাহাই হইয়াছিল ।
মহাভা-আদি-৯, ১১ ।

ড

দুণ্ট—দুণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ,
ইন্দের শাপে মর্ত্যলোকে আসিতে বাধ্য
হয় । পরে মহাকাল বনে এক শিব-
লিঙ্গের আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ
করে, এবং তদবধি সেই লিঙ্গ দুণ্টীশ্বর
নামে খ্যাত হয় । স্বন্দ-আব-চতু-৩ ।

দুণ্টীশ্বর— মহাকাল বনস্থিত একটা
শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-আব-চতু-৩ । দুণ্ট দেখ ।

দুণ্ডিরাজ— কাশীতে দুণ্ডিরাজ নামে
এক মহাদেব আছেন । স্বন্দ-কাশী-
পৃ-৪১ ।

দুণ্ডিরাজগজানন— তারকেশ্বর তীর্থে
নিকটে দুণ্ডিরাজগজানন নামে এক
গণপতি আছেন । স্বন্দ-কাশী-উ-৩১ ।

দৌণ্ডেশগণপতি— কুকুরী তীর্থে
দৌণ্ডেশগণপতি অবস্থান করেন এবং
সেই ক্ষেত্রে সতত রক্ষা করেন । স্বন্দ-
আব-রেবা-২০৫ ।

ড

ডংসু—(১) পুরুবংশীয় নৃপতি মতিনারের
পত্নী সরস্বতী হইতে ডংসু, মহান,
অতিব্রত ও দ্রুহ নামে চারি পুত্র জন্মে ।
তন্মধ্যে ডংসুর পত্নী কালিন্দী হইতে

ঈলিন নামে এক পুত্র জন্মে । তংসু সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া নির্মল যশো-রাশি বিস্তার করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-২৪, ২৫ । (২) নরপতি মতিনারের তংসু, প্রতিরথ ও সুবাহ নামে তিন পুত্র ও গৌরী নারী এক কন্যা জন্মে । তংসু প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও অস্ত্রবিদ্যার নিপুণ ছিলেন । তংসু, কথ নৃপতির ইলিনী নারী কন্যাকে বিবাহ করেন । তংসুর তনয় রাজর্ষি সুরোধ । হরি-হরি-৩২ । (৩) পুরুবংশীয় নরপতি রত্নিনারের অষ্টতম পুত্র তংসু । তংসুর তনয় ঐনিল । ঐনিলের দ্বয়স্ত প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৪র্থ-১১ ।

তংসুরোধ—পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের অন্যতম পুত্র তংসুরোধ । তংসুরোধের তনয় দ্বয়স্ত, প্রবীর, সুমন্ত ও অনয় । দ্বয়স্তের স্ত্রী শকুন্তলা হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন । অশ্বি-২৭৮ ।

তকিবিদ্—মহর্ষি তকিবিদ্ একজন অত্রিংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের শ্রাবাশ্ব, অত্রি ও অর্জুনানশ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১১৭ ।

তক্ষ—(১) মহারাজ দশরথের পৌত্র । ভরতের অন্যতম পুত্র । ভরত গান্ধার দেশ জয় করিয়া স্বীয় পুত্র তক্ষের নাম অনুসারে তক্ষশিলা ও পুরুলের নাম অনুসারে পুরুলাবত নগর স্থাপন করেন । রামা-উত্ত-১১৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৪ । (২) যজু-

বংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃক্কের ঔরসে ও হর্ষাকীর গর্ভে পুরুমাল ও তক্ষ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৯৯-১১, ২৪ ।

তক্ষক—(১) রাবণ ইহাকে বশীভূত করেন । রামা-আরণ্য-৩৯ । (২) কশ্যপের অষ্টতম পত্নী কক্ষ হইতে তক্ষক প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয় । বিষ্ণু-১ম-১৫ । (৩) তক্ষক রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করেন । মহাভা-আদি-৬৫ । (৪) নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডববন দহনকালে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র অশ্বসেন গৃহে ছিলেন । অশ্বসেন অনেক যুদ্ধের পর অর্জুন হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন । তক্ষকের স্ত্রী, পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হন । মহাভা-আদি-২২৭ । (৫) নাগরাজ তক্ষককে ব্রহ্মা সন্ন্যাসপগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন । তক্ষকের কন্যা জলনাকে রাজর্ষি ঋচেয়ু বিবাহ করেন । জলনা হইতে মতিনার নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি হরি-৩২, ২১৯ । (৬) রঘুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক, তক্ষকের তনয় বৃহৎল, বৃহৎলের পুত্র বৃহদ্রথ । ভাগ-৯৯-১২ । (৭) নাগপতি তক্ষক শিবোপাসক ছিলেন । লি-৫৫ (৮) বাসুকি, কঙ্কনোল, তক্ষক প্রভৃতি দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে স্বর্গাদেবকে বহন করেন । কুর্শ্ব পু-৪৩ । (৯) পাতালের

ভোগবতী নগর বাসী সুরসা ভূজঙ্গীর
সহস্র তনয়ের অন্যতম তক্ষক ছিলেন ।
মহাভা-উদ্-১০২ ।

তক্ষি—মহর্ষি ত্রসদস্যুর অন্যতম পুত্র
তক্ষিকে অশ্বিদ্বয় প্রভূত ধন দ্বারা তৃপ্ত
করিয়াছিলেন । ঋগ-৮।২২।৭ ।

তড়িঞ্জিহব—একজন শিবভক্ত দৈত্য-
পতি । স্বন্দ-মাহে-কেদা ৮ ।

তড়িৎপ্রভা—যে সকল কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণ দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কাশ্তিকেয়ের অমুচরী ছিলেন, তড়িৎ-
প্রভা তাঁহাদের অন্ততমা । মহাভা-
শলা-৪৭ ।

তণ্ডি, তণ্ডী—(১) মহাতপা ব্রহ্মযোগী
তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্
ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্তন করিয়া-
ছিলেন । পরে ত্রীকৃষ্ণ সেই মহাশ্রী
যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্তন করেন ।
মহাভা-অমুশা-১৬ । (২) ব্রহ্মনন্দন
তণ্ডী শিবের সহস্র নাম জপ করিয়া
গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তণ্ডীর
নিকট নরপতি ত্রিধ্বা শিবের সহস্র নাম
প্রাপ্ত হইয়া জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত
হন । লি-৬৫ ।

তণ্ডিপুত্র—মহর্ষি লোকাঙ্কীর অন্যতম
শিষ্য । বায়ু-৬১ । লোকাঙ্কী দেখ ।

তত্ত্বদর্শী—(১) রৈবত মনু হইতে ধৃতিমান্,
অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক,
অরণ্য, প্রকাশ, নিম্নোহ, সত্যবাক্ ও
কবি নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।

হরি-হরি-৭ । (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে
দেব সাবর্ণির সময়ে নিম্নোহ, তত্ত্বদর্শী
প্রভৃতি ঋষি হইবেন । ভাগ-২৯-২ ।
(৩) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য মনুর
সময়ে নিম্নোহ, তত্ত্বদর্শী, নিম্নকম্প,
নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সূতপা
সপ্তর্ষি হইবেন । বিষ্ণু-৩৭-২ । অবশ
দেখ ।

তত্ত্বলা—অজ নামক পিশাচের কন্যা
ব্রহ্মধনা হইতে তত্ত্বলা নামী এক কন্যা
জন্মে । বায়ু-৬৯ ।

তত্ত্বেশ—কানীস্থিত তত্ত্বেশ লিঙ্গের পূজা
করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় । স্বন্দ-
কানী-উ-৮১ ।

তথোক্তি—তুংসহর অন্ততম তনয় ।
তথোক্তির পুত্র কাগজিহব । মার্ক-৫১ ।
অর্কহারী দেখ ।

তনয়—সোমবংশীয় অজকের তনয় কুশ,
কুশের পুত্র কুশাশ্ব, তনয়, বসু ও
কুশনাভ এই চারি জন । ভাগ-২৯-১৪ ।
তনুজ—সুরভীর গর্ভজাত ধর্ম্মের অন্ততম
পুত্র । হরি-হরি-১৯৬ । সুরভী দেখ ।

তনুর্জ—ঔত্তমী মনুর অন্ততম পুত্র ।
হরি-হরি-২৭ । জ্ঞশ দেখ ।

তনুনপাৎ—অম্বির অন্ত নাম ।
ঋগ-১।১৩।২ ।

তন্তি—(১) নন্দনের তনয় তন্তি ও
তন্তিপাল । মৎ-৪৬ । (২) পরাশর
বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক মহর্ষি তন্তি ধর্ম্ম-
পরশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন ।

তঁাহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-২০১ ।

তুস্তিপাল—নন্দনের তনয় তুস্তিপাল ও তস্তী । মৎ-৪৬ । তুস্তি দেখ ।

তন্তু—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম তন্তু ছিল । মহাভা-অনুশা-৪ ; বরা-১৭০ ।

তন্ত্রা—সুখের স্ত্রী প্রীতি ও তন্ত্রা । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১ ।

তন্ত্রিজ—বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কনবকের তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল নামে দুই পুত্র ছিল । হরি-হরি-৩৪ ।

তন্ত্রিপাল, তন্ত্রীপাল—(১) বসুদেবের অগ্রতম ভ্রাতা কনবকের তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল নামে দুই পুত্র ছিল । হরি-হরি-৩৪ । (২) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব, বিরাট রাজভবনে তন্ত্রীপাল নামে গোরক্ষণ কার্যে নিযুক্ত হইয়া, এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন । মহাভা-বিরাট-১৩ ।

তরী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র । হরি-হরি-৭ ; মৎ-৯ । তামস মনু দেখ ।

তপ—তপ নামক অগ্নি হইতে বহু কন্তা উৎপন্ন হয় । তঁাহারা স্বন্দের প্রসাদে শিবা ও অশিবা নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃহিকা, আৰ্য্যা, পলীলা ও বেজ্রিমা এই সাতটি শিশু মাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন । তঁাহাদের গর্ভে বীরাষ্টক নামে খ্যাত,

লোহিত নেত্র অতি ভয়ঙ্কর আটটি শিশু জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-বন-২২৫ ।

তপঃশুভা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অম্রার উদ্ভব হয়, তিনি তঁাহাদের অন্যতম । স্বন্দ-কাশী পু-৯ ।

তপঃশূল—তামস মনুর অন্যতম পুত্র । শিব-ধর্ম ৫৮ । তামস মনু দেখ ।

তপঃসিদ্ধি—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তঁাহাদের অগ্রতম ছিলেন । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২ ।

তপতী—(১) ঋক্ষের তনয় নরপতি সম্বরণের স্ত্রী তপতী, তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫, ১৭১—৭৩ । (২) বিবশ্বানের অগ্রতম পত্নী ছারা হইতে, শনৈশ্চর ও সার্বর্ণি নামে দুই পুত্র ও তপতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । রাজা সম্বরণ তপতীকে বিবাহ করেন । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ; বাম-২১, ২২ ।

তপন—(১) তপনের গুরসে স্ত্রীবেবের জন্ম হয় । রামা-আদি-১৭ । (২) তপন নামে একজন রাক্ষসসেনাপতি ছিলেন । লঙ্কা সমরে অন্যতম বানর দলপতি গজের সহিত তঁাহার যুদ্ধ হইয়াছিল । রামা-লঙ্কা-৪৩ । (৩) পাঞ্চাল দেশীয় মহাবীর তপন, কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনপূর্বক দ্বোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে কর্ণের শরে প্রাণত্যাগ

করেন । মহাভা-কর্ণ-৪৯ । (৪) মহর্ষি তপন বেদম্পর্শের শিষ্য ছিলেন । বায়ু-৬১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ । কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে তপন স্থানে ব্রহ্মবলি নাম দৃষ্ট হয় । বিষ্ণু-৩৪-৬ ।

তপস্বী—(১) দ্বাদশমহু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে তপস্বী, স্তুতপা, তপোমূর্তি, তপোরতি, তপোধ্বতি, ছাতি ও তপোধন সপ্তর্ষি হইবেন । ভাগ-৮৪-১৩ ; বিষ্ণু-১ম-১৩ । (২) চাক্ষুষ মহুর দশ পুত্রের অন্যতম । হরি-হরি-২৭ । চাক্ষুষ মহু দেখ । (৩) ব্রহ্মমেক্সসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম । হরি-হরি-৭ ।

তপস্বীহা—হুশ্বুখ দানবের সহচর । হুশ্বুখের নায় তিনিও বিষ্ণুর শরে নিহত হন । স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-২০ ।

তপস্ত—তামস মহুর অন্ততম পুত্র । মৎ-৯ ; হরি-হরি-৭ । তামস মহু দেখ ।

তপা—সৌতির অন্ততম পুত্র । বায়ু-৯৬ । সৌতি দেখ ।

তপোংস্ক—সুদরিদ্র নামক এক ব্রাহ্মণের চারিপুত্রের অন্ততম । মৎ-২১ ।

তপোদেব—তপোদেব নামে এক কৃত্তী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার পুত্র কৃতবোধ, পিতা মাতা ও ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগপূর্বক, তপস্তার্থ বনে গমন করেন ; কিন্তু জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহই তপস্তার শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বুঝিতে পারেন । বৃহৎ-পু-৩৭ ।

তপোদেবী—সমুদ্র মন্থনে যে সকল

অঙ্গরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন । স্বন্দ-কাশী-পু-৯ ।

তপোছাতি—তামস মহুর অন্যতম পুত্র । মৎ-৯ । তামস মহু দেখ ।

তপোছোতি—তামস মহুর অন্ততম পুত্র । মৎ-৯ । তামস মহু দেখ ।

তপোধন—(১) বরাহকল্পের দশম ধাপের মহাদেব, মূনি নামে অবতীর্ণ হন । বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশূল ও তপোধন এই চারিজন, মূনির পুত্র ছিলেন । তাঁহারা সকলেই যোগাচারী ছিলেন । লি-২৪ । (২) দ্বাদশমহু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে, সপ্তর্ষিদের অন্যতম । বিষ্ণু-৩৪-২ । (৩) তামস মহুর অন্ততম তনয় । মৎ-৯ । তামস মহু দেখ ।

তপোধর্ম—রৌচ্য মহুর অন্যতম পুত্র । বায়ু-১০০ । রৌচ্য মহু দেখ ।

তপোধ্বতি—(১) দ্বাদশ মহু রুদ্র সাবর্ণির সময়ে তপোধ্বতি সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন । বিষ্ণু-৩৪-২ । (২) ভৃগুর অন্যতম পুত্র তপোধ্বতি, ব্রহ্মমেক্সসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন । হরি-হরি-৭ । ব্রহ্মমেক্স সাবর্ণি দেখ ।

তপোনিষ্ঠ—মহর্ষি হুসীসার অন্যতম শিষ্য । স্বন্দ-বিষ্ণু বৈশা-১৪ ।

তপোভোগী—তামস মহুর অন্ততম পুত্র । মৎ-৯ । তামস মহু দেখ ।

তপোমূর্তি—(১) ব্রহ্মমেক্সসাবর্ণির সময়ে বশিষ্ঠ পুত্র ছাতি, অত্রির তনয় স্তুতপা,

অঙ্গিরা নন্দন তপোমূর্তি, কশ্যপ তনয়
তপস্বী, পুলস্ত্য নন্দন তপোষণ, পুলহ
পুত্র তপোরবি এবং ভৃগু নন্দন
তপোধিত্তি, এই সাত জন সপ্তর্ষি
ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২) দ্বাদশ
মহন্তরে রুদ্র সাবর্ণির সময়ে তিনি এক
জন ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩;
বিষ্ণু-৩৫-২।

তপোমূর্ধা—মহর্ষি তপোমূর্ধা। একজন
বৈদিক কালের ঋষি ছিলেন। তিনি
বৃহস্পতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮২।১।

তপোমূল—তামস মনুর অগ্রতম পুত্র।
হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ। মৎ-৯।

তপোযোগী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র।
মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোরতি—তামস মনুর অগ্রতম পুত্র।
হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ। মৎ-৯।

তপোরবি—পুলহ নন্দন তপোরবি ব্রহ্ম-
মেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অগ্রতম
ছিলেন। হরি-হরি-৭।

তপোরাশি—তামসমনুর অগ্রতম পুত্র।
পদ্ম-সৃষ্টি-৭। তামসমনু দেখ।

তপোশন—তামসমনুর অগ্রতম পুত্র
হরি-হরি-৭। তামসমনু দেখ।

তপোষণ—পুলস্ত্যের নন্দন তপোষণ,
ব্রহ্মমেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের
অগ্রতম ছিলেন। হরি-হরি-৭।

তম—(১) নরপতি শ্রাবর পুত্র তম,
তমের পুত্র প্রকাশ। মহাভা-অনুশা-৩০।

(২) যজ্ঞবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রাবর পুত্র
তম, তমের তনয় উশনা, উশনার তনয়
শিতৈয়। বিষ্ণু-১ম-৫। (৩) যজ্ঞবংশীয়
বিলোমকের তনয় তম, তমের তনয়
আনকহুন্ডি। তম, তুষ্ণুক গন্ধর্কের
সখা ছিলেন। কুর্খ পু-২৪।

তপ্ততপা—মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-আশ্বমে-৮।

তমপ্রচ্ছাদক—যমের দৌহিত্রী বিরো-
ধিনীর অগ্রতম তনয়। মার্ক-৫১।
অর্দ্ধহারী ও বিরোধিনী দেখ।

তমসা—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনা-
পতি পদে বৃত হইলে, তমসা তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর অত্রি ও কম্পকে
প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

তমিস্রহা—সূর্য্যের অগ্র নাম। স্বন্দ-
কাণী পু-২।

তমীশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-কাশী-উত্ত-১৭।

তমোজা—যজ্ঞবংশীয় অসমজ্ঞা হইতে
তমোজা, সূদন্ত, স্নাত ও কৃষ্ণ নামে
চারি তনয় জন্মে। তন্মধ্যে তমোজা
বাতীত সকলেই অপুত্রক ছিলেন।
মৎ-৪৪।

তমোঙ্কৃত—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-
সম্পন্ন পর্বত সমুদয়, দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকৈয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ
করিয়াছিলেন, তমোঙ্কৃত তাঁহাদের
অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তমোরি—সূর্য্যের অস্ত্র নাম । স্বন্দ-কাশী-পু-২ ।

তরনাশন—সূর্য্যের এক নাম । স্বন্দ-কাশী-পু-২ ।

তরঙ্গু—যুগে যুগে অনেক বাস ছিলেন । বরাহকল্পের চতুর্দশ দ্বাপরে তরঙ্গু এক-জন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার বাস ছিলেন । সেই সময়ে মহাদেব আদ্রিস বংশে গোতম নামে অবতীর্ণ হন । লি-৭ ।

তরঙ্গভীক—ভৌতামহুর অস্ত্রতম তনয় । হরি-হরি-৭ । ভৌতামহু দেখ ।

তরণি—সূর্য্যের অস্ত্র নাম । স্বন্দ-কাশী-পু-২ ।

তরণু—রাজর্ষি তরণুর মহিষী শশীয়সী শ্রাবাশ্ব ঋষিকে অশ্ব, গো ও শত মেঘাশ্বক পশুযুধ দান করিয়াছিলেন । ঋগ-৫।৬১।৫ ।

তরণ্য—প্রবাহী, বজ্রক্ষেত্রে কতিপয় গায়নোত্তম পুত্র উৎপাদন করেন । তাঁহাদের নাম সন্ধান, সত্বাশ্বক, কলাপক, বীর্ঘবান্, কৃতবীর্ঘ্য, ব্রহ্মচারী, সুপাণ্ডু, পণ, তরণ্য ও সুচন্দ্র । ইহার দেব-গন্ধর্ভ বলিয়া খ্যাত । বায়ু-৬৮ ।

তরলা—চতুষষ্টি যোগিনীর অস্ত্রতমা । অগ্নি-৫২ ।

তরশ্বান্—ভৌতামহুর অস্ত্রতম তনয় । হরি-হরি-৭ ।

তরশ্বী—ঈরাক্ষের অস্ত্রতম তনয় শাশ্ব, শাশ্বের স্ত্রী কান্তা হইতে তরশ্বী জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

তরিতায়ু—কুরুবংশীয় রুচি হইতে ভীম, ভীম হইতে তরিতায়ু, তরিতায়ু হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাত্তিধি জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৫০ ।

তরু—কুস্তাসুরের অস্ত্রতম সেনাপতি তরু, বরুণদেবের শরে গতায়ু হন । পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫ ।

তরুণ—(১) যে সকল গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের সভায় ছিলেন, তরুণ তাঁহাদের অস্ত্রতম ছিলেন । মহাভা-সভা-৭ । (২) তরুণ নামে অত্রি ঋষির এক পুত্র ছিল এবং বশিষ্ঠ ঋষিরও তরুণ নামে এক পুত্র ছিল । তাঁহারা উভয়েই রুদ্র মেরু সাবর্ণির সময়ে ঋষি ছিলেন । হরি-হরি-৭ ।

তরুণক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে তরুণক প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয় । তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হয় । মহাভা-আদি-৫৭ ।

তরুণ—সপ্তম মন্বন্তরে বিবশ্বানের (সূর্য্যের) পুত্র বৈবশ্বতমহু ছিলেন । তিনি শ্রাদ্ধদেব নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন । তরুণ, বৈবশ্বতমহুর অস্ত্রতম তনয় । ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ ।

তরুজ—উত্তম মহুর অন্যতম তনয় । মৎ-৫০ ।

তর্য্য—মহর্ষি তর্য্য বৈদিক কালের এক-জন ঋষি ছিলেন । ঋগ-৫।৪৪।১২ ।

তর্ধ—অষ্টবমুর অস্ত্রতম অর্ক । অর্কের

পত্নী বাসনা হইতে তৰ্ষ প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬২-৬ ।

তল— মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি হানেশের পুত্র তল, তলের পুত্র পুরীষভীক । ভাগ-১২২-১ ।

তলা — নরপতি রোজ্রাশের অন্ততমা কন্যা ও মহর্ষি প্রভাকরের অন্যতমা পত্নী । বায়ু-৯৯ । রোজ্রাশ দেখ ।

তাড়কা— সুকেতু নামক মহাবীৰ্য্যবান যক্ষের কন্যা তাড়কা । তাঁহার সহিত ক্রান্ত অশুরের পুত্র সুন্দর-বিবাহ হয় । তাঁহাদের পুত্র মারীচ । তাড়কার স্বামী সুন্দ, মহর্ষি অগস্ত্যের হস্তে নিহত হইলে, সে স্বীয় পুত্র মারীচের সহিত অগস্ত্যের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল । সেই সময়ে রাম ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন । বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন । রামা-আদি-২৪, ২৭ ।

তাড়কায়ন— বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম তাড়কায়ন ছিল । মহাভা-অমুণা ৪ ।

তাড়াপীড়— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি চন্দ্রাবলোকের তনয় তাড়াপীড়, তাড়াপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির তনয় ভানুচন্দ্র । লি-৬৬ ।

তাণ্ডি— (১) অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি তাণ্ডি একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অনিরা, তাণ্ডি ও মৌদগলা

এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৬ ।

(২) মহর্ষি তাণ্ডি একজন ধূম্রপরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-২০১ ।

তাণ্ডা— একজন ঋষির নাম তাণ্ডা ছিল । মহাভা-সভা-৭ । তিনি ঋষিদের মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-২২৭ ।

তাপতা— অর্জুনের অন্ততম নাম তাপতা ছিল । পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের পূর্ব পুরুষ, নরপতি সম্বরণের দ্রৌণ নাম ছিল তাপতী । সেই জন্য অর্জুন তাপতা নামে অভিহিত হইতেন । বিশেষতঃ গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ তাপতা নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন । মহাভা-আদি-১৭১ ।

তাপন— কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্যতম দানব । বায়ু-৮৬ । দম্ব দেখ ।

তাপনী— চতুষ্টয় যোগিনীর অন্ততমা । অগ্নি-৫২ ।

তাপী— ছায়া হইতে সূর্য্যের শনৈশ্চর নামে এক পুত্র ও তাপী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয় । স্বন্দ-আব-অব-৫৬ ।

তামরসা— নরপতি তদ্রাশের অন্ততমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০ ।

তামস— মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতমা পত্নী হইতে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।

ভাগ-৫৮-২ । (২) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে চতুর্দশ শিবাবতার প্রাকৃত হন, তামস তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । লি-৭ ।

তামসমহু—(১) চতুর্থ মন্বন্তরে তামস নামে মহু ছিলেন । সেই সময়ে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহু, ধাতা, কপিবান্ ও অকপী-বান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন । জ্যোতি, তপস্ব, স্নতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্যাণ, তরী, ধরী ও পরস্তপ নামে তামসমহুর দশ পুত্র ছিল । হরি হরি-৭ । তামস মন্বন্তরে সুরাব প্রভৃতি গণদেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু হৃদ্যার গর্ভে, দেবগণের সহিত হরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । কৃষ্ণ-পৃ ৫০ । (২) তামসমহুর পুত্র দণ্ডবজ পুত্রার্থী হইয়া স্বীয় শোনিত, মাংস প্রভৃতি অনলে আহুতি দেন । সেই অগ্নি হইতে সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহারা হৈ তামস মন্বন্তরের মরুৎ । বাম-৭২ । (৩) তামস মহুর অকল্যাণ, ধরী, তপোমূল, তপো-ধন, তপোরতি, তপস্ব, তপোহুতি, পরস্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী নামে ঋষীচাররত, মহুবংশের গৌরব বর্দ্ধন দশ পুত্র ছিল । এই মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জহু ও ধীমান্ সপ্তর্ষি ছিলেন এবং তাঁহারা সাধ্য নামে খ্যাত ছিলেন । মৎ-৯ । (৪) তামস মন্বন্তরে সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও

সুধীগণ দেবতা ছিলেন । ইহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক । এই সময়ে শিবি নরপতি শত যজ্ঞ করিয়া ইজ্র হন । তৎকালে জ্যোতির্দ্বীপ, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর সপ্তর্ষি ছিলেন । নর, খ্যাতি, শান্ত, হর, জাহ্নজহ্ন প্রভৃতি তামসমহুর পুত্রেরা রাজা হন । বিষ্ণু-৩য় ১ । (৫) তামস চতুর্থ মহু ছিলেন । তাঁহার পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল । সত্যক, হরি ও ধীর এই মন্বন্তরের দেবতা এবং ত্রিশিখ ইজ্র ছিলেন । জ্যোতির্দ্বীপ প্রভৃতি ঋষি ছিলেন । ভাগ-৮৮-১ ।

তাম্র—মহর্ষি তাম্র একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন । ঋগ-১০।৯৩।১ ।

তাম্র—(১) মূর দৈত্যের তনয় তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবস্ব, বহু, নভস্বান্ ও বরুণ এই সাতজন যুদ্ধ করিয়া ত্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন । ভাগ-১০৮-৫২ ।

(২) ত্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে তাম্র, চক্র, জলকম প্রভৃতি সাত পুত্র এবং চারিটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৭ । সত্যভামা দেখ ।

তাম্রক—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি । তিনি দেবী পার্বতীর শরে শমন সদনে গমন করেন । দেবীভা-১০৮-১২

তাম্রগুপ্ত—ত্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী

রুদ্রিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-
১০ঙ্ক-৬১। রুদ্রিণী দেখ।

তাম্রচূড়— স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত
হইলে, অরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় পুত্র
তাম্রচূড়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

তাম্রচূড়া— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কান্তিকের অমুচরী, কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতম তাম্রচূড়া ছিলেন।
মহাভা-শলা-৪৭।

তাম্রজাক— ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম। পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র।
হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

তাম্রতপ্ত—ত্রীকৃষ্ণের, রুদ্রিণী গর্ভজাত
অন্যতম পুত্র তাম্রতপ্ত। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১।

তাম্রবীপ— কলিকালে যাহার নামে
নানাবিধ লোকমোহকর পাণ্ডুধর্ম
প্রবর্তিত হইবে, সেই ঋষভের পুত্র
ভরত, ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের
অন্যতম তনয় তাম্রবীপ। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৩২।

তাম্রপক্ষ— রোহিণী নামী ত্রীকৃষ্ণের এক
স্ত্রী ছিল। তাঁহার গর্ভে দীপ্তিমান
তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ
করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। রোহিণী দেখ।

তাম্রপর্বা— ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম। পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র।
হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবন্ধ—ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম। পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র।
বারু-২৩। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবন্ধ—ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম। পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবরাহ—কালীতে তাম্রবরাহ নামে
এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাম্রবীপ হইতে
তিনি আগমন করিয়াছেন। স্বন্দ-
কালী-উক্ত-৬১।

তাম্রবর্ণা—নরপতি রোদ্রাশ্বের অন্যতম।
কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতম স্ত্রী।
বারু-২২। রোদ্রাশ্ব দেখ।

তাম্রবিন্দ— ত্রীকৃষ্ণের অন্যতম। স্ত্রী
নাগজিতী হইতে তাম্রবিন্দ প্রভৃতি
জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২।
নাগজিতী দেখ।

তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের একজন রাজার
নাম তাম্রলিপ্ত ছিল। তিনি দ্রৌপদীর
স্বয়ম্বর সভার উপস্থিত ছিলেন। ভীম
দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে
পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-
১৮৬; সভা-১২।

তাম্রা—(১) দক্ষের ষষ্ঠী কন্যার অন্যতম।
ও কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা।
তাঁহার গর্ভে ক্রোঞ্চী, ভাসী, শ্রেনী,
ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নামী লোক বিখ্যাত।
পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-
৬ঙ্ক-৬; রামা-আরণ্য-১৪। (২) কশ্যপের
অন্যতম। পত্নী তাম্রা হইতে কাকী,
শ্রেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী
নামী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কাকী
হইতে কাক, শ্রেনী হইতে শ্রেন, ভাসী
হইতে ভাস ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে

হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং যশস্বিনী শুকী হইতে শুক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) কশ্যপ পত্নী তাম্রা হইতে শুকী, শ্বেনী, ভাসী, স্নগ্ধীবী, শুচী ও গ্ৰী নারী ছয় কণ্ডা জন্মে। বিষ্ণু-১ম-২১।

তাম্রায়ন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অশ্ব নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্যের অগ্রতম। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। আপ্য দেখ।

তার—(১) কিকিঙ্ক্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। তিনি স্নগ্ধীবীর আশ্রানে বহু সৈন্তসহ সীতার অন্বেষণার্থ কিকিঙ্ক্যার উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিকি-৩৯। (২) তার অম্বর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সহস্র বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে বিষ্ণু পলায়ন করিয়াছিলেন। তারের পুত্র তারক অম্বর কার্ত্তিকের হস্তে নিহত হন। লি-১০১। (৩) কশ্যপ পত্নী দম্বু হইতে তার, সম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভাঙ্গ, বৃষপর্কী প্রভৃতি প্রধান প্রধান দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুর্শ-পূ-১৮।

তারক—(১) বানর বিশেষ। বৃহস্পতির ঔরসে তাহার জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (২) কশ্যপের অগ্রতম পত্নী দম্বু হইতে তারক প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৪১। (৩) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হয়।

সেই সময়ে তারকাসুরের সহিত দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮৮-১০। সকল শোভার আধার, তলাতল নামক পাতাল প্রদেশে, বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ, তারকাদি বাস করিতেন। কুর্শ-পূ-৪৩। (৪) নিম্নতল নামক পাতাল প্রদেশে, তারক, অগ্নিমুখ যবনেরা বাস করিতেন। কুর্শ-পূ-৪৩। (৫) দৈত্যপতি তারক দশ অমৃত সৈন্ত পরিবৃত হইয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিকের তাহাকে অমুচরগণের সহিত নিহত করেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৬) তারক দৈত্যের পুত্র বিদ্রাম্মালী, কমলাক্ষ ও তারকাক্ষ, মহাদেব কর্তৃক নিহত হন। লি-৭১। অগ্নিমুখ দেখ। (৭) কশ্যপের স্ত্রী দম্বুর গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-২১।

তারকলোহিণ্য—একজন কৌশিকবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বায়ু-২১।

তারকাক্ষ—তারক দানবের অন্যতম তনয়। লি-৭১। তারক দেখ।

তারকায়ন—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পত্নী শাল্যবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। হিরণ্যাক্ষের তনয় যাজ্ঞবল্ক্য, অবমর্ষন, উড়ুস্বর, অভিক্রাত, তারকায়ন ও চক্ষুলা ইহারা ছয়জন। হরি-হরি-২৭।

তার্য—কিকিঙ্ক্যার অধিপতি বালির স্ত্রী। তারার গর্ভে বালির, অজদ নামে

এক পুত্র জন্মে। রাম বালিকে বধ করিলে তারা, দেবর স্ত্রীকে পুনর্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। (২) রামা-কিন্দি-১৫, ৩০। মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম তনয় বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পত্নীর নাম তারা। একবার সোমদেব তারাকে হরণ করেন। দেবগণ ও রাজর্ষিগণ বার বার অতুরোধ করিলেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন বৃহস্পতি মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দেব-দানবে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। সোমদেব তারাকে বৃহস্পতির হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া, তাঁহার আলয়ে গর্ভমোচন করিতে নিষেধ করেন। তখন তারা ইবিকান্তম্ভ মধ্যে জলন্ত পাবক সদৃশ একটা পুত্র প্রসব করেন। ইহা কাহার পুত্র এই বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তারা কোন উত্তর দিলেন না। পরে ব্রহ্মার প্রশ্নে, সেই বালক সোমের এইমাত্র বলিলেন। তখন সোমদেব সেই বালককে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম বৃষ রাখিলেন। হরি-হরি-২৫; ভাগ-৯৯-১৪; ব্রহ্মবৈ-প্রক-৪৩, ৫৪। (৩) বসুদেবের অন্যতম পত্নী তারা হইতে কপিল নামে এক

পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

(৪) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চন্দ্র-তারা যতিত ব্যাপারটা সামান্য পরিবর্তিত আকারে আছে। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি তারা। স্বন্দ-কাশী-উ-৭১। (৬) চতুঃষষ্টি বোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তারাগণ— বাদশ মনু রুদ্রসাবণির সময়ে হরিতগণ, লোহিতগণ, সূমনোগণ, সূকর্মগণ ও তারাগণ দেবতাদের এই পঞ্চ গণ ছিল। বিষ্ণু-৩৯-২।

তারাক— পিঙ্গাক নামক এক শবর অতিশয় ধার্মিক ছিল। তাঁহারই পিতৃব্য তারাক অতিশয় দুষ্কর্মাবিত ছিল। সে দম্ভাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। স্বন্দ-কাশী-পূ-১২।

তারাপীড়— রঘুবংশীয় চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়, তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি হইতে ভানুবিভ জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ম-পূ-২১।

তারাভতী— করবীর পুরের অধিপতি চন্দ্রশেখরের পত্নীর নাম তারাভতী ছিল। তিনি উপরিচর, দমন ও অলক নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। কালিকা-৪৭, ৪৮।

তারিণী— একটা কুলদেবী। কৌশিক সগোত্রদিগের গোত্রদেবী তারিণী। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৯, ২১।

তারেশ্বর— কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। ইহার অস্ত্র নাম বৈদ্যনাথ। স্বন্দ-কাশী-উ-৯৭।

গার্ক—(১) পক্ষী বিশেষ। মহর্ষি অরিশট-
নেমী তাক্ষ পক্ষী সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র
রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৭৮।১।
(২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম পত্নী বিনতা
হইতে তাক্ষ, অরিশটনেমী প্রভৃতি বহু
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫
কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে তাক্ষ,
অরিশটনেমী, গরুড়, অরুণ ও আকর্ণি
নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-
হরি-২১৮। মহর্ষি তাক্ষ, দক্ষের বিনতা
কক্ষ, পতঙ্গী ও যামিনী নামী চারি
কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা
হইতে গরুড় ও অরুণ, কক্ষ হইতে
নাগগণ, পতঙ্গী হইতে পতঙ্গগণ এবং
যামিনী হইতে শলভগণ জন্মগ্রহণ করেন।
ভাগ-৬৮-৬। রথকৃৎ, রথোজা, রথচিত্র,
সুবাহু, রথশব, বরুণ, সুবেণ, সেনজিৎ,
অরিশটনেমী, তাক্ষ, কৃতজিৎ ও সতাজিৎ
এই দ্বাদশ গ্রামিনী যথাক্রমে সূর্য্যের
রশ্মি সংযম করেন। কৃষ্ণ-পূ-৫০।

গার্ক্য— মহর্ষি তৃকুর তনয় তাক্ষ্য
অরিশটনেমী, ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।৮৯।৬। একদা
মহর্ষি তাক্ষ্য সরস্বতী দেবীকে মনুষ্যের
প্রের কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া
বহু উপদেশ লাভ করেন। মহাভা-
বন-১৮৫।

গার্ক্যবাহন— সূর্য্যের অনা নাম। স্বন্দ-
কাশী-পূ-৯।

গালক— মহর্ষি কোণলোয় সামবেদ

অধারী অন্যতম শিষ্য তালক। বায়ু-
৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

তানকৃৎ—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের
অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও
সৈতা, এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর।
মৎ-১২৬।

গালকেতু— শিবের অগ্রতম অমুচর
তালকেতু, শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে
চতুষষ্টি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন।
লি-১০৩।

গালজঙ্গেশ্বরী—কাশীস্থিত আনন্দ বনে
তালজঙ্গেশ্বরী দেবী বিত্তমান আছেন।
স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

তালজজ্ব—(১) নরপতি বৎসের তনয়
তালজজ্ব ও হৈহয় (অন্ত নাম বীতহব্য)।
তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ
করিয়াছিলেন। মহাভা-অমুশা-৬০,
১৫৩। (২) অবন্তী দেশের অধিপতি
যজুবংশীয় জয়ধ্বজের তনয় মহাবল
তালজজ্ব। এই তালজজ্বের বংশধরেরা
তালজজ্ব নামেই খ্যাত ছিলেন। হরি-
হরি-৩৩। (৩) নরপতি সগর তালজজ্ব
কুত্রিদিগকে সংহার করেন। ভাগ-
৯৮-২৩। (৪) কার্ত্তব্যোধীর তনয়
জয়ধ্বজ, জয়ধ্বজের অন্যতম তনয়
তালজজ্ব। মহাবীর তালজজ্বের শত
পুত্রেরা তালজজ্ব নামেই আখ্যাত
হইতেন। তাঁহাদের ভোজ, বীতিহোজ,
শাধ্যাত, অবন্তি ও কণ্ডিকের এই

পাঁচী বংশ-বিখ্যাত। বীতিহোত্রের পুত্র
জানন্ত। মৎ-৪৩। কৃষ্ণ-পু-২৩।

তালজঙ্ঘণ—মহাবীর তালজঙ্ঘণের
পুত্রেরা তালজঙ্ঘণ নামে খ্যাত
ছিলেন। মৎ-৪৩।

তালজঙ্ঘী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অগ্ৰতমা
তালজঙ্ঘী। অগ্নি-৫২।

তালধ্বজ—একবার নারদ কোন তীর্থে
অবগাহন করিয়া জীর্ণপ প্রাপ্ত হন।
পরে সেই অবস্থায় নরপতি তালধ্বজ
তঁাহাকে বিবাহ করেন। পরে নারদ
আবার বিষ্ণুর অমুগ্রহে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত
হন। দেবীভাগ-৬৯-২৮, ৩০।

তালপত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-
পতি পদে বৃত্ত হইলে, যম তঁাহার
সাহায্যার্থে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ
করেন, তালপত্র তঁাহাদের অগ্ৰতম
ছিলেন। বাম-৫৭। উন্মাত্ দেখ।

তালমেঘ—দানবপতি তালমেঘ অতিশয়
বলশালী হইয়া দেবগণের উপর
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন।
দেবগণ ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা
তঁাহাদের সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন।
বিষ্ণু তঁাহাদিগকে অভয় দিয়া স্বয়ং
তঁাহার সহিত যুদ্ধার্থ মন্দদা তীরে
উপস্থিত হইলেন এবং সুদর্শন চক্রের
দ্বারা তঁাহাকে বধ করিলেন। স্কন্দ-
আব-রেব-৯০।

তালহর—যদুবংশীয় শতজিতের অগ্ৰতম
পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি ১২। শতজিৎ দেখ।

তালেশী—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর
শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি দেব-
সেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য
করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্ৰতমা
ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

তিগ্ন—পাণ্ডুবংশীয় নরপতি মুচুং তনয়
তিগ্ন, তিগ্নের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের
তনয় বসুদান। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

তিগ্নকেতু—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ক্রবের
তনয় বৎসর। বৎসরের পত্নী সুবীথী
হইতে পুষ্পার্ণ, তিগ্নকেত, ইষ, উজ্জ্ব,
বসু ও জয় নামে ছয় পুত্র জন্মে।
ভাগ-৪৯-১৩।

তিগ্নমাত্মা—পাণ্ডব বংশীয় উর্ক হইতে
তিগ্নমাত্মা, তিগ্নমাত্মা হইতে বৃহদ্রথ
জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

তিতিক্ষা—ধর্মের অগ্ৰতমা স্ত্রী ও দক্ষের
কন্যা তিতিক্ষা হইতে ক্ষেম জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৪৯-১।

তিতিক্ষু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহা-
মনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র
জন্মে। তন্মধ্যে তিতিক্ষুর তনয় উশদ্রথ,
উশদ্রথের তনয় ফেন। হরি-হরি-৩১।

(২) তিতিক্ষুর তনয় রুঘদ্রথ, রুঘদ্রথের
তনয় হোম, হোমের তনয় স্তুতপা।
ভাগ-৯ম-২৩। (৩) তিতিক্ষুর পুত্র
উষদ্রথ, উষদ্রথের তনয় হেম। বিষ্ণু-
৪র্থ-১৮। (৪) যদুবংশীয় উশনার
তনয় তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর তনয় মরুত।
মৎ-৪৪, ৪৮; বায়ু-৯৯।

তিত্তিরি, তিত্তিরী—(১) মহর্ষি তিত্তিরী বৈশম্পায়নের অন্ততম শিষ্য ছিলেন। তিনি বাজ্রবল্যকর্তৃক উল্লীর্ণ বেদ পুনর্কার তিত্তিরী পক্ষিৰূপ ধারণপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। খেত।

(২) মহর্ষি কশ্যপের অন্ততমা পত্নী কজ্জ হইতে তিত্তিরি প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৩৫। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় তিত্তিরি, তিত্তিরির তনয় পুনর্কস্ম, পুনর্কস্মের তনয় অভিজিৎ। হরি-হরি-৩৭। (৪) মহর্ষি তিত্তিরি একজন অগ্নিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগ্নিরা, তিত্তিরি ও কশিভু এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-৯৬। (৫) কপোতরোমার তনয় তিত্তিরি, তিত্তিরির পুত্র নর, নরের তনয় চন্দনদ্রুমুভি। অগ্নি-২৭৫।

তিথি—মহর্ষি তিথি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বীতিহব্য, ভৃগু, বৈরস ও বৈবস এই চারিটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

তিন্দুক—তিন্দুক নামে এক নাপিত মথুরাপুরীতে দেহভাগ করিয়া, পরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লাভ করিয়াছিল। বরা-১৪৯।

তিমি—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা তিমি, জলজন্ত সকলকে প্রসব করেন। ভাগ-৬৮-৬; শ্রীমহাভা-৩। পদ্মবংশীয় তুর্ল্লো তনয় তিমি, তিমির

তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় স্নানাস, স্নানাসের তনয় শতানীক। ভাগ-৯৮-২২। পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি এই চারিজন দক্ষের কন্তা ও অরিষ্টনেমীর স্ত্রী ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

তিমিধ্বজ—অপর নাম শবরাসুর। এই অসুর অতিশয় মারাবী ও বলবান ছিলেন। ইহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রাজা দশরথ ইন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে রণাহত হইয়া কাতর হইলে, রাণী কৈকেয়ী তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া, আরোগ্য করেন। তখন রাজা তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেয়ী সেই দুই বর তখন গ্রহণ না করিয়া, পরে গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং রামের রাজ্যাভিষেক কালে তাহাই গ্রহণ করিয়া, এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। রামা-অযো-৯।

তিমির—স্বারোচিষ মনুজন্মের অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। কুর্খ-পূ-৫০। অর্করীবানু দেখ। সৌর-৩২।

তিরস্বী—মহর্ষি তিরস্বী একজন ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯।১।

তিরিন্দ্রি—যদুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিন্দ্রি, শর্ঘ্যনা হৃদের তীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিত কথ-

গোত্রীর বৎস, তথার এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিরিমির বহু ধন দান করেন। ঋগ-৮।৬।৪৬।

তির্য্যা— কশ্যপের অন্যতম পত্নী ক্রোধা হইতে মুগী, মুগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিলা, দংষ্ট্রা, নিশা, তির্য্যা, খেতা, স্বরা ও সুরসা নামী দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহাবি পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯।

তিলপর্ণ— মহাদেবের একজন গণের নাম তিলপর্ণ ছিল। স্বন্দ-কাশী-উ-৫৩।

তিলপর্ণেশ্বর— কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

তিলপ্রভা— একজন স্বর্গের অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮।

তিলাদেশ্বর— রেবা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ, মহাবি জাবালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-আব-রেবা-২২২।

তিগিরি— অভিজিৎ দেব,

তিলোত্তমা— কশ্যপ পত্নী মুনী হইতে তিলোত্তমা প্রভৃতির জন্ম হয়। হরি-হরি-২১৮। তিলোত্তমা প্রভৃতি নৃত্য গীত দ্বারা স্বর্গকে অর্চনা করিতেন। কুর্শ-পূ-৪১। কশ্যপের অন্ততম পত্নী কপিলায় গর্ভে তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। এক সময়ে স্কন্দ ও উপস্কন্দ নামক অশুরবর ব্রহ্মার বরে বলিয়ান হইয়া, ত্রিভুবন জয় করিতে বহির্গত হইয়াছিল। তাঁহাদের অত্যাচারে দেব

মানব সকলে প্রণীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তিল তিল করিয়া সমুদয় বস্তুর সার গ্রহণপূর্বক তিলোত্তমা নামী এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তিলোত্তমা, সুরামত্ত, স্কন্দ ও উপস্কন্দের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তিলোত্তমাকে লাভ করিবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। মহাভা-আদি-২০৮, ১২। তিলোত্তমা নামী এক অতি রূপবতী ব্রাহ্মণ কন্যা বাল্যবিধবা ছিলেন। সংসর্গ দোষে প্রথমে বিপথগামিনী হন। পরে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ মুক্ত হন। বরা-১৭৬। অমুল্লোচা দেখ। একবার তিলোত্তমা বলির পুত্র সাহসিকের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া ঋষি ছুর্য্যাসার ধান ভঙ্গ করেন। সেই জন্য ছুর্য্যাসার শাপে বাণের কন্যা উষা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২, ২৩।

তিশ্রোতদী— যে সমুদয় দেহধারী নদী বরুণদেবের উপাসনা করিতেন, তিশ্রোতদী তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

তীক্স— মহাদেবের অশ্ব নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তীক্সদংষ্ট্র— একজন শিবভক্ত দানবপতি। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৮। মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তীক্সবেগ— রাক্ষস সেনাপতি। তিনি

লক্ষ্য সময়ে প্রাণতাগ করেন । রামা-
লক্ষ্য-২০ ।

তীত্রা— দক্ষের শত কন্তার অগ্রতমা ।

তীত্রা প্রভৃতি দ্বাদশ কন্তা আদিভাগণের
স্বী ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯ ।

তীত্রাংশ—সূর্য্যের অস্ত্র নাম । স্বন্দ
কাশী-পূ-২ ।

তীর্ণক—মহর্ষি তীর্ণক ব্রহ্মার যজ্ঞে
অগ্রতম অধ্বর্ষ্য ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি ৩৪ ।

তীর্থনেমী—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনা-
পতি পদে বৃত্ত হইলে, নাগতীর্থ তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বয় অস্থচর মাধবা, তীর্থনেমী
স্মিতাননা, গীতপ্রিয়া ও একচূড়াকে
প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

তীর্থগুহা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল
অম্বরাজ্যগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের
অন্যতম । স্বন্দ-কাশী পূ ২ ।

তীর্থসেনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেয়ের অস্থচরী কলাগদাগিনী
মাতৃগণের অন্যতম । তীর্থসেনী ছিলেন ।
মহাভা-শল্য-৩৭ ।

তুগ্ধ—রাজস্বি তুগ্ধ দ্বীপান্তরবর্তী শত্রু
কর্ত্তক উপকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে
পরাজিত করিবার মানসে, আপন পুত্র
ভুজাকে সৈন্যসহ নৌকার প্রেরণ
করেন । নৌকা সমুদ্রে ভগ্ন হইলে, ভুজা
অশ্বিনয়র স্তুতি করেন । অশ্বিনয়
ভুজাকে সসৈন্যে নৌকার আরোহণ
করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে
তাঁহার পিতৃ তুগ্ধের আগারে পৌছাইয়া

দেন । পরে ইন্দ্র তুগ্ধকে সংহার করেন ।
ঋগ-১।১১৬।১ ।

তুঙ্গগ্রীব—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
স্বন্দের সাহায্যকারী অন্যতম গণ
তুঙ্গগ্রীব, অনেক দানবকে নিহত
করিয়াছিলেন । বাম-৫৭ ।

তুঙ্গনাশ—কশ্যপ পত্নী ধমার গর্ভজাত
অন্যতম পুত্র । বায়ু-৬৯ । ধসা দেখ ।

তুজি—রাজা তুজি ইন্দ্রের স্তব করিয়া-
ছিলেন । ইন্দ্র তাঁহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি
করিয়া দিয়াছিলেন । ঋগ-৬২৬৪ ।

তুণি—যদুবংশীয় নরপতি অঙ্গের তনয়
তুণি, তুণির পুত্র যুগন্ধর । ইহার শৈশবে
বলিয়া খ্যাত ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ ।

তুণ্ড—বানর দলপতি নল, লক্ষ্য সময়ে,
তুণ্ড রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।
মহাভা-বন-২৮৩ ।

তুণ্ডকের—যদুবংশীয় জয়ধ্বজের অন্যতম
তনয় । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ । জয়ধ্বজ দেখ ।

তুণ্ডকেশ—কশ্যপ পত্নী ধমার গর্ভজাত
অন্যতম তনয় । বায়ু-৬৯ । ধসা দেখ ।

তুণ্ডা—দেবাসুর যুদ্ধে খেততীর্থ, দেব-
সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে
সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন,
তুণ্ডা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ।
বাম-৫৭ । কর্কটিকা দেখ ।

তুণ্ডিরেক—যদুবংশীয় তালজজ্ঞের শত
পুত্রের অন্যতম তুণ্ডিরেক । বায়ু-৯৪ ।

তুন্দিল—এই নামে এক শিবাস্ত্রের ছিল ।
শিব-জ্ঞান ৩৩ ।

তুহ—যহবংশীয় জনপুত্রের তনয় তুহ ও তুহবান্ । বায়ু-২৬ ।

তুহবান্—যহবংশীয় জনপুত্রের তনয় তুহ ও তুহবান্ । বায়ু-২৬ ।

তুহরু—(১) কশ্যপের অগ্রতম স্ত্রী কপিল হইতে অলম্বুমা, মিশ্রকেশী, বিহ্বৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহ, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া নামী ত্রয়োদশ কন্যা এবং অতিবাহ, হাহা, হহ ও তুহরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত, গো ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গন্ধর্ব্বরাজ তুহরু, তাম্রবর্ণ, সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিয়া ছিলেন । মহাভা-আদি-৩৫ । গন্ধর্ব্ব বিশেষ । কুবেরের শাপে বিব্রাধ রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করেন । রামা আরণ্য-৪ । বিব্রাধ দেখ । (২) তুহরু নামে এক হরিভক্ত পরায়ণ ঋষি ছিলেন । তিনি সর্ব্বদা শ্রীহরির গুণ গান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । লি-উত্ত-১ । তুহরু ও | সুবর্চা প্রভৃতি দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের : প্রেষ্ঠ গায়ক । কুর্শ-পু-৪১ । উগ্রসেন দেখ ।

তুহরুসখা—তুহরু গন্ধর্ব্বের সখা ছিলেন বলিয়া, অন্ধকবংশীয় নরপতি তম তুহরুসখা নামে বিখ্যাত ছিলেন । কুর্শ-পু-২৪ ।

তুর—মহর্ষি কলবের তনয় তুর ঋষি জনমেজয় রাজার পুরোহিত ছিলেন । ভাগ-৯৯-২২ ।

তুরঙ্গ—যযাতিবংশীয় নরপতি রোমশাদেয় তনয় তুরঙ্গ, তুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক, পৃথুলাকের তনয় চম্প । বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ ।

তুরঙ্গকধ্বজ—অন্ধকাসুরের অগ্রতম সেনাপতি তুরঙ্গকধ্বজ । তিনি মহা-বেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে নন্দিসেনকে পরাস্ত করেন । বাম-৬৮ ।

তুরাষাট—ইন্দ্রের অগ্র নাম তুরাষাট । ঋগ-৬।৩২।৫ ।

তুরীয়—অজিত দেবগণের অগ্রতম । বায়ু-৩১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩২ । অমৃতবান্ দেখ ।

তুরুণ্ড—কশ্যপ পত্নী দময়ুর্ গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র । কালিকা-৩৫ । দমুদেখ ।

তুর্য্য—তুর্য্য ও যাহ নরপতি সূদাসের শত্রু ছিলেন । সেইজন্ত সূদাসের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্ত ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন । ঋগ-৭।১৯।৮ ।

তুর্য্যযান—ইন্দ্র তুর্য্যযান রাজাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কুংস, অতিথিথ ও আয়ুকে এই যুবক রাজার অধীন করিয়াছিলেন । ঋগ-১।৫৩।১০ ।

তুর্য্যশ—(১) যজ্ঞশীল, দাতা, তুর্য্যশ রাজাকে ভৃগু ও ক্রতুগণ ধনার্থ সূদাস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া

দিয়াছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে সখা
সখাকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৮।
৬। (২) একবার ইন্দ্র, নর্ষা, তুর্কশ
ও যত্ন নামক রাজাকে শত্রু হস্ত হইতে
রক্ষা করেন। ঋগ-১।৫৪।৬১।

তুর্কশ—মহর্ষি কথ্য অগ্নিদেবের সহিত
রাজর্ষি তুর্কশকে স্তুতি করিয়াছিলেন।
ঋগ-১।৩৬।১৮।

তুর্কশ—(১) যযাতির অন্যতম পত্নী
দেবযানী হইতে যত্ন ও তুর্কশ জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-১৮০। (২)
যযাতি স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া
আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব
কোণ তুর্কশকে প্রদান করেন।
তুর্কশের পুত্র বহ্লি, বহ্লির পুত্র গোভানু।
হরি-হরি ৩০-৩২; কৃষ্ণ-পূ-২২; বায়ু-
৯৯। তুর্কশের তনয় গর্ভ, গর্ভের পুত্র
গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিশারি।
মৎ-২৪।

তুর্কশা—যত্ন ও তুর্কশানামে দুই জন, দাস
জাতির রাজা ছিলেন। একবার
তঁাহারা গাভী সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া
অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে
মধুর ভোজনের আয়োজন করিয়া-
ছিলেন। ঋগ-১০।৩২।১০।

তুর্কশীতি—রাজা তুর্কশীতি প্রাচীন কালের
একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি কথ্য
একবার তঁাহাকে দম্বা দমনকারী
অগ্নিব সহিত আহ্বান করিয়াছিলেন।
আম্র একবার ইন্দ্র তঁাহাকে জল মগ্ন

অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৩৬।
১৯।; ১।৬১।১১।

তুলসী—(১) প্রকৃতির অংশ স্বরূপা ও
বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। তুলসী পূর্বে
গোলোকের গোপিকা ছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণের কিস্করী হইয়া সর্কদা তাঁহার
সেবা করিতেন। এক সময়ে রাস
মণ্ডলে গোবিন্দ সহ ক্রীড়া করিতে
করিতে মূচ্ছিতা হইয়া পড়েন। এমন
সময়ে রাধিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া
গোবিন্দকে অতিশয় ভৎসনা করিলেন
এবং তুলসীকে “পাণীঠে! তুই মনুষ্য
যোনীতে গমন কর” বলিয়া শাপ
দিলেন। তখন গোবিন্দ তুলসীকে বলি-
লেন যে, ভারতে তপস্তা করিয়া তুলসী
পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন।
সেই শাপে তুলসী দক্ষ সাবণি বংশীয়
ধর্মধ্বজ নরপতির ঔরসে ও তদীয় পত্নী
মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নর-
নারীগণ তাঁহার রূপের তুলনা দিতে
অক্ষম হইয়াছিল বলিয়া, পুরাবিদগণ
তঁাহার তুলসী নাম প্রদান করিলেন।
তুলসী জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্তার
নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কঠোর
তপস্তার সম্বলিত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে
বর দিতে উত্তত হইলেন। ব্রহ্মার বরে
তুলসী শম্বচূড়কে বিবাহ করেন। এই
শম্বচূড় পূর্বে সুদাম নামে গোপ ছিল।
রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে শম্বচূড়
নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্বচূড়

অত্যন্ত দেবদেবী ছিলেন। তাঁহার এই বর ছিল যে, তাঁহার জীব সত্যিক, নাশ ও অক্ষর কবচ দ্বীভূত না হইলে, তাঁহার মৃত্যু হইবে না। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার কবচ প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ করেন এবং মহাদেবের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধকালে, শঙ্খচূড়ের অস্থপাতিতর স্রোত্রে তাঁহার জীব তুলসীর সত্যিক নাশ করেন। তুলসী পরে জানিতে পারিয়া বিলাপ করিলে ত্রিকুষের বরে তিনি গণ্ডকী নদীতে পরিণত হইলেন। তাঁহার কেশ তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। তুলসী একবার গণেশকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। গণেশ অসম্মত হইলে, তুলসী তাঁহাকে শাপ দেন। গণেশও তাঁহাকে “অমুরাজ্যন্ত হইবে” বলিয়া প্রতিশাপ দেন। সেই হইতে তুলসী গণপতি পূজার অব্যবহার্য্য। ব্রহ্মবৈ-প্রক-১২—২১। (২) কুশধ্বজ নামক কোনও রাজার সংসার বিরাগিনী, তপস্বিনী তুলসীও বেদবতী নারী দুই কণ্ঠা ছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৪৬।

তুলাধার—বারাণসীস্থিত বৈশ্বকুলোদ্ভব তুলাধার খুব জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি অম্বজলি বহু তপস্তা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৬১—২৬৩।

তুল্যার্চি—মহর্ষি লাঙ্গলীর অন্ততম পরম

ধার্মিক পুত্র। বায়ু-২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৩। লাঙ্গলী দেব।

তুষিত—স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত, তুষিত প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। কুর্শ-পূ-৫০। তুষিতদেবগণ—স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে মানসদেব তুষিত দেবগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩৭-১; হরি-হরি-৭। চাক্ষুষমমুর সময়ে দ্বাদশ আদিত্য তুষিত দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। কুর্শ-পূ-১৬।

তুষিতা—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বেদ-শিরার পত্নী তুষিতা হইতে বিষ্ণুর অবতার বিভ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে মানসদেব তুষিতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) স্বারোচিষ মমুর সময়ে বিষ্ণু, তুষিতার গর্ভে তুষিত দেবগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুর্শ-পূ-৫০। (৪) চাক্ষুষ মমুর সময়ে মক্ষি নামে এক তপস্বী ছিলেন। দেবগণকর্তৃক প্রেরিতা অপ্সরা তুষিতা, তাঁহার তপস্তা নষ্ট করিয়া শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। বাম-৭২।

তুষি—(১) প্রজাপতি দক্ষের অন্ততম। কণ্ঠা ও ধর্ম্মের পত্নী তুষি হইতে হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১। (২) মনীচির পত্নী সম্বৃতি হইতে পূর্ণমাস ও মারীচ নামে

ইই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্ণি ও অপচিষ্টি নামে চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । লি-

৫ । (৩) ধর্ম্মের অগ্রতমা পত্নী তুষ্টি হইতে সন্তোষ জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-৭ ।

(৪) মরীচির জ্যৈষ্ঠা, পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিষ্টি নামী চারি কন্যা প্রসব করেন । বিষ্ণু-৩য়-১ । (৫) ধর্ম্মের জ্যৈষ্ঠা তুষ্টি হইতে হর্ষ ও দর্প জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯ ।

(৬) অনন্তদেবের জ্যৈষ্ঠা তুষ্টি । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১ । (৭) ধাতার জ্যৈষ্ঠা তুষ্টি, ধাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সোমকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছিলেন ।

মং-২৩ ।

দৃষ্টিমান— বহুবংশীয় উগ্রসেনের কংস, সুনাম, অগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, স্নহ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান নামে নয় পুত্র ছিল । ভাগ ৯স্ক ২৪ ।

হৃহর— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্ত সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পরিত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তুহর তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা শল্য-৪৬ ।

হুহার— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্ত সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পরিত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন,

তুহার তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

তুহু—(১) কশ্যপের অগ্রতমা জ্যৈষ্ঠা দহু হইতে বিষ্ণুপাক, একচক্র, তুহু ও প্রহৃতি বহু দানবের জন্ম হয় । মহাভা-আদি-৩৫; হরি-হরি-৩০ । (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্রতম তুহু ছিলেন । মহাভা-আদি-৬৭ । (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অগ্রতম পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র মুক ও তুহু । হরি-হরি-৩ । (৪) অন্ধক দৈত্যপতির অগ্রতম সেনাপতি তুহু গণেশহস্তে নিহত হন । বাম-৬৬, ৬৮ ।

তুহুজি— ইন্দ্র, বেতসু, দশোনি, তুহুজি, তুগ্র ও ইভকে রাজা দোতনের নিকট, পুত্র যেমন মাতার নিকট প্রশান্তভাবে গমন করে, সেই ভাবে সর্দাদ গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । পরে বেতসুর সহিত তুগ্রকে ইন্দ্র সংহার করিয়াছিলেন । ঋগ-৬।৯৬।৪ ।

তুলা— কশ্যপের জ্যৈষ্ঠা প্রধার গর্ভজাতা অগ্রতমা অম্বর । কালিকা-৩৪ । প্রধা দেব

তুঙ্গ— মহর্ষি তুঙ্গের পুত্র অরিষ্টনেমী একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-১।৮৯।১১ ।

তুণক— একজন প্রাচীনকালের রাজার নাম তুণক ছিল । মহাভা-শল্য-৮ ।

তুণকী— মহর্ষি তুণকী একজন অসুরা বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।

তীহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও উরধ্বাজ এই তিনটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।
তৃণপৎ— বোড়শ জন মোনের গন্ধর্বের অজ্ঞাতম। বায়ু-৬১। মোনের গন্ধর্ব দেখ।

তৃণবিন্দু—(১) রাজর্ষি তৃণবিন্দু মেরু সগ্নি-
খানে বাস করিতেন। তাঁহারই আশ্রমে
ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য দীর্ঘকাল তপস্তা
করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ
করেন। রামা-উত্তরা-২। (২) মহাবংশীয়
নরপতি বৃষের তনয় তৃণবিন্দু। অঙ্গরা
অলম্বা হইতে তৃণবিন্দুর বিশাল, শূণ্যবন্ধু
ও ধূতকেতু নামে তিন পুত্র ও ইলবিলা
নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
ইলবিলাকে বিশ্রবা মুনি বিবাহ করেন।
ভাগ-৯২-২। বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ
ছাপরে তৃণবিন্দু ঋষি বাস নামে খ্যাত
ছিলেন। তখন মহাদেব মহাকার
ধার্মিক মুনির পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ
হন। লি-২৪; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৩) মহুর পুত্র
নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের তনয় দম, দমের
তনয় তৃণবিন্দু। তিনি ত্রেতাযুগের
তৃতীয়াংশে প্রাজভূত হন। তাঁহার
ইলবিলা নারী পরম রূপসী কন্যাকে
মহর্ষি পুলস্ত্য বিবাহ করেন। পুলস্ত্যের
স্ত্রী ইলবিলা হইতে বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ
করেন। লি-৬৩। (৪) বৈবস্বত মনুস্বরের
ত্রয়োবিংশ ছাপরে সোম শুদ্ধায়ন ঋষির
বংশধর তৃণবিন্দু বেদ বিভাগ করিয়া
বেদবাস্য নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩৫-৩।

(৫) মহাবংশীয় নরপতি বেগবানের পুত্র
বৃষ, বৃষের পুত্র তৃণবিন্দু, তৃণবিন্দুর তনয়
বিশাল, অলম্বা নারী অঙ্গরার গর্ভে
জন্মগ্রহণ করেন। ইলবিলা নারী এক
কন্যাও তাঁহার ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

(৬) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জর ও বিজয় নামে
দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ
করিয়া, একে অত্রকে শাপ প্রদান
করেন। তাহার ফলে একজন গ্রাহ
ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন।
বরা-১৪৪। মহর্ষি তৃণবিন্দু প্রভাস
ক্ষেত্রে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৮। মহর্ষি তৃণবিন্দু
প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি সুহ্মায়ের শিব-
ভক্তি দেখিয়া ও তাঁহার পূর্বজন্ম ঘটিত
বিবরণ শুনিয়া নন্দনা তীরে এক আশ্রম
প্রতিষ্ঠা পূর্বক তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন।
তাঁহার আশ্রমের নাম জালেশ্বর।
সৌর-৩, ৪।

তৃণবিশেষ্বর— প্রভাস ক্ষেত্রে তৃণবিশেষ্বর
মহাদেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা-১৩৮।

তৃণসোমাজিরা— মহর্ষি তৃণসোমাজিরা
দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন এবং
ধর্মরাজ-যমের পুরোহিত ছিলেন।
মহাভা-অমুশা-১৫০।

তৃণাবর্ত— কংস স্বীয় ভৃত্য তৃণাবর্তকে
শ্রীকৃষ্ণের নিধনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন,
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে বধ করেন।
ভাগ-১০-২-৭।

তৃণায়ু— একজন গন্ধর্ব। তিনি অজ্ঞাত।

গন্ধর্বের সহিত একবার বিফলকৈ স্ততি
করিয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

তৃতীয়া—যে সকল দেহধারিনী নদী
বরুণদেবের আরাধনা করিতেন, তৃতীয়া
তীহাদের অন্ততমা ছিলেন। মহাভা-
সভা-২।

তৃৎসু—ইন্দ্র, অমর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে
দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৭। ১৮। ১৩।

তৃষ্ণা—ভয়ের পত্নী মায়া হইতে মৃত্যু
জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু হইতে ব্যাধি,
জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মগ্রহণ
করেন। বিষ্ণু-১ম-৭।

তেজ—তেজের স্ত্রী প্রভা ও দাহিকা।
ব্রহ্মবৈ-প্রক-১। স্বারজুবমমু বংশীর
সুমতীর তনয় তেজ, তেজের তনয়
সংসৃত। বরা-৭৪।

তেজস্বী—ভোতামমু হইতে তরঙ্গভীক,
বুধ, তরঙ্গান, উগ্র, অভিমানী, প্রবীর,
জিহ্মু; সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল নামে
দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-৭। ভোতা
মমু দেখ।

তেজেষু—রাজা পুরুষ অন্যতম তনয়
রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অঙ্গরা
মিশ্রকেশীর গর্ভে, ঋচেয়ু, তেজেষু,
সত্যোয়ু, ধর্মেয়ু ও সন্নতেয়ু প্রভৃতি দশ
পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৪।

তেজোবতী—ময় দানবের পত্নীর নাম
তেজোবতী। তীহারই গর্ভে মন্দোদরীর
জন্ম হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৩৫।

তৈজস—স্বারজুব মমুবংশীর নরপতি

ভরতের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র
তৈজস, তৈজসের পুত্র ইন্দ্রহাস,
ইন্দ্রহাসের তনয় পরমেশী। কুর্শ-পু-
৫০; বায়ু-৩৩।

তৈত্তিরী—(১) মহর্ষি তৈত্তিরী বৈশম্পায়-
নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মহাভা-
শান্তি-৩৩৭। (২) যদুবংশীয় কপোত-
রোমার তনয় তৈত্তিরি, তৈত্তিরীর পুত্র
সর্প, সর্পের পুত্র নল। মৎ-৪৪। (৩)
অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য
মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি
করেন, তৈত্তিরী তীহাদের অন্যতমা
ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

তৈত্তিরীষ—এই নামে এক ঋষি ছিলেন।
বরা-১৭০।

তৈলপ—মহর্ষি তৈলপ একজন অত্রি
বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
তীহাদের আর্ষেয় প্রবর অত্রি, শ্রাবাধ,
অচ্চিনানশ এই তিনটি। মৎ-১২৭।

তৈলেয়—মহর্ষি তৈলেয় একজন ধুম্র-
পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তীহাদের পরাশর, শক্তি
ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর।
মৎ-২০১।

তোণ্ডমান—চন্দ্রবংশে নন্দিনী গর্ভে
নরপতি সুধীরের তোণ্ডমান নামে এক
পুত্র জন্মে। তিনি পাণ্ডা রাজের
কন্যা মনোহারিনীকে বিবাহ করেন।
তিনি অতিশয় বিফলভক্তি পরায়ণ
ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২, ১০।

তোষল—কংস ঐক্যকে নিধন করিবার জন্য যে সর্বল মল্ল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তোষল তাঁহাদের অন্যতম ছিল। সে কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। ভাগ-১৫৫-৪৪; হরি-হরি-৮৬।

তোষ—মহর্ষি কচির ঔরসে ও আকৃতির গর্ভে, যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। যজ্ঞমূর্ত্তির দক্ষিণাগর্ভে তোষ, প্রতোষ, সম্ভব, ভদ্র, শান্তি, ইড়ম্পতি, ইয়া, কবি, বিভূ, স্মারু, সুদেব ও রোচন এই দ্বাদশটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৫-১।

তোষল, তোষলক—কংসের অন্যতম মল্ল তোষল ঐক্য হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-৮৬; বিষ্ণু-৫ম-১৮।

তোলেয়—অজিরা বংশীয় মহর্ষি তোলেয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অজিরা, সুবচ ও উত্থা এই তিনটি। মৎ-১১৬।

ত্বক্কোশিকী—একবার মহাদেব পরিশাসচ্ছলে পার্শ্বতীকে “কালী” বলিয়া নিন্দা করেন। দেবী সেই জন্ত স্বীয় ত্বক্ক, গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলেন। অনন্তর তিনি ত্বক্কোশিকী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিষ্ণুচলবাসিনী হন। স্বল্প-মাহে-অঙ্ক-১৭।

ত্বরিতা—নবদুর্গার অন্ততমা। তিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। স্বল্প-মাহে-কেদা-৩।

ত্বষ্টা—(১) অন্ততম আদিভ্য। ত্বষ্টা ও পুষা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-৩২। (২) ত্বষ্টা নামে এক অমুর ছিল। তাঁহার অন্ত নাম বৃষ। এই ত্বষ্টার পুত্র বৃত্বেকে ইন্দ্র হনন করেন। ঋগ-১।২৩।৪। ত্রিতের বৃদ্ধত্বের জন্ত ইন্দ্র, ত্বষ্টা অমুরের পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-২।১১।১২। ত্বষ্টা সেই জন্ত ইন্দ্র-রহিত সোম আহরণ করিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন যে ত্বষ্টা তাঁহাকে সোম হইতে বঞ্চিত করিতে সক্ষম করিয়াছেন, সেই জন্ত বলপূর্ব্বক কলসী হইতে সোমরস পান করিলেন। ত্বষ্টা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট সোমরস “ইন্দ্রশত্রু বঞ্চিত হওক” বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে বৃত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাদহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃত্বের নাম অহি এবং দধু ও দনায়ু দানবী কর্তৃক সম্ভানের জ্ঞান প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া দানব নাম প্রাপ্ত হয়। শতপথ ৫প্র ২ব্রা-৬অ-১, ২। (৩) অগ্নির অন্ত নামও ত্বষ্টা। এই নামে মহর্ষি উচথোর তনয় দীর্ঘতমা তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন। ঋগ-১।১৪২।১০। মহর্ষি কশ্যপের অন্ততমা পত্নী অদিতি হইতে ধাতা, মিত্র, অর্য্যামা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিভ্য জন্মগ্রহণ

করেন। হরি-হরি-৭২, ৯৬; মহাভা-আদি-৬৫। (৪) মহর্ষি ঋষ্ঠী একবার নরপতি নহুবের আলয়ে অতিথি হন। রাজা তাঁহার জন্ত গোবধ করিতে আদেশ দেন। ইহা শুনিয়া সমাগত কপিল ঋষি অতিমাত্র হুঃখিত হন। সেই সময়ে স্মারশ্মি নামক ঋষির সহিত কপিলের হিংসাধর্ম সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। মহাভা-শান্তি-২৬৮, ৭০। (৫) ঋষ্ঠীর কন্যা চতুর্দশীকে প্রাগজ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুর প্রমথিত করেন। হরি-হরি-১২০। (৬) মনুবাংশীয় নরপতি ভোবনের পুত্র ঋষ্ঠী, ঋষ্ঠীর পত্নী বিরোচনা, বিরজ নামে একটা পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫২-১৫। অদিতির গর্ভজাত কণ্ডপ তনয় ঋষ্ঠী, দৈত্যকন্যা রচনাকে বিবাহ করেন। বিশ্বরূপ তাঁহাদের পুত্র। ভাগ-৬২-৬। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই সংগ্রামে ঋষ্ঠীর সহিত শব্বর অসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগ-৮২-১০। (৭) দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা অজৈকপাদ, ঋষ্ঠী, অহিবর ও রুদ্র নামে চারি পুত্র ছিল। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৮) মনুবাংশীয় নরপতি মনস্যুর পুত্র ঋষ্ঠী, ঋষ্ঠীর পুত্র বিরাজ, বিরাজের পুত্র রজ। বিষ্ণু-২য়-১৫। স্বায়ম্ভুবমহা বংশীয় শোবনের তনয় ঋষ্ঠী, ঋষ্ঠীর পুত্র বিরজ, বিরজের পুত্র রজ। বিষ্ণু-২য়-১। ঋষ্ঠীর পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের তনয় বিরূপ এবং বিরূপের তনয় সূতপা। ব্রহ্মবৈ-

প্রক-৫০। দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত্ত হইলে, ঋষ্ঠী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়গণ চক্র ও অশ্বচক্রকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৯) শুক্রাচার্যের অগ্রতম তনয়। অমরক দেখ। ঋষ্ঠীর ভার্য্যা অনায়ুসার সন্তানগণের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্ত ব্রহ্মা, বৃত্তকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯। দেবাসুর যুদ্ধে ঋষ্ঠী নয়দানব হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হরি-হরি-২৩৬, ২৩৭।

ঋষ্ঠাধর—অসুরদিগের শুক্র শুক্রাচার্যের অগ্রতম পুত্র ঋষ্ঠাধর। তিনি স্বর্ষ্যদম তেজস্বী ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫।

ঋষ্ঠীধর—কাশীস্থিত ঋষ্ঠীধর মহাদেবকে দর্শন করিলে, সুরবর্গের সহিত ভূমি দানের ফল লাভ হয় এবং সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ঋষ্টী—দাদশ আদিভ্যের অগ্রতম সবিভা। গাংবতার স্ত্রী ঋষ্টী অন্তরীক্ষে অশ্বিনী কুমারকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি-৬৩। সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া হইতে তপতী ও ঋষ্টী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ঋধা—(১) কণ্ডপের অগ্রতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ঋধা হইতে কোটি কোটি যক্ষ ও রাক্ষস উৎপন্ন হয়। লি-৬৩।

(২) মরীচির পত্নী সমুতির গর্ভজাত অগ্রতমা কন্যা। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। অপচিতি দেখ।

ত্ৰিবিমস্তগণ—অভিমহা, উগ্রদৃষ্টি, সমর, শুচিশ্রবা; কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়া, গ্রাবাজিন, বৃক্ষ, নির্ঘর, সাধন, বিশ্বদেবাঙ্ক, অমৃতবান্, অজির, বিভূ, বিভাব, মুনিক, বিদেহগ, ঐতিশ্য ও বৃহচ্ছক ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্ৰিবিমস্তগণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বায়ু-৩১।

ত্ৰিবিমান্—গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাঙ্ক, যবিষ্ঠ, অমৃতবান্, অজির, বিভূ, বিভাব, মুনিক, বিদেহক, ঐতিশ্য ও বৃহৎশক এই দ্বাদশ দেবতা ত্ৰিবিমান নামে খ্যাত। ত্ৰাণ-৩২।

ত্ৰাজা—মহর্ষি ভৃগুর পত্নী দিব্যার গর্ভজাত দ্বাদশ যাস্ত্রিক দেবতার অন্ত-তম। মৎ-১২৫। অব্যয় দেখ।

ত্ৰয়ী—সবিতার পত্নী পূত্নী হইতে ত্ৰয়ী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৬-১৮। অগ্নিহোত্র দেখ।

ত্ৰয়াক্ষণ—(১) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি ত্ৰিশবার পুত্র ত্ৰয়াক্ষণ, ত্ৰয়াক্ষণের পুত্র সত্যব্রত। হরি-হরি-১২; কুর্শ-পূ-২১। (২) সুরবার তনয় ত্ৰয়াক্ষণ; ত্ৰয়াক্ষণের তনয় সত্যব্রত (অন্য নাম ত্ৰিশঙ্কু) সত্যব্রতের পত্নী সত্যব্রতা হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ ৩; লি-৬৬। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে মহর্ষি ত্ৰয়াক্ষণ বেদ বিভাগ করিয়া বেদবাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৪) পুরুবংশীয়

নরপতি উরুক্ষয়ের ত্ৰয়াক্ষণ, পুরুরিণ্য ও কপিল নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা পরে ত্ৰাক্ষণ্য গ্রাণ্ড হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। অমিতোজা দেখ।

ত্ৰয়াক্ষণি—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি হরিতক্ষয়ের ত্ৰয়াক্ষণি, কবি ও পুরুরাক্ষণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা তিনজনই ত্ৰাক্ষণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯৬-২১। (২) মহর্ষি কশ্যপ, ত্ৰয়াক্ষণি, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিশপায়ন ও হারীত, এই ছয় জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২৬-৭। (৩) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে ত্ৰয়াক্ষণি বাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাদেব বেদশিরা নামে ত্ৰাক্ষণ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেদশির নামে তাঁহার এক পুত্রও উৎপন্ন হয়। লি-২৪। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্দশ দ্বাপরে ত্ৰয়াক্ষণি বাস হইয়াছিলেন। কুর্শ-পূ-৫১।

ত্ৰাক্ষণি—অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্ৰাক্ষণি। কঙ্কি-৩য়-৪। অভয়দ দেখ।

ত্ৰসদশ্—ইক্ষাকু বংশীয় রাজা অনরণ্যের পুত্র ত্ৰসদশ্, ত্ৰসদশের পুত্র হর্ষাশ্, দৃষদ্যতীর গর্ভে হর্ষাশ্ হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

ত্ৰসদশ্—(১) গিরিকিত গোত্রজাত মহর্ষি পুরুকুৎসের পুত্র ত্ৰসদশ্ একবার

অম্বরগণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। অশ্বিনর তখন তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।১৩২।১। (২) ত্রসদস্য একজন ঋগেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১। একবার তিনি মহর্ষি সম্বরগণকে দশটি অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।৮। ত্রসদস্যর পুত্র তন্নি ও কুরুশ্রবণ। ঋগ-৮।২২। ৭ ; ১০।৩৩।৪ (৩) ইক্ষাকু বংশীয় মাক্ষাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্য। ত্রসদস্যর পত্নী নন্দদা হইতে সম্বৃত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২ ; কুর্শ-পূ-২০ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৪) ত্রসদস্যর মাতার নামও নন্দদা ছিল। হরি-হরি-১৮। ত্রসদস্যর তনয়ের নাম অনরণ্য। ভাগ-৯৯-৭। ত্রসদস্যর তনয় সম্বৃতি, সম্বৃতির তনয় বিষ্ণুবন্দ। লি-৬৫। (৫) একজন মন্ত্র প্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। অমৃত দেখ।

ত্রস—রন্তিনারের দ্রী সরস্বতী, ত্রস, অপ্রতিরথ ও ঋব নামে তিন পুত্র এবং গৌরী নারী এক কন্যা প্রসব করেন। বায়ু-৯৯।

ত্রিকক্ষ—মহর্ষি ত্রিকক্ষকে দেবগণ জ্ঞান সাধন যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।২২।২১।

ত্রিকলা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মিলিত দৃষ্টি হইতে যে কল্পার উৎপত্তি হয়, তাঁহার নাম

ত্রিকলা। এই ত্রিকলা আবার তাঁহাদের আদেশে ব্রাহ্মী, বৈকুণ্ঠী ও রৌদ্র-মূর্তিতে বিভক্ত হন। বরা-৯০। অমৃত দেখ।

ত্রিজট—(১) গর্গ গোত্রীয় একজন দক্ষিণ ব্রাহ্মণ। তিনি রামের বনগমনকালে অনেক গাভী লাভ করিয়াছিলেন। রামা-অযো-৩২। (২) মহাদেবের অন্ত নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিজটা—রাক্ষসী বিশেষ। রাবণ ইহাকে অশোক বনে আবদ্ধা সীতার পরিচর্যায় অন্তান্ত রাক্ষসীগণের সহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে অতি ছলক্ষণ যুক্ত স্বপ্নদর্শনে অতি মাত্র ভীতা হইয়া সকল রাক্ষসকেই সীতার প্রতি ছুর্য্যবহার পরিত্যাগ করিতে বলে এবং সকলে তখন সীতার অগ্রগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নে ত্রিজটা দেখিতে পায় যে, লঙ্কার প্রায় সকল রাক্ষসই বিনষ্ট হইয়াছে। সীতার সহিত রামের মিলন হইয়াছে। সুগ্রীব-লঙ্কার রাজা হইয়াছেন। রামা-সুন্দরা-২৭।

ত্রিজটী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। ত্রিজটী তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ত্রিজগন্মাতা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্বৃত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের

অন্ততম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২ ।

ত্রিজাত—সাংস্কৃত্য ঋষির বংশে নিমি নামে এক দ্বিজ ছিলেন। নিমির পুত্র ত্রিজাত, তিনি ত্রিজাতেশ্বর নামে এক মহাদেব স্থাপন করেন। স্বন্দ-নাগ-১১৫ ।

ত্রিজাতেশ্বর—ত্রিজাত দেখ।

ত্রিত—(১) আপ্তের তনয় ত্রিত, ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিয়া সপ্তরশ্মি ত্রিশরাকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্বপ্তার পুত্রের গাতী সকল অপহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮। ৮। (২) বিভূবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্ট-রূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ-১০। ৪৬। ৩। (৩) আর্ঘা ঋষিদের একটা প্রাচীন দেবতার নাম ছিল ত্রৈতন। তিনি ত্রিত নামেও খ্যাত ছিলেন। দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। ত্রিত জল পানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পতিত হইয়াছিলেন। অশুরেরা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত কূপের আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিত তাহা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫২। ৫। (৪) একবার অশুরেরা দীর্ঘতম। ঋষিকে নিম্ন মুখে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ত্রৈতন

সেই সময়ে আততায়ী অশুরকে সংহার করেন। ঋগ-১।১৫৮। ১। (৫) ত্রিত ঋষির নামানুসারে ত্রিততীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। মহর্ষি ত্রিত, দ্বিত, একত, উষস্তু প্রভৃতি ঋষিরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (৬) মহর্ষি ত্রিত বরুণের পুরোচিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা ১৫০।

ত্রিদণবন্ধাক—বিশ্বকস্মার অন্য নাম। স্বন্দ প্রভা-প্রভা ১১।

ত্রিদণেশ্বর—মহাদেবের অস্ত্র নাম। স্বন্দ-আব-রেবা-৬২।

ত্রিদেব—ভরত বংশীয় সাক্ষতির অত্মতম তনয় ত্রিদেব। বায়ু-৯৯।

ত্রিধন্বা—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুধন্বার তনয় ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার তনয় ত্র্যয়ারুণ। হরি-হরি-১২; কুর্ধ-পূ-২১। (২) মনুবংশীয় নরপতি বসুমনা হইতে শিবচিন্তা পরায়ণ ত্রিধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিধন্বা ব্রহ্মানন্দ তত্ত্বীর আদেশে শিবের সহস্র নাম জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হন। ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যয়ারুণ, এবং ত্র্যয়ারুণের তনয় সত্যব্রত (অস্ত্র নাম ত্রিশঙ্কু)। লি-৬৫, ৬৬। (৩) মাক্ষাতার বংশীয় নরপতি স্তমনার পুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যয়ারুণ। বিষ্ণু ৪র্থ-৩।

ত্রিধামা—(১) যুগে যুগে অনেক বাস

ছিলেন। বরাহকল্পে ত্রিধামা বেদ-
বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান
প্রদর্শক শিবাবতার বাস ছিলেন।
লি-৭; বিষ্ণু-৩৩-৩। (২) বৈবস্বত
মহাস্তরের দশম দ্বাপরে ত্রিধামা বাস
হইরাছিলেন। কৃষ্ণ-পূ-৫১।

ত্রিনেত্র—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-
শান্তি-২৮৫।

ত্রিনেত্রা—দেবাসুর সময়, মহেশ্বরীর
শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি,
দেবসেনাপতি কাঙ্ক্ষিকেরকে সাহায্য
করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততমা
ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপদা—দেবাসুর সময়; মহেশ্বরীর
শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি,
দেবসেনাপতি কাঙ্ক্ষিকেরকে সাহায্য
করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততমা
ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত ৭২।

ত্রিপাং—বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে
ত্রিপাং নামক এক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে
খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব
মুনি নামে অবতীর্ণ হন এবং বলবন্ধ,
নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই
চারিজন মুনির তনয় ছিলেন। তাঁহারা
সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪।

ত্রিপাদ—(১) দৈত্যপতি ত্রিপাদ এক
কোটা দানব সৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া,
দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি
কাঙ্ক্ষিকেরের সহিত যুদ্ধ করিতে
আসিয়াছিলেন; কিন্তু কাঙ্ক্ষিকের

তাঁহাকে অমুচরগণের সহিত শক্তি
প্রহারে যমাগরে প্রেরণ করেন।
মহাভা-শলা-৪৭। (২) খসার অন্ততম
পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রিপিষ্টপেশ্বর—কাশীস্থিত একটা মহা-
দেব। স্বন্দ-কাশী-পূ-৪১।

ত্রিপুর—(১) একবার শিব, “আমি ভগতে
সংহারকর্তা” এই মনে করিয়া অহঙ্কারের
সহিত ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করিতে
উদ্যত হন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও
শকর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন
না। বরং ত্রিপুর রথদহ শকরকে
ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান করিয়া
ফেলিলেন। তখন শকর ত্রীকৃষ্ণের
স্তব করিতে লাগিলেন। ত্রীকৃষ্ণ বৃষরূপ
ধারণ করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া ও
শূল প্রদান করিয়া ত্রিপুরকে
বিনাশ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩৬। (২)
মহাদেব বিষ্ণু বিনাশন ত্রৈতের অমুষ্ঠান
করিয়া ত্রিপুরাসুরকে অনায়াসে বিনাশ
করিতে সমর্থ হন। বরা-১৩৬।
ত্রিপুরাসুরের বিনাশ কালে মহাদেব
বালক, বৃদ্ধ, রমণী সকলকেই বিনাশ
করিয়া পাপ লিপ্ত হন এবং বিষ্ণুর
শরণাপন্ন হইয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত
হন। বরা-১৩৬।

ত্রিপুরস্বয়ং—মহাদেবের অন্ত নাম। পদ্ম-
সৃষ্টি-৭।

ত্রিপুরতাপিনী—দেবাসুর সময়,
মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি

মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।

ত্রিপুরভৈরবী— দেবাসুর সময়, মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।

ত্রিপুরসুন্দরী— পার্বতীর অগ্র নাম শতাক্ষী। হর্গম নামক অশুরের সহিত দেবী শতাক্ষীর যুদ্ধ কালে, তাঁহার শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। দেবীভাগ-৭২-২৮।

ত্রিপুরা—দেবাসুর সময় মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২। দেবীভাগ-৭২-২৮।

ত্রিপুরাস্তক—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সিংহলে ত্রিপুরাস্তক, সিংহনাথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৭।

ত্রিপুরারি— মহাদেবের অগ্র নাম। ভাগ-২২-৭।

ত্রিপুরাসুর— মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। সেই সময়ে তিনি বাণক, বুদ্ধ, রমণী সকলকেই

বিনাশ করিয়া পাপ লিপ্ত হন। অবশেষে বিকুর অম্লগ্রহে পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। বরা-১৩৩।

মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে একটা মাত্র শর দ্বারা দাহ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুর—রাক্ষসপতি ত্রিপুর পৃথিবীতে শিখণ্ডীরপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ত্রিবক্তা—দেবাসুর সময়, মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।

ত্রিবক্রা—অন্য নাম কুজা। ভাগ-১০-২-১২। কুজা দেখ।

ত্রিবন—যযাতি বংশীয় রত্নিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমর্তরয়া ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরী মাকাতার জননী। মৎ-৪৩।

ত্রিবন্ধন—মহুবংশীয় নরপতি প্রাক্রণের পুত্র ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধনের পুত্রের নাম সত্যব্রত। তাঁহার অন্য নাম ত্রিশঙ্কু ছিল। এই ত্রিশঙ্কু-সত্যব্রতের পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র। ভাগ-৯২-৭।

ত্রিবর্গকলদায়িনী— দেবাসুর সময়, মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।

ত্রিবর্গা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসমুচ্চা যে সকল মহাশক্তি দেব-সেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ঋদ্ধ-কাশী-উক্ত-৭২।

ত্রিবার—কল্পণ পত্নী বিনতা হইতে বলবান বহু বিহগের জন্ম হয়। তন্মধ্যে ত্রিবার অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

ত্রিবিক্রম—(১) বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামা-সুন্দরা-২১। (২) ধ্রুব অসুর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মভবন অধিকার করিতে মনস্ত করেন। বিষ্ণু সেই জন্য বিরাট ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। বাম-৭৮। গতিভাস দেখ।

ত্রিবিষ্টপ—ঋদ্ধ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, তদ্রূপাণী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর ত্রিবিষ্টপকে প্রদান করিয়া, ছিলেন। বাম-৫৭।

ত্রিবৃৎ—বরাহকল্পের একাদশ ষাপরে, ত্রিবৃৎ বাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব উগ্র নামে অবতীর্ণ হন। লম্ব, লম্বকেশক, লম্বাক ও লম্বোদর নামে তাঁহার যোগাঙ্গা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ত্র্যম্বক-২৩; ঋদ্ধ-মাহে-কুমা-৪০।

ত্রিবৃন্ত—যুগে যুগে অনেক বাস ছিলেন। বরাহকল্পে ত্রিবৃন্ত বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার বাস ছিলেন। লি-২৩।

ত্রিবৃষা—বৈবস্বত যজ্ঞকালের একাদশ ষাপরে মহাবি ত্রিবৃষা কেন বিভাজ করিয়া, বেদবাস নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন। বিষ্ণু-৩২-৩।

ত্রিবৃক্ষ—রাজা ত্রিবৃক্ষের অপত্য ত্রেক্ষ একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১।

ত্রিব্রত—বরাহকল্পের একাদশ ষাপরে ত্রিব্রত নামা মুনী বাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব গন্ধা দ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর-যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪।

ত্রিভামু—যযাতি বংশীয় ভামুমানের তনয় ত্রিভামু, ত্রিভামুর তনয় করক্কম, করক্কমের তনয় মরুত। ভাগ-৯২-২৩।

ত্রিভুবনকেশব—কাশীস্থিত ত্রিভুবন-কেশব মহাদেবের পূজা করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ঋদ্ধ-কাশী-উক্ত-৬১।

ত্রিমুখ—কাশীধামে ত্রিমুখ নামে এক গণপতি আছেন। তাঁহার একটা মুখ বানর মুখের ন্যায়, একটা মুখ সিংহ মুখের ন্যায় ও অন্যটা হস্তী মুখের ন্যায়। তিনি সতত কাশীর ভয় নিবারণ করিতেছেন। ঋদ্ধ-কাশী-উক্ত-৫৭।

ত্রিমূর্তি—বশিষ্ঠের ঔরসে স্ত্রীতাচী অঙ্গরা হইতে ত্রিমূর্তির জন্ম হয়। এই

কপিঞ্জলেরই অন্য নাম ত্রিমূর্তি ও ইন্দ্র-
প্রমিতি । লি-৬৩ ।

ত্রিমূর্তী—অম্বরগণ আরসপাত্রে পৃথিবীকে
দোহন করিয়াছিলেন । তখন বৎস
হইয়াছিলেন প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন ।
দোষা, ত্রিমূর্তী এবং দোহন বস্ত্র মায়া ।
উক্ত ত্রিমূর্তী হইতেই মায়া বিস্তার হয় ।
পদ্ম-সৃষ্টি-৮ ।

ত্রিগন্ধক—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায়
শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন ।
তন্মধ্যে ত্রিকাচলে ত্রিগন্ধক শিবলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত আছেন । স্বল্প-মাহে-
কেদা-৭ ।

ত্রিলোকপাবন—মহর্ষি ত্রিলোকপাবন
পূর্বদিকে অবস্থান করেন । মহাভা-
শাস্তি-২০৮ ।

ত্রিলোকেশ—মহাদেবের অন্য নাম ।
মহাভা-আখণ্ড-৮ ।

ত্রিলোচন—মহাদেবের অন্য নাম ।
রামা-লঙ্কা-১১২ ।

ত্রিলোচনা—পার্বতীর অস্ত্র নাম ।
পার্বতী দেখ ।

ত্রিশঙ্কু—(১) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি ত্রিশঙ্কু
যজ্ঞ সাধন করিয়া স্বর্গরীরে স্বর্গে গমন
করিতে অভিলাষী হইয়া, পুরোহিত
বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন । কিন্তু বশিষ্ঠ
“ইহা অসম্ভব” বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যা-
খ্যান করেন । তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ-
পুত্রদের নিকট গমন করেন । তাঁহারাও
তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন । তখন

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অস্ত্র পুরোহিতের
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বলিলে, বশিষ্ঠ
তনয়েরা তাঁহাকে “চণ্ডালস্ব প্রাপ্ত হও”
বলিয়া অভিশাপ দেন । তাঁহাদের
শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালস্ব প্রাপ্ত হইলে,
আত্মীয়, জ্ঞাতি, অমাত্য ও পৌর
সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ।
তখন তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া,
বিখ্যামিত্র সমীপে গমন করিলেন ।
বিখ্যামিত্র তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া স্বীয়
পুত্র দ্বারা সকল ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ
করিয়া, ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত
হইলে, বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নামক
ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না ।
তাঁহারা বলিলেন—যে যজ্ঞের পুরোহিত
কত্রিয় এবং যজ্ঞকর্তা চণ্ডাল, সেই যজ্ঞে
দেবগণ কি করিয়া আগমন করিবেন ?
ফলেও তাহাই হইল, দেবগণ সেই যজ্ঞে
আগিলেন না । এই জন্ত বিখ্যামিত্র
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, এই শাপ দিলেন
যে, “তাঁহারা ভয়ীভূত হইবে, সাতশত
জন্ম শব-ভোজনে কাল কাটাইতে
হইবে ।” এদিকে বিখ্যামিত্র তপস্তার
বলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন ।
স্বর্গের দেবগণ ও ইন্দ্র তাঁহাকে তথায়
স্থান দিলেন না । ত্রিশঙ্কু স্বর্গ হইতে
পতিত হইতে লাগিলেন । বিখ্যামিত্র
তদর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্বিতীয়
স্বর্গ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন ।
দেবগণ ভীত হইয়া বিখ্যামিত্রের নিকট

আগমন করিয়া, এই মীমাংসা করিলেন যে, ত্রিশঙ্কু শূভ্রই অবহান করিবেন এবং বিশ্বামিত্র আর স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন না। রামা-আদি-৫৭, ৬০। (২) পৃথ্বর পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাবশা ধুম্রমার, ধুম্রমারের পুত্র মহারথ বুবনাশ। রামা-আদি-৭০। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি জ্যাক্ষরার পুত্র সত্যব্রত। এই সত্যব্রতের অন্ত নাম ছিল ত্রিশঙ্কু। তিনি হর্ষক্লিবশতঃ বিবাহের মন্ত্র সকলের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি বাল-স্নেহত চপলতাবশতঃ পরের পরিলীতা বনিতাকে ভাৰ্য্যা করিয়াছিলেন। আর কামবশতঃ কোনও পুরবাসীজনের কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ এই তিন অধর্ম শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র সত্যব্রতকে চণ্ডালগণের সহিত বাস করিতে শাপ প্রদান করেন। এই জন্ত তিনি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। বশিষ্ঠ তাহা জানিয়াও বারণ করেন নাই। শাপ প্রভাবে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পিতা জ্যাক্ষর তপস্তার্থ বনে গমন করিয়া, দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রাজ্যে ইন্দ্রদেব দ্বাদশ বৎসর বারি বর্ষণ করেন নাই। সেই সময়ের পূর্বেই বিশ্বামিত্র স্বীয় রাজ্য পত্নীগণকে অর্পণ করিয়া তপস্তার্থ বনে গমন করেন। দুর্ভিক্ষে প্রণীড়িত হইয়া বিশ্বামিত্রের জ্যৈষ্ঠ, স্বীয় গুণ্ডকাত মধ্যম পুত্রের গলদেশে রজ্জু

বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট সন্তানদের তরশ পোষণার্থ গো শতের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। ত্রিশঙ্কু তাঁহাকে মোচন করিয়া প্রতিপালন করেন। বনচর যুগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতিকে হনন করিয়া তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। ত্রিশঙ্কু বিবিধ প্রকারে বিশ্বামিত্র পরিবারের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। পিতার অভিপ্রায় অমূল্যসারে ত্রিশঙ্কু দ্বাদশ বৎসর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পাপক্ষালন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একদা ত্রিশঙ্কু মাংস না থাকায় বশিষ্ঠের এক গাভীকে হনন করিয়া স্বয়ং কতক মাংস ভোজন করেন এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগকে অবশিষ্ট মাংস ভোজন করান। বিশ্বামিত্র তপস্ত্রান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, ত্রিশঙ্কু কর্তৃক পরিবার পোষণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং বর দিতে উত্তত হন। ত্রিশঙ্কু স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার বর প্রার্থনা করেন। বিশ্বামিত্র দেবগণ ও বশিষ্ঠের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেকয়বংশীয়া সত্যরথানামী ত্রিশঙ্কুর ভাৰ্য্যা হইতে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিত। হরি-হরি-১২, ১৩। (৪) মহর্ষি ত্রিশঙ্কু ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তৈত্তি। (৫) জনৈক রাজা। তাঁহার ক্রীমতী নামী কন্যাকে নারায়ণ

বিবাহ করেন। লি-উত্ত-৫। অমৃত
দেখ।

ত্রিশিখ—চতুর্থ মন্বন্তরে তামসময়র সময়ে

ত্রিশিখ ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১।

ত্রিশিরা—(১) তিনি জনহানে নিহত ত্রিশিরা
নহেন, অন্ততম রাক্ষসবীর। রাবণের

সঙ্গে লঙ্কা সমরে গমন করিয়াছিলেন।

রামা-লঙ্কা-৫৯। তিনি রাবণের পুত্র।

লঙ্কা সমরে হনুমান হস্তে নিহত হন।

রামা-লঙ্কা-৭০। (২) বিশ্রবা মূনির অত-

তমা কন্যা। রাকার গর্ভে ত্রিশিরা দুষণ

ও বিদ্যাজ্জিহ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কুর্শ

পু-১৯। (৩) মহর্ষি ত্রিশিরা একজন

ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি

অগ্নি ও ইন্দ্র সঙ্ঘকে কতিপয় ঋকমন্ত্র

রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৮।১।

(৪) ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহর্ষি

আপ্তের পুত্র ত্রিত, সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে

বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮।৮।

(৫) মাল্যবান্ রাক্ষসের কনিষ্ঠ। কন্যা

ও বিশ্রবা মূনির অততমা স্ত্রী বলাকা

হইতে ত্রিশিরা, দুষণ ও বিদ্যাজ্জিহ্ব

নামে তিন পুত্র ও মালিকা নামী এক

কন্যা জন্মে। লি-৬৩। (৬) পূর্বকালে

দেবশ্রেষ্ঠ মহাতপা ষষ্ঠা নামে এক

প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট

সাধনের নিমিত্ত ত্রিশিরা নামে এক পুত্র

উৎপাদন করেন। ত্রিশিরা এক বদনে

বেদাধ্যয়ন, দ্বিতীয় বদনে সুরাপান ও

তৃতীয় বদনে সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করিতে

উদ্যত ছিলেন। এই ত্রিশিরা ইন্দ্রপদ

লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্তা

আরম্ভ করেন। ইন্দ্র কতিপয় অশুরা

পাঠাইয়া, তাঁহার তপস্তার বাধাত

জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন।

পরে স্বয়ং বজ্রধারা তাঁহাকে সংহার

করেন এবং এক স্তম্ভের কুঠার দ্বারা

তাঁহার মস্তকত্রয় ছেদন করেন। ত্রিশিরা

যে মুখে বেদাধ্যয়ন করিতেন তাহা

হইতে কপিঞ্জল, যেমুখ দ্বারা সুরাপান

করিতেন, তাহা হইতে কলবিদ্ধ এবং যে

মুখে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত

ছিলেন, তাহা হইতে তিস্তির পক্ষীর

উদ্ভব হইল। এদিকে নিরাপরাধ পুত্রের

বিনাশে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ষষ্ঠা, অগ্নিতে

আহুতি প্রদানপূর্বক ব্রহ্ম নামক এক

পুত্রের উৎপাদন করেন। মহাভা-

উদ্-৮, ১৮। (৭) অন্ধকাসুরের সহিত

মহাদেবের যুদ্ধে, দৈত্য ত্রিশিরার সহিত

বরুণদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৯।

ত্রিশীর্ষ—(১) ত্রিশীর্ষ নামে এক ঋষি

ছিলেন। বরা-১৭০। (২) মহাদেবের

অন্ত নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৩)

কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্ততম

পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রিশূলপাণি—মহাদেবের এক নাম।

মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিশূঙ্গ—দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্ততম

মন্ত্রী। তিনি মহিষরূপী মহাদেবের

শৃঙ্গাঘাতে যমাগরে গমন করেন। রুক্ম-

নাগ-১২২

ত্রিশোক—মহর্ষি কবের তনয় ত্রিশোক একজন ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-১।১১২।১ । তিনি একবার অশ্বিনের স্তুতি করিয়া অশ্বর কৰ্ভুক অপহৃত গো উদ্ধার করিয়াছিলেন । ঋগ-৮।৪৬।২১, ২৪ ।

ত্রিশোকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, ত্রিশোকা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

ত্রিসন্ধ্যা—সাবিত্রীদেবী কুজাতক তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা নামে অভিহিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

ত্রিসন্ধোৎসব—কালীতে ত্রিসন্ধোৎসব মহাদেব আছেন । যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা পূর্বক ত্রিসন্ধোৎসব মহাদেবকে সন্দর্শন করেন, তিন বেদপাঠে যে পুণ্য হয়, তিনি সেই পুণ্যের অধিকারী হন । স্বল্প-কালী-উত্ত-৬১ ।

ত্রিসাহু—যযাতিবংশীয় বহির তনয় গোভাহু, গোভাহুর তনয় ত্রিসাহু, ত্রিসাহুর তনয় করকম । বায়ু-৯৯ ।

ত্রিসারি—যযাতিবংশীয় গোভাহুর তনয় ত্রিসারি, ত্রিসারির তনয় করকম, করকমের তনয় ভরত । মৎ-৪৮ ।

ত্রিস্ত—কশ্ঠপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয় । বায়ু-৬৯ । খসা দেখ ।

ত্রীপূর্ব—ত্রীপূর্ব নামে ব্রাহ্মস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

ক্রুটী—দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ, দেবসেনাপতি স্বল্পকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্রুটী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ ।

ক্রোতাগ্নি—রাজা পুরুব বা যজ্ঞাদি কার্য নির্বাহের জন্য অশ্বরা ক্রোতাগ্নি ও উর্কসীকে গন্ধর্বলোক হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-৭৫ ।

ক্রৈতন—অন্য নাম ত্রিত । ত্রিত দেখ ।

ক্রৈধব—মাকাতার বংশে নরপতি হর্গাধের জন্ম হয় । তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন । বসুমতের তনয় ত্রৈধবা, ত্রৈধবা হইতে ত্রৈধব, ত্রৈধব হইতে ত্রৈব্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৮৮ ।

ক্রৈপুরি—ত্রিপুয়াম্বরের তনয় ত্রৈপুরি, স্বীয় পিতার নিধনের পর সময়ে অবতীর্ণ হন । তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে গণপতি হস্তে পরাজিত ও নিহত হন । পদ্ম-সৃষ্টি-৭৪ ।

ক্রৈবলী—প্রাচীন কালে ক্রৈবলী নামে এক ঋষি ছিলেন । মহাভা-সভা-৪০ ।

ক্রৈলোকা বিজয়া—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীয় শরীরসমুত্তা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কাস্তিকেরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । স্বল্প-কালী-উত্ত-৭২ ।

ক্রৈলোক্যমোহিনী—বিষ্ণুর দেহসমুত্তা কল্যাণদায়িনী অন্যতম মাতৃকা । মৎ-১০৩

ত্রৈলোক্যেশ্বরী— দেবাসুর সময়,
মহেশ্বরীর শরীরসজ্জা যে সকল
মহাশক্তি, দেবলেনাপতি কার্তিকেয়কে
সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের
অন্যতম। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।

ত্রৈশানি—যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্কসু,
তুর্কসুর অন্যতম তনয় বর্গ, (বিষ্ণু—
বহি) বর্গের তনয় গোভানু, গোভানুর
তনয় ত্রৈশানি, ত্রৈশানির পুত্র করকম।
অগ্নি-২৭৭।

ত্রৈশাধ—যজুবংশীয় গোভানুর তনয়
ত্রৈশাধ, ত্রৈশাধের তনয় করকম,
করকমের তনয় মরুস্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬।

ত্রৈশ্শায়ন—মহাবি ত্রৈশ্শায়ন একজন
বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ
ও কুণ্ডিন এই তিনটি আর্ষের প্রবর।
মৎ-২০০।

ত্রৈসানু—যযাতি বংশীয় তুর্কসুর তনয়
বহি, বহির তনয় গোভানু, গোভানুর
তনয় ত্রৈসানু, ত্রৈসানুর পুত্র করকম।
হরি-হরি-৩২। ত্রৈশানি দেখ।

ত্র্যক্ষ—নরপতি অববোধের অন্যতম
তনয়। বরা-৫২।

ত্র্যকোশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৫৫।

ত্র্যম্বক—(১) মহাদেবের অগ্র নাম।
বরা-২১। ইহার সহিত অম্বক নামক
অশুরের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। রামা-
লঙ্কা-৫৩। (২) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক,

সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, শিনাকী
ও অপরাজিত ইহারা অষ্টবসু নামে
খ্যাত। বৈবস্বত মনুর সময়ে ইহারা
অষ্ট বসু ও দেবতা ছিলেন। পূর্বে
ইহাদিগকে দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ
বলিয়া নির্দেশ করা হইত। মহাভা-
শাস্তি-২০৮। (২) কশ্যপ পত্নী সুরভি
হইতে ত্র্যম্বক প্রভৃতি একাদশ রুদ্র
জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।
অজৈকপাদ দেখ। বিষ্ণু-১ম-১৫ ;
মহাভা-অনুশা-১৫০।

ত্র্যাক্ষাঙ্গী—ভরত বংশীয় নরপতি উপ-
ক্ষয়ের জ্যৈষ্ঠাংশ হইতে ত্র্যাক্ষাঙ্গী,
পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন।
কপি হইতে যে ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ
করেন, তাঁহারা সকলেই ত্র্যাক্ষণ
হইয়াছিলেন। বায়ু-৯২।

ত্র্যাক্ষণ—রাজা ত্রিবিক্রের তনয় ত্র্যাক্ষণ
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
ঋগ-৫।২৭।১।

ত্র্যাক্ষণী—যযাতি বংশীয় মনসুর তনয়
অভয়দ, অভয়দের তনয় উরুক্ষর,
উরুক্ষরের তনয় ত্র্যাক্ষণি, ত্র্যাক্ষণির
তনয় পুষ্করাক্ষণি। কঙ্কি-৩য়-৫।

ত্র্যম্বণ—ভরত বংশীয় উরুক্ষরের পত্নী
বিশালা হইতে ত্র্যম্বণ, পুষ্করি ও কবি
নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহারা সকলেই ত্র্যাক্ষণ্য প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯।

দ

দংশ—সত্যযুগে দংশ নামে এক অসুর ছিলেন। তিনি মহর্ষি ভৃগুর পত্নীকে হরণ করিয়া তৎকর্তৃক শাপগ্রস্ত হন। তৎপরে ভৃগুবাংশীয় পরশুরাম তাঁহাকে শাপ মুক্ত করেন। মহাভা-শান্তি-৩।

দংশাণা—অন্ধকাজুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দক্ষ—(১) মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দহু, কালকা, তাত্রা, ক্রোধবশা, মমু ও অনলা নামী আট জনকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারবর্ষ, এই তেত্রিশ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। দিতি হইতে দৈত্যগণ, দহু হইতে অশ্বগ্ৰীব, এবং কালকা হইতে নরক ও কালকা নামে দুই পুত্র জন্মে। তাত্রা হইতে ক্রোধী, ভাগী, ত্রেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নামী পাঁচ কন্তা জন্মে। ক্রোধবশা হইতে যুগী, যুগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, যেতা, সুরভি, সুরসা ও কজু নামী দশ কন্তা জন্মে। মমু নামী পত্নী হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র

এই চারি বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অনলা বৃক্ষ সকলকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (২) দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে এবং তাঁহার জ্ঞী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। দক্ষের জ্ঞী পঞ্চাশটী কন্তাকে প্রসব করেন। দক্ষের পুত্র ছিল না বলিয়া ঐ সকল সর্বাঙ্গ স্ফন্দরী কন্তাকে তিনি পুত্রিকা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কন্তার মধ্যে দক্ষ, ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী ও চন্দ্রকে সাতাশটী প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৬৩। (৩) অদিতি দিতি, দহু, কালকা, দনায়, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিদ্যা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কজু এই ত্রয়োদশ দক্ষচহিতা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে অদিতি হইতে দ্বাদশ আদিত্য জন্মে। শ্রাদ্ধ-ভাগ্যই বিষদেবগণ মধ্যে একজন দক্ষ ছিলেন। মহাভা-অমুশা-১১। (৪) প্রজাপতি প্রাচীনবহির দশ পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে খ্যাত ছিলেন। এই প্রচেতার দশ ভাই মিলিয়া সোমের কন্তা মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচেতস দক্ষ প্রথমত মানস-জাত সমুদয় সৃজন করেন। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশুপক্ষী ও সরীসৃপগণকে মনে মনেই সৃজন করিয়াছিলেন। এই মানস প্রজাগণ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত না

হওয়ার দক্ষ, অবশেষে বীরণ প্রজাপতির কন্যা সূতপত্তাসম্বিতা মহতী লোক-ধারিণী অসিক্লীকে বিবাহ করেন। এই অসিক্লী হইতে প্রথমে দক্ষের পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। হর্ষাশ্ব প্রভৃতি দক্ষের এই পঞ্চ সহস্র পুত্র, ব্রহ্মার পুত্র নারদের উপদেশে চতুর্দিকে অনান্যনরপেক্ষ হইয়া আত্ম দর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন। তাঁহারা আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। সমাধি বলে কৈবল্য লাভ করিলেন। তাঁহারা অমুক্তিষ্ট হইলে, পুনর্বার দক্ষ অসিক্লীতে সবলাশ্ব প্রভৃতি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা ও নারদের পরামর্শে ভ্রাতাদের অধেষণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না। ইহাতে দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দিলেন যে—“তুমি গর্ভবাস যন্ত্রনা অমুভব কর”। পরে দক্ষ অসিক্লীতে বটি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী, বসু, বামী, লম্বা, ভানু, মরুদতী, সঙ্কল্পা, মুহুর্ভা, সাধ্যা ও বিখা এই দশটা ধর্মের পত্নী। অদিতি, দিতি, দহু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাত্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কজ্জ, মুনী ও স্বসা এই ত্রয়োদশটা কন্যাপের পত্নী। রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটা চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষ অরিষ্টনেমীকে চারিটা, অজিরাকে দুইটা, কুশাশ্বকে দুইটা ও বহুপুত্রকে দুইটা কন্যা প্রদান

করিয়াছিলেন। হরি হরি-৩, ৪। (৫) হরিবংশের অন্তর্গত আছে, কন্যক দক্ষের দ্বাদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতিষোড়শটা কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটা ধর্মের, স্বাহা অগ্নির, স্বধা পিতৃগণের ও সূতী, মহাদেবের স্ত্রী ছিলেন। ভাগ-৪৬-১।

(৬) দক্ষ প্রথমে দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি ও খেচর, ভূচর, জলচর প্রজা সকলকে মনঘারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ প্রজ্ঞা অবলম্বনপূর্বক বিন্মগিরির সম্মিহিত একটা ক্ষুদ্র পর্বতে গমন করিয়া, সুহৃৎচর তপস্তা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্তার সন্তুষ্টি হইয়া ভগবান্ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করিতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি অসিক্লীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে প্রথমে হর্ষাশ্ব নামক অযুত সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। নারদের উপদেশে তাঁহাদের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। দক্ষ পরে আবার অসিক্লীতে সবলাশ্ব (শবলাশ্ব) নামক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারাও ভ্রাতাদের স্ত্রীর নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। পরে দক্ষ অসিক্লীতে আবার বটি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে ভানু,

লক্ষ্মা, কক্কদ, যামী, বিখা, সাখ্যা, মক্ষমতী, বনু, মুহুর্তা ও সখক্ষা এই দশটি ধর্মের পত্নী, তেরটা মহাবি কস্ত্রণের পত্নী, সাতাশটা চন্দের পত্নী, অবশিষ্ট দশটির মধ্যে স্বরূপা ও অপর একটা ভূতের পত্নী, স্বধা ও সতীকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন, অচি ও ধীবগাকে কুশাধ এবং বিনতা, কক্ষ, পতঙ্গী ও যামিনীকে তাক বিবাহ করেন। এইরূপে দক্ষবংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ভাগ-৬২-৪, ৫।

(৭) যযাতিবংশীর উনীনরের শিবি, বর, কুমি ও দক্ষ নামে চারি পুত্র ছিল। ভাগ-২২-২৩। (৮) ব্রহ্মা যোগবিজ্ঞা প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। তন্মধ্যে দক্ষ, মহুর কস্ত্রা প্রমুখতিকে বিবাহ করেন। দক্ষের শাপে নারদ উর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। লি-৬৩। (৯) প্রজাপতি দক্ষ স্বায়ম্ভুব-মহুর কস্ত্রা প্রমুখতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষের চতুর্বিংশতি কস্ত্রা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে প্রজা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লক্ষ্মা, বনু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তিকে ধর্ম বিবাহ করেন। 'অপর একাদশ কস্ত্রার মধ্যে ঋতিকে ভৃগু, সতীকে ভব, সঙ্কৃতিকে মরীচি, স্মৃতিকে অঙ্গিরা, প্রীতিকে পুলস্ত্য, ক্ষমাকে পুলহ, সন্নীতিকে ক্রতু, অমুস্মাকে অত্রি, উর্দ্ধতকে বশিষ্ঠ, স্বাহাকে বহি এবং

স্বধাকে পিতৃগণ বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। ইড়া দেখ। (১০) পূর্বকালে কন্দম, বিকৃত, শেব, সংশ্রয় হাহু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান, অরিশ্টনেমী এবং কস্ত্রপ প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষপ্রজাপতির ষষ্টি (ষাট) কস্ত্রার মধ্যে অদিতি প্রভৃতি আটটাকে কস্ত্রপ বিবাহ করেন। (১১) দক্ষপ্রজাপতি মহুর কস্ত্রা প্রমুখতিকে বিবাহ করেন তাঁহার গর্ভে প্রজা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিকা, হ্রী, মুষ্টি, স্বধা, স্বাহা ও সতী নামী ষোড়শ কস্ত্রা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সতী শিবের পত্নী ছিলেন। বিশ্বঅষ্টাদের যজ্ঞে সমুদয় দেবগণ ও মুনিগণ উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই সভায় দক্ষ উপস্থিত হইলে, সকলেই গাত্ৰোত্থান করিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন করিলেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব আসন পরিত্যাগ করিলেন না। ইহাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া "দেবতাদিগের যজন সময়ে এই দেবধর্ম ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞ ভাগ না পায়" এই বলিয়া শিবকে শাপ প্রদান করিলেন। তদুপরে শিবাত্মচর নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ ও তৎ মতাবলম্বীদিগকে শাপ প্রদান করিলে, ভৃগুমুনি ও আবার তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। শিব এই প্রকার পরস্পর শাপ প্রদানে বিরক্ত হইয়া, সেই স্থান

পরিভ্রমণ করিলেন। তদনন্তর দক্ষ, রুদ্রসহ ত্র্যম্বকদিগকে তিরস্কার করিয়া বৃহস্পতিসহ নামে এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দক্ষের সমুদয় কন্তারাই জামাতৃগণ সহ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শিবের প্রতি বিষেবশতঃ, দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাকুক, এমনকি স্বীয় কন্তাকে পর্যন্ত এই যজ্ঞের সংবাদও প্রেরণ করেন নাই। এদিকে সতী লোকমুখে এই বিষয় অবগত হইয়া, পিতৃালয়ে যাঁহাতে উৎসুক হইলেন। শিব প্রথমত তাঁহাকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান করেন নাই। পরে তাঁহার নিরীক্কাতিশয় দর্শনে গমনে সম্মতি প্রদান করেন। সতী, মদ প্রভৃতি রক্ষিণীরা বেষ্টিত হইয়া, বুধবেস্ত্রে আরোহণ করিয়া পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইলে, দক্ষ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বীয় পিতা দক্ষকে শিব বিষেবশের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিলেন। তদর্শনে শিবানুচরেরা যজ্ঞস্থলে দক্ষের লোকদিগকে আক্রমণ করিলে, ভৃগুমুনির আহুতি হইতে উৎপন্ন, ঋতু নামক দেবগণ শিবানুচরদিগকে বিভাঙিত করিয়া দেন। তাহা শ্রবণে মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বীয় মন্তক হইতে একটি জটা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র নামক এক বীর প্রাচুর্যত হইল। বীরভদ্র শিবের আদেশে স্বীয় অনুচরগণ সহ দক্ষযজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞস্থানী ও লোকমর্দন পূর্বক যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত করিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মন্তক ছেদন করেন। মণিমান ভৃগুকে বন্ধন করেন। চণ্ডেশ্বর্যদেবকে, নন্দীশ্বর ভবদেবকে শাস্তি প্রদান করেন। বীরভদ্র ভৃগুর শস্ত্র উৎপাটন, ভগের চক্ষু উৎপাটন ও বলভদ্র পুষার দশন ভগ্ন করিয়া দেন। এই প্রকারে তাঁহার দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিয়া সবিশেষ নিবেদন করিলেন, তিনি তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ভব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধ সংবরণার্থ প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। তদনন্তর দক্ষের মন্তকে একটি ছাগমুণ্ড, ভৃগুর শস্ত্র ছাগশস্ত্র হইল। পুষার দস্ত পুনঃ সংযোজিত ও ভগ পুনরায় চক্ষু লাভ করিলেন। ভাগ-৯৯-১০। (১২) প্রচে-তার দশ ভাই মিলিয়া প্রমোচীর কন্তা রূপবতী মারিষাকে বিবাহ করেন। মহাদেবকে অবজ্ঞা করার জন্য, দক্ষ মারিষার গর্ভে অন্তগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৯-১০। (১৩) অদিতির অন্ততম পুত্র দক্ষ। ঋগ-২।২৭।১। অংশ দেখ। দক্ষের কন্তা ইলা। ঋগ-৩।২৭।১০।

(১৪) প্রথমে ব্রহ্মা রুদ্রাদি তপোধনকে, পরে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমারকে তদনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদকে স্রজন করেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্ম, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম ও নারদকে যুক্তিপথে নিরোগ করিয়া ছিলেন। বরা-২। (১৫) ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত একদা দক্ষ, যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পৌরহিত্যে বৃত্ত হন। ইতিমধ্যে রুদ্রদেব তপস্তার্থ জল-নিমগ্ন ছিলেন। তিনি জল হইতে উদ্ভূত হইয়া, পৃথিবীকে নানাবিধ শোভন বৃক্ষে, বহুবিধ প্রাণী ও মনুষ্যানিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নারায়ণ কর্তৃক রুদ্র সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই কার্যে অত্তে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভূত-প্রৈতাদি সহ যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ দক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, মহাদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিষ্ণু দেবগণের রক্ষার্থ রুদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা হরি ও হরকে এই যুদ্ধ হইতে বিরত করেন। পরে দেবগণ স্তব দ্বারা রুদ্রকে সন্তুষ্ট করিলে, রুদ্র দক্ষকে যজ্ঞ সম্পাদনে অহুমতি দেন। এদিকে

ব্রহ্মা গৌরীকে পুত্রী করণার্থ দক্ষকে প্রদান করেন। দক্ষ গৌরীকে রুদ্র হস্তে প্রদান করেন। গৌরী গিতায় যজ্ঞ ও পুরী বিনষ্ট হওয়ার অতি দুঃখিত হইয়া তপস্তার্থ হিমালয়ে গমন করেন। পরে স্বীয় শরীরাদি দ্বারা স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়া, হিমালয় গৃহে উমা নামে জন্মগ্রহণ করেন। বরা-২১, ২২। (১৬) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের অদिति নামী কন্যা হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হন। সূর্য্যের অপর নাম বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র মনু বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১৭) কুর্শ্ব পুরাণে দক্ষ যজ্ঞ বিনাশের গল্পটা একটু পরিবর্তিতাকারে আছে। কুর্শ্ব-১৩—১৫। মহাবি ভৃগুর পত্নী পৌলোমা দিব্যা হইতে অব্যয়, দক্ষ প্রভৃতি ঋষিগণ পুত্র জন্মে। মৎ-১২৫। অব্যয় দেখ। (১৮) অঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম দক্ষ। মৎ-১২৫। আত্মা দেখ। (১৯) বিশ্বদেবগণের অন্যতম দক্ষ। মৎ-২০৩। বিশ্বদেবগণ দেখ। (২০) বৈরাজ মনুর কন্যা প্রমুতিকে দক্ষ বিবাহ করেন। প্রমুতি চতুর্ভিংশতি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি নামী ত্রয়োদশ কন্যা ধর্মের পত্নী ছিলেন। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে সতী মহাদেবকে, খ্যাতি

ভৃগুকে, সত্বতি মরীচিকে, স্তুতি
অঙ্গিরাকে, ঐতি পুলস্ত্যকে, কমা
পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অমৃশ্বরা
অত্রিকে, উৰ্দ্ধা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে,
ও স্বধা শিভগণকে বিবাহ করেন।
বায়ু-১০।

দক্ষসাবর্ণি—বরুণ হইতে উৎপন্ন নবম
মহু দক্ষসাবর্ণির ভৃত্যকেতু, দীপ্তিকেতু
প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-
৮৬-১৩। তিনি দ্বিতীয় মেরুসাবর্ণি
নামেও খ্যাত। ইহার সময়ে পুলহ-
নন্দন হবিয়ান্, ভার্গব সুরূতি, অত্রি-
নন্দন আপোমুত্তি, বশিষ্ঠপুত্র অষ্টম,
পুলস্ত্যতনয় প্রমতি, কশ্যপপুত্র নাভাগ
ও অঙ্গিরার পুত্র নভসসত্য, এই সাত
ঋষি ছিলেন। মহুশ্বত, উত্তমোজা,
কুনিম্ব, বীৰ্য্যবান্, শতানিক, নিরমিত্র,
বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভুরিহ্ময় ও সুবৰ্চা, এই
দশজন দক্ষসাবর্ণির পুত্র। হরি-হরি-৭।
দক্ষসাবর্ণি মহুর সময়ে মরীচিগর্ভ ও
স্বধর্ম্মদেবতা ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেক
গণে ষাটশ দেবতা আছেন। সেই
সময়ে অকুত নামে ইন্দ্র হইরাছিলেন।
সবল, ছাতিমান্, ভব্য, বহুমেধা, ধৃতি,
জ্যোতিমান্ ও সত্য সপ্তর্ষি ছিলেন।
ভৃগুকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়
ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি দক্ষসাবর্ণির পুত্র
ছিলেন। বিষ্ণু-৩২-২।

দক্ষসাবর্ণিমহু—তিনি দ্বিতীয় মেরুসাবর্ণি।

ঐহার সময়ে পুলহ তনয় হবিয়ান্,

ভার্গব সুরূতি, অত্রিভনয় আপোমুত্তি
বশিষ্ঠনন্দন অষ্টম, পুলস্ত্যতনয় প্রমতি,
কশ্যপতনয় নাভাগ, অঙ্গিরাতনয়
নভস এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন।
মহুশ্বত, উত্তমোজা, কুনিম্ব, বীৰ্য্যবান্,
শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ,
ভুরিহ্ময় ও সুবৰ্চা এই দশ জন
দক্ষসাবর্ণিমহুর পুত্র ছিলেন। হরি-
হরি-৭।

দক্ষা—দক্ষের কন্যা ও ষাটশ আদিত্যের
একজনের স্ত্রী। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৯৯।
ষাটশ দক্ষকন্যা দেখ।

দক্ষিণ—অগ্নির অন্ততম পুত্র। ব্রহ্মটৈ-
প্রকৃ-৪০। অগ্নি দেখ। দেবীভা-৯৬-৪৩;
স্বল্প-আব-রেবা-২২।

দক্ষিণা—মহর্ষি রুচির পুত্র সুবজ্রের
ভাৰ্য্যা, দক্ষিণা হইতে বিষ্ণুর অন্যতম
অবতার সুখম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-
১৬-৩। মহর্ষি রুচির ঔরসে ও তাঁহার
ভাৰ্য্যা আকৃতির গর্ভে, বজ্রমুত্তি নামক
পুত্র ও দক্ষিণা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ বজ্রমুত্তিকেই
বিবাহ করেন। তাঁহাদের অপত্য,
তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভজ, শান্তি,
ইড়শ্চিতি, ইয়, কবি, স্বাহ, সুদেব,
রোচন ও বিভূ এই ষাটশ জন। ভাগ-
৪৬-১। তাঁহার বায়দেব নামে খ্যাত
ছিলেন। বিষ্ণু-১৫-৭; কুর্শ পু-৮।
বায়ু-১০।

দক্ষিণাশ্বি—অগ্নি দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত

হইয়া দেবগণকে দক্ষিণাভাগী করেন বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণায়ি । বরা-১৮ । অগ্নি দেখ ।

দক্ষিণামূর্তি— অন্যতমা দেবী । স্কন্দ-নাগ-৫৩ ।

দক্ষেশ্বর— দক্ষ কর্তৃক পূজিত শিবলিঙ্গ । দক্ষেশ্বর নামে খ্যাত । শিবকে অবজ্ঞা করাতে দক্ষ প্রজাপতির যে পাণ হই, তাহা মোচনের জন্য দক্ষ বহুশত বৎসর সেই লিঙ্গে শিবারাধনা করেন । তাহাতে ভগবান দেবদেব ও উমা সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ প্রদান করেন । সৌর-৭; স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৭, ৮৯ ।

দণ্ড— নরপতি বিদগ্ধের তনয় দণ্ড দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, তাঁহার পিতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-আদি-১৮৬ । (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি উৎকলের ষ্ঠক, দণ্ড ও অশ্বরীষ নামে তিন তনয় ছিল ; হরি-হরি-১০ । (৩) ধর্ম্মের পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও সময় জন্মগ্রহণ করেন । লি-৫ । ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে বিনয়, নয় ও দণ্ড জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-৭ । (৪) বৈবস্বত মনুর তনয় ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড এই তিনজন প্রধান ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২ । অথগু দেখ ।

দণ্ডক— বৈবস্বত মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর শত তনয়ের অন্যতম দণ্ডক । ভাগ-৯ঙ্ক-৬ । অশ্বরীষ দেখ ।

দণ্ডকেতু— নরপতি দণ্ডকেতু কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-দ্রোণ-২৩

দণ্ডকেরল— দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম তনয় রক্তাক্ষ । রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি দণ্ডকেরল । স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯ ।

দণ্ডগৌরী— অপ্সরা দণ্ডগৌরী ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিত । মহাভা-বন-৪৩ ।

দণ্ডধার— (১) মগধপতি দণ্ডধার কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-দ্রোণ-২৩ । পরে অর্জুনের শরে, তিনি নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-১৯ । (২) পাঞ্চালবংশীয় দণ্ডধার কুরুক্ষেত্র সমরে বৃষষ্টির চক্র রক্ষক ছিলেন । কর্ণ শরে তিনি নিহত হন । মহাভা-কর্ণ-৫০ ।

দণ্ডধারী— দণ্ডধারী নামে একজন শিবাবতার বোঁগাচার্য্য ছিলেন । লি-৭ ।

দণ্ডনায়ক— শিঙ্গল ও দণ্ডনায়ক সূর্য্যের অনুচর । তাঁহারা সূর্য্যের আদেশে তাঁহার তনয় রেবন্তের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণে বহু চেষ্টা করিয়াও অকৃত-কার্য্য হন । স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১১ ।

দণ্ডপাণি— (১) পাণ্ডববংশীয় মহীনয়ের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণির তনয় নিমি, নিমির তনয় ক্ষেমক । ভাগ-২ঙ্ক-২২ । (২) বহীনরের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ড-

পাণির তনয় নিরামিত্র, নিরামিত্রের তনয় ক্ষেমক । মৎ-৫০ । (৩) যমের অন্য নাম দণ্ডপাণি । ঋন্দ-মাহে-কেদা-৩ । (৪) মেধাবীর তনয় দণ্ডপাণি দণ্ডপাণির তনয় নিরামিত্র, নিরামিত্রের তনয় ক্ষেমক । বায়ু-৯৯ । (৫) কাশীতে দণ্ডপাণি নামে এক মহাদেব আছেন । ঋন্দ-কাশী-পু-৪১ । কাশীতে পোণ্ড্রক বাসুদেব নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার তনয় দণ্ডপাণি, ত্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পিতৃ হত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শঙ্করের আরাধনা করিয়া এক কৃত্য প্রাপ্ত হন । সেই কৃত্যাকে তিনি ত্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । ত্রীকৃষ্ণ স্বদর্শন চক্র তাঁহার উপর নিক্ষেপ করেন । কৃত্য ভয়ে রাজাস্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে । কিন্তু স্বদর্শন রাজাস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কৃত্য ও রাজা দণ্ডপাণিকে বধ করিয়া পুরী ভস্মীভূত করে । পদ্ম-উত্ত-২৫১ ।

দণ্ডবাহু—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্তিকের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দণ্ডবাহু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

দণ্ডশর্মা—সাক্ষতবংশীয় বিদূরথের পুত্র রাজাধিদেব, এই রাজাধিদেব হইতে

দত্ত, দণ্ডশর্মা প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩৮ । অতিদত্ত দেখ ।

দণ্ডত্মী—মগধের সাতকর্ণী বংশীয় রাজা যজ্ঞত্মীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র দণ্ডত্মী । তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন । তৎপশ্চাৎ রাজা পুলোমী সাত বৎসর রাজত্ব করেন । বায়ু-৯৯ । দণ্ডহস্ত—কাশীতে গজবিনায়কের উত্তরে দণ্ডহস্ত গণেশ আছেন । ঋন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭ ।

দণ্ডহস্তা—কাশীস্থিত একটা যোগিনী । ঋন্দ-কাশী-পু-৪৫ ।

দণ্ডাধার—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দণ্ডাধার । তিনি ভীমহস্তে, কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

দণ্ডাশ্ব—ইক্ষাকুবংশীয় ধুম্রমারের (অজ্ঞ নাম কুবলয়াশ্ব) অজ্ঞতম তনয় । কুর্শ-পু-২০ । কুবলয়াশ্ব দেখ ।

দণ্ডিকা—অরুণাচলে মুণ্ডী নামে যে মহাদেব আছেন, তাঁহার শক্তির নাম দণ্ডিকা । ঋন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২ ।

দণ্ডিমুণ্ড—মহাদেবের এক নাম । মহাভা-শান্তি-২৮৫ ।

দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন । ছাগল, কুস্তল, কুস্তাণ্ড ও প্রবাহক নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল । লি-২৪ ।

দণ্ডী—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দত্তী । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৭ । (২) সূর্য্যের ষারপাল । রাবণ সূর্য্যকে পরাভব করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন । রামা-উত্ত-২৫ ।

দত্ত—(১) মহর্ষি অত্রির অন্ততম তনয় দত্ত । তিনি দত্তাত্রেয় নামেও খ্যাত ছিলেন । এই দত্তের বর প্রভাবেই কার্তবীৰ্য্যার্জুন সপ্তরীপ জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন । হরি-হরি-৩৩ । (২) সাস্বত বংশীয় নরপতি রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামী দুই কন্যা ছিল । হরি-হরি-৩৮ । (৩) স্বারোচিষ মনুস্তরে, ঔরু, কশ্যপ, স্তম্ভ, দত্ত, প্রাণ, অত্রি, বৃহস্পতি ও চ্যবন এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন । হরি-হরি-৭ । (৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দম প্রজাপতির কন্যা অমুস্মার গর্ভে, দত্ত (অন্ত নাম দত্তাত্রেয়) দুর্কাসা ও সোমদেব জন্ম গ্রহণ করেন । দত্ত বিষ্ণুর অংশে, দুর্কাসা রুদ্রের অংশে, সোম ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ভাগ-৪ঙ্ক-১ । দত্তশত্রু—সাস্বত বংশীয় নরপতি রাজাধিদেবের অন্ততম পুত্র দত্তশত্রু । হরি-হরি-৭ । অতিদত্ত দেখ । দত্তাত্মা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে দত্তাত্মা অন্ততম । মহাভা-অনুশা-৯১ ।

দত্তাত্মি—স্বারোচিষ মনুস্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম । বায়ু-৬২ । স্বারোচিষ মনু দেখ ।

দত্তাত্রেয়—(১) বিষ্ণু দত্তাত্রেয় অবতারে যজ্ঞ ক্রিয়ার সহিত বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন করেন । তাঁহার সময়ে চাতুর্কণা অসংকীর্ণী-কৃত হয় । মহর্ষি দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে বর দেন যে, “হে নৃপ! তোমার যে বাছুর বর্তমান রহিয়াছে, তাহা আমার বর প্রভাবে সহস্র বাছ হইবে । তুমি সমুদয় বসুধা পালন করিবে এবং শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ ও ধ্বংস হইবে ।” বিষ্ণু-৪র্থ-২১ । (২) মহর্ষি অত্রির পত্নী অমুস্মার গর্ভে দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন । তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এবং অলক ও প্রহ্লাদকে আত্ম বিচার উপদেশ দিয়াছিলেন । ভাগ-১ঙ্ক-৩ । (৩) মহর্ষি অত্রি পুত্র কামনা করিয়া, উপাসনা করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমি পুত্ররূপে তোমাকে দত্ত হইলাম ।” সেই জন্ত তাঁহার পুত্র দত্তাত্রেয় নামে খ্যাত হন । ভাগ-২ঙ্ক-৭ ।

দত্তাত্রেয়েশ্বর—কালীস্থিত একটা শিব-লিঙ্গ । হনু-কালী-পু-৩৩ ।

দত্তামিত্র—সুমিত্র নামে একজন বনবীর ছিলেন । তিনি অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হন । এই সুমিত্রের অন্ত নাম ছিল দত্তমিত্র । মহাভা-আদি-১৩৯ ।

দত্তোলী—(১) পুণ্ড্রের ঔরসে ও তদীয় স্ত্রী
স্রীতির গর্ভে দত্তোলী জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি পূর্বভাগে, স্বায়ম্ভুব মন্ডলে অগস্ত্য
নামে খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১০।

(২) অগস্ত্যের অপর নাম। সপ্তর্ষিদের
অন্ততম। অগস্ত্য ও সপ্তর্ষি দেখ। বায়ু
পুরাণ মতে দত্তোলী। বায়ু-২৮।

দধিকল্পেশ্বর—কালীস্থিত দধিকল্পেশ্বর
মহাদেবকে দর্শন করিলে, মানবের
কলান্ত পর্যন্ত শিবলোক প্রাপ্তি হয়।
ব্রহ্ম-কালী-উত্ত-৯৭।

দধিক্রা, দধিক্রাবা—অশ্বরূপী অগ্নির অস্ত
নাম। ঋগ-৩।২০।১।

দধিপঞ্চমুখ—ব্রহ্মা গয়াসুরের মন্তকে যজ্ঞ
করিবার সময়ে, যে সকল পুরোহিতের
সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 'তিনি তাঁহাদের
অন্ততম। বায়ু-১০৬।

দধিবন্তু—একজন বানর দলপতি। লঙ্কা
সমরে তিনি বানর সৈন্তের সহিত গমন
করিয়াছিলেন। অশ্ব-১০।

দধিবর্ত্ত—কিষ্কিন্দ্যার অধিবাসী একজন
বানর দলপতি। সুগ্ৰীবের আশ্রানে
তিনি বহু বানর সৈন্তসহ কিষ্কিন্দ্যার
উপস্থিত হন। রামা-কিষ্কি-৩০।

দধিবামন—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে,
বশিষ্ঠ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন।
সেই সময়ে মহাদেব দধিবামন নামে
অবতীর্ণ হন। কপিল, পঞ্চশিখ,
'আত্মরি ও বাহুল নামে তাঁহার যোগী
ও জ্ঞানী চারি পুত্র ছিল। লি ২৪।

দধিবাহ—বরাহকল্পে তিনি আটোশ জন
শিবাবতার যোগাচার্যের অন্ততম
ছিলেন। শিব বার-১০।

দধিবাহন—(১) পরশুরাম পৃথিবী
নিক্সত্রিয়া করিলে, মহর্ষি গোতম রাজা
দধিবাহনের পৌত্রকে ভাগীরথী তীরে
আনয়নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।
মহাভা-শান্তি-৪৯। (২) দধিবাহন
নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য
ছিলেন। লি-৭। অজ ও অনপান
দেখ। (৩) নরপতি বলির অন্ততম
পুত্র অজ, অঙ্গের আত্মজ দধিবাহন,
দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। ইন্দ্রতুলা
পরাক্রান্ত রাজা ধর্ম্মরথ দিবিরথের
আত্মজ। হরি-হরি-৩১। বায়ু-২৯।

দধিমুখ—(১) সুগ্ৰীবের মাতুল। তিনি
মধুবন রক্ষা করিতেন। হনুমান সীতার
সংবাদ লইয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন
করিলে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের
এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহারা
মধুবন খবস করিয়া মধু পানে মত্ত
হইয়াছিল। রামা-সুন্দ-৬১—৬৪।

(২) মহর্ষি কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও
দক্ষের কন্যা কক্র হইতে দধিমুখ,
সুরামুখ প্রভৃতি বহু নাগ জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

দধীচ, দধীচি—(১) অথর্ষা ঋষির তনয়
দধীচি। ইন্দ্র দধীচিকে প্রবণ্য বিদ্যা
ও মধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন
যে, অন্যকে তিনি এই বিদ্যা শিখাইলে

তাহার শিরচ্ছেদ হইবে। অশ্বিষয় তাহা শিখিতে অভিলাষী হইয়া দধীচির মস্তক কর্তনপূর্বক অন্যত্র রাখিয়া, ছিন্ন স্বন্ধে অশ্ব মস্তক সংযোজনান্তর তাহার নিকট হইতে প্রবেগা বিদ্ধা (শ্বক্ সাম ও যজু) ও মধু বিদ্ধা (অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ) শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া দধীচির মস্তক চ্ছেদন করেন। কিন্তু অশ্বিষয় তখনই অস্ত্র রক্ষিত দধীচির মস্তক তাহার স্বন্ধে সংযোগ করিয়া দিলেন। ঋগ-১।১১৬।১। (২) মহর্ষি ভৃগুর পুত্র দধীচি জিতেন্দ্রিয় ও অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন তপোধন ছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র তাহার তপঃ প্রভাবে ভীত হইয়া, তাহার তপস্তার বির উৎপাদন করিবার জন্য অলম্বুশা নারী অপ্সরাকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। তাহাকে দর্শন করিয়া দধীচের রেতঃ সরস্বতী নদীর জলে পতিত হইল। সরস্বতী নদী তাহা স্বীয় উদরে গ্রহণ করিয়া, যথাকালে সারস্বত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। কিছু কাল পরে দানবদের সহিত দেবতাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই সময়ে অশ্বর বিনাশার্থ দধীচ স্বীয় অস্থি ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাহার এই আত্মত্যাগে দেবতাদের জয় হইল। ইন্দ্র সেই অস্থি দ্বারা রজ্জ নিৰ্ম্মাণপূর্বক একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩৭ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩)

অথর্বন ঋষির ঔরসে ও তদীয় গম্ভী চিতির গর্ভে মহর্ষি দধীচের জন্ম হয়। তিনি অতিশয় তপোনিষ্ঠ ছিলেন। ভাগ-৪৩-১। (৪) দধীচ চাবন মুনির পুত্র ছিলেন। ক্ষুপ নৃপতি তাহার সখা ছিলেন। একবার তাহাদের উভয়ের মধ্যে ঐর্ষ্য বড়, না রাজা বড়, এই বিষয় লইয়া খুব বিতর্ক উপস্থিত হয়। ক্ষুপ রাজের গর্বিত বাক্যে দধীচ মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকে আঘাত করেন। এই জন্য ক্ষুপরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেন। দধীচ তখন শুক্রাচার্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য তখন যোগবলে তাহাকে জীবিত করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিতে তাহাকে উপদেশ দেন। তদনুসারে দধীচ মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাহিৎস, অবঘাতা ও অদীনতা লাভ করেন এবং পরে ক্ষুপ নৃপতির মস্তকে পদাঘাত করেন। তখন ক্ষুপ নরপতি তাহার বক্ষে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তিনি বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও দধীচ মুনির কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে ক্ষুপ নরপতি তাহার নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইলেন। লি-৩৫, ৩৬। কোনও সময়ে চাবন মুনির পুত্র দধীচ মহাদেবের বরে বিষ্ণুকে সমরোপরাজিত

করিয়া, বিষ্ণুর সহিত লোকপালগণকে
শাপ দেন,—হে দেবগণ! তোমরা
স্ব স্ব হব্যের সহিত মায়ার শিবের
ক্রোধায়িতে দণ্ড হইবে। তদনুসারে
দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে, সকলেই শিবানুচর
বীরভক্তের শরে নিহত হন। পরে
শিবের অনুগ্রহে সকলেই জীবন লাভ
করেন। লি-১০০। মহর্ষি দধীচির
তনয় স্তম্ভদর্শন মন্দ কুলে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন। তাঁহার জীরনাম ছিল হুঙ্করা।
এই হুঙ্করা স্বামীর উপর অতিশয়
আধিপত্য করিত। একবার শিবরাত্রির
দিনে স্তম্ভদর্শন অশুচি হইয়া, শিবারাধনা
করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি জড়স্থ
প্রাপ্ত হন। মহর্ষি দধীচির বহু চেষ্টায়
ও শিবারাধনার তিনি পুনঃ স্তম্ভ হন।
শিব জ্ঞান-৪৪। একবার মহর্ষি দধীচি
মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসু-
দেবকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন। স্বন্দ-কাশী পূ-৩২।
দধীচীশ্বর— কাশীতে দধীচীশ্বর নামে
এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনে
মানবগণের যজ্ঞানুষ্ঠান জনিত ফল লাভ
হইয়া থাকে। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৯৭।
দধাঙ— মহর্ষি দধাঙ একজন বৈদিক
বৃণের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-
১।৮০।১৬। অধিনীকুমার দেখ।
দধাক— দধীচ দেখ। দধীচ ঋষিই
ভাগবতে দধাক বলিয়া লিখিত
হইয়াছেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৯।

দনায়ু— দহুর জ্যৈষ্ঠ দনায়ু। ঋগ-১।১১।৭।
তাঁহার অন্য নাম দানবী। বৃত্র অহুর
তাঁহার পুত্র। শত-পথ-ত্রা। দক্ষের
কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ু
হইতে বিষ্ণুর, বল, বীর ও বৃত্র নামে
চারি তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।
দনায়ুধা— কশ্যপ পত্নী দনায়ুধা হইতে
অরুণ, বলিজয়, বিরূপ ও বিষ জন্মগ্রহণ
করেন। বায়ু-৬৮।
দহু— (১) দহুর জ্যৈষ্ঠ নাম দনায়ু।
(অথবা দানবী)। তাঁহার তনয় বৃত্র।
শত-পথ-ত্রা। দহুর তনয় নমুচি, বৃত্র,
অহি, শুক্ল, পিপ্র, শব্বর, উরণ, কুষব,
বচ্চি, অর্কুদ প্রভৃতি অহুর ইন্দ্র কর্তৃক
নিহত হয়। ঋগ-১।১১।৭। (২) প্রজা-
পতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা
জ্যৈষ্ঠ দহু হইতে প্রথম, সম্বর, বিপ্রচিহ্নি,
মহাযশা, নমুচি, পুণোমা, বিক্রত,
অসিলোমা, কেশী, হুর্জয়, দানবন,
অশিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশু, বীর্ঘবান,
গগনমূর্দ্ধা, বেগবান, কেতুমান, অশ্ব,
স্বভাঁহু, অশ্বপতি, বৃষপর্কী, অজক,
অশ্বগ্রীব, স্তম্ভ, তুহুণ্ড, মহাবল,
একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর
নিচক্র, নিকুন্ত, কুপট, কপট, শরভ,
শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন।
মহাভা-আদি-৬৫; বায়ু-৬৯। অহুভাহু
দেখ। কশ্যপের জ্যৈষ্ঠ দিতি হইতে
ষিমূর্দ্ধা, শকুনি, শশিশির, বিরাধ, গবেষ্ট,
হৃদুভি, অয়োধুখ, কপিল, বামন,

মরীচি, মধবান্, গর্গশিরা, বৃক, বিষ্ণোভন, কেতু, কেতুবীর্ষ্য, শতহৃদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, মহাবাহু, তারক, বৈখানর, বিজ্রাষণ, মহাসুর, উর্ণনাভ, মহাগিরি, সূকেশী, শঠ, বলক, মদ, কুন্তনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, হয়গ্রীব, বৈশ্বপ, সূপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমার ও শল্য প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। দক্ষ ও অনায়ু দেখ।

কশ্যপ স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা দম্বু হইতে বিপ্রচিতি, শবর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, ক্ষর, শঙ্কু, বিষমূর্ধ্বা, বেগবান্, কেতুমান, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বয়, স্বর্ভাষ্ম, অশ্ব, অশ্বপতি, কুন্ত, বৃষপর্কী, অজক, অশ্বগ্রীব, তুরগু, স্তম্ব, নহষ, উর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র, অম্বচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শলভ, দিবাকর ও নিশানাথ এই চল্লিশটা মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দিবাকর ও নিশাকর অদिति পুত্র। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র। কালিকা-৩৪।

দম্বুজেন্দ্রক্ষয়কারী—দুর্গ অনুরের সাহিত বৃক্ষে দৈত্যসৈন্য বিনাশের জন্য পার্শ্বতীর শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির উৎপত্তি হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।

দম্বুনাথ—অন্ধক অনুরের অগ্র নাম। পদ্ম সূক্তি ৪৬।

দম্বু—অগস্ত্যের অগ্র নাম। অগস্ত্য দেখ।

দম্বুবক্র—(১) অধিরাজাধিপতি মহাবল দম্বুবক্রকে সহদেব দিগ্বিজয় কালে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে ও বহুবংশীর নরপতি শূরের অগ্রতম। কত্যা পৃথ্বীকৃষ্টির গর্ভে, মহাবল দম্বুবক্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৩) তিনি মগধপতি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় শত্ৰুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২০। (৪) কিল্ব ত্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। দম্বুবক্রের তনয় সূবক্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৫) কলিঙ্গ দেশে দম্বুবক্র নামে এক রাজা ছিলেন। প্রহ্লাদের পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ কালে, বলরাম তাঁহার দম্বু ভয় করিয়াছিলেন। ভাগ-৪ঙ্ক-৫। (৬) দिति সূত দম্বুবক্র ঋষি শাপগ্রস্ত হইয়া, করুণ বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে ও তদীয় পত্নী শ্রুতদেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২ঙ্ক-২৪।

দম্বুশর্ম্মা—সাম্বতবংশীয় নরপতি রাজাধি-দেবের অগ্রতম পুত্র দম্বুশর্ম্মা। হরি-হরি-৩৮।

দম্বুসেন—পুরুবংশীয় ব্রহ্মদত্ত হইতে বিষ্ণু কসেন, বিষ্ণু কসেন হইতে দম্বুসেন, দম্বুসেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৩।

দম্বুকৃষ্টি—ভ্যাসের অগ্রতম পুত্র।

দস্তাকৃষ্টির কত্তা বিজয়া ও কলহা ।
মার্ক ৫১ ।

দন্দশূক—কণ্ঠপের অন্ততমা পত্নী ও
দক্ষের কত্তা ক্রোধবশা হইতে দন্দশূক
প্রভৃতি সর্পজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।
ভাগ ৬৯-৬ ।

দন্দশূকরা—কাশীস্থিত একটি যোগিনী ।
স্কন্দ-কাশী-পু-৪৫ ।

দভীতি—মহর্ষি দভীতি একজন বৈদিক
যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । একবার
আশ্বময় তাঁহাকে অশুরদের হস্ত হইতে
রক্ষা করেন । আর একবার চুমুরি,
ধুনি প্রভৃতি অশুরগণ মহর্ষি দভীতির
নগর অবরোধ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া
নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল ।
ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের
সমস্ত আবুধ দীপমান অগ্নিতে দগ্ধ
করিলেন । পরে দভীতিকে বহু সংখ্যক
গো ও অশ্বরথ প্রদান করিলেন ।
ঋগ-১।১১২।২৩ ; ২।১৫।৪ ।

দম—(১) বৈবস্বত মনুসংশয় নরপতি
মরুত্তের তনয় দম । দমের তনয়
রাজবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধনের তনয় সুধৃতি ।
ভাগ-৯৯-২ । (২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্ততম
পুত্র নরিস্তম্ভ, নরিস্তম্ভের তনয় দম,
দমের তনয় রাজর্ষি তৃণবিন্দু । লি-৬৩ ।
(৩) উত্তম মনুষ্যের দেবতাদের পাঁচটি
গণ ছিল । তন্মধ্যে দম সুখামাগণের
অন্ততম ছিলেন । বায়ু-৬২ ; ব্রহ্মাণ্ড-
৬৮ । উত্তম দেখ । (৪) ভৃগুবংশীয়

একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের
আর্ষের প্রবর ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও
বৈবস । মৎ-১৯৫ । (৫) ব্রহ্মর্ষি দমনের
প্রসাদে, বিদর্ভ দেশের অধিপতি
ভীমের, দম, দাস্ত ও দমন নামে তিন
পুত্র এবং দময়ন্তী নামী এক কন্যা
জন্মে । মহাভা-বন-৫৩ ।

দমক—ইক্ষাকুবংশীয় বিশ্বকের পুত্র
দমক, দমকের পুত্র শর্যাতি, শর্যাতির
পুত্র যুবনাথ । সৌর-৩০ ।

দমঘোষ—চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে
ও যজ্ঞবংশীয় শুরের অন্ততমা কন্যা
শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ
করেন । দমঘোষ মগধরাজ জরাসন্ধের
পক্ষে ছিলেন । দমঘোষের অস্ত্র নাম
সুনীথ । দমঘোষ স্বীয় তনয় শিশু-
পালকে জরাসন্ধের হস্তে সমর্পণ
করেন । জরাসন্ধও তাঁহাকে পুত্র
নির্কিংশেবে প্রতিপালন করেন । হরি-
হরি ৩৪ ; ভাগ-৯৯-২৪ ।

দমন—(১) মহর্ষি দমন একজন ঋষিদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নির
আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র
রচনা করিয়াছিলেন । ঋগ-১০।১৬।১ ।
(২) বহুদেবের অন্ততমা পত্নী রোহিণীর
গর্ভে রাম (বলরাম) শারণ, শট, হর্দম,
দমন, স্বত্র, পিণ্ডারক ও উল্লীনর নামে
আট পুত্র এবং চিত্রা (অস্ত্র নাম সুভদ্রা)
নামী এক কত্তা জন্মগ্রহণ করেন ।
হরি-হরি ৩৫ । (৩) হিরণ্যকশিপুর

অন্ততম পুত্র কালনেমী, কালনেমী হইতে হংস, স্তবিক্রম, ক্রোধ, দমন, রিপুমর্দন ও ক্রোধহস্ত। নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত এবং তাঁহারা বহুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, কংস হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৫৭। (৪) ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৫) দমন নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তাঁহার বর প্রসাদে, বিদর্ভ দেশপতি ভীম, দম, দাস্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নামী এক কন্যা লাভ করেন। মহাভা-বন-৫৩। (৬) বিদর্ভ-পতি ভীমের অন্ততম পুত্র। মহাভা-বন-৫৩। (৭) মহর্ষি মরীচির কন্যা সুরূপা অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে দমন প্রভৃতি দশ অঙ্গিরস দেব-গণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৬।

দমনক—পূর্বকালে দমনক নামে এক দৈত্য ছিল। সে সতত সমুদ্র জলে বিচরণ করিত। সে অতিশয় পরাক্রম-শালী ছিল এবং সর্বদা লোকদিগকে সাতিশয় ক্রেশ দিত। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনামুসারে বিষ্ণু মৎস্তাবতার মূর্তিতে সাগর মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহু অয়েষণান্তে সেই দৈত্যধমকে সমুদ্র তীরে আকর্ষণ করিয়া মহীতলে সম্যক-রূপে পেষণ করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুঙ্-৩৮।

দমনেশ্বর—কাশীতে দমনেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। তাঁহার সেবার বাহিত ফল লাভ হইয়া থাকে। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৯৭।

দমবাহু—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয়, এই তিনটি। মৎ-১৯৬।

দময়ন্তী—বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক অপুত্রক নরপতি ছিলেন। তিনি পুত্র লাভার্থ ব্রহ্মর্ষি দমনের শরণাপন্ন হন। তাহার বরে ভীমের দম, দাস্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা জন্মে। নিষধ দেশের রাজা বীরসেনের পুত্র পরম ধার্মিক নল দময়ন্তীকে বিবাহ করেন। তিনি স্বীয় স্বামীর সহিত বহু বনবাসক্রেম ভোগ করেন। মহাভা-বন-৫৩। নল দেখ।

দন্ত—অধর্মের পুত্র দন্ত ও কন্যা মায়ী। দন্ত স্বীয় ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি নামী এক কন্যা জন্মে। লোভ স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। ভাগ-১২-৭।

দন্তন—মহাদেবের অন্ততম গণ। পদ্ম-উক্ত-১৩।

দন্তোলী—(১) পুণ্ড্রোত্তর পত্নী প্রীতি হইতে দন্তোলী বা দন্তোলী জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫২; অগ্নি-২০। প্রীতি ও

দন্তোলি দেখ। (২) মহাবি পুত্র সপ্তক
তীর্থে দ্ধান করিয়া দন্তোলি নামে এক
পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-২২২।

দন্তোদ্ধব—দন্তোদ্ধব নামে এক সম্রাট
সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন।
এই গর্জিত রাজা সকলকেই যুদ্ধার্থ
আহ্বান করিতেন। অবশেষে নর ও
নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য
গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন।
অবশেষে তিনি নর ঋষির প্রেরিত
ইবিকা হস্তে বিশেষ ভাবে পরাজিত
হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।
মহাভা-উদ্-৯৫।

দয়া—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক
কন্যার অন্যতমা দয়া। দয়া অভয়কে
প্রসব করেন। ভাগ-৫ স্ব-১।

দরদ—(১) বাহ্লীক দেশে দরদ নামে
এক রাজা ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ
করিয়া মাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল।
তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের যজ্ঞে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৪৩। (২)
দরদ জরাসন্ধের সামন্ত নৃপতি ছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় জামাতা কংসের
নিধনবার্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ
হইয়া জরাসন্ধ মথুরা নগরী আক্রমণ
করেন। সেই সময়ে দরদ রাজা
তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন; কিন্তু
যুদ্ধে তিনি বলরাম হস্তে নিহত হন।
হরি-হরি-৯৯।

দরি—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত

দরি নাগ জনমেজয় রাজার সর্প যজ্ঞে
বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

দরিদ্রাস্তক—বলরামের অন্যতম পুত্র।
বায়ু-৯৬। বলদেব দেখ।

দরীমুখ—বানর দলপতি দরীমুখ,
সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর
সৈন্যের সহিত সীতার অন্বেষণার্থ
কিষ্কিন্দ্যার আগমন করিয়াছিলেন।
রামা-কিষ্কি-৩৯।

দর্প—(১) দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা
কন্যা উন্নতি ধর্মের পত্নী ছিলেন।
তিনি দর্পকে প্রসব করেন। ভাগ-
৪ স্ব-১; লি-৫। (২) ধর্ম, দক্ষপ্রজা-
পতির ত্রয়োদশটি কন্যাকে বিবাহ
করেন। তন্মধ্যে লক্ষ্মী হইতে দর্প
জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭।

দর্কা—যযাতির অন্যতম পুত্র অমু। এই
অমুর বংশীয় মহামনার অন্যতম তনয়
উলীনর। উলীনরের অন্যতমা পত্নী
দর্কা হইতে সুব্রত নামে এক তনয়
জন্মে। বায়ু-৯৯। উলীনর দেখ।

দর্কা—পুরুবংশীয় নরপতি উলীনরের
নুগা, কুম্বী, নবা, দুষ্যতী ও দর্কা নামে
পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দর্কার গর্ভে
সুব্রত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-
হরি-৩১।

দর্ভ—প্রাচীন বৈদিক কালে দর্ভ নামে
এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয়
রথবীতি, অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে
হোতৃ কার্যে বরণ করিয়াছিলেন।

অর্চনানার তনয় শ্রাবাশ রাজর্ষি
রথবীতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন। ঋক্-৫।৩১।১ টীকা।

দর্ভক—মগধের প্রত্যোত বংশীয় শেষ
নরপতি নন্দিবর্দ্ধনকে সংহারপূর্বক
শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আরোহণ
করেন। তাঁহা হইতেই শিশুনাগ
বংশের আরম্ভ। এই বংশীয়েরা দশ
জনে মগধে ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করেন।
এই বংশীয় বট ভূপতি অজাতশত্রুর পুত্র
দর্ভক। তিনি সপ্তম ভূপতি। তাঁহার
পুত্র অজয়। ভাগ-১২ঙ্ক-১। দর্ভকের
পুত্র উদয়াশ্ব, উদয়াশ্বের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন।
বিষ্ণু-৫র্থ-২৪।

দর্তী—মহর্ষি দর্তী পূর্বকালে সরস্বতীরূপা
সক্রম তীর্থে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অমুকম্পা
পরতন্ত্র হইয়া অর্দ্ধকৌল নামে তীর্থ
নির্দ্বাপ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-৮৩।

দর্শ—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ধাতার
কুহু, সিনীবালা, রাক্ষা ও অনুমতি নারী
চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে সিনীবালা
দর্শকে প্রসব করেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৬।

দর্শক—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে,
মহাদেব দর্শক নামে অবতীর্ণ হন।
সেই সময়ে ভার্গব ব্যাস নামে ব্যাত
ছিলেন। দর্শকের বিকোশ, বিকেশ,
বিপাশ ও পাশনাশন নামে যোগপরায়ণ
চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লি-২৪।

দল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাপতি
পরীক্ষিত, মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা

সুশোভনাকে বিবাহ করেন। কুশীলা
সুশোভনা পিতৃশাপে, ব্রাহ্মণ বিবেচী
শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র প্রসব
করেন। শল, মহাবি বামদেবের বাবী
নামে অশ্বষয় কিছুদিনের জন্য গ্রহণ
করিয়া আর প্রত্যাৰ্পণ করেন নাই।
সেই জন্য তিনি রাক্ষস হস্তে নিহত
হন। শলের মৃত্যুর পর দল রাক্ষা হইলে
অশ্ব প্রার্থনা করিলেও দল তাহা প্রত্যাৰ্পণ
না করিয়া, বামদেবকে বধ করিবার
জন্য তিনি বাণ নিক্ষেপ করেন।
কিন্তু সেই বাণে দলের পুত্র শ্বেনজিৎ
নিহত হইল। দল পুনর্বার বাণ
নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার
হস্ত স্তম্ভিত হইল। বাণ আর নিক্ষেপ
হইল না। পরে তিনি বামদেবের শরণা-
পন্ন হইলেন এবং তাঁহার আদেশে জীকে
স্পর্শ করিয়া শাপ মুক্ত হন। মহাভা-
বন-১১১। পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা
দেখ। (২) রামের বংশীয় পারিণাত্যের
তনয় দল, দলের পুত্র হল, হলের পুত্র
উক্খ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। রামের বংশীয়
পারিণাত্যের তনয় দল, দলের তনয়
বল, বলের তনয় ঔক্খ, ঔক্খের তনয়
রজনাত। বায়ু-৮৮।

দলভ—মহর্ষি দলভের তনয় বক নামক
ঋষি, প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে
অবগত হইয়া, নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি-
গণের উদগাতা হইয়াছিলেন এবং
তাঁহাদের অভিলাষ পূরণার্থ উদগীত

গান করিয়াছিলেন। তিনি দানভা, নৌত্রেয় ও শ্রাব নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ছান্দো।

দশগ্রীব—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯। বসুদেবের অন্যতম ভগিনী ঋতশ্রবীর গর্ভে ও চেন্দিরাজ দমঘোষের ঔরসে শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী নামে বীর্য়বান, সর্কশাজ্ঞকুল পাঁচ তনয় জন্মে। হরি-হরি-১১৬।

দশহু—মহর্ষি দশহু একজন বৈদিক যুগের ঋষি ছিলেন। অনার্যাদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৩৩।১৪।

দশবক্র—রাবণের অন্য নাম। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৮।

দশবাহু—গণেশের গণ ভেদে বহু নাম নিরুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার দশভুজে যে সকল আয়ুধ আছে, ইহাদের নাম পাশ, পরশু, পদ্ম, অঙ্কুশ, দস্ত, অক্ষমালা, লাক্ষ্মী, মুঘল, বরদ ও মোদকপূর্ণপাত্র। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১১।

দশব্রজ—মহর্ষি দশব্রজ একজন প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি ছিলেন। কয় মেধাতিথি, বশ, দশব্রজ ও গোশর্যাকে অশ্বিন্দ্র অনার্য্য দস্যুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৮।২০।

দশমহাবিষ্ঠা—কালী, তারা, ঘোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুল্লরী,

বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী এই দশ মহাবিষ্ঠা। ক্রীমহাভাগ-৮।

দশরথ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপতি অজের তনয় দশরথ। তিনি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তৎকালে অযোধ্যা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। রাজ্য দশরথের শাস্তা নামী এক কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদ রাজাকে (অন্যনাম লোমপাদ) শাস্তা প্রদান করিয়াছিলেন। লোমপাদের রাজ্যে একবার অনাবৃষ্টি হয়। তাহার প্রশমনার্থ বিতাণ্ডকের পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তিনি আনয়ন করেন। সেই সময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ শাস্তাকে বিবাহ করেন। এদিকে অপুত্রক রাজা দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্বক তাঁহারারা পুত্রোপ্তি যজ্ঞ সম্পাদন করান। ইহার পরেই প্রধানা মহিষী কোণল্যা রামকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। দশরথ তনয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া, তাড়কা রাক্ষসীর নিধনার্থ রাম ও লক্ষ্মণকে দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনি অতিশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে মহর্ষির সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সাহায্যে তাড়কা রাক্ষসীকে দমন করিয়া, মিথিলায় জনকের রাজ্য-

ধানীতে রাম ও লক্ষণের সহিত উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রাজষি জনক সীতার বিবাহের আয়োজন করিয়া, এইরূপ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন,— “যিনি হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবেন”। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া, সীতাকে বিবাহ করিলেন। জনকের উম্মিলা নানী কন্যাকে লক্ষণ, তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুত-কীৰ্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে রাণী কৈকেয়ী দুইটী বর প্রার্থনা করিয়া, এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজ্যভিষেকে অভিলাষিনী হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে রাম বনে গমন করিলে, ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সমস্ত অবগত হইলেন এবং কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। রামের বনে গমনের পরই দশরথ গতায়ু হইলেন। রামায়ণ । (২) সগরবংশীয় নরপতি বালিকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ঐড়বিড়ি। ভাগ-৯৫-৯। (৩) যযাতিবংশীয় নবরথের পুত্র

দশরথ, দশরথের তনয় শকুনি, শকুনির তনয় করন্তি, করন্তির তনয় দেবরাত। ভাগ-৯৫-২৫। (৪) মগধের মৌর্য্যবংশীয় মহীপতি বৃহদ্রথের তনয় দশরথ। তিনিই মৌর্য্যবংশের শেষ অধিপতি। তাঁহার পিতা বৃহদ্রথের সেনাপতি, শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগ-১২৫-১। (৫) রাজা বলির বংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। দশরথের কন্যা শান্তা ও পুত্র চতুরঙ্গ। বায়ু-৯৯। (৬) সগরবংশীয় মূলকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ইলিবিলা, ইলিবিলাের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় দিলীপ (অন্ত নাম খট্টাঙ্গ)। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৭) জ্যামঘ বংশীয় রাজা নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করন্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৮) যযাতি বংশীয় চিত্ররথের পুত্র দশরথ। এই দশরথের অন্ত নাম রোমপাদ। দশরথের পুত্র তুরঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৯) মগধের মৌর্য্যবংশীয় সুযশার পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র সঙ্গত, সঙ্গতের তনয় শালিগুপ্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অযোধ্যা-পতি দশরথ, জ্যেষ্ঠ মাসে দ্বাদশী তিথিতে রামবন্দনী ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া, রাম লক্ষণ প্রভৃতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বরা-৪৫।

দশশিখ্র— রাজর্ষি দশশিখ্রের প্রদত্ত সোম ইন্দ্রদেব পান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫২।২।

দশা— যযাতিবংশীয় উশীনরের অন্ততম পুত্র নৃগ। নৃগের অন্ততম পুত্র কুমি, কুমির অন্ততমা পত্নী দশা হইতে সূত্রত জন্মে। অগ্নি-২৭৭। কুমি দেখ।

দশানন—(১) রাবণের অন্ত নাম। রামা-অঘো-১১২। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মাতৃকা জটাধরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল অমুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, দশানন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। জটাধর দেখ।

দশাবর—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯।

দশার্ণেয়ু— পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

দশার্হ—(১) যদুবংশীয় মহীপতি ধৃষ্টের আবিস্ত, দশার্হ ও বিষহর নামে পরম ধার্মিক শূর তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দশার্হের তনয় বোমা, বোমার তনয় জীমূত ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতি বংশীয় নিবৃত্তির তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় বোম, বোমের তনয় জীমূত। ভাগ-৯৫-২৪। (৩) চন্দ্রবংশীয় ভূপতি নিবৃত্তির তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তের তনয় জীমূত, জীমূতের তনয় বিকৃতি। লি-৬৮। (৪) চন্দ্রবংশীয় বৃষ্টির

পুত্র নিবৃত্তি, তৎপুত্র দশার্হ, তৎপুত্র বোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫) যদুবংশীয় নাথুতির তনয় দশার্হ, তৎপুত্র বোমা, বোমার পুত্র জীমূত। কুর্শ-পূ-২৪।

দশাশ্ব— প্রজাপতি মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর পত্নী মাহিষতীর গর্ভে, অতি সত্যবাদী ধর্মপরাধন মহীপতি দশাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। দশাশ্বের পুত্র মদিরাশ্ব। মহাভা-অনুশা-২।

দশাশ্বমেধলিঙ্গ— ব্রহ্মা নরপতি দিবোদাসের সাহায্যে কাশীতে দশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, একটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাঁহাই দশাশ্বমেধলিঙ্গ নামে খ্যাত। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫২।

দশোনি—প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন অনার্য্য দলপতি। বেতসু, তুতুজি, দশোনি, তুগ্র ও ইভকে ইন্দ্রদেব রাজা দৌতনের নিকট, মাতার নিকট পুত্রের ছায়, সর্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

দশোনা—রাজর্ষি দশোত্তের প্রদত্ত সোম ইন্দ্রদেব পান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫২।২।

দশুমান— অগ্নির এক নাম। অন্তচি নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিলে, দশু নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মহাভা-বন-২১৯।

দশু—বৈদিক দেবতা। অশ্বিষয়ের অন্য নাম দশু। ঋগ-১।৩৩। অশ্বিষর দেখ।

দহতি— দেবাসুর সংগ্রামে সাধা, রুদ্র, বশু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ত্ত সৰুল, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেশ্বকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দহতি তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

দহদহা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেশ্বরের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতম দহদহা ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ । (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্বল্প দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, সৰ্ব-পাপ বিমোচনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থে সকল অমুচরী প্রেরণ করিয়াছিলেন, দহদহা তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । বাম-৫৭ । কুহুটিকা দেখ ।

দহন—ব্রহ্মার জনয় মরীচি, মরীচি হইতে দহন প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি ৬৬, ১২৩ । অজৈকপাদ দেখ ।

দহনক—মহিষাসুরের একজন সেনাপতি । দেবী দুর্গা তাঁহাকে মুষলাঘাতে বধ করেন । স্বল্প-মাহে-অরু-উত্ত-১৯ ।

দাকবা— একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি । তাঁহাদের বশিষ্ঠ একমাত্র আৰ্বেয় প্রবর । মৎ-২০০ ।

দাকায়ন— একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি । তাঁহাদের ভীষ্মবশু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আৰ্বেয় প্রবর । মৎ-২০০ ।

দাক্ষপায়ন— মহর্ষি দাক্ষপায়ন একজন

কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি । তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটি আৰ্বেয় প্রবর । মৎ-১৯৯ ।

দাক্ষায়নি— বরাহ কল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দাক্ষক নামে অবতীর্ণ হন সেই সময়ে তাঁহার পক্ষ, দাক্ষায়নি, (লি-দাক্ষায়নি) কেতুমালী, (শিব-কেতুমান) ও বক (লি-গোতম) নামে চারি পুত্র ছিল । বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪ । দাক্ষক দেখ ।

দাক্ষায়নীশ্বর— কাশীতে দাক্ষায়নীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন । তাঁহাকে দর্শন করিলে, মানব আর কখনই দুর্গতি লাভ করে না । স্বল্প-কাশী-উত্ত-৬৭ ।

দাক্ষায়নী— দক্ষের কন্যা বলিয়া তাঁহার সকল কন্যাই দাক্ষায়নী নামে অভিহিত হইলেও, দাক্ষায়নী নামে আদিতিই বিশেষভাবে অভিহিত হইতেন ।

মহাভা-আদি-৬৪ ।

দাক্ষি— (১) অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি দাক্ষি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি আৰ্বেয় প্রবর । মৎ-১৯৬ । (২) অত্রি বংশেও দাক্ষি নামে এক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অত্রি, গবিস্তির ও পূর্বাতিথি এই তিনটি আৰ্বেয় প্রবর । মৎ-১৯৭ ।

দাণ্ড— মহর্ষি দাণ্ড রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নিশ্চিত সভার উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-সভা-৪ ।

দাতা— কশ্যপ নন্দন ত্রিংশতি সংখ্যক
শুক নামক দেবগণের অগ্রতম দাতা ।
সাবর্ণ মনুষ্যের প্রথম অবস্থার তাঁহারাই
দেবগণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।
বায়ু-১০০ । শুক দেবগণ দেখ ।

দাতোৰ্ণ— মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি
হইতে দাতোৰ্ণ ও বেদবাহু নামে দুই
পুত্র ও দৃষ্যভী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন । লি-৫ ।

দাত্যায়নি— দেবপন্ন নরপতির স্ত্রী ।
অনপত্যা দাত্যায়নী স্বামী সহ যজ্ঞ
পুরুষের পূজা করিয়া, কামপ্রমোদিনী
নামী এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব
করেন । স্বন্দ-আব-রেবা-১৩৯ । কাম-
প্রমোদিনী দেখ ।

দান— কশ্যপ নন্দন প্রভৃতি শুক নামক
দেবগণের অগ্রতম ছিলেন । বায়ু-১০০ ।
শুক দেবগণ দেখ ।

দানব—(১) দম্ব অশুরের স্ত্রী দনায়ু হইতে
ব্রত্ৰ অশুর জন্মগ্রহণ করেন । এই ব্রত্ৰ
অশুরের অগ্র নাম দানব । শত-৫প্র-
২ত্রা-৬অ-৯ । (২) কশ্যপবংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের বংশের,
কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটা আর্ষের
প্রবর । মৎ-১৯৯ ।

দানবন— মহর্ষি কশ্যপের অগ্রতম পত্নী
দম্বর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ
করেন, দানবন তাঁহাদের অগ্রতম
ছিলেন । মহাভা-আদি-৬৫ ।

দানশুদ্ধা— সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল

অম্মরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের
অগ্রতম ছিলেন । স্বন্দ-কাশী-পূ-৯ ।

দাস্ত— বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক
নরপতি ছিলেন । তিনি ঋপুত্রক
ছিলেন । ব্রহ্মর্ষি দম্বনের বরে তিনি
দম, দাস্ত ও দমন নামে তিন পুত্র এবং
দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন ।
মহাভা-বন-৫৩ ।

দাস্তা— এক অম্মরার নাম ছিল দাস্তা ।
একবার কুবেরের আশ্রয়ে অগ্রাগ্র
অম্মরাদের সঙ্গে নৃত্য করিয়া, তিনি
মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ।
মহাভা-অম্বুশা-১৯ ।

দামোদর—সাতিশয় দাস্ত ও ইন্দ্রিয়গণের
মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া, ঐকৃষ্ণের এক
নাম দামোদর । মহাভা-শান্তি-৩৪১ ।

দামোক্ষীশ— মহর্ষি দামোক্ষীশ, রাজা
বৃষ্ণিষ্ঠিরের ময়দানব নিশ্চিত সভার
উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-সভা-৪ ।

দাস্তিক— বিদ্যা পর্বতে দাস্তিক নামে
এক বাধ ছিল । তাঁহার কন্যা
কোকিলিনী বিষ্ণুর পরিচর্যা করিয়া
মুক্তি লাভ করে । বৃহদা-১৮ ।

দারভট্টারিকা— দেবী শঙ্করী স্বীয় শরীর
হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন
করেন । তন্মধ্যে মাণ্ডব্য সগোত্রদিগের
কুলদেবতা দারভট্টারিকা ছিলেন ।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২১ ।

দারিতান্ত্র— কশ্যপ পত্নী ধসার গর্ভজাত
অগ্রতম পুত্র । বায়ু-৬৯ । ধসা দেখ ।

দারুক—(১) ঐক্ককের সারথির নাম ছিল দারুক, রথের নাম মেঘবপু এবং রথে গরুড় কেতনধ্বজ ছিল। মহাভা-সভা-৪৪। (২) বরাহ কল্পের একবিংশতি দ্বাপরে দারুক নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। তাঁহার পক্ষ, দার্ডায়ণি, কেতুমান ও গোতম নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা নিয়মী ও নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪ ; শিব-বার-১০। (৩) পূর্বকালে দারুক নামে এক অশ্বর, তপস্তার বলে অতিশয় প্রবল হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার ও অনেক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। দেব-গণের প্রার্থনায় মহাদেবের নেত্র হইতে উৎপন্ন কালী দেবী তাঁহাকে বধ করেন। লি-১০৬। (৪) ভাগবৎগীয়ে দেবশর্মার পুত্র দারুক ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম পালনান্তর যতী হইয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে দারুক তীর্থ হইয়াছে। স্বল্প-আব-রেবা-৩০। (৫) দারুক নামে এক রাক্ষস ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম দারুকা ছিল। তাঁহারা খুব অত্যাচারী ছিলেন। দেবগণ তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দারুক অশ্বচরাদি সহ পাতালে প্রবেশ করেন এবং সেখানেও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্রপীড়িত সুপ্রিয় প্রভৃতি বৈশ্ব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দারুককে শাস্তি দিতে উদ্বৃত

হইলে, দারুকা পার্শ্বতীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। পরে বীমাংসা হইল যে, এই যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য চলিবে। শিব-জ্ঞান-৫৬।

দারুকা— দারুক রাক্ষসের পত্নী। দারুক দেখ।

দারুকেশ্বর—কাশীতে দারুকেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্বল্প-কাশী-উত্ত-৭০।

দারুণ—(১) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান বিহগের জন্ম হয়। দারুণ তন্মধ্যে একজন। মহাভা-উদ্-১০০।

(২) ব্রহ্মা গয়ানুরের মন্তকে বস্তু করিতে উদ্যোগী হইয়া, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করেন, দারুণ তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। বায়ু-১০৬।

দারুসজ্জীবনী—সমুদ্র মন্থনে যে সকল অম্লার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। স্বল্প-কাশী-পূ-২।

দার্ডায়নি—তিনি একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কুর্শ্ব-পূ-৫২।

দার্ডায়নি—বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে শিবাবতার যোগাচার্য্য দারুক নামে অবতীর্ণ হন। পক্ষ, দার্ডায়নি, কেতু-মান ও গোতম নামে তাঁহার নিয়মী নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪ ; বায়ু-২৩ ; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। দারুক ও দার্ডায়নি দেখ। শিব-বার-উদ্-১০।

দারুকি—মহর্ষি রথীতর তিনথানি

সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া, স্বীয় শিষ্য কেতব, দানকি, ধর্মশর্মা ও দেবশর্মা নামক শিষ্য চতুর্ধরকে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০।
কেতব দেখ।

দালভা—মহর্ষি দলভের পুত্র বকের অন্তনাম দালভা। মৈত্রেয় ও শ্রাব নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন।
ছান্দো-১মঅ-১২খ-১।

দাশাহ—জ্যাম্ববংশীয় নিরুত্তির তনয় দাশাহ, বিদূরথ নামেও খ্যাত ছিলেন।
দাশাহের পুত্র ভীম, ভীমের তনয় জীমূত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

দাসক—জ্যাম্ববংশীয় রাজা ভজমানের অন্যতম পত্নী উপবাহুকা হইতে অবুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হার-হরি-৩৭। অবুতাজিৎ দেখ।

দাহ—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্যদেব তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর দাহ প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। অতিদাহন দেখ।

দিক্—রুদ্রের এক নাম ভীম। এই ভীমের স্ত্রী দিক হইতে স্বর্গ নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৮; কুর্ম-পূ-১০।

দিকপতি—(১) উত্তম মন্বন্তরের দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতার অগ্রতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে,

দেবসাবিগির সময়ে তিনি ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৯২-২। (৩) সূর্য্যের অস্ত্র নাম। স্বন্দ-কাশী-পূ-৯।

দিকপাল—ধর্ম, কাম, কাল, বহু, বাহুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাঋষি পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা দিকপাল নামে কথিত হন। মহাভা-অমুশা-১৫০।

দিকপুঞ্জ—আকাশের পঙ্কীর নাম। স্বর্গ তাঁহার পুত্র। বায়ু-২৭।

দিগ্গজ—কশ্যপের কন্তা খেতা হইতে দিগ্গজগণ জন্মগ্রহণ করেন।

দিতি—(১) বেদে অদিতি ও দিতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সারনাচার্য্য অদিতি অর্থে অথওনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে ঋগ্বিতা প্রজাদি করিয়াছেন। মহীধর, শুক্ল যজুর্বেদে অদিতি অর্থে পুণ্যাঋষি ও দিতি অর্থে নাস্তিকাদি পাপাঋষি করিয়াছেন।

(২) কিন্তু পুরাণাদিতে অগ্ররূপ আছে। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। দিতি তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) দিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের হিরণ্যক ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবাসুর যুদ্ধে পুত্রাদি হত হইলে, দিতি কশ্যপের নিকট ইন্দ্র বধে

সমর্থ এক পুত্রবর প্রার্থনা করেন ।
কশ্যপ তাঁহাকে উক্ত বর প্রদান
করিলে, তিনি অচিরে গর্ভ ধারণ
করিলেন । ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া,
দিতির দোষ অমুসন্ধান করিতে লাগি-
লেন । একদিন তাঁহাকে অশুচি
দেখিয়া, তাঁহার উদরে প্রবেশপূর্বক
উদরস্থ সন্তানকে প্রথমে সপ্ত খণ্ডে,
পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্ত খণ্ডে
বিভক্ত করিলেন । এই কঠিত সন্তানেরা
রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র
তাঁহাদিগকে “মা রোদী” “রোদন
করিও না,” এই বলিয়া বারণ করিয়া-
ছিলেন । সেই জন্ত তাঁহারা মরুৎ
নামে খ্যাত হন । সেই মরুদ্গণ
ইন্দের সহায় হইলেন । হরি-হরি-৩ ।
দিন—উত্তম মন্বন্তরে দিন, প্রতর্দনগণের
অন্তর্গত অগ্রতম দেবতা ছিলেন ।
ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২ ।
দিবজ্জর—স্বারভুব মনুবাংশীয় উদারধীর
পত্নী ভদ্রা হইতে দিবজ্জর উৎপন্ন হন ।
দিবজ্জরের পুত্র রিপু, রিপুর তনয়
চাক্ষুষ । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২ ।
দিবস্পতি—ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণির
সময়ে তিনি ইন্দ্র ছিলেন । ভাগ-৯৯-
২ ; বিষ্ণু-৩৫-২ ।
দিবাকর—(১) সূর্য্যের এক নাম
দিবাকর । দেবাসুর যুদ্ধে তিনি
একাকী বলির বাণ প্রভৃতি শত পুত্রের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ভাগ-৮৯-

১০ । (২) রঘুবাংশীয় মহীপতি ভাস্কর
পুত্র দিবাকর, দিবাকরের পুত্র সহদেব,
সহদেবের তনয় বৃহদশ্ব । ভাগ-৯৯-
১২ । (৩) জনৈক রাক্ষস । ইনি
সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন । কুর্শ-
পু-৪১ । অপ দেখ ।

দিবাচর—রাক্ষসেরা চারি গণে বিভক্ত ।
দিবাচর তাঁহাদের অগ্রতম গণ ।
বায়ু-৭০ ।

দিবাবষ্টাশ্ব—কশ্যপ বাংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অসিত,
দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের
প্রবর । মৎ-১৯২ ।

দিবিজাত—অঙ্গরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত,
পুরুষবার অগ্রতম পুত্র । অশ্বি-২৭৪ ।

দিবিরথ—(১) চক্ষুবাংশীয় নরপতি ভরতের
পুত্র ভূমহা, ভূমহার পত্নী পুষ্করিণী
হইতে সূহোত্র, দিবিরথ, সূহোতা,
সুহবি, সুজয় ও ঋচীক নামে ছয় পুত্র
জন্মে । মহাভা-আদি-৯৪ । (২) রাজা
দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ । পরশুরাম
কর্তৃক ক্ষত্রিয় সংহার কালে,
এই দিবিরথের পুত্র, মহর্ষি গোতম
কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন । মহাভা-
শান্তি-৪৯ । (৩) যযাতি বাংশীয় খল-
পালের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের
তনয় ধর্ম্মরথ, ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ ;
ভাগ-৯৯-২৩ । অঙ্গ দেখ । (৪) রাজা
বলির অগ্রতম তনয় অঙ্গ, অঙ্গের তনয়
দধিবাহন (অগ্র নাম অনপান) দধি-

বাহনের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র
ধর্ম্মরথ । বায়ু-৯৯ । (৫) যযাতি বংশীয়
পারের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের তনয়
ধর্ম্মরথ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ ।

দিবোদাস—(১) অতি প্রাচীন কালে
দিবোদাস নামে এক রাজাধি ছিলেন ।
তিনি অতিশয় অতিথি বৎসল ছিলেন ।
শব্দ অম্লরকে হনন কালে জলে প্রবিষ্ট
রাজাধি দিবোদাসকে অম্লর
রক্ষা করিয়াছিলেন । ঋগ-১।১১২।১ ।
(২) ইন্দ্র রাজা দিবোদাসের জ্যেষ্ঠ
শব্দের নবনবতি (৯৯) পুত্রী বিদারণ
করিয়াছিলেন । ঋগ-২।১৯।৩ । (৩)
কাশীর রাজা হর্যাক্ষের তনয় সুদেব,
সুদেবের তনয় দিবোদাস । হর্যাক্ষ ও
তৎপুত্র সুদেব উভয়েই বীতহবোর
(হৈহয়) পুত্রদের সঙ্গে সংগ্রামে নিহত
হন । পিতার মৃত্যুর পরে দিবোদাস
সিংহাসনে আরোহণ করেন । বীত-
হবোর পুত্রেরা পুনর্বার বারানসী
আক্রমণ করিয়া দিবোদাসকে পরাজিত
এবং তাঁহার পুত্রদিগকে বধ করেন ।
দিবোদাস অনন্তোপায় হইয়া মহর্ষি
ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হইলেন । ভরদ্বাজ
মুনির বরে তিনি প্রতর্দন নামে এক
পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন । এই
প্রতর্দন বীতহবোর শত পুত্রকে বধ
করেন । বীতহবো প্রতর্দনের ভয়ে
পলায়নপূর্বক ভৃগুমুনির শরণাপন্ন হন
এবং তাঁহারই বরে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব

প্রাপ্ত হন । মহাভা-অনুশা-৩০ । (৪)
কাশীর রাজা ধনন্তরীর পুত্র কেতুমান,
কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের
অপত্য দিবোদাস । মহাদেবের অনুচর
নিকুম্ভ কাশীতে সম্পূজিত হইতেন ।
নিকুম্ভের প্রসাদে কাশীর জনসাধারণ
যথেষ্ট ধন রত্ন ও আকাঙ্ক্ষিত বস্ত্র
লাভ করিত । রাজা দিবোদাসের
জ্যেষ্ঠা মর্ষী সূবশা, পুত্র কামনায়
নিকুম্ভের অর্চনা করিয়া বিফল
মনোবৃত্ত হন । সেই জন্ত ক্রোধে রাজা
দিবোদাস নিকুম্ভের স্থান নষ্ট করেন ।
তখন নিকুম্ভ শাপ দেন যে, “অকস্মাৎ
এই পুত্রী নষ্ট হইবে ।” এই সময়ে
রুদ্রের অনুচর, ক্ষেমক নামক ব্রাহ্মস
কাশীনগরী ধ্বংস করেন । বারানসী
নষ্ট হইলে, দিবোদাস গোমতী তীরে
রাজধানী স্থাপন করেন । পূর্বে যহ-
বংশীয় মহীষ্মতের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য
বারানসীর অধিপতি ছিলেন । রাজা
দিবোদাস তাঁহার শত পুত্রকে বিনাশ
করিয়া, বারানসী অধিকার করেন ।
ভদ্রশ্রেণ্যের অগ্রতম তনয় দুর্দম বালক
ছিলেন বলিয়া, দিবোদাস তাহাকে
বিনাশ করেন নাই । দুর্দম, হৈহয়
নরপতির পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং
পরে দিবোদাস কর্তৃক গৃহীত রাজ্য
পুনঃ অধিকার করেন । দিবোদাসের
অগ্রতমা পত্নী দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দন
জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-২৯ । (৫)

কৌশিক বংশীয় নরপতি বধ্যাধ্ব হইতে মেনকার গর্ভে রাজর্ষি দিবোদাস ও অহল্যা নামক যমজ পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। নরপতি দিবোদাসের তনয় ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। এই মিত্রয়ু হইতে মৈত্রেয়নী শাখা ও মৈত্রেয়গণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরি-হরি-৩২। (৬) আয়ুর্কেদ প্রবর্তক ধনন্তরীর বংশীয় ভীমরথের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় দ্রামান। ভাগ-৯৯-১৭। (৭) যযাতি বংশীয়, ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত মুদগলের দিবোদাস ও অহল্যা নামে এক তনয় ও এক কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গোতম ঋষি বিবাহ করেন। সভানন্দ তাঁহাদের পুত্র। দিবোদাসের তনয় মিতায়ু, মিতায়ুর তনয় চ্যবন। ভাগ-৯৯-২১, ২২। (৮) কাশীর রাজা ভীমসেনের তনয় দিবোদাস। মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীতে প্রতর্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া, গালবকে দুই শত অশ্বকন্যা শুদ্ধ প্রদান করেন, এবং মাধবীকে প্রত্যর্পণ করেন। মহাভা-উদ্ভ-১১৬। মাধবী দেখ। (৯) ধনন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় প্রতর্দন (বৎস)। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (১০) পুরু-বংশীয় নরপতি হর্যাসের তনয় মুদগল। এই মুদগল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া মোদগলা নামে

খ্যাত হন। মুদগলের তনয় বৃদ্ধাশ্ব, বৃদ্ধাশ্বের তনয় দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের তনয় মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর তনয় রাজা চ্যবন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১১) মহর্ষি দিবোদাস একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বধ্যাধ্ব ও দিবোদাস এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৫। (১২) আয়ুর্কেদবেত্তা ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য দিবোদাস। তিনি: চিকিৎসা দর্শন নামে একখানি সংহিতা রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। দিবোদাসেশ্বর— নরপতি রিপুঞ্জয় কাশীতে দিবোদাসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবের পূজাচর্চা করিলে, আর পুনর্জন্ম হয় না। কল-কাশী-উদ্ভ-৫৮। দিবোকা— চাক্ষুশ মধন্তরে দিবোকা নামে, দেবতাদের একটা গণ ছিল। মৎ-৯। দিবোধি— উত্তম মন্ত্রের অত্যন্ত পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তম দেখ। দিবা—(১) মহর্ষি দিবা একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি দক্ষিণা সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০। ১০৭। (২) যযাতিবংশীয় সাব্বতের ভজমান, ভজি, দিবা, বৃষ্টি, দেবাবুধ, অন্ধক ও মহাভোজ নামে সাত পুত্র ছিল। ভাগ-৯৯-২৪। (৩) চন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুত্রবার উৎকর্ষী

অন্দরার গর্ভে আবু, মাবু, অমাবু, প্রতাবু, বিশ্বাবু, শতাবু ও দিব্য নামে গন্ধর্ব্ব লোক বিখ্যাত শিবভক্ত সাত পুত্র জন্মে। লি-৬৬। (৪) উত্তম মনুর নয় পুত্রের অন্ততম ও ক্ষত্রগণের নেতা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম মনু দেখ।

দিব্যাকর্ষক—শ্রীকৃষ্ণার্গাই বিশ্বদেবগণ মধ্যে দিব্যাকর্ষক অন্ততম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

দিব্যজাহ্নু—নরপতি পুরুষবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্ততম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। পুরুষবা দেখ।

দিবাবাহন—ব্রহ্মের একজন বৃষভাশু। গর্গ-গোল-১৮।

দিবাসাহু—শ্রীকৃষ্ণার্গাই বিশ্বদেবগণের অন্ততম দিবাসাহু। মহাভা-অনুশা-৯১।

দিব্য—পুলোমার কন্যা দিব্যা মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ছিলেন। দিব্যা হইতে দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৫। ভৃগু দেখ।

দিব্যোবধি—উত্তমমনুর অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তমমনু দেখ।

দিলীপ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ছিল-
হুহের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র রঘু,
রঘুর তনয় অজ, অজের পুত্র দশরথ।
হরি-হরি-১৫। (২) রাজর্ষি বৃদ্ধশর্মা
তনয় বিশ্বমহৎ, এই বিশ্বমহতের পত্নী
আদিত্য পিতৃগণের মানসী কন্যা
যশোদার গর্ভে, রাজর্ষি দিলীপ জন্মগ্রহণ

করেন। এই দিলীপ ভূপতির বাজিমেষ
যজ্ঞে মহর্ষিগণ দ্বীষিত হইয়া, গাথা
সকল গান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-
১৮। (৩) যযাতিবংশীয় ঋত্বের তনয়
দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের
তনয় দেবাশি, শাস্ত্রু ও বাহ্লীক।
ভাগ-৯৯-২২। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয়
নরপতি বিশ্বমহতের তনয় দিলীপ, তিনি
খট্টাক নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি
জ্ঞান প্রভাবে লোকত্বর ও অগ্নিত্বর জয়
করিয়াছিলেন। দিলীপের তনয় দীর্ঘ-
বাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু। লি-৬৬। (৫)
নরপতি ইলবিলের তনয় দিলীপ একজন
বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বহুবধি
যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। তিনি সলিলের
উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন।
মহাভা-দ্রো-৬১। (৬) সগরবংশীয় অশ্ব-
মানের তনয় দিলীপ। তাঁহার পুত্র
প্রসিদ্ধ ভগীরথ, গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন
করিয়াছিলেন। রামা-আরণ্য-৪২।

দিশাচক্ষু—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে
বহু বলবান বিহগের জন্ম হয়। তন্মধ্যে
দিশাচক্ষু একজন। মহাভা-উদ্-১০০

দিশ্য—বেবস্বতমনুর দশ পুত্রের অন্ততম
দিশ্য ছিলেন। ভাগ-৮৯-১৩। অজবাহন
দেখ। দিশ্যের তনয় নাভাগ। ভাগ-
৯৯-৩।

দীক্ষা—(১) ভগবান রুদ্রের অন্ততমা জীর
নাম দীক্ষা ছিল। ভাগ-৩৯-১২। (২)
রুদ্রের এক নাম ছিল উগ্র। এই উগ্রের

জী দীক্ষা হইতে সন্তান নামে এক পুত্র
জন্মে । বিষ্ণু-১ম-৭; কৃষ্ণ-পূ-১০ ।

দীধর— দ্বাদশজন ধামদেবের অগ্রতম ।
বায়ু-৩১ ।

দীধিগণ— স্বারজুব ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ
অজ্ঞ হেতু অজিত দেবগণ নামে খ্যাত ।
অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র
বর্ণিত হইয়াছেন । তন্মধ্যে দীধিগণ
প্রভৃতি দ্বাদশজন “দেব” নামে অভিহিত
হয়েন । ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১ ।
অমৃতবান্ দেখ ।

দীপক— কস্তুর পত্নী বিনতা হইতে বহু
বনবান্ বিহগের জন্ম হয় । দীপক
তাঁহাদেরই অগ্রতম । মহাভা-উদ্-১০০ ।

দীপ্তকীৰ্ত্তি— দেবসেনাপতি কান্তিকেষের
অগ্র নাম দীপ্তকীৰ্ত্তি । মহাভা-বন-২৬০ ।

দীপ্তকেতু— নবম মনু দক্ষসাবর্ণির
অগ্রতম পুত্র দীপ্তকেতু । বিষ্ণু-৩য়-২ ।
দক্ষসাবর্ণি দেখ ।

দীপ্তবর্ণ— দেবসেনাপতি কান্তিকেষের
অগ্র নাম দীপ্তবর্ণ । মহাভা-বন-২৩০ ।

দীপ্তরোমা— শ্রাক্ষভাগাই বিশ্বদেবগণের
অগ্রতম দীপ্তরোমা । মহাভা-অশ্ব-১১ ।

দীপ্তশক্তি— দেবসেনাপতি কান্তিকেষের
অগ্র নাম দীপ্তশক্তি । মহাভা-বন-২৩০ ।

দীপ্তাস্মা— শিবের অন্যতম অমুচর ।
তিনি চৌষষ্ঠি কোটি অমুচর সহ শিবের
বিবাহে গমন করিয়াছিলেন । স্বন্দ-
মাহে-কুমা-২৬ ।

দীপ্তাশ্র— শিবের অগ্রতম অমুচর দীপ্তাশ্র,

শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্ঠি-
কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন ।
লি-১০৩ ।

দীপ্তি— (১) শ্রাক্ষভাগাই বিশ্বদেবগণের
অগ্রতম দীপ্তি । মহাভা-অশ্ব-১১ ।
(২) সাবর্ণিমনুর সময়ে অমিতাভ নামে
খ্যাত বিংশতি সংখ্যক দেবতাদের অগ্র-
তম । বায়ু-১০০ । অরিহা দেখ ।

দীপ্তিকেতু— নবম মনু দক্ষসাবর্ণির
ভৃত্যকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি কতিপয়
পুত্র ছিল । ভাগ ৮ঙ্ক-১৩ ।

দীপ্তিমান্— সাবর্ণ মনুষ্যের অগ্নিবংশীয়
দীপ্তিমান্ একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । বায়ু-১০০ ।

দীপ্তিমৈধা— রৈবত মনুষ্যের স্নমৈধা
নামে দেবগণ ছিলেন । দীপ্তিমৈধা সেই
দেবগণের অগ্রতম দেবতা ছিলেন ।
বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ।

দীপ্তেশ— কানীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
তাঁহার অর্চনায় ভোগ ও মোক্ষ লাভ
হয়, এবং ইহকাল ও পরকালের অন্ধ-
কার দূরীভূত হয় । স্বন্দ-কানী-উদ্ভ-৬৯ ।

দীপ্ততেজা— মহর্ষি গৌরমুখের মণিসমুত
অগ্রতম সেনাপতি । বরা-১১ । সূপ্রভ
দেখ ।

দীর্ঘ— নরপতি দিলীপের পুত্র দীর্ঘ,
দীর্ঘের তনয় রঘু, রঘুর তনয় অজ ।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮ ।

দীর্ঘকেশী— অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্য মহাদেব যে সকল

মাতৃকার স্ফটি করেন, দীর্ঘকেশী
তঁাহাদের অশ্রুতমা ছিলেন। মৎ-১৭২।
দীর্ঘজীব— দুর্গ অম্বরের অশ্রুতম
সেনাপতি। তিনিও পার্বতী হস্তে
নিহত হন। স্বন্দ-কানী-উত্ত-৭১।

দীর্ঘজন্ম— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত
অশ্রুতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দীর্ঘজিহ্বা— কশ্যপের অশ্রুতমা পত্নী দম্ব
হইতে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল, দীর্ঘজিহ্বা তঁাহাদের অশ্রু-
তম ছিল। মহাভা-আদি-৬৫।

দীর্ঘজিহ্বা— (১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-
সেনাপতি কান্তিকের অম্বচরী
কল্যাণদারিনী মাতৃগণের অশ্রুতমা
দীর্ঘজিহ্বা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।
(২) দীর্ঘজিহ্বা নাকী রাক্ষসীকে দেবরাজ
ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। মহাভা-
বন-২৯০।

দীর্ঘতপা— (১) সোমবংশীয় মহীপতি
কাশের তনয় দীর্ঘতপা। কাশীরাজ
দীর্ঘতপা, পুত্র কামনার অজ্ঞদেবের
আরাধনা করেন। অজ্ঞদেব সন্তুষ্ট হইয়া,
বর দিতে চাহিলে, রাজা দীর্ঘতপা
তঁাহাকেই পুত্ররূপে পাইতে প্রার্থনা
করেন। তদনুসারে অজ্ঞদেব ধনন্তরী
নামে, তঁাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। ধনন্তরীর পুত্র কেতুমান্।
হরি-হরি-২২। (২) ঋষি বিশেষ। হরি-
হরি-১৬৬। (৩) অগ্নির তনয় অগ্নিরা,
বেধস, দীর্ঘতপা প্রভৃতি মন্ত্র প্রণেতা

মহর্ষি ছিলেন। স্বক্লান্ত-৬৫। (৪)
মহর্ষি দীর্ঘতপা মন্দারক আশ্রমে বাস
করিয়া, অতি তীব্র তপস্তা করিতেন।
দীর্ঘকাল তীব্র তপস্তার জন্য তিনি এই
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মহাতপা
ঋক্ষপুত্র তঁাহার পুত্র ছিলেন। স্বন্দ-
আব-রেবা-৫২।

দীর্ঘতমা— (১) মহর্ষি উচথোর তনয়
দীর্ঘতমা, কতকগুলি ঋক্ষমন্ত্রের রচয়িতা
ছিলেন। দীর্ঘতমার পত্নী উশিজ হইতে
কক্ষিবান্ ও দীর্ঘশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন।
ঋগ-১।১৪০।১, ১।১১২।১। মহর্ষি
অগ্নিরার অশ্রুতম পুত্র উতথ্য। উতথোর
পত্নী মমতার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার জন্ম
হয়। তিনি বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ন
হইয়াছিলেন। সেজন্ত তঁাহার পত্নী
প্রদেবী তঁাহাকে অবজ্ঞা করিতেন।
তঁাহার ঔরসে গৌতম প্রভৃতি কতিপয়
তনয় জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘতমা
সৌরভেদের নিকট নিখিল গো-ধর্ম
অধ্যয়ন করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে তদাচরণে
প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ তঁাহাকে
স্বধর্মব্রত দেখিয়া তঁাহার সঙ্গ পরিত্যাগ
করিলেন। তঁাহার স্ত্রীও তঁাহার প্রতি
সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না।
সেজন্ত তিনি নিয়ম করেন যে,—
“ঈলোকেরা অতঃপর স্বামীসম্পূর্ণরূপে
অমুগতা থাকিবেন”। ইহাতে প্রদেবী
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তঁাহার পুত্রদের
সাহায্যে, তঁাহাকে বন্ধনপূর্বক ভেলার

স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন । নরপতি বলি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া, স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্বক স্বীয় জী সূদেষ্ণাতে সন্তান উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করেন । সূদেষ্ণা প্রথমে সেই অক্ষমুনির নিকট না যাইয়া তাঁহার ধাত্রেয়ীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন । সেই ধাত্রেয়ীর গর্ভে কাকীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । পরে সূদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । তাঁহার স্ব স্ব নামীয় জনপদের অধিপতি ছিলেন । মহাভা-আদি-১০৪; ভাগ-৯৯-২৩ । বায়ু পুরাণে এই গল্পটা সামান্য পরিবর্তিত আকারে আছে । বায়ু-৯৯ । মমতা দেখ । ঔরুর শাপে মহর্ষি দীর্ঘতমা অক্ষ হইয়াছিলেন । পরে বিষ্ণুর প্রসাদে চক্ষুস্থান হন । হরি-হরি-২৫৫ । (২) পুরুষবার বংশীয় রাষ্ট্রের তনয় দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার তনয় ধনন্তরী, ধনন্তরীর তনয় কেতুমান । ভাগ-৯৯-১৭

দীর্ঘদশন— দুর্গ অমুরের অস্ত্রতম সেনাপতি । পার্শ্বতী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন । স্বল্প-কাশী-উত্ত-৭১ ।

দীর্ঘনথ— প্রভাসক্ষেত্রের পূর্ব দ্বারে জয়ন্তের রক্ষণাবেক্ষণে দীর্ঘনথ দানব নিযুক্ত ছিলেন । স্বল্প-প্রভা-দ্বার-১৭ ।

দীর্ঘনাসিক— কশ্যপের অস্ত্রতমা পত্নী থসার গর্ভজাত অস্ত্রতম পুত্র । বায়ু-৬৯ । থসা দেখ ।

দীর্ঘনীধ— অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে দীর্ঘনীধ নামে এক ঋষি ছিলেন । ইন্দ্র তাঁহাকে অনাধা দম্বাদেয় হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । ঋগ-৮।৫০।১ ।

দীর্ঘনেত্র— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অস্ত্রতম দীর্ঘনেত্র । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রো-১২৭ ।

দীর্ঘপ্রজ্ঞ— বৃষপর্কী নামে সুবিখ্যাত অমুর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে ভূপতি হন । মহাভা-আদি-৬৫ ।

দীর্ঘবাহু—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অস্ত্রতম দীর্ঘবাহু । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৫ । (২) সগরবংশীয় নরপতি খট্টাকের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয় মহাযশস্বী রঘু । ভাগ-৯৯-১০ । অঙ্গ ও অঙ্গপাল দেখ । লি-৬৬ । (৩) সূর্য্যাবংশীয় অজের পুত্র দীর্ঘবাহু দীর্ঘবাহুর পুত্র অঙ্গপাল, অঙ্গপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন । অশ্বি-২৭৩ ।

দীর্ঘযজ্ঞ— অযোধ্যা নগরে দীর্ঘযজ্ঞ নামে এক রাজা ছিলেন । ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন । মহাভা-সভা-২৯ ।

দীর্ঘলোচন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দীর্ঘলোচন।
তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দীর্ঘশ্রবা— দীর্ঘতমা ঋষির পত্নী উশিঙ্গ
হইতে কক্ষীবান্ ও বণিক্ দীর্ঘশ্রবা
ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। অনাবৃষ্টিতে
কষ্ট না হর, সেজন্ত দীর্ঘশ্রবা, বাণিজ্য
করিতেন। স্তুতি করিয়া একবার তিনি
অশ্বিনয় হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
ঋগ-৯।১১২।১।

দীর্ঘান্ত— একজন নাগপতি। স্বন-
নাগ-১১৪।

দীর্ঘায়ু— ঋতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই
মহাবীর এবং তাঁহাদের তনয় নিরতায়ু
:ও দীর্ঘায়ু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্যো-
ধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অশ্বিন হস্তে
নিহত হন। মহাভা-দ্রো-৯৩।

দুঃখ— নরকের পত্নী বেদনা হইতে
:দুঃখের জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-৭; বায়ু-১০।
অনৃত দেপ।

দুঃশল— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুঃশল।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ভীম হস্তে নিহত
:হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুঃশলা— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী
গর্ভে শত পুত্র এবং দুঃশলা নামী
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-
আদি-৬৭। সিদ্ধদেবশিখিপতি জয়দ্রথ
তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের
নাম সুরথ। মহাভা-আদি-১১৭।

দুঃশাসন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুঃশাসন।
তিনি জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের অতিশয় অমুগত
ছিলেন। শকুনি ও কর্ণের দ্বারা তিনিও
সর্বদা দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে
কুমন্ত্রনা দিতেন। যুদ্ধটির অক্ষকৌড়ায়
পরাজিত হইলে, দুর্যোধনের পরামর্শে
তিনিই দ্রোণদীকে রাজসভার আনয়ন
করিতে গমন করেন এবং দ্রোণদীর
কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভায়
উপস্থিত করেন এবং দুর্যোধনের ইচ্ছিতে
তাঁহাকে বিব্রা করিতেও চেষ্টা করেন।
কিন্তু ত্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তি প্রভাবে
তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।
সেই সময়ে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান
করিয়া, এই অস্ত্রার কার্যের প্রতিশোধ
লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। কুরু-
ক্ষেত্র সমরে সপ্তদশ দিবসে ভীম
তাঁহাকে বধ করিয়া রক্তপান করত
নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।
মহাভা-কর্ণ-৮৪।

দুঃশীম— মহর্ষি দুঃশীম একজন অতি
প্রাচীন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
ছিলেন। তিনি কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা
করিয়াছেন। ঋগ-১০।৯৩।১৪।

দুঃশীল— দুঃশীল নামে এক ব্রাহ্মণ বীর
গুরুর ধন অপহরণ করিয়া প্রথমে খুব
ধনশালী হর। পরে নির্বেদ প্রাপ্ত
হইয়া, নিষেধর নামে এক শিবলিঙ্গ
স্থাপনপূর্বক সমস্ত ধন সেই দেবকাথে

উৎসর্গ করেন এবং এই পুণ্যের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন।

স্কন্দ-নাগ-২৭৫।

দুঃসহ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুঃসহ। ভারত সমরে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) সমুদ্র মন্থনকালে অলম্বী, লম্বীর পূর্বে উদ্ভূত হন। এই অলম্বীকে বিপ্রর্ষি দুঃসহ বিবাহ করেন। লি-উত্ত-৬। (৩) যম তনয়। নিম্বাষ্টির পতি। শকুনি প্রভৃতি তাঁহাদের পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

দুঃসহা—লম্বীর এক নাম। মহাভা-শান্তি-২২৫।

দুঃস্বভাব—বল অশুরের অন্যতম সেনাপতি। গর্গ-অশ্বমেধ-৩২—৩৫।

দুঃখাকি—জলন্ধর দৈত্যের পিতৃব্য। ইন্দ্র মন্দের পর্কতের সাহায্যে ইহাকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেজন্য জলন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৫।

দুঃহ—যযাতির অন্ততম পুত্র অশুরবংশীয় স্বতের তনয় দুঃহ, দুঃহের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার তনয় স্তুচেতা। হরি-হরি-৩২।

দুন্দুভ—(১) মহাদেবের অন্ততম গণ দুন্দুভ, শিবের ও পার্কতীর বিবাহে আট কোটি অমুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) হর্গ অশুরের অন্ততম সেনাপতি, তিনি

পার্কতী হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দুন্দুভি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিঃ ব্রতের অন্ততম পুত্র দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চ-বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উক, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহার্য্য ক্রৌঞ্চবীপে স্ব স্ব নায়ীর এক একটা দেশের অধিপতি ছিলেন। লি-৪৬। (২) শিবের অন্ততম অমুচর দুন্দুভি, শিবের ও পার্কতীর বিবাহে আট কোটি অমুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে যখন সাণ্ড নামে প্রজাপতি প্রভু বাস ছিলেন, তখন লোক-হিতার্থ মহাদেব স্ততার নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার দুন্দুভি, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান নামে চারিজন শিষ্য যোগ ও ধ্যান প্রচার করেন। লি-২৪।

দুন্দুভিনিষন—প্রভাস ক্ষেত্রে ত্রীকৃষ্ণের পুরীর দক্ষিণদিক রক্ষক, একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

দুন্দুভিরব—হর্গ অশুরের অন্ততম সেনাপতি। পার্কতী তাঁহাকে বয়ালয়ে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দুবস্মা—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে ছবস্মা নামে একজন মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০। ১০০। ১।

দ্ব্যম্বর্ণ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দ্ব্যম্বর্ণ।
তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দ্ব্যতিক্রম—(১) বরাহকল্পের চতুর্থ ধাপের
মহাদেব স্নহোত্র নামে অবতীর্ণ হন।
এবং স্নহুধ, দ্ব্যম্বর্ণ, হৃদর ও দ্ব্যতিক্রম
নামে তাঁহার তপোধন দৃঢ়ত চারি
পুত্র জন্মে। লি-২৪। (২) একজন
ব্রহ্মভূমিষ্ট যোগপরায়ণ ঋষি। কুর্শ-পু-
৫; বায়ু-২৩। স্নহোত্রী দেখ।

দ্ব্যচারা—দক্ষিণাপথে তুঙ্গভদ্রা নদী
তীরে হরিহরপুর নামে এক নগর
আছে। তথায় হরিনীকিত নামে এক
ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জীর নাম
দ্ব্যচারা ছিল। এই কুলটা বহু পাপ
ভোগের পর চণ্ডাল ঘোনীতে জন্মগ্রহণ
করে। পরে বসুদেব নামক এক
ব্রাহ্মণের নিকট গীতার জ্যোদশ
অধ্যায়ের পাঠ শ্রবণ করিয়া চণ্ডাল দেহ
হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যদেহ লাভ
করে। পদ্ম-উত্ত-২৮৭।

দ্ব্যধন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দ্ব্যধন।
তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দ্ব্যতিক্রম—যযাতি বংশীয় মহাবীৰ্য্যের
তনয় দ্ব্যতিক্রম। দ্ব্যতিক্রমের কবি,
জ্যোত্বকি ও পুরুতাকি নামে তিন পুত্র
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-২২।

দ্ব্যক্তি—কোথের ঔরসে ও হিংসার
গর্ভে কলি নামে এক পুত্র ও দ্ব্যক্তি
নারী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
দ্ব্যক্তি স্বীয় সচোদর কলিকেই বিবাহ
করেন। তাঁহাদের মৃত্যু নামক পুত্র
ও ভীতি নারী এক কন্যা জন্মে।
ভাগ-৪২-৭।

দ্ব্যরোণ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে দ্ব্যরোণ
ভূষিত দেবগণের অন্যতম ছিলেন।
বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দ্ব্যর্গ—(১) ধর্মের অন্যতম পত্নী ভূমি
হইতে দ্ব্যর্গ ও স্বর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে।
স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (২) কালীর দক্ষিণ
ভাগে দ্ব্যর্গ নামক গণেশ আছেন।
তাঁহার পূজা অর্চনার বহু পুণ্য হয়।
স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৭। (৩) কুরু দৈত্যের
পুত্র দ্ব্যর্গ অসুর তপস্তার বলে অতিশয়
বলবান্ হইয়া, দেবগণের উপর
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন।
দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে,
মহাদেবের আদেশে পার্কীতী তাঁহাকে
বধ করিয়া দ্ব্যর্গা নামে অভিহিত হন।
স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭০, ৭১।

দ্ব্যর্গকুটবিশেষ—কাশীস্থিত একটা শিব-
লিঙ্গ। ইহার অর্চনা করিলে এক
বৎসর নির্ঝিয়ে অতিবাহিত হয়। স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা ৩৪২।

দ্ব্যর্গম—যযাতি বংশীয় ধৃতের পুত্র দ্ব্যর্গম।
দ্ব্যর্গমের পুত্র প্রচেতা, এই প্রচেতার
এক শত পুত্র উদীচাদি স্নেহগণের

উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।

দুর্গহ—অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে দুর্গহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুবংশ, অনার্য্য দস্যু কর্তৃক বন্দী হইলে, তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া, পুত্র লাভের জন্য ষেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যীকে ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিতে বলেন। তদনন্তর রাজমহিষী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রৈলোক্য নামক পুত্রকে প্রাপ্ত হন। ঋগ-৪।৪২।৮।

দুর্গা—(১) মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রলীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবগণের কোষ হইতে তখন এক নারী মূর্ত্তি প্রোছত্ব হইলেন। তাঁহারই নাম দুর্গা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (২) কুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুরকে বধ করিয়া, পার্শ্বতী দুর্গা নামে অভিহিতা হন। স্বন্দ-কানী-উক্ত-৭০, ৭১। (৩) ব্রহ্মার মূখ হইতে শঙ্কর পত্নী দুর্গার জন্ম হয়। বায়ু-২। অপর্ণা দেখ। পার্শ্বতীর অন্ত নাম। সৌর ৪২।

দুর্গাদিতা—প্রভাস ক্ষেত্রে দুর্গাদিতা নামক সরূপাশ নাশন এক দেব আছেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২২।

দুর্জয়—(১) কস্তুরের অন্ততমা পত্নী দময়

গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, দুর্জয় তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন।

মহাভা-আদি-৬৫। দমু দেখ। (২) পূর্ব্বকালে শরদশ্যারন নামে এক যুনি ছিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ শরদশ্যারনী স্বামীর আদেশ অনুসারে রাত্রিকালে রাস্তার দণ্ডায়মান থাকিয়া, এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দুর্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত হই পুত্র উৎপাদন করিয়া ছিলেন। মহাভা-আদি-১২০। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীৰ্য্যের শত পুত্রের অন্ততম কৃষ্ণ, কৃষ্ণের তনয় দুর্জয়। লি-৬৮। অনন্ত ও অমিত্ত দেখ।

দুর্জয়া—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। অগ্নি-৫২।

দুর্জয়—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুর্জয় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) তালজঙ্ঘের শত পুত্রের অন্ততম বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের তনয় আনর্ভ, আনর্ভের তনয় দুর্জয়। মৎ ৪৩।

দুর্দম—(১) যদুবংশীয় নরপতি ভদ্রশ্রেণ্যের অন্ততম পুত্র দুর্দম। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া, বারাপদী নগরী অধিকার করেন। কিন্তু একান্ত বাণক বলিয়া দুর্দমকে ছাড়িয়া দেন। দুর্দম হৈহয় রাজের পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহারই

সহায়তার অপেক্ষিত পিতৃরাজ্য বারানসী নগরী পুনঃ অধিকার করেন। হরি-হরি-২৯। (২) হর্দমের তনয় কনক, কনকের তনয় কৃতবীৰ্য্য, কৃতোজা, কৃতান্বি ও কৃতবর্ষা এই চারিজন। হরি-হরি-৩৩। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্ততম পত্নী রোহিণী হইতে বলরাম, শারণ, শঠ, হর্দম, দমন, খন্ড, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং স্নুভদ্রা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৪) যদুবংশীয় ভদ্রশ্রেণীর তনয় হর্দম, হর্দমের পুত্র ধনক, ধনকের তনয় কৃতবীৰ্য্য, কৃতান্বি, কৃতোজা ও কৃতবর্ষা। লি-৬৮।

হর্দমন—পাণ্ডব বংশীয় শতানিকের পুত্র হর্দমন, হর্দমনের তনয় মহীনর। মহীনরের তনয় দণ্ডপানি, দণ্ডপানির তনয় নিমি। ভাগ-২-স্ক-২২।

হর্দর—বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব স্নুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। স্নুযুথ, হর্দ্রুথ, হর্দর ও হরতিক্রম নামে তাঁহার তপোধন দৃঢ়ব্রত চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪।

হর্দ্র—শব্দর অক্ষরের অন্ততম সেনাপতি হর্দ্র। তিনি ত্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রহ্লাদ কর্তৃক নিহত হন। হরি-হরি-১৫২।

হর্দ্র—(১) শব্দর অক্ষরের অন্ততম সেনাপতি ছিলেন হর্দ্র। তিনি ত্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রহ্লাদ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের,

গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম ছিলেন হর্দ্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৫। (৩) হনুমান গীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্বক প্রত্যাবর্তন কালে অশোক বন নষ্ট করেন। সেই সময়ে তাঁহার দমনার্থ রাবণ স্বীয় সেনাপতি হর্দ্র প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হনুমান তাঁহাদিগকে বমালয়ে প্রেরণ করেন। রামা-সুন্দ-৪৬।

হর্দ্র—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম হর্দ্র। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) রাবণের অন্ততম সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে রাম হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩। (৩) নেপাল দেশে হর্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া স্বীয় স্ত্রী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই হর্দ্রেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৭০।

হর্দ্রেশ্বর—নেপাল রাজ হর্দ্র শিপ্রা নদীর তীরে এক শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়াছিলেন। সেই মহাদেব তাঁহার নাম অমুসারে হর্দ্রেশ্বর শিব নামে খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭০। হর্দ্র দেখ।

হর্দ্র—রাবণের অন্ততম স্ত্রী। রামা-সুন্দ-৪৫।

ছিন্নিরীক—স্বর্ঘ্যের এক নাম । স্বন্দ-
কানী পূ-২ ।

হর্ষাকী—বহুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা
বৃকের পত্নী হর্ষাকী, তক্ষ ও পুষ্করমাল
নামে দুই পুত্র প্রসব করেন ।
ভাগ-২৮-২৪ ।

হর্ষারণ—জালন্ধর দৈত্যের অন্ততম
মন্ত্রী । তিনি একবার দৌত্যকার্যে
ইজ্জালগরে গমন করিয়াছিলেন । পদ্ম-
উত্ত-৫ ।

হর্ষাসা—(১) মহাদেবের আদেশে, মহর্ষি
হর্ষাসা একবার রাজা ষেতকীর যজ্ঞে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন । মহাভা-আদি-
১৯৬ । (২) যদুবংশীয় নরপতি ভানুর
কন্যা ভানুমতি রৈবত উত্তানে ক্রীড়া
করিতে করিতে হর্ষাসা মূনির
ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলেন । সে-
জন্য ভানুমতি হর্ষাসার শাপে নিকুণ্ড
কর্ষক অপহৃত হন । হরি-হরি ১০৭ ।
(৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দম
প্রজাপতির কন্যা অনুস্মার গর্ভে দত্ত
(দত্তাজেয়) হর্ষাসা ও সোম জন্মগ্রহণ
করেন । দত্ত বিষ্ণুর অংশে, হর্ষাসা
কৃষ্ণের অংশে ও সোম ব্রহ্মার অংশে
উৎপন্ন হন । বিষ্ণু-১ম-১০ ; ভাগ-৪স্ক-
১ । (৪) একবার হর্ষাসা রাজা
অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, এক কৃত্য
নির্দোষপূর্বক তাঁহাকে সংহার করিতে
উদ্ভূত হইয়াছিলেন । নারায়ণ প্রেরিত
চক্র সেই কৃত্য বিনাশপূর্বক হর্ষা-

সাকেই বিনাশ করিতে উদ্ভূত হইল ।
তখন তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াও
অম্বরীষের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, আত্ম-
রক্ষা করেন । ভাগ-২৮ ৪, ৫ ।
অম্বরীষ দেখ । (৫) মহর্ষি হর্ষাসা
একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে
কোনও বিজ্ঞাধরীর হস্তে একটা সম্ভানক
পুষ্পের মালা দেখিতে পান । হর্ষাসার
প্রার্থনায় সেই বিজ্ঞাধরী উক্ত মালা
হর্ষাসাকে প্রদান করেন । হর্ষাসা
উক্ত মালা গলে ধারণপূর্বক গমন
করিতেছিলেন, এমন সময় দেবগণ
সহ ইন্দ্রকে ঐরাবত হস্তিতে আরোহণ
করিয়া আসিতে দেখিতে পাইলেন ।
তিনি তৎক্ষণাৎ মালা স্বীয় কণ্ঠ হইতে
উন্মোচনপূর্বক ইন্দ্রের অভিমুখে
নিক্ষেপ করিলেন ; ইন্দ্র তাহা গ্রহণ-
পূর্বক ঐরাবত মন্তকে স্থাপন
করিলেন । ঐরাবত ইহা শুণ্ড দ্বারা
গ্রহণ করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া
পদদলিত করিল । হর্ষাসা তদর্শনে
কুপিত হইয়া, “শ্রী ব্রহ্ম হও” বলিয়া
ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করেন । ইন্দ্র
এই অনর্থপাত হইতে মুক্ত হইবার
জন্য বিষ্ণুর মন্ত্রণায় সমুদ্র মনন করেন ।
বিষ্ণু-১ম-২ । (৬) একবার মহর্ষি
হর্ষাসা নরপতি কুন্তিভোজের আলয়ে
অতিথি হইয়াছিলেন । সেই সময়ে
কুন্তিভোজের কন্যা পৃথ্য (অস্ত্র নাম
কুন্তী) তাঁহার পরিচর্যা নিযুক্ত

হইরাছিলেন। দুর্কাসা তাঁহার আচরণে অতিমাত্র প্রীত হইয়া, তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্রের বলে তিনি বাহাকে আহ্বান করিবেন, তিনিই উপস্থিত হইবেন। কুন্তী হইতে এই মন্ত্রের বলে কর্ণ, যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১১। (৭) মহর্ষি দুর্কাসা একবার হৃষ্যোধনের প্ররোচনার পাণ্ডবদের বনবাস কালে, তাঁহাদের আশ্রমে অসময়ে অতিথি হন। দ্রোণদ্বীর আহ্বারান্তে কেহ অতিথি হইলে, পাণ্ডবদের পক্ষে আহাৰ্য্য প্রদান অসম্ভব হইত। ইহা হৃষ্যোধন অবগত ছিলেন। সেই জন্তই হৃষ্যোধন অসময়ে দুর্কাসাকে প্রেরণ করেন। দুর্কাসা আহাৰ্য্য না পাইলে তাঁহাদিগকে শাপগ্রস্ত করিয়া বিপন্ন করিবেন, ইহাই হৃষ্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। যুধিষ্ঠির মহর্ষিকে ন্নান আশ্রিক শেষ করিয়া আসিতে বলিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা বিপন্ন দেখিয়া দ্রোণদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণদ্বীর পাকস্থলী হইতে বিন্দু মাত্র শাককণা গ্রহণপূর্বক উদরস্থ করিয়া উদ্গার করিয়া মাত্র সশিষ্য দুর্কাসার ক্ষুধা তিরোহিত হইল। দুর্কাসা লজ্জায় যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। শিব-জ্ঞান-৬৩।

দুর্কাসাদিতা—প্রভাস ক্ষেত্রে মহর্ষি দুর্কাসা, আদিভ্যের উপাসনার ঘোরতর তপস্তা করিয়াছিলেন। সেই জন্ত আদিত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আদিত্য সেই স্থানে দুর্কাসাদিত্য নামে অবস্থিত আছেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৬।

দুর্কাসেশ্বর—মহর্ষি দুর্কাসা কর্তৃক পূজিত কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৮৫।

দুর্কিনীত—দুর্কিনীত নামে এক ব্রাহ্মণ ঘোরতর পাপে পাপী ছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ সাগরে রামধনুকোটি তীর্থে স্নান করিয়া, সর্কপাপ হইতে মুক্ত হইরা-ছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪।

দুর্কিমোচন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাকারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুর্কিমোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্কিরোচন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাকারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম ছিলেন দুর্কিরোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্কিসহ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাকারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুর্কিসহ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ভগা—অন্ধকাম্বুরের রক্তপান করিবার
কৃত্রিম মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি
করেন, দুর্ভগা তাঁহাদের অন্ততমা
ছিলেন। মৎ-১৭২।

দুর্ভিক্ষ—রক্তাস্রবের অন্ততম মন্ত্রী।
সৌর-৪৯। স্বল্প-প্রভা প্রভা-১১২।

দুর্শ্বখ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুর্শ্বখ।
তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্শ্বদ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্শ্বদ।
তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) যযাতি
বংশীয় ভদ্রসেনের তনয় দুর্শ্বদ ও ধনক।
ভাগ-৯৯-২৩। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের
অন্ততমা পত্নী রোহিণী হইতে বলদেব,
দুর্শ্বদ প্রভৃতি এবং গৌরবী হইতে ভদ্র,
ভূত, দুর্শ্বদ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৯৯-২৪। অন্ধক দেখ।
(৪) যযাতির অন্ততম পুত্র ক্রহু। এই
ক্রহুর বংশীয় ধৃতির পুত্র দুর্শ্বদ, দুর্শ্বদেব
তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার শত
পুত্র ছিল। বায়ু-৯৯।

দুর্শ্বম—যযাতি বংশীয় ধৃতির পুত্র দুর্শ্বম।
দুর্শ্বমের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার শত
পুত্র উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া ব্লেচ্ছ
হইয়াছিল। ভাগ-৯৯-২৩।

দুর্শ্বর্ষণ—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্ততম
পুত্র ও বসুদেবের অন্ততম ভ্রাতা

সুশ্বরের পত্নী ও কংসের অন্ততমা
ভগিনী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ্ণি ও
দুর্শ্বর্ষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৯-
২৪। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি
অশ্বাত্থ ভ্রাতাদের দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে
ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-
৬৭ ; দ্রোণ-১৩৫।

দুর্শ্বিত্র—(১) কংসের পুত্র মহর্ষি দুর্শ্বিত্র
ও স্মৃতি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
তঁাহারা ইন্দ্র সন্মুখে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র
রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০। ১০৫। ১।
(২) মগধের অধিপতি পুংশিত্র। এই
ক্ষত্রিয় রাজা কিলকিলা নগরীর
অধিপতি প্রবীরকের পরে মগধের
সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুংশ-
মিত্রের তনয় দুর্শ্বিত্র। ভাগ-১২৯-১।

দুর্শ্বখ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দুর্শ্বখ।
কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি ভীম হস্তে নিধন
প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; মহাভা-
দ্রোণ-১৩৪। (২) কশ্যপের অন্ততমা
পত্নী কক্ষ হইতে কাক্ষদেব নামধেয়,
দুর্শ্বখ, সুশ্বখ প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম
হয়। হরি-হরি-৩। (৩) বরাহকল্পের
চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে
অবতীর্ণ হন। এবং সুশ্বখ, দুর্শ্বখ, দুর্দর
ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার চারি পুত্র
জন্মে। তাঁহারা সকলেই তপোযন দৃঢ়তায়
ছিলেন। লি-২৪ ; বায়ু-২৩। সুহোত্রী

দেখ। (৪) রাবণের অত্যন্ত সেনাপতি ও মালাবানু রাক্ষসের অত্যন্ত পুত্র। রামা-উক্ত-৫। (৫) হনুমান লঙ্কা দখল করিলে, সেনাপতি দুশ্মুখ রাবণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী সমুদ্র বানর নিপাত করিতে পারিবেন। রামা-লঙ্কা-৮। (৬) কশ্যপের অত্যন্ত পত্নী ধসার গর্ভজাত অত্যন্ত পুত্র। বায়ু-৬৯। ধসা দেখ। (৭) মহিষাসুরের অত্যন্ত সেনাপতি, দেবী কাত্যায়নী তাঁহাকে যমুনাতে প্রেরণ করেন। বাম-২০। (৮) জনৈক মহাত্মা। তিনি গোকর্ণ তীর্থে তপস্বী করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-উক্ত-২।

দুর্যোধন—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুহৃদ্ভয়ের পুত্র দুর্যোধন। তিনি ধার্মিক সংগ্রামনিপুণ ও অসাধারণ বলশালী ছিলেন। দেবনদী নন্দ্যদী তাঁহাকে পতিত্ব বরণ করিয়াছিলেন। এই নন্দ্যদীর গর্ভে তাঁহার সুদর্শন নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-২। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের জ্যৈষ্ঠ গান্ধারী শত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে দুর্যোধন সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। দুর্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতা দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল প্রভৃতি অতিশয় ক্রুরকর্ম্মী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডু পুত্রদের সঙ্গে ইহার। ক্রীড়া

করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁমের সমকক্ষ ছিলেন না। ইহাতে পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের বিবেচ্য ভাব জন্মে। একদিন জলক্রীড়া করিতে যাইয়া, দুর্যোধন তাঁমকে বিষ মিশ্রিত মোদক প্রদান করেন। কিন্তু ভীম ইহা হইতে রক্ষা পান। ইতিমধ্যে ভীমদেব পাণ্ডব ও কৌরবদিগকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। পাণ্ডব, কৌরব, কর্ণ প্রভৃতি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানেও অর্জুনের অধিকতর কৃতকার্য্যতার দুর্যোধনের মনে হিংসার উদয় হয়। পরে অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জুনের সাক্ষ্যে দুর্যোধন আরও বিষন্ন হন। এই ঘটনার এক বৎসর পরেই ধৃতরাষ্ট্র বৃধষ্টিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার পরে পাণ্ডবেরা যবনরাজ সৌবিরকে রণস্থলে সংহার করেন। তাঁহাকে পূর্বে মহারাজ পাণ্ডুও পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তাহার পরে পাণ্ডবেরা নানাদেশ জয় করিয়া কুরুরাজকে প্রচুর ধন রত্ন প্রদান করিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে একটুকু বিষন্ন হইলেন। এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতিও পাণ্ডবদিগের উন্নতিতে অতিশয় ইর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাদের অনিষ্ট চিন্তায় তৎপর ছিলেন। অনন্তর শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও

কর্ণ চুষ্ট মন্ত্রণা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। প্রজা চক্ষু বিদূর ইহা বৃত্তিতে পারিলেন। এবং তাঁহারই বুদ্ধি-কোশলে পাণ্ডবেরা জুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করিলেন। কিছুদিন ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া, তাঁহারা পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পাঞ্চালপতি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্ত স্বরস্বর সভার আগত রাজস্ববর্গকে পরাস্ত করিয়া, দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এতদিন পর্যন্ত, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, ইহা কেহই মনে করেন নাই। শুশুচরেরা আসিয়া খবর দিল যে, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং তাঁহারাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুব দুঃখিত হইলেও বাহিরে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বিদূরকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আনয়ন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডব-প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে বলিলেন। তাঁহার তথাক্ত বলিয়া তথায় গমন করিলেন। খাণ্ডব প্রস্থে যুধিষ্ঠিরাদি আসার কিছুকাল পরে, যুধিষ্ঠির এক রাজস্ব

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। এবং খুব আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ কার্য সম্পন্ন করেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্যোধনাদির হিংসা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, স্বয়ং সমস্ত ধনের অধিকারী হইতে তাঁহারা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দূতক্ৰীড়ার যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া পরাস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পণ রাখিয়া একে একে রাজ্য ধন সম্পদ সমস্ত হারাইলেন। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, কিন্তু তাহাতেও হারিলেন। দুর্যোধনেরা দ্রৌপদীকে রাজ সভায় আনিয়া যথেষ্ট অপমান করিলেন। অবশেষে এই স্থির হইল যে, পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে যাপন করিবেন। এই ঘটনা দ্বারা উভয় পক্ষের মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধিত হইল। পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে যাপন করিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট গৃহে অবস্থান কালে ভীম, বিরাটের সেনাপতি কীচককে বধ করেন। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া দুর্যোধন বিরাটের গোধান হরণ করিতে সৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন

প্রকাশ পাইল যে, পাণ্ডবেরা বিরাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। মৎস্ত দেশাধিপতি বিরাট ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন। পরে তিনি স্বীয় কন্যা উত্তরার সহিত অভিমত্য়ার বিবাহ সম্পাদন করেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পাঞ্চালপতি দ্রুপদের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, আর এই বিবাহে বিরাটের সহায়তা লাভ করিলেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব রাজ্য প্রার্থনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন। দ্রুপাধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিতেও সম্মত হইলেন না। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধে ভীম হস্তে দ্রুপাধনের সকল ভ্রাতা নিহত হইলেন। অবশেষে দ্রুপাধন পলায়ন করিয়া, পূর্বদিকস্থ হ্রদে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু ভীম সেখানে গমন করিয়া তাঁহার উরু ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রুপাধন এইরূপে স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিলেন। দ্রুপাধনের জ্ঞান নাম চিত্রাঙ্গদা। ভাটমতি নামেও তাঁহার এক জী ছিল। দ্রুপাধনের পুত্রের নাম লক্ষণ ও কন্যার নাম লক্ষণী ছিল। লক্ষণাকে ত্রিকুষের পুত্র শাশ্ব বিবাহ করেন। মহাভারত।

হলিহুহ— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি জনমিত্রের তনয় হলিহুহ। তিনি

অতিশয় বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের তনয় রঘু। হরি-হরি ১৫। অঙ্গ দেখ।

হুঙ্কর্ণ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাঙ্কারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম হুঙ্কর্ণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

হুঙ্করা— দধীচ মুনির পুত্র স্মদর্শনের জী হুঙ্করা অতিশয় মঙ্গলভাবা ছিল। শিব-জ্ঞান-৪৪। দধীচি দেখ।

হুঙ্কৃত— তুর্কসুর বংশীয় করকমের পুত্র মরুত, অনপত্য অবস্থার রাজা হইয়া-ছিলেন। পুরবানীরা পুরুবংশীয় হুঙ্কৃতকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। বায়ু ৯৯।

হুশ্রহর্ষ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাঙ্কারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম হুশ্রহর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

হুম্বস্ত— পূর্বকালে পুরুবংশের আদি পুরুষ হুম্বস্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ঙ্গলিন ও মাতার নাম রথন্তরী ছিল। তিনি একদা মৃগয়া করিতে যাইরা, মহর্ষি কষের আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় মহর্ষি কষের পালিতা কণ্ডা শকুন্তলাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পরে তাঁহাকে গাঙ্কর্ম্মভেত বিবাহ করেন। রাজচক্রবর্তী ভরত তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

শকুন্তলা দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৬৯—৭৪।

(২) নরপতি অজমীড়ের অগ্র্যতম পুত্র হুয়ন্ত। তিনি নীলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২৪। (৩) কশ্যপের অন্যতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা দমু হইতে হুয়গ্রীব প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই হুয়গ্রীবের কন্যা উপদানবী হইতে হুয়ন্ত, সুয়ন্ত, প্রবীর ও অনব নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩। (৪) হুয়ন্ত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় মহীপতি মরুত অপুত্রক ছিলেন। তিনি হুয়ন্তকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এইরূপে যথাতির পুত্র তুর্কসুর বংশ কোরব কুলে প্রবিষ্ট হইল। হুয়ন্তের তনয় কুরুথাম ও কুরুথামের তনয় অক্রীড়। হরি-হরি-৩২। (৫) যথাতিবংশীয় নরপতি রেভির পুত্র হুয়ন্ত, হুয়ন্তের শকুন্তলা গর্ভজাত তনয় ভরত। ভাগ-৯৯-২০। (৬) মরুতের পুত্র হুয়ন্ত, হুয়ন্তের পুত্র বরুথ। অগ্নি-২৭৭।

হুস্পন—পাটলীপুত্র নগরে পশুমান নামে এক ধাঙ্গিক বৈশ্য ছিল। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হুস্পন অতিশয় মন্দ স্বভাবের ছিল। সে নগরের শিশুদিগকে জলনিমগ্ন করিয়া হত্যা করিত। অবশেষে রাজপুরুষেরা তাহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। সে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে কতকগুলি তাপস বালককে

দেখিতে পায় এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু পরে নিজেও জলনিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পরে পিশাচ হইয়া সে বহুকাল অতিকটে সেই অরণ্যে ঘাপন করে। এমন সময়ে একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য স্মৃতীক মুনির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। স্মৃতীক মুনি তাহার শৌচনীয় অবস্থা দর্শনে ক্রূপাপরবশ হইয়া গন্ধমাদন তীর্থে তাহার মুক্তি কামনা করিয়া যান করিবা মাত্র সে মুক্ত হয়। স্বন্দ-ত্রিকা-সেতু-২২।

হুস্ত্রধর্ষ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম হুস্ত্রধর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; কর্ণ-৫২।

হুস্ত্রধর্ষণ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্র্যতম হুস্ত্রধর্ষণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

হুহুদ্রহা—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তনয় ষটোৎকচ। ষটোৎকচ মুর দৈত্যের কন্যা কামকটকটাকে বিবাহ করেন। কামকটকটা হইতে বর্করীক জন্মগ্রহণ করেন। হুহুদ্রহা নাম্নী রাক্ষসী, বর্করীক কর্তৃক পরাজিত হয়। স্বন্দ-মাছে কুমা-৩৩।

জহিতা—সহ নামক অগ্নির রূপবতী পত্নী জহিতা হইতে জন্মিত নামক

পাবকের জন্ম হয়। মহাভা-বন-২২০।
দুতী—অন্ধকান্নের রক্ত পান করিবার,
জন্ত, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি
করেন, দুতী তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন।
মৎ-১৭২।

দুর্ক—পাণ্ডববংশীয় নৃপঞ্জয়ের পুত্র দুর্ক,
দুর্কের তনয় তিমি, তিমির পুত্র বৃহদ্রথ,
বৃহদ্রথের তনয় সুদাস। ভাগ-৯৯-২২।

দুষণ—মালাবানু রাব্বসের কনিষ্ঠা কন্যা
ও বিশ্রবা মূনির চারি পত্নীর অগ্রতম।
বলাকা হইতে ত্রিশিরা, দুষণ, বিদ্রাজ্জিহ্ব
ও মালিকা জন্মে। লি-৬৩। খর ও
দুষণ উভয়েই রাবণের মাসীপুত্র।
তাঁহারা জনস্থানে বাস করিতেন।
লক্ষণ তাঁহাদের ভগিনী শূর্ণনখার
নাসিকা ছেদন করিলে, তাঁহার
প্রতিকারার্থ রাম ও লক্ষণের সহিত
যুদ্ধ করিবার জন্ত তাঁহারা সৈন্তে
অগ্রসর হন। কিন্তু একে একে সকলেই
রামহস্তে পরাজিত ও নিহত হন।
রামা-আরণ্য-১২, ৩০। খর দেখ।

দুগন্ধলোজিতজা—পার্বতীর অগ্রতম।
সহচরী। স্কন্দ-কাশী-পু-৪৭।

দৃঢ়—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্রতম দৃঢ়।
তিনি কুরুক্ষেত্র সময়ে দ্বিতীয় পাণ্ডব
ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-
আদি-৬৭। (২) রৌচ্যমহুর অগ্রতম
পুত্র। হরি-হরি-৭।

দৃঢ়কর্ণা—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শতপুত্রের অগ্রতম দৃঢ়কর্ণা।
তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়কেশ—কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত
অগ্রতম পুত্র। তিনি বিশালরাজের
কন্যাকে হরণ করিতে চেষ্টা করেন।
এমন সময়ে নরপতি করকমের তনয়
অবীক্ষিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
যমাগরে প্রেরণ করেন এবং সেই
কন্যাকে বিবাহ করেন। মার্ক-১২৬।

দৃঢ়ক্ষেত্র—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শতপুত্রের অগ্রতম দৃঢ়ক্ষেত্র।
তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত
হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়চ্যুত—মহর্ষি অগস্ত্যের অগ্রতম পুত্র
দৃঢ়চ্যুত, একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া
অনেক ঋক্মন্ত্রের রচনা করিয়াছেন।
ঋগ-৯।২৫।১। দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইন্দ্রবাহ।
ঋগ-৯।২৫।৩। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা
দেখ।

দৃঢ়ধনু—পুরুবংশীয় নরপতি সেনজিহের
অগ্রতম পুত্র দৃঢ়ধনু। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।
সেনজিত দেখ।

দৃঢ়ধন্বা—(১) নরপতি দৃঢ়ধন্বা দ্রোণদীর
স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন।
মহাভা-আদি-১৮৬। (২) পূর্বকালে
দৃঢ়ধন্বা নামে এক রাজা ছিলেন।
তাঁহার কন্যা উৎপলাবতী মহর্ষি
সুতপার শাপে যুগীকণ প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন। মার্ক-৭৪। উৎপলাবতী দেখ।

(৩) কাঞ্চীপুরাধিপতি নরপতি দৃঢ়বাহার কন্যা বিশালাক্ষী, কলিঙ্গরাজ সুবাহুর পত্নী ছিলেন। স্বল্প-আব চতু-৬৯।

দৃঢ়নেত্র— মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অল্পতম পুত্র। রামা-আদি-৫৭।

দৃঢ়নেমী— পুরুবংশীয় নরপতি সত্যধৃতির তনয় প্রতাপবান দৃঢ়নেমী, দৃঢ়নেমীর তনয় সুধর্ম, সুধর্মের পুত্র সার্কভৌম। হরি-হরি-২০; মৎ-৪৯। সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমী, দৃঢ়নেমীর তনয় সুপার্ষ, সুপার্ষের তনয় স্মৃতি। ভাগ-৯২-২১; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

দৃঢ়ব্য— উষ্মচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য উর্দ্ধবাহু, তৃণগোমাক্ষিরা ও অগস্ত্য এই সকল মহর্ষিরা ধর্মরাজের পুরোহিত এবং দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

দৃঢ়ব্রত— (১) বরাহ কলের অষ্টাদশ দ্বাপরে, হিমাগরের শিখণ্ডী নামক চূড়ায়, মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে দৃঢ়ব্রত (লি-যতীশ্বর) তাঁহার অল্পতম পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। শিখণ্ডী দেখ। (২) চরিত্রবমণুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দৃঢ়মতি—দৃঢ়মতি নামে এক শূদ্র ছিলেন। তিনি স্মৃতিনামক এক ব্রাহ্মণের নিকট নিখিল বৈদিক ধর্মের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্বল্প-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। স্মৃতি দেখ।

দৃঢ়মহা— মহর্ষি বিশেষ। স্বল্প-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

দৃঢ়মান— মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা মেঘভাতির তনয় দৃঢ়মান, দৃঢ়মানের তনয় অনিষ্টকর্মা। ভাগ-১২-১।

দৃঢ়রথ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অল্পতম দৃঢ়রথ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎের তনয় কর্ণ। হরি-হরি-৩১। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নবরথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথ হইতে শকুনি, শকুনি হইতে করম্ভ, করম্ভ হইতে দেবরাত জন্মে। লি-৬৮। (৪) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় জনমেজয়। বায়ু-৯৯।

দৃঢ়কটি— প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে দেবকৃত একটা কুশস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইহার নাম কুশদ্বীপ হয়। হিরণ্যরেতার বসু, বসুদান, দৃঢ়কটি, নাভিগুপ্ত, সমাব্রত, বিপ্র ও দেব নামে সাত পুত্র ছিল। এই দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি সপ্ত পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটা বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫২-২০।

দৃঢ়শঙ্ক— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়শঙ্ক।

তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়সেন—(১) নরপতি দৃঢ়সেন কুরুক্ষেত্র সময়ে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া, দ্রোণাচার্য্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-২১। (২) মগধের জরাসন্ধবংশীয় নরপতি স্রষ্ট্রমের পুত্র দৃঢ়সেন, দৃঢ়সেনের পুত্র স্রমতি, স্রমতির পুত্র স্রবল। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৩) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় নরপতি দৃঢ়সেন ৫৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে স্রমতি ৩৩ বৎসর রাজ্য পালন করেন। বায়ু-২২।

দৃঢ়হা—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা হইতে দৃঢ়হা নামে এক পুত্র জন্মে। ইন্দ্রবাহ নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। মহাভা-বন-৯৬।

দৃঢ়হনু—যযাতিবংশীয় নরপতি বিষদের পুত্র শ্রেনজিতের, রুচিরাম, দৃঢ়হনু, কাশ্ম ও বৎস নামে চারি পুত্র ছিল। ভাগ-৯৯-২১।

দৃঢ়হস্ত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়হস্ত। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়ায়ু—(১) নরপতি পুরুরবা যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ গন্ধর্ব্ব দেশ হইতে ত্রেতাগ্নি ও উরুলীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত উরুলী গর্ভে তাঁহার আয়ু, যীমান, বনায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু ও অমাবসু

নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫; মৎ-২৪। অশ্বায়ু দেখ। (২) রুদ্রমেক সাবর্ণির অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ। অগ্নি-২৭৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। পুরুরবা দেখ।

দৃঢ়ায়ুধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম দৃঢ়ায়ুধ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়াশুগ—তিনি, সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বরথর সভার সমাগত রাজগুবর্ণের অন্ততম ছিলেন। কঙ্কি-১ম-৫।

দৃঢ়াশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুবলাশ্বের (অশ্ব নাম ধুকুমার) শত পুত্রের সকলেই ধুকু রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কেবল দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব জীবিত ছিলেন। দৃঢ়াশ্বের তনয় হর্যাশ্ব, হর্যাশ্বের তনয় নিকুন্ত। ভাগ-৯৯ ৬; অগ্নি-২৭৩; শিব-ধর্ম্ম-৬০; হরি-হরি-১২। (২) নরপতি দৃঢ়াশ্বের তনয় বাধ্যাশ্ব, বাধ্যাশ্বের তনয় নিকুন্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ তৎপুত্র হর্যাশ্ব। কুর্শ-পু-২০। (৪) পুলহ ঋষি সন্তান উৎপাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়াশ্বকে পুত্রস্বৈ বরণ করেন। সেই জন্ত পুলহ সন্তানগণ অগস্ত্য বংশশত্বত বলিয়া উক্ত হয়। মৎ-২০২।

দৃঢ়েয়ু—বরুণদেবের পুরোহিত দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও মহর্ষি অত্রির পুত্র স্বারথত । তাঁহারা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন । মহাভা-অমুশা-১৫০ ।

দৃঢ়েয়ু—কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কালী-উত্ত-২৭ ।

দৃঢ়েয়ু—মহর্ষি দৃঢ়েয়ু বরুণদেবের অগ্রতম পুরোহিত । মহাভা-অমুশা-১৫০ । ঋতেয়ু দেখ ।

দৃঢ়োত্ত—তামস মনুর অগ্রতম পুত্র । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ । অবন্ধি দেখ ।

দৃভীক—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে দৃভীক নামে এক অমুর ছিল । ইন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ঋগ ২।১৪।৩ ।

দৃমিচণ্ড—মহাদেবের অগ্রতম গণ । স্বন্দ-কালী-উত্ত-৫৩ ।

দৃমিচণ্ডেশ্বর—কালীস্থিত দৃমিচণ্ডেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে, পাণভয় থাকে না । স্বন্দ-কালী-উত্ত-৫৩ ।

দৃষত—রাজা দৃষতের কন্যা বরাদীকে চন্দ্রবংশীয় নরপতি প্রাচীরানের তনয় সংযাতি বিবাহ করেন । সংযাতির তনয় অহংযাতি । মহাভা-আদি-২৫ ।

দৃষতী—(১) হিমালয়ের কন্যা ত্রিলোক বিখ্যাতা দৃষতী, ইন্দ্রাকু বংশীয় রাজা সংহতাস্থের পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে প্রসেনজিৎ জন্মগ্রহণ করেন ।

হরি-হরি-১২ । (২) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কুম্বী, নবা, দর্বা ও দৃষতী নামী পাঁচ পত্নী ছিল । তন্মধ্যে দৃষতীর গর্ভে উশীনর শিবি জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩১ । (৩) বিখ্যামিত্রের এক পত্নীর নাম ছিল দৃষতী । তিনি অষ্টকে প্রসব করেন । অষ্টকের পুত্র লোহি । হরি-হরি-২৭ । (৪) কালীর রাজা দিবোদাসের এক পত্নীর নাম ছিল দৃষতী । তিনি রাজ্যি প্রতর্দনের জননী । প্রতর্দনের তনয় বৎস ও ভাগ । হরি-হরি ২২ । (৫) মহর্ষি প্লগস্তোর পত্নী স্রীতি হইতে দত্তোর্ণ ও বেদবাহ নামে দুই পুত্র এবং দৃষতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । লি-৫ । (৬) মনুবংশীয় রাজা হর্যাস্থের পত্নী দৃষতী বসুমনাকে প্রসব করেন । বসুমনার পুত্র ত্রিধবা । লি ৬৫ । (৭) যযাতির অন্যতম পুত্র অমু । এই অমুর বংশীয় মহামনার অগ্রতম পুত্র উশীনর । উশীনরের অগ্রতমা পত্নী দৃষতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-২২ । উশীনর দেখ ।

দৃষ্টশ্রী—যদুবংশীয় শকুনের অগ্রতম পুত্র ও অক্রুরের অন্যতম ভ্রাতা । বিষ্ণু-৪র্থ-১৬ । অবাহ ও স্বকৃ দেখ ।

দৃষ্টি—(১) যযাতি বংশীয় তজমানের পত্নী, নিরোচি, কিঙ্কল ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র প্রসব করেন এবং অন্য

পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৯-২৪। (২) মহাবি মরীচির পত্নী সন্ততি হইতে পূর্ণমাস ও মরীচ নামে দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নামী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫।

দেব—(১) দেব নামে একজন দানব ছিল। তাঁহার পুত্র অপাস্তুরতমা ঋষি বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। হরি-হরি-২৫৫। যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে দেব একজন পুরাণ প্রকাশক, বেদ বিভাজক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষ্টিত দেবগণের অত্যন্তম দেব ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দেবঅঙ্গ—দক্ষপ্রজাপতির বষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অর্দ্ধি ও ধীষণা নামী দুই কন্যাকে কৃশাশ্ব বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের তনয় দেবপ্রহরণ ও দেবঅঙ্গ। বিষ্ণু-১ম-১৫।

দেবঋতজয়—বরাহকল্পের একজন ব্যাস। স্বল্প-মাহে-কুমা-৪০।

দেবক—(১) অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মাণ্যমান নামে এক অশুর ছিল। তাহার পুত্র দেবককে ইন্দ্র বধ করিয়া ছিলেন। ঋগ-৭। ১৮। ২০। (২) মহীপতি দেবকের পরমা স্ত্রী যুবতী পারশবী তনয়াকে মহাআ পাণ্ডুর ভ্রাতা বিদুর

বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিদুরের স্ব-সদৃশ বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১১৪। (৩) যদুবংশীয় অভিজিতের তনয় আহুক, আহকের পত্নী, কানীরাজ নন্দিনী হইতে দেবক ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, স্ত্রদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র এবং দেবকী, শান্তিদেবী, ত্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও স্ত্রদেবী নামী সাত কন্যা ছিল। এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকীর গর্ভে ক্রীষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (৪) পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী পৌরবীর গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৯-২২। (৫) যযাতি বংশীয় পুনর্কম্বুর তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। আহকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, স্ত্রদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, ত্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নামী সাত কন্যা জন্মে। এই সাত কন্যা বসুদেবের স্ত্রী ছিলেন। ভাগ-৯৯-২৪।

দেবকী—(১) মহীপতি দেবকের সহদেবা, শান্তিদেবা, ত্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী নামী সপ্ত কন্যা বসুদেবের চতুর্দশ পত্নীর

অন্যতম ছিলেন। তন্মধ্যে দেবকীর
অষ্টম গর্ভে ত্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।
হরি-হরি ৩৭। (২) দেবকীর গর্ভে
কীৰ্ত্তিমান, স্নেহ, ভদ্রসেন, ঋজু,
সংমর্দন, ভদ্র, সর্ষপ ও ত্রীকৃষ্ণ জন্ম-
গ্রহণ করেন। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪।

দেবকুলা—(১) মহর্ষি মরীচির ঔরসে
ও কন্দম প্রজাপতির কন্যা কলার
গর্ভে কশ্যপ ও পুণ্ড্রিমা নামে দুই পুত্র
উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পুণ্ড্রিমা হইতে
বিশ্ব ও বিরজ নামে দুই পুত্র এবং
দেবকুলা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১। (২) ষায়ম্ব
মহাবংশীয় নরপতি ভূমার ঋষিকুলা ও
দেবকুলা নামে দুই স্ত্রী ছিল।
তন্মধ্যে ঋষিকুলা উদগীথকে ও
দেবকুলা প্রস্তাবকে প্রসব করেন।
ভাগ-৫ঙ্ক-১৫।

দেবকূট—পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত
দেবযক্ষ নামক যক্ষের অন্ততম পুত্র।
গর্গ-মথু-১২। অথও দেখ।

দেবক্ষত্র, দেবক্ষেত্র—(১) যদুবংশীয় রাজা
দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষেত্রের
তনয় মহাযশস্বী মধু, মধুর পুত্র মরুবসা।
ভাগ-৯ঙ্ক-২৪; হরি-হরি-৩৬। (২)
জ্যাম্ববংশীয় কর্ষের তনয় দেবরাত,
দেবরাতের আত্মজ দেবক্ষত্র, দেবক্ষেত্রের
পুত্র মধু। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩) চৈত্য়বংশীয়
শকুন্তির পুত্র কর্ষ, তৎপুত্র দেবরাত,
তৎপুত্র দেবক্ষত্র, তৎপুত্র মধু।
অশ্বি-২৭৫।

দেবগুহ—অষ্টম মন্বন্তরে সার্বশিম্বুর
সময়ে বিষ্ণুদেব গুহের পত্নী সরস্বতী
হইতে সার্কভৌম নামে জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩।

দেবগ্রহ—মনুষ্যগণ নিদ্রিত বা জাগ্রত
অবস্থায় দেবগণকে দেখিবারাত্র যে
উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ
কহে। মহাভা-বন-২২৮।

দেবজনী—যক্ষ রজতনভ গুহকদিগের
পিতামহ ছিলেন। তিনি অম্বুহাদ
দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন।
ভদ্রা হইতে তাঁহার মণিবর ও মণিতন্ত্র
নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মণিবরের
পত্নী দেবজনী হইতে পূর্ণভদ্র, হৈমরথ,
মণিমৎ, নন্দিবর্দ্ধন, কুন্তলু, পিশঙ্গাভ,
স্থূলকর্ণ, মহাজয়, শ্বেত, বিপুল,
পুষ্পবান, ভয়াবহ, পদ্মবর্ণ, স্নেত্র,
যক্ষ, বাল, বক্, কুমুদ, ক্ষেমক,
বর্দ্ধমণি, দম, পদ্মনাথ, বরাহ, সুবীর,
বিজয়, কুতি, পূর্ণমাস, হিরণ্যাক্ষ ও
সুরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯।
মণিবর দেখ।

দেবজাতি—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত,
দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের
প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবজান—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের কশ্যপ
বংশর ও নিধুব এই তিনটি আর্ষের
প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবতাজিৎ—স্বায়ম্ভুবমহুবংশীয় নরপতি
সুমতির স্ত্রী বৃদ্ধসেনা হইতে দেবতাজিৎ
জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাজিতের স্ত্রী
আম্বুরী হইতে দেবদ্বায় জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৫২-১৫।

দেবজিহব—অঙ্গিরাসংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা,
তাণ্ডেয় ও মোদগল্য এই তিনটি আর্ষের
প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবদত্ত—(১) মহুবংশীয় রাজা উরুশ্রবার
পুত্র দেবদত্ত। বিষ্ণু অগ্নিবেশ্ব নামে
দেবদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।
উক্ত মহর্ষি অগ্নিবেশ্ব, কানিন ও
জাতুকর্ণ নামেও বিখ্যাত ছিলেন।
ভাগ-৯২-২। জাতুকর্ণ ও অগ্নিবেশ্ব
দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় দেবদত্ত ষোড়শতর
তপস্তায় নিযুক্ত হইলে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া
অঙ্গরা প্রমোচাকে তাঁহার তপস্তার
বিষ উৎপাদনের জন্য প্রেরণ করেন।
দেবদত্ত প্রমোচার রূপে মোহিত হন।
তাঁহার ঔরসে ও প্রমোচার গর্ভে রুরু
নামে এক কন্তা জন্মে। পরে দেবদত্ত
আবার দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তপস্তায়
নিযুক্ত হন। বরা-১৪৬। (৩)
কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক
অনপত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি
পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ সম্পাদনার্থ মহর্ষি
গোভিলকে উল্লাসিতা নিযুক্ত করেন।
কিন্তু স্বরভঙ্গ হেতু, তাঁহার মন্ত্র বিস্তৃত
হইতেছিল না। সেজন্য গোভিলকে

তিনি তিরস্কার করেন। গোভিল সেই
জন্য তাঁহাকে শাপ দেন যে, তাঁহার
পুত্র মূর্থ ও কাণ্ডাকাণ্ড বর্জিত হইবে।
দেবদত্তের কাতর প্রার্থনায়, তিনি
প্রীত হইয়া “মূর্থ পুত্রই পরে জ্ঞানী
হইবে” এই কথা বলেন। দেবীভা-
৩য়ঃ-১০। (৪) দেবদত্ত নামে এক
ব্রাহ্মণের পত্নী অশ্বার কাণ্ড করিয়াও
রুদ্ধশির্ষ তীর্থ মাহাত্ম্যে পাপলিপ্ত
হইত না। স্বন্দ-নাগ ৭৮। (৫) যদুবংশীয়
দেবরাতের পুত্র দেবদত্ত, দেবদত্তের
পুত্র মধু,। কুর্শ-পূ-২৪।

দেবদর্শ—মহর্ষি সুমন্ত্র স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে
অথর্কবেদ অধ্যয়ন করান। কবন্ধ
অথর্কবেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া
দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে
অধ্যয়ন করান। মৌদগ, ব্রহ্মবলি,
শৌক্যায়নি ও পিঙ্গলাদ ইহারা
দেবদর্শের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৬।
বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে দেবদর্শের
নাম বেদস্পর্শ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

দেবদাস—দেবদাস নামে এক ধার্মিক
ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম
উত্তমা ও পুত্রের নাম অঙ্গদ। বৃদ্ধ
বয়সে তিনি পুত্র হস্তে সংসারের ভার
অর্পণপূর্বক সন্ন্যাসী হন। পদ্ম-
উক্ত-২১৬।

দেবদেব—দেবকের অন্যতম পুত্র। বায়ু-
২৬। দেবক দেখ মহাদেবের অন্য
নাম। শ্রীমহাভাগ ৬।

দেবহ্যতি—দেবহ্যতি নামে এক ব্রাহ্মণ
সরস্বতী তীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা
করিয়া তপস্তা করিতেন । বিষ্ণু
তঁাহার তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া সুমিত্র
নামে এক পুত্র প্রদান করেন । পদ্ম-
উত্ত-১২৮ ।

দেবহ্যায়—স্বায়ম্ভুব মনুবাংশীয় দেবতা-
জিতের পত্নী আম্বরী হইতে দেবহ্যায়
জন্মগ্রহণ করেন । দেবহ্যায়ের পত্নী
ধেমুমতি হইতে পরমেষ্ঠী জন্মগ্রহণ
করেন । ভাগ-৫ঙ্ক-১৫ ।

দেবন—নরপতি দেবক্ষত্রের পুত্র দেবন,
দেবনের পুত্র মধু, মধুর পুত্র মনু
প্রভৃতি । বায়ু-৯৫ ।

দেবনক্ষত্র—যজুবংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র
দেবনক্ষত্র, দেবনক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর
পুত্র পুরবস । মৎ-৪৪ ।

দেবনাম—মনুবাংশীয় নরপতি হিরণ্য-
রেতার সপ্ত পুত্রের অন্যতম । হিরণ্য-
রেতা স্বীয় অধিকৃত কুশদ্বীপ সপ্ত বর্ষে
বিতক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব
নামধেয় এক একটা বর্ষ প্রদান করেন ।
ভাগ-৫ঙ্ক-২০ ।

দেবনায়ক—গোলকের নবনক্ষত্রের
অন্ততম । গর্গ-গোলক-১৮ ।

দেবপতি—মহর্ষি দেবপতি একজন
ভৃগুবাংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ।
তঁাহাদের ভৃগু, চ্যবন, আগ্নীবান্, ওর্ক
ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর ।
মৎ-১১৫ ।

দেবপ্রভা—দশরথের পত্নী কৌশল্যা,
বনুদেবের পত্নী দেবকী এবং হরিত্রের
ভাৰ্যা দেবপ্রভা, এই তিন নারী তিন
জন্মে যথাক্রমে শঙ্কপানির মাতা হইয়া-
ছিলেন । পদ্ম-উত্ত-৪২ ।

দেবপ্রস্থ—ব্রজের একজন গোপ । গর্গ-
বৃন্দাবন-১১ ।

দেবপ্রহরণ—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্ঠী
সংখ্যক কন্যার মধ্যে ক্রুশাষ দুইটাকে
বিবাহ করেন । ক্রুশাষের তনয়
দেবপ্রহরণ ও দেবঅত্র । বিষ্ণু-১ম-১৫ ।
(২) মহর্ষি ক্রুশাষের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ
নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । বায়ু-৬৬ ।

দেবপ্রিয়—পূর্বকালে শিপ্রানদী তীরস্থ
অবন্তী নগরে বেদপ্রিয় নামে এক
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তঁাহার দেবপ্রিয়,
প্রিয়মেধ, সুরত ও সুব্রত নামে বৈদোক্ত
কর্মকর্তা ও শিবপূজাপরায়ণ চারি পুত্র
ছিলেন । রত্নমাল পর্বতে সেই সময়ে
দুর্গ নামে এক মহাসুর ছিলেন । তিনি
অবন্তীনগর আক্রমণ করিলে, পুরোক্ত
ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় মহাদেব মহা-
কালেশ্বর নামে তথায় এক গর্ভ হইতে
উদ্ভূত হইয়া দুর্গকে বিনাশ করেন ।
শিব-জ্ঞান-৪৬ ।

দেববতী—(১)গ্রামনো নামক গন্ধর্বের কন্যা
দেববতী, বিছাৎকেশের পুত্র স্নকেশকে
বিবাহ করেন । তঁাহার গর্ভে মালাবান্,
সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্ম-
গ্রহণ করেন । রামা-উত্ত-৫ । (২) দৈত্য

কন্দরমালীর কন্তার নাম দেববতী ।
মহর্ষি ঋতধ্বজের পুত্র জাবালি তাঁহাকে
বিবাহ করেন । বায়ু-৬২—৬৫ ।

দেববৎ— রুদ্রসাবর্ণিমহুর অগ্রতম পুত্র ।
অগ্নি-১৫০ । রুদ্রসাবর্ণিমহু দেখ ।

দেববর্ণিনী—(১) বৃহস্পতির কন্তা দেব-
বর্ণিনী বিশ্বামুনির অগ্রতমা পত্নী
ছিলেন । তাঁহার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ
করেন । বায়ু-৭০ ; লি-৬৩ । (২)
ভরদ্বাজের কন্তা দেববর্ণিনীকে মহর্ষি
বিশ্ববণ বিবাহ করেন । তাঁহা হইতে
বৈশ্রবণ কুবের উৎপন্ন হন । রামা-
উক্ত-৩ ; সৌর-৩০ ।

দেববর্দ্ধন— যদুবংশীয় দেবকের অগ্রতম
পুত্র । ভাগ-৯৯-২৪ ।

দেববর্ষা— মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি
ইন্দ্রপালিতের পর, দেববর্ষা মগধে
সাত বৎসর রাজত্ব করেন । বায়ু-৯৯ ।

দেববর্হ— মহুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর
সপ্ত পুত্রের অগ্রতম । যজ্ঞবাহু স্বীয়
অধিকৃত শাল্মলীদ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত
করিয়া স্বীয় সপ্তপুত্রকে এক এক বর্ষ
প্রদান করেন । ভাগ-৫৯-২০ ।

দেববর্হি— শাল্মলীদ্বীপের অধিপতি
যজ্ঞবাহুর অগ্রতম পুত্র । তিনি শাল্মলী
দ্বীপের অন্তর্গত স্বীয় নামীয় বর্ষের
অধিপতি ছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭ ।

দেববান্— (১) অতি প্রাচীনকালে
দেববান্ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন ।
তাঁহার তনয় পিজবন, পিজবনের তনয়

প্রসিদ্ধ নরপতি সূদাস । ঋগ-৭।১৮।২২ ।

(২) যদুবংশীয় আহকের তনয় দেবক ও
উগ্রসেন । তন্মধ্যে দেবকের দেববান্
উপদেব, সদেব ও দেবরক্ষিত নামে
চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত
কন্তা জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৭ ;
মৎ-৪৪ । (৩) কশ্যপবর্হিষের অগ্রতম পুত্র
দেববান্, দেববানের তনয় অসমোজা,
বীর ও নাসমোজা এই তিনজন । হরি-
হরি-৩৮ । (৪) দ্বাদশ মহু রুদ্রসাবর্ণির
অগ্রতম পুত্র দেববান্ । বিষ্ণু-৩২-২ ;
ভাগ-৮৯-১৩ । (৫) দ্ব্যতিবংশীয় স্বকঙ্কের
অগ্রতম পুত্র অক্রুর, অক্রুরের তনয়
দেববান্ ও উপদেব । ভাগ-৯৯-২৪ ।

(৬) যদুবংশীয় দেবকের দেববান্,
উপদেব, সূদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি
পুত্র এবং ধৃতদেবা প্রভৃতি সাত কন্তা
ছিল । ভাগ-৯৯-২৪ । দেবক দেখ ।

দেববায়ু— ব্রহ্মমেক্সাবর্ণির অন্যতম
পুত্র । হরি-হরি-৭ । ব্রহ্মমেক্সাবর্ণি
দেখ ।

দেববাহু— (১) রৈবতমহুর সময়ে
দেববাহু সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন ।
বিষ্ণু-৩২-১ । (২) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী
প্রীতি হইতে দত্তোলী নামে এক পুত্র
ও দেববাহু নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন । কুর্শ-পু-১৩ । পুলস্ত্য দেখ ।

দেবব্রত— পুরুবংশীয় নরপতি শান্তমুর
জ্ঞী গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারই নাম পরে

ভীষ্ম হয়। ভীষ্ম দ্রষ্টব্য। মহাভা-
আদি-২৫ । কান্দীরদেশে দেবব্রত
নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার
কন্যা মালিনী যবনদেশবাসী সত্যশীলকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-
বৈশাখ-২৪ ।

দেবভাগ—(১) যদুবংশীয় শুরের তনয়
দেবভাগ, দেবভাগের পুত্র যশস্বী উদ্ধব।
হরি-হরি-৩৪ । (২) যদুবংশীয় শুরের
পত্নী মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ
প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেব-
ভাগের পত্নী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী
কংসার গর্ভে চিত্তকেতু ও বৃহদল নামে
দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-২২-২৪ ।

দেবভূজ—ঔত্তমমত্নকে বৎস করিয়া
সর্বোত্তম দেবভূজ, পৃথিবী হইতে
সর্ববিধ শস্ত দোহন করেন। বায়ু-৬৩ ।

দেবভূতি—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি
ভাগবতের তনয় দেবভূতি। তিনিই
এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার মন্ত্রী
কব্ব তাঁহাকে সংহার করিয়া মগধের
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কব্ব
হইতে কব্ববংশ আরম্ভ হয়। ভাগ-
১২-২১ । দেবভূতির অমাত্য কব্ববংশীয়
বসুদেব, বাসনাসক্ত দেবভূতিকে হনন
করিয়া, স্বয়ং মগধের সিংহাসনে
আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

দেবভূমি—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি
মহাভাগের পুত্র দেবভূমি, দশ বৎসর
রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের

তিনিই মগধের শেষ নরপতি ।
মৎ-১৭২ ।

দেবমত—মহর্ষি দেবমতকে দেবর্ষি নারদ
জীবের জন্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান
করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্বমে-২৪ ।

দেবমতি—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা,
দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষের
প্রবর। মৎ-১৯৬ ।

দেবমানি—পূর্বকালে রৈবতদেশে
দেবমানি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন।
তিনি নানা অত্রাক্ষণোচিত উপায়
অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন।
অবশেষে জানস্তি নামক এক ব্রাহ্মণের
উপদেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন।
বৃহা-৩৩ ।

দেবমিত্র—দেবমিত্র মাণ্ডুকেয় মুনির
শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু
মাণ্ডুকেয়ের নিকট ঋগ্বেদ অধ্যয়ন
করিয়া নিজ শিষ্য সৌভরী প্রভৃতিকে
শিক্ষা প্রদান করেন। ভাগ-১২-২৬ ।

দেবমিত্রা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের অন্যতমা দেবমিত্রা ছিলেন।
মহাভা-শলা-৪৭ । কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য
করিবার জন্য রোজমহালয় স্বীয় অমুচর
সুনক্ষত্র, কল্ল, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল,
দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান
করিয়াছিলেন। বাম-৫৭ ।

দেবমীচ—(১) জনকবংশীয় নরপতি

কৃতবর্ষের অপত্য দেবমীড় । দেবমীড়ের
অপত্য বিক্রত, বিক্রতের পুত্র মহাধৃতি ।
ভাগ-৯ স্ব-১৩ । (২) যদুবংশীয় হৃদিকেয়
অন্যতম পুত্র দেবমীড়, দেবমীড়ের পুত্র
শুর, শুরের পুত্র বসুদেব প্রভৃতি ।
ভাগ ৯ স্ব-২৪ । হৃদিক দেখ ।

দেবমীড়ুষ— যদুবংশীয় নরপতি ক্রোষ্ঠার
অন্যতমা পত্নী মাদ্রী হইতে দেবমীড়ুষ
ও যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন ।
দেবমীড়ুষের পত্নী অশ্বকী, শুরকে
প্রসব করেন । হরি-হরি-৩৩, ৩৮ ।
যদুবংশীয় মহীপতি কৃতবর্ষার তনয়
দেবমীড়ুষ, শতধনু প্রভৃতি । এই
দেবমীড়ুষের তনয় শুর, শুরের তনয়
বসুদেব প্রভৃতি । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । শুর
দেখ । যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী
মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীড়ুষ,
অনমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মগ্রহণ
করেন । মৎ-৪৭; বায়ু-৯৬ ।

দেবযক্ষ—অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে
অতি প্রসিদ্ধ এক যক্ষ ছিলেন । তিনি
পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত ছিলেন ।
তাহার গন্ধ, দম্ভ, দেবকূট, মহাগিরি,
প্রচণ্ড, ঋণ্ড, অনন্ত পৃথু নামে আট
পুত্র ছিল । তাঁহারা একদা শিবপূজার
জন্য মানস সরোবর হইতে পদ্ম পুষ্প
আহরণ করিতেছিলেন । কিন্তু তাঁহারা
গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, সেই সকল পুষ্প
আজ্ঞাপ করিয়া পিতাকে প্রদান
করিয়াছিলেন । এই আজ্ঞাত উচ্ছিষ্ট

পুষ্প প্রদান জনিত পাপে তাঁহারা
তিন জন্ম অসুর যোনীতে জন্মগ্রহণ
করেন । গর্গ-মথুরা-১২ ।

দেবযাজী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কাঙ্কিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা, ক্রতু,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র মহাবল-
সম্পন্ন পর্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করিয়াছিলেন, দেবযাজী
তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন । মহাভা-
শল্য-৪৬; বাম-৫৭ ।

দেবযান—মহর্ষি দেবযান একজন কশ্মপ
বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের
বংশর, কশ্মপ ও নিধুব এই তিনটি
আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৯ ।

দেবযানী—অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের
কন্যা দেবযানী । তিনি প্রিয়ব্রতের
কন্যা উর্জ্জ্বতীর গর্ভে জন্মেন । পূর্বে
বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদের
মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় ।

সেই যুদ্ধে দেবতারার বার বার পরাজিত
হন । অসুরেরা হত হইলে শুক্রাচার্য
মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র বলে তাঁহাদিগকে
জীবিত করিতেন । তাহা দেখিয়া
দেবগুরু বৃহস্পতি স্বীয় পুত্র কচকে
শুক্রাচার্যের নিকট উক্ত মন্ত্র শিক্ষার্থ
প্রেরণ করেন । শুক্রাচার্য কচকে
শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন । সেই সময়ে
অসুরগণ কচের অভিশ্রাব অবগত
হইয়া, নানা প্রকারে তাঁহাকে
মারিবার চেষ্টা করেন । কিন্তু দেব-

যানীর জন্য কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই । দেবযানী কচের প্রতি অহরন্তর ছিলেন । কচকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু কচ প্রত্যাখ্যান করেন । সেজন্য দেবযানী তাহাকে শাপ দেন এবং কচও “কোনও ব্রাহ্মণ তোমাকে বিবাহ করিবেনা” বলিয়া তাঁহাকে শাপ দেন । দৈত্যপতি বৃষপক্ষীর কন্যা শর্শ্বিষ্ঠা দেবযানীর প্রিয় সখী ছিলেন । একদা দেবযানী ও শর্শ্বিষ্ঠা জলে নাশিয়া জল ক্রীড়া করিতেছিলেন । এমন সময়ে ইন্দ্রদেব সেই স্থান দিয়া যাইবার কালে কৌতুক পরবশ হইয়া তীরস্থিত তাঁহাদের বস্ত্র একত্রিত করিয়া দিয়া গেলেন । শর্শ্বিষ্ঠা জল হইতে উঠিয়া, না জানিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন । ইহাতে দেবযানীর সহিত শর্শ্বিষ্ঠার বিবাদ হয় । শর্শ্বিষ্ঠা অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপপূর্বক গৃহে প্রস্থান করেন । এমন সময়ে রাজা যযাতি তাহাকে কূপে পতিত দেখিয়া কূপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন । শুক্রাচার্য্য দেবযানীর নিকট শর্শ্বিষ্ঠার আচরণ অবগত হইয়া, অতিয়র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বৃষপক্ষীর আলয় পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । বৃষপক্ষী ইহাতে অতিমাত্র হুঃখিত হইয়া, শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন ।

শুক্রাচার্য্য তাহাকে দেবযানীর সন্তোষ সাধনার্থ প্রেরণ করিলেন । এই স্থির হইল যে, শর্শ্বিষ্ঠা এক সহস্র দাসী সহ দেবযানীর দাসীর কার্য্য করিবে । ইহার কিছুদিন পরে দেবযানী শর্শ্বিষ্ঠা সহ কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন । এমন সময়ে মহীপতি যযাতি যুগয়ার্থ কাননে ভ্রমণে শিশাসক্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হন । এবং দেবযানী ও যযাতি উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন । যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বিবাহ প্রথমে অসম্মত হন । পরে এই বিবাহে শুক্রাচার্য্যের সম্মতি আছে জানিয়া দেবযানীকে বিবাহ করেন । দেবযানী শর্শ্বিষ্ঠার সহিত যযাতি ভবনে গমন করেন । শুক্রাচার্য্য শর্শ্বিষ্ঠাকে জীর্ণপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন । কিন্তু যযাতি উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই । দেবযানীর গর্ভে যযাতির যহ ও তুর্কম্ব নামে দুই পুত্র এবং শর্শ্বিষ্ঠার গর্ভে ক্রতু, অম্ব ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৭৬-৮৫ । যযাতি দেখ ।

দেবরক্ষিত—যদুবংশীয় আত্মকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন । তন্মধ্যে দেবকের দেববান্, উপদেব, দেবরক্ষিত ও শ্বদেব নামে চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মে । সেই সাত কন্যাই বশুদেবের পত্নী ছিলেন । এবং জ্যোষ্ঠা দেবকীর গতে ত্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৭ ।

দেবরক্ষিতা—যজুবংশীয় দেবকের অন্যতম কন্যা ও বসুদেবের অন্যতম পত্নী। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বসুদেব দেখ।
দেবরক্ষিতা হইতে বসুদেবের গদ প্রভৃতি নর পুত্র জন্মে। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪।

দেবরজিতা—যজুবংশীয় আহিকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের অন্যতম পুত্র দেবরজিতা। বায়ু-৯৬।

দেবরথ—বিদর্ভবংশীয় করস্ককের পুত্র দেবরথ, দেবরথের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় দেবন। বায়ু-৯৫।

দেবরাজ—ইন্দ্রের অন্য নাম। রামা-জুন্-১১।

দেবরাজেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। দেবরাজ ইন্দ্র এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। যে মানব সমাহিত মনে উক্ত লিঙ্গের অর্চনা করে, সে মানব সংসর্গজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৭।

দেবরাত—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত। রাজর্ষি জনক ইহারই বংশধর। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময়ে মহাদেব একটা ধনুক আকর্ষণ-পূর্বক দেবতাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য আক্রমণ করেন। দেবতারা ভয় পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার ক্রোধের উপশম হয়। তিনি তখন সেই ধনুক দেবতাদিগকে প্রদান করেন। দেবতারা সেই ধনুক নিমির পুত্র

দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। এই ধনুক ভঙ্গ করিয়া রাম সীতাকে লাভ করেন। রামা-আদি-৬৬। (২) জনক-বংশীয় স্নকেতুর পুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র মহাবীর। রামা-আদি-৭১। (৩) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি ভরতের তনয় দেবরাত ও দেবশ্রবা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার স্নদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মণ্ডনদ্বারা উৎপন্ন করিয়া-ছিলেন। ঋগ-৩২৩। (৪) দেবরাতের তনয় সৃঞ্জয়। ঋগ-৪। (৫) জনক-বংশীয় নরপতি দেবরাতের যজ্ঞে বৈশম্পায়নের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বিবাদ উপস্থিত হয়। বৈশম্পায়ন ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের মাতুল। যজ্ঞের দক্ষিণা লইয়া বিবাদ ছিল। পরে যাজ্ঞবল্ক্য মাতুলকে অর্দ্ধ দক্ষিণা দিতে সম্মত হন। মহাভা-শান্তি-৩১৩। (৬) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও দেবরাত ছিল। মহাভা-অনুশা-৪। (৭) দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্র ছিল। দেবরাতের পূর্বনাম ছিল শুনঃশেফ। নরপতি হরিদশ্বের যজ্ঞে তিনি পশু-রূপে নিয়োজিত হন। দেবগণ পুনরায় বিশ্বামিত্রকে তাঁহার পুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করেন। দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনঃশেফ দেবরাত নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-২৭। (৮)

বৃহৎশীর্ষ নরপতি করস্তের তনয় দেবরাত, দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র (অগ্নি-দেবক্ষত্র)। দেবক্ষত্রের তনয় মধু। হরি-হরি-৩৬; লি-৬৮; অগ্নি-২৭৫।

(৯) জনকবংশীয় স্নকেতুর পুত্র দেবরাত, দেবরাতের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীৰ্য্য। ভাগ-৯৯-১৩। করস্তির তনয় দেবরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১০) বিশ্বামিত্রবংশীয় দেবরাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদাল এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

দেবরাতি—চক্রবংশীয় নরপতি দেবরাতের তনয় দেবরাতি। (অন্য নাম দেবক্ষত্র) দেবরাতির তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশক। লি-৬৮।

দেবরারি—মহর্ষি দেবরারি একজন অজিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অজিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেববর্ত—ধর্মের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা ভানুর গর্ভে দেববর্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন। ভাগ-৬৯-৬।

দেবল—(১) কশ্যপ গোত্রোৎপন্ন অসিত ও দেবল ঋষি ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সোমদেবের অর্চনা করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৫। (২) দেবল একজন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি

ছিলেন। মহাভা-সভা-৭০। (৩) ব্রহ্মার তনয় মধু, মধুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির তনয়, অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্নাষ, প্রত্নাষের তনয় দেবল। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্নাষের তনয় দেবল। দেবলের পুত্র ক্ষমাবান্ ও তপস্বী এবং কন্যা সন্নতি। হরি-হরি-৩। সন্নতিকে পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্ত বিবাহ করেন। হরি-হরি-২৭। (৫) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল দেবল। হরি-হরি-২৭। (৬) কুশাশ্ব, দক্ষের অর্চি ও ধীষণা নারী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ধীষণা হইতে বেদ-শিরা, দেবল, বয়ন ও মধু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৯-৬। (৭) বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে মহাদেব ধার্মিক মুনি পুত্র ঋষে নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিজন শিষ্য ছিল। লি-২৪। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্নাষ, প্রত্নাষের অন্যতম তনয় দেবল। দেবলের পুত্র ক্ষমাবান্ ও মনীষী। বিষ্ণু-১ম-১৫; মৎ-৫; শিব-ধর্ম-৫৪; অগ্নি-১৮। (৯) কশ্যপের অন্যতম তনয় অসিত। আদিত্যের পত্নী একপর্ণী হইতে মহাতপা যোগাচার্য্য দেবল ও সর্ক-তর্কার্থবিদ শুচি জীমান শাণ্ডিল্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুর্ধ-১৯। (১০) বৃহৎশীর্ষ কৃতব্রহ্মার

তনয় দেবল, দেবলের তনয় শুর, শুরের তনয় বসুদেব । কৃষ্ণ ২৪ । (১১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম তনয় অসিত । অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে শাণ্ডিলা ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন । লি-৬৩ । (১২) মপুংগণীয় নরপতি সংঘম হইতে কৃশাঙ্ক ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৯৯-২ । (১৩) বসুদেবের অন্যতম পত্নী অপদেবী, বিজয়, রোচমান ও দেবল নামে তিন পুত্র প্রসব করেন মং-৪৬ । (১৪) কশ্যপ বংশীয় দেবল একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের কশ্যপ, দেবল ও অসিত এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মং-১৯৯ । (১৫) বরাহকল্পে যে সমুদয় যোগাচার্য্য প্রোক্তভূত হন, দেবল তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন । শিব-বার-উক্ত-১০ । (১৬) কশ্যপের ব্রহ্মবাদী ছয় জন পুত্র ছিল । তাঁহাদের নাম—কশ্যপ, বৎসর, রৈভা, বিদ্রম, অসিত ও দেবল । ব্রহ্মাণ্ড-৬৫ । (১৭) মহর্ষি কশ্যপের তনয় অসিত, এই অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে দেবল মুনির জন্ম হয় । দেবল শিবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন । দেবলের পুত্র শাণ্ডিলা । সৌর-৩০ ।

দেবলেখর—কাশীস্থিত একটা মহাপুণ্যদ শিবলিঙ্গ । স্বল্প-কাশী-উক্ত-৯৭ ।

দেবশর্মা—(১) মহীপতি জনমেজয়ের সর্পসজ্জে বেদজ্ঞ মহর্ষি দেবশর্মা অন্যতম

সদস্য ছিলেন । মহাভা-আদি-৫৩ ।

(২) পূর্বকালে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার স্ত্রীর নাম রুচি ছিল । দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপবতী রুচির প্রতি অভিলাষী হইলে দেবশর্মার শিষ্য বিপুল তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন । মহাভা-অশুশা-৪০—৪৩ ।

(৩) মগধরাজ জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় উদাপী । উদাপীর পুত্র দেবশর্মা । হরি-হরি-৩২ । (৪) পুরাকালে দেবশর্মা নামে এক তপঃ-প্রদীপ্ত মুনি ছিলেন । তাঁহার পত্নীকে ইন্দ্র কামনা করার তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন । সেই অভিশাপের ফলে ইন্দ্র কৃষ্ণ হস্তে পরাজিত হন এবং ত্রীকৃষ্ণ পারিজাত হরণে সমর্থ হন । হরি-হরি-১২৯ । (৫) মহর্ষি ঋষীথর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া স্বীয় শিষ্য কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্মা ও দেবশর্মা নামক শিষ্য চতুর্ভূতকে অধ্যাপন করেন । বায়ু-৬০ । কেতব দেখ ।

দেবশিরা—ভৃগুর অন্যতম পুত্র ধাতা । ধাতার তনয় প্রাণ, প্রাণের তনয় দেবশিরা ও রাজবান্ এই দুই জন । বিষ্ণু-১ম-১০ ।

দেবশ্রব—বিষ্ণুমিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিষ্ণুমিত্র এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মং-১৯৮ ।

দেবপ্রবা—(১) অতি পুরাকালে মহর্ষি
ভরতের পুত্র দেবপ্রবা ও দেবরাত
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা
সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থন দ্বারা
উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৩।২৩।২।
(২) বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে
একজনের নাম ছিল দেবপ্রবা। হরি-
হরি-২৭। (৩) যজুবংশীয় বসুদেবের
অন্যতম ভ্রাতা দেবপ্রবা। হরি-হরি-
৩৪। (৪) দেবপ্রবার তনয় একলব্য
[অন্য নাম শক্রয়]। কোন কারণে
বন মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় একলব্য
নির্ভাগ্য কঠক পরিবর্তিত হন।
এজন্য তিনি নৈবাদী বলিয়া বিখ্যাত
হন। হরি-হরি-৩৫। (৫) যজুবংশীয়
শুরের পত্নী মারিষা হইতে দেবপ্রবা,
বসুদেব প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে।
তন্মধ্যে দেবপ্রবার স্ত্রী ও কংসের
অন্যতম ভগিনী কংসবতীর গর্ভে সুবীর
ও ইষ্মান নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪। (৬) দেবপ্রবা,
বিশ্বামিত্র বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আশ্ব ও
মাধুচ্ছন্দস এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর।
মৎ-১৯৮।

দেবত্মী—রৈবতমহর্ষির সময়ে দেবত্মী
সপ্তর্ষিদের অষ্টতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩৪-১।

দেবপ্রত—ব্যাগনন্দন শুকদেবের ঔরসে
ও তৎপত্নী পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ,
ভুরি ও দেবপ্রত নামে চারি পুত্র এবং

কীর্তি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
বিভ্রাজতনয় অনুহের সহিত তাঁহার
বিবাহ হয়। দেবীভা-১ঙ্ক-১৯।

দেবশ্রেষ্ঠ—(১) দ্বাদশমহু ব্রহ্মসাবর্ণির
অন্যতম তনয় দেবশ্রেষ্ঠ। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩;
বিষ্ণু-৩৪-২। (২) ব্রহ্মমেক্সসাবর্ণির দশ
পুত্রের অন্যতম দেবশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু-৩৪-২।
অদূর দেখ। হরি-হরি-৭। (৩) ব্রহ্মমেক্স-
সাবর্ণি দেখ। তৃতীয় সাবর্ণিমহুর দ্বাদশ
পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০।

দেবস্পতি—মালবদেশে দেবস্পতি নামে
এক ধনবান্, নীতিনিষ্ঠ গোপ ছিলেন।
তাঁহার এক সহস্র পত্নী ছিল। তীর্থ-
ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি বৃন্দাবনে আগমন
করিয়া ইহার শোভা সন্মর্শনে স্ত্রীত
হইয়া, তথায় বাস করিতে আরম্ভ
করেন। দেবান্দনাগণের অংশসম্বৃত্তা
তাঁহার কস্তাগণ মাধব্রত করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বর লাভ
করিয়াছিলেন। গর্গ-মাধু-১৩।

দেবসদ—বরাহকল্পের চতুর্দশ দ্বাপরে
মহাদেব আঞ্জিরসবংশে গোতম নামে
অবতীর্ণ হন। অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ ও
প্রবিষ্টক নামে তাঁহার সকল প্রকার
যোগে পারদর্শী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

দেবসম্ভূতি—বৈরাজমুনির ভাৰ্য্যার নাম
ছিল দেবসম্ভূতি। চাক্ষুস মন্বন্তরে
ভগবান্, বৈরাজের ঔরসে ও দেব-
সম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জীবতীর্ণ
হন। ভাগ-৮ঙ্ক-৫।

দেবসাহ্য—স্বারোচিষ মনুসন্তরের সোম-
পারী ক্রতুসুতগণের অন্ততম দেবসাহ্য
ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২। স্বারোচিষ
মহু দেখ।

দেবসাবণিমহু—(১) অরোদশ মহু দেব-
সাবণির চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি
কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩।
(২) রুদ্রসাবণির তনয় দেবসাবণি,
দেবসাবণির তনয় ইন্দ্রসাবণি, তৎপুত্র
বৃষধ্বজ। দেবীভা-৯ঙ্ক-১৫।

দেবসুত্রত—যজ্ঞপুত্র ক্রোষ্টুর বংশীয়
প্রধান ব্যক্তিগণের অন্ততম দেবসুত্রত।
সৌর-৩১।

দেবসেন—কুরুর ঔরসে ও যেনকার
গর্ভে বাহুর জন্ম হয়। বাহুর চারি
পুত্রের অন্ততম সর্বকনিষ্ঠ কুমুদ।
কুমুদের মহাবলশালী পুত্র দেবসেন।
তিনি যৌবনাশ্ব মার্কাতার কন্যা
কেশিনীর পাণি পীড়ন করেন।
দেবসেন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কানীধামে
গমনপূর্বক মহাদেবের আরাধনা
করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর
দিতে চাহিলে, দেবসেন বর চাহিলেন,
—যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন
আমার বংশীয়েরা কানীশ্বর অধিপতি
হইবে এবং আপনিও তাৎকাল আমার
বংশীয়দের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন।
তাহার ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে
তাহাদের সূমনা, বহুদান, ঋতধ্বক,
যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী নামে সাত

পুত্র জন্মে। পুত্রদের উপর রাজ্য ভার
দিয়া, তাঁহারা বিজ্ঞাধর লোকে গমন
করেন। কালিকা-৮২।

দেবসেনা—(১) প্রজাপতির কন্যা দেব-
সেনা ও দৈতাসেনা। দৈতাসেনা
কেশীদানবের প্রতি অহুরাগিণী ছিলেন
বলিয়া, কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া
বিবাহ করেন। কেশী একদিন মানস
সরোবরে ভ্রমণ কালে দেবসেনাকে
আক্রমণ করেন। দেবসেনা কেশীর
প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং
কেশী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া চীৎকার
করিতে থাকিলে ইন্দ্র আসিয়া তাহা-
দিগকে রক্ষা করেন। পুষ্করে এই
দেবসেনাকে কার্তিকেয় বিবাহ করেন।
মহাভা-বন-২২১—৩০। (২) ষষ্ঠীদেবীর
অন্য নাম। তিনি কার্তিকেয়ের পত্নী
এবং সমস্ত জগতের শিশুদের পালন
কর্তা। দেবীভা-৯ঙ্ক-১। (৩) প্রকৃতির
ষষ্ঠ অংশ স্বরূপা বলিয়া, কার্তিকেয়ের
পত্নীর এক নাম ষষ্ঠী। তিনি দেবসেনা
নামেও বিখ্যাত। দেবীভা-৯ঙ্ক-৪৬।

দেবস্থান—(১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে
রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ উপস্থিত
হইলে, মহর্ষি দেবস্থান নানা প্রকার
উপদেশ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা
প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-
১, ২০, ২১। (২) মহাত্মা ভীষ্মের
শরশয্যায় দেহত্যাগ কালে যে সকল
মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের
অন্ততম। মহাভা-শান্তি-৪৭।

দেবহানি—মহর্ষি দেবহানি একজন
অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।
তঁাহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও তরঙ্গাজ
এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

দেবহস্তা—যজ্ঞবিয়কারী পঞ্চদশ দেবতার
অন্ততম দেবহস্তা। তঁাহারা স্বর্গ হইতে
যজ্ঞ অপহরণ করেন। মহাভা-
বন-২১৮।

দেবহব্য—মহর্ষি দেবহব্য একজন দেবর্ষি
ছিলেন। মহাভা সভা-৭।

দেবহুতি—(১) স্বারজুব মম্বর কন্যা ও
প্রজাপতি কর্দমের পত্নী দেবহুতি
হইতে বিষ্ণুর অবতার প্রসিদ্ধ কপিল
ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তঁাহার অপর
নয়টি ভগিনীও ছিল। তঁাহাদের নাম
কলা, অমৃস্মরা, শ্রদ্ধা, হবিভূঁ, গতি,
ক্রিয়া, অরুদ্রতী, খ্যাতি ও শান্তি।
ভাগ-২২-৭। কর্দম ঋষির স্ত্রী।
ভাগ-৩২-১২। (২) উর্ধ্বশী দেবহুতি
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুত্ররবাকে
পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-
২। (৩) রাজা তৃণবিন্দুর কন্তার নাম
ছিল দেবহুতি। কর্দম যুনির দৃষ্টি
মাত্রেই তাহাতে জয়, বিজয় নামে
দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। কর্দমের অস্ত্র
পত্নীর গর্ভে সাংখ্যাচার্য্য কপিলের জন্ম
হয়। পদ্ম-উত্ত-১১০। (৪) মম্বর মথামা
কন্যা ও কর্দমের পত্নী। শ্রীমহাভা-৩।
(৫) স্বারজুব মম্বর ঔরসে ও শতরূপার
গর্ভে প্রিরত ও উত্তানপাদ নামে দুই

পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি ও প্রহুতি
নামে তিন কন্তা জন্মে। বৃহৎ-মধ্য-২।

দেবহোত্র—(১) মহর্ষি দেবহোত্র রাজা
উপরিচয়ের অবশেষে যজ্ঞে অন্ততম
সদস্ত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭।
(২) অরোদশ মন্বন্তরে দেব সাবর্ষির
সময়ে বিষ্ণু দেবহোত্রের পত্নী বৃহতী
হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর
নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯২-২। (৩)
রথানীকের পুত্র বৃত্যয়, বৃত্যয়র তনয়
দেবাতিথি, দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ,
তৎপুত্র দিলীপ। কঙ্কি-৩২-৪।

দেবাতিথি—(১) অতি প্রাচীনকালে
বৈদিক যুগে মহর্ষি কথের অন্ততম
পুত্র দেবাতিথি একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৪।২০।
(২) চন্দ্রবংশীয় রাজা অক্রোধনের
কলিঙ্গ দেশীয়া পত্নী করন্তা দেবাতিথি
নামে এক পুত্র প্রসব করেন।
দেবাতিথি বিদেহ দেশীয়া মর্যাদা
নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং
তঁাহার গর্ভে অরিস জন্মগ্রহণ করেন।
মহাভা-আদি-৯৫। (৩) দেবাতিথির
তনয় ঋক্ষ্য, ঋক্ষ্যের তনয় দিলীপ।
ভাগ-৯২-২২।

দেবাধিপ—নিকুন্ত নামে দানবপতি
ভূতলে জন্মিয়া দেবাধিপ নামে বিখ্যাত
রাজা হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

দেবানন্দ—ধর্ম্মের অন্যতম পত্নী ও
দক্ষের কন্যা শ্রদ্ধা হইতে কাম জন্ম-

গ্রহণ করেন। কামের পুত্র হর্ষ ও দেবানন্দ। কুর্শ-পু-৮।

দেবানীক—(১) অবোধাপতি রামের বংশীয় ক্ষেমধর্মার তনয় দেবানীক, দেবানীকের তনয় অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সুধর্ম। হরি-হরি-১৫। দেবানীকের তনয় হীন, হীনের তনয় পারিষাত্র। ভাগ-৯৯-২। (২) ধর্মসাবর্ণির অন্ততম তনয় দেবানীক। (৩) বিষ্ণু-৩৪-২। রুদ্রমেক্সসাবর্ণির অন্ততম পুত্র দেবানীক। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ।

দেবানুজ— উত্তমমহুর অন্ততম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তমমহু দেখ।

দেবাস্ত— লক্ষা সমরে রামের হস্তে যে সকল রাক্ষসসেনাপতি নিহত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। অগ্নি-১০।

দেবাস্তক— রাবণের পুত্র দেবাস্তক লক্ষা সমরে হনুমান হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। রামা-লক্ষা ৭০।

দেবাপি—(১) মহর্ষি ঋগ্বেদেবের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার নাম দেবতা। সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০। ৯৮। ১। (২) চন্দ্রবংশে ধৃতরাষ্ট্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বিচিত্রবীর্ষের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নহেন। এই ধৃতরাষ্ট্রের পিতার নাম ছিল জনমেজয় এবং তাঁহারই ষাটশ পুত্রের অন্ততম ছিলেন প্রতীপ। প্রতীপের তনয় দেবাপি,

শান্তনু ও বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্মোপার্জন-বাসনার প্রবক্তাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৯৪, ৯৫। দেবাপি, দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন। তিনি মহাত্মা চাবনের ক্লতক পুত্র ও অতিশয় প্রিয় ছিলেন। হরি-হরি-৩২।

(৩) প্রতীপের অন্ততম পুত্র দেবাপি বেদ বিরোধী পাণ্ডা মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রাজ্য লাভে অসমর্থ হন। দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্বক কলাপ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ভাগ-৯৯-২২। অশ্বকারী দেখ। দেবাপি প্রতীপের তনয়। কিন্তু তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ হইয়াও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া রাজ্য হইতে পারেন নাই। মধ্যম বাহ্লীক পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক সমৃদ্ধিশালী মাতুলবংশ আশ্রয় করেন। সর্বকনিষ্ঠ শান্তনু রাজা হন। মহাভা-উদ্-১৩৭।

দেবাবুধ—(১) প্রাচীনকালের একজন রাজার নাম দেবাবুধ ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণ শলাকা সংযুক্ত ছত্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় স্বর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪।

(২) জ্যামদগ্বংশীয় সত্বানের অন্ততম পুত্র দেবাবুধ। বিধিবৎ যজ্ঞকর্তা রাজা দেবাবুধ, সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভার্থ পর্ণাশানদীর তীরে তপস্বী করিতে আরম্ভ করেন। পর্ণাশানদী স্বয়ং কুমারী মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার

সহস্রাব্দী হইয়াছিলেন। পর্ণাশার গর্ভে দেবাবুধের বজ্র নামক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। দেবাবুধ ও বজ্র হইতে ষট্-ষষ্ঠাধিক সপ্তসহস্র (৭০৬৬) পুরুষ-বৃদ্ধে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হরি-হরি-৩৭। (৩) যযাতিবংশীয় সাস্বতের সপ্তপুত্রের অন্ততম দেবাবুধ, তৎপুত্র বজ্র। বজ্র মুনিদের শ্রেষ্ঠ ও দেবাবুধ দেবতার সমান ছিলেন। ভাগ-২২.২৪। (৪) যদুবংশীয় নরপতি সাস্বতের পত্নী কোশলা, অন্ধক, ভজমান, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবুধ নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। কঠোর তপস্তার ফলে দেবাবুধ বজ্র নামে এক ধার্মিক রূপগুণ সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানরত পুত্র লাভ করেন। কৃষ্ণ-পু-২৪। চন্দ্রবংশীয় দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র (অন্ত নাম দেবরাতি), দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশক। লি-৬৮। দেবায়ত—স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবায়ত তুষ্টি দেবগণের অন্ততম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমন্ত্র দেখ। দেবর্ষ—যদুবংশীয় ভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের অন্ততম পুত্র দেবর্ষ, তৎপুত্র কশলবর্ষি। অয়ি-২৭৫। দেবাষ্টক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্ততম। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। দেবিকা—গোবাসন রাজার কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বরে লাভ করেন। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের

বোধের নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৫। দেবী—লৌকিকী অম্বরাদের অন্ততমা দেবী ছিলেন। বায়ু-৬২। লৌকিকী অম্বরাদ দেখ। দেবীধার—বেদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ দেবতা অগ্নির অন্ত নাম দেবীধার। ঋগ-১।১৩।৬। দেধেন্দ্র—ইন্দ্রের অন্ত নাম। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২। দেবেশ—বিষ্ণুর অন্ত নাম। বৃহদ-২। দেয়—বিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্ততম দেয়। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ। দেহ—বিংশতি সংখ্যক অমিতাভ দেবগণের অন্ততম দেহ। বায়ু-১০০। অমিতাভ দেখ। দেহালিবিনায়ক—কানীতে প্রবেশকালে দেহালিবিনায়ককে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে ঘৃতাক্ত সিন্দুরধারা তাঁহাকে অম্ললিপ্ত করিলে, তিনি ভক্তদিগকে মহা মহা উপসর্গের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। স্বন্দ-কানী-পু-৭। দৈতা—উনুপকাশ মরুৎগণের অন্ততম দৈত্য। বায়ু-৬৭। মরুৎগণ দেখ। দৈত্যদ্বীপ—কম্পপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। মহাভা-উদ্-১০০। দৈত্যতাপিনী—মহেশ্বরীর শরীরসমূহা অন্ততমা মহাশক্তি। স্বন্দ-কানী-উদ্-৭২।

দৈত্যাসেনা— প্রজাপতির কন্যা
দৈত্যাসেনা ও দেবসেনা । তাঁহারা
আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য মানস
সরোবরে সমাগত হইতেন । সেই সময়
কেশী দানবও তথায় আসিতেন ।
দৈত্যাসেনা কেশী দানবের প্রতি অমু-
রাগিনী ছিলেন বলিয়া, কেশী তাঁহাকে
হরণ করিয়া বিবাহ করেন । মহাভা-
বন-২২২ ।

দৈত্যাহনী— ভদ্রকালীর অন্য নাম ।
বায়ু-২ ।

দৈত্যাহা— সূর্যের এক নাম । স্বন্দ-
কাশী-পু-২ ।

দৈত্যাস্তক— শিবের অস্ত্রতম অমুচর
দৈত্যাস্তক শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে
চতুষ্টিকোটী গণ পরিবৃত্ত হইয়া
উপস্থিত ছিলেন । লি-১০৩ ।

দোতন—অতি পুরাকালে দোতন নামে
এক রাজা ছিলেন । সেই সময়ে বেতসু,
দশোনি, তুতুজি, তুগ্র ও ইভ নামে
কতিপয় অনার্য্য রাজাও ছিলেন । ইন্দ্র
এই সকল অনার্য্য রাজাকে নরপতি
দোতনের নিকট, মাতার নিকট পুত্রের
জ্ঞান প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য
করিয়াছিলেন । ঋগ-৬২৬।৪ ।

দোব— ধর্ম্মের অস্ত্রতম পত্নী ও দক্ষের
কন্যা বসু হইতে দোব জন্মগ্রহণ
করেন । দোবের পত্নী শর্করী শিশু-
মারকে প্রসব করেন । ভাগ-৬৬-৬ ।

দোবা— বারজুবমহুবংশীয় ঋবের

অস্ত্রতম পুত্র বৎসর, বৎসরের অস্ত্রতম
তনয় পুশ্পার্ণ । পুশ্পার্ণের দোবা ও
প্রভা নারী দুই পত্নী ছিল । তন্মধ্যে
দোবা হইতে প্রদোব, নিশীথ ও বাষ্ট
নামে তিন পুত্র এবং প্রভা হইতে
প্রোতঃ, মধ্যান্নিন ও স্বায়ং নামে তিন
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৪৬-১৩ ।

দোহদ— দানবপতি দোহদ, রাজা
বলির খুব অমুগত ছিলেন । স্বন্দ-আব-
অব-৬৩ ।

দাদশঅঙ্গরা— ঋতুহলা, পুঞ্জিকহলা,
মেনকা, সহজতা, প্রমোচা, অমুমোচা,
বিষাচী, স্নাতচী, উর্কশী, পূর্বাচিতি,
রজা ও তিলোত্তমা এই দাদশঅঙ্গরা
নৃত্যগীতদ্বারা সূর্যকে পরিভূষ্ট করিতেন ।
কুর্ম্ম-পু-৪১ ।

দাদশআদিত্য—(১) ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র,
বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পুষা, পর্জন্ত,
অংশ, ভগ, যজ্ঞ ও বিষ্ণু ইহারা দাদশ-
আদিত্য । লি-৫৫, ৬৩ । (২) ধাতা,
অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান,
পুষা, সবিতা, অংশ, ভগ, যজ্ঞ ও বিষ্ণু
ইহারা দাদশআদিত্য । বিষ্ণু-১ম-১৫;
বাম-২ । তাঁহারা কল্পপ পত্নী আদিত্য
পুত্র বলিয়া আদিত্য নামেও খ্যাত ।
কাশীতে লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাধা-
দিত্য, জ্যোৎস্নাদিত্য, মনুদাদিত্য,
অরুণাদিত্য, খণ্ডোদাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য
কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য
ও যমাদিত্য এই দাদশআদিত্য, বর্তমান

ধাকিয়া সর্বদা কালীকে রক্ষা করিতেছেন । স্বল্প-কালী-পু-৪৬ ।

দ্বাদশগন্ধৰ্ব্ব—তুষ্ক, নারদ, হাহা, হুহু, বিম্বাবনু, উগ্রসেন, বসুকচি, বর্জাবনু, চিত্রসেন, উর্গায়, ধ্বতরাষ্ট্র, ও স্বর্ঘ্যাবর্জা এই দ্বাদশগন্ধৰ্ব্ব স্বর্ঘ্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন । কুর্শ-পু-৪১ ।

দ্বাদশগ্রামিনী, দ্বাদশগ্রামিনী—রথকৃৎ, রথোজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথশ্বন, বরুণ, সুবেণ, সেনজিৎ, তাক্ষ, অরিষ্ট-নেমী, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ, এই দ্বাদশ গ্রামিনী সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন । কুর্শ-পু-৪১ । অরিষ্টনেমী দেখ ।

দ্বাদশদক্ষকন্যা—প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্মলা, অমৃতা, তীরা, দক্ষা, অরুণা, বিদ্যা, ধারা, পালা ও বর্জসী এই দ্বাদশদক্ষকন্যা দ্বাদশ আদিত্যের পত্নী ছিলেন । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১১ ।

দ্বাদশনাগগণ—বাসুকী, তক্ষক, কঙ্কনীল, সর্পপুঞ্জব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কঙ্কল ও অম্বতর এই দ্বাদশনাগ ক্রমে ক্রমে স্বর্ঘ্যদেবকে বহন করেন । বিতল নামক পাতাল প্রদেশে ইহারা সকলে বাস করেন । কুর্শ-পু-৪১

দ্বাদশভূজ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্যা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ত্ত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশভূজ

ঐহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

দ্বাদশবান্দেব—স্বারস্তুবমসুর ত্রয়ত্রিংশৎ সংখক পুত্র ছন্দোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ । তন্মধ্যে যদু, যযাতি, দীধর, অশ্বস, মতি, বিভাদ, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্রাতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশজন বান্দেবগণ বলিয়া কথিত । বায়ু-৩১; মৎ-৯; হরি-হরি-৭ ।

দ্বাদশসাধাগণ—মন, অহুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব ও বিভূ ইহারা দ্বাদশ সাধাগণ নামে পরিচিত । বায়ু-৬৬ ।

দ্বাদশাক্ষ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্যা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ত্ত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশাক্ষ ঐহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৫৬ ।

দ্বাদশাঙ্গা—সূর্য্যের এক নাম । স্বল্প-কালী-পু-২ ।

দ্বাপর—দুর্ঘোথনের মাতুল শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন । দেবীতা-৪৯-২২ ।

দ্বারকেশ, দ্বারকেশ্বর—দ্বারকার গমন করিয়া দ্বারকেশ কৃষ্ণের পূজা অর্চনার অশেষ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । স্বল্প-প্রভা-দ্বার-৩৫ ।

দ্বারবতী—যদুবংশীয় সত্যজিৎ

অন্যতম তনয় ভঙ্গকার । ভঙ্গকারের
পত্নী দ্বারবতী তিনটি রূপবতী কন্যা
প্রসব করেন । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা সত্যভামা
ত্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন । বায়ু-৯৬ ।
দ্বারবত্যা—লোকিকী অপ্সরাদের
অন্যতমা দ্বারবত্যা ছিলেন । বায়ু-৬৯ ।
লোকিকী অপ্সরা দেখ ।
দ্বারবাসিনী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকর্তৃক
ধর্ম্মারণ্যে গোত্ররক্ষিনী বহু শক্তি
স্থাপিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে দ্বারবাসিনী
অন্যতমা ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্মারণ্য-১৬
দ্বারবিনায়ক—কালীস্থিত দ্বারবিনায়ক
গণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত
আছেন । স্বন্দ-কালী-উত্ত-৫৭ ।
দ্বারভট্টারিকা—মাণ্ডব্য সগোত্রদিগের
গোত্রদেবী দ্বারভট্টারিকা । তাঁহাদের
ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, ঔর্য ও জমদগ্নি
এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
ধর্ম্মা-২১ ।
দ্বারেশ্বর—কালীস্থিত কহোলেস্বর
শিবলিঙ্গের সম্মুখে দ্বারেশ্বরলিঙ্গ ও
দ্বারেশ্বরী মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন ।
স্বন্দ-কালী-উত্ত-৯৭ ।
দ্বারেশ্বরী—দ্বারেশ্বর দেখ ।
দ্বিক—একজন কুলাষ্টক ঋষি । স্বন্দ-
নাগ-২০৬ ।
দ্বিচক্র—একজন দানবপতি । পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮ ।
দ্বিজ—দৈত্যপতি মহিষাসুরের তনয়
রক্তাক্ষ । এই রক্তাক্ষের অন্যতম

সেনাপতি দ্বিজ ছিলেন । তাঁহাকে
দেবী পার্বতী বিমোহ করেন । স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-১১৮ ।

দ্বিজামীচ—পুরুবংশীয় নরপতি হস্তী
কর্তৃক হস্তিনাপুরী নিশ্চিত হয় । এই
হস্তীর অজমীচ, দ্বিজামীচ ও পুরুমীচ
নামে পরম ধার্মিক তিন পুত্র জন্মে ।
এই দ্বিজামীচ বা দ্বিমীচের পুত্র যবীনরা
যবীনরের পুত্র ধৃতিমান । বায়ু-৯৯ ।
হরি-হরি-২০ ।

দ্বিজিহব—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার
গর্ভজাত অন্যতম পুত্র । বায়ু-৬৯ ।
খসা দেখ ।

দ্বিত—মহর্ষি অত্রির পুত্র দ্বিত একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-
৫।৮।১ । উষস্তু, কবষ, ধোম্য,
পরিবোধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির
তনয় ভগবান্ সারস্বত এই মহাঋষী
মহর্ষিগণ পশ্চিমদিকে অবস্থান
করিতেন । মহাভা-শান্তি-২০৮ ।

দ্বিতুণ্ড—কালীস্থিত দ্বিতুণ্ড নামক
গণপতিকে দর্শনমাত্রে নর সর্বতোমুখী
ত্রী প্রাপ্ত হয় । স্বন্দ-কালী-উত্ত-৫৭ ।

দ্বিধাগতি—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী
খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয় । বায়ু-৬৯
খসা দেখ ।

দ্বিবিদ—(১) সহদেব দ্বিবিজয় কালে
কিন্ধিফ্যা নগরীয় আধিপতি দ্বিবিদের
সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত হন । কিন্তু যুদ্ধে
দ্বিবিদই জয়লাভ করেন । অবশেষে

দ্বিবিদ স্ব-ইচ্ছায় সহদেবকে ধন রত্ন দিয়া স্বদেশ হইতে বিদায় দান করেন । মহাভা-সভা-৩০ । (২) দ্বিবিধ নামক এক অশুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়া ছিলেন । হরি-হরি-১৭৭ । (৩) মৈন্দ নামক বানর দলপতির ভ্রাতা দ্বিবিধ স্ত্রীবেশে মন্ত্রী ও নরকাসুরের বন্ধু ছিলেন । নরকাসুরের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিবিদ গোকুলের গ্রাম নগরাদি অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করেন । একদিন বলরাম মত্ত পানে মত্ত হইয়া ক্রীড়ণ সহ ক্রীড়া করিতেছিলেন । এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করেন । সেজন্ত বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন । ভাগ-১০-স্ক-৬৭ ; বিষ্ণু-৫ম-৩৬ ।

দ্বিবিলক—মগধের অন্ধ বংশীয় লম্বোদরের পুত্র দ্বিবিলক, দ্বিবিলকের পুত্র মেঘ-স্বাতি, তৎপুত্র পটুমান । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

দ্বিমীঢ়—(১) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীর ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র ছিল । হরি-হরি-২০ । (২) মহীপতি সাহোদ্রের তনয় বৃহৎ, বৃহতের তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন । হরি-হরি-৩২ । (৩) হস্তীর অন্ততম পুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের তনয় খবীনর, খবীনরের তনয় কৃতিমান । ভাগ-৯-স্ক-২১ । দ্বিজামীঢ় দেখ ।

দ্বিমূৰ্দ্ধ—সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ

হয়, সেই যুদ্ধে দ্বিমূৰ্দ্ধ অশুর পক্ষে অন্ততম সেনাপতি ছিলেন । ভাগ-৮-স্ক-১০ ।

দ্বিমূৰ্দ্ধা—(১) কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দম্বর গর্ভে দ্বিমূৰ্দ্ধা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩ ; মৎ-৬ ; বিষ্ণু-১ম-২১ ; ভাগ-৬-স্ক-৬ । (২) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্ততম পুত্র । বাবু-৬৯ । খসা দেখ । (৩) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে দৈতপতি দ্বিমূৰ্দ্ধার সহিত পবন-দেবের যুদ্ধ হইয়াছিল । বাম-৬৯ ।

দ্বিরদপাবন—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, দ্বিরদপাবন তীর্থ, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর রোণ্ডিসিঙি ও পোষভেঙীকে প্রদান করিয়াছিলেন । বাম-৫৭ ।

দ্বিরষ্টমূৰ্দ্ধা—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র । পদ্ম-সৃষ্টি-৬ । দ্বিষ—একজন কুলাষ্টক ঋষি । ঋক-নাগ-২০৬ ।

দ্বীপি—কশ্যপের পত্নীক্রোধার গর্ভজাত অন্ততমা কন্যা শার্দূলী হইতে সিংহ, বাঘ ও দ্বীপি জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি ৬৬ ।

দ্বৈপায়ন—(১) মহর্ষি বাসদেবের অন্য নাম দ্বৈপায়ন । তিনি যমুনার কোনও দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, দ্বৈপায়ন নামে অভিহিত হন । মহাভা-আদি-৬৩ ; বরা-১৭৫ ; মৎ-২-০১ । (২) বরাহকল্পের ঔষোদশ দ্বাপরে পরাশর

নন্দন ব্যাস ষৈপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের ষষ্ঠাংশভূত ত্রীকৃষ্ণ বহুদেব হইতে, বাহুদেব নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন।
 লি-২৪। (৩) বরাহকল্পের অষ্টাবিংশ ষাপরে বিষ্ণু, পরাশর মুনির ঔবসে ষৈপায়ন নামে অবতীর্ণ হন।
 ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

ঈশ্বর—স্বায়ম্ভুব মনুর অগ্ন্যতম তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অগ্ন্যতম তনয় জ্যোতিষ্মান কুশদীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ, বেণুমান, ঈশ্বর, লবণ, ধূতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক একটা বর্ষ আছে। লি-৪৬; অগ্নি-১১২।

দ্বাক্ষ—নরপতি পশুপালের গৃহীত পুত্র মহৎ, মহতের (ত্রিবর্ণের) পুত্র অহং। তাঁহার কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞান-প্রদ মনোহর একাক্ষ, দ্বাক্ষ, ত্র্যাক্ষ, চতুরাক্ষ, পঞ্চাক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দম্বা হইয়া উঠিল। পরে রাজা তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। বরা-৫২।

দ্ব্যাক্ষের—মহর্ষি দ্ব্যাক্ষের অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

দ্ব্যাবা-পৃথিবী—ঋগ্বেদে দ্ব্যো ও পৃথিবীকে দ্ব্যাবা-পৃথিবী বলিয়া অনেক স্থলে স্তুতি করা হইয়াছে। ঋগ-৭।৫৩।১।

দ্বা—অষ্টবম্বর অগ্ন্যতম ছিলেন দ্বা। তিনি জীৱ প্ররোচনার বশিষ্ঠের হোমধনু সুরভীকে হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হন। এবং রাজা শান্তনুর জী গন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে দেবব্রত ও পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। শান্তনু ও ভীষ্ম দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-২৯।

দ্বাতান—মরুৎগণের পুত্র মহর্ষি দ্বাতান ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সঙ্ঘকে অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৬।১।

দ্বাতি—(১) সূতপা নামক দেবগণের অগ্ন্যতম দ্বাতি। বায়ু-১০০। সূতপা দেখ। (২) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অগ্ন্যতম দ্বাতি ছিলেন। বিষ্ণু-৫৭-২। রুদ্রসাবর্ণি মনু দেখ। (৩) তামস মনুর অগ্ন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম-৫৮। তামস মনু দেখ। (৪) বশিষ্ঠের তনয় দ্বাতি। রুদ্রমেক্ষ সাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অগ্ন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) সিনীবালী, দ্বাতি, কুহু, পুষ্টি, প্রভা প্রভৃতি দেবগণ, যজ্ঞান্তে সোমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৫। দ্বাতি বিভাবসুর পত্নী ছিলেন। অগ্নি-২৭৪। দ্বাতিমৎ—যক্ষপতি মনিভদ্রের অগ্ন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মনিভদ্র দেখ।

দ্বাতিমন্ত—ভৃগুর পত্নী দ্বাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং ত্রীদেবী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ

করেন ; তদ্ব্যতীত বিধাতার পত্নী আয়তি
হইতে পাণ্ডু ও ধাতার পত্নী নিয়তি
হইতে যুদ্ধজ্ঞ গ্রহণ করেন । পাণ্ডু
পত্নী পুণ্ডরীকায় গর্ভে দ্রুপদমন্ত
গ্রহণ করেন । দ্রুপদমন্তের পুত্র দ্রুপদমন্ত
ও স্বজ্ঞান । ব্রহ্মাণ্ড-২২ ।

দ্রুপদমন্ত—(১) শাল্যদেশের অধিপতি
মদ্রিয়ার তনয় দ্রুপদমন্ত মহর্ষি
ঋতীককে পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে
গমন করিয়াছিলেন । মহাভা শান্তি-
২৫৩ । (২) স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের
অন্ততম দ্রুপদমন্ত । হরি-হরি-৭ । (৩)
প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পোলন্ত্য মেধা-
তিথি, কাশ্যপ বনু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান,
আদ্রিস দ্রুপদমন্ত, বশিষ্ঠনন্দনসবন,
আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ এই
সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন । হরি-হরি-৭ ।
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ । (৪) দক্ষসাবর্ণি মনুর
সময়ে দ্রুপদমন্ত অন্ততম ঋষি ছিলেন ।
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ । (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্ততম
পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে দ্রুপদমন্ত, আয়ীধ,
প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । দ্রুপদমন্ত
ক্রৌঞ্চবীপের অধিপতি হন । লি-৪৬ ।
(৬) দ্রুপদমন্ত হইতে কুশল, মন্দগ, উষ,
পীবর, অন্ধকারক, মুনী ও দ্রুপদমন্ত নামে
সাত পুত্র জন্মে । তাঁহারা সকলেই
স্ব স্ব নামীর বর্ষের অধিপতি ছিলেন ।
বিষ্ণু-২য়-৪ । (৭) যজুর্বংশীয় চেদির পুত্র
দ্রুপদমন্ত, দ্রুপদমন্তের পুত্র বপুয়ান,
বপুয়ানের পুত্র বৃহদ্রথ । কুর্শ-পু-২৪ ।

(৮) দ্রুপদমন্তের পুত্র স্ববীর । মহাভা-
অনুশা-২ ।

দ্রুপদমন্ত—শাল্যদেশে দ্রুপদমন্ত নামে
এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন ।
দৈববশে তিনি চক্ৰবর্তী হন । শত্রুরা
তাঁহার সেই অবস্থায়, তাঁহার রাজ্য
হরণ করেন । তিনি ক্রীশৈব্যা ও বালক
পুত্র সত্যবানের সহিত অরণ্য আশ্রয়
করেন । অধিপতি রাজার কন্যা সাবিত্রী
সত্যবানকে বিবাহ করেন । সত্যবান
অকালে গতায়ু হইলে সাবিত্রী
যমরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে
পুনর্জীবিত করেন, এবং দ্রুপদমন্ত
চক্ৰবর্তী করত পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হন ।
মহাভা-বন-২৯১-২৭ । সাবিত্রী দেখ ।

দ্রুপদমন্ত—(১) আয়ুর্ক্বেদ প্রবর্তক ধন্বন্তরীর
বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্রুপদমন্তের
জন্ম হয় । দ্রুপদমন্তের তনয় অলক
প্রভৃতি । এই দ্রুপদমন্ত প্রতিন, শত্রুজিৎ,
বৎস, ঋতধন্ব ও কুবলয়া নামে
পরিচিত ছিলেন । ভাগ-৯ঙ্ক-১৭ । (২)
সৌভপতি শাষের অমাত্য দ্রুপদমন্ত ।
শাষ যখন দ্বারকা আক্রমণ করেন ।
তখন তিনি প্রহরার সহিত যুদ্ধ করিয়া
নিহত হন । ভাগ-১০ঙ্ক-৭৬ । (৩)
বশিষ্ঠ পত্নী উজ্জ্বা হইতে চিত্রকেতু ও
দ্রুপদমন্ত প্রভৃতি জন্মে । ভাগ-৮ঙ্ক-১ ।
(৪) ক্রবের বংশীয় মনুর ক্রী নড়লা
হইতে দ্রুপদমন্ত প্রভৃতি জন্মে ।
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ ।

দ্রামুৎসেন—মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সমের তনয় দ্রামুৎসেন, দ্রামুৎসেনের তনয় স্মৃতি, স্মৃতির তনয় সুবল ।
ভাগ-৯৯-২২ ।

দ্রায়—মহর্ষি অত্রির অগ্রতম পুত্র দ্রায় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
ঋগ-৫।২৩।১ ।

দ্রায়িক—মহর্ষি বশিষ্ঠের অগ্রতম তনয় দ্রায়িক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অশ্বিনয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ।
ঋগ-৮।৮৭।১ ।

দ্রুমী—শিনির বংশীয় যুবুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় দ্রুমী, দ্রুমীর তনয় যুগন্ধর ।
মৎ-৪৫ ।

দ্রৌ—(১) প্রাচীন আর্যাদের আকাশ দেবতা দ্রৌ । দ্রৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকল দেবের পিতা মাতা স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন । দ্রৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে দ্রাব্য পৃথিবী এই যুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন । ঋক্-১।২২।১৩ । (২) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে সূর্য্য ব্রহ্মার দক্ষিণলোচন হইতে প্রাহৃত হন । সূর্য্যের পত্নী দ্রৌ ও নিম্বতা । তাঁহারা স্বষ্টার কন্যা ।
ঋক্-প্রভা-প্রভা-১১ ।

দ্রষ্ট—একজন রাক্ষস সেনাপতি, তিনি লঙ্কা সমরে বানর সৈন্য কর্তৃক নিহত হন ।
রামা-লঙ্কা-৯০ ।

দ্রব—বরাহ কল্পের ষষ্ঠ দ্বাপরে মহাদেব

লোকাক্ষি নামে অবতীর্ণ হন । সেই সময়ে সুধামা, বিরাজ, শম্পা ও দ্রব নামে তাঁহার যোগপরাধ চারি পুত্র ছিল ।
ব্রহ্মাণ্ড-২৩ ।

দ্রবস্তী—জাম্বব বংশীয় কুরুবংশের পুত্র পুরুহোত্র । বিদর্ভরাজ নন্দিনী দ্রবস্তী হইতে পুরুহোত্রের অংশু নামে এক তনয় উৎপন্ন হয় ।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

দ্রবরস—হৈহয় বংশীয় দেবক্যত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় দ্রবরস, দ্রবরসের পুত্র পুরহুত, তৎপুত্র জম্ব ।
অগ্নি-২৭৫ ।

দ্রবিক—একজন গন্ধর্ব্ব রাজ । তাঁহার কন্যা অংশুমতি ধর্ম্মশূপের স্ত্রী ছিলেন ।
কন্দ-ব্রহ্ম উভ-২৭ । অংশুমাণী দেখ ।

দ্রবিড়—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়স্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে কুশাবর্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অমুগামী ও দ্রবিড় প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন । অবশিষ্ট একাশি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ।
ভাগ-৫৯-৪ ।

দ্রবিড়—নরপতি তৃণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়, দ্রবিড়ার পুত্র বিপ্রবা ।
বায়ু-৮৬ ।

দ্রবিন, দ্রবীণ—(১) অষ্টবন্ধুর অগ্রতম ধর, ধরের পুত্র দ্রবিন ও হুতহব্যবহ । মহাভা-আদি-৬৬ ; মৎ-৫ । (২) রাজা পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, ধৃত্যকেশ, হর্যাক্ষ, দ্রবিন ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । পৃথু তাঁহাকে উত্তর

দিকের আধিপত্য প্রদান করেন।
ভাগ-৪৯-২২। (৩) ত্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতমা
পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে সাধ, সুমিত্র,
পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়,
চিত্রকেতু, দ্রবিণ, বসুমান ও ক্রতু নামে
দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-৪৯-২২। (৪)
অষ্টবহুর অস্ত্রতম ধর। ধরের পত্নী
মনোরমা হইতে দ্রবিণ, হবাবহ, শিশির
রমণ ও প্রোণ নামে পঞ্চ পুত্র জন্মে।
বিষ্ণু-১ম-১৫; হরি-হরি-৩।

দ্রবিণক—ধর্মের অস্ত্রতমা পত্নী ও দক্ষের
কন্যা, বসু হইতে দ্রোণ, অর্ক, অগ্নি,
প্রভৃতি অষ্টবহু জন্মগ্রহণ করেন।
তন্মধ্যে অগ্নির স্ত্রী ধারা হইতে স্বন্দ,
দ্রবিণক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।
ভাগ-৬৯-৬।

দ্রবিশোদা— অগ্নির অস্ত্র নাম।
ঋগ-১।১৫।২।

দ্রবী—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের
স্ত্রী দ্রবী বিরোচনকে প্রসব করেন।
বিরোচনের তনয় প্রসিদ্ধ বলি।
ভাগ-৬৯-১৮।

দ্রাক্ষারামেশ্বর— দেব ও ঋষিগণের
প্রার্থনার শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত
করেন। তন্মধ্যে গন্ধাঙ্গার সঙ্গমে
দ্রাক্ষারামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বন্দ-
মাহে-কেদা-১৭।

দ্রাবিড়— ত্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতমা পত্নী
জাম্ববতীর গর্ভজাত অস্ত্রতম পুত্র। গর্গ-
বিষ-২৬।

ক্রবু—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে
ক্রবু নামে একজন অনার্য্য দলপতি
ছিলেন। কষের পুত্র প্রগাধ, অশ্বিনের
স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা
ক্রবু, অম্বু, তুর্কু ও যহুর নিকট গমন
না করিয়া আমার নিকট গমন কর।
ঋগ-৮।১০।৫।

ক্রতিমান—অগ্নির অস্ত্র নাম। ঋগ-
১।১৪২।৩।

ক্রপদ—পাঞ্চাল দেশের অধিপতি পৃষতের
পুত্র ক্রপদ। নরপতি পৃষত ভরদ্বাজ
মুনির সখা ছিলেন। ক্রপদ বাল্যকালে
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া
ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণের সহিত খেলা
করিতেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে
সখ্যতাও জন্মে। কালক্রমে পৃষৎ
পরলোক গমন করিলে, ক্রপদ রাজা
হন। 'এদিকে ভরদ্বাজের পরলোক
গমনের পর দ্রোণাচার্য্য পিতার আশ্রমে
থাকিয়া তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন।
ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন
করিলেন। মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা
কুপিকে বিবাহ করিলেন। কুপির গর্ভে
অশ্বখামা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ
করিলেন। দ্রোণ পরশুরামের নিকট
অস্ত্র লাভের পর, একদিন সখা ক্রপদের
ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—
“রাজন্! আমি তোমার সখা।” ক্রপদ
তঁাহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া,
সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে

দিগকে আহুপূর্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন ঋগ-৭।১৮।১২ ।

ক্রহা—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অগ্ন্যতমা পত্নী শর্ষিষ্ঠার গর্ভে ক্রহা, অহু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে । ক্রহা ও অহু যযাতির জরা গ্রহণে অবীকৃত হন । মহাভা-আদি-৮০ । (২) পুরু-বংশীয় নরপতি মতিনারের পুত্রের নামও ক্রহা ছিল । মহাভা-আদি-৯৪ । (৩) যযাতি শর্ষিষ্ঠার গর্ভজাত অগ্ন্যতম পুত্র ক্রহাকে পূর্বদিকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন । ক্রহার তনয় বক্র ও সেতু, সেতুর তনয় অঙ্গার । হরি-হরি-৩২ । (৪) ক্রহার তনয় বক্র, বক্রর তনয় সেতু, সেতুর তনয় আরক, আরকের তনয় গাকার । ভাগ-৯৯-২৩ । (৫) ক্রহার পুত্র বক্র, তৎপুত্র সেতু, সেতুর তনয় আরদান । বিষ্ণু-৬র্থ-২৬ ।

দ্রোণ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বস্তু ও বিভাবসু নামে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে দ্রোণের পত্নী অভিবতী হইতে হর্ষ, শোক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬৯-৬ । (২) মহর্ষি মন্দপাল নামে এক তপপরায়ণ বেদপারগ ঋষি ছিলেন । তিনি জরিতা নামী এক শাস্তিকার গর্ভে জরিতারি, সারিস্বক, স্তম্ভমিত্র ও দ্রোণ নামে চারি তনয় উৎপাদন করেন । খাণ্ডববন দহনকালে ঋষি

তীর্হাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন । দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন । মহাভা-আদি-২২২-৩৪ । মহর্ষি দ্রোণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অগ্ন্যতম ছিলেন । বায়ু-৬২ । স্বারোচিষমন্ত্ৰ দেখ ।

দ্রোণাচার্য্য— মহর্ষি ভরদ্বাজের দ্বুতাতী অপ্সরা দর্শনে রেতঃস্থলন হয় । সেই রেতঃ, তিনি এক দ্রোণে (কলসীতে) রক্ষা করেন এবং তাহা হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । দ্রোণ হইতে জন্ম বলিয়া তিনি দ্রোণ নামেই খ্যাত হন । মহর্ষি অগ্নিবেশ্র ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন । ভরদ্বাজ এক সময়ে তীর্হাকে এক আশ্বেয়াত্র দিয়াছিলেন এক্ষণে অগ্নিবেশ্র সেই অত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে দিলেন । দ্রোণ ক্রমে ক্রমে বেদবেদাঙ্গ সমস্ত অধ্যয়ন করিলেন । পৃষত নামে নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন । তীর্হার ক্রপদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ক্রপদ প্রতিনি দিন ভরদ্বাজের আশ্রমে আগমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন । কিছুকাল পরে পৃষত পরলোক গমন করিলে, মহাবাহু ক্রপদ সমুদয় উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । মহর্ষি ভরদ্বাজও ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা দ্রোণ পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন ।

পরে মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। ঋষ্যপরাশর্য কৃপী অশ্বখামাকে প্রসব করেন। মহাভা-
আদি-১৩০। এই সময়ে মহাত্মা জমদগ্নি
নন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্বস্ব
প্রদান করিতেছেন শুনিয়া, তিনি
তঁাহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরশু-
রাম তঁাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া,
তঁাহাকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসম্ভবেত
ধনুর্বেদ প্রদান করিলেন। দ্রোণ এই
সমুদয় লাভ করিয়া পরম প্রীত মনে
প্রিয়সখা ক্রপদ সমীপে উপস্থিত হইয়া
বলিলেন—“রাজন্! আমি তোমার
সখা”! ক্রপদ ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া
বলিলেন,—“আমার মত ঐশ্বর্য্যশালী
ভূপতির সহিত তোমার মত ত্রিহীন
নির্ধন লোকের কিছুতেই বন্ধুত্ব হইতে
পারেনা”। দ্রোণাচার্য্য ক্রপদের এই
কটুক্তি শ্রবণে অতিমাত্র মর্শ্মপীড়িত
হইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন,
এবং হস্তিনানগরে স্বীয় শ্রানক
কৃপাচার্য্যভবনে বাস করিতে লাগিলেন।
ইতিমধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম তঁাহার পরিচয়
পাইয়া, তঁাহাকে কোরব ও পাণ্ডবদের
শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং
তঁাহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া তঁাহার জন্য
স্বরম্য বাসগৃহ নির্দেশ করিয়া দিলেন।
অল্প শিক্ষার্থ সকলে সমবেত হইলে
দ্রোণ বলিলেন,—“শিক্ষা সমাপনান্তে
আমার এক কার্য্য সম্পাদন করিতে

হইবে”। এই কথা শুনিয়া ছুৰ্য্যোথনাদি
সকলেই নীরব রহিলেন, কেবল অর্জুন
বলিলেন—“যতই কষ্টকর হওক আমি,
আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব”।
ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য তঁাহাকে
আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গপাত করিলেন।
কিছুকাল পরে অস্ত্রশস্ত্রে সকলেই
কৃতবিদ্য হইলেন। তঁাহাদের শিক্ষার
পরীক্ষাও হইয়া গেল। তখন দ্রোণ
ছাত্রদিগকে বলিলেন,—“তোমরা
পাঞ্চালরাজ ক্রপদকে রণক্ষেত্র হইতে
গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর। ‘ইহাই
তোমাদের গুরুদক্ষিণা হইবে’”। এই
কথা শুনিয়া কোরব পাণ্ডব সকলেই
যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, কিন্তু অন্য
সকলেই পরাস্ত হইলেন। কেবল অর্জুন
সর্বশেষে কঠোর যুদ্ধে ক্রপদকে পরাস্ত
করিয়া, তঁাহাকে ও তঁাহার সচিবকে
গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণকে উপহার দিলেন।
দ্রোণ ক্রপদকে হৃতসর্বস্ব, ভয়দর্প ও
বশতাপন্ন দেখিয়া কহিলেন,—“আমরা
ব্রাহ্মণ, তোমার প্রাণনাশ করিব না।
কিন্তু সমুদয় রাজ্য ফিরাইয়া দিব না।
ভাগীরথীর দক্ষিণকূল তোমার, উত্তরকূল
আমার রহিল”। এইভাবে ক্রপদের
সহিত সখ্য স্থাপিত হইল। পরে
ভারত যুদ্ধে দ্রোণ হস্তেই ক্রপদ নিহত
হন এবং ক্রপদের পুত্র যুষ্টিগ্রাম হস্তেই
দ্রোণাচার্য্য নিহত হন। ভারত যুদ্ধে
দ্রোণ পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী

হল । সেই সময় তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর ছিল । মহাভা-দ্রো-১১৩ ।

দ্রোণেশ—কানীহিত একটি শিবলিঙ্গ । এই লিঙ্গ পূজার কালে দ্রোণাচার্য্য পুনরায় জ্যোতির্ধর দেখে ধারণ করিয়াছিলেন । স্বল্প-কানী-উক্ত-৭৫ ।

দ্রোহণ—বলবান্ বোগমায়িক দ্রোহণ নামে এক অস্তুর রসাতলে অবস্থান করিতেন । তিনি একবার সৈন্যে কুপহলী নগরী আক্রমণ করেন । মহাদেব তাঁহাদিগকে কপাল পাতিত করিয়া সংহার করেন । স্বল্প-আব-অব-৬ ।

দ্রোণায়ন—মহর্ষি দ্রোণায়ন একজন তৃণ্ড বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের তৃণ্ড, বজ্র ও দিবোদাস এই তিনটি আর্বের প্রবর । ২৭-১২৫ ।

দ্রোণি—দ্রোণের তনয় অশ্বখামার অন্তনাম । মহাভা ।

দ্রোণদামিত্য—কানীহিত দ্বাদশ আদিভ্যের অন্ততম । স্বল্প-কানী পু-৪৬ ।

দ্রোণদী—পাকাল দেশে পৃথত নামে এক নরপতি ছিলেন । তাঁহারই পুত্র ক্রপদ । ক্রপদের আর এক নাম ছিল যজ্ঞসেন । এই ক্রপদের সহিত ভরষাক তনয় দ্রোণাচার্য্যের বাল্যকালে খুব প্রণয় ছিল । ক্রপদ পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইয়া বড়ই গর্জিত হইয়াছিলেন । এমন কি তাঁহার বাল্যবন্ধু দ্রোণাচার্য্যকে “তুমি আমার বন্ধু নও,

রাজার সহিত দরিরের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে” ইত্যাদি গর্জিত বাক্যে অপমানিত করিয়াছিলেন । দ্রোণাচার্য্য এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন । পাণ্ডবদের সাহায্যে তিনি ক্রপদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । ক্রপদ সেই অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য যাজ ও উপযাজ নামক দুই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা দ্রোণদ্যাদি পুত্র লাভার্থ এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন । সেই যজ্ঞের কালে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র ও কৃষ্ণা নারী এক কন্যা লাভ করেন । কৃষ্ণাই দ্রোণদী ও যাজ্ঞসেনী নামে সাধারণতঃ অভিহিত হইতেন । এই দ্রোণদী যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার পিতা ক্রপদ তাঁহার বিবাহের আরোজন করিলেন । আকাশে একটি ঘূর্ণায়মান চক্রমধ্যে একটি কৃত্রিম মংস্ত স্থাপন করিলেন । এবং কুণ্ড মধ্যস্থ জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চক্র মধ্যস্থ মংস্ত বিদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া প্রচার করিলেন । যিনি এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন তিনিই দ্রোণদীকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । নানা দেশ হইতে রাজ কুমারেরা আসিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না । অবশেষে অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রোণদীকে লাভ করেন । পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া মাতার আদেশে দ্রোণদীকে বিবাহ

করেন। মহাভা-আদি-১৬৭—১২২। পাণ্ডবেরা ধাণ্ডব গ্রন্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে দ্রৌপদীর বৃষ্টিগ্ন হইতে প্রতিবন্ধা, ভীম হইতে ঋতসোহ, অর্জুন হইতে ঋতকর্ণা, নকুল হইতে শতানিক ও সহদেব হইতে ঋতসেন নামক পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতি পাণ্ডবদের উন্নতি দর্শনে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, দ্যুতক্রীড়ার আয়োজন করেন। বৃষ্টিগ্ন পাশা খেলার সর্বত্র হারাইলেন। দুর্যোধনেরা সেই সময়ে দ্রৌপদীর যথেষ্ট অপমান করেন। সভামধ্যে পাণ্ডু ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈর্ষাক্ষের অশ্রুগ্রহে অকৃতকার্য হন। মহাভা সভা-৬৬। অবশেষে পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদী বনে গমন করেন। এবং তাঁহাদের সঙ্গে বনবাস ক্লেশ সহ্য করেন। এই সময়ে একদিন দুর্যোধনের ভগিনীপতি জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অমুপস্থিতির সুযোগে দ্রৌপদীকে হরণপূর্বক নুতন পথে প্রস্থান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পথে ভীমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ভীম দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়া জয়দ্রথকে বন্ধনপূর্বক স্বীয় আগ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বৃষ্টিগ্নের আদেশে ভীম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মহাভা-বন-২৬৭।

ইহার পরে ষাটশ বৎসর অতীত হইলে তাঁহাদের অজ্ঞাত বাকের সময় উপস্থিত হইল। বিরাট রাজ্য ভবনে সকলেই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিরাটের ভ্রালক কীচক একদিন দ্রৌপদীর অপমান করিলে, ভীম তাঁহাকে বমালয়ে প্রেরণ করেন। মহাভা-বিরাট-১৪—২৪। বনবাস অন্তে আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে দ্রৌণি অশ্বখামা একদিন পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকেই নিদ্রিত অবস্থায় সংহার করেন। মহাভা সৌপ্তিক-৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে কিছুকাল দ্রৌপদী স্নেহে বাপন করিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহাদের সঙ্গিনী হন। কিন্তু হিমালয়ের তুষারচ্ছন্ন প্রদেশে প্রথমেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভা-স্বর্গ।

প্র

ধন—প্রভাস ক্ষেত্রে এক শিবভক্ত ধন নামক বণিক বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণা ছিল। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৪৮।

ধনক—(১) যযাতিবংশীয় ভদ্রসেনের দুর্দম ও ধনক নামে দুই তনয় ছিল। ভদ্রাধ্য ধনকের কৃতবীৰ্য্য, কৃতানি, কৃতবর্ধা ও কৃতোজা নামে চারি তনয় জন্মিয়াছিল। ভাগ-২৬-২৩। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেষ্ঠের তনয় দুর্দম, চন্দ্রসেনের তনয় ধনক ভৎপুত্র কৃতবীৰ্য্য, কৃতানি, কৃতবর্ধা ও কৃতোজা। বিষ্ণু-৪র্থ-১১।
 ধনকপিবান্—পুলহের পত্নী ক্ষমার গর্ভজাত অন্ততম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮। পুলহ দেখ।
 ধনঞ্জয়—(১) মহাবি কস্তুরের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কস্তা কস্ত্র হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৯। (২) পাণ্ডুর তনয় অর্জুনের অন্তনাম ধনঞ্জয়। মহাভা। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের বোধশ ষাপরে মহর্ষি ধনঞ্জয় বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাল নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) কুমারী, নাগরাজ ধনঞ্জয়ের পত্নী ছিলেন। মহাভা-উদ্-১১৬। অশ্বতর দেখ। (৫) বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি ধনঞ্জয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আশ্ব ও মাধুচ্ছল এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৮। (৬) অজিৎবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি, তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আশ্ব ও মাধুচ্ছল এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৮।

ধনপ—কুবেরের অন্তনাম। আবার ধনপ নামে কুবেরের অল্পচর এক বক্ষও ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।
 ধনধর্ম্মা—নাগরাজ শেবের বংশীয় একজন রাজা। তিনি বিদেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ু-২৯।
 ধনপতি—কুবেরের অন্তনাম। মৎ-১৪০।
 ধনপাল—চন্দ্রবংশীয় নরপতি হ্রাতিমানের রাজত্ব কালে ভদ্রাবতী পুরীতে ধনপাল নামে এক বৈশ্ব বাস করিত। এই ধান্মিক বৈশ্ব স্থানে স্থানে প্রপা, কুপ, মঠ, আরাম, তড়াগ ও গৃহ নির্মাণাদি দ্বারা তাহার ধনের যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়া ছিল। পদ্ম-উত্ত-৪২।
 ধনা— দক্ষের ভদ্রা, মদিরা, বিভ্রা, ধন্যা ও ধনা নামী পঞ্চকন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। ঋক-প্রভা-প্রভা-১২২।
 ধনাধিপ—এক বৈশ্বের নাম। এই মন্ব কল্পাবধিত বৈশ্ব মৃত্যুর পরে অসি নামক নরকে পতিত হয়। কিন্তু বনে পতিত তাঁহার মৃতদেহ এক শৃগাল ভক্ষণ করিয়া জল পানার্থ জাহ্নবী সলিলে গমন করে। সলিল পানমাত্র সেই বৈশ্ব শিবদেহ ধারণপূর্বক শিবলোকে গমন করিল। শ্রীমহা-৭৪।
 ধনাধ্যক্ষ—একজন শিবের গণ। তিনি আবস্ত্য তীর্থে পশ্চিম দ্বার রক্ষা করেন। ঋক-আব-চতু-৮১।
 ধনাবহ—শিবের অন্যতম অল্পচর ধনাবহ শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে কোটি গুণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

ধনায়ু— পুরুষবার উর্কশী গর্ভজাত
অন্যতম পুত্র । মৎ-২৪ ।

ধনিষ্ঠা— চন্দ্রের অন্যতম। পত্নী ও দক্ষের
অন্যতম কন্যা । মহাভা-বন-২২৮ ।

ধনী—কপ নামক অম্বরগণের অন্যতম
দূত । মহাভা-অম্বশা-১৫৭ ।

ধনুক— হিরণ্যকশিপুর বংশীয় শত্রুর
অন্যতম পুত্র । বায়ু-৬৭ । শত্রু দেখ ।

ধনুর্গ্রহ — কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম ধনুর্গ্রহ ।
তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত
হন । মহাভা-আদি-৬৭ ; মহাভা-
কর্ণ-৫২ ।

ধনুর্কর্ত্ত—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কান্তিকেশ্বরের সাতাধার্য সাধ্য, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-
সম্পন্ন পর্কত সকল যে সমুদয়
সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন,
ধনুর্কর্ত্ত, তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন ।
মহাভা-শল্য-৪৬ ।

ধনুষ—কুরুবংশীয় সত্যযুতির তনয় ধনুষ,
ধনুষের তনয় সর্ক, সর্কের তনয় সম্ভব,
সম্ভবের তনয় বৃহদ্রথ । এই বৃহদ্রথের
অন্তনাম জরাসন্ধ । মৎ-৫০ ।

ধনুষাঙ্ক— মহর্ষি বালধির হ্রাশয়
নামক তনয় মেধাবীর জীবন, পর্কতের
উপর নির্ভর করিত । মেধাবী একদা
মহাতেজা ধনুষাঙ্কের অবমাননা
করিলে, তিনি বিশালবিষাণ মহিষ দ্বারা
পর্কত বিদারণ করেন । তাহাতেই

মেধাবীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় । মহাভা-
বন-১৩৭ । বালধি দেখ ।

ধনুষাধা— মহর্ষি ধনুষাধা মহীপতি
উপরিচর রাজার যজ্ঞে অগ্রতম সমস্ত
ছিলেন । মহাভা-শান্তি-৩৩৭ ।

ধনুসাহস্রক—অবন্তী দেশে বিদ্রুথ নামে
এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । তাঁহার
কণ্ঠা মুদাবতীকে কুজস্ত নামক এক
রাক্ষস হরণ করেন । তিনি ধনুসাহস্রক
নামক এক শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া
একটা ধনু প্রাপ্ত হন । তাহারই
সাহায্যে মুদাবতীকে উদ্ধার করেন ।
ঋন্দ-আব-চতু-৬৩ । কুজস্ত দেখ ।

ধনেন্দ্র—কুরুবংশীয় নরপতি রোজাশ্বের
দশ পুত্রের অগ্রতম ধনেন্দ্র । বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ ।
রোজাশ্ব দেখ ।

ধনেশ্বর—(১) মহিষাসুর নশ্বদা নদীর
তীরে মাহিষ্যতী-নারী নগরীর প্রতিষ্ঠা
করেন । এই নগরে কান্তিক মাসে ধনেশ্বর
নামে এক ব্রাহ্মণ বাণিজ্য করিতে
আসেন । সেই সময়ে কান্তিক-ত্রতী বহু
লোক তথায় আগমন করিয়াছিলেন ।
তাঁহারা সমস্ত কান্তিক মাস পূজা, অর্চনা
বেদপাঠ প্রভৃতি কার্যে যাপন করেন ।
ধনেশ্বরও তাঁহাদের অনুকরণ করেন ।
কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে
যমকিঙ্করেরা তাঁহাকে কুন্তীপাক নরকে
প্রেরণ করেন । কিন্তু ধনেশ্বর নরকে
প্রবেশ করিবা মাত্র-নরকের অগ্নি নির্মাণ
প্রাপ্ত হইল । ইহা দেখিয়া যমরাজ বিস্মিত

হইলেন। পরে নারদ মুখে কাণ্ডিক
মাস ব্রতপালন ব্রতান্ত অবগত হইয়া
তাঁহাকে যক্ষলোকে প্রেরণ করিলেন।
সেখানে তিনি কুবেরের অন্তর হইয়া,
ধনধন্য নামে অভিহিত হইলেন। স্বন্দ-
বিষ্ণু-কাণ্ড-২৯। (২) ধনেশ্বর কুবেরের
এক নাম।

ধনেশ্বরশব্দ—শূলভেদ তীর্থে ধনেশ্বরশব্দ
ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মফুল ও বিষ্ণুফল দান
করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।
স্বন্দ-আব-রেবা-৫৬; ৫৭।

ধনস্তরী—(১) সমুদ্র মন্থন কালে ধনস্তরী
অমৃত পূর্ণ খেত কমণ্ডলু হস্তে আবির্ভূত
হন। মহাভা-আদি-১৮। (২) পুরাকালে
দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে ধনস্তরী
সর্বতোভাবে ত্রী সম্পন্ন হইয়া অমৃত
কলস হইতে উৎপন্ন হন। তিনি কার্য্য
সিদ্ধি সম্পন্ন বিষ্ণুকে ধ্যানপূর্ব্বক
তাঁহাকে দর্শন যাত্রা দণ্ডায়মান হইলেন।
বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যখন জল
হইতে জন্মিয়াছ, তখন অজ্ঞদেব নামে
খ্যাত হইবে। এই জন্ত ধনস্তরী অজ্ঞদেব
নামে খ্যাত হন। অজ্ঞদেব সেই সময়ে
বিষ্ণুকে বলিলেন—হে প্রভু, আমি
আপনার পুত্র হইলাম। অতএব লোকে
আমার যজ্ঞ ভাগ ও স্থান বিধান
করুন। তখন বিষ্ণু বলিলেন—পূর্বে
যাজ্ঞিক দেবগণ যজ্ঞভাগ বিভাগ
করিয়াছেন, মহর্ষিগণ দেবগণের প্রতি
হর্বনীয় দ্রব্য সমুদয় বিনিয়োগ

করিয়াছেন। এখন আমি তোমাকে
কোনরূপ অবৈদিক ক্ষুদ্র দ্রব্য দান
করিতে পারিব না। হে পুত্র, তুমি
দেবগণের পশ্চাৎ জন্মিয়াছ; অতএব যজ্ঞ
ভাগ গ্রহণে সমর্থ হইবে না। কিন্তু
দ্বিতীয় জন্মে লোক মধ্যে খ্যাতি লাভ
করিবে। গর্ভস্থ অবস্থাতেই তোমার
অনিমাদি সিদ্ধি হইবে। আর সেই
শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করিবে।
দ্বিজগণ চক্রমন্ত্র, ব্রত ও জল দ্বারা
তোমার পূজা করিবেন। তুমি অষ্টবিধ
অঙ্গ সমন্বিত আয়ুর্কেদ বিধান করিবে।
দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে তুমি
জন্ম পরিগ্রহ করিবে। এই বলিয়া
বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয়
দ্বাপর যুগ আগত হইল। সোম
বংশীয় নরপতি দীর্ঘতপার প্রার্থনা
অনুসারে অজ্ঞদেব তাঁহার পুত্ররূপে
ধনস্তরী নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি
সর্বরোগ বিনাশক কাশীরাজ নামে খ্যাত
হইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে সমুদ্র
আয়ুর্কেদ প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিষকৃগণের
ক্রিয়াকে অষ্ট প্রকারে বিভাগ করিয়া
শিষ্য গণকে প্রদান করিলেন। ধনস্তরীর
তনয় কেতুমান, কেতুমানের তনয়
ভীমরথ। হরি-হরি-২৯; ভাগ-৮ঙ্ক-৮।
(৩) ধনস্তরী বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার।
তিনি দেবগণের জন্ত অমৃত আহরণ
করিয়াছিলেন। ভাগ-১ঙ্ক-৩। (৪)
পুরুষোত্তম বংশীয় দীর্ঘতপার পুত্র ধনস্তরী,

ধ্বস্তরীর তনয় কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ । এই ধ্বস্তরী আয়ুর্কেদ প্রবর্তক, যজ্ঞ ভাগ ভোগী বশুদেবের অংশ, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই রোগ আরোগ্য হয় । ভাগ-৯২-১৭ । (৫) কানীরাঙ্গের তনয় দীর্ঘতমা, তৎপুত্র ধ্বস্তরী । ধ্বস্তরীর দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্য ধর্ম ছিলনা । তিনি সকল জন্মেই অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন । তিনি নারায়ণের বরে আয়ুর্কেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন । ধ্বস্তরীর তনয় কেতুমান । বিষ্ণু-৪র্থ-৮ । (৬) ভাস্কর-দেবের অগ্রতম শিষ্য । তিনি ভাস্করদেব হইতে আয়ুর্কেদ অধ্যয়ন করেন । এবং চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬ । ভাস্কর দেখ ।

ধ্বী—তামসমহুর অন্যতম পুত্র । মৎ-৯ । অকল্মষ ও তামসমহু দেখ ।

ধন্য—(১) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে লক্ষ্মণ নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্র ধন্য মহর্ষি সম্বরণকে কতকগুলি দীপ্তিমান কক্ষক্ষম অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন । ঋগ-৫।৩৩।১ । (২) নরপতি উত্তানপাদের অগ্রতম পুত্র ঋব । ঋবের তনয় শ্রিষ্টি, শম্ভু ও ধন্ত (অন্ত নাম ভবা) এই তিনজন । হরি-হরি-৩০ ।

ধন্তা—(১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্র সমভূতা বৈষ্ণবীমূর্তির অগ্রতম

সহচরী । বরা-৯২ । বৈষ্ণবী দেখ ।

(২) ভদ্রা, মদিরা, বিদ্যা, ধন্তা ও ধনা নামী দক্ষের পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯ । (৩) স্বায়ম্ভুবমহুর পুত্র উত্তানপাদ, উত্তানপাদের পুত্র ঋব । মহুর কন্যা ধন্তা ঋবের পত্নী ছিলেন । ধন্তা শিষ্ট নামে এক পুত্র প্রসব করেন । মৎ-৪ ।

ধমধমা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদারিনী মাতৃগণের অগ্রতমা ধমধমা ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ ।

ধমনী—হিরণ্যকশিপুর অগ্রতম তনয় হ্লাদ । হ্লাদের ভাৰ্যা ধমনী হইতে বাতাপি ও ইবল জন্মগ্রহণ করেন । এই বাতাপিই অগস্ত্যকর্তৃক নিহত হন । ভাগ-৬স্ক-১৮ ।

ধমিত—মহর্ষি ধমিত অগ্নিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহার অগ্নিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৬ ।

ধর—(১) ব্রহ্মার পুত্র মহু, মহুর তনয় প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর, ঋব, সোম, অহঃ, অনল, অনিল, প্রভৃতি ও প্রভাস এই অষ্টবশু জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে ধর ও ব্রহ্মাবিৎ ঋব প্রজাপতির অগ্রতমা পত্নী ধৃত্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ঋবের তনয় দ্রবিণ ও হতহব্যাবহ । মহাভা-আদি-৬৬ । ধরের অগ্রতমা পত্নী মনোহরা হইতে শিশির,

প্রাণ ও রমণ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। দেবাসুর যুদ্ধে ধর, নমুচি দৈত্যের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হরি-হরি-২৩। (২) ধর্মের অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে আপ, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রতাপ নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবণ, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫।

ধরনী—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ঋব, ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঋবের পত্নী ধরনী অনেক সন্তানের জননী ছিলেন। ভাগ-৬৯-৬। (২) ধরনী পৃথিবীর অন্ত নাম। ধরনীকে বরাহরূপী বিষ্ণু উদ্ধার করেন। বরা-১।

ধরনীবরাহ— মহাদেব কাশীতে ধরনীবরাহ নাম গ্রহণপূর্বক প্রয়াগে-খরের নিকটে অবস্থিত আছেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ধরা—(১) অষ্টবসুর অন্ততম দ্রোণের জীয়র নাম ধরা ছিল। দ্রোণ ও ধরা গোকুলে নন্দ ও যশোদাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। ভাগ-১০-৯৮। (২) বিষ্ণুর অন্ততমা জী। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩০।

ধরাপাল— বৈদিশ নগরে ধরাপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে

শিবের গণ্ড্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবের অন্য নারীর সংযোগের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পার্শ্বতী কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া জন্মক যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পার্শ্বতীর শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাকে বেতসী ও বেত্রবতী সঙ্গমে স্নানান্তে শাপমুক্ত হইবেন বলেন। পর-উত্ত-২৮।

ধর্ম—(১) সর্বলোক সুখাবহ ভগবান্ ধর্ম নর কলেবর ধারণপূর্বক ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হন। তাঁহার শম, কাম ও হর্ষ নামে তিন পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৬। (২) প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশ কন্তার মধ্যে কীর্ষি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি নামী দশটিকে ধর্ম বিবাহ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (৩) ধর্ম যজ্ঞ করিয়া, একটা কন্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাম সুনতা; রাজা উত্তানপাদের সঙ্গে সুনতার বিবাহ হয়। এবং তাহার গর্ভে ঋব, কীর্ষিমান, আবুমান ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্মের ঔরসে বৃষিষ্ঠিরের জন্ম হয়। হরি-হরি-২। (৪) দক্ষ-প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্তার মধ্যে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুদতী, সঙ্করা, মুহুর্তা, সাধ্যা ও বিখা নামী দশটিকে ধর্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী হইতে পৃথিবীর ওষধী

সমূহ, বসু হইতে বসুগণ, যামী হইতে নাগবীথী, লম্বা হইতে ঘোষ নামক দেবগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মরুদ্বতী হইতে মরুদগণ, সঙ্কল্লা হইতে সঙ্কলগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তজগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যাগণ ও বিখা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৫) যযাতির অশ্রুতম পুত্র অমু, অমুর পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় দুহহ। হরি-হরি-৩২। (৬) ব্রহ্মা পূর্বে লক্ষ্মী, কীর্তি, সাধ্যা, বিখা ও মরুদ্বতী নামী বরিষ্ঠা পঞ্চ কন্যাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনি পঞ্চ কন্যা ধর্ম্মকে প্রদান করেন। ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম, সাধ্যা হইতে সাধা, বিখা হইতে বিশ্বদেবগণ, মরুদ্বতী হইতে অগ্নি, চক্ষু, হবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষর, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভা-বসু, অশ্বত, চিত্রাশ্বি, নিবোধি, জয়োন, অদ্ভুতি, বরিত্র, বহুপন্নগ, বৃহস্ত, বৃহদ্রুত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এবং সরসা হইতে মরুদেব, ঋব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্কত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবসু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১১৬। (৭) ধর্ম্মের অশ্রুতমা স্ত্রী মূর্ত্তি হইতে নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার ছিলেন এবং সৃষ্টির তপস্তা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১১৬। (৮) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে

বিষ্ণুর অশ্রুতম অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১২-৩। (৯) দক্ষের বষ্টি সংখ্যক কন্তার মধ্যে লম্বা, ককুদ, যামী, বিখা, সাধ্যা, মরুদ্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, সঙ্কল্লা ও ভানুকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ভানু হইতে দেববর্ত, লম্বা হইতে বিজ্ঞোত, ককুদ হইতে সঙ্কট, যামী হইতে স্বর্গ, বিখা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যাগণ, মরুদ্বতী হইতে মরুদ্বান ও জয়ন্ত, মুহূর্ত্তা হইতে মৌহুর্তিক দেবগণ, সঙ্কল্লা হইতে সঙ্কল এবং বসু হইতে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬-৬। (১০) ভগবান্ পুরুষোত্তম উত্তম মনস্তরে ধর্ম্মের ভার্য্যা স্নাতার গর্ভে সত্যব্রতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। ভাগ-৮-১। (১১) যযাতি বংশীর গাঙ্কারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্ম্ম, দুর্ম্মের তনয় প্রচেতা। ভাগ-৯-২৩। (১২) যযাতি বংশীর হৈহয়ের তনয়ের নামও ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্মের তনয় নেত্র, নেত্রের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় সোহজি। ভাগ-৯-২৩। (১৩) যযাতি বংশীর পৃথুশ্রবার তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় উশনা, উশনার তনয় রুচক। ভাগ-৯-২৩। (১৪) ব্রহ্মার তনয় ধর্ম্ম, দক্ষের ব্রহ্মা, ধৃতি, লক্ষ্মী, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তিকে বিবাহ

করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও
ও সময়, বুদ্ধিতে অপ্রমাদ ও বোধ
জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (১৫) একদা
ধর্ম সুদর্শন মুনির আশ্রমে ব্রাহ্মণ
বেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার জীৱ
সহিত সহবাস প্রার্থনা করেন। সুদর্শন
পত্নী অতিথির স্ত্রীত্বার্থে সন্মত হইলেন।
ইতিমধ্যে সুদর্শন স্থানান্তর হইতে
গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জীৱ অবস্রকার
ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্তে
অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ধর্ম
তাঁহার অতিথি পরায়ণতার পরকথা
দর্শনে স্ত্রীত্ব হইয়া তাঁহাকে মৃত্যু বিজয়ী
বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।
লি-২২। (১৬) বরাহকল্পে বৈবস্বত
মহাস্তরে যে সকল শিবাবতার প্রাক্তিত
হন, তন্মধ্যে ধর্ম অগ্রতম ছিলেন। লি-
৭। (১৭) ধর্ম দক্ষের চতুর্কিংশতি
কন্তার মধ্যে ত্রয়োদশটিকে বিবাহ
করেন। তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা কামকে,
লক্ষ্মী (বলা) দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে,
ভুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা
শ্রুতকে, ক্রিয়া দণ্ড নয় ও বিনয়কে,
বুদ্ধি বোধকে, লজ্জা বিনয়কে,
বপু ব্যবসায়কে, শান্তি ক্ষেমকে, সিদ্ধি
সুখকে ও কীর্তি যশকে প্রসব করেন।
বিষ্ণু ১ম-১৫। (১৮) যযাতি বংশীয়
গান্ধারের তনয় ধর্ম, ধর্মের তনয় ধৃত,
ধৃতের তনয় দুর্গম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।
ধর্মের কন্তা সত্য। বৃহস্পতির পুত্র সংস্কর

পত্নী ছিলেন। মহাভা-বন-২১৭।
সংযু দেখ। (১৯) মগধের জরাসন্ধ
বংশীয় নরপতি সুব্রতের পুত্র ধর্ম।
তৎপুত্র সুশ্রম, সুশ্রমের পুত্র দৃঢ়সেন।
বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (২০) মগধের কৈলকিল
যবন ভূপতি রামচন্দ্রের পুত্র ধর্ম।
তৎপুত্র বরাহ, কৃতনন্দন, সুবিনন্দি,
নন্দিশা ও শিশকপ্রবচারী এই পাঁচ
জন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২১) ঝারজুব
মহুর কন্তা আকুতি প্রজাপতি রুচির
পত্নী ছিলেন। এবং প্রমুখিত প্রজাপতি
দক্ষের পত্নী ছিলেন। প্রমুখিত হইতে
দক্ষের চতুর্কিংশতি কন্যা জন্মে।
তন্মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটি ধর্মের
পত্নী ছিলেন। ধর্মের পত্নী শ্রদ্ধা হইতে,
কাম, লক্ষ্মী হইতে দর্প, ধৃতি হইতে
নিয়ম, ভুষ্টি হইতে সন্তোষ, পুষ্টি হইতে
লাভ, মেধা হইতে শ্রুত, ক্রিয়া হইতে
নয়, দণ্ড ও সময় এই তিন জন, বুদ্ধি
হইতে বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জা হইতে
বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, শান্তি
হইতে ক্ষেম, সিদ্ধি হইতে সুখ এবং
কীর্তি হইতে যশ জন্মগ্রহণ করেন।
বায়ু-১০। অক্রুরের অগ্রতম তনয়।
পদ্ম-স্রষ্টি-১৩। অক্রুর দেখ। (২২)
যযাতির অগ্রতম তনয় ক্রতু। ক্রতুর
বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম, ধর্মের পুত্র
ধৃতি, ধৃতির পুত্র দুর্গম। বায়ু-৯৯।
ধর্মকীর্তি—বৈবস্বত মহাবংশীয় নরপতি
ধর্মকীর্তি দক্ষযজ্ঞের যুদ্ধে বীরভঙ্গের

হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।
বাম-৪।

ধর্মকেতু—(১) কালীরাজ শূক্রেতুর পুত্র
ধর্মকেতু, ধর্মকেতুর তনয় সত্যকেতু,
সত্যকেতুর তনয় বিতু, বিতুর তনয়
আবর্ত। হরি-হরি-২৯। (২) ধর্মস্তরী
বংশীয় নিকেতনের তনয় ধর্মকেতু,
ধর্মকেতুর তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর
তনয় ধুটকেতু। ভাগ-৯৯-১৭।

ধর্মগুপ্ত—বিদর্ভ দেশের রাজা ধর্মগুপ্ত
হুতরাজ্য ও হুতসর্কস্ব হইয়া বনে বনে
ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে
ঐবিক নামক গন্ধর্বরাজের কন্যা
মহাদেবে ভক্তিমতী অশ্রুমতী তাঁহাকে
বিবাহ করেন। মহাদেবের বরে ও
ঈশ্বর শক্তির ঐবিকের সাহায্যে তিনি
পুনঃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বন্দ-এক-
উক্ত-৭।

ধর্ময়—একজন দানবপতি। পদ্ম
সৃষ্টি-১৩।

ধর্মজালিক—বৈদিশ নগরে তিনি একজন
বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত
ছিলেন। কিন্তু অতিশয় মন্দ কর্ম-
পরায়ণ ছিলেন। সেই জন্ত তিনি
মৃত্যুর পরে কাঁট ঘোনীতে জন্মলাভ
করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৬।

ধর্মভদ্র—নরপতি হৈহয়ের অন্যতম পুত্র
ধর্মভদ্র। তৎপুত্র কীর্তি, তৎপুত্র
সংজ্ঞেয়। বায়ু-৯৪।

ধর্মদ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-
সম্পন্ন পর্কত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধর্মদ তাঁহাদের
অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধর্মদত্ত—পুরাকালে ধর্মদত্ত নামে এক
ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে আমলকী ও
তুলসী দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিয়া ব্রহ্ম
হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন। স্বন্দ-
বিষ্ণু-কার্তি-১২।

ধর্মদৃষ্টি—অক্রুরের অগ্রতম পুত্র। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩। অক্রুর দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

ধর্মধ্বক—যজ্ঞবংশীয় ভূপতি শক্কে
অগ্রতম পুত্র ও অক্রুরের অন্যতম
ভ্রাতা ধর্মধ্বক। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অক্রুর
দেখ। হরি-হরি-৩৪।

ধর্মধ্বজ—(১) জনক বংশীয় ধর্মপরাধণ
নরপতি ধর্মধ্বজ মিথিলা নগরীতে
রাজত্ব করিতেন। একদা স্থলভা নামী
এক অসাধারণ বিদ্যাবতী, পৃথিবী
পর্ষাটনকারিণী রমণী তাঁহার রাজ
সভার সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত
ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। মহাভা-
শান্তি-৩২০। (২) ধর্মধ্বজ কুশধ্বজের
তনয়। ধর্মধ্বজের তনয় কৃতধ্বজ ও
মিতধ্বজ, কৃতধ্বজের তনয় কেনীধ্বজ
এবং মিতধ্বজের তনয় খাণ্ডিক্য।
ভাগ-৬৯-৬।

ধর্মনারায়ণ—বরাহকল্পের ত্রয়োদশ
দ্বাপরে ধর্মনারায়ণ ব্যাস নামে খ্যাত

ছিলেন। তখন মহাদেব গন্ধমাদন পৰ্বতে বালি নামক মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। লি-২৪ ; বায়ু-২৩।

ধৰ্ম্মনেত্র—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর তনয় অবিক্রিত, অবিক্রিতের তনয় পরীক্ষিণ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, এই ধৃতরাষ্ট্রের অন্ততম তনয় ধৰ্ম্মনেত্র। মহাভা-আদি-৯৪। (২) যদুবংশীয় হৈহয়ের তনয় ধৰ্ম্মনেত্র, ধৰ্ম্মনেত্রের তনয় কার্ত্ত, কার্ত্তের তনয় সাহজ। হরি-হরি-৩৩ ; মৎ-৪৩ ; অগ্নি-২৭৫। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধর্ম্মের তনয় ধৰ্ম্মনেত্র, ধৰ্ম্মনেত্র হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে ধার্ম্মিক ও মহিমান্ন করে। লি-৬৮ ; সৌর-৩১। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি হৈহয়ের পুত্র ধৰ্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহজি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৫) সৌমবংশীয় নরপতি ধর্ম্মের তনয় ধৰ্ম্মনেত্র, ধৰ্ম্মনেত্রের তনয় কীৰ্ত্তি, কীৰ্ত্তির তনয় সজিত। কুশ পু-২২।

ধৰ্ম্মস্তুক—একজন দানবপতি। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-২০।

ধৰ্ম্মপতি—লাক্ষদেশের অধিপতি ধর্ম্মপতিকে শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র প্রহ্লাদ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করেন। গর্গ-বিষ-২২।

ধৰ্ম্মপাত—(১) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্ততম মন্ত্রী। রামা-আদি-৭ ; পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২) একজন প্রাচীন কালের রাজা। শিব-ধর্ম্ম-২৪।

ধর্ম্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৮। মহাভারত।

ধর্ম্মবতী—ধর্ম্মের পত্নী ধর্ম্মবতী হইতে ধর্ম্মব্রতা নামে এক কণ্ঠা জন্মে। মহাবি মরীচি তাহাকে বিবাহ করেন। অগ্নি-১১৪।

ধর্ম্মবর্ণ—আনন্ড দেশে ধর্ম্মবর্ণ নামে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২২।

ধর্ম্মবর্মা—(১) সৌরাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যখন তপস্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দৈববাণীতে একটা শ্লোক প্রাপ্ত হন। ইহা রাজ্যস্থ কেহ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে মহাবি নারদ তাহাকে ইহার অর্থ বলিয়া দেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪। (২) অকুরের অন্ততমা পত্নী রত্নার গর্তজাত অন্ততম পুত্র। মৎ-৪৫।

ধর্ম্মবিৎ—অকুরের অন্ততমা পত্নী রত্না হইতে ধর্ম্মবিৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫।

ধর্ম্মবৃদ্ধ—যযাতি বংশীয় শফকের পত্নী গান্ধিনী হইতে অকুর, অসজ, সারমেয়, মূহুর, মূহুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, স্কন্ধা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪।

ধর্ম্মব্যাধ—মিথিলা দেশে ধর্ম্মব্যাধ নামে একজন মাংস বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার নিকট কৌশিক নামে এক

ব্রাহ্মণ তনয় উপদেশ লাভ করেন ।
এই ধর্মব্যাধের উপাখ্যানটি নানা
সহপদে পরিপূর্ণ । মহাভা-বন-২০৪-
২১৪ । কৌশিক দেখ ।

ধর্মব্রতা—(১) ধর্মের স্ত্রী ধর্মবতী, ধর্মব্রতা
নামে এক কত্তা প্রসব করেন । এই
ধর্মব্রতাকে ব্রাহ্মণ তনয় মরীচি বিবাহ
করেন । একদিন মরীচি ধর্মব্রতাকে
পদসংবাহন করিতে বলিলেন । ধর্মব্রতা
স্বামীর পদসেবা কার্যে নিযুক্ত আছেন,
এমন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা তথায়
উপস্থিত হইলেন । তিনি স্বামীর ও
শুধু এই বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ
অভ্যর্থনার জন্ত গমন করিলেন । এই
জন্তই মরীচি কুপিত হইয়া বলিলেন—
যেহেতু আমার আদেশ অমান্য
করিয়াছ, সেইজন্ত তুমি শিলারূপে
পরিণত হইবে । ধর্মব্রতা ক্রুদ্ধ হইয়া
বলিলেন—যেহেতু আপনি অকারণে
আমাকে শাপ দিয়াছেন, সেইজন্ত
ভগবান্ শঙ্কর আপনাকে শাপ দিবেন ।
অগ্নি-১১৪ । (২) পূর্বকালে নিখিল
বিজ্ঞানে পারদর্শী ধর্ম নামে এক
ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার পত্নী বিশ্বরূপা
ধর্মব্রতা নামে এক পরম রূপবতী
কত্তা প্রসব করেন । বিপ্রধর্ম
কত্তার উপযুক্ত বর প্রাপ্ত না হইয়া,
তাঁহাকে তপস্তা করিতে বলিলেন ।
কত্তা বনে গমনপূর্বক তপস্তায় নিযুক্ত
হইলেন । এমন সময় ব্রহ্মনন্দন মরীচি

ভ্রমণ করিতে করিতে তথায়
উপস্থিত হইলেন । এবং তাঁহাকে
বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া, ধর্মের
নিকট গমন করিলেন । ধর্ম উপযুক্ত
পাত্র বোধে মরীচির করে স্বীয় কত্তা
সম্প্রদান করিলেন । বায়ু-১০৭ ।

ধর্মভৃত—(১) অক্রুরের অগ্রতম পুত্র ।
লি-৬৯ । অক্রুর দেখ । (২) রৌচ্যমহুর
অগ্রতম পুত্র । হরি-হরি-৭ । রৌচ্যমহু
দেখ । (৩) যজুবংশীয় চিত্রকের অগ্রতম
পুত্র । হরি-হরি-৩৪ ।

ধর্মমূর্তি—পূর্বের বৃহৎকলে ধর্মমূর্তি নামে
এক রাজা ছিলেন । পূর্বজন্মে তিনি
এক বেতার ভৃত্য স্বর্গকার ছিলেন ।
একটা সুবর্ণময় শিবমূর্তি নির্মাণ
করিয়া, বেতাকে দান করিয়া, তিনি
সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে ধর্মমূর্তি
নামে রাজা হইলেন । আর সেই বেত্যা
অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণা ছিলেন
বলিয়া এই জন্মে ধর্মমূর্তি রাজার স্ত্রী
ভাগ্নুমতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-
সৃষ্টি-২১ ।

ধর্মরত—সগরের অগ্রতম পুত্র । বায়ু-
৮৮ । সগর দেখ ।

ধর্মরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি
সগরের অগ্রতম তনয় ধর্মরথ । মহর্ষি
কপিলের শাপে সগর সন্তানেরা সকলেই
বিনষ্ট হইলে কেবল স্নকেতু, বর্হকেতু,
ধর্মরথ ও পঞ্চজন এই চারিজন জীবিত
ছিলেন । হরি-হরি-১৪ । (২) পুরু-

বংশীয় মহীপতি দধিবাহনের তনয় দিবিরথ । দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ । ইন্দ্রতুলা পরাক্রান্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন । ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্কতে যজ্ঞ করিয়া, ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিয়াছিলেন । বায়ু-২৯ ; হরি-হরি-৩১ । (৩) যযাতি বংশীয় পারের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ ।

ধর্ম্মরশ্মি— সূর্যের এক নাম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৯ ।

ধর্ম্মরাজ— যমের অগ্র নাম । মহাভা-আদি-৯ ।

ধর্ম্মশশা— মহর্ষি রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া, স্বীয় শিষ্য কেতব, দালভি, ধর্ম্মশশা ও দেবশশা নামক চারিজনকে অধ্যাপন করেন । বায়ু-৬০ ।

ধর্ম্মশীল— বিষ্ণুর অন্যতম দূত । স্বন্দ-বিষ্ণু-কাণ্ডি-২৫ ।

ধর্ম্মসাবর্ণি— একাদশমন্ত্ৰ ধর্ম্মসাবর্ণি । সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি তাঁহার দশ পুত্র ছিল । এই মন্ত্ৰস্তরে ধর্ম্মসেতু আর্ধ্যাকের পত্নী বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন । ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ । এই সময়ে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্দ্বন্দ্বিতগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন । এই সকল দেবগণ মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা । এই মন্ত্ৰস্তরে নিখর অগ্নিতেজা,

বপুশ্মান্, বিষ্ণু, আকুশি, হবিশ্মান্ ও অনব এই সাতজন সপ্তর্ষি হইবেন । সর্কগ, সর্কধর্ম্মা, দেবানীর প্রভৃতি ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র । বিষ্ণু-৩য়-২ ।

ধর্ম্মসখ— পূর্বকালে ধর্ম্মসখ নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার একশত পত্নী সত্তেও তিনি অনপত্য ছিলেন । অবশেষে বৃদ্ধকালে এক পুত্র জন্মে । তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া হনুমৎ কুণ্ডে শ্মান সমাপণপূর্বক এক পুত্রোষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, একশত ভাধ্যাতে একশত পুত্র লাভ করেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৩ ।

ধর্ম্মসার— জনৈক ব্রাহ্মণ । তাঁহার কন্যাকে বোধ মুনি বিবাহ করিয়াছিলেন । কঙ্কি-২য়-৪ ।

ধর্ম্মসূত্র— মগধের জরাসন্ধবংশীয় সূত্রতের তনয় ধর্ম্মসূত্র; ধর্ম্মসূত্রের তনয় সম, সর্মের তনয় ছামুংসেন, ছামুংসেনের তনয় স্মমতি । ভাগ-৯ঙ্ক-২২ ।

ধর্ম্মসেতু— (১) একাদশ মন্ত্ৰস্তরে ধর্ম্ম-সাবর্ণির সময়ে বিষ্ণু, আর্ধ্যাকের পত্নী বৈধৃতা হইতে ধর্ম্মসেতু নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন । ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ । (২) মাকাতার অন্ততম পুত্র । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ ।

ধর্ম্মসেন— ইক্ষ্বাকুবংশীয় মাকাতার অন্ততম পুত্র । মৎ-১১ । যমরাজের সভাসদ অন্ততম নরপতি । স্বন্দ-কাশী-পূ-৮ ।

ধর্ম্মা— দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের

অগ্র নাম ধর্ম্মা। মহাভা-বন ২৩০।

ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রকাশক— সূর্যের এক নাম।

স্কন্দ-কাশী-পু-২।

ধর্ম্মারণ্য—মহর্ষি ধর্ম্মারণ্য গোমতী তীরস্থ

নৈমিষারণ্যবাসী পদ্মনাভ নাগের নিকট

ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা

শান্তি-৩৬২।

ধর্ম্মিষ্ঠা— মহর্ষি মুদগলের পুত্র কোশকার,

মহর্ষি ব্যাংস্ত্রায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে

বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম

নিশাকর। বাম-২১। কোশকার দেখ।

ধর্ম্মী— ইক্ষাকুবংশীয় বৃহদ্রাজের পুত্র

ধর্ম্মী, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র

রণঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। নরপতি

অমিত্রজিতের পুত্র ভরদ্বাজ, তৎপুত্র

ধর্ম্মী, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়। বায়ু-২২।

ধর্ম্মেয়ু— চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরুষ অনা-

তম পুত্র রোদ্রাশ্ব, রোদ্রাশ্বের পত্নী,

অপ্সরা মিশ্রকেশী হইতে ধর্ম্মেয়ু সন্ততেয়ু

প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-

আদি-২৯। বায়ু-২২। রোদ্রাশ্ব দেখ।

ভাগ-২স্ক-২০। যযাতিবংশীয় ভদ্রাশ্বের

অন্যতম পুত্র। মৎ-৪২। ভদ্রাশ্ব দেখ।

ধর্ম্মেশ্বর— কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ।

স্কন্দ-কাশী-উ-৭৮।

ধাতক— নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম

পুত্র বীতিহোত্র পুরুষ ধীপের অধিপতি

ছিলেন। এই ধীপে একটা বৃহৎ পুরুষ

অর্থাৎ পদ্ম ছিল বলিয়া, ইহার নাম

পুরুষ ধীপ হয়। বীতিহোত্র এই ধীপকে

ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া ধীয় তনয়

রমণক ও ধাতককে প্রদান করেন।

তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি

ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ-কাশী-

কুমা-৩৭।

ধাতকী—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত,

প্রিয়ব্রতের তনয় সবন। পুরুষ ধীপের

অধিপতি সবন হইতে মহাবীর ও

ধাতকি জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের

নামে মহাবীর বর্ষ এবং ধাতকির নামে

ধাতকি ঋতু ঋতু ছিল। লি-৪৬।

ভবোর পুত্র ধাতকি ও মহাবীর। বিষ্ণু-

২৫-৪। মার্ক-৫৩।

ধাতা—(১) ঋতুদেব অগ্রতম দেবতা

ধাতা। ঋগ-১০।১৮। (২) কল্পপ

পত্নী অদিতির গর্ভে যে ষোড়শ আদিত্য

জন্মগ্রহণ করেন, ধাতা তাঁহাদের

অগ্রতম। মহাভা-আদি-৬৫। (৩)

মহর্ষি ঋচিকের বহু পুত্রের মধ্যে ধাতা

ও বিধাতা অগ্রতম। এবং এই ধাতা

ও বিধাতার ভগিনী লক্ষ্মী। মহাভা-

আদি-১২৩। (৪) তামস মন্বন্তরে কাবা,

পৃথু, অগ্নি, জহু, ধাতা, কপীবানু,

অকপীবানু, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন।

এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন।

হরি-হরি-৭। (৫) মহাঋতু ভৃগুর ঔরসে

ও তদীয় পত্নী ত্যাতির গর্ভে ধাতা ও

বিধাতা নামে দুই পুত্র ও ত্রী নামী এক

কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা মেরুর

কন্যা আয়তিকে বিবাহ করেন ।
 আয়তির গর্ভে যুকণ্ড জন্মগ্রহণ করেন ।
 ভাগ-৪৪-১ ; মার্ক-৫২ । (৬) দ্বাদশ
 আদিত্যের অষ্টতম ধাতার কুহু,
 সিনিবালী, রাক্ষা ও অমুমতি নাম্নী
 চারি পত্নী ছিল । তন্মধ্যে কুহু স্বায়ংকে
 সিনিবালী দর্শকে, রাক্ষা প্রাতঃকে ও
 অমুমতি পূর্ণমাসকে প্রসব করেন ।
 ভাগ-৬৬-৬ । (৭) ভৃগুর পত্নী স্যাতি
 হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র
 এবং লক্ষ্মী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ
 করেন । ধাতার স্ত্রী মেরুর কন্যা আয়তি
 প্রাণকে প্রসব করেন । বিষ্ণু-১ম ৮ ।
 ধাতেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ ।
 স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৯৭ ।
 ধাত্রী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অষ্টতমা
 ধাত্রী । কালিকা-৬৩ ।
 ধাত্ত—মহুবংশীয় ঋগ্বেদে অষ্টতম তনয়
 ধাত্ত । শিব-ধর্ম্ম-৫২ ।
 ধাত্তদা—একটি মাতৃকার নাম । স্বন্দ-
 মাহে-কুমা-৩০ ।
 ধাত্তবাসা—একটি মাতৃকার নাম । স্বন্দ-
 মাহে-কুমা-৩০ ।
 ধান্যামালিনী—রাবণের স্ত্রী ধান্যামালিনী
 হইতে অতিকায় জন্মগ্রহণ করেন ।
 রামা-স্বন্দ-২২ ।
 ধাত্রেয়—মহর্ষি ধাত্রেয় একজন অত্রি-
 বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের
 অত্রি বামরথ্য ও পৌত্র এই তিনটি
 আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৭ ।

ধান্যায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র
 প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অঙ্গিরা,
 দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষেয়
 প্রবর । মৎ-১২৬ ।
 ধারভট্টারিকা—ভরদ্বাজ সগোত্রদিগের
 গোত্রমাতা কক্ষ্মলা, ক্ষেমলা, ধারভট্টা-
 রিকা এই তিন জন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
 ধর্ম্ম-৩২ ।
 ধাবান্—স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের
 অন্যতম । বায়ু-৬২ । স্বারোচিষমহু
 দেখ ।
 ধাম—তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের
 অন্যতম । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ ।
 ধারণ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধারণ, স্বীয়
 দুর্বাবহারে বংশের সর্বনাশসাধন
 করিয়াছিলেন । মহাভা-উদ্-৭৩ ।
 পাতালের ভোগবতীনগর বাসী সুরসা
 ভোজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম ধারণ
 ছিলেন । মহাভা-উদ্-১০২ ।
 ধারণী—বর্হিষদ পিতৃগণের মানসীকন্যা
 ধারণী, সুরেকুর পত্নী ছিলেন ।
 ব্রহ্মাণ্ড-৩১ ।
 ধারণালা—দক্ষের কন্যা ধারণালা
 সুর্য্যের দ্বাদশ পত্নীর অন্যতমা । স্বন্দ-
 প্রভা-প্রভা-১২২ ।
 ধারশাস্তি—ভরদ্বাজবংশীয় সগোত্রদের
 গোত্রমাতা ধারশাস্তি । তাঁহাদের
 অঙ্গিরস, বার্ষ্পত্য ও ভরদ্বাজ এই
 তিনটি আর্ষেয় প্রবর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩২
 ধারা—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও

দক্ষের কন্যা বসু হইতে দ্রোণ, অর্ক, অগ্নি প্রভৃতি অষ্টবসু, জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্নির জ্যৈষ্ঠা ধারা, স্বন্দ, ত্রিবিণক প্রভৃতিকে প্রসব করেন। ভাগ-৬২-৬।
(২) দক্ষের ধারা নান্দী কন্যা রুদ্রগণের জ্যৈষ্ঠা ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২।

ধারাপাল— বৈদিশনগরের অধিপতি ধারাপাল পূর্বজন্মে শিবের অমুচর ছিল। শিবের অন্য রমণী সহবাসে সাহায্য করার, পার্শ্বতীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অশুক যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পার্শ্বতীর শরণ লইলে, তাঁহার অমুগ্রহে বিতস্তা ও বেত্রবতী সজ্জমে স্নান করিয়া মুক্ত হন। শিব-ধর্ম-২৩।

ধারিণী— দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা স্বধার গর্ভে ও পিতৃগণের ঔরসে বয়না ও ধারিণী নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পারগামিলী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। ভাগ-৪২-১। ধারিণী পরবর্তী রাজ সুরেন্দ্রের পত্নী ছিলেন। লি-৬।

ধার্মিকা— জয়া, বিজয়া, জনকা, মধুসন্দ্যা, ইরাবতী, সুপ্রিয়া, কাশ্য, সুভদ্রা, ধার্মিকা ও শুভা নামী দক্ষের দশ কন্যা রুদ্রগণের পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২।

ধাষ্টক— ইক্ষাকুবংশীয় ধুষ্টর ধাষ্টক ও রণধুষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি-১০। বায়ু-৮৮।

ধিয়ান্ত— যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-২৬। হৃদিক দেখ।

ধিষণা— বাণেশ্বরের অন্য নাম ধিষণা। ঋগ-১।২২।১০। মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্বানের পত্নী ধিষণা হইতে প্রাচীন-বাহি, শুক্র, গয়, ব্রজ, কৃষ্ণ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৪।

ধিষ্ণু— প্রতর্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। প্রতর্দনগণ দেখ।

ধী— রুদ্রদেবের অন্যতমা জ্যৈষ্ঠা নাম ধী ছিল। ভাগ-৩২-১২।

ধীমান্— নরপতি পুরুরবার উর্ধ্বশী অম্পরার গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫। মনুবংশীয় নরপতি মহাবীর্যের তনয় ধীমান্, ধীমানের পুত্র মহাস্ত, মহাস্তের তনয় মনস্বা। বিষ্ণু-২য়-১। তামস মনস্বরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ধীমান্ ছিলেন। মৎ-২। অকপী দেখ। বিরাতের পুত্র মহাবীর্ষা, তৎপুত্র ধীমান্, তৎপুত্র মহান্। বায়ু-৩৩।

ধীর— ধীর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠা নাম রম্ভা, পুত্রের নাম কৌশিক, কন্যার নাম বিজয়া ও বৃষের নাম ধনদক্ষিণ। কৌশিক ও বিজয়া একদা বনে গোচারণ করিতেছিল। এমন সময়ে চোরে তাঁহাদের গরু অপহরণ করে। তাঁহারা বুধাষ্টমী ত্রতের অমুষ্ঠান করিয়া গরু প্রাপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি-১৮৪।

ধীরোক্ষী— শ্রীকৃতাংগার্ব বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

ধীষণা—(১) অগ্নির কন্যা ধীষণা, মনুবাংশীয় নরপতি হবির্দ্বানের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) কৃশাশ্ব, দক্ষের কন্যা অর্চি ও ধীষণাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চি হইতে ধুমকেতু এবং ধীষণা হইতে বেদাশরা, দেবল, বল্লভ ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৮-৬।

ধুনি— অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে চুম্বির ও ধুনি নামে কতিপয় অম্বর ছিল। একবার তাঁহারা দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করিয়া দভীতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৫।৯। (৩) যদুবাংশীয় সাত্যকীর অন্য নাম যুয়ধান। সাত্যকীর তনয় ধুনি, ধুনির পুত্র যুগন্ধর। অগ্নি-২৭৫। (৪) ধর্ম্মের অন্যতম পত্নী বিশ্বার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৬। বিশ্বা দেখ।

ধুন্ধু—(১) মধু রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু, তাহার আর একটি নাম ছিল উজ্জানক। হরি-হরি-১১। ধুন্ধুমার দেখ। ধুন্ধু, নরপতি কুবল্যাস্থের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ভাগ-৯৮-৬। (২) মনুবাংশীয় নরপতি হরিতেয় পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও স্নতেজা। লি-৬৬। ধুন্ধুর তনয়

বিজয় ও বাসুদেব। কুর্ম্ম-পূ-২০। (৩) কশ্যপ পত্নী দনায়ুবার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র অরুন্ধ। অরুন্ধর পুত্র মহাম্বর ধুন্ধু। এই ধুন্ধুকে মহর্ষি উত্বঙ্গের কথামুসারে নরপতি কুবল্যাস্থ বধ করেন। বায়ু-৬৮। ধুন্ধুমার দেখ। (৪) অঙ্গদেবের অধিপতি জয়দেব পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর পুত্র বহুগবী, বহুগবীর তনয় সঞ্জাতি। বায়ু-৯৯।

ধুন্ধুকারী— আপ্তদেবের স্ত্রী ধুন্ধুলীর পালিত পুত্র। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

ধুন্ধুমান— বৈবস্বতমনুবাংশীয় নরপতি কেবলের তনয় ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান্। ভাগ-৯৮-৯।

ধুন্ধুমার—(১) মহারাজ ধুন্ধুমান গিরিব্রজ-পুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়াও গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়া ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৬। (২) ইক্ষ্বাকু বাংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের তনয় কুবল্যাস্থ, এই কুবল্যাস্থ, ধুন্ধু (অন্য নাম উজ্জানক) নামক অম্বরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। রাজা বৃহদশ্ব কুবল্যাস্থের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলে, বিপ্রর্ষি উত্বঙ্গ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলেন যে, তাঁহার আশ্রমের সমীপে মধুবাক্ষসের তনয় ধুন্ধু, অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। রাজা বৃহদশ্ব, ধুন্ধুর দমনার্থ কুবল্যাস্থকে প্রেরণ

করেন । কুবল্যাক্ষ ও তাঁহার শত পুত্র
মহর্ষি উত্তকের সহিত সমুদ্রতীরে উপনীত
হইয়া, ধুকুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন ।
ঘোরতর যুদ্ধে কুবল্যাক্ষের দৃঢ়াশ্ব, চক্রাশ্ব
ও কপিল্যাক্ষ এই তিন পুত্র বাতীত
সকলেই ধুকুরাক্ষস হস্তে নিধন প্রাপ্ত
হন । অবশেষে কুবল্যাক্ষ তাহাকে
সবলে আক্রমণ করিয়া বধ করেন ।
হরি-হরি-১১; মহাভা বন ২০১, ২ ।

ধুকুমারি— কুবল্যাক্ষের পুত্র । ধুকুমারির
দৃঢ়াশ্ব প্রভৃতি তিন পুত্র ছিল ।
সৌর-৩০; স্বন্দ-মাহে কেদা-৩৩ ।

ধুকুমারীশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ ।
স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬ ।

ধুকুমুক— ত্রেতাযুগে ধুকুমুক নামে এক
ব্রাহ্মণ ছিলেন । কোনও ব্রাহ্মণের
শাপে তাঁহার একটি চক্ষুনিহিত পুত্র
জন্মে । সে কোনও শূদ্রা স্ত্রীতে আসক্ত
ছিল । সে তাহাকে বধ করিলে,
তাঁহার আত্মীয়েরা তাহাকে বধ করে ।
ধুকুমুক শিবমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহাদিগকে
নিরয় হইতে উদ্ধার করেন । লি-উত্ত-৮ ।

ধুকুলী— আত্মদেবের স্ত্রী । পদ্ম-
উত্ত-১২৬ ।

ধূতপাপা— স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, ধূতপাপা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অগ্নুচর মহারাবকে প্রদান করেন ।
বাম-৫৭ ।

ধুম— মহর্ষি ধুম পরাশরবংশীয় ছিলেন ।
লি-৬৩ ।

ধুমকেতু— স্বায়ত্ত্বব মনুবংশীয় নরপতি
ভরতের অনাতমা স্ত্রী ও বিশ্বরূপের
কন্যা পঞ্চজনী হইতে স্মৃতি, রাষ্ট্রভূৎ,
সুদর্শন, আবরণ ও ধুমকেতু নামে পাঁচ
পুত্র জন্মে । ভাগ-৫৬-৭ । কুশাশ্ব,
দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নামী দুই
কন্যাকে বিবাহ করেন । তন্মধ্যে
অর্চ্চির গর্ভে ধুমকেতু এবং ধীষণার গর্ভে
বেদাশিরা, দেবল, বয়ন ও মনু জন্মগ্রহণ
করেন । ভাগ ৬৬-৬ ।

ধুমতিমির— মহাদেবের একটি গণ ।
পদ্ম-উত্ত-১৩ ।

ধুমবতী— মেকর কন্যা আরতি ধাতার
পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে প্রাণের
জন্ম হয় । প্রাণের স্ত্রী ধুমবতী জাতিমান
ও অজরা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন ।
ইহাদের পুত্রপৌত্র অনেক জন্মিয়াছিল ।
মাক-৫২ ।

ধুমবর্ণ— নাগরাজ ধুমবর্ণের পাঁচ কন্যাকে
ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্যাক্ষের তনয়
যজ্ঞ বিবাহ করেন । হরি-হরি-২৩ ।

ধুমশিখা— অশ্বকাসুরের রক্তপান করি-
বার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার
সৃষ্টি করেন, ধুমশিখা তাঁহাদের
অগ্রতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

ধুমাবতী— দশ মহাবিষ্ণুর অগ্রতমা ।
বৃহদ্-মধ্য ৬ ; শ্রীমহাভাগ-৮, ১৮ ।

ধূমিনী— (১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অজমীতের
অগ্রতমা স্ত্রী ধূমিনী হইতে ঋক্ষ জন্ম-
গ্রহণ করেন । ঋক্ষের তনয় সম্বরণ ।

মহাভা-আদি ৯৪ । (২) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অগ্রতম পুত্র অজমীঢ় । অজমীঢ়ের পত্নী ধূমিনী হইতে বৃহদিস্র জন্মগ্রহণ করেন । বৃহদিস্র তনয় বৃহদ্ধনু । হরি-হরি ২০ । (৩) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে তিন পত্নী ছিল । তন্মধ্যে ধূমিনী পুত্রাকাজ্জিনী হইয়া, অতি দুশ্চরিতপত্ন্যা করিয়াছিলেন । তাঁহার গভে পুংবর্ণ সূদর্শন পক্ষ-নামক এক পুত্র জন্মে । ঋগ্বেদে তনয় সম্বরণ, সম্বরণের তনয় বিণাও কুরু । আয় ২৭৮ ; হরি-হরি-৩০ । (২) ভবত বংশীয় হস্তীর অগ্রতম পুত্র অজমীঢ় । অজমীঢ়ের নীলিনী, ভূমিনী, ধূমিনী ও কেশিনী নামে চারি পত্নী ছিল । তন্মধ্যে ধূমিনী হইতে যবীনর জন্মগ্রহণ করেন । মৎ ৫০ ।

ধূমোর্ণা—(১) মহর্ষি নার্কণ্ডেয়ের স্ত্রীর নাম ধূমোর্ণা ছিল । মহাভা-অনুশা-১৪৩ ; (২) আবার যমের পত্নীর নামও ধূমোর্ণা ছিল । মহাভা-অনুশা-১৬৫ ।

ধূম—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পরিত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধূম তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ । (২) বানের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে দানবপতি ধুম্রের গৃহদাহ হইয়া-

ছিল । স্বন্দ-আব রেবা-২৮ । (৩) বানের দলপতি জাম্ববানের ভ্রাতা । তিনি লঙ্কা সমরে বল রাক্ষস নিধন করেন । রামা লঙ্কা ৩০ । (৪) মহাদেবের এক নাম ধূম । মহাভা-শান্তি-২৮৫ ।

ধূমকেতু—(১) বৈবস্বত মনুবংশীয় রাজা বৃষের তনয় তৃণবিন্দু । অশ্বিনা অলম্বুয়া হইতে তৃণবিন্দু গুপ্তে বিশাল, শৃগুবন্ধ, ধূমকেতু নামে তিন পুত্র ও ইলবিল নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । এই ইলবিল বিশবা মূনির পত্নী ছিলেন । ভাগ-৯৯-৯ । (২) মহাদেবের এক অন্যতব । স্বন্দ-মাহে-কেদা-২ । (৩) শাপিণ্ডা পুত্র ধূমকেতু নামক তেজস্বী অগ্নিকে শ্রাদ্ধকালে প্রথম দান করিবে । বরা-১৯০ ।

ধূমকেশ—(১) রাজা পৃথুর পত্নী অর্চি হইতে বিজিতাশ্ব, ধূমকেশ, হর্যাক্ষ, দ্রবণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । পৃথু তাঁহাকে দক্ষিণদিকের আধিপত্য প্রদান করেন । ভাগ-৪৯-২২ । (২) কশ্যপের অগ্রতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে ধূমকেশ প্রভৃতি একষষ্টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬৯-৬ ।

ধূমনিষ্ঠাস—দুর্গ অশুরের অগ্রতম সেনাপতি । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭১ ।

ধূমনিষ্ঠাসা—চতুষষ্টি যোগিনীর অগ্রতম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৫৫ ।

ধূমপরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক মহর্ষি খল্যায়ন, বাক্যায়ন,

তৈলেয়, যুধপ ও তণ্ডি এই পাঁচ জন ঋষি ধুম্রপরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

ধুম্রপাদ—মহাদেবের এক অমুচর।

কন্দ-মাহে-কেদা-২।

ধুম্রবর্ণ—গণেশের এক নাম। অয়ি-৭১।

ধুম্ররাক্ষস—সৃষ্টি কার্যে রত ব্রহ্মার তমোভাবাবেশকালে মহাবল ধুম্রপ্রমুখ সূর্য্যদেবী রাক্ষসগণের জন্ম হয়। কন্দ-প্রভা প্রভা-১৬।

ধুম্রলোচন—দানবপতি শুভ্রের অগ্রতম সেনাপতি। দেবী কোশিকীর সহিত যুদ্ধকালে শুভ্র দেবী কোশিকীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করিতে তাঁহাকে আদেশ দেন। কিন্তু ধুম্রলোচন সদন বলে কোশিকী কর্তৃক ভস্মীভূত হন। বাম-৫৫।

ধুম্রা—(১) ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির অগ্রতমা পত্নী ধুম্রা হইতে অষ্টবসুর অগ্রতম ধর ও ঋষ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৬৬। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, ধুম্রা তাঁহাদের অগ্রতমা। মৎ-১৭৯।

ধুম্রাক্ষ—(১) মনুবংশীয় রাজা হেমচন্দ্রের তনয় ধুম্রাক্ষ, ধুম্রাক্ষের তনয় সংঘম। সংঘমের তনয় দেবল ও কুশাশ্ব। ভাগ-৯৯-২। (২) শিবের এক অমুচরের

নামও ধুম্রাক্ষ ছিল। কন্দ-মাহে-কেদা-২। রাক্ষসপতি সূমালীর অগ্রতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। সূমালী দেখ। রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাণ বন্ধন বিফল হইগাছে গুনিয়া, রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। এবং বানর সৈন্ত বিনাশের জন্ত ধুম্রাক্ষকে প্রেরণ করিলেন। তিনি চতুরঙ্গ সেনাসহ অগ্রসর হইয়া, বহু বানর সৈন্ত বিনাশপূর্ব্বক অবশেষে হনুমান হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। রামা-লঙ্কা-৫১—৫২। (৩) হর্গ অমুরের অগ্রতম সেনাপতি। দেবী পার্কতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি সমরাজ্ঞে শয়ন করেন। দেবীভাগ-১০-৯-১২। রক্তাশুরের অগ্রতম সেনাপতি। সৌর-৪৯।

ধুম্রানিক—প্রিয়ব্রতের অগ্রতম তনয় মেধাতিথি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অগ্রতম ধুম্রানিক স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭; ভাগ-৫-৯২০। মেধাতিথি দেখ।

ধুম্রাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সূচন্দ্রের পুত্র ধুম্রাশ্ব, ধুম্রাশ্বের পুত্র সৃজয়, সৃজয়ের তনয় সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১; বায়ু-৮৬।

ধুম্রিত—কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ধূর্জটী—মহাদেবের অগ্র নাম। রামা-আদি-৪৩।

ধৃতক—নাগরাজ কোরবের কুলজাত
ধৃতক নামক নাগ জনমেজয়ের সর্প
যজ্ঞে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

ধৃত—(১) যযাতি বংশীয় গান্ধারের পুত্র
ধর্ম, ধর্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয়
দুর্গম, দুর্গমের তনয় প্রচেতা । ভাগ-
৯৯-২৩ । (২) ধৃতের তনয় দুর্গম ।
বিষ্ণু-৪র্থ-১৭ । দুর্গম দেখ । (৩) রৌচ্য-
মহুর অগ্রতম পুত্র । হরি-হরি-৭ ।
রৌচ্য মহু দেখ । (৪) মহুর পত্নী
নডলার গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র ।
ভাগ-৪র্থ-১৩ ।

ধৃতক—নরপতি হরিশ্চন্দ্রের বংশে রুরুকা
নামে এক নরপতি ছিলেন । তাঁহার
পুত্র ধৃতক, ধৃতকের তনয় বাহু । এই
বাহু অত্যন্ত অধাৰ্ম্মিক ও বাসনী
ছিলেন । বায়ু-৮৮ ।

ধৃতকতু—দক্ষসাবর্ণি মহুর অগ্রতম পুত্র ।
বিষ্ণু-৩য়-২ । দক্ষসাবর্ণি মহু দেখ ।

ধৃতদেবা—যদুবংশীয় দেবকের দেববান্,
উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে
চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা,
উপদেবা, ত্রিদেবা, দেবরক্ষিতা,
সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন । এই সাত কন্যাকেই
বসুদেব বিবাহ করেন । ভাগ-৯৯-২৫ ।

ধৃতপাদ—কম্পের পত্নী কক্ষর গর্ভজাত
অগ্রতম পুত্র । বায়ু-৬৯ । কক্ষ দেখ ।

ধৃতপাপা—কল দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, ধৃতপাপা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ

স্বীয় অশুচর মহারাবকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন । বাম-৫৭ ।

ধৃতবর্মা—(১) ত্রিগর্তদেশীয় একজন বীর ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জুন দিগ্বিজয়ে
বহির্গত হইলে, অর্জুনের সহিত
তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল । মহাভা-
আখ্য-৭৪ । (২) উত্তম মরুতের প্রতর্দন
দেবগণের অশুগ অগ্রতম দেবতা । বায়ু-
৬২ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ।

ধৃতব্রত—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি ধৃতির
তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকামা,
সত্যকামার তনয় অধিরথ । হরি-হরি-
৩১ ; বায়ু-৯৯ । (২) ভগবান্ রুদ্রের
অগ্র নাম ধৃতব্রত । ভাগ-৩৯-১২ । (৩)
যযাতির বংশীয় বিরূপের পত্নী সম্ভূতি
হইতে ধৃতি জন্মগ্রহণ করেন । এই
ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয়
অধিরথ । ভাগ-৯৯-২৩ ।

ধৃতব্রতা—শুকদেবের অগ্রতমা কন্যা ।
কৃষ্ণ-পূ-১৯ । কীর্ত্তিমতী দেখ ।

ধৃতরাষ্ট্র—(১) গঙ্গার চলিয়া যাওয়ার
পর কুরুরাজ শান্তনু, দাসরাজের কন্যা
সত্যবতীকে বিবাহ করেন । এই
সত্যবতী হইতে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও
বিচিত্রবীর্ষ্য নামে দুই পুত্র জন্মে ।
শান্তনুর ষোষ্ঠ পুত্র গান্ধের ভীষ্ম,
কালীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বা-
লিকার সহিত বিচিত্রবীর্ষ্যের পরিণয়
কাৰ্য্য সম্পাদন করেন । চিত্রাঙ্গদ
ইতিপূর্বেই যুতুমুখে পতিত হইয়া-

ছিলেন। বিচিত্রবীৰ্য্য ও বিবাহের পরে দীর্ঘায়ু হন নাই। ক্ষয়রোগে তিনি যৌবন সীমায় পদাৰ্পণ করিয়াই গতায়ু হন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না বলিয়া, কুরুকুল নিশ্চূল হইবার আশঙ্কায় সত্যবতী অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। প্রথমে তিনি ভীষ্মকে বিধবা ভ্রাতৃবধূতে সন্তান উৎপাদনের জ্ঞাত্ত্ব অনুরোধ করেন। ভীষ্ম অস্বীকার করিলে, সত্যবতী স্বীয় কানীন পুত্র কৃষ্ণদৈপায়নকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদৈপায়ন হইতে অস্বীকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অশ্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও এক দাসী গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-১০১-—১০২। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম হইতে অন্ধ ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজা হন। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী রাজ সূবলের কন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন। গান্ধারী হইতে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ঘোষান, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে যুধিষ্ঠির সকলের বড় ছিলেন বলিয়া, কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠিরকেই ধোবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা দিনদিন

উন্নতি করিতেছেন দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে একটু হিংসার উদ্বেক হইল। দুর্ঘোষান ও তাঁহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই দেখিতে পারিতেন না। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হইল। পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবেন। কিন্তু বিদুরের বুদ্ধি পরামর্শে দুর্ঘোষান কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রথমটা তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু পরে দ্রোণদীর বিবাহের পরে, যখন সকল কথা প্রকাশ পাইল, তখন মনে মনে খুব দুঃখিত হইলেও প্রকাণ্ডে খুব আনন্দই প্রকাশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়া, অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক খাণ্ডব প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে দুর্ঘোষান অতিশয় বিমর্ষ হইয়া, পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। শকুনি, কর্ণ, প্রভৃতির কুপরামর্শে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মত করাইয়া, দুর্ঘোষান যুধিষ্ঠিরকে দ্রুতক্ৰীড়ায় আহ্বান করিলেন। এই পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন সম্পত্তি হারাইলেন। দ্রোণদী অতিশয় অপ-মানিতা ও লাজিতা হইলেন। অবশেষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস থাকিতে বাধ্য হইলেন।

বনবাসান্তে রাজ্য প্রার্থনা করিলে, দুর্ধ্যোধন প্রতারণা করিতে অসম্মত হইলেন। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সঞ্জয় প্রতিদিন এই যুদ্ধের বিবরণ অন্ধরাজকে শ্রবণ করাইতেন। অবশেষে এই যুদ্ধে কৌরবকুল সবাক্বে ধ্বংস হইল। ধৃতরাষ্ট্র কিছুকাল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে অবস্থান-পূর্বক প্রত্ৰজ্যা অবলম্বন এবং দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভারত। (২) মহর্ষি কণ্ঠপের অগ্রতমা পত্নী ও দক্ষের কণ্ঠা মুনি হইতে ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যাবচ্চা, মতাবাক্, অকর্ণ, প্রমথ, ভীম, চিত্রবর্ত্ত, শলেশিরা, পঙ্কজ, কলি ও নারদ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। মহাভা আদি ৬৫। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরু তনয় অবিষ্কিৎ, অবিষ্কিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কণ্ডিল, হবিপ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমধ্য, প্রতীপ, অপরাজিত, ধম্মনেত্র ও সুনেন্দ্র নামে দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি ৯৪। (৪) ধৃতরাষ্ট্র নামে গন্ধর্ব্বদের এক রাজা ছিলেন। রাজা মরুত সংবর্ত্তকে তাঁহার বিখ্যাত খণ্ডে পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, বৃহস্পতি অতিশয় ছুঃখিত হন। ইন্দ্র বৃহস্পতির অনুরোধে মরুত রাজার

নিকট গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিবার জ্ঞা অনুরোধ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্বমে-৯--১১। (৫) নরপতি বলির শত পুত্রের অগ্রতম ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। হরি-হরি-৩। (৬) কণ্ঠপ পত্নী কন্দ্র হইতে কাদ্রবেয় নামধের ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, মহাকর্ণ প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। হরি-হরি-৩। অশ্বতর দেখ। (৭) কণ্ঠপ পত্নী দম্বর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। বায়ু-৬৮। দম্ব দেখ। (৮) ষোলজন মোনের গন্ধর্ব্বের অগ্রতম ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। বায়ু-৬৯। মোনের গন্ধর্ব্ব দেখ।

ধৃতরাষ্ট্রী—কণ্ঠপের অগ্রতমা পত্নী তাম্রা দেবী হইতে কাকী, শ্রোমী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নামী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি ৬৬; রামা-আরণ্য-১৪। ধূতা-ধূতা নামে এক অপ্সরা ছিল। রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ধূতা, কক্ষ্য, ওচেষ্ট প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯।

ধৃতি—(১) প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশটী কন্যার মধ্যে কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) ধৃতি নামে লক্ষ্মীর অগ্রতমা

সহচরী ছিলেন। মহাভা-শাস্তি-২১৮।

(৩) শাক্তভাগাই বিশ্বদেবগণ মধ্যে ধৃতি অগ্রতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১।

(৪) অঙ্গ দেশের অধিপতি বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির অপত্য ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সত্যকর্মা। বায়ু-৯৯।

(৫) মহাদেবের অস্ত্রতমা স্ত্রীর নাম ধৃতি। ভাগ-৩৯-১২। (৬) জনক

বংশীয় রাজা বীতহব্যের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় বহলাখ, বহলাখের তনয় কৃতি। ভাগ-৯৯-১৩। (৭) চন্দ্রবংশীয়

নরপতি যজ্ঞের পুত্র ধৃতি, ধৃতির তনয় উশনা, উশনার তনয় সিতেয়ু, সিতেয়ুর

পুত্র মরুত। লি-৬৮। (৮) কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণু-

মান, বৈরথ, লক্ষণ, ধৃতি প্রভাকর ও কর্ণিল নামে সাত পুত্র জন্মে।

তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২৪-৪; লি-৪৬। (৯) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি

মহুর সময়ে ধৃতি সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩৪-২। (১০) জনক

বংশীয় ক্ষেমান্থের তনয় ধৃতি। ধৃতির তনয় বহলাখ, বহলাখের তনয় কৃতি।

ইনি জনক বংশের শেষ অধিপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১১) যজ্ঞবংশীয় মহীপতি

রোমশাদের তনয় বক্র, তৎপুত্র ধৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) ধর্ম্মের পত্নী ধৃতি

হইতে নিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ম্ম-পৃ-৮; বায়ু-১০। (১৩) যযাতির

অগ্রতম পুত্র দ্রুহা, দ্রুহার বংশীয় ধর্ম্মের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় ত্র্যম্বক। বায়ু-৯৯। (১৪) যযাতি বংশীয় বিজয়ের

পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সংকর্মা। ভাগ-৯৯-২৩। সন্তুতি

দেখ। (১৫) অন্ধকাহুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল

মাতৃকার সৃষ্টি করেন। ধৃতি তাঁহাদের অন্যতম। মৎ-১৭৯। (১৬) যযাতি

বংশীয় বিজয়ের পত্নী সন্তুতি ধৃতিকে প্রসব করেন। ধৃতির তনয় ধৃতব্রত,

ধৃতব্রতের তনয় সংকর্মা। ভাগ-৯৯-২৩। (১৭) সাব্বত বংশীয় কুকুরের

তনয় বৃষ্ণ, বৃষ্ণের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। মৎ-৪৪। (১৮)

হৈহয় বংশীয় ধুমুর তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। অগ্নি-২৭৫।

ধৃতিমন্ত—অঙ্গিরাস তনয় কীর্ত্তিমান্। কীর্ত্তিমানের স্ত্রী ধেয়ুকা, বরিষ্ঠ ও

ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

ধৃতিমান্—(১) পুরুবংশীয় নরপতি যবীনয়ের তনয় ধৃতিমান্। ধৃতিমানব

তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির তনয় প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমী। হরি-হরি-২০; মৎ-৪৯। (২) রৌচ্য মহুর সময়ে,

ধৃতিমান্ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; হরি-হরি-৭। (৩) রৈবত

মহুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। রৈবত মহু দেখ। (৪) সাবর্ণি-

মমুর অন্যতম পুত্র । হরি-হরি-৭ । (৫) নরপতি পুরুবীর উর্কশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র । মৎ-২৪ । (৬) কুশদীপের অধিপতি জ্যোতিমান, ধৃতিমান প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে কুশদীপ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন । মার্ক-৫৩ ।

ধৃতী—মহর্ষি কৌশিক স্বীয় পত্নী ধৃতীর সহিত দক্ষ যজ্ঞে সদস্ত্র পদে বৃত্ত হইয়া ছিলেন । বাম-২ ।

ধৃত্যু—(১) পুরুবংশীয় রাজা রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অগ্রতম ধৃত্যু । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । রৌদ্রাশ্ব দেখ । (২) যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ধৃত্য নান্নী অশ্বার গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র । মৎ-৪২ । ভদ্রাশ্ব দেখ ।

ধৃষ্ট—(১) বৈবস্বত মমুর দশ পুত্রের অগ্রতম ধৃষ্ট ছিলেন । মৎ-১২ ; মহাভা-আদি-৭৫ । (২) যদুবংশীয় নরপতি কুন্তির ধৃষ্ট ও অনাধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল । তন্মধ্যে ধৃষ্টের তনয় আবস্ত, দশার্হ ও বিষ্ণুর । দশার্হের তনয় ব্যাস । মৎ-৪৪ ; হরি-হরি-৩৬ । (৩) জাম্ববংশীয় নরপতি ভজমানের অগ্রতমা ভার্যা ও সৃষ্ণয়ের কন্যা বাহক্য হইতে জমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরুষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৭ । (৪) বৈবস্বত মমুর অগ্রতম পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের তনয় পরম ধার্মিক ধৃষ্টকেতু, যমবাল ও রণধৃষ্ট, এই তিন জন । লি-৬৬ । (৫) চক্রবংশীয় নরপতি সহস্রবাহুর শত

পুত্রের অগ্রতম ধৃষ্ট । লি-৬৮ । (৬) জাম্ববংশীয় নরপতি কুকুরের তনয় ধৃষ্ট । ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । (৭) হৈহয় বংশীয় কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র নিধৃতি, নিধৃতির তনয় উদর্ক ও বিদূরথ । অগ্নি-২৭৫ ।

(৮) যদুবংশীয় অসমোজার পুত্র সূদংশু, সুবাস ও ধৃষ্ট এই তিন জন । তন্মধ্যে ধৃষ্টের প্রথমা পত্নী গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও দ্বিতীয়া পত্নী নান্দী হইতে সুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । ধৃষ্টের অনমিত্র, নিমি ও দেবমীচুস নামে আরও তিন পুত্র ছিলেন । অগ্নি-২৭৫ ।

ধৃষ্টক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি উৎকলের ধৃষ্টক, অশ্বরীষ ও দণ্ড নামে তিন পুত্র ছিল । হরি-হরি-১০ ।

ধৃষ্টকীর্তি—পাঞ্চালপতি পুরুবংশার অগ্রতম পুত্র । স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫ । পুরুবংশা দেখ ।

ধৃষ্টকেতু—পাঞ্চালপতি পুরুবংশার অগ্রতম পুত্র । স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫ । পুরুবংশা দেখ ।

ধৃষ্টকেতু—(১) চৈদি রাজ্যের অধীশ্বর দমবোধ ছিলেন । শক্তিমতি, নগরে তাহার রাজধানী ছিল । দমবোধের তনয় শিশুপাল, এবং এই শিশুপালের তনয় ধৃষ্টকেতু ও কন্যা করেণুমতি । করেণুমতি চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের সহধর্মিণী ছিলেন । মহাভা-আশ্রমবা-২৫ । (২) কুরুক্ষেত্র সমরে ধৃষ্টকেতু

ত্রিগর্ভরাজ সূর্য্যার তনয় বীরধন্বাকে
বিনাশ করেন। মহাভা-দ্রো-২০৭।
এবং স্বয়ং দ্রোণ শরে নিহত হন।
মহাভা-দ্রো-১২৫। (৩) জনক বংশীয়
নরপতি সত্যযুতির তনয় ধৃষ্টকেতু,
ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্যাস্থ, তৎপুত্র মরু।
বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৪) কাশীরাজ সুকুমারের
পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈনহোত্র,
বৈনহোত্রের তনয় ভার্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-৮।
(৫) পাঞ্চালপতি দ্রুপদের তনয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু।
বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৬) ধনন্তরী বংশীয়
ধন্বকেতুর তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর
তনয় সুকুমার। ভাগ-৯ঙ্ক-১৭। (৭)
কেকয় বংশীয় ধৃষ্টকেতু, বনুদেবের
অগ্রতম ভগিনী ক্ষতকীটিকে বিবাহ
করেন। তাঁহাদের সমুদ্রদন প্রভৃতি
পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪।
ধৃষ্টদ্যুম্ন—(১) পাঞ্চাল নরপতি দ্রুপদ,
দ্রোণাস্তক পুত্র লাভার্থ যাজ্ঞ ও উপবাজ
নামক ব্রহ্মবিদ্য দ্বারা এক যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের যজ্ঞবেদী
হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা জন্মগ্রহণ করেন।
ভারত যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে দ্রোণ নিধন
প্রাপ্ত হন। অশ্বখামা পাণ্ডব শিবিরে
প্রবেশপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন।
মহাভা-আদি ৬৭। (২) ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র
ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি ৩২। (৩) পাঞ্চাল
পতি পুরুষশার অগ্রতম পুত্র। বৃন্দ
বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুষশা দেখ।

ধৃষ্টধন্বা—অক্রুরের অগ্রতম তনয়। লি
৬৯। অক্রুর দেখ।

ধৃষ্টবৃদ্ধি—(১) কেরলপতি কুন্তলকের
মন্ত্রী। গগ-অঙ্ক-৫২। (২) ভদ্রাবতী-
পুরে ছাতিমান নামে এক রাজা
ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ধনপাল
নামে এক বৈষ্ণু ছিল। তাঁহার পঞ্চ
পুত্রের অগ্রতম ধৃষ্টবৃদ্ধি। পদ্ম-উত্ত
৪৯। ধনপাল দেখ।

ধৃষ্টমান্—সাহিত বংশীয় অক্রুরের অগ্রতম
তনয়। মৎ-৪৫। অক্রুর দেখ।

ধৃষ্টি—(১) যদুবংশীয় কুন্তির তনয় ধৃষ্টি।
ধৃষ্টির পুত্র নাথতি, নাথতির তনয়
দশাহি। কৃষ্ণ পৃ-২৩। (২) অযোধ্যা
পতি দশরথের অগ্রতম মন্ত্রী। রামা
আদি ৭। (৩) দৈতাপতি হিরণ্যাক্ষের
অগ্রতম পুত্র। ভাগ-৭ঙ্ক-১। (৪)
যদুবংশীয় উগ্রসেনের অগ্রতম পুত্র।
ভাগ-৯ঙ্ক-২৪। উগ্রসেন দেখ।

ধৃষ্টোক্ত কান্তবীর্ষ্যাজ্ঞের শত পুত্রের
অগ্রতম। কান্তবীর্ষ্যাজ্ঞ দেখ। হাব
৩৭। ৩৩।

ধৃষ্ণ—সহস্রবাহু কান্তবীর্ষ্যাজ্ঞের শত
পুত্রের অগ্রতম ধৃষ্ণ। তিনি কৃতান্ত্র,
ধাম্বিক ও মনস্বী ছিলেন। কৃষ্ণ পৃ-২২।

ধৃষ্ণু—(১) বরুণ মর্ত্তিধারী মহাদেবের
যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরাস ও
কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্
কাবচহতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য,
ভৃগু, বিবজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন

হইয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৮৫। (১) জাম্বব বংশীয় নরপতি অন্ধকের তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা। হরি-হরি-৩৭। (৩) হৈহয় বংশীয় বন্ধুর অগ্ন্যতম তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। অগ্নি-২৭৫। (১) বৈবস্বত মনুর অগ্ন্যতম পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র দাক্ষক ও রণধৃষ্ট। হরি-হরি-১০।

ধেনুক—(১) বৃন্দাবনের উত্তরে গোবর্দ্ধন গিরির সন্নিকটে বমুনাভীরে একটি সুন্দর তালবন ছিল। একদিন বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ফল ভক্ষণের জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। গন্ধভরুপধারী ধেনুক নামক দারুণ স্বভাব দৈত্য স্তম্ভং খরগে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় বাস করিত ও সেই বনরক্ষা করিত। কৃষ্ণ ও বলরামকে ফল পারিতে দেখিয়া, সেই দৈত্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অবশেষে বলরামের অঙ্গাঘাতে ধেনুক নিহত হইল। বিষ্ণু-৫ম চ। (২) কণ্ডুপ পত্নী দম্বর গভজাত অগ্ন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দম্বু দেখ।

ধেনুকা—অঙ্গিরার অগ্ন্যতম তনয় কীৰ্ত্তিমান। কীৰ্ত্তিমানের পত্নী ধেনুকা, বরিষ্ঠ ও বৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

ধেনুমতি—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নবপতি

দেবভ্রমের স্ত্রী ধেনুমতি হইতে পরমেষ্টী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৭ঙ্ক-৭।

ধেনুমান—জ্যোতিষ্মানের পুত্র ও কুশ-দ্বীপেব অগ্ন্যতম ভূপতি। অগ্নি-১১৯।

ধেনুহর—যজুবংশীয় বিখ্যাত সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ, শতজিতের হৈহয়, হয় ও ধেনুহর নামে পরম ধার্মিক তিন পুত্র ছিল। বায়ু-৯৪।

ধৈবশস্ত্র—স্বারোচিষ মনুস্তরে ক্রতু হইতে ভূমিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচার সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নাম পারাবত ও ছন্দোজ। এই গণের প্রত্যেকটিতে বারটা করিয়া, চব্বিশটা দেবতা নিদ্রিষ্ট আছে। তন্মধ্যে ধৈবশস্ত্র ভূমিত দেবগণেব অগ্ন্যতম। বা। ৬০। স্বারোচিষ মনু দেখ।

ধোতা—জ্যোতিষ্মানের তনয় উদ্ধিজ, ধেনুমান, দৈরথ, লম্বন, ধৈর্য্য, কপিল ও প্রভাকর, ইত্যারা কুশদ্বীপের রাজা হইলেন। অগ্নি-১১৯।

ধোতপাপেশ্বর কাশীস্থিত একটি শিব-মন্দির। ইহাকে অর্চনা করিলে সর্প-ভয় দূর হয়। স্বন্দ-কাশী-পৃ-৩৩।

ধোতমূলক--চীন বংশীয় একজন রাজা। তাঁহার দুর্ব্যবহার ও অবিমূঢ়কারিতা-বশে তাহার বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। মহাভা উদ্-৭৩।

ধোতেশ্বরী—ভৃগু তীর্থের সমীপে অবস্থিত ধোতপাপ তীর্থে দুর্গা ধোতেশ্বরী নামে

নামে অভিহিতা আছেন। এই দেবীর অর্চনা করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্বন্দ-আব-রেবা-১৮৪।

ধৌমুণি—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের জ্যৈষ্ঠ নাম ছিল ধৌমুণি। তিনি নন্দাদা তীর্থে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১১।

ধোমা—(১) মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ধোমা। ঊৎকোচক তীর্থে তাঁহার সহিত পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সাক্ষাৎ হয়। অর্জুনের প্রার্থনায় তিনি পাণ্ডবদের পৌরহিত্যে ব্রতী হন। মহাভা-আদি-১৮৩। (২) উষস্তু, কবচ, ধোমা, পরিবোধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রি তনয় ভগবান্ সারস্বত, এই মহাত্মা মহর্ষিগণ পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২৮। (৩) সত্যযুগে বায়ুপদ নামে এক বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধোমা ও উপমহু। মহাভা-অনুশা-১৪। (৪) বৃষিষ্ঠিরের ময়দানব নিশ্চিত সভায় উপস্থিত মহর্ষিগণের অন্যতম। মহাভা-সভা-৪। (৫) পশ্চিমদিক বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিবার জন্য তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (৬) উপমহু ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল ধোমা। সৌর-৩৬; শিব-বার-পু-৩০।

(৮) ভীষ্মের শরশয্যায় মৃত্যুকালে, ধোমা মুনি উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (৯) পিতৃ আদেশে কাকিদেব কৃপ, রাম, বাস, ধোমা প্রভৃতি মহর্ষিগণের অর্চনা করিয়াছিলেন। কাকি-৩য়-১৬। (১০) কোরব ও যদুবংশীয়দের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ধোমা প্রভৃতি বীরগণ দ্ব্যর্থোপদেশের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২০। (১১) ধোমা, ভৃগু, পুলহ প্রভৃতি ঋষিরা হরির আদেশে লোকদিগকে জ্ঞানোপদেশ দান করিবার জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভাগ-৬স্ক-১৫। (১২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধোমাকে প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪১।

ধৌম - একজন মহর্ষি ভীষ্মের শর শয্যায় মৃত্যুকালে, অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।

ধ্বজ - অঙ্গ দেশের অধিপতি জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র অঙ্গ হইতে কর্ণের উৎপত্তি হয়। কর্ণের পুত্র শূরসেন, শূরসেনে রতনয় ধ্বজ। বায়ু-৯৯।

ধ্বজগ্রীব—(১) লঙ্কাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। রামা-সুন্দ-৬। (২) হনুমান্ লঙ্কা দাহ কালে, তাহার গৃহ ভস্মাভূত করিয়া-ছিলেন। রামা-সুন্দ-৫৪।

ধ্বজবতী—মহর্ষি হরিমেধার কণ্ঠা
ধ্বজবতী দিবাকরের শাসনে আকাশে
অবস্থান করিতেছেন । মহাভা-
উদ্-১০৯ ।

ধ্বনি, ধ্বনী—(১) অষ্টবম্বর অত্মতম আপ
হইতে বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি
জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-১৫ ; স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা-২১ ; সৌর-২৮ । (২)
শ্রীআদ্বারে সার্বভৌম দেবী ধ্বনি নামে
প্রতিষ্ঠাতা আছেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

ধ্বমন্তি—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে
ধ্বমন্তি নামে এক মহর্ষি ছিলেন ।
একবার অম্বরেরা তাঁহাকে আক্রমণ
করিলে, অশ্বিনয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়া-
ছিলেন । ঋগ-১।১১২।২৩ ।

ধ্বশ—মহর্ষি কণ্ঠপের এক পুত্রের নাম
অবৎসর ছিল । রাজা ধ্বশ তাঁহাকে
প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন ।
ঋগ-৯।৫৮।৩ ।

ধ্বাস্ত—চাক্ষুস মনস্তরের মরুদগ্ধের অত-
তম । বায়ু-৬৭ ।

ধ্যানকাষ্ট—ভৃগুবংশীয় জনৈক ঋষি ।
একদা সৌম্যবংশীয় রাজা ধন্যগুপ্ত
মৃগয়া করিতে বনে আগমন করিয়া,
সিংহ ভয়ে রাত্রিকালে এক বৃক্ষে
আরোহণ করিয়া রাত্রি যাপন করিতে
মনস্থ করেন । সেই বৃক্ষে ঋক্ষরূপী
কানধর ধ্যানকাষ্টও ছিলেন । পর্যায়
ক্রমে উভয়ে বিনিদ্র থাকিয়া উভয়ে
উভয়কে রক্ষা করিবেন এইরূপ

স্থিরীকৃত হয় । কিন্তু বৃক্ষতলস্থিত
সিংহের অনুরোধে রাজা ঋক্ষকে
সিংহের মুখে নিক্ষেপ করেন । ছয়বেশী
ঋষি ইহাতে কুপিত হইয়া, উন্নত পাগল
হইবে বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান
করেন । স্কন্দ-বিষ্ণু-বেদ-১৩ ।

ধ্যানজপা—কোণিক বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । বায়ু-৯১ ।

ধ্রুব—(১) মহর্ষি ধ্রুব ঋগ্বেদের একজন
মহর্ষি ঋষি ছিলেন । রাজা সম্বন্ধে তিনি
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ।
ঋগ-১০।১৭১ । (২) নরপতি নহবের অত-
তম পুত্রের নাম ধ্রুব ছিল । মহাভা-
অদি-৭৫ । (৩) ব্রহ্মার তনয় মনু, মনুর
তনয় প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর,
ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনল, অনিল, প্রতাপ
ও প্রভাস এই অষ্টবম্বর জন্মগ্রহণ করেন,
তন্মধ্যে প্রজাপতির অততমা পত্নী ধূম্রার
গর্ভে ধর ও ধ্রুবের জন্ম হয় । সংহার
কর্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র ।
মহাভা-অনুশা-১৫০ । (৪) নরপতি
উত্তানপাদের গুণসে ও ধর্মের কণ্ঠা
সুদুতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ুমান
ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । ধ্রুব পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে পাইবার
জন্ত দেব পরিমাণে তিন সহস্র বৎসর
তপশ্চা করিয়াছিলেন । ব্রহ্মাদি প্রজা-
পতি ও বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া
সপ্তবিমণ্ডলের পুরোভাগে, ভূমণ্ডের
তুলনা শূন্য এক অচল স্থানে তাঁহাকে

হাপন করেন। ঋবের তনয় শ্লিষ্টি, শঙ্খ ও ধনু (মতান্তরে ভব্য) এই তিন জ্ঞান। হরি-হরি ২। (৫) ধর্মের অগ্র-তমা পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চাবন, ঈশান, সুরভি, অরুণ, মরুত, বিষ্ণাশ্ব, স্ববল, ঋব, মহিষ, তলুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর ও বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ১৯৬। (৬) স্বায়ম্ভব মনুর পত্নী শতরূপার গর্ভে, প্রিরবত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উত্তানপাদ, সুনীতি ও সুরচা নামী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সুনীতি হইতে ঋব ও সুরচা হইতে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সুরচির প্রতি অধিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেন। একদা ঋব পিতার ক্রোড়ে অধিরোহণ করিতে অভিলাষী হইলে, রাজা সুরচির ভয়ে তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। সুরচি ঋবকে বলিলেন—বৎস! তোমার হৃভাগ্য যে, তুমি আমার গর্ভে না জন্মিয়া সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ। তুমি যাউয়া ঐহিরির আরাধনা কর, যেন পুনর্বার আমার গর্ভে জন্মিতে পার। নতুবা তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না। বিমাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋব রোদন করিতে লাগিল। তবু রাজা উত্তানপাদ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। ঋব কাদিতে কাদিতে মাগের নিকট উপস্থিত

হইলেন। মাতা সুনীতি অশ্রলোক মুখে তাহার ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া, অতিশয় বিলাপ সহকারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—বৎস, তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছেন যে, ভগবানের আরাধনা বাতীত তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না। অতএব তুমি তাহাই আরাধনা কর। ঈশা শুনিয়া ঋব গৃহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিতপ্ত হইলেন। পশ্চিমবঙ্গে নারদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, নারদ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পরে ঋবকে দৃঢ় শঙ্কন দেখিয়া যমুনা তটে মধুবনে বাইয়া আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। ঋব তথায় দীর্ঘকাল ভগবানের আরাধনার নিযুক্ত রহিলেন। এদিকে নারদ উত্তানপাদ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঋবের অনাদর জনিত ভ্রমে শ্রিয়মান ছিলেন। নারদ তাঁহাকে সান্তনা দিয়া কহিলেন, আপনার পুত্র পুনর্বার প্রভাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবে। ভগবান ঋবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মৃত্যুর পরে ঋব লোকে স্থান প্রদান করিবেন বলিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করিতেও আদেশ করিলেন। তদনুসারে ঋব রাজ্যে ফিরিয়া আসিলে রাজা উত্তানপাদ, সুনীতি, সুরচি ও

অপর পুত্র উত্তম সহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে ঋবকে প্রাপ্ত যৌবন দেখিয়া, তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক রাজা উত্তম-পাদ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ঋব, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম যক্ষ হস্তে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, তাহাদের শাস্তি প্রদানার্থ অলকাপুরিতে গমন করিলেন। এবং সময়ে তাহাদের অনেককে নিহত করিলেন। তদর্শনে ঋবের পিতামহ মনু তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে এই প্রকার কায়া হইতে নিরস্ত হইতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি আর যুদ্ধ না করিয়া ঋবের নিকট উপস্থিত হন। ঋবের ঋবকে বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। “ভগবানে যেন অচণা ভক্তি থাকে” ঋব এই বর প্রার্থনা করিলেন। ঋবের “তথাস্তু” বলিয়া স্বপূরে গমন করিলেন। ঋবও নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বীয় পুত্র বৎসরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক তপস্কার্য বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তপস্কার্য স্ত্রী ভগবান্ তাঁহাকে লইবার জন্ত রথ প্রেরণ করিলেন। ঋব, নন্দ ও সুনন্দের সহিত রথে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ঋব শিশুমার তনয়

দমীর গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ঋবের অপরা পত্নী বাবুর কন্যা ঈলার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। ঋব স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার পুত্র উৎকল সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং উৎকলের কনিষ্ঠ বৎসর রাজা লাভ করেন। ভাগ-৪৮-১০ ; বিষ্ণু-১ম-১১-১৩। (৮) যমের অগ্নতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বম্বর গতে অষ্টবম্বর অগ্নতম ঋব জন্মগ্রহণ করেন। ঋবের পত্নী ধর্মী হইতে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬-৬। (৯) যযাতি বংশীয় ঋতেয়ুর তনয় রস্তিনার, রস্তিনারের তনয় সূমতি, ঋব ও অপ্রতিরথ। তন্মধ্যে অপ্রতিরথের তনয় কথ। ভাগ-৯৯-২০। (১০) যদুবংশীয় বম্বদেবের অগ্নতমা পত্নী রোহিণী হইতে বিপুল, সারণ, বলদেব, গদ, দুর্মদ, ঋব, কৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯৯-২৪। (১১) স্বায়ম্ভুব মনুর অগ্নতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অগ্নতম তনয় মেধাতিথি দক্ষ দীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার শান্ত, ভয়, শিশির, সুখোদর, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ঋব নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই এক একটা বর্ষ খ্যাতি আছে। লি-৪৬ ; ব্রহ্মা-৩৪ ; বিষ্ণু-২য়-৪। (১২) কলিঙ্গরাজ তনয় ঋব ও জয়রাত

কুরুক্ষেত্র সময়ে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৫। (১৩) অষ্টবম্বুর অগ্রতম ধ্রুব, ধ্রুবের তনয় লোক সংহার-কর্ত্তা ভগবান্ কাল। বিষ্ণু-১ম-১৫; লি-৬৩। (১৪) রাজর্ষি রস্তিনারের অগ্রতম পুত্র ধ্রুব। বায়ু-৯৯। রস্তিনার দেখ। (১৫) ধর্ম্ম হইতে সুরসাতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্কত, যোগেশ্ব, বায়ু ও নিকৃতিবহু উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-১৯৬। (১৬) আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যাষ ও প্রভাস এই অষ্টবম্বু। ধ্রুবের পুত্র কাল। হরি-হরি-৩। উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্ম কন্যা সুনীতি হইতে ধ্রুবের জন্ম হয়। পুষ্টি ও ধাত্ত ধ্রুবের পুত্র। অবন্তীবালা মুচ্ছার গর্ভে রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃষতেজা নামে ধ্রুবের পাঁচ পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (১৭) অয়জ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যাষ প্রভাস ইহারা অষ্টবম্বু। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। উত্তানপাদ তনয় ধ্রুবের শিষ্টি, ভবা ও শম্ভু নামে তিন পুত্র ছিল। অগ্নি-১৮। (১৮) শাস্ত্র, ভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেম ও ধ্রুব মেধাতিথির এই সপ্ত পুত্র সপ্তখণ্ডে বিভক্ত প্লক্ষদ্বীপের স্ব স্ব নাগীর বর্ষের অধিপতি ছিলেন। অগ্নি-১১৯। (১৯) উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবের চারি পুত্র সৃষ্টি, ধাত্ত, হর্যা ও শম্ভু। সৌ-২৭। (২০) ঋষি বিশেষ।

ভীষ্মের শর শযায় মৃত্যু কালে তিনি অগ্রতম ঋষিগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৮১; মহাভা-অম্বু-২৩। (২১) চাক্ষুষ মন্বন্তরের মরুদ-গণের অগ্রতম ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-৬৭। (২২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-৯১। (২৩) রস্তির ঔরসে ও তৎপত্নী সরস্বতীর গর্ভে তাঁহাদের ত্রমু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯। (২৪) শুক নামক বিংশতি দেবতার অগ্রতম ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-১০০। (২৫) কুশের বংশীয় হিরণ্যনাভের পুত্র পুঙ্গ, পুঙ্গের তনয় ধ্রুব, ধ্রুবের তনয় শুন্দন। কব্ধি-৩য়-৪। (২৬) ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবচতুষ্টিয়ের মধ্যে ধ্রুব তাঁহার দ্বিতীয় সৃষ্টি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। (২৭) অষ্টবম্বুর অগ্রতম ধ্রুব। ধ্রুবের পুত্র ভগবান্ কাম। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২২। (২৮) আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যাষ ও প্রভাস ইহারা অষ্টবম্বু। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮; মহাভা-অম্বুশা-১৫০। (২৯) কৃষ্ণের এক নাম। মহাভা-শান্তি-৪৩। ধ্রুবক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বম্বু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল, সম্পন্ন পর্কত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধ্রুবক তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। ধ্রুবরত্না—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অন্তচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের মধ্যে ধুবরত্ন অন্ততমা
ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ ।

ঋবসন্ধি—কোশল দেশের রাজা পুষ্পের
পুত্র ঋবসন্ধি । মনোরমা ও লীলাবতী
নামে তাঁহার পরম রূপ লাভাবতী
হই মহিষী ছিল । জ্যোষ্ঠা মহিষী
সুদর্শন এবং কনিষ্ঠা লীলাবতী শক্রজিৎ
নামে পুত্রদ্বয় প্রসব করেন । জ্যোষ্ঠা
সুদর্শন অপেক্ষা কনিষ্ঠ শক্রজিৎ সৰ্ব্ব
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । বিশেষতঃ প্রিয়-
ভাষিতার জ্ঞাত শক্রজিৎ সকলেরই
অতিশয় প্রিয় ছিলেন । মৃগয়া করিতে
গিয়া রাজা ঋবসন্ধি বনে সিংহ কর্তৃক
নিহত হন । তাঁহার মৃত্যুর পরে
মাতামহের সাহায্যে কনিষ্ঠ শক্রজিৎ
পিহু সিংহাসন অধিকার করেন । দেবী-
ভাগ-৩৯ ১৪ । (২) বৈবস্বত মনুবংশীয়
নরপতি সুসন্ধির পুত্র ধুবসন্ধি ও প্রসেন-
জিৎ এই দুই জন । তন্মধ্যে ধুবসন্ধির
পুত্র রিপুসুদন যশস্বী ভরত, ভরতের
পুত্র অসিত । রামা-আদি-৭০ ; রামা-
অধো-১১০ । (৩) রঘুবংশীয় মহীপতি
পুষ্পের তনয় ধুবসন্ধি, ধুবসন্ধির তনয়
সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ । ভাগ-২৯-
১২ । (৪) রামের বংশীয় হিরণ্যনাভ
মহযোগীশ্বর জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন ।
এই হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র
ঋবসন্ধি তৎপুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র
অগ্নিবর্ণ । বিষ্ণু-৪র্থ-৪ । (৫) বশিষ্ঠপুত্র

পুষ্যের তনয় ধুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন ।
বায়ু-৮৮ ।

ধুবেশ্বর (১) কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
কেদারেশ্বর লিঙ্গের পাশ্বে ইহা অবস্থিত ।
এই লিঙ্গের সন্নিকটবর্তী ধুবকুণ্ডে তর্পণ
করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ লাভ
করেন । স্কন্দ-কালী উ-২৭ । (২)
পাণ্ডুপতেশ্বর লিঙ্গের উত্তর দিকে
অবস্থিত একটা শিবলিঙ্গ । স্কন্দ-প্রভা-
প্রভা ১৩০ ।

ন

নকবান্—যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের
অন্যতম নকবান্ । বায়ু-৯৬ । হৃদিক
দেখ ।

নকুল—(১) পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ঘৃষ্ণিষ্ঠির
ভীমও অর্জুনের জন্মের পরে অশ্বিনী-
কুমারের বরে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও
সহদেব জন্মগ্রহণ করেন । দ্রৌপদী হইতে
তাঁহার ষতানীক নামে এক পুত্র জন্মে ।
নকুল করেণুমতীকে বিবাহ করেন,
তাঁহার গর্ভে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
মাদ্রীর মৃত্যুর পরে নকুল ও সহদেব
কুন্তী কর্তৃক প্রতিপালিত হন । মহাভা-
আদি-৬৭ ; মং-৪৬ ; দেবীভাগ-২৪-৬ ;
অগ্নি-১৩ ; বায়ু-৯৬, ৯৯ ; শ্রীমহাভা-৪৯ ;
বৃহদ্-মধ্য-২৯ ; গর্গ-গোলক-৫ ; পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩ ; স্কন্দ-আব-রেবা-১৫০ । (২)

ইক্ষ্বাকু বংশীয় অশ্বকের পত্নী উৎকলার গর্ভে নকুল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরশুরামের ভয়ে অরণ্যে পলায়ন করেন। নকুলের পুত্র শতরথ। কৃষ্ণ-পৃ-২১। ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য নকুল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈদ্যক সর্বস্ব নামে এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-১৬। (৪) মাদ্রীর গর্ভজাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। মৎ-৪৬।

নকুলী—বরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহাদেব কাশ্যারোহণ তীর্থে নকুলী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কুশিক গার্গ্য, মিত্রক ও কৃষ্য নামে তাঁহার ধার্মিক চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। নকুলীশ দেখ।

নকুলীশ, নকুলেশ, নকুলেশ্বর— বরাহ-কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে স্মরকুণ্ডাগ, শিবাবতার যোগাচার্য্য নকুলীশ অবতীর্ণ হন। কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুশ্য নামে তাঁহার বেদপারগ উর্দ্ধরেতা চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

নকুলীশ্বর— শিবের অন্যতম অমুচর নকুলীশ্বর, শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি কোটি অমুচর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। বৈবস্বত মনসুরের অষ্টাবিংশ কলিযুগে নকুলীশ্বর মহাদেবের অবতার ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চারিটি প্রধান শিষ্য ছিল। কৃষ্ণ-পৃ-৫২।

নক্ত—(১) নক্ত অর্থাৎ রাত্রি প্রাচীন

দেবতা। নক্তও উষা নামে কখনও কখনও অগ্নিকে আহ্বান করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচিত হইয়াছে। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা পৃথুসেনের পত্নী আকৃতি হইতে নক্ত জন্মগ্রহণ করেন। নক্তের পত্নী ঋতি রাজসি গয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

নক্ষত্রকল্প—মহর্ষি শান্তিকল্প, নক্ষত্রকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ববেদের আচার্য্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৭।

নক্ষত্রেশ্বর—দক্ষ কন্যাগণ বরণা নদীর তীরে নক্ষত্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-পৃ-১৫।

নখবান্— মগধের বৃষ বংশীয় একজন নরপতি, তিনি বিদেশে রাজা হইয়া ছিলেন। বায়ু-৯৯।

নথী—কশ্যপের অন্যতম পত্নী খসার গর্ভজাত এক পুত্রের নাম নথী ছিল। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

নগ—একজন শিবামুচর। তিনি ৬৪ কোটি অমুচর সহ, শিব ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

নয়—প্রভাস ক্ষেত্রের নৈঋত দিক্ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নয়জিৎ—(১) সোম বংশীয় নরপতি অমাবস্যর ভীম ও নয়জিৎ নামে দুই তনয় জন্মে। হরি-হরি-৩৭। (২) নয়জিৎ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হরি-হরি-৯০ । (৩) কোশল দেশের রাজা। নম্রজিৎ অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার কন্যা সত্যাকে (অন্য নাম নাগজিতী) শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই বিবাহে এই রূপ পণ ছিল যে, যিনি সাতটা বৃষকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। তিনিই নাগজিতীকে বিবাহ করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়া-ছিলেন। ভাগ-১০ঙ্ক-৫৮ । (৪) অগ্নির জ্যৈষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্তা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পর জন্মে নম্রজিৎ রাজার কন্যা নাগজিতী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বলিলেন। দেবীভাগ-৯ঙ্ক-৪৩ ।

নম্রহু—তিনি একজন ঋষিক। ঋষিকগণ বিবিধ মন্ত্র প্রণয়ন করেন। বায়ু-৫৯ ।

নগ্রহ—তিনি একজন ঋষিক। ঋষিকগণ সত্যবলে ঋষি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যেই মন্ত্র প্রণেতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫ ।

নচিকেতা—মহর্ষি নচিকেতা গৌতম বংশীয় বাজ্রশ্রবর পুত্র। একদা বাজ্রশ্রবা ক্রুদ্ধ হইয়া পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে যমের বাড়ী পাঠাইবেন বলেন। এই সত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে যম বাড়ীতে ছিলেন না। সেজন্য তিনি তিন রাত্র তথায় অবস্থান করিয়া যমের সাক্ষ্য লাভে

সমর্থ হন। যমরাজ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তিনি তিন রাত্র উপবাসে আছেন জানিতে পারিয়া, অতিমাত্র হৃৎপিত হইয়া, তাঁহার ক্রোধ উপশমনার্থ তাঁহাকে তিনটা বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। নচিকেতা তদনুসারে প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতা বাজ্রশ্রবা যেন তাঁহার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য, তাঁহার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ হন। যম তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় বর দিতে উত্তর হইলে, নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয় বরে তিনি মৃত্যুর পর, পরলোকে আত্মার অবস্থান সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। কিন্তু যম তাঁহাকে ধন রত্নাদির প্রলোভন দেখাইয়া এই বিষয় হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ইহাতে সন্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি যমের নিকট পরলোক তত্ত্ব অবগত হইয়া স্বর্গেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। (কঠো)। কঠোপনিষদের যম নচিকেতার উপাখ্যান অতি উৎকৃষ্ট। মহাভারতে ইহা কিঞ্চিৎ অন্তরূপ। নচিকেত দেখ। মহাভা অনুশা-৭১ ।

নড়ায়ন—একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আপু বান্, ওর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৫ ।

নড়ুলা, নডুলা, নদুলা—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় চক্ষুর (অন্য নাম সর্বভেজা) পত্নী অকীতির গর্ভে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয়। তিনি স্বয়ং পত্নী নড়ুলার গর্ভে পুরু, কৃৎস্ন, ঋত, ছ্যামান, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রহ্লাদ, শিবি ও উন্মুক নামে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করেন। ভাগ-৪স্ক ১৩। (২) চাক্ষুষ, মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বাকুলী পুরুষিণীতে মনু নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়ুলা মনুর পত্নী ছিলেন। নড়ুলা হইতে উরু, পুরু, শতছান, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সূর্য্য ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (৩) মনুর ঔরসে ও প্রজাপতির কন্যা নদুলার গর্ভে উরু, পুরু, শতছান, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সূর্য্য ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম ১৩।

নতা—শুকীর কন্যা নতা, এবং নতার কন্যা বিনতা। রামা অরণ্য ১৪।

নদ - দৈত্যপতি বজ্রের উদ্ধকেশ, নদ, সিংহ ও কুশাখ নামে চারি জন মন্ত্রী ছিলেন। বহুল যাদবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিলে, প্রহ্লাদের সহিত তাহার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে বহুল নিহত হইলে, নদ প্রভৃতি মন্ত্রীগণ যুদ্ধে গমন করেন এবং সেই যুদ্ধে নদ নিহত হন। গর্গ-অখ-৩০।

নদন্ত—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অ-উ-৩।

নদী—ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে দেখা যায় নদী সকল ইন্দ্রকে স্তুত করিয়াছেন। আবার দশম মণ্ডলে সিন্ধুকিং ঋষি নদীর স্তুত করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৩৩৩১; ১০। ১৫। ১।

নদীন—সোম বংশীয় হর্যাক্ষের পৌত্র ও সহদেবের পুত্র নদীন। নদীনের পুত্র জগৎসেন। হরি হরি ২৯।

নন্দ - (১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত ষষ্ঠ পুত্রের অষ্টতম নন্দ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা আদি ৬৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, সাধা রত্ন, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দ তাঁহাদের অষ্টতম ছিলেন। মহাভা শলা-৪৬। (৩) বিষ্ণুর এক অন্তঃকরের নাম নন্দ ছিল। ভাগ-৪স্ক ৭। (৪) যজুবংশীয় বসুদেবের অষ্টতম পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১৫; ভাগ-৯স্ক-২৪; বায়ু-৯৬। (৫) মগধের শিশুনাগ বংশীয় দশম ভূপতি মহানন্দের শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র নন্দ। তাঁহার অষ্ট নাম মহাপন্ন। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনিও তাঁহার আট পুত্র চানক্য পণ্ডিত কর্তৃক নিহত হইলে, মোর্য্যবংশীয়

চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । ভাগ-১২ঙ্ক-১ । (৬) যদুবংশীয় বসুদেবের অগ্রতম সখা নন্দ ছিলেন । তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোধরা ছিল । বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবা মাত্র কংস ভয়ে ঝটিকাपूर्ण অন্ধকার রজনীতে নন্দালয়ে যশোধরার কোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের সগুজাতা কচ্ছা, যোগমারাকে আনয়নপূর্বক দেবকীর কোড়ে রাখিয়া দেন । কংস দেবকীর সম্ভান লমে যোগমারাকেই প্রসূত্রে নিরুপেক্ষ করিতে উত্তত হইলে, যোগমায়া হস্তস্থানিত হইয়া আকাশ পথে অদৃশ্য হন । শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়েই বর্দ্ধিত হইয়া- ছিলেন । ভাগ ১০ঙ্ক-৮ । (৭) যদুপতি বসুদেবের সখা নন্দ পূর্ব জন্মে দ্রোণ নামে তপোধন ও তাঁহার স্ত্রী যশোধরা পূর্ব জন্মে ধরা নামে খ্যাতা ছিলেন । তাঁহারা মহর্ষি গৌতমের আশ্রম সমীপে সূপ্রভা নদীতীরে কৃষ্ণ দর্শনার্থ বহুকাল তপস্তা করিয়া বিফলকাম হন । পবে মনোহুঃখে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উত্তত হইলে, এই দৈববাণী হয় যে, তোমারা জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ৯ । (৮) বসুদেবের অগ্রতম ভ্রাতা ও শুরের অগ্রতম পুত্র । মৎ-৪৬ । (৯) দ্বাদশ অজিত দেবগণের অগ্রতম নন্দ । বায়ু- ৬৭ । (১০) বৃন্দাবনের এক গোপ । তিনি বসুদেবের সখা ছিলেন । তাঁহারই

আগরে শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হন । শ্রীমহাভাগ- ৫০, ৫১, ৫২ । (১১) মহাপদ্মের পর মগধে নন্দ একণত বংসর রাজত্ব করেন । কোটিল্যের চক্রান্তে তিনি চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন । তিনিই নন্দবংশের শেষ রাজা । বায়ু-৯৯ । (১২) বৃন্দাবনে নন্দ নামে এক বাঘ ছিল । সে খুব ধার্মিক ও গোপগণের হিতে নিরত ছিল । পদ্ম-সৃষ্টি-১৮ । (১৩) ধর্ম্মের অগ্রতমা পত্নী ভূমি হইতে স্বর্গ ও ভূর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে । স্বর্গেব পুত্র নন্দ । স্বন্দ মাতৈ-কুমা ১৪ । (১৪) সোমবংশীয় নরপতি নন্দের পুত্র পদ্মগুপ্ত । নন্দ পুত্র হইতে রাজ্যভাব সমপনপুষ্টক প্রব্রজ্ঞা অবলম্বন করেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৩ । (১৫) যমের অষ্টসংপাক দূতের অগ্রতম নন্দ । স্বন্দ-নাগ ২২৬ । (১৬) নন্দ নামে একজন নাগরাজ ছিলেন । তিনি জাতুক্ষ নামক মহাগিরিতে বাস করিতেন । বরা-৮১ । (১৭) মহারাজ নন্দ মানস সরোবরে বাইরা, তত্রস্থ ব্রহ্মোদ্ভব নামক এক পদ্ম দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন । কিন্তু পদ্ম গ্রহণ করা সম্ভব হইল না ; অধিকন্তু স্বয়ং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেন । পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে প্রভাস তীরে মাতেশ্বরী তীরে নন্দাদিত্য নামে এক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চনা করিয়া রোগ মুক্ত হন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০৬ ।

নন্দক—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্রতম নন্দক ।
তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত
হন । মহাভা-আদি-৬৭ । (২) দেবাসুর
সমরে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ,
সরিং, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্কত
সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ
করিয়াছিলেন, নন্দক তাঁহাদের অগ্রতম
ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ । (৩)
পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা
ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অগ্রতম নন্দক
ছিলেন । মহাভা-উদ্‌ ১০২ । (৪) ঋত
দেবের অগ্রতম শিষ্য । বায়ু-২২ । সনন্দ
দেখ । (৫) বসুদেবের অগ্রতমা পত্নী
বৃকদেবী হইতে অবগাহ ও নন্দক
নামে দুই পুত্র জন্মে । মৎ-৪৫ । (৬)
স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে,
বাহা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ গোনন্দ
ও নন্দককে প্রদান করেন । বাম ৫৭ ।
নন্দকী—ত্রীকৃষ্ণের অগ্র নাম । মহাভা-
অনুশা-১৪২ ।

নন্দগোপাল—ত্রীকৃষ্ণের অগ্র নাম নন্দ-
গোপাল । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭ ।

নন্দন—(১) যক্ষপতি মণিভদ্রের অগ্রতম
পুত্র । বায়ু-৬৯ । মণিভদ্র দেখ । (২)
ঋতদেবের অগ্রতম শিষ্য নন্দন । বায়ু-
২২ । সনন্দ দেখ । (৩) অযোধ্যাপতি
দশরথের একজন দূত । মহারাজ
দশরথের মৃত্যুর পরে মহর্ষি বশিষ্ঠের

আদেশে নন্দন ভারতকে আনয়ন
করিবার জন্ত, কেকয় রাজ্যে গমন
করিয়াছিলেন । রামা-অঘো-৬৮ । (৪)
নন্দনের পুত্রের নাম তণ্ডি ও তণ্ডিপাল ।
মৎ-৪৬ । (৫) হিরণ্যকশিপুর তনয়
নন্দন । তিনি মহাদেবের বরে বলীমান
হইয়া, ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া-
ছিলেন । শিব-ধর্ম-২ । (৬) একদা
ব্রহ্মা ঋতলোহিতকল্পে সৃষ্টি করিবার
অভিলাষে ধ্যান পরায়ণ হইয়াছিলেন ।
সেই সময়ে মহাদেব ঋতবস্ত্র, ঋত
মালা, ঋত উষ্ণাবধারী কুমাররূপে
অবতীর্ণ হন । ব্রহ্মা তাঁহাকে ধ্যান
করিতে লাগিলেন । মহাদেব তাঁহার
ধ্যানে সন্তুষ্ট হইয়া, হস্ত করিয়াছিলেন ।
হস্ত মাত্রই তাঁহার পার্শ্বদেশে স্থানন্দ,
নন্দক, বিশ্বনন্দন ও নন্দন নামক শিষ্য
চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন । ব্রহ্মাণ্ড-
২১ । (৭) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
বৃত্ত হইলে, সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ,
সরিং, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্কত
সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ
করিয়াছিলেন, নন্দন তাঁহাদের অগ্রতম
ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ ।

নন্দভদ্র—নন্দভদ্র নামক ধার্মিক বণিক
স্বীয় পত্নী কনকার সহিত কপীলেশ্বর
নামক শিবের আরাধনা করিয়া মুক্তি
লাভ করেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৫ ।

নন্দা—(১) ধর্মের অন্যতম তনয় হর্ষ ।
হর্ষের স্ত্রী নন্দা । মহাভা-আদি-৬৬ ।

(২) স্তুতাচী অশ্বারার গর্ভে রাজধি ভদ্রা-
ধের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা,
বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও
বরকীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে।
তাঁহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী
ছিলেন। লি-৬৩। (৩) ধর্ম্মের অগ্রতম
পুত্র কাম, কামের স্ত্রী নন্দা হর্ষকে
প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪)
নাগরাজ কপোতকের কন্যা নন্দা।
মার্ক-৭১। (৫) সাবিত্রী দেবী হিমালয়ে
নন্দা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-
১৭। (৬) ব্রহ্মার দেহ সমুদ্ভূতা মায়া
নন্দা নাম গ্রহণ পূর্বক মহিষাসুরকে
বধ করেন। বরা-৯৯।

নন্দাগণ—নন্দ, স্তুভদ্রা, সুরভি, স্মৃণীলা
ও সুমলা, ইঁহারা গোমাতা নামে
খ্যাত। নন্দাগণ বলিলে এই পঞ্চ
গাভীকেই বুঝায়। স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-৩২।

নন্দায়নীয়—মহর্ষি রথিতরের অগ্রতম
শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। রথিতর
দেখ।

নন্দি—দক্ষের অগ্রতমা কন্যা ও ধর্ম্মের
অগ্রতমা পত্নী যামী হইতে স্বর্গ এবং
স্বর্গ হইতে নন্দি জন্মগ্রহণ করেন।
ভাগ-৬স্ক-৬।

নন্দিকেশ্বর—মহাদেবের অগ্রতম অনুচর।
মৎ-১৮১।

নন্দিনী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-

দায়িনী মাতৃগণের মধ্যে নন্দিনী অগ্রতমা
ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) দেবিকা-
তটে সাবিত্রী দেবী নন্দিনী নামে
অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩)
স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে,
প্রভাস তীর্থে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
অনুচরী নন্দিনীকে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন। বাম-৫৭। (৪) নরপতি
সুবীরের পত্নী নন্দিনী হইতে তোণ্ড
নামে এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। স্বন্দ-
বিষ্ণু-বেঙ্গ-৯। (৫) নরপতি কলস
অজ্ঞানত মহর্ষি দুর্কাসাকে, মাংস
প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্ত
দুর্কাসা তাঁহাকে “বান্ধ হইবে” বলিয়া
শাপ দেন। পরে রাজা দুর্কাসার
শরণাপন্ন হইলে বলিলেন—যখন
নন্দিনী গাভী তোমাকে বাণ লিঙ্গ দর্শন
করাইবে, তখন তুমি ঋণ মুক্ত হইবে।
স্বন্দ-নাগর-৪৯। (৬) মহর্ষি বশিষ্ঠের
গাভী নন্দিনী সুরভিকে, অষ্টবসুর
অগ্রতম ছা, দ্বার প্ররোচনায় হরণ
করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠকর্তৃক শাপগ্রস্ত
হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৯। (৭)
অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত
মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি
করেন, নন্দিনী তাঁহাদের অগ্রতমা
ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৮) বিদর্ভরাজ-
কুমারী নন্দিনী হইতে বিবিশ নামে
এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মার্ক-১১৯।
(৯) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম নন্দিনী

ছিল। তাঁহার চরিত্র অতি মন্দ ছিল।
স্কন্দ-নাগ-৪৫।

নন্দিবর্দ্ধন—(১) ইক্ষ্বাকুর অগ্রতম তনয়
নিমি, নিমির তনয় জনক, জনকের
তনয় নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র স্নকেতু। বিষ্ণু-
৪র্থ ৫। (২) মগধের প্রস্তোত বংশীয়
নরপতি জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন,
নন্দিবর্দ্ধনের তনয় শিশুনাগ হইতে
শিশুনাগ বংশ আরম্ভ হয়। এই
শিশুনাগ বংশে উদয়াশ্বের তনয়
নন্দিবর্দ্ধন নামে অপর এক নন্দিবর্দ্ধন
ছিলেন। এই নন্দিবর্দ্ধনের তনয়
মহানন্দ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৫।

নন্দী—(১) ধর্ম্মের অগ্রতমা পত্নী ও দক্ষের
কন্যা যামী হইতে স্বর্গ জন্মগ্রহণ করেন।
স্বর্গের তনয় নন্দী। ভাগ-৬স্ক-৬। (২)
পূর্বে অবন্তীপুরে নন্দী নামে এক বৈষ্ণ
ছিলেন। তিনি অতিশয় ভক্তির সহিত
শিবের আরাধনা করিয়া, শিবের
পার্বদ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-
৫। (৩) মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের
বরে নন্দী নামে এক অযোনি সম্ভব
পুত্র লাভ করেন। নন্দী দীর্ঘকাল
মহাদেবের অর্চনা করিয়া মহাদেবের
গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হন। মহাদেব স্বয়ং
মরুদগণের স্তূষণা নানী কন্যার সহিত
নন্দীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন।
কৃষ্ণ-উত্ত-৪১।

নন্দীযশা—(১) মগধের কৈলকিল যবন
বংশীয় অগ্রতম ভূপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

(২) মগধের অঙ্গ বংশীয় রাজা নন্দনের
পর, নরপতি মধুনন্দি রাজা হইয়া-
ছিলেন। এই মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার
নাম নন্দিশা। এই নন্দিশার বংশে
দোহিত্র, শিশুক ও প্রবীর নামে তিন
জন রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

নন্দীশ, নন্দীশ্বর—শিবের অগ্রতম অমুচর
নন্দীশ্বর। বিশ্বশ্রষ্টাদের যজ্ঞে দক্ষ
শিবের প্রতি শাপ প্রদান করিলে,
নন্দীশ্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষকে ও
তাঁহার অমুচরদিগের প্রতি শাপ প্রদান
করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২২।

নন্দীষণ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে
অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ
মহাদেব স্বীয় গণ ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ,
নন্দীষণ ও কুমুদমালীকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন। বাম-৫৭।

নন্দীসেন—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
অমুচর নন্দীসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ
ও কুমুদমালীকে প্রদান করেন।
স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

নপ্তা—শ্রাক্তভাগাই বিশ্বদেবগণের অগ্রতম
নপ্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

নব—(১) পুরুবংশীয় নরপতি উল্লীরের
অগ্রতম পত্নী নবা হইতে নব নামে
এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি
৩১; মৎ-৪৮; বায়ু-৯৯। (২)
স্বারোচিষ মনুর অগ্রতম পুত্র নব।
বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ
মনু দেখ।

নবগ্রহ—সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহ-
স্পতি, শুক্র, শনি, রাত ও কেতু
ইহারা নবগ্রহ বলিয়া কথিত । বৃহদ-
উত্ত-৯ ।

নবতন্তু—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অগ্রতম ।
মহাভা-অনুশা-৪ ।

নবদুর্গা—(১) কালী, কাত্যায়নী, দ্বৈতানী,
মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা,
ঈশ্বরিতা ও বৈষ্ণবী এই নয় জন নবদুর্গা
নামে খ্যাত । দক্ষবজ্র বিনাশ কালে,
তঁাহারা বীরভদ্রের সঙ্গে গমন করিয়া-
ছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কেনা-৩১ । (২)
শুশ্রূষিত্রে দেবী পার্শ্বতী নবদুর্গা নামে
অবস্থিতা আছেন । তঁাহার অর্চনাতে
মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৬১ ।

নববাসু—নববাসু নামে অতি প্রাকালে
বৈদিক যুগে এক রাজ্য ছিলেন ।
ইন্দ্র নববাসুকে বধ করিয়া, ক্ষমতা-
শালা পিতা উশনার নিকট তঁাহার
পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন । প্লাগ
৩২০।১১ ।

নবব্রহ্মা—পুলস্ত্য, ভৃগু, পুলহ, ক্রতু,
অজিত্রা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ
শাস্ত্রে ইহারা নবব্রহ্মা বলিয়া নির্ণীত
আছেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৩ ।

নবরথ—(১) যজুবংশীয় নরপতি বৃহত্তির
তনয় ভগীরথ, ভগীরথের তনয় নবরথ,
নবরথের তনয় দশরথ, তৎপুত্র শকুনি ।
হরি-হরি-২৭৫ । (২) যজুবংশীয় ভীম-

রথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয়
দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র
করন্তি । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ;
ভাগ-৯ঙ্ক-২৪ । (৩) চন্দ্রবংশীয় ভীমরথের
তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দৃঢ়রথ,
দৃঢ়রথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র করন্ত,
করন্তের তনয় দেবরাত । লি-৬৮ ।

(৪) যজুবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ
নবরথ অতিশয় দানশীল সত্যনিষ্ঠ বীর
ছিলেন । একদা তিনি যুগ্মা করিতে
যাইয়া, ঔগোপন নামক এক রাক্ষস
কর্তৃক আক্রান্ত হন । এবং তাহার
ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে এক
দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন । তিনি সেই
মন্দিরস্থিতা সরস্বতী দেবীর আরাধনায়
নিজ হন । ইতিমধ্যে সেই রাক্ষসও
তথায় উপস্থিত হয় । এমন সময় এক
ভূত তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই
রাক্ষসকে বিনাশ করত তঁাহাকে
নির্ভয় করেন । নবরথের তনয় দশরথ,
তৎপুত্র শকুনি । কুর্ম-পু-৩৯ । (৫)
ভীমরথের তনয় রথবর, রথবরের তনয়
নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, দশরথের তনয়
একাদশরথ । বায়ু-৯৫ ।

নবা—(১) পুরুবংশীয় নরপতি উর্ধ্বানরের
নৃগা, কুমি, নবা, দবর্বা ও দৃষদ্বতী নামে
পাঁচ স্ত্রী ছিল । তন্মধ্যে নবার গর্ভে, নব
নামে এক পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩১ ;
বায়ু-৯৯ । উর্ধ্বানরের ভ্রূশা, কুশা, নবা,
দর্শা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল ।

এই সকল পত্নীর বৃদ্ধ বয়সে রাজার অনেক পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নবাব গর্ভে, নব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৪৮।

নবাবাঙ্ক—মহর্ষি কথ দম্ভা দমনকারী অগ্নির সহিত নবাবাঙ্ক রাজর্ষিকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৩৬।১৮।

নভঃ, নভ—(১) বৈদিক যুগে নভঃ একজন দেবতা ছিলেন। তিনি ইন্দ্ৰের সহিত এক সঙ্গে স্তবত হইয়াছেন। ঋগ-২।৩৬। ১। (২) রামের তনয় কুশ, কুশের তনয় অতিথি, তৎপুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, এই নলের তনয় নভঃ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক ও পৌত্র ক্ষেমধরা। পদ্ম-সৃষ্টি-৮; কঙ্কি-৩য়-৪; হরি-হরি-১৫; অগ্নি-২৭৩। (৩) নলের পুত্র নভঃ, নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক। সৌর-৩০।

(৪) কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (৫) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নামী এক কন্যা জন্মে। সিংহিকা আপন মামী দনুর পুত্র বিপ্রচিন্তিকে বিবাহ করেন। বিপ্রচিন্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামধেয় বাহু, শল্য, নভঃ, বাতাপি, নমুচি, ইষল, ঋতুম, সাজিক, নরক, কালনাভ, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে

ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

(৬) স্বারোচিষ মনুর হবিষ, স্মৃতি, জ্যোতি, আপোমুর্তি, অরশ্বয়, প্রথিত, নভস্ত, নভঃ ও উর্জ্জ নামে নয় পুত্র

ছিল। হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম-৫৮।

(৭) ঔত্তমী মনুর ঈশ, উর্জ্জ, তনুর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্ত ও ও নভ নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭।

(৮) চাক্ষুষ মনুষ্তরে ভৃগু, নভঃ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু এই কয়জন ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

(৯) অষ্টবিধ অগ্নির চতুর্থের নাম নভঃ। যজ্ঞীয় চতুর্থ বৈদিকা তাঁহার স্থান। বায়ু-২৯।

(১০) স্বারোচিষ মনুর নভঃ, নভস্ত, ভাবন ও কীর্তিবর্দ্ধন নামে দেব প্রতিম চারি পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

নভঃ প্রভেদন—পুরাকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি নভঃ প্রভেদন নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইজ্জ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১১৩।১।

নভগ, নাভাগ—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অগ্রতম নভগ। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-১। বৈবস্বত মনু দেখ। (২) গুরুকুলে বাস করাতে নভগকে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া, পিতৃধন বিভাগ কালে তাঁহার ভাতারা তাঁহার ভাগে কিছুই রাখেন নাই। তিনি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, ভাতারা পিতাকেই

ঠাহার ভাগ বলিয়া নির্দেশ করিলেন । তদনুসারে তিনি পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মনু বলিলেন—তোমার ভ্রাতাদের বিশ্বাস করিও না । আমি তোমার জন্ম ধন রাখিয়াছি । আজিরস মুনিগণকে ভূমি যাইয়া দুইটা বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধীয় যুক্ত পাঠ করাও, তাহা হইলে যজ্ঞান্তে স্বর্গ গমন কালে, ঠাহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন সমুদয় তোমাকে প্রদান করিবেন । তদনুসারে যজ্ঞান্তে তিনি ধন গ্রহণ করিতে উত্তত হইলে, একটা কুম্ভকায় পুরুষ উত্তর দিক হইতে আগমন করিয়া, ঠাহাকে বাধা প্রদান করিলেন । তিনি বলিলেন—এই ধন আমার, এই সম্বন্ধে ভূমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার ? নভগ স্বীয় পিতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—কুম্ভকায় পুরুষ রুদ্রই এই ধনের প্রকৃত অধিকারী । নভগ শ্রবণ মাত্র ঠাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধন ঠাহাকে সমর্পণ করিলেন । রুদ্র পিতা পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, নভগকে সমুদয় ধন ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । এই নভগের পুত্র নাভাগ, নাভাগের তনয় অশ্বরীষ । ভাগ-৯৯-৪ । বৈবস্বত মনু দেখ । (৩) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্ততম নাভাগ ছিলেন । মার্ক-৭৯ ;

মহাভা-আদি-৬৫ ; হরি-হরি-১০ । (৪) সগর বংশীয় ভগীরথের তনয় ঋত, ঋতের তনয় নাভাগ, তৎপুত্র অশ্বরীষ । হরি-হরি-১৫ । (৫) বৈবস্বত মনুর অন্ততম পুত্র দিষ্ট, দিষ্টের পুত্র নাভাগ । এই নাভাগ কৰ্ম্মবশে বৈশ্রতা প্রাপ্ত হন । নাভাগের তনয় ভলন্দন । ভাগ-৯৯-২ । (৬) মনুবংশীয় নভগের তনয় নাভাগ । এই নাভাগের পুত্র অশ্বরীষ । ভাগ-৯৯-৪ । (৭) দশম মনু ব্রহ্ম-সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্ততম নাভাগ ছিলেন । বিষ্ণু-৫৭-২ । (৮) সগর বংশীয় রাজা ভগীরথের তনয় ঋত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অশ্বরীষ । বিষ্ণু-৪র্থ-৪ । (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঋতের তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় সিন্ধু-দ্বীপ । কুশ্ম-পূ-২১ । (১০) কুকুদ্রী রৈবতের অন্ততম ভ্রাতা নভাগ, নভাগের তনয় নাভাগ, নাভাগের পুত্র অশ্বরীষ, অশ্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ । বিষ্ণু-৪র্থ-২ । (১১) যযাতির তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় অজ, অজের তনয় দশরথ । রামা-আদি-৭০ । (১২) নহুষের তনয় নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ ও সুরত । তন্মধ্যে অজের পুত্র দশরথ । রামা-অযো-১১০ । (১৩) দক্ষমেরুসাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন । হরি-হরি-৭ । দক্ষ-মেরুসাবর্ণি দেখ ।

নভস—বৈবস্বত মনুর অন্ততম পুত্র । শিব-৬৬-৫৮ ।

নভগমতা—দক্ষমেরুসাবর্ণি মহুর সময়ে
হবিষান্, স্কৃতি, আপোমূর্তি, অষ্টম,
ঐমতি, নাতাগ ও অঙ্গিরার তনয়
নভগমতা । এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন ।
হরি-হরি-৭ ।

নভস্বতী—রাজা পৃথুর অতম তনয়
অন্তর্দান । অন্তর্দানের অতম পত্নী
নভস্বতী হইতে হবির্দান জন্মগ্রহণ
করেন । ভাগ-৪স্ক-২৪ ।

নভস্বান্—প্রাগজ্যোতিষ নগরের রাজা
নরকাসুরের অতম অমাত্য মূর
ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ যুরকে নিধন করিলে,
তাহার তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু,
বসু, নভস্বান্ ও বরুণ নামে সপ্ত পুত্র
নরকাসুরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত
যুদ্ধ করিয়া নিহত হন । ভাগ-১০স্ক-৪৯ ।

নভশু —(১) বৈদিক যুগে নভশু অতম
দেবতা ছিলেন । মিত্রাবরুণের সঙ্গে
এক সঙ্গে তিনি স্তুত হইয়াছেন । ঋগ-
২।৩৮। (২) স্বারোচিষ মহুর হবিধ,
নভশু, নভ প্রভৃতি নয় পুত্র ছিল ।
হরি-হরি-৭ । (৩) ঔত্তমী মহুরও
নভ, নভশু, ঈশ, ইজ্জ প্রভৃতি দশ
পুত্র ছিল । হরি-হরি-৭ ।

নভা—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুশের
তনয় অতিথি, অতিথি হইতে নিষধ,
নিষধ হইতে নল, নল হইতে নভা,
নভা হইতে পুণ্ডরীক জন্মগ্রহণ করেন ।
লি-৬৬ ।

নভোদ—শ্রাক্তভাগার্ষ বিশ্বদেবগণের

অতম নভোদ । মহাভা-অনুশা ৯১
নমর—মহিষাসুরের অতম সেনাপতি ।
তিনি দেবী কাত্যায়নীর হস্তে নিহত
হন । বাম-২০ ।

নমী—অতি পুরাকালে মহর্ষি সয়ের
পুত্র নমী একজন ঋষি ছিলেন । ইন্দ্র
মহর্ষি নমীর হিতার্থ নমুচি অসুরকে
বিনাশ করিয়াছিলেন । ঋগ-১।৫৩।৭ ;
৬।২০।৬ ।

নমুচি—অতি পুরাকালে, বৈদিক যুগে
দমু নামে এক অসুর ছিল । তাঁহার
পুত্র নমুচি । বৃহৎ, শুক্ল, পিণ্ড, শম্বর,
উরণ, কণ্ব, বটী, অর্ধদ প্রভৃতি ইন্দ্র
হস্তে নিহত হয় । ঋগ-১।১১।৭ । (২)
কশ্যপ পত্নী দমু হইতে নমুচি প্রভৃতি
চল্লিশটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-
আদি-৬৫ । (৩) ইন্দ্র হস্তে তিনি নিহত
হন । মহাভা-আদি-৫৭ । (৪) নমুচি
নামে এক ঋষি ছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র
“কাহারও অপকার করিব না” এই
প্রতিজ্ঞা করিয়াও নমুচির শিরচ্ছেদ
করিয়াছিলেন । মহাভা-সভা-৫৪ । (৫)
হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকা দৈত্য-
পতি বিপ্রচিন্তির পত্নী ছিলেন । সিংহিকা
হইতে সৈংহকেয় নামধেয় রাজ, শলা,
নভ, বাতাপি, নমুচি, ইবল, থম্বম,
আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক্ল,
পৌত্তরগ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ
পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩ ; মৎ-৬ । (৬)
দেবাসুর যুদ্ধে নমুচি ধর নামক বসুর

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। হরি হরি ১৯৯। (৭) নমুচি ঋষি, স্বর্ভানুর কণা স্প্রভাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৮) ব্রতাসুরের সহচর অগ্ন্যতম অসুর। ভাগ-৬স্ক-১০। (৯) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে অমৃতের জ্ঞা যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে নমুচির সহিত অপরাজিতের যুদ্ধ হয়, কিন্তু নমুচি ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। ভাগ-৮স্ক-১০। (১০) নমুচি অসুর বিশেষ। বিষ্ণু তাঁহাকে বধ করেন। রানা-উত্ত-৬।

২—(১) ধর্ম দক্ষের স্ত্রী, ক্রিয়া, প্রতি প্রভৃতি ব্রহ্মোদগটা কণাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়া হইতে নর, বিনর ও দণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭; ব্রহ্মাণ্ড ১০; পদ্ম সৃষ্টি ৩; বায়ু ১০। ধর্ম দেখ। বায়ু পুরাণ মতে বিনর স্থানে সময় আছে। (২) বিধানিত্রের অগ্ন্যতম তনয় নর। বা-১১। (৩) রৌচামণ্ডর অগ্ন্যতম পুত্র। হরি হরি ৭। রৌচামণ্ড দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় গয়ের পুত্র নর, নয়ের পুত্র বিরাট। বরা ৭৪। (৫) মনু বংশীয় নক্তুর পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নর, নয়ের পুত্র বিরাট। ব্রহ্মাণ্ড ৩৪। (৬) স্বারোচিষ মনুর অগ্ন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

২—(১) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নর নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ঋষিদের কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা

করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।৩৫।১। (২) ধর্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৩) চতুর্থ মনু তামসের অগ্ন্যতম পুত্র ছিলেন নর। ভাগ-৮স্ক-১। তামস মনু দেখ। (৪) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি স্মৃতিতর তনয় নর, নরের তনয় কেবল। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) যযাতি বংশীয় নরপতি বিতথের পুত্র মন্থা, মন্থার প্রচক্ষত্র, জয়, মহাবীর্ঘ্য, নর ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র ছিল। নরের তনয় সঙ্কতি, সঙ্কতির তনয় গুরু ও রত্নিদেব। ভাগ-৯স্ক-২১। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি গয়ের তনয় নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের তনয় মহাবীর্ঘ্য। বিষ্ণু ২য়-১। (৭) তামস মনুর অগ্ন্যতম পুত্র নর। মার্ক-৭৪; বিষ্ণু-৩য়-১। (৮) যযাতি বংশীয় উশীনরের অগ্ন্যতম তনয় নর। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৯) পুরুবংশীয় নরপতি ভবন্যন্যুর অগ্ন্যতম তনয় নর। এই নরের পুত্র সঙ্কতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১০) উশীনরের অগ্ন্যতম তনয় নৃগ, নৃগের পত্নী নরা হইতে নর ও কুমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭। (১১) শ্বেতমুনি হইতে নর ঋষির উদ্ভব হয়। বায়ু-২২। (১২) নরকপী দেব হইতে জল সমুদ্র, এই নিমিত্ত জলকে নারায়ণ বলে। শিব ধর্ম-৫১। (১৩) মহর্ষি ধর্ম হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারি পুত্র জন্মে। দেবী-৪স্ক-৫।

নরক—(১) কশ্যপের অশ্রুতমা পত্নী দম্বু হইতে নরক প্রভৃতি দানবের জন্ম হয় । মহাভা-আদি-৬৫ । (২) দানবপতি বিপ্রচিন্তির সিংহিকা গর্ভহাত সৈংহিকেশ নামধেয় পুত্রগণের অশ্রুতম নরক । হরি-হরি-৩ । (৩) নরকাসুর প্রাগ-জ্যোতিষের অধিপতি ছিলেন । তাঁহার পিতার নাম ভূমি । শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময় নরক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিলেন । একবার নরক কসের নামক স্থানে গমন করিয়া, বৃষ্টির কড়া চতুর্দশীকে বলপূর্বক প্রমথিত করেন । বলশালী নরক, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও অসুরগণের সাতটা গণের মধ্যে যে সকল কড়া ছিল, তাহাদিগকে হরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে শতাধিক ষোড়শ সহস্র রমণী আনীত হইয়াছিল । নরক অলকায় মুরদৈতোর রাজ্য সমীপস্থ মণি পর্ব্বতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন । একবার নরকাসুর কুণ্ডলের জন্ত অদিতিকেও ধর্ষণ করিয়াছিলেন । তাঁহার হয়গ্রীব, নিম্বন্দ, পঞ্চনদ ও মুরু নামে অতি বৃদ্ধ বিশারদ চারিজন দ্বারপাল ছিল । ইন্দ্র অদিতির অপমানে বাধিত হইয়া, নরকাসুরকে বধ করিবার নিশ্চিন্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন । শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিবার জন্ত ত্রায় প্রাগ জ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন ।

প্রথমে তিনি সেনাপতি মুর অসুরকে, পরে ক্রমে নিম্বন্দ, হয়গ্রীব, পঞ্চনদকে বিনাশ করিয়া, নরককে আক্রমণ করেন । সেনাপতিদের নিধনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নরক শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রদীপ্ত চক্রদ্বারা দ্বিধাও ছেদন করিলেন । নরকের নিধনের পর তাঁহার পিতা ভূমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া, অদিতিকে প্রদান করিলেন । এবং ভূমিকে নরকের পুত্রদের প্রতিপালনের ভার দিলেন । শ্রীকৃষ্ণ নরকের ধনাগার হইতে প্রচুর ধন গ্রহণপূর্বক নরকের ষোড়শ সহস্র পত্নীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, দ্বারকায় আনয়ন করিলেন । ভাগ-১০ঙ্ক-৬০ । নরকের পুত্র ভগদত্তকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ভাগ-৩ঙ্ক-৩ । (৪) অন্তের পত্নী নিকৃতি হইতে ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে ভয় মায়াকে ও নরক বেদনাকে বিবাহ করেন । বিষ্ণু ১ম-৭ । (৫) নরকাসুর তপঃ ও স্বাধ্যায় প্রভাবে প্রবল হইয়া, ইন্দ্রপদ অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন । ইন্দ্র ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন । বিষ্ণু হস্তদ্বারা নরকের চেতনা হরণ করিলে, নরক ধরাতে পতিত হইলেন । মহাভা-বন-

১৪১। (৬) দানবপতি বিপ্রচিন্তির পত্নী সিংহিকা। হইতে সৈংহিকেশ নামধেয় যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, নরক তাঁহাদের অগ্ৰতম। বায়ু-৬৮। বিপ্র-চিন্তি দেখ। (৭) অধর্ষের পত্নী হিংসা। হইতে অনৃত নামক পুত্র ও নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে। নিকৃতি স্বীয় ভ্রাতা অনৃতকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের ভগ্ন ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। নরক স্বীয় ভগিনী বেদনাকে বিবাহ করেন। বেদনা হইতে দুঃখের জন্ম হয়। বায়ু-১০; মার্ক-৫০। (৮) দক্ষের কন্যা কালকার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে নরক ও কালক নামে দুই পুত্র জন্মে। রামা-আরুণা-১৪।

নরদেব—অমৃত লাভার্থ সুরাসুর যুদ্ধে নরদেব ও নারায়ণ দেবগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং দানব দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯।

নরনারায়ণ—শ্রীমদ্ভাগবত মতে বিষ্ণুর অবতার অনেক। তন্মধ্যে নরনারায়ণ বিষ্ণুর ৪র্থ অবতার। এবং তাঁহার অধর্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুদৃশ্যর তপস্বী করিয়াছিলেন। ভাগ-১ম-৩। মহর্ষি নরনারায়ণ অতিশয় তপস্বী ও জ্ঞানবান ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে কণাদ প্রভৃতি ঋষির সংশয়বাদ দূর হয়। কুর্শ-উ-৬।

নরবর্ষা—স্বারভুব মন্বন্তরে পাঞ্চাল দেশে নরবর্ষা নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নী স্রুদেবী পূর্কজন্মে গৃধ্রিনী পক্ষিনী ছিলেন। একদা কোনও লোক এক শিবমন্দিরের পার্শ্বে একটা নৈবেদ্য রাখিয়াছিল। সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবার জন্ত গৃধ্রিনী তথায় উপস্থিত হয়। তাহার পক্ষ বারুতে সেই শিবমন্দির প্রাঙ্গণের ধূলি অপসারিত হইয়াছিল। সেই পুণ্যের ফলে, এই জন্মে তিনি রাজমহিষী হইয়াছেন। সৌর-৪৮।

নরবাহন—(১) গন্ধর্ব্ব সুবাহুর পত্নী হ্রীমতি হইতে স্রুষেণ, বেন, স্রুগীব, স্রুভোগ ও নরবাহন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কুর্শ-পূ-২৪। সুবাহু দেখ। (২) যদুবংশীয় একজন নরপতি। সৌর-৩১।

নরমিত্র—পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুলের অগ্ৰতমা পত্নী করেণুমতি হইতে নরমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯ঙ্ক-২২।

নরসিংহ—নারায়ণের চতুর্দশ অবতার। তিনি নরসিংহ রূপে দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুকে সংহার করেন। ভাগ-১ঙ্ক-৩; মহাভা-শান্তি-৩৪০; অগ্নি-২৭৬; বরা-২১১।

নরহরি—পাঞ্চাল দেশে নরহরি নামে এক পাপপরাণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কুসংগে মিলিত হইয়া নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করিতেন। তিনি একবার তীর্থযাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া

অযোধ্যায় গমন করেন । তথায় পাণ-
মোচন-তীর্থে অবগাহন করিয়া পাণ-
মুক্ত হন । স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-২ ।

নরা-যযাতি বংশীয় উশীনরের অগ্রতম
পুত্র নৃগ । নৃগের অগ্রতমা পত্নী নরা
হইতে নর ও কুমি নামে দুই পুত্র
জন্মে । অগ্নি-২৭৭ ।

নরাদিত্য—সূর্য্যের এক নাম । স্কন্দ-
আব-অব-৩২ ।

নরাস্ত—রাক্ষসপতি নরাস্ত লক্ষা সমরে
বিভীষণ শরে নিহত হইয়াছিলেন ।
অগ্নি-১০ ।

নরাস্তক—(১) প্রহস্ত লক্ষাপতি রাবণের
প্রধান সেনাপতি ছিলেন । তাঁহার
নরাস্তক, কুন্তহনু, মহানাদ ও সমুদ্রত
নামে চারিজন প্রধান অমুচল ছিলেন ।
নরাস্তক বানর দলপতি দ্বিবিদের ভ্রাত্ত
প্রাণ হারাণ । রামা-লক্ষা-৫৭ । (২)
রাবণের এক পুত্রের নাম নরাস্তক
ছিল । তিনি কুন্তকর্ণের যুত্মার পদে
বুদ্ধে গমন করেন এবং অঙ্গদ-দণ্ডে নিহত
হন । রামা-লক্ষা-৬৯ । (৩) দানবপতি
বিবোচনের অগ্রতম পুত্র কালনেমা,
কালনেমীর পুত্র নরাস্তক, ব্রহ্মজিৎ,
ব্রহ্মজিৎ ও দেবাস্তক । বায়ু-৬৭ । (৪)
যমের একজন কিস্কর । স্কন্দ-আব-
অব-২৭ ।

নরাশংস—অগ্নির এক নাম নরাশংস ।
ঋগ-১-১৩১২

নরাশিভূষণ—একজন বেতালপতি ।

কপালক্ষুটন তাঁহার সেনাপতি ছিলেন ।
চিগ্রসেন গন্ধর্ষের সহিত যুদ্ধে তিনি
নিহত হন । স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮ ।

নরিষাস্ত--(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের
অগ্রতম নরিষাস্ত । মহাভা-আদি-৭৫ ।
বৈবস্বত মনু দেখ । নরিষাস্তের পুত্র দম
ও জিতায়া । দমের পুত্র তৃণবিন্দু ।
গি-৬৩ ; ৬৬ । নরিষাস্ত হইতে শক
সমুদ্রের ভ্রম্যগ্রহণ করেন । হরি-হরি-১০ ।

(২) নরুৎশীর্ণ নরপতি মরুতের পুত্র
নরিষাস্ত, নরিষাস্তের তনয় দম, দমেব
পুত্র রাজাবর্দ্ধন । বিষ্ণু-৪র্থ-১ । (৩)
নরিষাস্তের পত্নী ও বজ্রের দ্রুহিতা
ইন্দ্রসেনা হইতে দম জন্মগ্রহণ করেন ।
দশার্ণপতি চাককস্মীর কন্যা সূমনা দমের
পত্নী ছিলেন । মার্ক-১৩৩ ।

নর্তক—প্রভাস ক্ষেত্রের নৈশ্বত দিকের
রক্ষক অগ্রতম দ্বারপাল । স্কন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭ ।

নন্দা—(১) নন্দাদার সূন্দরী, কেতুমতী
ও বসুদা নামে তিন কন্যা ছিল ।
ভৃগুদেব সূন্দরীকে রাক্ষস মালাবান্
কেতুমতীকে মালাবানের ভ্রাতা সূমালী
এবং বসুদাকে মালী বিবাহ করেন ।
রামা-উত্ত-৫ । (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয়
নরপতি ত্রসদস্যুর পত্নী নন্দা হইতে
সমুদ্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-১২ ।
শিব-ধর্ম্ম-৬০ । (৩) পিতৃগণের মানসী
কন্যা ও নরপতি পুরুকুৎসের পত্নী নন্দা
হইতে ত্রসদস্যু জন্মগ্রহণ করেন । হরি-

হরি-১৮ ; বায়ু-৭৩ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৯ । (৪) উরগগণের ভগিনী নর্মদাকে মাক্কাতার অশ্রুতম পুত্র পুরুকুৎস বিবাহ করেন । নর্মদা স্বীয় স্বামীকে রসাতলে আনয়ন করেন । এবং ত্রসদশ্য নামে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মে । ভাগ-৯ঙ্ক-৭ । (৫) নাগ-কুলের রক্ষার জন্য নর্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে আনয়ন করিয়াছিলেন । পুরুকুৎস নাগকুলের ধন ও আধিপত্য হরণকারী মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব দিগকে বিনাশ করিয়া নাগ কুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-৩ । (৬) ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে যে মানসী লোক বিরাজিত, ঐ লোকের মানসী কন্যা নর্মদা । মৎ-১৫ । (৭) স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ নর্মদা নদী স্বীয় অশ্রুচর রণোৎকটকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । বাম ৫৭ ।

নর্মদেশ্বর—কাশীস্থিত নর্মদেশ্বর মহা-দেবকে দর্শন ও মহাদান প্রদান করিলে মানব লক্ষ্মীবিহীন হয় না । স্কন্দ-কাশী উত্ত-৬ ।

নর্য—অতি প্রাকালে বৈদিক যুগে নর্য নামে এক রাজা ছিলেন । ইন্দ্র শত্রু হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন । ঋগ-১।৫৪।৬১ ।

নল—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর নিষধ, নিষধের তনয় নল, নলের তনয় নভ, নভের তনয় পুণ্ডরীক । হরি-হরি-

১৫ । (২) নরপতি বীরসেনের পুত্র নল । হরি-হরি-১৫ ; লি-৬৬ । (৩) যযাতির অশ্রুতম তনয় যত্ন, যত্নের তনয় সহস্রজিৎ, ক্রোড়ী, নল ও রিপু এই চারিজন । ভাগ-৯ঙ্ক-২৩ । (৪) চন্দ্র-বংশীয় নরপতি বিলোমকের তনয় নল, নলের তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় বসু । এই নল সন্নীতে তুষ্কর সদৃশ বিখ্যাত ছিলেন । এবং চন্দ্রনামক চন্দ্রভি নামেও খ্যাত ছিলেন । লি-৬৯ । (৫) যজ্ঞবল্ক্যের কৌশিকের পুত্র সুষম্ভ, তৎপুত্র নল । কুর্শ্ম-পূ-৩৩ । (৬) কিষ্কিন্দার আধিপতি বানরদলপতি নল, স্ত্রী-বীর আত্মানে সীতার অন্বেষণার্থ বহুসহস্র বানর মৈত্র সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি লঙ্কাসমরে প্রতর্পণ নামক রাক্ষসপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; রামা-লঙ্কা ৪০ । বিশ্বকর্মার পুত্র নল । সেতুবন্ধন করিবার জন্য সমুদ্র, তাঁহাকে রাম হস্তে প্রদান করেন । তাঁহারই কোশলে সমুদ্র বন্ধন সম্পন্ন হয় । রামা-লঙ্কা-২২ । (৭) নিষধ দেশে বীরসেন নামে এক মহীপাল ছিলেন । তাঁহার নল নামে এক পরম ধার্মিক তনয় ছিল । তিনি স্বীয় ভ্রাতা পুরুকর্কটক হাতে পরাজিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিনী দময়ন্তী সহ বনবাসী হইয়াছিলেন । একদা নল স্বীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা রাজহংসকে দেখিয়া

তঁাহাকে ধরেন। সেই হংস তখন মনুষ্য বাক্যে তঁাহাকে বলিল—আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার সহিত বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তীর পরিণয় কাণ্ড সম্পন্ন করাইয়া দিব। নলহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেই হংস সহচরগণ সহ বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হইল। সেই হংস সহচরগণ সহ রাজধানীর সরোবরে বিচরণ করিতেছিল। এমন সময়ে দময়ন্তী সেই স্থানে সখীগণ সহ উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই হংস সকল দেখিয়া সখীগণ সহ ধরিতে উদ্যোগ করিলেন। তিনি যে হংসের অনুসরণ করিতেছিলেন, সে মনুষ্য বাক্যে তঁাহাকে বলিল—আপনি আমাকে ধরবেন না। আপনার সহিত নিষধরাজ নলের পরিণয় কাণ্ড সম্পন্ন করাইয়া দিব। এই বলিয়া নলের খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। দময়ন্তী নলের গুণের কথা শুনিয়া তঁাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এদিকে কন্যা যৌবন সীমায় পদার্পণ করাতে বিদর্ভরাজ ভীম দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তঁাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দেবগণও স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিলেন। দময়ন্তী পূর্বে হইতেই নলের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। সুতরাং স্বয়ম্বর সভায়ও সকলকে উপেক্ষা করিয়া নলের গলেই মাল্য সমর্পণ করিলেন। দেবগণ

ইহাতে হ্রঃখিত হইলেন। প্রস্থান কালে পথে কলি ও দ্বাপরের সহিত দেবগণের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণমুখে স্বয়ম্বর সংবাদ অবগত হইয়া কলি নলের প্রতি জাতক্রোধ হন। দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া দময়ন্তী একজন মানুষকে বরণ করিয়াছে, এই তঁাহার অপরাধ। ইহার কিছু কাল পরে কলি, নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া তঁাহার অনিষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। নলের ভ্রাতা পুষ্কর অক্ষকীড়ায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। কলির কুপরামর্শে পুষ্কর নলকে বার বার অক্ষকীড়ায় উদ্ভোজিত করিতে লাগিলেন। নল অবশেষে তঁাহার সহিত পাশা খেলার প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পণে রাজাধন সমুদয় হারাইয়া বনবাসী হইলেন। ইহার পূর্বেই দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তঁাহাদিগকে বিদর্ভ রাজ্যে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে বনে এক দিন খুব ক্ষুধার্ত হইয়া নল কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তঁাহাদিগকে ধরিবার জন্য স্বীয় পরিধের বস্ত্র তঁাহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন। পক্ষী সকল সেই বস্ত্র লইয়া আকাশ পথে চলিয়া গেল। নল বিবস্ত্র হইয়া অতিশয় হ্রঃখিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে এক মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ

করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন । এবং অল্প কাল মধ্যেই উভয়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন । কিছুক্ষণ পরে নল জাগরিত হইয়া বস্ত্র খণ্ডকে ছিন্ন করিয়া দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিলেন । দময়ন্তী জাগরিত হইয়া নলকে দেখিতে না পাইয়া, অতিশয় অস্থির হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে সেই বনের নানা স্থানে নলকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে তিনি এক অজগর সর্পের সম্মুখে পতিত হইলেন । সেই সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল । ইতাবশয়ে তাঁহার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া, এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইল এবং এক শাপিত অস্ত্রে সেই সর্পকে নিপাত করিল । ব্যাধ তাঁহাকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিল । কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রতি মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দময়ন্তীর শাপে সে গতায়ু হইল । সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা অরণ্য ভ্রমণান্তে অবশেষে এক বণিক দলের সঙ্গে কিছুদিন গমন করিলেন । তৎপরে তিনি চেদিরাজ সুবাহুর আলয়ে রাজ-কুমারী স্নানদার সখী রূপে অবস্থান করিতে গািলেন । এদিকে নরপতি নল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃখিত মনে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলেন । এমন সময়ে সেই অরণ্যে অগ্নি

সংযোগ হওয়ায় কে যেন “রক্ষাকর” “রক্ষা কর” বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে শুনিতে পাইলেন । নল তথায় উপস্থিত হইয়া কর্কটিক নাগকে সেই দাবদাহ হইতে উদ্ধার করেন । তাহাতে কর্কটিকের সহিত তাঁহার সখ্যাতা জন্মে । নল তাঁহারই পরামর্শে ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথীর কার্যে নিযুক্ত হন । রাজা ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্ববিদ্যা ও নল ঋতুপর্ণের নিকট অক্ষকীড়া শিক্ষা করেন । এই স্থানে তিনি বাহক নামক ছদ্ম নামে অভিহিত হইতেন । এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম, নল ও দময়ন্তীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বাওয়ার পরই, তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন । সুদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বভ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া চেদিরাজ সুবাহুর ভবনে অবশেষে দময়ন্তীর সহিত দেখা করেন । রাজমাতা, সুদেবমুখে দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আপন ভগিনীর কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিলেন । তদবধি দময়ন্তী আপন মাসীর যথেষ্ট স্নেহ লাভ করিতে লাগিলেন । অবশেষে লোকজন সমভি-বাহারে তাঁহাকে তিনি বিদর্ভরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন । বিদর্ভরাজ নলের অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন । অবশেষে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া খবর

দিলেন যে, নল ঋতুর্ণ রাজভবনে
আছেন। তখন দময়ন্তী বুদ্ধিপূর্ব্বক
এক ব্রাহ্মণকে ঋতুর্ণ রাজ্যে প্রেরণ
করিয়া, দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বর হইবেন এই
সংবাদ প্রদান করেন। ঋতুর্ণ এই
সংবাদ পাইয়া পরদিন সারথী বাহকের
সহিত বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইলেন।
কিন্তু বিবাহের কোনও আয়োজন
উত্তোগ না দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিত
হইলেন। দময়ন্তী স্বীয় বিশ্বস্তা
পরিচারিকা দ্বারা সারথী বাহকই যে
নরপতি নল, এই পরিচয় পিতা ভীম-
সেনকে জ্ঞাপন করিলেন। ভীমসেন
নলের দর্শনে অতিমাত্র আশ্চর্য্যিত
হইলেন। এইরূপে নল ও দময়ন্তীর
পুনর্মিলন হইল। মাসাধিক ঋতুরালয়ে
যাপন করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ নল
স্বরাজ্যে গমন করিলেন। পুষ্করকে
দৌত্যে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্য
লাভ করিলেন। মহাভা-বন-৫২ ৭৯।

নলকুবর, নলকুবের, নলকুবর—(১) যক্ষ
রাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর। কৌবের
তীর্থে তপস্তা করিয়া মহাত্মা কুবের
ঐহার পুত্র নলকুবেরকে প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৮। (২)
কুবেরের তনয় নলকুবর ও মণিগ্রীব
ঐশ্বর্য্যামদে মত্ত হইয়া অতি অনাচারী
হইয়াছিলেন। একদা ঐহার সুরা-
পানে মত্ত হইয়া, যুবতী রমণীগণ সহ
হিমালয়ের সন্নিধানে গঙ্গায় উলঙ্গ

হইয়া, বিহার করিতেছিলেন। এমন
সময়ে নারদ সেই স্থান দিয়া গমন
করিতেছিলেন। রমণীগণ নারদকে
দেখিবামাত্র বস্ত্র পরিধান করিলেন।
কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এই
জন্ত নারদ তাঁহাদিগকে “বৃক্ষরূপে
পরিণত হও” বলিয়া শাপ প্রদান
করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে
তাঁহাদের মুক্তি হয়। ভাগ-১০ স্ক-১০।
(৩) নলকুবেরের পত্নী রম্মাকে লঙ্কাপতি
রাবণ নরপুংসক ধ্বংস করেন। দেহজন্তু
নলকুবের রাবণকে শাপ দেন যে—
“তুমি কোনও অকামা যুবতীকে
অক্রমণ করিলেই তোমার মস্তক
সপ্তধা চূর্ণীকৃত হইবে।” উত্ত-৩১।
(৪) কুবেরের পত্নী সীতা হইতে নল
কুবের জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৭০।
(৫) একদা কুবেরের তনয় নলকুবর ও
মণিগ্রীব মন্দাকিনী তীরস্থ নন্দন বনে
গমন করেন। তখন অম্বরীগণ তাঁহা-
দের সম্মুখে গান করিতেছিল। সেই
সময়ে ধনমত্ত ও সুরামত্ত যুবকদ্বয় নয়
হইয়া বিচরণ করিতেছিল। তদর্শনে
মরষি দেবল এই বলিয়া শাপ দেন যে—
তোমরা শত বৎসর বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত
হইয়া থাক। দ্বাপরের অবসানে
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইবে।
গর্গ-গোল-১৯। (৬) নলকুবর গঙ্গামান
পর্ব্বতে লক্ষ্মী তীর্থে স্নান করিয়া মাত্র

বরাপ্‌সরা রুম্বাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
 স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১ । (৭) অগ্রহায়ণ মাসের
 শুক্লা তৃতীয়াতে অতীষ্ট তৃতীয়া ত্রত
 পালন করিয়া, কুবের পত্নী শ্রীমুখী,
 নলকুবের নামে এক পুত্র লাভ করেন ।
 স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩ । (৮) কুবেরের
 পত্নী বুদ্ধি নলকুবেরকে প্রসব করেন ।
 স্বন্দ-প্রভা প্রভা-২০ ।

নলকুবেরলিঙ্গ—কাশীস্থিত একটা শিব-
 লিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭ ।

নলদা—নরপতি ভদ্রাধের অত্যন্তমা
 কন্যা । স্বন্দ প্রভা প্রভা-২০ । ভদ্রাধ
 দেব ।

নলনাভ—এ ন গন্ধর্ষপতি । তাঁহার
 পুত্র ইন্দীবর । ইন্দীবরের কন্যার
 নাম মনোরমা । মার্ক ৬৩ ।

নলিন—বিষ্ণোপরিচর নামক গন্ধর্ষের
 পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রতাগ্রহ,
 কৃশ, মণিবাহন, মাথলা, নলিন ও
 মংশুকাল নামে সাত পুত্র জন্মে ।

নলিনী—নরপতি অজমীড়ের অত্যন্তমা
 পত্নী নলিনী হইতে নীল নামে এক
 তনয় জন্মগ্রহণ করে । বায়ু-৯৯ ;
 ভাগ-৯৯ ২১ ।

নল্লব—(১) পুরুষবার পৌত্র ও আয়ুর
 পুত্র নল্লব, অহঙ্কারের জ্ঞাত স্বর্গচ্যুত ও
 বিনষ্ট হন । মনু-৭, ৪০—৪২ । অগ্নি
 তাহার সেনাপতি ছিলেন । ঋগ-১।৩১।
 ১১ । অগ্নি প্রজাগণকে বল দ্বারা
 নিরুদ্ধ করিয়া নল্লব রাজার করপ্রদ

করিয়াছিলেন । ঋগ-৭।৩৬ ; (২)
 পুরুষবার অত্যন্তমা পুত্র আয়ু, আয়ুর
 পত্নী স্বর্ভানবীর গর্ভে নল্লব, বৃদ্ধশর্মা,
 রাজিঙ্গয় ও অনেবস নামে চারি পুত্র
 জন্মে । তন্মধ্যে সত্যপরাক্রম নল্লব
 ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়া-
 ছিলেন । নল্লব, পিতৃলোক, দেবতা,
 ঋষি, গন্ধর্ষ, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও
 বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে পালন
 করিতেন । তিনি দম্বাদিগকে এইরূপ
 ভাবে শাসিত করিয়াছিলেন যে,
 তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে
 বহন করিত । তিনি স্বকীয় তেজ
 প্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকেও
 পরাভব করিয়া ঋষিদিগকে ইন্দ্র
 উপভোগ করাইতেন । তাঁহার যতি,
 যযাতি, সংযাতি, অয়তি, অয়তি ও
 ধ্রুব নামে ছয় পুত্র ছিল । তন্মধ্যে
 যতি যোগবলে মুনি হইয়া, চরমকালে
 পরব্রহ্মে লীন হন । মহাভা-আদি-৩৫,
 ৭৫ । (৩) স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে
 আয়ুর নল্লব, বৃদ্ধশর্মা, রম্ভ, রজি,
 অনেনা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । হরি-
 হরি-২৮ । (৪) কণ্ঠপের অত্যন্তমা পত্নী
 কঙ্ক হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় বামন,
 নল্লব প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন ।
 হরি-হরি-৩ । (৫) সুধম্বা নামক পিতৃ-
 গণের মানসী কন্যা বিরজা হইতে
 নরপতি নল্লবের যযাতি নামক পুত্র
 জন্মগ্রহণ করেন । হরি হরি-১৮ । (৬)

নহষের যতি, যযাতি, শযাতি, আয়তি, বিরতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। ভাগ-৯৯-১৭—১৯। (৮) পিতৃকন্ডা বিরজার গর্ভে নহষের যতি, যযাতি, সংযাতি আয়তি, অন্ধক ও বিজাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। লি-৬৬। (৯) আয়ুর তনয় নহষ অতিশয় গর্কিত হইয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার শিবিকা বহনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে নহষের পদ অগস্ত্যের অঙ্গ স্পর্শ করে। সেজ্জন্ম অগস্ত্য তাঁহাকে “সর্প হও” বলিয়া শাপ দেন। শাপ প্রাপ্ত নহষ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলে, তিনি বলিলেন,—যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, তাঁহাদ্বারা ই তোমার মুক্তি হইবে। বনবাস কালে একদা সর্পরূপী নহষ কর্তৃক ভীম আক্রান্ত হন। যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্নের উত্তর দিয়া, ভীম ও রাজা নহষকে মৃত করেন। মহাভা-বন-১৭৫—১৮০। (১০) অষ্টার তনয় ত্রিশিরা ও বৃদ্ধকে সংহার করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র স্বকৃত পাপে হতচেতন হইয়া জগতের প্রান্তবর্তী সলিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া, বিচেষ্টমান ভূজঙ্গের দ্বারা অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্রের অভাবে পৃথিবী ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরম ধাশ্মিক নরপতি নহষকে দেব-

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নহষ ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়া ইন্দ্রের পত্নী শচীর প্রতি অভিলাষী হইলেন। শচী বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতির পরামর্শে শচী নহষকে বলিলেন যে, যদি নহষ সপ্তর্ষিগণ বাহিত যানে আরোহণ করিয়া আগমন করেন। তবেই তিনি তাঁহার আলুগত্য স্বীকার করিবেন। তদনুসারে নহষ অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণকে শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিলেন। এবং শিবিকা বহন কালে তাঁহার পদ অগস্ত্যের অঙ্গ স্পর্শ করায়, অগস্ত্য তাঁহাকে “সর্প হও” বলিয়া শাপ দেন। মহাভা-উদ্-১০-১৬। নহষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিজাতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (১২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অশ্বরীষের তনয় নহষ, নহষের তনয় যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ। রামা-আদি-৭০। (১৩) নহষের পুত্র নাভাগ। রামা-অনো-১১০। (১৪) বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া, ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আয়ুর তনয় নরপতি নহষ শত সহস্র বৎসর দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রামা-উদ্ভ-৬৬। (১৫) চন্দ্রবংশীয় নরপতি আয়ুর পঞ্চ পুত্রের অগ্রতম নহষ। সূর্য্যবান্দী পিতৃগণের মানসী কন্ডা বিরজা নরপতি নহষের পত্নী ছিলেন। বিরজা

হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাচি, শর্ঘ্যাতি ও মেঘযাতি নামে সাত পুত্র জন্মে । মৎ-১৫, ২৪ । (১৬)

স্বায়ম্ভুব মনুর অগ্রতম পুত্র নহষ । শিব জ্ঞান-৬২ । পুরুষবার তনয় নহষ, নহষের তনয় যযাতি । কঙ্কি ৩য়-৪ ।

(১৭) পুরুষবার তনয় আয়, আয়র পুত্র রস্তিনার, রস্তিনারের তনয় বিয়তি, বিয়তির তনয় কৃতি, কৃতির তনয় নহষ, নহষের তনয় যযাতি । বৃহৎ-মধ্য-২৯ ।

নাক—মহর্ষি মুদগলের তনয় মোদগলা নাক অতিশয় জ্ঞানপিপাসু ছিলেন ।

তাঁহার মতে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই অনুর্ত্তেয় । তৈত্তি ১।৯ ।

বরুণের শস্ত্রী সামুদ্রী দেবী হুনা দেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন । তাঁহার কলি ও বৈষ্ণব নামে দুই পুত্র এবং সুর সুন্দরী নাম্নী একটা কন্যা জন্মে । বিশ্বকর্মা তনয়া হিংগা কলির ভার্য্যা ছিলেন । কলির প্রথম ভার্য্যা নিকুতি হইতে নাক, বিষ, সঙ্কম ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৮৪ ।

নাকচর—সপ্ত পিতৃগণের অগ্রতম নাকচর । মহাভা-সভা-১১ ।

নাকুরয়—কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি নাকুরয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি । তাঁহাদের বংশর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৯ ।

নাকুলি—মহর্ষি নাকুলি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি । তাঁহাদের

ভৃগু, চ্যবন, আপ্সুবান্, জমদগ্নি ও ঔরু এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৫ ।

নাগ—কশ্যপের কন্যা সুরমা নাগদিগকে প্রসব করেন । রামা-অরণ্য-১৪ । (২) ঋগভের তনয় ভরত, ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের আট পুত্রের অগ্রতম নাগ । স্বন্দ-মাত্তে-কুমা-৩৯ । (৩) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে বলবান্ অমিত তেজস্বী বহুমন্তক বিশিষ্ট গুরুড়ের অমুগত সহস্র সর্প উৎপন্ন হয় । বিষ্ণু-১ম ১৫ ।

নাগগণ—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে নাগগণ তাহার সাহায্যের জন্য স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয় ও পরাজয় এই চারিজনকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ । (২) তাক্ষ দক্ষের বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামী নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন । তন্মধ্যে কদ্রু হইতে নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬স্ক-৬ ।

নাগচওখর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।

স্বন্দ-আব-চতু-১২ ।

নাগচুড়—নাগরাজের অন্যান্য নাগচুড় ।

স্বন্দ-আব-চতু-৮৪ ।

নাগজিহ্ব—স্বন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে পৃথুদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব, চক্রভাগ, পাবিকূর্ম, অশিক্ষক, চাববস্ত্র ও জম্বুককে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

নাগতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, নাগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর মাধবী, তীর্থনেমী, স্মিতানন, গীতাপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নাগদত্ত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম নাগদত্ত তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রো-৫৭।

নাগবীথী—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা যামীর গর্ভে নাগবীথীর জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-১৫; কৃষ্ণ-১৬; মৎ-২০৩; হরি-হরি-৩।

নাগরেখর—চণ্ডশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ সরস্বতী তীরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহাই নাগরেখর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১৬৪।

নাগাশী—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নাগাশী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। না। মহাভা-উদ্-১০০।

নাগেশ্বর—কুমারিকা ক্ষেত্রে নাগেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার পূজা ও অর্চনা করিলে সর্প ভয় থাকে না। স্কন্দ-মাত্ত-কুমা-৫৩।

নাগজিতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী নাগজিতা হইতে ভদ্রকার ও ভদ্রবিন্দ নামে দুই পুত্র ও ভদ্রবতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

(২) কোশল রাজ ধার্ম্মিক নগ্নজিতের

কন্যার নাম নাগজিতী (অন্যনাম সত্যা) ছিল। নগ্নজিত পণ রাখিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি আমার রক্ষিত সপ্ত বৃষের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে

পারিবেন, তিনিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। রক্ষিত সপ্তবৃষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগজিতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আমশঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০-৫৮। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী নাগজিতী বৃক, বৃকজিৎ, বৃকশ্ব, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে পাঁচ পুত্র এবং বৃজিনা নামী একটা স্ত্রন্দরা কন্যা প্রসব করেন। বায় ৯৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী নাগজিতী হইতে বিন্দু প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। বিষ্ণু ৫ম-৩২।

নাচিক—বিখ্যামিত্রের বহুপুত্রের অন্ততম নাচিক ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

নাচিকেত—মহারাজ যুধিষ্ঠির ময়দানব নিম্নিত সভাগৃহে যখন প্রবেশ করেন, তখন মহর্ষি নাচিকেত প্রভৃতি ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। মহর্ষি উদালকের তনয় নাচিকেত অতিশয় সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কোন কারণে উদালক ক্রুদ্ধ হইয়া নাচিকেতকে “যমের বাড়ী যাও” বলিয়া গালি দেন। তদনুসারে পিতৃসত্য পালনের জন্ত তিনি যমের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত

ন । যম তাঁহার সভাবাদিতার অতিশয়
প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন । এবং
তাঁহার পিতার নিকট পুন প্রেরণ করেন ।
নাচিকেত যমের বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্তন
করিয়া সমাগত ঋষিদের নিকট নরক
ইত্যাদির বর্ণনা করেন । বরা-১৯৩-
১০৫ । নাচিকেতা দেখ । মহাভা-
অনুশা-৭১, ৭২ ।

।ড়ায়ণ—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি নাড়ায়ণ
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন ।
তাঁহাদের অঙ্গিরা আজমীঢ় ও কঠা
এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৬ ।
।ড়ীজজ্ঞ—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম স্ত্রী
দাক্ষায়নীর গর্ভে রাজধর্ম জন্মগ্রহণ
করেন । তাঁহার অগ্র নাম ছিল
নাড়ীজজ্ঞ । এবং তিনি বকবিহঙ্গ
ছিলেন । গৌতম নামে কোনও ব্রাহ্মণ,
নাড়ীজজ্ঞের সহায়তায় নাড়ীজজ্ঞের বন্ধু
ব্রাহ্মসরাজ বিরাটপাক্ষের নিকট প্রচুর
অর্থ লাভ করেন । অকৃতজ্ঞ গৌতম সেই
উপকারী নাড়ীজজ্ঞকেই শেষে মারিয়া
ফেলেন । বিরাটপাক্ষ ইহা জানিতে
পারিয়া, সেই নরাধম গৌতমকে বধ
করেন । মহাভা শাস্তি ১৬৯-৭৩ ।

থ—বিকুণ্ঠ নামক দেবগণের অগ্রতম
নাথ ছিলেন । বায়ু ৬২ । বিকুণ্ঠ দেখ ।
দ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু, সূর্য্যামা,
বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিবস্বান্ ও
অতিনামা সপ্তর্ষি ছিলেন । মৎ-৯ ।
দিবক—এই নামে একজন কদ্র আছেন ।

এবং তাঁহার নামানুসারে একটি তীর্থ
স্থানও প্রসিদ্ধ আছে । অশ্ব-৮৫ ।

নাদেশ্বর—কাশীস্থিত নাদেশ্বর লিঙ্গের
আরাধনা করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ
হয় । স্বন্দ-কাশী-পু-৩২ ।

নাশ্বতি—যজুবংশীয় ধৃষ্টির পুত্র নাশ্বতি,
নাশ্বতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের তনয়
বোমা । কুর্শ্ম-পূ-২৪ ।

নাবল—প্রহ্লাদের তনয় বিরোচন,
বিরোচনের তনয় শম্ভু, শম্ভুর অগ্রতম
পুত্র নাবল । বায়ু ৬৭ । শম্ভু দেখ ।

নাভ—ভর্গীরণের তনয় শ্রুত, তৎপুত্র
নাভ, নাভের তনয় সিদ্ধদীপ । ভাগ-
৯স্ক-৯; কঙ্কি-৩স্ক-৩ । (২) বৈবস্বত মনুর
অগ্রতম তনয় নাভ । বিষ্ণু-৩৩১;
বায়ু ৬৪ । বৈবস্বতমনু দেখ ।

নাভগ—বৈবস্বত মনুর অগ্রতম পুত্র ।
মার্ক ৭৯ । বৈবস্বত মনু দেখ ।

নাভনেদিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অগ্রতম
পুত্র । ব্রহ্মাণ্ড ৭১ । বৈবস্বত মনু দেখ ।

নাভক—কথগোত্রীয় মহর্ষি নাভক
একজন ঋগ্বেদের মন্বদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
ঋগ-৮।৩৯।১ ।

নাভাগ—বৈবস্বত মনু হইতে ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা জাতি উৎপন্ন হয় ।
তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন
তাঁহারা সাক্ষবেদ অধ্যয়ন করিতেন ।
বেণ, ধূম্রা, নরিয়াস্ত, নাভগ; ইক্ষ্বাকু,
কার্ষ্য, শর্যাতি, ইলা, পৃথক্ ও নাভাগ-
রিষ্ট এই দশ জন ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ

হইলেন । মহাভা-আদি-৭৫ । নভগ
দেখ ।

নাভাগারিষ্ট—বৈবস্বত মমুর অগ্রতম
পুত্র । মহাভা-আদি-৭৫ । নাভাগ দেখ ।

নাভানৈদিষ্ট—স্বর্ষের পুত্র মম্ব, মম্বের পুত্র
নাভানৈদিষ্ট একজন প্রাচীন কালের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তাঁহার পিতা
মাতা ও ভ্রাতৃগণ বিষয় ভাগ করিবার
সময় তাঁহাকে বিষয়ের ভাগ না দিয়া
কুদ্রের স্তব করিতে বলেন । তদনুসারে
তিনি কুদ্রের স্তব করিতে উদ্যত হইয়া
অঙ্গিরাদের যজ্ঞাহুষ্ঠানে উপনীত হন ।
সেই সময় হোতার্য অনেক মন্ত্র বিস্মৃত
হইয়াছিলেন । তিনি তাঁহাদিগকে
সেই সকল মন্ত্র বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন
করাইয়া দিলেন । ঋগ-১০।৩।১২, ১৮ ।

নাভি, নাভী—(১) স্বায়ম্ভুব মম্ব বংশীয়
আয়ীশ্বের পুত্র নাভী । তিনি পূর্বে
চিন্তির গর্ভে জন্ম লাভ করেন । নাভীব
পত্নী মেরু দেবীর গর্ভে বিষ্ণুর অষ্টম
অবতার ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ
১ঙ্ক-৩ । ২ঙ্ক-৭ ; ১১ঙ্ক-২ । মার্ক ৫৩ ।

(২) ঋষভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নাভী
তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক
স্বীয় পত্নী মেরুদেবীর সহিত বদরিকা-
আশ্রমে গমন করেন ও তথায় পরলোক
প্রাপ্ত হন । ভাগ-৫ঙ্ক-২ । (৩) নাভি
হিমালয়ের দক্ষিণ দিকস্থ ভারতবর্ষে
রাজত্ব করিতেন । বিষ্ণু-২য়-১ । (৪)
নাভির স্ত্রী মেরুদেবী ঋষভকে প্রসব

করেন । ঋষভের তনয় ভরত । বরা
৭৪ । শিব-জ্ঞান-৪৭ । অগ্নি-১০৭ ।

ব্রহ্মাণ্ড-৩৪ ; বায়ু-৩৩ ; ঋক-মাহে-
কৃমা-৩৭ ।

নাভিকেতু-জনৈক ঋষি । পদ্ম-উত্ত-১৩৫ ।

নাভিশুপ্ত—নরপতি শ্রিয়ত্রতের অগ্রতম
পুত্র হিরণ্যারেতা কুশদীপের অধিপতি
ছিলেন । এই দ্বীপে দেবকৃত একটা
কুশস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইহার নাম কুশ-
দ্বীপ হয় । হিরণ্যারেতার বম্ব, বম্বদান,
দৃঢ়রুচি, নাভিশুপ্ত, সমাত্রত, বিপ্র ও
দেব নামে সাত পুত্র ছিল । এই
দ্বীপকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া,
তিনি সপ্ত পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক
একটা বর্ষ প্রদান করেন । ভাগ-৫ঙ্ক-
২০ ; ঋক-মাহে-কৃমা-৩৭ ।

নাগকি—মহর্ষি নাগকি একজন অঙ্গিরা
বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের
অঙ্গিরা বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি
আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৬ ।

নারদ—(১) কথ গোত্রীয় মহর্ষি নারদ
একজন ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক
মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৮।১৩।১ ।

(২) কশ্যপের অগ্রতম পত্নী মুনির গর্ভে
অর্কপর্ণ, কলি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ
করেন । মহাভা-আদি-৬৫ । (৩) নারদ
নামে এক ঋষি ছিলেন । তাঁহার
ভাগিনেয়ের নাম ছিল পর্কত । তাঁহার
উভয়ে কিছুদিন রাজা স্বজ্ঞয়ের আলয়ে

অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন ঠাঁহার মনে যে ভাব উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে। রাজা স্বজ্ঞয়ের গৃহে অবস্থান কালে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা সুকুমারী তাঁহাদের পরিচর্যা করিতেন। নারদ তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু ভাগিনের পক্ষ হইয়া জানিতে পারিয়া অভিষাপ প্রদান করেন যে,—“তুমি আমার নিকট মনোভাব গোপন করিয়াছ, অতএব এই কন্যাকে তুমি বিবাহ করিলে, এই কন্যা ও অপরে তোমাকে বানর মুখো দেখিবে”। নারদও প্রাতিশ্রুতি দেন যে,—“তুমি তপস্থানিরত হইলেও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। পরে উভয়ে উভয়ের শাপ প্রতिसংহার করেন। মহাভা-শান্তি-৩০। (৪) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম নারদ ছিল। মহাভা-অমুশা-৪। (৫) ব্রহ্মার তনয় নারদ। দক্ষপ্রজাপতি, বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীতে প্রথমত হর্ষাশ্ব প্রভৃতি পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই দেববিন্যাসের পরামর্শে সন্ন্যাসীশ্রম অবলম্বন করেন। এই সকল পুত্র সন্ন্যাসী হইলে, দক্ষ আবার অসিক্লীতে সবলাশ্ব প্রভৃতি এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন।

তাঁহারাও নারদের পরামর্শে সন্ন্যাসী হইয়া গেলে, দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দেন যে, “তুমি বিনষ্ট হও, গর্ভ বাস যন্ত্রণা ভোগ কর”। দক্ষ কন্যাকে এক কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে নারদ আবার জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৬) ক্রীমদ্ভাগবত মতে নারদ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। (৭) তিনি পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণব তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৮) কোনও বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের এক দাঁড়ীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা সেই ব্রাহ্মণদের পরিচর্যাতেই নারদকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহারা দয়া করিয়া নারদকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। তাঁহার পঞ্চ বৎসর বয়স্ক কালে, সর্পীণ্ডাতে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পরে কিছুকাল দেশ ভ্রমণে যাপন করিয়া, তিনি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন, এবং সিদ্ধিলাভ করেন। ভাগ-১স্ক-৬। (৯) ভগবান্ ব্রহ্মার দশ পুত্রের অগ্রতম নারদ। ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদের জন্ম হয়। ভাগ-৩স্ক-১২। (১০) পূর্বে জন্মে নারদ উপবর্ধণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে হরি গাথা গান করিবার জন্য বিশ্বশ্রষ্টাগণ গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাগণকে আহ্বান করেন। সেই স্থানে নারদ স্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,

উপস্থিত হন। তদর্শনে বিশ্বশ্রষ্টাগণ ক্রূপিত হইয়া, “শূদ্র যোনীতে জন্মগ্রহণ করিবে” বলিয়া অভিশাপ দেন। সেই-জন্ত তিনি দাসী গর্ভে জন্মলাভ করেন। ভাগ ৬৯-১৫। (১১) ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ, নারদের কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। (১২) একদা নারদ ও পর্কত মুনি পরম ধার্মিক রাজা অশ্বরীষের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপকৃপ স্তন্দরী কন্যা শ্রীমতীকে দেগিয়া উভয়েই সমকালে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ত প্রার্থী হইলেন। রাজা তাঁহা-দিগকে বলিলেন, কন্যা স্বয়ং তাঁহাকে বরণ করিবে তিনি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। নারদও তখনই বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন পর্কত মুনির মুখ বানরের মুখের মত হয় এবং পর্কত মুনি প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় নারদের মুখ যেন গোলাঙ্গুলাখ্য বানরের মত হয়। বিষ্ণু উভয়ের প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন। যথাকালে স্বয়ম্বর সভার উভয়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী তাঁহাদের বিকৃত মুখ দেখিয়া কাহাকেও বরণ করিলেন না। এদিকে বিষ্ণু দিবা পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী তাঁহাকেই বরণ করিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান

করেন। শ্রীমতী অদৃশ্য হইলে নারদ পর্কত মুনি ইহা অশ্বরীষের চাতুরী মনে করিয়া, তাঁহাকে শাপ দেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত অশ্বরীষের ইহাতে কিছুই হইল না। লি-উ-২। (১২) নারদের পত্নীর নাম সত্যবতী। মহাভা-উদ্-১১৬। বশিষ্ঠ নারদের ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। অরুন্ধতীর পুত্র শক্তি। মৎ-২০১। নারদের শাপে কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব বৃক্ষরূপে পরিণত হন। ভাগ ১০৯-১৭। নারদ উর্দ্ধরেতা ছিলেন। সেইজন্ত তাঁহার বংশ নাই। ভাগ-৬৪-৭। (১৩) নারদ নামে একজন শিবভক্ত গন্ধর্ভ ছিলেন। লি-৫৫। নারদের নিকট রাম চরিত্র শ্রবণ করিয়াই বায়িকৌ রামায়ন রচনা করিতে আরম্ভ করেন। রামা-আদি-১। তিনি রামের বন গমন কাণে উপস্থিত ছিলেন। রামা-অঘো ১১২। (১৪) বোল জন মোনেয় গন্ধর্ভের অজ্ঞতম নারদ ছিলেন। বায়ু-৬৯। মোনেয় গন্ধর্ভ দেখ। ব্রহ্মার মানস পুত্রদের মধ্যে নারদ অজ্ঞতম। মৎ-৩। পর্কত ও নারদ মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। ইহারা দেবগণের নিকট গমন করিয়া থাকেন বলিয়া, দেবর্ষি নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্রাদি তপোধনগণ, পরে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, তদনন্তর, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু,

পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশ জনকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্ম্মে, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে ও নারদকে মুক্তি পথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বরা-২। নারদ পূর্ব্ব জন্মে অবন্তী পুরীতে এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বারস্বত নামে খ্যাত ছিলেন। সারস্বত সরোবরে (অথ নাম পুষ্কর) তপশ্শা করিয়া তিনি নারায়ণের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পরে সেই নারায়ণেই লয় প্রাপ্ত হন। নারদ পিতৃলোককে নার অর্থাৎ পানীয় দান করিয়া নারদ নামে খ্যাত হন। বরা ৩।

নারদকেশব—কাশীস্থিত নারদকেশবের পূজা করিলে, আর পুনর্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৮।

নারদী--বিখ্যামিত্রের বহু পুত্রের অগ্রতম নারদী ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

নারদেশ—প্রভাস ক্ষেত্রে নারদেশ লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। কলিতে এই লিঙ্গ কলকলেশ নামেও কীর্ত্তিত হন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা ৭৫।

নারদেশ্বর—কুমারিকা ক্ষেত্রে নারদেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার অর্চনা করিলে সমুদ্র পাতক দূর হয়। স্কন্দ মাহে-কুমা-৫৩।

নারদেশ্বরী—প্রভাস ক্ষেত্রে নারদেশ্বরী দেবীর অর্চনা করিলে পরম পুণ্য লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৪৭।

নারসিংহী—(১) অরুণাস্থের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নারসিংহী তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন। মৎ-১৭২। পদ্ম সৃষ্টি-৩৬। (২) চতুষ্টী যোগিনীর অগ্রতমা। কালিকা-৬৩। (৩) কাশী-স্থিতা চক্রান্তা দেবী নারসিংহীকে অর্চনা করা কর্ত্তব্য। স্কন্দ কাশী-উত্ত ৭০।

নারা (১) নরপতি উর্ধ্বীনরের পুত্র নৃগ। নৃগের স্ত্রী নারা হইতে নর ও কুমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭। (২) ভগবান্ স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজাগণকে সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে জল সৃজন করেন। এবং তাহাতে বীজ রোপণ করেন। নরের সন্তান বলিয়া জল নারা নামে খ্যাত। হরিবংশ উপক্ৰ।

নারায়ণ—(১) মহর্ষি নারায়ণ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিবিধ পুণ্যের স্ততি করিয়া যে ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন, তাহাই পুরুষসূক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। ঋগ-১০।৯০।১। (২) বিষ্ণুর অগ্র নাম নারায়ণ। মহাভা-আদি-১। (৩) ভগবান্ নারায়ণ সমুদ্র পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। মহাভা-শান্তি-৩৫০। (৪) বিষ্ণু নারাকে (জলকে) আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-২। (৫) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ নামক

ঋষিষয় জনগ্রহণ করেন। ভাগ-২ঙ্ক-৭।
 (৬) মগধের কথ্য বংশীয় নরপতি
 ভূমিত্রের তনয়ের নাম নারায়ণ,
 নারায়ণের পুত্রের নাম মুশর্যা। ভাগ-
 ১২ঙ্ক-১। (৭) যুগে যুগে অনেক বাস
 ছিলেন। বরাহকল্পে নারায়ণ একজন
 বেদবিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান
 প্রদর্শক শিবাবতার বাস ছিলেন।
 লি-৭। (৮) কল্পের অবসানে তমোভূত
 স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল অতি ভয়ানক
 একাধিক হইয়াছিল। তৎকালে দেবতা
 ও ঋষিগণ কেহই বিচ্যমান ছিলেন না।
 সেই সময়ে নারায়ণ সেই অর্ণব মধ্যে
 অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।
 একদা স্তম্ভ নারায়ণের নাভিতে লীলায়
 জন্ম বিমল পঙ্কজ উদ্ভূত হইয়াছিল।
 ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা
 নারায়ণকে উত্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন,—তুমি কে? তখন নারায়ণ
 উত্তর করিলেন, আমি সকলের উৎপত্তি
 ও বিনাশহেতু নারায়ণ। নারায়ণ
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? ব্রহ্মা
 বলিলেন,—আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এই
 ব্রহ্মাও আমাতেই সংস্থিত। তখন
 নারায়ণ ব্রহ্মার অহুমতি গ্রহণ করিয়া
 তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া দেবতা,
 অমর, মনুষ্য প্রভৃতি সন্দর্শনপূর্বক
 আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার মুখ
 দিয়া বাহির হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা
 নারায়ণের উদরে প্রবেশ করিলেন;

কিন্তু নারায়ণ বহির্গমনের সমুদয় পথ
 বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ব্রহ্মা
 নারায়ণের নাভীস্থিত পদ্ম দিয়া বাহির
 হইয়া বলিলেন,—আমি সর্বলোকের
 আত্মা, আপনি ও আমি ভিন্ন লোক-
 দিগের অস্ত্র পরমেশ্বর নাই। তখন
 নারায়ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া
 বলিলেন,—আপনার একথা বলা উচিত
 হয় নাই। ইতিমধ্যে মহাদেব তথায়
 উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে
 স্তুতি করিয়া তৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা
 করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে সেই
 বর দিলেন। নারায়ণ শিবের আরাধনা
 করিয়া অচলা ভক্তি বর প্রাপ্ত হইলেন।
 ভৃগুর পত্নী ব্যাধি হইতে নারায়ণের
 পত্নী লক্ষ্মী প্রসূতা হন। কৃষ্ণ পু-১৩।
 (৯) সাধ্য দেবগণের অষ্টতম নারায়ণ।
 মৎ-১০৩। সাধ্য দেবগণ দেখ। (১০)
 মহর্ষি আমৃষ্যানের পুত্র নারায়ণ। চারায়ণ
 ঋষির কন্যা ভবানী ও গোমতীকে তিনি
 বিবাহ করেন। কিন্তু নারায়ণ অকালে
 সর্প দংশনে প্রাণ ত্যাগ করেন। স্বন্দ-
 কানী-উত্ত-৭৬। (১১) কাঞ্চকুজ দেশে
 অজামিল নামে এক দাসীপতি ব্রাহ্মণ
 ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ
 ছিল। ভাগ-৬ঙ্ক-১, ২। অজামিল
 দেখ। নারায়ণ সোমের যজ্ঞে উপদ্রষ্টা
 হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী সোমের
 রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল তাঁহার
 আলয়ে, তাঁহার স্বরূপে অবস্থান
 করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।

নারায়ণী—(১) মহাদেবের পত্নী পার্শ্বতীর
অগ্ন্যনাম। সৌর-৪২। (২) সাবিত্রী
দেবী সুপার্ব গিরিতে নারায়ণী নামে
অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩)
কাশ্মীরপতি বম্বুর স্ত্রীর নাম নারায়ণী
ছিল। বম্বু পূর্বে জন্মে দক্ষিণা পথে
জনস্থানের রাজা ছিলেন। তখন তিনি
ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত
দ্বাদশী ব্রত করিতে আরম্ভ করেন।
কিন্তু ব্রত উদ্যাপন করিবার পূর্বেই
মৃত্যুপথে পতিত হন। পরে তাঁহার
স্ত্রী নারায়ণী সেই ব্রত উদ্যাপন করিলে,
তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। বরা-
৬। (৪) নারায়ণের স্ত্রীর নাম নারায়ণী।
শিব জ্ঞান ২। (৫) কাশীস্থিত গোপী
গোবিন্দের পশ্চিমে নারায়ণী দেবী
অবস্থিত থাকিয়া শৃঙ্গনির্মিত ধনু হইতে
নিষ্কপ্ত ভীষণ শরদ্বারা কানীর চতুর্দিকে
বিষ রাশিকে উৎসাদিত করিতেছেন।
এবং তাঁহার উন্নত তর্জনী হইতে চক্রাঙ্ক
নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি
তাঁহাকে প্রণাম করে কানীতে তাঁহার
মহাভাদ্র হইয়া থাকে। স্বন্দ-কাশী-
উত্ত ৭০।

নারী—মেকুর অগ্ন্যতমা কন্যা নারীকে,
মহুবংশীয় নরপতি আয়ীধের অন্যতম
পুত্র কুরু বিবাহ করেন। ভাগ-৫৯-২।
অঙ্গিরা বংশীয় নারী একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের
অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠা এই

তিনটি আর্ষ্য প্রবর। মৎ-১২৬।
নারীকবচ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহীপতি
অশ্বকের পত্নী উত্তরা হইতে মূলক
জন্মগ্রহণ করেন। মূলক পরশুরামের
ভয়ে জীলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া
অবস্থান করিতেন। সেই জন্ত তিনি
নারীকবচ নামে খ্যাত হন। মূলকের
তনয় শতরথ। লি-৬৬; বিষ্ণু ৪র্থ-৪।

নারীপাল—স্বীয়াজোর অধিপতি নারী-
পাল ছিলেন। তাঁহার দ্বা মোহিনী
রাজ্য শাসন করিতেন। গর্গ-অধ্যমে-১৭।

নারের—যজুর্বংশীয় নরপতি সত্রাজিতের
অগ্ন্যতম পুত্র ভঙ্গকার। এই ভঙ্গকারের
সভাক্ষ ও নারের নামে দুই পুত্র ছিল।
হরি হরি ৩৮।

নাসত্য, নাসত্য—প্রাচীন ঋষিদের
দেবতা অশ্বিনের অগ্ন্যনাম নাসত্য।
ঋগ ১৩-২। (২) অশ্বিনী কুমারের
অন্যনাম নাসত্য ও দক্ষ। তাঁহারা
স্বর্গের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গের
পত্নী সংক্রার নাসা হইতে নির্গত হইয়া-
ছিলেন। সংক্রা বড়বারূপে মেরু
প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই
সময়ে বিবস্বান্ ঘোটক রূপ ধারণপূর্বক
তাঁহার সহিত উপগত হন। সংক্রা ভয়
পাইয়া নাসাপুট দ্বারাই শুক্রক্ষরণ
করেন। নাসানিস্ত শুক্র হইতেই
অশ্বিনী কুমারের উৎপন্ন হইলেন।
নাসাথের স্ত্রত রেত হইতে জন্ম বলিয়া
তাঁহারা তদবধি নাসত্য ও দক্ষ নামে

অভিহিত হন । মৎ-১১ ; মার্ক-৭৮ ;
১০৮ ; শিব-ধর্ম-৫৯ ; বায়ু-৮৪ ।

নাগতোখর—প্রভাস ক্ষেত্রে নাগতোখর
শিবলিঙ্গ অবস্থিত অছেন । তাঁহার
পূজনে মহাপাতক নাশ প্রাপ্ত হয় ।
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৩ ।

নাগমোজা—যতুবংশীয় রাজা দেবকবানের
বায়র, অসমোজ ও নাগমোজা নামে
তিন পুত্র ছিল । হরি হরি ৩৮ ।

নিখতি—কণ্ঠপের পত্নী খসার গর্ভজাত
অন্ততমা কন্যা । বায়ু ৬৯ । খসা দেখা

নিখতি—(১) পাপ দেবীর নাম নিখতি ।
ঋগ ১২৪।৯ । (২) ব্রহ্মার তনয় মরীচি,
মরীচি হইতে যুগবাধ, সর্প, নিখতি,
অজৈকপাদ, অহি, বৃদ্ধা, পিনাকী দহন,
কপালী, স্থানু ও ভর্গ এই একাদশ রুদ্র
জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা আদি-৬৬ ।

(৩) ব্রহ্মার শরীরাক্ষিময়ী কামরূপিনী যে
পত্নী উৎপন্ন হইরাছিলেন । তিনি
সুরভি নাম্নী গোকপ ধারনপূর্বক
ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা
তাহাতে নিখতি, সর্প, একপাং, অজ,
যুগবাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অধিরূপ
সেনানী ও কপালী নামক একাদশ
রুদ্রকে উৎপাদন করেন । তাঁহার
জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার
নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র
নামে খ্যাত হন । হরি হরি ১৯৬ । (৪)
নিখতির বাহন প্রেতগণ । স্কন্দ-মাহে-
কেদা-২ । (৫) নিখতি সমস্ত রাক্ষসের

অধিপতি ও পাপ কর্মের ফল দাতা ।
কৃষ্ণ-উ-৬ । (৩) অধর্মের ভাষা হিংসা
হইতে অনৃত নামে পুত্র ও নিখতি
নাম্নী কন্যার জন্ম হয় । অনৃত এই
নিখতিকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের
নরক ও ভয় নামে দুই পুত্র এবং মায়া
ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে ।
মার্ক-৫০ । (৭) কণ্ঠপ পত্নী সুরভি
হইতে অঙ্গারক, সর্প, নিখতি, অজৈক-
পাদ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মে ।
বায়ু-৬৬ ।

নিকষা—মহর্ষি বিশ্ববার দুই পত্নী
পুষ্পোৎকটা ও নিকষা । পুষ্পোৎকটা
হইতে কুবেরের এবং নিকষা হইতে
রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও শূর্পনখার
জন্ম হয় । অথি-১১ ।

নিকুম্ভ—(১) কণ্ঠপ পত্নী দিতি হইতে
হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন । প্রহ্লাদ
হিরণ্যকশিপুর পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
ছিলেন । প্রহ্লাদের বিরোচন, কুম্ভ
ও নিকুম্ভ নামে তিন পুত্র জন্মে ।
নিকুম্ভের তনয় সুন্দ ও উপসুন্দ ।
মহাভা আদি-৬৫ । (২) মহর্ষি কণ্ঠপের
অন্ততমা পত্নী দম্ব হইতে নিকুম্ভ নামে
এক তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।
মহাভা আদি-৬৫ । (৩) দেবাসুর যুদ্ধে
দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি
পদে বৃত্ত হইলে, মাধা, রুদ্র, বশু,
পিতৃগণ সারিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন
পর্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তি-

কেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, নিকুম্ভ তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬ ; বাম-৫৭। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি হর্যাক্ষের তনয় নিকুম্ভ সতত ক্ষাত্ৰধৰ্ম্ম নিরত ছিলেন। নিকুম্ভের তনয় রণ-বিশারদ সংহতাক্ষ, তৎপুত্র কৃশাক্ষ ও অকৃশাক্ষ। হরি-হরি-১২। (৫) শিবের এক অমুচরের নাম নিকুম্ভ ছিল। এক সময়ে মহাদেব পার্শ্বতী সহ হিমালয়ের ভবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে মেনকা একদিন কথাক্ষে মহাদেবের আচরণের নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই-জন্ত পার্শ্বতী আর পিত্রালয়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। তখন মহাদেব তাঁহার বাসের জন্ত বারাগমী উপযুক্ত স্থান বাঁয়া নির্দেশ করিলেন। এবং কোশলে সেই পুরী জনশূণ্য করিতে নিকুম্ভকে আদেশ করিলেন। নিকুম্ভ কন্দুক নামক নাপিতের সাহায্যে স্বীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূজা, অর্চনা লাভ করিয়া নগরবাদীগণের শ্রীযক্তি করিতে লাগিলেন। বারাগমীর রাজা দিবোদাসের মহিষী সন্তান কামনায় তাঁহার অর্চনা করিয়াও বিফল মনোরথ হন। সেইজন্ত ক্রোধাক্ত রাজা দিবোদাস, নিকুম্ভের স্থান ভগ্ন করেন, এবং নিকুম্ভের শাপে বারাগমী জনশূণ্য হয়। হরি-হরি-২৯। (৬) ব্রহ্মদত্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে, নিকুম্ভাদি অম্বরগণ তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া, তাঁহার রূপলাবণ্যবতী পাঁচ শত কণ্ঠ্যকে হরণ করে। এই ব্রহ্মদত্ত বহুদেবের সহাধারী ও সখা ছিলেন। সেইজন্ত বহুদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ নিকুম্ভের মস্তক ছেদন করেন। হরি-হরি-১৪০--১৪২। (৭) এক নিকুম্ভ যজুবংশীয় ভাস্কর কণ্ঠ্য ভাস্কর্য্যতিকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রতাপ অনেক বৃদ্ধের পর তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই নিকুম্ভের সহিত অর্জুনের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। হরি-হরি-১৪৭। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্যাক্ষের তনয় নিকুম্ভ। তৎপুত্র বল্লাহ। ভাগ-৯ঙ্ক-১০। (৯) নিকুম্ভের তনয় সংহতাক্ষ, সংহতাক্ষের তনয় কুশাক্ষ। বিষ্ণু-৩র্থ-২। (১০) বাতুধানাশ্বজ বিদুর্য্য অগ্রতম রাক্ষস ছিলেন। এই বিদুর্য্যের তনয় নিকুম্ভ অতিশয় ক্রুর ছিলেন। বায়ু-৬৯। (১১) বাতুধানের এক পুত্রের নাম বায়ু ছিল। এই বায়ুর এক পুত্রের নাম নিকুম্ভ ছিল। এই নিকুম্ভ জন্তগণের বিঘ্নকারক ছিল। বায়ু-৬৯। (১২) রাবণের অগ্রতম সেনাপতি ও মন্ত্রী নিকুম্ভ, লক্ষা সমরে বানরপতি নীলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নীল তাঁহাকে সারথীর সহিত যমালয়ে প্রেরণ করেন।

রামা-লঙ্কা-৪৩। (১৩) কুস্তকর্ণের
অন্ততম পুত্র নিকুস্ত। লঙ্কা সমরে
তঁাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কুস্ত নিহত
হইলে, তিনি অতিমাত্র জুঁক হইয়া
বানর সৈন্ত নিপাত করিতে আরম্ভ
করেন। অবশেষে হনুমান তঁাহার
ঐবা ভঙ্গ করিয়া তঁাহাকে যম সদনে
প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-৭৭।

নিকুস্তনাভ—নরপতি বলির শত পুত্রের
অন্ততম। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ।

নিকুস্তা—অন্ধকাস্তুরের রক্তপানার্থ মহা-
দেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন।
নিকুস্তা তঁাহাদের অন্ততমা ছিলেন।
মৎ-১৭২।

নিকুস্তেশ্বর—নিকুস্ত নামক মহাদেবের
গণ কাশীস্থিত নিকুস্তেশ্বর শিবলিঙ্গ
স্থাপন করেন। ইহার পূজা করিয়া,
গ্রামান্তরে গমন করিলে কার্য সিদ্ধি
হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

নিকুস্তজ—কশ্যপ বংশীয় নিকুস্তজ একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তঁাহাদের
বৎসর, কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটা
আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১২২।

নিকৃতি—(১) দশের ঔরসে ও মায়ার
গর্ভে, লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি
নামে এক কন্যা জন্মে। লোভ স্বীয়
ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন।
তঁাহাদের ক্রোধ নামে এক পুত্র ও
হিংসা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-
৪৯-৭। (২) অধর্মের পত্নী হিংসা হইতে

অনৃত ও নিকৃতি জন্মগ্রহণ করেন।
নিকৃতি স্বীয় সহোদরকেই বিবাহ
করেন। তঁাহাদের ভয় ও নরক নামে
দুই পুত্র এবং মায়ার ও বেদনা নামে
দুই কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭; অগ্নি-
২০; ব্রহ্মাণ্ড-১০; বায়ু-১০। হিংসা
দেখ। (৩) হিংসায় গর্ভে অধর্মের
যে সকল পুত্র হইয়াছিল, তঁাহারা
নিকৃতি নামে খ্যাত ছিল। তাহারা
অতি দুঃখদারী ছিল। শিব-বায়ু-১৫।

নিকৃতিবসু—দর্শনের পত্নী সুরসা হইতে
মরুদেব, ধ্রুব, সোম, বিশ্বাবসু, পর্বত,
যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবসু জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-১২৬।

নিকেতন—ধনন্তরী বংশীয় সুনীপের পুত্র
নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্মকেতু।
ভাগ-৯৯-১৭।

নিকুভা—স্বায়ম্ভুব মনুজের ব্রহ্মার দক্ষিণ
লোচন হইতে স্রূয়া সৃষ্ট হন। ছো ও
নিকুভা নামে স্রূয়ার দুই পত্নী ছিলেন।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

নিখরুট—একজন বানর দলপতি। তিনি
লঙ্কা সমরে তার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ
করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

নিখাত—স্বায়ম্ভুব মনুজের প্রতীহর্তার
পুত্র নিখাত। নিখাতের পুত্র উল্লোত।
বরা-৭৪।

নিগড়ভঞ্জিনী—প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিয়া
নিগড়ভঞ্জিনী দেবীকে অর্চনা করিলে,
মানব কখনই নিগড়ে পীড়িত হয় না।
স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

নিম্ন—(১) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি অনরণ্যের পুত্র নিম্ন । তৎপুত্র অনমিত্র ও রঘু । হরি-হরি-১৫ ; অগ্নি-২৭৩ ; মৎ-১২ । (২) যদুবংশীয় নরপতি অনরণ্যের অগ্রতম পুত্র নিম্ন, নিম্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ । হরি-হরি-৩৮ । (৩) যদুবংশীয় অনমিত্রের তনয় নিম্ন, বৃষ্ণি ও শিনি এই তিন জন । নিম্নের তনয় সত্রাজিৎ ও প্রসেন । ভাগ-৯৯-২৪ । (৪) অনমিত্রের তনয় নিম্ন । বিষ্ণু-৪র্থ-১৩ । (৫) যমের দৌহিত্র গর্তহার পুত্র নিম্ন । নিম্ন গর্তিনার গর্তভোজন করে । মার্ক-৫১ । গভঃ অন্ধধুক দেখ । (৬) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অগ্রতম পুত্র অনমিত্র, অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও শক্তিসেন । মৎ-৪৫ ।

নিচক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় অধিদীক্ষকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষু । গঙ্গা কর্তৃক হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে, নিচক্ষু কৌশাধ্যীতে আসিয়া বাস করেন । নিচক্ষুর তনয় উষ্ণ, উষ্ণের তনয় চিত্ররথ । বিষ্ণু-৪র্থ-২১ ।

নিচন্দ্র—কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী দম্ব হইতে নিচন্দ্র প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে । মহাভা-আদি-৬৫ ; বায়ু-৬৮ ; হরি-হরি-৩ ।

নিতম্বু—মহাত্মা ভীষ্ম যৎকালে শর শয্যায় শয়ন থাকিয়া তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে যে সকল তপোধন তথায় উপস্থিত ছিলেন,

মহর্ষি নিতম্বু তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন মহাভা-অনুশা-২৬ ।

নিদািব—(১) পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ঋতু নামে এক পুত্র ছিল । তিনি স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যাথার্থ্য জ্ঞান লভ কারয়া-ছিলেন । পুণস্তা তনয় নিদািব ঋতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ঋতু তাঁতাকে নানা প্রকাশ দৃষ্টান্ত দ্বারা অত্রৈতর্য্যান প্রদান করিয়াছিলেন । বিষ্ণু-২য়-১৫ । (২) কশ্যপ বংশীয় নিদািব একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৯ ; স্কন্দ-মাহে-অন্ধ-উত্ত-৩ ।

নিদাত—যদুবংশীয় শুরের অগ্রতম পুত্র নিদাত । বায়ু-৯৬ ।

নিদ্রাবর—কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী দম্বর গর্তজাত অগ্রতম পুত্র । পদ্ম-সৃষ্টি-৬ ।

নিধি—(১) বিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অগ্রতম নিধি ছিলেন । বায়ু-১০০ । শুক দেখ । (২) সাবিত্রী দেবী বৈশ্রবণালয় নামক তীর্থক্ষেত্রে নিধি নামে বিখ্যাত ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

নিধুব—মহর্ষি নিধুব একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৯ ।

নিধুতি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি রণধুস্তের তনয় নিধুতি, প্রচণ্ডবল বিনাশক দশার্হ নিধুতির তনয় । দশার্হের তনয় ব্যাণ্ড,

ব্যাগ্ণের তনয় জীমূত । লি-৬৮ । (২) হৈহয় বংশীয় ধৃষ্টের তনয় নিধৃতি, নিধৃতির তনয় উদর্ক ও বিদূরথ । অগ্নি-২৭৫ ।

নিধুব—(১) কশ্যপ গোত্রীয় মহর্ষি নিধুব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৯।৩৩। (২) কশ্যপের পুত্র বৎসর, বৎসর হইতে নিধুব ও রৈভ্য জন্মগ্রহণ করেন । নিধুবের পত্নী কুণ্ডপায়ী ঋষিগণের মাতা । বায়ু-৭০ ।

নিবর্ত্ত—যদুবংশীয় নিবর্ত্তের পত্নী অশ্বকী হইতে অনাধৃষ্টি, শক্রশক্রয় ও শাকদেব জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৯৯ ।

নিবর্ত্তশক্র—যদুবংশীয় শুরের অগ্ৰতম পুত্র অনাধৃষ্টি । অনাধৃষ্টির পত্নী অশ্বকী হইতে নিবর্ত্তশক্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৪ ।

নিবাত—যদুবংশীয় শুরের অগ্ৰতম তনয় নিবাত বায়ু-৯৬ ।

নিবাতকবচ—(১) হিরণ্যকশিপুর অগ্ৰতম পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামধেয় তপস্তা পরায়ণ, মহাহুভব দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন । মণিমতি নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল । অর্জুন তাঁহাদের নিপাত করেন । হরি-হরি-৩ । (২) পাণ্ডবগণের বনবাস কালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অশ্বলাভার্থ ইন্দ্রাণয়ে গমন করেন । সেখানে

দেবরাজের নিকট নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষী হইলে, দেবরাজ কহিলেন,—নিবাতকবচ নামে আমার কতকগুলি দানবশত্রু আছে । তাঁহারা সাগর গর্ভে দুর্গ নিষ্কাশ করিয়া অবস্থান করে ; তাহাদের সংখ্যা তিন কোটি তুমি তাহাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদান সম্পাদিত হইবে । অর্জুন ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া মাতলীর সাহায্যে নিবাতকবচদিগকে বিনাশ করেন । মহাভা-বন-১৬৭—৭৪ । (৩) বিষ্ণু নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বিনাশ করেন । রামা-লঙ্কা-১১৩ । (৪) হিরণ্যকশিপুর অগ্ৰতম পুত্র সংহ্লাদ, সংহ্লাদের তনয়গণ নিবাতকবচ নামে খ্যাত ছিলেন । অর্জুন তাঁহাদিগকে বমালয়ে প্রেরণ করেন । মৎ-৬ । (৫) মহাদেব ও অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, নিবাতকবচাদি দৈত্যগণ সাধ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন । বাম-৬৯ ।

নিবৃতি—যযাতি বংশীয় বৃষ্ণির তনয় নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র বোম, বোমের তনয় জীমূত । ভাগ-৯৯ ২৪ ।

নিবৃতি—যদুবংশীয় সৃষ্টের পুত্র নিবৃতি, নিবৃতির তনয় দাশার্হ, দাশার্হের পুত্র ভীম, ভীমের তনয় জীমূত । পদ্ম-পৃষ্টি ১৩ ।

নিভা—রাজা করকমের পুত্র অবীক্ষিত ।
এই অবীক্ষিতের অগ্রতম স্ত্রী নিভা
ছিলেন । নিভা নরপতি বীরভদ্রের
কন্যা ছিলেন । মার্ক-১২২ ।

নিভৃত—(১) স্বারোচিষ মনুষ্যের তুষিত
দেবগণের অগ্রতম নিভৃত ছিলেন ।
বায়ু-৬২ । স্বারোচিষ মনু দেখ । (২)
সুকর্মা দেবগণের অগ্রতম নিভৃত
ছিলেন । বায়ু-১০০ । সুকর্মা দেবগণ
দেখ ।

নিমি—(১) অত্রি বংশীয় মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের
পুত্র নিমি, নিমির তনয় স্রীমান্ অকালে
পরলোক গমন করিলে, তিনি অতিশয়
শোকাভিভূত হন এবং চতুর্দশ দিবস
পরে কয়েকজন মহর্ষিকে আমন্ত্রণপূর্বক
পুত্রের প্রিয় ফলমূলাদি প্রদান করিয়া-
ছিলেন । তদবধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আরম্ভ
হয় । মহাভা-অনুশা-২১ । (২) বিদর্ভাদি-
পতি নিমি, মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয়
কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া, বহু
বান্ধবদের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া-
ছিলেন । মহাভা-শান্তি-২৩৪ ; মহাভা
অনুশা-১৩৭ । (৩) ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের
অগ্রতমের নাম নিমি ছিল । ভাগ-
৯স্ক-৬ । (৪) পাণ্ডব বংশীয় দণ্ডপানির
তনয় নিমি । তৎপুত্র ক্ষেমক । ভাগ-
৯স্ক-২২ । ইক্ষ্বাকুর অগ্রতম তনয় নিমি
হিমালয়ের পার্শ্বে জয়ন্ত পুরীতে রাজত্ব
করিতেন । রাজর্ষি নিমি এক দীর্ঘ
কাল ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে

কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ
সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন ।
কিন্তু মহর্ষি ইতিপূর্বে ইন্দ্র যজ্ঞে বৃত্ত
হইয়াছিলেন বলিয়া, রাজর্ষি নিমিকে
অপেক্ষা করিতে বলেন । নিমি আর
অপেক্ষা না করিয়া মহর্ষি গোতম দ্বারা
যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন । বশিষ্ঠ ইন্দ্র
যজ্ঞ সম্পাদনান্তে প্রত্যাভর্জন করিয়া
ইহা জানিতে পারিয়া, “তুমি চেতনা-
বিহীন হও” বলিয়া নিমিকে শাপ
দেন । নিমিও “আমার মত আপনিও
হইবেন” বলিয়া বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ
প্রদান করিলেন । এইরূপে নিমি ও
বশিষ্ঠ উভয়েই পরস্পরের শাপে শরীর
পরিভ্রাণ করিলেন । সমাগত ঋষিগণ
নিমির দেহ অরণিরূপে কলিত করিয়া
মস্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা হইতে
এক মহাত্মা পুত্র প্রাণ্ডুভূত হইলেন ।
তিনি মস্থন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন
বলিয়া তাঁহার নাম মিথি, জনন হইতে
জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে
জন্ম বলিয়া, বৈদেহ নামে খ্যাত
হইলেন । ভাগ-৯স্ক-১৩ । নিমির
পুত্র মিথি, মিথির তনয় জনক,
তৎপুত্র উদাবসু । রামা-আদি-
৭১ ; উত্ত-৩৫—৩৭ । বিষ্ণু পুরাণ
মতে মিথির তনয় নন্দীবর্দ্ধন, তৎপুত্র
সুকেতু । (৫) যজুবংশীয় সাত্ত্বতের
অগ্রতম তনয় ভজমান । ভজমানের
বহু পুত্রের মধ্যে নিমি ও কুকনই প্রধান

ছিলেন। কুর্শ-পু-২৪। একদা ঋষিগণ নরপতি নিমির যজ্ঞ করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বায়ম্ভুব মহু বংশীয় রাজা ঋষভের কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দিগম্বর আত্মবিজ্ঞা বিশারদ নয় জন পুত্র ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহারা নিমির প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। ভাগ ১১স্ক-২, ৩, ৪। (৬) জ্যাম্ব বংশীয় সাস্বতের পুত্র ভজমান। নরপতি সৃষ্ণয়ের কন্যা সৃষ্ণরী ও বাহুকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে নিমি, কুমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (৭) পূর্বকালে রাজা নিমি একদা ক্রীগণ সহ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিমি তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেইজন্ত বশিষ্ঠ তাঁহাকে বিদেহ হইয়া থাকিবে বলিয়া শাপ দেন। নিমিও তাঁহাকে তদনুগত শাপ দেন। পদ্মপুরাণের শাপ প্রভাবে উভয়ে বিগত চিত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন শাপ সমাবেশের জন্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে নিমি লোকের লোচনে কর্ষ করিতে লাগিলেন। সেই জন্ত বিশ্রাম ঘটিলেই লোক সমূহের লোচনে নিষেধ পাত হয়। মৎ-৬১।

নিমিষ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু

বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নিমিষ একজন। মহাভা-উদ্-১০০।

নিমূর্ত্ত—যজুবংশীয় রাজাধিদেবের দুই পুত্র—শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। তন্মধ্যে শোণাশ্বের তনয় শমী, রাজশর্মা, নিমূর্ত্ত, শুচি ও শক্রজিৎ এই পাঁচ জন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

নিষেধর—হংশীল নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরুর নামানুসারে নিষেধর নামে এক ধিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্বন্দ-নাগর ২৭৫।

নিম্নোচী—যযাতি বংশীয় সাস্বতের অন্ততম তনয় ভজমান। ভজমানের এক পত্নী হইতে নিম্নোচী, কিল্কন ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র এবং অপরা পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

নিরত—একটি অগ্নির নাম। মহাভা-বন-২২০।

নিরতা—স্বয়ম্ভু শরীর নিম্নত দেবীর এক নাম। ব্রহ্মাণ্ড-৯।

নিরতায়ু—শ্রুতায়ু ও অদ্ভুতায়ু নামে দুই মহাবীর এবং তাঁহাদের পুত্র নিরতায়ু ও দর্শায়ু কুরুক্ষেত্র সমরে হৃষীকেশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অর্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৯৩।

নিরতি—(১) মেরুর কন্যা নিরতি, ভৃগুর অন্ততম পুত্র বিধাতার পত্নী ছিলেন।

নিয়তি প্রাণকে প্রসব করেন । ভাগ-৪৯-২ । (২) বিধাতার পত্নী নিয়তি হইতে মুকণ্ড জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-১০ ; মার্ক-৫২ । (৩) ভ্রূগীর অম্ব নাম নিয়তি । বায়ু-৯ ।

নিয়ম—ধর্মের অম্বতমা পত্নী যুতি হইতে নিয়ম জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-৭ ; কুর্শ-পূ-৮ ; বায়ু-১০ ।

নিযুত—ভগবান্ রুদ্রের অম্বতমা স্ত্রীর নাম নিযুত ছিল । ভাগ-৩৯-১০ ।

নিয়োজিকা—দুঃসহের কন্যা ও ধর্মের দোহিত্রী । এই নিয়োজিকা লোকদিগকে অসৎ কর্মে নিযুক্ত করায় । প্রচোদিকা নামে তাঁহার চারিটা কন্যা আছে । তাহারা নানা প্রকারে লোককে মন কর্মে নিযুক্ত করে । মার্ক ৫১ । অর্দ্ধহারী দেখ ।

নিযোধী—ধর্ম হইতে মরুদ্বতীর গর্ভে নিযোধী, অগ্নি, চক্ষু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-১৯৬ ।

নিরমিত্র—(১) পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুলের অম্বতমা স্ত্রী করণুমতি হইতে নিরমিত্র, জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-২৫ । (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় অম্বতায়ুর তনয় নিরমিত্র, নিরমিত্রের পুত্র স্ননক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎসেন । ভাগ-৯৯-২২ । (৩) ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার তনয় নিরমিত্র কুরুক্ষেত্র সময়ে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-১০৭ । (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় অম্বতায়ুর

পুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় স্ননক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ণা । বিষ্ণু-৪র্থ-২৩ । (৫) দক্ষমেক্সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অম্বতম । হরি-হরি-৭ । দক্ষমেক্সাবর্ণি মনু দেখ । (৬) রৈবত মনুষ্যের চরিত্র প্রজাপতির অম্বতম পুত্র নিরমিত্র ছিলেন । বায়ু-৬২ । (৭) চেদির কন্যা কর্মরতী নকুল হইতে নিরমিত্রকে প্রসব করেন । বায়ু-৯৯ ।

নিরয়—মৃত্যুর পত্নী ভীতি হইতে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৪৯-৭ । নিরাকৃতি—প্রথম মেক্সাবর্ণি মনুর অম্বতম পুত্র । হরি-হরি-৭ । মেক্সাবর্ণি দেখ ।

নিরাময়—(১) দক্ষাবর্ণি মনুর অম্বতম পুত্র । বিষ্ণু ৩৭২ । দক্ষাবর্ণি দেখ । (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অম্বতম পুত্র । বায়ু-৬৮ । দনু দেখ ।

নিরামিত্র—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ নামক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন । সেই সময়ে মহাদেব মূনি নামে অবতীর্ণ হন । বলবন্ত, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে মূনির চারি জন যোগাচার্য্য পুত্র ছিল । লি-২৪ ; বায়ু-২৩ । (২) পাণ্ডব বংশীয় বহীনের হইতে দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণি হইতে নিরামিত্র, নিরামিত্র হইতে ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৫০ ।

নিরুৎসুক—(১) ত্রয়োদশ মনুষ্যের রৌচ্য

মহুর সময়ে ভৃগুর তনয় নিরুৎসুক
সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন। বিষ্ণু ৩য়-
২; হরি-হরি-৭। (২) রৈবত মহুর
অগ্রতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৈবত
মহু দেখ।

নিরুদর—একজন দানবপতি। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮।

নির্জরাস্তক—ত্রিপুরাসুরের অগ্রতম
সেনাপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৪।

নির্দেশক—গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্ত হইতে
হারিষেণ, নির্দেশক প্রভৃতি নগমুখ
চন্দ্রবংশীয় কিম্বরগণের উৎপত্তি হয়।
বারু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

নির্দোহ—রৈবত মহুর অগ্রতম পুত্র।
শিবসম্ব-৫৮। রৈবত মহু দেখ।

নির্দীপকেশব—কাশীস্থিত লোকার্কেব
উত্তরাংশে নির্দীপকেশব নামে শিবলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

নির্দীপনরসিংহ—পুলস্ত্যেশ্বর নামক মহা-
দেবের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কাশীর
নির্দীপনরসিংহ মহাদেবকে প্রণাম
করিয়া মাত্র, মানব নির্দীপমুক্তি প্রাপ্ত
হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

নির্দীপরুচি—একাদশ মহু ধর্ম্মসাবর্ণির
সময়ে নির্দীপরুচি অগ্রতম দেবতা
ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

নির্কৃতি—বিদর্ভপতি ধৃষ্টের তনয়
নির্কৃতি, নির্কৃতির পুত্র দশার্হ,
দশার্হের পুত্র ব্যোম। বারু-৯৫।

নির্কৃতিচক্ষু—একজন মুনি। তাঁহার পুত্র

সুতপা। মার্ক-৭৪। সুতপা দেখ।
নিভয়—রৌচ্য মহুর অগ্রতম পুত্র। হরি-
হরি-৭। রৌচ্য মহু দেখ।

নির্ভয়া—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার
জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি
করেন, নির্ভয়া তাঁহাদের অগ্রতম
ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নিশ্মথা—পবমান নামক অগ্নি কবিগণ
কর্তৃক নিশ্মথা নামে অভিহিত হন।
এই অগ্নি গার্হপত্য নামে পরিচিত।
ইহার শংখ ও শুক্রাণি নামে দুই পুত্র
বিद्यমান। বারু-২৯।

নিশ্মলা—দক্ষের শত কন্যা ছিল। তন্মধ্যে
তিনি সুভদ্রা, বিমলা, নিশ্মলা প্রভৃতি
একাদশটি কন্যা আদিভাগগণকে সম্প্রদান
করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

নিশ্মাগরতিগণ—একাদশ মহু ধর্ম্মসাবর্ণির
সময়ে বিহগগণ, কামগমগণ ও নিশ্মাগ-
রতিগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।
বিষ্ণু-৩য় ২।

নিশ্মাষ্টি—বমের পত্নী ঋতুমতী হইয়া,
চণ্ডাল দর্শন করায় তাঁহার গর্ভে
নিশ্মাষ্টির জন্ম হয়। নিশ্মাষ্টি হুঃসহের
পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অতি
ভীষণাকৃতি আট পুত্র ও আট কন্যা
জন্মে। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।

নিশ্মোক—(১) অষ্টম মহু সাবর্ণি। এই
সাবর্ণি মহুর অগ্রতম তনয় নিশ্মোক।
ভাগ-৮স্ক-১৩। সাবর্ণি মহু দেখ। (২)
ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণির সময়ে

নির্দোষ সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন ।
ভাগ-৯ঙ্ক-২ ।

নির্দোহ—(১) রৈবত মনুর অগ্রতম পুত্র ।
হরি-হরি-৭ । (২) শিব পুরাণ মতে
তাঁহার নাম নির্দোহ রৌচ্য মনুর
সময়ে কশ্যপ তনয় নির্দোহ সপ্তর্ষিদের
অগ্রতম ছিলেন । বিষ্ণু-৩য় ২ ; শিব-
ধর্ম ৫৮ । (৩) অষ্টম মনুস্তরে সাবর্ণি
মনুর সময়ে নির্দোহ তাঁহার অগ্রতম
পুত্র হইবেন । হরি-হরি-৭ ; বিষ্ণু-৩য়-
২ । অবায়, সাবর্ণিমনু, রৌচ্যমনু ও
রৈবতমনু দেখ ।

নির্দেতু—ঐষিমন্ত দেবগণের অন্যতম ।
ব্রহ্মাণ্ড-৫২ ।

নির্দেয়ু—ঐষিমন্ত দেবগণের অন্যতম ।
বায়ু-৩১ ।

নিশঠ—মনুবংশীয় নরপতি রৈবতের
কন্যা রৈবতা যজুপতি বলরামের স্ত্রী
ছিলেন । তিনি নিশঠ ও উল্লুক নামে
দেবসদৃশ দুই পুত্র প্রসব করেন । হরি-
হরি-৩৫, ১৬০ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ।

নিশা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অগ্রতমা
পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, নিশা
প্রভৃতি দ্বাদশ কন্যা জন্মে । তাঁহার
সকলেই পুলহের পত্নী ছিলেন ।
বায়ু-৬৯ ।

নিশাকর—(১) মহর্ষি নিশাকর বিষ্ণাচলে
বাস করিতেন । সম্প্রতি সূর্য্যাকিরণে
দগ্ধপক্ষ হইয়া পতিত হইলে, তিনি
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,—সীতার

অন্বেষণার্থ বানরগণ যখন এখানে
আগমন করিবে, তখন তুমি তাঁহা-
দিগকে সীতা হরণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন
করিও, তাহা হইলেই তোমাব পক্ষোদ্-
গম হইবে । এই বলিয়া তিনি প্রস্থান
করেন । রামা-কিঙ্কি-৬০—৬২ ; সৌর-
৫০ । (২) কশ্যপ পত্নী দমুর গর্ভজাত
অগ্রতম পুত্র । কালিকা-৩৪ ।

নিশাচর—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী
খসার গর্ভজাত বহু পুত্রের অগ্রতম
নিশাচর । বায়ু-৬৯ । খসা দেখ ।

নিশানাথ—কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী দমুর
গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র । কালিকা-
৩৪ । দমু দেখ ।

নিশারোহিণী—ভানু অনলের তৃতীয়া
ভাগ্যা নিশারোহিণী হইতে অগ্নি, সোম,
বৈবানর, বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল
ও অগ্রণী জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-
বন ২১৯ ।

নিশিথ—ঋবের অগ্রতম পুত্র বংশর,
বংশরের তনয় পুষ্পার্ঘ্য । পুষ্পার্ঘ্যের
পত্নী প্রভার গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র
নিশিথ । ভাগ-৪ঙ্ক-১৩ ।

নিশুস্ত—অম্বু নিশুস্ত নারায়ণ হস্তে
নিহত হয় । রামা উত্ত ৬ । (২) উমা-
দেবী স্বায় দেহজাত মারাত্তকরণ
নামক মূদার দ্বারা নিশুস্তকে বধ
করেন । হরি-হরি-১৬৩ । (৩) কশ্যপের
অগ্রতমা পত্নী দমুর গর্ভজাত শুভ,
নিশুস্ত ও নমুচি । পার্বতী দেবী তাঁহা-

দিগকে বধ করেন। ইহারা অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। স্বর্গ অধিকার করিতে যাইয়া নমুচি ইন্দ্র হস্তে প্রাণ হারাণ। ইহাতে উভয় ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। এমন কি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, স্বর্গরাজ্য অধিকারও করেন। ইতিমধ্যে ত্বনিতে পাইলেন যে, বিদ্যাপর্য্যটনস্থিতা কৌশিকী দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া ছেন এবং তিনি পরম রূপলাবণ্যবতী। ইহা শুনিয়া শুভ্র স্বীয় দূত সূত্রীবকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কৌশিকী বলিলেন—যুদ্ধে যে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, আমি তাঁহারই গৃহিণী হইব; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। প্রথমে ধুম্রলোচন সেনাপতি বহু সৈন্য সামন্ত সমভিষাচারে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে শুভ্র সেনাপতি চণ্ড ও মৃগুকে প্রেরণ করেন। তিনিও কৌশিকী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইগেন। তৎপরে রক্তবীজ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করিলেন। অবশেষে শুভ্র ও নিমন্ত যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর বীরজনোচিত গতি লাভ করিলেন। বাম-৫৫—৫৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই ঘটনাটী কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আছে। মার্ক-৮১—৯০ দ্রষ্টব্য। (৪) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বেগবতী ভদ্রকালী শুভ্র ও

নিমন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৭ঙ্ক-১০।

নিশ্চক্র—কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অগ্ন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

নিশ্চাবন—যিনি কখনও স্বীয় যশঃ তেজঃ ও শ্রী হইতে চ্যুত হন নাই। তাঁহার নাম নিশ্চাবন অগ্নি, মহাভা-বন-২১৭।

নিশ্চর—(১) রুদ্রমেরুসাবর্ণির সময়ে কাশ্যপ হবিষ্মান, ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তরুণ, উরুধিক্ষ, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২) একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে নিশ্চর সপ্তর্ষিদের অগ্ন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (৩) স্বারোচিষ মনুর সময়ে নিশ্চর সপ্তর্ষিদের অগ্ন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

নিশ্চল—মহর্ষি নিশ্চল স্বারোচিষ মনুষ্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

নিষঙ্গী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নিষঙ্গী। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

নিষধ—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর পুত্র অবিষ্ণিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, তৎপুত্র মিষধ। মহাভা আদি-৯৪। (২) অযোধ্যাধিপতি রামের বংশধর অতিথির তনয় নিষধ তৎপুত্র নল, নলের অপত্য

নভ । হরি-হরি-১৫ ; সৌর-৩০ ; অগ্নি-২৭৩ । (৩) নিষধের তনয় নভ, নভের

তনয় পুণ্ডরীক । ভাগ-৯৯-১২ । (৪)

যযাতি বংশীয় সম্বরণের পত্নী ও হৃষ্যোর

কন্যা তপতী হইতে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু

জন্মগ্রহণ করেন । কুরুর তনয় সুধনু,

জহু, পরীক্ষিণ ও নিষধ এই চারিজন ।

ভাগ-৯৯-২২ । (৫) ইক্ষ্বাকু বংশে

অনরণ্য নামে এক বিখ্যাত রাজা

ছিলেন । তাঁহার পুত্র বিদ্বান্ মুক্তিজহু ।

তৎপুত্র নিষধ, নিষধের তনয় রঘু, রঘুর

তনয় অজ, অজের পুত্র দশরথ । শিব-

ধর্ম-৬১ ।

নিষধন—মরুভূমিতে দেবী যে সকল সন্তান

প্রসব করেন, তাঁহারা মরুদগণ নামে

খ্যাত । নিষধন মরুদগণের অগ্রতম ।

মৎ-১৭১ ।

নিষাদ—রাজা বেণ ঋষিগণ কর্তৃক নিহত

হইলে রাষ্ট্রো ভয়ানক অরাজকতা

উপস্থিত হয় । সেই জন্য ঋষিগণ

তাঁহার বাম উরু মছন করেন, এবং

সেই উরু হইতে নিষাদের উৎপত্তি হয় ।

এই নিষাদই বিদ্যাচলবাসী নিষাদগণের

পূর্ব পুরুষ । বিষ্ণু-১ম-১৩ ।

নিষ্কটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী

মাতৃগণের অগ্রতমা ছিলেন নিষ্কটিকা ।

মহাভা-শল্য ৪৭ ।

নিকুম্ভ—দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্যপতি বৃষপর্কী

বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত অঙ্কুত বিক্রম

লোহিতার্ক সমভ্রাতি নিকুম্ভ নামক

দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । হরি-

হরি-১৪১ ।

নিষ্কৃতিঅগ্নি—যিনি রৌদ্রদামান প্রাণী-

গণের নিষ্কৃতি করেন । তাঁহার নাম

নিষ্কৃতি অগ্নি । নিষ্কৃতির তনয় স্বন ।

মহাভা-বন ২২৭ ।

নিষ্ঠানথ—কণ্ঠপের অগ্রতমা পত্নী ও

দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে নিষ্ঠানথ, নহষ

প্রভৃতি নাগ জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-

আদি-৩৫ ।

নিষ্ঠুর—অগ্নি বংশজাত নিষ্ঠুর একজন

মন্ত্রকর্তা ঋষি । বায়ু-৫২ ।

নিষ্ঠুরক—(১) পাতালের ভোগবতী

নগরবাসী সুরসা ভূজঙ্গীর সহস্র তনয়ের

অন্যতম । মহাভা-উদ্-১০২ । (২)

অত্রিবংশজ সংযমনকে, নিষ্ঠুরক নামে

এক ব্যাধ জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয়

মুক্তি বিষয়ে উপদেশ দেন । বরা-৫ ।

নিষ্প্রকম্প—ত্রয়োদশ মনুষ্যে রৌচ্যমহুর

সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন ।

বিষ্ণু-৩য়-২ ; হরি-হরি-৭ ।

নিশ্চভ—একজন দানবপতি । পদ্ম-

সৃষ্টি-১৮ ।

নিশ্চন্দ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র

সংহ্লাদ । সংহ্লাদের তনয় সূন্দ ও

নিশ্চন্দ । হরি-হরি ৩ । (২) প্রাণ-

জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের

নিশ্চন্দ, হয়গ্রীব, পঞ্চজন ও নরক নামে

চারিজন যুদ্ধ বিশারদ দারপাল ছিলেন ।

তঁাহারা সকলেই ত্রীকুণ্ণ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১২০, ১৭৭।

নিস্থির—স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে বেধা তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অমুচর নিস্থির ও সুস্থিরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নিহাদ—দৈত্যপতি নিহাদকে কুবের গদা প্রহারে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত ৬।

নীচ—ধর্ম্মের অন্যতম পত্নী সাধা হইতে সাধা দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। নীচ দ্বাদশ সাধা দেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩।

নীতি—পুরুষ তীর্থে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে ত্রী, নীতি প্রভৃতি দেবীগণ তাঁহার পূজা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইরাছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৮।

নীপ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি পারের পুত্র নীপ। এই নীপের তেজস্বী মহারথ শূর, অপরিমিত বাহুবল শালী শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সকলেই নীপরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। সেই নীপগণের বংশধর সমর নরপতি কাশ্মিলা দেশের রাজা ছিলেন। হরি-হরি-২০। (২) নরপতি নীপ শুকদেবের কন্যা কৃষ্ণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মদত্তের তনয় বিশ্বকসেন।। ভাগ-৯ঙ্ক-২১। (৩) ভরত বংশীয় পৃথুসেনের পুত্র নীপ। নীপের শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র

বংশধর সমর। সমর, কুলকীর্তিবর্দ্ধন ও সমর প্রিয় ছিলেন। সমরের পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুরূত। মৎ-৪৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

নীপাতিথি—কশ্যপগোত্রীয় মহর্ষি নীপাতিথি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৩৪।১।

নীল—(১) সহদেব রাজস্বয় যজ্ঞে দ্বিযজ্ঞয়ে বহির্গত হইয়া, মাহিম্বতী নগরীর অধিপতি নরপতি নীলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সেই যুদ্ধে সহদেব পরাজিত হন। এবং পরে নীল স্বেচ্ছায় ইহার বশতা স্বীকার করেন। মহাভা-মহা-৩০। (২) কুরুক্ষেত্র সমরে নীল পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন এবং অশ্বখামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ ৩১। (৩) যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় বৃহৎ হইতে সহস্রদ, পয়োধ, ক্রোষ্টা, নীল ও আজিক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৩। (৪) যযাতী বংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্ততম পত্নী নলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের তনয় শাস্তি ও শাস্তির তনয় সুশাস্তি। ভাগ-৯ঙ্ক-২১। (৫) পরাশর বংশে নীল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। লি-৬৩। শিবের এক অমুচরের নাম নীল ছিল। তিনি শিব ও পার্শ্বতীর বিবাহে নবতি

কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন ।
 লি-১০৩ । (৩) যযাতি তনয় যত্নর
 সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু. নীল, জীন ও রঘু
 নামে পাঁচ পুত্র ছিল । কৃষ্ণ-পূ-২২ ।
 (৭) মহর্ষি নীল একজন ভৃগুবাংশীয়
 গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু,
 চাবন, আপ্রুবান্, ঔক্স ও জমদগ্নি এই
 পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ । (৮)
 রাক্ষসপতি মালীর অন্ততম পুত্র । রামা-
 উত্তরা-৫ । মালী দেখ । (৯) মাহিষ্যতী
 নগরীর অধিপতি নীলের পরমা সুল্লরী
 কন্যাকে অগ্নি ব্রাহ্মণ বেশে বিবাহ
 করেন । মহাভা-সভা-৩০ । (১০)
 একবার রাজা নীল অগ্নিকে আবদ্ধ
 করিয়া ভূত্য করেন । শিব-ধর্ম-১১,
 ১২ । অগ্নি দেখ । (১২) কিস্কিন্দার
 অধিপতি, অগ্নির পুত্র নীল, সুল্লরীর
 সখা ছিলেন । তিনি বহু সহস্র বানর
 সৈন্য সহ সীতার অবেষণার্থ গমন
 করিয়াছিলেন । রামা-কিস্কিন্দা-৪১ ।
 (১৩) লঙ্কা সমরে তিনি নিকুন্তের সহিত
 যুদ্ধ করিয়া বহু রাক্ষস সৈন্য নিপাত
 করিয়াছিলেন । রামা-লঙ্কা-৪৩ । (১৪)
 বাসুদেবের তনয় শুকদেবের গৌরব,
 কপিল, কৃষ্ণ ও নীল নামে চারি পুত্র
 এবং ভামিনী নাম্নী এক কন্যাও ছিল ।
 শিব-ধর্ম-১২ ।

নীলকণ্ঠ—(১) মহাদেবের অস্ত্র নাম ।
 রামা-উত্ত ১০০ । (২) সমুদ্র মন্থন কালে
 অগ্নাত বস্তুর জ্বালায় গরলও উৎপন্ন

হইয়াছিল । এই বিষ ত্রাকার অমুরোধে
 মহাদেব পান করেন । সেজন্ত তাঁহার
 কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় এবং তদবধি তিনি
 নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন । মহাভা-
 আদি-১৮ । (৩) একবার দেবরাজ
 মহাদেবের ত্রীনাভের জন্ত তাঁহার প্রতি
 বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । সেই
 বজ্রের তেজে মহাদেবের কণ্ঠদেশ দগ্ধ
 হইয়া যায় । তদবধি মহাদেবের নাম
 নীলকণ্ঠ হয় । মহাভা-অমুশা-১৪১ ।

নীলকৃষ্ণি—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অস্ত্র-
 তনু সেনাপতি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি কর্তৃক
 প্রেরিত অষ্টবস্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া,
 তিনি সমরে শয়ন করেন । বরা-৯৪ ।
 নীলকুম্ভলা—পার্বতীর অন্ততমা সখী ।
 বৃহদ্-মধ্য-৪ ।

নীলধ্বজ—মাহিষ্যতী পুরীর অধিপতি
 ইন্দ্রশীলের তনয়, ত্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনি-
 রুদ্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে
 যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন । গর্গ-
 অষ্টমে ১৪, ১৫ ।

নীলপরাশর—পরাশর বাংশীয় গোত্র-
 প্রবর্তক মণ্ডি প্রপোহয়, বাহুময়,
 খ্যাতের, কোভুজাতি ও হর্ষাশ এই
 পাঁচ জন নীল পরাশর নামে খ্যাত
 ছিলেন । তাঁহাদের পরাশর, শক্তি
 ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর
 ছিল । মৎ-২০১ ।

নীলবাসা—দ্বারকা ক্ষেত্রের পশ্চিম দিক
 রক্ষক অন্ততম দ্বারপাল । স্বল্প-প্রভা
 দ্বার-১৭ ।

নীলরাক্ষস—পাতালে এই দানবপতি
নীল বাস করিতেন । বায়ু-৫০ ।

নীলরুদ্র—কাশীস্থিত ভূতেশ্বরের উত্তরে
নীলরুদ্র মহাদেব আছেন । পুরাকালে
এই রুদ্র নীলাঞ্জননিভ এক দৈত্যকে
বিনাশ করিয়া নীলরুদ্র আখ্যা প্রাপ্ত
হইয়াছেন । যথাবিধি ইহার পূজা
করিলে রাজস্বয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৮ ।

নীললোহিত—মহাদেবের একটি নাম ।
বায়ু-১০ ।

নীলা—খসার গভর্জাত কশ্যপের
অন্যতমা কন্যা কেশিনী হইতে নীলার
জন্ম হয় । নীলার গর্ভে সুরসিক
আলম্বের কতিপয় ক্ষুদ্র মানস রাক্ষস
উৎপন্ন হয় । ইহারা নৈল নামে পাত,
দুর্জয় ও প্রচণ্ড বিক্রম, নীলার কন্যা
বিকচা নাম্নী রাক্ষসী । বায়ু-৫৯ ।

নীলিনী— (১) পুরুবংশীয় নরপতি
অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলিনী
হইতে সুরশাস্তি জন্মগ্রহণ করেন ।
সুরশাস্তির তনয় পুরুজাতি । হরি-হরি-
৩২ । (২) নীলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ
করেন । নীলের পুত্র শাস্তি, শাস্তির
পুত্র সুরশাস্তি । বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ ; মৎ ৪৯ ।
(৩) অজমীঢ়ের পত্নী নীলিনী হইতে
শাস্তি নামে এক পুত্র জন্মে । অগ্নি-২৭৮ ।

নীলী—চন্দ্রবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের
অন্যতমা পত্নী নীলী হইতে হুমন্ত ও
পরমেষ্ঠী নামে দুই পুত্র জন্মে । তাঁহাদের

হইতে পাঞ্চাল বংশ সমভূত হইয়াছে ।
মহাভা-আদি-৯৫ ।

হুমদ—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে
হুমদ নামে এক ঋষি ছিলেন । অগ্নি
তাঁহাকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন ।
ঋগ-১০।৮০।৩ ।

নূপুর—মহাদেবের একজন গণ । তিনি
কুবেরের সভায় অঙ্গরা উর্কশীর সহিত
নৃত্য করিবার সময়ে উর্কশীকে অপমান
করেন । সে জন্য তিনি কুবেরের শাপে
নরলোকে পতিত হন । পরে মহাকাল
বনে এক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া শাপ
মুক্ত হন । স্কন্দ-আব চতু-৪৭ ।

নূপুরেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম গণ
নূপুর কর্তৃক পূজিত শিবলিঙ্গ নূপুরেশ্বর
নামে খ্যাত ছিলেন । স্কন্দ-আব চতু-৪৭ ।
নূপুর দেখ ।

নৃগ (১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ওঘবানের
তনয় ওবরথ, ওবথের তনয় নৃগ ।
মহারাজ নৃগ ভ্রমবশতঃ এক ব্রাহ্মণের
গো হরণ করিয়া পরজন্মে কুকলাশ
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । পরে বহুদেবের
অনুগ্রহে শাপ মুক্ত হন । মহাভা-অনুশা-
৭০ । (২) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের
অন্যতমা স্ত্রী নৃগা হইতে নৃগ নামে এক
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩১ ।
(৩) মহুর পত্নী প্রজ্ঞা হইতে নৃগ শর্ঘ্যাস্তি
প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
ভাগ-৯৯-১ । (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃগ
অতিশয় দাতা ছিলেন । একদা তিনি

ভ্রমে স্বীয় গাভীর সহিত এক ব্রাহ্মণের গাভীও দান করিয়া ফেলেন। এই পাপে তিনি কুকলাশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদিন সাব্ব, প্রহ্মা, চাক্র প্রভৃতি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিবার সময়ে তাঁহাকে কূপে পতিত দেখিতে পান। তাঁহারা সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অবশেষে কৃষ্ণ তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের স্পর্শেই তিনি পুনঃ স্বদেহ প্রাপ্ত হন। ভাগ-১০ঙ্ক-৬৪। (৫) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নৃগ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৬) যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৭) এই নৃগের পত্নী নরা হইতে নর ও কুমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-৩৭৭। নরপতি নৃগ পূর্ক্স জন্মে শূদ্র জাতীয় রাজা ছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রাবণ মাসের শুক্লাবদনী তিথিতে বৃদ্ধবাদনী ত্রৈলোক্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে তিনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মৃগয়া করিতে যাইয়া বাঘ দম্ভাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। বরা-৪৭। (৮) রাজা নৃগ একবার পুষ্কর তীরে এক কোটি গোদান করেন। সেই সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের একটা গোও তিনি দান করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই গরুর মালিক ব্রাহ্মণ, অন্য এক ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁহার গাভীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার

কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গো-রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা নৃগের নিকট দান প্রাপ্ত হইয়াছেন বলতে, উভয়ে রাজা নৃগের সদনে গমন করিলেন। কিন্তু রাজাঘারে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না। এই জন্য উভয়ে শাপ দেন যে, অচিরে কুকলাশ হইয়া সর্বভূতের অদৃশ্য হইবে এবং ত্রীকৃষ্ণের সাহায্যে মুক্ত হইবে। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণ শাপে কুকলাশ হইলে তাঁহার পুত্র বসু সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামা-উক্ত-৬৩। (৯) রাজা উশীনরের অন্যতম পত্নী ভূসা হইতে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (১০) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নৃগ। দেবীভা-৭ঙ্ক-২।

নৃগা—নরপতি উশীনরের অন্যতম পত্নী নৃগা হইতে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১; অগ্নি-২৭৭।

নৃচক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় সুনীথের তনয় নৃচক্ষু। নৃচক্ষুর তনয় সুখীনল, সুখীনলের তনয় পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়। ভাগ-৯ঙ্ক-২২। (২) পাণ্ডব বংশীয় ঋচের তনয় নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখাবল, সুখাবলের পুত্র পরিপ্লব। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

নৃতাপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী কলাণদায়িনী মাতৃগণের অগ্রতম নৃতাপ্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

নৃপঞ্জয়—(১) পুরুবংশীয় মহীপতি সুরীর

তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ।
হরি-হরি ২০। (২) পাণ্ডব বংশীয়
মেষাবীর তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয়
দূর্ব্ব, দূর্ব্বের তনয় তিমি। ভাগ-৯৯-
২২। পাণ্ডব বংশীয় নরপতি মেষাবীর
পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের পুত্র মূহু, মূহুর
তনয় তিথ্য। বিষ্ণু-৩র্থ-২১। (৩) ভরত
বংশীয় সুনীথের পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের
তনয় বিরথ। মৎ-৪৯।

নৃপাঙ্ক—হিরণ্যনাভের কৃত শিষ্য নৃপা-
ঙ্ক। তিনি চরিত্র খানি সংহিতা
প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মাণ্ড ৬৭।

নৃমর—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে
নৃমর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার
পুত্র সহবস্তুকে ইন্দ্র বিনাশ করেন।
ঋগ-১।১৩।৮।

নৃমেধ—মহর্ষি নৃমেধ একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের
স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন। ঋগ-৮।৮৯।১।

নৃশংস—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-
আশ্বমে-৫।

নৃশঙ্কু—পশ্চিম দিক বাদী একজন ঋষি।
তিনি লঙ্কাসমরবিজয়ী রামকে আশী-
র্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন
করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১।

নৃষদ—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে
নৃষদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার
পুত্র কথ, অন্ধ ও বধির ছিলেন।
অথিষ্ময় তাঁহাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি

শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-
১।১১৭।৮; ১০।৩১।১১।

নৃসিংহ—(১) বিষ্ণু নৃসিংহ অবতारे
দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া-
ছিলেন। হরি-হরি-৫১। (২) নৃসিংহ
হিরণ্যকশিপুকে, পরে স্বীয় তেজ দ্বারা
অপরকে, উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ
করিলে, মহাদেবের অমুচর বীরভদ্র
শরভরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত
করেন। লি-৯৬।

নৃসিংহভৈরবী—অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল
মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের
অগ্রতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নেতা—দেবসেনাপতি কান্তিকেশ্বর অগ্র
নাম নেতা। মহাভা-বন-২৩০।

নেতিশ্য—মহর্ষি নেতিশ্য ভৃগুবংশীয় জনৈক
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের
ভৃগু, আপ্সুবান, চ্যবন, ওর্ক ও জমদগ্নি
এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নেত্র—যযাতি বংশীয় ধর্ম্মের তনয় কুন্তি,
কুন্তির তনয় সাহজি। ভাগ-৯৯-২৩।

নেত্রভঙ্গ—দ্বারকা তীর্থের নৈঋত দিক
রক্ষক একজন দ্বারপাল। তিনিও
তাঁহার প্রভু মূলী সহ সর্বদা নৈঋত
দিক রক্ষা করিয়া থাকেন। স্বন্দ-
প্রভা-দ্বার-১৭।

নেদিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অগ্রতম তনয়
নেদিষ্ট। তাঁহার পুত্রেরা বৈবস্ব প্রাপ্ত
হন। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

নেম—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি নেম একজন ঋষিদের মন্ত্রপ্রদা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্রের ও বাক্‌দেবতার স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৮।১০০।১ ।

নেমী—(১) নেমী নামে একজন তপোধন ছিলেন । বরা-১৮৯ । (২) দৈত্যপতি নেমী দেবাসুর সংগ্রামে অনেক দেবসৈন্য নিপাত করিয়া অবশেষে বিষ্ণু শরে স্বয়ং সমরশায়ী হইলেন । মৎ-১৫০ । (৩) ইক্ষ্বাকুর অগ্রতম পুত্র নেমী । বায়ু-৮৮ । ইক্ষ্বাকু দেখ । (৪) সাব্বত বংশীয় ভজমানের পুত্র ভাজ, এই ভাজের অগ্রতম পুত্র নেমী । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । ভাজ দেখ ।

নেমিকৃষ্ণ—মগধের অঙ্গুবংশীয় নরপতি আপাদবদ্ধ চলিষ বৎসর রাজত্ব করেন । তৎপরে নেমিকৃষ্ণ পচিষ বৎসর, তৎপরে নরপতি হাল এক বৎসর রাজত্ব করেন । বায়ু-৯৯ ।

নেমিচক্র—পাণ্ডব বংশীয় অসীমকৃষ্ণের পুত্র নেমিচক্র, নেমিচক্রের পুত্র উপ্ত । ভাগ-৯৯-১২ ।

নেষ্টা—বৈদিক দেবতা তৃষ্ণার অগ্রনাম । ঋগ-১।৯৩।৪ । তৃষ্ণা দেখ ।

নৈঋত—কলির ভাষা নিকৃতি হইতে নাক, বিষ, সন্ধম ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে সন্ধমের পত্নী তামসী পুতনা ও বিধমের পত্নী রেবতী হইতে নৈঋত নামে বিখ্যাত রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৮৪ ।

নৈঋতরাজ—শিল্পাক নামে এক শবর সংকর্ষ দ্বারা নৈঋতদিগের দিকপালপদ প্রাপ্ত হইয়া নৈঋতরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন । ঋক্-কাশী-পু-১২ ।

নৈঋতি—জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত দানব-পতি । মহাভা-শান্তি-২২৭ ।

নৈঋতী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নৈঋতী তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

নৈঋতেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনার্হ শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন । তন্মধ্যে নিঋতিপুরে নৈঋতেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন । ঋক্-মাহে-কেদা-৭ ।

নৈকজিহব—মহর্ষি নৈকজিহব একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু, আপ্পুবান্ । চাবন, ওর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

নৈকশী—মহর্ষি নৈকশী ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আপ্পুবান্, ওর্ক, ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

নৈগম—মহর্ষি নৈগম বৈশম্পায়নের অগ্রতম শিষ্য ছিলেন । বায়ু-৬১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ । বৈশম্পায়ন দেখ ।

নৈগমেয়—(১) অষ্টবহুর অগ্রতম অনল হইতে কুর্স্তিকার গর্ভে, কুমার (কাস্তিকের) শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়

জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

(২) অনল হইতে কুমার, শাখ বিশাখ, নৈগমেয় ও স্বন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) মহাদেবের অগ্রতম গণ। বাম-৬৮। (৪) অনলের অগ্রতম পুত্র। অগ্নি-১৮; সৌর-২৮; শিব-ধর্ম-৫৪।

নৈগমেয়র—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৯৭।

নৈঋব—(১) মহর্ষি কশ্যপের অগ্রতম পুত্র বৎসর, বৎসরের নৈঋব ও রৈভা নামে দুই পুত্র জন্মে। চ্যাবন ঋষির কন্যা সুমেধা নৈঋবের পত্নী ছিলেন। তাঁহার তনয় কুণ্ডপায়ী ঋষিগণ। নি-৬৩; সৌর-৩০। (২) আনন্ড দেশে দেবরথ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা শারদা পদ্মনাভ নামক এক ব্রাহ্মণকে বিবাহ করেন। পদ্মনাভ সর্প দংশনে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শারদা নৈঋব নামক এক মূনির বরে বিধবা অবস্থায় এক পুত্র প্রসব করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উক্ত-১৮, ১৯।

নৈঋবেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৬৫।

নৈমিষ—একটা রুদ্রের নাম। তিনি স্বীয় নানীয় নৈমিষক্ষেত্রে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৫।

নৈঋত—(১) অধর্ষের ভার্য্যা নিঋতি হইতে কতকগুলি রাক্ষস জন্মে। তাঁহারাই নৈঋত বলিয়া খ্যাত হয়।

আদি-৬৬। (২) একজন দিকপাল।

মহাভা-বৃহদ্-উক্ত-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

নৈঋতি—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন তিনি তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নৈল—কম্পন যক্ষের পত্নী কেশিনী হইতে নীলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই নীলা হইতে নৈল নামে খ্যাত কতিপয় প্রচণ্ড বিক্রম রাক্ষস জন্মে। বায়ু-৬৯।

নৈবধ—মহীপতি নৈবধ বিধি অনুসারে গো দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়া ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৭৬।

নোঁধা—মহর্ষি গোতমের পুত্র নোঁধা ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। নোঁধার তনয় একদ্য। ঋগ্-১/৫৮।১; ৮।৮০।১।

নোকণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কাক্তিকেয়ের অনুচরী কলাগদায়িনী মাতৃগণের অগ্রতমা নোকণী ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৭।

নাকু—হরিণ, বজ্র, নাকু ও কপিল নামে চারিজন ঋষি স্বাধায়ায় নিরত হইয়া প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্তা করিয়াছিলেন। তখন সরস্বতী নদী পঞ্চস্রোতা হইয়া তাঁহাদের নিকট দিয়া প্রবাহিতা হইয়া ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩।

নাগ্রোধ—(১) মথুরাপতি কংসের অগ্রতম

ভ্রাতা । হরি-হরি-৩৭ । উগ্রসেন দেখ ।
ভাগ-২২-২৪ । (২) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয়
ভ্রাতা কংস নিহত হইলে, নাগেশ্বর
প্রভৃতি তাঁহার অগ্নিভ্রাতারাও যুদ্ধ
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন । ভাগ-
১০-৪৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ ; অগ্নি-২৭৫ ;
পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ; গর্গ-মথুরা-৮ ।

শ্রীকৃষ্ণদমন—একজন নাগরাজ । বরা-২১৪ ।
নাস—বিপ্রচিন্তিত পত্নী সিংহিকা হইতে
সৈংহিকেশ্ব নামধেয় যে সকল দানব
জন্ম লাভ করেন, নাস তাঁহাদের
অন্ততম । বায়ু-৬৮ । সিংহিকা দেখ ।

স

পংক্তি—পংক্তি প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ, সপ্ত
অক্ষমুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ
বহন করিয়া থাকে । স্বন্দ-মাহে-
কুমা ৩৮ । গায়ত্রী দেখ ।

পক্ধ—প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে পক্ধ
নামে এক ঋষি ছিলেন । তাঁহাকে
অশ্বিনয় অনার্য্য দম্বাদের হস্ত হইতে
রক্ষা করিয়াছিলেন । ঋগ-৮-২২১০ ।

পক্ষ—যযাতীর অন্ততম পুত্র অহু । এই
অহুর পুত্র সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ ।
বায়ু-৯৯ । অহু দেখ ।

পক্ষালিকা—দেবাসুর যুদ্ধে কার্তিকেয়ের
অহুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃকাগণের

অন্ততমা পক্ষালিকা ছিলেন । মহাভা-
শল্য-৪৭ ।

পক্ষিনী—ধর্ম্মারণ্যে দেবগণ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত একটি মহাশক্তি । স্বন্দ-
ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯৬ ।

পক্ষিবোনীবিমোচন—অবন্তী ক্ষেত্রে
মহাকাল বনে জালেশ্বরদেবের পূর্ব্ব-
ভাগে, পক্ষিবোনীবিমোচন নামে এক
শিবলিঙ্গ আছেন । তাঁহার দর্শন মাত্রে
দর্শনপাপ বিমোচন হয় । স্বন্দ-আব-
চতু-২১ ।

পক্ষজ—উৎক্রেশ দেখ । বাম-৫৭ ।

পক্ষজিৎ—কণ্ডপ পত্নী বিনতা হইতে যে
সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, পক্ষজিৎ
তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-
উদ্-১০০ ।

পক্ষদিক্কাঙ্গ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্যা, রুদ্র,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-
সম্পন্ন পক্ষত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করিয়াছিলেন, পক্ষদিক্কাঙ্গ
তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-
শল্য-৩৬ ।

পক্ষুম—মহর্ষি পক্ষুম, মহর্ষি কৌশল্যের
অন্ততম শিষ্য ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ ।
বায়ু পুরাণ মতে পক্ষুম । বায়ু-৬১ ।
কৌশল্য দেখ ।

পজ্জ—অগ্নিরা ঋষির অন্য নাম । ঋগ-
১১১৭১০ ।

পঞ্চক—ঋষপতি নভুয়ের বতি, যযাতি,

পঞ্চক প্রভৃতি সপ্ত পুত্র ছিল। অগ্নি-২৭৪। উৎক্রোশ দেখ।

পঞ্চচূর—মহিষাসুরের অগ্রতম সেনাপতি। ভূর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, তিনি মহিষাসুরের সহিত গমন করিয়াছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

পঞ্চচূড়া—ব্রহ্মলোকবাসিনী অম্বর। পঞ্চ-চূড়া, নারদের প্রেমের উত্তরে, স্বীকৃতি অতিশয় নিন্দা করিয়াছিল। মহাভা-অমুশা-৩৮।

পঞ্চজ—দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় অশ্বচর উৎক্রোশ ও পঞ্চজকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

পঞ্চজন—(১) মতীপতি সগরের অগ্রতম পুত্র পঞ্চজন। কপিল শাপে অগ্ন্যাগ্ন পুত্রগণ ভয়ীভূত হইলে, তিনিই রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের তনয় দীলিপ, দীলিপের পুত্র ভগীরথ। শিব-ধর্ম্ম-৬১; পদ্ম-উত্ত-২০, ২১। সগরের পুত্র পঞ্চজন। বায়ু-৮৮। অংশুমান দেখ। (২) দ্বারকা পুরীর পশ্চিম দিক রক্ষক অগ্রতম দ্বারপাল দৈত্যপতি পঞ্চজন ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার ২৭। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগরের অগ্রতম পত্নী কেশিনীর গর্ভে পঞ্চজনের জন্ম হয়। সগরসন্তানগণ কপিল শাপে ভয়ীভূত হইলে, মাত্র বর্ষেকতু, স্নকেতু,

পঞ্চজন ও ধর্ম্মরথ এই চারিজন জীবিত ছিলেন। সগরের মৃত্যুর পর পঞ্চজন রাজা হন। পঞ্চজনের তনয় অংশুমান। হরি-হরি-১৫। অংশুমান দেখ। (৪) কৌশিক বংশীয় বাহ্যস্থের অগ্রতম পুত্র স্বজয়, স্বজয়ের পুত্র পঞ্চজন, পঞ্চজনের পুত্র সোমদত্ত। হরি-হরি-৩২। (৫) প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের হয়গ্রীব, নিমন্ত, পঞ্চজন ও মুকু নামে চারিজন যুদ্ধ বিশারদ দ্বারপাল ছিল। ইহার সকলেই কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১২৯। (৬) প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্রীকে দক্ষ-প্রজাপতি বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৪, ৫। অসিক্রী দেখ। (৭) হিরণ্য-কর্ণপুর অগ্রতম তনয় সংহ্লাদ, সংহ্লাদের স্ত্রী মতি হইতে পঞ্চজন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৮) পঞ্চজন অম্বর প্রভাস তীর্থে সমুদ্র তলে বাস করিত। সমুদ্রের কথায় শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন যে, তাঁহার গুরু সান্দিপণি মুনির পুত্রকে পঞ্চজন হরণ করিয়াছে। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজনকে বধ করেন; কিন্তু গুরুপুত্রকে পাইলেন না। পঞ্চজনের শরীরজাত শব্দই পাঞ্চজন্ম নামে খ্যাত। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (৯) দৈত্য বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদর বিদারণপূর্বক মৃত পুত্র আনয়ন করিয়া, সান্দিপণি মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ভাগ

৩ঙ্ক-৩ ; বিষ্ণু-৫ম- ২১ ; গর্গ-মথুরা-৯ ;
স্কন্দ-আব-অব-২৭ ।

পঞ্চজনী—আবরণ দেখ । ভাগ-৫ঙ্ক-৭ ।

পঞ্চদশী—দ্বৈতায়ুগে মাকাতার শাসন
কালে পঞ্চদশীর গর্ভে ভগবানের পঞ্চম
অবতার তথ্য জন্মগ্রহণ করেন ।
বায়ু-৯৮ ।

পঞ্চদশেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭ ।

পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরী—হাটকেথর তীর্থে
পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরী দেবী আছেন ।
ভগবতী লক্ষ্মী মাহুষ বিধানে তাঁহাকে
প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁহাকে দশন
করিবামাত্র নারী সৌভাগ্য লাভ করে ।
স্কন্দ নাগ-১৭৭ ।

পঞ্চবক্তৃ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেশ্যকে সাহায্য করিবার জন্ত,
সাধা, রুদ্র, বশু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র
ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সকল যে সমুদয়
সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন,
পঞ্চবক্তৃ তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন ।
মহাভা-শলা-৪৬ ।

পঞ্চবন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সগরের
অগ্রতম পুত্র । বায়ু-৮৮ । সগর দেখ ।

পঞ্চবীৰ্য্য—শ্রীকৃষ্ণভাগর্গ বিধ্বদেবগণের
অগ্রতম পঞ্চবীৰ্য্য । মহাভা-অনুশা ৯১ ।

পঞ্চম—মহর্ষি কৌশল্যের অগ্রতম শিষ্য
পঞ্চম । বায়ু-৬১ । কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
মতে পঞ্চম । ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ ।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—সবিতা দেবের পত্নী পৃথ্বী

দেবীর গর্ভে পঞ্চমহাযজ্ঞ জন্মগ্রহণ
করেন । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ।

পঞ্চমাম—অষ্টবসুর অগ্রতম বিভাবসুর
পৌত্র ও আতপের পুত্র । তাঁহার
প্রভাবে প্রাণীগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত
থাকে । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ।

পঞ্চশিখ—(১) বরাহকল্পে যে সকল
শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, পঞ্চশিখ
তাঁহাদের একজনের শিষ্য ছিলেন ।
শিব-বায়ু উত্ত ১০ । (২) ত্রিপুরাসুরের
বিনাশ করিবার জন্ত যে সকল মহা-
দেবের গণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়া-
ছিলেন, পঞ্চশিখ তন্মধ্যে অগ্রতম
ছিলেন । মৌর ৩৫ । (৩) তাঁহার
জনক জননী অজ্ঞাত । তিনি আশুরি
নামক এক ঋষির শিষ্য হইয়া লাভ করিলে,
তাঁহার পত্নী কপিলা তাঁহাকে স্বীয় স্তম্ভ
দান দ্বারা পুত্রের স্থায় লালন পালন
করেন এবং সেই হইতে তিনি কপিলা
পুত্র পঞ্চশিখ বলিয়া সর্বত্র খ্যাত হন ।
পঞ্চশিখ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন । জনক
বংশীয় মিথিলাধিপতি জনদেবকে তিনি
তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন । মহাভা-
শান্তি-২১৮, ২১৯ । (৪) বরাহকল্পের
অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাস নামে অবতীর্ণ
হন । তখন পঞ্চশিখ তাঁহার অগ্রতম
শিষ্য ছিলেন । বায়ু-২৩ । বরা-১৫১ ।
(৫) প্রজাপতি ব্রহ্মার নাতিদেশ হইতে
পঞ্চশিখ মূনির জন্ম হয় । ব্রহ্মবৈ-
ব্রহ্ম-৮ ।

পঞ্চশিখেরলিঙ্গ—কাশীস্থিত আহুতীখর

শিবলিঙ্গের দক্ষিণে পঞ্চশিখের মহাদেব
আছেন। তাঁহার দর্শনে মহাপুণ্য লাভ
হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭।

পঞ্চশিব—দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেবসেনা-
পতি পদে বৃত্ত হইলে, কনখল তীর্থ
তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর
পঞ্চশিবকে প্রদান করিয়াছিলেন।
বাম-৫৭।

পঞ্চাঙ্গা—দেববালা বিশেষ। বরা-২১৪।

পঞ্চস্বর—কাশীতে পঞ্চস্বর নামে এক
গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি বীরেশ্বর নামক
শিবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ
করেন। স্বন্দ-কাশী-পূ-১০।

পঞ্চহস্ত—দক্ষসাবর্ণি মনুর অগ্রতম পুত্র।
বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

পঞ্চহোত্র—প্রথম মেরুসাবর্ণির অগ্রতম
পুত্র। হরি হরি-৭। ঋচীক দেখ।

পঞ্চাঙ্ক—(১) একাঙ্ক দেখ। বরা-৫২।

(২) শিবের ও পার্বতীর বিবাহে শিবের
অগ্রতম গণ পঞ্চাঙ্ক বিংশতি কোটি
অনুচর সহ বরযাত্রী হইয়া গমন
করিয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

পঞ্চাঙ্ক্য—মহাদেবের অগ্রতম গণ। স্বন্দ-
কাশী-উত্ত-৫৩।

পঞ্চানন—মহাদেবের অগ্র নাম। মহাভা-
অনুশা-১৭।

পঞ্চাশ্ব—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বাহ্যাস্থের
তনয় মুকুল, মুকুলের পুত্র পঞ্চাশ্ব,
পঞ্চাশ্বের যমজ পুত্রকণ্ঠা দিবোদাস ও

অহল্যা। অগ্নি-২৭৮। অহল্যা দেখ।

পঞ্চাশ্বমেধিকা—সমুদ্র মন্থনে যে সকল
অম্পরার উদ্ভব হয়, পঞ্চাশ্বমেধিকা
তাঁহাদের অগ্রতম। স্বন্দ-কাশী-পূ-২।

পঞ্চাশ্র—(১) শিবের অগ্রতম অনুচর
পঞ্চাশ্র শিবের ও পার্বতীর বিবাহে
চতুষষ্টি কোটি গণ সহ উপস্থিত
ছিলেন। লি-১০৩। (২) মহিষাসুরের
অগ্রতম মন্ত্রী ও সেনাপতি পঞ্চাশ্র,
মহিষাসুরের আস্থানে ভগবতী দুর্গার
সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) কাশীস্থিত কুম্ভাও
গণেশের পূর্বাদিকে পঞ্চাশ্র নামে
বিষ্ণুরাজ সতত বারাগসী নগরীকে রক্ষা
করেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পঞ্চেশানী—অবন্তী ক্ষেত্রে পঞ্চেশানী
দেবীকে যথাবিহিত পূজা করিলে,
মানব বহু জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি
লাভ করে। স্বন্দ-অব-অব-২৬।

পটচ্চর—(১) পটচ্চর নামে এক রাজা
ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২)
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার উপস্থিত রাজনা-
বগের অগ্রতম। মহাভা-আদি ১৬৮।

পটবাসক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে
ইহার জন্ম। জনমেজয়ের সর্প সত্রে
তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫২-৫৭।

পটু—নরপতি ইক্ষ্বাকুর অগ্র নাম।
বৃহদ্ভ-মধ্য-১৮।

পটুমান—মগধের অক্ষুবংশীয় নরপতি
মেঘস্বাতির পুত্র পটুমান, পটুমানের

তনয় অরিষ্টকন্ধ্যা, অরিষ্টকন্ধ্যার তনয়
হাল । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

পটুশ—একজন বানর দলপতি । তিনি
লঙ্কা সমরে পনস রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ
করিয়াছিলেন । মহাভা-বন-২৮৩ ।

পঠর্বা—অশ্বিনয়ের সাহায্যে রাজর্ষি পঠর্বা
অম্বরদিগের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ
করিয়াছিলেন । ঋগ-১।১১২।১৭ ।

পটুমিত্র—মগধের কৈলিকিল যবন বংশীয়
অন্ততম ভূপতি পটুমিত্র । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

পণিঃ—পণিঃ নামে অমুরেরা দেবলোক
হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে
লুকাইয়া রাখিয়াছিল । ইন্দ্র সরগা
নাম্নী এক দেব কুকুরীকে তাহাদের
অন্বেষণার্থ প্রেরণ করেন । সরমা
অমুরদের সহিত যুদ্ধ স্থাপন করিয়া,
গাভীর সংবাদ আনয়ন করেন । ইন্দ্র
মরুৎগণের সাহায্যে সেই সকল গাভীর
উদ্ধার সাধন করেন । অঙ্গিরা নামক
আমাদের পিতৃগণ মন্ত্রদ্বারা অগ্নির স্তুতি
করিয়া বলবান্ ও দৃঢ়াঙ্গ পণিঃ অমুর-
গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ঋগ-
১।৩।৫ ; ১।৭।১২ ।

পণ্ডক—রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্ততম পুত্র ।
হরি-হরি-৭ । আদর্শ দেখ ।

পণ্ডিত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী
গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম । তিনি
কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন ।
মহাভা-আদি-৬৭ ; ভীষ্ম-৮৯ ।

পণ্ডিতক—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম । তিনি
কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন ।

মহাভা-আদি-৬৭ ; ভীষ্ম-৮৯ ।

পণ্যবান্—পাটলীপুত্র নগরে পণ্ডমান
নামে এক ধার্মিক বৈশ্য ছিল । তাঁহার
আট পুত্রের অন্ততম পণ্যবান্ ছিল ।
সে পিতার সহপদেশের অমুবর্তী হইয়া
চলিত । ঋন্দ-ব্রহ্মসেতু-২২ । পণ্ডমান
দেখ ।

পতঙ্গ—তাক্ষের ঔরসে ও তদীয় পত্নী
দক্ষের অন্ততমা কন্যা পতঙ্গীর গর্ভে
পতঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ।
তাক্ষ দেখ ।

পতগেন্দ্র—গরুড়ের অগ্র নাম ।

পতঙ্গ—(১) অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে
পতঙ্গ নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
তিনি মায়া বা অজ্ঞানতা সধক্ষে কতিপয়
ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-
১০।১৭।১ । (২) মরীচির অন্ততম পুত্র ।
ভাগ-১০ঙ্ক-৮৫ । উর্ণা ও দেবকী
দেখ । (৩) ব্রজের একজন ব্যভাচ্যু ।
গর্গ-গোল-১৮ । (৪) বসন্তমালতী নাম্নী
নগরীতে পতঙ্গ নামে এক গন্ধর্ভপতি
রাজত্ব করিতেন । দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত
প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ
হয় । অবশেষে বলরাম তাঁহাকে
প্রস্রাস্ত করেন । গর্গ-বিষজিৎ-৪৬ ।

পতঙ্গী—(১) তাক্ষের অন্ততমা পত্নী ।
তাক্ষ দেখ । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ । (২)
দক্ষের পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও ভিমি

নারী চারি কন্যাকে মহর্ষি অরিষ্টনেমী
বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পতঙ্গী ইহাতে
পতঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-১৪। দক্ষ দেখ।

পতঙ্গলী—মহর্ষি পতঙ্গলী, মহর্ষি প্রাচীন-
যুগের পুত্র। তাঁহার পিতা পুত্রে
উভয়েই কৌতুম্যদের শিষ্য ছিলেন।
এবং উভয়েই এক একখানি সংহিতা
রচনা করিয়াছিলেন। বায়ু-৬১। (২)
দক্ষের অগ্রতম কন্যা ও কণ্ঠপের
অগ্রতম পত্নী কক্ষর গর্ভজাত বহু
পুত্রের অগ্রতম পতঙ্গলী। পদ্ম-সৃষ্টি-
৬; মৎ-৬। (৩) মহর্ষি পতঙ্গলী একজন
অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি;
তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ ও উক্কয়
এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

পতঙ্গী—সিন্ধুরাজ সুবলের অগ্রতম তনয়
ও শকুনির ভ্রাতা। মহাভা-কর্ণ-৪৯।

পতন—রাবণের অগ্রতম অনুচর। লঙ্কা
সমরে তিনি বানর সৈন্য হস্তে নিহত
হন। মহাভা-বন-২৮৩।

পতি—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-
আশ্বমে-৮।

পতিতা—কমলাক্ষী দেখ। বাম-৫৭।

পতিব্রতা—তালজঙ্ঘ্য বংশীয় নরপতি
বীতিহোত্রের পত্নী। সৌর-৩১।

পত্তলক—মগধের অক্ষু বংশীয় নরপতি
হালের পুত্র পত্তলক। পত্তলকের পুত্র
প্রবিলসেন, প্রবিলসেনের পুত্র স্কন্দর
সাতকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পত্তনেশ্বর—পত্তন নামক স্থানে পত্তনেশ্বর
শিবলিঙ্গ আছেন। স্বন্দ-আব-চতু-৩২।

পত্রেশ্বর—চিত্রসেন গন্ধর্বের পুত্র পত্রেশ্বর
ইন্দ্রের শাপে মর্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ
করেন। তিনি নন্দদা তীরে দ্বাদশ বৎসর
যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া মুক্তি
লাভ করেন, সেই শিবলিঙ্গই পত্রেশ্বর
নামে খ্যাত হন। স্বন্দ-আব-রেবা-৩২।

পত্রেশ্বরলিঙ্গ—পত্রেশ্বর দেখ।

পথিকৃৎ—একটি অগ্নির নাম। বাঁহার
গৃহে দশ পৌর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠিত
আছে তিনি পথিকৃৎ নামক অগ্নির
উদ্দেশ্যে অষ্ট কপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিবেন। মহাভা-বন-২১৯।

পথ্য—(১) মহর্ষি সূমন্ত অথর্ষবেদকে
দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে
নিঃশেষরূপে প্রদান করিয়াছিলেন।
মহর্ষি কবন্ধ আবার ইহাকে দ্বিধা
বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পথ্যকে এক
ভাগ ও বেদম্পর্শকে অপর ভাগ প্রদান
করেন। পথ্য ঐ সংহিতাভাগ ত্রিধা
বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি ও
শোনক নামক স্বীয় শিষ্যত্রয়কে প্রদান
করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; ভাগ-
১২ঙ্ক ৭; বিষ্ণু-৩য়-৬। কবন্ধ ও দেব-
দর্শ দেখ।

পথ্যনেত্র—চাক্ষুস মনুষ্যেরে প্রসূত নামক
দেবগণ ছিলেন। পথ্যনেত্র সেই প্রসূত
দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা।
বায়ু-৫২।

পথ্যা—মমুর কন্যা পথ্যা মহর্ষি অথর্কণের
অগ্রতমা পত্নী ছিলেন। পথ্যার গর্ভজাত
পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত ও
বিচিত্র ! বায়ু-৬৫। অথর্কণ দেখ ।

পথ্যাস্বস্তি—দেবী পথ্যাস্বস্তি মঙ্গলদাত্রী
দেবী । ঋগ-১০।৬৩।১ ।

পদাতি—নরপতি কুরু পুত্র অবিষ্কিত,
অবিষ্কিতের পুত্র পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের
তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের অগ্রতম
পুত্র পদাতি । মহাভা-আদি-৯৪ ।
কুরু দেখ ।

পদ্ম—(১) কুবেরের একজন অনুচরের
নাম পদ্ম ছিল । রাবণ অলকা পুরী
আক্রমণ করিলে, তিনি রাবণের সহিত
যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন । বামা-উত্ত-
১৫ । (২) পদ্মকরে পদ্ম নামে এক
মহীপতি ছিলেন । ভগবান্ পদ্মগর্ভ
হইতে তাঁহার জন্ম হয় । তিনি অতিশয়
পরাক্রমী ছিলেন । একদা মৃগয়া
করিতে যাইয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া বন-
মধ্যস্থ কশ্ব যুনির আশ্রমে উপস্থিত হন ।
সেই সময়ে যুনি আশ্রমে ছিলেন না ।
কশ্বের পালিতা কন্যাকে রাজা তাঁহার
অনুপস্থিত সময়ে গাঙ্কর মতে বিবাহ
করেন । কশ্ব আশ্রমে আসিয়া সেই
জন্ত উভয়কে শাপ দেন যে তোমরা
কুৎসিত দর্শন হইবে । তখন উভয়ে
তাঁহার শরণ লইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া
বলিলেন—মহাকাল বনে পশুপেশ্বর
লিঙ্গের পূর্বদিকে এক রূপপ্রদায়ক

শিবলিঙ্গ আছেন । ভক্তীর সহিত তুমি
যাইয়া সেই লিঙ্গ দর্শন কর । তাঁহার
দর্শনমাত্র পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ।
তনুসারে তাঁহারা সেই লিঙ্গ দর্শন
করিয়া পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন । স্বন্দ-
আব-চতু-৬২ । (৩) অগ্নির অগ্রতম
তনয় গার্হপত্য, এই গার্হপত্যের তনয়
শঙ্কু ও পদ্ম । স্বন্দ-আব-রেবা-২২ । (৪)
পদ্ম নামে এক রাজর্ষি ছিলেন । মহাভা-
সভা-৮ । (৫) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কান্তিকৈয়কে সাহায্য করিবার
জন্ত, সাধা, রুদ্র, বশু, পিতৃগণ, সরিৎ,
সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সকল যে
সমুদয় সেনাধাক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন,
পদ্ম তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-
শলা-৪৬ । (৬) যক্ষপতি মণিভদ্রের
অগ্রতম পুত্র পদ্ম । বায়ু-৬৯ । মণিভদ্র
দেখ । (৭) কশ্চপ পত্নী কক্ষ হইতে
অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম,
মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক নামে মহাবল
পরাক্রান্ত নাগগণের জন্ম হয় । যে ব্যক্তি
পঞ্চমী তিথিতে হুগ্ন দ্বারা উপরোক্ত
নাগগণের তর্পণ করে, নাগগণ তাহার
মিত্র হইয়া থাকেন । বরা-২৭ ; পদ্ম-
হৃষ্টি-৬ । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯ । কশ্চপ ও
কক্ষ দেখ ।

পদ্মক—অবন্তী ক্ষেত্রের নাগতীর্থে পদ্মক
নাগ অবস্থিতি করেন । স্বন্দ-আব-
অব-৬৫ ।

পদ্মকেতন—কশ্চপ পত্নী বিনতা হইতে

যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন,
তন্মধ্যে পদ্মকেতন অগ্রতম ছিলেন ।
মহাভা-উদ্-১০০ । বিনতা দেখ ।

পদ্মকেশা—মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা অগ্র-
তমা মহাশক্তি । তিনি দুর্গ অম্বরের
বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-
কাশী-উদ্ভ-৭২ ।

পদ্মগর্ভ—ব্রহ্মার এক নাম । মহাভা ।
পদ্মচিত্র—একজন নাগরাজ । মহাভা-
সভা-৯ ।

পদ্মচিত্রক—কশ্যপ পত্নী কক্ষর গর্ভজাত
অগ্রতম নাগ । বায়ু-৬৯ । কশ্যপ ও
কক্ষর দেখ ।

পদ্মজ—একজন নাগ । স্বন্দ-নাগ-১১৪ ।

পদ্মদ্বয়—পাতালের ভোগবতী নগরী
নিবাসী সুরসা ভূজঙ্গার গর্ভজাত সহস্র
তনয়ের অগ্রতম । মহাভা-উদ্-১০১ ।

পদ্মনাথ—যক্ষপতি মণিবরের পত্নী
দেবজনী হইতে পদ্মনাথ, বরাক্ষ প্রভৃতি
জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৬৯ । দেবজনী
দেখ ।

পদ্মনাভ—(১) গোমতী তীরস্থ নৈমিষা-
রণ্যের অন্তর্গত নাগপুর নামক পুরীতে
পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ বাস
করিতেন । তিনি ধর্ম্মারণ্য নামক
এক মহর্ষির নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ
করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন
করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-৩৫৬—
৬৬ । (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে
ও গান্ধারীর গর্ভজাত ষষ্ঠ পুত্রের

অগ্রতম । মহাভা-আদি-৬৭ । (৩)
নারায়ণের এক নাম পদ্মনাভ ! স্বন্দ-
আব-রেবা-৩ ; রামা-উদ্ভ-৮ । নৈঋব
দেখ ।

পদ্মনিধি—একজন যক্ষপতি । বাম-১৭ ।

পদ্মপাতক—পদ্মপাতক নামে একজন
বেদবিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন । এক ব্রাহ্মণ
বিধবার গর্ভজাত পুত্র মধু তাঁহার শিষ্য
ছিলেন । এই মধুই মধ্বাচার্য্য নামে
খ্যাত । সৌর-৪০ ।

পদ্মবর্ণ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি
হর্য্যাক্ষের তনয় যদু, যদু হইতে মাধব,
মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, সারস ও হরিত নামে
পাঁচ পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে পদ্মবর্ণ সহ
পর্কতে পুরী নিষ্পাদন করিয়া রাজত্ব
করিতেন । হরি-হরি-২৪ । (২) যক্ষপতি
মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পদ্মবর্ণ,
মুনেত্র প্রভৃতি পুত্র জন্মে । বায়ু-৬৯ ।

পদ্মবাসিনী—মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা
অগ্রতমা মহাশক্তি । তিনি দুর্গ অম্বরের
বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-
কাশী-উদ্ভ-৭২ ।

পদ্মভূ—প্রথম সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নাম
ছিল বিরিক্ষি । দ্বিতীয় সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার
নাম ছিল পদ্মভূ । তখন সোমনাথলিঙ্গ
কালান্বিত নামে উক্ত হইতেন । স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-৭ ।

পদ্মমিত্র—মগধের বাহ্লীক বংশীয় তিন
জন ভূপতির পরে পদ্মমিত্র প্রভৃতি
রাজত্ব করিয়াছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

পদ্মমুখ—দেবতা বিশেষ । পদ্ম-স্ফি-৭ ।

পদ্মমুখী—রাধিকার অন্ততমা সখী ।
ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪ ।

পদ্মঘোণী—ব্রহ্মার এক নাম । রামা-
উত্ত-৪, ৪১ ।

পদ্মহিরণ্য—কল্লাস্তে বিষ্ণুর নাভীদেশ
হইতে হিরণ্য পদ্মের উৎপত্তি হয় ।
এই পদ্ম হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন ।
ভাগ-৬স্ক-১ ।

পদ্মসম্ভব—ব্রহ্মার এক নাম । দেবী-
ভাগ-৯স্ক-৪১ ।

পদ্মা—(১) সিংহল দ্বীপের অধিপতি
বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাকে বিষ্ণুরূপী কক্কী
বিবাহ করেন । কঙ্কি-১ম-৫, ২য়-৪ ।
(২) ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় রাজা অনরণ্যের
কন্যা । ব্রহ্মবৈ-কৃ-৪১—৪২ । অনরণ্য
দেখ ।

পদ্মাকর—একজন নগর মহাজন বৈশ্য ।
তিনি দর্শনাধিপতি বজ্রবাহুর নির্দাসিত
রাজমহিষী সুমতীকে আশ্রয় প্রদান
করিয়াছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০ ।

পদ্মাক্ষ—পদ্মাক্ষ নামক ক্ষেত্রপাল দ্বারকা
পুরীর দক্ষিণ দিক রক্ষা করেন । স্বন্দ-
প্রভা-দ্বার-১৭ ।

পদ্মাক্ষ্য—পদ্মাক্ষ্য নামক এক ব্রাহ্মণ,
শিষ্য বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক এক
ব্রাহ্মণকে আহাৰ্য্য দান করিতেন ।
সেই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পরে তিনি
কুবেরের পদ প্রাপ্ত হইয়া অলকা পুরীতে
অবস্থিত হইয়াছিলেন । লি-উত্ত-১ ।

পদ্মাবতী—(১) কাশী নগরীতে জয়সেন
নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার
অন্ততমা স্ত্রী পদ্মাবতী, পঞ্চপিণ্ডিকা-
গৌরী দেবার আরাধনা করিয়া পরম
দোভাগ্যবতী হইয়াছিলেন । স্বন্দ-নাগ-
১৭৭ । (২) করবীরপুরের নরপতি
শৃগালের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী । শৃগাল
ত্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলে পদ্মাবতী
স্বীয় তনয় শক্রদেবকে সঙ্গে করিয়া
ত্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন । ত্রীকৃষ্ণ
শক্রদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
তথা হইতে প্রস্থান করেন । হরি-হরি-
১০০ । (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-
সেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী
মাতৃকাগণের মধ্যে পদ্মাবতী অন্ততমা
ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ । (৪) স্বন্দ
দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে,
বদরিকাশ্রম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
অমুচর পদ্মাবতী ও মাধবাকে প্রদান
করেন । বাম-৫৭ । (৫) গোপশ্রেষ্ঠ
গিরিভানুর পত্নী পদ্মাবতার গর্ভে
যশোদা জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-
১৩ । (৬) সুরভানু গোপের স্ত্রীর
নাম পদ্মাবতী । তাঁহার গর্ভে বৃষভানু
জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭ । (৭)
যজুবংশীয় সত্যজিতের বহু পুত্রের মধ্যে
ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ ছিলেন । ভঙ্গকারের
পত্নী ব্রতবতী হইতে সত্যভামা, ত্রিভী
ও পদ্মাবতী নামী তিন কন্যা জন্মে ।
তাঁহারা তিন জনই ত্রীকৃষ্ণের পত্নী

ছিলেন। মৎ-৪৫। (৮) লক্ষ্মী শাপ
প্রভাবে নদীরূপ ধারণপূর্বক পদ্মাবতী
নামে অবতীর্ণা হন। দেবীভা-৯৯-৬।

(৯) মহর্ষি জরুর কন্যা পদ্মাবতী।
জরুর জাম্বুদেশ হইতে গঙ্গা বহির্গত
হইলে, ভগীরথ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন-
পূর্বক যাইতে যাইতে বিশ্রাম করিলেন।
ইতিমধ্যে পদ্মাবতী শঙ্করদেবী করিয়া
গঙ্গাকে দর্শন দিলেন। বৃহৎ-মধ্য-২২।

(১০) দুর্গ অশুরের বিনাশার্থ মহেশ্বরী
ঈশ্বর শরীর হইতে কতিপয় মহাশক্তির
সৃজন করেন। তন্মধ্যে পদ্মাবতী
অন্ততমা ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

(১১) কাস্তি নগরীতে রুদ্রসেন নামে
এক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ছিলেন।
তাঁহার জ্যৈষ্ঠ নাম পদ্মাবতী ছিল।
তাঁহারা পূর্বজন্মে বণিক ছিলেন।
মহাকাল বনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে
মহাকালের জাগরণ ও উপবাস করিয়া
তাঁহারা এই জন্মে রাজা ও রাণী
হইয়াছেন। স্বন্দ-নাগ-৪৭।

পদ্মালয়া—সমুদ্র নন্দিনী লক্ষ্মীর অন্ত নাম
পদ্মালয়া। স্বন্দ-নাগ-৮০।

পদ্মাস্ত্রা—দুর্গ অশুরের বিনাশার্থ মহেশ্বরী
ঈশ্বর দেহ হইতে কতিপয় মহাশক্তি
সৃজন করেন। পদ্মাস্ত্রা তাঁহাদের
অন্ততমা। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মিনীনাথ—সূর্য্যের অন্ত নাম। স্বন্দ-
কাশী-পূ-২।

পদ্মী—পদ্মী নামে একজন নাগপতি
ছিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-৪৫।

পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মার অন্ত নাম। মহাভা।
পদ—প্রবাহীর অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬৮।
প্রবাহী দেখ।

পদস—(১) একজন বানর দলপতি।
তিনি সূগ্রীবের আস্থানে বহু বানর
সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ কিস্কিন্ধ্যায়
উপস্থিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি
বিভীষণের অমাত্য স্বরূপ কাজ করিয়া-
ছিলেন এবং রাবণের সৈন্য সমা-
বেশের খবর তাঁহাকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯, লঙ্কা-৩,
৩৭। (২) লঙ্কা সমরে পদসের সহিত
পুটেশ রাণসের যুদ্ধ হইয়াছিল। স্বন্দ-
ব্রহ্ম-সেতু ৪৪।

পদ্মগারি—মহর্ষি রথিতরের বেদাধ্যায়ী
অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১।
আগাং দেখ।

পবন—(১) সূমেরু পর্বতে বানরপতি
কেশরী রাজত্ব করিতেন। তাঁহার
স্ত্রী অঞ্জনা হইতে পবনদেবের ঔরসে
হনুমানের জন্ম হয়। রামা-উত্ত ৪০।
ইন্দ্রের স্ত্রী নামে এক সভা ছিল।
পবন ইন্দ্রালয় হইতে সেই সভা আনয়ন
পূর্বক ত্রীকুণ্ডকে প্রদান করিয়াছিলেন।
বিষ্ণু-৫ম ২১। (৩) অন্ধকাসুরের সহিত
মহাদেবের যুদ্ধকালে, দৈত্যপতি
বিমুদ্রার সহিত পবনদেবের যুদ্ধ হইয়া-
ছিল। বাম-৬৯। পবনদেবের বাহন
মৃগ। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৩। (৪) পবন
সতত কাশ্মীরলিঙ্গ মহাদেবের অর্চনা

করিয়া থাকেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-
৮। (৫) একবার হৈহয়পতি কার্ত্ত-
বীর্জার্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের বর-
প্রভাবে অতিশয় বলদর্পিত হইয়া,
ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ
করেন। তখন পবনদেব ব্রাহ্মণের
অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়ে বহু প্রসঙ্গ
তঁাহাকে শ্রবণ করাইয়া, তঁাহাকে
ব্রাহ্মণের প্রতি অমুরক্ত করান।
মহাভা-অনুশা-১৫২—১৫৭। (৬) তৃতীয়
মহু উত্তমের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮ঙ্ক-
১। উত্তম মহু দেখ। (৭) মিত্রবিন্দার
গর্ভজাত ক্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম।
ভাগ-১০ঙ্ক-৬১। মিত্রবিন্দা দেখ। (৮)
পবনদেবের পুত্রীর নাম গন্ধবতী। বরা-
৭৬। (৯) পরমেশ্বরের নিখাস বায়ু
হইতে পবনদেব উৎপন্ন হইয়া সমস্ত
জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন। বায়ুদেবের বাম পার্শ্ব
হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া বায়ু-
দেবের পত্নী ও বায়বী নামে বিখ্যাতা
হইলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৩। (১০) বায়ুর
অন্য নাম। একবার তিনি রাজা
কুশনাভের শত কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া
তাহাদের সঙ্গ বাসনা জ্ঞাপন করেন।
কিন্তু তঁাহারা অস্বীকৃত হইলে, তিনি
তঁাহাদিকে বিকৃতাক্ষ করিয়াছিলেন।
পরে কাশ্মিলা নগরের অধিপতি ব্রহ্মদত্ত
সেই সকল কন্যাকে বিবাহ করেন।
রামা-আদি-৩২, ৩৩।

পবনেশ্বর—পূর্বকালে পুতাত্মা নামে
খ্যাত কশ্যপ নন্দন, শিব রাজধানী
বারাণসীতে পবনেশ্বর নামক স্থাপন
শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতাব্যুত বৎসর
মহাতপস্তা করিয়াছিলেন। এই শিব-
লিঙ্গের দর্শন মাত্রেই মানব পুতাত্মা
হয় এবং অশ্বে পবনলোকে গম্য করে।
স্বন্দ-কাশী-পু-১৩।

পবমান—(১) অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-
৮। ১০। ১৪। (২) অগ্নির অন্যতম পুত্র।
বিষ্ণু-১ম-১০। অগ্নি ও স্বাহা দেখ।
(৩) দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার
অন্যতমা স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে
পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। তঁাহারা সকলেই
ভূতভোজী। মার্ক ৫২; শিব-বায়ু পু-
১৫; কৃষ্ণ পু-১৩; ভাগ-৪ঙ্ক ১, ৪৬,
৩। (৪) রাজা পৃথুর পৌত্র, অন্তর্দ্বানের
ঔরসে ও তঁাহার অন্যতমা পত্নী
শিখাণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও
শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
ভাগ-৪ঙ্ক-২৪। (৫) ব্রহ্মার ঔরসে ও
স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি
নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১০।
(৬) স্বাহা হইতে অগ্নির পাবক, পবমান
ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। লি-
৬। (৭) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী
নাম্নী অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে জন্ম-
গ্রহণ করেন। তঁাহার স্ত্রী স্বাহাদেবীর
গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে

তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫১। (৮) পবমানের তনয় কবাবাহন। পিতৃগণের অগ্নি কবাবাহন। ব্রহ্মাণ্ড-৩০। (৯) অগ্নি হইতে স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র লাভ করেন। অরণিকার্ত্ত মন্থনসম্ভূত অগ্নি পবমান, বৈতথ্যগ্নিপাবক এবং স্বর্ঘ্যতাপ সম্ভূত যে অগ্নি, তাহাই শুচি। তাঁহাদের পয়তাল্লিশজন পুত্র। সূতরাং তাঁহার পিতা সহ উনপঞ্চাশ জন। সৌর ২৬।

পবমানেশ্বর—কানীস্থিত জ্যোত্শ্বেশ লিঙ্গের পশ্চিম ভাগে এবং বারুকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত পবমানেশ্বর লিঙ্গ আরাধনা করিলে লোক তৎক্ষণাৎ পুত হইবে। স্বন্দ-কানী-পৃ ১৩।

পবিত্র—(১) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অজিরার তনয় পবিত্র, ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৬৭। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্র নাম পবিত্র। মহাভা-বন-২৩০। (৩) চতুর্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র-সাবর্ণির সময়ে তিনি অন্ততম দেবতা হইবেন। ভাগ-৮-স্ক-১৩।

পবিত্রগণ—চতুর্দশ মনু ভোতা মনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হইবেন শুচি। চাক্ষুগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বয়োরুদ্ধগণ এই সময়ে দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র,

মাগধ, অগ্নিধ্র যুক্ত ও অজিত ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। উরু, গভীর, ব্রঃ প্রভৃতি মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। বিষ্ণু ৩২-২।

পবিত্রপাণি—মহর্ষি পবিত্রপাণি একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৭।

পবীক—প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে পবীক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একদা ইন্দ্র, সেই ঋতবর্ণ আর্ষা পবীকর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অনার্য্য দম্ভাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫১।৯।

পয়স্ত্র—ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উত্থা, পয়স্ত্র, শান্তি, ধোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধ্বা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সমুদয় পুণ্যবান্ মহাঋদের দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮-৫।

পয়োদ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু, যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্ট, নীল ও অজ্জিক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-৩৩।

পয়োদা—দেবাপুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্ততমা পয়োদা ছিলেন। মহাভা-শলা-১৭।

পর—(১) কাম্পিলা দেশের পুরুবংশীয় নরপতি সময়ের পর, পার ও সদশ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পু-১।৪

তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুরুত । হরি-
হরি-২০ । (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক
পুত্রের নামও পর ছিল : মহর্ষি পর
তাঁহার অগ্ন্যস্ত্র ভ্রাতাদের আয় বিপ্রকুল
বর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্তা
ছিলেন । মহাভা-অমুশা-৪ । (৩) দৈতা-
পতি বলির অগ্রতম সেনাপতি ।
বাম-৭৪ ।

পরঞ্জয়—ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অগ্রতম
বিকৃষ্ণি, এই বিকৃষ্ণির তনয় পরঞ্জয় ।
বিকৃষ্ণি শ্রাদ্ধার্থ সমাহৃত মৃগ মাংস
হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিয়া,
শশাদ নামে খ্যাত হন । পূর্বকালে
ত্রেতাযুগে, দেবতা ও অসুরগণের
মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় । দেবতারা
পরাজিত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন
হইলে, পরঞ্জয় নৃপতির আশ্রয় লইতে
তিনি দেবতাদেরে পরামর্শ দেন ।
তদনুসারে তাঁহারা পরঞ্জয় নৃপতির
নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন,
—আমি যদি তোমাদের ইচ্ছের স্বক্কে
আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারি,
তবেই তোমাদের সহায় হইতে পারি,
নতুবা আমার দ্বারা হইবে না । ইন্দ্র
ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বৃষভরূপ ধারণ
করিলেন, এবং পরঞ্জয় ইহার ককুৎ
প্রদেশে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইলেন । এই যুদ্ধে বহু অসুর পরাজিত
ও নিহত হইলেন । পরঞ্জয় ইন্দ্ররূপী
বৃষভের ককুৎ প্রদেশে অবস্থানপূর্বক

যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ককুৎস্থ নামে
খ্যাত হইলেন । এই ককুৎস্থের তনয়
অনেনা । অনেনার তনয় পৃথু ।
বিষ্ণু-৪র্থ-২ ।

পরদ্রব্যোৎসব—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০০ ।

পরবীরাক্ষ—জনহানবাসী রাক্ষসপতি
থর ও দুষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ
জন রাক্ষস বীরের অগ্রতম পরবীরাক্ষ ।
তিনি রাম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন ।
রামা-আরণ্য-৩৩, ২৬ ।

পরশুপ—তাম্রসমুদ্র অগ্রতম পুত্র ।
মৎ-৯ । অকল্মষ দেখ ।

পরশুপ্তা—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অঙ্গিরা,
তাণ্ডি ও মোদগলা এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর । মৎ-১২৬ ।

পরপক্ষ—যযাতির অগ্রতম তনয় অম্ব ।
অম্ব হইতে সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ
নামে তিন পুত্র জন্মে । তাঁহারা
সকলেই পরম ধার্মিক ছিলেন ।
বায়ু-২২ ।

পরম—শ্রীকৃষ্ণার্গী বিশ্বদেবগণের অগ্র-
তম পরম ছিলেন । মহাভা-অম্ব ৯১ ।

পরমশু—পুরুবংশীয় নরপতি কক্ষেশ্বর
সভানর, চাক্ষুষ ও পরমশু নামে তিন
পুত্র ছিল । হরি-হরি-৩১ ।

পরমব্রহ্মচারিণী—ভদ্রকালীর অগ্র নাম ।
বায়ু-৯ ।

পরমর্দ—রাজর্ষি পরমর্দ অতিশয় ধার্মিক

ছিলেন বলিয়া, ধর্মরাজ যমের সভায় আসীন থাকেন। স্বন্দ-কাশী-পৃ-৮।

পরমা—প্রকৃতি তিন প্রকার—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাৱয়। বিজ্ঞাই গন্ধাদি পঞ্চমূর্তিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অবিজ্ঞাৱয়ের একের নাম মায়া ও অপরের নাম পরমা। মায়া ও পরমা জীবের আব-
রিকা শক্তি। বৃহৎ-মধ্য-২।

পরমাশ্রা—(১) প্রাচীন বৈদিক ঋষির ব্রহ্মকে পরমাশ্রা বলিতেন। এবং পরমাশ্রা সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১২৫।১। (২) পরমাশ্রা যোগের দ্বারা স্বয়ং ছইভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ ও বাম ভাগ প্রকৃতি স্বরূপ হইলেন। নিত্যোচ্চায় শ্রীকৃষ্ণেব সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি সহসা আবিভূতা হইলেন। এবং তাঁহার আক্তানুসারে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল হুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১।

পরমেশ্বরী—দেবী পার্কর্তী পাতালে পরমেশ্বরী নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পরমেশ্ব, পরমেশ্বক—যযাতির অগ্রতম তনয় অম্ব। অম্ব হইতে সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮ ; অগ্নি-২৭৭।

পরমেষ্টি—(১) মনুবংশীয় নরপতি দেব-
দ্র্যম্নের ঔরসে ও তৎপত্নী ধেনুমতির

গর্ভে পরমেষ্টি জন্মলাভ করেন। পরমেষ্টির পত্নী সুবর্চলা, প্রতীহ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৭৯-৭, ১৫। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ইন্দ্রদ্র্যম্নের পুত্র পরমেষ্টি, তৎপুত্র প্রতিহার, তৎপুত্র প্রতিহর্ষা। অগ্নি-১০৭ ; বায়ু-৩০ ; বিষ্ণু-২য়-১৫ ; কুর্শ্ব-পৃ ৩৯ ; বরা ৭৪। (৩) রাজা অজমীঢ়ের ঔরসে ও নীলিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। মহাভা-
আদি-২৪।

পরশু—(১) বহুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিঙ্গির শর্যানা হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিত কথ গোত্রীয় বৎস তথায় এক যজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিরিঙ্গির বহু দান করেন। তিনি আর একবার মহর্ষি পর্জ ও সামকে তিন শত অশ্ব ও এক সহস্র গো দান করিয়াছিলেন। ঋগ-
৮।৭। (২) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রতম পত্নী কল্মষীর গর্ভজাত একাদশ পুত্রের অগ্রতম পরশু। মৎ-৪৭। কল্মষী দেখ। (৩) উত্তম মনুর অগ্রতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২ ; বিষ্ণু-৩য়-১। উত্তম মনু দেখ।

পরশুচি—উত্তম মনুর অগ্রতম তনয়। মার্ক ৭৩।

পরশুনাভ—কশ্যপের অগ্রতম পত্নী যমার গর্ভজাত বহু পুত্রের অগ্রতম পরশুনাভ। বায়ু ৬৯।

পরশুরাম—(১) মহর্ষি কৃষ্ণের অগ্রতম পুত্র

ঋতীক । কুশিক তনয় গাধির সত্যবতী নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল । ঋতীক সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে গাধি বলিলেন,—তপোধন ! আমার পূর্বপুরুষ পরম্পরায় একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদান কালে অভ্যস্তর রক্ত ও বহিঃ শ্রামবর্ণযুক্ত পাণ্ডু কলেবর তরসী সহস্র অশ্বশুভ্র গ্রহণ করিয়া থাকি ! কিন্তু আমি আপনার নিকট শুক প্রার্থনা করিতে পারি না । অথচ আপনার সদৃশ বক্তিকে কন্যা দান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য । ঋতীক তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের নিকট হইতে উপরোক্তরূপ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বিনিময়ে সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন । একদা ভৃগু স্বীয় তনয় ঋতীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে তাহার পাদবন্দনা করিলেন । ভৃগু অতিশয় প্রীত হইয়া সত্যবতীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, সত্যবতী আপনার ও স্বীয় জননীর জন্ত পুত্র বর প্রার্থনা করিলেন । ভৃগু তখন হুইটী চক্র প্রদান করিয়া বলিলেন—তুমি উড্ডম্বর ও তোমার জননী অশ্বথ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া, এই চক্রদ্বয় ভক্ষণ করিবে । কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষালিঙ্গন ও চক্র ভক্ষণে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিলেন । কিন্তু ভৃগু ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—

যেহেতু তোমরা চক্রভক্ষণ ও বৃক্ষালিঙ্গনে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছ, সেইজন্য তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন এক পুত্র জন্মিবে । এই কথা শ্রবণে সত্যবতী বিনয় বচনে বলিলেন,—ভগবন ! আমার যেন এই-রূপ পুত্র না হয় । বরং এই লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, ইহাতে ক্ষতি নাই । তখন ভৃগু “তথাস্তু” বলিয়া প্রস্থান করিলেন । যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন । জমদগ্নি বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিলেন । পরে রাজা প্রসেনজিৎ সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলেন । রাজা যথাকালে শুভলগ্নে জমদগ্নিকে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন । কালসহকারে রেণুকা হইতে রুমধান্, সুবেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন । একদা রেণুকাকে নরপতি চিত্ররথের সহিত বাভিচারদোষে দুষিত মনে করিয়া, জমদগ্নি একে একে সকল পুত্রকে মাতৃহত্যার জন্য আদেশ করিলেন । কিন্তু অন্য কোন তনয় অগ্রসর হইলেন না । কেবল পরশুরাম পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করিলেন । পিতৃ আদেশ অমান্য করার জমদগ্নি অন্যান্য পুত্রগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন । জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া

বর দিতে চাহিলে, পরশুরাম প্রার্থনা করিলেন যে, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জননীর পুনর্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুন প্রকৃতিলাভ, সংগ্রামে অপ্রতিরুদ্ধতা ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি, এই কয়টি বর প্রদান করুন। জমদগ্নি “তথাস্তু” বলিয়া সেই সকল বর প্রদান করেন। একদা কার্তবীৰ্য্য জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া হোমধেনু হরণ ও বৃক্ষচ্ছেদন দ্বারা জমদগ্নির উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। পরশুরাম গৃহে আগমন করিয়া এই সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং যুদ্ধে কার্তবীৰ্য্যকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। কার্তবীৰ্য্যের আত্মজেরা পরশুরামের অনুপস্থিত সময়ে একদিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া, সংহার করেন। পরশুরাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে মৃতদর্শন করিয়া ও সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পিতার অন্ত্যেষ্টি সমাপনান্তে রণস্থলে কার্তবীৰ্য্য তনয় গণের সংহার সাধন করেন। তৎপর তাঁহাদের অহুগত কৃত্রিয় গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরশুরাম

পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিষ্কত্রিয়া করিয়া সমস্তপঞ্চকর্ত্তার্থে রুধিরময় পঞ্চতীর্থ নিষ্কাশনপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমুদয় পৃথিবী কশ্চপকে দক্ষিণাশ্বরূপ দান করিলেন, এবং কশ্চপেরই নির্দেশে তিনি পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বাস করিতে লাগিলেন। মহাভা-বন-১১৫—১৬; শান্তি-৪৯; ভাগ-৯স্ক-১৫, ১৬। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুবেগুর্ন কচ্ছা কামলী রেণুকাকে জমদগ্নি বিবাহ করেন। বায়ু-৯০। নারায়ণের ষোড়শ অবতার। এই অবতारे তিনি একবিংশতিবার ধরা নিষ্কত্রিয়া করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৩) সগর বংশীয় নৃপতি বালিককে স্ত্রীলোকেরা পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইজন্য বালিকের এক নাম “নারীকবচ”। ভাগ-৯স্ক-৯। (৪) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ের সম্প্রদেয় অনাত্ম ঋষি। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫) তিনি কার্তবীৰ্য্য-জুগে বধ করিয়াছিলেন। কুর্শ্ব-পূ-২২। (৬) তিনি একবিংশতিবার ধরা নিষ্কত্রিয়া করেন, এবং পরে তাহা কশ্চপকে দান করেন। বরা-১৫। (৭) পরশুরাম পৃথিবী নিষ্কত্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলে, সগর বংশীয় নৃপতি মূলক বিবদ্বা স্ত্রীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত

হইয়া আত্মরক্ষা করেন। সেইজন্য তিনি “নারীকবচ” নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৮) রামচন্দ্র, ক্ষত্রিয়কুল স্বয়ংসকারী হৈহয়কুলের কেতুস্বকপ পরশুরামের বীৰ্য্য ও বলজনিত গর্ভে ধ্বংস করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৯) তিনি জমদগ্নির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম রেণুকা। একদা রাজা কার্ত্তবীৰ্য্য মৃগয়া করিতে আসিয়া সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহার আশ্রয় সন্নিধানে রাতি যাপন করেন। পরদিন জমদগ্নি অনশনক্লিষ্ট রাজাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সংস্কার করেন। কপিলা নাম্নী পরম্বিনী গাভীর প্রতি লোভবশতঃ রাজা, তাঁহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। জমদগ্নির প্রবেশ বাক্যেও তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি বলপূর্ব্বক গাভী হরণে উদ্যত হইয়া, প্রথমে অকৃতকার্য্য হন। পরে গাভী লাভার্থ জমদগ্নিকে নিহত করেন। কিন্তু কপিলা অধিস্বামীর বিহনে নারায়ণ সমীপে গমন করিল। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম গৃহাগত হইয়া মাতার নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, কার্ত্তবীৰ্য্য সংহার ও একবিংশতিবার ধরা নিক্ষেপিয়া করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। রেণুকা, এতদ্রোষকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, রামকে উপদেশ দিয়া, স্বামীর সহিত সহমৃত্যু হইলেন। পরশুরাম সান্ন্যস্ত কার্ত্তবীৰ্য্যকে সংহার করিয়া, একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষেপিয়া

করেন। এই ঘটনার পরে তিনি শিব ও শিবের দর্শনের অভিলাষী হইয়া, কৈলাশে গমন করেন। সেই সময় গণেশ দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার, অতি ক্রুদ্ধ পরশুরাম শিবদত্ত পরশুর দ্বারা গণেশকে আঘাত করেন। সেই আঘাতে গণেশের একটা দন্ত ভগ্ন হয়। ব্রহ্মবৈগণে ৪২-৪৩। (১০) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি মহেশ্বাহ কার্ত্তবীৰ্য্য পরশুরাম হস্তে নিহত হন। লি-৬৮; মং ৪৩। (১১) সর্ষষ দানেছু পবনশ্রামের নিকট হইতে দ্রোণ অস্ত্র-দান ও তাঁহাদের প্ররোগকৌশল দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি ১৬৬; (১২) জমদগ্নি স্বামীর পুত্র। রামকর্ত্তক হরণের ভঙ্গ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, এবং স্বীয় করহিত ধনু প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে থাকরণ করিবার জন্য রামকে আহ্বান করেন। রাম অবলীলাক্রমে তাহাতে পরসন্ধান করিয়া বলিলেন, এক্ষণে কোথায় শর নিক্ষেপ করিব। অবশেষে পরশুরামের তপশ্রা সঞ্চিত সমস্ত লোক নষ্ট করিয়া তিনি শর সংহার করিলেন। রামা-অরণ্য-৭৪। (১৩) একদা কার্ত্তবীৰ্য্যজুন মৃগয়া করিতে যাইয়া বন মধ্যে অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে জমদগ্নি ইহা জানিতে পারিয়া

তঁাহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়নপূর্বক হোমধেমুর সাহায্যে তঁাহার পরিচর্যা করেন। রাজা অবশেষে সেই হোমধেমু চাহিয়া বলিলেন। জমদগ্নি দিতে অসম্মত হইলে, তিনি বলপূর্বকই তাহা গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম গৃহে আগমন করিয়া এই ঘটনা অবগত হইলেন, এবং কার্তবীৰ্য্যার্জুনের মস্তক-ছেদনপূর্বক হোমধেমু প্রত্যানয়ন করিলেন। কার্তবীৰ্য্যের সন্তানেরা পরশুরামের অমুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে বধ করিলে, পরশুরাম তঁাহাদিগকেও বধ করিলেন। পরন্তু পৃথিবী একবিংশ বার নিক্ষেপিয়া করিলেন। অগ্নি ৪, ৫; স্কন্দ-আব রেবা-২১৮; স্কন্দ-নাগ-৬৭। (১৪) কঙ্কি, পরশুরামের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নান্তে তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে পরশুরাম বলিলেন—তুমি সিংহল দ্বীপে বাইরা বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণপূর্বক সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করিবে। তুমি দ্বিগ্নিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্মবর্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাস্ত করিয়া, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিবে। দেবাপি ও মরু নামক ধার্মিকদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কঙ্কি-১ম-৩।

পরশ্রবা—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে পরশ্রবা, ঋতীক, স্বাবশ ও

যতীশ্বর নামে তঁাহার চারি পুত্র জন্মে। তঁাহারা সকলেই বেদজ্ঞ ছিলেন। লি-২৪।

পরহা—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। রৈবতমনু দেখ।

পরাক্রম—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত্ত হইলে, তঁাহার সাহায্যার্থ বিষ্ণু স্বীয় অমুচর বিক্রম, সংক্রম ও পরাক্রমকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পরাজয়—স্কন্দ দেবদেবোপাতি পদে অভিষিক্ত হইলে, নাগগণ তঁাহার সাহায্যের জন্য স্বীয় অমুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয়, পরাজয় ও বিজয় এই চারিজনকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পরাজিৎ—যদুবংশীয় নরপতি কৃষ্ণকবচের তনয় পরাজিৎ। এই পরাজিৎ হইতে মহাবীরাশানী, কল্মষ, পৃথুকল্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। নরপতি পরাজিৎ এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে পালিত ও হরিকে বিদভাধিপতিকে প্রদান করেন। হরি হরি-৩৬।

পরাস্তক—রাজধি পরাস্তক অতিশয় ধার্মিক ছিলেন বলিয়া, যমের রাজসভায় আসিয়া ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পৃ-৮।

পরাপরেশ্বর—কাশীস্থিত জ্যোতেশ্বরের উত্তরে পরাপরেশ্বর নামে এক মহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। তঁাহাকে অবলোকন মাত্র নির্মল জ্ঞানলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উক্ত-৬৫।

পরাবৎ—বৈদিক যুগে পরাবৎ নামে

এক অনার্য্য দম্ভা ছিল। ইন্দ্র তাঁহার ধন গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিবন্ধু শরভকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।১০০।৬।

পরাবসু—(১) মহামুনি ভরদ্বাজ একদা পুত্রের সহিত সূর্যের বেদ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে যবক্রান্ত নামে এক ব্যক্তি পরাবসুর তরুণী ভাৰ্য্যাকে গহন বনে স্ত্রী ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রুব ও মানী রৈভামুনি তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার জটা ছেদন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া ছিলেন। তাৎপাতে রাক্ষসাকৃতি এক কৃত্য উৎপন্ন হইয়া, যবক্রান্তকে বিনাশ করে। শিব-ধর্ম্ম ১২। (২) কোন এক সময়ে পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হতাশন মন্ত্য-লোকে আগমন-পূর্ব্বক দৈত্যদল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে তারক, পরাবসু, বিরোচন প্রভৃতি দানব সমুদ্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম সৃষ্টি-২২। (৩) দক্ষিণ সমুদ্রে মুক্তিপ্রদ রাম সেতুতে ধনুষ্কোটি নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়া মহর্ষি পরাবসু, পিতৃ-হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩। (৪) অসুরদের এক পুরোহিতের নাম ছিল পরাবসু। শতপথ। (৫) মহর্ষি রৈভ্যের পরাবসু

ও অর্কীবসু নামে দুই তনয় ছিল। তাঁহাদের যজ্ঞমান মহীপতি বৃহদ্রাক্ষ একদা কোন যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া, অর্কীবসু ও পরাবসুকে বরণ করেন। পিতা রৈভ্যের আদেশে তাঁহারা তথায় গমন করেন। একদা পরাবসু ভাৰ্য্যা দর্শনার্থী হইয়া স্বল্প তিমিরাচ্ছন্ন রজনী শেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন। তৎকালে রৈভ্যামুনি গাঢ় নিদ্রার আবির্ভূত ও ক্লম্বাজিন সংবৃত হইয়া, অরণ্যমাধ্যে শয়ান ছিলেন। পরাবসু নিবিড়ারণ্য সঞ্চারী মৃগবোধে আত্মব্রাণার্থ তাঁহাকে সংহার করিলেন। পিতার প্রেত কার্য্য সমাপনান্তে অর্কীবসুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন এবং বলিলেন,—আমার ব্রহ্মহিংসন ব্রতাহুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ করিলে তুমি একাকী এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অতএব তুমি আমার ব্রতাহুষ্ঠান কর এবং আমি একাকী যজ্ঞ সম্পন্ন করি। ভ্রাতা সম্মত হইয়া ব্রতাহুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে ব্রত সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে পর, পরাবসু তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া রাজার অহুচরদের সাহায্যে দূর করিয়া দিলেন। অর্কীবসু অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিলে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইয়া, পরাবসুকে দূর করত তাঁহাকেই যজ্ঞ

পুন বরণ করিলেন। মহাভা-বন-
১৩৪—৩৭। (৬) যবক্রীত, রৈভ্য,
অর্কীবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাঞ্চীবান্
ও বল ইহার অঙ্গিরার পুত্র। মহাভা-
শান্তি-২০৮। (৭) গন্ধর্ব্ব বিশেষ।
ভাগ-৮-স্ক-১১। (৮) শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব
বিশেষ। লি-৫৫। (৯) ইন্দ্রের অগ্র
নাম। মৎ-৬১। (১০) মহর্ষি বিশ্বা
মিত্রের পৌত্র। একদা তিনি পরশু-
রামকে পৃথিবী নিষ্কত্রিয়া করিতে
অসমর্থ বলিয়া নিন্দা করেন। পরশুরাম
তাঁহার বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া পৃথিবী
একবিংশতিবার নিষ্কত্রিয়া করেন।
মহাভা-শান্তি-৪৯। (১১) অষ্টবসু
অগ্রতম। মহাভা-শান্তি-২০৮। তিনি
রাজা উপরিচরের যজ্ঞে উপস্থিত
ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (১২)
যবক্রীত, রৈভ্য, অর্কীবসু, পরাবসু,
কাঞ্চীবান্, অঙ্গিরার পুত্রবর্গ ও
মেধাতিথির পুত্র কথ, এই সপ্ত
মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন।
ইহার সকলেই ব্রহ্মতেজোময় ইন্দ্রের
শুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর
আয় প্রভাসম্পন্ন। মহাভা-অনুশা-১৫০।
(১৩) বিশ্বাবসু নামে এক বেদবেদাঙ্গ-
পারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পরাবসু
নামে এক কৃতী পুত্র ছিল। তিনি
একদা বহুগণের সহিত বেষ্ঠাগরে
গমন করেন এবং রাত্রিকালে জল
ভ্রমে মত্ত পান করেন। পরে পরাবসু

জানিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত
ব্যাকুল হন। ভর্তৃযজ্ঞ নামক এক
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শে আনর্ত
রাজার কন্যা রত্নাবতীকে মাতৃ সম্বোধন
করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। স্বল্প-
নাগ-১২৭।

পরাবসু—প্রাচীন বৈদিক যুগে পরাবসু
নামে এক অন্ধ ও পঙ্গু মহর্ষি ছিলেন।
অশ্বিনয়ের স্তুতি করিলে তাঁহার
তাঁহাকে গমনে সামর্থ্য দান করিয়া-
ছিলেন। ঋগ ১।১১২।১।

পরাবৃত্ত—(১) যজুর্বংশীয় নরপতি রুক্ষ
কবচের পুত্র পরাবৃত্ত। এই পরাবৃত্তের
কন্যেয়। পৃথুরুক্ষ, জ্যামঘ, পালিত ও
হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে
জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা বিদর্ভকে
প্রণব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (২)
পরাবৃত্তের পুত্র রুক্ষের, পৃথুরুক্ষ,
জ্যামঘ, পরিষ ও হরি এই পাঁচ জন।
পরাবৃত্ত তন্মধ্যে হরি ও পরিষকে বিদেহ
রাজ্যে স্থাপন করেন। পদ্ম সৃষ্টি-১৩।

পরামৃত্ত—(১) অগ্রুর তনয় পরামৃত্তকে
উই পোকার অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।
ইন্দ্র তাঁহার ক্ষত দেহ সুস্থ করেন
ঋগ ৪।১২।১। (২) যজুর্বংশীয় নরপতি
রুক্ষকবচের তনয় পরামৃত্ত, তৎপুত্র
জ্যামঘ। কৃষ্ণ-পূ-২৪।

পরামৃত্তা—দুর্গ অম্বরের বিনাশের জহ
পার্কীতী স্বীয় শরীর হইতে যে সকল
মহাশক্তির সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদে

অন্ততম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২।
পরাম্বেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-কাশী-উক্ত-১০০।

পরায়ণ—যজুর্বেদের অধ্যয়ন কর্তা মহর্ষি
যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত যে
পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে
পরায়ণ অন্ততম ছিলেন। তাঁহার
সকলেই যজুর্বেদের বিভাগ কর্তা
ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণে
পরায়ণ স্থানে সপরায়ণ আছে।
বায়ু-৬১।

পরশর—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি,
শক্তির তনয় পরশর। তিনি ঋষিদের
অনেক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। ঋগ-
১।৬৫।১। (২) পরশর নামে এক
স্বতিশাস্ত্রকার ঋষি আছেন। তাঁহার
রচিত সংহিতার নাম পরশর সংহিতা।
পরশর-সং। পরশরের পিতা শক্তি,
রাক্ষস হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার
মাতা অদৃশ্যতী তাঁহাকে প্রসব করেন।
তিনি স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠের নিকট
পিতার নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া, রাক্ষস
বধের জন্ত, এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।
এই যজ্ঞে বহু রাক্ষস নিহত হইতেছিল
দেখিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য তাঁহাকে
এই ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে
উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি এই
কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হন। মহাভা-
আদি-১৭৮—১৮৩। (৩) মহর্ষি কৃষ্ণ
দৈপায়নের শিষ্য পৈল, পৈলের অন্ততম

শিষ্য বাঙ্কলি, বাঙ্কলির শিষ্য বোধ্য,
অগ্নিমাঠির, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য এই
চারিজন। এই পরাশর শক্তির পুত্র
পরাশর নহেন। বাঙ্কলি চারিখানি
ঋক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া এই শিষ্য
চতুষ্ঠয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বায়ু-
৬০। পৈল দেখ। (৪) মহর্ষি কৌশল্যের
অন্ততম শিষ্য পরাশর। বায়ু-৬১;
ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ। (৫)
বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে ঋষভ মহা-
দেবের অবতাররূপে অবতীর্ণ হন।
সেই সময়ে পরাশর তাঁহার অন্ততম
পুত্র ছিলেন। শিব-বায়ু-উক্ত-১০; বায়ু-
২৩। ঋষভ দেখ। (৬) নারায়ণের
সপ্তদশ অবতারে দাসকণ্ঠা সত্যবতীর
কুমারী অবস্থায় তিনি দ্বীপ মধ্যে
বেদব্যাসকে উৎপাদন করেন। ভাগ-
৯স্ক-২২; ৩স্ক-২। (৭) বাঙ্কলের
জ্যৈষ্ঠ শিষ্য। তিনি গুরু-সন্নিধানে
ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন অংশ
অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৮)
বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্তির পুত্র পরাশর
মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃষ্ণ-
দৈপায়ন নামে পুত্র লাভ করেন। কৃষ্ণ-
দৈপায়নের পুত্র শুক। শুকের ভূরিশ্রবা,
প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র
এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা
নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। কৃষ্ণ-পু-১২।
সনক ঋষি পরাশরকে যোগ সম্বন্ধীয়
পরম জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-পু-উক্ত-১১ । বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্তির পুত্র । তিনিই মৈত্রেয়কে বিষ্ণু পুরাণ বৃত্তান্ত বলেন । বিশ্বামিত্র প্রেরিত রাক্ষস কর্তৃক স্বীয় পিতা নিহত হইলে, তিনি ক্রোধবশতঃ রাক্ষস বিনাশী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । বশিষ্ঠের উপদেশে পরে সেই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন । তিনি উক্ত কার্যে বিরত হইলে, মহাত্মা পুলস্ত্য বংশরক্ষা হইল দেখিয়া, সমুদয় বিভাগ্য পারদর্শী হইবে বলিয়া তাঁহাকে এক বর দেন । বিষ্ণু-১ম-১ । বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হন । তখন পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরাস নামে তাঁহার বেদপরায়ণ চারি পুত্র জন্মে । লি-২৪ । বরাহকল্পের ষড়বিংশ দ্বাপরে কলিকালে পরাশর বাস নামে খ্যাত ছিলেন । তৎকালে মহাদেব ভট্টবট নগরে সহিষ্ণু নামে অবতীর্ণ হন । তাঁহার উলুক, বিদ্রাত, সম্বুক ও আশ্বলায়ন নামে মাহেশ্বর যোগাবলম্বী চারি পুত্র ছিল । লি-২৪ । পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্তির পুত্র । অদৃশ্যস্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয় । রুধিররাক্ষস শক্তিকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশরের জন্ম হয় । পরাশর হইতে মৎস্তগন্ধার গর্ভে, কৃষ্ণবৈশ্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন । লি-৬৩ । পরাশর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-হস্তার শান্তি বিধানার্থ রাক্ষসবিনাশী

যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু বশিষ্ঠের অনুরোধে উক্ত কার্য হইতে বিরত হন । তাঁহার এই কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সর্কশাস্ত্রপারদর্শী হইবার জন্ত পুলস্ত্য বর দেন । লি-৬৪ । মহাবি পরাশরের সন্তানেরা গৌর, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্রাম ও ধূম এই কয় শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু বংশ বিস্তার করিয়াছেন । তাঁহাদের শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-২০১ । বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাচুর্য্য হইলে, মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইবেন । তখন তাঁহার পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরাস নামে বেদপারগ মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র চতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়া তপশ্চাচরণ ও অভিশপ্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক অন্তিমে যোগ ও ধ্যানবলে রুদ্রলোক লাভ করিবেন । ব্রহ্মাণ্ড-২৩ । পৈল ঋষি যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন । এবং পরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্য্যায় সংযোগ করিয়া, স্বীয় শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে একটি ও বাহুলকে দ্বিতীয়টি প্রদান করেন । মহাবি বাহুল চারিখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শুক্রাষ্য নিরত হিতাকাজী প্রিয় শিষ্য বোধকে প্রথম শাখা, অগ্নি-মাঠরকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ

শাখা অধ্যয়ন করান। ব্রহ্মাণ্ড-৬৬ ; বায়ু-৫২। পরাশরের ত্রী অরণি হইতে শুকদেব, শুকদেবের ত্রী পীবরী হইতে ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামী এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৭০।

পারিকম্পিনী—অন্ধকাসুরের রক্তশানার্থ মহাদেবের শরীরসম্ভূতা অল্পতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

পারিকূট—অত্রিংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আশ্র ও মাধুচ্ছন্দ, এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৮।

পারিকৃষ্ট—মহর্ষি হিরণ্যনাভ চতুর্কিংশতি ঋষি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চতুর্কিংশতি জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে পারিকৃষ্ট তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পরিষ—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্য তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অমুচর পরিষ, চটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহনকে প্রদান করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০ ; মহাভা-শলা-৫৬ ; বাম-৫৭। (২) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অল্পতম পরিষ। পরিষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরি, বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন। পদ্ম-স্মৃতি-১৩ ; লি-৬৮। (৩) যদুবংশীয় কল্ককবচের কুশ্লেয়, পৃথুরঙ্গ, জ্যামঘ,

পরিষ ও হরি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পিতা পরিষ ও হরিকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। মৎ-৪৪ ; বায়ু-৯৫।

পরিদ্বীপ—কণ্ডপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে পরিদ্বীপ অল্পতম ছিলেন। মহাভা-উদ-১০০।

পরিপ্লব—পাণ্ডব বংশীয় সুখীনলের তনয় পরিপ্লব। পরিপ্লবের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী। ভাগ-৯৯-২২।

(২) সুখাবলের তনয় পরিপ্লব। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

পরিপ্লুত—পাণ্ডব বংশীয় নৃপতি ত্রিচক্ষের পুত্র সুখাবল, সুখাবলের পুত্র পরিপ্লুত, পরিপ্লুতের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী। বায়ু-৯৯।

পরিবর্ত—যমের কন্যা ও হ্রঃসহের পত্নী নিম্মাষ্টির গর্ভজাত অল্পতম পুত্র। মার্ক-৫১ ; নিম্মাষ্টি দেখ।

পরিবহ—পরিবহ নামক বায়ু সপ্তর্ষি মণ্ডলে অবস্থিত। উহা দ্বারা ক্রমে সংবদ্ধ হইয়াই সপ্তর্ষিমণ্ডল গগনতলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

পরিব্যাধ—(১) ব্রহ্মর্ষি উষস্তু, কবব, ধোম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির তনয় ভগবান সারস্বত এই সকল ব্রহ্মর্ষি পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (২)

দৃঢ়েয়, ঋতেয়, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির তনয় সারস্বত ; ইহারা বরুণদেবের পুরোহিত এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেছেন । মহাভা-অমুশা-১৫০ ।

পরিমলালয়—বিভ্রাধররাজ মন্দারদামের তনয় পরিমলালয় । তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বালাবোধি শিব-ভক্তিসুক্ত ছিলেন । পাতালের নাগরাজ রত্নধীশের কন্যা রত্নাবলী তাঁহার পত্নী ছিলেন । তাঁহার উভয়ে পূর্বজন্মে কপোত দম্পতি ছিলেন । এক শিব মন্দিরের প্রাঙ্গনে তাঁহার বাস করিত । তাঁহাদের পশুপুটের সঞ্চালনে সেই শিব প্রাঙ্গনস্থ ধূলি অপসারিত হইত বলিয়া, সেই পুণ্যের ফলে তাঁহার এই জন্মে রাজদম্পতি হইয়াছিলেন । হৃন্দ-কাণী-উত্ত-৭৬ ।

পরিশ্রুত—দেবাসুর সময়ের কার্তিকের দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, সাধ্যা, রুদ্র প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন পরিশ্রুত তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

পরিষদ্ব—মরীচির ওরসে ও উর্গার গর্ভে পরিষদ্ব প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । পরে ব্রহ্মার শাপে তাঁহার দেবকী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংস হস্তে নিহত হন । ভাগ-১০ স্ক ৮৫ । দেবকী দেখ ।

পরিষ্কব—পাণ্ডব বংশীয় বৃষ্ণিমানের পুত্র

সুযোণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের তনয় নৃচকু, তৎপুত্র সুধীবল, সুধীবল হইতে পরিষ্কব এবং পরিষ্কব হইতে সুতপা জন্মে । মৎ-৫০ ।

পরীক্ষিৎ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কুরুর সুধম্বা, সুধম্ব, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র জন্মে । গার্গ্য মুনির নিষ্ঠুর-ভাবী শিশু পুত্রকে পরীক্ষিৎ নিহত করেন । তজ্জন্ত মুনি শাপে তিনি লোহ গন্ধ সমন্বিত হইয়া জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন । পরে শৌনক বংশসম্বৃত ইন্দ্রোত মুনিবারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্বক শাপ মুক্ত হন । হরি-হরি ৩০—৩২ । (২) মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের

তনয় অভিমত্মা, অভিমত্মার তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় । হরি-হরি ১৮৫ । (৩) নরপতি কুরুর

অগ্রতম তনয় অবিক্রিত । এই অবিক্রিতের তনয় পরীক্ষিৎ প্রভৃতি আট জন । তন্মধ্যে পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুযোণ ও ভীমসেন । মহাভা-আদি-২৪ । (৪) পুরুবংশীয় বিদুরথের

পত্নী সুপ্রিয়া হইতে অনন্ধার জন্ম হয় । অনন্ধার পত্নী অমৃত্যু হইতে পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন । পরীক্ষিতের ভার্য্যা সুযশা হইতে ভীমসেনের জন্ম হয় । ভীমসেনের ভার্য্যা কুমারী হইতে প্রতিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-

আদি-৯৫ । (৫) অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকু বংশীয় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি একদা বনে গিয়া স্তম্ভুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন । কিন্তু তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে, তাঁহাকে কখনও বারি প্রদর্শন করিবেন না । পরে স্বীয় আলয়ে তাঁহাকে আনয়নপূর্বক, এক সুরমা উত্তানে তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন । একদা সেই উত্তানস্থিত এক মনোহর বাপীতটে বিশ্রাম করিবার সময়ে পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে সেই দীঘিতে অবতরণ করিতে বলেন । সুশোভনা তাহাতে অবতীর্ণ হইয়া, আর সমুখিতা হইলেন না । ইহাতে রাজা অতিমাত্র শোকাভিভূত হইয়া চতুর্দিকে তাঁহার অবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন । কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না । প্রত্যাবর্তন কালে এক গর্ভে একটি মণ্ডুক দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তাহাকে বধ করিবার আদেশ দেন এবং রাজ্য মধ্যে যেখানে মণ্ডুক দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই বধ করিবার আদেশ দেন । এই প্রকারে মণ্ডুক বধ আরম্ভ হইলে, মণ্ডুকরাজ আয়ু পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মণ্ডুক বধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করান এবং স্বীয়

কন্যা সুশোভনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন । সুশোভনার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র জন্মে । শল হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক পরীক্ষিৎ অরণ্যে গমন করেন । মহাভা-বন-১১১ । (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি কুরুর চারি পুত্রের অগ্ৰতম । তিনি নিঃসন্তান ছিলেন । ইনি অতিমম্বার তনয় পরীক্ষিৎ নহেন । ভাগ-৯ঙ্ক-২২ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ । মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন তনয় অভিমম্বার পুত্র । তিনি স্বীয় মাতুল উত্তরের হুহিতা ইরাবতীকে বিবাহ করেন । ভাগ-৯ঙ্ক-১৫ । গর্ভে অবস্থান কালে তিনি একটা পুরুষ দর্শন করেন এবং পরে এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ এই বলিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন বলিয়া পরীক্ষিৎ নামে খ্যাত হন । ভাগ-১ঙ্ক-১২ । (৭) কুরুকুল পরীক্ষিৎ হইলে, অশ্বখামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মারদ্বারা অভিমম্বা সম্ভূত উত্তরার গর্ভ ভঙ্গীভূত করেন । কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই গর্ভেই পুনর্জীবন লাভ করিয়া পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২০ । পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র শতানীক এবং শতানীকের তনয় অশ্বমেধ দত্ত । বিষ্ণু-৪র্থ-২২ । (৮) কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ । এই পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, এই জনমেজয় গর্গ মুনির পুত্র

অক্রুরকে হত্যা করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পরে তিনি ব্রহ্ম হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। লি-৬৬। (৯) ভরত বংশীয় সম্বরণের পুত্র কুরু। এই কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামক এক স্থান আধিকার করেন। তিনি বহু বৎসর ঐ স্থান কর্ষণ করেন। ইহা এই ব্যাপারে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। তদবধি কুরুক্ষেত্র রমণীয় ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। কুরুর নামানুসারে তাঁহার বংশ কোরব বলিয়া খ্যাত। কুরুর পাঁচ পুত্র,—সুধন্বা, জহু, পরীক্ষিৎ প্রজ্ঞন ও অরিমর্দন। মৎ ৫০। (১০) কুরু-বংশীয় নরপতি অর্জুনের পৌত্র ও অভিনবহার পুত্র। বিরাট কণা উত্তরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার প্রপিতামহ পাণ্ডুর হায়া মৃগয়াবাসনে অতিশয় আসক্ত ছিলেন। একদা এক বাণবিদ্ধ মৃগ পলায়নপর হইলে, তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া মৃগ অদৃশ্য হইল। তিনি নিকটবর্তী শমিক ঋষিকে মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। মৌনতা নিবন্ধন মুনি কোন উত্তরই দিলেন না। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিকটস্থ একটা মৃতসর্প ধনুকাগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করিয়া; মুনির গলদেশে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। শমীক মুনির

শূদ্রী নামে এক ক্রোধপরায়ণ পুত্র ছিল। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদ্যায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। এমন সময়ে পথে তাঁহার সখা কুশ নামক মুনি পুত্রের নিকট শুনিতে পাইলেন যে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার গলে মৃত সর্প অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে অস্থির হইয়া রাজা পরীক্ষিতকে “সর্প দংশনে সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু হইবে” বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। কতিপয় সর্প ব্রাহ্মণের বেশে রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফল পুষ্প প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন। রাজা পরীক্ষিত ব্রাহ্মণবেশী সর্প প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিতে উৎসুক হইয়া যেমন একটা ফল ভগ্ন করিয়াছেন, তখনই একটা তক্ষক তনুধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে দংশন করেন। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয় পিতার মৃত্যুর পরে অতিমাত্র চঃখিত হইয়া সর্পকুল বিনাশের জ্ঞাত একটা সর্পসত্ত্বের অনুষ্ঠান করেন। মহাভা-আদি-৪১—৪৪।

পুরুচ্ছেপ—মহর্ষি দিবোদাসের তনয় পুরুচ্ছেপ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনাও করিয়াছেন। ঋগ-১।১২৭।১। পরেক্ষু—যযাতির পুত্র অম্বু, অম্বুর ঔরসে সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৯ঙ্ক-২৩।

পর্জ—বৈদিক যুগে পর্জ নামে এক মহর্ষি ছিলেন । একদা যত্বংশীয় নৃপতি পরশুর তনয় তিরন্দির, মহর্ষি পর্জ ও সামকে তিন শত অশ্ব ও দশ শত গো-দান করিয়াছিলেন । শ্লগ-৮।৮।৪৭ ।

পর্জ—(১) ঋগ্বেদের অত্মতম দেবতা পর্জ, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঋকমন্ত্র রচিত হইয়াছে । শ্লগ-১।৮।৩।১ । (২) ব্রহ্মা পর্জ দেবকে সমুদয় সাগর, সরিৎ বারিদদল ও বর্ষণজলের অধিপতি করেন । পর্জ প্রজাপতির তনয় হিরণ্যারোমাকে ব্রহ্মা উত্তর দিকে দিক-পালরূপে অভিষিক্ত করেন । হরি-হরি-৪,২১২ । (৩) রৈবত মন্বন্তরে বেদবাহু, যত্ব, বেদশিরাঋষি, হিরণ্যারোমা, পর্জ, সোমের পুত্র উর্কবাহু ও অত্রি তনয় সত্যনেত্র, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন । হরি-হরি-৭ । (৪) কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ভৃগু, বরুণ, অংশ, অর্যামা, রবি, পুষা, মিত্র, মনু ও পর্জ এই দ্বাদশ জন আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-১১৬ । অনাত্ম পর্জ স্থলে সর্বিতা আছে । হরি-হরি-৩ । এবং মনুর স্তলে ধাতা নাম দৃষ্ট হয় । হরি-হরি-১১৬ । (৫) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অত্মতমা পত্নী মূনি হইতে পর্জ, কাল নারদ শালিশিরা প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে । মহাভা-আদি-৬৫ । (৬) ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্বের অন্যতম পর্জ ছিলেন । বায়ু-৬২ ।

মৌনেয় দেখ । (৭) পুলস্ত্যের কন্যা সম্বতী অগ্নির স্ত্রী ও পর্জের জননী ছিলেন । ব্রহ্মা-৩-২২ । সম্বতী দেখ । (৮) দৈত্যপতি মহিষাসুরের ষট্‌সতীবের অত্মতম । তিনি তাঁহাদের পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্রসমুত্ত বৈষ্ণবী মূর্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন । বরা-২২,২৫ । (৯) পর্জ নামক গন্ধর্বের ঔরসে ও যুতাচীর গর্ভে বেদ-বতীর জন্ম হয় । ইহার সহিত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ হয় । বাম-৬২,৬৫ । (১০) পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু হন । রৈবত মন্বন্তরে বিভূ ইন্দ্র ছিলেন । এবং আমতাভ, ভূতরজ, সুরমধাগণ দেবতা ছিলেন । ইহাদের প্রত্যেকগণে চতুর্দশ করিয়া দেবতা । হিরণ্যারোমা, দেবতী, উর্কবাহু, দেববাহু, সুর্যামা, পর্জ ও মহামুনি ইহারা এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন । বলবন্ধু, সুরসম্ভারু, সত্যক প্রভৃতি রৈবত মনুর মহাবীৰ্য্যশালী পুত্র ছিলেন । বিষ্ণু-৩৭-২ । (১১) পুষা, পর্জ, প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য । লি-৫৫ । (১২) পর্জ রৈবত মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অত্মতম ছিলেন । মৎ-২ । (১৩) পর্জের ঔরসে শরভের জন্ম হয় । রামা-আদি-১৭ ।

পর্জন্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কাশী-উত্ত-২৭ ।

পর্জন্য—রাজর্ষি অতিথিগ্নের শত্রু ও

অনার্য্যপতি করণ ও পর্ণয়কে ইন্দ্র
তেজস্বী কর্তনীর দ্বারা বধ করিয়াছিলেন।

ঋগ-১।৫৩।৮ ; ১০।৪৮।৮ ।

পর্ণবি—অত্রিংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, গোবিত্তির ও
পূরীতিষি, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর।
মৎ-১২৭।

পর্ণাগারী—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু,
বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর। মৎ-২০০।

পর্ণাদ—(১) একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ
ঋষি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব
নির্মিত সভায় প্রবেশ কালে, মহাবি
পর্ণাদ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন।
মহাভা-সভা-৮। (২) বিদর্ভরাজ ভীমের
আদেশে যেসকল ব্রাহ্মণ তাঁহার
জামাতা নলের অবেষণার্থ দেশবিদেশে
প্রেরিত হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে পর্ণাদ
নামক দ্বিজ, ঋতুপর্ণ রাজভবনে নলকে
দর্শন করিয়া রাজা ভীমকে সংবাদ
প্রদান করিয়া ছিলেন। মহাভা-বন-
৭০। (৩) ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণ
কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত হইয়া পত্রমাত্র
ভক্ষণ করিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম
পর্ণাদ হইয়াছিল। একবার পর্ণাদ
কুশদ্বারা স্বীয় অঙ্গুলী কর্তন করেন।
তাহা হইতে শোণিতের পরিবর্তে শাক-
রস নির্গত হইতেছে দেখিয়া, তিনি নৃত্য
করিতে আরম্ভ করেন। এমন সময়ে

মহাদেব ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন যে অঙ্গুলী
হইতে রস নির্গত হয়। তাহাতে পর্ণাদ
অতিশয় বিস্মিত হইয়া, মহাদেবের স্তব
করিয়াছিলেন। শিব-সনৎ-২৯। (৪)
ত্রৈতাযুগে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ
প্রভাসক্ষেত্রে যে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া
ছিলেন, তাঁহাই পরে পর্ণাদিত্য নামে
খ্যাত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫২।

পর্ণাদিত্য—প্রভাসক্ষেত্রে পর্ণাদ কর্তৃক
স্থাপিত সূর্য্যমূর্ত্তি। স্কন্দ—প্রভা-
প্রভা-২৫২। পর্ণাদ দেখ।

পর্ণাদেশ্বর—কাশ্মীরস্থ একটা শিবলিঙ্গ।
স্কন্দ-কাশ্মী-উত্ত ৬৫।

পর্ণাশা—(১) নদী বিশেষ। জাম্বব
বংশীয় নরপতি সঙ্ঘানের দেবাবৃধ নামক
এক পুত্র ছিল। তিনি ‘আমার সর্প
ঋগসম্পন্ন পুত্র হউক’ বলিয়া পর্ণাশা
নদীর তীরে তপস্তা করেন। তাহাতে
তাঁহার বক্র নামক এক পুত্র জন্মে।
হরি-হরি-৩৭। (২) মহানদী পর্ণাশা
বক্রণের গুরসে ঋতায়ুধ নামে এক পুত্র
প্রসব করেন। মহাভা-জোণ ২২।
ঋতায়ুধ দেখ। (৩) জাম্বব বংশীয়
সঙ্ঘতের অষ্টম পুত্র দেবাবৃধ।
দেবাবৃধের তনয় বক্র। দেবাবৃধ
অপুত্রক ছিলেন। পর্ণাশা নদী স্কন্দরী
নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রী হইয়া,
বক্রকে প্রসব করেন। বক্র হইতে
কঙ্কহিহতা, কুকুর, ভজমান, শশী ও

কমলবর্হিষ নামে চারি পুত্র প্রসব করেন । মৎ-৪৪ ।

পর্ণিণী—(১) কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে পর্ণিণী প্রভৃতি বৈদিকী অম্বরীগণ জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-২১৮ । বৈদিকী অম্বরী দেখ । (২) লৌকিকী অম্বরীদের অগ্রতমা পর্ণিণী ছিলেন । বায়ু-৬৯ । লৌকিকী অম্বরী দেখ ।

পর্ণী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত যজুর্বেদ অধ্যায়ী পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিলেন । তন্মধ্যে পর্ণী অগ্রতম । ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ ; বায়ু-৬১ ।

পর্কণ—রাবণের অন্ত্রচর একজন রাক্ষস সেনাপতি । তিনি লঙ্কা সমরে বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪ ।

পর্কত—(১) কথ গোত্রীয় মহর্ষি পর্কত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্র সঙ্ঘক্ষে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ; ঋগ্-৮।১২।১ । (২) ধন্য হইতে সুরসাতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্কত, বায়ু, যোগেন্দ্র ও নিকৃতি বসু উৎপন্ন হন । হরি-হরি-১২৬ । (৩) পর্কত নামে এক গন্ধর্ব-পতি ছিলেন । মহাভা-সভা-১০ । (৪) নারদের ভাগিনের পর্কত ঋষি । মহর্ষি পর্কত স্বীয় মাতুল সহ কিছুদিন নরপতি স্বজ্ঞয়ের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন । এবং তাঁহারই বরে রাজা স্বজ্ঞয়

স্বর্ণস্ট্রীবী নামে এক পুত্র লাভ করেন ।

স্বর্ণস্ট্রীবী ইন্দ্রের প্রতারণায় অকালে ব্যাঘ্রকর্তৃক নিহত হন । পরে নারদের বরে পুনরায় জীবন লাভ করেন । মহাভা-শান্তি-৩০ । নারদ ও স্বর্ণস্ট্রীবী দেখ । (৫) মহর্ষি মরীচির পুত্র পূর্ণমাস, পূর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্কত । মার্ক-৫২ ; কৃষ্ণ-পূ-১৩ । (৬) কশ্যপ, নারদ ও শান্তিগুণাবলম্বী পর্কত ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র । লি-৬৩ । এক সময়ে নারদ ও পর্কত মুনি রাজা অশ্বরীষের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমারী কন্যা শ্রীমতিকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত উভয়েই সমকালে প্রার্থী হইলেন । রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কন্যা ঐহাকে বরণ করিবে, তিনি তাঁহারই হস্তে শ্রীমতিকে অর্পণ করিবেন । নারদ প্রথমেই বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন পর্কত মুনির মুখ বানরের মত দেখায় । এদিকে পর্কত মুনিও প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন নারদের মুখ গোলাপুলাখা বানরের মত হয় । বিষ্ণু উভয়ের প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন । যথাকালে স্বয়ম্বর সভায় নারদ ও পর্কত মুনি উভয়েই উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদের বিকৃত মুখ দর্শনে শ্রীমতি কাহাকেও বরণ করিলেন না । এদিকে বিষ্ণু দিবা

পুরুষবেশ ধারণ করিয়া উভয়ের
মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতি
তঁাহাকেই বরণ করিলেন এবং বিষ্ণু
তঁাহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান
করিলেন। শ্রীমতী অদৃশ্য হইলে, ইহা
রাজা অশ্বরীষেরই চাতুরী মনে করিয়া,
তঁাহারা তঁাহাকে শাপ দিলেন ; কিন্তু
নারায়ণের বরে, অশ্বরীষের কিছুই
হইল না। লি-উক্ত-৫। (৭) ঋষি বিশেষ।
তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে সদস্য
ছিলেন। মহাভা আদি-৫০—৫৩।
একবার নারদ স্বীয় ভাগিনেয় পর্কতের
সহিত কিছুদিন রাজা স্বজ্ঞয়ের আলয়ে
অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে
উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন
ঋত্বিক মনে যে ভাবের উদয় হইবে,
তঁাহাকে তখনই অপরের নিকটে তাগ
বাক্ত করিতে হইবে। স্বজ্ঞয়ের গৃহে
অবস্থান কালে, তঁাহার অবিবাহিতা
কন্যা স্কুমারী, তঁাহাদের উভয়ের
পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। নারদ
তঁাহার পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তঁাহাকে
বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু
ভাগিনেয় পর্কত ইহা জানিতে পারিয়া
তঁাহাকে অভিশাপ দেন যে,—যেহেতু
তুমি তোমার মনোভাব আমার নিকট
গোপন করিয়াছ, সেই জন্ত এই কন্যার
সহিত তোমার বিবাহ হইলে, এই
কন্যা ও অপরে তোমাকে বানরের
রূপে অবলোকন করিবে। নারদ ও

প্রতিশাপ দেন যে, তুমি তপস্তা নিরত
হইলেও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।
পরে উভয়েই উভয়ের শাপ প্রতি-
সংহার করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-
৩০। মহর্ষি পর্কত ও নারদ কণ্ঠপের
পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১।

পর্কস—নরীচির পুত্র পূর্ণমাস। পূর্ণমাসের
স্ত্রী সরস্বতী, বিরজ ও পর্কস নামে দুই
পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে পর্কসের
স্ত্রী পর্কসা, যজ্ঞবাস ও কাশ্যপ নামে
দুই পুত্র প্রসব করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২২।

পর্কসা—পর্কসের পত্নী ব্রহ্মাণ্ড-২২।
পর্কস দেখ।

পর্ধ্যুষিত—পর্ধ্যুষিত, সূচামুখ, রোধক,
শীঘ্রগ ও লেখক এই পাঁচ ভূত “মহা”
নামে এক ব্রাহ্মণের মুখে মথুরা
মহাশয় শুনিয়া মুক্তিলাভ করিয়া-
ছিলেন। বরা-১৭৪; স্কন্দ-প্রভা-
প্রভা-২২৩।

পশু—অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে
পশু নামে একটা জীলোক, এককালে
বিশ্রান্তি সম্ভান প্রসব করিয়াছিল।
ঋগ-১০।৮।২৩।

পর্ষৎ—সম্রাট অগ্নি অষ্টবিধ। পর্ষৎ অগ্নি
তন্মধ্যে দ্বিতীয়; দ্বিজগণ ইহাদের পূজা
করিয়া থাকেন। বায়ু-২২।

পলালা—(১) তপ নামক অগ্নি হইতে
যে সমুদয় কন্যা সমুৎপন্ন হন, তন্মধ্যে
কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা,
অর্য্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতটি

শিশু মাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হন । মহাভা-বন-২২৬ । কাকী দেখ ।

(২) ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে ঋক্ষের দেহ হইতে মহাবল সম্পন্ন সাতটা কন্যার জন্ম হইয়াছিল । সেই কন্যাগণের স্বভাব অতি দারুণ । তাঁহারা গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের নাম—কাকী, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আরা, পলালা ও মিত্রা ইহারা সাত জনই শিশুমাতা । স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৯ ।

পলাশ—একজন বেদবেদান্তপারগ ঋষি । বৃহদ্ধ-পৃ-১২ ।

পলাশী—একটা দৈত্যের নাম । দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পৌত্র ও ষটোংকচের পুত্র বর্করীক তাঁহাকে বধ করেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬৩ ।

পলিতেশ্বর—কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কালী-উত্ত-৯৫ ।

পশু—মহাদেবের অগ্ন নাম । মহাভা-আখ-৮ ।

পশুদা—দেবাসুর যুদ্ধে ঋক্ষের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অগ্রতম ।

পশুদা । মহাভা-শলা-৪৭ ।

পশুপতি—(১) কল্লাদিতে রুদ্র নামে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিল । তাঁহারই অগ্ন নাম পশুপতি । এই পশুপতির দ্বী স্বাহা ও পুত্র স্বন্দ । বিষ্ণু-১ম-৮ । রুদ্র দেখ । (২) শিবের অগ্ন নাম । রামা-উত্ত-৩০ । (৩) পশুপতি অগ্নির অগ্ন

নাম । শতপথ ব্রাহ্মণ । (৪) অবন্তী ক্ষেত্রে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তিনি যজ্ঞার্থ যে কুণ্ড করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ড যজ্ঞবাণী নামে প্রসিদ্ধ । ঐ কুণ্ডে পশু পতিত হইয়াছিল বলিয়া তত্রতা লিঙ্গ পশুপতি লিঙ্গ নামে খ্যাত হন । স্বন্দ-আব-অব-২৮ ।

পশুপতীশ্বর—কালীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কালী-উত্ত-৬১ ।

পশুপাল—(১) পুরাকালে পশুপাল নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি পশুপতীশ্বর মহাদেবের রূপার পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-আব-চতু-৬৪ ।

(২) পুরাকালে পশুপাল নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি বহু পশু পালন করিতেন । একদা বনমধ্যে ত্রিবর্ণ এক পুরুষের সহিত তাঁহার দেখা হয় । ত্রিবর্ণ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, তিনি তাঁহাকে রাজ্যদান প্রদান করেন । ত্রিবর্ণের পুত্র অহং । বরা-৫১, ৫২ ।

পশুপেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে পশুপেশ্বর মহাদেব আছেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২ ।

পশুসুখ—মহর্ষি অত্রি প্রভৃতির শিষ্য । স্বন্দ-আব-চতু-৩২ ।

পশুযোগ—সবিতাদেবের ঠরসে ও তৎ-পত্নী পৃথ্বীদেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬স্ক-১৮ ।

পশুসখ—পশুসখ নামে শূদ্রজাতীয় একজন লোক গন্ধা নামে এক দাসীকে

বিবাহ করিয়াছিল। তাহারা উভয়ে দেবী অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষিদিগের পরিচর্যা করিত। মহাভা-অমু-৯৩। গণ্ডা দেখ।
 পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। পদ্মমুখ দেখ।
 পশুহা—কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত এক পুত্রের নাম পশুহা ছিল। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।
 পশ্চিমানুপক—মৃতপ নামে দানবেন্দ্র ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হন। মহাভা-আদি-৬৭।
 পশ্যাত্ত—তিনি একজন মন্ত্রবেদী ঋষি ছিলেন। বায়ু-৫৯।
 পশু—চাক্ষুষ মন্ত্রের দেবতাদের আত্ম, প্রসূত, ভাবা, পূপক এবং লেখ নামে পাঁচটি গণ বা শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে পশু, প্রসূতদেবগণের অগ্রতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২।
 পাক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে তিনি অস্তর পক্ষে অগ্রতম সেনাপতি ছিলেন। উদ্ধ হস্তে তিনি নিহত হন। ভাগ-৮ঙ্ক-১১।
 (২) দৈত্যপতি অরুকের অগ্রতম সেনাপতি। ইন্দ্র তাঁহাকে সংহার করিয়া পাকশাসন নামে খ্যাত হন। বাম-৭১।
 পাকশাসন—পাক নামক অস্ত্রকে বিনাশ করিয়া, ইন্দ্র পাকশাসন নামে বিখ্যাত হন। বাম-৭১।
 পাকস্থামা—রাজর্ষি কুরুযানের তনয় পাকস্থামা, কথ গোত্রীয় মহর্ষি মেধা-তিথিকে বহু ধন ও দশটি লোহিত বর্ণ

অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেইজন্ম মেধাতিথি তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৩.২১।
 পাকহারী—দৈত্যপতি অরুকাশুরের অনুগামী অগ্রতম সেনাপতি। স্বন্দ-কাশী-পু-১৬।
 পাচি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি আশুর অগ্র-তম পুত্র নহষ। এই নহষের পুত্রের নাম পাচি। মৎ-২৪।
 পাকজনী—দক্ষ, পাকজনী গর্ভে হর্ষাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই নারদের পরামর্শে প্রজা সৃষ্টি করিতে বিমুখ হইয়া নানাদিকে প্রস্থান করেন এবং আর কখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। মৎ-৫।
 পাকজন্ম-বৃহদথ তনয় প্রনিধি, বশিষ্ঠ তনয় কশ্যপ, প্রাণ তনয় প্রাণ, আক্শি-রসাম্বজ চাবন ও ত্রিস্বর্ক। তাঁহারা প্রজাপতিসম যশসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ এক পুত্রলাভ করিবার নিমিত্ত কঠোর তপোব্রতান করিলেন। পরে তাঁহারা মহাব্যাক্রান্তি মস্ত্র ধ্যান করিলে পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভায় প্রভাসম্পন্ন একতেজঃ প্রাচুর্ভূত হইল। তাঁহার মন্তক প্রজলিত হতাশনের ন্যায়, ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় স্বক ও নেত্র-সুবর্ণাভ এবং জম্বাযুগল কৃষ্ণবর্ণ, মহা-তপা পঞ্চমহর্ষি তাঁহাকে তপোবনে পঞ্চবর্ণ মন্ত্র করিলেন। সেই পঞ্চ

বংশকর পাঞ্চজন্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর পাঞ্চজনা হইতে বৃহদ্রথের প্রনিধি, কণ্ঠপের মহন্তর, অঙ্গিরসের ভাঙ্গ, বর্কের সৌরভ ও প্রাণের অমৃদান্ত নামক পাঁচটা পাঁচটা পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞ বিঘ্নকারী সূভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম, স্মিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্মা, সুরপ্রবীর, বীর, সুবেণ, সুরবর্চা ও দেবহস্তা নামক পঞ্চদশ দেবতাকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা স্বর্গ তহিতে যজ্ঞ অপহরণ করিতেন। মহাভা-বন ২১৮।

পাঞ্চাল--(১) ত্রীকৃষ্ণের অগ্ন্যতম পুত্র। ত্রীকৃষ্ণের পুত্রতাত গণ্ড্য অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, ত্রীকৃষ্ণ স্বীয় তনয় চাণ্ডদেশ্য, সূচাক, পাঞ্চাল ও কৃতঙ্গ নামক চারি পুত্র, তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি হরি-৩৪। (২) নরপতি জহ্নুর বংশীয় বাহ্যস্থ হইতে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিবু, যবীনর ও কুমিল নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাজা এবং পৃথিবীতলে পাঞ্চাল নামে প্রথিত হইয়া ছিলেন। অগ্নি-২৭৮।

পাঞ্চালিক—তিনি কুবেরের অগ্ন্যতম তনয়। মহাদেবের জন্মন, তাপ ও মদনকৃত উন্মাদ এই সমস্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্ত শঙ্কর সম্ভূত হইয়া তাঁহাকে পাঞ্চালেশ্বর নামে খ্যাত করিলেন এবং বর দিবার ক্ষমতা দিলেন। বাম-৬।

পাঞ্চালী—দ্রোণদীর অন্যান্য নাম। মহাভা-উদ্-১৭।

পাঞ্চি—মহর্ষি পাঞ্চি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। শতপথ-২ প্র-৩ ব্রা-২, ৯।

পাটলা—পাটলা দেবী বিশেষ। মৎ-৬২। পার্শ্বতীর একনাম। ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩। দেবী পার্শ্বতী গুণাবর্দ্ধন তীর্থে পাটলা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পাণিকর্ণ—মহাদেবের অন্যান্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

পাণিকূষ্ঠা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধা, ক্রজ প্রভৃতি যেসকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, পাণিকূষ্ঠা তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণিকুম্ভ-দেবসেনাপতি স্বন্দকে সাহায্য করিবার জন্য, পুণ্ডক তীর্থ কর্তৃক প্রেরিত অন্যতম অগ্ন্যতর। বাম-৫৭। অশিক্ষক দেখ।

পাণিতক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা, ক্রজ প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণিত্যজ—স্বন্দদেব সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ পূষা স্বীয় গণ পাণিত্যজ ও কালিককে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পাণান--দক্ষের ষষ্টি কন্যার অগ্ন্যতমা ও

কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতম।
কক্ষর গর্ভজাত সহস্র নাগের অন্যতম
পাণিন ছিলেন। মৎ-৬। পদ্ম দেখ।

পাণিনি—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র,
আদ্য, মধুচান্দস এই তিনটি আর্ষের
প্রবর। মৎ-১৯৮।

পাণিবাক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
স্কন্ধের সাহায্যার্থ সাধ্য রুদ্র প্রভৃতি
কর্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ।
মহাভা-শলা-৪৬।

পাণ্ডু—(১)যুধিষ্ঠিরের রাজহুয় যজ্ঞে উপ-
স্থিত একজন কিরাতরাজ। মহাভা-
সভা-৪। (২) ভৃগুবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বায়ু-৬৫।

পাণ্ডুক—মহর্ষি হিরণ্যনাভ কোশলার
অন্যতম শিষ্য। তিনি সামগ ছিলেন।
বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কোশলা দেখ।

পাণ্ডুনাথ—পাণ্ডুনাথ নামে এক ভৈরব
আছেন। কালিকা-৬৩।

পাণ্ডুব—পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে
খ্যাত। মহাভারত।

পাণ্ডুবন্ধর—প্রভাসক্ষেত্রে পাণ্ডুবগণ
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ।
প্রদ্ধার সহিত এই লিঙ্গের পূজা করিলে
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা-৮৬।

পাণ্ডুর—(১) কশ্যপ পত্নী কক্ষর গর্ভজাত
অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৩৫। (২)

নাগরাজ ঐরাবতের বংশীয় পাণ্ডুর নাগ
জনমেজয়ের সর্প সত্ত্বে বিনষ্ট হইয়া-
ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৭।

পাণ্ডু—(১) রাজা বিচিত্রবীর্ষ্য অকালে
অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত
হইলে, কৃষ্ণদৈপায়নের ঔরসে তাঁহার
প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র,
দ্বিতীয়া স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু
এবং এক এক দামীর গর্ভে বিহর
জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদৈপায়নের
অদ্বৃত মৃতি দর্শনে অম্বালিকা ভয়ে
পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্ত তাঁহার
গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পাণ্ডু
নাম প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুর প্রথমা
স্ত্রী কুন্তী স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুর গলে
বরমালা অর্পণ করেন। মদ্রদেশাধি-
পতির কন্যা মাদ্রী পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী।
কুন্তী হইতে ধর্ম্মের বরে যুধিষ্ঠির,
পবনের বরে ভীম, ইন্দ্রের বরে অর্জুন
এবং মাদ্রী হইতে অশ্বিনীকুমারের বরে
নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন।
এই পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডব নামে খ্যাত
ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহর
তাঁহাদের সকলেরই ভীষ্ম, অভিভাবক
ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মাক বলিয়া পাণ্ডুই
রাজা হইয়াছিলেন। পাণ্ডু মৃত্যুমুখে
পতিত হইলে, মাদ্রী সহমৃতা হন;
সুহৃদরাং নকুল সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণের
জ্ঞান কুন্তাই গ্রহণ করেন। কুন্তী নিজ

সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-১৬৭, ১০৬ । (২) নৃপতি কুরুর পুত্র অবিক্রিত, অবিক্রিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, এই জনমেজয়ের তনয় বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, নিষধ, জাম্বুনদ, কুম্ভোদর, পদাতি ও বসতি এই আট জন । মহাভা-আদি-২৪ । (৩) অঙ্গিরা বংশে পাণ্ডু নামে একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন । তাঁহাদের অঙ্গিরা, উত্থা ও উশিজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-১৯৫ । (৪) ভৃগু-বংশীয় বিধাতার পত্নী নিরতি, পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন । ব্রহ্মাণ্ড-২৯ ; বায়ু-২৮ ।

পাণ্ডুর—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত অস্ত্রতম সেনাধ্যক্ষ । মহাভা-শল্য-৪৬ ।

পাণ্ডুরক—পাতালবাসী একজন দৈত্য পতি । বায়ু-৫০ ।

পাণ্ডুরোচি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, জমদগ্নি, ওর্ক ও আপ্সুবান্ এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । মৎ ৯৫ ।

পাণ্ডা—(১) কুরুবংশীয় নৃপতি অক্রীড়ের পাণ্ডা, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি তনয় ছিল । পাণ্ডোর অধিকৃত জনপদের নামও পাণ্ডা ছিল । হরি-হরি-৩২ । (২) পাণ্ডা বহু সংখ্যক সৈন্য সহ কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব

পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-উদ্-১৮ । অবশেষে অশ্বখামার শরে তিনি নিহত হইলেন । মহাভা-কর্ণ-২১ । তাঁহার অস্ত্র নাম প্রবীর । (৩) পোরবের পুত্র দ্বয়ন্ত, দ্বয়ন্তের পুত্র বরাথ, তৎপুত্র ডোর, ডোরের তনয় সন্ধান, পাণ্ডা, কেরল, চোল ও কর্ণ । তাঁহাদের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ডা, চোল ও কেরল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ । মৎ-৪৮ । (৪) জনৈক রাজা । মহাভা-সভা-৪৩ । (৫) পুরুবংশীয় জনাপীড়ের অস্ত্রতম তনয় পাণ্ডা । তাঁহার অধিকৃত জনপদও পাণ্ডা নামে খ্যাত ছিল । বায়ু-৯৯ । (৬) যযাতি বংশীয় গান্ধারের পঞ্চ পুত্রের অস্ত্রতম পাণ্ডা । অশ্বি-২৭৭ ।

পাতক—প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভগ্নানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করেন । এই পাতক অধর্ম নামে বিখ্যাত হন । ককি-১৬-১ ।

পাতঞ্জলী—প্রাচীনযোগের তনয় মহর্ষি পাতঞ্জলী একজন বেদবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ ।

পাতালকেতু—(১) বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু, মহর্ষি গালবের অতিশয় উৎপীড়ন করিত । গালবের অনুরোধে শক্রজিতের পুত্র কুবলয়াথ (অস্ত্র নাম ঋতধ্বজ) গালবের আশ্রমে আগমন করেন এবং পাতালকেতুর পশ্চাৎ-বিত হইয়া তাহার আলয়ে পাতাল পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হন । তথায়

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাস্মর অপহৃত্য কন্যা মদালসাকে দেখিতে পান। তিনি পাতালকেতুকে বধ করিয়া মদালসাকে উদ্ধার করেন। মার্ক-২১। (২) শূকরদেহধারী পাতালকেতু নামক অস্মর একদা গালব মুনির আশ্রম ধ্বংস করিতেছিল, এমন সময়ে স্বন্দের সাহায্যকারী গণসকল তাহাকে বাণ-বিদ্ধ করে। পৃষ্ঠে বাণবিদ্ধ অবস্থায় পাতালকেতু মহিষাস্মরের নিকট আসিয়া মহিষাস্মরের বিবন্ধে দেবগণের অভিযানের কথা বলে। বাম-৬৮। (৩) এই পাতালকেতু, গন্ধর্বরাজ বিধা-বস্মর কন্যা মদালসাকে হরণ করে। নরপতি ঋতধ্বজ তাহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। বাম-৫৭।

পাদপ—একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের দেবরাত, বিশ্বামিত্র ও উদাল এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

পাপস্ম—যজুবংশীয় কুলকবচের অগ্রতম পুত্র। অশ্বি-২৭৫।

পাপকেতন—দৈত্যপতি রক্তাক্ষের অপর সেনাপতি। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা—১৯৯।

পাপনাশন—দ্বাপরে মহাদেব দর্শক নামে অবতীর্ণ হন এবং ভার্গব এই সময়ে ব্যাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। দর্শকের বিশোক, বিকেশ, বিপাশ ও পাপনাশন নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই যোগোক্ত মার্গ

অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মধামবাগী হইয়া ছিলেন। লি-২৪।

পাপভক্ষণ—মহাদেব পাণীগণের পাপ-ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম পাপভক্ষণ। স্বন্দ-কাশী-পূ-৩১।

পাপমোচন—প্রভাসক্ষেত্রে পাপমোচন লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শন ও স্পর্শনে মানবের পাপ দূর হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫৪।

পাপহন্ত্রী—কাশীস্থিতা চতুষ্টী যোগিনীর অগ্রতম। স্বন্দ কাশী পূ ৪৫।

পাপহর—সূর্যাসারথি অরুণ প্রভাসক্ষেত্রে পাপহর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দর্শনে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫।

পাপহর্তা—সূর্যের এক নাম। স্বন্দ-কাশী-পূ-৯।

পাবক—(১) অগ্নির অগ্রনাম। ঋগ-১।১৪২।৩। (২) সংসার তনয় উজ্জ্বলভরত, উজ্জ্বলভরতের পুত্র ভরত ও কল্যাভরতী, ভরতের তনয় পাবক। মহাভা-বন-২১৭। (৩) অগ্নির অগ্রতম তনয়। বিষ্ণু-১ম-১০। স্বাহা দেখ। (৪) রাজা পুথুর পৌত্র, অস্ত্রদানের ঔরসে ও শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৫) দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অগ্রতমা সাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা

সকলেই হুহভোজী । ভাগ-৪২-১ ; লি-৪৬ । (৬) ব্রহ্মার পুত্র, যিনি ব্রহ্মাঙ্ক-বহি নামে বিখ্যাত । তাঁহার পত্নী স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামে অগ্নিরূপধারী অতিমহান্ ও তেজস্বী তিন পুত্র প্রসব করেন । কুর্শ-পূ-১৩ ; বিষ্ণু-১ম-১০ ; মার্ক-৫২ ; শিব-বার-পূ-১৫ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩০ । (৭) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতিমানী নাক্ষী অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন । তাঁহার পত্নী স্বাহা দেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে । মৎ-৫১ । (৮) ব্রহ্মা পাবককে বসু-দিগের অধিপতি করিয়াছিলেন । অগ্নি-১৯ । পাবকের তনয় সহরক্ষ । ব্রহ্মাণ্ড-৩০ ; বায়ু-২৯ ; সৌর-২৬ । (৯) রেবা নদীর উত্তর তটে পিঙ্গলাবর্ত তাঁর্থে পাবকদেব পিঙ্গলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন ; স্বন্দ-আব-রেবা-৮৬ ।

পাবকি—ভগবান্ কালিকেশ্বর অগ্নিসম্ভব বলিয়া পাবকি নামেও খ্যাত ছিলেন । মহাভা-বন-২২৯ ; স্বন্দ-আব-অব-৩৪ ।

পাবন—(১) শ্রাদ্ধভাগ্যার্থে বিধিদেবগণ মধ্যে পাবন অন্ততম ছিলেন । মহাভা-অমুশা-৯১ । (২) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর হ্রতিমানের অন্ততম পুত্র পাবন । তিনি স্বীয় নামীয় পাবন বর্ষের অধিপতি ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৩৩ । হ্রতিমান দেখ ।

(৩) ভীষ্ম যখন শরশয্যা শয়ান ছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, পাবন প্রমুখ

মহাষিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আগমন করিয়াছিলেন । পদ্ম-উত্ত-৮১ । (৪) গোকুলে পাবন নামে একজন উপনন্দ ছিল । গর্গ-গোল-১৮ ।

পাবনী—অগ্নি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে নর্মদা, কাবেদী, পাবনী প্রভৃতি নদীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন । স্বন্দ-আব-রেবা-২২ ।

পাবকাক্ষ—জটনৈক বানর । রাম লক্ষণের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে তাঁহার ইন্দ্র-জিতের শরে জর্জরিত হইয়াছিলেন । রামা-লঙ্কা-৭৩ ।

পাবনেশ্বর—বায়ুলোকে পাবনেশ্বর মহা-দেব আছেন । স্বন্দ-মাহে-কেদা-৭ ।

পার—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র ও গর্গের ভ্রাতা পার একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি বসু, ধমু, রথ প্রভৃতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৬৩৭১২৪ । একদা তিনি রাজর্ষি অথথের নিকটে অথ সহ দশ খানি রথ উপহার পাইয়াছিলেন । ঋগ-৬১৭৫১১২ ।

পার—(১) পুরুবংশীয় নরপতি পৃথুসেন হইতে পার, পার হইতে নীপ, এবং নীপ হইতে তেজস্বী মহারথ, শূর ও মহাবলশালী শত পুত্র জন্মে । তাঁহার সকলেই নীপরাজ নামে খ্যাত ছিলেন । হরি-হরি-২০ । (২) নবম মন্বন্তরে দক্ষ সার্বর্ষিক মমুর সময়ে তিনি অন্ততম দেবতা ছিলেন । ভাগ-৮২-১৩ । (৩) নবম

মহাস্তরে দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩৯-২। (৪) যযাতি বংশীয় বলির অন্ততম ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র দিবিরথ। তৎপুত্র ধর্ম্মরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। পুরুবংশীয় নরপতি পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের তনয় নীপ, নীপের শত পুত্রের মধ্যে কাম্পি-ল্যাম্বিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। আবার এই সময়েরই পার, সম্পার, সদশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) ভরত বংশীয় পৃথুসেনের তনয় নীপ। নীপের শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র সমর, কুল-কীর্তিবর্দ্ধন ও সমরপ্রিয় ছিলেন। সময়ের পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃতি। মৎ-৪৯। সময়ের তনয় পর, পার ও সত্বদশ্ব। বায়ু-৯৯।

পারদ—(১) রাজা সগর ভার্গব হইতে আঘেয়াস্ত্র লাভ করিয়া, পৃথিবী তলে বিচরণপূর্ব্বক সমস্ত হৈহয়, তালজঙ্গ, শক ও পারদদিগকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০; বায়ু-৮৮। (২) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্ততম নরপতি পারদ ছিলেন। কঙ্কি-১ম-৫।

পারাবত—(১) স্বারোচিষ মহাস্তরে ক্রতু হইতে তুঘিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচার-

সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পারাবত ও ছন্দোজ এই দুইটা শ্রেণী। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে দ্বাদশ জন করিয়া চব্বিশ জন দেবতা আছেন। তন্মধ্যে প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্বত, অজিহ্বা, অরিমর্দন, আজিহ্বান, বিহান, মহীমান, মহাভাগ, অজোষ ও যবীয় এই দ্বাদশ জন পারাবত শ্রেণী। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বৃহদ্রা-৩৭। অজিহ্বা দেখ। স্বারোচিষ মহাস্তরে পারাবত, তুঘিত। প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। কুর্শ্ব-পৃ-৫০; বিষ্ণু-৩৯-১।

(২) নাগরাজ ঐরাবতের কুলে ইহার জন্ম হয়। জনমেজয় রাজার সর্পসন্ত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পারাবতগণ—কশ্যপের পত্নী তাত্রার গর্ভজাত অন্ততমা কন্যা সুগৃধী। এই সুগৃধী হইতে পারাবতগণ জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

পারামর্শ্য—(১) পরামর্শ তনয় মহর্ষি পারামর্শ্য একজন বেদবেদান্তপারগ ঋষি ছিলেন। হাভা-সভা-৪, ৭। (২) পারামর্শ্য মহর্ষি কুথুমির অন্ততম শিষ্য ছিলেন; বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পারিকারি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উত্থা ও উশিজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

পারিজাত—(১) পারিজাত নামে এক মহর্ষি ছিলেন। মৎ-সভা-৫। (২) ষষ্ঠ

মহাস্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের
সমুদ্র মন্থন কালে, অত্যাগ্র বস্তুর গায়
পারিজাত ও সমুদ্র হইতে উথিত হয় ।
ভাগ-৮ঙ্ক-৮ । দেবজী নন্দন পারিজাত
বৃক্ষ সমুদ্র মন্থন কালে উথিত হয় ।
বিষ্ণু-১ম-৯ ।

পারিজাতক—জনৈক ঋষি । তিনি
বৃষিষ্টিরের ময় দানব নির্মিত সভা
প্রবেশ কালে নিমগ্নিত হইয়া উপস্থিত
ছিলেন । মহাভা-সভা-৪ ।

পারিজাতা—রাধিকার অগ্রতম। সখী ।
ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪ ।

পারিপাত্র—রামের বংশীয় কুরুর তনয়
পারিপাত্র । পারিপাত্রের পুত্র দল,
দলের তনয় ছিল । বিষ্ণু-৫র্থ-৪ ।

পারিপ্লব—রৈবত মহাস্তরে অভূতরজ
নামক দেবতা গর্গ, রৈভা ও পারিপ্লব
নামে দেবতা সকল ছিলেন । হরি-
হরি-৭ ।

পারিবর্হ—কণ্ডপ পত্নী বিনতা হইতে যে
সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, পারিবর্হ
তঁাহাদের অগ্রতম । মহাভা-উদ্-১০০ ।

পারিভদ্র—মহুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাল্লর
সপ্ত পুত্রের অগ্রতম । যজ্ঞবাল্ল স্বীয়
অধিকৃত শাশ্বলী দ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত
করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয়
এক একটা বর্ষ প্রদান করেন । ভাগ-
৫ঙ্ক-২০ ; স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭ ।

পারিষাত্র—ইক্ষাকু বংশীয় দেবানীকের
তনয় হীন, হীনের তনয় পারিষাত্র,

পারিষাত্রের পুত্র বলহুল । ভাগ-২ঙ্ক-
১২ । ইক্ষাকু বংশীয় দেবানীকের পুত্র
অহীনশু, অহীনশুর তনয় পারিষাত্র,
পারিষাত্রের তনয় দল । বায়ু-৮৮ ।

পার্থ—কৃষ্ণার অগ্র নাম পৃথা, সেইজন্ত
তঁাহার পুত্রেরা পার্থ নামে খ্যাত
হইলেও, পার্থ বলিতে সাধারণতঃ
অর্জুনকে বুঝায় । মহাভা-শাস্তি-১৭ ।

পার্থিব—(১) একজন অঙ্গিরা বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তঁাহাদের অঙ্গিরা,
উত্থা ও উশিজ এই তিনটি আর্ষের
প্রবর । মৎ-১২৬ । (২) বিশ্বামিত্র
বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ।
বায়ু-৯১ ।

পার্থেধর—স্বর্ঘ্যের অগ্র নাম । স্বন্দ-
আব-অব-৩৩ ।

পার্থ্য—মহর্ষি পার্থ্য একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । ঋগ-১০।৯৩।১৫ ।

পার্কতী—মহাদেবের পত্নী । একদা
হিমালয় পত্নী মেনকা মহাদেব ও
পার্কতীর নিন্দা করিয়াছিলেন । পার্কতী
সেইজন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের নিকট
গমন করেন ও তঁাহার বাসস্থান নির্দেশ
করিয়া দিতে বলেন । এইজন্ত মহাদেব
স্বীয় অনুচর নিকুন্ত দ্বারা বারাণসী
পুরীকে জনশূন্য করান । এবং স্বয়ং
পার্কতী সহ তথায় বাস করিতে
থাকেন । হরি-হরি-২৯, ২১৮ । মহাদেব
দেখ । পার্কতী দেবীকে স্মরণ করিলে,
তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন । কৃষ্ণ-

উক্ত-৬। দুর্গার অস্ত্র নাম। বাম-
৫১। পার্শ্বতী পতি সৌভাগ্য ব্রত
করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬। দাক্ষা-
য়নী সতী শিবের পত্নী ছিলেন। পরে
তিনি দক্ষকে নিন্দা করিয়া দেহত্যাগ-
পূর্বক পার্শ্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া
পুনঃ শিবকে শিবাহ করিয়াছিলেন।
লি-৬। পার্শ্বতীর কনিষ্ঠা অপর্ণা,
একপর্ণা ও একপটলা নাম্নী তিন ভগিনী
ছিল। লি-১০১। শিবের পত্নী।
বিবাহের পরে শিব পার্শ্বতীর সহিত
শতবর্ষ বিহার করিলেন; কিন্তু
তাহাতেও তাঁহার সন্তান উৎপত্তি
হইল না দেখিয়া, দেবগণ ভীত হইলেন।
পরে দেবগণের অনুরোধে তিনি
পার্শ্বতীর সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্রত অবলম্বন
করেন। রামা-আদি-৩৫। বাস্কীক-
পতি ইল মুগয়া ব্যপদেশে, যেখানে হর-
পার্শ্বতী ক্রৌড়া করিতেছিলেন, সেখানে
গিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে
পার্শ্বতীর বর প্রভাবে একমাস স্ত্রী ও
একমাস পুরুষ থাকিতেন। রামা-উক্ত
১০০; দেবীভাগ-১৫-১২।
পার্শ্বতীর—পার্শ্বতীর নামে ভূপতি, পূর্বা
জন্মে কুক্ষি নামে মহাবল পরাক্রান্ত
মহাস্থর ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।
পার্শ্বতের—পার্শ্বতের নামে বিখ্যাত
ভূপতি পূর্বজন্মে ক্রম নামে মহাস্থর
ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।
পার্শ্বণি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫।

পার্শ্বদ—দেবাস্থর সমরে স্বন্দ দেবাসেনা-
পতি পদে বৃত্ত হইলে, বিন্দাগিরি
তাঁহার সাহায্যার্থ স্বায় অমুচর পার্শ্বদ
ও অতিকৃষ্ণকে প্রদান করেন। বাম-
৫৭। অতিকৃষ্ণ দেখ।

পার্শ্বনন্দী—বলরামের অগ্রতম পুত্র।
বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

পার্শ্বমোলি—যক্ষপতি মণিভদ্রের অস্ত্র
নাম। লঙ্কাপতি রাবণের প্রহারে
তাঁহার মস্তকের মুকুট ঈষৎ হেলিয়া
পরে, সেজন্ত তাঁহার নাম হয়
পার্শ্বমোলি। রামা-উক্ত-১৫।

পার্শ্বী—বলরামের অগ্রতম পুত্র। বায়ু-
৯৬। বলরাম দেখ।

পার্শ্বত—পাঞ্চালপতি দ্রুপদের অগ্রতম
পুত্র। মহাভা-সভা-৬৭।

পার্শ্বি—শ্রদ্ধভাগাই বিশ্বদেবগণের অগ্র-
তম। মহাভা-অনুশা ৯১।

পাল—(১) বশিষ্ঠ বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ,
মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিণ এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর। মৎ-২০০। (২) নাগরাজ
বাসুকীর অগ্রতম তনয়। নরপতি
জনমেজয়ের মর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন।
মহাভা-আদি-৫৭।

পালক—মগধের নরপতি প্রথোত হইতে
প্রথোত বংশ আরম্ভ হয়। প্রথোতের
পুত্র পালক প্রথোত বংশের দ্বিতীয়
রাজা। ভাগ-১১৫-১। পালকের পুত্র
বিশাখযুপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭২;

বায়ু-৯৯ । রাজা পালক মগধে ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন । বায়ু-৯৯ ।

পালকাপ্য—তিনি হাতীর চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন এবং অঙ্গ দেশের অধিপতিকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন । অগ্নি-২২২ ।

পালঙ্কায়ন—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-২০০ ।

পালিত—(১) বেণের পুত্র পৃথু, পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পালিত । তাঁহারা অতিশয় ধার্মিক ছিলেন । হরি-হরি ২ । (২) যজুবংশীয় নরপতি পরাজিতের মহাবীর্গা-শালী রুন্মেষু, পৃথুরুন্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে পরাজিত, পালিত ও হরি নামক পুত্র-দ্বয়কে বিদভাধিপতিকে দান করেন । হরি-হরি-৩৩ । (২) যজুবংশীয় নরপতি পরাবৃত্তের রুন্মেষু, পৃথুরুন্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র ছিল । তন্মধ্যে জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ।

পালিতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে তিনি অগ্রতম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ ।

পালিশয়—মহর্ষি পালিশয় একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ । মৎ-১০০ ।

পালিহোত্র—মহর্ষি নাক্সি ও পালিহোত্র উভয়ে ছয়খানি সংহিতা রচনা করেন । তাঁহারা সামগ ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ । বায়ু পুরাণ মতে শালিহোত্র । শালিহোত্র দেখ ।

পালী—রাজা পৃথুর অগ্রতম পুত্র । বিষ্ণু-১ম-১৪ ; অগ্নি-১৮ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৯ ; বায়ু-৬৩ ।

পাণ—প্রাগজ্যোতিষ দেশের একজন রাজস । ত্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়া তৎপ্রদেশে গমনের পথ স্বেগম করিয়া ছিলেন । মহাভা-বন-১২ ।

পাশছান্ন—পূর্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রগণ একবার রাজা সুদাসের যজ্ঞে বাপ্ত ছিলেন ; সেই সময়ে বরতের তনয় পাশছান্ন রাজাও যজ্ঞ করিতে ছিলেন, এবং তাঁহার যজ্ঞে ইন্দ্র সোমপান করিতেছিলেন । বশিষ্ঠের পুত্রগণ মদ্রবলে ইন্দ্রকে সেই স্থান হইতে সুদাস রাজার যজ্ঞে আনয়ন করিয়াছিলেন । ঋগ-৭।৩৩।২ ।

পাশনাশন—বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, পাশনাশন তাঁহাদের অগ্রতমের শিষ্য ছিলেন । শিব-বার-১০ ।

পাশপাণিবিদ্যারক—কাশীর উত্তর দিকে অবস্থিত পাশপাণিবিদ্যারক, কাশীবাসী জনগণের দৃষ্ট গ্রহাদিকে পাশবদ্ধ করেন । স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭ ।

পাশহস্ত—দ্বারকা পুরীর দক্ষিণ দিক

রক্ষক অত্মতম দ্বারপাল । স্বন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭ ।

পাশহস্তা—কানীস্থিত চতুষ্ঠি যোগিনীর
অত্মতমা । স্বন্দ-কাশী-পু-৪৫ ।

পাণ্ডপতেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত
একটি শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
১৩০ । কাশীতেও পাণ্ডপতেশ্বর নামে
একটি শিবলিঙ্গ আছেন । স্বন্দ-কাশী-
উক্ত-২৭ ।

পিত্র--(১) অঙ্গিরা বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অঙ্গিরা,
বৃহদশ্ব ও জীবনশ্ব এই তিনটা আর্ষেয়
প্রবর । মৎ-১২৬ । (২) শিশুপালের
অত্মতম মন্ত্রী । গর্গ-বিশ্বজি-৮ । (৩)
প্রভাস ক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর বায়ুকোণ
রক্ষক অত্মতম দ্বারপাল । স্বন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭ ।

পিত্রনোদ্বৃত্তনয়ন—কশ্যপ পত্নী খসার
গর্ভজাত অত্মতম পুত্র । বায়ু-৬৯ ।
খসা দেখ ।

পিত্রল—(১) খসার অত্মতম পুত্র । বায়ু-
৬৯ । খসা দেখ । (২) স্বন্দ দেবসেনা-
পতি পদে অভিষিক্ত হইলে পিত্রল,
মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়
অমুচর সর্কোজস, মাহিষিক ও
পিত্রলকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।
(৩) একাদশ রুদ্রের অত্মতম পিত্রল,
শুভ ও বিষ্ণুর মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ
সংগঠিত হয়, তাহাতে তাঁহারা দেব-
সৈন্তের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন ।

মৎ-১৫৩ । (৬) কশ্যপের ঔরসে ও
দক্ষকন্যা কশ্যপ গর্ভজাত শত পুত্রের
অত্মতম । মহাভা-আদি-৩৫ । (৫)
স্বর্ঘ্যের অত্মতম দ্বারপাল । রাবণ
স্বর্ঘ্যকে পরাভব করিবার জন্য উপস্থিত
হইলে তিনি বাধা প্রদান করিয়াছিলেন ।
রামা-উক্ত-২৫ । (৬) পিত্রল নামে একটি
রুদ্র আছেন । তিনি স্বীয় নামীয়
প্রদেশে অবস্থান করেন । অগ্নি-৮৪ ।
(৭) ভদ্র দেশের পুরুকুংসপুরে পিত্রল
নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি মচৎ
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মন্দকন্দে
লিপ্ত ছিলেন । কিন্তু গীতার পঞ্চম
অধ্যায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর
পরে বৈষ্ণব লোক প্রাপ্তি হইয়াছিল ।
পদ্ম-উক্ত-১৭২ । (৮) একাদশ রুদ্রের
অত্মতম পিত্রল । স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪ ।
(৯) মহাদেবের একটি গণ । শিবের
ও পার্শ্বতীর বিবাহে তিনি নয় কোটি
গণ সহ উপস্থিত ছিলেন । স্বন্দ-মাহে-
কুমা-২৬ । (১০) কাশ্যকুল্য দেশে
পিত্রল নামে এক প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ
ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার স্ত্রীর নাম
পিত্রাকী ও কন্যার নাম পিত্রলা ছিল ।
স্বন্দ-আব-চতু-৮১ । পিত্রলা দেখ । (১১)
দণ্ড ও পিত্রল নামে স্বর্ঘ্যের দুই অমুচর
আছে । তাঁহারা স্বর্ঘ্যের আদেশে
রেবন্তের নিকট হইতে অশ্ব আনয়ন
করিতে গমন করিয়াছিলেন । স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা ১১ । রেবন্ত দেখ ।

পিজ্জলক—কুবেরের সভায় উপস্থিত একজন যক্ষপতি । মহাভা-সভা-১০ ।

পিজ্জলা—(১) ধরিত্রী দেবীর অগ্রতমা সহচরী । স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১ । (২) পুরাকালে বিদেহবাসিনী পিজ্জলা নাম্নী এক বেণ্ডা কুপথ পরিত্যাগপূর্বক, সমুদয় ছষ্ট আকাজ্জা বিসর্জন দিয়া পরম পদ লাভ করিয়াছিল । মহাভা-শান্তি-১৭৪ ; ভাগ-১১ঙ্ক-৮ । (৩) অক্ষকান্নরের রক্ত পানার্থ মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিজ্জলা তাঁহাদের অগ্রতমা । মৎ-১৭৯ । (৪) কাণ্ডকুজ দেশে পিজ্জল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার জ্যৈষ্ঠ নাম পিজ্জাকী ও কণ্ঠার নাম পিজ্জলা ছিল । এই পিজ্জলা পূর্বজন্মে এক বেণ্ডা ছিল । সেই সময়ে রাজদ্বারে বিপন্ন এক ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে । সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে । স্বন্দ-আব-চতু-৮১ । (৫) পিজ্জলা নাম্নী এক বেণ্ডা শিবভক্তের অর্চনা করিয়া সেই পুণ্যের ফলে, মৃত্যুর পরে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মন্দিরী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল কীর্তিমালিনী । স্বন্দ-ব্রহ্ম-উক্ত-১০, ১১ । (৬) মহর্ষি জাবালির কন্যা বটিকাকে কুম্ভধৈপায়ন ব্যাস বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে শুকদেব, জন্মগ্রহণ করেন । এই বটিকার অগ্র নাম পিজ্জলা । স্বন্দ-নাগ-১৪৭, ১৪৮ ।

(৭) প্রভাস ক্ষেত্রে পার্শ্বতীরপথারিনী পিজ্জলা দেবীকে দর্শন করিলে মানব সর্ব অভিলষিত লাভ করে । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৭ ।

পিজ্জলাক্ষ—(১) ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে পিজ্জলাক্ষ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র প্রাচুর্ভূত হন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮ ; অগ্নি-৮৫ । (২) মহাদেবের একটা গণ । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৫৩ ।

পিজ্জলাকেশ—কাশীস্থিত একটা শিব-লিঙ্গ । ইহার দর্শন মাত্রে পাপ বিনষ্ট হয় । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৫৫ ।

পিজ্জলেশ—মহাকাল বনের দ্বারে পিজ্জলেশ নামক বালস্বর্ধা অবস্থিত । উনি তীর্থাভিমুখ, গৌরবর্ণ, গুহু এবং গণ সকল কর্তৃক উপাসিত । স্বন্দ-আব-অব-২৬ । পিজ্জলেশ নামক মহাদেবের গণ অবস্তীক্ষেত্রে পূর্বদিক রক্ষা করেন । স্বন্দ-আব-চতু-৮১ ।

পিজ্জলেশ্বর—অবস্তী ক্ষেত্রে পাবক, পিজ্জলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । স্বন্দ-আব-রেবা-৮৬ ।

পিজ্জলেশ্বরী—গায়ত্রী দেবী পয়োক্ষী তীর্থে পিজ্জলেশ্বরী নামে খ্যাত । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

পিজ্জা—মহর্ষি মাণ্ডুকির অগ্রতমা জ্যৈষ্ঠ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪২ । মাণ্ডুকি দেখ ।

পিজ্জাক্ষ—যক্ষপতি মণিভদ্রের অগ্রতম পুত্র । বায়ু-৬৯ । মণিভদ্র দেখ ।

পিজ্জাক্ষা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্তিকেয়ের অন্তরী কলাগদায়িনী
মাতৃগণের অগ্রতমা পিজ্জাঙ্কা ছিলেন ।
মহাভা-শলা-৪৭ ।

পিজ্জাঙ্কি—একজন কণ্ঠপ বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের বংশের,
কণ্ঠপ ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের
প্রবর । মৎ-১২৯ ।

পিজ্জাঙ্কী—চতুষ্ঠি যোগিনীর অগ্রতমা ।
ইহার সকলেই সর্বসিদ্ধিদায়িনী ।
অগ্নি-৫২ । কাণ্ডকুজ দেশে পিজ্জল
নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল
পিজ্জাঙ্কী ও কণ্ঠার নাম পিজ্জলা । স্বন্দ-
আব-চতু-৮১ । পিজ্জলা দেখ ।

পিজ্জেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে সমুদ্র তটে
পিজ্জেশ্বর দেব আছেন । স্বন্দ-প্রভা
প্রভা-৩৩৩ ।

পিচিস্কিল—কাশীস্থিত পিচিস্কিল নামক
গণপতি কাশীপুরীকে দিব্যরাত্রি রক্ষা
করেন । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭ ।

পিচ্ছল—নাগরাজ বাম্বকীর অগ্রতম
পুত্র । জনমেজয় রাজার সর্প সত্রে
তিনি বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।
পিচ্ছলা—অশ্বকাসুরের রক্তপান করি-
বার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার
সৃষ্টি করেন, পিচ্ছলা তাঁহাদের
অগ্রতমা । মৎ ১৭৯ ।

পিজ্বন—রাজা দেববানের পুত্র পিজ্বন,
পিজ্বনের তনয় সুদাস একজন বিখ্যাত
রাজা ছিলেন । ঋগ-১।৪৭।৬ । শপথ

করা অথায় হইলেও নরপতি পিজ্বনের
তনয় সুদাসের নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজ
পরিশুদ্ধিতা জ্ঞাপনার্থ শপথ করিয়া-
ছিলেন । মম্ব-৮।১১০ ।

পিঞ্জরক—(১) পাতালের ভোগবতী নগর-
বাসী সুরসা ভূজঙ্গীর সহস্র তনয়ের
অগ্রতম । মহাভা-উদ-১০২ । (২)
কণ্ঠপের পত্নী কঙ্কর গর্ভজাত অগ্রতম
নাগ । মহাভা-আদি-৩৫ ।

পিঠর—হিরণ্যকশিপুর অন্তর অগ্রতম
দানব । মৎ-১৬১ ; মহাভা-সভা-৯ ।

পিঠরক—(১) কণ্ঠপ পত্নী কঙ্কর গর্ভজাত
অগ্রতম নাগ । মহাভা-আদি-৩৫ । (২)
নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম ।
তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট
হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

পিঠীনা—ইন্দ্র, পিঠীনাতে রজি নামক
কণ্ঠা প্রদান করিয়াছিলেন । ঋগ-
৩।২৬।৬ ।

পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর—বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চবিংশ
কলিযুগে পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর মহাদেবের
অবতার ছিলেন । কু-পু-৫০ ।

পিণ্ডসেন্তা—তিনি নাগরাজ তক্ষকের
বংশজাত । জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে
তিনি বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

পিণ্ডাকর—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে
ইহার জন্ম । রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞ-
সত্রে তিনি বিনষ্ট হন । মহাভা-
আদি ৫৭ ।

পিণ্ডার—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী

স্বরসাত্ত্বজ্ঞী হইতে সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পিণ্ডার অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

পিণ্ডারক—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের অগ্রতমা স্ত্রী রোহিণী হইতে রাম, শারণ, শঠ, হৃদ্দম, দমন, শূর, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (মুভদ্রা) নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫; বায়ু-৯৬। (২) স্বন্দ দেবসেনপতি পদে বৃত্ত হইলে, ঋষিগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমৃতর স্বাস্থ্যজ্য, কুম্ভবক্ত, লোহজ্য, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭। (৩) বসুদেব পত্নী রোহিণীর গর্ভে, রাম (বলরাম) শারণ, হৃদ্দম, দমন, শূর, পিণ্ডারক ও মহাহু নামে সাত পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৪) নাগরাজ ঐরাবতের কুলে ইহার জন্ম। জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি ৫৭।

পিণ্ডোদক—এক মূর্খ ও জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। দেবী সরস্বতীর রূপার সর্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-অর্ক-২১।

পিতা—অজ নামক পিশাচের কন্যা। ব্রহ্মদনার গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

পিতামহ—ব্রহ্মার অগ্রনাম। শিব-জান-১৯; পদ্ম-উদ্ভ-১১১।

পিতামহগণ—ঋষিরা পিতৃগণকে বসু

বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র ও প্রপিতামহকে আদিভা বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেব-ভাব সনাতনী শ্রুতি ও স্বীকার করিয়াছেন। মনু-৩২৮৫।

পিতামহেশ্বর-কাশীস্থিত পিতামহেশ্বরকে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। স্বন্দ-কাশী-উদ্ভ-৬১।

পিতৃ—পিতৃগণের অর্থ অন্ন। আর্য্যগণ অন্নকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৮৭।১।

পিতৃগণ—হিরণ্যগর্ভমন্মুর মরীচি আদি যে সমুদয় পুত্র আছেন, তাঁহাদের তনয় সোমপা প্রভৃতি পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। মনু “আমাকে যজ্ঞ করিবে” এই চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মাসৃষ্ট দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ফলাার্থী হইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মার শাপে তাঁহারা মৃত ও সংজ্ঞাহীন হইলেন কিন্তু এবিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। লোকসকল মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর সেই দেবগণ প্রণত হইয়া লোকসকলের হিতের জন্ত পিতামহের নিকট প্রার্থনা করিলে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পূজা-পূজা ব্যতিক্রমরূপ ব্যভিচার করিয়াছ, অতএব প্রারম্ভিত কর। আর পুত্রগণকে এই বিষয়

জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ করিবে। তাঁহারা আর্তের নায় প্রায়-শ্চিত্ত করিবার জ্ঞানীচশিষ্য নিবন্ধন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রযতচিত্ত তনয়গণ তৎকালে তাঁহাদিগকে বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ বাক্য মন কৰ্ম্ম জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় कहিয়া থাকেন। অর্থ্যাৎ স্তোত্র, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পুরস্কৃত, ধ্যান, নমস্কার ও ক্রিয়া দ্বারা ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং তাঁহারা নিত্যশ তাহা করিয়া থাকেন। দেবগণ প্রায়-শ্চিত্তের ষপার্থ অর্থ জ্ঞাত হইয়া সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তখন পুত্রেরা তাহাদিগকে, “হে পুত্র তোমরা গমন কর” এই কথা বলিলেন। সেই অভিশাপ-গ্রস্ত দেবতারা পুত্রগণের বাক্যানুসারে যাহাদিগের হইতে জন্মও বিঘ্নালাভ হয়, তাঁহারা অবশ্যই বাক্য, মন ও কৰ্ম্ম দ্বারা যজনীয় অর্থ্যাৎ আমাদিগের পুত্র আমাদিগকে পুত্র সম্বোধন করিল। এই সংশয় অপনোদনার্থ পিতামহের সমীপে গমন করিলেন। পিতামহ বলিলেন,—তোমরা ব্রহ্মবাদী কিন্তু যোগযুক্ত নহ। অতএব, পুত্রগণ যাহা বলিয়াছে, তাহার অত্থা হইবে না। তোমরা তাঁহাদের শরীরকণ্ঠা; কিন্তু তাঁহারা তোমাদের জ্ঞানদাতা। অতএব পিতা সংশয় নাই। তোমরা দেবগণ এবং তাঁহারা পিতৃগণ হইলেও তাঁহারা এবং তোমরা পরস্পর

পরস্পরের পিতা তাহাতে সংশয় নাই। অনন্তর সেই সব পুরবাসী দেবগণ পুত্র-গণকে বলিলেন—প্রজাপতি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হইলাম। তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যখন আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছ, তখন তোমরা আমাদিগের পিতা। অতএব তোমাদের অভিলষ কি? আমরা তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব? তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তদ্রূপই হইবে, অত্থা হইবে না, তোমরা যখন আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তখন তোমরা আমাদের পিতা হইবে সন্দেহ নাই। হরি হরি-১৭। পিতৃগণ সন্ত। ইহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে সুকাল, অঙ্গিরস, অশ্বধা ও সোমপা এই চারিজন যুজিমান্ এবং বৈরাট, অগ্নিযাত ও বর্হিষদ এই তিন জন অমূর্ত। হরি-হরি-১৭। দক্ষের অত্থতমা কন্যা স্বধা পিতৃগণের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। অঙ্গিরার ঔরসে ও দক্ষ কন্যা স্বধার গর্ভে এই পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৬ঙ্ক ৬। দক্ষের চতুর্ভিংশতি কন্যার মধ্যে পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণ-পৃ-৮। পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র। ইহারা অগ্নিযাত ও বর্হিষদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে অগ্নিযাতৃগণ অযজ্ঞ ও বর্হিষদগণ যজ্ঞ।

তাঁহাদের পত্নী স্বধা, মেনা ও দারিণী নাম্নী দুই কন্যাকে প্রসব করেন। এই দুই কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী ছিলেন। কৃষ্ণ-পূ-১৩। দক্ষের ঔরসে ও মনু কন্যা প্রস্থতির গর্ভে শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে চতুর্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, পিতৃগণ সকলে তাঁহার অগ্রতমা স্বধাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। স্বধা পিতৃগণের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। এই পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, মেনকা ও রত্নমালা নাম্নী তিন কন্যা উৎপন্ন হন। রত্নমালা জনক রাজাকে, কলাবতী রাজা স্নচন্দ্রকে, মেনকা-হিমালয়কে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭। দক্ষের অগ্রতমা কন্যা স্বধা পিতৃগণের স্ত্রী ছিলেন। লি ৫। সৃষ্টিচক্র পিতৃগণ নিরয়ি ও সায়িক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। অগ্নিঘাত পিতৃগণ নিরয়ি ও বহিষদ পিতৃগণ স্বায়িক। স্বধা উক্ত পিতৃগণের মানস কন্যা মেনাকে প্রসব করেন। লি ৬।

পিতৃগ্রহ—মানবজাতি আসীন বা শরান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবান্নাথ যে উন্মাদগ্রস্ত হয়, উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। মহাভা বন ২২৮।

পিতৃপতি বনের অগ্রনাম। বৃহৎ সখা ৩।

পিতৃবতী—কৃষ্ণক্ষেত্রে কোশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার সম্বপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিণ্ডন, কবি, বাগৱন্ত ও পিতৃবতী নামে সাত পুত্র ছিল। তাহার

সকলেই মনসি গর্গের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গুরু গর্গের পরম্বিনী গাতীকে বনে চরণার্থ নিয়া গিয়াছিলেন, এবং ক্ষুধার্ত হইয়া সেই গাতীকেই বধ করিয়া ভক্ষণ করেন। মৎ-২০, ২১। কবি দেখ।

পিতৃরূপ—অজ, একপাদ, অহিব্রহ্ম, পিনাকা, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, নৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও জৈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। মহাভা-অনু-১৫০।

পিতৃলোক—পুণ্যাত্মা পিতৃলোকেরা মৃত্যুর পরে দেবগণের জায় স্বর্গে বাস করেন, দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং মনুষ্যের হিত সাধন করেন। আগ-১০। ১৫। ১।

পিতৃশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পিনাকধারী—মহাদেবের একটি গণ। তিনি ত্রিপুর বিনাশের জন্ত মহাদেবের সঙ্গ গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

পিনাকী—মরীচির একাদশ পুত্রের অগ্রতম। মহাভা আদি-৬৬। মরীচি দেখ।

পিনাকপাণি—মহাদেবের অগ্র নাম। শিবের বস্ত্র ও বাস্তবধ পিনাক নামে খ্যাত হইবার আকার ধনুকের আয়। ইহা ত্রিভুজাপক গুল বিশিষ্ট একটি বস্তু। ইহার দুইপ্রান্ত তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহার দ্বারা শরনিষ্ক্ষেপ ও অগ্র সময়ে বাস্তবধরূপে ব্যবহার করিতেন। তজ্জন্য মহাদেবের

এক নাম পিনাকপাণি হয়। স্বন্দ-
মাহে-কেদা-১ ।

পিনাকী—(১) অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম,
বিরূপাক রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক,
সাবিত্র, জয়ন্ত, সুরেশ্বর ও পিনাকী এই
একাদশ রুদ্র গণেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত,
মানসজাত ও ত্রিশূলধারী। মৎ-৫ ।
(২) মৃগবাধ, সর্প, নিম্বতি, অজৈকপাদ,
অহিব্রহ্ম, পিনাকী, দমন, ঈশ্বর,
কপালী, স্থানু ও ভগ্নু এই একাদশ জন
রুদ্র। মহাভা-আদি-১২৩; হরি-হরি-
৩, ১৯৬ । একপাং দেখ। (৩) মরীচির
একাদশ পুত্রের অগ্রতম। এই একা-
দশ পুত্র একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত।
মহাভা-আদি-৬৬ । মরীচি দেখ।
(৪) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের
অগ্রতমা পত্নী সুরভি মহাদেবের
প্রসাদে তপঃপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত
হইয়া অজৈকপাং, অহিব্রহ্ম, পিনাকী,
হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত,
বৃষাকপি, শঙ্কু, কপর্দী ও রৈবত এই
একাদশ রুদ্রকে প্রসব করেন। হরি-
হরি-৭, ১৯৬ । (৫) মহাদেবেরও এক
নাম। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১ । অজ,
একপাং, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক, ভৈরব,
হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও
পিনাকী ইহারা একাদশ রুদ্র নামে
খ্যাত। লি-৬৩ । অষ্টবহুর অগ্রতম
পিনাকী। মহাভা-শান্তি ২০৮ । অজ,
একপাদ, অহিব্রহ্ম, পিনাকী, ঋত,

পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু, হবন
ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। মহাভা-
অমুশা-১৫০ ।

পিপাসা—লোভের জ্বী পিপাসা ও ক্রোধ।
ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ ।

পিপ্লল—(১) মিত্রের ঔরসে তদীয়
পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও
পিপ্লল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক
৯৮। (২) কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত,
দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর। মৎ-১৯৯ ।

পিপ্ললাদ—(১) দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্য
নিধনার্থ মহর্ষি দধীচি প্রাণত্যাগ করিলে
পর, তাঁহার জ্বী সুরবর্চা একটা পুত্র প্রসব
করেন। তাঁহার নাম পিপ্ললাদ ছিল।
তাঁহার জন্মের পর, সুরবর্চা পরলোক
গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-১৫৫; স্বন্দ-
মাহে-কেদা-১৭ । (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের
কংসারী নামে এক ভগিনী ছিল।
একদা কংসারী ভ্রাতার রোতঃপরিপ্লুত
বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করেন।
স্নানকালে রোতোদক তাঁহার উদরে
প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি গর্ভবতী হন, এবং
যথাকালে একটা পুত্র প্রসব করেন।
লোকলজ্জা ভয়ে তিনি সেই পুত্রকে
রাত্রিকালে একটা পিপ্লল বৃক্ষমূলে
পরিত্যাগ করেন। সেইজন্ত সেইশিশু
পিপ্ললাদ নামে খ্যাত হয়। স্বন্দ-নাগ-
১৭৪ । যাজ্ঞবল্ক্য ও কংসারী দেখ।

(৩) মহর্ষি দধীচির স্ত্রীভ্রাতা নামে এক পরিচারিকা ছিল। দধীচির ঔরসে স্ত্রীভ্রাতার গর্ভে পিঙ্গলাদের জন্ম হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২। (৪) মহর্ষি পিঙ্গলাদ একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। ভরদ্বাজ তনয় সুকেশ, শিবি তনয় সত্যকাম, সৌম্য পুত্র গার্গ্য, অম্বল তনয় কৌশলা, ভৃগু তনয় বৈদর্ভি ও কত্যা পুত্র কবন্ধী, পিঙ্গলাদের শিষ্য গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রম্ম। পিঙ্গলাদ মহর্ষি কৌশল্যের অগ্রতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। কৌশলা দেখ। (৫) মহর্ষি কবন্ধ অথর্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করান। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্ত্যয়ণি ও পিঙ্গলাদ ইঁহার শিষ্য। বিষ্ণু-৩৭-৬। (৬) তিনি রাজা অনরণ্যের কন্যা পদ্মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-বৃষ্ণ-৪১, ৪২।

পিঙ্গলেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৮৪।

পিঙ্গলারণ—মহুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত প্রভৃতি নয়জন ভরতের অহুগামী ও পিঙ্গলারণ প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত এবং অবশিষ্ট একাশীজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫৬-৪। (২)

স্বায়ম্ভুব মহুবংশীয় রাজা ঋষভের শতপুত্রের অগ্রতম। তিনি দিগম্বর ও আত্মবিজ্ঞা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১৬-২।

পিঙ্গলারণি—অথর্ববেদবিদ মহর্ষি বেদদর্শের অগ্রতম শিষ্য। ভাগ-১২৬-৭।

পিঙ্গলী—একটা গোত্রদেবী। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২।

পিঙ্গ—অনাধ্যা নরপতি দহুর অগ্রতম পুত্র। ইন্দ্র তাঁহাকে সংহার করেন। ঋগ-১।১১।৭। উরণ দেখ।

পিলপিঞ্জিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার স্রষ্টি করেন, পিলপিঞ্জিকা তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। মৎ-১৭৯।

পিলি—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বাতীহবা, রৈবস ও বৈবস এই চারিটা আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১২৫।

পিশঙ্গ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসভ্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিশঙ্গাভ—(১) বৈবস্বত মনুস্মৃতি বরাহকল্পে যে চতুর্দশ শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন। পিঙ্গাভ তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন। লি-৭। (২) যক্ষপতি মণিবরের অগ্রতম পুত্র। বায়ু ৬। দেবজনী দেখ।

পিশাশ—(১) কুবেরের অহুচর একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০। (২) জনৈক রাক্ষস বীর। তিনি রাবণের

সঙ্গে লক্ষ্মী সমরে গমন করিয়াছিলেন ।
 রামা-লক্ষ্মী-৫৯ । (৩) ভূত, যুগ, পিশাচ ও
 দংষ্ট্রগণ পুলস্ত্য বংশসম্ভূত । সৌর-৩০ ।
 পিশাচী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান
 করিবার জন্য মহাদেব যে সকল
 মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিশাচী
 তাঁহাদের অগ্রতমা । মৎ-১৭৯ । (২)
 চতুঃষষ্টি যোগিনীর অগ্রতমা । অগ্নি-৫২ ।
 পিশাচীশ—মহাদেবের একটা গণ ।
 ত্রিপুর বিনাশের সময় তিনি মহাদেবের
 সঙ্গে গিয়াছিলেন । সৌর ৩৫ ।
 পিশাচেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
 স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭ ।
 পিশিতাশা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অগ্রতমা ।
 অগ্নি-৫২ ।
 পিশুন—(১) যমের দৌহিত্র ও অঙ্গধুকের
 পুত্র পিশুন । মার্ক-৫১ । অঙ্গধুক
 দেখ । কুরুক্ষেত্রে কোশিক নামে
 নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার
 অগ্রতম পুত্র পিশুন । কোশিকের
 পুত্রেরা গর্গমুনির শিষ্য ছিলেন এবং
 তাঁহার গাভীকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ
 করিয়াছিলেন । মৎ ২০ । কবি দেখ ।
 হরি হরি-২০—২২ ; শিব-ধর্ম-৬৩ ; পদ্ম
 সৃষ্টি-১০ ।
 পীঠ—মুরদৈত্য নিহত হইলে, তাঁহার
 পুত্রেরা দানবপতি পীঠকে সেনাপতি
 করিয়া নরকাসুরের পক্ষ অবলম্বন-
 পূর্বক ত্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া
 নিহত হন । ভাগ-১০-স্ক-৫৯ ; মহাভা-
 শাস্তি-৩৪০ ।

পীঠরক—পাতালের ভোগবতী নগর-
 বাসী সুরসা ভূজঙ্গীর সহস্র তনয়ের
 অগ্রতম পীঠরক । মহাভা-উদ্-১০২ ।
 পীতা—মহর্ষি বহুপুত্রের চারি পত্নীর
 অগ্রতমা পীতা ছিলেন । বিষ্ণু-১ম-১৫ ।
 পীতাম্বর—বিষ্ণুর অগ্র নাম । স্বন্দ-কাশী-
 উত্ত-৫৮ ।
 পীতায়ুধ—পুরুবংশীয় মনুস্যর পুত্র
 পীতায়ুধ, পীতায়ুধের তনয় ধুকু, ধুকুর
 তনয় বহুব্রিধ । মৎ-৪৮ ।
 পীনপয়োধরা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের
 নেত্রসম্ভূত। বৈষ্ণবী মূর্তির অগ্রতরা
 সহচরী । বরা-৯২ । বৈষ্ণবী দেখ ।
 পীবর—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ক্রৌঞ্চ-
 দ্বীপের রাজা হ্রতিমানের অগ্রতম তনয়
 পীবর । তিনি পীবর বর্ষের রাজা
 ছিলেন । কৃষ্ণ পু-৩৯ । (২) তামস
 মনুর সময়ে জ্যোতির্দামা, পৃথু, কাব্য,
 চৈত্র, অগ্নি, বরুণ ও পীবর, এই সাত
 জন সপ্তর্ষি ছিলেন । কৃষ্ণ-পৃ-৫০ । সৌর-
 ৩২ । (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের
 দশ পুত্রের অগ্রতম শাল্মল্যধিপতি
 হ্রতিমানের কুশল, মনুজ, উক্ষ, পীবর,
 ব্যাধকারক, মুনি ও হুন্সুতি নামে সাত
 পুত্র জন্মে । বরা-৭৪ । (৪) চতুর্থ
 মনুস্বরে তামস মনু হন । এই সময়ে
 রাজা শিব শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন ।
 এবং জ্যোতির্দামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র,
 অগ্নি, বনক ও পীবর ইহারা তামস
 মনুস্বরে সপ্তর্ষি হন । নর, খ্যাতি,

শাস্ত্রহর, জাম্বজঙ্ঘ্য প্রভৃতি তামস মনুর পুত্রেরা রাজা হন । বিষ্ণু-৩২-১ । (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের অত্মতম পুত্র ছাতিমান ক্রোধবীপের অধিপতি ছিলেন । তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ, পীবর, অম্বকারক, মুনী, হ্রস্বভি এই সাত পুত্র ছিল । ক্রোধবীপের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক একটা দেশ আছে । পীবরের নামে পীবর দেশ খ্যাত । লি-৪৬ ; বিষ্ণু-২২-৪ ।

পীবরী—(১) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরী, বাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন । তিনি স্বয়ং যোগিনী, যোগীপত্নী ও যোগীজননী ছিলেন । বাস-তনয় শুকদেব হইতে তাঁহার কৃষ্ণ, গৌর প্রভৃ ও শঙ্কু নামে চারি পুত্র এবং কুবী নামী এক কন্যা জন্মে । হরি-হরি-১৮ ; দেবীভাগ-১২-১৯ । (২) এক বাধ যমুনা জলে প্রাণত্যাগের ফলে সৌরাষ্ট্র-ধিপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার নাম হয়, যক্ষধনু । ঠিক ঐরূপে এক স্ত্রীলোকও যমুনা জলে মগ্ন হইয়া, প্রাণত্যাগের ফলে কালীরাজের কন্যারূপে জন্মলাভ করেন । তাঁহার নাম হয় পীবরী । যক্ষধনু পীবরীকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের সাতটা কন্যা ও পাঁচটা পুত্র জন্মে । অবশেষে তাঁহার পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক মথুরায় গিয়া প্রাণত্যাগ করেন । বরা-

১৫৩—১৫৪ । (৩) মহাভাগ পুলস্ত্য নন্দনগণের পীবরী নামী মানসী কন্যা বাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন । মৎ-১৫ । (৪) বিদেহ জনকের অত্মতমা পত্নী পীবরী । মার্ক-১৪ । (৫) পীবরী মার্কণ্ডেয় তনয় বেদশিরার স্ত্রী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাতি লাভ করেন । : ব্রহ্মাণ্ড-২২ ; বায়ু-২৮ ।

পুষ্কিল—পরশুরামের অস্ত্র নাম । স্কন্দ-আব-রেবা-২১০ ।

পুচ্ছাণ্ডক—নাগরাজ তক্ষকের বংশীয় পুচ্ছাণ্ডক, নরপতি জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

পুঞ্জিকস্থলা—(১) অম্বরা বিশেষ । মহাভা-সভা-১০ ; বায়ু-৫২ । (২) একবার ইন্দ্রের প্ররোচনায় মার্কণ্ডেয় মুনীর তপোভয় করিতে চেষ্টা করিয়া পুঞ্জিকস্থলা অকৃতকা্য হন । ভাগ-১২২-৮ ।

(৩) তাঁহার অস্ত্র নাম অঞ্জনা । এই অম্বরা অঞ্জনা বানরপতি কেশরীর পত্নী । অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয় । রামা-কিঙ্কি-৬৬ । (৪) একদা পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাবণ বল-পূর্বক তাঁহাকে বিবসনা করেন । অম্বরা পুঞ্জিকস্থলা আহুপূর্বক সমস্ত ঘটনা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন । সেইজন্য ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে বলিলেন

যে—অন্ত হইতে কোনও জ্ঞানলোকের প্রতি বল প্রকাশ করিলে তোমার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রামা-লঙ্কা-১৩। (৫) কশ্যপ পত্নী মুনি হইতে সহজত্মা, পুঞ্জিকস্থলা প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। বৈদিকী অপ্সরা দেখ। (৬) মহর্ষি পার, পুঞ্জিকস্থলা নামী অপ্সরার গর্ভে কলাবতী নামী এক কন্যা রত্ন উৎপাদন করেন। মার্ক-৬৪। (৭) পুঞ্জিকস্থলা পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৮) পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, মেনকা, সহজত্মা, প্রমোচা, অনুমোচা প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চনা করিতেন। কুর্ম-পু-৪১। অপ্সরা বিশেষ। ইনি দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেন। মৎ-১৬১। অপ্সরা বিশেষ। অর্জুনের জন্ম সময়ে নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

পুঞ্জিকস্থলী—অপ্সরা বিশেষ। হৃন্দ-আব-অব-৮; লি-৫৫।

পুটভী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পুটভী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭৯।

পুটেশ—একজন রাক্ষসপতি লঙ্কা সময়ে বানরপতি পনসের সহিত পুটেশের যুদ্ধ হয়। হৃন্দ-এক্স-সেতু-৪৪।

পুণ্ডরীক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমধর্ম, ক্ষেমধর্মের তনয় দেবানীক। অশ্বি-২৭৩। (২) পুণ্ডরীক নামক নাগরাজ, নাগপুরে রাজ্য করিতেন। পদ্ম-উক্ত-৪৭। (৩) পুণ্ডরীক নামে এক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন করেন। পদ্ম-উক্ত-৮০। (৪) বিদর্ভ দেশে মালব নামে এক ধনশালী সং ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গোদাবরী তীরে স্বীয় ভাগিনের বিদ্বান পুণ্ডরীককে বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-উক্ত-২১৮। (৫) অযোধ্যাধিপতি রামের বংশধর নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমধর্ম, ক্ষেমধর্মের তনয় দেবানীক। মৎ-১২; হরি-হরি-১৫; বায়ু-৮৮; বিষ্ণু-৪র্থ-৪, ১৪; ভাগ-৯ঙ্ক-১২। (৬) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরমা ভূজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম পুণ্ডরীক। মহাভা-উদ্-১০২। (৭) বিষ্ণুর অন্য নাম পুণ্ডরীক। বরা-১৬৪। (৮) তিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভাস্কর পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম জঙ্ঘন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (৯) একবার বাসুকি ভক্তকের সহায়তার জন্য ধনন্তরীর বিরুদ্ধে দ্রোণ, কালিঙ্গ, ককটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি পঞ্চজন নাগকে প্রেরণ করেন। কিন্তু

সকলেই পরাস্ত হন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫১ ।

(১০) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি নভার পুত্র
পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধৰ্মা, তৎপুত্র
দেবানিক । লি-৬৬ । (১১) কশ্যপ
পত্নী কঙ্গর গৰ্ভজাত অত্মতম নাগ ।
বায়ু-৬৯ ।

পুণ্ডরীক—(১) কশ্যপের অত্মতমা পত্নী
ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে পুণ্ডরীক।
প্রভৃতি মোনের অঙ্গরাগণ জন্মগ্রহণ
করেন । হরি-হরি-২২৮ । মুনি দেখ ।
(২) লৌকিকী অঙ্গরাদের অত্মতমা
পুণ্ডরীক। ছিলেন । বায়ু-৬৯ । লৌকিকী
অঙ্গরা দেখ । অঙ্গরা বিশেষ । অর্জুনের
জন্ম সময়ে নৃত্য করিয়াছিলেন ।
মহাভা-আদি-১২৩ ; স্বপ্ন-আব-রেবা-
১৯২ । (৩) মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী উজ্জ্বা
হইতে পুণ্ডরীক। জন্মগ্রহণ করেন ।
শিব-বায়ু-পূ-১৫ ; সৌর-২৬ । (৪) ভৃগুর
পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা
নামক দেবদ্বয় উৎপন্ন হন । বিধাতার
পত্নী আয়তি পাণ্ডু নামে এক পুত্র
প্রসব করেন । এই পাণ্ডুর পত্নী
পুণ্ডরীক। হইতে দ্রুতিমান্ জন্মগ্রহণ
করেন । ব্রহ্মাণ্ড-২২ । (৫) পাণ্ডুর
পত্নী পুণ্ডরীক।, দ্রুতিমান্, দ্রুতিমন্ত ও
স্বজবান্ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন ।
বায়ু-২৮ ।

পুণ্ডরীকাক্ষ—(১) বিষ্ণুর অগ্ন নাম ।
মৎ-৫৭ ; বৃহৎ-পূ-১০ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৪ ।
পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ—পরম স্থান ও

অক্ষ শব্দের অর্থ—অব্যয় । (২) ত্রীকৃষ্ণ
পরম স্থানে বাস করেন এবং তাঁহার
ক্ষয় নাই । সেইজন্য তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ
নামে অভিহিত হন । মহাভা-উদ্-৬৯ ।
(৩) রঘুবংশীয় নভার তনয় পুণ্ডরীকাক্ষ,
পুণ্ডরীকাক্ষের তনয় ক্ষেমধৰ্মা, ক্ষেম-
ধৰ্মার তনয় দেবানীক । কুর্শ-পূ-২১ ।
(৪) মহাদেবের অগ্ন নাম । সৌর-৪১ ।

পুণ্ডরীক—শ্রাক্তভাগাই বিশ্বদেবগণ
মধ্যে পুণ্ডরীক অত্মতম ছিলেন ।
মহাভা-অনুশা-৯১ ।

পুণ্ড্র—(১) বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র ।
রাজা বলি উদ্ধরেতা ছিলেন । বলির
পত্নী সুদেষ্কার গর্ভে ও মহর্ষিন্দীর্ঘতমার
ওরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ
জন্মগ্রহণ করেন । পুণ্ড্র স্বীয় নামীয়
জনপদের অধিপতি হন । হরি-হরি-
৩১ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ ; ভাগ-৯৯-২৩ ;
অগ্নি-২৭৭ ; বায়ু-৯৯ । (২) পুণ্ড্র,
কপিল-ইহারা বহুদেবের পুত্র । ইহাদের
জ্যেষ্ঠ জরা নামে এক ধর্মুর্ধ্ব নিষাদ
হইয়াছিলেন । মৎ-৪৬ ।

পুণ্ড্রক—কিরাতরাজ পুণ্ড্রক মহারাজ
সৃষ্টিরের রাজস্বয় যজ্ঞে উপস্থিত
ছিলেন । মহাভা-সভা-৪ ।

পুণ্ডা—(১) পুণ্ডের পত্নী প্রতিষ্ঠা দেবী ।
ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১ । (২) কুরুবংশীয় উপরিচর
বহুর অত্মতম পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের
তনয় কুশাগ্র, তৎপুত্র বৃষভ, বৃষভের
পুত্র পুণ্ডাবান্, পুণ্ডাবানের তনয় পুণ্ডা,

পুণোর তনয় সত্যযুতি, তৎপুত্র ধনুষ ।

মৎ-৫০, দেবীভাগ ৯৯-১ ।

পুণ্যকীর্তি—শ্রীকৃষ্ণের অতুল নাম । মহাভা-
শাস্তি-৪৩ ।

পুণ্যকৃত্য—শ্রদ্ধাভাগ্যই বিশ্বদেবগণের
অতুল্যতম । মহাভা-অনুশা-৯১ ।

পুণ্যজন—পুণ্যজন নামক অমুরেরা
কুশস্থলী পুরী ধ্বংস করিয়া, রৈবত
নৃপতির ভ্রাতাদের বিতারিত করিয়া
ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২ ।

পুণ্যজনী—যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের
পিতামহ ছিলেন । তিনি দৈতাপতি
অমরহাদের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ
করেন । ভদ্রা মণিবর ও মণিভদ্র নামে
দুই পুত্র প্রসব করেন । মণিভদ্রের
পত্নী পুণ্যজনী হইতে সিদ্ধার্থ, সূর্য্যভেজ,
সুমনন্ত, নন্দন, কন্যক, বাবিক, মণিদত্ত,
বসু, সর্কীলভূত, শঙ্খ, পিন্ধাক্ষ, ভীরু,
মন্দরশোভি, পদ্ম, চন্দ্রপ্রভ, মেঘপূর্ণ,
সুভদ্র, প্রজ্বাত, মহোজস, ছাতিমৎ,
কেতুমৎ, মিত্র, মৌলী ও সুদর্শন এই
চতুর্বিংশতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
তঁাহারা সকলেই পুণ্যলক্ষণ এবং
তঁাহাদের পুত্র পৌত্র যক্ষগণ সকলেই
পুণ্যাত্মা । বায়ু-৬৯ ।

পুণ্যানামা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, সাধ্যা, রুদ্র
প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত অতুল্যতম সেনা-
ধ্যক্ষ । মহাভা-শল্য ৪৬ ।

পুণ্যানিধি—পুরাকালে পুণ্যানিধি নামে

এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন । বিষ্ণু
তঁাহার ভক্তি পরীক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে
প্রেরণ করেন । লক্ষ্মী একটি অষ্টম বসিয়া
কন্যাক্রম ধারণ করিয়া তঁাহার নিকট
অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে
বিষ্ণু একদিন সেই বালিকাকে ব্রাহ্মণ
বেশে পুষ্পোচ্ছানে হস্তদ্বারা আকর্ষণ
করেন । ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া,
তঁাহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তঁাহাকে
কারাগারে নিক্ষেপ করেন । রাত্রে
রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যে সেই ব্রাহ্মণ ও
কন্যাটি বিষ্ণু ও লক্ষ্মী । প্রাতঃকালে
ব্রাহ্মণের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন ।
তখন বিষ্ণু নিজ পরিচয় দিয়া অস্তিত্তি
হইলেন । স্বপ্ন-ব্রহ্ম-সেতু ৫০ ।

পুণ্যবান্—কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর
অতুল্যতম পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র
কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ, বৃষভের
পুত্র পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য,
পুণ্যের তনয় সত্যযুতি । মৎ-৫০ ।

পুণ্যযশা—যযাতি বংশীয় মহাভাগ
শশবিন্দুর প্রধান ছয় পুত্রের অতুল্যতম ।
ভাগ ৯৯-২৩ ।

পুণ্যশীল-বিষ্ণুর অতুল্যতম দূত । পূর্ব্বজন্মে
তিনি বিষ্ণুদাস নামে এক বিষ্ণুভক্ত
ব্রাহ্মণ ছিলেন । পদ্ম উত্ত-১০৭; স্বপ্ন-
কাণী পৃ ৮ ।

পুণ্যা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ প্রধান গোপী-
নারী অতুল্যতমা পুণ্যা । স্বপ্ন-প্রভা-
পভা ১৮ ।

পুণ্যাত্মা—কৃতপত্নী সন্নতি হইতে পুণ্যাত্মা
ও সুষমতী নামে দুই কন্যা জন্মে।
তঁাহারা পূর্ণমাস পুত্র পক্ষসের পুত্রবধ
ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯ ; বায়ু-২৮।

পুণ্যারণ্য— তিনি ঈন্দ্রসাবর্ণি বংশীয়
বরণের পুত্র। তঁাহার পুত্রের নাম
অধরারণ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত-৪১।

পুণ্যানন—একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি।
স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৯।

পুণোয়—যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের পুত্র।
নাম্নী অপসার গর্ভজাত অগ্নতম পুত্র।
মৎ-৪৯। পুত্র ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

পুতনা—(১) রাক্ষসী বিশেষ। কংস
কর্তৃক ব্রজের শিশু নিহত করিবার জন্য
প্রেরিত হইয়াছিল। এই পাপীয়সী
স্তনের উপরিভাগে বিষ প্রলেপ করিয়া
শিশুদিগকে স্তন্যদান করিত। এইরূপে
দুগ্ধের সহিত বিষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা
মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যশোদার
গৃহে প্রবেশ করিয়া, শিশু কৃষ্ণকে স্তন্য
পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ পূর্বেই
ইহা অবগত ছিলেন। তিনি এমন
জোরে তঁাহার স্তনে দস্তাবাত করিলেন
যে, সেই আঘাতেই তঁাহার মৃত্যু হইল।
সকলে দেখিয়া একেবারে অবাক
হইল। শ্রীমহাভাগ-৫১ ; পদ্ম উত্ত-২৪৫ ;
হরি-হরি-৬২ ; অগ্নি-১২ ; দেবীভাগ-
৪৯-২৩ ; ভাগ-১০-৯৬। (২) মাতৃকা
বিশেষ। মহাভা-১৩-৯৬। কংস স্বীয়
ভগিনী পুতনাকে ত্রীকৃষ্ণকে বিনাশ

করিবার জন্য, নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-১০। চতুঃষষ্টি
যোগিনীর অগ্নতমা। অগ্নি-৫২। বলির
কন্যা শকুনি ও পুতনা। বায়ু-৬৭।

পুতাত্মা—কণ্ডপ নন্দন পুতাত্মা বারা-
ণসীতে পবনেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ
স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

পুত্র—(১) স্বারম্ভব মনুর অগ্নতম পুত্র।
হরি-হরি-৭ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩০ ; বায়ু-৩১।
স্বারম্ভব মনুর অগ্নতম পুত্র প্রিয়ব্রত,
প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অগ্নতম পুত্র।
অগ্নি-১০৭ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। (২) ভৃগুর
অগ্নতম পুত্র বিধাতা। বিধাতার পত্নী
আবতি, পাণ্ডু ও দ্রুপদ নামে দুই পুত্র
প্রসব করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের কন্যা
পুণ্ডরীকা পাণ্ডুর পত্নী ছিলেন। তাহা
হইতে রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহ, সবণ,
অধন, সূতপা ও গুরু নামে সাত পুত্র
জন্মে। বায়ু-২৮।

পুত্রক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সম্বরণের তনয়
কুরু। কুরুর পঞ্চ পুত্রের অগ্নতম
পুত্রক। বায়ু-৯৯।

পুত্রধর্ম্মা—নরপতি আয়ুর অগ্নতম তনয়
নহষ, নহষের অগ্নতম তনয় পুত্রধর্ম্মা,
পুত্রধর্ম্মার তনয় ধর্ম্মবৃদ্ধ। বায়ু-৯২।

পুত্রব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তঁাহাদের অঙ্গিরা,
বিকপ ও বধপক্ষ এই তিনটি আর্ষের
প্রবর। মৎ-১১৬।

পুত্রিকসেন—মগধের অকু বংশীয় নরপতি

হালের পরে পুত্রিকসেন একবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে শতকণী দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পুত্রিকা—অম্বরী, মিশ্রকেশী, পুত্রিকা প্রভৃতি অম্বরীগণ লৌকিকী নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অম্বরী দেখ।

পুনর্বসু—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি তিষ্ঠির তনয় পুনর্বসু, পুনর্বসুর তনয় অভিজিৎ, অভিজিৎের তনয় আলক ও কণ্ঠা আলকী। হরি-হরি-৩৭। (২) যজুর্বংশীয় আনকহন্দুভির অগ্রতম পুত্র অভিজিৎ, অভিজিৎের পুত্র পুনর্বসু, তৎপুত্র আলক, আলকের পুত্র উগ্রসেন ও দেবক। কুশ্ম-পূ-২৪। (৩) দক্ষ-প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কণ্ঠার মধ্যে চন্দ্র সাতাইশটিকে বিবাহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পুনর্বসু অগ্রতম। ব্রহ্মবৈবর্ত-৯ : বিষ্ণু-১ম-১৫। (৪) অক্ষক বংশীয় নরপতি অভিজিৎের তনয় পুনর্বসু। এই পুনর্বসুর আলক নামে এক পুত্র ও আলকী নাম্নী এক কণ্ঠা জন্মে। আলকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। বিষ্ণু-৩র্থ-১৪।

পুনর্ভব—মগধের জনৈক রাজা। রাজা বজ্রমিত্রের পর তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপশ্চাৎ মহাভাগ মগধে দ্বাত্রিংশবৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২।

পুপু—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র বিধাতা, বিধাতার

তনয় মৃকণ্ড, মৃকণ্ডের তনয় পুপু। বিষ্ণু-১ম-১০।

পুর—পুর নামে এক অম্বর ছিল। তাঁহাকে ইন্দ্র বধ করেন। সেজন্ত তাঁহার নাম হয় পুরন্দর। বাম-৭১। পুরঞ্জন—নারদ ঋষি এই নাম নরপতি প্রাচীনবহিকে দিয়াছিলেন। ভাগ-৪ঙ্ক-২৫।

পুরঞ্জয়—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অগ্রতম। ভাষা ও মন্ত্রের কণ্ঠা বাহক। হইতে ক্রমি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৭। (২) মনুর্বংশীয় নরপতি বিকৃক্ষির (অগ্রনাম—শশাদ) পুত্র। তাঁহার ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ এই অপর দুই নামও আছে। একবার দানব-দিগের সহিত দেবগণের বিশ্বসংহারক সমর সংঘটিত হয়। দেবতার দৈত্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া নৃপতি শশাদের পরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্দ্রকে বাহন হইতে বলা হয়। ইন্দ্র, নরপতি শশাদের বাহন হইতে সম্মত হন। প্রতিশ্রুতি অম্বরায়ী তখন ইন্দ্র বৃষভরূপ ধারণ করেন এবং পুরঞ্জয়ের বাহন হন। এইজন্ত তাঁহার ইন্দ্রবাহ নাম হয়। তিনি বৃষভের ককুদে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম ককুৎস্থ হয়। তিনি দানবগণের পুরী জয় করিয়া দানব জীগণ ও ধনরাশি বজ্রপাণিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাই

তঁাহার নাম পুরঞ্জয় হয়। তঁাহার পুত্র অনেনা। ভাগ-৯২ ৬; বৃহৎ মধ্য-১৮। (৩) অশ্ব নাম বিপুঞ্জয়। তিনি বৃহদ্রথের বংশীয়। তঁাহার মন্ত্রী সুনক, তঁাহাকে নিহত করিয়া প্রজ্যোৎ নামক এক আত্মীয়কে সিংহাসন প্রদান করেন। ভাগ-১২২ ১। (৪) যযাতি বংশীয় কালানরের পৌত্র ও শৃঙ্গয়ের তনয় পুরঞ্জয়। এই পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, তৎপুত্র মহামনি। অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-২৮। (৫) মগধের কৈলকিল যবন ভূপতি বিষ্ণু-শক্তির তনয় পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের তনয় ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৬) যযাতি বংশীয় সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনা সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজচক্রবর্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। মৎ-৪৮। (৭) বিষ্ণুভক্ত নরপতি ধ্রুবের তনয় পুষ্টি ও ধাত্ত। পুষ্টির অবস্তী দেশীয়া স্ত্রী মূচ্ছা, রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২; দেবীভাগ-৭৯-৯।

পুরাণ—একজন প্রাচীনকালের ঋষি। তিনি নন্দদা নামক ঋষির নিকট বিষ্ণু-পুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত পুরাণ আবার নাগরাজ বাসুকিকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮।

পুরন্দর—(১) অগ্নির অশ্রুতম তনয়।

লোকেরা তপস্বীদ্বারা তাঁহারই সাহায্যে অতি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যালাভ করিয়া থাকেন। পুরন্দর হইতে উষ্টা নামক অগ্নি জন্মে। মহাভা বন-২১৮। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি দেবগণের ইন্দ্র ছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে সুর্য্যের তনয় শ্রাদ্ধদেব মনু এবং পুরন্দর ইন্দ্র ছিলেন। কৃষ্ণ-পৃ-উত্ত-৪১। (৩) পুর নামক অশুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র পুরন্দর বলিয়া খ্যাত হন। বাম-৭১। (৪) ইন্দ্রের অশ্ব নাম। তিনি অশুরদিগকে সংহার করিয়া স্বর্গ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রামা-আদি-৪৫। (৫) ময়দানব হেমা নারী অপসরাতে আসক্ত হইলে পুরন্দর স্বীয় বজ্রদ্বারা তঁাহাকে বিনাশ করেন। রামা-কিষ্কি-৫১। (৬) রাম-রাবণের] বৃদ্ধাবসানে, ইন্দ্র রামকে বর প্রদান করিতে চাহিলে, রাম মৃত বানরগণের পুনর্জীবন ও তাহাদের জগৎ বনস্থ বৃক্ষাদি বাহাতে পত্র-পুষ্প-ফলে স্নশোভিত হয়, সেই বর চাহিয়াছিলেন। পুরন্দরের বর প্রভাবে সমস্ত মৃত বানর-বৃথ পুনর্জীবিত হয় এবং নিমেষ-মধ্যে বৃক্ষাদি পত্র-পুষ্পে স্নশোভিত হইয়া উঠে। রামা-লঙ্কা-১২২।

পুরন্ধি—ঋগ্বেদের অশ্রুতম দেবতা। মহর্ষি ভোম তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৪২।৫।

পুরবস—যজুবংশীয় দেবক্ষত্রের তনয় দেবনক্ষত্র, দেবনক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় পুরবস। মৎ-৪৪।

পুরন্ত—পুরুবংশীয় মতিনারের তনয়
তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরন্ত এই তিন
জন । অগ্নি-২৭৮ ।

পুরহুত—যযাতি বংশীয় দ্রবরসের তনয়
পুরহুত, পুরহুতের তনয় জন্তু, জন্তুর
তনয় সাত্তত । অগ্নি-২৭৫ ।

পুরাণ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে চাক্ষুষকে বৎস
কল্পনা করিয়া পুরাণ মহীকে দোহন
করেন । বায়ু-৬৩ ।

পুরাণপুরুষ—মহাদেবের অজ্ঞ নাম ।
কন্দ-মাহে-কেদা-২ ।

পুরাণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ ।
কন্দ-কাশী-পূ-৩৩ ।

পুরাবস্তু—গন্ধর্ব্বপতি পুরাবস্তু হইতে
মন্দার, মন্দর, মন্দ, মন্দহাস, মহাবল,
সুদেব, সুধন, শোধ ও তাহু নামে নয়
পুত্র জন্মে । তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গান
করিতেন । একদা সরস্বতীকে দেখিয়া
ব্রহ্মা মোহাচ্ছন্ন হন । তদর্শনে তাঁহারা
মনে মনে হাস্ত করেন, এই অপরাধে
তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের পত্নী হইতে
শকুনি, শম্বর, হৃষ্ট, ভূতসন্তাপন, বৃক,
কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্চন্দ্র ও উৎকচ
নামে জন্মগ্রহণ করেন । অবশেষে
তাঁহারা অপাস্তুরতম মূনির পরামর্শে
বিষ্ণুকে বৈরভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
গর্গ-বিশ্ব-৪২ ।

পুরিষ্য—বিধাতা স্বীয় ভাগ্য ক্রিয়ার
গর্ভে পুরিষ্য নামে পাঁচ অগ্নি উৎপাদন
করেন । ভাগ-৬২ ১৮ ।

পুরীন্দ্রসেন—জনৈক রাজা । তিনি রাজা
মন্দুলকের পরে মগধের সিংহাসনে
আরোহণ করেন । তৎপশ্চাৎ সৌম্য
ভূপতি রাজত্ব করেন । মৎ-২৭৩ ।

পুরীমান—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি
গোমতীর পুত্র । পুরীমানের তনয়
মেদ । ভাগ-১২৯-১ ।

পুরুষভীক—মগধের সূর্য্যবংশীয় নরপতি
তলের পুত্র । তাঁহার পুত্র সুনন্দন ।
ভাগ-১১৯ ১ ।

পুরীষাতরু—ইন্দ্রসাবর্ণি মমুর পুত্র সুচন্দ্র,
সুচন্দ্রের তনয় ত্রীনিকেতু, ত্রীনিকেতুর
তনয় পুরীষাতরু, পুরীষাতরুর তনয়
গোন্ধাম্ব । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪২ ।

পুরু—(১) অত্রির তনয় পুরু একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-
৫।১৬।১ । অগ্নি সংগ্রামে পুরুকে
অভিভূত করেন । ঋগ-৭।১।৪ । (২)
চাক্ষুষের তনয় মনু, মমুর পত্নী নড়লা
(নড়লা) হইতে উরু, পুরু, শতছায়
প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । হরি-হরি-২ ।
নড়লা দেখ । (৩) কশ্যপের অন্ততমা
পত্নী ও দক্ষের কন্যা দমু হইতে বৃষপর্ক
প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । এই
বৃষপর্কার কন্যা শর্মিষ্ঠা যযাতির স্ত্রী
ছিলেন । শর্মিষ্ঠা হইতে যযাতির ঋতু,
অমু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে ।
হরি-হরি-৩ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ । ভূপতি
যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া ভোগ বিলাসে
অতৃপ্ত ছিলেন । সেইজন্য তিনি পুত্রদের

রূপ গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগকে জরা প্রদান করিয়া বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী হইলেন। যযাতি একে একে সকল পুত্রকেই জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই সম্মত হইলেন না। কেবল সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র সম্মত হইয়া জরা গ্রহণ করিলেন। হরি-হরি-৩০; রামা-উত্ত ৬৮, ৬৯। যযাতি কুরু ও পাঞ্চাল প্রদেশ পুরুকে প্রদান করেন। পুরুর তনয় মহাবীৰ্য্য, মহাবীৰ্ণের তনয় প্রচিষান্। হরি-হরি-৩১; ভাগ-৯৯-১৮, ১৯, ২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৪) পুরুর স্ত্রী কোশল্যা হইতে জনমেজয় এবং অগ্নতমা স্ত্রী পৌষ্টির গর্ভে প্রবীর ঈশ্বর ও রোদ্রাধ নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সারথির নামও পুরু ছিল। মহাভা-আদি-৬২। (৬) ঋবংশীয় মনুর ঔরসে ও নড়ুলার গর্ভে তাঁহার জন্ম। ভাগ-৪৯-১৩। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অগ্নতমা পুত্র। ভাগ-৮৯-৫। (৭) চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড়ুলা, উরু, পুরু, শতহায় প্রভৃতি দশ পুত্র প্রসব করেন। কৃষ্ণ-পূ-১৪। সোমবংশীয় নরপতি যযাতির অগ্নতমা পত্নী শম্ভিষ্ঠা, ঋহা, অমু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি পিতৃবাক্য পালন-নিরত পুরুকে সাক্ষভোম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-পূ-১৪। (৮) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী, বিরজা প্রজাপতির কন্যা নড়ুলার

গর্ভে পুরু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৯) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অগ্নতমা পত্নী শম্ভিষ্ঠা, ঋহা, অমু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি পিতৃবাক্য পালন-নিরত পুরুকেই সিংহাসন প্রদান করেন। লি-৬৬। (১০) পুরুর পুত্র জনমেজয়, এই জনমেজয়ের তনয় প্রাচীষত। তিনি প্রাচীষদিক প্রণয়ন করেন। প্রাচীষতের তনয় মনস্বা তৎপুত্র পীতাম্বুধ, তৎপুত্র ধুঙ্ক, ধুঙ্কর তনয় বহুবিধ। মৎ-৪৮।

পুরুকুংস—(১) একবার ইন্দ্র পুরুকুংসের সহায় হইয়া তাঁহার শক্রর সপ্তনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। নরপতি পুরুকুংসের তনয় ত্রসদম্বা। ঋগ-১।৬৩।৭; ১।১১২।১। (২) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি মাক্ষাতার পত্নী বিন্দুমতী (অগ্ননাম চৈত্ররথী) হইতে পুরুকুংস ও মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা নন্দদা দক্ষিণপথগামিনী হইয়া জীবগণকে পবিত্র করিতেন। তিনি পুরুকুংসের পত্নী ও ত্রসদম্বার জননী ছিলেন। পুরুকুংসের কন্যাকে সোমবংশীয় নরপতি কুশিক বিবাহ করেন। কুশিকের তনয় গাধি। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। হরি-হরি-১২, ১৮। (৩) যহবংশীয় পুরুকুংসের পুত্র অংশু, অংশুর তনয় সহত। কৃষ্ণ-পূ-২৪। (৪) মাক্ষাতার তিন পুত্রের অগ্নতম। উরগগণ তাঁহাকে আপনাদের নন্দদা নামী

ভগিনী দান করেন। ভুজগেশ্বরের
নিয়োগে সেই নর্যদা পুরুকুৎসকে রসা-
তলে লইয়া গিয়াছিলেন। বিষ্ণুশক্তিধর
পুরুকুৎস এই স্থানে বধ্য গন্ধর্ভগণকে
বধ করেন। তাঁহার পুত্র ত্রসদস্ব্য।
ভাগ-৯৯-৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয়
মাক্ষাতার পুরুকুৎস, অশ্বরীষ ও মুচুকুন্দ
নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে
অশ্বরীষের পুত্র তৃতীয় যুবনাথ। কৃষ্ণ-
পূ-২০। (৬) নর্যদার গর্ভে পুরুকুৎস,
রাজার এক মহাযশা পুত্র জন্মে তাঁহার
নাম ত্রসদস্ব্য। কৃষ্ণ-পূ-২০। (৭)
যদুবংশীয় অম্বর পুত্র পুরুকুৎস, তৎপুত্র
অংশু, অংশুর তনয় সত্ত্ব। কৃষ্ণ-পূ-২৪।
(৮) নৃপতি মাক্ষাতার পত্নী বিন্দুমতীর
পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অশ্বরীষ নামে
তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৯) এই
পুরুকুৎস রসাতলস্থিত ষট্‌কোটি
সংখ্যক মোনেয় নামক গন্ধর্ভ বিনাশ
করিয়া, নাগকুল রক্ষা করিয়াছিলেন।
তাঁহার স্ত্রীর নাম নর্যদা। নর্যদার
গর্ভে পুরুকুৎসের ত্রসদস্ব্য নামে এক
পুত্র জন্মে। ত্রসদস্ব্যর পুত্র সত্ত্ব।
বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১০) মাক্ষাতার পুরু-
কুৎস, অশ্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিনজন
বিখ্যাত তনয় ছিল। অশ্বরীষের পুত্র
যুবনাথ। লি-৬৫। (১১) পুরুকুৎসের
তনয় ত্রসদস্ব্য নর্যদার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন। ত্রসদস্ব্যর এক পুত্র সত্ত্ব।
সত্ত্বতির এক পুত্র বিষ্ণুবন্দ। লি-৬৫।

(১২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মাক্ষাতার পুত্র
পুরুকুৎস, ধর্মসেন, মুচুকুন্দ ও শত্রুজিৎ
এই চারিজন। পুরুকুৎসের তনয়
নর্যদাপতি বসুদ, বসুদের পুত্র সত্ত্ব।
মৎ-১২। (১৩) ইনি মাক্ষাতার পুত্র।
নর্যদানদী তাঁহার পত্নী স্বীকার
করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্রমবাসিক-
২০। জনৈক রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮।
পুরুজ—যথাতি বংশীয় সুশাস্তির পুত্র
পুরুজ, পুরুজের তনয় অর্ক, অর্কের
পুত্র ভ্রম্মাশ্ব। ভাগ-৯৯-২১।
পুরুজাতি—পুরুবংশীয় নরপতি অজমীচের
পুত্র সুশাস্তি, সুশাস্তির পুত্র পুরুজাতি,
পুরুজাতির তনয় বাহাশ্ব। হরি-
হরি-৩২।

পুরুজামু—(২) পুরুবংশীয় নরপতি
সুশাস্তির পুত্র পুরুজামু। তৎপুত্র চক্ষু,
চক্ষুর পুত্র হর্ষাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২)
অজমীচের অন্ততমা পত্নী নীলিনী, নীল
নামে এক পুত্র প্রসব করেন। নরপতি
নীল ত্রীত তপশ্চার প্রবৃত্ত হন। সেই
তপশ্চার ফলে সুশাস্তি নামে তাঁহার
এক পুত্র হয়। সুশাস্তির তনয়
পুরুজামু, তৎপুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র
ভদ্রাশ্ব। মৎ-৫০। (৩) সুশাস্তির পুত্র
পুরুজামু, পুরুজামুর পুত্র রিক।
বাধু-৯৯।

পুরুজিৎ—(১) পুরুজিৎ নামে এক
রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।
(২) জনক বংশীয় নৃপতি উর্জ্জবেতুর

পুত্র পুরুজিৎ । পুরুজিতের তনয় অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু ।

ভাগ-৯৯-১৩ । (৩) যযাতি বংশীয় কুচকের পঞ্চপুত্রের মধ্যে পুরুজিৎ অগ্রতম । ভাগ-৯৯-২৩ । (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ত্রাতা কঙ্কের ঔরসে ও উগ্রসেন কন্যা কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ, পুরুজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৯৯-২৪ । জ্ঞানৈক নরপতি মহাভা-সভা-৮

পুরুদ্বহ—রুদ্রমেরুসাবর্ণির অগ্রতম তনয় । হরি-হরি-৭ । রুদ্রমেরু সাবর্ণি দেখ । পুরুদ্বানের তনয় পুরুদ্বহ ; পুরুদ্বহের স্ত্রী ঐক্ষাকী হইতে সহ জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৯৫ ।

পুরুদ্বান্—(১) যদুবংশীয় নৃপতি মরুবসার পুত্র পুরুদ্বান্ । পুরুদ্বানের স্ত্রী বিদর্ভরাজ হুহিতা ভদ্রাবতী হইতে মধু নামে এক পুত্র জন্মে । মধুর তনয় সত্যান্ । হরি-হরি-৩৬ । (২) যদুবংশীয় পুরবসের তনয় পুরুদ্বান্ হইতে বিদর্ভরাজ কন্যা ভয়সেনীর গর্ভে জন্তু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । জন্তুর তনয় সত্যত । মৎ-৪৪ । (৩) চৈত্ব বংশীয় মহাপুরুবসের তনয় পুরুদ্বান্, পুরুদ্বানের স্ত্রী ভদ্রাবতী হইতে পুরুদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মে । বায়ু-৯৫ ।

পুরুনীথ—রাজষি শতবিনির তনয় পুরুনীথ ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন । ঋগ-১।৫৯।৭ ।

পুরুমিত্র--(১) পুরুমিত্রের কন্যা শুদ্ধারকে স্বয়ম্বরে বিমদ ঋষি বিবাহ করেন । ঋগ-১।১১৭।২০ । (২) নরপতি পুরুমিত্র মগধপতি জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন । হরি-হরি-৯১ ।

পুরুমীল্হ—রাজষি বিদম্বের তনয় পুরুমীল্হ মহর্ষি শ্রাবাথকে ধেনুশত ও অনেক মহামূল্য ধন দান করেন । ঋগ-৫।৩১।১০ ।

পুরুমীল্হ—মহর্ষি সুহোত্রের তনয় পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋগ-৪।৪৩।৪৪, ৬।৩১।১ ।

পুরুমীঢ়—(১) মহর্ষি পুরুমীঢ় ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নিধর্মের স্তুতি করিয়া, অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-১।১৮৩।১ । (২) পুরুবংশীয় নরপতি সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষাকী হইতে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মে । মহাভা-আদি-৯৪ । (৩) যযাতি বংশীয় নৃপতি হস্তীর তিন পুত্রের অগ্রতম । পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন । ভাগ-৯৯-২১ । (৪) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ । (৫) ভুবনমূর্ত্তার অগ্রতম তনয় বৃহৎকৃষ্ণের তনয় হস্তী, হস্তিনা-পুত্রী নিম্মাণ করেন । হস্তীর তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন । মৎ-৫৯ ।

পুরুমেধ—কথ গোত্রীয় মহর্ষি পুরুমেধ

- একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৮।৮২।১ ।

পুরুষাণা—পাঞ্চাল দেশে ভুরিযশা নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার তনয় পুরুষাণা পূর্বজন্মের পাপের ফলে হতরাজ্য ও হতসর্বস্ব হন । পরে স্বীয় গুরু যাজ্ঞ ও উপযাজের পরামর্শে বৈশাখ মাসে ত্রয়োদশী ত্রত পালন করিয়া পুন রাজ্য ধন ও সম্পদের অধিকারী হন । তাঁহার স্ত্রী শিখিনী ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকীর্তি, ধৃষ্টহাস, বিজয় ও চিত্রকেতু নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন ।
কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২৫ ।

পুরুষ—(১) ব্রহ্মকেই পুরুষ বা বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া ঋগ্বেদের সৃষ্টি রচিত হইয়াছে । ঋগ-১০।১০।১ । (২) যন্ত মন্ত চাক্ষুষের অগ্রতম পুত্র । ভাগ-৯৯ ৫ । (৩) খর দুষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্রগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অগ্রতম । তিনি রাম হস্তে নিহত হন । রামা আরণ্য-২৩ । (৪) মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক সৃষ্টি করিতে নমস্কৃত হইয়া, প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল এই তিন রূপে অবলম্বন করিয়াছেন । বহন ৩ ।

পুরুষাশ্ব—অশ্বিদ্বয় রাজ্যি পুরুষাশ্বকে একবার অশ্ববদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন । তিনি মহর্ষি অবন্তীসারকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন । ঋগ-১।১২।২৩ ।

পুরুষোত্তম—সর্বভূতের পূরণ কর্তা ও তাহাতে সর্বভূত অবসন্ন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন । মহাভা-উদ্-৬৯ ।

পুরুহিমা—কথ গোত্রীয় মহর্ষি পুরোহিমা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋগ-৮।৭০।১ ।

পুরুহস্তা—সাবিত্রী দেবী কণিকাগুরে পুরুহস্তা নামে অভিহিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

পুরুহৃত—ইন্দ্রের এক নাম । মৎ-৬১ ।

পুরুহতা—পুরুহতা তীর্থে দেবী পুরুহতা অবস্থিত আছেন । স্বন্দ-মাহে-অক্-উক্ত-২ ; স্বন্দ-আব-রেবা-১৯৮ ।

পুরুহোত্র—(১) জাম্ববংশীয় নরপতি অমুরথের পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের তনয় অংশ, অংশের তনয় সহত । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । (২) যযাতি বংশীয় অমুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের তনয় অয় । অয়ুর তনয় সাহত । ভাগ-৯৯-২৪ ।

পুরুষাদক—মন্ত্রবংশীয় নরপতি রঘুর প্রপদ, পুরুষাদক, কণ্ঠ্যাদপাদ ও সৌদাস নামে চারি তনয় জন্মে । কণ্ঠ্যাদপাদের পুত্র শজ্বন । রামা-অযো-১১০ ।

পুরুষবা—(১) রাজ্যি পুরুষবা বনগ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া তাহাই হৈতে তিন প্রকার যজ্ঞ অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ঋগ-১।৩১।৪ । তাহার পৌত্র নম্ব

দর্শের জন্ত স্বর্গচ্যুত হন। অগ্নি নহুযের সেনাপতি ছিলেন। অগ্নি-১।৩১।১১। বৈবস্বত মনুর যজ্ঞ হইতে ইরা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। সোমনন্দন বৃধের ঔরসে, ইরার গর্ভে পুরুষবার জন্ম হয়। মিত্রাবরুনের বরে পুরুষবার জন্মের পরে ইরা পুত্ররূপ প্রাপ্ত হইয়া সূহ্রাম নামে বিখ্যাত হন। বশিষ্ঠের অমুগ্রহে প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ প্রয়াগ প্রদেশে সূহ্রাম রাজা হন। মহারাজ সূহ্রাম পুরুষবাকে এই রাজ্য দান করেন। হরি-হরি-১০। (২) পুরুষবা বিদ্বান্, ভেজস্বী দানশীল, ধাঞ্জিক, বিপুলদক্ষিণ, দাতা, ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। শত্রু সময়ে তিনি অপরাধের ছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্রও যজ্ঞসকল আহরণ করিয়াছিলেন। “মহারাজ অগ্নি তোমাকে বিবস্ত্র দেখিবনা। এবং, আমি সন্ধ্যায় হইলেই আমার সহিত মৈথুন ধর্ম্মে সংগত হইতে পারিবে, আমার শয্যার পার্শ্বে সতত দুইটী মেঘ বাধা থাকিবে এবং তুমি দিবসে মাত্র একবার স্নতপ্রাশন করিয়া থাকিবে” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া অমরা উর্কশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে আয়ু, অমাবস্ত, বিশ্বায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে পুরুষবার সাত পুত্র জন্মে। উর্কশী মাম্বুষের নিকট ছিল বলিয়া, গন্ধর্ব্বগণ উদ্ধৃত হন। এবং অন্ততম গন্ধর্ব্ব বিশ্বা-বস্ত তাঁহাকে উদ্ধার করিবার এক

কোশল উদ্ভাবন করেন। একদা রাত্রিকালে বিশ্বাবস্ত উর্কশীর মেঘ দুইটীকে অপহরণ করেন। উর্কশী মেঘের জন্ত রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরুষবা তাড়াতাড়ি বিবস্ত্র অবস্থায়ই বিশ্বাবস্তর পশ্চাৎগমন করেন। সেইসময়ে বিদ্যাতালোকে উর্কশী পুরুষবাকে বিবস্ত্র দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। নরপতি পুরুষবা অস্থখ বৃক্ষ হইতে অরণি করিয়া গন্ধর্ব্বলোক সমুদয় লাভ করেন। এবং গন্ধর্ব্বগণ হইতে বর লাভ করিয়া ত্রেতাগ্নি স্থাপন করেন। পূর্বে অগ্নি একমাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণগার্হপত্য ও আহবনীর ভেদে ত্রিবিধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৬। চন্দ্রের তনয় বৃধ, কুধর পত্নী ইলা হইতে পুরুষবার জন্ম হয়। ইলা তাঁহার পিতা মাতা উভয়ই ছিলেন। ইলা দেখ। পুরুষবা মনুষ্য হইয়াও সর্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন। তিনি সমুদ্র পরিবেষ্টিত চতুর্দশ দ্বীপাধিপতি ছিলেন। তিনি বীৰ্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের চিরসঙ্কিত বহুমূল্য রত্নসকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া, পুরুষবাকে অমুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত

করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপর ক্রোধাবিষ্ট মহাবিশ্ব-গণের অভিধানে সেই লোভ পরতন্ত্র, বলদৃষ্ট নরাধিপ সত্বেই বিনিষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদি ক্রিয়া নির্বাহার্থ গন্ধর্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্কশীকে আনয়ন করেন। উর্কশীগর্ভে পুরুষ-বার আয়ু, ধীমান, অমাবন্ত, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫। (৬) রাজর্ষি এলের পুত্র পুরুষবা, মহর্ষি কশ্যপ ও বায়ুদেবের নিকট রাজধর্ম সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৭২, ৭৩। (৭) বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে পুরুষবার জন্ম হয়। তিনি অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রালয়ে নারদমুখে পুরুষবার যশোগান শ্রবণে উর্কশী উন্নত প্রায় হইয়া, পুরুষবার নিকট আগমন করেন। এদিকে পুরুষবাও তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। পুরুষবা তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিলে, উর্কশী বলিলেন,—মহারাজ আমার এই মেঘ দুইটা আপনি গচ্ছিত রাখুন। এবং আপনাকে কোন এক বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময়ে উলঙ্গ দেখিলে আর আপনার নিকট থাকিব না। রাজা এই কথায় সন্মত হইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন ইন্দ্রদেব সভায় উর্কশীকে দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে আনয়ন করিবার

জন্ত গন্ধর্বদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা একদিন মধ্যরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে পুরুষবার নিকট রক্ষিত উর্কশীর মেঘ দুইটাকে হরণ করিলেন। মেঘের ক্রন্দন শব্দে উর্কশী জাগরিত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিলে, তিনি গন্ধর্বদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিয়া উর্কশী চলিয়া গেলেন। উর্কশীর গর্ভে আয়ু, শতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয়, জয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। তিনি দুইখানি কাষ্ঠ-খণ্ডদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করেন। এই অগ্নির নাম জাতবেদা। সত্যযুগে প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। নারায়ণই একমাত্র দেবতা, অগ্নিও একমাত্র ছিল এবং বর্ণও একমাত্র ছিল। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে পুরুষবা হইতে তিনটা বেদ হয়। ভাগ-৯৯-১৫। (৬) বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা ইলার গর্ভে ও চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে পুরুষবা জন্মগ্রহণ করেন। ইলা পরে সুহ্যায় নামে খ্যাত হন। কুর্ম-পূ-২০। (৭) মনুর কন্যা ইলার গর্ভে ও চন্দ্রের ঔরসে পুরুষবার জন্ম হয়। এই ইলা স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া, শিবের বরে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার নাম হয় সুহ্যায়। মনু তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান নগর প্রদান করেন। সুহ্যায় আবার তাহা পুরুষবাকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৮) বুধের পুত্র পুরুষবা অতি দানশীল বহুযজ্ঞ-

কারী ও অতি তেজস্বী ছিলেন। কোনও সময়ে মিত্রাবরুণের শাপ প্রভাবে “আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে” এই মনে করিয়া উর্কশী মর্ত্যবাসী পুরুষবার সমীপে আগমন করেন। রাজা উর্কশীকে দেখিয়া তদধীন মনোবৃত্তি হইলেন। এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রতি অমুরাগ বহন করিতে বলিলেন। উর্কশী কহিলেন, আমার পুত্র সদৃশ এই মেঘদ্বরকে আপনি কখনই আমার শয্যাপার্শ্ব হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না। আপনি আমার দৃষ্টি-মধ্যে উল্লঙ্গ হইতে পারিবেন না। ঘৃতই মাত্র আমার আহার দ্রব্য হইবে। যদি ইহাতে স্বীকৃত হন, তবে আপনার নিকট থাকিতে পারি। রাজা পুরুষা সম্মত হইলে, উর্কশী তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে পরম্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাপন করিলেন। এদিকে উর্কশী ব্যতীত অম্বর, সিদ্ধ ও দেবগণের স্তরলোক আর রমণীয় বলিয়া মনে হইল না। অতঃপর পণবেত্তা বিশ্বাবসু গন্ধর্কগণ সমবেত হইয়া, উর্কশীর মেঘদ্বর হরণ করিলেন। উর্কশীর আস্থানে, রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিতে পাইবে না মনে করিয়া, নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া পুরুষা স্বীয় খজা গ্রহণপূর্বক মেঘ অপহারকদের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। সেই সময়ে গন্ধর্কগণ

অতি উজ্জল বিদ্যুতালোক প্রকাশ করিলেন। সেই বিদ্যুতালোকে রাজাকে বিবস্ত্র দেখিয়া, উর্কশী তাঁহার আলয় পরিত্যাগ করিলেন। গন্ধর্কগণও তাঁহাদের কার্য সিদ্ধি হইয়াছে মনে করিয়া মেঘদ্বর পরিহারপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা দৃষ্ট-চিত্তে মেঘদ্বর গ্রহণপূর্বক গৃহে আগমন করিয়া, উর্কশীকে দেখিতে না পাইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। পরে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, কুরুক্ষেত্রে অস্তোজ সরোবরে অল্প চারিজন অম্বরার সহিত উর্কশীকে দেখিতে পাইয়া, রাজা পুরুষা তাহাকে পাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন উর্কশী কহিলেন,—অবিবেচকের গ্ৰায চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই। এক্ষণে আমি গর্ভবতী। এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন। ঐ সময় আপনার একটি পুত্র হইবে। এবং আপনার সহিত আমি একরাত্রি সহবাস করিব। উর্কশীর কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া পুরুষা স্বপুরে আগমন করিলেন এবং বৎসরান্তে পুনর্বার কুরুক্ষেত্রে যাওয়া উর্কশীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন উর্কশী রাজাকে আবু নামক এক পুত্র প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার সহিত এক রাত্রি সহবাস করিয়া পুনর্বার পাঁচটি পুত্রের জন্ম গর্ভধারণ করিলেন। তারপর গন্ধর্ক

সকল রাজাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইলে, রাজা বলিলেন,—
 আমার শত্রুগণ পরাজিত, ইন্দ্রিয়-
 সামর্থ্য অবিহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত
 সৈন্য ও কোষ পরিপূর্ণই আছে ।
 কেবল উর্কশী সহবাস বর্তমানে আমার
 অপ্রাপ্য । এই কারণে আমি উর্কশীর
 সহিত কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি ।
 রাজা এই প্রকার প্রার্থনা করিলে,
 গন্ধর্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী
 প্রদান করিয়া কহিলেন,—বেদাম্বুসারী
 হইয়া উর্কশী সহবাস কামনাপূর্ব্বক
 প্রতিদিন তিনবার করিয়া এই অগ্নির
 যজ্ঞ করিলে, আপনার অভিলষিত বস্তু
 প্রাপ্ত হইবেন । তখন রাজা অগ্নিস্থালী
 গ্রহণ করিয়া, স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান
 করিলেন । পথিমধ্যে তাঁহার মনে
 হইল যে, উর্কশীকে পরিত্যাগ করিয়া
 কেবল অগ্নি আনয়ন যুক্তিযুক্ত হয়
 নাই । তখন সেই বনমধ্যেই অগ্নিস্থালী
 পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা স্বগৃহে আগমন
 করিলেন । কিন্তু নিশাকালে জাগ্রত
 হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, উর্কশী
 লাভের জন্ত গন্ধর্বগণ তাঁহাকে যে
 অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছেন, তাহা
 পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই । তখন
 সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্ত
 তিনি আবার বনমধ্যে গমন করিলেন ।
 কিন্তু পরিত্যক্ত স্থানে অগ্নিস্থালী আর
 দেখিতে পাইলেন না । সেইখানে

একটা শমী গর্ভস্থ অশ্বখ বৃক্ষ দেখিতে
 পাইয়া, অগ্নিস্থালীর পরিবর্তে কাষ্ঠ
 সংগ্রহপূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করিলেন ।
 সেই কাষ্ঠকে অরণি করিয়া বর্ষণপূর্ব্বক
 অগ্নি উৎপাদন করিয়া বহুবিধ যজ্ঞ
 সম্পাদনের ফলে তিনি গন্ধর্ব লোক
 প্রাপ্ত হন । পুত্ররবার আয়ু, অমাবসু,
 বিষ্ণাবসু, শতায়ু, শ্রতায়ু, অশ্বতায়ু
 নামে ছয় পুত্র ছিল । অমাবসুর পুত্র
 ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন । বিষ্ণু-
 ৪র্থ-৬, ৭ । (৮) পুত্ররবা বিষ্ণুর
 আরাধনা করিয়া সপ্তদ্বীপাধিপত্য ও
 সর্বলোকৈকর্য্য প্রাপ্ত হন । তিনি
 কেশী প্রভৃতি দৈত্যগণকে বার বার
 পরাজিত করেন । উর্কশীর গর্ভে,
 তাঁহার আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অখায়ু, ধনায়ু,
 ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিজ্ঞ ও শতায়ু
 নামে আট পুত্র জন্মে । তাঁহারা
 সকলেই মহাবলবান্ ছিলেন । ৫৭-২৪ ।
 (৯) ইলার তনয় । ইলাই তাঁহার মাতা
 ও পিতা ছিলেন । মনুষ্য হইয়াও তিনি
 সর্বদা দেবগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন ।
 তিনি সমুদ্র বেষ্টিত চতুর্দশদ্বীপাধিপতি
 ছিলেন । তিনি ব্রাহ্মণগণের বহু ধন-
 রত্ন অপহরণ করেন । অনেক চেষ্টা
 করিয়াও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কিছুই
 করিতে পারেন নাই । অবশেষে
 তাঁহাদের শাপেই তিনি মৃতপ্রায় হন ।
 যজ্ঞ কার্য্যের জন্ত তিনি গন্ধর্বলোক
 হইতে ত্রেতাযুগে উর্কশীকে আনয়ন

করেন। পুরুবাবর ঔরসে ও উর্কশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৭৫।

(১০) রাজা এলের তনয়। তিনি পবন ও কণ্ঠপ কর্তৃক ব্যাজ ধর্ম সন্থকে অনেক

বিষয়ে উপদিষ্ট হইরাছিলেন। মহাভা-শান্তি ৭২, ৭৩। (১১) রাজর্ষি পুরুবাব ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

মহাভা-অমুশা-৩। মহারাজ পুরুবাব গো-দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অমুশা-৭৬।

বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। ইহার পুত্রের নাম আয়ু। মহাভা-অমুশা-১৪৭। পুরু অথবা পুরু নামে জনৈক

রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৩। রাজা বুধের তনয়। রাজা পুরুবাব প্রতিষ্ঠান

নগরের অধিপতি ছিলেন। উর্কশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু নামে মহাবল

ক্রীমান্ পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নহু এই আয়ুর তনয়।

রামা-উত্ত-৬৬।
পুরুবাবাদিত্য—বুধনন্দন রাজা পুরুবাব, পুরুবাবাদিত্য নামে আদিত্য মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৬।

পুরোচন—কুরুরাজ দ্রুপদাধিনের একজন সচিব। তিনি : গিল্লকন্ঠ বিশারদ

ছিলেন। দ্রুপদাধন তাঁহার দ্বারা জতুগৃহ নির্মাণ করান। পাণ্ডবগণকে পুড়াইয়া মারিবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। অবশেষে জতুগৃহে তিনিই পুড়িয়া মারা যান। মহাভা-আদি-১৪৮।

পুরোজব—(১) মনুবংশীয় নরপতি মেধাতিথির সপ্তপুত্রের অন্যতম। মেধা-তিথি স্বীয় অধিকৃত শাকবীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্বীয় নামানুসারে এক এক বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫ঙ্ক-২০; স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। (২) অষ্টবমুর অন্যতম

প্রাণের পত্নী উর্জ্জ্বতী হইতে আয়ু, সহ ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬ঙ্ক-৬। (৩) অষ্টবমুর অন্যতম

অনিলের পত্নী শিবা হইতে পুরোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শিব-ধর্ম-৫৪। (৪) অনিলের

তনয় পুরোজব। অগ্নি-১৮।

পুরোজব—অষ্টবমুর অন্যতম অনিলের তনয় পুরোজব। মৎ-২০৩। পুরোজব দেখ।

পুরোবসু—যযাতির অন্যতম তনয় ক্রতু, ক্রতুর তনয় বক্রসেতু, বক্রসেতুর পুত্র পুরোবসু, পুরোবসুর তনয় গাক্ষারগণ, গাক্ষারগণের তনয় ঘর্ম্ম। অগ্নি-২৭৭।

পুলক—মগধের বৃহদ্রথ ও বীতিহোত্র বংশীয় রাজগণ পরলোক গমন করিলে পর, বিজয়ী পুলক স্বীয় প্রভু মহীপালকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্রকে

মগধের সিংহাসনে স্থাপন করেন ।
মৎ-২৭২ ।

পুলস্ত্য—(১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র । একবার রাবণ কান্ডবীর্ষ্যার্জুনের হস্তে বন্দী হন । পরে পুলস্ত্যের অনুরোধে অর্জুন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন । হরি-হরি-৩৩ । (২) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন । মহাভা-আদি-৬৫ । (৩) পুলস্ত্যের দ্বী সন্ধ্যা । মহাভা-উদ্-১১৬ । (৪) আবার ঐ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আছে, পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি । ব্রহ্মার উদান হইতে পুলস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন । বার-৯ । প্রস্থতি দেখ । (৫) পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি দত্তোলী নামে এক তনয় ও দেববাহু নামী এক কন্যা প্রসব করেন । এই দত্তোলীই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । কৃষ্ণ-পূ-১৩ । (৬) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ হইতে বিশ্রবা ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬৭-৫ । (৭) পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্ত নামক অগ্নি উৎপন্ন হয়েন । এই দত্তই পূর্বজন্মে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন । এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি জন্মে । শিব-বার-পূ-২৫ । (৮) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোলী (অগস্ত্য), বিনীত ও দেববাহু

নামে তিন পুত্র এবং সত্বতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । সত্বতী অগ্নির ভাৰ্য্যা ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-২২ । (৯) মহর্ষি ভাগবত কথা মৈত্রেয় ঋষিকে শ্রবণ করান । ভাগ-৫৯-৮ । (১০) ভগবান্ ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্ততম । তিনি ব্রহ্মার কণ্ঠস্থ হইতে উৎপন্ন হন । তাঁহার পত্নীর নাম হবির্ভূ । তাঁহাদের অগস্ত্য নামে পুত্র, অগ্নি জন্মে জটরাগ্নি স্বরূপে প্রোতুভূত হন । তাঁহাদের অগ্নি পুত্র বিশ্রবা । ভাগ-৪৯-১ । (১১) ব্রহ্মা যোগবিদ্যায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন । কৃষ্ণ-পূ-২ । ব্রহ্মা উদান হইতে পুলস্ত্যকে সৃষ্টি করেন । কৃষ্ণ-পূ-৭ । দক্ষের চতুর্দশিংশতি কন্যার মধ্যে পুলস্ত্য প্রীতিকে বিবাহ করেন । কৃষ্ণ-পূ-৮ । প্রীতি অগস্ত্য (অগ্নি নাম দত্তোলী) নামক এক পুত্র ও দেববাহু নামী এক কন্যা প্রসব করেন । কৃষ্ণ-পূ-১৩ । পুলস্ত্যের অন্ততম পত্নী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে ঐলবিল বিশ্রবা মূনি জন্মগ্রহণ করেন । কৃষ্ণ-পূ-১২ । (১২) তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্ততম । বরা-৩৫ । (১৩) পুলস্ত্য ঋষি নারদকে বামন পুরাণের কথা বলিয়া ছিলেন । বাম-১ । (১৪) ব্রহ্মার মানস পুত্র । ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ

এই নয় জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত। তিনি দক্ষ কন্যা প্রীতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দন্তোলী জন্মগ্রহণ করেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে পরাশর, ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক রাক্ষস বিনাশী যজ্ঞ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পুলস্ত্য তাহাকে সর্ষশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। বিষ্ণু-১ম-১। মহুবংশীয় নরপতি নাতীর তনয় ঋষভ দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক, বাণপ্রস্থ বিধানানুসারে তপস্বার্থ মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। মহর্ষি পুলস্ত্যের তনয় নিদাম, ব্রহ্মার সর্ষতত্ত্বজ্ঞ তনয় ঋতুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। বিষ্ণু-২য়-১৫। (১৫) ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য ও বাম কর্ণ হইতে পুলহ জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। মহাত্মা পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবা, বিশ্রবা হইতে কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

পুলস্ত্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। স্বর্ণদ্বারের পশ্চিমে অবস্থিত। মানব তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাজাপত্যলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করে। স্বন্দ-কাশী-পূ-১৮।

পুলহ—(১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন বশিষ্ঠের মানস পুত্র। হরি-হরি-৩৩; মহাভা-আদি-৬৩। (২) ব্রহ্মার কর্ণ হইতে পুলহ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা দেখ। ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রস্থতি দেখ। (৩) ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্ততম। তিনি মহর্ষি কদ্দম ও দেবহুতির কন্যা গতিকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে কৃষ্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১। (৪) ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্ততম। বরা-৩৫। (৫) তিনি দক্ষের কন্যা ক্ষমাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-১। পুলস্ত্য দেখ। (৬) ব্রহ্মা যোগ বিজ্ঞান, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। কৃষ্ম-পূ-২। ব্রহ্মা ধ্যান হইতে পুলহকে সৃজন করেন। কৃষ্ম-পূ-৭। দক্ষের চতুর্কিংশতি কন্যার অন্ততমা ক্ষমাকে পুলহ বিবাহ করেন। কৃষ্ম-পূ-২। ক্ষমা, কদ্দম, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় প্রসব করেন। কৃষ্ম-পূ-৭। মৃগ, বাল, দংশী, ভূত, পিশাচ, ঋক্ষ, শূকর ও হস্তী ইহারা পুলহের সন্তান। কৃষ্ম-পূ-১৯। মহর্ষি সনন্দন মহর্ষি পুলহকে ঐশ্বর জ্ঞান প্রদান করিয়া ছিলেন। কৃষ্ম-পূ-উক্ত-১১। পুলহ ঐ জ্ঞান গৌতমকে প্রদান করেন। কৃষ্ম-

পু-উ-১১। (৭) ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য এবং বাম কর্ণ হইতে পুন্ড্র জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পুন্ড্র হইতে বাৎস জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৮) ব্রহ্মা যোগবিদ্যা প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরাস, পুলস্ত্য, পুন্ড্র, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। লি-৫। দক্ষের ও প্রমত্তির অগ্রতম কন্যা ক্রমা পুলহের পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে কৰ্দ্দম বরীয়ান ও মহিষ্য নামে তিন তনয় ও পীবরী নামী এক কন্যা জন্মে। লি-৫। মৃগ, ব্যাস্র, দংষ্ট্র, পশু, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর, হস্তী, বানর, কিন্নর ও অগ্ন্যাত্রি কাম্পুরুষগণ পুলহের সন্তান। লি-৬৩। (৯) ঋষি বিশেষ। রাক্ষসদের হিতার্থে তিনি অগ্ন্যাত্রি ঋষিদের সহিত পরাশরের রাক্ষস বধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১১৬। জনৈক মহাবি। মহাভা-সভা-৭। (১০) পূর্ব-কালে ষোল জন প্রজাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। রামা-আরণ্য-১৪।

পুলহেশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ।
হৃন্দ-কাশী-পূ-১৮।

পুলিন্দ—(১) একজন কিরাতরাজ। মহাভা-সভা-৪। (২) মগধের শুক্ল বংশীয় নরপতি সুজ্যোষ্ঠের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পুলিন্দের পুত্র উদঘোষ। ভাগ-১২ঙ্ক-১।

পুলিন্দক—মগধের শুক্ল বংশীয় নরপতি আদ্রকের তনয় পুলিন্দক। পুলিন্দের তনয় ঘোষবহু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুলিমান্—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি গোতমীপুত্রের আত্মজ পুলিমান্, পুলিমানের তনয় শতকর্ণি শিবতী, তাঁহার তনয় শিববন্দ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুলুবা—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি শতকর্ণি দণ্ডীপুত্রের পরে, নরপতি পুলুবা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-২২।

পুলুধ—কেকয় নরপতির তনয় অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজা ছিলেন। তাঁহার নিকট পুলুধ ঋষির তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুধি ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন। ছান্দোগ্য-১১খ ২৪।

পুলোম—(১) বিদ্বাধর বিশেষ। বরা-৮০। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অগ্রতম তনয় দহু, দহুর শত পুত্রের অগ্রতম পুলোম। এই পুলোমের কন্যা শচী, ইন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। অগ্নি-১২।

পুলোমজা—দৈত্যপতি পুলোমের কন্যা বলিয়া শচী পুলোমজা নামে খ্যাত। হৃন্দ-মাহে-অঙ্ক-উত্ত-২১।

পুলোমা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অগ্রতম কন্যা দহুর গর্ভে পুলোমা প্রভূতি একশত পুত্র জন্মে। এই পুলোমার কন্যা শচীকে ইন্দ্র বিবাহ করেন। পুলোমা ইন্দ্রের বৈমাত্রেয়

ভ্রাতা । হরি-হরি-৩ । (২) আবার হরি বংশের অগ্রজ আছে—বৈশ্বানরের পুলোমা ও কালিকা নান্নী দুই কন্যাকে কশ্চপ বিবাহ করেন । তাঁহাদের গর্ভে ষাট হাজার দানব জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারা পোলমেয় ও কালকেয় নামে খ্যাত । হরি-হরি-৩ । দেবাসুর সমরে পুলোমাসুর পবনদেবকে পরাস্ত করেন । পবন অনেক দৈত্য বিনাশ করিয়া প্রস্থান করেন । অবশেষে ত্রীকৃষ্ণ পুলোমাকে বিনাশ করেন । হরি-হরি-৩, ৪ । (৩) বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালিকা কশ্চপের পত্নী ছিলেন । তাহাদের গর্ভজাত ষষ্টি সহস্র পুত্র পোলোমেয় ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ । বিষ্ণু-১ম-২১ । (৪) কশ্চপের অগ্রতমা পত্নী দম্বর গর্ভে পুলোমা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে । এই পুলোমার কন্যা শচী ইন্দ্রের পত্নী ! মৎ-৬ । বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালিকা মারীচের পত্নী ছিলেন । তাঁহারা ষষ্টি সহস্র দানবের জননী । ঐ দানবেরা পোলমেয় ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ । মৎ-৬ । (৫) কশ্চপের ঔরসে ও দম্বর গর্ভে পুলোমার জন্ম হয় । মহাভা-আদি-৬৫ । মহাবল পরাক্রান্ত দানব । মহাভা-শান্তি-২২৭ । (৬) ইন্দ্রের ঋগুর । পুলোমার কন্যা শচীকে, পুলোমার অনুমত্যাশ্রুসারে অনুহ্লাদ হরণ করেন । ইন্দ্র স্বীয় স্ত্রী অগ্র কর্তৃক অপহৃত

হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন । এবং স্বীয় ঋগুর পুলোমা ও অনুহ্লাদ উভয়কে সংহার করেন । ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পুলোমা তাঁহাকে লইয়া পাতালে পলায়ন করিয়াছিলেন । রামা-উত্ত-৩৩ । (৭) মহর্ষি ভৃগুর পত্নীর নাম ছিল পুলোমা । পুলোমা নামে এক রাক্ষসও ছিল । একদা পুলোমা রাক্ষস, ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ভৃগু পত্নী একটা সন্তান প্রসব করিলে, রাক্ষস, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল । মহাভা-আদি-৫ । (৮) বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালিকাকে দানবপতি মারীচ বিবাহ করেন । মারীচ হইতে পোলোম ও কালকেয় নামক দৈত্যগণ প্রাচুর্য্ভূত হন । সবাসাচী অর্জুন তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন । বায়ু-৬৮ । (৯) লৌকিকী অপ্সরাদের অগ্রতমা পুলোমা ছিলেন । বায়ু-৬৯ । লৌকিকী অপ্সরা দেখ । (১০) বৈশ্বানরের চারি কন্যার অগ্রতমা । মহাভা-কশ্চপ বৈশ্বানরের চারি কন্যার মধ্যে পুলোমা ও কালিকাকে বিবাহ করেন । ভাগ-৬৯-৬ । (১১) সমুদ্র মন্তনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বায়ু পুলোমার সহিত যুদ্ধ করেন । ভাগ-৮৯-১০ । কশ্চপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দম্বর

গর্ভে যে একষষ্ঠি তনয় জন্মে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ভাগ-৬স্ক-৬ । (১২) কশ্যপ হইতে দহুর গর্ভে দ্বিমূদ্ধা, শঙ্কর, অয়্যোমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শবর, একচক্র, তারক, মহাবাহু, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপাকী, পুলামা ও বিপ্রচিহ্নি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-২১ ।

পুশি—মহর্ষি পুশিকে অযোধ্যাপতি রাম একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩৫ ।

পুষ্কর—(১) অম্বর বিশেষ। হরি-হরি-৪১ । (২) বরুণের তনয় পুষ্কর, সোমের কন্যা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-১৭ । (৩) রণবংশীয় নরপতি সুনক্ষত্রের তনয় অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের তনয় সূতনা। ভাগ-৯স্ক-১২ । (৪) স্বন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, পুষ্করতীর্থ, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর বাহুশালকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭ । (৫) দশরথের দ্বিতীয় তনয় ভরত, ভরতের তনয় তক্ষ ও পুষ্কর। বিষ্ণু-৪র্থ-৭ । (৬) পরাশর বংশীয় বাস্কায়িন, কপিমুখ, কাকেয়স্তু, জপাতি ও পুষ্কর, ইহারা পাঁচজন কুম্ভ-পরামর নামে খ্যাত। মৎ-২০১ ।

পুষ্করধারিণী—বিদর্ভ নগরে সত্য নামে উজ্জ্বলিত পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুষ্করধারিণী স্বামীর অমুবর্তন করিতেন। সত্য

তাঁহার সখা ধর্ম্মের অমুরোধে হিংসা প্রধান যজ্ঞ কার্য্য হইতে বিরত হন। মহাভা-শান্তি-২৭২ ।

পুষ্করমাল—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের ঔরসে ও দুর্লোকীর গর্ভে পুষ্করমাল ও তক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪ ।

পুষ্করমালী—মহাবীর পুষ্করমালীর পত্নী কুণ্ডলা বিশ্বাবানের কন্যা ছিলেন। তিনি গন্ধর্ভাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসার সখী ছিলেন। মার্ক-২১ ।

পুষ্করস্বন—ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, চাক্ষুষমহু, পুষ্করস্বন, মধু, মহোরগ, বিনাস্তকবসু, বাল, বিকৃত্ত ও গরুড় নামক বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১ ।

পুষ্করাবতী—সাবিত্রী দেবী প্রভাস ক্ষেত্রে পুষ্করাবতী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

পুষ্করারুণি—(১) যযাতি বংশীয় হরিত-ক্ষয়ের তনয় ত্র্যয়ারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি এই তিন জন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১ । (২) পুষ্করারুণির তনয় বৃহৎক্ষেত্র, বৃহৎক্ষেত্রের তনয় হস্তী। কঙ্কি-৩স্ক-৪ ।

পুষ্করি—(১) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয় উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্রাষণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯ । (২) মহাবীর্য্যের

তনয় ভীম, ভীমের তনয় উভক্ষয়, উভক্ষয়ের ভাৰ্যা বিশালা হইতে ত্রয্যাক্ষি, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্ত্রোপেত দ্বিজাতি। বায়ু-৯৯ ।

পুষ্করিণী—(১) অরণ্য প্রজাপতির কন্ত্রা ও চাক্ষুষের পত্নী পুষ্করিণী হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। মনুর পত্নী নড়লা (নড়লা) হইতে উৰু প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি শকুন্তলার তনয় ভরত বহু যোগ-যজ্ঞ করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমত্যা নামে এক পুত্র লাভ করেন। ভূমত্যার পত্নী পুষ্করিণী হইতে সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহরি, সুজয় ও ঋচীক নামে ছয় তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) ধ্রুবের প্রপৌত্র বুটীর জী। তিনি সর্পতেজাকে (অন্ত নাম চক্ষু) জন্ম দেন। ভাগ-৪৪-১৩। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর, চক্ষুর পত্নী ও বীরণ প্রজাপতির কন্ত্রা পুষ্করিণী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। কুশ্ম-পু-১৪। (৫) অরণ্য প্রজাপতির কন্ত্রা চাক্ষুষ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মনু (ষষ্ঠ মনুষ্যের পতি) জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম ১৩। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় ধ্রুবের তনয় পুষ্টি, পুষ্টির তনয় রিপু, রিপুর তনয় চাক্ষুষ, চাক্ষুষের পত্নী পুষ্করিণী বরুণ নামে এক তনয় প্রসব করেন। শিব-ধর্ম-৫২ ;

ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (৮) রিপুর তনয় চক্ষু, চক্ষুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৭। (৯) ইক্ষাকু বংশীয় বুটীর পত্নী পুষ্করিণী হইতে সর্পতেজা জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎ-উত্ত-১৩।

পুষ্করিণ্যা—পুরুবংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের ত্রয্যাক্ষণ, পুষ্করিণ্যা ও কপিল নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহার পরে ত্র্যাক্ষণও প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

পুষ্করেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে পুষ্করেশ্বর মহা-দেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মানব শিবলোকে গমন করে। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩।

পুষ্কল—(১) অম্বর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) অযোধ্যাপতি দশরথের অগ্রতম পুত্র ভরত, ভরতের অগ্রতম পুত্র পুষ্কল। ভাগ-৯৪-১১। (৩) ভরত স্বীয় পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল সমভিব্যাহারে গান্ধার দেশ জয় করিয়া, তথায় পুত্রদের নামা-নুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নগরদ্বয় স্থাপন করেন। রামা-উত্ত-১১৩, ১১৪।

পুষ্কসী—কর্কট নামে এক রাক্ষস ছিল। তাঁহার জীর নাম পুষ্কসী ছিল। কর্ক-টের কন্যা কর্কটীকে প্রথমে বিবাহ ও পবে কুন্তকর্ণ বিবাহ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৮।

পুষ্যা—দক্ষপ্রজাপতির ষষ্টিসংখ্যক কন্ত্রার মধ্যে চতুর্দশতমটিকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পুষ্যা অগ্রতম। বিষ্ণু-১ম-১৫।

পুষ্টি—(১) সিনীবালী, কুহু, দ্রাতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই নয় দেবী সৌমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫। (২) দক্ষপ্রজাপতি ষাট কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা ও বসু নাম্নী দশ কন্যাকে ভার্য্যার্থে ধর্ম্মকে প্রদান করেন। হরি-হরি-২১৮। (৩) পুষ্টির পুত্র লাভ। কুর্শ-পৃ-৮; বায়ু-১০। (৪) বসুদেবের পুত্র। বায়ু-৯৬। নদিরা দেখ। (৫) দক্ষের চতুর্কিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, পুষ্টি প্রভৃতি ত্রয়োদশটিকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। দক্ষের ঔরসে ও মনু কন্যা প্রহস্তির গর্ভজাত চতুর্কিংশতি কন্যার মধ্যে ত্রয়োদশটি ধর্ম্মের পত্নী। বিষ্ণু-১ম-৭। (৬) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে, পুষ্টি, দেবসেনা, জয়া, মেধা, বিজয়া, জরকান্তিকা এবং যোগকরণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (৭) তিনি দক্ষের গুপ্তি সংখ্যক কন্যার অগ্রতমা এবং ধর্ম্মের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মহান্ জন্মেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৮) গণেশের স্ত্রীর নাম পুষ্টি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (১০) দক্ষ হইতে প্রহৃতিতে শ্রদ্ধা, পুষ্টি, প্রহৃতি চব্বিশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

পুষ্টিমতি—পুষ্টিমতি নামে অগ্নি সৃষ্ট হইলে লোকে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণ-পোষণ জন্ত

ভরত বলিয়া বিখ্যাত। মহাভা-বন-২১৯।

পুষ্টিমান্—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কংস, পুষ্টিমান্ প্রভৃতি নয় পুত্র এবং কাংসা, কংসমতী প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৭।

পুষ্প—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ক্রবের অগ্রতম পুত্র শ্লিষ্টি, শ্লিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া হইতে পুষ্প, রিপু, রিপুঞ্জয়, বিকল ও রকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) রামের বংশধর শঙ্খের তনয় পুষ্প, পুষ্পের পুত্র অর্থসন্ধি, অর্থসন্ধির তনয় সুদর্শন। হরি-হরি-১৫। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসাত্ত্বজ্ঞীর অগ্রতম পুত্র পুষ্প। মহাভা-উদ্-১০২। (৪) রঘুবংশীয় নরপতি হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের তনয় ক্রবসন্ধি, ক্রবসন্ধির পুত্র সুদর্শন। ভাগ-৯স্ক-১২।

পুষ্পগন্ধা—অমরা বিশেষ। দেবীভাগ-৪স্ক-৬।

পুষ্পজিৎ—জনৈক ঋষি। ঋন্দ-মাহে-অরু-উক্ত-৩।

পুষ্পদন্ত—দক্ষের গুপ্তি কন্যা ও কণ্ঠপের অগ্রতমা পত্নী কদ্রু হইতে যে সহস্র নাগের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে শেষ, বাম্বকি, পন্ন, কর্কোট, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। মৎ-৬১। পন্ন দেখ।

পুষ্পদন্ত—(১) মহাদেবের অগ্রতম গণ তিনি অন্ধকানুরের সহিত যুদ্ধে,

মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন ।

পদ্ম-উক্ত-১২ । (২) পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব ছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম মালাবান ছিল । পদ্ম-উক্ত-৪৩ ।

গন্ধর্বেশ্বর পুষ্পদন্ত একবার মহাদেবের আদেশে দূতরূপে দানবেন্দ্র শঙ্খচূড়ের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন । দেবীভাগ-৯২-২০ ; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৭ । (৩) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, অম্বিকা দেবী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্তঃকর উন্মাদ, শঙ্কুর্কণ ও পুষ্পদন্তকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ; মহাভা-শলা-৪৬ ।

(৪) কশ্যপ পত্নী কক্ষর গর্ভজাত অগ্রতম নাগ । বায়ু-৪৬ । (৫) বিধুম নামক বসুর অগ্রতম ভৃত্য । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫ ।

পুষ্পদন্তী—গন্ধর্বপতি চিত্রসেনের পত্নী মালিনী হইতে পুষ্পদন্তী নামে এক পরম রূপবতী কন্যা জন্মে । তিনি গন্ধর্বপতি মালাবানের স্ত্রী ছিলেন । পদ্ম-উক্ত-৪৩ ।

পুষ্পদন্তেশ্বর—শিবের অন্তঃকর পুষ্পদন্ত, শিবের শাপে মর্ত্যলোকে আসিয়া মহাকালবনে যে শিবের আরাধনা করেন, তাহাই পুষ্পদন্তেশ্বর নামে খ্যাত হয় । স্বন্দ-আব-চতু-৭৭ ।

পুষ্পবান্—মগধের অধিপতি কুশাগ্রের তনয় বৃষভ, বৃষভের তনয় পুষ্পবান্, পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত, সত্যহিতের তনয় উজ্জ্ব । হরি-হরি-৩২ । মহাবল পরাক্রান্ত দানব বিশেষ । মহাভা-

শাস্তি-২২৭ । মগধের অধিপতি পুষ্পবানের পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের তনয় বৃষভ, বৃষভের তনয় জন্ত । বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ ।

পুষ্পবাহন—পূর্বকালে, রথস্বরকরে পুষ্পবাহন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । তপশ্চাতুর্থে ব্রহ্মা তাঁহাকে একটা বথেক্ষগমনক্ষম কাঞ্চনমালা প্রদান করেন । উক্ত মালার সাহায্যে তিনি নগরবাসীগণসহ এক দ্বীপ হইতে অত্র দ্বীপে এবং সুরলোকাদিতে বিচরণ করিতেন । ব্রহ্মা তাঁহাকে পদ্ম পুষ্পবাহন দিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পুষ্পবাহন নামে আখ্যাত হন । তাঁহার পত্নীর নাম ছিল নীলাবতী । নীলাবতীর গর্ভে তাঁহার দশ সহস্র পুত্র হইয়াছিল । মৎ-১০০ ।

পুষ্পমিত্র—(১) তিনি মৌঘাবংশীয় ভূপতি বৃহদ্রথের মন্ত্রী ছিলেন । বৃহদ্রথের পুত্র দশদ্রথকে বিনাশ করিয়া তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । এই বংশীয় ভূপতির গুপ্তবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । তাঁহার পুত্র অগ্নি মিত্র । গুপ্তবংশীয় দশজন নৃপতি সর্বশুদ্ধ একশত বার বৎসর রাজত্ব করেন । ভাগ-১২২ । (২) এই ক্ষত্রিয় রাজা কিলবিলা নগরীর অধিপতি প্রবীরকের পরে মগধের রাজা হন । তাঁহার পুত্র হুমিত্র । ভাগ-১২২ । (৩) বহুদেব নামক কথবংশীয় একজন অমাত্য

শুক্রবংশীয় শেষ নরপতি দেবভূতিকে বিনাশ করিরা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুষ্পরাক্ষ—সূর্য্যাবংশীয় নরপতি সূচন্দ্রের পুত্র পুষ্পরাক্ষ। পরশুরাম সূচন্দ্রকে নিহত করিণে, পুষ্পরাক্ষ বহু মৈত্রসহ পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রসহ নিধন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈবর্গ-৩০।

পুষ্পাদিত্য—প্রতাপক্ষেত্রে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কটুক প্রতিষ্ঠিত নরগণের সর্বকামপ্রদ পুষ্পাদিত্য নামে এক দেবতা আছেন। স্বন্দ-নাগ-১৫৫।

পুষ্পানন—কুবেরের সভাসদ ও অমৃতের জনৈক বক্ষপতি। মহাভা-সভা ১০।

পুষ্পায়ুধ—কামদেবের অস্ত্রনাম।

পুষ্পার্ণব—ঋগ্বেদে পোতা ও বৎসরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুবীণী। প্রভা ও দোষা নামে পুষ্পার্ণবের দুই ভাৰ্য্যা ছিল। প্রভা হইতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সাগং এবং দোষা হইতে প্রদোষ, নিশিথ ও বাষ্ট উৎপন্ন হন। ভাগ-৫ঙ্ক-২৩।

পুষ্পারোহিণী—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আৰ্ষ্যে প্রবর। মৎ-১৯৬।

পুষ্পোৎকটা—(১) বিশ্রবার অন্ততমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্ষ ও খর নামে চারি পুত্র ও কুন্তীনসী নামী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণ-পু-১৯। (২) মালাবান্

রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা, বিশ্রবা মূনির চারি পত্নীর অন্ততমা ছিলেন। পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্ষ, খর ও কন্যা কুন্তীনসী জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৩) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুন্তীনসী, পুষ্পোৎকটা প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫।

পুষ্য—রামের বংশে মহাযোগীশ্বর জৈমিনীর শিষ্য হিরণ্যনাত জন্মগ্রহণ করেন। এই হিরণ্যনাভের তনয় পুষ্য। পুষ্যের তনয় ঋবসন্ধি। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

পূজনীয়া—পূজনীয়া নামে এক চটক পক্ষী ছিল। সে পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের ভবনে শাবক সহ বাস করিত। ব্রহ্মদত্তের বালকপুত্র সর্বসেন এই চটকীর সন্তান সকলকে বিনাশ করেন। পূজনীয়া সেইজন্য সর্বসেনের চক্ষু নষ্ট করে। হরি-হরি-২০।

পুতদক্ষ—কথগোত্রীয় মহর্ষি পুতদক্ষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মরুদগণের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৪।১০।

পুতনা—(১) অঙ্গরা বিশেষ। স্বারোচিষ মহুর পুত্র ঋতধ্বজ, ঋতধ্বজের সাত পুত্র মেরু পর্বতে তপস্তার্থ গমন করেন। বিপশিচৎ নামা ইন্দ্র, পুতনা নামী অঙ্গরা দ্বারা তাঁহাদের তপস্তা

নষ্ট করেন। এই পুতনাকে দেখিয়া তাঁহাদের রেতঃখলন হয়। সেই রেতঃ জলচারিণী শিখিনী পান করিয়া মাতৃতা পুত্র প্রসব করেন। ইহারাই পরে মরুৎ নামে খ্যাত হন। এবং, ইহারাই স্বারোচিষ মন্বন্তরের মরুৎ। বাম-৭২। (২) নন্দ প্রভৃতির গোকুলে বাসকালীন কোন এক রাত্রে বালঘাতিনী পুতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাজিকালে পুতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য দান করিত, অত্যন্তকাল মধ্যেই তাহারা প্রাণত্যাগ করিত। কৃষ্ণ সেই পুতনাকে করদ্বারা অবপীড়িত, গাঢ় স্তন গ্রহণ করিয়া বধ করেন। পুতনা ভীষণ গর্জ্জনাস্তর প্রাণত্যাগ করে। বিষ্ণু-৫ম-৫। (৩) কংসের ভগিনী। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেন। পুতনা স্বীয় স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণের মুখে সেই স্তন প্রদান করেন। কৃষ্ণ স্তন পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু পুতনা বিকট বদনে, উর্দ্ধমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। বলিকন্তা রত্নমালা পিতার যজ্ঞ সময়ে বামনের রূপ দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহ কাতরা হন। এবং মনে মনে অভিলাষ করেন যে, এই বামন আমার পুত্র সদৃশ হইলে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য দান

করি। ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জন্মান্তরে তাঁহার স্তন্য পানপুঙ্কক তাঁহাকে মাতৃগতি প্রদান করেন। তখন তাহার নাম হয় পুতনা। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। (৪) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্তচরী কলাগদায়িনী মাতৃগণের অগ্রতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। পুতনা দেখ।

পুতনাযুগ—মরুদ্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অগ্রতম পুতনাযুগ। মৎ-১৭১। মরুদ্ দেখ।

পূরণ—মহিষ পূরণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০। ১৬০। ১; মহাভা-শান্তি-৪৭। (২) অত্রিংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র ও পূরণ এই দুইটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) বিশ্বামিত্রের অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৯১।

পূরিত—বিশ্বামিত্রের অগ্রতম পুত্র। হরি-হরি ২৭।

পূর্ণ—(১) দক্ষের কন্যা ও কণ্ঠপের অগ্রতমা পত্নী প্রথা হইতে সিদ্ধ, পূর্ণ, বহী প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৩৫; কালিকা-৩৪। (২) মনু-বংশীয় নরপতি মীথানের পুত্র। পূর্ণের তনয় ইন্দ্রসেন। ভাগ-৯৯-২। বাসুকীর অগ্রতম তনয়। রাজা জনমেজয়ের সপ্সঙ্গে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণকলা—হারীত নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পূর্ণকলা ছিল। তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। তিনি একদা স্বানার্থ বসন পরিত্যাগ করিয়া জলে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। পূর্ণকলা জল হইতে উত্থিত হইলে, কামদেব অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে নানাবিধ মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। লজ্জিতা পূর্ণকলা তাঁহার সম্মুখে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিমধ্যে হারীত তথায় উপস্থিত হইয়া, গোপনে কামদেবের সকল উক্তি শ্রবণ করিলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি উভয়কেই শাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার শাপে কামদেব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও পূর্ণকলা শীলারূপে পরিণতা হইলেন। সেই শীলা খণ্ডশীলা দেবী নামে খ্যাত হইল। কামদেব সেই শীলারূপিনী দেবীর আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হইলেন। স্বন্দ-ভাগ ২৩৩।

পূর্ণভদ্র—(১) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অগ্ন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ। (২) পূর্ণভদ্র নামে এক মহর্ষি ছিলেন। অঙ্গ দেশের অধিপতি চম্প তাঁহার প্রসাদে হর্গাক্ষ নামে তনয় লাভ করেন। বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩১। (২) শিবের অগ্ন্যতম অগ্ন্যচর

পূর্ণভদ্র, শিব ও পার্শ্বতীর বিবাহে নবতি কোটি অগ্ন্যচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) কণ্ডপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা কক্ষর গর্ভে যে সকল নাগের জন্ম হয়, তিনি তাঁহাদের অগ্ন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। (৪) যক্ষপতি পূর্ণভদ্রের তনয় হরিকেশ। মৎ-১৮০। হরিকেশ দেখ।

পূর্ণমাস—(১) ধাতার ঔরসে ও তদীয় অগ্ন্যতমা পত্নী অমৃতমতীর গর্ভে পূর্ণমাস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৬-৬। (২) কালিন্দীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অগ্ন্যতম। ভাগ-১০৬-৬১; গর্গ-বিখাজং ১৮। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। পূর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্কস। কৃষ্ণ-পূ-১৩। (৩) মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পূর্ণমাস ও মরীচ নামে দুই পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। লি-৫। (৪) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অগ্ন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী ও মণিবর দেখ। (৫) পূর্ণমাসের স্ত্রী সরস্বতী হইতে বিরজা ও পর্কস নামক পুত্রদ্বয় জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২২।

পূর্ণমুখ—নাগরাজ যুতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণা— নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচীর গর্ভজাত অশ্রুতমা কন্যা ও অত্রিবংশীয় প্রভাকর ঋষির পত্নী। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

পূর্ণাঙ্গ—কণ্ডপের অশ্রুতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রদার গর্ভজাত অশ্রুতম পুত্র। কালিকা ৩৪

পূর্ণাঙ্গদ নাগরাজ পুত্ররাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম হয়। রাজা জনমেজয়ের সপত্নী তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি ৫৭।

পূর্ণাঙ্গ— দক্ষের কন্যা ও কণ্ডপের অশ্রুতমা পত্নী প্রদার গর্ভজাত অশ্রুতম পুত্র। মহাভা-আদি ৩৫। প্রমা দেখ।

পূর্ণিতা-লৌকিকী অপ্সরাদের অশ্রুতমা। বায়ু ৩৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

পূর্ণিমা—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা অঙ্কিত্তীর অশ্রুতম নাম পূর্ণিমা। মহাভা-বন-২১৬। প্রজাপতি কর্দমের অশ্রুতমা কন্যা কলা হইতে মরীচির কণ্ডপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মে। তাহাদের দুইজনের বংশদ্বারা এই জগত পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ণিমার বিরাজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৪৪-১।

পূর্ণিমাগতিক—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-পবিত্র ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আনান, ওর ও জমদগ্ন এই পাঁচটি অংশে প্রণয়। ২২-১২২।

পূর্ণোৎসব—মগধের অন্ধুবংশীয় নরপতি ত্রীশাস্তকর্ণির পুত্র পূর্ণোৎসব, তৎপুত্র শাতকর্ণি, শাতকর্ণির পুত্র লম্বোদর। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; মৎ-২৭৩।

পূর্ণচিহ্নি—(১) পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯। (২) পূর্ণচিহ্নি হইতে অগ্নীধ, নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু-২৪-১। অগ্নীধ দেখ। (৩) অপ্সরা বিশেষ। ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে তিনি রাজা অগ্নীধের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে গ্রহণ করেন। অগ্নীধের ঔরসেও পূর্ণচিহ্নির গর্ভে নাভি, কম্পপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রমাক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫২-২। (৪) পূর্ণচিহ্নি, ঋতুহলা, পুঞ্জিকহলা, মেনকা, সহজতা, প্রমোচা, অম্লমোচা, বিধাচী, ঘৃতাচী প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চনা করিতেন। কৃষ্ণ-পু-৪১। অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫। স্বর্গবেণ্ণা। মহাভা-আদি-৭৪।

পূর্ণপাদ—একজন শিবের অনুচর। তিনি সত্তরকোটি অনুচরসহ শিবের ও পার্বতীর বিবাহে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

পূর্ণবস্তুনী—চন্দ্র, দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার মধ্যে সপ্তবিংশতিকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পূর্ণবস্তুনী অশ্রুতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

পূর্ণপ্রাণদী—চন্দ্র, দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার

মধ্যে সপ্তবিংশতিটিকে বিবাহ করেন।
তন্মধ্যে পূর্বভাদ্রপদী অন্ততমা। ব্রহ্মবৈ-
ব্রহ্ম-২।

পূর্বাতিথি—(১) অত্রিবাংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি,
গবষ্টি ও পূর্বাতিথি এই তিনটি
আধেয় প্রবর। মৎ-১২৭। (২) মহর্ষি
অত্রির তনয় পূর্বাতিথি। একাণ্ড-৬৫।

পূর্বাষাঢ়া—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও
চন্দ্রের অন্ততমা পত্নী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২।

পুলহ—পুলহ দেখ।

পুলিন্দক—মগধের রাজা অন্তকের পুত্র
পুলিন্দক, মগধে তিন বৎসর রাজত্ব
করেন। তৎপশ্চাৎ বজ্রমিত্র মগধে
রাজা হন। মৎ-২৭২।

পুষ্যা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃগণের অন্ততমা পুষ্যা ছিলেন।
মহাভা-শলা-৪৭।

পুষা—(১) প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের
অন্ততম দেবতা পুষা। সূর্যের অপর
নাম পুষা। ঋষিরা তাঁহার স্তব করিবার
জন্তু অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
পুষার বাহন ছাগ। ঋগ-১।৪২।১;
৯।৬৭।১০। (২) কশ্যপের পত্নী ও
দক্ষপ্রজাপতির অন্ততমা কন্যা আদিতি
হইতে অর্যামা, পুষা, শক্রু, বিষ্ণু, ধাতা,
ভৃষ্টা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ,
অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ জন আদিত্য
জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। এক-

বার দেবাসুর সমরে পুষা দৈত্যশ্রেষ্ঠ
হয়গ্রীবের হস্তে বিশেষরূপে পরাজিত
হইয়াছিলেন। হরি-হরি-২৩৭। (৩)
পুষা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি পিষ্টদ্রব্য
ভোজী। ইনি পুরাকালে দক্ষের প্রতি
ক্রুদ্ধ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া দন্ত
নিঃসারণপূর্বক হস্ত করার ভয়দন্ত
হইয়াছিলেন। ভাগ-৩ঙ্ক-৬। (৪)
দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে, বীরভদ্র নামক
মহাদেবের প্রধানগণ মুষ্টাঘাতে পুষার
দন্ত সকল চূর্ণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ পু-
১৫। (৫) দক্ষযজ্ঞে মহাদেব পুষার
দন্তভয় করেন। বিষ্ণু-৫ম-১৬; মহাভা-
অনুশা-১৬০। বাম-৫। অন্ততম
দেবতা। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৬) দক্ষের
ষষ্টি কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর
অন্ততমা আদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ
আদিত্যের অন্ততম পুষা। চাক্ষুষ
মন্ত্রস্তরে তুষ্টি নামে যে সকল দেবতা
ছিলেন, তাঁহারা ই বৈবস্বত মন্ত্রস্তরে
দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত। মৎ-
৫, ৬। দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম।
মহাভা-আদি-১২৩। তিনি খাণ্ডব দাহে
ভয় অস্ত্র লইয়া অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৯।

পুষা—একজন কশ্যপ বাংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি। ইহাদের অসিত, দেবল, ও
কশ্যপ এই তিনটি আধেয় প্রবর।
মৎ ১৯৯।

পুথগ্ভাব—চাক্ষুষ মন্ত্রস্তরে দেবতাদের

একটা গণ বা শ্রেণী। হরি-হরি-৭।
পৃথবান-তিনি একজন ধনীরাজা ছিলেন।
ঋগ-১০।৯৩।১৪।

পৃথা—পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর অন্তনাম পৃথা।
মহাভা-আদি-১১১। যদুবংশীয় নরপতি
দেবমীতুয়ের পুত্র শুর। শুরের পত্নী
ভোজবংশীয় মহিষীর গর্ভে বসুদেব,
দেবভাগ প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথু-
কীর্তি, পৃথা, ঞ্চতশ্রবা, ঞ্চতদেবা ও
রাজাপিন্দেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে।
নরপতি কুন্তিভোজ প্রার্থনা করিলে
শুর স্বীয় বন্ধু, বৃদ্ধ, পৃষ্ঠা কুন্তিভোজকে
পৃথা নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। তদবধি
তিনি কুন্তী নামে অভিহিত হন। এই
কুন্তীকে নরপতি পাণ্ডু বিবাহ করেন।
হরি-হরি-৩৪। কুন্তী দেখ।

পৃথাক-পৃথাক নামে এক রাজর্ষি
ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

পৃথি—(১) বেনের পুত্র অশ্বশূন্য রাজর্ষি
পৃথিকে অশ্বিষ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।
ঋগ-১।১১২।১। (২) পৃথিবীর অন্য নাম
পৃথি। রামা-আদি-৩৩।

পৃথিবী—(১) আর্ষাদের আকাশ দেবতা
ত্ৰৌ। ত্ৰৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে
সকল দেবের পিতামাতা স্বরূপ বর্ণিত
হইয়াছে, এবং একসঙ্গে ছাবাপৃথিবী
এইয়ুজ নামে অভিহিত হইয়াছেন।
ঋগ-১।২২।১৩। (২) পৃথিবীকে বেন
রাজার পুত্র পৃথুর কন্যা বলা হয়। কারণ
তিনি ভূমিক্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি

বিধান করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম-৫৬;
দেবীভাগ-৮৮-১৮; বৃহদ্ভা-৩; মহাভা-
অনুশা-১৫০। (৩) অন্ততম দেবতা।
বিষ্ণু-১ম-১৩। (৪) পৃথিবী গুরুভারে
প্রপীড়িত হইয়া দেবগণের শরণ লই-
লেন। দেবগণ ব্রহ্মার সমভিষাহারে
বিষ্ণু সমীপে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর
দুঃখ নিবেদন করিলেন। তখন বিষ্ণু
তাঁহার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ
উৎপাটন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার
সেই কেশদ্বয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ
করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম নামে খ্যাত
হইবে এবং কংসকে বধ করিবে। বিষ্ণু-
৫ম-১। (৫) একবার উপেন্দ্রদেব
বিবিধ ভূষণে সজ্জিত হইয়া মলয় পর্বতে
ভ্রমণ করিতে ছিলেন। পৃথিবীদেবী
তাঁহাকে দেখিয়া কামবানে জর্জরিতা
হইয়া অতি সুগন্ধ মালতী মালা তাঁহার
গলে অর্পণ করেন। এই মিলনে তিনি
গর্ভবতী হন। যথাকালে তিনি প্রেতা-
লের আকার বিশিষ্ট এক তনয় প্রসব
করেন। তাঁহার নাম মঙ্গল। ব্রহ্মবৈ-
ব্রহ্ম-২।

পৃথু—(১) মহর্ষি পৃথু একজন ঋষেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র
সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-
ছেন। ঋগ-১০।১৪৮।১। (২) পৃথু
নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি
বিনয় বলে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।
মহু-৭।৪০—৪২। (৩) নরপতি বেন

অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। সেইজন্য
ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। পরে
বেনের দক্ষিণ বাহু মন্ডন করিলে,
তাহা হইতে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু,
হুতাশন সদৃশ দীপ্যমান আজগব নামক
আজ্যধনু, রক্ষার্থ কবচ ও দিব্যাশর
সমুদয়ের সহিত সমুখিত হইলেন।
আঙ্গিরস দেবগণসহ ভগবান্ ক্লিতামহ
ও স্থাবর জন্তুম ভূতগণ সমাগত হইয়া,
নরাধিপ বেননন্দন পৃথুকে রাজ্যে
অভিষিক্ত করিলেন। বনকর্ত্তৃক যে
সকল প্রজা বিরক্ত হইরাছিল, পৃথু
তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।
তিনি নানা প্রকার সংকাজ করিয়া
অমুরাগ ভাজন হইলেন। তিনি যখন
সমুদ্রাতিমুখে যাত্রা করিতেন, তখন
সলিল সকল শুষ্ক অর্থাৎ স্থল সদৃশ
কঠিন হইত। শৈল সকল তাঁহাকে
পথ প্রদান করিত। রাজা পৃথু স্ত্রী
ও মাগধের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, স্ত্রীকে
অল্পদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ
প্রদান করেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের
হিত করিবার অভিলাষে ধনুর্কান ধারণ
পূর্বক পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।
তিনি ধনুষ্কোটি দ্বারা শত সহস্র শৈল
উৎসারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্তু পর্বত
সকল বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।
তিনি বসুমতীকে সমান করিয়াছিলেন।
বেননন্দন পৃথু হইতেই কৃষি বাণিজ্য
প্রভৃতি কাযোপ্তব হইয়াছিল। পৃথুর

তনয় অন্তর্দ্ধি ও পাণিত। হরি হরি-
২, ৫, ৬। (৪) তামস মনস্বরে কাবা,
পৃথু, অগ্নি, জক্ষু, ধাতা, কপীবান্ ও
অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন
এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-
হরি-৭। (৫) প্রথম মেরুসাবর্ণির
ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু,
শ্রবা, ভূরিগ্রাম, ঋতীক, অষ্টহত ও
গর্য নামে নয় জন পুত্র ছিল। হরি-
হরি-৭। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি
অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বরাথ,
এবং বিশ্বরাথ হইতে আদ্র্ জন্মগ্রহণ
করেন। হরি হরি-২০। (৭) কাম্পিলা
দেশের অধিপতি পুরুবংশীয় নরপতি
পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় স্কৃত,
স্কৃতে তনয় বিভ্রাজ। হরি-হরি-১১।
(৮) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শক্ক ও
চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে
চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি অনেক
পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩৪। (৯) অষ্ট-
বসুর একজনের নাম পৃথু ছিল।
মহাভা-আদি ৯৯। (১০) তামস মনস্বরে
সপ্তর্ষিদের অগ্রতম পৃথু ছিলেন। মং-
৯। অকপী দেখ। হরি-হরি-৭।
অকপীবান্ দেখ। (১১) দেবযক্ষের
অগ্রতম তনয়। গর্গ-মথুরা-১২। দেব-
যক্ষ দেখ। (১২) রাজা পৃথু ভগবানের
নবম অবতার। তিনি পৃথিবী হইতে
ঔষধি প্রভৃতি বস্তু সকল দোহন
করেন। ঐষ্ট কারণে এই অবতার

সকলের অতিশয় কামনীয় হইয়াছিল ।
ভাগ-১২-৩ । (১৩) ঋষি বিশেষ ।
তঁাহার নামানুসারে মনু তীর্থ হইয়াছে ।
ভাগ-২২-৭ । (১৩) রাজা বেনের
মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণেরা তঁাহার বাহুদ্বয়
মস্থান করিলে, তাহা হইতে পৃথু নামে
এক পুত্র ও অর্চি নামী সর্ষগুণসম্পন্ন
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । পৃথু
অর্চিকেই বিবাহ করেন । রাজ্যে
অজ্ঞান্য হইলে তিনি মনুকে বংশ
কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করিয়া-
ছিলেন । তিনিই জঙ্গল পরিষ্কার
করিয়া উচ্চ ভূমি সমতল করিয়া গ্রাম
নগর ইত্যাদির পত্তন করেন । তিনি
একজন বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন ।
তঁাহার পত্নী অর্চির গর্ভে বিজিতাথ,
ধুমকেশ, হর্যাক্ষ, দ্রাবিণ ও বৃক নামে
তঁাহার পাঁচ পুত্র হইয়াছিল । তিনি
বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন ।
তঁাহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী চিতারোহণে
ভক্তার অনুগামিনী হন । তঁাহার
মৃত্যুর পরে বিজিতাথ সিংহাসনে
আরোহণ করিয়া, স্নেহবশতঃ ভ্রাতা-
দিগকে এক এক দিক দান করিলেন ।
তদনুসারে হর্যাক্ষ পূর্বদিকের, ধুমকেশ
দক্ষিণ দিকের, বৃক পশ্চিম ও দ্রাবিণ
উত্তর দিকের আধিপত্য লাভ করিলেন ।
ভাগ-৪২-১৩ । (১৫) মনুবংশীয় জনৈক
নরপতি । তঁাহার পিতার নাম
অনেনা । ভাগ-২২-৬ । (১৬) যযাতি

বংশীয় ক্রচকের পঞ্চপুত্রের অগ্রতম ।
ভাগ-২২-২৩ । ক্রচক দেখ । (১৭)
যযাতি বংশীয় বিশদগুর পৌত্র ও চিত্র-
রথের অগ্রতম পুত্র । ভাগ-১২-২৪ ।
(১৮) বেনের তনয় পৃথু, বৈত্ৰ নামেও
বিখ্যাত ছিলেন । ব্রহ্মার আদেশে
তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন ।
বৈত্ণের পিতামহের যজ্ঞে স্বয়ং হরি
পৌরাণিক সর্ষশাস্ত্র বক্তা স্বরূপে
জন্মগ্রহণ করেন । বৈত্ৰ পৃথু শ্রীকৃষ্ণের
বরে শিখণ্ডী, হবির্দান ও অন্তর্দান
নামক পুত্রগণকে লাভ করেন ।
শিখণ্ডীর তনয় স্মৃণীল । কৃষ্ণ-পূ-১৪ ।
(১৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় স্রবোধনের তনয়
পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বক । কৃষ্ণ-পূ-২০ ।
(২০) যদুবংশীয় চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু,
অশ্বগ্রীব, স্রবাহ, স্রপার্শ্বক ও গবেষণ
নামে ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল । ভাগ-
২২-২৪ ; কৃষ্ণ-পূ-২৪ । (২১) স্বায়ম্ভুব
মনুবংশীয় প্রস্তাবির তনয় পৃথু, পৃথুর
তনয় নক্ত, নক্তের অপত্য গয় । কৃষ্ণ-
পূ-৩৯ । (২২) তামস মনুর সময়ে
জ্যোতির্ধাম, কাব্য, পীবর, পৃথু প্রভৃতি
পাত জন সপ্তষি ছিলেন । কৃষ্ণ-পূ-৫০ ।
তামস মনুর অগ্রতম পুত্র । ভাগ-
২২-১ । তামস মনু দেখ । (২৩)
সত্যযুগে তিনি রাজা ছিলেন । বরা-
৩৮ । (২৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় বিভূর
তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় অনন্ত । বায়ু-
৩৩ ; বরা-৭৪ । (২৫) অগ্র নাম বৈত্ৰ ।

তিনি মনুবাংশীয় অত্যাচারী নৃপতি
বেনের পুত্র । তিনি নিজকেই ঈশ্বর
বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন ।
সেইজন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেরা
তাহাকে বধ করেন । পরে তাঁহার
উরু মন্ডন করিলে বিন্দ্যচলবাসী
নিষাধের জন্ম হয় । তৎপর ঋষিরা
তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্ডন করিতে
আরম্ভ করেন এবং তাহা হইতে বৈষ্ণব
পৃথুর জন্ম হয় । তিনি ভূপৃষ্ঠের সমতা
সাধন করিয়া কৃষির উৎকর্ষতা সম্পাদন
করেন । বিষ্ণু-১ম-১৩ । (২৬) বৈবস্বত
মনুবাংশীয় নরপতি সুরোধন হইতে
পৃথুর জন্ম হয় । পৃথুর তনয় বিশ্বক ।
বিশ্বকের আর্জক নামে পুত্র জন্মে ।
লি-৬৫ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (২৭) চক্ৰবাংশীয়
নরপতি চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগীৰ,
সুবাহু, সুধাত্মক, গবেষণ, অরিষ্টনেমী,
অশ্বধর্ম, ধর্মভৃং, সূভূমি ও বহুভূমি
নামে কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও
শ্রবণা নামী দুই কন্যা জন্মে । লি ৬৯ ।
(২৮) অষ্টবসুর অন্ততম । মহাভা-
আদি-৯৯ । (২৯) ইক্ষ্বাকু বাংশীয়
কাকুৎস্থের পুত্র পৃথু, পৃথুর তনয়
বিশ্বরক্ষী । দেবীভাগ-৭৯-৯ । (৩০)
একজন দানবপতি । পদ্ম-সৃষ্টি-১৮ ।

পৃথক—চাক্ষুষ মনুষ্যের, পৃথক, আত্ম,
প্রস্তুত, ভবা ও লেখা এই পাঁচজন
দেবতা ছিলেন এবং মনোগব ইজ
ছিলেন । কুর্শ-পূ-৫০ ।

পৃথকর্মা—(১) সৌমবাংশীয় নরপতি
পৃথুশার পুত্র পৃথকর্মা, তৎপুত্র পৃথুঞ্জয়,
পৃথুঞ্জয়ের তনয় পৃথুকীর্তি, পৃথুকীর্তির
তনয় পৃথুনান । কুর্শ-পূ-২৪ । (২)
যদুবাংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ
পুত্রের মধ্যে পৃথুশা, পৃথকর্মা, পৃথুঞ্জয়,
পৃথুদান, পৃথুকীর্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয়
জন প্রধান ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ।

পৃথুকীর্তি—(১) যদুবাংশীয় দেবমীচুকের
তনয় শূর, শূরের পত্নী ভোজ বাংশীয়
মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবশ্রবা
প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্তি, পৃথা,
শ্রতশ্রবা, শ্রতদেবা ও রাজাধিদেবী
নামে পাঁচ কন্যা জন্মে । হরি-হরি-
৩৪ । (২) যযাতি বাংশীয় মহাভাগ
শশবিন্দুর প্রধান ছয় পুত্রের অন্ততম ।
ভাগ-৯৯-২৩ । (৩) সৌম বাংশীয় নৃপতি
পৃথুঞ্জয়ের তনয় পৃথুকীর্তি, তৎপুত্র
পৃথুদান, পৃথুদানের তনয় পৃথুশ্রবা ।
কুর্শ-পূ-২৪ । (৪) যদুবাংশীয় নরপতি
শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুশা,
পৃথকর্মা, পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি, পৃথুধর্মা,
পৃথুঞ্জয়, পৃথুমনা, পৃথুঞ্জয় প্রভৃতি প্রধান
ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ; মৎ-৪৪ ;
বায়ু-৯৫ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

পৃথুকেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে
মহাপাপ নাশন এক শিবলিঙ্গ আছেন ।
বেননন্দন পৃথু তাঁহার অর্চনা করিয়া
সর্বপাপ মুক্ত হন । তদবধি উক্ত লিঙ্গ
পৃথুকেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয় । স্বন্দ-
আব-চতু-৪৯ ।

পৃথুগ—যষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে
মহু ছিলেন। এই চাক্ষুষ মনুর সময়ে
মনোজব ইন্দ্র হন এবং আত্ম, প্রমত্ত,
ভবা, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা হন।
ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে আট জন
করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১।
চাক্ষুষ মনু দেখ।

পৃথুচিন্তি—সুপ্রতীক নাগের প্রহারী,
সম্প্রতি ও পৃথুচিন্তি নামে তিন পুত্র
উৎপন্ন হয়। বায়ু-৬৯।

পৃথুজয়—(১) সোম বংশীয় নরপতি
পৃথুকর্মা'র তনয় পৃথুজয়, পৃথুজয়ের
তনয় পৃথুকীৰ্ত্তি। কুর্শ-পৃ-২৪। (২)
যজুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ
পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্মা, পৃথুজয়,
পৃথুদান, পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন
প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুজয়—যজুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর
দশ লক্ষ প্রধান প্রধান পুত্রের অগ্রতম
পৃথুজয় ছিলেন। মৎ-৪৪। পৃথুকীৰ্ত্তি
দেখ।

পৃথুতেজা—নরপতি শশবিন্দুর শত পুত্রের
অগ্রতম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শশবিন্দু ও
পৃথুজয় দেখ।

পৃথুদকতীর্থ—দেবাসুর সময়ে স্বন্দ
দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, পৃথুদক-
তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্তর
নাগজিহ্বা, চন্দ্রভাস, পাণিকুর্শ,
অশিক্ক, চাৰবজ্র ও জম্বুককে প্রেরণ
করেন। বাম-৫৭।

পৃথুদর্ভ—রাজা উশীনরের অগ্রতম পত্নী
দ্ববরতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন।
শিবির তনয় পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও
ভদ্রক। তাঁহারা চারিজন যথাক্রমে
কেকয়, ভদ্রক, সৌবীর ও পৌর-
জনপদের অধিপতি ছিলেন। মৎ-৪৮;
অগ্নি-২৭৭।

পৃথুদান—(১) সোমবংশীয় নরপতি
পৃথুকীৰ্ত্তির তনয় পৃথুদান, পৃথুদানের
তনয় পৃথুশ্রবা, তৎপুত্র পৃথুসত্তম।
কুর্শ-পৃ-২৪। (২) যজুবংশীয় নরপতি
শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে
পৃথুযশা, পৃথুকর্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান,
পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন
ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুদ্রব—নরপতি শশবিন্দুর অগ্রতম
তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুধর্মা—যজুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর
অগ্রতম তনয়। মৎ-৪৪। শশবিন্দু
দেখ।

পৃথুবজ্রা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেরের অন্তচরী কলাগদায়িনী
মাতৃগণের অগ্রতম। মহাভা-শল্য-৪৭।

পৃথুবর্মা—যজুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর
অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৯৫। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুমনা—যজুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর
দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুকর্মা,
পৃথুকীৰ্ত্তি, পৃথুযশা, পৃথুশ্রবা, পৃথুধর্মা,
পৃথুজয়, পৃথুমনা ও পৃথুজয় প্রভৃতি
প্রধান ছিলেন। মৎ-৪৪।

পৃথুশা—(১) সৌমবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর তনয় পৃথুশা, তৎপুত্র পৃথুকর্মা । কুর্শ-পু-২৪ । (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুশা, পৃথুকর্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয়জন প্রধান ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ; বায়ু-৯৫ ।

পৃথুরশ্মি—গুক্রাচার্যের অগ্রতম তনয় বক্রতী, বক্রতীর তনয় রঞ্জল, পৃথুরশ্মি ও বৃহৎগিরি । বায়ু-৬৫ ।

পৃথুরুক্ষ—(১) যদুবংশীয় নরপতি পরাজিতের মহাবীরাংশালী কৃষ্ণেয়ু, পৃথুরুক্ষ, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পাঁচ পুত্র ছিল । কৃষ্ণেয়ু পৃথুরুক্ষের সহায়তায় রাজা হন ; কিন্তু পরে পৃথুরুক্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন । হরি হরি-৩৬ । (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাবৃত্তের কৃষ্ণেয়ু, পৃথুরুক্ষ, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র ছিল । তন্মধ্যে জ্যামঘের তনয় বিদভ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি পরাবৃত্তির পঞ্চ পুত্রের অগ্রতম পৃথুরুক্ষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণেয়ুর রাজ্য শাসনের প্রধান সহায় ছিলেন । লি-৬৮ । (৪) যদুবংশীয় রুক্মকবচের অগ্রতম তনয় । তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণেয়ুর আশ্রয়েই বাস করিতেন । মৎ-৪৪ ।

পৃথুরুক্ষক—কমলবহির তনয় রুক্মকবচ, তৎপুত্র পৃথুরুক্ষক । অগ্নি-২৭৫ ।

পৃথুলাক্ষ—(১) অঙ্গ দেশের অধিপতি চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প । হরি হরি-৩১ । (২) যযাতি বংশীয় চতুরঙ্গের তনয় । পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা ও বৃহৎস্তাহু নামে তিন পুত্র জন্মে । বৃহদ্রথের তনয় বৃহন্ননা । ভৃগু-৯৯৩ । (৩) যযাতি বংশীয় তুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প, তৎপুত্র হর্যাক্ষ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ । (৪) যযাতি বংশীয় চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প । চম্পের চম্পা নামী পুরী ছিল । ইহা পূর্বে মালিনী নামে খ্যাত ছিল । পূর্বভদ্রের প্রসাদে পৃথুলাক্ষের ভগ্যাক্ষ নামে এক পুত্র হয় । মৎ-৪৮ । (৫) একজন রাজর্ষি । মহাভা-সভা ৮ । (৬) লোমপাদের তনয় চতুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প । অগ্নি-২৭৭ ।

পৃথুলাক্স—একজন রাজর্ষি । মহাভা-সভা ৮ ।

পৃথুশ্রাম—জনস্থানবাসী রাজসম্পতি খর-দুষণ ভ্রাতৃত্বের অগ্রগামী দ্বাদশজন রাজস বীরের অগ্রতম । তিনি রাম হস্তে নিহত হইলেন । রামা-আরণ্য ২৩ ।

পৃথুশ্রব—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধা, রুদ্র, বশ্র, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পরীত সমুদয় যে সকল সেনাদাক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পৃথুশ্রব তাঁহাদের অগ্রতম । মহাভা-শলা ৪৬ ।

পৃথুশ্রবা—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অল্পতম তনয় । অগ্নি ২৭৭ ; বায়ু ৯৫ ; মৎ ৪৫ । (২) পৃথুশ্রবা নামে এককানীন রাজা ছিলেন । তিনি অশ্বিনয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারাই ইন্দ্রের সহিত মিসিত হইয়া তাঁহার শক্রদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ঋগ ১।১১১৮২১ । পৃথুশ্রবার তনয় কনৌত । ঋগ ৮।৪৬১ । (৩) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর তনয় পৃথুশ্রবা, তৎপুত্র অনন্তর, তৎপুত্র সুযজ্ঞ । হবি-৩রি-৩৬ । (৪) দ্বৈতবনে পৃথুশ্রবা প্রভৃতি মুনীরা উপস্থিত থাকিয়া মহারাজ বৃষ্টিধিরের বনবাস জনিত ক্রোধ অপনোদন করিয়াছিলেন । মহাভা-বন ২৬ । (৫) নরপতি পৃথুশ্রবার কন্যা কামা, অমৃতনারীর স্ত্রী ছিলেন । মহাভা-আদি ৯৫ ।

পৃথুষেণ—পুরুবংশীয় নরপতি কর্ণির তনয় পৃথুষেণ, পৃথুষেণের তনয় পার, পারের তনয় নীপ । হবি-৩রি ২০ ।

পৃথুসত্তম—সৌমবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার তনয় পৃথুসত্তম, তৎপুত্র উশনা, উশনার তনয় শিতৈয়ু । কৃষ্ণ পৃ-২৪ ।

পৃথুসেন—(১) ময়ুবংশীয় নরপতি বিভ্রম ঔরসে ও তদীয় পত্নী বভ্রির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার ভাগ্যা আকৃতি নক্ত নামে এক পুত্র প্রসব করেন । ভাগ-৫ঙ্ক ১৫ । (২) পুরুবংশীয় নরপতি রুচিরাক্ষের তনয় পৃথুসেন,

তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ, নীপের শত পুত্রের অল্পতম কাম্পিলাদিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ । বিষ্ণু ৪র্থ ১৯ । (৩) যযাতি বংশীয় জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ, অঙ্গের তনয় কর্ণ, কর্ণের তনয় বৃষসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন । মৎ-৪৮ । (৪) ভরত বংশীয় রুচিরাক্ষের তনয় পৃথুসেন । তাঁহার তনয় পৌর, পৌরের তনয় নীপ । মৎ-৪৯ ।

পৃথুী—যদুবংশীয় অনমিত্রের অল্পতমা স্ত্রী পৃথুী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । অনমিত্রের রুবত ও ক্ষত্র নামে আরও দুই তনয় ছিল । মৎ-৪৫ ।

পৃথুীধর—প্রভাস ক্ষেত্রে সোমেশ্বরের বায়ু কোণে, ত্রৈতা যুগের প্রথমে পৃথিবী একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । ইহাই পৃথুীধর লিঙ্গ নামে খ্যাত । স্বন্দ প্রভা প্রভা ৯৮ ।

পৃথ্বী-- (১) মরুদগুণ উগ্র ও পৃথ্বীর দৃশ্যনি । ঋগ-১।২৩।৫প । অঙ্গ, পৃথ্বী, দিকত, অকণ ও কেতুগুণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি ২৬ । (২) শ্রীকৃষ্ণের মাতার অন্তনাম । ভাগ-১ঙ্ক ৮ । (৩) সবিতাদেবের স্ত্রী । তিনি সার্বিহী, ব্যাধিত ও ত্রয়ী এবং অগ্নি-হোত্র, পশুবাগ, সোমবাগ, চাতুর্মাস্তি যোগ ও পঞ্চমহাযজ্ঞকে প্রদত্ত করেন । ভাগ ৬ঙ্ক ১৮ । (৪) স্বারজুব মন্বন্তরে তিনি প্রজাপতি সূতপার পত্নী ছিলেন ।

কলিয়ুগে তিনি দেবকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেবের পত্নী হন, এবং ত্রীকুক্ষকে প্রসব করেন। ভাগ-১০-স্ক-৩। (৫) যদুবংশীয় বৃষ্ণির পত্নী মাদ্রী পুত্রিকে প্রসব করেন। পুত্রির তনয় স্বয়ং ও চিত্রক। কুর্শ-পূ-২৪। (৬) অনমিত্রের বংশে পুত্রি জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রির তনয় স্বয়ং ও চিত্রক। স্বয়ংকর সূতার নামী এক কন্যা এবং অক্রুর, উপমদগু, মদর, বিশ্বারি, মেজয়, গিরিকুত্র, উপকুত্র, শক্রয়, বিমর্দন, ধর্মধুক, দৃষ্টশর্ম, গন্ধমোজ, আবাহ, প্রতিবাহ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। অক্রুরের পুত্র দেববান্ ও উপ-দেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

পুত্রিগর্ভ—বিষ্ণুর অন্তঃনাম। মহাভা-শান্তি-৩৪২।

পুত্রিগু—প্রাচীনকালের বৈদিকযুগের একজন মহাবি। অসুরদের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে অশ্বিনয় রক্ষা করেন। ঋগ-১।১১২।১।

পুত্রিমৈধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অত্যন্ত দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। সুমেধা দেখ।

পৃথত—(১) নরপতি পৃথত পাঞ্চাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত ক্রপদ, ক্রপদের তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-২০। (২) চতুর্পতিনগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। মহাভা-আদি-

১৬০। (৩) চাবনবংশীয় সোমকের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ জন্তু ও সর্ব-কনিষ্ঠ পৃথত, পৃথতের তনয় ক্রপদ, ক্রপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) রাজা পৃথত ভরদ্বাজ মূনির সখা ছিলেন। দ্রোণের সমবয়স্ক ক্রপদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। তিনি উত্তর দেশের রাজা ছিলেন। চতুর্পতী তাঁহার রাজধানী ছিল। মহাভা-আদি-১৬০, ১৬৬।

পৃথতা—মকদগুণের বাহন বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত, যুগ বা অশ্ব পৃথতী নামে অভি-হিত হয়। ঋগ-২।৩৪।৩।

পৃথদশ্ব—পৃথদশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। মনুবংশীয় নরপতি বিক্রপের পুত্র পৃথদশ্ব, পৃথদশ্বের পুত্র রথীতর। বিষ্ণু-৪র্থ-২। মাক্রাতা বংশীয় নরপতি অনরণ্যাকে দিগবিজয় কালে রাবণ হরণ করেন। এই অন-অনরণ্যের পুত্র পৃথদশ্ব, পৃথদশ্বের পুত্র হর্যাস্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

পৃথধ্ব—(১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্গাতি; নরিসাস্ত, প্রাণ্ড, নাভাগারিষ্ট, ককষ, পৃথধ্ব এবং সূদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র ছিল। পৃথধ্ব গুরুর গো হিংসা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-১০; ভাগ-৮-স্ক-১৩। (২) মনুর ঔরসে ও প্রজার গর্ভে পৃথধ্ব, নভগ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গুরুর উপদেশে পৃথধ্ব গো-

পালনে নিযুক্ত হন । একদা রাত্রিকালে শার্দূলকর্তৃক আক্রান্ত গাভীকে ভ্রমক্রমে তিনি নিহত করেন । জানিতে পারিয়া পরে তিনি নির্বেদ প্রসূক্ত পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন । ইতিমধ্যে একদিন দাবা য়িতে দেহপাত করেন । ভাগ ৯৮-২ ।

(৩) বৈবস্বত মনুর নরদী পুত্রের অষ্টতম পুত্র । কুর্শ-পু-২০ । (৪) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মেন । দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে সূর্য্য, এবং সূর্য হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন । এই মনুর ইক্ষাকু, নগ, পুষ্প, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । গুরু গো বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শূদ্র হইয়া প্রাপ্ত হন । বিষ্ণু-৪র্থ-১ । (৫) সপ্তম মনুস্তরে সৃষ্টির পুত্র, দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান শ্রাক্ষবেব মনু হইয়াছিলেন । তিনি বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত । এই মনুস্তরে আদিভা, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা হন । এই সময়ে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন । এবং বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন । ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, ককশ, পুষ্প ও বসুমান প্রভৃতি নয়জন মনুর পুত্র । বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নাভাগ, নরিষ্যন্ত, দিঘা, ককশ এবং পুষ্প এই আশ্বসদৃশ নয় পুত্র ছিল । পুষ্প গুরু চাবন ঋষির গোহত্যা করিয়া তাঁহার শাপে শূদ্র

প্রাপ্ত হন । লি-৬৫, ৬৬ । (৬) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অষ্টতম পুষ্প । পুষ্প গো বধ জনিত অপরাধে গুরুর শাপে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । মং-১২ । (৭) মনুর পুত্র পুষ্প । বৈবস্বতমনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মনবজাতি উৎপন্ন হয় । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাক্ষবেদ অধ্যয়ন করেন । বেন, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষাকু, কাকশ, শর্যাতি, ইলা, পুষ্প এবং নাভাগারিষ্ট মনুর এই দশ পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপ্রচারণ হইলেন । মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । মহাভা-আদি-৭৫ । রাজর্ষি বিশেষ । মহাভা-অমুশা ১৬৫ । ইন্দু প্রতিম রাজা পুষ্প তপঃপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন । মহাভা-আশ্রম বায়ু-২০ ।

পুত্র—(১) কশ্যপের তনয় ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান । বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু ও যম । এই মনুর দশ পুত্রের মধ্যে পুষ্প অষ্টতম । মহাভা-আদি-৭৫ । কুরুক্ষেত্র সমরে পুষ্প নামে কোনও নরপতি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু অশ্বখামার শরে তিনি নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ ১৫৬ ।

পুত্র—ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি অশ্বরী-ষের তনয় ঋত, ঋতের তনয় কৃত,

মুখ্য ও পৃথিত এই তিন জন ।
লি-৬৬ ।

পৃথগ্ন—বেদজ্ঞ মহর্ষি হিরণ্যনাভের
চতুর্কিংশতি শিষ্যের অন্যতম । ব্রহ্মাণ্ড-
৬৭ ; বায়ু ৬১ । হিরণ্যনাভ দেখ ।
পৃথমাত্মদেবী—কাশীস্থিত মণিকর্ণিকায়
মান করিয়া যে মানব আদরপূর্ব্বক
পৃথমাত্মদেবীর পূজা করে সে সর্বপাপ
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি
প্রাপ্ত হয় । স্বন্দ-আব-৮ ।

পৃথলোচ—জম্বুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি,
ভয়, অরুণি, প্রিয়ভ্রতা, পৃথলোচ,
দূঢ়োত্তম, ঋত ও ঋতবন্ধ ইহারা তামস
মহুর পুর । ব্রহ্মাণ্ড ২৮ ।

পৃষ্টি—মরীচির পত্নী সন্ততি হইতে
পূর্ণমাস নামে এক তনয় এবং কৃষ্টি,
পৃষ্টি, ত্রিষা ও অপরচিতি নামে চারি
কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-২৮ ।

পেহু—রাজর্ষি পেহু অধিরায়ের স্ত্রী
করিয়া একটি ঋতবর্ণ অশ্ব প্রাপ্ত হন ।
এই অশ্ব সাহায্যে তিনি অনেক যুদ্ধে
জয়লাভ করেন । ঋগ ১।১১৬।৬ ।

পৈঙ্গ—একজন ঋষি । তিনি মহারাজ
যুগিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায়
প্রবেশ কালে উপস্থিত ছিলেন ।
মহাভা-সভা-৪ ।

পৈঙ্গা—অনোধ্যাধিপতি রাম ধর্ম্মারণ্যের
অন্তর্গত মেহেরপুরে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ
যে সকল ব্রাহ্মণকে স্থাপন করেন,
তিনি তাঁহাদের অন্যতম । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
ধর্ম্ম-৩৫ ।

পৈঙ্গলারনি—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, চাবন,
আপ্সুবান্, ঔরু ও জমদগ্নি এই পাঁচটি
আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

পৈঙ্গবন—পৈঙ্গবন নামে একজন শূদ্র
অমম্বক ইন্দ্রাণি বিধি অনুসারে একলক্ষ
পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন ।
মহাভা-শান্তি ৬০ ।

পৈষ্ঠীনসী—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ
ঋষি । একবার তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত স্বর্গে
গমন করিয়াছিলেন । সৌর ৫০ ।

পৈঙ্গল—মহর্ষি ব্রহ্ম অথর্ববেদকে
বিভাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য পৈঙ্গল
প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান । অগ্নি-১৫০ ।

পৈঙ্গলাক্ষ্য—অবস্তী ক্ষেত্রে পৈঙ্গলাক্ষ্য
মহাদেব আছেন । তাঁহার দর্শনে
মানব মুক্তিলাভ করে । স্বন্দ-আব-
অব-২৩ ।

পৈঙ্গলাদি—(১) শ্রবিষ্ঠার তনয় পৈঙ্গলাদি
ও কৌশিক মালিনী গর্ভমন্তৃত নৃপতি
ঋতকর্ণের তনয় অজপার্বকে প্রতি-
পালন করিয়াছিলেন । হরি-হরি-
১৮৫ । (২) মহর্ষি পৈঙ্গলাদি একজন
বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ।
তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিল
এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর । মৎ-২০০ ।

পৈল—(১) মহর্ষি পৈল একজন বেদ-
বেদাঙ্গপারগ মহর্ষি ছিলেন । মহাভা
আদি ৬৩ । (২) বসুপুত্র পৈল মহারাজ

যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব যজ্ঞে তীত ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪৭। স্মমন্ত, পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও শুকদেব (বাসের তনয়) এই পাঁচজন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৭১। (৩) দ্বৈপায়নশিষ্য পৈল মুনি ঋক্ সমুহ সংগ্রহ করিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এবং স্বীয় শিষ্য ইন্দ্র-প্রমতি ও বাকলিকে অধ্যাপন করেন। বাকলি চারিখানি সংহিতা রচনা করিয়া, বোধ্য, অঘ্রিমাঠর, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় তনয় মার্কণ্ডেয়কে (বিষ্ণু-মার্কণ্ডেয়) অধ্যাপন করেন। মার্কণ্ডেয় স্বীয় তনয় সত্যশ্রবকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত স্বীয় তনয় সত্যতীকে অধ্যাপন করেন। সত্যতী, শাস্ত্রাভাস তৎপর মহাতেজা শাকলা, রণীতর ও বাকলি ভরদ্বাজ নামক শিষ্যত্রয়কে অধ্যাপন করেন। (৪) দেবমিত্র শাকলা মুনি জ্ঞানাহকারে গর্ভিত ছিলেন। একত্র জনক রাজার যজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হন। বায়ু-৬০। (৫) আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি পৈল ভাষ্করদেবের অন্ততম শিষ্য ছিলেন। তিনি নিদান নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৬) মুনি বিশেষ। বেদবাস বেদকে চারি অংশে বিভাগ করিলে মহর্ষি পৈল ঋগ্বেদ,

জৈমিনী ও কবি সামবেদ, একা বৈশম্পায়ন সমস্ত যজুর্বেদ ও দারুণ স্বভাব স্মমন্ত মুনি অথর্ষবেদ ও আঙ্গি-রসাংখ্য মন্ত্র এবং রোমহর্ষণ পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যুৎপন্ন করেন। ভাগ-১২৪। (৭) শাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ মুনি নিকুলের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষা দিলেন। ভাগ-১২৪৬। (৮) মহর্ষি পৈল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণ-পূ-৩৩। (৯) তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্বেদ নানে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন। এবং তাহা ভাষ্করদেবকে শিক্ষা দেন। ভাষ্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি দ্ব্যম্বস্তরী, পৈল প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈল নিদান নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (১০) ভৃগু বংশীয় জনৈক গৌতমপ্রবর্তক ঋষি। তাহাদের ভৃগু, চ্যবন, আগ্নিবান্, উরু ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর। মং-১২৫। (১১) ঋষি বিশেষ। তিনি দেবরাত রাজার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও বৈশম্পায়নের বিবাদে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (১২) মহর্ষি বেদবাস স্মমন্ত, জৈমিনী,

পৈল, বৈশম্পায়ন ও স্বীয় তনয় শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁহারা ই ভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা প্রকাশ করেন। মহাভা-আদি-৬৩। (১৩) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪। (১৪) বসুর তনয় পৈল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞে ছোতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩২। (১৫) উশীনরের পুত্র তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর তনয় রুমদ্রথ, রুমদ্রথের তনয় পৈল, পৈলের তনয় সূতপা, সূতপার তনয় বলি। অগ্নি-২৭৭।

পৈলমৌলী—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বংশের কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

পোত—তামস মনুর অগ্নতম তনয়। শিব-ধর্ম-৫৮।

পোতক—পাতালের ভোগবতী নগর-বাসী সুরসা ভূজঙ্গীর সন্তান তনয়ের অগ্নতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১৩২।

পোতরণ—হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতির ভগিনী সিংহিকাকে দানবেজ বিপ্রচিতি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভজাত অগ্নতম তনয়। হরি-হরি-১৩।

পোবভেণ্ডা—দেবাসুর সমরে সন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, দ্বিরথপাবন-তীর্থ ত্যাগ সাহাবার্য দ্রায় অমুচব রোণ্ডান্ডি ও পোবভেণ্ডাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পোড়ব—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

পোণ্ডু—বসুদেবের অন্যতম স্ত্রী সূতমুর গর্ভে পোণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা হইয়াছিলেন। হরি-হরি-১৬০।

পোণ্ডুক—(১) একজন রাজা। তিনি দ্রোণদৌর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) শিশুপালের মিত্র। রাজা বিশেষ। ভাগ-১০ঙ্-৫৩। (৩) কুরু দেশাধিপতি পোণ্ডুক, “আমিই বাসুদেব” এই বলিয়া কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করেন, যেন কৃষ্ণ তাঁহার শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তাহাতে অভিযম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, পোণ্ডুক ও স্বীয় বন্ধু কাশী-রাজ্যের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে উভয়েই নিহত হন। ভাগ-১০ঙ্-৬৬। (৩) শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত হরণ কালে রাজা পোণ্ডুক কল্পীর পক্ষাবলম্বনপূর্বক যত্নসৈন্যেব সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৪) সাবর্ণিমমুর অন্যতম তনয়। বায়ু-১০০। সাবর্ণিমমু দেখ। (৫) বারাগসী নামে পোণ্ডুক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসুদেবের নার চতুর্ভূজ মূর্তি

হন। কিন্তু বহুদেব তনয় বাহুদেব বর্তমান থাকিতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ সম্ভবপর নহে মনে করিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্তূর্ণদর্শন চক্ৰাঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্বক বারানসীতে প্রেরণ করিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৫১।

পৌত্রি—অত্রি বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, বামরথ্য ও পৌত্রি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১১৭।

পৌর—(১) অত্রির অপত্য মহর্ষি পৌর একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিনয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৫।৭৩। (২) ভরত বংশীয় কচিরামের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পৌর, পৌরের তনয় নীপ। মৎ-৪৯। (৩) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আগ্নীবান্, ঔর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১১৫।

পৌরব—(১) পৌরব নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি দ্রোণদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) অঙ্গরাজ যাজ্ঞিক, পৌরব রাজা দশ লক্ষ স্ত্রোতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-

৫৭। (৩) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও পৌরব ছিল। তিনি তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের জ্যায় বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

(৪) পৌরবের তনয় দ্রুমন্ত। দ্রুমন্তের তনয় বরাধ, এই বরাধের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। (৫) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র পৌরব। মহাভা-অনুশা-৪।

পৌরবী—(১) পাণ্ডুপুত্র বুধিষ্ঠিরের অন্যতম পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯২-২২। (২) বহুদেবের অন্যতম পত্নী। তাঁহার গর্ভে সুভদ্রা, ভাদ্রবাহু, হর্ষদ প্রভৃতি ষাটটি পুত্র জন্মে। ভাগ-৯২-১৪; বিষ্ণু-৪র্থ-২৫।

পৌরিক—অতি পূর্বকালে পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরজী-কাতর ক্রুর স্বভাব নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃত্যুর পরে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৃগাল জন্মে তাহার সদবুদ্ধি উদয় হওয়ায় তিনি অতি সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া কিছুকাল এক শাস্ত্রদলের অমাত্যের কাজ করিয়াছিলেন। পরে অরণ্যে প্রস্থানপূর্বক প্রায়োপবেশনে

কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভারতের এই গল্পটী নানা উপদেশে পরিপূর্ণ। মহাভা-শাস্তি ১১১।

পৌরুণ্ডস—একজন অঙ্গিরা বংশীয় মন্ববেদী ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

পৌরুষিষ্ঠি—একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহার মতে কেবল তপস্বীই কর্তব্য। তৈত্তি-১১১।

পৌরুষের—সূর্যের অগ্রে ক্রমে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষের প্রভৃতি দ্বাদশ রাক্ষস গমন করেন। কৃষ্ণ-পু-৪১। অপ দেখ। বায়ু ৫২।

পৌর্ণমাস--(১) দর্শ পৌর্ণমাস বৃহৎ রথস্থর প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ, ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম সৃষ্ট করেন। বায়ু ৬৭। জয়গণ দেখ। (২) মন্বন্তরে শুদ্ধবংশীয় নরপতি ক্রীশাস্তকর্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় লম্বোদর। ভাগ ১২৪-১।

(৩) মরাড়ির পত্নী সম্বৃতির গর্ভে তিনি ওন্দ্রগ্রহণ করেন। তাঁহার বিরজা ও সর্পগ নামে দুই পুত্র জন্মে। মার্ক-৫২; বিষ্ণু ৩৪-১। (৪) অগস্ত্য বংশীয় জৈনিক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারদ এই তিনটি আর্শেব প্রবর্ত। মৎ-২০২।

পৌল—ভারতীয় মন্বন্তরের সম্প্রদায়ের অন্যতম। বায়ু ৬২। তাঁহাদের মন্ত দেখ।

পৌলকামিনী-অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা,

বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সত্য এই পাঁচটি আর্শেব প্রবর্ত। মৎ ১৯৬।

পৌলম—বৈশ্বানর দানবের কন্যা। পুন্দ্রোমা ও কালকাকে মারীচ বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে পৌলম ও কালথঞ্জ দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১।

পৌলস্ত্য--(১) ভৃগুবংশীয় জৈনিক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ঔর্যের ও মারুত এই দুইটি আর্শেব প্রবর্ত। মৎ-১৯৫। (২) পুন্ড্রা বংশীয় বলিরা রাবণের এক নাম পৌলস্ত্য। রামা-উত্ত ২০. ২২। ঋষি বিশেষ। রামা-অদি ২০. (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সম্প্রদায়ের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড ৬৮। স্বারোচিষ মন্ত দেখ।

পৌলহ—প্রথম মেঘসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেঘাতিথি, কাশ্মির বনু, ভাগিব জ্যোতিষ্মান, অঙ্গিরস জ্যোতিষ্মান, বশিষ্ঠদেবন, অত্রেরহবাবাতন ও পৌলহ এই সাত জন ঋষি ছিলেন। হরি-ভার-৭।

পৌলগ—বংশীয় বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের একমাত্র বশিষ্ঠই আর্শেব প্রবর্ত। মৎ ২০০।

পৌল্যবি—পুলুয় ঋষির তনয় ব্রহ্মবানী সত্যবজ্র। তিনি পুলুয় নামেও খ্যাত ছিলেন। ছান্দোগ্য ১৬৩ ২০।

পৌলোম--ঋষি বিশেষ। হরি-ভার-৭। মারীচ রাক্ষসের অস্ত্রতনা স্ত্রী ও বৈশ্বা

নবীন কথা পুলোমার সপ্তানব।
পোলম দৈতা নামে খ্যাত। বায়ু-৭৮।
মহাশ্মা কণ্ঠপের ওরসেও বৈশ্বানর
দানব কথা পুলোমার গড়ে পালো-
মেরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা
সংখ্যায় বহুসংখ্যক ছিলেন। মধ্যম
পাণ্ডব অজ্ঞান হইতে সকলকেই নিহত
হন। ভাগ-৩৮-৩। সমুদ্র মন্থনের পর
দেবগণের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিশ্ব
দেবগণ পোলোমগণের সহিত যুদ্ধ
করেন। ভাগ-৮৪-১০।

পোলোমী (১) তক্ষ পোলোমীর গড়ে জন্ম
গ্ৰহণ ও মীচ, ম নামে তিন পুত্র উৎপাদন
করেন। ভাগ-৩৪-২৮ (২) পুলোমা
তনয়া পোলোমী মহর্ষি ভৃগুর পত্নী
ছিলেন। তাহার গড়ে ভৃগুর ভবন,
ভোবন, স্তম্ভ, স্তম্ভন, ক্রতু, বসু, মৃদ্ধা,
তাজা, বহুদ, প্রভর, অবায়, দক্ষ
প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা ও যাজ্ঞিক পুত্র
উৎপন্ন হয়। পরে ভৃগু পোলোমীতে
দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রগণকে উৎপন্ন
করেন। মং-১৯৫।

পোষ্টি - যবান্তির পুত্র পুরু। পুরু
অগ্রতনয়া দ্বা পোষ্টি হইতে প্রবীর,
ঋতুর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে।
মহাভা-আদি-৯৪।

পোষ্যসাণ - ভৃগুবাণীর কনিষ্ঠ গোত্র-
পদগুরু ঋষি। তাহাদের বর্গে ৩২৮০
দেবস ও বৈবস হইত। তাঁরা আশ্রয়
প্রাপ্ত। মং-১৯৫।

পৌপ্পাঙ্গ - তিনি বীর গুরু সুরক্ষার
নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন।
তাঁহাদের উদীচা নামে খ্যাত অনেক
শিষ্য ছিল। লোকাঙ্গী, লাক্ষ্মী, কুলা,
কুশীদ, কুক্ষি এই পাঁচজন পৌপ্পাঙ্গের
শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়া
ছিলেন। ভাগ-১২৪-৩। (১) মহর্ষি
সুরক্ষা বীর শিষ্য পৌপ্পাঙ্গ ও হিরণ্য-
নাভকে সহস্র প্রকার সামবেদ সংহিতা
অধ্যয়ন করান। লোকাঙ্গী, কুশুম্বী,
কুশীদ ও লাক্ষ্মী প্রভৃতি পৌপ্পাঙ্গের
শিষ্য। তাঁহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনেক
সংহিতা রচিত হইয়াছে। বিষ্ণু-৩য়
৩। পৌপ্পাঙ্গ দেখ।

পোষ্য—নরপতি পোষ্য উপাধায় আশো-
দবোমের শিষ্য মহর্ষি বেদকে উপাধায়
পদে বরণ করেন। এই বেদেরই
শিষ্য উত্তর ঋষি তাঁহার মহর্ষীর কর্ণ-
গ্রন্থ গুরু দক্ষিণার জন্ত গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। মহাভা-আদি-১৯, ২০। উত্তর
দেখ।

পোষ্যজ্ঞি—ইন্দ্র বরে মহর্ষি সুরক্ষার
পোষ্যজ্ঞী ও হিরণ্যনাভ কোশল্য
নামে দুই শিষ্য পাঁচ হইয়াছিল।
শ্রীভন উদীচা সাধারণই ই পোষ্যজ্ঞীর
শিষ্য। তিনি তাঁহাদিগকে পাঁচশত
সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।
পোষ্যজ্ঞীর শিষ্য কুশুম্বী, লোকাঙ্গী,
কুশীদ ও লাক্ষ্মী এই চারিজন।
বা-৩১; বক্রা-৩৭। সুরক্ষা দেখ।

পোষ্পিঞ্জি দেখ ।

প্রকাল—দেবাসুর যুদ্ধে অীকৃষ্ণ দৈত্য-
গণের প্রতি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ
করিলে, দৈত্যপতি প্রকাল সেই চক্র
গ্রাস করিয়া ফেলেন। তদ্বশনে শূলপাণি
মহাদেব শূল প্রহারে প্রকাল, কাল-
প্রভ, কলাস্ত, কালবিগ্রহ প্রভৃতি
দৈত্যকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-নাগ ৩৪ ।

প্রকালন—নাগরাজ বাসুকির অগ্রতম
পুত্র । রাজা জনমেজয়ের সর্পসভা
তিনি বিনষ্ট হন । মহাভা আদি-৫৭ ।

প্রকাশ - (১) রৌবতমন্ত্রণ ধৃতিমান,
অবাগ, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, অরণ্য, নিরুৎ-
সুক, প্রকাশ, নিম্নোক্ত, সত্যবাক্য ও
কবি নামে দশ পুত্র ছিল । হরি-হরি ৭;
শিব-ধর্ম ৫৮ । (২) মকবংশীয় হৈহয়,
বীতভবা নামে পাত ছিলেন । এই
বীতভবা ভূরূচ্যের প্রভাবে ক্ষত্রিয়
হইয়াও বাক্যগদ্য প্রাপ্ত হন । এবং
তাঁহার বংশধরেরা পরবর্তী সময়ে মক-
বংশেই রাজ্য করিতেছিলেন । এই বংশের
মহর্ষি শ্রবীর তনয় তন । তন্মের তনয়
প্রকাশ, প্রকাশের তনয় বাগিন্দ্র,
বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি । মহাভা
অনুশা ৩০ ।

প্রকাশক রৌবত মন্ত্রণ অগ্রতম পুত্র ।
২২৯; পদ্ম-সৃষ্টি ৭ রৌবত মন্ত্র দেখ ।

প্রকৃতি - (১) মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রাবল্যে
লোক সৃষ্টি করিতে সমুদ্র তটস্থ
প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপ

অবলম্বন করিয়াছেন । বৃহদ-৩ । (২)
ভূগার অগ্র নাম । বায়ু-৯১ । (৩)
পরমায়া যোগের দ্বারা স্বয়ং বিধা
বিভক্ত হইলেন । তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ
পুরুষ ও বামাঙ্গ প্রকৃতি স্বরূপা
হইলেন । নিতোচ্ছাময় অীকৃষ্ণের স্তবনে
ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মলপ্রকৃতি সহসা
আবিভূতা হইলেন । এবং তাঁহার
আজ্ঞামুসারে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত
হইলেন । তাঁহাদের নাম হইল—
ভূগা, রাধা, লক্ষ্মী, সন্ন্যস্তী ও সাবিত্রী ।
ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১ ।

প্রগল্ভা—ভদ্রকালীর অপর নাম ।
বায়ু-৯ ।

প্রগাথ—কথ গোত্রীয় মহর্ষি প্রগাথ
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্
মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । তাঁহার পুত্র
কালিভগা । ঋক্-৮।৩০।১ ; ৮।১।১ ।

প্রঘস (১) রাবণের অন্তর্ভুক্ত একজন
রাক্ষস সেনাপতি । লঙ্কা সমরে তিনি
বানর ভণ্ডে নিহত হন । মহাভা বন-
২৮৩ । (২) রাবণের প্রঘস নামে দুই
জন সেনাপতি ছিল । একজন হনুমান
ভণ্ডে নিহত হন । রামা-মূল ৪৬ । (৩)
প্রঘস নামে আর একজন স্ত্রীভাব ভণ্ডে
নিহত হন । রামা-লঙ্কা-৪৩ । (৪)
বারাণসীর রাজা ভৃঙ্কর, মহর্ষিগৌরমুখের
মণি-সমভূত সেনাপতিদিগকে বিনাশ
করিবার জন্ত প্রঘস, বিঘস, সঙ্ঘস,

অশ্বিনপ্রভ, বিহাংপ্রভ, সুঘোষ, উন্মত্তাক্ষ, ভগবান, অগ্নিদত্ত, অগ্নিতেজা, বাহু, শত্রু, প্রতর্দন, বিরোধ ও বিপ্র-
চিন্তি নামে পঞ্চদশ সেনাপতিকে
প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা
সকলেই শত্রু হস্তে বিনষ্ট হন । বরা-
১১ । (৫) দৈতাপতি মহিষাসুরের
অন্ততম মন্ত্রী । বরা ৯৩ । (৬) বলির
অন্ততম ছত্ৰচার কটনৈক প্রদান দানব ।
২২২, ৪৫ । (৭) রাবণের সেনাপতি ।
শূন্যে দীপ্তি প্রদানের অশ্বিনপুঙ্গব নামে
পঞ্চদশপুঙ্গব সাতার সহিত পাঠিত
হন । পরে সাতার নিকট হস্তে
অশ্বিনপুঙ্গব পতাবতন
কালে অশোক বন নষ্ট করেন । রাবণ
শূন্যত্বের ভয়নাগে প্রবশ প্রভৃতি
দৈত্যগণকে প্রেরণ করেন । কিন্তু
সকলেই জনমান হস্তে নিহত হন ।
রামা যুদ্ধ ৪৩ । (৮) রাবণস্বর্গ
সমালীনাগের তৎপত্নী কেতুমতীর
গর্ভে প্রসূত, প্রবশ প্রভৃতি দশ পুত্র ও
কুন্তীনদী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা
জন্মগ্রহণ করেন । রামা-উদ্ধ ৫ ।
কেতুমতি দেখ ।

প্রবশ--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কাতিকৈয়ের অমুচরী কন্যাপদাশিনী
মাতৃগণের অন্ততম । মহাভা-৭৮৮ ।

প্রবশ-দেব নামক দেবতাপুত্রের
অন্ততম । বায়ু ৩২ । দেখ দেখ ।

প্রবোধ--লক্ষণা প্রবোধের অন্ততম পত্নী

চিন্তন । তাঁহার গর্ভজাত দশ পুত্রের
অন্ততম প্রবোধ । ভাগ-১০ঙ্ক-৬১ ।

প্রচণ্ড (১) ভাত চারিগীর অন্ততম পুত্র ।
অসংযত চরিত্র নরগণের স্বৃতিকে
সে বিনষ্ট করে । মাক-৫১ । অর্দ্ধহারী
ও স্বতীহারিণী দেখ । (২) জালন্ধর
দৈত্যের অন্ততম সেনাপতি তিনি দেবী
পার্বতীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ।
পদ্ম উদ্ধ ১০১ ।

প্রচণ্ডনরসিংহ--কালীমিত্র একটি শিব-
লিঙ্গ । তাঁহার অচ্চনা করিলে, নর
সদাশয় হস্তে মুক্ত হয় । হৃদ কালী-
উদ্ধ-৩১ ।

প্রচণ্ডা--চতুঃসক্তি বাগিনীর অন্ততম ।
অগ্নি-৫২ ।

প্রচণ্ডাশ্ব--গগনচরিত্রের অন্ততম সেনা-
পতি । তিনি দেবী পার্বতীর সহিত
যুদ্ধ করিয়া সমালয়ে গমন করেন ।
হৃদ কালী-উদ্ধ-৭১ ।

প্রচিন্দ (১) বাজা পুত্রপুত্র মহাবীয়া,
মহাবীয়ায় জনম প্রচিন্দ । তিনি
প্রাচী দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া
প্রচিন্দ নামে খ্যাত হন । তাঁহার
তনয় প্রবীর, প্রবীরের তনয় মনস্বা ।
হরি-হরি-৩১ । (২) পুরুবংশীয় জনমে-
জয়ের তনয় প্রচিন্দ, তৎপুত্র প্রবীর,
প্রবীরের পুত্র মনস্বা । বিষ্ণু-৫র্থ-১৯ ;
ভাগ-৯ঙ্ক-২০ ।

প্রচেতা--(১) মহর্ষি প্রচেতা অতি প্রাচীন
বৈদিক যুগের একজন মহর্ষি ঋষি

ছিলেন। তিনি ঋষপ্ন বা অমঙ্গল নাশের জন্ত কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ১০।১৬৪।১। (২) যযাতি বংশীয় হুহুর তনয় প্রচেতা, তৎপুত্র সুরচেতা। হরি-হরি-৩২। (৩) বেন তনয় পথুর বংশীয় প্রাচীনবহির পত্নী সমুদ্র কন্যা সৰ্বণা দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রচেতা। তাঁহারা দশ সহস্র বৎসর সমুদ্র সলিলে শয়নপূর্বক একধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া মহৎ তপশ্রা করিয়াছিলেন। প্রচেতাদের তপশ্রাচরণকালে মহীৰুহ-গণ অরক্ষমাণা মহীকে আবরণ করিয়া ছিল। তপোযুক্ত প্রচেতার জ্ঞান চক্ষুদ্বারা, তাহা জ্ঞাত হইয়া জাতক্ৰোধ বশতঃ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃজন-পূর্বক বৃক্ষ সকল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃক্ষ সকলের রাজা সৌম বৃক্ষক্ষয়ে বাগিত হইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন এবং স্বীয় কন্যা মারীষাকে পরিণয়ার্থে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা দশ নাতী মিলিয়া মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়। হরি-হরি-২। (২) গন্ধর্ষ চিত্রিতা সূর্য্য, প্রচেতা হইতে কন্দল, হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন ও মেঘমালী নামে চারি পুত্র এবং লোহেরী, ভরতা, ক্রমাসী ও বিশাখা নামী চারিটী কন্যা লাভ করেন। এই চারিটী অপ্সরা কন্যাকে

বিক্রমশালী বিশাল বিবাহ করেন। বায়ু-৬৯। সূর্য্য দেখ। (৫) প্রাচীন-বহির ঔরসে ৩ সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতির গর্ভে তাঁহাদের জন্ম হয়। তাঁহার দশ ভাই প্রচেতা নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই সমান ব্রতধারী ও ধর্ম্মপাবন। পিতৃ আদেশে তাঁহারা সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়া কঠোর তপশ্রা ব্রত নিমগ্ন হন। প্রথমে মহাদেবকে পরে মহাদেবের উপদেশে বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মারিষাকে বিবাহ করিতে বর দেন। তদনুসারে তাঁহারা স্বরাজ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৯-২৪। (৬) যযাতি বংশীয় জন্মদের পুত্র। প্রচেতার একমাতৃ সন্তান। তাহারা উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া শ্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছেন। ভাগ-২৩। (৭) প্রাচীনবহির পুত্র দশ প্রচেতার সকলে মিলিয়া অপ্সরা সম্ভ্রুতা বৃক্ষগণ কতৃক পালিতা একটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে দক্ষ জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬৯-৪। (৮) পৃথুনন্দন ইবদ্বানের পত্নী আশ্বেরী প্রাচীনবহিকে প্রসব করেন। প্রাচীন-বহির স্ত্রী সমুদ্র তনয়া, প্রচেতা নামক দশ পুত্র প্রসব করেন। মহাদেবের শাপে বক্ষার পুত্র দক্ষ প্রচেতাকপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচেতাদের ঔরসে

ও মারিষার গর্ভে দক্ষ-প্রজাপতি জন্ম-
গ্রহণ করেন । কৃষ্ণ-পৃ-১৫ । (৯) মনু-
বংশীয় নৃপতি প্রাচীনবহির পত্নী ও
সমুদ্রের কন্যা সর্বদা প্রচেতা নামে দশ
পুত্র প্রসব করেন । তাঁহারা পিতার
আদেশে সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পুত্রার্থে
একাদশ মাসাবধি করেন । হরি তাহা-
দিগকে সমুদ্র উৎপাদনের বর প্রদান
করেন । তদনুসারে সোমের অনুরোধে
প্রচেতাগণ, দশ নাতা মিলিত হইয়া,
রক্ষগণের পালিতা, মহর্ষি কপূর গুরসে
ও প্রমোচা নামী অপ্সরার গর্ভে উৎপন্ন,
নারিসা নামী কন্যাকে বিবাহ করেন ।
নারিসা গর্ভে দক্ষ-প্রজাপতির জন্ম
হয় । এইখানে দৃষ্টব্য এই যে মারিষার
সোমের অংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার পুত্র
দক্ষ সোমের দোষিত, আবার এই
দক্ষেরই সাতাশটি কন্যাকে সোম
বিবাহ করেন । বিষ্ণু-১ম-১৫ । (১০)
যজুর্গত বংশীয় ভৃগুমের তনয় প্রচেতা,
প্রচেতার একশত তনয় উদীচাদি
মৈত্রেয়গণের উপর আধিপত্য করিয়া-
ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১৭ । (১১) প্রজাপতি
ব্রহ্মার অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা জন্মগ্রহণ
করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৮ । (১২) প্রচেতার
মানস হইতে গোতমের জন্ম হয় ।
ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৯ । (১৩) প্রচেতার পুত্র
মেধস । তিনি রাজা সুরথকে ভৃগু
পুত্রার বিধান দেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৩২ ।
(১৪) প্রচেতার তনয় মেধস । তিনি

বাজা সুরথকে ভৃগুপুত্রার বিধান দেন ।
ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৩২ । (১৫) প্রচেতার পুত্র
অসিত, অসিতের তনয় দেবল বা
অষ্টাবক । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৩০ । (১৬)
ব্রহ্মার অগ্নতম মানস পুত্র । মৎ-৩ ।
(১৭) সমুদ্র নন্দিনী সর্বদার গর্ভে,
প্রজাপতি প্রাচীনবহির দশ পুত্র জন্মে ।
তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে খ্যাত ।
সোমের কন্যা মারিষার গর্ভে প্রচেতাদের
দক্ষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-
৪১ । (১৮) যজুর্গত বংশীয় যজ্ঞের তনয়
বিভস, বিভসের তনয় প্রচেতা । এই
প্রচেতার একশত পুত্র । তাঁহারা সকলেই
উত্তর দিক অধিকার করিয়া মৈত্রেয়াজ্যের
অধিপতি হন । মৎ-৪৮ । (১৯) অগ্নি
বংশে প্রাচীনবহির দশ পুত্র প্রচেতা
নামে খ্যাত । দক্ষ নামে এই দশ
নাতার এক পুত্র ছিল । মহাভা-শান্তি-
২০৮ । (২০) প্রথমতঃ ইহার দশ পুত্র
জন্মে । তাঁহারা সকলেই রাক্ষস
হইয়াছিলেন । ভগবান্ প্রচেতা মুখ-
নির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী
রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দহন করেন । পরে
দক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে । মহাভা
আদি-৭৫ । (২১) জনৈক মহর্ষি ।
মহাভা-সভা-৭ ।
নিয়োজিকা—যমের দৌহিত্রী নিয়ো-
জিকার কন্যা । মার্ক ৫১ । অন্তহীন
ও নিয়োজিকা দেখ ।
প্রজ্ঞা—(১) রাবণের অগ্নতম সেনাপতি ।

লঙ্কা সমরে তিনি অশ্বকর্ণের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (২) বানর দলপতি। বানর সৈন্তের লঙ্কায় অভিযান কালে প্রজ্ঞপ্ত, দরীমুখ, জম্বু, সরভ ইহারা সৈন্তদিগকে সত্বর গমনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪। (৩) অস্ত্র একজন রাবস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে অঙ্গদকর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭৬।

প্রজ্ঞন—ভরত বংশীয় মধুরণের তনয়। কুরু। কুরুর নামানুসারে চাহান বংশ কোরব নামে খ্যাত। কুরুর মুখ্য, জঙ্ঘু, পরীক্ষিত, প্রজ্ঞন ও অবিমর্দন এই পাঁচ পুত্র। মৎ-৫০।

প্রজাগবা—অম্বসবা প্রজাগবা চন্দ্রের মধ্য নৃপাঙ্গীত কবিগণ। মহাভা-বন-৪৩।

প্রজাপতি—ঋগ্বেদে ব্রহ্মার অত্যন্তম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড ৩৩।

প্রজানি—(১) বৈবস্বত মধুর বংশীয় উগন্ধনের তনয় প্রাণ্ডু, প্রাণ্ডুর তনয় প্রজানি, তৎপুত্র খনিয়। বায়ু ৮৬। (২) প্রজানির তনয় কনিয়, কনিয়ের তনয় কুপ। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

প্রজাপতি—(১) ইন্দ্র ও অশুর বিরোচন একবার প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তার্থ গমন করিয়াছিলেন। বিরোচন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের পূর্বেই চলিয়া আসেন। কিন্তু ইন্দ্র সম্পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত করিয়া গৃহাগত হন। ছান্দোগ্য ৮।

(২) প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। তদ্ব্যপাদে দেবসেনা কেশী দানবের পুত্র অশ্ববাগিনী ছিলেন বালিকা। কেশী তাঁহাকে ধরণ করিয়া বিবাহ করেন। দেবসেনাকে কার্ত্তিকের পুত্র বিবাহ করেন। মহাভা-বন-২২২—২৩০। দেবসেনা দেখ। (৩) ব্রহ্মার অস্ত্র নাম। মৎ-৪। (৪) ব্রহ্মাণ্ডের দর্শনসংহিতা নামক সভার মত প্রজাপতি, বেদবাস, অগ্নি, উল্লসিক, আপস্তম্ব, ব্রহ্মস্পতি, শুক্র, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, অঙ্গির। প্রভৃতি ঋষিরা সম্মিলিত হইয়া, মন্ডা-লোচনা করিয়া থাকেন। বরা-১৩৭।

প্রজাপতি একটা কদম্বের নাম। অগ্নি ৮৫।

প্রজাপাল—(১) মাতামুগে কৃতকীর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রজাপাল। তিনি মহাভূষণ নামে এক মুনির নিকট বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বরা ১০, ২১। (২) ইন্দ্রাক্ষ বংশীয় দীর্ঘবাহুর পুত্র প্রজাপাল, প্রজাপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি জন। পদ্ম-স্কন্ধ ৮। দীর্ঘবাহু দেখ।

প্রজাবতী—কদম্ব প্রজাপতির কন্যা প্রজাবতী নরপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তিনি সম্রাট ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা এবং আয়ীধ, মেধাতিথি

প্রভৃতি দশ পুত্র প্রসব করেন ।
মার্ক-৫৩ । কর্দ্ম, কৃষ্ণি ও প্রিয়বত
দেখ ।

প্রজাবান্—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক
যুগে প্রজাবান্ নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
ছিলেন । তিনি যজ্ঞমান সম্বন্ধে
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ।
ঋক্-১০।১৮৩।১ ।

প্রজা—মহাদেবের স্বী পার্শ্বতীর এক
নাম । ব্রহ্মার মুখ হইতে তাঁহার জন্ম
হয় । বায়ু-২ ।

প্রজর—প্রজরের স্বী মৃত্যু ও জরা ।
ব্রহ্মবৈ প্রক্-১ ।

প্রণবেলী—দুর্গ অশুরের বিনাশার্থ,
পার্বতী স্বীয় দেহ হইতে যে সকল
মহাশক্তির সৃষ্টি করেন, প্রণবেলী
তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন । স্বন্দ
কাশী উত্ত-৭২ ।

প্রণয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা ।
অগ্নি-৫২ ।

প্রতদন—মহর্ষি প্রতদন একজন ঋষেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্র
সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-
ছিলেন । ঋক্ ১০।১৭৯।১ ।

প্রতপণ—একজন রাক্ষস সেনাপতি ।
লঙ্কা সমরে নল নামক বানরপতির
সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় । নল তাঁহার
চক্ষু উৎপাটন করিয়া পরে তাঁহাকে
বধ করেন । রামালঙ্কা-৪৩ ।

প্রতর্দন—(১) বারাণসীর রাজা দিবো-

দাসের পত্নী দৃশদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দন
জন্মগ্রহণ করেন । দিবোদাস যজ্ঞবল্ক্য

নরপতি ভদ্রশ্রেষ্ঠকে পবাস্ত্র কবিতা
বারাণসী নগরী অধিকার করেন ।

কিঞ্চ ভদ্রশ্রেণ্যেব তনয় তর্দম পুন
বারাণসী অধিকার করেন । দিবো-

দাসের তনয় প্রতর্দন অাবাব বারাণসী
অধিকার করেন । প্রতর্দনের তনয়

বৎস ও ভার্গ । হবিঃরি-১ । (২)

বিশ্বামিত্রের অগ্রতম পুত্র প্রতর্দন
ব্রাহ্মণকে অথ দান কবিতা আশ্র-

প্রশংসা করিয়াছিলেন । সেইজন্ত
তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হন । মহাভা-বন-১৯৬ ।

(৩) কাশীর রাজা ভীমসেনের তনয়
দিবোদাস, মহর্ষি গান্ধার্যের প্রার্থনায়

যয়াতির কন্যা মাধবীকে দ্বিতীয়বার
বিবাহ করিয়া প্রতর্দন নামক এক পুত্র

উৎপাদন করেন ও কন্যার শুদ্ধ স্বরূপ
তাই শত অশ্ব প্রদান করেন । মহাভা-

উদ্-১১৬ । মাধবী দেখ । (৪) পরশুরাম
পৃথিবী নিক্ষেপিয়া করিলে প্রতর্দনের

পুত্র গোষ্ঠে গোবৎস-কুল কর্তৃক রক্ষিত
হইয়াছিলেন । মহাভা শান্তি-৪৯ । (৫)

উত্তমমন্তুর সময়ে প্রতর্দন, সুধামা,
সত্য, শিব, বশবর্তী, এই পাঁচটা বাদশক

গণ ছিলেন । কৃষ্ণ পৃ-৫০ । (৬)
ভূতার মন্বন্তরে উত্তমী মন্তু ছিলেন ।

এই সময়ে সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দন
ও বশবর্তী দেবতা ছিলেন । বিষ্ণু-৩য়-

১ । (৭) কাশীরাজ ধনুস্তরীর বংশে

দিবোদাসের তনয় প্রতদ্বন জন্মগ্রহণ করেন। প্রতদ্বন মদ্রদেশে ব্রাহ্মণে উচ্চৈশ্বর্য করিয়া অশেষ ব্রাহ্মণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম শক্রজিৎ হয়। ইহার পিতা দিবোদাস ইহাকে অতি পীড়িত সহিত “বৎস” “বৎস” বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম বৎস হয়। তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া ইহার এক নাম ঋতধ্বজ হয়। তিনি কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি নিবন্ধন কুবলয় নামেও কথিত হন। বিষ্ণু-৭৭৮। অলক দেখ। (৮) রাজা বিশেষ। রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞাভূতান হইয়াছিল, তিনি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইহারই পুত্র বৎস। পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষেপিয়া করিলে, গোষ্ঠে বৎসকুল কর্তৃক বৎস রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-৪৯। (৯) কাশীর অধিপতি প্রতদ্বন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান করিয়া ছিলেন। মহাভা শান্তি-২৩৪। (১০) তিনি ব্রাহ্মণকে স্বীয় তনয় দান করিয়া ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। (১১) জনৈক রাজা। মাতামহ যযাতির স্বর্গ পতন সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হয়। ইহার পিতার নাম ঔদম্ব। মহাভা-আদি ৯০। (১২) জনৈক রাজা। মহাভা সভা ৮। (১৩) কাশীর রাজা। তিনি দাশরথি নামের সখা ছিলেন।

লঙ্কাসমরবিজয়ী বামকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া বৎস নামে অযোধ্যায় আনিয়াছিলেন। বামা উদ্ভ ১৮।

প্রতাপ- (১) দিগ্বিজয় জয়দ্রথের অগ্রতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কড়ক দ্রোণদী হরণ কালে, তিনি অর্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা বন ২৩২- ৭০। (২) দৈত্যপতি বলির অগ্রতম অন্তর জনৈক প্রধান দৈত্য। মৎ ২৪৫।

প্রতাপমুকুট—প্রাচীনকালে প্রতাপমুকুট নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে দাপপরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিলে, তাঁহার পুত্র এই সংসারের অনিত্যতা, কর্মফলজনিত পুনর্জন্ম ও তদাত্মসঙ্গিক ভ্রংশ শোকাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া, কিরূপে বারাগসী ক্ষেত্রে পঞ্চায়তনে পবিত্র ওঙ্কারদেবের আরাধনা করিয়া পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ হয় তাহা সবিস্তারে বর্ণন করেন। তাহা শুনিয়া নরপতি প্রতাপ মুকুট সংসারে বীতরাগ হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন ও স্বয়ং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বারাগসী ক্ষেত্রে ওঙ্কারদেবকে পাণ্ডু হন। শিব মন-১৪৩।

প্রতি পুরুষের এক বর্ষীয় কৃষক পুত্র। প্রতির তনয় সঙ্কর, সঙ্কর্যেব পুত্র জয়। ভাগ-১০৪ ১৭।

প্রতিকামী—উষ্যেধনের অন্তর্গত সূতা।

সমষ্টিব দাতকীড়ার দৌপদী পংখে
পরাণিক হইলে, দৌপদীকে দাতাব
আনিবাব ওয়া তাহার নিকট পাত
কামাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।
পাতিকানী অকৃতকাল্য হইলে, পরে
ওশোশিন প্রেরিত হন । মতাভা মতা ৩৩।

প্রতিকঃ—উনপঞ্চাশৎ মকদ্গণের অগা-
তম । বায়ু-৬৭ । মকদ্গণ দেখ ।

প্রতিক্ষত্র (১) আদি বংশীয় মহাবি
প্রতিক্ষত্র একজন ক্ষত্রেদেব মনুদেব
আদি ছিলেন । তিনি বিশ্বদেবগণ ও
দেবপুত্রগণ দ্বন্দ্বক্ষে কতিপয় পাক্ মধু
রচনা করিয়াছিলেন । পাক্ ৫৪৩।

(২) চন্দ্রবংশীয় আদি তনয় জনেনা ।
জনেনা তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের
তনয় সঞ্জয় । হরি হরি-২৯ । (৩)
দারিত বংশীয় শমী তনয় প্রতিক্ষত্র,
প্রতিক্ষত্রের তনয় অরুণভোজ, অরু-
ণভোজের তনয় জদিক । হবি হবি-৬৮ ;
বায়ু-৯৬ । (৪) বজ্রবংশীয় শমী হইতে
প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্র হইতে সগরভোজ,
সগরভোজ হইতে জদিক জগদ্রথ
করেন । কৃষ্ণ পৃ ২৪ । (৫) ভজমান
বংশীয় শোনাগেব পঞ্চ পুত্রের অতম
প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র প্রতিক্ষেত্র, তৎপুত্র
জদিক । মং-৪৪ : অধি-২৭৫ । (৬)
চন্দ্রবংশীয় নবপতি ক্ষত্রবংশের তনয়
প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়,
তৎপুত্র জয় । বিষ্ণু-৪র্থ-৯ । (৭) যজু
বংশীয় নরপতি শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র,

প্রতিক্ষত্রের পুত্র অরুণভোজ, অরুণভোজের
তনয় জদিক । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । (৮)
প্রতিক্ষত্রের তনয় ভোজ, ভোজের
তনয় জদিক । পদ্ম-সৃষ্টি ১৩ । (৯)
ভজমান বংশীয় শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র,
তৎপুত্র প্রতিক্ষেত্র, প্রতিক্ষেত্রের পুত্র
জদিক । মং-৪৪ ।

প্রতিক্ষেত্র—ভজমান বংশীয় শোনাগেব
পঞ্চ পুত্রের অতম শমীর পুত্র ।
প্রতিক্ষেত্রের তনয় প্রতিক্ষেত্র, তৎপুত্র
জদিক । মং-৪৪ । প্রতিক্ষেত্র দেখ ।

প্রতিক্ষেত্র—কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ,
কুমার কর্তৃক স্থাপিত হয় । স্বন্দ নাচে-
কৃমা ৩৩ ।

প্রতিমক—জনক বংশীয় তর্গ্যশ্বেব পৌত্র
ও মরুর পুত্র । প্রতিমকের তনয়
দম্বায়া কীর্তিবধ । বায়ু-৮৯ ।

প্রতিদৃক্ষ—উনপঞ্চাশৎ মকদ্গণের অগা-
তম । মকদ্গণ দেখ । বায়ু-৬৭ ।

প্রতিপক্ষ—মতায়্য মরুত্তের বংশেব
ক্ষত্রবংশের তনয় প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষের
তনয় সঞ্জয় । বায়ু-৯৩ ।

প্রতিপার্শ্ব—সূর্য্যবংশীয় ভাবোর তনয় ।
প্রতিপার্শ্বের পুত্র সুপ্রতিপ । মং-২৭১ ।

প্রতিপালক—পরশর বংশীয় বিশ্বরূপ
নামক এক মুনির এক নামে এক পুত্র
ছিল । তিনি একবার মকর সংক্রান্তিতে
চপলতা বশতঃ পিতার দেবভবন হইতে
মকর ও লিঙ্গ অপহরণপূর্ব্বক একটি
ঘৃত কুন্তে স্থাপন করেন । অতঃপর

কিয়ংকালান্তে তিনি মরণাপন্ন হইয়া
 আনন্দি দেশে বাহুপুত্ররূপে জাতিস্বর
 হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মে
 বালকতাপ্রাপ্ত অজ্ঞানতাবশতঃ অশু-
 চ্চিত্ত হইলেও, সেই স্মৃতি ও লিপ্সের
 সংযোগেই স্মৃতিকথন মাথাখো-
 এইরূপ ফলবাতি হইয়াছিল। পূর্বজন্ম
 স্মৃতিহেতু এই জন্মে পিতৃপিতামহগত
 রাজ্য পাইয়া রাজ্যস্থ সমস্ত লিপ্সকেই
 যথাশক্তি স্মৃতিদ্বারা আশ্রিত করেন।
 তাহাতে ভগবান পাপভীর্ণ প্রাণ
 হইয়া তাঁহারই প্রার্থনামুগ্ধে তাহাকে
 গণপতি দান করেন ও সেই শরীরেই
 তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া যান। তদা-
 য় তিনি প্রতিপালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া
 শিবের আদেশ পালনে নিযুক্ত রহিলেন।
 বন্দ্যমতে কুমা-৭।

প্রতিপ্রভ—অত্র তনয় মধুপ্রতিপ্রভ
 একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
 তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক
 মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-৫।৪৯।২।
 প্রতিবন্ধক—জনক বংশীয় নরপতি মকন
 পুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরু-
 কৃতরুপের তনয় কৃতি ! বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

প্রতিবাহ—(১) অক্রুরের অগ্ন্যতম পুত্র
 লি-৯৬। অক্রুর দেখ। (২) বহুবংশীয়
 নরপতি ঋক্ষের অগ্ন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-
 ৪র্থ-১৪ ; বায়ু-৯৬। অক্রুর ও পতি
 বাহু দেখ।

প্রতিবাহ (২) বহুবংশীয় ধম্মায়া

নরপতি ঋক্ষের ঔরসে ও কানীরাজ
 নন্দিনী গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর, প্রতি-
 বাহ প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র এবং সুন্দরী
 নানী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।
 হারি-৩৪। ভাগবতের ৯ঙ্ক-২৪
 অধ্যায়ে ত্রয়োদশ পুত্র বলিয়া কথিত
 হইয়াছে। অক্রুর ও প্রতিবাহ দেখ।

(১) কৃষ্ণবংশীয় বজ্রের পুত্র, অনিরুদ্ধের
 পৌত্র। প্রতিবাহর তনয় সুবাহ,
 সুবাহর পুত্র উপসেন। ভাগ-১০ঙ্ক-
 ২০। (৩) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ।
 তৎ-প্রপৌত্র প্রতিবাহ, প্রতিবাহর পুত্র
 সুচারু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (৪) অক্রুরের
 অগ্ন্যতম পুত্র রত্নার গর্ভে উপমহা,
 মাস্তুর, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ,
 অরিসদন, শক্রয়, ধর্ম্মভূং, ধৃষ্টবর্মা,
 গোঘনচর, আবাহ এবং প্রতিবাহ
 জন্মগ্রহণ করে। লি-৬৯। (৫) যজু-
 বংশীয় বজ্রের পুত্র প্রতিবাহ, তৎপুত্র
 সুচারু। বায়ু-৯৬।

প্রতিবন্ধা—(১) দ্রৌপদী হইতে যুধিষ্ঠিরের
 প্রতিবন্ধা, তাঁমের স্ত্রীসোম, অশ্বিনের
 শতকশ্মা, নকুলের শতানীক ও সহ-
 দেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ
 করেন। মহাভা-আদি-৬৪২, ২২১ ;
 মহাভা-সভা-৬৯ ; ভাগ-৯ঙ্ক-২২ ; বায়ু-
 ৯২ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২০ ; মৎ-৫০। (২)
 পূর্বজন্মে তিনি বিশ্ব নামে দেবগণ
 ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

প্রতিবাহ, প্রতিবাহ—উদ্ধাক্ষ বংশীয়

করের তনয় বৎসবাত, বৎসবাতের পুত্র
প্রতিবাহ, তৎপুত্র দিবাকর। বায়ু ৯৯।

প্রতিবোম—(১) রঘুবংশীয় নরপতি
বৎসরঞ্জেয় পুত্র। ভানু প্রতিবোমের
আম্বজ। ভানুর তনয় দিবাকর,
দিবাকরের তনয় সহদেব। মৎ-২০১।

পতিভানু—(১) অগ্নির অপত্য মহর্ষি
পতিভানু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা
পাণি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সথকে
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।
ঋক্-১৭৮। (২) সত্যভামাব গর্ভে
শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-
১০৭-৩১ ; অগ্-১৩৩।

পতিভানু—একজন মূল্যবান পদার্থ
এ ভা-১৫৩।

পতিভানু—মেধাঃ, মেধাতিথি, সত্য
মেধাঃ, পার্শ্বমেধাঃ, অন্নমেধাঃ, ভূমেধা-
মেধাঃ, দাপ্ত্রমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ,
স্ত্রবমেধাঃ, বৃদ্ধমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ,
প্রতিমেধাঃ, মেধাবান্ ও মেধভক্ত
ভক্তবা শুমেধাগণ বংশীয়; কাণ্ডে হইয়া
পাটেন। বঙ্গা-৩৮ ; বায়ু ৩২।

পতিবগ—(১) অগ্নিবংশীয় মহর্ষি প্রতিবগ
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা পাণি ছিলেন।
তিনি বিশ্বদেবগণ সথকে কতিপয় ঋক্
মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৫৪৭। (২)
পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের
তৎপুত্র, সুবাহ ও প্রতিবগ নামে তিন
পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা জন্মে।
প্রতিরথের তনয় কথ, কথের তনয়

মেধাতিথি। হরি-হরি ৩২। গৌরী
ও তৎপুত্র দেব। (৩) শ্রীকৃষ্ণের বংশীয়
বজ্রের তনয় প্রতিবগ, প্রতিবগের পুত্র
সুচারু। হরি-হরি-১৭। (৪) পুরু-
বংশীয় ভদ্রাধের দশ পুত্রের অন্যতম
মতিনাব, মতিনারের পুত্র তৎপুত্র,
প্রতিরথ ও পুরস্ত। প্রতিবগের তনয়
কথ, কথের তনয় প্রসিদ্ধ মেধাতিথি।
অগ্নি ২৭৮।

পতিকপ—অতি প্রাচীনকালে প্রতিকপ
নামে একজন বিখ্যাত দানব রাজা
ছিলেন। মহাভা-পাণ্ডি-২২৭।

প্রতিকপা—প্রজাপতি মৈকর অন্যতম
কন্যা প্রতিকপাকে মন্তবংশীয় কিল্বক
বিবাহ করেন। ভাগ-৫৭-১৩।

প্রতিশ্রবা—কুরুবংশীয় নরপতি অনথা
হইতে পরীক্ষিত, পরীক্ষিত হইতে
ভীমসেন, ভীমসেনের দ্বী কুমারী হইতে
প্রতিশ্রবা, প্রতিশ্রবের পুত্র প্রদীপ।
মহাভা-আদি ৯৫। প্রতীপ দেখ।

প্রতিষ্ঠা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কাণ্ডিকেশের অন্তর্গত যে সকল মাতৃকা
ছিলেন, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা অন্যতম
ছিলেন। মহাভা-সভ ৪৭। (২) পুণ্ডর
পন্নী প্রতিষ্ঠা দেবী। বঙ্গবৈ-প্রকৃ-১ ;
দেবীভাগ-৯৯-১।

প্রতিষ্ঠাতা—যজ্ঞকায়া সুসম্পন্ন করিবার
জজ্ঞ, বক্ষা, উল্লাসিতা, হোতা ও অধ্বর্ষ্য
এই চারি জন প্রধানতঃ যজ্ঞ নিরূপক
জন। ইহাদের প্রত্যেকের তিন জন
করিয়া সহকারী থাকে। তাহাদিগের

মধ্যে অক্ষয়গীর অতীতম সত্কাবীকে
প্রতিষ্ঠাতা কহে। লক্ষ্মী একবার মঙ্গল
তীর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে
শিব প্রতিষ্ঠাতা হইলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৯।

পতিস্কন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবমেনাপা
কীটকেরকে মারিয়া, রাক্ষ, বসু, পিতৃদেব,
সরিং, মন্দন ও মহাবল্যক্ষের পুত্র
সমুদয় যে সকল মেনাপাঙ্গ, পুত্র
করিয়া মারিয়া করিয়াছিলেন, পতিস্কন্দ
প্রতিষ্ঠাতা অতীতম ছিলেন। মহাভা-
ষা ৪৬।

প্রতিষ্ঠোতা—মহাবংশীয় নরপতি
ভুবন ও ভুবন পুত্র স্ববক্তাব গভে
প্রতিষ্ঠোতা, প্রতিষ্ঠোতা ও উদ্ভোতা
নামে তিন পুত্র কন্যা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৫।

প্রতিষ্ঠোতা—(১) মহাবংশীয় নরপতি
প্রতিষ্ঠোতা ভুবন ও ভুবন পুত্র স্ববক্তাব
গভে প্রতিষ্ঠোতা, প্রতিষ্ঠোতা ও উদ্ভোতা
নামক তিন মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন।
প্রতিষ্ঠোতা পুত্র স্ববক্ত, অক্ষ ও ভুবন
নামে দুই পুত্র পুত্র কন্যা। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৫। (২) সারিস্বব মহাবংশীয়
প্রতিষ্ঠোতার তনয় প্রতিষ্ঠোতা, প্রতিষ্ঠোতা
তনয় ভব, ভবের তনয় উদ্ভোতা। পদ্ম-
সৃষ্টি-৩৯। (৩) সারিস্বব মহাবংশীয়
ইন্দ্রধারের তনয় পরমেষ্ঠী এবং পরমেষ্ঠীর
তনয় প্রতিষ্ঠোতা। বরাহ-৫৪। (৪)
মহাবংশীয় নরপতি প্রতিষ্ঠোতার তনয়
প্রতিষ্ঠোতা। ভুব প্রতিষ্ঠোতা পুত্র
ভুবের অক্ষয় উদ্ভোতা। বিষ্ণু-২৪।

(৫) ভরত বংশীয় প্রতিষ্ঠোতার তনয়
প্রতিষ্ঠোতা, তৎপুত্র ভুব, ভুবের তনয়
প্রতিষ্ঠোতা। অগ্নি-১০৭।

প্রতিষ্ঠোতা—প্রতিষ্ঠোতা দেব।

প্রতিষ্ঠোতার মহাকালবনে নন্দী কর্তৃক
প্রতিষ্ঠোতা একটা শিবলিঙ্গ। স্বক-আব
৩৩২০।

প্রতিষ্ঠোতা—মহাবংশীয় নরপতি বসুর পুত্র।
প্রতিষ্ঠোতার তনয় ভুবন। ভাগ-৯৪২।

প্রতিষ্ঠোতা—তিনি রঘুবংশীয় ভূপতি
মহামানবের পুত্র। প্রতিষ্ঠোতার পুত্র
স্বপ্রতিষ্ঠোতা, স্বপ্রতিষ্ঠোতার তনয় মনুদেব।
ভাগ-৯৪২।

প্রতিষ্ঠোতা—মহাবংশীয় নরপতি
প্রতিষ্ঠোতার পুত্র ভুবন। মহাভা-উদ্-১১৩।

প্রতিষ্ঠোতা—শাক্তধর্মপ্রতিষ্ঠোতার
অতীতম। মহাভা-অধ-১১।

প্রতিষ্ঠোতা—মহাবংশীয় ভাস্কর্যের
পুত্র প্রতিষ্ঠোতার তনয় স্বপ্রতিষ্ঠোতা।
ভাগ-৯৯।

প্রতিষ্ঠোতা—(১) মহাবংশীয় দ্বিতীয় ভীমসেনের
তনয় প্রতিষ্ঠোতা, প্রতিষ্ঠোতার তনয় শান্তনু,
দেবাপি ও বাজিক। ভাগ-১৩০।

(২) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের অতীতম
তনয় প্রতিষ্ঠোতা, এই প্রতিষ্ঠোতার তনয়
প্রতিষ্ঠোতা, তৎপুত্র দেবাপি, শান্তনু ও
বাজিক। শান্তনুর তনয় চিত্রাঙ্গদ ও
বিচিত্রবাহু। মহাভা-আদি-৯৪। জনমে-
জয় দেখ। (৩) কুরুবংশীয় অনাচার
তনয় পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের তনয়

ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় প্রতিশ্রব।
এবং প্রতিশ্রবের তনয় প্রতিপ, তৎপুত্র
দেবাণি, শাস্ত্রজ্ঞ ও বাহ্লিক। মগাভা
আদি-৯৫। (৪) জনক বংশীয় নৃপতি
মহর পুত্র। প্রতিপের তনয় কৃতবৎ,
কৃতবৎের তনয় দেবমীড়। ণ্ডিগ ৯৬
১৩। (৫) যশাতি বংশীয় দিলীপের
পুত্র। প্রতিপের দেবাণি, শাস্ত্রজ্ঞ ও
বাহ্লিক নামে তিন পুত্র জন্মে। ণ্ডিগ-
৯৮-২২। (৬) কুরুবংশীয় নরপতি
দিলীপের পুত্র প্রতিপ, তৎপুত্র দেবাণি,
শাস্ত্রজ্ঞ ও বাহ্লিক। তন্মধ্যে বাহ্লিকের
তনয় সৌমদত্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞের তনয়
ভীম, বিচিত্রবীৰ্য ও চিত্রাঙ্গদ। বিষ্ণু-
৪র্থ-২০। (৭) কুরুবংশীয় দিলীপের
ভ্রাতা প্রতিপ। দেবাণি, শাস্ত্রজ্ঞ ও
বাহ্লিক প্রতিপের পুত্র। বাহ্লিকের
সপ্ত পুত্র। সকলেই বাহ্লিক নামে
প্রসিদ্ধ। দেবাণি কৃষ্ণ রোপাকান্ত
ছিলেন বলিয়া প্রজাগণকৃত্যক পদচ্যুত
কৃত্বা মুন্যিগণ অবলম্বন করেন। মৎ.
৫০। (৮) রাজষি সুরথের দুই পুত্র
বিদ্রথ ও ঋক্ষ। ইনি দ্বিতীয় শাক্যপে
সারচিত। তাহার তনয় ভীমসেন,
ভীমসেনের অশ্বজ্ঞ প্রতিপ, প্রতিপের
পুত্র শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞের তনয় দেবাণি,
বাহ্লিক ও সৌমদত্ত। মৎ-২১।
দেবাণি ও শাস্ত্রজ্ঞ দেশ। (৯) বায়ু
পুরাণে (৯৯ অঃ) প্রতিপ সুরথের অশ্বজ্ঞ
চতুর্দশ পুরুষ। সেখানে প্রতিপের

পিতা দিলীপ ও তিন পুত্র দেবাসি,
শাশুড় ও বাহিনীক উল্লিখিত আছে।
ব্রহ্মপুত্রপুত্র (মহাভাষ্য ২৯) অর্থাৎ
শেন্দ্র পুত্র, পুত্রের তনয় দিলীপ,
দিলীপের পুত্র প্রতাপ। তাঁহার দেবাসি
পুত্র তিন পুত্র। প্রতিপদ দেখ।

প্রতিপক - পুরুবাংশীয় দেবাতিথির তনয়
 ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের
 অত্মজ প্রতিপক, তৎপুত্র দেবাপি।
 কর্ণ ২৪। প্রতিপ দেখ।

প্রতিপালক—প্রতিপালক দেখ।

প্রতিভা ভোক্তামন্ডল অগ্রতম তনয়।
মার্ক-১০০। অন্তর্গত দেয়।

পাতা—মহাবংশীয় নগরপতি পরমেষ্টিয়
 এরূপে ও তদীয় পত্নী স্নবচ্চলার গর্ভে
 প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীত বহু
 বছর শোকের নিকট প্রায়শ্চিত্ত বাধ্য-
 পূৰ্ণক তদারিা স্বয়ং পাবিত্র হইয়া
 ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষ্যে দশনলাভ করিয়া
 ভিগেন। তাহার দ্বীপ স্ববচ্ছনা, প্রতিকল্পা,
 পাত্যস্তাতি ও তদ্ব্যেগ্য নামে তিন পুত্র
 পুষ্ট করিলেন। প্রতাপের ১৫।

ଅଂଶ ୧୭: ଅଂଶ ୧୭ ଲେଖ ।

ଅମୃତମୟ ଆଶିଷମୟ ।

প্রতিদিন - ভ্রমণবান যাত্রীরাও ও দক্ষিণবাসী
 বাসিন্দা প্রাণেব জাতি হইতে ও নানান প্রাচীর
 দ্বারা ও। ইহাও, ইহাও, নানা প্রাণপ্রভ
 নানার নানাতরে ওষ্ঠাধর ও। ইহাও। ইহাও।
 ভাগ-৪৫-২।

প্রত্যগ্র--(১) বদ্যতি বংশীর নৃপতি বম্বর

অন্ততম পুত্র। তিনিও চেদী দেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯৯-২২। (২) উপরিচর বসুর সাত পুত্রের অন্ততম। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

প্রতাপগ্রহ—(১) চেদিরাজ উপরিচর বসুর ঔরসে ও গিরিকার গর্ভে বৃহদ্রথ, প্রতাপগ্রহ, কুশ, মারুত, যত্ন ও সন্তম নামে ছয় পুত্র এবং সত্যাবতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হার-২৭। (২) চেদি দেশের রাজা উপরিচর বসুর প্রতাপগ্রহ, বৃহদ্রথ, কুশাম্বু, মণ্ডেন ৭ যত্ন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩। (৩) বিষ্ণোপরিচর নামে এক অন্তরীক্ষবাসী বসু ইহাতে গিরিকা নামক পুত্র লাভ করেন। প্রতাপগ্রহ তাঁহার পুত্রের অন্ততম। বায়ু-৯৯। কুশ ৫-৩০-৩১ দেখ।

প্রতাপ—অষ্টবসুর অন্ততম। বিষ্ণু-১৮-১৫। আপ ও ধ্রুব দেখ। প্রতাপের তনয় দেবল, দেবলের ক্ষমাবান ও তপস্বী নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হার-৩। দেবল দেখ। (২) দক্ষের কন্যা বসুর গর্ভে ও দক্ষের ঔরসে প্রতাপ প্রভৃতি অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপের তনয় ভগবান যোগা দেবল। কৃষ্ণ-পূ-১৬; স্বন্দ-প্রভা-২৮। প্রতাপের তনয় ঋতু। পদ্ম-সৃষ্টি-১। (৩) প্রজাপতিব পুত্র, মল্লুর পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তিনি প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৩। (২)

ব্রহ্মর্ষিদের অন্ততম। তাঁহার তনয় অচল। বায়ু-৬১।

প্রতাপেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে প্রতাপ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-প্রভা-১০৮।

প্রথ—মহর্ষি বশিষ্ঠের অপরা নাম। স্বন্দ-১০। ১৮। ১।

প্রথম—দক্ষুর গভজাত কণ্ঠপের ৭৫ পুত্রের অন্ততম। কণ্ঠপ ও দক্ষ দেখ।

প্রথিত—স্বারোচিষ মল্লুর অন্ততম পুত্র। হরি-হার-৭। আপোমর্ষি ও স্বারোচিষ মল্লু দেখ।

প্রদাতা—শ্রীকৃষ্ণভাগ্যই বিশ্বদেবগণের অন্ততম। মহাভা-অনুশা-৯১।

প্রদীপ—প্রতীপ (৭) দেখ।

প্রদোষ—ধ্রুবের প্রপৌত্র। পদ্মপুত্রের ঔরসে ও সার্বার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ভাগ-৪৭-১৩।

প্রদোষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার স্ত্রী। তাঁহার গর্ভে গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় স্বামীকে শাস্তা করিতে না। সেজন্ত দীর্ঘতমা তাকে অভিশাপ দেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘতমাকে জলে ভাসাইয়া দিতে আদেশ করেন। গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরা দীর্ঘতমাকে এক তেলায় বন্ধন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। মহাভা-আদি-১০৮। দীর্ঘতমা দেখ।

প্রদ্রাঘ—(১) ত্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী ব্রহ্মলীলার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

তাহার জন্মের পর ৭ম দিনে স্মৃতিকাগ্রহ হইতে শম্বর নামক অশুর তাহাকে হরণ করিয়া স্বীয় পত্নী মার্যাবতীর হস্তে অর্পণ করেন। প্রহ্মা যোবনাবস্থায় উপনীত হইলে মার্যাবতী তৎপ্রতি প্রণয়সিক্তা হন। পরে প্রহ্মা শম্বরকে বধ করিয়া মার্যাবতীকে বিবাহ করেন এবং তাহাকে সঙ্গ করিয়া দ্বারকা পুরীতে আসেন। বজ্রনাভ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতী হংসমুখে প্রহ্মার গুণের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্টা হন। প্রহ্মা তাহা শুনিয়া ভদ্র নামক নটের বেশে সেই দৈত্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। বজ্রনাভ এইজন্ত তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বজ্রনাভ নিহত হন। প্রহ্মাও প্রভাবতী সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। হরি-হরি-১৪৮, ১৫০, ১৬০ ; ভাগ ১৯-১৭। (২) প্রহ্মা স্বীয় মাতুল কক্ষীর কন্যা ককুদ্বতীকে বিবাহ করেন। ককুদ্বতীর গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ কক্ষীর পৌত্রী সূতদ্রাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে অনিরুদ্ধের বজ্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু ৪-১৫। (৩) কক্ষীণী হইতে ত্রীকৃষ্ণের প্রহ্মা প্রভৃতি একাদশ পুত্র ও চারুমতী নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রহ্মার পুত্র

অনিরুদ্ধ বেদাভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধের তনয় মৃগকেতন। মৎ-৪৭। (৩) শিবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব দগ্ধ হইলে, মহাদেব রত্নির স্তবে সমুদ্র হইয়া তাহাকে বর দেন যে রত্নি মদদানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্বরাসুরকে বধনাপূর্ব্বক দ্বাপর যুগের চরমাবস্থায় পুনরায় পতিবে লাভ করিবেন। কামদেবের যে মূর্ত্তি কদ্রদেব কতৃক দগ্ধ হইরাছিল, তাহাই পুনরায় প্রহ্মাৰূপে কক্ষীণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একবার শুভদানব তাহাকে হরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা নিশুম্বের হস্তে প্রদান করেন। নিশুম্ব প্রহ্মাকে আকাশ মাগে নিক্ষেপ করিলে প্রহ্মা নিশুম্ব নগরে গিয়া পতিত হন। তিনি সেইখানে লক্ষ্মী নামী দানব কন্যাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া বিদ্যাপক্ষেতে পলায়ন করেন। দানবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় প্রহ্মাকে পরাস্ত করিয়া সভাগা তাহাকে হিমালয় শৃঙ্গে বরুপঞ্জর মধ্যে সংস্থাপন করেন। প্রহ্মা পালতীর বরে ও রূপার তপা হইতে মুক্তিনাভ করেন এবং শুভ ও নিশুম্বকে যুদ্ধ পরাস্ত ও বধ করেন। প্রহ্মার ভ্রাতৃ লক্ষ্মীর গর্ভে বিশ্বক্সেন জন্মগ্রহণ করেন। শিব দ্বাদশ। (৫) প্রহ্মার জন্মের ৬ষ্ঠ দিবসে শম্বরাসুর তাহাকে হরণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করে, অমান একটী মৎস্য শিশুটিকে গ্রাস করে। একদা

কোন ধীবর মংস্ত ধরিতে ধরিতে সেই মংস্তটাকে পাইয়া শম্বরকে দান করেন। শম্বর মংস্তটাকে মায়াবতীকে সমর্পণ করেন। মায়াবতী মংস্ত মধো প্রহ্মকে পাইয়া পতিজ্ঞানে সাদরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মায়াবতী প্রহ্মকে বাসনেন—তুমিই আমার পতি কাম, পূর্বে মহাদেবের কোপানলে অনঙ্গ হইয়াছিলে। আমি তোমার পত্নী, এই হুতাশা শম্বর আমাকে তরণ করিয়া লহবা আসিয়াছে; আমি উহার পত্নী নহি। অতএব তুমি ইহার বধসাধন কর। প্রহ্ম মায়াবতীর কথায় শম্বরকে বধ করিয়া ত্যাগ সহ পিতার নিকট আসিলেন। অগ্নি ১২। (৬) প্রহ্ম গিরিরাজে গমন করিয়া তুমুল বৃক্ষের পর ভরাসন্ধকে পরাস্ত করেন। তিনি নরপতি উগ্রসেনের নিকট সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী নরপতিদিগকে পরাজয়-পূর্বক কর গ্রহণ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে তিনি কচ্ছ, কাবান্দ, মকধবা, অবন্তিকা, মালব, নাহিযাতি, গুজ্জর, চৈদি, কেরল প্রভৃতি বহু রাজ্য জয় করেন। অগ্নি ১২। (৭) মণ্ডল পূজারি ব্রহ্মার উত্তরে পদ্মপত্রের দ্বারা গায়ত্রী দেবী পূজা করেন। পদ্ম পত্রের দক্ষিণ দলে প্রহ্ম পূজিত হন। পদ্ম পত্র ৩৪। (৮) প্রহ্ম ত্রিপুরার

অংশ। মহাভা-আদি-৩৭। (৯) নড়ুলার গতে রাজা মনুর প্রহ্ম প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। ভাগ ৪৯-১৩অ। (১০) মনুর পুত্র প্রহ্ম ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা ১৩৭। (১১) কুরুক্ষেত্র সময়ের পরে যজ্ঞবংশীযেরা দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া অতিশয় মত্তপান ও তদানুসঙ্গিক ব্যাভ্যাসে লিপ্ত হন, পরে প্রত্যাগমনে প্রহ্ম ভোজ ও অন্ধকদিগের হস্তে নিহত হন। নীতাকি কৃতবন্যাকে নিহত করিলে ভোজ ও অন্ধক বংশীয় বাণদ্য তাহাকে বেস্তন করিয়া উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থা দর্শনে প্রহ্ম সাত্ত্বিকের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের সহিত বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভোজ ও অন্ধক বংশীয় বীরদের হস্তে নিহত। মহাভা-মোক্ষ-৩। (১২) দ্বাপরে বিষ্ণু বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে সঙ্কষণ তাহার সহচর অবতার। এই দুই ভাগে পূর্ণ ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশ, প্রহ্ম ৭ অনিরুদ্ধ এই দুই ভাগে কালযুগে অবতীর্ণ হন। বৃহৎ ৬-১৫। প্রহ্মের বিশদ বিবরণ জানিতে হইবে নিম্নলিখিত পূর্ণাঙ্গাঙ্গী ও দ্বৈতবা :- মোর ৩১ ; ব্রহ্ম ৩ ; বিষ্ণু ৫ম ২৩, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ; কল্প কাশী-উত্ত-৩১ ; বৃন্দ-অবি ৩৭ ৩৮ ; অগ্নি ৩০ ৩১ ; দ্বাপ ৮।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক :- শ্রী ব্রজবল্লভ চন্দ্র, বাসনা, কলিকাতা।

৮০০ নং প্রথম সংস্করণ, ইন্দ্রাবন।

প্রত্যোত—(১) যক্ষ বিশেষ । মহাভা-
সভা ১০ । (২) বৃহদ্রথ বংশীয় রাজা
পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী মুনিক, পুরঞ্জয়কে সংহার
করিয়া স্বীয় আত্মীয় প্রত্যোতকে উক্ত
সিংহাসন প্রদান করেন । এই বংশীয়
পাঁচজন রাজা একশত আটত্রিশ বৎসর
রাজত্ব করেন । ভাগ-১২৮-১ । (৩)
মগধের জরাসন্ধ বংশীয় রিপুঞ্জয়কে
ঠাঁহার অমাত্য মুনিক, হত্যা করিয়া
স্বীয় পুত্র প্রত্যোতকে মগধের সিংহাসনে
প্রতিষ্ঠিত করেন । এই প্রত্যোত হইতে
প্রত্যোতবংশ আরম্ভ হয় । এই বংশীয়
পাঁচজন ভূপতি একশত আটত্রিশ
বৎসর রাজত্ব করেন । প্রত্যোতের
পুত্র পালক, পালকের পুত্র বিশাখ্যুপ ।
বিষ্ণু ৪র্থ-২৪ । (৪) সনৎকুমারের অংশে
জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৭ ।
(৫) বৃহদ্রথ বংশীয়দের রাজত্বের অবসানে
বীতিহোত্র বংশের রাজত্ব কালে মুনিক
নামে জনৈক রাজকন্মচারী ঠাঁহার
প্রভু প্রত্যোতকে বধ করিয়া তৎপুত্রকে
রাজ্যে অভিষিক্ত করেন । বায়ু-৯৯ ।
(৬) যক্ষ রাজতনাত্তের বংশের মণ্ডিতের
অন্ততম পুত্র । বায়ু-৬৯ ।
প্রধ—বৈদিক যুগের এক দেবতা ।
ঋক্ ৯।১১৩ ১০ ।
প্রধা—(১) প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও
কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্ততমা ।
মহাভা-আদি-৬৫ । কশ্যপ দেখ । (২)
প্রধা হইতে অলম্বা, মিশ্রকেশী,

বিজ্ঞাতপদ্মা, (-পর্ণা?) গামিনী, তিলো-
ত্তমা, অরুণা, রক্তিতা, রম্ভা, মনোরমা,
সুবাত, সরতা, তুলা, সুপ্রিয়া, বপু
প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমরাগণ জন্ম-
গ্রহণ করেন । অতিবাহ, তুষ্ক, হাহা,
হুহু ইত্যাদি নামে পাত গন্ধর্বগণও
প্রধার পুত্র । কালিকা-৩৪ । তুষ্ক
ও অনুপা দেখ । (৩) মহাভাগা প্রধা-
দেবী দেবির ঔরসে পরম পবিত্র
অমরা বংশে সন্তপন্ন হন । প্রধার
গর্ভে অনবস্থা প্রভৃতি আটটি কন্যা ও
সিদ্ধপূর্ণ প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মে ।
অনুপা দেখ । মহাভা-আদি-৬৫ ।

প্রধান—(১) রাজর্ষি প্রধানের বংশে
মূলভা নামী ব্রহ্মবাদিনী অসাধারণ
বিদ্যাবতী পৃথিবী পর্গটনকারিনী এক
রমণীর জন্ম হয় । মহাভা-শান্তি-৩২১ ।
মূলভা-দেখ । (২) ক্রৌঞ্চবীপের অধিপতি
হাতিমানের প্রধান প্রভৃতি সাত পুত্রের
নামে সাতটি বর্ষ ক্রৌঞ্চবীপে প্রতিষ্ঠিত
আছে । অগ্নি-১১৯ । হাতিমান দেখ ।
প্রনিধি, প্রণিধি—মহর্ষি বৃহস্পতির পুত্র ।
মহাভা বন-২১৮ ।

প্রপদন—প্রপদনের পুত্র রাজা কুব্জী
মহর্ষি ভগবাজের যজ্ঞমান ছিলেন ।
ঋক্-৬।২৬।৮ ।

প্রপঞ্চা—চতুষ্পদী যোগিনীর অন্ততমা ।
অগ্নি-৫২ ।

প্রপিতৃমহগণ—ঋষিরা পিতৃগণকে বহু
বলিয়া থাকেন । পিতামহগণকে বহু

ও প্রাপিতামহগণকে আদিত্য বলিয়া থাকেন । পিতৃলোকের এই পদেব-ভাব সনাতনী শ্রুতিও স্বীকার করিয়াছেন । মনু ৩।২৮৪ ।

প্রপোহয়—খ্যাতের দেখ ।

প্রকুল—(১) মহর্ষি গৌরমুখের মণিসমুৎসৃষ্ট সুপ্রভ, দীপ্ততেজা, (দীপ্ততেজা-বরাহ-৩২) প্রকুল, সুরাশ্র, শুভদর্শন, সুকাস্তি, সুন্দর, সুন্দ, সুমনা, শুভ, সুশীল, সুখদ, শম্ভু, সুদান্ত ও সোম এই দ্বাদশ সেনাপতি হর্জুরের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিল । বরা-১১ । (২) ঐ পুরাণে ৩৬ অধ্যায়ে প্রকুল নামের পরিবর্তে প্রভার নাম দৃষ্ট হয় । তিনি পরে তরু নামে রাজা হন ।

প্রবর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কুরুর সুধরা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র ছিল । হরি-হরি ৩২, ১৩০ । (২) প্রবর নামে এক ব্রাহ্মণ ভৃগুদীপের অধিবাসী ছিলেন । তীর তপস্তার বলে মরণান্তে তিনি ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ যখন পারিজাত হরণ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । হরি-হরি-১৩০ । (৩) বসুদেবের ঔরসে ও সহদেবার গর্ভে প্রবর প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন । ভাগ ৯৫-২৪ ।

প্রবর্গা—অর্ক দেখ ।

প্রবল—শ্রীকৃষ্ণের অতীতম। পত্নী লক্ষণার গর্ভজাত দশ পুত্রের অতীতম । তিনি

অপর নয় ভ্রাতাদের সহিত প্রহ্লাদের দিগ্বিজয় কালে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন । গর্গ-বিশ্ব-৩০ । উর্জগ ও গাত্রবতী দেখ । ভাগবত-১০-ক-৩১ অধ্যায়ে প্রবলের মাতার নাম মাত্রী লিখিত আছে ।

প্রবশ—এই মহাবলশালী দানব, দৈত্য-পতি বলির জনৈক প্রধান সহায়ক ছিলেন । বাম ২২ ।

প্রবসু—ঈলিন দেখ ।

প্রবহণ—ঔত্তমি মহন্তরে দেবগণ ভাবনা ও সপ্তবিগণ উর্জা নামে খ্যাত ছিলেন । তখন প্রবহণ সপ্তবিদের অতীতম ছিলেন । মৎ-২ । উত্তমি মনু ও কোকুরাণ্ড দেখ ।

প্রবালক—জনৈক যক্ষ সেনাপতি । মহাভা-সভা ১০ ।

প্রবাহ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কাঙ্কিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য মায়া, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পুরুষ সকল কর্তৃক প্রেরিত একজন সেনাপতি । মহাভা-শলা-৪৬ ।

প্রবাহক—(১) তিনি ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ বেংগ-পর্যায় ঋষি ছিলেন । কৃষ্ণ-পূ-৫২ । (২) বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীখর নামে অবতীর্ণ হন । তৎকালে তাঁহার প্রবাহক প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল । লি ২৪ । ছাগল দেখ । (৩) মহিষাসুরের

জৈনক সেনাধ্যক্ষ মন্ত্রী । তিনি হর্গীর
সহিত মহিষাশুরের যুদ্ধে নিহত হন ।
স্কন্দ-রাম-সেতু-৩ ।

প্রবাহন—চৈতন্যতাবন ও জীবন দেব ।

প্রবাহক—কুন্ত ও কণাথ দেখ ।

প্রবিরাসী—রৈবত মন্ত্র দেখ ।

প্রবিলসেন—মগধের অক্ষবংশীয় নরপতি
পত্নকোর তনয় প্রবিলসেন । তৎপুত্র
সুন্দরশ্যামকর্ণি, সুন্দরশ্যামকর্ণি তনয়
চকোলাতকর্ণি । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ।

প্রবণ—প্রাকব দৈত্য । তাকে উল্লাসিতের
অবদান করিয়াছেন । বামা-১০ ।

প্রবণ - কণ্ড - পদ্ম - পদ্ম - ১৩০৩ অত
তম দানব । দন্ত দেখ ।

প্রবীর—(১) ভোতামন্তর দশ পুত্রের
অন্ততম । উগ্র ও ভোতা মন্ত্র দেখ ।

(২) পুরুবংশীয় নরপতি মহাবীরের পুত্র
প্রাচ্যান, প্রতিষ্ঠানের তনয় প্রবীর,
তৎপুত্র মনজ্ঞা, মনজ্ঞার তনয় অভয়দ ।
হরি-৩১১ । প্রাচ্যান দেখ । (৩)

নৃপা ও প্রজার অত্যাচার দ্বা পোষ্ট হইতে
প্রবীর, ঈশ্বর ও দেবীদাম নামে ইন্দ্র
পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে প্রবীরের পত্নী
শুব্রসেনী মনজ্ঞাকে প্রসব করেন ।
মনজ্ঞা সঙ্গীতবা পৃথিবীর অধিপতি

ছিলেন । মহাভা-আদি-২৪ । (৪)

পাণ্ডবোৎসবের আবর্পিত পাণ্ডবের অস্ত্র
নাম প্রবীর । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে

অশ্বখার্মার হস্তে নিহত হন । মহাভা
কণ-২১ । (৫) পুরুবংশীয় প্রাচ্যানের

তনয় প্রবীর, তৎপুত্র মনজ্ঞা, মনজ্ঞার

তনয় অভয়দ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । (৬)

পুরুবংশীয় নরপতি হর্গীর অস্ত্রতম

পুত্র । কাম্পিলা দেখ । (৭) যমের

কণা ইলিনার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মবাদী

পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে । উপদানবী,

ইলিনার পুত্র হইতে ঋতুস্ত, তৃণস্ত,

প্রবীর ও অনব নামে চারিটি পুত্র-প্রসব

করেন । তৃণস্তের গুণসে ও শকুন্তলার

গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন । মং-

৪৯ । তৃণস্ত ও ইলিনা দেখ । (৮)

নরপতি হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দেয়

বর্শিকার অর্পণগ্রহের নিমিত্ত যখন

হতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ধর্ম,

এক চণ্ডালের বেগে উপস্থিত হইয়া

হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ

করেন । চণ্ডালবেণী ধর্ম হরিশ্চন্দ্রের

জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বীয় নাম প্রবীর

বলেন । মার্ক-৮ ; দেবীভাগ-৭ঙ্ক-২৩ ।

(৯) ভনন্দন পুত্র বৎসপীর পত্নী সুন্দার

গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্ততম । মার্ক-

১১৭ । বৎসপী দেখ । (১০) পুরু-

বংশীয় তত্ত্বরোধের, তৃণস্ত, প্রবীর,

অনর ও সুমন্ত নামে চারি পুত্র জন্মে ।

অগ্নি-২৭৮ ।

প্রবীরক—কিনাকিনা নগরীর রাজা

শিশুশন্দির পুত্র । ইহার পর পুশ্যাবত

ক্ষত্রিয় রাজা হন । ভাগ-১২ঙ্ক-১ ।

প্রাক-(১) মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের

গুণসে ও তনয় পত্নী জরস্তার গর্ভে

ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত প্রভৃতি নয় জন, জ্যেষ্ঠ ভরতের অমুগামী ও প্রবুদ্ধ প্রভৃতি নয় জন ভাগবত পথ-প্রদর্শক ও মহা-ভাগবত এবং অবশিষ্ট একাশী জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫৪। ঋষভ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শত পুত্রের অন্ততম। তিনি দিগম্বর আয়ত্বা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১৪-২।

প্রবুদ্ধ—(১) রাজা ককুৎস্থের পুত্র। ইনি শাপহেতু রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে কন্যাষপাদ নামে প্রথিত হইয়া-ছিলেন। ইহার তনয় শজ্ঞান, শম্মনেন্দ তনয় সুবর্শন। রামা-আদি-৭০। (২) মনুবংশীয় নরপতি রঘুর, প্রবুদ্ধ, পুরুষাদক, কন্যাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র ছিল। রামা-অমো-১১০। ককুৎস্থ দেখ।

প্রবেশণ—নাগরাজ ভৃককের বংশজাত। তিনি জনমেজয়ের সর্পসঙ্গে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রবোধী—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী প্রবোধী হইতে অঙ্গরাজ্য জয়গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৩।

প্রভঞ্জন—(১) মনিপুর রাজবংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান প্রযুক্ত পুত্র কামিনায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ভবানীপতি মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া,

“তোমাদের বংশে প্রত্যেকের এক একটা পুত্র হইবে” বলিয়া বর প্রদান করেন। এই বংশেরই চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-২১৪। (২) যে দেব প্রাণীদিগের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত তিনিই প্রভঞ্জন নামে খ্যাত। কৃষ্ণ-পু-উত্ত-৬। (৩) বায়ুর অজ্ঞ নাম। রামা-আদি-৩২। (৪) পূর্বকালে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়া, শাবকে শুভদানরতা এক মৃগকে বধ করেন। সেই পাপে এবং মৃগীর পাপে তিনি সেই বনেই বায়ুরূপ প্রাপ্ত হন। শত বৎসরান্তে নন্দা নামী গাভীর সহিত কথোপকথন করিয়া তিনি পুনর্বার স্বায়ম্ভুরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৫) গন্ধবর্তী নামক নগরে দিক্‌পাতি প্রভঞ্জন নামক ব্যক্তি অবাস্থিত। এই ব্যক্তি ভীমহাদেবকে আরাধনা করিয়া দিক্‌গালিহ প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-কাশী-পু-১৩। (৬) পূর্বকালে আনন্ত দেব প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে এক তনয় জন্মে। জাতকের জন্ম-কালে গ্রহগণ ঊর্ধ্বে স্থানে অবস্থিত হইয়া পুত্রের আনন্ত নামের জন্ত দৈবস্বর্গগণ তাহাকে বায়বীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণগণ কঙ্ক, দীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্তিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে রাজতনয় সর্ব আনন্ত

হইতে মুক্ত হইলেন এবং রাজ্যও ধন-
দাত্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বন্দ-
নাগ ১১৩। এই প্রভঞ্জন নরপতির
আখ্যানে, ব্রাহ্মণগণের পিতৃমাতৃসমুদ্ভব
দোষের শুদ্ধি সাধনের প্রক্রিয়া সনিস্তার
বর্ণিত হইয়াছে।

ভদ্রক—পাণ্ডব পক্ষীয় জনৈক বীর।
মহাভা-উদ্ ১৪৯।

ভব—(১) সুরভির গর্ভজাত ধর্মের
অন্ততম তনয়। ধর্ম, চাবন ও সুরভি
দেখ। (২) বারাগদীর অধিপতি
তর্জনের অত্মতম পত্নী সুকেশীর গর্ভে
প্রভবের জন্ম হয়। বরা-১০। ১৩
সাপাগণের অত্মতম। দক্ষের অত্মতম
কন্যা ও ধর্মের পত্নী সাধা। হইতে
জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ, সাধাগণ ও
ধ্রুব দেখ। (৪) তুষিত মনুষ্যের
দেবগণের অত্মতম। বরা ৬৬। (৫)
কামিনাবশেষে লক্ষ্মীকর্তৃক সৃষ্ট সাধাগণের
অত্মতম। পর সৃষ্টি-১০।

ভবান—ধর্মের পত্নী বিধা। হইতে
উৎপন্ন দশজন বিশ্বদেবগণের অত্মতম।
বরা ৬৬। ধর্ম ও বিশ্বদেবগণ দেখ।

ভা (১) কণ্ঠের পত্নী ও দক্ষের
কন্যা দত্ত হইতে স্বভাষ পুত্রিত একমত
পুত্র জন্মে। এই স্বভাষের কন্যা
প্রভাকে নরপতি আবু বিবাহ করেন।
পভা হইতে নহম, বৃকশম্মা, রত্ন, বচি
ও অনেনা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মং
৫; হরিহরি ২৮। কুম্ভপুত্র মতে

(পূ-২২) আবুর স্ত্রী প্রভা, রাহুর কন্যা।
(২) দিনীবালী, কুহু, ছাতি, পুষ্টি,
প্রভা, বসু, ধতি, কীর্তি ও লক্ষ্মী এই
নয়জন দেবী সোমদেবকে সেবা
করিয়াছিলেন। অশ্বি ২৭৪; হরিহরি-
২৫; বারু-২০। (৩) প্রভা নামে
এক অমরাও ছিল। মহাভা-অমু-
১৯। (৪) ক্রবের পৌত্র ও পৌন্দ্রপের
অত্মতম স্ত্রী। তাঁহার প্রাণ, মধ্যান্নি,
ও সারং নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-
৪৪-১৩। বৃহদ্রথ পুরাণ মতে (উ-১৩)
পুন্দ্রপের পুত্র বৃষ্টি। (৫) সৃষ্টির
অত্মতম পত্নী প্রভার গর্ভে প্রভাত
জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভপূ-২০; মং-
১১১। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর
রাজার প্রভা ও ভাস্করতী নামী দুই পত্নী
ছিল। তন্মধ্যে প্রভার গর্ভে, অগ্নিদেবের
প্রদানে বষ্টি সহস্র পুত্র জন্মে। কুম্ভপূ-
২১; লি ৬৬। সগর দেখ। (৭)
ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর নরপতির অত্মতম
পত্নী প্রভা ওক্স অগ্নির প্রভাবে বষ্টি
সহস্র পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা
সকলেই বিষ্ণুর নরনাশে দক্ষ হন।
মং-১২। (৮) কণ্ঠপ হইতে দম্বর
গর্ভে, স্বভাষ, পুলোম প্রভৃতি জন্ম-
গ্রহণ করেন। এই স্বভাষের কন্যা
প্রভা। বিষ্ণু ১ম ২১। (৯) তেজের
স্ত্রী প্রভা ও দাক্ষিক। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।
(১০) দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-
১১। (১১) একবার অষ্টাবক্র

নামে এক ব্রাহ্মণ, বদান্তের কন্যা
 প্রভাকে বিবাহ করিতে চাহেন।
 তাহাতে বদান্ত বলেন “কুবেরপুরী ও
 হিমালয় অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণ
 সেবিত কৈলাসের অপর পারে মনোহর
 নীল বনভূমিতে এক বৃদ্ধা মহাভাগা
 তপস্বিনী বাস করেন। তুমি তাঁহাকে
 দর্শন করিয়া যত্নপূর্বক পূজা করিয়া
 ফিরিয়া আসিলে আমার কন্যাকে
 বিবাহ করিতে পারিবে”। অষ্টাবক্র
 তাহাই করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া
 প্রস্থান করেন এবং প্রতিজ্ঞা পালন
 করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রভাকে
 বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম ৪৩। (১২)
 একবার বৃন্দাবনে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ
 প্রভা নামক এক গোপিকাসহ মিলিত
 হন। রাধিকার আগমন সংবাদ
 পাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করেন। প্রভা
 দেহভাগ করতঃ স্বর্গমণ্ডলে গমন
 করেন এবং তাঁহার শরীর তাঁর
 তেজোরূপে পরিণত হয়। তখন
 শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে গমন করিয়া প্রভার
 প্রেমে রোদন করতঃ সেই তেজ
 স্বরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে
 লঙ্কায় এবং রাধিকার ভয়ে তিনি সেট
 তেজোরূপি বিভিন্নরূপে হতাশন, নৃপ,
 পুরুষ, দেবতা, দম্ভা, নাগ, ব্রাহ্মণ,
 মুনি, তপস্বী, দৌত্যগাশালিনী স্ত্রী ও
 যশস্বীগণকে বিভাগ করিয়া দেন।
 দেবীভাগ-৯৯-১৩। (১৩) লক্ষ্মীর অত্যা-

তম নাম। শক্র ঐ নামে তাঁহাকে
 স্তব করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-১ম ৯। (১৪)
 একবার বর্গাপত্নী প্রভা স্বামী-সুখ-
 বঞ্চিতা হইয়া বারুভঙ্গা ও এক বৎসর
 ধান-পরাণা হইয়া ভরে। অরাধনা
 করেন। প্রভা স্বামীর দুর্ভাগ্যের কথা
 তাঁহাকে বহির্গে হই, ভাঙকে আশ্রয়
 করিয়া প্রভার প্রতি যথোপযুক্ত
 ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহাকে আশ্রয়
 দেন। স্বল্প আবেশ-৯৮।

প্রভাকর—(১) পুরুষাঙ্গীর নবপতি
 রোদ্রাধের অঙ্গীভক্ত হইয়া রুদ্ধা,
 শব্দা প্রভৃতি দশ কন্যা ছিল। অত্রি-
 বংশীয় প্রভাকর স্বামী তাঁহাদের
 সকলকেই বিবাহ করেন। একবার
 কন্যা রাতকটুক অক্রান্ত হন; কিন্তু
 প্রভাকর স্বামীর প্রভাবে পতন হইতে
 রক্ষা পান। প্রভাকর স্বামীরোদ্রাধের
 দশ কন্যাতে উগ্র-তপস্তাপিত দশ পুত্র
 উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভাগ-৯৯-
 ২০; হরি-ভাগ-৩১। রোদ্রাধ দেখ।
 (২) প্রভাকরের (সুগোর) পত্নীর নাম
 প্রভাবতী। মহাভা উদ্-১১৬। (৩)
 স্বামিস্বর মত্তবংশীয় কুশদীপের অধীশ্বর
 জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অত্যা-
 তম। তিনি প্রভাকরবর্গের রাজা ছিলেন।
 কৃষ্ণ পু ৩৯। (৩) স্বামিস্বর মত্তর পুত্র
 প্রিয়বর্তের দশ পুত্রের অত্যা-
 তম জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান,
 রথোপল, মন, যুতি, প্রভাকর ও

কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। হরি-
হরি-৭; বরা-৭৪। (৪) প্রিয়ব্রত
বীর পুত্র জ্যোতিষ্মানকে কুশবীরের
রাজ্য করেন। জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ,
বেণুমান, বৈরথ, (বৈরথ-লি-৭৬)
লখন, (লখন-লি-৪৬) ধৃতি, প্রভাকর
এবং কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে।
তাহারা প্রত্যেকে বীর বীর নারী
বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২২-৪।
(৫) জ্যোতিষ্মানের পুত্র উদ্ভিদ, বেণু-
মান, বৈরথ, কপিল, লখন, বৈরথ ও
প্রভাকর। অগ্নি-১১২। (৬) জ্যোতি
ষ্মানের লগ্নপুত্রের নাম উদ্ভিদ, বৈরথ,
সুরথ, লখন, ধৃতিমান, প্রভাকর ও
কপিল (৭) মার্ক ৫৩। (৮) নরপতি
ভদ্রাধির দ্বুতচীর গর্ভজাতা দশ
কন্তাকে আত্মের বংশীর প্রভাকর বিবাহ
করেন। ভদ্রাধি ও দ্বুতচী দেখ।
(৯) একবার ত্রিকা পুত্র ত্রীর্থে যজ্ঞ
করিয়া প্রভাকর (সূর্য্য) কে গ্রহগণের
অধিপতি করিয়া দেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।
(১০) কক্ষর গর্ভজাত একজন প্রধান
নাগ। মহাকা-আদি-৩৫। (১১) ভবিষ্য
মহন্তের দেবগণের তিনটি গণ হইবে
এবং এক গণে সিংহপতি করিয়া দেবতা
ধাকিবেন। ত্র্যম্বকো প্রভাকর সূতপা-
গণের অন্তর্গত একজন দেবতা হইবেন।
বাহু-১০০। (১২) প্রভাকরের পত্নী
প্রভা। সোমের রাজস্বর বজ্রে সোমের
রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি কিছুকাল

তাহার স্ত্রীরূপ সোমের গৃহে অবস্থান
করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।
প্রভাত—সূর্য্যের অন্ততম। পত্নী প্রভার
গর্ভে প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ধ-
পূ-২০; লি-৬৫; মৎ-১১১।
প্রভাতা—প্রজাপতির অন্ততম। পত্নী।
তাহার গর্ভে প্রভাব ও প্রভাস জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-৬৬।
প্রভাস—সত্যভানার গর্ভজাত স্ত্রীকৃষ্ণের
অন্ততম পুত্র। তাহার দশ ভ্রাতা
প্রভাসের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন।
গর্গ বিধ-২৬। অতিভাসু দেখ।
প্রভাব—(১) জনৈক ঋষি। তিনি
ঐজ্যোতেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া
সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।
বৃন্দ-নাগ-১১৫। (২) অমরা বক্রধিনী
এক বিশ্রুপধারী গন্ধর্ব্বের ঔরসে এক
পুত্র লাভ করেন। নবজাত বালক
বীর অঙ্গ প্রভাব ভাবেরেস্ত্র্যার দাঁড়ি
পাইতে লাগিলেন বলিয়া তাহার নাম
স্বরোচঃ হইল। স্বরোচঃের অন্ততম স্ত্রী
কলাবতীর গর্ভে প্রভাব জন্মগ্রহণ
করেন। তিনি দক্ষিণাপথস্থিত তাল
নামক নগরীর অধিপতি হন।
মার্ক ৬৬। (৩) পঞ্চাশত সংখ্যক ঋতুর
অন্ততম। অগ্নি-৮৫।
প্রভাবতী—(১) দৈতারাঙ্ক বহুনাভের
স্ত্রী মহাদেবীর গর্ভে প্রভাবতী জন্মগ্রহণ
করেন। তিনি গান্ধর্ব্ব মতে প্রহ্লাদকে
বিবাহ করেন। হংসমুখে প্রহ্লাদের

গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার প্রতি অমু-
রাগিনী হন। প্রহ্মা ভদ্র নামক পটের
বেশে বজ্রপুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
বিবাহ করেন। বজ্রনাভ ইহাতে
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্মাকে শাস্তি দিতে
উদ্ভূত হইলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া
নিজেই তাঁহার হস্তে নিহত হন। হরি-
হরি-১৪৮। (২) মরুদানবের ভবনের
নিকট প্রভাবতী নামক এক তাপসী
বাস করিতেন। তিনি গীতার অশ্বে-
ষপার্থ হনুমানকে পান ভোজনাদিদ্বারা
পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-
২৮০। (৩) প্রভাকরের (স্বর্ঘ্যের) স্ত্রীর
নাম প্রভাবতী। মহাভা-উদ্-১১৬।
(৪) প্রভাবতী নামে, দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী এক মাতৃকাও
ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৭। (৫) দেবশম্ভা
নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী ও রুচিদেবীর
ভগিনী। অঙ্গদেশের রাজা চিত্ররথ
রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভাবতীকে
বিবাহ করেন। মহাভা-অমুশা-৪২।
(৬) পুরাকালে মথুরা পুরীতে চন্দ্রসেন
নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার
অন্ততমা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রভাবতী নামী
এক দাসী ছিল। সেই প্রভাবতীর
কিঙ্করী, বিরূপনিধি পিতৃতর্পণ করিয়া
পিতৃলোকের উদ্ধার করেন। বরা-
১৮০। (৭) রাজা মরুতের অন্ততমা
স্ত্রী। মার্ক-১৩১। (৮) একবার
ইন্দ্র হুড়ে বল দানবকে বধ

করিলে, তাঁহার পত্নী প্রভাবতী
অতিশয় শোকাকুলা হইয়া রণক্ষেত্রে
স্বীয়া স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করিয়া
রোদন করিতে থাকেন। তাঁহার
ক্রন্দনে হুঃখিত হইয়া গুরু মরুতলে
বলাসুরের মুণ হইতে এই বাক্য নির্গত
করান—“প্রভাবতি, তুমি স্বীয় দেহ
আমার অঙ্গে লয় করিয়া ফেল।”
প্রভাবতী তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া
নদীর আকার ধারণ করিলেন এবং
স্বীয়া স্বামীর অঙ্গে লীনা হইয়া সুরেন্দ্র
শৈলের পূর্ববাহিনী হইলেন। পদ্ম-
উদ্ভ-৬। (৯) জনৈক বেত্তা।
ভরত দেখ। (১০) ব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ড
হইতে প্রাহুভূতা জনৈক অঙ্গরা।
বায়ু-৬৯। (১১) উপনন্দের অন্ততমা
পত্নী প্রভাবতী একবার ত্রীকৃষ্ণকর্তৃক
নবনীত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি হরণের
জন্ত যশোদাকে তিরস্কার করেন।
গর্গ-গোল-১৭। (১২) পাতালে
নাগরাজ কছা রত্নাবলীর অন্ততমা
সখি। তিনি পুংসজ্ঞে মহর্ষি চারারণের
কছা ছিলেন। তিনি রত্নাবলীসহ
কাশীতে অনাদিদেবকে পূজা করিয়া
তাঁহার মুখে স্বীয় পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত
শ্রবণ করেন। বাল-কাশী-উদ্ভ-৭৬;
বাল-আব-চতু-৪৫। (১৩) দক্ষ তাঁহার
প্রভাবতী প্রমুখ দ্বাদশ কন্যাকে
আদিভাগ্যকে সম্প্রদান করেন।
বাল-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (১৪) মাতৃ-

গুণের অস্ততমা । তিনি সাধা, ব্রহ্ম, বসু প্রভৃতি কর্তৃক কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০ ।

প্রভাবা—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, প্রভাবা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় গণ অর্ধসহকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

প্রভাময়—মহাদেবের জনৈক গণ । শিব তাঁহাকে ব্রহ্মার সংবাদ লইবার জন্ত কাশীতে প্রেরণ করেন । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩ ।

প্রভাময়েশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিব-লিঙ্গ । তাঁহাকে দর্শন করিলে, জীব অন্তস্থানে মরিলেও প্রভাময় বিমানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করে । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩ ।

প্রভারক—কথুপ পত্নী ও দক্ষ কন্যা কক্রর ঔরসে যে সমুদয় নাগের জন্ম হয়, তিনি তাঁহাদের অস্ততম । মহাভা-আদি-৩৫ ।

প্রভাষ, প্রভাস—(১) ধর্মের পত্নী ও দক্ষ কন্যা বসুর গর্ভজাত অষ্টবসুর অস্ততম । তিনি বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনীকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের অপত্য বিশ্বকর্মা । বিশ্বকর্মা দেবগণের কারু-কার, শিল্পকর্তা ও ভূষণ নিম্মিতা । হরি-হরি-৩ ; মৎ-৫, ২০৩ ; অগ্নি-১৮ ; বায়ু-১০০ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৬ ; স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১ ; স্বন্দ নাগ-১৪৬ । (২) প্রভাস

বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণীকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্মা জন্ম-গ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-১৫ । (৩) অষ্টমবসু প্রভাস একবার পুত্র কামনার গৌরীতপোবনের পশ্চিমে প্রভাসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দিব্য-শতবর্ষ বিপুল ভগ্না করেন । ভগবান রুদ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মনোভিষ্ট বর প্রদান করেন । বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভাবনা প্রভাসের ভাগ্যা । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১০ । (৪) প্রজাপতির পুত্র, মনুর পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র । তিনি প্রভাতার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন । তিনি বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণীকে বিবাহ করেন । তাঁহারই গর্ভে দেবহুত্রধর বিশ্বকর্মার জন্ম হয় । মহাভা-আদি-৬৬ । (৫) স্বন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, প্রভাস তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নন্দিনীকে প্রদান করিয়া-ছিলেন । বাম ৫৭ । (৬) প্রভাস নামে বরুণ গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণের নেত্রভাস ও গতিভাস নামে দুই পুত্র ছিল । পিতার মৃত্যুর পরে নেত্রভাস কনিষ্ঠ গতিভাসকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া ভলে নিক্ষেপ করেন । ভলে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে, ধুকর যজ্ঞ সাধনার্থ আগত ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার এইরূপ পরিচয়

দিয়াছিলেন। বাম-৭৮। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কাক্তিকের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পক্ষত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রভাস তাহাদের অন্ততম। মহাভা-শলা-৪৬। (৮) কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পৌত্র ও শুকের পঞ্চপুত্রের অন্ততম। কৃষ্ণ-পু-১৯। (৯) অষ্টবসুগণ পূর্বে পিতৃশাপে গভবাস লাভ করিয়া ছিলেন। তাহারা অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নন্দাদি তীর্থে আগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর দ্বন্দ্বের তপশ্চা করেন। তাহাতে শিব সমুদ্র হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করতঃ তাহাদিগকে উত্তম অভিষ্ট বর প্রদান করেন। তখন বসুগণ শঙ্করকে প্রসন্ন দর্শন করিয়া তথায় লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক আকাশ পথে গমন করেন। বসুগণের নামানুসারে ঐ লিঙ্গ বাসব লিঙ্গ নামে খ্যাত হয় এবং ঐ তীর্থও বাসব তীর্থ নামে পরিচিত হয়। বৃন্দ-আব-রেবা-২২৩। (১০) সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতাগণের স্মৃতপা, অমিতাভ ও সূপ এই তিনটি গণ বিখ্যাত। এই এক এক গণে বিংশতি করিয়া দেবতা। তন্মধ্যে প্রভাস স্মৃতপাগণের অন্ততম দেব। বায়ু-১০০।

প্রভাসেশ্বর—(১) (প্রভাসেশ) প্রভাস তীর্থে সূর্যোদয়ী প্রভাকর্জুক স্থাপিত

শিবলিঙ্গ। প্রভাসেশ্বর। (২) গৌরী তপোবনের পশ্চিমে অষ্টবসু প্রভাস-কর্জুক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। প্রভাসেশ্বর।

প্রভু—(১) ইক্ষাকু বংশীয় প্রিয়ব্রত ভূপতির কন্যা কাম্যার গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-২, ১৮; লি-৬৩; বায়ু-৬২; মৎ-১৫। কাম্য, কুক্ষি ও গৌর দেখ। কাম্য হইতে সাত্রাক্ষ, অক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম-৫২। (২) ভগদেবতার ঔরসে ও তৎপত্নী সিন্ধির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৬-১৮। (৩) শুকদেবের কুত্রিপ্রথা প্রভৃতি পাঁচ পুত্রের অন্ততম। গৌর দেখ। (৪) দক্ষের অন্ততমা কন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন সাধ্যের অন্ততম। সাধ্যা দেখ। মৎ-২০৩। (৫) অন্ধিরা বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাহার অন্ধিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬। (৬) কস্তুর মুনির ঔরসে দক্ষ কন্যা দময়ন্তীর গর্ভজাত অন্ততম দানব। শিব-ধর্ম-৫৪। (৭) সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবগণের তিনটি গণ থাকিবে। ইহাদের এক একটা গণে বিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবে। তাহাদের মধ্যে প্রভু, বিহু প্রভৃতি কুক্ষি জন অমিতাভগণের অন্তর্গত। বায়ু-১০০। অগ্নিহ দেখ।

প্রভুবন্ত—অন্ধিরা পুত্র প্রভুবন্ত একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি
ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন । ঋক্-৫।৩৫।১ ।

প্রভেদন—মহর্ষি প্রভেদন একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি
ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন । ঋক্-১০।১১৩।১ ।

প্রমতি—(১) পুলস্ত্যের পুত্র প্রমতি ।
দক্ষ-মেক সাবর্ণির সময়ে তিনি অজ্ঞান
সপ্তর্ষি ছিলেন । তরিতরি-২ । আপো-
মূর্ত্তি দেয় । (২) মহর্ষি চাননের
পত্নী সুকন্যা প্রমতিকে প্রসব করেন ।
প্রমতির স্ত্রী স্ত্রীতী হইতে রুরুর জন্ম
হয় । মহাভা আদি ৫ । (৩) মন্ত্র
বংশীয় হৈহয় নরপতি বাঁতহবা নামে
খ্যাত ছিলেন । তিনি মহর্ষি শুক্র-
চার্যের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন ।
তাহারই গর্ভে মহর্ষি বাগিন্দ্র জন্মগ্রহণ
করেন । বাগিন্দ্রের তনয় প্রমতি ।
প্রমতির তনয় রুরু অস্বনা স্ত্রীতী
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা অৱুশা-
৩০ । বাঁতহবা দেখ । (৪) স্বয়ম্ভুব
মহামুনির তৃত্বংশে মহাঋষি প্রমতির
জন্ম হয় । তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত
ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন । তিনি ব্রাহ্মণ,
সৈন্য ও অশ্বশ্রাদ্ধাদিসহ ব্রহ্ম বংশের
বাপী পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া মেঘ ও
শুভ্রবানীসমূহ রাজগণকে সম্মুখে
বিনষ্ট করেন । আবার এই অধায়েই

পাওয়া যায় যে পুরাকালে কলি যুগে
নরদেব মহুর বংশে, বিষ্ণুর অংশে
প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন । ইনি চাক্রমস
বলিয়া খ্যাত । এই চাক্রমস বিংশ বর্ষ
পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ছুটিদিগের নিপাত
সাধন করেন । মন্ত-১৪৪ । (৫)
বিভীষণের অন্যাত্য প্রমতি রাবণের
সৈন্য সমাবেশের সংবাদ বিভীষণকে
দিরাছিল । রামা-লঙ্কা-৩৭ । (৬) দ্বাপর
যুগের শেষে ভগবান হরি বেদব্যাসরূপে
অবতীর্ণ হইয়া বেদ বিভাগ করেন ।
বংশাংশু পৈল ঋগ্বেদে পারদর্শী
জন । পৈলের শিষ্য ইন্দ্র প্রমতিকে,
প্রমতি বাহনকে ও বাহন বোধাদিকে
নিজ সংহিতা চতুর্কী দান করেন ।
অগ্নি-১৫০ পৈল দেখ । (৭) ভৃগু-
বংশসমূহ প্রমতি নামক ঋষি,
দাক্ষিণাত্য-অধিপতি বিদূষের পত্নী
মানিনীর চরিত্র অবলোকন করিয়া
গাথার তাহার প্রশংসা করেন ।
নার-১০০ । (৮) একবার রাজা
ধৃত্বকের পুত্র নল, চানন পুত্র মহর্ষি
প্রমতির স্ত্রীকে দেখিয়া ছরতিসন্ধিপ্রযুক্ত
তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ।
স্বাভাবিক শ্রবণ করিয়া প্রমতি
তাহার সাহায্যের জন্ত উগ্ৰগতি হইয়া
রাজা সুদেবকে, তৎসখা নলকে
এইরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার
জন্ত অনুরোধ করেন । সুদেব বলেন
“আমি বৈশ্বা আপনি সাহায্যের জন্ত

কোনও ক্ষত্রিয়ের শরণাপন্ন হউন”
 প্রমতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিয়া নলকে
 ভষ্ম করেন। নলের এই অবস্থা দেখিয়া
 সুদেব ভীত হইয়া বিনীতভাবে প্রমতির
 শরণাপন্ন হন। মার্ক-১১৪, ১১৫।
 (২) কণ্ঠপ-গোত্রজ প্রমতি, রাজা
 মুনয়ের পুরোহিত ছিলেন। মার্ক-
 ১১৭। (১০) মনুবাংলীয় সোমদত্তের
 পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রমতি। বায়ু-
 ৮৬। (১১) সাবর্ণি মনুর সময়ে
 অমিতাভ নামক দেবগণের বিংশতি
 দেবতার অন্ততম। বায়ু-১০০। সাবর্ণি
 মনু দেখ।

প্রমথ—কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
 হইলে যমকর্তৃক তাঁহার সাহায্যার্থ
 প্রেরিত অন্ততম অশুচর। বায়ু-৫৭।
 উদ্ধাথ দেখ।

প্রমথ—রাজা খনিত্রের পুত্র কুপ;
 কুপের স্ত্রী প্রমথ। মার্ক-১১২। কুপ
 ও অবিবংশ দেখ। কুপের তনয়
 বিবংশ।

প্রমদ—(১) কণ্ঠপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির
 অন্ততমা কন্যা দমুর গর্ভে প্রমদ প্রভৃতি
 একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩।
 (২) বশিষ্ঠের সন্তান। (৩) তৃতীয় মনু
 উত্তমের সময়ে প্রমদ প্রভৃতি সাত জন
 ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮৮-১। (৪)
 জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

প্রমদরা—(১) কুরুক্স স্ত্রী গন্ধর্করাজ
 বিশ্বাবসুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে

প্রমদরার জন্ম হয়। মহর্ষি হুলকেশের
 ভবনে মেনকা প্রমদরাকে প্রসব করিয়া
 প্রস্থান করেন। মহর্ষি হুলকেশ এই
 অসামান্য রূপবতী কন্যাকে স্বীয়
 দুহিতার স্থায় অতি যত্নে লালন পালন
 করেন এবং সমুদয় প্রমদরার মধ্যে
 অসাধারণ রূপবতী বলিয়া তাঁহার নাম
 প্রমদরা রাখেন। পরে মহর্ষি কুরু
 তাঁহাকে বিবাহ করেন। একদিন
 প্রমদরা স্বীয় সখীগণসহ ক্রীড়া করিতে-
 ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে সর্পে
 দংশন করেন। কুরু তাঁহার মৃত্যুতে
 অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। পরে
 স্বীয় পরনায়ক অর্জুন দিতে সম্মত
 হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে পুনর্জীবিত
 করেন। কুরুর ঔরসে প্রমদরার গর্ভে
 শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-
 ৮; অমুশা ৩০; দেবীভা-২৮-৮, ৯।
 (২) মহর্ষি ধর্ম্মের অন্ততম পুত্র নর ও
 নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্ত
 ইন্দ্র প্রমদরা প্রভৃতি বহু অপ্সরাকে
 প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-
 ৪৮-৬।

প্রমদু—মনুবাংলীয় নরপতি বীরব্রতের
 বনিতা ভেজা, মনু ও প্রমদু নামে দুই
 পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫৮-১৫।

প্রমর্দন—শব্দ অশুরের অন্ততম সেনা-
 পতি। তিনি প্রহ্লাদ হন্তে সমরে নিহত
 হন। হরি-হরি-১৬২।

প্রমাথ—(১) কুরুপতি যুধিষ্ঠিরের অন্ততম

তনয় । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-১৫৭ ।
(২) কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে যম তাঁহার সাহায্যার্থ প্রমাথ ও উন্মাথ নামক দুই অমৃতরকে প্রদান করেন । কন্দ মাহে-কুমা-৩০ । প্রমাথ দেখ ।

প্রমাথি, প্রমাথী—(১) খর দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃত্বব্ধের অন্ততম সেনাপতি । তিনি রাম হস্তে নিহত হন । রামা-অরণ্য-২৩ । (২) এক বানর যুগপতি । তিনি মন্দার পর্বতে বাস করিতেন । রামা-লঙ্কা-২৭ ।

প্রমাথিনী—(১) কস্তুরের স্ত্রী মুনি হইতে প্রমাথিনী জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-২১৮ । (২) দুর্গার অপরা নাম । বায়ু-৯ । (৩) অঙ্গুরা বিশেষ । অর্জুনের জন্ম দিনে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-১২৩ ।

প্রমাথী—(১) প্রমাথী ও বজ্রবেগ নামে রাক্ষসপতি দুগ্ধের দুই অমুজ ছিলেন । তন্মধ্যে লঙ্কা সমরে প্রমাথী নীলহস্তে ও বজ্রবেগ হনুমান হস্তে নিহত হন । মহাভা-বন-২৮৫ । (২) যদুবংশীয় অকূপের পৌত্র ও উপদেবের তনয় প্রমাথী । কৃষ্ণ পু-২৪ । প্রমাথি-দেখ । (৩) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কস্তা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত জনৈক রাজা । কবি-১ম-৫ ।

প্রমিতি—(১) মহুবংশীয় নরপতি প্রাণ্ডুর পুত্র । প্রমিতির পুত্রের নাম খনিত্র ।

প্রমথ দেখ । (২) কলিযুগে চন্দ্রবংশে প্রমিতি নামে এক রাজা জন্মিলেন । তিনি বহু সেনার অধিপতি হইয়া কোটি কোটি সৈন্য ও সমস্ত পাণ্ডু-গণকে বিনাশ করিয়া একমাত্র বিপ্লব বৈদিক সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করিলেন । কন্দ-মাহে-কুমা-৪০ । (৩) বিষ্ণুর দশম অবতার কবি পূর্বজন্মে প্রমিতি নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৯৮ । (৪) জনৈক মহর্ষি । শরশয্যাশাঠী ভীষ্মের নিকট তীর্থ সাহায্য গুনিবার জন্য অস্ত্রাশ্রয় নিগণসহ উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-অমুশা-২৬ ।

প্রমিতোজা—কেতুমান নামে মহা-প্রতাপবান্ অমুর, ভূমণ্ডলে জন্মিয়া, প্রমিতোজা নামে অতি নিদ্রার রাজা হইলেন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

প্রমীল—পূর্বকালে মুর-পুর সুরজয়ী প্রমীল নামক মহাদৈত্য একদা বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া তদীয় সুরূপা নন্দিনী গাভী দর্শনে প্রলুব্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্বক বশিষ্ঠ নিকটে সেই নন্দিনী প্রার্থনা করেন । এইজন্ত নন্দিনী পাণে তিনি গোবৎসরূপে জন্মগ্রহণ করেন । দ্বাপরে তিনি বৃন্দাবনে বৎসাসুর হইয়া জন্মলাভ করেন এবং ত্রিষ্কণ্ডহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন । গর্গ-বৃ-৪ । বৎসাসুর দেখ ।

প্রমীলা—একবার অনিরুদ্ধ ত্রিষ্কণ্ডের

যজ্ঞাংশ লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্ত্রী রাজ্যে উপস্থিত হন। ঐ রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী যজ্ঞাংশ বন্ধন করিয়া অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অনিরুদ্ধ ভীত হইয়া সংগ্রাম-পরাজ্য পতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার নিকট যজ্ঞাংশ প্রার্থনা করেন। তখন রাজ্যী অনিরুদ্ধকে স্বীয় পুত্রজন্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহার পত্নীকে বৃত্তা হইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনিরুদ্ধ দ্বারকার প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন অঙ্গিকার করিতে রাজ্যী তাঁহার প্রধান মন্ত্রিনী প্রমীলাকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অশ্ব প্রতর্পণপূর্বক দ্বারকার গমন করেন।
গর্গ-অশ্ব-১৭।

প্রমুচ—দক্ষিণদিকবাসী জনৈক মহাবি।
অগস্ত্য ও ইন্দ্ৰবাহু দেখ।

প্রমুচি—দক্ষিণদিকবাসী মহাবি বিশেষ।
লক্ষ্য সময় বিজয়ী রাক্ষসকে আধিকার করিতে তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়া ছিলেন। রানা উক্ত-১।

প্রমুচ—(১) জনৈক ঋষি। হরি।
(২) উন্মুচ, প্রমুচ, স্বস্ত্যাজের, দৃঢ়া, উদ্ধবাহু, তৃণ, সোমাসিরা ও মিত্র বক্রণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য। ইহার দক্ষিণদিকে অবস্থান করিত ছেন। এই মহাঋষিগণ দক্ষিণেই পুরোহিত। মহাভা-অষ্টা-১৫০। প্রমুচ দেখ। ঐ পক্ষেই ১৩৫ অধ্যায়ে

নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়—
উন্মুচ, প্রমুচ, স্বস্ত্যাজের, মিত্রাবক্রণ পুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়াযু ও উদ্ধবাহু।

প্রমোচা—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কস্তার মধ্যে প্রমোচা প্রভৃতি একাদশটাকে রুদ্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-৯।

প্রমোদ—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্তিকেরকে সাহায্য করিবার জন্য সাধা, রুদ্র প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত জনৈক সেনাপক্ষ। মহাভা-শলা-৪৩। (২) মনুবাণীয় নরপতি দৃঢ়াধের পুত্র। তাঁহার পুত্র চর্যাম্ব। হৃথাম্বের তনয় নিকুন্ত। শি-৬৫; মনু-১২। পদ্ম-৮। (৩) ঐরাবত কুলজাত নাগরাজ। ইনি জনমেজয়ের সর্পব্রত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রমোদা—অক্ষকায়বৈব রক্তগান করিবার জন্য মণ্ডোদরী কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাহুকা। মনু-১৭৯।

প্রমোদাহ—কশ্যপ পত্নী দধির গর্ভজাত অশ্রুতন দানব। বায়ু-৩৮। দধু ও কশ্যপ দেখ।

প্রমোচা—(১) দক্ষের অশ্রুতমা কস্তা ও কস্তপের পত্নী মূনি হহতে প্রমোচা প্রভৃতি অপ্সরাসগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। কাশ্য দেখ। (২) প্রমোচা পক্ষচূড়া বাণীরা অপ্সরা ছিলেন। বায়ু-৩৯। (৩) অপ্সরা বিশেষ। ইন্দ্র কণ্ঠমুনির তপস্তা ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কণ্ঠ

তাহার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তৎসঙ্গে ভোগ সুখে দীর্ঘকাল যাপন করেন । অবশেষে অঙ্গরা গর্ভবতী হইলে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া যান । প্রমোচা সেই গর্ভ বৃক্ষতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান । বৃক্ষদের রাজা সোম তাহাকে পালন করেন । এই অঙ্গরা-প্রভৃতা কস্তুর নাম যারিবা । প্রচেতারা দশ তাই তাঁহাকে বিবাহ করেন । তাগ-৬৮ ৩০ ; বিষ্ণু-১ম-১৫ । (৪) উর্দ্ধশী, মেনকা, দুতাচী প্রভৃতি দ্বাদশ জন অঙ্গরা নৃত্য গীতদ্বারা সূর্য্যের অর্জনা করিতেন । কুর্ধ-পূ-৪১ । অহুরোচা দেখ । (৫) ভৃগুবংশীয় দেব-দত্তের তপস্তা ভঙ্গার্থ একবার ইন্দ্র অঙ্গরা প্রমোচাকে প্রেরণ করেন । দেবদত্তের ঔরসে ও প্রমোচার গর্ভে, তখন ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেন । বরা-১৪৬ । (৬) বিখ্যাত গুহক অঙ্গকের ঔরসে ও অঙ্গরা প্রমোচার গর্ভে এক কস্তার জন্ম হয় । প্রথমে বানরযোনি প্রাপ্ত বিধকর্ম্মা সেই কস্তাকে অপহরণ করেন । পরে ইক্ষ্বাকু তনয় শকুনির সচিব তাহার বিবাহ হয় । বাম-৬২—৬৫ । (৭) অঙ্গরা প্রমোচা নৃত্যগীত-দ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর আনন্দ বর্দ্ধন করিত । মৎ-১৩১ । (৮) একবার প্রজাপতি ক্রটি যখন পিতৃগণকর্ত্তৃক দার-পরিগ্রহ করিতে আদিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন অঙ্গরা প্রমোচা

এক নদী মধ্য হইতে আবির্ভূতা হইয়া যীরা মালিনী নামী কস্তা তাঁহাকে বিবাহার্থ দান করেন । মার্ক-৯৮ । (৯) প্রমোচা প্রভৃতি অঙ্গরাগণ কুবেরের সভায় নৃত্যগীত করিতেন । মহাভা-সভা-১০ । (১০) পার্শ্বতীর জনৈক সখী । পার্শ্বতীর তপস্তাকালে তিনি তাহার পরিচর্যা করিতেন । স্বল্প-মাহে-কেদা-২১ । (১১) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অব-রোহণদ্বারা একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে সখ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন, ভিন্ন আদিতা দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ভ, অঙ্গরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । এই সূর্য্যরথে ইন্দ্র, বিষ্ণুবাহু, শ্রোতঃ, এলাপত্র, অম্বিরা, প্রমোচা ও সর্পাধা রাক্ষস শ্রাবণ মাসে বাস করেন । বিষ্ণু-২২-১০ ।

প্রমোচা—একবার ‘দাক্ষারীণী বাতীত আর কোন স্ত্রী মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারে’ এই বিষয়ে বাদাম্ববাদ উপস্থিত হওয়াতে অঙ্গরাগণ রূপ পরিবর্তন করিয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তুষ্টী সাধন করেন । তন্মধ্যে প্রমোচা সাক্ষীরূপ ধারণ করেন । শিবধর্ম্ম ৭ ।

প্রশ্না—রাক্ষসী বিশেষ । সে অশোক বনে সীতাকে যারিবা কেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল । রামা-হৃন্ম-২৪ ।

প্রযস্বংগণ—অত্রি অগত্য প্রযস্বংগণ
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেকগুলি
ঋত্মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫:২০।১।
প্রাগতির্থ—ঋত্ম দেবসেনাপাত পদে
অভিষিক্ত হইলে, প্রাগতির্থ তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বীয় কতিপয় অমুচর্য্যকে
প্রদান করেন। বাম ৫৭। উর্কবেণী
দেখ।

প্রাগমাধব—যথাবিধি প্রাগ ক্ষেত্রে
জ্ঞান করিয়া যে মানব, দশাশ্বমেধের
উভয়াংশে প্রাগমাধব নামক দেবকে
অবলোকন করিতে পারে সে সনাত
পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ
হয়। ঋক্-কাণ্ড-উত্ত-৬।

প্রাণ—রাক্ষস বিশেষ। ইনি রান
রাবণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের অমুগমন করিয়া-
ছিলেন। রামা লঙ্কা-৯০।

প্রবৃদ্ধ—দক্ষ কন্যা বসিষ্ঠার গর্ভে যে
সমুদ্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি
তাঁহাদের অজ্ঞাতম। কালি-৩৪।

প্রবৃত্ত—কণ্ঠ্যের অজ্ঞাতমা পত্নীও দক্ষের
কন্যা মুনি হইতে গোপতি, উন,
মৃতরাষ্ট্র, প্রবৃত্ত প্রভৃতি বহু পুত্র ও মেয়ে।
মহাভা-আদি-৩৫।

প্রব্রাজ—ভৃগুবাংশীয় মহর্ষি প্রব্রাজ এক
জন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।
তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্-
মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।১০২।১।
প্রব্রজ—রাবণের অমুচর জনৈক রাক্ষস

সেনাপতি। লঙ্কা সময়ে তিনি বানর-
সৈন্তের হস্তে নিহত হন। মহাভা-
বন-২৮৩।

প্রতিন-আয়ুর্কোদ প্রবর্তক ধনুস্তরীর
বংশে দিবোদাসের ঔরসে ছামানের
জন্ম হয়। ছামানের পুত্র অলক প্রভৃতি।
এই ছামান, প্রতিন, শক্রজিৎ, বৎস,
ঋতশ্বজ ও কুবলয়াখ নামেও পরিচিত
ছিলেন। ভাগ-৯৫-১৭।

প্রলম্ব—(১) একদা ত্রীকৃষ্ণ ও বলদেব
অজ্ঞাত গোপবালকগণসহ ভাণ্ডীর বনে
ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়
প্রলম্বদেতা গোপবালকবেশে তথায়
প্রবেশ করিল। ত্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে
পারিয়া মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।
বলদেবের সহিত প্রলম্ব ও অজ্ঞাত
গোপবালকগণ একে অজ্ঞের সহিত
মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। খেলার
নিয়ম ছিল যে বিজয়ী বিজিতকে
স্বন্ধে বহন করিবে। প্রলম্ব পরা-
জিত হইয়া বলদেবকে স্বন্ধে বহন
করিবার ছলে অজ্ঞাত লইয়া বাহিতে
উদ্ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু বলদেবের
মুঠাঘাতে শমন সদনে প্রেরিত হইল।
বিষ্ণু-৭০। (২) একদা বলদেব
ও ত্রীকৃষ্ণ অজ্ঞাত গোপ বালকগণের
সহিত ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষতলে
খেলা করিতেছিলেন। এমন সময়
প্রলম্বাসুর বলদেবকে হরণ করিয়া
লইয়া বাহিতে উদ্ধৃত হয়। বলদেব

প্রলয়ের মস্তকে মুঠাঘাত করিলে রক্ত
 বমন করিতে করিতে প্রলয় প্রাণত্যাগ
 করে। বিষ্ণু-৫ম-২; ভাগ-১০ঙ্ক-১৮।
 (৩) প্রলয় নামে অসুর বৃক্ষরূপ ধারণ
 করিয়া ত্রীকূটকে শৃঙ্গে লইয়া ভ্রমণ
 করিয়াছিলেন। তদর্শনে সকলেই অতি-
 শয় ভীত হইলেন। বলরাম 'ভয়
 নাই' বলিয়া সকলকে মায়া দান
 করিলেন। ঐরাবত তাহার শৃঙ্গ ধারণ
 পুষ্পক শৃঙ্গে উপস্থিত করিয়া ভূতল
 নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয় ভূতলে
 পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবৈ-
 স্ক-১৬। (৪) কশ্যপ পত্নী দম্বর গভজাত
 জনৈক দানব। বায়ু-৬৮। দম্ব দেখ।
 (৫) জনৈক দৈত্যপতি। মহাভা-আদি-
 ৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৬) প্রলয়ের
 সহিত কংসের একবার যুদ্ধ হয়। কংস
 তাহাকে ভূমিতলে পতিত ও পরে
 উত্থাপিত করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে
 নিক্ষেপ করেন। গর্গ-গোল-৩। (৭)
 প্রলয় নামক দানব তারকাসুরের যুদ্ধে
 স্বন্দের ভয়ে পলায়ন করিয়া পাতালে
 আশ্রয় লয় ও নাগ-গণের ভাণ্ডা, পুত্র
 কণ্ডা, গৃহ সমস্তই বিধ্বস্ত করিতে থাকে।
 অত্যাচর নাগ গণ বাসুকী-নন্দন কুম্ভ-
 নাগের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাকে
 বধ করিবার জন্য বাহিতে উত্তত হইলে,
 স্বন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রুদ্ধ
 চিত্তে শক্তি গ্রহণপূর্বক "প্রলয় দানব
 নিহত হউক" বলিয়া পাতালের দিকে

নিক্ষেপ করিলেন। স্বন্দ-ভূজ-বিমুক্তা
 সেই শক্তি, সবেগে ভূতল ভেদ করিয়া
 পাতালে গিয়া সৈন্ত প্রলয় দানবের
 জীবন-সংহার করিয়া স্বন্দের নিকট
 পুনরাগমন করিল। স্বন্দ-মাহে কুমা-৩৬।
 প্রলয়ক—বরাহকন্দের একাদশ ষাণ্ডরে
 দ্বিতীয় নামা মূনি বাস নামে খ্যাত
 ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব গঙ্গা-
 দ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন।
 তৎকালে লম্বোদর, লম্বক, লম্বকেশ
 ও প্রলয়ক নামে তাহার চারি পুত্র
 জন্মে। তাহারা সকলেই মাহেশ্বর
 যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪।
 প্রলয়ারণ—বশিষ্ঠ বংশীয় জনৈক গোত্র-
 প্রবর্তক ঋষি। তাহাদের আবেশ
 প্রবর ভীষ্ম, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমতি,
 এই তিনটি। মৎ-২০০।
 প্রলয়স্তিকা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ত-
 তমা। অ-৫২।
 প্রলোলুপ—গরুড়ের তনয় সুপার্শ্ব,
 সুপার্শ্বের পুত্র কুস্তি এবং কুস্তির আশ্বক
 প্রলোলুপ। মার্ক-২।
 প্রশম—বল্লভদেবের ঔরসে, শান্তিদেবার
 গর্ভে প্রশম প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।
 ভাগ-২ঙ্ক-২৪।
 প্রশমী—জনৈক অঙ্গরা। কুবেরের
 আশ্রয়ে নৃত্যগীত করিয়া মহর্ষি অষ্টা-
 বক্রকে প্রীত করিয়াছিলেন। মহাভা-
 অশুপা ১২১।
 প্রশান্তাঙ্গা—দেবদেনাপতি কার্তিকেয়ের
 অন্ততম নাম। মহাভা বন-২৩০।

প্রশুশ্রক—(প্রশুশ্রক) রাজা মরুর পুত্র। তাঁহার তনয় অশ্বরীষ, অশ্বরীষের তনয় নহুব, নহুবের আশ্রয় যথাতি। রামা-আদি-১০। অযোধ্যা কাণ্ডে ১০০ প্রশুশ্রব নাম দৃষ্ট হয়।

প্রশুশ্রব—মহুবংশীয় নরপতি মরুর পুত্র। তৎপুত্র অশ্বরীষ, অশ্বরীষের তনয় নহুব, নহুবের পুত্র নাভাগ, নাভাগের আশ্রয় অজ ও সুব্রত। রামা অযো-১১০।

প্রশ্নি—জর্নৈক নহিষি। ব্রহ্মা বেদনাম্নত সনাতন ধর্ম উৎপাদন করিলে, তিনি অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সেই ধর্ম পালন করিয়া ছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬।

প্রশ্বাস—বরুণের মন্ত্রী। রাবণ বরুণা-লয়ে গমনপূর্বক বরুণ-পুত্রদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে মন্ত্রী প্রশ্বাসের মুখে, বরুণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। রামা-উত্ত-২৩।

প্রশ্রয়—দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্ততমা হীর গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে তাহার জন্ম হয়। ভাগ-৪৫-১।

প্রসঙ্গি—সত্যযুগে বৈবস্বত নামে মহু ছিলেন। মহুর পুত্র প্রসঙ্গি, প্রসঙ্গির পুত্র কুপ। মহাভা-আশ্ব ৪।

প্রসব—ভৃগুবংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতার অন্ততম। বায়ু-৬৫। অজ ও কাব্য দেখ।

প্রসভ—জর্নৈক বানর দলপতি। তিনি

বহু বানর সৈন্যসহ লঙ্কা অবরোধে রামের অহুগমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪২।

প্রসাদ—ধর্ম্ম, সত্যযুগের সমভিবাহারে কলির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কলির মনুষ্য গোচ, ধর্ম্মাচর প্রসাদ-কর্তৃক নিহত হন। কঙ্কি-৩য়-৬।

প্রশুস্ত—নিখিঞ্জরে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম, সুশ্রু ও প্রশুস্ত নরপতি গণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-২৯।

প্রশ্রুত—(১) রথুবংশীয় নৃপতি মরুর পুত্র। প্রশ্রুতের পুত্র সন্ধি। সন্ধির পুত্র অমর্ষণ। ভাগ-৯৯-১২। (২) বিষ্ণু পুরাণের মতে প্রশ্রুতের পুত্র সুগন্ধি। সুগন্ধির তনয় অমর্ষণ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

প্রস্থত—চাক্ষুষ মনুষ্যের অত্যন্তম দেবতা। চাক্ষুষ মহু দেখ।

প্রস্থতি—(১) বৈরাজ মহুর পত্নী শতরূপা হইতে আকৃতি ও প্রস্থতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বৈরাজ মহু আকৃতিকে রুচি প্রজাপতির এবং প্রস্থতিকে দক্ষের হস্তে প্রদান করেন। দক্ষ পত্নী প্রস্থতি হইতে চতুর্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, শিকি, (ঋকি; পদ্ম-সৃষ্টি-৩) ও কীর্তি এই ত্রয়োদশটা ধর্ম্মের পত্নী। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে সতী, ভবকে, ধ্যাতি ভৃগুকে,

দত্তীতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্তাকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনহরা অত্রিকে, উর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে ও স্বধা পিতৃগণকে বিবাহ করেন । বায়ু ১০ ; ভাগ-৩৬-১২ ; ৪৬-১ । (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী দত্তীতি, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রমুতি ও আকুতি নামী দুই কন্যা প্রসব করেন । তন্মধ্যে প্রমুতিকে দক্ষ বিবাহ করেন । প্রমুতির গর্ভে দক্ষের চতুর্কিংশতি কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষি, পুষি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, (ঋদ্ধি; পদ্ম-সৃষ্টি ৩) ও কীর্তি এই ত্রয়োদশটি ধর্ম্মের পত্নী । অবশিষ্ট একাদশটির মধ্যে, খ্যাতিতে ভৃগু, দীপ্তিতে ভব, সজ্জিতিকে মরীচি, স্মৃতিতে অঙ্গিরা, প্রীতিতে পুলস্তা, ক্ষমাকে পুলহ, সন্নতিতে ক্রতু, অনহরাকে অত্রি, উর্জ্জাকে বশিষ্ঠ, স্বাহাকে বহি ও স্বধাকে পিতৃগণ বিবাহ করেন । কৃষ্ণ-পু ৮ । শিব-পুরাণে (বায়ু-পু ১৫) আছে পুণ্ড্র প্রীতিতে, ক্রতু ক্ষমাকে ও পুলস্তা ব্রহ্মাকে বিবাহ করেন । (৩) দক্ষ ইহাকে পত্নীত্ব বরণ করেন । তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে জন্মলাভ করেন । প্রমুতির গর্ভে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী প্রভৃতি চতুর্কিংশতি কন্যা জন্মলাভ করেন । বিষ্ণু ১ম-১১ । (৪) মনুর ঔরসে ও তাঁহার

সহধর্ম্মিনী শতরূপার গর্ভে আকুতি, দেবহুতি ও প্রমুতি জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯ । তন্মধ্যে আকুতিকে মহর্ষি রুচি, দেবহুতিকে কর্দম ঋষি, প্রমুতিকে দক্ষপ্রজাপতি বিবাহ করেন । দেবীভাগ-৮-৬৩ ; বৃহৎ-মধ্য-২ । (৫) দক্ষের ঔরসে ও প্রমুতির গর্ভে ষাট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে ধর্ম্ম আটটি, রুদ্র একাদশটি, শিব একটি, ব্রহ্মপ ত্রয়োদশটি এবং অবশিষ্ট সাতাশ-টিকে চন্দ্র বিবাহ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯ । (৬) প্রমুতি (অন্য নাম মেনকা) দক্ষের স্ত্রী । তিনি অঙ্গিকাকে প্রসব করেন । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ । (৭) মনু হইতে শতরূপাতে উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত নামে দুই পুত্র এবং আকুতি ও প্রমুতি নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । প্রমুতি দক্ষের পত্নী । তিনি দক্ষ হইতে চতুর্কিংশতি কন্যা প্রসব করেন । তাঁহাদের নাম—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষি, তুষি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, সজ্জিত, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনহরা, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা ও মহাভাগা । লি-৫ । (৮) দক্ষের পত্নী । প্রথমে ইনি পঞ্চ সহস্র পুত্র প্রসব করেন । নারদের পরামর্শে তাঁহারা সংসার ত্যাগী হন । পরে প্রমুতি আবার সহস্র পুত্র প্রসব করেন । তাঁহারা সবল্য নামে খ্যাত । তাঁহারাও পরিশেষে নারদের পরামর্শে

সংসার ত্যাগী হন। লি-৬৩। (৯) ব্রহ্মার আশ্বসদৃশ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু, আর তাঁহার তপস্তাধারা লব্ধ নিধৃত-পাপা কল্পা শতরূপা। এই শতরূপার গর্ভে, মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত প্রহৃতি ও উত্তান-পাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রহৃতি ও ঋদ্ধি নামে দুই কন্যা জন্মে। পিতা স্বায়ম্ভুব, প্রহৃতিকে দক্ষপ্রজাপতির হস্তে এবং ঋদ্ধিকে রুচীপ্রজাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। মার্ক-৫০; পদ্ম সৃষ্টি ৩। (১০) প্রহৃতি স্বাপরে যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহা-৫২। মহাভারত আদি (৬৬ অঃ) পর্বে আছে ধর্ম, দক্ষের দশটি কন্যা বিবাহ করেন। হরিবংশেও (২১৮ অঃ) ঐরূপ আছে। কিন্তু নামের তালিকা একরূপ নহে। ধৃতি ও পুষ্টি দ্রষ্টব্য। ধর্ম দেখ।

প্রহৃতি—স্বারোচিষ মনুর অষ্টতম পুত্র। নভ, নভস্ত ও চাবন দেখ।

প্রসেন—(১) যদুবংশীয় নরপতি অক্রুরের পত্নী ও উগ্রসেনের কন্যা সুগাত্রীর গর্ভে দেবতুল্য তেজস্বী প্রসেন ও উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি অনমিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল নিম্ন। নিম্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। তাঁহার ষারকা-পুত্রীতে রাস করিতেন। প্রসেন সমুদ্র হইতে শ্রমস্তক নামে এক মণি লাভ করেন। এই মণি ভ্রাতা সত্রাজিৎ ব্যবহার করিতেন। একদা স্রগা এই

মণি সত্রাজিৎ হইতে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং পুনরায় তাহা প্রত্যাৰ্পণ করেন। সত্রাজিৎ স্নেহবশতঃ সেই মণি ভ্রাতা প্রসেনকে প্রদান করেন। প্রসেন সেই মণি ধারণপূর্বক বনে মৃগয়া করিতে গিয়া এক সিংহকর্তৃক নিহত হন। হরি-হরি-৩৮। সত্রাজিৎ দেখ। (৩) বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে, প্রসেন সিংহকর্তৃক নিহত হন এবং সেই সিংহ জাম্ববানকর্তৃক শমন সদনে প্রেরিত হয়। জাম্ববান শ্রমস্তক মণিটা আহরণ করিয়া লইয়া যান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৪) যযাতি বংশীয় নিম্নের দুই পুত্রের অষ্টতম। ভাগ-৯৮-২৪। (৫) যদুবংশীয় অনমিত্রের তনয় নিম্ন, নিম্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। কুর্ম-পূ-২৪। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নিম্নের প্রসেন ও সত্রাজিৎ নামে দুই পুত্র জন্মে। সত্রাজিৎ প্রিয় সখা স্রগাদেব, তাহাকে শ্রমস্তক নামে এক অতি উৎকৃষ্ট মণি প্রদান করেন। প্রসেন একদা সেই মণি ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগরাজকর্তৃক নিহত হন। লি-৬৯। (৭) বৃষ্ণিবংশীয় নিম্নের তনয় প্রসেন ও শক্তি সেন। প্রসেনের শ্রমস্তক নামে এক মণি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াও এই মণি প্রাপ্ত হন নাই। একদা প্রসেন মৃগয়া করিতে যাইয়া জাম্ববান হস্তে নিহত হন। সুকলেই মনে করিল মণির জন্ম শ্রীকৃষ্ণই তাহাকে দাতা করিয়া-

ছেন । ত্রীকুক্ষ মুগয়াস্তরে জাঘবানকে বধ করিয়া, তৎকন্তা জাঘবতীকে বিবাহ করতঃ মণি লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহা প্রসেন-ভ্রাতা শক্তিসেনকে প্রদান করিয়া অপবাদ দূর করেন । পদ্ম-সৃষ্টি ১৩ ; বৃহৎ-উত্ত-১৮ ; গর্গ-দ্বার-৮ ; মৎ-৪৫ । অগ্নি-পুরাণে (২৭৫ অঃ) এই আখ্যানটি সামান্য পরিবর্তিত ভাবে রহিয়াছে । (৮) রাজা প্রসেন ব্রাহ্মণ-গণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-২৩৪ ।

প্রসেনজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পত্নী ও হিমালয়ের কন্তা ত্রিলোক বিখ্যাতা দুষদ্বতী (হৈমবতী-বায়ু-৮৮) ইহাতে প্রসেনজিতের জন্ম হয় । প্রসেনজিতের পত্নী গৌরী স্বামী-কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া বাহুদা নদীকূপে পরিণত হন । মহীপতি যুবনাথ প্রসেনজিতের আত্মজ ছিলেন । শিব-ধর্ম-৬০ । (২) প্রসেনজিতের কন্তা রেণুকাকে মহর্ষি জমদগ্নি বিবাহ করেন । মহাভা-বন ১১৩—১৬ ; শান্তি ৪৯ । (৩) রঘুবংশীয় নরপতি বিখ্যাতর (বিখ্যাবহু) তনয় । প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক, তৎপুত্র বৃহদল । ভাগ-৯৯-১২ । (৪) তিনি রঘুবংশীয় নৃপতি লাক্ষ্মণের পুত্র । প্রসেনজিতের তনয় ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় সুমিত্র । ভাগ-৯৯-১২ । (৫) রাজা সত্রাজিতের ভ্রাতা । সত্রাজিৎ

তাহাকে স্তম্ভস্তক্ মণি প্রদান করেন । তিনি মণি কণ্ঠে ধারণপূর্বক মুগয়া করিতে যাইয়া, সিংহকর্তৃক নিহত হন । জাঘবান সিংহকে নিহত করিয়া স্তম্ভস্তক হস্তগত করেন । ভাগ-১০-৫৬, ৬৭ । (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুশাশ্বের তনয় প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাথ, তৎপুত্র মাক্রাতা । বিষ্ণু-৪র্থ-২ । (৭) বৃহদল বংশীয় নৃপতি বাতুলের পুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় কুম্ভক । বিষ্ণু-৪র্থ-২২ । (৮) রাজা সত্রাজিতের পুত্র । ব্রহ্মবৈ-কৃ-১২২ । সত্রাজিত দেখ । (৯) সূর্য্য বংশীয় রাজা শাক্য, শাক্যের তনয় শুক্লোধন, তৎপুত্র সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের তনয় প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় কুনক । মৎ-২৭১ । (১০) শুক্লোধনের পুত্র (?) রাহুলের পর প্রসেনজিৎ অযোধ্যাতে রাজত্ব করিবেন । বায়ু-৯৯ । (১১) জনৈক রাজর্ষি । মহাভা-সভা-৯ । (১২) সুগন্ধির অন্ততম পুত্র । রামা-আদি-৭০ ; অযো-১১০ । (১৩) চন্দ্রবংশীয় কুশাশ্বের তনয় প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র যৌবনাথ । দেবীভা-৭৯-৯ । (১৪) নরপতি প্রসেনজিতের বক্ষঃস্থিত স্তম্ভস্তক্ মণি নন্দাদার দক্ষিণ তীরে পুতিকা তীরে নিক্ষিপ্ত হইলে জাঘবান সেই মণি গ্রহণ করিয়া পুতি-গন্ধযুক্ত ত্রণদ্বারা সমাক্রান্ত হন । স্বন্দ-আব-রেবা-৮৯ ।

প্রসন্ন—ঋষি কথের পুত্র মহর্ষি প্রসন্ন একজন ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । তাঁহার ষেতিরোগ ছিল । পরে তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হন । ঋক্-১।৪৯—৫০ ।

প্রসন্ন—যযাতি বংশীয় মেধাতিথি হইতে প্রসন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন । ভাগ-৯৯-২০ ।

প্রস্তাব—(১) মনুবংশীয় নৃপতি । তাঁহার পত্নী বিষ্ণুসার গর্ভে বিভূ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৫৯-১৫ । (২) মনুবংশীয় নৃপতি উদগীথের তনয় প্রস্তাব, প্রস্তাবের তনয় পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয় । বিষ্ণু-২য়-১ । প্রস্তাব দেখ । (৩) অক্রুর বংশীয় দেবভাগের তনয় প্রস্তাব । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

প্রস্তাবি—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদগীথের তনয় প্রস্তাবি, (প্রস্তাবী) প্রস্তাবির পুত্র পৃথু । কুর্শ-পূ-৩৯ । প্রস্তাব দেখ ।

প্রস্তাব—ভরত বংশীয় ভূবের পুত্র । তাঁহার তনয় বিভূ, বিভূর আয়জ পৃথু ও পৃথুর পুত্র নক্ত । অ-১০৭ ।

প্রস্তত—দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণুর বাহন গরুড়, প্রস্তত দানবকে বধ করেন । মহাভা-উদ্-১০৪ ।

প্রস্তোক—রাজর্ষি স্বপ্নের পুত্র প্রস্তোক একজন ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি একবার মহর্ষি গর্গকে স্নবর্ণপূর্ণ

দশটা কোষ ও দশটা অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন । ঋক্-৬।২২ ।

প্রস্তোতা—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদগীথের পুত্র প্রস্তোতা, তৎপুত্র বিভূ । বরা-৭৪ ।

প্রস্থ—শ্রীকৃষ্ণের সখা, অল্পতম বৃষভানু । গর্গ-গোল-৪ ।

প্রস্থাপিনী—যতুবংশীয় নৃপতি সত্রাজিতের দশ ভাৰ্য্যাতে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এবং ভুবন-বিখ্যাতা সত্যভামা, ত্রিভিনী ও প্রস্থাপিনী নামী তিন কন্যাও জন্মে । রাজা সত্রাজিৎ এই তিন কন্যাকে ভাৰ্য্যার্থে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে অর্পণ করেন । হরি-হরি-৩৮ ।

প্রহরণ—(১) ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অল্পতম । তিনি প্রহরার সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন । ভাগ-১০৯-৬১ ; গর্গ-বিশ্ব-৩৩ । (২) দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্র । কুর্শ-পূ-১৮ ।

প্রহসিতেশ্বর—একবার তাপস শ্রেষ্ঠ তুর্ল্লাসা মহাদেবের আনন্দ কাননে উপস্থিত হন । তিনি ঐ স্থান দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করেন এবং নানা-রূপে ঐ তাঁর্যের প্রশংসা করিয়া ঐ স্থানেই তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন । দীর্ঘ-কাল তপস্তা করিয়াও কোন ফললাভ না করিয়া তিনি ক্রোধে “এই ক্ষেত্রে যাহাতে আর কাহারও মুক্তি না হয় আমি সেইরূপ বিধান করিতেছি” এই বলিয়া যেমন শাপ প্রদানে উদ্বৃত্ত হইবেন অমনি মহেশ্বর, প্রহসিতেশ্বর

নামক একটা লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া যুগ্ধ মন্দ হান্ত করিতে লাগিলেন ; স্বন্দ-কালী-উক্ত-৮৬ ।

প্রহস্ত—(১) রাবণের প্রধান মন্ত্রী । লঙ্কা সমরে অকম্পনের পতন হইলে তিনি রাবণের আদেশে স্বীয় অমুচর নরাস্তক, কুন্তহস্ত, মহানাদ ও সমুন্নত নামক চারি জনের সহিত বানর সৈন্য দলনে গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু একে একে নরাস্তক দ্বিবিদের হস্তে, কুন্তহস্ত তারের হস্তে, মহানাদ জাধ-বানের হস্তে, সমুন্নত হুর্জুথের হস্তে, এবং স্বয়ং নীলের হস্তে নিহত হন । তাঁহার পুত্র জাম্বুমানী । প্রহস্ত কৈলাস পর্বতে মণিভদ্রকে পরাস্ত করেন । রামা-সুন্দর-ও লঙ্কাকাণ্ড । (২) রাক্ষস-রাজ জুমালীর ঔরসে ও তৎপত্নী কেতু-মতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । রামা উক্ত-৫ । বিশ্ববা-মুনির অন্ততমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে, মহোদর, প্রহস্ত, খর, মহাপার্শ্ব, (মহাপ্রাণ্ড; বায়ু-৭০) নামে চারি পুত্র ও কুন্তিনসী নারী এক কন্যা জন্মে । কৃষ্ণ-পু-১৯ । (৩) সৌর-পুরাণ মতে (৩০ অঃ) প্রহস্ত, মহোদর ও মহাপার্শ্ব কেবল এই তিন পুত্র পুষ্পোৎকটার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ।

প্রহারী—ঐরাবতের তনয় সুপ্রতীক (হস্তা) বরুণের বাহন ছিলেন । তাঁহার প্রহারী, সম্প্রতি ও পৃথুতি নামে তিন পুত্র জন্মে । বায়ু-৬৯ ।

প্রহাস—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্ত সাধ্য, রত্ন, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রহাস তাঁহাদের অন্ততম । মহাভা-শল্য-৪৬ ; বাম-৫৭ । অমুজ দেখ । (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম । তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ । প্রহাসক—খসার অন্ততম পুত্র । খসা দেখ ।

প্রহেতা—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র হেতা ও প্রহেতা দেবগণের বিনাশ সাধন করি-বার জন্ত স্মরক পর্বতে আরোহণ করিলে, দেবগণ ভয় পাইয়া ত্রীহরির শরণাপন্ন হন । তখন ত্রীহরির গদা প্রহেতাদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত সৈন্য বিনাশ করে । তখন হেতা প্রহেতা আবার ত্রীহরির শরণাপন্ন হন । এই সময়ে তাঁহাদের সহিত বারানগীর রাজা হুর্জয়ের সাক্ষাৎ হয়, এবং হেতার কন্যা স্নকেশী ও প্রহেতার কন্যা মিত্রকেশীকে দেখিয়া হুর্জয় অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পরে তাঁহাদিগকে বিবাহ কবেন । বরা-১০ ।

প্রহেতি—(১) জনৈক শিবভক্ত দৈত্য । স্বন্দ সাহে-কেনা-৮ । (২) সমুদ্র মন্বনে পর দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে প্রহেতি-দৈত্যের সহিত মিত্রদেবের যুদ্ধ

হয়। তাগ-৮৮-১০। (৩) সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অগ্নি, বাত, বিদ্যাৎ, দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত এই ষাট জন রাক্ষস গমন করেন। কুর্শ-পু-৪১। (৪) রাক্ষস বিশেষ। লি-৫৫। (৪) জনৈক দৈত্য। কুবেরের অনুচর ব্রহ্মধাতা তাঁহার পুত্র। মৎ-১২১। (৫) হেতি ও প্রহেতি নামে দুই রাক্ষস সহোদর ছিল। প্রহেতি ধার্মিক ছিল বলিয়া বনে গমন করে। আর হেতি যমের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করে। রামা-উক্ত-৪। হেতি দেখ। (৬) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ষ, অঙ্গরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে, বৈশাখ মাসে, অর্ঘ্যমা, পূর্ণমা, রথোজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীয় ও নারদ অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২২-১০। (৭) ব্রহ্মসূরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ কালে প্রহেতি ব্রহ্মসূরের অন্ততম সেনাপতি ছিলেন। ব্রহ্ম দেখ। (৮) আদিত্য, দেবতা, গন্ধর্ষ, অঙ্গরা, গ্রামনী, সর্প ও রাক্ষস, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই মাস সূর্য্যরথে অবস্থান

করেন। ধাতা, অর্ঘ্যমা, পূর্ণমা, পূর্ণহ, বাহুকী, সন্ধীর্ণার ভৃগু, নারদ, ক্রতু-স্থলা; পুঞ্জিকস্থলা, রথকচ্ছু, উজ্জ্ব, হেতি ও প্রহেতি, ইহারা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২।

প্রহ্লাদ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনু-হ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; সৌর-২৮; শিব-ধর্ম্ম-৫৪। প্রহ্লাদ দেখ।

প্রহ্লাদ—হরিবংশের এক স্থানে আছে, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, হ্লাদ, অনু-হ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলী। অতঃপর আছে—হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র জন্ত, কুজন্ত ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলী। হরি-হরি-২১৮।

হিরণ্যকশিপুর পত্নী কশ্যপের গর্ভজাত চারি পুত্রের অগ্রতম। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। হিরণ্যকশিপু শুক্রাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করেন। সেইজন্ম জন্মচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ডামার্ক তাঁহারই বাড়ীর নিকট অবস্থান করিতেন। রাজা হিরণ্যকশিপু ষণ্ডামার্কের হাতেই প্রহ্লাদের শিকার ভার অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

—“তুমি কোন বস্তু সর্বোত্তম বলিয়া মনে কর ।” প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন “গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্বক হরির আরাধনাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি ।” ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে পুনরায় গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন । আর একদিন গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন— “মুশিক্ষিত বিষয় কি বল ।” প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—“শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চণ, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্বক অহুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয় তাহাই উত্তম শিক্ষা ।” হিরণ্যকশিপু এতদশ্রবনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ত নিকটস্থ প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন । তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রহরীগণ বিখল হইল দেখিয়া তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নির্ভীক সহকারে তাহার বধোপায় আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হইলেন । দিগ্‌গজ, মহাসর্প, অভিচার, উত্তাল-শৃঙ্গ ইহাতে অধঃপাতন, মায়া গর্তাদিতে নিরোধ, বিষপ্রদান, ভোজন করিতে না দেওয়া এবং হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পর্কতে ক্ষেপণ দ্বারা যখন সেই অম্বর পুত্রবধে অসমর্থ হইলেন তখন বধার্থ অস্ত্র উপায় চিন্তা করিতে

লাগিলেন । ইতিমধ্যে একদিন কার্য্য ব্যাপদেশে স্বীয় গুরু ষণ্ডামার্ক অস্ত্র গমন করিলে, সমবয়স্ক বহু বালক প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইল । প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে নানাবিধ সঙ্গ-দেশ দিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিলেন । ষণ্ডামার্ক সমুদয় শ্রবণে ভীত হইয়া সমস্ত বিষয় হিরণ্যকশিপুকে জ্ঞাপন করিলেন । হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নিকটে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন । অবশেষে তিনি বলিলেন— “তুমি যে ঈশ্বর সর্বত্র আছেন বল, তোমার হরি কি তবে এই স্তম্ভেও আছেন ? যদি থাকেন আমাদিগকে দেখাও ।” প্রহ্লাদ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন—“হঁ। আমার হরি এই স্তম্ভেও আছেন ।” ভাগ-৭ঙ্ক-৫—৭ ; ৬৯-১৮ ।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অহুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামেচারি পুত্র জন্মে । হিরণ্যকশিপু, এই বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ ব্যতীত অপর তিন পুত্রের সহিত নৃসিংহ হস্তে নিহত হন ।

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে প্রহ্লাদ সিংহাসনে আরোহণ-পূর্বক রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন । একদা প্রহ্লাদ পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেবদেবী হইয়া উঠেন, কিন্তু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুভক্ত হন । প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক

সিংহাসনে আরোহণ করেন । কুর্শ-পু-১৬ । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন । তৎপুত্র বলি । কুর্শ-পু-১৭ ।

প্রহ্লাদ বিতল নামক পাতাল প্রদেশে বাস করিতেন । কুর্শ-পু-৪৩ ।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করিয়া দেব-বিজয়ের পূজক হন । তিনি নর ও নারায়ণ মূনিদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নারায়ণ মূনির হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন । অবশেষে তাঁহাদের আত্মগত্য স্বীকার করিয়া বরলাভ করেন । বাম-৭-২ । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি । বাম-২৩ ।

দক্ষপ্রজাপতির পত্নী অদিক্রী বর্ষি সংখ্যক কন্যা প্রসব করেন । তন্মধ্যে অদিতি, দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটিকে কশ্যপ বিবাহ করেন । দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে । এই হিরণ্যকশিপুর অমুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে মহাবীরা, দৈত্যকুল-সংবিবর্দ্ধন চারি পুত্র জন্মে । একদা প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হিরণ্যকশিপু একটা গাথা-গান করিবার জন্ত তাঁহাকে বলিলেন । প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তোত্র আবৃত্তি করিলে, হিরণ্যকশিপু অতিশয় কুপিত হইয়া, তাহাকে প্রহার করিবার জন্ত দৈত্য-গণকে আদেশ কারলেন । কিন্তু প্রহার

তাঁহার কিছুমাত্র বেদনা অমুভূত হইল না । সর্পগণ দংশন করিতে যাইয়া নিরস্ত হইল । দিগ্গজগণ প্রহার করিতে যাইয়া নিবৃত্ত হইল । পর্বত-শিখর হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পাতিত হইয়াও প্রহ্লাদ আতত হইলেন না, পরন্তু দৈত্যপতির নির্দেশানুযায়ী পাচককর্তৃক বিষ মিশ্রিত অন্ন গ্রহণেও তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না । অবশেষে তাঁহার বিনাশের জন্ত হিরণ্যকশিপু শব্দর অমুরকে প্রেরণ করেন । শব্দর নানা-বিধ উপায়ে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিল ; কিন্তু বিষ্ণুর স্নদর্শন চক্রে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিল । অতঃপর দৈত্যপতির আদেশে প্রহ্লাদ সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু ভক্ত বাহ্যাকল্পতরু বিষ্ণু স্বয়ং হস্ত প্রসারণে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন । তৎপর প্রহ্লাদের রক্ষার্থ বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া স্নদর্শন চক্রা-ঘাতে হিরণ্যকশিপুকে নংহার করেন । পিতার মৃত্যুর পর প্রহ্লাদই পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । বিষ্ণু-১৮-১৫—২০ ; লি-৯৫ । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি । এই বলির, বাণ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-১৮-২১ ।

কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু জন্মলাভ করেন । এই হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম বৈষ্ণব

প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি, বলির পুত্র শিবভক্ত বাণ। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

হিরণ্যকশিপুর অষ্টম পুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র আয়ুত্মান্। শিবি, বাঙ্কল ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র সুপ্রসিক্ত বলি। মৎ-৬।

প্রহ্লাদ একবার চাবন মুনির পরামর্শে নৈমিষারণ্যে গমন করেন। সেখানে যথাবিধি তীর্থকৃত্য করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃক্ষে কতকগুলি বাণ দেখিতে পান। “এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থে ঋষিদিগের আশ্রমে কাহার এই বাণ সজ্জিত রহিয়াছে” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অনতিদূরে ধর্ম্যপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে তপশ্রা করিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে লক্ষণাঙ্কিত শার্ঙ্গ ও আজগব নামে দুই ধনু ও দুই অক্ষর তুণীর ছিল। ঋষিদ্বয় তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থার দেখিয়া প্রহ্লাদ ক্রুদ্ধ হইয়া, তপশ্চরণ ও ধনুর্ধারণ এই দুই অঙ্গত বিপরীত ব্যবহারের জন্ত তীব্র তিরস্কার করেন। তৎপর এই বিষয় হইয়া ঋষিদ্বয়ের সহিত প্রহ্লাদের বাদানুবাদ উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও ঋষিদ্বয়কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া,

পরিশেষে বিষ্ণুর আদেশে প্রহ্লাদ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পাতালে প্রতাগমন করেন। দেবীভাগ-৪২-৮, ৯।

পূর্বে হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে প্রহ্লাদ রাজা হন এবং দেবতাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে লাগিলেন। তত্পলক্ষে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত হইয়া তপশ্রা করিবার জন্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন। প্রহ্লাদ প্রস্থান করিলে বিরোচন পুত্র বলি তৎপদাভিমুক্ত হইয়া পূর্বের স্থায় দেবতা-নিপীড়ন আরম্ভ করেন। তাহাতে আবার দেবদানবে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং দৈত্যগণ পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হয়। দেবীভাগ-৪২-১৪, ১৫; হরি-২৪১—২৪২।

প্রহ্লাদ ষাণ্ময় যুগে সাতাকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫।

পুরাকালে ভগবান নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে হনন করিয়া প্রহ্লাদের সহিত দর্শার্দেণে হরিবর্ষে বাদ করেন এবং প্রহ্লাদকে বলেন “হে পুত্র, তুমি শাস্ত ভক্ত। আমি তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছি, অতএব হে মহামতি তোমার বংশীয়কে বধ করিব না।” এইরূপ বলিতে বলিতে নৃসিংহের নরনদয় হইতে বহু আনন্দ-বারি-বিন্দু প্রাথবীতে পতিত হইল। তাহাতে এক মঙ্গলময় সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন প্রহ্লাদ নৃসিংহকে নমস্কার করিয়া

কহিলেন—“হে সাত্তপতে, আমি পিতা মাতার সেবা করি নাই। হে পরমেশ্বর, পিতৃমাতৃ ঋণ হইতে কিরূপে মুক্ত হইব।” তখন নৃসিংহ তাঁহাকে বলিলেন যে প্রহ্লাদ তাঁহার নেত্রজলসম্বৃত তীর্থে স্নান করিলে, দশবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। প্রহ্লাদ সেইরূপ করিয়া দশবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হন।
গর্গ-বিষ্ণু-২৭।

প্রহ্লাদের কথার নাম সংজ্ঞা। তিনি বিশ্বকর্মার পত্নী। হিরণ্যকশিপুর পুত্র গণের মধ্যে প্রহ্লাদ ছোট। তাঁহার অগ্র তিন ভ্রাতার নাম—অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও হ্রদ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

একদা ঋষিগণকর্তৃক অমৃতরস হইয়া প্রহ্লাদ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম-বিবর্জিত কলি যুগে কিরূপে বিনা ধ্যানে, বিনা জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিনা বিমূলাভ হইতে পারে, সেই গুহ্যকথা সর্বিতার বাখ্যা করেন। এতদ্বিধি তিনি তাঁহাদিগকে গোমতী তীর্থ, চক্রপাণি তীর্থ, নৃগতীর্থ ও অগ্নাশ্রম অনেক তীর্থ মহাযাত্রা ও শ্রবণ করান। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১—২২, ২৩।

মহাযাত্রা কল্পপকর্তৃক প্রজ্ঞাপতির পর সমুদয় স্থাবর জন্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজ্ঞাপতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজা সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিরূপণ করিয়া তৎজাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি প্রহ্লাদকে দৈত্যগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। বায়ু-৭০।

পূর্বকালে একবার প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে ইন্দ্রের রাজ্য অগ্ৰহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনেন। ইন্দ্র স্বীয় রাজ্য অগ্ৰহৃত দেখিয়া, বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া কি করিয়া শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, সে বিষয় জ্ঞানিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে মহাযাত্রা শুক্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং শুক্রাচার্য্য দেবরাজকে প্রহ্লাদের নিকট যাইতে উপদেশ দেন। তৎপ্রবণে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণপূর্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করেন এবং উপদেশ লাভের ইচ্ছা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করেন। প্রহ্লাদ অবসর ক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন অজ্ঞান করিতে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সংকার ও তাঁহার অভিনায়াভাসারে সমস্ত কার্য্য-অসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট শ্রেয়ো-লাভের উপদেশ লাভ করেন। প্রহ্লাদ ইন্দ্রের গুণধার প্রীত হইয়া বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইন্দ্র “আমি যেন আপনার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি,” এই বর প্রার্থনা করেন। প্রহ্লাদ সেই বর দিবে বিপ্ররূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। দেবরাজ গমন করিবার পর সমস্ত ভাষার দ্বারা এক তেজঃ প্রহ্লাদের শরীরে চটতে নির্গত

হইল। তৎকর্তৃক অমুরুদ্ধ হইয়া সেই
তেজঃ কহিল “আমি চারিজন, তোমা-
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, যে ব্রাহ্মণ
তোমার শিষ্য স্বীকারপূর্ব্বক নিয়ত
তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিল অতঃপর
তাহারই দেহে অবস্থান করিব।”
চারিজন এই কথা বলিয়া ইচ্ছের দেহে
অবলম্বন করিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে
দক্ষ, সত্য, সংকায়া ও বল প্রজ্ঞানদের
দেহে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছের দেহে
প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে এক জ্যোতি
স্বামী দেবী প্রজ্ঞানদের দেহে হইতে নির্গত
হইয়া বলিলেন, “হে প্রজ্ঞান, তুমি
সচ্চরিত্রতাদ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম
অধিকার করিয়াছিলে : দেবরাজ তাহা
অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা
অপহরণ করিয়াছে। সত্য, ধর্ম্ম, সং-
কায়া, বল ও আমি (লক্ষ্মী) সচ্চরিত্রতার
অধীন।” লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে
গমন করিলেন। মহাভা-শাস্তি-১২৪ :
আরও একবার দেবরাজ ইচ্ছ প্রজ্ঞানদের
নিকট উপস্থিত হইয়া, জীবলোকে কোন
বস্তু আশ্রয়লাভের সহায়ক তাহা
জিজ্ঞাসা করেন ও তাহার নিকট
এতদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রীতমনে
প্রস্থান করেন। মহাভা-শাস্তি-২২২।
প্রজ্ঞানদের তিন পুত্র—বিরোচন, কুন্ত
ও নিকুন্ত। মহাভা-আদি-৬৫। হিরণ্য-
কশিপুর্ জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার অপর
চারিজন অমুরুদ্ধের নাম—সংজ্ঞান, অমু-

জ্ঞান, শিবি ও বায়গ। মহাভা-আদি-
৬৫। (২) দক্ষপ্রজাপতি দমুর্ গর্ভজাত
অগ্ন্যতন দানব। কা-৩৪ ; মহাভা-
সভা-৯ ; বায়ু-৬৯। তিনি ব্রহ্মার পরমেষ্ট্রি-
নগ্নে অগ্ন্যাগ্ন দানবগণসহ উপস্থিত
থাকিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮। (৩) জটেনক মহর্ষি। মহাভা-
সভা-১১।

প্রাণ্ড (১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু,
নাভাগ, বৃকু, শর্গাতি, নরিম্বাস্ত, প্রাণ্ড,
নাভাগারিষ্ট, করম্ব, পুষ্প ও স্তম্বার
নামে দশ পুত্র ছিল। প্রাণ্ডের তনয়
শর্গাতি, শর্গাতির পুত্রের নাম আনর্ড
এবং কস্তার নাম স্তকস্তা। স্তকস্তা
চাবন মূনির পত্নী ছিলেন। অ-২৭৩ ;
হরি-৪র্থ-১০। বৈবস্বত মনু দেখ। (২)
মনুবংশের নরপতি বংশপ্রীতির পুত্র।
প্রাণ্ড। প্রাণ্ডের পুত্র প্রমিতি।
ভাগ-৯৮২। (৩) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ
হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের
কস্তা অদ্বিতি সূর্য্যাকে প্রসব করেন।
সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর ইক্ষাকু, বৃকু,
বৃষ্ট, শর্গাতি, নরিম্বাস্ত, প্রাণ্ড, নাভাগ,
নেদিষ্ট, করম্ব ও পুষ্প নামে দশ পুত্র
জন্মে। আবার নাভাগের পুত্র ভলক্ষন।
তৎপুত্র বংশপ্রীতি, বংশপ্রীতির অপত্য
প্রাণ্ড, প্রাণ্ডের তনয় প্রজ্ঞানি, তৎপুত্র
কনিজ। বিষ্ণু-৪র্থ-১, মার্ক-১১৭।
ইক্ষাকু, করম্ব ও পুষ্প দেখ। নাভাগের
পুত্র বংশপ্রীতি, বংশপ্রীতির পুত্র প্রাণ্ড,

তৎপুত্র প্রমিতি । ভাগ-২ঙ্ক-২ । প্রাংপুত্র একমাত্র পুত্র প্রজাপতি । হরি-হরি-১০ ।
প্রাকার—দ্রাতিমানের অত্যন্ত তনয় ।
অর্থকারক দেখ ।

প্রাচীনগর্ভ—তুষ্টির ঔরসে ছায়ায় গর্ভে,
বৃষক, বৃক, বৃকল, ধৃতি ও প্রাচীনগর্ভ
জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৬২ ।

প্রাগায়ন—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের আর্ষের প্রবর,
বৎসর, কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটি ।
মৎ-১২২ ।

প্রাচীহত—চন্দ্রবংশীয় পুরুষ পুত্র জনমে-
জয়, জনমেজয়ের তনয় প্রাচীহত ।
তিনি প্রাচীদিক প্রণয়ন করেন । প্রাচী-
হতের তনয় মনশ্বা, তৎপুত্র পীতাম্বুধ ।
মৎ ৪৮—৪৯ ।

প্রাচীনবার্হি—(১) বেণ তনয় পৃথুর বংশীয়
হবির্দানের তনয় প্রাচীনবার্হি । তিনি
মহান্ প্রজাপতি ছিলেন, এবং তৎ-
কর্তৃক প্রজা সকল সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল ।
যজ্ঞভূমির কুশ সকল প্রাচীনায় হইয়া
সুমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়াছিল, এই জন্তই
তিনি প্রাচীনবার্হি নামে খ্যাত হন ।
তিনি স্নমহৎ তপস্যার পরে সর্বগা নাম্নী
সমুদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন । সর্বগা
দশটি পুত্র প্রসব করেন । তাঁহারা
সকলেই প্রচেতাঃ নামে খ্যাত ছিলেন ।
হরি-হরি-২ । (২) ব্রহ্মযোনি ভগবান
প্রাচীনবার্হি অত্রির বংশে জন্মগ্রহণ
করেন । প্রাচীনবার্হি হইতে দশ প্রচেতার

জন্ম হয় । দশ প্রচেতার একমাত্র পুত্র
দক্ষ । মহাভা-শাস্তি ২০৮ । (৩) পৃথু-
নন্দন হবির্দান স্বীয় আশ্রম্যে নাম্নী
ভার্য্যাতে ধর্ম্মের পাবদর্শী প্রাচীনবার্হি
নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন ।
প্রাচীনবার্হি সমুদ্র তনয়াতে প্রচেতস্
নামক দশ পুত্র উৎপাদন করেন । এই
প্রচেতাঃ দশ দাতার নারিয়ার গর্ভে
দক্ষকে উৎপাদন করেন । কৃষ্ণ-পু ১১ ।
(৪) মনু-বংশীয় কৃষ্ণা হবির্দানের পুত্র
আশ্রম্যে-দৈমিত্য, প্রাচীনবার্হি, শুক, শব্দ,
রজ, (বহু) ক্রমা ও অজুন নামে ছয়
পুত্র প্রসব করেন । বিষ্ণু-১ম ১২,
হরি-হরি-২ । প্রাচীনবার্হি পুত্র সমুদ্র
তনয়া সর্বগা নামে ধর্ম্মবিদ্যা
বিশারদ দশ পুত্র প্রসব করেন । বিষ্ণু-
১ম ১৩ । ৫ প্রাচীনবার্হি একজন
প্রধান প্রজাপতি ছিলেন সমুদ্র নীলিনী
সর্বগা গর্ভে প্রচেতাঃ নামে দশ
তাঁহার দশ পুত্র জন্মে । সৌম্যের কন্যা
নারিধাকে প্রচেতাঃ দশ পুত্র মিলিয়া
বিবাহ করেন । মৎ ১৩ । ৬ হবির্-
দানীয় পুত্র। ক্রমা পুত্র দশ প্রচেতাঃ ।
মহাভা-অষ্টাদ্ ১৬৭ । ৭ প্রাচীন
বিশেষ । মহাভা-অষ্টাদ্ ১০২ । ৮
সাগর-তনয়। সাগর-গর্ভে প্রাচীন
বার্হি দশ পুত্র প্রসব করেন । ঠেংগা
বার্ষ্ণব নবদ্বারে প্রচেতাঃ নামে খ্যাত
হন । শিবের পুত্র দক্ষপ্রজাপতি
ইহাদিগের পুত্র প্রাপ্ত হন । হরি-২৩ ।

(৯) মহারাজ পৃথুর পৌত্র হবির্দ্বান
বীর পত্নী হবির্দ্বানীতে বর্হিবন, গয়,
কুরু, কৃষ্ণ, সত্য ও জিত্রত নামে ছয়
পুত্র উৎপাদন করেন। এই বর্হিবনেরই
অপর নাম প্রাচীনবর্হি। তাঁহার দ্বী
সমুদ্র কজা শতক্রতির গুহে তাঁহার দশ
পুত্র জন্মে। এই সমুদ্র পুত্রের নাম
প্রাচৈতা। ভাগ-৪৪-২৪। (১০) দাপরে
প্রাচীনবর্হি, ত্রীকৃষ্ণ তনয় গণাপে জন্ম
গ্রহণ করেন। গণাগোণ ৫। (১১)
সাবর্ণি কজা সামুদ্রী হইতে প্রাচীনবর্হির
দশ পুত্র জন্মে। তাঁহার সকলেই
প্রাচৈতস্ সংজ্ঞার অভিভূত। চাক্ষুষ মন্তর
অধিকার কালে ভগবান অশ্বকোর
অভিলাপে স্বায়ম্ভুব দক্ষ তাঁহাদের পুত্র
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বার-পূ-
১৫; বায়ু-৩০। (১২) অগ্নেয়ী দিবণ
হইতে হবির্দ্বানের প্রাচীনবর্হি, শুক,
গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন এই ছয় পুত্র
জন্মে। এই সকলের মধ্যে প্রাচীনবর্হি
একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ছিলেন।
তিনি বল, বেদবিজ্ঞা এবং তপোবীণ্যে
পৃথিবীর অধিতায় সম্রাট হন। তিনি
যজ্ঞকালে এত কৃশ আস্থিত করিয়া-
ছিলেন যে ঐ কৃশ প্রাচ্যাম্বেশ পদাশ্র
পরিবাস্ত হইয়াছিল। এই ভজ্য তিনি
ঐ নামে আখ্যাত হন। তিনি সাগর-
তনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করেন।
বায়ু-৩৩।

প্রাচীনযোগ—মহর্ষি প্রাচীনযোগ ও

তাঁহার পুত্র পতঞ্জলি, কৃথুমির পুত্রদের
শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকে এক
একখানা সংহিতা রচনা করেন। বায়ু-
৩১; ব্রহ্মা-৬৭।

প্রাচীনশাল—কেকয় নরপতির তনয়
রাজর্ষি অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্ম-
বান ছিলেন। তাঁহার নিকট উপমহ্যার
তনয় প্রাচীনশাল উপমনাব ব্রহ্মবিজ্ঞা
দ্বারা উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।
ছান্দোগ্য-৫ন অঃ; ১১শ-খ; ২৪শ-খ।

প্রাচীনশ্রু—পুরুষ তনয় জনমেজয় এবং
জনমেজয়ের তনয় প্রাচীনশ্রু। তাঁহার
তনয় মনশ্রু। মনশ্রুর আশ্রয় বীতময়।
অ-১৭৮। প্রতিশ্রু দেখ।

প্রাচীনবান্—রাজা পুরুষ পত্নী কোশল্যা
হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহার মাতার নাম মাধবী। তিনি
কল্যাণীদের মধ্যে পুরুষদিক জয় করিয়া-
ছিলেন বান্দ্য। তাঁহার নাম প্রাচীনবান্
হয়। যজুর্বেদে অশ্বকী তাঁহার পত্নী
ছিলেন, এবং তাঁহা হইতে সংঘটিত
জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আনি ৯৫।
প্রাচৈতস্—প্রাচৈতা ও প্রাচীনবর্হি দেখ।
প্রাচৈতস দক্ষ—দক্ষ দেখ। এতদ্বিহ্ন বন্ধ-
আবচ্ছূচত অধায় ৩ দ্রষ্টব্য।

প্রাচৈত—কল্পপ বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আবেশ
প্রবর, বংশর, কল্পপ ও নিধুব এই
তিনটি। মৎ-১২২।

প্রাচৈতা—প্রাচীনবর্হি দেখ।

প্রাজ্ঞ—বিষ্ণুর অবতার কবির অহুজ।

তিনি কন্ধির সহিত স্নেহ ও বিধর্মী-
দমনার্থ নানাহানে গমন করিয়াছিলেন।
কন্ধি প্র-১৩; তৃ-১।

প্রাড়াবিপাক্—(১) জনৈক মুনি। তিনি
উগ্রসেনের রাজত্ব বক্ষে উপস্থিত
ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪৯। (২) ধৃতরাষ্ট্র
তনয় দুর্যোধনের গুরু। তিনি একবার
হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া, দুর্যোধনের
অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লীলা
সবিস্তার বর্ণন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি
দুর্যোধনকে এক সপ্তরক্ষাকর দিবা
কবচ দেন এবং তাঁহাকে বলদেবের
গুহ্য সহস্র নাম শ্রবণ করান। গর্গ-
বল-১—১৩।

প্রাণ—(১) অষ্টবম্বর অগ্রতম ধর হইতে
এক পত্নীতে দ্রবিণ ও হৃত-হব্য-বহ জন্ম-
গ্রহণ করেন। অপরা পত্নী মনোহরা
হইতে শিশির, প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-৩। মহর্ষি প্রাণের পুত্র
অনুদত্ত। মহাভা-বন-২১৮। (২) ভৃগুর
পৌত্র। বিধাতার ঔরসে ও নিয়তির
গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের পুত্র
বেদশিরা। ভাগ-৪ঙ্ক-১; সৌর-২৬।
(৩) অষ্টবম্বর অগ্রতম। ধর্মের ঔরসে
ও দক্ষকণ্ঠা বম্বর গর্ভে তাঁহার জন্ম
হয়। প্রাণের ভাৰ্গ্যা উজ্জ্বলতী, সহ,
আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র প্রসব
করেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৬। (৪) মেরুর
কন্যা ও ধাতার স্ত্রী আগতির গর্ভে
প্রাণের জন্ম হয়। প্রাণের তনয় বেদ-

শিরা। কৃষ্ণ-পূ-১৩। (৫) ভৃগুর পৌত্র
ও ধাতার পুত্র। আগতির গর্ভে তাঁহার
জন্ম হয়। প্রাণের তনয় দেবশিরা,
তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজবান্। বিষ্ণু-
১ম-১০। (৬) অষ্টবম্বর অগ্রতম ধর।
এই ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ,
হব্যবহ, (হৃত-হব্যবহ; সৌর-২৮) প্রাণ,
শিশির ও বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-
১ম-১৫। (৭) স্বারোচিষ মন্বন্তরে
সপ্তর্ষিদের অগ্রতম। বিষ্ণু-৩ম-১; হরি-
২রি-৭; সৌর-৩২; পদ্ম-সৃষ্টি-৭; মৎ-
৯। (৮) অষ্টবম্বর অগ্রতম ধর। এই
ধরের অগ্রতম পত্নী কলাগিনী হইতে
প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র
জন্মে। মৎ-৫। (৯) মেরুর দুই কন্যা
আয়তি ও নিয়তি (বিয়তি; সৌর-২৬)
ধাতা ও বিধাতার ভাৰ্গ্যা ছিলেন।
তাঁহাদের দুই পুত্র প্রাণ ও মুকণ্ড।
মুকণ্ডর ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয়
জন্মলাভ করেন। মার্কণ্ডেয়ের তনয়
বেদশিরা। ধুমবতীর গর্ভে প্রাণের
হ্রাতিমান ও অজরা নামে দুই পুত্র
জন্মে। মার্ক-৫২; অ-২০। (১০)
অষ্টবম্বর অগ্রতম ধরের পত্নী মনোহরা
হইতে দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ
ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। অ-১৮।
(১১) অষ্টমারুতের অগ্রতম। জালন্ধর
দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধকালে তিনি
ইন্দ্রের সহগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-
উত্ত-৫। (১২) অঙ্গিরার বংশীয় বশিষ্ঠ

দেবতার অগ্রতম । বায়ু-৬৫ ; মৎ-১২৬ ।

(১৪) তুষিত মন্বন্তরে দ্বাদশ জন সাধা-
দেবের অগ্রতম । বায়ু-৬৬ । (১৫)
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, মহর্ষি রুচির ঔরসে
অজিতার গর্ভজাত দ্বাদশ জন অজিত-
দেবতার অগ্রতম । এই দেবতাগণ
ব্রহ্মার মানস-সন্তান ও সুরগণসহ
যুদ্ধভাগী হইয়াছিলেন । বায়ু-৬৭ ।

প্রাতঃ—(১) ধ্রুবের প্রপৌত্র, বৎসরের
পৌত্র, পুষ্পার্ণের পুত্র । তাঁহার মাতার
নাম প্রভা । ভাগ ৪৬-১৩ । (২) ধাতার
ঔরসে ও তদীয়া অগ্রতমা পত্নী রাবণ
গর্ভে প্রাতঃ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-
৬৬-৬ । (৩) আদিত্য, গ্রামণী, দেবতা,
গন্ধর্ব্ব, অশ্বরী, সর্প ও রাবণগণ—
ইহারা পরায়ক্রমে দুই দুই মাস স্বর্গা-
রণে অবস্থান করেন । শ্রাবণ ও ভাদ্র
মাসে ইন্দ্র, বিবস্বান, অশ্বিনী, ভৃগু,
এলাপত্র, শক্রপাল, বিশ্বাস্ব, উগ্রসেন,
প্রাতঃ, অরুণ, প্রমোচা, নিমোচা, ব্যাঘ্র
ও ধেত, ইহারা স্বর্গারণে অবস্থান
করেন । বায়ু-৫২ ।

প্রাতরাতক—কোরব-কুলোৎপন্ন জনৈক
নাগ । তিনি জনমেজয়ের সর্পনৃত্তে
বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

প্রাতিকামী—দুর্ধ্যোধনের অঙ্গুগত এক-
জন সারথী । যুদ্ধিষ্ঠির হাতকড়ার
পরাজিত হইয়া দ্রোণদীকে পণ রাখিয়া-
ছিপেন । দ্রোণদীকে সেই সময় সভায়
আনয়ন করিবার জন্ত প্রাতিকামীকে

প্রেরণ করা হয় । সে তাঁহাকে আনিতে
অসমর্থ হইলে, দুঃশাসন গমন করেন
এবং তাঁহাকে রাজ সভায় আনয়ন
করেন । মহাভা-সভা-৬৫ ।

প্রাহ্মণি—(১) প্রহ্লাদ-তনয় অনিরুদ্ধের
অগ্র নাম । অনিরুদ্ধ দেখ । (২)
দ্রোণদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজ্য-
বর্গের অগ্রতম । মহাভা-আদি-১৮৬ ।
প্রাপঞ্চিক—জনৈক দেতা । পার্বতীর
সহিত রক্তাসুরের যুদ্ধকালে দেবী-হস্তে
নিহত হয় । সৌর-৪২ ।

প্রাপ্তি—(১) মগধরাজ জরাসন্ধের অস্তি
ও প্রাপ্তি নামী দুই কন্যাকে মথুরাপতি
কংস বিবাহ করিয়াছিলেন । বিষ্ণু-৫ম-
২২ ; ভাগ ১০৬-৫০ ; হরি-৯০ ; অ-১২ ।
(২) দশমের পুত্র নাম । সামের স্ত্রীর
নাম প্রাপ্তি । মহাভা-আদি-৬৬ ।

প্রাবাহি—অশ্বিনী বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্ত্তক ঋষি । তাঁহাদের আর্ষের প্রবর
অশ্বিনী, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ এই তিনটি ।
মৎ-১২৬ ।

প্রাবারকর্ণ—হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে
এক ভল্লুক বাস করিত । মহাভা-
বন-১২৭ ।

প্রাবেপি—অশ্বিনী বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্ত্তক ঋষি । তাহাদের আর্ষের
প্রবর, অশ্বিনী, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই
তিনটি । মৎ ১২৬ ।

প্রাকুজ—জনৈক রাজস । রামচন্দ্রের
লঙ্কা আক্রমণ কালে যুদ্ধে বানর-সৈন্য

হস্তে নিহত হয় । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪ ।
প্রাক্রণ—তিনি মনুবাংশীয় নৃপতি হর্যাস্থের
পুত্র । প্রাক্রণের তনয় ত্রিবন্ধন ।
ভাগ-৯৯ ৭ ।

প্রাশ—রৈবত মনুষ্যের চতুর্দশ জন
দেবতাদিগের মধ্যে অমৃতভাগের
অন্তর্গত অগ্রতম দেবতা । বায়ু-৩২ ।
রৈবত মনু দেখ ।

প্রাসেবা—জনৈক কশ্যপ বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । ইহাদের আশ্রয়ে প্রবর,
বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধুব এই
তিনটি । মৎ-১৯৯ ।

প্রাঙ্কাদী—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রাঙ্কাদ,
প্রাঙ্কাদের কন্যা প্রাঙ্কাদী বিষ্ণুকন্যার
পত্নী ছিলেন । তাহা ইহাতে সংজ্ঞা,
ছো, বলয়া, ছায়া ও নিকুভা নামে
পাঁচ কন্যা জন্মে । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১ ।

প্রিয়ংবদা—মলয়কেতুর পুত্র মালাকেতুর
স্ত্রী কলাবতী পূর্বেজন্মে হরিশ্চন্দ্রী নামে
এক ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন । সেই জন্মে
তাহার নাম ছিল প্রিয়ংবদা । স্বন্দ-
কালী-পু-৩৪ ।

প্রিয়—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অগ্র
নাম । মহাভা-বন-২৩০ ।

প্রিয়ক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার
জন্তু সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,
সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পক্ষীসকল যে
সমুদ্র সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন,
প্রিয়ক তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন ।

বাম-৫৭ ; মহাভা-শলা-৪৬ । অমুজ
দেখ । (২) দেবসেনাপতি স্বন্দের
সাহায্যার্থ, যক্ষগণকর্তৃক প্রেরিত পঞ্চদশ
জন অমুচরের অগ্রতম । বাম-৫৭ ।

প্রিয়কৃৎ—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
অগ্র নাম । মহাভা-বন-২৩০ ।

প্রিয়ঙ্কর—(১) প্রাচীনকালে প্রিয়ঙ্কর
নামে একজন রাজাধি ছিলেন । মহাভা-
অনুশা-১৬৫ । (২) স্বন্দ দেবসেনাপতি
পদে বৃত্ত ইহলে বিপাশা নদী তাঁহার
সাহায্যার্থ, স্বীয় অমুচর প্রিয়ঙ্করকে
প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

প্রিয়ঙ্করী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অগ্রতম ।
কা-৬৩ ।

প্রিয়দর্শন—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্তু
সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত
অগ্রতম সেনাধ্যক্ষ । মহাভা-শলা-৪৬ ।

প্রিয়বত—(১) বশিষ্ঠের পত্নী শতরূপার
গর্ভে ও বৈরাটের গর্ভে বীরের জন্ম
হয় । বীরের পত্নী কামা ইহাতে প্রিয়বত
ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন । কক্ষম
ভূপতির কন্যা কামাকে প্রিয়বত বিবাহ
করেন এবং তাঁহার গর্ভে প্রিয়বতের
সমাত, কৃষ্ণ, দিব্যি ও প্রভু নামে চারি
পুত্র জন্মে । হরি-হরি-২ । (২) স্বায়ম্ভুব
মনুর পত্নী শতরূপা ইহাতে প্রিয়বত ও
উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুটি
ও প্রহতি নামে দুই কন্যা জন্মে । বায়ু-
১০ ; কুর্ম-পু-৮ । শতরূপা ও প্রহতি

দেখ । (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত
ইহাতে এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যা কর্দ্দম
প্রজাপতির পত্নী ছিলেন । এতদ্ব্যতীত
প্রিয়ব্রতের আরও দুই কন্যা এবং
সম্রাট ও কৃষ্ণ প্রভৃতি ষত পুত্র জন্মে ।
বায়ু-৩৩; ভাগ-২৪ ৭ । (৪) মনুদত্তনয় ।
তিনি প্রথমতঃ রাজকাম্যো উদাসীভূত
প্রকাশ করেন । পরে রক্ষার আদেশে
তিনি রাজপদ গ্রহণ করেন । তিনি
প্রজাপতি বিধকাম্যার কন্যা বর্হিষ্ণুতাকে
বিবাহ করেন । বর্হিষ্ণুতা, অগ্নিধ, ইক্ষ্বাক্ষ,
যজ্ঞবাল্ক, মহাবীর, ত্রিপুরা-
রেতাঃ, দ্রুতপুত্র, নবন, মদাতির্থে,
বার্হিষ্ণো বর্হিষ্ণু নামে ৮০ পুত্র ও
উজ্জ্বল নামক এক কন্যা প্রসব করেন ।
প্রিয়ব্রতের অপর পুত্র ১৩৩ উত্তম,
তামস ও নৈবত নামে তিন পুত্র
হয় । তন্মধ্যে কাঁব, মহাবীর ও
সবন, উৎকরেতা ছিলেন । একবার
ভগবান আদিভা স্তম্ভেরূপকর্ত পদক্ষিপণ
কাঁবের লোকান্যেক পদত্যাগসম্বন্ধে
প্রকাশ করেন তুমিওএবং অকৃত্য
শক্যকারে অসিত হই । ইত্যন্ত পাপানক
অনন্ত ইতরা প্রকার । ততো বিধকি
রাত্রি কারবেন বাণর্য পতিজ্ঞা করি-
লেন । অতঃপর তিনি স্ম্যাকৃত্য নৈববান
ভোয়া তন্ময় বথে আরোহণ করিয়া সাত
বার সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে ধাবমান হইয়া
ছিলেন । ইহাতে তাঁহার রথচক্রাঙ্গ দ্বারা
সাতটি গর্ত হইয়াছিল । এই সপ্ত খাত

লবণ, ইক্ষু, সুরা, দ্রুত, দধি, জল ও দুগ্ধ
সাগর নামে খ্যাত । সেই সপ্ত সাগর
দ্বারাই জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ,
শাক ও পুষ্করবীপ বেষ্টিত । প্রিয়ব্রত
রাজা এই সপ্তবীপ আশ্রয় প্রভৃতি সাত
পুত্রকে দান করিলেন । দৈত্যচাৰ্য্য
উক্রেয় সহিত তাহার কন্যা উজ্জ্বলতীর
বিবাহ হয় । তাঁহারই গর্ভে দেববানো
জন্মগ্রহণ করেন । পরিণত বয়সে তাঁহার
বিশয় বিতৃষ্ণা উপস্থিত হওয়ায় তিনি
দীর্ঘ পুত্র আশ্রয়-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-
পুন্দর বনবাসী হইরাছিলেন । দেবীতা-
৮৩৪ ; শিবজ্ঞ-৪৭ ; অ-১০৭ ; ভাগ-
২৭ . ৩০ স্বায়ম্ভুব মনু ও শতকপার
অন্ততম পুত্র । প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ,
অগ্নিব্রহ্ম পুত্র নাভি, নাভির পুত্র
শমভ ভাগ-১২২-২ । (৬) অগ্নীধ,
অগ্নিব্রহ্ম, বপুস্মান, ত্রাতিমান, মেধা,
মদাতির্থে, ভবা, সবন, পুত্র ও জ্যোতি-
স্মান নামে প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে ।
বিষ্ণু-২২১ ; কৃষ্ণ-পূ-৩০ । (৭) স্বারো-
চিষ, উত্তম, তামস ও নৈবত এই
চারিটা মনু প্রিয়ব্রতের বংশজাত । কৃষ্ণ-
পূ-৫০ । (৮) স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত
ও উত্তানগান নামে দুই পুত্র জন্মে ।
প্রিয়ব্রত তপোবনসম্পন্ন ও দার্জিক
ছিলেন । তিনি ভরত প্রভৃতি পুত্র
দিক্‌কে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া
তপস্কার প্রবৃত্ত হন । বরা-২ । (৯)
প্রিয়ব্রতের অগ্নীধ, অগ্নিব্রহ্ম, মেধ,

মেধাতিথি, ঋব, জ্যোতিষ্মান, হ্রাতিমান, হব্য, বপুয়ান্ ও সবন নামে দশ পুত্র জন্মে । পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সাত জন সাত দ্বীপের অধিপতি হইয়া ছিলেন । মার্ক-৫৩; বরা ৭৪ । (১০) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র সবন । এই সবনের স্ত্রী সুবেদার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুষ্যের মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেন । বাম-৭২ । (১১) স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রতের জন্ম হয় । তাঁহার প্রথমা পত্নী সুরাচির গর্ভে উত্তম এবং দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতির গর্ভে ঋব জন্মগ্রহণ করেন । অ-১৮; বিষ্ণু-১ম-৭, ১০ । (১২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্ত্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, এই প্রিয়ব্রতের পত্নী, কর্দম প্রজাপতির কন্যা ছিলেন । তাঁহার গর্ভে সম্রাট ও কুপি নামী দুই কন্যা ও অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহ, বপুয়ান্, হ্রাতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভবা, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান নামে দশ পুত্র জন্মে । ইহাদের মধ্যে মেধা, অগ্নিবাহ ও পুত্র প্রভৃতি মহাভাগ্যবান ও জাতিম্বর ছিলেন । প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সপ্ত পুত্রকে সপ্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন । তিনি আয়ীধ্রকে জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথিকে পুরুষ দ্বীপ, বপুয়ান্কে শালদ্বীপ, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপ, হ্রাতিমানকে কোঙ্ক দ্বীপ, ভবাকে শাকদ্বীপ ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজা করেন । বিষ্ণু ২য়-১ । (১৩) আরোচিষ, উত্তমী, তামস ও বৈবত

এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন । রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয় বংশে বৈবত-মনুষ্যের অধিপতিগণকে জন্ম করেন । বিষ্ণু-৩য় ১ । (১৪) পুরাকানো বক্ষা ঋতুকে, ঋতু প্রিয়ব্রতকে প্রিয়ব্রত ভাতৃবিরূপে বিষ্ণু পুরাণ বলিয়া-হিহেন । বিষ্ণু ৬৪৮ । (১৫) মনুর ঔরসে ও তাঁহার পত্নী শতরূপার গর্ভে, আকৃতি, দেবহাতি ও প্রহৃতি নামক তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । দেবদেব-প্রকৃ ৮৩ । প্রিয়ব্রতের পুত্র সুব্রত । দেবভাগ ১৮৪ ; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ৪৩ । (১৬) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের স্ত্রী একতী মৃত পুত্র প্রসব করেন । তাঁহার দেবদেনা (মন্ত্রী) নামী মাতৃকার আরাধনা করিয়া তাঁহার পুত্রের জীবনলাভ করেন । এই পুত্রের নাম সুব্রত । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ৪৩ ; দেবভাগ ৮৪৬ । (১৭) মনু ঔরসে শতরূপাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকৃতি ও প্রহৃতি নামী দুই কন্যা জন্মে । আকৃতি প্রজাপতি কর্তৃক স্ত্রী । আকৃতির গর্ভে লক্ষ্মী নামী কন্যা ও বসন্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু ১ । (১৮) স্বায়ম্ভুব মনু সুব্রতের তপস্যা করিয়া অনন্তী নামী এক বপবর্তী পত্নী লাভ করেন । এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে । মৎ ৪ ।

(১৯) ব্রহ্মার আশ্রয়স্থল পুত্র স্বায়ম্ভুব
মহুর ঔরসে তাঁহার তপস্যা দ্বারা নিধৃত-
পাপা কন্যা শতরূপার গর্ভে প্রিয়বত
জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক ৫০; পদ্ম-
সৃষ্টি-৩; বিষ্ণু-১ম ৭। প্রসূতি দেখ।
(২০) ব্রহ্মা মৈথুন-প্রভবা সৃষ্টি করিতে
অভিলাষী হইয়া স্বয়ং আপনাত
এক অর্ধে নারী অপর অর্ধে পুরুষ
হইলেন। তাঁহার যে অর্ধ নারী
হইরাছিল তাঁহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা
অপর অর্ধে যে বিরাটি পুরুষের সৃষ্টি
করিয়াছিলেন সেই বিরাটি পুরুষ পূর্ণ
কালে স্বায়ম্ভুব মহু নামে অভিহিত হন।
এই শতরূপার গর্ভে মহুর ঔরসে প্রিয়বত
ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে।
সৌর-২৬; দেবীভা-৮৮-৪; শিব-বার-
১৫; শিবধর্ম ৫২; বৃহৎ-মধ্য ২;
ভাগ-৩৮-১২। (২১) বৈবস্বত মহু-
নর পুত্রের অগ্রতম। শিব-মধ্য ৩০।
বৈবস্বত মহু দেখ। (২২) চাক্ষুস
মহম্বরে দেবতার আশ্রিত, প্রসূত, ভাব্য,
পুণক ও লেখ এই পাঁচটা গুণে বিভক্ত।
তন্মধ্যে প্রিয়বত অগ্রতমের অন্ত্যগত
মাত দেবতার অগ্রতম। বায়ু-৬২।
(২৩) বরাহ-পুরাণ মতে (৭৯ অ:)।
প্রিয়বতের দশ পুত্রের নাম—অশ্বার,
অশ্বিনাথ, মেধ, মেধাতিথি, ধন,
ভোতিমান, জাতিমান, হবা, বপুমান
ও সবন। (২৪) রাজর্ষি প্রিয়বতের
দশ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে তিন

পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্রহ্মচারী হইয়া
করেন। অপর সাত পুত্র সপ্তর্ষীপে
প্রতিষ্ঠিত হন। দ্বোদশ পুত্র আশ্বীধ
জম্বদীপের, মেধাতিথি শাকদীপের,
অশ্বিনারোমা কুশদীপের, দ্রতপৃষ্টি ক্রৌঞ্চ-
দীপের, যজ্ঞবাহু শাল্মলীদীপের, ইন্দ্ৰজিহ্ব
প্রগদীপের এবং বীতিহোত্র পুষ্করদীপের
অধিপতি ছিলেন। স্বল্প-নাহে-কুমা-৩৭।
প্রিয়বৃত্তা—তামস-মহুর দ্বাদশ তনয়ের
অগ্রতম। বায়ু-৬২। তামস-মহু ও
অবক্ষি দেখ।
প্রিয়মুখা—তামস-মহুর অগ্রতম তনয়।
তামস-মহু ও অবক্ষি দেখ।
প্রিয়মুখা—লৌকিকী-অঙ্গরাদের অগ্র-
তম। বায়ু-৬২। লৌকিকী-অঙ্গরা
দেখ।
প্রিয়মেধ—(১) দ্ব্যতি বংশীয় নরপতি
অজমীতের পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া-
ছিলেন। ভাগ-৯৮-২১। (২) অবন্তী
নগরী নিবাসী বেদপ্রিয় নামক ব্রাহ্মণের
চারি পুত্রের অগ্রতম। শিব-জ্ঞা-৪৬।
বেদপ্রিয় দেখ।
প্রিয়মেধা—মহর্ষি প্রিয়মেধা একজন ঋষি-
দেব মহম্বরে ঋষি ছিলেন। ঋক্-১১৫। ৩।
প্রিয়া—মহর্ষি অশ্বিন পুত্র অহুত-পাবক,
অহুতের স্ত্রী প্রিয়া হইতে বিভূবসি
নামক পুত্র জন্মে। মহাভা-বন-২২০।
প্রীতি—(১) দক্ষের অগ্রতম কন্যা প্রীতি
পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০;
পদ্ম-সৃষ্টি-৩। প্রসূতি ও পুলস্ত্য দেখ।

প্রীতি ইহাতে দত্তোলি বা দত্তোলি
উৎপন্ন হন। মার্ক-৫০; অগ্নি-২০।
(২) প্রীতি, দত্তোলী, দেববাহ ও বিনীত
নামে তিন পুত্র ও সদ্ধতী নামী এক
কন্যাকে প্রসব করেন। দত্তোলির
অপত্য সুযজ্ঞ প্রভৃতি। ব্রহ্মাণ্ড-১০,
২৯; সৌর-২৬; বায়ু-২৮। (৩) দক্ষের
চতুর্কিংশতি কন্যার মধ্যে প্রীতিকে
পুলস্ত্য বিবাহ করেন। কুর্ম-পূ-৮।
প্রীতি অগস্ত্য নামে এক পুত্র (অথ নাম
দত্তোলি) ও দেববাহ নামী এক কন্যা
প্রসব করেন। কুর্ম-পূ-১৩। (৪) দক্ষের
ঔরসে ও মনু-কন্যা প্রস্থতির গর্ভে প্রক
প্রভৃতি যে চতুর্কিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ
করেন, তিনি তাঁহাদের অমৃতভা
তিনি পুলস্ত্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে
দত্তোলির জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম ৭; লি-৫।
(৫) প্রীতি ও তন্ময় সুগের স্বামী। প্রীতি
ইহাতে দত্তোলি ও দেববাহ নামে দুই
পুত্র এবং দৃষদত্তী নামী এক কন্যা জন্মে
লি-৫। (৬) অনঙ্গবতী নামে এক বেণ
বিষ্ণুর একনিষ্ঠ আরাধনার ফলে পর-
জন্মে কামদেবের পত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন। তখন তাঁহার নাম প্রীতি
ছিল। মৎ-১০০। (৭) দক্ষ-কন্যা প্রীতি
পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। শিব-বার-পূ-
১৫; স্বল্প-কালী-পূ-১৮। (৮) ধর্ম্মের
অমৃতচর। সত্যযুগের সমভিব্যাহারে
ধর্ম্মের সহিত কলির যুদ্ধকালে, তিনি
যুগ্মাঘাতে নিরয়কে বধ করেন। কঙ্কি-

৩-৭। (৯) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে
রতি ও প্রীতিকে কামদেব বিবাহ
করেন। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

প্রোতবিনো—চতুঃশক্তি যোগিনীর অমৃত-
ভা। স্বল্প-কালী-পূ-৮৫।

প্রতারণা—অক্ষকামুরের রক্তপান করি
বার জন্য মন্ত্রদেব যের সকল মন্ত্রকবি
সৃষ্টি করেন, প্রতারণা তাঁহাদের
অমৃতভা। মৎ-১৭৯।

প্রহেলি—বৈভাজ বন-নিবাসী এক
কন্যা। তঁহার পুত্র বক্ষসভা।
মৎ-২২।

প্রাণা—দক্ষের বৈদ্যক্য কন্যার অমৃত-
ভা। তিনি কল্পপের পত্নী ছিলেন।
স্বল্প-কালী-পূ-৮৫।

প্রাষ্টপদ—কামদেবের অমৃতভা মন্থা। বাবণ
অমৃতভা পুত্র অক্ষমদ্য কর্তৃক দক্ষের
আদেশে তথা স্বর্গ ও প্রাষ্টপদ বৃক্ষে
গমন করেন কিন্তু উভয়েই বাবণ হস্তে
পরাজিত হন। বর্ম্ম-উত্ত-১৫।

প্রক্ষ—(১) বরাহকল্পে একাংশ দ্বাপরে
মহাদেব দাক্ষক নামে অবতীর্ণ হন।
সেই সময়ে প্রক্ষ, দাক্ষারণি, (লি-
দাক্ষারিণি, কেতুমারী (লি-কেতুমান) ও
বক (লি-গোতন) নামে তাহার যোগাধ্য
চারি পুত্র ছিল। বায়ু-১৩; ব্রহ্মাণ্ড-
২৩; লি-২৪। দাক্ষক ও দাক্ষারণি দেখ।

(২) একজন ব্রহ্মহুগ্নি যোগপরায়ণ
ঋষি। কুর্ম-পূ-৫২।

প্রগোপ—যজ্ঞবল্ক্যের রাজা। প্রগোপের পুত্র

অসঙ্গ, অঙ্গিরার কন্যা শব্বতীকে বিবাহ করেন । তাঁহারা উভয়ে ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন । সাগনাচার্যের মতে অসঙ্গ ণাংগস্ত্র হইয়া স্বাক্ষ প্রাপ্ত হন ও পরে পুনর্বার পুরুষ হইয়া লাভ করেন । অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দান করিয়া অজ্ঞ দাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন । ঋক্-৮।১।৩০ ।

প্লুত—প্রাচীন বৈদিক যুগে প্লুতি নামে এক ঋষি ছিলেন । তাঁহার পুত্র মহর্ষি গর একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ঋক্ ১০।৬৩।১৭ ।

ক

কনিষ্ঠা দেবাসুর যুদ্ধে দেবদেনাপতি কাঙ্কিরেকে সাহায্য করিবার জন্য যে সমুদ্র মাছুকা তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অজ্ঞতমা ছিলেন । মহাভা-পালা ৪৩ ।

কলকঙ্গ—জৈনক বক্ষপতি । মহাভা-সভা ১০ ।

কলবতী—একবার ইন্দ্র মহর্ষি জীবালির উগ্র তপস্তায় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার তপো ভগ্নার্থ রত্না নানক এক অঙ্গরাকে প্রেরণ করেন । রত্না সংসর্গে মহাঋষি জীবাল এক কন্যা রত্ন লাভ করেন ।

তিনি সেই কন্যাকে কলরসে প্রাতিপালিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় কলবতী । গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ এই কলবতীকে অপমানিত করিয়া মহর্ষি জীবালিকর্তৃক অভিশপ্ত হন । স্বন্দ-নাগ ১৪৩, ১৪৪ ।

কলোদক—জৈনক বক্ষপতি । মহাভা-সভা-১০ ।

কান্দন—অর্জুনের অপর নাম । হিমালয়-পৃষ্ঠে উত্তর কান্দনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি কান্দন নামে অভিহিত হইতেন । মহাভা-বিরা-৪৪ । স্বন্দ-আব-রেবা-২৫ ।

কঙ্কর—দৈতাপতি জালঙ্করের অন্ততম সেনাপতি । পদ্ম-উত্ত-১৮ ।

কেনপ—(১) পিতৃগণের অন্ততম । মহাভা-দভা ৮ । (২) সুরভির ক্ষীরধারা মধীতলে পতিত হইয়া পরম পবিত্র ক্ষীরনিধি সমুৎপন্ন করিয়াছে । ক্ষীরের কেন ধারা ঐ মাগরের পর্য্যন্ত প্রদেশ পরিবেষ্টিত হওয়াতে উহা পুষ্ণিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল । কতিপয় মুনি কেনপানপূর্ব্বক উগ্র তপস্তায় নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন । একান্ত তাঁহারা কেনপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । দেবগণও তাঁহাদের নিকট ভীত হইয়া থাকেন । মহাভা-উদ্-১০১ । সুরভি দেখ । (৩) ভৃগুবাংশীয় জৈনক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন,

আগ্নিবান, ঔর্ধ্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটা
আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

ফেব্রু—দৈতাপতি জালন্ধরের অতীতম
সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৮।

ব

বংশকৃতি—জাম্বব বংশীয় বোমার পুত্র
জীমূত। জীমূতের তনয় বংশকৃতি।
তৎপুত্র ভীমরথ। ভীমরথের আশ্রিত
নবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

বংশা—কশ্যপের অতীতমা পত্নী ও দক্ষের
কন্যা প্রধা হইতে অনবত্তা, মল্ল, বংশা
প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন
মহাভা-আদি-৬৫। অনবত্তা ও কশ্যপ
দেখ।

বক—(১) মহর্ষি বকের পিতার নাম
দলভ ও মাতার নাম মিহ্রা। সেজন্ত
তিনি দালভা ও মৈত্রেয় নামে পাত
ছিলেন। তাঁহার আর একটি নাম
ছিল গ্নাব। মহর্ষি বক, প্রাণকে অর্থাৎ
প্রাণরূপী ঈশ্বরকে অবগত. হইয়া
নৈমিষারণ্যবাদী ঋষিদিগের উদ্গাতা
হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিলষ
পূরণার্থ উদ্গীত গান করিয়াছিলেন।
ছান্দো-১ম-অঃ ২৭-১৩ ; ১২৭-১০।

(২) ঋষিশৃঙ্গ দৈত্যের অলম্বুষ ও বক

নামে দুই পুত্র ছিল। বক নিজ ভৃঙ্-
বলে একচক্রা নামে জনপদ, নগর ও
প্রদেশ রক্ষা করিত। সে আপনার
আত্মাবের ভ্রাতা গ্রামে এক নিয়ম
প্রবর্তিত করিয়াছিল। প্রতিদিন পর্যায়-
ক্রমে এক এক গৃহস্থের গৃহ হইতে
একজন মানুষ বিংশতি খারি পরিমিত
তড়ুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার
নিকট গমন করিত। রাক্ষস উপনীত
হইয়া সেই সমস্ত বস্তু ও সেই দাক্ষিকে
লুণ্ঠন করিয়া আশ্রয় জীমূতের নিকট
করিত। বহুদিন হইতে এই নিয়ম চলিয়া
আসিতেছিল। নিকটবর্তী বেত্রকীয়গৃহ
নামক স্থানের অধিপতি এই অত্যাচার
দমনে অসমর্থ ছিলেন। অতুগৃহ হইতে
পলায়নের পর পাণ্ডবেরা একচক্রা
নগরে এক দাক্ষিণ গৃহে অবস্থান করিতে-
ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়েই
দাক্ষিণের পাণ্ডা উপস্থিত হয়। কুন্তী
দাক্ষিণকে বলিয়া স্বীয় পুত্র ভীমকে সেই
দাক্ষিণের নিকট প্রেরণ করেন। ভীম
তাহাকে বধ করিয়া সেই জনপদে
শান্তি স্থাপন করেন। মহাভা-আদি-
১৬৪। বকের ভাই কিস্কীর। (৩)
বরাহ-কল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব
দাক্ষক নামে অবতীর্ণ হন। সেই
সময়ে প্রক, দাক্ষাগ্নি, (লি-দাক্ষাগ্নি)
কেতুমালী (লি-কেতুমান) ও বক (লি-
গোতম) নামে তাঁহার যোগাশ্রয় চারি
পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩;

লি-২৪ । দানবক ও দাক্ষায়ণি দেখ ।
 (৪) কংসকর্তৃক গোকুলে শিশুহত্যা
 করিবার জন্ত প্রেরিত অমৃতম দৈত্য ।
 দেবীভাগ-৪৪-২৩ । (৫) মহিষাসুরের
 পুত্র রক্তাসুরের ভেদিশ জন মর্দার
 অমৃতম । সৌর ৪৯ । (৬) পুতনার
 দাতা জনৈক অমৃত । প্রথমে কংসের
 সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরে তাহার
 বিগ্ৰহ অমৃতরূপে হন । গঙ্গাগোল ৩৭ ।
 তিনি ঐক্লব্য হস্তে নিহত হইয়া
 বৈকুণ্ঠে গেল । ভাগ-২৪-৭ । (৭) বৃক্ষ
 রজতনগের বর্ষার মণিবার বক্ষের
 অমৃতম পুত্র । তাহার মাতার নাম
 দেবকীনা । বায়ু-৬৯ । (৮) দেবকীনের
 তনয় শূর । শরের দ্বারা মর্দারগণ গভে
 বস্তুদেব, অনেক বক প্রভৃতি দশ
 পুত্র জন্মে । ভাগ-২৪-২৭ । দেবকীদুঃখ
 দেখ । (৯) চমৎকার-পুরের এক
 লাক্ষণের বিশ্বাস নামে (অজ নাম বক)
 এক পুত্র ছিল । তিনি একবার মকর-
 সংক্রান্তি দিনে তাহার পিতৃপূজিত
 জাগেশ্বর শিবলিঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ মধো
 নিক্ষেপ করেন । সেই পাপে তিনি
 আনন্ড দেশে বক নামে জাগেশ্বর হইয়া
 জন্মগ্রহণ করেন । পরে দ্বারা গণে সমুদয়
 সুপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গকে দ্বারা পুত্র করিয়া
 তিনি মহাদেবের বরে কৈলাসে গমন
 করিয়া কোটি কোটি গণের আধ
 নায়কতা লাভ করেন । তাহার পুত্র
 একবার মহর্ষি গালবের রক্তস্থখা পত্নাকে

হরণ-চেষ্টার জন্ত তিনি মহর্ষি গালব ও
 ও তৎপত্নী বিশালাক্ষী উভয় কর্তৃক
 অভিষপ্ত হন । পরে চমৎকার-পুরে
 ভর্গুগুপ্ত নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণের
 উপদেশে তাহার বক হইয়া অগত হয় ।
 বৃন্দ-ভাগ-২৭-১ । (১০) দৈত্যরাজ কুশের
 অমৃতরূপে জনৈক দানব-সেনাপতি ।
 তর্কাসা ক্ষত্রিয় প্রতি অত্যাচার করিতে
 নাগরর বক বিকৃত-হস্তে নিগৃহিত হয় ।
 বৃন্দ-ভাগ-২০ । (১১) রাজা হরিশ্চন্দ্রকে
 নিগৃহিত করার অপরাধে, একবার মহর্ষি
 বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে বক-
 যোনির প্রাপ্ত হন । বিশ্বামিত্র ও
 বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিয়া আড়ি পক্ষী
 করিয়া দেন । এই নূতন রূপ প্রাপ্ত
 হইয়া তাহার পরস্পরের প্রতি ক্রোধ-
 বশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । অতঃকালে
 উপদেহ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে
 না পারিয়া ব্রহ্মা তাহাদের ত্র্যাক-
 যোনির অপনোদন করিলেন । মার্ক-৯১
 বকদান্ভা—(১) অর্থাৎ দলভ মূনির পুত্র
 বক । এই মহর্ষি বকের মাতার নাম
 ছিল মিথ্রা । সেইজন্ত তিনি দান্ভা
 ও মৈত্রেয় নামেও অভিহিত হইতেন ।
 তাহার আর একটি নাম মাঘ ।
 মহর্ষি যাদবস্তির যখন হৈতবনে অবস্থান
 করেন তখন ভগ্নবাসী মূনিদের মুখ-
 পা একপে মহর্ষি বক তাহাকে অনেক
 সহপদে প্রদান করিয়াছিলেন ।
 মহাভা-শান্তি-১৫৭—১৬৪ । বক দেখ ।

(২) একবার নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ দক্ষিণা প্রাপ্তির জন্ম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হন। তন্মধ্যে বক-দাল্ভা তাঁহাদিগের প্রার্থনা রাজাকে নিবেদন করেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে বক-দাল্ভা অত্যধিক রোষবশে স্বীয় মাংস উত্তোলন করিয়া পৃথুকস্থ অবকর্ণি নামক মহাতীর্থে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য হোম করতে আরম্ভ করেন। ঐরূপ বহু ক্রিয়ার সূচনা হইয়া মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য নানাপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া। রাজ্যাবলুপ্তির পদাধিনামে ক্রমে রাজ্যাস্থা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া বিবিধ উপহারে বক-দাল্ভাকে সন্তুষ্ট করেন। বাক-দাল্ভা (৩) মাতৃগণ উদ্ধারার্থ রামচন্দ্র বধন বাননবৈদ্য সমভিব্যাহারে মাতৃগণ অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টার ছিলেন তখন তিনি মাতৃগণের পরামর্শে মাতৃগণ মধ্যস্থিত এক স্থানে অবস্থিত বকদাল্ভা মুনির আশ্রয়ে গমন করিয়া মাতৃগণ অতিক্রমের উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং কাহিনীর ক্রম পক্ষীয় একাদশী ত্রিবিতে মুনি কর্তৃক ব্রত উদ্ভাপন করিয়া বাকদাল্ভা গমন করেন। পর উক্ত-৩৪ : (৪) রমা মধ্যকাল বনে কুণ্ডস্থলী নামে এক পুত্রী আছে। তাহার দক্ষিণ দিকে পুণ্ড্র তীর্থ বিদ্যাজিত। ঐ স্থানে নাগেশ্বর

আছে। ঐ নাগালেয় হরি যোগনিষ্ঠা
প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। ঐ
স্থানে দেহীগণের কম দোষ নাই।
বকদালতা প্রকৃত আবেগণ ঐ স্থানে
ব্রতধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।
স্কন্ধ-আব অব ৬৫।

বকনং - মতগি বিখ্যাত এবং অল্পতম পুত্র
বকনং, একজন বিপ্রকণ পবিত্রকক,
তপস্বী, বেদবেদান্তপাণ্ডা ও গৌরী-
প্রবন্ধক কবি ছিলেন। মতী ৩-অঙ্ক ৪।

ଏକମୂଳ—ଉତ୍ତମ ଚକ୍ରରେ ନିର୍ମିତ, ତିନି
 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମୂହ ଗଠନ କରୁ ନିର୍ମିତ ହେଲା ।
 ମହାପ୍ରାଣୀ ୧୫୭

বন্দীস্বত্ব—একদিন বন্দীবাসে শ্রীকৃষ্ণ
অজ্ঞান গোপবান্ধকালগোচর হইত ও গোপা
বন্দী নিবৃত্তি ছিেনেন। যেহেতু সময়ে এক
মহান অসুখ বক্রবর্ণ ধারণ করিয়া বগে
অসম্মান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খাস করিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ, বক্রবক্রক গায়ত্রী হওয়া অগ্নি
কায় হওয়ায় অগ্নি নষ্ট করিতে
শক্তিহীন। অতঃ পরে করিতে না
পারিয়া যেহেতু বক্র, শ্রীকৃষ্ণকে হৃৎকণ্ঠ
উল্লেখ করিয়া কণ্ঠে হৃৎকণ্ঠ
অস্বাভ করিয়া বক্র করি কণ্ঠে হৃৎকণ্ঠ
আনিয়া। তখন শ্রীকৃষ্ণ হৃৎকণ্ঠ হৃৎকণ্ঠ
বিশদিত করিয়া হৃৎকণ্ঠে বক্র করি।
এই বক্রস্বর কণ্ঠে অসম্মান অস্বাভ
ছি। হরি ১০০ ১০ ১। শ্রীকৃষ্ণ ও
বক্রবক্রক

[illegible]

তিনি ঐকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐকৃষ্ণের চাতুর্য্যে সফলকাম হন নাই । গর্গ-ব-১ ।

বকুলাক—সূর্য্যের অপরা নাম । সূর্য্যপত্নী দক্ষ্যাদেবী একবার পতির তেজঃপ্রশান্তির নিমিত্ত বকুল বৃক্ষের অধোভাগে পাকদ্রা একাগ্রচিত্তে তপস্বী করেন । তৎকালে তিনি রবির প্রাতিভাব দেখিয়া বড়ব্যমুগ্ধি দাবণ করেন । তাহা দেখিয়া তাব বশিষ্ঠশর্মা রবি স্নানভাগে বকুল বৃক্ষের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন । বাক্সা সাধু্য সেই স্থানেই দিবা মনোবশিত হইয়া প্রসব করিয়াছিলেন । সেঃ জন্তই তাব বদন্ত নাম বকুলাক হয় । স্কন্দ বক্র-দহ-১৩ ।

বক্র- (১) অগ্নিহোত্র উপাসক ব্রহ্মন ব্রহ্মত্ব উপলক্ষ্যণকে বাচকরূপে প্রযোজিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতঃ তাহাদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া অগ্নি ও ব্রহ্মত্বের একত্বাদ প্রমাণ স্থাপন করেন তখন অগ্নিহোত্র প্রাণবান করিয়া ব্রহ্মত্ব বক্র, হিষ্ণুব্রহ্ম তাহা হইলেক সেবা করিয়াছিলেন । মহাভা-সভা-১৩ । (২) কালক্রান্ত 'চক্রোদয়'কর্তার স্বরূপ সত্যের সমীচীন প্রমাণ নৃপতি । মহাভা-পাণ্ড-৩ ।

বক্রকর্ণ—সত্যযুগে স্বাশ্বত্থ বক্ষুর পুত্র হিরণ্যাক নামক জনৈক দানব দেববাক্ত শক্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তিবে দেবগণের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন ।

তাহাতে দুঃখিত হইয়া ইন্দ্র অত্যান্ত দেবগণের সহিত গন্ধারায় গমনপূর্ব্বক তীব্র তপস্চরণ করেন । তৎকালে স্বয়ং মহাদেব মহিব-শরীর পরিগ্রহ করিয়া, তন্মের অস্তুরোপে, হিরণ্যাক, স্তবতি, বক্রকর্ণ, ত্রিশূঙ্গ এবং লোহিতাক, এই পঞ্চ দানবের নিধন করেন । স্কন্দ পিণ্ড-১২২ ।

বক্রনাথ—যমাক্ষের চিত্র ও বিচিত্র নামে দুই কাহিন্য আছে । তাঁহারা প্রাক্কালের পঞ্চাশদশে হিমাচল প্রাচীন তাহাদের কন্যা, বক্রনাথ, বক্রনন্দ, মহেশ্বর, সৌম্য, শাস্ত্র, নন্দ ও সুকাব্য নামে আটজন অশুচর ছিলেন । তাহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন অতি ভদ্রকর । তাহারা পাম্পীলোক-সকলকে ব্রহ্মত্বের ব্রহ্ম করিয়া লইয়া যায় । অপর চার জন সৌম্যর্ষি, তাহারা অক্ষয়্য ব্রহ্মত্ব দিবা বিমান দ্বারা দক্ষিণ তপস্বীকে দক্ষিণাভাগে উপনীত করেন । স্কন্দ পিণ্ড-১২৩ ।

বক্রশর—বৈশম্যের কুশের অশুচর ও অজস্র সেনাপতি । তুক্ষাসানুর্ন তীর্থ-গমন বাসনায় দানবগণকর্তৃক উৎ-সিদ্ধ হইলে, বক্র তাহার সাহায্যার্থ আসেন । শুধন বিষুর সহিত দানব-গণের ভীষণ যুদ্ধ হয় । স্কন্দ পিণ্ড-২০ । বক্র শব্দ ।

বক্রাঙ্গ—জানি করে শিবের দেহ হইতে অতি যৌৱ অঙ্গার-সদৃশ লোহিতজ্বা

বক্রাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ ভয়াবহ মহাকাঙ্গ পুত্র জাতমাত্রে ধরণী কম্পিত, দেবগণ ত্রস্ত, সমুদ্র ক্ষোভিত ও পর্বত সমূহ চালিত হইল। দেবগণ ও ঋষি-গণকে এইরূপে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিয়া শিব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দেবর্ষি-গণের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া দেন। এই বক্রাঙ্গ শিবের অঙ্গ হইতে রজোগুণ প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অঙ্গারক নামেও প্রসিদ্ধ হন। স্বল্প-আব-চতুঃ ৪৩।

বক্রমালী—জৈনক রাজস-সেনাপতি।

লক্ষা সমরে নিহত হন। রামা লক্ষা-৯০।

বক্ষোগ্রীব—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অগ্রতম পুত্র। তিনি বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদবেদাঙ্গপারগ ও গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

বগলা—(১) একবার রুক্ম নামক অসুরের পুত্র দুর্গম ত্রক্ষাকে সন্দ্বষ্ট করিয়া সমুদ্র দেবভাগণকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। তখন দুর্গম দৈত্য নানারূপে দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ নানা-রূপে উৎপীড়িত হইয়া ভগবতী শিবানীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের স্তুতিবাদে সন্দ্বষ্ট হইয়া মাহেশ্বরী নানা উপায়ে দেব-ব্রাহ্মণগণের বিপদ নিবারণ করেন। তৎপরে দুর্গম দৈত্যের সহিত

তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধকালে দেবার শরীর হইতে, কালী, তারা, ঘোড়শী,

ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, জজিনী, মোহিনী, চিন্নমস্তা, শুষ্ককালী প্রভৃতি মহাশক্তিগণ আবির্ভূত হন। দেবীভা-৭৯২৮। (২) মহাকালী, তারা, ঘোড়শী, দুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, চিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, দুর্মাবতী এবং মাতঙ্গী, ইত্যাদি দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাত। তাঁহাদের পতি পরম ভক্তি করিলে অবিশেষ মোক্ষলাভ হয়। শ্রীমহা-১৮।

বগলানুগা—দশমহাবিদ্যার অগ্রতমা।

শ্রীমহা-১৮; বৃহৎ সন্দ-৩; বগলা দেখ।

বঙ্গ—বলিরাজের পত্নী সুরেন্দ্রা, দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মুঙ্গ (মুঙ্গক; অ-২৭৭) ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই স্বয়ং স্বয়ং নামীয় দেশের অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি ৩১; বিষ্ণু ৪র্থ-১৮; মহাভা-সভ-৪; ভাগ-৯৯-২৩। দীর্ঘতমা ও কলিঙ্গ দেখ।

বঙ্গদ—বৈদিক যুগে ঋজিষ্মান্ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। বঙ্গদ নামে এক অনার্য দস্যুপতি ঋজিষ্মান্কে আক্রমণ করিলে ইন্দ্র ঋজিষ্মান্কে সাহায্য করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বঙ্গদের শত শত নগর ধ্বংস করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে বধ করেন। ঋক্ ১৫৩৮।

বজ্র—(১) ঈশ্বরের পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের তনয় অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ও

শাহু । তন্মধ্যে বজ্রের তনয় প্রতিবর্ত, বহুব্রাহ্মণা— কৃষ্ণকর্ণের পত্নী । তিনি প্রতিবর্তের তনয় সূচাক । হরি-হরি-১৩০ । (২) ঐকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি যুধিষ্ঠিরকন্যক মথুরার (অক্ষুণ্ণ-কন্যক ইন্দ্রপ্রস্তের; দেবীভাগ-২৪৮) রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন । ভাগ-১৪-১৫ । উপনিষদ দেখ । (৩) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয় । মহাভা-অনুশাঃ ৪ । (৪) বজ্রের তনয় প্রতিবর্ত, তৎপুত্র সূচাক । বিষ্ণু-৬র্থ-১৫ । প্রতিবর্তের পুত্র সূচাক । ভাগ-১০-৪৮-৪৯ । রৈবত মন্বন্তরে রুক্মনাভে এক দৈত্য ছিলেন । তাঁহার পুত্র বহু দেবকুল নির্মাতৃক ছিলেন । তিনি শিব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন । স্বন্দ-আব-৫৩-৪ । (৫) প্রভাস-তীর্থে নিবাসী জনৈক ঋষি । তিনি অপর তিন জন ঋষির সহিত পাতালে তপস্তা করিতেছিলেন । দেবী সরস্বতী তাঁহাদের ইচ্ছাপূরণার্থ পক্ষশোভা হন । তাহাতে ঋষি চতুষ্টয় পৃথক পৃথক ভাবে এক এক শ্রোতে স্থান করিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩ । (৬) যুধিষ্ঠিরের দৌহিত্র । বায়ু-২৬ ।

ভৃকর্ণ—(১) ময়দানবের অজ্ঞাতম পুত্র । বা-৬৮ । ময়দানব দেখ । (২) রাবণের অজ্ঞাতম সেনাপতি । রামা-স্বন্দ-৬ ।

ভৃকোতু—পাতালবাসী জনৈক দৈত্য । তাঁহার পুত্র পাতালকোতু গন্ধকরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদান্যাকে হরণ করেন । মৎ-২১ ।

বৈরোচনবলির দৌহিত্রী ছিলেন । রামা-উত্ত-১৩ ।

বহুদত্ত—(১) রাবণের অজ্ঞাতম সেনাপতি । লঙ্কা সমরে সেনাপতি ধৃমাক্ষের পতনের পর, রাবণ বানর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার ভয় তাঁহাকে প্রেরণ করেন । তিনি বহু বানর-সৈন্য নিপাত করিয়া, শেষে অঙ্গদের শরে (নলীর হস্তে) স্বন্দ-রুক্ম-দেহু-১৪) বনালয়ে গমন করেন । রামা-লঙ্কা-৫৩, ৫৪ ; স্বন্দ-৬, ৫৬ ; বৃহৎ পু-২১ । (২) দানবপতি বলির অজ্ঞাতম সেনাপতি । তিনি দেবায়ুধ বহু বানর সহগমন করিয়া-ছিলেন । ভাগ-৮-১০ । জয়ন্ত দেখ ।

বহুদত্ত প্রজ্ঞোজাতিবের অধিপতি মহা-বার ভগবতের তনয় বহুদত্ত । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, অক্ষুণ্ণ বস্ত্রায় অশ্বের রক্ষক-রূপে তথায় উপস্থিত হইলে, বহুদত্ত তাঁহার সহিত যৌবতর যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন । কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া বস্ত্র হারকার করেন । মহাভা-আশ্ব-৭৫, ৭৬ ।

বহুদানী—কৃষ্ণের পুত্রবার-রক্ষক, সর্বা-পাণ্ডুর, শুভকর জয়ন্তের অজ্ঞাতম অষ্টচর । স্বন্দ-দ্বার-১৭ ।

বহুনাভ—(১) কণ্ঠ্য হইতে দক্ষপ্রজা-পতির অজ্ঞাতমা কন্যা দমুর গর্ভে বহুনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩ । (২) দানবপতি বিশ্বচিহ্নির পত্নী

ও হিরণ্যকশিপুর ভাগিনী সিংহিকা হইতে নভ, বজ্রনাভ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩। (৩) অযোধ্যা-পতি রামের বংশধর উদ্ধের তনয় বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় শঙ্খ, শঙ্খের তনয় পুষ্প। হরি-হরি-১৫। বজ্রনাভের তনয় শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যাখিতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৫) বিখ্যাত মহামুর বজ্রনাভ সুরমেন্দ্রনাথের তপশ্রা করিয়া ব্রহ্মা হইতে দেবগণের অবধা বর এবং বজ্রপুর নামক উৎকৃষ্ট দুর্গপ্রাকার-বেষ্টিত নগরী লাভ করেন। একদিন তিনি ইন্দ্রসমীপে গমনপূর্বক বলিলেন, “সমুদ্র ত্রৈলোক্য কাণ্ডপগণের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আমি ত্রৈলোক্য শাসন করিব। যদি ইহা তোমার অভিপ্রেত না হয় তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর।” ইন্দ্র বলিলেন,—“পিতা কণ্ডপ যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে বাহ্য কর্তব্য তাহাই বিধান করা যাইবে।” এই কথা বলিয়া, তাহার সন্তুষ্টি বিধান-পূর্বক ইন্দ্র ঐকক্ষ সমীপে গমন করিলেন। ঐকক্ষ আরক্ত বস্ত্র কাৰ্য্য সমাপনান্তে প্রতিবিধান করিতে মনস্থ করিলেন। ইতিপূর্বে বজ্রনাভ-পত্নী মহাদেবা প্রভাবতী নামী এক পরম রূপবতী কথা প্রসব করেন। তিনি ঐকক্ষের পুত্র প্রজামের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। প্রজাম ভদ্র নামক নটের বেণে বজ্রপুরে অবস্থানপূর্বক প্রভা-

বতীকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। বজ্রনাভের ভ্রাতা সুরনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নামী দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতী গদকে এবং গুণবতী শাশ্বকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে বজ্রনাভ সুরপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দূতমুখে প্রভাবতীর সহিত প্রজামের বিবাহের কথা শুনিয়া, বজ্রনাভ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত স্বরূপ বজ্রপুরে আগমন করিলেন এবং তুঙ্গে প্রজামের হস্তে নিহত হইলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ জয়ন্তের পুত্র বিজয়, একভাগ প্রজামের তনয়, একভাগ শাশ্ব এবং একভাগ গদের পুত্র চন্দ্রপ্রভ পাইলেন। পি ১৪৩, ১৫৪। (৫) মাধব, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, হরি, হর, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদ্রকর্কক কাঙ্ক্ষিকেরকে সাহায্য করিবার জন্ত প্রেরিত অগ্ৰতম সেনাবাহক। মহাভা-শল্য-৪৬। (৬) শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর পারিক্ষিতের তনয় বলহুল, বলহুলের পুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র নগণ। ভাগ ৯৪. ২। (৭) কৃষ্ণের পুত্রদ্বারে অবস্থান করিয়া পদাঙ্গুলের অগ্ৰতম অরুচর। স্কন্দ দ্বাপ ১৭। বজ্রবাহু ও বজ্রদণ্ড দেখ। (৮) নরপতি বজ্রনাভের অগ্ৰদোহে গগন্মান তাহাকে ঐকক্ষলীলা দণ্ডিত্যর শ্রবণ

করান। গর্গ অশ্ব-১, ৪, ১০। (২) কণ্ঠপের ঔরসে দহুর গভজাত বল-দর্পিত ৭ত দানবের অত্মতম। পদ্ম-সৃষ্টি ৩; মৎ-৬।

বজ্রনাম—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধা, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পক্ষত সমুদ্র যে সকল সেনাবান্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বজ্র-নাম তাঁহাদের অত্মতম। মহাভা-শলা-৪৬।

বজ্রনিষ্কন্ত—কণ্ঠপ-পত্নী বিনতা। হইতে যে সমুদ্র বলবান বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অত্মতম ছিলেন। মহাভা উদ্-১০০।

বজ্রবাহু—(১) কুন্তকর্ণ লক্ষা সমরে চন্দ্র-বল ও বজ্রবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিয়া গ্রাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৫। (২) মন্দর নামক এক ব্রাহ্মণ অতিশয় দুষ্কিরামিত ছিলেন। তিনি একবার ঋষভ নামক এক ধার্মিক শিবযোগীকে ভক্তিভাবে অরুনা করিয়া সেই পুণ্য কণ্ঠে দর্শনার্থিপতি বজ্রবাহুব পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ ব্রহ্ম উও ১০। (৩) কালিতে কৃষ্ণের পূর্ণদ্বারে অবস্থিত জয়ন্তদেবের অত্মতম অন্তচর। স্বন্দ দ্বার-১৭। বজ্রবাহু দেখ।

বজ্রবেগ—রাক্ষসপতি দুষণের প্রমাথী ও বজ্রবেগ নামে হই অমুচর ছিল। তন্মধ্যে

লক্ষা সমরে প্রমাথী নীল হস্তে এবং বজ্রবেগ হনুমান হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮০।

বজ্রনিহ—(১) বৃহদ্রথ বংশীয় অন্তকের পুত্র পুলিন্দক তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর বজ্রনিহ রাজা হন। বজ্রনিহের পর পুনর্ভব রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। (২) শুঙ্গ বংশীয় পুলিন্দের পুত্র উদ্যোষ, উদ্যোষের পুত্র বজ্রনিহ, তৎপুত্র ভাগবত, ভাগবতের তনয় দেবভর্তি। ভাগ-১২ঙ্ক-১।

বজ্রমুষ্টি—মালাবান রাক্ষসের অত্মতম পুত্র। রামা-উদ্ভ-৫। মালাবান দেখ। তিনি লক্ষা সমরে মৈন্দের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লক্ষা-৪৩।

বজ্রদোতিন—কালিতে কৃষ্ণের পূর্ণদ্বারে অবস্থিত সর্গাপহার শুভকর জয়ন্ত-দেবের অত্মতম অন্তচর। স্বন্দ দ্বার-১৭।

বজ্রশীল—মহাষ ভৃগুর অত্মতম তনয় ও একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মহাভা-অম্বশা-৮৫। চাবন দেখ।

বজ্রহস্তা—অন্ধকাশুরের রক্তপান করি-বার জন্য ঋক্ষ যে সমুদ্র মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অত্মতম। মৎ-১৭২।

বজ্রার-যজ্ঞবংশীয় উপাসকের হই পুত্র—বজ্রার ও ক্ষিপ্র। বার-৯৬। উপাসক দেখ।

বজ্রাঙ্গ—কণ্ঠপের ঔরসে দহুর গভজাত মহাবল অত্মতম দানব। পদ্ম সৃষ্টি-৬; মৎ-৬। কণ্ঠপ ও দহু দেখ।

বজ্রাংগু—শ্রীকৃষ্ণের অগ্ন্যতমা পত্নী
কৌশিকী হইতে উৎসন্ন, শঙ্খ, ক্ষিপ্ৰ
ও বজ্রাংগু জন্মগ্রহণ করেন । হরি-
হরি-১৬০ ।

বজ্রাস্ত্র—তিনি দক্ষ-কন্যা দিতির গর্ভে
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার সকল অস্ত্র
বজ্রশারময় ছিল তজ্জন্তু এই নাম হয় ।
তিনি জন্মমাত্র মাতৃ আদেশে স্বর্গে গমন
করিয়া ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া আনিবেন ।
পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রকে মুক্ত
করিয়া দিয়া পত্নী বরাস্বাসহ অশুচর
তপস্তা করেন । ইন্দ্র নানা উপায়ে
তাঁহাদের তপস্তার ব্যাঘাত জন্মাইয়াও
কিছু করিতে পারেন নাই । এই
বরাস্বীর গর্ভে মহাবল তারক জন্মগ্রহণ
করেন । মৎ-১৪৬—১৪৭ ; পদ্ম-স্ম-৪২ ।

বজ্রিনী—প্রভাস তীর্থ হইতে আগত,
হরিণ, বজ্র, শঙ্খ ও কপিল নামক চারি
জন স্বাধার-নিরত ঋষিগণের মনোভি-
লাষ পূরণার্থ সরস্বতী নদী, হরিণী,
বজ্রিনী, শঙ্খ ও কপিল এই চারি
অতিরিক্ত শ্রোতে বিভক্তা হন । স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা-৩৩ । সরস্বতী দেখ ।

বজ্রী—শাক্তভাগাই বিশ্বদেবগণের অগ্ন্য-
তম । মহাভা-অনুশা-৯১ ।

বজ্রুলা—স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করিতে
বাইবার সময়ে বজ্রুলা (নদী ?) তাঁহার
সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর স্মিতোদরকে
প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

বজ্রুলি—অত্রি বংশীয় জনৈক গোত্র-

প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর
তিনটি—বিধামিত্র, অশ্বরথ ও মহাতপা
বজ্রুলি । মৎ-১৯৮ ।

বট—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে,
মহাবীর অংশ তাঁহার সাহায্যার্থ, বট,
পরিষ, ভীম, দর্হাত ও দহন নামে পাঁচ
অশুচরকে প্রদান করেন । মহাভা-
শলা ৪৬ ।

বটক—(১) শুদ্ধবংশীয়দের রাজত্বের
অবসানে কথ বংশের রাজহু আরম্ভ
হয় । ঐ বংশের স্কন্দরের পুত্র চকোর,
তৎপুত্র বটক, বটকের পুত্র শিবস্বাতি ।
ভাগ ১২ স্ব-১ । (২) তাদিকাসুরের দাহিত
যুদ্ধে গমন কালে, স্ত্রী স্কন্দের সাহায্যার্থ
পারব, বটক, ভীম, দাধ ও আতদাশন
নামে পাঁচ জন অশুচরকে প্রদান
করেন । বাম-৫৭ । বট দেখ ।

বটিকা—মহানুনি বাসি একবান দার-
পরিগ্রহ করিতে চক্ষু, কণ্ঠ ইয়া মহাবি-
জাবালির বটিকা নামী কস্তুর পাণ-
গ্রহণ করেন । বটিকার গর্ভে শুকদেব
জন্মগ্রহণ করেন । স্কন্দ নাগ ৪৭ ।

বটুক—সিন্ধুপুত্র, ক্রানপুত্র, মহাপুত্র ও
সময়পুত্র ইহারা চারি বটুক নামে
কথিত হন । ত্রিপুরতন্ত্রে তাঁহাদের
পূজার বিধি উল্লিখিত আছে । কা-৩৩ ।

বড়বা—(১) বসুদেবের চতুর্দশ পত্নীর
অগ্ন্যতমা বড়বা ও সুতসু, পত্নী হস্তাণ
পরিচারিকা স্বরূপা ছিলেন । হরি হরি-
। (২) স্ত্রীপত্নী সংক্রা বড়বাবপে

অধিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন ।

ভাগ-৬ক-৬ ; ৮ক-১৩ । সংজ্ঞা দেখ ।

বড়বামুখ—একবার নারায়ণ বড়বামুখ নামক তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া সুরেন্দ্র-পর্কতে তপস্চরণ করিয়াছিলেন । একদিন তিনি সমুদ্রকে নিকটে আহ্বান করেন । কিন্তু সমুদ্র তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই । সেইজন্ত তিনি সমুদ্রকে তাঁহার জল অপের হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করেন । তদবধি সমুদ্রের জল অপের হইয়াছে । মহাভা-শান্তি ৩৪৩ ।

বড়বামুখী—চতুঃভুজি যোগিনীর অস্ত্রতমা । মৎ-৫৩ ।

বড়ল—মণিভদ্র নামক কুবেরের সখা । তিনি কুবেরের উজ্জানে কুবেরের প্রিয় বৃক্ষাদি বিনষ্ট করার স্বীয় পিতার শাপে সর্বভোগবিবর্জিত, পশু, অন্ধ, বধির, দীন ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হন । পরে পিতারই উপদেশে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গের সন্নিপাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই প্রভাবে সর্বরোগ হইতে মুক্ত হন । দ্বন্দ্ব আচ-চতু-৭৫ ।

বৎস—(১) কথ গোত্রীয় মহর্ষি বৎস একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি যদুবংশীয় তিরিঙ্গির রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার এক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বহু ধন প্রাপ্ত হন । ঋক-৮।৬।৪৬ । একবার তিনি কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় কর্তৃক “ভূমি ত্রাঙ্গ

নও, শূদ্রার পুত্র” এই বলিয়া অভিশপ্ত হইয়া আশ্বত্থির বস্ত্র অঙ্গি-পরীক্ষা করেন । তিনি যথার্থই শুদ্ধজন্মা ছিলেন । মনু । (২) পুরুবংশীয় নরপতি সেনজিতের বেতকেতু, রুচির, মহির ও বৎস নামে চারি পুত্র জন্মে । বৎস অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন । হরি-হরি-২০ । (৩) কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা দিবোদাসের তনয় প্রতর্দন । প্রতর্দনের তনয় বৎস, (ভর্গ ও বৎস ; অ-২৭৮) বৎসের তনয় বৎসভূমি ও অলর্ক (বৎসের পুত্র অলর্ক ; অ-২৭৮) । হরি-হরি-২২ । (৪) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, প্রতর্দনের পুত্র বৎস বিজ্ঞান ছিলেন । তিনি গোষ্ঠে বৎসগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি ৪২ । (৫) বৈবস্বত মনুর তনয় শর্ঘ্যাপতি । এই শর্ঘ্যাপতির বংশেই নরপতি বৎস জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার হৈহয় ও তালজজ্ঞ নামে দুই পুত্র ছিল । তাঁহাদের হইতেই পরাক্রান্ত হৈহয় ও তালজজ্ঞ নামক ক্ষত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হয় । মহাভা-অনুশা ৩০ । (৬) শিবাবতার সৌম্যবর্ষার অস্ত্রতম পুত্র । বায়ু-২৩ ; ব্রহ্মা-২৩ ; লি-২৪ ; শিব-বার-উত-১০ । সৌম্যবর্ষা দেখ । (৭) কংসের জনৈক সেনাধক্ষ । কংসের সহিত সুর-পুর জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন । গর্গ-গোল-৭ । (৮) জনৈক অহর । শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন । গর্গ-

বৃ-৪ । (৯) পুরাকালে কিশ্কিন্দ-বর্ষে ভায়ত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্র বৎস । শক্রগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া যথাসর্বস্ব হরণ করিলে তিনি স-ভাৰ্য্যা বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে গমন করেন । কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে সেই আশ্রমে বাস করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন । বৎস-রাজ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বলেন এবং ঋষির পরামর্শে নৃসিংহ-হৃদদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান নরসিংহ-দেবের নিকট হইতে এক শক্রধ্বংসকারী চক্রান্ত লাভ করেন । বৎসরাজ সেই অস্ত্র-প্রভাবে শত্রু বিনাশ করিয়া আপনার নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করেন । বরা-৪২ । (১০) ধন্বন্তরীর বংশে রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন । তাঁহার পিতা দিবোদাস অতি প্রীতির সহিত তাঁহাকে ‘বৎস’ ‘বৎস’ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন । তজ্জন্তু তাঁহার অপরাধ নাম বৎস হয় । বিষ্ণু-৪র্থ-৮ । প্রতর্দন দেখ । (১১) বৎস, অশ্বীসেন, পাণ্ডু, পথ্য ও শৌনক এই ভার্গবগণ সপ্ত গোত্রে বিভক্ত । বায়ু-৩৫ । (১২) দিবোদাসের পুত্র হামানের অপরাধ নাম বৎস । ভাগ-৯৬-১৭ । ঋতধ্বজ ও কুবলয়ায় দেখ । (১৩) পুরাকালে নাগরাজ বাহুকী বৎসকে এবং বৎস এলাপত্রকে বিষ্ণু-পুরাণ শ্রবণ করান । বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮ । প্রিয়ব্রত ও বাহুকী দেখ ।

(১৪) তারকাসুরকে বধ করিতে গমনোত্তম স্বন্দকে সাহায্য করিবার জন্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৎস ও নন্দী নামক অমুচরদ্বয়কে প্রদান করেন । বাম-৫৭ । (১৫) জনৈক ঋষি । তাঁহার গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণের ভার্গব, চ্যবন, আগ্নীবান ওর্ক ও জামদগ্ন্য এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৯ । (১) একবার বৎস, ভৃগু, কশ্যপ প্রভৃতি বহু মুনিগণ প্রভাস-তীরে মাজলেশ্বর লিঙ্গ সমীপে তীর্থ তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন । তাঁহারা ধ্যান করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া সকলেই ত্রিনেত্র হন । তখন পরস্পর পরস্পরকে শিব মনে করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । পরে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আরও উগ্র তপস্তা করিয়া হরের সাক্ষাৎ লাভ করেন । মুনিদের প্রার্থনায় হর গঙ্গাকে সেই স্থানে আনয়ন করিলে ঋষিগণ সেই গঙ্গায় স্নান করেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ৩০৪ । (১৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় গুরুক্ষেপের তনয় বৎস । বৎসের তনয় বৎসবাহ । বিষ্ণু-৪র্থ-২ । প্রতীবোম ও বৎসবাহ । দেখ ।

বৎসক—(১) গোকুলে শিশুহত্যা করিবার জন্ত কংসকর্তৃক প্রেরিত জনৈক দৈত্য । দেবভাগ-৪৬ ২৩ । (২) যদু-বংশীয় দেবমীড়ের তনয় শুর । শুরের দশ পুত্রের অগ্রতম বৎসক । ভাগ-৯৬-২৪ । দেবমীড় ও আদিত্য দেখ ।

বৎসদ্রোহ—সূর্য্যবংশীয় বৃহৎলের তনয় দারাদ । তৎপুত্র বৎসদ্রোহ, বৎস-
দ্রোহের তনয় প্রতিবোম । মৎ-২৭১ ।
প্রতিবোম দেখ ।

বৎসনাভ—পূর্ব্বকালে বৎসনাভ নামে
এক মহামুনি ছিলেন । তিনি বহুকাল
অতি তীব্র তপস্বী করেন । তিনি এই-
রূপ তপস্বীর নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁহার
শরীর বন্যীকন্তুপে আচ্ছন্ন হইলেও,
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । ইন্দ্র তাহা
দেখিয়া প্রবল বারিপাতে বন্যীকন্তুপ
বিধ্বস্ত করিলেন, কিন্তু বৎসনাভ-মুনি,
প্রবল বারিধারায় পীড়মান হইয়াও
তপস্বীতাগ করেন নাই । তাহা দেখিয়া
ধর্ম্ম মহিষের রূপ ধারণ করিয়া মুনির
উপরভাগ স্বীয় গাত্রদ্বারা আচ্ছাদন
করিয়া রহিলেন । সপ্তদিবস পরে বৃষ্টি-
বর্ষণ বিরত হইলে, তিনি সর্কাদিক
অবলোকন করিয়া সেই মহিষরূপধারী
ধর্ম্মকে দেখিতে পাইলেন । ধর্ম্ম তাঁহার
তপস্বীর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গন্ধমাদন-
শৈলস্থিত শস্য নানক তীর্থে স্নান
করিয়া পাপশাস্তি করিতে উপদেশ
দেন । বৎসনাভ মুনি তাহা করিয়া
সত্যলোকে উপনীত হন । শ্বল-ব্রহ্ম-
সেতু-২৫ ।

বৎসপ্তী—(১) মহর্ষি বৎসপ্তী একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রজ্ঞ ঋষি ছিলেন । তিনি
অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র
রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-১০।৪৫।৪৫ ।

(২) চন্দ্রবংশীয় ভলম্বনের পুত্র বৎসপ্তী ।
তাঁহার পুত্র প্রাংস্ত । বিষ্ণু-৪র্থ-১ ।
প্রাংস্ত দেখ ।

বৎসপ্তীতি—ভলম্বনের তনয় বৎসপ্তীতি ।
তাঁহার পুত্র প্রাংস্ত । ভাগ-৯৮-২ ।
বৎসপ্তী ও প্রাংস্ত দেখ ।

বৎসবান—যদুবংশীয় বসুদেবের অশ্বতম
ভ্রাতা এবং শূরের অশ্বতম তনয় । হরি-
হরি-৩৪ । বসুদেব দেখ ।

বৎসবালক—শূরের পত্নী নারিবার গর্ভ-
জাত দশ পুত্রের অশ্বতম ও বসুদেবের
অশ্বতম ভ্রাতা । বিষ্ণু-৯র্থ-১৪ । অনাষ্ট্র
দেখ ।

বৎসবুদ্ধ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র ।
তাঁহার তনয় প্রতিবোম । প্রতি-
বোমদেব সূত ভাহু । ভাগ-৯৮-১২ ।

বৎসবুহ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহৎলের
পুত্র বৃহৎক্ষণ । তাঁহার পুত্র গুরুক্ষেপ ।
গুরুক্ষেপের আশ্বজ বৎস, বৎসের তনয়
বৎসবুহ । তৎপুত্র প্রতিবোম । বিষ্ণু-
৪র্থ-২২ । (২) বৃহদ্রথের পুত্র বৃহৎক্ষণ ।
তৎপুত্র ক্ষয়, ক্ষয়ের তনয় বৎসবুহ ।
বৎসবুহের তনয় প্রতিবুহ । বায়ু-৯৯ ।
বৎস ও প্রতিবোম দেখ ।

বৎসভূমী—(১) বারাগদীয় রাজা প্রতর্দ-
নের পুত্র বৎস । বৎসের পুত্র বৎসভূমী
ও অলক । হরি-হরি-২৯ । প্রতর্দন
দেখ । (২) দিবোদাসের বংশীয় সত্য-
কেতুর তনয় বৎসভূমি । অ-২৭৮ ।

বৎসর—(১) ধর্ম্ম হইতে দক্ষের অশ্বতমা

কল্পা সাখ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন সাখ্য-
দেবতার অন্ততম । মৎ-১৭১ । ঈশ
ও সাখ্যদেবগণ দেখ । (২) ভৃগু-বংশীয়
ঋষিগণের, বৎসর, কল্পপ ও মহাতপা
নিধুব এই তিনটি আর্ষের প্রবর । মৎ-
১১৫ । (৩) প্রজাপতি কল্পপ তপঃপ্রভাবে
বৎসর ও অসিত নামে দুই পুত্র উৎপন্ন
করেন । বৎসরের পুত্র নৈঋব ও
মহামতি রৈভা । সৌর-৩০ । (৪)
ক্রবের ভূমি নামী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ।
বৎসরের তনয় পুষ্কার্গ । বৃহৎ-উত্ত-১৩ ।
(৫) ব্রহ্মার মানস-পুত্র দশজন মহর্ষিগণের
বংশীয় অন্ততম ঋষি । বায়ু-৫২ ।

বৎসরাজ— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায়
উপস্থিত জনৈক নরপতি । মহাভা-
আদি-১৮৬ ।

বৎসল—দেবান্নর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য
সাখ্য, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্তৃক
প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ । মহাভা-
আদি-১৮৬ ।

বৎসশ্রী—সত্যযুগে এক ব্রহ্মবাদী নরপতি
পুত্রার্থী হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে
তত্ত্ব-ব্রতের অমুষ্ঠান করিয়া বৎসশ্রী
নামে এক পুত্র লাভ করেন । বরা-৫৫ ।

বৎসহনু— অজ্ঞানী-বংশীয় সেনাজিতের
চারি পুত্রের অন্ততম । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ।
কান্ত ও দৃঢ়হনু দেখ ।

বৎসাবর্ত—অজ্ঞানী-বংশীয় সেনাজিতের
কচিরাস্ত, কাব্য, দৃঢ়রথ ও বৎসাবর্ত

এই চারি পুত্র জন্মে । এই বৎসাবর্তের
বংশধরগণ পরিবৎসক নামে বিখ্যাত ।
মৎ-৪২ । কান্ত ও দৃঢ়হনু দেখ ।

বৎসার—(১) কল্পপ-বংশীয় বৎসার, বিক্রম,
রৈভা, অসিত, দেবল ও কল্পপ এই
কয়জন মন্ত্রকর্ত্তা । বায়ু-৫২ । দেবল
দেখ । (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের
অন্ততম । বায়ু-৬৪ । বৈবস্বত-মহু দেখ ।

বৎসান্নর— শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যখন
অভ্রান্ত গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া
করিতেছিলেন, তখন কংসের অমুচর
এক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার
বাসনার বৎস-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অভ্রান্ত
গো-বৎসগণের সহিত বিচরণ করিতে-
ছিল । শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া,
তাহার পশ্চাৎগের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক
শূন্যমার্গে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক কপিথ
বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে
সংহার করিলেন । ভাগ-১০ স্ক-১১ ;
বৃহৎ-উত্ত-১৭ ।

বত ও—অগ্নিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক
ঋষি । তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত
ও মহাযশ উদ্ভাব এই তিনটি আর্ষের
প্রবর । মৎ-১২৮ ।

বদনপ্রেক্ষণা— কাশীতে বদনপ্রেক্ষণা
নামী দেবী ও তপ্তীধর এবং বৃত্তেশ্বর
লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন । তাঁহা-
দিগকে দর্শন করিলে, সুবর্ণের সহিত
ভূমিদানের ফল ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ।
কন্দ-কাশী-উক্ত-৯৭ ।

বদরিকাপ্রম—ভারতাসুর-বধ-গমনোত্তর
কেশের সাহায্যার্থ বদরিকাপ্রম-তীর্থ
পদ্মাবতী ও মাধবী নারী দুই অহুচরীকে
প্রেরণ করেন । বাম-৫৭ ।

বদান্ত—মহর্ষি বদান্তের কন্তা সুপ্রভাকে
অষ্টাবক্র ঋষি বিবাহ করেন । মহাভা-
অমুশা-১২—২১ । শিবপুরাণ মতে
(খণ্ড-৪৩) বদান্তের কন্তার নাম প্রভা ।

বধ—কশ্যপের ঔরসে খসার গর্ভে কতিপয়
অতি ভীষণ পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহাদের
মধ্যে ক্ষোষ্ঠ পুত্র মাতাকে যক্ষণ অর্থাৎ
ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া
পিতা কশ্যপকর্তৃক যক্ষ নামে অভিহিত
হন । ঐ যক্ষ, অজ ও খণ্ড নামক পিশাচ-
দ্বয়ের দুই কন্তা ব্রহ্মধনা ও জম্বুধনাকে
বিবাহ করেন । বধ ঐ জম্বুধনার
(যাতুধনা ?) গর্ভজাত অত্যন্ত মরাক্ষস ।
এই মরাক্ষসেরা সকলেই সূর্যাস্তের এবং
সরস্বতী সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়া
থাকেন । বধের দুই পুত্র বিষ ও শমন ।
বায়ু-৬২ । খসা ও আপ দেখ ।

বধিরাধ—পাতালের ভোগবতী নগরবাণী
সুরসা ভূজদ্বীপ সহস্র তনয়ের অত্যন্তম ।
মহাভা-উন-১০২ ।

বধূসরা—একটা নদীর নাম । মহর্ষি ভৃগুর
পত্নী পুলোমাকে পুলোমা রাক্ষস হরণ-
কালে, পশ্চিমধ্যে চাবন মূনির জন্ম হয় ।
চাবনের দর্শনেই রাক্ষস পুলোমা ভয়ীভূত
হয় । ভৃগুপত্নী পুলোমা সন্তোষাত শিশু-
পুত্র ক্রোড়ে লইয়া, রোদন করিতে

করিতে আগ্রমে প্রত্যাগমন করেন ।
তাঁহার নরন-নির্গত অঙ্গদ্বারার এক
নদীর উৎপত্তি হয় । পিতামহ ব্রহ্মা
সেই জলধারাকে পুত্রবধূ পুলোমার
অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম
বধূসরা রাখেন । মহাভা-আদি-৫ ।

বধ্যাখ—(১) মুদগল-আম্বজ মহর্ষি ইন্দ্র-
সেনের তনয় । বধ্যাখের পত্নী মেনকা
হইতে যমজ পুত্র-কন্তা জন্মে । পুত্রের
নাম দিবোদাস ও কন্তার নাম অহল্যা ।
হরি-হরি-৩২ । (২) মুদগল-তনয় ব্রহ্মর্ষির
রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা এক পুত্র প্রসব করেন ।
তাঁহার নাম বধ্যাখ । বধ্যাখ হইতে
মেনকার গর্ভে এক মিথুন উৎপন্ন হয় ।
ঐ মিথুনের একজন রাজর্ষি দিবোদাস
ও অপর যশস্বিনী অহল্যা । বায়ু-২২ ।

বদ্রি-অখ—(বধ্যাখ) (১) মহর্ষি বধ্যাখ ও
তাঁহার পুত্র সুমিত্র ঋষেদের মন্ত্রদ্বারা
ঋষি ছিলেন । তাঁহারা অগ্নির স্তুতি
করিয়া অনেক ঋক্মন্ত্র রচনা করেন ।
ঋক্-১০।৬৯।১ । (২) দেবশিরী বিশ্বকর্মা
বৈবস্বত যমের যে সভা নির্মাণ করিয়া-
ছিলেন তথার বধ্যাখ প্রমুখ বহু রাজস্বর্গ
উপস্থিত হইয়া যমের উপাসনা করি-
তেন । মহাভা সভা ৮ । (৩) ভৃগুবংশীয়
আপিশলি, খাণ্ডব, কারন প্রভৃতি
ঋষিগণের ভৃগু, বধ্যাখ ও দিবোদাস এই
এই তিনটা আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৫ ।

বদ্রিমতী—এক রাজর্ষির কন্তা । তাঁহার
স্বামী নপুংসক ছিলেন বলিয়া, তিনি

অশ্বিনকে আহ্বান করেন। অশ্বিন
তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামে এক পুত্র
প্রদান করেন। এতদ্বিত্ত তাঁহারা তাঁহার
প্রসব বেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব
করান। ঋক্-১।১১৬।১৩; ১০।৩৯।৭।
বনক—চতুর্থ তামস-মহন্তের সপ্তর্ষিদের
অন্ততম। বিষ্ণু-৩২-১। তামস-মহু
দেখ।

বনপীঠ—চতুর্থ তামস-মহন্তেরে বশিষ্ঠ
গোত্রীয় বনপীঠ অন্ততম ঋষি ছিলেন।
বায়ু-৬২।

বনরাজি, বনরাজী—বসুদেবের ত্রয়োদশ
জন পত্নীদিগের দুইটি পরিচারিকা
ছিল। তাহাদের নাম সুগন্ধা ও
বনরাজি। বায়ু-৯৬।

বনস্তম্ব, (বনস্তম্ভ)—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা
পত্নী সুদেবার গর্ভজাত সাত পুত্রের
অন্ততম। হরি-হরি ১০৪। অবগাহ
দেখ।

বনস্পতি—প্রিয়ব্রতাস্বজ দ্ব্যতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চ-
দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার
সাত পুত্রের নাম—আত্মা, মধুকহ,
মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ
ও বনস্পতি। দ্ব্যতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপকে
স্বীয় সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ
করিয়া, সেই সকল বর্ষে সেই সাত
পুত্রকে রাজা করেন। ভাগ-৫ঙ্ক ২০।

বনায়ু—অঙ্গর উরুশীর গর্ভজাত নৃপতি
পুরুষবার অন্ততম পুত্র। মহাভা-আদি-
৭৫। অমাবসু, অমায়ু ও পুরুষবা
দেখ।

বনেয়ু—পুরুষাঙ্গীর নরপতি রোদ্রাশ্বের
অন্ততম পুত্র। ঋতেন্দ্র, ঋচেন্দ্র ও রোদ্রাশ্ব
দেখ।

বন্দন—একজন ঋষি। অম্বরগণ কর্তৃক
একটা কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তথা হইতে
উঠিতে না পারিয়া অশ্বিনেরে স্তুতি
করেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার
উদ্ধার করেন। ঋক্-১।১১৬।৮।

বন্দী—জনক রাজার পরোহিত বন্দী
একজন অসাধারণ বানবেত্তা পণ্ডিত
ছিলেন। তিনি বাদে পরাস্ত করিয়া
অস্ত্রাস্ত্র ঋষির তায় একদা কহোড়
ঋষিকে ও জলমগ্ন করেন। কহোড়-তনয়
অষ্টাবক্র অবশেষে বন্দীকে পরাস্ত
করিয়া জলে নিমগ্ন করেন এবং স্বীয়
পিতা কহোড়কে উদ্ধার করেন।
মহাভা-বন-১৩১—৩৩। কহোড় দেখ।

বন্দুলা—দক্ষিণাপথে বায়ুল গ্রামে বিহুর
নামে এক দুষ্টচরিত্র ব্রাহ্মণ বাস
করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বন্দুলাও অতি
দুষ্টচরিত্রা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে
জীবিতকালে বহুবিধ দুষ্করিয়া করেন।
পরে স্বামীর মৃত্যু হইলে, বন্দুলার স্বীয়
কৃতকার্য্যের জন্ত অতিশয় অনুতাপ
উপস্থিত হয় এবং এক পুরোহিত
ব্রাহ্মণের উপদেশে নানারূপে শিবের
আরাধনা করিয়া পুণ্যালোকে গমন
করেন। স্বল্প ব্রহ্ম-উ-২২।

বন্ধু—একজন ঋষিদের মন্ত্রপ্রদাতা ঋষি।
তিনি ঋষির স্তুতি করিয়া চারিটি ঋক্-

মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫১২৪।
মহর্ষি বহু, ঋতবহু ও বিশ্ববহু নামক
হই ঋষির সহিত মন-দেবতা সম্বন্ধে
কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-
১০।৫৮।১। পুরোক্ত মহর্ষিগণ ও স্রবহু
নামে আর একজন মহর্ষি—এই চারি
জন লোপায়ন ও গোপায়ন নামে খ্যাত।
ঋক্-৫।২৪।

বহুক— মহিষাসুর-তনয় রক্তাসুরের
(রক্তাক্ষের) তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অগ্রতম।
দৌর-৪২; স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১২।

বহুদত্ত—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, বহুদত্ত-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ
আজিগিরাকে প্রেরণ করেন। বান-৫৭।

বহুমতী—স্বারোচিষ মনস্তরে দেবত
নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্বীর
নাম বহুমতী। তিনি অতিশয় পাপ-
স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দণ্ডকেতু
নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই
দণ্ডকেতু নানারূপে ছত্রিশাশীল হইয়াও
একদা এক বিষ্ণু-মন্দিরের ধূলিমার্জনা
করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন ও
পরজন্মে যজ্ঞধ্বজ নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃহত্তা-৩৭।

বপু—(১) অতি প্রাচীনকালে বপু নামে
একজন রাজা ছিলেন। ঋক্-৮।৪৬।
২৮। (২) জনৈক অম্বর। অর্জুনের
জন্ম হইলে, তিনি তিলোত্তমা উরুশী
প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র অম্বরগণের সহিত
আসিয়া নৃত্যগীত করেন। মহাভা-

আদি-১২৩। একবার নারদ ইন্দ্রা-
লয়ে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র তাহার
মনস্তুষ্টির জন্য অম্বরগণকে আহ্বান
করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্বাঙ্গেক্ষ
গুণাধিকাকে নৃত্য করিতে আদেশ
দিলেন। কিন্তু কে সর্বাঙ্গেক্ষ গুণা-
ধিক। এই বিষয়ে মতভেদ হওয়ার
ইন্দ্র নারদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন।
নারদ বলিলেন, “অম্বরগণের মধ্যে যে
হর্কাসা মূনির তপোভঙ্গ করিতে
পারিবে, সেই অধিক গুণশালিনী বলিয়া
বিবেচিত হইবে।” তখন বপু নারী
এক অম্বর হিমালয়-পর্বতে হর্কাসার
আশ্রমে গিয়া হর্কাসার তপোভঙ্গের
প্রয়াস পায়; কিন্তু হর্কাসার শাপে
পক্ষীকূলে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১।
(৩) দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে
বপু, পুষ্টি, মেধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটিকে
ধর্ম বিবাহ করেন। মার্ক-৫০; পদ্ম-
স্থি-৩; শিব-বার-পূ-১৫; বিষ্ণু-১ম-৭।
ধর্ম ও দক্ষ দেখ। (৪) দক্ষ-কন্যা প্রধার
গর্ভে অনঘুয়া, রক্তা, তিলোত্তমা, বপু
প্রভৃতি প্রধান প্রধান অম্বরগণ জন্ম-
গ্রহণ করেন। কা-৩৪। (৫) সিনী, কুহু,
বপু প্রভৃতি দেবীগণ যজ্ঞান্তে সোম-
দেবের সেবা করিয়াছিলেন। বায়ু-
২০। কীর্তি ও কুহু দেখ।

বপুইমা—রাজা জনমেজয়ের স্ত্রী। তাহার
অপর নাম কাশ্মা। তিনি কাশ্মিরাজ
স্বর্ণবন্দ্যার কন্যা ছিলেন। তাঁহার

গুপ্ত শতাব্দীক ও শঙ্কর জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৪৪ ; হরি-হরি-১৮৮ ; দেবীভাগ-২৪-১১। জনমেজয় দেখ।

বপুস্বামী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী, অত্যাচারিতা। মহাভা-শলা-৪৬। (২) সমুদ্র-মুখে যে সমুদ্র অঙ্গুরার উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অত্যাচার। কল-কাশী-পূ-২। (৩) তারকাসুর-বধ-গমনোত্তর স্বন্দের সাহায্যার্থে তৈরীকর্তৃক প্রেরিতা অত্যাচারিতা। বাম-৫৭।

বপুস্বামী—(১) স্বায়ম্ভুব মহুর পুত্র প্রিয়-ব্রতের দশ পুত্রের অত্যাচারিতা। (প্রিয়ব্রত দেখ) তিনি শাস্ত্রালীদীপের অধিপতি ছিলেন। বপুস্বামীর সাত পুত্রের নাম ষেত, হরিত, জীমূত, লোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। তাঁহাদের নামে বিখ্যাত সমস্ত বর্ষ শাস্ত্রালীদীপে বিরাজমান।

মার্ক-৫৩ ; বায়ু-৩৩ ; অগ্নি-১০৭, ১১২।

(২) বিদর্ভাধিপতি সংক্রমণের তনয় বপুস্বামী। তিনি দর্শনাধিপতি চারু-কর্মার কন্যা সুনন্দার স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সুনন্দা অত্যাচারিতার গলায় মালাদান করাতে বপুস্বামী ও আরও কতিপয় নরপতি বলপূর্ব্বক রাজ-কন্ডাকে হরণ করিবার প্রচেষ্টা করেন ; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

মার্ক-১৩৩—১৩৬। (৩) উত্তমী-মহম্মদে সুধামা, দেব, প্রতর্কন, শিব ও সত্য এই পঞ্চ দেব-গণের অন্তর্গত দ্বাদশ জন দেবতার অত্যাচারিতা। বায়ু-৬২। উজ্জ্বল, ঈশ ও উত্তমী-মহম্মদ দেখ। (৪) ভবিষ্যৎ দর্শন সাবর্ণি (১১শ) মহম্মদে বপুস্বামী অনব, অমিত্তেজা, বিষ্ণু, আরুণি, হবিম্যান ও নিশ্চর ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। বিষ্ণু-৩৪-২। অনব দেখ। (৫) উত্তমী-মহম্মদে বপুস্বামী নিষধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জ্যোতিস্বামী। বাম-৭২।

বর্জি—অহির অপতা জৈনক ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।১২।১।

বদব—ভৃগুবংশীয় জৈনক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। ইহাদের আর্ষের প্রবর তিনটি—বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধুব। মৎ-১২২।

বক্র—(১) মহর্ষি বক্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্ততি করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৩০।১। (২) মহর্ষি পথোর অত্যাচারিতা শিষ্য শৌনক। শৌনক স্বীয় সংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ স্বীয় শিষ্য বক্রকে ও অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন। বায়ু-৬১ ; ব্রহ্মা-৬৭ ; বিষ্ণু-৩৪-৬ ; ভাগ-১২৪-৭। (৩) বিশ্বামিত্রের অত্যাচারিতা

তনয় বক্র। মহাভা-অনুশা-৪; বায়ু-২১। (৪) যযাতির অন্ততম তনয় ক্রহা, তাঁহার পুত্র বক্র ও সেতু। বক্রর তনয় অঙ্গার। হরি-হরি-৩২। যযাতি দেখ। (৫) জ্যাম্বয় বংশীয় দেবাবুধের পুত্র বক্র। দেবাবুধ ও বক্র হইতে ষট্-ষট্ঠাধিক-সপ্ত সহস্র পুরুষ বৃদ্ধে নিহত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হরি-হরি-৩৭; বায়ু-২৬। বক্রর তনয় ভোজ। বৃহৎ-মধ্য-২৯। (৬) যযাতি-বংশীয় সাব্বতের অন্ততম পুত্র দেবাবুধ, তৎপুত্র বক্র। মৎ-৪৪; ভাগ-৯৯-২৪; কুর্শ-পূ-২৪। দেবাবুধ দেখ। (৭) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রপ, কোশিক ও লোমপাদ নামে তিন তনয় জন্মে। তন্মধ্যে লোমপাদের তনয় বক্র, তৎপুত্র বাহুতি। হরি-হরি-৩৬। বক্রর তনয় কুকুর, ভজমান, শিনি ও কঞ্চলবর্হিষ। অ-২৭৫। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বিশ্বকর্ভের তিন ভাৰ্য্যাতে বসু, বক্র, সুষেণ ও সত্যাক্ষ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২৪। (৯) শৈল্য, গ্রামণী, শিক, শুক ও বক্র এই পাঁচ জন গন্ধৰ্বপতি রোহিত নামে খ্যাত। তাঁহারা ঋষভ-তুল্যা, আকৃতি-বিশিষ্ট ও ঋষভ নামক পৰ্ব্বত-সন্নিকটস্থ দিবা চন্দন-বন রক্ষা করেন। স্ত্রীবেদের নির্দেশমত বানরবৃদ্ধ সেইখানে গমন করিয়া-ছিলেন। রা-কি-৪১। (১০) পুরুবংশীয় ক্রহের পুত্র বক্র ও সেতু। বক্রর পুত্র

রিপু। বায়ু-২৯। (১১) পতগশ্রেষ্ঠ গন্ধ-ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ, অরুণের তনয় সম্পাতি ও জটায়ু। সম্পাতির পুত্র বক্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (১২) কুরুক্ষেত্র সময়ের পরে যদুবংশীয়গণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অতিশয় মত্তপান ও তদাভ্যাসজিক ব্যাভিচারে লিপ্ত হন। পরে প্রভাস-ক্ষেত্রে প্রহ্লাদ, সাত্যকি প্রভৃতি নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বক্রকে যদু-নারীগণের রক্ষণার্থ গমন করিবার জন্ত আদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বক্র যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কব, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের শাপসম্মত যুযল এক ব্যাধের নৌহময় যুদ্ধগরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার গ্রাণ সংহার করিল। মহাভা-মোঘ-১—৪।

বক্রতারা—দুর্গ অশ্বয়ের বধ-সাধনার্থ দেবী পার্শ্বতীর শরীর-সমুত্তা নবকোটা মহাশক্তির অন্ততমা। স্বল্প-কাশী-উ-৭২। বক্রবাহন—তৃতীয় পাণ্ডব অৰ্জুনের পুত্র। দ্বাদশ-বর্ষ বনবাসকালে অৰ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুর রাজ্যে উপনীত হন ও রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর তথায় বাস করেন। সেই সময় বক্রবাহনের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-২১৬—২১৭। কুরুক্ষেত্র সময়ের পর অৰ্জুন যুদ্ধিরে বজ্রীক-অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত

হইলে অর্জুনের সহিত বক্রবাহনের
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে
অর্জুন পরাজিত হন। কিন্তু পরে পিতা
পুত্রে মিলন হয়। মহাভা-আখ-৬৯-৮৯।

বক্রমাণী—একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ
ঋষি। মহাভা-সভা-৪।

বক্রসেতু—ঋষ্যার পুত্র বক্রসেতু, তাঁহার
তনয় পুরবসু। পুরবসু হইতে গান্ধার-
গণ উৎপন্ন হন। অ-২৭৭। যবাতি
দেখ।

বসু—মহর্ষি বিখ্যাত পুত্র বসু একবার
যজ্ঞ-বিষাক্তক শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হন।
ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং ইন্দ্রের
সাহায্যে মহর্ষি বসু স্বীয় যজ্ঞীয় দ্রব্য
সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করেন।
ঋক্-১।৫১।৯।

বসত—বৈদিক যুগে বসত নামে এক
রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারই পুত্র পাণ্ড্য
এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পাণ্ড্য
দেখ।

বরস—প্রিয়ব্রতের তনয় ইগ্নাজিহ্বর।
ইগ্নাজিহ্বের সাত পুত্রের নাম—শিব,
বরস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেপ, অমৃত ও
অভয়। ইগ্নাজিহ্ব প্রলয়ীপের অধিপতি
ছিলেন ও ঐ দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভক্ত
করিয়া এক এক পুত্রকে এক এক
বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। ভাগ-
৫২২০। ইগ্নাজিহ্ব ও প্রিয়ব্রত দেখ।

বয়ন—নরপতি কৃশাশ্বের অত্যন্তনা পত্নী
ধিবণার গর্ভে বয়ন প্রভৃতি চারি পুত্র

জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬২-৬। কৃশাশ্ব
ও ধিবণা দেখ।

বয়না—পিতৃগণের পত্নী বধা, বয়না ও
ধারিণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন।
তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারগামিনী
হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। ভাগ-
৪২১। পিতৃগণ দেখ।

বযা—অত্রিবাংশীর মহর্ষি বযা একজন
ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার
অশ্বিদয় তাঁহাকে অশুরদের অত্যাচার
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, মহর্ষি
তুক্রীত ও বযা সাহায্যে সুর্য প্রবাহীণ
জল পার হইতে পারেন তাঁহার বাবস্থা
করিয়াছিলেন। বযোর পুত্র সত্যশ্রবা।
ঋক্-১।১১২।১; ২।৩৩।২; ৫।৮৯।১।

বর—(১) কশ্যপ পত্নী ধন্যবীর্য গর্ভজাত
অত্যন্ত তনয় বিবক্ষ। তৎপুত্র বর।
বায়ু-৬৮। (২) কুরুবাংশীর উশীনরের
চারি পুত্রের অত্যন্ত। ভাগ ৯২২০;
হরি-হরি-৩১। উশীনর দেখ। (৩)
প্রজাপতি কশ্যপ বাংশীর দেবলের পুত্র
বর। বায়ু ৭০। (৪) দৈত্যপতি হিরণ্য-
কশিপুত্র অত্যন্ত অমুচর। মৎ-১৬১।

বরজাতক—একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ
ঋষি। মহাভা-সভা-৪।

বরদ—(১) প্রজাপতি ব্রহ্মার মন হইতে
সন, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার
ও বরদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-
২১৮। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার

অস্ত্র সাধা, রুদ্র, বহু, পিতৃগণ প্রভৃতি
কর্তৃক প্রেরিত জনৈক সেনাধ্যক্ষ ।
মহাভা-শলা-৪৬ । অশ্বি-৫২ ।

বরদা—(১) সৰ্ব্ব-সিদ্ধি-দায়িনী চতুঃষষ্টি
যোগিনীর অন্ততমা ।

(২) পূৰ্বে সৌমকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া,
তাঁহার বড়-বিংশতি পত্নী প্রভাস-ক্ষেত্রে
তপস্তা করেন । দিবা বহুবর্ষকাল
তাঁহার গৌরীর আরাধনা করিলে,
দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন,
“তোমাদের বাঞ্ছিত কি বল ।” সৌম-
পত্নীগণ বলেন, “হে দেবি ! যদি তুষ্ঠা
হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের
সৌভাগ্য ও পরম লাভাণ্য প্রদান করুন ।
আমরা দুর্ভাগা বলিয়া, আমাদের
স্বামী আমাদের পরিত্যাগ করিয়া-
ছেন ।” গৌরী বলিলেন, “অত্যাধি
আমার প্রসাদে সৌম তোমাদের
প্রতি সমব্যবহার করিবেন । আর আমি
তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম
বলিয়া বরদা নামে বিখ্যাত হইব ।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৭ ।

বরবর্গিনী—(১) বৃহস্পতির ভগিনী । অষ্ট-
বহু প্রভাস তাঁহাকে বিবাহ করেন ।
ইহাদের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ।
হরি-হরি-৩ । (২) মহর্ষি ভরদ্বাজের
কন্যা ও বিশ্ববা যুনির পত্নী । তাঁহার
গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন । রামা-
উক্ত-৩ ।

বরবাসিনী—দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহা-

যার্থ সৰ্ব্ব-পাপ-বিমোচনা কুহুটিকা নদী
কর্তৃক প্রেরিতা তাঁহার অন্ততমা
অমুচরী । বাম-৫৭ । কুহুটিকা দেখ ।

বরযু—মহোজা-বংশীয় বরযু একজন
হুঙ্খাধিত রাজা ছিলেন । তাঁহার
হুঙ্খের তাঁহার বংশ উৎসন্ন হয় । মহাভা-
উদ্-৭৩ ।

বরকুচি—বেণ-তনয় পৃথু ধরনীকে দোহন
করিবার পর ক্রমে ক্রমে ঋষিগণ,
দেবগণ, পিতৃগণ, নাগগণ, অমুরগণ,
যক্ষগণ এবং গন্ধর্ভ ও অম্বরগণও গো-
রূপিনী পৃথিবীকে দোহন করেন ।
গন্ধর্ভ ও অম্বরগণের দোহন ব্যাপারে
চিহ্নরথ বৎস, পঞ্চজ গাত্র, কীর গন্ধ ও
নাট্যবিজ্ঞা-নিপুণ বরকুচি দোহা ছিলেন ।
মৎ-১০ ।

বরশিখ—বৈদিক যুগের একজন অনার্য
দলপতি । ইন্দ্ৰ চরমানের তনয় অভা-
বতীর অহুকুল হইয়া, বরশিখের পুত্র-
গণকে সংহার করিয়াছিলেন । ঋক্-
৬।২৭।৫ ; অভাবতী দেখ ।

বরদ্বী—অষ্টবসুর অন্ততম প্রভাসের স্ত্রী
ও দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী । ব্রহ্ম-
বাদিনী যোগাসক্তা বরদ্বী সমস্ত পৃথিবী
পর্যটন করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-
৬৬ ; বিষ্ণু-১ম-১৫ ; বায়ু-৬৬ । বর-
বর্গিনী দেখ ।

বরা—করকম-তনয় অবীক্ষিতকে হেম-
ধর্মের কন্যা বরা স্বয়ম্বরে বরণ করেন ।
মার্ক-২২ ।

বরাহ—(১) পৌরুষাশীৰ এগার জন কুশতি তিনশত বৎসর রাজত্ব করিবার পর কৈলাশিল নামক যবনগণ রাজা হইবেন। সেই যবন-বংশীয় ধর্মের পুত্র বরাহ, কুন্তনন্দন, সুমিনন্দ্রি, নন্দিশা ও শিশুকপ্রবাসী। ইহারা প্রায় একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করিবেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) যক্ষ রজতনাভের বংশীয় মহিবর যক্ষের অজ্ঞতম তনয়। বায়ু-৬৯।
বরাহনা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কন্যা ও অক্রুরের অজ্ঞতমা পত্নী। বরাহনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৯; বায়ু-৯৬। অক্রুর দেখ।
বরাদী—(১) রাজা দুষ্টতের কন্যা বরাদী কুরুবংশীয় নরপতি সংঘাতির পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র অহংঘাতি। মহাভা-আদি-২৫। (২) দিতির তনয় বজ্রাক্রমকে তপস্তার সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট বরাদী নামী এক আরক্তলোচনা কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। পরে বজ্রাক্র ও বরাদী উভয়েই একত্রে দীর্ঘকাল তপস্তা করেন। তাঁহাদের তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে বলিয়া বর দেন। এই বরাদী গর্ভে তারকাসুর জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৪৬—৪৭। (৩) ক্রবের বংশে রাজা উদারধীর পুত্র দিবজয়। তাঁহার পত্নীর নাম বরাদী ও পুত্রের নাম রিপুজয়। বায়ু-৬২; ব্রহ্মা-৬৮। উদারধী দেব।

বরাননা—এক গন্ধর্ব কন্যা। বায়ু-৬৯।
বরারোহা—(১) সাকিনী দেবী সোমেশ্বর তীর্থে বরারোহা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (২) একাদশ-কল্পে দেবী পার্শ্বতী বরারোহা নামে খ্যাতা ছিলেন। স্বল্প-প্রভা প্রভা-৭।
বরাস্ত—খর ও দুষণ রাক্ষস-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ-জন রাক্ষসবীরের অজ্ঞ-তন। তিনি রান-হস্তে নিহত হন। রামা-আরণ্য-২৩।
বরাহ—(১) এক বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। মহাভা-সভ-৪। (২) কালনেমীর অনুচর বরাহ তারকাসুর-সমরে বিষ্ণুর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মৎ-২৭৭। (৩) বিষ্ণু বরাহ-অবতারে শৈল, বন ও কাননের সহিত একারণে নিমগ্না সমাগরা বহুক্ষরাকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়া পুনর্বার স্থির করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২২০। অনুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু বরাহ অবতারে বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২২০—২২২; শিব-জ্ঞা ৫৯।
বরাহ-অবতার—(১) ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মহর্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে উপদেশদিয়া তাঁহাকে সমুদয় সারভূতাদেবীর উপাসনা করিতে বলিলেন। স্বায়ম্ভুব মহর্ষ তাহা করিলে, ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। স্বায়ম্ভুব মহর্ষ দেবীকে বলেন তিনি ব্রহ্মাকর্তৃক প্রজা-সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান ব্যতিরেকে তিনি কার্য

করিতে পারিতেছেন না। সকলের আশ্রয়প্রার্থিনী পৃথিবী, রসাতলে গমন করিয়াছেন, সুতরাং প্রজাসৃষ্টির অল্প উপযুক্ত স্থান যাহাতে তিনি পাইতে পারেন, স্বায়ম্ভুব-মহু দেবীর নিকটে তাহাই প্রার্থনা করিলেন। দেবী মহুকে ‘প্রজাসৃষ্টি-কাৰ্য্য নিৰ্ব্বিয়ে সম্পন্ন হইবে’ এই বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তখন মহু আসিয়া ব্রহ্মাকে সকল ব্যাপার নিবেদন করিলে ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি মুনীগণের ও মহু প্রভৃতি আঅজগণের সহিত কিরূপে প্রজাসৃষ্টি কাৰ্য্য নিৰ্ব্বিয়ে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় পিতামহের নাসিকা-বিবর হইতে এক-অঙ্গুলি-পরিমিত একটা বরাহ-শাবক নির্গত হইল। সেই শূকর-শিশু ব্রহ্মার সাক্ষাতেই হস্তীর ঞ্চায় বৃহৎ আকার ধারণ করিল। এই অদৃষ্ট প্রাণীকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া এতদ্বিষয় চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই বরাহ-রূপী ভগবান হরি ভীষণ গৰ্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতিগণের সাক্ষাতেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অগাধ জলমধ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ ধাবমান হইয়া আত্মাণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ধরা সন্নিকটস্থ হইলেন এবং স্বীয় দশন-সাহায্যে সৰ্ব্বপ্রাণীর আশ্রয়-ভূতা সেই ভূমিকে উদ্ধার করিলেন।

দেবীভা-৮৮-২। (২) ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের পূৰ্ণ পর্য্যন্ত অতীত হইলে, নারায়ণাক্ষ ভগবান ব্রহ্মা নাগ-শয়ন হইতে উখিত হইয়া, সনত্ত জগত শূভাকার দর্শন করেন এবং পৃথিবী প্রলয়-পরোধি-জলে নিমগ্না আছেন বৃত্তিতে পারিয়া তাহার উদ্ধার-সাধনার্থ চিন্তিত হইলেন। বরাহ-মূর্ত্তিই পৃথিবী বহনে সমর্থ বোধ হওয়াতে, তিনি বরাহরূপ ধারণ-পূৰ্ব্বক জলে অবগাহন করিলেন এবং স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা ধরা উত্তোলন করিয়া রসাতল হইতে উখিত হইলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩; বিষ্ণু-১ম-৩। ব্রহ্মার দ্বিতীয় পর্য্যটকালে দ্বিতীয় মাসের আদিভাগে প্রতিপৎ তিথিতে এই ধরণী-উদ্ধার সাধন করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (৩) পূৰ্ণের আদি-কালে ভগবান হরি যোগনিদ্রা-বিমোহিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরে শয়ান ছিলেন। হরি এইরূপে নিদ্রিত থাকিতে, বশুন্ধরা ভার-পীড়িতা হইয়া, দেবগণ-সমীপে গমন করেন এবং বলেন, “আনি ভূতগণের ভারে ক্ষিপ্রা হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছি।” দেবগণ বশুন্ধরাকে এইরূপ সমুদ্বিগ্না দর্শন করিয়া ক্ষীর-সাগর-তীরে কেশব-সমীপে সমুপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, তাঁহারা কি প্রয়োজনে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন বিষ্ণু তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দেবগণ বলেন, “ধরিত্রী ভূতগণের ভারে উষ্মা হইয়া সাগর-

গর্ভে নিমজ্জিতা হইতেছেন। আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া লোক-সংস্থান করুন।” কেশব তাঁহাদের প্রার্থনার সন্মত হইয়া সর্ব-যজ্ঞ-ময় বরাহ-বপু ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা ধরার উদ্ধার সাধন করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১৮২। (৪) অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। স্বাবর-জঙ্গমাশ্রক পৃথিবী-তল একাধ্ব-আকারে পরিণত হইলে, অগ্নি বিনষ্ট হয়। তখন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ নারায়ণ নামক পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই সলিল-রাশি মধ্যে শরন করিয়া থাকেন। তিনি সহস্রশৃঙ্গ-তুণ্য নৈশকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অন্তে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কিছু সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খণ্ডোতবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে অহুনানবাবা সেই জলরাশির মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক অস্ত্রাশ্র কল্পের স্থান রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষ হন এবং কোন মহৎরূপ ধারণ করিয়া ধরণীর উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে চতুর্দিক জলাকীর্ণ দেখিয়া, জল-ক্রীড়া-কুৎস বরাহরূপ স্বরণ করিলেন। ঐ মূর্ত্তি

দশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন উন্নত ও নীল মেঘতুলা। উহার দেহ মহাপুরুষ-সম। বর্ণ-শ্বেত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ ও উগ্র, বর মেঘগর্জ্জন-সদৃশ, নয়ন বিজ্ঞাৎ ও অগ্নি-তুলা উজ্জ্বল ও দেহছাতি আদিত্য-সদৃশ। অতঃপর সেই হরি বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চারিপদ চারিবেদ, দংষ্ট্রা-যুগ, বন্ধ-স্থল ক্রতু, মন্তক ব্রহ্মা, শব্দ সামধ্বনি, শোণিত সোম ও গতিপথ বিবিধজ্ঞানঃ। প্রজাপতি এবম্প্রকার যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। বায়ু ৬।

বরাহক —রাভা জনমেজয়ের সর্পসঙ্গে বিনষ্ট নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রতম পুত্র। মহাভা আদি-৫৭।

বরাহকর্ণ — একজন বক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

বরিষ্ঠ—(১) ভগবান মরীচির বংশে অঙ্গিরা-তনয় কীর্ত্তমানের স্ত্রী ধেনুকায় গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। ষ্টিমন্ত দেব। (২) জনৈক দানব। ব্রহ্মার যজ্ঞে উপহৃত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া-ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) চাক্ষুষ মহুর অগ্রতম পুত্র। তিনি ইন্দ্রের সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞে বেদ অন্তঃকরণে পাঠ করার জন্য গৃৎসমদ বুনিকে ণাপ দেন। সেই শাপে গৃৎসমদ যুগ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা অঙ্ক-১৮।

বরীষ্ঠা—(১) কণ্ঠপের অস্ত্রতমা পত্নী দেব-পূজিতা মহাভাগা বরীষ্ঠার গর্ভে হংস, হাহা, হুহু, বিষণ, বাসিকুচি, তুষ্ক, বিধাবহু ও অন্ত্র নামক আট জন গন্ধর্ষের উৎপত্তি হয়। অনবস্থা অনবসা, অম্বিতা, মদনপ্রিয়া অরুণা, সুভগা, অরিষ্ঠা ও ভাসী নামে আটটি পুণ্য-লক্ষণা স্বর্গীয় অপ্সরা ইহাদের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯। (২) বৈবস্বত-মন্তুর তিন কণ্ঠার অস্ত্রতমা। অরিষ্ঠ ও বৈবস্বত মনু দেখ।

বরীক্ষু—কণ্ঠপ-মুনির অস্ত্রতম তনয় ও ভবিষ্য সপ্তর্ষিদের অস্ত্রতম। শিব-ধর্ম-৫৮। অবরীবান দেখ।

বরীক্ষুবীর্ষা—ভবিষ্য অর্ক-সার্বার্ণ মনুর ধৃতি, বরীমান, যবনু, সুবর্ণ, বরীক্ষুবীর্ষা, স্মৃতি, বনু, শুক্র ও বীর্ষাবান এই কয় পুত্র ছিল। ধৃতি দেখ।

বরী—শ্রদ্ধভাগাই বিশ্বদেবগণের অস্ত্রতম। মহাভা-অমুশা ৯১।

বরীতাক্ষ—(১) প্রাচীনকালে বরীতাক্ষ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। মহাভা-শান্তি ২২৭। (২) এক-জন গন্ধর্ষপতি। হরি-হরি-৭।

বরীদাস—বরীদাস নামে এক গন্ধর্ব ছিলেন। তাঁহার তনয় উপবর্হন। হরি-হরি-৩৩।

বরীমান—সার্বার্ণ মনুর দশ পুত্রের অস্ত্রতম। হরি-হরি-৭। সার্বার্ণ মনু ও অবরীবান দেখ।

বরীমান—পুলহের ভাষ্যার নাম গতি। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—কশ্মপ্রেষ্ঠ, বরীমান ও সহিষ্ণু। গতি দেখ।

বরীমান—(১) সার্বার্ণ মনুর দশ পুত্রের অস্ত্রতম। মনু-৯। ধৃতি, সার্বার্ণ মনু ও অবরীবান দেখ। (২) ভবিষ্য অর্ক-সার্বার্ণ মনুর অস্ত্রতম পুত্র। বরীক্ষুবীর্ষা দেখ।

বরু—রাজা সুধামের পুত্র রাজা বরু গোমতী (বর্তমান গোমাল) নদীর তীরে বাস করিতেন। তিনি মহর্ষি ব্যাসের পুত্র বৈবস্ব ঋষিকে প্রচুর বন দান করিয়াছিলেন। ঋক্-৮। ২৪। ২৮।

বরুণ, বরুণদেব—(১) অর্ঘ্য ঋষিদের এক প্রদান দেবতা। নৈশ আকাশকেই অর্ঘ্যগণ বরুণ দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণকে একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজা করিয়াছেন। ঋক্-১। ২। ৭। (২) বরুণ অদিতির পুত্র। ঋক্-১। ২৪। ১৩—১৫। অঙ্গিরার তনয় বরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১। ১৪৩। ১। (৩) বরুণের গুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র জমদগ্নি। ঋক্-৫। ১৫। ১। (৪) অগ্নি বরুণের নপ্তা। ঋক্-৯। ৬৫। ১। (৫) দক্ষপ্রজাপতির কণ্ঠা ও কণ্ঠপের অস্ত্রতমা পত্নী অদিতি ইহঁতে অর্ঘ্যমা, পুষা, শক্র, বিষ্ণু, ধাতা, ষষ্ঠা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ,

জন্ম ও ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮; অ-১৯; বায়ু-৬৫। পিতামহ ব্রহ্ম বরুণকে সলিল সমুদ্রের রাজ্যের অধিপতি করেন। হরি-হরি-৪। বরুণের তনয় বশিষ্ঠ। এই বশিষ্ঠ আপব নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। একবার লোহিত হ্রদে বরুণ ত্রীকৃষ্ণ-কর্কুক নির্জিত হন। হরি-হরি-১৭২। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে অর্য্যমা, পুষা, ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। ঋগ্বেদ-দ্বায়ে বরুণদেব পাণ ও বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। মহাভা-আদি-২২৫। বরুণের তনয় পুঙ্কর, সোমের কন্যা জ্যোৎস্না-কালীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯৭। বরুণের পত্নীর নাম গোত্রী। মহাভা-উদ্-১১৬; অমু-১৪২। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্ততমা কন্যা মুনি হইতে ভীমসেন, সুপর্ণ বরুণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। জলাধিপতি বরুণের জ্যেষ্ঠা পত্নী শুক্রাদেবী হইতে বল নামে এক পুত্র ও সুরা নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-। পর্ণাশা নদী বরুণের ঔরসে ঋতায়ুধ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-দ্রো-২২। ঋতায়ুধ দেখ। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণ-দেবের নিকট

উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নদীগণের অধিপতি হইতে অমুরোধ করেন। বরুণদেব তাহাতে সম্মত হইলে দেবগণ তাঁহাকে উত্তপদে তৈজস-তীর্থে অভিষিক্ত করেন। তদবধি বরুণদেব সমুদ্র সরিৎ, সাগর ও সরোবরাদিকে যথাবিধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। মহাভা-শলা-৪৮। স্বর্গের দেবতা মিত্র ও বরুণদেবের ঔরসে উর্কণীর গর্ভে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠদেব জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উদ্ভ-৬৬। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতাকে দেবগণের প্রার্থনায়, দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রসাদে লক্ষ উৎকৃষ্ট ধনু ও অক্ষর সায়কপূর্ণ তুণীরদ্বয় প্রদান করিয়া ছিলেন। রামা-অযো-১১৮। মীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে বরুণ অত্যাশ্র দেবগণসহ উপস্থিত হইয়া রামকে বর প্রদান করেন। রামা-পঞ্চা-১২৯—১৩০। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বরুণের পুত্রী আক্রমণ করেন। বরুণ তখন তথায় ছিলেন না। তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। বরুণ-মন্ত্রী প্রমীসের মুখে এই কথা শুনিয়া রাবণ প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। রামা-উদ্ভ-২৩। বরুণ হনুমানকে বর দেন যে বরুণের পাণ ও জল হইতে অমৃত-শতবর্ষও তাঁহার মৃত্যু হইবে না। রামা-উ-৪১। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম ছিলেন।

মৎ-৬। বৈবস্বত মনু দেখ। তারকাস্থর
ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া যখন সমস্ত
দেবগণের উপর অভ্যাচার করিতে
আরম্ভ করিল, তখন দেবগণ তাহাকে
সম্বোধ করিবার জন্য নিজেরাই নানা-
বিধ রত্ন প্রদান করেন। সেই সময়
তারকাস্থর বরুণের নিকট হইতে বিত্ত
অর্থ লাভ করেন। শিব-স্তো-২। এক-
বার ব্রহ্মার পৌত্র মুনিসত্তম কশ্যপ
বরুণদেবের খেচু অপহরণ করেন এবং
বরুণদেবকর্তৃক বারংবার অগুরুত্ব
হইয়াও তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই।
তাহাতে বরুণদেব এবং ব্রহ্মার শাপে
মহাশয়। কশ্যপ পৃথিবীতে যত্নকূলে গোপ
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪৮-
৩। কশ্যপ দেখ। বরুণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে
তুৰ্বিত নামক দেবগণের অগ্রতম
ছিলেন। সৌর-২৮। আদিত্য, দেবতা,
ঋষি, অঙ্গরা, গ্রামণী, সর্প ও রাক্ষস,
ইহারা পর্যায়ক্রমে দুই দুই মাস করিয়া
স্বর্গ্যরথে বাস করেন। জ্যৈষ্ঠ ঋতুর
অন্তর্গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাসে
মিত্র ও বরুণ এই দুই আদিত্য স্বর্গ্যরথে
বাস করেন। বায়ু-৫২। গজরাজ
ঐরাবতের অগ্রতম তনয় সূপ্রতীক
বরুণের বাহন ছিলেন। বায়ু-৬৯।
বরুণের পত্নী সামুদ্রীদেবী সুনাদেবী
নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কলি
ও বৈষ্ণব নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী
নামী এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৮৪।

একবার স্বর্গ্যরথে নরপতি কার্ত্তবীৰ্য্যের
নিকট হইতে ত্রিকালক পৃথিবীস্থ সমস্ত
শৈল বনাদি দত্ত করিয়া দেন। তখন
বরুণদেবের এক শূভ আশ্রমও দত্ত হয়।
বরুণদেবের "আশ্বিন" নামে এক পুত্র
ছিল। এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব
নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-২৪। সতী দক্ষ
যজ্ঞে দেহ বিসর্জন করিলে, তাঁহার
অর্দ্ধাংশ হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে
গন্ধারূপে প্রাণবর্ত্তা হন। দেবর্ষি
নারদ এই সংবাদ ব্রহ্মা প্রভৃতি অস্তিত্ত
দেবগণের নিকট বহন করেন এবং
বলেন সতীর অপর অর্দ্ধাংশ সেই
স্থানেই উমারূপে আবির্ভূতা হইবেন।
নারদ তৎপরে দেবগণকে পরামর্শ দেন
যে তাঁহারা যেন হিমালয়কে অগুরোধ
করিয়া গন্ধাকে দেবপুত্রে লইয়া আসেন।
সতীর অপরাধ উমারূপে জন্মগ্রহণ
করিলে, সেই কন্তাকে শব্দের হস্তে
সমর্পণ করা হইবে। দেবগণ তাহাতে
সম্মত হইলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও
কুবের এই পঞ্চ-দেবতা হিমালয় সন্ন্যাসে
গমন করেন। বৃহৎ-মধ্য-১১। বরুণ দশ-
দিক্‌পালের অগ্রতম। সমস্ত মঙ্গল কার্যে
তাঁহার পূজা বিধেয়। বৃহৎ-উ-২। বাণর-
যুগে বরুণ কৃতবর্মা হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন। গর্গ-গোল-৫। কৃতবর্মা দেখ।
ঐকৃষ্ণের জন্ম হইলে অস্তিত্ত দেবগণের
স্তার বরুণ স্বীয় বাহন মকরে আরোহণ
করিয়া আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

গর্গ-গোল ১২ । একদা ঐকৃষ্ণ ও বল-
রাম গোপ-বালকদের সহিত গোচারণ
করিতে করিতে যমুনার নিকটে
উপস্থিত হন । তখন বক্ক নামক দৈত্য
গর্জন করিতে করিতে আসিয়া,
ঐকৃষ্ণকে গিলিয়া ফেলেন । এই
ব্যাপার দেখিয়া সমস্ত দেবগণ হাহাকার
করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন ।
তদ্ব্যযো অত্যাচারে ত্যায় বরুণ স্বীয় অস্ত্র
পাশ দ্বারা আঘাত করিয়া বক্ক-রাক্ষসকে
বধ করিবার চেষ্টা করেন । কিন্তু কেহই
তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না ।
তৎপরে ঐকৃষ্ণ বকের উদরের মধ্যে
নিজ দেহ প্রদীপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত করি-
লেন । তাহাতে বকের কণ্ঠে ক্ষত
হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ ঐকৃষ্ণকে
উদ্ধার করিল । গর্গ-বৃ-৫ । বক
দেখ । মথুরার মধুবনে তপস্বী করিয়া
বরুণ পাণ অস্ত্র প্রাপ্ত হন । গর্গ-ম-
২৫ । কুবের একবার কৈলাস শৈলের
উত্তর ভাগে এক বৈষ্ণবী মন্দির অনুষ্ঠান
করেন । এই যজ্ঞে অত্যাচার দেবগণসহ
বরুণও উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞসম্পাদনে
সাহায্য করেন । গর্গ-দ্বার-১০ । অনিরুদ্ধ
যজ্ঞাশ লইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত
হইবার সময় অত্যাচার দেবগণের ত্যায়
বরুণ তাঁহাকে স্বীয় অশ্ব প্রদান করেন
গর্গ-অশ্ব-১২ । গজাচারে অশুভিত দক্ষ-
যজ্ঞে বরুণ স্বীয় ভার্য্যা গৌরীসহ উপস্থিত
ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৫ । পুরুষ মেঘে

ব্রহ্মার পরমেষ্টি-যজ্ঞে বরুণ অত্যাচার
দেবগণসহ উপস্থিত ছিলেন । পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮ । ঐ পুরুষ তীর্থেই ব্রহ্মা
বরুণকে রসসমূহের অধিপতি করেন ।
পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪ । বরুণ একবার রাজস্বয়
যজ্ঞ করেন । তাহার ফলে মৎস কচ্ছপ
প্রভৃতি জলচরগণ মহাঘোর সংগ্রামে
বিনাশ প্রাপ্ত হয় । পদ্ম-সৃষ্টি ৩৭ । মান-
সৌভর শৈলের পশ্চিম দিকে বরুণের
সুখা নাম্নী পুরী আছে । বিষ্ণু-২য়-৮ ।
প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের
মণ্ডো আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা
একশত অশীতি মণ্ডল বাপী সূর্য্যের
যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে প্রতি
মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ,
ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অমরা, যক্ষ, সর্প ও
রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন ।
এই সূর্য্যরথে আষাঢ় মাসে বাহারা বাস
করেন তাহাদের নাম—বরুণ, বশিষ্ঠ,
রথী, সংজ্ঞা, হুহু, বৃধ ও রথচিত্র ।
বিষ্ণু-২য়-১০ । প্রহেতি ও প্রমোচা
দেখ । মাহুঘরুপী শেষ অবতার বলভদ্রের
উপভোগার্থ বরুণ বারুকীকে (মদিরাকী)
বৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন । বিষ্ণু-
৫ম-২৫ । বলদেব দেখ । বরুণের এক
কাঞ্চনশ্রাবী ছত্র ছিল, তাহা প্রাগ-
জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরক নামক
অশুর হরণ করেন । ইন্দ্রের অমুরোধে
ঐকৃষ্ণ তাহা আধিকার করিয়া দ্বারকাতে
লইয়া আসেন । বিষ্ণু-৫ম-২৯ । এক

বার কশ্চপের তনয় হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ-বাসনায় স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হন। অজ্ঞাত দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। তখন হিরণ্যাক্ষ আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া সমুদ্র মধ্যে বরুণের বিভাবরী নারী পুরীতে উপস্থিত হন এবং দীর্ঘকাল সেইখানে বাস করেন। একবার তিনি বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বরুণ স্বীয় অসামর্থ্য বৃদ্ধিতে পারিয়া শান্ত বাক্যে তাঁহাকে অজ্ঞাত থাকিতে উপদেশ দেন। বরুণের কণায় হিরণ্যাক্ষ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রদাভূলে গমন করেন। ভাগ-৩২-১৭। বরুণের স্ত্রীর নাম চর্যগী, তাঁহার গর্ভে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে বরুণ-সম্বৃত মহাযোগী বাম্বিকীও বরুণের পুত্র। ভাগ-৬২-১৮। দেবাসুর সংগ্রামে বরুণ হেতীর সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮২-১০। নবম মনু দক্ষসাবর্ণি বরুণ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৮২-১৩। বরুণের বরে ঋষিচন্দ্রের পুত্র রোহিত জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র জন্মের পূর্বে হারিচন্দ্র, বরুণকে, সম্ভান লাভ হইলে, পুরুষ-পশু-দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণ আসিয়া ঋষিচন্দ্রকে স্বীয় প্রতি-শ্রুতি অরণ্য করাইয়া দেন। কিন্তু রাজা ঋষিচন্দ্র নানা ছলনায় আপনার প্রতিজ্ঞা

রক্ষার বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ভাগ-৯২-৭; দেবীভা-৬২-১২, ১৫—১৭। মহর্ষি ঋচীক গাধির সত্যবতী নারী কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাতে গাধি ঋচীককে অল্পপণ্যুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বলেন যে চন্দ্রের ছায় জ্যোতির্বিষিষ্ট এবং এক দিকের কণ শ্রানবর্ণ এইরূপ এক সহস্র অশ্ব শুভ্রস্বরূপ প্রদান করিলে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। মহর্ষি ঋচীক বরুণের সাহায্যে সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯২-১৫। এক দান বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও মহর্ষি উত্তরের পত্নীর রূপে যুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপহরণ করেন। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি চন্দ্র-চিহ্নিতাকে প্রত্যাশ্রয় না করায়, মহর্ষি উত্তর কোধাবিষ্ট হইয়া শুভ্র-পূর্বক সলিলরাশি পান করিয়া ফেলেন। তখন বরুণ ভীত হইয়া ঋষি-পত্নীকে প্রত্যাশ্রয় করেন। মহাভা-অমুশা-১৫৪। একবার বরুণ পুত্র ভৃগু স্বীয় পিতাকে বুদ্ধি-ভ্রান্ত প্রদ পবিএ উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাতে বরুণ ভৃগুকে বলেন যে গন্ধমাদনস্থ জটা-তীর্থে স্নান করিবা-মাত্র মানবগণের বুদ্ধিভ্রান্তি নিশ্চয়ই হয়। পিতা বরুণের উপদেশে ভৃগু সেই তীর্থে স্নান করিয়া অজ্ঞানরাশি হইতে মুক্ত হন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। একবার ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ গন্ধমাদন-

তীর্থে অম্বর-ধ্বংসকর মাহেশ্বর যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে বরুণ নেষ্ট।
হইরাছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩।
একবার কর্দ্ম প্রজাপতির তনয় শুচি-
দ্বানকে এক শিশুমার হরণ করে।
পিতা কর্দ্ম তখন ধ্যানস্থ ছিলেন।
তিনি ঐ অবস্থায় শিশুমারকর্তৃক স্বীয়
পুত্রের অপহরণ এবং শিবানুচরকর্তৃক
তাহার উদ্ধার এই সমুদয় ঘটনা
পরিজ্ঞাত হন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া
পুত্রকে সম্মুখে দেখিতে পান। অনন্তর
পুত্র শুচিদ্বান পিতা কর্দ্মের অমূল্যমতি
লাইয়া কানীতে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন
করিয়া দীর্ঘকাল এক ঘোরতর তপস্তা
করেন। তাহাতে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া
শুচীদ্বানকে সকল জল ও জলচক্ষুর
আধিপত্য প্রদান করেন। স্বন্দ-কাশী-
পু-১২। (৩) বরুণ সূর্য্যের অজ্ঞাতম
নাম। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৫। (৭)
নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীর জটনৈক
নাগ। বলদেবের মুখ-নিষ্কৃত মহাদম্পকে
প্রত্যঙ্গমন করেন। মহাভা-মোষ ৪।
(৮) সূর নামক দৈত্যের মস্তপুত্রের
অজ্ঞাতম। তাম্র ও অম্বরদ্বীপ দেখ।
বরুণেশ্বর—(১) দেবর্ষিগণের প্রার্থনার
শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন।
তন্মধ্যে বরুণালয়ে বরুণেশ্বর লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৭।
(২) অগস্ত্য বধন সমুদ্র পান করেন,
তখন বরুণ প্রভাস-ক্ষেত্রকেই কামনা-

সিদ্ধির প্রকৃষ্ট স্থান বোধে সেইখানে
দ্রুতর তপস্তা করেন এবং এক মহালিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি
পূজা করেন। তাহাতে হয় প্রসন্ন
হইয়া স্বীয় শিরঃস্থিত গজাজল দ্বারা
সেই জলশূন্য সরিৎ-পতিকে পূরণ
করেন। তখন হইতে সেই লিঙ্গ বরুণ-
পূজিত বরুণেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত
হইল। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭০।

বরু—মহর্ষি বরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-
দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ঘোটক-
দ্বয়ের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র
রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৯৮।

বরুণা, বরুণাণী--বরুণদেবের পত্নীর এক
নাম। ঋক্ ১২২।১০।

বরুদ্রী—সোমপ পিতৃগণের গো-নারী
মানসী কন্যাকে শুক্রাচায়া বিবাহ
করেন। গো হইতে ষণ্ড, অমষ্ট, ইষ্টা
ও বরুদ্রী জন্মগ্রহণ করেন। বরুদ্রীর
তনয় রত্নন, পৃথুরাশ্ব ও বৃহস্পির।
তাহারা দেবগণের যাজক ও ব্রাহ্মণ
ছিলেন। ইহারা যাগ-পূজাদি ধর্ম্ম-
লোপ করণার্থ অমূল্য সমীপে যাহা
আশ্রয়িত্রাণ প্রকাশপূর্ব্বক তৎকর্তারা
আশ্রয়ক সমর্থন করিতেছিলেন। ইন্দ্র
ধর্ম্মহানির ভয়ে মনুকে কহিলেন,—
“ইহাদিগকে পশু করিয়া আমি তোমাকে
বাগ করাইব।” ইহা শুনিয়া বরুদ্রী-
নন্দনগণ প্রাণ ভরে লুপ্তগিত হইলেন।
তখন ইন্দ্র মূল্য স্বরূপ বহু ধন রত্ন দিয়া

তীহাদের ধর্মপত্নী চেতনাকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন । একদা রাত্রিকালে তীহার্য যজ্ঞীয় দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করেন । বায়ু-৬৫ ।

বরুধ—(১) পুরুবংশীয় দুহস্তের তনয় অকল্মষ বরুধ । বরুধের তনয় ডীর । ডীরের পাঁচ পুত্র—সন্ধান, পাণ্ডা, কেরল, চোল ও কর্ণ । মৎ-৪৮ । কেরল দেখ । (২) দুহস্তের তনয় বরুধ, বরুধের তনয় গাণ্ডীর, গাণ্ডীর-তনয় গাক্কার । তৎপুত্র কেরল, চোল, পাণ্ডা কোল ও গাক্কার এই পাঁচ জনের নামে পাঁচটা জনপদ হয় । অ-২৭৭ । কেরল ও দুহস্ত দেখ ।

বরুধপ—ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের সখা জটৈক বৃষভাসু । গর্গ গোলা-৪ ; বৃ-৭, ১১ ।

বরুধিনী—(১) অমরা বরুধিনী ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করিত । মহাভা-বন-৪০ । (২) বরুধিনী অমরার গর্ভে, কলি নামক গন্ধর্বের ঔরসে সুরোচ জন্মগ্রহণ করেন । মার্ক-৬৩ । প্রভাব দেখ । (৩) ব্রহ্মনন্দন ধর্মের পত্নী ও দক্ষ-কন্যা সাধ্যার গর্ভে, বিষ্ণুর অংশে, নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে নর-নারায়ণের তপো-ভঙ্গের ভক্ত ইন্দ্র, রত্না, বরুধিনী প্রভৃতি অমরাগণকে প্রেরণ করেন । স্বন্দ-আব-রেবা-৯২ । নর-নারায়ণ ও নর দেখ ।

বকু—মহর্ষি বৃষার পুত্র বাকু বকু ঋষি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা ছিলেন । শতপথ-১ম-অ-১০ ।

বর্গ—তুর্কস্বর তনয় বর্গ, বর্গের তনয় গোভাসু, তৎপুত্র ত্রৈশনি । তুর্কস্ব ও গোভাসু দেখ ।

বর্গমোচ—ভোতাবংশীয় পুশ্টি-পুত্র ষক্কেয় ঔরসে ও কানীরাঙ্ক-মৃত্যু গান্ধিনীর গর্ভে, উপমকু, বর্গমোচ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । বায়ু-৯৬ । অকুর দেখ ।

বর্গরহিতা—মাহেশ্বরীর শরীর-সমুত্তা নবকোটি যোগিনীর অন্ততমা । স্বন্দ-কাণী-উত্ত-৭২ । বক্রতারা দেখ ।

বর্গা—দেবারণ্য বিহারিনী এক অমরা । তিনি কুবেরের অতি প্রিয় ছিলেন । একদিন সৌরভেরী, সমীচী, বুধুদা ও লতানামী চারি সহচরীসহ ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, এক ব্রাহ্মণ তাপসের সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয় এবং তীহার্য পাঁচ জনে নানাপ্রকারে তীহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন । কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই । ব্রাহ্মণ তাপস তীহাদের আচরণে ক্রোধাধিত হইয়া, “শত বৎসর কুভীর-যোনী প্রাপ্ত হইয়া থাক” বলিয়া শাপ প্রদান করেন । পরে তীহাদের নিতান্ত অল্পনয়ে বশীভূত হইয়া বলেন, “কোনও পুরুষ জলমধ্য হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলে, তোমরা পূর্বরূপ প্রাপ্ত

হইবে।” অর্জুন তীর্থভ্রমণে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। মহাভা-
আদি-২১৬, ২১৭।

বর্কসা—(বর্কসী) দক্ষের সাত কন্যার মধ্যে
অমৃতা, প্রভাবতী, বর্কসা, সুভদ্রা,
বিমলা, নিখিলা, তীরা, দক্ষাকর্ণা, বিজা
ও ধারণালা এই দশ কন্যা আদিভা-
গণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ প্রা-
প্রভা-১২২। দক্ষ দেখ।

বর্কসী—অষ্টবম্বর অগ্রতম সোম। সোমের
পুত্র বর্ক। বর্কীর পত্নী রোহিণী হইতে
বর্কসী জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩;
বিষ্ণু-১ম-১৫।

বর্কী—(১) অষ্টবম্বর অগ্রতম সোম।
সোমের তনয় বর্কী। এই বর্কী হইতে
রোহিণীর গর্ভে বর্কসীর জন্ম হয়।
হরি-হরি-২০৮; মৎ-৫, ২০৩। সোমের
তনয় বর্কী অর্জুনের পুত্র অভিমত্ব্যাপে
জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭;
স্বর্গ-৫। (২) কাশীর নৃপতি গুংসমদের
তনয় সুচেতা, সুচেতার তনয় বর্কী,
বর্কীর তনয় বিহব্য, বিহব্যের তনয়
বিতত্য। মহাভা-অনুশা-৩০।

বর্কোধা—উত্তম-মবন্তরে দ্বাদশজন বহু-
কারী দেবতার অগ্রতম। ব্রহ্মা-৬৮।

বর্কী—অতি প্রাচীন কালে দত্ত নামে
এক অনাথা রাজা ছিলেন। তাঁহার
অগ্রতম পুত্র বর্কীকে চক্রে চতুর্দিকস্থ
শত্ৰুরাজ্য ইন্দ্র অনুচরসহ বধ করিয়া-
ছিলেন। ঋক-

বর্জভূমি—অক্রুরের অগ্রতম। পত্নী,
অশ্বিনীর গর্ভে পুথু, বিপুথু, অশ্বখামা,
সুবাহু, সুপার্বক, গবেষণ, বৃষ্টিনেমী,
সুধর্ম্মা, শর্গাতি, অভূমি, বর্জভূমী,
শ্রমিষ্ঠ ও শ্রবণ, এই কয় তনয় জন্মে।
মৎ ৪৫। অক্রুর দেখ।

বর্টা—উদ্ব্রজ নামক দেশে বর্টা ও
শম্বর নামে দুই ধনাঢ্য দাস ছিলেন।
ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন।
পদ্ম-৮ম-২১।

বর্গিনী—মেনকা, মংকল্যা, বর্গিনী,
দ্রুতাচী, পূজকল্যা, দ্রুতল্যা, বিখাচী,
পূর্বচী, প্রয়োচা ও অনুমোচস্বী ইহারা
পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট স্বর্গীয় অমরা বলিয়া
কথিত। বায়ু-৬৯।

বর্জবর্দ্ধন—বীতিহোত্র বংশের রাজত্ব
কালে মুনিক নামক জনৈক রাজকর্ম্ম-
চারী স্বীয় প্রভু রাজা প্রত্যোতকে
নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যভি-
ষিক্ত করেন। ঐ নূতন বংশে একশত
তিন বৎসর পরে অজকের তনয় বর্জি-
বর্দ্ধন রাজা হইয়া বিংশতি বৎসর
রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। প্রত্যোত
ও পালক দেখ।

বর্দ্ধন—বৃন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সর্বাভিজা-
বিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে তাঁহার
সাহায্যার্থ প্রদান করেন। মহাভা-
শলা-৪৬।

বর্দ্ধনী—একবাব দক্ষরাজ যম ধর্ম্মারণ্যে

তীর্থ তপস্তার প্রবৃত্ত হন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া বর্দ্ধনী নামক অম্বরাকে যমের তপোভঙ্গ করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। যম বর্দ্ধনীকে তৎসমীপে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বর্দ্ধনী সমুদয় ঘটনা নিবেদন করে। তাহার সত্যভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া যম তাহাকে বর দান করেন। স্বন্দ-ব্র-৩-৩।

বর্দ্ধমান—(১) যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ ছিলেন। এই রজতনাভের পুত্র মণিবরের ঔরসে ও তৎপত্নী দেবযানীর গর্ভে বর্দ্ধমান, পূর্ণভদ্র প্রভৃতি বহু যক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। দেবযানী ও পূর্ণভদ্র দেখ। (২) বসুদেবের অশ্রুতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন ও বর্দ্ধমান নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯। বসুদেব দেখ।

বর্দ্ধর—কঙ্কিকর্ষক পরাজিত এক শ্লেচ্ছজাতি। কব্বি-৩৭-৬—৭।

বর্দ্ধরক—কুশ নামক দৈত্যের জনৈক অনুচর ও সেনাধক্ষ। তিনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। স্বন্দ-প্রভা-৬-২০।

বর্দ্ধরী—(১) বরাহকল্পের বিংশতি দ্বাপরে মহাদেব হিমালয় পর্বতে অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হন। স্মরত, বর্দ্ধরী, স্রবজ (লি-কবন্ধ) ও কুশিকল্প নামে তাঁহার বোগবেদাচারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। অট্টহাস দেখ।

বর্দ্ধরী—জালঙ্ঘর দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে, বিষ্ণু তাঁহার স্ত্রী কুমার রূপে মুগ্ধ হন। দেবগণ তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবী প্রকৃতির শরণাপন্ন হন। ঐ দেবীর পরামর্শে দেবগণ গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই দেবীত্রয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করেন, তখন দেবীগণ দেবগণকে কতকগুলি বীজ প্রদান করেন। দেবগণকর্তৃক উৎস হইয়া সেই বীজত্রয় হঠাৎ তিনটা বনস্পতির প্রাচুর্য্য হইয়া উঠে। তাঁহাদের নাম ধাত্রী, মালতী ও তুলসী। তাঁহাদের মধ্য হঠাৎ ধাত্রী সরস্বতী হইতে, মালতী লক্ষ্মী হইতে এবং তুলসী গৌরী হইতে সমুৎপন্ন। বিষ্ণু তাহাদিগকে দেখিয়া কানাসক্ত চিত্তে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তুলসী এবং ধাত্রীও তথাবিধি করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীর অংশ-সমুত্তা বীজ হইতে এক নারীর উৎপত্তি হয় ঐ নারী বিষ্ণুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। এইজন্ত তিনি বর্দ্ধরী নামে খ্যাত। ধাত্রী ও তুলসী বিষ্ণুর প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করাতে সর্বদা তাঁহার প্রীতিপ্রদা হইলেন। পদ্ম-উত্ত-১০৫।

বকোধা—ওত্তমি-মমুর সময়ে সুধামা, দেব প্রভৃতি পঞ্চ দেবগণের অন্তর্গত সত্যের অমুগত দ্বাদশ জন দেবতার অশ্রুতম। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ।

বর্ধ—বসুদেবের অশ্রুতমা পত্নী উপদেবার

গর্ভে রাজত্ব, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটা পুত্র জন্মে। ভাগ-৯৫-২৪। উপদেশ দেথ।

বর্ষকেতু—বৈবস্বত-মহু বংশীয় ক্ষেমক হইতে বর্ষকেতু জন্মগ্রহণ করেন।

বর্ষকেতুর তনয় বিতু। অ-২১৮।

বর্ষপর্ক—অজিতা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটা—অজিতা, বিরূপ ও বর্ষপর্ক।

মৎ-১৯৬।

বর্ষভ—মহর্ষি বর্ষভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি ছিলেন। তিনি শত্রু-বিনাশ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন। ঋক্-১০।১৬৬।১।

বর্ষেযু—দুর্গে বর্ষেযু, অন্তরীক্ষে বাতেযু এবং পৃথিবীতে অয়েযু নামক রুদ্রগণ আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্ত্যাত্ম যে সমুদয় রুদ্র আছেন তাঁহাদের অপেক্ষা কাশী-বাসী রুদ্ররূপী জীবগণ শ্রেষ্ঠ। স্বন্দ-কাশী-পু-৩০।

বর্ষকেতু—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি সগরের অন্ততম তনয়। কপিল-শাপে সগর সন্তানেরা সকলেই বিনষ্ট হন। কেবল বর্ষকেতু, সুরকেতু, ধর্ম্মরাণ ও পঞ্চজন জীবিত ছিলেন। হরি-হরি-১৪। সগর দেখ।

বর্হি—(১) অগ্নির অজ্ঞ নাম। ঋক্-১।১৭৫। (২) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্ততমা স্ত্রী প্রথা হইতে পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণায়ু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অনুপা দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্রাজের

তনয় বর্হি, তৎপুত্র কৃতজ্ঞর। ভাগ-৯৫-১২। কৃতজ্ঞর দেখ।

বর্হিকেতু—সগরের ষোষ্ঠ পুত্র বর্হিকেতু অসমঞ্জ নামে খ্যাত ছিলেন। (অসমঞ্জ দেখ।) কপিল-শাপে সগর সন্তান-দিগের মধ্যে বর্হিকেতু, সকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চবন এই চারিজন ছাড়া সকলেই ভয়ীভূত হয়। বায়ু-৮৮। পঞ্চজন ও বর্হিকেতু দেখ।

বর্হিধ্বজা—ব্রহ্মার মুখ হইতে দক্ষিণার্ধে শুক্রবর্ণা ও বামার্ধে কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী প্রাদুর্ভূতা হন। সেই দেবীকে ভগবান ব্রহ্মা শরীর বিভাগ করিতে বলিলে তাঁহার এক মূর্তি শুক্র ও অপর মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই আর্ঘ্যাদেবী বহু নামে খ্যাতা হন এবং তিনিই পৃথক পৃথক দেহ ধারণপূর্বক সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন ঋগ্‌পাদি যুগে দেবী বর্হিধ্বজা, গৌতমী, আর্ঘ্যা, চণ্ডী, কোশিকী, কাত্যায়িনী, সতী, কুমারী, দাদবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা প্রভৃতি বহু নামে খ্যাতা হন। বায়ু-৯।

বর্হিযোগ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটা—বংশর, কশ্যপ ও মহাতপা মিথুব। মৎ-১৯৯।

বর্হিষ—যে সকল অগ্নি দ্বিজগণের পূজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। তাহারই বংশে বর্হিষ নামক হোত্ৰীয়-অগ্নি হব্য-

বাহন হইতে উৎপন্ন হন। তদনন্তর
প্রচেতা জন্মেন। মৎ-৫১।

বর্হিষদ—(১) পিতৃগণ সন্ত। ইহার স্বর্গে
প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুরালা, অঙ্গিরস,
সুশ্বা ও সোমপ এই চারিজন মূর্তি-
মান, বৈরাজ অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ এই
তিন জন অমর্ত। হরি-হরি-১৮।
অগ্নিষাত্তা, বর্হিষদ, সোমপ ও অজ্যাপ
ইহার পিতৃগণ নামে কথিত। ইহাদের
মধ্যে ঐহাদের অমোক্ষণ কৰ্ম্ম আছে
ঐহার অগ্নি, তদ্ব্যতিরেকে অপরাপর
সকলে অনগ্নি। স্বধা এই সকলের
পত্নী। ভাগ-৪ঙ্ক-১। পিতৃগণ দেখ।
অগ্নির ঔষসে স্বাহার গর্ভে অগ্নিষাত্তা
ও বর্হিষদ প্রভৃতির উৎপত্তি। অ ২০।
স্বর্গে বিভ্রাজ নামে যে তেজোময় লোক
আছে, তথায় বর্হিষদ নামক পিতৃগণ
বাস করেন। বর্হিষদ নামক পিতৃগণের
মানসী কন্তা ধরণী। ব্রহ্মা-৩১; পদ্ম-
সৃষ্টি-৯। প্রজাসৃষ্টি কালে ব্রহ্মার মন
হইতে এক রূপবতী কন্তা জন্মগ্রহণ
করে। তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মার
ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে
মহাদেব ব্রহ্মাকে ধিকার দেন। মহা-
দেবের ধিকারে ব্রহ্মা নিজ ইন্দ্রিয়-
বিকার সম্বরণ করেন এবং লজ্জাবশে
ব্রহ্মার শরীর হইতে যে বস্মজল পতিত
হইয়াছিল তাহা হইতে অগ্নিষাত্ত ও
বর্হিষদ নামক পিতৃগণ উৎপন্ন হন। কা-
২। বর্হিষদ পিতৃগণ বায় দিক (দক্ষিণ

দিক) আশ্রয় করিয়া থাকেন। বৃন্দ-আব-
অব-৫৮। (২) ভগবান ব্রহ্মা অণু হইতে
জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান নারায়ণের
মুখ হইতে ঐকান্তিক ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হয়।
সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ
করিয়া বর্হিষদ নামক মহর্ষিগণকে
অধ্যয়ন করান। মহাভা-শান্তি-৩৪৯।
(৩) মহাত্মা পৃথুর পৌত্র হবির্দান।
হবির্দানের ছয় পুত্রের অন্ততম বর্হিষদ।
জিতব্রত ও প্রাচীনবর্হি দেখ। (৪)
মেধাতিথির তনয় কণ্ড ও বর্হিষদ পূর্ক-
দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-
২০৮। কণ্ড দেখ।

বর্হিষতী—রাজা প্রিয়ব্রতের অন্ততম
পত্নী। ঐহার গর্ভে প্রিয়ব্রতের দশ
পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত (৪) দেখ।

বহী—সর্বপাপ বিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষি-
দেব অন্ততম। যবক্রীত, রৈভা, কান্ধি-
বান, উষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ড,
মেধাতিথি ও বহী ইহার পূর্কদিক
আশ্রয় করিয়া আছেন। মহাভা-অম্ব-
১৫৬। কণ্ড দেখ।

বল—(১) মহর্ষি অঙ্গিরা বল ঋষির পুত্র।
অঙ্গিরা দেখ। (২) অগ্নি বলের পুত্র।
ঋক্ ১৭৯১। (৩) বল নামক কোনও
অম্বর দেবতাদের গাভী হরণ করিয়া
কোনও গম্বারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।
ইন্দ্র সৈন্ত সেই গম্বার বেঠনপূর্কক
গাভী বাহির করিয়াছিলেন। ঋক্-১।
১১। (৪) আদিভা হইতে সরস্বতীতে

অতিশয় রূপবান্ রূপ ও বল নামক
 ছই তনয় জন্মে । হরি-হরি- । (৫)
 দক্ষের কন্তা ও কন্তাণের অগ্রতম। দ্বী
 দনাযু হইতে বিক্রম, বল, বীর ও বৃত্ত
 নামে চারি পুত্র জন্মে । মহাভা-আদি-
 ৬৫ । (৬) জলাধিপতি বক্রণের জ্যেষ্ঠা
 দ্বী ওক্রাদেবী হইতে বল নামে এক
 পুত্র ও সুরা নাম্নী এক কন্তা জন্মে ।
 মহাভা-আদি-৬৬ । (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয়
 অযোধ্যাপতি পরীক্ষিৎ, মধুকরাজ
 আয়ুর কন্তা সুশোভনাকে বিবাহ করেন ।
 তাঁহার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন
 পুত্র জন্মে । মহাভা-বন ১১১ । পরীক্ষিৎ,
 সুশোভনা ও শল দেখ । (৮) মহর্ষি
 অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভা, অর্কাবনু,
 পরাবনু, ঔষিজ, কাঙ্কিবান ও বল
 এই সপ্তর্ষি এবং মহর্ষি মেধাতিথির
 পুত্র কথ ও বহিষদ ইহার পুত্রাদিকে
 বাস করিতেন । মহাভা-শান্তি ২০৮ ।
 (৯) শ্রীকৃতাংগার্বি বিশ্বদেবগণের মধ্যে
 বল অগ্রতম । মহাভা-অনুশা-৯১ । (১০)
 নরপতি পৃথুর তনয় হবির্দ্বানের গুণে
 তৎপত্নী আয়েয়া-ধিষণার গর্ভে প্রাচীন-
 বর্হি, বল প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে । মৎ-
 ৪ । প্রাচীনবর্হি দেখ । (১১) দক্ষের
 কন্তা ও ধর্ম্মের পত্নী সাধা দেবী হইতে
 ঈশ, অরুণ, আকুণি, বল প্রভৃতি সাধ্য-
 দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-১৭১ ।
 ঈশ দেখ । (১৩) নরপতি ভনন্দনের
 (ভলন্দন; বিষ্ণু-৪র্থ-১) পুত্র বৎসপ্তীর

পত্নী সুনন্দার গর্ভে প্রাংগু, প্রবীর,
 শুর, সুচক্র, বিক্রম, ক্রম, বল, বলাক,
 চণ্ড, প্রচণ্ড, সুবিক্রম ও স্বরূপ এই দশ
 পুত্র জন্মে । মার্ক-১১৭ । বৎসপ্তী দেখ ।
 (১৪) বিপ্রচিতির গুণে সিংহিকার
 গর্ভে সিংহিকের নামক যে ত্রয়োদশটি
 মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, বল তাহা-
 দের অগ্রতম । অজিক ও নমুচি দেখ ।
 (১৫) গিরিকা নাম্নী রাজ্ঞী বশিষ্ঠের
 ছইবার পরিচর্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ,
 বীর, যজ্ঞ, প্রভাগ্রহ, বল ও মৎসকালী
 নামে সাত পুত্র প্রাপ্ত হন । কুশ ও
 গিরিকা দেখ । (১৬) ভৃগু হইতে
 খ্যাতির গর্ভে ত্রীদেবী নাম্নী কন্তা জন্ম-
 গ্রহণ করেন । ইনি দেব-নারায়ণকে
 পতিরূপে বরণ করেন এবং তাঁহার
 গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামে
 ছই পুত্র জন্মে । বায়ু-২৮ । (১৭)
 দাশরথি রামচন্দ্রের বংশে দলের পুত্র
 বল । বলের তনয় ধর্ম্মায়া উজ্জ । বায়ু-
 ৮৮ । দল দেখ । (১৮) ত্রীকৃষ্ণের
 অগ্রতম। পত্নী লক্ষ্মণার গর্ভজাত অগ্রতম
 পুত্র । তিনি অগ্রাগ্র সচোদরগণসহ
 প্রজ্ঞার সহিত দীর্ঘজন্মে গমন করেন ।
 ভাগ-১০ঙ্ক-৬১ ; গর্গ-বিশ্ব ৩০ । উরুগ
 দেখ । (১৯) দক্ষের অগ্রতম। কন্তা লক্ষ্মীর
 গর্ভজাত পুত্র বল । পদ্ম সৃষ্টি-৩ । (২০)
 স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
 বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ বল ও অতিবল
 নামক অহুচরদ্বয়কে প্রদান করেন ।

মহাভা-শলা-৪৬ । (২১) দানবপতি বলির অন্ততম অমুচর । দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন । ভাগ-৮৯-১১ । (২২) দৈত্যপতি অন্ধকাসুরের অমুচর জনৈক দানব সেনাপতি । বাম-৬৯ । (২৩) মহিষাসুর-তনয় রক্তাক্ষের বল ও অতিবল নামে দুই পুত্র ছিল । তাহারা দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই সমুদয় অধিকার করিয়াছিল । দেবগণের প্রার্থনায় ভগবতী বৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৯ ।

বলক—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্ততমা কন্যা দম্বু লইতে বলক, বিপ্রচিহ্নিত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩, ৩৫ । দক্ষ দেখ ।

বলকাথ—অজের তনয় বলকাথ, বলকাথের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি । মহাভা শান্তি ৪৯ । বলাকাথ ও কুশিক দেখ ।

বলগুতক—অত্রিবাংশীয় মন্ত্রকর্তা জনৈক মহর্ষি । বায়ু-৫৯ ।

বলদ—সূর্যের দুহিতা সুপ্রজা ও বৃহদ্রাসা, ভাস্কু অম্বলের ভাৰ্গবা ছিলেন । তাহারা মনুমান বলদ প্রভৃতি ছয় পুত্র প্রসব করেন । বলদ অগ্নি দুর্দল প্রাণীগণের প্রাণ প্রদান করেন । মহাভা-বন-২১৯ । সুপ্রজা দেখ ।

বলদা—পুরুবাংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের দশানেধু, বনেধু প্রভৃতি দশ পুত্র ও

খলদা, বলদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে । অত্রিবাংশীয় প্রভাকর ঋষি এই দশ কন্যাকে বিবাহ করেন । হরি-হরি-৩১ । রৌদ্রাশ্ব দেখ ।

বলদেব—ত্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । তিনি বলরাম ও বলভদ্র নামেও পরিচিত ছিলেন । যজুৰ্বংশীয় বসুদেবের অন্ততমা পত্নী ও বাহ্লীকের কন্যা রোহিণীর গর্ভে বলরাম, সারণ, শঠ, হর্দম, দমন, শক্র, (শুভ্র) পিণ্ডারক, উশীনর ও বলদেব নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (অন্য নাম সুভদ্রা) নারী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৫ ; বায়ু-৯৬ । মনুবাংশীয় রৈবতের কন্যা রেবতীকে বলরাম বিবাহ করেন । রেবতী, নিশঠ ও উরুক নামে দেবসদৃশ সুদর্শন দুই পুত্র প্রসব করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; হরি-হরি-১৬০ ; অ-১২ । বলদেব গদা-যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন । গদা-যুদ্ধে তিনি অনেকবার জরাসন্ধকে পরাজিত করেন । ত্রীকৃষ্ণের অন্ততম তনয় শাখ কোরবরাজ দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে ধারণ করিতে যাইয়া বন্দী হন । বলদেব দুর্যোধন পক্ষীয় সকলকে পরাজিত করিয়া শাখকে উদ্ধার করেন । প্রলম্ব নামক অসুরকে তিনি যুষ্ঠাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন । হরি-হরি-৭০, ১১৯ । বিষ্ণু ৫ম-৩৫ । যাদবগণ পরস্পর কলহ করিয়া ক্ষয়, প্রাপ্ত হওয়ার পর, একদা তাহার মুখ হইতে

সর্প বহির্গত হইলে, তাঁহার মুড়া হয়। মহাভা-মোক্ষ-৪। বলদেবের নিশিত, উৎসুক, পার্শ্বী, পার্শ্বনন্দী, শিশু, সত্য-ধৃতি, ধন্বাঙ্ক, রামাণ, গিরিক, গির, শুভ্র, শুভ্রশুভ্র ও দরিদ্রাস্তক নামে কতিপয় পুত্র এবং অর্চিষ্যতী, সুনন্দা, সুরমা, সুবচা ও শতপলা নামে পাঁচ কন্যা ছিল। বায়ু-৯৬। বলদেব নাগরাজ অনন্তের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীতা-৪৯-২২। বলদেব ভাদ্র মাসের শুক্লা-ষষ্ঠিতে স্বাতী নক্ষত্রে বৃষবারে পাঁচটি গ্রহ উচ্চসংস্থ হইলে তুলা-লগ্নে মধ্যাহ্নকালে ব্রহ্মপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বল-৫; গো-১০। ব্রহ্মার পরামর্শে রাজা রেবত তৎকন্যা রেবতীকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করিবার জ্ঞতা আনয়ন করিলে, বলদেব রেবতীকে অতি দীর্ঘাবধি দেখিয়া স্বকীয় লাঞ্ছনাগ্রভাগ দ্বারা নম্রাকার করিলেন। তখন রেবতীও তৎকালীন অল্প বয়সের হইয়া থরসা করি হইলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। স্তম্ভক মণি আহরণ করিবার জ্ঞতা শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সঙ্গে লইয়া শতধন্যাকে বধ করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু শতধন্যাকে বধ করিয়া মণি না পাইয়া অতিশয় নিরাশ হন এবং বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে এই অশ্রায় কাজের জ্ঞতা তিরস্কার করিয়া বিদেহ-পুরীতে গমন করেন। সেইখানে চর্যোদন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। তিন

বৎসর পরে বক্র, উগ্রসেন প্রভৃতি বাদবগণ বিদেহ-পুরীতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে স্তম্ভক মণি হরণ করেন নাই তাহা প্রমাণ করিয়া বলদেবকে দ্বার-কার ফিরাইয়া আনেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বলদেবের পূর্বজ দেবকীর গর্ভজাত ছয়টি পুত্রকে কংস বিনাশ করিলে সপ্তম গর্ভে বলদেব উৎপন্ন হইলে, অর্জুনাগ্নে ভগবৎ-প্রাহিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে লইয়া যান। গর্ভা-বহান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হয় সন্ধর্ষণ। গর্গ-গো-১০; বৃহদ্-উ-১৬; পদ্ম-উ-২৪৫; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫; ভাগ-১০-৯২। কংসের নিধন বাঁধা শুনিয়া তাঁহার খন্তুর জরাসন্ধ আসিয়া মথুরা-পুরী অবরোধ করেন। তখন বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই সংগ্রাম-কালে আকাশ হইতে বলদেবের মনো-ভিমত হল ও সৌন্দর্য মুগ্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বিষ্ণু-৫ম-২২। অক্রুর, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মপুত্রী হইতে মথুরায় লইয়া গাইতে গাইতে মধ্যাহ্ন কালে যমুনা-তটে উপস্থিত হন। অনন্তর অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে রথের উপর অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া, যমুনা জলে প্রবেশপূর্বক স্নান ও আহ্নিক করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েরই

অতি অদ্ভুত ও মনোহারী মূর্তি জলমধ্যে দেখিতে পান । তাহা দেখিয়া উভয়েরই অলৌকিকত্বে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাদের স্তব করেন । বিষ্ণু-৫ম-১৮ । কলিঙ্গরাজ কুম্ভীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়া গেলে কুম্ভীরাজ বলদেবকে অক্ষকৌড়ায় আমন্ত্রণ করিয়া উপযুগপরি কয়েকবার তাঁহাকে পণে পরাস্ত করেন এবং বলদেবের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নানাবিধ হুঙ্কার্য বলেন । পরিশেষে একবার বলদেব কুম্ভীকে পরাজিত করিয়া পণ জিতিয়া লয়েন । কিন্তু কুম্ভী বলদেবের জয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না । তখন বলদেব কুপিত হইয়া কুম্ভীকে তথায় বধ করেন । ভাগ-১০-স্ক-৬১ ; বিষ্ণু-৫ম-২৮ । অনিরুদ্ধ বাণাসুর কড়ুক অবরুদ্ধ হইলে বলদেব, ত্রীকূক্ষ সমভিবাহারে বাণ-পুরে গমন করিয়া যুদ্ধে বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া দারকার প্রত্যাবর্তন করেন । বিষ্ণু-৫ম-৩৩ । একবার বলদেব রেবতী ও শ্রেষ্ঠ ব্রীহগণসহ রৈবতীতটানে মত্তপান করিতেছিলেন । তখন নরক নামক অশুরের দ্বিবিদ নামে বানস্র জাতীয় এক অশুর তাহাকে সেইস্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপে বিরক্ত করিতে লাগিল । বলদেব কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিলেও দ্বিবিদ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না । তখন

বলদেবের সহিত দ্বিবিদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং দ্বিবিধ বলদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল । বিষ্ণু-৫ম-৩৬ । বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিস্তারিত ছিল এবং তাঁহার মস্তক মহানাগ-গণে পরিবেষ্টিত ছিল । তিনি চিন্তা করিযামাত্র অশ্বশৃঙ্গ সমুদয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত । দেবগণ কস্তপাস্রজ গরুড়কে বলদেবের অন্তদর্শনে অগুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । মহাভা-অশ্বশা-১৪৭ । বলদেব নাগরাজ অনন্তের অবতার ছিলেন । দ্বাপরের অবসানে পৃথিবী দৈত্য-পীড়িতা হইয়া গো-রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন । ব্রহ্মা দেবগণসহ গোলকে ভগবান সমীপে গমন করিয়া সৰ্ব্ব ঘটনা নিবেদন করেন । দেবগণের নিকট ধরিত্রীর কষ্টের কথা শুনিয়া ভগবান অনন্তকে প্রথমে বহুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে গমন করিয়া পশ্চাৎ রৌহিনীর উদরে প্রাণভূত হইতে বলেন । এবং তৎপশ্চাৎ তান স্বয়ং দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন । গর্গ-ব-১ । বসন্তমালতী নামী নগরীতে পতঙ্গ নামে এক গন্ধৰ্ব্ব ছিল । দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রহ্মার সহিত তাঁহার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে বলদেব তাহাকে পরাস্ত করেন । গর্গ-বল-৮ ; বিষ্ণু-৪৬ । বলদেব ধেনু

নামক অশুরকে বধ করেন। বিষ্ণু-
৫ম ৮। দেখুক দেখ। বলদেব কংসের
অন্তঃম অহুচর মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে
নিহত করেন। বিষ্ণু-৫ম-২০। কৃষ্ণ
ও বলদেব অবস্তাপুরবাসী সান্দীপান
মুনির নিকট অগ্নিশিক্ষা করিবার জন্ত
গমন করিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত
হইলে তাঁহারা গুরু-দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা
প্রকাশ করেন। তখন সান্দীপান মুনি,
লবণ-সমুদ্রে প্রভাসে মৃত স্বকীয় পুত্রকে
গুরু দক্ষিণা-স্বরূপ আনিয়া দিতে বলি-
লেন। ভ্রাতৃত্বের তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া
যমপুরী গমনপূর্বক, বৈবস্বত যমকে
জয় করিয়া যথাপূর্ব-শরীরী বাতনানন্ত
বাণককে আনয়ন করিয়া তাহার
পিতার হস্তে সমর্পণ করেন। বিষ্ণু-
৫ম-২১; অ-১২; দেবীভা-২৪। এক
বার ব্রজপুরে বলদেব অস্ত্রাশ্র গোপগণের
সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। তাহা
দেখিয়া বরুণ, বাকুণীকে (মন্দিরাকে)
বলদেবের উপভোগার্থ গমন করিতে
আদেশ দেন। বরুণের আদেশে মদিরা,
বৃন্দাবনস্থ এক কদম্ব-বৃক্ষ কোঠরে
সন্নিহিত হইল। বলদেবও ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কদম্ব
বৃক্ষের সন্নিগটে উপস্থিত হন এবং
মদিরা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কদম্ব বৃক্ষ-
নির্গত মদিরা পান করেন। মদিরা
পানে বিম্বল হইয়া তিনি যমুনাকে
আহ্বান করিয়া বলেন “হে যমুনে, তুমি

এই স্থানে আগমন কর, আমি স্নান
করিতে ইচ্ছা করি।” কিন্তু যমুনা
তাহার মত্ততা-সমুত্ত বাক্যে কর্ণপাত
না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় লাজল
ঘারা যমুনাকে গ্রহণ করিয়া তটের
দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।
যমুনা বলদেবকর্তৃক আকৃষ্টমানা হইয়া
স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ
করিয়া যেখানে বলদেব ছিলেন সেই
ওট প্রাণিত করিয়া দিল এবং শরীর
বারং-পূরক অংগ হইতে উত্থান করিয়া
বলদেবের নিকট গমনা প্রার্থনা করিতে
লাগিল। তখন বলদেব তাহাকে মুক্তি
দিয়া স্নান সমাপন করিলেন। স্নান
সমাপ্ত হইলে লজ্জী শরীরিণী হইয়া
মনোহর অবতাংসোল এবং এক
কুণ্ডল লইয়া বলদেবের নিকট আগমন
করেন এবং তাহাকে বরুণ প্রেরিত
অমানি পঙ্কজমালা ও সমুদ্রের ত্রায়
নালবর্ণ হুইখানি বস্ত্র প্রদান করেন।
বিষ্ণু-৫ম ২৫। কুরুক্ষেত্র সময়ের প্রাক-
কালে বলদেব বহুদিনের বধ-জানিত
ভেষজ অসহনীয় বোধ করিয়া কোনও পক্ষ
অবলম্বন না করিয়া মধ্যান্ত অবস্থায়
গর্ভাঘাত করেন এবং অনেকানেক
ভীষ পরিত্রমণ করিয়া শেষে নৈমিষা-
রণ্যে উপস্থিত হন। সেখানে বাস
দিশ্য হৃত তাঁহাকে দেখিয়া অঞ্জলি বহ্নন,
প্রণাম বা উত্থান কিছুই করিলেন না
দেখিয়া ক্রোধভরে হস্তস্থিত কুণ্ডল

হৃতের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলেন । এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত তিনি গন্ধনাগদন শৈশে লক্ষণ তীর্থে বাইয়া নান ও পূজা করিয়া পাপমুক্ত হন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৯ । (মার্কিণ্ডের পুরাণে ৬-অঃ এই আখ্যানটি কিছু পরিবর্তিত আকারে আছে) । বলদেবের তনয়া ভাহুমতিকে হুগোদন বিবাহ করেন । স্বন্দ-নাগ-৭২ । প্রভাস ক্ষেত্রে এক ত্রিসঙ্গমগত উত্তম নাগস্থান আছে । বলদেব শেষ নাগরূপে শরীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক ঐ পরম সঙ্গম-তীর্থে এক বিবররূপী পাতাল দ্বার দর্শন করেন । তিনি সেই পথে গমন করিয়া অনন্তের অবস্থিতি স্থানে গমন করেন । বলরাম নাগরূপে এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা নাগস্থান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৬ । বলদেব লক্ষ্মণের অবতার ছিলেন । তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া দ্বিবিদ নামক বানর, বানরযোনি হইতে মুক্তিলাভ করেন । কাঙ্ক-তৃ-১৩ । মণ্ডল পূজায় ব্রহ্মার উত্তরে পদ্ম পত্র নেত্রা গারত্নী দেবীকে পূজা করিতে হয় । সেই পত্রের পূর্বদিকের দলে বলরাম পূজিত হন । পদ্ম-স্মৃতি-৩৪ । প্রহ্মা দেখ । শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব লোকের মনোরঞ্জন করিতে রাম (বলরাম) ও বল্লভ আধিক্যবশতঃ বলভদ্র নামে খ্যাত হন । ভাগ-১০-৮-২ ।

বলদেব— কাশীরাজ-হহিতা বলদেব দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পত্নী ছিলেন, তিনি সর্বগ নামে এক পুত্র প্রসব করেন । মহাভা-আদি-২৫ ।

বলপ্রমথিনী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতম । কা-৬৩ ।

বলবন্ধু --(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাং (বাযু ত্রিবানা) নামক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন । সেই সময়ে মহাদেব মূনি নামে অবতীর্ণ হন । বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে মূনির চারি পুত্র ছিলেন । লি-২-; বায়ু-২৩ । (২) রৈবত মন্বন্তরে বলবন্ধু, মহাবীর্গা, সূর্য্যব্যা, সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মহুর পুত্র ছিলেন । মা-৭৫ । কেতুশৃঙ্গ ও রৈবত-মহু দেখ । (৩) দৃগে বৃগে শিব যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন । বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহ-কল্পে ঋষভ নামে এক শিবাবতার অবতীর্ণ হন । তাহার বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে চারিজন শিষ্য ছিল । শিব-বাং-উ-১০ । (৪) চারিষু মহুর অন্যতম তনয় । কেতুশৃঙ্গ ও রৈবত মহু দেখ ।

বলবন্ধন—পূর্বে বলবন্ধন নামে এক মহা-পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন । তাহার তনয় অশ্ববীচি মুক ছিলেন । পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি সরস্বতী-তীর্থে স্নান করিয়া বাক্যশক্তি লাভ করেন । স্বন্দ-নাগ-৪৬ ।

বলবান্—বিপ্রচিতির ঔরসে সিংহিকার
গর্ভজাত সৈংহিকের নামধেয় মহাবল-
সম্পন্ন পুত্রগণের অগ্রতম । নভ ও
অঙ্গন দেখ ।

বলবিকারিণী—চতুষষ্টি যোগিনীর অগ্র-
তমা । কা-৬৩ ।

বলভদ্র—ঈরুকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ।
বলদেব দেখ ।

বলমোহিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্য পার্শ্বতী স্বায় দেহ হইতে
যে সমুদয় মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি
তাহাদের অগ্রতমা । মা-১৭২ ।

বলয়া—বিষকর্ম্মার ঔরসে তদার পত্নীর
(প্রহ্লাদ কস্তার) গর্ভে লোকের মাতৃ
রূপিনী সংজ্ঞা, ছৌ, বলয়া ও নিফুভা
জন্মগ্রহণ করেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১ ।
ছৌ দেখ ।

বলরাম—ঈরুকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ।
বলদেব দেখ ।

বলহৃদন—দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণ-কর্তৃক
নির্জিত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ
করিতে বাধ্য হন । তাহাদের মধ্যে
শত্রু হরের আরাধনা করিয়া এক
অসুর-বিজয়ী সেনাপতি প্রার্থনা করেন ।
হর স্ব-বীর্য্যে অসুরগণের ভয়হারক এক
এক সেনানী উৎপাদন করিবেন এই
প্রতিশ্রুতি দেন । তখন দেবগণ কি
উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা
নির্ধারণ করিবার জন্য বলহৃদনকে
অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন

করেন । হরের বাহাতে পার্শ্বতীর প্রতি
বাহা হর, সেইরূপ বাবস্থা করিবার জন্য
ব্রহ্মা দেবগণকে পরামর্শ দেন । স্বন্দ-
আব-অব-৩৪ ।

বলস্থল—ঈরামচন্দ্রের বংশে পারিধাত্যের
তনয় বলস্থল । তৎপুত্র বলনাভ ।
ভাগ-২২-১২ । পারিপাত্র দেখ ।

বলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার
জন্য পার্শ্বতী-কর্তৃক সৃষ্ট অগ্রতমা
মাতৃকা । মং ১৭২ ।

বলাক- (১) বিশাল তনয় সূর্য্যমা নামক
ব্রাহ্মণের পত্নীকে অদি-পুত্র বলাক
নামক রাজস ভরণ করে । ব্রাহ্মণের
কাঁচর অস্থিরোবে উত্তানপাদ তনয়
নরপতি উত্তম তাহাকে উদ্ধার করেন ।

মা ৬৯-৭০ । (২) ভনন্দন (ভলন্দন)-
তনয় বৎসপ্তীর ঔরসে তৎপত্নী সুনন্দার
গর্ভজাত দশ পুত্রের অগ্রতম । বল ও
বৎসপ্তী দেখ । (৩) বেদ বিভাজক
মহর্ষি বেদব্যাসের অগ্রতম শিষ্য ছিলেন
ইন্দ্রপ্রমিতি । এই ইন্দ্রপ্রমিতিরও অনেক
শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল, বলাক তাহাদের
মধ্যে অগ্রতম । ইন্দ্র প্রমিতির অগ্রতম
শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋক্কে বিভক্ত
করিয়া তিন খানি সংহিতা রচনা
করেন । ক্রোঞ্চ, বেতাণিক ও বলাক
এই তিন জন মহর্ষি ঐ তিন খানি পাঠ
করেন । বিষ্ণু ৩৪-৪ ; ভাগ-১২-৬ ।
কেতব দেখ । (৪) উরুশীর গর্ভে
পুরুষবার যে ছয় পুত্র জন্মে, তাহাদের

মধ্যে বিজয় নামক পুত্রের অধস্তন
পঞ্চম পুরুষ পুরু, পুরুষ তনয় বলাক ।
তৎপুত্র রজক । ভাগ-৯৮-১৫ । অমাবস্ত
আয়ু ও জর দেখ ।

বলাকাখ—(১) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি অজকের
পুত্র বলাকাখ । বলাকাখের তনয়
কুশ । কুশের তনয় কুশিক, কুশনাভ,
কুশাভ ও মুষ্টিমান এই চারি জন ।
হরি-হরি-৩২, ২৭ । অজক ও অমাবস্ত
দেখ । এই হরিবংশের অগ্রত আছেন
বলাকাখের তনয় কুশিক, কুশিকের
তনয় গাধি । (২) নরপতি জরুর তনয়
সিকুদ্রীপ, সিকুদ্রীপের তনয় বলাকাখ,
বলাকাখের তনয় বরভ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের
গ্রাম ছিলেন । মহাভা অ২-৪ । (৩) মহান
জরুর ঔরসে ও কাবেরীর গর্ভে সুহোত্র
জন্মগ্রহণ করেন । সুহোত্রের পুত্র অজপ,
(অজক ?) তৎপুত্র বলাকাখ, বলাকা-
খের তনয় গয়, গৌল ও কুশ । বায়ু-
৯৯ । (৪) জরুর পুত্র সুজরু, তাহার
পুত্র অজক, অজকের তনয় বলাকাখ,
বলাকাখের চারি পুত্র । অমাবস্ত দেখ ।

বলাকাস্তা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অগ্র-
তম । স্বন্দ কাশী পৃ ৪৫ ।

বলাকী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-
গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্রতম বলাকী ।
তিনিও অশ্বাশ্বাভাতাদের গ্রাম কুরুক্ষেত্র-
সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-
আদি-৬৭, ১৮৮ ।

বলাকেশী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অগ্রতম ।
অ ৫২ ।

বলাধিক—দানবপতি বলির অঙ্গুগত
জৈনক দৈতা । স্বন্দ-অঃব-অব ৬৩ ।

বলানীক—কুরুপ-রাজ্যের অগ্রতম তনয়
বলানীক । কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি
অশ্বখামার শরে নিহত হন । মহাভা-
দ্রো-১৫৬ ।

বলায়ু—সৌম-বংশীয় নরপতি পুরুষবার
ঔরসে ও উর্ধ্বশীর গর্ভে অমাবস্ত,
আয়ু, বিখায়ু, শ্রতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু
ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মে । হরি-
হরি-২৭ । উর্ধ্বশী ও পুরুষবা দেখ ।

বলারক—মহর্ষি অত্রির বংশে মহাত্মা
দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর তমু-স্বপ্ন ছিলেন ।
তাঁহার পুত্র শ্রাম, মূল্যল, বলারক ও
গবিষ্ঠির । বায়ু-৭০ । দত্তাত্রেয় ও অত্রি
দেখ ।

বলাই—বহুবংশীয় ঋদিকের দশ পুত্রের
অগ্রতম । বায়ু-৯৬ । ঋদিক দেখ ।

বলাশ্ব—নরপতি ধনিন্দ্র তপস্তা করিয়া
ইন্দ্রের বরে বলাশ্ব নামে সর্কশস্ত্রধারী
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সক্ষম অবাচ্যত-ঐশ্বর্য্য,
ধন্যজ্ঞ, ধন্যচারী ও কৃতি পুত্র লাভ
কবেন । তিনি সিংহাসনে আরোহণ
করিয়া সাম্রাজ্যের রাজা হইয়া
পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজমণ্ডলীকে বশীভূত
করেন । কিছু পরে সেই সমুদয় সামন্ত-
নরপতিগণ বলাশ্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ
করিয়া তাঁহাকে জয়সম্পন্ন করে । শক্র-
হস্তে রাজা ও ধনবন্ত সমুদয় হারাইয়া
নরপতি বলাশ্ব বাধ্য হইয়া করবৃগল

মুখাণ্ডে স্থাপন করিয়া দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুখ-মারুত আহত হইয়া ক্রমশঃ হইতে শত শত যোদ্ধা, রথ, হস্তী ও তুরঙ্গম সকল নির্গত হইল। অনন্তর তিনি সেই সমস্ত সৈন্যাদির সাহায্যে বৃদ্ধ করিয়া তাঁহার পূর্ব ক্ষমতা ও গৌরব লাভ করিলেন। বলাশ্বের ধৃত অর্থাৎ কম্পিত করণের মধ্য হইতে সৈন্য সমুদ্ভূত হওয়ার বলাশ্ব করক্কম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বলাশ্ব বীরচন্দ্রের কন্যা বীরাকে বিবাহ করেন। বীরার গর্ভে তাঁহার অবীক্ষিৎ নামে এক জগদ্বিখ্যাত পুত্র জন্মে। মার্ক-১২১—১২২। মহাভারতে এই আখ্যানটা সামান্য পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। মহাভা-আখ-৪। খনৌনেত্র ও করক্কম দেখ।

বলাহক—(১) কশ্যপের অগ্রতম পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে কাদুবেশ নামে পরিচিত ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক প্রভৃতি বহু নাগ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; মৎ-৬। (২) সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের অগ্রতম ভ্রাতা। জয়দ্রথকর্তৃক দ্রৌপদী হরণ কালে বলাহক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন। সকলেই অর্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন ২৬২—৭০। (৩) জটক নাগ। বিশ্বকস্মা রচিত বক্রণের বিচিত্র সত্য উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা ৯। (৪)

মহিষাসুরের অগ্রতম অনুচর। অশ্বিন (৩) দেখ। (৫) প্রাচীনকালে বলাহক নামে এক কদ্রুভক্ত যুগয়াসক্ত রাজা ছিলেন। একবার যুগয়াকালে তিনি যুগযুধ মথো একটা গো-বৎস দেখিতে পান। তিনি যেমন গো-বৎসটিকে ধরিলেন অমনি এক উজ্জ্বল লিঙ্গ প্রোত্ভূত হইল। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সন্নিবেশিত করিতে করিতেই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। স্কন্দ-ত্রয় ২৭।

বলি—(১) প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র। বলির বাণ, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য, চন্দ্রমা, ইন্দ্রতাপন, কুন্তনাত প্রভৃতি শত পুত্র ছিল। বাণের তনয় ইন্দ্রদমন। হরি-হরি-৩, ২১৮। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উষদ্রথের তনয় ফেন। ফেনের তনয় সূতপা, সূতপার পুত্র বলি। তিনি মহাযোগী ছিলেন। ব্রহ্মা পীত হইয়া বলিকে মহাযোগীহ, কল্প-পরিমাণ পরমাণু, সমরে অজয়ত, ধর্ম্মে প্রাধাত্য ও বলে অপ্রতিমত্ব প্রদান করেন। দীর্ঘতম ঋষি তাঁহার পত্নী সুদেবীতে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। হরি-হরি-৩১।

নরপতি বলির পত্নী সুদেবী অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া প্রথমে স্বীয় দাতব্যটিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার গর্ভে কাকীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মে। তৎপর সুদেবী

হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূক্ষ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন । মহাভা-আদি-১০৪ ; ভাগ-৯২-২৩ ; বায়ু-২২ ।

বলি নামক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্থয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-সভা-৪ ।

কশ্যপ-পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অত্যন্তম পুত্র বলি । বলির তনয় কুন্তিল ও চক্রবর্ত্ত্য । বায়ু-৬৮ । দনায়ুষা দেখ ।

বিরোচনের পুত্র । ভগবান বামনরূপে তাহাকে বক্ষন করিয়া ইক্ষুকে পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ।

বলির দৌহিত্রী বজ্রভালাকে রাবণ-অমুজ কুন্তকর্ণ বিবাহ করেন । রামা-উ-১২ ।

বিরোচনের পুত্র বলি, বিষ্ণুর নিন্দা করার, পিতামহ প্রহ্লাদ তাহাকে “তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও; তোমার পতন হউক,” এই বলিয়া শাপ দেন । প্রহ্লাদের এই শাপে বলি আত্মরক্ষার ভীত হইয়া বিনীত ভাবে তাহার পদসম্মত পাণ্ডুর চোখে চোখ করেন । তখন প্রহ্লাদ তাহাকে আশ্বাস দেন যে সেই দিন হইতে বলির হরিতে ভক্তির জন্মিবে এবং তাহাতেই তিনি পরিত্রাণ পাইবেন । মং-২৪৪-২৪৫ ।

দেবাসুর-যুদ্ধে যখন দৈত্যগণকুণ্ডলাচাৰ্য্য রণে নিহত দৈত্যগণকে সঞ্জীৱনী

বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্জীবিত করিতে লাগিলেন, তখন অনন্তোপার হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার পরামর্শে দৈত্যগণের সহিত সখা স্থাপন করিয়া সমুদ্র মন্থনের প্রয়াস পান । তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্ত দেবগণ প্রথমে দানবপতি বলির নিকট যান । বলি দেবগণসহ মন্দার পর্বতের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে মন্থনদণ্ড হইবার জন্ত রাজী করাইলেন । মং-২৪২ ।

দানবপতি হিরণ্যাকশিপুর অমুগত জনৈক দৈত্য । মং-১৬১ ।

পুরুবংশীয় তিতিক্ষুর পৌত্র সেন । সেনের তনয় সূতপা, সূতপার আশ্বজ বলি । পৈল (১৫) দেখ । এই বলি-রাজ বংশক্ষয়ের উপক্রমে মাণ্ডুয বোনিতে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি মহা-যোদ্ধা ছিলেন । ইহার ঔরস পুত্র ছিল না । ইনি পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় উৎপাদন করেন । এই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, সূক্ষ্ম, পুণ্ড্র এবং কলিঙ্গ । ইহারা বাল্যে ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত । বাল্যেই ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বলির বংশধর হন । ব্রহ্মা প্রীত হইয়া দীর্ঘায়ু বলিকে বর দিয়াছিলেন । সেই বর-প্রভাবে তিনি মহাযোদ্ধা, কল-পারিমাণ অশ্ব, সংগামে অজ্ঞেয়তা, পশ্চাৎ উত্তমমতি, ত্রৈলোক্য দর্শনে সামর্থ্য, পঞ্চবে প্রধাজ, যুদ্ধে অপ্রতিমজয়, এবং ধর্ম বিষয়ে, তদ্বার্থ নিরূপণে পাণ্ডিত্য লাভ করেন । তিনি ব্রহ্ম-বরেই চতুর্ভুজের

স্থাপরিভা হন এবং তদীয় ক্ষেত্রজ পঞ্চ পুত্র হইতে বঙ্গ, অঙ্গ, সুক্ষ, পুণ্ড্র ও অনঙ্গ নামে পঞ্চ বংশ প্রযাত হয়।

দীর্ঘতমা ঋষী ঋষির জন্মগন্ধা গর্ভে নিকশিষ্ঠ হইয়া খরস্রোতে ভাসিয়া এক তটে সংলগ্ন হন। বিরোচন-নন্দন বলি, তাঁহাকে লইয়া স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং যথাযোগ্য খাদ্য-পেয় প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা স্ত্রীত হইয়া বলিকে বর দিতে চাহিলে, বলি তাঁহার নিকট পুত্র লাভার্থ বর চাহিয়া, তাঁহাকে স্বীয় ভাৰ্য্যায় কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। দীর্ঘতমা তাঁহাতে সম্মত হইলে বলি স্বীয় ভাৰ্য্যা স্নেহমুগ্ধা সঙ্গীপে গমন করিতে বলেন। কিন্তু দীর্ঘতমাকে অঙ্গ ও বৃদ্ধ দেবীয়া স্নেহমুগ্ধা প্রথমে কোন শূদ্রা ধাত্রীকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। এই ধাত্রীর গর্ভে ঋষির ঔরসে কাঙ্ক্ষিবান প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। ইহা জানিতে পারিয়া বলি পত্নীকে তৎসনা করিয়া পুনর্বার ঋষির নিকট বাইতে বলেন। তৎপরে দীর্ঘতমার ঔরসে স্নেহমুগ্ধার গর্ভে পূৰ্ব্বোক্ত পাঁচ পুত্র জন্মে। ৯৭-৪৮।

দানবপতি বলি তপশ্চাচার্য্য পুরাকালে দেবাদিদেব উমাপতিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্তী হইয়া বিহার করিবার বর প্রাপ্ত হন। ৯৮-১২।

ধনের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরগণের

মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম সংঘটিত হন। প্রথম নারসিংহ-রণ, দ্বিতীয় বামন-রণ, তৃতীয় বরাহ-সংগ্রাম, চতুর্থ অমৃত-মহন, পঞ্চম তারকামর-সংগ্রাম, ষষ্ঠ আজীবক-রণ, সপ্তম ত্রিপুর-ঘাতন-রণ, অষ্টম অঙ্কক-বধ, নবম বৃদ্ধ-সংহার, দশম জিত, একাদশ হালাহাল, দ্বাদশ ঘোর কোণাহল-রণ। কশ্যপ-তনয় অদিত্য গর্ভ-সমুত বামন দেবাসুর যুদ্ধে বলিরাজকে ছলনা করিয়া তদর্জিত রাজ্য দেবরাজকে দান করেন। ইহাই বামন-রণ নামক দ্বিতীয় সংগ্রাম। ৯৮-১৩।

একবার দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামে পূর্ণ শত বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়। সেই ভীষণ যুদ্ধে দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়া প্রহ্লাদ সনাতন নন্দ্রের বিষয় অবগত হন এবং সাত্ত্বিক নিন্দেদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি বিরোচন পুত্র বলিকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গন্ধমাদন পক্ষতে তপশ্চা করিতে গিয়াছিলেন। দানব-রাজ বলিও রাজ্য পাঠিয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন এবং দেবগণের সহিত বাল্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে দেবগণ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যচ্যুত করেন। দেবীভা ৪৯ ১০।

একবার বলি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত

হইয়া গর্দভরূপ ধারণ করিয়া শূন্তগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঈশ্র তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “হে দৈতাপুংগব, তুমি কি জন্তু গর্দভ-রূপ ধারণ করিয়াছ? তুমি দৈত্য, ত্রৈলোক্যো রাজা-ভোগকারী এবং দৈত্যাদিগের শাসন কর্তা হইয়া আজ গর্দভরূপ ধারণ করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?” দৈত্যরাজ বলি তাঁহার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “এ বিষয়ে আবার লজ্জা বা দুঃখ কি? মহাতেজা বিষ্ণুও যেমন এক সময়ে মংস্ত্র বা কচ্ছপ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি কালবশে গর্দভ-রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আপনি যেরূপ ব্রহ্মহত্যা করিয়া (মানস সরোবরে) পদ্ম-পত্রে নীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও অস্ত্র কটে পড়িয়া গর্দভ-রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। দৈবাবধীন ব্যক্তির সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, কাল যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।” দেবীভা-৪৯-১৪।

বিরোচন তনয় বলি সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক হন। তাহাতে দেবগণের সহিত তাঁহার অতি ঘোর সংগ্রাম হয়। সেই রূপে দেবগণ পরাজিত হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-রূপে আত্ম-গোপন করতঃ অবনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবমাতা অদিতি

পুত্রগণের চর্দশায় অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া দৈত্যগণের পরাজয় কামনার অতি তীব্র তপস্যার প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু, দৈত্য-বিনাশের জন্ত তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। অনন্তর যথা সময়ে দেবমাতা অদিতি এক সর্পলোক-সুখদায়ক পুত্র প্রসব করেন। তিনি বামন নামে জগতে খ্যাত হন। ঐ সময়ে দৈত্যবর বলি নিজ গুরু শুক্রাচার্য্য ও বহুল প্রধান-প্রধান মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল-সাধা এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। পরে সেই যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণার্থ কমলার সহিত বিষ্ণুকে আহ্বান করেন। বিষ্ণু আহুত হইয়া, বামন-রূপে যজ্ঞ-হবিঃ ভোজন করিবার জন্ত তথায় আগমন করেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকে চিনিতে পারিয়া বলিকে নিবেদন করেন, তিনি যেন বামন-রূপী হরিকে কিছু দান না করেন। কিন্তু বলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বামন-রূপী বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কি প্রার্থনীয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু তপস্যার জন্ত ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। এই অহুত প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বিষ্ণু বলির নিকট ভূমি-দানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন এবং ভূমি-দানের ফল বর্ণন করিয়া এক উপাখ্যান বলেন। বিষ্ণুর কথায় সন্তত

হইয়া বলি পৃথিবী দান করিবার বাসনায় জলপূর্ণ কলস গ্রহণ কবিলেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতে বিষ উৎপাদন করিলে, বিষ্ণু তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেন। এদিকে বলিরাজ বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি-দান করিবার মাত্র, তিনি আ-ব্রহ্ম-ভবন কলেবর বন্ধ করিয়া, দুই পদে অসীম পৃথিবী ও অপর পদে ব্রহ্ম-কটাহ পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ তাড়নে ব্রহ্মাও বিধা বিভক্ত হওনায়, তদদূর হইতে ব্রহ্মাও-বাহনিত সালিল রাশি বহুদূরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেব-গণ, ঋষিগণ প্রভৃতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপর বিষ্ণু বলিরাজকে বন্ধন করিয়া নিবাসার্থ তাঁহাকে ভোগ-বহুল রসাতল প্রদান করিলেন। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি অনল মদ্যে মগ্ন ব্যতীত ঘৃতাভ্যুতি কিম্বা অপাণ্ড্রে যে কোন বস্তু দান করে, তৎসমুদয়, আর অশ্বচি ব্যক্তির অগ্নিতে দত্ত দ্রব্য ও অশ্বচিকৃত যে কোন সংকার্য্যের অনুষ্ঠান, অধঃপাতজনক সমস্তই তাঁহার ভোগ্য নির্দেশ করিলেন। বৃহস্পতি-১১ ; পদ্ম উ-৫৩, ২৪০।

দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রের সতিত বলির যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮-১০।

অষ্টম (সাবর্ণি) মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮-১৩।

ইন্দ্র বলির স্ত্রী ও প্রাণ হরণ করিলে, শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে বলি পুনরায় জীবন লাভ করেন। শুক্রাচার্য্য স্বর্ণ জয় অস্ত্রাদি দ্বারা বলিকে বিধি পূর্ব্বক মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, এক বিশ্ব-জিৎ মহা যাগ করাইলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিতে দ্রব্য হোম করিলে, তাহা হইতে কাঞ্চনপট-বন্ধ একখানি রথ, ইন্দ্রের তুরঙ্গ-সদৃশ হারংবর্ণ কয়েকটি অশ্ব, সিংহ-শোভিত ধ্বজ, স্বর্ণ নির্ম্মিত ধনু, অক্ষয় বাণপূর্ণ দুইটা তুণ এবং দিব্য কবচ উপস্থিত হইল। বলি এই সমস্ত সামগ্রী লাভ করিলে, তদীয় পিতামহ প্রহ্লাদ, একখানি জয়ান পুষ্প-মালা এবং শুক্রাচার্য্য একটা শয্যা প্রদান করিলেন। এইরূপে অশ্বশোভিত হইয়া বলি ইন্দ্র-পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া, অস্ত্রাস্ত্র দেবগণ-দেব বৃহস্পতির নিকট গিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। বৃহস্পতি বলির অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া দেবগণকে সাময়িক ভাবে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রাস্ত্র যাইয়া অবস্থান করিতে পরামর্শ দেন। দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইলে, বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া জগৎত্রয় বশীভূত করিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে একশত অশ্বদেহ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইন্দ্রপুরী বলি কর্তৃক অধিকৃত হইলে, দেবমাতা

অদিতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং অম্বরগণকে স্বর্গ হইতে বিভাড়িত করিয়া পুনরায় দেবগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত বিষ্ণুকে অম্বরোধ করেন । বিষ্ণু অদিতিকে আশ্বাস দিয়া বলেন তিনি অদিতির গর্ভেই বামন-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলির বল হরণ করিবেন । বামনদেবের জন্মগ্রহণের পর বলি একবার নর্ম্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে এক অশ্ব-মেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন । বামনদেব সেই যজ্ঞ ক্ষেত্রে অতিথিস্বরূপ উপস্থিত হইলেন । বলি তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কি অভিলাষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । বামন বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিলেন । বলি তাহাই প্রদান করিতে উত্তত হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলেন যে বামনদেব বিষ্ণুর অবতার । তিনি দেবগণের সাহায্যার্থ তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, ঐ, ভেজ, যশ ও বিজ্ঞা অপহরণ করিতে আসিয়াছেন । বিধি ইহার দেহ । ইনি তিন পদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন । এই বামনের এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর এই বিশাল দেহে গগনগুল ব্যাপ্ত হইবে । তৃতীয় পদের কি গতি হইবে ? অতএব তুমি ইহাকে যাহা দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা প্রদান করিও না । কিন্তু বলি সত্য ভজ

করিতে সম্মত হইলেন না । তিনি বামনকে অর্চনা করিয়া, জলস্পর্শপূর্ব্বক ভূমি-দান করিলেন । তখন দেখিতে দেখিতে সেই বামনরূপ বর্দ্ধিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল । বলির সর্ব্বস্ব এইরূপে লুপ্ত হইতে দেখিয়া বলির অমুচরগণ বামন-রূপী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু বলি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন । অনন্তর গরুড় হরির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বক্রণ-পাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন । তখন ঐহরি বলিকে বলিলেন, “হে অম্বরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত আছ, আমি দুই পাদে সমগ্র পৃথিবী ও স্বর্গ লোক আক্রমণ করিয়াছি । তৃতীয় পাদ-পরিমিত ভূমি আর কোথায় আছে ? তুমি প্রতিশ্রুত হইয়াও ভূমি-দান করিতে পারিলেন না । সুতরাং তোমার নরকে বাস করা উচিত ।” বলি বামনদেবের কথায় কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া, প্রসন্ন-চিত্তে পাতালে যাইতে সম্মত হইলেন এবং বিষ্ণুকর্তৃক বন্ধন-মুক্ত হইয়া, স্ততলে গমন করিলেন । ভাগ ৮৮:১৫—২৩ ।

একবার ইন্দ্র শরশয্যা-শায়ী ভীষ্ম-দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিরাজা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং ভীষ্মদেবের নিকট সংবাদ লইয়া পৃথিবীর নানা স্থান

পর্যটন করিয়া দেখিতে পান যে বলি-
রাজ ধরাবশ ধারণপূর্বক এক শূণ্য
গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ইন্দ্র তাহা
দেখিয়া অবজ্ঞাভরে তাহার লুপ্ত সৌভা-
গোর জন্ত উপহাস করিলেন। বলিরাজ
তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া ইন্দ্রকে সমুদয়
পার্শ্বিক বিষয়ের অনিত্যতা সহজে
উপদেশ দেন। তিনি বলিলেন, “তুমি
যে রাজ্যাত্মিকে সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী
বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিত্যস্থ
অকিঞ্চৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী
কখনই এক স্থানে বাস করেন না।
উনি তোমার মত সহস্র সহস্র উল্লে
অবস্থান করিয়াছিলেন। একদা
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে
আশ্রয় করিয়া আছেন। আবার
তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে
গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা
গর্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও
না।” দানব-রাজ বলি এই কথা বলিবা-
মাত্র রাজ-লক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বল রূপ ধারণ
করিয়া বলির শরীর হইতে নির্গত হইয়া
গেলেন। মহাভা-শান্তি-২২৩—২২৫।
লক্ষ্মী দেখ।

যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
ভীষ্মদেব, নৃপতি বঙ্কু-বিয়োগ বা রাজ্য-
নাশ জন্ত ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে,
তাহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা
উচিত, তদ্বিষয়ে বলি-বাসব সংবাদ
নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন
করেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

হিরণ্যকশিপুৰ বংশোৎপন্ন বলি এক
অক্লুদ, যক্তি সহস্র, ত্রিংশৎ নিয়ত বর্ষ
রাজত্ব করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ২০।

অষ্টম (মৃগা সাবর্ণি) মনুষ্যের বলি
ইন্দ্র হন। বৃহদা-৩৭।

(২) অঙ্গিরসের তেত্রিশ জন পুত্রের অত-
তম। তিনি অত্যাশ্রিত ভ্রাতাদের ত্রায়
একজন শ্রেষ্ঠ মন্ব-প্রণেতা ছিলেন।
বায়ু-৬২; ব্রহ্মা-৬৫। (৩) যজুবংশীয়
উষদখের পুত্র হেম, হেমের তনয়
মুতপা, তৎপুত্র বলি। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮।
উষদখ দেখ। (৪) একজন বেদবেদাঙ্গ-
পারগ ঋষি; তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায়
উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। (৫)
শুঙ্গবংশীয় শুশুমার ভ্রাতা বলি, প্রভুর
প্রাণ-বধ করিয়া, কিছুকাল রাজত্ব
করেন। তাহার পর তদ্ভ্রাতা কৃষ্ণ
রাজা হন। ভাগ ১২ স্ব-১।

বলিচন্দ্র—দনায়ুষার গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রের
অন্ততম। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বলিপ্রিয়—দ্বারকা ক্ষেত্রে ঈশাণকোণের
অন্ততম দ্বারপাল। স্বন্দ-দ্বা-১৭।

বলিভূক্ত—হুঙ্কর, ভৈরবাবব, মহাবল,
কিচ্চিনীক, করাল, বিকট, বলিভূক্ত ও
বলিপ্রিয় ইহারা দ্বারকা তীর্থের ঈশান
কোণস্থিত দ্বারপাল। তাহারা সত্রীক
তথায় থাকেন। জয়ন্ত ইহাদের নেতা
ও প্রভু। স্বন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭।

বলী—চন্দ্রীরাজ দমঘোষের অন্ততম
পুত্র। উপদিগ দেখ।

বলীন—একজন বিখ্যাত অশুর। মহাভা-
আদি-৬৭।

বলীবাণ—মহর্ষি বলীবাণ একজন বেদ-
বেদান্তপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা
সভা ৪।

বলেকু—বশিষ্ঠ-বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। ঐহাদের আশ্রয়ে প্রবর,
ভিগীবম্ব, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি, এই
তিনটি। নং-২০০।

বলোৎকট—বিধুম নামক এক বহুর
অত্যন্ত ভূতা। স্বন্দ-ব্র-সে-৫। পুষ্পদন্ত
(৬) দেখ।

বলোৎকট—(১) স্বন্দ-দেবদেনাপতি-পদে
বৃত্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থে সমুদয়
মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, তিনি
ঐহাদের অত্যন্ত। মহাভা-শলা ৪৭।
(২) হর্ষ অশুরের সহিত পালতীর যুদ্ধ
কালে, দেবীর অনুচরী জনৈক মহা-
শক্তি। স্বন্দ-কাশী-উ-৭২।

বল্ল—(১) জনৈক অশুর। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-
হস্তে নিহত হন। ভাগ-৩৯-৩। (২)
প্রহ্লাদের গবেষ্ঠী, কালনেমী, জম্বু,
বল্ল ও জম্বু এই পাঁচ পুত্র ছিল।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। প্রহ্লাদ দেখ।

বল্লভজ্ঞ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অত্যন্ত
পুত্র। মহাভা-অশু-৪।

বল্লভ—প্রাচীন কালে বল্লভ নামে এক
অনার্য্য দাস ছিল। তাঁহার নিকট
হইতে মহর্ষি বল্লভ ধন প্রাপ্ত হইয়া
ছিলেন। ঋক-৮। ৪৬। ৬২।

বল্লভ—ইবল দৈত্যের পুত্র। নৈমিষারণ্যে
ঋষিগণের যজ্ঞকালে নানারূপ আকর্ষণ
নিষ্ক্রেপ করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞের বাধাত
উৎপাদন করিতেন। বল্লভের তাঁহাকে
বধ করেন। গর্গ-ব-৮; স্বন্দ-ব্র-সে-১৯;
ভাগ-১৭-৭৯। অনিরুদ্ধ যজ্ঞাশ্ব লইয়া
পৃথিবী পর্যাটন করিতে করিতে দৈত্য-
রাজ বল্লভের পুরীতে গিয়া উপস্থিত
হন। বল্লভ সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া
দিক্ মধ্যো পাক্জয় উপবীপে লইয়া
যান। তখন যাদবগণের সহিত বল্লভের
অনুচরণের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে
বল্লভের বহু সৈন্য ও সেনানী নিহত
হয়। তখন বল্লভ স্বয়ং পুত্রকে সঙ্গে
লইয়া যুদ্ধে প্রৱেশ করেন। কিন্তু
যুদ্ধে মহাদেবের বরে বল্লভ মৃত্যুমুখ
হইতে বক্ষা পান। গর্গ-অশ্ব-২৬, ২৮,
৩২, ৩৫, ৩৯।

বল্লভ—ভামবিরটি রাজ-ভবনে ছদ্মবেশে
বল্লভ নামে পরিচিত হইয়া পাচকের
কাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে
তিনি দ্রৌপদী-নির্ঘাতক কীচকে বধ
করেন। মহাভা-বিরা-৮।

বল্লভ—(১) রাজর্ষি শতানীকের অত্যন্ত
মুখ্য। স্বন্দ-ব্র-সে-৫। (২) নরপতি
শিবদ্বীপের পুত্র বলাকাশের পুত্র বল্লভ।
দেবরাজ-সন্থ প্রভাব সম্পন্ন মহারাজ
কুশিক এই বল্লভের পুত্র। মহাভা-
অশু-৪, ৫২। কুশিক দেখ।

বল্লভ—কৃণু নামে জনৈক মুনি, দীর্ঘকাল-

বাপী তপশ্চরণ করিতে থাকিলে, তাঁহার দেহ বন্যীক যুক্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই জন্ত তিনি বন্যীক নামে খ্যাত হন। এক শৈলযুগ্মের গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রই কালে বায়িকী নামে খ্যাত হন। স্বন্দ-বিষ্ণু বৈশা ২১।

বল্লিক—দেবাসুর-সংগ্রামে অগ্নি-কঙ্কক নিহত জ্ঞানৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-স্ব-৭৫
বশ—মহর্ষি বশ অশ্বঘোরের স্ত্রীত করিয়া একদিনে প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার অনার্য্য-রাজ বল্মশের নিকট হইতেও অনেক ধন পাইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২০।

বশবর্তী—ভূতীয় (উত্তরীয়) মনুষ্যের স্তম্ভাম, সত্য, শিব, প্রতর্দন ও বশবর্তী এই ষাট-আত্মক পঞ্চ প্রকার দেবগণ ছিলেন। বিষ্ণু-৩৭।১।

বশাতি—ইক্ষাকুর শত পুত্রের মধ্যে বশাতি প্রভৃতি ৪৮ জন দক্ষিণ দিক রক্ষা করিতেন। হরি-হরি ১১।

বশিষ্ঠ—(১) মিত্রাবরুণ হইতে উর্দ্ধশী-গর্ভে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। বশিষ্ঠ ঋষি নৃপতি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু ভারতদিগের পুরো-হিত ছিলেন। এই স্ত্রে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ-বংশীয়দের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ছিল। একদা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বংশীয়-

দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এবং বশিষ্ঠও তাঁহার বিরুদ্ধে অতি কঠোর মন্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঋক্-৭ম মণ্ডল-১। (২) বশিষ্ঠের শত পুত্র বিশ্বামিত্র ও তাঁহার অপত্যগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শপথ করা অত্যাঘ হইলেও, মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজের পরিণুক্তি জ্ঞাপনার্থ নরপতি পিষ-বানের পুত্র সুদাস নরপতির নিকট, “বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্র বধ করিয়াছেন, বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। মনু-৮।১১০।

নীচ-কুলোদ্ভূতা অক্ষমালা মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া পরম মন্ত হইয়াছিলেন। মনু-৯।২৩।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। বশিষ্ঠের পত্নী শতপার ৫৩ বৈবরাজ পুরুষের উরসে বীর নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-৭।

বশিষ্ঠের পুত্রের নাম উর্জা। হরি-হরি-

বশিষ্ঠের অন্ততম পুত্র ওর্জা স্বারোচিষ মনুষ্যের ঋষি ছিলেন। হরি ৭।

একবার বশিষ্ঠ অনার্য্যটির সময়ে জীবগণের পরিভ্রাণ করিয়াছিলেন। সেইজন্ত তিনি অক্ষয় সূত্র উপভোগ করিয়াছিলেন। মহাভা-অষ্ট ১২৫ ; আদি-১৭৪।

ব্রহ্মার সমান হইতে বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা দেখ।

দক্ষের অত্যন্তম কন্যা উৰ্জা বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন । বায়ু-১০ । প্রসূতি দেখ ।

বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহাদেবের অত্যন্তম অবতার বালির স্ত্রীমা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র ছিলেন । বায়ু ২৩ ; লি-২৪ । বালি দেখ ।

বশিষ্ঠ মহারাজ দশরথের অত্যন্তম মন্ত্রী ও পুরোহিত রূপে এতী ছিলেন । তিনি দশরথের পুত্রোত্তি যজ্ঞ সম্পাদন করেন । রামা আদি-৮ -২২ ।

মহাবল বিখ্যামিত্র একদান বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া অতিথি হন । বশিষ্ঠ-দেব তাঁহার সবল্য নানী হোমধেনুর সাহায্যে নানা প্রকার স্ত্রীত বাণ্ড ভোজনাাদ উপস্থিত করিয়া, দাপ্তর বিখ্যামিত্রকে পরিভূপ্তর সতিত ভোজন করান । তখন বিখ্যামিত্র সবলার ত্রুপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া, গাভীটা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন । বশিষ্ঠ তাহা দিতে অস্বীকার কবাতে, তিনি বলপূরক গাভী হরণ করেন । তখন বশিষ্ঠ স্বীয় একান্তে প্রভাবে হোমধেনুর সাহায্যে অসংখ্য সৈন্ত সৃষ্টি করিলেন । সেই সৈন্তগণ বিখ্যামিত্রের সৈন্তদিগকে সংহার করিতে লাগিল । তাহা দেখিয়া বিখ্যামিত্র ক্ষুব্ধবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া, বশিষ্ঠকে পরাভ করিবার জন্ত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন । মহাদেবের নিকট দিব্যাস্ত্র

লাভ করিয়া তিনি পুনরায় বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মদেহের নিকট তাঁহার শিবদত্ত দিব্যাস্ত্রও বিফল হইল দেখিয়া, পরাভব স্বীকার পূর্বক তিনি ব্রাহ্মণ্য লাভের জন্ত তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন । রামা আদি-৫৩-৬০ ; মহাভা-আদি-১৭৫ ; দেবীভা-৩৮-১৭ ।

বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বংশের কুলপুরোহিত ছিলেন ও দশরথের পুত্রদের জাতকর্ম, বিবাহ, অভিষেক, অস্তোষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি কাণ্ডে পোরহিত্য করিতেন । দশরথের মৃত্যুর পরও তিনি ইক্ষ্বাকু বংশের বিশেষ দিতকারী পরামর্শ-দাতা ছিলেন । রামায়ণের আদি ও অন্ত্যোধ্যায় কাণ্ডে বশিষ্ঠের সঙ্গে ইক্ষ্বাকু বংশের এই সম্বন্ধের পরিচয় নিম্নলিখিত অধ্যায়-গুলিতে পাওয়া যায় । রামা-আদি-৭, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ৫২, ৫৩—৬০, ৬৫, ৬৯, ৭০—৭৪, ৭৭ । অযো-৩, ৫, ১৪, ৩৭, ৬৬—৭২, ৭৬, ৮১, ৮২, ৯০—৯৩, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৬, ১০৯—১১৫ । আর-৬৬ ।

নিমি নামে ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র ছিল । তিনি একবার এক দীর্ঘ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন । সেই যজ্ঞে প্রথমে বশিষ্ঠকে বরণ করেন ও পরে অত্রি, অজিতা, ত্রু ও প্রভৃতি মুনিদিগকে বরণ করেন । সেই সময়ে বশিষ্ঠ নিমিকে কহিলেন, “হত্র পূর্বেই আমাকে বরণ করিয়াছেন,

অতএব যৎকাল-পর্যন্ত আমি ইচ্ছের
যজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া না আসি,
ততকাল তুমি অপেক্ষা কর।” বশিষ্ঠ
এই বলিয়া গমন করিলে, মহর্ষি গোতম
বশিষ্ঠের কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। পরে বশিষ্ঠ ইচ্ছের যজ্ঞ
সমাপন করিয়া দিগ্বিদ্যা আশ্রিয়া দেখি-
লেন গোতম ঋষি তাঁহার পদে নিমজ্জ
হইয়াছেন। ইহাতে ভীতান্ত্র ক্রুদ্ধ
হইয়া বশিষ্ঠ নিমিত্তে শাপ দেন,
“যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া
অজ্ঞকে বরণ করিয়াছ, অতএব তোমার
দেহ চেতনা-বিহীন হইবে।” তিনি
বশিষ্ঠের এই শাপে অতিশয় ক্রুদ্ধ হই-
লেন এবং বশিষ্ঠকে কহিলেন, “আমি না
জানিয়া নিদ্রিত ছিলাম; তথাপি আপনি
ক্রোধে আমাকে শাপ দিয়াছেন। অত-
এব আপনার দেহও বহুকাল চেতনা-
শূন্য হইয়া থাকিবে।” অনন্তর মহর্ষি
বশিষ্ঠ অশরীরী হইয়া অপর দেহ প্রাপ্তির
বাসনার ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন,
এবং আর একটি দেহ দান করিবার
জন্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে
লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনায়
তাঁহাকে মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট
হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে বলি-
লেন। তদনুসারে মিত্রাবরুণের গুহ্যে
উর্ধ্বশীর্ষ গর্ভে বশিষ্ঠদেব পুনর্বার শরীরী
হইয়া জন্মলাভ করিলেন। রামা-উক্ত-
৬৫—৬৬; দেবীভা-১৯-১৩, ১২; ৬৯-

১৪; বিষ্ণু-৪র্থ-৫; ভাগ ৯৯-২। মিত্রা-
বরুণও উর্ধ্বশীর্ষ দেখ।

বশিষ্ঠ যুনি সৌদাস রাজার যজ্ঞে
পুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদন
কালে সৌদাসের পুরাতন শত্রু এক
রাক্ষস ছদ্মবেশে নরমাংস পাক করিয়া
বশিষ্ঠকে পাঠিতে দেন। আহারার্থ নর-
মাংস প্রদত্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া,
বশিষ্ঠ সৌদাসকে শাপ দিতে উত্তত
হন। সৌদাস রাজাও বশিষ্ঠকে
প্রতিশাপ দিতে উত্তত হন। কিন্তু পরে
মহিষীর অনুরোধে সৌদাস তাঁহার
শাপ প্রতিহার করেন। রামা-উক্ত ৭৮;
বৃহদ্ভা ৮; বিষ্ণু-৩র্থ-৪। কল্যাণপাদ
দেখ।

বনবাসান্তে রামচন্দ্র আশ্রিয়া যখন
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও
বশিষ্ঠদেব তাঁহার একজন পরম হিত-
কারী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা স্বরূপ
ছিলেন। সমুদ্র ক্রিয়া কাণ্ডে এবং রাজ-
কাণ্ড কাৰ্য্যাদিতে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে
নানাবিধ উপদেশ দিতেন। তৎসমুদয়
বিস্তারিত জানিতে হইলে, রামায়ণ
উত্তরা-কাণ্ডের ৪৭, ৬০, ৬৭, ৬৮,
৭০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ৮৭, ১০৪, ১০৯,
১১২—১২২ অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য।

হস্তীন্দ্র, সুরত, মৃতি, আপ, জ্যোতি,
অগ্ন ও স্রগ এই সপ্ত বশিষ্ঠ-পুত্র স্বারো-
চিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-২;
দ্রো ৩৩; বায়ু-৩১। আপ দেখ।

স্বায়ম্ভুব-মহন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের
অন্ততম ছিলেন। সৌর-৩৩ ; বায়ু-
৩১ । স্বায়ম্ভুব মনু দেখ ।

বশিষ্ঠ ঋষি ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক রাজাকে
ঐহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বর্ণন
করেন। মং-৯২ ।

বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রতিম,
ভরদ্বাজ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন, এই কয়
জন বশিষ্ঠ-বংশীয় মহর্ষি। মং ১৪৫ ।

দেবমাতা ও দেবপত্নীগণ-দর্শনে,
পরমেশ্বরী ব্রহ্মার শুক্রক্ষরণ হয়। তিনি
সেই শুক্র গোপন করেন। তাহাতে
হতাশন হইতে ঋষিদিগের জন্ম হয়।
প্রথমে তপোনিধি ভৃগু সমুৎপন্ন হন।
অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ; অর্কিঃ (শিখা)
হইতে অরুি ; মরীচি(কিরণ) হইতে মহা-
তপা মরীচি ; কেশভাগ হইতে মহাতপা
পুলস্ত্য ; কেশের লম্বিত ভাগ হইতে
পুলহ ; অগ্নির বসু (সার) ভাগ হইতে
বশিষ্ঠ মহর্ষি সমুৎপন্ন হন। মং-১৯৫ ।

বশিষ্ঠ বংশজ বিপ্রগণের এক আর্ষের
প্রবর ও ঐহাদের স্ববংশে বিবাহ
অবহিত। মং-২০০ ।

রাজ্য ভরিশচক্রে চণ্ডালই প্রাপ্তি,
রাজধানী, ভাষা ও তনয় বিক্রম প্রভৃতি
সচলার জন্ত বিখ্যামিতই দায়ী হইত।
জানিতে পারিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ বিখ্য-
ামরকে শাপ দিয়া বক পক্ষী করিয়া
দেন। বিখ্যামিত্রও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ
দিয়া আড়ি পক্ষী করিয়া দেন। এই

নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া ঐহার
পরম্পরের প্রতি ক্রোধবশতঃ বৃদ্ধে
প্রবৃত্ত হন। অত্বেকোন উপায়েই ঐহা-
দিগকে নিবৃত্ত করাতে না পারিয়া
ব্রহ্মা ঐহাদিগের ত্রিধাক্-যোনীক
অপনোহন করেন। দেবীতা-৬৮-১২ ;
বায়ু ৮৮ ; মার্ক-৯। বক দেখ ।

বৈবস্বত মহন্তরের বরাহ-কন্মে বৃগুক্রমে
অটীশ জন যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ
করেন। ঐহাদের প্রত্যেকের চারি
জন করিয়া শিষ্য ছিলেন। কশ্চপ,
বশিষ্ঠ, বিরজা ও অত্রি ঐহার স্মবালক
নামক যোগাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।
শিব-বার-উ-১০ ।

চাক্ষুষমন্তর পুত্র বশিষ্ঠ গুংসমদ
মুনিকে অশুভভাবে সামগান করার
জন্ত শাপ দিয়া মৃৎ পণিত করেন।
শিব-ধর্ম্ম ২ । গুংসমদ দেখ ।

বশিষ্ঠ মুন ধর্ম্মায়া সত্যব্রত নৃপতির
কুলপুত্র ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে
রাজার কলাগ কামনা করিয়া ঐহার
রাজ্য, ক্ষেত্র, গোভী প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ
করিতেন। একবার নরপতি, সত্যব্রত
বনবাস কালে বশিষ্ঠের সুরভি গাতীকে
হত্যা করিয়া স্বয়ং ভোজন করেন।
এই পন্থা বিরুদ্ধ কাণ্ডের জন্ত বশিষ্ঠ
সত্যব্রতকে শাপ দেন ও তদবধি নৃপতি
সত্যব্রত ঐদক্ষ নামে খ্যাত হন। শিব-
ধর্ম্ম-৬১। সত্যব্রত ও ঐদক্ষ দেখ।
এই উপাখ্যানটি পরিবর্তিত আকারে

দেবীভা-৭৯-১৩—১৫ অধ্যায়ে পাওয়া যায় ।

বরাহ-কল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ বাসরূপে অবতীর্ণ হন । ব্রহ্মা-২৩ । আত্মরি দেখ ।

বশিষ্ঠ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতাদিগের অতীতম ছিলেন । ব্রহ্মা-৬৫ ।

সুহৃদ্র নরপতি শিবের শাপে জীহ্ব প্রাপ্ত হইয়া বুধের ঔরসে পুত্রবাকে প্রসব করেন । সুহৃদ্রের ঐ ছদ্মশা দেখিয়া বশিষ্ঠ শঙ্করকে স্ত্রাবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, সুহৃদ্র এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকিবেন, এই বর লাভ করেন । দেবীভা-১৯-১২ । সুহৃদ্র দেখ ।

বশিষ্ঠের শাপে ছোট নামক বস্তুর পত্নী গঙ্গাগর্ভে মৃত্যুযোনীতে জন্মগ্রহণ করেন । দেবীভা-২৯-৩ ; মহাভা আদি-৯৭—৯৯ ।

বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতা । বশিষ্ঠ ঋষি দেবশর্মা নামক ব্রাহ্মণের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণন করেন । পদ্ম-উ ৭৭ ।

ভীষ্ম যখন শর শয্যায়া শয়ান ছিলেন, তখন অজ্ঞাত ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠও তাঁতাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । পদ্ম-উ-৮১ ।

কার্ত্তবীৰ্য্য কর্তৃক অরুন্ধতা হইয়া বশিষ্ঠ, চন্দ্রিকা, সুতারা, সুশীল, প্রমোদিনী ও সুস্বরা নামী পঞ্চ গন্ধর্ব্ব-কন্যা কর্ত্তবে মাঘ-স্নান করিয়া গোমশ

মুনির শাপ হইতে মুক্ত হন, তাহা ব্যক্ত করেন । পদ্ম-উ-১২৮ ।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, গৌতম, চাবন প্রভৃতি ঋষিগণ নারদের জ্ঞান যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । পদ্ম-উ-১৯৫ ।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দিলীপ ও তৎ-পত্নী সুদক্ষিণা পুত্র-মুখ-দর্শন-মুখে বঞ্চিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন ও নানারূপে তাঁহার পরিচর্যা করিতে থাকেন । বশিষ্ঠ তাহাদের মনোহঃখের কারণ অবগত হইয়া দিলীপকে বলেন যে তাহার হোমধেনু নন্দিনীর পরিচর্যা করিলে, তিনি পুত্রমুখ দর্শন করিতে পাবিবেন । পদ্ম-উ ২০২ । দিলীপ দেখ ।

অরুন্ধতাল গর্ভে বশিষ্ঠের শক্তি-প্রমুখ শত পুত্র জন্মে । বায়ু-২ ।

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের শক্তি-নামক এক পুত্র জন্মে । শক্তির পুত্র পরাশর । বায়ু ৭১ ।

বশিষ্ঠ দক্ষের অতীতম কন্যা উজ্জ্বাকে বিবাহ করেন । বায়ু-৩০ ।

বশিষ্ঠের স্ত্রী উজ্জ্বা হস্তে রজঃ, গাত্র, উদ্ধবাহ, বসন, অনঘ, স্রুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে । তাহার উত্তম ন্যস্তবে সপ্তমি ছিলেন । বিষ্ণু-১ম-১০ । উজ্জ্বার গর্ভে বশিষ্ঠের রজঃ, গাত্র, উদ্ধবাহ, বসন, অনঘ, স্রুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে । মার্ক ৫২ । উজ্জ্বা হইতে বশিষ্ঠের রজঃ, স্রুতপা, বাহ, বসন, অনঘ (অনঘ ?),

সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে । শিব-বায়-পূ-১৫; লি-পূ-৩ । উজ্জ্বল হইতে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র ব্যতীত পুণ্ডরীক নামী এক কন্যা জন্মে । শিব-বায় পূ-১৫; সৌর-২৬; ব্রহ্মাণ্ড-২৯ । এই কন্যা বশিষ্ঠের সম্ভানগণের সর্কস্রোষ্ঠা ছিলেন । ব্রহ্মা-২৯ ।

বশিষ্ঠ, নল, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষি-দের আশ্রম হিমালয় পর্বতে ছিল । বায়ু-৪৩ ।

অত্রি ও বশিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রত্ন সর্প, মেনকা ও সহজত্মা অঙ্গরা, হাঙ্গা ও হুহু গন্ধর্ব্ব, রথশ্বন ও রথচিত্র গ্রামণী, পৌরুষেয় ও বধ রাক্ষস, মিত্র ও বরুণ আদিভা, হাঁহারা জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে রবিরথে অবস্থান করেন । বায়ু-৫২ । পুঞ্জিকস্থলা দেখ ।

বরুণদেবের অশ্বিন নামে এক পুত্র ছিল । সেই পুত্রই পরবর্ত্তীকালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে খ্যাত হন । বায়ু-৯৪ ।

বশিষ্ঠ কামরূপক্ষেত্রে পুরুষচরণপূর্ব্বক সিদ্ধ-মন্ত্র হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান হইয়াছিলেন । শ্রীমহা-৭৩ ।

পিতার উপদেশে ককি বিবিধ যন্ত্র দ্বারা যজ্ঞপতি হরির আরাধনা করেন । তিনি ক্রপ, রাম, বাস, বশিষ্ঠ, ধোমা, অকুতবণ, অশ্বখামা, মনুজ্জ্বল, মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অক্ষনা-পূর্ব্বক গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত ও স্নাত

হইয়া দক্ষিণা দান করেন । ককি-তৃ-১৬ ।

একবার দিলীপ-নন্দন ভগীরথ সন্ধি-চিতে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, “মদীয় পূর্ব্ব-পিতামহগণ পরম পুণাশীল হইয়াও কি জন্ত ভগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিতে পারেন নাই । এক্ষণে আমিই বা কিরূপে তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিব ?” তদুত্তরে বশিষ্ঠ ভগীরথকে বলেন যে তাহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্ত উগ্রতর তপোব্রতানি করিয়াছিলেন । ভগীরথ ও তরুণ করিয়া গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন । এতদ্বিল্ল বশিষ্ঠ গঙ্গা-দেবী ঐক প্রকার, তিনি কোথায় অবস্থান করেন এবং কি প্রকার তপস্তা করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা যাইবে তাহা সবিস্তার ভগীরথকে বলেন । বৃহদ্ধ-ম-১৯ ।

বলদেবের জন্ম হইলে দ্বৈপায়ন, দেবল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনা ও তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন । বর্গ-গো-১০ ।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । বর্গ-বি-৪৯ ।

পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি গঙ্গাবারে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে অত্যন্ত ঋষিগণ সহ বশিষ্ঠও উপস্থিত ছিলেন । পদ্ম-স্ব-৫ ।

সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বশিষ্ঠ
সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন। পদ্ম-স্ব-৭।

কর্ত্তবীর্ষ্যার্জুন বশিষ্ঠের তপোবন
দগ্ধ করিলে, বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে
শাপ দেন যে সেই দুষ্কর্মের জন্য হুণ্ড-
নন্দন পরশুরাম তাঁহার বাহু-সহস্র
ছেদন ও মর্দন করিয়া তাঁহার প্রাণ
সংহার করিবেন। পদ্ম-স্ব-১২।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ পুষ্করে তপস্তা
করেন। পদ্ম-স্ব-১৯।

পূর্বে বৃহৎকরে ধন্বমূর্ত্তি নামে এক
রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভানুমতী
অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। রাজা
ধন্বমূর্ত্তির অনুরোধে তাঁহার পুত্রোদ্ভিত
বশিষ্ঠ রাজাকে, কোন ধর্মের দ্বারা
তাঁহার সেই অল্পতমা লক্ষ্মীলাভ ঘটয়া-
ছিল, এবং কোন কারণেই বা তাঁহার
শরীরে উত্তম বিপুল তেজ অগ্নিপ্রাছিল,
তাহার কারণ সবিশেষ বর্ণন করেন।
পদ্ম-স্ব-২১। ধন্বমূর্ত্তি দেখ।

একবার ব্রহ্মা পুষ্করে এক যজ্ঞ করেন
সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ অগ্রতম ঋষি ছিলেন।
ব্রহ্মা দেখ।

একবার একবার মানস-কন্যা ব্রহ্মাকে
দেপিয়া দগ্ধ, মরীচি প্রভৃতি মূনিগণের
হাঁজুর বিকার উপস্থিত হয়। কিম্বদন্তী
দেবের দিকারে তাঁহারা চিত্ত চাক্ষু-
দমন করেন। তখন লজ্জাবশে ঋতু-
বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, অজিতা প্রভৃতি ঋষি-
গণের যে বর্ষজল ভূতলে পতিত হয়

তাহা হইতে অগ্নিঋতু ও বর্ষঋতু বাতীত
অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হন। তাঁহারা
সৌম্য, আজপ, সুকালিন ও হবির্ভূজ
(হবিষ্যন্ত) নামে খ্যাত হন। ইহাদের
মধ্যে সুকালিনগণ বশিষ্ঠের পুত্র।
কা-২।

মহাদেবের অবতার রাজা চন্দ্রশেখ-
রের বেতাল ও ভৈরব নামে দুই তনয়
ছিল। তাঁহারা পিতা-কর্ত্তৃক ধনরত্নাদি
হইতে বঞ্চিত হইয়া মনোদুঃখে তপস্তা
করিতে কামরূপ গমন করেন। তথায়
বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের
পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দেবাদি-
দেব মহাদেবের আরাধনা কবিত্তে
বসেন। তাঁহারা তদনুসারে শিবের
স্তব করিয়া তাঁহার রূপায় কৈলাসে
গমন করেন। কাণিক্য-৫২।

প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের
মনো আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা
একশত অর্শাতি মণ্ডলবাণী স্বর্গার যে
গন্তব্য পথ আছে, তাঁহাতে যে রথ
গমন করে, তাঁহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন
আদিভা, ভিন্ন দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব,
অঙ্গরা, যক্ষ, দম্প ও রাগসগণ অবিষ্টনে
করিয়া থাকেন। এই স্মারকে আষাঢ়
মাসে, বরুণ, বশিষ্ঠ, রত্না, সপ্তজ্ঞা,
হৃৎ, লুপ ও রথচিহ্ন—হঁহা-বা-বাস করিয়া
থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বাণজ
সপ্তর্ষিদের অগ্রতম হন। বিষ্ণু-৩য়-১।

যুগে যুগে বিষ্ণু বেদবাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ বেদবাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১; বায়ু-২৩। তখন কপিল, অশ্বরি, পঞ্চশিখ ও বাঙ্কলি (বাখলি; ব্রহ্মা-২৩) এই চারি জন তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

নরপতি ইক্ষ্বাকু এক দিবস অষ্টকা শ্রাক্ষ উপলক্ষে তাঁহার তনয় বিকৃক্ষকে প্রাক্কোচিত মাংস আনিতে দেন। বিকৃক্ষি যুগ-হননান্তে প্রত্যাগমন কালে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া সমাস্ত তপত্ব-দিগের মধ্য হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিলেন, এবং ভক্ষণান্তে অবশিষ্ট মাংস আনয়ন করতঃ পিতাকে প্রদান করিলেন। রাজা ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠকে সেই সমুদয় মাংস প্রাক্ষণ করিতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন, “এই অপবিত্র মাংসে কি প্রয়োজন? তোমার দুরাশ্রয় পুত্র মাংস নষ্ট করিয়াছে, কারণ সে ইহার মধ্য হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিয়াছে।” শুক এই কথা বলিলে, বিকৃক্ষ শব্দ নামে বিখ্যাত হইলেন। বিষ্ণু ৪র্থ-২।

নরপতি সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়া বনে পর্যাটন করিবার সময় এক ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে শাপ দেন যে তিনি স্ত্রী সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশ

প্রাপ্ত হইবেন। সেই শাপে রাজা পুত্র লাভে ব্যস্ত হন; পরে তাঁহার প্রার্থনার বশিষ্ঠের ঔরসে সৌদাস-পত্নী মদয়ন্তী অশ্বক নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-৪। অশ্বক দেখ।

কশ্যপাশ্বজ মুর দৈত্য, পৃণিবী-জয় উপলক্ষে পর্যাটন করিতে করিতে, অগোধ্যাতে গিয়া রবুরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব, মনে ইহা বুদ্ধিতে পারিয়া, রবুরাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ মুরকে যমের নিকট যাইয়া সন্ধ করিতে বলেন। বাম-৬০।

নরপতি সম্বরণ সূর্য্য-তনয়া তপতীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলে, বশিষ্ঠ সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তপতীকে আনয়ন করিয়া সম্বরণ-হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-আদি-১৭৩।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুণতীর পতি। দুর্জয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিক বংশ উচ্ছেদ করেন নাই; পুত্র-শত বিনাশ-হুখে অতিশয় কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুত্রাদিকে আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ইক্ষ্বাকু

কুলোদ্ভবভূপালেরা এই সমাগরা পৃথিবী
অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে
পৌরহিত্যে বরণ করিয়া অসংখ্য
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । মহাভা-
আদি-১৭৪ । মুচুকুন্দ দেখ ।

ব্রহ্মার অগ্রতম মানস-পুত্র বশিষ্ঠ
তাঁহার প্রাণ হইতে উৎপন্ন হন ।
ভাগ-৩ঙ্ক-১২ ।

বশিষ্ঠের উপদেশে বৎসরাজ নৃসিংহ-
হৃদদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া হত-রাজ্য
ফিরিয়া পান । বরা-৪২ । বৎস দেখ ।

কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্মদেব বশিষ্ঠের
নিকট বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন ।
মহাভা-শান্তি-৩৭ ।

বশিষ্ঠ ঋষি শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের
দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে
উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-শান্তি-৪৭ ।

বশিষ্ঠ-দেব নরপতি মুচুকুন্দের পুরো-
হিত ছিলেন । তিনি মুচুকুন্দকর্তৃক
নিম্জিত হইয়া তপো-প্রভাবে রাক্ষস-
নাশ-কারী বহু সৈন্তের সৃষ্টি করেন ।
মহাভা-শান্তি-৭৪ । মুচুকুন্দ দেখ ।

মহাদেব বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের আধি-
পত্য প্রদান করেন । মহাভা-শান্তি-
১২২ । কুপ (৩) দেখ ।

সমুদয় স্বাবর জন্ম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা
বেদ-সম্মত সনাতন ধর্ম উৎপাদন
করেন । বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, আদিত্য,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিগণ সম্ভবিয়া-
হারে ঐ ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন ।
মহাভা-শান্তি-১৬৬ । ব্রহ্মা দেখ ।

ব্রহ্মার বশিষ্ঠ প্রমুখ আশ্বত্থা সপ্ত
পুত্র, পুরাণে সপ্তব্রহ্মা-রূপে কথিত
হইয়া থাকেন । মহাভা-শান্তি-২০৮ ।
ব্রহ্মা দেখ ।

বশিষ্ঠ, অত্রি, কশ্যপ, গৌতম,
ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই
সাতজন মহর্ষি উত্তর দিকে বাস
করিতেন । মহাভা-শান্তি-২০৮ । এই
মহাশ্রীরা কুবেরের গুরু । মহাভা
অনু-১৫০ ।

বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অত্রি, নারদ,
বিশ্বামিত্র প্রমুখ বহু মহর্ষিগণ ঋগ্বেদের
দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর ত্ত্ব করিয়া
তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন । মহাভা-শান্তি ২১৩ ।

বশিষ্ঠ, ঋত্বিশ্বক, কমঠ, দ্রোণ, আয়ু
প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষি লাভ-
পূর্ব্বক বেদবিদগ্ৰগণা হন । প্রথমে
অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু এই
চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র
উৎপন্ন হয় । অত্যাগ্ন গোত্র কার্য্যদ্বারা
সমুৎপন্ন হয় । মহাভা-শান্তি-২২৭ ।

জনক-বংশীয় মহারাজ করালের
প্রার্থনায় বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে পণ্ডিত-
গণের মোক্ষ লাভের কারণ মঙ্গলময়
অক্ষর পরম-ব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর-
পদার্থের বিষয় কীর্ত্তন করেন । মহাভা-
শান্তি-৩০৩—৩০৯ ।

পূর্বে সুরেক পূর্কতে মরীচি, অত্রি,

অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহা-
তেজাঃ বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি
অবস্থান করিতেন। ঐ সমুদ্বিষ্মণ্ডল চিত্র-
শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু
উহাদের অষ্টম। মহাভা-শাস্তি-৩৩৩।

বশিষ্ঠ একবিংশ প্রজাপতির অন্ততম
ছিলেন। মহাভা-শাস্তি-৩৩৫, ৩৪১।

বশিষ্ঠদেব একবার দানবপতি হিরণ্য-
কশিপুকন্যাকে এক যজ্ঞের হোতৃপদে
নিযুক্ত হন। কিন্তু যজ্ঞ সমাপন হইবার
পূর্বেই তিনি হস্তীর পুত্র বিশ্বকপকে
(অজ্ঞ নাম ত্রিশিরাঃ) বশিষ্ঠের পরিবর্তে
হোতৃপদে বরণ করেন। তাহাতে
ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে শাপ
দেন, “যেহেতু তুমি আমাকে পরিত্যাগ
করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতি-
ষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার
যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না, এবং তুমিও
এক অপূর্ণ জন্মের হস্তে নিহত হইবে।”
দানব-রাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্ম-
শাপ-নিবন্ধন নৃসিংহ মূর্তি নারায়ণ-হস্তে
বিনষ্ট হন। মহাভা-শাস্তি ৩৪৩।

একবার বশিষ্ঠদেব, দৈব ও পুরুষ-
কারের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে
ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মা নানা-
বিধ উদাহরণ দ্বারা বলেন, যে পুরুষ-
কার ব্যতীত, দৈব সুসিদ্ধ হইবার
নহে। মহাভা-অনু-৬।

একবার ইক্ষ্বাকুলজ নৃপতি সৌদাস
দীয় কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে,

ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য
সর্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে উৎকৃষ্ট
পুণ্য-লাভ করিতে পারে, তাহা
জিজ্ঞাসা করেন। তদ্বত্তরে বশিষ্ঠ
তাঁহাকে গো-জাতির মহিমা ও গো-
সেবার ফল কীর্তন করেন। মহাভা-
অনু ৭৮। বশিষ্ঠদেব পরশুরামকেও,
পৃথিবী নিন্দিত্রিয়া-করণ-জনিত পাপ-
স্রাব্যনের জন্ত গো-দান করিতে
বলেন ও গো-দান, সুবর্ণ-দান প্রভৃতির
মহিমা তাঁহার নিকট কীর্তন করেন।
মহাভা-অনু-৮৪, ৮৬।

লোক পিতামহ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অজিরা, বশিষ্ঠ ও
কশ্যপ, মহাবোমেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া
কথিত হন। প্রাক্কে পিতৃদান করিলে
পিতৃলোক প্রাপ্ত হইতে বিমুক্ত হন।
মহাভা-অনু-৯২।

বশিষ্ঠ, অজি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ,
গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই
সাত জন মহর্ষি ও দেবী অরুন্ধতী,
ইহারা তপশ্চা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির
অভিলাষে ঘোরতর তপোপুষ্ঠানপূর্বক
পৃথিবী-পষাটন করেন। ঐ সময়ে এক-
বার অনাহার-নিবন্ধন ক্ষুধার কাতর
হইয়া তাঁহারা নরমাংস ভক্ষণ করিবার
উদ্যোগ করেন। মহাভা-অনু-৯৩।
শৈব্য দেখ। এই আখ্যানটি কিছু
পরিবর্তিত আকারে স্বন্দ পুরাণে (নাগর-
৩২) পাওয়া যায়। বৃষাদভি দেখ।

বহু (অগ্নিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বসুদেবের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই নিমিত্ত বশিষ্ঠদেব এই নাম প্রাপ্ত হন । মহাভা-অমু-৯৩ ।

পূৰ্ব্বকালে বশিষ্ঠ, অঙ্গিরাস, কশ্যপ প্রভৃতি বহু মহর্ষিগণ ও শিবি, দিলীপ, অশ্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ভগবান শত-ক্রতুর সহিত প্রভাস-তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন । মহাভা-অমু-৯৪ । শতক্রতু দেখ ।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মা, মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীৰ্ত্তন করেন । মহাভা-অমু-১২৬ ।

সংকৃতি-নন্দন রত্নদেব মহাশ্বা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য-প্রদান করিয়া ; নরপতি কক্ষসেন ধন-দান করিয়া ও রাজা মিত্র-সহ স্ত্রীর প্রিয় ভাৰ্য্যা মদনস্তুতীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোক লাভ করেন । মহাভা-অমু-১৩৭ । মিত্রসহ, রত্নদেব ও কক্ষ-সেন দেখ ।

বশিষ্ঠদেব দেবগণের প্রার্থনায় খলী নামক দৈত্যকে বিনাশ করেন । মহাভা-অমু-১৫৫ । খলী দেখ ।

ভগবান বাসুদেব কুন্ত মধ্যে রোতঃ সৃষ্টি করিয়া ঐ রোতঃ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন । মহাভা-অমু-১২৮ ।

বশিষ্ঠ, সর্কপাপ-বিনাশন তপঃসিদ্ধ

মহর্ষিগণের অগ্রতম ছিলেন । ঐ সমুদয় ঋষিগণের নাম ত্রিসংখ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । মহাভা-অমু-১৬৫ ।

মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপ-প্রভাবে অষ্টবহুর অগ্রতম গন্ধাগর্ভে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-অমু-১৬৮ ; অশ্ব-৩১ ।

মহাশ্বা বশিষ্ঠের শাপে বিশ্বাবসু-নন্দন দুর্ধম যক্ষ রাক্ষস যোনীতে জন্ম-গ্রহণ করেন । পরে রাক্ষস-অবস্থায় গালব ঋষিকে ভক্ষণ করিতে গিয়া তিনি বিষ্ণুচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় গন্ধকলোক প্রাপ্ত হন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৪ ।

একবার ইন্দ্রাদি সুরগণ দৈত্য-পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শে চক্র-তীর্থে এক যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণবর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণাচ্ছসী ছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩ ।

বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বশিষ্ঠ প্রবর হইয়া থাকে । স্বন্দ-সেতু-ধর্ম্ম-৯ ।

বিশ্বানর নামক এক ধর্ম্মাশ্বা ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, বশিষ্ঠ প্রমুখ বহু ঋষিগণ নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনায় বিশ্বানরের গৃহে আগমন করেন । স্বন্দ-কাশী-পু-১১ ।

বশিষ্ঠ নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন । স্বন্দ-কাশী-উ-৭৭ ।

ব্রহ্মার মুখে উজ্জয়িনী-ক্ষেত্রের মাহাশ্বা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিগণ তথায়

বাস করিতেন । স্বন্দ-আব-অব-২৬ ।

বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণের
জন্ত যে শতাস্থমেধ যজ্ঞ করেন, তাহাতে
বশিষ্ঠদেব সভাসদ ছিলেন । স্বন্দ-আব-
অব-৬৩ ।

বশিষ্ঠদেব স্বন্দের নিকট অবগত
হইয়া, কল্প-ক্ষমাস্ত্রে নূতন জগৎ সৃষ্টির
বিবরণ পরাশর ঋষিকে কীর্ত্তন করেন ।
স্বন্দ-আব-রেবা-৩ ।

বশিষ্ঠদেবের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া
বলবর্ধন নৃপতির মূক পুত্র অশ্ববীচি
বাক্শক্তি লাভ করেন । স্বন্দ-নাগ-৪৬ ।

অগ্নিদেব বশিষ্ঠের নিকট ঈশান-
কল্পের বিবরণ প্রসঙ্গে যাহাতে বিবিধ
বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই আগ্নেয়
পুরাণ নামে প্রখ্যাত । স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-২ ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ, অত্রি প্রমুখ বহু ঋষিগণ
প্রভাস ক্ষেত্রে থাকিয়া লিঙ্গাধারনা
করিয়া থাকেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫ ।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি প্রমুখ আটজন
ব্রহ্ম-নন্দন পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভি-
শপ্ত হইয়া পুনরায় চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জন্ম-
গ্রহণ করেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২ ।
স্বায়ম্ভুব মনু ও ব্রহ্মা দেখ ।

বৈবস্বত মনু পুত্র-কামনায় যে যজ্ঞ
করেন, তাহাতে বশিষ্ঠ হোতা ছিলেন ।
ভাগ-৯ঙ্ক-১ ।

বশিষ্ঠ-পুত্র বসুমান সপ্তম (বৈবস্বত)
মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন ।

বায়ু-৬৪ । বসুমান ও বৈবস্বত মনু
দেখ ।

বশিষ্ঠ নরপতি কীর্ত্তিবীৰ্য্যকে প্রয়াগে
মাব দ্বানের ফল কীর্ত্তন করেন । পদ্ম-
উ-১২৭—১২৯ ।

উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের রত্ন, পুত্র,
অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সূতপা ও স্তরু
এই সাত পুত্র জন্মে । ইহারা সকলেই
সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত । বায়ু-২৮ । উর্জ্জা
দেখ ।

উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের চিত্রকেতু,
সুরোচি, বিরজা মিত্র, উষণ, বসুভৃগ্বান,
ও তামান নামে সাত পুত্র জন্মে ।
ভাগ-৪ঙ্ক-১ ।

বশিষ্ঠেশ্বর—কানীতে বরুণা-নদী-তীরবর্তী
বশিষ্ঠেশ্বর নিম্ন দর্শন করিলে প্রাজাপত্য
লোকে বাস প্রাপ্তি হয় । স্বন্দ-কানী-
পূ-১৮ । পিতৃগণকে জলদানে পরিতৃপ্ত
করিয়া যে ব্যক্তি কানীস্থিত বশিষ্ঠেশ্বর
নামক মহাদেবকে দর্শন করে, সে
ত্রিজন্মোপার্জ্জিত পাপ-রাশি হইতে
মুক্ত ও ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠ-
লোকে অবস্থান করে । স্বন্দ-কানী-
উ-৬১ ।

বশট্কার—ঋষি বিশেষ । তিনি ও আর
কতিপয় ঋষি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রাজা
ইলকে মহাদেবের শাপ হইতে মুক্ত
করেন । রামা-

বশট্কারা—অন্ধকায়ুরের রক্তপান করি-
বার জন্ত, পার্শ্বতীকর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈকা
মাতৃকা । মৎ-১৭৯ ।

বসতি—কুরুবংশীয় রাজা অবীক্ষিতের তনয় পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্ববদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আটজন । মহাভা-আদি-৯৪ ।

বসন্ত—রতি-পতি কামদেবের মন্ত্রী । শ্রীমহাভা-২২ । তিনি ব্রহ্মার দীর্ঘ-নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হন । কা-৪ ।

বসন্তক—নরপতি শতানীকের ছত্ৰা বল্লভের পুত্র । ঋদ্ধ-আব-রেব-৫ । বধুম ও শতানীক দেখ ।

বসন্ততিলক—চৈত্র-দেশান্তগত বসন্ত-তিলক নামী নগরীর অধিপতি । দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রত্নায়ের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় । গর্গ-বিষ-২৬ ।

বসন্তা—উর্দ্ধশীর সহচরী ভট্টনিকা অপ্সরা । ঋদ্ধ-আব-অব-৪ ।

বসাতীর—কোরব-পক্ষীয় বীর বসাতীর কুরুক্ষেত্র-সময়ে অভিমম্বা-হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-৪৫ ।

বসিষ্ঠ, বসীষ্ঠ—কশ্যপ-গোত্রীয় বিপ্র-গণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—কাশ্যপ, নিধুব ও মহাতপা । বসিষ্ঠ । মৎ-১৯৯ । বসিষ্ঠগণ এক আর্ষেয় প্রবর-বিশিষ্ট । বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী নারদের ভগ্নী ছিলেন । মৎ-২০১ । পরাশর-বংশের আর্ষেয় প্রবর তিনটি, যথা—পরাশর, শক্তি ও বসিষ্ঠ । মৎ-২০১ । বসিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, ব্রহ্মা,

নারদ, বিশ্বকর্মা, নমজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, কাস্তিকেশ, নন্দীশ্বর, শোনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক এবং বৃহস্পতি । এই অষ্টাদশ জন বাসু শাস্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া কথিত হন । মৎ-২৫২ । বসিষ্ঠের পুত্র তরুণ (অথবা সূতপা) ভবিষ্য মন্বন্তরে অত্নতম সপ্তর্ষি হইবেন । হরি-হরি-৭ । বসিষ্ঠ-তনয় অষ্টম, সাত জন পরমর্ষির অত্নতম ছিলেন । হরি-হরি-৭ । বসিষ্ঠ দেখ ।

বসু—(১) ঋষির পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন । পিতামহগণকে ব্রহ্ম ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলিয়া থাকেন । পিতৃলোকের এইরূপ দেব-ভাব সনাতনী ঋতি স্বীকার করিয়াছেন । মমু-৩২৮৪ । (২) নরপতি উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ু-মান ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-২ । প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অত্নতম বসু । ব্রহ্মা-৩৪ । (৩) বসু নামে চৈদি দেশের এক রাজা ছিলেন । ইন্দ্র হইতে তিনি এক দিবা রথ পাইয়াছিলেন । বৃহদ্রথ সেই রথখানা, বসু হইতে এবং বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ তাহা স্বীয় পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন । জরাসন্ধের নিকট হইতে গ্রহণ-পূর্ব্বক, ভীম সেই রথ ত্রীকুঞ্চকে প্রদান করেন । হরি-হরি-৩০ । (৪) প্রজাপতি দক্ষের পত্নী ও বীরণ প্রজাপতির

কন্যা অসিক্রী হইতে যষ্টি সংখ্যক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী, বসু প্রভৃতি দশটিকে ধর্ম বিবাহ করেন। এই বসু হইতে ধর্মের বসুগণ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩, ৪ ; ভাগ-৬৮-৪, ৫ ; মৎ-৫ ; সৌর-২৮। দক্ষ (৪) ও (৬) দেখ। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রেবত হইতে ঋক্ষ এবং ঋক্ষ হইতে বিশ্বর্গভ জন্মেন। বিশ্বর্গভের অন্ততম তনয় বসু। বসুর তনয় বসুদেব এবং তনয়া কুষ্মী ও শতশ্রবা। হরি-হরি-৯৪। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্ততমের নাম বসু। মৎ-৯ ; হরি-হরি। দ্রুতিমান দেখ। সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্ততমের নামও বসু ছিল। হরি-হরি ৭। সাবর্ণি মনু দেখ। (৭) প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কান্তপ বসু, ভার্গবজ্যোতি-মান, আঙ্গিবস দ্রুতিমান, বশিষ্ঠ-নন্দন সুন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ সপ্ত --- এই সকল মুনিগণ ঐ রোহিত-মনুষ্মত্রে উৎপন্ন হন। হরি-হরি ৭। (৮) দিনী-বালী, কুল, দ্রুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্তি ও লক্ষ্মী এই নয় দেবী সোমদেবকে যজ্ঞান্তে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫ ; বায়ু-৯০ ; অগ্নি-২৭৪। কীর্তি দেখ। (৯) পুরু-বংশীয় নরপতি জৈলিনের পত্নী রথন্তরী হইতে দ্রুমত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-

৯৪। (১০) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে ক্রমদানু, সুবেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১১৫। (১১) মহারাজ বসু বাসবের ঋায় এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-অশু-৬। (১২) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্ততম পুত্র বসু। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। দক্ষের কন্যাও ধর্মের অন্ততমা স্ত্রী বসু হইতে অগ্নি (অনল) জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নির পত্নী, ধারারন্দ্র, দ্বিগন্ধ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৬৮-৬। সাবর্ণি-মনুর দশ পুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-৭। অবরীবান দেখ। (১৩) উরুশীর্ষের গর্ভজাত নরপতি পুরুষবার অন্ততম তনয়। মৎ-২৪। পুরুষবা ও উরুশী দেখ। (১৪) পুরোমা-কন্তার গর্ভে মহর্ষি ভৃগুব বসু প্রভৃতি ষাটশ যাজ্ঞিক পুত্র জন্মে। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (১৫) দক্ষ-কন্যা বিশ্বার গর্ভজাত দশ জন বিশ্বদেবগণের অন্ততম। মৎ-২০৩। কালকাম দেখ। (১৬) অরুন্ধতী, বসু প্রভৃতি ঋয় দশ কন্যাকে দক্ষ ব্রহ্ম-তনয় মনুকে সম্প্রদান করেন। হরি-হরি-২১৮। আবার হরিবংশেই ৩য় অধ্যায়ে আছে যে ঐ বসু প্রভৃতি দশ কন্যা ধর্মের পত্নী

ছিলেন। বসুর গর্ভে অষ্টবসুগণ জন্ম-
গ্রহণ করেন। সৌর-২৮। দক্ষ দেখ।
(১৭) বসু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি
স্বারোচিষ মন্বন্তরে ধম্ম নিদেষ্ঠা ছিলেন।
শিব-ধর্ম-৫৮; অ-১১৮।

(১৮) তৃতীয় (ঐতমি) মন্বন্তরে দেবতাদের
পাঁচটা গণ ছিল। তন্মধ্যে বসু, ধিম্বা,
বিভাবসু প্রভৃতি নয় জন, প্রতদনগণের
অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮।
উত্তম দেখ।

(১৯) তৃতীয় (ঐতমি) মন্বন্তরে পঞ্চ দেব-
গণের মধ্যে সুধামা-গণের অন্তর্গত অত্ন-
তম দেবতা। বায়ু-৬২। উত্তম দেখ।

(২০) সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে আদিত্য,
বসু, রুদ্র প্রভৃতি আটটা দেব-গণ
কথিত হয়। তন্মধ্যে সাধা, বসু ও
বিশ্বদেবগণ—ইহার ধর্ম-পুত্র আত্রেয়-
গণ-রূপে উক্ত। বায়ু-৬৪; বিষ্ণু-৩৭-১;
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩।

(২১) বসু, ধৃতি, বরিসুবীর্ষ্য—ইহার
(ভবিষ্য) অর্ক-সাবর্ণি মনুর পুত্র। পদ্ম-
সু-৭। বরিসুবীর্ষ্য ও অবরীবান দেখ।
(২২) নবম (দক্ষ-সাবর্ণি) মন্বন্তরে বসু,
হ্রাতিমান প্রভৃতিগণ সপ্তর্ষি ছিলেন।
বিষ্ণু-৩৭-২। দক্ষ সাবর্ণি দেখ।

(২৩) চেদিরাজ উপরিচরের অত্ন নাম।
উপরিচর-বসু দেখ।

(২৪) ধ্রুবের বংশে, বৎসরের অত্নতম
পুত্র। ভাগ-৪ঙ্ক-১৩। জয় দেখ।

(২৫) সন্মুদয় স্থাবর জন্ম সৃষ্ট হইলে,

ব্রহ্মা বেদ-সম্বত সনাতন ধর্ম উৎপাদন
করেন। তখন আদিত্য, বসু, রুদ্র,
সাধাগণ প্রভৃতির ঐ ধর্ম প্রাতিপালন
করিতে লাগিলেন। মহাভা শাণ্ডি-
১৬৬। ব্রহ্মা দেখ।

(২৬) ধম্ম, কাল, কাম, বসু, বাসুকী,
অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা
পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।
ইহার দিকপাল নামে অভিহিত হন।
মহাভা-অমু-১৫০।

(২৭) নরপতি পুন্ডরবার বংশে কুশের
চারি পুত্রের অত্নতম। ভাগ-৯ঙ্ক-১৫।
কুশাষু দেখ।

(২৮) শ্রীকৃষ্ণের অত্নতমা পত্নী শ্রীদেবার
গর্ভে বসু, হংস, স্তবংশ প্রভৃতি ছয়টা
পুত্র জন্মে। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪। শ্রীকৃষ্ণ
ও শ্রীদেবা দেখ।

(২৯) মুর-দৈত্যের অত্নতম তনয়। ভাগ-
৯ঙ্ক-৫৯। অন্তরীক দেখ।

(৩০) পূর্বকালে জম্বুদ্বীপে বসু নামে এক
রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সত্য-
ভামা। নরপতি বসু কীর-দ্বীপবাসী
শ্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিতে কীর-দ্বীপে
যান। তৎকালে তাঁহার স্ত্রী ঋতুমতী
হইয়া নৃপতি-বসুকে সস্ত্র ফিরিয়া আসি-
বার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। নরপতি
বসু সস্ত্র প্রত্যাগমন সহজসাধ্য নহে
দেখিয়া এবং পত্নীর ঋতুকাল যাহাতে
বৃথা না যায় তজ্জন্ত নিজ বীর্ষ্য পুটিকা
মধ্যে রাখিয়া শুক দ্বারা প্রেরণ করেন।

স্বন্দ-আব-রেবা-২৭ । (ইহার পরবর্তী বিবরণ নৃপতি উপরিচব বসুর-বিবরণের সদৃশ । উপরিচব বসু দেখ ।)

(৩১) অপ্রস্তুত (পার্থিব ?) নামক এক ছরীচর রাজার পুত্র বসু । স্বন্দ-প্রভা-অ-৪৮ ।

(৩২) কেরলে বসু নামে এক বেদ-পারগ ঔক্ষণ ছিলেন । জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিত্ত হরণ করিলে, তিনি মনোহুখে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বিক্ষাচলে উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন । তাঁহার দাহ বা ওর্দ্ধুদেহিক ক্রিয়া কিছুই হয় নাই । সেই কণ্ঠ-বিপাকে তাঁহার প্রেতত্ব লাভ হয় । পরে তিনি একদিন এক পথিককে ত্রিবেণীর জলপূর্ণ ছুটি করণ্ড বহন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন এবং সেই জল পান করিয়া পিশাচ-দেহ মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন । পদ্ম-উ-১২৮-১২৯ ।

(৩৩) বশিষ্ঠের অন্ততমা পত্নী পৃথু-নন্দিনীর গর্ভে বসু নামে এক পুত্র জন্মে । বসুর তনয় উপমহু । বায়ু-৭০ । উপমহু (২) ও ইন্দ্রপ্রমিতি দেখ ।

(৩৪) বসুদেবের অন্ততমা পত্নী দেব-রক্ষিতার গর্ভজাত অন্ততম তনয় । বায়ু-২৬ । দেবরক্ষিতা দেখ ।

(৩৫) ষাপরে বসু উদ্ধব রূপে জন্মগ্রহণ করেন । গর্গ-গোল-৫ ।

(৩৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী ও কোশল-

রাজ নম্বজিতের কন্যা নাগজিতী (অন্ত-নাম সত্য) গর্ভজাত অন্ততম তনয় । গর্গ-বিশ্ব-২৮ ; ভাগ-১০ঙ্ক-৬১ । নাগ-জিতী দেখ ।

(৩৭) প্রিয়ত্রতের অন্ততম তনয় হিরণ্য-রেতা । তাঁহার সাত পুত্রের অন্ততম বসু । ভাগ-৫ঙ্ক-২০ । নাভিগুপ্ত দেখ । (৩৮) বৈবস্বত মমুর বংশে ভূতজ্যোতির তনয় বসু, বসুর তনয় প্রতীক । ভাগ-৯ঙ্ক-২ । বৈবস্বত মমু ও কবি দেখ ।

বসুকর্ণ—মহর্ষি বসুকর্ণ একজন ঋগ্বেদ-দেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি বিশ্বদেবের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋক্-১০।৬৫।১ ।

বসুকৃত্ত্ব—মহর্ষি বসুকৃত্ত্ব একজন ঋগ্বেদ-দেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-১০।২০।১ ।

বসুকৃত্ত্ব—মহর্ষি বসুকৃত্ত্ব একজন ঋগ্বেদ-দেব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তিনি কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-১০।২৮।১ ।

বসুগণ—(অষ্টবসু) দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্ততমা স্ত্রী বসু হইতে বসু-গণ জন্মগ্রহণ করেন । আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রতাপ ও প্রভাস এই আট জন অষ্টবসু নামে খ্যাত । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮ ; হরি-হরি-৩ ; বিষ্ণু-১ম-১৫ । ব্রহ্মার পৌত্র প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম,

অহঃ, অনল, অনিল, প্রতাপ ও প্রভাস, এই অষ্টবম্ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-
অম্-১৫০। অম্ভজ, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রতাপ ও প্রভাস, ইহার। অষ্টবম্ । শিব-ধর্ম্ম-৫৪ । দক্ষের কন্তা বপুর্ গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে বম্ভগণ জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-পু-১৬; স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্ম্মের ঔরসে ও অরুন্ধতীর গর্ভে সোমপারী অষ্টবম্ সমুৎপন্ন হন। মৎ-২০৩। (নামের তালিকা হরি-বংশের দ্বার)। অষ্টবম্ভর নামের তালিকা-মধ্যে সৌর-পুরাণে ধর নামের পরিবর্তে নল নাম পাওয়া যায়। সৌ-২৮।

বম্ভগণ দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-স্ব-৫।

হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কালে বম্ভগণ দেবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পদ্ম-স্ব-৬৭।

জালন্ধর দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কালে জালন্ধর-অনুচর শুভ্র বম্ভগণ-হস্তে নিহত হন। পদ্ম-উ-৫।

সমুদ্র-মন্থনের পর যে দেবাসুর-যুদ্ধ হয়, তাহাতে বম্ভগণের সহিত কাল-কেশবদিগের যুদ্ধ হয়। ভাগ-চ-১০।

মহিষাসুরের বধ সাধনার্থ দেবগণের সমুদ্র-তেজ-সমুত্তা যে দেবী উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম দুর্গা। সেই দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন দেবতার তেজে সৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বম্ভগণের তেজে তাঁহার করা-

জুলি সৃষ্ট হয়। স্বন্দ-ত্র-সেতু-৬।

বম্ভগণ একবার পিতৃ-শাপে পরিক্রিষ্ট হইয়া গর্ভবাস লাভ করেন। অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় বম্ভগণ নর্ম্মদা-তীরে আগমন করিয়া হুশ্চর তপস্তা করেন। তাঁহার। দ্বাদশ বৎসর পরম-দেব ভবানী-পতির আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বম্ভগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করত তাঁহাদিগকে উত্তম অতীষ্ট বর প্রদান করেন। তখন বম্ভগণ তথায় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া আকাশ-পথে গমন করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-২২৩।

বম্ভজা— দক্ষ্যারণাবাসী ব্রাহ্মণগণকে জম্বুক নামক দৈত্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা কবিবার জন্ত, দেব ও গন্ধর্ব্বগণকর্তৃক স্থাপিত অগ্ন্যতমা মাতৃকা। স্বন্দ-ত্র-ধর্ম্ম-৯। জম্বুক দেখ।

বম্ভদ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুকুৎসের তনয় বম্ভদ। তৎপুত্র সম্ভৃতি। মৎ-১২। (২) ভৃগুর ঔরসে পুলোমা কন্তার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

বম্ভদত্ত—পুরাকালে বম্ভদত্ত ও রত্নদত্ত নামে বণিক একবৎসরকাল কাশীস্থিত বীরেশ্বর-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া তৎ-প্রভাবে বায়ু-তনয়া-তুল্যা কন্তারূপ লাভ করেন। স্বন্দ-কাশী-পু-১০।

বম্ভদা—(১) দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের অমুচরী কল্যাণদায়িনী

মাতৃকাগণের অল্পতমা । মহাভা-শলা ৪৭ । (২) নৰ্মদা নান্নী গন্ধৰ্ব্বীর তিন কন্যার অল্পতমা । মালাবান্ রাক্ষসের ভ্রাতা মালীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং মালীর ঔরসে তাঁহার গর্ভে অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি পুত্র জন্মে । রামা-উ ৫ ; লক্ষা ৩৩ । অনল দেখ ।

বসুদান—(১) নরপতি বসুদান, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-কালে ২৬টা চন্দ্রী ও দ্রুতগামী দুই সহস্র অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন । মহাভা-সভা-৫১ । (২) কুরুক্ষেত্র-সমরে নৃপতি বসুদান দ্রোণা-চার্য্য-হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-২১ । (৩) উত্তম মনুষ্যের দেবতাদের পাঁচটা গণ ছিল । তন্মধ্যে বসুদান শিব-গণের অন্তর্গত অল্পতম দেবতা । ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২ । উত্তম-মনু দেখ । (৪) কাশী-রাজ দেবসেনের সাত পুত্রের অল্পতম । কা-৮৯ । দেবসেন দেখ । (৫) পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র । বসুদানের পুত্র শতানীক । শতানীক-পুত্র উদয়ন । বিষ্ণু-৪র্থ ১ । তিষ্ণ ও উদয়ন দেখ । (৬) নবপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্য-রেতা । হিরণ্যরেতার সাত পুত্রের অল্পতম বসুদান । ভাগ-৫৫ ২০ । নাভিগুপ্ত দেখ ।

বসুদাম—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে সোমতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ বসুদামকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

(২) ত্রীকৃষ্ণের অল্পতম সপা । ত্রীমহা-ভাগ-৪৯ ।

বসুদামা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকের অল্পতমী কলাগ-দাগিনী মাতৃকাগণের অল্পতমা । মহাভা-শলা ৪৭ । (২) পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথের তনয় বসুদামা । তাঁহার পুত্র শতানীক । মৎ-৫০ । বসুদান (৫) দেখ ।

বসুদেব—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বসুর পুত্র বসুদেব । কুন্তী ও দ্রুতশ্রবা নামে তাঁহার দুই কন্যাও ছিল । হরি-হরি-২৪ । বসু (৫) দেখ । (২) যজ্ঞবংশীয় দেবমাতৃষের তনয় শূর । শূরের ভোজ-বংশীয়া পত্নী মহিষী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবপ্রবা প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্তি, পৃথা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে । অনাধৃষ্টি দেখ । পৌরব-বংশীয়া রোহিণী, মদিরা (ইন্দিরা), বৈশাখী, ভদ্রা, সুনামা, সহদেবা, দেবকী, শান্তিদেবা, ত্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী, স্নতনু ও বড়বা নামী চতুর্দশ কন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন । তন্মধ্যে রোহিণী হইতে রাম (বলরাম), শারণ প্রভৃতি আট পুত্র এবং চিত্রা (সুভদ্রা) নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৪-৩৫ । দমন দেখ । দেবকীর অষ্টম গর্ভে ত্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় । তাঁহাকে বধ কারবার জন্য কংস নানা কৌশল করিয়াও কৃতকায্য হইতে পারেন নাই । (ত্রীকৃষ্ণ দেখ) ।

বসুদেবের সাত পত্নীর নাম, মৎস্ত পুরাণ মতে (৪৪ অঃ) দেবকী, ঐশ্বদেবী মিত্রদেবী, যশোধরা, ত্রীদেবী, সত্যদেবী ও সূতাপী (সুরাপী; অ ২৭৫)। তাঁহার ভোজ-বংশীয় আছক-নন্দন দেবকের কন্যা ।

নরপতি শূরের তনয় ঈটুঘ। ঈটুঘের ঔরসে ভোজার গর্ভে বসুদেব (আনক-হুন্দুভি), দেবমার্গ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । বসুদেবের বোহিনী, দেবকী, তাম্রা, দেবরক্ষিতা, অপদেবী, বৃক-দেবী, শ্রদ্ধাদেবী, স্ততহু ও রথরাজী নামে কতিপয় পত্নী ছিলেন । মৎ-৪৭ ।

যজ্ঞবংশীয় ভজমানের পুত্র রথমুখা ও বিদূরথ । বিদূরথের তনয় রাজর্ষিদেব ও শূর । শূরের পুত্র বসুদেব প্রভৃতি । অ-১৭৬ ।

বসুদেব বিবাহকালে কংসের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে দেবকীর গর্ভ-জাত পুত্র সকলকে তিনি কংস-হস্তে সমর্পণ করিবেন । দেবীভা-৪২-২১ ।

বসুদেব কশ্যপের অংশে জন্মগ্রহণ করেন । দেবীভা-৪২-২২ ।

ভৃগু-শাপ-বশতঃ বিষ্ণু উগ্রসেন-কন্যা দেবকীর গর্ভে ও বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন । সৌর-৩১; ত্রীমহাভা-৪৯ । উগ্রসেনের যে সাত কন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন, বায়ু-পুরাণ মতে (২৬ অঃ) তাঁহাদের নাম বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, ত্রীদেবা, শান্তি-

দেবা, মহাদেবা ও দেবকী । হরিবংশ (৩৭-অঃ) দেবকী, শান্তিদেবা, ত্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনামী ।

বসুদেবের সাত পত্নীর নাম দেবকী, ঐশ্বদেবা, যশোদা, ঐশ্বদেবা, উপদেবা ও সুরূপা । পদ্ম-স্ব ১৩ ।

ভজমান-বংশীয় দেবনীতুঘের তনয় শূরের স্ত্রী মারিষার গর্ভে বসুদেব আদি দশ পুত্র জন্মে । বসুদেব জন্মিবা-মাত্র অবাহত দৃষ্টিদ্বারা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা দেবগণ “ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হইবেন,” এই বলিয়া আনক-হুন্দুভি বাণ্য করেন । এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার নাম আনক-হুন্দুভি হয় । বসুদেবের নয় জন ভ্রাতা ছিল । তাহা দেব নাম দেবভাগ, দেবশ্রবঃ, অনাগুষ্টি, কঙ্কাক, বৎসবালক, সৃজয়, শ্রাম, শমীক ও গণ্ডম । এতদ্বিন্ন তাঁহার পুত্রা, ঐশ্বদেবা, ঐশ্বদেবা, ঐশ্বকীর্তি ও রাজাধিদেবী নামে কতিপয় ভগিনী ছিল । বিষ্ণু ৪র্থ-১৪ ।

বসুদেবের এক পত্নী সুপ্রভার গর্ভে মাধবী নামী এক অশ্বমুখী বিকৃতাকার কন্যা জন্মে । স্বল্প-নাগ-৮৪ । মাধবী দেখ ।

অক্ষক-বংশীয় শূরের ঔরসে তৎপত্নী ভাসীর গর্ভে, বসুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । বসুদেবের জন্মকালে স্বর্গে হুন্দুভি-ধ্বনি হইয়াছিল, এবং আনক-

সমুদ্রেরও মহান্‌ নিনাদ উখিত হইয়াছিল। সেইজন্ত বসুদেব আনক-জন্মভি নামে খ্যাত হন। বসুদেব জন্মিবারাত্র শুরের ভবনে সুমহৎ পুষ্প-বর্ষণ হইয়াছিল। সমগ্র মনুষ্যলোকে তাঁহার জায় রূপবান কেহই ছিল না। তাঁহার কীর্ত্তি চন্দ্র-রশ্মির জায় নির্মল রূপে বিস্তার পাইয়াছিল। বায়ু-২৬।

গর্গ-মুনির পরামর্শেই নৃপতি আভক (?) নিজ কন্যা দেবকীকে বসুদেব-হস্তে সমর্পণ করেন। বিবাহের পর যখন বসুদেব দেবকী-সহ স্বদেশাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন কংস তাঁহাদের রথ চালনা করিয়া লইতেছিলেন। তখন এক আকাশ-বাণী শুনিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হন (কংস দেখ)। পরে বসুদেবের অমুরোধে নিরস্ত হন। বসুদেব কংসকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কংস তাহাতেই রাজি হইলেন। পাছে বসুদেব ভীত হইয়া পলায়ন করেন, এজন্ত কংসাদেশে শস্ত্র-পাণি অমৃত যোদ্ধা বসুদেব-গৃহ বেঁটন করিয়া রাখিত। যথাকালে দেবকী এক পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই বসুদেব, তাহাকে লইয়া কংস হস্তে সমর্পণ করেন। কংস তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, “এই বালক হইতে আমার ভয়

নাই। তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। তোমাদের অষ্টম সন্তানকে আমি বিনাশ করিব।” কিন্তু পরে নারদের পরামর্শে তিনি বসুদেব ও দেবকীকে সূদৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ করিয়া একে একে সকল সন্তানকেই বধ করেন। গর্গ-গো-২, ১০ ; বিষ্ণু-৫ম-১।

বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার জন্মমাত্রই নবজাত শিশুকে গ্রহণ করিয়া যমুনার অপর পারে নন্দালয়ে যশোদার শয়্যার রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর শয়্যার স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৫ম ৩।

একবার বসুদেব ও দেবকী আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে সঙ্কল্প করিয়া পরমদেব ভগবানের পূজা করেন। সেই ব্রতের ফলেই তাঁহার নারায়ণকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন। বরা-৪৬।

পুত্র শ্রীকৃষ্ণমুখে কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমুখ্য প্রভৃতি রেহতাঁজন আত্মীয়-দিগের মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া বসুদেব অতিশয় শোকাবল হইয়া নানারূপে বিলাপ করেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দিয়া দোহিত্রের ঔদ্ধৃদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মহাভা আশ্ব-৬০—৬২।

শ্রীকৃষ্ণের দেহতাগের সংবাদ পাইয়া

বসুদেব অতিশয় শোকাবলম্বন হয়েন, এবং শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। মহাভা-মৌ-৭।

(৩) পূর্ব্বে আনন্ড-দেশে বসুদেব নামে এক ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি জীবিতকালে ক্ষমতাতিরিক্ত দান করিয়াও, কেবল অন্ন ও পানীয় দান না করার জন্য, মরণান্তে ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত হইয়া সৰ্ব্বলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি স্বপ্নে তাঁহার পুত্রকে বলেন, “ভূমি আমার নামে তোর-সংযুক্ত অন্ন প্রদান কর।” তাঁহার পুত্র তাহা করিলে, তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। স্বন্দ-নাগ-১৪১।

(৪) শুক্ল-বংশীয় নৃপতি দেবভূতির মনুষ্য কথ স্বীয় প্রভুকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। কথের তনয় বসুদেব, তৎপুত্র ভূমিত্র। ভূমিত্রের পুত্র নারায়ণ। ভাগ-১২ঙ্ক-১। দেবভূতি দেখ।

(৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশে চম্প নরপতির তনয় বসুদেব। তাঁহার তনয় বিজয়। বিজয়াশ্রজ ভবক। বৃহদ্-ম-১৮। চম্প দেখ।

বসুধা—পৃথিবীর অপর নাম। তিনি বসু অর্থাৎ সকল জিনিষের সার ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। বেণ-নন্দন পৃথু প্রথম বসুধাকে দোহন

করেন। তজ্জন্তই বসুধার অপর নাম হয় পৃথিবী। এই দোহনের পরে ক্রমে ক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতি, পুরন্দর প্রমুখ সুরগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস ও পিশাচগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অশ্বর-গণ, শৈলগণ এবং বৃক্ষবীৰুধগণও ধরিত্রীকে দোহন করেন। পৃথিবী দেবী এইরূপে দ্ব্যমানা হইয়া নিখিল প্রজাগণের ধারণ ও পোষণ করিয়া ছিলেন, এজন্ত উহার নাম হয় বসুধা। রাজা পৃথু এই বসুধাকে, নিখিল লোকের হিত-কামনায়, চরাচর লোক-সমূহের আশ্রয়-যোনীরূপে নির্দেশ করেন। বেণ(বেণ) তনয় পৃথু যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, তখন পৃথু—দোণ্ডা, চাক্ষুষমহু—বৎস, ভূমিতল—দোহন পাত্র এবং শস্ত্রসমূহ—দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে বৃহস্পতি—দোণ্ডা, সোম—বৎস, গায়ত্রী আদি—পাত্র এবং সনাতন ব্রহ্মতপ—দ্বন্দ্ব হইয়াছিলেন। তৃতীয় বারে পুরন্দর প্রমুখ সুরগণ সূবর্ণ-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধরিত্রীদেবার সূধা দোহন করেন। সেই সূধাই তাঁহাদের বৃত্তিরূপে নিরূপিত হয়। অনন্তর চতুর্থ-বারে নাগগণ যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, সেই দোহন-ক্রিয়ায় বাসুকি—দোণ্ডা, বিষ ক্ষীর ছিল। পরবর্ত্তী পঞ্চম বারে যক্ষগণ বৈশ্রবণকে বৎস কল্লনা করিয়া আম-পাত্রে পৃথিবীকে দোহন

করেন। ইহাতে অন্তর্ধান সমুৎপন্ন হন। এই দোহন-ব্যাপারে যক্ষবর ভূতনাভ দোক্ষা ছিলেন। পরবর্তী বারে রাক্ষস ও পিশাচগণ বসুন্ধরাকে পুনরায় দোহন করেন। সেই দোহন-ব্যাপারে কুবেরক—দোক্ষা, রাক্ষসবর সুমালী—বৎস, এবং রুধির—ক্ষীর হইয়াছিল। তৎপরে পিতৃগণ রোপ্য-পাত্রে মর্হীকে দোহন করেন। তৎকালে অর্য্যমা—দোক্ষা, বৈবস্বত যম—বৎস এবং স্বধা অমৃত হইয়াছিল। অনন্তর অষ্টম বারে গন্ধর্ব্ব ও অমরাগণ কঙ্কু পদ্ম-পাত্রে দোহন কালে গন্ধর্ব্বপতি বিশ্বাবসু—দোক্ষা, চিত্ররথ—বৎস, এবং পবিত্র গন্ধ-নিবহ ক্ষীর হইয়াছিল। তদনন্তর হিমবান্কে বৎস কল্পনা করিয়া শৈলগণ ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন-ব্যাপারে স্তমেক—দোক্ষা এবং বিবিধ ওষধি ও রত্ননিচয় ইহার ক্ষীর হয়। ইহার পর বৃক্ষ ও বীৰুধগণও পলাশ-পাত্রে ধরিত্রীকে দোহন করেন। তাহাতে দোক্ষা—কামধুক্ পুষ্পিত পর্কত, বৎস—পর্কতাক্ষ এবং হৃৎ—অচ্ছিন্ন প্ররোহ। বায়ু-৬২।

ভগবতী বসুধা দৈত্য নিকর-ভারে পীড়িতা হইয়া স্তমেকপর্কতে দেব-দভায় গমন করিয়া বলেন যে তিনি দৈত্য-ভারে পীড়িতা হইয়া অধোগামিনী হইতেছিলেন। অতএব তিনি যাহাতে শাস্তি লাভ করেন দেবগণ যেন তাহার

বাবস্থা করেন। তাহা শুনিয়া দেবগণ সকলের উপকার ও পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বীয় স্বীয় তেজোভাগ দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। মার্ক-৫ ; শ্রীমহাভা-৩৬।

পূর্ব্বকালে প্রথমে ব্রহ্মা বায়ুকে বৎস করিয়া বসুধা-তলে বীজ নিচয় দোহন করেন। তারপর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগ্নীধ্র ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন-ব্যাপারে স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু বৎস ছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র স্বারোচিষ মনুকেই বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবীর শত্ৰুসমূহ দোহন করেন। ঔত্তম মন্বন্তরে, দেবভূজ উত্তম-মনুকে বৎস করিয়া ধরিত্রী দোহন করেন। পুনর্বার পঞ্চম তামস-মন্বন্তরে বলবন্ধু পৃথিকে দোহন করেন। এই দোহনে তামসমনু বৎস ছিলেন। তৎপরে চারিঞ্চব মন্বন্তরে, চারিঞ্চবকে বৎস করিয়া পুরাণ পৃথিকে দোহন করেন। অনন্তর চাক্ষুষমনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পূর্কোক্ত পুরাণই মর্হীকে দোহন করেন। ইহার পরবর্তী বৈবস্বত-মন্বন্তরে পৃথু নরপতি বসুধাকে দোহন করেন। এই সমুদয় দোহন-কার্য্য অতীত-মন্বন্তরে সম্পন্ন হয়। অনাগত সর্ক-মন্বন্তরেই ঐরূপ হয়। বায়ু-৬৩।

প্রাকৃত-প্রলয়ে বসুধা অদৃশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং জগৎ জলপ্লাবিত হয়।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও জীবগণ, সত্যাক্ষী চিন্ময় আশ্রয় লীন হন এবং সেই সময়ে প্রকৃতিও তাহাতে লীন হন। সেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃত-প্রলয়। দেবী-ভাগ-৯৯-৮।

বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জল-নিমগ্না বসুধাকে উদ্ধার করেন। বরাহ দেখ।

পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি-বার নিক্ষেপ্ত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞাসুষ্ঠান-পূর্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন করিতে বলিলেন। তদনুসারে রাম তথায় গমন করিয়া সমুদ্র-দত্ত শূর্পাকার নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং কশ্যপও ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন করিয়া বনে গমন করিলেন। মহাভা-শান্তি-৪২।

একবার শ্রীকৃষ্ণ বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করেন, গৃহস্থগণ কি কৰ্ম্মের অগুষ্ঠান করিলে, সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। তদন্তরে বসুন্ধরা বলেন, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশ-মাত্র থাকে না। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আশ্রয়গ্রহণ ও গঙ্গা মন্থন মাত্রেই বিধেয়।

বসুনামা—মহর্ষি বসুনামা একজন ঋষি-দের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৯।৮০।১।

বসুন্ধরা—(১)পৃথিবীর অপর নাম। বসুধা ও পৃথিবী দেখ। (২) সাধু নৃপতির পত্নী ও অকুরের ভগিনী সুন্দরী হইতে বসুন্ধরা জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-

বসুপূর্ণ—এক যক্ষরাজ। তিনি কানীতে বীরেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধি-লাভ করেন। স্বন্দ-কাশী-পূঃ ১০।

বসুপ্রদ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পৰ্ব্বতসকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বসুপ্রদ তাঁহা-দের অগ্রতম। মহাভা-শলা-৪৬।

বসুবাহ—বরাহকরে সপ্তম-দ্বাপরে শত-ক্রতু ব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাদেব জৈগিষব্য নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার বসুবাহ, সুবাহন, সুমেধা ও সারস্বত নামে চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩।

বসুবৃতি—জৈনক গন্ধক-রাজ। তাহার কন্যা রত্নাবলী। রত্নাবলী দেখ।

বসুভজান—বাণেশ্বর ষ্ট্রী উজ্জার গভজাত অগ্রতম পুত্র। ভাগ ৪৮। ১। বাণেশ্বর দেখ।

বসুমতী—(১) মহাশ্মা বিকাশের 'অগ্ৰ-

তমা কন্যা । বায়ু-৩৯ । কুমার '৩
বিক্রান্ত দেখ । (২) পৃথিবীর অপব
নাম । বসুমা দেখ । সূৰ্য্য অগ্নির
তেজে উৎপন্ন । এইজন্ত অগ্নির নাম
হিরণ্যারেতাঃ । দেবী পৃথিবী ঐ সূৰ্য্য
ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার
নাম বসুমতী হয় । মহাভা-অন্ত-৮৫ ।
(৩) কিরাত দেশের অদিপতি বিমর্দনের
পত্নী কুমুদতী । তিনি ভ্রাতৃপুত্রের বস-
মতী নারী বিন্দুভরাজ কন্যা রূপে কন্যা-
লাভ করেন । শব্দ-প্রকট-৩ । কুমুদতী
দেখ ।

বসুমনা—(১) মহর্ষি বসুমনা একজন
ঋগ্বেদের মনুস্মৃতি ঋষি ছিলেন । তিনি
ইন্দ্র সম্বন্ধে কাণ্ডপত্র ঋক্‌মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন । ঋক্-১০।১৭৯।১ । (২)
বসুমনা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন ।
মহাভা-বন-৯৪ । (৩) বিষ্ণুমিত্রের
অন্ততম তনয় বসুমনা দেবর্ষি নারদকে
পুষ্পক-রথ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও
প্রদান করেন নাই । সেইজন্ত তিনি
স্বর্গ ভ্রষ্ট হন । মহাভা-বন-১৯৬ । (৪)
ইন্দ্রকু বংশীয় অমোঘ্যপতি তদাধ
মহর্ষি গান্ধার্য প্রাণিনার যযাতি'র কন্যা
মাদবীতে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎ-
পাদন করিয়াছিলেন । মহাভা-উদ্-১১৫ ।
মাদবা দেখ । (৫) একবার যুধিষ্ঠির
ভায়েকে জিজ্ঞাসা করেন, এক্ষণের
কি নিমিত্ত নরপতিকে দেব তুল্য বলিয়া
নির্দেশ করেন । তত্বত্রে ভীষ্ম, মহারাজ

বসুমনা এতদ্বিধরে বৃহস্পতিকে যাচা
জিজ্ঞাসা করেন এবং সুরভ্রুক তাহার
প্রত্যাবৃত্তি দেন, সেই পুরাতন ইতিহাস
কাহন করেন । বৃহস্পতি বসুমনার
উত্তরে নৃপতির কর্তব্য ও তদানুসঙ্গিক
লোক-সমুহের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া
দীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন । মহাভা-
শান্তি-৬৮ । (৬) একবার কোশল-রাজ
বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে বলেন,
“ভগবন, মহাতে আমি স্বধর্মচ্যুত না
হই? আপনি আমাকে সেইরূপ কোন
উপদেশ প্রদান করুন ।” তখন বাম-
দেব বসুমনাকে বলিলেন, “মহারাজ
দম্যপ্প আশ্রয় কর । ধর্মের পর শ্রেষ্ঠ
আর কিছুই নাই । ধর্ম-পরায়ণ অনা-
য়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন ।”
এই বলিয়া তাহাকে রাজ-কর্তব্য সম্বন্ধে
এক সুদীর্ঘ উপদেশ দেন । মহাভা-
শান্তি-৯২—৯৪ ।

বসুমান—(১) ঊষদশ তনয় নরপতি
বসুমান, অশুরাঙ্কে বা স্বর্গে তাহার
নিমিত্ত যে লোক করিত ছিল, তৎ-
সমুদয় যযাতি'কে দান করিতে ইচ্ছা
পকাশ করেন । মৎ-৪২—৪৩ । যযাতি
দেখ । (২) বৈবস্বত মনুর নয় জন
পুত্রের অন্যতম । ব্রহ্মা-৭১ ; বিষ্ণু-৩য়-
১ ; ভাগ-চয়-১৩ ; বায়ু-৬৪ । (৩)
ঐকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী জাম্ববতীর
গভজাত দশ পুত্রের অন্যতম । তিনি
প্রহর্যের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন ।

গর্গ-বিশ্ব-২৬; ভাগ-১০ঙ্ক-৬১। জাম্ববতী দেখ। (৪) নরপতি পুরুষবার ওরসে উল্লসীর গর্ভে যে সমুদ্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে শতাব্যুর তনয় বসুমান। ভাগ-৯ঙ্ক-১৫। (৫) সিংহল-রাজা বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। কাকি-১ম-৫। পদ্মা দেখ। (৬) নৃপতি উষদ্রথের তনয় বসুমান। তিনি রাজা যযাতির দৌহিত্র ছিলেন। স্বর্গ হইতে যযাতির পতন কালে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যযাতি তাঁহাদিগকে নানা হিতগুণ উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৯৩। (৭) জনক-বংশীয় বসুমান নরপতি একদা যুগয়া করিতে যাইয়া, গোতম-বংশীয় কোনও মহর্ষির সাক্ষাৎলাভ করেন এবং তাঁহারই উপদেশে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করেন। মহাভা-শান্তি-৩১০।

বসুমিত্র—(১) মৌর্য-বংশীয় নরপত্তিগণ ১৩৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বংশে বসুমিত্র সপ্ত বর্ষ রাজত্ব করিবার পর বসুমিত্র রাজা হন। তিনি দশ বৎসর সিংহাসনে অবস্থিত ছিলেন। তৎপর অন্তক রাজা হন। মৎ-১৭৮। অন্তক দেখ। (২) পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথ বংশের উচ্চৈশ্বর্যবান করিয়া নিজে যষ্টি বৎসর রাজত্ব করেন। পুষ্পমিত্রের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

আট বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর বসুমিত্র রাজা হন। তদনন্তর বসুমিত্র তনয় অন্ধক দুই বৎসর রাজ্য করেন। বায়ু-৯৯। অন্ধক দেখ। (৩) পুষ্পমিত্রের পর তাঁহার তনয় অগ্নিমিত্র রাজা হন। তাহার পর যথাক্রমে সুজ্যোষ্ঠ, বসুমিত্র, আদ্রক ও পুলিন্দক রাজা হন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; ভাগ-১২ঙ্ক-১। পুলিন্দক ও অগ্নিমিত্র দেখ। (৪) একজন বিখ্যাত ভূপতি। মহাভা-আদি-৬৭।

বসুমোদ—স্বায়ম্ভুব-মহুর পৌত্র ও প্রিয়ত্রতের অতীতম পুত্র হব্য। হব্যের সাত পুত্রের অতীতম বসুমোদ। বায়ু-৩৩; লি-৪৬। কুমার দেখ।

বসুয়ু—অত্রির অপত্য বসুয়ু নামক ঋষি-গণ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৫২১।১।

বসুরাজ—(১) পাঞ্চাল-নরপতি নরবশ্মির ঋগুর। সৌর-১৮। সুরদেবী দেখ। (২) অচ্ছোদা নামক অশুরের পিতা। অচ্ছোদা দেখ।

বসুরাত—নরপতি ভনন্দনের পিতৃব্য-পুত্র। ভনন্দনের সহিত রাজ্যভাগ লইয়া তাঁহার যুদ্ধ হয়। মার্ক-১১৪। ভনন্দন দেখ।

বসুরাচ-দিব্য লোকবাসী লোক সমূহ। তাহারা সোমের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৯১১।১৬।

বসুরাচি—কশ্যপের ওরসে ও খসার গর্ভে

যক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে । (যক্ষ দেখ) ।
 ঐ যক্ষ বসুরূপে নামক এক যক্ষের
 গর্ভে বরিয়া একুশলী নামী অশ্বমেধে
 সঙ্গ হয় । সেই মিলনের ফলে সন্ত-
 সন্তই একটি পুত্র জন্মে । ঐ পুত্রের
 নাম নাভি । বায়ু-৬৯ ।

বসুরূপ—মহাদেবের অজ্ঞতম নাম ।
 মহাভা-আপ ৮ ।

বসুতী—দেবাত্মর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
 কাক্ষিকেশের অমুচরী কন্যাগ দারিনা
 মাতৃকামণে অশ্বমেধা । মহাভা-
 পর্বা ৯৭ ।

বসুশত (১) অগ্নি বশম স্বর্গেদেব
 একজন সন্তানকে পান । পর্ব ১১৩ ।

(২) উজ্জয়িনীর মহাপ্রভু রাজার পুত্র
 বসুশত । তিনি আত্মীয় শিবশত
 ছিলেন কিন্তু ধর্ম্যতঃ প্রজাপতির কবি
 তেন না । তাহার মৃত্যুর পর যমশত
 ও শিবশতচরণী তাহাকে দুপাক্রমে
 বসুপুত্র ও শিবপুত্রকে গৃহীত্বা বাহুবীর
 জন্য উপস্থিত হইলেন । তখন তাহা-
 রের বিবাদ উপস্থিত হইল এবং শিবশত
 চরণীর মাতৃকামণীকে প্রাদুর্ভুত
 করিয়া বসুশতকে শিবপুত্রকে গৃহীত্বা
 গেলেন । মৌর ৬৪ ।

বসুশ্রমা—অভিমত্য়ুর তনয় পরাক্রম,
 পরাক্রমের তনয় জনমেজয়, জনমে-
 জয়ের পত্নী বসুশ্রমা (বসুশ্রমা) হইতে
 শতানীক ও শতকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন ।
 মহাভা-আদি ৯৫ ।

বসুসেন—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি কর্ণের
 অজ্ঞ নাম । মহাভা-আদি-৬৭, ১১১ ।

(২) পূর্বে আনর্ভ দেশে বসুসেন
 নামে একজন ধার্মিক নরপতি ছিলেন ।
 তিনি ক্রমতঃ অতিরিক্ত দান করিয়াও
 কেবল অন্ন ও পানীয় দান না করার
 জন্য মরণশেষে ক্ষুণ্ণ পিপাসা-পীড়িত
 হইয়া সন্মলোকে বিচরণ করিতেছিলেন ।
 পরে ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি স্বপ্নে
 তাহার পুত্রকে বলিলেন, “তুমি আমার
 নামে তেজঃসংযুক্ত অন্ন প্রদান কর ।”
 তাহার পুত্র তাহা করিলে তিনি ক্ষুণ্ণ-
 পিপাসার হস্ত হইতে উদ্ধার পান ।
 পর্ব ১১৩ ।

বসুশত—বসুশতের প্রাচীনকালের
 একজন রাজা । তাহার নিকট মাক্ষাতা
 অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন ।
 মহাভা-পাণ্ডি ১২২ ।

বসুবার্হন—হৃদিকপুত্র কনকের তন্ত্ৰজ
 ও তন্ত্ৰজ্ঞান নামক দুই পুত্রকে
 বসুদেব অপুত্রক বসুবার্হনের করে
 সম্পদান করেন । বায়ু-৯৬ । হৃদিক
 দেখ ।

বসু (১) জাম্ববৎশায় লোমপাদের
 পুত্র । তাহার তনয় অশ্বতি । বায়ু-
 ৯৫ । শৈব্য দেখ । (২) ধর্ম্মের অজ্ঞ-
 তমা পত্নী বসুর গভজাত অষ্টবসুর
 অজ্ঞতম । তাহার স্বামীর নাম অঙ্গিরসী
 ও পুত্র শিল্পাচায়া বিশ্বকর্মা । ভাগ-
 ৬ক ৬ । দ্রোণ ও বসুগণ দেখ ।

বশনস্ত—জনক-বংশীয় উপগুপ্তের পুত্র ।
তঁাহার পুত্র যজ্ঞপাল । তৎপুত্র স্তভা-
শন । ভাগ-৯২-১৩ ।

বতাপদ—বষ্টি সংখ্যক রুদ্রের অগ্রতম ।
ঐ সকল রুদ্রের নামে উলাদিগের
আস্পদ-স্থাপ ভূবন সকল কথিত হয় ।
অগ্নি-৮৫ ।

বস্র—মহর্ষি বস্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-
দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে
কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ।
ঋক্-১০।৯৯।১ ।

বহীনর—নৃপতি অধিসৌমন্ত্রের বংশে,
শতাব্দীকের পৌত্র ও উদয়নের পুত্র ।
বহীনরের তনয় দণ্ডপাণি । মৎ-৫১ ।
উদয়ন দেখ ।

বহুকোষ—পাটলিপুত্র-নিবাসী পশুমান
নামক বণিকের মধ্যমা পত্নীর গর্ভজাত
অগ্রতম পুত্র । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫ ।

বহুগব—(১) চন্দ্র-বংশীয় চারুপদের পুত্র
সুহা, সুহার তনয় বহুগব, তাঁহার তনয়
সংঘাতি । বৃহদ্-মধ্য-২২ ; ভাগ-৯২-২০ ।
(২) পুরু-বংশীয় মনসুর পুত্র অভয়দ ।
অভয়দের তনয় বহুগব, বহুগবের তনয়
সম্পাতি । বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ ।

বহুগবী—পুরু-বংশীয় মনসুর পুত্র জয়দ,
তৎপুত্র ধুঙ্ক এবং ধুঙ্কুর তনয় বহুগবী ।
বহুগবীর তনয় সঞ্জাভী । বায়ু-৯৯ ।

বহুদ্রংষ্ট্র—জনৈক দানব । সমুদ্র-মণ্ডন-
কালে বাসুকীর মুখ-সমীপে প্রথম
ভাগে থাকিয়া মন্বন-কার্য্যে সাহায্য
করেন । মৎ-২৪২ ।

বহুদামা—দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কান্তিকেয়ের অমুচরী কলাগ-দায়িনী
মাতৃকাগণের অগ্রতমা । মহাভা-
শলা-৪৭ ।

বহুনেত্র—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অগ্র-
তম মন্ত্রী । ভূর্গার সহিত মহিষাসুরের
যুদ্ধ-কালে তিনি দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬ ।

বহুপন্নগ—ধর্ম্ম হইতে মরুত্বভীতে অগ্নি,
চক্ষু, জ্যোতি, বহুপন্নগ, হবি, সাবিত্র,
মিথ্র, অমৃত, শর-বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ
করেন । হরি-হরি-১৯৬ । পদ্ম দেখ ।

বহুপাদ—মহিষাসুরের অগ্রতম অনুচর
দৈত্য । ভূর্গার সহিত মহিষাসুরের
যুদ্ধকালে বহুপাদ দেবীর বিরুদ্ধে
সংগ্রাম করে । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬ । বহু-
নেত্র দেখ ।

বহুপুত্র—প্রজাপতি বহুপুত্র, দক্ষের বষ্টি
সংখ্যক কন্যার মধ্যে দুইটিকে বিবাহ
করেন । এই দুই কন্যা হইতে বহু-
পুত্রের বিদ্যা, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু
নামে চারি পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩ :
বায়ু-৬৬ । (২) দক্ষ তাঁহার বষ্টি-সংখ্যক
কন্যার মধ্যে বহুপুত্র নামক মুনিকে
দুইটি সম্প্রদান করেন । সোর-২৮ ।

বহুপুত্রিকা—দেবাসুর-সমরে দেবসেনা-
পতি কান্তিকেয়ের অমুচরী কলাগ-
দায়িনী মাতৃকাগণের অগ্রতমা বহু-
পুত্রিকা ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৭ ।

বহুপুত্রী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করি-

বার অশ্ব মহাদেবকর্তৃক সৃষ্ট জনৈক
মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বহুবাহু—যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির স্বফল
ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে
চিত্রক হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব,
অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষী, অরিষ্টনেমী,
অশ্ব, সুধর্ম্মী, ধর্ম্মভৃং, সুবাহু ও বহুবাহু
নামে দ্বাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠ ও শ্রবণা
নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-
হরি-৩৪। অরিষ্টনেমী ও অশ্বগ্রীব
দেখ।

বহুবিধ—(১) নরপতি প্রাচীষন্তের বংশে
পীতায়ুধের তনয় ধুকু, তৎপুত্র বহুবিধ,
বহুবিধের তনয় সম্পাতি। মৎ-৪৯।
ধুকু ও প্রাচীষন্ত দেখ। (২) প্রাচীষন্তের
তনয় মনস্ব্য, মনস্ব্যর তনয় বীতময়।
বীতময়ের পুত্র শুকু, শুকুর আত্মজ বহু-
বিধ, তৎপুত্র সংঘাতি। অগ্নি-২৭৮।
প্রাচীষন্ত দেখ।

বহুবীতি—অঙ্গিরা-বংশীয় জনৈক গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদেব আশ্বের প্রবর
পাঁচটি—যথা মহাতেজা অঙ্গিরা, দেবা-
চার্য্য বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও ভগবান
সত্য ঋষি। এই সকল ঋষি-বংশ
পরম্পর-বিবাহ-যোগ্য নহে। মৎ-১৯৬।

বহুব্রজা—ভদ্রকালীর অশ্ব নাম। ব্রহ্মা-৯।

বহুব্রহ্মী—যদুবংশীয় পুন্নির দুই পুত্র
স্বফল ও চিত্রক। চিত্রকের পৃথু,
বিপৃথু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ও অভ্রমী,
বহুব্রহ্মী, শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে চারি

কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। চিত্রক ও
অরিষ্টনেমী দেখ। পদ্ম-পুরাণ (মৃ-১৩)
মতে অভ্রমী ও বহুব্রহ্মী অকুরের অশ্ব-
তম পুত্র। অকুর ও বহুবাহু দেখ।

বহুমূলক—দক্ষের কন্যা ও কণ্ঠপের অশ্ব-
তমা পত্নী কক্র হইতে ঐরাবত, বহু-
মূলক, শঙ্খ, ধনঞ্জয় প্রভৃতি নাগগণ জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫।

বহুরথ—(১) পুরুবংশীয় নৃপতি নৃপঞ্জয়ের
তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২)
পুরুবংশীয় সুবীরের তনয় নৃপঞ্জয়, তৎ-
পুত্র বহুরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। উগ্রায়ুধ
দেখ। (৩) সুবীরের তনয় রিপুঞ্জয়।
তৎপুত্র বহুরথ। ভাগ-৯ঙ্ক-২১।

বহুরূপ—(১) একাদশ রুদ্রের অশ্বতম।
কণ্ঠপের ঔরসে দক্ষ কন্যা সুরভীর
গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। হরি-হরি-৩।
কণ্ঠপ, একাদশ রুদ্র ও অহিতব্রহ্ম দেখ।
শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অ-১৮; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-
৮৭; পদ্ম-মৃ-৬। (২) ত্র্যম্বক বহুরূপ
অপরাজিত প্রভৃতির। অষ্টবম্ বলিয়া
কথিত হন। মহাভা-শান্তি-২০৮।
অপরাজিত ও বম্ভুগণ দেখ। (৩)
মহাদেবের অশ্বতম নাম। উনি স্থাবর-
জঙ্গমাশ্বক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন
বলিয়া এই নাম লাভ করিয়াছেন।
মহাভা-অনু-১৬১। (৪) প্রিয়ব্রত-ঋজু
মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি
ছিলেন। তাঁহার বহুরূপ, চিত্রেরফ
প্রভৃতি সাত পুত্র ছিল। মেধাতিথি

শাকদ্বীপকে সাত বর্ষে বিভাগ করিয়া
এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের
অধিপতি করিয়া দেন। ভাগ-৫৫-
২০। মেধাতিথি ও চিত্রবৈদ্য দেখ।

বহুল—(১) তালজঙ্ঘ-বংশীয় বহুল অতিশয়
মন্দকন্মা ছিলেন। তাঁহার মন্দ কন্মা
দ্বারা সেই বংশ উৎসন্ন গিয়াছিল।
মহাভা-উদ্-৭৩। (২) কঙ্কর গভর্জাত
অন্ততম নাগ। মৎ ৬। কঙ্ক দেখ।

(৩) জনৈক প্রজাপতি। বায়ু-৬৫।

বহলা—(১) দেবাসুর সমরে দেবসেনা-
পতি কাশিকেশের অনুরূপ কদাচিৎ
দার্য্যবীরা মাহুগণের মধ্যে বহলা অন্ততম
ছিলেন। মহাভা-শলা ৪৭। (২) নান্দ্য
পুরুতবাসিনী দেবী বিশেষ। মুনীর
মেধাতিথি ব্রহ্মার পরামর্শে তাঁহার
কন্যা অরুন্ধতীকে সংশ্লিষ্ট করি
তাঁহার নিকট রাগিয়াছিলেন। কাশি
২৩। অরুন্ধতী দেখ। (৩) মন্দ
দেশান্তর্গত শাকল নামক নগরের
অধিবাসী সোমশ্যমা নামক বণিকের
মাতা। বাম-৭৯।

বহলায়—(১) জনক-বংশীয় পুত্রের পুত্র
বহলায়। তাঁহার তনয় কৃতি। এই
কৃতি রাজা পরাশর্য্যই মহাশ্মা জনকদিগের
বংশ প্রাপ্তিষ্ঠিত। বায়ু-৮৯; ভাগ-৯৫-
১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-৫। যুতি ও কৃতি দেখ।
(২) সূর্য্য-বংশীয় নিকুম্ভের পুত্র বহলায়,
৫৭পুত্র কুশাশ্ব। বৃহদ্-মধ্য-২৯; ভাগ-
৯৫-৬। নিকুম্ভ ও কুশাশ্ব দেখ। (৩)

মিথিলাপতি বহলায়ের অনুরোধে
নারদ ঋষি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও
মহাশ্মা কীর্তন করেন। গর্গ-গো ১।

বভ্রয় - চাক্ষুশ মনস্তরে দেবতাদিগের
ঋগ, যজু, ভাবা, পুথুক ও বৈথ
এই পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে বভ্রয়
আদিগণের অন্তর্গত অত্যন্ত দেবতা
ছিলেন। বায়ু-৬২। অতিথি ও চাক্ষুশ
মন্ত্র দেখ।

বহি—(১) জনৈক বানর দলপতি।

তিনি সূর্য্যবীর আফ্রানে বহু বানর
সৈন্যসংগে সাতাব অধেষণার্থ গমন করি-
বার জন্য কাশিকায় উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন। বামা-কিষ্ক-৩৯। (২)

অঘর অপর নাম। শিব তপস্শ্রাব্যরক্ত
হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন
হইয়া, অমুর-নিগ্ধন এক সেনাপতি
পার্পনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে
আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে ছত্ৰাশনের
দরসে আকাশ-গঙ্গার গর্ভে দেবসেনা-
পতির উদ্ভব হইবে। ব্রহ্মার কথায়
আশ্বস্ত হইয়া দেবগণ কৈলাস পর্ব্বতে
গমন করিয়া অগ্নিকে বলেন, “হে অগ্নে,
তুমি শৈল-নন্দিনী গঙ্গাতে পাণ্ডপত
তেজ নিষ্ক্ষেপ কর।” বহি দেবতা-
দিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে
দেবকার্য্যেব জ্ঞাত গভর্ধারণ কবিত্তে
বলিলেন। জ্ঞানবী আঘবাকো দিব্যা-
জন্যর রূপ ধারণ করিলেন। তখন

অগ্নি শিবতেজ গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। সেই তেজ-প্রভাবে জাহ্নবীর সকল স্রোত পূর্ণ হইয়া গেল। তখন গঙ্গা অগ্নিকে বলিলেন, “আমি তোমার তেজ ও শিবতেজ এই উভয় সম্বন্ধ করিতে পারিতেছি না।” তখন বহ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, “তুমি হিমালয়ের পার্শ্ব-দেশে এই গর্ভ সন্নিবেশ কর।” গঙ্গা বলি-বাক্যে সেই দীপ্তিমান তেজ পরিত্যাগ করিলেন। উহা স্রোত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, তাহাইহইতে তপ্ত-কাঞ্চন-প্রভা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ তেজ-প্রভাবে নিকটস্থ ও দূরস্থ পার্শ্ব পদার্গ সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যরূপে পরিগণিত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় অন্ন ও লৌহের উৎপত্তি হইল। এইরূপে গর্ভমল হইতে নীলকের উৎপত্তি। গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার তেজে পার্শ্বতা প্রদেশ সুবর্ণময় হইল। জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সুবর্ণের এক নাম জাতরূপ। রামা-আদি-৩৭। অগ্নি ও কাষ্ঠিকের দেক্ষ। এই উপাখ্যানটী সামান্য পরিবর্তিত আকারে সৌর-পুরাণে (৬১ অঃ) আছে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপস্তা করিতে করিতে “ভূভুবস্ব” এই ত্রিতি উচ্চারণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার মন হইতে বহ্নি (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। সেই বহ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোমুখে পতিত হন, তখন ব্রহ্মা

ঐ অগ্নিকে হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমি-ও উর্দ্ধভাগে ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা বেদিতে স্থাপন করিলেন। পূর্বে অগ্নি অধোজ্বাল ও উর্দ্ধজ্বাল হইয়া পতিত হইতে হইতে যখন ব্রহ্মা কষ্টকৃত ও উত্তান ভাবে ভূমির উপর রক্ষিত হন। তখন ঐ ক্ষুদ্রদ্বান উৎকট অগ্নি উর্দ্ধভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভয়ানক চট-চটা শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে বলিল,—“হে দেব! কিজন্তু আপনি আমাকে ভূমি-ভক্ষণ হইতে নিবারণ করিলেন; আমি বৃহ-ক্ষিত হইয়াছি, আপনি আমার আহার প্রদান করুন।” ব্রহ্মা অগ্নি-কষ্টক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত নিজ রোম সকল প্রদান করিলেন। ক্ষুধাক্রিষ্ট অগ্নি তাঁহার প্রদত্ত সকল রোমই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—“ইহাতে আমার তৃপ্তি ও শরীর স্নিগ্ধ হইল না। অগ্নিও এই কথা শুনিয়া তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে আপনার গাত্রস্থ উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। অগ্নিও তাহা ভক্ষণ করিলেন। বহ্নি পুনরায় বলিল,—“আমার তৃপ্তি হইল না।” প্রজ্ঞাপতি তাহা শুনিয়া আবার স্বীয় গাত্রস্থ উন্মোচন করতঃ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অগ্নি পুনরায় বলিল,—“ইহাতেও আমার তৃপ্তি হইল না।” তখন ব্রহ্মা স্বীয় অস্থি

প্রদান করিলেন। বুদ্ধিস্তিত বহি তহাও ভোজন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা হতাশনের নিমিত্ত স্বীয় দেহ বিধ্বস্ত করিলে, বহি তখন তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া বলিলেন,—“হে ব্রহ্মন! ইহাতেও আমার তৃপ্তি এবং দেহ-নির্ভরতা হইল না।” তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা কোপে অগ্নিকে দ্বিধাকৃত করিলেন। দ্বিধাকৃত হইয়াও বহি কান্দিতে কান্দিতে প্রজাপতিকৈ আহ্বারার্থ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তখন ঐ দ্বিধা-বিতকৃত বহিকে পুনরায় ছই ছই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন তিন ভাগ অগ্নি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর একভাগ অগ্নির ক্রন্দন সম্বরগ না হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা কর্তৃক তাড়িত হইল। অগ্নি রোদণ্ডমান হইলে ব্রহ্মা পুনরায় ক্রোধিত হইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—“তুমি কামাভিভূত ব্যক্তিদিগের দেহ-ধাতু ভক্ষণ করিবে।” বিধাতা অগ্নির ঐকপ বৃত্তি বিধান করিলেন। অকারাগ্নিকে তদবস্থা দেখিয়া মানস হুঙ্কারাঘ্নি প্রস্থলিত হইয়া উঠিল এবং বলিল,—“এ কি প্রকার?” ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—“তুমিও দেবমধ্যে বহিঃপ্রদেশে এবং মুনিদিগের আশ্রমে যথেষ্ট বৃত্তি অবলম্বন কর।” বহি একা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি মনোনীত করিয়া লইলেন। তিনি পুনঃপুন বলিলেন,—“আমি ঢাণিগাম।

দ্বিতীয় অগ্নি হুঙ্কার হইতে জাত। যে স্থানে হুঙ্কারাঘ্নি প্রবর্তিত হয়, সেই স্থানেই অভিমান ও অপমান অগ্নি বিগম'ন থাকে। সুতরাং উভারাও আমার আদেশে বৃত্তাশান্তির নিমিত্ত হুঙ্কারাঘ্নিরই বৃত্তি লাভ করিবে।” ইকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—“হে অগ্নে! তুমি দ্রুত অন্ন পাক করিবে। ইহাই তোমার বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল।” উকারাগ্নিকে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—“পৃথিবীতে যে গুরুতর চিন্তা আছে, তুমি তাহাকেই অবলম্বন কর। আরও কতিপয় স্থান ও আহাৰ্য্য আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি; যথা—শিলানিচয়, গিরি, দুর্গ, বড়বা-মুখ এবং লোক-চক্ষু, এই সকল স্থানে তুমি বাস করিবে। আর তুমি দ্বিজাতিগণের বাণী সংকৃত করিয়া প্রকাশ কর। ঐ দৈবী পুণ্যা সংকৃতা বাণী—পাপ এবং অসংস্কৃতা বাণী আয়ু বিনষ্ট কবে। অতএব দ্বিজাতির বাণীই পুণ্যা বলিয়া কীৰ্ত্তিত। দ্বিজাতিগণের বাণী মাতৃ-স্বদপা এবং তাহা তাঁহাদিগের মুখে প্রতিষ্ঠিত। অনুতাপের বিজ্ঞান-হেতু ঐ বাণী অসংস্কৃতা ও অমঙ্গলা হয় এবং উহা বক্তাকে বিনাশ করে।” অগ্নি দাক্ষ্যং সংস্কারকারী দ্বিজ-স্বকপ। প্রজাপতি পুনরায় অচক্ষু বাগদেববাণী অকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, সেও চক্ষু-স্বীকৃত করিয়া

ব্রহ্মাকে বলিল,—“আমি আপনার বাক্যে স্মৃখী হইলাম। আপনি আমাকে সৰ্ব্বতেজোময় স্থান প্রদান করুন।” ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—“যেহেতু তুমি তেজোময় স্থান প্রার্থনা করিতেছ; অতএব তেজোময় সূর্য্যামণ্ডল তোমার স্থান হইবে। তেজ পদার্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চক্ষু দুৰ্ব্বল হয়, এজ্ঞা জনগণ তোমার তেজোযুক্ত তেজঃ-পদার্থ অনিমিষনেত্রে কদাচিৎ নিরীক্ষণ করিবে।” পিতামহ ইকাররূপ সংভিন্ন অগ্নিকে আহ্বান করিলে ইকারাগ্নি সৌম্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা বলিলেন,—“হে মহাসত্ত্ব! যে হেতু তুমি শীঘ্র শীঘ্র সৌম্যদৃষ্টিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি সৰ্ব্বভূতমনোহর শীতাস্মা শীতরশ্মি হইবে এবং সৰ্ব্বতেজোবিক, সৌম্য পরমভাস্বর ও তরুণ হইয়া তুমি সৰ্ব্ব তেজ অভিবৃত্ত করিবে।” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বৈসম্ভজন দিলেন—এবং উকারাগ্নিকে আহ্বান করিলেন। “ইহ এহি” এই কথা বলিয়া উকারাগ্নিকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রবেশ করাইলেন। ঐ উকারাগ্নিতে ব্রহ্মার পঞ্চম বক্তৃ; উহা উর্দ্ধে বিরাজিত হইল। ঐ রূপবান উকারাগ্নি উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া, সূর্য্য ও অগ্নি একরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর অগ্নি ভবাগ্নিরূপে ব্রহ্মাকে

বলিল,—“আপনি আমারও এক মনোহর স্থান নির্দেশ করুন।” তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—“হে অনল! তোমার কোন্ স্থান অভিমত হয় বল।” ভবাগ্নি তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—“আমায় একটা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করুন।” ব্রহ্মা বলিলেন,—“হে ভবাগ্নি! উত্তম স্থান আর নাই। তবে এইরূপ হইতে পারে,— যদি তোমার থাকিতে ইচ্ছা হয়, যদি থাকিতে চাও তবে বলিতেছি যে, লোক-সংস্থিতিহেতু তুমি এই লোকে নিত্য বিচরণ কর। তুমি নিজ সৰ্ব্বও পরাক্রমে লোকসমূহের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অবস্থিত হও। তুমি মহা-জ্বালা দ্বারা স্বীয় শোভার বিকাশ কর। এইরূপ করিলে তুমি সৰ্ব্ব জন্তুগণের অধুত্তম ভাস্বর হইয়া প্রাপ্ত হইবে। মায়া-মুগ্ধ হইয়া তুমি ইহা স্বীকার করিতে অসম্মত হইতেও পার।” ভগবান ব্রহ্মা এরূপ বলিলে ঐ ভবাগ্নি সহস্র সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। সে বিবিধ বর্ণের অনন্ত জ্বালা-মালা বিস্তার করিল। ব্রহ্মা তাঁহার মধ্যে অকার, ইকার ও উকার প্রভৃতি অগ্নি নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ ভবাগ্নি শমতা প্রাপ্ত না হইয়া ভূয়োভূয়ঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিগ্যাক্, অধঃ, উর্দ্ধঃ সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত হইল। তখন প্রজা-পতি জ্বালামালা দ্বারা আপনাকে উর্দ্ধ-

ক্ষিপ্ত দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্বক ঐ প্রস্থলিত তেজোনিধিকে স্বরূপতঃ জানিবার নিমিত্ত ঋক্, যজু ও সামবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে ব্রহ্মা দেখিলেন বহ্নি রক্তবর্ণ; তাঁহার চতুর্দিকে বাহু ও চরণ তিনি বিশ্বতোহগ্নি-শিরোমুখ এবং ব্যক্তাবাক্ত-প্রণেতা। তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে অগ্নি বলিলেন, “আমিই লোকস্থিতির কর্তা; আপনি আমার সহায়কারী। আপনি সৃষ্টি করুন। আমি পূর্বে দাড়া করিয়া রাখিয়াছি তজ্জপই হইবে।” স্বন্দ-আব-অব-৪। ব্রহ্মা ও অগ্নি দেখ।

(৩) বহ্নি দক্ষ-কন্যা স্বাহাকে বিবাহ করেন। দক্ষ দেখ। (৪) অপ্সরাদের কয়েকটি গণ আছে তাঁহাদের নাম—শোভন্যস্ত, আহুত, বেগবস্ত, অগ্নিদম্ভব, আগুয়ন্তী, কুরু, শুভা, বহ্নি, অমৃতা, সুদা, ভবা, রুক্ ও ভৈরবা। তাহা-দিগের মধ্যে বহ্নিগণাস্তর্গত অপ্সরা সকল ঋক্ ও সাম হইতে উৎপন্ন। বায়ু-৬৯। (৫) যযাতির পুত্র তুর্কসু। তৎপুত্র বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু। বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪৭-১৬। বহ্নির পুত্র ভর্গ। ভাগ-৯২-২৩। (৬) দিক, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র, ইহারা জীব-দেহের দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

কহ্নি-২য়-৫। (৭) দ্বাপরে মহাযশা দ্রোণ বহ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫। (৮) বহ্নি সর্বদেবেব মুখ; সর্বজন্তুর উদরে তাঁহার অবস্থান; বেদ সকল তাঁহারই জন্ত সমুৎপন্ন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৯) কন্মের আদিত্যে ব্রহ্মা এক আশ্বত্থা পুত্র চিন্তা করিতে-ছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়ে এক নীল-লোহিত কুমার প্রাহুভূত হয়। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং সোম, এই আটটি ক্রমান্বয়ে নীল-লোহিতের তনু। পদ্ম-সৃ-৬। (১০) বৃষ্ণ বংশীয় কুকুরের তনয় বহ্নি। তৎপুত্র বিলোমা। ভাগ-৯২-২৪। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রতম পত্নী মিত্রাবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অগ্রতম। ভাগ-১০-৬১। অনিল দেখ।

বহ্নব্র—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রতম পত্নী মিত্রা-বিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অগ্রতম। ভাগ-১০-৬১। অনিল দেখ।

বহ্নাবানী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অগ্রতম বহ্নাবানী। তিনি তাঁহার অগ্র্যাত্ন ভ্রাতাদের ঞ্চায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৮৯; আদি-৬৭।

বহ্নচ—পুরাকালে বহ্নচ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দিব্যদেহ ছিল ও তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন। তাঁহার ভাষার নাম অহিংসা।

অহিংসার গৰ্ভে ব্রাহ্মণের চারিটা পুত্র হয় । তাহাদের নাম—চরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ । বাম-৬ ।

বর্হিষদ—অগ্নিদধু, অনগ্নিদধু, কাবা, বর্হিষদ, অগ্নিষাত্ত ও সোমা, ইহারা ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দিষ্ট । ময়-৩।১২২ । পিতৃগণ দেখ ।

বাক্—(১) আদি ঋষিদিগের অশ্রুতন দেবতা বাক্ । এই বাক্ চারি প্রকার মেধারী ঋষিকেরা তাহা জানেন । তিনটা বাক্ গুহার নিহিত, প্রকাশিত হর না । চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন । ঋক্-১।১৬৪ । (২) ধর্ম্মের অশ্রুতমা পত্নী মরুতী হইতে বাক্, চক্ষু, আশ্র প্রভৃতি মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-১৭১ । মরুৎগণ ও চক্ষু দেখ । (৩) বাক্ নামে ব্রহ্মার একটি মনোহারিণী কন্যা উৎপন্ন হয় । ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করেন । কিন্তু ঐ কন্যার তাহাতে অভিলাষ হয় নাই । এই অসঙ্গত বাবহারের জন্ত মরীচি প্রমুখ পুত্রগণ ব্রহ্মাকে অপবাদ দেন । তাহাতে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া পুত্রদের সমক্ষেই আপনার তৎকালিক তনু-ভাগ করিলেন । ভাগ-৩৮-১২ । ব্রহ্মা দেখ । (৪) পূর্বে ব্রহ্মা একবার বাক্ নাম্নী স্ত্রী কন্যার প্রতি আসক্ত হন । বাক্ প্রজাপতির অসদভিপ্রায় বৃষিতে পারিয়া সজ্জায় মূগুরূপ ধারণ করে ।

ব্রহ্মাও মূগুরূপ ধারণ করিয়া তাহার সন্নিহিত রমণ করিতে অভিলাষী হন । দেবগণ এই অবৈধ কাণ্ডের জন্ত বড়ই নিন্দা করেন এবং হর বাধরূপ ধারণ করিয়া পিনাক গ্রহণ করিলেন এবং ধনু আকর্ষণ করতঃ ব্রহ্মাকে শরবিদ্ধ করিলেন । ত্রিপুরারির বাণে বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা ভূপতিত হইলেন এবং তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উৎপন্ন হইল । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০ । ব্রহ্মা দেখ ।

বাক্পতি—উত্তন-মহন্তরে দেবতাদের স্রুধামা, বংশকারী, প্রতর্দন, শিব ও সত্য এই পাঁচটা গুণ ছিল । তন্মধ্যে দিক্পতি, বাক্পতি, বিশ্ব, শত্ৰু, স্বমুড়ীক, অধিপ, মুহুসর্কশ, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন বজ্রকারী দেবতা সত্যগণের অন্তর্ভূত ছিলেন । ব্রহ্মা ৬৮ ; বায়ু-৬২ । অধিপ দেখ ।

বাকা—পুলস্ত্য-তনয় বিশ্ববার পুশ্পোৎকটা, বাকা, কৈকসী এবং দেববর্ণিনী এই চারি পত্নী ছিলেন । সৌর-৩০ । বাকা মালাবানের কন্যা ছিলেন । বায়ু-৭০ । বিশ্ববা দেখ ।

বাকি—বশিষ্ঠ বংশীয় জৈনক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবব তিনটা—ভিগীবন্ত, বশিষ্ঠ ও ইজু-প্রমদি । এই সকল ঋষি-বংশে পরম্পর বিবাহ বিধান নাই । মৎ-২০০ ।

বাকুল—অম্বর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।
 বাকুগ্রহি—বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
 ঋষিগণের অগ্রতম। তাঁহাদের এক-
 মাত্র বশিষ্ঠ আর্ষের প্রবর। এই সকল
 বংশ পরম্পর বিবাহ যোগ্য নহে।
 মৎ-২০০।

বাকুহট—বাকুহট, ক্রোধণ, হিংস্র,
 পিণ্ডন, কবি, ধর্ম ও পিতৃবর্তী এই
 সাত জন ব্রাহ্মণ নাম ও কর্মের দ্বারা
 বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্য-মুনির
 শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গুরুর পরম্বিনী
 গাভী বধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন।
 সেই অপরাধে নানা ইতর-বোনী ভ্রমণ
 করিয়া অবশেষে মুক্তাভ্যাস করেন।
 হরি-হরি-২০—২২। কবি দেখ। এই
 উপাখ্যানটী সামান্য পরিবর্তিত আকারে
 মৎস-পুরাণে (২০ অঃ) শিব-পুরাণে
 (শিব-ধর্ম-৬২) এবং পদ্ম-পুরাণে (১৩
 অঃ) পাওয়া যায়।

বাগায়নী—ভৃগু-বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
 ঋষিগণের অগ্রতম। তাঁহাদের আশ্রয়
 প্রবর পাঁচটি—ভৃগু, চাবন, অগ্নিবান,
 ঔর্য ও জমদগ্নি।

বাগিজ—কানীশ নরপতি প্রকাশের পুত্র
 বাগিজ। তৎপুত্র প্রমতি, প্রমতিব
 আশ্বজ কক। মহাভা অষ্ট ৩০।

বাগীশ—বৃহস্পতিব অগ্র নাম। পদ্ম-ব্রহ্ম-
 ধর্ম-১৪।

বাথলি—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ
 ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তখন কপি,

আম্বর, পঞ্চশিখ ও বাথলি (বান্ধলি-
 বায়ু-২৩)। নামে তাঁহার মহাযোগ-
 শালী, মহাতেজাঃ চারি পুত্র জন্মে।
 ব্রহ্মা-২৩। বাস্থল দেখ।

বাচ—(১) মহর্ষি বাচের পুত্র প্রজাপতি
 ঋষিদের কোন কোন মন্ত্রের রচয়িতা।
 ঋক্-৩।৩৮। (২) ভাবী সার্বর্ণ-মম্বর
 নয় পুত্রের অগ্রতম। বায়ু-১০০। আজ্য
 ও সার্বর্ণ-মম্বর দেখ।

বাচঃশ্রবা—(১) বরাহকল্পের অষ্টাদশ
 দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ
 হন। সেই সময়ে বাচঃশ্রবা (লি-পরাশ্রবা)
 তাঁহার অগ্রতম পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩;
 ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪; শিব-বা-উ-১০।
 শিখণ্ডী দেখ। (২) বরাহকল্পের
 একবিংশ দ্বাপরে বাচঃশ্রবা নামে
 ঋষি বাস হইয়াছিলেন। তখন মহা-
 দেব দারুক বনে দারুক নামে অবতীর্ণ
 হন। লি-২৪। বাচঃপতি ও দারুক
 দেখ। (৩) বরাহকল্পের বিংশ-দ্বাপরে
 মহর্ষি বাচঃশ্রবা (পৌতম; লি-২৪) বাস
 ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব অট্টহাস
 নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। স্তম্ভ,
 বর্কর, স্রবঙ্গ ও কুশিককর নামে
 তাঁহার পরম বোণী চারিটা পুত্র ছিল।
 লিঙ্গ-পুরাণ মতে (২৪ অঃ) ঐ পর ৮২
 ঋগেব নাম স্তম্ভ, বর্করী, কবন্ধ ও
 কুশিককর। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩;
 অট্টহাস দেখ।

বাচঃপতি—(১) বরাহকল্পের একবিংশ

দ্বাপরে মহর্ষি বাচস্পতি বাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব হিমাগয়ের দেবদারু বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হন এবং প্রক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বক নামে তাঁহার যোগ পরাম্পর চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; একাণ্ড-২৩। দারুক ও বাচস্পতি দেখ।

(২) দেবগুরু বাচস্পতির অগ্র নাম। পদ্ম-উ-৫। (৩) বেণনন্দন পুত্র বসুধাকে দোহন করিবার পর ঋষিগণ তাঁহাকে আবার দোহন করিবার পর এই ঋষি তাঁহাকে আবার দোহন করেন। সেই সময়ে বাচস্পতি দোহিতা ছিলেন। পদ্ম-স্ব-৮। বসুধা দেখ।

বাচা—বাদশ (ঋত-সাবর্ণি) মনুর সময়ে দেবতাদের হরিত, রোহিত, স্রমনা, সুকর্মা ও সুশার, এই পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে, তপঃ, জানি, ভ্রতি, বাচা, বজ্র, রজ, রাজ, স্বর্ণপাদ, ব্যাষ্টি ও বিধি, এই দশ জন রোহিতগণের অন্তর্ভূত দেবতা ছিলেন। বায়ু-১০০।

বাচিবিনোদঃশ্রবা—পঞ্চম (রৈবত) মনু-স্তরে দেবতাদিগের অমৃতাদি চারিটি ভাস্কর-গণ ছিল। ঐ গণে চতুর্দশটি দেবতা ছিলেন। তন্মধ্যে বাচিবিনোদঃ-শ্রবা, অগ্নিভাস প্রভৃতি চতুর্দশ জন অমৃতভগণের অন্তর্ভূত ছিলেন। বায়ু-৩২। রৈবত-মনু দেখ।

বাজ—(১) অগ্নিরার পুত্র সুধম্বা, সুধম্বার তনয় ঋতু, বিভু ও বাজ এই তিন জন।

নিজ নিজ সুকর্মা দ্বারা দেবতা লাভ করিয়া, তাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করিতেন। ঋক্-৪৬। (২) সাবর্ণি-মনুর বরীবান্, অবরীবান্, সম্মত, ধৃতি-মান্, বয়ু, চরিকু, অর্ঘা, ধৃকু, বাজ ও গুমতি নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি ৭। সাবর্ণি-মনু দেখ।

বাজপেরণতোদ্রবা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অস্রার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। ছিলেন। স্বন্দ-কাশী-পু-২।

বাজশ্রবা—(১) গৌতম-বংশীয় মহর্ষি বাজশ্রবা এক যজ্ঞে আপনার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। সাধুচিত্র নচিকেতা তাঁহার তনয় ছিলেন। বাজশ্রবা একদা ক্রুদ্ধ হইয়া নচিকেতাকে যমের বাড়ী যাইতে ইহাতেই নচিকেতা যমের বাড়ী যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কঠো। নচিকেতা দেখ। (২) অগস্ত্য, উশিজ, দধিচ, দীর্ঘতম।, নম্রহ, বাজশ্রবা প্রভৃতি ঋষীকগণ সত্য প্রভাবে ঋষি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৫২। (৩) অগ্নির-বংশীয় ত্রয়স্বিন্শং মনু প্রণেতা মুন-দিগের অগ্রতম। বায়ু-৫২।

বাজসনৈয়ক—পরীকিত-পুত্র জনমেজয় বাজসনৈয়ক ঋষিকে ব্রহ্মকার্যে বরণ করেন। তজ্জন্ত বৈশম্পায়ন ঋষি জনমেজয়কে শাপ দেন। মৎ-৫০।

বাজিন্—মহর্ষি বৃহদ্রথ একজন ঋষেদের মন্ত্রপ্রদা ঋষি ছিলেন। তাঁহার তনয়

বাজিন্ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি তাঁহার সৰ্ব্বক্রে কতিপয় ঋক্মন্ত রচনা করেন । ঋক্-১০।৫৪।১ ; ১০। ৫৩।১ ।

বাজিনী—মহর্ষি ভরদ্বাজ বাজিনীর পুত্র ছিলেন । ঋক্-৩।২৫।২ ।

বাটধান—একজন বিখ্যাত ভূপতি । মহাভা-আদি-৬৭ ।

বাটিক—পরাশর-বংশীয় ঋষিগণ গোর, শ্রাম, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত ও ধূম এই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত । তন্মধ্যে কাণ্ডশয় প্রমুখ পাঁচজন গোর পরাশর শাখার অন্তর্গত । (কাণ্ডশয় দেখ) । বাটিক, বাদরি, স্তম্ব, ক্রোধনায়ন ও কৈমি, এই পাঁচজন শ্রাম পরাশর শাখার অন্তর্গত । প্রপৌত্রয় প্রমুখ পাঁচ জন নীল-পরাশর শাখাভুক্ত । (খ্যাতৈয় দেখ) । শ্রাবষ্ঠায়ন প্রমুখ পাঁচ জন শ্বেত-পরাশর শাখাভুক্ত । (উগয় দেখ) । কপিমুখ প্রমুখ পাঁচ জন কৃষ্ণ পরাশর শাখাভুক্ত (কপিমুখ দেখ) এবং খল্যায়ন প্রমুখ পাঁচ জন ধূম-পরাশর শাখার অন্তর্গত । (খল্যায়ন দেখ) এই সকল পরাশর-বংশের আবেয় প্রবর তিনটি, যথা—পরাশর, শক্তি, ও বশিষ্ঠ । এই সকল বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । মং-২০১ ।

বাড়ব, (বাড়বানল, বাড়বাগি) --দেবগণ কঙ্ক পিতৃনিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া স্তুভ্রা তনয় পিঙ্গলাদ সুরগণকে নিধন

করিবার জন্ত তপসার্থ হিমাচলে গমন করেন । তথায় তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া নিরাহারে দিব্যরাত্র সয্যপাণি দ্বারা সব্য উরু মথন করিতে লাগিলেন । সংবৎসর যাবৎ এইরূপ করিলে তাঁহার উরু হইতে এক গুরুভারাক্রান্তা বাড়ব-সমমিতা বড়বা নিষ্কাশিত হইল । নির্গত হইয়াই সে আলামালা সমাকুল এক গর্ভ প্রসব করিল ; প্রসবাস্তে সে কোথায় চলিয়া গেল পিঙ্গলাদ তাহা জানিতে পারিলেন না । বড়বা নরকপী বাড়বানল প্রসব করিয়াছিল । ই বাড়বানল মানবগণের কল্যাণস্বরূপ ও তেজে কল্যাণিতুল্য । ই নরকপী বাড়বাগি পিঙ্গলাদকে কহিল “ও ঋষে, আপনি আমার সাধন কবিয়াছেন । ইদানীং আপনার ঈশ্বিত কন্মের অল্প স্থান করা আমার কদুবা । আমি আপনার অসংখ্য কন্ম করিব ।” তাহার এবম্প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাকা শ্রবণ করিয়া মুনি পিঙ্গলাদ তাহাকে বলিলেন, “তুমি দেবতাগণকে ভক্ষণ কর ।” দেবতারা এই সংবাদ পাইয়া বিকৃত শরণাপন্ন হইলেন । বিকৃত্তাঙ্গাদিগকে আশ্বাস দিয়া বাড়বাগির সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, “দেবগণ আপনার অভাবনীয় বলবীণা অবগত আছেন । আপনার প্রভাবে তাহাদের বিনাশ অবশ্যস্বাবী । কিন্তু আপনি যদি ত্রিংশৎ কোটি দেবতাকে যুগপৎ ভক্ষণ করেন

তাহা হইলে আপনার পীড়া অবশ্যস্তাবী ।
অতএব আমার পরামর্শ এই যে
আপনি প্রতিদিন একটি করিয়া
দেবতাকে ভক্ষণ করুন ।” বাড়ব তাহা-
তেই সন্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“আমি অণু কাহাকে ভক্ষণ করিব ।”
বিষ্ণু বলিলেন “আপনি অণু আপকে
(জল) ভক্ষণ করুন ।” বাড়ব তাহাতেই
সন্মত হইয়া বারি-সমীপে গমনোপায়
জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন বিষ্ণু বাড়-
বকে কোন্ যান দ্বারা বারির সমীপে
যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা
করাতে বাড়ব বলিলেন, “আমি
কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া যাইব ।”
তখন বিষ্ণু সরস্বতীকে বাড়বার বাহন
করিয়া দিলেন । বিষ্ণুর পরামর্শে
ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া সরস্বতী বাড়বাগ্নি
লইয়া দেশ দেশান্তর অতিক্রম করিয়া
সাগর সমীপে উপস্থিত হইলেন । তথায়
সাগর গর্জ্জন কর্ণগোচর হওয়াতে
সরস্বতী বাড়বকে বলিলেন, “ঐ দেখ
সাগর তোমার ভয়ে গর্জ্জন করিতেছে ।”
বাড়বাগ্নি সরস্বতীর বাক্যে প্রীত হইয়া
বলিলেন, “আমি তোমাকে বর দান
করিতে চাই । তুমি ইচ্ছানুরূপ বর
প্রার্থনা কর ।” সরস্বতী বিষ্ণুর পরা-
মর্শে বাড়বকে বলিলেন, “তুমি যদি
বর দিবে তাহা হইলে সূচীমুখ হইয়া
জল পান কর ।” এই কথা বলিবা-
মাত্র বাড়ব স্বীয় বদন সূচীবেধবৎ

করিল । তখন ঐ বদন বটীপূরণবৎ
(ভুক্তভুকৃ শব্দ করিয়া) জল পান করিতে
লাগিল । তখন দেবী সরস্বতী দেবা-
দেশে বাড়বাগ্নিকে সাগরে ক্ষেপন
করিতে উত্তত হইলেন । তিনি সমুদ্রকে
আশ্বাসন করিয়া বাড়বাগ্নিকে গ্রহণ
করিতে বলিলেন । ইহাতে সুরকার্য্য
করা হইবে বুঝিয়া সাগর বাড়বাগ্নিকে
গ্রহণ করিতে সন্মত হইলেন । তখন
স্বীয় হস্তস্থিত বাড়বকে “তুমি
সুর বাক্যামুসারে জল পান কর ।
এই জল ।” এই বলিয়া দেবী সরস্বতী
সমুদ্রের হস্তে বাড়বকে সমর্পণ করি-
লেন । সাগর ও বাড়বকে লাভ করিয়া
কোথায় রাগিবেন চিন্তা করিতে
লাগিলেন । বাড়ব সাগরের হস্তে ও
মস্তকে রক্ষিত হইলে দ্বিতীয় মেরুর
ত্যাগ শোভা ধারণ করিল । সমুদ্রকে
তথাবিধ দর্শন করিয়া নক্রাদি জলচর-
গণ ভ্রাত হইয়া চীৎকার করিতে
লাগিল । চীৎকার শুনিয়া বিষ্ণু আসিয়া
উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে
অভয় দিয়া জলশ্বরকে বলিলেন, “তুমি
বাড়বকে জল মধ্যে নিক্ষেপ কর ।”
সমুদ্র তাহাই করিলে জল-নিক্ষিপ্ত
বাড়ব বরণের সহিত সমস্ত জল পান
করিতে লাগিলেন । ক্রমে সমস্ত জল
শুকাইয়া গেল । তাহা জানিতে পারিয়া
সাগরের অনুরোধে বিষ্ণু তখন জলকে
অক্ষয় করিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
৩২—৩৪ ।

বাড়ী-অক্ষকাস্তুরের রক্তপান করিবার
জন্ত মহাদেব কতৃক সৃষ্ট জনৈক
মাতৃকা । পদ্ম-৪৬ ।

বাড়াদিতা— বায়ু-পুরস্থিত বাড়াদিত্য
দেবকে নমস্কার করিলে সৰ্বপাপ হইতে
মুক্তিলাভ করা যায় । বায়ু-৫৯, ৬০ ।

বাণ—(১) নৃপতি বলির শত-পুত্রের মধ্যে
বাণ-জ্যেষ্ঠ ছিলেন । তিনি শিবকে প্রসন্ন
করিয়া, “আপনার পার্শ্বে বিহার
করিব,” (অ-১৪) এই বর প্রার্থনা
করিয়াছিলেন । বাণের পত্নী লোহিতা
হইতে ইন্দ্রদমন জন্মগ্রহণ করেন । হরি-
হরি-৩ । বাণের কন্যা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের
পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন । উষা
দেখ । হরি-হরি-১৭৪ । বাণ শিবের
আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে খ্যাত
হন । মহাভা-আদি-৬৫ । (২) দেবাসুর
সমরে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে
সাহায্য করিবার জন্ত, সাধা, রুদ্ধ,
বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল
সম্পন্ন পর্ত্ত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ
প্রেরণ করেন, বাণ তাঁহাদের অজ্ঞতম
ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৬ । (৩) বলি-
তনয় বাণ অতিশয় পরাক্রমশালী
ছিলেন । দেবাসুর যুদ্ধে তিনি ক্রৌঞ্চ
পর্ত্ত আশ্রয় করিয়া দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়কর্তৃক পরিচালিত সৈন্তগণকে
বাধা দিতে থাকেন । কোঞ্চ পর্ত্তে
অগ্নি সংযোগ করিলে, সমুদয় দৈত্য
সৈন্ত পর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া

কার্তিকেয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়
কার্তিকেয় স্বীয় অব্যর্থ শক্তি-প্রভাবে
বাণ-দৈত্য ও তাঁহার অমুজকে তাঁহা-
দের অমুচরগণের সহিত নিহত করি-
লেন । মহাভা-শল্য-৪৭ । (৪) ইক্ষাকু
বংশীয় বিকুম্ভির তনয় বাণ । বাণের
পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র পৃথু । রামা
আদি-৭০ । অনরণ্য দেখ । (৫) দৈত্য
পতি হিরণ্যকশিপুর বংশে বলির শত
পুত্র ছিল, তন্মধ্যে বাণ সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ
ছিলেন । তিনি সহস্র বাহু ও সৰ্ব্ব শর
সমন্বিত ছিলেন । তাঁহার তপস্যায়
তুষ্ট হইয়া ভগবান শূলপাণি তদীয় পুরে
বাস করিয়াছিলেন । মৎ-৬ । বাণের
স্ত্রীর নাম অনোপমা । শিবের পরা-
মর্শে নারদ ঋষি বাণাসুরের অনো-
পমাকে নানাবিধ ব্রত উপবাসাদি
করিতে বলেন । তাহাতেই বাণের
পুরে অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং মহা-
দেবের প্ররোচনায় অগ্নি বায়ুকে সহায়
করিয়া বাণের পুরী ধ্বংস করেন ।
হৃদ-আব-রেবা-২৮ ; মৎ-১৮৭-১৮৮ ।
অনিরুদ্ধ বাণ-পুরে নাগ-পাশে বদ্ধ
হইলে সাগুচর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উদ্ধারের
জন্ত যান । তখন বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের
বীরতর যুদ্ধ হয় । সেই যুদ্ধে শিবাপু-
ত্র হে রক্ষা পান । হরি-বিষ্ণু-১৮২ ;
অগ্নি-১২ ; পদ্ম-উত্ত-২৫০ ; ভাগ-১০ঙ্ক-
৬২, ৬৩ । বাণের লোহিতা নাম্নী
পত্নীতে চক্রমনসু নামে পুত্র জন্মে ।

বায়ু-৬৭ । দিগ্বিজয়ে বহির্গত কংসের সহিত বাণাসুরের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, শঙ্কর তাঁহার ভক্ত বাণাসুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া কংসকে বলেন, “ভূতলে কৃষ্ণ ভিন্ন অস্ত্র কেহ উহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে । পরশুরাম ইহাকে এইরূপ বর দানপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম প্রদান করিয়াছেন ।” স্বয়ং মহেশ্বর এই কথা বলিলে, কংস ও বাণ পরস্পরের সৌহার্দ্য বন্ধনে বদ্ধ হইলেন । গর্গ গো ৭ । সমুদ্র মন্থনের পর ঐ দেবাসুরের সংগ্রাম ভয় তাঁহাতে বাণ ও তাঁহার অস্ত্রচরদিগের সঞ্চিত স্তূর্ণের দ্বন্দ্ব ভয় । ভাগ ৮ পৃ ১০ । বাণের পুত্র শশ্বর, শশ্বরের তনয় কধু । পদ্ম-আব-রেবা-১২০ ।

বাণ-পুত্র--চাক্ষুষ মনুষ্যের অগ্র, প্রস্থত, ভাবা, পৃথুক ও লেখ, দেবতাদের এই পাঁচটা গণ ছিল । প্রজাপতি অত্রির পুত্র, আরণ্যের পৌত্র-গণেই ঐ গণ পক্ষক বদ্ধ হইয়াছে । তাঁহার মাঠ নামে পরিচিত । এই গণ পক্ষকেন পত্ন্যকটিতে স্থাতি করিয়া দেবতা আছেন । তন্মতে অজিষ্ঠ, শাকনি, বাণ-পুত্র, শাকর, সত্যধৃষ্ণ, বিষ্ণু, বিজয় ও অজিষ্ঠ ইত্যরা পৃথক দেবগণের অন্তর্গত । বায়ু ৬২ । আর্জিত দেখ ।

বাণী—সরস্বতীর অগ্র নাম । তিনি নারায়ণের পত্নী । দেবী ৯৯২, ৭ । সরস্বতী দেখ ।

বাণেশ্বর—বাণ নরপতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কণীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ । কন-কানী-পূ-৩৩ ।

বাত—(১) আপ ও বাত নামক রাক্ষসদ্বয় আশ্বিন মাসে সূর্য্য রথে অবস্থান করিয়া থাকে । বায়ু-৫২ । আপ দেখ । (২) লেপ নামক দেবগণের অগ্রতম । বায়ু-৬২ । অদ্বুত দেখ । (৩) বাতুধানাশ্বজ অগ্রতম রাক্ষস । বাতের পুত্র বিরাগ । বায়ু ৬৯ । আপ দেখ । (৪) বহু-বংশীয় শুরের অগ্রতম তনয় । বায়ু-৯৬ । শুর দেখ । ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী অগ্রতম দেবতা । ককি ২২৫ ।

বাতর - বিখ্যামিত্রের অগ্রতম তনয় । মহাভা অশ্বশা-৪ ।

বাতপতি - বহু বংশীয় সম্রাজিতের অগ্র-পুত্র । হার হরি-৩৮ । সম্রাজিৎ দেখ ।

বাতবেগ—প্রাচীন কালের একজন রাজা । মহাভা-অশ্বশা-৬৭ ।

বাতরশন—বাতরশন-বংশীয় অবিগণ পিশলবর্ণ বস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত বায়ুর গাত্রের অনুগামী হইয়াছেন । পক্ষ-১০:১৩৬, ২ ।

বাতকপা - বনের হ্রিহিতা নিম্মাষ্টি হুঃসহের ভায়া ছিলেন । তাঁহাদের অগ্রতমা কন্যা বীজহরা হইতে বাতকপা ও অরুণা জন্মগ্রহণ করেন । মার্ক ৫২ । অঙ্গধুক দেখ ।

বাতকন্দ—দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত অগ্রতম মহর্ষি । মহাভা-সভা-৭ ।

বাতাপি—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের
অন্যতম পত্নী দময়ন্তী গর্ভজাত অন্যতম
পুত্র । মহাভা-আদি-৬৫ । (২) হিরণ্য-
কশিপুত্র অন্যতম তনয় ফ্লাদ, ফ্লাদের
পত্নী ধমনীর গর্ভে বাতাপি ও ইবল
জন্মগ্রহণ করেন । ইবল স্রীষ লাভ
বাতাপিকে আহ্বারার্থে ব্রাহ্মণাদিকে
প্রদান করিয়া পরে “বাতাপি” বাতাপি
বলিয়া সম্বোধন করিলেই, সে ব্রাহ্মণের
উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত ।
এইরূপে ইবল ব্রাহ্মণ বধ করিত । মহর্ষি
অগস্ত্য তাঁহাদের উভয়কে বধ করেন ।
রামা-আরণ্য-১১—১৩ ; ভাগ-৪স্ক-১৮ ।
অগস্ত্য দেখ । ইহাই মহাভারতে সামান্য
পরিবর্তিতাকারে আছে । মহাভা-বন-
৯৬—১০৪ । অগস্ত্য ও ইবল দেখ ।
(৩) হিরণ্যকশিপুত্র ভগিনী ও কশ্যপের
কন্যা সিংহিকাকে বিপ্রচিতি বিবাহ
করেন । সিংহিকার গর্ভজাত রাজা
বিপ্রচিতির অন্যতম পুত্র ইবল, বাতাপি,
নমুচি প্রভৃতি । হরি-হরি-৩ ; শিব-
ধর্ম-৫৪ ; বায়ু-৬৮ ; পদ্ম-সৃষ্টি ৬, ১৮ ;
বিষ্ণু-১ম-১৫—২১ ; ভাগ-৬স্ক-১৮ ;
বাম-৫৮ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৮৫ ।

বাতাশন—মহর্ষি বিশেষ । তিনি মহর্ষি
স্বর্কণ্ডেয়ের সহিত নন্দিকেতনের উপ-
দেশ প্রবণ করিয়াছিলেন । স্বন্দ মাহে-
অক-উক্ত-৩ ।

বাতিক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র,

বহু প্রভৃতি যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ
করিয়াছিলেন, বাতিক তাঁহাদের অন্য-
তম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ ।

বাতেশ্বর—আবস্থা ক্ষেত্রে বায়ু-কর্জুক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বাতেশ্বর নামে
পাতি । স্বন্দ-আব-রেবা-১৩৩ ।

বাতেশ্ব অম্বরীক্ষে বাতেশ্ব নামে রুদ্রগণ
অবাস্থত আছেন । স্বন্দ-কাশী-পূ-৩০ ।
বর্ষেয় দেখ ।

বাৎস—মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতির অন্যতম শিষ্য
বেদমিত্র । তিনি স্রীষ পঞ্চ শিষ্য মুদগল,
গালব, বাৎস, শালীষ ও শিবিরকে
পাঁচ পানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া
অধ্যয়ন করান । বিষ্ণু-৩য়-৪ ।

বাংস্ত্র—(১) ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাহাদের ভৃগু, চাবন,
আপু, বান, উন্ন ও জমদগ্নি এই পাঁচটি
অংশে প্রবণ । মৎ-১৯৫ । (২) যাজ্ঞ-
বল্ক্যের বাজী নামে পাত পঞ্চদশ জন
শিষ্য ছিল । তন্মধ্যে বাংস্ত্র অন্যতম
ছিলেন । ব্রহ্মা-৩-৬৭ ; বায়ু-৬১ ।
যাজ্ঞবল্ক্য দেখ । (৩) মহর্ষি বাংস্ত্র নৃপতি
জনমেজয়ের সদস্ত ছিলেন । মহাভা-
আদি-৫৩ । (৪) মহর্ষি শাকল্য স্রীষ শিষ্য
বাংস্ত্র, মুদগল, শালীষ, গোথল্য ও
শিবিরকে বেদ সংহিতা অধ্যাপন
করেন । ভাগ-১২স্ক-৬ ।

বাংস্ত্রতয়ান—একজন অজিয়া বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অজিয়া,
বৃহস্পতি, ভরবাজ, গর্গ ও মৈত্যা এই

পাঁচটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।
বাংশায়ন—একজন ভৃগু-বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চাবন,
আশ্ববান, ঔরু ও জমদগ্নি এই পাঁচটা
আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৫। আবার
বাংশায়ন নামে কণ্ঠ্য বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহা-
দের কণ্ঠ্য, বৎসর ও নিবু এই তিনটা
আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৯। মহর্ষি
বাংশায়নের কণ্ঠ্য বর্ষিষ্ঠাকে মহর্ষি
মুদগালের তনয় কোণ্যকার নিবৃত্ত
করেন। বাম ৯১; দ্বন্দ্ব আদ্য-১৭।
৯৭, ১৯৬।

বাংশায়ন একজন আশ্বনা বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাহাদের আশ্বনা,
বৃহদশ ও জীবনাশ্ব এই তিনটা আর্ষের
প্রবর। মৎ ১৯৬।

বাদ - অমৃতাত দেবগণের অন্তর্গত অত্ম-
তম দেবতা। বায়ু-৬২। রৈবতমহু
দেখ।

বাদরায়ণ - (১) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের
নাম বাদরায়ণ ছিল। হরি-হরি-৩৭।
(২) সত্যযুগের গভ্জাত পরাশরের
পুত্র কৃষ্ণদৈতায়নের এক নাম বাদরায়ণ
ছিল। কারণ তিনি বদরী বহুল এক
বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি ৯;
ভাগ-১ম ৭। (৩) অষ্টম-মহন্তরে সার্বর্ণি-
মহুর সময়ে বাদরায়ণ সপ্তর্ষিদের অত্ম-
তম ছিলেন। ভাগ-৩ঙ্ক ১৩; ৯ঙ্ক-২২।

বাদরি—একজন পরাশর-বংশীয় গোত্র-

প্রবর্তক ঋষি। তিনি শ্রাম-পরশর
শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের
পরশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটা
আর্ষের প্রবর। মৎ-২০১। বালের
দেখ।

বাদ্রিবার্ণি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম
পুত্র। মহাত্মা-অমৃতা ৪।

বানরাগনা - কাশীস্থিত অত্মতমা যোগিনী।
দ্বন্দ্ব কাশী পৃ-৪৫।

বাবিবা- -রৈবত-মহন্তরে অমৃতাত দেব-
গণের অত্মতম দেবতা। বায়ু-৬২।
রৈবত মহু দেখ।

বানবা- - (১) তিনি কামশাস্ত্র প্রণেতা
ছিলেন। মৎ ২০। (২) মহর্ষি বাত্রবা
একজন আশ্ব বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, উদাল
ও দেবরাত এই তিনটা আর্ষের প্রবর।
মৎ-১৯৮। (৩) মৌলি ঋষির পুত্র বাত্রবা।
একদা মহুর তনয় পৃষয় মুগয়া করিতে
বাইরা ভ্রমক্রমে মূনির হোমধেহু বধ
করেন। সেই জন্ত মূনির শাপে তিনি
শূদ্র প্রাপ্ত হন। মার্ক-১১২।

বানবাসুর—দেবাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মাসুরের
অত্মতম সেনাপতি বাত্রবাসুর কালের
খড়্গাবাতে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

বাম- - (১) দক্ষের কণ্ঠা ও ভূতের পরী
স্বরূপ। হইতে রৈবত, ভীম, বাম
প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন।
ভাগ-৬ঙ্ক-৬। একাদশ রুদ্র দেখ। (২)
ত্রিক্ষের অত্মতমা পরী ভদ্রা হইতে

অরিজিৎ, আয়ু, বাম প্রভৃতি দশ পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০-৮-৬১। (৩)
সুভদ্রার পুত্র বাম। গর্গ-বিষ-৩৩;
ভাগ-৮-৮-১৩।

বামক—যজু-বংশীয় ভজমানের অশ্রুতম
তনয় বাহুক। এই বাহুক স্ত্রী মাতুল
স্বজ্ঞের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।
ভাষা কনিষ্ঠা হইতে কোটিজিৎ,
সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও বামক নামে
চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬।

বামদেব—(১) অঙ্গিরার পত্নী সুরূপা
হইতে গৌরপ্রবর্তক বামদেব ঋষি
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা,
উত্থা ও উশিজ এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর। মৎ-১২৬; বায়ু-৫২। (২)
বশিষ্ঠ ও বামদেব অযোধ্যাপতি মহা-
রাজ দশরথের ঋষিক ছিলেন। রামা-
আদি-৭। (৩) বিদিশা দেশের রাজা
বামদেব নরপতি জরাসন্ধের সেনাপতি
ছিলেন। কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ মথুরা
আক্রমণ করেন। সেই সময়ে নৃপতি
বামদেব তাঁহার পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক
ত্রীকুম্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
হরি-হরি-৯৮। (৪) বামদেব ঋষিকে
অশ্বিদয় জন্মদান করিয়াছিলেন। তিনি
মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই অশ্বিদয়ের
জ্ঞতি করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।৭।
বামদেব ঋষি ও তৎসংশ্লীষগণ। ঋগ্বেদের
চতুর্থ মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের রচয়িতা।

মহর্ষি বামদেব কুশার্ভ হইয়া একবার
প্রাণ রক্ষার্ভ কুকুর মাংস আহার
করিয়াছিলেন। মনু-১০-ম-১০৬। (৫)
ভগবান্ কৃষ্ণের এক নাম বামদেব।
ভাগ-৩-৮-১২; বরা-১৭০। মহর্ষি
বামদেব রথন্তর কল্পে একবার পৃথিবী
পর্য্যটন করিয়াছিলেন। শিব-কৈলা-
৭। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ-
কল্পে যে সমস্ত শিবাবতার যোগাচার্য্য
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বামদেব তাঁহা-
দের অশ্রুতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-
বায়ু-উত্ত-১০। (৭) শ্বেত-কল্পের সপ্তদশ
দ্বাপরে মহাদেব হিমালয়ের অন্তর্গত
মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে
অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে উত্থা,
বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে
তাঁহার বেদজ্ঞ ও যোগাবলম্বী চারি
পুত্র ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৮) কর্দ্ম
নন্দিনী স্বরাট অঙ্গিরার অশ্রুতমা পত্নী
ছিলেন। তাঁহার গর্ভে গৌতম, বাম-
দেব, অবকা, উশিজ ও উত্থা জন্মগ্রহণ
করেন। বামদেবের পুত্র বৃহদ্রথ।
বায়ু-৬৫; দেবীতা-৭-৮-১৭; সৌর-
৬৯; পদ্ম-উত্ত-১৩৮, ২৪৩; ককি-২-৪-
৫; বৃহদ্রথ-পু-২৭; পদ্ম-সৃষ্টি-১২, ১৩,
(৯) বামদেব নামে এক শিবযোগী
ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র
হৃৎকর নামে এক মহাপাপী উদ্ধার হয়।
ব্রহ্ম-ব্রহ্ম-উত্ত-১৫, ১৬।

বামদেবের—মহর্ষি বামদেবকর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত কানীতে বামনদেবের নামে এক শিবলিঙ্গ আছে। স্বন্দ-কানী-উত্ত-৬৫ ।

বামন—(১) বিষ্ণু, কশ্যপ-পত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলীকে বন্ধন-পূর্বক ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-আদি-২২; কুর্শ-পু-৫০; বরা-৭; হরি-হরি-২৫৪। (২) কশ্যপ-পত্নী দম্বু হইতে বামন, মরীচি মঘবান্ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৬; হরি-হরি-৩। (৩) কশ্যপ-পত্নী কক্ষ হইতে কপিল, বামন, নহুষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; লি-৬৩। (৪) বৈবস্বত-মন্বন্তরে বিষ্ণু বামন-রূপে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু-৩২-১। বিষ্ণু বামন অবতারে বলীকে ছলনা করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণপূর্বক ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-২২—৩১। বলি দেখ। বামন পুরাণে এই আখ্যানটি অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। (৫) কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে বামন প্রভৃতি বিহগের জন্ম হয়। মহাভা-উদ্-১০০।

বামনক—কশ্যপ-পত্নী দম্বুর গর্ভজাত অন্ততম দানব। বায়ু-৬৮। দম্বু দেখ।

বামনকেশব—কানীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কানী পু-৩৩।

বামনলক্ষিগাভী—একটি গাভীর নাম। স্বন্দ-নাগ-২৫২।

বামনস্বামী—গুহুর ক্ষেত্রে বামনস্বামী নামে এক বিষ্ণুমূর্তি আছে। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৪।

বামনিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বামরথা—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের স্ত্রাবাষ, অত্রি ও অর্জুনানশ এই তিনটি আবেশ প্রবর। মৎ-১২৭।

বামলোচনা—দশম কল্পে পার্শ্বতীর নাম বামলোচনা ছিল। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বামশিরা—পূর্বকালে বামশিরা নামক এক ঋষি কপালমালা ধারণপূর্বক পাতাল হইতে খড়্গ আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই খড়্গ আহরণ করিতে পারিলে তিনি সমস্ত বিজ্ঞানবরের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু নাগগণ এক বেস্তাকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত উত্তম নষ্ট করেন। স্তত্রাং তিনি বেস্তাসক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। শিব-ধর্ম-১২।

বামা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, বামা তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বামাস্ত্র—মহর্ষি ক্রতুর পত্নী ভূষিতা হইতে যে সকল ভূষিত দেবগণ জন্মগ্রহণ

করেন বামাত্ত তাঁহাদের অত্মতম।
বায়ু-৬২।

বারবী—বামদেবের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-
৪। পবন দেখ।

বারবা—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের
বোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে
তাঁহার রক্তপান করিবার জন্ত দেবগণ
বে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন
বারবা তাঁহাদের অত্মতমা ছিলেন।
পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬; মৎ-১৭৯।

বারস—বাদশ জন বামদেবগণের মধ্যে
বারস অত্মতম। বায়ু-৩১। বামদেবগণ
দেখ।

বায়ু—(১) প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিদের অত্মতম
দেবতা বায়ু। বায়ু অন্তরীক্ষের দেবতা।
এই বায়ু সম্বন্ধে অনেক ঋক্মন্ত্র রচিত
হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ঈশ ও
বায়ু একার্থে স্তুত হইয়াছেন। ঋক্-
১২।১। (২) বায়ুর অত্ম নাম পবন।
পবন দেখ। অষ্টবঙ্গুর অত্মতম বায়ু।
মৎ-১৭১। (৩) ব্রহ্মা বায়ুকে গন্ধ সকল,
অশরীরী ভূতনিচয়, শব্দ, আকাশ ও
বলের অধিপতি করেন। হরি-হরি-
২১৯। (৪) বায়ু নামে এক অশুরও
ছিল। হরি-হরি-১। (৫) মন্দের পত্নী
সুয়সার গর্ভজাত অত্মতম তনয়। হরি-
হরি-১৯৬। (৬) বায়ু নামে এক ঋষি
ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে বায়ু-
তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২৩৮। (৭)
বায়ুর কন্যা ইলাকে রাজা উত্তানপাদেব

তনয় এবং বিবাহ করেন। ভাগ-৪৯-
১৬। (৮) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর
যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বায়ু পুশোমার
সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮৯ ১০। (৯)
ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবা মাত্র
তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি
হয়। বায়ু জন্মিয়াই শর্করা বর্ষণ
করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে
শর্করা বর্ষণ করিতে নিবৃত্ত করিয়া
তাঁহার মৃত্তি বিধান করেন এবং দেব-
গণের ধন ও ফল রক্ষণে নিযুক্ত
করেন। তখন তাঁহার নাম হইল
ধনপতি কুবের। বরা ৩০। কুবের
দেখ। (১০) দেবাসুর যুদ্ধে স্বর্গের
সাহায্যার্থে বায়ু স্বীয় অনুচর ঘস ও
অতিদ্রুত প্রদান করিয়াছিলেন।
বাম ৫৭। (১১) অদিতির তনয় বায়ু
উনপঞ্চাশৎ প্রকাব রূপ ধারণ করিয়া
নিষ্কটকে ইন্দ্রের রাজত্ব ভোগ করিয়া-
ছিলেন। বায়ু ভগবতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
হইলেও, কুশনাভ নরপতির রূপবতী
একদন্ত কন্যার পতি অভিলাষী হইয়া-
ছিলেন। কিন্তু কন্যার প্রত্যাখ্যান
কারণে তিনি এইাদগকে কুণ্ডা
করিয়া দেন। কন্যা কুণ্ড হইয়াছিল
বলিয়া কুশনাভের রাজ্য কাতকুজ
নামে খ্যাত হয়। শিব পদ্ম ১১। (১২)
স্বস্তিদেবী বায়ুর পত্নী। তিনি নিখিল-
ভুবনে পুজিতা। দেবীভাগ-৯৯-১;
৪৯-২২; ৬৯-১৫; ৫৯-৪। (১৩) অষ্ট-

মার্কতের অন্ততম বায়ু । পদ্ম-উক্ত-৫ ।

(১৪) বায়ুদেব স্বরভূর শিষ্য । তিনি সর্ষদর্শী, জিতেজ্বর ও অগ্নিমাди অষ্টবিধ ঐশ্বর্যে সমন্বিত । বায়ু-২ । (১৫) পশ্চিম দিকে সাগর মধ্যে ভদ্রাকর নামে এক দ্বীপ আছে ; ঐ দ্বীপে ভগবান্ বায়ুর নানা রত্ন মণ্ডিত এক ভদ্রাসন আছে । তথায় ভগবান্ বায়ু পর্ষে পর্ষে পূজিত হইয়া থাকেন । বায়ু-৪৫ । (১৬) বায়ু অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । বায়ু-৬৫ । (১৭) হিরণ্যকশিপুর অন্ততম তনয় অনুহ্লাদ, অনুহ্লাদের পুত্র বায়ু ও দিনীবাণী । তাঁহাদের শত সহস্র সম্ভান সন্ততি হলান্ধলগণ নামে খ্যাত । বায়ু-৬৭ । (১৮) প্রজাপতি ব্রহ্মা বায়ুকে শব্দ, আকাশ ও বলের অধিপতি করেন । বায়ু-৭০ ; মার্ক-২, ৫ ; অগ্নি-১৩, ২০৫ ; ব্রহ্মা-৩-১ ; সৌর-৬৩ ; বৃহদা-৩ ; ঐমহাভা-২২, ৩০, ৬০ ।

বায়ুকাল—মহানক মুনি মহর্ষি কণ্ঠপের মানস পুত্র । একদা স্নান কালে রম্ভা প্রভৃতি অম্পরাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনের বিকার উপস্থিত হয় । তাহাতেই বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুকাল, বায়ুরোতা ও বায়ুচক্র নামে সপ্তর্ষির উদ্ভব হয় । মহানকের এই সকল পুত্রেরা বরাবর পৃথিবী দারণ করিয়া রহিয়াছেন । বাম-৩৮ ।

বায়ুগণ—অর্থাৎ মরুদগণ । পদ্ম-উক্ত-৫ । মরুদগণ দেখ ।

বায়ুচক্র—মহানক ঋষির অন্ততম পুত্র ।

বাম-৩৮ । বায়ুকাল দেখ ।

বায়ুবল—মহানক ঋষির অন্ততম পুত্র ।

বাম-৩৮ । বায়ুকাল দেখ ।

বায়ুবেগ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্ততম । মহাভা-আদি-১৮৬ ।

(২) মহানক ঋষির অন্ততম পুত্র । বাম-৩৮ । বায়ুকাল দেখ ।

বায়ুবেগ—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা । তাঁহার সকলেই সর্ষসিদ্ধিদায়িনী । অগ্নি-৫২ ।

বায়ুভঙ্গ—মহারাজ বৃধিষ্টিরের রাজস্বয় দক্ষে সমাগত জনৈক মহর্ষি । মহাভা-সভা-৪ ।

বায়ুমণ্ডল—মহানক ঋষির অন্ততম পুত্র । বাম-৩৮ । বায়ুকাল দেখ ।

বায়ুরোতা—মহানক ঋষির অন্ততম পুত্র । বাম-৩৮ । বায়ুকাল দেখ ।

বায়ুসংবর্ত—শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্ত যে সকল মহর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন । তিনি তাঁহাদের অন্ততম । মহাভা-শান্তি-৪৭ ।

বায়ুহা—মহর্ষি মহানকের অন্ততম পুত্র । বাম-৩৮ । বায়ুকাল দেখ ।

বাবাস্বী—পিতামহ ব্রহ্মা বাবাস্বী নামী এক কন্যা সৃষ্টি করিয়া, দিতিনন্দন বজ্রাস্ত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন । তাঁহারই গর্ভে দৈত্যপতি তারক অশ্ব-গ্রহণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৪২ ।

বাবাহি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র-

প্রবর্তক ধবি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৬।

বারাহী—(১) অন্ধকাসুরের বিনাশের জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বারাহী তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি ৩৬; মৎ-১৭২। (২) শুভ ও নিশ্চয়ের সহিত বৃদ্ধে দেবী পার্কতীকে সাহায্য করিবার জন্য শূকরাকৃতি বরাহদেবের শক্তি বারাহী দেবী অত্যাচ্ছ প্রেতাসনে আসীন হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৫২-২৮। (৩) শুভ নিশ্চয় সময়ে চণ্ডিকার পৃষ্ঠদেশ হইতে শেষ নাগ-বাসিনী সুবল-ধরা বারাহী দেবী সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন। বাম-১৮৬; বরা-২৭; কালিকা-৬৩; বৃহদা-৩; পদ্ম-উত্ত-১৮। (৪) শঙ্করী নিজ দেহ হইতে যে সকল কুলদেবতার সৃষ্টি করেন, বারাহী তন্মধ্যে অন্ততমা। স্কন্দ-ত্রয়-ধর্ম-২১। (৫) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (৬) কাশীধামে ক্রৌঞ্চ বারাহের সম্মুখানে বারাহী নামে এক দেবী আছেন। ভক্তিপুরাণের তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখনও বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) পঞ্চমূর্ত্ত মহা-পীঠের সম্মুখকটে অবস্থিতা জনৈকা মাতৃকা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। বীরেশ্বর-লজ ও জীবুদেবী দেখ।

বারিমূল—চাক্ষুঃ-মহুর অধিকার কালে দেবগণের ঋতু, ঋতাজ, দিবৌকা, বারিমূল ও লেখ এই পাঁচটি গণ ছিল।

মৎ-২। চাক্ষুঃমহুর দেখ।

বারিমেষর—শৈব্য কন্তা রত্নার গর্ভজাত অক্রুরের অন্ততম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রুর ও উপলম্ব দেখ।

বারিবেণ—বিক্রান্ত, শৈবের ও সৌম্যন নামে নিষ্ঠাদেবদেবের তিনটি গণ আছে। তন্মধ্যে ঐরবেণ, স্রবেণ, বারিবেণ, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, মহাক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার, এই নর-মুখ কিল্লরগণ বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বারিসার—মৌগাবংশীর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ। ভাগ-১২২-১।

বারুণ—বরুণ মুর্ধ্বধারী ভগবান্ মহা-দেবের যজ্ঞ হইতে মহাআ ভূক্ত, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহাদের বংশ-সমুদয়ের সাধারণ নাম বারুণ। মহাভা-অম্ব-৮৫।

বারুণি—(১) দক্ষের কন্তা ও কন্তপের অন্ততমা কন্তা বিনতা হইতে আরুণি, বারুণি, গরুড় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮; কা-৩৪। গরুড় ও আরুণি দেখ। (২) বরুণের পুত্র বলিরা, অগস্ত্য, ভৃগু ও বশিষ্ঠ বারুণি বলিরা কথিত হন।

বারুণী—(১) সমুদ্র মন্থনে সুরা-রূপিনী বারুণী সমুদ্র হইতে উৎখিত হন। দিতি পুত্রগণ তাঁহাকে গ্রহণ না করার ঠাঁহারা অসুর নামে খ্যাত হন এবং অদিতির পুত্রগণ গ্রহণ করাতে সুর নামে খ্যাত হন। রামা-আদি-৪৫। (২) অককাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মং-১৭২। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫। (৩) প্রকৃতি শরীর-সমুত্তা শ্বেদজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের পত্নী বারুণী। দেবীভা-২৯-২। বরুণ দেখ (৪) সমুদ্র মন্থনে সুরভীর উদ্ভবের পর মদ-মুণিতলোচনা, পদে পদে স্থলিতপদা, বারুণী দেবী প্রাহুভূতা হন। তিনি একবস্ত্রা, মুক্তকেশী ও রক্তাস্ত-স্তক-নেত্রা। দেবী বারুণী উৎখিত হইয়া বলিলেন, “আমি দেবী! সকলের বলদারিনী। ওহে দানবগণ! তোমরা আমাকে গ্রহণ কর।” বারুণীকে অশুচী মনে করিয়া সুরগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন দৈতাগণ বারুণীকে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণান্তে উহা সুরা নামে পরিচিতি হইল। পদ্ম-সৃষ্টি-৪ ; বিষ্ণু-১ম-২। (৫) ঋষের বংশে চাক্ষুসের পত্নী বারুণী (পুষ্করিণী) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ছিলেন। বারুণীর গর্ভে চাক্ষুসের ভ্রমর (ভট্ট মন্থর পতি) ময়ু জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৬) বলদেবের উপভোগার্থ বরুণদেব

বারুণীকে বৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন। তাহাতে বারুণী বৃন্দাবনস্থ কদম্ব বৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন। বলভদ্র ও বিচরণ করিতে করিতে কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মস্ত ধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হন এবং গোপীগণসহ সেই মদিরা পান করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৫। (৭) সমুদ্র মন্থনে কমলার উদ্ভবের পর বারুণী নারী এক কমললোচনা কন্যা আবির্ভূতা হন। হরির আজ্ঞানুসারে অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ভাগ-৮-৯।

বারুণী—বারুণী নারী মুনিকন্যা প্রচেতা নামক দশ ভ্রাতার সহধর্মিণী ছিলেন। মহাভা-আদি-১২৮।

বার্ভ—বার্ভ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বার্ভা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে গৌরী, সুপ্রভা, বার্ভা, সাধ্বী ও সুমালিকা বরুণের স্ত্রী ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২। বরুণ ও গৌরী দেখ।

বার্ভালী—পার্বত্য শরীরসমুত্তা অস্ত্র তম্বা মহাশক্তি। তাঁহারা দানবসৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্বন্দ-কাশী-উদ্ভ-৭২।

বার্ভিকা—একজন ঋষি। তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করিতেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২২।

বার্ভিকমী—রাজা বার্ভিকমী কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া,

দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
মহাভা-দ্রোণ-২৩।

বার্হকেশী—একজন বিখ্যাত রাজা।

তিনি দ্রোণদ্বীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত
ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

বার্হাথ—ইক্ষাকু বংশীয় দৃঢ়াশ্বের তনয়
বার্হাথ, বার্হাশ্বের পুত্র নিকুন্ত, তৎপুত্র
সংহতাথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

বার্হাগলা—মহর্ষি বার্হাগলা একজন
পরম স্ত্রানী বেদবেদান্তপারগ ব্রহ্মবাদী
ঋষি ছিলেন। তাঁহার নিকট গর্ভকর্ষ
রাজ বিম্বাবন পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে
উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-
শান্তি-৩১৯।

বার্হায়নি—মহর্ষি বার্হায়নি উত্তর কুরু
প্রদেশে বাস করিতেন। বায়ু-৩৪।

বার্হায়ন—একজন পরাশর বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তিনি ধ্রুব পরাশর
শাখার অন্তর্গত। তাঁহাদের শক্তি,
বশিষ্ঠ ও পরাশর এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর। মৎ-২০১।

বার্হের—অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণরাজের
একজন অনুচর ও সারথি। মহাভা-
বন-৬৭। জীবল দেখ।

বার্হদ্রথ—যজুবংশীয় জনৈক ভূপাল।
কংস তাকে পরাস্ত করিয়া মহাদেবা
ও অম্বুজা নামী তাঁহার দুই কন্যাকে
বিবাহ করেন। মহাভা-সভা-১৩।

বাণ—যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর
পর্তকাত অমৃতম পুত্র। বায়ু-৬৯।
দেবজনী দেখ।

বালকরক্ষক—দেবান্নর যুদ্ধে দেবসেনা
পতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা,
রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও
মহাবলসম্পন্ন পর্কত সকল, যে সমুদয়
সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, তিনি তাহা
দের অমৃতম। মহাভা-শলা-৪৬।

বালকি—একজন বেদজ্ঞ নিগম বিশারদ
ঋষি। বায়ু-৬১।

বালকীড়ণকপ্রিয়—দেবসেনাপতি কার্ত্তি
কেয়ের অমৃত নাম বালকীড়ণকপ্রিয়।
মহাভা-বন-২৩০।

বালখিলা—(১) একজন বশিষ্ঠ বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের ভীষ্ম-
বসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই
তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

ব্রহ্মা সৃষ্টি ব্যাপারে মনঃসংযোগ
করিলে, তাঁহার মন হইতে সৃষ্টিমতি
গুহ্মির জ্বাং বালখিলা ঋষিগণ উৎপন্ন
হইলেন। এই সকল ঋষি সংখ্যায়
অষ্টাধিক সন্তান। এবং তাঁহারা সকলেই
উদ্ধারিত। বাম-৪৩। (২) আবার

ঐ পুরাণেরই ৫৩ অধ্যায়ে আছে—
শঙ্করের বিবাহ কালে উমাকে দেপিরা
একটি বৈতঃসংগম হয়। ব্রহ্মা সেই
বেতঃ বালকামদো নিজেপ করেন।

তাহা হইতে অষ্টাধিক সন্তান ঋষি
উৎপন্ন হন। তাঁহাদের বালখিলা নামে
প্রসিদ্ধ। জম্বব পত্নী সম্রাতি হইতে
যাতি ভাজার উদ্ধারিতা ঋষি জম্বপ্রাণ
করেন। তাহারা বালখিলা নামে খ্যাত।

ভাগবত মতে তাঁহারা বালিখিলা ।

ভাগ-৪৬-১ ; ব্রহ্মাণ্ড-২৯ ; সৌর-২৬ ;
বৃন্দ-নাগ-৭৭ ।

বালখিলোৎসব—কাশীস্থিত একটি শিব
লিঙ্গ । বৃন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫ ।

বালয়—মহিষাসুরের অশ্রুতম সেনাপতি ।
সৌর-৪৯ ।

বালচণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব
লিঙ্গ । বৃন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭ ।

বালড়ি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অঙ্গিরা,
বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর । মৎ-১৯৬ ।

বালধি—মহাতেজা বালধি ঋষি পুত্র
শোকে কাতর হইয়া কঠোর তপশ্চা
করিলে, দেবতার সৃষ্টি হইয়া নিমিত্ত
ধীন পরমায়ু করিয়াছিলেন । তখন
বালধি পক্ষতের স্থিতিতে তাঁহার জীবন
প্রাণনা করিলেন । অনন্তর বালধির
মেধাবী নামে এক পুত্র জন্মে । এই
দ্রুশয় আশ্রয়ভক্ত অবগত হইয়া
অশ্রুত ঋষিদের অপমান কবিত্তে
লাগিল । একদা মহাতেজা পশুশাক
অপমানিত হইয়া মহিষাসুর দ্বারা
পক্ষত বিদারণ করিলেন । নিমিত্ত
বিনষ্ট হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ মেধাবীর
মৃত্যু হয় । মহাভা বন ১৩৪-৩৭ ।

বালপি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, বাতি-
হব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটি
আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

বালবন্ধু—রৈবতমহুর অশ্রুতম তনয় ।
বায়ু-৬২ । রৈবতমহুর দেখ ।

বালা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার
জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি
করেন, বালা তাহাদের অশ্রুতমা
অশ্রুতনা ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬ ।

বালাকি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন,
আশ্বিনা, ওর্ক ও জমদগ্নি এই পাঁচটি
আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১৯৫ ।

বালাবতী—মহর্ষি কথের কন্যা বালাবতী
সাত্ৰমতী নদীর তীরে সূর্য্যের আরাধনা
করিয়া সিদ্ধকামা হইয়াছিলেন । পদ্ম-
উত্ত-১৫২ ।

বালাবি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ভগীৰথ,
বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষেয়
প্রবর । মৎ-২০০ ।

বাল্যগনি—বাল্মকীর তনয় বালিখিল্য
নামে একখানি সংহিতা রচনা করেন ।
সেই সংহিতা বাল্যগনি, ভজা, কাশার
প্রভৃতি দৈত্যগণ অধ্যয়ন করেন ।
ভাগ-১২৬ ৬ ।

বালি (১) ববাহকনের ত্রয়োদশ ষাপরে
মহামুনি ধন্য নারায়ণ নামে খ্যাত
ছিলেন । সেই সময়ে মহাদেব বালি
নামে গন্ধমাদন পক্ষতস্থ বালিখিলাশ্রমে
অবতীর্ণ হন । সুধামা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ
ও বিরজা নামে বালির চারিজন
তপোধন, বিমলগন্ধ পুত্র ছিলেন । বায়ু-

২৩; লি-২৪; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (২) কিশ্কিন্ধার অধিপতি। তাঁহার পিতা ঋক্ষরাজ ব্রহ্মার অশ্রুধারা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ঋক্ষরাজ কোনও সরোবরে অবগাহন করিয়া রমণীকূপ প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় ইন্দ্রের ঔরসে বালির ও সূর্য্যের ঔরসে সূর্য্যীবের জন্ম হয়। পরে তিনি স্বীয় রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে স্বীয় পুত্রত্ব সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, ব্রহ্মার আদেশে তিনি কিশ্কিন্ধার অধিপতি হন। পিতার মৃত্যুর পরে বালি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামা-উক্ত-৪২। ঋক্ষরাজ দেখ। (৩) বালির জীর নাম তারা। তারা বানর পতি সুষেণের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদের জন্ম হয়। মায়াবী নামক তেজস্বী দানবের সহিত, দ্বী নিমিত্ত বালির শত্রুতা হয়। মায়াবী একদা রাত্রিকালে বালিকে শূদ্রার্গ আত্মান করিলে, বালি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। মায়াবী বালির ভয়ে ভুগর্ভে প্রবেশ করিলে, বালিও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ভুগর্ভে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে সূর্য্যীব গর্ত্তমুখে বালির জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। বালির প্রত্যাবর্তনের জন্ত সূর্য্যীব তথার বহুকাল অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার কিরিবার কোন আশা নাই দেখিয়া, তিনি গর্ত্তমুখে একখণ্ড প্রস্তর

স্থাপনপূর্ব্বক চলিয়া আসেন, এবং বিধবা ভ্রাতৃবধু তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বালি প্রত্যাবর্তন করিয়া দাতার ব্যবহারে অতিমাত্রা দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। সূর্য্যীব মতঙ্গমূনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক এক রাক্ষস বালিকে যুদ্ধার্গ আত্মান করিয়াছিল। বালি তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মতঙ্গমূনির আশ্রম সমীপে নিক্ষেপ করেন। নিহত রাক্ষসের মুখ নিম্নত রক্ত মতঙ্গমূনির আশ্রমে পতিত হইলে, মতঙ্গমূনি বালিকে শাপ দেন যে, তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলেই বালির মৃত্যু হইবে। সেই সূযোগ পাইয়া সূর্য্যীব তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল। রামা কিশ্কি-২-১১। (৪) একবার ব্রহ্মপতি রাবণও বালির সহিত বলপরাঙ্কর জন্ত আগমন করিয়াছিলেন। বালি তাঁহাকে কক্ষ তলে স্থাপনপূর্ব্বক খুব ভক্ত করিয়া ছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রামা উক্ত-৩৯। (৫) রাম বনবাস কালে সূর্য্যীবের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক নিরপরাধ বালিকে বধ করেন। রামা কিশ্কি-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬) বানরেজ্ঞ বালি রাম হস্তে নিহত হন। হরি হরি ৪১; স্বন্দ-নাগ-১৫৮;

শিব-ধর্ম-১৪ ; অগ্নি-৮ ; শ্রীমহাভা-৩২ ;
ককি-৩৫-৩ ; বৃহদ্-পু-১২ ।

বালিক—ময়দানবের অত্যন্ত তনয় ।
বারু-৬৮ । ময়দানব দেখ । (২) সগর
বংশীয় নরপতি অথকের তনয় বালিক ।
জ্যৈষ্ঠমাসে বেটন করিয়া তাঁহাকে
পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া
ছিলেন । সেইজন্য তাঁহার নাম হয়
নারীকবচ । পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষেপিয়া
করিলে, তিনিই একমাত্র জীবিত ক্ষত্রিয়
রাজা ছিলেন । সেইজন্য তাঁহার আর
এক নাম হয়—মূলক । বালিকের পুত্র
দশরথ, দশরথের তনয় ঐর্ষবিড়ি ।
ভাগ-৯৮-৯ ।

বালিকা—অন্ধকাশুরের রক্তপান করি
বার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার
সৃষ্টি করেন, বালিকা তাঁহাদের অত
তম ছিলেন ! মং-১৭৯ ।

বালিখিলা—বালিখিলা দেখ ।

বালিশয়—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের একমাত্র
বশিষ্ঠ আশ্রয় প্রবর । মং-২০০ ।

বালিশায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অঙ্গিরা,
বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আশ্রয়
প্রবর । মং-১৯১ ।

বালিশিণ—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের
অত্যন্ত পত্নী কদম্ব হইতে প্রসবিত,
ধনঞ্জয়, শক্য, বালিশিখ প্রভৃতি নাগগণ
জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৩২ ।

বালী—(১) হিরণ্যকশিপুর অত্যন্ত সেনা-
পতি । মং-১৬১ । (২) বরুণদেবের
অনুগত অত্যন্ত নরপতি । মহাভা-
সভা-৯ ।

বালীশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ ।
স্কন্দ-কাশী-৯৭ ।

বালুকেশ্বর—বারুপুরস্থিত বালুকেশ্বর
দেবকে প্রণাম করিলে ব্রহ্মহতা পাপ
হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় । বারু-৬০ ।

বালেশ—বালেশ নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বগণ
বক্ষপতি বিক্রান্তের সন্তান । বারু-৬৯ ।

বালেশগণ—উৎকুর, শকুনি, কালনাভ,
ভূতসন্তাপন ও মহানাভ এই পাঁচ জন
মহামুর তিরণাক্ষের সন্তান । ইহারা
দেবগণেরও ভূক্তের । তাঁহাদের শত
সহস্র পুত্র ও পৌত্র জন্মে । তাঁহারা
বালেশগণ নামে খ্যাত । বারু-৬৭ ।

বালেশগন্ধর্ব্ব—মহামুর বিক্রান্তের চিত্রা-
ঙ্গদ, বিশ্বকস্মা, চিত্রকেতু ও সৌমদন্ত
নামে পুত্রগণ বিক্রম ও উদার্যাসম্পন্ন
এবং বালেশ গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত ছিলেন ।
বারু-৬৯ । বিক্রান্ত দেখ ।

বালেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বালাদিত্যের
দক্ষিণে ক্রোশবর মধ্যে বালেশ্বর নামে
মহাদেব আছেন । তাঁহাকে দর্শন
কাবলে মানবগণের সবকাম সিদ্ধ হয় ।
স্কন্দ-প্রভা প্রভা ২৮৯ ।

বান্দীক (১) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে
যে সকল বনবানু বিহগ উৎপন্ন হন,
তন্মধ্যে বান্দীক অত্যন্ত ছিলেন ।

মহাভা-উদ্-১০০ । (২) কৃষ্ণ নামে
জৈনক মুনি দীর্ঘকাল চন্দ্রচর তপশ্চরণ
করিত থাকিলে, বন্যীক শ্মশ্রুতকান
তাঁহার দেহে আচ্ছন্ন হয় । এইজন্ত
তিনি বন্যীক নামে খ্যাত হন । রামায়ণ
৪৮৪২৩ প্রসিদ্ধ বান্যীক মুনি তাঁহারই
পুত্র । স্বন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১ । (৩) পূর্বা
কালে স্মৃতি নামে ভৃগুবংশীয় এক
বিপ্র ছিলেন । তাঁহার দ্বী কৌশল্য
অগ্নিশম্মা নামে এক পুত্র প্রসব করেন ।
এই অগ্নিশম্মা আত্মীয় দক্ষাদিগের সহিত
মিলিত হইয়া দক্ষায়ুজ্ঞ কাণ্ডে । ৭৮৮
অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ অগ্নিশম্মা কটক
আক্রান্ত হন । পরে অত্রির উপদেশে
তাঁহার জ্ঞানোদয় হইলে, তিনি আয়ব
ধান করিতে থাকেন । হারিকিছুকাল
পরে অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ বন্থন পুনরায়
সেই পথ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে
ছিলেন, তখন বন্যীক মনো অগ্নিশম্মাকে
দেখিতে পাইয়া বান্যীক নাম রাখি-
লেন । তিনি রামায়ণ ৪৮৪২৩ প্রসিদ্ধ
বান্যীক মুনি । স্বন্দ-আব-অব-২৪ । (৩)
ভার্গব বান্যীক রামায়ণ রচনা করেন ।
মৎ-১২ ; অগ্নি-১১ ; কন্ধি-৩৪-৩ ;
রান না জন্মিতেই রামায়ণ রচিত হয় ।
বৃহৎ-পু-২৫ । বান্যীকের আত্মজ
রোহিণী ও পৌরনী বসুদেবের পত্নী
ছিলেন । বারু-৯৩ । (৪) মহর্ষি বান্যীক
চিব্রকূট পর্বতে মাল্যবতী নদীতীরে
অবস্থান করিতেন । রামা-অযো ৫৬ ।

তিনিই রামায়ণ রচনা করেন । রামা
বাল ৭ । (৫) রাম সীতাকে বনবাসে
প্রেরণ করিলে, সীতা তমসা নদীর
তীরে বান্যীকির আশ্রমে গমন করেন ।
সেখানে সীতা কৃষ্ণ ও লব নামে দুই
পুত্র প্রসব করেন । রামের অধমেষথজে
বান্যীক কৃষ্ণ ও লবকে সঙ্গে করিয়া
আগমন করেন । তাঁহাদের সঙ্গীতে
সকলো মুগ্ধ হয় । সীতাকে জ্ঞেয়
কাণ্ডে রাম অসম্মত হইলে সীতা
সেখানেই পলায়ন করেন । রামা-উ-৩
১০০ ; ১১০ ; মৎ-১২ ; অগ্নি-১১ ;
কাণ্ড-৩৪-৩ ; বৃহৎ-পু-২৫ । কাণ্ডে
আছে যে বান্যীকসম্মত মনোযোগ
বান্যীক বর্ণনায় পূর্ণ । ভাগ ৬৪-১৮ ;
কন্দ-বসু-সৌ-৩৩ ; স্বন্দ-কাশী-পু-১০ ।
বান্যীকসম্মত কাশীস্থিত একজন ঋষিগণ ।
কন্দ-কাশী-পু-১১ ।
বান্যীকসম্মত অবস্থায় বান্যীকসম্মত
গানে এক মনোদিব আছেন । স্বন্দ
আব-অব-২৪ ।
বান্যীক-বান্যীকের তনয় শাক্তি । মহাভা-
উদ্-১১৩ । শাক্তি দেখ । বরাহকল্পের
ত্রয়োদশ ছাপরে মহাদেব বান্যীক
আশ্রমের অন্তর্গত গন্ধমাদিন পর্বতে
বাণি নামক মহামুনিরূপে অবতীর্ণ
হন । গুণাশা, কণ্ডপ, বাণিষ্ঠ ও বরুণ
নামে বাণির চারি পুত্র উদ্ধরতা ও
মহাযোগ বলে বলী ছিলেন । তাঁহারা
নাছেছর যোগ অবলম্বনপূর্বক রুদ্রলোক
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । লি-২৪ ।

বাস্কল, বাস্কল—(১) হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, বাসবী—পিতৃগণের বাসবী নামী কন্যা, সংহ্লাদ, অমূল্যদ, শিবি ও বাস্কল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৩৫। (২) হিরণ্যকশিপুর অগ্রতম পুত্র সংহ্লাদ। এই সংহ্লাদের পুত্র আয়ত্মান, শিবি ও বাস্কল। বিষ্ণু-১ম ২। (৩) কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অগ্রতম শিষ্য পৈল, ঋগ্বেদকে হই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইঙ্গ প্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে হই সংহিতা অধ্যয়ন করান। মহামুনি বাস্কল ঋগ্বেদের প্রথম শাখাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া স্বাণ শিষ্য চতুর্দশ বোদা, অগ্নিনাথর, যাক্ষবক্য ও পবিশরকে অধ্যয়ন করান। বাস্কল অপর আরও তিনখানা সংহিতা রচনা করিয়া কানায়নি, গাথ্য ও কথাজব নামক তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য় ৪; ভাগ-১২ স্ক ৩। (৪) হিরণ্যকশিপুর অগ্রতম তনয় অমূল্যদের পত্নী সূর্য্যা হইতে বাস্কল ও মহিষ জন্মে। ভাগ-৬ স্ক ১৮।

বাসচূর্ণিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিন তাহাদের অগ্রতম। মৎ-১৭৭।

বাসনা—ধর্ম্মের অগ্রতম পুত্র ও অষ্টবসুর অগ্রতম অর্ক। তাহার পত্নী বাসনা হইতে তর্ষ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। ভাগ ৬ স্ক ৬। তর্ষ দেখ।

বাসব—ইন্দ্রের অগ্র নাম। ইঙ্গ দেখ।

বাসবী—পিতৃগণের বাসবী নামী কন্যা, পিতৃগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মৃত্যু ঘোঁনিতে জগ্নাগতন করেন। পরে তিনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবাসিকে প্রদত্ত করেন। বায়ু, ১।

বাসুকী, বাসুকী (১) কণ্ঠপ হইতে দক্ষের অগ্রতম কন্যা কক্ষর গর্ভে কাদবের নামের শ্বেত, বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা নাগগণের আদিপত্যে বাসুকীকে নিবৃত্ত করেন। মৎ-৬; বরা-২৪; বিষ্ণু-১ম ১৫; হরি হরি-৩। (২) সমুদ্র মন্থন কালে তিনি মন্থন রজ্জু হইয়াছিলেন। তাহারই ভগিনী জরংকারকে জরংকার মুনি বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-১২। (৩) বাসুকির দৌহিত্র কৃষ্ণভোজ, কৃষ্ণভোজের দৌহিত্র পঞ্চ পাণ্ডব। মহাভা-আদি-৬৫। (৪) গন্ধর্ব্ব রাজ বাসুকির পত্নীর নাম শতশিখা মহাভা-উদ্-১১৬। (৫) সুর্য্যের বহনকারী দ্বাদশ নাগের অগ্রতম বাসুকী। রমাতল নামক পাতাল প্রদেশে তিনি বাস করিতেন। কৃষ্ণ-পু-৪১। দ্বাদশ নাগ দেখ। মার্ক-১২; অগ্নি-১২; দেবীভা-২ স্ক-১২। (৬) নাগগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন তখন বাসুকী দোহা হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২; পদ্ম-সৃষ্টি-৫; কালিকা-৩৫; স্কন্দ-আব-অব-৬৫। (৭) দেবগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন ও বাসুকীকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র

মহন করিয়াছিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-
২৬; স্বন্দ-আব-রেবা-৯৯, ১৬১; স্বন্দ-
নাগ ৩১।

বান্দুকীশ্বর—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

বান্দুদেব—(১) পাণ্ডুর তনয় ভীম দিগ্বি-
জয়ে বহির্গত হইয়া পুণ্ড্রদেশের অধি-
পতি মহাবল পরাক্রান্ত বান্দুদেবকে
পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-
২৯। (২) বান্দুদেব নামে একজন
বাস্তবশাস্ত্রোপদেষ্টা ছিলেন। মং ২৫২।
(৩) ব্রহ্মের এক নাম বান্দুদেব। মাক
৪। (৪) বান্দুদের পুত্রের নাম বান্দুদেব
শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নি ১২; ব্রহ্মাণ্ড ২৩; বায়ু
২৩, ৯৩; বৃহৎ উত্ত ১৫, ১৬; পদ্ম
সৃষ্টি ৩৪, ৩৬; বিষ্ণু ১ম ২, ৪;
মহাভা আদি ৬৭; সভা ২৯; শান্তি
১, ২; জ্ঞা ১, ৩; অনুশা ৪, ১৭;
আশ্বমে ১, ২; স্বর্গা ৪, ৫; বরা ৯৯।
বান্দুদেবী—পার্বতীর সহচরী অন্ততমা
দেবী। মং ৬২।

বান্দুলি—(১) একজন অঙ্গিরা বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা,
বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটা আশ্রয়
প্রবর। মং ১৯৬। (২) দ্রাপদ যুগে
অবসান সময়ে রাজা বান্দুলি দশাশ্র
মৈথিক তীর্থ সেব করিয়া দশাশ্রমের
ফল লাভ করিয়াছিলেন। স্বন্দ আব
অব ১৭।

বাহিনীপতি—একজন অঙ্গিরা বংশীয়

গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা,
উশিজ ও উতথ্য এই তিনটা আশ্রয়
প্রবর। মং-১৯৬।

বাহীক—পূর্বকালে কলিঙ্গ দেশে লবণ
বিক্রয়ী বাহীক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল।
সে অতিশয় দুঃখাচারী ছিল। সে বন-
মধ্যে এক বাঘ কর্তৃক নিহত হয়।
তাঁহার অস্থি গৃধ্র কর্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত
হওয়ার সে অতিশয় পাপী হইয়াও
মুহুর্তে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন
করে। স্বন্দ কাশী-পূ-২৮।

বাছ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বৃকের
তনয় বাছ। শক, যবন, কাষোজ,
পারদ, পুরুব প্রভৃতি স্নেহজাতিগণের
সহিত হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-
গণ মিলিত হইয়া, সেই বাছ নৃপতিকে
পরাজিত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি
অধ্যাত্মক ছিলেন। বাছর তনয় সগর।
হরি ১৩; অগ্নি ২৭৩; বায়ু ৮৮;
ব্রহ্মাণ্ড ২৩; সৌর ৩০; মং ১২;
বিষ্ণু ৪র্থ ৩; শিব ধর্ম ৬১। (২)
সগরের তনয় অসমজ্ঞা অতিশয় হৃদ্যন্ত
ছিলেন। প্রাচীনাদিদের শিশুদিগকে
সাক্রমণ ও সপয়ুজনে নিমজ্জন করি-
তেন। এই অপরাধে সগর তাঁহাকে
পরিহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাভা
শান্তি ৫৭। (৩) প্রাচীন কালে বাছ
নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক দানবপতি
ছিলেন। মহাভা শান্তি ২২৭। (৪)
বারাণসীর রাজা হুজ্জয়ের অন্ততম

সেনাপতি । তিনি মহর্ষি গৌরমুখ
কর্তৃক নিহত হন । বরা-১০—১২ ।
গৌরমুখ দেখ ।

বাহুক—(১) রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে
নাগরাজ কোরবের কুলজাত বাহুক,
কুমারক, বেণী, কুণ্ডল প্রভৃতি নাগগণ
বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ । (২)
রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নল বাহুক নামে সারথি-
রূপে ভূপতি ঋতুপর্ণের আলয়ে কিছুকাল
অবস্থান করেন । মহাভা-বন-৬৭ । (৩)
মহুবংশীয় বৃকের তনয় বাহুক । তিনি
শককটুক অন্তরাজ্য হইয়া বনে গমন
করেন । মহর্ষি দক্ষের আশ্রমে তাঁহার
স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করেন । গভাবস্থায়
তাঁহার সপত্নীরা তাঁহাকে অন্নের সহিত
বিষ (গর) প্রদান করিয়াছিলেন, এবং
তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিতই ভূমিষ্ট
হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সগর নামে
পাতি হন । ভাগ ৯২৮ । বাহু দেখ ।
বৃহৎ মধ্য-১৮ ।

বাহুনা—স্বন্য দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, বাহুনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অশ্বচর শতদলকে প্রদান করিয়া
ছিলেন । বাম-৫৭ । শতদল দেখ ।

বাহুপত্রিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-
পতি কাঙ্ক্ষিকেরকে সাহায্য করিবার
জন্তু প্ররাগ তীর্থ স্বীয় অশ্বচরী,
কোটরা, উর্দ্ধবেণী, শ্রীমতী, বাহুপত্রিকা,
পতিতা ও কমলাকীকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন । বাম-৫৭ ।

বাহুপুত্র—মহর্ষি বাহুপুত্র দক্ষের দুইটা
কন্যাকে বিবাহ করেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৯ ।

বাহুবৃত্ত—অত্রি বংশীয় মহর্ষি বাহুবৃত্ত
একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
ঋক্-৫।৭।১।১ ।

বাহুলি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র ।
তিনি গোকুল-পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদ-
বেদান্তপারগ ও গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । মহাভা-অনু-৪ ।

বাহুশাল—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কাঙ্ক্ষিকের দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, পুষ্কর তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অশ্বচর বাহুশালকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন । বাম-৫৭ ।

বাহুশালিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্ত মহাদেব বাহুশালিনী
প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

বাহোড়লি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের বশিষ্ঠ একমাত্র
আনের প্রবর । মৎ ২০০ ।

বাহুতি—যজুর্বেদীয় সেনাপতি গোমপাদব
তনয় বহু, বক্র ও তনয় বাহুতি,
বাহুবাহুর তনয় বাহুতি, কোটকের
তনয় চৌর । হরি-৩।৩৩

বাহু—(১) যজুর্বেদীয় ভজমানের অন্ততম
পুত্র বাহু । আশ্ব-২৭৫ । ভজমান দেখ ।
(২) যজুর্বেদীয় ভজমানের পত্নী সৃষ্ণমী
হইতে বাহু ও উপরিবাহুক নামে দুই
পুত্র জন্মে । বায়ু ৯৬ । উপরিবাহুক
দেখ ।

বাহুক—(১) যতুবংশীয় ভজমানের পত্নী, স্বজয়ী, বাহুক ও উপরিবাহুক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে বাহুক স্বজয়ের দুইটা কন্যাকে বিবাহ করেন। কোষ্ঠা পত্নী নিমি, পণব ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র এবং কনিষ্ঠা পত্নী কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও বামক নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-৯৬। (২) বশিষ্ঠ বংশে বাহুক নামে একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০। উপরিবাহুক দেখ।

বাহুকর্ণ—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, শম্ব, বাহুকর্ণ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

বাহুকা—(১) সজয়ের কন্যা বাহুকা ও উপবাহুকা জ্যাম্ববংশীয় নরপতি ভজমানের স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধুষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় প্রসূত হন। হরি-হরি-৩৭। (২) নৃপতি স্বজয়ের কন্যা স্বজয়ী ও বাহুকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে নিমি, ক্রমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। বাহুক দেখ।

বাহুকুণ্ড—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অগ্রতম বাহুকুণ্ড ছিলেন। মহাভা-উৎ-১০২।

বাহুময়—পরশুর বংশীয় একজন গোত্র-

প্রবর্তক ঋষি। তিনি নীল-পরশুর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—পরশুর, শক্তি ও বশিষ্ঠ। মৎ-২০১। পরশুর দেখ।

বাহাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় নরপতি সুশাস্তির তনয় পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহাশ্ব। এই বাহাশ্ব হইতে মুদগল, স্বজয়, বৃহদিশু, যবীনর ও ক্রমিলাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই দেশরক্ষণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের দেশ পাক্ষাল নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৩২। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অজ্ঞানীচের অগ্রতমা স্ত্রী নালিনী হইতে শাস্তি নামে এক পুত্র জন্মে। শাস্তির তনয় পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহাশ্ব। এই বাহাশ্বের মুকুল, স্বজয়, বৃহদিশু, যবীনর ও ক্রমিল নামে পঞ্চ বিক্রমশালী পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই রাজা এবং পাক্ষাল নামে খ্যাত ছিলেন। অগ্নি ২৭৮। অজ্ঞানীচ দেখ।

বাহ্লিক, বাহ্ল্যক—(১) কুরুবংশীয় নরপতি প্রতাপের শাস্ত্রজ, দেবাপি ও বাহ্লিক নামে তিন পুত্র ছিল। হস্তিনানগরের বাহিরে বাহ্লিকের সপ্ত রাজ্য ছিল। বাহ্লিকের তনয় সৌমদত্ত, সৌমদত্তের তনয় ভূরি, ভূরিপ্রবা ও শল। বাহ্লিকের কন্যা রোহিণী বসুদেবের অগ্রতমা পত্নী ছিলেন। রোহিণী হইতে রাম (বলরাম বা বলদেব) শঠ, শারণ, হৃদন, দমন, খন্ড, পিণ্ডারক

ও উলীনর নামে আট তনয় এবং চিত্রা নারী এক কন্যা জন্মে । হরি-হরি-৩২ ; মৎ-৫০ ; মহাভা-আদি-২৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২০ ; বৃহদ্ভ মধ্য ২২ । (২) প্রতীপ তনয় বাহ্লিক কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-১৫৭ । (৩) রাজা কুরুর তনয় অবিক্টিং, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাষ্মদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আট জন । মহাভা-আদি-২৪ ; স্বন্দ-নাগ ৭২, ৭৪ ; গগা গোল-৫ ; বায়ু-৯২ ।

বংশ—(১) নরপতি ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অতীতম বংশ । তিনি সকলোজ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মকর্ত্তায় খুব পারদর্শী ছিলেন । বিংশের তনয় বিবংশ, বিবংশের তনয় খলীনেত্র । মহাভা-অম্বু-৪ । খলীনেত্র দেখ । (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় খলিত্রের তনয় ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয় বিংশ, বিংশের পুত্র ধার্ম্মিক বিবংশ । বায়ু-৮৬ ।

বংশজ—নাগবংশীয় জটনক বিদেশী রাজা । বায়ু-৯২ ।

বংশতি—(১) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ তনয় বিকৃষ্ণ । বিকৃষ্ণের শকুনি প্রমুখ পাঁচ শত পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে বিংশতি-প্রমুখ আটচাল্লিশ জন নরপতি দক্ষিণাপথের রক্ষক হন । বায়ু-৮৮ । (২) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশ ধর্ম্মকর্ত্তায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন । বিংশের পুত্র বিবংশ । মহাভা-আশ্বমে-৬ । বিংশ দেখ ।

বিকচা—কম্পন নামক যক্ষের পত্নী কেশিনী, নীলা নামে এক কন্যা প্রসব করেন । নীলার কন্যা বিকচার গর্ভে রাক্ষসপতি বিরূপের ঔরসে দংষ্ট্রাকরাল, বিকৃত, মহাকর্ণ, মহোদর, হারক, ভীষক, ক্রামক, বৈনক, পিশাচ, বাহুক ও প্রাশক নামে বহু বীর্ষাশালী পুত্র জন্মে । বায়ু-৬২ ।

বিকঞ্জ—কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের পত্নী কুমোদরী হইতে বিকঞ্জ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করেন । কব্ধি-৩২-২ ।

বিকট—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গভজাত শতপুত্রের অতীতম বিকট । তিনি অতীত ভ্রাতাদের স্থায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৭ । (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কান্তিকেশকে সাহায্য করিবার জন্য সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সর্পিং, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিকট তাঁহাদের অতীতম ছিলেন । মহাভা-শলা-৪৬ । (৩) রাক্ষস-পতি স্ত্রমালীর অতীতম তনয় । রামা-উত্ত-৫ । তিনি লঙ্কা সমরে প্রাণ-তাগ করেন । রামা-লঙ্কা-৯০ । (৪) গণেশের অগ্র নাম । অগ্নি-৭১ । (৫) প্রভাস ক্ষেত্রের একজন দ্বারপাল । স্বন্দ-প্রভা দ্বার-১৭ । (৬) মহাদেবের অতীতম গণ । স্বন্দ ব্রহ্ম-উত্ত-১৬ ।

বিকটবিজ—কাশীধামে পাশপার্শ্ব গণে-

শের দক্ষিণ দিকে বিকটবিজ্ঞ গণেশ
আছেন । তাঁহার পূজা করিলে
গাণপত্য পদ প্রাপ্তি হয় । স্বন্দ-কাশী-
উক্ত-৫৭ ।

বিকটলোচনা—কাশীস্থিতা চতুঃষষ্টি
যোগিনীর অগ্রতম । স্বন্দ-কাশী-পূ-৪৫ ।

বিকটা—(১) অশোক বনে আবদ্ধ
সীতার পরিচর্যার্থ নিবৃত্তা অগ্রতম
রাক্ষসী । রামা-স্বন্দ-২৩, ২৪ । (২)
কাশীস্থিতা একটা দেবী । স্বন্দ-কাশী-
পূ-১০ । (৩) কাশীস্থিত পঞ্চমুদ্র মহা-
পীঠে বিকটা নামে মাতৃকা আছেন ।
তিনি শিশুদিগকে সর্বদা রক্ষা করেন ।
স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৮৩ ।

বিকটাক্ষ—লঙ্কা সমরে অঙ্গদ বিকটাক্ষ
নামক রাক্ষসপতিকে বধ করেন ।
রামা-লঙ্কা-১২৫ ।

বিকটানন—ভৃগু অশুরের অগ্রতম সেনা-
পতি । দেবী বিদ্যাবাসিনী কর্তৃক তিনি
নিহত হন । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭১ ।

বিকটাননা—কাশীস্থিতা একটা যোগিনী ।
স্বন্দ-কাশী-পূ-৪৫ ।

বিকটাস্ত্র—জালন্ধর দৈত্যের অগ্রতম
সেনাপতি । তিনি ভৃগুর সহিত যুদ্ধ
করিয়াছিলেন । অবশেষে মহাদেব-
হস্তে নিহত হন । পদ্ম-উক্ত-১৭ ।

বিকটেশ্বর—মহিষাসুরের অগ্রতম সেনা-
পতি । তিনি দেবী পার্বতী হস্তে নিহত
হন । স্বন্দ-মাহে-অঙ্ক-উক্ত-১২ ।

বিক্র—বিক্রম মথুরাপতি উগ্রসেনের

মন্ত্রী এবং অনাধুষ্ট সেনাপতি ছিলেন ।
উগ্রসেন এই উভয়ের পরামর্শে কাজ
করিতেন । হরি-হরি-১১৫ ।

বিকম্পন—রাবণের অমুচর একজন
রাক্ষসপতি । ভাগ-২ঙ্ক-১০ ।

বিকরা—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি গোত্রেরই
এক একটি যোগিনী ছিলেন । বিকরা
একটা গোত্রদেবী । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২ ।

বিকরাল—(১) মহিষাসুরের অগ্রতম
সেনাপতি । মাহেশ্বরী তাঁহাকে বৈষ্ণবী
চক্রবর্তী বধ করেন । স্বন্দ-মাহে-অঙ্ক-
উক্ত-১২ । (২) যমের আট জন দূত
আছেন । তন্মধ্যে বিকরাল একজন ।
তাঁহারা অনবরত যমের আদেশ পালন
করেন । স্বন্দ-নাগ-২২৬ । যম দেখ ।

বিকর্ণ—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি বিশ্ব-
জিতের তনয় কর্ণ, কর্ণের তনয় বিকর্ণ ।
কুলধর্মক বিকর্ণের একশত পুত্র ছিল ।
হরি-হরি-৩১ । (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের
শত পুত্রের অগ্রতম বিকর্ণ ছিলেন ।
তিনি ভৃগোধন প্রভৃতি অগ্রাগ্র ভ্রাতাদের
মত হুঃশাসন ছিলেন না । পাণ্ডু ক্রীড়ার
পরে হুঃশাসন দ্রোণদার অপমান করি-
বার সময়ে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ
করিয়াছিলেন । মহাভা-সভা-৬৬ ।
পরে তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে
নিহত হন । ভীম তাঁহাকে বধ করিয়া
শেষে বড়ই অশুভপুত্র হইয়াছিলেন ।
মহাভা-দ্রোণ-১৩৭ । (৩) বিকর্ণ নামে
এক ঋষি ছিলেন । তিনি মহাদেবের

আরাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া-
ছিলেন । শিব-ধর্ম-২ ।

বিকর্জন—সূর্যের এক নাম । স্বন্দ-কাশী-
পূঃ ২ ; স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৯ ।

বিকর্ম্ম—পার্বতীর শরে মহিষাসুরের
অন্ততম সেনাপতি বিকর্ম্ম নিহত হন ।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯ ।

বিকল—(১) শব্বর অশ্বরের শত পুত্রের
অন্ততম বিকল । তিনি ত্রীকৃষ্ণ-তনয়
প্রহ্লাদ হস্তে সমরে নিহত হন । হরি-
হরি-১৬১, ১৬২ । (২) খদার অন্ততম
পুত্র । বায়ু-৬৯ । খসা দেখ । (৩) যছ
বংশীয় জামুতের তনয় বিকল, বিকলের
তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ ।
অগ্নি-২৭৫ । জামুত দেখ ।

বিকলা—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
সাহায্যার্থ সুরুপাণ-বনোচনা নদী স্বায়
অমুচরী সুষমা, বিকলা, মধুপিঙ্গা,
ক্ষান্তি, দহদহা, খেটকরা, সস্তানিকা,
ক্রমুকা, বরবাসিনী, জলেশ্বরী ও
কুকুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন ।
বাম-৫৭ ।

বিকারযশা—ব্রাহ্মণগণের প্রীতি গোত্রেই
এক একটা গোত্রদেবী আছেন । তিনি
এইরূপ একটি গোত্রদেবী । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
ধর্ম-২ ।

বিকাশিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কলাগদায়িনী
মাতৃকাগণের অন্ততমা বিকাশিনী
ছিলেন । মহাভা-শল্য-৪৭ ।

বিকৃষ্ণি—(১) ইক্ষাকুর শত পুত্রের মধ্যে
বিকৃষ্ণি জ্যেষ্ঠ ছিলেন । শ্রাঙ্কের জন্ত
মৃগ হনন করিয়া মাংস আহরণ করিবার
জন্ত ইক্ষাকু বিকৃষ্ণিকে আদেশ করেন ।
বিশ্ব বিকৃষ্ণি লোভ বশতঃ শ্রাঙ্কের
আহৃত মাংস শ্রাঙ্কের পূর্বেই ভক্ষণ
করেন । সেইজন্ত তিনি শশাদ নামে
আখ্যাত হন । বশিষ্ঠের আদেশে
ইক্ষাকু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন ।
ইক্ষাকুর মৃত্যুর পরে তিনি অযোধ্যায়
অধীশ্বর হন । ইহার পুত্র ককুৎস্থ ।
মৎ-১২ ; হরি-হরি-১১ । (২) বৈবস্বত
মহুবংশীয় ইক্ষাকুর তনয় কৃষ্ণি, কৃষ্ণির
তনয় বিকৃষ্ণি, বিকৃষ্ণির তনয় প্রতাপ-
শালী বাণ । রামা-আদি-৭০ ; অযো-
১১০ । (৩) বিকৃষ্ণি শ্রাঙ্কের জন্ত
আহৃত মাংস ভক্ষণ করিয়া শশাদ নামে
খ্যাত হন । বিষ্ণু-৪র্থ-২ ; ভাগ-৯ঙ্ক-
৬ । (৪) ইক্ষাকুর পুত্র বিকৃষ্ণি ।
বিকৃষ্ণির শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র
উত্তরাপথ নামক দেশে রাজা হইয়া-
ছিলেন । শিব-ধর্ম-৬০ ; অগ্নি-২৭৩ ;
দেবীভাগ-৭ঙ্ক-২ ; সৌর-৩০ । (৫) বিকৃ-
ষ্ণির বিংশতি প্রভৃতি আটচল্লিশ জন
পুত্র দক্ষিণাপথের রক্ষক হন । বায়ু-
৮৮ । (৬) ইক্ষাকুর তনয় বিকৃষ্ণি,
বিকৃষ্ণির তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র
অনেনা । বৃহৎ-মধ্য-১৮ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৮ ।
বিকূর্জন—কুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর ক্রী
বশোধরা হইতে বিকূর্জন জন্মগ্রহণ

করেন। বিকুণ্ঠের স্ত্রী স্নদেবা হইতে
অজ্ঞমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-
আদি-২৫।

বিকুণ্ঠা—সত্যদেবগণ তামস মনুষ্যের
ভামসমন্তর পত্নী হর্যা হইতে জন্মগ্রহণ
করিয়া হরি নামে খ্যাত হন। সেই
হরি দেবগণ চারিঞ্চব নামক পঞ্চম
মনুষ্যের বিকুণ্ঠা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া
বৈকুণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন। বায়ু-
৬৭; বিষ্ণু-৩৪-১।

বিকুন্ত—রাবণের ভ্রাতা কুন্তকর্ণের পুত্র
কুন্ত ও বিকুন্ত। কুন্তের তনয় অকুর।
হনু-আব-রেবা-১৬৮।

বিকৃত—(১) যমের দৌহিত্র পরিবর্তের
অন্ততম পুত্র। তাঁহার বৃক্ষাগ্রে, পরিখা
প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্বক গর্ভিনীদের
অনিষ্ট সাধন করেন। মার্ক-৫১। অর্দ্ধ-
হারী দেখ। (২) পুষ্কালে বিকৃত
নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন।
রামা-আরণ্য-১৪। (৩) বিরূপ রাক্ষসের
পত্নী বিকচাচর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র।
বায়ু-৬৯। বিকচা দেখ।

বিকৃত্য—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা।
বায়ু-৫২।

বিকৃতাননা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ত-
তমা। বায়ু-৫২।

বিকৃতি—বিদর্ভপতি ভীমের পুত্র ভীমুত।
ভীমুতের তনয় বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র
ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩; বায়ু-৯৫; ভাগ-৯৮-২৪।

বিকেশ—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে
মহাদেব দমন নামে অবতীর্ণ হন।
তখন তাঁহার বিশোক, বিকেশ, বিলাপ
ও আপনাশন নামে চারি পুত্র ছিল।
বায়ু-২৩। দমন দেখ। শিব-বায়ু-
উক্ত-১০।

বিকেশী—(১) রুদ্রের পত্নী। মার্ক-৫২।
(২) মহাদেবের শরীর নামের মূর্তি ভূমি।
এই ভূমির পত্নী বিকেশী এবং তনয়
অঙ্গারক। বায়ু-২৭; ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

বিকোশ—বিকেশ দেখ।

বিকোক—দানবপতি শকুনির তনয়
কোক ও বিকোক ককি কর্তৃক নিহত
হয়। ককি ৩৪-৬, ৭। কোক দেখ।

বিক্রম—(১) দেবাসুর সমরে স্বপ্নের
সাহায্যার্থ বিষ্ণু স্বীয় গণ বিক্রম, সংক্রম
ও পরাক্রমকে প্রদান করিয়াছিলেন।
বাম-৫৭। পরাক্রম দেখ। (২) ভন-
ন্দনের তনয় নরপতি বৎসপ্তী। এই
বৎসপ্তীর স্ত্রী স্নন্দা হইতে বিক্রম,
ক্রম, বল প্রভৃতি ষাটশ পুত্র জন্মে।
মার্ক-১১৭। (৩) গোদাবরী তীরে
প্রতিষ্ঠান নামে এক পুরী আছে।
তথায় তর্দম নামে এক রাজা ছিলেন।
তাঁহার বংশে বিক্রম নামে এক রাজা
জন্মে। তিনি স্বীয় কুকণ্ঠের ফলে বহু
জন্ম বিবিধ যাতনা প্রাপ্ত হন। পরে
এক নিকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া
সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন। পদ্ম-
উক্ত-১৭৬। ভলক্কন দেখ।

বিক্রমক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র,
বসু প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ
করেন তিনি তাঁহাদের অগ্রতম ।
মহাভা-শলা-৪৬ ।

বিক্রমবেতাল—সিংহল দ্বীপের রাজা
বিক্রমবেতাল গীতার চতুর্দশ অধ্যায়
শ্রবণে করিয়া, পরমগতি লাভ করিয়া-
ছিলেন । পদ্ম-উত্ত-১৮৮ ।

বিক্রমলীল—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ইহার
জন্ম হয় । তাঁহার স্ত্রী কালিন্দী হইতে
দুর্গম জন্মগ্রহণ করেন । মার্ক-৭৫ ।

বিক্রমাঢ্য—চন্দ্রবংশে বিক্রমাঢ্য নামে
এক রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্রের
নাম মনোজব । স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২ ।

বিক্রমিত্র—মগধের অগ্রতম নৃপতি ।
তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন ।
তৎপর ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব
করেন । বায়ু-৯৯ ।

বিক্রান্ত—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে বিক্রম
ও ঔদার্য সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত
মহাগুরু নায়ক নামে প্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্গদ,
বিষ্বকর্মা, চিত্রকেতু ও সোমদত্ত নামে
চারি পুত্র এবং অগ্নিকা, কঞ্চলা ও বসু-
মতী নামী তিন কন্যা জন্মে । এই
কন্যাত্রয়ের কুমার হইতে তিনটি বিক্রান্ত
যুদ্ধহর্মদ গুরুর্কর্ষণ উৎপন্ন হয় । বায়ু-
৬৯ । (২) এই বিক্রান্ত হইতে হিরণ্য-
রোমা, কপিল, সুলোমা, অশেষ,
চন্দ্রকেতু, গান্ধ ও গোদ নামক মহা-

বিদ্যাবদাত গুরুর্কর্ষণ জন্মগ্রহণ করেন ।
বায়ু-৬৯ । (৩) নরপতি ঋতধ্বজের পত্নী
মদালসা হইতে বিক্রান্ত জন্মগ্রহণ
করেন । তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র । মার্ক-
২৫ । (৪) বিক্রান্ত নামে একজন প্রজা
পতি ছিলেন । বায়ু-৬৫ । (৫) হিরণ্য-
ক্ষেত্র অগ্রতম তনয় বিক্রান্ত । স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা-২১ । হিরণ্যাক্ষ দেখ ।

বিক্রান্তা—ভদ্রাকালীর অগ্র নাম । বায়ু-
৯ । পার্শ্বতীর অগ্র নাম ব্রহ্মাণ্ড-৯ ।

বিক্রুর—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের
অগ্রতমা পত্নী দনায়ু হইতে বিক্রুর, বল,
বীর ও বৃদ্ধ নামে চারি পুত্র জন্মে ।
মহাভা-আদি-৬৫ । (২) প্রাচীন কালে
বিক্রুর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত
নরপতি ছিলেন । মহাভা-শান্তি-২২৭ ।
বিকুর—(১) মহিষাসুরের অগ্রতম মন্ত্রী
ও সেনাপতি । তিনি দেবী পার্শ্বতীর
হস্তে নিহত হন । সৌর-৪৯ । (২)
দৈত্যপতি বলির অগ্রতম সেনাপতি ।
বায়ু-৭৪ ।

বিকোভ—কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত
অগ্রতম দানব । বায়ু-৬৮ । দম্বু দেখ ।

বিকোভন—কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির
অগ্রতমা কন্যা দম্বর গর্ভে বিকোভন
প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে । হরি-
হরি-৩ ।

বিখনা—মহর্ষি বিখনা একজন অতি
প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি । তাঁহারই
পুত্র মহর্ষি বস্ব । ঋক্-১।৫১।৯ । বস্ব
দেখ ।

বিগাহন—মুকুট-বংশীয় বিগাহণ স্বীয়
হুক্ষ্মদ্বারা বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া
ছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩।

বিগ্রহ—দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ
সাধা, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সকল
সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন বিগ্রহ
তীহাদের অগ্রতম। মহাভা শনা ৪৬।

বিন—রাবণের মন্ত্রের একজন রাজদ-
পতি। রামায়ণ-৩।

বিন—(১) বানানগো বাজা হুক্ষ্মদেব
অগ্রতম সেনাপতি। তিনি মহর্ষি
গৌরমুখ কর্তৃক নিহত হন। বরা-১১।
(২) নৈতাপতি মহিষাসুরের অগ্রতম
মন্ত্রী ও সেনাপতি। বরা-২৩। (৩)
একজন শিবভক্ত নৈতাপতি। স্বন্দ-
মাহে-কেদা-৮।

বিশ্ব—যাতুধানাশ্রয় অগ্রতম রাক্ষস বধ।
এই বধের তনয় বিশ্ব ও শমন। তাঁহারা
উভয়েই হরাচার। বায়ু-৬৯।

বিশ্বনাশ—অবস্তী ক্ষেত্রে বিশ্বনাশ নামে
এক দেবতা আছেন। তন্ত্রিপূর্বক
সমাধিত ভাবে শতঘট দ্বারা তাঁহার
জ্ঞান করা হইলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।
স্বন্দ-আব-অব-২৩।

বিশ্বনাশন—গণেশের অগ্র নাম। অ-৭১।

বিশ্বরাজ—(১) অন্ধকানুরের সহিত মহা-
দেবের যুদ্ধে, অন্ধক মহাদেবের মস্তকে
গদার আঘাত করেন। সেই আঘাতে
তাঁহার মস্তক হইতে যে রুধির ধারা
পতিত হয়, সেই রুধির ধারা হইতে

বিশ্বরাজ নামক ভৈরবের উৎপত্তি হয়।
বাম-৭০। (২) কাশীতে বিশ্বরাজ
নামে এক গণেশ আছেন। স্বন্দ-কাশী-
উদ্-৫।

বিশ্বেশ—রবী ক্ষেত্রে বিশ্বেশ নামে এক
গণপতি আছেন। স্বন্দ-আব-রবী-২৩।
বিশ্বেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর নামে
এক গণেশ আছেন। তাঁহার পূজনা
করিলে সমুদয় বিশ্ব দূর হয়। স্বন্দ-
পদ্ম-প্রভা-৭৩, ১৫৫।

বিচক—দানব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে
বিনাশ করেন। হরি-হরি-১৭২।

বিচক্ষু—(১) প্রাচীন কালের একজন
রাজা। তিনি যজ্ঞে পশুবধ প্রভৃতির
নিন্দা করিয়া অহিংস-বতী হইয়াছিলেন।
মহাভা-শান্তি-২৬৫। (২) একজন
বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।
তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন
এই তিনটা আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বিচারু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ
পুত্রের অগ্রতম। ভাগ-১০স্ক-৬১।
রুক্মিণী দেখ।

বিচিহ্ন—আঙ্গিরস অধর্কনের তিন পত্নী
ছিলেন। তন্মধ্যে মনুর কন্যা পথ্যার
গর্ভজ পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত
ও বিচিহ্ন। বায়ু-৬৫।

বিচিত্র—(১) রৌচ্য মনুর চিত্রসেন,
বিচিত্র, নয়, ধন্বভূং, ধৃত, স্ননেত্র,
কত্রয়জি, সূতপা, নির্ভয় ও দৃঢ় নামে
দশ পুত্র ছিল। বায়ু-১০০; হরি-ভরি-

৭ ; বিষ্ণু-৩য়-২ । (২) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির অগ্রতম তনয় । ভাগ-৮স্ক-১৩ । (৩) প্রাচীনকালে বিচিত্র নামে একজন ভূপতি ছিলেন । মহাভা-আদি-৬৭ । (৪) ধর্ম্মরাজ যমের লেখক বিচিত্র । স্কন্দ প্রভা-প্রভা-২৮৪ ।

বিচিত্রবীর্ষ—কুরুবংশীয় নরপতি শান্তিরাজ দ্রৌপদীরাজ কন্যা দ্রৌপদী হইতে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ জন্মগ্রহণ করেন । চিত্রাঙ্গদ নামক এক গদ্যলেখক সম্বন্ধিত দুষ্ক কার্যতে দাইয়া শান্তিরাজ-তনয় চিত্রাঙ্গদ নিহত হন । বিচিত্রবীর্ষ কাশীতে কন্যা অধিক, ও অশ্বাশ্বকাকে বিবাহ করেন । তিনি যৌবনকাল আতক্রান্ত হইবার পুকেই ক্ষয়রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন । তাঁহার স্ত্রী অশ্বিকার গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে দ্ব্যতরাস্ত্রী এবং অশ্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিজয়ের জন্ম হয় । মহাভা-আদি-৯৫ ; মৎ-৫০ ; হরি-হরি-৩২ ; অগ্নি-২৭৮ । দেবীভাগ-১স্ক-২০ ; বায়ু-৭৩ ; বৃহদ্-মধা-২২ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৯ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২০ ; ভাগ-৯স্ক-২২ ; স্কন্দ-নাগ-১৪৭ ।

বিচিত্ররূপা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন বিচিত্ররূপা তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

বিচিত্রেশ্বর—যমের লেখক বিচিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে এক মহাদেবের পূজা করিয়া

সিদ্ধকাম হন । তদবধি সেই মহাদেব বিচিত্রেশ্বর নামে খ্যাত হন । স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪ ।

বিজয়—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি চক্ষুর বিজয় ও সুদেব নামে দুই পুত্র জন্মে । বিজয় দনন্ত সর্পত্রয়গণকে জয় করিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । বিজয়ের তনয় কক্ক, কক্কের তনয় হরি হরি-১৩ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৩ ।

(২) যজ্ঞবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দশ পুত্রের অগ্রতমা শান্তিদেবার গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩৫ । (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, জয়ন্তের তনয় বিজয় । হরি-হরি-১৫৪ । (৪) অঙ্গ দেশের অধিপতি বৃহন্মানর যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই স্ত্রী ছিল । তন্মধ্যে যশোদেবী হইতে জয়দ্রথ এবং সতী হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন । বিজয়ের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় দ্ব্যতরত । হরি-হরি-৩১ ।

(৫) বিজয় নামে এক ঋষি ছিলেন । হরি-হরি-১৬৬ । (৬) সোম বংশীয় সৃজয়ের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় কৃতি । হরি-হরি-২৯ ।

(৭) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন সমরাজ্যে রণ-বিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না । সেইজন্য তিনি বিজয় নামে অভিহিত হইতেন । মহাভা-বিরা-৪৪ । (৮) কুরুপতি দ্ব্যতরাস্ত্রীর গান্ধারী গর্ভজাত শত

পুত্রের অগ্রতম বিজয় । তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-১৫৭ । (৯) বিজয় মহারাজ দশরথের অষ্ট মন্ত্রীর অগ্রতম । রামা-আদি-৭ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৩৭ ; পদ্ম-উত্ত-২৪৩ ; অগ্নি-৬ । (১০) অযোধ্যাপতি দশরথের অগ্রতম দূত । দশরথের মৃত্যুর পরে ভরতকে আনিবার জ্ঞাত্তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন । রামা-অযো-৬৮ । (১১) মীতাপতি রামচন্দ্রের অগ্রতম গুপ্তচর । তাঁহার রামকে রাজ্যের যাবতীয় গোপনীয় খবর প্রদান করিত । রামা-উত্ত-৫৩ । (১২) বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ জয় ও বিজয় নামে তাঁহার দুই দ্বারপাল ছিল । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৪ ; পদ্ম-উত্ত-৫ ; শিব-জ্ঞান-৫৯ ; দেবীভাগ-৫২-৮ । (১৩) বহু-দেবের অগ্রতমা স্ত্রী অপদেবী হইতে বিজয়, রোচমান ও দেবল নামে তিন পুত্র জন্মে । মৎ-৪৭ । (১৪) যযাতি বংশীয় বৃহস্পতির অগ্রতমা স্ত্রী সত্য হইতে (হরিবংশে সত্য) বিজয়, বিজয় হইতে বৃহৎ জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৮ । (১৫) মগধের কাশ্যপ বংশীয় যজ্ঞশ্রী বিশ বৎসর রাজত্ব করেন । তাঁহার পরে বিজয় ছয় বৎসর ও তৎপুত্র শাস্তিকর্ণ চতুর্দশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; মৎ-২৭৩ । (১৬) মনু-বংশীয় নরপতি সুদেবার তনয় বিজয় । বিজয়ের তনয় ভরুক, ভরুকের তনয়

বৃক । ভাগ-৯ঙ্ক-৮ । (১৭) জনক বংশীয় ভূপতি জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত, ঋতের পুত্র শুনক । ভাগ-৯ঙ্ক-১৬ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৫ ; বায়ু-৮২ । (১৮) নরপতি পুরুরবার উরুশীর গর্ভজাত অগ্রতম তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাকুন । ভাগ-৯ঙ্ক-১৫ । (১৯) যযাতি বংশীয় জয়দ্রথের তনয় বিজয় । এই বিজয়ের স্ত্রী সম্ভূতি হইতে ধৃতি এবং ধৃতি হইতে ধৃতব্রত জন্মে । বিষ্ণু ৪র্থ-১৮ ; ভাগ-৯ঙ্ক-২৩ । (২০) মগধের শূদ্র বংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভাবা, ভাবার তনয় চন্দ্রবীজ । ভাগ-১২ঙ্ক-১ । (২১) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অগ্রতম বিজয় । ভাগ-১০ঙ্ক-৬১ । (২২) মনু বংশীয় নরপতি ধৃষ্ণুর বিজয় ও সূতেজা নামে দুই পুত্র জন্মে । সন্দেহশীল স্মৃতিয়গণের জেতা বলিয়া তাঁহার নাম বিজয় হয় । বিজয়ের পুত্র পরম ধার্মিক রুচক । লি-৬৬ । (২৩) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয়, ও বিজয় নামে দুই পুত্র ছিল । তাঁহার পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অগ্রতম শাপ প্রদান করেন । ইহার ফলে একজন কুষ্ঠার ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন । বরা-১৪৫ । (২৪) চন্দ্র বংশীয় নরপতি জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের তনয় যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞকৃতের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন । বিষ্ণু-৪র্থ-৯ । (২৫) ইক্ষ্বাকু

বংশীয় নরপতি ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও বসুদেব। তন্মধ্যে বিজয়ের পুত্র বীর্ষ্য বান্ধু কুরুক। কুর্শ-২১। (২৬) ইন্দ্রাবর বিজ্ঞাধর কণ্ঠা মনোরমা স্বারোচিষ মমুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৬১। (২৭) রৈবত মন্বন্তরে ভাব্য নামক দেবগণের অগ্রতম বিজয় ছিলেন। বায়ু-৬২। ভাবাগণ দেখ। (২৮) মণিবর যজ্ঞের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী ও মণিবর দেখ। (২৯) বরুণের স্ত্রী সামুদ্রী দেবী সুনাদেবী নামে খ্যাত ছিলেন। তাহা হইতে কলি ও বৈতল নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নামী এক কন্যা জন্মে। কলির পুত্র জয় ও বিজয়। বায়ু-৮৪। (৩০) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হরিত, হরিতের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় সুদেব ও বিজয়। বিজয়ের পুত্র কুরুক। সৌর-৩০। (৩১) হরিতের পুত্র চকু, চকুর তনয় বিজয় ও সুমেরু। বিজয়ের তনয় রুরুক। বায়ু-৮৮। (৩২) দেবহুতি নামে নরপতি ভৃগুবিন্দুর এক কন্যা ছিলেন। তাহাইহতে কর্দম প্রজাপতির জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুভক্ত দুই পুত্র জন্মে। পদ্ম-উত্ত-১১০। (৩৩) হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ পূর্বেজন্মে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৭।

(৩৪) বৃদ্ধশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা চারুমতিকে অনন্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন। তাঁহাদের জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বৃধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কঙ্কি-২২-৪, ৬। (৩৫) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হারীত, হারীতের তনয় চম্প, চম্পের তনয় বসুদেব, বসুদেবের তনয় বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভব্য। বৃহৎ-মধ্য-১৮। (৩৬) যজুবংশীয় বসুদেবের পত্নী উপদেবী হইতে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান ও দেবল নামে চারি পুত্র প্রসূত হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩৭) বেতাল বংশীয় সূর্য্যতির কল্প নামে এক পুত্র জন্মে। কল্পের তনয় বিজয়। বিজয় ইন্দ্রের আদেশে খাণ্ডব নামে এক বিস্মৃত বনভূমি নির্মাণ করেন। কালিকা-৮৯। (৩৮) প্রাচীনকালে জল্প নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুবাহু, শক্রমর্দী, জয়, বিজয় ও বিক্রান্ত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহারা পাঁচ প্রদেশের রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয় উত্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬।

বিজয়দত্ত—পূর্বেকালে গালব নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কান্তিমতী নামে এক কন্যা ছিল। এই কন্যার প্রতি হর্ষ্যাবহার করিয়া সুদর্শন ও সুকর্ণ নামে বিজ্ঞাধর কুমার গালবের

শাপে যমুনাতটবাসী গোবিন্দ-স্বামী নামক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মলাভ করেন । তখন তাঁহাদের নাম বিজয়দত্ত ও অশোকদত্ত হয় । স্বন্দ-আব চতু-৬৬ ।

বিজয়ভৈরবী—কাশীকে রক্ষা করিবার জন্ত স্প্রতীক সরোবরের উত্তর দিকে বিজয়ভৈরবী নামে মহাগোত্রী অবস্থিত আছেন । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬ ।

বিজয়া—(১) কুরুবংশীয় ভরতের স্ত্রী সুনন্দা হইতে ভ্রামর্য জন্মগ্রহণ করেন । ভ্রামর্যার পত্নী বিজয়া হইতে স্নহোত্র জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-২৫ ।

(২) মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র সহদেব স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন । তাহা হইতে স্নহোত্র নামে এক পুত্র জন্মে । ভাগ-৯৯-২২ ; বিষ্ণু-৫র্থ-২০ ; বারু-৯৯ ; মহাভা-আদি-২৫ । (৩) যমের দোহিত্র দন্তা-কুটির অগ্রতমা কন্যা । এই কুটী

বিজয়া লোকের অহিতকারিণী । নার্ক-৫১ । অর্জুন হইতে দেখ । (৪) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসমূহা বৈষ্ণবীমূর্তির অগ্রতমা সহচরী । বরা ৯২ । বৈষ্ণবী দেখ । (৫) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মতেশ্বরের শরীরসমূহা অগ্রতমা মাতৃকা দেবী । মৎ-১৭৯ ।

(৬) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়কৃতিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-

৮ । পার্শ্বতীর অগ্রতমা সখী । লি-১০২, স্বন্দ-নাগ-২৫৪ । (৭) জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা ইহারা গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার গর্ভজাতা এবং পার্শ্বতীর সহচরী । বাম-৪ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । (৮) হিমাংয়ের কন্যা পার্শ্বতীর অগ্র নাম । শিব-জ্ঞান-৬ ।

(৯) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অগ্রতমা বিজয়া । কালিকা-৬৩ ; অগ্নি-৫২ । (১০) ধীর নামক ব্রাহ্মণের পত্নী রম্ভা হইতে কৌশিক নামে এক পুত্র ও বিজয়া নামী এক কন্যা জন্মে । কৌশিক বৃদ্ধাষ্টমী ব্রত করিয়া অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন । তাহার ভগিনী যম-রাজের পত্নী হইয়াছিলেন । অগ্নি-১৮৪ ।

(১১) ঐকৃষ্ণের এক পত্নীর নামও বিজয়া ছিল । অগ্নি-২৭৬ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । (১২) জয়া ও বিজয়া নামী পার্শ্ব-

তীর সখাধর ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐন্দ্রদ্যম ও বসুদ্যম নামে দুই পুরুষ হইয়া ছিলেন । ঐন্দ্রদ্যম-৪৯, ৫৮ । (১৩) দত্তীর ভগিনীর কন্যার নাম বিজয়া ছিল । দত্তীর মৃত্যুর পরে তিনি আসিয়া, “মাদী মাদী” বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন । কালিকা ১৬ । (১৪) মহেশ্বরের শরীর-সমূহা অগ্রতমা মহা শক্তি । তাঁহারা দানব-সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২ ।

(১৫) দক্ষের জয়া, বিজয়া, মধুস্পন্দা

ইরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকা, কাশ্মা, শুভা, সুভদ্রা ও ধার্মিকা নামী কন্যাগণ রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯ ।

বিজয়েশ—কাশীস্থিত বিজয়েশদেবকে কাশ্মীর দেশ হইতে আনা হইয়াছিল । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯ ।

বিজয়া—যমের দুহিতা নির্মাণি হুঃসহের পত্নী ছিলেন । দস্তাকৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহা দেয় পুত্র । এই দস্তাকৃষ্টির বিজয়া ও কলহা নামী দুইটি কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে বিজয়া অবজা মিথ্যা ও ভ্রষ্ট বচন কারিণী । মাক-৫১ ।

বিজাত—যজুৰংশয় হৃদিকের অগ্রতম তনয় বিজাত । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

বিজিতাশ্ব—(১) রাজা বেণের তনয় পৃথু ইন্দের অশ্ব জয় করিয়া আনয়ন করিয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিজিতাশ্ব হইয়াছিল । ভাগ-৪২ ১৯ । (২) আবার এই পৃথুর পত্নী অর্চি হইতে বিজিতাশ্ব, হযাক, ধূমকেশ, দ্রাবণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল । এই বিজিতাশ্বের অশ্ব নাম অন্তর্দান ছিল । তাঁহার প্রথম পত্নী শিবগুণীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র এবং দ্বিতীয়া নভস্বতীর গর্ভে হবি-দান জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৪২-২২ ।

বিজিতি—লক্ষ্মীর অগ্রতমা প্রিয় সহচরী । মহাভা-শান্তি-২২৭ ।

বিজুস্ত—সিংহলের রাজা বৃহদ্রথের

কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অগ্রতম নরপতি । কঙ্কি-১ম-৫ ।

বিজুস্তক—প্রভাস-ক্ষেত্রের নৈঋতদিক-রক্ষক অগ্রতম দ্বারপাল । স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭ ।

বিজ্ঞ—কঙ্কির অমুজ প্রাজ্ঞ । তাঁহার পত্নী সম্রতি যজ্ঞ ও বিজ্ঞ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন । কঙ্কি-২য়-৬ । প্রাজ্ঞ দেখ ।

বিজ্ঞপ্তিকৌতুক—একজন বিজ্ঞাধরপতি । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮ ।

বিজ্ঞাত—ধর্মের পত্নী সুরতি হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, সুরভী অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, জুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর ও বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-১৯৬ । (২) ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পৌর্ণমাস, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হইলেন । বায়ু-৩৭ । জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ ।

বিজ্ঞাতি—জয় নামক দেবগণের অগ্রতম । বায়ু-৩৭ । জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ ।

বিজয়—অশ্বুর বিশেষ । হরি-হরি-৪১ ।

বিজয়েশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী উত্ত-৯৭ ।

বিষ্ণু-নরসিংহ—কাশীস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বরের পশ্চাত্ভাগে বিটঙ্ক-নরসিংহ নামে এক মহাদেব আছেন । শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁহার অর্চনা করিলে নর ভয়শূন্য হয় । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৩১ ।

বিটভূত—বরুণদেবের অমুগত একজন নাগপতি । মহাভা-সভা-৯ ।

বিটরূপ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অমুগত একজন দানবপতি । পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫ ।

বিড়ম্বিনী—অঙ্গকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন । মৎ-১৭৯ ।

বিড়াল—মহিষাসুরের একজন সেনাপতি । তিনি মহেশ্বরী কষ্টক নিহত হন । দেবীভাগ-৫৯-৩, ৫ ।

বিড়ালজন্ম—জালন্ধর দৈত্যের একজন সেনাপতি । তিনি মহাদেব কষ্টক সমরে পরাজিত ও নিহত হন । পদ্ম-উক্ত-১৮ ।

বিড়ালাক্য—মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি । তিনি সেনাপতি চক্ষুর বিনাশের পর সমরঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মহেশ্বরীর শরাদ্বিতে শমন নদনে গমন করেন । দেবীভাগ-৫৯-১৫ । দৈত্যপতি ধুকুর অন্ততম সেনাপতি । বান-৭৮ ; স্বন্দ-মাহে-কেদা-১৩ ।

বিড়ালান্ত—মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি । তিনি দেবী মহেশ্বরীর শরে নিহত হন । দেবীভাগ-১০৯-১৩ ।

বিড়ালী—(১) চতুষষ্টি বোগিনীর অন্যতমা । অগ্নি-৫২ । (২) অঙ্গকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল বোগিনীর সৃষ্টি করেন, তিনি

তাঁহাদের অন্যতমা । মৎ-১৭৯ । (৩) মাহেশ্বরীর শরীরসম্বৃত্তা অন্যতমা মাতৃকা । পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬ ।

বিড়োজা—গান্ধার দেশের অধিপতি বিড়োজা প্রহ্মার বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন । গর্গ-বিষ-২২ ।

বিততা—কানীর রাজা বিহবোর তনয় বিততা । বিততোর তনয় সত্য এবং এই সত্যের পুত্র সম্ভা । মহাভা-অমু-৩০ ।

বিতথ—(১) মহীপতি ভরতের তনয় ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের তনয় বিতথ ।

বিতথ হইতে স্ত্রোত্র, স্ত্রোত্রী, গয়, গর্গ ও কর্ণল নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । স্ত্রোত্রের তনয় কাশিক ও গুণসমতি । হরি-হরি ৩২ ; ভাগ-৯৯-২১ । (২)

নবপতি ভরত নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নাম বিতথ রাখেন । বিষ্ণু-৩৪-১৯ । (৩) বিতথের তনয় ভূমধ্যা । বায়ু-৯৯ ; মৎ-৪৯ । (৪) বিতথের স্ত্রোত্র, স্ত্রোত্রী, গয়, গভ ও কর্ণল নামে পঞ্চ পুত্র ছিল । অগ্নি-২১৮ । (৫) বিতথের পুত্র মধ্যা । বৃহৎ-মধ্যা-১৯ ।

বিতক—কুরুবংশীয় জনমেজয়েব অন্যতম তনয় দ্বিতরাষ্ট্র । এই দ্বিতরাষ্ট্রের কৃষ্ণক, হস্তা, বিতক, ক্রাথ, কৃষ্ণল, হাবশ্রবা, হস্তাভ, ভূমধ্যা, অপবাজিত, প্রতাপ, দক্ষনৈয় ও সূনৈয় নামে দ্বাদশ পুত্র ছিল । মহাভা-আদি-৯৪ ।

বিতক্কন—দক্ষপতি রাবণের অন্যতম

সেনাপতি । তিনি লক্ষা সমরে গতায়ু হন । রামা-লক্ষা-৬৪ ।

বিতস্তা—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, বিতস্তা নদী তাঁহার সাহা-
য্যার্থ স্বীয় অমুচর ষোড়শকে প্রদান
করিয়াছিলেন । বাম-৫৭ । (২) মহা-
দেবের বরে কৃষ্ণা, নর্মদা, বিতস্তা
প্রভৃতি ষোড়শী নদী অগ্নির পত্নী
হইয়াছিলেন । স্বন্দ-আব রেবা-২২ ।
বিতান--ঋষের অন্যতম পত্নী সাধা;
হইতে সাধাগণ নামক দেবতা সকল
উৎপন্ন হন । বিতান সাধাগণের
অন্তর্গত অত্যন্তম দেবতা । মং-১৭১ ।
সাধাগণ দেখ ।

বিত্ত—সাবর্ণি মন্বন্তরে শুক নামক দেব-
গণ ছিলেন । এই দেবগণের অন্তর্গত অস্ত-
তম দেবতা বিত্ত ছিলেন । বাবু-১০০ ।

বিত্তদা—দেবাত্মর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকেয়ের অমুচরী কল্যাণদারিনী
মাতৃগণের অত্যন্তম; বিত্তদা ছিলেন ।
মহাভা-শলা-৪৭ ।

বিত্তবান্—রৈবত মনুর অত্যন্তম তনয় ।
মং-৯ । রৈবতমনু দেখ ।

বিত্তি—ব্রহ্মার মুখ হইতে দশ, পৌর্ণমাস,
বিত্তি, স্রবিত্তি প্রভৃতি জয় নামক
দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হন । বাবু-৬৭ ।
জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ ।

বিদ্—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের ঔর্য্য ও
মাকৃত এই দুইটি আশ্রয় প্রবর । মং

৯৫ । (২) বিদ্ নামে একজন মন্ত্রবাদী
ঋষি ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড ৬৫ । (৩) শুক
নামক দেবগণের অন্যতম বিদ্ । বাবু-
১০০ । বিত্ত দেখ ।

বিদগু—বিদগু নামে এক বিখ্যাত
রাজা ছিলেন । তাঁহার তনয়ের নাম
দগু । মহাভা-আদি-১৮৬ ।

বিদগু—রাজা মরুতাথের তনয় বিদগু
মহর্ষি সম্বরণকে ব্রহ্মবর্ণ ও কর্মকুশল
কতিপয় অশ্ব দান করিয়াছিলেন ।
ঋক্-৫।৩৩,৯ ।

বিদগা--অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের
একজন ঋষি । বিদগী ঋষির তনয়
ঋজিগা । ঋক্ ৪।১৬।১৩ ।

বিদদগু—বৈদিক, যুগে বিদদগু নামে
এক রাজর্ষি ছিলেন । তাঁহার তনয়
রাজর্ষি পুরুমীষু । ঋক্-৫।৬।১০ ।

বিদভ—(১) যজুর্বংশীয় নরপতি জ্যামঘ
যুদ্ধ বিজয়ের পর একদা উপদানবী
নাম্নী একটি কন্যা প্রাপ্ত হন । তাহাকে
স্বীয় ভাষ্যা শৈবার হস্তে সমর্পণপূর্বক
বলিলেন, —“এই কন্যা তোমার পুত্রবধু
হইবে ।” কিন্তু শৈবার তখনো কোন
সন্তান হয় নাই । পরে তাঁহার উগ্র
তপস্তার বলে বৃদ্ধ বয়সে শৈব্যা বিদভ
নামক এক পুত্র প্রসব করেন ।
বিনভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ,
কৌশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র
জন্মে । হরি হরি-৩৬ ; অগ্নি-২৭৫ ;
বাবু-৯৫ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ; বিষ্ণু-৪র্থ-

১২। (২) রাজর্ষি যাদবের পুত্র বিদর্ভ।
 বিষ্ণুপার্বত্যের দক্ষিণে তিনি বিদর্ভ নামী
 নগরী স্থাপন করেন। হরি-হরি-১১৫।
 (৩) বিদর্ভ নামে এক ঋষি ছিলেন।
 হরি-হরি-১৬৬। (৪) যছবংশীয় জামঘের
 পত্নী চৈত্রা বৃদ্ধ বয়সে বিদর্ভ নামে এক
 পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের তনয়
 ক্রথ, কোশিক ও লোমপাদ। মং-
 ৪৪। এই ক্রথের এক পুত্রের নামও
 বিদর্ভ ছিল। মং-৪৪। (৫) ক্রৌড়ি
 বংশে ক্রথ, বিদর্ভ ও কোশলের উৎপত্তি
 হয়। সৌর-৩১। (৬) মহাবংশীয় নৃপতি
 ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি
 একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিদর্ভ
 প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ বিদর্ভের অধুগামী
 ছিলেন। ভাগ-৫৯-৪। (৭) জামঘের
 পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের স্ত্রীর নাম ভোজা
 ছিল। এই ভোজাকে জামঘ ইন্দ্র
 ভবন হইতে হরণ করিয়া আনিয়া
 ছিলেন। ভাগ-৯৯-২৩।

বিদর্ভা—চাক্ষুষমহুর পত্নীর নাম বিদর্ভ
 ছিল। তিনি নরপতি উগ্রের কন্যা
 ছিলেন। মার্ক-৭৬।

বিদল—উৎপল ও বিদল নামক বৈভা
 দ্য হর্গাকে অপমানিত করিতে দাই
 বিনষ্ট হয়। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৬৫।

বিদল্ল—কোশল দেশে ক্রবসাক্ষি নামে
 এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী
 বিদল্লের পরামর্শে তাঁহার প্রথম স্ত্রী
 মনোরমা স্বীয় পুত্র সুদর্শনকে সঙ্গে

লইয়া পলায়ন করিয়া আশ্বরক্ষা করিয়া
 ছিলেন। দেবীভাগ-৩৯-১৪—১৬।

বিদারণ—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম
 ভ্রাতা। জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী-
 হরণ কালে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।
 পরে অর্জুন হস্তে তিনি পরাজিত ও
 নিহত হন। মহাভা-বন-২৬২—৭০।

বিদারণ-নরাসিংহ—কাশীস্থিত একটি শিব
 লিঙ্গ। তিনি কাশীর সমুদয় বিষ
 অপসারণ করেন। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৬১।

বিদিক—মহায যাক্ষাবন্ধোর যজুর্বেদ-
 অধ্যাপ্তা যে পঞ্চদশ জন শিষ্য অথ
 (বাজী) নামে খ্যাত ছিলেন, মহর্ষি
 বিদিক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।
 বায়ু-৬১। স্বন্দ-৩-৬৭। আপা দেখ।

বিহর—(১) নরপতি বিচিৎরবীর্যের পত্নী
 অশ্বকায় এক দানী হইতে ক্রক-
 হেপানেন্দ্রের সন্তান বিহরের জন্ম হয়।
 বিহর ইত্যদ্বিঃ স্ত্রী ছিলেন। বায়ু-
 ৬৩। (২) বিহর কথার সব সম-
 বৎপাত করিতেন না। কাশী-৩।
 (৩) বিহর পাতন পাতন দ্বারা ছিলেন।
 মহাভা-আদি-১০। (২) মহাপতি দেব
 কেশ পালিনা যজুর্বেদে বিহর বিবর্ত-
 করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১০।
 বম মাণ্ডক মুনির শাপে শতবর্ষ পর্যাণ্ত
 বিহর রূপে ভয়গ্রস্ত করিয়াছিলেন।
 যমের অনুপস্থিতি কালে স্বর্গা তৎকাল
 সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিহর প্রভাস
 তীর্থে দেহতাগ করেন। ভাগ-১৯-

১৫ ; ৯৫-২২ ; মৎ-৫০ । (৩) একটী
কুন্তের নাম । অগ্নি-৮৫ ; দেবীভাগ-
২৫-৬ ; ৪৫-২২ ; ৬৫-২৫ । বায়ু-৯৬,
৯৯ ; স্বন্দ-নাগ-৫৯, ৭৪, ১৩৮ । রুদ্র-
গণ দেখ ।

বিহরথ, বিদূরথ—(১) ব্রহ্মমেরুসার্বর্ণি-
মন্ত্রের অগ্ৰতম অপত্য । হরি-হরি-৭ ;
বিষ্ণু-৩৭-২ । ব্রহ্মমেরুসার্বর্ণি ও অদূর
দেখ । (২) পুরুবংশীয় প্রথম জনমে-
জয়ের অগ্ৰতম তনয় সুরথ, সুরথের
অগ্ৰতম তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয়
ঋক্ষ । হরি-হরি ৩২ । (৩) সাহিত্য বংশীয়
অন্ধকের অগ্ৰতম তনয় ভজমান, ভজ-
মানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের তনয়
রাজাধিদেব । হরি-হরি-৩৮ । অন্ধক
দেখ । (৪) চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের
পুত্র কুরু, কুরুর পত্নী শুভাঙ্গী হইতে
বিদূরথের জন্ম হয় । কুরু দেখ । বিদূরথের
পত্নী সুপ্রিয়া হইতে অনথার উদ্ভব হয় ।
মহাভা-আদি-৯৫, ১৮৬ । (৫) পরশুরাম
পৃথিবী নিষ্কণ্ডিয়া করিতে আরম্ভ
করিলে, বিদূরথের তনয় সর্পকন্যাকে
মহাবি পরাশর শূদ্র পরিচয় প্রদানে রক্ষা
করিয়াছিলেন । মহাভা-শান্তি-৪৯ । (৬)
জৈনিক নরপতি । স্বন্দ-আব-চতু-৩৩ ।
কুজন্তু দেখ । (৭) যজ্ঞবংশীয় নির্কৃতির
তনয় বিহরথ, বিহরথের তনয় দশার্হ,
দশার্হের তনয় বোম । মৎ-৪৪ । (৮)
বক্রের অগ্ৰতম পুত্র ভজমান, ভজপুত্র
বিহরথ, বিহরথের তনয় রাজাধিদেব ।

মৎ-৪৪ । (৯) কুরুর পঞ্চ পুত্রের অগ্ৰতম
জহু, জহুর তনয় সুরথ, সুরথের পুত্র
বিহরথ, বিহরথের পুত্র সার্কভৌম ।
কঙ্কি-৩৭-৪ ; মৎ-৫০ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৪,
২০ ; কুর্শ-পু-২৪ । কুরু দেখ । (১০)
বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন ।
তাহার সুনীতি ও স্মৃতি নামে
দুই পুত্র এবং মুদাবতী নামী এক
কন্যা ছিল । এই মুদাবতীকে কুজন্তু
নামক রাক্ষস হরণ করিয়াছিল ।
বিদূরথের বন্ধুর পুত্র বৎসঙ্গী তাহাকে
উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন । মুদা-
বতীর অপর নাম ছিল দৌন্দলা । মার্ক-
১১৬ । কুজন্তু দেখ । (১১) দাক্ষিণাত্যে
বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন ।
তাহার কন্যা মানিনী নৃপতি রাজ্যবর্ধ-
নের পত্নী ছিলেন । মার্ক-৯ । (১২)
চৈতন্যবংশীয় নরপতি নিধুতির পুত্র উদর্ক
ও বিদূরথ । অগ্নি-২৭৫ । উদর্ক দেখ ।
(১৩) যযাতি বংশীয় ভজমানের পুত্র
বিদূরথ । বিদূরথের তনয় রাজাধিদেব,
শুর ও বিহর । বায়ু-৯৬ । (১৪) ঋত-
সার্বর্ণিমন্ত্রের অগ্ৰতম পুত্র বিদূরথ । বায়ু-
১০০ । ঋত-সার্বর্ণি দেখ । (১৫) যজ্ঞ-
বংশীয় নিরুতির তনয় দশার্হ । তিনি
বিদূরথ নামেও খ্যাত ছিলেন । বিদূ-
রথের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র জীমুত ।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । জীমুত দেখ । (১৬)
নরপতি জনমেজয়ের সুরথ ও মহিমাম্
নামে দুই পুত্র ছিল । সুরথের তনয়
বিদূরথ ও ঋক্ষ । অগ্নি-২৭৮ ।

বিহুলা—বিহুলা নামে ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভবা দীর্ঘ-দর্শিনী এক রমণী ছিলেন। তিনি যীর পুত্র সঞ্জয়কে সিদ্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মাতার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় যুদ্ধে গমন করিয়া জয়ন্ত্রী লাভ করেন। মহাভা-উদ্ ১৩১—৩৪।

বিহ্বল, বিদ্বৎ—যযাতি বংশীয় দ্বুতের পুত্র বিহ্বল। বিহ্বলের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার একশত পুত্র। তাঁহারা সকলেই উত্তর দিক অধিকার করিয়া স্নেহুরাজ্যের অধিপতি হন। মৎ ৪৮ ; অগ্নি-২৭৭। প্রচেতা দেখ।

বিদেশক—করালক হইতে উপায়-কেত-নাথ্য ভূতগণের উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের নাম—সুতার, কালভবন, নির্দেশক, বিদেশক প্রভৃতি। এই ভূতগণ ভূমিচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়ু-৬২। বিক্রান্ত দেখ।

বিদেহ—নিম্ন রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে দেহহীন হইয়াছিলেন, সেই জন্ত তিনি বিদেহ নামে খ্যাত হন। দেবীভাগ-৬৬-১৪। নিম্ন দেখ।

বিদেহক—দ্বিবিমান্ দেবগণের অন্ততম বিদেহক। ব্রহ্মা-৩২ ; বায়ু-৩১। দ্বিবিমান্ দেখ।

বিদৈবত—একটি প্রেতের নাম। বৈদিশ পুরে দেবরাত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল।

তাঁহারা সকলেই কুরুশাসিত ছিল। তন্মধ্যে যে জন দেবতার অর্চনা না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করিত, তাহার নাম বিদৈবত প্রেত হইয়াছিল। স্বন-নাগ-১৮।

বিদ্বান্—(১) দ্বারোচিব মহন্তরে তুযিত নামে দেবতা সকল এবং পারাবত ও বিদ্বান্ নামে দুইটি দেবগণ বর্তমান ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২। (২) যদুবংশীয় রেবতের তনয় বিদ্বান্। তিনি তুষ্কর স্থা ছিলেন। বায়ু-২৬।

বিদেধিনী—দুঃসহের অশ্রুতমা কণ্ঠা ও যমের দোহিত্রী বিদেধিনী লোকের মধ্যে পরস্পর বিদেধ জন্মাইয়া থাকেন। তাহার লোকের অনিষ্টকারী দুই পুত্র। বিদেধিনীর ক্রকুটী ও কুটিলাননা নামী কণ্ঠাঙ্গর সতত লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে। মার্ক-৫১। নিন্দ্রাষ্টি ও অর্দ্ধহারী দেখ।

বিদ্যাসার—মগধের শিশুনাগ-বংশীয় নৃপতি ক্ষত্রোজার তনয় বিদ্যাসার। বিদ্যাসারের পুত্র অজাতশত্রু এবং অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ক্ষত্রোজা দেখ।

বিদ্যা—গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী পার্শ্বতীর সহচরী ছিলেন। দেবান্দ্রর যুদ্ধে তাঁহারা পার্শ্বতীর অঙ্গ-গামিনী ছিলেন। মহাভা-বন-২২২।

(২) বিষ্ণুর অন্ততমা শক্তি। বিষ্ণু-৫ম-২ ; বৃহদ্রারদীর-৩ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

(৩) প্রজাপতি দক্ষের তম্বা, মদিরা,

বিজ্ঞা, ধন্য ও ধনা নামী পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। কুবের দেখ।

বিজ্ঞাচণ্ড—কুরুক্ষেত্রে সুদরিদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত পুত্র বিজ্ঞাচণ্ড। তাঁহারা বহু জন্ম পাপ ভোগ করিয়া মুক্তিরাজ্য করেন। মং-২১।

বিজ্ঞাধর—দেবতাদের একটি শ্রেণীর নাম বিজ্ঞাধর। চিত্ররথ, গন্ধর্ষ, বিজ্ঞাধর ও কিল্লরগণের অধিপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

বিজ্ঞানন্দ—একজন ঋষির নাম। গন্ধর্ষ-পতি চিত্রসেনের দৌহিত্রী অলিকা নামী কুশীলা গন্ধর্বী, তাঁহার আলয়ে পত্নীরূপে দশ বৎসর বাস করিয়া অবশেষে এক-দিন বিজ্ঞানন্দকে বধ করিয়াছিল। স্বন্দ-আব রেবা-১২৫।

বিজ্ঞাপতি—অবন্তী নগরে ইন্দ্রহাস নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে বিজ্ঞাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া রাজার জন্ত নিশালা মালা আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরুষো-৭, ৯, ১৪, ১২।

বিজ্ঞাবতী—অঙ্গরা বিশেষ। বায়ু-৬৯।

বিজ্ঞাবান্—স্বায়োচ্চৈশ্বর্যের দেবতা-দের পারাবত নামে একটি গণ ছিল।

বিজ্ঞাবান্ তাঁহাদের অত্যন্ত ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। পারাবত দেখ।

বিজ্ঞারাজ—মহাদেবের সহিত অন্ধকা-

সুরের যুদ্ধে, একদা অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদা দ্বারা আঘাত করেন। সেই গদাক্রান্ত মস্তক হইতে রুধির-ধারা বহির্গত হইতে পাকে। সেই রুধির-ধারা হইতে বিজ্ঞারাজ, রুদ্র, চণ্ডকপালাদি চারি জন, বলিতরাজ ও বিশ্বরাজ নামে চারি জন ভৈরবের উদ্ভব হইয়াছিল। বাম-৭০।

বিজ্ঞাং—(১) প্রজ্ঞাপতি দক্ষের দুই কন্যাকে প্রজ্ঞাপতি বহুপুত্র বিবাহ করেন। তাঁহাদের তনয় বিজ্ঞাং, মেঘ, অশনি ও ইন্দ্রধনু এই চারি জন। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৬ (২) রাক্ষসপতি বিজ্ঞাত অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২২-১০; বায়ু-৫২। ঋতু দেখ। (৩) বৈবস্বত মনস্তরে বরাহকল্পে যে সমস্ত শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, বিজ্ঞাং তাঁহাদের অত্যন্তের শিষ্য। শিব-বার-উত্ত-১০। (৪) বিজ্ঞাতের তনয় চারি জন। অগ্নি-১৯। (৫) বিজ্ঞাতের পুত্র রুমণ। বায়ু-৬৯। (৬) বারাগসীর অধিপতি হুঙ্কর ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিজ্ঞাং ও সুবিজ্ঞাং নামে দুই অশুরকে স্বর্গের লোকপাল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বরা-১০। পরে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করেন। বরা-১৬।

বিজ্ঞাকেশ—হেতী রাক্ষসের পত্নী ভয়া হইতে বিজ্ঞাকেশের জন্ম হয়। সন্ধ্যা রাক্ষসীর কথা সালকটঙ্কটাকে তিনি

বিলোপ করিতেছিলেন। তাহাতে সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় তেজ দ্বারা বিমান বিনষ্ট করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া মহাদেব স্বীয় ভক্তের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। এবং কোপদৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ইহাতে সূর্য্য দহমান হইয়া বারাণসী ধামে পতিত হন। সেইজন্ত সূর্য্যের নাম হয় লোণার্ক। ভাগ-১ঙ্ক ৭। (৪) দৈত্যপতি মহিষ-াসুরের অগ্রতম সেনাপতি। বৈষ্ণব-মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। বরা-২২—২৫। বৈষ্ণবী দেখ। বাম-৬৯। ত্রিপুরত্রয়ের নাম বিদ্যাংমালী, তারক ও কপোল। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭২। (৫) লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষসপতি। রামা-স্বন্দ-৬।

বিদ্যাংরূপ—লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষসপতি। রামা-স্বন্দরা-৬।

বিদ্যেশ্বর—কালীতে চন্দ্রেশ্বরের পূর্বে বিদ্যেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যা প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে। স্বন্দ-কালী-উত্ত-২৭।

বিদ্যোত—ধর্ম্মের অগ্রতম। পত্নী লম্বা হইতে বিদ্যোত জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যোতের সন্তান মেঘ সকল। ভাগ-৬ঙ্ক-৬; স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

বিদ্যোতা—অঙ্গুরা বিশেষ। মহর্ষি অষ্টা-বক্রের বিবাহে তিনি নৃত্য করিয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১২।

বিদ্যোপরিচয়—বিদ্যোপরিচয় নামে এক অন্তরীক্ষচর বসু হইতে গিরিকা, বৃহ-দ্রথ, প্রভাগ্রহ, কুশ, মণিবাহন, মাংখলা, নলিন ও মংস্তকাল নামে সাত পুত্র লাভ করেন। বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বায়ু-২৯; হরি-হরি-৫২; মহাভা-আদি-৬৩; মৎ-৫০; অগ্নি-২৭৮। গিরিকা দেখ।

বিদ্রাবণ—কল্পপ পত্নী দময়্য গর্ভজাত অগ্রতম তনয়। হরি-হরি-৩। দময়্য দেখ। মৎ-৬; শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

বিক্রম—(১) পূর্ব্বকালে পুরিকা নাম্নী পুরীতে বেদবেদান্তপারগ পরম ধার্ম্মিক বিক্রম নামক মুনি বাস করিতেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ নাম সোমা এবং পুত্রের নাম অনন্ত ছিল। কঙ্কি-২ঙ্ক-৪। অনন্ত দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর বিক্রম ও সন্নিতকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। কর্ণা দেখ।

বিধর্তা—উনপঞ্চাশ মরুদগণের অগ্রতম। বায়ু-৬৭। মরুদগণ দেখ।

বিধম—কলির প্রথম। পত্নী নিকৃতি হইতে নাক, বিষ, স্কন্ধ ও বিধম নামক চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিধম এক-পাদ বিশিষ্ট। তাঁহার পত্নী রেবতী। বায়ু-৮৪। কলি দেখ।

বিধর্ম্ম—রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মজীর অগ্রতম বিধর্ম্ম। সৌর-৪২।

বিধামি—পরম্পর সম্বন্ধে সমুৎপন্ন সর্বভূত-
দহনকারী অগ্নি বিধামি নামে খ্যাত ।
মৎ-৫১ ।

বিধাতা—(১) ব্রহ্মার এক নাম বিধাতা ।
মহাভা-আদি-৬৬ । (২) বিধাতা ঋগ্বেদ-
বন দাহনে ধনু লইয়া অঙ্কুরের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-
২২৭ । (৩) মহর্ষি ঋচিকের ধাতা ও
বিধাতা নামে দুই পুত্র ছিল । মহাভা-
আদি-৬৬ । ধাতা দেখ । (৪) বিধাতার
পত্নী ক্রিয়া হইতে পুরিষ নামে পাঁচ
অগ্নির উৎপত্তি হয় । ভাগ-৬৮৮ । (৫)
মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ঋষি, ধাতা ও
বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নামী
এক কন্যা প্রসব করেন । মেরুর কন্যা
নিয়তি হইতে বিধাতা মুকণ্ড নামে
এক পুত্র লাভ করেন । বিষ্ণু-১ম-৮ ।
ঋষি দেখ । (৬) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দ
সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে বিধাতা,
তঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশ্বচর কুন্দ,
মুকুন্দ ও কুসুমকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন । বাম-৫৭ ; মহাভা-শলা-৯৬ ।
কুন্দ দেখ ।

বিধান—(১) ধর্ম্মের অন্ততম পত্নী সাধারণ
গর্ভজাত অন্ততম পুত্র । মৎ-১৭১ ।
সাধারণ দেখ । (২) একটি ব্রহ্মের
নাম । তঁহার নামানুসারে একটি
দেশ খ্যাত হয় । অগ্নি-৮৫ । (৩) সাবর্ণ
মহন্তরে শুক নামক দেবগণ ছিলেন ।
বিধান সেই দেবগণের অন্ততম । বায়ু-
১০০ । শুকদেবগণ দেখ ।

বিধারয়—উপপঞ্চাশৎ মরুৎগণের অন্ত-
তম । বায়ু-৬৭ । মরুৎগণ দেখ ।

বিধি—স্বায়ম্বু মন্বন্তরে অজিতার গর্তে
অজিত নামক দেবগণ জন্মে । বিধি
তঁাহাদের অন্ততম । বায়ু-৬৭ । অজিতা
দেখ ।

বিধিৎসা—লক্ষ্মীর অন্ত নাম । মহাভা-
শান্তি-২২৫ ।

বিধিসার—মগধের শিশুনাগ-বংশীর ক্ষেত্র-
জ্ঞের পুত্র বিধিসার । তঁহার পুত্র
অজাতশত্রু । ভাগ-১২৮-১ ।

বিদীপ—অবন্তী ক্ষেত্রে বিদীপ নামে এক
মহাদেব আছেন । তঁহার দর্শন লাভে
মানব বধির হয় না । স্বন্দ-আব-
আব-২৩ ।

বিদীপ্তর—কালীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ ।
স্বন্দ-কালী-উত্ত-৯৭ ।

বিধুম—বিধুম নামে এক বসু ও অলম্বা
নামী এক অপ্সরা ব্রহ্ম-শাপে মনুষ্য দেহ
প্রাপ্ত হন । পরে তঁাহারা চক্রতীর্থে স্নান
করিয়া শাপমুক্ত হন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫ ।

বিধুত—রামের বংশধর ঋগণের পুত্র
বিধুত, বিধুতের পুত্র হিরণ্যনাভ । কঙ্কি-
৩য়-৪ । বিধুতি দেখ ।

বিধুতি—(১) রামের বংশধর বিধুতির
পুত্রেরা তামস মন্বন্তরে বেদধারণ করিয়া
বৈধুতি দেবতা নামে খ্যাত হন । ভাগ-
৮৮-১ । (২) রঘুবংশীয় নরপতি সগণের
তনয় বিধুতি, বিধুতের পুত্র হিরণ্যনাভ ।
হিরণ্যনাভের পুত্র পুশ । ভাগ-৯৮-১২ ।

বিনত—(১) একজন বানর মলপতি । পর্ণা-
শার তীরে তাঁহার রাজ্য ছিল। সূর্য্যবের
আদেশে তিনি পূর্ব্বদিকে সীতার অন্বে-
ষণে গমন করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-
৪৫, লঙ্কা-২৬। (২) মমুর কন্যা ইলা
শিবের বরে পুরুষ রূপ প্রাপ্ত হইয়া
সুহাস নামে খ্যাত হন। এই সুহাসের
তনয় উৎকল, গয় ও বিনত। বিষ্ণু-
৪র্থ-১।

বিনতা—(১) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার
মধ্যে মহর্ষি তাক্ষ বিনতা, কক্ষ, পতঙ্গী
ও ষামিনী নামী চারি জনকে বিবাহ
করেন। তন্মধ্যে বিনতার গর্ভে বিষ্ণুর
বাহন গরুড় ও সূর্য্যের সারথি অরুণ
জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৬। (২)
চতুর্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র সাবর্ণি মমুর সময়ে
বিষ্ণু সত্যায়নের ঔরসে ও তাঁহার পত্নী
বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃহত্তারু
নামে খ্যাত হইবেন। ভাগ-৯ঙ্ক-১৩।
(৩) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার
অন্ততমা বিনতা মহর্ষি কশ্যপের অন্ততমা
পত্নী ছিলেন। বিনতা হইতে অরুণ ও
গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।
আবার হরি-বংশের অন্ততম আচে,
বিনতার গর্ভে তাক্ষ, অরিষ্ট-
নেমী, গরুড়, অরুণ ও আকুণি নামে
পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-
১২৬, ২১৮। (৪) বিনতা প্রথমে দুইটা
অণ্ড প্রসব করেন, দীর্ঘকাল সেই
অণ্ডদ্বয় বিদীর্ণ না হওয়ার, বিনতা

অসহিষ্ণু হইয়া একটা নিজে বিদীর্ণ
করেন। তাহা হইতে পূর্নার্দ্র সম্পূর্ণ
ও অপনার্দ্র অসম্পূর্ণ অবস্থায় অরুণ
জন্মগ্রহণ করেন। অপর অণ্ড হইতে
ষষ্ঠাকালে গরুড় জন্মগ্রহণ করেন।
অরুণ জন্মিয়াই সূর্য্যের সারথির কাজে
নিযুক্ত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (৫)
কশ্যপের কন্যা শুকী নতাকে প্রসব
করেন। নতা হইতে বিনতা প্রসূত
হন। এই বিনতা গরুড় ও অরুণকে
প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৬)
বিনতা নামী রাক্ষসী রাবণ কর্তৃক
নির্য্যাজিতা হইয়া অশোকবনে সীতাকে
নানা প্রকারে কষ্ট দিয়াছিল। রামা-
সুন্দ-২৪। (৭) কশ্যপের অন্ততমা স্ত্রী
বিনতা, গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র
এবং সোদামিনী নামী এক কন্যা প্রসব
করেন। মৎ-৬। (৮) অন্ধকাসুরের
রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব যে
সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বিনতা
তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। মৎ-১৭২।
(৯) একটি গাভীর নাম বিনতা ছিল।
শুন্দ-নাগ-২৫২।

বিনতাখ—মহুবংশীয় নরপতি সুহাসের
অন্ততম পুত্র। তিনি পশ্চিম দেশের
অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি-১০; শিব-
ধর্ম্ম-৬০; অগ্নি-২৭৩; বায়ু-৮৫।

বিনতেয়ু—পুরুবংশীয় রাজা ভদ্রাশ্বের দশ
পুত্রের অন্ততম। অগ্নি-২৭৮। ভদ্রাখ
দেখ।

বিনয়—(১) ধর্মের অগ্রতমা পত্নী লজ্জা হইতে বিনয় জন্মে। ব্রহ্মা-১০; বায়ু-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; মার্ক-৫০। লজ্জা দেখ। (২) ধর্মের অগ্রতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড, নয় ও বিনয় জন্মে। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৩) মনুবংশীয় নরপতি স্রুগ্নের তনয়—উৎকল, গয় ও বিনয়। মার্ক ১১১; বিষ্ণু-১ম-৭।

বিনয়কীর্তি—পুণ্যকীর্তি নামক এক বৌদ্ধের শিষ্য। স্বল্প-কাশী-উত্ত ৫৮।

বিনয়লক্ষণ—একজন কণ্ডপ বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বংশের, কণ্ডপ ও নিধুব এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১২৯।

বিনায়ক—(১) অম্বর্য ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিয়াছিল। শিব-ধর্ম-৭। (২) মহাদেবের পুত্র গণেশের অগ্র নাম—বিনায়ক। পদ্ম-উত্ত-১০। (৩) বাণের কন্যা উষার বিবাহে বলরামের সহিত তাঁহার বৃদ্ধ হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-২৫০। (৪) মহাদেবের এক নাম নায়ক। মহাদেবের স্ত্রী উমার দেহমল হইতে গণেশের জন্ম হয়। তজ্জন্ম অর্থাৎ নায়কের সাহায্য বাতীত জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম বিনায়ক হইল। বাম-৫৪; স্বল্প-আব-অব-৩২, ৫; দ্বার-১৭; স্বল্প-মাহে-অক্ষ-৬।

বিনায়কগণ—একদা ক্রোধভরে মহাদেব গণেশকে শাপ দিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। প্রতি লোমকূপ হইতে জল নির্গত হইয়া

ভূতলে পতিত হইতেছিল। সেই জল-বিন্দু হইতে গজমুখ, তমালবর্ণ, নীলাঞ্জন-নিভ, গৃহীতান্ত্র, নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন হইল। ইহারা গণপতির অন্তরে ছিলেন এবং আকাশে বাস করিতেন। বরা-২৩।

বিনাশন—(১) দক্ষের অগ্রতমা কন্যা ও কণ্ডপের পত্নী কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহস্তা, শত্রু প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। মহাতা-আদি-৬৫। (২) কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহস্তা ও ক্রোধশত্রু নামে বীর্ষবান্ কালের নামে খ্যাত চারিটি পুত্র জন্মে। কালি-৩৪।

বিনীত—(১) পুলস্ত্যের ভাৰ্য্যা স্ত্রীতি হইতে দত্তোলি, দেববাহু ও বিনীত নামে তিন পুত্র এবং সম্বতী নামে এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২২; বায়ু-২৮। (২) উত্তম মনুর অগ্রতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তমনমু দেখ।

বিনীতাম্ব—তিনি সর্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া গোধন, হস্তী, অশ্ব, রথ, নানাবিধ ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন কিন্তু অন্ন ও জল দান করেন নাই সেজন্ত পরকালে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। বরা-২৯।

বিনেয়ু—মনুবংশীয় নরপতি ভদ্রাশ্বের অগ্রতম তনয়। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

বিন্ধ—(১) অবন্তীপতি জয়সেন, শুরের অগ্রতমা কন্যা রাজাধিদেবীকে বিবাহ

করেন। তাঁহার গর্ভে বিন্দু ও অম্বুবিন্দু নামে দুই পুত্র এবং মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-১৯-২৪। (২) এই মিত্রবিন্দাকে (আপন পীসতৃত ভগ্নিকে) ঐক্কক বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ-১০-৫৮। অরসেন দেখ; (৩) অবন্তী দেশের অধিপতি বিন্দু ও অম্বুবিন্দু জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঐক্ককের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১। পাণ্ডু-তনয় সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্ততম বিন্দু ছিলেন। অন্তান্ত ভ্রাতাদের হায়া তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) অবন্তী পতি বিন্দু ও অম্বুবিন্দু, কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-২২।

বিন্দুতি—মহাদেবের অম্বুগামী অন্ততম প্রেমথ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিন্দুভীষ্ম—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চনার উৎকট পাপরাশি দূর হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিন্দু—(১) অজিতা তনয় মহর্ষি বিন্দু, একজন ঋষেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মরুৎগণের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-৮।২৪। (২) কল্পপ পত্নী দম্বুর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র। দম্বু দেখ।

বিন্দুপাদ—কঙ্কর গর্ভজাত অন্ততম নাগ। বায়ু-৬২। কঙ্ক দেখ।

বিন্দুমতী—(১) অম্বু নাম চৈত্ররথী। তিনি রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও মম্বুবংশীয় নরপতি মাকাতার পত্নী ছিলেন। বিন্দুমতী অতিশয় সাধবী ও সুন্দরী ছিলেন। তিনি অযুত সংখ্যক সহোদরের ভগিনী ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। হরি-হরি-১২; দেবীভাগ-৭-১০। (২) বিন্দুমতী হইতে মাকাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৮; বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) মম্বুবংশীয় নরপতি মরীচির স্ত্রী বিন্দুমতী হইতে বিন্দুমান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫-১৫।

বিন্দুমধব—কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। মহর্ষি অগ্নিবিন্দুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

বিন্দুমান—মম্বুবংশীয় নরপতি মরীচির পত্নী বিন্দুমতী বিন্দুমানকে প্রসব করেন। বিন্দুমানের পত্নী সরমা হইতে রাজর্ষি মধু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫-১৫।

বিন্দুসার—(১) মগধের মৌর্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের তনয় বিন্দুসার। বিন্দুসারের তনয় অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অশোক দেখ। (২) গন্ধর্কপতি বিক্রান্তের অন্ততম তনয় বিন্দুসার। ইহার চন্দ্রবংশীয় কিল্লর

বলিয়া বিখ্যাত । বায়ু-৬৯ । বিক্রান্ত দেখ ।

বিদ্যা—(১) একবার পর্কতরাজ বিদ্যা অতিশয় গর্বিত হইয়া দেবগণের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন । সেইজন্য অগস্ত্য ঋষি তাঁহার গর্ব খর্ব্ব করেন । দেবীভাগ-১০ঙ্ক-৭ । (২) সূর্য্য প্রতিদিন মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন । বিদ্যা পর্কতও সূর্য্যকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলেন । কিন্তু সূর্য্য তাঁহার অমুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ ইহা জ্ঞাপন করিলেন । ইহাতে বিদ্যা ক্রোধবশীভূত হইয়া, স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের গমন পথ রোধ করিতে অভিলাষী হইলেন । ইহাতে দেবগণ ভীত হইয়া অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন । অগস্ত্য তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিদ্যা সমীপে গমন করিলেন । তাঁহাকে বলিলেন, “আমি দক্ষিণ দিকে বাইতেছি আমি প্রত্যাবর্তন না করা পর্গাস্ত আর বর্দ্ধিত হইও না ।” এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না । বিদ্যাও স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ আর বর্দ্ধিত হইতে পারিলেন না । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ । (৩) পঞ্চমমনু রৈবতের অন্ততম তনয় । ভাগ-৮ঙ্ক-৫ ।

বিদ্যানিবাসিনী—উমা বিদ্যাচলে বিদ্যানিবাসিনী নামে খ্যাত । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ; স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২ ; স্বন্দ-আব-অব-৫৫ ।

বিদ্যানিলয়া—ভদ্রকালীর অপরা নাম । ব্রহ্মাণ্ড-৯ ।

বিদ্যাবান্—নরপতি বিদ্যাবানের কন্যা কুণ্ডলা মদালসার সখী ও পুষ্করমালীর পত্নী ছিলেন । মার্ক-২১ ।

বিদ্যাবাসিনী—কালী ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণবর্ণ হইলেন । সেই কোশ হইতে কৌশিকী দেবীর প্রাচুর্ভাব হয় । ইন্দ্র তাঁহাকে ভগিনী রূপে গ্রহণ করেন এবং তিনি কৌশিকী দেবী নামে খ্যাত হন । এই কৌশিকীই বিদ্যা পর্কতে বাসহেতু বিদ্যাবাসিনী নামে খ্যাত হন । বাম-৫৪ ।

বিদ্যাক্তি—মগধের কোলিকিল বংশীয় রাজাদের নিকট হইতে বিদ্যাক্তি রাজা গ্রহণ করেন ; তিনি রাজা হইয়া ষম্বতিবর্ষ (৯৬ বৎসর) রাজ্য শাসন করেন । তাঁহার পুত্র প্রবীর । প্রবীরের পরে তাঁহার চারি পুত্র ও মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । বায়ু-৯৯ । (২) মগধের কৈলিকিল ঘবন বংশীয় প্রধান রাজা বিদ্যাক্তি । বিদ্যাক্তির তনয় পুরঞ্জয় । এই বংশ মগধে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

বিদ্যাবলী—(১) দৈত্যপতি বালির স্ত্রীর নাম বিদ্যাবলী । বাম-৮৯ ; মৎ-১৮৭ ; ভাগ-৮ঙ্ক-১২ । (২) পুরাকালে চন্দ্রবংশে পুণ্যানিধি নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার পত্নীর নাম বিদ্যাবলী ছিল । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫০ । পুণ্যানিধি দেখ ।

বিদ্যাধি—ভরত-বংশীয় নৃপতি ইন্দ্রসেনের

তনয় বিক্রাধ । বিক্রাধের স্ত্রী মেনকা
হইতে রাজর্ষি দিবোদাস নামে পুত্র ও
অহল্যা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।
মৎ-৫০ । ইন্দ্রসেন দেখ ।

বিপশ্চিৎ—(১) ইন্দ্রের অস্ত্র নাম । বাম-
৭২ । (২) স্বারোচিষ নামক মনুষ্যের
বিপশ্চিৎ ইন্দ্র ছিলেন । বৃহদ-৩৭ ;
সৌর-৩২ ; বায়ু-৬৬ । স্বারোচিষ-মত্
দেখ ।

বিপাক—অন্ধকানুরের অগ্রতম সেনা-
পতি । ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করেন ।
বাম-৬৬, ৬৮ ; স্বন্দ-কালী পূ-১৬ ।

বিপাট—কর্ণের অগ্রতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।
কুরুক্ষেত্র সময়ে তিনি অর্জুন শরে
নিহত হন । মহাভা-দ্রোণ-৩২ ।

বিপাশি—দানব বিশেষ । স্বন্দ-আব-
রেবা-২৮ ।

বিপাশা—(১) আয়ুর অগ্রতম পুত্র ।
মৎ-২৪ । আয়ু দেখ । (২) শ্রাক্ষভাগর্হ
বিশ্বদেবগণের অগ্রতম । মহাভা-
অমুশা-৯১ ।

বিপাশ—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার
জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অগ্র-
তমের শিষ্য ছিলেন । শিব-বার-উক্ত-১০ ।

বিপাশা—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত
হইলে, বিপাশা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অমুচর প্রিয়ঙ্করকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন । বাম-৫৭ । প্রিয়ঙ্কর দেখ ।

বিপুল—(১) বসুদেবের পত্নী রোহিণী
হইতে বলদেব, বিপুল প্রভৃতি জন্মেন ।

ভাগ-৯৯-২৪ । রোহিণী দেখ । (২)
মণিবর যক্ষের পত্নী দেবজনী হইতে
বিপুল প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন ।
বায়ু-৬৯ । মণিবর দেখ । (৩) মহর্ষি
দেবশম্মার শিষ্য বিপুল, স্বীয় গুরুপত্নী
রুচিকে গুরুর অনুপস্থিত কালে ইন্দ্রের
অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন । এই
পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ।
মহাভা-অমুশা-৪০—৪৩ । (৪) তিনি
উত্তরদিকে বাস করিতেন । মহাভা-
অমুশা-১৬৫ ।

বিপুলস্থান—পূর্বকালে বিপুলস্থান নামে
এক মূনি ছিলেন । তাঁহার স্মৃকষ ও
তুধুরু নামে দুই পুত্র ছিল । মার্ক-৩ ।

বিপুলা—পান্ডবী বিপুলক্ষেত্রে বিপুলা
নামে অভিহিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

বিপুথু—(১) যদুবংশীয় অক্রুরের অগ্রতম
পত্নী অশ্বিনা হইতে পুথু, বিপুথু প্রভৃতির
জন্ম হয় । মৎ-৪৫ । অক্রুর দেখ । (২)
যদুবংশীয় চিত্রকের অগ্রতম পুত্র । হরি-
হরি-৩৪ । চিত্রক দেখ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ ;
বায়ু-৯৬ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । (৩) কুরুপতি
ধৃतरাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের
অগ্রতম । মহাভা-আদি-১৮৬ ।

বিপৃষ্ঠ—বসুদেবের অগ্রতম স্ত্রী ধৃতদেবা
হইতে বিপৃষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন ।
ভাগ-৯৯-২৪ ।

বিপ্র—(১) শিষ্টির পত্নী সূক্ষ্মা হইতে
বিপ্র জন্মে । বিষ্ণু-১ম-১৩ ; সৌর-১৭ ;
অগ্নি-১৮ । (২) মগধের অরাসন্ধ-বংশীয়

রাজা শ্রুতজয়ের তনয় বিপ্র । বিপ্রের
তনয় শুচি, শুচির তনয় ক্ষেমা । বিষ্ণু-
৪র্থ-২৩ ; ভাগ-৯ঙ্ক-২২ । সুচ্ছায়া ও
শিষ্টি দেখ ।

বিপ্রচিহ্নি—(১) কশ্যপের অত্যন্তমাত্রী
দম্বু হইতে বিপ্রচিহ্নি প্রভৃতি দানবেরা
জন্মগ্রহণ করেন । কশ্যপের অত্যন্তমাত্রী
পত্নী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু, হির-
ণ্যাক্ষ ও সিংহিকা জন্মগ্রহণ করেন ।
এই সিংহিকাকে বিপ্রচিহ্নি বিবাহ
করিয়াছিলেন । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ; হরি-
হরি-৩ ; বিষ্ণু-১ম-১৫, ২১ ; লি-৬৩ ;
কালিকা ৩৪ । (২) ব্রহ্মা কর্তৃক বিপ্র-
চিহ্নি, দানব ও অসুরগণের আধিপত্যে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । হরি-হরি-
২১৯ । (৩) দেবাসুর যুদ্ধে একবার
বিপ্রচিহ্নি বরুণদেবকে পরাস্ত করিয়া
ছিলেন । হরি-হরি-২৪৪ । (৪) জম্বা-
সুরের কন্যা সিংহিকা বিপ্রচিহ্নির পত্নী
ছিলেন । তাঁহার গর্ভে রাহু, কেতু
প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।
ভাগ-৬ঙ্ক ১৮ । (৫) সমুদ্র মন্থনের পর
দেবাসুর যুদ্ধ হয় । সেই যুদ্ধে তিনি
অসুর পক্ষে সেনাপতি ছিলেন । ভাগ
৮ঙ্ক ১০ । (৬) সিংহিকা হইতে বিপ্র-
চিহ্নিও ব্রহ্মোদিশ পুত্র জন্মে । মং ৬, ১৩১,
২৭৫, ২৪৯ । অজ্ঞান দেখ । (৭) দৈতাপতি
বিপ্রচিহ্নি বলির প্রধান সহায় ছিলেন ।
বাম-২৯ । (৮) বারাগদীর রাজা হুর্জয়ের
অত্যন্তমাত্রী সেনাপতি । তিনি মহর্ষি

গৌরমুখের মণিসম্বৃত সৈন্যকর্তৃক
নিহত হন । বরা-১১ । (৯) মহর্ষি
সিদ্ধদ্বীপের পুত্র । বরা-৯৫ । সিদ্ধদ্বীপ
দেখ । (১০) কশ্যপ স্ত্রী দম্বু হইতে বিম্বুদা,
শকুর, প্রহু, বলি, শিব, অরোমুখ,
শবর, কপিল, বামন, বিশ্বানর, পুলোমা,
বিদ্রাবণ, মহাশর, স্বর্ভাসু, বৃষপক্ষী,
বিপ্রচিহ্নি প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে ।
শিব-ধর্ম-৫৪ । কশ্যপ দেখ । (১১)
দম্বু হইতে শকুনি, বিপ্রচিহ্নি, শঙ্খ
প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে । অগ্নি-১২ ।
(১২) দেবাসুর যুদ্ধে বিপ্রচিহ্নি স্বর্ঘ্যের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । দেবীভাগ-
৯ঙ্ক-২১ । (১৩) শতগাল, ন্যাস, শাশ্ব,
অমূলোম, শুচি, বাতাপি, সিতাশুক,
হরকল্প, কালনাভ, নরক, ভোম, রাহু,
চন্দ্রপ্রমদন ও স্বর্ঘ্যপ্রমদন, এই চৌদ্দ
জন বিপ্রচিহ্নির পত্নী সিংহিকার গর্ভ-
জাত বলিয়া সৈংহিকেশ নামে বিখ্যাত ।
বায়ু-৬৮ । (১৪) দেবাসুরে অনেকবার
যুদ্ধ হয় । নবম বারে বিপ্রচিহ্নি ইন্দ্র
হস্তে নিহত হন । বায়ু-৯৭ ; পদ্ম-সৃষ্টি-
১৩ । (১৫) বিপ্রচিহ্নির পত্নী সিংহিকা
হইতে সৈংহিকেশ নামধের কংস, শঙ্খ,
রাজেন্দ্র, নল, বাতাপি, ইষল, নমুচি,
খম্ব, অজ্ঞান, নরক, কালনাভ, পরমাসু
ও কল্পবীৰ্য্য নামক ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে ।
পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ১৮ ; স্বন্দ-মাহে-কুমা-২১ ।

বিপ্রনাম—মহুবংশীয় নরপতি হিরণ্য-
রেতার সপ্ত পুত্রের অত্যন্তম । হিরণ্য-

রেতা স্বীর অধিকৃত কুশদ্বীপ সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটা বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫২-২০। হিরণ্যরেতা দেখ।

বিপ্রবন্ধু—বন্ধু, সুবন্ধু, বিপ্রবন্ধু ও ঞ্জত, নামে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। তাঁহারা গোপায়ন ও লোপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। ঋক্ ৫।২৪।১, ১০।৫৭।৫৮।

বিবন্ধু—পাণ্ডব বংশীয় অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র বিবন্ধু। হস্তিনাপুরী গঙ্গা গর্ভে নিমগ্না হইলে, বিবন্ধু সেই পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কোশাঘী নগরীতে গিয়া বাস করেন। বিবন্ধুর আট পুত্রের মধ্যে ভূরী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মৎ-৫০।

বিবর্দ্ধন—একজন ঋষি। তিনি বৃধিষ্টির সত্য উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বিবৎসু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৫২।

বিবস্বত—(১) মহর্ষি বিবস্বত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-১০।১৩।১। (২) কশ্যপের অন্যতম পুত্র বিবস্বত, বিবস্বতের তনয় মনু, মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। রামা-আদি-৭০; অথো-১১০।

বিবস্বানু—(১) বিবস্বানু হইতে সর্বণার গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই

বৈবস্বত মনু। বিবস্বানের অন্যতম জ্যৈষ্ঠ সন্তান হইতে অশ্বিনয়, যম ও যমীর জন্ম হয়। ঋক্-১।৩১।১, ১।৩৫।৬।(২) দক্ষপ্রজাপতির অন্যতম কন্যা অদিতি হইতে কশ্যপের ঔরসে অর্য্যামা, পুষা, বিবস্বানু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। বিধ্বংসকার কন্যা সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের পত্নী ছিলেন। তিনি সুরেণু নামেও বিখ্যাত ছিলেন। বিবস্বানু মার্ত্তণ্ড নামেও পরিচিত। কথিত আছে অদিতির গর্ভাবস্থায় একদা বৃধ ভিক্ষার্থ তাঁহাদের ভবনে উপস্থিত হন। গর্ভগোরব বশতঃ ভিক্ষা দানে বিলম্ব হওয়ায়, বৃধ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করেন,—“তোমার গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইবে।” অদিতি বৃধের শাপ শ্রবণে ভীত হইয়া কশ্যপকে সমুদয় বিবরণ বলেন। কশ্যপ তৎপ্রভাবে তাহাকে জীবিত রাখেন। সেই হইতে বিবস্বানু মার্ত্তণ্ড নামে অভিহিত হন। বিবস্বানু হইতে সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, প্রাজ্ঞ দেব এবং যম ও যমুনা নামে যমজ দুই ভাই ও ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞাদেবী সৃষ্টির বিবর্ণ রূপ দেখিয়া এবং তাঁহার তেজঃ অসহ্য হওয়ায় সর্বণাকে নিম্ণাণ করেন। সংজ্ঞা মারা যম্মী বলিয়া তাহার ছায়া সমুখিত হইল ছায়া তখন সংজ্ঞাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—“আমার কর্তব্য কি আদে-

করুন ।” তাঁহার কথা শুনিয়া সংজ্ঞা বলিলেন,—“আমি পিতৃভবনে গমন করিব । তুমি এখানে থাকিয়া আমার বালক পুত্র ও কন্যার যত্ন করিবে । আর এই বিষয় কখনও ভাস্করের নিকট প্রকাশ করিবে না ।” তখন ছায়া বলিল, “যাবৎ দিবাকর আমার কেশ গ্রহণ করিয়া অভিসম্পাত দিতে উত্তত না হন, তাবৎ আমি ইহা প্রকাশ করিব না ।” সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলে, স্বষ্টা তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া পতির আলয়ে যাইবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন । কিন্তু সংজ্ঞা তাহার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক নিজ সৌন্দর্য্য গোপন করিয়া বড়বা-মূর্ত্তি ধারণপূর্বক উত্তর মেরুদেশে গমন করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । বিবস্বান্ও ছায়া হইতে সাবর্ণিমথু ও শটেনশ্চর উৎপন্ন করেন । ছায়া স্বীয় পুত্রকে যেমন আদর করি-
তেন, সংজ্ঞার সন্তানকে সেইরূপ করিতেন না । যম ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উত্তত হন । তজ্জন্য ছায়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন “তোমার পদ পতিত হউক ।” যম অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া পিতা বিবস্বানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন । কিন্তু বিবস্বান্ ইহার কোনই প্রতিকার করিলেন না । ছায়ার এবস্ত্রকার

ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু ছায়া কোনও উত্তর না দিয়া মৌনী হইয়া থাকেন । বিবস্বান্ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করেন । তখন ছায়া সংজ্ঞা ও নিজের আত্মপূর্বক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেন । ছায়ার বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ বিবস্বান্ বিশ্বকর্ম্মার ভবনে গমন করেন । বিশ্ব-কর্ম্মা তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করেন । সূর্য্যের তেজ অসহ্য ছিল বলিয়া স্বষ্টার বাক্যে তেজ হ্রাস করিতে সম্মত হন । স্বষ্টা বিবস্বানকে শান যস্ত্রে আরোপণপূর্বক তদীয় তেজ পাতন করেন । তদবধি সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ হইলেন । তখন স্বষ্টা সূর্য্যকে উত্তর মেরুদেশে বড়বাক্রুপে অবস্থিত সংজ্ঞার নিকট গমন করিতে আদেশ করেন । সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নাসিকায় রেতপাত করিলেন তাহাতেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয় । তাহারা নাসত্য, দশ্য ও অশ্বিনীকুমার নামেও খ্যাত । হরি-হরি-৩, ৭, ৯ ; মার্ক-১০৬, ১০৭ ; অগ্নি-১৯ ; সৌর-২৮ ; পদ্ম-উত্ত-৫ ; বায়ু-৬৬ । (৩) বিশ্বদেব গণের অন্যতম বিবস্বান্ । মহাতা-অম্ব-৯১ । (৪) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম । শিব-ধর্ম্ম-৫৪-৬৮ । (৫) কস্তুরের তনয় বিবস্বান্ । বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞা,

রাজ্ঞী ও প্রভা । রৈবতের তনয় রাজ্ঞী, রেবত নামে এক পুত্র প্রসব করেন । প্রভা হইতে প্রভাত । বিশ্ব কৰ্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা হইতে বৈবস্বতমহু এবং যম ও যমুনা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে । বিবস্বান্ হইতে ছায়া সাবর্ণিমহু এবং সংজ্ঞা বৈবস্বতমহু নামে পুত্র লাভ করেন । সংজ্ঞা হইতে শনি, তপতী, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমার জন্মগ্রহণ করেন । অগ্নি-২৩ । (৬) বিবস্বান্ প্রভৃতি ক্রতুস্বতগণ সোমপায়ী ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ । (৭) বিবস্বানের তনয় বৈবস্বতমহু । বৈবস্বতের পুত্র ইক্ষুক । দেবীভাগ-৭৯-২ ; পদ্ম-সৃষ্টি ৬. ৭, ৮, ১৮ ; কালিকা-২৬, ৩৪ ; বিষ্ণু-২য়-১০ ।

বিবহ—বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু গ্রহ মণ্ডলে থাকিয়া, ক্রবের সহিত গ্রহগণকে নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রহমণ্ডলকে নিয়ত পরি ভ্রামিত করে । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৮ ।

বিবাহ—রক্তমুণ্ডি শর্ক (মহাদেব) একবার অট্টহাস্ত করিয়াছিলেন । তাহাতে সেই মুহূর্ত্তে বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে বিষ্ণুদ্রবুজি, ব্রহ্মতুণ্ডা, অদ্যাবসায়ী বীরকুমার চতুষ্টয় প্রাতর্ভূত হইলেন । তাঁহারা সকলেই রক্তবশন, রক্তমালাধর, রক্তবদন ও রক্তলোচন ছিল । ব্রহ্মা-২১ ।

বিবাহ—(১) মহাদেবের অট্টহাস্ত হইতে জাত অন্যতম কুমার । বায়ু-২২ ।

বামদেব দেখ । (২) দানব বিশেষ । স্বন্দ-মাহে-কেদা-১২ ।

বিবংশ—(১) নরপতি ইক্ষুকুর তনয় বিংশ, বিংশের পুত্র বিবংশ । বিবংশের ধর্ম্মর্জিতা বিশারদ, সত্যাবাদী দানধর্ম্ম-নিরত ও পরাক্রমশালী পঞ্চদশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খলীনেত্র সকলকে পরাজিত করিয়া এবং বাহুবলে বহুদেশ জয় পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়া ছিলেন । মহাভা-আশ্ব-৪ ; মার্ক ১১৯ ; বায়ু-৮৬ । (২) মনুবাংশীয় রাজা অবি-বিংশের পুত্র বিবংশ, তৎপুত্র খলিনেত্র, তাঁহার পুত্র অতিবহুতি । বিষ্ণু ৪র্থ ১ ।

বিবংশতি—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাকারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিবংশতি । তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৭ । (২) মনু বাংশীয় নরপতি চাকুষের পুত্র বিবংশতি । বিবংশতির তনয় রম্ভ । ভাগ-৯৯-২ ।

বিবংশ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাকারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিবংশ । তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

বিবিধাণি—অদ্রুত অগ্নির পুত্র বীর, বীরের তনয় বিবিধাণি, বিবিধাণির তনয় মহাকবি ও অর্ক । মৎ ৫১ । অর্ক দেখ ।

বিবিধা—মৌভপতি শাষের অন্যতম সেনাপতি । শাষ দারকা অবরোধ

করিলে, ভূমূল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিবিদ্যা রুক্মিণীন্দ্রন চারুদেশ্যে হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-১৮।

বিবিসার— মগধের শিশুনাগ-বংশীয় নরপতি ক্ষত্রোজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে বিবিসার আটাল বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে দর্শক পাঁচ বৎসর ধরনীপতি ছিলেন। বায়ু-২২। বিবিসার দেখ।

বিবুধ—(১) জনকবংশীয় নরপতি দেবমীড়ের তনয় বিবুধ। বিবুধের তনয় মৌর্যক, তৎপুত্র কৌন্তিরাত। রানা-আদি ৭১। (২) জনক বংশীয় কৃতির তনয় বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহাবৃতি, মহাবৃতির তনয় কৃতিরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) জনক বংশীয় দেবমীড়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের তনয় ধৃতি, ধৃতির পুত্র কৌন্তিরাজ। বায়ু-৮২। ধৃতি দেখ। বৃতি—রৈবত-মণ্ডপে ভূতরজ দেব-গণের অন্তর্গত অগ্রতম দেবতা। বায়ু-৬২।

বিবুধা—বৈদিক যুগে বিবুধা নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি যক্ষারোগ নাশ করিবার জন্ত, ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক-১০। ১৬৩। ১।

বিবেকী—গন্ধর্ব্বপতি কুমুদের পুত্র দেব-সেন। তিনি মাংসভোজ্য কণ্ডা কেশিনীকে বিবাহ করেন। সূর্যনা, বহুদান, ঋতধ্বক, যবন, কুতী, মীন ও বিবেকী এই সাত জন দেবসেনের পুত্র। কালিকা-৮২।

বিবোধ—গিঙ্গাক, বিবোধ, স্পৃহ ও সমুখ নামক দ্রোণ-পুত্র বিহঙ্গমগণের নিকট মহর্ষি জৈমিনি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মার্ক-১—৪।

বিভক্ত—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অগ্র নাম। মহাভা-বন-২৩০।

বিভাণ্ড—একজন মহর্ষি। মহাভা-শান্তি-৪৭; বৃন্দ-আব-সেবা-৬০।

বিভাণ্ডক—(১) মহর্ষি কণ্ঠপের তনয় বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋগ্মশু। রামা-আদি-৯, ১০, ১৮; মৎ-৪৮; হরি-হরি-১৬৬; মহাভা-শান্তি-২২৭; বৃন্দ-মাহে-অঙ্ক-উত্ত-৩। (২) মহর্ষি কণ্ঠপের তনয় বিভাণ্ডক বালাবহুয় মহাব্রহ্মে কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন। একদা উল্লঙ্ঘ্যে দর্শন করিয়া রেতঃ-স্থলিত হইলে তিনি সলিলে অবগাহন করিলেন। এক মৃগী জলের সহিত ইহা পান করিয়া গভিনী হইল। সেই মৃগী পূর্বে জন্মে দেবকন্যা ছিল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি মৃগী হইয়া তপস্বী-পুত্র প্রসবাস্তর বিমুক্তা হইবে।” সেই গভে ঋগ্মশু জন্মগ্রহণ করায় তিনি শাপমুক্তা হইলেন। মহাভা-বন-১০২।

বিভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রতম পুত্র। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দেখ।

বিভাবরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসমুদ্ভূতা মুক্তির অগ্রতম্য সহচরী। বরা-৯২। বৈকবী দেখ।

বিভাবসু—(১) ধর্ম হইতে মরুভূমিতে
অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, বিভাবসু, বিধাবসু
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-
১২৬। (২) বিভাবসু নামে এক কোপন
স্বভাব ঋষি ছিলেন। তাঁহার অমুজ
সুপ্রতীক তাঁহাকে পৈত্রিক ধন বিভাগ
করিয়া দিবার জন্য প্রায়ই বিরক্ত
করিতেন। সেজন্য তিনি তাঁহাকে “গজ
হও” বলিয়া শাপ প্রদান করেন।
কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে “কচ্ছপ হও” বলিয়া
প্রতিশাপ দেন। মহাভা-আদি-৩২।
সুপ্রতীক দেখ। (৩) ধর্মের অন্ততমা
পত্নী বসু হইতে অষ্টবসুর অন্ততম
বিভাবসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার
পত্নী উষা হইতে বুধ, রোচিষ ও আতপ
নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬৮-৬।
কশ্যপের পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্ততম
পুত্র। ভাগ-৬৮-৬। বসু ও দম্ব দেখ।
(৪) দেবাসুর সংগ্রামে বিভাবসু মহিষা-
সুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-
৮৮-১০। (৫) মূর নামক দৈত্যের
অন্ততম তনয়। মূর ঐকৃষ্ণের হস্তে
নিহত হইলে, তাঁহার বিভাবসু প্রভৃতি
সপ্ত পুত্র ঐকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া
পিতার গতি প্রাপ্ত হন। ভাগ-১০৮-
৫২। (৬) সূর্যের এক নাম বিভাবসু।
বিষ্ণু-১ম-২। (৭) প্রাতঃসর উত্তর
ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ
ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশ্বিতি
মণ্ডল ব্যাপী সূর্যের যে গন্তব্য পথ

আছে তাহাতে যে রথ গমন করে,
তাহাতে ঐতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন
আদিভা, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব,
অমরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান
করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে,
বিভাবসু, তরুদ্বাজ, পর্জন্ত, ঐরাবত,
বিশ্বাটী, সেনজিত ও চাপ, ইহারা
সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০।
সূর্য্যরথ দেখ। (৮) দৈত্যপতি
মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি।
বরা-২২-২৫। জুর দেখ। (৯)
বিভাবসুর জ্বর নাম ছাতি। মৎ-৪৩;
অগ্নি-২৭৪। ছাতি দেখ। (১০) অগ্নির
এক নাম বিভাবসু। একবার বিভা-
বসু মহর্ষি শান্তিকে তাঁহার গুরুর
মঙ্গলার্থ করেকটি বর প্রদান করিয়া-
ছিলেন। মাক-১০০। ভূতি দেখ।
উত্তমমমুর সময়ে প্রতর্দন নামে দেবতা-
দের একটি গণ ছিল। বিভাবসু প্রত-
র্দনগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা।
ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ। (১২) বিভা-
বসু গজগণের রাজা ছিলেন। বায়ু ৬৯।
(১৩) মহিষাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর
অন্ততম। সৌর-৪৯; বৃন্দ-মাহে-কেদা-
১৬; বৃন্দ-কাশী-পূ-৯; বৃন্দ-আব-রেবা-
৩৪; বৃন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বিভাব্য—(১) উত্তম-মমুর বংশধারী
দেবগণের অন্ততম। উত্তম দেখ।
ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২) সূর্য্যমা দেবগণের
অমুজ অন্ততম দেবগণের মধ্যে বিভাব্য

অন্ততম ছিলেন। তাঁহার সকলেই বংশপ্রবর্তক। বায়ু-৬২।

বিভাস—(১) ঋগ্বেদ মন্তব্যের অজিত ঋগ্বেদ মন্তব্যের অজিত দেবগণের অজিতম বিভাস ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩২। অজিত দেখ। (২) যাম-দেবগণের অজিতম বিভাস ছিলেন। বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ। (৩) অমিতাভ দেবগণের অজিতম বিভাস। বায়ু-১০০। রৈবত মন্তব্য দেখ।

বভিন্দু—বভিন্দু নামে একজন দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষি মেধা-তিথিকে বহু ধন দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য উক্ত ঋষি তাঁহাকে কতিপয় ঋক্ মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।২।৪০।

বিভীষণ—(১) সুমালি রাক্ষসগতির কন্যা কৈকসী মহর্ষি বিশ্ববার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূৰ্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উক্ত ৯। রাবণ লঙ্কার অধিপতি হইলে পর, তিনি ভ্রাতার সহিত তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিলে, তিনি অতিশয় মমণীভূত হন। রাবণকে নানা হিত-গত উপদেশ দ্বারা সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে, তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার হিতবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং তাঁহাকেই রাজ্য হইতে

বিতাড়িত করেন। বিভীষণ রাবণের ব্যবহারে অতিশয় মমণীভূত হইয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-১৬, ১৭। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলু-শের কন্যা সরমাকে বিভীষণ বিবাহ করেন। রামা-উক্ত-১২। লঙ্কা সমরের অবসানে বিভীষণ লঙ্কা রাজ্যে রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। রামা-লঙ্কা-১১৪। (২) দানবপতি বলির পুত্রের অজিতম বিভীষণ ছিলেন। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ। (৩) বিভীষণ নামে একজন যক্ষপতি ছিলেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) সহদেব দিগ্বিজয়ে বহি-গত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন বিভীষণের নিকট নানা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (৫) মালিনী নামী রাক্ষসী হইতে বিশ্ববার ঔরসে বিভীষণের জন্ম হয়। মহাভা-বন-২৭৩; শিব-জ্ঞান ৫২; অশ্বি-২, ১১; দেবীতা-২২-১৬; কব্ধি-৩৭-৩। (৬) কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূৰ্পনখা ও বিভীষণ জন্মেন। সৌর-৩০; পদ্ম-উক্ত-২৪২; বায়ু-৭০। (৭) স্বয়ং ধন্য লঙ্কার বিভীষণ রূপে জন্মে। শ্রীমহা-৩৭; বৃহৎ-পূ-১৮। (৮) বিশ্ববার ঔরসে ও কেশী-নার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূৰ্পনখা ও বিভীষণের জন্ম হয়। ভাগ-৪৮-১; ৯০-১০; বরা-১৬৩; স্বন্দ-মাহে-কেদা-১২; স্বন্দ-মাহে-অযো-৬; স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২; স্বন্দ-আবচতু-৭২; স্বন্দ-আব-রেবা-৮৩।

বিত্তীষণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি
কার্তিকের অমুচরী কল্যাণদায়িনী
মাতৃকাগণের অন্ততমা বিত্তীষণা
ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিভু—(১) অঙ্গিরার অন্ততম পুত্র সুধবা,
সুধবার তনয় বিভু, বিভু ও বাজ এই
তিন জন। নিজ নিজ সুরক্ষা দ্বারা দেবতা
লাভ কবিরী তাঁহারা সূর্যালোকে বাস
করিতেন। ঋক্-১।২০।১। (২) কশ্যপের
অন্ততমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দম্বু হইতে
বিভু প্রভৃতি ষত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
হরি-হরি-৩। (৩) বারাগঙ্গীর নরপতি
সতাকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয়
আবর্ত, আবর্তের তনয় সুকুমার। হরি-
হরি-২৯। (৪) শম্বর অশুরের অন্ততম
তনয় বিভু। তিনি ত্রীকৃষ্ণের তনয়
প্রহ্লাদ হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-
হরি-১৬১—১৬২। (৫) বিভু নামে
শকুনির এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি
কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমের হস্তে নিহত
হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৬) নগাঁও
ভৃগুর অন্ততম তনয় বিভু। মহাভা-
অনু-৮৫। চাবন দেখ। (৭) ভগবান্
বজ্রমূর্তি ও দক্ষিণার দ্বাদশ পুত্রের
অন্ততম এবং ভগবান্ রুচির দৌহিত্র।
ইহঁারা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে
তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন।
ভাগ-৪৯-১৭। দক্ষিণা দেখ। (৮)
মহাবংশীর নরপতি প্রস্তাবের পত্নী
বিকংসা হইতে বিভুর জন্ম হয়। বিভুর

পত্নী রতি পৃথুসেন নামে এক পুত্র প্রসব
করেন। ভাগ-৫৯-১৫। প্রস্তাব দেখ।
(৯) ভগ-দেবতার পত্নী সিদ্ধি হইতে
বিভুর উৎপত্তি হয়। ভাগ-৬৯-১৮। (১০)
স্বারোচিষ মনুর সময়ে বেদশিরা নামক
ঋষির স্ত্রী তুষিতা হইতে বিষ্ণুর অবতার
বিভু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৌমার-
ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিলে, অষ্টাশতি
সহস্র ব্রতধারী ঋষি, তাঁহার নিকট
ব্রতশিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাগ-৮৯-১।
(১১) পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবতমনুর সময়ে,
বিভু ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮৯-৫। (১২)
স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রস্তোতার তনয়
বিভু, বিভুর তনয় পৃথু। বরা-৭৪।
প্রস্তোতা দেখ। (১৩) ভরত বংশীয়
প্রস্তারের তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু,
পৃথুর তনয় নক্ত। অগ্নি-১০৭। প্রস্তার
দেখ। (১৪) বারাগঙ্গীর রাজা বর্ষ-
কেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আনন্ত
ও সুকুমার। সুকুমারের পুত্র সতাকেতু।
অগ্নি-২৭৮। বর্ষকেতু দেখ। (১৫)
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিভু, ত্রিষিমান্ দেব-
গণের অন্ততম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ৩২;
বায়ু ৩২। ত্রিষিমান্ দেখ। (১৬) ভরত
বংশীয় প্রাপ্তারির তনয় বিভু, বিভুর
তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত। ব্রহ্মাণ্ড-
৩৪। (১৭) রৈবত মন্বন্তরে ইন্দের নাম
বিভু ছিল। বিষ্ণু-৩৭-১; সৌর-৩৩;
বায়ু-২৩, ৬২। (১৮) সাধ্যাদেবগণের
অন্ততম বিভু। বায়ু-৬৬। সাধ্যাদেবগণ

দেখ । (১৯) বারাগমীর রাজা সত্য-
কেতুর তনয় বিভূ । প্রজাপালক বিভূর
পুত্র সুবিভূ, সুবিভূর তনয় সুকুমার ।
বিষ্ণু-৪র্থ-৮ ; বায়ু-৯২ । (২০) অমিতাভ
নামক দেবগণের অগ্রতম বিভূ । বায়ু-
১০০ । রৈবতমসু দেখ । (২১) ঋয়স্ব
মহুর অগ্রতম তনয় । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ ।
ঋয়স্বমসু দেখ ।

বিভূতি—(১) দেবী বিভূতি সাবিত্রীর
সহিত ব্রহ্মার বিবাহ কার্গো উপস্থিত
ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৬ । (২) মহর্ষি
বিখ্যামিত্রের অগ্রতম তনয় বিভূতি
একজন বিপ্রকুল-পরিবর্দ্ধক, তপস্বী
বেদবেদাঙ্গপারগ গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন । মহাভা-অনুশা-৪ । (৩) ধর্ম্মের
অগ্রতমা পত্নী সুরতি হইতে প্রভব,
চাবন, বিভূতি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন ।
হরি-হরি-১৯৬ । ধর্ম্ম দেখ । (৪) দেবী
শঙ্করী সপ্তম করে বিভূতি নামে
বিখ্যাতা ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭ ।
বিভূতীশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে এই সঙ্কপাপ-
হর শিবলিঙ্গ বর্তমান আছেন । স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-৪৮ ।

বিভুবস—বৈদিক যুগের একজন ঋষি ।
ঊর্ধ্বার পুত্র দ্বিত একজন বেদের মন্ত্র-
জ্ঞ ঋষি । ঋক্-১০।৪৬।৩ ।

বিভুবসি—সহ নামক অনলের তনয়
অহুত । অহুতের ত্রী প্রিয়া হইতে
বভুবসির জন্ম হয় । মহাভা-বন-২২০ ।
প্রিয়া ও অহুত দেখ ।

বিভূত—বিভূত ঋরোচিষ মহুর অগ্রতম
পুত্র । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২ । ঋরোচিষ
মসু দেখ ।

বিভূট—মহর্ষি বিভূট একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি সূর্য্যোর
স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা
করিয়াছিলেন । ঋক্-১০।১৭০।১ ।

বিভ্রম—(১) কণ্ডপ তনয় বিভ্রম একজন
ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৫ ;
বায়ু-৫৯ । (২) সম্রম ও বিভ্রম নামক
মহাদেবের দুইটা গণ সর্বদা প্রভাস
ক্ষেত্রে রক্ষা করেন । স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-৫ ।

বিভ্রাজ—(১) কাশ্মিন্য দেশের অধিপতি
সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের পুত্র
অনুহ । মৎ-৪৯ । (২) পাঞ্চাল দেশেও
বিভ্রাজ নামে এক নরপতি ছিলেন ।
ঊর্ধ্বার তনয় ব্রহ্মদত্ত । মৎ-২০ ; হরি-
হরি-২০ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ ; শিব-ধর্ম্ম-৬৪ ;
দেবীভাগ-১ম-১৯ । (৩) নরপতি সুকৃ-
তির তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয়
অনুহ । বায়ু-৯৯ । অনুহ দেখ ।

বিভ্রান্তকবপু—ধর্ম্মের অগ্রতমা পত্নী বিখা
হইতে দক্ষ, মহাবাহু পুরুষন, চাক্ষুষ-
মসু, মধু, মহোরগ, বিভ্রান্তকবপু,
বাল, মহাযশা বিকৃত্ত এবং ভাস্কর-
সমুদ্রাতি অতি বলবান্ গরুড় জন্মগ্রহণ
করেন । মৎ-১৭১ । বিখা দেখ ।

বিমতি—নরপতি সুমতির পুত্র বিমতিকে
ত্রীকক্ষ মথুরাপুরীতে বিনাশ করেন ।
বরা-১৬৫ । সুমতি দেখ ।

বিমদ—(১) বৈদিক যুগে বিমদ নামে এক ঋষি ছিলেন। একবার ইন্দ্র তাঁহাকে অন্নবৃক্ষ ধন প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১।৩। (২) বৈদিক যুগে বিমদ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি স্বয়ং-বরে কস্তা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন। এমন সময়ে পথে তাঁহার শক্রগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিষয় সেই সময়ে রাজর্ষি বিমদকে সাহায্য করেন এবং আপনাদের রথে করিয়া বিমদের জীকে তাহার গৃহে পৌছাইয়া দেন। ঋক্-১।১১৬।১।

বিমনা—মহর্ষি বিমনা অশ্বিষয়ের স্তুতি করিয়া ধন লাভ করেন। ঋক্-৮।৮৬।২।

বিমর্দ—তিনি একজন নরপতি। তাঁহার রাজ্যের সমীপবর্তী স্বরাষ্ট্র রাজ্যের রাজা তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। মার্ক-৭৪। স্বরাষ্ট্র দেখ।

বিমর্দন—(১) যদুবংশীয় রাজা অক্ষয়ের অন্ততম পুত্র ও অক্রুরের অন্ততম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অক্ষ দেখ। (২) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্ততমা কস্তা ক্রোধা হইতে গণ, ক্রোধবশ, ক্রোড়-কর্ণা ও বিমর্দন জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। ক্রোধা দেখ। (৩) কিরাত দেশে বিমর্দন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জীৱ নাম কুমুদী ছিল। রাজা ও তাঁহার জীৱ শিব পূজার ফলে সপ্ত জন্ম শিবস্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্ম-ব্রহ্ম-উত্ত-৪।

বিমল—(১) রাজা স্তুত্বায়ের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহার সকলের ধর্মগুণায়ণ ও দক্ষিণা-পথ প্রদানের রাজা ছিলেন। ভাগ-২৯। (২) বিমল নামে একটি রুদ্র ছিলেন। অগ্নি-৮৫। (৩) হিমালয়ের গুহায় পুরাকালে বিমল নামে এক বিজ ছিলেন। তাঁহার তনয় হরিদন্ত অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০৭, ৮। হরিদন্ত দেখ। (৪) পুরাকালে পুরীকা নামী পুরীতে বিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জীৱ সোমা অনন্ত নামে এক স্ত্রী সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু মহাদেবের বরে তিনি পুরুষ হন এবং পরে বৃদ্ধশ্রী ব্রাহ্মণের চাকরমতী নামী কস্তাকে বিবাহ করিয়া জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বৃধ নামে পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। কঙ্কি-২৪-৪। (৫) গোকুলের নবনন্দ নামে খ্যাত একজন গোপ। গর্গ-গোল-১৮।

বিমলপিণ্ডক—কশ্যপের অন্ততমা পত্নী দমুর গর্ভজাত অন্ততম দানব। মহাভা-আদি-৩৫। দমু দেখ।

বিমলা—(১) ক্রোধের অন্ততমা কস্তা সুরভি, সুরভির কস্তা রোহিণী ও গন্ধর্বী। রোহিণীর কস্তা অমলা, বিমলা ও গো সমুদয়। মহাভা-আদি-৬৬। রোহিণী দেখ। (২) চতুঃষষ্ঠি বোগিনীর অন্ততমা বিমলা। অগ্নি-৫২। (৩) সিংহলরাজ-তনয়া পদ্মাবতীর অন্ত-

তমা সখী । কঙ্কি-১ম-৬ । (৪) সাবিত্রী-দেবী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিমলা নামে প্রসিদ্ধা । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । (৫) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে বিমলা নদী তাঁহার সাধার্যার্থ স্বীয় অমৃতর গৃধবস্ত্রকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

(৬) ত্রিক্ষেত্র বোড়শ গোপিনীর অগ্র-তমা বিমলা । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮ । পদ্মাপতি দক্ষ, প্রভাবতী, সূত্ৰদা, বিমলা, নির্মলা, অমৃত, তীরা, বিজা, দক্ষা, অরুণা, ধারা, পালা ও বর্জসী নারী দ্বাদশ কল্পা আদিভাগ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯ ।

বিমলাদিভা - কানীশ প্রভাব অবগত হইয়া তমোনাশক সূর্য্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া কানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহার দ্বাদশখা বিভক্ত অংশের নাম হইল—লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাধাদিতা, দ্রোপ-দাদিতা, মম্বাদিতা, অরুণাদিতা, খেখোদিতা, বৃদ্ধাদিতা, কেশবাদিতা, বিমলাদিতা ও গজাদিতা । এই দ্বাদশ আদিভা, সর্বদা কানীকে পানীগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন । স্বন্দ-কানী-পু-৪৬ ।

বিমলেশ্বর—(১) কানীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ । স্বন্দ-কানী-উ-২৭ । (২) অবন্তী ক্ষেত্রে বিমলেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন । তাঁহার আরাধনায় সকল বাসনা পূর্ণ হয় । স্বন্দ-আব-রেবা-২২৬ ।

প্রভাস ক্ষেত্রে বিমলেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন । তাঁহার আরাধনায় সর্ব রোগের নাশ হয় । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭, ৫৫ ।

বিমুচ—উমুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাবেশ, প্রমুচ, ইথবাহ ও মিগ্রাবরণ তনয় অগস্ত্যা, এই সমস্ত ঋষি দক্ষিণ দিকে বাস করিতেন । মহাভা-শান্তি-২০৮ ।

বমোদগল—অজিরা বংশীর একজন গোলপ্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অজিরা, তান্ত্রি ও মোদগলা এই তিনটা আবেশ প্রবর । মং-১২৬ ।

বিষ—বসুদেবের অগ্রতম পুত্র । বায়ু-১৬ । উপবিষ ও ভদ্রা দেখ ।

বম্বক—আসীমাধিপতি (বর্তমান আসাম) বিষককে প্রচ্যন্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করিয়াছিলেন । গর্গ-বিষ-১৫ ।

বিয়তি—নরেশ্বর অগ্রতম পুত্র । ভাগ-১৮-১৮ । নহষ দেখ । (২) পুরুষবার পুত্র আয়ু, আয়ুর তনয় রস্তিনার, রস্তিনারের পুত্র বিয়তি, বিয়তির পুত্র কুতি, কুতির পুত্র নহষ । বৃহৎ-মধ্য-২২ । পুরুষবা দেখ । (৩) মেরুর অগ্রতমা কল্পা বিয়তিকে বিধাতা বিবাহ করেন । বিধাতার তনয় মৃকশু । সৌর-২৬ । নিয়তি ও বিধাতা দেখ । (৪) নহষের যতি, যযাতি, শর্য্যাপতি, উত্তর, পর, আরতি ও বিয়তি নামে সাত পুত্র জন্মে । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১০ । নহষ দেখ ।

বিরম—ধৃতির আশ্রয় বিরম। মার্ক-
৫০। ধৃতি দেখ।

বিরজ—কৃষ্ণ পত্নী দনায়ুবার গর্ভজাত
অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬৮। দনায়ুবা
দেখ।

বিরজ—(১) বরাহকল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে
মহাদেব লোগাক্ষি নামে অবতীর্ণ হন।
তখন সূধামা, বিরজ, শ্রুতপাৎ ও
বৈরজ নামে তাঁহার চারিজন যোগ
পরায়ণ শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উক্ত-১০ ;
ব্রহ্মাণ্ড-২৩ ; বায়ু-২৩ ; লি-২৪।
লোগাক্ষি দেখ। (২) ধর্মের অন্ততমা
পত্নী মরুত্বতীর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র।
হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম দেখ। (৩) সার্বর্ণি
মহুর অন্ততম তনয়। অগ্নি-১৫০।
সার্বর্ণিমহু দেখ। (৪) শর্কের (মহা
দেবের) হাসি হইতে বিরজ প্রভৃতির
জন্ম হয়। বায়ু-২২ ; ব্রহ্মাণ্ড-২১। বিবাহ
দেখ। (৫) প্রজাপতি মরীচির তনয় পূর্ণ-
মাস, পূর্ণমাসের পত্নী সরস্বতী এবং পুত্র
বিরজ ও পর্কস। বিরজের পুত্র সূধামা।
বায়ু-৮ ; ব্রহ্মাণ্ড-২৯। পূর্ণমাস দেখ।
(৬) চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণের অন্ত-
তম। বায়ু-৬২। চাক্ষুষমহু দেখ। (৭)
বহুবংশীয় শমীকের অন্ততম পুত্র। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ। (৮) বিরজ
নারায়ণের অন্ততম নাম। এই নাম
জপ করিলে যম ভয় থাকে না। স্কন্দ-
কাশী-উক্ত-৬০। (৯) পূর্ণিমার পুত্র
বিরজ ও বিশ্বপ এবং কন্যা দেবকুল্যা।

ভাগ-৪ঙ্ক-১। দেবকুল্যা দেখ। (১০)
মহুবংশীয় নরপতি ষষ্ঠার স্ত্রী বিরোচনা
বিরজ নামে একটি পুত্র প্রসব করেন।
এই বিব্রু অতি মহাত্মা ছিলেন।
বিরজের পত্নী বিশ্ববী একশত পুত্র
ও এক কন্যা প্রসব করেন। এই শত
পুত্রের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ গুণ
সম্পন্ন ছিলেন। ভাগ-৫ঙ্ক-১৫। (১১)
মহর্ষি শালক্যের শিষ্য জাতুকর্ণ, নিরু-
ক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য
বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে
শিক্ষা দিয়াছিলেন ভাগ-১২ঙ্ক-৬।

বিরজস্ব—সার্বর্ণিমহুর অন্ততম পুত্র।
ভাগ-৮ঙ্ক-১৩। সার্বর্ণিমহু দেখ।

বিরজা—(১) চাক্ষুষমহুর সময়ে সপ্তর্ষিদের
অন্ততম ছিলেন। হরি-হরি-৭ ; মৎ-৯,
সৌর-৩৩। চাক্ষুষমহু দেখ। (২) সূধবা
নামক পিতৃগণের মাননী কন্তা বিরজা
নরপতি নহুষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার
গর্ভে বতি, যযাতি, সংযাতি, আরাতি,
যাতি ও সূযাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে।
হরি-হরি-১৮, ২৯ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৯ ; কুর্ম-
পু-২২ ; সৌর-৩১ ; বায়ু-৭৩, ৯৩ ;
লি-৬৬ ; মৎ-১৫। (৩) রাজর্ষি বিরজা
তপোবলে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।
মৎ-১৪৩ ; বায়ু-৫৭। (৪) মরীচির স্ত্রী
সজ্জ্বতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন।
পৌর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্কস।
মার্ক-৫২ ; কুর্ম-পু-১৩। (৫) সার্বর্ণি-
মহুর অন্ততম পুত্র বিরজা। মার্ক-৮০ ;

বিষ্ণু-৩৪-২। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্ম গ্রহণ করেন, বিরজা তাঁহাদের মধ্যে লোকাক্ষির (লোগাক্ষি) অন্ততম শিষ্য ছিলেন। শিব-বার-উক্ত-১০; লি-২৪। (৭) রক্তকর্ণে মহাতেজা ব্রহ্মা পুত্র কামনা করিলে রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। পরে সেই কুমার হইতে বিরজা, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা লোকের হিত-কামনার্থ অখিল ধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়া অব্যয় রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। লি-১২। (৮) মহাদেবের অবতার বালির অন্ততম তনয়। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বালি দেখ। (৯) ভরত বংশীয় ষষ্ঠীর তনয় বিরজা, বিরজার তনয় রজ, রজের তনয় সভা-জিৎ। অগ্নি-১০৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। ষষ্ঠী দেখ। (১০) বিরজা নামে এক গোপিকা ঈরুকের অতি প্রিয়া ছিল। সে রাধিকার ভয়ে নদীরূপে পরিণতা হয়। তাঁহার গর্ভে সপ্ত সমুদ্রের জন্ম হয়। দেবীভা-৯৮-১৩। (১১) ঈরুকের অমুরাগিনী একজন গোপিকা। গর্গ-গোল-৪। (১২) রাধিকার অন্ততমা সখী। গর্গ-অধ-৪২। (১৩) কশ্যপ পত্নী কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কক্ষ দেখ। (১৪) বিষ্ণু দেবগণের অমুরোধে বিরজা নামে

এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিরজা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সম্রাস ধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র কীর্তিমান্ এবং কীর্তিমানের তনয় প্রজাপতি কর্দ্দম। মহাভা-শান্তি-৫০। (১৫) মহর্ষি কবির অন্ততম পুত্র। মহাভা-অমুশা-৮৫। কবি দেখ।

বিরথ—ভরত বংশীয় নৃপঞ্জয়ের তনয় বিরথ। মৎ-৪৯। ক্ষেম দেখ।

বিরস—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভূজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র নাগের অন্ততম বিরস। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

বিরাগ—বাত নামক রাক্ষসের তনয় বিরাগ। বায়ু-৬৯। বাত দেখ।

বিরাজ—(১) যহুবংশীয় শমীকের অন্ততম পুত্র। মৎ-৪৬। শমীক দেখ। (২) ষষ্ঠীর তনয় বিরাজ, বিরাজের তনয় রজ। বিষ্ণু-২৪-১। ষষ্ঠী দেখ। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি অবিক্ষিতের অন্ততম তনয় বিরাজ। মহাভা-আদি-৯৪। অবিক্ষিত দেখ। পিতৃগণ সপ্ত, তন্মধ্যে বিরাজের পুত্র বৈরাজ পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ। স্বন্দ আব-অব-৫৮।

বিরাট—(১) মরুত্বং দেবতাগণের অন্ততম। মৎ-১৭১। মরুত্বং দেখ। (২) বিষ্ণু বিরাটকে সৃষ্টি করেন। বিরাট মনুকে সৃষ্টি করেন। হরি হরি-উপক্র। বায়ু-১০। (৩) বীরের পত্নী কাম্যার গর্ভে, সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু

নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন হরি-হরি-২ ; শিব-ধর্ম ৫২। কাম্য দেখ। (৪) ভরত বংশীয় নরের তনয় বিরাট, বিরাটের পুত্র ধীমান, ধীমানের তনয় মহাস্ত। অগ্নি-১০৭। (৫) ভরত বংশীয় নরের তনয় বিরাট, বিরাটের তনয় ধীমান। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪ ; বরা-৭৪ ; দেবীভাগ-৪৯-২২। নয় দেখ। (৬) ভরত বংশীয় গয়ের তনয় নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মহাবীর্ঘ। বায়ু-৩৩। নয় দেখ। (৭) স্মৃতপা দেবগণের অগ্রতম দেবতা। বায়ু-১০০। স্মৃতপা দেখ। বিষ্ণু-২৫-১। (৮) মৎস্য দেশের অধিপতি বিরাট অতিশয় ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই আলয়ে পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে অতিবাহিত করেন। মহাভা-বিরাট-৭—১২। ছদ্মবেশ অস্ত্রে পাণ্ডবদের সহিত বিরাটের পরিচয় হইলে বিরাটের কন্যা উত্তরার সহিত অর্জুন পুত্র অভিমম্বার বিবাহ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি তাঁহার খেত, শস্য ও উত্তর নামক পুত্রের সহ নিধন প্রাপ্ত হন। উত্তর শল্যকর্ষক, খেত ভীমের শরে, শস্য দ্রোণের শরে, হত হন। মহাভা-ভীম-৪৭, ৪৮।

বিরাটবশা—উত্তম নমস্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে বিরাটবশা বংশকারী দেবগণের অঙ্গর্গত অগ্রতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

বিরাড়প—একজন অজিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের অজিরা, তাণ্ডি ও মৌদগল্য এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২৬।

বিরাধ—(১) কশ্যপ পত্নী দম্বর গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। হরি-হরি-৩। দম্ব দেখ।

(২) জব রাক্ষসের স্ত্রী শতহুদা বিরাধকে প্রসব করেন। রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে-ছিলেন, তখন একদিন বিরাধ সীতাকে হরণ করেন। সেইজন্য রাম তাঁহাকে গর্তে নিক্ষেপপূর্বক বধ করেন। বামা-আরণ্য-১-—৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ ৪। জব দেখ। একদা অম্বর রম্ভার সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব ভূষক কুবেরের আদেশ পালনে অবজ্ঞা করিয়াছিল। সেইজন্য কুবেরের শাপে ভূষক বিরাধ নামক রাক্ষস হয়। এবং রাম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। বামা-আরণ্য-৪। (৩) এক ব্রাহ্মণ চম্পক পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিত। সেই পুণ্যের ফলে সে এক রাজার দানিধাক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিত। একদা নারদ ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে “রাক্ষস হও” বলিয়া শাপ দেন। সেই শাপে ব্রাহ্মণ বিরাধ নামক রাক্ষস হন। পরে রাম তাঁহাকে বধ করিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৩১। (৪) ককট নামে এক রাক্ষসপতির পত্নী পুঙ্কনী ককটী নামে

এক কন্যা প্রসব করেন। সে রাক্ষস পতি বিরোধের পত্নী ছিল। বিরোধের মৃত্যুর পরে রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের ঔরসে ককটী ভীম নামে এক পুত্র প্রসব করে। শিব-জ্ঞান-৪৮। পুষ্কসী দেখ। (৫) রাক্ষসপতি বিরোধ রসাতলের অন্তর্গত বিতল নামক প্রদেশে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

(৬) বারাগসীর রাজা দুর্জয়ের পঞ্চদশ সেনাপতির অত্যন্তম বিরোধ, মহর্ষি গৌরমুণের মণিসমুত সেনাপতি কর্তৃক নিহত হন। বরা-১১। দুর্জয় দেখ।

(৭) কলিঙ্গ দেশে বৈশ্রপতি বিরোধ নামে এক রাজা ছিলেন। এই বিরোধের তনয় ক্রমিণ, ক্রমিণের তনয় সমাধি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (৮) বিরোধ নামে মহাদেবের এক অন্তচর ছিল। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিরোধেশ্বর—মহাদেবের অত্যন্তমগণ বিরোধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। ইহার অর্চনায় প্রতিদিনের অপরাধ জনিত পাপ ক্ষয় হয়। স্বন্দকাশী-উত্ত-৫৫।

বিরাবী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অত্যন্তম বিরাবী। মহাভা-আদি-৬৭।

বিরিঞ্চি—ব্রহ্মার অস্ত্র নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৪। নারায়ণের অস্ত্র নাম। মহাভা-শান্তি-৩০৩।

বিরুৎসা—মহুবংশীর নরপতি ভূমার পুত্র

প্রস্তাব। প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা বিভূ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫২-১৫। প্রস্তাব ও বিভূ দেখ।

বিরুদ্ধগণ—দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণে একশত করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩২-২। ব্রহ্মসাবর্ণি দেখ।

বিরূপ—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৪৩।১ ; ১।৪৫।৩। (২) বিরূপ একজন অঙ্গির বংশীর গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর এই তিনটা আর্ষের প্রবর। মৎ-১১৬ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৫ ; বায়ু-৫৯। (৩) যমের দৌহিত্র পরিবর্ত, যমের কন্যা নির্মাণ্ডির গর্ভে ও দুঃসহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই অহিতকারী পরিবর্তের বিরূপ ও বিরূত নামে দুই পুত্র আছে। তাঁহারা বৃক্ষাণ্ড ও পরিধা প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্বক গর্ভিনীদের অনিষ্ট করেন। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম বিরূপ। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৫) যদুবংশীর নরপতি অম্বরীষের তনয় বিরূপ, তৎপুত্র পৃথদম্ব, পৃথদম্বের তনয় রথীতর। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অম্বরীষ দেখ। ভাগ-৯২-৬। (৬) কশ্যপ পত্নী কক্রর গর্ভজাত অত্যন্তম

তনয়। একবৈ-এক-৯। কক্ষ দেখ।
(৭) ঘটীর তনয় বিধরূপ, বিধরূপের
তনয় বিরূপ, বিরূপের তনয় সুতপা
একবৈ-প্রক-৫৩। (৮) অঙ্গিরার অত্মতম
তনয়। মহাভা-আদি-৮৫। অঙ্গির
দেখ।

বিরূপক—(১) একজন দানবপতি।
মহাভা-শান্তি-২২৭। (২) গণেশের
ত্রাণকাহুচর কর্তৃক একটা নৈঋত গণ
উৎপাদিত হইয়াছে। এই উৎপাদিত
যক্ষ, রাক্ষস, দেবরাক্ষস ও নৈঋত গণ
উদীর্ণ, বিক্রান্ত ও শোণ্যসম্পন্ন। ইহা
দের উপযুক্ত অধিপতি বিরূপক।
বায়ু-৬৯।

বিরূপধ্বক্—মহাদেবের সহিত অন্ধকা-
সুরের যুদ্ধে দৈত্য বিরূপধ্বক্ সৌমদেবের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাম-৬৯।

বিরূপনয়ন—একজন দানবপতি। ছতা-
শন কর্তৃক যে দানবের গৃহ ভস্মীভূত
হয়, তন্মধ্যে বিরূপনয়ন অত্মতম ছিলেন।
স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

বিরূপনিধি—পুরাকালে মথুরাপুরীতে
চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন।
তঁহার অত্মতমা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রভা-
বতী নারী এক দাসী ছিল। সেই
প্রভাবতীর কিঙ্করী বিরূপনিধি পিতৃ-
তর্পণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার
করেন। বরা-১৮০। প্রভাবতী দেখ।

বিরূপাক্ষ—(১) পূর্বদিকে অবস্থিত
দিগ্গজ হস্তী বিশেষ। সে সশৈলা

সকাননা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া
রহিয়াছে। যখন পূর্বকালে এই হস্তী
ক্লান্ত হইয়া শিরশ্চালন করে, তখন
ভূমিকম্প হয়। রামা-আদি-৪০। (২)
এই রাক্ষসপতি বিরূপাক্ষ রাবণের
অত্মতম অহুচর। হনুমান অশোকবন
নষ্ট করিলে পর রাবণ হনুমানের
দমনার্থ বিরূপাক্ষকে প্রেরণ করেন
কিন্তু তিনি হনুমান হস্তে নিহত হন।
রামা-স্কন্দ-৪৬। (৩) বিরূপাক্ষ নামে
দ্বিতীয় আর একজন রাক্ষস সেনাপতি
লঙ্কা সমরে লঙ্কা হস্তে নিহত হন।
রামা-লঙ্কা-৪৩। (৪) বিরূপাক্ষ নামে
তৃতীয় আর একজন রাক্ষস সেনাপতি
লঙ্কা সমরে স্ত্রীবি হস্তে নিধন প্রাপ্ত
হন। রামা-লঙ্কা-৯৭। (৫) মালাবানের
পত্নী সুনন্দার বিরূপাক্ষ নামে এক পুত্র
প্রসব করেন। রামা-উত্ত-৫। (৬)
কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অত্মতমা
কন্তা দহুর গর্ভে বিরূপাক্ষ প্রভূতি
একশত পুত্র জন্মে। কশ্যপ ও দহু দেখ।
(৭) বিরূপাক্ষ নামে একজন রাক্ষস
রাজা মেরুভূজ নগরীতে রাজত্ব
করিতেন। নাড়ীভজ্য নামে এক বক
তঁহার বন্ধু ছিলেন। একদা গৌতম
নামে একজন ব্রাহ্মণ বকের আলয়ে
ধনলাভার্থ আগমন করেন। বক
নাড়ীভজ্য তঁহাকে স্বীয় বন্ধু রাক্ষসরাজ
বিরূপাক্ষের গৃহে প্রেরণ করেন।
গৌতম বিরূপাক্ষ ভবনে প্রচুর অর্থ

লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে বকের
আগ্নেয় উপস্থিত হন এবং লোভবশতঃ
বকে বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া
প্রস্থান করেন । বিরূপাক্ষ তাহা
জানিতে পারিয়া গৌতমকে ধৃত করিয়া
সংহার করেন । কথিত আছে বক
জীবন লাভ করিয়া চিত্তাভ্রম হইতে
উদ্ধৃত হন । মহাভা-শান্তি-১৬৯—৭৩ ।
(৮) অজৈকপাদ, অহিত্রপ, বিধূরপ,
বিরূপাক্ষ ও রৈবত, ইহারা তৃষ্ণার পুত্র ।
মহাভা-শান্তি-২০৮ । তৃষ্ণা ও অজৈক-
পাদ দেখ । (৯) অজৈকপাদ বিরূপাক্ষ
প্রভৃতি মানসজাত, ত্রিশূলধারী একাদশ
রুদ্র গণেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত । সুরভী
ও একাদশ রুদ্র দেখ । (১০) বিষ্ণুর
সহিত শুভ্র দৈত্যের যুদ্ধকালে বিরূপাক্ষ
প্রভৃতি একাদশ রুদ্র সুরপক্ষে থাকিয়া
যুদ্ধ করেন । মৎ-১৪৩ । (১১) ভৃগু
বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের অগ্রতম ।
তাহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি—ভৃগু,
চাবন, আপু, বান্, ওর্ক ও জমদগ্নি । মৎ-
১৯৫ । (১২) একাদশ রুদ্রের অগ্রতম ।
পদ্ম-সৃষ্টি-৬ । একাদশ রুদ্র দেখ । (১৩)
মহাদেবের অগ্রতম নাম । ব্রহ্মা-৫৯ ;
দৌর-২ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৫ ; মহাভা-শান্তি-
২৮৪, ২৮৫ ; আশ্ব-১১৫ । (১৪) বিরূপাক্ষ
দানব দ্বাপরে চিত্রধন্বা নামক নৃপতি
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-
আদি-৬৭ । চিত্রধন্বা দেখ । (১৫)
মহিষাসুরের অগ্রতম সেনাপতি বরা-

২৩ । (১৬) হেমকূট হইতে আগমন
পূর্বক বিরূপাক্ষ নামক শিবলিঙ্গ
কাশীতে মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত
আছেন । তাঁহাকে অবলোকন করিলে
সংসার হইতে নিস্তার লাভ করা যায় ।
হৃন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯ । (১৭) শঙ্কর পার্শ্ব-
তীর প্রদেশ উত্তরে তাঁহাকে বলেন যে
তিনি হেমকূটে বিরূপাক্ষ নামে অবস্থিত
আছেন । হৃন্দ-নাগ-১০৯ । (১৮) গণা-
ধিপ, শ্রামল, মনস্ক, বিরূপাক্ষ,
গোলক, ধ্বতসনপুত্র ও ইহাদের
প্রভু উন্নত, ইহারা দ্বারকাতে উত্তর
দিক রক্ষা করেন । হৃন্দ-দ্বার-১৭ ।
(১৯) বিরূপাক্ষ নামক শিবলিঙ্গ সিংহলে
অবস্থিত আছেন । হৃন্দ-নাহে-
কেদা-৭ । (২০) শিবের অগ্রতম অমুচর
বিরূপাক্ষ চতুঃষষ্টি যোগিনীপরিবৃত্ত
হইয়া শিবের সহিত পার্শ্বতীর বিবাহে
উপস্থিত ছিলেন । লি-১০৩ ।

বিরূপাক্ষী—কাশীতে দেবধানীর উত্তরে
বিরূপাক্ষী দেবী অবস্থিতি করিতেছেন ।
যে মানব তত্ত্বপূর্বক তাঁহাকে পূজা
করে, সে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ।
হৃন্দ-কাশী-উত্ত-৭০ ।

বিরোচন—(১) প্রজ্ঞাদেব অগ্রতম পুত্র ।
বিরোচনের পুত্র বিখ্যাত বলি । বলির
শত পুত্রের মধ্যে বাণাসুর জ্যেষ্ঠ । মৎ-
৬ । (২) বেণ-নন্দন পৃথু ধরনীকে
দোহন করিবার পরও বহু ব্যক্তি
পৃথিবীকে দোহন করেন । তাহাদের

মধ্যে অম্বরগণ যখন বসুধাকে দোহন করেন তখন, ষ্মশুর্কাদৈত্য—দোণ্ডা ও বিরোচন—বৎস ছিলেন। মৎ-১০। বসুধা দেখ। (৩) পুরাকালে পুরুহুত কর্তৃক হত্যাশন মারুতের সাহায্যে সুরারিগণকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তখন হত্যাশনের আক্রমণে সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে তারক, কমলাক, বিরোচন প্রভৃতি দানবেরা সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্র সলিলে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২২ ; মৎ-৬১। (৪) বিরোচনের কন্যা মন্থরাকে ইন্দ্র বধ করেন। রামা-আদি-২৫। (৫) প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর বিরোচন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন। সৌর-৩০। (৬) পাতালের বহু দোজন বিস্তৃত পুরাভূমি পঞ্চমতলে বিরোচনের নগর অবস্থিত। বায়ু-৫০। (৭) বিরোচনের কন্যার নাম যশোধরা। তাঁহার গর্ভে বিশ্বকস্মা ও বিশ্বরূপ নামে যমজ সন্তান জন্মে। বায়ু-৬৫। (৮) প্রহ্লাদ-তনয় বিরোচন একবার একটা কন্যার নিমিত্ত অজিয়া মূনির পুত্র স্নগ্ধার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর 'আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ' বলিয়া কল্যাণ লাভ ইচ্ছার প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া প্রহ্লাদের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে

কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহা বিচার্য্য করিয়া দিবার জন্ত প্রহ্লাদকে বলেন, প্রহ্লাদ স্নগ্ধাকে শ্রেষ্ঠ বলেন। মহাভা-সভা-৬৬। (৯) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্ততমের নাম বিরোচন ছিল। মহাভা-আদি-১৮৬। (১০) অম্বরপতি বিরোচন ও ইন্দ্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত একবার প্রজাপতির নিকট গমন করেন। বিরোচন জ্ঞানলাভ না করিয়াই চলিয়া আসেন। কিন্তু ইন্দ্র, জ্ঞানলাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ছান্দোগ্য-৮ম অঃ। (১১) প্রহ্লাদ-তনয় বিরোচনের মাতার নাম দ্রবণী। ভাগ-৬স্ক ১৮ অঃ। (১২) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে বিরোচনের সহিত সবিতার যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৩) ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া বিরোচন বহু বৎসর ধম্মাধুসারে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। পরে মহাযোগী সনৎ-কুমারের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া, পুত্র বলির হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক যোগাত্যাসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-পু-১৭। (১৪) বারাগদীর অধিপতি হর্জয়ের প্রধান সচিব। রাজা তাঁহাকেই প্রথমে মহর্ষি গোরমুখের নিকট, বিষ্ণু প্রদত্ত মণি আনয়ন করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মহর্ষির মণিসম্মত সৈন্ত হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। বরা-১১। (১৫) একবার

বিরোচন অন্ধকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বরুণ । অবশেষে বরুণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন । বাম-২, ১০ ।

(১৬) ইন্দ্র, বিরোচন, প্রহ্লাদ, জম্বু প্রভৃতি দানবগণকে বিনাশ করিয়া ছিলেন । মহাভা-শান্তি-২৮ । (১৭) দানবপতি বৃহস্পতির হৃদিতা স্নকুচি দৈত্যপতি বিরোচনের পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে বালর জন্ম হয় । বর্গি পূর্বজন্মে এক ব্যাধ ছিলেন । বৃন্দ-মাহে-কেদা ১৮ । (১৮) বিরোচনের ভগিনী ঘৃষ্টার পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে গংজা, জ্যো, বলয়া, ছায়া ও নিফুভা নামে পাঁচ কণ্ঠা জন্মে । বৃন্দ-প্রভা-প্রভা ১১ ।

বিরোচনা—(১) প্রহ্লাদের কণ্ঠা ও বিরোচনের ভগিনী মনু বংশীয় নৃপতি ঘৃষ্টার স্ত্রী । তিনি বিরজ নামে একটি পুত্র প্রসব করেন । বিরজের পুত্র ৭তজিৎ প্রভৃতি একশত । ভাগ-৫৯-১৫ । (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবদেনাপতি কাশি-কেয়ের অশুরী কণ্যাগদায়িনী মাতৃ-গণের অগ্রতমা বিরোচনা ছিলেন । মহাভা-শান্তি ৪৭ ।

বিরোধ—প্রহ্লাদের অগ্রতম পুত্র বাকল । বিরোধ, মনু, বৃক্ষাশ্ব ও কুশলীমুখ এই চারি জন বাকলের পুত্র । বায়ু-৬৭ ।

বিরোধিনী—যমের হৃদিতা নির্দ্যাক্তির গর্ভে

হুঃসহের আট পুত্র ও আট কন্যা জন্মে । তন্মধ্যে কন্যা বিরোধিনী, স্বামী জী আশ্বীর বহু প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে । মার্ক-৫১ । অঙ্গধুক্-দেখ ।

বিরোধণ—নাগরাজ তক্ষকের বংশে ইহার জন্ম । তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্ত্বে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।
বিরোধিনী—সিংহরাজহৃদিতা পদ্মাবতীর অগ্রতমা সখী । কবিক-২২-২ ।

বিলোমক—(১) চক্ৰবংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় বিলোমক । বিলোমকের পুত্র নল, অতিশয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন । নলের তনয় অভিজিৎ । লি-৬২ । (২) যদুবংশীয় কপোতরোমার তনয় বিলোমক, বিলোমকের তনয় তম, তমের পুত্র আনকহনুভি । কৃষ্ণ-পু-২৪ । তম দেখ ।

বিলোমা—(১) জাম্ববংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় বিলোমা, বিলোমার পুত্র ভব, ভবের পুত্র অভিজিৎ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । (২) যযাতি-বংশীয় বহির পুত্র বিলোম, বিলোমের তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় অহু । ভাগ-৯৯-২৪ ।

বিধ—(১) কশ্যপের পত্নী কক্ষর গর্ভজাত অগ্রতম নাগ । মহাভা-আদি-৩৫ । (২) একদা ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলে, তাঁহার ধ্যান প্রভাবে কল্লবৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল । সেই সকল বৃক্ষের

- মধ্যে (বিষ) প্রধান । তখন এক মহাদেব আছেন । স্বন্দ-আব-ব্রহ্মা সেই বিষবৃক্ষের সুখে একটা চতু-৮৩ ।
- তেজস্বী সিংহবিক্রম যুবা দেখিতে বিশ—উপগঙ্গাশত মরুদগণের অন্ততম । পাইলেন এবং তিনি তাঁহার নাম বিষ বায়ু-৬৭ । মরুদগণ দেখ ।
- রাখিলেন । এই বিষের সহিত মহর্ষি বিশঠ—দানবপতি বলির অমুগত একজন কপিলের “দান শ্রেষ্ঠ” না “ব্রহ্ম ও দানব নায়ক । স্বন্দ-আব-অব-৬৩ ।
- তপশ্রেষ্ঠ” এই বিষয়ে বিচার হইয়া- বিশত—যামদেবগণের অন্তর্গত অন্ততম ছিল । স্বন্দ-আব-চতু-৩৩ । দেবতা । ব্রহ্মাণ্ড-৩২ ; বায়ু-৩১ ।
- বিষক—কশ্যপের পত্নী কক্ষর গর্ভজাত যামদেবগণ দেখ ।
- অন্ততম নাগ । মহাভা-আদি-৩৫ । বিশদ-শু—বযাতি-বংশীয় স্বাহিতের পুত্র
- বিষভেক্সা—নাগরাজ তক্ষকের বংশে বিশদ-শু, বিশদ-শুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র
- ইহার জন্ম । রাজা জনমেজয়ের সপ- শর্বাশ্বন্দু । ভাগ ৯২-২৩ ।
- সত্ত্রে তিনি বিনষ্ট হন । মহাভা- বিশাথ—(১) অষ্টবহুর অন্ততম অনল,
- আদি-৫৭ । অনলের অন্ততম পুত্র বিশাথ । মং-
- বিল্পত্র—সুরসা ভূজঙ্গীর গর্ভজাত শত ৫ । অনল দেখ । হরি-হরি ৩ ; মহাভা-
- পুত্রের অন্ততম । মহাভা-উদ্-১০২ । আদি-৬৬ ; শিব-ধর্ম-৫৪ ; অগ্নি ১৮ ;
- সুরসা দেখ । সৌর-২৮ ; বায়ু-৬৬ । (২) একবার
- বিল্পপত্রিকা—সাবিত্রী দেবী বিলুক ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্র ও যক্ষের মধ্যে ধোরতব
- বিল্পপত্রিকা নামে খ্যাত আছেন । পদ্ম- যুদ্ধ উপস্থিত হয় । সেই সময়ে ইন্দ্রের
- সৃষ্টি-১৭ । বজ্র প্রহারে যক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব-বিদীর্ণ
- বিলুপগুধারী—মহাদেবের অন্ত নাম । হইয়া এক সুন্দর যুবা পুরবের আবির্ভাব
- মহাভা-আব-১০৮ । হয় । বজ্র প্রহার দ্বারা সজাত হইয়া-
- বিলু—বিষেক্সর ক্ষেত্রে সাবিত্রী দেবী ছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাথ
- বিলু নামে অভিহিতা হন । পদ্ম- হইল । মহাভা বন-২২৫ ; বিষ্ণু-১ম ১৫ ;
- সৃষ্টি-১৭ । কালিকা-৪৬ । (৩) পুরুষবার অন্ততম
- বিলু—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক পুত্র আয়ু, আয়ুর তনয় বিশাথ । পদ্ম-
- খবি । তাঁহাদের আর্টিসেন, গার্দতি, সৃষ্টি-১২ । (৪) যক্ষের অন্ত নাম ।
- কাঙ্গনায়নি, আখায়নি ও অরুপি এই পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪ । (৫) দেবসেনাপতি
- পাঁচটা যার্ষিক প্রবর । মং-১৯৫ । কার্তিকেয়ের অন্ততম অমুচর । বরা-
- বিলুখর—অবস্তী ক্ষেত্রে বিলুখর নামে ২৫ । (৬) মহাদেবের অন্ততম অমুচর ।

মহাদেবের সহিত অরুণকাসুরের যুদ্ধে তিনি দানব হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৭) শিবের সহিত পার্শ্বতীর বিবাহে তিনি চতুঃশক্তি যোগিনীসহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৮) বিশ্বামিত্রের একজন শিষ্যের নামও বিশাখ ছিল। রামা আদি-২২।

বিশাখযুগ—(১) মগধের পুলক বংশীয় তৃতীয় ভূপতি বিশাখযুগ মগধে তিগ্নায় বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে হুয়াক একুশ বৎসর রাজত্ব করেন। মং-১৭২, বায়ু-৯২; বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; ভাগ-১২৯-১। প্রত্যোত দেখ। (২) মাতি-মতী নগরের অধিপতি বিশাখযুগ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। করি-১ম-৩। তিনি করি পঞ্চ অবলম্বন করিয়া জিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেক জিনসৈন্য সংহার করেন। করি-২য়-৭; ৩য়-১, ৪, ৬, ৭, ৮, ১২।

বিশাখা—(১) সুযশা নামী এক গন্ধক-কন্যা প্রচেতা হইতে লোহেয়ী, ভরতা, কুশাকী ও বিশাখা নামী চারি কন্যা লাভ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা ও কুশাকী দেখ। (২) রাধিকার অগ্রতম্য সঙ্গী। গর্গ-বৃন্দা-১৫, ১৯। (৩) দক্ষের কন্যা ও চন্দ্রের অগ্রতম্য স্ত্রী। কাণিকা-২০; ব্রহ্মবৈবর্ত ৯। দক্ষ দেখ।

বিশাখেশ্বর—কালীপুত্র একটা শিবলিঙ্গ। হৃদ-কালী উক্ত ৯৭।

বিশাপ—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে,

ভার্গব বাস হইবেন, এবং মহাদেব দমন নামে আবির্ভূত হইবেন। ভখন বিশোক, বিকেশ, বিশাপ ও শাপনাশন নামে দমনের চারি পুত্র হইবেন। বায়ু-২৩।

বিশারি—যদুবংশীয় স্বকল্পের অগ্রতম পুত্র ও অরুণের ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অরুণ ও স্বকল্প দেখ।

বিশাল—(১) বিক্রমশালী গন্ধর্ষপতি মহাম্মা বিশাল, প্রচেতার স্ত্রী সুযশার গর্ভজাত লোহেয়ী, ভরতা, কুশাকী ও বিশাখা নামী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। এই চারি কন্যা হইতে লোহেয়, ভরতেশ্বর, কুশাক্ষের ও বিশালের নামে চারিটা বক্ষগণ উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬৯। কুশাকী ও সুযশা দেখ। (২) রাজধি তৃণবিন্দু হইতে অলম্ববা অপ্সরার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বিশালই বৈশালী নামী পুরী নিৰ্ম্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের তনয় সুচন্দ্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১; ভাগ-৯৯-২; বায়ু-৮৬। তৃণবিন্দু দেখ। (৩) বিশাল নামে এক বাক্ষগ ছিলেন। তাহার পুত্র সুশম্বার স্বাক্ষে বলাক নামক বাক্ষস হরণ করিয়াছিল। মাক-৭০। বলাক দেখ। (৪) একটা রুদ্রের নাম। তাহার নানাস্থানে একটা দেশও বিশাল নামে খ্যাত। অগ্নি-৮৫। (৫) পুষ্ক্রে বিশাল নগরে বিশাল নামে এক রাজা ছিলেন।

তিনি গরাক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পুত্র লাভ করেন। বরা-৭; অশ্ব-১১৫। (৬) কছির বংশোৎপন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ। কছি-১ম-২, ৩, ২৪৭। (৭) কালীতে বিশাল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভাদ্র মাসের শুক্লা ষাদশীতে কছি-ষাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া রাজ চক্রবর্তী হইয়াছিলেন। বরা-৪৮।

বিশালক—একজন বক্রপতি। মহাভা-সভা-১০।

বিশালদংশট্টনী—অরুণাসুয়ের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-কার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততমা। মৎ-১৭২।

বিশালা—(১) কুরুবংশীয় নরপতি অজ-মীড়ের কৈকেয়ী, গাকারী, বিশালা ও ঞ্জা নামী পত্নী হইতে চতুর্দশশতি-শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (২) স্বন্দ্র দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিশালা নদী স্রীর অমুচর বজ্রবাহকে প্রদান করিয়া ছিলেন। বাম-৫৭। (৩) একতী মূনির পত্নী। বাম-৭২। চিত্রা দেখ। (৪) ভরত বংশীয় মহাবীর্ষের পুত্র উরুক্ষব, উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্রাষণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ ৪২। (৫) কৌশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্রীর নাম বিশালা ছিল। কৌশিক

পূর্বজন্মে অতিশয় কুকুট-মাংস আহার করিতেন বলিয়া কুকুটরাজ তাম্রচূড়ের শাপে রাত্ৰিকালে কুকুটরূপ প্রাপ্ত হইতেন। স্বন্দ্র-আব-চতু-২১। কৌশিক দেখ। (৬) লুপ্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্রীর নাম বিশালা ছিল। রাজা ব্রাহ্মণ শাপে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে মহাম্ভবের অর্চনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। স্বন্দ্র-আব-চতু-৪১। (৭) বক্রণের কন্তা বিশালা, কামদেবের পত্নী রতির প্রিয়-সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৭৭। রতি দেখ। (৮) অবন্তী ক্ষেত্রে বিশালা দেবীকে দর্শন করিলে বিবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। স্বন্দ্র-আব-অব-২৬।

বিশালাক--(১) মহর্ষি বিশালাক, এক-জন রাজদ্বন্দ্ব প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৫৮। (২) বিশালাক নামে একজন মহাদেবের অমুচর ছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১৫। (৩) তৈলঙ্গ দেশের অধিপতি বিশালাককে প্রচ্যন্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন। গর্গ-৭ম-১০। (৪) বিশালাক নামে একজন বাহুবলী-প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মৎ ২২২। (৫) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গাকারী গভজাত শত পুত্রের অশ্রুতম বিশালাক। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৮৯।

বিশালাক্ষী—(১) দেবানুগর যুদ্ধে দেব-
সেনাপতি কাঙ্ক্ষিতকায়ের অমুচরী কলাণ-
দারিনী মাতৃকাগণের অন্ততম। মহাতা-
শল্য-৪৭। (২) অবন্তী নগরে সোমশর্মা
নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার
স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। স্বামী
সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিলে বিশালাক্ষী
শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র লাভ করেন।
এই দুঃসহ নামক পুত্র অতিশয় মন্দ-
কর্ম্মাবিত হইয়াও, কেবল শিব-পূজার
কালে দুই তিন জন্ম জমণাত্তর কুবের
হইয়াছিলেন। সৌর-৪৭। (৩) কুবেরের
হেমমালী নামে এক পুষ্পচারক অমুচর
ছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী
ছিল। পদ্ম-উত্ত-৫২। হেমমালী দেখ।
(৪) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্র-
সমষ্টি বৈষ্ণবী মূর্তির অন্ততম। সহচরী।
বরা-২২। বৈষ্ণবী দেখ। (৫) গায়ত্রী
দেবী বারাগনীতে বিশালাক্ষী নামে
অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৭। (৬)
বুড়ার কন্যা সুনীথার বিশালাক্ষী ও
নীলাবতী নামে দুই সখী ছিল। পদ্ম-
ভূমি-৩৩। সুনীথা দেখ। (৭) নীল
পঞ্চতের অধিপতি রত্নগ্রীব রাজার
পত্নীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। পদ্ম-
পাতা-২। রত্নগ্রীব দেখ। (৮) রাধিকা
বারাগনীতে বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা
হইয়া থাকেন। পদ্ম পাতা ৪৬। (৯)
বিশালাক্ষী নামে একটা মাতৃকা
আছেন। ব্রহ্ম সাহে কুমা-৩০। (১০)

কালিহিতা একটা দেবী। ব্রহ্ম-কালী-
পু-৩৩; ব্রহ্ম-আব-রেবা-১২৮। (১১)
কালীধামে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদারিনী
বিশালাক্ষী দেবী গজাতে এক বিশাল
তীর্থ নির্মাণপূর্বক তথায় অবস্থান
করিতেছেন। ব্রহ্ম-কালী-উত্ত-৭০। (১২)
বিশালাক্ষী নামে একজন অঙ্গরা
ছিলেন। ব্রহ্ম-আব-অব-৮। (১৩)
কলিঙ্গ দেশে সুবাহু নামে এক রাজা
ছিলেন। কালী দেশের রাজা দৃঢ়ধার
কন্যা বিশালাক্ষী সুবাহুর মহিষী
ছিলেন। ব্রহ্ম-আব-চতু-৬২। সুবাহু
দেখ। (১৪) হিমালয় প্রদেশে গালব
নামে এক তপস্বী ছিলেন। তাঁহার
স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। একদা
গালবের শিষ্য বক, তাঁহার স্ত্রীকে
হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন।
ব্রহ্ম-নাগ-২৭১। (১৫) প্রভাস ক্ষেত্রে
মঙ্গলা, বিশালাক্ষী ও চন্দ্রপ্রিয়া দেবীর
অবস্থান। প্রভাস-বাত্মা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি
এই দেবীত্রয়ের যথাক্রমে পূজা
করিবে। ব্রহ্ম-প্রভা-প্রভা-৬০।
বিশিখ—মহাদেবের একজন অমুচর।
ত্রিপুর-বিনাশের সময়ে তিনি মহাদেবের
সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।
বিশালাক্ষ—রাজর্ষি যমু এই অনার্য
রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।
অক্ ৫। ১৫। ৬।
বিশ্বাশ্রিত—পাতালের ভোগবতী নগর-
বাসিনী সুরঙ্গা ভূজকীর সহস্র তনয়ের
অন্ততম। মহাতা-উত্ত-১০২।

বিশুদ্ধ—মহাদেবের অস্ত্র নাম । মহাভা-
শান্তি-২৮৫ ।

বিশুদ্ধা—অস্ত্রতমা শক্তি । তন্ত্র-১৮৬ পৃঃ ।

বিশোক—(১) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এক-
জন পরিচারক । মহাভা-সভা-৩২ ।
(২) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
ইন্দ্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অশুচর
বিশোককে প্রদান করিয়াছিলেন ।
বাম-৫৭ । (৩) রক্তভুষণ মহাতেজা
ব্রহ্মা পুত্র কামনা করিলে, রক্তভুষণ
নামে এক মহাতেজা কুমার প্রাপ্ত হইত
হইলেন । পরে সেই কুমার হইতে
বিরজা, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন
নামে চারি পুত্র জন্মে । লি-১২ ; ব্রহ্মা-
২১, ২২, ২৩; বায়ু-২৩ । রক্তভুষণ দেখ ।
(৪) একজন ব্রহ্মভূষিষ্ঠ যোগপরায়ণ
ঋষি । কৃষ্ণ-৫২ ।

বিশোক—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-
মূর্তির সৃষ্টি করেন, তিনি তাহাদের
অস্ত্রতমা । মৎ-১৭২ । (২) দেবসেনা-
পতি কাণ্ডিকের অশুচরী কল্যাণ-
দায়িনী মাতৃগণের অস্ত্রতমা । মহাভা-
শলা-৪৭ । (৩) শঙ্করের পত্নী পার্শ্বতীর

অস্ত্রতমা সহচরী । স্বন্দ কানী পু-৭৭ ।

বিশ্বপলা—খেল নরপতির স্বী বিশ্বপলার
অশুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া
একখানা পা ছিন্ন হইয়া যায় । ঋক্-
১১১২১১ । খেল দেখ ।

বিশ্ব—(১) ময়ূর নামে অশুর ধরাতলে

জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্ব নামে নরপতি
হইয়াছিলেন । মহাভা-আদি-৬৭ । ময়ূর

দেখ । (২) যদুবংশীয় দেববানের পুত্র

ও অক্রুরের পৌত্র । কৃষ্ণ-পূ-২৪ ।

দেববান্ দেখ । (৩) দ্বাদশজন যজ্ঞকারী

দেবতার অস্ত্রতম বিশ্ব ছিলেন ।

তাঁহারা উত্তম মনুষ্যের দেবতা ছিলেন ।

ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ । যজ্ঞকারী দেবতা দেখ ।

(৪) উত্তম মনুষ্যের সত্যের অশুগ অস্ত্র-

তম দেবতা । বায়ু-৬২ । সত্য দেখ ।

(৫) ভৃগু বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক

ঋষি । বায়ু-৬৫ । (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয়

নরপতি পৃথুর তনয় বিশ্ব, বিশ্বের পুত্র

আদ্র, আদ্রের তনয় যুবনাথ । পদ্ম-

সৃষ্টি-৮ । (৭) বিশ্ব নামে মহাদেবের

একজন গণ ছিল । স্বন্দ মাহে-কেদা-

২০ । (৮) মহাদেবের এক নাম বিশ্ব ।

পদ্ম-সৃষ্টি-৫ ।

বিশ্বক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় পৃথুর তনয়

বিশ্বক, বিশ্বকের তনয় আদ্রক,

আদ্রকের তনয় যুবনাথ । কৃষ্ণ-পূ-২০;

লি-৬৫ । বিশ্ব ও পৃথু দেখ ।

বিশ্বকস্তা—সৃষ্টিগণ এক নাম । স্বন্দ-

কানী পূ-২ ।

বিশ্বকম্বা—(১) এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে

প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বকম্বা নামে অভিহিত

করিয়াছেন । ঋক্-১০৮১, ৮২ সূক্ত ।

(২) বিশ্বকম্বা নামে একজন ঋষি

ছিলেন । তিনি সৃষ্টিকর্তা বিশ্বকম্বা

পরমেশ্বরের স্তুতি করিয়া কতিপয়

ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋক্ ১০। ৮১, ৮২ সূক্ত । (৩) বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিণী, অষ্টবসুর অত্মতম প্রভাসের স্ত্রী ছিলেন । প্রভাসের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা । তিনি দেবগণের বিমান নির্মাণ, কারুকার, সহস্র প্রকার শিল্পের কৰ্ত্তা ও ভূষণ নির্মাণ এবং শিল্পীগণের অগ্রগণ্য ছিলেন । মানবগণ তাঁহারই শিল্প উপজীব্য করিয়া জীবন যাপন করেন । বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা দেবীকে অদিতির পুত্র বিবস্বান্ বিবাহ করেন । মৎ-৫, ২০৩; হরি-হরি-৩, ১৯ । (৪) বিশ্বকর্মার তনয় বানবপতি নল । রামা-আদি-১৭ । (৫) বিশ্বকর্মা দুইখানি ধনু নির্মাণ করেন । তন্মধ্যে একখানি দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশের জন্ত শিবকে ও অপরখানি দেবগণ বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণু পরশুরামকে প্রদান করেন । রাম মহাদেবেব ধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন ও অপর ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়া পরশুরামের গর্ভে খর্ষ করেন । রামা-আদি ৭৫ । (৬) বিশ্বকর্মার পুত্র বিশ্বরূপকে ইন্দ্র বধ করেন । রামা-কিকি-২৪ । (৭) কুঞ্জর পর্বতে বিশ্বকর্মা অগস্ত্যের জন্ত ভবন নির্মাণ করিয়া ছিলেন । রামা-কিকি-৪১ । (৮) সমুদ্র-স্থিত চক্রবান্ পর্বতে বিশ্বকর্মা সহস্রার চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন । বিষ্ণু পঞ্চজন ও হৃষ্যগ্রীব নামক দানবদ্বয়কে

নিহত করিয়া চক্র ও শঙ্খ গ্রহণ করিয়া ছিলেন । রামা-কিকি-৪২ । (৯) কুবেরের কৈলাস পর্বতস্থিত অলকাপুরী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন । রামা-কিকি ৪৩ । (১০) লঙ্কা পুরী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন । রামা-কিকি ৫৮ । (১১) বিশ্বকর্মা স্বর্গে থাকিয়া ব্রহ্মার জন্ত নানা প্রকার রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্পক নামক বিমান প্রস্তুত করেন । ইহা কুবের ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন । রামা-শূদ্-৮, ৯ । (১২) বিশ্বকর্মা নামে একজন বাস্ত-শাস্ত্রোপদেষ্টা ঋষি ছিলেন । মৎ-২৫২ । (১৩) বিশ্বকর্মার বর্হিষতী নামী কন্যাকে মহুবংশীয় রাজা প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন । ভাগ-৫-১ । (১৪) বাস্ত নামক অত্মতম বসুর ভাৰ্যা অঙ্গিরসী হইতে শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন । এবং এই বিশ্বকর্মার পুত্র চাক্ষুষমহু । চাক্ষুষমহুর তনয় বিশ্বদেব ও সাধাগণ । ভাগ-৬-৩ । (১৫) সমুদ্র মন্থনের পরে দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বিশ্বকর্মা ময় দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ভাগ-৮-১০ । (১৬) বিশ্বকর্মার ছায়া ও সংজ্ঞা নামী দুই কন্যাকে নৃধা বিবাহ করেন । ভাগ-৮-১৩ । (১৭) প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও অষ্টবসু জন্মলাভ করেন । ব্রহ্মা-বৈ-ব্রহ্ম-৮ । (১৮) বিশ্বকর্মার সৰণা নামী কন্যা হইতে আদিত্যের (সূর্য্যের)

ঔরসে যম ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী (যমুনা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ২। (১১) বিশ্বকর্মা শূদ্রা জাতীয় এক জ্ঞীয় গর্ভে মালাকার, কন্দকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তঁাতি), কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ১০। (২০) বিশ্বকর্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা, পিতার অধুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নৃপতি সুরথকে বিবাহ করেন। বাম-৬২—৬৫; বায়ু-৬৫। চিত্রাঙ্গদা দেখ। (২১) সূর্য্যের অন্ততম রশ্মি বিশ্বকর্মা। কুর্শ-পু-৪২। অর্কাবন্তু দেখ। (২২) দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, অষ্টবসুর অন্ততম প্রভাসের পত্নী ও বৃহস্পতির ভগিনী বরজীকে গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, দ্বষ্টা ও রুদ্র নামে বিশ্বকর্মার চারি পুত্র ছিল। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। সংজ্ঞার পুত্র বৈবস্বত মনু, যম ও যমী এই তিন জন। মৌর-২৮; বিষ্ণু-১ম-১৫; মহাভা-আদি-৬৬; মার্ক-৭৭, ১০৬; শিব ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি-১৮, ২৭৩। (২৩) উত্তম মরুত্রে বংশকারী যে ষাটশ দেবগণ ছিলেন, তাঁহাদের অন্ততম বিশ্বকর্মা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২৪) বিশ্বকর্মা একবার বিষ্ণুর হিঙ্গ্র মন্তকে অশ্বমুখ যোজনা করিয়াছিলেন। এই হৃদয়ীকর্ণী বিষ্ণু, হৃদয়ীকর্ণ নামক অশ্বরকে

বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবীভা-১৮-৫। হৃদয়ীকর্ণ দেখ। (২৫) বিশ্বকর্মার পুত্র ত্রিশিরা ও বৃত্র। উভয়ে ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হন। দেবীভা-৬৮-১—৭। ত্রিশিরা ও বৃত্র দেখ। (২৬) বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে নরপতি প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মেধা-তিথি প্রভৃতি দশ পুত্র ও উর্জ্জ্বলতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। দেবীভা-৮৮-৪। প্রিয়ব্রত দেখ। (২৭) গন্ধর্বারাজ বিক্রান্তের অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬২। বিক্রান্ত দেখ। (২৮) অষ্টবসুর অন্ততম প্রভাস, বৃহস্পতির ভগিনী বরজীকে বিবাহ করেন। বরজীর গর্ভে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্মা প্রহ্লাদের কন্যা বিরোচনাকে বিবাহ করেন। বিরোচনার গর্ভে ত্রিশিরা ও ময় নামে দুই পুত্র এবং সুরেণ (অন্ত নাম সংজ্ঞা) নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৮৪; পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (২৯) সূর্য্যের এক নাম বিশ্বকর্মা। স্বন্দ-কাশী-পু-২। (৩০) হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমাকে বিশ্বকর্মা বিবাহ করেন। বিশ্বকর্মার জ্ঞী রমা বৃত্তকে প্রসব করেন। স্বন্দ-নাগ-৮। (৩১) পুলোমা নন্দিনী বিভাবরী হইতে বিশ্বকর্মার (দ্বষ্টার) বৃত্র নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। স্বন্দ-নাগ-২৬২। (৩২) বিশ্বকর্মার পুত্র বিশ্বরূপ (ত্রিশিরা) এক বৃহৎ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিতে যাইয়া ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। সেইজন্ম

ইজের হস্তা এক পুত্রের জন্ম বিশ্বকর্মা
দ্বোরতর তপস্তা আরম্ভ করেন। এই
তপস্তার ফলে বৃত্রের জন্ম হয়। স্বন্দ-
মাহে-কেদা-১৫—১৭।

বিশ্বকর্ষেধর—কালীস্থিত একটি শিব-
লিঙ্গ। বিশ্বকর্মা এই লিঙ্গের আরাধনা
করিয়াই তাঁহার গুরু, গুরুপত্নী ও
তাঁহাদের পুত্র কন্তাদের অভিলষিত
বস্তু প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বন্দ-
কালী-উত্ত-৮৬, ২৭।

বিশ্বকায়—বৈদিক যুগে কৃষ্ণ নামে এক
ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বকায়।
বিশ্বকায়ের তনয় বিশ্বাপু নিহত হইলে,
বিশ্বকায় অশ্বিনয়ের স্তুতি করিয়া মৃত
পুত্রের দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।
ঋক্-১।১১৬।২৩।

বিশ্বকায়ী—(১) গায়ত্রী দেবী অম্বর তীর্থে
বিশ্বকায়ী নামে অতিথিতা হন। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৭। (২) গঙ্গার অস্ত্র নাম। পদ্ম-
পাতা-৫৭। (৩) পার্বতীর অস্ত্র নাম
বিশ্বকায়ী। স্বন্দ-আব-৩২৮।

বিশ্বকৃৎ—(১) শ্রীকৃতাগারী বিশ্বদেবগণের
অন্ততম বিশ্বকৃৎ। মহাভা-অমুশা-২১।
বিশ্বদেবগণ দেখ। (২) সোমবংশীয়
গাধির অন্ততম তনয়। হরি-হরি-২৭।
গাধি দেখ।

বিশ্বক্সেন—(১) চতুর্দশ মনুর অন্ততম
বিশ্বক্সেনমনু। মৎ-২। (২) পুরুবংশীয়
নরপতি ব্রহ্মদত্তের অন্ততম পুত্র। শক্র-
তাপন বিশ্বক্সেন যোগদ্বারা নিজ শরীর

ধারণ করিতেন। হরি-হরি-২০। (৩)
বিশ্বক্সেন নামে একজন মহর্ষি ছিলেন।
তিনি ইজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া
তাঁহার পূজা করিতেন। মহাভা-সভা-
৭; মহাভা-অমুশা-১১৫। (৩) বিদ্রাজ
বংশীয় নরপতি যোগেশ্বরের তনয়
বিশ্বক্সেন, বিশ্বক্সেনের তনয় ভল্লাট।
বায়ু-৯২। যোগেশ্বর ও বিশ্বক্সেন দেখ।

বিশ্বগ—(১) মরীচির পুত্র পূর্ণিমা।
পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র
এবং দেবকুলা নামে এক কন্তা ছিল।
ভাগ-৪ঙ্ক-১। পূর্ণিমা দেখ। (২)
ইক্ষাকু বংশীয় পৃথুর তনয় বিশ্বগ,
বিশ্বগের তনয় আদ্র, আদ্রের তনয়
সুবনাথ। মৎ-১২। পৃথু দেখ।

বিশ্বগজ্যোতি—মনুবংশীয় রাজা শত-
জিতের একশত পুত্রের মধ্যে তিনি
প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-২৪-১।

বিশ্বগকী—মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র
বিশ্বগকী, বিশ্বগকীর তনয় চক্রে, চক্রে-
র তনয় সুবনাথ। ভাগ-২ঙ্ক-৬। পৃথু
দেখ। বৃহৎ-মধ্য-২২।

বিশ্বগম্ব—(১) মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর
তনয় বিশ্বগম্ব, বিশ্বগম্বের তনয় আদ্র,
আদ্রের পুত্র সুবনাথ। বিষ্ণু-৪ঙ্ক-২।
পৃথু দেখ। (২) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি
পৃথুর তনয় বিশ্বগম্ব, বিশ্বগম্বের তনয়
আদ্র, আদ্রের পুত্র সুবনাথ, সুবনাথের
তনয় শ্রাবস্ত। অগ্নি-২৭৩। পৃথু দেখ।

বিশ্বচার—মনুবংশীয় শাকবীপের অধি-

পতি মেধাতিথির সাত পুত্রের অন্ততম বিশ্বাজিৎ । তাঁহার নামানুসারে একটি বর্ষ আছে । স্বন্দ-মাহে-কুমা ৩৭ । মেধাতিথি দেখ ।

বিশ্বজিৎ—(১) অঙ্গ দেশের অধিপতি দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ, কর্ণের তনয় বিকর্ণ । হরি-হরি-৩১ । (২) পুরুবংশীয় সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় কুচির, কুচিরের তনয় পৃথুসেন । হরি-হরি-২০ । (৩) পুরুবংশীয় নরপতি জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় রিপুঞ্জয় । এই বংশীয়েরা মগধে এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২৩ ; ভাগ-২২-২২ । (৫) সোম বংশীয় নরপতি গাধির অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-২৭ । গাধি দেখ । (৬) একজন মহাপরাক্রান্ত দানবরাজ । মহাভা-শান্তি-২২ । (৭) কস্তুরের পত্নী দময়ন্তীর গর্ভজাত অন্ততম দানবপতি । বায়ু-৬৮ । (৮) পুরুবংশীয় নরপতি বৃহদ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় কুচির, কুচিরের তনয় পৃথুসেন । বায়ু-২২ । বৃহদ্রথ দেখ । (৯) অঙ্গ দেশের অধিপতি বৃহদ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় কর্ণ, কর্ণের

পুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন । অগ্নি-২৭৭ । বৃহদ্রথ দেখ ।

বিশ্বজ্যোতি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শতজিতের তনয় বিশ্বজ্যোতি, তৎপুত্র মহাবলশালী ক্ষেমক । কৃষ্ণ-পৃ-৩৯ । (২) ভরতবংশীয় রজের তনয় সত্যজিৎ । এই সত্যজিতের শতপুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বিশ্বজ্যোতি প্রধান ছিলেন । অগ্নি-১০৭ । (৩) মনুবংশীয় নরপতি শতজিতের একশত পুত্র হইয়াছিল তন্মধ্যে বিশ্বজ্যোতি সকলের প্রধান ছিলেন । এই বিশ্বজ্যোতি প্রভৃতি সমস্ত পুত্রই স্বয়ং বংশের বিস্তার সাধন করিয়া পূর্বকালে এই ভারতবর্ষ সমুদ্র খণ্ডে বিতক্ত করিয়াছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৩৪ । বিশ্বদেব—একজন মহাবল পরাক্রান্ত দানবপতি । মহাভা-শান্তি-২২৭ ।

বিশ্বদেব—(১) বৈদিক দেবতা । অনেক স্থলে অগ্নিকে বিশ্বদেব বলিয়া আরাধনা করা হইয়াছে । ঋক্-১।৩।৭ । (২) পারাবত দেবগণের অন্ততম দেবতা । ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২ ; ব্রহ্মার-৩৭ । পারাবত দেখ ।

বিশ্বদেবগণ—(১) বেদের অন্ততম দেবতা । বিশ্বামিত্রের তনয় মধুচ্ছনা ঋষি এই বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋক্-১।৮৯, ২।১১ । (২) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্ততম পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, পুঙ্করশ্বন, মহাবাহু, চাক্ষুষময়, মধু, মহোরগ,

- বিশ্রাস্তকবপু, বাল, বিকৃত্ত ও গরুড় নামক বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন । অতীতম শিষ্য ছিলেন । লি-১২ । যেত দেখ ।
- মং ১৭১ ; ভাগ-৬৬ । (৩) বিশ্বার বিশ্বনাথ—মহাদেবের অতী নাম । স্বন্দ-ফাশী-উত্ত-৯৭ ।
- গর্তে ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধূনি কুরুবান, প্রভবান ও রোচমান বিশ্বনাথ—মহাদেবের অতী নাম । পদ্ম-সৃষ্টি-৫ ।
- নামে দশপুত্র জন্মে । তাঁহারা বিশ্বদেবগণ নামে খ্যাত । বায়ু-৬৬, ৭৬ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৬৭ ; হরি-হরি-৩, ১৯৬ ; ব্রহ্মা-৭১ ; লি-৬৩ ; অগ্নি-১৮ ; সৌর-২৮ ; কৃষ্ণ-পূ-১৬ ; স্বন্দ-মাঠে-কুমা-১৪ ।
- বিশ্বদেবগণ দেখ ।
- বিশ্বদেবগণ—হিৰিমান দেবগণের অন্তর্গত অতীতম দেবতা । বায়ু-৩১ ; ব্রহ্মা-৬২ । হিৰিমান দেখ ।
- বিশ্বদেবগণ—কাশীস্থিত একটা বি-লিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭ ।
- বিশ্বধর—মহাদেবের একটি নাম । মহাভা-অনুশা-১১৭ ।
- বিশ্বধা—বংশকারী দেবগণের অতীতম বিশ্বধা । ব্রহ্মা-৬৮ । বংশকারী দেবগণ দেখ ।
- বিশ্বনন্দ—একবার মহাদেব ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তাঁহার পার্শ্বদেশে সুন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন নামক যেত মালাধর শিষ্য চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন । ব্রহ্মা-৬২১ । বায়ু-২২ । নন্দন দেখ ।
- বিশ্বনন্দ—পূর্বে যেতকল্পে ব্রহ্মা হইতে শিষ্য-স্বকৃত যেত নামে একটা কুমার প্রাচীভূত হন । বিশ্বনন্দন তাঁহার তনয় বিশ্ববাহু, বিশ্ববাহুর তনয় প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎের তনয় তক্ষক । ভাগ-৯৮-১২ ।

বিশ্বভাবন—ব্রহ্মার ত্রিংশকল্পে মহাদেব দিলীপ। ভূপতি দিলীপ দেবযুগে এক রক্তবর্ণ কুমাররূপে আবির্ভূত হন। বিখ্যাত বাজিমেন্দ যজ্ঞ করেন। অত্রি-সেই সময়ে বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও রস পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদা বিশ্বভাবন নামে তাঁহার ব্রহ্মপরাগণ বিশ্বমহতের পত্নী ছিলেন। হরি-চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২২, ২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২১, ২৩। বিরজ ও বিশোক দেখ। হরি-১৮।

বিশ্বভূক—(১) স্বায়ম্ভুব মরুস্তরে বিশ্বভূক ইন্দ্র ছিলেন। বায়ু-৩১, ৩২। স্বায়ম্ভুব-মল্প দেখ। (২) যে আয়ি দেহীগণের অন্তরে থাকিয়া ভূক্ত দ্রব্য সমুদয় পাক করেন তিনিই লোকে বিশ্বভূক অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। ব্রহ্মচারী যতাম্বা বিপুল-ব্রত ব্রাহ্মণগণ পাক যজ্ঞে সতত ইহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রা-গোমতী নদী ইহার স্ত্রী। মহাভা-বন-২১৭।

বিশ্বভূজা—কালীতে বিশালাক্ষীর সম্মুখে বিশ্বভূজা গৌরী অবস্থিতা আছেন। যে সকল মানব কালী ক্ষেত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান, তিনি তাঁহাদের মহৎ বিঘ্ন সকল সংহার করিয়া থাকেন। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৭০।

বিশ্বমনা—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে ব্যাঘ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বমনা ছিল। ঋক্-৮।২৩।১।

বিশ্বমর—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

বিশ্বমহৎ—ইক্ষাকু বংশীয় বৃদ্ধশর্মার পুত্র বিশ্বমহৎ। বিশ্বমহতের তনয় রাজর্ষি

বিশ্বমাতা—শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অগ্রতম ব্রজবালা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

বিশ্বমুখী—গায়ত্রী দেবী জালকর ক্ষেত্রে বিশ্বমুখী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিশ্বমূর্ত্তি—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৬০। (২) শ্রীকৃষ্ণের অগ্র নাম। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ।

বিশ্বস্তর—(১) দেবমালী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীমালী ও যজ্ঞমালী নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যজ্ঞমালী পূর্ষ জন্মে বিশ্বস্তর নামে এক মন্দকন্ধ্যা-বিত বৈশ্র ছিল। তিনি একদা রাত্রি কালে বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সময়ে বৃষ্টি সমুদ্রত পদলয় কর্দম মন্দিরের সোপানে মার্জিত করায় বিষ্ণু মন্দির লেপনের গুণ্য তাঁহার হইয়াছিল। দৈব ঘটনায় সেই রাত্রিতেই সর্পাঘাতে সেই মন্দিরে তাহার মৃত্যু হয়। এই গুণ্যের ফলে সে ব্রাহ্মণ কুলে যজ্ঞমালী নামে জন্মগ্রহণ করে। বৃহদ্রা-৩৪। (২) বিষ্ণুর অগ্র নাম। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৬০।

বিশ্বরথ—(১) সোম বংশীয় নরপতি গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। হরি-হরি-২৭। গাধি

দেখ। (২) বিশ্বামিত্রের অন্ন নাম বিশ্বরথ। বায়ু-২১।

বিশ্বরূপ—(১) বিশ্বকর্মার তনয় বিশ্বরূপ ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭০। (২) বৈদিক যুগে ষষ্ঠী নামে এক অশুর ছিল। তাঁহার তনয় বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার তিনটা মস্তক ছিল। তিনি একটা দাবা সোমপান, একটা দাবা সুরাপান ও তৃতীয়টা দাবা অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বলিতেন যে, হবিভাগ দেবগণের প্রাপ্য, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বলিতেন যে তাহা অশুরগণের প্রাপ্য। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া এবং তাঁহা দ্বারা রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া বজ্রদ্বারা তাঁহাব মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যে মস্তক দাবা সোমপান করিতেন তাহা কপিঞ্জল পক্ষী, যে মস্তক দাবা সুরাপান করিতেন তাহা কলবিক পক্ষী, এবং যে মস্তক দাবা অন্নভোজন করিতেন তাহা তিত্তিরি নামক পক্ষী হইল। এদিকে বিশ্বরূপের হত্যা জনিত একান্ত আশঙ্কা পাপকে ইন্দ্র অঞ্জলি বরুনপুষ্কক স্বীকার করিয়া সংবৎসর বহন করিলেন। লোকেরা এক্ষণাতি বলিয়া তাঁহাব অপবাদ করিলে তিনি পৃথিবী, বনস্পতি ও স্বর্গ জাতিকে অভিলষিত বর প্রদান পুষ্কক, এক এক জনকে স্বীয় পাপের এক তৃতীয়াংশ প্রদান কাব্য পাপ

হইতে মুক্ত হন। এই উপাখ্যান সূত্র গ্রন্থে ও পুৰাণাদিতে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত আছে। তৈত্তিরি-সং-২।৪।২; ২। ৫।১; দেবীভা-৬ঙ্ক-১—৩। (৩) ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচির তনয় কশ্যপ, কশ্যপের তনয় ষষ্ঠী, ষষ্ঠীর তনয় বিশ্বরূপ। মহাভা-শান্তি ২০৮। (৪) বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ও অশুর-গণেব ভাগিনের ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে প্রকাশ্যে ও অশুরদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পরে মাতৃস্বাস্ত্রায় তিনি অশুর পক্ষ অবলম্বন করেন। দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপু বশিষ্ঠকে পরিত্যাগপূর্বক বিশ্ব-রূপকেই পৌরহিত্য পদে নিযুক্ত করেন। সেইজন্ত বশিষ্ঠের শাপে নৃসিংহরূপী নারায়ণ হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হন। এই সময়ে অশুরদের মঙ্গলার্থ বিশ্বরূপ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভয় পাইয়া মহর্ষি দধীচির শরণাপন্ন হইলেন। দধীচি স্বীয় অস্থি প্রদান করিলে, ইন্দ্র তাহা দ্বারা বজ্র প্রস্তুত কাব্য বিশ্বরূপকে বধ করেন। মহাভা শান্তি-৩৪৩। (৫) বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি ভবত বিবাহ করেন। ভাগ-৫ঙ্ক-৭। (৬) দৈত্য কন্যা রচনা ষষ্ঠীর পত্নী ও বিশ্বরূপেব জননী ছিলেন। যদিও বিশ্বরূপ অশুরদের ভাগিনের ছিলেন, তথাপি দেবগণ, বৃহস্পতি কতৃক

অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকেই পৌরোহিত্য পদে বরণ করিয়াছিলেন। অশুরেরা অতিশয় প্রবল হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উত্তত হইয়াছিল। এমন সময়ে বিশ্বরূপ দেবগণক অবলম্বনপূর্ব্বক অশুরদিগকে পরাজিত করেন। তিনি যজ্ঞকালে বিনীত ভাবে দেবগণকে প্রকাশ্য রূপে হবির্ভাগ দিতেন। কিন্তু গোপনে মাতৃ-স্নেহ বশতঃ অশুরগণকেও আহুতি দিতেন। একদিন ইন্দ্র এই ব্যবহার দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অস্রাবাতে বিশ্বরূপের মুণ্ড ছেদন করেন। ভাগ-৬৬-৬; স্বন্দ-মাহে-কেদা-১৫—১৭।

(৭) মরীচির তনয় কশ্চপ, কশ্চপের পুত্র ভট্টা, ভট্টার তনয় বিশ্বরূপ। ব্রহ্মবৈ-প্রক-৫৩। (৮) বিশ্বরূপের সিজি ও বৃদ্ধি নামে দুই কন্যা ছিল, শঙ্কর স্বীয় তনয় গণেশের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। সিজি হইতে লক্ষ এবং বৃদ্ধি হইতে লাভ জন্মে। শিব-জ্ঞান-৩৬।

(৯) দ্বিবিমান দেবগণের অন্ততম বিশ্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। (১০) বিরোচন-নন্দিনী যশোধরা ভট্টার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্মা নামে দুই যমজ সন্তান জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪; বায়ু-৬৫। (১১) একাদশ রুদ্রের অন্ততম বিশ্বরূপ। অগ্নি-১৮। একাদশ রুদ্র দেখ। (১২) বিষ্ণুর রূপ নানা প্রকার বর্ণিত। তাঁহার এক নাম

বিশ্বরূপ। মহাত্মা-শান্তি-৩০৩। (১৩) সূর্য্যের এক নাম বিশ্বরূপ। স্বন্দ-কাশী-পু-৯। (১৪) পরশুর বংশীয় বিশ্বরূপ নামক এক ব্রাহ্মণের বক নামে এক পুত্র ছিল। বক বাল্যকালে পিতার শিবলিঙ্গ খেলাছিলে, যতের কুন্তে রাখিয়াছিল। এই পুণ্যের ফলে সে আনন্ঠদেশে মরণান্তে জাতিস্মর রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৭। বক দেখ। (১৫) বিশ্বরূপ নামক মহাদেবের এক গণ, শিবের ও পার্শ্বতীর বিবাহে পঞ্চাশ কোটি অশুরের সহ উপস্থিত ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বিশ্বরূপা—(১) মহর্ষি মন্দির অন্ততমা পত্নী। পদ্ম-উদ্ভ-১৪৩। মন্দির দেখ। (২) ধর্ম্ম নামক এক ব্রাহ্মণের বিশ্বরূপা নামে এক পতি-পরায়ণা স্ত্রী ছিলেন। এই বিশ্বরূপার গর্ভে ধর্ম্মব্রতা নামে কন্যা জন্মে। বায়ু-১০৭। ধর্ম্মব্রতা দেখ।

বিশ্বরূপিকা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীৰ অন্ততমা। অগ্নি-৫২।

বিশ্বরূপিনী—চতুর্থ করে পার্শ্বতীর নাম বিশ্বরূপিনী ছিল। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বিশ্বশর্ম্মা—নরপতি বিশ্বশর্ম্মার তনয় বিশ্বমহৎ, বিশ্বমহৎ উপহৃত নামক পিতৃগণের কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে রাজর্ষি খট্টাক জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-১০৭।

বিশ্বী—রৈবত মনস্তরে প্রিয়ব্রত বংশী-
য়েরা সপ্তর্ষি ছিলেন । বিশ্বী তাঁহাদের
অন্ততম । সৌর-৩৩ ।

বিশ্বসহ—(১) সগর বংশীয় নরপতি ইল-
বিলের তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্টাক
দিলীপ । বিষ্ণু-৪র্থ-৪ । (২) রামের
বংশে ব্যুথিতাশ্ব জন্মে । তৎপুত্র
বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় হিরণ্যনাভ ।
বিষ্ণু-৪র্থ-৪ ; ভাগ-৯৯-৯ । (৩) ইক্ষ্বাকু
বংশীয় বৃদ্ধশম্বার তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র
দিলীপ (খট্টাক), দিলীপের তনয় দীর্ঘ-
বাহু । সৌর-৩০ ; লি-৬৬ । বৃদ্ধশম্বা
দেখ । কৃষ্ণ-পূ-২১ । (৪) যজু বংশীয়
যেতের পুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাবীর্ঘ্য,
মহাবীর্ঘ্যের তনয় কোশিক । কৃষ্ণ পূ-
২৪ । (৫) রামের তনয় কুশের বংশীয়
ব্যুথিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র
হিরণ্যনাভ । বায়ু-৮৮ । (৬) ইক্ষ্বাকু
বংশীয় ঐর্ডবিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র
খট্টাক, খট্টাকের তনয় দীর্ঘবাহু । কঙ্কি-
৩য়-৩ । (৭) রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এক
পুত্রের নামও বিশ্বসহ ছিল । বিশ্বামিত্র
তাঁহার হস্তে রাজাভার সমর্পণপূর্বক
তপস্কার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন ।
বৃন্দ নাগ ১৬৭ ।

বিশ্বসামা—মহর্ষি অগ্নির অপত্য বিশ্বসামা
একজন ঋষেদের মনস্ত্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।
ঋক্ ৫১২-৩১ ।

বিশ্বফটিক—মগধের কৈলকিল যবন
বংশীয় অন্ততম ভূপতি । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

বিশ্বফানি—নিবধ দেশীয় নল বংশীয়য়েরা
রাজত্ব করার পরে মগধে বিশ্বফানি
রাজা হইয়াছিলেন । তিনি তৎকালীন
বিভিন্ন পার্শ্ববিদগের উচ্ছেদ সাধন
করিয়া অত্র বংশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে
রাজ্য দান করিয়াছিলেন । তিনি
তৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ
করিয়া অত্র ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।
বায়ু-৯৯ ।

বিশ্বক্ষুর্জি—মগধের একজন বিখ্যাত
রাজা । তিনি পুলিন্দ, যুদ্ধ, মদ্রক
প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে মৈচ্ছ করিয়া-
ছিলেন । তিনি ক্ষত্রিয়দিগকে বিদূরিত
করেন । গঙ্গাবীর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত
সমস্ত স্থানে তাঁহার আধিপত্য ছিল ।
তাঁহার রাজধানীর নাম পদ্মাবতী ছিল ।
ভাগ ১২৯-১ ।

বিশ্বশষ্টা—দশম মনস্তরে ব্রহ্ম-সাবর্ণির
সময়ে ভগবান হরি বিশ্বশষ্টার পত্নী
বিশ্বচীর গর্ভে বিশ্বক্সেন নামে জন্মগ্রহণ
করেন । ভাগ-৮৯-১৩ ।

বিশ্বহস্তা—দৈতাপতি বলির অমুগ এক-
জন দৈত্য নরপতি । স্বন্দ-আব-অব-৬৩ ।

বিশ্বা—(১) বিশ্বা নামে দক্ষের এক
কন্যা কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ছিলেন ।
তাঁহা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন
হয় । মৎ-৬ ; মহাভা-আদি-৬৫ । (২)
বিশ্বা নামে দক্ষের অন্ত এক কন্যা
ধন্বের অন্ততমা পত্নী ছিলেন । তাঁহা
হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মেন । মৎ-৫,

১৪৬ ; হরি-হরি-৩, ১২৬ ; বিষ্ণু-১ম-
১৫ ; ভাগ-৬২ ৬ ; লি-৬৩ ; কৃষ্ণ-পু-
১৬ ; শিব-ধর্ম ৫৪ ; অগ্নি-১৮ ; সৌর-
২৮ ; স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ২১, ১০৮ ; স্বন্দ-
মাহে-কুমা-১৪ । (৩) পার্বতী দেবী
বিষ্ময়ের ক্ষেত্রে বিখ্যা নামে অভিহিতা
হন । স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮ ।

বিখ্যাচী—(১) কশ্যপের অগ্রতমা পত্নী
যুনি হইতে যে সকল বৈদিকী অঙ্গরা
জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের
অগ্রতমা । হরি-হরি-২১৮ । (২) নৃপতি
যযাতি, পুত্র পুরুষ হস্তে রাজ্যভার
সমর্পণপূর্বক কিছুকাল কুবেরের চৈদ-
রথ বনে বিখ্যাচী অঙ্গরার সহিত বাপন
করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি ৭৫ ;
বিষ্ণু-৪র্থ-১০ । (৩) অজ্ঞানের চন্দ্রের
পর বিখ্যাচী, রত্না প্রভৃতি অঙ্গরাগণ
আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । মহাভা-
আদি-১২৩ । (৪) যে সকল অঙ্গরা
নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যাকে অর্চনা করেন,
বিখ্যাচী তাঁহাদের অগ্রতমা ছিলেন ।
কৃষ্ণ-পু-৪১ । (৫) বাণাসুরের মন্ত্রী
কুস্তাগের হুহিতা চিত্রলেখার অনুরোধে
বিখ্যাচী অঙ্গরা চণ্ডিকার বপ দাবণ
করিয়াছিলেন । শিব-ধর্ম ৭ । (৬)
বিখ্যাচী ও ঘৃত্যচী অঙ্গরা আশ্বিন ও
কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া
থাকেন । বায়ু-৫২ । (৭) বিখ্যাচী
পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অগ্রতমা অঙ্গরা ।
বায়ু ৬২ ।

বিখ্যাচী -- বংশকারী দেবগণের অগ্রতমা ।
ব্রহ্মাণ্ড ৬৮ ; বায়ু-৬২ ।
বিখ্যাচার - মনুবাণীয়া নৃপতি মেধাতিথির
সপ্ত পুত্রের অগ্রতমা । মেধাতিথি স্বীয়
আধিকৃত দ্বীপকল্প সপ্তধা বিভক্ত করিয়া
প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক
একটি বস প্রদান করেন । ভাগ
৫২ ২০ ।

বিখ্যানর (১) দত্তর গভজাত কশ্যপের
অগ্রতমা তনয় । শিব-ধর্ম ৫৪ (২)
পুরুষকালে নন্দদার ভীবে নন্দপুর
নামক নগরে বিখ্যানর নামে এক যুনি
ছিলেন । তাঁহাব স্ত্রীর নাম শুচিমতী
ছিল । তাহারা উভয়ে কামিহিত
বীরেশ্বর নামক শিবের আরাধনা
করিয়া গৃহপতি নামে এক পুত্র লাভ
করিয়া
স্বন্দ-কামা পু-১০

বিখ্যাবর্তী বসু, জ্ঞানী, লক্ষ্য,
সত্য, সৌম্যতা, সঙ্গীতা, মূর্ত্তি, সাধা,
বিখ্যাবর্তী ও কপুপ দক্ষের এই দশ
কন্যা, বসুজন্মের সময়ে পত্নী ছিলেন ।
স্বন্দ-আব-রেবা ১২৩ । ধর্ম্ম-দেখ ।

বিখ্যাবসু (১) বিখ্যাবসু নামে গন্ধল
দেবগোকে বাস কারতেন । তিনি
জলের সৃষ্টি কর্তা । তিনি দেবকপে
উপাসিত হইয়াছেন । ঋকু-১০।১৩২।৫ ।
(২) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে
কমণ্ডলু, সুবেণ, বসু, বিখ্যাবসু ও
পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা

বন-১১৫। (৩) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর
ঔরসে ও মেনকার গর্ভে প্রমথরার জন্ম
হয়। মহাভা-আদি-৮ ; অনুশা-৩০ ;
দেবীভা-২৮-৮, ৯। (৪) কশ্যপের
অন্ততমা পত্নী প্রথা, বিশ্বাবসুকে প্রসব
করেন। মহাভা-আদি ৬৫। (৫) গন্ধর্ব্ব-
রাজ বিশ্বাবসু উত্তম বীণা বাদন
করিতে পারিতেন। একবার তিনি
নরপতি দিলীপের যজ্ঞে বীণা বাদন
করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৬)
একদা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু মোক্ষ ও
উৎকৃষ্ট জ্যেয় পদার্থের বিষয় জানিবার
জন্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত
হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯।
(৭) মহাদেবের অগ্র নাম বিশ্বাবসু।
মহাভা-অনুশা-১৬। (৮) গন্ধর্ব্বরাজ
বিশ্বাবসু কৌশলে উক্লীকে নরপতি
পুরুববার আলয় হইতে উদ্ধার করিয়া-
ছিলেন। হরি-হরি-২৬ ; স্বন্দ-ব্রহ্ম-
সেহু-২৮। পুরুববা দেখ। (৯) ধন্থের
অন্ততমা পত্নী সুরভির গর্ভজাত অন্ততম
তনয়। হরি-হরি-১২৬। সুরভি দেখ।
(১০) ধন্থের অন্ততমা পত্নী সুরসা হইতে
বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মেন। হরি-হরি-
১২৬। চাক্ষুষ মনুর অন্ততম তনয়।
হরি-হরি ১২৬। ধন্থের অন্ততমা পত্নী
মরুতীর গর্ভজাত অন্ততম তনয়।
হরি-হরি-১২৬। (১১) কশ্যপের অগ্র-
তমা পত্নী মুনী হইতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি
জন্মেন। হরি-হরি-২১৮ ; বরা ১১৪।

মুনী দেখ। (১২) বিশ্বাবসুর কন্যা
মদালসা। মার্ক-২১ ; বাম-৫৯।
মদালসা দেখ। (১৩) পুরুবংশীর নৃপতি
পুরুববার অন্ততম পুত্র বিশ্বাবসু। বিষ্ণু-
৪র্থ-৬—৮। আয়ু দেখ। (১৪) সৃগ্য-
দেবের অন্ততম গায়ক গন্ধর্ব্বরাজ
বিশ্বাবসু। কৃষ্ণ-পু-৪১। (১৫) গন্ধর্ব্বরাজ
বিশ্বাবসুর পুত্রের নাম হর্দম। স্বন্দ-
ব্রহ্ম-সেহু-৪। হর্দম দেখ। (১৬)
বরিষ্ঠার গর্ভে বিশ্বাবসু প্রভৃতি আট
জন গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৯।
বরিষ্ঠা দেখ। (১৭) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বা-
বসুর ষাট হাজার কন্যাকে মহাদেব
বলপূর্ব্বক আহরণপূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে
স্থাপিত বণিকদিগের সহিত বিবাহ
দেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১০। (১৮) যক্ষগণ
যখন বসুধা দোহন করেন, তখন
বিশ্বাবসু বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-
৮। (১৯) ত্রেতা যুগে সুনৈত্র নামে এক
ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় বিশ্বাবসু
তাঁহাকে হত্যা করেন। পরে তিনি
কিন্মুনক তীর্থে গমনপূর্ব্বক সেই পাপ
হইতে মুক্ত হন। স্বন্দ-আব অব-৩১।
(২০) বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের
এক পুত্র ছিল। কালিকা-৪৮। (২১)
পুলস্ত্যের তনয় বিশ্বাবসু, যজ্ঞার্থ আহুত
মাংস ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস হইয়া-
ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১৮৭। (২২) বিশ্বা-
বসু নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্ম-
ণের অতীত বয়সে পরাবসু নামে এক

পুত্র জন্মে। স্বন্দ নাগ-১২৭। পরাবসু দেখ। (২৩) বিশ্বাবসু নামে এক পরম ধার্মিক শবর ছিল। স্বন্দ বিষ্ণু পুরু-৭, ৮।

বিশ্বাবসুমতি দশের পত্নী মরুতী দেবী মরুত্ব নামক দেবগণকে প্রসব করেন। বিশ্বাবসুমতি মরুত্ব দেবগণের অগ্রতম। মং-১৭১।

বিশ্বামিত্র—(১) বেদের একজন ঋষি। বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষভ, কত, মধুচ্ছন্দা এবং পৌত্র জেতা ঋষি ঋষেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্-১১১। (২) বিশ্বামিত্র ও তদংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত হুক্তের রচয়িতা। বিশ্বামিত্র প্রথমে ঋগ্বেদে ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হইলেন। ঋগ্বেদে ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্র ভারতবর্ষের এবং বিশিষ্ট নৃপতি স্বর্দাসের পুরোহিত ছিলেন। স্বর্দাসের সহিত ভারতবর্ষের শত্রুতা ছিল বলিয়া বিশ্বামিত্র ও বিশিষ্টের মধ্যেও শত্রুতা ছিল। সেজন্য বিশ্বামিত্র বিশিষ্ট বংশীয়দের বিরুদ্ধে অতি সম্প্রতি করিয়াছিলেন। এবং বিশিষ্টও বিশ্বামিত্র বংশীয়দের বিরুদ্ধে অতি কঠোর মন্ত উচ্চারণ করিয়া ছিলেন। ঋক্-৭।১১। (৩) মহাবিশ্বামিত্র একবার অতিশয় কবীর কাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হস্তে কুকুর মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত ১০০। (৪) নরপতি কুশের তনয়

কুশনাভ, কুশনাভের তনয় গাধি, গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। কুশবংশ সম্বৃত বলিয়া তিনি কৌশিক নামেও খ্যাত। সত্যবতী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহর্ষি ঋচীকের পত্নী ছিলেন। একদা বিশ্বামিত্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিশিষ্টাশ্রমে উপনীত হন এবং বিশিষ্টের তোমসেয়ু শবলাকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিশিষ্ট শবলাকে দিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি বলপূর্বক ইচ্ছাকে গ্ৰহণ করিতে উদ্যত হন। শবলা বিশিষ্টের ববে অনেক সৈন্তের সৃষ্টি করেন। সেই সকল সৈন্তের সাহিত বিশ্বামিত্রের সৈন্ত ও পুত্রদের সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এত যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ও অনেক সৈন্ত বিনষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র ইচ্ছাকে অতিমাত্রা হত্বিত হইয়া একটা পুত্রের হস্তে রাজ্যভাব সমর্পণপূর্বক হিমালয়ে গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহাদেব তাঁহার উগ্ৰ তপস্যার ক্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকার অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি অস্ত্র প্রাপ্তিতে অতিশয় গর্ভিত হইয়া বিশিষ্টের আশ্রম বিনষ্ট করেন। পরে বিশিষ্ট অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্র অতিশয় পরিতপ্ত হইয়া দক্ষিণে গমনপূর্বক তপস্যার

নিযুক্ত হন। এই সময়ে 'হবিষ্যন্দ', 'মধুয্যন্দ', 'দৃঢ়নেত্র' 'ও' 'মহারথ' নামে তাঁহার চারিটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তপশ্চায় সম্বন্ধে হইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে তুমি রাজর্ষি বলিয়া প্যাত হইবে।" বিশ্বামিত্র ইহাতে সম্বষ্ট না হইয়া আরও কঠোর তপশ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি গ্রিশঙ্কু তাহার শরণাপন্ন হইলেন। ইতিপূর্বে গ্রিশঙ্কু সমরীরে স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠের শরণ লইয়া ছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রেরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এখন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রয় লইয়া সেই অভিলষি পূরণে আকাঙ্ক্ষিত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে স্বয়ং পূর্নাবলে সমরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণের আদেশে তিনি অদর্শনা হইয়া ভূতলের দিকে গমন বাঞ্ছিতে থাকেন। বিশ্বামিত্র ইহা দেখিয়া ক্রোড়ে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজনে প্রয়াসী হন। দেবগণ ইহাতে ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণ করেন। পরে নিম্পাতি হইল যে গ্রিশঙ্কু নক্ষত্রের পুত্র। বর্ত্তী হইয়া আকাশেই ভ্রমণ করিতে থাকিবেন, এবং বিশ্বামিত্র আর দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজন করিবেন না। রামা-আদি-১৮—২২। (৪) রাজা অমরীষের

যজ্ঞীয় পশু ইন্দ্র হরণ করিলে, ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি ঋতাকের তনয় তনু-শেককে যজ্ঞার্থে অনিয়ন করেন। পশ্চিমদ্যে বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বামিত্র সেই সময়ে তনুশেককে দুইটা গাথা শিখাইয়া দেন। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র তনুশেককে দীর্ঘজীবী করেন। রামা-আদি-৩১, ৩২। (৫) অতঃপর বিশ্বামিত্র পুষ্কর-তীরে বাইয়া পুনর্বার তপশ্চায় নিরত হন। দীর্ঘ-কাল অতীত হইলে বিশ্বামিত্রের তপশ্চায় সম্বষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে "ঋষিপদ বাচ্য" হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহাতেও সম্বষ্ট না হইয়া আবার তপশ্চায় নিযুক্ত হন। এই কালেই মেনকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং মেনকার গর্ভে তাঁহার কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে তপস্তা ভঙ্গ হইল বলিয়া যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন আরও কঠোরতর তপশ্চায় নিবিষ্ট হইলেন। দেবগণ ইহাতে ভয় পাইয়া রম্ভাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি রম্ভাকে পাবণ ইও বলিয়া শাপ দেন। এই প্রকার কঠোর তপশ্চায় প্রজাপতিকৈ সম্বষ্ট করিয়া রক্ষসিও লাভ করেন এবং পরে বশিষ্ঠের সহিতও তাঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। রামা-আদি-৩৩—৩৫; মহাভা-আদি-১৭৫। শকুন্তলা দেখ। (৬) একদা বিশ্বামিত্র তাড়কা রাজ্যদীর দমন

মানসে রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ রাম ও লক্ষ্মণকে রাক্ষস-বধার্থ প্রেরণ করিতে অনভিলাষী হইলেও কেবল বিশ্বামিত্রের ভয়ে তিনি দিতে সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে আনয়নপূর্ব্বক বলা ও অতিবলা মন্বন্তর প্রদান করিলেন। পরে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ ও অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহার সহিত মিথিলার উপস্থিত হইলেন। তথায় সীতার সহিত রামের, উশ্নিলার সহিত লক্ষ্মণের, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর ও শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্টির বিবাহ হইল। রামা-আদি-১৯—২৬, ৫০, ৭৩। (৭) ভরত বংশে জঙ্ঘু নামে এক রাজা ছিলেন। এই জঙ্ঘুর পুত্র সিন্ধুদীপ, সিন্ধুদীপের তনয় বলাকাথ, বলাকাথের পুত্র বল্লভ, বল্লভের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি, গাধির কন্যা সত্যবতী ও পুত্র বিশ্বামিত্র। চাবন মুনির পুত্র ঋটীক সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ঋটীক এই বিবাহে এক সহস্র অশ্ব শুক্লস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সত্যবতী ও তাঁহার মাতা পুত্র লাভার্থ মহর্গি ঋটীকের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি সত্যবতীর মাতার জ্যেষ্ঠ বীর্যবান কত্রিয় পুত্র এবং সত্যবতীর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী পুত্র লাভের উপায়-স্বরূপ দুই প্রকার চক্র প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলেন। কিন্তু

তাঁহারা চক্র পরিবর্তন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। ঋটীক ইহা জানিতে পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন, “তোমার পুত্র কত্রিয়-ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে।” কালে সত্যবতী জন্মদয়িকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। সত্যবতী ও গাধি দেখ। (৮) বিশ্বামিত্র উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। (৯) বিশ্বামিত্র একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র দেবরাত ও উদাল এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মং-১২৮। (১০) বিশ্বামিত্র বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। (১১) গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ নামে চারি পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল। বিশ্বামিত্রের অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি, শালাবতীর গভজাত হিরণ্যাক্ষ, রেণুর গভজাত রেণুমান, সাক্ৰতি, গালব, মদগল, দেবল, মধুচ্ছন্দ, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত প্রধান ছিলেন। অষ্টক দৃশদত্তীর গভজাত ছিলেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে শুনঃশেফ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হরি-হরি-২৭, ৩২। (১২) স্বার্থার্থে মহর্গি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। তাঁহারই পশ্চিম দিকে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ছিল। সেই সময়ে

বশিষ্ঠের অনিষ্ট করিবার বাসনায় বিশ্বামিত্র সরস্বতী নদীকে বলিলেন “তুমি স্বীয় বেগে বশিষ্ঠ ঋষিকে আমার আশ্রমে আনয়ন কর।” সরস্বতী তাহাই করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠকে বিনাশ করিবার অস্ত্র গুঞ্জিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সরস্বতী ভয় পাইয়া বশিষ্ঠকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে, রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া শোণিত বহন করিতে হইবে বলিয়া শাপ দেন। কিন্তু অজ্ঞাত ঋষির অরুণা নদীর সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপনপূর্বক বিশ্বামিত্রের শাপ বার্থ্য করেন। বাম-৪০। (১৩) কাঠবীজ্জাজুনের পুত্র জয়ধ্বজের তিন উপদেষ্টা ছিলেন। কুর্শ-পু-২২। (১৪) রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পোষণের এবং নিজের চণ্ডালহ দূর করিবার জগু, জাহ্নবী তীরে যুগোপ বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগ মাংস বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিতেন। বিশ্বামিত্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুকে সম্বরূপে স্বগে প্রেরণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। ত্রিশঙ্কু দেখ। (১৫) দেবগণ ভৃগুবংশীয় শুনঃ শেককে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ, ভয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও ঠারীতক নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (১৬) একবার রাজা হরিশ্চন্দ্র মংগি বিশ্বামিত্রের কোপে পতিত হইয়া

রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমুদয় হইতে বিচ্যুত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৭ঙ্ক-১০—২৪ ; মার্ক-৮, ৯। হরিশ্চন্দ্র দেখ। (১৭) একবার বিশ্বামিত্র ঋষি নিজ পত্নী ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রকূলে গমনপূর্বক উৎকট তপস্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পত্নী স্বীয় মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধনপূর্বক, অবশিষ্ট পুত্রের পালনার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। নৃপতি সত্যতত তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঐ বিশ্বামিত্র-পুত্র গলদেশে বন্ধন হেতু 'গালব' নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম-৬০। (১৮) শুনঃ শেক নামে প্রসিদ্ধ মহাঋষি অজীর্গষ্ঠের তনয়, পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপ-কাষ্ঠে বদ্ধ হন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। দেবীভা-২ঙ্ক-৫। (১৯) মহর্ষি কোংস বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন—“আমি তোমার গুরুত্বায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অল্প দক্ষিণা চাহি না।” তবু কোংস দক্ষিণা দিতে বার বার পীড়াপীড়ি করিলে, বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“চতুর্দশ কোটা স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করিয়া আনয়ন কর।” কোংস ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি রত্নব নিকট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন। স্বল্প-বিষ্ণু-অথো-৫।

বিশ্বামিত্রেয়শ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে বাল্য-
দিত্যের দক্ষিণে বিশ্বামিত্রেয়শ্বর নামে
এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনে
সর্বকাম সিদ্ধ হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
২৮২।

বিশ্বাক্ষ—(১) পুরুষরার উর্ধ্বশীর্ষে গর্ভজাত
অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২৭। পুরুষবা
দেব। (২) শ্রাক্তভাগাই বিশ্বদেবগণের
অন্ততম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বিশ্বদেবী—অন্ততম বৈদিক দেবতা।
ঋক্-১০। ১৫৬।

বিশ্বেশ—(১) ব্রহ্মার অন্ততম পুত্র। হরি-
হরি-১৯৬। ব্রহ্মা দেখ। (২) মহাদেবের
এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৩) আবস্তা-
ক্ষেত্রের পশ্চিম দ্বারে বিশ্বেশ নামে
এক দ্বারপাল আছেন। স্বন্দ-আব-
অব-২৬।

বিশেশা—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্ততমা
পত্নী। মৎ-১৭১। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ।

বিশ্বেশ্বর—(১) দেব ও ঋষিগণের প্রাণ-
নায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত
করেন। তন্মধ্যে কালীতে বিশ্বেশ্বর
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বন্দ-মাত্রে-
কেদা-৭। (২) একাদশ কদের অন্ত-
তম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। একাদশ কদ
দেখ।

বিশ্রবা—(১) একাধি পুণ্ড্রোত্তর ওরসে
ও রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভে বিশ্র-
বার জন্ম হয়। মহামুনি ভরদ্বাজ
তাঁহাকে ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া স্বীয় কন্যা

মরবর্ণীকে তাঁহার কপ্রে সম্প্রদান
করেন। তাঁহার গর্ভে বৈশ্রবণ কুবের
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার আদেশে
তিনি লঙ্কা নগরীতে বাইয়া বাস করিতে
থাকেন। রামা-উত্ত-৩। (২) বিশ্রবা
সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে
রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ নামে তিন
পুত্র ও শূর্ণনখা নামী এক কন্যা জন্মে।
রামা-উত্ত-১১। (৩) পুণ্ড্রোত্তর পত্নী
হবিভূ হইতে অগস্ত্য ও বিশ্রবা জন্ম-
গ্রহণ করেন। বিশ্রবার প্রথমা পত্নী
রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে
যক্ষপতি কুবের ও অপরা পত্নী কেশিনী
হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ
জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১। (৬)
বিশ্রবার চারি পত্নী। প্রথমা পত্নী
বৃহস্পতির কন্যা দেধবর্ণী হইতে
কুবের; দ্বিতীয়া স্ত্রী মালাবান রাক্ষসের
কন্যা বলাকা হইতে ত্রিাশরা, দুষণ ও
বিদ্যাজিহ্ন নামে তিন পুত্র ও মালিকা
নামী এক কন্যা; তৃতীয়া পত্নী মালা-
বান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা
হইতে মহোদর, মহাপাণ্ড, খর নামে
তিন পুত্র ও কুন্তিনদা নামী এক কন্যা
এবং চতুর্থী স্ত্রী মালা রাক্ষসের কন্যা
কৈকসী হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভী-
ষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্ণনখা নামী
এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩, কৃষ্ণ-পৃ-
১২। কিন্তু কৃষ্ণ পুরাণে বলাকা স্থানে

বাকা-নাম দৃষ্ট হয়। বায়ু-৭০; সৌর-৩০। (৫) যক্ষপতি বিক্রান্তের শিবা ও সুরমনা নামী দুই কন্যাকে বিপ্রবা বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানগণ শৈবেয় ও সৌম্যন নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (৬) ভৃগুবিদ্যুর কন্যা দ্রাবিড়া হইতে বিপ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৬। (৭) বিপ্রবার প্রথমা পত্নী মন্দাকিনী হইতে কুবের ও দ্বিতীয়া পত্নী কৈকসী হইতে বাণ্যাদি জন্মেন। পদ্ম-পাণ্ডা-৪।

বিশ্বত—(১) কশ্যপ পত্নী দম্বুর গর্ভজাত অগ্ন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। (২) জনক বংশীয় নরপতি দেবমীচের পুত্র বিশ্বত। বিশ্বতের তনয় মহাধ্বতি, মহাধ্বতিব তনয় কৃতিব্রাত। ভাগ-৯৯-১৩। (৩) তালজ্জয়ের তনয় বীতি-হোত্র, বীতিহোত্রের তনয় বিশ্বত, বিশ্বতেব তনয় অনন্ত, অনন্তের তনয় হর্জয়। কুর্শ পু-২৩। (৪) বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্বত, বিশ্বতের পত্নীর নাম পতিব্রতা। সৌর-৩১। (৫) পারাবত দেবগণের অগ্ন্যতম বিশ্বত। বায়ু-৬২। পারাবত দেখ। (৬) কুরুবংশীয় রাজা চাবনের তনয় কৃত। কৃত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্বত নামে এক পুত্র লাভ করেন। ইন্দ্র বিশ্বতের সখা ছিলেন। বায়ু-৯৯। (৭) অমিতাভ-গণের অগ্ন্যতম বিশ্বত ছিলেন। বায়ু-১০০। (৮) দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত

অগ্ন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। বরিষ্ঠা দেখ।
বিশ্বতবান্—(১) রামচন্দ্র-সুত কুশের বংশে মনু-তনয় প্রমুশ্রত জন্মেন। প্রমুশ্রত-আশ্বজ মর্ষ, (অপর নাম সহস্রান)। মর্ষ-তনয় বিশ্বতবান্, তৎপুত্র বৃহৎসল। বায়ু-৮৮। প্রমুশ্রত দেখ। (২) ঐ বংশে মনুর তনয় প্রমুশ্রত, প্রমুশ্রতের তনয় সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, অমর্ষ-সুত মহস্বান, মহস্বানের পুত্র বিশ্বতবান্। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অমর্ষ ও মহস্বান দেখ।

বিষ—(১) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদেব পীচটা গণ ছিল। তদ্বর্ধো বিষ শিব-গণের অন্তর্গত অগ্ন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২। অহিহা ও উত্তম মনু দেখ। (২) দনায়ুষ্যের গর্ভজাত কশ্যপের অগ্ন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। কশ্যপ ও দনায়ুষ্য দেখ। (৩) বিষ নামক নাপগণ সমুদ্র মন্থনে উদ্ধৃত হন। বিষ্ণু-১ম-৯।

বিষয়—তন্ত্রের অন্তর্গত পঞ্চত্রিংশ সংখ্যক ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্তির অগ্ন্যতম। এই ঋক্ষল মূর্তি শ্রামবর্ণ ও শম্বচক্রধারী। তন্ত্র-সার-২৩৯ পৃঃ।

বিষদ—যযাতি বংশীয় জয়ত্নথের তনয়। বিষদের তনয় শ্রেনজিৎ, শ্রেনজিতের কুচিরাশ্ব, দৃঢ়হস্থ, কাশ্য ও বৎস এই চারি পুত্র। ভাগ-৯৯-২১। কাশ্য দৃঢ়হস্থ দেখ।

বিষাদ—শিরের জনৈক অগ্ন্যতম। এতিনি

শিবের বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬ ।

বিষ্ণুচী—মহুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি বিরজের পত্নী । তিনি একশত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন । তন্মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ছিলেন । ভাগ-৫ঙ্ক-১৫ ।

বিষ্ণুজ্ঞ—ধর্ম্মের ঔরসে বিশ্বার গর্ভে যে দশ জন বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অগ্রতম । মৎ-১৭১ । বিশ্বদেবগণ ও বিশ্বা দেখ ।

বিষ্টম্ভ—শিবের অগ্রতম অশুচর । তিনি আট কোটি গণ সহ, পার্শ্বতীর সহিত শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । লি-পূ-১০০ ।

বিষ্টরাশ—(১) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র । বিষ্টরাশ হইতে আদ্র' এবং আদ্র' হইতে যুবনাশ জন্মেন । হরি-হরি-১১ । (২) বিষ্টরাশের তনয় ইন্দ্র, ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ । শিব-ধর্ম্ম-৬০ । পৃথু দেখ ।

বিষ্টি—(১) বিশ্বকর্মা-সুতা ও বিবস্বান (সূর্য্য) পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শনি, তপতী, বিষ্টি অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয় । মৎ-২৭৩ ; সৌর-৩০ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (২) বিশ্বকর্মা-সুতা সংজ্ঞা বিবস্বানের তেজঃসহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারী সৃষ্টির সৃষ্টি করেন তাহার নাম ছায়া । এই ছায়ার গর্ভে দিবাকরের সার্বণি-

ময় ও শনি, এবং তপতীও বিষ্টি নামী দুই কন্যা জন্মে । মৎ-১১ ; লি-৬৫ ; কৃষ্ণ-পূ-২০ । ছায়া দেখ ।

বিষ্ণাপু—বিশ্বকায় নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া স্বীয় মৃত পুত্রকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ঋক্-১।১১৬।২৩ ।

বিষ্ণু—(১) ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায়ই ভগবান বিষ্ণু, রাবণের অত্যাচার হইতে দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি প্রভৃতিগণকে রক্ষা করিবার জন্ত মহামু-মুদ্রিতে (রাম রূপে) অবতীর্ণ হন । রামা-আদি-১৫ । (২) নারায়ণ দশরথের পুত্র স্বীকার করিলে তাঁহার রাক্ষস-বধ-রূপ কার্য্য সাধনের জন্ত দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষী, অমরা, বিজ্ঞাধরী পদ্মগী ও বানরী গর্ভে তুল্যাবলশালী বানর সকল সৃষ্টি করেন । রামা-আদি-১৭ । (৩) বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ কোশল্যা গর্ভে রাম রূপে জন্মগ্রহণ করে ; চতুর্থাংশ কৈকেয়ী গর্ভে ভরত রূপে এবং অর্দ্ধাংশ-সংবলিত বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রা গর্ভে হইতে প্রোহৃত হয় । রামা-আদি-১৮ । (৪) বিষ্ণু অনেক বৎসর ধরিয়া সিদ্ধাশ্রমে তপস্যা করেন । তিনি বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়া শ্রম-বিনাশন সেই সিদ্ধাশ্রমে অবাস্থিতি করিতেন । রামা-আদি-২২ । (৫) বিশ্বকর্মা যে দুইখানি লোকপূজ্য সূদৃঢ় ধম্ম নির্মাণ করেন, তাহার একখানা সুরগণ ত্রিপুর-বিনাশের

জগৎ শিবকে প্রদান করেন ও অপর-
থানি বিষ্ণুকে প্রদান করেন। বিষ্ণু
উহা পরশুরামকে দেন। রাম-অবতारे
বিষ্ণুই আবার ঐ ধনু ভঙ্গ করিয়া
পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন। রামা-
আদি-৭৫। (৬) বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা
অশুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল
লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামা-
সুন্দ-২১। (৭) দেবগণের প্রার্থনায়
বিষ্ণু রাক্ষসরাজ মালীকে বধ করেন
ও তাহারা দুই ভ্রাতা সুমানী ও মালা-
বানকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া
পাতালে প্রেরণ করেন। রামা-উত্ত-
৬—৮। (৮) পুরাকালে সূর্য্য-চক্র-
নক্ষত্রগণসহস্রত নভোমণ্ডল, পক্ষত ও
কানন সহিত পৃথিবী, এবং চরাচর
ত্রৈলোক্য সলিল সাগরে নিমগ্ন ছিল।
তখন দ্বিতীয় সুরেকর ত্রায় একমাত্র
নারায়ণ অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর
সহিত পৃথিবী নারায়ণের উদরে প্রবিষ্ট
ছিল। বিষ্ণু সৃষ্টি সংহার করিয়া জল-
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর জলমধ্যে
শয়ান রহিলেন। সৃষ্টি সংহার পূর্ব্বক
বিষ্ণু স্নানপূত হইলেন দেখিয়া মহাযোগী
ব্রহ্মা বিষ্ণুকে রুদ্ধশ্রোত জানিয়া তাঁহার
জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর
বিষ্ণুর নাভিদেশে হেম-বিভূষিত পদ্ম
উৎপন্ন হইলে তাহাতে মহাপ্রভু ব্রহ্মা
উৎপন্ন হইলেন এবং পৃথিবী, বায়ু,
পক্ষত, বৃক্ষ, মনুষ্য ও সরীসৃপ প্রভৃতি

জরায়ুজ ও অণুজ প্রজাতিসমূহ সৃজন
করিবার মানসে মহাযোগী ব্রহ্মা মহা-
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে
নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ
নামে মহাবীৰ্য্য দানবদ্বয় উৎপন্ন হইল।
তাঁহারা তথায় প্রজাপতিকে দেখিয়াই
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহাবেগে
ধাবিত হইল। তদর্শনে স্বয়ং বিকৃত
স্বরে চিৎকার করিলেন। ঐ শব্দে
প্রবোধিত হইয়া নারায়ণ চক্র প্রহার
দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন।
রামা-উত্ত-৭২। (৯) বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের
অন্ততম। মৎ-৬, ১৭১; সৌর-২৮।
দ্বাদশ আদিত্য দেখ। (১০) ব্রহ্মা বিষ্ণুকে
আদিভাগের আধিপত্যে নিযুক্ত
করেন। মৎ-৮; হরি হরি-৪। (১১)
অগ্নি, জল, ক্ষিত্তি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐক্সী,
প্রজাপতি, সর্প এবং ব্রহ্মা ইহারা
প্রত্যাধি দেবতা বলিয়া কথিত হন।
গ্রন্থযুক্তে ইহাদের পূজা বিধেয়। মৎ-
২৩। (১২) কালনেমী, জম্বু প্রভৃতি
মহাসুরগণ দেবগণের উপর অত্যাচার
করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহা-
দিগকে বধ করেন। জম্বু, কালনেমী,
প্রভৃতি নাম দেখ। অমিতাভা নারা-
য়ণই উৎপত্তি প্রলয়ের নিদান। সনাতন
হরি নারায়ণ রূপে সৃষ্টি কর্ণে প্রবৃত্ত
হইয়া ব্রহ্মা, বায়ু, সোম, ধর্ম, শুক্র ও
বৃহস্পতি প্রভৃতি আকারে ও অদিতির
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই

অদিতির পুত্রের নাম বিষ্ণু । তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ । অদিতি পুত্র-কামনায তপস্বী করিলে তাহাতে তুষ্ট হইয়াই সেই ভগবান দৈত্য-দানব-বধ কামনায তাহার পুত্র হইয়া গ্রহণ করেন । এই ভগবান প্রধান আদিত্য হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন । সত্যযুগে ব্রহ্মাসুর নিহত হইলে ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম হয় । সেই যুদ্ধে দেবগণ দানব-গণ হস্তে পরাজিত ও লঙ্ঘিত হইয়া নারায়ণের শরণ লন । দেবগণের দুর্দশা দেখিয়া ও তাঁহাদিগকে তাঁহার শরণ-গত জানিয়া বিষ্ণু দিব্য কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধারণ করিয়া দেবগণকে দর্শন দিলেন এবং দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি সমস্ত দানবকুল বিনাশ করিয়া দেব-গণকে নির্ভয় করিবে বলিয়া অভয় দিলেন । মৎ-১৭২ । (১৩) সমুদ্র-মন্থন কার্যে বিষ্ণু দেবগণকর্তৃক অনুবন্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে থাকিয়া মন্থন কার্যে সাহায্য করেন । মৎ-২৪৯ । (১৪) সমুদ্র মন্থনে যখন অমৃত উৎথিত হইল, তখন তাহার উহা গ্রহণ করিবে এই ব্যাপার লইয়া দেব ও দানবগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় । তখন বিষ্ণু মোহিনী-মায়্যা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীকৃপ ধারণপূর্বক দানবগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন । মৃতচেতা অমুরগণের মন মোহিনী মৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইল । তাহারাই অমৃত পাত্র মোহিনীর নিকট

রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রধাবিত হইল । অনন্তর অমুরগণের সহিত দেবগণের মহাসমর বাধিলে বোঁগাবান বিষ্ণু সেই অমৃত লইয়া আসিলেন এবং দেবগণ তাহা পান করিতে লাগিলেন । অতঃপর হরি স্ত্রীকৃপ পরিহার করিয়া বিবিধ ভীষণ অস্ত্রদ্বারা দানবগণকে প্রকম্পিত করিলেন । বিষ্ণুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দেবগণ অমুরদিগকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিলেন এবং তাহারাই ভীতি-গ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়া লবণজলধি, ভূমিতল প্রভৃতি স্থানে লুকায়িত রহিল । মৎ-২৫১ । (১৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে যাহারা ভূষিত নামে কথিত হইতেন চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহারাই পরম্পর মন্ত্রণা করিয়া, মরীচি-নন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন । শক্র, বিষ্ণু ও অর্ঘ্যমা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য এইরূপে জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩ । (১৬) ব্রহ্মা সত্ত্বগুণের আধিক্য নিবন্ধন বিষ্ণুমুষ্টি ধারণপূর্বক ত্রায়ামুসারে প্রজাপুত্রের রক্ষা বিধান করেন । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । মৎ-৪৬ । (১৭) শুভ ও নিশুভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদিদেবগণের দেহ হইতে পৃথক পৃথক অভিবীর্ষ্য বলযুক্ত শক্তিগণ নিজস্ব হইয়া তত্তৎ

দেবতার রূপ ধারণ করিয়া চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে বিষ্ণুর শরীর হইতে বৈষ্ণবী-শক্তি, শম্ব, চক্র, গদা, শাঙ্গ ও খড়্গা ধারণ করতঃ আগমন করেন। ঐ বৈষ্ণবী-শক্তি চণ্ডিকার সহকারী হইয়া চক্রদ্বারা বহু দানব সৈন্ত হনন করেন। যক্ষ-বরাহ-রূপধারী ভগবান বিষ্ণুর যে শক্তি, তিনিও বরাহরূপ ধারণ করিয়া চণ্ডিকার সাহায্যে জ্ঞাত উপস্থিত হন। মার্ক-৮০। (১৮) বিষ্ণু, সনাতন, অনাদি, বিশ্ববীজ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বমুখ, বিধাতা, জগৎকর্তা, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-প্রবর্তক। তিনি জগতের হঠাকর্তা বিধাতা। তাঁহারই অক্ষয় অবয়ব হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছে। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, বিশ্ববীজ, অব্যয়, ক্ষেত্র, অনাময়, জগদ্ব্যর্থ সর্ববাপী প্রভূ। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ পন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া, “আমি কে; কোথা হইতে আসিলাম; কোন কাৰ্য্য আমার কর্তব্য” ইত্যাদি বিষয় বিচার করিতে করিতে নিজ নিশ্চিন্তাকে সন্ধান করিবার জ্ঞান পন্নকোষ অবতরণ করিয়া নানে নালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে শত বৎসর অতীত হইয়া গেল একদা এক আকাশবাণী হইল। সেই আকাশ বাণীর নির্দেশমত ব্রহ্মা দ্বাদশ বৎসরকাল যত্ন সহকারে তপস্বী কবেন। তখন

ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলেন যে পরমবিষ্ণু সৎগুণ দ্বারা তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া-ছেল। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং তৎপরে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর দাক্ষিণ যুদ্ধ হয়। কিয়ৎ-কাল পবে তাঁহাদের উভয়েই বিবাদ শান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জ্ঞাত তাঁহাদিগেই বধ্যস্থলে সহস্র সহস্র আলা-মালা-মঙ্গল কানীনগসমিভ একটা অদ্বিত জ্যোতিষ্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হয়। ভগবান বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে কহিলেন “আইস আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া এই অনন্যসমিভ লিঙ্গ কোথা হইতে আনিয়া তাহা স্থির কর।” অতঃপর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে হংস-রূপ ধারণ করতঃ সহস্র উল্লি গমন করিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং বরাহ-মূর্তি ধারণ করিয়া অধোদেশে গমন করেন। শিব-জ্ঞান-২। এই আখ্যানটি সান্নিধ্য পাববদ্ধিত আকারে সৌর-পুরাণে (৬৬ অঃ) দৃষ্ট হয়। (১৯) যে দিন হইতে ভগবান বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করেন সেই দিনে যে কল্পের আরম্ভ হয় তাহাও নাম বরাহকল্প। পরমাত্মা শিবের ছায়াসারেই বিষ্ণু তাদৃশ রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মার বরে বিষ্ণু সকল গুণের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। গুণ, সৎ প্রভৃতি জড়, সেইজ্ঞাত সকল নাকে বিষ্ণুই একমাত্র পুরুষ (চৈতন্য স্বরূপ) বলিয়া পূজিত হন। ব্রহ্মার সৃষ্টি

লোক পরম্পরায় যখন দুঃখ উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মদেশে বিষ্ণুই সকল দুঃখের বিনাশে তৎপর হন। বিষ্ণুই লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্ণ বিস্তার করেন। লোক-সিস্কু ব্রহ্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া সেই জলে অঞ্জলীপূর্ণ স্ববীৰ্য্য নিক্ষেপ করেন। তাহাতে চতুর্কিংশতি তত্ত্বময় একটি অণু উৎপন্ন হয়। সেই অণু দর্শনে সংশ্লিষ্ট-চিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ষাটশ বৎসর কঠোর তপস্তা করেন। তখন বিষ্ণু সেই স্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় অনন্ত-রূপে সেই অণু মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন তিনি সহস্রনেত্র, সহস্র চরণ বিশিষ্ট একটি পুরুষাকার ধারণ করিয়া সর্কোতভাবে ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক সেই অণু ব্যাপিয়া রহিলেন। শিব-জ্ঞান-৫। (২০) একমাত্র আদি, নির্বিকার, নিগুণ পরমাত্মা স্বকীয় তেজে কালী নগরী নির্মাণ করিয়া পুরুষকে (প্রকৃতি ও পুরুষের অগ্রতম) তথায় তপস্তা করিতে বলেন। দীর্ঘকাল তপস্তা-জনিত শ্রমে তাঁহার গাত্র হইতে বিচিত্র জল ধারা নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্যাপিয়া ফেলিল। অত্ৰ কিছুই দৃশ্যমান হইল না। পরে ভগবান বিষ্ণু তাহা দেখিয়া, “একি আশ্চর্য্য” বলিয়া মন্তক কম্পিত করিলেন তাহাতেই বিষ্ণুর কর্ণ হইতে মণি পতিত হইয়া তথায় মণিকর্ণিকা

তীর্থ হইল। তখন নিগুণ শিব জল-রাশি প্লাবিত সেই কালীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সেই জলোপরি শয়ন করিলে তাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাচুর্ভূত হইলেন। শিব-জ্ঞান-৪৯। (২১) একদা ভগবতী লক্ষ্মীর যুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ হইল। বিষ্ণু তাঁহাকে যুদ্ধ দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, কাশাব সহিত যুদ্ধ করা যায় এই মত ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস তিনি কোলাহল শুনিতে পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন জয় ও বিজয় নামক নিজ দ্বারপালদ্বয়কে সনকাদি ঋষিকুমারগণ যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতেই কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে জয় ও বিজয়কে ঐরূপে ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া বিষ্ণু তাহাদের পক্ষ হইতে ঋষিকুমারগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কুমারগণ কহিলেন “কম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি বিষ্ণু-ভক্ত হইতে ইচ্ছা কর তবে সপ্ত জন্মের, আর যদি শত্রু ভাবে জন্ম-গ্রহণ কর ত তিন জন্মের পর এই স্থান প্রাপ্ত হইবে।” জয় ও বিজয় লীঘ্র লীঘ্র শাপ মুক্তির জ্ঞাত শত্রু ভাবে জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া কণ্ঠের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ অশুবদ্বয় রূপে জন্মগ্রহণ করে ঐ জন্মে

বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন। দ্বিতীয় জন্মে উহার। দুইজন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বিষ্ণু রামরূপ ধারণ করেন। তৃতীয় জন্মে উহার। শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণু ক্রীকৃষ্ণ অবতার হন। হিরণ্যাক্ষ দেবতাদিগকে দ্ব্যংখ দিবার জন্ত পৃথিবীকে মুখে করিয়া জলমধ্যে গমন করিলে ব্রহ্মা বারংবার বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন তাহাতে বিষ্ণু ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চশত বর্ষ জলে এবং পঞ্চশত বর্ষ স্থলে হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন এবং পৃথিবীকে মুখে লইয়া জল হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মাকে পৃথিবী অর্পণ করেন। শিব-জ্ঞান-৫২। (২২) একবার দেবতারা ও লোক সমুদয় অসুরদিগের হস্তে নিগৃহিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে শিবের আরাধনা করিতে বলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কথা শুনিয়া স্বীয় স্বীয় ধামে গমন করেন। অতঃপর বিষ্ণুও দেবতাদিগের জয়ের নিমিত্ত শিবের ভজনা করিতে লাগিলেন। বিশেষ ভাবে নানা উপাচারে ভজনা করিয়াও তিনি শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া শিবের সহস্র নামের এক একটি নাম মনোচ্চারণ পুঙ্ক শিবের

মন্তকে প্রত্যহ প্রদান করতঃ সহস্র পদ্ম দ্বারা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শিব তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার্থ সেই সহস্র পদ্ম হইতে মায়াবলে একটি পদ্ম অপহরণ করেন। বিষ্ণু কিম্ব সেই মায়ার বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি একটি পদ্ম কম আছে জানিয়া আপনার এক চক্ষু উৎপাটন করেন। শঙ্কর তাহা দেখিয়া সন্দেহ হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে চাহিলেন। বিষ্ণু শিবের নিকট অসুর-নাশকারী অস্ত্র প্রার্থনা করেন। তখন শিব বিষ্ণুকে সুনর্শন চক্র দিলেন। শিব-জ্ঞান-৭০। বিষ্ণু কর্ণক উচ্চারিত শিবের সহস্র নামের তালিকা শিব-জ্ঞান-৭১ অধ্যায়ে আছে। (২৩) সমগ্র জগৎ যে নিগুণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার নাম শিব। পুরুষের (বিষ্ণুর) সহিত প্রকৃতি (মায়ী) সেই শিব হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া ত্রিশূলস্থিত পঞ্চ-ক্রোশী কাশী নামক বিখ্যাত স্থানে তপস্যা করেন। ঐ স্থানে বিষ্ণুকপী পুরুষের হসে জলে পরিপূর্ণ হইলে ক্রমে সকা স্থানই জলে পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে স্বয়ং হরি তাহাতেই শয়ন করিলেন বলিয়া মুনগণ তাঁহাকে নারায়ণ এই নামে প্রখ্যাত করিলেন। এবং যিনি পুষ্কোৎপন্ন মায়াকপী প্রকৃতি, তাঁহাকে নারায়ণী এই নামে

প্রসিদ্ধ করিলেন। যিনি সেই জলশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পিতামহ ব্রহ্মা। মহা প্রলয়কাল পর্যান্ত স্থায়ী বৈকুণ্ঠবাসী সেই সনাতন বিষ্ণুকে ব্রহ্মা তপোবলে দর্শন করেন। সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের বিবাদ ভঙ্গনের নিমিত্ত শিব যে রূপ প্রদর্শন করেন তাহা মহাদেব নামে বিখ্যাত। শিব জ্ঞান ৭৭।(২৪) আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতে উদ্ভূত হন। সৌর-২। (২৫) বিষ্ণু শিবের বামাস্ত্রসমূহ এবং ব্রহ্মা দক্ষিণাস্ত্রসমূহ। সৌর-৭। (২৬) পুণ্যজ্ঞানিকা সর্বপাপনাশিনী কৃষ্ণাষ্টমী ত্রত কবিতা বিষ্ণু বিষ্ণুপদ লাভ করেন। সৌর-১৪। (২৭) যখন নারায়ণ যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্বক অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন নাভিদেশে শত যোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রোত্ভূত হইল। বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈব পরিমাণে শত বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু বলেন, “আমি বিশ্বরাজ। তুমি কে?” ব্রহ্মা বলেন আমি সর্বভূতের আদি, সর্বজগতপতি। চরাচরাশ্রয় বিশ্ব সতত আমাতেই অবস্থিত; অন্তকালে আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।” ব্রহ্মা এই কথা বলিলে বিষ্ণু ব্রহ্মার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায়

সর্বলোক দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র শীর্ষ পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, “ব্রহ্মন, তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেব দানব-মানবাদি স্থাবর জঙ্গমাশ্রয় লোক সকল দর্শন কর।” অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর উদবে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগত দর্শন করেন। কিছু বিষ্ণুব মায়ায় বদ্ধ থাকিতে নির্গমনেব দাব্য দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি নাভিপদ্মের নাগমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া নির্গত হইয়া পদ্ম মধ্যে বিবাহ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, “আপনি জগন্নাথ, সকা কারণ এবং পিতামহ। আমি আপনাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রীতিার্থে পদ্মযোনি আত্মা গ্রহণ করিবেন।” ব্রহ্মা তাহাতে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, “আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সমস্ত ব্রহ্মাওই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক মূর্তিই দুই রূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু তত্ত্বের বলেন যে তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একজন আছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর উমাপতি। সৌর ২৪।(২৮) প্রভু মহাবিষ্ণু, সৃষ্টি করিবার জন্ত প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে; সংহারের জন্ত ঈশান রূপকে

সৃষ্টি করেন দেহের মধ্যভাগ হইতে ; আর জগৎ পালনের জন্ত অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন বামাজ হইতে । এই চরাচর জগৎ বিষ্ণুশক্তি হইতে সমুদ্ভূত । তিনি নিষ্ক্রিয় জগৎস্বরূপ । তৎকর্তৃক সৃষ্ট এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে । উপাধি বশতঃ এক বিষ্ণুই নিখিল জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হন । বিষ্ণু যেমন জগদ্ব্যাপক, তাহার শক্তি ও তদ্রূপ । সেই শক্তিই মহর্ষিগণকর্তৃক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিতা হন । ইনিই বিষ্ণুর সেই পরমাশক্তি । জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার তাঁহারই কার্য্য । তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা । সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপেই বর্তমান । সেই এক শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ । বৃহদ্রঃ ৩ । (২৯) বিষ্ণু পরম-দেব, জ্যোতিঃ স্বরূপ ও নিত্য । সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ । তিনি জগতের কৰ্ত্তা । বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার শরীর । তিনি প্রণয়কালে উগ্রমতি ধারণ করিয়া একাণ্ডকে গ্রাস করেন । জগৎ রূপে পারিপূর্ণ এবং হাবর জন্ম সমস্ত বিনষ্ট হইলে, বিষ্ণু বট পরে পুনরায় কন্যা থাকেন । পরম ভাগবত যুকতু মুনিব স্তবে সখ্যে হইয়া বিষ্ণু তাঁহার পুণ্ড্র স্বাকার করেন । বৃহদ্রঃ ৪ — ৫ । (৩০) দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু শফরী

রূপ ধারণ করিয়া শঙ্খাসুরকে বধ পদ্ম-উত্ত-৯১ । শঙ্খ দেখ । (৩১) জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে বিষ্ণু পার্শ্বতীর অনুরোধে জালন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া জালন্ধর-পত্নী বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন । বৃন্দা তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে মনুষ্যাবতারে বিষ্ণুর ভাগ্যা রাক্ষস কর্তৃক মৃত্যু হইবে এবং তিনি ভাগ্যা-হুংথে হুংখিত হইয়া কপিকুলের সাহায্য পাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবেন । পদ্ম-উত্ত-১০২—১০৩ । বর্ষরী দেখ । (৩২) পরম্পরের শাপে, জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুর দ্বারপালদ্বয় গ্রাহ ও মাতঙ্গ হন ও তাঁহারা বিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়া পুনঃ বৈকুণ্ঠ লাভ করেন । পদ্ম-উত্ত-১১১ । (৩৩) সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মীর পূর্বে অলক্ষ্মীর উদ্ভব হয় । বিষ্ণু অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন । কিন্তু লক্ষ্মীর বাক্যে জ্যোষ্ঠা অলক্ষ্মীকে উদ্ধালক মুনিকে দান করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন । পদ্ম-উত্ত-১১৩ । (৩৪) পুরাকালে পার্শ্বতীও শিব একবার যখন নিৰ্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন দেবগণের অনুরোধে অগ্নি যাইয়া তাঁহাদের .বিষ উৎপাদন করেন । তাহাতে পার্শ্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে দেবগণকে অভিসম্পাত করেন । তাহাতেই সমস্ত দেবতাহাই বৃক্ষ প্রাপ্ত হন । তাহা-

দের মধ্যে বিষ্ণু বট বৃক্ষ হন। পদ্ম উক্ত ১১৫। (৩৫) কবে কোন কালে কোন যুগে দ্বিজাতিগণ মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন। তদন্তরে মহেশ্বর বলেন যে একমাত্র ধ্যান বাতীত অথ কোনও উপায়েই মনুষ্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না। ব্রহ্মবন-পতি বিষ্ণু নারায়ণই একমাত্র সাধনায়। তিনি বারাহ নামে কৃত। তাহার চারিবাছ, চারিপদ, চারিনেত্র ও চারি মুখ। যুগ চতুষ্টয় তাহার চারি পাদ। ক্রতু সকল তাহার অঙ্গ। চতুর্লোক তাহার ভূজ চতুষ্টয়। উৎপত্তি ও প্রলয় তাহার আশ্রম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। ভগবানের বারাহরূপে মহাহৈজ্র। বিষ্ণু কাল হইয়া লোক সংহার করিবেন। অনন্তর তিনি বৈবস্বত মনু হইয়া তাহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মা-২৩। (৩৬) বারাহ-কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণু দ্বৈপায়ন বাস হন এবং পুরুষোত্তম রুক্ষ বর্ডাংশে যতশ্রেষ্ঠ বায়ুদেব রূপে বয়ুদেব হইতে প্রাহুর্ভূত হন। বায়ু-২৫। (৩৭) বিষ্ণুর পদ্মার নাম কীৰ্ত্তি। বায়ু-৩০। (বার্ণ-পুরাণের এই অধ্যায়ে দেখা যায় নারায়ণ ও বিষ্ণু এক নহেন)। কৃত-যুগে একা পৃথ্বী; দ্বাপরে বিষ্ণু এবং কাণদেব চারি যুগেই পূজনীয়। একা,

যজ্ঞ ও বিষ্ণু ইহারা কালেরই তিনটি অংশ মাত্র। বায়ু-৩২। (৩৮) স্বারোচিষ মন্বন্তরের শেষ ভাগে তুষ্টিতথ্য দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া চাক্ষুষ-মন্বন্তরে ধর্ম্মের দ্বাদশ সম্ভানরূপে প্রাহু-ভূত হন। স্বারোচিষ মন্বন্তরীয় তুষ্টি দেবগণের বিপশিচং নামক ইন্দ্র এবং সত্য নামক বিষ্ণু তখন নরনারায়ণ নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-৬৬। (৩৯) যুগে যুগে বিষ্ণু দেবগণের সাহায্যের জন্ত ও দানব দলন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যখনই যাগ যজ্ঞাদি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্ত বিষ্ণু তখনই জন্মগ্রহণ করিয়া অসম্ম বিনাশ করিয়াছেন। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে প্রহ্লাদের শাসনে যে সকল অসুর বাবৃত্ত হইল না, মনুষ্য-বধা সেই সকল অসুরের বধেব জন্ত ব্রহ্মা মাগুস-রূপী বিষ্ণুর অবতার বিধান করেন। তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্ত নারায়ণ প্রাহু-ভূত হন। অনন্তর বৈবস্বত-মন্বন্তরে আর এক দৈত্য প্রাহুর্ভূত হইলে এক যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা ঋষিকের কার্য্য করেন। অতঃপর চতুর্থ যুগে যখন অসুরগণের প্রাতিভাব হয় তখন বিষ্ণু সমুদ্র মধা হইতে সমুদ্রত হন। তাৎপার হিরণ্যকশিপু প্রাহুর্ভূত হইলে, তিনি দেবগণ পুরঃসর নরসিংহরূপ দ্বিতীয় অবতার গ্রহণ

করেন । ত্রেতার সপ্তম যুগে বিষ্ণুর তৃতীয় বামন অবতার হয় । (বলি দেখ) । ত্রেতার দশম যুগে বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় চতুর্থ অবতার । (দত্তাত্রেয় দেখ) । ত্রেতা যুগে মাক্ষাতার শাসন কালে পঞ্চদশীর গর্ভে তাঁহার পঞ্চম অবতার । (তথা দেখ) । ত্রেতার ঊনবিংশ যুগে বিষ্ণু জামদগ্ন্য রূপে অবতীর্ণ হন । (পরশুরাম দেখ) । ত্রেতার চতুর্বিংশতি যুগে তিনি দশ-রথাস্বজ রাম রূপে অবতীর্ণ হন । (রাম দেখ) । দ্বাপরের অষ্টাবিংশ যুগে তাঁহার বেদবাসরূপ অষ্টম অবতার । (কৃষ্ণদৈপায়ন দেখ) । দ্বাপরের শেষ ভাগে যখন ধর্ম্মের বিনাশ হয় তখন বৃষ্ণিকুলে বসুদেবরূপী কষ্ণপের ঔরসে দেবকীরূপিনী অদিতির গর্ভে বিষ্ণু অবতীর্ণ হন । ইহা তাঁহার নবম অবতার । (শ্রীকৃষ্ণ দেখ) । আবার এই যুগের (অর্থাৎ কলির ?) সন্ধ্যাংশে ককী রূপী বিষ্ণুর দশম অবতার হইবে । (ককী দেখ) । বায়ু-২৮ । (৪০) দেব-গণের অনুরোধে বিষ্ণু গয়াসুরকে বধ করেন । বায়ু-১০৩ । গয়াসুর দেখ । (৪১) শিবের ভয়ে দেবগণ শিবহীন দক্ষ যজ্ঞে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন । কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন যে বিষ্ণু যজ্ঞ রক্ষায় তৎপর গিয়াছেন তখন তাঁহারা নিভয়ে যজ্ঞ গমন করেন । শ্রীমহাভা-৭ । (৪২)

শিব ও বিষ্ণু এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই । বিষ্ণু রূপে আচ্ছত হইয়া তিনি দক্ষযজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করেন আবার শিব রূপে নিদ্রিত হইয়া সেই যজ্ঞই বিনষ্ট করেন । একাধারে তিনি বিষ্ণু রূপে রক্ষক ও শিব রূপে সংহা-রক । সামুচর শিব যখন দক্ষযজ্ঞ বিনাশে তৎপর হন, তখন শিবামুচর-দিগের সহিত বিষ্ণুর বোরতর যুদ্ধ হয় । (বীরভদ্র দেখ) । শিব যখন সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু স্বীয় সূদর্শনচক্র দ্বারা ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতিত করেন । সতীর বিভিন্ন দেহখণ্ড যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে একটা পীঠ হইয়াছে । (পার্বতী ও সতী দেখ) । বৃহৎ সন্থা-১০ ; শ্রীমহাভা-১০, ১১ । (৬৩) বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণসহ শিবের সহিত পাক্ষতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । শ্রীমহাভা-২৫ । (৪৪) দেব-তারার রাবণের অত্যাচার হইতে পরি-ত্রাণের জন্ত পৃথ্বীসহ ব্রহ্মা সমীপে গমন করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করেন । ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট যাইয়া, রাবণ-বধের জন্ত তাঁহাকে মহাশক্তি দেহ ধারণ করিতে বলেন । বিষ্ণু বলেন যে রাবণ দেবী-কাত্যায়নীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদেই এইরূপ অত্যাচার করিতে

পারিতেছে। তিনি দেবীর সাহায্য পাইলেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া রাবণবধ করিতে পারেন। দেবী সেইরূপ আশ্বাস দিলে বিষ্ণু মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হন। বৃহৎ-পূ-১৮ ; শ্রীমহাভা-৩৬। (৪৫) পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রামনবমী তিথিতে বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহৎ-পূ-১৬। (৪৬) তৃতীয় পাণ্ডব অজ্ঞান বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-৪৯ ; (৪৭) কলির দোষে ধর্মহানি হইতেছে দেখিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় শম্ভু গ্রামে বিষ্ণুবংশা নামক ব্রাহ্মণের গুহ্যে সুমতী নামী ব্রাহ্মণ কস্তার গর্ভে, ভীষ্মচতুষ্টয়ের সাহিত জন্মগ্রহণ করিয়া কলির ক্ষয় করিবেন বাক্য প্রতীতি দেন। ককা-১ম২। (৪৮) প্রথমতঃ কৃত-যোগে বিষ্ণু নক্ষত্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বিগ্রহ অবতারে তিনি নারদরূপে বক্তৃত্ত্ব প্রদান করিয়া পরে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন। অনন্তর পুনঃবার নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্য করেন। পরে কপিলরূপে সাংখ্যদোষ বিস্তার করিয়া তদনন্তর দত্তারের যতাবতাব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অন্তর্য্যামিতির গর্ভে যজ্ঞাবতীর্ণ রূপে ও তৎপরে রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে ক্ষত্রিয়বর্গে অবতীর্ণ হন। অনন্তর মহারাজ

পুথুরূপ ধারণ করিয়া গ্রাম ও নগরাদি কল্লনা করেন ও তৎপরে দশম অবতারে শকরী রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে রক্ষা করেন। অনন্তর কৃষ্ণ-রূপী হইয়া মথুরাদণ্ড-স্বরূপ মন্দার-শৈল পৃষ্ঠে ধারণ করেন। তদনন্তর ধর্ম্মস্তরী রূপে আয়ুর্বেদ প্রকাশ করিয়া তৎপর নরসিংহ রূপে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে বিনষ্ট করেন। তৎপরে রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ ও কুন্ত-কর্ণকে বধ ; বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছায়া ক্রমে বলি রাজা হরণ করিয়া ব্রহ্মকে প্রদান ; ভৃগুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী নিঃক্ষাণিয়া করেন। তদনন্তর বায়িকী রূপে মহাকাব্য বিস্তার করেন ও তৎপরে পরাশর পুত্র বাস রূপে জন্মগ্রহণ কাব্য প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে ব্রহ্মাবতারে সকল লোককে বিমোহিত করেন। তৎপরে সকল ধর্ম্মদেবী মণ্ডলে পৃথিবী পরিপূর্ণ দেখিয়া বহুদেবের গুহ্যে দৈবকার সপ্তম ও অষ্টম গর্ভে রাম ও রক্ষা রূপে অবতীর্ণ হন। বৃহৎ-পূ-১০। (৪৯) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূল প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত। তন্মধ্যে নৃপদেহ সনাতন বিষ্ণু মধ্যম। তাহার মূখ হইতে সপ্তবেদের আশয় বিপ্রগণ, প্রজাপতিগণ বাত হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ধনরক্ষা উরুদেশ হইতে বৈশ্যগণ ও পৃষ্ঠদেশে বর্গত্রয়ের সেবার্থ পাদদ্বয়

হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু এইরূপে চতুর্বর্ণ সৃজন করিয়া ধর্ম্মের উৎপাদন করেন। বৃহদ্ধ-উক্ত-১। (৫০) সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অশ্বিনী ও শিব এই পঞ্চ দেবতার পূজা বিধেয়। বৃহদ্ধ-উক্ত-৯। (৫১) ছুরাশ্বা কংসকর্ত্তৃক বহুদেবের ছয়টি পুত্র নিহত হইলে বিষ্ণু বহুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত কামরূপে অমুর নাশিনী দেবীর স্তব করেন। তাহার স্তবে সংঘটিত হইয়া দেবী তাহাকে দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? কি কাণ্ড উপাশ্রিত হইতে বঞ্চিত, আমি হতাশ সম্পন্ন করিব।” বিষ্ণু বলিলেন যে তিনি ঈশান হরধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র এবং গর্গ-১৩। তিনিও তিনি দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভগবতী তাহাকে সপ্ত বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা দিয়া প্রস্থান করেন। বৃহদ্ধ উক্ত-১৩। (৫২) বেল শিরা ও অশ্বাশিরা নামক দুই নদীর সঙ্গমের শাপে যথাক্রমে সপ ও কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে বিষ্ণু তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বেদশিরাকে বলেন যে সপ রূপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাহার মন্তকে চণ্ডনদ্বয় বিস্তৃত করিবেন। তাহাতে তাহার গকড় ভয় থাকিবেন। তৎপরে অশ্বাশিরাকে বলেন যে কাক রূপে

তাহার নিশ্চিতযোগ-সিদ্ধিযুক্ত ত্রৈলোক্য জ্ঞান থাকিবে। গর্গ-বৃ-১৩। (৫৩) যিনি সমুদয় বস্তুর্তেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই গাঁহাতে বাস করে তিনিই বাসু এবং স্তোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, অতএব দেব। যিনি বাসু এবং দেব তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু-১ম-২। (৫৪) ভগবান বিষ্ণু তদাশ্ব বর্ষে হর্যশিরা রূপে; কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে; ভারতবর্ষে কুম্ভ রূপে; এবং কুরু বর্ষে মন্তক রূপে রহিয়াছেন। বিষ্ণু-২য়-২। (৫৫) পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শৈব নামক তামসী তত্ত্ব আছে। বিষ্ণু-২য়-২। (৫৬) আকাশে শিশুমারাকৃতি তারাপুঞ্জময় বিষ্ণুর যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পূজায়া ভাবে ধ্রুব অবস্থিত। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিত করিতেছেন। বিষ্ণু-২য়-৯। (৫৭) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের নদী আবেহণ ও অববেহণ দ্বারা একশত অশীতিমণ্ডল বাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অশ্বিনী, বসু, সপ ও বায়ুসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্য রথে কাশ্মিন মাসে বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর

(সর্প), রজ্জা, সূর্য্যাবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্য-জিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞোপেত (রাক্ষস), এই সাত জন বাস করেন। বিষ্ণু-২য় ১০। (৫৮) বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্বরূপ যে জল তাহা হইতেই এই পক্ষত-সমুদ্রাদি সৃষ্ট। এই বক্ষুরা উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে ভাব ও অভাবও প যত পদার্থ আছে সকলেই বিষ্ণু। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। বিষ্ণু-২য়-১২। (৫৯) বিষ্ণুশক্তি হইতেই সকল লোক রক্ষিত হইতেছে। এক বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মনস্তরে দেব রূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনস্তর কালে আকৃতির গড়ে 'বিষ্ণুর' অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন। আরোচম মনস্তর কালে উক্ত অজিত মানসদেব দ্বাবত্যাগে সহিত তৃষিতার গড়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শুভ্রম মনস্তর কালে কৈ তৃষিত, আরোচম সত্যগণের সহিত সত্যার গড়ে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করণ সত্য নামে বিখ্যাত হন। পবে তানস মনস্তর উপস্থিত হইলে ঐ সত্য হরিগণের সহিত 'হরি' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সত্যার গড়ে উৎপন্ন হন। তৈবত মনস্তরে রাজগণের সহিত দেবতাগ্রেদ্র হরি সন্ততির গড়ে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মানস নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মনস্তরে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গড়ে বৈকুণ্ঠ নাম দারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মনস্তর

উপস্থিত হইলে ঐ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু কল্পণ হইতে অদিতির গড়ে বামন রূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। সপ্তম মনস্তরে বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৬০) মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ ইহারা সকলেই বিষ্ণুর স্থিতিকারক সাত্বিক অংশ। জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু সত্য যুগে মহর্ষি কপিলাদি রূপ ধারণ করিয়া সকল প্রাণিকে উৎকৃষ্ট সত্য জ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতা যুগে তিনি চক্রবর্তী স্বরূপে ছুটগণের নিগ্রহ করিয়া হিহুন বক্ষা করেন। তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাসরূপে দারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পক্ষাৎ ৭৩ শাখায় বিভক্ত করেন এবং পুনর্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করেন। অনন্তর কলির শেষে বিষ্ণু কলিকরূপে গ্রহণ করণে তর্পিতগণকে সংপথে আনয়ন করিলেন। অনন্ত-স্বরূপ বিষ্ণু গ্রহণপেই নিখিলজগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তঃকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-৩য়-২। বিষ্ণুর মাতা হ্যা এবং বিষ্ণু আবার বনানী মল সর্পিপুত্র জানিতে হইলে বিষ্ণু পুত্রগণে তৃতীয়্যাংশে প্রথম হইতে দ্বাদশ অদায় দইবা। (৬১) গন্ধার জল বিষ্ণুর পাদাস্ত্র হইতে নির্গত হইয়াছে। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬২) প্রহ্মা-

তনয় অনিরুদ্ধ বাণাসুর হুহিতা উষাকে
বিবাহ করেন। সেই কারণে বাণ
রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে পরাজয়
করতঃ কারাগারে বন্দী করেন।
সেই স্থানে বিষ্ণুর সঙ্গিত শিবের যুদ্ধ হয়।
এবং বিষ্ণু বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন
করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৩। (৩৩)
একি নামক নৈনিত্রিক প্রণয় কাণ্ডে
বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রজা-
সমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন।
তিনি সুষোম মন্ত্রাবলম্বিত অশ্বমেন
পুষ্কর দ্বীপত্যাগ করিয়া কান্দ্রক
থাকেন। জ্ঞানভাবের প্রতীক
হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণু অনন্তমেঘবিনামিন-
সমুদ্র কান্যায়বরণে স্বয়ং, মহাভূত
শাশ্বতদক্ষ কবিয়া ক্রিষ্টবেন। তিনি
মুখনিঃসঙ্গ দ্বীপাশ্রমে সন্তোষে স্বজন
করিয়া আব্রাহ্মণ বান্দারী বয়ঃপুষ্টক
সেই অনল রাশিকে দ্বীপ্ত করিয়া
সমুদ্র লোক প্রাবৃত্ত করিয়া দেন।
তেন্ত্রব বিষ্ণু-মুখ হস্তে নিঃসঙ্গ
আবল বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া সেই মেঘ
মুকনকে বিনাশ করতঃ বয়বাপ্যপরা
পাচও বেগে প্রবাহিত হইয়া অতঃপর
বিষ্ণু সেই বায়ুকে নিঃসঙ্গ রূপে গান
করিয়া একাকার সেই সমুদ্র মনো
শয়ন করিবেন। বিষ্ণু-৩৪। (৩৪)
বিবজা নামক বিষ্ণুর এক মানস পুত্র
উৎপন্ন হন। ঐ পুত্র পৃথিবীর আদি
পিতা কিছুই অভিলষিত করিয়া সম্রাস

দর্শে অমুররূপ হইলেন। তাঁহার কীর্তি-
মান নামে এক বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য
পুত্র হইয়াছিল। কীর্তিমানের তনয়
কন্দম। মহাভা-শাস্তি-৫৯। (৬৫)
বহুরূপা অমুরদিগের অত্যাচারে প্রাণী-
হিতা হইয়া দেবগণের শরণাপন্ন হন।
তখন বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া
পাতিগে গমন পুষ্কর দৈত্যদিগকে
নিধন করিতে লাগিলেন। বরাহরূপী
বিষ্ণু দ্বীপাশ্রমে উদ্ভাসিত মেঘ, মাংস ও
মাহিষকন বিদলিত করিতে লাগিলেন।
তিনি বরাহ বরাহরূপ ধারণ পুষ্কর
দ্বীপে নান পারভাগ করিয়াছিলেন
এবং তাঁহার নাম সনাতন হইয়াছে।
মহাভা-শাস্তি-২০৯। (৬৬) শুক্রাচার্যের
অনুবোধে দক্ষায়া সনৎকুমার ব্রহ্মের
নিকট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীতন করেন।
মহাভা-শাস্তি-২৮০। (৬৭) পূর্বে ভগ-
বান বিষ্ণু পুত্র কামনায় হিমালয়
পর্বতে ঘোরতর তপঃঅনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন। ঐ পর্বতে মহাবীর কীর্তি-
কথ্য ত্রিলোককে ভূগভূনা বোধ করিয়া
এত বলিয়া ভূতলে শক্তি নিঃক্ষেপ
করিয়াছিলেন যে --“বদি এই ত্রিলোক
মধ্যে কেহ আমাপেক্ষা সমাধিক বলবান
বাক্যপ্রিয় ও বাক্যনিষ্ঠ থাকেন, তিনি
এই শক্তি উদ্ধৃত্ত বা কম্পিত করুন।”
কুমার এই বলিয়া শক্তি নিঃক্ষেপ করিলে
ত্রিলোক মধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধা-
রেষ চিন্ময় বাধকুল হইয়া উঠিলেন।

তখন নারায়ণ লোক সমুদয়কে সংস্কৃত দেখিয়া এবং কার্তিকের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্বক কম্পিত করিতে লাগিলেন । ঐ শক্তি সমুদ্র ত করিতে সমর্থ থাকিয়াও, কেবল কার্তিকের গৌরব রক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন । মহাভা-শাস্তি-৩২৮ । (৬৮) বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তি-মান এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান । তিনি জীবগণের একমাত্র গতি ও জননিতা এবং এই বিষয় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন । তাহার কাঙ্ক্ষিত সর্বাংশে সমুদ্র এবং তাহা হইতেই সমুদ্র জীব সমুদ্র ও পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া থাকে এই নিমিত্তই তাহার নাম বিষ্ণু হই- হইয়াছে । মহাভা-শাস্তি ৩৪২ । (৬৮) মধু ও কৈটভ অস্ত্রবন বৈদ এক্ষার নিকট হইতে বনপূর্বক গ্রহণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করে । বৈদ উদ্ধারের অজ্ঞ কোন উপায় না দেখিয়া একা বিষ্ণুর স্তব করেন । তখন বিষ্ণু ত্রয়গৌরব রূপ ধারণ পূর্বক রসাতলে গমন করিয়া বৈদ উদ্ধার করতঃ এক্ষার হস্তে সমর্পণ করেন । মহাভা-শাস্তি ৩৬৮ । ত্রয়গৌরব ও কৈটভ দেখ । (৬৯) বিষ্ণুর সংগ্রহ নাম মহাভারতের অষ্টাশ্বিন পর্বের ২৪৯ অধ্যায়ে আছে । বিষ দাহুর অর্থ

ব্যাধি । বিষ্ণু সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তাহার এই নাম । স্বন্দ-কাশী-পু ২০ । (৭০) পুরাকালে বিষ্ণু দানব-বধ সাধনায় স্বীয় কর মর্দিত করিয়া চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । চক্র গ্রহণে তাহার করে শ্বেদ উদ্গত হয় । সেই শ্বেদ হইতে সরিষরা উদ্ভূত হইয়াছেন । এই সরিষরা সেই স্থানে রেবার সহিত সঙ্গত, তথায় স্থান করিলে মানব নিখিল কলুষমুক্ত হয় । স্বন্দ-আব রেবা-২৪ । (৭১) পুত্র কামনায় রাজা দশরথ অতি তীব্র তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থনায় স্বয়ং চতুর্ভা-মুদ্রি ধারণ করিয়া তদীয় পুত্ররূপে অব-তাব হন । স্বন্দ-নাগ-২৮ । (৭২) যুগ সকলের সন্ধা ও সন্ধাংশ ভেদে বিষ্ণু, অনন্ত, সনাতন প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭ । (৭৩) সত্য-দশে বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া নারায়ণ পর্বতে বাস করেন । তখন দেবী ধরণী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্বক ভিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোন মন্ত্র দ্বারা আরাধিত হইবেন শ্রীত হন এবং আপনার যাচা সন্তোষ প্রিয় তাহা বলুন ।” তৎকালে বিষ্ণু ধরণীকে সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, সত্য-দাম্পত্যকারক ভূমিদ ও পুত্রদ পরম-গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ করান । স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২ । (৭৪) পূর্বের রামাযজ্ঞ নামে এক

দ্বিজ আকাশ গঙ্গার সমীপে বৈথানস
মতে অবস্থিত হইয়া তপস্তা করিয়া-
ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্তায় সম্বৃত্ত
হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তৎ-
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভাগবত লক্ষণ
বর্ণন করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্গ ২১।
(৭৫) পুরাকালে কাশীরাজ নামে এক
নৃপতি তপস্তা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ
জনাইয়া এই বর লাভ কবেন যে তিনি
যুদ্ধে নারায়ণকেও প্রহার করিতে
পারিবেন। অধিকন্তু শিব ইচ্ছাও বলেন
যে তিনি যুদ্ধকালে স্বয়ং কাশীরাজের
সহায় হইবেন। বিষ্ণু ইচ্ছা জানিতে
পারিয়া কাশীরাজের বিনাশের নিমিত্ত
স্বীয় চক্রকে প্রেরণ কবেন। চক্র কাশী
রাজের মস্তক ও তদীয় বলসহ সেই
পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাদেব
সেই ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া
প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পাইলে বিষ্ণুর
সুদর্শনচক্র প্রমথগণকে এবং পাশুপত
অস্ত্রকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। কারণ
পুরাকালে বিষ্ণু মহাদেবের ভক্তিতে
পরিভূট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন,
“তোমা কর্তৃক আমি স্মরণীয় হইলে
তোমার অস্ত্রকে বলে পরিপূর্ণ করিব।
কিন্তু তুমি যদি আমার প্রতিকূলাচরণ
কর তাহা হইলে ঐ অস্ত্রের আর তেজ
থাকিবে না। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু ১২। (৭৬)
অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে
ভক্তপুস্কক বিষ্ণুর প্রাবরণ উৎসব

করিলে মানব বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।
স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু ৪০। (৭৭) মারা-পুরুষ-
এবং কুম্ভের দৃষ্টি নিক্ষেপ হইতে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। কুম্ভ সেই
পুরুষত্রয়কে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তম
গুণাশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথাক্রমে
সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কার্যে নিয়োগ
করেন। কুম্ভের উপদেশে সর্গার্থ-
সিদ্ধিৰ জন্ত বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মাসে
মাসে ভাগবত পাঠ করেন। স্বন্দ-
বিষ্ণু-শ্রীভাগ ৩। (৭৮) বিষ্ণু বৈশাখ
মাসে তদীয় ভক্ত সেবাকারীগণকে
অভ্যর্থিত প্রদান করেন এবং তাহার
পূজাদি না করিলে সম্পর্ককে তাহা-
দেব ধনানি হরণ করেন। এই বৈশাখ
মাসেই তিনি ভক্তগণের পরীক্ষা করেন।
অর্থাৎ এই বৈশাখ মাসে কোন ভক্ত
তাঁহাকে পূজা কবে আর কোন নরাধম
তাঁহাকে স্মরণ ও করে না তিনি এই-
কপ পরীক্ষা করেন। এইজন্ত মাস
সময়ের মধ্যে বৈশাখ মাস উত্তম হই-
য়াছে। স্বন্দ-বিষ্ণু-বৈশাখ-৫। (৭৯) সুব-
তেজ বুদ্ধি কামনাগ বিষ্ণু যখন গুপ্ত-
ভাবে অযোধ্যায় তপস্তা করিয়াছিলেন
তখন তিনি গুপ্তহরি নামে বিখ্যাত
হন। আর অযোধ্যায় আগমন সময়ে যে
স্থানে তদীয় সুদর্শনচক্র কর-চ্যূত হয়,
সেই স্থানই চক্রহরি নামে পরিচিত।
এই উভয় স্থানের দর্শন মাত্রেই মানব
সর্গপাপ বিমুক্ত হয়। স্বন্দ-বিষ্ণু-অযো-

৬। (৮০) পৃথিবী নাগ ভারে প্রণীড়িত হইয়া দেবগণের নিকট প্রতিকারের জ্ঞাত গমন করেন। ব্রহ্মা তাহাদের সমভিষাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করতঃ তাহাদের আগমনের কাণ বুলিলে, বিষ্ণু পৃথিবীর হুংথে অতিমাত্রি হুংখিত হইয়া শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ স্বীয় শরীর হইতে উৎপাটন করেন। এই কেশদ্বয়ই ভূমণ্ডলে কংস বধার্থ বালরাম ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-মে-১। (৮১) দশযজ্ঞ বিনাশ কালে বিষ্ণু গরুড়ে আবেশিত পুঙ্খক দেবগণের পক্ষে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র তাহার সুদর্শনচক্র অববেধ করিয়া তাহাকে বাণবদ্ধ করেন। বিষ্ণুর বাহন গরুড় তাহাকে ফেলিয়াই পলায়ন করেন। অবশেষে ব্রহ্মা আসিয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। কৃষ্ণ-পূ-৮। (৮২) মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্ত নারায়ণ, বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামে দুই পুরুষ সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিষ্ণু কৈটভকে বধ করেন। কৃষ্ণ-পূ-১০। (৮৩) শিবহান দক্ষযজ্ঞে শিবাস্ত্র-চর বীরভদ্রের সহিত বিষ্ণুর ভয়ানক যুদ্ধ হয়। বীরভদ্র বিষ্ণুর শাশ্বৎ ধনুকের তিন স্থলে ভগ্ন করিয়া সেই ভগ্ন ধনুকের একাংশ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করেন। অনন্তর বিষ্ণুর সেই ছিন্ন মস্তক

নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা রসাতলে প্রেরণ করেন। পরে শিবের অনুগ্রহে তিনি জীবন লাভ করেন। লি-১০০। (৮৪) ভৃগুমুনির অভিষাপে বিষ্ণু পৃথিবীতে দশ বাণ অবতীর্ণ হইয়া হুংথ ভোগ করেন। লি-২২। (৮৫) বিষ্ণু, সুপদ্মা, সুপদ্মা ও কক ইহারা চাক্ষুষমধু প্রাপ্ত হার হার ১২৬। (৮৬) বেণ রাজা কঙ্ক প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাহাকে নৈমিত্তিক দানের দণ্ড কীর্তন করেন। পদ্ম ভূমি-৪০। (৮৭) পদ্মাস্ত্রী দীক্ষায় শক্তি, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণা এবং গণেশ, এই পাঁচ দেবতাব পূজা করিতে হয়। এই পাঁচ দেবতাব পাঁচটি যন্ত্র আদিত কাঁবয়া গুরু দে দেবতাকে প্রধান মনে কাঁববেন, যত্নের মধ্যস্থানে তাহাকে অর্জিত করিতে হইবে। তত্ত্বসার-১১৩পৃঃ। (৮৮) ভুবনেশ্বরের পূজার যত্নের মধ্যবর্তী ঘট কোণের নৈমিত্তিক কোণে সাবিত্রী ও বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। তত্ত্বসার-১৩৫ পৃঃ। (৮৯) কেশব কীর্তনাদিছাদে পরিত্রাণী বাজন বর্ণ মুষ্টির অন্ততম বিষ্ণু। তত্ত্বসার ২৩৮ পৃঃ। (৯০) বিষ্ণু (অ), অগ্নি (র), বরুণ (ব) এবং বিন্দুযুক্ত চণ্ডী শব্দ, এই ছয় বর্ণে এক মন্ত্র জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সাধকের সর্বজ্ঞতা লাভ হয় ও সভাতে বাক্পটুতা জন্মে। তত্ত্বসার-৫৮৮পৃঃ। (৯১) দশমুখ কদ্রাক্ষকে বিষ্ণু বলে। এই কদ্রাক্ষ ধারণে ভূত,

শ্রেত ও পিশাচাদির ভয় দূর হয়।
তন্ত্রসার-৮৪০ পৃঃ। (৯২) বিষ্ণু নামে
ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি
ছিলেন। তাঁহাদের গোত্রের সাধারণতঃ
পাঁচটা প্রবর। যথা—ভৃগু, চাবন,
আপু বান, ওঁর্ক ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫।

(৯৩) ভোতামধুর অত্যন্ত তনয় বিষ্ণু।
মার্ক-১০০। অমৃতগ্রহ দেখ। (৯৪)
অজিত বিষ্ণু প্রভৃতির চাক্ষুষ মনস্তরে
পুণ্ড্র দেবগণ বলিয়া কথিত হন। বায়ু-
৩২ ; ব্রহ্মাণ্ড ৩২। অজিত দেখ। (৯৫)
বিষ্ণু একাদশ ধর্মসাবর্ণি মনস্তরে সপ্তর্ষি
দের অত্যন্ত ছিলেন। বিষ্ণু ৩য় ২।
অন্য ও বপুমান দেখ।

বিষ্ণুজর—বাণাসুর কড়ক আনক
আবদ্ধ হইলে বাণাসুরেব পক্ষাবলম্বী
মহাদেবের সহিত আনক-পক্ষাবলম্বী
শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ সময়
শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সেনাগণকে মাঠেথর অব
পাড়িত ও জুড়িত দশন কাঁচিয়া আঁত
বোধে বৈষ্ণব তাপ সৃজন কারিলেন।
তখন ঐ উভয় জুরে পবম্পব ভূমণ
সংগ্রাম চর্চিতে লাগিল এবং পাবশেষে
বিষ্ণুজর কড়ক পাড়িত হইয়া মাঠেথর
জর বগক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল।
স্কন্দ-আব-অব ৪৯।

বিষ্ণুদাস—(১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কীর্তি-
মান, সুধেন, ভদ্রসেন, জাকথা, বিষ্ণু-
দাস ও ভদ্রদেহ এই ছয় জনকে কংস
বধ করেন। আয়ি ২৭৫। জাকথা

দেখ। (২) বিষ্ণুদাস নামক এক ধর্ম-
পরায়ণ ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা
করিয়া তৎপ্রসাদে বিমানে আরোহণ
করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। পদ্ম-
উক্ত-১০৮, ১০৯ ; স্কন্দ-বিষ্ণু-কাণ্ডিক-
২৬, ২৭।

বিষ্ণুপদী—গঙ্গার অগ্র নাম। তিনি
বিষ্ণুর দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া-
ছেন। গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে বিষ্ণুর স্ত্রী-
রূপে বাস করিয়া পুনর্বার স্বহানে
গমন করেন। বিষ্ণুর পদান্তর্ভূত নখাগ্র
হস্তে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়াই
গঙ্গা বিষ্ণুপদী নামে বিখ্যাত। দেবী-
ভাগ-৯ম ১৩, ১৪।

বিষ্ণুবৃদ্ধ (১) আশ্বিনবংশ, অমৃত,
উত্থা, বামদেব, উষজ, সাক্ষিতিক,
দাগা, কাম, দখীতব, মুদ্রাল, বিষ্ণুবৃদ্ধ,
চাবন, বায়ু, ভাগ, অর্ষিত ও কিংভয়
এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু-৬৫।

(২) মাকাতার বংশে ত্রয়াক্ষণের পুত্র
সত্যব্রত, সত্যব্রতের তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ।
এই বিষ্ণুবৃদ্ধের বংশধরগণ বিষ্ণুবৃদ্ধ
নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। বায়ু-
৮৮। (৩) বিশ্বামিত্র, মাকাতা, অজমীঢ়,
বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতিগণ
তপোবলে ঋষিহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
বায়ু ৯১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সত্যুতির
তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। তৎপুত্র অনরণা, অন-
রণার তনয় বৃহদশ। কৃষ্ণ পূ ২৪।

বিষ্ণুবৃদ্ধ—মনুবংশীয় নৃপতি সত্যুতির এক

পুত্রের নাম বিষ্ণুবন্দ । এই বিষ্ণুবন্দ
হইতে বিষ্ণুবন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি ।
লি-৬৫ ।

বিষ্ণুমতী—চন্দ্রবংশীয় জন্মেজয়ের তনয়
শতানীক । শতানীকের পুত্রীর নাম
বিষ্ণুমতী । বিধুম নামক বহু ব্রাহ্মণ
শাপে বিষ্ণুমতীর গর্ভে শতানীক-পুত্র
রূপে জন্মগ্রহণ করেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-
৫ । বিধুম দেখ ।

বিষ্ণুমায়ী—(১) যোগময়ী বিষ্ণুমায়ী
ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষকন্যা
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের অঙ্গাঙ্গিনী
হন । কালিকা-৫, ৬ । (২) উগাব
অন্ততম নাম । তন্ত্রসার ৭৩৩ পৃঃ ।

বিষ্ণুশা—(১) কলিযুগে ককি নারায়ণের
অংশে বিষ্ণুশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র
রূপে অবতীর্ণ হইবেন । দেবীভাগ-
২২-৮ ; অগ্নি-১৬ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ । (২)
তাহার পিতার নাম রক্ষশা । নারায়ণের
মুখে তিনি যখন জন্মিলেন তখন
তাহার পুত্র ককি স্বয়ং জগন্নাথ নাবাগণ ।
তখন তিনি সংসারাত্রম পরিত্যাগপূর্বক
বদরিকাশ্রমে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত
হন । ককি-৩৪-১৬ । (২) পরশুরামের
মাতুলের নাম বিষ্ণুশা । ব্রহ্মবৈ-
গণ-৪৪ ।

বিষ্ণুরাত—অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্তার
পুত্র পরীক্ষিতের অন্ত নাম । ভাগ-১২-
১০ । পরীক্ষিত দেখ ।

বিষ্ণুশা—(১) পশ্চিম সাগর প্রান্তে

দ্বারকাপুরী নিবাসী শিবশা নামক
বিখ্যাত যোগীর যজ্ঞশা, বেদশা,
ধর্মশা, বিষ্ণুশা ও সৌমশা নামে
অতি পিতৃভক্ত পাঁচ পুত্র ছিল । তাহারা
নানাবিধে পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া
পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ।
তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুশা পিতৃ-আদেশে
অমৃত আনিবার জন্ত স্বর্গে গমন
করেন এবং তত্পনক্ষে ইন্দ্রের সহিত
তাহার সংগ্রাম হয় । ইন্দ্র তাহার
পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে
অমৃত প্রদান করেন । পিতা শিব-
শার বৎসে সৌমশা ভিন্ন অপর চারি
পুত্র পিতৃ-সমন্বয়ে বিধবদেহে নীল হন ।
পদ্ম-ভূমি-১—৩ । (২) সত্যযুগে বিষ্ণু-
শা নামে সুরেশ্বর পারদর্শী ব্রাহ্মণ
ছিলেন । ইন্দ্র তাহাকে গুণে মোহিত
হইয়া ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধারণপূর্বক
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল
তাহার সেবা করেন । স্বন্দ-আব-রেবা-
২০৯ । (৩) বিষ্ণুশা নামক এক
পরম ভাগবত এক ব্রাহ্মণের তপস্যায়
সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহাকে দর্শন দেন
ও তাহার প্রার্থনায় সেই স্থানেই
পাতাল নগর হইতে জাহ্নবী জল
প্রকটিত করেন । তদবধি সেই স্থান
চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে । স্বন্দ-
বিষ্ণু-অব্যো-১ ।

বিষ্ণুসাবর্ণি—(১) তিনি দক্ষসাবর্ণির পৌত্র
ও দক্ষসাবর্ণির পুত্র । বিষ্ণুসাবর্ণির

পুত্রের নাম দেবসাবর্ণি, পৌত্র রাজ-সাবর্ণি । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৩ । (২) বৈবস্বত-মহুর কক্শ, নাভাগ, পৃষথ, দিষ্ট, শর্ঘ্যাতি ও ত্রিশঙ্কু নামে ছয় পুত্র ছিল । তাহারা জন্মান্তরে মন্বন্তর পতি হইয়াছিলেন । লামরৌ দেবীর প্রসাদে কক্শ দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মহু; পৃষথ মেরু-সাবর্ণি নামে দশম মহু; নাভাগ সূর্য্য-সাবর্ণি নামে একাদশ মহু; দিষ্ট চন্দ্র-সাবর্ণি নামে দ্বাদশ মহু; শর্ঘ্যাতি রুদ্র-সাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মহু; এবং ত্রিশঙ্কু বিষ্ণুসাবর্ণি নামে চতুর্দশ মহু হন । দেবীভাগ-১০ঙ্ক-১৩ । বৃহচ্ছর্গ-পুরাণ মতে (মধ্য-২২) বিষ্ণুসাবর্ণি দশম মহু । তিনি অপর সকল মহুদের স্থায় ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন । ব্রহ্মা ও মহু দেখ ।

বিষ্ণুসিদ্ধি—অঙ্গিরা বংশীয় বিষ্ণুসিদ্ধি, শিবমতি, জহুগ, কতুগ, মহাতেজা, পুত্র ও বৈরশরায়ণ এই সকল গোত্র-প্রবর্তক আদিদিগের আশ্রয়ে প্রবর তিনটা, যথা—অঙ্গিরা, বিরূপ ও বয়-পক্ষ । মৎ-১২৬ ।

বিষ্ণুসেন—ইন্দ্রসেন নামক রাজার পুত্র । পিতা সপদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রেতলোক প্রাপ্ত হন । তিনি প্রেত-লক পিতার নিকট স্বপ্রাদেশ পাইয়া চমৎকারপুর হইতে দেবশম্মা নামক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া শ্রাদ্ধ করান । তাহাতেই তাহার পিতা প্রেত হইতে

মুক্তিলাভ করেন । স্বন্দ-নাগ-৩১ ।
 বিষ্ণুক্সেন—(১) পাঞ্চালাধিপতি ব্রহ্ম-দত্তের পুত্র । মৎ-২১ । (২) পুরুবংশীয় অণুহের তনয় ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র যুগদত্ত, যুগদত্তের তনয় বিষ্ণুক্সেন । মৎ-৪৯ । (৩) ব্রহ্মদত্তের তনয় বিষ্ণুক্সেন ও সর্ক-সেন । হরি-হরি-২০ । (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা গণ্ডুব অপুত্রক থাকায় নরপতি বিষ্ণুক্সেন (ত্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে চাক্রদেষ্ণ, সূচাক্র, পাঞ্চাল ও কৃতকর্ণ নামে চারি পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন । হরি-হরি ৩৪ ; মহাভা-সভা-৪ । (৫) প্রজ্যায়ের ঔরসে শুভ্র দানব কস্তার গর্ভে বিষ্ণুক্সেন জন্মেন । তিনি শুভ্র নগরের রাজা হইয়াছিলেন । শিব-ধর্ম্ম-৮ । (৬) প্রহ্লাদের পৌত্র ও গবেষ্ঠীর পুত্র । তাহার অপর ছই ভ্রাতা শুভ্র ও নিশুভ্র । বায়ু-৬৭ । প্রহ্লাদ ও গবেষ্ঠী দেখ । (৭) ব্রহ্মপুত্র বিষ্ণুক্সেন অনাগত মহু-দের অত্মতম । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ । (৮) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে নারায়ণ বিষ্ণুস্রষ্টার গৃহে বিহুটীর গর্ভে বিষ্ণুক্সেন নামে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শত্ৰুর সহিত সখা করেন । ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ । (৯) ভরত-বংশীয় পারের পুত্র নীপ । নীপের তনয় ব্রহ্মদত্ত । তৎপুত্র বিষ্ণুক্সেন তিনি জৈগীষব্যোর উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বিষ্ণুক্সেনের তনয় উদক্সেন । ভাগ-৯ঙ্ক-২১ । (১০) মদ্ররাজ বিষ্ণুক্সেমের কস্তা, কাশীরাজ

- জয়সেনের পত্নী ছিলেন । স্বন্দ নাগ-বিস্কুর্জি—যাতুধানাথজ্ঞ অত্মতম রাবস ।
 ১৭৭ । (১১) ত্রীকৃষ্ণের অত্মতম পার্শ্বদ । আপ ও বধ দেখ ।
- স্বন্দ-প্রভা দ্বার-৩২ । (১২) বিষ্ণুর মস্তুর বিহঙ্গ—ঐরাবত কুলজাত জনৈক নাগ ।
 নাম বিষ্ণুসেন । বিষ্ণুর আদেশে তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট
 নরপতি হেমকান্তকে যমদূতগণের হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।
- হস্ত হইতে উদ্ধার করেন । স্বন্দ-বিহঙ্গম—(১) খর ও দুষণ লাভদ্বয়েব
 বিষ্ণু বৈশা-১০ । হেমকান্ত দেখ । অন্তর্গামী দাদশ জন বাবস বীরের
 (১৩) পুরুবংশীয় নবপতি ব্রহ্মদেবের অত্মতম । তিনি রাম হস্তে নিহত হন ।
 পুত্র । তাঁহার তনয় দণ্ডসেন, দণ্ডসেন হইতে ভ্রাতৃ জন্মগ্রহণ করেন ।
 হরি-হরি ২০ । (১৪) শব্দর অমুরেব নামে প্রখ্যাত হন । ঐ সময়ে ইন্দ্রেব
 অত্মতম তনয় বিষ্ণুসেন ত্রীকৃষ্ণ তনয় একাদশ (ধন্য-
 প্রহ্মার হস্তে নিহত হন । হরি বিষ্ণু নাম বৃষ । বৃহস্পা ৩৭ ; ভাগ ৮ঙ্ক ১৩ ।
 ১৬১, ১৬২ । (১৫) বিষ্ণুজ্যোতীর অত্ম-বিহঙ্গমগণ ধন্যসাবর্ণ দেখ ।
- তম দ্বারপাল । মহাদেবকে বিষ্ণু-বিহবা (১) অগ্নিদেব একজন ময়ূহষ্টা
 পুরীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া স্মৃতি করিয়া কতিপয় অক্‌মদ্ব বচনা
 তিনি শিবামুচর কর্তৃক নিহত হন । করেন । অক্ ১০:১২৮ । (২) মহাবাহু
 পরে বিষ্ণুর প্রার্থনায় মহাদেব তাহাকে শর্গাতির বংশে বক্রাব তনয় বিহবা ।
 পুনর্জীবিত করেন । কৃষ্ণ-পৃ ৩১ । তৎপুত্র বিততা । মহাভা অণু ৩০ ।
 বিসটা—অককাসুরের রক্তপান করিবার বক্রা দেখ ।
- জ্ঞাত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক বিহুগু—বিহুগু নামক মহাবাহু দৈত্যেব
 মাতৃকা । ম২-১৭৯ । পুত্র । নভ্য কর্তৃক পিতৃনিধন বার্তা
 বিসর্গ—মহাদেবের অত্মতম নাম । শুনিয়া বিহুগু দেবগণকে নিধন করি
 মহাভা অণুশা ১৭ । শিবের সহস্র বার জ্ঞাত বোরতন তপস্যা করিতে
 নামের তালিকা ঐ অধ্যায়ে আছে । অগ্রস্ত করেন । দেবগণ তাহাতে ভীত
 বিস্টা—বিষ্ণুসেন (৮) দেখ । হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন । তখন
 বিস্তর—মহাদেবের অত্মতম নাম । বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া
 বিসর্গ দেখ । বিহুগুকে মোহিত করিয়া বধ করেন ।
- বিস্তার—মহাদেবের অত্মতম নাম । পদ্ম ভূমি-১১৮ --১২১ ।
 বিসর্গ দেখ । বীক : পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবার চারি পত্নীর

অন্ততম। তিনি ও তাঁহার সপত্নী
পুষ্পোৎকটা, উভয়েই মালাবানের কন্যা
ছিলেন। স্বন্দ প্রভা-প্রভা-২০। পুষ্পোৎ-
কটা ও বিশ্ববা দেখ।

বীক্ষর—দক্ষের চতুর্থ কন্যা। দনায়ুর বীর-
ভদ্র, বীক্ষর, রস ও বৃত্ত নামে চারিটি
পুত্র হয়। তাহাদের প্রত্যেকের এক-
শত করিয়া পুত্র জন্মে। কালিকা-
৩৪। দনায়ু ও বীক্ষর দেখ।

বীক্ষিত—করকমেব পৌত্র। তৎপুত্র
মরুভ। মহাভা অমুশা-৩৭। কবন্ধম,
অবীক্ষিত ও অবীক্ষিত দেখ।

বীজ—বিষ্ণুর গুহজাত দশ জন বিধ-
দেবগণেব অন্ততম। মং-২০৩। কালি-
কাম ও বিধদেবগণ দেখ।

বীজবাপী—আত্র-বংশীয় দাক্ষি, বলি,
পর্দাব, উর্ণনাভি, শালাদানি, বীজবাপী
শ্রীরাধ, মোক্ষকেশ, গবিষ্ঠাব ও ভলন্দন,
এই সকল গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের
আম্বেষ প্রবর তিনটি যথা—অত্রি,
গবিষ্ঠির ও পূর্নাক্রি। মং-১১৭।

বীজবাহন—মহাদেবের অন্ততম নাম।
মহাভা অমুশা-১৭। মহাদেবের সহস্র
নাম এই অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বীজবাপা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করি
বার জন্য মহাদেব কড়ক সৃষ্ট জনৈক
মাতৃকা। মং-১৭২।

বীজহরা—যম-পত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল
দর্শন করায় সেই গর্ভে নিশ্মাষ্টির জন্ম
হয়। দুঃসহের ঔরসে নিশ্মাষ্টির গর্ভে,

অঙ্গধুক প্রভৃতি আট পুত্র ও বীজহরা
আদি আট কন্যা জন্মে। ঐ কন্যারা
অতিশয় লোকের অনিষ্টকারিণী।
তাহাদের বীজহরা ও স্মৃতিহরা নামী
অপরা কন্যা অধিক মন্দকারিণী। মার্ক-
৫১। অঙ্গধুক দেখ।

বীতময়—নরপতি পুরুর বংশে প্রাচী-
ন্থয়ের তনয় মনস্বা। তৎপুত্র বীতময়।
বীতময়েব তনয় শুক্ল। অগ্নি-২৭৮।
প্রাচীযন্ত্র দেখ।

বীতমত্না—বীতমত্না নামে এক বেদ-
বেদান্তপারগ গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ ছিলেন।
তাহার পত্নীর নাম আত্রেয়ী ও পুত্রের
নাম উপমত্না। আত্রেয়ী দেখ।

বীতবধ—যতবংশীয় বৃহন্মৈধাব পুত্র ও
হ্রীদেবের পুত্র। তিনি মহাবল ও কদ্র
ভক্ত ছিলেন। কুম্ভ-পূ-২৪।

বীতহবা--(১) জনক নরপতি সুনয়ের
পুত্র। তাহার তনয় সঙ্কর। সঙ্করেষ
অংকুর ক্ষেমাথ। বিষ্ণু ৪র্থ-৫। (২)
হুগু, কাবা, প্রচেতা, অঙ্গপ, বীতহবা,
দধীচ, উরু, জমদগ্নি, বিহু, সারস্বত,
পৃথু, আদ্রষণ, সুনৈধা, দিবোদাস,
পদ্মাত্ত, গুৎসমদ ও নভ, ইহারা ময়-
বেদী ঋষি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। বায়ু-
৫২। একাণ্ড-পুরাণে (৬৫-অঃ) এই
তালিকাটি সামান্য পরিবর্তিত ভাবে
পাওয়া যায়। (৩) জনক বংশীয় ঋতের
তনয় সুনয়, তৎপুত্র বীতহবা। বীত-
হবোর তনয় ধৃতি, ধৃতির আত্মজ বহু-

লাব। বায়ু-৮৯। ধৃতি দেখ। ভাগ-বত (৯৯-১৩-অঃ) মতে ঋতের তনয় শুনক। (৪) ঋগ্বেদের একজন মনুজ্ঞা ঋষি। তিনি অন্ধিরার পুত্র। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬।১৫। (৫) প্রজাপতি মনুর ঔরসে শর্গাতি জন্মগ্রহণ করেন। শর্গাতির তনয় বৎস। বৎসের তনয় হৈহয় বীতহব্য নামে খ্যাত। তাঁহার দশ পত্নীর গর্ভে যুদ্ধ-বিশারদ একশত পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা বারাণসীরাজ হর্ষাণ্ড ও তৎপুত্র সুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সংহার করেন। সুদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দিবোদাস বারাণসীর সিংহাসনে অধি-
 রাহণ করেন। তাঁহাব সহিতও বীতহব্যের পুত্রগণের যুদ্ধ হয়। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ভরদ্বাজের শরণা-
 পন্ন হন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এক পুত্রোৎপাদক যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে প্রতর্দনের জন্ম হয়। প্রতর্দন পিতা দিবোদাসের নিকট অনুমতি পাইয়া বীতহব্যের পুত্র-
 গণকে সংগ্রামে আহ্বান করেন ও সময়ে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। বীতহব্য তখন পলায়ন করিয়া ভৃগুশূনির আশ্রমে আশ্রয় লন। প্রতর্দন ও তথায় বাহিয়া বীতহব্যকে পরিত্যাগ করিবার অগ্রে ভৃগুশূনিকে অনুবোধ করেন। ভৃগুশূনি বীতহব্যের প্রতি কৃপাপরবশ

হইয়া প্রতর্দনকে বলিলেন, “আমার এই আশ্রম মধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ।” ভৃগুর এই বাক্যের প্রভাবেই বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বীতহব্যের অপর এক পুত্র গুৎসমদ। মহাভা-অনুশা-৩০।

বীতহোত্র—(১) যজ্ঞধ্বজ নামক চন্দ্র-
 বংশীয় বিষ্ণুভক্ত নরপতির মন্ত্রী। তিনি রাজার নিকট নিত্য বিষ্ণু-মন্দির-
 সম্ভারজন ও তথায় দীপদানের ফল শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ হন।
 বৃহদা ৩৭। (২) প্রিয়ব্রতের সাত-
 পুত্রের অগ্ৰতম। তিনি পুষ্করদ্বীপের
 আদিপতি ছিলেন। বীতিহোত্র দেখ।

বীতিন—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি-
 দের অগ্ৰতম। তাঁহাদের আশ্রয়ে
 প্রবর পাঁচটা যথা—ভৃগু, চাবন, আগ্নি-
 বান, ঔর্ক ও জমদগ্নি। মৎ-১১৫।

বীতিমান—বৈবস্বতমনুর দশ পুত্রের অগ্ৰ-
 তম। অবশ দেখ।

বীতিহব্য—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি-
 দের অগ্ৰতম। তাঁহাদের আশ্রয়ে প্রবর
 পাঁচটা—ভৃগু, চাবন, আগ্নিবান, ঔর্ক
 ও জমদগ্নি। মৎ-১১৫।

বীতিহোত্র—(১) কান্তবীর্জাজ্ঞেনর-বংশে
 তালজজ্ঞের শত পুত্র ছিল। তাঁহাদের
 বীতিহোত্র আদি পাঁচ বংশ প্রখ্যাত।
 অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১২; মৎ-৪৩।
 তালজজ্ঞ দেখ। (২) শুরসেন-বংশীয়দের
 রাজত্বের অবসানে বিংশতিজন বীতি-

হোত্র-বংশীয় নরপতি মগধে রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। (৩) কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন নরপতির শত পুত্রের মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ জন মহাত্মা ছিলেন। শূরসেনের তনয় জয়ধ্বজ। জয়ধ্বজের পুত্রগণ তালজয় নামে খ্যাত ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত। বিষ্ণু-৪র্থ ১১ ; সৌর-৩১।

(৪) গাতীর সংখ্যাসারে গো-পালক-দিগের নন্দ, উপনন্দ, বৃষভাসু প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ ছিল। বীতিহোত্র, অঘি-ভূক্, সাধ, ত্রীকর, ক্ষত, গোপতি, ব্রজেশ, পাবন ও শান্ত, ইহারা ব্রজপুরে উপনন্দদের অগ্রতম ছিলেন। গর্গ-গোল-১৮। অঘিভূক্ দেখ। (৫) নৃপতি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অগ্রতম। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রমণক ও ধাতকের নামে ঐ দ্বীপ দুইখণ্ডে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৭। প্রিয়ব্রত দেখ। (৬) মনুবংশীয় নরপতি ইন্দ্রসেনের পুত্র। বীতিহোত্রের সত্যশ্রবা। ভাগ ৯ঙ্ক ২। (৭) ধৰ্ম্মবংশীয় স্ককুমারের পুত্র। ৩৭পুঃ ভর্গ, ভর্গের তনয় ভাগ্‌হুম। ভাগ ৯ঙ্ক ১৭। (৮) তালজয় তনয় বীতিহোত্রের আশ্বজ বৃষ। ঐস তনয় মধু। বীতিহোত্রের অপর এক পুত্রের নাম নষ্ট। লি-৬৮।

বীর—(১) বিজ্ঞাতিগণের পূজা অধি-সকলের মধ্যে দহন নামধেয়; অধির

পুত্র সহিত। তিনি অদ্বুত নামেও পরিচিত। ৩৭পুত্র বীর, বীরের পুত্র বিবিধাঘ্নি। মৎ-৫১। অর্ক দেখ। (২) বিশিষ্ট প্রজাপতির পত্নী অযোনিজা শত-রূপা। তিনি বৈরাঙ্গপুরুষ হইতে বীর নামক পুত্র প্রসব করেন। বীর হইতে কামা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় লাভ করেন। হরি-হরি-২। (৩) যজ্ঞবংশীয় গজিমের দুই পুত্র বীর ও অশ্বহনু। হরি-হরি-৩৪। অনাযুক্তি দেখ। (৪) নরপতি উপরিচর বহুর পত্নী গিরিকা বিশিষ্টের পরিচর্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ, বীর, যজ্ঞ, প্রতাপগ্রহ, বল ও মৎস্যকালী নামে সাত পুত্রের জননী হন। অঘি-২৭৮। গিরিকা ও প্রতাপগ্রহ দেখ। (৫) নাগজিতীর গর্ভ-জাত ত্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অগ্রতম। তিনি অশ্বাশ্ব ভ্রাতৃগণসহ প্রহ্মায়ের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব ২৮। নাগজিতী দেখ। (৬) কশ্যপ-পত্নী দনায়ুর গর্ভজাত অগ্রতম পুত্র। মহাভা আদি-৬৫। দনায়ু দেখ। (৭) দ্বতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অগ্রতম। তিনি কুব্জক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) তামস মনুস্তরে তিনি অগ্রতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক ১। তামসমনু দেখ। (৯) কলিঙ্গ-রাজ চিত্রাঙ্গদের কণ্ঠার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজহাবর্গের অগ্রতম। মহাভা-শান্তি-৪। (১০) ত্রীকৃষ্ণের অগ্রতম।

পত্নী কালিন্দীর গর্ভে, শুক, কবি, বৃষ, বৌর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সৌমক নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১। কবি ও দর্শ দেখ। (১১) বহু নামক নিষাদের পুত্র। একবার নিষাদ কুপিত হইয়া পুত্রকে বধ করিতে উত্তম হন। কিন্তু বিষ্ণু অহুগ্রহে বীর রক্ষা পান। স্বন্দা বহু-বেহু ৯।

বীরক—(১) মহাদেবের তৈনৈক অম্বচর। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৩; মং ১৫৪। অক্ষকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ কালে তিনি শিব কঙ্কক অস্ত্রতম সেনাপতি নিযুক্ত হন। শিবদম্ম-৪। শিব ও পার্বতীর বরে তিনি পৃথিবীতে কুম্ভমে-শ্বর নামে খ্যাত হন। স্বন্দ আবেচহু ৩৮। তিনি পার্বতীর আঁত প্রিয়পাত্র ছিলেন মং-১৫৫ নরপতি উশানসের-বংশে শিবিরাজের পুত্রদভ-বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নামে চারি কলাগকর সুশোভন জনপদ হইয়াছে। অগ্নি ২৭৭। (৩) বষ্ঠ (চাকুল) মন্ত্র সময়ের চর্গায়, বাবক পত্নীর দ্বিগু ছিলেন। ভাগি ৮৫৫। চাকুলমন্ত্র দেখ।
বীরকা—প্রজাপতি মন্ত্র ব্রহ্মসে বাবকা নাম্নী নারীর গর্ভে প্রিয়বত ও উদান পাদ জন্মগ্রহণ করেন। শিবদম্ম ৫৩।
বীরকেতু—অযোধ্যাপতি বীরকেতু নৃসিংহের পরামর্শে মহাকাল বনে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া চক্রবর্তীর প্রাপ্ত হন। স্বন্দ আবেচহু-৭৩।

বরগুপ্ত—চক্রপ্রভা নামক রাজর্ষির পুত্র চিত্রধ্বজ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ত্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্ত দুঃসাধা তপস্তা করিয়া বীরগুপ্ত নামক গোপের চিত্র-কলা নামক কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা ৪১।

বীরজিৎ—মাগধ বংশীয় সত্যজিৎ ৮৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর বীরজিৎ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ৭৫৫ অরিস্ত ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু ৯৯।

বীরণ (প্রজাপতি)—(১) ঠাট্টার কন্যা অসিক্রীকে দক্ষপত্নীপতি বিবাহ করেন। হরি হরি ৩; শিবদম্ম ৫৪। অসিক্রী দেখ। (২) ঠাট্টার কন্যা পুষ্করিণী স্বায়ম্ভুবমন্ত্র বংশধর চক্রর ব্রহ্মসে চাকুলমন্ত্রকে প্রদান করেন। কুম্ভ পু-১৪। (৩) বাবণ প্রজাপতি, সনৎকমা-রের নিকট সনাতন দম্ম শিক্ষা ক্রিয়য়া স্বায় পুত্র বৈভাকে উচ্চ প্রদান করেন। মহাভা শান্তি ৩৯৯।

বাবণক—নাগবাজ ব্রহ্মদেব বংশীয় জনৈক নাগ। মহাবাক জনমেজয়েন মপ্নবদে তিনি বিনষ্ট হন। মহা-না আদি ৫৭।
বাবণী—মহাঋষি ব্রহ্মদেবের পঞ্চদশ জন বাজি নামে খ্যাত শিষ্যের অন্যতম। রক্ষা-৬৭; বায়ু ৩১। আদিব ও পরা যুগ দেখ।

বীরভায়—নরপতি বীরভায়, স্বায় শিষ্যপুত্র

ভূরিহাসকে হারাইয়া অতিশয় শোকা-
কুল হন । তিনি মহর্ষি ক্রুশের উপদেশে
সাস্তুনা লাভ করেন ও পুত্রকেও পুনঃ-
প্রাপ্ত হন । মহাভা-শান্তি-১২৭—১২৮ ।

বীরধন্বা—প্রতিষ্ঠান নগরাধিপতি রাজা
বীরধন্বা যুগয়ায় যাঁইয়া সংবর্ত্ত ঋষির
যুগ-রূপী পঞ্চাশৎ পুত্রকে বধ করিয়া
এক হত্যা পাপে লিপ্ত হন । পরে
তিনি দেবরাতমুনির পরামর্শে বরাহ-
ঋদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া সত্যলোকে
গমন করেন । ববাহ-৪১ ; ঋক-আব-
চতু-২৮ ।

বীরপতি—বিষ্ণু বেঙ্কটাচলে বীরপতি
নামে কথিত হন । ঋক-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৪ ।

বীরবন্মা—(১) ঋকপী নারদের গর্ভে
তালদ্বজের ঔরসে বীরবন্মা ও হৃদমা
নামে দুই পুত্র জন্মে । দেবীতা-৩৮-
২৯ । (২) কুরুবংশের উপকারক বীর
বন্মা নরপাতকে ভীমসেন নিহত
করেন । ঋক-মাহে-কুমা-২ । (৩)
মোচিনী নামী এক বেণ্ডা প্রমাণ
নাগের জলপান করিয়া সেই পুণ্য
পভাবে দাবিড় দেশের বীরবন্মা নৃপা
মহিমায় হইরাছিল । পদ্ম-উ-২২০ ।

বীরবাহু—(১) মহাদেবের অস্ত্রতম বন
পদ্ম ভূমি ১০২ । (২) কালকাত্যাব অদি
একজন বানর দলপতি । বামা কাল
৩৩ । তিনি লক্ষা সমরে উপস্থিত
ছিলেন । রামা-লক্ষা ৪১ । (৩) মহা
রাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অস্ত্রতম
মহাভা-আদি-৬৭ ।

বীরবক্রম—যে জন দক্ষিণ কর প্রদান
পূর্বক সত্য করিয়া তাহা প্রতিপালন
করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ।
বীরবক্রম নামে এক শূদ্র এক ব্রাহ্মণ-
বেশী চণ্ডালকে দক্ষিণ কর প্রসারিত
করিয়া কথ্য দান করিতে প্রতিজ্ঞত
হন । জ্ঞাতিগণের নির্দয়তাশয়েও
তিনি সত্যচ্যুত হন নাই । সেই পুণ্য-
ফলে তিনি শরীরে বিষ্ণুরূপে আরোহণ
করিয়া স্বর্গে গমন করেন । পদ্ম-স্বর্গ-
৪৯ ; পদ্ম-ব্রহ্ম-২৬ ।

বীরবত—মহুবংশীয় নৃপতি মধুর ঔরসে
ও তদীয় ভাৰ্য্যা সুমনাব গর্ভে তিনি
জন্মলাভ করেন । তাঁহার পত্নী ভেজা,
মহু ও প্রমহু নামে দুই পুত্র প্রসব
করেন । ভাগ-৫৮-১৫ ।

বীরভদ্র—দক্ষ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়া
ক্রুদ্ধ শিব দেবগণের প্ররোচনায় দক্ষ-
যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্ত, প্রবল পরা-
কাশ এক গণাধিপতির সৃষ্টি করেন ।
ঐ বীরভদ্র দীপ্তিশীল এবং সহস্র সহস্র
অনিদ ও চক্ষুর্বাশিষ্ট হইয়াছিলেন ।
তিনি সহস্রমুদগর, সহস্রশর এবং দীপ্ত
কাষ্মুকধারী । তাঁহার হস্তে শূল, টক
ও গদা ছিল । তাঁহার শিরোদেশ অন্ধ
চন্দ্রাবার ভূষিত ছিল । তাঁহার দস্ত অতি
করাল ; মুখ ও উদর অতি মহৎ ।
তাঁহার চারিদিকে অগ্নিশিখার ছায়
তেজঃপুঞ্জ নিগত হইতেছিল । তিনি স্বীয়
তেজোরশিতে দেদীপ্যমান হইয়া

প্রলয়কালীন অগ্নির মত বোধ হইতে-
 ছিলেন। তিনি সাহুচর দক্ষযজ্ঞে
 উপস্থিত হইয়া যজ্ঞশালা বিধবস্ত, যজ্ঞ-
 দ্রব্যাদি বিপর্যাস্ত, দক্ষসাহুচরদিগকে
 প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতে
 লাগিলেন। তিনি দক্ষের মন্তক ছিন্ন
 করিয়া, দক্ষ পত্নীদিগকে হস্ত ও পান
 দ্বারা প্রহার করিয়া সকলকে বাতিবাস্ত
 করিয়া তুলিলেন। তখন দেবতাদের
 প্রার্থনায় বিষ্ণু আসিয়া বীরভদ্রকে
 নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান ও তত্প-
 লক্ষে বিষ্ণুর সহিত বীরভদ্রের ঘোরতর
 যুদ্ধ হয়। কিন্তু বীরভদ্রের হস্তে তিনিও
 পরাজিত হইয়া দেবগণসহ পলায়ন
 করিতে বাধ্য হন। অবশেষে উপদ্রাশুর
 না দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া বীরভদ্রকে
 স্তুতি করিয়া তাহার ক্রোধ শাস্তি
 করেন। বীরভদ্র ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট
 হইয়া নিগড়াবদ্ধ দেবগণকে মুক্তি দিয়া
 তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট উপস্থিত
 করেন। বীরভদ্রের এইরূপ বীরত্ব ও
 প্রভুপরাগণতার পরিচয় পাইয়া, পার্বতী
 সহস্র সহস্র নানাবিধ বর প্রদান করেন।
 বৃহদ্ধ-মধ্য-৮; ত্রীমতাভা-১০; বায়ু ৩০;
 শিব-বায়ু-পু ১৭—২০। (২) বীরভদ্র
 মহাদেবের ক্রোধ হইতে জন্মগ্রহণ
 করেন। সৌর-৭; ব্রহ্মা-৩১। (৩)
 সতীর দেহত্যাগের পর হরজটা হইতে
 বীরভদ্র উৎপন্ন হন। দেবীভা ৭৬-৩০।
 (৪) বীরভদ্র, ত্রিপুর বিনাশের সময়ে

মহাদেবের সহিত গমন করেন। সৌর-
 ৩৫। (৫) বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ,
 অজৈকপাদ, অহি, বৃষা, পিনাকী,
 ভুবনাধিষ্ঠার, কপালী, স্থাপু ও ভগ,
 ইহারা একাদশ রুদ্র নামে কথিত হন।
 পদ্ম-উত্ত-৫। একাদশ রুদ্র, অজৈক-
 পাদ ও পিনাকী দেখ। (৬) মহাদেবের
 সহিত জালন্ধরদেবের যুদ্ধকালে বীরভদ্র
 শিবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পদ্ম-
 উত্ত-১৩—১৭। (৭) একবার কুবের
 কৈলাস শৈলের উত্তর ভাগে এক
 বৈষ্ণবী যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন। বীর-
 ভদ্র সেই যজ্ঞের রক্ষা কাণ্ডে নিযুক্ত
 ছিলেন। গর্গ দ্বারা ১০। (৮) একবার
 নীল নামক এক দৈত্য গজরূপ ধারণ
 করিয়া মহাদেবকে আক্রমণ করে।
 মহাদেবের আদেশে বীরভদ্র তাহাকে
 বধ করিয়া তাহার নীলবর্ণ চন্দ্র শিবকে
 প্রদান করেন। তিনি তাহা বস্ত্রবৎ
 পরিধান করিয়া, তদবধি কৃষ্ণবাস
 হইয়াছেন। বরাহ ২৭। (৯) দক্ষকণ্ঠা
 দনায়ুর গর্ভজাত অত্যন্ত মূঢ়। দনায়ু
 ও বীক্ষর দেখ। (১০) শিবাত্মক বীরভদ্র
 মহাদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হন।
 মহাভা-শান্তি ২৮৪। (১১) দক্ষ বিনা
 শার্থ কৈলু শূলপাণির লগাট হইতে এক
 শ্বেদবিন্দু নিপাত্ত হয়। উহা সপ্ত
 পাতাল ভেদ করিয়া সপ্ত সাগর দক্ষ
 করে। পরে ঐ শ্বেদবিন্দু অগ্নিতে কর-
 চরণে অদ্বিত হইয়া, অনেক বক্তৃতা

যুক্ত এক ভীষণাকার বীরভদ্রাখ্য ভূতাকারে পরিণত হইল । ঐ বীরভদ্র ভূতল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষযজ্ঞ স্বংস করিয়া রৈলোকা দহনে সমুত্তত হইলে শিব তাহাকে নিবেদন করিয়া বলেন, “লোকদাহ কস্মে তোমার প্রয়োজন নাহি । তুমি শান্তিপথ গ্রহণ করিও । আমার বরে জনগণ তোমায় দেখিবে ও পূজা করিবে । তুমি অস্মারক আখ্যা প্রাপ্ত হইবে এবং দেবলোকে তোমার অধিত্য রূপ হইবে । তোমার দিনে চতুর্থী তিথিতে যে ব্যক্তি তোমার পূজা করিবে, তাহার রূপ, আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য হইবে ।” শিব এই কথা বলিলে কামরূপী বীরভদ্র শান্তি আশ্রয় করিল । মং-৭২ । (১১) শিবানুচর বীরভদ্র একবার শরভরূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর নৃসিংহদেহকে পরাজিত করিয়াছিলেন । লি-৯৬ ।

বীরভদ্রেশ্বর—(১) প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত কল্ললিঙ্গ ত্রেতা যুগে বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গ নামে ; এবং কলিতে ভূতেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ । পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রেতহ মুক্তির জন্ত তিল, স্বর্ণ ও পিণ্ড প্রদান করিতে হয় । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৭ । (২) কাশীস্থিত বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গের দর্শন মাে বীর সিদ্ধি হয় । স্বন্দ কাশী-উত্ত-৫৫ ।

বীরভাণ্ড — রাধিকার অগ্রতম দার-রক্ষক । প্রক্ষবে-কৃষ্ণ-৫ ।

বীরভূষা—রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে তিনি অগ্ন্যাগ্ন রাজগণের আশ্রয় তাঁহার স্বামীসত্যবানের সহিত অশ্ব-প্রক্ষালনার্থ উদক আনয়ন করিবার জন্ত গমন করেন । পদ্ম-পাতি-৩৭ ।

বীরমাণি—(১) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, তিনি অগ্ন্যাগ্ন রাজগণের আশ্রয় মণ্ডিবী শতবর্তীর সহিত অশ্ব-প্রক্ষালনার্থ সলিল আনয়নের জন্ত গমন করেন । পদ্ম-পাতি-৩৭ । (২) দেব-পুত্রাবিষপতি বীরমাণি দেশ পর্যাটনকারী যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করেন । তৎকালে শক্রয় ও তদানুচরদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি ভরত-পুত্র পুঙ্কলের হস্তে পরাজিত হন । পদ্ম-পাতি-২৩ ।

বীরমদন—জৈনক রামানুচর । তিনি শক্রয়ের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া তাঁহার মুহিত দেশ পর্যাটন করেন । পদ্ম-পাতি-১৫ ।

বীরমাধব—কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পূর্ব-ভাগে বীরমাধব নামক শিব আছেন । যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ঐ স্থানে পূজা করে তাহাকে কালের কঠোর যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয় না । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৩১ ।

বীরপথ—পুরুষলৌয় নৃপঞ্জয়ের তনয় বীরপথ । বায়ু-৯৯ । নৃপঞ্জয় দেখ ।

বীরশম্মা—(১) বীরশম্মা নামক ব্রাহ্মণের এক জনক্ষণাবিত কথা ছিল । তজ্জন্ত দেবকালে তাহার বিবাহ হয় নাই ।

তজ্জন্ত ঐ কন্তা বৈরাগাযুক্ত হইয়া অতি সংযত জীবন যাপন করিতেন । বৃদ্ধাবস্থায় এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তাহার পাণিগ্রহণ করেন । ঐ কন্তা পতিকে বংশ-কুটীরে স্থাপন করিয়া তীর্থে তীর্থে স্নান করাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন তাহাতেই ঐ ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগ দূর হয় । তিনি তাঁহার পাতিব্রতা প্রভাবে সূর্য্যোদয় রোধ করেন । পরে তিনি দেবগণের প্রার্থনায় সেই বাধা নিরাকৃত করেন ; স্বন্দ-নাগ-৩৫ । (২) বীর-শর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নানে গমন কালে শুদীর গভবতী পত্নীকে তোণ্ডমান-রাজের আশ্রয়ে রাখিয়া যান । তিনি তীর্থ স্নান করিয়া ফিরিবার পূর্বেই ব্রাহ্মণী কালগ্রাসে পতিত হন । ব্রাহ্মণ প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত করিবার জন্ত রাজাকে অনুরোধ করেন । রাজা স্ত্রীনিবাস দেবের প্রসাদে ব্রাহ্মণীকে পুনর্জীবিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্গ-১০ ।

বীরসিংহ— দেবপুরাণিপতি বীরমণির ভ্রাতা । অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে সূর্য দেশ পর্যাটন কালে সাহুচর শত্রুসৈন্য সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় । পদ্ম-পাতা-২৫ ।

বীরসেন—(১) ইক্ষাকু বংশীয় জটনক নরপতি । তাঁহার পুত্রের নাম নল । মৎ-১২ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (২) কলিযুগাবসানে নিষং দেশে মহাসেন পুত্র বীর-

সেন পরম দুষ্কর তপস্তা করিয়া শক্রের দিকট পাপ্তপত অস্ত্র লাভ করেন । শিব-জ্ঞান-৫৬ । (৩) ভিল্লবংশীয় আহক, নৈষধরাজ বীরসেনের তনয় নলরূপে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পত্নী আহকী দময়ন্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেন । শিব-জ্ঞান-৬১ । (৪) ইক্ষাকু-বংশীয় অহীনগুর তনয় সহস্রান, তৎপুত্র বীরসেন । শিব-দশম-৬১ । (৫) কোশল-রাজ দ্ববসাকির দুই পত্নী ছিল । প্রথমা কলিঙ্গরাজ বীরসেন কন্তা মনোরমা, দ্বিতীয়া উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ-দুহিতা লীলাবতী । মনোরমার গর্ভজাত পুত্রের নাম সুদর্শন । দ্ববসাকির মৃত্যুর পর মনোরমার মন্ত্রণা করিয়া ছোষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সুদর্শনকে রাজ্যসন প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন । তৎপ্রবনে উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ তাঁহার দোহিতা শত্রুজিতের স্বার্থপরতার জন্ত কোশলে উপস্থিত হন এবং যুধাজিৎ ও বীরসেনের মধ্যে সংগ্রাম হয় । তাহাতে বীরসেন নিহত হন । দেবীভাগ-৩৯-১৪, ১৫ । (৬) কোশলাধিপতি বীরসেন সিংহলরাজ কন্তা মন্দোদরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিপ্রার্থনা করেন । কিম্বদন্তোদরী বিবাহে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি বিফল মনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন । দেবীভাগ-৫৯-১৭ । (৭) অবন্তী দেশে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি

নন্দাদি তীরে রাজস্বয় যজ্ঞ করেন । তন্ত্ৰিণ তিনি ষোড়শ অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন । মরণান্তে তাঁহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় । পদ্ম উত্ত-১২৮ । (৮) নিষধপতি বীরসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রহরকে কর দিয়া বশতা স্বীকার করেন । গর্গ-বিখ-১৮ । (৯) বীরসেন নামক এক অপুত্রক রাজা বাঁজবক্য মুনির পরামর্শে বৈশাখা শুক দ্বাদশী রাত অশ্রদ্ধান করিয়া মৃগ দর্শন করেন । বন্য-৮৩ । (১০) চেন্দাবাজের অধিপতি । তাহার কন্তার নাম ভাতি মতি । স্বন্দ-আব-৫৩ । (১১) কাশীরাজ জরসেনের পত্নী পদ্মাবতী পুত্রজন্মে কুসুমধূব নিবাসী বাবসেন নামক বর্ণকেব কন্তা ত্রিলেন । স্বন্দ-নাগ-১৭৭ । পদ্মাবতী দেখ ।

বীবহোত্র ভাগবত নবপাতির হৈহর নামে খ্যাত শত পুত্রেরা, বাবহোত্র ভোজ, অর্বাচি, তুণ্ডাবক ও ভাতিভোজ এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত । হৈহর-বংশধর পাঁচ জন প্রদান বাক্তব নামানুসারেই এই পাঁচ জন প্রদাত হয় । বায়ু-৯৪ । তালজ্ঞান দেখ ।

বীরা—বীষাচন্দ্র কন্তা বীরা স্বয়ম্বর সভায় মহারাজ করক্ষমকে পরিত্যে বরণ করেন । বীরার গর্ভে অবাঞ্ছিত জন্মগ্রহণ করেন । তিনি অতি পুণ্যবতা নারী ছিলেন এবং মহৎ তপস্যাচরণ করিয়া স্বামীর সালোক্য প্রাপ্ত হন । মাক-১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১ ।

বিরিণী—(১) ঋবের পৌত্র বিপুল্লয়ের ঔরসে ব্রহ্ম-দৌহিত্রী বীরিণীর গর্ভে চক্ষু নামে এক পুত্র জন্মে । এই চক্ষু হইতে বীরণ নন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মমু উৎপন্ন হন । নব-৪ । বীরণ দেখ । (২) ব্রহ্মার বামাস্তৃষ্ঠ হইতে বীরিণী ও অসিক্তী নামে বিখ্যাত দক্ষ পত্নী জন্মগ্রহণ করেন । এই বীরিণী (অথবা অসিক্তী) র গর্ভে নাবদ জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৬, দেবীভা-৭৪১ । নাবদ ও দক্ষ দেখ । (৩) বীরিণীর গর্ভে দক্ষের সক্ষম অর্থাৎ অভিসন্ধি মায়ে (অগো-নিজ্য) মহানামা উৎপন্ন হন । তিনিই ঐতা দক্ষকটক সভা নামে অভিহীত হন । কালিকা-৮ । (৪) বীরিণীর গর্ভে দক্ষের ষাটটি কন্তা জন্মে । দক্ষ তাহাদের মধ্যে দশটি ধম্মকে, ত্রয়োদশটি কল্লকে, সাতাইশটি চক্রকে, চারিটি আবষ্ট্রনমকে, দুইটি ব্রহ্মার পুত্রকে, দুইটি অঙ্গির মুনির ও দুইটি বন্য মুনির গান করেন । শিব-দম্ব-৫৪ ; স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৬ । দক্ষ দেখ । মহাভাবত (আদি-৭০) মতে বিরাটের গর্ভে দক্ষের পঞ্চাশটি কন্তা জন্মে । ধম্ম, দক্ষ প্রভৃতি দেখ ।

বাবেশ্বর—মূর্তি অমিত্রজিৎ তনয় কটুক প্রাপ্তিত অবস্তী ক্ষেত্রস্থিত এক শিব-লিঙ্গ । স্বন্দ-আব-চতু-৪৬ ।

বায়া—শৈব কন্তা রত্নার গর্ভে অক্রুরের উপলম্ব, বায়া প্রভৃতি একাদশ পুত্র

জন্মে। মৎ-৪৫। অক্রুর দেখ।
বীৰ্য্যচন্দ্র—বীৰ্য্যচন্দ্রের কন্যা বীরা করক-
মের পত্নী ছিলেন। মার্ক-১২২। বীরা
দেখ।

বীৰ্য্যধর—প্রিয়ব্রত-স্বত যজ্ঞবাহু শাশ্বলী
দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। শাশ্বলী
দ্বীপস্থিত বর্ণ চতুষ্টয় ঞ্জতধর, বীৰ্য্যধর,
বশুন্ধর ও যশন্ধর নামে প্রসিদ্ধ।
তঁাহারা সোমমূর্ত্তি ভগবানের উপাসনা
করিয়া থাকেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

বীৰ্য্যবতী—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত
হইলে, সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ,
সরিং, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পৰ্ব্বত
সমুদয় কর্তৃক প্রেরিত কনাগদায়িনী
মাতৃকাগণের অত্মতমা। মহাভা-
শল্য-৪৭।

বীৰ্য্যবান্—(১) দেবাসুর সংগ্রামে কাল-
নেমীর জনৈক অমৃতচর দানব। মৎ-
১৭৭। (২) সাধার গর্ভজাত দশ
জন সাধাদেবের অত্মতম। মৎ-২০৩।
সাধাগণ দেখ। (৩) উত্তমোজ্জা, দীপ্য
বান্ প্রভৃতি দশজন দক্ষসাবর্ণি মন্তুর
পুত্র ছিলেন। হরি-হরি-৭। দক্ষসাবর্ণি
ও কুনিষজ দেখ। (৪) ধনুপুত্র দ্বিতীয়
সাবর্ণি মন্তুর (অত্র নাম ভাব্য) দশ পুত্রের
অত্মতম। বায়ু-১০০। উত্তমোজ্জা দেখ।
(৫) ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণিমন্তুর অত্মতম
তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিস্কু বীৰ্য্য ও
ধৃতি দেখ। (৬) দক্ষ-কন্যা দম্বর গর্ভ
জাত অত্মতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫।

দক্ষ ও দম্ব দেখ। (৭) প্রাক্তভাগার্হ
বিশ্বদেবগণের অত্মতম। মহাভা-
অমুশা-৯১। বিশ্বদেবগণ দেখ।

সহ—সৌদাস নৃপতির পুত্রের নাম
ছিল বীৰ্য্যসহ। রামা-উত্ত-৭৮।

বীৰ্য্যহারী—হুঃসহের পত্নী নিশ্বাণীর গর্ভে
অঙ্গধুক প্রভৃতি আট পুত্র এবং স্বয়ং-
হারকরী (স্বয়ংহারী) নামী আট কন্যা
জন্মেন। স্বয়ংহারীর তিন পুত্র সর্কহারী,
অর্কহারী ও বীৰ্য্যহারী। তাহারা অপ-
বিত্র গৃহে, মন্দাচার গৃহে, অশৌচপদ-
প্রবিষ্ট পাকশালায় এবং যে সমুদয়
গোষ্ঠে বা গৃহে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়
সেই সকল স্থানে অস্ত্রায় রূপে বিহার
করিয়া থাকে। মার্ক-৫১

বৃদ্ধ—(১) বৃদ্ধরূপী বিষ্ণু দানবগণের
বিনাশার্থ নগ্ননীলগাটাদি অসদাচার
প্রতিপাদক অসং বৃদ্ধশাস্ত্র প্রণয়ন
করেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৬। (২) বিষ্ণুর
অত্মতম অবতার। বাস অবতারের
পরে বৃদ্ধ অবতার হয় ও তৎপরে রাম-
কৃষ্ণ অবতার। বৃহদ্ধ-মধা-১১। বিষ্ণু
দেখ। (৩) বিষ্ণুর বিংশ অবতার।
তিনি কলিযুগে অমুরদিগের মোহের
নিমিত্ত গয়া প্রদেশে অজ্ঞানের পুত্ররূপে
অবতীর্ণ হন। ভাগ-১ঙ্ক-৩। (৪)
বিষ্ণুর দশ অবতারের অত্মতম। তিনি
বিষ্ণুর নবম অবতার। অতীত শাস্ত্র-
মান্ পরমেষ্ঠীদেব, বৃদ্ধ বিগ্রহ পরিগ্রহ
করিলে চরাচর অধিল জগত মোহিত

হইবে । তৎকালে পুত্রগণ পিতার বাক্য
অগ্রাহ্য করিবে । বান্ধবগণ গুরুজনের
বশে থাকিবে না । সকলেই সত্য
নীচ পথে গমন করিবে, অধর্ম ধর্মকে
জয় করিবে । অসত্য কর্তৃক সত্য
নির্জিত হইবে ; চোরগণ রাজাকে জয়
করিবে ও পুরুষগণ রমণীর নিকট
পর্যত হইবে । তৎকালে অগ্নিহোত্র
নিচয় অবসন্ন হইবে, গুরুপূজা লোপ
পাইবে এবং কলিকাল উপস্থিত হইলে
মানবধর্ম অবসন্ন হইয়া যাইবে । নারী-
গণ দ্বাদশ কিম্বা দশম বর্ষেই গর্ভধারণ
করিবে এবং তাহারা প্রায়ই কন্যা
প্রসব করিবে । ব্রাহ্মণের তরুণ ও
পিঙ্গল বর্ণ হইবে । অনন্তর বিতৃ কচ্ছিক
অবতার পবিগ্রহ করিবেন । স্বন্দ-আব-
রেবা-১৫১ । (৫) কালীধামে বরাত
তীর্থের সন্নিকটে সহস্র বৃদ্ধ মূর্তি আছে ।
স্বন্দ-কালী-উক্ত-৬১ । (৬) পূর্বকালে
দ্রিড়দেশে বৃদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস
করিত । তাহার পত্নী অতিশয়
অনাচার-রতা ও ছষ্ট-স্বভাবা ছিল ।
স্বন্দ বিষ্ণু কাণ্ডি-৭ । (৭) অম্বর দলনের
কৃত্ত বিষ্ণু যখন যখনই অবতার হই-
য়াছেন, তখন তখনই দেবতাদেব যজ্ঞ
হয় । বিষ্ণুর নবম অবতारे वैपायन
যজ্ঞ পুরোহিত ছিলেন । মং ৪৭ ।

বৃদ্ধা—জনৈক অম্বর । বরাহ-২১৪ ;

শিব-বায়ু-পূ-১৫ ।

বুদ্ধি—(১) কীর্তি, গম্মী, বুদ্ধি প্রভৃতি

দক্ষের দশ কন্যা ধর্মের পত্নী ছিলেন ।
হরি-ভবিষ্য-২১৮ ; মার্ক-৫০ ; বায়ু-১০ ।
দক্ষ, ধর্ম ও প্রসূতি দেখ । (২) বিশ্ব-
রূপের শুদ্ধি ও বুদ্ধি নামী দুই কন্যা
গণেশের পত্নী ছিলেন । তন্মধ্যে
সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ ও বুদ্ধির গর্ভে
লাভ জন্মগ্রহণ করেন । শিব-
জ্ঞান-৩৬ । (৩) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের
তুষ্টিত দেবগণের অগ্রতম বুদ্ধি ছিলেন ।
বায়ু-৬৬ । উদান ও স্বায়ম্ভুবমণ্ড দেখ ।
দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার অগ্রতমা ও
ধর্মের অগ্রতমা পত্নী । বুদ্ধির তনয়
বোধ । পদ্ম-সৃষ্টি-৩ । (৪) মহেশ্বরীর
শরীরসমুচ্চা মহাশক্তিগণের অগ্রতমা ।
স্বন্দ-কালী-উক্ত-৭২ । দক্ষের ষোড়শ
কন্যার অগ্রতমা । তাহার তনয় অর্থ ।
ভাগ-৪ঙ্ক-১ । (৫) জ্ঞানের স্ত্রী বুদ্ধি,
মেধা ও স্মৃতি । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ । (৬)
দক্ষপত্নী প্রসূতির গর্ভজাত চতুর্কিংশতি
কন্যার অগ্রতমা । বুদ্ধি ধর্মের পত্নী,
তাহার গর্ভে অপ্রমাদ ও বোধ জন্ম-
গ্রহণ করেন । লি ৫ ; কুর্শ-পূ-৮ । (৭)
পঞ্চত্রিংশৎ বাঞ্জন শক্তির অগ্রতমা ।
তন্ত্রসার-২৩৯ পৃঃ । (৮) সত্যের অগ্রতম
নাম । তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ । (৯) দেবপত্নী-
গণের অগ্রতমা । তন্ত্র-৮৮৬ ।
বুদ্ধিশরীরীণী—মলয়কেতুর পুত্র মালা-
কেতুর পত্নী কলাবতীর অগ্রতমা সখী ।
স্বন্দ-কালী-পূ-৩৪ ।

বুদ্ধিস্বরূপ—মহাদেবের অগ্রতম নাম
মহাভা-আখ-৮ ।

বৃহদা— দেবারণ্যাবাসী এক অপ্সরা বিশেষ । বর্ণা দেখ ।

বৃধ—(১) চক্রেয় পুত্র । তাঁহার ঔরসে জীত-প্রাপ্ত কর্দ্দম প্রজাপতির তনয় ইলরাজার গর্ভে পুরুষবা জন্মগ্রহণ করেন । রামা-উত্ত ১০১, ১০২ ; মৎ-১২ । মার্ক-১১১ । ইল দেখ । (২) বৃহ-স্পতির জী তারাকে চক্রে হরণ কবিতা লইয়া যান । দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মাণ অনুরোধে সোম তারাকে প্রতাপন করেন । তারা বৃহস্পাতর গৃহে অগ্নিবা বৃধকে প্রসব করেন । বৃধের জাত কন্ম উপলক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ বৃহস্পাতর আলয়ে আগমন কবেন । তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া তারা, চক্রেয় ঔরসে বৃধের জন্ম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন । পরে চক্রে বৃধকে গ্রহণ কবিতা গ্রহাধিপত্য স্থাপন কবেন । এই কুমার সর্লশাস্ত্রবিদ, বুদ্ধিমান ও হস্তা শাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন । ইনার গর্ভে বৃধের পুরুষবা নামে পুত্র জন্ম । মৎ-২৪ ; দেবীভা-১৯-১১, ১২ । তাবাদেখ ।

(৩) সূর্য্য, সোম, ভোম, (মঙ্গল) বৃধ, সিত, জীব(বৃহস্পতি)(শুক) শনি, রাহু ও কেতু, ইহার লোকহিত-সাধক নবগ্রহ বলিয়া কথিত হন । মধ্যভাগে ভাস্কর, দক্ষিণে ভোম, উত্তরে জাব, পূর্বোত্তরে বৃধ, পূর্বে সিত, দক্ষিণপূর্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু এবং পশ্চিমোত্তরে কেতুকে, সূর্য্য তড়ুলধারা

বিভাস করিবে । ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, সোমের উমা, ভোমের স্বন্দ, বৃধের হরি, জোবের ব্রহ্মা, সিতের ইন্দ্র, শানির যম, রাহুর কাল এবং কেতুর চিত্রগুপ্ত । মৎ ৯৩ ; বৃহদ্ধ উত্ত ৯ । (৪) অষ্টক্রেয় প্রথম ক্রেয় পুত্র । মার্ক-৫২ । ক্রেয় দেখ । (৫) অষ্টম ক্রেয় তনয় বৃধ । ব্রহ্মা-২৮ ; বায়ু ২৭ । (৬) সূর্য্য, বিবজা, হবিমান, উত্তম, বৃধ, আদ ও সাহসু, ইহা চাক্ষুশ মনস্তত্ত্বের সম্প্রদায় । মোর ৩৩ । উত্তম, বিরজা ও চাক্ষুশমন্ত দেখ । (৭) সোমের পুত্র গ্রহ-প্রধান বৃধ রোহিণীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন । বায়ু-৬৬ । (৮) মনু-বংশীয় বেগবানের তনয় বৃধ, তৎপুত্র তৃণবিন্দু । বায়ু-৮৬ । (৯) ভবিষ্য সাবর্ণি মনস্তত্ত্ব, স্ত তপা অমিতাভ ও সূর্য্য, এই নামে দেবতাদের তিনটা গণ থাকিবে । ইহাদেব এক এক গণে বিংশতি দেবতা থাকিবেন । তন্মধ্যে বৃধ স্ত তপা নাম দেবগণের অন্তর্ভুক্ত অন্ততম দেবতা হইবেন । বায়ু ১০০ । স্মৃত দেখ । (১০) অনন্ত নামক সূনিব ঔরসে ও বৃদ্ধশম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা চাক্ষুশতীর গর্ভে জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বৃধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে বৃধ জ্যেষ্ঠ ছিলেন । ধর্ম্মসার নামক কোনও ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয় । কার্ক-২য়-৪, ৫ । (১১) গ্রহাধিপতি বৃধের বাহন ভাস নামক

পক্ষী। গর্গ-গোল-১২। (১২) সোম-পুত্র বৃধ পীতাম্বরধর এবং দিব্যভরণে ভূষিত। তাঁহার প্রভা দ্বাদশাদিত্যবৎ সমুজ্জ্বল। তিনি সর্লশাস্ত্রবিৎ এবং হস্তী-শাস্ত্রের প্রবর্তক। তিনি রাজ্য বৈজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (১৩) দক্ষের অতীতম কন্যা বৃদ্ধির গর্ভে বৃধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭। দক্ষ ও বৃদ্ধি দেখ। (১৪) নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে বৃধ অবস্থান করেন। বিষ্ণু ২য়-৭। চন্দ্র দেখ। (১৫) অত্রি-বংশীয় একজন মন্ত্রপ্রদী ঋষি। তিনি অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫। ১। ১। (১৬) কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর অতীত হইলে শূদ্রক নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ৩৩১০ বৎসর পবে নন্দরাজ্য আরম্ভ হইবে। তাঁহার ৩০২০ বৎসর পবে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য আৰম্ভ হইবে। তাঁহার পর একলক্ষ একশত বৎসরেও কিস্কিন্দ-কালান্ত্রে শক নামে বিখ্যাত রাজা হইবেন। ইহার পবে ৩৬০০ বৎসর পরে মগধ দেশে হেমসদনের ঔরসে অজ্ঞানীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে বৃধ রাজার উদ্ভব হইবে। তিনি ভূতলে প্রভূত প্রভুত্ব স্থাপন পুঙ্কক ধর্মের পালন করিবেন। ঋক্-মাহে-কুমা-৪০। (১৭) বিষ্ণু বৃধ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লোহ নামক দৈত্যকে বধ করেন। ঋক্-

মাহে-কুমা-৬৫। (১৮) এককালে দেব-মাতা অদিকি, “দেবতারা এই অন্ন ভোজন করিয়া অম্বরগণকে বিনাশ করিবেন,” মনে করিয়া তাহাদের জন্ত অন্ন পাক করিয়াছিলেন। পাক সমাপ্ত হইলে বৃধ ব্রত সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করিলেন। অদিকি দেবগণের ভোজন না হইলে অন্ন কাহাকেও অন্ন প্রদান করিতে পারিবেননা বলায় বৃধ ক্রোধ-বিশিষ্ট হইয়া, তাঁহার উদরে একটি বাথা জন্মিবে বলিয়া, অদিকিকে অতি-শাপ প্রদান করেন। মহাভা-শাস্তি-৩৪৩। (১৯) সোমের পুত্র, স্বীয় গম্ভীর বৃদ্ধির জন্ত ব্রহ্মার নিকট হইতে বৃধ এই নাম প্রাপ্ত হন। ভাগ-৯ম-১৪। (২০) সোমের পুত্র। তাঁহারই ঔরসে বৈবস্বতমথুব কন্যা ইরার গর্ভে পুরু-ববার জন্ম হয়। হরি-হরি-১০। (২১) সোমদেব বৃহস্পতির ভাৰ্গ্যা তারাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি পত্নী হস্তা সোমকে রুদ্রদেবের সাহায্যে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, শুক্রাচার্য্য সোমের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই উপলক্ষে দৈত্য দানবে তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদে উপশান্তি করিয়া তারাকে বৃহস্পতির হস্তে অর্পণ করেন। তৎকালে সোমকর্তৃক তারা গর্ভ রক্ষা করেন এবং বৃহস্পতি তাহকে স্বীয় আলয়ে গর্ভ মোচন করিতে নিষেধ

করিলে, তারা অস্থানে ঈষিকান্তস্ত
মধো জলস্ত পাবক-সদৃশ মক্ষা-বিনাশিক
এক পুত্র প্রসব করেন । তিনিই বৃধ
বলিয়া পরিচিত । বৃধের গুণসে উৎকর্ষী
সপ্ত মহামুভব পুত্র প্রসব করেন । হারি-২৫ । (২২) বৃধ নামে এক একজন
প্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন । একা
বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্বেদ নামে পঞ্চম
বেদের সৃষ্টি করেন এবং তাহা ভাষ্য
দেবকে শিক্ষা দেন । ভাষ্করদেবানিজেও
একখানা সংহিতা রচনা করেন এবং এই
উভয় গ্রন্থ তিনি ধনন্তরী, বৃধ প্রভৃতি
ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন । বৃধ
লক্ষসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন ।
ব্রহ্মা-১৬ । (২৩) বৃধের গুণসে ও দ্বুতা-
চীর কন্যা চিহ্নার গতে চৈত্রেব জন্ম
হয় । এই চৈত্রেব তনয় বিবাহাত অধি-
রথ, অধিরথের তনয় স্তর । ব্রহ্মবে
প্রকৃ-৫৮—৬২ ।

বৃধেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বৃধেশ্বর নিম্ন
অবস্থিত । সোম-তনয় বৃধ এষ্ট নিম্ন
স্থাপন করেন । স্বন্দ-কাশ্যপৃ ১৫ ;
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৩ ।

বৃধ, বৃদ্ধা—একাদশ বৎসর অল্পতম ।
অষ্টকপাদ, অতি ও একাদশ বৎস
দেখ ।

বৃধু—ভোতামনুর অল্পতম তনয় । উগ্র
ও ভোতামনু দেখ ।

বৃক—(১) ইক্ষাকু বংশীয় ঐশ্বর্যশ্রবণ
তনয় বোধিত, বোধিত-তনয় বৃক,

তৎপুত্র রাভ, রাভের তনয় সগর । অগ্নি-
২৭৩ ; মৎ-১২ । (২) উত্তানপাদ-তনয়
ধ্রুবেব দুই পুত্র সৃষ্টি ও ভব । সৃষ্টির
গুণসে তৎপুত্রী ছায়ার গর্ভে, বৃক,
বৃক, বৃক, বৃক ও প্রাচীনগর্ভ নামে
পাঁচ পুত্র জন্মে । ব্রহ্মা-৬৮ । বায়ু-
পুরাণ (৬৩ অঃ) মতে ধ্রুবেব তনয় তুষ্টি
ও বৃক । তুষ্টিব তনয় বৃক প্রভৃতি ।
(৩) ব্রাহ্মসংহিতা অনুসারে নায়জিতীর
পুত্রগণ অল্পতম পুত্র । বায়ু-৯৬ ।
নায়জিতা দেখ । (৪) দক্ষকন্যা দমুর
পুত্রগণ অল্পতম পুত্রের অল্পতম । হরি-
হার ৩ ; পদ্ম সৃষ্টি ১৮ ; হারি হারি-১২৬ ;
কালিকা ৩৪ । দেখ দেখ । (এই শত
পুত্রের তালিকা দক্ষএ একরূপ নহে) ।
(৫) হারিবংশ (হারিপক্ষ ১৩ অঃ) মতে
বোধিতের তনয় হরিব, হারিতের তনয়
চক, চকব অশ্বজ সুদেব ও বিজয় ।
বিজয়-পুত্র কাকক, তৎপুত্র বৃক, বৃক-
তনয় রাভা । (৬) সোম-পুরাণে উপরোক্ত
তালিকাটি, চকর স্থলে ধুকু ; এবং
কাকক নামের পারবতে কুকক নাম
প্রাপ্তি দিয়া । সোম-৩০ । (৭) সূর্য্য
বংশীয় বৃক বাভাব তনয় বাভ । বৃহস্পা-
৭ । (৮) বোধিতের তনয় বৃক, বৃক-
তনয় সুবাহি, তৎপুত্র গব । পদ্ম-উত্ত-
২০ । (৯) বোধিতের পৌত্র চাপ,
চাপের পুত্রগণ বৃক । বৃকের পুত্র
বৃক, বৃকের তনয় বাভক, বাভকের
পুত্র সগর । বৃক মৎ-১৮ । (১০) মনু-

বংশীয় নরপতি বিজয়ের তনয় ভরুক, ভরুকাশ্বজ বৃক । ভাগ-৯৯-৮ । বিজয় (৩৫) দেখ । (১০) যত্ন বংশীয় জনৈক সেনানী । তিনি প্রহ্মায়ের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন । যাদব সৈন্য হস্তিনাপুরে উপনীত হইলে বৃকের সহিত অশ্বখামার যুদ্ধ হয় । গর্গ-বিষ ৪, ২০ । (১১) হিরণ্যাক্ষের শকুনি, শব্বর, জট, (যষ্টি; ভাগবত) ভূতসম্ভাপন, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্চন্দ্র, বৃক ও উৎকচ নামে নয় পুত্র জন্মে । গর্গ-বিষ-৩২ ; ভাগ-৭৯-১ । ঐ দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রহ্মায়ের অশুরদিগের সহিত হিরণ্যাক্ষ তনয়দের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বৃকের সহিত অনিরুদ্ধের সংগ্রাম হয় । সংগ্রাম কালে বৃক একবার অনিরুদ্ধকে গ্রাস করিয়া ফেলে । কিন্তু বলদেবাম্বুজ-গদের গদা প্রহারে বৃক কালগ্রাসে পতিত হন । গর্গ-বিষ-৩৪ । (১২) শকুনি নামক অশুরের তনয় বৃক, বৃকের দুই পুত্র কোক ও বিকোক । কঙ্ক-৩য়-৭ । বিকোক দেখ । (১৩) ত্রীকৃষ্ণ-তনয় বৃক, (অনিল দেখ) যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্যাটন কালে অনিরুদ্ধের অন্তর্গামী হইয়াছিলেন । গর্গ-অশ্ব ১২, ১৬, ১৬, ২০ । (১৪) রাজা পৃথুর ঔরসে তদীয় পত্নী অজিতির গর্ভে বৃক প্রভাত পাঁচ পুত্র জন্মে । দ্রবিশ ও বৃক্ষ দেখ । (১৫) যত্নবংশীয় শূরের পত্নী মারিসা হইতে দেবভাগ, বৃক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে

আনক দেখ । (১৬) উক্ত বহ্নুদেবের ভ্রাতা বৎসকের ঔরসে : মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃক জন্মেন । বৃকের স্বীর নাম দুর্ভাক্ষী । তক্ষ, পুষ্করমাল প্রভৃতি তাঁহার পুত্র । ভাগ-৯৯-১১, ২৪ । (১৭) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজপুত্রের অগ্রতম । মহাভা-আদি-১৮৬ । (১৮) বৃক অশুর বহুকাল শকুরের আরাধনা করিয়া বর প্রার্থনা করেন, “আমি যাহার মন্তকে হস্ত স্থাপন করিব সেই কালগ্রাসে পতিত হইবে ।” শকুর “তথাস্তু” বলিয়া গমনোচ্ছিত হইলে বৃকাসুর মহাদেবেরই মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া বর পরীক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । মহাদেব বৃকাসুরের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত ত্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । বৃকাসুর ও তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রীকৃষ্ণের চাতুরিতে স্বীয় মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া গতিযু হন । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৩৬ । (১৯) ত্রীকৃষ্ণের অগ্রতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে । মাদ্রী ও ত্রীকৃষ্ণ দেখ । (২০) মিত্রবিন্দার গর্ভ-ভাত ত্রীকৃষ্ণেব পুত্রগণের অগ্রতম । অনিল দেখ । (২১) বৃক (?) যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তখন ইন্দ্র কন্যা ও সামথ্য দ্বারা তাঁহাকে ধন দিয়াছিলেন । ঋক্-৭৬৮।১ । (২২) সোম বংশে বৃক নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার

কন্তার নাম শশ্বিষ্ঠা । ঐ কন্তা শাস্ত্র
বিগর্হিত দিবসে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া
জ্যোতির্বিদগণ তাহাকে পরিত্যাগ
করিতে বলেন । কিন্তু রাজা তাহাদের
কথায় কণপাত করেন নাই । স্বন্দ-
নাগ-৬১ । (২৩) অন্ধকাসুরের পুত্র
বৃক । স্বন্দ-নাগ-২২৮ ।

বৃকজিৎ—ঐকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী নাগ-
জিতীর গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রের অন্ততমা ।
নাগজিতী দেখ ।

বৃকণ—সাম্বত বংশীয় ভজমানের অন্ততম
তনয় । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । অযুতাজিৎ
দেখ ।

বৃকতেজা—(১) ধ্রুবের পৌত্র ও শিষ্টির
(শিষ্টি; অ ১৮) পঞ্চ পুত্রের অন্ততম ।
হরি-হরি-২ । পুষ্প ও শিষ্টি দেখ । (২)
ধ্রুব-তনয় পুষ্টির পঞ্চ পুত্রের অন্ততমা ।
শিব ধর্ম-৫২ ।

বৃকদীপ্তি—ঐকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী মাদ্রী
বৃকশ্ব, বৃকনিষ্কৃতি ও বৃকদীপ্তি নামে
তিন পুত্র প্রসব করেন । হবির্হরি ১৬০ ।
মাদ্রী ও ঐকৃষ্ণ দেখ ।

বৃকদেব—বসুদেবের চতুর্দশ পত্নীর অন্ত-
তমা সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ
জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি ৩৫ ।

বৃকদেবা—দেবকের কন্তা ও বসুদেবের
অন্ততমা পত্নী । দেবক ও বসুদেব
দেখ ।

বৃকদেবী—(১) বসুদেবের অন্ততমা পত্নী ।
তাহার গর্ভে অবগাহ ও নন্দক জন্মেন ।

মৎ-৪৬ । (২) ত্রিগর্ভরাজ দেবকের
অন্ততমা কন্তা ও বসুদেব পত্নী বৃকদেবী
অগাবহকে প্রসব করেন । হরি-হরি-
৩৫ । এই বৃকদেবীর নামান্তর আগাহী,
সুরূপা ও শিশিরায়নী । দেবক ও বসু-
দেব দেখ ।

বৃকনিষ্কৃতি—বৃকদীপ্তি দেখ ।

বৃকবত্ত—রসাতলের পঞ্চম তলে কাল-
নেমী, গজকর্ণ, কুজার, সূমালী মুগ্ধ,
লোকনাথ, বৃকবত্ত প্রভৃতি দানবগণ
বাস করেন । বায়ু-৫০ ।

বৃকভানু—ঐকৃষ্ণের প্রণয়িনী রাধার
পিতা । ঐমহাভা-৫১ ।

বৃকল—(১) শৈবাকন্তা রত্নার গর্ভে
অক্রুরের বৃকল প্রভৃতি একাদশ পুত্র
জন্মে । মৎ ৪৫ । অক্রুর ও উপলম্ব
দেখ । (২) ধ্রুবের পৌত্র ও শিষ্টির
অন্ততম পুত্র । হবির্হরি ২ ; ব্রহ্মা-
৬৮ ; বৃহ-পু ১৫ । বৃকতেজা ও বৃক
দেখ ।

বৃকশ্ব—বৃকদীপ্তি দেখ ।

বৃকোদর—(১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের
নামান্তর । ভীম দেখ । বৃক নামক
তীক্ষ্ণ অগ্নি তাহাব উদরে ছিল বলিয়াই
তাহার নাম বৃকোদর হয় ।

(২) মহাদেবের জনৈক গণ । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
উত্ত-১৬ । (৩) জনৈক নাগ । স্বন্দ-
আবিরেবা-১৬১ ।

বৃক্ষ—অর্চি নামী পত্নীর গর্ভে রাজা
পৃথুর বিজিতাশ্ব, ধৃমকেশ, হৃগাক্ষ, দ্রাবণ

ও বৃক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৪৯-২২। বৃক্ষ (১৪) দেখ।

বৃচয়া—কক্ষীবান রাজা অনেকবিধ রাজ-স্বয়ং যজ্ঞ করেন এবং তাঁহার কৃত যজ্ঞে সম্বলিত হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নামী তরুণী স্ত্রী প্রদান করেন। ঋক্-১।৫১। ১৩।

বৃচীবান—ইন্দ্র চয়নানের পুত্র অভাবভীর প্রতি অনুকূল হইয়া হরযূপিয়ার (নদী বানগরী) পূর্বভাগে অবস্থিত বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন। ঋক্-৬। ২৭।৫।

বৃজিনবান্, বৃজিনীবান্—(১) যদ্যতিব্রাপোত্র, যদ্র পোত্র এবং ক্রোষ্টুর পুত্র। বৃজিনবানের তনয় স্বাহিত। স্বাহিত-তনয় বিশদ্রু। ভাগ ৯৯ ২৩। (২) বৃজিনীবানেন পুত্র--(ক) স্বাহি, তৎপুত্র কৃশঙ্কু। লি ৬৮ ; পদ্ম সৃষ্টি ১৩। (খ) স্বাহি, তৎপুত্র কশ্যপ। অগ্নি ২৭৫। (গ) স্বাহি, তৎপুত্র রসাহি, বায়ু ৯৫। (ঘ) স্বাহি, তৎপুত্র রসজ-বিষ্ণু ৪৪-১২। (ঙ) স্বাহি, স্বাহিত পুত্র কৃশিক। কৃশ্য পু ২৪। (চ) কশ্যপ, তৎপুত্র চিত্রসখ। মহাভা-অনুশা ১৪৭। (ছ) স্বাহি, তৎপুত্র উশদ্রু। হাব-হরি ৩৫।

বৃজিনী—ত্রীকৃষ্ণের অশ্রুতমা তনয়া। বৃক্ষ দেখ।

বৃত—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুস্তির তনয়। বৃতের তনয় রণধুষ্ট, তৎসুত নিম্বতি। লি-৬৮।

বৃত—(১) অম্বর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৯৮। (২) কশ্যপ পত্নী কজ্র গর্ভজাত অশ্রুতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

ব্র—(১) পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধকালে ব্রহ্ম নামে এক মহামায়া অম্বর ছিল। তাহার দেহ প্রস্থে শত যোজন এবং দৈর্ঘ্যে শত যোজন ছিল। সে সকলকে ধর্মপথে থাকিয়া প্রজাপালন করিত। তাহার রাজত্বকালে বসুন্ধরা সমুদয় ঈপ্সিত দ্রব্য উৎপাদন করিতেন। বহুকাল রাজত্ব করার পর পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সর্বদেবতার ত্রাসোৎপাদক তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পূর্বে মোহাদ্দ স্মরণ করিয়া তাহাকে বধ করিতে অসম্মত হইলেন। তৎপরিবর্তে তিনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মবধের উপায় বলিয়া দেন। বিষ্ণু বলেন, “আমি, আপনি আপনাকে ভাগত্রেয় বিভক্ত করিব। ত্রি তিন অংশের প্রথম অংশ ইন্দ্রের শরীরে; দ্বিতীয় অংশ বজ্রে; এবং তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলেই ইন্দ্র ব্রহ্মকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।” এই ভাবে বল লাভ করিয়া ইন্দ্র তপস্তা নিরত ব্রহ্মের বধ সাধন করেন। কিন্তু ত্রি পাপের ফলে

ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। রামা-উত্ত ৯৭—৯৯।

(২) দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্র মন্থন কালে ব্রহ্ম প্রমুখ অসুরগণ বাসুকীর মুখ সমীপে অবস্থান করিয়া মন্থন কার্য সম্পাদন করেন। (৩) ব্রহ্মা ব্রহ্মকে ষষ্ঠীর ভাষ্যা অনাঘুধার পুত্রগণের উপর রাজত্ব করিতে নিয়োজিত করেন। হরি-ভবিষ্য ২১৯। (৪) ইন্দ্র ষষ্ঠীর তনয় ত্রিশিরাকে বধ করিলে, প্রজাপতি ষষ্ঠী ক্রোধে মন্তকস্থ একটি জটা ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে হোম করেন। অমনি মহাশরীর, দীর্ঘদংষ্ট্র ও অস্ত্রনপিত্তের জ্ঞান রূপধারী ব্রহ্ম নামে এক মহাসুর অগ্নি হইতে উথিত হইল। মহাসুর ব্রহ্মকে প্রাতর্ভূত হইতে দেখিয়া ইন্দ্র সপ্তর্ষিদের সাহায্যে ব্রহ্মের সহিত প্রতিজ্ঞা-পুর-সর মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিছু পরে ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্মকে বধ করেন। মার্ক ৫।

(৫) সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহাব নিকট হইতে পাণ্ডুপত্র অস্ত্র লাভ করেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তিনি ব্রহ্মকে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত ১৫৩। (৬) ইন্দ্রের সহিত যখন বৃহদ্রথ যুদ্ধ হয়, তখন ব্রহ্মের নিশ্বাস বায়ু হইতে শত্রু সহস্র দানব উৎপন্ন হয়। বায়ু ৬৮।

(৭) মহাসুর ব্রহ্ম একবার বলে বলায়ান

হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের, যম ইহাদের আধিপত্য হরণ করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মা দধীচি মূনির অস্থি নির্মিত মহাস্ত্র হইতে দেবরাজের হস্তে সেই দ্রুমাশ্বার মৃত্যু নির্দেশ করেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া দধীচির নিকট অস্থি প্রার্থনা করেন। দধীচি দেহতাগ করিয়া অস্থি দান করিয়া যান। সেই অস্থিতে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং সেই অস্ত্রেই ব্রহ্ম নিহত হন। শ্রীমহাভা-৬০।

ব্রহ্মের সহিত ইন্দ্রের যে যুদ্ধ হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে পদ্ম-সৃষ্টি-৭৩ অধ্যায়ে দেখ। (৮) দক্ষ কন্যা দনায়ুর গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্ততম। দনায়ু দেখ। (৯) পুরাণে ব্রহ্ম নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সকল আখ্যান আছে, তাহাদের উৎপত্তি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তে পাওয়া যায়। মেঘের নাম ব্রহ্ম বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বহু দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলক্ষি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে উপমা ও কল্পনা পূর্ণ কাব্যতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই পৌরাণিক ব্রহ্মা-সুরের গল্প উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদের কতিপয় শ্লোক এখানে প্রদত্ত হইল।

(ক) জগতের আবরণকারী ব্রহ্মকে ইন্দ্র মহাপ্রাসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্ন বাহ

করিয়া বিনাশ করিলেন । কুঠার-ছিন্ন
বৃক্ষ-স্বক্কের ঞ্চায় অহি :পৃথিবী স্পর্শ
করিয়া পড়িয়া আছে । (খ) দর্পযুক্ত
বৃত্র আপনায় সমতুল যোদ্ধা নাই মনে
করিয়া মহাবীর ও বহু বিনালী ও শত্রু-
বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া-
ছিল । ইন্দ্রের বিনাশ কার্যা হইতে
রক্ষা পাইল না । ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র নদীতে
পতিত হইয়া নদী সমুদয় পিষিয়া
ফেলিল । (গ) ইস্ত-পদ-শূত্র বৃত্র
ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল । ইন্দ্র,
তাহার সামুতুলা প্রোঢ় স্বক্কে বজ্রাঘাত
করিলেন । যেরূপ পুরুষহীন ব্যক্তি
পুরুষস্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ
করিতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ
অযথা যত্ন করিল । বহু স্থানে ক্ষত
হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল । (ঘ) ইন্দ্র
ও অহি যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন
অহি যে বিদ্রাং বা মেঘ গর্জন,
বা জলবর্ষণ, বা বস্ম ইন্দ্রের প্রতি
প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রকে
স্পর্শ করিল না এবং ইন্দ্র অত্যাণ্ড
মায়াও জয় করিয়াছিলেন । (চ)
মরীচি তনয় কশ্যপ ইন্দ্রকটুক তাঁহার
বল নামক পুত্রের নিধন বার্তা শুনিয়া
মহাক্রোধে নিজের মন্তকস্থ একটা জটা
ছিঁড়িয়া, “ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত আমি
পুত্র উৎপাদন করিব” এই বলিয়া সেই
জটা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন ।
তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে বৃত্র

নামক এক ভীষণাকার পুরুষ আবির্ভূত
হইয়া কশ্যপকে বলিলেন আমাকে কি
করিতে হইবে বলুন ।” কশ্যপ বৃত্রকে
ইন্দ্রের বধ সাধন করিয়া ইন্দ্রপদ অধি-
কার করিতে বলিলেন । বৃত্র তাহা
শুনিয়া ইন্দ্রবধোত্তম হইয়া ধর্মুর্জেদ
অভ্যাস করিতে লাগিলেন । ইন্দ্র ইহাতে
ভীত হইয়া সপ্তর্ষিদের সাহায্য লইয়া
বৃত্রের সহিত সখা বন্ধনে প্রয়াসপান ।
বৃত্র বলেন যে ইন্দ্র যদি সতাই তাঁহার
সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে
ইচ্ছুক হন, তবে তিনিও সত্যনিষ্ঠ
হইয়া তাহা করিবেন । কিন্তু ইন্দ্র যে
কপটতা পূর্ব্বক দ্রোহাচরণ করিবেন
না তাহার প্রত্যয় কি ? সপ্তর্ষিদের
মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলেন যে
তিনি যদি কপটতা করিয়া অসত্য
বাবহার করেন, তবে যেন নিশ্চয়ই
ত্রস্ত হত্যা পাপে লিপ্ত হন । ইন্দ্র এই-
রূপ বলিলে সপ্তর্ষিদের মধ্যস্থতায় বৃত্র
ও ইন্দ্রের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইল ।
কিন্তু তদবধি ইন্দ্র বৃত্রের ছিদ্রাষণ
করিতে লাগিলেন । কিন্তু বৃত্রের
সতর্কতায় কোনও ছিদ্র না পাইয়া
রম্ভাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,
“তুমি যে কোনও উপায়ে বৃত্রকে
মোহিত কর । যাহাতে তাহাকে
বিনাশ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে
পারি।” রম্ভা ইন্দ্রাদেশে বৃত্রাস্ত্রের
সন্নিধান উপস্থিত হাবভাব বিলাসের

দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল। একদা রক্তার অমুরোধে বৃত্ত :সুরাপান করিয়া জ্ঞানভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-ভূমি-২৪—২৫। (৯) ধনের নিমিত্ত দেবতা ও অমুরদিগের মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম হয়। বৃত্তাস্থর যখন দেবতাদের সহিত বৈরিতায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেবাস্থর বণে মালিনের ফেনময় হইয়া দেবঘাতক বৃত্তের পোণ হরণ করতঃ ভগবান বিষ্ণু দেব ও অমুরকে প্রতিপালন করেন। তাহাই বৃত্ত-সংহার নামক নবম দেবাস্থর সংগ্রাম। অগ্নি ২৭৩। (১০) মহর্ষি দ্বৈতাব পত্নী রমা দীর্ঘকাল পুত্র মুখ দর্শনে অপারগ হইয়া হুঃখিত মানসে সপ্ত বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিয়া মহেশ্বরের আরাধনা করেন এবং তাঁহারই বরে, সপ্ত শাস্ত্রের অবধা, ব্রাহ্মণ দানব-কপী, বেদাদায়ন সম্পন্ন, যজ্ঞাহুতান কুশল এবং তেজে ও যশে সর্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এক পুত্র লাভ করেন। ক্রমের দ্বাদশ দিনে পিতা বিশ্বকর্মা (ব্রহ্মা), ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া পুত্রের নাম বৃত্ত রাখিলেন। যোগ্যকালে দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত উপবীত প্রদান করেন। অতঃপর বৃত্ত গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, যৌবনে সমস্ত হুপতি গণকে জয় করিয়া পৃথিবীর একচ্ছত্র

সম্রাট হন। তৎপরে পাতাল জয় করিয়া তিনি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিমুখ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্তের ক্রমে ক্রমে আটশ বার যুদ্ধ হয় কিন্তু একবারও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র বণে পরাস্ত হইয়া স্বর্গ পরিভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃত্ত বৃত্তসংগ্রামকে তথায় যাইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার উপায় চিন্তামা কবেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ইন্দ্র বধ-সামর্থ্য লাভ করিবাব জন্য নৈমিষারণ্যে যাইয়া তীব্র তপস্ব্যচরণ আরম্ভ কবেন। ইন্দ্র বৃত্তের তপস্যার ভীত হইয়া বিষ্ণুর পরগণন হন। বিষ্ণু সুদীর্ঘ চিন্তা করিয়া দেবগণকে বলিলেন যে শিবের বরে বৃত্ত সমস্ত অশ্বের অবধা কেবল অস্ত্রময় বজ্রই বৃত্ত-নিধন সম্পন্ন হইতে পারে। সেই বজ্র তত্ত্ব প্রমাণ, উদ্ভী কোণসূত্র, মদা ভাগে দ্বীপ, পার্শ্বদ্বয়ে গুল এবং আতশয় ভীষণাকৃতি হইবে। সমস্ত ব্রহ্মলোকের মধ্যে কেবল দদাঁচি নামক ব্রাহ্মণের অস্থিতেই এতরূপ বজ্র নিশ্চিত হইতে পারিবে। ইন্দ্র তখন দদাঁচির নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অস্ত্র লাভ করেন এবং সেই অস্থি নিশ্চিত বজ্র দ্বারা পান্ডুর অবস্থায় বৃত্তকে সংহার করেন। স্কন্দ নাগ ৮। (১১) পুলোমা-নন্দিনী বিভাবরীর গর্ভে দ্বৈতাব বৃত্ত নামে এক পুত্র জন্মে। বৃত্ত তপস্যা

যায়া ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। ব্রহ্মার বর প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হইয়া বৃত্র ব্রাহ্মী গম্ভী দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় অবস্থানকালীন বহু দানব নিহত হইল। তাহাতে অত্যাশ্রিত দৈত্যেরা বৃণাসুরের শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর বৃত্র স্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইয়া অত্যাশ্রিত দানবগণ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন এবং ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ইন্দ্র বৃত্রের সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া বৃহস্পতির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বৃহস্পতি বৃত্রের নিকট যাইয়া তাহাকে মুক্ত হইতে বিবৃত হইয়া ইন্দ্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। অনন্তর বৃহস্পতির মধ্যস্থতায় ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল। তদবধি ইন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৃত্রের কোনও ছিদ্র না পাইয়া বৃহস্পতিকে বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বৃহস্পতির পরামর্শে দধীচি মুনির অস্থি নিশ্চিত বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন। স্বল্প-নাগ-২৬৯। (১২) প্রজাপতি ব্রহ্মা বৃত্রকে তুষ্টার ভাষা অনাযুষার পুত্রগণের উপর রাজত্ব করিতে নিযুক্ত করেন। হরি-২১৯। (১৩) ইন্দ্র বিশ্বকপকে পুরোহিত পদে বৃত্ত করিয়া তাঁহার

প্রতি সন্ধিহান হন এবং পরে তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। বিশ্বকপের পিতা মহর্ষি তুষ্টা পুত্রহন্তার শাস্তি দিবার জন্ত, ইন্দ্রের শত্রু-বৃদ্ধি কামনায় এক যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক মহা অশুর সমুখিত হইয়া দেবগণের নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা স্মদাকরণ বজ্র নিষ্পাদন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-৪৭। (১৪) হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর বিশ্বকপ (নামাস্তুর ত্রিশিরা) দেব বিনাশের জন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাহাতে ভীত হইয়া ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি নিশ্চিত বজ্র দ্বারা ত্রিশিরাকে বধ করেন। ত্রিশিরার মস্তক ছিন্ন হইয়া মাত্র শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। ইন্দ্র তাহাকেও বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

বৃদ্ধ—(১) বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবচ, বৃদ্ধ ও জ্ঞতাকে জল মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিল ঋক্-৭।১৮।১২। (২) মহা-দেবের অগ্রতম নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। শিবের সহস্র নামের তালিকা ঐ অধ্যায়ে আছে।

বৃদ্ধকাল—মথুরাপুরী নিবাসী শিবশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মরণান্তে তিনি নন্দিবর্দ্ধন নগরে বৃদ্ধকাল নামে নরপতি হইয়া জন্মলাভ করেন। তিনি কাশীতে বৃদ্ধ-কালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন

করিয়া মোক্ষলাভ করেন। স্বন্দ-কাশী-
পু-২৩—২৪।

বৃদ্ধদেব—মহাদেবের একটি গণ। পার্শ্ব-
ভৌর সহিত শঙ্করের বিবাহ কালে তিনি
চতুষ্ঠি কোটি গণসহ শিবের অঙ্গগমন
করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বৃদ্ধপরাশর—স্বৈতবরাহকর্মে ব্রহ্মা গয়া-
স্রের শরীরে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে
বৃদ্ধপরাশর অত্যন্ত পুরোহিত ছিলেন।
বায়ু-১০৬।

বৃদ্ধশ্রম্মা—(১) বৃদ্ধ-পুত্র পুরুষবা হইতে
উর্দ্ধশীর্ষ আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অমায়ু প্রভৃতি
আট পুত্র জন্মে। (অমায়ু দেখ) তন্মধ্যে
আয়ুর পঞ্চ পুত্র নভষ, রম্ভ, রজি,
বদ্ধশ্রম্মা ও অনেনা। মনু-২৪। আয়ু
ও অনেনা দেখ। (২) পুরাকালে যে
সকল অঙ্গিরার পুত্রগণ সাধাগণ কর্তৃক
সংবর্জিত হইয়াছিল তাঁহাদের যমোদা
নামে ঋাত মানসী কন্যা বিধ্বংসভের
পত্নী ও বৃদ্ধশ্রম্মার পুত্রবধূ ছিলেন।
তিনি রাজর্ষি দিলীপের জননী ছিলেন।
হরি-হরি-১৮। (৩) নভষ প্রভৃতি আয়ু
পুত্রগণ স্বর্ভাহু-তনয়া প্রভার গতে
জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৮। প্রভা
দেখ। (৪) উপরোক্ত অনেনার বংশে
সঙ্কতিয় (?) তনয় ক্ষত্রবৃদ্ধের অপর নাম
ছিল বৃদ্ধশ্রম্মা। স্বন্দ-বৃদ্ধ (বা বৃদ্ধশ্রম্মা)র
তনয় সুনহোত্র। হরি-হরি-২৯। (৫)
ত্রিহৃৎকের জনক বসুদেবের অত্যন্ত মা
ভাগিনী পৃথুকাঁঠির গতে বৃদ্ধশ্রম্মার

তনয় দম্ভবজ্জু জন্মগ্রহণ করেন। :হরি-
হরি-৩৪। (৬) সূর্য্য-বংশীয় ইলবিল
রাজার পুত্র বৃদ্ধশ্রম্মা। তৎপুত্র বিশ্বসহ।
সৌর-৩০। বৃদ্ধশ্রম্মার তনয় বিশ্বসহ।
নি ৬৬। (৭) পুরিকা নগর নিবাসী
অনন্ত নামক ব্রাহ্মণ সমুদ্রে স্নান করিতে
যাইয়া স্রোতে ভাসিয়া যান এবং দক্ষিণ
কূলে নিক্ষিপ্ত হন। বৃদ্ধশ্রম্মা নামক
ব্রাহ্মণ এই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে
পাইয়া স্রোতে লইয়া যাইয়া কন্যা চাণ-
মতীর সহিত বিবাহ দেন। কালি-২য় ৪।
বৃদ্ধশ্রম্মা - কশ্যপাশ্বজ্জু গোকামুখের পুত্র।
তাহার তনয় ভাগু। ব্রহ্মবৈবর্ত-৪১।

বৃদ্ধধ—পুরুষবংশীয় মুদ্রাণের তনয়।
বৃদ্ধধের তনয় দিবোদাস ও কন্যা
অহল্যা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। দিবোদাস
দেখ।

বৃদ্ধশেনা—মহাবংশীয় নরপতি সূর্য্যভার
পত্নী। তাহার গতে দেবভাগ্যজন্ম জন্ম-
গ্রহণ করেন। ভাগি-৫-১৫।

বৃদ্ধহারীত—বৃদ্ধহারীত নামে এক
তপস্বী কাশীতে সূর্য্য্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা
করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন।
তাহাতে দিবা কর সঙ্কট হইয়া তাহার
বাঁকিকা দূর করিয়া তাহাকে সুখ
করিয়া দেন। স্বন্দ কাশী-উ-৫১।

বৃদ্ধা—চমংকারপুত্র নিবাসী নরপতি
চমংকারের দুই কন্যা অম্বা ও বৃদ্ধা
কাশীরাজেব পত্নী ছিলেন। কাশীরাজ
কালযবনদিগের হস্তে নিহত হইলে

পর, কাশিরাজ পত্নী অম্বা ও বৃদ্ধা হাপিত একটি শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-প্রভা-
বৈশ্যবাদশা প্রাপ্ত হইয়া, হাটকেখন দ্বার-১৪ ।
তীর্থে গমন পূর্বক কালযবনদিগের বৃন্দা—স্বর্গে স্বর্গা নামে এক অপ্সরা
বিনাশার্থ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। ক্রৌঞ্চ প্রসাদে বৃন্দা নামে
হইয়া তঁহাদের তপস্যায় সমৃদ্ধ তাঁহাৎ এক কন্যা জন্মে। সেই
হইয়া তঁহাটী দেবী প্রাজ্ঞতা হন। অল্পপনা স্কন্দরী বৃন্দাকে সমুদ্রের
সেই দেবীদেবের নিকট রাক্ষসদ্বীরয় পুত্র জালকর দৈত্য বিবাহ করেন।
কালযবনেব বিনাশ ও তদাং পুত্র বন্ধাব বরে জালকর দেবগণের
রক্ষার্থ অবস্থান প্রার্থনা করেন। অজেয় ছিলেন। সেই বর প্রভাবে
তাঁহাদের প্রাণনার দেবীদেয় কালযবন- জানকর স্বর্গবাত্য পর্যন্ত অধিকার
দিগকে বিনাশ করিয়া তদাং করবেন। বিষ্ণু ছলনা পূর্বক বৃন্দার
অবস্থান করিতে লাগিলেন। নবপতি ব্রাহ্মতা নষ্ট করিয়াছিলেন। বৃন্দা
চন্দ্রকার তাঁহাদের অবস্থানের ভূত সেউক্ত কঠোর তপসা করিয়া দেহ-
তঁহাটী মন্দির নিষ্কাশ্য কবিয়াছিলেন। তাগ করেন। বৃন্দাৎ গাত্রশ্বেদ
তাঁহাৎ অম্বা ও বৃদ্ধা নামে তদাং হইতে বৃন্দাৎ উৎপত্তি হয়। বৃন্দা
পুত্রিত হইয়া আসিতেছেন। শন্দ- দে স্থানে দেহত্যাগ করেন, গোবর্দ্ধন
নাগ-৮৮। (২) অন্ধকাঃরেন বক্ত খোদব সমীপস্থ সেইস্থানই বৃন্দাবন
পান করিবান ভক্ত মহাদেব যে সকল নামে খ্যাত। পদ্ম-উক্ত-৪-১৫। (৩)
মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বৃদ্ধা তাঁহাৎব সমুদ্রের পুত্র জালকর কালনেত্রীর কন্যা
অন্তঃমা ছিলেন। মং-৭৩। বৃন্দাকে বিবাহ করেন বিষ্ণু
ব্রহ্মদিগ্য কাশ্যস্থিত দ্বাদশ আদি- ছদ্মবেশে বৃন্দাব প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার
ভ্যের অন্ততম। স্বন্দ কাশা-পু- কবিয়াছিলেন শন্দ-বিষ্ণু-কাশি-
৪৬। ১৪, ২১।
বুদ্ধি কুবেরের ভাষার নাম বুদ্ধি। বৃপু—আপদকালে ব্রাহ্মণ নিকুণ্ড
তাঁহার গর্ভে নলকুবের জন্ম গ্রহণ লোকের নিকট হইতেও দান গ্রহণ
করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। স্বদ্ধি কারিলে পতিত হন না। মহাতপা
দেখ। ভরদ্বাজ ক্ষুধাও হইয়া বিজ্ঞবনে
বুদ্ধিদা—ভূর্গার এক নাম। তদ্ব্যসার বৃপু নামক সূত্রধরের নিকট হইতে
৭৩৩ পৃঃ। বহুসংখ্যক গো গ্রহণ করিয়াছি-
বুদ্ধিলিঙ্গ—দ্বারকাক্ষেত্রে ইঙ্গ কঙ্ক লেন। মনু-১০ ; ১০৭। বৃব দেখ।

বুবু—অনার্য্য পনিগণের মধ্যে বুবু নামে এক ধনাঢ্য সূত্রধর ছিলেন । একদা ভরদ্বাজ ঋষিকে তিনি বহু সংখ্যক গো দান করেন । ঋক্ ৬।৪৫। ৩৩ । বৃধু দেখ ।

বৃষ—(১) যজুঃশীষ্য বৃষের পুত্র মধু, মধুর শত পুত্রের অন্ততম বৃষ । হরি-হরি-৩৩ । (২) ধর্মসাদণি মনুর সময়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ ছিল । বৃহত্তা-৩৭ । বিষ্ণু ৩য়-২ । গরু ৮৭ । (৩) ময় নামক দানবের অন্ততম পুত্র । বায়ু ৬৮ । (৪) কার্তবীযাজকুনের শত পুত্রের অন্ততম । বায়ু-২৪ । (৫) ঐকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী কালিন্দীর গর্ভে বৃষ, সুবাহু, উদ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃগ্ৰহণ করেন । গর্গ-বিধ্ব-২৮ । (৬) তালভক্তের অন্ততম পুত্র ভরত, ভরতের পুত্র বৃষ ও সূতাত । বৃষের পুত্র মধু । বিষ্ণু-৪র্থ-১১ । (৭) দেবাসুর সংগ্রামে, দেব-সেনাপতি কাটিকেয়ের, সাভাধ্যার্প মাধ্য, রুদ্র, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ । মহাভা-শল্য-৪৬ । (৮) মহাবি ভরের পুত্র বৃষ একজন ঋগ্বেদের গয়দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন । তিনি ঈক্ষাকুবংশীয় নরপতি ত্র্যকণেব পুরোহিত ছিলেন । একদা রাজা ত্র্যকণ ও তাঁহার পুরোহিত বৃষ রথে আরোহণ পূর্বক গমন করিতেছিলেন । বৃষ সারপি

কাজ করিতেছিলেন । রথচক্র সংঘর্ষে একটা ব্রাহ্মণ-বালক নিহত হয় । পুরোহিত মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন । ঋক্ ৫।২।১ । (৯) যজুঃশীষ্য যজ্ঞের পত্নী রাষ্ট্রপালী বৃষ ও দুর্গধ্বজ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন । ভাগ ২ঙ্ক-২৪ । (১০) ঐকৃষ্ণ যজ্ঞভিত্তেব কন্যা নাগজিতীকে (সত্যাকে) বিবাহ করেন । সত্যার গর্ভে বৃষ শম্বু, বসু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে । ভাগ ১০ঙ্ক-৬১ । সত্যা দেখ । (১১) দম্বেব এক নাম বৃষ । যিনি এই ধর্ম উচ্ছিন্ন করেন তাহাকে বৃষল কহে । মহাভা শান্তি-২০ । ৩৪৩ । (১২) একবার রক্ষা বৃষরূপ ধারণ করিয়া মহামি ভৃগুকে লাঞ্ছনা দিয়া ছিলেন । রুক্ম আব-বেদা ১৮১ । (১৩) বৃষ নামে এক শিব-ভক্ত দৈত্য ছিলেন । রুক্ম-নাহে-কেদা-৮ । (১৪) বৃষ নামক এক দৈত্য ঐকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য কংস কর্তৃক প্রেরিত হয় । কিন্তু ঐকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে পাত্তিত করিয়া বধ করেন । শ্রীনহাভা-৫৩ । (১৫) বৃষ অসুর রক্ষোজী নামক গোপের পুত্রী আক্রমণ কালে কংসেব অমৃতগমন করে । গর্গ-মাধু-১৪ ।

বৃষক—(১) কবেব পুত্র পুষ্টি ও ভব । পুষ্টির ঔরসে ভাগ্যাব গর্ভে বৃষক

প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে । ব্রহ্ম-৬৮ । হন । হরি-হরি-৩৩ । কু-পু-২৩ । বৃষ
বৃক দেখ । (২) গান্ধার-রাজকুমার দেখ ।

বৃষক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ব্রহ্মদত্ত—বিশ্বকর্মা নির্মিত বমরাজের
ছিলেন । মহাভা-আদি-১৮৬ । সভায় উপস্থিত থাকিয়া বাঁহারা
তিনি যুদ্ধিরের রাজস্বয় বজ্রে ও উপ- তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহা-
স্থিত ছিলেন । মহাভা-সভা-৩৩ । দের অস্ত্রতন । মহাভা-সভা-৮ ।

বৃষকণ্ড—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র যদর্ভ—উশীনর বংশীয় শিবির চারি
প্রবর্তক ঋষি । তাঁহাদের অসিত, পুত্রের অন্ততম । উশীনর ও কেকয়
দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের দেখ । গরুড় পু্রাণে (পৃ-১৪৩ অঃ)
প্রবল । ইহাদের বংশে পনস্পন উশীনরের পুত্র শিবির নাম ।

বিবাহবিধান নাই । মৎ ১২২ । ব্রহ্মদত্ত—বিশ্বকর্মা কল্ক নির্মিত যম-

বৃষকণা—ব্রহ্মার ক্রোধসমুৎপন্ন অন্ধ রাজ্যের সভায় উপস্থিত থাকিয়া
নাবীনর-রূপধারী বৃদ্ধের নাবী- বাঁহারা যমরাজের উপাসনা কবিতেন
অংশ বৃদ্ধবাক্যে স্বীয় দেহ বিভক্ত তিনি তাহাদের অন্ততম ছিলেন ।
করেন এবং স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি বচ- মহাভা-সভা-৮ ।

নামে প্রসিদ্ধা হন । দ্বাপরযুগে এই ব্রহ্মদত্ত—তিতিক্ষুর পুত্র । তাহার তনয়
দেবীই গৌতমী, কৌশিকী, বৃষকণা সেন । সেনাযুজ স্মৃতপা । মৎ-৪৮ ।
প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছেন । তিতিক্ষু দেখ ।

ব্রহ্মা-২ । ব্রহ্মদত্ত—(১) মহাদেবের অন্যতম নাম

বৃষকেনন—ক্রবেব পঞ্চপুত্রের অন্ত- (২) বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের অন্ততম
তম সৃষ্টির ঔরসে ও ছায়ায় গর্ভে (মৌ-৩০) । বৈবস্বত মনু দেখ । (৩)
রিপু, রিপুজয়, বিপা, বৃষল ও বৃষ- ইন্দ্রসাবণি মনুর পুত্র বৃষধ্বজ ।
কেনন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । মৌ- তাঁহার আশ্রমে স্বয়ং শস্ত্র যুগত্রয়
২৭ । ক্রব ও বৃক দেখ । অবস্থান করেন । দেবীভা-২২-১৫ ।

বৃষণ—(১) কার্ত্তবীৰ্য্যার্ক্যুনের শূর, শূর- (৫) একবার প্রজাপতি দক্ষ কপিল
সেন, জয়ধ্বজ, মধুধ্বজ ও বৃষণ নামে গাভীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, কতক-
পাঁচ পুত্র জন্মে । গরুড়-১৪৩ । গুলি গাভীর সহিত এক ব্রহ্মভ
নিষ্কু-৪৭-১১ । (২) ঐ বংশেই মহাদেবকে প্রদান করেন । মহাদেব
বৃষের পুত্র মধু । মধুর শতপুত্রের সেই ব্রহ্মভকে বাহন ও ধ্বজরূপে
মধ্যে বৃষণ হইতেই বৃষ্টিগণ উৎপন্ন নিদ্ধারিত করিলেন । এই নিমিত্ত

মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভা-অমু-৭৭। (৮) একাদশরুদ্রের অন্যতম। একাদশরুদ্র দেখ। স্বন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে (১৪৬অঃ) ষাদশ রুদ্রের নাম পাওয়া যায়। (২) তন্ত্রে উরুকেশ, বোমকেশ, নীলকণ্ঠ ও বৃষধ্বজ ইহারা বিবোধগুরু বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা তারাদেবীর কুলগুরু। তন্ত্রসার-৫২২পৃঃ।

বৃষধ্বজেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে মার্কণ্ডেয়াশ্রমের দক্ষিণে বৃষধ্বজেশ্বর লিঙ্গ বর্তমান। সর্কপাপবিশুদ্ধি ও বাত্মফল প্রাপ্তি কামনায় সেই লিঙ্গ সমীপে বৃষভ দান কর্তব্য। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২২০।

বৃষগণ্ড—শোভনইন্দ্র বৃষগণ্ড রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন। স্বক-১।৫১।১৩। এই উপলক্ষে সায়নাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

বৃষপর্বা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দম্বর গর্ভে যে সমুদ্র মহাবল দৈত্য জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। মৎ-৬। দম্ব ও কশ্যপ দেখ। (২) দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতি বৃষপর্বার সহিত নিদ্ধুম্ব দেবের যুদ্ধ হয়। হরি-ভরি-২৩৯-২৪১। (৩) উপদানবী, হয়, শিবা ও শশিষ্ঠা, ইহারা বৃষপর্বার কন্যা। অ-১৯-বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) ছাপরে

বৃষপর্বা দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭ (৫) ইন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মণের যুদ্ধকালে বৃষপর্বা বৃত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। ভাগ-৬ঙ্ক-১০। (৬) দেবাসুর সংগ্রামে অধিনীকুমারদের সহিত বৃষপর্বার যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮ঙ্ক-১০। (৭) বৃষপর্বা, উশীনর, জয়দ্রথ প্রভৃতি নীতিবত্তী, বহুতর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারান্তিষ্ঠ রাজারা যম দেবসভায় আসীন থাকেন। স্বন্দ কাশী-পূ-৮। (৮) সমুদ্র-মথনে উদ্ধৃত ধ্বজস্তমীর হস্ত হইতে সুধাপূর্ণ কলস হরণ করিয়া বৃষপর্বা অন্যান্য দৈত্যগণ সহ

পাতালে পলায়ন করেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১২। ঐ সমুদ্রমথনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে ইন্দ্রের সহিত বৃষপর্বার যুদ্ধ হয়। (৯) বৃষপর্বার কন্যা সুকী বিরোচনের পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১৮।

বৃষবাহন—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অমু-১৭।

বৃষভ—(১) সূর্য্যবের অন্তঃস্থ জলৈক বানর দলপতি। সূর্য্যবের নির্দেশে তিনি অন্যান্য বানরগণসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪১ (২) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিতের অন্ততম ভ্রাতৃ। মৎ-৪৫। অনমিত দেখ। (৩) কুরুবংশীয় কৃশাণ্ডের পুত্র বৃষভ। তৎপুত্র

পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য । হিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আয়া, পলালা
মৎ-৫০ । (৪) বৃষভের পুত্র পুণ্য
বান্ তৎসুত রাজা সত্যাহিত । হরি-
হরি-৩২ । কুশাগ্র ও পুণ্যবান্ দেখ । দেখ ।

(৫) বৃষভের আয়ুজ্য সত্যাহিত, সত্য-
হিতের তনয় স্বধা । অ-২৭৮ ।

(৬) মহিষাসুরের তনয় রক্তাসুরের
তেত্রিশ জন মস্তীর অন্ততম । সৌ-
৪২ । (৭) তনৈক অসুর । অশ্ব-
মেধ বজ্রের অশ্ব লইয়া দেশ পর্যাটন
কালে শ্রীকৃষ্ণ নন্দন সুনন্দন তাঁহার
শৃঙ্গাঘাতে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হন । গর্গ-
অশ্ব-৩৮ । (৮) কান্তবীণাঙ্কুশেন
শত পুত্রের অন্ততম ভাগ-২২-২৩ ।
বৃষণ ও কান্তবীণা দেখ । (২)
মহাদেবের তনৈক গণ । তিনি শিব-
পার্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটি গণ-
সহ উপস্থিত ছিলেন । স্বন্দ-মাহে-
কুমা-২৬ । (১০) বৃষভ নামক রাজাকে
ইন্দ্র যুদ্ধসামন বিপুল রণ প্রদান
করেন । স্বাক্-১২৬৪ ।

বৃষভধ্বজ—মহাদেবের অন্ততম নাম ।
বৃষভধ্বজ দেখ ।

বৃষভা—ইন্দের সহিত স্বন্দের যুদ্ধ-
কালে ইন্দের বজ্র গ্রহণে স্বন্দের
দেহ হইতে মহাবলসম্পন্ন সাতটি
কন্ঠার উদ্ভূত হয় । সেই কন্ঠাগণ
অতি দারুণ স্বভাবা । তাহারা গর্ভগত
বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া
থাকে । তাহাদের নাম কাকী,

বৃষভাসু—(১) শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অব-
তার রূপে জন্মগ্রহণ করিলে সূচন্দ্র
বৃষভাসুররূপে জন্মলাভ করেন । গর্গ-
গো-৩ । বৃষভাসুরই- কন্ঠা রাখা
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন । গর্গ-
গো-৮, ১৫ ।

বৃষভা—পঞ্চম (বৈবত) মন্বন্তরে
দেবতাদের অমৃতভা, ভূতরজ, বিকৃষ্ট
ও স্রমেধা, এই চারিটি গণ ছিল ।
বৃষভা, জয়, ভীম, শুচী, দাস্ত, বজ্র,
দম, নাথ, বিদান, অজ্ঞেয়, কৃশ, গোর
ও কুব, ইহারা বিকৃষ্টগণের অন্তর্গত
দেবতা ছিলেন । বায়ু-৬২ ।

বৃষভেশ্বর—কাশীধামে চতুঃসাগর-
বাপীর উত্তরে হর বৃষভ কর্তৃক
স্থাপিত বৃষভেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ
আছে । তাহার দর্শনে মানবগণের
ছয় মাসে মুক্তি হয় । স্বন্দ কাশী-
উ-৬৬ ।

বৃষলম্বা—দক্ষের কন্ঠা ও ধর্ম্মের পত্নী
যামী (জামী) হইতে নাগবীথী
নামক স্বর্গমাগাভিমানী দেবতার
উৎপন্ন হয় । নাগবীথী জামিনী
হইতে বৃষলম্বা অর্থাৎ কালান্তর কাল-
বৃষ্টি কন্ঠা উৎপন্ন হন । হরি-
হরি-৩ ।

- বৃষলী—মহাদেবের জনৈক অমুচর । পৃ-৭ । (৪) সমুদ্র মন্তনের পর জম্বাসুরের সহিত স্বর্গের যুদ্ধকালে দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে স্বর্গের সাহায্যার্থ শিবের সহিত গমন করেন । পদ্ম-উ-১২ ।
- বৃষশিপ্র—ইন্দ্র ও বিষ্ণু সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া বিনষ্ট করেন । ঋক্-৭।২৯৪ ।
- বৃষসেন—(১) পুরুবংশীয় অঙ্গের পুত্র কর্ণ । কর্ণের তনয় বৃষসেন । বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন । মৎ-৭৮ । (২) দক্ষসাবর্ণি মন্তর দশ পুত্রের অন্ততম । হরি-হরি-৭ । বর্ণিস্তম দেখ । (৩) অঙ্গ বংশীয় অধিরথের পুত্র কর্ণ । কর্ণের তনয় বৃষসেন । তৎসুত বৃষ । হবি হবি-৩১ ।
- (৪) ভাব্যামন্তর দশ পুত্রের অন্ততম । বায়ু-১০০ । উত্তমোজা দেখ । (৫) বিশ্বকর্মা নির্মিত দেবাসুর সভায় উপস্থিত থাকিয়া যে সমুদয় নবপতি-গণ তাঁহাব উপাসনা করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । মহাভা-সভা-৮ ।
- বৃষাকপি—(১) একাদশ কবির অন্ততম । একাদশ কবি দেখ । (২) বৃষাকপি নামক এক প্রাক্ষণের পুত্র সর্ব-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও কেবল ছন্দোব্রত নিবন্ধন জন্ম-জন্মান্তর ইত্যর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন । বাম-২১ । কোশকার দেখ । (৩) দ্রুম্যের অন্ততম নাম । দ্রুম-কাণ্ড-১৩৭ ।
- বৃষাক্ষ—জনৈক বানর দলপতি । লঙ্কা সমরে তিনি রাম পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু রাক্ষস সৈন্য বধ করেন । রামা-লঙ্কা-৫২ ।
- বৃষাগিরি—ঋজাশ্ব, অশ্বরীম, সহদেব, ভগমান ও সুবান্দা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ইন্দের স্বাতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন । ঋক্-১।১০০।১-১১ ।
- বৃষাণ্ড—জনৈক দানবপতি । মহাভা-শান্তি-২০৭ ।
- বৃষদত্ত—যযাতি বংশীয় উশানসের চারি পুত্র—শিব, বর, ক্রমি ও দক । শিবের ইচ্ছাতে বৃষদত্ত, সুবীৰ, মদ্র ও বেকম্ব এই চারি পুত্র উৎপন্ন হয় । ভাগ-২৮-১৩। ২২-৭৮। বৃষদত্ত দেখ ।
- বৃষদত্তি—(১) আনন্দি দেশাধিপতি বৃষদত্তি (অপর নাম শৈব্য) এক যজ্ঞান্ত্রস্থান করিয়া ঋত্বিকগণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন । মহাভা-অম্বু-২৩ । শৈব্য দেখ । (২) বৃষদত্তি নরপতি বাক্ষগণগণকে বিবিধ রত্ন ও রত্নীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে স্থপাশ্রয় করিতেছেন । মহাভা-অম্বু-১৩৭ ।

বৃষাননা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্য-
তম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা
ঐ চতুঃষষ্টি নাম জপ করে তাহার
দুই বাধা দূর হয়। ডাকিনী, শাকিনী

কৃষ্ণা ও বা রাক্ষসগণ কোনরূপ
উপদ্রব করিতে পারে না। এই
সকল নাম উচ্চারণ কবিলে শিশু-
গণের পীড়া ও গভিনীর গর্ভ বেদনা
শাস্তি হয়। স্কন্দ-কাণ্ড-পূ-৪৫।

ব্রহ্ম—কাম্পিলা দেশের পুরু বংশীয়
নরপতি সমবেশ পব, পাব ও সুব্রহ্ম
নামে তিন পুত্র জন্মে। তাহাদের
মধ্যে পাবের পুত্র ব্রহ্ম। তৎস্মৃত
স্মৃতি। বায়ু-৯২। পর ও পার
দেখ।

ব্রহ্মেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে ব্রহ্মেশ্বর কদ
অবস্থিত। উহা কল্লিঙ্গ নামেও
অভিহিত। স্বয়ং ব্রহ্মা বানররূপে
তৎসম্মিলানে অবস্থান করেন। বিভিন্ন
কল্পে ঐ লিঙ্গ বিভিন্ন নামে পরিচিত
হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রঃ ২০।

ব্রহ্মা—কর্তব্যীয়াঙ্কুনে একশত
পুত্রের মধ্যে শুব, শরসেন, ব্রহ্মা
(ব্রহ্মাণ্ড) ব্রহ্ম ও জয়ধন্য, ইহারা মহাবল
ছিলেন। তাহারা অবলী দেশে
থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন।
বায়ু-২৪। ব্রহ্ম দেখ।

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্মি—(১) যজু বংশীয় কক্দের পুত্র
ব্রহ্মি। তৎস্মৃত কপোতবোমা।

কপোতবোমার তনয় রেবত। বায়ু-
২৬। কপোতবোমা দেখ। (২)
মহাদেবেক এক নাম। মহাভা-
অঙ্ক-৮।

ব্রহ্মিনী—অক্রূর হইতে তৎপত্নী
অশ্বিনীব গর্ভে পুত্র, গবেষণ, ব্রহ্মিনী
প্রভৃতি কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ
করে। মৎ-৭৫। অক্রূর, অশ্বগীর্ষ
(১), অশ্বিনী ব্রহ্মভূমী দেখ।

ব্রহ্মান—কক বংশীয় শুচারথেব পুত্র
ব্রহ্মান। তাহার তনয় সুষেণ।
সুষেণের আশ্রয় মন্যপতি। ভাগ-
৯২-১২। ব্রহ্মান দেখ।

ব্রহ্মদেব—অগ্নিব স্তবিকাবী উপস্থত
নামক প্লাবিত পিতা। ঋক্-১০।
১৫।২।

ব্রহ্মি—(১) যজু বংশীয় ভজমান,
সুজয়েব সুজয়ো ও বাহ্যকা নামে দুই
কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে
বাহ্যকায় গর্ভে নিমি, কুমিল ও ব্রহ্মি
নামে তিন পুত্র জন্মে। ব্রহ্মির পত্নী
গাকারী ও মাদ্রী। গাকারী হইতে
সুমিত্র ও মিতনন্দন এবং মাদ্রী
হইতে যুবাচিং, অনমিত্র, দেবমীচুষ,
শিব ও কুন্তলক্ষণ জন্মে। মৎ-৭৫।
অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২)

যজু বংশীয় দেবাবধের তনয় বক্র।
তিনি অতিশয় বীর, দানশীল, ব্রহ্মল,
দৃঢ়ব্রত, রূপবান্ ও শ্রুতবীয়াসম্পন্ন
ছিলেন। তাহার অতম পুত্র কুকুর,

কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র ধৃত ।
 মৎ-৪৭ । (৩) যজ্ঞ বংশীয় ক্রোড়ুর
 গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী
 ছিল । তন্মধ্যে মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ
 ও দেবমীচুস জন্মে । এই যুধাজিৎ
 তনয় বৃষ্ণি ও অরুণক ; বৃষ্ণির
 আশ্বজ স্বয়ং ও চিত্রক । হরি-
 হরি-৩৪ । (৪) যজ্ঞ বংশীয় সাত্ব-
 তের পত্নী কৌশল্যা হইতে দিব্য
 ভজিন, ভজমান, দেবাবধ ও বৃষ্ণি
 জন্মগ্রহণ করেন । হরি হরি ৩৭ ।
 অগ্নি-২৭৫ বায়ু-২৬ । গন্ধ-সৃষ্টি
 ১৩ । ভাগ-২২-২৪ । (৫) কার্ত্তি-
 বীর্ষার্জুনের অতুল্য পুত্র বৃষ্ণি,
 বৃষ্ণির তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে
 জাম্বব জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্ম-মহা-
 ২২ । (৬) তালভঙ্গ্য বংশীয় চন্দ্র-
 শত পুত্রের অতুল্য পুত্র বৃষ্ণি
 ৪র্থ-১১ । ভাগ-২৭ ১৩ । গন্ধ-
 ১৪৩ । (৭) যজ্ঞ বংশীয় অনন্তের
 তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় স্বয়ং । ভাগ
 ২২-২৪ । (৮) যজ্ঞ বংশীয় বৈশ্যের
 তনয় কৃষ্ণি, কৃষ্ণির তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির
 আশ্বজ নির্বৃতি । গন্ধ-১৭৩ । (৯) যজ্ঞ-
 তির অতুল্য সূত্র যজ্ঞ, যজ্ঞের অতুল্য
 তনয় বৃষ্ণি । পদ্ম-ভূমি-১০২ । যজ্ঞ দেখ ।
 বৃষ্ণিমান—কুরু বংশীয় অধিস্থা-
 রক্শের তনয় বিদক । গন্ধা-গাণ্ডে
 হস্তিনানগরী নিম্নগ্রহণে বিদক সেই
 পুরী পরিত্যাগ পুন্ডিক বোম্বাই

নগরীতে যাইয়া বাস করেন । তাঁহার
 জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূরি । ভূরির পুত্র
 চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রব,
 শুচিদ্রবের পুত্র বৃষ্ণিমান, বৃষ্ণিমানের
 তনয় স্মরণ । মৎ-৫০ । বিষ্ণু
 ৪র্থ-২১ ।

বৃহতি—ইগাকু বংশীয় জীম্বতের পুত্র
 বৃহতি, বৃহতির পুত্র ভগ্নবপ, ভগ্ন-
 বপের পুত্র নববপ, নববপের পুত্র
 দশবপ, দশবপের তনয় শকনি ।
 হরি-হরি-৩৬ ।

বৃহতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অতুল্য
 পত্নী বৃহতী হইতে গদ জন্মগ্রহণ
 করেন । হরি-হরি-১৬০ । (২)
 দ্রাব্য অতুল্য পুত্র শিষ্টি, শিষ্টির
 তনয় বিদ্য, বিদ্যের পত্নী বৃহতী চাকুস
 মন্তকে প্রসব করেন । অগ্নি-১৮ ।
 ব্রহ্ম-৬৮ । বায়ু-৬২ । যৌব-২৭ ।
 বিষ্ণু-১৫-১৬ । (৩) শিনি বংশীয়
 মহাত্মা বৃহত্বেশের কন্যা বৃহতী,
 নবপতি স্বমহের পত্নী ছিলেন ।
 তাঁহার গাণ্ডে অশ্বদ কুমদ ও
 শ্বেত নামে তিন পুত্র এবং
 শ্বেতা নামী এক কন্যা গাণ্ডে
 করেন । বায়ু-২৬ । (৪) গাণ্ডী, বৃহতী,
 উক্ষিক, গাণ্ডী, বিষ্ণুপ, অশ্বপে ও
 পদ্ম এই সপ্ত ছন্দ অশ্বকপ পবিগ্রহ
 করিয়া অশ্বের বধ বহন করিয়া
 থাকে । স্বয়ং-মাণ্ড-কন্যা-৩২ ।

বৃহৎ—(১) কুরু বংশীয় নবপতি

বিজয়ের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের পুত্র বৃহদ্রথ এবং বৃহদ্রথের পুত্র সত্য-কক্ষা । মৎ-৪৮ । (২) নবপতি সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের অভনীত, ষ্মিনীত ও পুরুনীত নামে তিন পুত্র ছিল । হরি হরি ৩২ । অগ্নি-২৭৮ । (৩) তৃতীয় (উত্তম) মন্বন্তরে দেবতাদের স্তন্যাদি প্রভৃতি যে পক্ষগণ ছিল, তাহাদের মধ্যে বৃহৎ, কীর্তিমান প্রভৃতি দ্বাদশ জন স্তন্যাদি গণের অগ্রগণ্য বংশধারী দেবতা ছিলেন । বায়ু-১২ । ব্রহ্মা-১৮ । উত্তম মন্ব দেখ । (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে বক্ষ্যাব মপ ইত্যাদি উক্ত ঐয় নামক দেবগণের অতীতম । বায়ু-৬৬ । ওষধিবংশে দেখ । (৫) কালব্যয় নামে প্রাকৃতিক দৈবগণের গণের অতীতম (অতীত) দৈবগণের বৃহৎ নামে স্তন্যাদি প্রভৃতি উক্ত ঐয় নামক দেবগণের অতীতম । বায়ু-১৫ । (৬) স্বাক্ষরগণ মন্বন্তরে অতীতম পুত্র । কৃষ্ণ-১৮ । উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন বংশধারী দেবগণের অতীতম । উত্তম মন্ব দেখ । বৃহৎকক্ষা—(১) নবপতি বংশীয় সুহোত্রের পুত্র বৃহদ্রথ । তাহার অগ্নি বৃহৎকক্ষাও তনয় বৃহদ্রথ গণ-১৪৩ । মৎ-৫৮ । পুণ্ড্রাক্ষ

দেখ । (২) নাগধ বংশীয় নিরমিত্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর সুরক্ষ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন । তৎপরে বৃহৎকক্ষা রাজ্য লাভ করিয়া ২৩ বৎসর এবং তাহার পর সেনজিৎ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন । মৎ-২৭১ । অপ্রতীপ ও সেনজিৎ দেখ । (৩) ভদ্রবংশে তনয় বৃহৎকক্ষা । তৎপুত্র বৃহদ্রথ । বৃহদ্রথের তনয় বৃহদ্রথ । হরি-হরি-৩১ । বিষ্ণু-১৪-১৮ । অ-২৭৭ । বৃহদ্রথ ও বৃহদ্রথ দেখ । (৪) কৃষ্ণবংশীয় অজমীতের পুত্র বৃহদ্রথ । তৎপুত্র বৃহৎকক্ষা । তৎপুত্র বৃহদ্রথ । তাহার তনয় বৃহদ্রথ । বৃহদ্রথের পুত্র সেনজিৎ । বায়ু-৯২ । (৫) অজমীতের পুত্র বৃহদ্রথ । তাহার তনয় বৃহৎকক্ষা । তৎপুত্র বৃহদ্রথ । বৃহদ্রথের তনয় সেনজিৎ । বিষ্ণু-৪৭-১২ । (৬) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্রের পুত্র সুরক্ষ । সুরক্ষের পুত্র বৃহৎকক্ষা । তৎপুত্র সেনজিৎ । বিষ্ণু-১৪-২৩ । (৭) পুণ্ড্রাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকক্ষা ও বৃহদ্রথ নামে তিন পুত্র জন্মে । বৃহদ্রথের পুত্র বৃহদ্রথ । ভাগ-৯৪-২৩ । (৮) অজমীতের তনয় বৃহদ্রথ । তৎপুত্র বৃহদ্রথ । তৎপুত্র বৃহদ্রথ । বৃহদ্রথের পুত্র বৃহদ্রথ । ভাগ-১৫৫ । অজমীত দেখ । (৯)

মগধে অরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্র ১০০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র সুরুতা রাজা হন। তিনি ৫৬ বৎসর, ও তৎপরে তাঁহার পুত্র বৃহৎক্ষত্র ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-২২।

বৃহৎকায়—অজমীঢ়ের বংশীয় বৃহৎক্ষত্র পুত্র বৃহৎকায়। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তনয় বিষদ। ভাগ-২৫-২১। বৃহৎক্ষত্র দেখ।

বৃহৎকীৰ্ত্তি—জটনৈক দানব। হরি-হরি-৪১।

বৃহৎকৃষ্ণ—সর্পসিদ্ধিদায়িনী চতুঃসষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। অ-৫২। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধা এই যোগিণীদের নান কীৰ্ত্তন করে, তাহার সকল দুঃস্থে বাধা দূর হয়। স্কন্দ-কাণ্ড-পূ-৪৫। ব্রহ্মানন্দ দেখ।

বৃহৎক্ষণ—উৎকৃষ্ট বংশীয় বৃহৎক্ষণ পুত্র বৃহৎক্ষণ। তৎপুত্র গুরুক্ষণ। তৎপুত্র বৎসবাহ। বিষ্ণু-৪র্থ-২১

বৃহৎক্ষত্র—(১) রাজসি ভরতের পুত্র বিতথ (বিতথ দেখ)। তাঁহার তনয় ভুবনম্ভা। ভুবনম্ভান ১৫টি পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীৰ্য্য, নর ও গর্গ। বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী। হস্তীর অজমীঢ় প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪২। অজমীঢ় বৃহৎক্ষত্র ও গর্গ দেখ। (২) যযাতি বংশীয় বিতথের তনয় ম্ভা। ম্ভার বৃহৎক্ষত্র, ভয়,

নর, মহাবীৰ্য্য ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-২২ ২১। (৩) বসুদেবের অন্ততম। ভগিনী শ্রুত-কীৰ্ত্তি কেকয় রাজের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সন্তান, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র, বিন্দ, ও অম্ববিন্দ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। বায়ু-২৬। (৪) বিতথের তনয় ভুবনম্ভা। ভুবনম্ভার চারি তনয়—বৃহৎক্ষত্র, নব, মহাবীৰ্য্য ও গাথ্র। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র স্নহোত্র। স্নহোত্রের তনয় হস্তী। বায়ু-২৯।

(৫) বিতথের আশ্বজ ম্ভা। তৎপুত্র বৃহৎক্ষত্র। তৎসুত হস্তী। বৃহৎক্ষত্র ২২। (৬) বিতথের তনয় ভবনম্ভা। তৎসুত বৃহৎক্ষত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৭) বৃহৎক্ষত্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৃহৎক্ষয়—উৎকৃষ্ট বংশীয় বৃহৎক্ষয়ের আশ্বজ বৃহৎক্ষয়। তৎসুত ক্ষয়। ক্ষয়ের তনয় দিবাকর। বায়ু-২৯। দিবাকর দেখ। এই বংশের বিবরণ ভাগবতে (২২-১২ অঃ) কিঞ্চিৎ অতরূপ আছে।

বৃহৎক্ষত্র—বৃহৎক্ষত্র দেখ।

বৃহৎভূতা চতুঃসষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। ব্রহ্মানন্দ দেখ।

বৃহৎশক্র—স্বায়ম্ভুব মন্তর মানস পুত্রগণের অন্ততম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

বৃহৎশোক—মায়াবলে বামনরূপে কুমার গণও স্ত্রীরূপ-ধারী বিষ্ণুর অবতীর্ণ উরুক্রম দেবের কীৰ্ত্তি নানী পত্নীর গর্ভে বৃহৎশোক নামে পুত্র জন্মে । ইহঁার সৌভাগ্য প্রভৃতি পুত্র হইয়াছিল । ভাগ ৩২-১৮ ।

বৃহৎশ্রবা—একবার বশিষ্ঠ, ভৃগু, অগ্নি, করেন । সৌ-৬২ ।

বিদ্যামিত্র, বৃহৎশ্রবা প্রভৃতি বভ্রমনি বৃহৎসেন—(১) তাঁহার কন্তা দেবদেব শূল-পাণির গর্ভে জন্ম অবগত না হইয়াই মন্ত্রদ্বারা শিব পূজন ও তপস্বী করিতেছিলেন ।

তপস্ক্রান্ত তাঁহাদের মন্তক হইতে দগ্ন উপস্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য পরিব্রাজ্য করিয়া ফেলিল । পার্শ্বাতী শিবকে ধুমের কাবণ ভিক্ষাসা করেন । শিব বলেন যে মনিগণ অজ্ঞানতা বশতঃ যে তপস্বী করিতেছিলেন তাহাতেই

তাঁহাদের মন্তক হইতে দগ্ন উপস্থিত হইতেছিল । তখন দেবী পার্শ্বাতী মনিগণের অজ্ঞানতা ক্রিয়াক্রান্ত হইয়া উৎসব করিতে উৎসাহিত হইলেন ।

তখন দেবী পার্শ্বাতী মনিগণের অজ্ঞানতা ক্রিয়াক্রান্ত হইয়া উৎসব করিতে উৎসাহিত হইলেন ।

লোহিত বিটবেশ ধারণ পূর্বক মনি গণের তপস্বী স্থানে গমন করেন ।

বিষ্ণুও স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গের সহিত মিলিত হইলেন । বিষ্ণু ও শিব সেই দেবদারবনস্থিত মনিগণকে

মায়ায় মোহিত করিয়া সেই বনে বিচরণ করিতে বাধ্য করেন । মনি পত্নীগণ শিব-দর্শনে বানবাণে পোড়িত হইয়া লজ্জা ও বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক

শিবের অমুগামী হইলেন । মনি-বৃহৎসেন—(১) তাঁহার কন্তা

লক্ষ্মণাকে শ্রীকৃষ্ণ শত্রুজয় ও নন্দ্রাবেশ পূর্বক বিবাহ করেন । ভাগ-১০-৮৩ । (২) প্রত্যয় দিগ্বিজয়ে বহি-গত হইয়া বৃহৎসেনের রাজ্যে উপস্থিত হন ও তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করেন । গর্গ-বিশ্ব-১৮ । (৩) শ্রীকৃষ্ণের অমৃতভণ্ড পুত্র । তিনি প্রত্যাগের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন । গর্গ-বিশ্ব-৩৩ । জয় দেখ (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নির-মিথৈব পুত্র সুনন্দ্র । তৎসুত বৃহৎসেন । বৃহৎসেনের তনয় কম্বজিৎ । ভাগ ২২-২২ ।

বৃহৎসেন—ভট্টনৈক মহর্ষি । হরি-হরি ।

বৃহৎসেন—অজমীঢ়েব অন্ততমা পত্নী—ভূমিগীর গর্ভে বৃহৎসেন নামে এক পুত্র জন্মে । বৃহৎসেন পুত্র বৃহৎসেন । তৎসুত বৃহৎসেন । তৎপুত্র বৃহৎসেন । বৃহৎসেন পুত্র জয়দ্রথ । মৎ-৪২ ।

বৃহৎসেন (৪) দেখ ।

বৃহৎসেন—বৃহৎসেন (৩) দেখ ।

বৃহৎসেন—(১) কোৎস, পিত্ত,

কাত্যায়ন, হস্তিদাস (হস্তিদাস)
 বাৎস্তায়নি, মাদ্রি, মোলি, কুবেরণী,
 ভীমবেগ, হরিতক ও শাশ্বদর্ভি—
 অন্ধিরা বংশীয় এই সকল ঋষিদের
 আবেশ প্রবর তিনটি—অন্ধিরা
 বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব । মৎ-১২৬ । (২)
 ইক্ষাকু বংশীয় শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব ।
 তৎস্মৃত পরমধার্মিক কুবল্যশ্ব ।
 অ-২৭০ । হরি-হরি-১১ । শিব-ধর্ম-
 ৬০ । (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে
 বারাহ কল্পে আটাইশ জন যোগাচার্য্য
 (শিবাবতার) অবতীর্ণ হন ।
 তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চারিজন
 করিয়া শিষ্য ছিল । সেই যোগাচার্য্য
 দিগের মধ্যে মহাকাল নামক যোগা-
 চার্য্যের বৃহদশ্ব, কবি, দেবল ও
 শালিহোত্র নামে চারি শিষ্য ছিল ।
 শিব বায়-উ-১০ । (৪) ইক্ষাকু-
 বংশীয় পুরু-কুৎসের পুত্র অনরণ্য ।
 তৎস্মৃত বৃহদশ্ব । বৃহদশ্বের তনয়
 হর্ষাশ্ব । দেবীভা-৭২-১০ অনরণ্য
 দেখ । (৫) দেবরাজ ইন্দ্র অশুর-
 গণকে পরাজয় করিয়া পুনরায় স্বর্গ
 রাজ্য লাভ করিলে বৃহদশ্ব প্রমুখ
 বহু ঋষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত
 করিতে স্বর্গে গমন করেন । সৌ-
 ৫০ । (৬) ইক্ষাকু বংশীয়
 বৎসবাহুর পর যশাক্রমে প্রতিবাহু
 দিবাকর, সহদেব, বৃহদশ্ব ভানুরথ,
 প্রতীভা প্রভৃতি রাজ্য করেন ।

ইহার প্রত্যেকেই পরম্পরের পিতা
 ও পুত্র । বায়ু-২২ । (৭) ইক্ষাকু
 বংশীয় ভানুর পুত্র দিবাকর ।
 দিবাকরের তনয় সহদেব ।
 সহদেবের তনয় বৃহদশ্ব । তৎস্মৃত
 ভানুমান । ভানুমানের আত্মজ
 প্রতীকাশ্ব । ভাগ-২২-১২ । (৮)
 শ্রাবস্তাত্মজ বৃহদশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব ।
 বৃহদশ্ব-ম-১৮ । (৯) বৃহদশ্বের আত্মজ
 কুবলয়শ্ব, তৎস্মৃত দৃঢ়াশ্ব । বৃহদশ্ব-
 মধ্য-২২ । (১০) ইক্ষাকু-বংশীয়
 প্রতিবোমের তনয় হর্ষাশ্ব । হর্ষাশ্বের
 পুত্র সহদেব । সহদেবের পুত্র বৃহদশ্ব ।
 তৎস্মৃত ভানুরথ । ভানুরথের তনয়
 প্রতীবা । প্রতীবা হইতে প্রতীতক
 জন্মন । গরু-পু-১৪৫ । (১১)
 অজমীড়ের বংশে অর্কের তনয়
 ভর্মাশ্ব । তাঁহার নৃপাল, যবীনর,
 বৃহদশ্ব, কাশ্মিপা ও সঙ্কয় নামে
 পাঁচ পুত্র জন্মে । এই পঞ্চ জনই
 পাঁচ বিষয় রক্ষণে সমর্থ, এই কারণে
 তাঁহারা পরে পঞ্চাল নামে খ্যাত
 হন । ভাগ-২২-২১ । বৃহদিশ্ব দেখ ।
 বৃহদিশ্ব- (১) নরপতি অজমীড়ের
 বংশে বৃহদশ্বের পুত্র । তাঁহার তনয়
 জয়দ্রথ । তৎস্মৃত অশ্বজিৎ ।
 অশ্বজিৎের তনয় সেনজিৎ । মৎ ৪২ ।
 বৃহৎকর্ণা, অজমীড় ও বৃহদশ্ব দেখ ।
 (২) অজমীড়ের বংশে পৃথুর তনয়
 ভদ্রাশ্বের মণাল জয় বৃহদিশ্ব যবীনর

ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল । এই পাঁচ পুত্রের নামে অধিষ্ঠিত জনপদই পাঞ্চাল নামে অভিহিত । মৎ-৫০ । (৩) ভূমিনী নামী পত্নীতে অজমীড়ের বৃহদিষু নামে পুত্র জন্মে । তাহার তনয় বৃহদ্রথ, তৎসুত বৃহদ্রথ্য । তাহার ঋতুজ সত্যজিৎ । সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ । হরি হরি-২০ । (৪) অজমীড়ের বংশে বাহ্যাক্ষের মুদগল, স্বজয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কুমিলান্ন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । তাহারা পাঁচজনেই দেশ সংরক্ষণে অলং গুণাৎ সমর্থ, এই জন্য এই পাঁচ জনের অধিষ্ঠিত দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত । হরি-হরি-৩২ । অগ্নি পুরাণে (২৭৮ অঃ) মুদগলের পরিবর্তে মুকুল, এবং কুমিলান্নের পরিবর্তে কুমিল নাম দৃষ্ট হয় । (৫) অজমীড়ের বংশে পুরুজানু-পুত্র রিক্ষের মুদগল, স্বজয়, বৃহদিষু, যবীনানু ও কাষ্পিলা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে । তাঁহাদের জন্মের পর পিতা রিক্ষ তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাদিগকে পাঁচটি জনপদে অধিষ্ঠিত করেন । সেই পঞ্চ জনপদই তাঁহাদের রক্ষণ পোষণে পর্যাপ্ত হইয়াছিল । তাই পরবর্তী কালে ঐ সকল জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয় । বায়ু ৯৯ । (৬) বিষ্ণু পুরাণ (৪র্থ-১৯) মতে হর্যাক্ষের পুত্র মুদগল প্রভৃতি পাঁচজন ।

(৭) অজমীড়ের তনয় বৃহদিষু । তাঁহার তনয় বৃহদ্রথ । তৎসুত বৃহৎ-কর্মা । তৎসুত জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ । গরু-১৪৪ । বৃহৎ-কর্মা, অজমীড় ও বৃহদ্রথ দেখ । বৃহদ্রথ (বৃহদ্রথ্য)—(১) অঙ্গিরা বংশীয় বৃহদ্রথ ও বামদেব, এই দুই জন গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—অঙ্গিরা, বৃহদ্রথ ও বামদেব । মৎ-১৯৬ । (২) জনক বংশীয় দেবরাতের তনয় বৃহদ্রথ । তৎসুত মহাবীৰ্য্য । মহাবীৰ্য্যের তনয় সত্যধৃতি । গরু-পূ-১৪২ । বিষ্ণু ৪র্থ-৫ । (৩) ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋক্-১০-৫৪-৫৬ । (৪) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন । বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, মহাদেব শ্বেতনামে মুনিতনয়রূপে প্রোহুভূত হন । সেই কালে তাঁহার উশিজ, বৃহদ্রথ্য, দেবল ও কবি নামে তাঁহার চারি তনয় ছিল । ব্রহ্মা-২৫ । বায়ু-২৩ । (৫) অঙ্গিরার তেত্রিশ জন মন্ত্রবাদী তনয়গণের অন্ততম । ব্রহ্মা-৬৫ । বায়ু-৫৯ । (৬) কন্দম-নন্দিনী শ্ররাতের গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য নামে পাঁচ তনয়

জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বামদেবের বৃহদগিরা—অম্বরদিগের গুরু শুক্রা-
তনয় বৃহদ্রথ। বায়ু-৬৫। (৭) চার্যের গোনারী পত্নীতে যশ
শিনি বংশীয় বৃহদ্রথের কন্যা বৃহতী
স্বনয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে
অম্বদ, কুমুদ ও খেত নামে তিন
পুত্র ও খেতা নামে এক কন্যা জন্মে।
বায়ু-২১। (৮) ঋষিপত্নীদিগের
গর্ভোৎপন্ন ঋষিপুত্রগণকে ঋষিক বলা
হয়। বৎসর, নগ্রহ, ভারদ্বাজ,
বৃহদ্রথ, শরদান, অগস্ত্য, উশিজ,
দীর্ঘতমা, বৃহদ্রথ, শরদ্বত, বাজশ্রবা,
সুবিদ্য, স্রবাস্থেব-পরায়ণঃ, দধীচ,
শঙ্কমান ও রাজা বৈশ্রবণ, ইহারা
ঋষিক। ব্রহ্মা-৬৫।

বৃহদ্রথ—(১) ঋষি পত্নীদিগের গর্ভ-
জাত ঋষিকুমার দিগকে ঋষিক বলা
হয়। বৃহদ্রথ এইরূপ একজন ঋষিক।
বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদ্রথ দেখ।
(২) নন্দীবর্দ্ধনের পুত্র স্নকেত। স্নকে-
তর তনয় দেবরাত। দেবরাতের তনয়
বৃহদ্রথ। তাহার তনয় মহাবীৰ্য্য।
তৎস্মৃত ধৃতিমান। বায়ু-৮২।
বৃহদ্রথ (২) দেখ।

বৃহদ্রথ—আর্যদ্রুব মন্ত্রর অধিকার
কালের পর আরোচিষ মন্ত্রর আবির্ভাব
হয়। তাঁহার তনয়গণ সকলেই
মণ্ডলেশ্বর হইরাছিল। তাঁহাদের
নাম বিনত, কর্ণাস্ত, বিজাত, রবি,
বৃহদ্রথ ও নভ। গরু-৮৭।
আরোচিষ মন্ত্র দেখ।

চার্যের গোনারী পত্নীতে যশ
ও অমরক নামে দুই তনয় এবং
ষষ্ঠা ও বক্রতী নামে দুই কন্যা
জন্মে। বক্রতীর রজন, বৃহদ্রথ ও
পৃথুরয়ি নামে তিন সন্তান জন্মে।
তাঁহারা দেবগণের রাজক অথচ
ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। বায়ু-৬৫। চেতনা
দেখ।

বৃহদ্রথ—নবম মনু দক্ষ সার্বর্ণ বারু
ধির, ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পক্ষহস্ত,
নিরাময়, পৃথুরবা, বৃহদ্রথ, ঋতীক, ও
বৃহদ্রথ এই নয় তনয় ছিল। গরু-
৮৭। দক্ষসার্বর্ণি মনু দেখ।

বৃহদ্রথী—জনৈক মাতৃকা। স্বন্দ
দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে তিনি
তাঁহার সাতাবার্ষ গমন করেন।
মহাভা-শল্য-৫৭। স্বন্দ মাহে-কুমা-
৩০।

বৃহদ্রথ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া
কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন ঋক-
১০। ১২০। ১২।

বৃহদ্রথ—শ্রীকৃষ্ণের একজন অনুচর।
রক্ষিণী-হরণ উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয়
তাঁহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ
করেন। হরি-হরি-১১৬।

বৃহদ্রথ—অজমীঢ়ের বংশে বৃহদ্রথ
পুত্র। বৃহদ্রথ ও বৃহৎকার দেখ।

বৃহদ্রথী—(১) বৃহদ্রথ (৩) দেখ

(২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শতরথের তনয় সভা-২২। (৬) আনর্থাধিপতি ইলবিলি। ইলবিলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৃহৎসাল কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত কাশিকী তাঁহার তনয় বিশ্বসহ। তৎপুত্র পূর্ণমাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র তীর্থে নান খট্টাক। খট্টাকের তনয় দীর্ঘবাহু। কুর্শ-পু ২১। ইলবিলি দেখ।

বৃহৎসাল—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিশ্বত-বানের তনয় বৃহৎসাল। তাঁহার পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৃহৎসালকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বিশ্বতবান দেখ।

(২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভবিষ্য নরপতি-গণের মধ্যে বৃহৎসাল প্রথম। তাঁহার তনয় বৃহৎসাল। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) দৃধ্যবংশীয় প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক। তক্ষকের তনয় বৃহৎসাল। তাঁহার তনয় বৃহৎসাল। তাঁহার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। ভাগ-৯২-১২। উরুক্ষয় দেখ।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহৎসাল জন্মেন। ভাগ-৯২-২৪। তিনি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। বৃহৎসালি—জনৈক দানব। ব্রহ্মার মহাভা-আনি-১৮৬। তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার রাজস্বয় যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা করিতেন। পদ্ম-স্ব-১৮।

মহাভা-সভা-৩৩। (৫) যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বৃহৎসাল—দিগ্বিজয়ে বহির্গত অনি-বহির্গত হইয়া ভীম কোশলাধিপতি কৃষ্ণের জনৈক অমুচর। গর্গ-অধ-১৮।

বৃহৎসালকে পরাজয় করেন। মহাভা-বৃহৎসালি—বৃহৎসাল দেখ।

বৃহত্তর—নবম (দক্ষসাবর্ণি) মন্বন্তরে বৃহত্তর—মরুগণের অন্যতম । ধর্ম্মের
বৃহত্তর প্রভৃতি নমস্কর-সাবর্ণি মনুর ঔরসে ও লক্ষ্মীর গর্ভে তাঁহার জন্ম-
পুত্র ছিলেন । অর্চিমান দেখ । গ্রহণ করেন । হরি-হরি-১২৬ মরু-
বৃহত্তর—(১) বৃহৎকর্ম্মার পুত্র । দগণ ও ধর্ম্ম দেখ ।
তৎপুত্র জয়দ্রথ । জয়দ্রথের পুত্র বৃহদ্ভাজ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় কৃতজিতের
বৃহদ্ভাজ । তাঁহার তনয় জনমেজয় । জনম । তাঁহার তনয় কৃতজয় । কৃতজ-
জনমেজয়ের আয়ুজ অঙ্গ । অ-২৭৭ । যের তনয় দনজয় । গরু-১৭৫
বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ । মৎ-৫৮ । বৃহৎকর্ম্মার বৃহদ্ভাজ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অমিত্র-
ও বৃষসেন দেখ । (২) বৃহদ্ভাজের জিতের তনয় । তাঁহার আয়ুজের নাম
তনয় বৃহন্ননা । বার-২২ । আবার বহি । বহির তনয় কৃতজয় । তৎ-
ঐ অধ্যায়েই অন্তর আছে বৃহদ্ভাজের স্ত্রী রণজয় । ভাগ-২৯-১২ । (২)
তনয় বৃহন্ননা । (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্য ঐ বংশীয় অন্তরীক্ষের তনয় স্মিত্র
তনয় । তিনি প্রজ্ঞানের সহিত ও সুষেণ । স্মিত্রের পুত্র বৃহদ্ভাজ ।
দিগ্বিজয়ে গমন করেন । গর্গ-বিশ্ব-৪ । তাঁহার আয়ুজ কৃতজয় । মৎ ২৭১ ।
ঐ দিগ্বিজয় উপলক্ষে কোরবদিগের (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অমিত্রজিতের
সহিত যুদ্ধকালে তিনি কালের সহিত তনয় । তাঁহার তনয়ের নাম ধর্ম্মী ।
যুদ্ধ করেন । গর্গ-বিশ্ব-২০ । (৪) ধর্ম্মীর আয়ুজ কৃতজয় । বিষ্ণু-৪র্থ-
চতুর্দশ (ইন্দ্রসাবর্ণি) মন্বন্তরে বিষ্ণু ২০ । ধর্ম্মী ও অন্তরীক্ষ দেখ ।
সত্রায়ণের ঔরসে বিনভার গর্ভে হস্ত্য—এক মহাবল পরাক্রান্ত
বৃহদ্ভাজ নামে অবতীর্ণ হইয়া প্রজা-
পালন করেন । ভাগ-৮-১৩ ।
(৫) পৃথুলাক্ষের অন্যতম তনয় । করেন । পরম ধার্ম্মিক বৈভা ঋষির
পৃথুলাক্ষ ও বৃহৎকর্ম্মার দেখ । (৬) পুত্র পরাবসু ও অর্কীবসু সেই যজ্ঞে
পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পৌরহিত্য করেন । স্বন্দ-রক্ষ-সেতু-
দশ তনয়ের অন্যতম । ভাগ-১০-৯-
৬১ । অবিত্যন্ত দেখ । (৭) পাঞ্চাল ৩৩ । মহাভা-বন-১৩৫-১৩৭ । পরা-
দেশের অধিকার মূল্যগলের যবীনর, বসু দেখ ।
বৃহদ্ভাজ, কম্পিঞ্জ, সৃজয় ও বৃদ্ধ বৃহদ্ভাজ—সিংহল দ্বীপের অধিপতি ।
নামে পাঁচ তনয় ছিল । গরু-১৪৪ । তাঁহার পত্নীর নাম কৌমুদী ও
বৃহদিসু দেখ । কন্যার নাম পদ্মা । কঙ্কি-প্র-৪, ৫ ।

ককি পদ্মাকে বিবাহ করেন। ককি-২য় ৩, ৬।

বৃহদ্রথ—(১) জনকবংশীয় দেব-রাতের তনয়। তাঁহার পুত্রের নাম মহাবীর। মহাবীর তনয় সৃষ্টি। রামা-আদি ৭১। দেবরাত, নন্দী-বর্জন ও বৃহদ্রথ দেখ। (২) জয়-দ্রথের পুত্র। তৎসুত জনমেজয়, বৃহদ্ভাষ ও বিশ্বজিৎ দেখ। (৩) চৈত্র উপরিচর বসুর ঔরসে, গিরি-কার গর্ভে যে সাত পুত্র জন্মে, তিনি তাহাদের মধ্যে স্ফোষ্ঠ ছিলেন। মৎ-৫০। উপরিচর বসু দেখ। (৪) উপরিচর বসুর সাত পুত্রের অন্যতম। গিরিকা নাম্নী রাজ-মহিষী বশিষ্ঠের দুইবার পরিচর্যা করিয়া বৃহদ্রথ প্রভৃতি সাত পুত্র প্রাপ্ত হন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাণ্ড। তৎসুত বৃষভ। বৃষভের তনয় সত্য-হিত। অ-২৭৮। বল দেখ। (৫) বৃহদ্রথ নামক এক নরপতি মহাবজ্র অশ্বমেধে প্রবৃত্ত পাকা কালে পীড়িত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পুত্র কোলাপুরস্থিত মহালক্ষ্মী দেবীকে পূজায় ভুট্ট করিয়া তাঁহার বরে সিদ্ধ সমাধি নামক ব্রাহ্মণের সাহায্যে পিতাকে পুনর্জীবিত করেন। পদ্ম-উ-১২৭। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। বৃহৎ-কর্ম্মা দেখ। (৭) প্রথম মনু

দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির (অন্য নাম রোহিত প্রজাপতি) ধৃতকেন্দু, দীপ্তি-কেন্দু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিছায় ও বৃহদ্রথ নামে নয় পুত্র ছিল। বায়ু-১০০। দক্ষ-সাবর্ণি দেখ। (৮) যযাতি বংশীয় সুরহোত্রের তনয় চ্যবন। চ্যবনের তনয় বৃহদ্রথ। তৎসুত কুশাণ্ড। কুশাণ্ডের তনয় ঋষভ। ককি-৩য়-৪ ভাগ। ২য় ২২। (৯) যযাতি বংশীয় হর্যাস্কের তনয় ভদ্ররথ। বৃহৎকর্ম্মা, ও বৃহদ্রথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (১০) মৌর্যাবংশীয় শত-ধর্ম্মার তনয় বৃহদ্রথ। তিনি ঐ বংশের শেষ নরপতি। তাঁহার পরই শুঙ্গ বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্যন্ত দশজন মৌর্য বংশীয় নৃপতি ১৩৭ বৎসরে রাজত্ব করেন। (ঐ) (১১) বৃহদ্রথ দ্রৌপদীর পাণি-প্রার্থী হইয়া লক্ষ্যভেদার্থ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (১২) বৃহদ্রথ প্রমুখ নরপতিগণ বিশ্বকর্ম্মা নিশ্চিত বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১৩) মগধরাজ বৃহদ্রথ কাশিরাজের যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ডকৌশিক নামক ঋষি প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া তাঁহার

যে সন্তান প্রসব করেন জাতি বিদূষথ ; সৌদাম হৃপতির
 তিনিই পরে জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন । তনয় সৰ্ব্বকর্মা ; প্রতর্দনের তনয়
 মহাভা-সভা-১৬ । জরাসন্ধ দেখ । বংশ ও শিবির আত্মজ গোপতি ;
 (১৪) পৃথুলাক্ষের তিন পুত্রের ইহারাও রক্ষিত হইয়াছিলেন ।
 অন্ততম । পৃথুলাক্ষ দেখ । (১৫) মহাভা-শান্তি-৪৯ । (১৭) দশার্ণাধি-
 ভাগবত (১২ঙ্ক ১ম-অঃ) মতে পতি বৃহদ্রথ । তাঁহার পত্নীর নাম
 মগধে মৌর্যবংশীয় বৃহদ্রথের পর ইন্দুমতি । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৭ ॥
 দশরথ রাজা হন এবং তিনিই শেষ বৃহদ্রাজ—(১) হৃদ্যবংশীয় অন্তরীক্ষের
 রাজা । (১৬) অঙ্গাধিপতি মহারাজ তনয় সুমিত্র ও সুশেণ । সুমিত্রের
 বৃহদ্রথ বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তনয় বৃহদ্রাজ । তৎসুত কৃতঞ্জয় ।
 ব্রাহ্মণগণকে দশলক্ষ ঋত অশ্ব ; মৎ-২৭১ । বৃহৎব্রাজ দেখ (২)
 দশলক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা ; দশলক্ষ অন্তরীক্ষের তনয় সুতপা । সুতপার
 দিগ্গজ তুল্য মাতঙ্গ ; এককোটি তনয় অমিত্রজিৎ । তাঁহার আত্মজ
 ভৈরবমালা বিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী বৃহদ্রাজ তৎসুত বর্হি । বর্হির
 দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি আত্মজ কৃতঞ্জয় । ভাগ-২ঙ্ক-১২ ।
 বিষ্ণুপদ নামক পর্কতে যজ্ঞ আরম্ভ (৩) বৃহদ্রাজের তনয় ধর্ম্মী ।
 করলে দেবরাজ সোমরস পান ও ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয় । বিষ্ণু-৪র্থ-২২ ।
 ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত অমিত্রজিৎ দেখ ।
 হইয়াছিলেন । ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে বৃহদ্রপ—ব্রহ্মার মানস কন্যা ও ধর্ম্মের
 একশত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবতা অন্যতমা পত্নী মরুত্বতী হইতে
 মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা মরুদগণ জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি
 দান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহা তাহাদের অন্যতম ছিলেন । মৎ-
 বহন করিতে পারেন নাই । মহাভা ১৭১ । অগ্নি ও চক্ষু দেখ ।
 শান্তি-২৯ । (১৬) পরশুরাম বৃহস্তু—(১) ভূমিগীর গর্ভে অজমীড়ের
 কর্তৃক পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য হইলেও বৃহদনু নামে এক তনয় জন্মে ।
 কতিপয় হৈহয় বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় বৃহদনুর তনয় বৃহস্তু । তৎসুত
 সন্তান নানা স্থানে নানাভাবে রক্ষিত বৃহন্ননা মৎ-৪৯ । বৃহন্ননা দেখ ।
 হইয়াছিল । তাহাদিগের মধ্যে (২) মরুদগণের অন্যতম । অগ্নি ও
 বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্তৃক চক্ষু দেখ । (৩) বৃহস্তু দ্রৌপদীর
 রক্ষিত হন । এতদ্ভিন্ন পৌরবংশের পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর সভায়

উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-আদি- (৩) বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র ১৮৬ । (৪) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অর্জুন বৃহস্পতিকে পরাভূত করিয়া কর গ্রহণ করেন । মহাভা-সভা-২৬ ।

বৃহন্মনা—(১) বৃহদ্ভানুর তনয় । তাঁহার দুই পত্নী যশোদেবী ও সত্য । যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথ জন্ম গ্রহণ এবং সত্যার গর্ভে বিজয় জন্মেন । মৎ-৪৮ । আবার ঐ অধ্যায়ের অপর স্থানে আছে বৃহদ্ভানুর তনয় জয়দ্রথ । (২) বৃহস্পতির আত্মজ । বৃহস্পতি দেখ । (৩) ভদ্ররথের তনয় বৃহদন্ত হইতে বৃহন্মনা উৎপন্ন হন । হরি-হরি-৩১ । বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা ও জয়দ্রথ দেখ । (৪) হর্যাক্ষের তনয় বৃহৎকর্মা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ । বৃহদ্রথের পুত্র বৃহন্মনা । তৎস্মৃত জয়দ্রথ । বায়ু-২২ । (৫) হর্যাক্ষের আত্ম ভদ্ররথ বৃহৎকর্মা ও বৃহদ্রথ । বৃহৎকর্মার আত্মজ বৃহদ্ভানু । তৎস্মৃত বৃহন্মনা । তদাত্মজ জয়দ্রথ বিষ্ণু ৪র্থ-১৮ । বৃহদ্ভানু দেখ । (৬) পৃথুলাক্ষের তনয় । পৃথুলাক্ষ দেখ ।

বৃহস্পতি—(১) সুরগণের অনুচর তার নামক বানর দলপতি বৃহস্পতির অংশে জন্মগ্রহণ করেন । রামা-আদি-১৭ । (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৃহস্পতি সপ্তর্ষিদেব অত্যন্তম ছিলেন । মৎ-২ । হরি-হরি-৭ । পদ্ম-সু-৭ ।

(৩) বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যান । চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে বৃহ জন্মগ্রহণ করেন । বিস্তারিত বিবরণ—তারা, বৃহ ও চন্দ্র এই নামগুলিতে দ্রষ্টব্য । (৪) রজি দৈত্যের পুত্রগণ কর্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়া ইন্দ্র প্রতীকারের জন্য বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন । বৃহস্পতি ইন্দের হ্রবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃ স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ও রজি তনয়-গণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, তর্কশাস্ত্র সকলের মধ্যে অসাধুগণের মনোমত ধর্ম-বিদ্বেষক, নাস্তিবাদার্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন । অল্পবুদ্ধি রজিতনয়গণ সেই বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পূর্ব পূর্ব ধর্ম শাস্ত্রাদির প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিল এবং সেই অধর্ম্যচরণ হেতু সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । বায়ু-২২ । হরি-হরি-২৮ । (৫) বৃহস্পতি অঙ্গিরার তনয় । বৃহস্পতির তনয় বিভু । হরি-হরি-৩২ । ঋক-আব-রে-১১২ । বৃহস্পতির তনয় ভরদ্বাজ-অ-২৭৮ । (৬) সংশিত ব্রত ঋষিগণের অত্যন্তম বৃহস্পতি । হরি-হরি-১৬৬ । (৭) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন । বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে এইরূপ আটাইশ জন যুগাচার্য্য শিবাবতার অবতীর্ণ হন ।

তাঁহাদের মধ্যে গোকর্ণ নামে শিবাব-
তারের কশ্চপ, উশনা, চ্যবন ও
বৃহস্পতি চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-
বায়ু-উ ১০। গোকর্ণ দেখ। (৬)
পুরুষবার রাজ্যকালে একবার নৈমি-
ষারণ্যবাসী ঋষিগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান
করেন। তৎকালে অগ্নির সংস্পর্শে
গন্ধার গর্ভ হয়। ঐ প্রদীপ্ত গর্ভ
পর্কত শিখরে হ্রস্ত হইয়া স্তবর্ণাকারে
পরিণত হয়। স্বয়ং বিশ্বকর্মা ও
বৃহস্পতি স্তবর্ণ দ্বারা মহর্ষিগণের সেই
যজ্ঞস্থল স্তবর্ণময় করিয়াছিলেন।
ব্রহ্মা-২। বহি দেখ। (৭) শুক্র,
কশ্চপ, বৃহস্পতি, উশনা, উতথ্য,
বান্দেব, আপোজ্য, ঐশিজ, কর্দম,
বিশ্রবা, শক্তি, বালথিল্য ও ধর
ইহারা ঋষি বলিয়া বিদিত। ইহারা
জ্ঞানলাভ করিয়া ঋষি প্রাপ্ত হন।
(ইহারা মহর্ষি নহেন) ব্রহ্মা-৫৬।
বায়ু-৫২। (৮) একবার অরুণ
নামক এক দৈত্য ব্রহ্মার বরে বলীয়ান
হইয়া দেবগণকে স্ব স্ব স্থানচ্যুত
করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন।
অরুণ ভুবনেশ্বরীর পূজক ছিলেন।
দেবগণের প্রার্থনায় বৃহস্পতি মুনিবেশ
ধারণ করিয়া অরুণের ভবনে গমন
করেন। তাঁহার বাক্যমায়ায় মোহিত
হইয়া অরুণ গায়ত্রী মন্ত্র ত্যাগ করেন
এবং তৎফলে নিন্তেজ হইয়া দেব-
গণের হস্তে নিহত হন। দেবীভা-

১০ঙ্ক-১০। অরুণ দেখ। (৯) পূর্বে
বৃহস্পতি চার্বাক ও বৌদ্ধমতাদি
প্রচার করিয়া দৈত্যদানবগণকে
বিভ্রান্ত এবং বেদমার্গ-বহিস্কৃত করেন
সৌ-৩৮। (১০) রক্তাশ্বরের হস্তে
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির
শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি তাঁহাকে
বলেন যে জীবগণের দৈববশতই সম্পদ
বা বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।
দেশকানাদি বিচার না করিয়া কার্য্য
করিলে দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।
রাজা শাস্ততত্ত্ব সম্যক অবগত থাকি-
লেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন।
অত্যাচার স্বয়ং বিনষ্ট হন। এইভাবে
উপদেশ দিয়া বৃহস্পতি বলেন এক্ষণে
দৈব তোমার প্রতীকূল। অতএব
তুমি ইদানীং যুদ্ধে বিরত হও।
সৌ-৪২। (১১) একবার ইন্দ্র
বৃহস্পতিকে অতীত ব্রাহ্মকল্পে স্বর্গ,
ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত কি তাহা
যথাযথ বর্ণনা করিতে বলেন। কিন্তু
বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে স্বীয় অপারগতার
কথা বলিয়া ইন্দ্রকে স্তব্ধ নামক
বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট লইয়া যান।
বৃহস্পতি-৩৭। (১২) জালন্ধর দৈত্যের
সহিত যুদ্ধকালে দৈত্যদিগের হস্তে
দেবতার মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন
দেখিয়া, দেবগুরু বৃহস্পতি ক্ষীর্ণ-
বস্ত্রিত দ্রোণাচলে গমন করেন ও
তথা হইতে ঔষধি লইয়া আসিয়া তৎ-

সাহায্যে সুরগণকে সঞ্জীবিত করেন । জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪৮ । বায়ু-৯২
 পদ্ম-উ-৭ । (১৩) একবার ইন্দ্র রুদ্র- উশিঙ্গ, দীর্ঘতমা ও মমতা দেখ ।
 তেজে ভস্মীভূত হইতে বাইতেছিলেন (১০) বৃহস্পতি উশনা হইতে বায়ু-
 তখন বৃহস্পতির অনুরোধে রুদ্র পুরাণ লাভ করিয়া সবিতাকে উহা
 নেত্রাঘ্নি সংবরণ করেন এবং তাহা- শিক্ষা দেন । বায়ু-১০৩ । উশনা
 তেই ইন্দ্র রক্ষা পান পদ্ম-স্বর্গ-২৬ । ও সবিতা দেখ । (২১) তারকাসুরের
 (১৪) বৃত্তের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হস্তে নিগৃহীত হইয়া দেবগণ যখন
 ইন্দ্র বৃহস্পতির পরামর্শে সালমতি প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে-
 নদীতে স্নান করিয়া শিবের নিকট ছিলেন তখন দেবগুরু বৃহস্পতির
 বজ্র লাভ করেন । পদ্ম-উ-১৫৩ । পরামর্শে ইন্দ্র মনকে শিবের তপো-
 (১৫) কণাদ (কাণাদ), গৌতম ভেদন জন্ত প্রেরণ করেন । শ্রীমহা-
 শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, কপল, ভা-২১ । (২২) বিশ্ব বামন অবতারে
 ছর্বাঙ্গা, মৃকণ্ড, বৃহস্পতি ও জামদগ্ন্য বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ, বেদান্ত,
 এই দশজন তামস মনু নামে খ্যাত । মৌন্যঙ্গা, ছায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য ও
 পদ্ম-উ-২৩৫ । বৃহস্পতি অতি গর্হিত বৈশেষিক, এই ষড়্ দর্শন; সমস্ত স্মৃতি
 চার্বাক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । পদ্ম-উ শাস্ত্র. আগম, নিগম ও শিক্ষাকল্পাদি
 -২৩৬ । (১৬) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে সমুদয় বেদাঙ্গ শিক্ষা করেন । বৃহদ্ব-
 দেবতাদের আশ্র, গ্রন্থত, ভাব্য পৃথক মধ্য-১৬ । (২৩) বৃহস্পতির বাহন
 ও লেখ নামে পাঁচটি গণ ছিল । কৃকসার মৃগ । শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে
 তাঁহাদের মধ্যে লেখ নামক গণের বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণসহ নন্দালয়ে
 অন্তর্গত অগ্রতম দেবতা বৃহস্পতি উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত
 বায়ু-৬২ । অঙ্কুর দেখ । (১৭) করেন । গর্গ-গো-১০, ১২ । (২৪)
 আঙ্গিরস অথর্বাণের তিন পত্নী । পূর্বে ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, সেই
 তাঁহাদের মধ্যে মরীচি নন্দিনী সুরূপা যজ্ঞে যখন বৃহস্পতি সোম পাত্র গ্রহণ
 হইতে বৃহস্পতি জন্মেন । বায়ু-৬৫ করেন তখন দেবরাজ সেই পাত্র স্পর্শ
 (১৮) বৃহস্পতি ভগবান প্রজাপতি করেন । শিষ্য হস্তে স্পৃষ্ট হওয়ার
 কতৃক আঙ্গিরসগণের আধিপত্যে দেবগুরুর সেই সোম দূষিত হইয়া
 নিযুক্ত হন । বায়ু-৭০ । (১৯) যায় । স্মৃতরাং হীন সংযোগ বশে
 বৃহস্পতির ঔরসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ উৎকৃষ্ট হবি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় আর
 ভ্রাতার স্ত্রী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি তাহা হইতেই প্রতিলোম সংযোগে

মৃতজাতির মূল পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। পদ্ম-সূ-১। (২৫) দেবগণ একবার পুষ্করতীরে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তখন বায়ুর পরামর্শে বৃহস্পতির নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। বৃহস্পতি ও বেদোদিত বিধি অনুসারে তাঁহা-দিগকে দীক্ষা দিলেন। পদ্ম-সূ-১৫। (২৬) বর্ষান্তে প্রতিরাশীতে আটটি পাণ্ডুবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চন-নির্ম্মিত রথে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। বিভিন্নকালে বিভিন্ন গ্রহগণ এইভাবে বিভিন্ন রথে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১২। (২৭) বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। ব্যাস দেখ। (২৮) পূর্বে এই স-চরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে পরস্পর-তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা বৃহস্পতিকে যজ্ঞ-মুষ্ঠানে প্রয়োহিত পদে বরণ করেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, অসুর গুরু শুক্রাচার্য্য মৃত মন্ত্র বলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া দিতেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঐ বিদ্যা জানিতেন না বলিয়া যুদ্ধে মৃত দেবগণ আর পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিতেন না।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত বৃহস্পতি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কচকে ঐ মৃত-মঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া আসিবার জন্ত শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। কচ ঐ বিদ্যা অধীত করিয়া আসিলে দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। মহাভা-আদি-৭৬-৭৮। কচ ও দেববানী দেখ। (২৯) ইন্দ্রকর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া বৃহস্পতি তাহাকে বলেন সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ। সন্তোষের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কৃষ্যের শুণ্ডাদির ত্রায় সমুচিত হইলেই আত্মজ্যোতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্র ও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ একেবারে পরাজিত হইয়া যায়। তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। মহাভা-শান্তি-২১। (৩০) কৌশলরাজ বসুমতা একবার, ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বৃহস্পতি সেই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি ৬৮ (৩১) ইন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃহস্পতি, কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকমধ্যে ষশস্বী ও গুণবান বলিয়া বিখ্যাত হওয়া বাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি ৮৪। (৩২) ইন্দ্রের প্রবেশের

উত্তরে বৃহস্পতি, মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায় সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শাস্তি-১০৩। (৩১) জ্ঞানযোগ, সমুদয় বেদ ও নিয়মের ফল কি? এবং জীবাত্মাকেই বা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বৃহস্পতি স্বীয় গুরু মনুকে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মনু বৃহস্পতিকে তত্তৎ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শাস্তি-২০১ (৩৪) ভগবান স্বয়ম্ভূর আদেশকালে যুগান্তকালে অস্তহিত বেদ ও ইতিহাস সকল মহর্ষিগণ তপোবলে লাভ করেন। তখন ভগবান ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্ৰাচার্য্য নীতি-শাস্ত্র; দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধর্ম্মকীর্ত্তি; গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র; কৃষ্ণাশ্রম চিকিৎসা শাস্ত্র ও অন্যান্য মহর্ষি দ্বারা ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। মহাভা-শাস্তি-২১০। (৩৫) মহাকল্পের অবসানে নানাশুণ্য সম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিয়া দেবগণের পৌরহিত্য গ্রহণ করেন। মহাভা-শাস্তি-৩৭। (৩৬) সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদন কালে পুরন্দর করিবার নিমিত্ত যখন সলিলে আচমন করেন, তখন সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে আমি পুরন্দর করিবার নিমিত্ত আচমন করিতে-ছিলাম। তৎসঙ্গেও তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না। অতএব আজি অবধি মৎস্ত, মকর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু তোমাকে কলুষিত করিবে। মহাভা-শাস্তি-৩৪২। (৩৭) একবার দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে, কোন বস্তুদান সর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কোনদান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া সুখে কালাপন করা যায় তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে বৃহস্পতি তাঁহাকে বলেন যে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহাভা-অনু-৬২। (৩৮) বৃহস্পতি স্নাত্বারা তৃপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৬৫। (৩৯) মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মগ্রহণ করে; কি কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্যদ্বারা নরক ভোগ হয় এবং তাঁহারা পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাঁহাদের অনুগামী হয়, এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি যুধিষ্ঠিরকে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-অনু-১১১। (৪০) ইন্দ্র কর্ত্তক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃহস্পতি, যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা কীর্ত্তন করেন।

মহাভা অম্বু-১২৫ । (৪১) সুরা-
চাৰ্ঘ্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মহুযোর
নাজ্য ক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা-
বদ্ধ ছিলেন । অবিক্রিত তনয় মরুত
ইন্দ্রাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী
হইবার জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন
করেন এবং সেই যজ্ঞে বৃহস্পতিকে
পৌরহিত্য করিতে বিশেষ ভাবে
অমুরোধ করেন । কিন্তু বৃহস্পতি
পূৰ্ব্বে প্রতিশ্রুতির জন্য মরুত রাজের
অমুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন । তখন
নারদের পরামর্শে মরুত বৃহস্পতির
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্তকে পৌরহিত্য
কাজের জন্য অনুরোধ করেন ।
সংবর্ত বৃহস্পতির প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন
না । তিনি বৃহস্পতির অপকার
করিবার জন্য যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে
সম্মত হন এবং তাহারই পরামর্শে
রাজা মরুত মহাদেবের আরাধনা
করিয়া বহু সূদৰ্শ প্রাপ্ত হন এবং
তদ্বারা যজ্ঞের আয়োজন করিতে
লাগিলেন । বৃহস্পতি এই সংবাদ
পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং
তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে
লাগিল । ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া
বৃহস্পতিকে মনোহুঃখের কারণ
জিজ্ঞাসা করেন । বৃহস্পতির নিকট
সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কি
করিলে বৃহস্পতির দুর্ভাবনা দূর হইবে
তাহা জিজ্ঞাসা করেন । বৃহস্পতি

বলেন যে সংবর্তের পরিবর্তে তিনি
স্বয়ং মরুতের যজ্ঞে পৌরহিত্য
করিতে পারিলেই তাঁহার শাস্তিলাভ
হইবে । ইন্দ্র তখন বিশেষ ভাবে
চেষ্টা করিতে লাগিলেন বাহাতে
মরুত রাজা সংবর্তের পরিবর্তে
বৃহস্পতিকে যজ্ঞের পৌরহিত্যে
নিয়োগ করেন । কিন্তু সংবর্তের
প্রতিকূলাচরণে সফলকাম হন নাই ।
মহাভা-আশ্ব-৫-১১ । (৪২) কোরব
ও পাণ্ডবদিগের গুরু দ্রোণাচার্য্য
বৃহস্পতির অবতার ছিলেন । মহাভা-
আশ্ব-৩১ । (৪৩) সমুদ্র মন্থনের
পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয়,
তাহাতে বৃহস্পতি গুক্রাচার্য্যের সহিত
যুদ্ধ করেন । ভাগ-চন্দ-১০ । (৪৪)
একবার ব্রহ্মপুত্র রৈভ্যক্কাষি বৃহস্প-
তিকে জিজ্ঞাসা করেন যে কৰ্ম্মী ও
জ্ঞানী এই উভয়ের মধ্যে কে মোক্ষ-
লাভ করিতে পারেন । তদন্তরে
বৃহস্পতি বলেন যে পুরুষ সাধু বা
অসাধু যে প্রকার কাৰ্য্যই করুক না
কেন, যদি তৎসমুদয় নারায়ণে
অর্পণ করে, তাহা হইলে তজ্জনিত
ফলাফলে লিপ্ত হইতে হয় না ।
বরা-৫ । (৪৫) কপালভরণ নামক
দৈত্যের গদাঘাতে ইন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া
পড়িলে, বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা
জপ করিয়া ইন্দ্রকে পুনর্জীবিত
করেন । স্বন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১১ । (৪৬)

হংস নামক সিদ্ধাধিপতি অপুত্রক ছিলেন। তিনি বৃহস্পতির পরামর্শে চমৎকার ক্ষত্রে শঙ্করের আরাধনা করিয়া এ মহোদয় পুত্রলাভ করেন। স্বন্দ-না-৩০। (৪৭) বৃহস্পতির ভগিনীর নাম বিক্রতা। তিনি অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। সূতবাং বিশ্বকর্মা বৃহস্পতির ভাগিনেয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ১১। (৮৮) একবার বৃহস্পতি দেবসভায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে কোনই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাহাতে বৃহস্পতি রোষভরে তাঁহার রাজ্য গরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ভাবে চলিয়া যাওয়াতে দেবরাজের রাজ্যে নানা অমঙ্গল সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র দৈত্যহন্তে রাজ্যচ্যুত হইলেন। এই অবস্থারই প্রতীকারার্থে সমুদ্র মন্থন হয়। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২। (৪৯) পুরাকালে সাংখ্যায়ন ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বৃহস্পতিকে উপদেশ দেন। বৃহস্পতি তাহা স্মৃতিকে শিক্ষা দেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-ভাগ ৩। (৫০) বৃহস্পতি নবগ্রহের অন্ততম। তন্ত্রসার ২২৪-পৃঃ (৫১) ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল, ২য় অষ্টক .৯০ সূক্তের দেবতা বৃহস্পতি। অগস্ত্য ঋষি স্তোতা। ৪র্থ মণ্ডল ৫০ সূক্তেরও ১ম-৯ম ঋকের দেবতা

বৃহস্পতি। বামদেব ঋষি। (৫২) বৃহস্পতি আদিত্যগণের অন্ততম। মহাভা-আদি ৬৬।

হস্পতীশ্বর—কাশীতে রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতিশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। গুরুবার পুষ্যা নক্ষত্র যোগে ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে দিব্যবাণী লাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উ-২৭।

বেগ—মাহিষ্যতী-নগরী-বাসী জনৈক প্রধান নাগরিক স্মমন্তর (স্মমন্ত) পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগ নামে দুই পুত্র জন্মে। কঙ্কি-২য়-৬।

বেগদর্শী - (১) সুরীবাহুচর বানর দলপতি সুষেণের তিন পুত্র স্মমুখ, দ্রুমধ ও বেগদর্শী বানররূপী স্বয়ম্ভূর অংশ সম্ভূত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০। তিনি লঙ্কা সমরে উপস্থিত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৭৩, ৭৬। (২) জনৈক শিবভক্ত দানবপতি। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৮।

বেগবতী—জন্মেখা, ক্লিমা, ক্লেদিণী, ক্লেভিণী, মেথলা মদনাতুরা, নিরঞ্জন, রাগবতী, দ্রাবিণী, বেগবর্তী ও অরা, ইহারা নরকপাল ধারিণী, উৎপল-হস্তা, রক্তমূর্তি দ্বাদশ শক্তি। তন্ত্রসার ১৮৫ পৃঃ।

বেগবন্ত—অপ্সরাদের জনৈকগণ। অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা অরিষ্টা হইতে এই বেগবন্তগণাস্তর্গত অপ্সরাগণ উদ্ধৃত্তগ্রহণ করেন। বায়ু ৬৯। অরিষ্টা দেখ।

বেগবান্—(১) মনুবাংশীয় বহুমানের পুত্র । বেগবানের তনয় বুধ ; তৎ-পুত্র তৃণবিন্দ । বিষ্ণু-৪র্থ-১ । বায়ু-৮৬ । (২) ত্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী নাগজিতীর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র । তিনি প্রহ্লাদের সহিত দিগ্বিজয়ে গিয়াছিলেন । গর্গ-বিশ্ব-২৮ । ভাগ-২০ঙ্ক-৬১ । নাগজিতী ও চিত্রগু দেখ । (৩) জনৈক দানব-পদ্ম-স্ব-১৮ । তিনি দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয়া কন্যা দম্বর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । কালি-৩৪ । মহাভা-আদি-৬৫ দম্বু দেখ । (৪) ধুম্রমায়ের পুত্র বেগবান । তাঁহার পুত্র বুধ । ভাগ-২০ঙ্ক-২ । গর্গ-১৪২ । (৫) মহাদেবের অন্ত নাম । মহাভা-আখ-৮ ।

বেগশালি—মহাদেবের এক নাম । মহাভা-আখ-৮ ।

বেগারি, বেগারী—কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে সরযু নদী তাঁহার সাহায্যার্থ বেগারিকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

বেণ—(১) আশ্বীধ, অগ্নিবাহু, সহ, বেণ, জ্যোতিষ্মান, ছাতিমান, হব্য, মেধা, মেধাতিথি ও বসু, এই দশজন ঋষিসত্ত্ব মনুর পুত্র । ইহারা সকলে প্রত্নিসর্গ বিধান করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মৎ-২ । ঋষিসত্ত্ব মনু দেখ । (২) অঙ্গ নামক প্রজা-

পতির ঔরসে সুনীথার গর্ভে বেণ জন্মগ্রহণ করেন । বেণ মাতামহ-দোষে লোকে স্বেচ্ছাচার প্রচার করেন । তিনি বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মে নিরত হন । তাঁহার রাজ্যে বেদাধ্যয়ন লোপ পাইল ; বাগ যজ্ঞাদি বন্ধ হইয়া গেল । বেণ রাজা নিজেকেই যজ্ঞনীয়, যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন । মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে এইরূপ অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ করিলেও তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই । পরন্তু গর্ভভরে নিজেকেই সর্বলোকের পূজ্য ও সর্বশক্তিমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন । উপদেশ দ্বারা বেণের চৈতন্য উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মহর্ষি গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাম উরু মছন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহাতে সেই মথ্যমান উরু হইতে এক অতিমাত্র হ্রস্ব কৃষ্ণ-বর্ণ পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । সেই পুরুষ নিষাদ বংশের কর্তা হইলেন । অনন্তর ক্রোধাক্রান্ত মহর্ষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মছন করিতে লাগিলেন । সেই হস্ত হইতে হতাশনসদৃশ দীপ্যমান পৃথু সমুখিত হন এবং বেণ তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করেন । হরি-হরি-৫ । ব্রহ্মা-৬৮ । বায়ু-৬২ । ভাগ-৪র্থ-১৪, ৫ । (৪) অঙ্গ—

তনয় বেণ অতিশয় দুষ্কিয়ামিত ছিলেন। প্রজাপালনে কিস্কি-
আজ্ঞাও মনোযোগ করিতেন না। তর্দশনে মহর্ষিগণ কুশা-
ঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন।
বেণ নিহত হইলে মুনিগণ সম্ভানোৎ-
পাদনার্থ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মস্থন
করিতে লাগিলেন। মস্থন করিতে
করিতে উহা হইতে একটি রূপবান্
পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র পৃথু
নামে খ্যাত। অ-১৮। (১) অঙ্গ-
রাজা পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ করিয়া বেণ
রাজাকে উৎপন্ন করেন। বেণ অতি
শয় দুষ্কিয়ামিত ছিলেন। তিনি
অকারণে লোকপীড়ন করিতেন।
পিতা অঙ্গ পুত্রের ব্যবহারে অতুল্য
হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন
করেন। তখন বেণই রাজ্যাধিকারী
হন। স্বভাবপীড়ক বেণ সিংহাসনে
আরোহণ করিয়া বর্ণ, আশ্রম এবং
বংশোচিত ধর্ম নিবারণ করিতে
লাগিলেন। ধর্মলোপ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ
ও মহর্ষিগণ নানা সহুপদেশ দ্বারা
ধর্মহানীর কুফল বুঝাইয়াদিবার চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেণ
বিছুতেই স্বভাব পরিবর্তন করিলেন
না। পরন্তু নানাবিধ কার্যের দ্বারা
লোকের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন।
তিনি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর সহিত
ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয়র সহিত বৈশ্যকে

ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত বৈশ্যকে সম্বত
করাইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে লাগি-
লেন। এইরূপে উৎপন্ন এক সঙ্কর
জাতির সহিত অপর সঙ্কর জাতির
মিলন ঘটাইয়া বহু বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি
করেন। এতদ্ভিন্ন বেণ রাজার অঙ্গ
হইতে স্নেচ্ছ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়।
পুলিন্দ, পুরুশ, খস, যবন, সৌক,
কাঙ্কোজ, শবর এবং ক্ষর ইত্যাদি
বিবিধ পুত্রগণ বেণপুত্র স্নেচ্ছের গুণসে
জাত। ঋষিগণ অধর্ম-কর্ম-সম্ভূত এই
সকল স্নেচ্ছদিগকে অবলোকন করিয়া
সেই দুঃখী বেণরাজাকে নিহত
করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখানে সকলে
গমন করেন এবং ক্রোধাবেশে তাঁহার
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখাগত
সেই রাজাকে হুঙ্কার দ্বারা তৎক্ষণাৎ
নিহত করিলেন। তৎপরে সেইরূপে
বিনষ্ট বেণ রাজার পাণিযুগল মস্থন
করিয়া আদি রাজা পৃথু ও তদীয়
মহিষীর আবির্ভাব সম্পাদন করি-
লেন। বৃহদ্ধ-উ-১৩। (৬) অসৎ-
স্বভাব বেণ রাজাকে উপদেশ দ্বারা
সংশোধনের কোনও উপায় না
থাকাতে ব্রাহ্মণগণ অভিশাপ দ্বারা
তাহাকে ধ্বংস করিলেন এবং অরা-
জকতাভয়ে ভীত হইয়া সবলে তাঁহার
দেহ মস্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমে
তাঁহার মধ্যমান দেহ হইতে কতক-
গুলি স্নেচ্ছ জাতির উদ্ভব হইল।

বেণের দেহে তদীয় মাতার অংশে জন্ম হইল বলিয়া ঐ সকল স্নেহে কৃষ্ণাঙ্গনবৎ প্রভা সম্পন্ন হইল । আর বেণের পিতার অংশে তদীয় দক্ষিণ হস্ত হইতে এক ধার্মিক ধর্মপালক পুত্র উৎপন্ন হইল । এই পুত্রের নাম পৃথু । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (৭) বেণ রাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রহ্মশাপরূপ বজ্রে তাঁহার ঐশ্বর্য ও পৌরুষ দগ্ধ হয় । তিনি নরকে গমন করেন । নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করতঃ পুত্র শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন । ভাগ-২ঙ্ক-৭ । (৮) ব্রহ্মতেজে বেণ নিহত হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বাহুদ্বয় মন্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল । সেই পুরুষ বিষ্ণুর পবিত্র অংশ এবং স্ত্রীটিও লক্ষ্মীর অংশ । ব্রাহ্মণগণ সেই পুরুষের নাম রাখিলেন পৃথু ও দেবীর নাম রাখিলেন অর্চি । পৃথু এই অর্চিকেই বিবাহ করেন । ভাগ-৪র্থ-১৬ । (৯) মনু ক্লংকার করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্র প্রাহুভূত হয় । ঐ পুত্র চতুঃসাগর পরিবৃত্তা পৃথিবীর রাজা এবং ধর্মের রক্ষিতা ছিলেন । তাঁহার পত্নীর নাম ভ্রম। তিনি মৃত্যুরূপী । ভ্রমার গর্ভে বেণ রাজা জন্ম-

গ্রহণ করেন । পুত্রের জন্ম হইলে ক্ষুত বনগমন করেন এবং বেণ সঙ্গ-গরা ধরিত্রীর অধিপতি হর । বেণের মাতামহ মৃত্যুরূপী কাল । মাতামহ দোষে বেণ অতিশয় দুর্বৃত্ত ও বেদ-নিন্দক হন । তিনি অজ্ঞ সব দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের পূজা প্রচার করেন । তাঁহার অত্যাচার ও অবৈধ ঘোষণার জন্য ঋষিগণ সঙ্ক-পদেশ দ্বারা বেণরাজের চৈতন্ত্যোপাদ-নের প্রয়াস পান । কিন্তু বেণ তাঁহা দিগের সকলকে অপমান করেন । বেণ হস্তে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ঋষি-গণ মন্ত্রপূত কুশরাশিদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন । বেণ নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য অরাজক হইল । দম্ভা-গণ প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন দম্ভাদিগের উৎ-পীড়ন হইতে প্রজাসকলকে রক্ষা কবিত্তে প্রয়াস পাইয়া ঋষিগণ তাঁহার বামকর মন্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই মথ্যমান বামকর হইতে এক খর্কাকার পুরুষ উৎপন্ন হইল । সেই খর্কাকার পুরুষ হইতে বেণকলুষ জাত নিষাদ জাতি উৎপন্ন হইল । অনন্তর ঋষিগণ বেণরাজের দক্ষিণকর মন্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহা হইতে তখন সমুদ্র দিব্য-লক্ষণা-ক্রান্ত এক পুরুষ উৎপন্ন হইল । তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হন । পিতা বেণ

মরণান্তে স্নেহ জাতির মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছেন, নারদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া বেণ সেই স্নেহদেশে উপস্থিত হন এবং স্নেহদিগকে অনুরোধ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পিতাকে কুরুক্ষেত্রে স্বাস্থ্যতীর্থে আনয়ন করেন। অতঃপর রাজা পৃথু পিতাকে তীর্থে স্নান করাইবার প্রয়াস পাইলে অন্তরীক্ষস্থ বায়ু পৃথুকে আহ্বান করিয়া বলেন, “তোমার পিতা বেদনিন্দা-রূপ মহাপাতকে লিপ্ত। সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব। তোমার পিতা এই তীর্থে স্নান করিলেই ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে।” এই শুনিয়া পৃথু পিতার দুঃখ মোচনের অন্য কোনও উপায় নাই দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পিতার দুঃখ মোচনের জন্য দেবতার। যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিবেন তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন দেবগণ বলেন যে বেণরাজা অতিশয় আত্মস্তুতি ও দেবদেষী ছিলেন। ব্রাহ্মণের। ইহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি কিছুতেই স্বয়ং শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। বরঞ্চ পৃথু যদি তাঁহার উদ্দেশে নিজেই ভক্তিভাবে তীর্থ সমূহে স্নান করেন তাহা হইলেই সেই তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া যে ও পবিত্র হইতে পারিবেন। এই

কথা শুনিয়া পৃথু পিতার জন্য এক আশ্রম নির্মান পূর্বক, নিজ জনকের পবিত্রতার জন্য স্বয়ং তীর্থযাত্রার বহির্গত হইলেন। তিনি প্রতিদিন তীর্থসমূহে স্নান করিয়া আসিয়া নিত্য নিত্য তীর্থজলে পিতৃদেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। একদা এক কুকুর স্বাস্থ্যতীর্থে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবারাত্র সে তখন সরস্বতী জলে মগ্ন হইল এবং তীর্থসলিলে আপ্ত হইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল। মুক্তিলাভ করিয়া কুকুর আহার লোভে কুলমঠে প্রবেশ করিল। তাহাকে ভীত চিত্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বেণ তাহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্যতীর্থে মগ্ন হইলেন। পূর্ব পূর্ব তীর্থসমূহে পতিত এবং তত্তৎ জলকণায় পরিষেচিত হইয়া বেণ এক্ষণে ঐ কুকুরের গাত্রলগ্ন জলকণায় সিক্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত হইল। এই ভাবে স্বাপ্ন তীর্থের মাহাত্ম্যে দিব্যদেহ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেণরাজ স্বাপ্নকে প্রণিপাত পূর্বক স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে সান্বনা দিয়া বলেন “আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এখানেই আমার সমীপে বাস

করিবে। এখানে বহুকাল বাস জননীর নাম স্ননীথা হরি-হরি-২,৫।
 করার পর মদীয় গাত্র হইতে উৎপন্ন শিব-ধর্ম-৫২। অ-১৮। ব্রহ্মা ৬৮।
 হইয়া তুমি সুরবিনাশী অন্ধকাসুর নামে বায়ু-৬২। বৃহৎ-উ-১৩। পদ্ম-স্ব-
 বিখ্যাত হইবে। বেদনিন্দা-জনিত ৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। ভাগ-৪ঙ্ক-১৩।
 ভীষণ অধর্মের ফলেই তোমাকে এইরূপ (১৩) বেণের মাতার নাম ভয়া।
 অসুর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বায়ু ৪৭। (১৪) অজ্ঞানন্দন বেণ
 জন্মে তুমি আমার শূলাঘাতে নিহত প্রথমে অতিশয় সদাচারসম্পন্ন
 হইয়া ভৃগুবিটি নামক গণাধিপ হইয়া ছিলেন। তিনি সর্ব বিজ্ঞান পারদর্শী,
 জন্মগ্রহণ করিবে। অনন্তর তুমি সমস্ত শিষ্টাচারের অমূল্য হইয়া
 সিদ্ধিলাভ করিবে। বায়ু-৪৭, ৪৮। এই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও ক্ষত্রাচার সম্পন্ন
 আখ্যানটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে ছিলেন। একবার এক নির্গ্রহ (জৈন)
 ব্রহ্ম পুরাণে (প্রভা-প্রভা-৩৩৬) পরিব্রাজক বেণের সত্য উপস্থিত
 আছে। (১০) অধর্মচারী বেণকে হইয়া বেদাচারাদির নিন্দা এবং
 ব্রাহ্মণেরা কুশ হার্য সংহার করিয়া, জিনবাদের প্রশংসা করেন। সেই
 মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ জৈন পরিব্রাজকের উপদেশে মোহিত
 করাতে উহা হইতে এক ব্রহ্মাঙ্ক হইয়া বেদধর্ম ও সত্যধর্মাদি ক্রিয়া
 তান্ত্রলোচন ও দক্ষকাষ্ঠের দ্বারা সমুদয় পরিত্যাগ করেন। পদ্ম-
 বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র ভূমি-৩৬, ৩৭। (১৫) প্রীতি দ্বাপর
 মহর্ষিগণ তাঁহাকে “এই স্থানে নিবস যুগেই বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য
 হও” বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ এক বেদ বহু ভাগে বিভক্ত করেন।
 নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত তিনি যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া বেদ
 শৈল, বন ও বিক্যাচলবাসী জুর বিভাগ করেন সেই মূর্তিরই নাম হয়
 স্বভাব শ্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত বেদব্যাস। বৈবস্বত মনুস্তরের দ্বাবিংশ
 হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় দ্বাপরে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ
 বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। ব্যাসরূপে বেদবিভাগ করেন। বিষ্ণু-
 তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গ কবচ- ৩য়-৩। (১৬) বৈবস্বত মনু ও ইক্ষ্বাকু
 ধারী ইন্দ্রের দ্বারা পরম স্নান পৃথু তম পুত্র। বৈবস্বত মনু ও ইক্ষ্বাকু
 উৎপন্ন হইলেন। মহাতা-শান্তি-৫২। দেখ।
 (১১) বেণের মাতার নাম স্নহর্ম্মুখা বেণা—(১) চন্দ্রের ভাষ্যার নাম।
 ব্রহ্ম-আব-চতু-৪২। (১২) বেণের ঋক্-১। ৩৪। ২। চন্দ্র দেখ। (২)

স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
বেণা দেবী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বতকে
প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেণী—চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে
ব্রহ্মা একবার এক যজ্ঞের ব্যবস্থা
করেন। সেই যজ্ঞকালে সরস্বতী
অনুপস্থিত থাকাতে দেবগণ ও মহর্ষি-
গণ পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্মার
দক্ষিণ পাশে নিবেশিত করিয়া
দীক্ষাকার্য্য সমাধান করিলেন।
দীক্ষাকার্য্য সমাধা হইবামাত্র সরস্বতী
তথায় আশ্রিয়া উপস্থিত হইলেন
এবং গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পাশে উপবিষ্টা
দেখিয়া এবং দেবগণই পরামর্শ
করিয়া গায়ত্রীকে জ্যেষ্ঠার আসন
দিয়াছেন জানিতে পারিয়া শাপ
দিলেন যে দেবতারা সকলেই
জড়ীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত
হইবেন এবং গায়ত্রীও জ্যেষ্ঠার
আসনে উপবিষ্টা হওয়ার দরুণ
লোকের অদৃশ্য হইয়া নিম্নগা রূপে
বহিবে। গায়ত্রীও ক্রুদ্ধা হইয়া
সরস্বতীকে সেইরূপ প্রতিশাপ
দিলেন। সরস্বতীর সেই শাপের
ফলে বিষ্ণু হইলেন কুষা, মহেশ্বর
হইলেন বেণা ও ব্রহ্মা হইলেন ককু-
দ্বিনী গজা। পদ্ম-উ-১১১। (২)
কৌরব কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ।
তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে
বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বেণীস্কন্দ—কৌরব কুলোৎপন্ন জনৈক
নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প-
সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বেণু—পূর্বাকালে সূর্য্যবংশে বেণু নামে
এক অতি হুচরিত্র, পাপাচারসম্পন্ন
রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় হুজিয়ার
ফলে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। পরে
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে
তিনি এক স্তবর্ণলিঙ্গের প্রাসাদে
উপনীত হন এবং তথায় পতিত
হইয়া পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়া সেই লিঙ্গ-
মাহাত্ম্যে শিবলোকে গমন করেন।
স্কন্দ-নাগ-৮৩।

বেণুজন্ম—জনৈক মহর্ষি। তিনি
যুধিষ্ঠিরের রাজহুয় সভায় উপস্থিত
ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বেণুদারী—পুরুষবা বংশীয় বেণুদারী,
মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত ঈকুঙ্কর
যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পক্ষে থাকিয়া
যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-৯১।

বেণুপ্রিয়—জনৈক কিন্নর। তাহার
পত্নীর নাম হংসপদী। স্কন্দ কাশী-
পূ-১০।

বেণুমান—(১) প্রিয়ব্রতের অগ্নিধ্রু,
জ্যোতিষ্মান প্রভৃতি সাত পুত্র ছিল।
(প্রিয়ব্রত দেখ) তাঁহাদিগের মধ্যে
কুশদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের
উজ্জিদ, বেণুমান, শৈবরথ, লবণ, ধৃতি,
প্রতাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র
জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব

মামীর বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মা-৩৪। বারু-৩৩। জ্যোতিষ্মান, কশ্মিল, প্রভাকর ও উত্তিদ দেখ। গরু-৫৬ দেখ।

বেণুজয়—(১) বহু বংশীয় শতজির হৈহয়, হয় ও বেণুহয় নামে তিন পুত্র ছিল। মৎ-৪৩। ভাগ-৯৯-২৩।

(২) বহু বংশীয় সহস্রদের তিন পুত্র, হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। হরি-হরি-৩৩।

বেণুহোত্র—বৈবস্বত মনু বংশীয় ধৃষ্ট-কেতুর পুত্র। বেণুহোত্রের পুত্র প্রাজেক্ষর ভর্গ। হরি-হরি-২৯। বেণু-হোত্রের পুত্র গার্গ্য। তৎপুত্র ভর্গ-ভূমি। বারু-৯২।

বেণু—বহুবংশীয় শতজিতের হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। বেণুহয় দেখ।

বেতগু—অষ্টবসুর অন্ততম অয়। অয়ের পুত্র বেতগু, শ্রম, শান্ত ও মুনি। শিব-ধর্ম-৫৪। অয় ও অষ্টবসু দেখ।

বেতসু--(১) অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোনি, তুতুজি, তুত্র এবং ইভকে, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দোতনের নিকট সর্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করি-ছিলেন। ঋক্-৬। ৩০। ৮ (২) ইন্দ্র বেতসুকে সংহার করেন। ঋক্-৬। ২৬। ৪। ইত দেখ।

বেতসী—গৌষা নৃপতির পুত্র চন্দ্র-শেখর শিবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী তারাবতীও গৌরীর অংশ সম্বৃত্তা ছিলেন। ঐ তারাবতীর গর্ভে স্বয়ং মহাদেবের ঔরসে ভৈরব ও বেতাল নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহঁারা দুইজনেই মনুষ্য বোনীতে জাত ভৃঙ্গি ও মহাকাল নামক শিব পুত্রদ্বয় কালিকা-৪৭-৫০।

বেত্রকী—বৃষ্ণিবংশীয় অংশুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে অংশু হইতে সন্তুগুণ সম্পন্ন সান্ত্বিতের জন্ম হয়। পদ্ম-স্ব-১৩।

বেত্রা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে বেত্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থে স্বেতাননকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেত্রাসুর—বরুণবংশজাত সিদ্ধদ্বীপের ঔরসে জলপতি বরুণের পত্নী বেত্র-বতীর গর্ভে বেত্রাসুর জন্মগ্রহণ করেন। বেত্রাসুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তদ্বীপে পৃথিবীর অধিপতি হন। এবং ইন্দ্র অগ্নি ও বমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে তিনি অষ্টভূজা অঘোনি-সম্ভবা দেবীর হস্তে নিহত হন। বরা-২৮।

বেদ—(১) জনৈক মহর্ষি। হরি-হরি-১৬৬। কঙ্কি-তৃ-৩। (২) তৃতীয় (উত্তম) মনুর কালে সত্য, বেদ, ঋত

২২৩ পৃঃ হইতে ১০৫৬ পৃঃ পর্য্যন্ত ও কভার কামারুট (রেজুন) বাদগালী

প্রেসে ত্রিশশিভূষণ বিভাগলঙ্কার কর্তৃক মুদ্রিত ও ১০৫৭ হইতে

১০৮৮ পৃষ্ঠা কলিকাতা ১২, করিম চার্ক লেনে বিজয়া

প্রেসে ত্রীগোপেশচন্দ্র নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক :—ত্রিশশিভূষণ বিভাগলঙ্কার, ৮১, ওয়েষ্ট কমাউট,

পোঃ কমাউট, রেজুন।

ও ভদ্র, ইহার দেবতা ছিলেন ।
ভাগ-৮৮-১। (৩) কলিতে বেদ, বামন,
নও, সৌবল প্রভৃতি রাজা ছিলেন ।
বরা-৬৮ । (৪) মহর্ষি আরোদ-
ধোম্যের অন্ততম শিষ্য । তিনি সর্ক-
বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন ।
মহাভা-আদি-৩ ।

বেদকর্তা—বিষ্ণুর এক নাম । গরু-১৫ ।
বেদকৌণ্ডিল্য—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-অমু-১৭ ।

বেদদশ—সামগ জৈমিনী মুনির পুত্রের
নাম স্মৃমন্ত্ৰ । স্মৃমন্ত্ৰর পুত্র সত্বান ।
অথর্ববিদ্ স্মৃমন্ত্ৰ স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে
নিজ সংহিতা অধ্যয়ন করান । তিনিও
পথ্য ও বেদদশকে তাহা শিক্ষা
দেন । শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মেদোষ
এবং শিঙ্গলারনি ইহার বেদদর্শের
শিষ্য । ভাগ-১২৮-৭ । বেদম্পর্শ,
দেবদর্শ ও পথ্য দেখ ।

বেদদীধিতি—অঙ্গুরী পূর্বাচিতির গর্ভে
প্রিয়ব্রত-ভনয় অগ্নীধ্রের কেতুমাল,
নাতি প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে । তাহা-
দের মধ্যে কেতুমাল মেকুর কন্যা
বেদদীধিতিকে বিবাহ করেন । ভাগ-
৫৮-২ ।

বেদদ্যুত—জৈনক দানব । হৃন্দ-প্রভা-
ধার-২০ ।

বেদনা—(১) অথর্ষের পত্নী হিংসা ।
হিংসার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র ও
নির্ধাতি নামে কন্যা জন্মে । এই

নির্ধাতির গর্ভে অনৃতের ঔরসে নরক
ও ভদ্র নামে দুই পুত্র এবং মারা ও
বেদনা নামক দুই কন্যা জন্মে ।
ইহার পুত্রস্বরূপ মিথুন ভাবাপন্ন ।
(২) নরক ইহাতে বেদনা হুংখ নামক
পুত্রকে প্রসব করেন । মার্ক-৫০ । বাবু

১০ । (৩) বিষ্ণুপুরাণে নির্ধাতি স্থানে
নিকৃতি নাম দৃষ্ট হয় । বিষ্ণু-১ম-৭ ।
পদ্ম-স্ব-৩ । অগ্নি-২০ । কুর্শ্ব-পু-৮ ।

বেদনিধি—(১) বেদনিধি নামক এক
ব্রাহ্মণভনয় নিতান্ত হুচ্চরিত্র ও
কুক্রিয়াসক্ত ইহঁরাও শিবের ব্রত
সম্পাদন ও শিবরাত্রিতে আগরণ
করিয়া সমস্ত পাপ ইহঁতে মুক্ত হন
এবং মরণান্তে কলিঙ্গ দেশের অধি-
পতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । শিব-
জ্ঞান-৭৫ । (২) জৈনক ঋষি ।
তাঁহার পুত্র অগ্নিপ । অগ্নিপ দেখ ।
পদ্ম-উত্ত-১২৮ । হৃন্দ-আব-রেবা-
২২৬ । (৩) ভরদ্বাজ-নন্দন বেদ-
নিধি কুশস্থলী গ্রামে বাস করিতেন ।
তিনি বিধিযত মহালয়শ্রদ্ধ না করার
বেতালদ্ব্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । হৃন্দ-
ব্রহ্ম-সেতু-৩৬ ।

বেদনিন্দক—জৈনক দানব । পদ্ম-
স্ব-১৩ ।

বেদপাণি—ব্রহ্মার এক নাম । পদ্ম-
স্ব-৭ ।

দেবপ্রিয়—অবস্তীনগরী নিবাসী এক
ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ । তাঁহার দেব-

প্রিয়, প্রিয়মেধ, সূত্র ও সূত্রত নামে চারি পুত্র ছিল। শিব-জ্ঞান-৪৬। দেবপ্রিয় দেখ।

বেদবতী—(১) আগ্নিরসের কন্যা বেদ-বতী অতিশয় সুশীলা ও ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। রাবণ বলপূর্বক তাঁহার ধর্মঘট করিলে তিনি অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পরে মিথিলাতে জন-কের অযোনিজা কন্যা হইয়া রাবণের বধের হেতু হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম-১৩। (২) বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজের বেদবাক্য হইতে উদ্ধৃতা বায়বী কন্যা। কুশধ্বজ বিষ্ণুকে জামাতা করিবার বাসনা করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শুভ্র দৈত্য তাঁহাকে বধ করেন বেদবতী তখন নারায়ণকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। রাবণ সেই তপস্তা-নিরত কন্যাকে বল-পূর্বক ধর্ম করেন। তাহাতে মনো-হ্রস্বে বেদবতী অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং পরজন্মে জনকনন্দিনী সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণ বধের হেতু হন। রামা-উক্ত-১৭। দেবীভা-২৯-৬। (৩) জনৈক অঙ্গরা। ব্রহ্মার বেদীতল হইতে তিনি উৎপন্ন হন। বায়ু-৬২। (৪) এক গন্ধর্ব-নন্দিনী। পর্জন্ত নামক গন্ধর্বের ঔরসে স্নাতা

অঙ্গরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। নরপতি ইন্দ্রদ্বারা তাঁহাকে বিবাহ করেন। বাম-৬৫।

বেদবর্ণিনী—বৃহস্পতির কন্যা ও বিশ-বার অন্ততম পত্নী। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। বিশ্রবা ও বরবর্ণিনী দেখ। মতান্তরে বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী বিশ্রবার অন্ততমা পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। লি-৬৩।

বেদবাহু—(১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। হরি-হরি-৭; গর্ক ৮৭। উর্দ্ধবাহু ও রৈবত-মন্তু দেখ। (২) ত্রিকুষের অন্ততম তনয়। তিনি প্রহ্মা ও অনিরুদ্ধের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪, ২০। গর্গ-অখ-১৪, ১৬।

বেদবিৎ—(১) বিষ্ণুর এক নাম। গর্ক-১৫। (২) বারাহকল্পের ভবিষ্য ব্যাসদিগের অন্ততম। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ।

বেদবেত্তা—সূর্যের এক নাম। স্বন্দ-কাশী-পু-২।

বেদব্যাস—(১) শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে ধীবর কন্যা মন্তগন্ধার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ সত্যবতী নামে দ্রষ্টব্য)। তিনি যমুনা-দীপে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্ত তাঁহার এক নাম হয় বৈপায়ন এবং যুগে যুগে ধর্মের পাদকর এবং মনুষ্যদিগের আশ্রু ও শক্তির হ্রাস

দেখিয়া বেদের স্বায়ীত্ব ও ব্রাহ্মণ-
দিগের প্রতি অহুকুলতা-প্রযুক্ত বেদের
বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত
তাঁহার আর এক নাম হয় বেদব্যাস ।
তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া
তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও খ্যাত ।
মহাভা-আদি ৬৩ । তিনিই বিখ্যাত
মহাভারত গ্রন্থের রচয়িতা । দেবীভা-
২ঙ্ক-২ । (২) অষ্টাবিংশ দ্বাপরে
পরশুর-নন্দন বেদব্যাস বিষ্ণুর অষ্টম
অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং
বিষ্ণুর নবম বুদ্ধাবতারে দ্বৈপায়ন
পুরোধা ছিলেন । মৎ-৪৭ । স্কন্দ-
প্রভা-প্রভা-১৯ । (৩) ভগবান
পিনাকী তুষ্ট হইয়া পরশুর ঋষিকে
বোগিশ্রেষ্ঠ, জরা ও মৃত্যুশূন্য, বেদ-
ব্যাস নামে পুত্র প্রদান করেন ।
শিব-ধর্ম-২ । (৪) দ্বাপর যুগের
শেষে ভগবান হরি বেদব্যাসরূপে
অবতরণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া
থাকেন । আদিত্যে বেদ চতুষ্পাদ ও
শত সহস্র শাখা সমন্বিত একমাত্র
যজুর্বেদ ছিল । তিনি তাহাকেই চারি
ভাগে বিভাগ করেন । তন্মধ্যে
যজুঃ সমূহে আধ্বর্য্যাব ; ঋক্ সমূহে
হোত্র ; অথর্ব সমূহে ব্রহ্মত্ব বিধান
করিয়াছেন । ব্যাসের শিষ্য পৈল
ঋগ্বেদে পারদর্শী ছিলেন । ব্যাসের
অন্তান্ত শিষ্যগণের মধ্যে বৈশম্পায়ন
যজুর্বেদ তরুর সপ্তবিংশতি শাখা

কল্পনা করেন । জৈমিনী সামবেদ
তরু শাখা কল্পনা করেন এবং অপর
শিষ্য স্রুমন্ত অথর্ব তরু বিভাগ
করিয়া পৈল্লাদি সহস্র সহস্র
শিষ্যকে অধ্যয়ন করান । আর সূত
ব্যাসের প্রসাদে পুরাণ-সংহিতা
প্রণয়ন করেন । অগ্নি-১৫০ । বায়ু-
২৮ । বিষ্ণু-৩৯-৪ । (৫) বেদব্যাস
জন্মমাত্রেই মাতাকে বলিলেন, “আমি
এখন তপস্বার্থ গমন করিব । আপ-
নার যখনই কোন গুরুতর কারণ
উপস্থিত হইবে, তখনই আমাকে
স্মরণ করিবেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ
‘আপনার নিকট উপস্থিত হইব ।’
এই বলিয়া তিনি প্রতি তীর্থে স্নান
করিয়া পরম তপোমুগ্ধান করিতে
লাগিলেন । কলিযুগ সমাগত দেখিয়া
তিনি বেদরূপ বৃক্ষকে শাখাদি দ্বারা
শোভিত করেন । শাখাদি দ্বারা
বেদের বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই
তিনি বেদব্যাস নামে খ্যাত হন ।
তিনি অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা ও
মহাভারত প্রণয়ন এবং বেদ বিভাগ
করিয়া স্রুমন্ত, জৈমিনী, পৈল
বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল নামক
শিষ্যগণ এবং নিজপুত্র শুককে
অধ্যয়ন করান । দেবীভা-২ঙ্ক-২ ।
(৬) জননী সত্যবতীর অহুরোধে
ব্যাসদেব রাজা বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে
অগ্নিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে, অশ্বালি-

কার গর্ভে পাণ্ডকে উৎপাদন করেন।
 এতদ্ভিন্ন অধিকার পরিবর্তে এক
 দাসীর গর্ভে তিনি বিহুরের জন্মদান
 করেন। মহাতা-আদি-১০৬। দেবীভা
 -১৯ ২০। ভাগ-১৯-২২। (৬)
 পরাশর-নন্দন সনৎকুমারের নিকট
 উপনীত হইয়া, “ঘোর কলিযুগে
 শ্রেয়স্কর কি এবং কিরূপ কার্য্য
 করিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়,”
 তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তদন্তরে
 সনৎকুমার তাঁহাকে বলেন যে,
 বারাণসীতে বাইয়া শিবের জ্যোতি-
 লিঙ্গ দর্শন করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া
 যায়। সৌ-৫। (৭) বেদব্যাস
 বিষ্ণুর সপ্তদশ অবতার। ভাগ-
 ১৯-৩। (৮) ব্যাসদেবের অনুরোধে
 নারদ তাঁহাকে স্বীয় পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত
 বর্ণনা করেন। ভাগ-১৯-৫-৬। (৯)
 মহর্ষি বেদব্যাস মথুরাবাসকালে কৃষ্ণ
 গঙ্গাতীরে স্নান ও তপস্যা করিতেন।
 বরা-১৭৫। (১০) পুত্র শুকদেব
 কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব,
 প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরি-
 মাপ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায়? এবং
 ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা কীর্ত্তন
 করেন। মহাতা-শান্তি-২৩১-২৩৬।
 (১১) পুত্র শুকদেব কর্তৃক জিজ্ঞা-
 সিত হইয়া ব্যাসদেব, কর্ম্মপ্রভাবে
 লোকের কোন্ গতিলাভ হয় এবং
 জ্ঞানবলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্তি

হইয়া থাকে, তাহা বিস্তারিত ব্যাখ্যা
 করেন। মহাতা-শান্তি-২৪১। (১২)
 বেদব্যাস স্বীয়পুত্র শুককে মণিবা
 নির্দিষ্ট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্য-
 ব্রত-রহিত বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম
 নির্দেশ করেন। মহাতা-শান্তি-২৪৩,
 ২৪৪। (১৩) শুকদেবের প্রশ্নের
 উত্তরে ব্যাসদেব তাঁহাকে বহু-
 বিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ
 দেন। তৎসমুদয় মহাতারন্তের
 শান্তি পর্ক অন্তশাসন পর্ক ও
 স্বর্গারোহণ পর্কের দ্রষ্টব্য। শান্তিপর্কে
 ২৪৭-২৫৫; ৩২২-৩৫১; অন্তশাসন
 পর্কে ৯, ২৪, ২৬, ৮১, ১১৭-১২৫, ১৩৯,
 ১৫০, ১৬৫-১৬৮ প্রভৃতি অধ্যায়গুলি
 দ্রষ্টব্য। (১৪) অবিস্মৃত ক্ষেত্রে
 বাসকালে একবার মহর্ষি ব্যাস বহু
 ভ্রমণ করিয়াও কোথাও ভিক্ষালাভ
 করিতে পারেন নাই। তাহাতে
 ক্ষুধাবিষ্ট ও অতিশয় ত্রুণ হইয়া তিনি
 বারাণসী নগরী ও নগরীর অধিবাসী-
 দিগকে শাপ প্রদানে উদ্বৃত্ত হন।
 তাহা জানিতে পারিয়া শিব উমাকে
 ভৎপ্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে
 বলিলেন। শঙ্করের কথা শুনিয়া
 দেবী-মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া
 ব্যাসকে দেখা দিলেন এবং আত্মান
 করিয়া বড় রসময়ী সুধাসম ভিক্ষা
 দিলেন। দেবী প্রদত্ত ভিক্ষার ভক্ষণ
 করিয়া ব্যাস আনন্দিত চিত্তে নগর

দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন । এক এক বেদব্যাংস জন্মগ্রহণ করিয়া-
তখন শঙ্কর ও পার্শ্বতী ব্যাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “তুমি
অতিশয় ক্রোধনস্বভাব । সুতরাং
এক্রেত্রে তুমি বাস করিতে পারিবে
না ।” তাঁহাদের আদেশ শুনিয়া
ব্যাসদেব কেবল চতুর্দশী ও অষ্টমী
তিথিতে বারাণসী প্রবেশের অনুমতি
প্রার্থনা করেন । শিব ও উমা তাহা
অনুমোদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান
করেন । মৎস্য-১৮৫ । (১৫)
সাবর্ণি (অষ্টম) মন্বন্তরে ব্যাস
সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন । হরি-
হরি-৭ । আত্রেয় দেখ । বিষ্ণু-৩৩-২ ।
গন্ধ-৮৭ । (১৬) পিতৃগণের গন্ধ-
কারী নামে এক বোগ পরায়ণা কন্যা
ছিল । তাঁহার গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম
লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মার চতুর্থ
অংশ সম্ভূত । বায়ু-৭৭ । (১৭)
পরশুরের পুত্র ব্যাস বিষ্ণুর অষ্টাদশ
অবতার । বৃহৎ-মধ্য-১১ । (১৮)
প্রতিদ্বাপর যুগেই জগতের মঙ্গলের
জন্তু বিষ্ণু ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া
বেদবিভাগ করিয়া থাকেন । বিষ্ণু
বে মৃষ্টি গ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ
করিয়া থাকেন সেই মৃষ্টির নামই হয়
বেদব্যাংস । বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন
বেদবিভাজক বেদব্যাংস • জন্ম-
গ্রহণ করেন । বৈবস্বত মন্বন্তরের
অষ্টাবিংশ দ্বাপরের প্রতি দ্বাপরেই

এক এক বেদব্যাংস জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । প্রথম দ্বাপরে স্বরভু স্বয়ং
বেদবিভাগ করেন । তাহার পরে
যথাক্রমে প্রজাপতি মনু, উশনা,
বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ,
সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিব্রহ্মা, তরঙ্গাজ,
অন্তরীক্ষ, বপ্রা, ত্র্যব্যাকরণ, ধনঞ্জয়,
রুতঞ্জয়, ঋণজ্য, তরঙ্গাজ, গৌতম,
হর্যাস্মা, বেণ, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ, শক্তি,
পরশর, জাতুকর্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
বেদব্যাংস হন । তৎপরে (ভবিষ্য
মন্বন্তরে) দ্রোণের পুত্র অশ্বখামা
বেদব্যাংস হইবেন । বিষ্ণু-৩৩-৩ ।
(১৯) পরশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
বেদব্যাংস হইয়া ব্রহ্মার আদেশে
বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করেন ।
তিনি প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন
শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে
পৈলকে ঋগ্বেদ ; বৈশম্পায়নকে
যজুর্বেদ ও জৈমিনিকে সামবেদের
শ্রাবকরূপে গ্রহণ করেন । অথর্ব-
বেদজ্ঞ স্রুমন্তুও বেদব্যাংসের অন্ততম
শিষ্য ছিলেন । অতঃপর ব্যাসদেব
মহামুনি রোমহর্ষণ (লোম-হর্ষণ) কে
ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্য বলিয়া
গ্রহণ করেন । বিষ্ণু-৩৩-৩ । (২০)
মহর্ষি জৈমিনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত
হইয়া ব্যাসদেব, কলিতে কিরূপে
মোক্ষ লাভ হয় তাহা সবিস্তর কীর্তন
করেন । পদ্ম-ক্রি-২ । (২১)

বাসদেব কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। নানা বিপদ কালে অথবা বিশেষ বিশেষ কার্যোপলক্ষে তিনি তাঁহাদিগকে সহুপদেশ দিয়া উপকৃত করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারি প্রভৃতিকে নানারূপে সাহসনা দান ও বিবিধ সংশয়চ্ছেদক উপদেশাদি দান করেন। এসমস্ত বিবরণ বিস্তারিত জানিতে হইলে মহাভারতের জ্ঞী, শাস্তি, অম্বশাসন, আশ্বমেধ ও স্বর্গারোহণ পর্বগুলি দেখা কর্তব্য। (২২) যুগে যুগে অনেক ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মহম্বস্ত্রে প্রথম দ্বাপরে খেত নামক মহামুনি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে যথাক্রমে ২য় দ্বাপরে প্রজাপতি স্বয়ং সত্য নামে ব্যাস হন। তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব; চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা; পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা; ষষ্ঠে যতু; সপ্তমে শতক্রতু; অষ্টমে বশিষ্ঠ; নবমে সারস্বত; দশমে ত্রিহামা; একাদশে ত্রিবৃৎ; দ্বাদশে শতভেজা; ত্রয়োদশে ধর্মনারায়ণ; চতুর্দশে সুরক; পঞ্চদশে আকণি, ষোড়শে সঞ্জয়; সপ্তদশে কৃতঞ্জয়; অষ্টাদশে ঋতঞ্জয়; একোনবিংশে ভরদ্বাজ; বিংশে বাচশ্রবা; এক-

বিংশে বাচস্পতি; দ্বাবিংশে শুক্লাচর; ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দু; চতুর্বিংশে ঋক; পঞ্চবিংশে বশিষ্ঠ; ষড়বিংশে পরাশর; সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরে কুম্ভধিপায়ন ব্যাস হন। ইহাদের প্রত্যেক বারেই মহাদেব বিভিন্ন নামে শিবাচাৰ্য্য (শিবাবতার যুগাচাৰ্য্য) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ২০। বায়ু-২০। শিব-বায়ু উ-১০। লি-২৪। শিব দেখ।

বেদমিত্র—বিদর্ভ নগরে বেদমিত্র নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। * সারস্বত নামে এক বিপ্র তাঁহার সখা ছিলেন। বেদমিত্রের পুত্র স্রমেধা সারস্বতের পুত্র সোমবানের সমবয়স্ক, সমবিশ্ব ও সখা ছিলেন। একদা অধ্যয়ন সমাপান্তে উভয়ের পিতা তাঁহাদিগকে বিবাহের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্ত বিদর্ভরাজের সমীপে প্রেরণ করেন। এদিকে বিদর্ভরাজ তাঁহাদিগের অজ্ঞতম সারস্বত-তনয় সোমবানকে স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে বলিয়া, স্রমেধার সহিত তাঁহার স্ত্রীরূপে নিষধরাজের মহিবীর অধিকা-মহেশ্বর ব্রতে দান গ্রহণ করিবার জন্ত বাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা রাজ্যদেশ অলভব্য জ্ঞানে দ্বিজ দম্পতীরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ করিলেন।

এই দান গ্রহণের ফলে সোমবান্ (২) মার্কণ্ডেয় ঋষির পুত্র বেদশিরা ।
 স্ত্রীই রহিয়া গেলেন । তখন তাঁহার মার্ক-৫৭ । অ-২০ । (৩) যুগে
 নাম হইল সামবতী । সারস্বত যুগে অনেক শিবাবতার ষোঁগাচার্য্য
 পুত্রের রক্তাক্রম প্রাপ্তিতে অতিমাত্র জন্মগ্রহণ করেন । বৈবস্বত মন্বন্তরে
 চুঃখিত হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের বরাহকল্পে এইরূপ আটাশ জন
 উপদেশে মহাদেবের শরণাপন্ন হই- যুগাচার্য্য অবতীর্ণ হন । তাঁহাদের
 লেন । মহাদেবের বরে তিনি অশ্রু মধ্যে বেদশিরা অস্ত্রতম ছিলেন ।
 পুত্র লাভ করিলেন বটে কিন্তু এই সমুদয় ষোঁগাচার্য্যদের প্রত্যে-
 সোমবান্ আর পুরুষ হইতে পারি- কেরই চারিটি করিয়া শিষ্য ছিল ।
 লেন না । তখন তিনি সেই কস্তা বেদশিরার শিষ্যগণের নাম—কুণি,
 সামবতীকে, বেদমিত্রের পুত্র স্রমে- কুণিবাছ, কুশরীর ও কুণে-
 ধার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ত্রক । শিব-বায়ু-উ-১০ । বেদবাস্য
 করিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-উক্ত-২ । দেখ ; (৪) বরাহকল্পের পঞ্চদশ
 বেদমিত্রা—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে দ্বাপরে অরুণি ঋষি যখন ব্যাসরূপে
 বৃত হইলে উৎক্রাধনী (তীর্থ) অবতীর্ণ হন, তখন মহাদেব
 তাঁহার সাহায্যার্থ বেদমিত্রাকে প্রদান বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হন । তখন
 করেন । বাম-৫৭ । তাঁহার জন্মভূমির মধ্যে বেদশিরা
 বেদশর্মা—(১) কৌশিককুলজাত নামক মহাবীর্ষধর পারমেশ্বর অশ্রু
 জর্নৈক ব্রাহ্মণের পিতা । পদ্ম-ভূমি এবং হিমালয় পৃষ্ঠে সরস্বতী সমীপে
 -১৪ । (২) জর্নৈক অতি দুষ্ক্রি- বেদশীর্ষ নামক পর্বতও উদ্ভূত হয় ।
 য়াষিত ব্রাহ্মণ নানা তীর্থে পর্য্যটন সেই সময়ে মহাদেবের কুণি, কুণিবাছ,
 করিয়াও পাপ হইতে মুক্তিলাভ কুশরীর ও কুণেত্রক নামে ব্রহ্মনিষ্ঠ,
 করিতে না পারিয়া পরিশেষে এক উচ্ছ্বরেতা চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ।
 সিঙ্কের উপদেশে কাশীতে অমা- ব্রহ্মা-২৩ । বায়ু-২৩ । বেদবাস্য
 সংযোগপর্বে গঙ্গাদান করিয়া পাপ- (২২) দেখ । (৫) মার্কণ্ডেয় পুত্র
 মুক্ত হন । পদ্ম-ভূমি-২১ । বেদশিরার পত্নীর নাম পীবরী ।
 বেদশিরা—(১) পঞ্চম (রৈবত) পীবরীর গর্ভে যে সমুদয় বেদপারগ
 মন্বন্তরে তিনি সপ্তর্ষিদের অস্ত্রতম ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার
 ছিলেন । হরি-হরি-৭ । ভাগ-৮৪ মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাতিলাভ করেন ।
 -৫ । উর্জ্বাছ ও রৈবত মন্ব দেখ । বায়ু-২৮ । ব্রহ্মা-২২ । (৬) স্বায়-

জুবম্বন্তরে বেদশিরা নামক এক মুনি বিদ্যাচলে তপস্তা করিতেন। অশ্বশিরা নামক অপর এক মুনিও তথায় বাইরা তপস্তা করিতে উক্ত হইলে বেদশিরা তাঁহাকে অস্ত্র বাইরা তপস্তা করিতে আদেশ দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বশিরা বেদশিরাকে “সর্প হও” বলিয়া শাপ দেন এবং বেদশিরাও ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বশিরাকে “কাক হও” বলিয়া শাপ দেন। গর্গ-বৃ-১৩। বিষ্ণু (৫২) দেখ। (৭) ব্রহ্মা একবার পুঙ্কে গমন করিয়া বজ্র করিয়াছিলেন। সেই বজ্রে ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস, যুগন্ধর, এনক, তীর্থক, কেশ, কুতপ, গর্গ ও বেদশিরা ইহঁরা ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রিসামা অধ্বৰ্য্য নিযুক্ত হন। পদ্ম-সূ-৩৭। (৮) মৃকতুর ভ্রাতা প্রাণের পুত্র বেদশিরা ও রাজবান্। বিষ্ণু-১ম-১০। (৯) পুরাকালে বেদশিরা মুনি পাতালে গমন করিয়া বিষ্ণু পুরাণ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রমত্তিকে তাহা শিক্ষা দেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। (১০) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি কৃশাঙ্কের অঙ্গতম পুত্র। কৃশাঙ্ক দেখ। (১০) দ্বিতীয় (আরোচিষ) মন্বন্তরে বেদশিরা নামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও ভৎপত্নী ভূষিতার গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া

বিভু নামে খ্যাত হন। ভাগ-৮ঙ্ক-১। (১১) মহর্ষি বেদশিরা, রাজা উপরিচরের অধবেধ বজ্রে অঙ্গতম সদস্ত ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৩৩৭। (১২) পূর্বকালে বেদশিরা নামক ঋষি শতরুদ্রের মন্ত্র জপ করিতে করিতে কাশীস্থিত জ্যোতির্শ্বর বীরেশ্বর লিঙ্গে সশরীরে প্রবিষ্ট হন। স্বন্দ-কা-পূ-১০। (১৩) শুচী নামক অশ্বরাকে দেখিয়া ভৃগু বংশোৎপন্ন বেদশিরা নামক ঋষির রেতঃ স্খলিত হয়। শুচী বেদশিরার সেই রেতঃ পান করিলে তাহার গর্ভে এক কন্তা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্তার নাম ধৃতপাপা। ধর্ম বলপূর্বক ধৃতপাপাকে উপভোগ করিলে, তিনি কন্তার শাপে নদরূপে পরিণত হন। ধৃতপাপাও ধর্মের শাপে পাষণে পরিণত হন। কিন্তু বেদশিরা কন্তাকে চন্দ্রকান্ত শিলা করিয়া দেন এবং চন্দ্রোদয়ে তাহার তল্লু দ্রবীভূত হইয়া ধৃতপাপা নামক প্রসিদ্ধ নদী হইবে বলিয়া বর দেন। স্বন্দ-কাশী-উ-৫৮। ধৃতপাপা দেখ।
বেদশিরোব্রত—খেতবরাহ কল্পে ব্রহ্মা গয়াস্বরের দেহের উপর এক বজ্র করেন। সেই উপলক্ষে তিনি বেদশিরোব্রত প্রমুখ মানস প্রজাগণকে সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে পুরোহিতরূপে পরি-

কল্পিত করিয়াছিলেন । সেই সময়ের মানস প্রকার নাম—অগ্নিশর্প, অমৃত, শৌনক, শাস্ত্রভাব, জাজলি, কুখুমি, বেদকৌণ্ডিল্য, হারীত, কল্পপ, রূপ, গর্গ, কৌশিক, বশিষ্ঠ, অব্যয়, ভার্গবমুনি, বৃদ্ধপরাশর, কথ, মাণ্ডব্য, ঋতি, কেবল, খেত, সূতাল, দমন, সূহোত্র, কঙ্ক, মহাবাহু, লোকাঙ্কি, জৈগিষব্য, দধিপঞ্চমুখ, কর্ক, কাত্যায়ন, গোতিল, উগ্রমহাব্রত, সূপালক, গৌতম, বেদশিরোব্রত, অব্যগ্র, জটামালী, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অজিরা, মহাব্রত, উপমহুয়া, গুহাবাসী, ও উমাব্রত । বায়ু-১০৬ ।

বেদশীর্ণ—খেত কলীয় কলির আদিতে রুদ্র, পরে সূতার, তারণ, সূহোত্র, কঙ্কণ, লোকাখ্য, জৈগিষব্য, দধি-বাহন, ঋষভ, ধর্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডি, গুহাবাসী, জটামালী, অটুহাস, দারুণ, লাজলী, সংঘমী, শূলী, তিণ্ডি, জুগীষর, সহিষ্ণু, সোমশর্মা, নকুলীশ ও কায়াব-রোহণ, এই সকল যোগীশ্বর ক্রমশঃ প্রোত্ভূত হইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে শিব-ধর্মের উপদেশ প্রদান করেন । স্বন্দ-মাহে কুমা-৪০ ।

বেদশেরক—বশিষ্ঠবংশীয় শৈলালেয়, মহাকর্ণ, কোরব্য, ক্রোধিন, কপিঞ্জল, বালখিলা, ভাগবিত্তায়ন, কোলায়ন, কালশিখ, কোরকৃষ্ণ, সুরায়ণ, শাক-

হার্য, শাকধী, কাষ, উপলপ, শাকায়ন, উহাক, মাঘশরাবি, দাকায়ন, বালাবি, বাকি, গোরথ, লম্বায়ন, শ্রামবি, কোড়োদরায়ণ, প্রলম্বায়ন, উপমন্তব, সাংখ্যায়ন, বেদশেরক, পালঙ্কায়ন, উদগাহ, বলেকু, মাতের, ব্রহ্মবলী, এবং পর্ণাগারী এই সকল গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের আর্ষের প্রবর তিনটি । যথা—ভিগীবন্ত, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি । এই সকল ঋষিবংশে পরম্পর বিবাহ নাই । মৎ-২০০ ।

বেদত্ৰী (১) পঞ্চম (রৈবত) মন্তবন্তের সপ্তর্ষিদের অন্ততম । বায়ু-৬২ । কুর্শ-পু-৫০ । উর্দ্ধবাহু, রৈবত-মন্ত ও বেদশিরা দেখ ।

বেদসাবর্ণি—চতুর্দশজন মন্তব মধ্যে তিনি ত্রয়োদশ মন্ত ছিলেন । বৃহৎ-ম ২২ । মন্ত দেখ ।

বেদস্পর্শ—জৈমিনিভনয় স্তম্ভ অথর্ব-বেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে নিঃশেষ রূপে প্রদান করেন । কবন্ধ আবার উহাকে পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ পথ্যকে ও অপর ভাগ বেদস্পর্শকে প্রদান করেন । বেদস্পর্শ আবার উহা চতুর্ধা বিভক্ত কবিয়া মোদ, ব্রহ্মবল, পিঙ্গলাদ, ও শৌঙ্কায়ণি এই চারিজন শিষ্যকে প্রদান করেন । বায়ু-৬১ । ব্রহ্ম পুরাণ মতে (৬৮অঃ) বেদস্পর্শের চারিজন শিষ্যের নাম মোদ, পিঙ্গলাদ,

শৌকারনি ও তপন। কবন্ধ ও বদেশ—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫।
বেদদর্শ দেখ।

বেদাটবীনাথ—মহাদেবের এক নাম। লিঙ্গের পশ্চিমে চতুর্বেদ কলপ্রদ
স্বন্দ-ব্রহ্ম সেতু-১৬। বেদেখর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ

বেদাঢ্য—গন্ধর্বগণ সেবিত রম্য তুঙ্গ- করিতেছেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭।

ভদ্রাভটে বেদসুর নামে এক নগর বেদস—অঙ্গিরসের তেত্রিশজন মন্ত্র
আছে। তথায় বেদবেদাঙ্গপারগ প্রণেতা পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে
বেদাঢ্য নামক এক অগ্রহার ব্রাহ্মণ বেদস অগ্রতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-
৫৯। অঙ্গমীঢ় দেখ।

শৈলস্থিত বেঙ্কটপতি মহাদেবের বেধা—(১) বেধা, দেবাসুরযুদ্ধে নিহ্নির
রূপায় সর্ষ পাপ হইতে মুক্তি লাভ ও স্থির নামক সেনাপতিদ্বয়কে,
করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৮। কেশব দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ
প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

বেদাস্তক—(১) মহিষাসুরের পুত্র (২) মহাদেবের অগ্র নাম। স্বন্দ-
রক্তাসুর অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। মাহে-কেদা-১৭। বিষ্ণুর অগ্র নাম
বেধা। গরু ১৫।

তাঁহার প্রবলপ্রতাপী তেত্রিশ জন বেপমান—প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি।
সেনাপতির অগ্রতম বেদাস্তক ছিলেন। মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অগ্রতম
কিন্তু তাঁহারা সকলেই মহাদেবের বেপমান। ভাগ-৫৯-২০। মেধা-
সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সৌর-৪৯। তিথি দেখ। স্বন্দ-মাহে-কুমা ৬৭।

(২) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অগ্রতম বেমক—মহর্ষি বেমকের পত্নী বেমকী
সেনাপতি বেদাস্তক। তিনি দেবাসুর নরপতি অঙ্গপার্ষকে শিশুকালে
সমরে কুবেরকে জয় করিতে বাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হরি-
স্বয়ং যমালয়ে গমন করেন। পদ্ম- হরি-১৮৫। অঙ্গপার্ষ দেখ।
সৃষ্টি-৬৫। বেমকী—বেমক দেখ।

বেদায়ন—অযোধ্যা প্রদেশে মুকুন্দ বেলা—(১) বর্হিবদ পিতৃগণের মানসী
নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কস্তা ধারণী স্মের পর্বতের পত্নী
তাঁহার বেদায়ন নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। ধারণী হইতে মন্দর
গুরুছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০২। নামক এক পুত্র এবং বেলা, নিরতি
মুকুন্দ দেখ। ও আয়তি নামে তিন কস্তা ঋগ্বেদগ্রহণ

করেন। বেলা- সাগরের
 ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে সর্বণা
 নামে এক কন্যা জন্মে। এই সর্বণা
 প্রাচীনবর্ষিষের পত্নী ছিলেন।
 ব্রহ্মাণ্ড-৩১। বায়ু পুরাণের ৩০
 অধ্যায়ে ধারিণী নাম দৃষ্ট হয়। সাগর
 দেখে। (২) নরপতি ভদ্রাশ্বের
 অন্ততমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির
 পত্নী। বায়ু-৭০। প্রভাকর ও
 ভদ্রাশ্ব দেখে। (৩) বর্ষিষদ পিতৃগণের
 কন্যা ধরণী স্মরেকর পত্নী ছিলেন।
 ধরণীর গর্ভে মন্দর নামে পুত্র এবং
 বেলা, নিয়তি ও আয়তি নামে তিন
 কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়ু-
 পু-১৫। সৌর-২৬। বৃহদ্ধ-মধ্য-২২।
 বৈশাখদংশনা—অন্ধক অসুরের সহিত
 মহাদেবের যুদ্ধে হরির গাত্র হইতে
 বত্রিশটি মাতৃকার উদ্ভব হয়।
 তন্মধ্যে অজিতা, বুদ্ধা, স্মৃদ্ধদয়া,
 বৈশাখদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিদ্যা,
 গুরুস্মৃদ্ধদয়া ও ভয়া এই অষ্ট মাতৃকা
 ভবমালিনীর অমুচরী বলিয়া বিদিতা।
 মৎ-১৭৯। গুরুস্মৃদ্ধদয়া দেখে।
 বৈকর্ণিনী—বৈগায়নি দেখে।
 বৈকর্ণের—একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র
 প্রবর্তক ঋষি। বৈবশপ দেখে।
 বৈকর্তন—(১) কর্ণের এক নাম।
 তাঁহার আসল নাম বসুধেণ। ব্রাহ্মণ-
 বেশী ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি স্বীয়
 শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন

করিয়া দেন। তদবধি তাঁহার নাম
 কর্ণ ও বৈকর্তন হয়। মহাভা-আদি
 -৬৭। কর্ণ দেখে। (২) সূর্যবংশে
 বৈকর্তন নামে এক ছয়চার, ব্রাহ্মণ-
 নিন্দক, নিত্য-পরদার-নিরত, প্রজা-
 পীড়ক রাজা ছিলেন। তিনি পাপ-
 বশতঃ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। একদা
 ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত রাজা দৈব-
 ক্রমে বনগমন করিয়া সালমতী
 তীরে অবস্থান করেন ও তথায় স্নান
 পানাদি করিয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন।
 পদ্ম-উ-১৩৫।

বৈকুণ্ঠ—(১) প্রজাকামী ব্রহ্মা বৈবস্বত
 মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেব-
 গণের সৃষ্টি করেন। (জয়দেবগণ
 দেখে)। তাঁহার। সকলেই মন্ত্রময়
 শরীর সমন্বিত। ব্রহ্মশাপ বশে
 ইহঁরাই বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন
 দেবগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রৈবত
 (চারিষ্যব) মন্বন্তরে তাঁহার। বিকুষ্ঠ।
 হইতে চরিষ্যুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ
 করিয়া বৈকুণ্ঠ নামে খ্যাত হন।
 অনন্তর সেই বৈকুণ্ঠ দেবগণ চাক্ষুষ
 মন্বন্তরে সাধ্য। হইতে ধর্ম্মের পুত্ররূপে
 জন্মলাভ করিয়া সাধ্যগণ নামে খ্যাত
 হন। আবার তাঁহার। অদিতির
 গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্মগ্রহণ
 করেন। বায়ু-৬৬, ৬৭। বিষ্ণু-৩য়-১।
 (২) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু
 (স্বয়ং ভগবান) শুক্রের ঔরসে

তলীর পত্নী বৈকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ-বাসী দেবগণের সহিত আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে উৎপন্ন হন । লক্ষ্মীদেবীর বাসনার বৈকুণ্ঠ তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ লোক নির্মাণ করেন । তাগ-৮২-৫ । (৩) রৈবত (পঞ্চম) মন্বন্তরে অতুতরজঃ, অমৃত বৈকুণ্ঠ ও সুরমেধা নামে চারি দেবগণ ছিল । তাঁহারা প্রত্যেকেই চতুর্দশ-গণে বিভক্ত । গরু-৮৭ । (৪) সাধুগণের রক্ষণার্থ বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কথিত হয় । তন্মধ্যে নৃসিংহ, রাম, খেতবীপাখিপতি, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও নরনারায়ণ, ইহঁারা পূর্ণা-ভার । গর্গ-গো-১ । (৫) ত্রেতা যুগে এক অতি ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবান ব্রাহ্মণের নাম ছিল বৈকুণ্ঠ । পদ্ম-স্বর্গ-৩৬ । পদ্ম-ব্রহ্মা-৩ । (৬) ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে সপ্তশত ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতার স্তুব করিয়া কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়া-ছিলেন । সায়নাচার্য্য বলেন বিকুলা নারী অনুরনারী ইন্দ্রের তুলা পুত্র কামনা করিয়া তপস্তা করিতে ইন্দ্র নিজেই তাহার গর্ভে জন্মিয়া বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র হয়েন । (৭) তদ্রোক্ত ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্তির অঙ্গতম । তন্ত্রসার । ২৩৮-পৃঃ ।

বৈকুণ্ঠা—বৈকুণ্ঠ (২) দেখ ।

বৈকুণ্ঠগালব—অত্রিবংশীয় বিশ্বামিত্র,

দেবরাত, বৈকুণ্ঠগালব, বতগু, শবক, অভয়, আরতায়ত, ভায়ন, বাজবক্য, জাবাল, সৈন্ধবায়ন, বাভ্রব্য, করীব, সংশ্রত্য, সংশ্রত, উলূপ, ঔপহাব, পয়োধজন, পাদপ, খরবাকৃ, হলধম, সাধিত ও বাসুকৌশিক এই সকল গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও মহাবশা উদ্ধাল । মৎ-১১৮ ।

বৈক্লব—বশিষ্ঠ বংশীয় ব্যাভ্রপাদ, উপ-গব, বৈক্লব, শাহলায়ন, কপিষ্ঠল, ঔপলোম, অলক, চষঠ, কঠ, গোপায়ণ, বোধপ, দাকব্য, বাহক, বালিশয়, পালিশয়, বাকৃগ্রস্থি, আপস্থগ, শীতবৃন্ত, ব্রাহ্মপুয়েয়ক, লোমায়ণ, স্বস্তিকর, শাণ্ডিলি, গোড়িনি, বাহোড়লি, স্রমনা, উপা-বৃদ্ধ, চৌলি, বৌলি, ব্রহ্মবল, পৌণ্ডি, শ্রবস, পোড়ব ও বাজবক্য, এই সকল গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ । মৎ-২০০ ।

বৈখানস—(১) রামচন্দ্র যখন দণ্ডকা-রণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন তখন বৈখানস সম্প্রদায়ভুক্ত মুনিগণ তাঁহার সম্মুখানে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে রাক্ষসদিগের বধসাধন করিতে অনুরোধ করেন । রামা-আর-৬ । (২) মৈনাক পর্বত অতিক্রম করিয়া বৈখানস তাপস-

গণের আবাসস্থানে উপস্থিত হওয়া যায় । তথায় স্বর্ণ-পদ্ম-পরিপূর্ণ বৈখানস নামক সরোবর ও অবস্থিত । ঐ বৈখানস স্থানে স্ত্রীবেদের অমুচরণ সীতার অশ্বেষণে গমন করেন । রামা-কিন্মি-৪৩ । (৩) চম্পক নগরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ বৈখানস নামে এক প্রজাপালক রাজা ছিলেন । তিনি পর্তুত নামক মুনির উপদেশে অগ্র-হায়ণ মাসে গুরুবাদনীতে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া, নিকুট যোনীগত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন । পদ্ম-উ-৩২ । (৪) প্রজাসিন্ধু ব্রহ্মা বারুণীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের উড্ডীয়মান ভয় হইতে তপস্তা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৈখানস মুনিগণ প্রাহুভূত হন । বায়ু-৬৫ । ব্রহ্মা দেখ । (৫) ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মধর্ম অবলম্বন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করেন । পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্মের অমুর্ভবী হন । অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন । মহাত্মা-শান্তি-৩৪২ । (৬) শত সংখ্যক বৈখানস ঋষি অগ্নি ও পবন সোম দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করেন ।

ঋক-২।৬৬।১৩০ । (৬) বৈখানস তাপসগণের বিবর রুদ্র পুরাণের বিষ্ণু-বেঙ্ক-১,২ এবং বিষ্ণু-পুর-২ অধ্যায়েও উল্লেখ পাওয়া যায় ।

বৈগায়ন—ভৃগুবাংশীয় নিম্নলিখিত গোত্র-প্রবর্তক ঋষিদিগের ভৃগু, চ্যবন, আগ্নুবান্, ঔর্ক ও জমদগ্নি, এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর । ঋষিদের নাম—ভৃগু, চ্যবন, আগ্নুবান্, ঔর্ক, জমদগ্নি, বাৎস্ত, নড়ায়ন, বৈগায়ন, বীতিহব্য, পৈল, শৌনক, শৌনকারন, জীবন্তি, কাশ্যাজ, পার্কশি, বৈহিনরি, বিরূপাক্ষ, রোহিত্যায়নি, বৈহানরি, নীল, লুক, সাবর্ষিক, বিষ্ণু, শৌর, বালাকি, ঐলিক, অনন্তভাগিন, মৃগ, মার্গেয়, মার্কণ্ড, জবিন, বীতিন, মৃগ মাণ্ডব্য, মাণ্ডুক, ফেনপ, স্তনিত, স্থলপিণ্ড, শিখাবর্ণ, শার্করাকি, জালধি, সৌধিক, কৃত্য, কুৎস, মৌলগলায়ণ, মাঙ্কারণ, দেবপতি, পাণ্ডুরোচি, গালব, সাঙ্কৃত্য, চাতকি, সর্পি, যজ্ঞপিণ্ডায়ণ, গার্গ্যায়ণ, গায়ণ, গার্হায়ণ, গোষ্ঠায়ন, বাৎস্তায়ন, নাহুলি, বৈশম্পায়ন, বৈকর্ণিনি, শাক'রব, যাজ্ঞেয়ি, ভ্রাষ্টকায়নি, লোলাটি, লোকিন্য, উপরি-মণ্ডল, আলুকী, সৌজাকী কোৎস্ত, পৈঙ্গলায়নি, সত্যায়নি, মালায়নি, কোটিলি, কোচহস্তিক, সৌহসোক্তি, সকৌবাকি, কোসি,

চাক্ষুসি, নৈকজিহ্ব, জিহ্বক, ব্যাধাজ্য, লোহবৈরিণ, শারদাতিক, নেতিশ্য, লোলান্ধি, চলকুণ্ডল, বাগায়নি, অহুমতি, পূর্ণিমাগতিক ও অসকুৎ ।
মৎ-১২৫ ।

বৈজবান—চমৎকারপুরবাসী কস্তপ, কোণ্ডিষ্ঠ, উদ্ধাশ, শার্কর, ঘিষ, বৈজবান, কাপিষ্টল, ও ঘিক-এই সমুদয় কুলাষ্টক ব্রাহ্মণগণ ইন্দের পরামর্শে হাটকেশ্বর তীর্থে গমন করেন । স্বন্দ-নাগ-২০৬ ।

বৈজভূত—ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য, বৈজভূত, উভয়ধাত, কায়নি ও শাকটায়ন, এই সকল ঋষিবংশের ঔর্বেয় ও মারুত এই দুই আর্ষেয় প্রবর । মৎ-১২৫ ।

বৈগবী—মহাদেবের একনাম । মহাভা-অনু-১৭ ।

বৈণ্য—(১) একোণবিংশতি সংখ্যক মন্ত্রবাদী ঋষিগণের অঙ্গতম । ব্রহ্মা-৬৫ । নাসু-৫২ । বীতহব্য দেখ ।
(২) নরপতি পৃথুর একনাম । পৃথু দেখ ।

বৈতণ্ড—(১) অষ্টবহুর অঙ্গতম আপের, বৈতণ্ড, শ্রম, শাস্ত ও মুনি, এই চারি পুত্র ছিল । হরি-হরি-৩ । অশ্বি-১৮ । বেতণ্ড ও আপ দেখ । (২) বায়ু পুরাণে (৬৬অঃ) বৈতণ্ড, শম ও শাস্ত এই তিন নাম পাওয়া যায় ।
(৩) বিষ্ণু পুরাণে (১ম-১৫) ও

সৌর পুরাণে (২৮-অঃ) মুনি নামের পরিবর্তে ধবনী নাম পাওয়া যায় । এবং স্বন্দ পুরাণে (প্রভা-প্রভা-২১) বৈতণ্ড নামের পরিবর্তে বৈদণ্ড্য নাম পাওয়া যায় । বৈতুণ্ড্য দেখ ।

বৈতণ্ডিক—রাজর্ষি অন্দের বংশে হর্যাক নামক নৃপতির বৈতণ্ডিক নামে এক হস্তা ছিল । বায়ু-২২ ।

বৈতণ্ডী—জৈনিক সংশিতব্রত ঋষি । হরি-হরি-১৬৬ ।

বৈতরণ—নরপতি শতধরার অঙ্গতম পুত্র । অধিদান্ত দেখ ।

বৈতানি—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জৈনিক মাতৃকা । মৎ-১৭২ ।

বৈতালী—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃ-গণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের অঙ্গতম । ঐক্লপ অঙ্গাঙ্গ সেনাধ্যক্ষের নাম—শঙ্কুকর্ণ, সন্তর্জুন, সহস্রবাহ, ব্যাভ্রাক্ষ, ক্ষিতি-কম্পন, সুনামা, সূচক, স্বকাক্ষ, শতলোচন, হরি, মেঘনাদ, মারুতানন, রথাক্ষ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, মেঘ-প্রবাহ, শ্বেত, সিদ্ধার্থ, স্বতক, স্রবাহ, সিদ্ধ-পাজ, হ্রসন, হংসজ, সমুদ্রোদ্গাদন, রণোৎকট, শ্বেতসিদ্ধ, সিদ্ধ, বজ্রবাহ, সোমপ, মজ্জল, মধুর, স্রুগাসাদ, মধু-

- বর্ণ, মন্থকর, হৃদীবক্ত, ষেতবক্ত, ভিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত
সুবক্ত, সুবাহ, রজ, সঞ্চারক, ছিলেন। মহাভা-সভা ৮। (৩)
লোহাজবক্ত, স্বর্ণগ্রীব, হংসবক্ত, মিথিলাপতি জনকের অপন্ন নাম।
শবুক, শিক্ক, শাকবক্ত, প্রভৃতি। জনক দেখ।
- মহাভা-শল্য-৪৬।
- বৈতুণ্ড্য—অষ্টবসুর অন্ততম আপের তেয়, গৌমুক, কারুকায়ণ, বৈদেহ-
শ্রম, শাস্ত, ধনী ও বৈতুণ্ড্য নামেচারি রাত ও কুশিক—এই সমুদয় গোত্র,
পুত্র ছিল। গরু-৬। বৈতুণ্ড ও প্রবর্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর
আপ দেখ। তিনটি—বথা-দেবশ্রবা দেবরাত ও
বৈদণ্ড্য—অষ্টবসুর অন্ততম আপের বিশ্বামিত্র। এই সকল ঋষিবংশে
পুত্র। বেতুণ্ড ও বৈতুণ্ড্য পরম্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। মৎ-১২৮।
দেখ।
- বৈদভি—প্রহ্মায়ের পত্নী ও অনিরুদ্ধের বৈদেহী—(১) জনকনন্দিনী সীতার
মাতা। মৎ-৪৭। হরি-হরি- এক নাম। সীতা দেখ। (২)
১৬০। অশ্ব-২৭৬। কুরুবংশীয় শতানকের পত্নী। তাঁহার
গর্ভে অশ্বমেধ জন্মগ্রহণ করেন।
- বৈদভী—(১) সজ্জন প্রতিপালক মহাভা-আদি-২৫।
নরপতি কুশের পত্নী। কুশ দেখ।
- (২) বৈদভি দেখ।
- বৈদ্য—জৈনিক দানবপতি। শর্করা- বৈদ্য—(১) বরুণের পত্নী মামুদ্রী
ময় পঞ্চমতলে তাঁহার পুরী অবস্থিত। দেবীর (অপর নাম সুনাদেবী) গর্ভে
বায়ু-৫০। বৈদ্য ও কলি নামে দুই পুত্র এবং
সুরসুন্দরী নামে এক কন্যা জন্মে।
- বৈদেহ—(১) কলাবতী, রত্নমালা ও বৈদ্যের দুই পুত্র স্থণি ও মুনি প্রজা-
মেনকা নামে পিতৃগণের তিনটি ভক্ষণ-মানসে পরম্পরকে ভক্ষণ করিতে
মানসী কন্যা ছিল। পিতৃগণ বিবিধ চেষ্টা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।
যৌতুক সহ বথাবিধানে বিষ্ণুর অংশ বায়ু-৮৪। (২) সাবর্ণ মন্বন্তরে
সমুত্ত সূচক্রকে কলাবতী, বৈদেহকে শুক নামক দেবগণের অন্তর্গত
রত্নমালা ও হিমালয়কে মেনকা অর্পণ বিংশতি সংখ্যক দেবতার অন্ত-
করেন। রত্নমালায় সীতা ও মেনকায় তম। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ
পার্বতী প্রাহুভূত হন। গর্গ-গো- দেখ।
৮। (২) জৈনিক কচ্ছিয় নরপতি। বৈদ্যনাথেশ্বর—লঙ্কাপতি রাবণ এক-
বার কৈলাস পর্বতে বাইয়া কঠোর

তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। নানাতাবে অতি কঠোরতম উপায়াদি অবলম্বন করিয়া তপস্ব্যতাতেও শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া ক্রোধিতচিত্তে অগ্নিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন এবং চন্দ্রনাদি দ্বারা মন্তকগুলি শোধন করিয়া একে একে নরটি মন্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। তৎপরে বেঠে দশম মন্তকটি ছেদন করিতে উদ্ভূত হইলেন, অমনি শিব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শিবের বরে হিরণ্য মন্তকগুলি আবার যথাস্থানে বুদ্ধ হইল এবং রাবণের প্রার্থনায় তিনি তথায়ই অবস্থান করিলেন। তিনিই বৈষ্ণনাথেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। শিব-জ্ঞান-৪৫।

বৈদ্যত—(১) প্রিয়ব্রতাস্বজ বপুস্মান শাম্বলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বপুস্মানের সাত পুত্র শাম্বলী দ্বীপে স্ব স্ব নামীয় বধের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের নাম—(ক) ধেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যত, মানস ও কেতুমান। মার্ক-৫৩। (খ) ধেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যত, মানস ও স্ত্রুগত। অগ্নি-১১২। (গ) ধেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যত, মানস ও

স্ত্রুগত। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। লি-১০২। বিষ্ণু-২৪-৪। গরু-পু-৫৬। (২) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন (বেদব্যাস দেখ) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে ষড়বিংশ ষাপরে যখন পরাশর ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার উলূক, বৈদ্যত, সর্বক ও আশ্বলায়ন নামে চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৩) ব্রহ্মার পুত্র লৌকিকায়ি বৈদ্যত। তৎপুত্র ব্রহ্মোদনায়ি। তৎপুত্র ভরত। বায়ু-২২। (৪) ব্রহ্মাও পুরাণ মতে (৩০ অঃ) ব্রহ্মোদনায়ি ভরতেরই নামান্তর। (৫) বরাহ পুরাণ মতে প্রিয়ব্রতস্বজ বপুস্মানের তিন পুত্র—কুশ, বৈদ্যত ও জীমূত। বরা-৭৪।

বৈধ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৈধ ইন্দ্র ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। বৈধরলী—দক্ষকন্যা স্বধা পিতৃগণ কর্তৃক পরিলীতা হইয়া মেনা ও বৈধরলী নামে দুইটি কন্যা প্রসব করেন। ঐ উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মেনা হিমালয়ের পত্নী হইরাছিলেন। গরু-পু-৫। স্বধা ও দক্ষ দেখ।

বৈধ্বত—একাদশ (ধর্মসাবর্ণি) মন্বন্তরে বৈধ্বত ইন্দ্র ছিলেন। ধর্মসাবর্ণি দেখ।

বৈষ্ণৱতা—ধর্মসাধন দেখ।

বৈষ্ণৱতি—বিষ্ণুতি দেখ।

বৈধেয় - আপ্য ও আটবী দেখ।

বৈধেয়শালী—আটবী ও আপ্য দেখ।

বৈনক—বিকচা দেখ।

বৈনহোত্র—কাশীরাজ ধ্বংসরীর বংশে ঋষ্টকৈতুর পুত্র বৈনহোত্র জন্মে। তৎস্বত ভার্গ। ভার্গের তনয় ভর্গভূমি। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। স্তবিত্ব ও সত্যকৈতু দেখ।

বৈনায়কী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কতৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২।

বৈবশপ—কশ্যপ বংশীয় নিয়লিখিত গোত্র প্রবর্তক ঋষিদিগের—বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধুব, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। ঋষিদিগের নাম—আশ্রায়ণি, ঋষি, গণ, মেঘকী, রিটকার্যন, উদগ্রজ, মাঠর, ভোজ, বিনয়লক্ষণ, শালাহলেয়, কোরিষ্টক, কন্তক, আশ্রয়ারণ, মন্দাকিন্ত, মৃগয়, শ্রোতন, ভোতপায়ন, দেবযান, গোময়ান, অধচ্ছায়, অভয়, কাত্যায়ন, শাক্রায়ন, বর্হিষোগ, গদায়ন, ভবনন্দি, মহাচক্রী, দাক্ষপায়ণ, যোধ-য়ান, কার্টিবয়, হস্তিদাস, বাৎস্যায়ন, নিকৃতজ, আশ্বলায়নিন, প্রাগায়ণ, পৈলমৌলি, আশ্ববাতায়ন, কোবেয়ক, শ্রাকার, অগ্নিশর্মায়ান, মেঘপ, কৈকর-সপ, বভ্রব, প্রোচের, জ্ঞান, সংজ্ঞের, আশ্র, প্রোসেব্য, শ্রামোদর, বৈবশপ, উদ্বলায়ন, কাষ্ঠাহারিণ, মারীচ,

আজিহারন, হান্তিক, বৈকর্ণের, কান্ত-পের, সান্দিসাহ, অরিতারন ও মাস্তগিন। মৎ-১২২।

বৈবস—ভৃগুবংশীয় বসু, বীতিহব্য, মণিত, দম, মোজ, পলি, জৈবন্ত্যয়নি, চলি, ভাগিল, ভাগবিত্তি কোশাপি, কাশ্যপি, বালপি, শ্রমদাগেপি, সোর, তিথি, গাগীয়, জাবালি, পৌক্যায়নি ও গ্রামদ—এই সমুদয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর—ভৃগু, বীতিহব্য, বৈবস ও বৈবস। এই সকল ঋষি-বংশ পরস্পর অবিবাহ। মৎ-১২৫।

বৈবস্বত (মহু)—(১) মরীচি হইতে কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বান (সূর্য্য) এবং বিবস্বান হইতে স্বরং বৈবস্বত মহু জন্ম গ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মহুই প্রথম প্রজাপতি এবং ইহারই পুত্র ইক্ষাকু। মহু ইক্ষাকুকেই এই সমুদ্রিশালিনী সমগ্র পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষাকুর পুত্র কুক্ষি। রামা-অযো-১১০। ইক্ষাকু ও কুক্ষি দেখ (২) গজ, গবয়, গবাক্ষ, সরভ ও গন্ধমাদন, এই সকল বানর দলপতি বৈবস্বতের পুত্র। রামা-লঙ্কা-৩০। (৩) বিশ্বকর্মার কন্তা সংজ্ঞা দেবীর গর্ভে সূর্য্য—(বিবস্বান) পুত্র মহু জন্মগ্রহণ করেন ও বৈবস্বত মহু নামে প্রসিদ্ধ হন। মার্ক-৭৭। সংজ্ঞা ও বিবস্বান দেখ। (৪) সমুদর মহুদিগের মধ্যে বৈবস্বত মহু সপ্তম। স্বায়ম্ভুব মহুই

প্রথম ও তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ মনু হইলেন। মার্ক-৫৩। (৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বতের, মনু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সাবর্ণ নামধের মনু বিদ্বান্ ও প্রভাবশালী। অপর বৈবস্বত, সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠপুত্র। ব্রহ্মা-১০। (৬) মহাত্মা কশ্যপ কৰ্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টির পর সমুদয় স্বাবর জন্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিভিন্ন জাতীয় প্রজা-সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন করিয়া, তাঁহাদিগকে তত্ত্ব জাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। তদুপলক্ষে তিনি বৈবস্বত মনুকে মানবগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। বায়ু-১০। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হয়। এই মন্বন্তরে দক্ষ ও মহাতেজা ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপে মহেশ্বরের প্রাহুর্ভাব হয়। তৎপরে পূর্বতন সপ্তর্ষিগণ স্বয়ম্ভুব সপ্ত মানসপুত্ররূপে সমুৎপন্ন হন। সেই মহাত্মারাই পূর্ব নিয়মাত্মায়ী নূতন প্রজাসমূহ স্বজন-পূর্বক সৃষ্টি বিস্তার করেন। বায়ু-৬৫। (৮) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি হয়। (জয় দেবগণ দেখ) বায়ু-৬৬, ৬৭। (৯) বিবস্বানের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে দুইটা মহাবল পুত্র ও একটা কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মনু জ্যেষ্ঠ এবং

প্রজাপতি শ্রাদ্ধদেব কনিষ্ঠ। কস্তার নাম কালিন্দী। বায়ু-৮৪; ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—পুরাকালে বিবস্বানের সংজ্ঞানামী ভার্য্যায় তিনটি পুত্র জন্মে। পরে মনু, সাবর্ণি, শনৈশ্চর, অশ্বিনীকুমারাদি সপ্ত পুত্র সম্ভূত হয়। বায়ু-৮৪। (১০) বিবস্বানের জ্যেষ্ঠপুত্র মনুর আশ্রিতুল্য নয়টি পুত্র জন্মে। (তাঁহাদের নাম নীচে দেখ)। ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি (বৈবস্বত) মনু প্রজাসৃষ্টি করিয়া সংযতভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নিত্রাবরণের উদ্দেশে আচ্ছিত দান করিলে, দিব্যাহরধরা দিব্যাতরণভূষিতা ইড়া প্রাহুর্ভূতা হন। দণ্ডধর মনু তাঁহাকে ইলা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই ইলাই পশ্চাৎ মনুর বংশ-বর্দ্ধনকারী ধর্ম্মশীল স্নগ্ধ্য নামে খ্যাত হইলেন। বায়ু-৮৫। ইল, ইলা ও স্নগ্ধ্য দেখ। (১১) বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের (বিবস্বানের) ঔরসে মনু, যম ও যমৌ নামে তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়। তন্মিন্ন সংজ্ঞার অমুরূপা ছায়া নামী কন্যাতেও সূর্য্যের শনৈশ্চর ও (অপর) মনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামী এক কন্যা জন্মে। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান বর্ণ প্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। বিষ্ণু-৩৩-২। ২৭৩। বিবস্বান, সংজ্ঞা ও ছায়া দেখ।

(১২) সূর্য্য—(বিবস্বান্). তনয় মনু
শ্রাদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার দশ
পুত্র (নাম পরে দেখ)। সংজ্ঞা ও
ছায়া নামী সূর্য্যের দুই পত্নী উভয়েই
বিশ্বকর্মা কন্যা। তাঁহাদের মধ্যে
সংজ্ঞার গর্ভে যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব;
এবং ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি ও শনি নামে
দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা
জন্মে। ভাগ-৮ স্ক-১৩। (১৩) বিবস্বানের
তিন পত্নীর অন্যতমা সংজ্ঞা (বৈবস্বত)
মনুকে প্রসব করেন। বৈবস্বত মনুর
দশ পুত্র (তালিকা পরে দেখ)।
তন্মধ্যে ইল সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মনু ইলকে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্তার্থ নন্দন
বনে গমন করেন। মার্ক ১০৬; মৎ—
১১। সংজ্ঞা, ছায়া ও বিবস্বান্ দেখ
(১৪) সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের পুত্র
মনু জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে সর্ব্ব-
ভূতান্তকারী শ্রাদ্ধদেব ও যমুনা এই
দুইটি যমজ সন্তান জন্মে। শিব-জ্ঞান
৫৯। (১৫) অতীত কল্পাবসানে ত্রিলোক
যখন সাগর জলে প্লাবিত হয়, তখন
বৈবস্বত মনু ভক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য
কঠোর তপস্তায় মগ্ন ছিলেন। একদা
তিনি কৃতমালা নদীতে যখন তর্পণ
করিতেছিলেন, তখন তর্পণজলসহ একটি
ক্ষুদ্র মৎস্ত তাঁহার অঙ্গলি মধ্যে পতিত
হইল। এই মৎস্তই হরির মৎস্তাবতার
তিনিই ভগবান মনুর নিকট মৎস্ত পুরাণ
কীর্ত্তন করেন। মৎ-২। মৎস্ত-

অবতার দেখ। (১৬) চান্দ্র মনুত্বরে
ঐহারী ভূষিত নামে অভিহিত হইতেন,
তাঁহারাই কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে
বৈবস্বত মনুত্বরে দ্বাদশ-আদিত্যরূপে
জন্মলাভ করেন। অগ্নি-১২। (১৭)
বৈবস্বত মনুর সময়ে দ্বিতীয় যুগে ভগ্ন-
বান্ হরি, অত্রির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয়
নামে অবতার হইয়াছিলেন। দেবীভা-৪ স্ক-
১৬। (১৮) বৈবস্বত মনু ইচ্চিবার
সময়ে ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র জন্মে।
তাঁহাহইতেই সূর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়াছে।
দেবীভা-৭-স্ক-৮। (১৯) বৈবস্বত মনুর
শাসন সময়ে মরুদগণ, আদিত্যগণ,
রুদ্রগণ ও বসুগণ দেবতা; ইন্দ্রের
নাম পুরন্দর; বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি,
জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ
ইঁহার সপ্তর্ষি ছিলেন। সৌ-৩৩।
(২০) বৈবস্বত মনুত্বরে সূর্য্য (বিবস্বান্)
হইতে উৎপন্ন দুইজন মনু রাজত্ব করেন।
তাঁহাদের একজনের নাম বৈবস্বত মনু
অপরের নাম সাবর্ণি মনু। বৈবস্বত মনু
সংজ্ঞার গর্ভজাত এবং সাবর্ণি মনু ছায়ার
গর্ভজাত। বায়ু-১০০। (২১) বিবস্বানের
দুই পুত্র—বৈবস্বত মনু ও যম। মনু
হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানব
জাতি উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত তাঁহার
মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন।
ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ মনু-তনয় ক্ষত্রিয়-
ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মনুর আরও
পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে। তাঁহার

পরম্পর বৈরী ভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি ৭৫। (২২) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালেই সাম্রাজ্য শিব কর্তৃক দক্ষবজ্র বিনষ্ট হয়। মহাভা-শান্তি ২৮৪। (২৩) সত্যযুগে প্রথমত বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা-হইতে মহারাজ প্রসঙ্গির উৎপত্তি হয়। প্রসঙ্গির ঔরসে ক্ষুপ, ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আশ্ব-৪। শান্তি-১৩৭। মার্ক-১১৮। (২৪) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালেই শিবের সহিত পার্শ্বতীর বিবাহ হয়। স্কন্দ-না-৭৭। (২৫) বৈবস্বতমনুর পুত্রদের নাম ও সংখ্যা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ পাওয়া যায়। তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। (ক) ইক্ষ্বাকু, নহষ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, প্রাংস্ত, নাভাগারিষ্ট, করুষ ও পৃষ। বায়ু-৮৫। (খ) ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, প্রাংস্ত, নাভাগারিষ্ট, করুষ ও পৃষ। লি-৬৩। (গ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, প্রাংস্ত, নাভাগারিষ্ট, করুষ, পৃষ ও ইলা। মোট দশজন। (ঘ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, ভগ, দিষ্ট, করুষ, পৃষ ও বসুম্মান। মোট দশ জন। তাগ-৮২-১৩। (ঙ) ইক্ষ্বাকু হইতে নরিয়্যন্ত (খ) এরমত, তস্তির করুষ, পৃষ, কুশনাত, অরিষ্ট ও ইল, মোট দশজন। মৎ-১১। (চ) মার্ক

-৭২ মতে-ইক্ষ্বাকু, নভগ, নাভগ, ধৃষ্ট, দিষ্ট, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, করুষ ও পৃষ। (ছ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, করুষ, নাভাগ, শিবি ও প্রিয়ব্রত। শিব-জ্ঞান-৬০ অগ্নিপুরাণে ছয়টি নাম পাওয়া যায়, উপরের (গ) তালিকার প্রথম ছয়টি নামের স্থায়। অগ্নি-২৭৩(খ)দেবীভাগবতে (১০ স্ক-অঃ) অগ্নি পুরাণের ছয়টি ছাড়া নৃগ দিষ্ট, করুষ ও পৃষ এই চারিটি বেশী নাম পাওয়া যায়। (ঞ) আবার ঐ দেবী-ভাগবতের ১০ম স্কন্দ ১৩শ অধ্যায়ে—করুষ, পৃষ, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু এই কয়টি নাম মাত্র পাওয়া যায়। (ট) সৌর পুরাণ (৩০ অঃ) মতে নয় পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদের নাম—ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিয়্যন্ত, নাভাগ, অরিষ্ট, করুষ, পৃষ ও বৃষধ্বজ। এবং কন্যাদের নাম—ইলা, জ্যোষ্ঠা ও বরিষ্ঠা। (ঠ) গর্গসংহিতাতে (দ্বার ৯) কেবল শর্য্যাতির নাম পাওয়া যায়। আনর্ভ দেখ। (ড) গরুড় পুরাণের (৮৭ অঃ)। তালিকার প্রথম ছয়টি নাম উপরের (গ) তালিকার স্থায়। তস্তির নভ নেদিষ্ট, করুষ, পৃষ ও স্ত্রহ্ম—মোট ১১জন। (ঢ) মহাভারতের (আদি-৭৫) তালিকার প্রথম ছয়টি নাম উপরের (গ) তালিকার স্থায় (প্রাংস্তবাদ)। এতদতিরিক্ত বেণ, ইলা, পৃষ ও করুষ নাম দৃষ্ট হয়। (ণ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট,

শর্যাপতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, কল্পব, পৃথ্বী ও বসুমান। মোট নয়জন। বিষ্ণু-১। (ত) বায়ু পুরাণে (গ) তালিকার নয়জন ছাড়া অতিরিক্ত উদ্ভিষ্ট নাম পাওয়া যায়। বায়ু-৬৪। (খ) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (৭১ অঃ) মতে—উপরের (গ) তালিকার সব নাম, কেবল নাভ নামের পরিবর্তে নাভনেদিষ্ট নাম পাওয়া যায়। (দ) কুর্ম পুরাণের তালিকা (পূ-২০ অঃ) মৎস্য পুরাণের জায়। (ঙ) দেখ। কেবল কুশনভের পরিবর্তে নভগ নবম পুত্র এবং ইলা জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া উল্লিখিত। (ধ) বিবস্বান তনয় শ্রাকদেব। (বৈবস্বত) মনুর পত্নী শ্রাকার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাপতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, কল্পব, নরিষ্যন্ত, পৃথ্বী, নভগ ও কবি নামে দশ পুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ইলা নামে এক কন্যাও জন্মে। ভাগ-৯৯-১। (২৬) ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে একজন বৈবস্বত রাজার নাম মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। কণ্বপ ঋষি সোমের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—“বেস্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, তথায় আমার লইয়া যাও।”

বৈয়স্ব—ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও সূর্য্যাম রাজার পুত্র বরুণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৮২৪।১-৩০।

বৈরজ—যুগে যুগে নানা শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। বৈবস্বত

মহাস্থরের বরাহ কল্পে এইরূপে ২৮ জন শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চারিটি করিয়া শিষ্য ছিল। সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ ও বৈরজ, ইহারা লোগাফি নামক শিবাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু—উ—১০। বিরজা দেখ।

বৈরথ—প্রিয়ব্রতাস্বজ জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অন্ততম। জ্যোতিষ্মান, কপিল ও প্রভাকর দেখ।

বৈরপারায়ণ—বিষ্ণুসিদ্ধি দেখ।

বৈরাগ্য—কঙ্কির সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ কালে ধর্ম্মামুচর বৈরাগ্য কঙ্কির অমুচর দম্ভের সহিত যুদ্ধ করেন। কঙ্কি-ভূ-৬, ৭।

বৈরাজ, বৈরাজ-প্রজাপতি, বৈরাজ-মহু - (১) অযোনিসম্ভবা শতরূপা বৈরাজ পুরুষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বার নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বীরের পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। হরি-হরি-২। (২) চাক্ষুষ-তনয় মহু, বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নডুলাকে বিবাহ করেন। নডুলা গর্ভে মনুর কতিপয় পুত্র জন্মলাভ করে। ব্রহ্মা-৬৮। মহু ও নডুলা দেখ। (৩) ষষ্ঠ মহু চাক্ষুষের অধিকার কালে ভগবান, বৈরাজ প্রজাপতির ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অংশে অবতীর্ণ হন। ভাগ-৮৯-৫। অজিত ও দেবসম্ভূতি দেখ। (৪) অরু দীপ্তি-মান ব্রহ্মার মানস হইতে বৈরাজ

মহু উৎপন্ন হন। বৈরাজের ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকৃতি ও প্রসূতি জন্মলাভ করেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০, (৫) বৈরাজক নামক ঊনবিংশ কল্পে ব্রহ্মার মানস-পুত্র বৈরাজ নামক মহুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি দ্বীপটি এই মহুর পুত্র। ব্রহ্মা-২০। (৬) ব্রহ্মা প্রথমে বিরাটকে সৃজন করেন। বিরাট হইতে বৈরাজ মহুর উৎপত্তি। বায়ু-২০। (৭) বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নডুলাকে চাক্ষুষ মহু বিবাহ করেন। বায়ু-৩২। নডুলা দেখ।

বৈরিণী—(১) দক্ষের অন্যতম পত্নী। তাঁহার গর্ভে দক্ষের বাটটি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে দশজন ধর্মের, তেরজন কণ্ঠপের, সাতাইশ জন সোমের, চাবি-জন অরিষ্টনেমীর, দুইজন ভৃগু নন্দনের, দুইজন কুশাখের আর দুইজন অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। মৎ-৫। দক্ষ দেখ। (২) মৎস্ত পুরাণেরই ১৪৬ অধ্যায়ে, ভৃগুনন্দনের পরিবর্তে বাহকের পুত্র দক্ষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩) দক্ষকন্যা সতী বৈরিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মা-৭০। (৪) হর্য্যাক্ষ নামে দক্ষ পুত্রেরা নিক্রদেশ হইলে, দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে সহস্র সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও অগ্রজদের পদানুসরণ করেন। তৎপরে দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে বাটটি কন্যা উৎ-

পাদন করেন। বিষ্ণু-১ম-১৪। দক্ষ দেখ। বৈরোচন—বিরোচনের পুত্র বলিয়া দানব-পতি বলি বৈরোচন নামেও খ্যাত হন। বলি দেখ।

বৈলাক—কলিতে বৈলাক নামে ভগবতীর এক ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিবেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

বৈশম্ভ -জনৈক নৃপতি। তিনি বমলোকগত পিতৃগণের উদ্ধারার্থ শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত করেন। গর্গ-মাধু-৯।

বৈশম্পায়ন, বৈশাম্পায়ন—(১) ভৃগু বংশীর জনৈক গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বৈগায়ন দেখ। (২) ব্যাসের অন্যতম শিষ্য বৈশম্পায়ন বজ্রকৌন্দ তরুর সপ্ত-বিংশতি শাখা কল্পনা করেন। অ-১৫০। বেদব্যাস (৪) দেখ। (৩) এক সময়ে এক ঋষি সম্মিলনী উপস্থিত হইলে, সকলে মেরু পৃষ্ঠে গিয়া মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন যে, সপ্ত রাত্রে মধ্য যিনি এইখানে না আসিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মবধ্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যতীত সকলেই ঐ সময় মধ্যে সেইস্থানে যাঁহা মিলিত হইলেন। তখন বৈশম্পায়ন ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানু-সারে ব্রহ্মবধ্য্য ব্রতচরণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—“তোমরা আমার জন্ত ব্রহ্মবধ্য্যব্রতের অনুষ্ঠান কর। আর এই বিষয়ে বাহা হিতকর তাহা তোমরা

সকলে আমার নিকট বল।” তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“আপনার এই এই মুনিশিষ্যগণ থাকুন ; আমিই এই ব্রতের আচরণ করিব। ইহাতে আমি স্বীয় তপস্তার বল দেখাইব।” যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ গর্বিতভাবে উত্তর করিলে, বৈশম্পায়ন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎ সমুদয় প্রত্যর্পণ কর।” যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া মূর্ত্তিমান্ রুধিরাক্ত যজুর্বেদ সকল বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা-৬৭। বিষ্ণু-৩২-৫। বায়ু-৬১। (৪) ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের উত্তম ষড়শীতি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তিনিই যজুর্বেদের প্রবর্তক। তিনি একমাত্র মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত শিষ্যকেই ঐ সকল সংহিতা প্রদান করেন। বৈশম্পায়ন প্রণীত ষড়শীতি সংহিতার মধ্যেও আবার একটি বিশেষ রূপকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যেও আবার তিন তিনটি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐ তিন ভেদের মধ্যেও আবার উদাচ্য, মধ্যদেশ ও ঞ্চাচ্যভেদে ভেদত্রয় পরিকল্পিত হওয়ায় সংহিতা সকল নয় প্রকার ভেদ সম্পন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬১। (৫) বৈশম্পায়ন প্রমুখ ব্যাসশিষ্যগণ উগ্রসেনের রাজস্বয়

যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪২।

(৬) রাজা জনমেজয়ের অমুরোধে বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ষম-নাটিকেত সংবাদ বলেন। বরা-১৯৩। (৭) রাজা জনমেজয়ের সপ্নযজ্ঞে বৈশম্পায়ন উপস্থিত ছিলেন এবং তখন জনমেজয়ের অমুরোধে তাঁহার পূর্বপুরুষদের জীবন-চরিত বর্ণন ব্যাপদেশে সমগ্র মহাভারত কীর্তন করেন। মহাভা-আদি-৬০।

বৈশাখ—শমীমুখ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দম্ভ্য-বৃত্তি অবলম্বন করেন। অঙ্গিরা প্রমুখ সপ্তর্ষিগণের উপদেশে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং তাঁহাদের উপদেশে সর্বপাপহর ও স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ ঝাট-ঘোট মন্ত্র জপ করিয়া পাপমুক্ত হন। পরে তিনিই রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৮। বাল্মীকি দেখ।

বৈশাখী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ।

বৈশাখ্য—একজন বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ। আশ্বরাযণ দেখ।

বৈশাল—হিরণ্যনাভের কৃত শিষ্য নৃপায়জ চক্ৰিণখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া ২৪জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। বৈশাল তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭ বায়ু-৬১। আজবন্ত দেখ।

বৈশালী—(১) বসুদেবের অন্ততমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে কৌশিক নামে

এক পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ । বসু-
দেব দেখ । (২) অঙ্গিরা বংশীয়
উত্থা, গোতম, তৌলেয়, অভিজিত,
অৰ্জুনেমি, লোগাক্ষি, ক্ষীর, কোষ্টিকি,
রাহকর্ণী, সৌপরি, কৈরাতি, সাম-
লোমকি, ঔষজ্জিতি, ঐরিডুব, কারোটক,
সজীবী, উপবিন্দু, সুরৈষী, বাহিনীপতি,
বৈশাখ, ক্রোষ্ঠা, আরুণায়নি, সোম,
অত্রায়ণি, কাসোরু, কোশল্য, পাথিব,
রৌহণ্যায়নি, একাঘি, মূলপ, পাণ্ডু
ক্ষপাবিশ্বকর, অরি ও পারিকারারি—
এই সমুদয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের
আর্ষেয় প্রবর তিনটি বথা—অঙ্গিরা
উত্থা ও উশিজ । মত-১২৬ ।

বৈশ্বানর—(১) দানব পতি দমুর শত-
পুত্রের অন্ততম । তাঁহার দুই কন্যা
পুলোমা ও কালিকা (কালকা-অ-১২,
বিষ্ণু-১ম-২১) মরীচি নন্দন কল্পপের
পত্নী ছিলেন । পদ্ম-স্ব-৬ । হরি-
হরি-৩ । বায়ু-৬৮ । পুলোমা দেপ ।
(২) বৈশ্বানর কন্যা শান্তিলীকে গরুড়
হিমালয়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ।
মেই কন্যা তাহা জানিতে পারায়,
তাঁহারপক্ষ দগ্ধ হইয়াছিল । শিব-ধর্ম-১২ ।
(৩) সমুদ্রমন্থনের পর দেবতাদের সহিত
জালঙ্কার দৈত্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে
বৈশ্বানর কেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন । পদ্ম-
উ-৫ । (৪) বৈশ্বানর বা অগ্নি ঋগ্বেদের
একজন প্রধান দেবতা বলিয়া উল্লি-
খিত । ৩য় মণ্ডলের ২য় অষ্টকে বিশ্বামিত্র

ঋষি বৈশ্বানরদেবের স্তুতি করিয়া
কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করেন । (৫)
বৈশ্বানরদানবের উপদানবী, হয়শিরা
পুলোমা ও কালা নামে চারি কন্যা জন্মে ।
তাঁহাদের মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ,
হয়শিরাকে ক্রতু, ব্রহ্মার আদেশে
পুলোমা ও কালিকাকে কশ্যপ বিবাহ
করেন । ভাগ-৬স্ক-৬ ।

বৈশ্বানর মুখ—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-আশ্ব-৮ ।

বৈশ্বানরি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । বৈগায়নি দেখ ।

বৈশ্বানরেশ্বর—(১) অবন্তী ক্ষেত্রে
বৈশ্বানরেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে
মানবের বুদ্ধিলাভ হয় । স্বন্দ-আব-অব-
২৩ । (২) প্রভাস ক্ষেত্রে বৈশ্বানরেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব প্রাণীরই
পাপ নষ্ট হয় । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৮ ।

বৈশ্বা—বসুদেবের অন্ততমা পত্নী
বৈশ্বার গর্ভে তাঁহার কৌশিক নামে
এক পুত্র জন্মে । পদ্ম-স্ব-১৩ । বসুদেব
ও কৌশিক দেখ ।

বৈশ্রবণ—(১) লঙ্কা সময়ের পর সীতা
অগ্নিপ্রবেশ করিলে যক্ষরাজ বৈশ্রবণ
অন্যান্য দেবগণসহ রামসমীপে উপ-
স্থিত হইয়া সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে
রামকে অমুরোধ করেন । রামা-লঙ্কা-
১১২ । (২) বৈশ্রবণ কুবেরের অন্য
নাম । কুবের দেখ । (৩) যক্ষগণ
কর্তৃক পৃথিবী দোহন কালে বৈশ্রবণ

দোষী ছিলেন । মৎ-১০ । বসুধা দেখ ।
 (৪) জগৎ-সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মা
 বৈশ্রবণকে রাজগণের আধিপত্যে
 স্থাপন করেন । অ-১২ । (৫) বৈশ্রবণ
 একজন ঋষিক ছিলেন । বৃহত্কথ দেখ ।
 বৈশ্রবণ পূর্বজন্মে সোমশর্মা নামে
 এক ব্রাহ্মণের অতি হুজিরায়িত পুত্র
 ছিলেন । তখন তাঁহার নাম ছিল
 হুংসহ । তার পর তিনি স্ত্রুহুংখ নামে
 গান্ধার দেশের অধিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ
 করেন । সেই জন্মেও তিনি সর্বধর্ম-
 বহিক্ত ঘোর মূর্খ ছিলেন । কিন্তু
 পূর্বজন্মের কার্য্য স্মৃতিপথে উদ্ভিত
 হওয়ায়, তিনি পরম ভক্তিভরে নানা
 উপচারে শিবপূজা করিতে লাগিলেন
 এবং সেই পূজাপ্রভাবে পরজন্মে বিশ্রবা
 মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । শিবের
 প্রসাদে তিনি কুবেরের প্রাপ্ত হন ।
 সৌ-৪৭ । (৭) কৈলাসগিরির মধ্যভাগে
 এক কুল-কুমুমসম গুল্মবর্ণ রমণীয়
 শৃঙ্গতট বিद्यমান । তথায় বৈশ্রবণের
 অলকা নামী পুরী অবস্থিত । তাঁহার
 সভার নাম বিপুলা এবং বিমানের নাম
 পুষ্পক । বায়ু-৪১ ।

(৮) বৈশ্রবণ বৃহস্পতির কন্যা দেব-
 বর্গিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি
 রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে
 অশুরের মত ছিলেন । ইহার পিতা
 বিশ্রবা ইহাকে ত্রিপাদ, মহাকায় স্থল-
 শিব, অষ্টদ্রুত, হরিধর্ম ঋক্‌বিশিষ্ট,

শঙ্কর, মোহিতবর্ণ, ব্রহ্মবাহ, প্রবাহ,
 পিকল, ভীষণ, বৈবর্তজ্ঞান-সম্পন্ন ও
 বিশ্বরূপধর দেখিয়া বলিলেন “এই
 বালক স্বয়ং কুবের । কেননা কু শব্দের
 অর্থ কুংসা, বের অর্থ শরীর । কুশরীর-
 বশতঃই এই বালক কুবের নামে প্রসিদ্ধ
 হইবে । এবং পিতা বিশ্ববার সহিত
 সাদৃশ্য-হেতু এই বালক বৈশ্রবণ নামেও
 খ্যাত হইবে ।” কুবের অথবা বৈশ্রবণ
 ঋদ্ধির গর্ভে নলকুবেরকে উৎপাদন
 করেন । বায়ু-৭০ ।

(৯) বিশ্ববার পুত্র বৈশ্রবণ অভ্যাগত
 তপস্বীদ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া
 বিশ্বকর্মা নির্মিত অলকাপুরী ভোগ
 করেন । তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া
 মহেশ্বর উমা-সহ তাঁহাকে দর্শন দেন ।
 মহেশ্বরের বরেই তিনি নিধি সমূহের
 অধিপতি ; গুহ্যকদিগের অধীশ্বর ;
 যক্ষ, কিন্নর ও রাজগণের রাজা, রাক্ষস-
 গণের প্রভু ও সকলের ধনদাতা হন ।
 শিবের সহিত তাঁহার সখিত্ব হয় ।
 তাঁহারই প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত শিব
 অলকাপুরীর সমীপবর্তী স্থানে সর্বদা
 বাস করেন । শিব উমা-সহ কুবেরের
 সম্মুখানে উপস্থিত হইলে, তিনি চক্ষু
 উন্মীলন করিয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন
 করেন ; কিন্তু শিব পার্শ্বতীর রূপ-ভেজ
 সহ করিতে না পারিয়া পুনরায় চক্ষু
 নিমীলিত করেন । তখন বৈশ্রবণের
 প্রার্থনায় শিব করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া

তঁাহার দৃষ্টি সামর্থ্য প্রদান করেন । তিনি তখন পুনরায় নয়নবয় উন্মীলিত করিয়া প্রথমতঃ উমাকেই দেখিতে পাইলেন এবং বার বার বাম চক্ষু দিয়া জ্বর দৃষ্টিতে উমাকে দেখিতে লাগিলেন । এইভাবে উমার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে তঁাহার বাম চক্ষু ক্ষুটিত হইল । তদবধি তিনি একপক্ষি নামে খ্যাত হইলেন । এতদ্বিন্ন দেবীর রূপের প্রতি ঈর্ষ্যা করাতে তিনি কুবের নামেও খ্যাত হইলেন । স্বন্দ-কাশী-পু-১৩ ।

(১০) বিশ্রবার ঔরসে তৃণবিন্দু হুহিতাঃ গর্ভে সর্ব-লক্ষণ লক্ষিত ধনদ নামে এক পুত্র জন্মে । তঁাহার জন্মের সবাদ পাইয়া ব্রহ্মা অপর দেব ও ঋষিগণের সমভিব্যাহারে বিশ্রবার আলয়ে উপস্থিত হন এবং ধনদকে উপলক্ষ করিয়া বলেন “যেহেতু তুমি বিশ্রবা হইতে জাত হইয়াছ, সেজন্য আমি তোমাকে বৈশ্রবণ নাম প্রদান করিলাম ।” বৈশ্রবণ অথবা ধনদের পুত্র কুণ্ড ও পত্নী ঈশ্বরী । স্বন্দ-আব-রেবা-৪১ ।

(১১) পুরাকল্পে যখন যক্ষগণ ধরণীকে লোহন করেন, তখন রজতনাভ দোন্ধা এবং বৈশ্রবণ বৎস হইয়াছিলেন । পদ্ম-ভূমি-২২ ।

(১২) বিশ্রবা-তনয় বৈশ্রবণ ব্রহ্মার বরে দেবতাদের ধনাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হন ও কুবের নামে অভিহিত হন । পিতৃ নিদেশে তিনি বিশ্বকর্মা নিশ্চিত লঙ্কা-

পুরীতে যাইয়া বাস করেন । অধ্যায়-রামা-উ-১ ।

বৈষ্ণব—(১) প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্ততম জ্যোতিষ্মান । তঁাহার শত পুত্রের অন্ততম বৈষ্ণব । প্রভাকর জ্যোতিষ্মান দেখ ।

(২) বৈবস্বত মহুর অন্ততম পুত্র নাভাগ । নাভাগের তনয় বৈষ্ণব । অ-২৭৩ । নাভাগ দেখ ।

বৈষ্ণবী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত, মহাদেব কতৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃক । মৎ-১৭২ । পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬ ।

(২) চণ্ডিকার সহিত শুভ্র নিমন্ত্রের যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তি সকল চণ্ডিকার সাহায্যের জন্ত উপস্থিত হন । তঁাহাদের মধ্যে বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী কাট-তটে পীতাম্বর পরিধান এবং করচতুর্দ্বয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ-পূর্বক গরুড় পৃষ্ঠে আগমন করেন । দেবীভা-৫৬-২৮ ।

(৩) জনৈকা যোগিনী । শঙ্করের আদেশে তিনি অস্ত্রাত্ম যোগিনীগণ সহ শঙ্কর-হস্তে মৃত জালন্ধর দৈত্যের মাংস-রাশি ভক্ষণ করেন । পদ্ম-উ-১৮ ।

(৪) দেবী পার্বতী মাতৃকাগণের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা । পদ্ম-সৃ-১৭ ।

(৫) চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা । কালিকা-৬৩ ।

(৬) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণের শরীর হইতে এক এক মাতৃকা সৃষ্ট হইলেন । কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য, পৈতৃক, অহুয়া এই আট রিপুই শরীর পরিগ্রহ করিয়া অষ্টমাতৃকা নামে প্রসিদ্ধ হন । বরা-২৭ ।

(৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত দেবীর অন্ততম অংশ । বরা-২০, ২২ । অমৃতা দেখ ।

(৮) শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমাদেবীকে স্তব করিতে হয় । মহাভা-অনু-২১ ।

(৯) নবহুর্গার অন্ততম । দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে তিনি বীরভদ্রের সহ গমন করেন । স্বন্দ-মাহে-কেদা-৩ । (১০) হুর্গার অন্ততম নাম । তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ । দেবীপু-৩৭ ।

বৈষ্ণপ—দক্ষর শত পুত্রের অন্ততম । দক্ষ দেখ ।

বৈহিনরি—বৈগায়ন দেখ ।

বোধ—(১) প্রস্থতির গর্ভজাত দক্ষের চব্বিশটি কন্তার অন্ততম বুদ্ধি । বুদ্ধির গর্ভে বোধ জন্ম গ্রহণ করেন । মার্ক ৫০ ; ব্রহ্মা-১০ ; পদ্ম-স্ব-৩ ; বিষ্ণু-১ম-৭ ; গুরু-পু-৫ ।

(২) বিশাল হাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ । বিক্রান্ত নরপতির ওরসে তৎপত্নী হৈমবীর গর্ভজাত চৈত্র নামক পুত্রকে জাতহারিণী, বোধের গৃহে রাখিয়া, বোধের নবজাত পুত্রকে ভক্ষণ করে । মার্ক-৭৬ । স্বন্দ-আব-চতু-৩৩ ।

(৩) বাকলের অন্ততম শিষ্য । বাকল

দেখ । বায়ু পুরাণে (৬ : অঃ) বোধ স্থানে বোধ্য নাম দৃষ্ট হয় ।

বোধপ—বৈষ্ণব দেখ ।

বোধিনী—তপিনী, তাপিনী, ধূত্রা, মরীচি, জলিনী, কচী, সুষ্মা, ভোগদা, বিখা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা এই দ্বাদশকলা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন । তন্মধ্যে ইহাদের পূজা নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্ত্রসার ১০১ পৃঃ ।

বোধ্য—(১) জর্নৈক মহর্ষি ; তিনি যযাতি রাজাকে অনেক উপদেশ দেন । মহাভা—শান্তি-১৭৮ । (২) মহর্ষি বাকলের শিষ্য । বাকল ও বোধ দেখ ।

বৌদ্ধ—গুনঃশেখ, শাক্যেয়, বৌদ্ধ, দাস্ত প্রভৃতি তাপসেরা অন্তান্ত তাপস-দিগের সহিত কার্ষিকী পৌর্ণমাসীতে পুঙ্কর স্নানার্থ গমন করেন । তাঁহাদের অমুপস্থিতি কালে, চমৎকার পুষ্করিণী পতির পত্নী দময়ন্তী তাপসগণের আশ্রমে আসিয়া কতিপয় তাপসীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করেন । সেই জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গুনঃশেখাদি তাপস-গণ শাপ দিয়া দময়ন্তীকে কুৎসিত শিলারূপী করিয়া দেন । স্বন্দ-নাগ-১১১ । উপরোক্ত তাপস-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৌদ্ধ ছান্দোগ-গোত্রীয় এবং বেদবেদাঙ্গ পারগ ছিলেন । স্বন্দ-নাগ-১৮৪ ।

বোধায়ন—বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, কথ, অঙ্গিরা, বোধায়ন প্রভৃতি বহু

মুনিগণ ভগবান নন্দিকেশ্বরের নিকট
মোক্ষপ্রাপক স্থানের বিষয় শুনিবার
জন্ত তাঁহার আরাধনা করেন। স্বন্দ
মাহে-অঙ্ক-উ-৩।

বোধেয়—যুধিষ্ঠিরের পুত্র। তিনি
গোবাসনের কন্যা দেবিকার গর্ভে
জন্মেন। মহাভা-আদি-২৫।

বোধ্য—বাস্কলির অন্ততম শিষ্য।
বাকুল ও বোধ্য দেখ।

বোলি—বৈষ্ণব দেখ।

বোষড়ি—অঙ্গিরা বংশীয় কপীতর,
হস্তিতর, দাক্ষি, শক্তি, পতঞ্জলি,
ভূরসি, জলসন্ধি, বিন্দু, মাদি, কুসীদকি,
উর্ক, বাজকেশী, বোষড়ি, শালি,
শংসপি, কলশীকঠ, কারীরয়, কাঠ্য,
ধাতায়নি, ভাবাতায়নি, ভারদ্বাজি,
সৌবুধি, লঘ্বী ও দেবমতি—এই সকল
ঋষিদিগের আর্ষের প্রবর তিনটি,—যথা
অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয়। মৎ ১২৬।

ব্যংশ,—দমুপুত্র বিপ্রচিতির ঔরসে
সিংহিকার গর্ভে ব্যংশ, শল্য প্রভৃতি
কতিপয় দারুণ অতিনিঘ্ণ পুত্র জন্মে।
অঙ্গক ও কালনাত দেখ।

ব্যংস—প্রমত্তাবস্থায় ব্যংস ইন্দ্রের
হনুদ্বয় বিদ্ধকরতঃ অপহৃত করিয়াছিলেন
অনন্তর অধিক বলশালী হইয়া ইন্দ্র
ব্যংসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট
করিয়াছিলেন। ঋক্-৪। ১৮। ২।

ব্যগ্র—অনৈক দানব। ব্রহ্মার সভায়

উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা
করিতেন। পদ্ম-স্ব-১৮।

ব্যজয়—অজ দেখ।

ব্যঞ্জনহারিকা—দুঃসহের অন্ততম
কন্যা ঋতুহারিকা (ঋতুহারিণী) তিন
কন্যা প্রসব করে। তাঁহাদের নাম
কুচহরা, ব্যঞ্জনহারিকা ও জাতহারিণী।
শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্যক না করিয়া, এবং
মাতার অর্চনা না করিয়া, যে কন্যা
বিবাহিতা হয়, ব্যঞ্জনহারিকা তাহার
ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। মার্ক-
৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

ব্যবসায়—(১) দক্ষের অন্ততমা
কন্যা ও ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী বপুর্
গর্ভে ব্যবসায় জন্ম গ্রহণ করেন।
মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০।
বিষ্ণু-১ম-৭ গুরু-পূ-৫। পদ্ম-স্ব-৩।
দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ।

(২) ব্রহ্মার অন্ততম পুত্র। তিনি
ধর্ম্ম হইতে এবং তেজঃ তাঁহা হইতে
প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন।
মহাভা-শান্তি-১২২।

ব্যয় - নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয়
জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের
সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-
৫৭।

ব্যয়ব্যা অক্ষকান্নের রক্তপান
করিবার জন্ত মহাদেব কতৃক সৃষ্ট
মাতৃকাগণের অন্ততমা। পদ্ম-স্ব-৪৬।

ব্যয়ত্রি—অন্ততম অয়ি। তিনি

মার্কান্দীয় বলিয়া কথিত হন ।
বায়ু-২২ ।

ব্যাখ—(১) ব্যাখ ঋষি অশ্বিন্দ্বয়কে
মজ্জগৃহে আস্থান করেন । ঋক্-৮।২।
১০ । ব্যাখের পুত্র বিশ্বমনা । ঋক্ ৮।
২৩।১ । (২) দেবশিল্পি বিশ্বকর্মা যমরাজের
যে সভা নির্মাণ করেন, ব্যাখ প্রভৃতি
রাজগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া
যমরাজের উপাসনা করিতেন । মহাভা-
সভা-৮ ।

ব্যাঘ্র - (১) মহিষাসুরের পুত্র
রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রী অত্মতম
সৌ-৪২ । (২) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ
দিকে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা
একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে
গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ
গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই
ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ,
গন্ধর্ব্ব, অমরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ
অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । সেই সূর্য্য-
রথে, বিবস্বান, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ,
অহল্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র, ইহারা
ভাদ্রমাসে বাস করেন । বিষ্ণু-২য়-১০ ।

(৩) ব্যাঘ্র ও খেত নামক রাক্ষসদ্বয়
শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস
করেন । বায়ু-৫২ ।

(৪) খণ্ড নামক পিশাচের কত্যা
জন্মদান (বাতুদানা) গর্ভজাত পুত্রদের
অন্ততম । বায়ু-৬২ । বধ, আপ ও
কশা দেখ । (৫) শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ,

ব্যাঘ্র ও ইহাঙ্গগণ পুলহ হইতে
সমুৎপন্ন হয় । মহাভা-আদি-৬৬ ।

(৬) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাক্ষের
অন্ততম সেনাপতি । ঋক্-প্রভা-১১২ ।
ব্যাঘ্রপদ-(১) জনৈক মুনি ।
তঁাহারই পুত্র প্রসিদ্ধ উপমহ্মা । শিব
বায়ু-পু-৩০ । ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া
পাইলে, তিনি অত্যাচার মুনিগণের সহিত
তঁাহাকে আশীর্বাদ করিতে গিয়া-
ছিলেন । সৌ-৫০ । -

ব্যাঘ্রপাদ—বশিষ্ঠ বংশীয় এক আর্ষেয়
প্রবর-বিশিষ্ট বিপ্রগণের অন্ততম ।
মৎ-২০০ । বৈকুণ্ঠ দেখ ।

ব্যাঘ্রপাদেশ্বর—কালীস্থিত ব্যাঘ্র-
ভাঁটিহারী এক শিবলিঙ্গ । ঋক্-
কালী-উ-২৭ ।

ব্যাঘ্রবজ্র—জনৈক দানব । ত্রিপুর
বিনাশ ব্যাপদেশে অগ্নি, তাহার গৃহ দগ্ধ
করেন । ঋক্-আব-রে-২৮ ।

ব্যাঘ্রাক্ষ—সহস্র বদন রাবণের অন্ততম
সেনাপতি । অদ্ভুত-রামা-১৮ । বৈতালী
দেখ ।

ব্যাঘ্রেশ, ব্যাঘ্রেশ্বর—হুন্সুভি-নিহাদ
নামক প্রহ্লাদের এক মাতুল মৈত্রেয়
কালীধামে বাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ
করিত । একদা শিবরাজিতে এক
শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে
বাইয়া শিব হস্তে নিহত হয় । তাহার
পর সেই ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় শিব

ব্যাঘ্রেশ নামে তথায় অবস্থান করিতে
লাগিলেন । স্বন্দ-কাশী-উ-৬৫ ।

ব্যাভাতা—কাশীস্থিত চতুষ্টয়
যোগিনীর অগ্রতম । স্বন্দ-কাশী-পূ-
৪৫ । যোগিনী দেখ ।

ব্যাধকারক—প্রিয়ব্রতাস্বজ ছাতি-
মানের অগ্রতম তনয় । পাবর ও অর্থ-
কারক দেখ ।

ব্যাধাজ্য—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । বৈগায়নি দেখ ।

ব্যাধি—মৃত্যু হইতে ব্যাধি প্রভৃতি
জন্মলাভ করেন । মার্ক-৫০ । অধর্ম
নরক ও ক্রোধ দেখ ।

ব্যান—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে
তুষ্টিতাক্ষ দেবগণের অগ্রতম । বায়ু-
৬৬ । অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু
দেখ । (২) এক বিংশতি কল্পে, প্রাণ
অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে
ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মার পাঁচ মানসপুত্র
আবির্ভূত হইয়া স্রমধুর মিলিত পঞ্চম
স্বরে মহেশ্বরের স্তব করেন । তাহাতে
কল্পের নামও পঞ্চম হইয়াছে । ব্রহ্মা-
২০ । ব্রহ্মা (৩৮) দেখ ।

ব্যাগিনী—তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশ জন
ব্যাগ্নন শক্তির অগ্রতমা । এই সকল
শক্তি ব্রহ্মদেবের ক্রোড়ে অবস্থান
করেন । ইহাদের মূর্তি সিন্দূরের ছায়
রক্তবর্ণ ও সকলের করপদ্মে রক্তোৎপল
ও নরকপাল আছে । তন্ত্রসার-৩০৯ পৃঃ ।

ব্যালরূপ—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-অনুশা-১৭ ।

ব্যালিক—পূর্বকালে সত্যযুগে ব্রহ্ম-
মূর্তি এক অগ্নি ছিলেন । তাঁহার নাম
তেজ । ত্রেতাযুগে যজ্ঞের জন্ত
দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অগ্নির সৃষ্টি হয়,
তাহাই গার্হপত্য নামে অভিহিত ।
আহবনীর অগ্নির উৎপত্তি হয় পরে ।
ভরতাদি মহাতেজা আহবনীর অগ্নির
সন্ততি । তাঁহাদের সংখ্যা একপঞ্চাশৎ ।
তাঁহারা চরাচরের বিধারক । তাঁহাদের
নাম—ভরত, চর, মঙ্গল, বিভূ, বল,
অঙ্গিরা, সমুদ্ভব, জয়, ব্রহ্ম, সংযুগ,
ব্যালিক, ভব, সূর্য্য, জল, শশাঙ্ক,
বিশ্বদেব, পরাবসু, কল্মাষ, সংক্ষয়,
ঘোর, বড়বাগ্নি, পরাস্তকঃ, দক্ষ,
নিরীশ্বর, কাম, কামাস্তক, পরাস্তক,
বীভৎস, বিজয়, ধূম্র, কৃষ্ণবর্মা, হাটক,
অজিত, শঙ্কর, শঙ্খ, শুদ্ধিদ, জয়দ,
'গুরু, অপর, অপরাজিত, কণ্ঠ, প্রতাপ,
বহুদ, আরণ্য, সর্বগ, শঙ্খ কামুক,
রিপুহা, শিব ও কামাগ্নি । দেবীপু-
১২২ ।

ব্যাহতি—সবিতার সন্তান । ভাগ-
৬৯.১৮ । পৃষ্ণি দেখ ।

ব্যুধিতাখ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় কুশের
বংশে শঙ্খনের তনয় । ব্যুধিতাখের
তনয় বিশ্বসহ । তাহার তনয় হিরণ্যনাভ
কৌশল্য । তৎসুত বশিষ্ঠ । বায়ু-৮৮ ।

(২) পুরুবংশীয় নরপতি । তিনি

দেবগণের সাহায্যে যজ্ঞাভুটান করিয়া অশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং প্রাচ্য, উদীয়, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতি দিগকে আপনার বশীভূত করেন । কাশ্মীর-তনয়া ভদ্রা তাঁহার পত্নী ছিলেন । ব্যাধিতাম্ব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াশক্তিবশতঃ অপুত্রক অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেন । ভদ্রা স্বামীশোকে আকুলা হইয়া সহমরণে বাইতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্যাধিতাম্ব অশরীরি অবস্থায় ভদ্রাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া ভদ্রা যদি তাঁহার শবের সহিত নিজ শয্যায় শয়ন করেন, তবে ব্যাধিতাম্ব স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া ভদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন । সেই শব-সংসর্গে ভদ্রা তিনজন শাব ও চারিজন মদ্র নামে পুত্র প্রসব করেন । মহাভা-আদি-১২১ ।

ব্যুষ্ঠ—(১) ধ্রুকের প্রপৌত্র ও পুষ্পার্ণের পুত্র । ব্যুষ্ঠের পুত্র সর্ব-তেজা । সর্বতেজার ঔরসে আকৃতির গর্ভে মনু নামে পুত্র জন্মে । বৃহৎ-উ ১৩ । আকৃতি ও পুষ্পার্ণ দেখ ।

(২) অষ্টবসুর অন্ততম বিভাবসুর ঔরসে তৎপত্নী উমার গর্ভে ব্যুষ্ঠ, য়োচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মে । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ;

ব্যটোর—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্ত-তম । মহাভা--আদি-৬৭ ।

ব্যোম—(১) যদুবংশীয় দশার্হের পুত্র ব্যোম । তৎপুত্র জীমূত । মৎ-৪৪ । ভাগ-২ঙ্ক-২৪ । অ-২৭৫ ।

(২) যদুবংশীয় শমীকের বিরজ, ধনু, ব্যোম ও সৃঞ্জয় নামে চারি পুত্র ছিল । পদ্ম-স্ব-১৩ ।

(৩) কোনও কোনও পুরাণে ব্যোমের পরিবর্তে ব্যোমা নাম দৃষ্ট হয় । (৪) জনৈক অনুর । সে ত্রিশৃঙ্গ শিখরে শয়ন করিয়া থাকিত । দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কংস তাহাকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং সে কংসের সহিত অমরাবতী আক্রমণ করিতে যায় । গর্গ-গো-৭ । ব্যোমাসুর কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিধনের জন্ত প্রেরিত হয় । শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যান্য গোপবালকদিগের সহিত পশুচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্যোম-অসুর পশুপালের রূপ ধারণ করিয়া অনেক গোপবালকদিগকে লইয়া ঘাইয়া গিরিগুহার আবদ্ধ করিয়া রাখে । শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্যোমাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন । ভাগ-১০ঙ্ক-৩৭ ।

ব্যোমকেশ—তন্ত্রে, উর্দ্ধকেশ, ব্যোম-কেশ, নীলকণ্ঠ ও বৃষধ্বজ ইহারা তারা দেবীর গুরুপংক্তির অন্তর্গত দিব্যোষ গুরু বলিয়া কথিত হন । তন্ত্র ৫২৯ পৃঃ ।

ব্যোমচারিণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা । মৎ-১৭৯ ।

ব্যোমবজ্র—মহাদেবের অন্যতম নাম । মহাভা-আখ-৮ ।

ব্যোমা—(১) যদুবংশীয় দশার্হের পুত্র ব্যোমা । তাঁহার পুত্র জীমূত । হরি-হরি ৩৬ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । কুর্ম-পু-২৪ । বায়ু-২৫ । গরু-পু-১৪৩ । ব্যোম দেখ ।

ব্যোমারি—শ্রাক্ষভাগর্গ বিশ্বদেবগণের অন্ততম । মহাভা-অমুশা-২১ ।

ব্যোমৈকচরণা—চতুষ্টী যোগিনীর অন্যতমা । স্বন্দ-কাশী-পু-৪৫ ।

ব্রজ—হবির্দানের অন্যতম পুত্র । অজিন ও কৃষ্ণ দেখ ।

ব্রজন—অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র । অজমীঢ় দেখ ।

ব্রজনাভ—রসাতলবাসী, বালকদিগের জীবাণহারক এক অশুর । একবার ঐ অশুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে বধ করিতে উদ্ভূত হইলে, ব্রহ্মা ভূতলে পুষ্কর নিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে বধ করেন । পদ্ম-স্ব-১৫ ।

ব্রজেশ—একজন উপনন্দ । বীতি-হোত্র ও অগ্নিভূক্ত দেখ ।

ব্রহ্মী—ভগ্নন, ভৈরব, কালিক, ঘণ্টোদর, ঋক্কামর্দন, পিঙ্গ, রুদ্র, সর্বভূজ, ও ব্রহ্মী, ইঁহার প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর বায়ুক্ষেণ-রক্ষক দ্বারপাল । স্বন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭ ।

ব্রতপতি—যদুবংশীয় বাহুবীর পুত্র শতভিদের একশত পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে । জ্ঞানস্বরূপ এবং বিকার গর্ভ জানিয়া

ব্রতপতি কনিষ্ঠ । তৎকনিষ্ঠ অপস্বাস্ত । বায়ু-২৬ ।

ব্রতফল—তম্রোক্ত রামের অষ্টোত্তর শতনামের অন্ততম । তত্ত্বসার-৭৫২ পৃঃ ।

ব্রতবতী—যদুবংশীয় ভদ্রকারের পত্নী । তাঁহার গর্ভে সত্যভামা, ত্রিভিনী ও পদ্মাবতী নামে তিন কন্যা জন্মে । ইঁহারা তিনজনেই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন । মৎ-৪৫ । প্রম্বাপিনী দেখ ।

ব্রতিনী—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী । ব্রতবতী ও প্রম্বাপিনী দেখ ।

ব্রতেয়ু—রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম । ঋচেয়ু ও ঋতেয়ু দেখ ।

ব্রহ্ম—(১) উত্তর বেদিক বাসব অগ্নির আট পুত্রের মধ্যে অহি ও ব্রহ্ম অগ্নি অনির্দেশ্য । ইঁহারা সর্বকনিষ্ঠ ও দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত । এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেব্য বলিয়া নিরূপিত আছে । মৎ-৫১ । অহিব্রহ্ম দেখ ।

(২) ভৌত্যমমুর পুত্রগণের অন্যতম । অমুগ্রহ দেখ ।

(৩) চতুর্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি মমুর উরু, গন্তীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল । ভাগ-৮ঙ্ক-১৩ ।

ব্রহ্ম—সৃষ্টি প্রলয়ের পূর্বে কিছুই ছিল না । পরে ব্রহ্ম নামক সর্বকায়ক এক জ্যোতি হইল । সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম নিজেকে নিজে স্থানস্বরূপ এবং বিকার গর্ভ জানিয়া

সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে প্রধান প্রকৃতি উদ্ভূত হইলেন। পদ্ম-স্বর্গ-১। ব্রহ্মগম্পতি দেপ।

ব্রহ্মকন্যা—সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু ও নারায়ণ-স্বরূপ প্রধান দেবতা দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-১১১।

ব্রহ্মকলা—ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী দেবী চিত্রক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামে বিখ্যাত হইলেন। পদ্ম-স্ব-১৭।

ব্রহ্মক্ষত্রবিজয়—নরপতি বৃহন্নরার অন্যতম পত্নী সত্যার গর্ভে ব্রহ্মক্ষত্র-বিজয় জন্মান্ত করেন। তাঁহার পুত্র ধৃতি। বায়ু-২২।

ব্রহ্ময়—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তা-সুরের তেত্রিশজন মন্ত্রীর অগ্ৰতম। সৌ-৪২। (২) নিম্নল দানবের পুত্র সুল ও উপসুল। সুলের তাড়কা নারী পত্নীর গর্ভে ব্রহ্ময়, মূক ও মারীচ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৭। (৩) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাক্ষের অগ্ৰতম সেনাপতি। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১২।

ব্রহ্মচারিণী—সর্ববেদে বিচরণ করেন বলিয়া দেবী পার্বতীর এক নাম ব্রহ্মচারিণী। দেবী-পু-৩৭।

ব্রহ্মচারী—(১) দেব-গন্ধর্ব বলিয়া কীর্তিত প্রবাহীর অগ্ৰতম পুত্র। বায়ু-৬৮। তরুণা দেখ। (২) মহাদেবের

অগ্ৰতম নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (৩) কণ্ঠপের অগ্ৰতম পত্নী প্রধার গর্ভজাত দশ পুত্রের অগ্ৰতম। মহাভা-আদি-৬৫। অনুপা দেখ।

ব্রহ্মজিৎ—দৈত্যপতি কালনেমীর অগ্ৰতম পুত্র। নরাস্তক দেখ।

ব্রহ্মজ্যোতি—বসুমামা অগ্নি) ব্রহ্ম-জ্যোতি ও ব্রহ্মস্থানীর বলিয়া উক্ত হন। মৎ-৫১।

ব্রহ্মগম্পতি—ঋগ্বেদের এক দেবতা। পশুতগণ মনে করেন, বৃহস্পতি, ব্রহ্মগম্পতি ও বাৎস্পতি একই দেবতার নামান্তর মাত্র। বেদের কোনও কানও স্থলে তাঁহার অগ্নিদেবের রূপান্তর। ইহা বাক্যদেব, স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা। সাগ্ননাচার্যের মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা। এতদ্বিন্ন তাঁহার মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বক্ত্র এবং মহত্ত্বও হয়। যাক্ষের মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ধন। যাক্ষমূল্যের মতে বৃহ ধাতুর একটি অর্থ বর্দ্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য। এবং বাক্য অর্থে ঐ ধাতু হইতে বৃহ ও ব্রহ্ম উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্-১।১৮।১-২। ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্ম-তারেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে আর অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। স্বল্প-কাশী-উ-২৭।

ব্রহ্মদত্ত—(১) চুল্লী নামক এক উর্দ্ধরেতাঃ ব্রহ্মচারী সোমদা নামী এক অম্বরী কন্যার প্রার্থনায়, তাহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রই ব্রহ্মদত্ত। তিনি কাম্পিল্য নগর স্থাপিত করেন। নৃপতি কুশনাভের বিকৃতান্ত কন্যাগণকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার করস্পর্শে কন্যাগুলির কুজ্জভাব বিদূরিত হইয়াছিল। রামা-আদি-৩৩। কুশনাভ . দেখ।

(২) পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত নামক এক সত্যপ্রতিজ্ঞ পবিত্র স্বভাব নরপতি ছিলেন। একদা কালরূপী গৌতম নামক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের গৃহে অতিথি হইলেন। নরপতি গৌতমের নিমিত্ত যে আহাৰ্য্য প্রদান করেন, তাহাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। তাহাতে গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদত্তকে “গৃধ্র হও” বলিয়া শাপ দেন। পরে রাজার অপরাধ অজ্ঞানতা নিবন্ধন জানিতে পারিয়া গৌতম বলিয়াছিলেন, রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন। রামা-উত্তরা-৭২। পদ্ম-স্ব-৭।

(৩) পাঞ্চালাধিপতি বৈভ্রাজ অনঘ নারায়ণের আরাধনা করিয়া সর্বভূতাত্ম-কম্পী, সর্বাপেক্ষা বলশালী, যোগাত্মা ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন। নরপতি ব্রহ্মদত্ত ইতর প্রাণীর বাক্যা-লাপ অমুখ্যাবন করিতে সমর্থ ছিলেন। একবার তাঁহার পত্নী সন্নতি তাঁহাকে

ক কীট মিথুনকে দোষিয়া বিন্মিত-ভাবে হাস্ত করিতে দেখেন। সন্নতি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মদত্ত বলেন যে তিনি পিপ্যালিকার কথোপ-কথন শুনিয়া হাস্ত করিয়াছেন। সন্নতি তাঁহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। রাজা ব্রহ্মদত্ত জাতিস্মর ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে কোশিক নামক এক মহর্ষির অন্যতম পুত্র ছিলেন। মৎ-২০-২। এই আখ্যানট কিছুর পরিবর্তিত আকারে হরিবংশে (হরি-হরি-২৪) এবং শিবপুরাণে (শিব-ধর্ম-৬৩) পাওয়া যায়। পদ্ম-স্ব-১০। কবি দেখ।

(৪) কাম্পিল্য দেশাধিপতি বিভ্রাজ অনুহের পিতা ছিলেন। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র বিশ্বক-সেন। নরপতি ব্রহ্মদত্ত দ্রুপদ রাজার আদি পুরুষ। হরি-হরি-২০।

(৫) ব্রহ্মদত্ত নামক বাঙ্গসনেয়ী ব্রাহ্মণ বস্তুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি বস্তুদেবের সহাধ্যায়ী সখা ও উপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাস, বাজবল্য প্রভৃতি বহু মুনিগণ উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মদত্তের পঞ্চশত ভাৰ্য্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণী, একশত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্য এবং একশত শূদ্রা ছিল। নিকুন্ত নামক দানব ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞকালে যজ্ঞভাগ দাবী করে এবং তাহা না পাইয়া যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায়।

তখন ব্রহ্মদত্তের পক্ষাবলম্বী যাদবদিগের সহিত দানবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নিকুন্ত সামুচর নিহত হয়।

(৬) ব্রহ্মদত্তের পিতার নাম সান্দ্রশুহ। মাতা শুক-তনয়া কীর্ত্তিমতী। বায়ু-৭০।

(৭) ব্রহ্মদত্তের মাতার নাম ঋচী। পুত্র যোগেশু। বায়ু-৯৯।

(৮) ব্রহ্মদত্তের পিতা সান্দ্রত। মাতা কৃত্তী। পদ্ম-সৃষ্টি-৯।

(৯) ব্রহ্মদত্তের মাতা শুক-তনয়া কীর্ত্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

(১০) ব্রহ্মদত্তের পিতার নাম নীপ। তাঁহার মাতা শুকের কন্যা কৃত্তী। পদ্মী—সরস্বতী, পুত্র—বিষক্সেন। ভাগ-৯৯-২১।

(১১) যুগ-পরিবর্তন নিয়মে যখন সত্য যুগ অতীত হইয়া ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মদত্ত নামক এক স্বধর্ম-নিরত নরপতি কাম্পিল্যানগরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সোমদত্ত। বরা-১-৩৭।

(১২) ব্রহ্মদত্ত নামক একব্যক্তি কাম্পিল্যানগরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বরাহ-১৫২।

(১৩) কাম্পিল্যানগরের অধিপতি ব্রহ্মদত্তের অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী ছিল। ব্রহ্মদত্তের পুত্র পূজনীর শাবকের বধ সাধন করিলে, পূজনীও প্রতিশোধ লইবার বাসনায় রাজ-

কুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করে। প্রথমে অপকৃত হইয়া পরে অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে, এই বিবেচনায় ব্রহ্মদত্ত নৃপতি পূজনীর দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে রাজ্যলয়ে থাকিতেই অমরোধ করেন। কিন্তু পূজনী শত্রুর প্রতি বিশ্বাস কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া রাজ্যান্তঃপুর পরি-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। মহাভা-শান্তি-১৫২।

(১৪) পাঞ্চাল পুত্র ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শত্ৰু প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

(১৫) মহারাজ্যবাসী ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ অতি দুষ্কিয়ান্বিত ও সর্ব-ধর্ম-বিবর্জিত হইয়াও, গোমতী তীরে দেহত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যফলে ব্রহ্মগতি লাভ করে। ঋন্দ-আব-অব-৬৮। (১৬) পুরুবংশীয় অশ্বহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। তৎপুত্র বিষক্সেন। গরু-পু-১৪৪।

ব্রহ্মধন—ব্রহ্মধনা দেখ।

ব্রহ্মধনা—অজ্ঞ নামক পিশাচের কন্যা। সেই কন্যা লোমশূন্যা এবং ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধন আহারে নিরতা। কশ্যপের এক পুত্র পিতার শাপে যক্ষরূপে পরিণত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মধনার সম্মুখীন হন এবং ব্রহ্মধনার পিতা কতৃক অমুক হইয়া তাহাকে বিবাহ

করেন । ঐ ব্রহ্মধনা, ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও তত্ত্বলা নামক এক কন্যা প্রসব করে । বায়ু-৬৯ ।

ব্রহ্মধাতা—প্রহেতির পুত্র ও কুবেরের অমুচর ব্রহ্মধাতা নামক রাক্ষস সরযু নদীর তীরে বৈভ্রাজ নামক বিখ্যাত বনে বাস করিত । মৎ-১২১ । ব্রহ্মপাত দেখ ।

ব্রহ্মপাত—প্রহেতু নন্দন কুবেরামুচর ব্রহ্মপাত নামক বিপুলবিক্রম রাক্ষস, সরযু নদীর তীরস্থ বৈভ্রাজ বনে বাস করিত । বায়ু-৩৭ । ব্রহ্মধাতা দেখ ।

ব্রহ্মপুত্র—দুঃসহের পিতা ও জাত-হারিণীর পিতামহ । দুঃসহ দেখ ।

ব্রহ্মবল—(১) একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । বৈব্রব দেখ । (২) বেদদর্শনের অন্যতম শিষ্য । মৎস্ত-২০০ । বায়ু-৬১ । বেদদর্শ দেখ ।

ব্রহ্মবলি—বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য । বেদদর্শ দেখ ।

ব্রহ্মবলী—একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । বেদশেরক দেখ ।

ব্রহ্মবাদিনী—হুগার এক নাম । তত্ত্ব-সার-৭৩৩ পৃষ্ঠা । দেবী-পু-১৬ ।

ব্রহ্মবাদী—কশপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত ও দেবল ইহারা ব্রহ্মবাদী বলিয়া কীর্তিত । ব্রহ্মা-৬৫ ।

ব্রহ্মবাহু—যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা । বায়ু-৬৭ ।

ব্রহ্মবিৎ—চন্দ্রবংশীয় অক্রিয়ের তনয় । ভাগ-৯৯-১৭ ।

(১) ব্রহ্মবিজ্ঞা—ব্রহ্মবাদিগণ ঋষীকে মিথিলাধিপতির কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা ; সুরগণের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন । এই ব্রহ্মবিজ্ঞা সীতা নামে খ্যাতা । ইনি লাদল দ্বারা ভূমিকর্ষণ কালে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার সীতা নাম হয় । ইনি আত্মীক্ষিকী বিজ্ঞারূপে তৎকালে মিথিলায় উৎপন্ন হন । এই কারণে ইহাকে মৈথিলী নামেও অভিহিত করা হয় । ইনি জনকের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাই ইহার নাম জনকায়জ্ঞা । পূর্বে এই পাপহারিণী ব্রহ্মবিজ্ঞা বেদবতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন । রাজা জনক ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞা বা সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সম্ভ্রাদান করেন । পদ্ম-মাহে-কেদা-৮ । (২) অল্পপমা ব্রহ্মবিজ্ঞা হরি-পাদ-পদ্ম-লাভমানসে দীর্ঘকাল মহারণোত্তপত্তা করেন । তিনি কটাহটে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়াছিলেন । তাঁহার লোচন-দ্বয় অনিমেঘ ভাবে বিজ্ঞমান ছিল এবং তিনি আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া স্নানচলভাবে অবস্থিতি করিতেন । পদ্ম-পাতা-৪১ ।

ব্রহ্মমিত্র—জৈনক মুনি । তিনি অথর্ববেদের ত্রয়োদশ অধিকারে

জ্ঞানলাভ করিয়া আট ভাগে বিভক্ত সমস্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দীবর নামক বিজ্ঞাধর-পুত্র পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও মুনির নিকট হইতে শাস্ত্র লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া, লুকাইয়া আট নাসের মধ্যে বিজ্ঞা আয়ত্ত্ব করেন। মুনি ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে তাহাকে শাপ দেন যে, যেহেতু সে রাক্ষসের স্ত্রীর অদৃশ্য থাকিয়া বিজ্ঞা অপহরণ করিয়াছিল, সেজন্ত সে রাক্ষস-রূপ প্রাপ্ত হইবে। মার্ক-৬৩।

ব্রহ্মবংশ - নারায়ণের অবতার ও কক্ষির পিতামহ। বিষ্ণুশা দেখ।

ব্রহ্মবোনি—স্বন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে ব্রহ্মবোনি তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ চণ্ডীমতাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ব্রহ্মরাক্ষস—বজ্রতন্ত্রস্ত ব্রহ্মরাক্ষসগণ ঋষিদের বজ্রাদির ব্যাঘাত জন্মাইত। রামা-আদি-৮।

ব্রহ্মরাক্ষসী—উপহারিণী দেখ।

ব্রহ্মর্ষি—কণ্ডপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অত্রি—এই পঞ্চগোত্রেই ব্রহ্ম-বাদিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ষাঁহারাই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মর্ষি বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৬১।

(২) ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথম তৎপরে ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে দেবর্ষিগণ; তাঁহা হইতে রাজর্ষি-

গণ, এই প্রকার ঋষি প্রকৃতিগণ বলিয়া উক্ত হন। ব্রতাবলম্বী মুনিগণ সহ ঋষি প্রকৃতিগণ, কণ্ডপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি গোত্রে এই ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মর্ষি এই নাম হয়। ব্রহ্মা-৬৭।

ব্রহ্মসংক্লং—সূর্য্যের এক নাম। বায়ু-৩১।

ব্রহ্মসাবর্ণি (নমু)—চতুর্দশ মনুর মধ্যে ইনি অনাগত মনুদের অন্ততম। পর্যায় ক্রমে ইনি বিভিন্ন পুরাণ মতে নবম বা দশম স্থান অধিকার করেন। দেবীপুরাণ (১৬-অঃ) মতে ইনি ১১শ নমু। স্বন্দ পুরাণ (প্রভা-প্রভা-১০৫) মতে ও ১১শ নমু। বিষ্ণুপুরাণ (৩য়-২ অ) মতে দশম নমু। বৃহদ্রথ পুরাণ (২২-অ) মতে ৯ম নমু। অগ্নি পুরাণ মতে ১০ম নমু। ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুর্য্যম ও বিষ্ণুরূপ দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেকগণে ১০০ করিয়া দেবতা থাকিবে। মহাবল শাস্তি ইহাদের ইন্দ্র হইবেন। হবিষ্মান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন। (অপান্নমূর্তি দেখ)। একাদশ ব্রহ্মসাবর্ণি মনুষ্যের কণ্ডপের তনয় হবিষ্মান, ভৃগু-সুত বপুষ্মান, অত্রি-তনয় বাকগি, বশিষ্ঠাশ্বজ ভগ, অঙ্গিরা-তনয় পুষ্টি, পুলস্ত্য-তনয় নিশ্চর এবং পুলহ-নন্দন অগ্নিতেজা, ইহঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। আদর্শ প্রমুখ আটজন

ঠাঁহার পুত্র হইবেন। (আদর্শ দেখ)। এই মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ হইবে। বৃষ নামে সুররাজ ঠাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। বায়ু-১০০। মনু দেখ। ব্রহ্ম-সাবর্ণি মনুর অপর নাম তৃতীয় সাবর্ণি মনু। সর্বজগৎ, সৃষ্টি, দেবানীক, ক্ষেত্র, দৃঢ়, পশু, দর্শ, উরু ও বাহ ইহারা সূবর্ণাখ্য তৃতীয় মেরু সাবর্ণির পুত্র। শিব-ধর্ম-৫৮। সাবর্ণি মনু দেখ।

ব্রহ্মহত্যা—(১) স্বয়ং প্রজাপতি লোক সৃষ্টি প্রবাহের নিমিত্ত নিজের বক্ষ হইতে ধর্ম ও পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্মকে সৃজন করেন। অধর্মের পুত্র কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মান প্রভৃতি ক্রোধের পুত্র পিতৃবধ ও নাতৃবধ এবং কন্যা ব্রহ্মহত্যা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১।

(২) শিব, ব্রহ্মহত্যা নাগ্নী রক্ত-বর্ণা, রক্তাধরধারিণী, করালবদনা, খর্পরধারিণী, এক ভীষণাকৃতি কন্যা সৃষ্টি করিয়া ঠাঁহাকে কালভৈরবের অঙ্গগমন করিতে বলেন এবং বারাণসী ভিন্ন সর্বত্রই ঠাঁহার গতি অব্যাহত থাকিবে বলিয়া নির্দেশ করিয়া দেন। স্বন্দ-কাশী-পু-৩১।

(৩) দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্ত ইন্দ্র একবার বিশ্ব-কর্মার পুত্র বিশ্বরূপকে (অন্ত নাম ত্রিশিরা) বধ করেন। সেই কারণে ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উত্তত হইল। ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত

অনন্তোপায় হইয়া, সলিলে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মহত্যাও তীরে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দেবগণের পরামর্শে বৃহস্পতি জলমধ্যগত ইন্দ্রের নিকট গমন করেন। তথায় বৃহস্পতির পরামর্শে দেবগণ, ধরিত্রী, বৃক্ষ, সলিলরাশী ও স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে আংশিকভাবে ব্রহ্মহত্যার বাসস্থান নির্দেশ করিলে, ইন্দ্র নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। স্বন্দ-কাশী-পু-১৫-১৬। (৪) একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় শঙ্কর নখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা শঙ্করকে আশ্রয় করে। মহাদেব কোন উপায়েই ব্রহ্মহত্যার প্রভাব হইতে নিস্তার না পাইয়া পরিশেষে নারায়ণের পরামর্শে বারাণসীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। বাম-৩।

(৫) ইন্দ্র যুদ্ধে বৃত্তকে বধ করিলে দানবরাজ বৃত্তের শরীর হইতে ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে ধারণ করিবার জন্ত ঠাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। দেবরাজ ঠাঁহাকে বিনাশ করিবার অথবা ঠাঁহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-

তেই সকলকাম না হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পিতামহ ইন্দের প্রার্থনায় ব্রহ্মহত্যা বর্জন করিলেন, “তুমি যদি দেবরাজকে পরিত্যাগ কর তবে তুমি আমার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে আমি তাহা পূর্ণ করিব।” তখন ব্রহ্মহত্যা পিতামহকে বলিলেন “আপনিই বিধান করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাধ্বনি বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। তজ্জন্যই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেই আমি দেবরাজের দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইতে পারি।” তখন ব্রহ্মা দেবরাজের মুক্তির জন্য ব্রহ্মহত্যা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্নি, অপ্সরা, সলিল এবং বৃক্ষ, লতা, ওষধি সমুদয়ের মধ্যে সেই চারি অংশে বিভক্ত ব্রহ্মহত্যার স্থান নির্দেশ করিলেন। নহাভা-শান্তি-২৮২। ব্রহ্মা (১১৪) দেখ।

ব্রহ্মা—(১) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের অন্ততম পুত্র বিষ্ণু। বিষ্ণুর ক্রুর কণ্ঠ্য চারিটি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—শ্রদ্ধহা, বজ্রহা, ব্রহ্মহা ও পণ্ডহা। বায়ু-৬৮। (২) মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি। কাল দেখ।

ব্রহ্মা—(১) রাবণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া স-দেবগণ বিষ্ণুর স্তব করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু মনুষ্য মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া রাবণের বধসাধন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। রামা-আদি-১৫।

(২) ব্রহ্মা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন। তিনি নিত্য, স্থান্য ও অব্যয়। তাঁহা হইতে মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মলাভ করেন। রামা-অযো-১১০। (৩) সাতার অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া রামের স্তব করেন। রামা-লঙ্কা-১১২।

(৪) রাবণ তনয় মেঘনাদ যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইন্দের মুক্তির জন্য মেঘনাদকে অনুরোধ করেন। তৎপরিবর্তে মেঘনাদ ব্রহ্মার নিকট এই বর চান যে, রিপুজয়ার্থ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি যখন বিধিমত অগ্নিতে হোম করিবেন, তখনই যেন অগ্নি হইতে অশ্বসহিত রথ উদ্ভিত হয় এবং তিনি যতক্ষণ সেই রথে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ অমর হইবেন। জপ ও অগ্নিতে হোম শেষ না করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, তিনি যেন বিনষ্ট হন। রামা-উ-৩৫।

(৫) দেবরাজের কুলিশ-প্রহারে হনুমান কাতর হইয়া পড়িলে পবনদেব স্বীয় সঞ্চালন বন্ধ করিয়া প্রাণিগণের জীবনধারণ কর্তৃকর করিয়া তুলিলে দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা হনুমানকে

পুনর্জীবিত করিয়া দেন । রামা-উ-৪১ ।

(৬) পরম স্নানর মেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্য সভা সংস্থাপিত । চতুর্শূখ পদ্মযোনি-সেই সভায় সর্বদা বিরাজ করেন । যোগাভ্যাস কালে তাঁহার নেত্র যুগল হইতে অশ্রুধারা বিনিস্রুত হয় । ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবারাত্র সেই অশ্রুধারা হইতে এক বানর উৎপন্ন হয় । সেই বানরই সুরগীবের পিতা ঋক্ষরাজ । রামা-উ-৪২ ।

(৭) বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন । রামা-উ-৭২ । বিষ্ণু

(৮) ও (২৩) দেখ ।

(৮) সীতা রসাতলে প্রবেশ করিলে ক্রুদ্ধ ও শোকমগ্ন রামকে ব্রহ্মা নানা রূপে সাহসনা দেন । রামা-উ ১১১ ।

(৯) মহাপ্রলয়ের অবসানে এই চরাচর জগৎ যখন তমোময় ছিল, তখন স্বয়ম্ভু এই অখিল জগৎ প্রকটিত করিয়া তমোরাশি অপসারিত করিয়া প্রোহৃত হইলেন । অতঃপর তিনিই নারায়ণরূপে বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইলেন এবং সম্যক চিন্তা করিয়া বিবিধ বিশ্বসৃষ্টি কামনায় স্বীয় শরীর হইতে সর্বাগ্রে জলসৃষ্টি করিলেন । পরে সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন । ঐ বীজ পরে এক হেমরূপময় মহান্ অণ্ডে পরিণত

হইল । মহাতেজা আশ্বত্থ স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র সংবৎসর বাস করিলেন । পরে প্রভাবে ও ব্যাপ্তিক্রমে বিষ্ণু প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর প্রথমেই তন্মধ্যে ভগবান সূর্য্য প্রোহৃত হইলেন । তিনি আদিভূত বলিয়া আদিত্য নাম ধারণ করিলেন, এবং ব্রহ্মা হইয়া বেদ পাঠ করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন । অনন্তর ব্রহ্মা সমস্ত দিক ও মধ্যে শাস্ত্রত বোমভাগ নির্মাণ করিলেন । তৎপরে সেই অণ্ড হইতে ক্রমশঃ মেরু প্রমুখ শৈলগণ মেঘবৃন্দ, তড়িমালা নদীনিচয়, পিতৃগণ, মমুগণ ও সপ্ত সমুদ্র সমুদ্ভূত হইল । মৎ-২ ।

(১০) সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই প্রথম ব্রহ্মা কর্তৃক স্মৃত হইয়াছে । অনন্তর তাঁহার বক্তৃবৃন্দ হইতে বেদ সকল নির্গত হয় । প্রলয়কালে লোক-সকল দগ্ধ হইয়া গেলে, বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গ সকল, বেদচতুষ্টয়, ত্রায়, বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করেন । অনন্তর বিষ্ণু মৎশ্বরূপ ধারণ করিয়া কল্লারস্তে পুনরায় একাঙ্গ জলের অভ্যন্তরে অবস্থান-পূর্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্তন করেন । অতঃপর চতুর্শূখ ব্রহ্মা তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করেন । তখন হইতে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ সকল

প্রবর্তিত হইল। ২৭-৫৩। (১১) ব্রহ্মা প্রত্যাদিদেবতার অন্ততম। বিষ্ণু (১১) দেখ। ২২-২৩।

(১২) দেবতাদিগের বরে ব্রহ্মা চন্দ্ররূপে অত্রিপত্নী অম্বুস্রয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১৭।

(১৩) পুরাকালে অব্যক্ত-যোনী ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইবামাত্র, তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ সেই পুরাণ সংহিতাকে বিবিধ অংশে এবং বেদকেও সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার মন হইতে সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া, তাঁহারই নিকট সমস্ত বেদ, ও তদীয় মানসজাত অন্যান্য আশ্রয় ঋষিরা পুরাণ গ্রহণ করেন। মার্ক-৬৫

(১৪) সৃষ্টির প্রথমেই চিন্তাশাল ব্রহ্মার মুখ হইতে সঙ্কল্পগাথিত সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়। তৎপরে বক্ষঃপ্রদেশ হইতে রজোগুণবিশিষ্ট অল্প সহস্র মিথুন উৎপন্ন হয়। তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে যে সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়, তাহারা রজঃ ও তমোগুণোদ্ভিক্ত এবং ঈর্ষাধিত ; আর পদদ্বয় হইতে শ্রীদ্রষ্ট, অল্পবৃদ্ধি তামস মিথুনের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা প্রজা-দিগকে মনে মনে চিন্তা করিলে যুগপৎ যে পঞ্চ মহাত্ম ও শব্দাদি বিষয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাকেই প্রজাপতির মানসী সৃষ্টি কহে। মার্ক-৪২।

(১৫) ব্রহ্মা চিন্তা করিলে, তাঁহার

দেহসমুৎপন্ন কার্য ও কারণ সকলের সহিত মানসী প্রজা সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার গাত্র সকল হইতে ক্ষেত্রজ সকল সমুৎপন্ন হইল। তিনি যখন দেখিলেন তাঁহার প্রজাসকল আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তখন তিনি ভৃগু প্রভৃতি আয়ুসদৃশ মানসপুত্র সকলকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে প্রকাণ্ড দেহসম্পন্ন সূর্য্যতুলা তেজস্বী এক পুরুষ জন্মলাভ করেন। তাঁহার দেহের অষ্টকৈকভাগ নারী। তদনন্তর “স্বীয় দেহকে বিভক্ত কর” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্দান করিলেন এবং সেই পুরুষও ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক পৃথক প্রকটিত হইল। অনন্তর যে ভাগ পুরুষাকার তাহাকে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অশিত ও সিত প্রভৃতি ভেদে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সেই আয়ুসদৃশ পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন ; আর তপস্তা ধারা নিধূত-পাপা সেই কামিনীকে শতরূপা নাম প্রদান করিলেন। মার্ক-৫০।

(১৬) কল্পান্তে জগৎ একসমুদ্রীকৃত হইলে, বিষ্ণু যখন অনন্তশব্দা আশ্রয় পূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তখন বিষ্ণু-কর্ণ-মল-নজ্জুত মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত অম্বরদ্বয়, ব্রহ্মাকে হনন

করিতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অনুরধকে দেখিয়া এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত হরির নেত্রস্থিতা সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবাস্তে দেবী বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল ইহাতে নিক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মার্ক-৮২। বিষ্ণু দেখ।

(১৬) ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ইহাতে দক্ষকে ও বাম অঙ্গুষ্ঠ ইহাতে পত্নীকে সৃষ্টি করেন। মার্ক-১০১।

(১৭) হংস গগনে স্থিরভাবে গমন করিতে পারে এবং হংসের জল ও হৃৎকের বিবেক আছে অর্থাৎ একত্র মিশ্রিত জল ও হৃৎকের পার্থক্য নিকৃপণ করিতে সমর্থ। এইজন্যই এই জগতে মিশ্রভাবে স্থিত অজ্ঞান (অবিদ্যা) ও জ্ঞান (বিদ্যা) এই উভয়ের তত্ত্ব বিবেকের নিমিত্ত ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করেন। শিব-জ্ঞান-৫।

(১৮) ব্রহ্মা শিবের আদেশেই সৃষ্টি কার্য্য নির্বাহ করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহারা উভয়ে শিবের ইচ্ছাস্বরূপা প্রকৃতি ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মা, বাম পার্শ্বে বিষ্ণু এবং হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্মা অবস্থান করেন। শিব-জ্ঞান-৩।

(১৯) শিবের বিবাহ সভায় পার্শ্বভীত অঙ্গুষ্ঠ দর্শনে ব্রহ্মার রেতঃ স্থলন হয়। তাহাতে ব্রহ্মা ভীত হইয়া উৎসঙ্গে পতিত সেই রেতঃ গোপন করেন। তাহা হইতে অসংখ্য যজ্ঞোপবীতযুক্ত জটা দণ্ডধর কোপীনধারী বটুকগণ উৎপন্ন হইল। এইরূপে উৎপন্ন সেই বালকরূপী ঋষিগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। শিব সেই সকল উৎপন্ন বটুকগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার উপর কুপিত হইলেন। তাহাতে দেবগণ ও ব্রহ্মা করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শিব দেবীগণকে দান করিয়া ব্রহ্মাকে পরিত্র করিলেন। শিব-জ্ঞান-১৮।

(২০) শঙ্করের অবতার বিশেষকে অর্চনা করিয়াই ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। শিব-জ্ঞান-২০।

(২১) শিব জলরাশি প্লাবিত পঞ্চকোশ ব্যাপিনী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলে, বিষ্ণু তত্পরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন এবং কিয়ৎকাল শয়ন করিলে, তাঁহার নাভি পদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাভূত হইয়া শিবের আজ্ঞানুক্রমে সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিব-জ্ঞান-৪২। বিষ্ণু

(২০) দেখ। (২২) কাশীতে গোপ্রেক্ষক নামক ক্ষেত্র ও কপিলা হ্রদ ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়। শিব-জ্ঞান-৫০। (২৩)

ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণু (২১) দেখ। (২৪) নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। বিষ্ণু (২৩) দেখ।

(২৫) একবার বিষ্ণু যখন অনন্ত শযায় শুইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হইলেন না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ভৎসনা করেন। বিষ্ণুও প্রত্যুত্তর দেন এবং এইরূপ বাদ প্রতিবাদ হইতে “আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই প্রভু, তুমি নহ”। এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে নিধন বাসনার সমরে উত্তত হইলেন। দীর্ঘকাল তাঁহারা এইরূপ যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিলে, তাঁহাদের পরস্পর অস্বাধাতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন শঙ্কর ভীষণ অনলস্তুভরূপে উভয় ঘোড়ার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইলেন। সেই অনলস্তুভ দেখিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া পরামর্শ করিয়া সেই স্তম্ভের উর্দ্ধ ও মূলদেশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া স্তম্ভের মূলদেশের সন্ধানে গমন করিলেন ; ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া অস্তানুসন্ধানে তৎপর হইলেন। বিধাতা আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে এক অদ্ভুত কেতকী পুষ্প দেখিতে পাইলেন। পুষ্প ব্রহ্মার তথায় আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া কহিলেন,—“ব্রহ্মন্,

আমি বহুকাল হইতে এই স্তুভ মধ্যে পতিত আছি, তথাপি ইহার আদি দর্শনে বঞ্চিত। অতএব তুমি এই স্তম্ভের আদি দর্শনাশা পরিত্যাগ কর।” ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া বলিলেন—“বদিও আমি এই স্তম্ভের আদি অনুসন্ধান করিবার জন্তই এখানে আসিয়াছি, তথাপি তোমার পরামর্শে সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু তোমাকে আমার এক উপকার করিতে হইবে। তুমি আমার সহিত বিষ্ণুর সন্নিহিতে বাইয়া বলিবে যে আমি এই স্তম্ভের আদি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি।” কেতকী পুষ্প তাহাতে সন্মত হইয়া উভয়ে বিষ্ণুর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন—“আমি এই স্তম্ভের অগ্রভাগ দর্শন করিয়াছি। এই কেতকী পুষ্প তাহার সাক্ষী আছে।” বিষ্ণু তাহা শুনিয়া ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তখন শিব মিথ্যাভাবী ব্রহ্মাকে শাস্তি দিবার জন্ত, সেই অগ্নিস্তুভ হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং সত্যবাক্য বলার জন্ত বিষ্ণুকে বলিলেন—“তুমি প্রভুত্বাভিলাষী হইয়াও সত্য বলার জন্ত আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। ইহার পর পবিত্র প্রদেশে তোমার পৃথক মূর্তির প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও পূজা হইবে।” অনন্তর ব্রহ্মার দর্পনাশের জন্ত শিব স্বীয় জমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি

করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন “তুমি এই মিথ্যাভাষী বিধাতার যথোচিত শাস্তি বিধান কর ।” ভৈরব তখন এক হস্তে ব্রহ্মার কেশ গ্রহণপূর্বক অস্ত্র হস্তে ব্রহ্মার উপরিভূত অসত্যভাষী পঞ্চম মস্তক ছিন্ন করিয়া অপর মস্তক চতুষ্ঠয়ও কর্তন করিবার জন্য উত্তত হইলেন । তখন ব্রহ্মার সেই দুরবস্থা দেখিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মার পক্ষ লইয়া শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । বিষ্ণুর প্রার্থনায় শিব ভৈরবকে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—“বেহেতু তুমি পূজাকাঙ্ক্ষী হইয়া শততাপর্ণ প্রভূর অবলম্বন করিয়াছ, তখন বিশ্বমধ্যে তোমার পূজা ও উৎসবাদি কিছুই হইবে না ।” এইরূপে শপ্ত হইয়া ব্রহ্মা কাতর ভাবে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলিলেন, “জগতে রাজদণ্ড ভয় না থাকিলে সমস্তই বিনষ্ট হইবে । অতএব লোক ভার বহনপূর্বক দণ্ডাইনিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হও এবং আজ হইতে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য, স্মৃত্যুক্ত কার্য্য ও সমুদয় যজ্ঞের গুরু তুমি হইবে । তোনা ভিন্ন সমস্ত বজ্রই, সর্বাদ্বাপর্ণ ও সদক্ষিণ হইলেও নিষ্ফল হইবে ।” শিব-বিষ্ণু-৪-৬।

(২৬) উপরোক্ত আখ্যানট সানাত্ত পরিবর্তিত আকারে শিব পুরাণের অন্তর্ভুক্ত (শিব-সনৎ-১৮) আছে । ঐ অধ্যায়েই পাওয়া যায় যে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট

অষ্টম পদ লাভ করিয়া স্বকীয় মায়া দ্বারা এই সমস্ত লোক সৃজন করেন । ব্রহ্মা শিবের দক্ষিণ বাহু এবং বিষ্ণু বাম বাহু স্বরূপ ।

(২৭) মহাবৈব এই জগৎ সৃজন করিতে অভিনাবী হইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মাকে পুত্ররূপে নির্মাণ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত অষ্টাদশ প্রকার বিজ্ঞান দান করিলেন । ব্রহ্মাও সেই বিজ্ঞা লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমেই পুরাণের স্মরণ করিয়াছিলেন । তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বেদ সকল নির্গত হয় । তৎপরে তাঁহার মুখ হইতে অপরোপর শাস্ত্রের প্রবৃতি হয় । শিব-বার-পূ-১ ।

(২৮) ব্রহ্মার জীবনের পূর্বভাগের কালসংখ্যা পরাক্ষ এবং উহার উত্তর ভাগের কালেরও ঐ পরিমাণ । উহার অন্তে সৃষ্টির সাংহার হয় । সেই সকলের প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মার এক একটি দিবসে চতুর্দশটি করিয়া মনু পরিবর্তিত হয় । প্রলয়ে এই সমুদয় পৃথিবী জলরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেলে, ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া সেই সলিলরাশির উপর শয়ন করিয়া ছিলেন । পরে দেবগণ তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিলে, তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না । পরে ত্রিলোচনের প্রসাদে জানিতে পারিলেন যে, পৃথিবী জলে নিমগ্না আছেন । তখন

তিনি ' দিব্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিলেন । পৃথিবীকে প্রলয়জলদিনধা হইতে উদ্ধার করিয়া, প্রজাপতি পুনর্ব্বার চরাচর জগতের স্বজনে প্রবৃত্ত হন । সেই কারণে তিনি ধ্যানস্থ হন এবং ধ্যানস্থ অবস্থায়ই তিনি দেব, মনুষ্য, ভূত প্রেতাদি, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ও তাঁহার মানস পুত্রদিগকে সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মার মানস পুত্রেরা সকলেই বাতরাগ বিনয়সর হইয়াছিলেন । তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আসক্ত থাকায় তাঁহারা প্রজা সৃষ্টির জন্য অভিলাষ করেন নাই । তাহাতে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার স্বজন করিতে ইচ্ছা করিয়া অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন । দার্শকাল তপশ্চরণ জন্ত দুঃখ বোধ হওয়াতে তাঁহার মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার ক্রোধাবিষ্ট নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল । সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত প্রেতাদি উৎপন্ন হইল । তাঁহাদিগকে এইরূপে অশ্রুৎপন্ন দেখিয়া, তিনি আপনাকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ এবং অমর্ষ হইতে মুচ্ছা উৎপন্ন হইল এবং ক্রোধাবিষ্ট সেই প্রজাপতি মূর্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন তাঁহার মুখ হইতে রুদ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রাণদান করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন । রুদ্র কৰ্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মন হইতে অত্রি, মরীচি

প্রভৃতি ঋষিগণকে, ধর্ম্ম ও মনুষ্যকে এবং দেব, অশ্বর, পিতৃ ও মনুষ্য এই চারি প্রকার প্রজা স্বজন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং উহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত সমাধিস্থ হইলেন । ঐ সমাধিস্থ অবস্থার তাঁহার মুখ হইতে দেবগণ, কক্ষ প্রদেশ হইতে পিতৃগণ, জঘন হইতে অশ্বর-দিগকে, শির হইতে মনুষ্যদিগকে স্বজন করিলেন । তাঁহার মলনির্গম স্থান হইতে ক্ষুধানিশিষ্ট রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইল । তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সর্প, বক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব ও বয়োগণ, বক্ষঃস্থল হইতে পক্ষী সকল ; মুখ ও পাদ হইতে হতা, ছাগ, উগ্র প্রভৃতি ইতর জন্তুগণ ; লোন হইতে ওষধি ও ফলমূল সকল উৎপন্ন হইল । তিনি প্রথমত মুখ হইতে গাণ্ডারী, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃন্তোম, রথন্তর এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমের নির্মাণ করিলেন । দক্ষিণমুখ হইতে যজুর্বেদ, ত্রৈলোক্য ছন্দঃ ; পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসোম এবং উক্থ সকল সৃষ্ট হইল ; পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ এবং অতিরাত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল । উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ববেদ, আশ্তোষ্মান নামক যজ্ঞ, অম্বষ্টুপ ছন্দঃ এবং বৈরাঙ্গ নামে সাম উৎপন্ন হইল । স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র, দিক্‌সকল কর্ণ, এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ হইল । তাঁহার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণগণ; বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়গণ; উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ; এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। শিব-বায়-পূ-১০।

(২৯) ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ের সহিত শিবকে প্রণাম করেন এবং তাঁহার উভয়েই তাঁহার বশবর্তী হইয়া চলেন। সেই মহাদেবই প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃজন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহারা দুই জনেই রুদ্র কর্তৃক পরম্পরের অঙ্গ হইতে পরস্পর সৃষ্ট হইয়াছেন। (আবার অন্তত আছে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কারণ স্বরূপ। এই তিনজন মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইহঁরাই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের হেতু। পিতা পরমেশ্বর কর্তৃক ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু পালন কার্য্যে এবং রুদ্র সংহার কার্য্যে নিয়োজিত। অনন্তর তাঁহাদের পরম্পরের উপর মাৎসর্য্য হেতু পরস্পর পরস্পরের উপর অধিক্যলাভ করিতে অভিনাষী হইয়া, তপস্তা ঘারা আপনাদিগের পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা সর্ব্বাশ্রিতা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র প্রথম এক কল্পে ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃষ্টি করেন। অস্ত্র এক কল্পে জগদ্বয় ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন। আবার কল্পান্তরে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সৃজন করেন। শিব-বায়-পূ-১১

(৩০) ঐ অধ্যায়েরই অন্তত আছে একবার বিষ্ণু যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া অমৃতের ত্রায় ক্ষীর সমুদ্রে শয়ান ছিলেন তখন ব্রহ্মা তথায় যাইয়া বিষ্ণুকে গ্রাস করিয়া ফেলেন ও তৎপরে আপনার ক্রমদ্বয় হইতে আবার তাঁহাকে উৎপাদন করেন।

(৩১) ব্রহ্মা, মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর বৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর অভীষ্টার্থ সম্পাদন বিষয়ে স্থির করিলেন যে, প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সমুদয় প্রজার বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মা তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আত্ম পরমাশক্তি ব্রহ্মার মনে উদ্ভিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমাশক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধ্যান করতঃ উৎকট তপস্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার সেই তীব্র তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। মহা-দেবের সেই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দেখিয়া ব্রহ্মা বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিলেন। সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপ-

নার দেহের অংশ হইতে একটি দেবীর
স্বজন করিলেন। তিনিই মহাদেবের
পরমাশক্তি। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু বা
জরাদি নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া
বলিলেন “হে দেবি, আমি মহাদেব
কর্তৃক প্রথমে সৃষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টি
কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং জগতের
স্বজন করিতেছি। আমি প্রথমে মন
হইতে যে সকল দেবাদিকে উৎপন্ন
করিয়াছি, তাঁহারা বারংবার সৃষ্ট হইয়াও
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না। এই নিমিত্ত
আমি এক্ষণে মৈথুনজ সৃষ্টি দ্বারা
সমুদয় প্রজাবৃদ্ধি করিতে অভিলাষী
হইয়াছি। ইতিপূর্বে আপনা হইতে
অক্ষয় নারীকুল উৎপন্ন হয় নাই।
এই নিমিত্ত আমারও নারীকুল সৃষ্টি
করিতে শক্তি নাই। আপনা
হইতেই সমুদয় শক্তির উৎপত্তি
হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমি আপনার
নিকট এই প্রার্থনা করি যে, চরাচরের
বৃদ্ধির জন্ত, এক অংশের দ্বারা আমার
পুত্র দক্ষের কন্টারূপে জন্মগ্রহণ করুন।”
তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী আপনার
জন্মদায় হইতে আঙ্গুল্য প্রভাবশালিনী
একটি শক্তির স্বজন করিলেন এবং সেই
দেবী মহাদেবের আজ্ঞায় দক্ষের কন্ঠা
হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরূপিণী দেবী
আত্মাশক্তি ব্রহ্মাকে অতুল শক্তি প্রদান
করিয়া মহাদেবের দেহে প্রবেশ করি-
লেন। মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন।

সেই অবধি এই সংসারে স্ত্রী-সন্তোষ
প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মৈথুন দ্বারা প্রজা-
সৃষ্টিরও আরম্ভ হইল। শিব-বার-পু-
১৩, ১৪।

(৩২) মহাদেব হইতে নিত্য ও শ্রেষ্ঠ
শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৈথুনপ্রভবা
সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি
স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী অপর
অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন। তাঁহার যে
অর্দ্ধে নারী হইয়াছিল, তাহার নাম
শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে
বিরাট পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই
বিরাট পুরুষ পূর্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু
নামে অভিহিত হন। শিব-বার-পু-
১৫। সৌর-২৬। কুর্ম-পূ-৮।

(৩৩) ব্রহ্মা সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে
অভিলাষী হইয়া সর্বাগ্রে জলরাশী
স্বজন করেন, তৎপরে ঐ জলরাশিমধ্যে
স্ব-বার্ঘ্য নিক্ষেপ করিলেন। নররূপী
দেব হইতেই জল সম্ভূত। এ নিমিত্ত
লোকে জলকে নারা বলে। প্রলয়কালে
জলই বিষ্ণুর বাসস্থান, একারণ বিষ্ণুর
একটি নাম নারায়ণ। হিরণ্যবর্ণ সেই
নারায়ণের একটি ডিঘ উৎপন্ন হইয়া
জলমধ্যে ভাসিতে লাগিল। সেই ডিঘ
স্বয়ং ভেদ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আবি-
ভূত হইলেন। এ নিমিত্ত ব্রহ্মার এক
নাম হইল স্বয়ম্ভু। হিরণ্যবর্ণ-অণ্ড-সম্ভূত
ভগবান ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে বহুকাল বাস
করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করতঃ স্বয়ং

প্রকাশপূর্বক স্বর্গ এবং পৃথিবীর স্বজন করিলেন। ঐ পৃথিবীর অধোভাগে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক এবং উর্দ্ধভাগে সপ্তলোক, এই চতুর্দশ ভুবন উৎপন্ন করিলেন। তৎকালে ঐ পৃথিবী জল-মধ্যে নিমগ্ন ছিল, দশদিক ও আকাশও জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। সেই সময়ে ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ এবং কানপত্নী রতি সৃষ্ট হইয়া-ছিলেন। তখন ব্রহ্মা মানস হইতে সাতজন মানসপুত্র ও একাদশ রুদ্রকে স্বজন করেন। তিনি সর্বাগ্রে সনৎ-কুমার নামক সকলের জ্যেষ্ঠ ঋষিদেরকে স্বজন করেন। তিনি বিদ্যাং বজ্র, মেঘগণ, সবল ইন্দ্রধনু এবং জলরাশী সৃষ্টি করিয়া পরে মেঘের স্বজন করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঋত্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ, যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সনন্ত অঙ্গ হইতে প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত প্রাণীর জন্ম হইল। বখন ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে প্রজাসৃষ্টি করিয়া প্রজাবৃদ্ধি হওয়া হৃদয় বিবেচনা করিলেন। তৎকালে নিজ দেহ হইভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ মহিমা দ্বারা প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিয়া সর্বাগ্রে বিরাটরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর সৃষ্টি করিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২১।

(৩৪) বিষ্ণু সৃষ্টিকামনায় অগ্রে জল

সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে স্বর্গ অণু সমুৎপন্ন হইয়া জলোপরি ভাসিতে লাগিল। সেই অণুে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন এবং স্বয়ং সঙ্কৃত বলিয়াই তিনি স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ঐ অণুে সংবৎসর কাল থাকিয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। উহারই এক খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যে যে শূন্য রহিল ব্রহ্মা তাহাতেই আকাশের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা জলোপরি পৃথিবী স্থাপনপূর্বক তাহার সকল ভাগে দশদিক নির্মাণ করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি, বিদ্যাং, মেঘ, অশনি এবং ইন্দ্রধনু প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন পরে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তাঁহার বক্ত, হইতে ঋক্, যজু ও সামবেদ সৃষ্টি হইল। তৎপরে তাঁহার ভূজ হইতে উচ্চাঘট ভূত, সনৎকুমার ও ক্রোধ হইতে রুদ্রের সৃষ্টি হইল। পরিশেষে ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্র আবির্ভূত হন। অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে নারিরূপী হইয়া, সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অ-১৭।

(৩৪) তেজ হইতে সলিলরাশী

সমুৎপন্ন হইয়া স্থাবর জলমাধ্যক বাবতীর পদার্থ নষ্টকরিয়া ফেলিলে, সমস্ত পৃথিবী একমাত্র অর্ণবে পরিণত হয় । তৎকালে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রাঙ্গ নারায়ণ নামক ভগবান্ ব্রহ্মা একমাত্র সত্ত্বগুণোদ্বেকে জাগরিত থাকায়, লোকসমূহ শূন্য অবলোকন করিয়া ঐ সলিলরাশি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন । তিনি নারায়ণ নামেও কেবল ঐ কারণ জন্ত খ্যাত হন । আপ, নারা ও তন্নু এই কয়েকটি সলিলেরই নামান্তর । তিনি নারা অর্থাৎ জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়াই নারায়ণ নামে খ্যাত হন । এইরূপে ব্রহ্মা সহস্র যুগপরিমিত প্রলয়রূপ নৈশকাল কেবল নিদ্রাবস্থায় কাটাইয়া দিয়া, রাত্রিশেষে পুনরায় সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেন । প্রাবৃট-কালীন খন্ডোত্তের নৈশবিচরণের ন্যায় প্রাহুভূত ব্রহ্মা বায়ুরূপে সেই সলিলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । এদিকে নারায়ণ, পৃথিবী একেবারে নষ্ট না হইয়া কেবল জলমগ্ন হইয়াছে, এই অনুমান করিয়া, দিব্য বরাহ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই জল-রাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথিবীকে দংশিত্ব দ্বারা উত্তোলন করিলেন । দেবান্নুগ্রহে পৃথিবী আয় নিমগ্ন হইল না । জলরাশির উপরে এক স্রুহৎ নৌকাখণ্ডের দ্বারা ইতঃপ্তত ভাসিতে লাগিল । প্রজাপতি পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াই জগতের স্থিতি কামনার, তাহার বিভাগ করিতে

লাগিলেন । তিনি স্থান-বিশেষের সমীপে বিধান করিয়া অস্ত্রাস্ত্র স্থলে পর্ব্বত সঞ্চিত করিলেন । এইরূপে সমুদ্র, পৃথিবী ও পর্ব্বত বিভক্ত হইল । দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দ্বারা পৃথিবীকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, পর্ব্বতপরি-
 গোষ্ঠিত, সপ্তদ্বীপরূপে বিভক্ত ও ভুলোক প্রভৃতি লোক-চতুষ্টয়ের কল্পনা করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করেন । ব্রহ্মা-৬ ।

(৩৭) সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু, সহস্র-চক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রভূক, পরমোষ্টি, স্রমনা, স্বর্ঘ্যবর্ণ, সংসারপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম, তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ নামধারী প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আদি-কালে রজোগুণোদ্ভিক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন এবং কল্লাস্তে তমোগুণোদ্ভিক্ত হইয়া সমুদ্র গ্রাস করেন । ব্রহ্মা-৭ ।

(৩৮) সহস্রযুগ পরিমিত প্রলয়রূপী নৈশকাল অতিবাহিত হইবার পর, পরম পুরুষ প্রজাপতির বর্ত্তমান কল্পের প্রথম সৃষ্টি সময়ে সৃষ্টি কার্যের জন্ত ব্রহ্মাধ্বের সৃষ্টি করিলেন । তৎপরে স্বরজু ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই জলরাশির উপর প্রাবৃটকালীন খন্ডোতিকার দ্বারা আকাশে বিচরণ করিতে করিতে পৃথিবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় অনু-সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন । এই জল-রাশির মধ্যেই পৃথিবী অন্তর্মিহিত রহিয়াছে, এইরূপ অনুমানই প্রথম

তঁাহার নিশ্চিত হইল। পূৰ্ব পূৰ্ব কল্পের জ্ঞান এবারও তিনি বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, সলিল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া, সমুদ্রসলিল সমুদ্রে এবং নদীর সলিল নদীতে, বিস্তৃত করিলেন। এইরূপ সলিল বিন্যাসের পর তিনি পূৰ্বতম কল্পের যে পৰ্বত সমূহ সঙ্ঘটক অনলে দগ্ধ হইয়া জলবায়ুর শীতলতায় সংস্কৃত হওয়ার স্থানে স্থানে অচলভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা পুনঃ প্রকাশ করিলেন। তিনি জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপন পূৰ্বক তাহাকে সপ্তবর্ষ ও সপ্তদীপ রূপে বিভক্ত করিলেন। পরে সমুদ্র বিষম স্থানের সমতা বিধান করিয়া শিলাসমূহ দ্বারা সাধারণ পৰ্বতসমূহ নির্মাণ করিলেন। অস্ত্রান্ত পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তাহা-দিগের আধার স্বরূপ ভূঃ আদি লোক চতুষ্টয় এবং গ্রহগণসহ চন্দ্র ও সূর্য্যকে নির্মাণ করেন। তৎপরে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী, পৰ্বত, ওষধি ও বৃক্ষলতাদি আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা মুহূর্ত, সন্ধি, স্নান, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভিমাত্রী ও স্থান ঐতিহ্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়া যুগের অবস্থা নির্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৮।

(৩৯) ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ধ্যানাবলম্বন

করিলে কার্য্য কারণ সমন্বিত মানসী প্রজা-সমূহ, তাঁহার স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজগণ, দেব অসুর ও পিতৃগণ এবং চতুর্বিধ মানবকুলের প্রাভুত্ব হইল। স্বয়ং যখন ইহাদের উৎপত্তি কামনায় আত্ম-সংযোগ করিলেন তখন তাঁহার তমো-গুণের আবির্ভাব হয়। সেই তমোগুণ-যুক্ত সৃষ্টি চিন্তা করিতে করিতে যে প্রজা সমূহ তাঁহার জঘন দেশ হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম হইল অসুর। অসু অর্থ প্রাণ। ব্রহ্মার প্রাণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে অসুর। প্রজাপতি অসুর সৃষ্টি করিবার পরই তমু পরিত্যাগ করিলেন। এই পরিত্যক্ত তমু তমো-বহলা ছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তমঃ পরিবৃতা ত্রিযামা স্নান রূপে পরিণত হইল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেখিয়া সঙ্কণ-বহলা এক অনির্বচনীয় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুখদেশ হইতে যে প্রজার প্রাভুত্ব হইল, তাহাদিগের নাম হইল দেবতা। দিব ষাটু ক্রীড়ার্থবাচক। ক্রীড়াবিশিষ্ট দেহ হইতে ইহাদের সৃষ্টি হওয়ার ইহারা দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। দেবসৃষ্টি সমাধা হইলে ব্রহ্মা সে মূর্তিরও পরি-বর্তন করিয়া, সঙ্কণবহল অস্ত্র অবলম্বন করিলেন। তাহা হইতে পিতৃগণের প্রাভুত্ব হইল। এই সকল পিতৃলোক বাস্তব পক্ষে স্বয়ং পুত্র



হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে পিতার জায় সম্মান করেন। রাত্রি ও দিন-স্বরূপ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সন্ধি সময়ে এই পিতৃ-গণ জন্মিয়াছিলেন। এজন্ত তাঁহারা পিতৃগণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পিতৃসৃষ্টির পর তন্মু পরিত্যাগ করিলে তাহা সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। এই-রূপে দিবা রাত্রি ও সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। অনন্তর দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরদিগের এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অতঃপর প্রজাপতি রজো-গুণবহুল অস্ত্র মূর্তি ধারণপূর্বক কতকগুলি মানসপ্রজা সৃষ্টি করিয়া তদ্বর্ণনে সে মূর্তিও পরিত্যাগ করিলেন। তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রাভূত হইল। তাহাতে প্রজাসমূহের হর্ষ ও শ্রীতি জন্মিল। এইরূপে এক একটি মূর্তি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতি দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমপুরুষ প্রজাপতি এইরূপে জলরাশি, দেব, দানব, মানব ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই সেই তন্মু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রজো ও তমো-গুণ-বহুল মূর্তি গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে যে সকল প্রজা জন্মলাভ করিল, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রজা সেই অন্ধকারের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াই নিতান্ত সূখাতুর হইয়া জলরাশি পানে সমুত্তত হইল। অস্ত্র কতকগুলি প্রজা তাহা-দিগের করাল কবল হইতে জলরাশি

রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষা-কারক প্রজাসমূহ রাক্ষস নামে বিখ্যাত হইল এবং বাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উত্তত হইয়াছিল, তাহারা ক্রুর কৰ্ম্মা শুষ্ক ও বক্ষ নামে অভিহিত হইল। এই অগ্নির প্রজাসমূহ দেখিয়া ধীমান ব্রহ্মদেবের কেশরাজি উদগত হইয়া, গলিত হইতে লাগিল। তাহা হইতেই সূখ ও হুঃখপ্রদ সর্পাদি হিংস্র প্রাণীর উৎপত্তি হইল। ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার হৃদয়ে যে সুদারুণ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই বিষরূপে সর্প শরীরে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে হিংস্র প্রকৃতি সর্পসমূহের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মার অধিকতর ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে কপিশবর্ণ উগ্রকৰ্ম্মা, মাংসাশী ভূতগণ ও গন্ধৰ্বগণ উৎপন্ন হইল। এই অষ্টযোনি সৃষ্টি হওয়ার পরও পৃথিবীর বহুস্থান শূন্য আছে দেখিয়া, ব্রহ্মা সমস্ত পাত ও পক্ষীদিগের সৃষ্টি করিলেন। চতুরানন ব্রহ্মার পূর্বমুখ হইতে যজ্ঞ সৃষ্টিকালে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এবং যাজ্ঞিক দ্রব্য মধ্যে গায়ত্রী। বরুণ, ত্রিবৃৎ ও রথন্তর সাম; দক্ষিণ মুখ হইতে ছন্দঃ, পঞ্চদশ প্রকার ত্রৈষ্টুভ কৰ্ম্ম, স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্খ; পশ্চিম মুখ হইতে সাম, জগতীছন্দঃ, পঞ্চদশবিধ ছন্দস্তাম, বৈরূপ্য ও অতিরাজ এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব। আশ্বো-র্ধ্যাম, অম্বষ্টুভ ও বৈরাজ আবির্ভূত

হইয়াছিল। ঐ অধ্যায়েরই অন্ত্র প্রজ্ঞা-২। অপর্ণা দেখ। (৪০) আছে—প্রজ্ঞা সৃষ্টির কারণ বিলুপ্ত হইয়া আসিলে, তিনি আবার স্বসদৃশ নয় জন মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরাই পুরাণসমূহে নবব্রহ্মা বলিয়া কীর্তিত। পরে ব্রহ্মা রোবাস্থ-সম্ভব ব্রহ্মকে, এবং সঙ্কল্প ও ধর্মকেই সৃজন করেন। ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে সনন্দ, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার নামে যে সকল মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞানবলে রাগ মৎসরাদি পরিশূন্ত হইয়া সৃষ্টি কার্যে উদাসীন হইলেন। তখন প্রজ্ঞাপতির ক্রোধ-বির্ভাব হইল এবং সেই ক্রোধ হইতে অর্দ্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা সেই তেজস্বী পুরুষকে “তুমি আত্ম দেহ বিভক্ত কর” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে সেই অর্দ্ধনারী মূর্তি বিভিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সেই অর্দ্ধনরদেহ আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত হইল। ইহাঁরাই জগতের হিতৈষি একাদশ রুদ্র। স্বয়ম্ভু-যুগজাত সেই নারীদেহের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ গুরু বর্ণ ও উত্তর অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ বর্ণ ছিল। স্বয়ম্ভু তাঁহার সেই দেহ বিভক্ত করিতে বলেন। সেইজন্ত তিনি স্বাহা, স্বধা, মহাবিত্তা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, ঐকপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, যম্বী, কল্যাণী, ধ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী, মহাভাগা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

ব্রহ্মা-২। অপর্ণা দেখ। (৪০) কালান্তরে প্রজ্ঞাপতির প্রজ্ঞা-নিচয়ের বৃদ্ধি পুনর্ব্যার কোন এক কারণে নিবৃত্ত হইয়া গেল। তাহাতে তমো-ভাবাক্রান্ত ব্রহ্মা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তন্নিকরনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই দুঃখ হইতে শোকের সৃষ্টি হইল। অনন্তর তিনি উপায় নিশ্চয় করিয়া বর্তমান রজো-গুণের পরাভবপূর্বক তমোগুণ উদ্ভিক্ত করিলেন। এই তমোরজঃ একত্র সংস্থিত হওয়ায় তাহা হইতে এক মিশ্রনের উৎপত্তি হইল এবং পূর্বজাত শোক অধর্ম আচরণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহা হইতে হিংসা জন্মলাভ করিল। ভগবান ব্রহ্মা এই মিশ্রন-দর্শনে অতিশয় প্রীতি-লাভ করিয়া তমোগুণোদ্ভিক্ত সেই অভাষর তনু দুই ভাগে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশ হইতে পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ হইতে প্রাকৃত-ভূতধাত্রী শতরূপা নামে এক নারী আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা-১০। শতরূপা দেখ। (৪১) এক সহস্রকল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয় এবং ঐরূপ আট হাজার কল্পে ব্রহ্মার এক যুগকাল হইয়া থাকে। আদি লোক-সৃষ্টির প্রথম কালেই ভব নামক কল্পের উৎপত্তি হয়। এই কল্পে ভগবান্ আনন্দরূপে আবির্ভূত হন। বোড়শ কল্পে শিশির, বসন্ত, নিদান, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত নামক ছয়টি ব্রহ্মার

মানসপুত্র, বড়জ্বরসংসিদ্ধ ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়া মহেশ্বর ও সাগর-সন্নিভ বড়জ্বরকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিংশতি কল্পে স্বয়ম্ভু-প্রভাব নিবদের আবির্ভাব দেখিয়া, প্রজাপতি প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। এক-বিংশতিকল্পে প্রাণ, সমান, অপান, উদান ও ব্যান নামক ব্রহ্মার ব্রহ্মতুল্য পাঁচ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়া, স্তম্ভধর মিলিত পঞ্চমন্ডরে দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করেন। ত্রয়োবিংশতি কল্পের নাম চিন্তক। এই সময়ে প্রজাপতি-তনয় চিতি ও মিথুন সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন। চতুর্বিংশ কল্পে প্রজাপতি আকৃতিকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন। পঞ্চবিংশতি কল্পে পুত্রাভিলাষে ধ্যান করিতে করিতে ত্রিগণগর্ভের মনোমধ্যে অধ্যায় বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ কারণে কল্পের নামও হইয়াছে বিজ্ঞাতি। বড়বিংশ কল্পে সৃষ্টি কামনার স্বয়ম্ভু প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাই ভাবনার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্ত-বিংশতি কল্পে দেবী পৌর্ণমাসী সৃষ্টি কামনার পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হন। অষ্টাবিংশতি কল্পে পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া-ছিলেন। অনন্তর রথন্তর বৃহৎসোমের সৃষ্টি হইয়াছিল। উনত্রিংশ কল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলে ঋতবস্ত্র, ঋতমালা, উকীষ-

ধারী, এক অগ্নিসমভেজাঃ শিখী-কুমার আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা হৃদয়মধ্যে সেই সন্তোজাত কুমার-মূর্ত্তিধর পরমা-আর সংস্থাপনপূর্বক তাঁহার ধ্যান করেন। ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মা পুত্র-কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, তাহাতে রক্তবস্ত্র, রক্তমালাধর, রক্তকান্তি কুমারের আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তাঁহাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া, ঐ মূর্ত্তিকে প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। এক-ত্রিংশৎকল্পে ব্রহ্মা পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পুত্রাভিলাষী ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার পীতবস্ত্র, পীত-মালা, পীতযজ্ঞোপবীত, পীতউকীষ-ধারী এবং পীতগন্ধাভূষিত তরুণবয়স্ক এক তেজস্বী কুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার দর্শনমাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম পূর্বক পুনর্বীর ধ্যাননিরত হইয়া চতুশ্দা, চতুর্হস্তা, চতুঃস্তনী, চতুর্গেত্রী, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্দংষ্ট্রী এবং চতুর্মুখী ষাট্রিংশৎ-লোক-সমন্বিতা সর্বতোমুখী মহেশ্বরীকে মহেশ্বর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে অবলোকন করিলেন। আরও দেখিলেন যে, পূর্বপ্রোভূত মহাতেজা মহাদেব সেই দেবীকে নানারূপে স্তব করিতেছেন। অনন্তর মহাদেব পুত্রকামনার পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে চতুশ্দী মহেশ্বরী গায়ত্রীদান করিলেন। তখন ব্রহ্মাও

অতি সমাহিতচিত্তে ধ্যানযোগে তাঁহার পরিদর্শন করিয়া রোদ্রী গায়ত্রী মূর্তির ধ্যান ও ঐ রোদ্রীমূর্তি বিষয়িণী বৈদিকী বিষ্ণুর জপাদি সমাপনপূর্বক, মহাদেবের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্যযোগ, ষড়ৈশ্বর্য, জ্ঞানসম্পদ এবং বৈরাগ্য অর্পণ করিলেন। স্বয়ম্ভূর এই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইবার পর সিতকল্প নামক অল্প কল্প প্রবর্তিত হইয়াছিল। পূর্ব কল্পের অবসানে পৃথিবী যখন দিব্য সহস্র বৎসর একাধারে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা সেই সময়ে পূর্ব সৃষ্টি নাশ হওয়ায় দুঃখিতচিত্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমবর্ধ হইয়া উঠেন। এই চিন্তাবসরেই পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন তেজঃপ্রদীপ্ত মহাবীর এবং ক্রমবস্ত্র, ক্রমউষ্ণীস, ক্রম-যজ্ঞোপবীত, ক্রমমালা, ক্রমমালপন-সম্পন্ন, ক্রমবর্ণ এক মূর্তির প্রাচুর্ভাব হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রহ্মা প্রাণায়াম অবলম্বনপূর্বক হৃদয়ে যতীশ্বর পরমব্রহ্ম মহাদেবরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার বন্দনা করেন। অতঃপর এই সিতকল্পের অবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় পাইবার পর পুনর্বার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা পুত্রাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিলেন। তাহাতে মহানাদশালিনী বিশ্বরূপা সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা-২০-২৩।

(৪২) প্রলয়ান্তে সমুদয় পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর একাধার-রূপে অবস্থান করিলে, বিষ্ণু নাগরাজের ফণার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি সেই শয্যায় শয়ান থাকিয়াই ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় নাভি-হ্রদ হইতে তরুণতপনোপম-দীপ্তি-বিশিষ্ট, শত-যোজন-বিস্তীর্ণ বজ্রের দ্বারা দণ্ডসমন্বিত অত্যুচ্চ একটি পদ্মের সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই পদ্ম লইয়া ক্রীড়াসক্ত আছেন, এমন সময়ে হেম-গর্ভাঙ্গজাহ্নবী, স্বর্ণবর্ণ, চতুর্শূল, বিশাল-লোচন ও ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কে?” বিষ্ণু বলিলেন, “স্বর্ণ, অন্তরীক্ষ, ভূত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে আমিই একমাত্র তৎসমুদয়ের সৃষ্টিকর্তা। এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কে? কোথা হইতেই বা আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং এ স্থান হইতেই বা আপনি কোথায় হাইবেন? আপনার বাসস্থান কোথায়?” ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—“আপনার দ্বারা আমিও একজন আদি সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি। আমার নাম নারায়ণ। আমিই সমগ্র জগতের আশ্রয় স্থল।” বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিশ্বাসাপন্ন হইয়া কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত ব্রহ্মার

আদেশ গ্রহণপূর্বক তাঁহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সাগর-পর্বতাদি পরিবেষ্টিত, অষ্টাদশ দ্বীপ এবং চতুর্ভুজ বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সপ্ত সনাতন লোকাদি যাবতীয় পদার্থ অবস্থিত দেখিয়া বার বার তাঁহার তপোবলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । সেই উদরमध्येই তিনি নানাবিধ আশ্রম-শালী বিবিধ লোক পরিভ্রমণ করিয়া সহস্র বৎসরেও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না । তখন ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্বার ব্রহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন - “আনি ত আপনার উদরের মধ্যে কাল ও দিকের আদি, মধ্য, অন্ত্য এবং উদরেরও শেষ সীমা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না । এক্ষণে আপনিও আমার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপ্রতিম লোক সমুদয় অবলোকন করুন” । বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, তাঁহাকে অভিবাदनপূর্বক তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু পরিভ্রমণেও অন্ত নির্দেশ করিতে পারিলেন না । এই সময়ে অনন্তশক্তি বিষ্ণু ব্রহ্মার নির্গমনকাল অমুভব করিয়া দ্বার সমূহের সম্যক্ অবরোধপূর্বক সেই সাগর জল মধ্যে নিদ্রিত রহিলেন । তখন ব্রহ্মা সমুদয় দ্বারপথ অবরুদ্ধ দেখিয়া স্তম্ভরূপ গ্রহণপূর্বক নাভিদ্বারে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে পদাহু পথের অমুসরণ করিয়া নির্গত

হইয়া সেই নাভিপথের উপরিভাগে পদ্মগণের দ্বায় কান্তি সম্পন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন । এইভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে বিষ্ণু, ব্রহ্মার তেজ সহ করিতে অপারগ হইয়া, তাঁহাকে নাভিপদ্ম হইতে অব-তরণ করিতে বলেন । তত্বত্রে ব্রহ্মা বলিলেন—“আপনি বর প্রদান করুন । আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করিতেছি।” তখন বিষ্ণু বলিলেন—“আপনি আগে আমার পুত্র স্বীকার করুন । তাহাতে অত্যধিক প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন । আজ হইতে আপনি সত্যধন, মহাযোগী, ওঁকারায়ক পূজ্য, পদ্মধোনি নামে প্রখ্যাত হইবেন । ব্রহ্মা-২৪-২৫ ।

(৪৩) আদি কল্পকালে ব্রহ্মা আশ্ব-প্রতিম পুত্রের জন্ম চিন্তা করিতেছিলেন । ঐ সময়ে তাঁহার ক্রোড়দেশে যেন তেজোরানী দ্বারা দহনোচ্ছত নীল-লোহিতবর্ণ এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া, ঘোর স্রব্ধের রোদন করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে সহসা এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কুমার উত্তর করিলেন—“প্রথমে আমার নাম প্রদান করুন” । তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি রুদ্র নাম প্রাপ্ত হইলে ।” এইরূপ নাম প্রাপ্তির পর কুমার পুনর্বার রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । উত্তরে

কুম্ভক্বিতির নাম প্রার্থনা করিলেন । ব্রহ্মাও সেই প্রার্থনা মত তাঁহাকে 'ভব' নাম প্রদান করিলেন । এইরূপে কুম্ভার বারংবার রোদন করিয়া একে একে শিব পশুপতি, ঈশ, ভীম, উগ্র ও মহাধেব, এই সমুদয় নামও প্রাপ্ত হইলেন । ব্রহ্মসমীপে এইরূপ বহু নাম প্রাপ্ত হইয়া কুম্ভার বলিলেন—“এখন এই সকল নামের জন্ত আমার ভূত অর্পণ করুন ।” স্বয়ম্ভু কুম্ভারের প্রার্থনামত তাঁহার নাম নিকরের জন্ত সূর্য্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ক্লীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররূপ শরীর সৃষ্টি করিলেন । ইহারা সকলেই ব্রহ্মধাতু নামে অভিহিত । অতঃপর প্রজাপতি কুম্ভারের নাম সমুদয়ের যথাক্রমে নিম্ন-লিখিতরূপ শরীর বা মূর্ত্তি নির্দেশ করিলেন—আদিত্য, জল, ভূমি, অগ্নি, বায়ু, বায়ু সঞ্চারণের জন্ত দেহ মধ্যস্থ ছিদ্রসকল, যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এবং প্রজাবর্গে অবস্থিত চন্দ্র নামে মানসী তনু । সৌ-২৩ । ব্রহ্মা-২৮ । (৪৪) পূর্বে দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একাধিকাকারে অবস্থিত ছিল ব্রহ্মা সৃষ্টিকারনার সেই সময়ে দ্রুগ্ধিতচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন । সেই সময়ে দিব্য গন্ধশালী এক কুম্ভার প্রাকৃত হইয়া ঋতি উচ্চারণ করিলেন । সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত ঋতি ব্রহ্মা লাভ করিলেন । তৎপরে তিনি

ভগ্নাবহ তপোহুষ্ঠান পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইয়া মনোমধ্যে “এই ব্যক্তি কে” (কো নু অয়ম) এই তিনটো শব্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহার এইরূপ চিন্তাকালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধহীন অক্ষরের আবির্ভাব হইল । অনন্তর পুনর্বার ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক তিনি শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ চিরবিরহিত এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন । এই সমুদয় অল্প-ভব করিবার পর তিনি সেই অক্ষরই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শ্বেতবর্ণ, স্ননির্ম্মল, মহাশব্দসমন্বিত একমাত্র অক্ষর বাহির হইল । অনন্তর স্বয়ম্ভু এই অক্ষর চিন্তা করিতেছেন এরূপ সময়ে, এক রক্তবর্ণ অক্ষরের উৎপত্তি হয় । তাহাই আদিদেব নামে প্রসিদ্ধ । এই অক্ষরই প্রথম ঋগ্বেদ । তৎপরে আরও চিন্তা করিতে করিতে দ্বি-অক্ষর মাত্র যজুর্বেদ ও সামবেদ উদ্ভূত হইল । অনন্তর ব্রহ্মা বেদত্রয়কে দেখিয়া নিত্য অক্ষর ধ্যানে ব্যাপ্ত হইলেন । এইরূপ ধ্যানবশতঃ ব্রহ্মরূপী সেই অক্ষর প্রদীপ্তভেজা চতুর্দশ মুখ দেবরূপে পরিণত হয় । এই ওঁকার জাত অক্ষর স্বায়ম্ভুব নামে প্রসিদ্ধ । অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে ত্রিবিধ বর্ণযুক্ত চতুর্দশ স্বরের আবির্ভাব হইল । অনন্তর সাধারণ অর্থ প্রকাশ নিমিত্ত সেই বর্ণসমূহ মধ্যে অকার

হইতে ত্রিষষ্টি বর্ণের উৎপত্তি হয় । এই শ্রমসমূহ হইতে মহামুখশালী চতুর্দশ দিব্য মনু প্রসূত হইয়াছিলেন । চতুর্দশ মুখমণ্ডিত ও ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত অকার ব্রহ্মকল্প সর্ববর্ণ প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ । তাঁহার প্রথম মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব । দ্বিতীয় মুখ হইতে স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় মুখ হইতে যজুর্ময় আদিত্য নামে বিখ্যাত যজু-র্বেদ, চতুর্থ মুখ হইতে তামস মনু, পঞ্চম মুখ হইতে চরিক্ষাব মনু, তৎপরে ক্রমে ক্রমে এক একটি মুখ হইতে—বিজয় নামে বিখ্যাত কপিলবর্ণ ওঁকার, কৃষ্ণবর্ণ বৈবস্বত মনু, শ্রামাঙ্গর সদৃশ শ্রামবর্ণ সাবর্ণি নামক ঋকার, ধূম্রবর্ণ ধূম্রমনু, সাবর্ণি নামক সম ও সর্বযুক্ত প্রভু ঞকার, পিশঙ্গ মনু, পিশঙ্গ বর্ণ ঐকার, পঞ্চবর্ণময় বর্ণশ্রেষ্ঠ ওকার এবং সাবর্ণি মনু নামক ঔকার উৎপন্ন হইল । ব্রহ্মা-২৭ । (৪৫) স্বায়ম্ভুব মনুস্তরে ব্রহ্মার যে অগ্নিনামধেয় অভিধানী পুত্র ছিল, তাহা হইতে স্বাহার জন্ম হয় । লৌকিকায়ি বৈদ্যুত ব্রহ্মার প্রথম পুত্র । ব্রহ্মা-৩০ । (৪৬) দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হওয়াতে ব্রহ্মার বিশেষ আনন্দ হইল এবং তখন তাঁহার বক্ষ হইতে পিতৃগণের আবির্ভাব হয় । বসন্তাদি ছয় ঋতু এই পিতৃলোক নামে কীর্তিত । ব্রহ্মা-৩১ । (৪৭) প্রলয়-পন্থোদ্বিজলে অনন্ত শয্যায়

শয়ান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় সরস্বতীর বরে বলীরান্ হইয়া, পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মাকে সম্মুখে আহ্বান করে । ব্রহ্মা কর্তব্য নির্ণয়ে অপারগ হইয়া বিষ্ণুর নাভি-কমলের নালমধ্যে অবস্থিত হইয়া, বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন । সেই স্তবে হরি জাগরিত হইয়া, ব্রহ্মাকে ভয়কাতর দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সবিধেব জ্ঞাত হইয়া মধু-কৈটভকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং পরে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন । দেবীভা-১২-৬-২ । (৪৮) একবার ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যা (সরস্বতী)কে দেখিয়া কামার্ভ হৃদয়ে সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, ভগবান্ রুদ্রদেব ভীষণ হস্তার শব্দে তাঁহাকে মুচ্ছিত ও নিবারিত করিয়া-ছিলেন । দেবীভা-১২-১৪ । ৪২-২০ । (৪৯) পূর্বকালে একাৰ্ণব সময়ে স্থানের জঙ্গম যাবতীয় সৃষ্টি নষ্ট হইলে যখন পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তৎকালে তিনি চক্ষু, স্রূষ্য, বৃক্ষ বা পর্বতাদি কিছুই দেখিতে না পাইয়া, নাভিকমলের কর্ণিকার উপর উপবেশন করিয়া, তিনি কে, কে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল, কে তাঁহার রক্ষা-কর্তা বা সংহারকর্তা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি যে পঞ্চম উপর বসিয়াছিলেন, তাহার আধারভূমি

অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হইয়া, সেই জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন যুক্তি পাইলেন না, তখন “তপস্তা কর” এইরূপ এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা স্বীয় জন্মস্থান পদ্মের উপর উপবেশনপূর্বক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তপস্তা করেন। অনন্তর “সৃজন কর” বলিয়া আবার আকাশবাণী হইল। সেই আকাশবাণী শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। “এক্ষণে কাহাকে সৃজন করি?” এমনত অবস্থায় মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাদৈত্য আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি পদ্মের নাল অবলম্বন করিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিলেন এবং তথায় শ্রামকান্তি, পীতবস্ত্রপরিধায়ী, চতুর্ভূজ এক অদ্ভুত পুরুষকে অনন্ত শয্যায় শয়ান দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে নিষ্পন্দ ও ষোগনিদ্রাক্রান্ত দেখিয়া, সেই নিদ্রাক্রপিনী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবী ষোগনিদ্রা বিষ্ণুদেহ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু নিদ্রোচ্ছিত হইয়া মধু কৈটভের সহিত, ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। তখন রুদ্রদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

রুদ্র তিনজনে সেই আকাশস্থ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দেবী তাঁহাদিগকে বলিলেন—“তোমরা এক্ষণে আলস্ত পরিত্যাগপূর্বক স্ব স্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-রূপ কার্য্যসম্পন্ন করিতে থাক এবং নিজ নিজ গৃহ নির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিয়া, স্ব স্ব বিভূতিবলে চতুর্বিধ প্রজা উৎপাদন কর।” দেবগণ দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী ঈষৎ হাস্ত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল হইতে একটা সুন্দর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেবীর আদেশে দেবত্রয় সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবী ষোগনিদ্রা তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তিবলে বিমানকে উদ্ধাকাশে উঠাইলেন এবং দেবগণ এইভাবে বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রহ্মলোকে দেবত্রয় অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণ করিয়াই তাঁহারা কৈলাসে গমন করেন এবং তথায় অপর এক শঙ্করকে, তদনন্তর তথা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তথায় অপর এক বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তথা হইতে তাঁহারা তিনজন সুধা-নাগর মধ্যস্থ এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় কোটা লক্ষীর অপেক্ষা অধিক

শোভাময়ী এবং স্বর্ধ্যাবিধের মত তেজোময়ী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে অধিষ্ঠিতা দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবত্রয় পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া, দেবীর প্রসাদ লাভের জন্ত তাঁহার মন্দিরের দ্বারদেশে বাইয়া উপনীত হইলেন। দেবী তাঁহাদিগকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তিনজনকেই স্ত্রীমূর্ত্তি করিলেন। স্ত্রীরূপ লাভ করিয়া তাঁহারা আরও অধিক বিস্মিত হইয়া, তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মা নানারূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাদের স্তবে অতিশয় প্রীতা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন - “তোমরা এতদ্বারা নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়া, প্রারব্ধকৃত স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাক”। অতঃপর তিনি দোহত্রয়কে সুসংস্কৃত শক্তি সকল প্রদান করিলেন। অর্থাৎ বিষ্ণুকে মহানাম্মা, শিবকে মহাকালী এবং ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী নাম্নী মহাশক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর তথা হইতে স্থানান্তরে বাইয়া তাঁহারা পুনরায় পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন। দেবীভা-৩ঙ্ক-২-৬ (৫০) একবার কণ্ডপ বরুণদেবের ধেনু হরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা স্বীয় প্রিয় পৌত্র কণ্ডপকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, “তুমি পৃথিবীতে বহুবংশে জন্মগ্রহণ

করিয়া ভার্য্যাধর সমভিব্যাহারে গো-পালন করিবে।” দেবীভা-৪ঙ্ক-৩। (৫১) বৈবস্বত মধুস্তরের দ্বিতীয় যুগে ব্রহ্মা অত্রিপত্নী অননুয়ার প্রার্থনা মত তাঁহার পুত্র সোমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪ঙ্ক-১৬। বিষ্ণু-১ম-১০। ভাগ-৪র্থ-১০। (৫২) প্রজাপতি কোনও সময়ে আপনার কণ্ঠার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে, উর্বার গর্ভজাত মরাচির ছয় পুত্র তাঁহাকে উপহাস করেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করেন যে, “তোমরা দৈত্যধোনীতে জন্মগ্রহণ কর।” দেবীভা-৪ঙ্ক-২২। কালনেমী দেখ। (৫৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুশ্রুখ ব্রহ্মা পিঙ্গু নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া অতি দুঃখেয়া জগজ্জননী মহাদেবীর প্রীত্যর্থ তপোমুগ্ধান করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ভগবান বিধাতা এইরূপে তাঁহার আরাধনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া, জগৎ সৃজনে সমুদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু সহসা মানুষ্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মহায়া চতুরানন মনে মনে সৃষ্টির বহুধা চিন্তা করিয়া বিবিধ প্রকার সৃষ্টি করিলেও কিছুতেই তাহা বিস্তারপ্রাপ্ত হইল না। অনন্তর প্রজাপতি প্রথমে সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তাঁহার রোষ হইতে রুদ্র, উৎসঙ্গ হইতে নারদ,

দক্ষিণাঙ্কু হইতে দক্ষ এবং পুনরায় মানস হইতে সনকাদি মহর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। পরে ব্রহ্মার বামাঙ্কু হইতে বীরিণী ও অসিকী নামে বিখ্যাত সর্বাঙ্গসুন্দরী দক্ষপত্নী জন্মলাভ করেন। দেবীভা-৭ঙ্ক-১। (৫৪) ব্রহ্মাই প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা ও মহুগুণগণ তাঁহার পূজা করেন। দেবীভা-৯ঙ্ক-১ ও ২৬। (৫৫) কৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্শূখ পদ্মযোনি নিঃসৃত হন। তিনি কমন্ডলুধারী, শোভাশালী, তপস্বী ও জ্ঞানদিগের শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া চতুর্শূখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই চতুর্শূখের সহিত আবির্ভূতা সুন্দরী শতচন্দ্র-সম শোভাশালিনী, বহির ন্যায় শুক্ল বস্ত্র পরিধায়া এবং বিবিধ রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত। সেই পরমা সুন্দরী স্ত্রী রত্ন-সিংহাসনস্থিত সর্ব-কারণ কৃষ্ণকে স্তব করতঃ হৃষ্টান্তঃ-করণে তাহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-৯-২। (৫৬) ঐ দেবী-ভাগবতেরই অন্যত্র কৃষ্ণ কর্তৃক ব্রহ্মার সৃজন এবং তৎপরে ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর সৃষ্টির নিম্নলিখিত রূপ-বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় দুইভাগে বিভক্ত হইলে তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ এবং দক্ষিণাংশ পুরুষ-রূপ হইল। সেই স্ত্রীরূপী প্রকৃতি কৃষ্ণের

ওরসে গর্ভবতী হইয়া একশত মনুষ্যের কাল গর্ভধারণ করিয়া স্বর্ণসদৃশ উজ্জল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। পরে তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং সেই উজ্জল ডিম্ব হইতে এক শিশু নির্গত হইল। তিনি বিশ্বের আদি-পুরুষ মহাবিরাট। কৃষ্ণ সেই বিরাটকে বলিলেন,—“তুমি অংশরূপে বিরাটরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কর। তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বসৃজনকর্তা পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন।” কৃষ্ণ এই বলিয়া স্বর্ণধামে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, “তুমি মহাবিরাটের প্রতি লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বসৃষ্টি করিবার জন্য গমন করিয়া তাহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হও।” কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণামপূর্বক ভক্তিভরে ব্রহ্মাণ্ডের স্থায় গোলাকার জলরাশীতে সেই বিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন। এবং মহাবিরাটও তাঁহার অংশ ক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যাম-বর্ণ, যুবা, পীত-বস্ত্র-পরিহিত, সন্মিত, প্রসন্নবদন, বিশ্বরূপী জনার্দন কালশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভূত হইলেন। অতঃপর স্বয়ংস্জুত কমলজ ব্রহ্মা সেই পদ্মের নালে নালে লক্ষ্যুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভিপদ্মের নালদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা

তখন সেই নাভিপদ্ম-সম্বন্ধে সাতিশয় ভাবনাকুল হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন পূর্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে ধ্যানযুক্ত উজ্জল দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে ক্ষুদ্রমূর্তিরূপে দেখিলেন। অনন্তর তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বরপ্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা তৎপরে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার পর শিবাংশ-সম্ভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মাব ললাটদেশে হইতে উদ্ভূত হইলেন। সেই পিতামহ ব্রহ্মা সেই ক্ষুদ্ররূপী বিরাটের নাভিপদ্মস্থিত বিষ্ণু, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এবং চরাচর ত্রিলোক সমস্তই সৃজন করিলেন। এইরূপে প্রতি লোমকূপে প্রত্যেক বিষ্ণু সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রত্যেক বিষ্ণু এইরূপ ক্ষুদ্র বিরাট এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। দেবীভা-২-স্ক-২।৩। (৫৭) গন্ধার শাপে সরস্বতী অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন। দেবীভা-২-স্ক-৮ (৫৮) পূর্বে দেবগণ সৃষ্টির পূর্বসময়ে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাদিগের আহাৰ্য্য বস্তু স্থির করিয়া দিবার জন্য, তাঁহাকে অমুরোধ করেন। তাহাতে ব্রহ্মা শ্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ করিলে, হরি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে

অংশের সহিত বজ্ররূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা বজ্র উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের আহাৰ্য্য নির্দেশ করিয়া দিলেন। তখন ব্রাহ্মণকক্সিাদি সকলে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করিতে পারিলেন না। দেবগণ আহাৰ লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, বিবদ্বিষ্ট হইয়া পুনর্বার ব্রহ্মাকে তাঁহাদের ক্রোশের কথা জানাইলেন। তখন ব্রহ্মা আবার শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজার ফলে দেবী উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—“দেবি, তুমি অগ্নির শক্তি ও পত্নী হও। অগ্নিদেব যেন তোমার সাহায্যে ভিন্ন হোমদ্রব্য ভস্ম করিতে না পারেন। যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম উচ্চারণপূর্বক দেবতাদের উদ্দেশে হবিঃ দান করিবেন, তদন্ত হবিঃ লাভ করিয়া দেবগণ যেন পরমানন্দিত হইবেন।” দেবীভা-২-স্ক-৪৩। স্বাহা দেখ। (৫৯) জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি-ব্রহ্মা মূর্তিমান পিতৃ-চতুষ্টয় এবং তেজোঃ-স্বরূপ পিতৃত্রয়কে সৃজন করেন। সেই সাতজন আনন্দময় মনোহর পিতৃগণের সৃজন করিয়া পিতামহ ব্রহ্ম উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ

তাহাদের আহাৰ্য্য নিৰ্গম করিলেন। পিতামহ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি বিধান-পূৰ্বক স্বহানে গমন করিলেন এবং শ্রাদ্ধাদি বর্ণ সকলেও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করিলেন না। তখন পিতৃগণ সকলে ক্ষুধার্ত হইয়া বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া তিনি মন হইতে এক পরমাত্মন্দরী কন্যাকে স্বজন করিলেন, এবং পিতৃগণকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া গোপনে শ্রাদ্ধগণকে বলিলেন—“হে শ্রাদ্ধগণ, মমের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণ পূৰ্বক পিতৃদান প্রদান কর।” তাহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে পিতৃদান প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-২২-৪৪। (৬০) সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টির জন্ত মহাদেব লালাবশে দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সেই প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ-পুরাণ প্রদান করেন। সৌ-২। (৬১) ব্রহ্মেশ্বর তীর্থে ব্রহ্মা শিবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। সৌ-৬। (৬২) কৃষ্ণাষ্টমী ত্রত করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সৌ-১৩। (৬৩) প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। তিৰ্য্যক ও উৰ্দ্ধভাগে বহু-সহস্র-কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেখানেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

মহেশ্বর অবস্থিত। সৌ-২২। (৬৪) চতুঃসহস্র যুগে এক কল্প। তিনশত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর। ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম ‘পর’। এই শত বর্ষান্তে সকলই প্রকৃতিতে লয় হয়। এই জন্ত কালজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন। ব্রহ্মার একদিন বা রাত্র এক কল্প পরিমিত। পাদ্মকল্পের শেষ পরার্দ্ধে ব্রহ্মার বারাহ কল্প। এই কল্পে ব্রহ্মা বরাহমূর্তি ধারণ করেন। পূৰ্বে এই জগৎ বিভাগশূন্য, তমোময় ও ধোর একাৰ্ণবরূপ ছিল। জগৎ একাৰ্ণব ও স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা নারায়ণরূপে যোগনিদ্রা আশ্রয়-পূৰ্বক ঈশ্বরেচ্ছাবশে সেই সলিলে স্তম্ভ হন। অতঃপর সহস্রযুগ অতীত হইলে দেব নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্ত ব্রহ্মা হইলেন। দেব চতুঃশূখ পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্না দেখিয়া বরাহরূপ ধারণ করিয়া দংষ্ট্রী দ্বারা তাহার উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি পৃথিবী ও প্রলয়-দগ্ধ শৈলগণকে পূৰ্ববৎ স্থাপন করিয়া সৃষ্টিচিন্তা করিলে অবুদ্ধিপূৰ্বক তমোময় সৃষ্টি হইল। সেই সৃষ্টিকে অনুপযোগী দেখিয়া ব্রহ্মা অগ্নি সৃষ্টি কর্তব্য ইহা স্থির করিলেন এবং তদনন্তর তিনি তিৰ্য্যকশ্রোতা সৃষ্টি করিলেন। বক্তৃপথে আহাৰ সঞ্চরণ দ্বারা জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদের নাম তিৰ্য্যকশ্রোতা। তাহাই পশাদি

সৃষ্টি। পিতামহ সেই সৃষ্টিকেও অমুপ-
যোগী মনে করিয়া অস্ত্র সাত্ত্বিক সৃষ্টি
করিলেন। ইহাদের আহাৰ সঞ্চার দেহের
বহির্ভাগে। ইহা দেবসৃষ্টি। (অমৃত
দর্শন করিয়াই দেবগণ তৃপ্ত হন।
গলাধঃকরণ করিতে হয় না। শ্রুতিতে
কথিত আছে)। পুনর্বার তিনি সৃষ্টি-
চিন্তা করিলে তমোযুক্ত রজোধিক এবং
জ্ঞান-হুঃখাদি সম্পন্ন মনুষ্যগণ উৎপন্ন
হইল। পুনর্বার সৃষ্টিচিন্তা করিলে
ভূতসৃষ্টি হইল। এই দেবযোনিবিশেষেরা
সংবিভাগরত, ক্রুর এবং জ্ঞান-বহল !
সৌ-২২। বিষ্ণু—(২৭) দেগ।
(৬৫) একবার মাহেশ্বরীকে দেগিয়া
ব্রহ্মার গুরু-ক্ষরণ হইল। তদুপে মহাদেব
নিষেধ করিলেও ব্রহ্মা পাদদ্বারা সেই
গুরু প্রোঞ্জন করিলেন। অনন্তর প্রজা-
পতি শম্বুর আদেশক্রমে সেই অমোঘ
গুরু বামপাণি দ্বারা লইয়া অগ্নিতে হবন
করিলেন। অনন্তর সেই আহুতিতে
তেজোময় তপোনিষ্ঠ অসুষ্ঠ প্রমাণ
অষ্টাশী হাজার উদ্ধরেতা মূনি উৎপন্ন
হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত
হইলেন। সৌ—৫২। (৬৬) ভাবানু
লোকসৃষ্টি মানসে প্রথমতঃ পুরুষরূপ
পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই,
ষোড়শ-অংশ-বিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ
করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ পান্ন নামক
কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শয়ন
করিলে, তাঁহার নাভিহৃদ হইতে এক

পদ্য উদ্ভূত হয়। সেই পদ্যগর্ভে বিশ্বশ্রষ্ট-
গণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।
তাঁহারই অবয়ব সংস্থান দ্বারা এই
ভুলোঁকাদি জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি
হইয়াছে। ভাগ-১ঙ্ক-৩। (৬৭) নারদের
প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে
উপদেশ দেন। তদ্বিত্ত্ব তিনি নারদের
নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও লীলাবতীরও
বিস্তারিত বর্ণন করেন। ভাগ-১ঙ্ক-৪-৭।
(৬৮) এই বিশ্ব বৎকালে প্রলয়-
পয়োমিজলে নিমগ্ন ছিল তখন ভগবানু
নারায়ণ একাকী নাগরাজ অনন্তকে
শয্যা করিয়া শয়ন করেন। সেই অব-
স্থায় তাঁহার নাভিপদ্য হইতে স্বয়ম্ভু
ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা আবি-
ভূত হইয়াই সেই পদ্যের কণিকা মধ্যে
অবস্থিত হইলেন। সেখানে কাহাকেও
দেখিতে পাইলেন না। এইজন্ত লোক-
নিরীক্ষণার্থ চক্ষুসঞ্চালন করিয়া
চতুর্দিকে গ্রীবা ফিরাইলেন। তখনই
তাঁহার চারি মুখ হইল। তৎপরে তিনি
ঐ পদ্যকোষে প্রবেশ করিয়া সেই এক-
পদ্যকে তিনি লোকরূপে তিন প্রকারে
বিভক্ত করিলেন। ভাগ-৩ঙ্ক-৬০।
(৬৯) আদিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির আগে
তমঃ, মোহ, মহামোহঃ প্রভৃতি অজ্ঞান-
বৃত্তি সকল সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই
সৃষ্টি পাপীয়সী দেখিয়া তিনি আনন্দিত
হইলেন না। এইজন্ত তিনি ভগবানের
ধ্যানে মনকে পবিত্রীকৃত করিয়া অস্ত্রান্ত

সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে সনকাদি চারিজন মুনি উৎপন্ন হইলেন তাঁহারা সকলেই নিষ্কীয় ও উদ্ধরেতাঃ হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রজাসৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। পুত্রেরা তাঁহার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে প্রজাপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ ক্রোধ তাঁহার ক্রম্বের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া নীললোহিত ও কুমাররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই ভগবান্ নীললোহিতই দেবগণের পূর্বজ। তিনি উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সাহসনা দিয়া তাঁহার রুদ্রাদি একাদশটি নাম এবং একাদশজন পত্নী নির্দেশ করিলেন। অন্তঃপর তিনি সেই কুমারকে বলিলেন, “তুমি প্রজাপতি। অতএব এই সকল নাম ও স্থানযুক্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টি কর।” স্বীয়গুরু ব্রহ্মাকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া নীললোহিত আশ্রিত্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নীললোহিত-রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র উৎপন্ন হইল, তাহার অসংখ্য দল বাধিয়া জগৎ গ্রাস করিতে উচ্চত হইলেন। ব্রহ্মা সেই রুদ্রসমূহকে দেখিয়া ভীত হইয়া সেইরূপ প্রজাসৃষ্টি করিতে নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, “তুমি সর্বপ্রাণীর স্বধাবহ তপস্বীকর। এই বিশ্ব পূর্বে বৈরূপ ছিল, তুমি তপোবলে

পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারিবে।” নীললোহিত রুদ্র স্বয়ম্ভুর উপদেশে “তাহাই হইবে” বলিয়া তপস্বীর জ্ঞান বনে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা আবার লোক সৃষ্টির জন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মরীচি আদি দশজন পুত্র উৎপন্ন হইল। এতদ্ভিন্ন ধর্ম, অধর্ম, কাম, ক্রোধ, বাক্য, লোভ, সিদ্ধ, পাশাশ্রয় নিষ্কৃতি, এবং কর্দম মুনিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইলেন। বাক্ নামে তাঁহার একটি মনোহারিণী কন্যাও জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করেন। তাহাতে মরীচি প্রভৃতি পুত্রেরা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তখন ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখেই তম্বু ত্যাগ করেন। তাহাতে দিক্ সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল। ঐ ব্রহ্মা অতঃ এক সময়ে এইরূপ চিন্তা করিলেন “এই সকল লোক পূর্বকল্পে যেরূপ সুসঙ্গত ছিল সেইরূপে ইহাদিগকে কি প্রকারে সৃজন করিব?” যখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চারি মুখ হইতে বেদ সকল নির্গত হইল এবং হোত্রাদিকর্ম, উপবেদ ও নীতিসারের সহিত কর্মতত্ত্ব অর্থাৎ যজ্ঞবিত্তার, ধর্মের চারিপাদ এবং আশ্রম সকলের বৃত্তি—এই সমুদয়ও উৎপন্ন হইল। তিনি পূর্বে যে মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন,

তাহা নীহারময় তমোরূপে পরিণত হইল। তৎপরে অপর একটি মূর্তি গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি সৃষ্টি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন তিনি দেখিলেন ঋষিগণের সৃষ্টি বিস্মৃত হইল না। তখন তিনি আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া, দৈবই প্রতিকূল এইরূপ চিন্তা করিয়া, যথাকর্তব্য সাধন করিলেন। এবং ঐ দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। যখন তিনি ঐ প্রকার ভাবিতে ছিলেন, তখন তাঁহার ঐ মূর্তি আপনা হইতেই আশ্চর্য্যরূপে দ্বিখণ্ডিত হইল। সেইজন্ত অত্মাপি তাঁহার ঐ মূর্তিকে কায় বলিয়া থাকে। ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-পুরুষ হইলেন। তদ্ব্যতীত যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন এবং যিনি জ্যৈষ্ঠ, তাঁহার নাম হইল শতরূপা। ভাগ-৩ঙ্ক-১২। স্বল্প পুরাণে (ব্রহ্ম-সেতু-৪০) আছে যে, প্রজাপতিকে কন্তার প্রতি আসক্ত দেখিয়া, শিব স্বীয় ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক, তাঁহাকে শরবদ্ধ করেন। হরের বাণে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা ভূপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উদ্ভিত হইয়াছিল। (৭০) অশুরদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রতীকারোপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং বিষ্ণুর স্তব

করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-৫। (৭১) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্যক জ্ঞাত হইবার অভিলাষে, ব্রজের গোবৎস ও গোপালক শ্রীকৃষ্ণের সখা বালকদিগকে লুকাইয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বালকদিগের জননী ও ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্ত, স্বয়ংই বৎসগণ ও বৎস-বালকদিগের মূর্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার মোহনাশ করেন। গর্গ বৃ-৬-৮ ভাগ-১০ঙ্ক-১৩। বৃহদ-উ-১৭। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭২) প্রয়াগে ব্রহ্মা এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া নিজ পিতামহ অচ্যুতের অর্চনা করেন। বৃহদ-৬। (৭৩) প্রভু মহাবিশ্ব (অথবা নারায়ণ) সৃষ্টি করিবার জন্ত প্রজাপতিকে উৎপাদন করিলেন দক্ষিণাঙ্ক হইতে; সংহারের জন্ত ঈশানরূপে সৃষ্টি করিলেন দেহের মধ্যভাগ হইতে; আর জগৎ পালনের জন্ত বিষ্ণুরূপে সৃষ্টি করিলেন দেহের বামভাগ হইতে। বৃহদ-৩। (৭৪) গন্ধার গর্ভে সমুদ্রের ঘে পুত্র জন্মে, ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন জালন্ধর। পদ্ম-উ-৩, ৯৬। (৭৫) চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে, পিতামহ সহাদ্রিশিখরে যজ্ঞ করিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সরস্বতীর আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, দেবগণের পরামর্শে ব্রহ্মা দক্ষিণভাগে গায়ত্রীকে নিবেশিত করিয়া দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন। সরস্বতী তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাদি সমুদ্র দেবগণকে শাপ দেন এবং

সেইজন্ত তাঁহারা স্ব স্ব অংশে নদীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা ককুদ্দিনী গন্ধা হইয়া প্রবাহিত হইলেন। পদ্ম-উ-১১১। (৭৬) সৃষ্টির প্রথমে এক ব্রহ্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত ও তমোময় ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে থাকিয়া, ভাবসমূহের বৃহৎ অর্থাৎ পুষ্টি বিধান করেন বলিয়া, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। বৃহৎ হেতু তিনি ব্রহ্মা, সর্বভূত রূপী বলিয়া ভব; আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদবাচ্য। অব্যক্তপূরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ এবং কাহারও উৎপাদিত নহেন, অপিত সকলের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বয়ম্ভু পদবাচ্য। বায়ু-৪। (৭৭) সকলের মূল আদি মহাবিশ্বা প্রকৃতি, স্বয়ং ব্রহ্মাকে সংযত হইয়া, বিবিধ বিচিত্র অসংখ্য চরাচর সৃষ্টি করিতে বলেন। ব্রহ্মা সেই পরমাপ্রকৃতির আদেশে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন। শিব তখন সেই পরমাপ্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য, ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাও তদ্রূপ করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের তপস্তা পরীক্ষা করিবার জন্য, তিন জনেরই নিকটবর্তী হইলেন। এই সময়ে দেবী এক অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিলেন।

তদ্বর্ণনে ব্রহ্মা ভয়বিহ্বল হইয়া অন্ধ দিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন দেবীও সেই সেই দিকে গিয়া, উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে ক্রমে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন, দেবীও তাঁহার চারিদিকে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মার তখন চারিখান। মুখ হইল এবং চারিদিকেই দেবীকে দেখিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি ভয়ে তপস্তা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর সমাধিভ্রষ্ট লোকপিতামহ ক্ষিত্যাদি ভূতবর্গ এবং তত্ত্বসকল দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ দশটি মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রমুখ মহাপ্রাজ্ঞ মানস পুত্রগণ, সন্ধ্যা নাস্তী কন্তা এবং মহাপ্রভাব কামদেব উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা এই কামরূপী পুরুষকে, স্বয়ংই ত্রিলোকবাসীর বিমোহনের জন্য, নিযুক্ত করিলেন এবং সমস্ত লোককে বিমুগ্ধ করিবার জন্যই, প্রজাপতি তাঁহাকে পুষ্পময় পঞ্চবাণ ও পুষ্পময় ধনু নিরূপণ করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার বামাংশ হইতে একটি স্ত্রী এবং দক্ষিণাংশ হইতে এক পুরুষ উৎপাদন করিলেন। ঐ পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর নাম শতরূপা। স্ত্রীমহাভা-৩। (৭৮) হরের নেত্রসমুত্ত অগ্নি বহির্গত হইয়া মদনকে ভষ্ম

করিল কিন্তু আর হরের নিকট যাইতে পারিল না। সেই বহি বড়বারুপী হইয়া মেদিনীর তাপ জ্বালাইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া সেই বড়বারুপী পাবককে লইয়া গিয়া, সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন। শ্রীমহাভা-২৩। (৭০) শিব-তনয় কার্তিকেয়, তারকাসুর বধের জন্য, সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা বায়ু-বেগী ময়ুরকে, তাঁহার বাহন নির্দেশ করিয়া দিলেন। শ্রীমহাভা-৩১। (৮০) রাবণের সহিত রামের সমরে, ব্রহ্মা বরা-বরই রামের পক্ষাবলম্বন করিয়া, নানা-রূপে তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি সমরে রামের জয় কামনায়, বিম্ববৃক্ষে ভক্তিভাবে জগন্মাতার পূজা করিয়া, অকালে বোধন করেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, বেদোক্ত দেবীহুত স্তোত্রে, তাঁহার স্তব করেন। দেবীও তাঁহাকে রামের জয়াকাজী হইয়া, বিবিধ উপাচারে, গুক্রাসপ্তর্ষী হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে বলেন এবং দশমীর প্রভাতে প্রকৃষ্টরূপে দেবীর পূজা করিয়া, মহোৎসব সহকারে তাঁহার মূর্ত্তি স্নোতস্বতী জলে বিসর্জন দিতে বলেন। শ্রীমহাভা-৪৫। (৮১) বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনায়, মহেশ্বর একবার অতি স্নললিত স্বরে গান করেন। সেই গান শুনিয়া, বিষ্ণু রোমাঞ্চিত মেহে সংজাহীন হইয়া পড়েন। বিষ্ণু জলময় হইলে, সেই জলে

বৈকুণ্ঠ সর্বতোভাবে প্রাণিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত হরিমন্দির এবং সেই পুরীর অন্ত সকল স্থানও জলব্যাপ্ত দেখিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা শিবগান জন্ত হরির দ্রবঙ্গ জানিতে পারিয়া, সেই জল স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে তুলিয়া লইলেন এবং কমণ্ডলু-গত-দেহা গঙ্গা, সেই জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র, দ্রবরূপা হইলেন। ব্রহ্মা জলময়ী গঙ্গাকে কমণ্ডলু মধ্যে লইয়া, স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমহাভা-৬৪। (৮২) বিষ্ণু যখন বামনরূপে বলীকে ছলনা করেন, তখন তিনি যে পদ উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলু হইতে সেই উর্দ্ধগত পদে, জল প্রদান করেন। কমণ্ডলুস্থিত সেই নীরময়ী গঙ্গা, বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাকে এইরূপে হরির চরণে অবস্থিত জানিতে পারিয়া এবং নিজ কমণ্ডলু শূন্য দেখিয়া ভাবিলেন,—“এই দ্রবময়ী গঙ্গা আমার কমণ্ডলু মধ্যে ছিলেন। এক্ষণে হরি পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল হইয়াছেন। ইনি নিশ্চয়ই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পবিত্র করিয়া সিদ্ধসকল প্রাপ্ত হইবেন। অতএব আমি তপস্তায় আরাধনা করিয়া, সুরেশ্বরী গঙ্গাকে বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে, পুনরায় নিঃসারিত করিব।” তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া, বৈকুণ্ঠে

গমনপূর্বক বিষ্ণুতত্ত্বস্থিত গঙ্গাকে
প্রার্থনা করিলেন। বহুকাল প্রার্থনা
করার পর, গঙ্গা প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মাকে
বলিলেন,—“আমি কিছুকাল বিষ্ণুর
দেহে অবস্থান করিব, তৎপরে তদীয়
পাদপদ্ম হইতে দ্রবীভূত হইয়া, নিঃসৃত
হইব ও ত্রিলোক পবিত্র করিব।” এই
বলিয়া গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন এবং
ব্রহ্মাও স্বপূরে প্রত্যাগমন করিলেন।
শ্রীমহাভা-৬৬। (৮৩) ব্রহ্মাই
সর্বপ্রথম নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত
হইয়া তাঁহাকে কঙ্কিপুরাণ শ্রবণ
করান। কঙ্কি-১ম-১। (৮৪) পিতামহ
ব্রহ্মা কঙ্কিরই বিরাটমূর্তির, জীবাশ্মা
বা পুরুষ নামক অংশ হইতে
প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াধারা কালরূপ
অংশ হইতে, জীবগণের সৃষ্টি করেন।
পিতামহ স্বয়ংও সেই বিরাট পুরুষের
শরীর হইতে উৎপন্ন। কঙ্কি-১ম-৪
(৮৫) অন্ততঃ কঙ্কি পুরাণ মতে (৩য়-৩-৪)
কঙ্কির নাভিকমল হইতেই ব্রহ্মার
উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বকালে ব্রহ্মা
জগৎ সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে
নয়জন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন। পরে
ব্রহ্মা সমুদয় বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিয়া,
বিস্ময়াব্বিত হৃদয়ে বাক্যহীন প্রজাপতি-
দিগের সহিত, কি কর্তব্য তদ্বিষয়ে চিন্তা
করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে
আকাশ হইতে, “তপোমুঠান কর” এই
বাক্য ধ্বনিত হইল। সেই ধ্বনি

চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং দশ
দিক আলোকিত হইল। তখন ব্রহ্মা
অতিশয় আনন্দলাভ করিয়া, চতুর্দিকে
নিজ মুখচতুষ্টয় বিস্তার করিলেন।
তাহার পর তিনি সর্বাগ্রে স্মনির্মল
বাক্য ও তাহার পর বথাক্রমে চতুর্বেদ
এবং বিবিধ সংহিতা সৃষ্টি করিলেন।
তৎপরে অকারাদি বর্ণ, ছান্দোগ্য রকম
ভাষা ও বালকদিগের শিক্ষার জন্য
ব্যাকরণ সৃষ্টি করেন। এই সমুদয়ের পর
পদজ্ঞানের জন্য, তিনি নানাবিধ
ব্যাকরণ ও জগতী আদি ছন্দঃ সৃষ্টি
করেন। অতঃপর বর্ণাশ্রিত্য শুরুবর্ণা
সরস্বতী উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা
সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি
কে? কোথা হইতে আসিতেছ?
তোমার প্রার্থনা কি? আমাকে
তোমার জন্য কি করিতে হইবে?
তোমার পিতাই বা কে? এবং তোমার
পতিই বা কোন্ ব্যক্তি?” তাহার
উত্তরে সরস্বতী বলিলেন—“আকাশ
হইতে সমুদ্ভূত বর্ণব্রহ্ম হইতে আমি
জন্মলাভ করিয়াছি। আমার নাম সর-
স্বতী। তুমি আমার অগ্রজ ভ্রাতা।
আমি তোমার কীর্তির জন্য জন্মগ্রহণ
করিয়াছি। তুমি আমার বাসস্থান
ও পতির বিষয় স্থির কর।” ব্রহ্মা
শুনিয়া বলিলেন—“আমার চারিটি মুখই
তোমার বাসস্থান হইবে এবং আমার
হৃদয় মধ্যে যে ভগবান্ হরি আছেন,

তিনিই তোমার পতি হইবেন ।” অতঃপর ব্রহ্মা সরস্বতীকে, কবিশক্তি-রূপে কবিগণের বদনে বাস করিতে বলেন । বৃহদ-পু-২৫ । সরস্বতী দেখ । (৮৬) বান্দ্রীকি রামায়ণ রচনা সমাপ্ত করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে মহাভারত রচনা করিতে বলেন । কিন্তু বান্দ্রীকি তদ্বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, “দ্বাপরে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিবেন ।” বৃহদ-পু-২৭ । (৮৭) দেব নরনারায়ণ প্রথমে রামায়ণ ব্রহ্মাকে দেন । ব্রহ্মা উহা বান্দ্রীকিকে দেন । বৃহদ-পু-৩০ । (৮৮) পূর্বে এই জগৎ কেবল শূন্যময় অন্ধকারপূর্ণ ছিল । তখন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ ও স্থাবর-জঙ্গমায়ক কোন পদার্থই ছিল না । তৎকালে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ বিद्यমান ছিলেন । অনন্তর সেই পুরুষের সৃষ্টিবাসনা হইলে, প্রকৃতি-যোগে এক ব্রহ্মই ত্রিধা বিভক্ত হইলেন । প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে পুরুষত্রয় উৎপন্ন হন । সেই দেবী প্রকৃতি পুরুষকে এইরূপ গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখিয়া—“এই পুরুষত্রয়ের মধ্যে কে আমাকে গ্রহণ করিবেন”, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মরূপ ধারণপূর্বক অগ্রে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে রস যোজন্য করিলেন । অতঃপর প্রকৃতি পুরুষ কলেবর ধারণপূর্বক, সেই

জলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । নারায়ণ নামে সেই মূর্তি প্রসিদ্ধ হইল । অনন্তর দেবী প্রকৃতি সাত্ত্বিকাদি পুরুষ-ত্রয়কে শরীরী করিলেন । তাঁহারা বাস-স্থান না পাইয়া জলরাশি মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । পরে, “তোমরা সকলে তপস্তা কর,” এই আকাশ বাণী শুনিয়া, তাঁহারা তপস্তাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রকৃতি তাঁহাদিগকে তপো-নিষ্ঠ দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য শবরূপ ধারণ করিয়া, সেই জলরাশিতে ভাসমান হইতে থাকিলেন । সেই শবরূপা প্রকৃতি এই ভাবে ভাসিতে ভাসিতে, প্রথমে সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট গমন করিলেন । সাত্ত্বিক পুরুষ বিমুখ হইয়া, পূর্বদিকে মুখ ফিরাইলেন । অনন্তর শবরূপা প্রকৃতি পূর্বদিকে ঘাইলে, সাত্ত্বিক উত্তরাশ্রয় হইলেন । প্রকৃতি উত্তর দিকে গমন করিলে, তিনি পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং দেবীও সেই দিকে গেলে, তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইলেন । সাত্ত্বিক এই-রূপে চতুর্মুখ হইয়াও নিকৃতি লাভ করিতে না পারিয়া, পলায়ন করিতে প্রয়াস পান । তাহা দেখিয়া, দেবী প্রকৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করেন । প্রকৃতিকে দেখিয়া সাত্ত্বিকের মুখত্রয় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল বলিয়া, তিনি ব্রহ্মা

নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । বৃহদ্ধ-মধ্য-১১(৮২) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে সন্তুষ্ট একাদশ রুদ্র, ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিবার উদ্দেশে, নিজেরাই প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে দক্ষের অধীন করিয়া দিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৫ । (৯০) পূর্বকালে ব্রহ্মা স্বীয় কন্তা সন্ধ্যাতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হইলে, শিব হাসিয়াছিলেন । সেইজন্ত প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায়, অসুয়াবশে ব্রহ্মা কন্দর্পকে, তদীয় সমাধি ভঙ্গের জন্ত প্রেরণ করেন । বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩ । (৯১) পুরাকালে ব্রহ্মা শিবপূজা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া, নৈবেद्य প্রস্তুত করেন এবং ভাবিলেন—“আজ যদি মহাদেব আসিয়া এই নিবেদিত বস্তু সকল ভক্ষণ করেন, তবেই আমার পূজা সফল হয় ।” এমনত সময়ে মহাদেব ব্রহ্মার জ্ঞানের বিষয় জানিবার জন্ত, কুকুর রূপ ধরিয়া আসিয়া, সেই নৈবেद्य ভক্ষণ করেন । ব্রহ্মা কুকুরে নৈবেद्य ভক্ষণ করিতেছে মনে করিয়া, সেই কুকুরকে তাড়না করেন । তাহাতে শিব ব্রহ্মাকে বলেন—“যেহেতু তুমি কুকুররূপী আমাকে তাড়না করিলে, তজ্জন্ত তুমি কলঙ্কী হইবে ।” ব্রহ্মাও প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “যেহেতু তুমি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃত্তিমরূপ ধারণপূর্বক, এখানে আসিয়া আমার পরিহাস করিলে, এই অপরাধে, যে

তোমার নৈবেद्य ভক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তিই কুকুর হইবে ।” বৃহদ্ধ-মধ্য-২৬ । (৯২) ঋষিগণের প্রার্থনায় একবার ব্রহ্মা গঙ্গার মাহাত্ম্য জানিবার জন্ত, বৈকুণ্ঠে যাইতেছিলেন । পথে দুইবার তিনি বায়ু দ্বারা বিক্লিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডান্তরে নীত হন । প্রথম ব্রহ্মাণ্ডান্তরে তিনি অষ্টমুখধারী আর এক ব্রহ্মাকে দেখেন এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডান্তরে ষোড়শ-মুখধারী অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিতে পান । চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহারা নিজ নিজ পরিচয় দেন । অষ্টমুখধারী ব্রহ্মা বলেন যে, তিনি পূর্বের মর্ত্যালোকে কোন গৃহস্থের ভবনে ইন্দ্র ছিলেন । বিড়ালের ভয়ে পলায়ন করিবার সময়ে তিনি গঙ্গাজলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন, এবং তজ্জন্ত অষ্টমুখ ব্রহ্মা হইয়া, সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থান লাভ করেন । ষোড়শমুখ ব্রহ্মা বলেন যে, তিনি পূর্বের নরমাংসাশী কুকুর ছিলেন । গলায় হাড় ফুটিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয় । তদনন্তর তিনি ষোড়শ মুখ ব্রহ্মা হইয়া তথায় বাস করিতেছেন । বৃহদ্ধ-মধ্য-২৮ । (৯৩) বৃহদ্ধর্ষ পুরাণ মতে (উত্তর-১) বিষ্ণু হইতে চতুর্ভুজ উৎপন্ন হইয়াছে—ব্রহ্মা হইতে নহে । বিষ্ণু (৪২) দেখ । (৯৪) ব্রহ্মা দশ দিকপালের অন্ততম । বৃহদ্ধ-উত্ত-২ । ঈশান দেখ । (৯৫) ব্যাসাদি ঋষিগণ

বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা অংশাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতাবতার। গর্গ-গো-১। মরীচি ও বৈকুণ্ঠ দেখ। (৯৬) সৃষ্টিকার্মা ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলায় তিনি হরিভক্তি প্রচার করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন যে—“তুমি কল্পকাল সর্বদা গানতৎপর গন্ধর্ব্ব হইয়া থাক।” গর্গ-মথু-২১। (৯৭) ব্রহ্মার আদেশেই আনর্ভাধিপতি রৈবত, স্বীয় কন্যা রেবতীকে বলদেবকরে সমর্পণ করেন। গর্গ-দ্বার-৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৯৮) কৈলাস শৈলের উত্তর ভূভাগে কুবের যে যজ্ঞ করেন, ব্রহ্মা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-দ্বার-১০। (৯৯) ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্বরাজ পুরাবাসুর পুত্রগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাবাসু দেখ। (১০০) ব্রহ্মার বরে চাক্ষুষ মনুর কন্যা জ্যোতিষ্মতী আনর্ভ-রাজ রৈবতের কন্যারূপে জন্মলাভ করিয়া, বলদেবের পত্নী হন। গর্গ-বল-৩, ৪। (১০১) লোক সকল নিঃশেষ হইলে, ব্রহ্মার আদেশে, কেশব বাজি-রূপে বেদ সকল আহরণ করেন। তৎপরে অমুরেরা নিখিল শাস্ত্র অপ-হরণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলে, কল্পারম্ভে কেশব এই সকল শাস্ত্র আহরণ করেন।

পরে তিনি সেই সলিলের মধ্যে থাকি-য়াই উক্ত নিখিল শাস্ত্র, ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেন। চতুর্যুগ তাহা গুনিয়া পরে মুনিগণের নিকট বর্ণনা করেন। পদ্ম-স্ব-১। (১০২) দিব্য দ্বাদশ, সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয়। এইরূপ এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটা দিন। ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দশ মনুর আ-র্ভাব হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোক সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায় এবং জগৎ একাধিকার ধারণ করে। তখন ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া, অনন্তনাগশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত দিবা পরিমাণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরে আবার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ দিবারাত্র দ্বারা তাঁহার বর্ষ নিরূপিত হয়। সেই মহাত্মার আয়ু শতবর্ষ। তাঁহার আয়ু-কালের দ্বিতীয় পরাধ্বের প্রথম বরাহ কল্পে অনাদি প্রভু ব্রহ্মা নিশান্তে সত্ত্বগুণের উদ্বেকবশতঃ, স্মৃষ্টোচিত হইয়া জগৎ শূন্যাকার দর্শন করিলেন। এবং জলপ্লাবনে পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্না রহিয়াছে বুঝিয়া, বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, রসাতল হইতে ধরার উদ্ধার সাধন করেন। বিষ্ণু-১ম-২। পদ্ম-স্ব-৩। [এই অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণ পূর্ব্ব-উল্লিখিত ৬০ অংশের স্তায়]। (১০৩) পুষ্কর দ্বীপে একটা বটবৃক্ষ আছে।

সুরাস্বরগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া ব্রহ্মা তথায় বাস করেন । বিষ্ণু-২য়-৪ । (১০৪) মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক রাত্রি । মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিব্যরাত্রি হয় এবং চতুর্বিধ যুগের আট হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিব্যরাত্রি হয় । সত্য যুগের ব্রহ্মা দ্বুত সমূহের সৃজন করেন এবং অস্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন । বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-১ । (১০৫) মনুষ্যগণের দ্বাদশ-মাসিক এক বৎসরে, দেবলোকের এক দিব্যরাত্রি হয় এবং এইরূপ তিনশত ষাট দিব্যরাত্রিতে দেবগণের এক বৎসর হয় । সেই পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে, মনুষ্যগণের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ চারি যুগসহস্রে, ব্রহ্মার এক দিন হয় । ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলা যায় । বিষ্ণু ৬ষ্ঠ-৩ । (১০৬) ভগবান্ পিতামহ আবির্ভূত হইয়া, চরাচর ও বিবিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি করেন । পরে পুনরায় সৃষ্টির জন্ত চিন্তা করিলে, এক মনোরম কন্টার উৎপত্তি হইল । ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া মৈথুন্য আস্থান করেন । সেই মহাপাপের ফলে বিধাতার মন্তক বিশীর্ণ হইল । তিনি শীর্ণশিরা হইয়া, বিশ্ববিখ্যাত সান্নিহতী তীর্থে গমন করিলেন । তথায় ভগবান্ নীললোহিতের আরাধনা করিয়া, চতুর্নুখ হন বাম-৪২ । (১০৭) দম, দান ও

অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব । যিনি শীলরূপরাশি গ্রহণপূর্বক, ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমনভয় পরিহারপূর্বক, অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন । মহাভা-স্ক্রী-৭ । (১০৮) ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন । মহাভা-শান্তি-৩৫ । (১০৯) পূর্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে, প্রজা সকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে, আরম্ভ করিয়াছিল । ঐ সময়ে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া, এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবী, উগ্রস্বভাব, পরদার-ভিনয়ী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব । প্রজাগণ সকল-বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্ধারণপূর্বক, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে নিতান্ত হুঃখিত চিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন —“ভগবন্! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি । অতএব আপনি আমাদিগকে একজন রাজা প্রদান করুন । আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব ও তিনিও আমাদিগকে প্রতীপালন করিবেন ।” পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া, মনুকে

তাহাদের আধিপত্যে নিয়োগ করিলেন । মহাভা-শাস্তি ৬৭ । (১১০) ব্রহ্মা স্বীয় দেহ হইতে চতুর্ভুজের সৃষ্টি করিয়া, এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, নিয়মিত দণ্ড-বিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনদান দ্বারা তিন বর্ণের ভরণ-পোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্যা করিবেন । লোক পালনার্থ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র-শস্ত্র ও বাহুবল, প্রদান করিয়াছেন । মহাভা-শাস্তি-৭২, ৭৪ । (১১১) পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া, কুত্রাপি আপনার মনোমত পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না । তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ-ধারণ করিলেন । ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল । পরে সহস্রবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, তিনি ক্ষুণ্ণ পরিত্যাগ করিলেন । ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া, হস্তে পতিত হইল । ঐ গর্ভসমূহ প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদানপূর্বক, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দণ্ড অচিরেই অন্তর্হিত হইল এবং প্রজাগণ সকলে উচ্ছ্বল হইয়া উঠিল । জগতে সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইল ।

তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া, দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, “বাহাতে প্রজাগণের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ।” তখন মহাদেব বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন । মহাভা-শাস্তি-১২২ । (১১২) সমুদয় স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদসম্মত ধর্ম উৎপাদন করিলেন । তখন দেবতা আদিত্য, বসু ঋদ্ধ, সাধ্য, সিন্ধু ও মনুদগণ, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ও অশ্রাব্য বহু ঋষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সম-ভিব্যাহারে, ঐ ধর্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অধার্মিক দানবগণ, তাঁহার শাসন অতিক্রম করিয়া, অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং “আমাদিগের সহিত কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই” এই স্পর্দ্ধা করিয়া, প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল । তখন পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিগণ সমভিব্যাহারে, হিমাশ্রমের অত্যাচল শৃঙ্গে গমন করিয়া, প্রজাগণের হিতসাধনার্থ, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । সহস্রবর্ষ অতীত হইলে, তিনি বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইবার ক্ষণকাল পরে, ব্রহ্মাণি হইতে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর দৃঢ়

পুরুষ সমুখিত হইল । ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল ; সাগর ক্ষোভিত হইল ; উদ্ধাপাত হইতে লাগিল এবং আরও নানারূপ প্রকৃতি-বিপর্যয় উপস্থিত হইল । তখন ব্রহ্মা সমাগত পিতৃলোক ও গন্ধর্ব-গণকে কহিলেন,—“আমি দানবগণের বিনাশ ও লোক রক্ষার নিমিত্ত, অসিনামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি ।” পদ্মধোনী এই কথা বলিবামাত্র, সেই পুরুষ স্বীয় পূর্বরূপ পরিত্যাগপূর্বক, তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ছায়া শোভা পাইতে লাগিল । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অধর্ম-নিবারণ অসি মহাদেবকে প্রদান করিলেন । মহাভা-শাস্তি-১৬৬ । (১১৩) মহান্ নামে এক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা আছেন । তিনি এক তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন । সেই পদ্ম হইতে বেদের নিদান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল । ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র, ‘সোহং’ এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন । তাহাতে তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দিষ্ট করা হয় । আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল । পরন্তু সকল তাঁহার অস্তি ; মেদিনী মেঘ ও মাংস ; সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির ; আকাশ উদয় ; সমীরণ নিঃশ্বাস ; তেজঃ অগ্নি ; স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে

পরিণত হইল । তাঁহার মস্তক আকাশ-মণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদয় দিম্বাণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল । মহাভা-শাস্তি-১৮২ । (১১৪) ভগবান্ ব্রহ্মা স্মেরুতে অবস্থান করিয়া, মানসিক কল্পনা প্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি উহাদের রক্ষণার্থ প্রথমে সলিলের সৃষ্টি করেন । মহাভা-শাস্তি-১৮৩ । (১১৫) ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার তেজঃ হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া, স্বর্গলোভের উপায়-স্বরূপ সত্য, ধর্ম, তপস্রা, স্বাশ্রিত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন । অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন । তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজঃ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন । মহাভা-শাস্তি-১৮৮ । (১১৬) ভগবান্ নারায়ণ চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে সর্বভূতের অধ্যক্ষ করিলেন । মহাভা-শাস্তি-২০৭ । (১১৭) পূর্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বদ্ধিত হইতে-ছিল দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইয়া-ছিলেন । ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া, যেন উচ্চাসবিহীন ও উচ্ছ্বল হইয়া-

ছিল। তদ্বর্ণনে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা
কিরূপে প্রজা সংহার করিবেন,
তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু
সংসার মধ্যে সংহারের কোনও উপায়
দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার
ইন্দ্রিয়-ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনি-
র্গত হইল। সর্বলোক পিতামহ সেই
ক্রোধানল দ্বারা দশদিক দগ্ধ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে সমুদয় পৃথিবী
স্বৰ্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ
করিলে, মহাদেব প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী
হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং
পিতামহকে বলিলেন,—“এই সমুদয়
প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে
ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে
বিনাশ করিবেন না।” ব্রহ্মা বলিলেন
যে, বসুন্ধরা লোকভারে আক্রান্তা ও
রসাতলে নিমগ্না প্রায় হইয়া প্রজা-
সংহারের নিমিত্ত তাঁহাকে অমুরোধ
করেন। তখন তিনি কিরূপে প্রজা-
গণকে সংহার করিবেন, ইহা চিন্তা
করিতেছিলেন। কিন্তু চিন্তা করিয়াও
বুদ্ধি বলে কিছু অবধারণ করিতে না
পারায়, তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চায়
হইল। সেই ক্রোধ হইতেই প্রজাবর্গ
বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন
মহাদেব বারংবার ব্রহ্মাকে ক্রোধ সং-
বরণ করিয়া, প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে
অমুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা
তখন ক্রুপাণবশ হইয়া, পুনরায় আপ-

নাতে তেজ প্রতिसংহার করিয়া, প্রজা-
বর্গের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করি-
লেন। তিনি যখন ক্রোধ সন্তুত তেজঃ
প্রতिसংহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার
ইন্দ্রিয় সমুদয় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণ-
নয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যভরণ-
বিভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইয়া,
দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিল। অনন্তর
প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্বক,
মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—
“তুমি এই প্রজা সমুদয়কে বিনাশ কর।
আমি রোষাবিষ্ট হইয়া প্রজাদিগের
বিনাশার্থ তোমাকে স্মরণ করিয়াছি।
অতএব তোমাকে আমার নির্দেশানুসারে
কি পণ্ডিত কি মুর্থ সকলকেই নির্বিশেষে
বিনাশ করিতে হইবে।” মৃত্যু এইরূপে
প্রজাপতি-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া, যথাকালে
জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন।
মহাভা-শান্তি-২৫৭। মৃত্যু দেখ।
(১:৮) বৃত্রহত্যাঞ্জনিত পাপে ব্রহ্মহত্যা
ইন্দ্রকে আশ্রয় করে। পরে ইন্দ্রের
প্রার্থনায় ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার অপরাধ বাস-
স্থান বিধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে,
ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইল। পিতামহ ঐ ব্রহ্ম-
হত্যাতে চারি অংশে বিভাগ করিয়া,
অগ্নি, অপ্সরা, সলিল এবং বৃক্ষ, ওষধি
ও তৃণ সমুদয়কে আহ্বানপূর্বক, ব্রহ্ম-
হত্যার এক এক অংশ গ্রহণ করিতে
বলিলেন। তাঁহার। সকলেই উত্তর

করিলেন যে, সময়ক্রমে কিরূপে ঐ ব্রহ্ম-
হত্যার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন,
তাঁহার বিধান করিলেই, তাঁহারা এক
এক অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন।
তখন পিতামহ অগ্নিকে বলিলেন,—“যে
ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া,
তমোগুণ প্রভাবে বীজ ওষধি ও রস
লইয়া, তোমাতে আত্মতা প্রদান না
করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে
আশ্রয় করিবে।” অমরাগণকে বলি-
লেন,—“যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রী গমন
করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকে আশ্রয়
করিবে।” সলিলকে বলিলেন,—“যে
ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া
তোমার উপর মূত্র বা পুরাষ নিষ্ক্ষেপ
করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে
আশ্রয় করিবে।” এবং বৃক্ষ, ওষধি ও
তৃণ সমুদয়কে বলিলেন,—“পরীক্ষাল
উপস্থিত হইলে, যদি কেহ নোহক্রমে
তোমাদিগকে ছেদন করে, তবে এই
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহাকে আশ্রয় করিবে
মহাভা-শাস্তি-২৮২। (১১৯) একবার
প্রজাপতি ব্রহ্মা হংসমূর্তি ধারণপূর্বক,
ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে,
সাধ্যগণের সমাপে উপস্থিত হইলেন।
সাধ্যগণ তাঁহাকে, ইহলোকে কোন্
কার্য্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কি কার্য্যের
অমুষ্ঠান করিলে সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত
হওয়া যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং
হংসরূপী ব্রহ্মাও তাহা সবিস্তার ব্যাখ্যা

করেন। মহাভা-শাস্তি-৩০০। (১২০)
পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন একবিংশতি
প্রজাপতিগণের মধ্যে ব্রহ্মা একজন।
মহাভা শাস্তি-৩০৫। (১২১) যজ্ঞরূপী
নারায়ণই ব্রহ্মার সৃষ্টিকারী। সৃষ্ট
হইয়া প্রজাপতি যজ্ঞামুষ্ঠানপূর্বক
নারায়ণের আরাধনা করেন। তাহাতে
প্রীত হইয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে বর দেন।
নারায়ণের আদি মূর্তি বাসুদেব হইতে
অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রহ্লাদ,
তাঁহা হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে
ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে চরাচর
বিশ্ব সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-শাস্তি-
৩৪০। (১২২) পরমাত্মা হইতে অব্যক্ত
প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রি-
লোক সৃষ্টি করিবার জন্ত অনিরুদ্ধ,
এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন
হন। তাঁহা হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু,
আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত
উৎপন্ন হইয়াছে। মরীচি আদি আট
মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত
হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারাই
বিশ্ব স-সারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্তা।
লোক পিতামহ লোক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত
সাক্ষ বেদ সাক্ষ যজ্ঞের সৃষ্টি করেন।
পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে, মহারুদ্র
জন্মলাভ করেন এবং এই মহারুদ্রই
অস্ত্র আরও দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন।
এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার
অংশ স্বরূপ। মহাভা-শাস্তি-৩৪১।

(১২৩) প্রকৃতি-সমুত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া তাঁহার লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজাসৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (১২৪) ব্রহ্মা প্রথমবার দেবদেব নারায়ণের মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষুঃ হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ষষ্ঠবার অণু হইতে এবং সপ্তমবার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হন। বেদ তাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ। মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় এই বেদ অপহরণ করাতে পিতা ব্রহ্মা অন্ধপ্রায় হইয়া দেবদেব নারায়ণের স্তব করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৮, ৩৪৯। কৈটভ দেখ। (১২৫) ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব। তিনি পাণ্ডপত ধর্ম্মের প্রণেতা। মহাভা-শান্তি-৩৫১। (১২৬) দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা তাঁহাকে গো-দানের ফলাফল ও গো-মহিমা কীর্তন করেন। মহাভা-অম্ব-৭২, ৭৪, ৮৫। (১২৭) ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন এবং পিতৃগণের সহিত বিশ্বদেবগণ যে একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা যে উৎপন্ন পিতৃ-

দেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চনা করিলে, শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। মহাভা-অম্ব-৯১। (১২৮) পিতামহ ব্রহ্মা পরম্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর, এই সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের সকলের বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা এই সুরভীর বংশের মুখ বিনির্গত ক্ষেন মহাদেবের শরীরে পতিত হয়। তাহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গো-সমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাহাতেই গো-সমুদয় শঙ্করের ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সাঙ্ঘনা প্রদানপূর্বক তাঁহার বাহনের নিমিত্ত এক বৃষভ প্রদান করেন। তদবধি শিব অন্ত্র বাহন পরিত্যাগ করিয়া বৃষেই আরোহণ করিয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-১৪১। (১২৯) সর্ব-দেব-পূজিত বাসুদেবের উদর হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-১৪৭। (১৩০) বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পন্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মের একটি দলে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়া, গাঢ়তম অসৌম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৫৮। (১৩১) দেবগণের প্রার্থনায় একবার মহাদেব অসুরধ্বংস করেন। সেই

ব্যাপারে ব্রহ্মা মহাদেবের রথের সারথি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬০। (১৩২) পূর্বে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু ব্রহ্মার নিকট বাইয়া জিজ্ঞাসা করে, “আমাদের মধ্যে কোন জন শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা বলিয়া দিন। আপনি বাঁহাকে প্রধান বলিবেন আমরা তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মাত্ত করিব।” তত্বতরে ব্রহ্মা বলিলেন,— “তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় প্রাপ্ত হইলেই, অস্ত চারি জন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চারিত হইলেই, অস্ত চারিজন সঞ্চার করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান।” মহাভা-আশ্ব-২৩। (১৩৩) দক্ষ, ভর-দ্বাজ, গৌতম, বৃহস্পতি ঐভূতি মহাবিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতামহ, কিরূপে সংকর্ষের অমুষ্ঠান করা কর্তব্য, কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কোন পথ আমা-দিগের মঙ্গলজনক, সত্য ও পাপের লক্ষণ কি, মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি, এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে, এই সব বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-আশ্ব-৩৫-৫০। (১৩৪) ব্রহ্মা রজোগুণাশ্রয়। নিজের সৃষ্টিই তাঁহার উপজীবিকা। পদ্ম-স্ব-১৩। (১৩৫) পূর্বে পৈকর করে ব্রহ্মা কোকাসুখ তীর্থে এক যজ্ঞ করেন।

সেই যজ্ঞে দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলেও, সাবিদ্রী উপস্থিত হইলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রকে আর একটা পত্নী আনিতে বলেন। ইন্দ্র এক আভীরকন্তা আনিয়া উপস্থিত করেন। ব্রহ্মা তাহাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করিয়া, যজ্ঞ সমাপন করেন। পদ্ম-স্ব-১৬, ১৭, ৩৪। গায়ত্রী দেখ। (১৩৬) ব্রহ্মা বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। (ক) পদ্মপুরাণ মতে—পুষ্করে—সুরশ্রেষ্ঠ, গয়ায়—চতুর্শূখ, কাশ্মীরে—দেবগর্ভ, ভৃগুকক্ষে—পিতামহ, কাবেরীতে—সৃষ্টিকর্তা, নন্দিপুত্রে—বৃহস্পতি, প্রভাসে—পদ্মজন্মা, বান-রীতে—সুরপ্রিয়, দ্বারবতীতে—ঋত্থেদী, বৈদিশে—ভুবনাধিপ, পোণ্ড্রকে—পুণ্ডরীকাক্ষ, হস্তিনাপুরে—পিঙ্গাক্ষ, জয়ন্তীতে—বিজয়, পুষ্করাবতে—জয়ন্ত, উগ্র—পদ্মহস্ত, তমোনদীতে—তমোমুখ, অহিচ্ছত্রে—জ্ঞানানন্দী, কাঞ্চীপুরীতে—জনপ্রিয়, পাটলিপুত্রে—ব্রহ্মা, ঋষিকুণ্ডে—মুনি, মহিতারে—মুকুন্দ, শ্রীনিবাসিতে—শ্রীকৃষ্ণ, কাম-রূপে—শুভাকার, বারানসীতে—শিব-প্রিয়, মল্লিকাক্ষে—বিষ্ণু, মহেন্দ্রে—ভার্গব, গোনর্দে—স্ববিরাকার, উজ্জয়িনীতে—পিতামহ, কোশাষিতে—মহাবোধি, অযোধ্যায়—রাঘব, চিত্র-কুটে—মুনীন্দ্র, বিদ্যাপর্বতে—বারাহ, গঙ্গাধারে—পরমেষ্টী, হিমালয়ে—শঙ্কর,

দেবীকায়—ঐচ্ছিক, চতুর্ভুজ—ঐচ্ছিক, বৃন্দাবনে—পদ্মপানি, নৈমিষে—কুশ-
হস্ত, গোপক্ষে—গোপীজ, যমুনাতটে—
চন্দ্র, ভাগীরথীতে—পদ্মভট্ট, জলন্ধরে—
জলানন্দ, কোঙ্কণে—মদ্রাক্ষ, কাম্পিল্যে—
কনকপ্রিয়, বেঙ্কটে—অন্নদাতা, ক্রতুস্থলে—শঙ্খ, লঙ্কায়—পুলস্ত্য,
কাম্মীরে—হংসবাহন, অর্কুদপ্রদেশে—
বশিষ্ঠ, উৎপলাবতে—নারদ, মেলকে—
ঐতিদাতা, প্রপাতে—বাদপতি, যজ্ঞে—
সামবেদ, মধুরে—মধুরপ্রিয়, অঙ্কোটে—
যজ্ঞভক্তা, ব্রহ্মবাদে—সুরপ্রিয়, গোমন্তে—
নারায়ণ, মায়াপুরীতে—বিজপ্রিয়, ঋষিবেদে—হর্যাদর্ষ, রেবায়—সুরমর্দন,
বিজয়ায়—মহারূপ, রাষ্ট্রবর্ধনে—স্বরূপ,
মালবীতে—পৃথুদর, শাকন্তরীতে—
রসপ্রিয়, পিণ্ডারকে—গোপাল, শঙ্খো-
দ্ধারে—অঙ্গবর্ধন, কাদম্বকে—প্রজা-
ধ্যক্ষ, সমস্থলে—দেবাধ্যক্ষ, ভদ্রপীঠে—
গঙ্গাধর, অর্কুদাচলে—জলশায়ী ত্র্যম্বকে—
ত্রিপুরাধীশ, ত্রীপর্বতে—ত্রিলোচন, পদ্মপুরে—মহাদেব, কাপালে—বৈধস,
শৃঙ্গবের পুরে—শোরি, নৈমিষে—চক্র-
পাণিক, দম্পুরীতে—বিরূপাক্ষ, ধৃত-
পাপকে—গৌতম, মাল্যাবানে—হংস-
নাথ, বলিকে—দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে—
দেবনাথ, হ্যাতপায়—পুরন্দর, লঙ্কায়—
হংসবাহু, চণ্ডায়—গরুড়প্রিয়, মহোদরে—
মহাযজ্ঞ, বজ্রকেতনে—সুযজ্ঞ, সিদ্ধি-
স্বরে—পদ্মবর্ণ, বিভায়—পদ্মবোধনঃ,

দেবদায় বনে—লিঙ্গ, মহাপদ্মিতে—
বিনায়ক, মাতৃকাস্থানে—ত্র্যম্বক, অল-
কায়—কুলাধিপ, ত্রিকূটে—গোনর্দ, পা-
তালে—বাসুকী, কেদারে—পদ্মা-
ধ্যক্ষ, কুম্বাণ্ডে—সুরতপ্রিয়, কুণ্ডবাণীতে—
শুভাঙ্গ, সারগীতে—তক্ষক, অঙ্কোটে—
পাপহা, অধিকায়—সুদর্শন, বরদায়—
মহাবীর, কান্তারে—হর্গনাশন, পর্ণাটে—
অনন্ত, প্রকাশায়—দিবাকর, বিরা-
জায়—পদ্মানাভ, বৃকস্থলে—স্বরূদ্র,
বটকে—মার্ত্তণ্ড, বাহিনীতে—সুগকেতন,
পদ্মাবতীতে—পদ্মগৃহ, গগনে—পদ্ম-
কেতন। পদ্ম-স্ব ৩৪। (খ) স্বন্দপুরাণ
মতে—গয়ায়—প্রগিতামহ, কান্তকূলে—
বেদগর্ভ, ভৃগুক্ষেত্রে—চতুর্ভুজ,
কোবেরীতে—সৃষ্টিকর্তা, প্রভাসে—
বালরূপী, কাশীতে—সুরপ্রিয়, দ্বারকায়—
চক্রদেব, হস্তিনাপুরে—পীতাক্ষ, পুরুষোত্তমে—জয়ন্ত, বাড়ে—পদ্মহস্ত,
তমোলিপ্তে—তমোমুদঃ, আহিছত্রীতে—
জনানন্দ, কর্ণাটপুরে—ব্রহ্মা, ত্রীকর্ণে—
ত্রীনিবাস, কামরূপে—শুভকর, উচ্ছি-
য়ানে—দেবকর্তা, জালন্ধরে—শ্রুটি,
মল্লিকাস্থানে—বিষ্ণু, স্থবিরাকারে—
গোনর্দ, কোশাধীতে—মহাদেব, চিত্র-
কূটে—বিরিক্টি, গঙ্গাধারে—সুরশ্রেষ্ঠ,
হিমালয়ে—পিতামহ, দেহিকায়—
ঐচ্ছিক, অর্কুদে—পদ্মহস্ত, বৃন্দাবনে—
পদ্মনেত্র, গোপক্ষেত্রে—গোবিন্দ, যমুনাতটে—সুরেন্দ্র, জনস্থলে—জনা-

নন্দ, কহণে—মধবক্ষ, কাম্পিল্যে—
কনকপ্রভ, খেটকে—অন্নদাতা, উৎ-
পলাচলে—নারদ মেধকে—ঋতিদাতা,
প্রয়াগে—যজুঃপতি শিবলিঙ্গে—সাম-
বেদ, মরুটে—মধুপ্রিয়, বিদভায়
দ্বিজপ্রিয়, অঙ্কুলকে—ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্ম-
বাহে—সুতপ্রিয়, ইন্দ্রপ্রস্থে—হুরাধর্ষ
চম্পায়—সুরমর্দন, বিরজায়—মহারূপ,
রাষ্ট্রবর্ধনে—সুরূপ, কদম্বকে—জলা-
ধ্যক্ষ, রুদ্রপীঠে—গন্ধাধর, সুপীঠে—
জলদ, ত্রাশ্বকে—ত্রিপুরারি, প্লক্ষপু্রে -
মহাদেব, কপালে বেধনাশন, নিমিষে
—চক্রধারক, নন্দিপু্রে—বিরূপাক্ষ,
প্লক্ষপাদপে—গৌতম, হস্তিনাতে—
মাল্যবান, বাচিকে—দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্র-
পুরীতে—দিবানাথ, ভূতিকায়ে—পুর-
ন্দর, চন্দ্রায়—হংসবাহু, চম্পায়—গুরুড-
প্রিয়, মহোদয়ে—মহাধ্যক্ষ, পুতকবনে—
সুষজ্জ, সিন্ধেশ্বরে—গুরুবর্ণ, বিভায়—
পদ্মবোধক, উদকে—উমাপতি, মাতৃ-
স্থানে—বিনায়ক, অলকায়—ধনাধিপ,
ত্রিকুটে—গোবিন্দ, কোবিদারে—যুগা-
ধ্যক্ষ, স্ত্রীরাজ্যে—সুরপ্রিয়, পূর্ণগিরিতে
—সুভগ, শাল্লীতে—তক্ষক, অমরে
—পাপহা, নরবাণীতে—মহাবীর,
গগনে—যুগলাঙ্গন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
১০৭ । উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও
আরও এইরূপ কতিপয় নাম আছে,
যেগুলি পদ্মপুরাণের তালিকাতেও
পাওয়া যায় । সেগুলি এই দ্বিতীয়

তালিকায় দেওয়া হয় নাই । (১৩৭)
পূর্বকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে একটা
বিশাল তেজোময় কূট আবির্ভূত
হইয়াছিল । ঐ কূট বেদ, অগ্নি, গো,
দ্বিজ এই চারি ভাগে বিভক্ত হয় । ঐ
তেজোময় কূট হইতে প্রথমে বেদ, পরে
বহি, তৎপরে গো ও তৎপশ্চাৎ বিপ্র,
ইহারা পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । পদ্ম-স্ব-৪৮ । (১৩৮)
শন্তনু নামক মুনির পত্নী অমোঘাকে
দেখিয়া ব্রহ্মার বীৰ্য্য স্থান হয় ।
তাহাতেই লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন
হয় । পদ্ম-স্ব-৫৫ । (১৩৯) ব্রহ্মা
কর্তৃক আদিত্যের স্তব । পদ্ম-স্ব-৭৭ ।
(১৪০) প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল
ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল ।
অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অশু
প্রসূত হইল । ঐ অশু জ্যোতির্শ্বয়
ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠ হইলেন । অনন্তর ঐ অশু
ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ
করিলেন । মহাতা-আদি-১ । (১৪১)
একবার ব্রহ্মা স্বয়ং বরুণের বজ্র করিতে-
ছিলেন । সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহাবি
ভূগু সমুৎথিত হন । মহাতা-আদি-৫ ।
(১৪২) ভৃগু মুনি অগ্নিকে “সর্বভূক হও”
বলিয়া শাপ দেন । তখন ব্রহ্মা দেব-
গণের প্রার্থনায় বিধান করেন যে, অগ্নি
সর্বশরীরে সর্বভক্ষ হইবে না । অপান
দেশে অগ্নির যে সব শিখা আছে,
তাহারাই কেবল সর্বভক্ষ হইবে ।

মহাভা-আদি-৭ । পিতামহ ব্রহ্মা কশ্যপ-
প্রজাপতিকে বিবহরি বিদ্যা প্রদান
করেন । মহাভা-আদি-২০ । (১৪৪)
ব্রহ্মা বিধান করেন যে কশ্যপপুত্র অরুণ
সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথির
কার্য্য করিবে । মহাভা-আদি-২৪ ।
(১৪৫) ক্ষুধামান্দ্য রোগ হইতে
আরোগ্য লাভ করিবার জন্ত, ব্রহ্মা
অগ্নিকে খাণ্ডব-বন দহন করিতে অমু-
মতি দেন । মহাভা-আদি-২২৩ । (১৪২)
নাবদ ব্রহ্মার সভার এইরূপ বর্ণনা
করিয়াছেন । ব্রহ্মার সভা ক্ষণে ক্ষণে
নানারূপ ধারণ করে এবং পরিমাণ ও
সংস্থান বিষয়ে কেহই উহার কিছু
অবধারণ করিতে পারেননা । ঐ সভা
অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ ।
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, লোকের ক্ষুৎ-
পিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয় ।
সুস্ত সমূহ দ্বারা ঐ সভা অবলম্বিত নহে,
তথাপি স্বস্থান হইতে তাহা বিচলিত হই-
তেছে না । ব্রাহ্মসিভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র,
সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া
নভোমণ্ডলে শোভাবিস্তার করিতেছে ।
সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগায়-
পরিগ্রহ করিয়া, সেই সভার আসান
থাকেন । দেবগণ, দেবীগণ, গন্ধর্ব্ব,
অঙ্গরা, কিন্নর প্রভৃতিগণ, মূনিগণ,
লোকপালগণ, পিতৃলোকগণ প্রভৃতি
ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া পিতামহের
উপাসনা করিয়া থাকেন" । মহাভা-সভা-

১১ । (১৪৩) জরা নামক রাক্ষসীকে
ব্রহ্মা সৃজন করিয়া, লোক সমুদয়ের
গৃহে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করেন ।
মহাভা-সভা-১৭ । (১৪৪) ব্রহ্মা সর্ব-
কাম সমন্বিত, বীতরাগশোক হিরণ্যপুর
নামক নগর নির্মাণ করিয়া, তাহা প্রভাপ-
শালী কালকেয় দানবগণকে প্রদান করেন ।
মহাভা-বন-২৭৩ । (১৪৫) প্রজাপতি
ব্রহ্মা মৎশরূপ ধারণ করিয়া মহর্ষিগণ
সহ বৈবস্বত মনুকে এক নৌকায়
আরোহণ করাইয়া, প্রলয় হইতে রক্ষা
করেন । অর্থাৎ ব্রহ্মাই মৎশ-অবতার
হন । মহাভা-বন-১৮৬ । (১৪৬) ভগ-
বান্ বিষ্ণু (নারায়ণ) প্রজাসৃষ্টি কবিবার
জন্ত ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার নাভি সরো-
বর হইতে এক পদ্ম সমুখিত হইল ।
সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, সেই নাভি-
পদ্ম সমুদ্ভূত ও উপবিষ্ট হইয়া, এই
নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য দেখিয়া, মন
হইতে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি
করিলেন । অনন্তর তাঁহার স্থাবর
জঙ্গমাশ্বক ভূত সকলকে সৃষ্টি করিতে
লাগিলেন । প্রজাপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্ম-
মূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি, পোক্তবী মূর্ত্তি দ্বারা রক্ষা
ও রোদ্রী ভাবে সকল সংহার করিয়া
থাকেন । মহাভা-বন-২৭০ । (১৪৭)
পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা অমৃত পানে তৃপ্ত
হইয়া যখন তাহার সার উল্লসীর্ণ
করিয়াছিলেন, তখন অনিন্দিতা সুরভী
ধেমু তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন

হন। মহাভা-উদ্ ১০১। (১৪৮) পূর্বকালে সংগ্রাম সময়ে ব্রহ্মা একবার বিষ্ণুর শরীরে, আর একবার ইন্দ্রের শরীরে, দিব্য কবচ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-২৪। (১৪৯) প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজঃ, বৈশ্যে দক্ষতা, ও শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলতা প্রদান করেন। মহাভা সৌপ্তিক-৩। (১৫০) ব্রহ্মা বিশ্বানর নামক ব্রাহ্মণ-তনয়ের জাত-কর্ম্ম সম্পাদন করেন। স্বন্দ-কাশী-পু-১১। বিশ্বানর দেখ। (১৫১) ভগবান্ ব্রহ্মা অক্রুরেশ্বর তীর্থে অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি কুণ্ডলী নামক ক্ষেত্রে এক মন্ত্রও করেন। স্বন্দ-আব-অব-২৬। (১৫২) একবার দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, বিশ্ণু মিত্র ঋষি অনন্তোপায় হইয়া মৃত কুরুব্রের নাংস অগ্নিতে আহুতি দিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন। তাহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া অগ্নির সন্ধানে যান এবং অনেক অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পান। তখন তিনি অগ্নিকে নানারূপে প্রবোধিত করিয়া আবার ধরাতলে ফিরাইয়া আনেন। স্বন্দ-নাগ-২০-২১। (১৫৩) ব্রহ্মার এক

বৎসরে বিষ্ণুর এক দিন। দশ মশক-গণ যেমন মানবগণের নিকট কাঁট, দেব-গণও তেমতি ব্রহ্মার নিকট কাঁট এবং ব্রহ্মাও তদ্রূপ বিষ্ণুর কাঁটস্থানে অবস্থিত। স্বন্দ-নাগ-১২৪। (১৫৪) ব্রহ্মা এই বিধান করিয়াছেন যে, প্রেতস্থ বিমুক্তির জন্য ভাদ্র মাসের চতুর্দশী ত্রিথিতে মানবগণ সপিস্তীকরণের পর-বস্ত্রী একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ করিলে। পিতা যদি প্রেতস্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার তৃপ্তির জন্য, পুত্র ঐ দিন শ্রাদ্ধ করিলে। পিতামহাদি ঐ দিন শ্রাদ্ধার্থ নহেন। যদি নাস্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধ রাক্ষস, ভূত, প্রেত ও দানবদিগের অধিকারভুক্ত হয়। স্বন্দ-নাগ-১২২। (১৫৫) নারদ কতৃক পৃষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে মণিতার চাতুর্মাথ্য ব্রত ফল ও বিষ্ণুপূজা নাট্যাদি কীর্ত্তন করেন। স্বন্দ-নাগ ১৩৩-১৩৯। (১৫৬) ব্রহ্মাই প্রথমে শতকোটি স্রোকে রামায়ণ রচনা করিয়া নারদেব নিকট কীর্ত্তন করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১৫৭) সুর-জ্যেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মায় যে পর্য্যন্ত না প্রগাঢ় ভক্তির উদ্বেক হয়, দুঃখ শোক ভয়াতুর নরগণ ততকালই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। চিন্তা কল্পস্থ কল্পান্তবাসীরা যথায় অবস্থান করেন বালরূপী পিতামহ সেই স্থানেই অবস্থান করেন। তিনি জগৎপ্রভু, লোক

কর্তা, সত্ত্বমূর্তি ও মহামহিম । তিনি অষ্ট-বর্ষীয় বালকরূপে প্রভাস ক্ষেত্রে বিবিধ প্রজ্ঞা সৃষ্টি কামনায়, এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্তা করেন । তৎকালে তাঁহার দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল । পিতামহ যখন প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টবর্ষ । অন্ত্যস্ত সমুদয় তীর্থে তিনি বৃদ্ধরূপী কেবল প্রভাস ক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যতিক্রম । ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তীর্থে যে সকল ব্রহ্মমূর্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আত্ম-হেজ-সম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত । কল্পে কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম হয় । প্রথম কল্পে—স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয় কল্পে—পদ্মভূ, তৃতীয়ে—বিশ্বকর্তা ; চতুর্থে—বালরূপী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহার। তিনি এক, আবার একে তিন । ব্রহ্মাকে পূজা করিলেই বিষ্ণু ও শিব পূজিত হন । তদ্রূপ, বিষ্ণুকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও শিব এবং শিবকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা রজঃ, বিষ্ণু সত্ত্ব এবং শিব তম বলিয়া কীর্তিত । এইরূপে ব্রহ্মা বায়ু, শিব অনল এবং বিষ্ণু সলিল বলিয়া কীর্তিত । শিব দিবা, ব্রহ্মা সন্ধ্যা এবং বিষ্ণু রাত্রি । ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, শিব সামবেদ এবং বিষ্ণু যজুর্বেদ । শিব গ্রীষ্মকাল, ব্রহ্মা বর্ষাকাল এবং বিষ্ণু

শীতকাল । শিব দক্ষিণাঘ্নি, ব্রহ্মা আহবনীয়াঘ্নি এবং বিষ্ণু গার্হপত্যাঘ্নি । শিবলিঙ্গ স্বরূপ, বিষ্ণু ভগ্নস্বরূপ এবং ব্রহ্মা বীজস্বরূপ । সর্বদেহীর নাভি মধ্যে ব্রহ্মা, হৃদয়াভ্যন্তরে বিষ্ণু এবং বজ্র মধ্যে শিব, অবস্থান করেন । ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে এবং শিবকে এইরূপ অভিন্ন অন্তরায়ায় অভিন্নভাবে অবগত হইয়া, মানব পূজা করিবে । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫ । (১৫৮) স্বন্দ-পুরাণের প্রভাসখণ্ডের ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে ব্রহ্মার পূজার বিধান ও ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে । (১৫৯) পূর্বে ভগবান ব্রহ্মা চতুর্কিধ ভূতগ্রাম সৃজন করিতে থাকিলে, এক অদ্রুত রূপাঢ্য নারী উৎপন্ন হন । পিতামহ তাঁহাকে দেখিয়া কামবশীভূত হন । সেই পাপে তাঁহার স্বরূপ পঞ্চম শির তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় । তৎপরে প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতী সলিলে স্নান করিয়া, হুহিত-কামনা-সম্ভব মহৎ পাপ ইহাতে মুক্ত হন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৮ । (১৬০) আকাশ-রাজ-তনয়া পদ্মালয়ার সহিত বিষ্ণুর বিবাহে ব্রহ্মা পৌরহিত্য করেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮ । (১৬১) পিতামহ ব্রহ্মা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বেঙ্কটাচলে যে ধ্বজারোহণ মহোৎসব সম্পন্ন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মোৎসব । নিখিল মানব, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহোজা

সিদ্ধ ও সাধ্যগণ প্রতি বৎসরই ভগ-
বানের এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান
করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৭। (১৬২)
চতুরানন ব্রহ্মা সপ্তষষ্ঠী ও সাবিজীসহ
মহাপাতকরাশি-বিনাশন বেঙ্কটাচালের
মন্তকে দিবানিশি বাস করেন। স্বন্দ-
বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। (১৬৩) নহর্ষি অগস্ত্যের
প্রার্থনায় ব্রহ্মা এক নদী-বিহীন দেশে
আকাশ গঙ্গাকে এক অংশে প্রবাহিত
করান। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩২ (১৬৪)
ব্রহ্মা দিক্‌পালদের অন্যতম। স্বন্দ-
বিষ্ণু-পুরু-৩। (১৬৫) মধু ও কৈটভ
অসুরদ্বয় ব্রহ্মার মুখকমল হইতে বেদ-
নিবহ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। বেদ
অপহৃত হইলে, পিতামহ শয়ন হইতে
উত্থান করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন, কিন্তু বেদবিহীন হওয়ায় লুপ্ত-
স্মৃতি ব্রহ্মা, প্রজাসৃজনে সমর্থ হইলেন
না। তখন তিনি বদরিকাশ্রমে গমন
করিয়া সনাতন হরির স্তব করিতে
লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার স্তবে কুণ্ড
হইতে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত
হইলেন এবং তিনি অসুরদ্বয়কে বিনাশ
করিয়া বেদ আহরণপূর্বক ব্রহ্মাকে
প্রদান করিলেন। কিন্তু বেদ সমুদয়
বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া আর ব্রহ্মার
সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিল না।
বেদ-বিহীন হইয়া, ব্রহ্মা বিকল হইয়া
পড়িলেন। অনন্তর ব্রহ্মাকে বিকল
দেখিয়া তত্রত্য সিদ্ধগণ যথাবিধি স্তুতি

বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—“ভগবান্
হরিই আমাদিগকে ব্রহ্মার সান্নিধ্য
বাসের আদেশ দিয়াছেন। স্তবত্রয়
বেদের দুইটি মূর্তি কল্পিত হউক।
দ্রবময়ী প্রথম মূর্তি এই স্থানে অবস্থিত
থাকুক এবং দ্বিতীয় মূর্তি ব্রহ্মার
সহিত ব্রহ্মালোকে গমন করুক।”
অনন্তর বেদ নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া
অর্দ্ধ ভাগ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মালোকে
গমন করিল। অনন্তর বেদযুক্ত হইয়া
চতুরানন ব্রহ্মা ত্রিলোক সৃজন
করিলেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বদ-৬। (১৬৬)
নারদের প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ব্রহ্মা
বলেন—মাস সকলের মধ্যে কার্তিক,
দেবগণের মধ্যে মধুসূদন এবং তীর্থ
সমূহের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থ
সর্বশ্রেষ্ঠ। এতদ্বিল্ল ব্রহ্মা নারদকে
কার্তিক মাস মাহাত্ম্যও বর্ণন করেন।
স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্তিক-১। (.৬৭) মায়ী-
পুরুষরূপী কৃষ্ণ বধন দৃষ্টি নিক্ষেপ
করেন, তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
সমুদ্ভূত হন। কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে
ব্রহ্মাকে রজগুণাশ্রিত দেখিয়া, সৃষ্টি-
কার্যে নিয়োগ করেন। এতদ্বিল্ল
তিনি পিতামহকে শ্রীমদ্ভাগবত
উপদেশ করেন এবং বলেন,—“তুমি
এই ভাগবত সেবা কর। ইহার ফলে
তোমার আত্মসিদ্ধি হইবে।” তদবধি
ব্রহ্মা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় অহর্নিশ
ভাগবত সেবা করিতে লাগিলেন।

স্বন্দ-বিষ্ণু-শ্রীভাগ-৩। (১৬৮) অদিতির গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে, অত্যাচার দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার নামকরণ করেন। পদ্ম-ভূমি-৫। (১৭৭) বেণনন্দন পৃথুকে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর রূপে অভিষিক্ত করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ক্রমশঃ রাজ্য সকলের বিষয় বিচার করিয়া যে রাজ্য, বাহার যোগ্য, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন। তিনি বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ, গ্রহ, নক্ষত্র ও তপশ্চা রাজ্যে সোমদেবকে, ধর্ম, ধর্মবজ্র, পুণ্য, পুণ্য তেজ, জল, তীর্থসমূহ ও সর্ব-রত্নের আধিপত্যে বরুণকে ; সমস্ত যক্ষরাজ্যে বৈশ্রবণকে ; আদিত্যগণের আধিপত্যে মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুকে ; জন-সমূহের হিতের জন্য সমস্ত পুণ্যরাজ্যে প্রজাপতি দক্ষকে, সমগ্র দৈত্যদানব রাজ্যে সর্বধর্মজ্ঞ শক্তিমান প্রহ্লাদকে ; সমগ্র পৈতৃরাজ্যে বৈবস্বত যমকে ; সমস্ত যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, উরগ, যোগিনী, মহাত্মা বেতাল, ককাল, কুস্মাণ্ড এবং সমস্ত পার্থীর রাজ্যে শূলপানি গিরিশকে ; সমস্ত পর্বত রাজ্যে হিমালয়কে ; সমস্ত নদী, তড়াগ, বাপী, কুস্ত, কুপরাজ্যে সর্বতীর্থময় সাগরকে ; গন্ধর্বগণের পুণ্য রাজ্যে চিত্ররথকে ; নাগগণের আধিপত্যে বাসুকীকে ; সর্প রাজ্যে তক্ষকে ; সমগ্র বারণ রাজ্যে ঐরাবতকে ; অশ্ব-রাজ্যে উচ্চৈশ্রবাকে ; সমস্ত পক্ষি-

রাজ্যে পরুড়কে ; মৃগ রাজ্যে সিংহকে ; গোযুগ্ধ মধ্যে গো-বৃষকে ; বনম্পতি রাজ্যে প্লক্ষ-বৃক্ষকে ; অভিষিক্ত ও রাজ-রূপে স্থাপিত করিলেন। অতঃপর তিনি দিক্‌পালদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি বৈরাজ-পুত্র সুধমাকে পূর্বদিকের ; কর্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদকে দক্ষিণদিকের ; প্রজাপতি বরুণের পুত্র পুঙ্করকে পশ্চিম দিকের এবং নল কুবেরকে উত্তর দিকের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করেন। পদ্ম-ভূমি-২৭। (১৬৯) ব্রহ্মা একবার বিষ্ণুর সমীপে কুট বাক্য বলেন। তজ্জন্য পূজ্যতম হইলেও দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩৪। (১৭০) ব্রহ্মা অবাক্ত হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহা-হইতে প্রজাপতি অত্রি জন্মেন। পদ্ম-ভূমি-৩৫। (১৭১) অত্রি-পত্নী অননুয়া স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৫৫। (১৭২) ব্রহ্মসর তীর্থে পিতামহ এক শ্রেষ্ঠ যুগ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ঐ যুগ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় বজ্রের ফল পাওয়া যায়। পদ্ম-স্বর্গ-১৯। (১৭৩) ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (১৭৪) বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সনাতন গুণত্রয়ের আধার ত্রিলোচন সদাশিব ছিলেন।

তঁাহার সৃষ্টি করণের ইচ্ছা জন্মিলে, বেদত্রয়রূপ সেই আত্মস্থ গুণত্রয়কে দেখিতে পাইয়া, উহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া পরে প্রত্যেককে আবার পরস্পর পৃথক করিয়া স্বীয় অঙ্গত্রয়ে স্থাপন করিলেন । এই ভাবে বিভূ সদাশিব দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাঙ্গ হইতে হরি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে মহেশ্বর, এই তিন পুত্রের সৃষ্টি করিলেন । অতঃপর সদাশিব পুত্রত্রয়ের এক এক জনকে একটি গুণের ভজনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিলেন । কিন্তু তিনি ঐ গুণ ধারণ করিতে সমর্থ হওয়া ত দূরের কথা । উহা পরিচালনে সমর্থ হইলেন না । সুতরাং ব্রহ্মা উহা ত্যাগ করিয়া রজোগুণ ধারণ করিলেন । তাহারও পরিচালনে অসমর্থ হইয়া তমোগুণ ধারণ করিলেন কিন্তু উহারও পরিচালনে সমর্থ না হইয়া পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । পদ্ম-পাতা-৬৬ । (১৭৫) দশরথের পুত্র-চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের ঐ নামকরণ-ক্রিয়া-সম্পাদন করেন । পাতা-৭১ । (১৭৬) পরমাত্মা পরম-পুরুষ পরমেশ্বর (বাসুদেব) হইতে ষষ্ঠাক্রমে আত্মা, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি উৎপন্ন হয় । তৎপরে এক হিরণ্ময় অণু সমুৎপন্ন হইল । সেই অণুর মধ্যে প্রভু জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত স্বয়ং শরীর গ্রহণ

করিলেন । অনন্তর প্রভু, চতুশ্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রোত্ভূত হইয়া, রজোগুণ আশ্রয় পূর্বক, এই চরাচর-বিশ্ব-সৃষ্টি করিলেন । সেই অন্তর্গত দেবাসুর মানব সম্মত সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইল । সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা রণাতল হইতে জল-মগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপ ধারণপূর্বক দশদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন । প্রজাপতি যৎকালে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় দেব নমুশ্চ, তিৰ্য্যাগযোনী ও স্থাবর এই চতুর্দিশ প্রজা সমুৎপন্ন হইল । পরে ব্রহ্মা অস্তো নামক দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ এই চারি প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃ সন্ধান করিলেন । অনন্তর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব সংস্কার বশে তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিল । তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহার জঘনদেশ হইতে অসুরগণ সমুৎপন্ন হইল । তৎপরে তিনি তমোমগ্নভাবে রাত্তিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অতঃপর পিতামহ অন্তর্ভাব আশ্রয় পূর্বক প্রীতিমান হইয়া অগ্নি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখ হইতে সঙ্কণ্ঠাধিত দেবগণের উৎপত্তি হইল । তখন তিনি সঙ্কণ্ঠায় অর্গাৎ প্রকাশ্যক ভাব পরিত্যাগ করিলে, তাহা দিবসরূপে পরিণত হইল । এই কারণে অসুরগণ রাত্তিকালে ও দেবগণ

দিবাতে প্রবল হইয়া থাকেন । অনন্তর ব্রহ্মা সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল । পরে তিনি সত্ত্বভাব পরিত্যাগ করিলে, ঐ পরিত্যক্ত সত্ত্ব-ভাব দিবা ও রাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল । অনন্তর প্রজাপতি রজোগুণ আশ্রয় করিলে, রজোগুণোদ্ধত মনুষ্যসৃষ্টি হইল । তখন তিনি রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিলেন । ঐ রাজসিক ভাব পূর্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল । এই জ্যোৎস্না, দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা প্রভু ব্রহ্মার শরীরস্থ গুণের পরিণাম । পরে ব্রহ্মা অস্তান্ত রজোগুণ আশ্রয় করিলেন । তাহাতেই ক্ষুধা ও ক্রোধের উৎপত্তি হইল । তার পর ভগবান্ সূর্য্যাত্মক বায়ুসাদি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন । তৎপরে যক্ষগণ উৎপন্ন হইল । ব্রহ্মার কেশ-সর্পণ হইতে সর্পগণ জন্মলাভ করিল । তাঁহার ক্রোধ হইতে ভূত, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল । এই সকল প্রাণী গানপ্রিয় এই নিমিত্ত ইহাদিগকে গন্ধর্ব্ব বলা যায় । তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে মেঘ ; মুখ হইতে ছাগ ; উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো ; পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তু সৃষ্টি হইল এবং তাঁহার রোম হইতে ফলমূল, ওষধি সকল জন্মিল । প্রজাপতি পূর্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে ঋগাদি

বেদ সমুদয় উৎপন্ন হয় এবং মুখ, বাহু, উরুদ্বয় ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মলাভ করে । তৎপরে পিতামহ ব্রাহ্মণদিগের জন্ত ব্রাহ্মলোক, ক্ষত্রিয়দিগের জন্ত ঐন্দ্রলোক, বৈশ্যদিগের নিমিত্ত বায়ু লোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব লোক সৃষ্টি করিলেন । তদ্বিত্ত তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থ ব্রহ্মলোক, স্বধর্ম্ম-নিরত গৃহস্থদিগের নিমিত্ত প্রাজাপত্য-লোক, এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও যতিদিগের নিবাসার্থ যথোপ-যুক্ত অক্ষয়-লোক সকল বিধান করিলেন । গরু-পু-৪ । (১৭৭) বিষ্ণু-পূজায় যে মণ্ডল নির্মাণ করিতে হয়, তাহার উত্তরদ্বারে দিক্‌পালদেব অস্ত্রতম ব্রহ্মাকে স্থাপন করিয়া পূজা কর্তব্য । গরু-পু-৮ । (১৭৮) নারায়ণ-তনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয় । অত্রি হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন । গরু-পু-১৪২ । (১৭৯) ব্রহ্মা, ভূতাদির উপসর্গ বাহা হইতে দূর হয় এবং আকর্ষণ, বর্জ্যকরণ, ইচ্ছা-গমন, ও ত্রিকালদর্শিত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি বাহা হইতে হয়, সেই বিজ্ঞা বিষ্ণুর নিকট হইতে লাভ করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদান করেন । দেবী-পু-২ । (১৮০) যুগারম্ভকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায় তপস্তা করিতে-ছিলেন । তৎকালে তাঁহার এইরূপ মহামোহ উপস্থিত হইল, বাহাতে তিনি

চেতনা হারাইলেন এবং মুগ্ধ হইয়া “আমিই একমাত্র জগতের কর্তা ও ভোক্তা অস্ত্র কেহ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার বদনের দক্ষিণ ভাগ হইতে ভীষণ বহ্নিশিখার প্রকাশ হইল। সেই শিখা হইতে এক ভয়ানক অশ্বরের সৃষ্টি হইল। সেই অশ্বর উৎপন্ন হইয়াই ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া, হস্তে চক্র ও ত্রিশূল ধারণপূর্বক ব্রহ্মাকে তর্জন করিতে লাগিল। তদর্শনে দেবতারা ভীত ও দৈত্যেরা আনন্দিত হইল। অতঃপর তাহার সহিত ব্রহ্মার সহস্র বৎসরব্যাপী যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মা কোনও মতেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া নারায়ণ উদ্যোগিতর সন্নিধানে গমন করেন ও স্তবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সেই অশ্বর বিনাশের জন্ত, শিবের নিকট অতুরোধ করেন। মহাদেব বলেন—“আমার ক্রোধ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার বিনাশ নাই। তবে উহা পর্বতে অবস্থান করিবে এবং গো-গণের দুগ্ধ ও চন্দ্রকিরণ উহার যুগে যুগে শাস্তিদায়ক হইবে। উহা পান করিয়াই সেই অশ্বর তৃপ্ত হইবে। অস্ত্র কোনও প্রজাকেই পীড়ন করিবে না।” দেবী পু- ১১৬। (১৮১) একবার ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, বৃহস্পতি ও অন্যান্য দেবগণসহ

শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কৈলাস পর্বতে গমন করেন। সেখানে কার্তিকেয়ের ময়ূর ব্রহ্মার হৃৎস্পর্শে দেখিয়া চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া ময়ূরকে দণ্ডাঘাত করিলে ময়ূরের মুখ হইতে এক ঘোর মেঘাকৃতি অশ্বর উৎপন্ন হইল। তাহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ভীত হইলেন। শিব তাহা জানিতে পারিয়া সেই (রুদ্র নামক) দৈত্যকে বলিলেন—“তুমি পরম পিতার স্তব কর।” রুদ্র দৈত্য তাহা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রার্থনায়, পাতালপুরে তাহার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দেবীপু-৮৩। (১৮২) পূর্বে এই নিগিল জগৎ যখন অন্ধকার-ময় ছিল এবং ইহার কোনওরূপ চিহ্ন ছিল না, তখন শিব প্রজাসৃষ্টি বাসনায় মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া, দক্ষিণাঙ্গ হইতে বায়ু ও হতাশনের সহিত ব্রহ্মাকে এবং বামভাগ হইতে বিষ্ণু, চন্দ্র ও বরুণকে সৃজন করেন দেবী-পু-১২৭। (১৮৩) ব্রহ্মা অধ্যাত্ম-রাম চরিতের সাহায্যে নারদকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামা-অধ্য-আদি-উপক্ৰ। (১৮৪) লক্ষা সমরাস্ত্রে রামচন্দ্র সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছক হইলে, সীতা যখন অগ্নি প্রবেশ করেন, তখন দেবগণের মুখপাত্র স্বরূপে ব্রহ্মা বিবিধরূপে রামের স্তুতি করিয়া, সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্ত, রামকে অতুরোধ করেন।

রামা-অধ্যা-লঙ্কা-১৩। (১৮৫) সুরের পৰ্ব্বতের মধ্য-শৃঙ্গে শত যোজন বিস্তৃত ব্রহ্মসভা অবস্থিত। একদা চতুরানন তথায় যোগাবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বহুতর দিব্য আনন্দাশ্রু ভূমিতে পতিত হইল। ব্রহ্মা তাহা হস্তে লইয়া কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ভূমিতে পতিত হইবামাত্র সেই জল হতে এক মহাবানর উৎপন্ন হইল। সেই বানরই সূগ্রীবের জনক (ও জননী) ঋক্ষরাজ। ব্রহ্মার আদেশে এক দেব-দূত-তাঁহাকে লইয়া বিশ্বকর্মা-নির্মিত দিব্য কিঙ্কিরা নগরীতে স্থাপন করেন। রামা-অধ্যা-উ-৪২। রামা-অধ্যা-উ-৩। (১৮৬) ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত ও সমুদ্র দেবতাদিগের রক্ষার জন্ত, শূদ্র ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের হইতেই যজ্ঞ নির্বাহ হইল। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই সকল ব্রহ্মেরই সহজরূপ এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে অনাদিনিধনা বেদময়ী দিব্যবাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্ভব হইল। কুর্খ-পূ-২। (১৮৭) ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দশ মন্বন্তর হয়। তিন শত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। সেই পরিমাণ কালের শতগুণকে পরাক্ষ বলে। তাহার অস্ত্রে সমুদ্র জীবের স্বকীয় উৎপত্তির কারণ প্রকৃতিতে

বিলয় হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজনেরই প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং পুনর্ব্বার কাল উপস্থিত হইলে উৎপত্তিও হইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মা ভূত সকল, বাসুদেব ও শঙ্কর সকলেই কালক্রমে সৃষ্ট হন ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুর্খ-পূ-৫। (১৮৮) ব্রহ্মা মহেশ্বরের পুত্র। কুর্খ-পূ-২০। (১৮৯) অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য। তত্ত্বিন্ন ব্রহ্মা ও মহাদেব ঋষিগণের উপাস্ত। কুর্খ-পূ-৩২। রুদ্র, শিব, সরস্বতী ও হরি দেখ। (১৯০) স্বাহ জলময় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত পুষ্কর দ্বীপে দেব-পূজিত একটি মহান বটবৃক্ষ আছে, তাহাতে বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন ব্রহ্মা বাস করেন কুর্খ-পূ-৪৯। (১৯১) একবার মহর্ষি-গণ ব্রহ্মাকে অব্যয় তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা মায়ায় মোহিত হইয়া, নিজেকেই জগৎ-প্রভু, অদ্বিতীয় অনাদি পরম ব্রহ্মা বলিয়া প্রচার করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, বিষ্ণু ব্রহ্মার নিন্দা করেন এবং ব্রহ্মার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকেই ঐকরূপ সর্বলোকের বিধাতা বলিয়া বর্ণন করেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা যখন এইরূপে বিবাদ করিতেছিলেন, তখন চতুর্বেদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপে মহেশ্বরের মহিমা কীর্তন করে। কিন্তু

তাহাতেও পিতামহ ও বিষ্ণুর অজ্ঞান ও মোহ নাশ না হওয়ায় এক অদ্ভুত দিব্য জ্যোতি তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে উহার মধ্যে আর একটি দিব্য জ্যোতি দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মন্তক ক্রোধে জলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যে সেই তেজোমণ্ডলও লীন-লোহিত মহাপুরুষরূপে প্রাহুভূত হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রগল্ভ ভাবে আহ্বান করাতে, মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া কালভৈরবকে প্রেরণ করেন এবং ঐ কালভৈরব শঙ্করের আদেশে, পিতামহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাঁহার একটা মন্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে ব্রহ্মার পাঁচটি মন্তক ছিল। কিন্তু তদবধি তিনি চতুর্মুখ হইলেন। এইরূপে মন্তক কণ্ঠিত হওয়ায়, ব্রহ্মা পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। কুর্শ-উ-৩১। (১০২) চৈতন্যস্বরূপ, অনাদি নারায়ণদেব স্বকীয় শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া, স্বীয় মূর্তি প্রকৃতি হইতে, এই সমগ্র জগৎ সৃজন করিলেন। এই বিশ্বরূপ ভগবান নারায়ণ দেবই সর্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া বিদিত। কুর্শ-উ-৩৫। (১০৩) পুরাকালে ব্রহ্মার অতি তীব্র তপস্যার ফলে, তাঁহার মুখ হইতে অষ্টা-দশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ

নির্গত হয়। সর্ব প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আবির্ভূত হয় এবং তাহার পরে অমৃত পুরাণ এবং পুরাণের পর তাঁহার চারি মুখ হইতে চারি বেদ বহির্গত হয়। ব্রহ্মাই দশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত ব্রাহ্মপুরাণ মরীচিকে কীর্তন করেন। এতদ্বিধি তিনি ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যকল্প সমূহেরও বর্ণনা করেন। তৎসমুদয় ভবিষ্যপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১০৪) পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর তাঁহাকে বলেন, যে কল্পে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহার নাম মহাকল্প। এইরূপ এক এক মহাকল্পে, এক এক ব্রহ্মার লয় ও অপর এক ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাঁহাদের নামও পৃথক। প্রথম সৃষ্টি কালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল বিরিক্ষি। তাহার পর যথা-ক্রমে—পদ্মভূ, স্বয়ম্ভু, পরমেষ্ঠী, সুরজ্যোষ্ঠ হেমগর্ভ, শতানন্দ ও চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রাহুভূত হন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১, ২২। (১০৫) প্রভাস ক্ষেত্রে পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বিংশতি তন্দের সহিত 'বাল' নামে কীর্তিত হইয়া, বালরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং অবস্থান করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৯। (১০৬) ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। সেই মনুর অধিকারকালে পিতামহের দক্ষিণ চক্ষু হইতে সূর্য্যের প্রাহুভাব হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (১০৭)

১১

তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে সৌর চারিযুগ পূর্ণ হয়। এইরূপ একাত্তর যুগে এক এক মন্বন্তর এবং চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। রাত্রির পরিমাণও ঐরূপ। ঐরূপ দিনমানের ৭২ বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। (১৯৮) চন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মা যুগান্তে প্রভাস ক্ষেত্রে সোমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্বিন্ন ইন্দ্রের আহ্বানে তিনি ভৈরব প্রতিষ্ঠার জন্ত ভৈরবক্ষেত্রেও গমন করেন। তদবধি তিনি বালরূপী নামে প্রসিদ্ধ হন। অত্যাশ্চর্য্য তীর্থে তিনি বৃদ্ধরূপী হইয়া বাস করেন। কল্পে কল্পে তাঁহার নামান্তর হয়। প্রথম কল্পে—স্বরভূ, দ্বিতীয়ে—পদ্মভূ, তৃতীয়ে—বিশ্বকর্মা এবং চতুর্থে—বালরূপী। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ২৩, ১০৫। (১৯৯) প্রভাস ক্ষেত্রস্থিত সদাশিব লিঙ্গের বাম ভাগে ব্রহ্মা সাবিত্রীর শাপে, কপদ্বীকূপে অবস্থান করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮ (২০০) পূর্বে মহেশ্বরের সাতটি মন্তক ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে অজ নামক ষষ্ঠ মন্তক তিনি ব্রহ্মাকে এবং পিচু নামক সপ্তমটি বিষ্ণুকে প্রদান করেন। ব্রহ্মা শিবের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত অজ নামক আনন লাভ করিয়া, অজ নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৯। (২০১) ব্রহ্মার রথ-যাত্রার এইরূপ ব্যবস্থা—কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

ব্রহ্মাকে রথে আরোহণ করাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতে হয়। সেই রথে ব্রহ্মার দক্ষিণে সাবিত্রীকে, বাম পার্শ্বে ভোজক এবং সম্মুখে পঞ্চজ স্থাপন করিতে হয়। ঐ রথে শূদ্রের আরোহণ নিষিদ্ধ। শঙ্খ, তুর্য্য প্রভৃতি নানারূপ বাজ্য সহকারে তাঁহাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। তদ্বিন্ন কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তার পর, ব্রহ্মার মন্দিরে দীপদান অশেষ পুণ্যপ্রদ। স্মনস্ত উৎসবেই ব্রহ্মার পূজা ব্রাহ্মণগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭ (২০২) একবার কোনও কারণবশতঃ দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মার একটি মন্তক ছেদন করেন। সেই ছিন্ন মন্তক হইতে অভ্যস্ত শোণিত-স্রাব হইয়া, গন্ধবতী নদী উৎপন্ন হয়। ঐ ছিন্ন ব্রহ্মশির মহাদেবের হস্তে লগ্ন হওয়ার মহাদেব স্বয়ং এবং তাঁহার বাহন বৃষ উভয়েই কৃষ্ণবর্ণজ লাভ করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৩। (২০৩) ব্রহ্মা ও রুদ্র এই উভয়ের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন জুব্ব মহাদেব ব্রহ্মাকে বধ করিতে উত্তত হইলে, বিষ্ণু আসিয়া ব্রহ্মাকে বলেন যে তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে মহেশ্বরই শ্রেষ্ঠ। কারণ, চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে একমাত্র মহেশ্বরই জাগিয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং

পরে ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন। মহেশ্বরেরই প্রসাদে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠ দাবী পরিহার করেন এবং নানারূপে মহেশ্বরের স্তব করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যেহেতু এই সমুদয় লোক তৎসৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়, তজ্জন্ত তিনি যেন সত্ত্বরই স্বীয় পদোচ্চিৎ মর্যাদা লাভ করিতে পারেন। শিব তাহাই হইবে বলিয়া অন্তর্ধান করিলে, ব্রহ্মা মেরু পর্বতে যাইয়া বেদোচ্চারণপূর্বক ঘোরতর তপস্বী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ পাঠ করিতে করিতে যেমন তিনি অর্থক বেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে ভয়ঙ্কর আকৃতি রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন। সেই রুদ্রের দেহের অর্দ্ধভাগ নর আর অপর অর্দ্ধভাগ নারী। তাহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা অতি শয় ভীত হইয়া “আত্মদেহ বিভাগ কর” এই বলিয়া পলায়ন করিলেন। এই কথা শুনিয়া, সেই রুদ্র নিজ শরীরকে প্রথমতঃ নর ও নারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার পর আবার সেই পুরুষ ভাগকে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই একাদশ ভাগই একাদশ রুদ্রনামে বিদিত হইল। অতঃপর ব্রহ্মা সেই একাদশ রুদ্রের নামকরণ করিয়া,

তাঁহাদিগের নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিলেন। তদনন্তর সেই নারী অংশকে ব্রহ্মা বলিলেন—“তুমি দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর।” সেই নারী অংশ পিতামহ ব্রহ্মাকে দক্ষ প্রজাপতি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্তা-২। (২০৪) একদা পান্ডব কল্পের অবসান হইলে ব্রাহ্মরাত্রির অন্তে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জল রাশিতে পরিপূর্ণ হয়। তখন এক পরমায়া ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই পরমদেব জলরাশিতে শয়ান ছিলেন। তিনিই একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (নারায়ণ) ও মহেশ্বর (শিব)। ইঁহার পরস্পর অভিন্ন। ভিন্ন হইলে ইঁারা ঐ দেবতাত্রয়ই হইয়া থাকেন। তাঁহারা তখন বরাহরূপে রজঃ-সত্ত্ব-তমো-গুণোপেত হইয়া জন্মেন। তখন ব্রহ্মা চরাচর সৃজন করেন, বিষ্ণু তাহা পালন করেন এবং শিব তাহা সংহার করেন। এক সময়ে ইঁারা এই প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্তিত করিয়া কৈলাস শিখরে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, তাহা লইয়া মন্তব্য হয়। তাঁহারা যখন এই ভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শরীর হইতে এক জ্যোতি নির্গত হইয়া, রবিমণ্ডলকে ভ্রামিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে শিব ও

ব্রহ্মার মধ্যে “আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই জ্যেষ্ঠ”, বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হয় ।
 ঐরূপ বিবদমান তাঁহাদের দেহ ও মুখ
 হইতে নারদ উৎপন্ন হন । স্বন্দ-প্রভা-বজ্রা
 ১৮ । (২০৫) দিব্য পরিমিত দ্বাদশ সহস্র
 বৎসরে এক যুগ হয় এবং ঐরূপ এক সহস্র
 যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় । ঐ দিবস গত
 হইলে পদ্মযোনী ব্রহ্মা লোক সংহারিণী
 বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, এই চরাচর
 জগৎ ধ্বংস করিবার জন্ত, অতীব
 ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ।
 তিনি আদিত্যরূপে সর্ব্বজীবের
 লোচন-বিনাশ, পবনরূপে প্রাণীগণের
 জীবননাশ, হতাশনরূপে ত্রৈলোক্য-
 দহন, এবং মেঘরূপে আবার বিপরীত
 বর্ষণ করিয়া থাকেন । হরি-হরি-১২০ ।
 (২০৬) সর্ব্ব প্রথমে নারায়ণ ব্রহ্মাকে
 পদ্ম-মধ্যে উৎপাদন করেন । তখন
 পদ্মযোনী সেই কমলে অবস্থান করিয়া,
 উল্লবাহ হইয়া ঘোরতর তপস্তা করিতে
 লাগিলেন । তখন নারায়ণ মহাশয়
 যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য কপিলের
 রূপ ধারণকরিয়া, পিতামহ ব্রহ্মার নিকট
 উপস্থিত হইলেন এবং বিবিধরূপে
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।
 তাহার পর ব্রহ্মা লোকত্রয় সৃজন
 করিয়া, এই লোকত্রয়ের মধ্যে ভূলোকে
 অবস্থান-পূর্ব্বক অব্যয় নামক মানস
 পুত্রকে উৎপাদন করিলেন এবং তাঁহাকে
 নারায়ণের অংশ-সম্ভূত যোগাচার্য্য ও

কপিলের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে
 বলিলেন । অতঃপর পিতামহ দ্বিতীয়
 ভূবলোক সৃজন করিয়া, তথায় মন
 দ্বারা মানস-পুত্রকে উৎপাদন করিলেন ।
 সেই মানস-সুত যোগাচার্য্য ও সাংখ্যা-
 চার্য্যের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক, মোক্ষ
 লাভ করিলে, ব্রহ্মা পুনর্বার ভূভূব-
 নামক তৃতীয় লোক সৃজন করিয়া, তথায়
 তৃতীয় মানস-পুত্রের উৎপাদন করি-
 লেন । ব্রহ্মার সেই মানসপুত্রও তাঁহার
 আদেশে সাংখ্যাচার্য্য ও যোগাচার্য্যের
 নিকট গমন করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও
 গতি অবগত হইলেন । তাহার পরেও
 ব্রহ্মা ঘোরতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন
 এবং দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়া নিজের
 শরীরের অর্দ্ধাংশ হইতে এক সুন্দরী
 ভার্য্যার সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে
 প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা,
 ত্রিপদা গায়ত্রী এবং গায়ত্রীসম্ভব
 চারি বেদের উৎপাদন করিলেন ।
 অতঃপর পিতামহ স্বীয় প্রয়োজন
 সিদ্ধির জন্য, লোক সকলের পতিস্থানীয়
 বিবেশ নামক মহা তপস্বী ও পুণ্যপ্রদ
 ধর্ম্ম নামক পুত্রদ্বয়কে সৃজন করিয়া
 দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের উৎপাদন
 করেন । এই সকল মহর্ষিগণের
 বংশ-জাত-পুত্রগণ অথর্ব্বভূত ব্রহ্মর্ষি এবং
 মহর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । এতদ্ভিন্ন
 ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, কীর্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও
 মরুত্বতী প্রভৃতি বরিষ্ঠা কস্তাগণকে

উৎপাদন করিয়া, তাঁহাদিগকে ধর্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অপরন্তু তাঁহার শরীরাত্ম-সম্ভূতা সুরভী নাম্নী গো-রূপা পত্নী হইতে, রুদ্র নামে বিখ্যাত একাদশ পুত্রও উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-১৯৬।(২০৭) সমুদয় চরাচর জগৎ সৃজন করিয়া ব্রহ্মা এক একজনকে তাঁহাদের অধিপতি বা প্রভু করিয়া দেন। তিনি সহস্র-লোচন পুরন্দরকে দেবগণের; সোমকে গ্রহ, নক্ষত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, দ্বিজগণ ও ওষধি সকলের; বৈশ্বানরকে পিতৃগণের; বায়ুকে গন্ধসমুদয়, অশ্বরীরা ভূত-নিচয়, শব্দ, আকাশ ও বলের; মহাদেবকে সমুদয় ভূত, প্রেত, পিশাচ, মাতৃগণ, গো সকল ও উৎপাতগ্রহের; কুবেরকে ধন, রাক্ষস ও গুহ্যক এবং ধন ও রত্ন সমূহের; শেষকে সর্পগণের; এবং বাসুকীকে নাগগণের; তক্ষকে সরীসৃপগণের; পর্জন্তকে সাগর, নদী, মেঘ প্রভৃতির; চিত্ররথকে গন্ধর্ষগণের; কামদেবকে অশ্বরাগণের; শিববাহন গো-বৃষকে, সমুদয় চতুষ্পাদদিগের; হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের; লিপ্ৰচিক্তিকে দানব ও অসুরদিগের; মহাকালকে কালকেয়গণের; বৃত্রে অনাযুসার পুত্রগণের; রাহুকে উৎপাত ও অশুভ সকলের; বৎসরকে ঋতু, মাস, যুগ-চতুষ্টয়, পক্ষষয়, রাত্রি, দিবা, তিথি পর্ব প্রভৃতির; গরুড়কে পূর্বদিগের; যমকে দক্ষিণদিগের; কশ্যপ-তনয়

অম্বরাজকে পশ্চিম দিকের এবং কুবেরকে উত্তর দিকের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯।(২০৮) একবার শিব ও পার্বতী যখন নির্জনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণের আদেশে, অগ্নি তথায় যাইয়া বিয় উৎপাদন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পার্বতী শাপ দেন এবং তাহার ফলে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষে এবং বিষ্ণু অশ্বখ বৃক্ষে পরিণত হন। পদ্ম-উ-১১৫।(২০৯) বৃত্রের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র বৃত্রের গদাঘাতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া, তাঁহার গাত্রে সিঞ্জনপূর্বক, তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১৭।(২১০) দৈত্যপতি বলিকে ছলনা করিবার জন্য, যখন বামন ত্রিপাদের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল অধিকার করিলেন, তখন তাঁহার একপাদ সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌছিল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেখানে নিজ কমণ্ডলুর জল দ্বারা সেই পদের অর্চনা করেন। সেই পাদ-সংস্পৃষ্ট জলেই ভাগীরথী জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ভাবেই ব্রহ্মা গঙ্গার সহিত বিষ্ণুপদের সংযোগ ঘটাইয়াছিলেন। স্বন্দ-মাহে কেদা-১৯।(২১১) পার্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর, নগরাজ হিমালয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি অভ্যাগতগণকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাদের যথোচিত অর্চনা

করিলেন। ব্রহ্মাদি অভ্যাগতগণও তদ্রূপ পৰ্বতগণের পূজা করিলেন। শ্বেতগিরি, নীলাদ্রি, উদয়াদ্রি, শৃঙ্গবান্ মহেন্দ্র, অস্তাচল, মানসাদ্রি, কৈলাস ও লোকালোক পৰ্বত ব্রহ্মার নিকট পূজা পাইলেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-১৬, ১৭। (২১২) ওঙ্কারের অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, এবং মকার রুদ্র। ইহারা প্রকৃতির গুণত্রয়ায়ক। আর মন্তকস্থ অর্দ্ধ মাত্রা পরম শিব। স্মৃতরাং ওঙ্কার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও পরম দেব-দেব শিবের সমন্বয় বোধক। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৫। (২১৩) বজ্রাঙ্গ-তনয় তারকা-সুরের হস্তে নির্গৃহীত হইয়া দেবগণ প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া, পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলে, দেবগণ প্রস্থান করেন। তৎপরে পিতামহ বিভাবরীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“দক্ষ-কণ্ঠা সতী যজ্ঞক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় মেনকা গর্ভে হিমালয়ের কণ্ঠারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্তা করিবেন। তুমি মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া যাহাতে সেই গর্ভস্থ দেবীর দেহবর্ণ কৃষ্ণ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবে।” বিভাবরী ব্রহ্মার বাক্যে সন্মত হইয়া মেনকার গর্ভে প্রবেশ করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২২। সতী দেখ। (২১৪) ব্রহ্মা তপোবলে

ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৫। (২১৫) ব্রহ্মা পুষ্কর-ক্ষেত্রে নীল-লৌহিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৫। (২১৬) ব্রহ্মা পাতাল হইতে হাটকেশ্বর লিঙ্গ আনয়ন করিয়া সোমনাথ তীর্থে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৮। (২১৭) কোনও সময়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনার ১৫০০ বৎসর তপস্তা করেন। তাহাতে শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে বর দেন। শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা আনন্দি-তটিন্তে স্বয়ং একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটা সরোবর ও খনন করেন। সেই মহালিঙ্গের নাম ব্রহ্মেশলিঙ্গ এবং সরোবরের নাম ব্রহ্মসরঃ। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৫৬। (২১৮) একবার সর্ব তীর্থ-দেবতাগণ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবার দ্রষ্টা তাঁহার আলয়ে গমন করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা, পুলস্ত্যকে একটি অর্ঘ্য আনয়ন করিতে বলিলেন। পুলস্ত্য অর্ঘ্য আনিলে ব্রহ্মা তীর্থগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“আপনারা সকলে মিলিয়া আপনারদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দেশ করুন। আমি তাঁহাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিব।” এই কথা শুনিয়া তীর্থগণ বলিলেন—“আ রা আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ নির্ধারণ করিতে না

পারিয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি । কন্যা পিতামহকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ আপনি এই বিষয়ে মীমাংসা করিয়া করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে দিন ।” ব্রহ্মা বলিলেন—“আমি এই উত্তত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিবার বিষয়ে নির্দ্ধারণ করিতে অপারগ । জন্ত চতুর্মুখ হন । পিতামহের চারিটি মুখ দেখিয়া ভীতা হইয়া সেই কন্যা হংসীরূপ ধারণ করিয়া, গগণে উড্ডীন হইল । ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । পক্ষী-রূপী ব্রহ্মাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, সেই কন্যা অতিশয় ভীতা হইয়া অরুণাচল দেবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে । তাহার প্রার্থনায় সেই অরুণাচল নিদ্র হইতে এক ধনুর্দ্ধারী ব্যাধের আবির্ভাব হইল । ঐ ব্যাধকে দেখিয়া ব্রহ্মার চৈতন্ত হইল এবং তিনি ঐ কন্যার অমুসরণ পরিত্যাগ করিলেন । স্বন্দ-মাহে-অরু-পু-৫ (২২০) অরুণাচল-শৈলের সন্নিকটে ব্রহ্মতীর্থ অবস্থিত । অগ্রহায়ণ মাসে পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্ম-লোক হইতে সেই তীর্থে গমন করিয়া প্রত্যহ নান ও অরুণাচলের অর্চনা করেন । স্বন্দ-মাহে-অরু-পু-৬ । (২২১) বিধাতা লোক সৃষ্টির নিমিত্ত দুই প্রকারে এই চরাচর জগৎ সৃজন করেন । পিতামহ ব্রহ্মা যখন জপে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার স্বীয় দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ জীৱপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ দুই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল । ঐ জীৱপাৰ্দ্ধ শতরূপা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন এবং তিনিই সাবিত্রী, গায়ত্রী,



সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে বিদিত হন। সেই নিঃসঙ্গদেহ সমুদ্রত্যাগী নারীকে ব্রহ্মা স্বীয় কণ্ঠ্যরূপে কল্পনা করিলেও, তাঁহাকে দেখিয়া প্রজাপতির চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি সেই কণ্ঠ্যরূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, অনিমেঘ নেত্রে তাঁহাকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই কণ্ঠ্য যখন পিতামহকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, তখন সেই কণ্ঠ্যকে দেখিবার একান্ত বাসনায়, একে একে তাঁহার আরও তিনটি মুখ নির্গত হইল এবং সেই কণ্ঠ্যকে দেখিবার জন্ত তাঁহার উর্দ্ধদিকেও জটাজালাবৃত পঞ্চম বদন প্রোত্ভূত হইল। পিতামহ সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত, দারুণ তপোমুঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ কণ্ঠ্যর প্রতি অশ্রুত চিন্তা পোষণ করার জন্ত, সেই সমুদ্রই নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর ব্রহ্মা তাঁহার অস্ত্রাত্মক আয়ুজদিগকে বিবিধ সুর, অসুর ও মানুষ্য প্রজা সৃজন করিতে আদেশ দিয়া, শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ শতরূপার গর্ভে ব্রহ্মার ঋণমুখ মনু নামে এক পুত্র জন্মে। মনু-৩। (২২২) মানবগণ অতি মহান হইলেও তাহাদিগের সমুদ্র কার্য্যই রাজার অধীন বলিয়া, ব্রহ্মা অষ্ট দিক্‌পালের অংশে নৃপতির সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৬। (২২৩) সৃষ্টিকার্য্য করিবার জন্ত নারায়ণ কোটা কোটা

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোটা কোটা ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়াছেন। এইরূপ সমুদ্র ব্রহ্মার সংখ্যা সার্ক ত্রিকোটি। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৭। (২২৪) নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক প্রলয়-নলিল-মগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিলে, পিতামহ তাঁহাকে নানারূপে সুশোভিত ও পরিত বেষ্টিত করিয়া, চরাচর তীর্থ ও ক্ষেত্র সকল তথায় সমিবেশ করেন। তৎপরে তিনি অস্ত্র কি উপায় অবলম্বন করিলে, আর সৃষ্টিভারে নিজেকে নিপীড়িত হইতে না হয় এবং ত্রিতাপতাপে তাপিত জীবগণও কি করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এই বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণের জন্ত বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—“তুমি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় অবস্থিত আমার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধ্যান করিতে থাক, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।” স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-১। (২২৫) পুরুষোত্তম-দেবের পূজা যথায়থভাবে সমাপন করিয়া ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের পূজা করাও কর্তব্য। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩২। (২২৬) সত্যযুগের প্রথমে ব্রহ্মা স্বীয় কণ্ঠ্যর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে উত্তত হইলে মহাদেব অসিদ্ধারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বদ-

২। (২২৭) একবার ব্রহ্মা নারদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন, মাস সকলের মধ্যে কার্তিক এবং তীর্থ সকলের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১। (২২৮) জিজ্ঞাস্ব হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট হইতে মার্গশীর্ষমাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-মার্গ-১-১৭। (২২৯) ব্রহ্মা বাকু নান্নী স্বীয় কন্যাকে অভিলাষ করিলে, ঐ কন্যা মৃগীরূপ ধারণ করেন কিন্তু ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদমুসরণ করেন। দেবগণ ব্রহ্মার এই অবৈধ কার্যের জ্ঞাত হইয়া বিশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং শিব পিতামহ ব্রহ্মাকে নিরস্ত করিবার জন্ত ধনুঃআকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে শরবিন্ধ করিলেন। শিবের শরাঘাতে বিন্ধ হইয়া বিধাতা ভূপতি হইলে, একটা উজ্জল জ্যোতি তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া, আকাশে উঠিয়া মৃগশীর্ষ নক্ষত্ররূপে পরিণত হইল। এদিকে হরও আত্মা নক্ষত্ররূপে মৃগশীর্ষের অনুগমন করিলেন। তদবধি অষ্টাপি আত্মা নক্ষত্র মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের নিকটেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিধাতা নিহত হইলে তাঁহার পত্নী গায়ত্রীও সরস্বতী শোকাকুলা হইয়া অশেষরূপে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্ত, বার বার কাতরবাক্যে শিবের স্তব করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া শিব পুনরায় ব্রহ্মাকে প্রাণদান করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-সেতু-৪০। (২৩০) ব্রহ্মা স্বয়ং সর্বভূতেশ্বর ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এজন্য এই দৃশ্যমান জগৎই ব্রাহ্মণের অধিকারভূক্ত। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৫। (২৩১) ধর্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণগণের নানাবিধ ক্লেশ ও অশুবিধা দেখিয়া, শিবের বাক্যে ব্রহ্মা কামধেনুকে আহ্বান পূর্বক তত্ৰত্য ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে অমূল্য প্রদান করিতে বলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-১০। (২৩২) কোনও এক সময়ে ব্রহ্মা অত্যন্ত দেবগণসহ ব্রহ্মসভায় উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময়ে বিষ্ণু তথায় ঘাইয়া উপনীত হন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দেখিয়া সন্মুখ হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি, বিষ্ণু এবং শিব, এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?” দেবগণ ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, ব্রহ্মার পত্নী বিষ্ণুকে সেই কথাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—“তুমি যে মুখ দিয়া এই সভামধ্যে নিজেকে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে, সেই মুখ-যুক্ত তোমার মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইবে।” ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দেবগণ হাহাকার করিয়া

উঠিলেন। কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন—
 —“আপনার কথা নিশ্চয়ই সফল হইবে।”
 অতঃপর বিষ্ণু ধর্ম্মারণ্যে গিয়া তপস্তা
 করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার শাপে
 তিনি অশ্বশীর্ষ হইয়াও ব্রহ্মার প্রীতি
 কোনওরূপ বিদ্বেষভাব গোষণ না
 করিয়া, ব্রহ্মার সহিত একযোগে তপস্তা
 করেন। ব্রহ্মাও তিনশত বর্ষ যাবৎ
 বিষ্ণুর সহিত তপস্তা করেন। কিন্তু
 ব্রহ্মা বিষ্ণুকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া,
 বিষ্ণুনাশায় ব্রহ্মার মুখ ব্যাঘ্রের মুখের
 ত্রায় হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মারণ্যে বিষ্ণুর
 সহিত তপস্তা করিয়া, তিনি আবার
 স্বীয় স্বাভাবিক মুখ ফিরিয়া পান।
 স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৫। (২৩০) ব্রহ্মা
 বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় ধর্ম্মারণ্যবাসী
 দিগের ভয় নিবারণের জন্ত বিবিধরূপ-
 ধারিণী বহু শক্তি তথায় স্থাপন করিয়া
 ছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৬। (২৩৪)
 একবার দেবতাদিগের সহিত দানব-
 দিগের বিশেষ যুদ্ধ হয়। সেইযুদ্ধে
 দেবতারা দানবদিগের নিকট পরাস্ত
 হইয়া, প্রতীকারার্থ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন।
 ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মারণ্যে যাইয়া
 বাস করিতে উপদেশ দেন। স্বন্দ-
 ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩। (২৩৫) সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই
 অক্ষয়-বটরূপ ধারণকরিয়া প্রয়াগ ক্ষেত্রে
 বাস করেন। স্বন্দ-কাশী-পু-৭।
 (২৩৬) সমুদ্রয় স্থাবর জঙ্গম প্রলয়-
 পরোধি জলে নিমগ্ন হইলে, যখন অগ্নি,

বায়ু, আদিত্য, ভূমি, দিক্, নক্ষত্র,
 জ্যোতি, চন্দ্র, গ্রহ প্রভৃতি সব লুপ্ত
 হয়, যখন দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস
 প্রভৃতি কিছুই ছিল না, তখন
 একমাত্র মহাকাল অবস্থিত
 ছিলেন। তিনি জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত
 নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে
 কামকে মস্থন করেন। তাহাতে এক
 বৃন্দবদ্যকার কলল উৎপন্ন হয়। ঐ
 কলল ক্রমে বদ্ধিত হইতে হইতে
 স্মৃদুচ হিরণ্ময় অণ্ডে পরিণত হয়।
 মহাকালের করাগাতে অতঃপর ঐ
 অণ্ড বিধা বিভক্ত হইলে, উহার এক
 খণ্ড ভূমি এবং অপর এক খণ্ড নক্ষত্র-
 সমন্বিত অন্তরীক্ষ হয় এবং ঐ উভয়
 খণ্ডের মধ্যভাগে পঞ্চ-বদন, চতুর্ভূজ
 ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তখন মহেশ্বর
 ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া
 প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা জগৎ
 সৃজন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, মহেশ্বরের
 চিন্তায়ই মনোনিবেশ করিলেন।
 তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর পুনরায়
 আবির্ভূত হইয়া, পিতামহকে, জ্ঞান-
 লাভের জন্ত বড়ঙ্গ বেদ প্রদান
 করিলেন। বেদ লাভ করিয়াও ব্রহ্মা
 সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, পুনরায়
 মহেশ্বরের আরাধনা করিতে আরম্ভ
 করিলেন। তাঁহার তবে সন্তুষ্ট হইয়া
 মহেশ্বর পুনরায় প্রজাপতির সম্মুখীন
 হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

ব্রহ্মা তাহাতে গৌরব বোধ করিয়া মনে মনে বলিলেন—“আপনি আমার পুত্র হউন”। শিব ব্রহ্মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“যেহেতু তুমি মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছ, তজ্জন্ত আমি তোমার শিরচ্ছেদ করিব। তোমার এই অসঙ্গত প্রার্থনার জন্ত, নীললোহিত রুদ্র তোমার পুত্র হইয়া তোমার প্রভাব ধ্বংস করিবে। আর যেহেতু তুমি আমাকে পিতৃভাবে ধ্যান করিয়াছ এবং পরমব্রহ্মস্বরূপ জানে আমার স্তব করিয়াছ, সে জন্ত তুমি লোকে পিতামহ ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইবে।” মহাদেবের নিকট হইতে এইরূপে একাধারে শাপ ও বর লাভ করিয়া, ব্রহ্মা জগৎ সৃজন কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর পিতামহ স্ব-তেজ-জাত অগ্নিতে হোম করিতে থাকিলে, তাঁহার দেহ হইতে ধর্ম নিগত হইতে লাগিল। তিনি সমিধ-যুক্ত হস্তে নিজ ললাট নার্জনা করেন। ঐ ভাবে নার্জনা করায় সমিধ দ্বারা আহত হইয়া, তাঁহার ললাট হইতে এক বিন্দু ধর্ম ভূমিতে পতিত হইল। ঐ রক্ত বিন্দুবিন্দু হইতেই পঞ্চ-বদন ও দশ-হস্ত ও পঞ্চদশ নয়নবিশিষ্ট শূল, ধনু, অসি ও শক্তি-ধারী ভীষণ-কৃতি সিংহচর্ম-পরিধারী এক আবির্ভূত হইল। ব্রহ্মা ঐ মূর্তির নীললোহিত এই নামকরণ করিলেন।

তদবধি ব্রহ্মা হইতে এই সৃষ্টি প্রবর্তিত হইল। অতঃপর পিতামহ প্রথমতঃ সনকাদি সপ্ত মানসপুত্র সৃজন করিয়া, মরীচি দক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণকে, মনু প্রভৃতিকে, এবং সুর নরুয়াদিকে সৃজন করিলেন। ঐ সমুদয় জীব সৃষ্ট হইয়া কেবল নীললোহিতেরই পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মার মনে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল এবং নিজেকে সকল দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, স্বীয় হেজে জগৎ তাপিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মোহ উৎপন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মা সদর্পে পঞ্চমুখ হইলেন। তাঁহার প্রথম মুখ হইতে সূর্য ও সান্নবেদ প্রবর্তিত হইল। দ্বিতীয় মুখ হইতে ঋগ্বেদ, তৃতীয় হইতে যজুর্বেদ ও চতুর্থ মুখ হইতে অথর্কবেদ নির্গত হইল এবং পঞ্চম মুখ সাদোপাঙ্গ বেদ-অধ্যায়ী হইল। পিতামহের অতি তেজস্বরূপ পঞ্চম বদনের প্রভাবে সুরাসুরগণ নিশ্চিন্ত ও হতবীর্য হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার নিজ নিজ তেজ ও বীর্য যথা-পূর্ব লাভ করিবার জন্ত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, হর দেবগণসহ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্বক পিতামহের পঞ্চম শিরনখাগ্রদ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাহা স্বহস্তে স্থাপন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা, নিজমস্তক এই ভাবে হরকর্জুক ছিন্ন

হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ললাটে স্বেদ জন্মিল। তিনি ঐ স্বেদ ভূতলে পাতিত করিলে তাহাই হইতে এক কুণ্ডলা নর সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—“তুমি এই দুৰ্ব্বুদ্ধি রুদ্ধকে বধ কর।” ঐ নর তখন ধনু গ্রহণপূর্বক মহাদেবকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মহেশ্বর তাহাকে বিষ্ণুর সখা মনে করিয়া বিষ্ণুর আশ্রমে গমন করিলেন এবং গমনকালে পথে হস্তার ধ্বনি দ্বারা সেই নরকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। স্বন্দ-আব-অব-৩। (২৭৭) প্রথমে অব্যক্তাদি সৃষ্ট হয়। পরে তাহাই অস্তাকারে পরিণত হয়। দিব্য শত বৎসর তপস্বী করিয়া ঐ অণ্ডে সূৰ্য্য-বর্ণাভ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। স্বয়ম্ভু পিতামহ তপস্বী করিতে করিতে “ভূভুবসঃ এই শ্রুতি উচ্চারণ করিলে তাঁহার মন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোগুণে পতিত হয় তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে উভয় হস্তদ্বারা ভূমির উৰ্দ্ধভাগে ধারণপূর্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেদীতে স্থাপন করিলেন। স্বন্দ-আব-অব-৪ বহিঃ দেখ। (২৮৮) পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মাবর্ত নামক তীর্থে থাকিয়া সেই তীর্থের সেবা ও তথায় যথাবিধি মহাদেবের ধ্যান করিয়া-ছিলেন। তিনি উৰ্দ্ধবাহ ও নিরলম্ব

হইয়া একাহারে দ্বাদশ বৎসর এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-৩১। (২৯৯) একবার গৌরীর আদেশে ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া তপস্বী-নিরত ভৃগুর তপোভঙ্গ ও ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলেন। তপোভঙ্গে ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষরূপী ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। ব্রহ্মা পৃথিবীর কোথাও যাইয়া ভৃগুর হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, পরিশেষে শিবের শরণাপন্ন হন। শঙ্কর ব্রহ্মার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, ভৃগুর ক্রোধ শাস্তি করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১৮২। (২৪০) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজা পতি চরাচর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মন স্থির করিলে, প্রথমে তাঁহার মন হইতে জল, পরে দেব, অসুর ও মনুষ্য সৃষ্ট হয়। তৎপরে তিনি নিজেকে সকলের পিতৃসদৃশ বলিয়া ধারণা করিলে, পিতৃগণ উৎপন্ন হন। ষড়ঋতুই ব্রহ্মপুত্র পিতৃগণ বলিয়া পরিগণিত হন। বায়ু-৩০। (২৪১) ব্রহ্মা বারুণীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রজা কামনায় অগ্নি মধ্যে গুহ্র হোম করিলে, সেই অগ্নিহইতে ভৃগু অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার কর্ণ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অশ্বাশ্ব দেহছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার লোমকূপহইতে যশ্বেশ্বর মলসহ অনেক ঋষি প্রাদুর্ভূত

হন। তাঁহার স্বর হইতে মাস, পক্ষ, বৎসর প্রভৃতির উদ্ভব হয় এবং দেহের জ্যোতি হইতে রুদ্র ও আদিত্যগণের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৫। (২৭২) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মা মুখ হইতে জয় নামক দেবগণকে সৃষ্টি করেন। তাঁহার সকলেই মন্ত্রময়-শরীর সমন্বিত। জয়-দেবগণ দেখ। (২৭৩) নিত্য সদসদাশ্রয়ক অব্যক্ত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহাঐশ্বর্যশালী এক পুত্র জন্মে। তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। তিনিই অভিমানগুণাশ্রয়ক এই বিশ্ব সৃজন করেন। তাঁহাহইতে প্রথমে অহঙ্কার জন্মে। বায়ু-১০৩। (২৪৪) ব্রহ্মার স্ত্রী (ক) সাবিদ্রী ও সরস্বতী। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১২। (খ) গায়ত্রী ও সরস্বতী। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (২৪৫) ব্রহ্মার কন্যা—(ক) শতরূপা। মৎ-৩৪। অঙ্গজা—মৎ-৩। (খ) স্বধা। দেবীতা-৯৪-৪৪। (গ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী। হরি-হরি ১২৬। (২৪৬) সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করেন। প্রজাপতি মন্থকে তাহা শিক্ষা দেন। মন্থ দেখ। (২৪৭) বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদিরাছিলেন। অর্থর্বা পূর্বকালে সেই বিদ্যা

অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। মুণ্ডক ১ম-১খ। ১-৩। (২৮৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। মৎ-৫১। (২৪৯) ব্রহ্মার আশ্রয়িতা মানস পুত্র—সনন্দ সনক, সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমার। শিব-বায়ু-পূঃ ১০। শিব পুরাণের অন্ত একস্থানে (ধর্ম-৫১) কেবল সনৎকুমারের উল্লেখ আছে। (২৫০) সনন্দন, সনক ও সনাতন নামক মানস পুত্র-ত্রয়কেই ব্রহ্মা প্রথমে সৃজন করেন। ব্রহ্মা-৬। আবার ঐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই অন্ত্র (৯ম-অঃ) সনন্দ, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিটি নামের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৯ম অধ্যায়েই অন্ত্র মরীচি হইতে সঙ্কল্প পর্য্যন্ত এগার জন ছাড়া রুচি, অভিমান, ঋভু এবং নীললোহিত ভদ্র, এই চারিজনকে নাম পাওয়া যায়। এই সমুদয় ভিন্ন শিশির আদি ছয়জন এবং প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচজনের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। (২৫১) সৌরপুরাণ (২৩ অঃ) মতে সনাতন, সনক, সনন্দ শঙ্কু ও সনৎকুমার এই পাঁচ পুত্রকে ব্রহ্মা মনহইতে উৎপাদন করেন। (২৫২) বায়ু পুরাণের ৯ম অধ্যায়ে রুদ্র, সনন্দন, সনক, সনৎ কুমার ও সনাতন, ব্রহ্মার অন্ততম পুত্রগণ বলিয়া উল্লিখিত। ঐ অধ্যা-য়েরই অন্ত্র আছে মরীচিহইতে

সঙ্কল্প পর্য্যন্ত এগার জন এবং ক্রুচি নামে আর এক পুত্র, এই বারজন ব্রহ্মার প্রাণ হইতে উৎপন্ন। (২৫৩) বিষ্ণু পুরাণের ২য় অংশে ১৫শ অধ্যায়ে ৭ ভূ নামে ব্রহ্মার এক পুত্রের উল্লেখ আছে। (২৫৪) মহাভারতের শান্তি পর্বের ২৮ অধ্যায়ে একত্বিত ও ত্রিত নামে পিতামহ ব্রহ্মার তিন মানসপুত্রের নাম পাওয়া যায়। (২৫৫) সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩৪১। (২৫৬) সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে যে রাজা ছিলেন, তিনি ব্রহ্মার পঞ্চম পুত্র। স্বন্দ-বিষ্ণু-পুত্র-৭। (২৫৭) হরিবংশে মরীচি হইতে গোতম পর্য্যন্ত দশজন ছাড়া, অব্যয় ও বিশ্বেশ নামে দুই মানস পুত্রেরও উল্লেখ আছে হরি-হরি-১২৬। (২৫৮) মৎস্ত-পুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রীর (অপর নাম শতরূপা) গর্ভে ব্রহ্মার রতি, মন, তপ, বুদ্ধি, মহান্ দিক্ ও সম্ভব নামে সাত পুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন পিতামহের মরীচি প্রভৃতি সাতজন মানস পুত্রও ছিল। ব্রহ্মা এই সমুদয় ছাড়া বামদেব ও সনৎকুমারকেও উৎপাদন করেন। (২৫৯) একাধিক পুরাণেই উল্লিখিত আছে, নীললোহিত ক্রুদ্র এবং অপর দশকুদ্র ব্রহ্মার অপত্য। এবিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২৬০) অগ্নি নামে ব্রহ্মার পুত্র অগ্নি-দিগের মধ্যে মুখ্য। স্বন্দ-আব-রেবা-২২। (২৬১) সত্যযুগে ব্রহ্মার এক বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ মানস পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম মরীচি। স্বন্দ-আব-রেবা-৪০। (২৬২) মরীচি আদি কতিপয় মানসপুত্রের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন-রূপে উল্লিখিত আছে। তুলনা-মূলক চিটারের সুবিধা হইবে বলিয়া, তাঁহাদের নামের তালিকা পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত দেওয়া হইল। প্রাসঙ্গিকভাবে ব্রহ্মার উল্লেখ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যেমন—কেহ কেহ ব্রহ্মার তপস্তা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন; কাহাকে কাহাকেও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শাপ দেন ইত্যাদি। নিম্নে ঐরূপ কতিপয় নামের তালিকা দেওয়া হইল। ব্রহ্মার সহিত ঐ সমস্ত নামের বিবরণের বিশেষ যোগ নাই। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ও শিব নামের বিবরণের সঙ্গেও প্রসঙ্গত ব্রহ্মার অনেক উল্লেখ আছে। তজ্জন্তু সেইসব নামও দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত অস্ত্রাদি কঠোর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হন।—মহিষাসুর, গুপ্ত, নিমন্ত, বৃত্র, দুর্গম হলাহল, ময়দানব, হিরণ্যকশিপু, তারক, দ্রোণ, কালনেমী, চার্বাক, নহষ, বাঙ্কলি, অগস্ত্য, রাবণ, বলি, বিধুম, বিশ্বকর্মা, বজ্রাঙ্গ, অক্ষক, লোহাসুর প্রভৃতি। বিধুম, অলম্বু,

স্বতাচী, বসুগণ প্রভৃতিকে ব্রহ্মা শাপ দেন। নিম্নলিখিত নামগুলিতেও প্রসঙ্গত ব্রহ্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—চন্দ্র, বৃধ, ধৃতপাপা, প্রভাবতী, বেদবতী, নারদ, পর্বত, অজ, বহি, বিশ্বামিত্র, সগর, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বশিষ্ঠ, কাম, রুদ্র, দক্ষ, স্বায়ম্ভুব মনু, গায়ত্রী, সাবিত্রী, বড়বা, সরস্বতী, খট্‌বাক, পুলোমা, সোম, বরাহ প্রভৃতি। (২৬৩) পূর্বের যে সমুদয় বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও কোনটির সামান্য পরিবর্তিত ভাবে পুরাণান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। অমূল্যকিংশু ব্যক্তিগণের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্য হইবে নিবেচনায় এই সব পুরাণের নাম সথাসম্ভব নিম্নে দেওয়া হইল। (ক) সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি এবং পিতৃগণের উদ্ভব। কালিকা-২। (খ) মহাদেবের প্রতি ব্রহ্মার ক্রোধ ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা। কালিকা-৩, ৪। (গ) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রের সৃষ্টি। বিষ্ণু-১ম-৭। বরা-২১। (ঘ) নীললোহিত-উদ্ভব। বিষ্ণু-১ম-৭। কু-পু-৭। (ঙ) পুষ্কর ক্ষেত্রে ব্রহ্মার যজ্ঞ ও গায়ত্রী লাভ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৫। (চ) ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরস্পরের উদরে প্রবেশ। কু-পু-২। সৌ-২৪। বিষ্ণু-(২৭) দেখ। (ছ) ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কলহ এবং অনল-তন্তু-সদৃশ লিঙ্গের আবির্ভাব। কু-পু-২৬। স্বন্দ-

মাহে-অঙ্ক-১। (জ) ব্রহ্মা ও নারায়ণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে কলহ। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৪। (ঝ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অভিন্ন। স্বন্দ-মাহে কুমা-২২, ৪১। মৎ-৩। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (ঞ) ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে তর্ক। স্বন্দ-কাশী-পু-৫১। (ট) ব্রহ্মা ও প্রজাপতি এক নহেন। বিষ্ণু-৩য়-১১। (ঠ) ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণ—কেতকীর সাক্ষাদান। স্বন্দ-মাহে-কেদা-৬। স্বন্দ-মাহে-অঙ্ক-২। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৪। দেবান্তা-৫ স্ব-৩৩। (ড) ব্রহ্মার সভা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-১। (ঢ) শিবের অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উদ্ভব। স্বন্দ-মাহে-অঙ্ক-উ-৮। (ণ) বালখিল্য ঋষিগণের জন্ম। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২৬। (ত) ব্রহ্মা কেন সর্বলোকের অপূজ্য। ভৃগু কর্তৃক ব্রহ্মাকে শাপ প্রদান। পদ্ম-উ-২৫৫ অঃ। (থ) ব্রহ্মা হইতে প্রকৃতির উদ্ভব। পদ্ম-স্বর্গ-২। (দ) ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুর্ভুজের উদ্ভব। কুর্ম-পু-২। (ধ) বিস্তারিত সৃষ্টি বিবরণ-বায়ু-৫-৮ বৃহদ-মধ্য-২। (ন) কল্প বিবরণ - বায়ু-২১। (২৬৪) স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি সেই জলে বীৰ্য্য নিক্ষেপ করেন। সেই বীৰ্য্য হিরণ্যবর্ণ অঙা-কারে পরিণত হয়। তাহা হইতে অয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। পরে তিনি

সেই অশ্বকে দ্বিধা বিভক্ত করেন । তাহাতে স্বর্গলোক ও ভূলোক নিশ্চিত হয় এবং তাহাদের মধ্যভাগ আকাশ হয় । ক্রমে তিনি দশদিক, পৃথ্বী, কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন । অনন্তর নরীতি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইলেন । ইহাদের জন্মের পর ব্রহ্মা রোবায়ক রুদ্ধকে এবং বিভূ সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মপু- ১। (২৬৫) প্রজাপতি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, দিব্য তিন সহস্র বৎসর সুবিপুল বশ প্রার্থনায়, তপস্বী করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা তাঁহার তপস্বীর প্রীত হইয়া, তাঁহাকে সপ্তর্ষিগণের সম্মুখে আশ্রতুল্য অচল স্থান প্রদান করেন । ব্রহ্মপু-২। (২৬৬) বৈবস্বত নবমুহুরে সুষ্প্রসিদ্ধ বারুণ যজ্ঞ আরম্ভ হয় । সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন । ব্রহ্মপু-৩। (২৬৭) পিতামহ ব্রহ্মা বেণনন্দন পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করিয়া, অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজ্য সকল বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি দ্বিজ, বীৰুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্বীর আধিপত্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন । এইরূপে বরুণ জলরাশির, কুবের রাজগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুগণের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, বাসব মরুদগণের, প্রহ্লাদ দৈত্য ও দানব-

গণের, বম ও পিতৃগণের, শূলপাণি শঙ্কর, রাক্ষস, পার্থিব সর্বভূত ও সর্বপিশাচগণের, হিমবান্ শৈলগণের, সাগর নদী সকলের, চিত্ররথ গন্ধর্বগণের বায়ুকি নাগগণের, তক্ষক সর্পগণের, ঐরাবত গজগণের, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বগণের, গরুড় পক্ষীগণের, শার্দূল মৃগগণের, গোবৃষ গোঁগণের এবং পক্ষবনস্পৃতিগণের অধিপতি হইলেন । ব্রহ্মা, পূর্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র রাজা শুধমাকে, দক্ষিণদিকে কর্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শম্ভুপদকে, পশ্চিমদিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমানকে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জন্তের পুত্র রাজা হিরণ্যারোমাকে, দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন । ব্রহ্মপু-৪। (২৬৮) পূর্বে একবার দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল । দেবগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হন । শিব দেবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া, অসুরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার গাত্রনির্গত শ্বেদবিন্দু সকল হইতে শিবাকার মাতৃগণ জন্মলাভ করেন । সেই মাতৃগণ শিবাদেশে অসুরগণের পশ্চাৎদান করিয়া রসাতলে গমন করে । তখন ব্রহ্মা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন । ব্রহ্মার গর্দভাকৃতি পঞ্চম আনন, মাতৃগণভয়ে পলায়নপর অসুরদিগকে সঙ্হোধন করিয়া বলিল,—

ব্রহ্মার পুত্রগণ ।

মংস্ত্র ৩	মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরা	পুলস্ত্য	পুলহ
মার্ক-৫০	"	"	"	"	"
শিব-বায়ু-পু-১০	"	"	"	"	"
শিব-ধর্ম-৫১	"	"	"	"	"
অগ্নি-১৭	"	"	"	"	"
ব্রহ্মা-২	"	"	"	"	"
সৌর-২৬	"	"	"	"	"
ভাগ-তত্ত্ব-১২	"	"	"	"	"
বায়ু-২	"	"	"	"	"
বায়ু-২৫	"	"	"
বায়ু-৬৫	মরীচি	অত্রি	"	"	"
শ্রীমহাভা-৩	"	"	"	"	"
বৃহৎ-ম-২	...	"	"	"	"
কালিকা-১	মরীচি	"	"	"	"
বিষ্ণু ১ম-৭	"	"	"	"	"
মহাভা-আদি-৬৫	"	"	"	"	"
মহাভা-শাস্তি-২০৭	"	"	"	"	"
ঐ ২০৮	"	"	"	"	"
ঐ ৩৪১	"	"	"	"	"
মহাভা-আনুশা-৮৫	"	...	"	...	০
কুর্শ-পু-২	"	অত্রি	"	পুলস্ত্য	পুলহ
কুর্শ পু-৭	"	"	"	"	"
হৃদ-প্রভা-প্রভা-১২	"	"	"	"	"
হরি-হরি-১২৬	"	"	"	"	"
মংস্ত্র-১২৬	"	"	"	"	"
হৃদ-ব্রহ্ম-সেতু-৮	"	"	"	"	"
পদ্ম-সৃষ্টি-৩	"	"	"	"	"
গরু-পু-৫	"	"	"	"	"
মংস্ত্র-১৭১	"	"	"	"	"
ব্রহ্ম-পুরাণ	"	"	"	"	"

ব্রহ্মার পুত্রগণ ।

ক্রতু	বশিষ্ঠ	ভৃগু	প্রচেতা	নারদ		
"	"	"	দক্ষ	
"	"	"	"	ধর্ম	সঙ্কল্প	...
"	"
"	"
"	"	ভৃগু	দক্ষ	ধর্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	"	"
"	"	"	"	নারদ
"	"	"	"	ধর্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	"	"
"	"	"
"	"	"	প্রচেতা	নারদ
"	"	ভৃগু	দক্ষ	নারদ	কর্দম	...
"	"	"	"	"
"	"	"	"
"
"	দক্ষ
"	বশিষ্ঠ	
"	বশিষ্ঠ	স্বায়ম্ভুব মনু
"	...	ভৃগু	...	কবি
ক্রতু	বশিষ্ঠ	"	দক্ষ
"	"	"	"	ধর্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	"
"	"	"	দক্ষ	ধর্ম	গৌতম	...
"	"	"
ক্রতু
"	বশিষ্ঠ	ভৃগু	দক্ষ
"	"	"	"	নারদ	ধর্ম	...
"	"	"	"	মনু	গৌতম	ধর্ম
"	"

“ওহে অনুরগণ, তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমি সমস্ত দেবগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।” এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সেই পঞ্চমবদন সুরগণকে ভক্ষণ করিতে উত্তত হইলে, তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনার চক্র দ্বারা ব্রহ্মার সেই আমন ছেদন করিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক কোথাও রাখিবার জায়গা না পাইয়া, শিবকে ঐ মস্তক ধারণ করিতে বলিলেন। শিব লোকহিতার্থে তাহা ধারণ করিলে দেবগণ নিশ্চিন্ত হইলেন।
ব্রহ্মপু-১৩।

ব্রহ্মাণি ব্রহ্মাণী—(১) ব্রহ্মার দেহ সমুচ্চীর্ণতরুপা নান্নী কন্যাই ব্রহ্মাণি নামে প্রসিদ্ধা। মৎ-৩। (২) আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত মহানবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজা মহাপুণ্যপ্রদ। সেই পূজার সংশ্রবে ব্রহ্মাণি, মহেশ্বরী, কোনারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেশ্বরী চামুণ্ডা, কালী, ভদ্র-কালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা ফনা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা—এই সকল দেবার পূজা কর্তব্য। গরু-পু-১৩৪, ১৩৫। (৩) দেবী দুর্গার একনাম ব্রহ্মাণী। তিনি ব্রহ্মার উৎপাদিকা এবং ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এই নামে প্রসিদ্ধা হন। দেবীপু-৩৭। (৪) রুদ্র নামক দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে শিবাত্মচর প্রমথ-

গণকে দানব সৈন্যহস্তে পরাজিত-প্রায় দেখিয়া, অস্ত্রাস্ত্র দেবগণের ন্যায় ব্রহ্মাও বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া পুড়িলেন এবং মহাদেবের সাহায্যের জন্য, তিনি স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে মনস্থ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল এবং তিনি এক হস্তে কমণ্ডলু ও অস্ত্র হস্তে শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেও স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া লক্ষিত হইলেন। এই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী হংসাকৃতা হইয়া দানব সৈন্য দলন করিতে লাগিলেন। দেবীপু-৮৪ (৫) ব্রহ্মাণি, লক্ষ্মী ও মহাকালী, প্রকৃতির অংশভূতা এই তিন দেবী যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি রূপে কীর্ত্তিতা। ব্রহ্মাণিরই অপর নাম সরস্বতী। শিব-জ্ঞান-৪। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততন। যোগিনী দেখ। (৭) অষ্ট মাতৃকার অন্ততন। বরা-২৭। বৈষ্ণবী দেখ। (৮) ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কোমারী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডী, ইহার বিকটা নান্নী মাতৃকার অন্ততন। স্বন্দ কাশী-উ-৮৩। বিকটা দেখ। (৮) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৯) দেবী চণ্ডিকার সহিত রক্তবীজ দানবের যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তিসমূহ

দেবীর সাহায্যের জন্ত উপস্থিত হন । তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, হস্তে অক্ষয়ত্ব ও কমণ্ডলু ধারণপূর্বক হংস পৃষ্ঠে দেবীর সাহায্যের জন্ত আগমন করেন । দেবীভা-৫৯-২৮ । বাম-৫৬ ।

ব্রহ্মাতিথি—কণ্ঠগোত্রিয় একজন ঋষি । তিনি অশ্বিনয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন । ঋক্ ৮।৫।১-৩২ ।

ব্রহ্মাপেত—প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ক, অমরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ বাস করিয়া থাকেন । এই সূর্য্যরথে ষষ্ঠী (আদিত্য), জমদগ্নি (ঋষি), কম্বল(সর্প), তিলোত্তমা (অমরা), ব্রহ্মাপেত(রাক্ষস), ঋতজিৎ (যক্ষ) ও ধৃতরাষ্ট্র(গন্ধর্ক), ইঁহারা মাঘমাসে বাস করিয়া থাকেন । বিষ্ণু-২য়-১০ । ব্রহ্মোপেত দেখ ।

ব্রহ্মাবর্ত—নাভি-ভনয় ঋষভের অস্ত্রতম পুত্র । ঋষভ দেখ ।

ব্রহ্মাত্মা—সীতার একনাম । রাম ঐ নামে সীতার স্তব করেন । রাম-অষ্ট-২৫ ।

ব্রহ্মিষ্ঠ—(১) ভদ্রাশ্বের পঞ্চপুত্রের অস্ত্রতম মুদগল । তৎপুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ এবং ব্রহ্মিষ্ঠের তনয় ইন্দ্রসেন । মৎ-৫০ ।

বায়ু-৯২ । ইন্দ্রসেন (৪), বধ্যাশ্ব ও মুদগল দেখ ।

ব্রহ্মিষ্ঠা—দুর্গার একনাম । দেব-মাতা বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিতা । দেবীপু-১৬.৩৭ ।

ব্রহ্মেশলিঙ্গ—শঙ্করের নিকট হইতে বলপ্রাপ্ত হইয়া ষষ্ঠমনা ব্রহ্মা একলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁহাই ব্রহ্মেশলিঙ্গ নামে খ্যাত । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৫৬ ।

ব্রহ্মেশ্বর- (১) কাশীধামে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ । ব্রহ্মা শিবের ঐতি উৎপাদন করিবার জন্ত, ঐ লিঙ্গ সমীপে তপস্থা করেন । সৌর-৬ । (২) পুলোমা নামক দৈত্যকে বধ করিয়া ব্রহ্মা ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন । স্বন্দ-আব-চতু-৬৫ । (৩) প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত এক শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫ ।

ব্রহ্মোদনাম্নি—অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন । তাঁহার পুত্র ব্রহ্মোদনাম্নি । তিনি ভরত ও বৈশ্বানর নামেও পরিচিত । তিনি দেবগণের হব্যবাহক ছিলেন । মৎ-৫১ । বায়ু-২৯ ।

ব্রহ্মোপেত—ব্রহ্মোপেত ও ঋত-জিৎ দেখ ।

ব্রহ্মোপল্লনমিতা—সীতার সহস্র নামের অস্ত্রতম । রাম ঐ সমুদয় নামে

সীতার স্তব করেন। রামা-অঙ্ক ৫২।

ত্রি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুতঙ্গয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় রণঞ্জয়। তৎপুত্র সঞ্জয়। বায়ু-২২। ধর্ম্ম ও কুতঙ্গয় দেখ

ব্রাহ্মণ—(১) দক্ষ-কন্যা কপিলার গর্ভে, অমৃত, মুনি, গো, ব্রাহ্মণ, অঙ্গরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। মহাভা আদি-৬৫। কপিলা দেখ। (২) সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ-স্বরূপ দণ্ডের এক নাম ব্রাহ্মণ। মহাভা-শান্তি-১২১।

ব্রাহ্মণশত্রু—লঙ্কার অধিবাসী জনৈক রাক্ষস। লঙ্কাদহনকালে হনুমান তাঁহার গৃহ দগ্ধ করেন। রামা-স্কন্দ-৫৪।

ব্রাহ্মণাঙ্কুসি—অগ্নির পুত্র বিশ্ব-বেদার অপর নাম। মৎ-৫১।

ব্রাহ্মণী—ছান্দোগ্য নামক এক ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ বয়সে এক কন্যা জন্মে। ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ঐ কন্যা লাভ করেন বলিয়া, তাঁহার পিতা নাম রাখেন ব্রাহ্মণী। তিনি চির কোমার্যা ব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্বীসাধন সহ শঙ্করের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে আকাশে নক্ষত্র হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আনর্তীধিপতির কন্যা রত্নবতীর সহিত তাহার বিশেষ সখ্য ছিল। তিনিও ব্রাহ্মণীর স্তায় চিরকুমারী ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১৫-১২৮। রত্নবতী দেখ।

ব্রাহ্মপুত্রেরক—বশিষ্ঠ বংশীয় এক আর্ষের-প্রবর-বিশিষ্ট গোত্র প্রবর্তক ঋষিগণের অন্ততম। বৈকব দেখ।

ব্রাহ্মা—(১) অক্ষকাসুরের রক্তপান

করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২। পদ্ম-স্ক-৪৬

মাতৃকা দেখ। (২) দক্ষের অন্ততমা কন্যা সতী বৃদ্ধের পত্নী ছিলেন।

তাঁহারই নামান্তর ভবানী। ঐ দেবী সঙ্কণ্ঠাশ্রিতা হইয়া লক্ষ্মী, রজোগুণময়ী হইয়া ব্রাহ্মী এবং তমোগুণাশ্রিতা

হইয়া সতী নামে কীর্তিতা হন। শিব-জ্ঞান-৬। (৩) সরস্বতী গন্ধার শাপে

অংশতঃ ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ব্রাহ্মার পত্নী হন। তখন তিনি ব্রাহ্মী

নামে বিদিতা হন। তিনিই বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিত। দেবীভা-২২-

৮। (৪) পার্শ্বতীর নামান্তর। সো-৪২। (৫) শঙ্কর হস্তে জালঙ্কার দৈত্য

নিহত হইলে ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি

যোগিনীগণ, শঙ্করের আদেশে তাঁহার শবমাংস ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উ-১৮।

(৬) কাশীধামে ব্রহ্মেশদেবের পশ্চিমভাগে ব্রাহ্মী দেবী অবস্থিত। স্বন্দ-কাশী-

উ-৭০। (৭) তদ্ব্যোক্ত মহাকালীর পূজায় ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কোমারী

বারাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তির পূজা বিধেয়।

তন্ত্রসার ৬২৬ পৃঃ। (৮) উপরোক্ত ব্রাহ্মী

প্রভৃতি নামগুলি দুর্গায়ই নামান্তর।
তন্ত্রসার ৭৬২ পৃঃ। (৯) দেবী দুর্গার
শরীর বৃহৎ এবং তিনি সর্বব্যাপী ও
অগ্রমেষ। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মী
নামে কথিতা হন। দেবীপু-৩৭।
(১০) সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহানবমী ব্রতে
মঙ্গলা, ভৈরবী, দুর্গা, বারাহা, উমা,
ত্রিদশেশ্বরী, হৈমবতী, কল্যা, কপালী,
কৈটভেশ্বরী, কালী, ব্রাহ্মী, মাহেশী,
কৌমারী, মধুসূদনো, বাসবী ও চর্চা এই
সকল নাম জপ করিতে হয়। দেবী পু-
৮৯। (১১) সীতার সহস্র নামের
অন্ততম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার
স্তব করেন। রামা-অঙ্ক-২৫। (১২)
ব্রাহ্মী, জয়বতী, শক্তি, অজিতা,
অপরাজিতা, জয়ন্তী, মানসী, মায়া,
দিত্তি, শ্বেতা, বিমোহিনী, শরণ্যা,
কৌশিকী, গৌরী, বিমলা, রতি, ইচ্ছা,
অরুন্ধতী, ক্রিয়া ও দুর্গা, এই সমুদয়
দেবীর রজঃ প্রকৃতি এবং অপরা নামে
অভিহিত। দেবী পু-৫০।



ভরভদ্রপ্রদািনী—সীতার সহস্র
নামের অন্ততম। রাম ঐ সহস্র নামে
সীতার স্তব করেন। রামা-অঙ্ক-২৫।
ভক্তানুকম্পা—শিবের এক নাম। দক্ষ
ঐ নামে শিবের স্তব করেন। পদ্ম-স্ম-৫।

ভগার্হিনাশিনী—সীতার সহস্র
নামের অন্ততম। রাম ঐ সহস্র নামে
সীতার স্তব করেন। রামা-অঙ্ক-২৫।

ভক্তি—তত্ত্বোক্ত পরত্রিংশটি ব্যঞ্জন
শক্তির অন্ততম। তন্ত্রসার ১৩৯ পৃঃ।

ভক্তিগঙ্গা—সীতার সহস্র নামের
অন্ততম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার
স্তব করেন। রামা-অঙ্ক-২৫।

ভক্তিদা—তত্ত্বোক্ত তারিণী কল্পের
পূজায় উল্লিখিত অষ্ট যোগিনীর ঘোড়শ
পরিচারিকার অন্ততম। তাঁহাদেব
নাম—সুখদা মোক্ষদা, ভুক্তিদা,
ভোগদা, মুক্তিদা, সিদ্ধিদা, কামদা,
ধনদা, ক্ষেমদা, শিবদা, বরদা, আশ্বদা,
যোগদা, ভোগদা, ভুক্তিদা ও সর্বসিদ্ধিদা,
তন্ত্রসার ৫৯৮ পৃঃ।

ভগ—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্ত-
তম। বিষ্ণু-১ম-৫। হরি-হরি-৩।
মহাভা-আদি-৬৫। মৎ-১৭১। মৎ ৪৪।
অ-১৯। শিব-ধর্ম-৫৪ হরি-হরি-
১৯৬। বায়ু-৬৬। কালিকা-৩।
ভাগ-৬৪-৬। গুরু-পূ-৬, ১৭। স্বন্দ-
আব-রেবা-১৯১। পদ্ম-স্ম-১৮। পদ্ম-
উ-৫। মহাভা-আদি-১২৩। মহাভা-
অঙ্ক-৮৬, ১৫০। (২) দেবাসুর
সংগ্রামে শব্বর অশুরের সহিত ভগের
যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৩) শিবা-
সুতর বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশকালে ভগের
চক্ষুর্ধ্ব উৎপাটিত করেন। শিব-বার-
পু-১৯। বৃহৎ-মধ্য-৮। বাম-৫। ভাগ-

৪৯৫। (৩) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অব-
রোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল
ব্যাপা সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে.
তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে
প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য,
দেবগণ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, বক্ষ,
সর্প ও রাক্ষস অবস্থান করিয়া থাকেন।
সেই সূর্য্যরথে পৌষ মাসে—ক্রতু (ঋষি).
ভগ (আদিত্য), উর্ণায় (গন্ধর্ব্ব).
ক্ষুর্জ (রাক্ষস), কর্কটক (সর্প), অরিষ্ট-
নেমী (বক্ষ) ও পূর্ব্বচিহ্নিত (অঙ্গরা)—
ইহারা বাস করেন। বিষ্ণু-২২-১০
(৪) ভগ আদিত্য দ্বাপরে ধৃতরাষ্ট্র হইয়া
জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫। (৫)
ভগ, হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ
মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু ৫২।
ঋতু দেখ। (৬) ঋগ্বেদোক্ত চরজন
আদিত্যের অন্ততম। ঋক্ ২২৭
অংশ দেখ।

ভগকর্ণী—তন্ত্রোক্ত কুলাচারে
ভগকর্ণী, ভগচিহ্না. ভগত্বা, ভগদত্তা.
ভগনাঙ্গা, ভগমালিনী, ভগসর্পিণী,
ভগম্বা, ভগম্বী, ভগম্বা ও ভগিনী.
এই সমুদয় দেবীকে মানসগন্ধাদি উপ-
চার দ্বারা ধ্যান ও পূজা বিহিত আছে।
ভগচিহ্ন—ভগকর্ণী দেখ।

ভগত্বা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগদত্ত—(.) সত্যযুগে বাঙ্কল নামে
যে অমররাজ ছিলেন, তিনিই দ্বাপর

যুগে ভগদত্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।
মহাভা-আদি-৬৫। তিনি দ্রৌপদীর
পানিপ্ৰার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায়
উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-
১৮৬। ভগদত্ত কুবেরের সভায়ও
উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।
ভগদত্ত যবনদিগের অধিপতি ছিলেন
মহাভা-সভা-১০। ভগদত্ত প্রাগ-
জ্যোতিষ পুরের অধিপতি ছিলেন।
তাঁহার পুত্রের নাম বজ্রদত্ত। ভগদত্ত
কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ
করিয়া অর্জুন হস্তে নিহত হন।
মহাভা-আশ্ব-৭৫, ৭৬। মার্ক-২।
ভগদত্তের পিতার নাম নরক। ভাগ-
৩৯-৩। নরক দেখ।

ভগদত্তা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগনন্দা—সীতার সহস্র ন মের
অন্ততম। রাম ঐ সহস্রনামে সীতার
স্তব করেন। রামা-অঙ্ক-২৫।

ভগনামা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগপাদ—অত্রিবাশীর্ষ উদ্ধালকি,
শোণকর্ষি, রথ, শৌক্ৰতর, গৌরগ্রীব,
গৌরজিন, চৈত্রায়ন, অর্দ্ধপণ্য, বামরথ্য,
গোপন, তকিবিন্দু, কর্ণজিহ্ব, হর-
প্রীতি, লৈঙ্গানি, শাকলায়নি, তৈলপ,
সবৈলেয়, অত্রি, গোনীপতি, জলাদ,
ভগপাদ, সৌপুষ্টি, এবং ছন্দোগের,
এই সকল ঋষিদিগের আবেশ প্রবর
তিনটি—শ্যাবাশ্র, অত্রি, অর্চনানশ।
মৎ-১২৭।

ভগবতী—(১) মহিষমর্দিনী দুর্গার এক নাম । তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, পৃথিবী, সূর্য্য বসুগণ, কুবের অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তেজসম্বতা । এই সমুদ্র দেবদেবীগণ অমুর নিধনের জন্য তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদান করেন । ভগবতী এই সমুদ্র দেব ও দেবীর তেজ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের অস্ত্রাদি দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করেন । মার্ক-৮২ । এই ভগবতী আত্মশক্তি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্রীতও নহেন । তিনি মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন । সৃষ্টিকালে তিনি শ্রী বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রমা, অক্রমা, কান্তি, শান্তি, পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা, অজরা, বিয়া, অবিজা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি, অশক্তি, বসা, মজ্জা, বন্ধ, দৃষ্টি, সত্যাসত্যরূপে প্রতিভাত হন । দেবীভা-৩৯-৬ । দেবী ভগবতীর দেহ কোটা কোটা সূর্য্যের তায় উজ্জল হইলেও, কোটা কোটা চন্দ্রের তায় মধুর ও শীতল । তিনি কোটা কোটা বিদ্যামতার তায় লাভ্যময়ী । চতুর্দেব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, চতুর্দিক্ ধাক্কিয়া তাহার স্তব করিতেছে, তিনি নিজ চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন । তাঁহার কণ্ঠে আপাদমর্দিনী মনোরম

মুক্তামালা শোভিত । তাঁহার নয়নদ্বয় মনোহর এবং তিনি ষুঁইষুঁ হাঁত করিতেছেন । দেবীভা-৬৯-৮ । (২) ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় সর্ব-কল্যাণময়ী ভগবতীকে মনোমধ্যে চিন্তাপূর্ব্বক অযুতবর্ষ তপস্তা করেন । তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী তাঁহাকে অল্পতম সৃষ্টি শক্তি প্রদান করেন দেবীভা-৭৯-২ । (৩) একবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনায় ধৈর্য্য ভগবতী তাঁহাদিগকে নিজ বিরামমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন । তাহা এইরূপ— সর্বলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত সত্যলোক এই দেবীর মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার লোচনদ্বয়, দিক্ সমুদ্র তাঁহার শ্রবণপথ, বেদ-চতুষ্টয়—বাক্য; বিশ্ব-ব্যাপক বায়ু—প্রাণ, বিশ্ব মণ্ডল—হৃদয়; পৃথিবী—জঘনদেশ, ভুবলোক—নাভি সরোবর; জ্যোতিষ্ক—মুখল; মহলোক—গ্রীবা; জললোক—মুখমণ্ডল; তপোলোক—ললাটদেশ; ইন্দ্রাদি দেবগণ—বাহুনিচয়; অশ্বিনী কুমারদ্বয়—নাসারন্ধ্রদ্বয়; গন্ধ—জ্ঞানোন্মিয়; মুখবিবর—অগ্নি; দিবা ও রাত্রি—নয়নপক্ষদ্বয়; ব্রহ্মলোক—তাঁহার রূপের জড়ভক্তি; ব্যাপক মহাসলিল—তাঁহার রসনীধার; তদন্তরঙ্গ—তাঁহার রসনা; যম—তাঁহার চর্ব্বণোপযোগী দর্শন সমুদ্র; জী-পূজাদি স্নেহকলাদি—দেবীর দন্তপংক্তি; মাদ্রি—

হাস্ত ; সৃষ্টি—কটাক্ষ ; লজ্জা - উর্দ্ধোষ্ঠ ; বিভ্রাম্বালায় স্তায় সমুজ্জ্বল তেজঃপূর্ণ
 লোভ—নিম্নোষ্ঠ ; অধর্ম-মার্গ—পৃষ্ঠদেশ ; সেই ভীষণ বিরাটরূপের মস্তক, নয়ন ও
 এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা - তাঁহার উপস্থ। চরণাদি সহস্র সহস্র বলিয়া প্রতিভাত
 সেই দেবীর কুক্ষিদেশ—সমুদ্র সকল ; হইতে লাগিল। দেবগণ দেবীর সেই
 অস্থি সকল—শৈলনিচয় ; নাড়ী সকল মহাভয়ঙ্কর বিরাট মূর্তি দর্শনে কম্পিত
 —নদী সমূহ এবং কেশ কলাপ— হৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে বারং-
 বৃক্ষ সমূহরূপে প্রতিভাত হইত। বার মুর্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন।
 কোমার, যৌবন ও জরা তাঁহার এই লক্ষ্য সমরে জরী
 তিন বয়ঃক্রম। ইহাই সেই দেবীর হইবার বাসনায়, রাম ব্রহ্মাদি দেব-
 উত্তম গতি। তৎকালে মেঘমালা গণের উপদেশ, ব্রহ্মরূপিণী সর্বলোক-
 তাঁহার সংশ্লিষ্ট কেশপাশ, সন্ধ্যাকালদয় মাতা ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন।
 তাঁহার বসনযুগ এবং চন্দ্রমা তাঁহার তিনি রাবণ-বধ সম্পন্ন করাইবার জন্ত
 মনোরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। রাবণ দ্বারা সীতার হরণ কার্য সম্পাদন
 ভগবান্ হরি ও দেবদেব রুদ্র, যথাক্রমে করাইয়াছিলেন। ঐ দেবী ব্রহ্মাণ্ডের
 ভগবতীর বিজ্ঞানশক্তি ও সংহারশক্তি মধ্যেও আছেন, আবার ব্রহ্মাণ্ডের
 বলিয়া কথিত হন। সমুদ্র ইতর জন্তু বাহিরেও আছেন। তাঁহার ভগবতী মূর্তি
 তাঁহার নিতম্ব দেশে, অতলাদি পৌরাণিক এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে
 পাতালাস্ত মহালোক সকল তাঁহার মূর্তি আছে তাহা তাত্ত্বিক। বৈকুণ্ঠ
 কটদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত যথাযথ ও গোলকেরও বহু উর্দ্ধে তিনি বাস
 স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে করেন। তিনি বিশ্বাত্মিকা, নিরুপমা,
 লাগিল। সুরগণ যখন দেবীর সেই নিরুপদ্রবণ, সূক্ষ্মা ও জগতের স্থিতি-
 মহারূপ দর্শন করিলেন, তখন তিনি লগ্নাদির একমাত্র কারণ। তিনিই
 রসনা দ্বারা সমুদয় জগৎ অবলেহন বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন
 করিতেছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ সহস্র আবার অশুকালে তিনিই সংহার
 সহস্র জালামালায় পরিব্যাপ্ত ছিল। করেন। তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত জীবগণকে
 তাঁহার দংষ্ট্রী সমুদয় পরম্পর সংঘর্ষণ দুর্গতি হইতে নিস্তার করেন বলিয়া
 জন্ত কটকটা শব্দ হইতেছিল ও তাঁহার দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিত
 নেত্র-যুগল হইতে অনল-বর্ষণ হইতে- হন। তাঁহার পৌরাণিকী মূর্তি
 ছিল। তাঁহার ভূজসমূহে বিবিধ দশভুজা। রাবণযুদ্ধে রামের জয়
 অস্ত্রাদি সংলগ্ন ছিল। কোটি কোটি কামনায়, ব্রহ্মা ঐ সিংহবাহিনী দেবীর

হুম্মরী মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন তিনি নবমী তিথিতে ঐ মহাদেবীকে বিষ্ণুবৃক্ষে পূজা করিয়া বোধিত করেন এবং রাম-কর্তৃক বৃত্ত হইয়া আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া রাফসরাজের বধ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহার পূজা করেন। ঐ দেবী রণপ্রিয়, মাংসভক্ষিণী এবং ত্রিশূল-ধারিণী। তাঁহার হস্তে খড়্গ ও অসি এবং দেহ মুণ্ডমালায় শোভিত। তিনি মহিষাসুর, রক্তবীজ, চণ্ডাসুর, গুপ্ত-নিগুপ্ত প্রভৃতি দানবগণকে নিধন করেন। শ্রীমহাভা-৪২-৪৫। ঐ দেবী মহেশ্বরীই গোকুলে কৃষ্ণরূপধারণ করিয়া, রাধা-রূপধারিণী শম্ভুর সহিত ক্রীড়া করেন এবং কংসাদি দুষ্টগণকে নিপাতিত করেন। শ্রীমহাভা-৫৪, ৫৫। দক্ষিণদিকে সিদ্ধ-গণ-সেবিত বহু বিস্তৃত পরম-রমণীয় উপত্যকা সমূহ আছে, সেই সকল উপত্যকার এক প্রান্তে দেবস্থান সকল অবস্থিত। ঐ সমুদয় দেবস্থানে বিবিধ গিরি সমূহের মধ্যে গন্ধগিরিতে দেবী ভগবতী মহাভূতগণ পরিবৃত্ত হইয়া বাস করেন। বরা-৮১।

ভগবান--দম্বুর গর্ভজাত জটনৈক অসুর। বায়ু ৬৮। অজামুখ দেখ।

ভগমালিনী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জটনৈক মাতৃকা। মৎ-

১৭২। পদ্ম-স্ব-৪৬। মাতৃকা দেখ। (২) তত্ত্বোক্ত ত্রিপুর মন্ত্রের প্রথম বীজে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া জ্ঞাস করিতে হয়। তাহার পর সুভগাদি জ্ঞাস করিতে হয়। সুভগাদি যথা—সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী, ভগমালিনী, অনঙ্গা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা ও অনঙ্গ-মদনা। তত্ত্ব-৩৪২ পৃঃ। (৩) জ্ঞানার্ণবে যে ষোড়শ নিত্যাত্মাসের প্রমাণ দিয়াছেন, সেই ষোড়শ দেবতার নাম—কামেশ্বরী, ভগমালিনী, নিত্য-ক্লিন্না, ভেকুণ্ডা, বহ্নিবাসিনী, বজ্রেশ্বরী, দূতী, হরিতা, কুলসুম্বরী, নিত্য, নীল-পতাকা, বিজয়া, সর্বমঙ্গলা, জালামালা, ও বিচিত্রা। তত্ত্বসার-৪২৯ পৃঃ। ভগ-কর্ণী দেখ।

ভগসর্পিণী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগস্তুনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগস্থা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগা—ভগমালিনী দেখ।

ভগাফী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগানন্দা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জটনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকা দেখ।

ভগাত্তা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগিনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগীরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় দিলীপের পুত্র। তিনি অপুত্রক ছিলেন এবং মন্ত্রীদের প্রীতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক গোবর্ধন নামক স্থানে

গন্ধানয়নের জন্ত তপস্তা করেন । প্রজাপতি তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ভগীরথ প্রার্থনা করেন “কপিল-শাপে ভস্মীভূত সগর-সন্তানগণ যাহাতে আমার নিকট হইতে জলগণ্ড্র প্রাপ্ত হন, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন । তাঁহাদের দেহ যদি গঙ্গাজলে সিক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্ধারের কোন আশঙ্কা থাকে না । আর আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, যেন ইক্ষ্বাকুবংশ বিলুপ্ত না হয় ।” ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—“হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন । অতএব তাঁহার বেগ ধারণের জন্ত মহাদেবকে নিয়োজিত কর । তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ।” ব্রহ্মার কথা শুনিয়া ভগীরথ পদাঙ্কুষ্ঠ সাহায্যে ভূমি স্পর্শ করিয়া একবৎসর কাল, শিবের আরাধনা করেন । শিব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে সম্মত হইলেন । তখন গঙ্গা প্রবলবেগে শিব-শিরে পতিত হইতে লাগিলেন । ঐরূপে পড়িবার সময়ে গঙ্গা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, তিনি প্রবল প্রবাহে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবেন । শিব তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে, পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং আপনার জটাঝালে তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন ।

জাহ্নবী চেষ্টা করিয়াও বহিরাগমন করিতে পারিলেন না । গঙ্গাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া ভগীরথ পুনরায় শিবের তপস্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব গঙ্গাকে জটাঝাল হইতে নিকাশিত করিয়া বিন্দু সরোবরের দিকে পরিত্যাগ করিলেন । তাহা হইতে সাতটি ধারার উৎপত্তি হইল । তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ভগীরথের অমুগামী হয় । ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে করিতে গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে গমন করেন । সেখানে গঙ্গা ভস্মীভূত সগর সন্তানদিগের ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করেন । ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনিত হওয়ার, ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন । রামা-আদি-৪২, ৪৩ । মৎ-১২১ । বায়ু ৪৭ । ভগীরথের পুত্রের নাম ককুৎস্থ । রামা-আদি-৭০ ; অথো-১১০ । ভগীরথের পুত্র নাভাগ । পদ্ম-স্ক-৮ । অগ্নি-২৭৩ । মৎ-১২ । ভগীরথের পুত্র ঋত । তৎ পুত্র নাভাগ । বায়ু-৮৮ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৪ ; হরি-হরি-১৫ ; গঙ্গ-পু-১৪২ । ভগীরথের পুত্র ঋতসেন, তৎসুত নাভাগ । শিব-ধর্ম-৬১ । (২) দেবী-ভাগবতে আছে ভগীরথ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্ত গঙ্গা আনয়নার্থ ত্রিক্ষের স্তব করেন । দেবীভা-২ঙ্ক-১১ ।

শ্রীমহাভা-৬৬ । (৩) একবার মহারাজ ভগীরথ ভৃগুমুনির উপদেশে হিমালয় পর্বতে গমন করিয়া নারায়ণের তপস্তা করেন । তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ ভগীরথকে বর দেন যে, গঙ্গা মর্ত্যে, অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন । বৃহদ-১৫ । (৪) ভগীরথ জ্যৈষ্ঠ মাসীয় শুক্ল পক্ষে ইন্দ্রানক্ষত্রযুক্ত শুভ মঙ্গল বাসরে মহাশঙ্করনা পূর্বক গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিবার জ্ঞা রথারোহন করেন । শ্রীমহাভা-৬৮-৭১ । (৫) ভগীরথের পুত্র নাভ । কঙ্কি-৩৯-৩ । (৬) ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গানয়নের বিবরণ সামান্য সামান্য পরিবর্তিত আকারে একাধিক পুরাণেই পাওয়া যায় । তজ্জ্ঞান নিম্নলিখিত স্থানগুলি স্রষ্টব্য—বৃহদ্রথ-মধ্য-১৮, ১৯, ২০, ২১ ; ভাগ-২৯-২ ; পদ্ম-উ-২১ ; সৌ-৩০ ; শ্রীমহাভা-৬৬ ; ব্রহ্মপু-৭৮ । (৭) ভগীরথের পুত্র ভীম, তৎপুত্র সত্য । বৃহদ্রথ-মধ্য-২২ । (৮) ইন্দ্র ভগীরথ কর্তৃক অমুষ্টিত মহাযজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভূজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করেন । ভগীরথ যজ্ঞাধুষ্ঠান করিয়া স্বর্গালঙ্কার বিভূষিতা দশ লক্ষ কত্তা দক্ষিণা প্রদান করেন । একবার ভগীরথ নির্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন । এই নিমিত্ত গঙ্গার নাম

হইয়াছে উর্কশী । গঙ্গা ভগীরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করায় ভাগীরথী, নামে প্রসিদ্ধা হন । মহাভা-শাস্তি-২২ । (৯) মহারাজ উর্কশীর, বিশ্বগন্ধ, নৃগ, ভগীরথ প্রভৃতি বহু নৃপতি বিধি অনুসারে গো দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন । মহাভা-অম্বু-৬৯ । ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম-পূর্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন । কি পুণ্যফলে তিনি ঐ দুর্লভলোক লাভ করেন, ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে ভগীরথ তাহা সবিস্তর কীর্তন করেন । মহাভা-অম্বু-১০৩ । (১০) জীমূতের পুত্র বৃহতী । তৎপুত্র ভগীরথ । হরি-হরি-৩৬ । জীমূত দেখ ।

ভঙ্গ—নাগরাজ তক্ষকের বংশ জাত নিম্নলিখিত সর্পগণ রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন ;—পুচ্ছালক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেন্ধা, রতেনক, উচ্ছিথ, শরভ, ভঙ্গ, বিষভেজা, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপণ, মুদগর, শিঙরোমা, সুরোমা ও মহাহনু । মহাভা-আদি-৫৭ ।

ভঙ্গকার—(১) যদুবংশীয় সত্রাজিতের শতপুত্রের জ্যেষ্ঠ । ভঙ্গকারের পত্নী ব্রতবতীর সত্যভামা, ত্রিভিনী ও পদ্মাবতী নামে তিন কত্তা জন্মে । ঐ তিনজনই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন । মৎ-৪৫ । হরিবংশ মতে (হরি-হরি-৩৮) ঐ তিন

কুমারী সত্রাজিদের কন্যা । প্রস্থাপিনী ও বাতপতি দেখ । কিন্তু বায়ু পুরাণে (২৬-অঃ) ভঙ্গকারের পিতার নাম শত্রু-জিৎ বলিয়া উল্লিখিত আছে । ভঙ্গ-কারের পত্নী দ্বারবতী । সভ্যভামা প্রভৃতি তিন কন্যা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন । পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি-১৩) সভ্যভামা ভঙ্গকারের অগ্রজা বলিয়া উল্লিখিত আছে । (২) কুরুবংশীয় অবিক্ষিতের আট পুত্রের অন্ততম । মহাভা-আদি, ৯৪ । অবিক্ষিত দেখ ।

ভঙ্গদা—সীতার লোমরূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা । রামা-অঙ্ক-২৩ ।

ভঙ্গরস—জনৈক ব্রাহ্মণ । এক বৈশ্বদম্পতি সৌকর তীর্থে বাইয়া তাঁহাকে বিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করেন । বরা-১৩৮ ।

ভঙ্গাশ্বন—জনৈক নরপতি । দেব-রাজ ইন্দ্রের শত্রুতায় তিনি জীৱ প্রাপ্ত হন । ঐ অবস্থায় এক তাপসের ঔরসে তাঁহার একশত পুত্র জন্মে । পূর্বে পুরুষ অবস্থায় ও তাঁহার ঔরসে একশত পুত্র জন্মিয়াছিল । ইন্দ্রের শত্রুতায় ঐ সমুদয় পুত্রেরা পরস্পরের প্রতি বৈরী-ভাববশতঃ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলেই হৃত্যুমুখে পতিত হইল । পরে ভঙ্গাশ্বন রাজার কাতর প্রার্থনায় ইন্দ্র, তাঁহার গর্ভজাত পুত্রগণকে জীবিত করিয়া দেন এবং ভঙ্গাশ্বনকে পুরুষরূপ ও জীৱরূপ এই উভয়ের মধ্যে কোন

ভাবে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে, ভঙ্গাশ্বন জীভাবেই থাকিতে বাসনা প্রকাশ করেন । মহাভা-অম্বু-১২ ।

ভঙ্গমান—(১) জ্যামঘ বংশীয় সাত্ত্বতের অন্ধক, ভজিন, ভঙ্গমান, দিব্য, দেবাবুধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি নামে কতি-পয় পুত্র জন্মে । ভঙ্গমানের দুই পত্নী স্বয়ংগী ও বাহুকা স্বয়ংয়ের কন্যা ছিলেন । বাহুকার গর্ভে ভঙ্গমানের নিমি, কুমিল ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র জন্মে । মৎ-৪৪ । বাহুকা ও উপবাহুকা নামে স্বয়ংয়ের দুই কন্যা ভঙ্গমানের পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাহুকার গর্ভে ক্রমি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শুর ও পুরঞ্জয় এবং উপবাহুকার গর্ভে অযুতাজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও দাসক জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩৭ । (২) সাত্ত্বতের অন্ত-তম তনয় অন্ধকের ঔরসে দৃঢ়াশ্ব-হুহিতার গর্ভে কুকুর, ভঙ্গমান, শম (শুচী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪) ও কঙ্কল বর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩৭ । ভঙ্গমানের পুত্র বিদূরথ । হরি-হরি-৩৮ । ভাগ-৯ঙ্ক-২৪ । (৩) জ্যামঘ বংশীয় বক্রর কুকুর, ভঙ্গমান, শশি ও কঙ্কলবর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে । ভঙ্গমানের তনয় বিদূরথ । মৎ-৪৪ । অগ্নি-২৭৫ । (৪) ভঙ্গমানের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নিমি, পণব ও বৃষ্ণি এবং কনিষ্ঠার গর্ভে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ,

শতজিৎ ও বামক জন্মগ্রহণ করেন।

বায়ু-৯৬। (৫) ভজমানের পুত্রগণের মধ্যে নিমি, বৃক্ষ, বৃষ্টি এক পত্নীর গর্ভজাত এবং শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ অপর পত্নীর গর্ভজাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৬) সান্বতের ভজমান প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভজমানের দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের গর্ভে নিম্নোচী, কিঙ্কন ও দৃষ্টি, এবং অপরের গর্ভে শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪। (৭) বিদূরথাস্বজ শূরের তনয় ভজমান। তৎপুত্র শিনি। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪। (৮) সান্বতের পুত্র ভজিন, ভজমান, অরুণ, মহাভোজ, বৃষ্টি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবধ। ভজমানের তনয় নিমি, বৃষ্টি, অযুতাজিৎ, শতজিৎ, সহস্রাজিৎ। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্ত্র আছে ভজমানের পুত্র কুকুর ও কঞ্চণ বর্হিষ। গরু-পু-১৪৩। (৯) স্বয়ং-হুহিতা স্বয়ম্ভী ভজমানের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভজমানের ভাজ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ ভাজের দুই পত্নীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের মধ্যে নেমী কৃষ্ণ ও বৃষ্টি প্রধান। ইহারা ভজমান হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভাজক নামে খ্যাত। পদ্ম-স্ব-১৩।

ভজি—ভজমান দেখ।

ভজিন—ভজমান দেখ।

ভজেরথ—অসমাপ্তি দেখ। ঋক্

১০।৬০।১

ভজ্য—কাশার দেখ।

ভজ্ঞন—প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর জনৈক দ্বাররক্ষক। জালামুখ, রক্তাক্ষ ক্রথ, নাংসাদ, রুধিরাদার, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ-জটাধর, ত্রাসন ও ভজ্ঞন—ইহারা অগ্নি কোন রক্ষক ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

ভট্টারিকা—(১) জন্তক নামে এক যক্ষ ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপাদিত করিত। বিপ্রগণ এই অত্যাচারের কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিলে, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রাহ্মণগণের ও অন্তান্ত লোক সমুদয়ের হিতার্থে সেই স্থানে সিন্ধুগণ, প্রধান প্রধান যোগিনীগণ ও মাতৃকা প্রভৃতিকে স্থাপন করিলেন। সেই ধর্ম্মারণ্যবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিগোত্রেই এক একজন যোগিনী স্থাপিত হইলেন। যে শক্তি যে গোত্রের বা কুলের স্বরূপ-বেষ্ণুণে সমর্থ, সেই শক্তিই তাহার কুলদেবীরূপে আবির্ভূত হইয়া রহিলেন। সেই সকল শক্তির নাম—শ্রীমাতা, তারণীদেবী, আশাপুরী, গোত্রপা, ইচ্ছা, আর্ত্তিনাশিনী, পিঙ্গলী, বিকারযশা, জগন্মাতা, মহামাতা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকারা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বাণী, মুকুটেশ্বরী, ভদ্রী,

মহাশক্তি, সংহারী, মহাবলা, চামুণ্ডা ও মহাদেবী। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২। সেই দেবীগণ নানা আভরণে ভূষিতা, নানারূপে উপশোভিতা, নানা বসন-ধারিণী নানা আয়ুধশালিনী, নানা রাঙ্কনবতী এবং নানা স্বরে নিনাদ-কারিণী। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে এবং আশ্বেয়, নৈঋত, বায়ব্য ও ঈশান কোণে তাঁহারা বিরাজিতা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২২। ভদ্রা (২৩) দেখ।

ভট্টারিকী—পার্বতী নিজ শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপন্ন করেন। তাহাদের নাম ভট্টারিকী, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজ্ঞা, ভদ্রকালী, মাহেশী, সিংহোরী, ধনমর্দনী, গাত্রা, শাস্ত্রা, শেষদেবী, বারাহী, ভদ্রযোগিনী, যোগেশ্বরী, মোহলজ্জা। কুলেশী শকুলাচিতা, তারণী, কনকানন্দা, চামুণ্ডা, সুরেশ্বরী ও দারভট্টারিকা। ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার শতশত মূর্তি আছে। এই শক্তিগণ বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্টা, এবং তাঁহারা এক একজন এক এক প্রবাস্তগত বিপ্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২১।

ভট্টিকা—তিনি একজন বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। তীর্থভ্রমণ ব্যাপদেশে তিনি কেদার তীর্থে যাইয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তথায় তিনি কেদারদেবের সম্মুখে সুললিত স্বরে সঙ্গীত করিতেন।

পাতাল হইতে তক্ষক ও বাসুকী তাঁহার সুললিত সঙ্গীত শুনিবার জন্য কেদার তীর্থে গমন করেন। তাঁহারা ভট্টিকার স্নমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া, তাঁহাকে হরণপূর্বক পাতালে লইয়া যান। অপহৃত্য ভট্টিকা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিতে উত্তত হইলে, তক্ষক ও বাসুকী ভীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় মর্ত্যে রাখিয়া আসেন। কিন্তু ভট্টিকার কুটুম্বগণ, তাঁহার নাগ-ভবনে বাস নিবন্ধন, চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিতে বলেন। ভট্টিকা অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা নিজ সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের সংশয় ভঞ্জন করেন। স্বন্দ-না-১১৬।

ভট্টামণি—সূর্য্যের এক নাম।

স্বন্দ-কাশী-পু-২।

ভদ্র—(১) রামচন্দ্রের জনৈক পারিষদ। তিনি সীতা সংক্রান্ত লোকাপ-বাদ রামচন্দ্রের গোচর করেন। রামা-উ-৫৩। (২) কৃষ্ণিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম তনয়। কৃষ্ণিণী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) প্রিয়ব্রতাস্বজ অগ্নিধের (আগ্নীধের) নাভি, কিস্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্য, কুরু, ভদ্র ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্রের নামানুসারে বর্ষেরও বিভাগ হইয়াছে। মার্ক-৫৩। অগ্নিধ দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী

জাম্ববতীর গর্ভে ভদ্র, ভদ্রগুপ্ত, ভদ্রবিন্দু ও সপ্তবাহু নামে কতিপয় তনয় এবং ভদ্রাবতী ও সম্বোধিনী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-২৬। জাম্ববতী দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতাত্মজ উত্তম তৃতীয় মনু ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে সত্য, বেদ, শ্রুতি ও ভদ্র দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১। (৬) বসুদেবের অন্ততম পত্নী দেবকীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্ততম। ঋজু দেখ। (৭) বসুদেবের অপরা পত্নী পৌরবীর গর্ভে ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ জন পুত্র জন্মে। পৌরবী দেখ। (৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ভদ্র প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। কালিন্দী দেখ। এই সকল পুত্রেরা প্রহ্ল্যয়ের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। (৯) জনৈক অশুর। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি দেব-বাহিনীর সহিত সংগ্রাম করেন। বাম-৭৪। (১০) কুবেরের সচিব এক যক্ষ। গৌতম মুনির শাপে তিনি সিংহত্ব প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪২। (১১) জনৈক নট। সে বাসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত মুনিদিগকে অভিনয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নানাবিধ বর প্রাপ্ত হয়। হরি-হরি-১৪৮। (১২) অন্ধকেশ সমীপবর্তী কোনও নগরে ভদ্র নামে এক শিবভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শঙ্করের নিকট হইতে একটি ধ্বজা

লাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৪। (১৩) ত্রিপুরাসুরের অমুচর জনৈক দানব। গজাননের হাতে তিনি নিহত হন। পদ্ম-স্ব-৭৪। (১৪) রাবণের অমুচর জনৈক রাক্ষস। রামা-অঙ্কু-১৮। (১৫) দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভে কণ্ডপের মৃগী, শ্বেতা প্রভৃতি দ্বাদশ জন কন্যা জন্মলাভ করে। শ্বেতার গর্ভে ভদ্র, মৃগ, মন্দ ও সংকীর্ণ নামে চারিজন ক্ষিপ্ৰগামী হস্তী জন্মে। তাহাদের মধ্যে ভদ্র বকৃণের বাহন ছিল। বায়ু-৬৯। (১৬) যজ্ঞ মূর্তির দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। ইড়ম্পতি দেখ। (১৭) জনৈক ঋষি। তিনি গঙ্গাভীরে গঙ্গা নামক রাজাকে তীর্থফল ও বিশেষ বিশেষ তিথিতে করণীয় পুণ্যক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। স্বন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১।

ভদ্রক (১) উদীনর-তনয় শিবির পৃথুদর্ভ, স্রবীর, কেকয় ও ভদ্রক নামে বিশ্ব-বিশ্রুত চারি পুত্র জন্মে। ভদ্রের অধিকৃত জনপদও ভদ্রক নামে বিদিত ছিল। মৎ-৪৮। শিবি দেখ। (২) ভদ্রক নামে এক মূর্খ, চুরাচার ব্রাহ্মণ মহানাদী যোগে প্রয়াগক্ষেত্রে তিন দিবস স্নান করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পদ্ম-উত্ত-১২৮। (৩) সমুদ্র রাক্ষসের অষ্টমাতা ও অষ্টবিভাগ আছে। ভদ্রক ও নিকর ইহারা এক বিভাগীয়। বায়ু-৬৯। (৪) গুপ্ত-বংশীয় সূর্য্যোষ্ঠের বসুমিত্র, ভদ্রক ও

পুলিন্দ নামে তিন পুত্র ছিল। ভাগ-
১২ঙ্ক-১। অগ্নিমিত্র দেখ।

ভদ্রকর্ণ—রুদ্রের এক নাম। অগ্নি-
৮৫।

ভদ্রকর্ণিকা—দেবী শঙ্করা বিভিন্ন
তীর্থে বিভিন্ন নামে বিদিতা হন। তিনি
বারাণসীতে—বিশালাক্ষী; নৈমিষা-
রণ্যে—লিঙ্গধারিণী; প্রয়াগে দেবী
ললিতা; গন্ধমাদনে—কামুকা; মানস-
সরোবরে—কুমুদা (অথবা বিশ্বকায়ী);
গোমন্ত পর্বতে—গোমতী; মন্দরে—
কামচারিণী; চৈত্ররথে—মদোৎকটা;
হস্তিনাপুরে জয়ন্তী; কান্যকুঞ্জে—
গৌরী; অমলাচলে—রম্ভা; একাত্র-
কাননে—কীর্ত্তিমতী; বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে
—বিশ্বা; পুষ্করে—পুরুহুতা; কৈদারে—
মার্গদায়িনী; হিমালয় প্রাঙ্গে—মন্দা;
গোকর্ণে—ভদ্রকর্ণিকা; স্থানেশ্বরে—
ভবানী; বিষকে—বিষ পত্রিকা;
ঐশৈলে—মাধবী; ভদ্রে—ভদ্রেশ্বরী;
বরাহশৈলে—জয়া; কমলালয়ে—
কমলা; রুদ্র কোটাতে—কল্যাণী;
কালঙ্করে—কালী; মহালিঙ্গে—কপিলা
কোটে—মুকুটেশ্বরী; শালিগ্রামে—
মহাদেবী; শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া;
মায়াপুরীতে—কুমারী; সন্তানে—
ললিতা; সহস্রাক্ষে—উৎপলাক্ষী;
হিরণ্যাক্ষে—মহোৎপলা; গঙ্গায়—
বিমলা; পুরুষোত্তমে—মঙ্গলা; বিপা-
শায়—অমোঘাক্ষী; পুণ্ড্রবর্ধনে—

পাটলা; ত্রিকুটে—ভদ্রসুন্দরী; সুপার্শ্বে
—নারায়ণী, বিপুলে—বিপুলা;
মলয়াচলে—কল্যাণী; কোটি তীর্থে—
কোটবী; গন্ধমাদনে—সুগন্ধা; গোদা-
শ্রমে—ত্রিসন্ধা; গঙ্গাধারে—রতি-
প্রিয়া; শিবচণ্ডে—সতানন্দা; দেবীকা-
তটে - নন্দিনী; দ্বারবতীতে—রুক্ষিণী;
বৃন্দাবন বনে—রাধা; মথুরায়—দেবকী;
পাতালে—পরমেশ্বরী; চিত্রকুটে—
সীতা; বিদ্যাচলে—বিদ্যানিবাসিনী;
সহপর্বতে—একবীরা; হরিশ্চন্দ্রে—
চন্ডিকা; রামতীর্থে—রমণা; যমুনায়—
মৃগাবতী; করবীরে—মহালক্ষ্মী; বিনা-
য়কে—রূপাদেবী; বৈগুনাথে—
আরোগ্যা; মহাকালে—মহেশ্বরী;
উষ্ণতীর্থে—অভয়া; বিদ্যাকন্দরে—
মৃগী; মাণ্ডব্যতীর্থে—মাণ্ডুকী; মাহেশ্বর-
পুরে—স্বাহা; ছাগলিঙ্গে—প্রচণ্ডা;
অমরকণ্টকে—চন্ডিকা; সোমেশ্বরে—
বরারোহা; প্রবাসে—পুষ্করাবতী;
সরস্বতীতে—বেদমাতা; পাবাতটে—
পাবা, মহালয়ে—মহাতাগা; পয়ো-
ক্ষীতে—পিঙ্গলেশ্বরী; কুতশোচে—
সিংহিকা; কার্ত্তিকে—শাকরী; উৎপলা-
বর্ত্তকে—লোলা; শোণসঙ্গমে—
সুভদ্রা, সিদ্ধবটে—লক্ষ্মী; ভারতাপ্রমে
—তরঙ্গা; জালন্ধরে—বিশ্বমুখী;
কিষ্কিন্দাপর্বতে তারা; দেবদারু-
বনে—পুষ্টী, কপালমোচনে—ভুক্তি,
কাশ্মীরমণ্ডলে—মেধা; হিমালয়ে—

ভীমাদেবী; বজ্রেশ্বর—পুষ্টি; কারা-
বরোহণ—মাতা, শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনী,
পিণ্ডারকে—ঋতি; চন্দ্রভাগায়—কাল;
অচ্ছোদে—শক্তিধারিণী; বেণায়—
অমৃত; বদরীতে—উর্ধ্বশী; উত্তর-
কুরুতে—ওষধি; কুশদ্বীপে—কুশো-
দকা; হেমকুটে—মদ্যধা; কুম্ভে—
সত্যবাদিনী; অশ্বখে—বল্লিনীকা;
বৈশ্রবণালয়ে—নিধি; বেদবদনে—
গায়ত্রী; শিবসন্নিধানে—পার্বতী
দেবলোকে—ইন্দ্রাণী; ব্রহ্মাশ্রে—
সরস্বতী; তৃণক্ষেত্রে—শূলেশ্বরী; তৃণ্ডতে
—সৌভাগ্যমুন্দরী। স্বন্দ-আব-রেবা-
১৯৮। সতী, ব্রহ্মাণী ও সাবিত্রী দেখ।
মৎস্ত পুরাণ ১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভদ্রকল্প—বলরামের কনিষ্ঠ সহোদর
সারণের অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৯৬।
সারণ দেখ।

ভদ্রকার—ঈশ্রুক্ষেত্র অগ্রতম পুত্র।
নাম্নজিতী দেখ।

ভদ্রকালিকা—দেবী সাবিত্রী
গোকর্ণে ঐ নামে অভিহিত। পদ্ম-স্ব-
১৭। সাবিত্রী দেখ।

ভদ্রকালী—(১) দেবী কাত্যায়নীর
অন্যতম নাম। মহিষাসুরের সহিত
দেবগণের যুদ্ধকালে তিনি ব্রহ্মাদি
দেবগণের দেহনিঃসৃত তেজ সমুদয়
হইতে উৎপন্ন হন। মার্ক-৮৩।
ভগবতী দেখ। তাঁহারই নামান্তর চণ্ডিকা
অম্বিকা, ভূর্গা ইত্যাদি। কাত্যায়নী

দেখ। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭। (২)
দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্ত মহেশ্বর
বীরভদ্রকে উৎপাদন করেন। বীরভদ্র
আপনার সহিত গমন করিবার জন্ত ক্রোধ
ঘাটা ভদ্রা নামী মহেশ্বরী ভদ্রকালীর
স্বজন করিলেন। বীরভদ্র শিবাদেশে
ভদ্রকালীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস
করিতে গমন করেন। যজ্ঞ ধ্বংসকালে
বীরভদ্র দক্ষের ছিন্ন মস্তক ভদ্রকালীকে
প্রদান করেন। বজ্রাস্তে ভদ্রকালী
বীরভদ্র সহ প্রত্যাবর্তন করিলে মহা-
দেবী তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপহারাদি
প্রদান করেন। শিব-বায়ু-পু-১৭-২০।
বাম-৪। (৩) মহেশ্বর বীরভদ্রকে দক্ষ
যজ্ঞ নাশ করিবার জন্ত প্রেরণ করিলে,
মহেশ্বরীরও স্বয়ং সমস্ত ঘটনা স্বক্ষ
দেখিবার জন্ত ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ভদ্র-
কালী মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার অনু-
গমন করেন। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১।
(৪) বীরভদ্র উৎপন্ন হইবার পর দেবী
ভদ্রকালী দাক্ষায়ণীর ক্রোধ হইতে
উৎপন্ন হন। সৌ-৭ (৫) অনন্ত,
অব্যয়, সর্বব্যাপী মহাবিশ্বের পরমাশক্তি,
মহর্ষিগণ কর্তৃক মায়া, উমা, লক্ষ্মী,
সরস্বতী, গিরিজা, অম্বিকা, ভূর্গা,
ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কোমারী,
বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মা, বিদ্যা,
অবিদ্যা, মূল-প্রকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন
নামে অভিহিতা হন। বৃহদা-৩।
মাতৃকাগণ দেখ। (৬) মহেশ্বরীর

ভদ্রকালী মূর্তিই কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হন এবং শিব নিজ অংশে রাধা-রূপে অবতীর্ণ হন । শ্রীমহাভা-৪৯ । (৭) বক নামক অশুর গো-চারণরত বলরাম ও কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে দেবগণ সেই অশুরকে বধ করিবার জন্য সশস্ত্র আগমন করেন । তখন ভদ্রকালীও গদাঘাতে ঐ বকাসুরকে বধ করিবার প্রয়াস পান । গর্গ-বৃ-৫ (৮) কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ ও তংপক্ষীয় লোকদিগের সহিত বাদবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয় । সেই যুদ্ধকালে যে সমুদয় নর, অশ্ব, গজ প্রভৃতি নিহত হয়, তাহাদের উষ্ণ শোণিতধারা পান করিবার জন্ত ভদ্রকালী শত শত ডাকিনী, যোগিনী পরিবৃত্ত হইয়া আগমন করেন । গর্গ-ধা-১ । (৯) প্রহ্লাদ-নন্দন অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্যাটনে যাত্রা করেন, তখন অস্ত্রাত্ম দেবদেবীর ত্রায় ভদ্রকালী তাঁহাকে এক গুরু গদা প্রদান করেন । গর্গ-অশ্ব-১২ । (১০) ত্রিপুর তন্ত্রের পূজা প্রকরণে জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধার পূজা বিধেয় । কালি-৬৩ । (১১) সমুদ্র-মহেন্নের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ভদ্রকালী দেবীর সহিত গুপ্ত ও নিগুপ্তের সংগ্রাম হয় । ভাগ-চন্দ-১০ (১২) দেবী শঙ্করার গাত্রোৎপন্ন

কুলদেবতাদের অন্যতম । ভট্টাচার্য্যী দেখ । (১৩) ভদ্রকালী বীরভদ্রের পত্নী । কাশীস্থিত তাঁহাদের মূর্তির পূজা করিলে কাশীবাসের কল্যাণ হয় । স্বন্দ-কাশী-উ-৫৫ । (১৪) কাশীস্থিত ভদ্রবাণীতে দ্বান করিলে যে ব্যক্তি ভদ্রনাগের সমুখবর্ত্তিনী ভদ্র-কালীকে দর্শন করে, তাহার সকল অমঙ্গল নাশ হয় । স্বন্দ-কাশী-উ-৭০ । (১৫) প্রভাসক্ষেত্রে কুবের নগরের উত্তরে ভদ্রকালী দেবী অবস্থিত । চৈত্র মাসের তৃতীয়ার তাঁহার পূজা বিশেষ ফলদায়ক । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৯১ (১৬) তন্ত্রোক্ত শ্রীবিদ্যার পূজায় প্রথমে তারপরে সরস্বতী, শ্রী, মায়া, দুর্গা ভদ্রকালী, স্বস্তি, স্বাহা, গুভরুরী, গৌরী, লোক-ধাত্রী ও বাগীশ্বরী এই সকল দেবতার কর্তব্য । তন্ত্রসার-৪১৫ পৃঃ । (১৭) মায়াতন্ত্রে তারিণীদেবীর উজ্জা, কামেশ্বরী, তারা, নীলা, বজ্রা, ভদ্রকালী মহোগ্রা ও সরস্বতী এই অষ্টবিধ র উল্লেখ আছে । তাঁহাদের অষ্টবিধ মন্ত্র । তন্ত্রসার-৫৩৪ পৃঃ । (১৮) তন্ত্রোক্ত দুর্গার অষ্টোত্তর শত নামের অন্ততম । তন্ত্রসার-৭৩৩ পৃঃ । (১৯) মাহাকাগণের অন্ততম । গুরু-পু-১৩৫ । (২০) সীতার লোমকূপ হইতে বিনির্গত কল্যাণদায়িনী মাহাক্ষণের অন্ততমা । অদ্ভু-রামা-২৩ । সীতা দেখ ।

ভদ্রশুভ্র—বলরামাহুজ সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৬। সারণ দেখ।

ভদ্রশুষ্টি—বলরামাহুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রচারু—কুম্ভিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। (শ্রীকৃষ্ণ ও চারু দেখ।) তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সহ প্রহ্লাদের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। পুর্গ-বিষ্ণু-২২।

ভদ্রজ—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রতনু—পুরুষোত্তম-নগরবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি যোবনে অতিশয় পাপাচার-সম্পন্ন ছিলেন। পরে স্তম্ভা নারী তাঁহার এক প্রিয় বেশার তিরস্কারে চৈতন্য লাভ করিয়া, তাঁহার গুরু দাস্তুর উপদেশে ইহ জীবনেই নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। পদ্ম-ত্রি-২৬-১৮।

ভদ্রদেব—বাসুদেবের অন্যতম পত্নী দেবকীর গর্ভে প্রথমে উদার্য্য, কীর্ত্তিমান, ঋজুদাস, ভদ্রদেব, ভদ্রসেন ও সুবেণ নামে ছয় পুত্র জন্মে। এই ছয় পুত্রকেই কংস বিনাশ করেন। তৎপরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পূ-১৩৪। ঋজু, ভদ্রদেহ ও ভদ্রবিৎ দেখ।

ভদ্রদেহ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম জন্মিবার পূর্বে দেবকীর গর্ভে সুবেণ, কীর্ত্তিমান, ভদ্রসেন, জাক্কা, বিজ্ঞান

ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই কংস হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। অগ্নি-২৭৫। ভদ্রদেব দেখ।

ভদ্রবতী—(১) বৃষ্ণি বংশীয় পুরুষানের পত্নী। তাঁহার গর্ভে নরপতি মধু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) পুরুষানের ঔরসে ভদ্রবতীর গর্ভে পুরুষদেহ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৫। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা কন্যা। নাগজিতী দেখ।

ভদ্রবাহু—(১) বলরামাহুজ সারণের অন্ততম পুত্র। সারণ দেখ। (২) জনৈক অশুর সেনানী। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি আরও কতিপয় সেনানীর সহিত অগ্নির হস্তে দগ্ধ হন। গন্ধ দেখ।

ভদ্রবিৎ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্বে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের সুবেণ, কীর্ত্তিমান, তদাসী, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রবিৎ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস তাঁহাদের সকলকেই বধ করেন। বায়ু-২৬। ভদ্রদেব, ঋজু ও ভদ্রবিদেহ দেখ।

ভদ্রবিদেহ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বজ দেবকীর গর্ভজাত শৌরী, কীর্ত্তিমান, সুবেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ নামক ছয় পুত্রকে কংস বধ করেন। মৎ-৪৬।

ভদ্রদেব ও ঋজু দেখ।

ভদ্রবিষ্ণু—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারণের অন্ততম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রবিন্দ—(১) নাগজীতির গর্ভ-
জাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র।
হরি-হরি-১৬০। নাগজিতী দেখ।

(২) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের
অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৬। ভদ্র দেখ।

ভদ্রমতি—পূর্বকালে ভদ্রমতি
নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ অতি
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ছয়
পত্নী ছিল। তাঁহাদের নাম কুতী,
সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মালিনী,
এবং শোভা। এই সকল পত্নীর
গর্ভে ভদ্রমতির দুইশত পুত্র জন্মে।
একদা ভদ্রমতি পত্নী ও পুত্রগণকে
স্বধার পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে
দেখিয়া, দুঃখিত চিন্তে নিজ জীবনকে
ধিকার দিয়া ধর্মকে মনে ননে চিন্তা
করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার
অন্ততমা পত্নী কামিনী তাঁহাকে
বেষ্টিটালে যাইয়া ভূমি দান করিতে
বলেন। ভদ্রমতি পত্নীবাচ্যে তাহাই
করিলে তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয়। ঋন্দ-
বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। এই আখ্যানটিই
সামান্ত পরিবর্তিত আকারে বৃহন্নারদীয়
পুরাণে (১১ অঃ) পাওয়া যায়।

ভদ্রমদা—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও
কন্যপের অন্ততমা পত্নী ক্রোধবশা
হইতে যুগী, যুগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা
প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। রামা-আর-১৪।
কশ্যপ, ক্রোধবশা ও ক্রোধা দেখ।

ভদ্রমদা—দক্ষ-কন্যা ও কন্যপের

পত্নী ক্রোধার গর্ভজাত নয় কন্যা
অন্ততমা। ক্রোধা ও ক্রোধবশা দেখ।

ভদ্রমন্দ—অযোধ্যাপতি দশরথের
ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন, ভদ্রমন্দ,
ভদ্রযুগ ও যুগভদ্র নামে মনোম্মত্ত,
অচলভূল্য কতিপয় হস্তী ছিল।
ঐ সকল রণকুশল মাতঙ্গের ভয়ে কেহই
দশরথের পুরী আক্রমণ করিতে সাহস
করিত না বলিয়া, তাঁহার পুরী অযোধ্যা
নামে খ্যাত হয়। রামা-আ দ-৬।

ভদ্রযোগিনী—শঙ্করীর শরীরোৎপল্লা
এক কুলদেবতা। ঋন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২১।
ভট্টারিকী দেখ।

ভদ্ররথ—চম্পানগরীর অধিপতি
পৃথুলাক্ষের পুত্র হর্ষাক্ষ। তৎপুত্র
ভদ্ররথ। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্ম।
হরি-হরি-৩১; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-২২; গন্ধ-
পু-১৪৩; মৎ-৪৮। পৃথুলাক্ষ ও
পূর্ণভদ্র দেখ। (২) বলরামাচ্যুত সারণের
অন্ততম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রশীল—নর্মদা তীর নিবাসী
গালব নামক ব্রাহ্মণের ভদ্রশীল নামে
জাতিস্মর, বিষ্ণুভক্ত এক পুত্র ছিলেন।
তিনি পূর্বজন্মে চন্দ্রবংশীয় ধর্মকীর্ত্তি
নামে রাজা ছিলেন। তিনি বহু পুণ্য
কাজ করিয়াও পাশ্চ-সংস্পর্শ দোষে
পতিত হন। কিন্তু রেবানদীর তীরে
একাদশীতে উপবাস ও জাগরণ করিয়া
পাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন
করেন। বৃহদা-২১।

ভদ্রশীলা—উন্মায়ু নামক জনৈক নরপতির মহিষী। তিনি পতি পরায়ণা ছিলেন এবং পতির সহিত মিলিত হইয়া সত্যনারায়ণ ত্রত করিতেন। স্বন্দ-আব-রেবা ২৩৫।

ভদ্রশ্রবা—(১) ধর্মপুত্র ভদ্রশ্রবা অতি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি ভদ্রাশ্ববর্ষে বাস করিতেন। ভাগ-৫-স্ক-১৮। (২) সোরাষ্ট্র দেশাধিপতি ভদ্রশ্রবা পদ্মীর দোষে হতসর্বস্ব হন। তৎপরে কন্তা শ্রামবালার পুণ্যফলে আবার সম্পদ ফিরিয়া পান। শ্রামবালা দেখ। পদ্ম-স্বর্গ-৪২ ; পদ্ম-ব্রহ্ম-১১।

ভদ্রশ্রেণ্য—যদুবংশীয় মহিয়ংপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীপুরীর অধিপতি ছিলেন। ভীষ্মরথ তনয় দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের নিকট হইতে বলপূর্বক বারাণসী গ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। দিবোদাস ও ভদ্রসেন দেখ।

ভদ্রসর—মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করার পর, ভদ্রসর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অশোক ছান্দিশ বৎসর রাজত্ব করেন বায়ু-৯৯। চন্দ্রগুপ্ত দেখ।

ভদ্রসুমন্ত্রী—ভদ্রকর্কিকা দেখ।

ভদ্রসেন (১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ

ভ্রাতা। ভদ্রবিদেহ ও ভদ্রদেহ দেখ। (২) যদুবংশীয় মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেনের নিকট হইতে দিবোদাস বারাণসী পুরী অধিকার করেন। পদ্ম-স্ব-১২। ভাগ-৯-স্ক-২৩। (৩) ঋষভদেবের অন্ততম পুত্র। ঋষভ দেখ। (৪) অনিরুদ্ধের বংশে উপসেনের তনয় ভদ্রসেন। ভাগ-১০-স্ক-৯০। (৫) কাশ্মীর দেশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পুত্রের নাম সুধর্ম। ঐ রাজতনয়ের তারক নামে এক অমাত্যপুত্র সখা ছিল। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উ-২০। সুধর্ম দেখ।

ভদ্রা—(১) রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। রৌদ্রাশ্ব ও ঋচেয়ু দেখ। (২) রাজর্ষি অনমিত্রের পত্নী। মার্ক-৭৬। (৩) পার্শ্বতীর অন্ততম নাম। শিব-জ্ঞান-৬। (৪) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে যে অর্দ্ধ নারী-নর-রূপধারী যে মূর্তির উদ্ভব হয়, তাহার মূর্তি ভেদে অনেক নাম ছিল। যথা—প্রকৃতি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া রেবতী ইত্যাদি। ষাপর যুগের অস্ত্রে এই মূর্তিই আবার বিবিধ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন যথা—গোতমী, কোশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, বাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধ্বজা, পরম ব্রহ্মচারিণী, মাহেশ্বরী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্ঠা, একবাসনী,

অপরাজিতা, বহুব্রজা, প্রগল্ভা, পত্নী ভদ্রা কৈকেয় রাজের তনয়া ছিলেন। গর্গ-দ্বা-৮। ভাগ-১০-৫৮। (১৩) দেবী সাধিত্রী ভদ্রেশ্বরে ভদ্রানামে বিদিতা। ভদ্রকর্ষিকা দেখ। (১৪) কাঞ্চীবানের তনয়া এবং পুরুবংশীয় নরপতি ব্যাধিতাশ্বের পত্নী। ব্যাধিতাশ্ব দেখ। (১৫) চেন্দ্রিরাজ শিশুপাল স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে কারুকের নিমিত্ত হরণ করেন। মহাভা-সভা-৪৪। (১৬) ভদ্রা, লক্ষ্মী, শচী প্রভৃতি দেবপত্নীগণ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তীহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১৬। (১৭) মেরু-তনয়া ভদ্রা নরপতি অগ্নিশ্বের অপরা গর্ভজাত অন্ততম পুত্র ভদ্রাশ্বের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৫-২। (১৮) বসুদেবের দেহ-ত্যাগের পর, দেবকী, পৌরবী, রোহিণী ও ভদ্রা নারী তীহার চারি পত্নী সহমরণে গিয়াছিলেন। মহাভা-মৌষল-৭। (১৯) সূর্য্যপত্নী ছারার গর্ভজাত অন্ততমা কন্যা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২০) ভদ্রা প্রভৃতি পাঁচ জন দক্ষ-কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। দক্ষ ও কুবের দেখ। (২১) জনৈকা গোপী। স্বন্দ-প্রভা-দ্বা-১২। (২২) প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ভদ্রা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনের নৈর্ঘত কোনে অবস্থান করেন।

অপরাজিতা, বহুব্রজা, প্রগল্ভা, পত্নী ভদ্রা কৈকেয় রাজের তনয়া ছিলেন। গর্গ-দ্বা-৮। ভাগ-১০-৫৮। (১৩) দেবী সাধিত্রী ভদ্রেশ্বরে ভদ্রানামে বিদিতা। ভদ্রকর্ষিকা দেখ। (১৪) কাঞ্চীবানের তনয়া এবং পুরুবংশীয় নরপতি ব্যাধিতাশ্বের পত্নী। ব্যাধিতাশ্ব দেখ। (১৫) চেন্দ্রিরাজ শিশুপাল স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে কারুকের নিমিত্ত হরণ করেন। মহাভা-সভা-৪৪। (১৬) ভদ্রা, লক্ষ্মী, শচী প্রভৃতি দেবপত্নীগণ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তীহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১৬। (১৭) মেরু-তনয়া ভদ্রা নরপতি অগ্নিশ্বের অপরা গর্ভজাত অন্ততম পুত্র ভদ্রাশ্বের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৫-২। (১৮) বসুদেবের দেহ-ত্যাগের পর, দেবকী, পৌরবী, রোহিণী ও ভদ্রা নারী তীহার চারি পত্নী সহমরণে গিয়াছিলেন। মহাভা-মৌষল-৭। (১৯) সূর্য্যপত্নী ছারার গর্ভজাত অন্ততমা কন্যা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২০) ভদ্রা প্রভৃতি পাঁচ জন দক্ষ-কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। দক্ষ ও কুবের দেখ। (২১) জনৈকা গোপী। স্বন্দ-প্রভা-দ্বা-১২। (২২) প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ভদ্রা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনের নৈর্ঘত কোনে অবস্থান করেন।

পদ্ম-পাতা-৩৯। (২২) ভদ্রা গোপী
শুভ্র নামক গোপের কন্যা ছিলেন।
পূর্ব জন্মে তিনি সত্যতপা নামে এক
মুনি ছিলেন। পদ্ম-পাতা-৪১। সত্য-
তপা দেখ। (২৩) ধর্ম্মারণ্যবাসী
ব্রাহ্মণগণের ভয় নিবারণার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও শিব, আশাপুরী, গাত্রায়ী, পুত্রায়ী,
জ্ঞানজা, পিঙ্গলাধা, শাস্তা, সিদ্ধা,
ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকটা, মীঠা, সুপর্ণা,
বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বারাহী,
মুকুটেশ্বরী, ভদ্রা, মহাশক্তি, মহাবলা,
সিংহোরী প্রভৃতি দেবিগণকে বিভিন্ন
দিকে স্থাপন করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম
২২। ভট্টারিকা দেখ। (২৪) দাঁড়া,
হুঙ্কা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা,
অমোঘা, বিদ্যাতা ও সর্বতোমুখী, ইঁহার
পীঠশক্তি বলিয়া বিদিত। প্রজ্বলিত
দীপ-শিখার স্তায় তাঁহাদের আকৃতি।
সূর্য্য-পূজায় তাঁহাদের স্তাস করিতে
হয়। তন্ত্রসার-২২৭ পৃঃ।

ভদ্রাবতী—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পত্নী
জাম্ববতীর গর্ভে ভদ্রগুপ্ত প্রভৃতি কতি-
পয় পুত্র এবং ভদ্রাবতী ও সন্ধ্যোধনী
নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ
দেখ।

ভদ্রায়ু—মন্দর নামক এক অতি
হুজিয়ারাক্ত ব্রাহ্মণ ঋষভ নামে এক
শিবযোগীর অর্চনা করিয়া, নৃপতি
বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্মলাভ করেন।
ঐ জন্মে তাঁহার নাম হয় ভদ্রায়ু।

পূর্বজন্মে মন্দর, শিবলা নামী এক
বেষ্ঠার প্রতি অতিশয় অমুরক্ত ছিলেন।
ঐ বেষ্ঠাও ঋষভদেবকে অর্চনা করার
ফলে, মরণান্তে নৃপতি চক্ৰাজদের ঔরসে
ও তৎপত্নী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মলাভ
করিয়া ভদ্রায়ুর পত্নী হন। তখন
তাঁহার নাম হয় কীর্তিমালিনী। একবার
মগধরাজ বজ্রবাহুর রাজ্য আক্রমণ
করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে, ভদ্রায়ু
যুদ্ধ করিয়া পিতাকে শত্রুর হস্ত হইতে
উদ্ধার করেন। পরে একবার শিব ও
পার্কর্তা ভদ্রায়ুর গুণাবলী পরীক্ষা
করিবার জন্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর
বেশ ধারণ করিয়া আইসেন এবং তাঁহার
গুণবতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ
বর দেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০ - ১৪।

ভদ্রাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় রহমবর্দ্ধার
পুত্র। ধৃত্য নামী অপ্সরা গর্ভে তাঁহার
ঔচৈয় প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪২।
ঔচৈয় দেখ। (২) পুরু-বংশীয় পুথুর পুত্র
ভদ্রাশ্ব। তাঁহার মুদাল প্রভৃতি পাঁচ
তনয় ছিল। মৎ-৫০। কপিল দেখ।
(৩) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র
তিনি ভদ্রাশ্ব-বর্ষের অধিপতি হন।
অগ্নি-১০৭। (৪) পুরুবংশীয় অহোবাদীর
পুত্র ভদ্রাশ্ব। তাঁহার ঋচৈয় প্রভৃতি দশ
পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। ঋচৈয় দেখ।
(৫) যুতাচী অপ্সরার গর্ভে ভদ্রাশ্বের
ভদ্রা শূতা, মদ্রা, শলদা, মলদা, বেলা,
খলা লোকপালা, মনোরমা, রত্নকূটা

নামে দশ কস্তা জন্মে। তাঁহার। সকলেই প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। যুতাচী দেখ। (৬) কুবলাশ্বের (অন্তনাম ধুম্মার) অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯ঙ্ক-৬; বায়ু-৮৮। কুবলাশ্ব ও দৃঢ়াশ্ব দেখ। (৭) ঐকুশের এক অগ্রজ ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। সারণ দেখ। (৮) প্রিয়ব্রত-তনয় আগ্নীধের ভ্রাতৃশ্ব প্রভৃতি নয় পুত্র ছিল। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। গুরু-পু-৫৪। বিষ্ণু-২য়-১। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। ভ্রাতৃশ্ব মেরু-তনয়া ভ্রাতাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫ঙ্ক-২। অগ্নীধ দেখ। (৯) সত্যযুগে ভ্রাতৃশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কাস্তিমতী। তিনি ও তৎপত্নী পূর্বজন্মে এক বৈশ্যের দাস ও দাসী ছিলেন। তাঁহার একবার বিষ্ণু-মন্দিরে পূজাস্তে দীপ নিক্ষেপ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই পুণ্যফলে মরণাস্তে প্রিয়ব্রতের তনয় ও তৎপত্নী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি অগস্ত্য ভ্রাতৃশ্ব-নরপতিকে তাঁহার এই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করান। বরা-৪২। স্বন্দ পুরাণে আছে (আব-চতু-৩১) ভ্রাতৃশ্ব ও তৎপত্নী মহাকালে মহেশ্বরের পূজা করিয়া মরণাস্তে রাজপদ লাভ করেন।

ভ্রাতৃ—ধর্ম্মারণ্য নিবাসিনী জনৈকা কুলদেবতা। ভট্টারিকা দেখ।

ভদ্রেস্বর—কাশীতে ভদ্রহ্রদের পশ্চিম তটস্থ ভদ্রেস্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে গোলোকে বাস হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ভনন্দন—দ্বিষ্ট-পুত্র নাভাগ পিতার অমতে এক বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন। ঐ বৈশ্যার গর্ভে ভনন্দন জন্মলাভ করেন। নীপ নামক রাজর্ষি ভনন্দনকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি তখন ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া পূর্বপুরুষদের রাজ্য অধিকার করেন। ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্তী। মার্ক-১১৪-১১৬। নাভাগ দেখ।

ভব—(১) বসুদেবের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। (২) ধর্ম্মের অন্যতম পত্নী সাধ্যা ইহাতে ভব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। অম্বরহ ও সাধ্যগণ দেখ। মৎ-১৭১। (৩) অন্যতম রুদ্র। মার্ক-৫২। সৌ-২৩; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। ব্রহ্মা (৪৩) দেখ। (৪) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের বংশীয় উল্লেখ্য পুত্র ভব। তৎপুত্র উদগীথ। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) ভূমীনাগী পত্নীর গর্ভজাত ঋবের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। ঋব ও পুষ্টি দেখ। (৬) অষ্টবসুর অন্যতম ঋবের পুত্র ভব। তিনি লোক সংহারকারী কাল নামে খ্যাত। বায়ু-৬৬। (৭) রৌচ্যমহুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। বিচিত্র ও রৌচ্যমহু দেখ। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃ-১৮। একাদশ

রজ্জ দেখ। (৯) প্রজাসৃষ্টি-কল্পে ব্রহ্মা
লক্ষ্মী প্রভৃতি পাঁচজন উত্তমা কন্যা
সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মী
কামনা-বশে ধর্ম্য হইতে ভব, প্রভব
কৃশাশ্ব প্রভৃতি সাধ্যগণ ও তৎপত্নী-
গণকে সৃজন করেন। পদ্ম-স্ব-৪০।

(১০) অন্ধক বংশীয় বিলোমের পুত্র
ভব। তৎপুত্র অভিজিৎ। বিষ্ণু-৩র্থ-
১৪। (১১) শ্রীকৃষ্ণার্গি বিশ্বদেবগণের
অন্যতম। মহাভা-অম্ল-২১। (১২)
মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-
৮ম অধ্যায়ে মহাদেবের অষ্টোত্তর শত
নামের তালিকা আছে।

ভবক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিজয়ের পুত্র
ভবক। তৎপুত্র বৃক। বৃহদ্-মধ্য-১৮।

ভবৎপ্রভু—বিষ্ণুর এক নাম।
মহাভারতের অশ্বশাসন পর্বের ১৪৯শ
অধ্যায়ে বিষ্ণুর সহস্র নামের তালিকা
আছে।

ভবদা—সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্ধৃত মাতৃকাগণের অন্যতম। রামা-
অঙ্ক-২৩। সীতা দেখ।

ভবদেব—বস্ত্রাপথে ভবদেবের মন্দির
বিরাজিত। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১।

ভবন—দশ লক্ষ গাভীর স্বামীকে
বৃষভান্ন বলে। ভবন এইরূপ একজন
বৃষভান্ন ছিলেন। গর্গ-গো-৪।

ভবনন্দী—কশ্যপ বংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৯।
বৈবশপ দেখ।

ভবপ্রীতা—পার্বতীর এক নাম।
তিনি সর্বদাই মহাদেবের উপর প্রীতা
আছেন। বদাপি তাঁহার ব্যবহারে
অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তজ্জন্ম
তাঁহার এই নাম। তন্ত্রসার—৭৩২ পৃঃ।

ভবমালিনী—নরসিংহরূপধারী হরির
দেহ হইতে যে বত্রিশজন মাতৃকার
আবির্ভাব হয়, তিনি তাঁহাদের
অন্ততমা। অজিতা, হৃষ্মদয়া, বৃদ্ধা,
বেশাশ্রদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিধা,
গরুড়হৃদয়া ও জয়া নামে তাঁহার আট
জন অনুচরী ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ভবমোচিনী—ভক্তের ভববন্ধন
ঘুচাইয়া দেন, এই জন্য পার্বতীর এক
নাম ভবমোচিনী। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

ভবানী - (১) পার্বতীর এক নাম।
(২) দেবী সাবিত্রী স্বামীশ্বরে ভবানী
নামে বিদিতা। পদ্ম-স্ব-১৭। (৩)
চারায়ণ ঋষির কন্যা ভবানী ও গোমতী,
আমুষ্যায়ণের পুত্র নারায়ণের পত্নী
ছিলেন। তাঁহারা কাশীবাস-রূপ
পুণ্যের ফলে জন্মান্তরে নাগরাজ পদ্মার
কন্যা প্রভাবতী ও উরগ-পতি ত্রিশিখের
কন্যা কলাবতীরূপে জন্মলাভ করেন।
সেই জন্মেও তাঁহারা বিদ্যাধররাজ
মন্দারদামের পুত্র, পরিমলালয়-রূপে
জাত, তাঁহাদের পূর্বজন্মের পতি
নারায়ণের সহিত পুনরায় বিবাহিতা
হন। স্বন্দ-আব-চতু-৪৫। স্বন্দ-
কাশী-উত্ত-৭৬। রত্নাবলী ও পরিমলালয়

দেখ। (৪) দেবী সতী স্বামেশ্বরে ভবানী নামে বিদিতা। স্বন্দ-আব-রেবা-১৯৮। (৫) যে জন তুলসীদ্বারা সাবিত্রী ভবানী, দুর্গা ও সরস্বতীর অর্চনা করে, সে সর্বকাম-সমধিত হয়। স্বন্দ-প্রভা-৮৩।

ভবানীপতি—শিবের এক নাম।

ভব্য—(১) স্বায়ম্ভুব মহুর পুত্র প্রিয়ব্রতের অন্ততম তনয়। প্রিয়ব্রত দেখ। (২) ধ্রুবের অন্ততম পুত্র। ধ্রুব দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মহুর অন্ততম তনয়। স্বায়ম্ভুব মহু দেখ। (৪) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে আত্ম, প্রমত্ত, ভব্য, পুথুগ ও লেখ, দেবতাদের এই পাঁচটি গণ ছিল। চাক্ষুষ মহু দেখ। (৫) ভবিষ্য ৯ম (দক্ষসাবর্ণি) মন্বন্তরে ভব্য সপ্তর্ষিদিগের অন্ততম হইবেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

ভব্য—(১) সকলের মঙ্গল করেন, এই কারণে দক্ষের কন্যা সতীর এক নাম ভব্য। তত্ত্বসার-৭০২ পৃঃ

ভমিতপ্রভ একজন গণেশ্বর। দক্ষ-বজ্র ধ্বংস উদ্দেশে গমন কালে, তিনি একহস্তে ষ্বেত-চামর ও অপর এক হস্তে মুক্তাম্বর ছত্র ধারণ করিয়া বীরভদ্রের অনুগমন করেন। শিব-বায়-পূ-১৭।

ভয়—(১) অধর্মের পুত্র অনৃত। তাঁহার পুত্র ভয় ও নরক। অনৃত ও অধর্ম দেখ। (২) তামস মহুর অন্ততম পুত্র। তামস মহু ও অবক্ষি দেখ।

(৩) কলি স্বীয় ভগিনী দুর্জয়িতিকে বিবাহ করেন। দুর্জয়িত্র গর্ভে ভয় নামে এক পুত্র ও যুত্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কঙ্কি-১ম-১। কলি অথবা দুর্জয়িত্র দেখ। (৪) কঙ্কির সহিত কলির সংগ্রাম কালে, কঙ্কির অনুচর সূতের সহিত কলির অনুচর ভয়ের যুদ্ধ হয়, এবং ভয় সূত-হস্তে নিহত হয়। কঙ্কি-৩য়-৬. ৭। (৫) অধর্মের তিন পুত্র—ভয়, মহাভয় এবং ভূতাত্তক যুত্যা। মহাভা-আদি-৬৬। (৬) প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র ও শাক-দ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির অন্ততম পুত্র ভয়। বরা-৭৪। মেধা-তিথি দেখ।

ভয়ঙ্কর—(১) ভগবতীর অনুচর অসিতাক্ষ, রুক, চণ্ড, ক্রোধ, উন্নাত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী এই নয় জন নায়কের পূজা বিধেয়। কালিকা-৬৩। (২) শ্রাদ্ধভাগ্যার্হি বিশ্ব-দেবগণের অন্ততম। মহাভা-অনু ৯৯।

ভয়ঙ্করা—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনার অন্ততম। অগ্নি-৫২। যোগিনাগণ দেখ। (২) সাতার রোমকূপ হইতে নির্গতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততম। অঙ্কুরামা-৪৩। সীতা দেখ।

ভয়া—(১) হেতি ও প্রহেতি নামক

রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হেতি কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেন। ভয়ার গর্ভে বিদ্যাত্মকেশ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। রামা-উত্ত-৪। হেতি

ও প্রহেলি দেখ। (২) মনু কৃত্যকার করিলে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রের পত্নীর নাম ভয়া। তিনি মৃত্যুরূপী কাল হইতে উৎপন্ন হন। ভয়ার গর্ভে বেণু জন্মলাভ করেন। বায়-৩৭।

ভয়ানক (১) ঐথ্যক বৃদ্ধ-গণের অন্ততম। অগ্নি-৮৫ (২) জালন্ধর দৈত্যের অমৃতের জনৈক রাক্ষস। চণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

ভয়াবহ—(১) যক্ষ রজতনুভের পুত্র মণিভদ্রের অন্ততরা পত্নী দেবজনীর গর্ভে ভয়াবহ প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (২) কপালভরণ নামক রাক্ষসের অমুজ। কপালভরণের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে ভয়াবহ ও তাঁহার আরও তিন সহোদর অশ্বিনীকুমারদের হস্তে নিহত হন। ঈশ-ব্রহ্মা-সেতু-১১। কপালভরণ দেখ।

ভয়াপদ—লঙ্কা-নিবাসী জনৈক রাক্ষস। রামা-সুন্দ-১১।

ভরণী—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্ততমা স্ত্রী। চন্দ্র অপর পত্নীদিগকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল রোহিণীতেই আসক্ত ছিলেন, তজ্জন্ত ভরণী অন্যান্য সপত্নীগণসহ চন্দ্রকে তিরস্কার করেন। কালি-২০।

ভরত—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম পুত্র ও রামচন্দ্রের অমুজ। তিনি কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম

গ্রহণ করেন। ভরতের সহিত, রাজর্ষি জনকের অমুজ কুশধ্বজের অন্যতরা কন্যা, মাণ্ডুবার বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে, ভরত স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রামা-আদি-১৮, ৭১, ৭৩, ৭৭। ভরত-জননী কৈকেয়ীর দাসী মম্বরা কৈকেয়ীকে রানের অভিব্যক্তি সংবাদ প্রদান করিলে, কৈকেয়ী অতিশয় আনন্দিতা হইয়া মম্বরাকে পুরস্কার প্রদান করেন। মম্বরা তাঁহাকে অন্যরূপ বুঝাইলে তিনি দশরথের নিকট হইতে পূর্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বর চাহিয়া লয়েন। একবরে তিনি ভরতের জন্য রাজসিংহাসন প্রার্থনা করেন ও অপর বরে রামের বনবাস দাবা করেন। তাহার ফলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করেন। সেই শোকে দশরথের মৃত্যু হইলে, মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া ভরতকে শীঘ্র অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য, দূত প্রেরণ করেন। যে রাজ্যে দূতগণ কেকয় রাজধানীতে প্রবেশ করে সেই রাজ্যেই ভরত নিদ্রাবশে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখেন। পরদিন দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি শত্রুগণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ভরত যখন সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন পিতৃশোকে অশেষ বিলাপ করিয়া স্বীয়

মাতা কৈকেয়ীকে তাঁহার দুর্কার্যের জন্ত অশেষরূপে তিরস্কার করেন। কৈকেয়ী বারংবার অহুরোধ করিলেও তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ভরত নিজমাতার অন্তায় কার্যের জন্ত আন্তরিক অহুতাপ করেন ও নানারূপে তাঁহাকে সাহুনা দেন। তাহার পর দশরথের দাহ ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া তিনি রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। মন্ত্রী, আশ্রয়, পুরবাসী প্রভৃতির সনিক্ষক অহুরোধেও তিনি রাজপদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি আশ্রয়, বন্ধু, সচিব ও পরিজন সমভিব্যাহারে রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত যাত্রা করিয়া প্রথমে গঙ্গাतीরে গুহক-সদনে উপনীত হইলেন। তথায় রামের সংবাদ লইয়া গুহকাচরদিগের সাহায্যে নদী পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভরদ্বাজের অতিথি স্বরূপে এক রাত্রি বাস করিয়া ভরদ্বাজ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্বক চিত্রকূটাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। চিত্রকূটে রামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ভরত তাঁহাকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বারংবার অহুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভরত, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও অন্যান্য পৌরজন কর্তৃক অহুরুদ্ধ হইয়াও, রাম

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা ভরত রামের কাষ্ঠ-পাণ্ডকাঙ্ক্ষ চাহিয়া লইয়া, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং স্বীয় গুরুকে রাজ্যভার প্রদানপূর্বক, স্বয়ং নন্দীগ্রামে যাইয়া বঙ্কল ও জটা ধারণপূর্বক, মুনি-বেশধারী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি রামের সেই পাণ্ডকা যুগলকে অভিষিক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং নিজ-হস্তে বাল-ব্যজন ও ছত্র ধারণপূর্বক, রাজ্য শাসন বৃত্তান্ত সমুদয় রামজ্ঞানে পাণ্ডকার গোচর করিয়া, সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে রাম যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি হনুমানকে সংবাদ-বাহক-রূপে ভরতের নিকট প্রেরণ করেন। ভরত হনুমানের নিকট হইতে রামের সংবাদ পাইয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। ভরত হনুমানের নিকট সমুদয় বিবরণ শুনিয়া পরিজন-সহ রামকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত প্রত্যা-দগমন করিলেন। রাম উপস্থিত হইলে ভরত রামের পাণ্ডকাযুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন, এবং কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন। —“আপনি যে রাজ্য আমাকে জ্ঞাস স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অতঃ তাহা আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আপনি ধনাগার, কোষা-

গার, গৃহ ও বন সকলই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনাই তেজোবলে আমি ইহা দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।” তৎপরে রাম যথাবিধি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ভরতই রথের সারথি হইলেন। তদনন্তর সমুদয় সমারোহ সম্পন্ন হইলে, ভরত রামের আদেশে সমাগত রাজন্তবর্গকে যথোপযুক্ত উপহারাদি প্রদান-পূর্বক বিদায় দিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞা-স্থান করিবার আয়োজন করিবার জন্ত, ভরতকে আদেশ দিলে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিয়া মহাতেজস্বী রাজ-গণের জন্ত মহামূল্য আবাস-স্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন হইলে ভরতের মাতুল যুধাজিতের পরামর্শে ও রামের আদেশে, ভরত তক্ষ ও পুঙ্কল নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সিন্ধুনদের পার্শ্বে গন্ধর্ব্বগণের দেশে যাইয়া গন্ধর্ব্ব-গণকে পরাজয় করেন এবং তক্ষশিলা ও পুঙ্করাবত নামক দুইটি নগর স্থাপন-পূর্বক তক্ষ ও পুঙ্কলকে যথাক্রমে ঐ নগরদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘকাল নানাভাবে রামের পরিচর্য্যা করিয়া ভরত রামচন্দ্রের সহিতই সরযু-প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ভরতের বিবরণ রামায়ণের নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতেও পাওয়া যাইবে—অযোধ্যা ৭, ৮, ৯,

৬৭—৯৩, ৯৬, ৯৮—১০৭, ১১২-১১৫। লঙ্কা-১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০। উত্তরা—৪৮, ১১৩, ১১৪, ১২২, ১২৩। (২) মাক্ষাতার পুত্র সুসন্ধি, তৎপুত্র ঋবসন্ধি; তাঁহার তনয় ভরত। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। রামা-আদি-৭০। (৩) জনৈক মুনি। তিনি নৃত্য-গীত-কুশল ছিলেন এবং নৃত্য ও গীত বিষয়ক শাস্ত্র রচনা করেন। মৎ-২৪। (৪) দুহ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশেষ-সমর-বিজয়ী চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার বংশধরগণ ভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাতুরোষে ভরতের পুত্রগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মরুদাগ বৃহ-স্পতি পুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া পুত্রস্বে সংক্রামিত করেন। মৎ-৪৯। বায়ু-৯৯। মহাভা-আদি-৯৫। ভরদ্বাজ ভরতকে দিয়া সুমহানু যজ্ঞ করাইলে, ভরদ্বাজ হইতে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই পুত্রের নাম বিতথ হইল। তিনি ভরতের পৌত্র। বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে, ভরত স্বর্গে গমন করিলেন। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) ঋষভের পুত্র ভরত। ঋষভ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রতজ্ঞা অবলম্বন করেন। ঋষভ-হিম নামক দক্ষিণবর্ষ ভরতকে প্রদান করেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ বর্ষ ভারতবর্ষ

নাম প্রাপ্ত হয়। ভরত স্বীয় পুত্র সমুদ্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া, বনে গমন করেন। মার্ক-৫৩ ; অগ্নি-১০৭ ; ব্রহ্মা-৩৪ ; বায়ু-৩৩ ; বিষ্ণু-২২-১ ; বরা-৭৪ ; গরু-পূ-৫৪। ঋগভ দেখ।

(৭) ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন এবং পঞ্চজনীর গর্ভে ভরতের স্মৃতি, রাষ্ট্রভূত, সূদর্শন, আবরণ ও ধুমকেতু নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। এই ভারতবর্ষের পূর্ব নাম ছিল অজনাত। রাজর্ষি ভরতের অধিকারে আসিয়াই এই বর্ষ তাঁহার নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। পরম ভাগবত রাজর্ষি ভরত রাজ্যলাভ করিয়া ন্যারামুদিত উপায়ে, প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া বাসুদেবে পরমভক্তি স্থাপনপূর্বক পরমশুদ্ধ ভাবে ভক্তি-সমন্বিত জীবন যাপন করিতেন। সুদীর্ঘকাল রাজ্যস্থগ ভোগ করিয়া, তিনি পিতৃ-পিতামহাগত ধন, যথাশাস্ত্র আপন সন্তানদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া, পুলহাশ্রমে হরিক্ষেত্রে যাইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করিলেন। পুলহাশ্রমে বাসকালে একদা তিনি যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন এক গর্তিণী মৃগী তথায় জলপান করিবার জন্য আগমন করে। এক সিংহ ঐ মৃগীকে দেখিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। মৃগী প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার জন্য নদীজলে লাফাইয়া

পড়িল। ঐ ভাবে লাফাইয়া পড়িতে তাহার গর্ভপাত হইল এবং মৃগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নবজাত মৃগ শিশুটিকে জলশ্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, ভরত অতিশয় করুণাপরবশ হইয়া তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন, এবং পরম যত্নের সহিত তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সমুদয় চিন্তা ও যত্ন যেন সেই মৃগ-শিশুর মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হইত। রাজর্ষি ভরত এইভাবে মৃগশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দিবারাত্র কেবল তাহারই মঙ্গল চিন্তা করিতেন এবং এক্রূপ চিন্তার ফলে তিনি মরণাঞ্চে মৃগরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মৃগজন্মেও তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি নিজের মৃগরূপ প্রাপ্তির কারণ সমুদয় জানিতে পারিয়া তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং পুনরায় সেই হরিক্ষেত্রে প্রত্যাগমনপূর্বক তৃণলতাদি আহার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি যথাসময়ে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন এবং আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মনু্যরূপে জন্মলাভ করিলেন। পাছে সঙ্গ দোষে আবার পতন হয়, এজন্য রাজর্ষি ভরত এই জন্মে লোকসমক্ষে নিজেকে জড়,



অন্ধ অথবা বধিরের মত দেখাইতেন এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন তাঁহার পিতা নানারূপে তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপাদি শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান কিন্তু তাঁহার সমুদয় চেষ্টাই বিফল হয়। পিতার মৃত্যুর পর ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ জড় বিবেচনায়, তাঁহাকে অতি উপেক্ষার সহিত দেখিতেন। ভরত তাহাতে কিছু-মাত্র রুষ্ট না হইয়া আয়ুচিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। সচরাচর লোকে তাঁহাধারা কার্য সম্পাদন করাইয়া অমুগ্রহবশতঃ যাঁহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিত, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। মান ও অপমানরূপ দ্বন্দ্বজনিত সুখ ও দুঃখে তাঁহার কোনওরূপ অভিমান ছিল না। তিনি শীতগ্রীষ্মাদি উপেক্ষা করিয়া অনাবৃত দেহে অন্নাত অবস্থায়, বিচরণ করিতেন। উন্মুক্ত আকাশতল ও ভূমিশ্যাই তাঁহার একমাত্র শয়নস্থান ছিল। লোকের বিদ্রূপও পরিহাসে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হইত না। ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত দূষিত কদম্ব্য অন্নই তিনি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিতেন। এই ভাবে যখন তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, তখন কতিপয় তত্ত্বর ভদ্রকালীর নিকট বলি দিবার জন্ত, একজন লোককে অপহরণ করিয়া আনে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিটি কোনও উপায়ে বন্ধন ছিল করিয়া

পলায়ন করিলে, তত্ত্বরেরা দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে (জড়) ভরতকে ক্ষেত্ররক্ষা কার্যে নিযুক্ত দেখিতে পায়। তাহার তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিয়া দেবীর নিকট বলি দিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু দেবীর কৃপায় ভরত সে যাত্রা রক্ষা পান। তৎপরে একদিন সিদ্ধ ও সৌবীর রাজ্যাধিপতি রহুগণ শিবিকারোহণে বাইতে বাইতে ভরতকে দেখিতে পান। তাঁহাকে বলিহীন-শরীর দেখিয়া শিবিকা বহনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায়, অন্তান্ত বাহক-দিগের সহিত তাঁহাকেও শিবিকাবহন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজর্ষি ভরত অগ্নান বদনে শিবিকা-বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদক্ষেপের বিপর্যয় হওয়াতে শিবিকা বিষম হইয়া চলিতে লাগিল। রহুগণ ভরতের দোবেই ঐরূপ হইতেছিল জানিয়া তাঁহাকে কটুবাক্য বলেন। রাজর্ষি ভরত তখন রহুগণ-উক্ত বাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ তর্জোপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশে রহুগণ অমুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্বক, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎপরে রাজর্ষি ভরতের সহিত সৌবীরাদিপতি রহুগণের নানারূপ সন্ধিষয়ে অনেক গভীরভাবে আলোচনা হয় এবং (জড়) ভরত তাঁহাকে নানারূপ জ্ঞানোপদেশ দেন। ভরতের উপদেশে

চৈতন্য লাভ করিয়া রহুগণ, পূর্বকৃত অশিষ্ট ব্যবহার ও বাক্যের জন্ত বারংবার ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন । ভাগ-৫৯-৪-১৪ । বিষ্ণু-২য়-১৩-১৬ । (৮) ভৌতামনুর অন্ততম পুত্র ভরত । মার্ক-১০০ । ভৌতামনু ও অনুগ্রহ দেখ । (৯) পুরুষ বংশে ভরত ও তদনন্তর কুরু জন্মগ্রহণ করেন । অগ্নি-১৩ । (১০) শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে দুঃস্বপ্নের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল— “এই বালকটি আপনারই ঔরসজাত, অতএব যত্নপূর্বক ইহার ভরণপোষণ করুন ।” “ভরণ করুন” এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত হইয়াছিল । মহাভা-আদি-২৫ । (১১) ভরত প্রভৃতি নরপতিগণ বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন । মহাভা-সভা-৮ । (১২) রাজর্ষি ভরতের বিদর্ভ দেশীয়া তিন পত্নী ছিলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের একটি পুত্র হইলে, রাজা তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন “এ পুত্র আমার অনুরূপ নহে ।” সেই সময় হইতে তাঁহাদের যত পুত্র জন্মিল, সে সকলকে পাছে অনুরূপ বলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যভিচারিণী ভাবিয়া ত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় রাণীরা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন । এই রূপে বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত

অনুরূপ পুত্রলাভার্থ মরুৎসোম নামক যাগ করিয়াছিলেন । তাহাতে মরুদগণ প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার হস্তে ভরদ্বাজ নামক পুত্র সমর্পণ করেন । ভাগ-২৯-২০ । (১৩) দুঃস্বপ্ন-তনয় রাজর্ষি ভরত দেব-গণের উদ্দেশে যমুনা পুলিনে তিনশত, সরস্বতী তটে বিশংখি এবং গন্ধাতীরে চতুর্দশ অশ্ব বন্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ এবং একশত রাজহুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তৎকালে কোন নরপতি ভরতের স্থায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই তিনি যজ্ঞবেদী বিস্তার-পূর্বক, তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন-পূর্বক যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্ঠকে পদ্ম-সহস্র অশ্ব প্রদান করেন । মহাভা-শান্তি-২৯ । (১৪) রাজর্ষি ভরত, মহারাজ দশরথ প্রভৃতি ভূপালগণ বিধি অনুসারে গো-দান করিয়া স্বর্গলাভ করেন । মহাভা-অনু-৭৬ । (১৫) ভরত, রাম, নিমি, জনক প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্তিক মাস, কেহ কেহ বা ঐ মাসের কেবল গুরুপক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এইহেতু তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছিল । মহাভা-অনু-১১৫ । (১৬) মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ১৬৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত রাজর্ষিগণের মধ্যে ভরত একজন । (১৭) মাক্ষাতা, ধুজুমার (অপর নাম কুবলাশ্ব) হরিশ্চন্দ্র, পুরুষবা, ভরত ও কার্তবীৰ্য্য, এই ছয়

জন রাজচক্রবর্তী । ইঁহার পুরাকালে
গৌতমেশ্বর দেবের সন্মুখে হিরণ্ময়ী
পৃথিবী দান করিয়া সার্বভৌম-নরপতি
হইয়াছিলেন । স্বন্দ-নাগ-১৬৮ । (১৮)

।-নন্দন ভরত এই মহীতলে
একজন যশস্বী ভূপাল ছিলেন । তিনি
প্রভাসক্ষেত্রে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া
দিব্য স্রস্র বৎসর ঘোর তপস্তা করেন ।
তপস্তান্তে তিনি পুত্রকামী হইয়া
দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করেন ।
ঊঁহার পূজার সন্তুষ্ট হইয়া, দেবদেব
শঙ্কর ঊঁহাকে বররূপে অষ্টতনয় ও এক
তনয়া প্রদান করেন । মহারাজ ভরত
অতঃপর এই ভারতবর্ষকে নয় ভাগে
বিভক্ত করিয়া, এক এক অংশ এক
এক পুত্রকে এবং এক ভাগ কন্যাকে
প্রদান করেন । রাজর্ষি ভরত গঙ্গাतीরে
ছাঙ্গান্নবার এবং যমুনাतीরেও ত্রিশবার
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
২৭২ । (১৯) অযোধ্যাপতি দশরথের
স্বরূপা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভরত জন্ম-
গ্রহণ করেন । পদ্ম-পাতাল-৭১ ।
(২০) দুয়ন্ত-তনয় ভরতের পুত্র বিতথ
গরু-পু-১৪৪ । (২১) করক্কেমের পুত্র
ভরত । মৎ-৪৮ । করক্কেম দেখ । (২২)
ব্রহ্মোদনায়ির নামান্তর ভরত । মৎ-
৫১ । ব্রহ্মা-৩০ । বায়ু-২৯ । ব্রহ্মোদনায়ি
দেখ । (২৩) হৈহয়বংশীয় তালজজ্যের
অন্ততম পুত্র ভরত ছিলেন ।
ভরতের দুই পুত্র বুধ ও সুজাত । বিষ্ণু-

৪র্থ-১১ । তালজজ্য দেখ । গরু-পু-
১৪৪ । (২৪) মালব নামক এক
ব্রাহ্মণের ভাগিনের ভরত, অতিশয়
দুষ্টচরিত্র ও দুষ্কিয়ামিত হইয়াও পুঙ্কর
তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন
করে । পদ্ম-উত্ত-২১৮ । ভরত মূনির
শাপে উর্কশী পঞ্চায় বৎসর ভূতলে
লতা হইয়া ছিল । পদ্ম-স্ব-১২ ।

ভরতা সুষমা নাম্নী গন্ধর্বকন্যার
গর্ভজাত অন্ততম অপ্সরা । বায়ু-৬৯ ।
কৃশাদ্বী দেখ ।

ভরতাগ্নি—অদ্বিরার অন্ততম পুত্র ।
অদ্বিরা (১৫) দেখ ।

ভরতেশ্বর—অগ্নিধ্ব-নন্দন ভরত
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্রে এক
শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭১ ।

ভরদ্বন্দ্ব—(১) বশিষ্ঠ, শক্তি,
পরশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বন্দ্ব, মৈত্রাবরুণ,
কুণ্ডিন, সুর্য্য, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ—
ইঁহার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকলয়িতা ।
ইঁহারাই মন্ত্রাদির কর্তা ও বিধর্মের
ধ্বংসকারক । ইঁহার সমস্ত ব্রাহ্মণের ও
বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন । ব্রহ্মা-
৬৫ । (২) বশিষ্ঠ কুণ্ডিন প্রভৃতি
সাতজন মহর্ষি ব্রাহ্মক্ষেত্রে বাস করেন ।
ব্রহ্মা পুরাকালে ঐ ব্রাহ্মক্ষেত্র নির্মাণ
করেন । বায়ু-৫৯ । বশিষ্ঠ ও কুণ্ডিন
দেখ ।

ভরদ্বাজ—(১) দাশরথি রাম বনে
গমন কালে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে

ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপনীত হন। ভরদ্বাজ তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে গো, অর্ঘ্য ও উদক আনাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বন্য ফলমূলাদি ও নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে পত্নী ও অনুজসহ তাঁহার আশ্রমেই বাস করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ঐ স্থান নগরী ও জনপদের অতি নিকটে বলিয়া, রাম তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরদ্বাজ রামকে চিত্রকূটে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। রামা-অযো-৫৪, ৫৫। ভরতও রামের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং ভরদ্বাজের অনুরোধে স-সৈন্ত তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। তখন মহাতপা ভরদ্বাজ সাঙ্খ্যের ভরতের সম্যক আতিথ্য সংকার করিবার জন্ত, অগ্নি গৃহে প্রবেশ করিয়া যথাবিধানে আচমনপূর্বক প্রথমতঃ আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদির নির্মাণ করিয়া দিবার জন্ত বিশ্বকর্মা-কে আহ্বান করেন। তৎপরে তিনি আতিথ্য সংকারে সাহায্যলাভের জন্য, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদি চারি দিক্‌পালকে, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ গঙ্গাদিসমুদ্র নদীকে, সমুদ্র দেব, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্ব-পিত্রীবশু, হা-হা হু, দিব্য অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্ব-পিত্রীগণকে আহ্বান করেন। তিনি তপোবলে

উত্তর কুরুস্থ কুবেরের চৈত্ররথ নামক দিব্য বনকেও স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করেন। ভরদ্বাজের তপোবনে তাঁহার আশ্রমে সমুদ্র দেবভোগ্য দ্রব্য সকল উপস্থিত হইল এবং দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অঙ্গরা প্রভৃতি ভরত ও তাঁহার পরিজনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রামা-অযো-৮৯-৯৩। লঙ্কা সমরাস্ত্রে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালেও রাম ভরদ্বাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৬, ১১৭, ১২৯। রাম রাজ-পদে অভিষিক্ত হইলে, অশ্বাশ্ব উত্তর দিক্‌পালী মহর্ষিদিগের সহিত ভরদ্বাজও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করেন। রামা-উত্ত-। ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্গিনীকে পুলস্ত্য-তনয় বিশ্বা বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-৩। বান্ধীকি সীতাকে পুনর্গ্রহণ করাইবার জন্য যখন রামসন্নীপে আগমন করেন তখন ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রামা-উত্ত-১০৯। (২) ভরদ্বাজ বৈবস্বত নবমন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন। নব-২; সৌ-৩৩; হরি-হরি-৭; বিষ্ণু-৩৪-১, ভাগ-৮৬-১৩; গন্ধ-পূ-৮৭। (৩) ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ঔরসে জন্মলাভ করেন। বৃহস্পতি তাঁহার গর্ভবতী দ্রাহপত্নী মমতাকে বলপূর্বক উপভোগ করিতে উদ্যত হইলে, গর্ভস্থ শিশু ঐক্লপ হস্তিয়ার জন্ত বৃহস্পতিকে তিরস্কার

করেন । ঐ ভাবে নিবারণিত হওয়াতে বৃহস্পতির বীৰ্য্য ভূতলে পতিত হয় এবং তাহা হইতে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে । ঐ সন্তোজাত শিশুকে দেখিয়া বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধু অশিজ-পত্নী মমতা তাঁহাকে সেই দ্বাজ (অর্থাৎ জারজ) সন্তানকে ভরণ করিতে বলেন । ‘ভরশ্ব-দ্বাজম্’ এই কথা বলিয়া মমতা চলিয়া যাওয়াতে, সেই শিশু ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত হয় । মাতা ও পিতা উভয়েই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া, মরুদগণ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন । দুয়ন্ত-তনয় ভরত তখন পুত্র-কামনায় নানারূপ যজ্ঞ করিতেছিলেন । বহু যজ্ঞ করিয়াও তিনি পুত্রলাভে সফল না হইয়া পরিশেষে মরুৎ-সোম ষাগ করেন । তাহার ফলে মরুদগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, সেই শিশু ভরদ্বাজকে আনিয়া ভরতকে তাঁহার পুত্ররূপে উপহার প্রদান করিলেন । রাজা ভরত সেই পুত্রকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । ভরতের পুত্রোৎপত্তি পূর্বে বিতথ হইয়াছিল বলিয়া, সেই প্রাপ্ত পুত্র ভরদ্বাজকে তিনি বিতথ নামে অভিহিত করিলেন । এই ভাবে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণগোত্রে জন্মলাভ করিয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করেন এবং দ্বিমুখ্যায়ণ ও দ্বিপিতৃক নামে পরিচিত হইলেন । সেই ভরদ্বাজ

হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়বিধ সন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ঐ দ্বিবিধ জাতীয় সন্তানেরা দ্বামুখ্যায়ণ ক্ষত্রিয় ও কোলিন নামে প্রসিদ্ধ । ভরদ্বাজের পুত্র ভবন্থল্য । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ ; মৎ-৪২ ; বায়ু-২২ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । (৪) অঙ্গিরা-নন্দন ভরদ্বাজ মরুদগণ কর্তৃক ভরতের পুত্ররূপে সংক্রামিত হন । ভরদ্বাজ ভরতকে দিয়া এক মহান্ যজ্ঞ-সম্পাদন করান । পূর্বে ভরতের পুত্র জন্ম বিতথ হয় । কিন্তু ঐ যজ্ঞসম্পাদন করিবার ফলে ভরদ্বাজ হইতে যে পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম হইল বিতথ । পৌত্র বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে ভরত স্বর্গগামী হইলেন । অনন্তর ভরদ্বাজ বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বনগমন করেন । হরি-হরি-৩২ । (৫) দুয়ন্ত-সুত ভরতের পুত্রগণ মাতৃকোপ হেতু বিনষ্ট হইলে মরুদগণ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে সংক্রামিত করিলেন । পরে ঐ ভরদ্বাজ বিতথ নামে ঐ কুলে উৎপন্ন হইলেন । তাঁহার স্ত্রীহোত্র, স্ত্রীহোতা প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । অগ্নি-২৭৮ । বিতথ দেখ । (৬) অঙ্গিরাস মন্ত্র-প্রণেতা তেত্রিশজন পুত্রের অন্ততম ভরদ্বাজ । ব্রহ্মা-৬৫ । বায়ু-৫২ । অজমীঢ় (৬) দেখ । (৭) রক্তাশুরের নিধনের পর ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পুনরায় লাভ করিলে, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বহু মুনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে দেবপুত্রে

গমন করেন। সৌ-৫০। (৮) একবার ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণের সহি শূলপাণির পরমভাব অবগত না হইয়া, যজ্ঞ দ্বারা শিব-পূজন এবং তপস্তা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিবরণ বৃহৎশ্রব এই নামে দেখ। সৌ-৬৯ (২) ভীষ্ম যখন শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন, অন্যান্য মুনিগণের হ্রাস ভরদ্বাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানা সং বিষয়ে প্রশ্নাদি করেন। পদ্ম-উত্ত-৮১। ভাগ-১২-২। (১০) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্যের যে গন্তব্য পথ আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, বক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ কার্ত্তিক মাসে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২২-১০। (১১) পর্জন্য ও পুষা (আদিত্য), ভরদ্বাজ ও গৌতম (মুনি), বিশ্বাবসু ও সুরভি (গন্ধর্ব্ব), বিশ্বাচী ও যুতাচী (অঙ্গরা), ঐরাবত ও ধনঞ্জয় (সর্প), সেনজিৎ ও সুর্য্যেণ (গ্রামণী), আপ ও বাত (রাক্ষস), ইঁহার আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস সূর্য্যরথে বাস করেন।

বায়ু-৫২। (১২) বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ শারদ্বত, অত্রি, বসুমান ও বৎসার, এই সাতজন ঋষি সিন্ধুসপ্তর্ধি নামে খ্যাত। বায়ু-৬৫। (১৩) ভরদ্বাজ তৃণঞ্জয়ের নিকট হইতে বায়ু-পুরাণ লাভ করেন এবং তিনি উহা গৌতমকে দেন। বায়ু-১০০। (১৪) একবার ব্রহ্মা পুঙ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস প্রভৃতি ত্রিংশদা অধ্বর্য্য নিযুক্ত হন। পদ্ম-সৃ-৩৭। বেদশিরা দেখ। (১৫) ভরদ্বাজ দ্বাদশ ও ঊনবিংশ দ্বাপরে বেদ বিভাজক হন। বিষ্ণু-৩২-৩। বেদব্যাস (১৮) দেখ। (১৬) ভরদ্বাজের এক পুত্র দ্রোণ। মহাভা-আদি-১৩০, ১৬৬। দ্রোণাচার্য্য দেখ। (১৭) ভরদ্বাজ, জমদগ্নি প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মার সভায় থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১১। ব্রহ্মা-১৪২ দেখ। (১৮) একজনের ক্ষেত্রে অপরের বীৰ্য্যে জাত মহানকে দ্বাজ কহে। বৃহস্পতি ও মমতা, পরস্পর “তুমি এই দ্বাজকে ভরণ কর” এই বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় ঐ শিশুর নাম ভরদ্বাজ হয়। ভাগ-২২-২০। (১৯) ভরদ্বাজের প্রপ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি তাঁহাকে এই স্বাবর জন্মদায়ক পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কি ভাবেই বা উহার লয় হইবে, ভূত সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হইল, কি প্রকারেই বা উহারে বর্ষ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও

ধর্মার্থ বিধি নির্দেশ করা হয়, প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তেই বা তাহারা কোথায় গমন করে, ইহ-লোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, নভোমণ্ডল, দিক্-সমুদয়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদয় পদার্থের পরিমাণ কি, ব্রহ্মাকে পূর্বজ বলে কেন, এই সমুদয় বিষয় কীর্তন করেন। মহাভা-শান্তি-১৮২-১৯২ (২০) বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮, অম্বু-১৫০। (২১) অসিতদেবল, নারদ, পর্কত, কাকীবান, জামদগ্ন্য, তাম্ব্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অত্রি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্চন্দ্র, ঋতশ্রবাঃ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (২২) কোনও এক সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণপূর্বক সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ভরদ্বাজ বিষ্ণুকে দেখিয়া মন্দাকিনী সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষো-দেশে আঘাত করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে একটি চিহ্ন অঙ্কিত হইল। তদবধি বিষ্ণু-বক্ষ ত্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত রহিয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (২৩) ভরদ্বাজের বজ্রামুষ্ঠানের

ফলে সুরদেব-তনয় দিবোদাস এক পুত্র লাভ করেন। মহাভা-অম্বু-৩০। দিবোদাস ও বীতহব্য দেখ। (২৪) একবার বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণ ক্ষুংপিপাসা-পীড়িত হইয়া কুরু মাংস ভক্ষণের উত্তোগ করেন। মহাভা-অম্বু-৯৩। বশিষ্ঠ ও শৈব্য দেখ। (২৫) প্রভাসক্ষেত্রে মহর্ষির অগস্ত্যের মুণাল অপহৃত হইলে, অগস্ত্য অন্তান্ত মুনি, মুনিপত্নী ও রাজন্তগণকে চৌধ্যাপবাদ দেন। তাহাতে সকলেই শপথ করিয়া নিজ নিজ দোষ স্বালনের প্রয়াস পান। ভরদ্বাজ বলেন—“যে মুণাল অপহরণ করিয়াছে সে ক্রুর ও মিথ্যাবাদি ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।” মহাভা-অম্বু-৯৪। (২৬) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-গণের ভরদ্বাজ, বৎস, কুশ, কোশিক, শান্তিল্য, কাশ্যপ, গৌতম, ছন্দন, জাতুকর্য্য, বশিষ্ঠ, ধারণ, আত্রেয়, ভাঙিল, লৌকিক, কৃষ্ণারন, উপমহ্মা, গার্গ্য, মুদগল, মোষক, পুণ্যাসন, পরাশর, কৌণ্ডিন্য গাণ্যাসন ও বৎস—এই চব্বিশটি গোত্র। তাঁহাদের মধ্যে উপমহ্মা-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ এই তিনটি প্রবর। বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদেরও ঐ তিন প্রবর। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পঞ্চপ্রবরশালী, যথা আদ্রিস, বাহ্ম্পত্য, ভরদ্বাজ, সৈন্তস ও গার্গ্য। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা ধনী, সুন্দর,

বজ্রালঙ্কার মণ্ডিত, বিজভক্তি-পরায়ণ, ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিরত ও স্বধর্মনিষ্ঠ স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম ২। (২৭) ভরদ্বাজের ব্রাহ্ম-ধর্ম-পরায়ণ সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা শ্রদ্ধা প্রভাবে জাতিস্বরূপ প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-আব-অব-৫৮। (২৮) ব্রহ্ম পুঙ্কর-ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন তাহাতে ভরদ্বাজ আগ্নীধ্রু হইয়াছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১৮০। (২৯) দীর্ঘতপার পুত্র ধন্বন্তরী ভরদ্বাজ হইতে সমুদয় আয়ুর্কৌদ প্রাপ্ত হন। ধন্বন্তরী ও দীর্ঘতপা দেখ (৩০) অঙ্গিরার বংশীয় আত্রেয়ানবী প্রভৃতি ঋষিগণের অন্ততম আর্ষেয় প্রবর ভরদ্বাজ। মৎস্তাচ্ছাণ্ড দেখ। (৩১) ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত। পরাবসু দেখ। (৩২) বরাহকল্পে উনবিংশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। জটামালী দেখ। (৩৩) বৃহস্পতি-স্বত ভরদ্বাজ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, ও গো দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬-১-২৮। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৫শ সূক্তে তিনি নিজেকে (অঙ্গিরার পুত্র) বীতহব্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তদ্বিঃ ২৬শ সূক্তে নিজেকে বাজিনীর পুত্রও বলিয়াছেন। (৩৪) ভরদ্বাজ মুনি ক্লান্ত হইয়া বিজন বনে বৃধু নামা স্বত্রধরের নিকট হইতে বহু সংখ্যক গো

গ্রহণ করেন। তথাপি তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই। কারণ আপং-কালে নিম্নিতের প্রতিগ্রহেও ব্রাহ্মণের অধর্ম হয় না। মনু-১০ম-১০৭ শ্লোক। (৩৫) ভরদ্বাজ বান্দ্রীকির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রার্থনায় বান্দ্রীকি অদ্ভুত রামায়ণ বর্ণন করেন। অদ্ভু-রামা-১। (৩৬) ভরদ্বাজ অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ। মৎ-১৯৬।

ভরক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিজয়ের পুত্র ভরক। তৎপুত্র বৃক। ভাগ-৯ম-৮। বিজয় ও বৃক দেখ।

ভর্গ—(১) বৈবস্বত মনুর বংশীয় বেণুহোত্রের পুত্র ভর্গ। হরি-হরি-২৯। (২) পুরুবংশীয় প্রতর্দনের পুত্র ভর্গ ও বৎস। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-২৯। (৩) কাশিরাজ দিবোদাসের বংশীয় বাঁতিহোত্রের পুত্র ভর্গ। তৎপুত্র ভার্গভূমী। ভাগ-৯ম-১৭। গুরু-পু-১৪৩। (৪) ভাবী নবম (দক্ষ সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতাদের পাবামরীচ, ভর্গ ও সুধর্মা এই তিনটি গণ ছিল। মার্ক-৯৫। (৫) অজৈকপাদ, ভর্গ প্রভৃতি একাদশ কল্পপ-তনয় একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। মহাত্মা-আদি-৬৬। অজৈকপাদ ও রুদ্র দেখ। (৬) প্রগাধেয় তনয় ভর্গ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রজ্ঞ ঋষি। তিনি অগ্নিদেবতার স্তব করিয়া

কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ।

ঋক্-৮।৬০, ৬১ স্তব্ধ । (৭) যযাতি-বংশীয় বহ্নির পুত্র ভর্গ । তৎপুত্র ভাহ্মন । ভাগ-২ঙ্ক-২৩ ।

ভর্গভূমি—ভর্গের পুত্র । ভর্গ দেখ ।

ভর্গ্য—(১) কঙ্কির বংশজাত তাঁহারই অমুগত জনৈক ধর্ম্মতৎপর সাধু কঙ্কি-১ম ২, ৩ । কঙ্কির সহিত বিধর্ম্মী রাজাদের সংগ্রামকালে তিনি কঙ্কিপক্ষে থাকিয়া অনেক শত্রু বধ করেন । কঙ্কি-২য়-৭ ; ৩য়-১, ৭, ৮ ।

ভৎশ্রু—সংযাতি, নভ, পিপ্লব, জলন্ধর, ভূজাতপুত্র, পুষ্য, কর্দম, গর্দভীমুখ, হিরণ্যবাহ, কৈরাত, কশ্যপ, গোভিল, কুলহ, বৃকশু, যুগকেতু, উত্তর, নিদাঘ, মন্থপ, ভৎশ্রু, কেবল, শাণ্ডিল্য, দানব ও দেবজাতি—এই সকল কশ্যপ-গোত্রায় ঋষিগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি, যথা—অসিত, দেবল ও মহাতপা কশ্যপ । মৎ-১১৯ ।

ভর্তৃযজ্ঞ—জনৈক ঋষি । তিনি আনর্তাধিপতি অশ্বসেনের কোতুহল নিবৃত্তির জন্ত তাঁহাকে শ্রাদ্ধলক্ষণ, শ্রাদ্ধোৎপত্তি, শ্রাদ্ধ-নিয়ম, শ্রাদ্ধাইপদার্থ, শ্রাদ্ধাদিবস্তু পরিগণন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় কীর্ত্তন করেন । স্বন্দ-নাগ-২১৫—২২৬ । এতদ্ভিন্ন ভর্তৃযজ্ঞ নরপতি অশ্বসেনকে শিবরাত্রির উৎপত্তি ও তাহার মাহাত্ম্য, তুলাপুরুষদান-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ও কীর্ত্তন করেন । স্বন্দ-নাগ-২৬৬-২৬৮ ।

ভর্ম্যাস্থ—অজমীঢ় বংশীয় অর্কের পুত্র । ভর্ম্যাস্থের তনয় মুদগল, ববীনর, বৃহদস্থ, কাম্পিল্য ও সঞ্জয় । ভাগ-২ঙ্ক-২১ ।

ভলন্দন—(১) অত্রিবংশীয় উর্ণনাভি, বীজবাপী, ভলন্দন প্রভৃতি ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি । যথা—অত্রি গবিষ্ঠির ও পূর্ক্বাতিথি । মৎ-১২৭ । বীজবাপী দেখ । (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নাভাগারিষ্ঠের পুত্র ভলন্দন, তৎপুত্র প্রাংগু । বায়ু-৮৬ । প্রাংগু ও নাভাগ দেখ । (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নাভাগের পুত্র ভলন্দন । তৎপুত্র বৎসপ্রীতি, প্রাংগু ও খনিত্র । গরু-পু-১৪২ । খনিত্রে দেখ । (৪) কাশ্যকুজ দেশে ভলন্দন নৃপতির যজ্ঞকুণ্ডসমুচ্চতা জ্ঞাতিস্বরা এক সুন্দরী কন্যা জন্মে । সেই কন্যা পূর্ক্ব-জন্মে সূচক্র রাজার মহিষী ছিল । গর্গ-গো-৮ । সূচক্র দেখ । প্রচ্যাম দ্বিখিজয়-কালে ভলন্দনের নিকট হইতে কয় আদায় করেন । গর্গ-বিশ্ব-১৮ । (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি । তৎপুত্র প্রাংগু । বিষ্ণু-৪র্থ-১ । ভাগবত (২ঙ্ক-১ অঃ) মতে ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি । তৎপুত্র প্রাংগু ।

ভল্লবী—যুগে যুগে অনেক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন । বরাহকল্পের ষাণ্ঠিশ দ্বাপরে লাদলী নামক শিবাবতারের উশিঙ্গ, ভল্লবী, মধুপিক ও ষ্ঠেতকেতু নামে চারিজন শিষ্য ছিল । শিব-বার-উ-১০ । শিব দেখ ।

ভল্লাট—(১) অজমীঢ়বংশীয় উদক-সেনের পুত্র ভল্লাট। তৎপুত্র জনমেজয়, বায়ু-২২ ; মৎ-৪২ । (২) দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট, তাঁহার পুত্র অতিচূর্নুদ্ভি। হরি-হরি-২০ । (৩) উদকসেনের তনয় ভল্লাট। তাঁহার পুত্র দ্বিমীঢ়। বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । ভাগ-২২-২১ ।

ভল্লুক—দক্ষ-কন্তা ক্রোধা কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত যুগ্মমন্সা নামক কন্তার গর্ভে ভল্লুক জন্ম গ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৬ ।

ভস্মকারী—বলি দৈত্যের অন্ততম অমুচর। মৎ-২৪৫ ।

ভস্মভূত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমু-১৭ । এই অধ্যায়ে মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্র নামের তালিকা আছে।

ভাস্ক—বিষ্ণুব্রহ্ম দেখ।

ভাগ—প্রতর্দনের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২২ । প্রতর্দন ও ভার্গ দেখ।

ভাগবিতায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০ । বেদশৈলক দেখ।

ভাগবিত্তি—(১) বসু। বীতিহব্য, মথিত, দম, জৈবন্ত্যায়নী, মোজ্জ, পিলি, চলি, ভাগিল, ভাগবিত্তি, কোশাপি, কাশ্যপি, বালপি, শ্রমদাগেপি, সৌর, তিথি, গার্গীয়, জাবালি, পৌষ্যয়নি ও গ্রামদ, তৃণ্ডবংশীয় এই সকল গোত্র প্রবর্তক ঋষিদিগের আবেশ প্রবর

চারিটি, বধা - তৃণ্ড, বীতিহব্য, বৈবস ও বৈবস। মৎ-১২৫ । (২) কুখুমির অন্ততম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৭ । কুখুমি দেখ।

ভাগবত—গুপ্তবংশীয় পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু। তৎপুত্র বজ্রমিত্র। বজ্রমিত্রের তনয় ভাগবত এবং ভাগবতের পুত্র দেবভূতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ । ভাগ-১২২-১ । পুলিন্দ ও পুলিন্দক দেখ।

ভাগিল—তৃণ্ডবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ভাগবিত্তি দেখ।

ভাগীরথী—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভগীরথ স্বীয় পূর্ব পুরুষদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত বিষ্ণু-পাদস্থিত। গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন বলিয়া, বংশবিদ্যাক্তিগণ গঙ্গার আর একটি নাম ভাগীরথী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বায়ু-৮৮ । গঙ্গা ও ভগীরথ দেখ। ভাগীরথী প্রমুখ নদীগণ বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-২ ।

ভাগুরি—(১) তিনি প্রিয়ব্রতের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া স্তবমিত্রকে উহা দেন। স্তবমিত্র তাহা দধীচিকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮ । (২) বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত ভাগুরি তপস্বী করেন। বৃহৎশ্রবা দেখ।

ভাগ্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম এই সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অঙ্কুরাশা-২৫ ।

ভাঙ্গাসুরি—জ্ঞানৈক রাজা । তিনি ব্রহ্মসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন । মহাভা-সভা-৮ ।

ভাজ—সাত্ত্বত বংশীয় ভজমানের পুত্র । ভাজের দুই ভাৰ্য্যার গৰ্ভে নেমি, কুকণ ও বৃষ্ণি জন্মলাভ করেন । পদ্ম-স্থ-১৩ । ভজমান ও কুকণ দেখ ।

ভাজকগণ—ভজমান হইতে ভাজক-গণ উৎপন্ন হন । ভজমান দেখ ।

ভাঙ্গায়ণী—জ্ঞানৈক ঋষি । তিনি অত্মাত্ম ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রের সভায় থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন । মহাভা-সভা-৭ ।

ভাণ্ডার—জ্ঞানৈক ঋষি । তিনি ভরদ্বাজপ্রমুখ বহু ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে দেবপুরে গমন করেন । সৌর-৫০ ।

ভাণ্ডারী—জ্ঞানৈক ঋষি । স্বন্দ-নাগ-১৫

ভাণ্ডিল ধৰ্ম্মারণ্যবাসী বিপ্রগণ ভরদ্বাজ, বৎস, ভাণ্ডিল প্রভৃতি চব্বিশটি গোত্রে বিভক্ত । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯ । ভরদ্বাজ দেখ ।

ভাতি—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অত্মতম । রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন । অভু-রামা-২৫ ।

ভদ্রবাহু—বসুদেবের অত্মতমা পত্নী পৌরবীর গৰ্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম । পৌরবী ও দুৰ্ম্মদ দেখ ।

ভানু—(১) দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যার

মধ্যে ভানু প্রভৃতি দশজন ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন । দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ । ভানুর গৰ্ভে ভানুগণ জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৫ । শিব-ধর্ম্ম-৫৪ । অগ্নি-১৮ । সৌর-২৮ ।

(২) শ্রীকৃষ্ণের অত্মতমা পত্নী সত্য-ভামার গৰ্ভে ভানু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । মৎ-৪৭ । সত্যভামার গৰ্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু নামে এক কন্যাও জন্মে । বায়ু-৯৬ । চক্র ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ । (৩)

দ্বাদশজন সাধ্যদেবের অত্মতম । সাধ্যগণ দেখ । (৪) জ্ঞানৈক যাদব । তাঁহার কন্যা ভানুমতীকে নিকুন্ত দৈত্য হরণ করে । নিকুন্ত দেখ । (৫) ভানু সূর্য্যের

অপর নাম । সূর্য্য দেখ । (৬) ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে দেবতাদের স্মৃতপা, অমিতাভ ও সুখ নামে তিনটি গণ থাকিবে । তন্মধ্যে ভানু স্মৃতপাগণের অন্তর্গত

অত্মতম দেবতা । বায়ু-১০০ । ঋত দেখ । (৭) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় ভানু প্রহ্ল্যঙ্গের

সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন । শিশু-পালের কতিপয় সেনাপতির সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয় । তৎপরে প্রহ্ল্যঙ্গ কুরুরাজ্য আক্রমণ করিলে,

ভানুর সহিত দ্রোণের যুদ্ধ হয় । হিরণ্যাক্ষের অত্মতম পুত্র হরিশ্চন্দ্রের সহিতও ভানুর যুদ্ধ হয় । গর্গ-বিশ্ব-

৪, ৮, ২০, ২৬, ৩৪, ৩৭ । তিনি অনিরুদ্ধের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া গমন করেন । গর্গ-অশ্ব-১৬ । (৮) পুরাবসু নামক এক গন্ধর্ব্বের অত্মতম পুত্র ।

পূর্যাবসু দেখ । (৯) দক্ষ-কন্যা প্রধার
 গর্ভে কন্যাপের ঔরসে বিশ্বাবসু, সূচক্স,
 সুপর্ণ, সিন্ধু, বহি, পূর্ণ, পূর্ণাক, ব্রহ্মচারী,
 রত্নিপ্রিয় ও ভানু এই দশ পুত্রের জন্ম
 হইয়াছিল । কালি-৩৪ । কশ্যপ, প্রধা ও
 অনুপা দেখ । (১০) প্রধার গর্ভে কশ্যপের
 সিন্ধু, পূর্ণ, পূর্ণায়ু, বহি, ব্রহ্মচারী,
 রত্নিপ্রিয়, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও
 সূচক্স এই কয় পুত্র জন্মে । মহতা-শ্রাদি-
 ১৫ । (১১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৎসবৃদ্ধের
 পুত্র ব্যোম । তৎপুত্র ভানু । ভানুর
 তনয় দিবাকর । ভাগ-৯৯-১২ । (১২)
 জনৈক গোপ । তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের
 অস্ত্রতম সখা ছিল এবং তাহার কন্যা
 রাধিকার সখী ছিল । পদ্ম-পাতা-৬৬ ।
 (১৩) পূর্বকালে স্বীয় কন্যা ভানুমতীকে
 দেখিয়া ভানুর (সূর্য্যের) ইন্দ্রিয়-বিকার
 উপস্থিত হয় । সেই পাপে তাঁহার
 কুষ্ঠরোগ হয় । স্বন্দ-আব-রেবা-২২৬ ।
 (১৪) আরোচিষ মনুর অস্ত্রতম পুত্র ।
 আরোচিষ মনু দেখ ।

ভানুকম্প—শিবের একজন অমুর ।
 বীরভদ্র যখন দক্ষবজ্র বিনাশ করিতে
 বান, তখন তিনি বীরভদ্রের অমুগমন
 করিয়াছিলেন । শিব-বার-পু-১৭ ।

ভানুগণ—দক্ষের কন্যা ভানুর গর্ভে
 ভানুগণ জন্মগ্রহণ করেন । ভানু দেখ ।

ভানুচক্স—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চক্সগিরির
 পুত্র ভানুচক্স । তৎপুত্র প্রতাপ । মৎ-
 ১২ । ভি-৬৬ । তারাপীড় দেখ ।

ভানুবিভ্র—রঘুবংশীয় চক্সগিরির
 পুত্র । কুর্ম-পু-২১ । চক্সগিরি দেখ ।

ভানুমতী—(১) ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক এক
 রাজার প্রধানা মহিষী । ধর্ম্মমূর্ত্তি দেখ ।

(২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির
 অস্ত্রতম পত্নী । তাঁহার গর্ভে অসমজা
 নামক এক পুত্র জন্মে । অগ্নি-২৭৩ ;
 মৎ-১২ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । সগর দেখ । (৩)
 ভানু নামক এক যাদবের কন্যা । নিকুন্ত
 দৈত্য তাঁহাকে হরণ করে । কোনও
 সময়ে দুর্কাসা মুনি তাঁহার প্রতি
 অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শাপ দেন যে,
 তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইবেন । পরে
 তিনি ভানুমতীকে নিরপরাধা জানিয়া,
 নারদের পরামর্শে তাঁহাকে শোভন
 স্বামী প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বর দেন ।
 শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রহ্লাদের সাহায্য
 লইয়া ভানুমতীকে দৈত্যহন্ত হইতে
 উদ্ধার করেন । তৎপরে ভানুমতীর
 পিতা তাঁহাকে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের
 সহিত বিবাহ দেন । হরি-হরি-১৪৭ ।

(৪) দক্ষের চতুর্দশ কন্যার অস্ত্রতম ।

তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন । বৃহদ্-
 মধ্য-২ । শ্রীমহাভা-৩ । স্বন্দ-আব-রেবা-
 ১২২ । ভানু ও দক্ষ দেখ । (৫)

চেদিরাজ বীরসেনের কন্যা । তিনি
 বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হইয়া
 সংবত-চিন্তে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া
 ও বিবিধরূপে দেবার্চনা, ব্রাহ্মণ-
 ভোজনাদিরূপ পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক

পরিধেয়ে শূলভেদ তীর্থে তপস্তা করিয়া
সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। স্বন্দ-আব-
রেবা-৫৬-৫৮। (৬) ভানুর (সূর্যের)
কন্তার নাম ভানুমতী। ভানু (১০)
দেখ। (৭) বলভদ্রের কন্তা ভানুমতী
দুর্ঘোষধনের পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-
৭২। দুর্ঘোষধন দেখ। (৮) ভানুমতী,
বিশালা, বহদা ও মনোরমা নামে চারি
দক্ষ-কন্তা অরিষ্টনেমীর পত্নী ছিলেন।
গরু-পূ-৬। অরিষ্টনেমী দেখ। (৯)
তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিজা,
মহোদরী, সুখানন্দ, পরানন্দ, পারি-
জাত, কুলেশ্বর, বিরূপাক্ষ ও ফেরবী।
ইহারা তন্ত্রোক্ত তারাদেবীর মানবোধ-
গুরু বলিয়া কথিত হন। তন্ত্রসার
৫২২ পৃঃ। (১০) অহঃজাতির পত্নী।
মহাভা আদি-২৫।

ভানুমান—(১) রাজর্ষি জনকের
অপর নাম সীরধ্বজ। তাঁহার পুত্র ভানু-
মান। ভানুমানের তনয় সুহৃদ্য। বায়ু-৮৯।
ভানুমানের পুত্র শতদ্র্য। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।
গরু-পূ-১৪২। জনক দেখ। (২) পত্নী
সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম
পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৬। ভাগ-১০স্ক-৬১।
শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান।
তৎপুত্র প্রতীতাস্ব। ভাগ-৯স্ক-১২।
বৃহদশ্ব দেখ। (৪) কেশীধ্বজের পুত্র
ভানুমান। তৎপুত্র শতদ্র্য। সীতার
জনক সীরধ্বজ, নরপতি কেশীধ্বজের
বৃদ্ধপুত্রিভামহ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৫)

ভর্গের পুত্র ভানুমান। তৎপুত্র ত্রিভানু।
ভর্গ (৭) দেখ। (৬) সূর্যের এক নাম।
স্বন্দ-কাশী-পূ-২।

ভানুরথ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয়
তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রপর্বত। তৎপুত্র
ভানুরথ। ভানুরথের আশ্বজ শতায়ু।
অম্বি-২৭৩। ভানুচন্দ্র দেখ। (২)
ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র ভানুরথ।
তৎপুত্র প্রতীতাস্ব। বায়ু-৯৯।
ভানুমান দেখ। ভানুরথের পুত্র
সুপ্রতীক। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভানু-
রথের পুত্র প্রতীব্য। প্রতীব্যের পুত্র
প্রতীতক। তৎপুত্র মনুদেব। গরু-
পূ-১৪৫

ভাব—চান্দ্র মন্বন্তরে দেবগণ ভাব
নামে কথিত হইতেন। সৌর-৩৩।

ভাবন - (১) কাব্য হইতে তৎপত্নী
দেবীর গর্ভে অজ, ভাবন প্রভৃতি ষাট
জন ভার্গব-বংশীয় যাজ্ঞিক দেবতা জন্ম
গ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫। অজ দেখ।
(২) স্বারোচিষ মনুর অন্ততম পুত্র।
পদ্ম-সু-৭। কীর্তিবর্দ্ধন ও স্বারোচিষ
মনু দেখ।

ভাবনা—ঐত্তমি মন্বন্তরে দেবগণ
ভাবনা নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-২।
ভাবভূতি—রুদ্র দেখ।

ভাবয়ব্য—সিদ্ধদেশ নিবাসী এক
নৃপতি। কাশীবানু ঋষি এই ভাবয়ব্য
নৃপতিকে উপলক্ষ করিয়া কতিপয়
ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ভাবয়ব্যের
পত্নীর নাম লোমশা। ঋক-১।১২৬।-৫।

ভাবশর্মা—দক্ষিণাপথস্থ আমরদক নামক নগরে ভাবশর্মা নামে এক অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ছিল। মরণান্তে ঐ ব্রাহ্মণ এক মহাতালতরুরূপে জন্মগ্রহণ করে। গীতার ৮ম অধ্যায় শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুক্তি হয়। পদ্ম-উত্ত-১৮২।

ভাবশায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বৌষড়ি দেখ।

ভাব্য—(১) সূর্য্যবংশীয় ঋষাশ্বের পুত্র ভাব্য। তৎপুত্র প্রতীপাশ্ব। মৎ-২৭১। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেব-গণের আদ্য, প্রমুখ, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ এই পাঁচটি গণ ছিল। ভাব্যগণে দ্বাদশজন দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। অর্থপতি ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (৩) মগধরাজ বলির বংশে যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভাব্য, তৎপুত্র লোমশি। ভাগ-১২ঙ্ক-১।

ভাব্যা—সাধকবর্গের ভাবনীয়া, এই-জন্ত দেবী দুর্গার এক নাম ভাব্যা। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

ভামিনী—(১) তুনয় নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা অগস্ত্যের শাপে মনুষ্যযোনীতে জন্মলাভ করিয়া করকম পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী হন। তাঁহার গর্ভে মন্বন্ত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১২৭। অবীক্ষিত দেখ। (২) বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের কন্যা। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) দ্রাবিড় দেশীয় এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া পত্নী ভামিনী মরণান্তে আনর্তদেশে।

দেবরথ নামক ব্রাহ্মণের কন্তারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮, ১৯। শারদা দেখ।

ভারত—পুরাকালে কিস্পুরুষবর্ষে ভারত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বৎস। বরা-৪২।

ভারতী—(১) সরস্বতীর এক নাম। (২) স্বর্গের জনৈকা নর্তকী। পদ্ম-উত্ত-৩। (৩) কথের পুত্র মেধাতিথি ঋষি অগ্নির স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, “হে অগ্নি, আমাদিগের রক্ষার্থে দেবপত্নী-দিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবক! হোত্রা, ভারতী ও বরগীয়া ধীমণাকে আনয়ন কর। ঋক্-১।২২।১০।

ভারদ্বাজ—(১) একজন ঋষিক। বৃহদ্রুক্ দেখ। (২) বেদব্যাসের অন্ততম শিষ্য সূত। তিনি ষড়ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরাণব্যাক্য করেন। কশ্যপ, স্মৃতি, অকুতব্রণ, ভারদ্বাজ, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়ু, সাবর্ণি, সোমদত্ত ও সুশর্মা, ইহারা পুরাণ বিষয়ে সূতের দৃঢ়তম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। অকুতব্রণ দেখ। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। ব্রহ্মা-৭১। ভারদ্বাজ দেখ। (৪) অঙ্গিরাবংশীয় দেবগণের অন্ততম। বায়ু-৬৫। ইষুমন্ত দেখ। (৫) যুগক্ষয়-নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্টপ্রায় ও দস্যুদল কর্তৃক নিপীড়িত হইলে, রাজার কিরূপে অবস্থান করা কর্তব্য, তাবিধে ভারদ্বাজ মুনি শত্রুজয়

নৃপতিকে অনেক উপদেশ দেন ।
মহাভা-শাস্তি-১৪০ ।

ভারতাজি—ভৃগু বংশীয় একজন
ঋষি । বৌষড়ি দেখ ।

ভারতুতি—তম্রোক্ত অরবর্ণের
ষোড়শমূর্তির অন্ততম । তন্ত্রসার-৩০৭পৃঃ ।

ভার্গ—বৈনহোত্রের পুত্র ভার্গ ;
তৎপুত্র ভার্গভূমি । বিষ্ণু-৪র্থ-৮ । ভর্গ
ও বৈনহোত্র দেখ ।

ভার্গব—(১) ভৃগুমুনির পুত্র ও
বংশধরগণ সকলেই ভার্গব নামে খ্যাত ।
(২) তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব ব্যাস হইবেন ।
তখন মহাদেব দমন নামে আবির্ভূত
হইবেন । বায়ু-২৩ । বেদব্যাস ও শিব
দেখ । (৩) নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের
প্রাতুর্ভাব হইলে, মহাদেব ঋষভ নামে
অবতীর্ণ হইবেন । তাঁহার তখন
পরশর, গর্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে
চারি পুত্র জন্মিবে । ব্রহ্মা-২৩ । (৪)
ভার্গব স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের
অন্ততম ছিলেন । বায়ু-৬২ । স্বারোচিষ
মহু দেখ । (৫) সপ্ত পিতৃলোকগণের
অন্ততম ভার্গব । বায়ু-৬৫ । (৬)
জমদগ্নি-স্বত ভার্গব ভাবি মন্বন্তরের
সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন । বায়ু-১০০ ।
(৭) ভার্গবমুনি শ্বেত-বরাহকল্পে ব্রহ্মার
এক যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন । বায়ু-১০৬
(৮) মহাদেবের এক নাম । মহাভা-আশ্ব-
২৯ । (৯) ধর্ম্মারণ্যবাসী মাণ্ডব্য-গোত্রীয়
বিপ্রগণের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, আপ্নু-

বান ও ঔরু, এই পাঁচটি প্রবর ; বাৎস্ত
গোত্রীয়দের ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান,
ঔরু ও জামদগ্ন্য, এই পাঁচটি ; শৌনক-
গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের ভার্গব, শৌনহোত্র
ও গাৎপ্রমদ এই সকল প্রবর ।
কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯ ।

ভার্গভূমি—ভর্গ দেখ ।

ভানুকি—(১) জনৈক মুনি । তিনি
ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিতেন ।
মহাভা-সভা-৭ । (২) মহর্ষি লাক্ষ্মির
অন্ততম শিষ্য । লাক্ষ্মি দেখ ।

ভাল্লবী—ইন্দ্রহ্যুম নামক ব্রহ্মবাদী
ঋষির পিতা । ছান্দোগ্য-৫ম অঃ-১১শ খ ।

ভাস—ভাসী দেখ ।

ভাসকর্ণ—রাক্ষসরাজ সুমালীর
অন্ততম পুত্র । লক্ষা সমরে তিনি
হনুমান-হস্তে নিহত হন । রামা-সুন্দরা
৪৫, উত্তরা-৫ ।

ভাসকৃৎ—সাবর্ণি (ভবিষ্যৎ) মন্ব-
ন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্ভূত
অন্ততম দেবতা । বায়ু-১০০ । ঋত
দেখ ।

ভাসী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা
ও কশ্যপের অন্ততমা পত্নী ভাস্মার গর্ভে
ভাসী নামে এক কন্যা জন্মে । ভাসী
হইতে ভাসগণ জন্মলাভ করে । রামা-
আর-১৪ । মহাভা-আদি-৬৬ । (২)
কশ্যপ-পত্নী ভাস্মার গর্ভে কুরর সকল
জন্মগ্রহণ করে । মৎ-৬ । পদ্ম-সৃষ্টি-৬ ।
(৩) দক্ষের কন্যা ভাস্মার গর্ভে ভাসী,

কোণী প্রভৃতি ছয় কস্তা জন্মে। ভাসী গরুড়ের অন্ততমা পত্নী ছিলেন। ভাসীর গর্ভে গরুড়ের ভাস, উলুক, কাক, কুক্কট, ময়ূর, কলবিক, কপোত, লাব ও তিত্তির নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৬৯। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) দক্ষের অন্ততমা কস্তা ও কস্তপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্ততমা প্রধার গর্ভে ভাসী প্রভৃতি কতিপয় কস্তা জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৫। অনুপা দেখ। (৫) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা মহাশক্তিদিগের অন্ততমা। মহাশক্তি, তাম্রা ও দক্ষ দেখ। (৬) অন্ধকবংশীয় শুরের অন্ততমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে বসুদেবাদি দশপুত্র জন্মে। বায়ু-২৬। শূর দেখ।

ভাস্কর—(১) সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ। (২) ব্রহ্ম-পুত্র প্রজাপতি দিবস, মাস ও ঋতুর প্রবর্তয়িতা। তিনি ভূত সমুদয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ-সাধক বলিয়া ভাস্কর নামে কথিত হন। বায়ু-৩১। (৩) জনৈক মহর্ষি। তিনি শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (৪) প্রজাপতি ব্রহ্মা, ভাস্কর ও হতাশনকে তেজের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। মহাভা-অনু-১৪২। (৬) ষাট জন আদিত্যের অন্ততম। মহাভা-অনু-১৫০ আদিত্য দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

ভাস্কর—অন্ততম রত্ন। অগ্নি-৮৫ রত্ন দেখ।

ভাস্বান—(১) ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে ভাস্বান উৎপন্ন হন, ভাস্বান হইতে মম্ব জন্মলাভ করেন। বায়ু-৪৭। (২) সূর্য্যের এক নাম। স্বন্দ-কাশী-পু-২। ভিগীবস্ব—বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের অন্ততম। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

ভিন্নবর্ণা—গোলকে অবস্থিতা অশ্ব-তমা গাভী। স্বন্দ-নাগ-২৫২।

ভিন্নবিষয়া—সীতা দেখ।

ভিন্নসংস্থান—সীতা দেখ।

ভিবক্—(১) একজন বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। তিনি ওষধি দেবতা সন্মুখে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।২৭। ঐ হুক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সন্মুখে। উহার শেষ অংশ অনেকগুলি রোগ ও তাহাদের চিকিৎসার মন্ত্র আছে। তজ্জন্ত পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ঐ হুক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। (২) ভজমান বংশীয় হৃদিকের তনয় শতধ্বার চারি পুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-২৮। অধিদান্ত দেখ। (৩) ভজমান বংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্ততম। বায়ু-২৬। হৃদিক দেখ।

ভীম—(১) কুরুরাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মমাত্রই, “বলবীৰ্য্য

সম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন, এই দৈববাণী হয়। সদ্যঃপ্রসূত ভীম এক সময়ে মাতৃকোড়ে সুপ্ত ছিলেন, এমন সময়ে কুন্তী দেবী ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীতা হইয়া অকস্মিত ভীমকে বিস্মৃত হইয়াই পলায়নের চেষ্টায় উখিত হইলেন। তাহাতে ভীম মাতৃকোড়চ্যুত হইয়া পর্বতোপরি পতিত হন। ভীমের বজ্রসম শরীরের আঘাতে পর্বত চূর্ণ হইয়া যায়। ভীম বাল্যাবধি অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একাকীই দুর্ঘোষ্যাদি শত ভ্রাতাকে নিগৃহিত করিতেন। এই কারণে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগের অতি অপ্রিয় ছিলেন। একদা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা সকলে ক্রীড়াকৌতুক করিবার জন্য গঙ্গা-তীরবর্তী এক উদ্যানে গমন করেন। সেইখানে দুর্ঘোষ্যন পরম মিত্রের স্ত্রায় মিষ্ট বাক্য বলিতে বলিতে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভীমকে আহার করিতে দেন। সরল-হৃদয় ভীম ঐ বিবাক্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া জল ক্রীড়া করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়েন। তখন দুর্ঘোষ্যন তাঁহাকে লতাদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করেন। ভীম জলমগ্ন হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় জলমধ্যস্থ নাগভবনে উপস্থিত হইয়া নাগকুমারদিগের গাত্রোপরি পতিত হন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগকুমারগণ ভীমকে দংশন করিতে

আরম্ভ করেন। ঐক্লেপে নাগ-ষ্টম্ভ হওয়াতে তাঁহার দেহের মধ্যস্থিত বিষের তেজ লুপ্ত হইয়া গেল। তখন ভীম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন ভীত হইয়া নাগকুমারগণ নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রদান করে। বাসুকী আগমন করিয়া ভীমকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে ভীম বলিয়া জানিতে পারিয়া, পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ভীম নাগ-গণ কর্তৃক প্রদত্ত অমৃত পান করিয়া, আট দিবস তথায় নিদ্রাভিভূত রহিলেন। তৎপরে জাগরিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃগণ সকাশে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীমকে বধ করিবার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইলে, দুর্ঘোষ্যন অস্ত্রপরীক্ষা প্রদানচ্ছলে গদাযুদ্ধ দ্বারা ভীমকে বধ করিবার চেষ্টা পান কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হন নাই। বারণাবতস্থ জতুগৃহ হইতে পলায়নকালে ভীম মাতাকে স্বন্ধ দেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড় দেশে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া ক্রতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার। সকলে এক সরোবরের তীরে উপনীত হন। সেই সরোবর-তীরে এক বিশাল বট-বৃক্ষে হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষসও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসী বাস করিত। যখন কুন্তী ও অগ্ন্যস্ত্র চারি পাণ্ডব ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে-

ছিলেন, তখন ভীম অশ্রমস্ত ভাবে জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হিড়িম্বা রাক্ষসী মাহুযীর রূপ ধারণ করিয়া ভীমের নিকট আগমন করে এবং তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। ভীম তাঁহার প্রার্থনার হিড়িম্বা-রাক্ষসকে বধ করিয়া হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার ষটোৎকচ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একচক্রা নামক নগরে বাসকালে ভীম বক নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রাবাসীদিগের ভয় দূর করেন। (বক দেখ)। ঐ একচক্রা গ্রামেই অবস্থানকালে পাশুবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার বিবরণ শুনিয়া তথায় গমন করেন। মহাভা-আদি ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৪৪—১৫৫, ১৫৭—১৬৩। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের পুরীতে গমন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিলে, ভীম পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া পুলিন্দ নগরাদিপতি সুকুমার, সেন্দিরাজ শিশুপাল, কুমার রাজ্যাদিপতি শ্রেণীমান, কোশলাদিপতি বৃহদল, অম্বোধ্যাদিপতি দীর্ঘবজ্র, কাশিরাজ

সুবাহু, প্রভৃতি বহু নরপতির নিকট হইতে করগ্রহণ করেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে অভিযান করিয়া বিদেহ, গিরিব্রজ, মোদাগিরি, প্রভৃতি দেশাদি-পতিদিগকে এবং শক, বর্কর, সমুদ্র-কুলবাসী স্নেহুদিগকেও স্ববশে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। রাজস্বয় যজ্ঞান্তে শকুনির সহিত দ্যুত ক্রীড়ায় সর্বস্ব হারাইবার পর, যখন হুর্ঘ্যোধন উরু প্রদর্শন করিয়া দ্রৌপদীর অবমাননা করেন, তখন ভীম সেই সভা-মধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি হুর্ঘ্যোধনের সেই উরু ভঙ্গ করিয়া প্রতিশোধ লইবেন। রাজ্যসম্পদ হারাইয়া বনে গমনকালে হুঃশাসন ভীমকে নানারূপে বিদ্রূপ করেন, তাহাতে ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে হুঃশাসনকে বধ করিয়া তাঁহার রক্তপান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। মহাভা-সভা-২০, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৬৯, ৭৫। পাশুবেরা যখন কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন, তখন ভীম-হস্তে নিহত বক রাক্ষসের ভ্রাতা কিম্বীর রাক্ষস, ভ্রাতার নিধনের প্রতিশোধ লইবার জন্ত, ভীমকে আক্রমণ করে। তখন ভীম ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সেই রাক্ষসকে বধ করেন। সেই বনবাসকালে একবার একটি অতি রমণীয় সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বাতাসে উড়িয়া দ্রৌপদীর নিকট পতিত হয়। দ্রৌপদী ঐরূপ আরও কয়েকটা ফুল আনিয়া

দিবার জন্ত ভীমকে অমুরোধ করেন । দ্রৌপদীর অমুরোধে ঐরূপ ফুলের সন্ধানে ভীম যেদিক হইতে ঐ ফুলটি উড়িয়া আসিয়াছিল, সেইদিকে যাত্রা করিলেন । পথে বানররাজ হনুমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল । ভীম হনুমানকে চিনিতেন না । তিনি তাঁহাকে সামান্য একজন বানর বিবেচনায় অবজ্ঞাসূচকভাবে কথা বলেন । কিন্তু পরে সম্যক পরিচয় পাইয়া অমৃতপুত্র হন । ভীমের অমুরোধে হনুমান, যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তিনি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই মূর্তি প্রদর্শন করেন । তাহার পর ভীম হনুমানের নিকট হইতে সেই সুগন্ধ পুষ্পের উৎপত্তি-স্থানের সংবাদ পাইয়া, সেই দিকে যাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সেই পুষ্পের উৎপত্তির স্থান কুবেরের উদ্যানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি যখন সেই বাগানের ফুল চয়ন করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর উদ্যান রক্ষকেরা তাঁহাকে নিষেধ করে । কিন্তু তিনি তাহাতে কণপাত না করাতে, তাহারা কুবেরের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে । ভীম যখন কুবেরালয়ে ছিলেন, তখন ভীমতনয় ঘটোৎকচ যুধিষ্ঠিরাদিকে তথায় লইয়া যান । তাঁহারা পুনরায় পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলে জটাসুর নামক এক রাক্ষস দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া

যায় । ভীম জটাসুরকে বধ করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন । ঐ কাম্যক-বনে অবস্থান কালেই একবার পাণ্ডবেরা সকলে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশ্রবণের পুরীতে উপস্থিত হন । সেখানেও অনেক যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভীমের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয় । দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে ভীম একবার এক ভীষণ অজগর সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হন । আয়ু-পুত্র নহব ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করার জন্তই অগস্ত্যের শাপে অজগর সর্প-রূপ ধারণ করিয়া, ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন । ভীম অশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ সর্প-রূপী নহবের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইলেন না । পরে যুধিষ্ঠির সেই সর্পরূপী নহবের বিবিধ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া ভ্রাতার উদ্ধার সাধন করেন । জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া হরণ করিতে গেলে, ভীম ও অর্জুন তাঁহাকে পরাজয়পূর্বক দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন । ভীম কেবল যুধিষ্ঠিরের আদেশেই জয়দ্রথকে প্রাণে বধ না করিয়া, ছাড়িয়া দেন । ভীম একবার যক্ষ-অধিকৃত সরোবরে জল আনয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন । তিনি যক্ষের আদেশ উপেক্ষা করিয়া, জলে অবতরণ করিয়া, পঞ্চম প্রাপ্ত হন । পরে যুধিষ্ঠির যক্ষের সমুদয় প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন । অজ্ঞাতবাসের কাল

পূর্ণ হওয়ার পূর্বে, পাণ্ডবেয়া যখন বিরাট রাজের ভবনে ছদ্মবেশ অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভীম বল্লব নাম গ্রহণপূর্বক বিরাট রাজের অধীনে পাটকের কর্ম গ্রহণ করেন। বিরাট রাজভবনে অবস্থান কালে বিরাটের সেনাপতি কীচক দ্রোপদীর প্রতি নানারূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া ছিল। দ্রোপদী উপায়াস্তর না দেখিয়া ভীমকে সংবাদ দেন। ভীম তখন কীচককে বধ করিয়া দ্রোপদীকে নির্ভয় করেন। সেনাপতি কীচক নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া, ত্রিগর্ত-রাজ সুরশ্রী বিরাটের গো-ধন হরণ করিয়া লইয়া যান। বিরাট বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া সুরশ্রীর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। তখন ভীম অস্ত্রাস্ত্র ভ্রাতাদিগের সহিত বিরাটের উদ্ধার সাধনের জন্ত গমন করেন এবং সৈন্ত 'সুরশ্রীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। দুর্যোধনও যখন গন্ধর্বগণের সাহায্য লইয়া বিরাটের গো-ধন অপহরণ করিবার প্রয়াস পান, তখনও ভীম অর্জুনের স্তায় কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গোধন উদ্ধার করিবার জন্ত সাহায্য করেন। মহাভা বন-১১, ১৪৫—১৫৬, ১৭৮-১৮০; ২৬৩-২৭০; বিরাট-২, ৮, ১২, ২২, ৩০, ৫০-৬২। কুরুক্ষেত্র সমর উপস্থিত হইলে ভীম অস্ত্রতম সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিয়া বহু

কৌরব সৈন্ত ও সেনাপতিকে বধ করেন তিনি দুর্যোধনের ব্রতপান করিয়া এবং দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। মহাভা-ভীম-২৬, ১২২; কর্ণ-৫২, ৭৮, ৮৪; শল্য-৫২। কুরুক্ষেত্র সমরান্তে সকলে হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র সাযনা দিবার ছলে ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মনোভিপ্রায় অনুমান করিয়া পূর্ব হইতেই এক লোহময় ভীমমূর্তি তৈয়ার করাইয়া রাখিয়া ছিলেন এবং ঐ লোহময় ভীমমূর্তিই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত দেওয়াইলেন। ধৃতরাষ্ট্র লোহময় ভীমমূর্তি আলিঙ্গন করিতে যাইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে অস্ত্রাস্ত্র ভ্রাতাদিগের সহিত মহাপ্রস্থান কালে ভীম অর্জুনের পর যখন পতিত হইলেন, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "তুমি অস্ত্রকে ভক্ষ্যবস্ত্র না দিয়া নিজে অপরিমিত ভোজন করিতে এবং আপনাকে অধিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই জন্ত তোমার পতন হইল।" মহাভা-ভীম-১১-১৬; মহাপ্রস্থান-২। দ্রোপদীর গর্ভে ভীমের স্নাতসোম নামক পুত্র জন্মে। তিনি অশ্বখামা-কর্তৃক নিহত হন। ভীমের উদরে বৃক নামে ভীক হত্যাশন বিরাজিত ছিল, তজ্জন্ত

তাঁহার এক নাম হয় বৃকোদর । মৎ-
৬৯ । কাশিরাজ নন্দিনীর গর্ভে
ভীমের সর্ববৃক নামে এক পুত্র হয় ।
বায়ু-৯৯ । ছাপরে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে
অবতীর্ণ হইলে অস্ত্রাস্ত্র দেবতারাও
নানারূপে মনুষ্য দেহে জন্মগ্রহণ করেন ।
পবনদেব তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডুনন্দন
ভীমরূপে জন্মলাভ করেন । গর্গ-গো-
৫ । দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের ঋতসেন
নামে এক পুত্র জন্মে । ভাগ-৯৯-২১ ।
ভীমরথী দেখ । (২) মগধের জরাসন্ধবংশীয়
কুচির পুত্র ভীম । তৎপুত্র তরিতায়ু ।
মৎ-৫০ । (৩) অস্ত্রতম বৃদ্ধ । বৃদ্ধ দেখ ।
(৪) পুরুষবার পুত্র অমাবসু । তাঁহার দুই
তনয়—ভীম ও নগ্নশিখ । ভীমের পুত্র
কাঞ্চনপ্রভা । হরি-হরি-২৭ । বিষ্ণু-
৪র্থ-৮ । বায়ু-৯১ । গরু-পূ-১৪৩ । (৫)
যদুবংশীয় মাধবের পুত্র সত্বত ; তৎপুত্র
ভীম । এই ভীম দাশরথি রামের সম-
সাময়িক ছিলেন । ভীম হইতে
তদ্বংশীয়গণ ভৈম নামে খ্যাত হন ।
হরি-হরি-৯৪ । (৬) জনৈক রাক্ষসরাজ ।
কর্কট রাক্ষসের কন্যা কর্কটের গর্ভে
রাবণানুজ কুন্তকর্ণের ঔরসে তাঁহার
জন্ম হয় । তিনি ব্রাহ্মার নিকট হইতে
বয়লাভ করিয়া দেবতা ও মনুষ্যদিগের
উপর অশেষবিধ অত্যাচার করিতে
আরম্ভ করেন । দেবগণের প্রার্থনায় শিব
তাহাকে বধ করিয়া দেবগণকে নিঃশঙ্ক
করেন । শিব-জ্ঞান-৪৮ । (৭) অম্বরেন্দ্র

নমুচীর অমুচর জনৈক রাক্ষস । সে
প্রথম রসাতলে বাস করিত । বায়ু-
৫০ । (৮) উনপঞ্চাশজন মরুদগণের
অন্ততম । মরুদগণ দেখ । (৯) দক্ষ-
কন্যা খসার গর্ভজাত অন্ততম রাক্ষস ।
বায়ু-৬৯ । খসা দেখ । (১০) চৌদ্বংশীয়
দাশার্হের পুত্র ভীম, তৎপুত্র জীমূত ।
জীমূতের তনয় বিকৃতি । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।
বিকৃতি ও জীমূত দেখ । (১১) দক্ষ-
কন্যা মুনি কশ্যপের অন্ততমা পত্নী
ছিলেন । তাঁহার গর্ভে ভীম, চিত্রবৎস,
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি পঞ্চদশজন পুত্র জন্মে ।
মহাভা-আদি-৬৫ । কশ্যপ, ধৃতরাষ্ট্র ও
মুনি দেখ । (১২) পুরুষবংশীয় ঈলিনের
অন্যতম পুত্র । মহাভা-আদি-৯৪ ।
ঈলিন দেখ । (১৩) স্বন্দ দেবসেনাপতি-
পদে বৃত্ত হইলে দ্বাদশ আদিত্যের
অন্যতম অংশ স্বন্দের সাহায্যার্থ পরিঘ,
বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচজন
অনুচরকে প্রদান করেন । মহাভা-
শল্য-৪৬ । বাম-৫৭ । অহিহাতন দেখ ।
(১৪) পুরুষবার অন্ততম পুত্র বিজয় ।
তৎপুত্র ভীম । ভীমের আত্মজ কাঞ্চন ।
ভাগ-৯৯-১৫ । (১৫) ভীম নামে এক
অতি দুষ্টিচেতা বৈশ্ববৃন্তিপরায়ণ শূত্র
ছিল । এক ব্রাহ্মণের দাসরূপে বাস
করিবার সময়ে সে প্রতিদিন সেই
ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিত
এবং সেই জল পানপূর্বক মন্তকে
ধারণ করিত । ইহাতেই সে সর্বপাপ

হইতে মুক্ত-হইয়া মরণান্তে রাজহংসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম কন্যা। হরি-হরি-দ্বিবা রথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে ১৬০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।
গমন করে। পদ্ম-সর্গ-৫৪। পদ্ম-ব্রহ্ম-ভীমবল—ভীমবেগ, ভীমবল, ভীম-১৪। (১৬) জম্বিন্দ্রের অমুচর জনৈক বিক্রম, ভীমশর, ভীমরথ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্ততম ছিলেন। দৈত্য। গন্ধ দেখ। মহাভা-আদি-৬৭।

ভীমক—যদুর অন্ততম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-১০২। যদু দেখ।

ভীমকেশ—বৃহদ্রথ নামক রাক্ষস ভীমকেশ নামক নরপতির মহিষী কেশিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পদ্ম-ক্রি-৪।

ভীমচণ্ডী—পাশ ও যুদ্ধার-হস্তা ভীমচণ্ডী দেবী কাশীতে ভীমেশ্বরের সম্মুখে অবস্থানপূর্বক উত্তর-দ্বার রক্ষা করিতেছেন। স্বন্দ-কাশী-উ-৭০।

ভীমজাম্বু—জনৈক নরপতি তিনি যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ভীমদংষ্ট্র—(১) মহিষাসুর-তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রী অন্ততম। তাঁহার সকলেই মহাদেবের হস্তে নিহত হন। সৌর-৪২। (২) মহিষাসুরের অন্ততম সেনাপতি। বরা-৪২। কাল দেখ। (৩) মহিষাসুরের তনয় রক্তাক্ষের অন্ততম সেনাপতি। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮।

ভীমনাথ—ত্রিপুর-তন্ত্রের পূজা প্রকরণে ভীমনাথের পূজা বিধেয়। কালি-৬০

ভীমনিকা—রুদ্রাঙ্গীর গর্ভজাত

ভীমবিক্রম—ভীমবল দেখ।

ভীমবেগ (১) অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদ্রথ দেখ। (২) ভীমবল দেখ।

ভীমরথ—(১) কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র দিবোদাস। হরি-হরি-২২। বায়ু-২২। ভাগ-৯ঙ্ক-১৭ (২) রুদ্রাঙ্গীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ (৩) চৈত্য়বংশীয় বিকলের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ অগ্নি-২৭৫। (৪) চৈত্য়বংশীয় বংশকৃতির পুত্র ভীমরথ। তৎপুত্র নবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫) তামস-মহন্তরে শিবি নামে এক ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভীমরথ নামে এক অশুর, তাঁহার বিশেষ শত্রু ছিল। বিষ্ণু সেই ভীমরথকে বধ করেন। গরু-পূ-৮৭। (৬) চৈত্য় বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র—(ক) মধুরথ। গরু-পূ-১৪৩। (খ) নবরথ। ভাগ-৯ঙ্ক-২৪। পদ্ম-স্ব-১৩। (গ) রথবর। বায়ু-৯৫। (৭) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-স্ব-১৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভীমরথী—স্বন্দ দেবসেনাপতি

পদে বৃত্ত হইলে, ভীমরথী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ ভীম নামক স্বীয় অমুচরকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

ভীমশর— ভীমবল দেখ ।

ভীমসেন—(১) পুরুবংশীয় দক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ । দিলীপের তনয় প্রতীপ । মৎ-৫০ । প্রতীপ দেখ । (২) কুরুবংশীয় অজমীঢ়ের অন্ততম পুত্র জহু । তৎসুত সুরথ, ঞ্চতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন । অগ্নি-২৭৮ । (৩) পরীক্ষিতের পৌত্র সুরথ, তৎপুত্র ভীমসেন । বায়ু-২২ । (৪) দেবাতীথির পুত্র ঋক্ষ, তৎপুত্র ভীমসেন । তৎপুত্র দিলীপ । বায়ু-২২ । (৫) দক্ষের অন্যতম কন্যা ও কশ্যপ-পত্নী বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । কালিকা-৩৪ । উগ্রসেন দেখ । (৬) পরীক্ষিতের চারিপুত্র—জনমেজয় ঞ্চতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন । ভাগ-৯৯-২২ । আবার পরীক্ষিতের বংশেই ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২০, ২১ । উগ্রসেন ও পরীক্ষিত দেখ । (৭) পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় । তৎপুত্র ভীমসেন, ঞ্চতসেন ও উগ্রসেন । মহাভা-আদি-৩ । (৮) দক্ষকন্যা মূনির গর্ভজাত ষোড়শ পুত্রের অন্ততম । মহাভা-আদি-৬৫ । মূনি দেখ । (৯) পরীক্ষিতের সাত পুত্রের অন্ততম । পরীক্ষিত দেখ । (১০) পরীক্ষিতের পত্নী সুযশার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয় । ভীমসেনের পত্নী

কুমারী ও পুত্র প্রতীশ্রবা । মহাভা-আদি-২৫ ।

ভীমা (১) অরুন্ধতী, ভীমা, প্রভৃতি দশ দক্ষ-কন্যা ত্রক্ষার পুত্র প্রজাপতি মনুর পত্নী ছিলেন । হরি-হরি-২১৮ । অরুন্ধতী, দক্ষ ও মনু দেখ । (২) অন্ধকাসুরের রক্ত পানকরিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা । মৎ ১৭২ । মাতৃকা দেখ । (৩) দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত অন্ততম কন্যা । কালি-৩৪ । অনবতা দেখ । (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততম । কালি-৬৩ । যোগিনীগণ দেখ । (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তিগণের অন্যতম । স্বন্দ-কাশী-উ-৭২ । (৬) তত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্যতম । তত্ত্বসার-৫২২ পৃঃ ।

ভীমাঙ্ক—মহিষাসুরের অন্যতম অমুচর । বরা-২৪ ।

ভীমেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রস্থ ভীমেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে নরগণের রাত্ৰিকালে, জলে ও অনলে ভীতির কারণ থাকে না । স্বন্দ-আব-অব-১৫ (২) ভীমেশ্বর তীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও উপবাসান্তর উর্দ্ধবাহ হইয়া তপশা করিলে, জন্মার্জিত সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় । স্বন্দ-আব-রেবা-৭৭ । (৩) শ্বেতকেতু নামক নরপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ । শ্বেতকেতু দেখ ।

ভীষ্ম—অস্যা তম শুভ্রক মণিভদ্রের অন্যতম তনয়। বয়স ৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

ভীষণ—(১) অন্ধক-বংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (২) ভগবতীর অমুচর একজন নায়ক। কালি-৬৩। (৩) বক রাক্ষসের পুত্র। অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্যটন করিতেছিলেন, তখন অনিরুদ্ধের সহগামীদিগের সহিত তাঁহার বোরতর যুদ্ধ হয়। গর্গ-অশ্ব-১৯, ২০। (৪) দৈত্য পতি বিরোচনের শত পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-স্ব-৬। বাণ ও বিরোচন দেখ। (৫) দানবপতি ত্রিপুরের জনৈক সেনাপতি। শিবামুচর বিনায়কের হস্তে তিনি নিহত হন। পদ্ম-স্ব-৭৪।

ভীষণা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা ষোড়শ গোপীর অন্যতম। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। (২) সীতা দেখ।

ভীষণিকা—মাতৃকাগণ দেখ।

ভীষ্ম—(১) কুরুকুল-পিতামহ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম অষ্টবম্বর অন্যতম ছিলেন। দ্রু-নামক বম্বু, পত্নীর অমুরোধে বশিষ্ঠের সুরভী-ধেয় হরণ করিলে, বশিষ্ঠ বম্বু-গণকে, “মম্বব্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর” বলিয়া শাপ দেন। পরে বম্বুগণের কাতর প্রার্থনায় তিনি বলেন যে “দ্রু-নামক বম্বু ভিন্ন অপর সকলেই বৎসরান্তে শাপমুক্ত হইতে পারিবে। কেবল দ্রুকে স্বকৃত দুষ্টব্রতের ফলভোগ

করিবার জন্য যাবজ্জীবন মম্বু-লোকে বাস করিতে হইবে।” বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, বম্বুগণ গঙ্গার নিকট যাইয়া মূনির শাপ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বলেন “আপনি মম্বু-লোকে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন এবং আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।” গঙ্গা তাহাতে সন্মত হইয়া কৌশল করিয়া শান্তনু রাজার পত্নীস্থ লাভ করেন। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর প্রথম যে সাতটি পুত্র জন্মে, তাহারা জাত মাত্রেই গঙ্গা তাহাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করেন। শান্তনু গঙ্গার এই ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইলেও, পূর্বে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন বলিয়া, গঙ্গার এইরূপ কার্য্যে কোনও বাধা প্রদান করেন নাই। অনন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে গঙ্গা যখন তাহাকেও সলিলে নিক্ষেপ করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন, তখন শান্তনু, গঙ্গাকে সেই নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অমুরোধ করেন। তখন গঙ্গা সেই সদ্যোজাত শিশুকে শান্তনুর ক্রোড়ে দিয়া, তাঁহাকে বম্বুদিগের প্রতি বশিষ্ঠের শাপ-প্রদান প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করেন। গঙ্গা-গর্ভজাত এই কনিষ্ঠ সন্তানই বশিষ্ঠ-শাপ-গ্রস্ত দ্রু। শান্তনু তাঁহার নাম রাখেন দেবব্রত এবং তিনি গঙ্গার পুত্র বলিয়া

দেবের নামেও স্মরিত হন । কিংকাল
গতঃ শাস্ত্র রাজ্য-ধরণী মগজে মগজে
করিতে করিতে দাশরাজের কন্যা
সত্যবতীকে দেখিয়া, দাশরাজের নিকট
তাহার পাদি প্রার্থনা করেন । দাশরাজ
তখিনিময়ে শাস্ত্রের নিকট হইতে এই
প্রতিশ্রুতি চাহেন যে, সত্যবতীর
গর্ভজাত পুত্রই শাস্ত্রের অবর্তমানে
রাজ্যাধিকারী হইবে । শাস্ত্র তাহাতে
সম্মত না হইয়া, অতি দুঃখিত চিত্তে
প্রত্যাবর্তন করেন । দেবব্রত এই বিষয়
জানিতে পারিয়া দাশরাজের নিকট
উপস্থিত হন এবং নিজ পিতার সহিত
সত্যবতীর বিবাহ দিবার জন্য, দাশ-
রাজকে অহুরোধ করেন । অধিকন্তু
তিনি দাশরাজকে এই প্রতিশ্রুতি দেন
যে, সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই
রাজ্যাধিকারী হইবে । দাশরাজ
তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দেবব্রতকে
বলেন যে, তাহাই হইলেও তবিষাতে
সত্যবতীর গর্ভজাত শাস্ত্রের পুত্রদের
সহিত, দেবব্রতের পুত্রদের বিবাদ হইতে
পারে । তখন দেবব্রত বলিলেন যে,
দাশরাজ যদি শাস্ত্রের সহিত তাহার
কন্যার বিবাহ দেন, তাহাই হইলে তিনি
আত্মীয় অধিবাসিত থাকিবেন ।
দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দাশরাজ
সম্মত হইয়া শাস্ত্রের সহিত ঐদম্ভার
বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন । দেব-
ব্রতের ঐ জমাখারণ প্রতিজ্ঞার কথা

শুনিয়া অস্ত্রীক হইতে দেবব্রত পুত্রসুতি
করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে স্ত্রী
বলিয়া সম্বোধন করিলেন । মর্যাদা-
আদি-২৭-১০০ । সত্যবতীর গর্ভে
শাস্ত্রের চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামে
দুই পুত্র জন্মে । শাস্ত্রের মৃত্যুর পর
ভীষ্ম সত্যবতীর মতামতের চিত্রাঙ্গদকে
রাজপদে অভিষিক্ত করেন । গন্ধর্বরাজ
চিত্রাঙ্গদের হস্তে শাস্ত্র-তনয় চিত্রাঙ্গদ
নিহত হইলে, ভীষ্ম বিচিত্রবীৰ্য্যকে
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার
অভিভাবক স্থানীয় হইয়া রাজ-কার্য্য
সমুদয় পরিচালনা করিতে থাকেন ।
কাশিরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন
এই সংবাদ পাইয়া ভীষ্ম স্বয়ংবর সমুদয়
উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সমাপ্ত
অন্তান্ত নরপতিগণকে সমরে পরাজিত
করিয়া, কন্যাদ্বয়কে হরণ করিয়া আসেন ।
ঐ কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ
শাশুরাজের প্রতি অহুরাগিনী জানিতে
পারিয়া, ভীষ্ম তাহাকে বৈষ্ণবরূপে কার্য্য
করিতে অহুমতি দেন এবং অপর দুই
কন্যার সহিত বিচিত্রবীৰ্য্যের বিবাহ
দেন । বিচিত্রবীৰ্য্য অপুত্রক অবস্থায়
পরলোক গমন করিলে, সত্যবতী
বারংবার ভীষ্মকে দারপরিগ্রহ করিতে
অহুরোধ করেন । কিন্তু ভীষ্ম কোনও
মতে নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সম্মত
হইলেন না । তখন সত্যবতী ভীষ্মের
অহুমতি লইয়া বৈষ্ণবরূপে দার

অধিকা ও অধালিকার গর্ভে বথাক্রমে
 যুতরাষ্ট্র ও পাণ্ডকে উৎপাদন করান।
 তদনুসারে ভীষ্ম সমুদয় কোরব ও
 পাণ্ডবদিগের পিতামহ হইলেন। মহাভা-
 আদি—১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬।
 যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যে রাজস্বয়ং যজ্ঞ
 সম্পন্ন করেন, তাহাতে ভীষ্মাদি
 আচার্য্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই
 যজ্ঞস্থলে সর্বাগ্রে কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান
 করা হইবে, তাহা উপস্থিত
 হইলে, যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণকে
 অর্ঘ্য প্রদান করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ
 হইয়া শিশুপাল ভীষ্মাদিকে কটুবাক্য
 বলেন এবং তাহার ফলে শিশুপাল কৃষ্ণ
 হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-সভা-
 ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৪। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার
 প্রতি প্রভূত মেহ থাকিলেও, ভীষ্ম
 দুর্যোধনের অগ্রে প্রতিপালিত বলিয়া
 কোরবপক্ষ অবলম্বন করিরাই
 কুরুক্ষেত্র সমরে অবতীর্ণ হন। তিনি
 দুর্যোধনাদিকে পাণ্ডবদিগের প্রতি
 জ্ঞানসঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য অনেক-
 বার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন
 আদৌ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন
 নাই। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি সেনা-
 পতি-পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম দশদিনে
 যৌরভয় যুদ্ধ করেন। ঐ দশদিনে
 তিনি বহু পাণ্ডবসৈন্য ও সেনাপতিকে
 বধ করেন। কিন্তু তথাপি দুর্যোধন
 তাঁহাকে অস্থযোগ দেন যে, তিনি

পাণ্ডবদিগের প্রতি মেহবশতঃ ভালরূপ
 যুদ্ধ করিতেছেন না। ভীষ্ম ইহাতে
 অতিশয় দুঃখিত হইয়া দুর্যোধনকে
 তিরস্কার করিয়া বলেন যে, পাণ্ডবেরা
 নিজ ভূজবলে অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ
 করিবে। দুর্যোধন পক্ষীয় মহারথীগণ
 কেহই তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের রোষানল
 হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না।
 বস্তুতঃ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের প্রতি মেহ-
 পরবশ হইলেও, দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বী
 হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন বলিয়া,
 বিস্মৃতাঐ স্বীয় কর্তব্যপালনে ত্রুটি
 করেন নাই। ভীষ্মের হস্তে বহু সৈন্য ও
 অনেক মহারথী প্রত্যহ নিহত হইতে
 লাগিল দেখিয়া, যুধিষ্ঠির অতিশয়
 চিন্তাকুল হইলেন এবং ভীষ্ম অন্তত্যাগ
 না করিলে, পাণ্ডবদিগের জয় স্বদূর-
 পরাহত তাহা বুঝিতে পারিয়া, কি
 উপায়ে ভীষ্মকে যুদ্ধে বিরত করান যায়,
 তাহা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণ
 যদিও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র-সমরে
 তিনি অন্ত্রধারণ করিবেন না, তথাপি,
 পাণ্ডবদিগের এই বিপদ দেখিয়া তিনি
 প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অন্ত্রধারণপূর্বক
 ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন।
 কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া
 বলিলেন, “পিতামহ, ভীষ্ম দুর্যোধনের
 পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিলেও,

আমাদিগের হিতার্থে মন্ত্রণা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । অতএব চল সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি । তিনি অবশ্যই সত্য ও হিতবাক্য কহিবেন । আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যামুসারেই কার্য্য করিব ।” এই কথা বলিয়া যুদ্ধিষ্ঠির অপর পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—

“আপনি এ যাবৎ যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে যে, আপনি জীবিত থাকিতে আর আমাদের জয়াশা নাই । অতএব আমরা যাহাতে আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই ও যাহাতে আমাদের রাজ্য লাভ হয়, তাহার উপায় বিধান করুন । আপনি জীবিত থাকিতে আমাদের যখন জয়াশা নাই, তখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলিয়া দিন ।”

তদুত্তরে ভীষ্ম বলিলেন—“আমি যখন অস্ত্রপানি হইয়া যুদ্ধ করি, তখন দেবগণও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না । আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলেই তাঁহারা আমাকে জয় করিতে পারেন । যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, যে পণ্ডিত হইয়াছে বা পলায়ন করিতেছে এবং যে ভীত, তাঁহাকে আমি প্রহার

করি না । তত্ত্বিন্ন জীভাতী, জীভান্না, বিকলাঙ্ক, একমাত্র পুত্রের পিতা এবং আমার শরণাগত ব্যক্তির সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে অভিরুচী করি না । আর পূর্ব্বে এরূপ সংকল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণোপেত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না । তোমার সৈন্তের মধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ আছেন, উনি জীৱগ হইতে পুরুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন । ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া আমাকে প্রহার করুন । শিখণ্ডী—অমঙ্গলধ্বজ, বিশেষতঃ জীৱ-পূর্ব্বে অতএব উহাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না । ধনঞ্জয় ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে পান্ধিত করুন ।” ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, পরদিন যুদ্ধকালে অর্জুন বাসুদেবের প্ররোচনার, শিখণ্ডীকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া, ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন অন্ধে অস্ত্রাঘাত করিতে চেষ্টা করিলে পাছে শিখণ্ডীর অন্ধে অস্ত্র পতিত হয়, সেই আশঙ্কায় ভীষ্ম অর্জুনের আক্রমণেরও কোন প্রতীকার চেষ্টা করিলেন না । শিখণ্ডী ও অর্জুন উভয়েই ভীষ্মকে তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আহত করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের শরাঘাতে তাঁহার শরীরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও শূন্য রহিল না । এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত

কল্যাবর হংরা মহারথী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র
সময়ের দশম দিবসে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ
পূর্বে আপনায় পুত্রহানীষণের সময়ে
পূর্বে-নিরাঃ হইয়া ভূতলে পতিত হই-
লেন। ভীষ্মের পতন হইলে অর্গেও
অর্ন্ত্য হাহাকার ধ্বনি উঠিল এবং
বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি
এইরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন
সে, ভূতলে পতিত হইয়াও ভূমিস্পর্শ
করিলেন না, শর-শয্যায় শয়ন করিয়া
রহিলেন। মহারথী ভীষ্ম পতনসময়ে
সূর্য্যকে দক্ষিণদিকে দর্শন করিয়া-
ছিলেন। এই নিমিত্ত সমুচিত সময়ের
প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন।
ঐ সময় অন্তরাক্ষ হইতে এইরূপ দিব্য-
প্রশ্ন হইল,—“নিখিল ধনুর্ধরগণের
অগ্রগণ্য ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়ণে
প্রাণত্যাগ করিবেন ?” এই দিব্যবাক্য
শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম, “আমি জীবিত
আছি”, এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।
এইরূপে কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্ম শর-
শয্যায় শয়ন থাকিয়া সূর্য্যের উত্তরায়-
ণের অন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।
মানস-সর নিবাসী মহাবিগণও গভাকর্ষক
প্রেরিত হইয়া, হংসরূপ ধারণ করিয়া
ভীষ্মের নিকট গমন করেন এবং প্রশ্ন
করেন,—“কি নিমিত্ত মহারথ ভীষ্ম
দক্ষিণায়ণে প্রাণত্যাগ করিবেন ?” ভীষ্ম
ঐহাদিগকে বলিলেন,—“আমি মনে
মনে স্থির করিয়াছি যে দিবাকর যতদিন

দক্ষিণায়ণে অবস্থান করিলে, ততদিন
আমি গমন করিব না; আকৃত্য উত্ত-
রায়ণস্থ হইলে, আমি সেই পুত্রহান
স্থানে উপস্থিত হইব। এক্ষণে সেই
উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া
রহিতেছি। আমার পিতা আমাকে
বেচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। সেই
বর প্রভাবে মরণের উপর আমার
কর্তৃত্ব আছে, তন্নিমিত্ত আমি জীবিত
রহিয়াছি। নিয়মিত কাল উপস্থিত
হইলে জীবন বিসর্জন করিব।” এই
বলিয়া ভীষ্মদেব যোগাশ্রয়পূর্ব্বক জপে
প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থান
করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের পতন
সংবাদ রাষ্ট্র হইলে কোরব-বাহিনীতে
হাহাকার এবং পাণ্ডব-বাহিনীতে স্নহা
আনন্দধ্বনি উথিত হইল। উভয় সেনা-
দারস্থ সেনাপতি ও সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে
বিরত হইয়া ভীষ্মের সন্নিধানে উপনীত
হইলেন। ভীষ্ম ঐহাদিগকে বধ্যবোধ্য
সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, “হে ভূশাল-
গণ, আমার মন্তক লক্ষ্মান হইতেছে।
আমাকে উপাধান প্রদান কর।”
ভূপতিগণ বহু মূল্যবান ও নানাবিধ
উপাধান আহরণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম
তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া
সহস্র যদনে বলিলেন, “এ লক্ষ্য উপা-
ধান এই বীর-শয্যায় উপস্থিত আছে।”
অনন্তর অর্জুনের প্রতি বৃষ্টিপাত করিয়া
বলিলেন, “বৎস, আমার মন্তক লক্ষ্মান

হইতেছে। তুমি ক্ষত্রধর্মের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।” ধনঞ্জয় “তথাস্তু” বলিয়া ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগে স্ত্রীভ্রাতৃ তিন শর নিক্ষেপ করিলে, শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপাধান-স্বরূপ হইল। তখন ভীষ্ম অর্জুনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ধনঞ্জয়, তুমিই শয্যার অম্লরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ। যদি এইরূপ না করিতে, ত্রুড় হইয়া তোমাকে শাপ দিতাম। যুদ্ধে এইরূপ শর-শয্যাতে শয়ন করাই ধর্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্তব্য।” অতঃপর সমাগত রাজগুণবর্গকে সম্বোধন করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, “সূর্য্যের উত্তরাংশে আবর্তন পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর। আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। আর তোমরা শত্রুভাব পরি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।” ভীষ্ম যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন গল্যোদ্ধারণ-কুশল অশি কৃত বৈয়গণ শল্য ঔদ্ধারের সর্বপ্রকার উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুর্ঘোষনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি ক্ষত্রিয়গণের পররা-য়তি প্রাপ্ত হই-
য়াছি। চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? শর-শয্যাগত ভীষ্মের একরূপ ধর্ম নয়।

এক্সণে আমাকে এই সমুদ্র শরের সহিত দত্ত করিতে হইবে। তুমি সংকার-পূর্বক দনপ্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর।” সমাগত রাজগণ ভীষ্মের এই বাক্যে ও তাঁহার ধর্মামুগত ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে পুনরায় ক্ষত্রিয় বীরগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়-কন্নাগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাদনা, নট, নর্তক ও শিল্পী-গণও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভীষ্ম অস্ত্রাঘাত-জনিত বেদনায় সম্ভাপিত হইয়াও বেদনা সংবরণপূর্বক সমাগত ভূপতিবর্গের নিকট স্রশীতল পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভ-সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তদর্শনে নৃপতিগণকে কহিলেন, “আমি শর-শয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যালোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। কেবল চন্দ্র-সূর্য্যের পরিবর্তন-কাল প্রতীক্ষায় জীবিত রহিয়াছি।” এই বলিয়া ভূপতিগণের নিন্দাপূর্বক কহিলেন, “আমি অর্জু-
নকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।” ভীষ্মের এই কথা শুনিয়াই জনক

বিনীতভাবে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, “হে পার্থ, তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। মর্দ্যস্থান সকল ব্যাধিত হইয়াছে, মুখ পরিণত হইতেছে। আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি। তুমিই সমর্থ, আমায় পানীয় প্রদান কর।” অর্জুন “যে আচ্ছা” বলিয়া রথারোহণ পূর্বক গাণ্ডীবের জ্যা আকর্ষণ করিলেন। অতঃপর ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শরসন্ধান আমন্ত্রণ ও পার্জ্যস্তান্ন সংযোজনপূর্বক সকলের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য, দিব্য-গন্ধ, দিব্য স্বাদ অতি শীতল বিমল বারিধারা সমুখিত হইল। ভীষ্ম সেই অমৃত-তুল্য জলপান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অশেষরূপে অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বারংবার দুর্য্যোধনকে সেই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্যে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন না। পরদিবস কর্ণ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সমীপবর্তী হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকেও সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ণ বিনীতভাবে তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে,

ভীষ্ম বলিলেন, “যদি এই সুদারুণ ঠৈয়-ভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক সমুচিত সদাচারপরায়ণ হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অমুসারে রাজ্য দুর্য্যোধনের কর্ম সমাপন কর এবং ধর্মযুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের সমুচিত লোক-সকল লাভ কর। আমি সত্য কহিতেছি যে সন্ধি করাইবার জন্ত সাতিশর চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সফল-কাম হই নাই।” মহাভা-ভীষ্ম-৯৮, ১০৮, ১০৯, ১১৯—১২৩। কুরুক্ষেত্র সমরে জয়লাভ করিয়াও বহু নিকট আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর কারণ হইয়া-ছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তজ্জন্ত যুদ্ধ লঙ্ক রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক তিনি সন্ন্যাস লইতে মনস্থ করেন। তাঁহার অন্তান্ত ভ্রাতারা এবং বাসুদেব, বেদবাস প্রভৃতি হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট সহপদে লাভের জন্ত প্রেরণ করেন। ভীষ্ম বাসুদেবের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনদনের জন্ত শরশয্যা শয়ান থাকিয়াই, তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে সম্মত হইলেন। তদমুসারে জিজ্ঞাস্ত যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম ও আপকর্ম বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। সেই সমুদয় উপদেশে যুধিষ্ঠিরের মনের গ্লানি দূর হয়। (মহাভা-শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব)। অনন্তর দুর্য্যোধন উত্তরাধিকার

আরম্ভ হইয়াছে । জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির, আত্মীয়, স্বজন, বাজক, পুরো-
হিত ও অন্তান্ত পৌরজনসহ ভীষ্মের
সমীপে উপস্থিত হইলেন । ভীষ্ম
তঁাহাদিকে দেখিয়া বলিলেন—“আমি
এই আটাদিন শর-শয্যায় শয়ন করিয়া
রহিয়াছি । আমার সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে
শুভ মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত
হইয়াছে । এক্ষণে আমি নিজ প্রাণ
পরিভ্যাগ করিব । মহানতি ভীষ্ম এই
কথা বলিয়া দুর্ঘোষন যুধিষ্ঠির ও সমাগত
অন্তান্ত আত্মীয় বন্ধুদিগকে নানাবিধ
সুহৃদপদেশ প্রদানপূর্বক উপস্থিত সকলের
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রাণ-
ত্যাগের জন্ত যোগাবলম্বন করিলেন ।
তখন তঁাহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে
উহা যে যে অঙ্গ পরিভ্যাগ করিয়া
ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তঁাহার
সেই সেই অঙ্গ শরশূন্ত ও ত্রণরহিত
হইতে আরম্ভ করিল । ক্ষণকালের
মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদয় শরত্ৰণ
অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরক্ষ ভেদ
করিয়া উদ্ধার স্থায় সুনীল আকাশ পথে
উখিত হইল । ঐ সময়ে দেবগণ
চতুর্দিক হইতে হুসুভি-ধ্বনী ও পুষ্প-
বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । সিন্ধু
ও মহাবিগ্ধ মহা আফ্লাদিত হইয়া
শান্তনু-নন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে
লাগিলেন । স্বল্পকাল মধ্যেই সেই
পিতামহ ভীষ্মের ব্রহ্মরক্ষ হইতে আকাশে

সমুখিত তেজোরাসী সকলের সমক্ষে
বিলীন হইয়া গেল । মহাত্মা-অম্ল-৬৭,
৬৮ । (২) পূর্বে মহাভাগ ভীষ্ম
গন্ধাধারে নিয়মাবলম্বনপূর্বক বিশেষ
তপস্তায় নিরত ছিলেন । ভীষ্মকে
ঐক্লপ তপস্তায় রত দেখিয়া ব্রহ্মা
পুলস্ত্যকে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্বক ঐ
তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ
করিতে বলিলেন এবং কি জন্ত ভীষ্ম
ঐক্লপ তপস্তায় নিরত হইয়াছিলেন, তাহা
জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ দিলেন । পুলস্ত্য
তাহা করিলে ভীষ্ম তঁাহাকে সৃষ্টিস্থিতি-
লয়ের কাবণ ও তদানুসঙ্গিক বহু প্রশ্ন
করেন । পুলস্ত্য তাহার যে উত্তর দেন
তাহাই পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের প্রতিপাত্ত
বিষয় হইয়াছে । পদ্ম-সূ-২ । (৩)
যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্ম কতগুলি
নরক আছে এবং জীবগণ কোন্ কোন্
পাপ করিয়াই বা ঐ সকল নরকে গমন
করে, সেই সমুদয় কীর্তন করেন ।
স্কন্দ-নাগ-২২৬

ভীষ্মক—(১) যদুবংশীয় একজন
নরপতি । তাহার বহু কল্পিণী
শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তমা পত্নী ছিলেন ।
ভীষ্মক যদুকুল-সম্ভব হইলেও তিনি
জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন । ভোজকট
পুরাধিপতি মহাবীর ভীষ্মকের সহিত
অন্যতম পাণ্ডব সহদেবের যুদ্ধ হয় এবং
ভীষ্মক সহদেবের নিকট পরাভূত হইয়া
যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের জন্য কন্য

প্রকাশ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।
সভা-৪, ১৩, ৩০। (২) তীয়ক
বিদিত দেশাধিপতি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-
২৪৬। গর্গ-দ্বা-৪। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৩)
তীয়ক কুণ্ডিধাধিপতি ছিলেন। গর্গ-বিষ-
১২। বিষ্ণু-৫ম-২৬। তীয়কের মহাবীর
নাম মহাদেবী। স্বল্প-আব-রেবা-১৪২।

ভুক্তিদা—ভক্তিদা দেখ।

ভুক্ত—ঐক্যের অন্যতম পুত্র।
উর্কগ ও ঐক্য দেখ।

ভূবদেশ—অন্যতম রত্ন। তাঁহার
হস্তে শূল ও নরকপাল অবস্থিত। তন্ত্র-
৩০৮ পৃঃ। রত্ন দেখ।

ভূভাতপুর—কস্তপ-বংশীয় জনৈক
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ভৎস্ত দেখ।

ভূজা—ঋগ্বেদোক্ত তুগ্রনামক রাজ-
বিশ্ব পুত্র। (তুগ্র দেখ)। অশ্বিনয়
তিনখানি শাশ্রুগামী শত-চক্র-বিশিষ্ট
ক্ষুদ্র অশ্ব-যুক্ত রথে ভূজাকে বহন
করিয়াছিলেন। সেই রথ তিন দিন
তিন রাত্র ব্যাপিয়া আত্র সমুদ্রের জল-
খন্য পারে চলিয়াছিল। ঋক্-১।১১৬।৪

ভূতি—মদ্রবংশীয় সাত্যকির পুত্র
ভূতি। তৎপুত্র যুধান। বায়ু-২৬।

ভুব—(১) ব্রহ্মার মানস-সঙ্কল্প
জাত অন্যতম পুত্র। মৎ-১৭১।
ব্রহ্মা-৩৭ ও ৪৪ দেখ। ভুব সৃষ্ট হইয়া
পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি
কি করিব?” ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে
অরায়ণ ও কপিল নামে ব্রহ্ম-স্বরূপ দুই

সাংখ্যযোগাচার্য্যদিগের সিকট হাইয়া
বেদান্ত্যাস করিতে বলেন। ভুব তাঁহাই
করিয়া কালান্তে পরমাপতি প্রাপ্ত
হন। মৎ-১৭১। (২) ভরতক্ষসীক্ষ
প্রতি হর্ষার পুত্র ভুব। ভুবের তনয়
প্রস্তার। অমি-১০৭। প্রতিহর্ষা দেখ।
(৩) প্রতিহর্ষার পুত্র উন্নৈতা
উন্নৈতার তনয় ভুব। ভুবের পুত্র
উদ্যোধ, তৎপুত্র প্রতাবী। বায়ু-৩০।
উদ্যোধ দেখ। (৪) প্রতিহর্ষার পুত্র
ভুব। ভুবের তনয় উদ্যোধ, তৎপুত্র
প্রতাব। বিষ্ণু-২য়-১।

ভুবন—(১) ভৃগুর দ্বাদশ জন
যাজ্ঞিক পুত্রের অন্যতম। মৎ-১২৫।
অব্যয় ও ভৃগু দেখ। (২) কস্তপ
হইতে সুরভার গর্ভজাত একাদশ রত্নের
অন্যতম। বায়ু-৬৬। একাদশ রত্ন,
অজৈকপাদ, অহি ও রত্ন দেখ। (৩)
জনৈক মহর্ষি। শরশয্যাশারী ভীষ্মের
নিকট উপস্থিত হইয়া বর্ষালোচনার
সর্বদা যোগ দিতেন। মহাভা-অনু-২৬।
(৪) ব্রাহ্মভাগার্ক বিশ্বদেবগণের
অন্যতম। মহাভা-অনু-২১। (৫)
গগন, বিশ্ব, বিমল, ভুবন, নীল, মদন,
আত্মা ও প্রিয় ইহারা ভক্তোক্ত মানব
গুরু। তাঁহার পরে গুরু, পরম-গুরু,
পরাপর গুরু, পরমেষ্টী গুরু অথবা
কেবল স্বগুরু, ইহারা কামরাজ বিস্তার
এবং কামরাজ ষাটটি অন্য বিস্তার
গুরু। তন্ত্র-৪৪৫ পৃঃ। (৬) কামরাজের

একজন মন্ত্রজ্ঞা ঋষি। তিনি বিশ্বদেব দেবতার স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৫১।১-৫।

ভুবনপালা—ষোড়শ-মাতৃকার অন্ত-তম। ভুবনেশ্বরীর পূজার যজ্ঞস্থ পদ্মের অষ্টদলে অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবন-পালা, অনঙ্গবেণা, শশিরেখা ও গগন-রেখা, এই অষ্ট দেবতার পূজা বিধেয়। তন্ত্র-১৬৬ পৃঃ।

ভুবনমহ্য—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ভুবনমহ্যার চারি পুত্র—বৃহৎক্ষত্র, মহা-বীৰ্য্য, মর ও গর্গ। তাঁহারা চারিজনই মহাভূতগণসহ উপমিত হন। মৎ-৪৯। ভরদ্বাজ ও ভরত দেখ।

ভুবনা—বৃহস্পতির তগিনী ব্রহ্ম-বাদিনী ভুবনা অষ্টম বনু প্রভাসের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

ভুবনাধীশ্বর—একাদশ রুদ্রের অন্ত-তম। পদ্ম-উত্ত-৫। অহি, অজৈকপাদ, একাদশরুদ্র ও রুদ্র দেখ।

ভুবনেশ—প্রাচীন কালে ভুবনেশ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ কিছু অথবা অস্ত্র কোনও দেবতার অঙ্গাধনা করিতে পারিত না। সকলেই কেবল তাঁহারই আরাধনা-স্বচক সঙ্গীত করিবে এই আদেশ তিনি দিয়াছিলেন।

একবার তিনি হরিমিত্র নামক এক-কিষ্ক-ভক্ত ব্রাহ্মণের সমুদয় সম্পত্তি অগ্নিক্রম করেন। সেই পাণে তিনি ময়ূরপাশে পেচক-যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই পেচক-দেহ লাভ করিয়া তিনি খাণ্ডা-ভাবে পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ক্রমণ করিতেন। এই অবস্থায় যমরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং যমরাজের নিকট হইতে তিনি তাঁহার ঐ দুর্দশার কারণ জানিতে পারেন। পরে হরিমিত্রের বরে তিনি উত্তম গানবিদ্যা লাভ করেন এবং নিয়ত বিষ্ণুমহিমা গান করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যফলে তিনি জন্মান্তরে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। স্কন্ধ-রামা-৬, ৭। গানবন্ধু দেখ।

ভুবনেশ্বরী—(১) সর্ব-দেবমাতা, পরমশক্তি জগজ্জননীর এক নাম। তিনিই শিবানী, পার্বতী, চণ্ডিকা, দুর্গা, চামুণ্ডা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে বিবিধ অংশে অবতীর্ণা হইয়া পাপীর নিধন ও পুণ্যবানের উপকার করিয়া থাকেন। (২) দশমহাবিষ্ঠার অন্ততম। সতী ও মহাবিষ্ঠা দেখ।

ভুবুব—ব্রহ্মার অন্ততম পুত্র। ভুব নামক দ্বিতীয় পুত্র গত হইলে ব্রহ্মা ইহাকে সৃষ্টি করেন। তিনিও তাঁহার অগ্রজদের গতি প্রাপ্ত হন। মৎ-১৭১। ভুব ও ব্রহ্মা দেখ।

ভুভূর্ব—যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষোড়শ দিন উপবাস করিয়া সুষুমণ-

দিক্‌সে ভোজন করিয়া থাকেন তিনি
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ভূভূব নামক
দেবর্ষির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন ।
মহাভা-অম্ব-১০৭ ।

ভূমত্মা—মহাত্মা ভূমত্মা শান্তিল্যকে
পর্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য
প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন ।
মহাভা-অম্ব-১০৭ ।

ভূময়—যদুবংশীয় অহিকের অন্ততম
পুত্র উগ্রসেন । তাঁহার নাগোধ
সুনায়া, কদম্বক (কদম্বক), ভূময়,
সুতম্ব, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধহু ও সুপুষ্টিমান
নামে কংসের অমুজ, কতিপয় পুত্র ছিল ।
বায়ু-২৬ । উগ্রসেন ও কংস দেখ ।

ভূগুণ্ডী—অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক
মাতৃকা । মৎ-১৭২ । মাতৃকাগণ দেখ ।

ভূকম্পণ—জালন্ধর দৈত্যের অমুচর
ভীষণস্বর দৈত্য । তাঁহারদ্বারা আক্রান্ত
হইলে লোক অর-পীড়িত হয় ।
পদ্ম-উত্ত-১২ ।

ভূত—প্রজাপতি দক্ষের একজন
জামাতা । তিনি দক্ষের দুইজন
কন্যাকে বিবাহ করেন । ভাগ-৬ঙ্ক-৬ ।
দক্ষ দেখ ।

ভূতলোম্বখন—রাবণের এক পুত্র ।
অম্ব-রামা-১২ ।

ভূতকেতু—নবন ময় দক্ষ-সাবর্ণির
অন্ততম পুত্র । দক্ষ-সাবর্ণি দেখ ।

ভূতগণ—(১) অবিরুদ্ধ দেশে

পঞ্চায়তনে লোকধাত্রা প্রযুক্তির জন্য
মহাদেব উত্তর সক্ষায় ওদ্ধারস্থিত হরকে
উপাসনা করিতে করিতে গন্ধর্ব্ব
অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ সহ নৃত্য
করিতেন । লক্ষবর্ষ পরে নর্ত্তনপর
মহাদেবের শরীর-ঘর্ষ হইতে প্রমথগণ ও
ভূতগণ আবির্ভূত হইয়া সহর্ষে নৃত্য
করিতে লাগিল । শিব-সনৎ-৪৪ ।

(২) ক্রুদ্ধচিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্রোধ
হইতে ক্রোধাত্মা, মাংশাসী কপিধবর্ষ,
উগ্র ভূতগণ সৃষ্ট হয় । পদ্ম-স্ব-৩ ।
ব্রহ্মা-২ ।

ভূতজ্যোতি—ময়ুবংশীয় সুরমতির
পুত্র ভূতজ্যোতি । তৎপুত্র বসু । বসুর
তনয় প্রতীক । ভাগ-২ঙ্ক-২ ।

ভূতডামরী—অন্ধকাসুরের রক্তপান
করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট
জনৈক মাতৃকা । মৎ-১৭২ । মাতৃকাগণ
দেখ ।

ভূতনন্দ—মৌল নামে খ্যাত
একাদশজন নরপতি অভূতা নগরীতে
রাজত্ব করার পর, তদ্বংশীয় ভূতনন্দ,
বন্ধিরি প্রভৃতি রাজগণ কিলকিলা
নগরীতে রাজত্ব করেন । বন্ধিরির পর
তাঁহার ভ্রাতা শিশুনন্দী ও তৎপরে
শিশুনন্দীর পুত্র প্রবীরক রাজত্ব করেন ।
ভূতনন্দ প্রভৃতি রাজগণের বাহুলীক
নামে খ্যাত ত্রয়োদশ জন পুত্র জন্মে ।
তাঁহাদের পর পুষ্পমিত্র রাজা হন ।
ভাগ-১২ঙ্ক-১ ।

ভূতনাভ - বক্ষগণ যখন বৈশ্রবণকে বৎস কল্পনা করিয়া আমপাত্রে পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন ভূতনাভ বক্ষ দোহা হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২। বসুধা দেখ।

ভূতমায়িকা—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জাত অর্দ্ধনারীনর রূপধারী মূর্তির নারী অংশের এক নাম। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ।

ভূতময়—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিভু, ইন্দ্র, ভূতময় প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক-৫।

ভূতমাতা—(১) পর্বত-হুহিতা শিবানীর এক নাম। সতী দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত অল্পতম ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্রসার-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

ভূতমাতৃকা—প্রতাসক্ষেত্রে ভূত-মাতৃকাদেবী অবস্থিত। তিনি নব-কোটিগণে পরিবৃতা, ভূতপ্রেতগণে সমাকূলা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা অর্চিতা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতরজঃ—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদিগের একটি গণ। বিষ্ণু-৩৯-১ বায়ু-৬২। রৈবত মনু ও বৈকুণ্ঠ দেখ।

ভূতসস্তাপন—দৈত্যপতি হির-গ্যাক্ষের এক পুত্র। মৎ-৬ হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৭। শিব-দর্শ-৫৪। হির-গ্যাক্ষ দেখ। প্রত্যাগের দ্বিগিজয়কালে তিনি শ্রীকৃষ্ণতনয় সংগ্রামজিহের হস্তে

নিহত হন। তিনি পূর্বজন্মে মন্দহাস নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব ৩৪; ৭২। পুরাবস্তু দেখ।

ভূতা—কণ্ঠপ-পত্নী ক্রোধার গর্ভ-জাত দ্বাদশজন কণ্ঠার অন্ততম। বায়ু-৬৯। ক্রোধা ও পুলহ দেখ।

ভূতাংশ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বিনয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করেন। ঋক-১০। ১০। ৬। ১-১১

ভূতানন্দা—দেবীমহেশ্বরীর শরীর সম্বৃত্তা জনৈক মহাশক্তি। স্বন্দ-কাশী-উ-৭২। শক্তি দেখ।

ভূতি—(১) অঙ্গিরার পুত্র ভূতি অতি কোপন-স্বভাব ছিলেন। তিনি স্বল্প অপরাধেই লোককে গুরুতর তিরস্কার করিতেন ও শাপ দিতেন।

তাঁহার ভয়ে বায়ু তাঁহার আশ্রমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেন। সূর্য্য তাঁহার আশ্রমে প্রথর কিরণ বর্ষণ করিতে সাহস করিতেন না। বরুণদেব অতিরিক্ত বারি বর্ষণ করিয়া কর্দম উৎপাদন করিতে বিরত থাকিতেন। চন্দ্রকিরণও অতি শীতল হইত না। ঋতুগণ পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রম-বাটিকাস্থ বৃক্ষসমূহে সার্বকালিক ফল উৎপাদন করিত। আশ্রম-সমীপ গামীজলও তাঁহার ভয়ে ইচ্ছানুসারে মুহূর্ত্তমধ্যে কমণ্ডলুগত হইত। তিনি কোনওরূপ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়াও, পুত্রকামনার দীর্ঘকাল

কঠোর তপস্যা করেন কিন্তু কোনও ফল না পাইয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর এক সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রাতা সুবর্চীর যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। যাইবার কালে শাস্তি নামক স্বীয় শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি যাবৎ ভ্রাতার যজ্ঞ হইতে কিরিল্লা না আসি, তাবৎ তুমি আমার অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবে এবং সেই অগ্নি যাহাতে কোনওক্রমে নির্বাপিত না হয়, তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিবে।” ভূতির গমনের পর একদিন শাস্তি বথন সম্মিথ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভূতি-শিষ্যগ্রহ অগ্নি নির্বাপন প্রাপ্ত হয়। শাস্তি তদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া, উপাস্তুর না দেখিয়া অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন এবং নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে মত্ত হইয়া, বিভাবসু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শাস্তির প্রার্থনায় পুনঃ ভূতির অগ্নিকুণ্ডে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদ্বিল্প হতাশন শাস্তির প্রার্থনায় এই বরও দিলেন যে, অপুত্রক ভূতির বিশিষ্ট গুণাশীলা এক পুত্র জন্মিবে এবং তিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি স্নেহশীল হইবেন। অতঃপর ক্রিয়াকাল পরে ভূতি আশ্রমে প্রত্যা-গমন করিলেন এবং নিজ চিত্তভাবের পরিবর্তন অবগত হইয়া শিষ্যকে তাহার কারণ লব্ধে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর

শাস্তি তাঁহাকে লব্ধ করিয়া বর্ণাবধ নিবেদন করিলেন। সেই ভূতির গুরু জন্মিলে তিনি ভোত্য নামে মনু হইলেন। মার্ক ২২, ১০০। (২) রুচি প্রজাপতির পুত্র। তিনি ভূতদেবীর গর্ভে জন্মেন এবং ভোত্যমনু নামে প্রসিদ্ধ হন। শিব-জ্ঞান-৫৭। (৩) ভূতি দেবীর গর্ভে রুচি প্রজাপতির ভোত্য নামে পুত্র জন্মে। তাঁহার অপর ভ্রাতার নাম রৌচ্য। হরি-হরি-৭; বায়ু-১০০। (৪) জনৈকা দেবপত্নী। পদ্ম-স্ব-১৭। (৫) লক্ষ্মীর এক নাম। মহাত্মা-শাস্তি-২২৫। (৬) বিশ্ব, বিশ্বভূক, ধর্ম, ধন, ওভাসন, ভূতিদ, ভূতি ভূতিকৃৎ ও আরাধ্য ইহার পিতৃ-গণ বলিয়া বিদিত। গুরু-পু-৮৩। পিতৃগণ দেখ। (৭) প্রজা, প্রাতি, রতি, ভূতি, কান্তি, মনোভবা, মনোহরা, মনোরমা, মদনা, উৎপাদিনী, মোহিনী, দিপনা, শোভনা, বশঙ্করী, রজনী ও প্রিয়দর্শনা, ইহার ষোড়শ কামকলা নামে খ্যাত। এই ষোড়শ কামকলার পূর্বে ষোড়শ স্বরবর্ণ যোগ করিয়া পূজা করিবে। তন্ত্রসার—২৫৮-পৃ। (৮) দ্বাদশজন সাধ্যদেব গণের অস্ত্যতম। মৎ-১৭১। সাধ্য দেবগণ দেখ।

ভূতিকৃৎ—ভূতি (৭) দেখ।

ভূতিতীর্থ—সীতার লোমকূপ হইতে উদ্ভূত জনৈক মাতৃকা। অঙ্ক-রামা-২৩। সীতা ও মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতিদ—ভূতি (৬) দেখ।

ভূতিমজ—মগধে বৃষ-রাজগণের
কন্যা লক্ষ্মী, চন্দ্রাংশ, নখবান, ধনবান,
বিম্বজ ও 'ভূতিমজ'—ইহারা বৈদেশিক
রাজ বনিয়া বিদিত। তাঁহারা বথাক্রমে
বিদেশে রাজা হন। বায়ু-২২।

ভূতিমজ—গুপ্তবংশীয়গণের পর
শুঙ্গবংশীয়গণ মগধে রাজত্ব করেন। ঐ
বংশীয় প্রথম নরপতি দেবভূমি (অপর
নাম নবকণ্ঠারন)। তিনি কতিপয় বর্ষ
রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পুত্র ভূতি-
মজ চন্দ্রিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।
তাঁহার পর নারায়ণ বার বৎসর এবং
কুশল্যাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই
চারিজন রাজা কণ্ঠারন দ্বিজ বলিয়া
বিখ্যাত। সমষ্টিতে ইহারা পঞ্চাশ
বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাদের নিকট
সমস্ত রাজগণ যশস্তা স্বীকার করেন।
তৎপরে অজ্ঞ রাজগণ মগধের অধিপতি
হন। বায়ু-২২।

ভূতীশ্বর—কাশীতে অবস্থিত একটি
শিবলিঙ্গ। ইনি সামুগণের ভূতি বৃদ্ধি
করেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭। (২)
যেবা ভীর্থস্থ এক শিবলিঙ্গ। যে ব্যক্তি
ঐ ভূতীশ্বর লিঙ্গের সমীপে বসিয়া ভক্তি
পূর্বক অঙ্গগুণ করে, তাহার দেহে যে
পরিমাণ বিভূতি কণা বিद्यমান থাকে,
সত্তমহত্ত্ব বৎসর তাহার শিবলোক বাস
হয়। স্বন্দ-আখি-দ্রাব্য-১৭৭।

ভূতেশ্বর—(১) মথুরার দ্বার
পার্শ্বের নাম ভূতেশ্বর শিব। গর্গ-মথু-

২৫। (২) অবশীক্ষেত্রস্থ ভূতেশ্বর
লিঙ্গের অর্চনা করিলে ও তদার যুক্ত
হইলে বৃন্দলোক লাভ হয়। স্বন্দ-
আব-অব-৩১। পদ্ম-পাতা-৪২।

ভূধর—(১) তক্ষোক্ত পয়শ্রিণটি
ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্তির অন্ততম। তন্ত্র-২৩৯
পৃঃ। শক্তি দেখ। (২) প্রভাল
ক্ষেত্রে দেবীকাতটে ভূধর নামক দেব-
অবস্থিত। তিনি দম্ভাগ্রে ভূ (পৃথিবী)
উকার করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই
জন্তই ভূধর নামে বিখ্যাত। ইনি বেদ-
পাদ, যুপদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত, অক্ষাযুধ,
অগ্নিজিহ্বা, দর্ভরোম ব্রহ্মশীর্ষ, মহাশ্মা,
অহোরাত্রেক্ষণপর, বেদাঙ্গপ্রতিভূষণ,
আত্মনাম, ক্ষবতুণ্ড, মহান সামঘোষ-
শ্বন, প্রাথমিকায়, হ্যুতিমান, দীক্ষা-
বিরাজিত, দক্ষিণাহ্নদয়, যোগী, মহা-
সত্ত্বময়, উপাকর্ষগ্ৰন্থক, প্রবর্ণ্যাবর্ত-
ভূষণ নানাছন্দোগতিপথ, ব্রহ্মোক্তভূ-
ক্রমবিক্রম প্রভৃতি শব্দ প্রতিপাত্ত হইয়া
যজ্ঞবরাহ রূপে ঐ স্থানে অবস্থান
করিতেছেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৭।

ভূবন—(১) দ্বাদশজন ভার্গব
বাজিক দেবতা। বায়ু-৬৫। অজ
দেখ। (২) মগধের অরাসন্ধ বংশীয়
ক্ষেমের পুত্র ভূবন চৌষটি বৎসর রাজত্ব
করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ধর্মসেন
পাঁচ বৎসর এবং ধর্মসেনের পর তৎপুত্র
স্বরত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।
বায়ু-২২। ক্ষেম ও স্বরত দেখ।

ভূপতি—শ্রাক্তভাগাই বিশ্বদেব-
গণের অমৃতম। মহাভা-অমু-২১।

ভূমহা—(১) ভরদ্বাজের পুত্র
ভূমহা। বায়ু-২২। ভূবনমহা ও
ভরদ্বাজ দেখ। ভূমহ্যার পত্নী
পুষ্করিণী। পুষ্করিণী দেখ। (২)
হৃদয় তনয় ভরতের পুত্র ভূমহ্য।
ভূমহ্যার পত্নী বিজয়া ও পুত্র সুহোত্র।
মহাভা-আদি-২৫।

ভূমা—ভরতবংশীয় ঐতিহ্যের
অমৃতম পুত্র। ভূমার দুই পত্নী ছিল।
প্রথমা পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদগীথ
এবং দ্বিতীয় পত্নী দেবকুল্যার গর্ভে
প্রস্তাব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫৯-১৫।

ভূমি—(১) বৃষ্ণিবংশীয় অঙ্গের পুত্র
ভূমি। তৎপুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধর-
তেই বংশ সমাপ্ত হয়। হরি-হরি-৩৪।
অঙ্গ দেখ। (২) উত্তানপাদ তনয়
ক্রবের পত্নী ভূমি। তাঁহার গর্ভে
ক্রবের পুষ্টি (তুষ্টি-বায়ু-৬২) ও ভব
নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা
৬৮। (৩) মহাদেবের শর্ক নামক
মূর্তি ভূমি। ঐ ভূমিরূপী মহাদেবের
পত্নী বিকেশী ও পুত্র অঙ্গারক। বায়ু-
২৭। শিব দেখ। (৪) ক্রবের পত্নী
ভূমির গর্ভে বৎসার জন্মগ্রহণ করেন।
বৃহৎ-মহা-১৩। (৫) প্রাগজ্যোতিষ-
পুরাণিণি নরকাসুরের পিতার নাম
ভূমি। গর্গ-গো-৬। (৬) ঐকৃষ্ণের
অমৃতম পত্নী ভূমি। গর্গ-বৃ-২৬।

ঐকৃষ্ণ দেখ। (৭) প্রহ্মার নন্দন
অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে
যাত্রা করেন, তখন ভূমি (পৃথিবী) দেবী
তাহাকে বোগময়ী পাত্কাঙ্কর প্রদান
করেন। গর্গ-অশ্ব-১২।

ভূমিপাল—গণ নামক এক ক্রুদ্র
স্বভাব দানবের অমৃতম পুত্র। তিনি
ঈপরে ক্ষত্রিয় রাজ্যরূপে জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভূমিত্র—(১) শুক্ল বংশীয় নরপতি
দেবভূতির মন্ত্রী কষ। কষের পুত্র
বসুদেব। তৎপুত্র ভূমিত্র। ভাগ-
১২-স্ক-১। বসুদেব (৪) দেখ। বিষ্ণু
৪র্থ-২৪। ভূমিমিত্র দেখ।

ভূমিমিত্র—শুক্ল বংশীয় দেবভূমির
পুত্র। তৎপুত্র নারায়ণ। ভূমিমিত্র
চৌদ্দবৎসর ও নারায়ণ বার বৎসর
রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২।

ভূমিরেতা—জালন্ধর দৈত্যের অমু-
চর জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-উত্ত-১৮

ভূম্য—প্রজাপতি কচির পুত্র
রৌচ্য যে ভূমিতে উৎপন্ন হন তাহার
নাম ভূম্য। ব্রহ্মা-৭০। রৌচ্য মনু দেখ।

ভূমসি—অঙ্গিরাস বংশীয় জনৈক
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-২৬।
বৃহদশ্ব দেখ।

ভূমোমেধা—রৈবত মন্বন্তরে দেবতা-
দিগের অমৃতভাজ, ভূতরজা, বৈকুণ্ঠ ও
সুমেধা এই চারিটি গণ ছিল। উদ্যম্যে
সুমেধা গণে ভূমোমেধা প্রভৃতি চতুর্দশ

জন্ম দেবতা ছিলেন । ব্রহ্মা-৬৮ ।
বায়ু-৬২ । অশ্বমেধা দেখ ।

ভূরি—(১) কুরুবংশীয় সোমদত্তের
পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল । হরি-
হরি-৩২ । অগ্নি-২৭৮ । সোমদত্ত
দেখ । (২) কুরুবংশীয় বিবক্ষুর জ্যেষ্ঠ
পুত্র ভূরি । তৎপুত্র চিত্ররথ । মৎ-৫০ ।
অধিসোমকৃষ্ণ দেখ । (৩) বেদব্যাস
তনয় শুকদেবের এক পুত্র । দেবীভা-
১৯-১২ । শুকদেব ও কৃষ্ণ (৫) দেখ ।
(৪) বৃষ্ণি বংশীয় গবেষের পুত্র ভূরি ও
ভূরীন্দ্রসেন । বায়ু-২৬ । (৫) সোম-
দত্তের তনয় ভূরি ; ভূরিশ্রবা ও শল ।
গরু-পু-১৪৪ । (৬) ভূরির পুত্র ভূরি-
শ্রবা । বৃহৎ-মধ্য-২২ । (৭) মগধের
জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পুত্র ভূরি
তৎপুত্র গুর্টা । গরু-পু-১৪৫ ।

ভূরিতেজা—গণ নামক এক
দৈত্যের পুত্র । তিনি দ্বাপরে এক
ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন ।
মহাভা-আদি-৬৭ ।

ভূরিদেব—সুরথ রাজের অন্ততম
পুত্র । পদ্ম-পাতা-১৮ । সুরথ দেখ ।
রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী
পর্যটন কালে শক্রদের অনুচর বীরমণির
সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় । পদ্ম-পাতা-
২২ ।

ভূরিহ্রায়—(১) প্রথম মেরুসাবর্ণির
অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-৭ । বায়ু-১০০ ।
ঋতীক দেখ । (২) দক্ষপুত্র সাবর্ণি

(নবম) মমুর অন্ততম পুত্র । মার্ক-২৪ ।
অর্চিস্থান দেখ । (৩) ভূরিহ্রায় নরপতি
বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ
করেন । মহাভা-অনু-৭৬ । উত্তমৌজা,
দক্ষ, মেরুসাবর্ণি ও মমু দেখ ।

ভূরিশ্রবা—(১) কুরুবংশীয় সোম-
দত্তের অন্ততম পুত্র । সোমদত্ত দেখ ।
(২) বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের এক
পুত্র । শুকদেব ও কৃষ্ণ (৫) দেখ । (৩)
তিনি শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রত্যাগের সহিত
যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন ।
তখন কৃতবর্মা সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় ।
গর্গ-বিশ্ব-২০ । (৪) কুরুক্ষেত্রে অর্জুন
সোমদত্ত-তনয় ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন
করেন ও সাত্যকী তাঁহাকে বধ করেন ।
মহাভা-দ্রুপী-২৪ ।

ভূরিশ্রুত—বেদব্যাস-তনয় শুক-
দেবের অন্ততম পুত্র । বায়ু-৭৩ । ভূরি-
শ্রবা এবং শুকদেব দেখ ।

ভূরিশ্রেণ্য—ধর্মপুত্র দশম মমুর
অন্ততম পুত্র । গরু-পু-৮৭ । উত্তমৌজা
ও মমু দেখ ।

ভূরিষেণ—নরপতি শর্য্যাতির অন্ত-
তম পুত্র । শর্য্যাতি ও উত্তানবহি দেখ ।
ভূরীন্দ্রসেন—যতুবংশীয় গবেষণের
তনয় । মৎ-৪৭ । গবেষণ দেখ ।

ভূত্ব—(১) কাশীস্থিত ভূত্ব-
লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ অচিরকাল
দিব্য উপভোগবস্ত্র ভোগ কর্ত
ভুলোক, ভুবলোক ও মহলোক

হইতেও উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া থাকেন । স্বন্দ-কাশী-উ-৬৯ । (২) দেব-দেব মহাদেব বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পরিচিত । গন্ধমাদন পর্বতে ভূভূলিঙ্গ রূপে পরিচিত । স্বন্দ-নাগ-১০০ । শিব দেখ ।

ভূষণ—(১) হুন্সুভি, বিনায়ক, সূর্য্য, মহিষার্ক, ভূষণ, ঈশ্বর, দেবী চণ্ডিকা, রাক্ষস উর্কবাহ, ক্ষেত্রপাল পদ্মাক্ষ, নাগ অশ্বতর, গন্ধর্ব চিত্রাঙ্গদ, অঙ্গরা উর্কবাহী, বৃক্ষরাজ শাল ও ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা-পুরীর বামাদিক রক্ষা করিয়া থাকেন । স্বন্দ-প্রভা-১৭ । (২) সুমনা নগরাধিপতি সাধোর পুত্র । পদ্ম-পাতা-৭১ । সাধ্য দেখ ।

ভূষণা - দক্ষের শত কন্টার মধ্যে ভূষণা ও সুমনা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পত্নী ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২ । দক্ষ দেখ ।

ভূকুটেশ্বর—ভৃগুমুনি এই তীর্থে পুত্রকানী হইয়া শতবর্ষ তপস্তা করেন । এইখানে মহাদেব ভৃগুকে পুত্রবর প্রদান করেন । এইজন্য মহাদেব এই স্থানে ভূকুটেশ্বর নামে খ্যাত হন । স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮ ।

ভৃগু—(১) মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের অন্ততম ছিলেন । 'ব্রহ্মার পুত্রগণ' দেখ । (২) মহর্ষি ভৃগুর বরে সগর-পত্নীদ্বয়ের গর্ভে একাধিক ষষ্টি-

সহস্র-পুত্র জন্মে । রামা-আদি-৩০ । (৩) দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যগণ দেরোহ দ্বারা নিগৃহীত হইয়া ভৃগুপত্নীর শরণা-পন্ন হয় । বিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগু-পত্নীর মন্তক ছেদন করেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগু বিষ্ণুকে শাপ দেন, “তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং তথায় বহুবর্ষ তোমার পত্নীর সহিত বিয়োগ ঘটিবে ।” ভৃগুর এই শাপ বশতঃই বিষ্ণু মনুষ্য-লোকে দাশরথি রাম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পত্নী-বিয়োগ-বেদনা ভোগ করেন । রামা-উত্ত-৬৯ । (৪) ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, ধৈর্য্যবান্, দ্বীচি, উর্ক, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, অষ্টি-সেন, চ্যবন, পীতহব্য, বেধস, গৃধ্, দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস ও শৌনক, ইঁহারা ভৃগুবংশীয় মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বলিয়া বিদিত । মৎ-১৪৫ । (৫) ভৃগু-বংশীয় অরুণি, আশ্বায়নি, অষ্টিসেন, কার্দ্দমারনি ও গার্দ্দতি, এই সকল ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি যথা — ভৃগু, চ্যবন, আপ্পবান, অষ্টিসেন ও অরুণি । একায়ন, কার্দ্দমায়নি, গৃৎস-মদ, প্রত্যহ, মৎসগন্ধ, সনক শৌরি ও চৌক্ষি, এই সকল ভৃগুবংশীয় ঋষি-দিগের আর্ষেয় প্রবর দুইটি—ভৃগু ও গৃৎসমদ । মৎ-১৪৫ । ভৃগুবংশীয় অত্যন্ত গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের নামের অন্ত বৈগায়নি, বৈজভূত ও ভাগবিত্তি দেখ ।

(৬) ভৃগুমুনির শাপে বিষ্ণুকে সাতবার
মহাব্যথানোভে জয়লাভ করিতে হয় ।
বিষ্ণুকর্তৃক হির, স্বীয় পত্নীর মন্তক
তাঁহার মেহে যোজনা করিয়া, ভৃগুমুনি
স্বীয় তপস্তারলে তাঁহাকে পুনর্জীবিত
করেন । দেবীভা-৪৯-১২ । মৎ-৪৭ ।
(৭) চান্দ্র মন্বন্তরে ভৃগু সপ্তর্ষিদের
অন্ততম ছিলেন । হরি-হরি-৭ । অতি-
নামা ও সপ্তর্ষি দেখ । (৮) ভৃগু দক্ষের
অন্ততম। কস্তা খ্যাতিতে বিবাহ করেন ।
খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা
নামে দুই পুত্র ও শ্রী নামে এক কস্তা
জন্মে । শ্রী নারায়ণের পত্নী হন । মার্ক-
৫০, ৫২ । শিব-বার-পু-১৫ । ব্রহ্মা-২২ ।
সৌর-২৬ । (৯) অথর্বা ঋষি ভৃগুর পুত্র
ছিলেন । মৎ-৫১ । (১০) ভৃগুপুত্র
জ্যোতিষ্মান, স্মৃতি, হবিষ্মান, তপো-
ধৃতি, নিকৃৎসুক ও অতিবাহ, ইহারা
বিভিন্ন মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম
হইয়াছিলেন । হরি-হরি-৭ । (১১)
বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব ভৃগু
নামে আবির্ভূত হন । ব্রহ্মা-২৩ । (১২)
ভৃগুঋষি অথর্বা নামেও পরিচিত ।
তাঁহার পুত্রের নাম অঙ্গিরা । ব্রহ্মা-৩০ ।
(১৩) ভৃগুমুনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষি-
দের অন্ততম ছিলেন । ব্রহ্মা-৩২ । সপ্তর্ষি
দেখ । (১৪) ভৃগু মন্তবাহী ঋষিদের
অন্ততম ছিলেন । ব্রহ্মা-৬৫ । বায়ু-৫৯ ।
বীতহব্য দেখ । (১৫) ভৃগুমুনির পুলোমা
নামে এক পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ছিল ।

তাঁহার গর্ভে চ্যবন ঋষি জন্মগ্রহণ
করেন । দেবীভা-২৯-৮ । (১৬) ভৃগু-
মুনির শাপে মহাদেব লিঙ্গহীন হন ।
দেবীভা-৪৯-১২ । শিব দেখ । (১৭)
ভৃগু, শুভ ও নিশুম্ভের যজ্ঞে গৌরহিত্য
করেন । দেবীভা-৫৯-২১ । (১৮) ভৃগু
মুনি একবার যজ্ঞদ্বারা শিবপূজা ও
তপস্তা করিয়াছিলেন । সৌর-৬২ । বিশেষ
বিবরণ বৃহৎশ্রব নামে দেখ । (১৯) ভৃগু,
অঙ্গিরা, কথ, কাক্ষীবান, যবক্রীত,
উশিজ, রৈভ্য, মেধাবী, পুনর্কম্ব ও
বন্দী, এই সমুদয় মুনিগণ পূর্বদিকে
বাস করেন । পদ্ম-উত্ত-১৩৫ । (২০)
ভৃগু, মরোচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য
পুলহ, ক্রতু দক্ষ ও কর্দম এই নয় জন
ব্রহ্ম-পুত্র ঐজাপতি বলিয়া খ্যাত ।
পদ্ম-উত্ত-২৩০ । (২১) ভৃগু ও অন্তান্ত
ঋষিগণের জন্ম বিবরণের জন্ত অঙ্গিরা
(৫) দেখ । মহাভা-অম্ব-৮৫ । মৎ-১২৫ ।
(২২) পুলোমার কস্তা ভৃগুর পত্নী
ছিলেন । তাঁহার গর্ভে দ্বাদশজন
যাজিক দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন ।
তাঁহাদের জন্মের পর গৌলমীর গর্ভে
দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রগণ জয়লাভ
করেন । চ্যবন ও আপ্পুবানও ভৃগুর
পুত্র ছিলেন । মৎ-১২৫ । অব্যার দেখ ।
(২৩) ভৃগু আদি ব্রহ্মার নয়জন
মানসপুত্র পুরাণে ‘নব ব্রহ্মা’ নামে
খ্যাত । তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাহী ও
ব্রহ্মচর্য্যানিষ্ঠ ছিলেন । পদ্ম-স্ব-৩ । বায়ু-

৯। (২৪) বব্রাহ কল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব ভৃগু নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। (২৫) ভৃগু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্ত-বিদ্যের অন্ততম ছিলেন। বায়ু-৩। সপ্তর্ষি দেখ। (২৬) ভৃগু শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যারণে বাস করেন। বায়ু ও বিশ্বাবসু দেখ। (২৭) ভৃগু একজন ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি দেখ। (২৮) বৈবস্বতমহুর অধিকার কালে ভৃগু দেবগণের অন্ততম ছিলেন। বায়ু-৬৪। মনু দেখ। (২৯) ভৃগু রৈবত মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-স্ব-৭। সপ্তর্ষি দেখ। (৩০) ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র ঋচীক। কালিকা-৮২। (৩১) সারস্বত দ্বীচির নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া উহা ভৃগুকে দেন এবং ভৃগু উহা গুরুকুৎসকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬৪-৯। (৩২) পুলোমা নামক এক রাক্ষস ছিল। সে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লয়। রাক্ষস পুলোমা পূর্বেই পুলোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু পুলোমার পিতা তাঁহাকে ভৃগুর হস্তে সম্প্রদান করে। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিতে মনস্থ করেন এবং তজ্জন্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে যে, প্রকৃত পক্ষে পুলোমার কাহার ভার্য্যা হওয়া উচিত। অগ্নি বিধার পড়িয়া উত্তর সঙ্কট

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলেন যে, যদিও পুলোমার পিতা তাঁহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তথাপি রাক্ষস তাঁহাকে পূর্বে বরণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারই পত্নী হওয়া উচিত। অগ্নির এই কথা শুনিয়া পুলোমা রাক্ষস ভৃগু পত্নীকে হরণ করে। ভৃগু তাহা জানিতে পারিয়া, ‘অন্ত হইতে তুমি সর্বভক্ষ হইবে’, বলিয়া অগ্নিকে শাপ দেন। মহাভা-আদি-৫, ৬। (৩৩) ভৃগু মহাশিরাঃ, মৈত্রেয়, মোজ্জায়ন, মহাভাগ, মার্কণ্ডেয়, প্রভৃতি মুনিগণ পাণ্ডবদিগের রাজ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪। (৩৪) ভৃগুমুনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (৩৫) ভৃগুমুনি ব্রহ্মার সভায়ও উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১১। (৩৬) ভৃগুমুনি পরম্পরায় মরীচির নিকট হইতে দণ্ডনীতি প্রাপ্ত হইয়া, উহা ঋষিগণকে প্রদান করেন এবং ঋষিগণ উহা সবিস্তারে লোকপালদিগকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৩৭) পিতামহ ব্রহ্মা বেদসম্বত সনাতন ধর্ম উৎপাদন করিলে, ভৃগু অগ্নিয়া প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা পালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (৩৮) মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি, এই স্বাবর জগন্মান্বক বিশ্ব কোন মহাক্ষা

হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন মহাত্মাতেই বা উহা লয় প্রাপ্ত হইবে ; প্রাণীসকলই বা কিরূপে সৃষ্ট হইল ; এবং কিরূপেই বা উহাদের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্মাদর্শ বিধি নির্ণয় করা হইল ; জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তেই বা উহারা কোথায় গমন করে ; ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, এই সমুদয় বিষয় তাঁহাকে কীর্তন করেন। মহাভা-শান্তি-১৮২-১৯২। (৩৯) অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই মূল গোত্র সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য গোত্র সকল কার্যাদ্বারা সমুৎপন্ন। মহাভা-শান্তি-২২৭। (৪০) ভৃগু একবংশি জন প্রজাপতিগণের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (৪১) মহর্ষি ভৃগুর বরে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বীতহব্য দেখ। (৪২) মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, তিনি ক্রোধে অপরাপর মুনিদিগকে শাপ প্রদান করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন। তখন সমবেত মুনিগণ শপথ করিয়া স্ব স্ব নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। ভৃগু বলিলেন—“যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন, ও পৃষ্ঠমাস ভক্ষণ করুক।” মহাভা-অম্ব-২৪। শতক্রতু দেখ। (৪৩)

মহর্ষি ভৃগুই অগস্ত্যকে, নহবের বান বাহনকালে স্রবোপ পাইলেই নহবকে শাপ প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। মহাভা-অম্ব-২২। (৪৪) মহর্ষি অগস্ত্য যখন নহবের শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তখন ভৃগু অগস্ত্যের জটা মধ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন। নহব বামপদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “রে দুরাচার যেহেতু তুমি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি, অতএব এই দুষ্কর্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভূজঙ্গ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে পতিত হও।” মহাভা-অম্ব-১০০। নহব দেখ। (৪৫) কশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, গুরু, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সাবিত্রী মন্ত্ৰের উপাসনা করিতেন। মহাভা-অম্ব-১৫০। (৪৬) ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, মেধাতিথি, যবজীত রৈভ্য, কান্দীবান্, উষিঙ্গ ও বর্হী, এই সকল সর্ব-পাপ-বিনাশন তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণ পূর্বদিকে বাস করেন। ইহাদের নাম ত্রি-মক্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভা-অম্ব-১৬৫। (৪৭) ব্রহ্মার স্বকৃ হইতে ভৃগু উৎপন্ন হন। ভাগ-৩ঙ্ক-১২। (৪৮) বরুণের পত্নী চব্বীর গর্ভে ভৃগু উৎপন্ন হন। ভাগ-৬ঙ্ক-১৮। (৪৯) মহর্ষি ভৃগু দক্ষযজ্ঞে সজ্জ-

জন্মের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বান-
২। (৫০) পূর্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও
বিষ্ণু ইচ্ছের প্রার্থনার, ভৃগুর যজ্ঞ
পরিচ্যাপ্ত করিয়া দানবগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে যান। তজ্জন্ত ভৃগু ক্রুদ্ধ
হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে, বিষ্ণু
কলুষীকৃত হইয়া দশবার জন্ম গ্রহণ
করিবেন। পদ্ম-ভূমি-১২১। (৫১)
ব্রহ্ম-পুত্র ভৃগু গুণযুক্ত ব্রহ্মসম দ্বিজ
ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১২২। (৫২)
বরুণ-নন্দন ভৃগু একবার স্বীয় পিতা
মরুণদেবকে বুদ্ধি-গুদ্ধি-প্রদ পবিত্র
ঊপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং বরুণের
উপদেশে গন্ধমাদনস্থ জটীতীর্থে গমন
করিয়া তথায় স্নান করেন এবং তাহার
ফলেই বুদ্ধি-গুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।
সেই গুদ্ধি বলে তাঁহার অজ্ঞান-রাসি
দূর হইয়া গেল এবং তাঁহার অবৈত-
বিজ্ঞান জন্মিল। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০।
(৫৩) বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য
হরণ-মানসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।
ঐ সকল যজ্ঞে ভৃগু হোতা হইয়া-
ছিলেন। স্বন্দ-আব-অব-৬০। (৫৪)
ভৃগু-কথিত ঔশনস পুরাণ ভবিষ্যৎ-
স্বাপুরাণের অন্তর্গত উপপুরাণ বলিয়া
পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। স্বন্দ-আব-
রেবা-১। (৫৫) ভৃগুমুনি পুজার্থী
হইয়া ভৃকটেশ্বর তীরে শতবর্ষ তপস্তা
করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮। (৫৬)
জন্মার বর্ষ মানস পুত্র ভৃগু নিরাসার

অবলম্বনপূর্বক পাবাণের জ্বর নিশ্চল
থাকিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ভৃগুতীরে
তপস্তা করেন। গৌরী তাহা জানিতে
পারিয়া শঙ্করকে তিরস্কার করিয়া বলেন
—“আপনি কেন ঐ ব্রাহ্মণকে বর
দিতেছেন না? লোকে আপনাকে যে
উগ্রকর্মা বলে, তাহা নিরর্থক নহে।”
তাহাতে শঙ্কর বলেন—“এই ব্রাহ্মণ
অতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব এবং ঐ জন্তই
তপস্তায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইতেছে
না। তিনি কিরূপ ক্রোধাবিত
ব্যক্তি তাহা আমি তোমাকে
দেখাইব।” এই বলিয়া তিনি স্বীয়
বাহন বুধকে বলিলেন, “তুমি যাইয়া
ভৃগুর কোধ উৎপাদন কর।” বুধ শঙ্করের
আদেশে নর্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া
শূদ্র দ্বারা আঘাত করিয়া তপস্তারত
ভৃগুকে নর্মদা-সলিলে নিক্ষেপ করিল।
ভৃগুর কোধানল তাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া
উঠিল এবং তিনি শিখা, যজ্ঞোপবীত,
উত্তরীয় ও বসন সুসংবৃত করিয়া ব্রহ্ম-
হৃদয়ের জ্বর দশু গ্রহণ পূর্বক বুধের
বধসাধনার্থ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইলেন। বুধ ভৃগুর আক্রমণ
হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়াসে দ্বীপ
হইতে দ্বীপান্তরে, সাগর হইতে
সাগরান্তরে ধাবিত হইতে লাগিল।
ভৃগুও দশু হস্তে তাহার পশ্চাদ্ভাবন
করিতে লাগিলেন। সপ্ত পাতাল,
ভূলোকাদি লোক সমুদয়ে গমন করিয়া

বুধ ভৃগুর হস্ত হইতে নিতার না
পাইয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণের শরণাগত
হইল। কিন্তু কেহই ভৃগুর রোবানল
হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ
হইলেন না। তখন অনন্তোপায় হইয়া বুধ
শঙ্করের শরণাগত হইল। তাহা দেখিয়া
শঙ্কর বুঝে অভয় দিয়া ভৃগুর সম্মুখে
উপস্থিত হইলেন এবং বর প্রার্থনা
করিতে বলিলেন। ভৃগু মহাদেবের
নিকট এই বর চাহিলেন—“আমার নামে
এই সকল স্থান সিদ্ধিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ
হউক এবং আপনি উমার সহিত এই
স্থানে অবস্থান করুন।” স্বন্দ-আব-রেবা
১৮১। পদ্ম-বর্গ-২। (৫৭) বিশ্বামিত্র
যুনি ত্রিশঙ্করাজকে ধরাতলে আনয়ন
করিবার জন্য যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে
ভৃগু অচ্ছাবাক হইয়াছিলেন। স্বন্দ-
না-৫। (৫৮) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে
যজ্ঞ করেন তাহাতে ভৃগু অজ্ঞতম হোতা
ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১৮০। (৫৯)
ব্রহ্ম-পুত্র ভৃগু স্বন্দের নিকট হইতে
স্বন্দপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা অগ্নিরাকে
প্রদান করেন। অগ্নিরা তাহা চ্যবনকে
দেন। চ্যবন হইতে ঋচীক তাহা
প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-প্রভা-দ্বা-৪৪। (৬০)
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পুলোমা
নামক এক রাক্ষস ভৃগুর পত্নীকে হরণ
করে। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ঐ
রাক্ষসের নাম দমন বলিয়া উল্লিখিত
আছে। পদ্ম-পাতা-৬।

ভৃগুগণ—বৈবস্বত মহুর সন্তান
পর্বায়ে বরীচিনন্দন কন্যাপ হইতে
আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ,
বিশ্বদেবগণ, মরুতগণ, ভৃগুগণ, ও
অগ্নিরাগণ, এই আটটি দেবগণ উৎপন্ন
হন। ব্রহ্মা-৭১।

ভৃগুদাস—মার্গপথ, গ্রাম্যারনি,
কটায়নী, আপস্তম্বি, বিবি, নৈকনি
কপি ও ভৃগুদাস, এই সকল ভৃগুবংশীয়
গোত্র প্রবর্তক ঋষিদিগের আর্ষের
প্রবর পাঁচটি, যথা আষ্ট্রিবেণ, গার্দ্ধতি,
অরুণি, কার্দ্ধমারনি ও আখ্যারনি।
এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর অবি-
বাহ। মৎ-১১৫

ভৃগুনন্দন—মন্ত, কাষ, উপনা ও
ভৃগুনন্দন, ইহারা শৈলরাজ তনয়া
উমার পুত্র। বায়ু-৭২।

ভৃগুপুত্র—অজ্ঞতম রুদ্র। তত্ত্বগার
৩০২ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

ভৃগু—মহাদেবের প্রিয় অমুচর ও
গণাধিপ। অরুণাকান্তরই মহাদেবের
বরে ভৃগু নামে তাঁহার অমুচর হন।
বাম-৭০। সৌর-২২। ভৃগু, মন্দী
প্রভৃতি প্রথমগণ শিবেরই আত্মীয়
এবং তাঁহারই আজাবহ হইয়া
শিবসকাশে সতত অবস্থান করেন।
শিব-জ্ঞান-৩২। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩।

ভৃগুরীট—অরুণাকান্তর মহাদেব-হস্তে
পরাজিত লইলে, শিব তাঁহাকে শূলবিদ্ধ
করিয়া রাখেন। শূলবিদ্ধ অবস্থায় সে

মহাদেবের স্তব করিতে থাকে। তখন শঙ্কর তাঁহাকে শূলগ্রহইতে মোচন করিয়া গণ্ড দান করিলেন। গণ্ড গ্রাপ্ত হইয়া ঐ দানব মহাদেব ও দেবীর সম্মুখে মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। তাহার রটন (স্বর) ভূঁষের জ্ঞায় ছিল বলিয়া শঙ্কর তাহার নাম রাখিলেন ভূঙ্গরীট। স্বন্দ-নাগ-১৫১। পুরাণান্তরে ভূঙ্গিরিট বা ভূঙ্গরিট। বাম-৫৮। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত ১৬। (২) শিবানুচর ভূঙ্গিরীট গর্কিত হইয়া পার্কীতীকে পূজা করিত না। দেবী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, —“আমি তোমার পুত্র নহি, শঙ্করের পুত্র। এই দেবাদিদেবই আমার নাতা ও পিতা। এই জন্তই আমি রাত্রি দিন তাঁহারই শরণ লইয়া থাকি। তুমিও নিয়ত তাঁহারই শরণ লইয়া রহিয়াছ। আমি যদি তোমাকেই পূজা করিতাম তবে গণসমূহের পূজা করিতে হানি কি? ভূঙ্গিরীটের এই বাক্য শুনিয়া দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে “মমুখলোকে জন্মগ্রহণ কর” বলিয়া শাপ দিলেন। মমুখলোকে পতিত হইয়া ভূঙ্গিরিট অদীর্ঘকাল দুশ্চর তপস্তা করে এবং পরিশেষে শিবের উপদেশে পার্কীতীর শরণ লইয়া, তাঁহার বরে পুনরায় গণ্ড লাভ করিল। স্বন্দ-আব-চতু-৩২।

ভূঙ্গিরিট, ভূঙ্গিরিট—ভূঙ্গিরিট দেখ।

ভূঙ্গিন—ষট্‌বংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র।

বায়ু-২৬। বসুদেব ও অনার্যুটি দেখ।

ভূশা—মহারাজ উশীনরের অন্ততম পত্নী। তাঁহার গর্ভে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। উশীনর দেখ।

ভেদ—বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দের স্তব করিতে বাইয়া বলিতেছেন “হে ইন্দ্র তোমার অনেক শত্রু বশীভূত হইয়াছে। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। ইহার বিরুদ্ধে নিশিতে যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর।” ঋকু-৭। ৮। ১৮।

ভেরী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূত জনৈক মাতৃক। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভেরুগু—পক্ষীরাজ জটায়ুর কবি-কার, শতগামী, সারস, রজ্জ্বাল ও ভেরুগু এই পঞ্চপুত্র ছিল। মৎ-৬।

ভেরুগু—ভগমালিনী দেখ।

ভৈরব—(১) একবার শিব ব্রহ্মার মিথ্যাতাষণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দর্প নাশের জন্ত স্বীয় জন্মধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন “তুমি এই মিথ্যা-বাদী ব্রহ্মাকে বধ কর।” শিব-বিষ্ণে-৬। ব্রহ্মা (২৫) দেখ। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর প্রধান ভগবতী ভৈরবীর পূজার সঙ্গে, ভগবান ভৈরবের পূজাও বিহিত। এই ভৈরবের একহস্তে স্বর্ধ্য, মস্তকে জটা, ললাটে চন্দ্র এবং

অন্ত হস্তে খড়্গা, অম্বুশ, কুঠার, ধনু-তীর, ত্রিশূল, পাশ ও খট্কা। তাঁহার পরিধানে গজচর্ম, ভূষণ সর্প ও আসন প্রেত। অগ্নি-৫২। (৩) বষ্টি সংখ্যক রুদ্রের অন্ততন। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৪) শিবের জনৈক গণাধ্যক্ষ। সৌ-২২। (৫) তিনি মহাদেব কর্তৃক কাশীর রক্ষক নিযুক্ত হন। ভগীরথের অম্বুগমন করিতে করিতে গঙ্গা যখন কাশীর সরিকটে উপস্থিত হন, তখন গঙ্গা কর্তৃক কাশী প্রাবিত হইতেছে দেখিয়া, ভৈরব শূল হস্তে গঙ্গাকে তাড়না করেন। পরে গঙ্গার সম্যক পরিচয় পাইয়া, তিনি অপরাধ স্বীকার পূর্বক সসম্মানে গঙ্গাকে গমন পথ প্রদান করিলেন। শ্রীমহা-১৭। (৬) প্রহ্লাদের পুত্র অনিরুদ্ধ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ দ্বিষ্মজয়ে গমন করেন, তখন শিবভক্ত কুনন্দন দৈত্য অনিরুদ্ধকে বাধা প্রদান করিতে যাইয়া অনিরুদ্ধহস্তে নিহত হন। শিব স্বীয় ভক্তের মৃত্যুতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ গণাধ্যক্ষ ভৈরবকে অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। অনিরুদ্ধ ভৈরবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে জুস্তণ-অস্ত্রে তাঁহাকে মোহিত করেন। পূর্ব-অশ্ব-৫৭। (৭) হর-মুত ভৃঙ্গি ও মহাকাল গৌরীর শাপে মনুষ্যধোনিতে জন্মলাভ

করেন। কোনও সময়ে হর ও পার্শ্বতী একত্র অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভৃঙ্গি ও মহাকাল দ্বাররক্ষকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে পার্শ্বতী বাহিরে আসিয়া ভৃঙ্গি ও মহাকালকে দেখিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার ঐ বিপর্যস্ত অবস্থা অবলোকন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন,—“যেহেতু তোমরা নিলজ্জের দ্বার আমার অমর্যাদা করিয়াছ, তজ্জন্ত বানর-মুখাকৃতি হইয়া মনুষ্যধোনিতে জন্মগ্রহণ কর।” তখন ভৃঙ্গি ও মহাকাল বিনয়সহকারে নিজেদের নির্দোষিতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—“যদি নিতান্তই আমাদিগকে মনুষ্য-ধোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়, তবে আপনি মানুষীকূলে ক্ষতিতে অবতরণ করুন এবং হরও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন। তাহা হইলে মনুষ্যরূপী হরের তেজে, তাঁহার পত্নী মনুষ্যরূপিনী আপনার গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিব।” অতঃপর মহাদেব দক্ষের পৌত্র পৌষের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাহার নাম হইল চন্দ্রশেখর। অপরদিকে পার্শ্বতীও ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুকুৎস্থ রাজার কন্ডারূপে তদীয় পত্নী মনোম্মথিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল তারাবতী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তারাবতী চন্দ্রশেখরের সহিত পরিণীতা হন।

এই ভারাবতীর পুত্র মহাদেবের তেজঃ
 দুইটি বাসর-মুখ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের
 নাম হয় বেতাল ও ভৈরব। তাঁহারা ই
 মনুষ্যবোনিতে লক্ষ্যমাত্র ভূমি ও
 মহাকাল। কালি-৪৭-৫০। (৮)
 নাগরাজ যুগরাজের বংশজাত জনৈক
 নাপ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের
 সপ্নস্নেহে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।
 (৯) শিবের রোষ হইতে এক
 ভীষণাকৃতি পুরুষ সৃষ্ট হয়। শিব
 তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—“যেহেতু
 তুমি কালের দ্বারা বিরাজমান, সেইজন্য
 তোমার এক নাম হইল কালরাজ।
 তুমি বিশ্বতরণে সমর্থ এজন্য তোমার
 এক নাম ভৈরব। তোমাকে কালও ভয়
 করিবে, তজ্জন্য তোমার অপর এক নাম
 কালভৈরব। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া
 দুর্ভুতগণকে মর্দন করিবে, সেজন্য
 তোমার অন্য নাম আমর্দক। তুমি
 ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে, তজ্জন্য
 তোমার অপর এক নাম পাপভক্ষণ।
 আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরী কাশীতে তোমার
 সর্বদা আধিপত্য থাকিবে। চিত্রগুপ্ত
 এহানের পাপপুণ্যকর্ম কিছুই লিখিতে
 পারিবে না।” স্বপ্ন-কাশী-পূ-৩১।
 (১০) ভগ্নন, ভৈরব, কালিক,
 স্বর্গদেব, স্বর্গকামর্দন, পিত্র, ব্রহ্ম
 সর্বদেব, ব্রহ্মী এবং ইহাদের প্রভু
 সুপার্ব, ইহারা প্রত্যেকক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-
 পুরীর বায়ুযোগ রক্ষক। স্বপ্ন-প্রভা-

ধা-১৭। ভগ্নন দেখ। (১১) ভগ্নোক্ত
 তারিণীপুত্র তারিণীকেশর চারি
 দ্বারে ক্ষেত্রপাল, ভৈরব, গণনাথ ও
 মহান্ত, এই চারি দেবতার পূজা
 করিতে হয়। ভগ্নসার-৫২৮ পৃঃ। (১২)
 রাবণের জনৈক সেনাপতি। অম্বু-
 রামা-১৮। (১৩) ভগ্নোক্ত জনৈক
 কুলনারক। ভগ্নসার ২৫৬ পৃঃ।

ভৈরবনাথ—বিভিন্ন কল্পে ব্রহ্মা
 বিভিন্ন নামে প্রাতীভূত হন এবং
 তৎসঙ্গে মহাদেবও ভিন্ন ভিন্ন নামে
 অবতীর্ণ হন। ৬ষ্ঠ কল্পে—ব্রহ্মার
 নাম ছিল হেমগর্ত এবং সেই সময়ে
 মহাদেব ভৈরবনাথ নামে অবতীর্ণ হন।
 স্বপ্ন-প্রভা-প্রভা-৭, ২২। ব্রহ্মা (১২৪
 ও ১৫৭) এবং শিব দেখ।

ভৈরব—সৃষ্টির প্রারম্ভে যুত্যা
 হইতে যে সমুদয় কনার উৎপত্তি হয়,
 তাঁহারা ভৈরব নামে কথিত হইয়া
 থাকেন। বায়ু-৬৯।

ভৈরবাব—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত প্রভাস-
 ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর যে সকল দ্বারপালের
 নেতা, তাঁহাদের নাম ভৈরবাবাব, দুর্দার,
 মহাবল কিহিনীক, কয়াল, বিকট, মূল,
 বলিভুক্ত ও বলিপ্রিয়। স্বপ্ন-প্রভা-ধা-১৭

ভৈরবী—(১) চতুঃবষ্টি বোগিনী-
 গণের মধ্যে প্রধান বোগিনীর নাম
 ভৈরবী। অগ্নি-৫২। বোগিনীগণ
 দেখ। (২) অন্ততম শক্তি। দেবীভা-
 ৭৮-২৮। শক্তি দেখ। (৩) স্বপ্ন-

মহাবিভার অন্ততমা । মহাবিভা দেখ ।
(৪) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্ততমা ।
যোগিনীগণ দেখ ।

ভৈরবেশ্বর - (১) প্রভাসক্ষেত্রে
দেবী সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক
শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪১ । (২)
কানীস্থিত ভৈরবেশ্বরলিঙ্গের সন্নিকটস্থ
কুপের জল পান করিলে, সর্ববাগের
ফল প্রাপ্তি হয় । স্বন্দ-কানী-উক্ত-২৭ ।

ভোগদা - (১) সূর্য্য মন্ডলের এক
কলা । বোধিনী দেখ । (২) তন্ত্রোক্ত
অষ্ট যোগিনীর ষোড়শ পরিচারিকার
অন্ততমা । ভক্তিদা দেখ । (৩)
শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা শক্তিরূপিনী
গোপিকা । পদ্ম-পাতা-৪৩ । শ্রীকৃষ্ণ দেখ ।

ভোগবতী - (১) গঙ্গার যে ধারা
পাতালে প্রবেশ করিয়াছে সেই ধারার
নাম ভোগবতী । সেই ভোগবতী
ক্রমে কারণজলে প্রবেশ করিয়াছেন ।
শ্রীমহা-৭১ । (২) সীতার রোম-
কূপ হইতে উদ্ভূতা-জৈনিক মাতৃকা ।
অভু-রামা-২৩ । সীতা দেখ ।

ভোগী—মগধের বৈদেশিক বৃষ-
রাজবংশীয় নাগরাজ শেষের তনয়
ভোগী । তৎপরে চন্দ্রাংশ রাজা হন ।
বাহু-২২ । ভূতিনন্দ দেখ ।

ভোজ—(১) বসুদেবের অন্ততমা
পত্নী শান্তি দেবীর গর্ভে ভোজ ও
বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মে । হরি-

হরি-৩৫ । বসুদেব দেখ । (২)
যদুবংশীয় প্রতিক্ষত্রের পুত্র ভোজ
ভোজের তনয় হৃদিক । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।
অগ্নি- ৭৫ । (৩) হৈহয়বংশধরগণ
বীরহোত্র, ভোজ আবর্তি, ভূক্তিরেক
ও তালজত্ব, এই কর সম্প্রদায়ে
বিত্ত । হৈহয়বংশীয় পাঁচজন প্রধান
ব্যক্তির নামে ঐ পাঁচ সম্প্রদায় বিদিত ।
বায়ু- ২৪ । (৪) নরপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের
বংশে বক্রর পুত্র ভোজ, তৎপুত্র
মুমিত্রি জন্মে । বৃহত-মধ্য-২২ । (৫) হৈহয়-
দিগের যে পাঁচটি সম্প্রদায় পূর্বে উক্ত
হইয়াছে, তাহা পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি-১২)
এইরূপ—বীতিহোত্র, ভোজ, অবর্তি,
ভূক্তিরেক ও বিক্রান্ত । (৬) যদু-
বংশীয় ভজমানের তনয় শিনি ।
ঐহার পুত্র ভোজ । ভোজের তনয়
নরপতি হৃদিক । ভাগ-২২-২৪ । (৭)
যযাতি-বংশীয় যদুর অন্ততম পুত্র । এই
পুত্রগণ সকলেই যাদব নামে খ্যাত ।
পদ্ম-ভূমি-১০২ । যদু দেখ । (৮)
সাম্বত-বংশীয় মহাভোজের পুত্র ভোজ ।
গরু-পু-১৪৩ । (৯) কান্তকূজ দেশে
ভোজ নামে এক নরপতি ছিলেন ।
তিনি একদিন মৃগয়ায় বাইরা নারীদেহে
মৃগ-মস্তক বিশিষ্টা এক রমণীকে বল
হইতে ধরিয়া আনেন । পরে তিনি
সেই রমণীর নিকট হইতে তাহার
পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত এবং ঐরূপ বৃগাক্ষ
প্রাপ্তির কারণ জানিতে পারিয়া

তাহাকে বিবাহ করেন। স্বন্দ-প্রভা-
বস্ত্র-৬, ৭।

ভোজা—ভরত-বংশীয় বীরব্রতের
পত্নী। তাঁহার গর্ভে মনু ও প্রমথ
নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-১৯-১৫।

ভোজ্যা—জ্যামঘের পুত্রবধূ ও
বিদর্ভের পত্নী। জ্যামঘ দেখ।

ভৌতিক—শ্রীকৃষ্ণ, অনন্ত, সূক্ষ্ম
ত্রিমূর্তি, অমরেশ্বর, অঘীশ, ভারভূতি,
অতিবীশ, স্বাগৃক হর। দ্বিষ্টাশ,
ভৌতিক, সত্যোজাত, অমুগ্রহেশ্বর,
অক্রুর ও মহাসেন তত্ত্বমতে এই কয়টি
স্বরূপের মূর্তি। তত্ত্বসার—৩০৭ পৃঃ।
মধুসূদন দেখ।

ভোত্য—(১) ভবিষ্য মনুনিগের
অন্ততম। মার্ক-৫৩। (২) প্রজাপতি
অগ্নিরার পুত্র ভূতির শিষ্য শান্তি অগ্নিকে
আরাধনা করিলে, ভূতির ভোত্য
নামে যে পুত্র জন্মে, তিনি অমৃতন মনু
হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে
অগ্নিবাহ, অগ্নীধ, গুচী, মুক্ত, নাগব,
শক্র ও অজিত, ইঁহার সপ্তর্ষি
হইয়াছিলেন। ভোত্যমনুর অমুগ্রহ
প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। সমুদ্র মনু-
দিগের মধ্যে ভোত্য চতুর্দশ-মনু
ছিলেন। মার্ক-১০০। ভূতি দেখ।
(৩) চাক্ষুষ মনুষ্যের অতীত হইলে
বৈবস্বত মনুর অধিকারের প্রারম্ভে
প্রজাপতি কৃষ্ণির পত্নী ভূতির গর্ভে
ভোত্য নামে এক পুত্র হয়। তিনি

অন্ততম মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার
অধিকারকালে দেবভাদ্রের চাক্ষুষ,
কনিষ্ঠ, পবিত্র, ব্রাহ্মর ও বাচাবৃক নামে
পাঁচটি গণ ছিল। অগ্নীধ, অগ্নিবাহ,
গুচি, ওজস্বী, কাংশপ, পোলন্ত্য,
নাগধ, ভার্গব, আঙ্গিরস ও সূতল,
এই কয়জন ভোত্যমনুর পুত্র। রোচ্য
ও ভোত্য এই দুই মনু পুলহ ও ভৃগু-
বংশীয়। ভোত্যমনুর আধিপত্য-
কালের অবসানের সহিতই কল্যাবসান
হইয়াছিল। বায়ু-১০০। (৪) চতুর্দশ
ভোত্যমনুর কালে, অগ্নীধ, ভার্গব,
অতিবাহ, গুচি, বৃক, অত্র ও অজিত
ইঁহার সপ্তর্ষি ছিলেন। ভোত্যমনুর
পুত্রগণের নাম তরঙ্গভীক, বৃহ, তরঙ্গান,
উগ্র, অভিনানী, প্রবীর, জিহ্মু,
সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল। ভোত্য-
মনুর অধিকার পূর্ণ হইলেই এক কল্পের
অবসান হয়। হরি-হরি-৭। বিষ্ণু-৩২-২।
(৫) ভোত্যমনুর অধিকারকালে
গুচি ইন্দ্র হয়েন। এই মনুষ্যের সপ্তর্ষি-
গণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ-
পূর্বক বেদ সকল প্রবর্তিত করেন।
দেবগণ যজ্ঞাংশ গ্রহণ করেন এবং উক
প্রভৃতি মনু-তনয়েরা পৃথিবী পালন
করেন। অগ্নি-১৫০। (৬) বহু-
বংশীয় যুগকরের পুত্রেরা ভোত্য নামে
বিখ্যাত। বায়ু-২৬। (৭) উক, গভীর,
ধৃষ্ট, তরস্বী, গ্রহ, অভিনানী, প্রবীর,
জিহ্মু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও হুলভ,

ইঁহার। ভৌত্যমহুর তনয়। অগ্নীধ, অগ্নিবাহ, মাগধ, অগুচী, অজিত, মুক্ত ও গুহ ইঁহার। ভৌত্যমহুর অধিকার কালে সপ্তর্ষি ছিলেন। এইকালে দেবতাদের চাক্ষুষ, কৰ্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজী ও বচোবুদ্ধ এই পাঁচটি গণ ছিল। এই সকল প্রত্যেক গণে সাতজন করিয়া দেবতা ছিলেন। এই মন্বন্তরে গুচি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই সময়েই ব্যাসরূপধারী হরি এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ বিদ্যা প্রণয়ন করেন। গরু-পু-৮৭।

ভোবন—(১) নরপতি প্রিয়ব্রতের বংশে বুদ্ধিরাটের পুত্র ভোবন। তাঁহার পুত্র ষষ্ঠী। গরু-পু-৫৪। (২) মহর্ষি ভৃগুর অন্ততম পুত্র। মৎ-১২৫। অব্যয় ও ভোমন দেখ।

ভোম—(১) দানবপতি বিপ্র-চিন্তির সৈংহিকের নামে খ্যাত পুত্র-গণের অন্ততম! বিপ্রচিন্তি দেখ। (২) দানবপতি বলির শত পুত্রের মধ্যে অংগুতাপন, কুক্ষি, গুরুক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র, নিকুম্ভ, বিবস্বান, ভীষণ, ভোম, সূর্য্য প্রভৃতি পুত্রেরা প্রধান ছিলেন। পদ্ম-সু-৬। (৩) কংসের অমুগত জনৈক অসুররাজ। ভাগ-১০স্ক-২। (৪) ভোম ভবিষ্য মন্বন্তরে অন্ততম মনু হইবেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩৬। (৫) অত্রি-তনয় ভোম ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি। তিনি বিশ্বদেবগণের

স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪১।

ভোমন—(১) ভারত-বংশীয় মহানের পুত্র। তাঁহার তনয় ষষ্ঠী। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু পুরাণে ভোমন নামের পরিবর্তে ভোবন নাম পাওয়া যায়। বায়ু-৩৩।

ভোমরি - সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভোমরিকা—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম কন্যা। বায়ু-২৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভৌরিক—জনৈক অসুর সেনানী। গন্ধ দেখ।

ভ্রমি—উত্তানপাদ-তনয় ঋগ্বেদ পণ্ডী। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১০।

ভ্রমিশিরা—মৌনেয় নামে খ্যাত ঘোড়শজন দেবগন্ধর্ব্বগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। উগ্রসেন দেখ।

ভ্রাজিষ্ঠ—প্রিয়ব্রতাস্বজ স্বতপৃষ্ঠের অন্ততম পুত্র। স্বতপৃষ্ঠ দেখ।

ভ্রাজী—ভৌত্য (৭) দেখ।

ভ্রামণি, ভ্রামণী—চুঃসংহের ভাৰ্গ্য (যমহুহিতা) নির্দ্যাক্ষির গর্ভে অন্ধধুঙ্ প্রভৃতি আট পুত্র এবং ভ্রামণী প্রভৃতি আট কন্যা জন্মে। এই ভ্রামণি এক স্থানবাসী পুরুষদিগের পরম্পর উৎকর্ষা জন্মাইয়া দেয়। ইহার শান্তি বিধানের জন্য আসনে, শয্যায় ও ভূমিতে ষ্ঠেত সর্ষপ নিক্ষেপ করিতে

হয়। কোনও পাপকার্যে চিন্তা ধাবিত হইলে, “এই দুইমতি ভ্রামণি আমাকে প্রেরণ করিতেছে” এই চিন্তা করিয়া সমাধিবৃত্ত হইয়া ভূমিস্কৃত মস্ত্র জপ করিতে হয়। ভ্রামণির পুত্র কাকজম্ব। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।

ভ্রামরী—(১) অরুণ নাম মহাদৈত্য লোক সমুদয়ের উপর অশেষরূপে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, মহা-দেবী ভ্রামরীরূপ ধারণ করিয়া সেই অশুরকে বধ করেন। তদন্ত লোক সমুদয় তাঁহাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করে। মার্ক-৯২। (২) চতুঃষষ্ঠি ষোগিনীগণের অন্ততমা। কালিকা-৬৩। ষোগিনীগণ দেখ।

ভ্রাক্ষয়ণি ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বৈগাংনি দেখ।

ভ্রাবিকার—গীতকৃত, নর্ভক, নম্র, কবলী, দহনপ্রিয়, হনন, নেত্রভঙ্গ, ভ্রাবিকার বিজন্তক এবং ইহাদের প্রভৃ মূৰলী, ইহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা পুরীর নৈঋত কোণ রক্ষক। স্বন্দ-প্রভা-ধা-১৭।

ম

মকর - (১) দিতির গর্ভজাত অন্ত-তম দানব। পদ্ম-উত্ত-২৩০। (২) দানবপতি বাণের অন্ততম পুত্র। কালিকা-৩৪।

মকরন্দ—মদনের সখা। পদ্ম-ভূমি-৫৫।

মকরাফ—(১) রাক্ষসরাজ রাবণের অন্ত-তম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা-মাগরে তিনি রামের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭৮, ৭৯। (২) মকরাফ রাক্ষস প্রতিপদ তিথিতে নিহত হইয়া ছিলেন। বৃহত-পু-১২। (৩) ধরতনয় মকরাফ লঙ্কাসমরে বিভীষণ হস্তে নিহত হন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

মকরাথ্য—কার্ত্তিকের দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, গয়াশির তীর্থ তাঁহার সাতাষাৰ্থ স্বীয় অশ্রুচর মকরাথ্যকে প্রদান করে। বাম-১৭।

মকরেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে মানব-গণের রাক্ষস ভয় দূর হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মগ—অষ্টবসুর অন্যতম। স্বন্দ-নাগ-১৪৬। বসুগণ ও অষ্টবসু দেখ।

মথেশ্বর মথেশ্বর তীর্থে মথেশ্বর-দেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে যত্নফল লাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উ-৮৪।

মথবা—ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র দেখ।

মথবানু—কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা দম্বুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩।

মথা—মক্ষের অন্ততমা কস্তা ও চন্দ্রের অন্ততমা পত্নী। চন্দ্র তাঁহার অন্তান্ত পত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া

নিম্নত রোহিণীর প্রতিই আসক্ত থাকি-
তেন, তজ্জন্তু মধা, ভরণী প্রভৃতি পত্নী-
গণ তাঁহাকে তিরস্কার করেন।
কালিকা-২০ ।

মহগ—বারাণসীর অধিবাসী জনৈক
নাগিত। সে শিবের অত্যন্ত গণ
ক্ষেমকের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া
বারাণসী পুরীর দ্বারে ক্ষেমকের মূর্ত্তি
নিৰ্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। বায়ু-২২ ।
হরি বংশে (হরি-২২) মহগের স্থলে
কন্দুক উল্লিখিত হইয়াছে।

মহগক - (১) এক ব্রাহ্মণ। তিনি
সরস্বতী তীরে তপস্তা করিতেন। কোনও
সময়ে কুশ তৃণ দ্বারা আহত হইয়া
তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস ক্ষরিত
হইতে থাকে। তাহা দেখিয়া তিনি
অতিশয় আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিত
লাগিলেন। তাঁহার তপোমাহাত্ম্য
এইরূপ ছিল যে, তাঁহার নৃত্যে মোহিত
হইয়া সমুদ্রয় স্বাবর জঙ্গম নৃত্য করিতে
লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবগণের
প্রার্থনায় ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন—
“মহগক বাহাতে আর নৃত্য না করেন
আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।” তখন
রুদ্র মহগকের নিকট উপস্থিত হইলেন।
ঋষি রুদ্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—
“দেব, আমার তপস্তা বাহাতে ইহ-
লোকে ক্ষরপ্রাপ্ত না হয়, আপনি সেই
বর দিন।” শিব সেইরূপ বর দিয়া
প্রস্থান করিলেন। বর প্রাপ্ত হইয়া

মহগক ঋষির নৃত্য থামিয়া গেল।
হৃন্দ-আব-চতু-২। পদ্ম-স্ব-১৮। বাম-
৩৮, ৬২। (২) পরমেশ্বর, অতিথি-
বৎসল একজন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ।
তাঁহার পুত্র আকথ। পদ্ম-পাতা-৭২।
(৩) মহগক ঋষি কণ্ঠপের পুত্র ছিলেন।
তাঁহাহইতে মরুদগণ নামে বিখ্যাত
সাতজন ঋষি জন্মলাভ করেন। বাম-
৩৮। মরুদগণ দেখ। (৪) মহগক ঋষি
সর্প বিষের ঔষধ জানিতেন। হৃন্দ-
নাগ-৪০।

মহি, মর্দী—(১) কৌষিতকের পুত্র
মহি অপুত্রক ছিলেন। তিনি স্বীয়
গুরুর উপদেশে সাত্রনতী নদীর তীরে
তপস্তা করিয়া বহু পুত্র লাভ করেন।
পদ্ম-উত্ত-১৪৩। (২) শঙ্কর ব্রহ্মহত্যা-
ক্রান্ত হইয়া সরস্বতী তীরে গমন করিলে,
সেই ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং
শরীরও সুবর্ণময় হয়। এই ঘটনা
জানিতে পারিয়া মহি নামক কোনও
মুনি, সেই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া সুদীর্ঘ কাল তপস্তা করেন।
হৃন্দ-প্রভা-প্রভা-৫। (৩) মহি নামে
এক মুখ্য ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবৃত্তে অনভিজ্ঞ
ছিলেন। তিনি মহিষ-পালন
করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ
করিতেন। নানারূপ দুঃখ কষ্টে তাঁহার
বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি
পিণ্ডারক তীর্থে তপস্তা করিয়া সিদ্ধি
লাভ করেন। হৃন্দ-প্রভা-অর্ক-২৫।

মহাভা-শান্তি-১৭৭-১৮০। বাম-৭২।
 মঙ্গল—(১) রামচন্দ্রের একজন বরভ্র। রামা-উত্ত-৫৩। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথমে যদু, যযাতি, দীক্ষিণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্রুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশজন দেব “যাম” নামে কথিত হইতেন। তাঁহারা সকলে যজ্ঞের পুত্র। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। (৩) মঙ্গল নামে এক রাজা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম লক্ষ্মীর পূজা করেন। তৎপরে দেবতা, মুনি ও মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেবীভা-২২-১। (৪) বশুকরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্মিণী। তাঁহার পুত্র মঙ্গল। মঙ্গলের তনয় ঘটেশ। দেবীভা-২২-২। (৫) নবগ্রহের অন্তর্গত মঙ্গল। বৃহদ-উত্ত-২। তত্ত্ব-২২৪ পৃঃ (৬) মঙ্গল গ্রহের বাহন বানর। গর্গ-গো-১২। (৭) গয়, বিমল, শ্রীশ, শ্রীধর, মঙ্গলায়ন, মঙ্গল, ব্রহ্মবল্লীশ, রত্নোজ্জ্বল ও দেবনায়ক, ইহারা গোকূলে নবনন্দ নামে কথিত। গর্গ-গো-১৮। (৮) বঙ্গদেশে মঙ্গল নামে এক গোপ ছিলেন। তিনি নয় লক্ষ গাভীর অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার পাঁচ হাজার পত্নী ছিল। ঘটন। চক্রে তাঁহার সমুদ্র ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার, তিনি ছুরবহার চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রাম-চন্দ্রের বরে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ।

জীব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গল ঐ সমুদ্র কন্তার ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া, জর নামক অপর একজন গোপের পরামর্শে তাহাদিগকে নন্দের গৃহে দাসীরূতি করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। গর্গ-মাধু-২। (৯) ভূমিপুত্র মঙ্গল অন্ধারক তীর্থে শিবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তিনি গ্রহগণের মধ্যগত হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিবেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১১৫।

মঙ্গলচণ্ডী—সকল বিশ্বের মূল-স্বরূপা প্রকৃতি দেবীর মুখ হইতে মঙ্গল-চণ্ডী দেবী উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলরূপা এবং সংহার কার্য্যে কোপরূপিণী, এই জন্ত পণ্ডিত গণ তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া অভিহিত করেন। দেবীভা-২২-১। দক্ষ অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল। মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে তাঁহার পূজা বিধেয়। মনুসংগীত মঙ্গল রাজা নিরন্তর তাঁহার পূজা করিতেন। দেবীভা-২২-৪৭।

মঙ্গলা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেব কতৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-৭২। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সাবিত্রীদেবীর একনাম। ভদ্রকর্কিকা দেখ। (৩) মঙ্গলা, বিশা-লাক্ষী, চত্বরপ্রিয়াদেবী এই তিনজন

প্রভাস-ক্ষেত্রের তিন দূতী । ইহাদের মধ্যে মঙ্গলা ব্রাহ্মীশক্তি, বিশালাক্ষী বৈষ্ণবী শক্তি এবং চত্বরপ্রিয়া রৌদ্রী শক্তি । ব্রহ্মাদি-দেবগণের মঙ্গল করেন বলিয়া ব্রাহ্মীশক্তি মঙ্গলা নামে কথিত হন । তৃতীয়া ত্রিধিতে যে নর বা নারী তাঁহার পূজা করে, তাহার অমঙ্গল-জনিত ভয় দূর হয় । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৬০ । (৪) শিবশর্মা নামক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী । শিবশর্মা দেখ ।

মঙ্গলায়ন—মঙ্গল দেখ ।

মঙ্গলেশ্বরী—সাবিত্রীর এক নাম । তত্ত্বকণিকা দেখ ।

মঞ্জল—স্বন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে বিভিন্ন দেব, দেবী, পর্কিত, নদীসমূহ তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাপতি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম । বৈতালি দেখ ।

মজ্জান—রাবণের অন্ততম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি । অঙ্গু-রামা-১৯ । রাবণ দেখ ।

মঞ্জরী—তন্ত্রোক্ত অন্ততমা ব্যঞ্জন-শক্তি । তন্ত্রঃ-৩০২ পৃঃ । শক্তি দেখ ।

মঞ্জুকলা—সৌরাষ্ট্র দেশবাসী সর্বসহ নামক ব্রাহ্মণের পত্নী । পদ্ম-ক্রি-৩ । সর্বসহ দেখ ।

মঞ্জুবেশ—অথর্ব-বেদজ্ঞ শৌনকের অন্ততম শিষ্য সৈন্ধবায়ন । তাঁহার শিষ্য মঞ্জুবেশ । তিনি স্বীয় গুরু সৈন্ধবায়নের

নিকট অথর্ব বেদের এক বিভাগ প্রাপ্ত হন । ব্রহ্মা-৬৭ ।

মঞ্জুবোধা—জনৈক অপসরা । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩ ।

মণি—(১) কক্ষুর গর্ভজাত অন্ততম নাগ । হরি-হরি-৩ । কক্ষু দেখ । (২) স্বন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের ত্রায় চন্দ্র, মণি ও বসুমণি নামে তাঁহার দুই গণকে স্বন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

মণিক—মহিষাসুরের পুত্র রক্তা-সুরের (রক্তাক্ষের) তেত্রিশজন মস্তুর অন্ততম । সৌর-৪৯ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯ ।

মণিকণ্ঠ—অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কোটক, মণিকণ্ঠ, ঐরাবত, শঙ্খ, পুণ্ডরীক ও শেখ, এই কয়জন নাগ নাগ-নায়ক নামে কথিত হন । স্বন্দ-নাগ-৩১ ।

মণিকর্ণ—কাশীস্থিত বিয়বিনাশক গণপতিদিগের অন্ততম । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৫৭ ।

মণিকর্ণিকা—(১) প্রভাস ক্ষেত্রস্থ এক তীর্থ । মণিকর্ণিকা নামী এক পতি-ব্রতা ক্রিাত নারীর নামানুসারে এই তীর্থের নাম হইয়াছে । ঐ ক্রিাত রমণী এক সময়ে অতিশয় ভৃক্ষার্জী হইয়া নৃষ্যের গ্রহণকালে ঐ তীর্থের কুণ্ডলে প্রবিষ্ট হয় এবং দিব্য রূপধারিণী হইয়া ঐ কুণ্ডল হইতে উদ্ধৃত হয় । ঐ ক্রিাত

হনুমান পতি তাহারই অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হয়, এবং প্রথমে পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকেই নিজ পত্নীর বিষয় জিজ্ঞাসা করে। পরে পরিচয় পাইয়া ও সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার পরামর্শে সেই কুণ্ডে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে স্বর্ঘ্য রাহগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য ক্রিান্ত যখন কুণ্ড হইতে উদ্ধৃত হইল, তখন তাহার মূর্তি পূর্নাপেক্ষা আরও কদাকার হইল। ইহাতে অতিশয় হুঃখিত হইয়া ক্রিান্ত কুণ্ডজলে প্রাণ বিসর্জন দিল। তাহার পত্নীও পতিশোক পতির চিত্তানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্বৃত্ত হইলে, তথায় উপস্থিত বালখিল্য মুনিগণ তাহার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার পতির প্রাণদান করিলেন। তদবধি সেই ক্রিান্ত রমণীর নানানুগারেই সেই তীর্থ মণিকর্ণিকা তীর্থ নামে খ্যাত হইল। স্বন্দ-প্রভা-অর্ক-১৬। (২) কাশীস্থিত চক্রপুঙ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মণিকর্ণিকা তীর্থ একবার নিজ সলিল রূপ পরিত্যাগ করিয়া নারীরূপ ধারণ-পূর্বক কাহ্নিকেশকে দর্শন দান করেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মণিকূটিকা—সীতার রোমরূপ হইতে নির্গতা অনেক মাতৃকা। অঙ্ক-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মণিগ্রীব—কুবেরের তনয় নলকুবের

ও মণিগ্রীব একদা মন্ত্রপান করিয়া অনিষ্ট আচরণ করেন। তাহাতে দেবল মুনির শাপে তাঁহার ভূতলে বৃক্ষের রূপ প্রাপ্ত হন। ষাপের কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার মুক্তিলাভ করেন। গর্গ-গো-১৯। দ্বিধিজয়ে বহির্গত প্রহ্লাদের সহচর সত্যভামা-তনয় চন্দ্রভানুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় ও তিনি চন্দ্রভানু হস্তে নিহত হন। (২) কুবের তনয় মণিগ্রীব ও নলকুবের নারদের শাপে ধমলাঙ্কন নামে দুই বৃক্ষে পরিণত হন। ভাগ-১০ঙ্-১০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মণিগ্রীবা—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের অন্ততমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মণিদত্ত—যক্ষ মণিভদ্রের অন্ততম পুত্র। পুণ্যজননী দেখ।

মণিধর—যক্ষরাজ রজতনাভের পুত্র। রজতনাভ দেখ।

মণিনাগ - কল্পপুত্র মণিনাগ মাতৃ-শাপ ভয়ে নর্মদা তীরে যাইয়া সুদৌর্ধ্ব-কাল তপস্তা করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-৭২। কল্প দেখ।

মণিপ্রদীপ - কাশীস্থিত মণিপ্রদীপ নাগকে অর্চনা করিলে আর নাগ-ভয় থাকে না। স্বন্দ-কাশী-পূ-৩৩। ঐ মণি-নাগের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া যে মণিপ্রদীপ নাগকে দর্শন করে তাহার বিবিধ ঐশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮।

মণিপ্রভা—মন্ত্রী, মণিপ্রভা, মণি-
মালিকা, প্রভৃতি ঐক্যের সহচরী
শক্তিমণিণী গোপিকাগণের অন্ততমা ।
পদ্ম-পাতা-৪৩ ।

মণিবর—যক্ষ রজতনাভের পুত্র ।
ঊঁহার অপর সহোদর ভ্রাতার নাম
মণিভদ্র । বায়ু-৬২ । যক্ষ মণিবর মনু-
প্রকৃতি দেবগণের অন্ততম । অর্থাৎ
বাঁহারা দেবতা না হইয়াও দেবগণ
হইতে অভিন্ন বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন,
মণিবর তাঁহাদেব অন্ততম । বায়ু-২৭ ।

মণিবাহন—ঊঁহার অপর নাম
কুশাধ । মহাভা-আদি-৬৩ । হরিবংশ
মতে কুশ । হরি-হরি-৩২ । বিষ্ণোপরিচর
দেখ ।

মণিভদ্র -(১) শিবের অন্ততম গণ ।
জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে
মণিভদ্র জালন্ধরের অস্থির গণের সহিত
যুদ্ধ করেন । পদ্ম-উ-১২, ১৩, ১৭ । (২)
যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র, কৈলাশ-শৈলের
পূর্বোত্তরে চন্দ্রপ্রভশৈলে বাস করেন ।
বায়ু-৪৭ । (৩) যক্ষ রজতনাভের অন্ততম
পুত্র । মণিবর দেখ । (৪) কুবেরের
সখা । বড়ল দেখ । (৫) বিদিশা নগরীতে
মণিভদ্র নামে এক অতি নীচ প্রকৃতি
কৃপণস্বভাব ব্যক্তি ছিল । সে বহু অর্থ
প্রদান করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের
স্বাক্ষরী কন্যাকে বিবাহ করে । কিন্তু
নিজ নীচ স্বভাবের জন্ত-পত্নীর প্রতি
অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত । তাহার

গৃহে সে প্রতিদিন এক ব্রাহ্মণকে
ভোজন করাইত । কিন্তু তাহার এই
ব্যবস্থা ছিল যে ভোজনকারীকে মাথা
হেঁট করিয়া আহার করিতে হইবে ।
মাথা উঠাইলেই মণিভদ্র তাহাকে প্রহার
করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিত ।
একদিন পুশ নামে এক ব্রাহ্মণ মনি-
ভদ্রের গৃহে আহার করিতে করিতে
মাথা উঠাইয়া মণিভদ্রের পত্নীকে দর্শন
করে । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মণিভদ্র
তাহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর
করিয়া দেয় । ব্রাহ্মণ অতিশয়
অপমানিত বোধ করিয়া প্রতিশোধ
লইবার জন্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া
তাহার নিকট হইতে মন্ত্রপুত দুইটি গুলি
লইল । তাহার একটি মুখে রাখিলে
ব্রাহ্মণ যে কোনও রূপ ধারণ করিতে
পারিত । অপরটি মুখে রাখিলে সে
স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইত । ঐ মন্ত্রপুতগুলি
লইয়া পুশ মণিভদ্রের রূপ ধারণপূর্ব্বক
তাহার ধনসম্পত্তি সব হরণ করে, এমন
কি তাহার স্ত্রীকেও নিজস্ব করিয়া লয় ।
মণিভদ্র রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইয়াও
পুশের চাতুর্য্যে কোনও ফললাভ
করিতে পারে নাই । স্বল্প-নাগ-১৫৫-
১৬০ । (৬) চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা ।
তিনি যুদ্ধকালে বীরভদ্র ও যশোভদ্র
নামক পুত্রদ্বয়ের উপর রাজ্যভার প্রদান-
পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন । পদ্ম-
ক্রি-৩ । যশোভদ্র দেখ ।

মণিমৎ—যক্ষ রক্ততনাজের পুত্র তম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি । অতু-
মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভে মণিমৎ রামা-১৮ ।

প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । দেবজনী মণ্ডুক—বশিষ্ঠ ঋষি মণ্ডুক দেবতার
দেখ । স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ময় রচনা

মণিমতি—রাজা জন্মেজয়ের পত্নী । করেন । সায়েন বলেন যে বশিষ্ঠ ঋষি
তাহার গর্ভে সুরথ ও মতিমান্ জন্ম পৰ্জ্জন্ত দেবের নিকট জল প্রার্থনা
গ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩২ । করেন । মণ্ডুকগণ তাহার এই প্রার্থনা

মণিমন্ত্র—পৃথিবীর নিম্নভাগে তৃতীয় অমুমোদন করে । তজ্জন্ত বশিষ্ঠঋষি
তলে কুম্ভল, চ্যবন, খর, বিরাধ, ক্রুব, মণ্ডুকগণকে স্তব করেন । ঋক্-৭।১০০ ।
উকামুখ, হেমক পাণ্ডুরক, মণিময়, ১-১০ ।

কপিল ও নন্দ এই সমুদয় রাক্ষসগণ মতঙ্গ-(১) পম্পানদীর পশ্চিম-
বাস করেন । বায়ু-৫০ । তীরে মতঙ্গঋষির আশ্রম ছিল । সীতার

মণিমান্—(১) রাক্ষস-পতি বৃত্র ছাপরে অন্বেষণ করিতে করিতে, রাম মতঙ্গঋষির
রাক্ষসি মণিমান্ রূপে জন্মগ্রহণ করেন । আশ্রমে উপস্থিত হন । রামা-আর-৭৪
মহাতা-আদি-৬৭ । (২) জনৈক নাগ । ৭৫ । বালি হৃন্দুভি-নামক মহিষকে
তিনি বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিতেন । বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ
মহাতা-সভা-২ । করেন । তখন হৃন্দুভির মুখ হইতে

মণিমালিকা—মণিপ্রভা দেখ । নির্গত রক্ত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে

মণিস্বন্দ—(১) নাগরাক্ষ ধৃতরাষ্ট্রের ছিটকাইয়া পড়ে । মতঙ্গ তাহা জানিতে
বংশজাত জনৈক নাগ । তিনি রাজা পারিয়া এই শাপ দেন যে, কোনও
জনমেজয়ের সর্পসত্ত্বে বিনষ্ট হন মহাতা- পারিয়া এই শাপ দেন যে, কোনও
আদি-৫৭ । (২) রাবণের অন্ততম পুত্র ও বানর তাহার আশ্রমসীমার মধ্যে প্রবেশ
রাক্ষস সেনাপতি । অতু-রামা-১৮ । করিতে পারিবে না । রামা-কিষ্কি-২০
২১ । (২) অন্ততম রুদ্র । অগ্নি-৮৫ ।

মণিচক—প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র ব্রহ্ম দেখ । (৩) মহর্ষি মতঙ্গের পুত্রের
হব্য শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন । সহিত ধর্মব্যাস নামে পরিচিত এক
তাহার জলদ, মণিচক প্রভৃতি কতিপয় ব্যাধের কষ্টা অর্জুনকার বিবাহ হয় ।
পুত্র জন্মে । বায়ু-৩৩ । হব্য দেখ । মতঙ্গঋষি গো, ঋগ ও পক্ষাদিগকে

মণিধর—মহাদেবের জনৈক গণ । আহার না দিয়া এবং বধাবিধানে
পদ্ম-ভূমি-১০২ । অতিথি সংকার না করিয়া, আহার

মণ্ডলক—সকাপতি রাবণের অন্ত- করিতেন । বলিয়া ধর্মব্যাস তাহাকে

তিরস্কার করে। বরা-৮। (৪) মতঙ্গ ঋষি অপরূপ বোনিতে জন্মলাভ করিয়া ও তগোবলে ঋষি লাভ করেন। শান্তি-২১। বশিষ্ঠ দেখ। (৫) পূর্ব-কালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র জন্মে। ব্রাহ্মণ ঐ পুত্রকে নিজ ঔরসজাত পুত্র বিবেচনা করিয়া তাহার ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করেন। একদিন ঐ ব্রাহ্মণ এক যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য মতঙ্গকে আদেশ করিলে, মতঙ্গ গর্দভ-বাহিত্ রথে আরোহনপূর্বক যাত্রা করিলেন। কিন্তু গর্দভ-শাবক তাঁহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন না করিয়া নিজ মাতার সকাশে গমন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। মতঙ্গ তাহা দেখিয়া সেই গর্দভশাবককে বারংবার নিষ্ঠুর ভাবে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গর্দভী তাহার শাবককে বলিল—“এ ব্যক্তি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কদাপি এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। এব্যক্তি যেমন নীচবোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই মত কার্য্য করিতেছে।” এইকথা শুনিয়া মতঙ্গ রথ হইতে নামিয়া আসিয়া গর্দভীকে বলিল—“তুমি আমার জন্ম বুভুক্ষু বাহা জান বল।” গর্দভী বলিল—“তোমার জনক এক নাপিত ; এইজন্য তুমি ব্রাহ্মণের বদলে চণ্ডাল প্রাপ্ত

হইয়াছ।” মতঙ্গ এইকথা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে সমস্ত বুভুক্ষু, বলিদা ব্রাহ্মণ লাভের অন্ত তপস্থা করিতে চলিয়া গেলেন। তিনি অদীর্ঘ কাল অতি কঠোর তপস্থা করিয়াও ব্রাহ্মণ লাভ হুস্তর দেখিয়া ইন্দের বরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পূজ্য কামরূপী কামচারী বিহঙ্গম প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল ছন্দোদেব। মহাভা-অম্ব-২৭, ২৮, ২৯। স্বন্দ পুরাণে আছে (আব-চতু-৬০) মতঙ্গ ঐরূপ তপস্থা করিয়া ইন্দের উপদেশে মহাকাল বনে ব্রাহ্মাকর্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ লাভ করেন। তদবধি ঐ শিব-লিঙ্গ মতঙ্গের লিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ হইল। মতঙ্গের পিতার নাম স্মৃতি।

মতি—(১) যামদেবগণের অন্ততম। মঙ্গল ও যামদেবগণ দেখ। (২) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদের অমৃতভ, ভূতরজ প্রভৃতি যে চারিটি গণ ছিল, তাহাদের মধ্যে ভূতরজ-গণের অন্তর্ভূত অন্ততম দেবতা মতি। বায়ু-৬২। রৈবত মন্ব দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপু-তনয় হ্রাদের পত্নী। ভাগ-৬৯-১৮ (৪) সরস্বতীদেবীর অন্ততমা শক্তি। গুরু পু-৭। সরস্বতী দেখ। (৫) দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৬) ত্রয়োঙ্ক ষোড়শজন স্বর

শক্তির অন্ততম। উক্ত:-২৩২ পৃঃ।

মতিনার—(১) রাজর্ষি ঋতুম্বর পুত্র। তৎপুত্র তংসু। হরি-হরি-৩২। (২) কুরুবংশীয় তত্রাস্থের ঋতুম্বর মতিনার প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মতিনারের তিন পুত্র তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত। অগ্নি-২৭৮। (৩) কুরুবংশীয় অনাধুষ্টের পুত্র মতিনার। তিনি রাজসুহ, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিরাছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র তংসু, মহানু, অতিরথ ও ক্রহ। মহাভা-আদি-২৪। (৪) তক্ষক-দুহিতা জালার গর্ভে ঋক্ষের ঔরসে মতিনার জন্ম গ্রহণ করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রেম করিবার নিমিত্ত ষাটশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী মতিনারকে পতিত্ব বরণ করেন। সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের তংসু নামে পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৫।

মতিভূ—একজন মুনি। শর-শয্যাশারী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্মালোচনা করিতেন। পদ্ম-উক্ত-৮১।

মতিমান—(১) রাজা জনমেজয়ের অন্ততম পুত্র। জনমেজয় দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মতী—মহারাজ শশবিন্দুর পত্নী। শিব-ধর্ম-৬০। চৈত্রয়ধী দেখ।

মত্ত—রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ঔরসে তৎপত্নী স্নহরীর গর্ভে উদ্ভূত, মত্ত,

হুমুখ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। লঙ্কা-বহনকালে হনুমান তাঁহাদের গৃহ দগ্ধ করেন। ইঁহারা সকলেই লঙ্কা-সমরে নিহত হন। রামা-সুখ-৫৪, উক্ত-১, ৫। অগ্নি-১৩।

মত্তরূপী—অন্ততম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম দেখ।

মৎস্ত (১) মহর্ষি শাকল্যের অন্ততম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৬। বাহু-৬০। শাকল্য দেখ। (২) বৃষিষ্ঠির রাজসুহর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলে মৎস্তরাজ তাঁহাকে সুবর্ণ-নির্মিত অক্ষ উপচোকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। মহাভা-সভা-৫২। (৩) চেদিরাজ উপরচির বনুর অন্ততম পুত্র। ভাগ-২২-২২। (৪) কল্পের ক্ষয় কাল উপস্থিত হইলে মহেশ্বর মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া সলিল-রাশী মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা ৩। শিব দেখ। (৫) সমদ নামক মহামানবের পুত্র মৎস্ত আদিত্যগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্য বলেন যে, বাস্তবিক মৎস্ত বলিয়া কোনও ঋষি কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন নাই। মৎস্ত কথাটি ঐ স্থলে উপমাৰূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বক্-৮১৬৭।

মৎস্ত-অবতার - কল্পের অবসানে যখন সমুদ্র লোক সাগরজলে দ্রাবিত ছিল, তখন বৈবস্বত মনু ভুক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। একদিন তিনি কৃতমালা

মানে এক নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্ত তর্পণ-জলসহ তাঁহার হস্তে উন্মিত হইল। মনু সেই মাছটিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে মাছটি বলিল “অনুগ্রহ করিয়া আমায় নদীর জলে ফেলিয়া দিবেন না। অস্তান্ত বড় বড় জলজন্তুরা আমার খাইয়া ফেলিবে।” তখন মনু তাহাকে কলসীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে তাহার শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনু তাহাকে কূপ, পুষ্করিণী ও নদীতে রাখিয়া দিলেন। তাহাতেও তাহার বর্দ্ধনান শরীরের স্থান সংকুলন না হওয়ার, মনু তাহাকে সাগর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হইবার অল্পকাল মধ্যেই সেই মৎস্ত লক্ষ-যোজন বিস্তীর্ণ মহান আকার ধারণ করিল। তখন মনু তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি সাধারণ মৎস্ত নহেন। আপনি নিশ্চয়ই দেবদেব নারায়ণ। আপনি কেন আমার মাঝখানে মোহিত করিতেছেন?” তখন সেই মৎস্ত বলিলেন—“তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আমিই অনন্ত পুরুষ। দুইটের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য মৎস্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আর সাতদিন পরে সমস্ত জগৎ জলে প্রাবিত হইলে তোমার নিকট একটি নোকা উপস্থিত হইবে। তুমি সেই নোকায় আরোহণ করিও। তাহার পর যখন আমি

তোমার নিকট উপস্থিত হইব, তুমি সেই নোকাটি আমার শৃঙ্গে বাধিয়া দিও।” সাতদিন পরে ঠিক ঐরূপ এক নোকা ও তাহার পরে মৎস্তরূপী ভগবান তাহার নিকট আসিলে মনু তাঁহার শৃঙ্গে নোকাটি বাধিয়া দিয়া নানাভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্তাবতারে হরি মনুর নিকট মৎস্তপূরণ কীৰ্ত্তন করেন। অগ্নি-২। মহাভা-বন-১৮৬। মৎ-১,২। (২) প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ভীত ব্রহ্মার মুখ হইতে যে বেদবাণী নিঃসৃত হয়, মৎস্ত-রূপী হরি সেই বেদবাণী লইয়া, সলিল রাশী মধ্যে ক্রীড়া করিয়া ছিলেন। ভাগ-২ঙ্ক-৭। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রলয়কালে হরি মৎস্তাবতার হন। গরু-পু-১। (৪) পুরাকালে দাশরথি রামই মৎস্তরূপী হইয়া নিজ ভক্ত বৈবস্বত মনুকে নোকায় আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অধ্যা-রামা-অধো-৫।

মৎস্তকাল—মগধরাজ বৃহদ্রথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বায়ু-২২। বিষ্ণোপরিচর দেখ। অগ্নিপুরণে মৎস্তকালী নান আছে। অগ্নি-২৭৮। গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

মৎস্তগন্ধ—একায়ন, যাজ্ঞপতি প্রত্যহ, সৌরি, চৌক্ষি, মৎস্তগন্ধ, কার্দ্ধমায়নি, গৃৎসমদ ও সনক এই সকল ত্রুণবংশীয় গোত্র প্রবর্তক

ঋষিদিগের আবেশ প্রবর দুইটি,—ভৃগু ও দাক্ষ্যয়, ও মারুত এই সকল অগ্নিরাবংশীয় গৃহসমদ। এই সকল আবেশ প্রবরে ঋষিগণের আবেশ প্রবর তিনটি যথা— পরম্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। মৎ-১১৫। অগ্নিরা, বৃহস্পতি এবং ভরদ্বাজ।

মৎস্তগন্ধা—ব্যাগদেবের জননী। অদ্রিকা এই সকল ঋষিবংশে পরম্পর বিবাহ ও সত্যবতী দেখ। মহাভা-আদি-৬৩। নিষিদ্ধ। মৎ-১১৬।

মৎস্তদধ—মহাতেজা সাত্যমুত্রি, মৎস্যশাশী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হিরণ্যস্তুধি ও মুদাল, অগ্নিরাবংশীয় অন্ততম পুত্র। মহাভা-অমু-৩ এই সকল গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের মৎস্যেশ্বর—গন্ধার হইতে আগ-মন করিয়া মৎস্যেশ্বর লিঙ্গ কাশীতে অবস্থান করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্বসিকি লাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬২।

মৎস্তর—ধর্ম হইতে সুরভীর গর্ভ-জাত অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-১১৬। চ্যবন ও ধর্ম দেখ।

মৎস্তরাজ—অদ্রিকা দেখ।

মৎস্তরিক—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মৎস্যাক্ষাত্ত—আত্রেয়ানি, সৌবেষ্ট্য, অগ্নিবৈশ্ব, শিলাস্থলি, বালিশায়নি একপী, বারাহি, বাঙ্কলি, সোটি, তৃণকর্ষি, প্রাবহি, ব্রহ্মতর্ষি, আখলায়নি, বারাহী, বর্হিসাদী, শিখাগ্রীবি, কারকি, মহাকাপি, উড়ুপতি, প্রাহু, কোচকি, ধমিত, পুষ্পায়েষি, সোমতর্ষি, সালড়ি বালঙ্কি, দেবরারি, দেবস্থানি হারিকর্ষি, সরিষ্টবি, প্রাবেপি, সাত্তম্ভগ্রীবি, গোমেদ, গন্ধিক, মৎস্যাক্ষাত্ত, ম্লাহর, কলাহার গন্ধোদধি, কোরুপতি, কোরুক্ষেত্রি, নারকি, জৈত্যদ্রোণি, জৈহবলায়নি, আপস্তবি, মোজ্জবৃষ্টি, মাষ্টপিঙ্গলি, পৈল, শালঙ্কায়নি

মৎস্যোদরী—মৎস্যগন্ধার অপর নাম। দেবীভা-২২-১।

মথন—দৈত্যপতি তারকাসুরের অন্ততম সেনাপতি। মৎ-১৪৮, ১৫১।

মথিত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গাভীর স্তুতি করিয়া কয়েকটি ঋকমন্ত্র রচনা করেন। ঋক-১০। ১২। ১-৮।

মদ—(১) দক্ষকন্যা দমুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন শতপুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৮ দমু দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনী-কুমারদের চিকীৎসায় নববোবন প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপ তাঁহাদিগকে শর্য্যাতির যজ্ঞে সোমরস পান করাইতে প্রতিক্ষিত হন। কিন্তু ইহু তাহাতে আপত্তি করেন এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সোমপানের জন্ত উপস্থিত

হইলে তাঁহাদিগকে বাধা দেন। এই বিষয় লইয়া ইন্দ্রের সহিত মহর্ষি চ্যবনের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইন্দ্র চ্যবনকে বধ করিবার জন্য বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবনও ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি হইতে ঘোরাকৃতি মহাকায় এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। মদনামক সেই দৈত্য ইন্দ্রের দ্বারা নিষ্কিন্তু বজ্র গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতির পরামর্শে চ্যবনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অশ্বিনী কুমারদিগকে সোমপানের অধিকার দিতে সম্মত হইলেন। তখন চ্যবন ঋষির ক্রোধ শাস্ত হইল এবং তিনি দেবগণের ভয় দূর করিবার জন্য মদ দৈত্যকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া কামিনী, সুরাপান দ্যুতক্রীড়া ও মৃগয়াতে স্থাপন করিলেন। দেবীভা-৬৯-৭। (৩) শিবের জনৈক অমুচর। দক্ষযজ্ঞে গমনকালে তিনি সতীর অমুগমন করেন। ভাগ-৪৯-৪। (৪) রৈবত মন্বন্তরে ভূতরজগণের অন্তর্ভূত অল্পতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ। (৫) বরুণের এক পুত্র কলি। তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা ও বিশ্বকর্মার কন্যা হিংসার গর্ভে মদ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৪। বরুণ দেখ। (৬) কাম, ক্রোধ লোভ, মদ ও মান, ইহারা অধর্মের পুত্র। স্বল্প-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম দেখ।

(৭) বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিয়ন্ত। তৎপুত্র মদ। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-২০, নরিয়ন্ত দেখ।

মদদ্রবা—নিত্য, নিরঞ্জন, ক্লিষ্টা, ক্লেদিনী, মদনাতুরা, মদদ্রবা, দ্রাবিণী ও দ্রাবিণী, তন্মুক্ত এই আট জন শক্তি, হস্তে নীলোৎপল ও কপাল ধারণ করেন এবং তাহাদের গাত্রবর্ণ রক্তপদ্মের স্তায় আরক্ত। অরিতাদেবীর পূজার যন্ত্র পদ্মের অষ্টদলে এই আটশক্তির পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-১৮৩ পৃঃ।

মদন—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের বারাহ কল্বে যে আটাইশজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হইরাছিলেন, মদন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ ও পাপনাশন নামে তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। উগ্র দেখ। (২) শিবের অন্যতম অমুচর। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে জালন্ধরামুচর ঘর্ষরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১১, ১২। (৩) কামদেবের এক নাম। কাম দেখ। (৪) তন্মুক্ত মানব গুরুর অন্যতম। ভুবন দেখ।

মদনগোপাল—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মদনপ্রিয়া—অল্পতমা অপসরা। অনবত্যা দেখ। বায়ু-৬২।

মদনবাসিনী—অনন্ত তৃতীয়া ব্রতে দ্বাদশ পত্র বিশিষ্ট এক পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের পশ্চিমদলে সোমা ও

মদনবাসিনী দেবীর পূজা করিতে হয়।
মৎ-৬২।

মদনমঞ্জরী—প্রাগজ্যোতিষ-পুরাধিপতি অশ্ববাহনের পত্নী। তিনি পতির অতিশয় অপ্রিয়া ছিলেন এবং পতি কর্তৃক অরণ্যে নির্বাসিতা হন। তথায় এক মূনির উপদেশে মহাকালবনে মাতঙ্গেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়া পুনরায় পতির প্রিয় পাত্রী হন। তাঁহার পুত্র দত্ত। স্বন্দ-আব-চতু-৬১।

মদনমূর্তি—কাম্পিল্য-নগর নিবাসী এক পরম রূপধর ব্রাহ্মণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাম্পিল্য নগরবাসী নারীরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য লালায়িত হন। পরে মদনমূর্তিরই উপদেশে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। পদ্ম-উত্ত-২০৬।

মদনমোহন—যৌবনকালে মদনের স্ত্রায় মোহকারী ছিলেন বলিয়া ঐকৃষ্ণের এক নাম মদনমোহন। পদ্ম-পাতা ৫৬।

মদনমোহিনী—জৈনিক অপ্সরা। স্বন্দ-কালী-পূ-২।

মদনমুন্দরী—(১) ঐকৃষ্ণের অন্ততমা অতিপ্রিয়া গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৩২। ঐকৃষ্ণ দেখ। (২) রাধিকার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৪৬। রাধা দেখ।

মদনা—(১) তত্রোক্ত যোড়শ জন কামকলার অন্ততমা। ভূতি দেখ।

(২) ইন্দের স্ত্রায় একজন নর্তকী। পদ্ম-উত্ত-৩।

মদনাঙ্কুশ—অনঙ্গকুমুদা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাভুয়া, অনঙ্গবেশা, অনঙ্গমালিনী, মদনাভুয়া ও মদনাঙ্কুশ, এই সকল দেবীকে ত্রিপুর-পূজায় পদ্মের দল ও কেশরের মধ্যে পূজা করিতে হয়। কালিকা-৬৩।

মদনাভুয়া—অন্ততমা শক্তি। মদ-দ্রবা ও মদনাঙ্কুশ দেখ।

মদনালসা—চম্পক নামক বিজ্ঞাধরের পত্নী। দেবীভা-৬৬-২০।

মদনিকা—পক্ষীরাজ গরুড়ের বংশে কঙ্ক ও কঙ্কর নামে দুই অপত্য ছিল। কঙ্ককে বিদ্যাংরূপ নামক কুবেরের এক অনুচর নিহত করে। তাহাতে কঙ্কর বিদ্যাংরূপকে বধ করিয়া তাহার ভাৰ্য্যা মদনিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। এই মদনিকার গর্ভে দুর্কাসা মূনির শাপগ্রস্ত বপু অপ্সরা জন্মগ্রহণ করে। বপুই নামান্তর তাকী। মার্ক-২। বপু দেখ।

মদবান্—প্রাগজ্যোতিষ-পুরাধিপতি নরকের ভগদত্ত, মহাশীঘ্র, মদবান্ ও সুরমালী নামে চারি পুত্র ছিল। কালি-৪০। নরক দেখ।

মদরস্তী—(১) কন্দাযপাদরাজার পত্নী। তিনি স্বামীর অমুমতি অহুসারে বশিষ্ঠ-দেবের দ্বারা অশ্বকনামক পুত্র লাভ করেন। মহাত্মা-আদি-১২২। বিষ্ণু-

৪র্থ-৪ । ভাগ-২২-২ । কল্যাণপাদ দেখ ।
(২) ইক্ষ্বাকুবাংশীয় সুদাসের তনয় সৌদাস
(নামান্তর মিত্রসহ) । সুদাসের পত্নীর
নাম মদয়ন্তী, এবং কল্যাণপাদ নামে এক
পুত্র ছিল । গুরু-পু-১৪২ । (৩) ত্রিক্ষের
লীলাসহচরী অন্ততমা গোপিকা । পদ্ম-
পাতা-৪৩ ।

মদালসা (১) ঋতধ্বজের পত্নী ।
মার্ক-২১—২২, ৩১, ৩৪ ৩৬, ৪৪ ।
ঋতধ্বজ ও অলরুক দেখ । (২) দৈত্য-
পতি হিরণ্যাক্ষের অন্ততম পুত্র শকুনি ।
শকুনির পত্নী মদালসা । গর্গ-বিখ-৩২,
৪২ । (৩) ঋতধ্বজ পত্নী মদালসা
গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ছিলেন ।
বাম-৫২ ।

মদিরা—বসুদেবের অন্ততমা পত্নী ।
ঠাঁহার গর্ভে উপনন্দ প্রভৃতি সাত পুত্র
এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নামে দুই কন্যা
জন্মে । বায়ু-২৬ । মদিরা, ভদ্রা,
রোহিণী ও দেবকী, বসুদেবের এই চারি
পত্নী বসুদেবের সহিত সহমুতা হয়েন ।
মহাভা-মোঘল-৭ । (২) দক্ষ-কন্যা
মদিরা কুবেরের অন্ততমা পত্নী ছিলেন ।
কুবের দেখ । (৩) বারুণীর অপর
নাম । বরুণ ও বারুণী দেখ ।

মদিরাক্ষ - সিংহল দ্বীপাধিপতি
বৃহদ্রতের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায়
সমাগত রাজকন্যাবর্গের অন্ততম ।
কঙ্কি-১ম-৫ ।

মদিরাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবাংশীয় দশাশ্বের
১৬২

তনয় । রাজা মদিরাশ্ব সত্য, ভগ্না,
দান, বেদ ও ধনুর্কর্মে অতিশয়
অমুরক্ত ছিলেন । তিনি হিরণ্যাক্ষকে
স্বীয় কন্যা দান করিয়া সেই পুণ্যফলে
স্বর্গে গমন করেন । মহাভা-শান্তি-
২৩৪ ; অনুশা-২, ১৩৭ ।

মহু—জনৈক দানবপতি । মহাভা-
শান্তি-২২৭ ।

মদোৎকটা—(১) দেবী সাবিত্রী
রথবনে মদোৎকটা নামে পরিচিতা ।
পদ্ম-সু-১৭ । ভদ্রকর্ণিকা দেখ । (২)
দেবী শঙ্করী চৈত্ররথে মদোৎকটা নামে
পরিচিতা । মৎ-১৩ । স্বন্দ-আব-
রেবা-১২৮ । সতী দেখ ।

মদোদর—মহিষাসুরের অন্ততম স্ত্রী
ও সেনানী । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬ ।

মদগু—যজুবাংশীয় স্বর্ষকের অন্ততম
পুত্র ও অক্রুরের ভ্রাতা । হরি-হরি-৩৪ ।
অক্রুর ও স্বর্ষক দেখ ।

মদুসেবী—রাক্ষসরাজ কপালভরণের
অন্ততম অমুর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১ ।
কপালভরণ ও ভয়াবহ দেখ ।

মদ্র—(১) পুরুবাংশীয় উশীনরের পুত্র
শিবি । শিবির অন্ততম পুত্র মদ্র ।
বায়ু-২২ । (২) শিবির অন্যতম পুত্র
মদ্রপ । হরি-হরি-৬১ । উশীনর, কেকয় ও
বৃষদর্ভ দেখ ।

মদ্রক—(১) একজন দৈত্যপতি ।
তিনি ঋগুরে এক কত্রির স্বাক্ষরপে
জয়গ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

(২) উশীনরের অন্ততম তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। মন্ত্র দেখ।

মদ্রপ—মদ্র দেখ।

মদ্ররাজ—(১) যুধিষ্ঠিরাদির মাতা-মহ। তাঁহার কন্তা মাদ্রী পাণ্ডুর অন্ততমা পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি-১৩, ১২৫। দেবীভা-৬৯-২৫। (২) পত্না-ধিপতি মদ্ররাজ লক্ষ্য ভেদার্থ দ্রোপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

মদ্রা—(১) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্ততমা কন্তা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রোদ্রাশ্বের মদ্রা ঐভূতি কতিপয় কন্যা জন্মে। বায়ু-৯২। রোদ্রাশ্ব দেখ।

মধু—(১) জটনৈক দৈত্য। তিনি রাবণের মাতৃঘসার কন্যা কুন্তীনসীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তজ্জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ মধুদৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্ত তাঁহার পুরীতে গমন করেন। কিন্তু ভগিনী কুন্তীনসীর কাতর প্রার্থনায় রাবণ মধুদৈত্যের কোনও অনিষ্ট না করিয়াই প্রত্যাগমন করেন। মধুদৈত্যের পুত্র লবণ (অম্বর)। রামা-উত্ত-৩০। লোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধু অতি উদারচেতা ও দেবতাদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মধুদৈত্যের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ শূলের অংশধারা অপর এক শূল

নির্মাণপূর্বক তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই শূল শত্রুকে ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় মধুর হস্তেই ফিরিয়া আসিত। যুত্থাকালে মধু ঐ শূল পুত্র লবণাম্বরকে প্রদান করেন। রামা-উত্ত-৭৪। (২) প্রসিদ্ধ নামা দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্ততম। নারায়ণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। কৈটভ এবং বিষ্ণু (৮), (৬৮) ও (৮২) দেখ। (৩) তৃতীয় (উত্তম) মধুর অন্ততম পুত্র মধু। ম২-৯; হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮; পদ্ম-সূ-৭। ইষ, উর্জ ও উত্তম দেখ। (৪) চৈত্ববংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর অপত্য পুত্রবস। ম২-৪৪। মধুর পুত্র মরুবস। হরি-হরি-৩৬। মধুর পুত্র কুরুবংশ। ভাগ-৯৯-২৪। মধুর পুত্র দ্রবরস। অগ্নি-২৫৭। মধুর পুত্র কুরুবংশ। পদ্ম-সূ-১৩। মধুর পুত্র অনবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫) বিশ্বদেবগণের অন্ততম মধু। বিশ্বদেবগণ দেখ। (৬) যদুবংশীয় বৃষের পুত্র মধু। মধুর তনয় বৃষণ। বৃষণ হইতে বৃষ্টিগণ ও মধু হইতে মাধবগণ উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩৩। মধুর তনয় বৃষ্টি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৭) নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে যে দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের দেহ অতীব মৃদু ছিল, তজ্জন্ত ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন মধু। অপরের দেহ কঠিন ছিল। তজ্জন্ত তাঁহার নাম

হয় কৈটভ । হরি-হরি-৫২ । (৮) মধু-দৈত্যের কন্যা মধুমতী, হর্যাক্ষের পত্নী ছিলেন । এই মধুমতি লবণাসুরের ভগিনী । হরি-হরি-২৩ । (৯) মধুদৈত্যের পুত্র ধুন্ধু । শিব-ধর্ম-৬০ । (১০) খসার অন্ততম পুত্র । বায়ু-৬৯ । খসা দেখ । (১১) জ্যামঘ বংশীয় দেবনের পুত্র মধু, মধুর অপত্য মহাতেজা মনু । বায়ু-৯৫ । দেবন ও দেবক্ষত্র দেখ । (১২) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম তনয় মধু প্রহ্লাদের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন । প্রহ্লাদ যখন কুরুরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন কর্ণের সহিত মধুর যুদ্ধ হয় । গর্গ-গো-৮, ২০ । মধু অনিরুদ্ধের সহিতও যজ্ঞাশ্ব লইয়া গমন করেন । গর্গ-অশ্ব-১৪, ১৬ । (১৩) হিরণ্যাক্ষের অন্ততম সেনানী মধু দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণু হস্তে নিহত হন । পদ্ম-স্থ-৭২ । (১৪) চাক্ষুষ মনুস্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম । বায়ু-৩য়-১ । অতিনামা, চাক্ষুষ ও সপ্তর্ষি দেখ । (১৫) ভরত বংশীয় বিন্দুমানের ঔরসে তৎপত্নী সরমার গর্ভে রাজর্ষি মধু জন্মগ্রহণ করেন । মধুর পত্নীর নাম সুরমা । তাঁহার গর্ভে বীরব্রত জন্মলাভ করেন । ভাগ-৫ঙ্ক-১৫ । বীরব্রত দেখ । (১৬) নরপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের শত পুত্রের মধ্যে জয়ধ্বজ, শুরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জিত এই কয়জন ছাড়া অপর সকলেই পরশুরামের সহিত সংগ্রামে নিহত হন । ভাগ-২ঙ্ক-২৩ । মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ দেখ ।

(১৭) মহাবল মধু বৈবস্বত যমের সত্যার উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন । মহাভা-সভা-৮ । (১৮) নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন । তৎপরে মধু দৈত্য উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন । তখন নারায়ণ মধুদৈত্যকে বধ করেন । তজ্জন্য নারায়ণের এক নাম হয় মধুসূদন । মহাভা-শান্তি-২০৭ । (এস্থলে কৈটভের উল্লেখ নাই) । (১৯) বসন্ত ঋতুর এক নাম মধু । তিনি কন্দর্পের চিরসহচর । একাধিক পুরাণের বহুস্থলে ইহার উল্লেখ আছে । (২০) বিষ্ণু বৈশাখ মাসে মধুদৈত্যকে বধ করেন । পদ্ম-পাতা-৫৮ । (২১) সপ্তদশ যুগে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া পৃথিবীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করেন । রৈভ্য নামে মহামুনি সেই দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন । বরা-১২৬ । (২২) বিষ্ণু মায়ী দ্বারা মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করেন এবং তাঁহাদের মেদ ও অস্থি দ্বারা এই পৃথিবী নির্মাণ করেন । অধ্যা-ব্রাহ্মা-৮ । (২৩) ঋগ্বেদোক্ত অম্যতম দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি তাঁহার স্তব করিয়া, ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন । ঋক্-২।৩৬।১ ।

মধুকুন্ডা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মধুচ্ছন্দঃ—(১) বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র । বায়ু-১-৩ । বিষ্ণু-৪র্থ-৭ । কচ্ছপ দেখ । (২) গন্ধবাদন শৈলে, চক্রতীর্থের অন্নভিঙ্গুরে, অম্বর বিনাশের জন্য সেবতারা যে যজ্ঞ করেন তাহাতে বিশ্বামিত্র তনয় মধুচ্ছন্দঃ সূত্রঙ্গণ্য হইরাছিলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-যেতু-২৩ ।

মধুচ্ছন্দা - (১) সতীর অন্ততম সচরী । পদ্ম-সু-২৭ । (২) বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদের একজন প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি অগ্নি, বায়ু, অশ্বিন, ইন্দ্র ও মরুদগণ সম্বন্ধে অনেক গুলি ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন । মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতু ঋষি । ঋক্-১।১-১১ ।

মধুতকা—মধুবর্ণ দেখ ।

মধুধ্বজ—কর্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের অন্ততম পুত্র । বিষ্ণু-৪র্থ-১১ । মধু (১৬) ও কর্ত্তবীৰ্য্যার্জুন দেখ ।

মধুমন্দী—অঙ্গ বংশীয় নন্দনের পর মধুমন্দী বগবের সিংহাসনে আরোহণ করেন । মধুমন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নম্বিবধা । বায়ু-২২ ।

মধুপ—বারম্বব মধুর তেত্রিশ জন পুত্রের অন্ততম । বায়ু-৩১ । ব্রহ্মা-৩২ । অমৃতবান্ ও বারম্বব মন্ত্র দেখ ।

মধুপিত্র—জৈনক ভ্রাতৃপুত্র । তিনি লাঙ্গলীধর তীর্থে সিদ্ধিলাভ করেন ।

স্বন্দ-কানী-উত্ত-২৭ । ভল্লবী দেখ ।

মধুপিতা—কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে সন্দ্রপবিসোচনা নামী নন্দী

তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচরী সুবন্দা, মধুপিতা প্রভৃতিকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ । কুটুকা দেখ ।

মধুপিতা—শিবাবতার লাঙ্গলী-ভীমের অন্ততম শিষ্য । ব্রহ্মা-২৩ । লাঙ্গলী দেখ ।

মধুবর্ণ—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে মধুবর্ণ নন্দী তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর মধুবর্ণকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ । (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জৈনক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মধুমতী—(১) আত্ম-প্রকৃতির সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের ঘোড়শয়ন অতি প্রিয় গোপিকার অন্ততম । পদ্ম-পাতা-৩২ । (২) রাধিকার এক নাম । রাধা দেখ । (৩) মধু দৈত্যের কন্যা । মধু (৭) দেখ ।

মধুমন্ত—রামচন্দ্রের একজন বরত । রামা-উত্ত-৫৩ ।

মধুমাধবী—শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা জৈনক ব্রহ্মবাসিনী গোপিকা । গর্গ-গো-৪ ।

মধুর—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে সাধা, রুদ্র, বসু, প্রভৃতি স্বন্দের সাহায্যার্থ যে সমুদ্র সেনাপতি প্রদান করেন । তিনি তাহাদের অন্ততম । মহাতা-শল্য-৪৬ । (২) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গত জৈনক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মধুরথ—জ্যাম্বব-বংশীয় ভীমরথের পুত্র মধুরথ । তৎপুত্র শকুনি । গর্গ-পু-১৪৩ । ভীমরথ দেখ ।

মধুরভাষিনী—মধুরী অস্ত্রতম
মথী । সতী দেখ ।

মধুরাজের—চাক্ষু মধুর অধিকার
কালে সপ্তর্ষির অস্ত্রতম । বায়ু-৬২ ।
মহু ও সপ্তর্ষি দেখ ।

মধুরাবহ—কাষায়ণ, কোপচয়,
বাৎসভরায়ণ, ব্রাহ্মকৃৎ, রাষ্ট্রপিশ্তী,
লজ্জানি, সাচকার্যনি, ক্রোষ্ঠীক্ষি, বহু-
রীতি, তালকৃৎ, মধুরাবহ, লাবকৃৎ,
গালবিদ্, গার্ঘ্য, মার্কটি, পোলিকায়নি,
কম্বস, চক্রী, গার্গ্য, শ্রামায়নি, বালকি
ও সাহরি, এই সকল অস্ত্রিবংশীয় গোত্র
প্রদর্ভক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর
পাঁচটি বধা—অস্ত্রিরা, বৃহস্পতি, গর্গ
ভরদ্বাজ, ও সৈত্য । এই সকল ঋষিবংশ
পরম্পর বিবাহযোগ্য নহে । মৎ-১২৬ ।

মধুরূহ—স্বতপৃষ্ঠ দেখ ।

মধুলিহা—সীতা দেখ ।

মধুশর্মা—কলিতে এক বিধবা
ব্রাহ্মণীর ও এক ব্রাহ্মণের ব্যাভিচার
কালে মধুশর্মা নামে এক পুত্র জন্মে ।
সেই ব্রাহ্মণ তনয় শাস্ত্রাধ্যয়নে উৎসুক
হইয়া, পদ্মপাতক নামে অপর এক
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ।
অল্প গৃহে বাসকালে তাহার গুরু
ব্রাহ্মণের অল্পচিত্র অনাচার দর্শন করিয়া
তাহার জন্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং
সকল বিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে
শাপ দেন,—“তোমার শাস্ত্র পাঠ সব
বিফল হইবে ।” মধুশর্মা তখন জিজ্ঞাসা

করে—“আমি যে এ বাৎসকাল আপন্যার
পরিচর্যা করিলাম, তাহার জন্য কি
আমার কোনই পুণ্যলাভ হইবে না ?”
তখন তাহার আচার্য্য বলেন—“কোনও
কোনও বিষয়ে তোমার অতিজ্ঞতা
লাভ হইবে ।” এই মধুশর্মা অতঃপর
গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অসং
সংখ্যক প্রচার করিতে থাকে । মধুর
শিষ্যেরা যোগ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতির
নিম্ন প্রচার করিতে থাকে । তাহার
পুরাণকে বেদান্তের সূচন বলিয়া
প্রচার করে । সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও
সন্ন্যাস ধর্মের অপব্যবহার করে ।
বিশ্ব ভ্রাম্যবিত্তাস মাত্র ইহাই তাহাদের
মূল শিক্ষার বিষয় হয় । এই সকল
মধু-শিষ্যের দ্বারা লোকের অশেষ
অপকার সাধিত হয় । সৌর-৩২ ।

মধুশ্রী—উরু, পুর, মহাবল, শতদ্রুম,
তপস্বী, সত্যবাক, কৃতি, অযিকু,
অতিব্রাজ, শুভ্রায়, হবিয়ান, উত্তম,
শ্রীমান, সুখানা, বিরজ, অতিমান,
সহিষ্ণু ও মধুশ্রী—এই সকল চাক্ষু
মধু-তনয়গণ ঋষি ছিলেন । গরু-পু-
৮৭ । চাক্ষুমধু ও অগ্নিষ্টু দেখ ।

মধুযান—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অস্ত্রতম
পুত্র । রামা-আদিঃ৫৭ । বিশ্বামিত্র দেখ ।

মধুহনন—(১) বিষ্ণুর এক নাম ।
মধু (ও তৎস্রাতা কৈটভ) নামক
দৈত্যকে বধ করিয়া বিষ্ণু এই নাম প্রাপ্ত
হন । (২) ঈশ্বরের এক নাম মধুহনন ।

(৩) শালগ্রাম শিলাও মধুসূদন নামে পরিচিত । স্বল্প-নাগ-২৪০ । (৪) ত্রয়োক্ত ষোড়শটি স্বররর্ণ মূর্তির অন্ততম । তন্ত্রসার-২৫৮-পৃঃ ।

মধুসূদন—সীতা দেখ ।

মধুস্পন্দ্য—দক্ষের ষষ্টি কস্তার অন্ততম । দার্শনিক দেখ ।

মধ্বাচার্য্য—মধু দেখ ।

মধ্যম্নিন—(১) যাজ্ঞবল্ক্যের অন্ততম শিষ্য । বায়ু-৬১ । আটবী দেখ । (২) ক্রবের বংশে পুষ্পার্ণের অন্ততম পত্নী প্রভার গর্ভে মধ্যম্নিন জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৩৯-১৩ । পুষ্পার্ণ দেখ ।

মন (১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষ্টি নামে দেবগণের অন্ততম দেবতা । বায়ু-৬৬ । অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ । (২) প্রিয়ব্রতায়জ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের অন্ততম পুত্র । বরা-৭৪ । প্রতাকর, জ্যোতিষ্মান ও বেণু-মান দেখ । (৩) চান্দ্রব মন্বন্তরে দেবগণের যে পাঁচটি গণ ছিল তাহার মধ্যে ভাব-গণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা । ব্রহ্মা-৬৮, বায়ু-৬২ । অর্থপতি দেখ । (৪) শিব-পত্নী সতীর এক নাম । তন্ত্র-সার-৭৩২ পৃঃ ।

মনলেখা—কাশীরাজ প্রতাপমুকুটের কস্তা । তাঁহার পিতা তাঁহাকে অশোক-দত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেন । স্বল্প-ব্রহ্ম-সেতু-২ ।

মনস—(১) ধর্ম্মের পত্নী সুরভী

হইতে মনস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । চ্যবন দেখ । (২) ঋগ্বেদে মনস নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে । অবৎসার নামক এক ঋষির সহিত মিলিয়া তিনি বিশ্বদেবগণের স্তুতি করেন । ঋক-৫৮৪।১০ ।

মনসা—কশ্যপের আশ্বজা মনসা দেবী প্রকৃতিরই অংশভূতা । তিনি কশ্যপ ঋষির মানসী কস্তা । তিনি মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া কিংবা মনে মনে পরমায়া শ্রীহরির আরাধনা করিয়া যোগবলে মনে হরির ধ্যান করেন বলিয়া, মনসাদেবী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । এতদ্বিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কারণে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে । তাঁহার দেহ ভরৎকার মুনির ক্রায় ক্ষীণ ছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম রাখেন ভরৎকার । তিনি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকের মনোহারিণী, স্তম্ভরী এবং গৌরী বলিয়া জগৎ-গৌরী নামে প্রসিদ্ধ হইরাছেন । তিনি শিবের শিষ্যা এজন্ত তাঁহার এক নাম শৈবী, এবং অতিশয় বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তিনি বৈষ্ণবী বলিয়াও পরিচিতা । তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তাঁহার সহোদর নাগ-গণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া নাগেশ্বরী নামে পরিচিতা হন । বিষ্ণু হরণ করিতে দক্ষা বলিয়া তাঁহার এক নাম বিষ্ণুহরি । শিবের নিকট হইতে

সিদ্ধযোগ লাভ করেন, এজন্য তিনি সিদ্ধ যোগিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। যে ব্যক্তি মনসাদেবীর পূজা কালে তাঁহার এই সকল নাম-যুক্ত স্তোত্র পাঠ করে তাহার আর সৰ্প ভয় থাকে না। মনসাদেবীর গাত্রবর্ণ শ্বেত চম্পকের জায় গুহ ; তিনি বহু মূল্যবান রত্নাদি ভূষিতা, বহু-ভুজ-বস্ত্র পরিহিতা এবং নাগবজ্ররূপ যজ্ঞোপবীত ধারিণী। পুরাকালে মানবগণের অতিশয় সৰ্পভয় হইলে, তাহারা প্রতিকারের জন্ত কশ্যপের শরণাপন্ন হয় এবং কশ্যপও তাহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে বেদোক্তবীজ অমুসারে মন্ত্রসৃষ্টি করিতে বলিলেন। কশ্যপ সেই মন্ত্র সৃষ্টি করিবার জন্য যখন ধ্যান করিতেছিলেন তখন তাঁহার মন হইতে এক দেবী উৎপন্ন হন। মন হইতে উদ্ভূতা বলিয়া তিনি মনসা নামে প্রসিদ্ধা হন। মনসাদেবী জন্মলাভ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। সেখানে তিনি সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিয়া শিবের বরে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে সামবেদ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর শিব তাঁহাকে “শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমোহা,” এই আট অক্ষর যুক্ত এক মন্ত্র দিলেন এবং মনসাকে পুষ্করতীরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে

বলিলেন। শিবের আজ্ঞায় মনসা-দেবী তিন যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্বয়ং মনসার পূজা করিলেন এবং পরে অন্ত সকলের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইয়া তাঁহাকে, “তুমি ত্রিঙ্গতে পূজ্য হও,” এই বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মনসাদেবীর পূজা করেন। তাহার পর কশ্যপ এবং তাহার পর অন্তান্ত মুনি, নাগ ও মানবগণ মনসার পূজা করিতে আরম্ভ করেন। কশ্যপ মনসাকে জরংকার মুনির হস্তে সমর্পণ করেন। দেবীভা-২৯ ১, ৪৭, ৪৮। (২) মনসার অপর নাম জরংকার। আবার জরংকার নামে এক মুনিও ছিলেন। তিনি বিবাহ করিবার জন্ত স-নাম্নী কন্তার অমুসন্ধানে পর্যটন করিতেছিলেন। তখন নাগরাজ বাসুকী তাঁহার পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভগিনী জরংকারকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-আদি ১৩। জরংকার দেখ।

মনসন্ত—উত্তম মনসন্তরে দ্বাদশজন বংশকারী দেবগণের অন্ততম। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

মনসিনী (১) পুষ্করতীরে উচ্চৈশ্বর অন্ততম পুত্র। মৎ-৪২। উচ্চৈশ্বর দেখ। (২) মুকণ্ড মুনির পত্নী। তাঁহার গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫২।

ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। (৩) নরপতি মনস্যুর পুত্র চারুপদ। ভাগ-
উত্তানপাণের অন্ততম কন্যা। বায়ু-৬২। ২৯-২০ (৪) প্রচিষানের পুত্র মনস্যা।
ব্রহ্মা-৬৮। উত্তানপাণ দেখ। (৪) তাঁহার পুত্র চারুপদ। বৃহৎ-মধ্য-২৯।
ইক্ষ্বাকুবংশীয় দেবশ্রবীর পত্নী। তাঁহার (৫) প্রবীরের পুত্র মনস্যা। তাঁহার
গর্ভে শক্রয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। তনয় জয়দ। বায়ু-২২। (৬) পুরুবংশীয়
পদ্ম-স্ব-১৩। (৫) ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর প্রবীরের পত্নী শ্রবসেনার গর্ভে মনস্যা
তনয় প্রজাপতি হইতে অষ্টবসু উৎপন্ন জন্মগ্রহণ করেন। মনস্যুর পত্নী সৌবারী।
হন। ঐ অষ্টবসুর মধ্যে সোম তাঁহার গর্ভে মনস্যুর অষ্টগুণ্য
মহাশ্বিনীর গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-
৬৬। অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ।

মনস্বী—(১) সহস্রধার, বিশ্বাস্তা, বিশ্বকর্মা, বিরাট্‌বিশা, বিভাব্য, জ্যোতি, কীর্তিমান, বৃহৎ, বসু, শতধার, (শমিতার—ব্রহ্মাণ্ড), বিশ্বপা (বিশ্বধা—
ব্রহ্মাণ্ড) ও মনস্বী (মনস্বস্ত; ব্রহ্মাণ্ড) এই কয়জন উত্তম-মহন্তরে বংশকারী
দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। বায়ু-
৬২, ব্রহ্মা-৬৮। (২) কশ্যপ-পত্নী
কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম দানব। কক্ষর
দেখ। (৩) স্বারোচিষ মনুর অন্ততম
পুত্র। স্বারোচিষ মনু দেখ।

মনস্যা—(১) মনুবংশীয় মহাদেবের পুত্র
মনস্যা; তৎপুত্র ভট্টা। অগ্নি-১০৭।
বিষ্ণু-২২-১। (২) পুরুবংশীয় প্রাচীষন্তের
পুত্র মনস্যা। তৎপুত্র বাঁঠমর।
অগ্নি-২৭৮। প্রাচীষন্তের পুত্র মনস্যা;
তৎপুত্র পীতাম্বর। মৎ-৫৯। (৩)
পুরুবংশীয় প্রবীরের পুত্র মনস্যা।
তৎপুত্র জয়দ। কবি-৩২-৪। বিষ্ণু-
৪৬-১১। হরি-হরি-৩১। গরু-পূ-১৪৪।

মনীচক—শাকবীপাধিপতি প্রিয়-
ব্রতায়জ ভবোর জলদ, কুমার, স্কুমার,
মনীচক, কুমুমোদ, মোদার্কি ও
মহাঙ্গম নামে সাত পুত্র জন্মে। এই
সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ আছে
গরু-পূ-৫৬। বিষ্ণু-২২-৪। কুমার
কুমুমোদ ও ভব্য দেখ।

মনীষি—অষ্টবসুর অন্ততম প্রত্যুষের
পুত্র দেবল ঋষি। ঐ দেবলের দুই
পুত্র ক্ষমাবান্ ও মনীষি। বায়ু-৬৬।
বিষ্ণু-১২-১৫।

মনু—(১) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও
কলি এই চারি যুগের সহস্র যুগে অর্থাৎ
সর্ব মোট চারি সহস্র যুগে ভগবান্
ব্রহ্মার একদিন। ঐরূপ এক ব্রহ্ম-
দিবসে চতুর্দশজন মনু প্রাচীর্ভূতন। ঐ
এক এক মনুর অধিকার কালকে মহন্তর
বলে। এক এক মহন্তরে তির তির
মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও

মহুপুত্রগণ আবির্ভূত হন। কিঞ্চিদধিক
দুইশত পট্টাঙ্গী যুগে এক মন্বন্তর
হয়। দেবতাদের হিসাবে আট লক্ষ
বায়ান্ন বৎসরে এবং মানুষী হিসাবে
ত্রিশকোটি, সাতষষ্টি লক্ষ, কুড়ি হাজার
বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরের
কাল পূর্ণ হইলেই দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ,
মহু, ইন্দ্র, মহুপুত্রগণ সকলেই বিলুপ্ত
হন এবং নূতন করিয়া দেবতা, ঋষি
প্রভৃতির উদ্ভব হয়। (বিষ্ণু-১২-
৩। বায়ু-৬১ সকল মন্বন্তরেই
সাতজন ঋষি ধর্মের ব্যবস্থা ও লোক-
রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হন।
মন্বন্তর অতীত হইলে সপ্তর্ষি, মহু,
দেবগণ ও মহুপুত্রগণ ব্রহ্মলোকে গমন
করেন। তাহার পর তপোবলে জন্ম
মহু আসিয়া পূর্বমহুর স্থান অধিকার
করেন। (শিব-জ্ঞান-৫৮)। প্রত্যেক
চতুর্যুগ অবসানে বেদবিলম্ব হয়।
তখন সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ
হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রচার করেন।
মহু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্মশাস্ত্রের
প্রণেতা হন। এক মন্বন্তর কাল পর্যান্ত
দেবতারা যজ্ঞভুক্ত হন। মহুপুত্র ও
ঐহাদের বংশধরগণ এক এক মন্বন্তরে
পৃথিবী পালন করেন। চারি সহস্র
যুগে অর্থাৎ চতুর্দশ মহুর অধিকার
কালকে এক কল্প বলে। (বিষ্ণু-৩য়-
২) মানুষী হিসাবে সাতচল্লিশ লক্ষ
কুড়ি হাজার বৎসরে এক সৌর চতু-

যুগ। এই চতুর্যুগের একান্তর আব-
র্তনে অর্থাৎ এই চতুর্যুগে বহু বৎসর
হয় তাহার একান্তরগুণ বৎসরে এক
মন্বন্তর। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১০৫। (২)
রামায়ণে এক মহুরই প্রাধান্য। তিনি
কশ্যপের পৌত্র ও বিবস্বতের পুত্র।
তিনি প্রজাপতি নামেও খ্যাত। এই
মহুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অদোধ্যার আদিম
নরপতি। (রামা-আদি-৭, অশো-
১১০)। মহু অদোধ্যা নগরী প্রতিষ্ঠিত
করেন এবং জনপদ-পরিবৃত্ত প্রদেশ
স্বীয় পুত্রকে প্রদান করিয়া যান।
(অশো-৪২, ৭১)। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়
অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও আধিক্য কম
দেখিয়া মহু প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তকগণ চাতু-
র্ব্বর্ণ-সম্মত বর্ণাচার ভেদস্থাপক শাস্ত্র
প্রণয়ন করিলেন। (উত্ত-৮৬) সত্যযুগে
মহু নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেন, “তুমি
প্রজাদিগের রাজা হও।” ইক্ষ্বাকু
তাহাতে সম্মত হইলে তিনি বলিলেন,
—“তুমি আমার আদেশ পালন করিতে
সম্মত হওয়াতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট
হইয়াছি। তুমি দণ্ডদ্বারা প্রজাপালন
কর। কিন্তু কাহাকেও নিরপরাধে দণ্ড
দিও না। রাজা যদি দ্বার্য্যসঙ্গতভাবে
অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন তবে
তাহার দ্বারাই তাঁহার স্বর্গ বাস হয়।
অতএব তুমি সম্যক বিচারপূর্ব্বক দণ্ড
প্রদান করিবে।” ইক্ষ্বাকুকে এইভাবে
নানা উপদেশ দিয়া মহু ব্রহ্মলোকে গমন

করেন। রামা-উত্ত-২২। পদ্ম-
২-৩৭। (৩) ঋগ্বেদে যে মনুর
উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত
এইরূপ। ১০ মণ্ডলে ১৭ সূক্তে অশ্বি-
দ্বয়ের উৎপত্তির যে বিবরণ আছে,
তাহা ব্যাখ্যা করিতে বাইয়া যাস্ক বলি-
তেছেন স্বর্গীর কণা সরণ্য বিবস্থানের
পত্নী ছিলেন। সম ও যমীর জন্ম
হইলে সরণ্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া
পলায়ন করেন। বিবস্থানও অশ্বরূপ
ধারণ করিয়া সরণ্যের অনুগমন করেন।
এই অশ্বরূপ ধারিণী সরণ্যের গর্ভে
অশ্বরূপধারী বিবস্থানের যে পুত্র হয়
তিনি বৈবস্বত মনু। ১ম মণ্ডলে ৩১
সূক্তে হিরণ্যস্থপ ঋষি অগ্নির স্তুতি
করিতে বাইয়া বলিতেছেন, “হে অগ্নি
তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়া-
ছিলে।” মাৎসর্যমূল্যের মতে ঋগ্বেদের
এই মনুসম্বন্ধীয় উল্লেখ পরবর্ত্তী কালের
যোজনা। ১ম মণ্ডলের ৮০ সূক্তে উল্লেখ
আছে অথর্কী (নামক ঋষি) ও সকল
প্রকার পিতৃস্থানীর মনু এবং অথর্কী-
পুত্র দধ্যাও ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন।
(৪) মনুদের নাম ও তাহাদের সখ্যা
বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ দেওয়া
হইয়াছে। তাহাদের নিম্নত বিবরণ
এই—(ক) বিষ্ণু পুরাণ মতে (৩য়-১)
প্রথমাদি ক্রমে তাঁহাদের নাম—স্বায়-
ম্ভব, স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, বৈবস্বত,
চাক্ষুষ ও বৈবস্বত এই সাতজন অতীত

এবং সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি,
ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, রৌচ্য ও
ভৌত্য। সর্ব মোট চতুর্দশ জন।
(খ) হরিবংশ মতে (হরি-হরি-৭)
—উপরোক্ত স্বায়ম্ভব হইতে বৈবস্বত
পর্যন্ত সাত জন এবং তাহাদের পরে
সেরু সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি
প্রভৃতি তিন জন এবং ভৌত্য ও
রৌচ্য মনু। (গ) মৎস্য ৯—স্বায়ম্ভব
হইতে বৈবস্বত পর্যন্ত সাত জন
অতীত। তৎপরে সাবর্ণি নামে কতি-
পয় এবং রৌচ্য ও ভৌত্য মনু।
(ঘ) অগ্নি পুরাণের তালিকা বিষ্ণু-
পুরাণের তালিকার তায়। কেবল
বৈবস্বত মনু শ্রাক্ষদেব মনু বলিয়া
উল্লিখিত। (অগ্নি-১৫০।) (ঙ) শিব-
পুরাণে (দর্শ-৫৮) প্রথম স্বায়ম্ভব,
দ্বিতীয় স্বারোচিষ এইরূপে সপ্তম বৈব-
স্বত মনু। তৎপরে সাবর্ণি নামে চার
জন, সর্বশেষে রৌচ্য (দ্বাদশ) ও ভৌত্য
(ত্রয়োদশ মনু)। (চ) স্বায়ম্ভব হইতে
বৈবস্বত পর্যন্ত সাত জন ও তদ্বিত্ত
সূর্য্যসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি,
রৌচ্য ও ভৌত্য, এই মোট বার জন।
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (ছ) স্বায়ম্ভব
হইতে বৈবস্বত পর্যন্ত সাতজন, তদুপরি
সূর্য্যসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি,
ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও
ভৌত্য, মোট চৌদ্দজন। স্কন্দ-বিষ্ণু-
বেদ-১৬। (জ) প্রথমে স্বায়ম্ভব হইতে

চাক্ষুষ পর্য্যন্ত ছয় জন। তৎপরে বৈবস্বত ও সাবর্ণ। তাঁহার পর দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও মরুসাবর্ণি নামে চারি জন মন্তু হয়েন। তাঁহার। নথাক্রমে দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্ৰের পুত্র। রুদ্ৰসাবর্ণি মন্তুর অপর নাম ঋতসাবর্ণি। দক্ষসাবর্ণির নামান্তর মেরুসাবর্ণি অথবা রোহিত-প্রজাপতি। তাঁহার পর ত্রয়োদশ রোচ্য মন্তু এবং চতুর্দশ ভোত্যা মন্তু। ব্রহ্মাদি চারি-জন সাবর্ণি মন্তু বৈবস্বত মন্তুর সগ-সাময়িক ; একজন সাবর্ণি মাত্র, রোচ্য মন্তু এবং ভোত্যা মন্তু এই সাতজন ভবিষ্যত মন্তু। উপরোক্ত পাঁচজন সাবর্ণি মন্তু ছাড়া আরও দশজন মন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন সাবর্ণি মন্তু দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র, চার জন মন্তু মহর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন এবং ছায়া-সংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণি, এই সকল মন্তুর। মেরুসাবর্ণি নামে পরিচিত হইবেন। পূর্বে যে বৈবস্বত মন্তু ও তাঁহার সগসাময়িক সাবর্ণি মন্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রথম জন সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম মন্তু। অপর জনও সূর্য্যের ঔরসে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মেন। তিনি প্রথম বৈবস্বত মন্তুর সমান বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সাবর্ণি নাম প্রাপ্ত হন। তিনি অষ্টম মন্তু। অপর

যে চারিজন সাবর্ণি মন্তুর উল্লেখ আছে তাঁহার। দক্ষ কল্পা স্তব্রতার গর্ভে জন্মলাভ করেন। দক্ষ, ধর্ম্ম, ভব(রুদ্ৰ), ও ব্রহ্ম মনে মনে স্তব্রতার সতিত সঙ্গত হন। তাঁহাদের সত্য-সঙ্কল্পফলে স্তব্রতার গর্ভে তাঁহাদেরই অন্তরূপ চারিটি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাদি দেব চতুষ্টির মধ্যে যিনি হাঁহার সমান বর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের সমানবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ঐ কুমারের। প্রত্যেকেই সাবর্ণি মন্তু নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-১০০। (২) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, ব্রহ্ম-পুত্র মেরুসাবর্ণি, অর্কসাবর্ণি, রোচ্য ও ভোত্যা। ইন্দির ঋতু, ঋতুধাম ও বিষ্ণুসেন নামেও কতিপয় মন্তুর আবির্ভাব হইবে। পদ্ম-স্ব-৭। (এ) প্রথম মন্তুর নাম স্বায়ম্ভুব। তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা। দ্বিতীয় স্বারোচিষমন্তু অগ্নির সন্তান ছিলেন। তৃতীয় মন্তু উত্তম প্রিয়ব্রত-তনয়। চতুর্থ মন্তু তামস ; তিনি উত্তমের ভ্রাতা ছিলেন। পঞ্চম মন্তুর নাম রৈবত। তিনি তামস মন্তুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মন্তু ভগবান্ চক্ষুর তনয়। শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত বৈবস্বত মন্তু মন্তুদিগের মধ্যে সপ্তম। তিনি সূর্য্যের তনয় ছিলেন। অষ্টম মন্তুরে সাবর্ণি মন্তু হন। তৎপরে

যথাক্রমে বরুণ-তনয় দক্ষসাবর্ণি ; উপ-
শ্লোকের তনয় ব্রহ্মসাবর্ণি ; ধর্মসাবর্ণি,
রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ও ইন্দ্রসাবর্ণি
নহ্ন হন। ভাগ-৮স্ক-১, ৫, ১৩। (ট)
সপ্তম মনুর ককৃষ, পৃষঙ্গ, নাভাগ, দিষ্ট,
শর্যাপতি ও ত্রিশঙ্কু নামে যে ছয় পুত্র
ছিল তাঁহারা যথাক্রমে দক্ষসাবর্ণি,
যেক্সসাবর্ণি, সূর্য্যসাবর্ণি, চন্দ্রসাবর্ণি,
রুদ্রসাবর্ণি ও বিষ্ণুসাবর্ণি নামে নহ্ন
হন। তৃতীয় (উত্তম), চতুর্থ (তামস),
ও পঞ্চম (রৈবত) নহ্ন স্বায়ম্ভুব (প্রথম)
নহ্নর পুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র ছিলেন।
বিতীয় (স্বারোচিষ) নহ্নও প্রিয়ব্রতের
তনয়। চাক্ষুষ নানক ষষ্ঠ নহ্ন অঙ্গ-
রাজের পুত্র ছিলেন। তৎপরে
বৈবস্বতের পুত্র শ্রাকদেব সপ্তম নহ্ন
হয়েন। তাহার পর সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি
অষ্টম নহ্ন হন। তাহার পর বৈবস্বত
নহ্নর পুত্রেরা নবম হইতে চতুর্দশ
সংখ্যক নহ্ন হন। দেবতা-১০স্ক-৮,
২, ১০, ১৩। (ঠ) স্বায়ম্ভুব হইতে
বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, তাহার পর
সাবর্ণি নামে পাত পাঁচজন সর্ব্বশেষে
রোচা ও ভোতা নামে দুইজন,
সর্ব্ব মোট চৌদ্দজন। মার্ক-১০। (ড)
প্রথম স্বায়ম্ভুব নহ্ন ব্রহ্মার শরীর হইতে
উৎপন্ন হন। তৎপরে যথাক্রমে
স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত,
চাক্ষুষ, শ্রাকদেব, সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি
বিক্রসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি,

বেদসাবর্ণি ও (চতুর্দশ) ইন্দ্রসাবর্ণি নহ্ন
হন। মার্ক-১০০। (ত) প্রথম স্বায়ম্ভুব
নহ্ন। তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ,
উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত,
অর্কসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, ভবসাবর্ণি, ব্রহ্ম-
সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, রোচা ও ভোতা
এই কয়জন নহ্ন জন্মেন। দেবীপু-
৪৬। (৭) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত
পর্য্যন্ত এই সাতজন। তাঁহাদের পরে
সূর্য্য, দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম ও রুদ্র, সাবর্ণি
নামে পাত এই কয়জন। সর্ব্বশেষে
রোচা ও ভোতা, মোট চৌদ্দজন।
বৃহদা-১৭। (৩) স্বায়ম্ভুব হইতে
বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন অতীত এবং
তাঁহাদের পরে সাবর্ণি, রৈভা, রোচা
এবং যেক্স সাবর্ণি নামে আর চারিজন
নহ্ন ছিলেন। ব্রহ্মপু-৭। (৫) ব্রহ্মা
দে অধর্ম্ম-নিবারণ অসি মহাদেবকে
প্রদান করেন। সেই অসি পরম্পরায়
লোকপালগণ নহ্নকে দেন, নহ্ন তাহা
ক্ষপকে দেন ; ক্ষপ উহা নিজ পুত্র
ইক্ষ্বাকুকে দেন। এইভাবে সেই অসি
পরিশেষে পাণ্ডবদিগের হস্তগত হয়।
মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা (১১১)
বৃন্দাশ্ব, নরকৃত্ত ও হুনক দেখ। (৬)
প্রজাপতি নহ্ন বৃহস্পতির গুরু ছিলেন।
বৃহস্পতি তাঁহাকে ‘জগতের কারণ
কি ? কি নিমিত্ত কক্ষকাণ্ডের সৃষ্টি
হইয়াছে ? কোন্ মহাশক্তি হইতে বাব-
তীয় স্বাপর, ভঙ্গন, বায়ু, আকাশ,

স্বর্ণ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে, করেন মম্বর পত্নীর প্রাথনায় সেই
 প্রভৃতি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মম্বর বজ্রের হোতা কন্তা-নাভের সদল
 তাহার যথাযথ উত্তর দেন। মহাভা- করাতে মম্বর এক কন্তা জন্মে। সেই
 শাস্তি-২০১। (৭) মম্বর একবিংশতি- কন্তার নাম ইলা। তাহার পর মম্বর
 জন প্রজাপতিগণের অন্ততম। মহাভা- ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশপুত্র জন্মে। বিষ্ণু-
 শাস্তি-৩৩৫। (৮) সূর্য্যপুত্র শনৈ- ৪র্থ-১। ইলা দেখ। (১৮) দক্ষের
 শচর সাবর্ণ নামে বিখ্যাত মম্বর হয়েন। অন্ততমা কন্তা প্রদা হইতে অনবজা,
 মহাভা-শাস্তি-২৫০। (৯) ব্রহ্মার মম্বর প্রভৃতি কতিপয় কন্তা জন্মে।
 মানস পুত্রগণের অন্ততম মম্বর। মহাভা-আদি-২৫। অনুপা দেখ।
 “ব্রহ্মার পুত্রগণ” দেখ। (১০) সাধা- (১২) ব্রহ্মার পুত্র মম্বর। মম্বর তনয়
 দেবগণের অন্ততম মম্বর। মৎ-২০৩। প্রজাপতি। এই প্রজাপতি হইতে
 সাধাদেবগণ দেখ। (১১) চাক্ষুষের অষ্টবস্ত্র উৎপন্ন হন। মহাভা-আদি-
 পুত্র মম্বর। হরি-হরি-২। শিব-জ্ঞান ৬৬। বস্তুগণ দেখ। (২০) মম্বর
 ৫২। বিষ্ণু-১ম-১৩। চাক্ষুষ দেখ। পুত্র নরিঘ্যস্ত তাহার পুত্র মদ। স্বন্দ
 (১২) মম্বর দ্বাদশ আদিত্যগণের অন্ত- প্রভা-প্রভা-২০। (২১) একবার
 তম ছিলেন। দ্বাদশ আদিত্য ও মম্বর নিজ পুত্রকে বধ করেন। সেই
 আদিত্য দেখ। (১৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুত্রের হত্যাজনিত পাপস্বালনের জন্য
 শীঘ্রের পুত্র মম্বর। মম্বর পুত্র প্রসুত। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 বায়ু-৮৮। (১৪) জ্যামঘ বংশীয় করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৮
 মম্বর অন্ততম তনয় মম্বর। বায়ু-৯৫। (২২) ব্রহ্ম-পুত্র মম্বর আয়তি ও
 মম্বর দেখ। (১৫) দক্ষের অন্ততমা নিয়তি নামে দুই কন্তা ছিল। তাঁহার।
 কন্তা মম্বর। তিনি কন্তাপের অন্ততমা যথাক্রমে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই
 পত্নী ছিলেন। রামা-আর-১৪। ভৃগু-পুত্রের সহিত পরিণীতা হন। গরু-
 দক্ষ দেখ। (১৬) মম্বর অন্ততম পুত্র পু-৫। (২৩) মম্বর ধর্মবক্তাদিগের অন্ত-
 প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্তা তম। তিনি বিষ্ণুর স্তায় পূজনীয়। গরু-
 আকুতি ও প্রসুতি। বায়ু-১০। পু-২৩। (২৪) রুদ্রের অন্ততম নাম।
 আকুতি দেখ। (১৭) সূর্য্যপুত্র মম্বর ভাগ-৩ঙ্ক-১২। রুদ্র দেখ। (২৫)
 প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্র লাভ মম্বর ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাদের অন্ততম
 করিবার কামনায় তিনি মিত্রাবরণ ছিলেন। বরা-১২১। (২৬) শাকল-
 নামক দেবকনের প্রীতির জন্য যজ্ঞ পুরের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন মম্বর এক

পুত্র ছিলেন। বাম—৬৫। (২৭) মমুর কন্তা ধন্তা ক্রবের পত্নী ছিলেন।

মৎস্ত-৪। (২৮) মমুর জননী নাম শতরূপা। মৎ-৪। (২৯) মমুর পুত্র অংশ, তাঁহার তনয় অন্তর্জান। ব্রহ্মপু-২২৬। (৩০) দক্ষ হইতে আদিত্য; আদিত্য হইতে মমু এবং মমু হইতে সুহ্মায় উৎপন্ন হন। ব্রহ্মপু-২২৬।

মমুগ—প্রিয়ত্রয়ের দশপুত্রের অন্ততম হ্যুতিমান। হ্যুতিমানের সাত পুত্রের অন্ততম মমুগ। মার্ক-৫৩। বায়ু-৩৩। অর্থকারক, উষ, পীবর ও হ্যুতিনান দেখ।

মমুজ—বিশ্বার পুত্র ও দশজন বিশ্বদেবগণের অন্ততম। মৎ-২০৩। করজ দেখ।

মমুদেব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রতীতকের পুত্র। মমুদেবের তনয় সুনগত্র। গরু-পু-১৪৫।

মমুবশ—জ্যাগমবংশীয় মধুর অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৫। মধু দেখ।

মমুমান—ক্রতু, দক্ষ, সুর, সহ্য, কাম, কাল, ধৃতি, কুরু, মমুমান ও যোচমান—এই দশজন বিশ্বদেব বলিষ্ঠা ধ্যাত। দেবী-পু-৪৬। করজ, বিশ্বদেবগণ ও ধর্ম দেখ।

মনোজ—শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্ততম পুত্র। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন।

ভাগ-৫৯-২০। মেধাতিথি ও চিত্র-রেফ দেখ।

মনোজব—(১) অষ্টবসুর অন্ততম অনিলের পুত্র মনোজব ও অবিজাত-গতি। তাঁহাদের মাতার নাম শিবা। সৌ-২৮। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৬। ব্রহ্মপু-৩। অনিল ও অবিজাত গতি দেখ। (২) অন্ততম রুদ্র ঈশানের পুত্র। মার্ক-৫২। ব্রহ্মা-২৭। রুদ্র দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে লেখ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্ততম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অজুত দেখ। (৪) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। বৃহদা-৩৭।

(৫) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবী-পু-৪৬। (৬) চন্দ্রবংশীয় রাজা বিক্রমাচ্যোর পুত্র মনোজব। তিনি রাজ্যাধিকারী হইয়া প্রথমে ধর্মামুসারেই প্রজাপালন করিতেন। পরে কুব্জির উদয় হওয়াতে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। এই পাপে তিনি গোলভ নামক অপর এক রাজার নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় পরাশর ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মনোজব পরাশরের পরামর্শে পত্নী সুসিতা ও

পুত্র চন্দ্রকান্তকে লইয়া গন্ধমাদনশৈলে মঙ্গলতীর্থে গমন করিয়া, নানাদি সমা-
পনান্তে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ড-
দান করেন। তাহার পর তিনি
সেখানে পরাশরের উপদেশমত তপ-
শ্রাদি করিয়া নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি
প্রাপ্ত হন। ঐ সময়দয় অস্ত্রাদির
সাহায্যে তিনি পুনরায় স্ব-রাজ্য অধি-
কার করেন। স্বন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১২।

মনোজবা—(১) বায়ুর পত্নী।
তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।
পদ্ম-স্ব-১৭। (২) সীতার রোম-
কূপ হইতে উদ্ধৃত জনৈক মাতৃকা।
অঙ্কু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মনোমুগ—প্রিয়ব্রত তনয় হ্যতি-
মানের অন্ততম পুত্র। ব্রহ্মা-৩৪।
অগ্নি-১১২। উষ্ণ, অন্ধকারক ও
হ্যতিমান দেখ।

মনোমথিনী—(১) ভোগবর্তা নগরী-
বাসী ককুৎস্থ রাজার পত্নী। তিনি
ভর্গদেবের কন্যা ছিলেন। তাঁহার
গর্ভে তারাবতী নামে এক কন্যা জন্মে।
কালি-৪৭। তারাবতী দেখ। (২)
চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্ততম। কালি
-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

মনোম্মনী—শিবের অন্ততম পীঠ-
শক্তি। তন্ত্র-৩০২ পৃঃ। শিব দেখ।

মনোবতী—(১) মেনকা, সহজজ্ঞা,
পণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ক্রতুস্থলা, স্বতাচী,
বিশ্বাচী, উর্কশী, অম্বমোচা ও মনো-

বতী, এই দশজন বৈদিকা অম্বরা
নামে খ্যাত। হরি-হরি-২১৮। (২)
মনোবতী ও মুকেশা এই দুইজন অম্বরা
তুষ্ণর নামক গন্ধর্বের কন্যা। বায়ু-৬২।
মনোভব—কায়দেবের এক নাম।
কাম দেখ।

মনোভবা—তম্ভোক্ত বোড়শজন
কামকলার অন্ততম। ভূতি দেখ।

মনোরথ—দক্ষকন্যা খমার গর্ভজাত
অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬২। খমা দেখ।

মনোরমা—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত
পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক
সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২।
মাতৃকাগণ দেখ। (২) ইন্দ্রিবার
নামক বিজ্ঞাধরের ঔরসে মরুধন্ব-
হুহিতার গর্ভে মনোরমা জন্মগ্রহণ
করেন। তিনি ও তাঁহার দুই সখী
বিভাবরী ও কলাবতী কলি-তনয়
স্বরোচের সহিত পরিণীতা হন।
মনোরমার গর্ভে স্বরোচের বিজয় নামক
পুত্র জন্মে। মার্ক-৬৩, ৬৬। প্রভাব
ও স্বরোচঃ দেখ। (৩) জনৈক
নাগ-পত্নী। মার্ক-৭১। (৪)
ইক্ষ্বাকুবংশীয়া ঙ্গসন্ধির অন্ততমা পত্নী।
দেবীভা-৩৯-১৪, ১৫। বীরসেন দেখ।

(৫) নৌকিকী অপ্সরাদের অন্ত-
তমা। এই সকল অপ্সরারা মৌনেন
নামেও খ্যাত হইতেন। বায়ু-৬২।
(৬) স্বতাচী অপ্সরার গর্ভজাত
ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্ততমা। বায়ু-

৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (৭) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্ততমা অম্বর। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (৮) দক্ষের অন্ততমা কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুমা, মিশ্রকেশী, বিহ্বাৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহ, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কন্যজন অম্বর, এবং অতিবাহ, হাহা, হহ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। কপিলা দেখ। (৯) স্বনয় নৃপতির কন্যা মনোরমা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি চারিদিক্তবিশিষ্ট মহাকায় ঋতহস্তীতে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। দীর্ঘ-তমার পুত্র কক্ষীবান্ গুরুর উপদেশে গন্ধগাদন শৈলে গমন করিয়া ঐরূপ এক হস্তীর সাফাৎ পান এবং সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজর্ষি স্বনয়ের নগরীতে গমন করিয়া মনো-রমাকে বিবাহ করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬। (১০) দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও অরিষ্টনেমীর অন্ততমা পত্নী। গুরু-পু-৬। ভানুমতী দেখ। (১১) তদ্রোক্ত ষোড়শ কামকলার অন্ততমা। ভূতি দেখ।

মনোহর—মাল্যবানের কন্যা পুষ্পোৎকটীর গর্ভে মনোহর, প্রহস্ত, মহা-পার্শ্ব, ধর এই চারি পুত্র জন্মে। স্বন্দ-

প্রভা-প্রভা-২০। পুষ্পোৎকটী ও প্রহস্ত দেখ।

মনোহরা—(১) অষ্টবসুর অন্ততম ধরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে শিশির প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। ধর দেখ। (২) মনো-হরার গর্ভে ধরের দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। অগ্নি-১৮। (৩) মনোহরার গর্ভে ধরের হতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ, দ্রবিণ ও বরুণ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। সৌর-২৮। (৪) ঐ পাঁচ পুত্রের নাম শিশির, প্রাণ, রমণ, হতহব্যবহ ও দ্রবিণ। মৎ-৫ (৫) মনোহরার পুত্রদের নাম শিশির, প্রাণ ও রমণ। ব্রহ্মপু-৩। (৬) জনৈক অম্বর। শিব-ধর্ম-৪৩; ব্রহ্মপু-৬৮; মহাভা-অমু-১৯। (৭) তদ্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্ততমা। ভূতি দেখ।

মনোজা—যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের অশ্বের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভীম কৌশিকীকচ্ছনিবাসী মনোজা নরপতিকে পরাভূত করেন। মহাভা-সভা-২২।

মন্তা—চান্দ্র মন্বন্তরে দেবতাদের আত্ম-গণের অন্তর্ভূত অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অন্তরীক্ষ দেখ।

মন্ত্রজম—চান্দ্র মন্বন্তরে মন্ত্রজম ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক-৫।

মন্ত্রপাল—রাজা দশরথের আট জন প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহার। রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। রামা-লঙ্কা-১২৯। জয়ন্ত দেখ।

মন্ত্র—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মন্ত্রশক্তি—তত্ত্বোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

মন্ত্র—ভোজ্য দেখ।

মন্ডন—দৈত্যপতি তারকের অন্যতম সেনানী। পদ্ম-স্ব-৪২।

মহুরা—(১) দশরথের অন্যতম মহিষী কৈকেয়ীর প্রধানা দাসী। এই মহুরার পরামর্শেই কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্য প্রদান প্রার্থনা করেন। এই দাসী কুন্ডা ছিল। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, মহুরাই কৈকেয়ীর পরামর্শদাতা ছিল, তখন তিনি নানারূপে মহুরাকে নিগৃহীত করেন। রামা-অধো-৭, ৮, ৯, ১০, ১১। (২) দেবগণের প্রার্থনায় হুণী সরস্বতী মহুরার স্বদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার দ্বারা কৈকেয়ীকে কু-মন্ত্রণা প্রদান করান। রামা-অধ্যা-অধো-২।

মহিনী—সীতার রোমকূপ হইতে

উদ্ধৃতা জনৈক মাতৃকা। রামা-অধু-২৩। সীতা দেখ।

মন্দ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনানী। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-২০। রামা-অধু-১৮। (২) দক্ষকণ্ঠা ও পুলহপত্নী ক্রোধার অন্যতম কণ্ঠা স্বৈতার গর্ভে মন্দ নামে এক ক্ষিপ্ৰগামী হস্তী জন্মগ্রহণ করে। মন্দ কুবেরের বাহন ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৩) জনৈক গন্ধর্ব্ব। পুরা-বসু দেখ।

মন্দক—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। অগাবহ দেখ।

মন্দগ—প্রিয়ব্রতাস্বজ্ঞ ছাতিমানের অন্যতম তনয়। অন্ধকারক ও ছাতিমান দেখ।

মন্দগতি—দানবপতি বলির তনয় মন্দগতি জিত মুনির অভিধানে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। গর্গ-মুখ-১১। কুবলয়াপীড় দেখ।

মন্দপাল—একজন বেদপারগ মহর্ষি তিনি পৃথিবীতে কঠোর তপস্তা করিয়া মরণান্তে পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু তথায় তপস্তার ফল না পাইয়া, যমের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যম বলেন, “তুমি তপস্তা ও যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়াছ তাহা ঠিক, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছ। তজ্জন্ত তোমার সমুদয়

তপস্বাদি নিষ্ফল হইয়াছে।” যমের কথা শুনিয়া মন্দপাল শাওর্গক পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া জরিতা ও লপিতা নামী শাওর্গীকাধরের গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। জরিতা, লপিতা ও শারঙগী দেথ।

মন্দর—(১) সুরমের পর্বতের পত্নী ধরণী দিবা ঔষধি ও নানাবিধ স্তম্ভর গুহাদি সমন্বিত মন্দর পর্বতকে প্রসব করেন। মন্দরের তপস্শায় সমৃদ্ধ হইয়া মহাদেব তাহাতে নিজ বাসস্থান নির্দেশ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-৩১। সৌ-২৬। (২) দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুর পুত্র। তিনি মহাদেবের বরে ইন্দ্রের বজ্র ও বিষ্ণুর স্তম্ভদর্শন চক্রেরও অবধা ছিলেন। মহাভা-অমু-১৪। (৩) অবন্তী নগরীবাসী মন্দর নামে এক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ঋষভ নামক এক শিবযোগীর পূজা করিয়া জন্মান্তরে দশাধিপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ভদ্রায়ু দেথ। (৪) পুরাবস্তু নামক গন্ধর্ব্ব রাজের অন্ততম পুত্র। পুরাবস্তু দেথ।

মন্দরশোভি—পুণ্যজনী দেথ।

মন্দহাস—পুরাবস্তু দেথ।

মন্দাকিনী—(১) গঙ্গা দেবলোকে মন্দাকিনী নামে প্রসিদ্ধা। (২) বিশ্বামুনির অন্ততম পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে

বৃত্ত হইলে মন্দাকিনী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচরী গন্ধকে প্রদান করেন বাম-৫৭।

মন্দাকিনী—কশাপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেথ।

মন্দার—(১) মন্দার নামক বিষ্ণু-ধরের কন্যা বিভাবরী ইন্দ্রাবর নামক বিষ্ণুধরের কন্যা মনোরমার সখী ছিলেন। মার্ক-৬৩। মনোরমা দেথ।

(২) পুরাবস্তু নামক গন্ধর্ব্বের অন্ততম পুত্র। পুরাবস্তু দেথ।

মন্দারদাম—পরিমললয় দেথ।

মন্দারমালিনী—তৈলঙ্গাধিপতি বিশালাক্ষের পত্নী। গর্গ-বিশ্ব-১০।

মন্দুলক—অজ্ঞকবংশীয় হাল রাজা মগধে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মন্দুলক রাজা হন। তিনিও পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে পুরীন্দ্রসেন রাজা হন। মৎ-২৭৩।

মন্দেহ—(১) সুরাসমুদ্রের মধ্যবর্তী পর্বত সমুদ্রের শিখরোপরি মন্দেহ নামে প্যাত মহাকায় ভয়াবহ রাক্ষসগণ বাস করিত। প্রভাত হইলে, তাহার উদ্গমুখ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও হতাহত হইয়া সুরাসমুদ্রের জলে পতিত হইত। পরে আবার প্রাণলাভ করিয়া তাহার ঐ সকল পর্বতের শৃঙ্গে ঝুলিতে থাকিত। রামা-কিঙ্কি-৪০। (২) মন্দেহ নামে

থ্যাত রাক্ষসগণ কোনও সময়ে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্ধত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে শাপ দেন এবং সেই শাপ প্রভাবে তাহাদের দেহের বিনাশ হয় না। ঐ রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। তখন সূর্য্যের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যাকালে দেবগণ ও ব্রাহ্মগণ মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে দধ্ব করেন। ব্রহ্মা-৫৫। বায়ু-৫০। (৩) যমের অমুচর এক রাক্ষস। বরা-২০১।

মন্দোহারি—সূর্য্যের এক নাম। স্বন্দ-কাশী-পু-৯। মন্দোহ দেখ।

মন্দোদরী—মহাদেবের জটনৈক গণ। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬।

মন্দোদরী—(১) দশানন রাবণের প্রধানা পত্নী। তিনি ময়দানবের ঔরসে হেম্যান্নী অম্বরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ একবার যুগয়া উপলক্ষে দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন ময়দানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ময়দানব রাবণের পরিচয় পাইয়া মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করেন। মন্দোদরীর গর্ভেই মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-১২। (২) ময়দানবের পত্নী তেজোবতীর গর্ভে মন্দোদরী জন্ম-

গ্রহণ করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-৩৫। (৩) মন্দোদরীর গর্ভে সীতা জন্মেন। রামা-অভু-৮। সীতা দেখ। (৪) দেবী ভগবতী দেবগণের প্রার্থনায় মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের ক্ষেত্রজ কঙ্কারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীমহা-৪২। সীতা দেখ। (৫) সাতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত্য জটনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (৬) সিংহল দেশাধিপতি চন্দ্রসেন নামক ভূপতির কন্যা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু মন্দোদরী বিবাহে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং আজীবন কোমার্য্যব্রত পালন করিবেন এইরূপ অভিমত জানাইলেন। কোশলাধিপতি বীরসেন মন্দোদরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রত্যা-বর্তন করেন। বহুকাল কুমারী অবস্থায় থাকিয়া মন্দোদরী নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজকুমারগণের মধ্যে মন্দদেশাধিপতি চাকুদেবকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিয়ৎকাল পরে মন্দোদরী পতিকে অম্মনারী আসক্তা জানিতে পারিয়া, যুগায় স্বামীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। দেবীভা-৫ স্ব-১৭, ১৮।

মমন্তক—শ্রামন, বিক্রপাক্ষ, মমন্তক,

গোলক, স্বেতসমুদ্র ও তাহাদের প্রভৃ
উন্নত ই'হারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-
পুরীর পূর্বদিক রক্ষাকারী দ্বারপাল ।
স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭ ।

মহাস্তর-অবতার—ভগবান হরি সত্য-
লোকে আপনার কীর্তি বিস্তার পূর্বক
মহাস্তর-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন
এবং নিজ তেজোরূপ স্মদর্শন চক্রদ্বারা
দুষ্টের দমন করেন । ভাগ-২ঙ্ক-৭

মন্মথ—কামদেবের এক নাম ।
তাঁহার প্রভাবে মানবের মন আলো-
ড়িক (মথিত) হয়, এজন্তই কামদেবের
এই নাম । স্কন্দ-আব-চতু-১৩ ।

মন্মথকর—(১) দেবসেনাপতি
স্কন্দের সাহায্যকারী জৈনৈক সেনাপতি ।
মহাভা-শল্য-৪৬ । বৈতালী দেখ ।
(২) রাবণের অন্ততম পুত্র । রামা-
অঙ্ক-১২ ।

মন্মথ্য—দেবী সাবিত্রী হেমকূটে
মন্মথ্য নামে অভিহিতা । পদ্ম-সু-১৭ ।
ভদ্রকর্ণিকা দেখ ।

মহ্য—(১) ঋগ্বেদে মহ্য নামে
এক দেবতার উল্লেখ আছে । তিনি
ক্রোধের দেবতা বলিয়া কীর্তিত ।
মহ্য নামে এক ঋষি ঐ 'মহ্য দেবতার
স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্মন্তর রচনা
করিয়াছেন । ঋক্-১০ । ৮৩, ৮৪ ।
(২) বিত্তথের পুত্র মহ্য । তাঁহার
পাঁচ তনয়—বৃহৎকজ, জয়, মহাবীৰ্য্য,
নর ও গর্গ । ভাগ-২ঙ্ক-২১ ।

বৃহৎ-মধ্য-২২ । গরু-পূ-১৪৪ । (৩)
কোনও সময়ে দেবগণ অসুরগণের
নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিকার
প্রার্থনায় ব্রহ্মার উপদেশে শিবের
শরণাপন্ন হন । শিব দেবগণের
প্রার্থনায় নিজ তেজ হইতে মহ্য নামে
এক ভীষণ পুরুষ সৃষ্টি করিলেন ।
দেবগণ সেই পুরুষের শক্তির পরিচয়
পাইয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ
করিয়া পুনরায় অসুরদিগের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার
সাহায্যে অসুরদিগকে পরাজয় করি-
লেন । ব্রহ্মপু-১৬২ ।

মহ্যমান—হৃদয় নামক অগ্নির পুত্র
মহ্যমান । তিনি জীবগণের জঠরে
আসিয়া ভুক্ত দ্রব্যাদির পরিপাকে
সাহায্য করেন । মৎ-৫১ । বায়ু-২২ ।

মমতা—(১) বৃহস্পতির কনিষ্ঠ
ভ্রাতা উশিজের পত্নী । বায়ু-২২ ।
মৎ-৪৮ । উশিজ দেখ । (২)
মহাশি উতথোর পত্নী মমতা । মহাভা-
আদি-১০৪ ; ভাগ-২ঙ্ক-২০ । ভরদ্বাজ,
বৃহস্পতি ও দীর্ঘতমা দেখ ।

ময়—(১) মহাতেজা মারাবী ময়
দানব বিশ্বকর্মার দ্বার শিল্পী ছিলেন ।
তিনি মায়াদ্বারা এক কাঞ্চন-বন ও
কাঞ্চন-নির্মিত শবন নির্মাণ করিয়া
তথায় বাস করিতেন । ময়দানব সহস্র
বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার
নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন এবং

গুজরাটের সমস্ত শিল্পবিজ্ঞান অধীক্ষর
হন। হেনা নারী এক অপরাধ প্রাপ্তি
ময়দানবের আকর্ষণ জন্মিলে ইন্দ্র
তাঁহাকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেন।
রামা-কিষ্কি-৫১। ময়দানব লঙ্কার
অনেক উৎকৃষ্ট সৌধ নির্মাণ করেন।
রামা-সুন্দ-৭। ময়দানবের কস্তা মন্দো-
দরী রাবণের প্রধানা মহিষী ছিলেন।
রামা-উত্ত-১২। (২) ময়দানবের
তিন কস্তা—মন্দোদরী, উপদানবী
ও কুহু। মৎ-৬। (৩) একবার
দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ দেবতা-
দিগের নিকট পরাস্ত হইলে ময়দানব
মায়ী দ্বারা অগ্নি সৃষ্টি করিয়া দেব-
গণকে প্রপীড়িত করেন। মৎ-১৭৫।
(৪) ময়দানব অষ্টাদশজন বাস্তুশাস্ত্রো-
পদেষ্টাদের অত্রত্য ছিলেন। মৎ-
১৭২। (৫) কস্তাপের ঔরসে দক্ষ-
কস্তা দময়র্গে জাত শতপুত্রের অত্র-
ত্য ময়দানব ছিলেন। হরি-হরি-
৩। (৬) হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ
হস্তে নিহত হইলে ময়দানব দৈত্য-
কুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অতিশয়
উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অপর দুইজন
দানবকে সঙ্গে লইয়া কঠোর তপস্যায়
প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সেই অত্যাগ্র
তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে
বর দিতে উপস্থিত হইলেন। ময়-
দানব অবধ্যতা বর প্রার্থনা করিলেন।
তত্পরি এই যাক্স করিলেন যে, তিনি

নিজের অবস্থানের জন্ত যে সমুদ্র পুর
নির্মাণ করিবেন, তাহা নরগণের
অগম্য হইবে এবং তাঁহার অভ্যপ্রায়
মত তাহার। ইত্যন্তঃ গমনাগমন
করিতে পারিবে। ব্রহ্মা ময়দানবের
প্রার্থনামত সমুদ্র বর দিতে অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলে ময়দানব বলিলেন,
“সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অর্কনিমেষ-
মাত্র যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে, সেই-
ক্ষণে যে ব্যক্তি আমার দ্বারা নির্মিত
পুরত্রয়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এক
বাণের আঘাতে সেই পুরত্রয় দগ্ধ
করিতে পারিবেন তাঁহারই হস্তে যেন
আগার মৃত্যু হয়।” ব্রহ্মা ময়দানবকে
সেই বর দিলেন। শিব-সনৎ-৫২।
(৭) সাগরের আদেশে ময়দানব
জালঙ্কার দৈত্যের জন্ত জালঙ্কারপীঠে
এক অতি মনোরম পুরী নির্মাণ
করেন। পদ্ম-উত্ত-৪। (৮) দেব-
গণের শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ষ্মের পুত্র
ময়দানবও বিশ্বকর্ষ্ম নামে পরিচিত
ছিলেন। বায়ু-৮৪। (৯) রানের
অনুচর, সাগরে সেতুবন্ধনকারী নল
ময়দানবের পুত্র ছিলেন। শ্রীমহাভা-
৪০। বৃহৎ-পূ-২১। নল দেখ।
(১০) অর্জুন যখন থাণ্ডব বন দগ্ধ করি-
তেছিলেন, তখন ময়দানব সেখানে
উপস্থিত ছিলেন। অর্জুনের অনুগ্রহেই
ময়দানব অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা
পান এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

স্কন্দ-আব-রেবা-৪০ । স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-
 ১১০ । (১৮) মরীচির পুত্র অর্চিমান
 (বানর) । রামা-কিঙ্কি-৪২ । (১৯)
 মরীচির পুত্র মনু; মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু ।
 কল্কি-৩য়-৩ । (২০) মরীচির পত্নী
 সম্ভৃতি (দক্ষকন্যা) এবং পুত্র পৌর্ণমাস ।
 মার্ক-৫২ । অগ্নি-২০ । ব্রহ্মা-১০ ।
 সৌর-২৬ । বিষ্ণু-১ম-১০ । গরু-পূ-৬ ।
 শিব-বায়ু-পূ-১৫ । শিব পুরাণে চারি
 কন্যারও উল্লেখ আছে । (২১) মরীচির
 পত্নী ধর্মব্রতা । অগ্নি-১১৪ । (২২)
 দক্ষের অকৃত্যমা কন্যা সম্ভৃতি মরীচির
 পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে
 পৌর্ণমাস (মতান্তরে পূর্ণমাস) জন্ম
 গ্রহণ করেন । ব্রহ্মা-২৯ । বায়ু-
 ২৮; ১০ । পদ্ম-সূ-৩ । (২৩)
 মরীচির পত্নীর নাম উর্ণাদেবী ।
 দেবীভা-৪৯-২২ । (২৪) মরীচির
 পুত্র কশ্যপের নামান্তর কাশ্যপ (মার্ক-
 ৫২) ও অরিষ্টনেমী । (২৫)
 পূর্বোক্ত (১৬) অংশে উল্লিখিত আট
 জন ব্রহ্ম-তনয় ও দক্ষ, এই নয়জন
 পুরাণে নবব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত হন ।
 পদ্ম-সূ-৩ । (২৬) স্বায়ম্ভুব মনুস্বরে
 মরীচি সম্ভৃতিদের অকৃত্যম ছিলেন ।
 মৎ-৯ । ব্রহ্মা-৩২ । বায়ু-৩১ । গরু-
 পূ-৮৭ । (২৭) দক্ষের অকৃত্যমা কন্যা
 মনুর গর্ভজাত পুত্রগণের অকৃত্যম
 মরীচি ছিলেন । হরি-হরি-৩ । কশ্যপ
 ও দক্ষ দেখ । (২৮) ভরত-বংশীয়

সম্রাট নামক নরপতির পুত্র মরীচি ।
 মরীচির পত্নীর নাম বিন্দু-বতী ও পুত্র
 বিন্দুমান । ভাগ-৫৯-১৫ ।

মরীচিগর্ভ—(১) নবম (দক্ষ সাবর্ণি)
 মনুস্বরে দেবতাদের নাম ছিল পার
 ও মরীচিগর্ভ । ভাগ-৮৯-১৩ ।
 (২) ঐ দেবতাদের নাম পার মরীচি-
 গর্ভ ও সুধর্ম । গরু-পূ-৮৭ ।

মরীচিপ—(১) মরীচিপ প্রভৃতি
 মহর্ষিগণ মাংসাহারের নিন্দা করিয়া
 গিয়াছেন । মহাভা-অনু-১১৫ ।
 (২) মরীচিপ প্রভৃতি দেবগণ
 গোলকে বাস করেন । স্কন্দ-নাগ-২৫৯ ।

মরীচিমালী—সূর্য্যের এক নাম ।

মরীচীশ্বর—কাশীস্থিত মরীচীশ্বর
 লিঙ্গ দর্শন করিলে মরীচিলোক এবং
 মরীচিমালীর স্নান কাস্তি লাভ হয় ।
 স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮ ।

মরু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের
 পুত্র মরু; মরুর তনয় প্রমুগু ও তৎ-
 পুত্র অম্বরীষ । রামা-আদি-৭০ । (২)
 জনকবংশীয় হর্যাস্থের পুত্র মরু, মরুর
 তনয় প্রতিকাক । রামা-আদি-৭১ ।
 (৩) মরুর তনয় প্রমুগু । রামা-
 অযো-১১০ । (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয়
 শীঘ্রের পুত্র মরু । মরুর পুত্র বৃহদল ।
 হরি-হরি-১৫ । শীঘ্রতনয় মরু, বৃধ
 ও সুমিত্র নামেও অভিহিত হইতেন ।
 কঙ্কি-শ্লো ৬ বিধর্ম্মীগণকে সংহার করিয়া
 মরুকে নিজ রাজধানী অগোধ্যাতে

পুনঃ অভিষিক্ত করেন। মরু কঙ্কির সহিত স্নেহ দমনে গমন করেন এবং এক ও কাছোজদিগকে পরাভূত এবং স্বর্ঘ্যবংশীয় স্বর্ঘ্যাকেতুকে বিনাশ করেন। কঙ্কি-১ম-২, ৩, ৩য়-৩, ৪, ৩, ৭, ৮। (৫) মরুর পুত্র প্রস্রবত। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬) জনকবংশীয় মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৭) মরুর পুত্র প্রদীপ। ভাগ-২ঙ্ক-১৩। (৮) মরু নামক এক দৈত্যকে বিষ্ণু বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪০ ৯) নাগের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রস্রবত। গরু-পু-১৪২। (১০) প্রিয়ব্রতায়ুজ অয়ীশ্বরের পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মরুদেবী। তাঁহার গর্ভে ঋগভদেব জন্মগ্রহণ করেন।

মরুত—(১) বহুবংশীয় কনকমের পুত্র মরুত। গরু-পু-১৪৩। (২) ধর্ম হইতে সুরভীর গর্ভে যে সমুদয় অপত্য জন্মগ্রহণ করে, মরুত তাঁহাদের অন্ততম। হরি-হরি-১২৬। চ্যবন দেখ।

মরুতাশ্ব—প্রজাপতির অপত্য সত্ত্বগণ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—“মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ রক্তবর্ণ ও কর্মকুশল অশ্বসকল প্রদান করিয়াছেন।” ঋক্-৫।৩৩।২।

মরুতি—অন্ততম মরুৎ। মরুৎ-গণ দেখ।

মরুৎ—বায়ু বা পবনদেবের এক ঋষি।

মরুৎ-গণ—(১) কশ্যপ হইতে উৎপন্ন দেবগণের অন্ততম গণ। ভৃগুগণ ও মরু দেখ। (২) দক্ষ প্রজাপতির অন্ততমা কশ্যা দিতি, তর্ঘ্যা অদিতির পুত্র, ইন্দ্রকে দেদিয়া পতি কশ্যপের নিকট ঐরূপ বার্ষ্যশালী এক পুত্রের প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপ তাঁহার গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত ও গুণিভাবে জীবনযাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন। দিতিও সেইভাবে চলিতে লাগিলেন। অদিতি কালক্রমে দিতির গর্ভের বিষয় জানিতে পারিয়া ঈর্ষ্যা-পরায়ণ হইলেন এবং ইন্দ্রকে ঐ গর্ভ বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। ইন্দ্র অদিতির পরামর্শে দিতির নিকট যাইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। একদিন ইন্দ্র গর্ভভারক্লিষ্টা দিতিকে নিদ্রিত দেখিতে পাইয়া স্বপ্নভাবে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ কারলেন এবং গর্ভস্থ সন্তানকে বহুবার। সপ্তথণ্ডে বিভক্ত করিলেন। গর্ভস্থ সন্তান বহুহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া সেই সপ্তভাগে বিভক্ত গর্ভকে “মা রোদো, মা রোদো” (রোদন করিও না) বলিতে বলিতে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ উপপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভস্থ সন্তানই মরুদগণ নামে প্রসিদ্ধ। দেবীভা-৩ঙ্ক-৩। (৩) কশ্যপপত্নী দিতি

কণ্ডপের নিকট ইন্দ্রবধক্ষম মহাতেজা পুত্র প্রার্থণা করিলে, কণ্ডপ বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া আপনস্বামী পুত্রোপ্তি যত্ন করিলেন এবং “ইন্দ্রশত্রো ভবন” এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহতি দিলেন। অতঃপর তিনি দিতির গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি শত বৎসর-কাল বিশেষ ব্রত সহকারে সর্কপ্রকার অনাচার পরিবর্জন পূর্বক ও সম্পূর্ণ শুচিভাবে এই গর্ভরক্ষা করিবে। তাহা হইলে তুমি অভিলষিত পুত্র লাভ করিতে পারিবে।” এই বলিয়া কণ্ডপ চলিয়া গেলেন। দিতিও স্বামীর নির্দেশানুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য, দিতির নিকট আসিলেন এবং তাঁহার মনে বিশ্বাস ভুলাইয়া গর্ভ নষ্ট করিবার সুযোগ লাভের প্রত্যাশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতবৎসর পূর্ণ হইবার তিনদিন যখন অবশিষ্ট ছিল, তখন একদিন দিতি অপ্রমাদ-বশতঃ অধোতপদে, মুক্তকেশে দিবা-ভাগে নির্দ্রিত হইলেন। ইন্দ্র দিতির সেই অশুচিভাব জানিয়া সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্বক সেই গর্ভকে প্রথমে সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। বহু-ছিদ্র হইয়াও দিতির সেই গর্ভ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে “মা রুদ”

বলিতে বলিতে সেই প্রত্যেক অংশকে পুনরায় সপ্তখণ্ডে বিভাগ করিলেন। এইরূপে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও সেই গর্ভ রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাতে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মার পূজার ফলেই যে দিতির ঐ গর্ভ বজ্রা-হত হইয়াও বিনষ্ট হইল না, তাহা বুঝিতে পারিয়া দিতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “আমি হিংসা-বশে আপনার গর্ভ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি ব্রহ্মবরে তাঁহার সর্কপ্রা অবস্থা। ইহাদের রোদনকালে আমি ইহাদিগকে “মা রুদ” বলিয়াছিলাম। সেইজন্য ইহার মরুৎ নামে পাত-স্বভাগী দেবতা হউক। আমি আপনার এই সন্তানগণকে মরুদগণ নাম দিয়া দেবগণের সমান করিয়া লইতেছি।” এই কথা বলিয়া ইন্দ্র মরুদগণকে নিজ বিমানে আরোহন করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। তখন ইহঁতে মরুদগণ যজ্ঞভাগ-ভোজী হইয়া দেবগণের অন্তর্ভূত হইলেন। পদ্ম-স্থ-৭। (৪) দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র দৈত্যগণকে (দিতি-তনয়গণকে) বধ করিলে, দিতি শোকাকুলা হইয়া সহস্র বৎসর শক্র-সমুদ্ভব তীর্থে তপস্তা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে,

বলিলেন। দিতি তাঁহার নিকট দেব-
দর্প-নাশন, যজ্ঞভাগভোক্তা, বলবান
পুত্র প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর সেই বর
দিলে দিতি কল্পপের ঔরসে গর্ভ ধারণ
করেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া
সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য দিতির
ছিন্ন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।
দশম মাসে একবার দিতি গর্ভালসা
হইয়া সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণ মুখে শয়ন
করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ইন্দ্র
সেই সুযোগ পাইয়া শস্ত্র হস্তে দিতির
উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভ
প্রথমে সাতথণ্ডে কর্তন করিলেন।
ছিন্ন করিয়া দেখিলেন যে, গর্ভমধ্যে
পূর্ণাঙ্গ সাতটা বালক রহিয়াছে।
দেখিবামাত্র সেই সাতটা বালককে
আবার সাত অংশে বিভক্ত করিলেন।
দিতির গর্ভ এইরূপে উনপঞ্চাশ অংশে
বিভক্ত হইয়াও বর্ধিত হইতে লাগিল।
তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভাত হইয়া দিতির
অলক্ষিতে গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত হই-
লেন। পরদিন প্রাতে দিতি উন-
পঞ্চাশটা সন্তান প্রসব করিলেন।
তখন ইন্দ্রও লজ্জায় ম্লান মুখ ও অব-
নত বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন
এবং দিতির নিকট অপরাধ স্বীকার
করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।
ইন্দ্রের সত্যবাক্যে দিতি সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।
ইন্দ্রের অত্যাচার আহত হইয়া গর্ভস্থ

বালকগণ যখন রোদন করিতেছিল
তখন ইন্দ্র তাহাদিগকে “মা ক্রদন্তু”
(রোদন করিও না) বলিয়া নিষেধ
করেন। তাহাতে ঐ উনপঞ্চাশ
ভাগে বিভক্ত দিতিসন্তানগণ “মরুৎ-
গণ” নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বল্প-নাগ-
২২। (৫) ইন্দ্র যখন দিতির উদরে
প্রবেশ করিয়া গর্ভকে ছিন্ন করিতে
ছিলেন, তখন ছিন্নমান পণ্ডগুলি পূর্ণাঙ্গ
বালকেব স্থায় রোদন করিতে করিতে
বসিতেছিল “হে ইন্দ্র, আমরা তোমার
ভ্রাতা, তুমি কেন আমাদের বধ
করিতে প্রয়াস পাইতেছ।” তখন
ইন্দ্র বলিলেন, “ভাত হইও না।
তোমরা আমার ভ্রাতা। তোমাদিগকে
আমি আমার পার্শ্ব করিয়া লইব।
ইন্দ্রের বজ্রধারা আহত হইয়াও উন-
পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত গর্ভ বিনষ্ট হইল
না, বরঞ্চ প্রত্যেক অংশ পূর্ণাঙ্গ বালক
হইয়া গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত হইল।
দিতি নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া অগ্নির
স্থায় প্রভাসম্পন্ন সেই উনপঞ্চাশজন
শিশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং
সমীপস্থ ইন্দ্রকে তাঁহাদের পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র দিতিকে
সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা
করেন। ভাগ-৬ঙ্ক-১৮। (৬) ইন্দ্র
যখন দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া সেই
গর্ভকে উনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত
করিলেন তখন দিতির নিদ্রাভঙ্গ

হইল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া ইন্দ্রকে “আর হনন করিও না” বলিয়া নিষেধ করিলেন। দিতির বাক্যে ইন্দ্র তাঁহার গর্ভ হইতে নিজস্ব হইয়া দিতিতে বলিলেন, “আপনি অশুভা শুইয়াছিলেন, সেই জন্তই আমি স্রযোগ পাইয়া আপনার গর্ভকে বহুভাগে ছেদন করিয়াছি। আপনি আনয় ক্ষমা করুন।” দিতি বলিলেন, “আমারই কস্মদোবে আমার গর্ভ বিফল হইয়াছে। উজ্জ্বল আমি তোমাকে শাপ দিব না। কিন্তু তুমি আমার সন্তানগণের মঙ্গল বিধান কর। আমার পুত্রগণের জন্ত নভো-মণ্ডলে বাতস্কন্ধ নামক সাতটা স্থান করিত হউক। তাঁহার্য্য আবহ নামক পৃথিব্য প্রথম স্বন্ধ; প্রবহ নামক মেঘ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় স্বন্ধ; উধ্ব নামক সূর্য্যের উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তৃতীয় স্বন্ধ; স্রবহ নামক চন্দ্র হইতে নক্ষত্র-মণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত চতুর্থ স্বন্ধ; বিবহ নামক গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চম; পরাবহ নামক সপ্তর্ষি মণ্ডলাবধি বিস্তৃত ষষ্ঠ এবং পরিবহ নামক সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সপ্তম বায়ুস্বন্ধে বিচরণ করুক। তোমারই কৰ্ম্ম অনুসারে তাঁহার্য্য মরুৎ নামে কথিত হউক।” ইন্দ্র বলিলেন, “আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। উপরন্তু আপনার সন্তানেরা দেবসদৃশ হইয়া

দেবগণসহ যজ্ঞভাগভোজী হইবে। এই জন্তই মরুৎগণ দিতি পুত্র হইয়াও দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র মরুৎগণকে সাতটি গণে বিভক্ত করেন। (নাম পরে দ্রষ্টব্য) বায়ু-৬৭। (৭) ইন্দ্র-বধ-কর্ম্ম পুত্র প্রার্থনা করিয়া দিতি কস্তপ হইতে গর্ভধারণ করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ময়দানবের নিকট সেই সংবাদ পাইয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্ত অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং নানা ভাবে দিতির বিশ্বাস জন্মাইয়া স্রযোগের অপেক্ষায় সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন দিতি সন্ধ্যার সময়ে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা বাইতেছিলেন। ইন্দ্র সেই স্রযোগ পাইয়া বজ্রহস্তে গর্ভ নষ্ট করিবার জন্ত তাহার উদরে প্রবেশ করিলেন। গর্ভস্থিত সন্তান ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অস্থূনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “হে ইন্দ্র, আমি তোমার ভ্রাতা। আমাকে বধ করিও না। বিশেষতঃ আমি নিরস্ত্র এবং এই গর্ভে থাকিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।” গর্ভস্থ বালক এইরূপে বিশেষ অস্থূনয় করিতে থাকিলেও ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা তাহাকে সাতখণ্ডে কর্তন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সেই গর্ভ

নষ্ট হইল না বরঞ্চ সেই খণ্ডগুলিও পূর্বের স্থায় অমুনয় করিতে লাগিল। তৎসঙ্গেও ইন্দ্র পুনরায় সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে আবার সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে উন-পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও তাঁহারা বিনষ্ট হইল না। পরন্তু প্রত্যেক পশুই পৃথক পৃথক তন্তুপদবিশিষ্ট সজীব অক্ষত দেহ লাভ করিল। ইন্দ্র সেই পশু-গুলিকে রোদন করিতে নিষেধ করিতে তাঁহারা মরুৎ (মারুত) নামে প্রসিদ্ধ হইল। অতঃপর ৭ও ৭ও বিভক্ত সেই গর্ভস্থ সন্তান অগস্ত্যকে ইন্দ্রের কাঁধের কথা বলিল। অগস্ত্য তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন “সকল কালেই নিপুণগণ যুদ্ধে তোমার পৃষ্ঠ দর্শন করিবে।” দ্বিহিতও সকল বিষয় জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তিনি স্বীলোক হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন। ব্রহ্মপু- ১২৪। (৮) মরুৎ-গণের নাম—(ক) সজ্জ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্থাগজ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতি-স্থান ও হরিত, ইহারা প্রাণগণের অন্তর্ভূত। ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, স্ববেণ, সেনজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র ও হরিমিত্র ইহারা দ্বিতীয়গণ। এই-ভাবে নিম্নলিখিত অষ্টান্ত মরুৎদিগের প্রতি সাতটিতে একটি গণ। তাহাদের নাম—কৃত, সত্য, ধ্রুব, ধর্তা, বিধর্তা,

বিধারয়, ধ্বাস্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম, অভিষু, সাক্ষিপ, ঐন্দৃক, অন্তাদৃক, যাদৃক, প্রতিকৃৎ, ঋক, সমিতি, সংরম্ভ, ঐন্দৃক, পুরুষ, অন্তাদৃক, চেতস, সমিতা, সমিদৃক, প্রতিদৃক, নরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অমুদৃক, সাম, নামুষ ও বিশ্ব। বায়ু-৬৭। (খ) একজ্যোতি, দ্বিজ্যোতি, ত্রিজ্যোতি, চতুর্জ্যোতি, একতুক্র, দ্বিতুক্র, ত্রিতুক্র, ঐন্দৃক, অন্তাদৃক, সদৃক, প্রতিসদৃক, নিত, সমিত, স্মিত, ঋতজিৎ, সত্য-জিৎ, স্ববেণ, সেনজিৎ, অভিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিৎ ঋত, ঋতধর্মী, বিহর্তা, বরুণ, ধ্রুব, বিধারয়, ঐন্দৃক, সদৃক, এতাদৃক, এতন, প্রসদৃক, ঋষভ, তাদৃক, উগ্র, ধ্বনী, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ, সহ, হ্রাতি, বসু, অন্তাধ্বা, লাভ, কান, ভ্রমো, বিরাট ও উদ্বেগ। গুরু-পু-৬। (৯) মরুৎগণের উৎপত্তির বিবরণ সামান্ত সামান্ত পরিবর্তিত আকারে নিম্ন-লিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়—পদ্ম-ভূমি-২৬; ব্রহ্মপু-৬; মৎ-৭; শিব-ধর্ম-১৪। (১০) ধর্ম হইতে দক্ষ কন্যা মরুৎভীতে অগ্নি, চক্ষু, হরি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অসমন্ত, চিররম্ভ, নিম্বী, জয়োন, অমুতি, চারিত্র, বহুপন্ন, বৃহন্ত, বৃহন্তুত প্রভৃতি মরুৎগণ জন্ম গ্রহণ করেন।

হরি-হরি-১২৬। (১১) ধন-পদ্মা মরুস্বতী দেবী নিম্নলিখিত মরুংগণকে প্রসব করেন—অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অনর, শরবৃষ্টি, সুকর্ষ, বিরাট, বাক্, বিশ্বাবসুমতি, অশ্বমিত্র, চিত্ররশ্মি, নিষধন, হুয়ন্ত, বৃহদ্রূপ ও পূতনাভুগ। মৎ-১৭১।

অগ্নি-১২; হরি-হরি-৩। (১২) ছাপরে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও বিরাট মরুদগণের অংশভূত ছিলেন। দেবীভা-৪৯-২২। (১২) দেবাসুর সংগ্রামে নিবাতকবচদিগের সহিত মরুদগণের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮৯-১০। (১৪) মরুদগণ রাজা মরুন্তের মরুৎ-সোম যজ্ঞে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অক্ষয় অন্ন-দান করেন। বায়ু-২৩। (১৫) বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন মরুদগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্ম বিবরণ এইরূপ—(ক) স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুংগণ :—অলিনীলা দেখ। বাম-৭২। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদগণ—পূতনা দেখ। বাম-৭২। (গ) উত্তন মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুংগণ—জ্যোতিষ্মান দেখ। বাম-৭২। (ঘ) তামস মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদগণ—তামসমহুর অন্ততম পুত্র দন্তধ্বজ নরপতি পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞ করেন। তিনি যজ্ঞানলে নিজ শোণিত মাংস, অস্থি, কেশ, রোম, ন্নায়ু, মজ্জা এমন কি গুরু পর্য্যন্ত আহুতি প্রদান

করেন। অগ্নির সপ্ত শিখাতে সেই গুরু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র “প্রক্ষেপ করিও না” বলিয়া এক মহাশব্দ উথিত হয় এবং দন্তধ্বজও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর সেই অগ্নি হইতে সাতটি তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়া ভীষণস্বরে রোদন করিতে থাকে। তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কিকিৎ বিবেচনার পর তাঁহাদিগকে মরুৎ নামে দেবতা করিয়া দিলেন। বাম-৭২। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদগণ—রিপুজিৎ দেখ। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদগণ—মকি নামক জনৈক তপস্বী সপ্ত সারস্বত তীর্থে কঠোর তপোভূতানে নিযুক্ত ছিলেন। দেবগণ তাঁহার তপোভঙ্গের জন্ত ভূষিতা নারী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। ভূষিতা মকির চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিলে মকির বার্ষ্য সপ্ত সারস্বত জলে পতিত হয়। সেই সপ্ত সারস্বত হইতে সপ্ত মরুৎ উৎপন্ন হন। বাম-৭২। (১৫) মহনক ঋষি হইতে উৎপন্ন বায়ুকাল প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণও মরুদগণ নামে খ্যাত। বাম-৬৮। বায়ুকাল দেখ। (১৬) ধনপতি কুবের অমুষ্টিত বৈষ্ণব যজ্ঞে মরুদগণ অন্নপরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গর্গ-দ্বার-১০। (১৭) মরুদগণ মরুন্ত রাজার যজ্ঞেও পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত

ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১। (১৮) দক্ষ কন্যা মরুত্বতী হইতে মরুদগণ উৎপন্ন হন। মরুত্বতী দেখ। (১৯) মরুদগণ ভরদ্বাজকে রাজর্ষি ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করেন। ভরদ্বাজ দেখ।

মরুত্ত—(১) যদুবংশীয় উশনার পুত্র তিতিক্ষু; তিতিক্ষুর তনয় মরুত্ত। তৎপুত্র কঞ্চলবর্ষিষ। অয়ি-২৭৫; ৯৭-৩৪। (২) যদুবংশীয় করক্মণের পুত্র মরুত্ত। (বাম-৯৯)। তিনি পুত্রার্থী হইয়া এক যজ্ঞ করিয়া দুগ্ধস্ত নানক এক পুত্র লাভ করেন। তিনি সম্ভ্রতা নাম্নী স্বীয় দুহিতাকে যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপ মহাঘ্রা সম্বর্ধকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩২। অয়ি-২৭৭। (৩) উশনার পুত্র শিনেয়ু। শিনেয়ুব অপত্য মরুত্ত। তৎপুত্র কঞ্চল-বর্ষিষ। হরি-হরি-৩৬। (৪) তনয় নামক গন্ধর্বের কন্যা ভামিনী করক্মণের পুত্র অবাক্ষিতের পত্নী ছিলেন। ভামিনীর গর্ভে অবাক্ষিতের এক পুত্র জন্মে। শিশুর জাতকন্দ মস্পন্ন হইলে গন্ধর্ব-গুরু তুষ্কর “পূর্ব-দিক হইতে প্রবাহিত মরুৎ তোমার নঞ্চল করুক; দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত মরুৎ তোমার কষ্ট দূর করুক, পশ্চিমদিক হইতে আগত মরুৎ তোমাকে বলবোধ্য দান করুক। পূর্ব-দিক হইতে আগত মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান করুক,” এই বলিয়া

তাহার স্বস্ত্যয়ন করেন। গুরু বারং-বার “মরুৎ তব” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই বালকের নাম হয় মরুত্ত। বিদর্ভ রাজকন্যা প্রভাবতী, সুবীরের তনয়া সৌবীরী, মগধেশ্বরের দুহিতা স্ত্রকেশী, মদ্ররাজ সিন্ধুবর্ষ্যের কন্যা কেকয়া, নিদ্ররাজের কন্যা নৈরিক্ষী, চেদীরাজের কন্যা বপুয়তি, এই ছয়জন তাঁহার পত্নী ছিলেন। ঐ সকল পত্নীর গর্ভে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নরিষ্যন্ত জ্যেষ্ঠ। মহারাজ মরুত্ত অশেষ বলবোধ্যশালী রাজচক্রবর্তী ছিলেন। সমুদ্রদ্বীপ তাঁহার অধিকারে ছিল। তিনি শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবরাজ অপেক্ষাও প্রধান হইয়াছিলেন। মার্ক-১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১। (৫) অবাক্ষিত-তনয় মরুত্তকে সম্বর্ধ নামক মূনি স্মৃৎ বাক্যবাদি সহ স্বর্গে প্রেরণ করেন। তজ্জন্ত সম্বর্ধের সহিত বৃহস্পতির বিবাদ হয়। বায়ু-৮৬। (৬) মহা-ভেজা মরুত্ত নরপতি অন্ন-প্রার্থী হইয়া ষাট বৎসর যাবৎ মাসে মাসে মরুৎ-সোম যাগ করেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া মরুদগণ তাঁহাকে সর্ব-কাম-প্রদ, অক্ষয় অন্ন প্রদান করেন। ঐ অন্ন একবার মাত্র পক্ক হইলে দিব্যরাত্র মধ্যে আর ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। সূর্য্যোদয় হইবার পর কোটী কোটীবার

প্রস্তুত হইলেও ঐ অন্ন নিশেষ হইত না। বায়ু-২৩। (৭) অবীক্ষিত পুত্র মরুত অপুত্রক অবস্থায় রাজা হইলে, পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুহন্তকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। ভাগ-৯ঙ্ক-২৩। বায়ু-২২। (৮) সত্যযুগে মরুত নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পূর্বে বা তাঁহার পরে আর কেহই ঐরূপ সমারোহ সহকারে যজ্ঞ করিতে পারে নাই। সেই যজ্ঞে স্মৃত আহাৰ করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। সোম পান করিয়া মেঘগণেরও অজীর্ণ হয়। বিশ্বদেবগণ সেই যজ্ঞে সভাসদ ও মরুদগণ পরিবেশনকারী ছিলেন। বিষ্ণুর পরিপূর্ণতম অবতার শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ কুণ্ড হইতে উদ্ধৃত হইয়া মরুতকে দর্শন দেন। ঐ মরুতই ঝাপরে উগ্রসেনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিষ্ণু-১। (২) অবিষ্কৃত পুত্র মরুত যেক্রপ যজ্ঞ করেন, ঐরূপ যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কেহই করিতে পারে নাই। তিনি স্ববর্ণময় যজ্ঞপাত্র সকল নিৰ্ম্মান করাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১০) মরুত যজ্ঞ করিতে মনস্ত করিয়া

প্রথমে বৃহস্পতিকে পুরোহিতের কার্য্য করিতে অল্পরোধ করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ইজ্ঞের অসন্তোষের ভয়ে অসম্মত হইলেন। তখন মরুত বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্তকে পুরোহিত পদে বরণ করেন। মহাভা-শান্তি-২০। আশ্ব-৫, ৬, ৭। সংবর্ত দেখ। (১১) ব্রহ্মা মহাদেবকে যে অসি প্রদান করেন, তাহা পরম্পরায় কাশ্যোজ দেবীমুচুকুল নামক নরপতির অধিকারে আইসে। মুচুকুল তাহা মরুতকে প্রদান করেন। মরুতের নিকট হইতে রৈবত তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। যুধামাধু ও মমু দেখ। (১২) করক্ষম-পুত্র মরুত মহর্ষি অঙ্গিরাকে স্বীয় কণ্ঠ দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। করক্ষমেব পোত্র বীক্ষিতের পুত্র মরুত অঙ্গিরাকে কণ্ঠ দান করেন। মহাভা-অম্বু-১৩৭। (১৩) মরুত অগ্ন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ের রাজর্ষিদের নাম সায়ং সঙ্কায়ঃ কীর্জন করিলে সর্ক পাপ দূর হয়। মহাভা-অম্বু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৪) করক্ষমের পুত্র মরুতেরই অপরাধ নাম অবিষ্কৃত। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। কেবল সংঘতা নামে এক কণ্ঠা ছিল। মরুত ঐ কণ্ঠা মহর্ষি সংবর্তকে যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। এবং পুরুবংশীয় দুহন্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মপু-১৩।

মরুৎপতি—যযাতিবংশীয় ক্রতুর পুত্র সেতু। সেতুর তনয় মরুৎপতি (অপর নাম অকারসেতু)। মরুৎ-পতির পুত্র গাক্কার। ব্রহ্মপু-১৩। হরি-হরি-৩২। অকার দেখ।

মরুত্বতী—(১) দক্ষের অন্ততন্য কন্যা ও ধর্মের অন্ততন্য পত্নী। মরুত্ব-তীর গর্ভে মরুত্বানগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-স্ব-৬; ব্রহ্মপু-৩। মৎ-৫। (২) দেবী মরুত্বতী মরুত্ব নামক দেবগণকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-১৭১। (৩) মরুত্বতীর গর্ভে উনপঞ্চাশ বায়ু-গণ জন্মলাভ করেন। শিব-ধর্ম-৫৪। (৪) মরুত্বতী মরুত্বগণকে প্রসব করেন। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১। অগ্নি-১৮। বায়ু-৬৬। (৫) মরুত্বতীর পুত্র মরুত্বান ও জয়ন্ত। ভাগ-৬স্ক-৬। (৬) ব্রহ্মা পূর্বে লক্ষ্মী, কীর্তি, সাধা, বিষ্ণা ও মরুত্বতী নামে পাঁচকন্যা সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্মের হস্তে সমর্পণ করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

মরুত্বান—ইন্দ্রের এক নাম। পশু-ভূমি-৫

মরুদেব—(১) সূর্য্যবংশীয় প্রতী-পাশ্বের তনয় সুপ্রতীপ। তৎসুত মরুদেব। মরুদেবের অপত্য সুনক্ষত্র। মৎ-২৭১। ভাব্য ও কিম্বদা দেখ। (২) প্রতীকাশ্বের তনয় সুপ্রতীক। তৎপুত্র মরুদেব। মরুদেবের পুত্র

সুনক্ষত্র। ভাগ-২স্ক-১২। প্রতীকাশ্ব দেখ। (৩) ধর্ম ইহাতে সুরমাতে মরুদেব প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। সুরমা দেখ।

মরুদেবী—প্রিয়ব্রতের বংশীয় নাতির পত্নী। নাতি দেখ।

মরুদ্বতী—দক্ষকন্যা মরুদ্বতীর নামা-স্তুর। (মরুদ্বতী দেখ)। মরুদ্বতীর গর্ভে মরুদ্বত নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পু-৬। মরুদগণ দেখ।

মরুদধ্ব—জৈনক বিদ্যাধর। তাঁহার কন্যা মনোরমা ইন্দ্রবর নামক বিদ্যা-ধরের পত্নী ছিলেন। মনোরমা দেখ।

মরুবসা—চৈত্ববংশীয় মধুর পুত্র মরুবসা। তাঁহার তনয় পুরুত্বান। হরি-হরি-৩৬। মধু দেখ।

মর্যাদা—মরুপতি অবাচীনের মহিষী মহাভা-আদি-৯৫। অবাচীন দেখ।

মধ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুগন্ধির পুত্র। তিনি সহস্রান নামেও পরিচিত ছিলেন। মধের তনয় বিশ্রতবান্। বায়ু ৮৮। বিশ্রতবান্ দেখ।

মলদা—(১) যুগাচী অঙ্গরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্ততম সন্তান। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্ততম্য কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্ততম্য পত্নী। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মলয়কৈতু—(১) রাজর্ষি ঋষভ-দেবের অন্ততম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-৪।

ঋষভ দেখ। (২) জনৈক বিষ্ণা-
ধর। মালাকেতু দেখ।

মলয়াচলনিলয়—মলয়াচল নিবাসী
জনৈক ব্রাহ্মণ। পদ্ম-উত্ত-২০৮।

মলহা—রৌদ্রাশ্বের অন্ততমা কন্তা।
রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মল্লিকাশ্ব—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-
পুরী অন্ততম দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-
দ্বার-১৭।

মল্লী—মণিপ্রভা দেখ।

মশক—ভূতলবাসী জনৈক দানব।
শ্রীমহাভা-২।

মশর্গার—“মশর্গার নামক রাজার
চারিটা শিশুপুত্র আনাকে বাধা
দেতেছে” এইরূপ বলিয়া কক্ষাবান
ঋষি মিত্রাবরুণের তব করিয়াছেন।
সায়ন এই মশর্গার রাজার কোনও
বিবরণ দেন নাই। স্বক্-১।১১২।১৫।

মহুণ—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। ভৎস্ত দেখ।

মহু—অমিতাভ দেবগণের অন্তর্ভূত
অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত,
অরিহা ও সার্বণি মহু দেখ।

মহৎপোর—পুরুবংশীয় সার্কি ভোমের
পুত্র মহৎপোর। তৎপুত্র কুম্ভরথ।
বায়ু-২২।

মহুধল—মহুবংশীয় বজ্রের পুত্র। স্বন্দ
প্রভা-প্রভা-২৩৭।

মহুমান—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অমরুণের
পুত্র মহুমান। তৎপুত্র বিখাবসু।

ভাগ-২৯-১২। মরু ও প্রমুখত দেখ।

মহা—পর্য্যাপ্ত দেখ।

মহাংশ—মিত্রবিন্দ্রার গর্ভজাত শ্রী-
কৃষ্ণের অন্ততম তনয়। ভাগ-১০-৯-
৬১। শ্রীকৃষ্ণ ও অনিল দেখ।

মহাকপি—খট্বাক নামক নদীর তীর-
বস্তী ক্রৌঞ্চপুরের অধিপতি। হরি-
হরি-২৫।

মহাকবি—অদ্রুত নামক অগ্নির পুত্র
বীর। বীরের তনয় বিবিধাশ্বি, তৎ-
পুত্র মহাকবি ও অর্ক। মৎ-৫১।

মহাকর্ণ—(১) বশিষ্ঠ বংশীয় একজন

গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

(২) কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম নাগ।

হরি-হরি-৩। বায়ু-৬২। ব্রহ্মপু-৩।

(৩) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-

৪০। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৪) খসার

গর্ভজাত—জনৈক দানব। বায়ু-৬২।

খসা দেখ। (৫) বিরূপ নামক

রাক্ষসের ঔরসে বিকচার গর্ভে মহাকর্ণ

প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বিকচা

দেখ। সীতা দেখ।

মহাকর্ণি—মগধরাজ অম্বুবীচের মন্ত্রী।

মহাভা-আদি-২০৪। অম্বুবীচ দেখ।

মহাকর্ণী—সীতার রোমকূপ হইতে

নির্গতা জনৈক মাতৃকা। অম্বু-

রানী-২৩। সীতা দেখ।

মহাকর্মা—মহাদেবের এক নাম।

মহাভা-অম্বু-১৭।

মহাকলা—সীতা দেখ।

মহাকল্প—মহাদেবের এক নাম
মহাভা-অমু-১৭।

মহাকবায়—মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-অমু-১৭।

মহাকাপি—অগ্নি-বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎস্তাচ্ছা
দেখ। মৎ-১২৬।

মহাকায়—(১) খসার গর্ভজাত অল্প-
তনু দানব। বায়ু-৭২। খসা দেখ।
(২) জনৈক রাক্ষসেনাপতি। পদ্ম-
পাভা-৭১। (৩) মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-অমু-১৭। (৪) বিষ্ণুর এক
নাম। গুরু-পূ-১৫। (৫) পাতাল নিবাসী
জনৈক দানব। দেবীপু-৩। মহাকায়
দানব পাতালের চতুর্থ তলে বাস
করিত। দেবীপু-৮২। (৬) বিষ্ণু
মহাকায়কে বধ করেন। ব্রহ্মপু-২১৩

মহাকাল—(১) অতৃপ্ত কদ্র।
কদ্র দেখ। (২) দুষণ নামক দৈত্য
অবন্তীনগরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের
উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ
করিলে ব্রাহ্মণগণের প্রাণনাথ শিব
মহাকাল-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দুষণ-
স্বরকে বধ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৬।
(৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের বারাহকল্পে
অবতীর্ণ আটাইশ জন শিবাবতার
যোগাচার্যের অন্ততম। শিব-বায়ু-পূ-
১০। (৬) বারাহকল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে
কৃত্তকায় ব্যাস হন এবং মহাদেব গুহা-
বাসী নামে অবতীর্ণ হন। তখন

তীহার উত্থা, বামদেব, মহাকাল
ও মহালয় নামে ধ্যানযোগী চারিপুত্র

জন্মে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-২৪।

গুহাবাসী ও উত্থা দেখ। (৫)

মহাদেবের জনৈক গণ। সৌ-৩৫।

মহাকালের সহিত নিঃসৃত দৈত্যের
যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৪। মহাকালের
সহিত রাহুর যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৭।

(৬) শিবের তেজে অগ্নিতে দুইটি
পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা তীহাদের
গাত্রবর্ণ অমুসারে একজনের নাম
রাধেন ভৃগু অপরজনের নাম রাধেন
মহাকাল। পার্শ্বতীর শাপে তীহার
মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ভৈরব দেখ।

মহাকালসমুদ্ভবা—সীতা দেখ।

মহাকালী—(১) অন্ধকাসুরের
রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক
সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২।

মাতৃকা দেখ। (২) মূল প্রকৃতি-

দেবী এক হইয়াও ভগৎকার্যের জন্য
অনেকতর প্রাপ্ত হন। তীহার ঐ এক

অংশ মহাকালী। অপর অংশদিগের

মধ্যে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাণী প্রধান। শিব-

জ্ঞান-৪। (৩) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কৃষ্ণ

ইহার। যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-
গুণের আধার। কৃষ্ণকে যে গুণরূপে

দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি

মহাকালী নামে প্রসিদ্ধ। পরে তিনি

পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে

আশ্রয় করেন। শিব-জ্ঞান-৬। সতী

- দেখ। (৪) পরমা আত্মাশক্তিরই জনৈক মাতৃকা। অম্বু-রামা-২৩ (১০) ঐক্যনাম মহাকালী। তিনি বিষ্ণুর সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ত-
কাতর প্রার্থনায় মধুকৈটভ নামক তম। সীতা দেখ।
- দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের বধে সাহায্য করিবার মহাকালেশ্বর—(১) অবস্তীক্ষেত্রে
জন্ত উপস্থিত হন। দেবীভা-১২-২, মহাকালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্তমান
১০-২-১১। (৫) দেবী দুর্গা শিবকে আছেন। স্বন্দ-আব-অব-২৬। (২)
মহাকালী নামক শক্তি প্রদান করেন। প্রভাসক্ষেত্রে মহাকালেশ্বর লিঙ্গ-
দেবীভা-৩২-৬। ব্রহ্মা (৪২) দেখ। অবস্থিত। সত্যযুগে ঐ লিঙ্গের নাম
(৬) দশ মহাবিষ্ণুর অজ্ঞাতমা ছিল চিত্রাঙ্গদেশ্বর। স্বন্দ-প্রভা-
শ্রীমহাভা-১৮। মহাবিষ্ণু দেখ। প্রভা-২৩।
- (৭) কৈলাসস্থিতা দেবীর দুই মূর্তির মহাকুণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত মহাকুণ্ডে-
অজ্ঞাতমা মহাকালী। ঐ মহাকালী- শ্বর লিঙ্গের সন্নিকটবর্তী শুভোদ নামক
রূপা দেবী দেবগণেরও দুর্গম রত্ন- কুপে স্নান করিলে, সর্ব পাপ বিনষ্ট
পুরীতে বাস করেন। সহস্র সহস্র হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭।
- ভৈরব ঐ পুরীর দ্বার সমুদয় রক্ষা মহাকৈটু—শিবের এক নাম। শিব
করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও দুর্গার দেখ।
- আদেশ ব্যতীত ঐ দ্বার অতিক্রম মহাকেশ—মহাদেবের এক নাম।
করিতে পারেন না। সেই রমণীয় শিব দেখ।
- পুরীতে রত্ন নির্মিত মন্দিরে মহা রত্ন- মহাক্রতু—জনৈক মহর্ষি। মহাভা-
সিংহাসনোপরি শবাসনে মহাকালী আদি-১৮১।
- দেবী অবস্থিত। সেই মহাদেবী মহাকুরা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের
একা দ্বৈচ্ছায় ব্রহ্মরূপিণী। চতুঃষষ্টি অজ্ঞাতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ-
যোগিনীগণ তাঁহার পরিচর্যা করেন। দেখ।
- তাঁহার দক্ষিণভাগে মহাকাল সদাশিব মহাক্রোধ—মহাদেবের এক নাম।
অবস্থিত। শ্রীমহাভা-৫২। (৮) প্রভাস- শিব দেখ।
- ক্ষেত্রে মহাকালী দেবীর মহাপীঠ অব- মহাপ্র—মহাদেবের এক নাম। শিব
স্থিত। কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় গন্ধ, পুষ্প দেখ।
- ‘পুষ্প, বলি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা মহাগর্ভ—মহাদেবের এক নাম।
করিতে হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৩। শিব দেখ।
- (২) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা মহাগিরি—(১) দম্বর গর্ভজাত

অন্ততম দানব। বায়ু-৬৮। হরি-
হরি-৩। দক্ষ দেখ।

মহাগিরি—দেবযক্ষ নামক দক্ষের
অন্ততম পুত্র। দেবযক্ষ দেখ।

মহাগীত—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাগ্রীব—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাঘোর—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাঘোষ—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে
সমুদ্রসেন, কালিন্দ, মহাবল, মহানেত্র,
সুবর্ণঘোষ, সুগ্রীব ও মহাঘোষ এই
কয়জন কিম্বর উৎপন্ন হন। তাঁহার।
অস্থমুখ কিম্বর নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯।

মহাচক্র—বিপ্রচিন্তির অমুজ জনৈক
দানব। পদ্ম-স্ব-১৮।

মহাচক্রী—কশ্যপ বংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২।
বৈবশপ দেখ।

মহাচণ্ড—দানবপতি মহিষাসুরের
অন্ততম মন্ত্রী। স্বল্প-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

মহাচিত্রা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-
করিবার জন্য মহাদেব-কর্তৃক সৃষ্ট
জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-
গণ দেখ।

মহাচূড়া—সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্গতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাজঙ্ঘ—(১) দৈত্যপতি হুর্গের
অন্ততম সেনাপতি। স্বল্প-কাশী-উত্ত-

৭১। পৃথিবীর নিম্নভাগে দ্বিতীয়ভলে
মহাজঙ্ঘের বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানের
নাম সূতল। ঐ স্থানের যুক্তিকা কৃষ্ণ-
বর্ণ। বায়ু-৫০।

মহাজয়—(১) মণিবর যক্ষের অন্ত-
তম পুত্র। দেবজর্না দেখ। (২)
স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে
বাসুকী জয় ও মহাজয় নামক দুই
নাগকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান
করেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

মহাজরা—সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্গতা জনৈক মাতৃকা। সীতা
দেখ।

মহাজানু—জনৈক ঋষি। মহাভা-
আদি-৮।

মহাজিহ্বা—জনৈক দানব। পদ্ম-স্ব-
১৮। হরি-হরি-৪১।

মহাজ্বালা—সীতা দেখ।

মহাতপা—(১) সত্যযুগে মহাতপা
নামে একজন ঋষি, ঐশ্বকীর্তি নামক
নরপতির পুত্র প্রজাপালকে অগ্নির
উৎপত্তি, তিথির মাহাত্ম্য, বিবিধ
দেবগণের উৎপত্তি, বিবিধ তিথিতে
করণীয় পূজাদির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহু
বিষয় কীর্তন করেন। বরা-১৭-৩৭।
(২) হুর্গার অন্ততম নাম। কঠোর
তপস্তা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি
ঐ নামে পরিচিত। তন্ত্র-৭১২ পৃঃ।

মহাতুণ্ডা—(১) কাশীস্থিত এক চণ্ডী।
মহাষ্টমীতে তাঁহার পূজা করিলে সর্ব-

কাম সিদ্ধ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬, ৭০।

মহাতেজ—মহাতীর্থ শঙ্কর হইতে
মহাতেজ নামক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হুঁত
হইয়া কাশীধামে অবস্থান করেন। স্বন্দ-
কাশী-উত্ত-৬৯। (২) মহিষাসুরের
অন্তর জনৈক রাক্ষস। দেবীপু-৩।
(৩) মহাদেব শঙ্কর তীর্থে মহাতেজ
নামে খ্যাত। দেবীপু-৬৩।

মহাতেজস্বী—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাতেজা—(১) অগ্নিরাবংশীয় এক
জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬।
মৎশ্রাদ্ধাচ্চ দেখ। (২) রাবণের অন্ত-
তম পুত্র ও রক্ষসেনাপতি। অদ্ভু-
রামা-১৯।

মহাত্মা—(১) বিতথের (ভরদ্বাজের)
অন্ততম পুত্র। তাঁহার অপর তিন
প্রাতার নাম—কৌশিক, গৃৎসপতি ও
সুকেতু। অগ্নি-২৭৮। অগ্নি ও
ভরদ্বাজ দেখ। (২) মহান, মহাত্মা,
মহিত, মহিমাবান্ ও মহাবল ইত্যাদি
পাপনাশন পঞ্চপিতৃগণ বদ্বিয়া কথিত
হন। গুরু-পু-৮৯। (৩) মহাদেবের
এক নাম। শিব দেখ।

মহাদেব—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাদক্ষ—মহাদেবের এক নাম
ব্রহ্মপু-৪০।

মহাদণ্ড—অন্ততম ব্রহ্মদত্ত। বৃহৎ-
মধ্য-২৩

মহাদুর্গুড়ি নামিক—দুর্গ নামক
দৈত্যের অন্ততম অন্তর। স্বন্দ-কাশী-
উত্ত-৭১।

মহাদুর্গা—কলিতে সাধকের পূর্ণ-
ফল প্রদানকারিণী অন্ততমা মহাবিষ্ঠা।
তন্ত্র-১৪ পৃঃ। মহাবিষ্ঠা দেখ।

মহাদেব—(১) শিবের এক নাম।
শিব দেখ। (২) কালরূপের আশ্র-
মের উদ্ধদেশে সপ্তপাতাল আছে।
তন্মধ্যে শধার নামক তৃতীয় তলে মহা-
দেব, মহাকায় ও মহাভুজ নামে তিন-
জন রাক্ষস বাস করে। দেবীপু-৮২।
প্রলয়কর্ত্তা মহাদেব সম্বন্ধে শিব নামে
দ্রষ্টব্য।

মহাদেবী—দেবকের বে সপ্তকন্তা
বসুদেবের পত্নী ছিলেন, তিনি তাঁহা-
দের অন্ততমা ছিলেন। বায়ু-৯৬।
বসুদেব দেখ।

মহাদেবী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত-
পান করিবার জন্য মহাদেব-কর্ত্তক সৃষ্ট
জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। (২)
দৈত্যপতি বজ্রনাভের কন্তা। হরি-
হরি-১৪৮। (৩) দেবী সাবিত্রী
শালগ্রামক্ষেত্রে মহাদেবী নামে পরি-
চিতা। পদ্ম-স্ব-১৭। ভদ্রকর্ষিকা
দেখ। (৪) ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মগণের
গোত্ররক্ষক অন্ততমা শক্তি। স্বন্দ-
ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ। (৫)
ধর্ম্মারণ্য নিবাসিনী অন্ততমা যোগিনী।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২। ভদ্রা দেখ। (৬)

কুণ্ডিণ-নগরাধিপতি ভাস্কর নৃপতির পত্নী। স্বন্দ-আব-রেবা-১৪২। (৭) গজার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৮) পরমাশক্তি ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-১৬। মহাধাতুর অর্থ পূজা, সমুদয় দেবদানবগণ সেই আত্মাশক্তি পরমেশ্বরীর পূজা করেন এবং তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, সেইজন্য তাঁহার এই নাম। দেবীপু-৩৭। ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে মহাদেবীর পূজা করেন। দেবীপু-৩৯। (৯) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। অম্বু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাদৈত্য—ভোতা নৃষন্তরে মহা-দৈত্য নামে অসুর এক ছিল। বিষ্ণু তাঁহাকে বধ করেন। গরু-পু-৮৭।

মহাদ্যুতি—(১) অতীতম নাগরাজ। বরা-২১৪। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মহাদ্রুম—প্রিয়ব্রতাসুজ ভবোর জলদ, কুমার, সুকুমার, মূলীরক, কুমুমোদ, মোদাকি, ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র ছিল। ব্রহ্মপু-২০। কুশোত্তর, হব্য ও মনীচক দেখ। (২) মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন নরমুখ চন্দ্র-বংশীয় কিম্বরদিগের অন্ততম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

মহাধমু—দশার্ণাধিপতি চাক্ষুশর্ষ্মার কন্তা স্তমনার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। সুমনা নরিষ্যস্তের

পুত্র দমকে বরণ করিলে, তিনি অন্যান্য কতিপয় নরপতির সহিত মিলিত হইয়া সুমনাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিবার প্রয়াস পান। মার্ক-১৩৩। মহাধর্মাসুর—কুম্ভধর্ম। নামে এক অসুর স্থাগুদিত্র নামক এক ঋষির হোম ও তপস্যার বিদ্वाচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি চামুণ্ডা ও অষ্ট ভৈরবের সহিত কার্তিকেয়ের পূজা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। মহাধাতুর অর্থ পূজা। কুম্ভধর্মার প্রতিরোধের জন্যই এই পূজা করা হইয়াছিল বলিয়া তদবধি এই রাক্ষস মহাধর্মাসুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। দেবীপু-৪০।

মহাধাতা—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাধীত—প্রিয়ব্রতের পুত্র সর্বন পুত্রর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাধীত ও ধাতকী। ব্রহ্মা-৩৪। ধাতকী দেখ।

মহাধৃতি—(১) জনকবংশীয় বিবুধের পুত্র মহাধৃতি। তৎপুত্র কৃতিরাতে। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পু-১৪২। (২) জনকবংশীয় বিশ্বতের পুত্র মহাধৃতি। তৎপুত্র কৃতিরাতে। ভাগ-৯ঙ্ক-১৩। মহাধ্বনী—বিপ্রচিন্তির অমুচর জনৈক দানব। পদ্ম-সু-১৮।

মহান্—(১) ভরত-বংশীয় ধীমানের পুত্র মহান্। তৎপুত্র ভোমন (ভোবন বায়ু-৩৩) ব্রহ্মা-৩৪। (২) সার্বর্ষিক

মহাস্থরের প্রথম অবস্থায় অমিতাভ নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৩) অন্যতম রুদ্র। ভাগ-৩ঙ্ক-১২। রুদ্র দেখ। (৪) পঞ্চপিতৃগণের অন্যতম। মহাভা দেখ। (৫) বাক্তাবাক্ত-রূপী পরম পুরুষের এক নাম মহান্। তিনি গায়ত্রীকে সৃজন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। ক্রীড়া করিতে করিতে তিনি স্বীয় দেহ হইতে পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনিই ক্রীড়মান অবস্থায় যে হিরণ্ময় বীজ সৃষ্টি করেন। সেই বীজই ছাদশ আদিত্য প্রভাযুক্ত এক ডিগ্ধে পরিণত হয়। অনন্তর সেই ডিগ্ধ ভেদ করিয়া ব্রহ্মা নির্গত হন। স্বন্দ-আব-রেবা-৫। (৫) পুরু-বংশীয় মতিনারের অন্যতম পুত্র। তংসু দেখ। (৬) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আখ-৮।

মহানথ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমু-১৭।

মহানদা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানদী—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে মহানদী তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর চিত্রদেবকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মহানন—কুস্তবজ্র দেখ।

মহাননা—অন্যতমা যোগিনী। অম্বি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মহানন্দ—(১) মদ্রবাজ পুত্র মহানন্দ দশার্ণাধিপতি চারুশর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিলেন। মার্ক-১৩৩। সুমনা দেখ। (২) থমার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। থসা দেখ। (৩) ছাপরে মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া অতি হান ভাবে জীবন যাপন করিতেন। চরিত্র-হীনতা জনিত পাপের ফলে তিনি মগধ দেশে কুছুট-গোনাতে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তাথবাত্মাদের সঙ্গে চলিতে চলিতে তিনি কাশীধানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেইখানেই প্রাণ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৮।

মহানন্দা—(১) নন্দাগ্রামে মহানন্দা নামে এক বৈষ্ণা ছিল। একবার এক শিবভক্ত বৈষ্ণ তিন দিনের জন্য মহানন্দাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহে বাস করিবার জন্য উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে যখন তাহার নিদ্রা যাইতে ছিল তখন তাহাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ হয়। ঐ অগ্নিতে বৈষ্ণের নিকটস্থ এক পরম প্রিয় শিব-লিঙ্গ ভস্মাভূত হয়। বৈষ্ণ তাহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করে। মহানন্দা তিন দিবসের জন্য বৈষ্ণের পত্নী

স্বীকার করিয়াছিল। তজ্জন্য সেও বৈশ্বের সহিত সহমরণে যাইতে উদ্ধত হয়। তখন মহাদেব তাহার সম্মুখে উপস্থিত তাহাকে নিবারণ করেন এবং তাহার প্রার্থনায় তাহাকে নিজ সেবিকা করিয়া লইলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উক্ত-২০।

(২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানন্দি, মহানন্দা—(১) মগদের শিশুনাগ বংশীয় অজয়ের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। তৎপুত্র মহানন্দি। মহানন্দির তনয় শৈশুনাগ। ভাগ-১১স্ক-১। দর্ভক দেখ। (২) মহানন্দা তেতাশ্লিষ বংশের মগধে রাজত্ব করেন। তিনি শিশুনাগ-বংশীয় শেষ নরপতি। শিশুনাগ বংশীয় নরপতিগণ সর্বসমেত তিন শত পয়ষষ্টি বংশের রাজত্ব করেন। তাহার পর কনি-রাজগণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মৎ-২৭২। (৩) শিশুনাগ বংশীয় দশজন রাজা সর্বসমেত তিন শত ষাট বংশের রাজত্ব করেন। মহানন্দির শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র নন্দ (নামাস্তুর মহাপদ্ম) রাজা পাইলে শূদ্র রাজ বংশের আরম্ভ হইল। ভাগ-১২স্ক-১। (৪) শিশুনাগ বংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দা তেতাশ্লিষ বংশের রাজত্ব করেন। তাহার পর মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে শূদ্ররাজবংশ আরম্ভ হয়। শিশুনাগ বংশীয় দশজন রাজা সর্বমোট তিন শত বাষষ্টি বংশের

রাজত্ব করেন। বায়ু-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

মহানল—(১) মহাদেবের এক নাম মহাভা-অম্ব-১৭। (২) মহানল তীর্থে মহানল নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ব্রহ্মপু-১১৬। মৃত্যু দেখ।

মহানাগ—(১) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অত্যন্ত পুত্র। পদ্ম-স্ব-৬। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। দেবীপু-৩।

মহানাদ—(১) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অত্যন্ত পুত্র। শিব-ধর্ম-৫৪। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অমুচর জনৈক দানব। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অম্ব-১৭। শিব দেখ। (৪) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর দক্ষিণদ্বার-রক্ষক জনৈক দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (৫) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। অধ্যা-রামা-লঙ্কা-৫। (৬) মহাদেব অট্টহাস তীর্থে মহানাদ রূপে পরিচিত। দেবীপু-৬৩। (৭) আভাস নামক প্রথম তনের অধিবাসী অত্যন্ত নাগ। দেবীপু-৬২।

মহানাদা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহানাদেশ্বর—কালী-স্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৬৯।

মহানাভ—(১) দানব পতি হির-

প্যাকের অন্ততম পুত্র। গন্ধ-পু-৬। মহামুভাবমধ্যস্থা—সীতার এক
বায়ু-৬৭। বিষ্ণু-১ম-২১। মৎ-৬। নাম। সীতা দেখ।
হরি-হরি-৩। (২) দক্ষকণ্ঠা দম্বর মহানেত্র—অশ্বমুখ কিম্বদন্তিগের
গর্ভজাত অন্ততম দানব। হরি-হরি-
৩। (৩) ত্রিকৃষ্ণতনয় দীপ্তিমানের অন্ততম। মহাঘোষ দেখ।
হস্তে মহানাত মৃদুমুখে পতিত হন। মহানেমী—প্রহ্লাদের অমুচর;
গর্গ-বিশ্ব-৩৬। জনৈক দানব। হরি-হরি-২৪১।

মহানাস—(১) মহাদেবের এক
নাম। মহাভা-অমু-১৭। শিব দেখ।
(২) বিষ্ণুর এক নাম। গন্ধ-পু-১৫।

মহানাসা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-
করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট
জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকা-
গণ দেখ।

মহানিদ্রা—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনীর
অন্ততম। যোগিনীগণ দেখ। কালি-
৬৩। (২) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা
অন্ততম। শক্তি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।
শক্তি দেখ। (৩) সীতার এক
নাম। সীতা দেখ। (৪) গোকুলে
দেবকীর গর্ভে যখন ত্রিকৃষ্ণ উৎপন্ন হন
ঠিক সেই সময়েই ব্রজে মশোদার গর্ভে
নারায়ণীর অংশসম্ভূতা মহানিদ্রা জন্ম
লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৫।

মহানীল—(১) কদ্রুর গর্ভজাত
অন্ততম নাগ। মৎ-৬। হরি-হরি-৩
বায়ু-৬২। পদ্ম-মৃ-৬। ব্রহ্মপু-৩।
(২) গুহাবাসী নামক শিবাবতারের
অন্ততম শিষ্য। লি-২৪। শিব-বায়ু-
উ-১০। মহাকাল দেখ।

মহাস্ত—তরতবংশীয় ধীমানের পুত্র
মহাস্ত। তৎপুত্র মনস্যা। অগ্নি-
১০৭। বিষ্ণু-২য়-১। ধীমান্ ও
মহান্ দেখ।

মহাস্তক—(১) মহাদেবের এক
নাম। শিব দেখ। (২) তদ্ব্যক্ত
তারিণী পূজার যন্ত্রস্থ চারিধারে ক্ষেত্র-
পাল, ভৈরব, গণনাথ ও মহাস্তক এই
চারি দেবতার পূজা করিতে হয়।
তদ্ব্যসার-৫২৮ পৃঃ।

মহাপণ্য—পাটলীপুত্র নগরবাসী
পদ্মান নামক বৈশ্যের তিন পত্নীর
গর্ভে কতিপয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে
কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে মহাপণ্য, মহাকোষ
ও হৃষ্যপ্য নামে তিন পুত্র জন্মে।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২। হৃষ্যপ দেখ।

মহাপথ—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাপদ্ম—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্ত-
তম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) অংশ
ও ভগ, আদিত্য; কণ্ডপ ও ঋতু-
মুনি; মহাপদ্ম ও কর্কোটক, সর্প; চিত্র-
সেন ও উর্ণায়, গন্ধর্ক; উর্কীণী ও বিপ্র-
চিত্তি, অপ্সরা; তাক্ষ ও অরিষ্টনেমী,

গ্রামণী ; বিদ্যুত ও ক্ষুর্জ, রাক্ষস—
ইহারা হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ
মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-
৫২। (৩) শিশুনাগবংশীয় শেষ
নরপতি মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভ-
জাত পুত্র মহাপদ্ম মগধের প্রথম শূদ্র-
রাজা হন। তিনি আটশ বৎসর
রাজত্ব করেন। তাঁহার দ্বাদশজন পুত্র
মাত্র আট বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ
দ্বাদশজনের শেষ নরপতির নাম নন্দ।
বায়ু-২৯। (৪) শিশুনাগবংশীয় শেষ
নরপতি মহানন্দীর নন্দ নামে এক
শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র জন্মে। তাঁহারই
নামান্তর মহাপদ্ম। এই নরপতির
সুশাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। ঐ
পুত্রেরা শত বৎসর রাজত্ব করেন।
চাণক্য শেষ নন্দ নামক নরপতিকে
বিনাশ করেন। তৎপরে মৌর্য্যগণ
মগধাধীশ্বর হন। ভাগ-১২ঙ্ক-১।
বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৫) মহাপদ্ম
অষ্টাশী বৎসর রাজত্ব করেন। তৎ-
পরে শুক্ল আদি তাঁহার আট পুত্র
বার বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর
মগধ নৌর্য্যবংশের অধিকারে আইসে।
মৎ-২৭২। (৬) প্রতি বৎসর উত্তর
'ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও
অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি
মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ
আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে,
তাঁহাতে প্রতিনাসেই ভিন্ন ভিন্ন

আদিত্যগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব,
অঙ্গরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস অধিষ্ঠান
করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যরথে
অগ্রহায়ণ মাসে অংগু (সূর্য্য), কাভ্রপ
তার্ক (যক্ষ), মহাপদ্ম (সর্প),
উর্কশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব), ও বিদ্যুৎ
(রাক্ষস) বাস করেন। বিষ্ণু-২২-১০।

মহাপদ্মা—দেবী সাবিত্রী মহালক্ষ্মী
তীর্থে মহাপদ্মা নামে পরিচিত।
পদ্ম-স্ব-১৭। সাবিত্রী দেখ।

মহাপাদ—মহাদেবের এক নাম।
শিব দেখ।

মহাপারিষদেশ্বর—রাক্ষসরাজ রাব-
নের অন্ততম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-
১৮।

মহাপার্শ্ব—(১) দানবপতি হিরণ্য
কশিপুর অমুচর জনৈক দানব। মৎ-
১৭১। পদ্ম-স্ব-৪৫। (২) রাবণা-
মুচর জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। অগ্নি-
১০। (৩) পুষ্পোৎকটার গর্ভজাত
বিশ্রবার অন্ততম পুত্র। পুষ্পোৎকটা
দেখ। (৪) চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠী
ইহাতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত তিন দিনের
যুদ্ধে মহাপার্শ্ব প্রভৃতি রাক্ষসগণ বানর
সৈন্য হস্তে নিহত হন। পদ্ম-পাতা-
২১। (৫) মহাপার্শ্ব প্রভৃতি দানবগণ
বক্রণের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার
উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-২।

মহাপাশ—অন্ততম যমদূত। বৃহৎ-
মধ্য-২৬।

মহাপুণ্যা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-স্ব-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মহাপীঠা—সীতা দেখ।

মহাপুরুষ—চৈতন্যবংশীয় মধুর অগ্রতম পুত্র। মধু দেখ।

মহাপূর্বজা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহাপুরুষ-সংজ্ঞিতা—ঐ

মহাপুরুষ-সাক্ষিনী—ঐ

মহাপৌরব—পুরুষবংশীয় একজন নরপতি। তাঁহার পুত্র রুম্মরথ। তৎপুত্র সুপার্শ্ব। মৎ-৪২।

মহাপ্রাণ্ড—বিশ্বা মুনির অগ্রতম পুত্র। পুষ্পোৎকটা দেখ।

মহাপ্রাণ—রৈবত মমুর অগ্রতম পুত্র। গরু-পু-৮৭। রৈবত মমু দেখ।

মহাব্রত—(১) দানবপতি দুর্গের অগ্রতম সেনাপতি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। শিব দেখ।

মহাবক্ষা—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাবর—দানবপতি ঘোরের অগ্রতম অমুচর। দেবীপু-১৩।

মহাবল—(১) অন্ধকবংশীয় হৃদি-কের অগ্রতম পুত্র। মৎ-৪৪। হৃদি-কের দেখ। (২) দানবপতি হিরণ্য-কশিপুর্ন অগ্রতম অমুচর। মৎ-১৬১।

(৩) দক্ষকণ্ঠা মমুর গর্ভজাত অগ্রতম দানব। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮; বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পু-৬। (৪) বিপ্র-চিন্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহি-কেয় নামক ত্রয়োদশজন দানবের অগ্রতম। শিব-ধর্ম-৫৪। অজিক দেখ। (৫) অগ্রতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৬) স্বারোচিষ মনুস্তরে সোমপায়ী চতুর্বিংশ ক্রতু-সুত দেবগণের অগ্রতম। ব্রহ্মা-৬৮। আপ দেখ। (৭) পসার গর্ভজাত অগ্রতম দানব। পসা দেখ। (৮) পুরাবসু নামক গন্ধর্বের অগ্রতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-৪২। পুরা-বসু দেখ। (৯) চাক্ষুষ মমুর অগ্রতম পুত্র। গরু-পু-৮৭। চাক্ষুষ মমু ও মধুস্ত্রী দেখ। (১০) পঞ্চ পিতৃগণের অগ্রতম। মহাত্মা দেখ। (১১) গোকর্ণ তীর্থে মহাদেব মহাবল নামে পূজিত হন। গরু-পু-৬৩। শিব দেখ। (১২) কাশীধামে কপাল-মোচনের সম্মুখে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (১৩) দানবপতি বলির অমুচর একজন অসুর। স্বন্দ-আব-অব-৬৩। (১৪) রাবণের পুত্র জনৈক রাক্ষস সেনানী। অমু-রামা-১২।

মহাবলা—(১) ধর্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-দিগের গোত্ররক্ষক জনৈক যোগিনী। ভট্টারিকা দেখ। (২) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। (৩) সীতার

রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত। জনৈক
মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাবাহু—(১) দক্ষ-কন্যা দম্বর
গর্ভজাত অন্ততম দানব। মৎ-৬ ;
পদ্ম-স্ব-৬। দম্ব দেখ। (২) স্বারো-
চিব মহন্তরে সোমপায়ী দেবগণের
অন্ততম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২।
আপ দেখ। (৩) মগধের বৃহদ্রথ-
বংশীয় ঋতজয়ের পুত্র মহাবাহু।
তিনি পরিত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।
তাহার পর শুচী আটাল বৎসর এবং
শুচীর পর তাহার পুত্র ক্ষেম আটাল
বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথের
বংশীয়েরা সর্বমোট এক হাজার বৎসর
রাজত্ব করেন। তাহার পর মগধ রাজ্য
প্রসিদ্ধ বীতিহোত্র বংশীয়দের অধিকারে
আসে। বায়ু-৯৯। (৪) পিতামহ ব্রহ্মা
গয়াশ্রমের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন
সেই যজ্ঞে মহাবাহু ঋষি অন্ততম পুরো-
হিত ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৫)
দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্ততম পুত্র।
বিষ্ণু-১ম-২১। হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৬)
কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ততম পুত্র।
মহাভা-আদি-৬৭। (৭) জনৈক অশ্বর
সেনানী। পদ্ম-স্ব-৭৫। গন্ধ দেখ।

মহাবিষ্ণু—(১) ব্রহ্মার শরীরসত্ত্ব
অর্ধ-নারীনের রুদ্র মূর্তির অন্ততম নাম।
ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ।
(২) কালী, নীলা, মহাভূগা, ত্রিভুতা,
ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা,

প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা,
মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী সিদ্ধিদাতা এই
সকল বিষ্ণু কলিকালে সাধকের পূর্ব-
ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই
সকল দেবতা সিদ্ধ-মন্ত্র। ইহঁরা কলি-
দোষ দূষ্ট নহেন। তজ্জন্ত ইহঁদের
উপাসনায় কলিকাল বশতঃ অধিক
পরিশ্রম করিতে হয় না। অর্থাৎ
সত্যযুগে যাহার এক লক্ষ জপের ব্যবস্থা
কলিকালে তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ
চারিলক্ষ জপ করিতে হয় না। এত-
দ্বিগুণ কালী, তারা, ঘোড়শী, ভুবনে-
শ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূম্রাবতী,
বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—ইহঁরা
সিদ্ধবিষ্ণু বলিয়া কথিত হন। ইহঁদের
মন্ত্রজপ করিতে হইলে নক্ষত্র চক্রাদি
বিচার, কালাদি শোধন প্রভৃতি আব-
শ্যক হয় না এবং সিদ্ধবিষ্ণু বলিয়া
ইহঁদের উপাসনায় যুগ-ঘটিত পরিশ্রম
নাই। তন্ত্র-১৭পৃঃ। অন্ততঃ দশ মহা-
বিষ্ণুর তালিকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের
যথা—কালী, ভূগা, কমলা, ভুবনেশ্বরী,
ত্রিপুরা, ভৈরবী বগলা, মাতঙ্গী ও
তারা। তন্ত্র-১০১৩ পৃঃ। (২) শ্রীমহা-
ভাগবতের ৮ম অধ্যায়ে দশ মহাবিষ্ণুর
তালিকা পূর্বেক্ত তালিকা হইতে
সামান্ত পৃথক। ঐ স্থানে বগলা নামের
পরিবর্তে বগলামুখী এবং কমলা
নামের পরিবর্তে স্মন্দরী নাম দৃষ্ট হয়।
(৩) পরমা দেবী আত্মাশক্তির স্থল-

রূপের মধ্যে দেবীমূর্তিই আরাধ্যতম । সেই মূর্তি বহুবিধ, তন্মধ্যে দশ মহা-বিষ্ণুই শীঘ্র মুক্তি প্রদান করেন । এই দশ মহাবিষ্ণুর নাম—মহা-কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী । এই দশ মহা-বিষ্ণুর প্রতি পরম ভক্তি করিলে মোক্ষ লাভ হয় । শ্রীমহাভা-১৮ । (৪) দেবী আত্মশক্তির যে মূল প্রকৃতি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠা এবং সূক্ষ্মরূপা, দশ মহাবিষ্ণু তাঁহারই অংশ মাত্র । (তালিকা-শ্রীমহাভাগবতের ৮ম অধ্যায়ের তালিকার দ্বায়) । বৃহদ্র-মধ্য-৬ । (৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

মহাবিভূতি—সীতার সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

মহাবিভূতিদা—সীতার সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

মহাবিশ্ব—দক্ষকণ্ঠা দম্বুর গর্ভজাত অন্ততম দানব । বায়ু-৬৮ । দম্বু দেখ ।

মহাবিশ্ব—এই চরাচর জগতের ব্যাপক, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, মহাবিশ্ব, সৃষ্টির প্রারম্ভে গুণভেদে তিন মূর্তি গ্রহণ করেন । তিনি সৃষ্টি করিবার জন্ত প্রজাপতিকে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপাদন করেন । দেহের মধ্যভাগ হইতে ঈশান রুদ্রকে সৃজন করেন এবং জগৎ পালনের জন্ত অব্যয়

বিশ্বকে বামোক্ত হইতে সৃজন করেন । তিনিই আবার রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম নামেও পরিচিত হন । সেই বিষ্ণুর পরমাশক্তি ভাব ও অভাব স্বরূপা এবং বিষ্ণু ও অবিষ্ণু নামে পরিচিতা । যে জ্ঞানের জন্ত লোকে বিশ্বকে মহাবিশ্ব হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহারই নাম অবিষ্ণু । এবং যে ধারণা হইতে ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তাহাই বিষ্ণু নামে কথিত হয় । মহাবিশ্বের এই মায়া মহাবিশ্ব হইতে পৃথক । বৃহদ্রা-৩ ।

মহাবীত—পুষ্কর-দ্বীপাধিপতি প্রিয়-ব্রতাস্বজ সর্বনের অন্ততম পুত্র । মার্ক-৫৩ । অগ্নি-১১৯ । বায়ু-৩৩ । মহা-ধীত দেখ ।

মহাবীর—(১) স্বায়ম্ভুব মনু-তনয় প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র । প্রিয়ব্রত দেখ । (২) প্রিয়ব্রতাস্বজ সর্বনের অন্ততম পুত্র । মহাবীত ও ধাতকী দেখ ।

মহাবীর্য—(১) ভুবনমহার অন্ততম পুত্র । ভুবনমহা দেখ । (২) পুষ্কর পুত্র মহাবীর্য । তৎপুত্র প্রতিদ্বান । হরি-হরি-৩১ । (৩) রৈবত মনুর অন্ততম পুত্র । মার্ক-৭৫ । রৈবত মনু দেখ । (৪) নৃপায়জের অন্ততম শিষ্য । ব্রহ্মা-৬৭ । আজবন্ত দেখ । (৫) ভরতবংশীয় বিরাটের পুত্র মহাবীর্য । তৎপুত্র ধীমান । বায়ু-৩৩ । (৬) জনক-

বংশীয় বৃহদ্রথের তনয় মহাবীর্য্য ।
তৎপুত্র ধৃতিমান । বায়ু-৮৯ । (৭)
জনকবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য ।
তৎপুত্র সত্যধৃতি । বিষ্ণু-৪র্থ-১
(৮) ভরদ্বাজ-তনয় ভবন্মহ্যর অন্ততম
তনয় । (ভবন্মহ্য দেখ) । মহা-
বীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয় । বিষ্ণু-৪র্থ-
১৯ । (৯) জনকবংশীয় বৃহদ্রথের
(বৃহদ্রথের ; গরু-পূ-১৪৩) পুত্র মহা-
বীর্য্য । তৎপুত্র স্মৃতি । ভাগ-৯২-
১৩ । (১২) ভরদ্বাজ অথবা বিষ্ণুর
পুত্র মন্যু । মন্যুর অন্ততম পুত্র মহা-
বীর্য্য । ভাগ-৯২-২১ । মন্যু দেখ ।

মহাবেগা—(১) সীতার রোমকূপ
হইতে নির্গত জনৈক মাতৃকা । (২)
সীতার সহস্র নামের অন্ততম । মাতৃকা
ও সীতা দেখ ।

মহাবেত্র—উলুক, রণেশ, মহাবেত্র
প্রভৃতি বিদ্যাদেব রাজগণ বেণুমান
শৈলে বাস করেন । বরা-৮১ ।

মহাব্যাহতি—জপে নিমুক্ত ব্রাহ্মার
মন্তক হইতে উৎপন্ন এক নারী ।
তিনিই বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী মোহিনী
মায়ী । বায়ু-২৫ । একানংশা দেখ ।

মহাব্রত—(১) মহাব্রত নামক
শিবলিঙ্গ মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উপস্থিত
হইয়া কাশীতে স্বন্দেখর লিঙ্গের সমীপে
অবস্থান করিতেছেন । স্বন্দে-কাশী-
উত্ত-৬৯ । দেবীপু-৬৩ । শিব দেখ ।

মহাভক্ষ—দানবপতি মহিষাসুরের

অন্ততম মন্ত্রী ও সেনাপতি । স্বন্দে-
ব্রহ্মা-সেতু-৬ ।

মহাভয়—(১) অধর্ম্মের অন্ততম
পুত্র । মহাভা-আদি-৬৬ । অধর্ম্ম দেখ ।
(২) দৈত্যপতি দুর্গের একজন
সেনাপতি । স্বন্দে-কাশী-উত্ত-৭১ ।

মহাভয়হর নৃসিংহ—কাশীস্থিত একটি
শিবলিঙ্গ । স্বন্দে-কাশী-উত্ত-৬১ ।

মহাভাগ—(১) মৌর্য্যবংশের পরে
যে সময়দয় সামন্ত রাজগণ মগধে রাজত্ব
করেন, তাহাদের মধ্যে পুনর্ভবের পুত্র
মহাভাগ বক্রিশ বংশের রাজত্ব করেন ।
মহাভাগের পুত্র দেবভূমি । মৎ-২৭২ ।
যদুবংশীয় দেবরথের পুত্র মহাভাগ ;
তাহার নামান্তর দেবশ্রবা । বায়ু-৯৬ ।
(৩) স্বারোচিষ মহন্তের দেবতাদের
অন্ততম । ব্রহ্মা-৬৮ । বায়ু-৬২ ।
অজিহ্মান দেখ । (৪) বিষ্ণুর এক
নাম । গরু-পূ-১৫ ।

মহাভাগা—(১) ব্রহ্মার শরীর-
সম্বৃত অর্দ্ধনারীনর-রূপধারী অন্ততম
ব্রহ্মাণ্ড-৯ । ভদ্রা ও ব্রহ্মা
(৩৯) দেখ । (২) বেণনন্দন পুষ্কর
পত্নী । তাহার গর্ভে শিখণ্ডী ও হবি-
র্দ্বান নামে দুই পুত্র জন্মে । সৌর-২৭ ।
(৩) আত্মশক্তি দুর্গার এক নাম ।
তিনি সকলের মহার্থ সাধন করেন
বলিয়া ঐ নামে পরিচিতা । দেবীপু-
১৬, ৩৭ । (৪) দেবী শঙ্করী মহা-
লয় তীর্থে মহাভাগা নামে পরিচিতা ।

স্বন্দ-আব-রেরা-১২৮। মৎস্ত-১৩।

তত্ত্বকর্ণিকা দেখ।

মহাভিষ—(১) কুরুরাজ শান্তনু পূর্বজন্মে মহাভিষ নামে পরিচিত ছিলেন। ভাগ-২৯-২২। হরি-হরি-১৮। (২) শান্তনু মহাভিষ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-২২। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্য পরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সংখ্যক রাজহুয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক চরমে স্বর্গলাভ করেন। একদা দেবগণ ও মহারাজ স্বর্গে ব্রহ্মার আলয়ে উপস্থিত আছেন এমন সময়ে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে বায়ুবেগে তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উদ্ভিন হইল। তদর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। কিন্তু মহাভিষ তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মর্ত্যালোকে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্ত শাপ দেন। তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়া রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২৬। স্বন্দ-আব-চতু-৪২।

মহাভূজ—কালকূট্র আশ্রমের উচ্চ-দেশে সপ্তপাতাল আছে। তন্মধ্যে গন্তস্তিক নামক চতুর্থতলে মহাদেব, মহাকায় ও মহাভূজ নামক তিনজন

রাক্ষস বাস করে। দেবীপু-৮২।

মহাভৈরব—মহাদেবের এক নাম।

মহাভা-অমুশা-১৭। শিব দেখ।

মহাভোগবতী—সীতার এক নাম। রাম এই নামে সীতার স্তব করিয়া-ছিলেন। অমু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাভোজ—(১) জ্যামঘ বংশীয় সাক্ষতের অন্ত্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। বায়ু-২৬। ভাগ-২৯-২৪। গরু-পু-১৪৩; সাক্ষত ও ভজমান দেখ।

মহাভোম—পুরুবংশীয় অরিহের পুত্র মহাভোম। সুব্রজা নাম্নী তাঁহার পত্নী হইতে অযুতনারী নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৫। অরিত ও অযুতনারী দেখ।

মহামণি—পুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র। মহামণির পুত্র মহামনা। বিষ্ণু-৪৫-১৮। জনমেজয় ও মহামনা দেখ।

মহামতি—(১) ককি মহামতি নামক রাজাকে কাঞ্চনপুরীর অধিপতি করিয়াছিলেন। মহামতির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র সহস্র। কঙ্কি-ভূ-১৪।

(২) ভার্গব বংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ। মার্ক-১০। স্তমতি দেখ।

মহামতী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অমু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামনা—(১) যদুবংশীয় মহাশালের পুত্র মহামনা। তিনি সপ্ত-দ্বীপাধিপতি চক্রবর্তী ভূপতি হইয়া-ছিলেন। তাঁহার উশীনর ও তিতিক্ষু

নামে দুই পুত্র ছিল। ৯৭-৪৮। হরি-
হরি-৩১। গরু-পূ-১-৪৩। ভাগ-২৯-২৩।
অগ্নি-২৭৭। বায়ু-২২। ব্রহ্মপু-১৩।
(২) মহামণির পুত্র মহামণা। বিষ্ণু-
৪র্থ-১৮।

মহামত্যা-সমুদ্ভবা—সীতার সহস্র
নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মহামহিষবাহনা—সীতার সহস্র
নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মহামহিষ-মর্দিনী—সীতার সহস্র
নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মহামাতা—একজন কুলদেবী।
স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ।

মহামাত্র—মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহানায়—দৈত্যপতি কুশের পুত্র
মহামায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত
হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০। কুশ দেখ।

মহানায়—(১) জগৎপতি হরির
যোগনিদ্রাস্বরূপ। মহানায় সংসার-
স্থিতিকারী প্রভাবে, সকল প্রাণী বাস-
নাশ্বরূপ আবর্তময় মোহগর্ভে নিপতিত
হইতেছে। এই দেবী এই সচরাচর
জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্ন
হইয়া মনুষ্যদিগকে মুক্তিপ্রদ বর প্রদান
করিয়া থাকেন মার্ক-৮১। (২) স্বয়ম্ভু
ব্রহ্মারদেহ হইতে অর্ধ নরনারী মূর্তি

প্রাদুর্ভূত হন। সেই অর্ধ নারী- মূর্তি
আবার ব্রহ্মাদেশে স্বীয় দেহ বিভাগ
করিয়া স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি
নামে প্রসিদ্ধা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯।
ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৩) জগ-
ন্ময়ী মহানায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের
জননী। তিনি সর্বদা অখিল বিশ্বের
সৃষ্টি, পালন, এবং হররূপে সংহার
করেন। তিনি জীবগণের কামনা
পূরণকারিণী এবং দুঃস্বপ্ন কালরাত্রি
নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। এই
নিখিল জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত ও
তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। দেবীভা-
১০-স্ক-১০। (৪) সতী দেহত্যাগ
করিলে শিব মায়ামোহিত হইয়া সতী-
শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে-
ছিলেন। জগজ্জননী মহানায়াই
তাঁহার ধ্যানের কারণ ইহা বুঝিতে
পারিয়া কিরূপে এই মায়াকে নিঃসা-
রিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে
আসক্ত ও নিরাকুল করা যায় তাহা
চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মহানায়
যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন।
কালিকা-২৪। (৫) মহেশ্বরীর শরীর
সমুত্তা অগ্ন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-
উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৬) হিমালয়-
দুহিতা পার্শ্বতীই জগন্মোহনকারিণী
মহানায়। বিষ্ণু সম্মোহনকারিণী লক্ষ্মী
ও শিব সম্মোহিনী শিবা নামে কথিতা
হন। শ্রীমহাভা-২০। (৭) সৃষ্টি-

বাসনায় চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেব-
গণকে সৃজন করিয়াও তৃপ্তি না হওয়ায়,

শিব পুনরায় নিজ তেজোময় শরীর
চিন্তা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার
সেই ধ্যান হইতে এক ভীষণ জ্যোতি
প্রাহুর্ভূত হয়। সেই জ্যোতি
মণ্ডলের মধ্যে সর্বপ্রকার অস্ত্রধারিণী
কালরাত্রি-স্বরূপা ভীমমূর্তি দেবী মহা-
মায়াকে শিব দেখিতে পাইলেন।
তাঁহার চারি হস্তে, পঙ্কজ, খেটক, ধনু
ও শর বিরাজিত ছিল। ঐ ভয়ঙ্কর
দেবীকে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ
মোহিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন।
তখন শিব তাঁহাদিগকে নিজ জ্ঞান
প্রদান করিলে দেবগণ সেই দেবীকে
স্তব করিতে লাগিলেন। দেবীপু-
-১২৭। শিবানী দেখ। (৮) সীতার
রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জনৈক
মাতৃকা। অদ্ভুত-রামা-২৩। সীতা
ও মাতৃকাগণ দেখ। (৯) সীতার এক
নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামায়া-সমুৎপত্তা—সীতার সহস্র
নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মহামায়াশ্রয়া—সীতার সহস্র নামের
এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা
দেখ।

মহামারী—শিব তেজোৎপত্তা মহা-
মায়ার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

মহামাহেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের

এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা
দেখ।

মহামুখ—(১) কণ্ঠ্যপ পত্নী থসার
গর্ভজাত অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬৯।
থসা দেখ। (২) উদ্যাত দেখ। বাম-
৫৭। (৩) মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-অমৃতা-১৭। শিব দেখ।

মহামুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-
করিবার জন্য মহাদেবের শরীর-সমুত্তা
জনৈক মাতৃকা। মং-১৭২।

মহামুণ্ডা—কাশীস্থিত মুণ্ডমালা-
বিভূষণা মহামুণ্ডা দেবী ও ধর্মমুণ্ডা-
দেবী পরস্পর বাহু প্রসারণ-পূর্বক
করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে
কাশীক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন।
স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

মহামুনি—(১) শিবের এক নাম।
মহাভা-অমৃতা-১৭। (২) রৈবত
মহাসুরের অন্ততম সপ্তর্ষি। সৌর-৩৩।
ইন্দ্রবাহু ও রৈবত মনু দেখ।

মহামূর্তি—(১) সীতার সহস্র নামের
এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা
দেখ। (২) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ
যজ্ঞের অশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার
জন্য, অন্তান্ত নারীদিগের স্নান, মহা-
মূর্তি বিভাষণের সহিত সরযু নদীতে
গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-৩৭।

(৩) শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মহামূর্তী—মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-অমৃতা-১৭। শিব দেখ।

মহামেঘ—পৃথিবীর নিম্নভাগে পঞ্চম তলে শর্করা ভূমি বিরাজিত। এই শর্করাময় পঞ্চমতলে দানবপতি বিরোচনের পুরী বিদ্যমান। তদ্বিত্ব বৈদুর্য্য, অগ্নিজিহ্ব, হিরণ্যাক্ষ, বিদ্যাজ্জিহ্ব, মহামেঘ, প্রভৃতি রাক্ষসগণের পুরীও তথায় অবস্থিত। বায়ু-৫০।

মহামেঘ-নিবাসী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামোহ—অন্ততম অবিদ্যা। বিষ্ণু-১ম-৫।

মহামোহা—চতুঃমষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। কালিকা-৬৩। যোগিনী-গণ দেখ।

মহাযশা—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। শিব দেখ। (২) কশ্যপের পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্ততম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। দম্ব দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামে দেবতাদের একটি গণ ছিল। পশু, পদ্মনেত্র, শ্বেনভদ্র, মহাযশা, স্রমনা, সুবেশা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্রুতি ও মহাসম্ব এই সকল প্রসূত দেবগণের অন্তর্গত দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। মহাসম্ব ও চাক্ষুষ-মম্ব দেখ। (৪) সীতার অমুচরী অন্ততমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মহাযুধ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। শিব দেখ।

মহাযোগী—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব ব্রহ্ম-কোটি তীর্থে মহাযোগী নামে খ্যাত। দেবীপু-৬৩। (২) দেবী পার্শ্বতীর এক নাম। দেবীপু-১২০।

মহাযোগীশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। এই মহাযোগীশ্বর লিঙ্গের প্রাসাদের চতুর্দিকে ব্রহ্মগণ-নির্ম্মিত স্তূপনা কোটিসংখ্যক ব্রহ্মগণের প্রাসাদ অবস্থিত। বেদবাদী ব্যক্তিগণ কাশী ধামের এই স্থানকেই ব্রহ্মস্থলী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে কোনও প্রাণী এই ব্রহ্মস্থলীতে প্রাণ ত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকে। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মহাযোগেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫।

মহাযোগেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫।

মহারক্তা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেবের শরীরসমুত্তা অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মহারথ—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। (২) অন্ধিরাবংশীয় সত্যকেতুর পুত্র মহারথ ব্রহ্মপু-১৩।

মহারব—একজন যাদব। মহাভা-আদি-২১৯।

মহারাজ—মহাপুর নগরে মহারাজ

নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একটা মাত্র অন্ধ কন্যা ছিল। মনিকুণ্ডল নামে কোন বৈষ্ণব সেই কন্যাকে ঔষধাদি দ্বারা তাহার অন্ধত্ব হইতে আরোগ্য করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মপু-১৭০।

মহারাজা—মহারাজা নামে প্রসিদ্ধ। যে দেবীমূর্তি পীঠ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, পরশুরাম সমুদয় ভূমণ্ডল মধ্যে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ নিচয়ের সহিত তাঁহার পীঠ কল্পনা করেন। দেবীপু- ৩২।

মহারাত্রি—(১) একট যোগিনী। তন্ত্র-৫২৯পৃ। (২) দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৩) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অমৃত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহারাব—দেবসেনাপতি কার্তিককে-সাহায্যার্থ ধৃতপাপা নদী স্বয়ং অমৃতর মহারাবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

মহারুদ্র—মহাদেবেরই এক নাম। শ্রীমহাভা-৪২। বৃহদ-মধ্য-২।

মহারুদ্রা—মহাদেব খট্টাসুরের বিনাশার্থ ত্রিশূলিনী, ভদ্রা, মহারুদ্রা, কপালিনী, পিঙ্গাক্ষি, ভাবিনী, জম্বা, বিকৃতমুখা, ও সুজম্বা প্রভৃতি দেবীগণের সৃষ্টি করেন। দেবীপু-১১৬।

মহারূপ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭।

মহারূপা—স্বর্গের জনৈক অঙ্গরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মহারোমা—(১) জনকবংশীয় নরপতি কুতিরাতের পুত্র মহারোমা; মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা ও তৎপুত্র হুস্মরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। ভাগ-৯স্ক-১৩। কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমা মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। রামা-আদি-৭১। গরু-পু-১৪২। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। বায়ু-৮২।

মহালক্ষ্মী—(১) জগতে যিনি সাক্ষিকী শক্তি, তিনিই মহালক্ষ্মী দুর্গা। তিনিই বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী, ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীভা-১স্ক-১৬, ৩স্ক-৬। সৌর- ৪২। (২) সাবিত্রীদেবী করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্কিকা দেখ। মহর্ষি অগস্ত্য একবার মহালক্ষ্মীর স্তব করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পু-৫। (৬) যে মানব ত্রীকণ্ঠতীর্থে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে যথাবিধি জলাঞ্জলি দান ও দানক্রিয়া সমাধান-পূর্বক ত্রীকণ্ঠেশ্বরের সমীপ-বর্ত্তিণী মহালক্ষ্মীকে অর্চনা করে, সে অলক্ষ্মী-হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পায়।

স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) একবার লক্ষ্মী এক ব্রাহ্মণের শাপে গজবদনা হইয়া ছিলেন। পরে তিনি কঠোর তপস্তা করিয়া ব্রাহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রাহ্মার বরে তিনি মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইয়া নাগরক্ষেত্রে পূজিতা হইতেছেন।

স্কন্দ-নাগ-৮৫। (৮) মহালক্ষ্মী অন্ততমা ষট্চক্র দেবতা। তন্ত্র-২৮১ পৃঃ। (৯)

সীতার সহস্র নামের এক নাম মহালক্ষ্মী। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

(১০) দেবী দুর্গা কোলাপা পর্বতে মহালক্ষ্মী নামে পূজিতা হন। দেবীপু-৩৮।

মহালক্ষ্মীস্বর—শ্রীকৃষ্ণ নামক কুণ্ডের সন্ন্যাসে মহালক্ষ্মীস্বর শিব অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাশয়—সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব গুহাবাসী নামে অবতীর্ণ হইবেন। সেই সময়ে উত্থা, বায়দেব, মহাকাল ও মহালয় নামে তাঁহার ব্রহ্মবান্দা যোগদ্বারিপুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বায়ু-২৩। লি-২৪। গুহাবাসী ও শিব দেখ।

মহালয়স্বর—(১) কাশীস্থিত একটা শিবলিঙ্গ। এই স্থানে মহালয় নামে একটি কুণ্ডও আছে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া মনুষ্য যদি কুপে পিণ্ড নিক্ষেপ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও তাহার একত্রিশ পুরুষ পর্যন্ত রুদ্ধ লোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (২) অবস্তাক্ষেত্রে মৃত্যুস্বর লিঙ্গের দক্ষিণে মহালয়স্বর লিঙ্গ অবস্থিত। বিশ্বদেব,

আদিত্য, বসু, যক্ষ, সাধ্যা, পিশাচ, গুহক, পৃথিবী, বায়ু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র প্রভৃতি সমস্ত ঐ লিঙ্গে প্রণীত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহার নাম মহালয়স্বর হইয়াছে। যে ইহার আরাধনা করে সে-ই ত্রৈলোক্যবিজয়া ও কার্ত্তিমান হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২৪।

মহালিঙ্গ—স্থলেশ্বর তীর্থে মহাদেব মহালিঙ্গ নামে অভিহিত হন। দেবীপু-৬৩।

মহাশক্তি—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী মাদ্রার গর্ভজাত দশপুত্রের অন্ততম। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী লক্ষ্মণার গর্ভজাত দশপুত্রের অন্ততম মহাশক্তি। লক্ষ্মণার দশপুত্রই তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রহ্মায়ের সঙ্গে দিগবিজয়ে বহির্গত হইয়া ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৩০। (৩) এক জন গোত্রমাতা যোগিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৯। (৪) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাশঙ্খ—কঙ্কর গর্ভজাত অন্ততম নাগ। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

মহাশনি—হিরণ্য দৈত্যের পুত্র মহাশনি অতিশয় বলবান ছিলেন। তিনি প্রথমে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া শচার সহিত পাঁতালে স্থাপন করেন। তিনি পরে বরুণকেও পরাজয় করেন। বরুণ স্বীয় কন্যা অপরাজিতাকে মহা-

শনির হস্তে সম্প্রদান করেন। তাহাতে মহাশনির সহিত বরুণের সখ্য জন্মিল। বরুণ-কণ্ঠা বারুণী অপরাজিতা মহাশনির অতিশয় প্রিয় পাত্রী ছিলেন। এদিকে দেবগণ ইন্দ্রবিহীন হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন মহাশনি তাঁহার বধ্য নহে। এই বলিয়া বিষ্ণু দেবগণ সহ বরুণের শরণাপন্ন হইলেন। বরুণের অমুরোধে তাঁহার জামাতা মহাশনি ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু অতিশয় তিরস্কার করিতেও ভুলিলেন না। ইন্দ্র তাঁহার তিরস্কারে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। পরে স্বীয় স্ত্রী শচীর পরামর্শে দণ্ডকারণ্যে গমনপূর্ব্বক তথাকার গোতর্ম্মী নদীর তীরে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে শিবের আদেশে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে চক্রপাণি শূলধারী শিব-বিষ্ণু-স্বরূপ বৃষাকপি নামে এক পুরুষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রসাতলে গমনপূর্ব্বক হিরণ্যাতনয় মহাশনিকে হনন করিলেন! ব্রহ্মপু-১২২।

মহাশর—কণ্ঠপের অল্পতমা পত্নী দম্বুর গর্ভজাত শত পুত্রের অল্পতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। দম্বু দেগ।

মহাশাস্ত—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পু-১৫।

মহাশাল—(১) যযাতির অল্পতম

পুত্র অম্বুর বংশে জনমেজয় নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র মহাশাল ইন্দ্রতুল্য প্রথিতযশা রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহামনা। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। অয়ি-২৭৭। বায়ু-২২। ভাগ-২২-২৩। গরু-পু-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৩। (২) মহাশাল নামে এক দানব ইন্দ্রের ভয়ানক শত্রু হইয়াছিল। বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করে। গরু-পু-৮৭।

মহাশালা—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাশিরা—(১) দক্ষকণ্ঠা দম্বুর গর্ভজাত অল্পতম দানব। বায়ু-৬৮। (২) জনৈক বেদবেদান্ত-পারগ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। (৩) মহাশিরা নামক এক দানব বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা ২। (৪) শিবের অল্পতম অনুচর। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২।

মহাশীর্ষ—দানবপতি নরকের অল্পতম পুত্র। কালিকা-৪০।

মহাশ্ব—একজন রাজা। তিনি যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

মহাশ্বেতা—(১) দেবীভূগা মহাভাব আশ্রয় করিয়া ষ্ঠেত ও উজ্জল মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন

বলিয়া তাহার এক নাম মহাশ্বেতা।
দেবীপু-৩৭। (২) একজন অপ্সরা।
নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের
ভপোভঙ্গের জন্ত মদনের অনুগমন
করেন। দেবীভা-৪৯-৬।

মহাশ্রী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। অদ্ভুত-রামা-২৫।

মহাসদ্র—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে
দেবতাদের পাঁচটা গণ ছিল। তন্মধ্যে
শ্রোতভদ্র, পশু, পথ্যনেত্র, সূমনা,
স্মৃতেতা, রেবত, স্প্রচেতস, দ্যুতি, ও
মহাসদ্র ইহারা প্রস্তুত দেবগণের অন্ত-
র্গত দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮।
বায়ু-৬২। (২) কুরুবংশে আরাধি
নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র
মহাসদ্র, মহাসদ্রের পুত্র অযুতায়ুধ,
তৎপুত্র অক্রোধন। বায়ু-২২

মহাসনী—দেবসেনাপতি কার্তিকে-
য়ের সাহায্যার্থে খেততীর্থ যে সমস্ত
অমুচরী প্রেরণ করেন মহাসনী তাঁহা-
দের অন্ততমা ছিলেন। বাম-৫৭।
উল্লেখ্য দেখ।

মহাসরস্বতী—ভগবতী দুর্গা বিষ্ণুকে
মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী ও ব্রহ্মাকে
মহাসরস্বতী-শক্তি প্রদান করিয়া-
ছিলেন। দেবীভা-৩৯-৬।

মহাসিন্ধু—কাশীস্থিত একটা
শিবলিঙ্গ। সিন্ধুকুলে স্নান করিয়া
এই শিবকে দর্শন করিলে সর্ববিধ সিন্ধি
লাভ হইয়া থাকে। স্বল্প-কাশী-উত্ত-২৭।

মহাসিন্ধু—মহাসিন্ধু নামক অসুর-
পতি রসাতলে বাস করেন। দেবীপু-
৩।

মহাসুর—(১) দৈত্যপতি হিরণ্য-
কশিপু্র এক সেনাপতি। মৎ-১৬১।
(২) অসুরবিশেষ। হরি-হরি-৪১।

মহাসুরবিনাশিনী—সীতার সহস্র
নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫।

মহাসুরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান
করিবার জন্ত মহাদেবের শরীর-সমুতা
অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।
মাতৃকাগণ দেখ।

মহাসেন—(১) কলিযুগের অব-
সানে সত্যযুগের প্রারম্ভে বীরসেনের
পুত্র মহাসেন নরপতি হইবেন। শিব-
জ্ঞান-৫৬। (২) দেবতাদের সেনাপতি
শিব-পুত্র কার্তিকেয়ের এক নাম।
শিব-কৈলাস-৭। কার্তিকেয় ছতা-
শনের পুত্ররূপে মহাসেন নামে খ্যাত
হন। বাম-৫৭। (৩) ষোলটা
স্বরবর্ণের মূর্তির অন্ততম। তন্ত্র-৩০৭
পৃঃ। ভৌতিক দেখ।

মহাস্বন—অসুরবিশেষ। হরি-
হরি-৪১।

মহাহনু—(১) বহুবংশীয় বসুদেবের
অন্ততমা পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত
পুত্র। মৎ-৩৬। পদ্ম-স্ব-১৩। বসুদেব ও
পিণ্ডারক দেখ। (২) বলিদৈত্যের
অমুচর জনৈক দানব। মৎ-২৪৫।
(৩) দৈত্যপতি মহিষের ত্রিংশজন

মন্ত্রী অত্মতম। সৌর-৪২। (৪) খসার গর্ভজাত অত্মতম দানব। বায়ু-৬২। খসা দেখ। (৫) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অত্মতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (৬) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অম্বু-১৭। (৭) সহস্রবদন রাবণের অত্মতম সেনাপতি। অম্বু-রায়া-১৮। (৮) দানবপতি রক্তাক্ষের একজন সেনাপতি। ঋন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। বরাহ পুরাণে রক্তাক্ষরের সেনাপতি মহাচন্দ্র। বরা-৩৪। (৯) প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্বদ্বার-রক্ষক নায়ক জয়ন্তের বজ্রনাভ, স্নানাভ, বজ্রবাহু, মহাচন্দ্র, বজ্রদণ্ড, বজ্রধারী, বজ্রহা, বজ্রলোচন, শ্বেতমূর্দ্ধা ও শ্বেতগালী নাম কতিপয় অমুচর ছিল। ঋন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (১০) শিব-ভক্ত কুশ-দৈত্যের অত্মতম অমুচর। ঋন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

মহাহর্ষ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অম্বু-১৭। শিব দেখ।

মহাহস্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অম্বু-১৭। শিব দেখ।

মহাহ্রাদ—জোনক দানব। ঘোর নামক দৈত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাহার পুরী অধিকার করেন। দেবী-পুরাণ-২।

মহিত—পঞ্চপিহগণের অত্মতম। মহাভা দেখ।

মহিমা—(১) যদুবংশ সংচনের

পুত্র মহিমা। তাহার পুত্র ভদ্রসেন। অগ্নি-২৭৫। (২) প্রাচীনবাহি নামে এক নরপতি পুত্র কাননায় মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন প্রাচীনবাহি পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন “তুমি আমার তৃতীয় নেত্রটি দর্শন কর।” রাজা শিবের নির্দেশ মতন তাহার তৃতীয় চক্ষুটির দিকে তাকাইয়া ছিলেন, তখন সেই চক্ষুদীপ্তি হইতে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র মহিমা নামে বিখ্যাত হয়। এই মহিমাটী মহিম্ন নামক বিখ্যাত স্তবের প্রণেতা। ব্রহ্মপু-১৫৩। (৩) জনৈক আধ্বর্ষেদ শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি। দেবী-পুরাণ-১১০।

মহিমান—(১) পশু সঞ্চয়ী প্রভাব-বান্ অগ্নি আয়ুর পুত্র মহিমান। মহি-দানের পুত্র দহন। মৎ-৫১। (২) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরথ ও মহিমান। অগ্নি-২৭৮। জনমেজয় দেখ।

মহিমান—পঞ্চ পিহগণের অত্ম-তম। মহাভা দেখ।

মহিম্নার—কুরুবংশীয় সেনাজিতের অত্মতম পুত্র। হরি-হরি-২০।

মহিয়—বিখ্যাত ময়-দানবের অত্ম-পুত্র। বায়ু-৬৮। (২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অমুহ্লাদের এক পুত্র। ভাগ-৬৮। অমুহ্লাদ দেখ। (৩)

মহিষ নামে এক দৈত্যরাজ পৃথিবীর
নিম্নভাগে শর্করাতলে বাস করিতেন।
যেঁর নামক দৈত্য তাহার পুত্রী অধি-
কার করে। দেবীপু-৩। (৪) ধর্ম
হইতে সুরভীর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র।
হরি-হরি-১৯৬।

মহিষমর্দিনী—(১) মহিষাসুর নামক
বিখ্যাত দানবকে বধ করিয়া দেবী
দুর্গা মহিষমর্দিনী নাম প্রাপ্ত হন। দেবীপু-
৩৭। (২) পার্বতীর শরীর-সমুদ্ভূত।
অন্ততম মহাশক্তি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-
৭২ শক্তি দেখ।

মহিষবাহন—যমরাজের এক নাম।

মহিষমর্দিনী—(১) দেবগণের প্রার্থ-
নায় দেবী দুর্গা মহিষাসুর নামক
দৈত্যকে বিনাশ করেন এবং তদবধি
তিনি মহিষমর্দিনী নামে বিখ্যাত হন।
মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রেীড়িত
হইয়া দেবগণ তাহার প্রতিকার
প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু
বলিলেন, “ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর
পুরুষ জাতীয় যে কোনও জীবেরই
অবধ্য। সম্প্রতি যদি নিখিল দেববৃন্দের
তেজ হইতে কোন পরম রূপবতী
রমণী প্রাভূত হন, তবে তিনি সেই
মহিষাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হই-
বেন।” অতঃপর দেবগণ মিলিত
হইয়া প্রার্থনা করিলে সমুদ্র দেবগণের
তেজ হইতে অশুর মাংসধারী এক
আইদ্র হস্তা জিবর্ধধারী এক অশুর

নারীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার নেত্র-
দ্বয় কুম্ভবর্ণ, অধরদ্বয় রক্তবর্ণ এবং
হস্তদ্বয় তাম্রবর্ণ ছিল। বিভিন্ন দেব-
তার তেজে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হয়। দেবগণ ও বিশ্ব-
কর্মা, সাগর, হিমালয় প্রভৃতি তাঁহাকে
বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করেন।
বিষ্ণু তাঁহাকে নিজ স্মদর্শন চক্র হইতে
অপর এক চক্র প্রদান করেন। মহা-
দেব তাঁহাকে এক অতি উত্তম ত্রিশূল,
বরুণ পরম মঙ্গলপ্রদ শঙ্খ, অগ্নিদেব
শাশ্বগামী শতঘ্নী শক্তি, পবনদেব
এক শরপূর্ণ তুলীর ও বিশালকার
ধনু। ইন্দ্র নিজ বজ্র হইতে উৎপাদিত
এক ভয়ঙ্কর বজ্র, যম নিজ দণ্ড হইতে
অপর দণ্ড সৃষ্টি করিয়া একদণ্ড, ব্রহ্মা
গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু, এইরূপ অস্ত্রাস্ত্র
দেবগণ বহুবিধ অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান
করিলেন। অতঃপর সেই দেবী দেব-
গণকে আশ্বাস দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ
হাস্ত করিলেন। সেই হাস্তজনিত মহাশব্দ
শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর কারণ জানি-
বার জন্য চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করিল।
দূতগণ অমুসন্ধান-তৎপর হইয়া ইত্যন্ত-
ভ্রমণ করিতে করিতে দেবীর সম্মিথানে
উপস্থিত হইয়া দেখিল নানা অস্ত্র-
ধারিণী দেবী এক হস্তে সুরা-পানপাত্র
ধারণ করিয়া অণে অণে সুরাপান
করিতেছেন। তাহার ক্রিয়ার আশ্রিত
মহিষাসুরের নিকট নিবেদন করিল।

মহিষাসুর তাহাদের নিকট দেবীর বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবার দূতগণকে আদেশ দিলেন । দূত-গণ অপারগ হইয়া কিরিয়া আসিলে মহিষাসুর প্রথমে দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্ত একে একে চিহ্নর, তাম্রাসুর, দুৰ্ম্মুখ প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করে । তাহারা সকলে দেবী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে মহিষাসুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আরও কতিপয় সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল । অতপর দেবীর সহিত মহিষাসুরের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । ঐ মারাবী দানব কখনও সিংহ, কখনও হস্তী, কখনও শরভ, কখনও মহিষ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পশুর রূপ ধারণ করিয়া দেবীর সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল । দেবী মহিষাসুরের এই সব অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিয়া সত্ত্বরই তাহাকে বধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন । অতঃপর তিনি অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্ত সুরাপূর্ণ চমক হইতে মৃত্যুৰ্থ মত্ত পান করিতে লাগিলেন । পানান্তে পুনরায় মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর দেবী চক্রদ্বারা মহিষাসুরের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । দেবীভা-
৫৯৯-২, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১০-৬৬-১২ । মহিষাসুর দেখ । (২)

দেবী ভদ্রকালীর এক নাম । ভদ্রা দেখ ।
ভকারের অন্তর্ভুক্ত (ম), নয়ন (ই) বৃক্ষ আকাশ (হ), ঋত (ঘ) নর্দিনী শব্দ, এবং “স্বাহা” এই সকলের সংযোগে অষ্টাক্ষর মহিষনর্দিনী মন্ত্র হয় । তন্ত্র-সার-১৮৮ পৃঃ ।

মহিষাক্ষ—জনৈক দানব বৃহস্পতির পরামর্শে তিনি ও তাঁহার অমাত্য সহচরগণ আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঋষিধর্ম অবলম্বন করেন । পদ্ম-সূ-১৩ ।

মহিষাননা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মহিষার্ক—প্রভাস ক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর অন্ততম দ্বারপাল । ভূষণ দেখ ।

মহিষান্—সূর্য্যবংশীয় নরপতি অমর্ষের তনয় মহিষান্ । তৎপুত্র বিক্রান্তবান । বিষ্ণু-৩র্থ-৪ ।

মহিষাসুর—(১) বিখ্যাত দানব রাজা । পূর্বে ব্রহ্মা এক পরম রূপবতী কল্যা সৃষ্টি করেন । ঐ কল্যা কোন সময়ে তপস্তা করিতেছিলেন । সেই সময় নারদ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পাণি প্রার্থী হন । কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় নারদ প্রতিশোধ লইবার জন্ত মহিষাসুরের নিকট যাইয়া কল্যার বিষয় বর্ণনা করিলেন । মহিষাসুর নারদের কথা শুনিয়া সেই কল্যার নিকট গমন করেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন । মহিষাসুরের প্রস্তাব শুনিয়া

সেই নারী হস্ত করিলেন এবং তখনই তাহার মুখ হইতে সঙ্কল্প সহস্র ভরকরী অশ্রুধারিণী নারী প্রাভূত হইয়া মহিষাসুরের সৈন্তদিগকে বধ করিল। মহিষাসুর তাহা দেখিয়া সেই তাপসীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শূন্যদ্বারা আঘাত করিল। তখন সেই তাপসী শূন্যঘাতে মহিষাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার নশ্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহিষাসুরের উদর নখা হইতে আর এক ভাষণ দৈত্য আবির্ভূত হইল। দেবী তাহাকেও বধ করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৩। স্বন্দ-প্রভা-অর্বু-৩৬। (২) মহিষাসুরকে মহাদেব রুদ্রক্ষেত্রে বধ করেন। স্বন্দ-আব-অব-২। (৩) কৃক নামক দৈত্যের অন্ততম সেনাপতি। স্বন্দ-কাণী-উত্ত-৭১। (৪) দেবাসুর যুদ্ধে দিতির পুত্রগণ দেবগণের হস্তে নিহত হইলে, দিতি নিজ কস্তাকে বলিলেন “তুমি দেববিনাশক পুত্র লাভের জন্য তপস্তা কর।” দিতি-নন্দিনি মাতার পরামর্শে মহিষরূপ ধারণ পূর্বক ঘোরতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুপার্ব নামক জনৈক মুনি দিতি-হুহিতার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, তাঁহায় গর্ভে মহিষের স্তায় মুখ বিশিষ্ট এবং মামুষের স্তায় দেহ বিশিষ্ট মহিষ নামে এক মহা

বর্ষাবান দেবনিপীড়ক পুত্র জন্মিবে। যথা সময়ে ঐ দিতি-কস্তার গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। মহিষাসুর দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবগণের তেজস্বত্ব এক দেবী আবির্ভূত হইয়া মহিষাসুরকে বধ করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। মার্ক-৮২, ৮৪। (৫) মহিষাসুর সুমেরু পর্বতে এক অযুত বর্ষকাল ঘোরতর তপস্তা করেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন, “তুমি অমরত্ব ভিন্ন আর যে কোন বর প্রার্থনা করিবে তাহাই আমি তোমাকে দিব।” মহিষাসুর বলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনও জীব হইতেই ঘেন তাহার মৃত্যু না ঘটে।” ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন। মহিষাসুর ঐ বর পাইয়া অন্যান্য দানবদিগকে সেনাপতিপদে বরণপূর্বক দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। দেবগণ দানবগণের নিকট পরাভূত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে অতঃপর দেবগণের তেজ হইতে এক পরমা সুন্দরী দেবীর সৃষ্টি হইল। মহিষাসুর তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবী সে দূতকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে মহিষাসুর তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সৈন্য

অভিযান করেন। অতপর দেবীর সহিত সাহুচর মহিষাসুরের দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরিশেষে মহিষাসুর দেবী হস্তে নিহত হইলেন। দেবীভা-৫৯-২, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭; ১০ স্বন্দ-১২। (৬) রত্ন নামক এক দৈত্যের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। দেবীভা-স্বন্দ-৫-২। বায়-১৭। 'মহিষাসুরের পুত্র গজাশুর। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮। (৭) দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র বাল্যকালে মহিষে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। একদিন ঐ দানব-সুত মহিষে আরোহণ করিয়া গঙ্গাতীরে জপ-পরায়ণ হুর্কাসা মুনির নিকট দিয়া যাইবার সময় বাহনসহ হুর্কাসা মুনির শরীরের উপর পতিত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হুর্কাসা মুনি তাহাকে শাপ দেন। ঐ শাপের ফলে হিরণ্যাক্ষ-সুত মহিষ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে অতিশয় হুঃখিত হইয়া ঐ দানব-নন্দন গুক্রাচার্যের নিকট গমনপূর্বক প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। গুক্রাচার্য তাহাকে মহাদেবের আরধনা করিতে আদেশ দেন। মহিষাসুর তপস্তা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করিলেন যে, ত্রীলোক ভিন্ন অপর কোন্‌ই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই বর লাভ করিয়া মহিষাসুর

দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ মহিষাসুরের পরাজিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মন্ত্রণা-পর দেবগণের সম্মিলিত ক্রোধ হইতে এক নারীর উদ্ভব হয়। ঐ দেব-ভেজ-সম্ভূতা দেবীর হস্তে মহিষাসুর নিধন প্রাপ্ত হয়। স্বন্দ-নাগ-১১২-১২১। (৮) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর বা রক্তাক্ষ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১২। (৯) নারদের মুখে ব্রহ্মলোকবাসী এক তাপসীর কথা শুনিয়া মহিষাসুর তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবী সেই দূতকে অবজ্ঞাসূচক তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে মহিষাসুর বল-পূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অভিযান করেন। পরিশেষে তিনি ঐ দেবীর হস্তে নিহত হন। বরা-২২-২৫। (১০) সিদ্ধদ্বীপ নামক এক ঋষি হইতে বিপ্রচিতির ভগিনী মাহিষ্মতির গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। বরা-২৫। (১১) মহিষাসুর দৈত্যপতি তারকের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪২। মৎ-১৪৮। (১২) দেবাসুরসংগ্রামে মহিষাসুরের সহিত বদ্বংশের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মৎ-১৫০। (১৩) দেবাসুর সংগ্রামে অগ্নিদেবের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৩৮৮-১০।

মহিষী—যদুবংশীয় দেবমীচুয়ের তনয় শূর। শূরের পত্নী ভোজবংশীয় মহিষী হইতে বশুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাঘৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্রাম, শর্মক ও গভুব নামে দশ পুত্র এবং, পৃথুকীর্তি, পৃথা, ঋত-দেবা, ঋতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামী পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪।

মহিষ্যৎ—যদুবংশীয় মহিষ্যতের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। এই ভদ্রশ্রেণ্য বারানসীর অধিপতি ছিলেন। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া বারানসী অধিকার করেন। হরি-হরি-২২, ৩৩। ভদ্রশ্রেণ্য দেখ।

মহিষ্মতী—অঙ্গিরাস পত্নী শুভা হইতে ভাহুমতী, মহিষ্মতী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকে চতুর্দশায়ুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা দেখ।

মহিষ্মান্—(১) যদুবংশীয় নরপতি সাহজের তনয় মহিষ্মান্। মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারানসীর অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মপু-১৩। হরি-হরি-৩৩। ভদ্রশ্রেণ্য দেখ। (২) সোমবংশীয় নরপতি সঞ্জিতের তনয় মহিষ্মান্। মহিষ্মানের তনয় ভদ্রশ্রেণ্য। কুর্খ-পু-২২। বিষ্ণু-৪৭-১১। লি-৬৮। (৩) ষষ্ঠি বংশীয় সাহজের পুত্র মহিষ্মান্, মহিষ্মানের পুত্র রুদ্রশ্রেণ্য। রুদ্রশ্রেণ্যের

তনয় দুর্ধম। মৎ-৪৩। (৪) যদুবংশীয় সাহজের পুত্র মহিষ্মান্। তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। বাসু-২৪। (৫) যদুবংশীয় সাহজের পুত্র মহিষ্মান্। তাঁহার তনয় ভদ্রসেন। পদ্ম-মু-১২। (৬) যদুবংশীয় সাহজের পুত্র মহিষ্মান্। তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। ভাগ-২৯-২৩। (৭) সাহজের পুত্র মহিষ্মান্। তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। গরু-পু-১৪৩।

মহী—(১) একটা দেবীর নাম। কোন কোন স্থলে অগ্নিকেও মহী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋক-১-১৩-২। (২) পৃথু মহীকে দোহন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। বসুধা দেখ। (৩) ধৃতত্বত নানক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার পতির মৃত্যুর পর মহী নিজ পুত্রকে গালব মুনির আশ্রনে গিয়া রম্মেরিণীবৃত্তি অবলম্বন করেন। কালক্রমে ঐ বৃত্তি ব্যাপদেশে নিজপুত্রেরই সহিত তাঁহার সংসর্গ ঘটে। মাতৃ-গমন জনিত পাপে মহীতনয়ের কুষ্ঠ রোগ হয়। পরে মাতাপুত্র উভরেই ধোত-পাপ তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। ব্রহ্মপু-২২।

মহীজিৎ—মহিষ্মতি-নগরীবাসী এক জন নরপতি। পূর্বজন্মে তিনি এক ভূবার্তা থেকে জলপান করিতে না দিয়া স্বয়ং সেই জল পান করেন। সেই পাপে তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। পরে লোমশ নামক এক

তপস্বীর উপদেশে আশ্রয় মাসের শুরু
একাদশীতে একাদশীভূত
করিয়া পুত্রলাভ করেন। পদ্ম-উক্ত-৫৫।

মহীদাস—মহর্ষি মহীদাস ইতরা নারী
রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন
বলিয়া ঐতরেয় নামেও বিখ্যাত
ছিলেন। তিনি “নিশ্চিত বিছাই ফল
সাধক ভইয়া থাকে” ইহা বৃষিতে
পারিয়াছিলেন এবং একশত যোগ
বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐতরেয়
উপনিষৎ তাঁহার রচিত। ছান্দোগ্য-
৩অ-১৬থ-৭।

মহীধ্বজ—জনকবংশীয় নৃপতি বিব-
রেখ পুত্র মহীধ্বজ। মহীধ্বকের পুত্র
কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহা-
রোম। রামা-আদি-৭১।

মহীনর—হৃদ্মন দেখ।

মহীনেত্র—মগধের একজন রাজা।
তিনি তেত্রিশ বৎসর মগধে রাজত্ব
করিয়াছিলেন। তাঁহার পর নরপতি
অচল বক্রিশ বৎসর মগধের রাজ্য
শাসন করেন। মং-২৭১।

মহীপতি—কুরুবংশীয় সুর্যবংশের
পুত্র মহীপতি। তৎপুত্র সুনীথ। ভাগ-
৯স্ক-২২। বৃষ্টিমান ও নৃচক্ষু দেখ।

মহীপাল—মগধের অধিপতি মহী-
পালকে তাঁহার সেনাপতি পুলক হত্যা
করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং
স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত
করেন। মং-২৭২। পুলক দেখ।

মহীয়সী—সীতার, অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। অদ্ভু-রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মহীয়ান—অজিত দেখ।

মহীরথ—মহীরথ নামে একজন রাজা
ছিলেন। তিনি রাজকাৰ্য্য পরিত্যাগ
করিয়া অন্তঃপুরেই কালাতিপাত করি-
তেন। সেই পাপে তিনি নরকে
পতিত হন। পদ্ম-পাতা-৬০।

মহীশ্বর—দৈত্যপতি দুর্গের অন্ততম
সেনাপতি। স্বন্দ-কানী-উক্ত-৭১।

মহেন্দ্র—(১) অন্ততম রুদ্র। অশ্বি
৮৫। রুদ্র দেখ। (২) দেবরাজ
ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র দেখ। (৩)
মহেন্দ্র নামে এক দানব কোটাবৎসর
তপস্তা ফলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরা-
ভূত করেন। অতঃপর সেই দানব
শিবের সহিত যুদ্ধ প্রয়াসী হইলে
শিবের ক্রোধ হইতে তল নামক এক
দৈত্য উৎপন্ন হয়। ঐ তল দৈত্যের
হস্তে মহেন্দ্র নিহত হয়। স্বন্দ-প্রভা
প্রভা-৩৩৫।

মহেন্দ্রভগিনী—সীতার অষ্টোত্তর
সহস্র নামের অন্ততম। অদ্ভু-রামা-
২৫। সীতা দেখ।

মহেন্দ্রারি-নিপাতিনী—সীতার এক
নাম। সীতা দেখ।

মহেশান—ইনি অন্ততম রুদ্র।
ইহার জীর নাম অপরাশিবা। পুত্রের
নাম মনোজব। বিষ্ণু-১ম-৮।

মহেশ্বর—শিবের এক নাম । তিনি
প্রয়াগে ঐ নামে পরিচিত হন ।
দেবীপু-৬৩ । শিব দেখ ।

মহেশ্বরী—(১) গঙ্গা ও মহেশ্বরী
সিমান্ হইতে জন্ম লাভ করিয়া-
ছিলেন । কুর্শ-পু-১৩ । (২) আদ্যা
প্রকৃতির এক নাম । তিনি শিবানী-
পার্বতী, সতী, মহাদেবী নামেও পরি-
চিতা । সতী দেখ । (৩) দেবী
শঙ্করী মহাকাল তীর্থে মহেশ্বরী নামে
প্রসিদ্ধা । স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮ ।
মং-১৩ । ভদ্রকর্ণিকা দেখ । (৪)
প্রভু মহাবিশ্বুর অশ্রুতমা শক্তি মহর্ষিগণ
কর্ডুক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গিরিজা,
অগ্নিকা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মহেশ্বরী,
কোনারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐশ্বরী,
ব্রাহ্মী, বিষ্ণা, অবিষ্ণা, মায়া ইত্যাদি
নানা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ।
বহু-৩ । মহাবিশ্ব দেখ । (৫)
দেবী সাবিত্রী মহাকাল তীর্থে মহেশ্বরী
নামে কীৰ্ত্তিতা হন । পদ্ম-স্ব-১৭ ।
(৬) অক্ষকাসুরের রক্ত পান করি-
বার জন্য মহাদেব কর্ণক সৃষ্ট জনৈক
মাতৃকা । পদ্ম-স্ব-৪৬ । মং-১৭২ ।
মাতৃকাগণ দেখ । (৭) সীতার
অষ্টোত্তর সহস্র নামের অশ্রুতম । অষ্টু-
রামা-২৫ সীতা দেখ । (৮)
অশ্রুতমা শক্তি । শক্তি ও সতী দেখ ।

মহোত্রা—ভারা, কালী, উগ্রা,
মহোত্রা, বজ্রা, সরস্বতী, কামেশ্বরী,

চামুণ্ডা, ইহার। তন্ত্রশাস্ত্রে অষ্টভারা
নামে কথিতা হন । তন্ত্র-৫২১পৃঃ ।
ভদ্রকালী দেখ ।

মহোৎকট—(১) মহিষাসুরের
অশ্রুতম অমুচর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬ ।
(২) কর্ণ-পুত্র দুর্গ নামক দৈত্যের এক-
জন সেনাপতি । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭১ ।
(৩) শিব সাকোট তাঁর্থে মহোৎকট
নামে পূজিত হন । দেবীপু-৬৩ঃ
শিব দেখ ।

মহোৎপলা—(১) দেবী সাবিত্রী
হিরণ্যাক্ষ তাঁর্থে মহোৎপলা নামে
বিখ্যাতা । পদ্ম-স্ব-১৭ । ভদ্রকর্ণিকা
দেখ । (২) দেবী শঙ্করী হিরণ্যাক্ষ
তাঁর্থে মহোৎপলা নামে পরিচিতা ।
স্বন্দ-আব-বেরা-১২৮ । মং পুরাণে
হিরণ্যাক্ষের পরিবর্তে (১৩অঃ) কম-
লাক্ষ তাঁর্থ আছে ।

মহোৎসাহ—(১) উত্তম নম্বর
অশ্রুতম পুত্র । বায়ু-৬২ । ব্রহ্মা-৬৮ ।
উত্তম দেখ । (২) আজ, পরশু,
বিনাত, সুকেতু, স্মমিত্র, সবল, গুচি,
দেব, দেবাবুধ, মহোৎসাহ, এবং
অজিত, ইহার। উত্তম নম্বর পুত্র ।
গরু-পু-৮৭ ।

মহোদয়—(১) মহোদয় নামে এক
ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র কর্ণক পরিচালিত
রাজা ত্রিশঙ্কর যজ্ঞে উপস্থিত না
হওয়ার বিশ্বামিত্র তাহাকে চণ্ডাল হই-
বার জন্য শাপ দিয়াছিলেন । রামা-

আদি-৫২। (২) অস্ততন রাজর্ষি
এই সকল রাজর্ষিদের নাম অহোরাত্র
কীর্তন করিলে সকল পাপ দূর হয়।
মহাভা-অমুখা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

মহোদর—(১) হনুমান সীতার
অধেষণার্থ লঙ্কার প্রবেশ করিয়া
সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে
সীতার নিকট ইহাতে অভিজ্ঞান গ্রহণ-
পূর্বক প্রত্যাবর্তনকালে অশোক বন
নষ্ট করেন। রাবণ হনুমানের দমনার্থ
মহোদর প্রভৃতি বীরকে প্রেরণ করেন।
অক্ষ, মহোদর, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি
সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হন।
স্কন্দ-৪৮, লঙ্কা-২-১২৫। (২) বিশ্ববা
মুনির অস্ততনা পত্নী পুশ্পোৎকটার
গর্ভে মহোদর, প্রভৃতি চারি পুত্র
জন্মগ্রহণ। সৌর-৩০। কৃষ্ণ-পূ-
১২। কুস্তিনসী ও পুশ্পোৎকটা দেখ।
(৩) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অস্ততনা
পত্নী দম্বু ইহাতে মহোদর, নিকুন্ড,
নিচন্দ্র প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-৬৫। দম্বু ও
কশ্যপ দেখ। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের
গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অস্ততম
মহোদর। তিনিও অস্তান্ত ভ্রাতাদের
সাথে কুরুক্ষেত্রে ভীমহস্তে নিহত হন।
মহাভা-আদি-৬৭ খসার অস্ততম
তনয়। বায়ু-৫২। খসা দেখ। (৬)
দৈত্যপতি অন্ধকের অস্ততম সেনা-
পতি। বাম-৬৩। (৭) মহাদেবের

অস্ততম গণ। মহাদেবের সহিত অন্ধ-
কের যুদ্ধে বলি তাহার মস্তকে প্রহার
করিয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৮) সিদ্ধি-
দাতা গণেশের এক নাম। অগ্নি-৭১।
(৯) দম্বুর পুত্র অস্ততম দানব। দম্বু
দেখ। (১০) খসার গর্ভজাত অস্ত-
তম দানব। খসা দেখ। (১১) বিকটা
রাক্ষসীর গর্ভোৎপন্ন অস্ততম রাক্ষস।
বিকটা দেখ। মহাদেবের এক গণ।
স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (১৩) যমের অস্ত-
তম অমুচর। করাল, বিকরাল, বক্র-
নাস ও মহোদর, ইহারা যমোচর-
দিগের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহারা
পাপীলোক সকলকে যমালয়ে বহন
করিয়া লইয়া যায়। স্কন্দ-নাগ-২২৬।
বক্রনাশ দেখ। (১৪) ঋষিক, শঙ্কু-
মৃদা, নীলবাসা, শুভানন, পাশহস্ত,
শূলহস্ত, একপাদ, একলোচন, বিনায়ক,
উর্দ্ধবাক, সূর্য্য, সত্রাজিতেশ্বর শিব,
তুষ্কর গন্ধর্বা, ঘৃতাচী, মহোদর নাগ,
ঘটোৎকচ নামক রাক্ষস, পঞ্চজন দৈত্য,
কশ্যপ ঋষি, কপালিনী দেবী, মহাজন্ম,
অশ্বখ ও ক্ষেত্রপাল কপিল, ইহারা
প্রতাসক্ষেত্রস্থ ধারকাপুরীর পশ্চিমদিক
রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।
(১৫) মহোদর দৈত্য পাণ্ডালের
শরীরাতলে বাস করিতেন। ঘোর
নানক দানবরাজ ঐ স্থানে গমন
করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন।
দেবীপু-৩।

মহোদরী—ঐক্যের বোড়শজন প্রধামা গোপীর অন্ততমা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। ঐক্য দেখ।

মহোদরী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক নিজ শরীর হইতে সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। নং-১৭২। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৩) তদ্ব্যক্ত অন্ততম নান-বোধ গুরু। ভাস্কর্য্য দেখ। (৪) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

মহোদ্রতা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্ত মহাদেবের শরীর হইতে উৎপন্ন জনৈক মাতৃকা। নং-১৭২।

মহোরগ—বিশ্বদেবগণের একজন। নং-১৭১। বিশ্বদেবগণ দেখ।

মহোষ্ঠ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অম্ব-১৭। শিব দেখ।

মহোক্ষাধ—পৃথিবীর নিম্নভাগে দ্বিতীয়তলে মহোক্ষাধ দানবের পুরা বিদ্যমান। বায়ু-৫০।

মহোরথ—খসার গর্ভজাত অন্ততম দানব। বায়ু-৬২। খসা দেখ।

মহোৎসাহ—মহেশ্বরের শরীর-সমুত্তা অন্ততমা মহাশক্তি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

মহোষ—পরশিব, কামেশ্বরী, অম্বা, দিবোষ, মহোষ, সর্বানন্দ, প্রজ্ঞাদেবী ও প্রকাশ, ইংহারা লোপমুদ্রা এবং লোপমুদ্রাখণ্ডিত বিস্তার গুরু। ইংহারা

দিব্য গুরু নামেও কথিত হন। তন্ত্র-৪৪৫ পৃঃ।

মহোজস—বক্ষপতি নগিভদ্রের অন্ত-তম পুত্র। বায়ু-৬২। নগিভদ্রা দেখ।

মহোজা—(১) দ্বাপরে মহোজা নামে যে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন, তিনিই সত্যযুগে কালের নামে খ্যাত, দানবদিগের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (৩) স্বারো-চিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্ততম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬৮। আপ দেখ। (৪) মহাদেবের অন্ততম গণ। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (৫) ভদ্রার গর্ভজাত বশুদেবের অন্ততম পুত্র। বায়ু-১৬। উপবিশ্ব দেখ।

নাঃসগ্রিয়—দানবপতি কপাল ভর-ণের অন্ততম অমুচ। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১।

মাঃসাক্ষা—শিবানীর এক নাম। গৌরীত্রিতে পদ্মের মধ্যে মাঃসাক্ষা দেবীকে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। নং-৬২।

মাঃসাদ—(১) বৈদিশপুর নিবাসী দেবরাত নামক ব্রাহ্মণের অন্ততম পুত্র। তাহার নাস্তিক ও নানা কুসংস্কারিত ছিল। লোভবশে নিয়ত অবেধভাবে মাঃস ভক্ষণ করিত বলিয়া জন্মান্তরে মাঃসাদ নামে প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বিদূরথ নামক নরপতি তাহা-

দের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহার।
মুক্তি লাভ করে। স্বন্দ-নাগ-১৮।

(২) প্রভাসক্ষেত্রের দ্বারকাপুরীর অন্ত-
তম দ্বারপাল। ভঞ্জন দেখ।

মাক্তি—উপস্থল, স্বস্থল, পাল, হাল,
তল, মাধ্যান্দিন, মাক্তি, পৈঙ্গলাদি,
বিচক্ষু, ত্রৈশূকায়ন, সৈবক ও কুণ্ডিন,
এই সকল বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
ঋষিদিগের আবেশে প্রবর তিনটি মধা-
বশিষ্ঠ, সিদ্ধাবরুণ ও কুণ্ডিন। এই
সকল ঋষি বংশে পরম্পর বিবাহ অবি-
ধেয়। মৎ-২০০।

মাগধ—(১) বেণ-তনয় পৃথুর
সুত ও মাগধ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন
হয়। শিব-ধর্ম-৫২। (২) পৃথুর
রাজ্যশাসন সময়ে সুত ও মাগধ নামে
দুই জাতির উদ্ভব হয়। উহার। প্রতাহ
জ্ঞতি পাঠে নরপতির মনোরঞ্জন
করিত। অগ্নি-১৮। (৩) ভোতা
মহেশ্বরে সপ্তঋষিদের অন্ততম। বিষ্ণু-
৩য়-২। গল্প-পু-৮৭। ভোতা, মনু
ও অজিত দেখ। (৪) কণ্ডপ-
পত্নী দম্বর গর্ভজাত অন্ততম দানব।
দম্ব দেখ। (৫) বৈণা পৃথুর অধি-
কার কালে পিতামহ ব্রহ্মা এক যজ্ঞ
অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞস্থলে গীত
সামগান শ্রবণে অন্তমনস্ক হইয়া হোতা
ইন্দের উদ্দেশে আহুত স্নাত বৃহস্পতির
উদ্দেশে আনীত স্নাতের সহিত মিশা-
ইয়া কেলেদ এবং ঐ মিশ্রিত স্নাত

ইন্দের উদ্দেশে হবন করেন। ঐক্লপ
হবনের ফলে স্নাত জন্ম গ্রহণ করেন।
সামগান কালে অপর এক পুরুষের
জন্ম হয়। তাহার নাম হয় মাগধ।
গুরু বৃহস্পতির স্নাতের সহিত মিশ্র
ইন্দের স্নাত মিশ্রিত হওয়ায় যে অপচার
হয় তাহাতে স্নাত ও মাগধের জাতি
বিকৃতি ঘটে। অতঃপর ঋষিগণ
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্নাত ও মাগধ পৃথু
রাজার স্তব করে। তাহাতে সন্তুষ্ট
হইয়া পৃথু স্নাতকে অনুপ দেশ ও মাগ-
ধকে মগধ দেশ দান করেন। সেই সময়ে
হইতে স্নাত ও মাগধগণ নরপতিদিগের
স্তব করিয়া আসিতেছে। বায়ু-৬২।
মহাভা-শান্তি-৫৯। (৬) মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত রাজন্ত-
বর্গের অন্ততম। মহাভা-সভা-৮।

মগধেশ্বর—কাশীধানস্থিত এক শিব
লিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

মাকায়ন—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগা-
য়নি দেখ।

মাকুবৃত্ত—অকুরের অন্ততম পুত্র।
লি-৬৯। অকুর দেখ।

মাজরি—হ্রদ দেবদেবনাতিপদে
বৃত্ত হইবে, কোশিকী নদী তাহার
সাহায্যার্থে ঋষি অম্বচর মাজরিকে
প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মাঠর—কণ্ডপবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বৈবশপদেখ

মাণিক্যেশ—কাশ্মীর দেশাধিপতি
মাণিক্যেশ নরপতি দিগ্বিজয়াস্তে
কাশ্মীর নামক নগরীতে মাণিক্যেশ্বর
নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন ।
পদ্ম-উত্ত-১৮০ ।

মাণ্ডকর্ণি—একজন ঋষি । তিনি
বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া দশ সহস্র
বৎসর তীব্র তপস্তা করেন । তাহাতে
শক্তি হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ
তাঁহার অপোভঙ্কের জন্ত পাঁচজন
অপ্সরাকে প্রেরণ করেন । ঋষি ঐ
পাঁচজন অপ্সরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ
করিয়া এক সরোবরের অভ্যন্তরে গৃহ
নিৰ্মাণ করিয়া তথায় সুখে বাস
করিতে লাগিলেন । ঐ সরোবরের
নাম ছিল পঞ্চাপ্সর । রাম বনবাস
কালে ঐ সরোবর সমীপে উপস্থিত
হইয়াছিলেন । রামা-আর-১১ ।

মাণ্ডকেশ্বর—কাশীধামস্থিত একটি
শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫ ।

মাণ্ডক্যায়ন—মণ্ডকেশ্বর তীর্থে অব-
স্থিত একটি শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-৩৬১ ।

মাণ্ডবী—(১) মিথিলাপতি জনকের
(অপর নাম সীরধ্বজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার
অন্ততমা কন্যা মাণ্ডবী মহারাজ দশ-
রথের মধ্যম পুত্র ভরতের পত্নী ছিলেন
রামা-আদি-৭৩ । অধ্যা-রামা-আদি-
৬ । অগ্নি-৫ । (২) দেবী সাবিত্রী
মাণ্ডব্যাক্রমে মাণ্ডবী নামে পরিচিতা ।

পদ্ম-স্ব-১৭ । ভদ্রকর্ণিকা দেখ । (৩)
দেবী শঙ্করী মাণ্ডব্যাতীর্থে মাণ্ডবী নামে
অভিহিতা হন । মৎ-১৩ । স্বন্দ-আব-
রেবা-১২৮ । ভদ্রকর্ণিকা দেখ ।

মাণ্ডবেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক
শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭২ ।

মাণ্ডব্য—(১) ভৃগুবংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৫ ।
বৈগায়নি দেখ । (২) ব্রহ্মা গয়া-
সুরের শরীরের উপর যে বজ্র অমুঠান
করেন তাহাতে মাণ্ডব্য ঋষি অন্ততম
পুরোহিত ছিলেন । বায়ু-১০৬ । (৩)
মাণ্ডব্য নামক ঋষি একবার গন্ধাধারে
তপস্তা করিতেছিলেন । ঐ সময়ে
সোমচন্দ্র নামক রাজার পুত্র যুগয়াস
বাহির হইয়াছিলেন । রাত্রিকালে
চোরে তাঁহার অশ্ব অপহরণ করে ।
রাজকণ্ঠাচার্য্য অশ্বাধেষণে ইতস্ততঃ
ব্রণণ করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন মাণ্ডব্য
ঋষিকে দেখিতে পান । তাহার
ঋষিকেই ছদ্মবেশী তত্ত্বর মনে করিয়া
তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া রাজার সম্মুখে
উপস্থিত করিল । মাণ্ডব্য ঋষি তখন
যোগাবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থ ছিলেন ।
রাজ পুরুষেরা তদবস্থাতেই তাঁহাকে
শূলে আরোপিত করিল । ধ্যানমগ্ন
মাণ্ডব্য প্রথমে শূলবেদনা অনুভব
কবেন নাই । ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি
বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন ;
তখন তিনি ধর্ম্মই তাঁহার ঐক্লব কষ্টের

কারণ তাহা বৃষ্টিতে পারিয়া যোগবলে
ধর্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তুমি
আমার এই শ্লারোপণরূপ অবস্থা
স্বীকার করছ?” ধর্ম বলিলেন “আপনি
পূর্বজন্মে একটা পতঙ্গকে শূলবিন্দু
করিয়াছিলেন। সেই পাপে আপনার
এই দুঃস্বপ্ন উপস্থিত হইয়াছে।”
মাণ্ডব্য ধর্মের এই কথা শুনিয়া অতি-
শয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “যেহেতু
তুমি সামান্ত পাপে আমাকে বহু কষ্ট
দিয়াছ, সে জন্য তুমি শূদ্র হইয়া জন্ম
গ্রহণ করিবে।” মাণ্ডব্য মুনির শাপে
ধর্ম চন্দ্র-বংশে বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ
বিহুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-
উত্ত-১৪১। অগ্নিমাণ্ডব্য দেখ। মহাভা-
আদি-১০৬, ১০৭, ১০৮। মাণ্ডব্য
মুনি যখন শ্লারোপিত হইয়া অবস্থান
করিয়াছিলেন, তখন বীরশর্মা নামক
ব্রাহ্মণ কন্তা স্বীয় কুষ্ঠ রোগাতুর
পতিকে বহন করিয়া তীর্থে তীর্থে
ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এক দিন রাজি-
কালে গমন কালে ঐ নারীর দেহের
সহিত মাণ্ডব্য মুনির দেহের সংঘর্ষ
উপস্থিত হয়। তাহাতে অত্যধিক
বেদনা পাইয়া মাণ্ডব্য মুনি শাপ দেন
যে স্বর্ঘ্যোদয় হইলেই বীরশর্মা-হুহিতার
স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। স্বন্দ-
নাগর-১৩৫, ১৩৬। বীরশর্মা দেখ।
মাণ্ডব্য মুনি দেবপন্ন নৃপতির কন্তা

কামপ্রমোদিনীকে বিবাহ করেন।
শব্বর নামক এক অসুর কামপ্রমো-
দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার
সময়ে তাঁহার অলঙ্কারাদি মাণ্ডব্য
মুনির আশ্রমে রাখিয়া যায়। তাহাতে
রাজপুরুষেরা মাণ্ডব্য মুনিকেই রাজ-
কন্তার অপহারক মনে করিয়া রাজা-
দেশে তাঁহাকে শূলে আরোপিত করে।
স্বন্দ-আব-রেবা-১৬২-১৭২। কাম-
প্রমোদিনী, শব্বর ও শান্তিনী দেখ।
(৪) ধর্মারণ্য-বাসী মাণ্ডব্য গোত্রীয়
ব্রাহ্মণগণের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি,
আপুর্বান ও ঔরব এই পাঁচ প্রবর।
এই মাণ্ডব্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ ক্রতি-
স্মৃতি-পরায়ণ ব্রাহ্মক্রিয়া তৎপর, যজ্ঞ
যাজনে নিরত অথচ লোভি ও দুষ্ট।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২।

মাণ্ডুক—ভৃগুবংশীয় এক জন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নি
দেখ।

মাণ্ডুক—এক জন মুনি। তিনি
এক সময়ে জলুতীর্থ সমীপে তপস্তা
করিতে ছিলেন। মথুরা গমন কালে
বলরাম মাণ্ডুক মুনির সন্নিধানে
উপস্থিত হন ও তাঁহাকে নানা লুপ-
দেশ দেন। গর্গ-মথু-২৪।

মাণ্ডুকী—দেবী শঙ্করী মাণ্ডব্যতীর্থে
মাণ্ডুকী নামে প্রসিদ্ধা। স্বন্দ-জ্ঞান-
রেবা-১১৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাণ্ডুকেয়—(১) বেদব্যাস-শিষ্য

পৈল ঋষেমকে দুই ভাগ করিয়া দুই
সংহিতা প্রণয়ন করেন এবং তাহা ইন্দ্র
প্রমতি ও বাস্কল নামক দুই শিষ্যকে
অধ্যাপন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাহা
নিজ পুত্র মাণ্ডুক্যকে শিক্ষা দেন।
বিকৃ-২২-৪। কেতব দেখ। (২)
বেদবাস্য শিষ্য পৈল স্বীয় গুরুর নিকট
হঠাৎ যে সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহা
তিনি ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলকে শিক্ষা
দেন। ইন্দ্র প্রমতি আবার তাহা
মাণ্ডুক্যকে ঋষিকে অধ্যয়ন করান।
মাণ্ডুক্যের নিকট হঠাৎ বেদমিত্র
তাহা প্রাপ্ত হন। ভাগ-১২ঙ্ক-৬। পৈল
দেখ।

মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির পুত্র মাতঙ্গ
স্বর্নব্যাধ নামক এক ব্যাধ কন্তাকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। বরা-৮। (২)
দ্বার অমৃতম পুত্র। বায়ু-৬৮।
গদা দেখ। (৩) হুন্সতি রাক্ষসের
রক্ত মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পড়িলে
মাতঙ্গ মুনি বালিকে শাপ দেন।
সেই শাপের ভয়ে বালি মাতঙ্গ মুনির
আশ্রমে গাইত না। রামা-কিকি-২।
অধা-রামা-কিকি-১; মতঙ্গ দেখ।

মাতঙ্গী—(১) ক্রোধার অন্ততমা
কন্তা মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গগণ জন্ম
গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।
ক্রোধা দেখ। (২) কস্তপ পত্নী
ক্রোধবশ্যি গর্ভজাত অন্ততম কন্তা।
রামা-আদি-১৪। কস্তপ দেখ। (৩)

অন্ততমা মহাশক্তি। শতাক্ষী ও শক্তি
দেখ। (৪) দশ জন মহাবিচার
অন্ততমা। মহাবিচার দেখ। (৫)
কাগাখ্যা দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী
বাস করেন। লক্ষ্মী ললিতা ও সর-
স্বতী মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধা। কালিকা-
৬২। (৬) দেবী ভুবনেশ্বরী
(শ্রীমাতা) মাতঙ্গীরূপে কণ্ঠি নামক
রাক্ষসকে বধ করেন। স্বল্প-ত্রয়-
ধর্ম-২। (৭) অক্ষকাম্বরের রক্ত
পানকরিবার জন্য মহাদেবের শরীর
সত্ত্বতা অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-১৭২।
মাতৃকাগণ দেখ। (৮) দেবী দুর্গার
এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩পৃঃ।

মাতরিখা—মাক্ষ ও সায়নের মতে
মাতরিখা বায়ুর অপর নাম। কিন্তু
বেদের কোনও স্থানে বায়ু অর্থে মাত-
রিখা শব্দের উল্লেখ নাই। বরং
ঋগ্বেদের ৩২৬২ ঋকে মাতরিখা
অগ্নি অগ্নি স্পষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে।
আবার অন্ত্র আছে—মাতরিখা এই
অগ্নিকে যিহের জ্বালা ভৃগুবাংশীরদের
নিকট আনিলেন। ১।৬০।১। মাতরিখা
নম্রর জন্ত অগ্নিকে দূর হইতে আনিয়া
দীপ্ত করিয়াছিলেন। ঋক ১।১২৮।২।

মাতলি—মেঘরাজ ইন্দ্রের সারথি।
তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে রাবণ বধের
জন্ত অস্ত্র লইয়া রাক্ষসকে প্রদান করেন।
রামা-লঙ্কা-১০২, ১০৭। প্রায় সব
পুরাণেই মাতলির উল্লেখ আছে।

কিন্তু বিশেষ কোনও বিবরণ নাই। পদ্মপুরাণ তুমিখণ্ডে (৬৪—৬৭ অঃ) আছে ইন্দ্র যযাতির ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গে আনাইবার জন্য মাতলিকে যযাতির নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। তখন মাতলির সহিত যযাতির, শরীরের উৎপত্তি, স্মৃকৃত দুহৃত কর্মের ফল, প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা হয়। মাতলি শনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। রাম-৬৯। শনৈক দেখ।

মাতুলি—সত্যযুগে স্মৃতি নামে এক পরম সত্য পরায়ণ মহাধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে মাতুলি নামে কুপথগামী শূত্র ছিলেন। কালক্রমে বিষ্ণু মন্দিরে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৃহদ্ভা-১৮। স্মৃতি দেখ।

মাতা—(১) দেবী শঙ্করীর এক নাম। সৌর-৩৯। (২) দেবী সাবিত্রী কাম্মাবরোহণ তীর্থে মাতা নামে পরিচিতা। পদ্ম-স্ব-১৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৪) দেবী শঙ্করী সাগর তীরে মাতা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্বল্প-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাতৃকা—(১) অদ্বিতি-পুত্র অর্যামার পত্নীর নাম মাতৃকা। ভাগ-৬৯-৬। (২) কার্তিকেয়ের জননী বলিষ্ঠা শঙ্করী মাতৃকা নামে পরিচিতা। দেবীপু-

৩৭। মাতৃকা দেবী জ্ঞানশক্তি এবং তিনি প্রতি বর্ণেরই (অক্ষরেরই) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীপু-১০৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অষ্টতন। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মাতৃকাগণ—(১) অন্ধক নামক দৈত্যের সহিত মহাদেবের যে যৌবনতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে অন্ধককে মহাদেব শূলের দ্বারা আঘাত করেন। শূলাঘাতে অন্ধকের দেহ হইতে রক্ত ঝরিত হইতে লাগিল এবং সেই রক্ত হইতে অপর সহস্র সহস্র অসুর সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মহাদেব কতিপয় মাতৃকার সৃষ্টি করিলেন। তাহারা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে আর নূতন অন্ধক উৎপন্ন হইতে পারিল না। ঐ সমুদয় মাতৃকাগণের নাম—(ক) মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, শৌরী, বাতবী, সৌপর্ণী, বায়ব্যা, শঙ্খিনী, তৈত্তিরী, সৌরী, সোম্যা, শিবদূতী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, বিভাবরী, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিলা, ভগমালিনী, বালা, অতিবালা, রক্তা, সুরভী, মুগমণ্ডিত, মাতৃনন্দা, স্নানন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রেবতী, মহাপুণ্ডা ও শিখিপট্টিকা। পদ্ম-স্ব-৪৬। (খ) মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কোমলী, মালিনী, সৌপনী, বায়ব্যা, শাক্তী,

নৈঋতী, সৌরী, সোম্য, শিবা, দূতী, চামুণ্ডা, বাক্রণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, চলজিকা, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিজ্জিলা, ভগমালিনী, বলা, অতিবলা, রক্তা, সুরভা-মুখ-মণ্ডিকা, মাতুলন্দা, সুনন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রৈবতী, মহারক্তা, গিলপিজ্জিকা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, কালী, মহাকালী, দূতী, সূভগা, দুর্ভগা, করালী, নন্দিনী, অদিতি, দিতি, মারী, মৃত্যু, কর্ণমোচী, গ্রান্যা, উলুকা, ঘটোদরী, কপালী, বজ্রহস্তা, পিশাচী, রাক্ষসী, ভৃগুভী, শঙ্করী, চণ্ডা, লাক্ষ্মী, পুটভী, খেটা, সুরোচনা, ধ্রুবা, একবীরা, করালিনী, শ্যামা, বিশালদন্তিনী, ত্রিভুজা, কুক্কুরী, বৈনায়কী, বৈতানী, উন্নতা, উদ্বাহরী, সিন্ধি, লেলিহানা, গদভা, ভ্রুকুটী, বহুপুত্রী, প্রেতাশ্রয়া, বিড়ধিনী, ক্রোকা, শৈলমুখী, বিনতা, সুরমা, দম্ব, উষা, রক্তা, মেনকা, সলিলা, চিত্রকুশিনী, স্বাহা, স্বধা, বসট্কারা, ধৃতি, জ্যোষ্ঠা, কপাৰ্দ্দিনী, মায়া, বিচিত্র-রূপা, কানরূপা সঙ্গনা, মুখবিলা, নঙ্গলা, মহানাসা, মহামুখী, কুমারী, রোচনা, ভীমা, সদাহাসা, মহোক্তা, অলম্বাফী, কালপর্ণী, কুন্তকর্ণী, মহাসুরী, কেশিনী, শঙ্খিনী, লম্বা, পিজ্জলা, লোহিতমুখী, ধনটারবা, দংষ্ট্রালা, রোচনা, কাকজজ্বিকা, গোকৰ্ণিকা, অজমুখিকা, মহাগ্রীবা, মহামুখী, উদ্ধা-

মুখী, ধুমশিখা কম্পিনী, পল্লিকম্পিনী, মোহনা, কম্পনা, ক্ষেলা, নির্ভয়া, বাহু-শালিনী, সৰ্পকর্ণী, একাক্ষী, বিশোকা, নন্দিনী, জ্যোৎস্নামুখী, রসভা, নিকুম্ভা, রক্তকম্পনা, অবিকারা, মহাচিত্রা, চক্ৰ-সেনা মনোরমা, অদর্শনা, হরংগাপা, মাতঙ্গী, লম্বমেলা, অবালা, বঙ্কনা, কালী, প্রমোদা, লাক্ষ্মীবতী, চিত্রা, চিত্ত-জলা, কোণা, শান্তিকা, অঘবিনাশিনী, লম্বন্তনী, লম্বসটা, বিসটা, বাসট্গিনী, স্বলম্বী, দীর্ঘকেশী, সূচিরা, সুল্লরা, ওভা, অয়োমুখী, কটুমুখী, ক্রোধনো, অশনি, কুটুধিকা, মৃত্তিকা, চিত্রিকা, বলমোহিনী, সামান্তা, হাসিনী, লম্বা, কোবিদারা, সমাসবী, কঙ্ককর্ণী, মহা-নালা, মহাদেবী, মহোদরা, হৃৎকারা, কদম্বসটা, কদম্বেশী, ভূভঙ্গারী, পিণ্ড-জিহ্বা, চলজালা, শিবা এবং জালা-মুখী। মৎ-১৭৯। (২) অক্ষকাসুরের বধের জন্য বিষ্ণু মাতৃকাগণকে যজ্ঞ করেন। কুর্ম-পূ-১৬।

মাতুলন্দা—অমৃতমা মাতৃকা।
মাতৃকাগণ দেখ।

মাতৃভক্ত—মতাদেবের এক নাম।
মহাভ-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মাতের—বর্শিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদ-শেরক দেখ।

মাত্রা—কালী, কপালিনী, কুম্ভা, কুম্ভকুম্ভা, উগ্রা, উগ্রপ্রভ, দীপ্তা, নীলা

ঘনা- বলাকা, মাদ্রা ও মিতা
এইসকল খজাধারিনী, নৃশংসালী-
বিভূষিতা দেবীগণ কালিকা দেবীর
অম্বুচরী। তন্ত্র:-৮১২ পৃঃ।

মাংস্ত্র—বেদ, তাণ্ডা, দ্রোণ, মাংস্ত্র
প্রভৃতি ঋষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্ম
গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ
করেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ
দেখ।

মাথব—বিদেঘ দেশের রাজার নাম
মাথব ছিল। মহর্ষি রত্নগণের পুত্র
গোতম ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন।
রাজা মাথব তাহার পুরোহিত গোত-
মের সাহায্যে আৰ্য্য উপনিবেশ বহুদূর
পূর্বে সদানারী নদীর (বর্তমান কর-
তোয়া নদী) তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত
করিয়াছিলেন। বর্তমান বগুরা নগরী
করতোয়ার তীরে অবস্থিত। বিদেঘ
স্থানে বিদেঘ ও মাথব স্থানে মাধব
কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন। শত-
পথ-৩প্র-৩ত্রা-৪অঃ-২-১৮।

মাথল্য—বিছোপরিচর ও গিরিক।
দেখ।

মাদি—অজিরাবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৬। বোষড়ি
দেখ।

মাদ্রবতী—পাতুর অন্ততমা পত্নী ও
নকুল-সহদেবের জননী। তাঁহার
নানাস্তর মাদ্রী। মৎ-৪৬। পদ্ম-স্ব-
-১৬। বায়ু-২৬। মাদ্রী দেখ।

মাদ্রি—অজিরা বংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৬।
বৃহদশ্ব দেখ।

মাদ্রী—(১) মদ্ররাজ শল্যের
ভগিনী মাদ্রী কুরুরাজ পাণ্ডুর অন্ততমা
পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনী
কুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব
জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি-শাপ-কলে
পাতু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মাদ্রী
সহমুত্র হন। মহাভা-আদি-১১৩,
১২৫। (২) যদুবংশীয় ক্রোষ্ঠার
পত্নী মাদ্রী। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ
ও দেবমীচুর্ষ জন্মেন। হরি-হরি-৩৬,
৩৮। ক্রোষ্ঠী ক্রোড় ও অনমিত্র দেখ।
(৩) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্ততমা পত্নী
মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে অনমিত্র প্রভৃতি
পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৩৫। বৃষ্ণি,
অনমিত্র ও কুতলক্ষণ দেখ। (৪)
যদুবংশীয় ধৃষ্টের পত্নী মাদ্রী। অশ্বি-
২৭৫। ধৃষ্ট দেখ। (৫) বৃষ্ণি-পত্নী
মাদ্রীর গর্ভে গৃষ্ণি জন্মেন। কুর্ধ-পূ-
২৪। (৬) বৃষ্ণিপত্নী মাদ্রীর গর্ভে
দেবমীচুর্ষ প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে।
বায়ু-২৬। পদ্ম-স্ব-১৩। (৭) যদু-
বংশীয় ক্রোষ্ঠীর পত্নী মাদ্রী। তাঁহার
গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীচুর্ষ জন্মগ্রহণ
করেন। ব্রহ্মপু-১৪। আবার ১৬শ
অধ্যায়ে আছে যুধাজিৎের পুত্র দেব-
মীচুর্ষ। (৮) বৃষ্ণি-পত্নী মাদ্রীর
গর্ভে দেবমীর জন্মগ্রহণ করেন। লি-

৬২। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে বৃকাস্থ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। অগ্নি-২৭৫। বিষ্ণু-৫ম-৩২। মৎ-৪৭। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মাধব—(১) উত্তমি মম্বুর অন্ততম পুত্র। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। ঈশ ও উত্তমি মম্বু দেখ। (২) বাদনকুলের ছাদি পুরুষ যত্নর নাগ কন্যাদের গর্ভ-জাত অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২৪। যত্ন দেখ। (৩) বশিষ্ঠ গোত্রীয় একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ। স্বন্দ-নাগ-১৯৯। (৪) মাহিম্যর্তা নগরবাসী। মাধব নামক এক ব্রাহ্মণ একদিন গজে উৎসর্গ করিবার জন্য এক ছাগ আনয়ন করেন। ছাগ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমাগত পরোহিতবর্গকে বলে যে, পূর্কজন্মে সেও যজ্ঞস্থলে ছাগবলি প্রদান করিয়া সেই পাপে ছাগযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সকলেরই জীবহিংসা পরি-
ত্যাগ করা উচিত। এই বলিয়া ছাগ তাঁহার পূর্কজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করে। পদ্ম-উত্ত-১৮৩। (৫) তালধ্বজ-নগরানিবাসী বিক্রম নামক নরপতির পুত্র মাধব। পদ্ম-ক্রি-৫। (৬) বিষ্ণুর, শ্রীকৃষ্ণের, শালগ্রামশিলার ও বসন্ত-কালের নাম মাধব।

মাধবী—(১) ধর্মধ্বজ নরপতি পত্নীর নাম মাধবী। তাঁহার গর্ভে অচ্যুত-পত্নী তুলসী জন্মগ্রহণ করেন।

দেবীভা-৯২-১৬। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৫। (২) পুরুবংশীয় জনমেজয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রাচীষান্ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২৫। (৩) বসন্তের দেবী, “মাধবন্ত ইয়ঃ” ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই অর্থে মাধবী নামেও প্রসিদ্ধা হন। বিষ্ণু-১ম-৪। (৪) এক অতি শিবভক্তি পরা-য়ণা ব্রাহ্মণ কন্যা। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪। (৫) দেবী শঙ্করী শ্রীশৈলে মাধবী নামে পরিচিতা। স্বন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। (৬) দেবী সার্বিত্রী শ্রীশৈলে মাধবী নামে খ্যাতা। পদ্ম-ম-১৭। সার্বিত্রী ও ভদ্রকণিকা দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর ও সহস্র নামের অন্ততম এবং সীতার রোনকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্ততমা মাতৃকার নামও মাধবী। অদ্ভু-রামা-২৩, ২৫। (৮) তদ্ব্যাক্ত পরত্রিশজন ব্যঞ্জন শক্তির অন্ততমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। (৯) জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁহার পিতার সহিত খগরাজ গরুড়ের বিশেষ প্রণয় ছিল। গরুড় মাধবীর পিতার অমুরোধে মাধবীকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তাঁহার অমুরূপ পতি অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন। কিছু কোথাও অমুরূপ পাত্র না পাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মাধবীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অমুরোধ করিলেন।

মাধবী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে শয্যোপরি উপবেশন করেন। বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা লক্ষ্মী তাহা দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া এবং মাধবী তাহার সপত্নী হইবে এই আশঙ্কায়, মাধবীকে “তুই অশ্বমুখী হইবি” বলিয়া শাপ দিলেন। মাধবীর পিতাও এইরূপে অকারণে কতাকে শপ্ত হইতে দেখিয়া ল’ শাপ দিলেন “যেহেতু তুমি বিনা কারণে সন্দেহমাত্র বশবস্তী হইয়া আমার কতাকে শাপ দিলে, তজ্জন্ম তোমার মুখও হস্তীর আয় হইবে।” এই বিবাদের কারণ জানিতে পারিয়া বিষ্ণু মাধবীর পিতাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, “আমি বখন কোনও দেব-কার্য্যের জন্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইব তখন আপনার কত্যাও অশ্বমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমার ভগ্নী হইবেন ; অতঃপর আমি ইহার সহিত মহাতপস্তা করিয়া ইহাকে ও লক্ষ্মীকে সুন্দর-বদনা করিব।” স্বন্দ-নাগ-৮০, ৮১। (১০) স্বন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত্ত হইলে বদরিকাশ্রম তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী মাধবী ও পদ্মাবতীকে প্রদান করেন। তদ্বিধি নাগ-তীর্থও মাধবী নাম্নী গীতপ্রিয়া অনুচরীকে স্বন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭। (১১) পুরুবংশীয় যযাতির কত্যা। যযাতি গুরুদক্ষিণার পরিবর্তে

মাধবীকে মহর্ষি গালবের হস্তে সমর্পণ করেন। গালব পরে মাধবীকে যযাতিকে প্রত্যর্পণ করিলে মাধবী অরণ্য আশ্রয়-পূর্ব্বক তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। মহাতা-উদ্-১১৭—১১৯। গালব দেখ। (১২) দেবাস্তুর সংগ্রামে দেবসেপতি কার্দ্ধি-কেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী অনুতমা মাতৃকা। মহাতা-শলা-৩৭।

মাধা—যদুবংশীয় শূরের অনুতমা পত্নী। তাহার গর্ভে দেবমাতৃব জন্মগ্রহণ করেন। এই শূরেরই পুত্র বশুদেব। বায়ু-২৬।

মাধুছন্দস—অত্রিবংশীয় ধনঞ্জয়, কপদেয়, পরিকুট ও পাণিনি এই সকল ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা,—বিশ্বমিত্র, আত্ম ও মাধুছন্দস। মৎ-১২৮।

মাধান্দি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মাধ্বতি দেখ।

মান—(১) নিত্রাবরুণ হইতে জাত। মান ঋষি অগস্ত্যেরই নামান্তর। ইহাই সায়নাচার্য্যের মত। ঋক্-৭।৩৩।১৩। (২) ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মান, ইহার অধর্ম্মের পুত্র। দ্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ।

মানধন—চাক্ষুষ মনুষ্যেরে সপ্তর্ষিদের অনুতম। বায়ু-৬২।

মানব—অজিরা ও তদ্রংশীয় ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, নিত্রবর, ঋষিবান্ ও

মানব এই সকল ঋষিংশে পরস্পর
বিবাহ অবিহিত। মৎ-১২৬

মানবগুরু—চিৎ, বিশ্বশক্তি, ঈশ্বর,
কমল, পরম, আনন্দ, মনোহর, সুখ-
নিন্দ ও প্রতিভা, ইহারা তত্ত্বোক্ত
মানব গুরু বলিয়া কথিত হন। এত-
দ্বিগু গগন, বিশ্ব-প্রভৃতি আরও কতি-
পর মানবগুরু আছেন। তন্ত্র-৪৪৫পৃঃ
ভূবন দেখ।

মানবলিঙ্গ—মমু প্রভাসক্ষেত্রে মানব-
লিঙ্গ নামক শিল্পিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
পুত্র ততাজনিত পাপ হইতে মুক্ত
হন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৮।

মানস—(১) শাস্ত্রানুসারে বপু-
শ্রানের অন্ততম পুত্র। মার্ক-৫৩।
বপুশ্রান, জামত ও বৈদ্যুত দেখ। (২)
তৃণবিন্দু নরপতির অপর নাম। বায়ু-
৭০। তৃণবিন্দু দেখ। (৩) রাবণের
অন্ততম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-২৮।
(৪) নাগরাজ ধুতরাষ্টের বংশজাত
জনৈক নাগ। তিনি জননেজয়ের সর্প-
সঙ্গে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মানসতীর্থ—স্বন্দ দেবসেনাপতিপদে
ব্রত হইলে মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ
সকৌজসকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মানসদেবগণ—(১) রৈবত মন্বন্তরে
বিষ্ণু সঙ্কল্পার গর্ভে মানসদেবগণের
সহিত মানস পুত্ররূপে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। কুশ্ম-পু-৫০। (২) স্বায়ো-
চিষ মন্বন্তরে অজিত মানসদেব, তুষ্টি-

গণের সহিত তুষ্টিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন। বিষ্ণু-২য়-২।

মানসহৃদ—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে
ব্রত হইলে মানস হৃদ তাঁহার সাহায্যার্থ
শালিকাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। অদ্ভু-রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মানসী—(১) অন্ততনা রজঃপ্রকৃতি
অপর্য দেবী। দেবীপু-৫০। (২)
সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ত-
তম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মালিনী—(১) দাক্ষিণাত্যের বিদূরথ
নামক রাজার কন্যা ও রাজ্যাবর্দ্ধনের
মহিষী। তিনি পতির সহিত তপস্তা-
করিয়া পতির আয়ু বৃদ্ধি করেন।
মার্ক-১০৯। রাজ্যাবর্দ্ধন দেখ। (২)
ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্ততনা
পত্নী। বৃহত্তা-১১। ভদ্রমতি দেখ।
(৩) জনৈক অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮। (৪)
সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম।
অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৫) বরুণ
হইতে অপ্সরা প্রলোচনার গর্ভে মালিনী
নামে এক কন্যা জন্মে। মহামুনি কুচি
ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। মালিনীর
গর্ভে রৌচ্য নামে এক পুত্র জন্মে।
তিনি অন্ততম মমু হইয়াছিলেন। গরু-
পু-৯৫।

মাগুষ—মরুদগণের অন্ততম। বায়ু-
৭৬। মরুদগণের তালিকা দেখ।

মাস্তগিন—কশ্যপ বংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মাক্ষাতা—(১) অম্বরগণের অত্যাচার হইতে ঋষিধ্বয় ক্ষেত্রপতি মাক্ষাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২। (২) নরপতি মতিনারের কন্যা গৌরী ঈক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি যুবনাশ্বের পত্নী ছিলেন। তিনি মাক্ষাতাকে প্রসব করেন। মাক্ষাতার পত্নী ও শশবিন্দুর কন্যা চৈত্রথ্যা (অত্র নাম বিন্দুনর্তী) হইতে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মজ পুরুকুশ ও কনিষ্ঠ মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২, ৩২। (৩) ঈক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক মহীপতি ছিলেন। তিনি অশ্বমেধাযুজ্ঞান ও অশ্বাত্ত বহুবিধ ভূরি-দক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। তথাপি তিনি সন্তানের মুখ-দর্শনজনিত স্মৃথ-সন্তোষে বঞ্চিত ছিলেন। সেজন্ত তিনি অমাত্য হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক ব্রহ্মসাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দ যুবনাশ্বের পুত্রলভার্থ এক যজ্ঞ ক. রাছিলেন। এক কলসী মন্ত্রপূত সলিল তথায় ছিল। রাজমহিষী সেই মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ইন্দ্রের স্ত্রায় এক পুত্র প্রসব করিবেন এই মনে করিয়া, যজ্ঞবেদীর উপর কলসী স্থাপন করিয়া মহর্ষিগণ নিশ্চা যাইতেছিলেন। পিপাসায় গুরু-কণ্ঠ যুবনাশ্ব সেই জল পান করিয়া

গর্ভধারণ করিলেন এবং যথাকালে তাঁহার বাম কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র নির্গত হইল। কিন্তু সে কি পান করিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বালকের মুখে আপনার প্রদে-শেনী প্রদানপূর্বক কহিলেন—“এই বালক নাং ধাত্তি অথাৎ আমার প্রদেশনার রস পান করিবে।” এই নিমিত্ত দেবগণ তাঁহার নাম মাক্ষাতা রাখিলেন। এই রাজক্ষেত্রবর্তী মাক্ষাতা প্রভূত দক্ষিণ দিবিধ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং সমাগরা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২। দেবীভা-৭ঙ্ক-২। ভাগ-২ঙ্ক-৭। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ অযোধ্যাদিপতি মাক্ষাতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয়েই তুলা বলশালী ছিলেন বলিয়া কাহারও জয় পরাজয় কি ছু নাই। পরিশেষে গালব ও পুলস্ত্য ঋষিধ্বয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। রামা-উত্ত-২৬। (৫) মাক্ষাতা সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া দেবলোক অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া মাক্ষাতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত বলিলেন—“আপনি প্রকৃত পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন নাই। সমগ্র পৃথিবী জয় না করিয়া

আপনি কি বলিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন?” তখন মাক্ষাতা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— “এই পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি আমার আধিপত্য স্বীকার করেন না?” ইন্দ্র বলিলেন যে, মধুপুত্র লবণাসুর মাক্ষাতার বশ্যতা স্বীকার করেন না। তখন মাক্ষাতা লবণাসুরকে জয় কদিম্বার জন্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লবণের হস্তে নিহত হন। রামা-উত্ত-৮০। (৬) মাক্ষাতা স্বীয় পিতা যুবনাস্থের উদর মধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ তাঁহাকে যুবনাস্থের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া বাহির করেন। মাক্ষাতা ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে নির্গত হৃদধারা পান করিয়া দ্বাদশ দিনের মধ্যে দ্বাদশবয়স বালকের হায় ঋষ্ট পুষ্ট হইলেন। ইন্দ্রতুল্য বলশালী মাক্ষাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, দীর্ঘে দশ যোজন এবং প্রস্থে এক যোজন স্তবর্ণদ্বয় রোহিত মংগু সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২২। (৭) মাক্ষাতার রাজত্বকালে একবার দানবেরা প্রবল হইয়া লোক সকলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন মাক্ষাতা নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভের জন্ত এক যজ্ঞ করেন। বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া

সেই যজ্ঞে মাক্ষাতাকে দর্শন দেন এবং ক্ষত্রধর্ম বিষয়ে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৬৪-৬৫। (৮) ব্রহ্মবেত্তা উত্তমও মাক্ষাতাকে রাজধর্ম বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৯০, ৯১। (৯) বসুহোম নামক এক জন রাজা মাক্ষাতাকে দণ্ডনীতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (১০) মাক্ষাতার ভয়ে দস্যুগণ ত্র্যস্ত হইয়া গিরিগুহায় পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া দেবরাজ তাহার নাম রাখেন ত্রসদস্যু। তাঁহার পত্নীর নাম বিদুমতী। দেবীভা-৭৬-১০। ভাগ-৯৬-৭। (১১) বশিষ্ঠ ঋষি মাক্ষাতাকে ফাল্গুনের শুক্ল একাদশীর ও ঐ দিনে করণীয় আমলকী ত্রতের নাশায় কীর্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৪৫। (১২) একবার মহারাজ মাক্ষাতার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নরপতি মাক্ষাতা অগ্নিরা ঋষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অগ্নিরা বলেন যে এক শূদ্র মাক্ষাতার রাজ্যে উপস্থি করিয়াছিল, তজ্জন্তই রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই বলিয়া অগ্নিরা মাক্ষাতাকে সেই শূদ্রকে বধ করিতে বলেন। কিন্তু মাক্ষাতা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অগ্নিরা তখন তাঁহাকে পদ্মা নামে শ্রাবণের শুক্লা একাদশী ত্রত করিতে বলেন। পদ্ম-উত্ত-৫৭। (১৩) রাজা যুব-

নাথের পত্নী গোবরী গর্ভে মাকাতা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম গোরিক । সূর্য্যের উদয় হইতে অন্তঃগমন পর্য্যন্ত সমুদ্র স্থান তাঁহার অধিকৃত ছিল । বিষ্ণুর অংশ মহাশ্বা মাকাতা যজ্ঞ ও অমিততেজা ছিলেন । শশবিন্দু-কন্তা চৈত্ররথী (অপর নাম বিন্দুমতী) তাঁহার পত্নী ছিলেন । বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুংস, মৃচকুন্দ ও অশ্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-২২-৬ । কুর্ম্ম-পু-২০ । বায়ু-৮৮ । (১৪) মাকাতার পুত্র পুরুকুংস, ধর্ম্মসেন, (ধর্ম্মসেতু) মৃচকুন্দ ও শক্রজিৎ (শক্রমিত্র) । মৎ-১২ । পদ্ম-স্ব-৮ । (১৫) রাজচক্রবর্তী মাকাতা ত্রেতা-যুগে বিষ্ণুর (পঞ্চম) অবতার হন । স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২ । মৎ-৩৭ । (১৬) পুরুকুংস আদি তিন পুত্র ভিন্ন মাকাতার পঞ্চাশটি কন্তা ভ্রমে । এই সমুদয় কন্তাকে সোভরি ঋষি বিবাহ করেন । বিষ্ণু-৩৭-২ । সোভরি দেখ । (১৭) মাকাতার পুত্র পুরুকুংস । তৎপুত্র অনরণ্য । অনরণ্যের পুত্র ত্রসদশ্য । কঙ্কি-৩২-৩ । (১৮) মাকাতার পুত্র পুরুকুংস ও মৃচকুন্দ । অগ্নি-২৭৩ । ব্রহ্মপু-৭ । (১৯) মাকাতার কন্তা দেবসেন নামক বিজ্ঞাধরের পত্নী ছিলেন । কালিকা-৮৯ । (২০) মাকাতা তৃতীয় মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন । দেবীপু-৩৯ । (২১)

মাকাতার পত্নী ইন্দুমতী । ভাগ-২২-৬ । (২২) মাকাতা ত্রেতাযুগে রাজত্ব করেন । তখন ব্রাহ্মণগণের সাক্ষী ও রাজসী দুই প্রকাব বৃত্তি ছিল । বরা-৬৮ । (২৩) মাকাতার পুত্র বিন্দুমহ । তৎপুত্র পুরুকুংস, অশ্বরীষ ও মৃচকুন্দ । গুরু-পু-১৪২ । (২৪) মাকাতার পুত্র স্তসন্ধি । রানা-আদি-৭০ ; অথো-১১০ । (২৫) মাকাতা নরপতি বিধিনতে গোদান করিয়া স্বর্গ লাভ করেন । মহাভা-অনুশা-৭৬ । (২৬) মাকাতা, নাভাগ, অনরণ্য, দিলীপ, পুরু, নৃগ, নহম, অলক প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদ্র কার্ত্তিক নাস, কেহবা এই মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসাহার পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয় । মহাভা-অনুশা-১১৫ । মৃচকুন্দ দেখ । (২৭) মাকাতা অন্ততম রাজর্ষি ছিলেন । রাজর্ষি দেখ । (২৮) মাকাতার দুই পুত্র মৃচকুন্দ ও পুরুকুংস । পুরুকুংসের তনয় ত্রসদশ্য শিব-ধর্ম্ম-৬০ । (২৯) মাকাতা অত্যন্ত অনেক রাজগণের সহিত বৈবশ্বত মনের সভায় উপস্থিত থাকিতেন । মহাভা-সভা-৮ । (৩০) মাকাতা নামে অগ্নিবাংলীয় একজন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড-৬৫ । অমৃত, অজমীচ ও অন্ধিরা দেখ ।

মাতা—(১) মিত্র ও বক্রণের পুত্র
মাতা আদিভাগ্য সধ্বন্ধে কতিপয় ঋক্-
মন্ত্র রচনা করেন। এই বিষয়ে এই-
রূপও কথিত হয় যে, অনেকগুলি ঋষি
জালবন্ধ হইয়া স্থতি করিয়াছিল।
তজ্জন্ত তাঁহাদের ঋষি রূপে উক্ত হই-
ত্যাছেন। পশ্চিমবঙ্গের রমেশ চন্দ্র বলেন
যে ঐ মৃত্তকে যে জালের উল্লেখ আছে
তাহা মাছ ধরা জাল না বলিয়া নাসা
ব্রের বিপদজাল মনে করিলেই আর
কোনও অসঙ্গতি হয় না। ঋক্-৮।৬৭।

(২) মহাদেবের এক নাম মহাভা-
অনুশা-১৭। শিব-দেখ।

মাক্ষভী—তমধর্ম-হুহিতা বরা;
মদেব-কন্যা গোয়ী; বলির তনয়া
মভলা; দারভদ্র-নন্দিনী মিভা;
দার-তনয়া দীলংগতী; ভানপুত্রী
নাবতী এবং দম্ভ-কন্যা কুমদতী,
ইহাবা করকন-তনয় অবীক্ষিতেন পত্নী
ছিলেন। মার্ক-১২২।

মাক্ষদান—ইন্দ্র মাক্ষদানের পুত্র
দেবককে বধ করেন। ঋক্-৭।১৮।২০।

মাক্ষা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের
অন্ততম। সীতা দেখ।

মাপেন্দ্র—কুরুব-শায় উপরিচরবস্ত্র
অন্ততম পুত্র মহাভা-আদি-৬৩।
বিস্ক-৫৭-১২। উপরিচরবস্ত্র, কুশ
ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

মাগা—কান্তকুজের অধিপতি আম
নামক নরপতির পত্নী। আম নরপতি

বৈষ্ণবধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম
অবলম্বন করেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩৬।
রত্নগঙ্গা দেখ।

মায়—জনৈক অশুর। রামচন্দ্র
হস্তে নিহত হন। দেবীপু-১।

মায়ী—(১) অধ্যক্ষের পুত্র অনৃত,
অনৃতের কন্যা মায়ী ও বেদনা। মার্ক-
৫০। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-১২। পদ্ম-
কুণ্ড-৩। অনৃত দেখ। (২) স্বয়ম্ভু
পিতামহের মুখ হইতে উৎপন্ন অর্দ্ধ
নারীনের মূর্তি স্বাপরে মায়ী, অপরা-
জিতা প্রভৃতি বহু নামে কার্দ্ধিতা হন।
ব্রহ্মা-২। বায়ু-২। ভদ্রা দেখ। (৩)
মহালিঙ্গের অন্ততম শক্তি মায়ী। পদ্ম-
উত্ত-২৬৫। মহামায়ী দেখ। (৪)
জীব মায়ার প্রভাবে সম্বৎ কার্য্য করে
এবং মায়ার প্রভাবেই জীবন ধারণ করে
মায়ী এক হইয়াও নানারূপ ধারণ
করেন। এই জন্য তিনি জগতের আদি,
অন্ত ও মধ্য ইন্দ্রজালের স্রায় শোভা
পান। কঙ্কি-৩য়-১৬। (৫) প্রকৃতি তিন
প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যা হয়। অবিদ্যা-
হয়ের একজনের নাম মায়ী, অপর
জনের নাম পরমা। মায়ী জীবের
আবলিকা। মায়ার প্রভাবেই জীব
পরমপুরুষকে দেখিতে পায় না।
বৃহদ-নধ্য-২। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্ত-
তম প্রিয়তমা গোপী। গর্গ-গোল-৪।
(৭) দেবকার গর্ভে বসুদেবের যে কন্তা
জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই সনাতনী

মায়া । গর্গ-গোল-১০ । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
সেতু-২৭ । (৮) মহেশ্বরীর শরীর-
সুভূতা অন্ততমা মহাশক্তি । স্বন্দ-
কানী-উত্ত-৭২ । শক্তি দেখ । (৯)
অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত
মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা ।
মৎ-১৭২ । মাতৃকাগণ দেখ । (১০)
ভরদ্বাজের পত্নীর নাম মায়া । ভরদ্বাজ
ও মায়া দক্ষযজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন ।
বাম-২ । (১১) দক্ষ প্রজাপতির
অন্ততম কন্যা ও কণ্ঠপের এক পত্নী ।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২ । দক্ষ ও কণ্ঠপ
দেখ । (১২) হুণ্ড ও বিহুণ্ড নামক
রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিবার জন্ত
বিষ্ণু পরমা সুন্দরী মায়া নারীরূপ
ধারণ করেন । পদ্ম-ভূমি-১১৮ । (১৩)
জগতে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালবৎ বিচিত্র
কার্য্য করেন বলিয়া দেবী দুর্গার এক
নাম মায়া । দেবীপু-৩৭ । (১৪)
রজঃ প্রকৃতি অপরা নামে অভিহিত
অন্ততমা দেবী । দেবীপু-৫০ । ব্রাহ্মা
দেখ । (১৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম । অদ্ভু-রানা-২৫ । সীতা
দেখ । (১৬) প্রভা, মায়া, জয়া,
হুন্না, বিগুন্না, নন্দিনী, সুপ্রভা,
বিজয়া এবং সর্বসিদ্ধিদা, দুর্গাপূজায়
এই কয়জন শক্তির পূজা বিধেয় । তন্ত্র-
১৮৬ পৃঃ । (১৭) তন্ত্রোক্ত পয়ত্রিশ-
জন ব্যঞ্জন শক্তির অন্ততমা । তন্ত্র-
৩০৮ পৃঃ । শক্তি দেখ । (১৮)

তন্ত্রোক্ত ত্রীবিধার পূজা সংসর্গে ভঙ্গ-
কালী, মায়া প্রভৃতি দেবীর পূজাও
কর্তব্য । তন্ত্র-৪১৫ পৃঃ । (১৯) ঋগ্বেদোক্ত
একজন দেবতা । পতঙ্গ নামক ঋষি
তাঁহার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র
রচনা করেন । ঋক্-১০।১৭৭।১-৩ ।
(২০) অধর্মের পুত্র দম্ভ ও কন্যা
মায়া । দম্ভ মায়াকেই বিবাহ করেন ।
তাঁহাদের লোভ নামে পুত্র ও নিকৃতি
নামে কন্যা জন্মে । কঙ্কি-১ম-১ ।
মায়াবর—শিবের এক নাম । ব্রহ্মপু-
৪০ । শিব দেখ ।
মায়াবায়—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-অমুশা-১৭ । শিব দেখ ।
মায়াবাতী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম । অদ্ভু-রানা-১৫ ।
সাতা দেখ ।
মায়াবদ—বিষ্ণুর এক নাম । গরু-
পু-১৫ ।
মায়াবতী—(১) শব্দর নানক অস্ত্র-
রের পত্নী । তিনি পূর্কজন্মে কান-
পত্নী রতি ছিলেন । প্রহ্লাদ শব্দর
অস্ত্রকে বধ করিয়া মায়াবতীকে
বিবাহ করেন । মায়াবতীর গর্ভে
অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন অয়ি-
১১ । হরি-হরি-১৬০ । বিষ্ণু-৫ম-
২৭ ; ভাগ-১০স্ক-৫৫ । ব্রহ্মপু-২৩০ ।
দেবীভা-৪স্ক-২৪ । প্রহ্লাদ দেখ । (২)
মায়াবতী শব্দর অস্ত্রের গৃহে অবস্থান
কালে নিজ প্রতিরূপা এক কাঁদুর্দ্ভি

নিৰ্মাণ করিয়া তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত ও যোগ-বলে সজীব করিয়া শব্দের অস্বরকে বঞ্চনা করিতেন। রাবণ ঐ কৃত্রিম মায়াবতীকেই প্রকৃত মায়াবতী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে হরণ করিবার চেষ্টা করেন। মায়াবতীর উপদেশে রাবণের চৈতন্য উদয় হয় এবং তিনি পূৰ্ব্ব দুৰ্কৃত্তি পরিত্যাগ করেন। শিব-ধর্ম-১৩।

মায়াবী—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭। শিব দেপ। (২) পুলস্ত্যের সন্তানগণের অন্ততম। পুণ্ড্র দেপ। (৩) জালন্ধর দৈত্যের অন্ততম অন্তচর। পদ্ম-উভ-১২। (৪) মরদানবের পুত্র মায়াবী দানবকে বালি বধ করেন। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-১। বানা-কিষ্কি-২।

মায়ামোহ—বিষ্ণু, ব্রাহ্ম (হ্লাদ) প্রভৃতি অস্বরগণের উৎপাত হইতে দেবগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহকে সৃজন করেন। এই মায়ামোহের প্ররোচনায় অস্বরগণ বেদোক্ত ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু-৩য়-১৮।

মায়ী—(১) দেবগণকে অস্বরদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বিষ্ণু চিন্তা করিয়া নিজ শরীর হইতে মায়ী পুরুষের সৃষ্টি করেন। মায়ী-পুরুষ বিষ্ণুর নির্দেশে দানব-

গণের বাসস্থানে গমনপূর্বক তাহাদিগকে অদৃষ্ট-বিশ্বাস-নাশক শাস্ত্র শিক্ষা দেন। তৎফলে তাহারা বেদ-মার্গ ভ্রষ্ট হয়। সৌর-৩৪। (২) ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। তিনি অতিশয় সোমরসপ্রিয় ছিলেন। ঋক্-৫।৪৪।১১।

মায়ু—(১) পুরুষবার ঔরসে উর্কশীর গর্ভে উৎপন্ন অন্ততম পুত্র। সৌর-৩১। কৃষ্ণ-পূ-২২। লি-৬৬। অমায়ু দেপ।

নারিষা—(১) সোমের কন্যা নারিষাকে প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতার দশ ভাই মিলিয়া বিবাহ করেন। নারিষার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৩। হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। বায়ু-৩০, ৬০। ব্রহ্মা-৩১, ৬২। ভাগ-৪-২০। কৃষ্ণ-পূ-১৪। ব্রহ্মপূ-২, ১৭৮। কণ্ঠ, প্রচেতা ও প্রমোচা দেখ।

(২) বহুবংশীয় শুরের অন্ততম পত্নী নারিষা। তাঁহার গর্ভে বশুদেবগণ প্রভৃতি পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরু-পূ-১৪.৩। শূর দেপ। (৩) বহুবংশীয় দেবমীড়ের পত্নী নারিষা। তাঁহার গর্ভে বশুদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭।

নারী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক নাটক। মৎ-১৭২। পদ্ম-সৃ-৭৬। নাটকাগণ দেখ।

মারীচ—হিরণ্যকশিপুর বংশে স্নেহের
 ঔরসে তাড়কার গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ
 করেন। রাম মুনিগণের যজ্ঞ-বিঘ্ন
 কারী মারীচকে বধ করেন। হরি-
 হরি-৩, ৪১। বায়ু-৬৭। (২) রাবণ
 সীতাহরণ করিতে ননস্থ করিয়া মারী-
 চকে সাহায্য করিতে বলেন। মারীচ
 স্তবর্ণ-মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতা হরণে
 সাহায্য করেন। রামা-আরণ্য-৩১-৪৪।
 অধা-রামা-আদি-৪, ৫; আরণ্য-৬, ৭।
 রাম দেখ। (৩) বৈশ্বানর কন্যা পুলোমা
 ও কালকার গর্ভে মারীচের ষাট
 হাজার সন্তান জন্মে। তাহারা পোলমেয়
 ও কালকের দানব নামে খ্যাত। বায়ু-
 ৬৮। মং-৬। (৪) পৃথুতনয় অন্তর্দানের
 পুত্র মারীচ। মং-৪২। অন্তর্দান
 দেখ। (৫) মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণ
 পাণ্ডালে বাস করিতেন। দেবীপু-৩।
 (৬) মারীচ নামে একজন ঋষি
 ছিলেন। বরা-৭১।

মারিচী—(১) লোকিকী অশুরা-
 দের অন্ততম। বায়ু-৬২। (২) দানব-
 পতি মারীচের নামান্তর। মারিচ
 দেখ। (৩) বিষ্ঠাধর হিরণ্যকশিপু-
 পত্নী। বায়ু-২৮। নিশ্শকেশী দেখ।

মারুত—(১) পবনদেবের নামা-
 ন্তর। কোনও কোনও পুরাণে বায়ু
 ও পবন পৃথক বলিয়া উল্লিখিত।
 বায়ু পুরাণে (৬৯ অঃ) আছে ভগবান
 প্রজাপতি মারুতকে গন্ধ ও অশরীরী

প্রাণীর এবং বায়ুকে শব্দ আকাশ ও
 জলের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন
 মারুতগণ সংখ্যায় আটজন। তাঁহাদের
 নাম—অনিল, প্রাণ, অপান, মারুত,
 শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু ও জীব। ইহাদের
 বাহন মৃগ। পদ্ম-উত্ত-৫। (২)
 মরুদগণের নামান্তরও মারুত। পদ্ম-
 সৃষ্টি-৭। (৩) উপরিচর বসু নামক
 নরপতির অল্পতন পুত্র মারুত। হরি-
 হরি-৩২। প্রভাগ্রহ দেখ। (৪) ভৃগু
 বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ব্রাহ্মণগণের
 অল্পতন প্রবর। বৈজয়ন্ত দেখ। (৫)
 অগ্নিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক
 ঋষি। মৎস্তাচ্ছায়া দেখ। (৬)
 শিনেধুব পুত্র মারুত। তৎপুত্র কবল-
 বতিম। ব্রহ্মপু-১৫।

মারুতনৃত্য—নিশ্বাসিত্রবংশীয় জনৈক
 ঋষি। মহাভা-অনুশা-৪।

মারুতশন—(১) স্বন্দ দেবসেনা-
 পতি-পদে বৃত্ত হইলে সাধা, রুদ্র, বসু-
 গণ, পিতৃগণ প্রভৃতি তাঁহার সাহায্যার্থ
 যে সমস্ত সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন,
 তিনি তাঁহাদের অন্ততম। মহাভা-
 শল্য-৪৬। বৈভালি দেখ। (২)
 রাবণের একজন সেনাপতি। অদ্ভু-
 রামা-১৮।

মারুতি—পবনের (মারুতের)
 পুত্র বলিয়া হনুমান মারুতি নামেও
 পরিচিত হন। হনুমান দেখ।

মারুটি—অগ্নিরাবংশীয় একজন

গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৬ ।
মধুরাবহ দেখ ।

মার্কণ্ড—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । বৈগায়নি দেখ ।
(২) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মরণ দেখ । (৩) পিতামহ ব্রহ্মা বটক তীর্থে মার্কণ্ড নামে পরিচিত । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । ব্রহ্মা- (১৩৬) দেখ । (৪) মৃকতু নামক এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণের মার্কণ্ড নামে এক পুত্র ছিল । এক জ্যোতিষী মৃকতু মনিকে বলিয়াছিল যে, তাঁহার পুত্র অন্নায়ু হইবে । ইহাতে অতিশয় হুঃখিত হইয়া মৃকতু মনি পুত্রকে বলেন—“তুনি যে কোন ব্রাহ্মণকে দেখিবে তাঁহাকেই অভিবাদন করিবে ।” কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর একদিন মার্কণ্ড অগ্নিতীর্থ-পরায়ণ মহাবিগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করেন । তখন মহাবিগণ পৃথক পৃথকভাবে মার্কণ্ডকে “দৌর্গজীবী হও,” বলিয়া আশীর্বাদ করেন । কিন্তু ঐ ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ বালকের লক্ষণাদি পর্যালোচনা করিয়া অত্যাশ্চর্য্যবোধে বলিলেন, “আমরা সকলেই এই বালককে দৌর্গজীবী হও বলিয়া আশীর্বাদ করিলাম । কিন্তু আমি পশ্চতঃ দেখিতেছি যে এই বালক তিন দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে ।” স্তত্রাং আমাদের আশীর্বাদ বিফল

হইবে । অতএব বালক যাহাতে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত ।” তখন মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া বালককে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের আশীর্বাদ বিফল না হয়, তজ্জন্ত বালককে দীর্ঘায়ু দান করিতে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন । পিতামহ তাঁহাদিগের প্রার্থনার সম্মত হইয়া বলিলেন—“আমার প্রসাদে এই বালক জরামৃত্যু বর্জিত ও বেদবিদ্যাবিশারদ হইবে ।” পদ্ম-সৃষ্টি-৩৩ । স্বন্দ-নাগ-২১ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪১ । মৃকতু দেখ ।

মার্কণ্ডেয়—(১) সুব্রত, জাবালি, কাশ্যপ, গোতম, দার্যজাবা, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন, এই সকল ঋষি মহারাজ দশরথের মন্ত্রাস্ত্রনায় ছিলেন । রামা-আদি-৭ । (২) ভারতযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির আত্মীয়-স্বজনাদি বধ জনিত হুঃখে অতিশয় শ্রমমান হইয়াছিলেন । তখন মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে নানা-রূপে সাহসনা দান করিয়া তাঁহাকে প্রয়াগধামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন । মৎ-১০৫—১১২ । (৩) যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহাকে নন্দা নদীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন । স্বন্দ-আব-রেবা-৩ । মৎ-১৮৬-১২৩ । (৪) বেদবাস-শিষ্য জৈমিনী মার্কণ্ডেয় মুনিকে অথবহল বেদাথ-মর্থ-সংগ্রহ

মহাভারতের যথার্থরূপ অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের পক্ষীরূপধারী চারি পুত্রের নিকট ঐ সমস্ত বিষয় জানিবার জন্ত যাইতে পরামর্শ দেন। এই সংশ্বে তিনি ঐ পক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত জৈমিনিকে বলেন। মার্ক-১-৪। বপু, মদনিকা, স্নকৃষ দেখ। (৫) মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ নামে পরিচিত মহাপুরাণ ক্রৌঞ্চীর নিকট কীর্তন করেন। (৬) মার্কণ্ডেয় ঋষি মুকণ্ড মুনির পুত্র। মার্কণ্ডেয়ের পুত্র বেদশিরা। মার্ক-৪২। ধাতা, বিধাতা ও মুকণ্ড দেখ। (৭) মার্কণ্ডেয়ের পত্নীর নাম ধুমোণী। মহাভা-অমুশা-১৪১। (৮) ত্রেতাযুগের প্রথমে ধর্ম ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। মং-৪৭। (৯) মুকণ্ড মুনির পত্নী ননস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্ম গ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয়ের পত্নী মূর্দ্ধনার গর্ভে বেদশিরা জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২২। বায়ু-২৮। (১০) পৈল-শিষ্য ইন্দ্রপ্রসূতি মার্কণ্ডেয়কে একটি সংহিতা অধ্যয়ন করান। মার্কণ্ডেয় তাহা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে অধ্যাপন করান। ব্রহ্মা-৬৬। বায়ু-৬০। ইন্দ্র প্রমতি ও সত্যশ্রবা দেখ। (১১) মুকণ্ড মুনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ব্রহ্মজ,

সত্যপরায়ণ, মহাপণ্ডিত পুত্র লাভ করেন। মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে পুরাণ এবং সংহিতা রচনা করিবার নিমিত্ত বর দান করেন। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলরাশীতে পূর্ণ হইয়া গেলেও বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে স্বায় প্রভাব দেখাইবার জন্ত তাঁহাকে সংহার করেন নাই। প্রলয়াবসানে জলরাশী অপসৃত হইলে, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভগবদ্বক্তের লক্ষণ কি এবং কি করিলেইবা ভগদ্বক্ত হওয়া যায় আপনি তাহা কীর্তন করুন।” বিষ্ণু তাহাই করেন। বৃহদা-৫৭। (১২) শরশয্যা-শায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অত্যাগত মুনিগণসহ মার্কণ্ডেয় মুনিও ভীষ্মসদীপে উপস্থিত হন। পদ্ম-উত্ত-৮১। (১৩) রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলে যে সমুদয় ঋষি রামচন্দ্রের অভিব্যক্তি ক্রিয়ার সাহায্য করেন, মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (১৪) মার্কণ্ডেয়ের দুই পত্নী। প্রথমা মূর্দ্ধনার গর্ভে বেদশিরা জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পীবরীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত বহু পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা সকলেই বেদপারগ ঋষি ছিলেন।

বায়ু-২৮। (১৪) মার্কণ্ডেয় বিচার প্রসঙ্গে একবার বলেন যে, সহস্র অশ্ব-
মেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ
করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ
হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব
সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের
শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। মহাভা-
অনুশা-২২। (১৫) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের
মতে স্ত্রীজাতি সতত সর্বপ্রকারে রক্ষ-
ণীয়া। মহাভা-অনুশা-৪৩। (১৬)
মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভীষ্মের নিকট মাংসা-
হারের অশেষ দোষ কীর্তন করেন।
মহাভা-অনু-১১৫। (১৭) সংবর্তন,
মেরুসাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, নারদ ও মহর্ষি
হুর্কাসা ইহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক
মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদয়
মহর্ষিগণের নাম কীর্তন করিলে ধর্ম,
অর্থ, কাম ও পুত্র লাভ হয়। মহাভা-
অনুশা-১৫০। (১৮) মার্কণ্ডেয়ের
পিতা মৃকণ্ড মুনি পুত্র লাভের জন্ত
মহাকালবনে তপস্তা করিতেছিলেন।
তাহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব
তাহাকে দীর্ঘায়ু, সর্ববিৎ, সুখী, অঘো-
নিজ পুত্র জন্ম লাভ করিবে বলিয়া বর
প্রদান করেন। মৃকণ্ড-পুত্র জন্ম গ্রহণ
করিয়াই তপস্তা করিতে লাগিলেন।
মৃকণ্ড-তনয়ের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া
শিব বলিলেন, “হে মার্কণ্ডেয় যেহেতু
তুমি জন্মিয়াই আমাকে তুষ্ট করিয়াছ,
তজ্জন্ত আমি তোমার নামেই পরিচিত

হইব।” স্বন্দ-আব-৫তুঃ-৩৬। (১৯)
মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের জ্ঞান দীর্ঘজীবী আর
কেহই ছিলেন না। তিনি সপ্তকল্প-ক্ষয়-
কাল দর্শন করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে
চরাচর জগৎ দহমান হইলে, এক-
মাত্র মার্কণ্ডেয় মুনিই বিষ্ণুর নিকট হইতে
বরলাভ করিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি
তৎসময় যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন,
তৎসমুদয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে
কীর্তন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি
রেবা, নন্দদা প্রভৃতি বহু নদী ও নানা
তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য নর-
নারায়ণের উৎপত্তি, ইত্যাদি বিষয়
কীর্তন করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-
২, ২৩০। (২০) মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষি-
গণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞে
উপস্থিত ছিলেন। তাহার ব্রাহ্মার
সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার উপা-
সনা করিতেন। মহাভা-সভা-৪, ১১।
(২১) মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমুদয় বেদ
পুরাণাদিতে সম্যক পারদর্শী ছিলেন।
পুরাণাদি বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ
সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তিনি সেই
সংশয় তত্ত্বন করিতেন। অজ্ঞান মুনি-
গণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি তাহা-
দের নিকট কালিকা পূরণ কীর্তন
করেন। কালিকা-১। (২২) মার্ক-
ণ্ডেয় মুনি বেদাধ্যয়ন সনাপন করিয়া
তপস্বী ও ব্রতচারী হইলেন, তিনি
ব্রতচারী ব্রাহ্মণের করণীয় সমুদয়

কর্তব্য যথাবিধি সম্পাদন করিতেন এবং সম্পূর্ণরূপে গুরুর আজ্ঞানুযায়ী হইয়া চলিতেন। এইভাবে অমৃতবর্ষ কাল যাপন করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি মৃত্যুকেও জয় করেন। তাঁহার তপস্যা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। ছয় মন্বন্তরকাল এই ভাবে কাটিয়া যায়। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় অতিশয় শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু সমুদয় উপায়ই ব্যর্থ হয়। তাঁহার এইরূপ তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নরনারায়ণরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেন যে “আমি যখন আপনার সাক্ষাৎ পাই-
য়াছি, তখন আর কি প্রার্থনা করিব। আমি কেবল আপনার মায়ারূপে দেখিতে চাই।” বিষ্ণু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ আশ্রমে বসিয়াই বিষ্ণুর মায়াবলে প্রলয়ের আরম্ভ ও অন্ত দর্শন করেন। অতঃপর মার্কণ্ডেয় আরও অধিকরূপে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হইলেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে কালক্রমে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভাগ-১২ঙ্ক-৮ম—
১২শ অ। (২৩) প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন চরাচর জগৎ কালান্বিতে দগ্ধ হইতেছিল, তখন একমাত্র মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়ান্নি দ্বারা দগ্ধ না

হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ অবস্থায় বাস করিতে ছিলেন। ক্রমে তিনি অগ্নিতাপে তুষার্ত, ভয়বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও আশ্রয়যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। এই ভাবে সূদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক বটবৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি দ্রুতগতি সেই বটবৃক্ষের মূলদেশে বাইয়া আশ্রয় লইলেন। ক্রমে ভাষণ বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল এবং সমুদয় জগৎ একাধাব হইয়া গেল। মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় সেই জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে ভাসিয়া বেড়াইবার পর তিনি শূন্যে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। প্রথমে ঐভাবে আহুত হইয়া মার্কণ্ডেয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পরে স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া পুনরায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন সেই বটবৃক্ষ আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং সেই বটবৃক্ষের শাখায় স্ববর্ণ পর্য্যঙ্কে শঙ্খ-চক্র-গদাধর এক পরম সন্মত বালক শয়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও দৈবী মায়ার মোহিত হইয়া তখন কিছুই

বুঝিতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহার মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল এবং তিনি নিজেকে ধিকার দিয়া অচেতন প্রায় অবস্থায় আবার সেই জলরাশি মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয়কে এই ভাবে ভাসিতে দেখিয়া বটবৃক্ষ-শাখাশাখী সেই বালক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“আমি বুঝিতে পারিতেছি তুমি শাস্ত হইয়া পরিজ্ঞাপন পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। অতএব শীঘ্র আমার উদরদেশে প্রবেশ কর। তাহা হইলে তুমি শ্রাম লাভ করিবে। মার্কণ্ডেয় মুনি তখন শাস্তিতে অচেতন প্রায় হইয়া ছিলেন। তিনি বাকহীন অবস্থায় মোহ বশে সেই বালকের মুখ দ্বিবে প্রবেশ করিলেন। সেই বালকের উদরে প্রবেশ করিয়া তথায় তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া চরাচর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন কিন্তু তাহার কোনও অন্ত দেখিতে না পাইয়া পুনরায় ত্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন এবং ত্রীহরির রূপায় তাঁহার মুখ দ্বিবে হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি সেই বালককে বটবৃক্ষে শয়ান দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া নানারূপে তাঁহার স্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তুতবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই বালক মার্কণ্ডেয়কে নিজ পরিচয় দিয়া

বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মার্কণ্ডেয় তাঁহার নিকট পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শৈব বৈষ্ণব দিগের বিবাদ নাশক এক শিবারতন নির্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। বালকরূপী ঐশ্বর্য সেইরূপ করিতে অমুত্তম দিলেন। ব্রহ্মপু-৫২-৫৭। উপরোক্ত বিবরণটি সামান্য পরিবর্তিত রূপে ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পদ্মপুরাণেও (স্থষ্টি-৩২) পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়—বশিষ্ঠের অন্ততন পুত্র রজঃ। রজের পত্নী মার্কণ্ডেয়ী। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২২। রজঃ দেখ।

মার্কণ্ডেয়েশ্বর—(১) মহাদেবের বরে পুত্র লাভ করিয়া মৃকগু মুনি মহাকাল বনে মার্কণ্ডেয়েশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প-আব-চতু-৩৬। ব্রহ্মপু-৫৭।

মার্কণ্ডেশ্বর—নন্দন তটে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব লিঙ্গ। স্বল্প-আব-রেবা-১৬৭। (২) রেবা তটেও মার্কণ্ডেয় মুনি এই নামে এক শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প-আব-রেবা-৫১।

মার্গগপ্রিয়া—দক্ষ কন্যা প্রধার গর্ভ-জাত অন্ততন কন্যা। মহাতা-আদি-৬৫। অনুপা ও প্রধা দেখ।

মার্গলী—প্রজাপতি দক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা দ্বিতীয় গর্ভে মার্গলী প্রভৃতি আট কন্যা জন্মে। কালিকা-৩৪। অনবস্থা দেখ।

মার্গদ—দশ লক্ষ গো'র অধি-
স্বামীকে বুঝভাষ্য বলে। নীতিবিৎ,
মার্গদ, গুরু, পতঙ্গ, দিব্যবাহন ও
গোবেষ্ট, ইহারা ব্রজের অন্ততম বুঝ-
ভাষ্য ছিলেন। গর্গ-গোল-১৮।

মার্গদায়িকা—দেবী সার্বভৌম কেশরী
ভীর্থে মার্গদায়িকা নামে প্রসিদ্ধা হন।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সার্বভৌম ও মার্গদায়িনী
দেখ।

মার্গদায়িনী—দেবী শঙ্করী কেশরী
ভীর্থে মার্গদায়িনী নামে অভিহিতা।
স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা
ও মার্গদায়িকা দেখ।

মার্গপথ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভৃগু-
দাস দেখ।

মার্গমর্ষি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ত-
তম পুত্র। মহাভা-অমুশা-৪। বিশ্বা-
মিত্র দেখ।

মার্গেয়—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি
দেখ।

মার্জ্জারি—মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র
সহদেব। সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি।
তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা। ভাগ-৯৯-২২।

মার্জ্জারী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ত-
তমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯৫। যোগিনী-
গণ দেখ।

মার্জ্জালী—মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-বন-২৯।

মার্ত্তণ্ড—(১) সূর্য্যের এক নাম।
প্রলয়ের অবসানে স্বয়ম্ভু নারায়ণ নামে
বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই উৎপন্ন হইলেন।
তিনি প্রথমে নিজশরীর হইতে জল
সৃষ্টি করিয়া সেই জলে বীজ নিক্ষেপ
করেন। সেই বীজ পরে স্বর্গরোপা-
নয় এক মহান্ অণ্ডে পরিণত হয়।
সেই অণ্ড হইতে প্রজাপতির তেজে
মার্ত্তণ্ড উৎপন্ন হন। অণ্ড মৃত হইলে
জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মার্ত্তণ্ড
নামে প্রসিদ্ধ হন। মৎ-২। (২) সপত্না-
গণের হস্তে নিজ সম্ভানদের পরাভব ও
নিঃসহ দেখিয়া অদিতি দুঃখিতচিত্তে
সবিতাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন।
তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সবিতা-
দেব অংশে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত
হইলেন। অদিতি নানারূপ কঠোর
ব্রতাদি অমুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই গর্ভ রক্ষা
করিতে লাগিলেন। কণ্ঠপ তাহাতে
অনন্ত হইয়া অদিতিকে বলেন, “তুমি
কি এই গর্ভ মারিত (নষ্ট) করিবে।”
যথাসময়ে সেই গর্ভ প্রসূত হইলে অম্ব-
রাক্ষ হইতে এক অশরারিণী বাণী কণ্ঠ-
পকে বলেন, “যেহেতু তুমি এই গর্ভকে
মারিত বলিয়াছিলে তজ্জন্ত তোমার
পুত্রের নাম মার্ত্তণ্ড হইবে।” ব্রহ্মপু-
৩২। মার্ক-১০৫। সূর্য্য দেখ। (৩)
অদিতির গর্ভজাত ষাটশ আদিত্যের
প্রত্যেকেই মার্ত্তণ্ড নামে কথিত হন।
মহাভা-শান্তি-২৮। (৪) ভগবান্ মার্ত্তণ্ড

আদিত্য পুরাণ বর্ণন করেন । স্বন্দ-
আব-রেবা-১৯৯ ।

মার্টাপিজলি—একজন অন্ধিরা-
বাণীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মৎ-
১৯৬ । মৎস্তাচ্ছাণ্ড দেখ ।

মালতিকা—সীতার রোগকূপ হইতে
উদ্ধৃত জটনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মালতী—(১) মদ্ররাজ অশ্বপতির
পত্নী ও সাবিত্রীর মাতা । মৎ-২০৮ ।
দেবীভা-২৯-২৬ । (২) লক্ষ্মীর অংশ-
ভূতা একনারী । বর্করী দেখ । (৩)
ঐকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী অমৃতনা
গোপিকা । পদ্ম-পাতা-৪৩ । (৪) মালব
নামক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক বৈষ্ণব
পত্নী । তিনিও সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্তি-
পরায়ণা ছিলেন এবং মরণান্তে পতি-
সহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন । অদ্ভু-রামা-
৫ । লি-উত্ত-১ । মালবী দেখ ।

মালতীস্বর—কালীস্থিত মালতীস্বর
শিবলিঙ্গের পূজা করিলে প্রভূত
কুঞ্জরাধিপতি নরপতি হওয়া যায় ।
স্কন্দ-কালী-উত্ত-৬৮, ৯৭ ।

মালব—(১) জনৈক বিষ্ণুভক্ত
বৈষ্ণব । মালতী দেখ । (২) মালব
নামক ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি সিংহরাশি
গত হইলে গোদাবরী তটে স্বীয় ভাগি-
নেয়কে সুবর্ণ দান করেন এবং সেই
পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন । পদ্ম-
উত্ত-২১৮ ।

মালবট—জনৈক যক্ষ । তাহারই

সম্মুখে রক্ত ও করক্ত নামে দুই অস্ত্র
তপস্তা করেন । বাম-১৭ ।

মালবী—মালব নামক বৈষ্ণব
পত্নী । তিনি পতির সহিত সর্বদা
বিষ্ণু-মন্দিরে প্রদীপ দান করিতেন ।
সেই পুণ্যফলে তাঁহার মরণান্তে
বিষ্ণুলোকে গমন করেন । লি-উত্ত-
১ । মালতী দেখ ।

মালা—ব্রহ্মাকপি নামক ব্রাহ্মণের
পত্নী । বাম-২১ । কোশকার দেখ ।
(২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের
অন্যতম । সীতা দেখ । (৩) জনৈক
বিদ্যধর । মলয়গন্ধিনী দেখ ।

মালাকার—দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার
ঔরসে ঘৃতাচারি পুত্র মালাকার, কুম্ভ-
কার প্রতি শিল্পীগণ জন্মগ্রহণ করেন ।
ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০ ।

মালাঢ্য—জনৈক রাক্ষস সেনাপতি ।
রামহস্তে তিনি নিহত হন । ব্রহ্মপু-
১৭৬ ।

মালাধর—(১) দিকেশ্বর নামক
নরপতির পুত্র । তিনি সোরাষ্ট্র
দেশাধিপতি ভদ্রশ্রবা নামক রাজার
কন্যা শ্রীমবালাকে বিবাহ করেন ।
পদ্ম-স্বর্গ-৪২ । পদ্ম-ব্রহ্ম-১১ । শ্রীম-
বালা দেখ । (২) বিষ্ণুর এক নাম ।
গুরু-পূ-১৫ ।

মালাবতী—(১) ত্রিপুরা নামক গন্ধর্ব্ব-
রাজের পঞ্চাশট কন্যা (নারদরূপী) উপ-
বহগকে বিবাহ করেন । তন্মধ্যে মালা-

বতী উপবর্হণের প্রতি অতিশয় অমু-
ব্রজা ছিলেন। একদা ব্রহ্মাদি দেবগণ
ব্রহ্মার নৃত্যাদি দেখিতেছিলেন, এমন
সময়ে উপবর্হণ তথায় উপস্থিত হইয়া
ব্রহ্মার রূপে মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান
করেন। সেই শাপে উপবর্হণ প্রাণ-
ত্যাগ করিলে, মালাবতী অতিশয়
শোক-সন্তপ্তা হইয়া দেবগণকে অভি-
শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।
তখন দেবগণ ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন
হইলেন, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে মালাবতীর
নিকট যাইতে পরামর্শ দিয়া স্বয়ং
ব্রাহ্মণবেশে মালাবতীর নিকট উপ-
স্থিত হইলেন এবং নানারূপ উপদেশ
প্রদান করিয়া তাঁহাকে সাশ্বনা প্রদান
করিলেন। কিন্তু মালাবতী স্বামীর
পুনর্জীবন লাভ ব্যতীত অপর কিছু-
তেই সন্তুষ্ট না হওয়াতে, বিষ্ণু উপ-
বর্হণকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন।
ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১২, ১২। (২) কান্তুকুজ-
রাজ ভলন্দনের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-কুম-
১৭, ১২৪। কলাবতী দেখ। (৩)
বিষ্ণুর অংশভূতা দক্ষ-সাবর্ণি নামক
রাজার বংশে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ
নামে দুইজন পরম বৈষ্ণব রাজা
জন্মেন। লক্ষ্মীকে আরাধনায় সন্তুষ্ট
করিলে, কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী এক
কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যা
হইয়াই বেদধ্বনি করিতে করিতে

গায়োত্থান করেন। তজ্জন্ত ঐ কন্যার
নাম হয় বেদবতী। এই বেদবতীই
রাবণ কর্তৃক নিগৃহীতা হইয়া জন্মান্তরে
সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-
৯৯-১৬।

মালায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি মৎ-১২৫।
বৈগায়নি দেখ।

মালিকা—বিশ্রবা মুনির অন্ততম
পুত্র। লি-৬৩। ত্রিশিরা দেখ।

মালিকাচ্য—জনৈক রাক্ষস সেনানী।
রাম তাহাকে বধ করেন। ব্রহ্মপু-১৭৬।

মালিনী—(১) গন্ধর্বরাজ চিত্র-
সেনের পত্নী। পদ্ম-উত্ত-৪৩। চিত্র-
সেন ও পুষ্পদন্তী দেখ। (২) পাণ্ডু-
বংশীয় শ্বেতকর্ণ নামক রাজার পত্নী।
হরি-হরি-১৮৫। অজপার্শ্ব দেখ। (৩)
ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্ততমা
পত্নী। ভদ্রমতি দেখ। (৪) গিরি-
রাজ-কন্যা পার্কতীর অন্ততমা সখী।
শিবের সহিত পার্কতীর বিবাহকালে
মালিনী পুরস্কার প্রত্যাশায় মহাদেবের
চরণ ধারণ করেন। তখন মহাদেব
বলেন, “তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব।
আমার চরণ ছাড়িয়া দাও।” মালিনী
বলিল “আপনি আমার সখীকে স্ব-
গোত্রীয় সৌভাগ্য দান করুন।”
মহাদেব তাহাতে সন্মত হইলে মালিনী
মহাদেবের পাদ পরিত্যাগ করে।
বাম-৫৩। (৫) বরুণ-পুত্র পুরুরের

কন্তা মালিনীকে অঙ্গরা প্রমোচা রুচি নামক মুনিকে ভার্য্যার্থে প্রদান করেন। এই মালিনীর ঐর্থে রোচ্য মনু জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-২৮। (৬) সিংহলরাজ-দুহিতা পদ্মার অত্যন্ত মন্থী। কঙ্কি-২২-২। (৭) তিনি বিষ্ণুর শেষ অবতার কঙ্কির অগ্রজ স্রমস্ত্রের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শাসন ও বেগ জন্মগ্রহণ করেন। কঙ্কি-২২-৬। (৮) মালিনী অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জৈনিক মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকাগণ দেখ।

মালী—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাশুরের (রক্তাক্ষের) অত্যন্ত মন্ত্রী। সৌর-৪২। (২) রাক্ষসপতি সুরকেশের মাল্যবান, স্রমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মে। বসুদা নামে এক গন্ধর্ব্ব-কন্তা মালীর পত্নী ছিলেন। বসুদার গর্ভে মালীর অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারি বিভীষণের অমাত্য ছিল। মালী প্রমুখ ত্রাতৃত্রয় ব্রহ্মার বরে পলীয়ান হইয়া সমুদ্র জগদ্বাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু যুদ্ধে মালীকে বধ করিলে অত্যন্ত ত্রাতারা পলায়ন করেন। রামা-উত্ত-৪-৮। মাল্যবান্ দেখ। (৩) ব্রহ্মাসুরের অত্যন্ত ম সেনাপতি।

ভাগ-৬ঙ্ক-১০। (৪) মালী নামক রাক্ষসের কন্তা কৈকসীকে বিশ্ববা মুনি বিবাহ করেন। লি-৬৩। (৫) কোনও সময়ে সূর্য্যদেব মালী ও স্রমালী নামক নামক মহাদেবের দুই ভক্তকে বধ করিতে উত্তত হইলে, শিব সূর্য্যকে শূল দ্বারা আঘাত করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যের পিতা মালী ও স্রমালীকে “তোমাদের কুষ্ঠ রোগ হইবে” বলিয়া শাপ দেন। পরে মালী ও স্রমালী পুষ্কর তীরে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। ব্রহ্মবৈ-গণে-১৪; কৃষ্ণ-৪৮। সূর্য্য দেখ।

মাল্য—রসাতল নিবাসী জৈনিক রাক্ষস। ঘোর নামক দৈত্য তাঁহাদের পুরী অধিকার করেন। দেবীপু-৩।

মাল্যকেতু—জৈনিক বিজ্ঞাধর। তিনি হরিশ্চন্দ্রী নামক ব্রাহ্মণের পরমা স্তন্দরী কন্তাকে হরণ করিয়া লইয়া গাইবার সময়ে বিভ্রামালী নামক রাক্ষস কর্তৃক নিহত হন। জন্মান্তরে তিনি মলয়কেতুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রী-হুহিতাও জন্মান্তর লাভ করিয়া মাল্যবানের সহিত পরিণীত হন। কলাবতী পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারবশতঃ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। মাল্যকেতু পত্নীর পরামর্গে কাশীধামে গমন করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সপত্নি মুক্তিলাভ করেন। স্বন্দ-কাশী উত্ত-৩৩, ৩৪।

মালাবান্—রাক্ষসরাজ সুরেশের
 ঔরসে দেববতীর গর্ভে মালাবান্,
 মালী ও স্মালী নামে তিন পুত্র
 জন্মে। তাঁহারা তিন সহোদর মরু-
 পর্কতে যাইয়া ঘোরতর তপশ্চাশ্রম
 নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের
 কঠোর তপশ্চাশ্রম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহা-
 দিগকে বর প্রদান করিতে আসিলে,
 তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে, “আমরা
 যেন পরস্পর অমুরক্ত, অজ্ঞেয়, শত্রু-
 হস্তা, চিরজীবী ও প্রভুত্বাপন্ন হই।”
 ব্রহ্মা সেই বরই দিলেন। বিশ্বকর্মা
 তাঁহাদের জন্ত লঙ্কা নগরী নির্মাণ
 করিয়া দিলে তাঁহারা তথায় যাইয়া বাস
 করিতে লাগিলেন। মালাবান্ নন্দা
 নামক গন্ধর্কের কন্যা সুলক্ষ্মীকে বিবাহ
 করেন। সুলক্ষ্মীর গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিক্র-
 পাক্ষ, দুশ্মুখ, সুপ্তয়, যজ্ঞকোপ, মত্ত
 ও উন্নত নামে সাত পুত্র এবং অনলা
 নামে এক কন্যা জন্মে। মালাবান্
 মাতা ও পুত্রগণের সহিত অতিশয়
 বলদপিত হইয়া দেবতা ও ঋষিদের
 প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতে
 আরম্ভ করিলেন। দেব ও ঋষিগণ
 প্রতীকার প্রার্থনায় মহাদেবের পরা-
 মর্শে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন।
 নারায়ণ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া
 যুদ্ধে মালাবান্ ও স্মালীকে পরাস্ত
 করিলে তাঁহারা লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক
 পাতালে যাইয়া বাস করিতে লাগি-

লেন। তখন কুবের লঙ্কার অধিপতি
 হন। রামা-উক্ত-৪-২। মালাবান্
 রাবণের মাতামহ ছিলেন। রাম
 সীতা উদ্ধারের জন্ত বানর-সৈন্য-সহ
 লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, মালাবান্
 রাবণকে নানারূপ সহপদেশ প্রদান-
 পূর্বক সীতাকে প্রতারণা করিতে
 উপদেশ দেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে
 ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন।
 রামা-লঙ্কা ৩৫, ৩৬। অধা-রামা-
 লঙ্কা-৫। (২) মালাবান্ রাক্ষসের কন্যা
 পুষ্পাংকটা ও বলাকা বিশ্রবা মুনির
 অন্ততমা পত্নী ছিলেন। লি-৬৩।
 মালাবানের কন্যা পুষ্পাংকটা ও
 বীকা (বাকা—বায়ু-৬৯) বিশ্রবার পত্নী
 ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। (৩)
 যাতুধনা (জম্বুধনা) নাম্নী এক পিশাচ-
 কন্যার গর্ভজাত অন্ততম রাক্ষস হেতুর
 পুত্র লঙ্ক। লঙ্কুর দুই পুত্র মালাবান্
 ও স্মালী। বায়ু-৬৯। (৪) মহা-
 দেবের অন্ততম গণ। জালন্ধর দৈত্যের
 সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মালাবান্
 জম্বাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। পদ্ম-
 উক্ত-১২, ১৭। (৫) পুষ্পদন্ত নামক
 গন্ধর্কের পুত্র মালাবান্ ও চিত্রসেন
 নামক গন্ধর্কের কন্যা পুষ্পদন্তী একবার
 ইন্দ্রের সভায় নৃত্য গীত করিবার জন্ত
 উপস্থিত হন। তথায় মালাবান্ ও
 পুষ্পদন্তী পরস্পরের রূপযুদ্ধ হইয়া
 নৃত্য গীত ভুলিয়া যান। তাহাতে

ক্লক হইয়া ইন্দ্র তাঁহাদিগকে “পিশাচ-দম্পতী হও” বলিয়া শাপ দেন। ঐ শাপ ফলে তাঁহারা মর্ত্যে পিশাচ দম্পতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে মাঘ মাসের একাদশী তিথিতে দৈব-ক্রমে তাঁহারা আহার গ্রহণ না করিয়া নিদ্রা যান। সেই পুণ্য ফলে তাহাদের পিশাচ হইয়া দূর হয় এবং তাঁহারা পুনর্বার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেবপুরে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩২। (৬) বিধুম নামক গন্ধর্ব্বের মাল্যবান, পুষ্প-দন্ত ও বলোৎকট নামক তিন জন অনুচর ছিল। বিধুম ব্রহ্ম-শাপে মর্ত্যলোকে শতানীক নামক নরপতির পত্নী বিষ্ণুমতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে মাল্যবান প্রমুখ অনুচরত্রয়ও যথাক্রমে শতানীকের মন্ত্রী যুগন্ধরের পুত্র যোগন্ধরায়ণ, সেনাপতি বিপ্র-তীকের পুত্র কুমদান, এবং ভৃত্য বলভের পুত্র বসন্তক রূপে জন্ম লাভ করেন। পরে তাঁহারা সকলেই চক্র-তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় গন্ধর্ব্ব প্রাপ্ত হন। স্বল্প-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (৭) ব্রহ্মা হস্তিনাথ তীর্থে মাল্যবান নামে পূজিত হন। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬) দেখ।

মাঘ—মাঘ নামক ঋষিগণ পবমান সোম দেবতাদিগের সহজে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। ঋক-২।৮৩। ১-১০।

মাঘশরাবি—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বেদশেখর দেখ।
মাহাচমস্ত—মহাচমস্তের পুত্র মহর্ষি মাহাচমস্ত একজন ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তৈত্তিরিয়-১।৫।

মাহিকা—বিদিশা নগরী নিবাসী এক দরিদ্র ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীরী কন্যা। মণিভদ্র নামে এক দুষ্করিত্র ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। মণিভদ্র মাহিকার প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত। পুষ্প নামক এক ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ মহাদেবের বরে রূপান্তর গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। ঐ ক্ষমতাবলে সে মণিভদ্রের রূপ ধারণ করিয়া মাহিকাসহ মণিভদ্রের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিয়া মাহিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। স্বল্প-নাগ-১৫৫-১৬০।

মাহিখ—কোনও সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য আতর্কণ মন্ত্রে পরমেশ্বরী শোষণী নাদ্বী বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সেই শোষণী বিষ্ণাবলে মহাত্মা অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর অগস্ত্য শোষণীকে বলেন—“তুমি আমার মাহিখ অর্থাৎ সর্বপ্রকার গুণ-দায়ক সৈধ্য সম্পাদন করিয়াছ, অতএব পৃথিবীতে তুমি মাহিখ দেবী নামে প্রসিদ্ধা হইবে।” তৎপরে মাহিখ দেবী চমৎকারপুরে আবির্ভূতা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবসেনাপতি স্বল্প যখন নিজ শক্তি

সাহায্যে শৈলসমূহ বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন, তখন মাহিষ দেবীই নিজ শক্তিবলে ঐ শৈল সমুদয়কে নিশ্চল করেন । স্বন্দ-নাগ-৬০ ।

মাহিষক—স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ সর্কৌজস, মাহিষক ও পিঙ্গল নামক তিন অমুচরকে প্রদান করেন । বাম-৫৭ ।

মাহিষত—চম্পাবতী নামক পুরীর অধিপতি । তাঁহার অন্ততম পুত্র লুম্পক । পদ্ম-উত্ত-৪০ । লুম্পক দেখ ।

মাহিষতী—বিপ্রচিস্তি নামক দানবের অগ্রজ্ঞা মাহিষতী একদা মহিষ-রূপ ধারণ করিয়া অশ্বর নামক এক ঋষিকে ভয় প্রদর্শন করে । তাহাতে অশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে শতবর্ষ কাল তাহাকে মহিষরূপ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে । ঐ অবস্থায় মাহিষতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয় । বরা-২৫ ।

মাহেঙ্গ—জনৈক দানব । পৃথিবীর নিম্নভাগে পাতালের প্রথমতলে তিনি বাস করিতেন । বায়ু-৫০ ।

মাহেন্দ্রী—(১) পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে যে অর্ধ-নারীনর-রূপধারী মূর্তির আবির্ভাব হয়, তাহার নারীঅংশ ছাপরে মাহেন্দ্রী প্রভৃতি নামে কীৰ্ত্তিতা হইতেন । বায়ু-২ । ব্রহ্মা-২ । ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩২) দেখ । (২) জনৈক

মাতৃকা । মহী নামক দানব শব্দর কর্তৃক নিহত হইলে অত্যান্ত মাতৃকাগণসহ তিনি মহীদানবের মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলেন । পদ্ম-উত্ত-১৮ ।

মাহেয়—কোনও সময়ে শিব, সতীর বিরহে কাতর হইয়া তপস্তা করিতে-ছিলেন । তখন তাঁহার কপাল হইতে একবিন্দু ঘাম ভূতলে পতিত হয় । সেই ঘর্ম্মবিন্দু হইতেই এক লোহিত-বর্ণ কুমার আবির্ভূত হন । পৃথিবী মাতৃরূপে সেই কুমারকে দ্বৈতসহকারে লালন পালন করেন । সেই জন্ত সেই লোহিতরূপধর কুমার মাহেয় (মহী কর্তৃক পালিত) নামে খ্যাত হন । স্বন্দ-কাশী-পূ-১৭ ।

মাহেশ্বরলিঙ্গ—সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে তর্ক হয় । কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া, তাঁহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন । সহস্র বৎসর এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর, তাঁহাদের মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় মহা-লিঙ্গ প্রাভুভূত হয় এবং তৎসঙ্গে এই আকাশবাণী হয়—“তোমরা যুদ্ধে ক্রান্ত হইয়া এই মহালিঙ্গের অন্ত অশ্রুসন্ধান কর । যে ইহার অন্তে বাইতে পারিবে সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” স্বন্দ-প্রভা-অর্ক-৩৪ । ব্রহ্মা (২৫) এবং ১১২২ পৃষ্ঠায় (ছ ও জ) দেখ ।

মাহেশ্বরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকা-গণ দেখ। (২) দেবী শঙ্করীর এক নাম। (৩) জনৈক মাতৃকা। তিনি মহাদানবের মাংস ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮। মাহেশ্বরী দেখ। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ততম। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৫) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত বিভিন্ন দেবগণ হইতে বিভিন্ন মাতৃকা সৃষ্ট হয়। মাহেশ্বরী তাহাদের অন্ততমা। তিনি ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হন। বরা-২৭। বৈষ্ণবী দেখ। (৬) কালীধামে মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত। ব্রহ্মারূঢ়া দেবী মাহেশ্বরীকে অর্চনা করিলে ধর্মসমৃদ্ধি লাভ হয়। স্বন্দ-কালী-উত্ত-৭০। (৭) তন্ত্রোক্ত অন্ততমা মহাশক্তি। ব্রাহ্মী দেখ। (৮) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। (৮) দেবী দুর্গার পার্শ্ববর্তিনী অন্ততমা দেবী। দেবীপু-৫০। (৯) ব্রহ্মারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী মাহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। দেবীপু-৯১। (১০) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

মাহেশ্বরীসমুৎপন্ন—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

মাহেশী—(১) দেবী শঙ্করীর শরীরোৎপন্ন অন্ততমা কুলদেবতা।

ভট্টারিকী দেখ। (২) দেবী শঙ্করীর এক নাম। তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্ন, মহাস্তে অর্থাৎ মৃত্যুকালে সকলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে এবং তাঁহার শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাপী, এই জন্ত তিনি মাহেশী নামে কথিত হন। দেবীপু-৩৭।

মিত—উনপঞ্চাশৎ মরুদগণের অন্ততম। গরু-পু-৬। মরুদগণ দেখ।

মিতধ্বজ—জনক বংশীয় ধর্মধ্বজের পুত্র। তাঁহার পুত্র খাণ্ডিক্য। ভাগ-৯৯-১৩। ধর্মধ্বজ দেখ। মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য-জনক। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৬।

মিতা—খজ্জামুণ্ড-ধারিণী বরাভয়দাত্রী কালিকাদেবীর খজ্জাধারিণী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা অন্ততমা বিত্তা। তন্ত্র-৮১২পৃঃ। মাত্রা দেখ।

মিত্র—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম। বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩, ১২৬, ২৩১। অগ্নি-১৯। কুর্ধ-পু-১৬। মৎ-৬, ১৭১। সৌর-২৮। কালিকা-৩৪। পদ্ম-উত্ত-৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। লি-৫৫, ৬৩। গরু-পু-৬, ১৭। ভাগ-৬৯-৬। দেবীপু-৪৬। বায়ু-৬৬। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৫, ১২১। মহাভা-শাস্তি-২০৮; অমু-১৫০; আদি-৬৫, ১২৩। খাণ্ডব দহনকালে মিত্র ইন্দ্রের সহকারী হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহাভা-আদি-২২৭। তিনি দেব-

মিত্র ইন্দ্রের সহকারী হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহাভা-আদি-২২৭। তিনি দেব-

রাজ্যের সভার উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (২) অস্ত্রতম বৈদিক দেবতা। তিনি ও বরুণদেব অনেকস্থলে একত্র মিত্রা-বরুণ নামে স্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই অদিতির পুত্র। ঋক্-১।৮৯।৩, ১।১৩৬। মিত্রাবরুণ দেখ। (৩) স্বর্গের দেবতা এই মিত্র ও বরুণদেবের ঔরসে উর্কানীর গর্ভে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৬৬। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ দেখ। (৪) মিত্রের পত্নীর নাম রেবতী। তাঁহার গর্ভে অবিষ্ট, উৎসর্গ ও পিন্সল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৫) সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রহেতি নামক অশ্বরের সহিত মিত্রদেবের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৬) বশিষ্ঠের অন্ততমা পত্নী উর্কানীর গর্ভে চিত্রকেতু, মিত্র প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। চিত্রকেতু ও বশিষ্ঠ দেখ। (৭) ধর্ম হইতে দক্ষকন্যা মরুত্বতীর গর্ভে অগ্নি, চক্ষু, মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১১৬। মৎ-১৭১। চক্ষু ও মরুদ-গণ দেখ। (৮) নকুলীশ নামক শিবাবতার যোগাচার্যের অন্ততম শিষ্য। লি-৬৩। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-পূ-১০। কুর্ধ-পূ-৫২। (৯) জনৈক হৈহয় বংশীয় রাজা। তাঁহার পুত্র স্মিত্র। মহাভা-শান্তি-

১২৬। (১০) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অব-রোহণ দ্বারা সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই রথে জ্যৈষ্ঠমাসে মিত্র (আদিত্য), অত্রি (ঋষি), তক্ষক (সর্প), পৌরুষেয় (রাক্ষস), মেনকা (অপ্সরা), হাহা (গন্ধর্ব্ব) ও রথ-স্বন (যক্ষ) বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। শিঙমার দেখ। (১১) মিত্র-দেব চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (১২) মিত্র দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অন্ততম। বহি দেখ। (১৩) যক্ষ মণিভদ্রের অন্ততম পুত্র। পুণ্যজনী দেখ। (১৪) ত্রিকুষের মদিরা নামী পত্নীর গর্ভে মিত্র প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বায়ু-২৪। ভাগ-২স্ক-২৫। উপচিত্রা দেখ। (১৫) অংশ, মিত্র, প্রভৃতি নামে খ্যাত দ্বাদশ আদিত্য পরমাশ্রা সূর্য্যোরাই বিভিন্ন মূর্ত্তি। মিত্র নামক অন্ততম মূর্ত্তি বায়ু-আহার করিয়া নিরন্তর তপস্তা করিতেছেন এবং মৈত্র নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তগণকে বিবিধ বর প্রদান করিতেছেন। এই মূর্ত্তি এইভাবে জগতের হিতার্থে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

বলিয়া, মিত্র নামে কথিত হন । মিত্র নামক আদিত্য মার্গশীর্ষ মাসে জগতকে তাপ দান করেন । মিত্র এক সহস্র রশ্মিধারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন । ব্রহ্মপু-৩০, ৩১ । (১৬) জনৈক ধর্ম্মাশ্রয় কায়স্থ । তাঁহার পুত্র সূর্য্যো-পাসক চিত্র । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৩২ ।

মিত্রক—নকুলীশ নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের শিষ্য । মিত্র (৮) দেখ ।

মিত্রকেশী—জনৈক অপ্সরা । অর্জুনের জন্ম হইলে অন্তান্ত অপ্সরাগণসহ আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল । মহাভা-আদি-১২৩ ।

মিত্রকৃৎ—ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি মনুর অন্ত-তম পুত্র । হরি-হরি-৭ । অদূর দেখ ।

মিত্রজ্যোতি—নরপতি মরুস্তের ভামাতা । তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ মোক্ষদর্শী কতিপয় পুত্র জন্মে । তাঁহার সকলে যতি-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হন । বায়ু-২৩ ।

মিত্রদেব—ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি মনুর অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-৭ । অদূর দেখ ।

মিত্রদেবী—যদুবংশীয় দেবকের অন্ত-তম কন্যা ও বসুদেবের অন্ততম পত্নী । মৎ-৪৪ । অগ্নি-২৭৫ । দেবক ও বসুদেব দেখ ।

মিত্রনন্দন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির পত্নী গান্ধারীর গর্ভে মিত্রনন্দন ও সুমিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে । লি-৬২ । মৎ-৪৫ । বায়ু-২৬ । বৃষ্ণি দেখ ।

মিত্রনেত্রা—মহেশ্বরীর শরীরসম্বৃতা অন্ততমা মহাশক্তি । স্বল্প-কাশী-উত্ত-৭২ । শক্তি দেখ ।

মিত্রবতী—শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে সাত প্রভৃতি কতিপয় পুত্র এবং মিত্রবতী নামে এক কন্যা জন্মে । জাম্ববতী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ ।

মিত্রবরুণ—মিত্রাবরুণ দেখ ।

মিত্রবান্—ঋতসাবর্ণি মনুর অধি-কারকালে দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহ ও সুবর্চা, ইহারা মনু-পুত্র ছিলেন । বায়ু-১০০ । (২)

শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী মিত্রবিন্দার গর্ভে মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে । মৎ-৪৭ । (৩) জাম্ব-বতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-১৬০ । জাম্ববতী দেখ । (৪) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির অন্ত-

তম পুত্র । হরি-হরি-৭ । অদূর দেখ । (৫) দেববান্, উপদেব, দেব-শ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহ ও সুবর্চা, ইহারা দক্ষপুত্র (দ্বাদশ) মনুর পুত্র । গরু-পু-৮৭ । (৬) দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ মিত্রবান্ নামক অজ্ঞাপালের নিকট গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে । পদ্ম-উত্ত-৭৬ ।

মিত্রবাহ—গরু-পু-৮৭ । মিত্রবান্ দেখ ।

মিত্রবাহু—(১) দ্বাদশমহুর অস্ত্র-
তম পুত্র । হরি-হরি-৭ । অদূর
দেখ । (২) নাথজিতির গর্ভজাত
শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতম পুত্র । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।
মৎ-৪৭ । শ্রীকৃষ্ণ ও নাথজিতি দেখ ।
(৩) ঋতসাবর্ণি মহুর অধিকারকালে
অস্ত্রতম মহু-পুত্র । মিত্রবান্ দেখ । (৪)
দক্ষতনয় দ্বাদশ মহুর অস্ত্রতম পুত্র ।
গুরু-পু-৮৭ । মিত্রবান্ দেখ । (৫)
জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতম
পুত্র । হরি-হরি-১৬০ । জাম্ববতী দেখ ।

মিত্রবিনায়ক—সিদ্ধিদাতা গণেশের
অস্ত্রতম নাম । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭ ।

মিত্রবিন্দু—জাম্ববতী, মিত্রবান্ (২)
ও (৫) দেখ ।

মিত্রবিন্দা—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতমা
পত্নী । শ্রীকৃষ্ণ ও মিত্রবান্ দেখ ।

মিত্রবিন্দু—ঋতসাবর্ণি মহুর অধি-
কার কালে তিনি অস্ত্রতম মহুপুত্র
ছিলেন । মিত্রবান্ দেখ ।

মিত্রভানু—অস্ত্রতম রাজর্ষি । মহাভা-
অমুশা-১৬৫ । রাজর্ষি দেখ ।

মিত্রযু—(১) নৃপতি দিবোদাসের
পুত্র । তাঁহার অপর নাম মৈত্রায়ণ ।
মিত্রযুর পুত্র মৈত্রেয় । মৎ-৫০ । বায়ু-
৯৯ । দিবোদাস দেখ । (২) মিত্রযুর
পুত্র চ্যবন । বিষ্ণু-৫র্থ-১৯ । বৃহৎ-
মধ্য-২২ । গুরু-পু-১৪৪ । (৩) বেদ-
ব্যাসের অস্ত্রতম শিষ্য রোমহর্ষণ ।
রোমহর্ষণের ছয়জন প্রধান শিষ্যের

অস্ত্রতম মিত্রযু । বিষ্ণু-৩য়-৬ । বায়ু-
৬১ । অকৃতত্ব দেখ ।

মিত্রসহ—(১) সগরবংশীয় স্ত্রীদাস
নৃপতির পুত্র । তিনি সৌদাস ও
কন্দ্রাবপাদ নামেও বিখ্যাত ছিলেন ।
তিনি একদিন বনে মৃগয়া করিতে
যাইয়া দুইটি ব্যাঘ্র দেখিতে পান ।
তিনি ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটিকে বধ
করেন । মরণকালে ঐ ব্যাঘ্র এক
ভীষণাকার রাক্ষসের রূপ ধারণ করে ।
দ্বিতীয় ব্যাঘ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ
নইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্রহিত
হইল । কিছুদিন পরে মিত্রসহ এক
যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞে ঐ ব্যাঘ্র পাচক-
রূপ ধারণ করিয়া আসে এবং ছলনা
করিয়া বিশিষ্ট ঋষিকে নরমাংস পরি-
বেশন করে । বিষ্ণু-৩র্থ-৪ । কন্দ্রাব-
পাদ দেখ । ভাগ-৯ঙ্ক-৯ । অশ্বক ও
মদয়ন্তী দেখ । (২) মিত্রসহ অরণ্যে
কুরবৃদ্ধি ও কুরাক্ষ নামে রাক্ষসদ্বয়কে
বধ করেন । স্বন্দ-নাগ-৫৩ । (৩) মিত্র-
সহ নরপতি সাত্ৰমতী নদীতে স্নান
করিয়া বিশিষ্টের শাপ হইতে মুক্তি লাভ
করেন । পদ্ম-উত্ত-১৩৬ ।

মিত্রসেন—মিত্রবান্ দেখ ।

মিত্রহা—(১) মিত্রবান্ দেখ । (২)
মহিষাসুরের অস্ত্রতম অহুচর । বরা-
৯৪ ।

মিত্রা—মহর্ষি বকের জননী । বক
দেখ ।

মিত্রাতিথি—ব্রহ্মদেবের পিতা। ঋক্
১০।৩৩।৭।

মিত্রাবরুণ—(১) মিত্র ও বরুণ
নামক দেবদ্বয় অধিকাংশ পুরাণেই
একত্রে মিত্রাবরুণ নামে উল্লিখিত
হন। ঋগ্বেদে মিত্র ও বরুণ পৃথক
ভাবেও উল্লিখিত আছেন। মিত্রা-
বরুণ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ
করেন। মিত্র হইতে বশিষ্ঠ ও বরুণ
হইতে অগস্ত্য জন্মলাভ করেন। শিব-
ধর্ম-১১। মিত্রাবরুণ অথবা (মিত্র
এবং বরুণ) দ্বাদশ আদিত্যের অন্ত-
তম। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও
মিত্র দেখ। (২) প্রজাপতি মনু,
পুত্র কামনায় যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ-
কুণ্ড হইতে মিত্রাবরুণের অংশে ইলা
নামে এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-৭।
বিষ্ণু-৪র্থ-১। বায়ু-৮৫। শিব-ধর্ম-৬০।
ইলা দেখ। (৩) কাশীস্থিত মিত্রা-
বরুণ নামক শিবলিঙ্গদ্বয়ের অর্চনা
করিলে তাঁহাদের লোকে যাওয়া যায়
স্বন্দ-কাশী-উক্ত ২৭।

মিত্রবিন্দা—মিত্রবিন্দা গঙ্গার অংশ-
ভূতা ছিলেন। গর্গ-গোল-৩।

মিথি—(১) নিমির পুত্র মিথি।
মধ্যমান অরণী হইতে তাঁহার জন্ম হয়
বলিয়া তিনি এই নামে পরিচিত হন।
এই মিথিই ঐরূপে জন্ম-নিবন্ধন জনক
নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।
তাঁহারই নামানুসারে মিথিলা নামে

নগরী হইয়াছে। বায়ু-৮২। (২)
বশিষ্ঠের শাপে নিমি দেহত্যাগ করিলে
মুনিগণ অরাজকতাভরে অরণীতে মন্থন
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে
এক পুত্র উৎপন্ন হইল। জনকের
(পিতার) দেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া,
তাঁহার এক নাম হয় জনক। ঐ সস্তা-
নের পিতা (নিমি) বিদেহ হইয়া-
ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অপর নাম
হয় বৈদেহ। মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম
হয় বলিয়া, তাঁহার অপর আরও একটি
নাম হয় মিথি। মিথির তনয় নন্দি-
বর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ম। (৩) নিমির
পুত্র মিথি। মিথির তনয় জনক।
জনকের আশ্রয় উদাবসু। রামা-
আদি-৭১। (৩) রাজা মিথি ধর্ম্মা-
নুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি
রাজস্বের কোনও অংশ নিজ কার্য্যে
ব্যয় করিতেন না। রাজকার্য্যের জন্ত
নিয়োজিত কোনও ব্যক্তিকে, নিজ
কার্য্যের জন্ত আদেশ দিতেন না।
তাঁহার মহিষী রূপবতী এজন্ত তাঁহাকে
অনুযোগ দিতেন। একবার মিথি
নিজ পত্নীকে লইয়া, নিজেদের ব্যব-
হারোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার
জন্ত, স্বহস্তে ক্ষেত্র শোধন করেন।
বরা-২০৮। রূপবতী দেখ।

মিথিল—মিথি নামক নরপতিরই
নামান্তর।

মিথু—আষ্টিসেন নামক নরপতি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। তখন মিশ্র নামক দৈত্য তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া, রাজাকে রসাতলে লইয়া যায়। রাজার পুরোহিত-পুত্র দেবাপি আরাক্ষ নাম মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া শিবের অমৃতের নদীর সাহায্যে আষ্ট্রসেনকে উদ্ধার করেন। ব্রহ্মপু-১২৭।

মিথুন—প্রজাপতি-তনয় চিতি ও মিথুন কোনও সময়ে সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন। তাহাতে চিন্তার উদয় হয় এবং তদবধি ঐ কল্পের নাম হয় চিন্তক। ব্রহ্মা-২০।

মিথ্যা—(১) অশ্বের পত্নীর নাম মিথ্যা। তাঁহার চক্ষু দুইটি মার্জ্জারের চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। মিথ্যার গর্ভে দন্ত জন্মগ্রহণ করেন। কঙ্কি-১ম-১। ভাগ-৪৯-৮। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। অশ্ব-৩ ও দন্ত দেখ।

মিশ্রকেশী—(১) দক্ষ-কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুবা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অমরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। অমরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচ্যে প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৪। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (৩) অন্তান্ত অমরাদিগের ন্যায় অমরা মিশ্রকেশী কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া নৃত্য নৈতাদি করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) অন্তরা, অলম্বুবা, অদ্রিকা, আশী, কমলা, তিলোত্তমা, ধারবত্যা, পর্ণিনী,

পুত্রিকা, পুণ্ডরিকা, পূর্ণিতা, প্রিয়-মুখ্যা, বাপী, বিদ্যাংবর্ণা, মনোরমা, মারিচী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, লক্ষণা, সুরোত্তমা, সুবরা, সুবাহ, সুপ্রতি-ষ্ঠিতা, সুগন্ধা, সুদন্তা, সুরসা, সুবৃত্তা, সুভূজা, শারদ্বতী, হংসপাদা ও হেমা ইহারা লোকিকী অমরা নামে খ্যাত। বায়ু-৬২। (৫) অলম্বুবা, অসিতা, কাশ্মা, ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমাথিনী, মনোরমা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, লক্ষণা, সুকপা, সুবাহ, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুবসা ও শারদ্বতী ইহারা মৌনেয় অমরা নামে খ্যাত। হরি-হরি-২১৮। (৬) বিম্বাচী, প্রমোচা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অমরাগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য গীত করিতেন। মৎ-১৬১। পদ্ম-সু-৪৫। (৭) উর্জী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুবা, বিম্বাচী, স্মৃতাচী, পঞ্চচূড়া, প্রভৃতি অমরাগণ দেবতাদের অন্তর্ভূত ছিলেন। অন্তান্ত দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব-গণের নামের সহিত যদি এই সকল অমরাদের নাম সাংস্কৃত্য পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভা-অমু-১৬৫। (৮) অলম্বুবা, মিশ্রকেশী, প্রভৃতি অমরাগণ প্রধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রধা দেখ। (৯) স্বায়ম্ভুব যজুর অন্ততম পুত্র প্রহে-তার কন্যা মিশ্রকেশীকে হর্জ্জয় নামক দৈত্যরাজ বিবাহ করেন। মিশ্রকেশীর

গর্ভে স্নদর্শন নামে পুত্র জন্মে।
বরা-১০।

মিশ্রী—বলদেব যোগবলে তমুত্যাগ
করিবার জন্ত সমুদ্রতীরে গমন করিলে
যে মহাকায় সর্প তাঁহার মুখ হইতে
বাহির হইয়া সমুদ্রতীরাভিমুখে গমন
করে তাহাকে কর্কোটক, বাসুকী,
তক্ষক, পুথুশবাঃ, বরুণ, কুঞ্জর,
মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র,
হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকঠ, উগ্রতেজাঃ,
চক্রমন্দ, অতিবশু, দুমুখ, অশ্বরীষ,
প্রভৃতি নাগগণ প্রত্যাঙ্গমন করিয়া
অর্চনা করে। মহাভা-মোঘন-৪।

মিহির—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

মীঠা—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের
রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা অন্ততমা মাতৃকা
ভট্টারিকা দেখ।

মীটুন—মহুবংশীয় ঋক্ষের তনয়।
তাঁহার পুত্র পূর্ণ। পূর্ণের পুত্র ইন্দ্র-
সেন। ভাগ-৯ঙ্ক-২।

মীটু ষ—দেবরাজ ইন্দ্রের তিন পুত্র
জয়ন্ত, ঋষভ ও মীটু ষ। ভাগ-৬ঙ্ক-১৮।

মীন—(১) কাশীরাজ দেবসেনের
অন্ততম পুত্র। কালি-৮৯। দেবসেন
দেখ। (২) অন্ততম রুদ্র। তদ্র-
৩৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

মীনকেতন—কামদেবের এক নাম।
কামদেবের অংশে জন্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-
তনয় প্রত্নান্নও মীনকেতন বলিয়া উল্লি-
খিত হইতেন। গর্গ-বিশ্ব-১৭।

মীনরথ—জনকবংশীয় অনেনার পুত্র
তৎপুত্র সত্যরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

মীলছবী—মরুদগণের মাতা রোদসৌর
নামান্তর। ঋক-৫।৫৩।

মুক—হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও
হ্রাদের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৩।
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

মুকুটা—সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুকুটেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-
লিঙ্গ। সোমাস্থান হইতে মুকুটেশ্বর
কাশীতে আসিয়া বক্রতুণ্ড নামক
গণাধ্যক্ষের নিকট অবস্থান করিতে-
ছেন। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন
করিলে সর্ব-সিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-
কাশী-উত্ত-৬২।

মুকুটেশ্বরী—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী
ব্রাহ্মণগণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা জনৈক
মাতৃকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২। ভট্টা-
রিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করী
কোট-তীর্থে মুকুটেশ্বরী নামে পূজিতা
হন। স্কন্দ-আব-বেবা-১২৮। ভদ্র-
কর্ণিকা দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মর্কট
তীর্থে মুকুটেশ্বরী নামে পরিচিতা।
মৎ-১৩। (৪) সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুকুন্দ—(১) অযোধ্যা নিবাসী
জনৈক ব্রাহ্মণ। পদ্ম-উত্ত-২৯২। (২)
স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে
বিধাতা মুকুন্দ (কুমুদ), কুন্দ ও

কুম্ভ নামে তিনজন অম্বুচরকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। (৪) তত্রোক্ত পয়ত্রিশটি ব্যঞ্জন-শক্তির অন্ততম। তন্ত্র-২৩৮পৃঃ।

মুকুল—অজমীঢ় বংশীয় বাহাশ্বের অন্ততম পুত্র। মুকুলের মোকল্য নামে কতিপয় ক্ষেত্রজ দ্বিজপুত্র জন্মে। তদ্বিত্ত মুকুলের পঞ্চাশ নামে আর এক পুত্রও ছিল। অগ্নি-২৭৮। কুমিল দেখ।

মুক্ত—(১) ভৌত্যমম্বুর অধিকার কালে তিনি অন্ততম সপ্তর্ষি ছিলেন। ভৌত্য (মম্বু) দেখ। গরু-পূ-৮৭। (২) বৈবস্বত মম্বুর অন্ততম পুত্র। পদ্ম-সূ-৭। অবশ্য দেখ।

মুক্তকেশী—দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

মুক্ততেজা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অম্বু-১১৭। শিব দেখ।

মুক্তি—(১) রথন্তর কল্পে মুক্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক ব্যাধ তাঁহার বন্ধলের লোভে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। মুক্তি নারায়ণের আরাধনা করিয়া ব্যাধের হস্ত হইতে ব্রহ্ম পান। স্বন্দ-আব-১৩৩-২৫।

(২) সীতার অর্ধোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

মুক্তিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকা-গণ দেখ।

মুক্তিদা—ভক্তিদা দেখ।

মুক্তীশ্বর—মুক্তি নামক ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। মুক্তি দেখ।

মুখকর্ণী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূত জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুখপ্রফেশ্বর—কাশীধামে মঙ্গলা-গোরীর সমোপে মুখপ্রফেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুখবাণকারী—শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মুখমণ্ডিতা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মুখমোর্ধী—কালনেমী দানবের অনুচর অন্ততম দানব। মৎ-১৭৭।

মুখসেবক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্ততম নাগ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মুখেবিলা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্ত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকা-গণ দেখ।

মুখ্য—(১) সাবর্ণি মম্বুর বংশে মৃতপা, অমৃতাত, মুখ্য প্রভৃতি অম্বর-গণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের প্রত্যেকের

গণে কুড়িজন করিয়া অম্বর ছিল।
গুরু-পু-৮৭। অষ্টমমহুর (সাবর্ণি)
অধিকার কালে দেবতাদের স্তুতপা,
অমিতাভ ও মুণ্য নামে তিনটি গণ
ছিল। ঐ প্রত্যেক গণে একশজন
করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

মুজ—ঋক্বেদের অন্ততম পুত্র ও
অক্রুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বায়ু-৯৬।
উপমহু, অক্রুর ও ঋক্বেদ দেখ।

মুচি—জম্বাসুরের অন্ততম অন্তচর।
পদ্ম-সৃষ্টি-৬৫।

মুচুকুন্দ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় মাক্ষাতার
ওরসে বিন্দুমতীর গর্ভে মুচুকুন্দ জন্ম
গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২। শিব-
ধর্ম-৬০। দেবীভা-৪স্ক-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-
৭। ব্রহ্মপু-৭। লি-৬৫। মাক্ষাতা
দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের
পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসুরদিগকে পরাজয়
করাতে দেবগণ তাঁহাকে নিদ্রারূপ
বর দিয়াছিলেন। সেই বরের ফলে
কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই ভস্মী-
ভূত হইবে এই বিধান ছিল। নারদ-
মুখে শ্রীকৃষ্ণ ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন।
কালযবন যখন কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া
ধারবতী পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন,
তখন শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে মুচুকুন্দ যে গুহায়
নিদ্রিত ছিলেন, সেই গুহায় আশ্রয়
লয়েন। কালযবনও তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ সেইখানে উপস্থিত হইয়া
মুচুকুন্দকে নিদ্রিত দেখিতে পান এবং

পদাঘাতে তাঁহাকে জাগরিত করেন।
মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া সম্মুখে কাল-
যবনকে দেখিতে পান। দেবগণের
বর প্রভাবে কালযবন তখনই ভস্মীভূত
হন। হরি-হরি-১১৪। ভাগ-১০স্ক-
৫০, ৫১। ব্রহ্মপু-২৭৬। বিষ্ণু-৫ম-
২০, ২১। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। গর্গ-৯-২।
বৃহদ-উত্ত-১৭। দেবীভা-৪স্ক-২৪।
(৩) মুচুকুন্দ একবার সমুদয় পৃথিবী
জয় করিয়া কুবেরকে আক্রমণ করেন।
প্রথমে তিনি কুবেরের নিকট পরাস্ত
হন। পরে তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী
বশিষ্ঠের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া জয়
লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৭৪।
(৪) ভগীরথ, মাক্ষাতা, মুচুকুন্দ, পুরু-
রবা, ভরত প্রভৃতি নৃপতিগণ বিধিমতে
গো-দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন।
মহাভা-অনু-৭৬। (৫) মুচুকুন্দ অন্ত-
তন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-
১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (৬) ব্রহ্মার
অধর্ম নিবারণ অসি, পরম্পরায়
রাজচক্রবর্তী ভরতের হস্তগত হয়।
ভরত তাহা ঐলবিলকে দেন। ঐল-
বিলের নিকট হইতে ধুকুমার তাহা
প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে দেন। মহাভা-
শান্তি-১৬৫। মন্ত্রান্ত দেখ। (৭)
অম্বরীষ, গয়, আয়ু, কার্ত্তবীৰ্য্য, অমু-
রুক, মুচুকুন্দ, ক্ষুপ, প্রভৃতি রাজগণের
মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস,
কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসা-

হার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া
 “তাহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।
 মহাভা-অমু-১১৫। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয়
 ইর্য্যবের পুত্র যদু। যদুর মাধব, পদ্ম-
 বর্ষ, যুচুকন্দ, সারস ও হরিত নামে
 পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে যুচুকন্দ
 বিক্রা ও ক্ষক্ষবান্ পর্বতের মধ্যে
 মাহিয়তী নামে এক নগরী স্থাপন
 করেন। হরি-হরি-৯৪। (৯) প্রাচীন
 কালে যুচুকন্দ নামে একজন রাজা
 ছিলেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত
 ছিলেন। যম, বরুণ, কুবের ও
 বিভীষণের সহিত তাহার সখ্য ছিল।
 চন্দ্রভাগা নদী তাহার কণ্ঠারূপে জন্ম
 গ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-৩০। শোভনা
 দেখ। (১০) পাতালের সর্বনিম্ন-
 তলে দৈত্যপতি বলির আবাস স্থান।
 তথায় যুচুকন্দ নামক দৈত্যের পুরীও
 অবস্থিত। বায়ু-৮৮। কৃষ্ণ-পূ-৪৩।
 (১১) যুচুকন্দ রাজার নামে খ্যাত
 ভীর্ষে স্নান করিলে সর্বদা যুদ্ধে জয়-
 লাভ হইয়া থাকে। স্বন্দ-কাশী-উত্ত
 ৮৩।
 যুচুকন্দেশ্বর—কাশীধামে প্রিয়ব্রতেশ্বর
 নামক শিবলিঙ্গের দক্ষিণপার্শ্বে যুচু-
 কন্দেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্তমান।
 স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।
 মুঞ্জ—(১) পৃথিবীর নিম্নভাগে
 চতুর্থতলে মুঞ্জ-প্রভৃতি রাজসগণ বাস
 করিতেন। বায়ু-৫। বৃকবক্ত্র দেখ।

(২) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-বন-২৬।
 মুঞ্জকেতু—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ-
 সভায় উপস্থিত রাজত্ববর্গের অন্ততম।
 মহাভা-সভা-৪।

মুঞ্জকেশ—খসার গর্ভজাত অন্ততম
 দানব। বায়ু-৬৯। (২) নিচন্দ্র নামক
 দানব ছাপরে মুঞ্জকেশ নামক রাজা হইয়া
 জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।
 (৩) মহর্ষি নৈলব স্বীয় গুরু শোন-
 কের নিকট হইতে যে সংহিতা লাভ
 করেন, তাহা তিনি নিজ শিষ্য মুঞ্জ-
 কেশকে শিক্ষা দেন। বায়ু-৬১।
 ব্রহ্মা-৬৭। বিষ্ণু-৩২-৬। শোনক
 ও পথ্য দেখ।

মুঞ্জকেশিণী—অন্ততমা অম্বর।
 বরা-২২।

মুঞ্জযোষা—জনৈক অম্বর। সে
 মেধাবী নানক মূনির তপস্যা নষ্ট করে।
 পদ্ম-উত্ত-৮, ৪৬।

মুঞ্জিকস্থলা—জনৈক অম্বর।
 ব্রহ্মপু-৬৮।

মুণ্ড—(১) ওস্ত ও নিওস্ত নামক
 দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্ততম অমুর চণ্ড
 ও মুণ্ড। দেবী পার্বতীর অংশভূতা
 কোশিকী তাহাদিগকে বধ করিয়া
 চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। দেবীভা-
 ৪২-১৫; ৫২-২৩, ২৪, ২৫, ২৬;
 ১০২-১২। বাম-৫৬। (২) জাল-
 ক্ষর দৈত্যের অমুর চণ্ড ও মুণ্ড। পদ্ম-
 উত্ত-১৬, ১৮। (৩) চণ্ড ও মুণ্ড

নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয় সন্ধ্যা-ভারে
সূর্য্যের আরাধনা করেন। তাঁহাদের
আরাধনায় প্রীত হইয়া সূর্য্যদেব বর
দিতে আসিলে, তাঁহারা বলেন, “আমরা
যেন সৰ্বরোগহর ও সৰ্বদেবের অজ্জয়
হই।” সূর্য্যদেব সেই বর দিলে পর
তাঁহারা সেই সন্ধ্যা-ভারে ভাস্কর দেবের
মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-
১১। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-
আব-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। ব্রহ্মপু-৪০।
(৫) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক
ঋষি। মৎ-১১৫। বৈগায়না দেখ।
মুশুন—(১) রাবণের অল্পতম পুত্র।
রামা-১২। (২) কাশীধামে বরণা নদীর
দক্ষিণকূলে সৰ্ব-বিপদ-নাশক ছগুণ ও
মুগুণ নামক দুই শিবাম্বুর উপস্থিত
থাকিয়া, ক্ষেত্রের রক্ষা করিতেছেন।
ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় বিষয় নিবারণার্থ তাঁহা-
দিগকে দর্শন করা কৰ্ত্তব্য। তত্রস্থ
ছগুনেশ্বর ও মুগুনেশ্বর নামক শিব-
লিঙ্গদ্বয়কে দর্শন করিলে পরম শান্তি
লাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৩৬।

মুণ্ডবিনায়ক—কাশীস্থিত মুণ্ডবিনা-
য়কের মূৰ্ত্তি ভক্তগণের অবস্থা দ্রষ্টব্য।
মুণ্ডবিনায়কের দেহ পাতালে এবং
মুণ্ড কাশীতে অবস্থিত। ভজ্জন্তুই
তাঁহার এই নাম। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।
মুণ্ডবেদঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃত-
রাষ্ট্রের বংশজাত অল্পতম নাগ। তিনি
রাজা জম্বেজয়ের সর্পসঙ্গে বিনষ্ট হন।

মহাভা-আদি-৫৭। (২) একজন ব্রাহ্মণ
সেনাপতি। অঙ্ক-রামা-১৮।

মুণ্ডার্কমুণ্ড—মহাদেবের এক নাম।
ব্রহ্মপু-৩৫।

মুণ্ডাসুরেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-
লিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭।

মুণ্ডি—জনৈক দানব। ত্রিপুর
দানবের পুরী ধ্বংস হইবার সময়ে
তাহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। স্বন্দ-
আব-রেবা-২৮।

মুণ্ডিরভাস্কর—ভাস্কর তীর্থে মুণ্ডির,
কালপ্রিয় এবং মূলস্থান নামে তিন
ভাস্কর অবস্থিত। স্বন্দ-নাগ-৭৬।

মুণ্ডী—মহাদেবের জনৈক গণাধ্যক্ষ।
সৌর-৩৫।

মুণ্ডীশ—অল্পতম শিবাবতার বোণা-
চার্য্য। তাঁহার কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, প্রবাহক
ও উল্লুক নামে চারিজন শিষ্য ছিল।
শিব-বায়-উত্ত-১০। উগ্র, মুণ্ডীশ্বর ও
শিব দেখ।

মুণ্ডীশ্বর—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে
মহাদেব, কোটাবর্ষ নগরে মুণ্ডীশ্বর
নামে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহার
ছগন, কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ (কুম্ভকাদঙ্গ
—বায়ু-২৩) ও প্রবাহক নামে চারি-
পুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মা-২৩। লি-পু-২৪।

মুদাবতী—বিদুরথ নামক রাজার কন্যা
কুজুভ নামক (নানাসুর—উগ্র) দৈত্য
মুদাবতীকে হরণ করে। মার্ক-১১৬।
স্বন্দ-আব-১৮-৩৩। বিদুরথ দেখ।

মুদিতমানসা—সীতার

সহস্র নামের অন্ততম। অদ্ভু-রামা-২৫।
সীতা দেখ।

মুদগগ্রীব—কুণ্ডজঠর দেখ।

মুদগর—(১) নাগরাজ বাসুকীর
বংশজাত অন্ততম নাগ। তিনি রাজা
জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন।
মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের
অন্ততম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মুদগরপিণ্ডক—দক্ষকন্যা কঙ্কর গর্ভ-
জাত অন্ততম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

মুদগরধারী—মহাদেবের এক নাম।
ত্রৈলোক্য-৩৫।

মুদগল—(১) ভরতবংশীয় ভদ্রাস্থের
অন্ততম পুত্র। মৎ-৫০। কপিল
দেখ। (২) বাহ্যাস্থের অন্ততম পুত্র।
হরি-হরি-৩২। বাহ্যাস্থ দেখ। (৩)
অঙ্গিরাবংশীয় এক জন মন্ত্রপ্রণেতা
ঋষি। ত্রৈলোক্য-৬৫। বায়ু-৫২। অঙ্গমীঢ়
দেখ। (৪) মহর্ষি শাকল্যের অন্ত-
তম শিষ্য। ভাগ-১২ স্ব-৬। বায়ু-
৬০। ত্রৈলোক্য-৬৬। (৫) অঙ্গিরাবংশ
অবন্ত, মুদগল প্রভৃতি পঞ্চদশ ভাগে
বিতক্ত। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুব্রহ্ম দেখ।
(৬) অত্রিপুত্র মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের অন্ততম
পুত্র। বায়ু-৭০। বলারক দেখ।
(৭) পুরুবংশীয় পুরুজাহ্নব পুত্র রিক্ষ।
রিক্ষের অন্ততম পুত্র মুদগল। বায়ু-
২২। রিক্ষ দেখ। (৮) অঙ্গমীঢ়-
বংশীয় ভর্যাস্থের অন্ততম পুত্র।

মুদগলের পুত্র দিবোদাস। বৃহৎ-মধ্য-

২২। (৯) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম
পুত্র। হরি-হরি-২৭। গালব দেখ।

(১০) মহর্ষি বেদমিত্রের অন্ততম শিষ্য।

বিষ্ণু-৩২-৪। গালব দেখ। (১১)

অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্ততম আর্ষেয়,

প্রবর। মৎ-১২৬। মৎস্রদগ্ধ দেখ। (১২)

অঙ্গমীঢ়-বংশীয় হর্যাস্থের অন্ততম পুত্র,

মুদগল। এই মুদগল হইতে জাত

ক্ষত্রিয়গণ কোনও কারণে ব্রাহ্মণত্ব

লাভ করিয়া, মোদগালা নামে অভিহিত

হন। মুদগলের পুত্র ব্রহ্মস্ব। বিষ্ণু-

৪র্থ-১২। হর্যাস্থ দেখ। (১৬)

মহর্ষি মুদগলের কোশকার নামে এক

পুত্র ছিল। বাম-২২। কোশকার

দেখ। (১৪) অঙ্গমীঢ়বংশীয় অর্কের

পুত্র হর্যাস্থ। হর্যাস্থের স্ত্রী, মুদগল

প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিল। গরু-পূ-১৪৪।

হর্যাস্থ দেখ। (১৫) মহর্ষি মুদগল

দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরবর্তী কুলগ্রামে এক

যজ্ঞ করেন। নারায়ণ ঐ যজ্ঞের হবিঃ

ভোজন করিবার জন্য লক্ষ্মীসহ তথায়

উপস্থিত হন এবং হবিঃ পান করিয়া

অভিশয় তুষ্ট হন। অতঃপর বিষ্ণু

মুদগলকে, বর প্রার্থনা করিতে বলিলে,

মুদগল বলিলেন,—“আমি প্রতিদিন

দুইবেলা এইস্থানে যজ্ঞাগ্নিতে দুগ্ধধারা

হোম করিতে ইচ্ছা করি। আপনি

আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করুন।”

তখন নারায়ণ সুরভীকে ডাকিয়া বলি-

শেন,—“আমার এই ভক্ত প্রতিদিন এইখানে দুধ দিয়া হোম করিবেন। সেজন্ত আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি প্রতিদিন এখানে আসিয়া তোমার দুগ্ধদ্বারা এই সরোবর পূর্ণ করিবে।” সেই হইতে মুদগল প্রত্যহ দুগ্ধদ্বারা নারায়ণের হোম করিতেন। এইভাবে বহুবর্ষ অতীত হইলে, তিনি মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-সেতু-৩৭। (১৬) ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণদিগের অন্ততর প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ। (১৭) কোনও সময়ে মহর্ষি মুদগল অর্কুদ-পর্কতে নিজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—“দেবরাজ আপনাকে লইয়া যাইবার জন্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন।” মুদগল বলিলেন,—“আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি মর্ত্যে থাকিয়াই মহেশ্বরের আরাধনা করিব।” তখন দেবদূত মুদগলের নিকট নানারূপে স্বর্গের মাহাত্ম্য ও শোভা বর্ণনা করিল। কিন্তু তাহাতেও মুদগল স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তখন দূত স্বর্গে প্রত্যাগমন করিয়া সকল বিষয় ইন্দ্রের গোচর করিল। দূত একেলা ফিরিয়া আসাতে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুদগলকে যেমন করিয়াই হউক লইয়া আসিবার জন্ত পুনরায় দূতকে আদেশ

দিলেন। ইন্দ্রাদেশে দূত পুনরায় মুদগলের সমীপে গমন করিলে মহর্ষি মুদগল তপঃপ্রভাবে তাহার গতি স্তম্ভিত করিলেন। এদিকে দেবরাজ দূতের বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ংই অমুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং মহর্ষি মুদগলের আশ্রমের নিকট আসিয়া দূতকে স্তম্ভিত দেখিলেন। তখন পুরন্দর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মুদগলকে বধ করিবার জন্ত বজ্র লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহর্ষি মুদগল কেবল দৃষ্টিপাত করিয়াই বজ্রধারী ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া মুদগলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিলে, মুদগল ঋষি পূর্বের দ্বায় ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কালক্রমে মোক্ষলাভ করিলেন। স্বল্প-আব-অর্কু-৩৫। (১৮) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শালবতী নামক পত্নীর গর্ভে অষ্টক, মুদগল প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১০। বিশ্বামিত্র দেখ।

মুদ্রা—(১) মাত্রা দেখ। তন্ত্র-৮১২পৃঃ। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

মুনয়—অজিতার গর্ভজাত অজিত দেবতা নামে খ্যাত ঋচির দ্বাদশজন পুত্রের অন্ততম। বায়ু-৬৭। অজিতা দেখ।

মুনি—(১) দক্ষের অন্ততম কন্যা ও কন্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্ততম।

দক্ষ ও কশ্যপ দেখ। (২) অলম্বুবা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি মৌনের অপ্সরাগণ মুনির গর্ভে জন্মেন। গুরু-পু-৬; অগ্নি-১২। ব্রহ্মপু-৩; হরি-হরি-২১। মিশ্রকেশী দেখ। (৩) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে গন্ধর্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১০৪। (৪) মুনির গর্ভে শুক্র নামে কশ্যপের এক পুত্র জন্মে। তিনি বৈশ্বাশ্রয় ভ্রাতা দানবদিগের পুরোহিত ছিলেন। কালিকা-৩৩। (৫) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যাবর্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্র-রথ, শালিশিরা, পর্জন্ত, কলি ও নারদ এই কয় পুত্র জন্মে। তাঁহাদের কেহ কেহ দেবতা এবং কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র দ্যুতিনান। দ্যুতিনানের অন্ধকারক, উষ, কুশল, হৃন্দভি, পাবন, মনোহুগ ও মুনি নামে সাত পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-৩৪। ব্রহ্মপুরাণে (২০অঃ) কুশল ও মনোহুগ নামদ্বয়ের পরিবর্তে যথাক্রমে কুশ্গ ও মন্দগ নাম পাওয়া যায়। অন্ধকারক, উষ, পাবন অর্থকারক ও দ্যুতিনান দেখ। (৭) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুর্ম-পু-৫২। শিব দেখ। (৮) অষ্টবস্তুর অন্ততম আপের এক পুত্র। অগ্নি-১৮। আপ দেখ। (৯) রৈবত-

ম্বস্তুরে মুনি সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। পর্জন্ত, রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১০) বরুণের এক পুত্র চৈত্ব; চৈত্বের যুগি ও মুনি নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৪। চৈত্ব দেখ। (১১) জনক বংশীয় সূহ্যায়ের পুত্র মুনি। তৎপুত্র উর্জ্জবহ। বায়ু-৮২। (১২) সাবর্ণি মনুর অধিকার-কালে অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (১৩) ব্রহ্মপুত্র মনুর অন্ততম তনয় অহঃ। অহের জ্যোতি, শান্ত, শম ও মুনি নামে চারি পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৬। (১৪) রাজা কুরুর অন্ততম পুত্র। মহাভা-আদি-২৪। (১৫) বিশ্বদেব-গণের অন্ততম। মৎ-২০৩। করজ দেখ। (১৬) অজ্জ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনার গর্ভে যজ্ঞ, যজ্ঞহা, পিতা, মুনি, ক্ষেম, ব্রহ্মা, পাপ, স্বাকোটক, কলি ও সর্প নামে দশ পুত্র জন্মে। বায়ু-৬২।

মুনিক—প্রচোত দেখ।

মুনিবল্লভ—অষ্টবস্তুর অন্ততম আপের পুত্র। মৎ-৫। অ'প দেখ।

মুনিবীর্ঘ্য—শ্রাক্তভাগার্হ বিশ্বদেব-গণের অন্ততম। মহাভা-অনু-২১।

মুনিগনোমোহিনা—অন্ততমা অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মুনিগনোহরা—অন্ততমা অপ্সরা। স্বন্দ-কাশী-পু-২।

মুনীশ্বর—একজন ঋত্ব । দেবাসুর যুদ্ধে তাঁহার সহিত কেশীদৈত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল । হরি-হরি-২৪১ ।

মুম্ভ—জ্ঞানৈক সশিত-ব্রত মুনি । হরি-হরি-১৬৬ ।

মুর, মুর, মুর—(১) মুর নামক দৈত্য কণ্ঠপের অস্ত্রতম পুত্র ছিলেন । দেবগণের হস্তে অস্ত্রাস্ত্র দৈত্যদের নিগ্রহ দেখিয়া তিনি তপস্শ্রায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বাহাকে হস্তধারা স্পর্শ করিবেন, সে ব্যক্তি অমর হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । তিনি ঐ বর পাইয়া সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন । ইন্দ্রাদি তাঁহার ভয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন । পরিশেষে তিনি যমকেও আক্রমণ করেন । যম উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং বিষ্ণুর পরামর্শে মুরকে তাঁহারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন । মুরদৈত্য বিষ্ণুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন । বিষ্ণু বলিলেন,—“তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক হও, তবে তোমার হৃদয় ভীত শব্দেরে কল্পিত হইতেছে কেন ?” বিষ্ণুর কথা শুনিয়া মুরদৈত্য বাস্তবিকই তাঁহার দেহ কল্পিত হইতেছিল কিনা তাহা অনুভব করিবার জন্য যেমন নিজবক্ষে হস্তাঙ্গণ করিলেন, অমনই গতাস্থ হইয়া

ভূতলে পতিত হইলেন । বাম-৬০, ৬১ ।

(২) মুর নামক এক দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করণ । এই মুর দৈত্য পঞ্চ মন্তক-বিশিষ্ট ছিলেন । ভাগ-১০ঙ্ক-৫২, ৩ঙ্ক-৩ । বিষ্ণু-৫ম-২২ । ব্রহ্মপু-২০২ ।

(৩) তালজ্ঞপ্ত নামক দৈত্যের পুত্র মুর চন্দ্রাবতী নগরীতে বাস করিতেন । তিনি সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করেন । পরিশেষে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয় । বিষ্ণু ও মুর দৈত্যের হস্তে পরাভূত হইয়া পলায়নপূর্বক এক গুহায় আশ্রয় লন এবং পরিশ্রান্ত হওয়ায় যোগমায়ী অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন । মুর দৈত্যও বিষ্ণুর অনুসরণ করিতে করিতে সেই গুহায় উপস্থিত হন এবং বিষ্ণুকে তথায় নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন । তখন বিষ্ণুর দেহ হইতে নানা অস্ত্র-ধারিণী এক কণ্ঠা আবির্ভূত হন । সেই কণ্ঠার সহিত মুর দৈত্যের যুদ্ধ হয় এবং দৈত্যবর সেই বিষ্ণু-অংশভূতা কণ্ঠার ছক্কে ভস্মীভূত হন । পদ্ম-উত্ত-৮ ।

(৪) মুর দৈত্য নরকাসুরের অস্ত্রতম দ্বারপাল ছিলেন । হরি-হরি-১২০ ।

মুরগা—দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির (অস্ত্র নাম রোহিত প্রজাপতি) অধিকার কালে দেবতাদের সুশর্মা নামক দেব-গণের অস্ত্রতম দেবতা মুরগ্য ছিলেন । বায়ু-১০০ ।

মুরারি—মুর নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর এক নাম হয় মুরারি। মুর দেখ।

মুষল—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অস্ত্রতম পুত্র। মহাভা-অমু-৪।

মুষলী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা বলরামের এক নাম। (২) তস্তোক্ত পদ্মত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্তির অস্ত্রতম। তস্ত-২৮পৃঃ।

মৃষ্টিক—(১) কংসের অনুচর অস্ত্রতম মল্ল। কংস, চাপূর ও মৃষ্টিক নামক দুই মল্লকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। তাহারা উভয়েই কৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-৮৬। অগ্নি-১২। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। শ্রীমহাভা-৫৪। বৃহদ-উত্ত-১৭। ব্রহ্মপু-১২০, ১২৩। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (২) উগ্রসেনের কংস, কঙ্ক, বৃগোধ, স্তনামা, শঙ্কু, স্তব্ধ, রাষ্ট্রপাল, বদ্রমুষ্টি ও মৃষ্টিক নামে কতিপয় পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কংস ও উগ্রসেন দেখ। (৩) বিপ্রচিন্তির বংশ-জাত অস্ত্রতম দানব। কালিকা-৪০। ব্রহ্মপু-২১৩। মুহূর্ত্ত দেখ।

মুহূর্ত্তগণ, মুহূর্ত্তজগণ—প্রজাপতি দক্ষের যে দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্ত নামক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

মুহূর্ত্তা—দক্ষের অস্ত্রতমা কন্যা ও

ধর্ম্মের দশ পত্নীর অস্ত্রতমা। তাঁহার গর্ভে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তজ, মোহূর্ত্তের অথবা মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ২১৮। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৬স্ক-৬। ব্রহ্মপু-৩। কুর্ম্ম-পু-১৬। মৎ-৫। লি-পু-৬৩। গন্ধ-পু-৬। স্বন্দ-অব-রেবা-১২২। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা (দেবগণ)—মুহূর্ত্তা দেখ।

মুহ—উত্তম মমুর অধিকার কালে সত্য নামক দেবতার অনুগ দ্বাদশজন দেবতার অস্ত্রতম। বায়ু-৬২। ব্রহ্ম-৬৮। অধিপ দেখ।

মুহাসর্কশ—মুহ ও অধিপ দেখ। বায়ু পুরাণের মুহ নামের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মপুরাণে মুহাসর্কশ নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপু-৬৮।

মুক—(১) ব্যাসের আদেশে অর্জুন যখন ইন্দ্রকাল পর্ত্তে তপস্তা করিতে যান, তখন দুর্্যোধান মুক নামক দৈত্যকে অর্জুনের তপস্তার বিষ উৎপাদন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঐ মুক দৈত্য অর্জুনের হস্তে নিহত হয়। শিব-জ্ঞান-৬৫। মহাভা-বন-৩৯। (২) অস্ত্রতম দৈত্য সুন্দের এক পুত্রের নাম ছিল মুক। বায়ু-৬৭। ব্রহ্ম দেখ। (৩) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অস্ত্রতম সর্প। তিনি মহা-

রাজ জনমেজয়ের সর্পসঙ্গে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ । (৪) হিরণ্যকশি-
পুর অত্মতম পুত্র হ্রাদ (হ্রাদ) । হ্রাদের
দুই তনয় ছিল—মুক ও তুহু। ব্রহ্মপু-
৩ । (৫) লক্ষাপতি রাবণের অত্ম-
তম সেনাপতি । অদ্ভু-রামা-১৮ ।

মুঢ়—জনৈক দৈত্য । ঋষিকা দেখ ।

মূর্ছা—ধ্রুবের অত্মতম পুত্র পুষ্টি ।
ঐহার পত্নী মূর্ছা । শিব-ধর্ম-৫২ ।
এক ও পুরঞ্জয় দেখ ।

মূর্ত্তি—(১) স্বারোচিষ মধুমত্রে সপ্ত-
মিদের অত্মতম । মৎ-২ । অয় দেখ ।
ঐহার বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন । পদ্ম-
৮৪-৭ । আপ ও বশিষ্ঠ দেখ ।
(২) ধর্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে বিষ্ণুর
চতুর্থ অবতার নরনারায়ণ জন্ম গ্রহণ
করেন । ভাগ-১স্ক-৩, ২স্ক-৭ । নর-
নারায়ণ দেখ । (৩) অত্রি-পত্নী
অনুশ্রীর গর্ভে সত্যানেত্র, ভব্যা, মূর্ত্তি,
অপ ও সোম নামে পাঁচ পুত্র ও শ্রুতি
নামে এক কন্যা জন্মে । লি-৫ ।
অনুশ্রী দেখ ।

মূর্ত্তিজ—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-অমু-১৭ । শিব দেখ ।

মূর্ত্তিম—অশ্বিনীকুমারদের নামাস্তর ।
মহাভা-অমু-১৫৬ ।

মূর্ত্তিনান্—(১) চন্দ্রবংশীয় বলাকাশ্ব
নরপতির পুত্র কুশ । কুশের কুশিক,
কুশনাভ, কুশাশ্ব ও মূর্ত্তিনান্ নামে
চারি পুত্র জন্মে । ব্রহ্মপু-১০ । হরি-

হরি-৭ । কুশ ও অজক দেখ । (৩)
মহাদেবের এক নাম । ব্রহ্মপু-৪০ ।

মূর্ধগ—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-অমু-১৭ । শিব দেখ ।

মূর্ধনী—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পত্নী ।
ব্রহ্মা-২২ । (নামাস্তর মূর্ধনা) । বায়ু-
২৮ । মার্কণ্ডেয় দেখ ।

মূর্ধ্বান্—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি । তিনি অগ্নি ও সূর্য্য দেবতা-
দ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋকমন্ত্র রচনা করি-
য়াছেন । ঋক্-১০।৮৮ ।

মূর্ধ্বাতা—মূর্ধনী দেখ ।

মূর্ধা—ভৃগু-পত্নী দিব্যার বংশজাত
দ্বাদশজন ষাণ্ডিক দেবতার অত্মতম ।
মৎ-১২৫ । অব্যয় দেখ ।

মূল—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর
অত্মতম দ্বারপাল । ভৈরবাব
দেখ ।

মূলক—(১) দৌদাস (নামাস্তর মিত্র-
সহ) নরপতির পুত্র অশ্বক । অশ্বকের
পুত্র মূলক । তৎপুত্র দশরথ । কঙ্কি-
৩য়-৩ । গরু-পু-১৪২ । বিষ্ণু-৪র্থ-৪ ।
অশ্বক দেখ । (২) অশ্বকের পুত্র উরু-
কাম । তৎপুত্র মূলক । পরশুরামের
ভয়ে মূলক দ্রাবিড় ধারণ করিয়া অন্তঃ-
পুরেই বাস করিতেন । মূলকের পুত্র
শতরথ । বায়ু-৮৮ । (৩) অশ্বকের
পত্নী উত্তরার গর্ভে মূলক জন্মগ্রহণ
করেন । তিনি দ্রাবিড় ধারণ করিয়া
অন্তঃপুরেই বাস করিতেন বলিয়া,

নারীকবচ নামে খ্যাত হন। মূলকের চ্ছাত্র দেখ।

পুত্র শতবর্ষ। লি-পু-৬৬।

মূলচারী—সংহিতাকার পৌষ্যজির
অন্ততম শিষ্য লোকাক্ষী। লোকা-
ক্ষীর অন্ততম শিষ্য মূলচারী। বায়ু-
৩১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

মূলপ—অগ্নিরাবংশীয় একজন
গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫।
বৈশালী দেখ।

মূলপ্রকৃতি—(১) মহেশ্বরের শক্তি
উমার নামান্তর। মাহেশ্বরী দেখ।
(২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের
অন্ততম। সীতা দেখ।

মূলপ্রকৃতিসম্ভবা—সীতা দেখ।

মূলবিবর্জিতা—সীতা দেখ।

মূলশ্রী—লক্ষ্মী দেখ।

মূলস্থান—(১) দেবী কণ্ঠেশ্বরী,
ইন্দ্রেশ মহেশ্বর, মূলস্থান সূর্য্য, খঙ্কন
ক্ষেত্রপাল, বাসুকী নাগরাজ, কুর্শপুষ্ঠ
দানব, সনক ঋষি, গোলক রাক্ষস,
নারদ গন্ধর্ব্ব, রম্ভা অম্বর, সবিতা
বক্ষপতি, ইহার প্রভাস ক্ষেত্রস্থ
দ্বারকাপুরীর ঈশান কোণ রক্ষক।
স্কন্দ-প্রভা-৬৭। (২) সূর্য্যের এক
নাম। মৃত্তীর ও সূর্য্য দেখ।

মূলা—দক্ষের অন্ততম কন্যা ও
চতুরস্রসংস্থিত সংখ্যক পত্নীর অন্ত-
তম। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৭।

মূলাহর—অগ্নিরাবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৬। মৎস্তা-

মূলিক—স্বায়ম্ভুব মমুর অন্ততম মানস
পুত্র। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। অমৃত-
বান্ দেখ।

মূষক—(১) দৈত্যপতি বলির অন্ত-
তম অমুচর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

(২) অন্ততম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫
স্কন্দ-নাগ-১১৪।

মূষকাদিন—অন্ততম নাগ। স্কন্দ-
নাগ-১১৩।

মূষলী—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর
নৈঋত কোণ রক্ষকদের প্রভু।
জরিকার দেখ।

মূষিকাদ—জর্জনৈক নাগ। তিনি
বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিতেন।
মহাভা-সভা-২।

মুকু (মুকুণ্ড)—(১) মহর্ষি মার্ক-
ণ্ডেয়ের পিতা। তিনি ভৃগুর পুত্র
ধাতার ঔরসে তৎপত্নী নিয়তির গর্ভে
জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২২। (২)
মুকু মুনি শালগ্রাম তীর্থে মহাতপস্যা
করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া
নারায়ণ তাঁহাকে বর দিতে আসেন।
নারায়ণের বরে মুকু, দ্বিতীয় হরির
সদৃশ, মার্কণ্ডেয় নামক পুত্র লাভ
করেন। বৃহদ্ভা-৪। (৩) মুকু মুনির
আশ্রম হিনালয়ে অবস্থিত ছিল। বায়ু-
৪১। (৪) মমুর কন্যা নিয়তি ভৃগু-
পুত্র বিধাতার পত্নী ছিলেন। তাঁহার
গর্ভে মুকু জন্মেন। গরু-পু-৫। ধাতা-

বিধাতা, প্রাণ, আরতি ও মার্কণ্ডেয়
দেখ। (৫) দক্ষর বংশজাত অন্ততম
দানব। বায়ু-৬২।

মৃগ—(১) তৃণবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নি
দেখ। (২) পুলহের অন্যতম পত্নী
শ্বেতার গর্ভে মৃগ নামে এক হস্তী
জন্মে। যম, ক্রোধ ও ভদ্র দেখ। (৩)
মৃগ, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি পুলহের
সন্তান ছিল। বায়ু-৭০। সৌর-৩০।
পুলস্ত্য দেখ। (৪) পুরুবংশীয় উশী-
নরের মৃগা নামী পত্নীর গর্ভে মৃগ জন্ম
গ্রহণ করেন। বায়ু-৯২। উশীনর
দেখ। (৫) মহাদেবের এক নাম।
পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৬) সধরণ নামক ঋষি
ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন,
“ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া উল্লাসভরে
মৃগ নামক শত্রুকে বধ করিবার জন্য
বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন।” ঋক্-
৫।৩৪।২।

মৃগকেতন—অনিরুদ্ধ দেখ।

মৃগকেতু—কণ্ডপবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। ভৎঋ
দেখ।

মৃগব্যাধ—একাদশ রুদ্রের অন্ততম।
হরি-হরি-১২৬। মহাভা-আদি-৬৬,
১২৩। গুরু-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-১৫।
মৎ-১৭১। স্বন্দ-নাগ-১৪৬। ব্রহ্মপু-
৩। একাদশ-রুদ্র ও রুদ্র দেখ।

মৃগমদোত্তমা—পার্কটীর অন্ততমা

সখী। স্বন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

মৃগমন্দা—দক্ষের কন্যা ক্রোধার গর্ভ-
জাত দ্বাদশজন কন্যার অন্ততমা।
ক্রোধা দেখ।

মৃগভেত্তা—মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-আশ্ব-৮।

মৃগয়—(১) বামদেব ঋষি ইন্দ্রের
স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, “তুমি
প্রবুদ্ধ মৃগয়কে বধ করিয়াছ।” সায়ণ
এই মৃগয়ের কোনও বিবরণ দেন নাই।
ঋক্-৪।১৬।১৩। (২) কণ্ডপবংশীয়
একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২।
বৈবশপ দেখ।

মৃগলাঙ্কন—ব্রহ্মা গগনতীরে ঐ নামে
পুঞ্জিত হন। ব্রহ্মা (১৩৬) দেখ।

মৃগলোচনা—চতুষষ্টি যোগিনীগণের
অন্ততমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগশিরা—দক্ষের বে সাতাইশজন
কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন, মৃগশিরা
তাহাদের অন্ততমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-
ব্রহ্ম-২।

মৃগশীষা—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ত-
তমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগা—পুরুবংশীয় উশীনরের মৃগা,
কুমি, নবা, দর্কা ও দৃষদতী নামে পাঁচ
পত্নী ছিল। তাহাদের মধ্যে মৃগার
গর্ভে মৃগ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯২।
উশীনর ও মৃগা দেখ।

মৃগাক্ষী—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ত-
তমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগাবতী—(১) দেবরাত নামক মূনির কন্যা। বৎস নামক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই মৃগাবতী সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-নাগ-২২। (২) আনর্ভদেশাপতির পত্নী ও রত্নাবতীর মাতা। রত্নাবতী দেখ। (৩) ব্রহ্মার শাপে অশ্বরা অলম্বুযা অমোধ্যাপতি কৃতবর্ষার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মৃগাবতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বিধু দেখ।

মৃগী—ক্রোধার অহতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৬৬। বায়ু-৬৯। ক্রোধা দেখ।

মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ—মৃগধের অক্লব-শায় স্কন্দস্বাতি সাত বৎসর রাজত্ব করার পর, মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে স্বাতি-কর্ণ বশীয় কুন্তল এক বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। মেঘস্বাতি ও রিক্তবর্ণ দেখ।

মৃগোত্তরা—জনৈক অশ্বরা। তিনি জালন্ধর দৈত্যের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। পদ্ম-উত্ত-৮।

মৃজি—চাক্ষুষ-ময়-ভনয় ক্রুর পত্নী। আশ্বিনীর গর্ভে মৃজি জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম-৫২। ক্রুর ও আশ্বিনী দেখ।

মৃড়কায়—অন্ততম দানব। তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

মৃড়প্রিয়—অন্ততম দানব। তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

মৃড়ানী—শঙ্করীর এক নাম। সৌর-৪২। সতী দেখ।

মৃড়ীক—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-প্রবর্তক ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ১৫০। ১৬

মৃতপা—জনৈক দানব। তিনি দ্বাপরে পশ্চিমানুপক নামে রাজা হইলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

মৃত্যু—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ। (২) অনৃতের কন্যা মায়ার গর্ভে প্রাণিগণের সংহারকারী মৃত্যু নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃ-৩। মার্ক-৫০। অনৃত দেখ। (৩) মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা, শোক, ক্রোধ ও অস্ত্রনা নামে কতিপয় সন্তান জন্মে। বায়ু-১০। কৃষ্ণ-পূ-৮। (৪) কলি নিজ ভগিনী দুরুক্তিকেই বিবাহ করেন। দুরুক্তির গর্ভে ভয় ও মৃত্যু জন্মে। ভয় হইতে মৃত্যুর গর্ভে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নামে এক কন্যা জন্মে। কঙ্কি-১২২-১। ভাগ-৪২-৭। দুরুক্তি দেখ। (৫) অধ্যক্ষের অন্যতম পুত্র মৃত্যু। তাঁহার পুত্র কলত্র কিছুই নাই। মহাভা-আদি-৬৬। (৬)

ব্রহ্মা মৃত্যুকে প্রাণীগণের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৭) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হয়। মহাভা-শান্তি-২৫৬, ২৫৭। ব্রহ্মা (১১৭) দেখ। (৮) ব্রহ্মা নিজ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন মৃত্যুকে প্রজা সকলের সংহার কার্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। লোকে মৃত্যুর কবলিত হইয়া শোক-সন্তপ্ত চিত্তে তাঁহাকে অভিশাপ দিবে, এই আশঙ্কায় মৃত্যু কোনও ক্রমে ব্রহ্মার আদেশানুযায়ী কাজ করিতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোষ্ঠীথে বহুকাল ব্যাপিয়া সুদারুণ তপস্তা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে ব্রহ্মা পুনরায় মৃত্যুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রজা-সংহার কার্যে ব্রতী হইতে বলিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। ব্রহ্মা মৃত্যুকে অধম-ভয়ে প্রজা সংহার কার্যে অনিচ্ছুক বুদ্ধিতে পারিয়া বলিলেন—“আমার আদেশ অনুযায়ী প্রজা-সংহারকার্যে ব্রতী হইলে তোমার কোন পাপ হইবে না। আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, যে প্রজাগণ ব্যাধি-পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষদিগকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণকে, ক্লীব হইয়া ক্লীবদিগকে আক্রমণ করিতে

পারিবে। তোমার নয়ন-বিগলিত অশ্রুবিন্দুসমূহ যোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথা সময়ে জীবগণের বিনাশের কারণ হইবে। তুমি তাহাদের বিনাশের সময়ে কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাঁহারাই তোমার পরিবর্তে জীবগণের বিনাশের কারণ হইবেন।” ব্রহ্মা এইরূপে মৃত্যুকে নানাভাবে উপদেশ দিলে মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে প্রজা-সংহার কার্যে ব্রতী হইলেন। সেই অবধি তিনি কাম ও ক্রোধকে প্রেরণপূর্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ-সংহার কার্য সম্পাদন করিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রু জীবগণের ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধির প্রভাবে জীবগণের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। মহাভা-শান্তি-২৫৮। (৯) শ্বেত নামে একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আয়ুকাল পূর্ণ হইলে, বনদূতগণ তাঁহাকে লইবার জন্ত গমন করে, কিন্তু শিবের বরে তাহার শ্বেতের গাত্রে হস্তার্পণ করিতে সাহস করে নাই। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া মৃত্যু স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন। তখন শিবামুচরদিগের সহিত যনামুচরদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং মৃত্যু শিবামুচরদিগের দণ্ডাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মপু-২৪। বম দেখ। (১০) কোনও সময়ে ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে এক যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞে

মৃত্যু শমিতা ছিলেন। মৃত্যু শমিতার কার্যে নিযুক্ত হওয়াতে চরাচর মধ্যে পশু ব্যতীত আর কাহারও মৃত্যু হইল না। মর্ত্যবাসীরা সকলেই অমর হইয়া উঠিল। দেবগণ ইহাতে ভীত হইয়া রাক্ষসগণকে, যজ্ঞাংশের ভাগ দিবেন এই আশা দিয়া, ঋষিগণের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঋষিগণ তাহা জানিতে পারিয়া সমুদয় যজ্ঞ সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র যজ্ঞাগ্নি লইয়া গোমতী নদীর তীরে গমন করিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সম্বন্ধে হইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শিব যজ্ঞ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ঋষিগণ মৃত্যুর সাহায্যে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে দেবতা ও ঋষিগণ মিলিয়া বড়বা কৃত্যাকে মৃত্যুর পত্নী করিয়া দিলেন। ব্রহ্মপু-১১৬। (১১) মৃত্যুর কন্যা সুনীথা মহারাজ অন্ধের পত্নী ও বেণের মাতা ছিলেন। অন্ধ ও বেণ দেখ। (১২) একাদশ ক্রদ্রের অন্ততম মৃত্যু। বায়ু-৬৬। একাদশ-ক্রদ্র ও ক্রদ্র দেখ। (১৩) ব্রহ্মা বায়ুকে বায়ুপুরাণ প্রদান করেন। তৎপরে পরম্পরায় সবিতার নিকট হইতে মৃত্যু উহা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র মৃত্যুর নিকট হইতে উহা পাইয়া বশিষ্ঠকে প্রদান করেন। বায়ু-১০৩। সবিতা ও সারস্বত দেখ। (১৪) বৈবস্বত

মহাস্তরের বর্ষ ঋপরে মৃত্যু বেদ-বিভা-জক ব্যাস হইয়াছিলেন। বেদব্যাস (২২) দেখ। (১৫) দেবাসুর যুদ্ধে মৃত্যুর সহিত ময়দানবেব যুদ্ধ হয়। ময়দানব মৃত্যুকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যান এবং দানব সেনা-পতি জালন্ধরকে প্রদান করেন। জালন্ধর মৃত্যুকে সিদ্ধুর করে সমর্পণ করেন। “লোকসকল নির্ভয়ে বাস করুক” এই মনে করিয়া সিদ্ধু মৃত্যুকে নিজমুগ মধ্যে রাখিয়া দেন। পদ্ম-উক্ত-৫, ৬। (১৬) মৃত্যু ঋগ্বেদের অন্ত-তম দেবতা। সংকুস্তক ঋষি মৃত্যুর স্তব রচনা করিয়া কয়েকটি ঋক্গমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০। ১৮। (১৭) বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের গুহ্য-দেশ হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হয়। অধ্যা-রামা-উক্ত-২। (১৮) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে মৃত্যু নামে কন্যা ও সর্পপ্রকার ব্যাধি জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (১৯) প্রজ্বরের স্ত্রী মৃত্যু। ব্রহ্মবৈ-প্রক্-১। ভৈরব দেখ। মৃত্যুকন্যা—তিনি মহাকালের পত্নী। তিনি দেগিথে কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তাশ্ব-ধারিণী। তাঁহার ছয়টি হাত। তাঁহার চৌষটিজন পুত্রকন্যা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৫।

মৃত্যুঞ্জয়—(১) শিবের এক নাম। শিব দেখ। (২) প্রথম সৃষ্টিকালে সোমনাথ নামক শিবলিঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়

নামে কথিত হইতেন। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১২৪) দেখ।

মৃত্যুঞ্জয়কর—শিবের অত্যন্তম অমুচর। তিনি বহুশতকোটিগণসহ শিব ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পু-১০৩।

মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রস্থ এক শিব লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্ত জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫।

মৃত্যুহত—শিবের অত্যন্তম অমুচর। তিনি বহুশতকোটি গণসহ শিব ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

মুদর—মহুবংশীয় স্বর্ষকের অত্যন্তম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। স্বর্ষক দেখ।

মুহু—(১) অক্রুরের অত্যন্তম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অশ্ববাহু দেখ। (২) স্বর্ষকের অত্যন্তম পুত্র। বায়ু-২৬। স্বর্ষক দেখ। (৩) পাণ্ডববংশীয় নৃপ-ঞ্জয়ের পুত্র মুহু। তৎপুত্র তিথ্য। গরু-পু-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। মেধাবী ও তিথ্য দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আখ-৮। শিব দেখ।

মুহুচাপ—অত্যন্তম দানব। হরি-হরি-৪১।

মুহুপ্রিয়—জনৈক দানব। হরি-হরি-৪১।

মুহুর, মুহুরি—স্বর্ষকের অত্যন্তম

পুত্রধর। ভাগ-২৪-২৪। স্বর্ষক দেখ।

মেকলা—হুগু নামক দানবের পত্নী বিপুলার সৈরিক্তা। পদ্ম-ভূমি-১০৫।

মেগলা—(১) অত্যন্তম শক্তি। তন্ত্র-১৮৫পৃঃ। বেগবতী দেখ। (২) জনৈক আয়ুর্কেদ-তন্ত্রস্ত মহর্ষি। দেবীপু-১১০।

মেঘ—(১) অত্যন্তম দানবপতি। পদ্ম-সৃ-৪২। মৎ-১৪৮। (২) মহা-নায় নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের মেঘ, মেঘবাহ, সারস্বত ও সুবাহ নামে চারিজন শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (৩) বরাহকল্পের সপ্তম ধাপরে জৈগিষব্য নামে যে শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন, তাঁহার মেঘ, মেঘবাহন, সুবাহন ও সারস্বত নামে চারিজন শিষ্য ছিল। লি-পু-২৪। কুর্ষ-পু-৫২। শিব ও জৈগিষব্য দেখ। (৪) দক্ষের অত্যন্তম কন্যা লম্বা। তাঁহার পুত্র বিহ্মাৎ। বিহ্মাতের সন্তান মেঘসকল। ভাগ-৬৪-৬। (৫) মেঘ নামক দানব পাতালের দ্বিতীয় তলে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৬) নৃগণের নিষধ দেশীয় ও নলবংশীয় নয়জন রাজার সাধারণ নাম ছিল মেঘ। বায়ু-৯৯। (৭) বহুপুত্র নামক প্রজাপতির বিহ্মাৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রমুখ নামে চারিপুত্র হয়। হরি-হরি-৩।

মেঘকেশ—দৈত্যপতি হুর্গের অত্যন্তম অমুচর। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মেঘজাতি—নহষের অন্ততম পুত্র।
মৎ-২৪। নহষ দেখ।

মেঘহুমুভি—জনৈক দানব। দেবা-
সুর যুদ্ধে দানবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ
করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১০।

মেঘনাদ—(১) লঙ্কাপতি রাবণের
প্রধান পুত্র। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে
দেবগণকে পরাভূত করিয়া দেবরাজ
ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনয়ন
করেন। এই কারণে মেঘনাদের নাম
হয় ইন্দ্রজিৎ। রামা- উত্ত-৩৩, ৩৪,
৩৫। ইন্দ্র দেখ ও ইন্দ্রজিৎ দেখ।

(২) মহাদেবের অন্ততম গণ। কুর্শ্ম-পূ-
১৬। পদ্ম-ভূমি-১০২। (৩) মেঘ-
নাদ নামক রাক্ষস পাতালে বাস
করিত। দেবীপু-৩, ১০২। (৪)
দেবসেনাপতি স্বন্দের একজন সাহায্য-
কারী সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬।
বৈতালী দেখ। (৫) জটীধরা দেখ।

মেঘনাদা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর
অন্ততম। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ
দেখ।

মেঘনাদেশ্বর—মহাকাল-বনে অব-
স্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চনা
করিলে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। স্বন্দ-
আব-১৩৩-২৩।

মেঘপালক—নহষের অন্ততম পুত্র।
অগ্নি-২৭৪। নহষ ও উত্তব দেখ।

মেঘপূর্ণ—পুণ্ড্রজাতীয় গর্ভজাত অন্ত-
তম ঋক্ষ। বায়ু-৬৯। পুণ্ড্রজাতী দেখ।

মেঘপৃষ্ঠ—ক্রৌঞ্চাধিপতি যুতপৃষ্ঠের
অন্ততম পুত্র। ভাগ-৫ঙ্ক-২০। যুত-
পৃষ্ঠ দেখ।

মেঘপ্রবাহ—সাধা, রুদ্র, বসুগণ
প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত দেবসেনাপতি
স্বন্দের একজন অমুচর। মহাভা-শল্য-
৪৬। বৈতালী দেখ।

মেঘবর্ণ—মহিষাসুরের অমুচর
জনৈক রাক্ষস-সেনাপতি। বরা-২৪।

মেঘবান্—দম্বর গর্ভজাত অন্ততম
দানব। মৎ-৬। ব্রহ্মপু-৩। দম্ব দেখ।

মেঘবাসা—(১) দৈত্যপতি হিরণ্য-
কশিপুর অমুচর অন্ততম দানব। মৎ-
১৬১। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫। (২) মেঘবাসা
দানব বরুণদেবের সভায় উপস্থিত
থাকিতেন। মহাভা-সভা-২।

মেঘবাহ—মহাদেবের অন্ততম গণ।
অন্ধকাসুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়।
কুর্শ্ম-পূ-১৬।

মেঘবাহন—(১) জনৈক দৈত্য।
ব্রহ্মা তাঁহার তপশ্রায় তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে বর দেন যে, বিষ্ণু যদি
তাঁহাকে পাছুকাপ্রহার করেন, তবেই
তাঁহার মৃত্যু হইবে, অন্তথা নহে।
মেঘবাহন এই বর পাঠিয়া দেবতা, ঋষি,
গন্ধর্বগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার
করিতে আরম্ভ করেন। তখন দেবতা-
দের প্রার্থনায় বিষ্ণু পাছুকা-প্রহার
দ্বারা মেঘবাহনকে বধ করেন। স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-৮৪। (২) অশ্বরীষ রাজার

পুত্র সুবর্চা পূর্বজন্মে মেঘবাহন নামে রাজা ছিলেন । তিনি একদা তাঁহার অন্তঃপুরে এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন । সেই পাপে তাঁহার কুষ্ঠ রোগ হয় । মরণান্তে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শরীর লইয়াই তিনি যমপুরে যান । সেখানে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । মেঘবাহনের পিতার প্রার্থনায় বিষ্ণু জাহ্নবীকে তথায় আনয়ন করেন । মেঘবাহন সেই জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন । স্বন্দ-নাগ-১৩ ।

মেঘবাহিনী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জৈনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মেঘনাল—বিষ্ণুর দশম অবতার কঙ্কির অন্ততন। পত্নী রমার গর্ভে বলাহক ও মেঘনাল নামে দুই পুত্র জন্মে । কঙ্কি-৩২-১৭ ।

মেঘনালী—(১) প্রচেতার অন্ততম পুত্র । বায়-৬২ । প্রচেতা দেখ । (২) পর ও দুষণ রাক্ষস-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশজন রাক্ষসবাদের অন্ততন । তিনি রাম হস্তে নিহত হন । রামা-আরণ্য-২৩ ।

মেঘরবা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত অন্ততন মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মেঘসন্ধি—(১) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্তবর্গের অন্ততন । মহাভা-আদি-১৮৬ । (২) মগধরাজ মেঘসন্ধি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব

বন্ধন করেন । তৎপরে তিনি অর্জুনের নিকট পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বশতা স্বীকার করেন । মহাভা-আশ্ব-৮২ ।

মেঘস্বনা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জৈনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতী—(১) মগধ-রাজ লম্বোদরের পুত্র চিবিলক । চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি । তৎপুত্র দৃঢ়মান । ভাগ-১২স্ক-১ । দৃঢ়মান দেখ । (২) মগধের অজ্জবংশীয় আপীতকের পুত্র মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করেন । তৎপরে স্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন । মং-২৭৩ । স্বাতি ও আপীতক দেখ । (৩) মগধের অজ্জবংশীয় বিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি । তৎপুত্র পটুমান । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।

মেঘহাস—রাহুদৈত্যের পুত্র । সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু অমৃত-পানোত্তর রাহুর কণ্ঠচ্ছেদন করিলে, মেঘহাস পিতৃনির্ঘাতনের প্রতিশোধ লইবার জন্ত, গৌতমী তীরে মহাতপস্শায় নিযুক্ত হন । দেবগণ তাঁহার তপস্শায় ভীত হইয়া, তাঁহার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাঁহাকে বর দেন এবং তাঁহাকে নৈক্যতগণের অধিপতি করেন । তখন মেঘহাস দেবগণের প্রতি বৈরি-ভাব পরিভ্যাগ করেন । ব্রহ্মপু-১৪২ ।

মেঘাবর্ত—মহাদেবের এক নাম । ব্রহ্মপু-৪০ ।

মেঘেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিব-
লিঙ্গ। অনাবৃষ্টি-ভয় উপস্থিত হইলে
খ্যাতনামা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বারুণী
শাস্তি করিলে, অনাবৃষ্টি ভয় দূর হয়।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৬।

মেজয়—যদুবংশীয় স্বর্ষকের অগ্ন্যতম
পুত্র। স্বর্ষক দেখ।

মেদ—নাগরাজ ঐরাবতের বংশজাত
অগ্ন্যতম নাগ। তিনি মহারাজ জন-
মেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-
আদি-৫৭।

মেদিনী—(১) পৃথিবীর এক নাম।
নধু ও কৈটভের মেদে সমুদয় পৃথিবী
ব্যাপ্ত হয় বলিয়া, কঁাহার এই নাম হয়।
ব্রহ্মা-৬৯। বায়ু-৬১। পদ্ম-ভূমি-২৯।
ব্রহ্মপু-৪। নধু ও কৈটভ এবং বিষ্ণু
দেখ।

মেদুর—যদুবংশীয় স্বর্ষকের অগ্ন্যতম
পুত্র। স্বর্ষক দেখ।

মেধ—মগধের শূদ্রবংশীয় পু-
ত্র। মেধের তনয় শিরা,
তৎপুত্র শিবদক্ষ। ভাগ-১২৪-১।
যজ্ঞশ্রী ও গোনতী দেখ।

মেধহর্তা—বৈবস্বত নবস্তরে স্ত্রমেধা
নামক গণের অন্তর্ভূত অগ্ন্যতম দেবতা।
ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

মেধা—(১) স্বায়ত্ত্বব মনুর অগ্ন্যতম
পুত্র। স্বায়ত্ত্বব মনু দেখ। (২) দক্ষের
অগ্ন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অগ্ন্যতমা
পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৩) ধর্ম্ম-

পত্নী মৈধার গর্ভে ঋত জন্মগ্রহণ
করেন। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-
১০। (৪) মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ-
পুত্রের অগ্ন্যতম। প্রিয়ব্রত দেখ।
(৫) ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন অর্ধ-
নারী-নর-মূর্ত্তির নামান্তর মেধা। ভদ্রা
ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৬) স্বায়ত্ত্বব
মনুস্তরে স্ত্রমেধা নামক দেবগণের অন্ত-
র্ভূত অগ্ন্যতম দেবতা বায়ু-৬২।
ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা দেখ। (৭)
দেবী সাবিত্রী কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা
নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।
সাবিত্রী দেখ। (৮) দেবী শঙ্করাও
কাশ্মীর মণ্ডলে ঐ নামে পূজিতা হন।
মৎ-১৩। স্বন্দ-আব-রেবা-১৯৮।
ভদ্রকণিকা দেখ। (৯) চতুষষ্টি
যোগিনীর অগ্ন্যতমা। যোগিনীগণ
দেখ। (১০) নবম (দক্ষ-সাবর্ণি)
নবস্তরে মেধা সপ্তর্ষিদের অগ্ন্যতম হই-
বেন। সপ্তর্ষি দেখ। (১১) বিষ্ণুর শক্তি
সরস্বতীদেবীর অমৃতরী আটজন শক্তির
অগ্ন্যতমা। গরু-পূ-৭। সরস্বতী দেখ।
(১২) দক্ষকন্যা মেধার পুত্র শম! কৃষ্ণ-
পূ-৮। (১৩) সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা,
মেধা ও সরস্বতী ইহারা ব্রহ্মার কন্যা।
ব্রহ্মপু-১০২। (১৪) দেবী দুর্গার
এক নাম। দেবীপু-১৬। (১৫)
মেধা, গোরা, ধক্ষী, জালা ও বিদ্ধা-
বাদিনী এই পঞ্চমূর্ত্তিনয়। সর্বকামপ্রদ।
ভগবতী দেবীকে পূজা করিলে, সর্ব-

প্রকার অভাষ্ট কললাভ হইয়া থাকে ।
দেবীপু-৪৪ । (১৬) সীতার অষ্টোত্তর
সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।
(১৭) তত্ত্বোক্ত ষোড়শজন বরশক্তির
অন্ততম । তত্ত্ব-২৩২ পৃঃ । (১৮)
অন্ততমা শক্তি । তত্ত্ব-৫২৫ পৃঃ । শক্তি
দেখ । (১৯) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী
দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা,
জয়া, বিজয়া, ছয়জন কৃত্তিকা প্রভৃতি
জন্ম গ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮ ।
(২০) জ্ঞানের দ্বী বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি ।
ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ ।

মেদোষ—সংহিতাকার বেদদর্শের
অন্ততম শিষ্য । বেদদর্শ দেখ । •

মেধাতিথি—(১) স্বায়ম্ভুব মহুর অন্ত-
তম পুত্র । স্বায়ম্ভুব মহু দেখ । (২) কুরু
বংশীয় কণ্ণের পুত্র প্রতিরথ । তৎপুত্র
মেধাতিথি । এই মেধাতিথি হইতে
বিজয়গণের কাণ্ডায়ন গোত্র হয় । হরি-
হরি-৩১ । (৩) মহারাজ প্রিয়ব্রতের
অন্ততম পুত্র । প্রিয়ব্রত দেখ । (৪)
শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ,
শিব, (শিখ—লি-৪৬) ক্ষেম ও ধ্রুব
নামে তাঁহার সাত পুত্র ছিল । তাঁহার
সকলে ক্ষীর সাগর বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপের
অধীশ্বর ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যে-
কের নামে এক এক বর্ষ ছিল । অগ্নি-
১১২ । কুর্শ-পু-৩২ । বায়ু-৩৩ । বিষ্ণু-
২৪-৪ । ব্রহ্মপু-২০ । গরু-পু-৫৬ ।
(৫) রৈবত মহন্তেরে সুমেধা নামক

দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা ।
ব্রহ্মা-৬৮ । বায়ু-৬২ । অশ্বমেধা দেখ ।
(৬) জনৈক বেদবেদাদ্বিপারগ ঋষি ।
পদ্ম-উত্ত-৮১, ১২৫ । (৭) প্রিয়ব্রত,
উত্তানপাদ, মেধাতিথি, ধ্রুব প্রভৃতি
অনেক ক্ষত্রিয় নরপতি তপস্তাধারাই
স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।
বায়ু-৫৭ । সুমেধা ও রজ দেখ । (৮)
যযাতি বংশীয় কণ্ণের পুত্র মেধাতিথি ।
এই মেধাতিথি হইতে তাঁহার পুত্রগণ
কাণ্ডায়ন বিজ নামে খ্যাত হন । মেধা-
তিথির এক কন্যাও ছিল । বায়ু-৯২ ।
অপ্রতিরথ দেখ । (৯) চন্দ্রবংশীয় স্ত-
মতির পুত্র মেধাতিথি । তৎপুত্র
দুয়ন্ত । দুয়ন্তের তনয় ভরত । বৃহৎ-
নধ্য-২২ । (১০) সক্ষা নামী ব্রহ্মার
মানসী কন্যা তপস্তাধারা দেহত্যাগ
করিয়া মেধাতিথির ঔরসে অরুন্ধতী
নামে জন্ম গ্রহণ করেন । কালিকা-১২ ।
সক্ষা দেখ । (১১) চন্দ্রবংশীয় অপ্রতি-
রথের পুত্র কণ্ণ । কণ্ণের পুত্র মেধা-
তিথি । বিষ্ণু-৩র্থ-১২ । (১২) প্রিয়-
ব্রতায়জ মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধি-
পতি ছিলেন । তিনি ঐ দ্বীপকে
পুরোজব, মনোজ, বেপমান, ধূমানিক,
চিত্ররেফ, বহুরুপ ও বিশ্বাধার নামক
সাত পুত্রের নামে সাত বর্ষে বিভাগ
করিয়া, প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামীয়
এক বর্ষ প্রদানপূর্বক তপস্তার্থ বনগমন
করেন । ভাগ-৫ঙ্ক-২০ । (১২) কণ্ণের

পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রবল প্রভৃতি
 বিজগণ উৎপন্ন হন। ভাগ-২২-২০।
 (১৩) পতির মৃত্যুর পর বিধবার গর্ভ-
 জাত জারজ পুত্রকে গোলক বলে।
 মেধাতিথি নামক একজন রাজা পিতৃ-
 শ্রাদ্ধে অনেক ব্রাহ্মণগণকে দান
 করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ
 গোলক ছিলেন। সেই পাপে মেধা-
 তিথির পূর্বপুরুষগণ স্বর্গ হইতে
 বিচ্যুত হন। মেধাতিথি ইহা জানিতে
 পারিয়া, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিয়া সৎশ-
 জাত ব্রাহ্মণগণকে দান করেন।
 তখন তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পুনরায়
 স্বর্গলাভ করেন। বরা-১৮২। (১৪)
 মহর্ষি মেধাতিথি রাজা উপরিচর বসুর
 যজ্ঞে অস্ত্রতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-
 শাস্তি-৩৩৭। (১৫) শরশয্যাশায়ী
 ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জ্ঞাত
 অস্ত্রাস্ত্র ঋষিগণের সহিত মহর্ষি মেধা-
 তিথিও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-
 অমুশা-২৬। (১৬) মহর্ষি মেধাতিথি
 পূর্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-
 অমুশা-১৫০। তুণ্ড দেখ। (১৭) নবম
 (দক্ষসাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে
 মেধাতিথি সপ্তর্ষিদের অস্ত্রতম ছিলেন।
 গরু-পু-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (১৮)
 পুরুবংশীয় প্রতিরথের পুত্র মেধাতিথি।
 তৎপুত্র ঐনিল। ঐনিলের পুত্র
 হুমন্ত। গরু-পু-১৪৪। (১৯) কথের
 পুত্র মেধাতিথি ঋষিদের একজন মন্ত্র-

দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির
 স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা
 করেন। ঋক্-১।১৩।১।

মেধাবান—রৈবত (পঞ্চম) মন্বন্তরে
 স্রমেধা নামক দেবগণের অস্ত্রতম
 দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্ব-
 মেধা ও রৈবত মনু দেখ।

মেধাবী—(১) প্রিয়ব্রতায়জ্ঞ ভব্যের
 অস্ত্রতম পুত্র। মার্ক-৫৩। কুশোত্তর
 দেখ। (২) পুরুবংশীয় সূতপার পুত্র
 মেধাবী। তৎপুত্র পুরঞ্জয়। মৎ-৫০।
 পুরঞ্জয় ও উর্ব্ব দেখ। (৩) পুরু-
 বংশীয় সুনয়ের পুত্র মেধাবী। গরু-পু-
 ১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। নৃপঞ্জয়, তিমি,
 মদু ও সুখাবল দেখ। (৪) উপেন্দ্র-পুত্র
 মঙ্গলগ্রহের স্ত্রী মেধাবী। তাঁহার গর্ভে
 ঘণ্টেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-
 ব্রহ্ম-২। উপেন্দ্র দেখ। (৫) চ্যবন-
 মুনির পুত্র মেধাবী। মঞ্জুঘোষা নামী
 অশ্বারার সংসর্গে তাঁহার তপশ্রা নষ্ট
 হয়। তিনি পরে চৈত্রেয় কৃষ্ণপক্ষীয়
 পাপমোচনী নামক একাদশীত্রত করিয়া
 পাপ মুক্ত হন। পদ্ম-উত্ত-৪৬। (৬)
 ভদ্রাবতীপুর-নিবাসী ধনপাল নামক
 বৈশ্যের স্রমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী,
 সুকৃত ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামক পাঁচ পুত্র
 ছিল। পদ্ম-উত্ত-৪২। (৭) মহর্ষি
 মেধাবী পূর্বদিকে বাস করিতেন।
 পদ্ম-উত্ত-১৩৫। তুণ্ড দেখ। (৮)
 মগধরাজ পরিপ্লুতের তনয় সুনয়।

তাঁহার পুত্র মেধাবী। মেধাবীর আশ্বজ দণ্ডপাণি। বায়ু-২২। পরি-প্লুত ও দণ্ডপাণি দেখ। (২) মেধাবী নামক এক ব্রাহ্মণপুত্র নিজ পিতাকে সত্যধর্ম ও মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-২৭৭। (১০) গৌতম মুনির পুত্র মেধাবী অপাস্তুরতম মুনিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া, অপাস্তুর-মুনির শাপে শৈলহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশৈলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-ছার-১৪।

মেধা—প্রিয়ব্রতের অতুতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৫। মেধা দেখ।

মেধা—গোলোকের অতুতমা গাভী। স্বন্দ-নাগ-২৫২।

মেধ্যাতিথি—কয় গোত্রীয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮।১।১।

মেন—মেনকা দেখ।

মেনকা—(১) বৈদিকী অপ্সরাদের অতুতমা। মিশ্রকেশী দেখ। (২) গিরি-রাজ হিমাচলের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দক্ষকন্যা সতী জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৫২। শিব-জ্ঞান-১১, ১৫, ১৮। দেবীভা-২৯-১। দৌর-৫৯। বৃহদ-মধ্য-২৩। (৩) ভরত-বংশীয় বিদ্যা-শেখর ঔরসে মেনকা অপ্সরার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন।

মৎ-৫০। (৪) ইন্দ্রসেনের পুত্র বধ্যস্ব হইতে মেনকার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। বায়ু-২২। (৫) একবার অপ্সরা গণের মধ্যে আলোচনা হয় যে, তাঁহারা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবেন, কারণ এইরূপ কথিত হইত যে, পার্কীতী ভিন্ন আর কোনও নারী মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারেন না। ঐ সকল অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা গায়ত্রীরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবার জন্ত প্রয়াস পান। শিব-ধর্ম-৭। প্রমোচা দেখ। (৬) অপ্সরা মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করেন। শকুন্তলা ও বিশ্বামিত্র দেখ। (৭) মেনকার গর্ভে মহর্ষি বিশ্বাসুর ঔরসে প্রমদরা নামে এক কন্যা জন্মে। প্রমদরা দেখ। (৮) বৃত্রের পিতা ত্রিশিরা বিশ্বরূপের তপোভঙ্গের জন্ত, ইন্দ্র মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। দেবীভা-৬৯-১। (৯) দক্ষকন্যা মেনকা পিতৃ-গণের মানসকতা ছিলেন। দেবীভা-২৯-১। (১০) সুমেরুর কন্যা মেনকার গর্ভে গন্ধাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ-মধ্য-১২। সতী দেখ। (১১) মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জালন্ধর দৈত্যের সভায় নৃত্যগীতাদি করিত। পদ্ম-উত্ত-৮। (১২) কলাবতী, ব্রহ্ম-মালা ও মেনকা নামে পিতৃগণের

তিনিই মানসী কন্যা ছিল। পিতৃগণ
 ঐ তিন কন্যাকে যথাক্রমে বিষ্ণুর অংশ-
 ভূতা সূচক্সের, বৈদেহের ও হিমালয়ের
 সহিত বিবাহ দেন। গর্গ-গোল-৮।
 মেনা দেখ। (১৩) মেনকা ও সহজ্ঞা
 অম্বরাদেয় চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য-
 রথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ
 (৮২৫ পৃঃ) দেখ। (১৪) মেনের
 গর্ভজাত মেনকা পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট স্বর্গীয়
 অম্বরাদেয় অস্ত্রতমা ছিলেন। বায়ু-
 ৬২। বর্ণিনী দেখ। (১৫) মেনকা নাম্নী
 অম্বরাদেয় জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্যরথে বাস
 করেন। বিষ্ণু-২২-১০। মিত্র দেখ।
 (১৬) মেরুকন্যা মেনকা পুত্র কামনার
 সাতাইশ বৎসর যাবৎ নিরাহারে,
 অন্নাহারে ও অস্ত্রান্ত নানাবিধ কুচ্ছ,
 সাধনপূর্বক জগন্মাতার আরাধনা
 করেন। তাঁহার স্তবে সন্নিবিষ্ট হইয়া
 জগন্মাতাদেবী মেনকার প্রত্যক্ষীভূতা
 হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন।
 মেনকা প্রথমে আয়ুত্মান বলবীৰ্য্য সম্পন্ন
 শত পুত্র প্রার্থনা করেন এবং তৎপরে
 কুলানন্দকারিণী এক কন্যাও প্রার্থনা
 করেন। জগন্মাতা মেনকার প্রার্থনা
 পূর্ণ করিয়া বলেন—“তোমার প্রথম-
 পুত্র অতি বীৰ্য্যবান হইবে, এবং
 দেবমন্ত্রস্থের কল্যাণসাধনার্থ আমি
 স্বয়ংই তোমার কন্যাক্রমে জন্মগ্রহণ
 করিব।” অতঃপর মেনকার গর্ভে
 প্রথমে মৈনাক নামে এক পুত্র ও তৎ-

পরে আরও কতিপয় মহাবীৰ্য্যবান
 পুত্র জন্মে। পরিশেষে জগন্মাতা
 কালিকা মেনকার গর্ভে পার্শ্বতীক্রমে
 জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৪১। (১৭)
 মহাদেবের গণ ভৈরবের ঔরসে উর্ক-
 শীর গর্ভে স্রবশ নামে এক পুত্র
 জন্মে। ঐ পুত্র গন্ধর্ব্ব-রাজ ধৃতরাষ্ট্রের
 কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার
 গর্ভে রুক নামে এক পুত্র জন্মে। রুক
 পদ্মীর নাম মেনকা। মেনকার গর্ভে
 রাহ নামে এক পুত্র জন্মে। কালিকা-
 ৮২। (১৮) মেনকা স্বর্গের প্রধান
 অম্বরাদেয় অস্ত্রতমা ছিলেন। তিনি
 ব্রহ্মলোকে বাস করিতেন। মহাভা-
 আদি-৭৪। (১৯) মেনকা, স্মৃতাচী
 প্রভৃতি অম্বরাদেয় কুবেরের সভায়ও
 নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০।
 (২০) দ্বারকাতীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র
 প্রতিষ্ঠিত এক কুণ্ড আছে। একদা
 চৈত্রমাসে, শুক্লাভূতীয়া তিথিতে, যম-
 দৈবত নক্ষত্রে, রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে,
 এক মৃগী ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া ঐ কুণ্ডে
 পতিত হয় এবং কুণ্ডজলমাছাঘ্নে জন্মা-
 স্তরে মেনকা নাম্নী অম্বরাদেয় হয়। পরে
 ঐ তীর্থ-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া মেনকা
 ঐ স্থানে স্নানার্থ গমন করেন এবং
 ঐ স্থানেই বিশ্বামিত্র মুনির সহিত
 তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বন্দ-নাগ-৪২।
 (২১) নরনাথ বিনায়ক, তরুণার্ক সূর্য্য,
 দুর্কীসা ঋষি, নাগরাজ তরুণ, সেনানী

কার্তিকেয়, রাক্ষস মহাহনু, দীর্ঘনথ নামক দানব, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, সনৎকুমার এবং বশিষ্ঠ, ইহঁরা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পূর্বদ্বার-রক্ষক ছিলেন। স্বল্প-প্রভা-দ্বার-১৭। (২২) অম্বুলোচা। মেনকা প্রভৃতি দ্বাদশজন অম্বর। নৃত্যগীতদ্বারা সূর্যাদেবকে অর্চনা করিতেন। কুর্শ-পু-৪১। অম্বুলোচা দেখ। (২৩) অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

মেনা—(১) হিমাচল-পত্নী মেনকার নামান্তর। মেনা অগ্নিধাতু নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মা-৩১। (২) মেনা অগ্নি-ভার্যা স্বধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৬। (৩) মৈনাক নামক এক পুত্র ব্যতীত মেনার গর্ভে উন্মা, একপর্ণা ও একপাটলা নামে তিন কন্যা জন্মে। বায়ু-৭১, ৭২। পদ্ম-সৃষ্টি-২। (৪) মেনা নামে একজন অম্বরও ছিল। সে দুর্কাসার তপোভঙ্গ করিবার জন্য গমন করে। ব্রহ্মবৈ-রুক্ষ-২২, ২৩। (৫) অঙ্গিরার পুত্র সবা ঋষি, ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, “হে ইন্দ্র! তুমি বৃষণশচ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলে।” সায়নাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করেন। তাহাতে আছে ইন্দ্র বৃষণশচ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন এবং পরে ঐ কন্যাকে প্রাপ্ত-যৌবনা দেখিয়া

তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। ঋগ্বেদ সংহিতায় কোথাও এই গল্প নাই। ঋক্-১।৫২।১৩।

মেরু—(১) নামান্তর। সুরমেরু। তিনি বর্হিষদ পিতৃগণের কন্যা ধারিণীকে বিবাহ করেন। ধারিণীর গর্ভে মন্দর (পর্বত) নামে পুত্র ও বেলা, আয়তি ও নিয়তি নামে তিন কন্যা জন্মে। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (২) মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও বিয়তি। সৌর-২৬। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত আছে—মেরুর (সুরমেরুর) তিন কন্যা—বেলা, আয়তি ও নিয়তি। (৩) মেরুর দুই কন্যা—আয়তি ও নিয়তি। মার্ক-৫২। বিষ্ণু-১ম-১০। কুর্শ-পু-১৩। (৪) মেরুর কন্যা মেনকা। শ্রীমহাভা-৬। (৫) মেরু নামে একজন তপঃসিদ্ধ ত্রিলোক-বিখ্যাত মুনি ছিলেন। মহাভা-অমুশা-১৭। মার্কণ্ডেয় দেখ। (৬) গিরিগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন মেরু দোহা হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ব্রহ্মপু-৪। বায়ু-৬২। বসুধা দেখ। (৭) দক্ষকন্যা দমুর গর্ভজাত অন্ততম দানব। বায়ু-৬৮। মেরুদেবী—(১) উরুক্রম নামক বিষ্ণুর অষ্টম অবতার, নাভির ঔরসে এবং মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পু-১। (২) মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পু-৫৪। ঋষভ ও নাভি দেখ।

মেরুনন্দ—সরোচের অন্ততমা পত্নী বিভাবরীর গর্ভে, মেরুনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৬৬। সরোচঃ দেখ।

মেরুসাবর্ণি—(১) ভবিষ্যৎ মনুদিগের মধ্যে মেরুসাবর্ণি প্রথম মনু ছিলেন। তাঁহার নামান্তর রোহিত প্রজাপতি। তাঁহার অধিকার কালে মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দুষ্টিমান, সবন, হব্যবাহন ও সপ্ত, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্রগণের নাম—ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, তুরিহায়, ঋচীক, অষ্টহত ও গয়। হরি-হরি-৭। (২) ভোতামনুর পরে ব্রহ্মহনু মেরুসাবর্ণি মনু প্রাহু-ভূত হন। মং-২। (৩) প্রথম (ভবিষ্যৎ) মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মনুর (নানা-স্তর—রোহিত প্রজাপতি), পুত্রগণ মরীচিগর্ভ, সুশর্ম্মা ও পার এই তিন গণে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণ আবার ছাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। বাজ্রিয়, বাজ্রিজিৎ, প্রভৃতি, ককুদী, দধিক্রাবা, অয়পকু, প্রণীত, বিজয়, মধু, তেজস্বান্ এবং অথর্বধ্বয়, ইহারা মরীচিগণের অন্ত-ভূত ছিলেন। অঙ্গ, বর্ণ, বিশ্ব, মুরগা, ব্রজন, অমিত, দ্রবকেতু, জম্বোদ্ব, অজস্র, শক্রক, স্তনেমি ও হাটপা, ইহারা সুশর্ম্মাগণের অন্ত-ভূত। ঐশ্বর্য্যাসংগ্রহ, রাহ, বাহবশ প্রভৃতি পারগণের অন্তর্গত ছিলেন।

আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্তত আচে ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, তুরিহায় ও বৃহদ্রথ ইহারা মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্র। বায়ু-১০০। (৪) সাবর্ণি নামে পাত মনুদের মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র চারিজন মনু, মেরুসাবর্ণি নামে পাত। তাঁহারা দক্ষের কন্যা প্রিয়াব গর্ভে জন্মেন। সেই অনুসাবে তাঁহারা দক্ষের দৌহিত্র হন। এই মেরুসাবর্ণি মনুগণ মেরু-পর্কতে থাকিয়া তপস্তা করিতেন। ব্রহ্মপু-৭। মনু ও সাবর্ণিমনু দেখ। (৫) সাবর্ণিমেরু নামক পর্কতে মেরু-সাবর্ণি নামক বিখ্যাত তপস্বী বাস করিতেন। স্বর্গীয় সীতার অন্বেষণে বানরগণকে তাঁহার নিকট সংবাদ জানিতে প্রেরণ করেন। রামা-কিঙ্কি-৪২। মেরুসাবর্ণির দুহিতা স্বয়ম্ভাভা তাপসীরূপে কাঞ্চনবনে অবস্থান করিতেন। সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ পর্গাটন করিতে করিতে হনুমান তাঁহার সাক্ষাৎ পান। রামা-কিঙ্কি-৫১।

মেঘ—(১) অন্ততন রুদ্র। তদ্ব-৩৮পৃঃ। (২) লঙ্কাপতি রাবণের অন্ত-তম সেনাপতি। অঙ্কু-রামা-১৮।

মেঘকী—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মং-১২২। বৈবশপ দেখ।

মেঘপ—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মং-১২২। বৈবশপ দেখ।

মেঘবৃষণ—ইন্দ্রের একনাম । শিব-ধর্ম-১১ ।

মেঘরোমা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত্তা জনৈক মাতৃকা । সাতা দেখ ।

মৈত্রাবরুণ—(১) একজন ঋষি । অথবা বশিষ্ঠেরই নামান্তর । (২) ব্রহ্মা, উদ্যাতা, হোতা ও অধ্বর্যু এই চারিজন যজ্ঞ নিকাহকের প্রত্যেকের আরও তিনটি করিয়া পরিবার থাকে । হোতার পরিবারত্রয়্যের নাম—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুত । পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪ । (৩) পুলস্ত্যের নানস হইতে মৈত্রাবরুণের জন্ম হয় । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২ । (৪) বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বজ, মৈত্রাবরুণ ও কুণ্ডিণ, এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মক্ষেত্রে বাস করিতেন । ভরদ্বজ দেখ । (৫) পুর্বোক্ত সাতজন মহর্ষি এবং সহায়, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ ইহারা ময় ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতা । ইহারা ই মহাদির কণ্ঠা এবং বিশ্বেশ্বর ধ্বংসকারক । ইহারা সমস্ত ব্রহ্মের বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন । ব্রহ্মা-৩৫ ।

মৈত্রাবরুণি—বশিষ্ঠের এক নাম । মিত্রাবরুণ দেখ ।

মৈত্রায়ন—দিবোদাস-তনয় মিত্রয়ুর নামান্তর । মিত্রয়ু দেখ ।

মৈত্রিবর—অজিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্ততম আর্ষের প্রবর । মৎ-১২৬ । মানব দেখ ।

মৈত্রী—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্মের অন্ততমা পত্নী । দক্ষ ও ধর্ম দেখ ।

মৈত্রীকৃত—মহেশ্বরীর শরীরসমূহতা অন্ততমা শক্তি । শক্তি দেখ ।

মৈত্রেয়—(১) মহর্ষি বকের একনাম । বক, মিত্র ও দলভ দেখ । (২) দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু । তাঁহার তনয় মৈত্রেয় । তাঁহার পুত্র চৈত্তবর । মৎ-৫০ । (৩) মৈত্রেয়ের তনয় সোমক । তৎসমুত্ত জম্বু । অগ্নি-২৭৮ । (৪) মহর্ষি মৈত্রেয় পরাশর মুনির শিষ্য ছিলেন । তাঁহারই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর যাজ্ঞ কীর্তন করেন, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের প্রতিপাণ্ড বিষয় । (৫) মহর্ষি মৈত্রেয় অন্যান্য ঋষিগণসহ তাঁয়ের শরশয্যা-পাশে উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-শাস্তি-৫৬ । (৬) মহর্ষি মৈত্রেয় বেদব্যাসকে বিদ্যা, দান ও তপস্তার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও বেদব্যাসও তাহার উত্তর দেন । মহাভা-অনুশা-১২০-১২২ । (৭) শাল্যনি, শাকটাক্ষ, মৈত্রেয়, খাণ্ডব, দ্রোণায়ণ, রোমায়ণ, অপিশলি, কায়নি ও হংস-জিহ্ব, এই সমুদয় ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষিদিগের আবেশ প্রবর তিনটি—যথা ব্রহ্মা, ভৃগু ও দিবোদাস । এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । মৎ-১২৫ ।

মৈত্রেয়ী—(১) মহর্ষি বাজবল্যের

অন্ততঃ পত্নী । তিনি পতির অতি প্রিয়া ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সপত্নী কাত্যারনী তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিতেন । স্বন্দ-নাগ-১২২ ।

মৈত্রেয়েশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ একটি শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩ ।

মৈথিল—(১) কুরুবংশীয়দিগের পরে আটাইশজন মৈথিলরাজ্যে মগধে রাজত্ব করেন । ম২-২৭২ । (২) সীরধ্বজ নৃপতির পুত্র ভাস্কর্য্য মৈথিল নামেও পরিচিত ছিলেন । তাঁহার পুত্র স্তম্ভায় । বায়ু-৮২ ।

মৈথিলী—মৈথিল্যর রাজ্যের কন্যা সীতা মৈথিলী নামে খ্যাতা ছিলেন । সীতা দেখ ।

মৈনাক—(১) পিতৃগণের মানসী কন্যা হিমাচল-পত্নী মেনকার গর্ভে মৈনাক জন্মগ্রহণ করেন । ম২-১৩ । হরি-হরি-১৮ । মার্ক-৫২ । শিব-বায়ু-পূ-১৫ । অগ্নি-২ । ব্রহ্মা-২ । বায়ু-৩০, ৭১ । কালিকা-৪১ । কৃষ্ণ-পূ-১৩ । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৬ । লি-৬ । (২) মৈনাকের পুত্র ক্রৌঞ্চ । পদ্ম-সৃষ্টি-২, স্বন্দ-আব-অব-৫৮ । ভরি-ভরি-১৮ । অষ্টাঙ্গ পুরাণে ক্রৌঞ্চ মৈনাকের ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত আছে । (৩) পূর্বকালে পর্বতের পাখা ছিল । তাহার পাখীর স্থায় ঐতস্ততঃ আকাশপথে ভ্রমণ করিত । দেবগণ ও ঋষিগণ ঐ সকল উড ডীরমান পর্বত সমুদয়ের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত

থাকিতেন । তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায় সকল পর্বতেরই পক্ষচ্ছেদন করিলেন । কেবল পবনদেব দয়াপরবশ হইয়া মৈনাককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তদবধি মৈনাক সমুদ্রে স্থায় পক্ষ গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । হনুমান যখন সাগর-লত্মন করিতেছিলেন, তখন মৈনাক পবনদেবের উপকারের কথা স্মরণপূর্বক নুমানকে নিজ শিখরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে আহ্বান করেন । রামা-স্বন্দরা-১ ।

মৈন্দ—কিষ্কিন্দ্যর অধিবাসী এক জন বানর দলপতি । তিনি ও দ্বিবিদ নামে অপর এক জন বানর দলপতি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের অশে ভয়গ্রহণ করেন । স্বর্গ্যাবের আদেশান্নে তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন । তিনি লঙ্কা-সমরেও উপস্থিত ছিলেন । বহুমুষ্টি নামক রাক্ষসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় । রামা-আদি-১৭ ; কিষ্কি-২ ; লঙ্কা-৩৩ ।

মোকনা—ভক্তিদা রেখ ।

মোকধার—মহাদেবের এক নাম । মহাভা-অমু-১৭ । শিব দেখ ।

মোকধারেশ্বর—কালীধামে মোকধারের সমীপে অবস্থিত একটি শিব লিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৪ ।

মোকপ্রদায়িনী—সীতার অষ্টোত্তর

সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

মোক্ষলক্ষ্মী—মহেশ্বরীর শরীর-সম্বৃত্তা
অন্ততমা মহাশক্তি । শক্তি দেখ ।

মোক্ষেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-
লিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬১ ।

মোচক—মহাদেবের এক নাম ।
মহাভা-অমুশা-১৭ । শিব দেখ ।

মোদ—(১) সংহিতাকার বেদস্পর্শের
অন্ততম শিষ্য । বেদস্পর্শ দেখ । (২)
দেবগণের অন্ততম সেনাপতি । অমু-
শা-১৮ । (৩) জনৈক রাক্ষস সেনা-
পতি । দেবাসুর যুদ্ধে পবন দেবের
ওস্তে নিহত হন । পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫ ।

মোদক—প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র
৩৭৫ শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন ।
৩৭৫র সাত পুত্রের অন্ততম মোদক ।
৩৭৫ দেখ ।

মোদকপ্রিয়—গণেশের এক নাম ।
কাশীতে ঠাহারা যাউবেন, তাঁহাদের
সকলেরই মোদকপ্রিয় গণেশের পূজা
করা কর্তব্য । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭ ।

মোদাকা—শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের
অন্ততম পুত্র । হব্য দেখ ।

মোপলী—স্বন্দ দেবসেনাপতি-পদে
এত হইলে মহাভীষ্ম তাঁহার সাহায্যার্থ
যায় অমুচর মোপলীকে প্রদান
করেন । বাম-৫৭ ।

মোহ—(১) প্রকৃতিদেবীর অন্তকলা
দ্বাদশদেবী মোহের পত্নী ছিলেন ।
দেবীভা-২২-১ । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ । (২)

কলির অন্ততম অমুচর । সৌর-৪০ ।

মোহক—কুণ্ডল-নগরী নিবাসী সুরথ
রাজের অন্ততম পুত্র । সুরথ নৃপতি
শক্রয়-চালিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব
বন্ধন করেন । তখন সুরথ রাজের
সহিত শক্রয়ের সংগ্রাম হয় । তাহাতে
শক্রয়ের অমুচর কুশধ্বজের সহিত
মোহকের যুদ্ধ হয় । পদ্ম-পাভা-২৮, ২৯ ।

মোহনা—(১) বানরপতি সুরগ্রীবের
পত্নী । তিনি সুরগ্রীবের সহিত বজ্রা-
শ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্ত
সরযুতে গমন করেন । পদ্ম-পাভা-৩৭ ।
(২) অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকা-গণ
দেখ ।

মোহনাশিনী—সীতার এক নাম ।
সীতা দেখ ।

মোহনজ্জা—দেবী শঙ্করীর গাজোৎ-
পন্ন অন্ততমা কুলদেবতা । ভট্ট-রিকী
দেখ ।

মোহিনী—(১) দেবী শঙ্করীর
শরীর হইতে নির্গতা অন্ততমা শক্তি ।
দেবীভা-৭২-২৮ । শতাক্ষ ও সীতা
দেখ । (২) নারীপাল নামক নৃপতির
পত্নী । নারীপাল দিবারাত্র অস্তঃ-
পুরেই বাস করিতেন । তাঁহার পত্নী
মোহিনীই রাজ্য শাসন করিতেন ।
গর্গ-অশ্ব-১৭ (৪) মাহিমতী নগরীতে
মোহিনী নামে এক বেত্তা ছিল । সে
তাহার পাণ্ডাজিহ্মত সমুদয় বিস্ত দাস-
দাসীগণকে দান করিয়া বনে গমন

করে। তথায় যত্নাকালে, এক যুনির কমণ্ডলু হইতে প্রয়াগ তীর্থের জল পান করিয়া যত্নাকালে পতিত হয়। যত্নাকালে সে মনে মনে “আমি মহিষী হইব” এই প্রার্থনা করে এবং প্রয়াগ তীর্থের জলপানজনিত পুণ্যকালে দ্রাবিড় দেশে বারবর্ষা নৃপতির মহিষী হয়। তখন তাহার নাম হয় হেমগোরাঙ্গী। পদ্ম-উত্ত-২২০। (৫) নারায়ণের ত্রয়োদশ অবতারের নাম মোহিনী। তিনি ঐ অবতारे অমুরদিগকে মোহিত করিয়া দেবগণের ভক্ত অমৃত হরণ করেন। গুরু-পূ-২। ভাগ-১ঙ্ক-৩; ৮ঙ্ক-৮। (৬) জনৈক অম্বর। সে একবার ব্রহ্মার প্রতি অম্বরগিণী হইয়া তাঁহাকে পাইবার ভক্ত চেষ্টিত হয়। ব্রহ্মা তাহার অম্বরোধ রক্ষা না করায় মোহিনী ব্রহ্মাকে শাপ দেয়। সেই শাপে ব্রহ্মা জগতের অপূজ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-৩২, ৩৩। (৭) তম্বোক্ত অস্ত্রতম কামকলা। ভূতি দেখ।

মোহিনীমায়।—ব্রহ্মার মস্তক হইতে উৎপন্ন এক কন্যা। বায়ু-২৫। একাংশ দেখ।

মৌকুলাগণ—পুরুষাতির পুত্র স্কুলের মৌকুলাগণ নামে কতিপয় কেত্রজ দ্বিজপুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮।

মৌবিক—অন্ততম ঋষি। স্বন্দ-ব্রহ্ম-৬র্থ-৩৫।

মোজ—একজন তৃণবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। ভাগবতি দেখ।

মোজকেশ—একজন অত্রিবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৭। বীজবাপী দেখ।

মোজবৃষ্টি—একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৬। মন্ত্রাচ্ছাত্র দেখ।

মোজায়ন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত কজন রাজা। মহাভা-সভা-৪।

মোজায়নি—সোমবংশীয় উদবেগ, ক্রমক, উদাবতি, শাটায়নি, শানকা-য়নি, করারানী, নাবকি এবং মোজায়নি,—এই সকল গোত্র-প্রবর্তক ঋষি-দিগের আশ্রয় প্রবর তিনটি দেখা—শিলিপিলি, অবিষ্ঠ এবং শিখামিএ। মৎ-১২৮।

মোদাকি—প্রিয়ব্রতাহুত শাকদ্বাপী পিপতি ভবোর সাতপুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু-২য়-৩। কুমার ও ইব দেখ।

মোদগ—সংহিতাকাল দেবদর্শের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-২য়-৬। দেবদর্শ ও পথ্য দেখ।

মোদগল—একজন ঋষি। তিনি ঋষিতোয়া নামক নদীর তীরে বস করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩১৭।

মোদগলায়ন—একজন তৃণবংশীয়

গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৫ ।
বৈগায়নি দেখ ।

মৌদগল্য—(১) ইক্ষ্বাকুবংশের অন্ত-
তম কুলপুরোহিত । রামা-অযো-৬৭ ;
উত্ত-৮৭, ১০২ । (২) অগ্নিরাবংশীয়
ঋষিগণের অন্ততম আর্ষেয় প্রবর ।
বিমৌদগল দেখ । মৎ-১২৬ । (৩)
পঞ্চাল নামে খ্যাত পাঁচজন নরপতির
অন্ততম মুদগলের পুত্র মৌদগল্য ।
হরি-হরি-২২ । বাজাশ্ব দেখ । (৪)
উপরোক্ত মুদগলের বংশধরগণ সকলেই
মৌদগল্য নামে খ্যাত । তাঁহারা
ক্ষত্রোপেত বিজ্ঞাতি ছিলেন । তাঁহা-
দের অপর নাম ছিল কর্ণমৌদগল্য ।
বায়ু-৯২ । কাম্পিল্য, বৃহদিসু ও বৃহ-
দশ্ব দেখ । (৫) মুদগলের পুত্র
মৌদগল্য । তাঁহার পত্নী ইন্দ্রসেনা ।
ইন্দ্রসেনার গর্ভে মৌদগল্যের ব্রহ্মশ
নামে এক পুত্র জন্মে । ব্রহ্মপু-১০ । (৬)
মুদগল-ঋষির পুত্র মৌদগল্য অতি
আচার পরায়ণ ছিলেন । তিনি প্রতি
দিন গঙ্গাঝানান্তে গঙ্গাতীরেই যথানিদি
বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন । বিষ্ণু
মৌদগল্যের প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে
আসিয়া, তাঁহার পূজা গ্রহণান্তে সমস্ত
দিন ব্যাপিয়া তাঁহার সত্বিত আলাপ
আলোচনা করিতেন । সন্ধ্যা হইলে
বিষ্ণুর আদেশে মৌদগল্য গৃহে প্রত্যা-
গমন করিয়া, পত্নী জাবালার নিকট
বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যাহা কিছু

কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদয় বর্ণন
করিতেন । একদিন জাবালা মৌদগ-
ল্যকে বলিলেন,—“যে বিষ্ণুর স্মরণ-
মাত্রেই মানবের সর্বদুঃখ দূর হয়, সেই
বিষ্ণুর সত্বিত তোমার প্রতিদিন
সাক্ষাৎ হইতেছে, অথচ তোমার
দারিদ্র্য দূর হইতেছে না কেন?”
পত্নীর এই কথা শুনিয়া মৌদগল্য পর
দিবস বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে,
তাঁহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।
বিষ্ণু বলিলেন,—“প্রাণিগণ স্বকৃত
কর্ম্মেরই ফলভোগ করে । অপর কেহ
তাঁহার হিতাহিত করিতে পারে না ।
সকল কর্ম্মের মধ্যে দানই সর্বশ্রেষ্ঠ ।
তুমি আমাকে স্মরণপূর্ব্বক ঘাচকে বাহা
দান করিবে, তাহাতেই তোমার মুক্তি
হইবে ।” মৌদগল্য বলিলেন,—
“আমার দেয় বস্তু কিছুই নাই । আমার
দেহও ত আপনাতে সমপিত ।” মৌদগ-
ল্যের কথা শুনিয়া বিষ্ণু গরুড়কে কিছু
খুদ আনিতে বলিলেন । গরুড় তাহা
আনিলে, মৌদগল্য সেই খুদকণাগুলি
বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন । তদ-
বধি বিষ্ণুর প্রসাদে মৌদগল্যের
সর্বপ্রকার দারিদ্র্য দূরীভূত হইল ।
ব্রহ্মপু-১০৬ । (৭) মৌদগল্য ঋষি
মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্ততম
সদস্য হইয়াছিলেন । মহাভা-আদি-
৫৩ । (৮) মহর্ষি মৌদগল্য ভীষ্মের
শরণাধ্যাপার্ষে উপস্থিত ছিলেন ।

মহাভা-শান্তি-৪৭। (২) মহায়া মোদ্-
গল্যকে শতহায় নরপতি নানাবিধ
দ্রব্যপরিপূর্ণ হিরণ্য গৃহ দান করেন।
মহাভা-অমুশা-১৩৭।

মৌন (রাজবংশ)—অন্ধ্রবংশের
অধিকার কালের পর, মগধে যথাক্রমে
সপ্তদশ জন আভীর, সাত জন গন্ধভী,
দশ জন শক, আট জন যবন, চতুদশ
জন তুষার, ত্রয়োদশ জন মরুগু এবং
অষ্টাদশ জন মৌন রাজা রাজত্ব
করেন। বায়ু-২৩।

মৌনগ্রন্থ—প্রভাসক্ষেত্রের ধারকা-
পুরীর দক্ষিণদ্বার রক্ষকদিগের অন্ততম।
স্কন্দ-প্রভা-ধার-১৭।

মৌনাদিত্য—গয়াতে মৌনাদিত্য
ও কনকার্ক নামে দেবতা আছেন।
মৌনাবলম্বন কবিগা উক্ত দেবদ্বয়কে
দমন করিলে, পিতৃকণ্ঠ হইতে মৃত্যি
হইয়া থাকে। গরু-পূ-৮৩।

মৌনেয়—(১) গন্ধর্প ও অম্বর-
গণের মৌনের নামে একটি বিশেষ
শ্রেণী আছে। চিত্রসেন, উগ্রসেন
প্রভৃতি ষোলজন দেব গন্ধর্প মৌনেয়
নামে খ্যাত। চৌত্রিশ জন অম্বরী
অম্বরী তাঁহাদের অধীন ছিল। ঐ
অম্বরারা লৌকিকী অম্বরী নামে
প্রসিদ্ধা ছিল। বায়ু-৬২। উগ্রসেন
দনোরমা (৫) ও দিশ্রকেয়ী দেগ। (২)
মৌনেয় নামে খ্যাত বাটী কোটী গন্ধর্প

রসাতলে বাস করিতেন। তাঁহারা
নাগদিগকে বশীভূত করিয়া, তাঁহাদের
রত্নাদি হরণ করেন। নাগগণ প্রতীকার
প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু
বলেন যে, তিনি মাক্কাতার পুত্র পুরু-
কুৎসের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহা-
দিগকে বিনাশ করিবেন। পুরুকুৎস
নরপতি রসাতলে ফাটয়া, ঐ মৌনেয়
গন্ধর্পদিগকে বধ করেন। বিষ্ণু-৬৭-৩।

মৌরব—ভট্টনৈক অম্বর। বিষ্ণু
তাঁহাকে বধ করেন। মহাভা-বন-২২

মৌরী—(১) পুণাজনাব গর্ভজাত
ক্ষত্র মণ্ডিতদেব অন্ততম পুত্র। বায়ু-
৬২। পুণাজনী দেগ। (২) অজিরা
বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি।
মত-১২৬। বৃহদ্রথ দেগ। (৩) মহা-
শেপেব এক নাম। মহাভা-অমুশা-১৭।
শিব দেগ। (৪) কুটক রাজ্যাধিপতি
মৌরীবি নিকট হইতে, দিগ্বিজয়ে বহি-
র্গত প্রহ্লাদাত্মচর শ্রীকৃষ্ণ-তনয় শাশ্ব, কর
গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১০।

মৌষক—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের
অন্ততম প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২।
ভবদ্বাজ (২৬) দেগ।

মৌহুর্ভিক—দক্ষকর্তা মুহুর্ভার গর্ভে
মৌহুর্ভিক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন।
তাঁহারা প্রাণিদিগকে স্ব স্ব কালজাত
ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগ-
৬৪-৬।

যক্ষ—(১) খসার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ জন একবার ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, মাতাকেই ভক্ষণ করিতে উত্তত হয়। সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তান তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবারণ করে। এই সকল সন্তানদের পিতা কল্পপ, তাহা জানিতে পারিয়া, যে পুত্র মাতাকে ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিল, তাহার নাম রাখিলেন যক্ষ (যক্ষ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা), আর যে জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবারণ করে (মাতরঃ রক্ষ) তাহার নাম রাখিলেন রক্ষ। এই দুই সন্তানদের বংশধরগণ যথাক্রমে যক্ষ ও রাক্ষস হইল। ঐ যক্ষ কোনও সময়ে অরণ্যে আহারাশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে দুই জন পিশাচকর্ডুক ধৃত হন। পিশাচদ্বয় যক্ষের পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মধনা ও জম্বুধনা নামী স্বীয় দুই কন্যাকে যক্ষের সহিত বিবাহ দেন। জম্বুধনার নামান্তর যাতুধানা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মধনা ও যাতুধানা দেখ।

(২) প্রজাসৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে একবার ব্রহ্মা অতিশয় ক্ষুধার্ত হন এবং তদন্তর তাহার অতিশয়

ক্রোধ হয়। তখন তিনি অন্ধকার মধ্যেই প্রজা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই অন্ধকার মধ্যে বিকৃতা-কার ক্ষুধার্ত প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে কেত কেহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া পিতানন্ড ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে উত্তত হইল। অপর কতিপয় প্রজা এইরূপ অসন্তত কার্যের প্রতিবাদ করিল। ঐ সকল প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মাকে পাইতে উত্তত হইয়াছিল, তাহারা যক্ষ হইল, আর যাহারা নিষেধ করিয়াছিল (রক্ষতাং) তাহারা রাক্ষস হইল। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৩) যক্ষগণ ছান্দোগ নামে খ্যাত স্বায়ম্ভুব মনুর সোমপায়ী তেত্রিশ জন পুত্রের জাতি ও বাকবগণের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

(৪) বেণ-নন্দন পৃথু, নিখিল রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, শূলপাণি মহেশ্বরকে যক্ষগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৫) অমৃতদান-কামী যক্ষগণ যখন বসুধা দোহন করেন, তখন বিশ্বা-বসু বংশ হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বসুধা দেখ। (৬) স্বকঙ্কের অন্ততম পুত্র। স্বকঙ্ক দেখ।

যক্ষোপশাস্ত—লোহেরী নামক
অঙ্গুরার গর্ভে যক্ষোপশাস্ত প্রমুখ যক্ষ-
গণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। সূর্যশা দেখ।

যক্ষবিলেখর—সর্ব-বিল-হারী পূজ্য
যক্ষবিলেখর নামক গণপতি কাশীস্থিত
মহাঘোরের নৈঋত কোণে অবস্থান
করেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

যক্ষমুনি—এক জন অতি বিকৃতদেহ-
বিশিষ্ট মুনি। কঙ্কি-৩য়-১৪। সুলো-
চনা দেখ।

যক্ষাণিকা—সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্ভূত। জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

যক্ষিণী—ধর্ম্মারণ্যবাসী কুশ ও ভর-
দ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মহালক্ষ্মী,
কমলা ও যক্ষিণী নামে তিন গোত্রদেবী
ছিলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

যক্ষী—দেবী ভগবতীর এক নাম।
দেবীপু-৪৪।

যক্ষধনু—নৈমিষারণ্য নিবাসী এক
পাপকর্ম্মা নিষাদ, কৃষ্ণ-চতুর্দশী
তিথিতে কালিন্দী নদী অতিক্রম
করিবার সময়ে, জলমগ্ন হয় এবং নদী
মাহাত্ম্যে পরজন্মে সৌরাষ্ট্র দেশাধি-
পতিরূপে জন্ম গ্রহণ করে। তখন
তাহার নাম হয় যক্ষধনু। বরা-১৫৩,
১৫৪।

যক্ষনাশন—ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্র-
দ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া
কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-
১০। ১৬। ১।

যজ্ঞত—অত্রির পুত্র যজ্ঞত একজন
ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি
মিত্র ও বরুণের স্তব করিয়া, কতিপয়
ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫। ৬৭।

যজন—কপিল, বরুণ, মেথলা,
নিষধ, দুন্দুভি, পুলহ, যজন প্রভৃতি
বেদবিদ মহাত্মাগণ আয়ুর্কেদের তত্ত্ব
অবগত হইয়া, অমর হইয়াছেন।
দেবীপু-১১০। রুদ্র দেখ।

যজনী—ঔক্রাচার্য্যের পত্নী। তাঁহার
গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-
৬৫।

যজমান—উগ্র নামক অন্ততম রুদ্রের
তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান। এই
যজমানরূপী মহাদেবের পত্নী দীক্ষা
এবং তাঁহার পুত্রের নাম সন্তান।
বায়ু-২৭।

যজুঃ—(১) গিরিকার গর্ভজাত মগধ-
রাজ উপরিচর বশুর অন্ততম পুত্র।
মৎ-৫০। কুশ ও উপরিচর বসু দেখ।
(২) উনপঞ্চাশ জন মরুদগণের অন্ত-
তম। মরুদগণ দেখ। (৩) রৈবত
মহন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। রৈবত
মহু ও সপ্তর্ষি দেখ।

যজুঃপতি—ব্রহ্মা প্রয়াগক্ষেত্রে যজুঃ-
পতি নামে পূজিত হন। স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬-গ) দেখ।

যজুদায়—দেবকী-গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের
অগ্রজ ভ্রাতা। বায়ু-২৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যজুর্দান—জনকবংশীয় বশ্বনস্তের

পুত্র যজুর্মান। তৎপুত্র সুভাষণ।
ভাগ-৯৯-১৩। উপশুক্র ও সুভাষণ
দেখ।

যজ্ঞ—(১) ঋষভ্রুব মনুর অত্যন্তমা
কন্যা আকুতি প্রজাপতি ঋচির পত্নী
ছিলেন। আকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে
এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা
জন্মে। যজ্ঞ নিজ ভগিনী দক্ষিণাকেই
বিবাহ করেন। দক্ষিণার গর্ভে যাম
নামে প্যাত দ্বাদশজন পুত্র জন্মে।
যজ্ঞের নামান্তর যম। বায়ু-১০। বিষ্ণু-
১৮-৭। ব্রহ্মা-১০। কৃষ্ণ-পূ-৮। গরু-পূ-
৫। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। লি-পূ-৫। (২)
নারায়ণের সপ্তম অবতার যজ্ঞ জন্ম-
গ্রহণ করিয়া, দেবগণের সহিত যজ্ঞামু-
ষ্ঠান করিয়াছিলেন। গরু-পূ-১। ভাগ-
১৯-১; ৮৯-১। (৩) ঋষভ্রুব মনুর
কন্যা ঋদ্ধির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা জন্ম-
গ্রহণ করেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার
গর্ভে যে দ্বাদশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন,
তাঁহারা ঋষভ্রুব মনুস্তরে যাম নামক
দেবতা ছিলেন। মার্ক-৫২। (৪)
ঋষভ্রুব মনুস্তরে যজ্ঞ যাম নামক দেব-
গণে পরিবৃত্ত হইয়া মাতামহ মনুকে
রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন।
দেবীভা-৮৯-৩। (৫) যজ্ঞের পত্নী
দীক্ষা ও দক্ষিণা। দেবীভা-৯৯-১।
(৬) সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবগণ ব্রহ্মাকে
তাঁহাদের আহার্য্য নির্দেশ করিয়া
দিতে বলেন। ব্রহ্মা তাঁহাতে সন্মত

হইয়া, ত্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ
করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় হরি, যজ্ঞ-
রূপ ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা যজ্ঞ
উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের
আহার্য্য নির্দেশ করিয়া দিলেন।
দেবীভা-৯৯-৪৩। (৭) রৈবতমন্বন্তরে
বিকুণ্ঠ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত
অত্যন্তম দেবতা। বায়ু-৬২। বৃষভেতা.
দেখ। (৮) জয় নামক দেবগণের
অন্তর্গত অত্যন্তম দেবতা। বায়ু-৬৬।
জয়দেবগণ দেখ। (৯) যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন
অমরাগণ শুভা নামে প্যাত। বায়ু-৬৯।
(১০) কঙ্কির অত্যন্তম অগ্রজ ভ্রাতা
প্রাজ্ঞের পুত্র যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। কঙ্কি-২২-

(১১) যজ্ঞ, পত্নী দক্ষিণাসহ দক্ষ-
যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞনাশ
কালে অগ্নি মহাদেবের নয়নানলে
ভস্মীভূত হইলে, যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ
করিয়া আকাশপথে পলায়ন করেন।
তখন মহাদেবও ধনুকে পাণ্ডপত শর
যোজনা করিয়া, মৃগরূপী যজ্ঞের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ও তাঁহাকে
পাণ্ডপত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।
যজ্ঞপুরুষ শঙ্কর-শরে বিদ্ধ হইবামাত্র
তাঁহার সর্বাঙ্গ তারকা নিকরে পরিবৃত্ত
হইল এবং তিনি সেইভাবেই আকাশ-
মার্গে বিরাজ করিতে লাগিলেন।
বাম-৫। (১২) হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও
নর-নারায়ণ, ইহঁরা বিষ্ণুর পূর্ণাবতার।
ত্রীকৃষ্ণ দেখ। গর্গ-গোল-১। (১৩)

যজ্ঞ নামে ঋষিদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি দেবতার স্তব করিয়া, কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৩০। ১

যজ্ঞকারী দেবতা—উত্তম মন্বন্তরে দিক্‌পতি বাক্‌পতি প্রভৃতি দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। অধি প দেখ।

যজ্ঞকৃত—পুরুবংশীয় বিজয়ের পুত্র। তাঁহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। সজয় ও সহদেব দেখ।

যজ্ঞকেতু—দুর্যোধনের সখা এক জন রাজা। গর্গ-বিশ্ব-২০।

যজ্ঞকোপ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। তিনি মালাবানের পুত্র ছিলেন। লঙ্কাসমরে রামহস্তে তিনি নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-২, ৪৩, ২০; উত্ত-৫, ৩১। (২) রাক্ষসপতি রক্তাক্ষের অগ্রতম সেনাপতি। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১২।

যজ্ঞস্ব—দৈত্যরাজ কুশের অগ্রতম অমুচর। স্বন্দ-প্রভা-ধার-২০।

যজ্ঞদ্রষ্টা—দানবপতি রক্তাসুরের অগ্রতম সেনাপতি। সৌর-৪২।

যজ্ঞদত্ত—(১) একজন অন্ধ মুনির পুত্র। দশরথ মৃগয়ায় যাইয়া মৃগদমে তাঁহাকে বধ করেন। অগ্নি-৬। দশ-রথ দেখ। (২) মধ্যদেশে মহদগ্রাম-নিবাসী একজন যজ্ঞকর্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ। যমদেব তাঁহাকে লইয়া

আসিবার জন্ত দূত প্রেরণ করে। কিন্তু দূতগণ তাঁহার পরিবর্তে অপর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া যায়। পদ্ম-পাতা-৫৮।

যজ্ঞদেব—মহারাষ্ট্রদেশবাসী একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। তাঁহার পুত্রের নাম সুমতি। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪। সুমতি দেখ।

যজ্ঞধ্বজ—একজন চন্দ্রবংশীয় বিষ্ণু-ভক্ত রাজা। তিনি পূর্বজন্মে দণ্ডকেতু নামে এক চণ্ডাল ছিলেন। তিনি এক বার রাত্রিকালে এক বিষ্ণুমন্দিরে শয়ন করিতে যাইয়া, বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা মন্দিরের ধূলি মার্জনা করেন ও এক দীপ স্থাপন করেন। সেই পুণ্যফলে জন্মান্তরে যদুবংশে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ভা-৩৭।

যজ্ঞপিণ্ডায়ন—একজন তৃণুবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নি দেখ।

যজ্ঞপুরুষ—বিষ্ণুর এক নাম।

যজ্ঞবরাহ—(১) পূর্বকালে অমুরাধিপতি হিরণ্যাক্ষ দেবগণকে পরাভূত করিয়া সুরলোক অধিকার করেন। তখন বিষ্ণু দেবগণের প্রাণনায় যজ্ঞবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। অগ্নি-৪। (২) প্রলয়ে চরাচর জগৎ জলময় হইলে বিষ্ণু, মহাকায়, গভীর-নাদী, সর্ব-শুভ-লক্ষণসম্পন্ন দিব্য বরাহ মূর্তি ধারণ করিয়া, রসাতলে গমনপূর্বক

পৃথিবীর উদ্ধার করেন। বিষ্ণুর এই বরাহমূর্তিই যজ্ঞবরাহ নামে অভিহিত হয়। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-৩৫৩। ব্রহ্মা-৬। (৩) বিষ্ণু যখন যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন, তখনই তিনি মৃগয়া-দ্বায়ে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৩।

যজ্ঞবরাহ কেশব—কাশীতে যজ্ঞবরাহ-কেশবের মূর্তি আছে। স্বল্প-কাশী-পূ-৩৩।

যজ্ঞবান—পুরুষের অত্যন্ত পুত্র। বাহু-২৮। ব্রহ্মা-২২। পূর্বমাস ও পক্ষস দেখ।

যজ্ঞবাহু—দেবসেনাপতি কাণ্ডকের দাতব্যার্থ প্রেরিত অত্যন্ত সেনাপতি। দাতব্য-শল্য-৫৬। বৈতালী দেখ।

যজ্ঞবাত—(১) মহারাজ প্রিয়ব্রতের অত্যন্ত পুত্র। তিনি বিশ্বকর্মান বজ্র-পতিত্বতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাল্বনী বীপের অধিপতি ছিলেন। যজ্ঞবাহুর সাত পুত্রের নাম সুরোচন, সৌমনন্ত, বমণক, দেববহু, পারিতজ, অপায়ন ও অভিজাত। ঐ সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ ছিল। ভাগ-৫২-১, ২০। স্বল্প-নাহে-কুমা-৩৭। দেবীভা-৮২-৩ প্রিয়ব্রত দেখ। (২) রাক্ষস-রাজ রাবণের অত্যন্ত সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১২।

যজ্ঞমালি—রৈবত দেশবাসী দেব-মালি নামক ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পূর্বজন্মে বিশ্বস্তর নামে এক পরমার্থচারী বৈষ্ণ ছিলেন। তাঁহার হৃৎচরিত্রের জন্ত বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। একদা তিনি কৰ্দমান্ত চরণে এক বিষ্ণুমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের গাত্রে কৰ্দমান্ত চরণ দর্শন করিয়া তাহাতেই মন্দির উপলেপনের কল প্রাপ্ত হন এবং সেই পুণ্য ফলে জন্মান্তরে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হন। বৃহদা-৩৩, ৩৫।

যজ্ঞমূর্তি—প্রজাপতি ঋচির পুত্র। আকৃতির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুরই অংশাবতার। ভাগ-৫২-১। যজ্ঞ ও দক্ষিণা দেখ।

যজ্ঞরাত—মহর্ষি বিজ্রমের পুত্র অনন্ত পূর্ব-জন্মে যজ্ঞরাতের কন্যাকে বিবাহ করেন। কঙ্কি-২২-৪।

যজ্ঞশত্রু—(১) পর ও দুষণ নামক রাক্ষস ভাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষসের অত্যন্ত। রামা-আর-২৩, ২৬। (২) হনুমান লঙ্কাদহন কালে যজ্ঞশত্রু নামক রাক্ষসের গৃহও দগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪। (৩) যজ্ঞশত্রু নামক এক রাক্ষস লঙ্কা সমরে রামহস্তে পরাস্ত হন। রামা-লঙ্কা-৪৪, ১২৪।

যজ্ঞশর্মা—দ্বারকাপুরী-নিবাসী শিব-শর্মা নামক ব্রাহ্মণের অত্যন্ত পুত্র। তিনি অতিশয় পিছুভক্ত ছিলেন এবং

পিতার আদেশে মাতার দেহও খড়্গা-
বাতে খণ্ড খণ্ড করিতে দ্বিধা বোধ
করেন নাই। পদ্ম-ভূমি-১-৪। বিষ্ণু-
শর্মা দেখ।

যজ্ঞশ্রী—(১) অক্ষবংশীয়দিগের পর
শাতকর্ণী বংশীয়েরা মগধের অধীশ্বর
হন। ঐ বংশের প্রথম রাজার নাম
যজ্ঞশ্রী। তিনি উনিশ বৎসর রাজত্ব
করেন। তৎপরে নৃপতি বিজয় ছয়
বৎসর এবং তৎপরে বিজয়ের পুত্র
শাতকর্ণী দশুশ্রী, তিন বৎসর রাজত্ব
করেন। বায়ু-২২। (২) স্বাতিকর্ণ-
বংশীয় শিবদত্ত এক বৎসর মাত্র রাজত্ব
করার পর তাঁহার পুত্র যজ্ঞশ্রী রাজা
হইয়া কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন।
তৎপরে রাজা বিজয় ছয় বৎসর ও
তৎপরে বিজয়ের পুত্র শান্তিকর্ণ চণ্ডশ্রী
দশ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।
বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। চন্দ্রশ্রী, চণ্ডশ্রী ও
ভাব্য দেখ।

যজ্ঞসেন—পাঞ্চাল-রাজ জপদের
নামান্তর। জপদ দেখ।

যজ্ঞহনু—মহিষাসুরের অস্ত্রতম সেনা-
পতি। বরা-২৫।

যজ্ঞহস্তা—দানবপতি কুশের তন্তুতম
সেনাপতি। (নামান্তর যজ্ঞহা)।
স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

যজ্ঞহা—(১) দনায়ুবার গর্ভজাত
কল্পপের বিষ নামক দানব পুত্রের
যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, পশুহা ও শ্রাক্ষহা নামে

চারিটি পুত্র ছিল। বায়ু-৬৮। দনায়ুবা
দেখ। (২) অজ নামক পিশাচের
কন্যা ব্রহ্মধনার গর্ভজাত অস্ত্রতম
রাক্ষস। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মধনা ও মুনি
দেখ। (৩) দানবরাজ বিপ্রচিন্তির
অস্ত্রতম অমুচর দৈত্য। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

যজ্ঞহোত্র—তৃতীয় মনু উত্তমের অস্ত্র-
তম পুত্র। ভাগ-৮ঙ্ক-৯। উত্তম দেখ।

যজ্ঞাবতার—যজ্ঞ দেখ।

যজ্ঞেশ্বর—বৈরাজমহুর পুত্র দধীচি
বৈরাজক কল্পে ইন্দ্র হয়েন। এই
দধীচির ঔরসে গায়ত্রীর গর্ভে যজ্ঞেশ্বর
জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২০। (২)
মহাদেবের এক নাম। (৩) বিষ্ণুর
এক নাম।

যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ—কার্শাস্থিত এক শিব
লিঙ্গ। তাঁহাকে দশন করিলে অষ্টাদশ
বিভাগ অতিক্রম হওয়া যায়। স্কন্দ-
কার্শা-পূ-৩৩।

যজ্ঞোপেত—(১) একজন রাক্ষস।
তিনি সূর্যের অগ্রে অগ্রে গমন
করেন। কুর্শ-পূ-৪১। অপ দেখ।
(২) যজ্ঞোপেত রাক্ষস মাঘ ও ফাল্গুন
মাসে সূর্য রথে বাস করেন। বায়ু-
৫২। স্মৃতজিৎ দেখ। (৩) প্রাতি
বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে
আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা এক শত
অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্যের যে গন্তব্য
পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে
সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন

আদিত্য, দেবগণ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । ঐ সূর্য্যরথে কালান্তর নামে বিষ্ণু (আদিত্য), অশ্বতর (সর্প), রক্তা (অশ্বর), সূর্য্যাবর্ত্তা (গন্ধর্ব্ব), বিশ্বামিত্র (ঋষি), সত্য-জিৎ (যক্ষ) ও যজ্ঞোপেত (রাক্ষস), বাস করিয়া থাকেন । বিষ্ণু-২য়-১০ ।

যজ্ঞা—(১) ব্রহ্মার পুত্রগণ বিবিধ, যজ্ঞা ও অযজ্ঞা । অগ্নিষাভগণ অযজ্ঞা অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বর্হিষদগণ যজ্ঞা অর্থাৎ সায়িক । সৌর-২৩ । (২) স্বারোচিষ নবম্বরে পারাবত শ্রেণীর অন্তর্গত অল্পতম দেবতা । ব্রহ্মা-৬৮ । বায়ু-৬২ । অজিত ও অজিতান দেখ । (৩) মহাদেবের এক নাম । পদ্ম-সৃষ্টি-৫ ।

যতি—(১) উত্তম নবম্বরে দ্বন্দ্বকর্ত্তা শিব-গণের অন্তর্গত অল্পতম দেবতা । ব্রহ্মা-৬৮ । উত্তম দেখ । (২) নভবের অল্পতম পুত্র । হরি-হরি-৩০ । বিষ্ণু-৪র্থ-১০ । মহাভা-আদি-৩৫ । ভাগ-২স্ক-১৮ । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ । মৎ-২৪ । অগ্নি-২৭৪ । লি-পূ-৬৬ । কৃষ্ণ-পূ-২২ । গরু-পূ-১৪৩ । বায়ু-২৩ । নহব, উত্তব, অশ্বক ও যযাতি দেখ । (৩) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল যতি । মহাভা-অনুশা-৪ । (৪) মহাদেবের এক নাম । মহাভা-আশ্ব-৮ । (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ কুক্ষি হইতে যতি নামক এক যুনি জন্ম গ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮ ।

যতিকৃত্ত—অর্ক দেখ । মৎ-৫১ ।

যতিধর্ম্মা—যক্ষের অল্পতম পুত্র ও অক্রুরের সহোদর ভ্রাতা । যক্ষক ও অক্রুর দেখ ।

যতীশ্বর—বরাহ কল্পের অষ্টাদশ ষাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন । তখন যতীশ্বর তাঁহার অল্পতম পুত্র ছিলেন । লি-পূ-২৪ । শিব-বায়ু-উক্ত-১০ । পরশবা ও শিব দেখ ।

যদু—(১) নহব-তনয় যযাতির দেব-জানী নামী পত্নীর গর্ভে যদু ও তুর্কসু নামে দুই পুত্র এবং শশ্ঠিষ্ঠার গর্ভে অমু, জন্ম্য ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে । যযাতি পুত্রগণের মধ্যে নিজ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন । জ্যেষ্ঠপুত্র যদু পূর্ব্বোত্তর দিকের অধিপতি হন । যদুর সহস্রদ, পরোদ, ক্রোষ্ঠী, নীল ও অজিক নামে পাঁচপুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩০, ৩৩ । (২) যযাতি-তনয় যদু দক্ষিণদিকে রাজত্ব করিতেন । সহস্রজিৎ ক্রোষ্ঠু, নীল, অজক ও লঘু নামে যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে । লি-পূ-৬৬, ৬৭, ৬৮ । (৩) যদু, পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতে, পিতৃ-শাপে রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চব নামক চুর্গম পুরে রাক্ষসরূপে অবস্থান করেন । রামা-উক্ত-৬৮, ৬৯ । (৪) যদুর পঞ্চপুত্রের নাম সহস্রজিৎ, ক্রোষ্ঠু, নীল, অজিক ও লঘু । মৎ-১৫, ১৩ । (৫) যদুর পুত্রগণের নাম সহস্র-

জিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু।
 কুর্শ-পূ-২২। (৬) সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু,
 নল ও রিপু নামে যছুর চারি পুত্র
 জন্মে। ভাগ-২২-২৩। (৭) যছুকে
 যযাতি দক্ষিণাপথের আধিপত্য প্রদান
 করেন। যছুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও
 রঘু নামে চারি পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-
 ১০. ১১। গুরু-পূ-১৪৩। (৮) যছুর
 পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম সহস্র-
 জিৎ, নীলাঞ্জিক, রঘু ক্রোষ্টু, ও শত-
 জিৎ। অগ্নি-২৭৪, ২৭৫। (৯) যছুর
 পুত্র শতজিৎ। শতজিতের পুত্র
 হৈহয়। সৌর-৩১। (১০) যছুর পাঁচ
 পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম সহস্রজিৎ,
 ক্রোষ্টা, নীল, অঞ্জিক ও রঘু। সহস্র-
 জিতের পুত্র শতজিৎ। পদ্ম-সৃষ্টি-১২।
 (১১) যছুর পুত্র ক্রোষ্টা। তাঁহার পুত্র
 বৃজিনীবান। মহাভা-অনুশা-১৪৭।
 (১২) যছু অন্ততম রাজ্যি ছিলেন।
 মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজ্যি দেখ।
 (১৩) যযাতির তুরু, পুরু, কুরু, ও যছু
 নামে চারি পুত্র জন্মে। যছু সর্বকনিষ্ঠ
 ছিলেন। যছুর কতিপয় পুত্র জন্মে।
 তাহাদের নাম—ভোজ, ভীম, অন্ধক,
 কুঞ্জর, বৃষ্ণি, সূর্যধ্ব, সত্যধার, ঞ্জত-
 সেন, ঞ্জতধার, কালদ্রংষ্ট্র ও কাল-
 জিৎ। পদ্ম-ভূমি ৬৪, ১০২। (১৪)
 যছুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে
 সহস্রজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অন্তান্ত
 পুত্রদের নাম ক্রোষ্টু, নীল, জিত ও

লঘু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। বায়ু-
 ২৩, ২৪। (১৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি
 হর্যাস্থের ঔরসে ও মধুদানবের কন্যা
 মধুমতীর গর্ভে যছু জন্মগ্রহণ করেন।
 যছু ধুমবর্ণ নামক পন্নগ-রাজের পাঁচ
 কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই পঞ্চ
 কন্যার গর্ভে যছুর মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ,
 মাধব, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র
 জন্মে। তন্মধ্যে মুচুকুন্দ বিক্রা ও
 ঞ্জুবান্ পর্বতের মধ্যে রাজ্য স্থাপন
 করিয়া মাহিয়তী নামক নগরী প্রতিষ্ঠা
 করেন। পদ্মবর্ণ সহপর্বতে অধিষ্ঠিত
 হন। সারস সহপর্বতের পশ্চিমে
 এবং হরিত মাতামহ ধুমবর্ণের রাজ্যে
 প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ মাধব পিতার
 রাজ্য প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-২৩, ২৪।
 (১৬) যাম-দেবগণ নামে খ্যাত স্বায়ম্ভুব
 মনুর তেত্রিশজন পুত্রের অন্ততম।
 বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। মঙ্গল দেখ।
 (১৭) বশিষ্ঠের ঔরসে উপরিচর বসু
 নামক রাজার পত্নী গিরিকার গর্ভে
 যছু প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। অগ্নি-
 ২৭৮। উপরিচর বসু, গিরিকা
 ও প্রত্যগ্রহ দেখ। (১৮) রাজর্ষি
 যছুকে একবার মহর্ষি কণ্ঠ দন্দ্যদমন-
 কারী অগ্নির সহিত আহ্বান করিয়া-
 ছিলেন। ঞ্জু-১৩৬। ১৮। (১৯) ইন্দ্র
 একবার যছু নামক রাজাকে শত্রুহন্ত
 ইহিতে রক্ষা করেন। ঞ্জু-১৫৫। ১৬।
 (২০) যছু ও তুর্কী নামক দাসজাতীয়

দুইরাজা গাভীবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে মনুর ভোজনের জন্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৬২।১০।

যজুঃ—রৈবত-মধুসূত্রে সপ্তর্ষিদের অকৃতম ছিলেন। রৈবত-মধু দেখ।

যদুচ্ছেদ্র—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দেখিলে সর্ব ফল-লাভ হয়। ঋক্-কাশী-উত্ত-২৭।

যনীবাবরী—ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা কতিপয় ঋষির নাম। তাঁহারা পবমান সোমদেবতার স্তব করিয়া কতিপয় একমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-২।৮৬। ১১-২৩।

যবক্রীত—(১) পূর্বদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। তিনি লঙ্কাসমর-বিজয়ী রামকে আশীর্বাদ করিতে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। ভৃগু দেখ। (২) যবক্রীত মুনি পুরুষতীর্থে তপস্বী করিয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১২।

৩) মহর্ষি যবক্রীত, ঋগ্বেদ, তাণ্ড্য, রুপ, কাঙ্ক্ষাবান, মতঙ্গ, ক্ষমদ নামক প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও বনগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৭। বশিষ্ঠ দেখ। (৪) মহর্ষি যবক্রীত পূর্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। অর্কাবসু দেখ। (৫) মহর্ষি যবক্রীতের শাপে সুনোজ

নামক ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার পিতাকে নিহত করে। ঋক্-আব-অব-৩১। (৬) যবক্রীত, ত্রিত, কণ্ণ, মেধাতিথি, গালব প্রভৃতি অনেক মহর্ষি এক সময়ে ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছ হইয়া, মহতী তপস্বী নিয়ত ছিলেন। তখন একবার অনাবৃষ্টি হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। মহর্ষিরা অল্প কোনও আহার না পাইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া একটি বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া, তাহাই পাক করিয়া ভোজনের আয়োজন করেন। ঋক্-প্রভা-প্রভা-২৫৫। বশিষ্ঠ ও শৈব দেখ। (৭) মহর্ষি যবক্রীত কালিকা পুরাণ বালখিল্য মুনিগণের নিকট হইতে লাভ করিয়া, অসিত মুনির নিকট কীর্তন করেন। কালিকা-১। (৮) মহর্ষি যবক্রীত ভরদ্বাজের পুত্র ছিলেন। পরাবসু দেখ।

যবন—(১) নামান্তর কালযবন। হরি-হরি-৩৫। কালযবন দেখ। (২) শক রাজাদের পর যবনরাজগণ মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-২৯। মৌন দেখ।

যবস—সাবর্ণ মনুর অকৃতম পুত্র। মৎ-২। সাবর্ণমন্তু ও ইডা দেখ।

যসিষ্ঠ—অমৃতবান্ দেখ। ব্রহ্মা-৩২।

যবীনর—(১) অজ্ঞানীচের ধূমিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে যবীনর নামে এক পুত্র জন্মে। যবীনরের পুত্র যুতি। মৎ-৪৯। অজ্ঞানীচ দেখ। (২) যবীনরের পুত্র যুতিমান। হরি-হরি-২০।

(৩) পুরুবংশীয় দ্বিমীড়ের পুত্র যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান। বায়ু-২২। বিষ্ণু-৩র্থ-১২। (৪) অজমীঢ় বংশীয় বাহ্যাক্ষের অগ্রতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। বাহ্যাক্ষ দেখ। (৫) অজমীঢ়বংশীয় ভর্যাশ্বের অগ্রতম পুত্র। ভাগ-২২-২১। ভর্যাশ্ব দেখ।

যবীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরের অগ্রতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিক, অজিকান ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

যবীয়সু—হিরণ্যনাভ কোশলোর অগ্রতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। হিরণ্যনাভ দেখ।

যবীয়ানু—পুরুবংশীয় বৃহদিসুর অগ্রতম পুত্র। বায়ু-২২। বৃহদিসু দেখ।

যম—(১) মহারাজ পৃথুর বংশীয় হবির্দ্বানের অগ্রতম পুত্র। মৎ-৪। হবির্দ্বান দেখ। (২) ইন্দ্র, দাতা, ঋষ্ঠী, মিত্র, বরুণ, যম, বিবস্বান, সবিতা, পুষা, অশ্বত্থমান ও বিষ্ণু ইংহারা দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কথিত হন। মৎ-৬। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৫। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য, পুষা ও অশ্বত্থমান দেখ। (৩) ব্রহ্মা যমকে পিতৃগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। মৎ-৮। হরি-হরি-৪। (৪) পিতৃগণ যখন পৃথিবী দোহন করেন তখন যম বৎস হইয়াছিলেন। মৎ-১০। পদ্ম-ভূমি-২২। বসুধা দেখ। (৫) বিবস্বানের অগ্রতম পত্নী সংজার গর্ভে

যম ও যমুনা জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-১১। (৬) যম শনিগ্রহের অধিদেবতা। মৎ-২৩। শনি দেখ। (৭) যমের বাহন মহিষ ও অস্ত্র গদা। মৎ-১৩৫। (৮) দেবাসুর সংগ্রামে এসন নামক অসুরের সহিত যমের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যম-হস্তে এসন নিহত হয়। মৎ-১৫০। (৮) যম হইতে সূদেবীর গর্ভে ধর, ধ্রুব, বিশ্বাস্বর, সোম, ত্যাপ, যম, বায়ু ও নিশ্বাস্তি এই অষ্ট বস্তু জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। অষ্টবসু ও বস্তুগণ দেখ। (৯) ইন্দ্র যমকে দক্ষিণ-দিকের আধিপতি করেন। হরি-হরি-২১০। (১০) সংজাদেবী সপত্নী ছায়াব হস্তে যম, যমুনা প্রভৃতি পুত্র কন্যাদেব তার অর্পণ পূর্বক পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সপত্নী-নস্তানদিগকে দণ্ডোচিত বস্তু করিতেন না। তজ্জগৎ এক দিন যম ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়াকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া তাহাতে “তোনার পাদ পতিত হইক” বলিয়া যমকে অভিশাপ প্রদান করেন। তদবধি যম পদহীন হন। যম নাভিশাপবশতঃ নিতান্ত হুঃখিত হইয়া বাহাতে পুনরায় এইরূপ বিপদ না ঘটে তজ্জগৎ ধর্ম্মানুসারে সমুদয় প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনপূর্বক ধর্ম্মরাজ নামে খ্যাত হন। স্বন্দ-কাশী-পূ-১৭। হরি-হরি-২। মার্ক-৭৭, ১০৬। (১১) প্রজারঞ্জনরূপ পবিত্র কর্ম্মদ্বারা যম পিতৃ-

গণের আধিপত্য ও লোক-পালন প্রাপ্ত হন। সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যম প্রথমত উৎপন্ন হন। তিনি প্রজাপতিকে স্বধর্মদ্বারা পালন করেন বলিয়া, বেদে শ্রাদ্ধদেব বলিয়া কথিত হন। সর্বাগ্রে যমের ও তৎপরে সোমের আপ্যায়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। হরি-হরি-১৮। (১২) নারদের পরামর্শে রাবণ যমের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। যম স্বয়ং যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাকে যুদ্ধোত্তোগ পরিত্যাগ করিতে হয়। রামা-উত্ত-১৮। (১৩) ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত ইহারা দশ দিকপাল বলিয়া কথিত হন। বৃহদ্-উত্ত-২। তন্ত্র-৫৪২ পৃঃ। (১৪) অনি-রুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন যম তাঁহাকে নিজ দণ্ড প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২। (১৫) দেবাসুর সংগ্রামে যমের সহিত চর্য্যাক্ষের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-৫। (১৬) দক্ষিণদিকে মেরু-পর্ব্বতের শিখরে সংযমন নামক পুরে ৭১ বাস করেন। বায়ু-৫০। (১৭) পুলহ-কর্ত্তা ঋতোর গর্ভে উৎপন্ন অজ্ঞান ও সর্কার নামক হস্তীদ্বয় যমের বাহন ছিল। বায়ু-৬৯। (১৮) যমের পত্নীর নাম ধুমোর্ণা। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। মহাভা-অনু-

১৬৫ (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে দেবাস্তক দানবের সহিত যমের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭০। (২০) সংজ্ঞা স্বর্ঘ্যের তেজ সহ করিতে না পারিয়া, নিজ ছায়াকে স্বর্ঘ্যের নিকট রাখিয়া অন্তত্বে গমন করেন ছায়ার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি বৈরূপ সন্ধ্যাবহার করিতেন, সংজ্ঞার গর্ভজাত সন্তানদিগের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন না। ইহাতে হুঃপিত হইয়া যম, পিতা বিবস্বানের নিকট অনুরোধ করেন। ছায়া তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন এবং যমকে শাপ দেন, “তুমি অচিরে প্রেতরাজ হইবে।” সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যমের হিতার্থে বলিলেন, “তুমি প্রেতরাজ হইবে বটে কিন্তু তুমি লোকের পাপ-পুণ্যের বিচার-কর্ত্তা ও লোকপাল হইয়া স্বর্গে দাস করিবে।” বরা-১২১। (২১) যমের বাহন মহিষের নাম পুণ্ড্রক। উহা কুম্ভবর্ণ, মনোবেগগামী এবং ক্রতুতেজ হইতে উৎপন্ন। বায়ু-৯। (২২) ধর্ম্ম-রাজ যম স্বভাবতঃ পুণ্য-সম্পন্ন-ব্যক্তি-গণের গোচরে উত্তম সৌম্যমূর্ত্তি হন। কিন্তু পাপিগণের সমক্ষে তিনি ক্রোধা-রক্ত নয়ন, দংষ্ট্রাকরাল-বদন হন। তাঁহার রসনা বিহ্যৎতুল্য ভীষণ, তাঁহার কেশ উর্দ্ধগামী হয় এবং তাঁহার আকৃতিও অতি ভয়ঙ্কর হয়। স্বন্দ-

কাশী-পু-৮। (২৩) কোনও এক সময়ে যম কাশীধামস্থিত ধর্মপীঠ নামক স্থানে তীব্র ক্রুদ্ধাধীন-সহ মহেশ্বরের আরাধনার নিযুক্ত হন। তাঁহার তপ-স্রায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে উপস্থিত হন এবং বলেন, “আজ হইতে অখিল সংসারের পাপপুণ্যের বিচারের ভার তোমাতে অর্পিত হইল এবং তোমার নাম ধর্মরাজ হইল। তুমি দক্ষিণদিকের অধিপতি হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের ও ভাঙ্ত কার্যের সাক্ষী হইয়া থাকিবে। তুমি জীবগণকে যে কল্যাণকর বা অকল্যাণকর পথ দেখাইবে, লোকে সেই পথই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ কাম্যার্জিত স্বল ভোগ করিবে।” স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭৮। (২৪) ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রীর গর্ভে সূর্য হইতে যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্মের কিছু দিন পরে সাবিত্রী ছারাকে নিজ সন্তানদের পরিচর্য্যার ভার প্রদান করিয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। সাবিত্রীর প্রস্থানের পর একদিন যম ক্ষুধার্ত হইয়া ছারার নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন। ছায়া আহাৰ্য্য প্রদান করিতে বিলম্ব করাতে যম তাঁহাকে পদাঘাত করেন। তাহাতে ছারার শাপে যম পঙ্গু হন। স্বন্দ-আব-অব-৫৬। (২৫) মহেশ্বর বগন বাণ নামক অস্তুরকে বধ করিতে যাত্রা করেন, তখন যম তাঁহার রথের দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠান করিয়া

তাঁহার সহিত গমন করেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১৮। (২৬) পৃথিবীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত যমের পুরী স্বর্ণ-প্রাকার-তোরণাদি সমন্বিত। তথাকার গৃহশ্রেণী মণিকাক্ষন ভূষিত এবং এই-রূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তথায় সহজে প্রবেশ করা অতি কষ্টকর। সেই পুরীর অন্তর্গত চব্বর সমুদয় চতুষ্পাণ-সমন্বিত। প্রতি পথের স্থানে স্থানে স্তম্ভপুষ্করনৌ ঘণ্টা সমূহ রক্ষিত আছে। নগরী বিবিধ-বর্ণ পদ্মকুমুদাদি সমাকীর্ণ জলাশয় ও উদ্যানাদি সমাকুল। সেই যমপুর শ্রী হুমুতি-আদি বায়ুশব্দে সর্বদাই মুগ্ধিত এবং যমপুরবাসীগণ সর্বদাই বিবিধ প্রকার উৎসবে ব্যস্ত স্বন্দ-আব-রেবা-১৫৫। (২৭) উপাধায় নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে শাপ দেন যে, তিনি অপুত্রক হইবেন। যম ব্রাহ্ম-শাপ ভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কর্তব্য পালনের দ্রষ্ট আর কখনও শাপগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রাহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া একশত আটটি ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি করিলেন। তিনি ঐ ব্যাধিগণকে যমের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। তদবধি

যমাদেশে ঐ ব্যাধিগণ মনুষ্য শরীর আশ্রয় করিতে লাগিল এবং তৎফলে প্রাণিগণও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে যম জীব-সংহার কার্যের জন্ত প্রত্যাবায় ভাগী হইবার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন। স্বন্দ-নাগ-১৩৯। (২৮) ছায়া যখন যমকে “তোমার পদদ্বয় খসিয়া পড়ুক” বলিয়া শাপ দেন, তখন যম শাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত পিতার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করেন। সূর্য্য দেব বলিলেন—“তোমার মাতৃবাক্য মিথ্যা হইবে না। তবে আমি এই বিধান দিতেছি যে, কুমিগণ তোমার পদের নাংস লইয়া ভূতলে পতিত হইবে। ইহাতে তোমার মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করা হইবে অথচ তুমিও পরিত্রাণ পাইবে।” স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২৯) যমের হিসাব পরীক্ষক ও লেখকের নাম বিচিত্র। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪। (৩০) স্বন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যম তাঁহার সাহায্যার্থ উন্মাত ও প্রমাত নামে দুই যন্তুরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬। বাম-৫৭। উন্মাত দেখ। (৩১) যজ্ঞদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে যম বিষ্ণু মাহাত্ম্য ও বৈশাখমাস মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-৫৮-৬৫। (৩২) গৌতম নামক মুনি যমরাজকে, কি করিলে পিতামাতার ঋণ হইতে

মুক্ত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা অতি পবিত্র দুর্লভ লোক লাভ করা যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। যমরাজ বলেন যে, সত্যধর্ম্ম, তপস্বী ও পবিত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক পিতামাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলেই অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোকসমূহ লাভ করা যায়। মহাভা-শান্তি-১২৯। (৩৩) ভগবান্ নারায়ণ চাতুর্ধর্ষের সৃষ্টি করিয়া যমকে পাপিগণের নিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (৩৪) মধ্যদেশবাসী এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় যম তাঁহাকে তিল, দাঁপ, অন্ন ও বস্ত্রদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৬৮। (৩৫) উদ্ধালকি মূনির শাপে তাঁহার পুত্র নচিকেতা যমপুরে গমন করেন। তথায় নচিকেতা যমের নিকট হইতে গোমাহাত্ম্য ও গোদানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৭১। নচিকেতা দেখ। (৩৬) শশবিন্দু নরপতি যমের নিকট হইতে বিভিন্ন নক্ষত্রে করণীয় শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করেন। মহাভা-অনুশা-৮৯। (৩৭) যম অষ্ট দিক্‌পালের অন্ততম। গরু-পূ-৮। (৩৮) একবার যম শিবভক্ত ঋষি মুনিকে মৃত্যু সময়ে আনিবার জন্ত উপস্থিত হন। ঋষি মূনি ভীত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন

হন। মহাদেব ভক্তের সাহায্যার্থ নিজ অমুচরগণকে প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই যম ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লি-পু-৩০। (৩৯) ছায়ার শাপে যমের পদদ্বয় ক্লেদযুক্ত, পৃথগোণিত-পূর্ণ ও কুমিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইলে, যম গো-কর্ণ তীর্থে গমন করিয়া অযুত অযুত বর্ষকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। শিবের প্রসাদে যম শাপ মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন। লি-পু-৬৫। (৪০) বিশ্বকর্মার কন্যা সবর্ণার গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সবর্ণা দেখ। (৪১) যমের পত্নীর নাম স্তম্বা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৪২) আবার ঐ অধ্যায়েরই অত্যাশ্চর্য্য আঁচে যমের পত্নী বরুণানী। (৪৩) সূর্য্যের অন্ততন পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করেন। কুশ্ণ-পু-২০। (৪৪) যম সূর্য্যের নিকট হইতে পদমালা-বিছা লাভ করেন। ইন্দ্র তাহা যমের নিকট প্রাপ্ত হন। এই পদমালা বিছার প্রভাবে সুরাসুরকে মোহিত করা যায়। দেবীপু-১১। (৪৫) দিবস্বানের দ্বারা সরণ্যার গর্ভে যম, যমীর ও অশ্বিন্দ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। অক্-১৩৫। (৪৬) যম নামে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম যমসংহিতা। যম-

সং। (৪৭) যম নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। মহাত্মা-শান্তি-৩৩৫। স্বন্দ-আব-রেবা-১৭, ২৭। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫। পদ্ম-স্বর্গ-২। গরু-পু-২৩। (৪৮) সাবর্ণি মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় মুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততন দেবতার নাম ছিল যম। বায়ু-২১। (৪৯) অম্বরগণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলে, দেবগণ বিভিন্ন জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যম কাকরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। স্বন্দ-মাংহে-কেলা-১৮। (৫০) যমের পুত্রদেব নাম শ্যাম ও শবল। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯। (৫১) কাশীতে কীর্ত্তিমান নামে এক পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহার মনুষ্যদেহে তাঁহার প্রজাবা বিকৃভক হইয়াছিল। তাহাদের পুণ্যের ফলে রাজ্যে অকাল মৃত্যু বিলপ্ত হইল এবং সকলেই মরণান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যসমূহ শূন্য হওয়ায়, যম প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাহার প্রতীকারেব অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া যমকে বিষ্ণুর নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। বিষ্ণু বলিলেন—কীর্ত্তিমান রাজা তাঁহার বিশেষ ভক্ত এমত অবস্থায় কোন প্রতীকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে বিষ্ণু যমকে আশ্বাস দিলেন যে, কীর্ত্তিমান

রাজার মৃত্যুর পর এক অতি পাপা-
চারী নৃপতি প্রাহুত হইবেন।
তাহার অধিকার কালে প্রজাবর্গ পুনরায়
হুঙ্কিরাশীল হইবে এবং তৎকালে যম-
পুরী পূর্বের স্তায় লোকপূর্ণ হইবে।
স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১১, ১২।

যমজিহ্বা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্ত-
তমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

যমদ্রুপ্তা—কাশীস্থিত এক যোগিনী।
তিনি নিরস্তর বিঘ্নরাশিকে চর্ষণ
করিয়া ভক্ষণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি
তাহার পূজা করে, তাহার সমস্ত পাপ থাকে
না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

যমদগ্নি—জমদগ্নি দেখ।

যমদন্ত—জনৈক রাক্ষস। সে পাতা-
লের তৃতীয়তলে বাস করিত।
দেবীপু-৩, ৮২।

যমদশুধারিণী—অন্ধকাসুরের বধ
কল্পে কাত, ক্রোধাদি রিপুগণ শরীর
পরিগ্রহ করিয়া দগ্ধ করিয়াছিলেন।
ঈশাদেবের মধ্যে পৈণ্ডিত্য যমদশুধারিণী
নাম্নী মাতৃকা হইয়াছিলেন। বরা-৯১।

যমদূত—উদুধর, উদুমান, পাণ্ডি-
ব, দেবরাত, সমর্থন, তারকলোহিয়া,
রেণু, কারীষু, বক্র, পানিন, ধানজপা,
শালাবত্যা, হিরণ্যাক্ষ, সঙ্কত, গালব,
দেবল, যমদূত, সালঙ্কায়ন ও বাস্কল,
ইহারা বিশ্বামিত্র গোত্রজ ঋষি।
বায়ু-৯১।

যমবাল—ইক্ষাকুবংশীয় ধৃষ্টের অন্ত-

তম পুত্র। লি-পু-৬৬। ধৃষ্ট দেখ।
যমল—জনৈক দানব। বিষ্ণু
তাহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-৬।
যমহস্তা—অন্ততম রুদ্র। দেবীপু-
৮১। রুদ্র দেখ।

যমাস্তক—বজ্র-অস্ত্রের অস্ত্রচর
জনৈক দানব। সে দেবীহস্তে নিহত
হয়। দেবীপু-৪, ১৪, ১৫।

যমী—(১) সংজ্ঞার গর্তজাত সূর্য্যের
কন্তা। তিনি যমের সহোদরা ও
যমজা ছিলেন। যমীর নামান্তর যমুনা।
মার্ক-১০৬। বিষ্ণু-৩২-২। (৭) বিব-
স্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিনয়,
যম ও যমীর জন্ম হয়। ঋক্-১০৫।
সংজ্ঞা, যম ও যমুনা দেখ। (৩) অমৃত-
বানু দেখ। ব্রহ্মা-৩২।

যমুনা—(১) যমের সহোদরা এবং
যমজা ভগিনী। তিনি সূর্য্যের ঔরসে
সংজ্ঞার গর্ভে জন্মেন। সংজ্ঞা ও সূর্য্য
দেখ। (২) বিবস্বান তনয়া যমুনা
ইন্দ্রাদেশে শক্তিপুত্র পরাশরের জন্ম
দাশরাজ গৃহে সত্যবতীরূপে ভগ্নগ্রহণ
করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) যম ও
যমুনা ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন। শিব-ধর্ম্ম-১১। (৪) রাধি-
কার অন্ততমা সখীর নাম ছিল যমুনা।
গর্গ-অশ্ব-৪২। (৫) ব্রহ্মার কন্তা
সাবিত্রীর গর্ভে যমুনা জন্মগ্রহণ করেন।
স্কন্দ-আব-অব-৫৬। (৬) যমুনা
কাবেরী, নন্দা প্রভৃতি নদীগণ ব্রহ্মার

মানসপুত্র অগ্নির পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-২২। (৭) যমুনা পিতৃ-নির্দেশে কালিন্দ-দেশবাহিনী নদী হয়েন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (৮) গন্ধালবীর অন্ততমা সপী যমুনা। গন্ধা বিষ্ণু পাদোন্তবা এবং যমুনা বিবস্বানা-স্বজা। এই কারণে গন্ধা ও যমনার সম্বন্ধ প্রাধানতম তীর্থসমূহের অন্ততম। (৯) যম ও যমুনা সূর্য্যপত্নী রাজ্যীর গর্ভে জন্মেন। কূর্ম্ম-পু-২০।

যমনেশ—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। পাপী মানবেরাও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চনা করিলে, তাহাদের যম-লোকে যাইতে হয় না। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

যমেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রস্থ যম-কর্ত্ত্বক স্থাপিত একটি শিবলিঙ্গ। আশ্বিনের কৃষ্ণ চতুর্দশী দিনে যে ব্যক্তি যমেশ্বরের সমীপে ভক্তি সহকারে উপ-নাস করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। স্বন্দ-আব-রেবা-২২। (২) মাতৃ-শাপে পদহীন হইয়া যম প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অযুত বর্ষকাল তপস্তা করেন। যমকর্ত্ত্বক স্থাপিত ঐ শিবলিঙ্গ যমেশ্বর নামে খ্যাত। যমদ্বিতীয়র গাঁহাকে দর্শন করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২, ১৪৬। যম দেখ।

যমোত্তি—(১) রাজা নরেশ্বর পুত্র

তিনি স্বীয় বিক্রমবলে সমাগরা পৃথি-বীর সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই মহিষী ছিলেন। দেবযানির গর্ভে যমোত্তির যম ও তুর্য্যশ নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জম্বা, মমু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যমোত্তি যখন দেবযানিকে বিবাহ করেন, তখন দেবযানির পিতা অশুর-গুরু গুক্রাচার্য্য যমোত্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে, তিনি আর শর্ম্মিষ্ঠাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যমোত্তি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেব-যানী তাহা জানিতে পারিয়া গুক্রা-চার্য্যের নিকট অনুরোধ করেন। তখন গুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য যমোত্তিকে বলিলেন, “তোমার তুমি দাণ্ডিক হইয়াও শ্রিয়বোধে অধস্বাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্ম তুমি এগ-নই জরাগ্রস্ত হইবে।” যমোত্তি গুক্রা-চার্য্যের শাপে তৎক্ষণাৎ জরাগ্রস্ত হইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং গুক্রাচার্য্যকে বলিলেন, “আমি অত্যা-বধি বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই। অতএব অনুরোধ করিয়া যাহাতে এই জরা তট্টে মুক্ত হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।” তখন গুক্রাচার্য্য বলিলেন যে, যমোত্তি ইচ্ছা করিলে অন্তের শরীরে জরা সংক্রামিত করিয়া, তাহার যৌবন নিজে গ্রহণ

পূর্বক যৌবন-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। অতঃপর যথাতি একে একে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার জরার পরিবর্তে যৌবন দান করিতে বলিলেন। কিন্তু একে একে চারি পুত্রই নিজ নিজ যৌবনের পরিবর্তে পিতার জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, যথাতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সর্বশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার নিকট হইতে জরা গ্রহণ-পূর্বক পিতাকে নিজ যৌবন প্রদান করিলেন। যথাতি পুরু যৌবন লইয়া খেচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ ও সর্বপ্রকার বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে যথাতি পুরুকে ডাকিয়া বলিলেন “আমি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ত্রৈলোক্য যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহ অল্পশায়ী বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, ভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছা উপশান্ত হয় না। বরঞ্চ স্বত্বদানে অগ্নি তায় তহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তজ্জন্ম আমি বৃথা বিষয়ের ভোগদ্বারা তৃপ্তি লাভের আশা ত্যাগ করিয়া, তপোবনে প্রবেশপূর্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব।” এই কথা বলিয়া যথাতি পুনরায় পুরুকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া, নিজ জরা পুনগ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি পুরুকে

রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং আত্মকাল পূর্ণ হইলে স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় ইন্দ্র একবার যথাতিককে জিজ্ঞাসা করেন “তুমি সর্বকাম পরিভোগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলে। তথায় তুমি কাহার ভ্রাতৃ তপোভুজান করিয়াছিলে?” যথাতি বলিলেন, “দেবতা মনুষ্য, গন্ধর্ব ও মহর্ষি, ইহাদের মধ্যে কেহই অত্যাধি আমার ভ্রাতৃ তপোভুজান করিতে পারেন নাই।” যথাতির কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, “যেহেতু তুমি অস্ত্রের তপঃপ্রভাব না মানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অনুমাননা করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অতাই পুণ্যভূট হইয়া দেবলোক হইতে চ্যুত হইবে।” যথাতি ইন্দ্রের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—“আমি যেন নাথ সন্নিধানেই পতিত হই।” অতঃপর ইন্দ্রের শাপে যথাতি স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া যখন ভূতলে পতিত হইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তাঁহার দৌহিত্র বাজর্ষি অষ্টকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার সহিত যথাতির নানা সন্ধিষয়ে আলাপ হয়। ঐ সকল আলোচনার পর যথাতি পুনরায় স্বর্গে গমন করেন। রামা-উত্ত-৬৮, ৬৯। ভাগ-১৯-১৮, ১৯। মহাভা-আদি-৭৫, ৭৮, ৯৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। মৎ-২৪। (২) জরা গ্রহণ

করিতে অসম্মত হওয়াতে যযাতি পুরু
ভিন্ন অপর চারি পুত্রকে শাপ দেন।
ঐ পুত্রগণের মধ্যে যজু হইতে যাদব,
তুর্কসু হইতে যবন, ক্রতু হইতে
বৈভোজ, পুরু হইতে পৌরব বংশ
সমূহ এবং অমু হইতে ম্লেচ্ছজাতির
উৎপত্তি হয়। মহাভা-আদি-৮৫।
(৩) নহষের পত্নী বিরজার গর্ভে যযাতি
প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-
৭৩, ৯৩। মৎ-১৫। হরি-হরি-৩০।
কৃষ্ণ-পূ-২২। সৌর-৩১। পদ্ম-সৃষ্টি-
৯। (৪) বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার
পূর্বে যযাতি তুর্কসুকে দক্ষিণ-পূর্ব-
দিকের, ক্রতুকে পশ্চিমদিকের, যজুকে
দক্ষিণাপথের, অমুকে খণ্ড খণ্ড ভাগের
এবং পুরুকে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যে
অধিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১০।
(৫) যযাতি সামান্য অপরাধেই স্বর্গচ্যুত
হইয়া অষ্টাদশযুগ ককট দেহ ধারণ
করিয়াছিলেন। দেবীভা-৬৬-৭।
(৬) যযাতি পুত্রগণকে নিম্নলিখিতরূপে
রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন—দক্ষিণপূর্ব-
দিকে তুর্কসুকে, উত্তর ও পূর্বদিকে
অমু ও ক্রতুকে, জ্যেষ্ঠ পুত্রযজুকে পূর্বো-
ত্তরদিকে এবং মধ্যদেশে অর্থাৎ কুরু-
পাঞ্চাল দেশে পুরুকে স্থাপন করেন।
হরি-হরি-৩০। (৭) যযাতি কর্কুক
প্রার্থিত হইয়া গুক্রাচার্য্য তাঁহাকে
অত্যন্ত বেগসম্পন্ন অশ্বযুক্ত, পরম
ভাস্কর, কাঞ্চনময় স্নদুচ দিব্যরথ এবং

অক্ষয় তুণীর প্রদান করেন। যযাতি
উক্তরথে আরোহণ করিয়া ছয় মাসের
মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী জয় করেন। এই
রথ পরম্পরায় পাণ্ডবেরা প্রাপ্ত হন।
লি-পূ-৬৬। (৮) যযাতি পুত্রগণের
মধ্যে তুর্কসুকে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে;
দক্ষিণদিকে যজুকে; পশ্চিম ও উত্তর
দিকে ক্রতু ও অমুকে রাজ্য প্রদান
করেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির
নিজরাজ্য লাভ করেন। লি-পূ-৬৭।
(৯) যযাতির পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
পুত্র যজু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের, তুর্কসু
দক্ষিণ-পূর্বদিকের, ক্রতু পশ্চিম দিকের
এবং অমু উত্তর দিকের অধিপতি হন।
সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে যযাতি সার্ক-
ভোম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষ্ণ-
পূ-২ (১০) পুলস্ত্য নামক একজন
ঋষি রাজর্ষি যযাতিকে অর্কুদাচল
মাতায়া কীর্তন করেন। স্বন্দ-প্রভা-
অর্কু-৫। (১১) যযাতির চারিপুত্র
ছিল। তাহাদের নাম কুরু, পুরু, কুরু
ও যজু। যযাতির পুণ্যবল অবগত
হইয়া দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে আনয়ন
করিবার জন্ম মাতলিকে প্রেরণ করেন।
মাতলি যযাতিকে ইন্দের অভিপ্রায়
জ্ঞাপন করিলে যযাতি স্বর্গে গমন
করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।
অতঃপর মাতলির সহিত যযাতির নানা
সদ্বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আলো-
চনাস্তে মাতলি যযাতির স্বর্গ-গমনে

অনিচ্ছা জানিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তদনন্তর যযাতি নিজ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন এবং ঐ ধর্ম অবলম্বনের ফলে তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে মৃত্যু লোপ পাইল। ইহাতে চিন্তিত হইয়া ঐ প্রতীকার প্রার্থনায় ইন্দ্রের শরণা-পন্ন হন। ইন্দ্র তখন যযাতির বুদ্ধি-দংশ ঘটাইবার জন্ত কামদেব, রতি, গন্ধর্বগণ ও মকরন্দকে আনয়ন করাইলেন। তাহাদের কোশলে জরা যযাতিকে আশ্রয় করিল। অনন্তর যযাতি এক দিন মুগয়া করিতে গিয়া অশ্বিনন্দুমতী নামী কামতনয়াকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন এবং পুত্রগণের নিকট জরার পরিবর্তে যৌবন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অগ্রতম পুত্র পুরু-পিতার নিকট ইহাতে জরা লইয়া তাহাকে নিজ যৌবন দান করিলেন। যযাতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কামকন্ঠাকে বিবাহ করিয়া স্বর্গে আনয়ন করিলেন। শশিষ্ঠা ও দেবযানী তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বিনন্দুমতীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যযাতি তাহা জানিতে পারিয়া কনিষ্ঠ পুত্র যদুকে দেবযানী ও শশিষ্ঠাকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যদু আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মত হইলে, যযাতি তাহাকে শাপ দিলেন। এদিকে ইন্দ্র যযাতির বিক্রম, দান ও পুণ্যাতি

দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং বাহাতে যযাতি সত্ত্বর দেবলোকে আগমন করেন, তাহার জন্ত চেষ্টিত হইলেন। ইন্দ্রের প্ররোচনার কাম-কন্ঠা অশ্বিনন্দুমতী যযাতিকে ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক, বৈষ্ণবলোক দর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। যযাতি পত্নীর অনু-রোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া পুত্র পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং দেবগণ কর্তৃক অনুকৃত হইয়া তথায়ই বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-পাতা-৬৫-৮৩। (১২) যযাতি নরপতি একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্বক কীলকমুগ নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক বতদূরে পতিত হইত, ততদূর পর্য্যন্ত এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিতেন। এরূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। ঐ শম্যাপাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গমন করেন। যযাতি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ এবং একশত বাজ-পেয় যজ্ঞ সমাপনপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে তিনটি স্তবর্ণ পর্বত প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২২। (১৩) মহারাজ যযাতি গো-দানপূর্বক দেবদুর্লভ দিবা স্থান অধিকার করেন। মহাভা-অনুশা-৮১। (১৪) যযাতি, নহষ, দিলীপ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ মহর্ষি শতক্রতুর সহিত পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া-

ছিলেন। ঐ পর্য্যটনকালে মহর্ষি অগ-
স্ত্যের যুগল অপহৃত হইলে, যযাতি
“বে আপনাদি যুগল অপহরণ করি-
য়াছে, সে বেদসমুদয়ের অনাদর করুক”
এই বলিয়া শপথপূর্ব্বক নিজ নির্দো-
ষিতা প্রমাণ করেন। মহাভা-অমু-২৪।
শতক্রতু দেখ। (১৫) যযাতি রাজর্ষি
গণের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-অমুশা-
১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৬) রঘু,
যযাতি, বিশ্বকর্ষেন, ভরত, দুয়ন্ত,
কল্ক, নল, নিমি প্রভৃতি রাজগণের
মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্তিকমাস,
কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংসা-
হার ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া,
ঐহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতিলাভ
হয়। মহাভা-অমুশা-১১৫। মাক্কাতা
ও যুবনাথ দেখ। (১৭) রাজা নহুষের
যতি, দযাতি, আয়্যতি, বিয়তি,
সংযতি ও কুতি এই কয় পুত্র ছিল।
যযাতির দুই পত্নীর গর্ভে যদু, তুর্কশু,
জম্ব্য, অমু ও পুরু এই পাচ পুত্র জন্মে।
গুরু-পূ-১৪৩। নভম দেখ। (১৮)
অঙ্গিরাস পুত্র হিরণ্যস্থপ ঋষি অগ্নির
স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—“হে
বিশুদ্ধ অগ্নি! মমু, অঙ্গিরা, যযাতি ও
অজ্ঞান পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞান তুমি যজ্ঞ-
স্থলে গমন কর। ঋক্-১।৩১।১৭।
(১৯) স্বারভুব মনুস্তরে যাম নামে খ্যাত
দ্বাদশজন দেবতার অন্ততম। ব্রহ্মা-
৩২। বায়ু-৩১। মঙ্গল দেখ।

মশঃ—(১) ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী দক্ষ
কন্যা কীর্ত্তির গর্ভে মশঃ জন্ম গ্রহণ
করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-১০।
ব্রহ্মা-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। গুরু-পূ-৫
কীর্ত্তি দেখ। (২) কামের পত্নী রতির
গর্ভে মশঃ ও হর্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে।
হরি-হরি-২১৮। (৩) অনাগত মনু-
স্তরে সূতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত
অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। প্লত
দেখ।

মশঃজ—ইক্ষসাবর্ণি বংশীয় ভীমের
পুত্র। তাঁহার পুত্র বরেণ্য। ব্রহ্মবৈ-
কৃষ্ণ-৩১।

মশঃ—তৃতীয় (উত্তম) মনুস্তরে
যজ্ঞকর্তা শিবগণের অন্তর্গত দ্বাদশজন
দেবতার অন্ততম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-
৬২। অহিহা দেখ।

মশঃ—(১) সীতার রোমকূপ
হইতে উদ্ভূত জর্জরিত মাতৃকা। (২)
সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম
অমু-রামা-২৩, ২৫।

মশঃ—উত্তম মনুস্তরে প্রতর্দন নামক
দেবগণের অন্তর্ভূত অন্ততম দেবতা।
বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

মশঃ—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, শিবা
শান্তি, ধৃতি, ক্রমা, স্বাদি, বুদ্ধি, উন্নতি,
সিদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রী, উমা, দীপ্তি,
কান্তি, যশা, লক্ষী এবং ঈশ্বরী, ইহার
উত্তমা দেবী নামে কথিত হন। দেবী-
পূ-৫০।

যশোদা—(১) হবিষ্যন্ত পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদা, নৃপতি অংশুমানের পত্নী, পঞ্চজনের পুত্রবধূ, দিলীপের জননী ও ভগীরথের পিতামহা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২। মৎ-১৫।
 (২) অজিরার যে সকল পুত্রেরা সাধা-গণকর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মানসী কন্যা যশোদা বিশ্ব-মহতের পত্নী, বৃদ্ধশম্মার পুত্রবধূ ও নৃপতি দিলীপের জননী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। বায়ু-৭৩। (৩) গোকুল-নন্দ নন্দগোপের স্ত্রী। ব্রজে যে পাত্রের দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রিতেই গোকুলে যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। বসুদেব কন্য-ভয়ে ভীত হইয়া, সেই রাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৃহে রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর পার্শ্বে স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; ৫ম-২, ৩, ৫। দেবীভা-৪স্ক-২৩। বৃহত-উত্ত-১৬। ভাগ-১০স্ক-২। লি-পূ-৩২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। (৪) যশোদা পূর্বজন্মে দ্রোণ নামক মুনির পত্নী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল ধরা। যশোদার পিতার নাম গিরিভানু ও মাতার নাম পদ্মাবতী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৯, ১৩। (৫) পূর্বজন্মে নন্দগোপ দ্রোণ নামে বসু ছিলেন, এবং যশোদা ধরা নামে তাঁহার পত্নী ছিলেন। গর্গ-গোল-৩। (৬) নন্দ-

গোপ ও যশোদা পূর্বজন্মে প্রজাপতি দক্ষ ও তৎপত্নী প্রহৃতি ছিলেন। শ্রীমহাভা-৫২। (৭) যজুঃশীল দেবকের সাত কন্যার অন্ততমা যশোদা। তাঁহার অন্তান্ত ভগিনীদের নাম দেবকা, ঋতদেবা, ঋতিশ্রবা, শ্রীদেবা, উপদেবা ও সুরূপা। এই সাত ভগিনীই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। দেবক ও বসুদেব দেগ। (৮) যশোদা, একানংশা, দেবকা ও মহাবিশ্বেশ্বরী, এই সকল দেবীর পূজা করিলে ব্রহ্ম-হত্যা-পাতক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। বরা-১৬২।

যশোদাবী—বৃহন্নদা নৃপতির অন্ততমা পত্নী ও শৈবরাজের কন্যা। তাঁহার গর্ভে জয়দ্রথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। বায়ু-৯২। হরি-হরি-৩১।
 যশোধর—পত্নী কক্ষিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও কক্ষিণী দেখ।

যশোধরা—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের অন্ততমা পত্নী। বসুদেব দেখ।
 (২) দানবপতি বিরোচনের কন্যা ও ঋগীর পত্নী। তাঁহার গর্ভে ত্রিশিরা বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্মা নামে যমজ পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৩) ভরত-বংশীয় হস্তিনাপুর নামক নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হস্তীর পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। হস্তী দেখ।

যশোধারী—(১) পুলহের অল্পতম পুত্র সহিস্কুর পত্নী। তাঁহার কামদেব নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-২৮। (২) কৰ্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কামা। প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ধনক, কপীবান, সহিস্কু, যশোধারী, কামদেব, সুরমধ্যম প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। প্রিয়ব্রত ও ধনকপীবান দেখ।

যশোবতী—(১) ভদ্রমতি নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অল্পতমা পত্নী। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। বৃহস্পতি-১১। ভদ্রমতি দেখ। (২) নরপতি রত্নের কন্যা একাবলীর সহচরী। দেবীভা-৬২-২১, ২২, ২৩। একাবলী দেখ।

যশোভদ্র—মণিভদ্র নামক নরপতির পুত্র বীরভদ্র ও যশোভদ্র পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়াও দৈবক্রমে দান করেন নাই। সেই পাপে তাঁহার নরকে গমন করেন। নরক-বাস সমাপন হইলে তাঁহার শলভ ষোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। একবার ঋতিকা বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার গঙ্গাসলিলে পতিত হন এবং তৎকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। পদ্ম-ক্রি-৩।

যশোমতী—নন্দগোপ-পত্নী যশোদার নামান্তর। যশোদা দেখ।

যশোমেধা—সুরমেধাগণের অন্তর্ভুক্ত

অল্পতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

যস্ক—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

যাজ্ঞ—(১) ভাগীরথী-তীর নিবাসী জনৈক সংশিতব্রত ঋষি। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপযাজ, মহারাজ দ্রুপদের প্রার্থনায় তাঁহার জন্য এক পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করেন। মহাভা-আদি-১৬৭। দ্রুপদ দেখ। (২) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৎস্তুগন্ধ দেখ।

যাজ্ঞবল্ক্য—(১) বৈশম্পায়নের শিষ্য। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিলে, গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে তাঁহাকে অধাত বেদ পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃসকল বগনপূর্বক চলিয়া যান। অন্তান্ত মুনিরা তিষ্ঠির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া যজুঃসকল গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে ননোরম তৈত্তিরীয় শাখা উৎপন্ন হইল। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়া অপরের অজ্ঞাত যজুঃসকল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এইসকল যজুঃবারা পঞ্চদশ শাখা করিলেন। পরে কণ্ণ, মধ্যান্ধিন প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৫৪-৫। ভাগ-১২২-৬। (২) রাজর্ষি

জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাগত ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, রাজর্ষি জনক মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি এক সহস্র গাভী, বহু পরিমাণ স্বর্ণ, অনেকগুলি গ্রাম, বহুসংখ্যক দাস ও নানাবিধ রত্নরাজী লইয়া ব্রাহ্মণ-গণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি এই সমস্ত দ্রব্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্ত উৎসর্গ করিলাম। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্, তিনি এই সমুদয় গ্রহণ করুন।” জনক রাজার এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্য পাইবার আশায় নিজেকে সর্কাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেকে সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিয়া স্বীয় শিষ্যকে বলিলেন,—“এই সমুদয় ধন আমারই প্রাপ্য। আমি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছি। আমার জ্ঞান বেদজ্ঞ আর কেহই নাই। আমার পাণ্ডিত্য সঙ্কটে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।” মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অতঃপর

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অপর সমস্ত ঋষিগণের তুমুল বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারে ঋষিগণ সকলেই পরাস্ত হইলেন। তদনন্তর মহর্ষি শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার আরম্ভ হইল। ঐ বিচারেও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জয়লাভ করিলেন। এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্বক রাজা জনকের দ্বারা উৎসর্গকৃত ধন-সম্পত্তি লাভ করিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের অন্ততম শিষ্য ছিলেন। বৈশম্পায়ন তাঁহার জন্ত শিষ্যগণকে ব্রহ্মবধ্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে বলিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তিনি একেবারে ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার তপস্কার বল দেখাইবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই গুরুপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ কর।” যাজ্ঞবল্ক্য ‘গুরু’র কথা শুনিয়া অধীত যজুঃসমূহ বমন করিয়া ‘গুরু’কে প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি স্বর্ঘ্যমণ্ডলস্থিত যজুঃসমূহ লাভ করিবার জন্ত, স্বর্ঘ্যদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। (স্বর্ঘ্য-রূপ ব্রহ্ম হইতে যে সমুদয় বেদ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, তাহারাই আবার উৎক্রে গমন করিয়া স্বর্ঘ্যমণ্ডলে অবস্থান করে।) স্বর্ঘ্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যের আর্য-

ধনার সম্ভট হইয়া, নিজ মণ্ডলস্থিত যজুঃ-সমূহ অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিলেন। অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে সূর্য্যদেব ঐ যজুঃ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, যে কেহ ঐ যজুঃ অধ্যয়ন করেন, তিনিই বাজী নামে খ্যাত হন। কণ্ঠ, বৈদেয় প্রভৃতি পঞ্চদশজন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য বাজী নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মা-৩৬, ৬৭। বিষ্ণু-২য়-৫। বায়ু-৬০, ৬১। বৈশম্পায়ন ও আটবা দেখ। (৩) জনমেজয় রাজার পুত্র শতানিক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়া-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভাগ-২স্ক-২২। (৪) যাজ্ঞবল্ক্য রঘু-বংশীয় নৃপতি হিরণ্যনাভের নিকট অধ্যায়-যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাগ-২স্ক-১২। (৫) রাজর্ষি জনকের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার; সগুণ ও নিগুণ কি এবং জন্ম, মৃত্যু, কাল সংখ্যাই বা কি, তাহা কীর্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৩১১-৩১৮। (৬) কোনও সময় যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঘোরতর তপোব্রতান করেন। সূর্য্যদেব সম্ভট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট হইতে যজুর্বেদ লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে মুখ বিবৃত করিতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তজ্জপ করিলে সরস্বতী তাঁহার মুখ-

মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ানক গাত্রদাহ উপস্থিত হইল এবং তিনি গাত্রজ্বালায় উত্তপ্ত হইয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাহার গাত্রজ্বালা শাস্ত হইলে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন। অতঃপর সরস্বতীর বরে সাক্ষোপান্ন সমুদয় বেদ তাঁহার অধিকৃত হইল। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য একশত শিষ্যকে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি জনকের পিতার যজ্ঞে দক্ষিণা লইয়া মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইলে মাতুল-ভাগিনেয়ের বিবাদের পরি-সমাপ্তি ঘটে। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট হইতে যে পঞ্চদশ খানি সাহিত্য প্রাপ্ত হন, তাহাই যজুর্বেদের পঞ্চদশ শাখা। যাজ্ঞবল্ক্য জীবাগ্ন্যাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩১২। (৭) তিনি দেবদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণের পুত্রেষ্ট্রি যজ্ঞে অধ্বৰ্য্য হইয়াছিলেন। দেবীভা-৩স্ক-১০। (৮) যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মসিদ্ধুত ব্রহ্মবাহুর পুত্র ছিলেন। বায়ু-৬১। (৯) হিরণ্যনাভ কোশল্যের পুত্র বশিষ্ঠের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য যোগশাস্ত্র শিক্ষা করেন। বায়ু-৮৮। (১০) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অধ্বৰ্য্য হইয়া-
ছিলেন : মহাভা-সভা-৪, ৩২ । (১১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রোগহীনা, দাতৃমতী, অসমান-গোত্রা, অসমান-প্রবরা, পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষ ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষের পরবর্ত্তিনী কল্যাই বিবাহের পক্ষে প্রশস্তা । স্বন্দ-ব্রহ্ম-দ্বন্দ্ব-২১ । (১২) যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় বিপুল তপশ্চা করিয়াছিলেন । তাঁহার এক ভগিনী সপ্তম বর্ষে বিধবা হন । স্বন্দ-আব-রেব-৪২ । পিঙ্গলাদ ও কংসারী দেখ । (১৩) যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মার অবতার ছিলেন । শিবের শাপে ব্রহ্মা যাজ্ঞবল্ক্যরূপে অবতীর্ণ হন । তিনি অতিশয় দুষ্চরিত্র ছিলেন । গুরু শাকল্যের আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য একদিন যজ্ঞান্তে শান্তিবারি লইয়া রাজসকাশে গমন করেন । রাজা তাঁহার দুষ্চরিত্রতার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে শান্তিবারি গ্রহণ করিলেন না । যাজ্ঞবল্ক্য ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শান্তিবারি অস্ত্রে নিক্ষেপ করিলেন । তাঁহার গুরু শাকল্য ইহা জানিতে পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে তিরস্কার করিলেন এবং পুনরায় ভূপতির নিকট শান্তিবারি লইয়া বাইবার জন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে আদেশ দিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু গুরুর আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন । শাকল্য ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া

যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, “তুমি আমার নিকট যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিয়া প্রস্থান কর ।” অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য অধীত সমুদয় বিদ্যা বমন পূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়া অস্ত্র গমনপূর্ব্বক কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন-সহ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন । বৎসরান্তে সূর্য্যদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—“আপনি আমার গুরু হইয়া আমাকে বেদ অধ্যয়ন করান ।” তখন সূর্য্যদেব বলিলেন—“আমি সমীপবর্ত্তী এই কুস্ত্রে বেদোক্ত সারস্বত মন্ত্র নিক্ষেপ করিতেছি । তুমি ওটা হইয়া এই কুস্ত্র জলে স্নান করিয়া, যে কোন বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, তাহা একবার অধ্যয়নেই তোমার কণ্ঠস্থ হইবে ।” এই কথা বলিয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে লঘিমা নাম্নী বিদ্যা দান করিলেন । তখন যাজ্ঞবল্ক্য ভাস্করের আদেশে লঘু কলেবর হইয়া সূর্য্য-রশ্মি-সম্ভব অশ্ব-দিগের কর্ণে প্রবেশপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন । কিয়ৎকাল পরে তিনি বেদার্থ-সম্বৃত উপনিষৎ প্রণয়ন করিয়া, রাজর্ষি জনকের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করেন । যাজ্ঞবল্ক্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী কাত্যায়নীর (অপর নাম কল্যাণী) গর্ভে তাঁহার

কাত্যায়ন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপরা পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী। স্বল্প-নাগ-১২২, ১৩০।

(১৪) গরুড় পুরাণের অন্তর্গত দানধর্ম-বিধি, শ্রাক্ষবিধি, দ্রব্যান্ত্রি, গৃহীধর্ম, বর্ণধর্ম, যতিধর্ম প্রভৃতি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। গরু-পু-২৩-১০৬।

(১৫) মহর্ষি উপন্যাসের আশ্রমেই তপস্বী করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মহাদেবের আদেশে যোগ সংহিতা প্রণয়ন করেন। কুর্খ-পু-২৫। (১৬) যাজ্ঞবল্ক্য মুনি রাম-

চন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-পাতাল-৪। (১৭) বিশ্বামিত্রের

অন্ততম পুত্র। মহাভা-অনু-৪। (১৮) বিশ্বামিত্রের পৌত্র ও হিরণ্যাক্ষের

অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২৭। (১৯) যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুর দশম অবতার, কঙ্কির

পুরোহিত ছিলেন। অগ্নি-১৬। মৎস্ত-

৪৭। (২০) অত্রি বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৮। বৈষ্ণব

ও গালব দেখ। (২১) বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

মৎ-২০০। বৈষ্ণব দেখ। (২২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একজন বৈদিক কালের ঋষি।

শত-১প্র-১অ-৮। (২৩) যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ছিল যজ্ঞবল্ক। সোম-

প্রবা প্রভৃতি ঋষিকে যাজ্ঞবল্ক্য ঘে

ষতি শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞ-বল্ক্য সংহিতা নামে খ্যাত। যাজ্ঞ-১।

যাজ্ঞসেনী—দ্রোণদীর নামান্তর।

ঋপদ রাজার এক নাম যজ্ঞসেন ছিল বলিয়া, তাঁহার ঐ নাম হয়। দ্রোণদী দেখ।

যাজ্ঞেয়ি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নি দেখ।

যাতনা—(১) কলির বশে, মৃত্যুর

ওরসে, তাঁহার ভগিনী ভাতি (ভয়)

গর্ভে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা

নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ব-৮।

কঙ্কি-১ম-২। মৃত্যু দেখ।

যাতি—পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে

নহষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি,

যাতি ও সুযাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে।

হরি-হরি-৩০। নহষ ও যযাতি দেখ।

যাতুধান—(১) সায়নাচার্যের মতে

যাতুধান অর্থ অশ্বর। তাহার এক

প্রকার মায়াবী পাপমতী জীব। পার-

সিক শাস্ত্রোক্ত যাতুধান নামক অশ্বর-

দিগের একই শ্রেণীভুক্ত। ঋক্-১। ৩৫।

১০ টাকা। (২) যাতুধান, ব্রহ্মধান,

দিবাচর ও নিশাচর নামে রাক্ষসদের

চারিটি শ্রেণী আছে। বায়ু-৭০।

যাতুধানা—খণ্ড নামক পিশাচের

কন্যা। তাহার নামান্তর জম্বুধান।

বায়ু-৬২। আপ ও বধ দেখ।

যাতুধানী—যুধাভি (নামান্তর

শৈব্য) রাজার যজ্ঞাভি হইতে উৎ-

পন্ন এক রাক্ষসী। মহাভা-অনুশা-২৩।

যাতুজীর—গুৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তব

করিতে যাইয়া বলিতেছেন, “হে ইন্দ্র ! তুমি যাতুষ্টিরকে অন্ন প্রদান করিয়াছ। সায়নাচার্য্য এই যাতুষ্টিরের কোনও বিবরণ দেন নাই ঋক্-২। ১৩।১১।

শাত্রেস্বর—অবস্তীক্ষেত্রস্থ এক শিব-লিঙ্গ। তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইবার পূর্বে, শাত্রেস্বর শিবলিঙ্গের অর্চনা না করিলে যাত্রা বিফল হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

শাদবী—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বাহুর পত্নী। নরপতি বাহু হুত্তরাজ্য হইয়া বনবাসে গমন করিলে, শাদবীও স্বামীর সহগমন করেন। তথায় বাহু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, গর্ভবতী শাদবী স্বামীর নহিত সহনরণে গাইতে প্রস্তুত হন। তাঁহার সপত্নী তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার ইচ্ছায়, তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করেন। শাদবী চিত্তা-বোভগ করিতে উদ্যত হইলে ঐর্ক মুনি তাহাকে নিবারণ করেন। শাদবী ঐর্ক মুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইয়া, সগর নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-৮৮। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সগর দেখ। (২) শিশুপালের মাতার নাম ছিল শাদবী। মহাভা-সভা-৪২।

শাদক—উনপঞ্চাশজন মরুদগণের অগ্রতম। বায়ু-৬৭। মরুদগণ দেখ।

শাদ—বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—“তুমি

অতিথিবৎসল (সূদাসের) স্তুত সম্পাদন করিয়া যাদ্বকে বশীভূত কর।” সায়নাচার্য্য এই যাদ্বের কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৭।১২।৮।

যান—দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের অগ্রতম। বায়ু-৬৬। অমুমস্তা দেখ।

যাবিক—পুণ্যজনী নামক পত্নীর গর্ভজাত যক্ষ নগিভেদ্রের অগ্রতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

যাম—(১) দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশজন পুত্র জন্মে তাঁহারা সকলেই যাম নামে খ্যাত। যজ্ঞের নামান্তর ছিল যম। এইজন্য তৎপুত্রগণ যাম নামে বিদিত ছিলেন। বায়ু-১০।

ব্রহ্মা-১০। যজ্ঞ দেখ। (২) যজ্ঞের এই পুত্রেরাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন। তাঁহারা উত্তরদিকে বাস করিতেন। মৎ-২। হরি-হরি-৭। মার্ক-৫০। দেবীভা-৮৬-৩। বৃহদা-৩৭। কুশ্ম-পূ-৮। বিষ্ণু-১৫-৭। ভাগ-১৬-৩। (২) পূর্বকালের মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামক দেবতা হয়েন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। যাম দেবগণের নাম—যহু, যহাতি, দাধিগণ, অবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি (প্রজাপতি—বায়ু), বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। স্বায়ম্ভুব মন্ব দেখ।

যামিনী—দক্ষের বষ্টিসংখ্যক কস্তার

অন্ততমা ও অরিষ্টনেমীর চারি পত্নীর একজন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪ । যামী, তিনি, স্কার্ফ ও অরিষ্টনেমী দেখ ।

যামী—(১) দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও যশোর অন্ততমা পত্নী । যামীর গর্ভে নাগবীথি জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩, ২১৮ । বায়ু-৬৬ । ভাগ-৬২-৬ । শিব-ধর্ম-৫৪ । গুরু-পূ-৬ । বিষ্ণু-১ম-১৫ । কৃষ্ণ-পূ-১৬ । লি-পূ-৬৩ । (২) তাক্ষের অন্ততমা পত্নীর নাম ছিল যামী । তাঁহার গর্ভে শলভসকল জন্মগ্রহণ করে । ভাগ-৬২-৬ । বিনতা ও কক্ষ দেখ ।

যামুনি—অনন্য, নকুরয়, স্নাতপ, রাজবর্তপ, শৈশিরোদবহি, সৈরক্সি, রোপসেবকি, যামুনি, কাক্স, পিক্সাক্সি, সজাতস্বি ও দিববষ্ঠাশ্ব, এই সকল কস্তপবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—বৎসর, কস্তপ ও বশিষ্ঠ । এই সকল বংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে । মৎ-১২২ ।

যাম্য—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতাদের গণের নাম ছিল যাম্য । দেবীপু-৪৬ । স্বায়ম্ভুব মনু ও যাম দেখ ।

যাম্য—শুভ্র নিমন্তের সহিত কালিকার যুদ্ধকালে, বিভিন্ন দেবগণের শক্তিগণ, দেবীর সাহায্যার্থ আগমন করেন । যম-শক্তি যাম্য দণ্ড গ্রহণপূর্বক মহিষে আরোহণ করিয়া, দেবীর সাহায্যার্থ আগমন করেন । দেবীভা-৫২-২৮ ।

শক্তি দেখ ।

যাহব—অশ্বিনয় যাহবকে ব্রহ্মরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন । ঋক্-৭। ৭১।৫ ।

যুক্ত—(১) অজিত নামে খ্যাত ব্রহ্মার তেত্রিশজন মানস পুত্রের মধ্যে একুশজন ত্রিষিমান নামে বিখ্যাত । যুক্ত ঐ ত্রিষিমান দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা ছিলেন । ব্রহ্মা-৩২ । বায়ু-৩১ । ত্রিষিমন্তগণ, অমৃতবান্-৩ । স্বায়ম্ভুব মনু দেখ । (২) রৈবত মনুর অন্ততম পুত্র । মৎ-৯ । হরি-হরি-৭ । রৈবত মনু দেখ । (৩) ভ্রোতা মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম । বিষ্ণু-৩য়-২ । ভ্রোতামনু ও অজিত দেখ ।

যুগ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়্য ক্রতুস্তুতগণের অন্ততম । ব্রহ্মা-৬৮ । স্বারোচিষ মনু ও আপ দেখ ।

যুগদত্ত—ভরতবংশীয় ব্রহ্মদত্তের পুত্র । মৎ-৪৯ । অনুহ ও বিষক্সেন দেখ ।

যুগন্ধর—(১) বৃষ্ণি-বংশীয় দ্ব্যধির পুত্র । অনঙ্গ ও দ্ব্যধী দেখ । (২) যদুবংশীয় ভূমির পুত্র যুগন্ধর । হরি-হরি-৩৪, ১৬০ । (৩) যদুবংশীয় কুলির পুত্র যুগন্ধর । ভাগ-২২-২৪ । লি-পূ-৬২ । কৃষ্ণ-পূ-২৪ । (৪) যদুবংশীয় সজ্জয়ের পুত্র কুলি । কুলির পুত্র যুগন্ধর । গুরু-পূ-১৪৩ । যুষ্মান ও অসন্ধ দেখ । (৫) চন্দ্রবংশীয় রাজা শতানীকের মন্ত্রী । বিধুম নামক বস্তুর

অন্ততম ভৃত্য মালাবান্ যুগন্ধরের পুত্র-
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-
সেতু-৩। মালাবান্ দেখ। (৬) যত্ন-
বংশীয় ভূতির পুত্র যুগন্ধর। বায়ু-২৬।
ভূতি দেখ।

যুগপৎ—মোনের নামে খ্যাত ষোল
জন দেব-গন্ধর্বেশ্বর অন্ততম। বায়ু-৬৯।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। উগ্রসেন ও মোনের
দেখ।

যুগাদিদেব—সত্যযুগে যুগাদিদেব
নামে একজন পরম-ধার্মিক রাজা
ছিলেন। স্বন্দ-আব-অব-৫৭।

যুগাধ্যক্ষ—কোবিদার তীর্থে পিতা-
মহ ব্রহ্মা যুগাধ্যক্ষ নামে পূজিত হন।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬-
খ) দেখ।

যুতায়ু—মগধের জরাসন্ধবংশীয় ঋত-
শ্রবার পুত্র যুতায়ু। তৎপুত্র নিরমিত্র।
ভাগ-৯৯-২২। অযুতায়ু দেখ।

যুত—যত্নবংশীয় শিনির পুত্র
যুতের তনয় সত্যক। লি-পূ-৬৯। বৃষ্ণি
ও শিনি দেখ।

যুদ্ধর্ষ—যত্নবংশীয় উগ্রসেনের অন্ত-
তম পুত্র ও কংসের ভ্রাতা। বায়ু-২৬।
উগ্রসেন ও ভূময় দেখ।

যুদ্ধমুষ্টি—(১) যত্নবংশীয় উগ্রসেনের
অন্ততম পুত্র ও কংসের অন্ততম ভ্রাতা।
মৎ-৩৪। উগ্রসেন ও ভূময় দেখ।
(২) কংস, স্ত্রোগোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু,
শতশ্রু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও স্মৃষ্টি

ইহারা উগ্রসেনের পুত্র ছিলেন। অগ্নি-
২৭৫। (৩) উগ্রসেনের নয় পুত্রের
নাম—কংস, স্ত্রোগোধ, সুনামা, কঙ্ক,
শঙ্কু, শতশ্রু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও
স্মৃষ্টিমান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। রাষ্ট্রপাল
দেখ।

যুদ্ধোন্মত্ত—জনৈক রাক্ষস-সেনা-
পতি। হনুমান লঙ্কাদহন কালে তাহার
গৃহ দগ্ধ করেন। রামা-স্বন্দ-৫৪।

যুধাজিৎ—(১) কেকয়রাজ যুধাজিৎ
ভরতের মাতুল ছিলেন। তিনি ভর-
তের পুত্র তক্ষ ও পুঙ্কলকে সঙ্গে লইয়া
গন্ধর্বগণের দেশ অধিকার করিতে
গমন করেন। রামা-অযো-৭০; উত্তরা-
১১৩, ১১৪। (২) যত্নবংশীয় বৃষ্ণির
অন্ততম পত্নী মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ,
কৃতলক্ষণ প্রভৃতি পাঁচপুত্র জন্মে। মৎ-
৪৫। (৩) আবার ঐ অধ্যায়েরই
অন্ততম আছে বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের
পুত্র যুধাজিৎ, বৃষভ ও ক্ষত্র।
(৪) বৃষ্ণি-তনয় যুধাজিৎ, তৎপুত্র
পৃষ্ণি। বায়ু-২৬। বিষ্ণু-৩র্থ-১৩।
বৃষ্ণি দেখ। (৫) অন্ধক বংশীয়
ক্রৌড়ুর অন্ততম পত্নী মাদ্রীর গর্ভে
যুধাজিৎ, দেবমীচুর্ষ, অনমিত্র ও শিনি
নামে চারি পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-
১৩। (৬) আবার ঐ অধ্যায়েরই
অন্ততম আছে বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের
তিন পুত্র—যুধাজিৎ, বৃষভ ও চিত্র।
(৭) দাক্ষতের পুত্র বৃষ্ণির দুই তনয়—

যুধাজিৎ ও স্মিত্র। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনমিত্র। ভাগ-২২-২৪।
 * (৮) যদুবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র স্মিত্র, তৎ-পুত্র যুধাজিৎ। যুধাজিতের তনয় অন-মিত্র ও শিনি। গরু-পূ-১৪৩। স্মিত্র ও শিনি দেখ।

যুধামন্যু—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষীয় একজন সেনাপতি। তিনি কোরবদিগের হস্তে নিহত হন। মহাভা-উদ্-১৩৯ ; কর্ণ-৬।

যুধিষ্ঠির—কুরুবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধর্ম্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্রদেবত চন্দ্রন-যুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি জন্মিবামাত্র এই দৈববাণী হয়, “এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবন-বিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজ্ঞা পালন করিবেন।” (মহাভা-আদি-১২৩)। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কোরব ও পাণ্ডবেরা দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং কাগক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষুদ্রতা, অনুশ-সাচার, ভৃত্যাত্মকম্পা, স্থির-সৌহার্দ প্রভৃতি সদগুণদ্বারা চালিত হইয়া প্রজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুর্যোধনাদি ধৃত-বাহু তনয়দের চক্রান্তে পঞ্চ পাণ্ডব বারণাবত নগরীতে গাইয়া অবস্থান

করিতে লাগিলেন। তথায় দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের অবস্থানের জ্ঞাত যে ভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই গৃহের নির্মাণ সম্বেদজনক বোধ হওয়াতে যুধিষ্ঠির অস্ত্রান্ত ভ্রাতৃগণকে পরামর্শ দিয়া, সেই গৃহ হইতে পলায়নের জ্ঞাত এক সুড়ঙ্গ খনন করাইয়া রাখেন এবং পুরোচন নামক দুর্যোধনের অমুচর যখন গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, তখন যুধিষ্ঠির অস্ত্রান্ত ভ্রাতৃগণসহ সেই সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করেন। তৎপরে তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাসদেবের পরামর্শে একচক্রা নগরীতে গাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থান কালে কুন্তী-দেবা যখন ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপ-কারার্থ ভামকে বক রাক্ষসের সমীপে গমন করিতে বলেন, তখন যুধিষ্ঠির মাতাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বিশেষ অমুরোধ করেন। কিন্তু কুন্তীদেবী তাঁহাকে অভয়দানপূর্ব্বক ভামকে প্রেরণ করেন। একচক্রা হইতে অস্ত্র গমনকালে পথিমধ্যে অঙ্গারপর্ণ নামক গন্ধর্ব্বরাজের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জুন অঙ্গারপর্ণকে বন্দা করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহারই আদেশে গন্ধর্ব্বরাজ মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে গমন করিয়া মুনিবর ধোমাকে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করেন ও

তাহার পরামর্শে দ্রোপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। তথায় অর্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রোপদীকে লাভ করেন। অতঃপর তাহার সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, কুন্তীকে বলিলেন,—“অন্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।” কুন্তী গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। সবিশেষ না জানিয়াই বলিলেন,—“যাহা পাইয়াছ সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।” পরে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সকলে কর্তব্য নির্ধারণে অপারগ হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—“আমাদের মাতার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া দ্রোপদীর পাণিগ্রহণ করিব।” বিবাহের পর পাণ্ডবেরা পুনরায় হহিনাপুরে গমন করেন এবং সেই স্থান হইতে পাণ্ডব-প্রস্থে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে এষ্ট নিয়ম ছিল যে, একজন যখন দ্রোপদীর সকাশে উপস্থিত থাকিতেন, তখন অপর কোনও লাতা তথায় যাইতে পারিতেন না। এক দিন যুধিষ্ঠির দ্রোপদীর সহিত নিজেই আলাপ করিতেছিলেন, তখন অর্জুন কার্গ্যামুরোধে তথায় উপস্থিত হন। এষ্ট নিয়মভঙ্গাপরাধে অর্জুন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে দ্বাদশবর্ষকালের জন্ত বনবাসে গমন করেন। যুধিষ্ঠির নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া অর্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিশেষ

প্রয়াস পান। কিন্তু অর্জুন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। অর্জুন বনবাসান্তে প্রত্যাবর্তন করিলে, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ময়দানব অর্জুনের অমুরোধে যুধিষ্ঠিরের জন্ত ভুবনে অভুলনায় এক সভা নিৰ্দ্ধাণ করেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নানারূপ পরামর্শ দান ও সাহায্য করেন। একদিকে যেমন ইন্দ্রপ্রস্থে যজ্ঞারোহণ হইতে লাগিল অপর দিকে তেমনি অপর ত্রাতৃচতুষ্টয় দেশান্তরে গমন-পূর্বক রাজন্তবর্গের নিকট হইতে বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহার সকলে প্রত্যাগমন করিলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দুৰ্য্যোধনাদি কৌরবগণও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করেন। যথাকালে ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ দাক্ষিত্য করেন। সেই যজ্ঞে তৎকালীন রাজন্তবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্ত পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। সেই যজ্ঞে যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই বচমূল্য উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে ভয়ের পরামর্শে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দুৰ্য্যোধনাদি প্রত্যা-

বর্জন করেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের মুখে যুধিষ্ঠিরাদির যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ শুনিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি কপট স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শকুনি দ্বারা তাঁহাদিগকে দ্যুত ক্রীড়ায় নিয়োজিত করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে অক্ষ ক্রীড়া করিতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে দুর্য্যোধনাদির নির্বন্ধাতিশয়ে সম্মত হইলেন। সেই দ্যুত ক্রীড়াই তাঁহার পক্ষে কালস্বরূপ হইল। তিনি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এবং শকুনির শঠতায় ক্রমে ক্রমে সমুদয় ধন, সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত ও পরাজিত হইয়া, উন্নতের ভ্রায় হইয়া উঠিলেন। রাজ্য-সম্পদ সমুদয় হারাইয়া, আর পণ রাখিবার মত কোনও দ্রব্যের সন্ধান না পাইয়া, তিনি একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে এবং পরিশেষে নিতাস্ত নির্ভজের ভ্রায় দ্রোপদীকেও পণ রাখিলেন। ধৃত শকুনি সমুদয় জিতিয়া লইলেন। দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ তখন নিতাস্ত রূপে হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি নানাবিধ অশিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া পরম অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া,

দ্রোপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে স্বীয় সন্ন্যাসে আনয়নপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনাদিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনাদিকে অশেষ তিরস্কার করিয়া পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের সমুদয় ধন সম্পত্তিসহ ইন্দ্র-প্রস্থে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা তাঁহার পুত্রগণের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি লইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ মোহ হইয়াছিল যে, অক্ষক্রীড়া পরম দোষাবহ ও সর্বনাশকর বৃত্তিতে পারিয়াও, পুনরায় ক্রীড়াতে মত্ত হইলেন। এইবার পণ রহিল যে, দ্যুতে পরাজিত হইলে পরাজিতকে রুদ্রচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক, মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে বাস করিতে হইবে। এই ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইয়া অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং পূর্ব্বের ভ্রায় পরাজিত হইলেন। তখন পণ অনুযায়ী যুধিষ্ঠির, দ্রোপদী ও অপরাচারি ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। (মহাভা-আদি-১৩২-১৩৬, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৬২, ১৭০, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৫, ২০৭, ২১৩, ২২২।

সভা-৩, ৪, ১২, ২৫-৩২, ৩৫, ৪৭-৭৯।) পাণ্ডবদিগের বনে অবস্থান কালে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণ প্রায়ই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেন। তাঁহার বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্বক দ্বাদশবর্ষকাল পরম সুখে বনে বাপন করেন। ঐ সময়ে একদিন দ্রৌপদী কোরবগণের দুর্ব্যবহারের জন্ত তাঁহাদিগের অশেষ নিন্দাবাদ পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রতিশোধ লইতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু যুধিষ্ঠির নানাবিধ উপদেশ দিয়া দ্রৌপদীর ক্রোধ শাস্তি করেন। বনবাস কালে মহর্ষি ধোম্য পাণ্ডবদিগের সহচর ছিলেন। যে সকল মুনি ও তপস্বীগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের উপদেশে পাণ্ডবগণ নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। ঐ বনবাস কালেই অর্জুন অন্ত্রলাভার্থ তপস্তা করিবার জন্ত গমন করেন। বনে অবস্থান কালে একদিন ভীষ্ম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণাকার অজগর সর্পকর্তৃক আক্রান্ত হন। ভীষ্মের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার অঘেষণে গমন করেন এবং ভীষ্মকে অজগর সর্পাক্রান্ত দেখিতে পান। যুধিষ্ঠির সেই সর্পের নিকট ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করেন। সর্প বলিলেন—“তুমি যদি আমার

প্রশ্নের সমাধ্ উত্তর দিতে পার, তবে তোমার ভাতাকে মুক্তি দিব।" যুধিষ্ঠির যথাসাধ্য উত্তর দিতে সম্মত হইলে, সেই সৰ্প যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ ধৰ্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রশ্ন করেন এবং যুধিষ্ঠির ও তাহার যথার্থ উত্তর দিয়া ভাতাকে মুক্ত করেন। তাহার কিছুকাল পরে নহৰ্ষি মার্কণ্ডেয় একদিন পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হন এবং পাণ্ডবদিগকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিবরণ লোকপরম্পরায় দুর্যোধনের কৰ্ণগোচর হইল। তিনি অত্যন্ত ভ্রাতাগণ, কৰ্ণ, শকুনি প্রভৃতি মন্ত্রণাদাতা ও চিত্রসেন নামক গন্ধৰ্ব্বরাজকে সহায় করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট করিবার জন্ত বনে গমন করেন। তথায় পাণ্ডবদিগের হস্তে দুর্যোধনের সহায়গণ বিলক্ষণ নিগৃহীত হন। গন্ধৰ্ব্ব চিত্রসেন প্রভৃতি ধৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট নীত হন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। একদিন পানীয় জল আনয়নার্থ যুধিষ্ঠির নকুলকে প্রেরণ করেন। নকুলের প্রত্যাগমনে অতিশয় বিলম্ব দেখিয়া সহদেবকে অম্ল সন্ধানে প্রেরণ করেন এবং এইরূপে ক্রমে অৰ্জুন ও ভীমও প্রেরিত হন। তাঁহাদের কেহই প্রত্যাগমন করিতে-ছেন না দেখিয়া, পরিশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং অম্লসন্ধানে গমন করেন এবং

দেখিতে পান চারি ভ্রাতাই এক সরো-
বর তীরে মৃত পতিত রহিয়াছেন।
সেই সরোবর তীরে এক যক্ষকে উপ-
বিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে ভ্রাতাদের ঐরূপ
অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যক্ষ
বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাগণ তাঁহার
বাক্য উপেক্ষা করিয়া ঐ সরোবরের
জলপান করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহা-
দের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির
বদি তাঁহার প্রশ্নের সমুচিত উত্তর না
দিয়া, জলপান করেন, তবে তিনিও
ভ্রাতৃগণের অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন।
তখন যুধিষ্ঠির যক্ষকে বলেন যে, জিজ্ঞা-
সিত হইলে, তিনি যক্ষের প্রশ্নের যথা-
সাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন।
ইত্যন্তে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ তাঁহাকে নানা
বিষয়ে বচপ্রশ্ন করেন এবং যুধিষ্ঠিরও
তাঁহার যথাযথ উত্তর দেন। যুধিষ্ঠিরের
উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলেন,—
“তোমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে
কোনও একজন মাত্র তোমার ইচ্ছামু-
সারে জীবিত হইবেন।” তখন যুধি-
ষ্ঠির বলিলেন,—“তাহা হইলে আপনি
নকুলের প্রাণ দান করুন।” যক্ষ
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ভীম, অর্জুন
প্রভৃতি মহারথ ভ্রাতৃগণের পরিবর্তে
নকুলের প্রাণভিক্ষা করিলে কেন?”
যুধিষ্ঠির বলিলেন,—“কুন্তী ও মাদ্রী
ইহারা উভয়েই আমার জননী। জননী
কুন্তীর পুত্রদের মধ্যে আমি জীবিত

রহিয়াছি। জননী মাদ্রীর পুত্রদের
মধ্যেও একজন জীবিত থাকে, ইহাই
আমার ইচ্ছা। এই জন্তই আমি নকু-
লের প্রাণভিক্ষা করিয়াছি।” যুধি-
ষ্ঠিরের কথা শুনিয়া যক্ষ অধিকতর সন্তুষ্ট
হইয়া তাঁহার চারি ভ্রাতাকেই পুন-
র্জীবিত করিয়া দিলেন। পাণ্ডবদের
বনবাসের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এক
বৎসর কাল অজ্ঞাত বাস করিতে
হইবে এইরূপ সর্ত্ত ছিল। সেই অজ্ঞাত
বাসের কাল উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির
ভ্রাতৃগণসহ কি.কর্তব্য বিষয়ে মন্ত্রণা
করিতে লাগিলেন। (মহাভা-বন-
২৭-২০ ; ১১৭, ১৫৮, ১৬২, ১৭৬-
১৮০ ; ১৮২-২০০ ; ২৩৪-২৪৭ ; ৩১০-
৩১৩)। মন্ত্রণায় স্থির হইল যে তাহার।
ছদ্মবেশে মৎস্যরাজ বিরাটের আশ্রয়ে
বাস করিবেন। ভ্রাতৃ পক্ষের মধ্যে
যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন যে, তিনি অক্ষ-
ক্রীড়াকুশল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্বক
মৎস্যরাজ বিরাটের সভাসদ রূপে
তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিবেন। এই
ব্যবস্থা স্থিরাকৃত হইলে পাণ্ডবগণ
মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানীতে গমন
করিয়া, পূর্ব-নির্ধারিত ছদ্মবেশ গ্রহণা-
ন্তর বিরাট রাজপরিবারে বাস করিতে
লাগিলেন। যুধিষ্ঠির তথায় অবস্থান
করিবার সনয়ে কঙ্ক নামে নিজের
পরিচয় প্রদান করেন। পাণ্ডবগণের
বিরাট-রাজ-ভবনে অবস্থান কালে

বিরাট-রাজ সেনাপতি কাঁচক, ভীম কর্তৃক নিহত হন। এই সংবাদ পাইয়া ত্রিগর্ভ-রাজ সুশ্রী বিরাট-রাজের গোধন অপহরণ করিবার প্রয়াস পান। বিরাট ছদ্মবেশী পাণ্ডবদিগের সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিরস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকেই সিংহাসনে স্থাপন করিতে বাসনা করেন। যুধিষ্ঠির অবশ্য তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ত্রিগর্ভ-রাজের পরাভবের পর দুর্যোধনাদি কোরবেরা মৎস্ত রাজ্য আক্রমণ করেন। সেইবারও ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ বিরাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া কোরবদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই অভিযান কালেই অর্জুন বিরাট-তনয় উত্তরের নিকট নিজেদের পরিচয় দেন। যুদ্ধান্তে সকলে যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মৎস্ত-রাজ বিরাট সভাসদ কঙ্কের (যুধিষ্ঠিরের) সহিত অক্ষকীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। কীড়ান অবস্থায় বিরাট নিজ পুত্র উত্তরের শৌর্য্য বীর্য্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেছিলেন যে, উত্তর কোরবদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির হৃদুত্তরে বলেন যে, ভীম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীবর্গকে বৃহন্নলা (অর্থাৎ ছদ্মবেশী অর্জুন) ব্যতীত আর কেহই পরাভূত করিতে সমর্থ নহে। বিরাট তাহা শুনিয়া ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে পাশা-ধারা আঘাত করেন এবং তৎক্ষণে যুধি-

ষ্ঠিরের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। পরে বিরাট নিজ পুত্র উত্তরের নিকটে অবগত হইলেন যে, বাস্তব-পক্ষে বৃহন্নলাই যুদ্ধ করিয়া কোরবদিগকে পরাজিত করেন। তখন অমৃতপ্ত হইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরে উত্তর যখন পিতার নিকট ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের সমাক পরিচয় দিলেন, তখন বিরাট পরম প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির নিকট পূর্ব্বকৃত অসৌজন্য ও অন্ত্যাত্ম অজ্ঞাত অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। (মহাভা-বিরাট-১-৭, ২২, ৩০-৭১।) বিরাট নরপতি পাণ্ডবদের সমাক পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাদের বনবাসের কারণ জানিয়া সাহায়ে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির সংগ্রাম ব্যতিরেকে সাহায়ে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন যখন কিছুতে বিনাযুদ্ধে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন না বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন অনন্তোপায় হইয়া যুদ্ধ করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। (মহাভা-উদ-১-৩, ২২-২২) কুরুক্ষেত্র-প্রান্তনে যুয়ুৎশ যুধিষ্ঠির কোরবদিগের অগণ্য সৈন্য এবং ভীমাদিরূত বাহু দেখিয়া অতিশয় ভীত হন। অর্জুন ও

আশ্বাস বাঁকা দ্বারা তাঁহার ভাতি অপনোদন করেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির প্রথমে পদব্রজে ভীষ্মাদি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যান। প্রথমে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন এবং ভীষ্মকে তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। ভীষ্ম বলেন,—“আমাকে সময়ে পরাজয় করিতে পারে এমন কেহই নাই। হস্তিষ্ক এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।” অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন এবং তাঁহাকেও তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। দ্রোণাচার্য বলেন, “নতাবাদী ব্যক্তির মুখে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব এবং তাহা হইলে আমাকে বধ করিতে পারিবে, অন্তথা নহে।” দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির রূপাচার্যের নিকট গমন করেন। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থের বশীভূত হইয়াই যে তিনি দুর্গোপদানের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বলিয়া হৃৎপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং

অস্ত্র কি উপায়ে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—“আচার্য্য! আমি আপনাকে দাড়া বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন।” এই কথা বলিয়াই অচেতন হইয়া পড়িলেন। রূপাচার্য্য তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন,—“বৎস, আমি অবধ্য; তথাপি আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।” অনন্তর যুধিষ্ঠির শল্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণাদির পর তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি সমরক্ষেত্রে কর্তব্যে তেজ হ্রাস করিবেন।” শল্য তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে যুধিষ্ঠির নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎপরে কোরবদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্র সময়ে যুধিষ্ঠির অশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বহু কোরবসৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন। পরিশেষে ভীষ্মহস্তে অগণ্য পাণ্ডবসৈন্যের নিধন দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিষন্ন হইলেন এবং বাস্তদেবের পরানর্শে ভীষ্মের নিকট তাঁহার বধোপায় জানিবার জন্ত গমন করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরকে নিজ বধোপায় বলিয়া দিলেন। (মহাভা-ভীষ্ম-২১, ৪৩, ১০৮)। সপ্ত-রথীবেষ্টিত অভিমম্বার মৃত্যু সংবাদ

গুনিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় শোকাবুল হন। তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে বহু পৌরাণিক আধ্যাত্মিক সংবলিত সত্বপদেশ প্রদানপূর্বক তাঁহার শোকা-পনোদন করেন। দ্রোণাচার্যের হস্তে নিজপক্ষীয় বহু সেনাপতি ও সৈনিককে নিহত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তখন বাসুদেব তাঁহাদিগকে, যাহাতে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ করেন, সেই কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন। তখন ভীম অবন্তারাজ ইন্দ্রব্রহ্মার অশ্বখামা নামক হস্তাকে বধ করিয়া, অশ্বখামা হত হইয়াছে বলিয়া, আশ্ফালন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রথমে ঐ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “দ্রোণাচার্য্য যদি ক্রুদ্ধ হইয়া, আর অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই সমস্ত পাণ্ডবকুল ধ্বংস হইবে। অতএব তিনি যাহাতে অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগ করেন, তাহার উপায় অবলম্বন করুন। ভীম হইতে অশ্বখামা হত হইয়াছে, এই সংবাদ গুনিয়া দ্রোণাচার্য্য সম্যক বিশ্বাস করেন নাই। এক্ষণে আপনি যদি দ্রোণাচার্য্যকে এই সংবাদ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তিনি বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।” বাসুদেবের এই পরামর্শ নিতান্ত অধমোচিত জানিয়াও যুধিষ্ঠির

উপায়ান্তর না দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্য সমীপে যাইয়া, “অশ্বখামা হত হইয়াছে” এই কয়টি কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া অতি নিম্নস্বরে “হস্তী” কথাটি উচ্চারণ করিলেন। ইহার পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি উচ্চে অবস্থান করিত। কিন্তু ঐ মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, রথ ধরাভল স্পর্শ করিল। (মহাভা-দ্রোণ-৫২-৭১, ১২১)। কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের হস্তেই মদ্ররাজ শল্য নিহত হন। ভীম গদাঘাতে হৃষ্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া, পূর্ব বৈর স্মরণপূর্বক বধন হৃষ্যোধনের মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ঐরূপ অশিষ্ট আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া হৃষ্যোধনকে, নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলেন। (মহাভা-কর্ণ-৬৯, শল্য-১৭, ৬০)। কুরুক্ষেত্র মহা-সমরে জয় লাভ করিয়াও যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি হইল না। রাজা-লোভে যে অতি নিকট আত্মীয়গণকে এবং পরম সুহৃদগণকে বধ করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্ত যুধিষ্ঠিরের মনে অশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং তিনি ক্রমে ক্রমে পরিতাপমুচক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণ নানাবিধ প্রবোধ-বাক্য দ্বারা তাঁহার শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই

যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি লাভ হইল না । পরন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার শোকাগ্নি আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কুন্তী কর্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের কথা গোপন রাখিয়া ছিলেন বলিয়া, সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর তাঁহার বিশেষ ক্রোধ হইল এবং তিনি অভিসম্পাত দিলেন যে, কোনকালেই কোন রমণী কোনও বিষয় গোপন রাখিতে পারিবেন না । কোনও মতে যুধিষ্ঠিরের শোকের উপশম হইতেছে না দেখিয়া, বাসুদেব তাঁহাকে শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—“যুধিষ্ঠির জাতি-বধ-জনিত শোকে অতিশয় মুহমান হইয়াছেন । তজ্জগৎ আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আনি-রাছি । আপনি ধর্মার্থযুক্ত উপদেশ দিয়া, তাঁহার শোক দূর করুন ।” ভীষ্ম যথাশাস্ত্র তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে, যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবদি পরিবৃত হইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে রাজধর্ম, আপদধর্ম ও মোক্ষ-ধর্মবিষয়ক বহু উপদেশ প্রদান করিলেন । ভীষ্ম-প্রদত্ত ঐ সকল উপদেশই মহাভারতের শান্তিপর্ক ও অমুশাসন-পর্কের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

(মহাভা-শান্তি ও অমুশাসন পর্কাদ্বয়) । ভীষ্মের সারগর্ভ উপদেশে যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল । কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকানল পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । তাঁহার শোকশাস্তির জন্ত ব্যাসদেব তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করেন । ব্যাসদেবের পরামর্শে অগত্যা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শোক সম্যক দূরীভূত হইল না । তিনি কেবল কর্তব্য বোধেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন । অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর প্রভৃতি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন । একদিন অরণ্যে যুধিষ্ঠির তপস্যারত বিদুরকে দেখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যান । তিনি তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে আশ্রমের অনতিদূরেই তিনি বিদুরকে দেখিতে পাইলেন । কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বিদুর আবার অদৃশ্য হইলেন । তখন যুধিষ্ঠির বিদুরের অন্বেষণে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, পুনর্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার অমুশরণ করিতে লাগিলেন । কিয়দূর গমন করিবার পর যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, বিদুর এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । তখন তিনি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

নিজ পরিচয় দিলেন। তখন মহাত্মা বিহুর বোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাঙ্গে গাঙ্গে, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় সমুদয় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বিহুরের দেহ স্তব্ধ ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল। যুধিষ্ঠির নিজেকে অধিকতর বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির বিহুরের দেহ দক্ষ করিতে উত্তত হইলে, এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল, “মহাত্মা বিহুর যতি ধর্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্ত আপনি শোক করিবেন না ও তাঁহার দেহ দক্ষ করিবেন না।” এই দৈববাণী শুনিয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া, রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে, নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্রাদির দাবানলে দক্ষ হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইবার বিবরণ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু জীবন হবিসহ হইলেও, তিনি কর্তব্যাহুরোধে রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতে লাগি-

লেন। (মহাভা-আশ্ব-১-৩, ৬৩, ২১। আশ্ব-১-৩, ১৪-২৬, ৩৭-৩৯।) কাল-ক্রমে বৃষ্টি বংশের নিধন ও ত্রিক্ষের স্বর্গ-গমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির অতিশয় বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং বৈশ্যপুত্র যুয়ংস্বকে রাজ্যপালনের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর পাণ্ডব-গণ দ্রোপদীকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রস্থান করিয়া, উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে প্রথমে দ্রোপদী নিপতিত হইলেন, তৎপরে যথাক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম নিপতিত হইলেন। প্রতিবারেই ভীম তাঁহাদের পতনের কারণ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠির বলেন যে, দ্রোপদী পক্ষ স্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত করিতেন, সেই পাপে তাঁহার পতন হয়। সহদেব নিজেকে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, নকুল অতিশয় নিজের রূপের গর্ব করিতেন, অর্জুন শৌর্যাভিমানী হইয়া অপর ধনুর্ধর দিগকে অবজ্ঞা করিতেন, এবং ভীম অন্তকে খাণ্ডদ্রব্য না দিয়া নিজে অপরিমিত ভোজন করিতেন ও নিজেকে অধিতীয় বলশালী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতেন, এই সমুদয় পাপে তাঁহাদের পতন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভূমিপতিত ভ্রাতৃবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সমাহিত চিত্তে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন। কেবল এক সার-মেয় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দূর গমন করিবার পর দেবরাজ ইন্দ্র রথ লইয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভূপতিত ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রোপদীকে পরিত্যাগ করিয়া একেলা স্বর্গে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহার। মাতৃষদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কেবল তিনি যুধিষ্ঠিরকে নরদেহে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্ত রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তখন যুধিষ্ঠির সেই অনুসরণকারী কুকুরকে লইয়া স্বর্গে গমন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐ সার-মেয়কে পরিত্যাগ করিয়া রথারোহণ করিবার জন্ত বারংবার যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন সেই সারমেয় সাক্ষাৎ ধর্মরূপী হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে প্রাহুভূত হইলেন ও বলিলেন—“আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্তই কুকুরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমার অনুগমন করি। আমি পূর্বেও একবার ধৈতবনে তোমার পরীক্ষা করি। দুই বারেই দেখিলাম তুমি ধর্মপরায়ণ,

বৃদ্ধিমান ও সর্বভূতে দয়ালু। আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি এই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন কর।” তখন, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ ও অত্যাচ্ছ দেবতাগণ যুধিষ্ঠিরকে প্রাত্যদগমন করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির দেব-বৃন্দ-পরিবৃত হইয়া সশরীরে দেবপুরে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রথমেই দুর্যোধনকে দেবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবরাজ সভায় উপবিষ্ট দেখিলেন। দেখিয়াই পূর্ব বৈর স্মরণ করিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি পুণ্য ফলে দুর্যোধনের স্বর্গলাভ হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিলেন যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতেন বটে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই পুণ্যফলেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার অত্যাচ্ছ ভ্রাতাগণ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইন্দ্রের আদেশে একজন দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার। যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে লইয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, তাঁহার। প্রায় সকলেই নরকে অবস্থান করিতে-

ছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের বিবেচনার নিম্না করিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে সাস্তনা দিয়া বলিলেন, যে মনুষ্যমাত্রকেই স্বকৃত কার্যের ফলা-ফল ভোগ করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকেও অস্বখামার মৃত্যুরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করার জন্ত, নরক দর্শন করিতে হইল। অত্যাচ্ছ ভ্রাতৃবর্গাদিরও কৃত-কার্যের জন্ত কিয়ৎকাল নরক ভোগ করিতে হইবে। তাহার পর তাঁহার পুনরায় স্বর্গে গমন করিবেন। অনন্তর দেবরাজের অমুরোধে তিনি মন্দাকিনী জলে স্নান করিলেন। অমনই তাঁহাদের সমস্ত পূর্ব বৈরভাব ও ঘেঁষহিঁসাদি দূর হইয়া গেল। তখন তিনি পুন-রায় আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে দেবপুরে বাস করিতে লাগিলেন। (মহাভারত মহা-প্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব দেখ)। (২) ভারত যুদ্ধান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠির আত্মীয় স্বজনদিগের হৃৎথে অতিশয় শ্রিয়মাণ হইয়া অমুতাপ করিতেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহাকে প্রয়াগ ও নন্দদা মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনে সাহায্য করেন। মৎ-১০৫-১১২, ১৮৬-১২৪। (৩) বসুন্ধরা দৈত্য-নিকর-ভারে প্রপীড়িতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় দেবসভায় উপস্থিত হন তখন দেবগণ পৃথিবীর ভার

হরণ করিবার জন্ত স্ব স্ব তেজোভাগসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অনন্তর ধর্ম প্রথমে ইন্দ্রদেহজাত তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে যুধিষ্ঠির জন্মলাভ করেন। মার্ক-৫। (৪) এক-বার মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপ-দেশে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপ-নীত হন এবং তাঁহার নিকট সপ্তকল্প বিবরণ শ্রবণ করিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। মহাতপা মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প বিবরণ কীর্তন উপলক্ষে নন্দদা, রেবা প্রভৃতি নদীর মাহাত্ম্য এবং বহু তীর্থাদির উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। এই সমুদয় বিবরণ স্বল্প পুরা-ণের আবস্ত্যখণ্ডের অন্তর্গত রেবা খণ্ডের প্রতিপাত্ত বিষয়। (৫) যুধিষ্ঠিরের অমুরোধে নারদ তাঁহাকে জলঙ্কর দৈত্যবধ বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩-১২। (৬) শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে নানা-বিধ তিথি-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩২-৬৩। (৭) দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিদ্য নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২২১। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-২ঙ্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। (৮) বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে লীন হওয়ার আখ্যানটা দেবীভাগ-বতেও (২ঙ্ক-৭) পাওয়া যায়। (৯) গোবাসন রাজার কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বর সভার বিবাহ করেন। দেবিকার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের বোধৈয় নামে

এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।
(১০) শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্রের নাম ছিল
যুধিষ্ঠির। হরি-হরি-১৬০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যুধামাধি—ঋগ্বেদোক্ত একজন রাজার
নাম। সায়নাচার্য্য তাঁহার কোনও
পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৭।১৮।২৪।

যুবতী—(১) দুর্গার এক নাম।
তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। সংবৎসর-মণ্ডল পূজায়
বসন্তাদি ঋতুর মূর্তি নির্মাণ করিয়া
পূজা করিতে হয়। এই সকল মূর্তি
যুগ্ম-স্ত্রীমূর্তি স্বরূপ। তাঁহাদের বর্ণ
কৃষ্ণ ও গৌর। এই সকল ঋতুমূর্তির
নাম বালা, যুবতী, মধ্যা, কিশোরী,
বৃদ্ধা ও শিশু। দেবীপু-৫০।

যুবনাথ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃদ্ধ-
মারের পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র মাক্ষাতা।
তৎপুত্র সুসজি। রামা-আদি-৭০।
(২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাস্থের পুত্র
অকুশাথ (অকুশাথ—অগ্নি) ও রণাথ।
রণাথের পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র
মাক্ষাতা। অগ্নি-২৭৩। নং-১২।
পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পু-৬৫। বিশ্বগ
দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসেনজিতের
পুত্র যুবনাথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২। হরি-
হরি-১২। বায়ু-৮৮। মাক্ষাতা দেখ।
(৪) যুবনাথের কন্যা কাবেরীকে জলু-
মুনি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩২।
(৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিষ্ণুরাথের পুত্র
ইন্দ্র। ইন্দ্রের পুত্র যুবনাথ। তাঁহার
পুত্র শ্রাব। শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্ত।

শিব-৪র্থ-৬০। (৬) বিষ্ণুরাথের পুত্র
আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাথ। তাঁহার
তনয় শ্রাবস্ত। হরি-হরি-১১। (৭)
আয়ুর পুত্র যুবনাথ। অগ্নি-২৭৩।
বিশ্বগন্ধ দেখ। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয়
বিশ্বরাজের পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র
যুবনাথ। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। দেবীভা-
৭২-২। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শর্যাপতির
পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র শ্রাবস্তি।
সৌর-৩০। (১০) মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু।
তৎপুত্র যুবনাথ। যুবনাথের পুত্র
মাক্ষাতা। কঙ্কি-৩২-৩। ইক্ষ্বাকু দেখ।
(১১) অজ্ঞের পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র
শ্রাবস্ত। বায়ু-৮৮। অজ্ঞ ও প্রসেন-
জিৎ দেখ। (১২) চন্দ্রের পুত্র
যুবনাথ। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। ভাগ-৯২-
৬। বৃহদ্র-মধ্য-১৮। বিশ্বগন্ধি দেখ।
(১৩) সেনজিতের পুত্র যুবনাথ। তৎ-
পুত্র মাক্ষাতা। বৃহদ্র-মধ্য-১৮। ভাগ-
৯২-৬। হরিণাথ ও সেনজিৎ দেখ।
(১৪) শ্বেনজিতের পুত্র যুবনাথ। তৎ-
পুত্র মাক্ষাতা ও নিষেধ। নিষেধের
পুত্র বাচক। বৃহদ্র-মধ্য-২২। (১৫)
বিশ্বের পুত্র আর্দ্র। তৎপুত্র যুবনাথ।
যুবনাথের তনয় শ্রাবস্ত। পদ্ম-সৃষ্টি-
৮। (১৬) বিশ্বগন্ধের পুত্র আর্দ্র।
আর্দ্রের পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র শ্রাবস্ত।
বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১৭) মাক্ষাতার পুত্র
অধরীষকে পিতামহ যুবনাথ পুত্ররূপে
গ্রহণ করেন। এই অধরীষের পুত্রের

নামও যুবনাথ। তাঁহার তনয় হারীত। ভাগ-২২-৭। কৃষ্ণ-পু-২০। (১৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশ্বকেশর পুত্র আর্দ্রক। তৎপুত্র যুবনাথ। তিনি মহর্ষি গোতমের পরামর্শে বাসুদেবের আরাধনা করিয়া শ্রাবস্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন। কৃষ্ণ-পু-২০। (১৯) অরুণাশ্বের পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র মাক্রাতা। কৃষ্ণ-পু-২০। সংহতাস্থ দেখ। (২০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশ্বরাতের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাথ। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। গরু-পু-১৪২। (২১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় তিতাশ্বের পুত্র পূজাশ্ব। তৎপুত্র যুবনাথ। যুবনাথের পুত্র মাক্রাতা। গরু-পু-১৪২। তিতাশ্ব দেখ। (২২) মনুবাংশীয় নরপতি রণাশ্বের পুত্র যুবনাথ। যুবনাথের পুত্র মাক্রাতা। লি-পু-৩৫। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্ত্র আর্দ্র অধরীষের পুত্র যুবনাথ তাঁহার পুত্র হরিত। (২৩) যুবনাথ নরপতি ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদয় বহু, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় গান্ধার প্রদানপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৩৪। (২৪) যুবনাথ, জনক, ঐল, পুথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, অজ, ধৃষ্ণু ও ক্ষুপ প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্তিক মাস, কেহ বা ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই

উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মাক্রাতা ও যমতি দেখ। (২৫) মনুবাংশীয় আর্দ্রক হইতে যুবনাথ এবং যুবনাথ হইতে শ্রাবস্তী জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-৬৫। (২৬) শূলি নামক শিবাবতার যোগাচার্যের অন্ততম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শিব দেখ। (২৭) দণ্ডী নামক মহাদেবের অবতারের শিষ্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। শিব দেখ। (২৮) অঙ্গিরাস-বংশীয় তেত্রিশ জন মনুপ্রণেতা ঋষির অন্ততম। বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৬৫। অজমীত দেখ।

যুৎস্ন—(১) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্ততম। সমুদয় পুত্রগণের মধ্যে বহুজন অমুসারে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের এক বৈজ্ঞানিক দাসীর গর্ভে জন্মেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তান্ত ভ্রাতাদিগের জ্ঞায় তিনি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না। বরঞ্চ পাণ্ডবদিগের প্রতি জ্ঞায় ব্যবহার করিবার জন্য, দুর্ঘোষনাদিকে বহুবার অমুসোধ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৫। (২) যুৎস্নর মাতার নাম সৌবলী। দেবীভা-২২-৬।

যুযধান—(১) যদুবংশীয় সত্যকেশর পুত্র। তাঁহার পুত্র অসম্ব। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কৃষ্ণ-পু-২৪। মৎ-৪৫।

(২) যুষ্মানের পুত্র ধুনি। অগ্নি-২৭৫।

(৩) যুষ্মানের পুত্র জয়। ভাগ-৯৯-২৪।

(৪) যুষ্মানের পুত্র ভূতি। বায়ু-২৬।

যুষ্মানের নামান্তর সাতাকি। সাতাকি দেখ।

যুয়ান—জৈনিক মুনি। তিনি ভবিষ্যৎকালে ব্যাস হইবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। বেদব্যাস দেখ।

যুথপ—পরশুর বংশীয় গোত্র-ঐবর্তক ঋষিদিগের ধ্রুপপরশুর নামক শাখার অন্তর্গত অন্ততম ঋষি। মৎ-২০১। পরশুর ও থলয়ান দেখ।

যুথী—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রূপিনী গোপিকাদের অন্ততমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যুপ—ঋগ্বেদোক্ত দেবতা বিশেষ। তিনি বিশ্বদেব নামেও পরিচিত। বিশ্বামিত্র ঋষি যুপ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্সময় রচনা করেন ঋক্-৩।৮।১-১১।

যুপকেতু—(১) একজন রাজা। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। মহাভা-সভা-৪৩, দ্বী-২৪। (২) রামায়ুজ শক্রয়ের অন্ততম পুত্র। তিনি নিজ পিতা কর্তৃক বিদিশা নগরীতে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যা-রামা-উত্ত-২।

যুপধ্বজ—কুরুক্ষেত্র সময়ে নিহত একজন রাজা। মহাভা-দ্বী-২৪।

যুপাঙ্গ—অন্ততন রাক্ষস সেনাপতি।

তিনি লঙ্কা সময়ে নিহত হন। রামা-স্কন্দ-৪৬।

যোগ—(১) ব্রহ্মা হইতে সাবিজী দেবীর গর্ভে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। করণ ও সাবিজী দেখ। (২) ধর্মের ত্রয়োদশ পন্থীর অন্ততমা ক্রিয়ার গর্ভে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৯-১। (৩) কঙ্কির অন্তচর যোগের সহিত কলি-অন্তচর আধির যুদ্ধ হয়। কঙ্কি-৩য়-৬।

যোগদা—ভক্তিদা ও সীতা দেখ।

যোগনন্দিনী—(১) পাতাল-তলের সনষ্টির পরিমাণ চারি লক্ষ, নব্বই হাজার যোজন। তাহার পর বিশাল জলরাশি। তাহার নিম্নভাগে কোটা যোজন ব্যাপী নরক অবস্থিত। সেই নরকের নিম্নে কালাধি। তাহার নীচে তনোরাশি। তৎপরে অশুকটাহ নামক স্থান। এই অশুকটাহের মধ্যভাগে বসুধামা, শঙ্খপাল, তক্ষকেশ ও কেতুনান নামে চারি দিকপাল যথা-ক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিক রক্ষা করেন। হরসিকি, সুপর্ণাকী, ভাস্করা ও যোগনন্দিনী, ইহারা যথাক্রমে ঐ চারি দিকপালের শক্তি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯, ৩৭।

যোগনিদ্রা—(১) কল্পের অবসান হইলে ভগবান্ আদি-পুরুষ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া নিদ্রাগত হইলে, ব্রহ্মা

সেই আদি পুরুষের নাভিকমলের উপর অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উত্তত হইল। ব্রহ্মা অনন্তোপায় হইয়া, তখন সেই ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি সুপ্তোখিত হইয়া যুদ্ধ করিয়া মধুকৈটভ দানবদ্বয়কে বধ করেন। পদ্ম-ক্রি-১ ' দেবীভা-৩৯-২। (২) দেবকীর সপ্তম গর্ভে নারায়ণের অংশে বলদেবের উৎপত্তি হইলে, বিষ্ণু-নিযুক্তা যোগনিদ্রা তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; ৫ম-১। অগ্নি-১২। (৩) উমাদেহ-সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের (মতান্তরে দাম্বদেবের) আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। লি-পু-৬৯। কৃষ্ণ-পু-২৪। (৪) ব্রহ্মা পুষ্করতীরে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে অসংখ্য দেবীগণ সহ যোগনিদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭৭। (৫) শিব সতীশোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবের চিন্তকে ধ্যানে আসক্ত ও নিরাকুল করিবার জন্য, মহামায়া যোগনিদ্রার স্তব করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণের প্রাণনায়

সম্ভূত হইয়া দেবী যোগনিদ্রা মহাদেবের সঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২৪। শিব ও সতী দেখ। (৬) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

যোগমাতা—(১) ব্যাসদেব-তনয়। গুরুদেবের কন্যা। কীর্ত্তিমতী ও গৌর দেখ। (২) সীতা দেখ।

যোগমায়া—(১) যশোদার গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া যোগমায়াকে আনিয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। কঃস তাঁহাকেই দেবকীর অষ্টম-গর্ভ-জাত সন্তান জ্ঞানে বধ করিবার জন্য, শিলাতলে নিক্ষেপ করেন। তখন সেই বালিকা আকাশমার্গে উৎপত্তি হইয়া কঃসকে আহ্বানপূর্বক বলেন, “তুমি আমাকে বধ করিয়া কি করিবে। তোমাকে যিনি বধ করিবেন তিনি গোকূলে বাড়িতেছেন।” এই কথা বলিয়া যোগমায়া অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি-১২। দেবীভা-৪৯-২৩। গর্গ-গোল-১১। গর্গ-বল-৫। বিষ্ণু-৫ম-২। (৩) ভগবান্ হরি ভূভার হরণের জন্য দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া, যোগমায়াকে নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মলাভ করিতে আদেশ দেন। যোগমায়া বিষ্ণু-নির্দেশে দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, কৃষ্ণা, চন্ডিকা, মাধবী, কল্য়কা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী,

শারদা ও অধিকা এই সকল নামেও অভিহিতা হন। ভাগ-১০ঙ্ক-২। গর্গ-গোল-৫। (৩) নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীই যোগমায়ারূপে প্রসিদ্ধা। নারায়ণ যখন রামরূপে অবতীর্ণ হন, তখন যোগমায়ী লক্ষ্মীও সীতারূপে জন্মলাভ করেন। অধ্যা-রামা-অযো-৫ ; স্কন্দ-১। সীতা দেখ।

যোগযোগী—দেবী আত্মাশক্তির এক নাম। দেবীপু-১২৭।

যোগসিদ্ধি—মহেশ্বরীর শরীরসমৃদ্ধতা অন্ততমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

যোগা—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রস্থী, সত্যা, ঈশানা ও অমুগ্রহা এই নয়জন বিষ্ণুর পীঠ-শক্তি বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রঃ-২৪২ পৃঃ।

যোগাচার্য্য—কোনও সময়ে শম্ভু নিজ দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মহাতেজা, মহাবীরা, যোগাচার্য্য ও ব্রহ্মবিৎ, মতিমান, সাংখ্যাচার্য্য কপিলের রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। হরি-হরি-১৯৬। শিব দেখ।

যোগিনী—(১) ত্রয়োক্ত অন্ততমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-৩০৮পৃঃ। (২) ক্রোধ পর্বতে যোগিনী নামে এক প্রসিদ্ধ দেবী অবস্থান করেন। দেবীপু-৩৯। সীতা দেখ।

যোগিনীগণ—(১) তাঁহারা মহেশ্বরীর

সহচরী ও তাঁহারই ত্রায় পূজনীয়া। বিভিন্ন সময়ে যোগিনীগণ দেবীর সাহায্যার্থে অথবা তাঁহার উপদেশে নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। যোগিনীগণের সংখ্যা সর্বমোট চৌষটিজন। কোনও কোনও স্থলে অষ্ট যোগিনীর উল্লেখও পাওয়া যায়। তাঁহারা পূর্বোক্ত চৌষটিজন যোগিনীরই অন্তর্ভুক্ত (যোগিনীগণের তালিকা শেষে দেওয়া হইল)। রাজা দিবোদাস যখন ধর্ম্মা-মুসারে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখন তাহাকে কাশী হইতে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং তথায় যাইয়া বাস করার উদ্দেশে মহাদেব যোগিনীগণকে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৪, ৪৫। শিব দেখ। (২) সুরস্কন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিস্কন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী এই আট যোগিনীকে যথাযথ সাধন করিলে সাধকের নিম্নলিখিত অর্থ সিদ্ধ হয় ও সকল প্রকারে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রসার-৬৪০-৬৪২ পৃঃ। (৩) বিশালাক্ষী দেবীর পূজায় যন্ত্রস্থ পদ্মের আটটি দলে পঙ্কজাঙ্কা, বিরূপাঙ্কা, রক্তাঙ্কা, সুলোচনা, একনেত্রী, ত্রিনেত্রী, কোটরাঙ্কা ও ত্রিলোচনা, অষ্টসিদ্ধি-স্বরূপিণী এই অষ্ট যোগিনীর পূজা কর্তব্য। তন্ত্র-৬১২, ৬১৩ পৃঃ। (৪) যোগিনীগণের তালিকা—বর্ণাঙ্ক-ক্রমে (ক) অক্ষয়া, অকোভ্যা, অস্তিকা

ইলা, উগ্রা, ঋগবেদী করহিনী, কাল-
কর্ণী, কৃপণা, ক্রেধনী, ক্ষমা, ক্ষেমা,
চক্ষা, চক্ষাবলী, জয়ন্তী, তরলা,
তাপিনী, তামজজ্ঞা, তারা, হুর্জয়া,
ধমনী, পিঙ্গাক্ষী, পিণাচী, পিশিতাশা
পুতনা, প্রচণ্ডা, প্রণয়া, প্রপঞ্চা,
প্রলয়ান্তিকা, বড়বাসুণী, বরদা, বলা-
কেশী, বায়ুবগা, বিকৃত্য, বিকৃতাননা,
বিজয়া, বিড়ালী, বিদ্যাজিহ্বা, বিমলা
বিশালাক্ষী, বিশ্বরূপিকা, বৃহৎকৃক্ষী,
ভয়ঙ্করী, মহাক্রুবা, মহাননা, মেঘনাদা,
মজ্জিহ্বা, রাক্ষসী রাগিনী, রক্ষাক্ষী,
রক্ষকণী, রেবতী, লভা, লম্বা,
নালসা, নীলাম্বরী, নোলা, নোলপা,
শিশুবক্তা, সারা, হরাননা, তঙ্করা,
ও হতাশা । ইহাদের মধ্যে কেহ
চতুহস্তা, কেহ বা অষ্টহস্তা । ইহারা
দকলেই সর্কসিদ্ধিদায়িনী । ভগবতী
ভৈরবী ইহাদের প্রধান । অগ্নি-৫২ ।
(খ) অপর্ণা, অম্বিকা, ইন্দ্রানী, ঈশ্বরী,
উগ্রচণ্ডা, উমা, কালরাত্রি, কালিকা,
কালী, কুম্ভাস্তী, কোমারী, কোশিকী,
ক্ষমা, ক্ষেমঙ্করী, গোরী, চণ্ডঘণ্টা, চণ্ড-
নায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডমাতা, চণ্ডা,
চণ্ডিকা, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চামুণ্ডা,
জয়ন্তী, জয়া, তারা, হুগা, ধাত্রী,
নারসিংহী, প্রিয়ঙ্করী, বলপ্রমথিনী,
বলবিকর্ণী, বারাহী, বিজয়া, বৈষ্ণবী
ব্রহ্মাণী, ভীমা, ভ্রামরী, মনোমুখিণী,
মহানিদ্রা, মহামোহা, মহোদরী,

মাহেশ্বরী, মেধা, রুদ্রানী, রোদ্রী,
শঙ্করী, শাকম্বরী, শাস্তা, শিবদূতী,
শিবা, শৈলপুত্রী, স্বাহা, স্বধা ও
হৈমবতী । সর্বমোট আটাল জন ।
(এই তালিকা যে যে অধ্যায়ে আছে
সেই সব জায়গায় একই নামে একা-
ধিক যোগিনীর উল্লেখ আছে । সেই
সমুদয় নাম যোগ করিলে সর্বমোট
চৌষট্টিজন হইতে পারে) । কালিকা-
৫৬, ৬১, ৬৩ । (গ) দিবোদাস রাজাকে
কাশী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য
মহাদেব যে সমুদয় যোগিনীগণকে
প্রেরণ করেন, তাঁহাদের নাম—অট্টাট্ট-
হাসা, অষ্টবক্রা, অস্ত্রমালিনী, উল-
কিকা, উদ্রুগ্রীবা, উর্দ্ধদৃক, কটপুতনা,
কপালহস্তা, কপোতিকা, কাকতিস্তিকা
কামাক্ষী, কালী, কুজা, কেকরাক্ষী,
কোটরাক্ষী, কোটরী, ক্রোঞ্চি, গজা-
ননা, গর্ভভক্ষা, গৃধ্রাত্মা, চণ্ডবিক্রমা,
তাপনী, দশহস্তা, দন্দশূককরা, ধূম-
নিম্বাসা, পাপহস্তী, পাপহস্তা, প্রচণ্ডা,
প্রোতবাহনা, বলাকাস্তা, বসাম্বরা,
বানরাননা, বারাহী, বিকটলোচনা,
বিকটাননা, বিদ্যাংপ্রভা, বৃহৎকৃক্ষী,
বৃহত্তুণ্ডা, বৃষাননা ব্যাতান্তা, ব্যোমৈক-
চরণা, ময়রী, মার্জারী, মৃগলোচনা,
মৃগশীষা, মৃগাক্ষী, রক্তাক্ষী, রুধির-
পায়িনী, লোলজিহ্বা, শবহস্তা, শিবা-
রবা, শিশুদ্রী, শুকী, শুকোদরী, শোষণী-
দৃষ্টি, স্বদংষ্ট্রা, শ্রেনী, সর্পাত্মা, সিংহমুখী,

সুরাপ্রিয়া, স্থলকেশী, স্থলনাসিকা ও হরগ্রীবা। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসঙ্খ্যা এই যোগিনীগণের নাম জপ করে তাহার চুষ্ট বাধা দূর হয়। এই সকল নাম পাঠ করিলে ডাকিনী, শাকিনী, কুয়াণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনওরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গভীগণের গর্ভ বেদনা শাস্তি হয়। যুদ্ধে, রাজসভায় ও বিচারে জয়লাভ হয়। স্বন্দ-কালী-পু-৪৫। (ঘ) রক্তা-ক্ষের সহিত অধিকার যখন যুদ্ধ হয়, তখন বহুতর যোগিনী দেবীর সঙ্গে থাকিয়া দানবানুচরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সকল যোগিনীর নাম—অপর্ণা, অবিষ্ঠা, আত্মা, উমা, ওঙ্কারায়া, কলা, কল্যাণী, কাত্যায়ণী, কুণ্ডলিনী, কুন্ডা, কুলজা, কৃষ্ণা, ক্ষেমঙ্করী, গুহাশয়া, গৌরী, গ্রহনক্ষত্র-মালিনী, চন্দ্রশঙ্খলা, চামুণ্ডা, স্বরিতা, ত্রিপুরা, দীক্ষা, দুর্গা, ধ্রুবা, নন্দা, নিত্যা, নিফলা, পরমাকলা, পুরাণা-স্বীক্ষিকী, বিষ্ঠা, বিষমলোচনা, বেদাথ-জননী, ব্রহ্মণ্যা, ব্রাহ্মণ-প্রিয়া, ব্রাহ্মণী, ভগবতী, ভদ্রা, ভাবগম্যা, ভ্রামরী, মনোহতিগা, মহাভদ্রা, মহামায়া, মহা-লক্ষ্মী, মায়াবী, যোগগম্যা, যোগসম্বা, যোগিনী, রেবতী, শঙ্করপ্রিয়া, শঙ্খা, শান্তিকরী, শান্তবী, শিবদূতী, শিবা, গুহা, শোভনা, সর্বগতা, সর্ব-মঙ্গলা,

সর্বা, সহজা, স্রব্ধা ও হরসিন্ধি স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

যোগিনীকালী—শুভ্র দৈত্যের অমুচর রক্ত দানব প্রভুর আদেশে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে, দেবী পর-মেশ্বরী তাহাকে দেখিয়া তৃকুটী করিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবীর ললাটদেশে হইতে করালবদনা, খট্টাক ও অসিহস্তা যোগিনীকালী নির্গতা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রুধিরান্বিত। নিহত দানবগণের মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে শোভিত। বাম-৫৫।

যোগিনীশ্বর—যোগিনীতীর্থে স্নান করিয়া যোগিনীশ্বর নামক শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে সর্বসিন্ধি লাভ হয়। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৬১।

যোগী—ধ্যানসিদ্ধেশ্বর তীর্থে মহা-দেব যোগী নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

যোগীশ্বরী—মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কোমারী, ব্রহ্মণী, ঐন্দ্রি, যোগীশ্বরী, যমদণ্ডধারিণী ও বারাহী, এই অষ্ট মাতৃকা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যোগীশ্বরী দেবী রুদ্ধের কোপ হইতে উদ্ধৃত হন। বরা-২৭। বৈষ্ণবী ও মাতৃকাগণ দেখ।

যোগেশ্বর—ঋষি হইতে সুরসার গর্ভে জাত সন্তানদিগের অজ্ঞতম। হরি-হরি-১২৫। সুরসা দেখ।

যোগেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেবের গণ-দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক শিব-লিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭ ।

যোগেশ্বরী—(১) যুততীর্থে যোগেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিলে, সর্বপাপ মুক্তি ও পরম যোগ লাভ হয় । স্বন্দ-অব-অব-৩১ । (২) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের অন্ততমা কুলদেবতা । দন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১ । ভট্টারিকী দেখ । (৩) দেবী দুর্গার অন্ততমনাম । ফাল্গুন মাসে দেবী যোগেশ্বরীর নামোন্মেষ্ট করিয়া ভগবতীর পূজা করিলে, পূজকের অশেষ পুণ্য লাভ হয় । দেবীপু-২২ । সত্যী দেখ । (৩) সাতা দেখ ।

যোগ্যা—সাতা দেখ ।

যোজনগন্ধা—দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীর নামান্তর । সত্যবতী দেখ ।

যোধয়ান—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । মং-১৯৯ । বৈব-প দেখ ।

যোনীভক্ষ—একজন দানবপতি । পদ্ম-সৃষ্টি-১৮ ।

যোষা—সীতা দেখ ।

যোধিষ্টিরী—ঈকুক্ষের অন্ততমা পত্নী । তাঁহার গর্ভে যুধিষ্টির নামে এক পুত্র জন্মে । হরি-হরি-১৬০ ।

যোধেয়—যুধিষ্টির অন্ততমা পত্নী দেবকীর গর্ভে যোধেয় নামে এক পুত্র জন্মে । মং-৫০ ।

যোধেয়ী—যুধিষ্টির অন্ততমা পত্নী । তাঁহার গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২০ । গরু-পূ-১৪৪ ।

যৌবনাশ্ব—(১) নরপতি প্রসেনজিতের পুত্র যৌবনাশ্ব । যৌবনাশ্বের পুত্র নাক্ষাত্র । দেবীভা-৭৬-২ । যুবনাশ্বের পুত্র বলিয়া নাক্ষাত্রই সাধারণতঃ যৌবনাশ্ব বলিয়া পরিচিত হন । (২) যৌবনাশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন । তিনি বিধিমতে গোদান বরিয়া স্বর্গলাভ করেন । মহাভা-অমু-৭৬, ৮১ । (৩) যৌবনাশ্ব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন । মহাভা-অমু-১৬৫ । রাজর্ষি দেখ ।

যৌবনাশ্বি—একজন রাজা । তিনি প্রজাবর্গের কর পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন । মহাভা-সভা-১৪ ।

রক্তকম্পনা—মাতৃকাগণ দেখ।

রক্তবর্ণা—ব্রহ্মধনা, য়ুনি ও উপ-
হারিণী দেখ।

রক্তকোটিকা—যুতাচী অপ্সরার
গর্ভজাত ভদ্রাশ্ব নরপতির অল্পতমা
কন্তা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ভদ্রাশ্ব,
যুতাচী ও প্রভাকর দেখ।

রক্তজিহ্বা—খসার গর্ভজাত অল্পতন
দানব। বায়ু-৬২। খসা দেখ।

রক্তদন্তিকা—দেবী আশ্বাশক্তি
বিপ্রচিহ্নিত দানবের বংশধরদিগকে বধ
করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া
যেকালে ঐ বিপ্রচিহ্নিত দানবগণকে
ভক্ষণ করেন, তখন তাঁহার দন্তসমূহ
দাড়িমকুসুম নদৃশ রক্তবর্ণ হইয়াছিল
বলিয়া, স্বর্গস্থ দেবগণ ও মর্ত্যবাসী
মানবগণ তৎকালে দেবীকে রক্তদন্তিকা
বলিয়া কীর্তন করেন। মার্ক-২১।

রক্তবিন্দু—দৈত্যপতি দুর্গের অল্প-
তম সেনাপতি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭।

রক্তবীজ—(১) দানবপতি রক্ত
মুদ্রামুখে পতিত হইলে (রক্ত দেখ)
তাঁহার মহিষী পতির সহিত সহনরণে
যাইবার জন্য স্বামীর চিতায় আরোহণ
করেন। তখন মহিষাসুর সেই মহিষীর

কৃষ্ণি ভেদ করিয়া নির্গত হন। (মহি-
ষাসুর দেখ) তখন রক্তও পুত্রের প্রতি
বাৎসল্যবশতঃ রূপান্তর গ্রহণ করিয়া
চিতা হইতে উথিত হইলেন। এই
রূপান্তরিত রক্তই রক্তবীজ নামে খ্যাত
হন। দেবীভা-৫ঙ্ক-২। (২) রক্তা-
সুর মৃত হইলে, বক্ষগণ তাঁহার মৃতদেহ
চিতায় স্থাপন করে। রক্তের মহিষীও
সহনরণে যাইবার জন্য চিতারোহণ
করেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা
হইলে, সেই অগ্নি হইতে এক ভীষণা-
কৃতি পুরুষ বহির্গত হইল। সেই
ভয়ঙ্কর পুরুষের নাম রক্তবীজ। বাম-
১৭। (৩) রক্তবীজ, শুভ্র ও নিশুভ্র
দানব দ্রাহৃদয়ের অল্পতম সেনাপতি
ছিলেন। দেবীর সহিত শুভ্র নিশুভ্রের
যুদ্ধকালে রক্তবীজের সহিত দেবীর
সহচরাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয়।
শম্বাদিতে রক্তবীজের দেহ হইতে
রক্ত ভূতলে পতিত হইলেই তাহা হইতে
অপর মহাসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল।
ইহা দেখিয়া দেবী চামুণ্ডা করাল বদন
ব্যাদান করিয়া নভঃ ও ভূতল আচ্ছাদন
করিলেন এবং দেবী অধিকাংশ রক্ত-
বীজকে চামুণ্ডার বদনে নিক্ষেপ করিয়া

অজ্ঞাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবীর অজ্ঞাঘাতে ক্ষরিত সমুদয় রক্ত দেবী চামুণ্ডা পান করিয়া ক্ষেলিতে লাগিলেন। এইরূপে রক্তক্ষয় হইয়া দানব হীনবল হইয়া পড়িলে, দেবী তাঁহাকে বধ করেন। বাম-৫৬। দেবীভা-৫৯-২৯। মার্ক-৮৮।

রক্তভূষণ—রক্তকল্মে ব্রহ্মা পুত্র কামিনায় তপস্বী করিলে, রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা কুমার প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকেই মহাদেব জ্ঞানে ধ্যান করেন। লি-পু-১২। ব্রহ্মপু-২১। ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

রক্তশৃঙ্গ—হিমালয়-পর্বতের অন্ততম পুত্র। স্বন্দ-নাগ-৯। হিমালয় দেখ।

রক্তা—(১) অন্ততন। মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট অন্ততমা মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

রক্তাঙ্গ—(১) দানবপতি মহিষা-সুরের পুত্র। তাঁহার পুত্র বল ও অতিবল। রক্তাঙ্গের তেত্রিশজন মহাপৌত্র সেনাপতি ছিল। ঐ সকল দানবসেনাপতির সাহায্যে, রক্তাঙ্গ ত্রিলোক অধিকার করিবার উপক্রম করিলে, দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় দেবী অধিকা সামুচর রক্তাঙ্গকে বধ করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (২) রক্তাঙ্গের নামান্তর রক্তাসুর। সৌর-

৪২। (৩) পাতালের স্তবর্ণময় প্রথম তলে রক্তাঙ্গ, বিকট প্রভৃতি দানব-গণ বাস করিতেন। দেবীপু-৮২।

রক্তাক্ষী—ষোগিনীগণ দেখ।

রক্তাঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্ততম নাগ। তিনি রাজ্য জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের এক সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রক্তাসুর—রক্তাঙ্গ দেখ।

রক্ষ—যুগে যুগে অনেক বেদ-বিভাজক ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বরাহকল্মে রক্ষ এইরূপ একজন বেদ-বিভাজক ব্যাস ছিলেন। লি-পু-৭।

রক্ষিতা—(১) অন্ততমা অঙ্গরা। মনোরমা দেখ। (২) রক্ষিতা প্রধার গর্ভে জন্মলাভ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ।

রক্ষোয়ী—মহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা অন্ততমা শক্তি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (২) তত্ত্বোক্ত পয়ত্রিশজন ব্যঞ্জনশক্তির অন্ততমা। তত্ত্ব-৩০৮ পৃঃ।

রক্ষোহা—(১) বিবিধাঘ্নির পুত্র অর্ক। অর্কের অন্ততম পুত্র রক্ষোহা। মং-৫১। অর্ক দেখ। (২) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গর্ভ-রক্ষণ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ স্তোত্রটি গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। পণ্ডি-তেরা অহুমান করেন যে এই স্তোত্রটি-

পরবর্তী কালের যোজনা। ঋক্-১০।
১৬২। (৩) অনীকবান্ দেখ। বায়ু-
২৯।

রঘু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ
নরপতি ককুৎস্থের পুত্র রঘু, রঘুর
প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্যাণপাদ ও
সৌদাস নামে চারি পুত্র জন্মে।
রামা-অমো-১১০। (২) নিষের
পুত্র অনমিত্র ও রঘু। রঘুর পুত্র
দিলীপ। দিলীপের পুত্র অজ।
মৎ-১২। (৩) নিষের পুত্র অনমিত্র
ও রঘু। অনমিত্রের পুত্র হুলিহুহ।
তৎপুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র রঘু।
রঘুর পুত্র অজ। হরি-হরি-১৫। (৪)
ককুৎস্থ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ ও
অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন।
অগ্নি-৫। (৫) অনমিত্রের পুত্র রঘু।
রঘুর পুত্র দিলীপ। তৎপুত্র অজ।
অগ্নি-২৭৩। (৬) বিশ্বসহের পুত্র
ঋতুদ্র দিলীপ। তৎপুত্র দীর্ঘবাহু।
দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ।
বিষ্ণু-৪র্থ-৪। ভাগ-৯৮-১০। বায়ু-৮৮।
লি-পূ-৬৬। সৌর-৩০। কঙ্কি-৩য়-৩।
গন্ধ-পূ-১৪২। কৃষ্ণ-পূ-২১। (৭)
দিলীপের পুত্র দীর্ঘ। তৎপুত্র রঘু।
রঘুর পুত্র অজ। ঋন্দ-প্রভা-প্রভা-
৫৮। (৮) অনরণ্যের পুত্র মুণ্ডিহুহ;
তৎপুত্র নিষধ; নিষধের পুত্র মহাভুজ
রঘু। রঘুর তনয় অজ। শিব-ধর্ম-

৬১। অনরণ্য দেখ। (৯) সত্যের
পুত্র দিলীপ। তৎপুত্র রঘু। রঘুর
তনয় অজ। বৃহৎ-মধ্য-২৯। (১০)
অনরণ্যের পুত্র নিষয় নিষয়ের তনয়
অনমিত্র ও রঘু। রঘুর আশ্বজ
দিলীপ। তৎপুত্র অজ। পদ্ম-সৃষ্টি-
৮। (১১) নরপতি রঘু মথুরার মধুবনে
তপস্বী করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন। গর্গ-মথু-২৫। (১২) রঘু
কৈলাস পর্বতে অর্জুনারীশ্বর দেবতার
পূজা করিয়াছিলেন। দেবীপু-৬০।
(১৩) ব্রহ্মা মহাদেবকে যে অসি দেন
তাহা বংশপরম্পরায় রঘুর হস্তগত হয়।
রঘু তাহা হরিণাশ্বকে দেন। মহাভা-
শাস্তি-১৬৬। রৈবতক ও হরিণাশ্ব
দেখ। (১৪) রঘু নরপতি কার্তিক মাসে
নাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট
গতি লাভ করেন। মহাভা-অনু-১১৫।
যযাতি দেখ। (১৫) রঘু অস্ত্রতন রাজষি
ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি
দেখ। (১৬) যযাতি-তনয় যদুরও এক
পুত্রের নাম ছিল রঘু। যদু দেখ।

রঙ্গবিজ্ঞাধর—একজন সর্বশাস্ত্র-
কোবিদ, গীতপণ্ডিত গুরুর্বা। তিনি
একবার শূকররূপ ধারণ করিয়া, মহর্ষি
পুলস্ত্যের তপস্যার বিষয় উৎপাদন
করেন। তাহাতে মুনিশাপে তিনি
শূকর-যোনী প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দের
বরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহু নামক নরপতির

হস্তে নিহত হইয়া, মুক্তিলাভ করেন ।
পদ্ম-ভূমি-৪৬ ।

রক্তবৈগী—হরিধামা দেখ ।

রচনা—ঋষ্টা প্রজাপতির পত্নী ।
তঁাহার গর্ভে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন ।
ভাগ-৬স্ক-৬ ।

রজঃ—(১) বশিষ্ঠের অন্ততম পুত্র ।
শিব-বায়ু-পু-১৫ । বায়ু-২৮ । ব্রহ্মা-
২৯ । মার্ক-৫২ । বিষ্ণু-১ম-১০ । লি-
পু-৫ । সৌর-২৬ । কৃষ্ণ-পু-১৩ । বশিষ্ঠ
৮৯৫ ও ৯০১ পৃঃ এবং শরণ দেখ । (২)
ঋন্দ্র দেবসেনাপতির পদে বৃত্ত হইলে
সাধ্যা, ক্রদ্র, বসু প্রভৃতি দিগের দ্বারা
ঋন্দ্রের সাহায্যার্থে প্রেরিত জনৈক
সেনাপতি । মহাভা-শল্য-৪৬ । বৈতালী
দেখ । (৩) হবির্দ্বানের অন্ততম পুত্র ।
বিষ্ণু-১ম-১৪ । হবির্দ্বান ও অজিন
দেখ । (৪) প্রিয়ব্রতের বংশীয় ঋষ্টার
পুত্র বিরাজ । তৎসূত্র রজঃ । রজের
তনয় শতজিৎ । গরু-পু-৫৪ । ব্রহ্মা-
৩৪ । বিষ্ণু-২৪-১ । (৫) রজের পুত্র
সত্যজিৎ । অগ্নি-১০৭ । (৬) ঋষ্টার
পুত্র অরিজ । তৎপুত্র রজ । রজের
তনয় শতজিৎ । বায়ু-৩৩ । (৭)
লোকাক্ষী নামক শিবাবতার যোগা-
চার্যের অন্ততম শিষ্য । লি-পু-২৪ ।
লোকাক্ষী ও শিব দেখ । (৮) দানব-
পতি বিপ্রচিতির অমুচর জনৈক
দানব । পদ্ম-সৃষ্টি-১৮ । (৯) রাবণের
অন্ততম পুত্র । রাবণ দেখ । (১০)

বৃধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ, ক্রদ্র,
ও পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন । গরু-পু-
১৪২ ।

রজতনাভ—(২) জনৈক যক্ষ ।
প্রোত ও রক্ষগণ যখন পৃথিবী দোহন
করেন, তখন তিনি দোহা হইয়াছিলেন ।

মৎ-১০ । পদ্ম-ভূমি-২২ । বসুধা দেখ ।
(২) যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতা-
মহ ছিলেন । তিনি অমুহ্যাদ দৈত্যের
কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন । তাঁহার
পুত্র মণিবর । বায়ু-৬৯ ।

রজনাত—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঔৎকের
পুত্র । তাঁহার তনয় শমন । বায়ু-
৮৮ । (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অর্কের পুত্র
রজনাত । তৎসূত্র খগন । কঙ্কি-৩স্ক-৪ ।

রজনী—(১) তম্বোক্ত বোড়শজন
কামকলার অন্ততমা । তত্ত্ব-২৫৮ পৃঃ ।
(১) সীতার এক নাম । সীতা দেখ ।

রজা—দেবী দুর্গা বেদপর্বতে রজা
নামে অভিহিতা হন । ইন্দ্র তথায়
তাঁহার পূজা করেন । দেবীপু-৩৯ ।

রজি—(১) পুরুরবার পুত্র আয়ু ।
আয়ুর তনয় রজি । হরি-হরি-২৮ ।
বিষ্ণু-৪র্থ-৮ । মৎ-২৪ । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ ।
ভাগ-২স্ক-১৭ । আয়ু, অনেনা ও বৃদ্ধ-
শর্ম্মা দেখ । (২) নৃপতি রজির শতপুত্র
রাজের নামে খ্যাত ছিলেন । মহারাজ
রজি তপস্বীদ্বারা নারায়ণকে সন্তুষ্ট
করিয়া বর লাভ করেন । সেই বর-
প্রভাবে তিনি দেব-দানব-মহাঋগণের

অজ্ঞেয় হইয়াছিলেন। একবার তিনি শত বৎসর ব্যাপিয়া দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই কাহাকেও পরাভূত করিতে পারেন নাই। তখন দেবাসুরগণের প্রব্লেয় উত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, রজি রাজা যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। তখন দৈত্যগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রজি বলিলেন যে, অসুরগণ যদি তাঁহাকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই তিনি তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন। অসুরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দেবগণ রজিকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেন। রজি তখন দেবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাভূত করিলেন। ইন্দ্র তখন ক্রুদ্ধতার চিহ্ন স্বরূপ রজির পুত্রকে স্বীকার করিলেন। রজি নরপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া, তপস্কার্থে প্রস্থান করিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। ভাগ-২৩-১৭। বায়ু-২২।

(৩) রজির অতুলপরাক্রম পাঁচশত পুত্র ছিল। কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। যুদ্ধের পূর্বে দেবগণ ও অসুরগণ আসিয়া, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই যুদ্ধে কাহারা জয়লাভ করিবে।

ব্রহ্মা বলেন যে রজি রাজা যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। তখন অসুরগণ প্রথমে রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রজি বলিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে তাঁহাকে যদি ইন্দ্রকে প্রদান করা হয়, তবেই তিনি অসুরদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত আছেন। অসুরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, প্রহ্লাদকেই তাঁহারা ইন্দ্র করিবেন, এই স্থির করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন। সুতরাং রজির অমুরোধ রক্ষা করা, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন দেবগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং রজির বাসনা অনুযায়ী যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, তাঁহাকেই ইন্দ্রকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং অসুরগণ রজির হস্তে পরাভূত ও নিহত হইলেন। যুদ্ধান্তে ইন্দ্র রজির পদতলে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, “আপনি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিজ্ঞান করিয়া, আমাদের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমি আপনার পুত্রস্থানীয় হইলাম।” রজি এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজ পুরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র পূর্বের জ্ঞান স্বর্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৪) দেবদানবের সর্ব-

মোট ষাটশটি যুদ্ধ হয়। সর্বশেষ কোলাহল নামক সংগ্রামে রজি দেব-পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। বায়ু-২৭।

(৫) আয়ুর পুত্র নহব। নহবের চারি তনয়—রজি, অনেনা, রম্বক ও ক্ষত্র-বুদ্ধ। রজির পঞ্চশত সন্তান জন্মে। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করেন। গন্ধ-পু-১৪৩। (৬) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাওয়া বলিতেছেন, “তুমি পিঠীনাগকে রজি প্রদান করিয়াছ।” সায়নাচার্য্য বলেন ঐ রজি পদ কোনও রাজ্য বা কন্তার নাম। ঋক্-৬২৬।

রজেয়ু—যুতাচী অপ্সরার গর্ভজাত রৌদ্রাশ্বের অন্ততম পুত্র। বায়ু-২২। যুতাচী, রৌদ্রাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

রজেকুপা—সীতা দেখ।

রজ্জুবানী—জটায়ু দেখ।

রণঞ্জয়—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতজ্ঞয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় সঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভাগ-৯৯-১২। (২) কৃতজ্ঞয়ের পুত্র ভ্রাত। ভ্রাতের তনয় রণ-জয় বায়ু-২২।

রণধ্বজ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের পুত্র ধার্ম্যক, ক্ষত্র ও রণধ্বজ বায়ু-৮৮। (২) ধৃষ্ণুর পুত্র ধার্ম্যক ও রণধ্বজ ক্ষত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-১০। (৩) ধৃষ্টের পুত্র স্বধর্ম্মা, ধৃষ্ট-কেতু ও রণধ্বজ এই তিন জন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ধৃষ্ট দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় বৃতের তনয় রণধ্বজ। তৎস্মৃত নিধতি।

লি-পু-৬৮। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের পুত্র কৃতকেতু, চিত্রনাথ ও রণধ্বজ। মৎ-১২। ধৃষ্ট দেখ।

রণপ্রিয়া—(১) মহেশ্বরীর শরীর-সমুত্তা অন্ততমা মহাশক্তি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (২) সীতা দেখ।

রণাজি—একজন দেবতা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে একচক্রা নামক দানবের সহিত যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-২৪১।

রণাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সাহতাম্বের পুত্র। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পু-৬৫। যুবনাশ্ব দেখ।

রণেজয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতজ্ঞয়ের পুত্র। মৎ-২৭১। রণজয় দেখ।

রণেশান—একজন দানব। তিনি দেবাসুরযুদ্ধে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

রণোৎকট—(১) স্বন্দ দেবসেনা-পতির পদে বৃত হইলে নর্ম্মদা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্তর রণোৎকটকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

(২) দেব-সেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ সাধা, রুদ্র, বসু প্রভৃতি ঋষাদিগকে স্বন্দের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৩) রাবণের একজন সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রতলোলা—রাধিকার একজন সখী। পদ্ম-পাতা-৪৩।

রতি—অন্ততম বসু অহঃ, রত্নার
পর্বে জন্মেন। মহাভা-আদি-৬৬।

রতি—(১) ব্রহ্মার অধোনিজা কণ্ঠা
ও স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপার এক
নাম রতি। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০।

(২) কামদেবের পত্নী। তিনিও অধো-
নিজা ছিলেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষের
দেহের স্বেদজল হইতে সজ্জতা হন।
দক্ষ তাঁহাকে কামদেবের সহিত বিবাহ
দেন। কালিকা-৩। (৩) দক্ষ প্রজা-
পতির শতকণ্ঠার অন্ততমা রতি ছিলেন।

রতি ও তাঁহার ভগিনী প্রীতি কামদেবের
পত্নী ছিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২।

(৪) দক্ষের অন্ততমা কণ্ঠা শ্রদ্ধা ধর্মের
অন্ততমা পত্নী ছিলেন। শ্রদ্ধার গর্ভে
কাম জন্মগ্রহণ করেন। কামের পত্নী
রতি। তাঁহাদের পুত্র হর্ষ। গুরু-পু-
৫। (৫) হর কোপানলে কাম ভস্মী-

ভূত হইলে রতি স্বামীসহিত সহমরণে
যাইতে প্রস্তুত হন। তখন এই
অশরীরিণী দৈববাণী হইল, “জন্মান্তরে
তোমার পতি ঐকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্ম-
গ্রহণ করিলে, তাঁহার সহিত তোমার
মিলন হইবে। অতএব তুমি প্রাণত্যাগ
করিও না!” রতি ঐ দৈববাণী
শুনিয়া সহমরণে গমনেচ্ছা পরিত্যাগ
করেন। স্বন্দ-আব-অব-৩৪। স্বন্দ-
বিষ্ণু-বৈশা-২। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
২০০। শিব-জ্ঞান-১১। (৬) শিব

নয়নাগ্নিতে মদনকে ভস্ম করিলে, দেব
ও ঋষিগণ, মদনকে প্রাণদান করিবার
জন্ত, বার-বার অমুরোধ করিতে লাগি-
লেন। কিন্তু শিব তাহাতে সন্তুষ্ট না
হইয়া, ক্রোধভরে স্থান ত্যাগ করিয়া
চলিয়া গেলেন। তখন পার্কীতী ও
রতি একযোগে বিলাপ করিতে লাগি-
লেন। কিয়ৎকাল পরে রতি পার্কী-
তীকে সাশ্বনা দিয়া শিব যেখানে
মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেইখানে
তপস্শা করিতে লাগিলেন। নারদ
তাহা জানিতে পারিয়া, প্রথমে রতিকে
নানা প্রলোভনপূর্ণ বাক্য বলিয়া,
তপস্শা হইতে নিবৃত্ত করাইতে প্রয়াস
পান, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া
শঙ্করাসুরকে সংবাদ দিলেন। শঙ্কর
নারদের পরামর্শে রতিকে বলপূর্বক
ধরিয়া আনিয়া, নিজ পাকশালার
অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। রতি মায়া-
বর্তী নামে পরিচিতা হইয়া, শঙ্করের
আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
স্বন্দ-মাহে-কেদা-২১। মায়াবর্তী
দেখ। (৬) কামদেব হরকোপানলে
দগ্ধ হইলে কাম-পত্নী রতি শোকাকুলা
হইয়া, সেইখানেই ঘোরতর তপস্শা
করেন। বহুকাল যাবৎ তপস্শা করি-
বার পর, এক শিবলিঙ্গ ভূমি ভেদ
করিয়া উদ্ভিত হইল এবং তৎসঙ্গে এই
দৈববাণী হইল, “তুমি মাহেশ্বর লিঙ্গের

যথোচিত পূজা কর, তাহা হইলেই তোমার পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।” এই দৈববাণী শুনিয়া পরম আশ্চর্য্যিতা হইয়া, রতি ভক্তিভরে সেই মাহেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করেন। তৎকালে কাম-দেব পুনর্জীবিত হইলেন। তদবধি এই মাহেশ্বর লিঙ্গ কামেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৬। (৭) শিবের লোচনান্বিতে মদন দগ্ধ হইলে, তৎপত্নী রতি শোকাকুলা হইয়া পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্ত চিত্ত-রোহণ করেন। তখন এইরূপ দৈব বাণী হয়, “তুমি সহমরণে যাইও না। তৎপরিবর্তে তপস্তা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট কর। তাহাহইলেই তোমার পতি পুনর্জীবিত হইতে পারিবেন।” এই দৈববাণী শুনিয়া রতি, চিত্ত হইতে উত্থান করিয়া তীব্র তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। অসীর্ণকাল তপস্তা করিলে, মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রতি কাম-দেবের পুনর্জীবনলাভ প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সেই বর দিলে কামদেব জীবন লাভ করিলেন। স্বন্দ-প্রভা-অর্ক-৪০। (৮) কামদেব দগ্ধ হইলে রতিও প্রাণত্যাগ করিয়া, জন্মান্তরে ময়দানবের গৃহে জন্মলাভ করেন। শব্দর অসুর ময়দানবের গৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তিনি (রতি) নিজ অমুরূপ এক কাষ্ঠ-

নির্মিত মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া, শব্দর অসুরকে বধনা করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। বিষ্ণু-৫ম-১৭। ব্রহ্মপু-২০০। মায়াবতী দেখ। (৯) পার্শ্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সভায় অস্তান্ত দেবদেবী-গণসহ রতিও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে রতি শোকাকুলা হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, “পূর্বে আপনার আদেশ পালন করিতে যাইয়াই আমার পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন আপনারা আমাকে আশ্বাস দেন যে, আমার পতি পুনঃ জীবন লাভ করিবেন। এক্ষণে হর, পার্শ্বতীর পাণি-গ্রহণ করাতে আপনাদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কেবল আমার পতিই এ যাবৎ প্রাণ লাভ করিলেন না।” রতির এইরূপ বিলাপ শুনিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহাদেবের নিকট সকল ঘটনা বিবৃতি করিয়া, কামদেবের প্রাণদানের জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে মহাদেব মদনকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। শ্রীমহা-২৭। (১০) মদনের মৃত্যুতে রতিকে অতিশয় শোকাকুলা দেখিয়া দেবগণ কামদেবকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্ত বারংবার মহাদেবকে অনু-রোধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের প্রার্থনায় মদনের প্রাণদান করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি কামদেব কায়বিশীন হইয়া দিব্যদেহে বিরাজ

করিতে লাগিলেন । মন্থ দক্ষ হইলে, দুঃখপীড়িতা রতির কোপ হইতে এক ভীষণাকৃতি পাবক উদ্ভূত হইয়াছিল । সেই পাবকে অত্যন্ত দক্ষ হইয়া রতি মুচ্ছিতা হইয়া পড়েন । ক্রন্দনরতা রতির অশ্রুধারা হইতে মহাশোক উৎপন্ন হয় । তৎপরে ঐ নেত্রজল হইতেই ক্রমে ক্রমে জরা, দুঃখ ও সন্তাপক নামক ভ্রাতৃধর, সুখনাশিনী মূর্ছা, কামজর, বিলম্ব, বিলাপ, বিহ্বল, উন্মাদ ও মৃত্যু উৎপন্ন হয় । তদনন্তর কামদেব পুনর্জীবনলাভ করিয়া, যখন রতির সহিত আবার মিলিত হইলেন, তখন রতির আনন্দাশ্রু হইতে প্যাতি, বজ্রা, শান্তি, প্রীতি জন্মলাভ করিল । তদনন্তর সুখসন্তোগদায়ক দুইটা কন্যাও উৎপন্ন হইল । তাহাদের নাম লীলা ও ক্রীড়া । তাহার পর রতির বাম নেত্রনির্গত বারিবিন্দু হইতে একটি সুন্দর পঙ্কজ উৎপন্ন হইল এবং ঐ পঙ্কজ হইতে অশ্রুবিন্দুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে । পদ্ম-ভূমি-৭৭ । লি-পু-১০১ । (১১) দেবী ত্রিপুরার পূজার যন্ত্রের বিভিন্ন কোণে নীলোৎপলহস্তা, সোম্যমূর্তি, কাঞ্চনবর্ণা রতির পূজা বিধেয় । তন্ত্র:-১৭৭ পৃঃ । (১২) গণেশ পূজার সংসর্গে রতিপতিসহ রতির পূজা বিধেয় । তন্ত্র:-২১২ পৃঃ । (১৩) তন্ত্রোক্ত বোড়শজন স্বর শক্তির অন্ততমা রতি ।

তন্ত্র-২৩২ পৃঃ । (১৪) তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীর অন্ততম গীঠশক্তি তন্ত্র-৫১৩ পৃঃ । সরস্বতী দেখ । (১৫) ত্রিপুরা দেবীর পূজার সংসর্গে পার্শ্বতী দৈব, কামদেব, রতি ও ভবানীর পূজা করিলে, মানব নরপতি হইতে পারে । তন্ত্র:-৭২৮ পৃঃ । (১৬) তন্ত্রোক্ত বোড়শজন কামকলার অন্ততমা ভূতি দেখ । (১৭) জন্মান্তরে কামদেবের সহিত রতির মিলন সম্বন্ধে প্রহ্লাদ, মায়াবতী ও শব্বর দেখ । (১৮) কামদেবের ঔরসে রতির গর্ভে দশ ও হর্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে । (১৯) দেবী দুর্গার অন্ততমা অম্বুচরী রতি । দুর্গার মূর্তির সন্নিহিতে রতি দেবার মূর্তি ও বিরাজমান । দেবীপু-৫০ ।

রতিকলা—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শক্তিরূপিণী কতিপয় গোপিকার নাম—রসতরঙ্গিনী, রসকল্লোলিনী, রতিকলা, রসবাপিকা, রতলোলা, রতোৎস্রকা, রতিসর্কশা, রতিচিন্তামনি, রত্নরেখা ও রত্নমালিকা । পদ্ম-পাতা-৪৩ ।

রতিগুণ—অনুপা দেখ ।

রতিচিন্তামনি—রতিকলা দেখ ।

রতিনার—পুরুষাণ্য ঋতের পুত্র । রতিনারের পুত্র প্রতিরথ । গরু-পু-১৪৪ । রতিনার দেখ ।

রতিপতি—রতি (১২) দেখ ।

রতিপ্রিয়—প্রধার গর্ভে কস্তপের ঔরসে রতিপ্রিয় প্রভৃতি কতিপয় পুত্র

জন্মে । কালি-৩৪ । অনুপা ও
ভাসু দেখ ।

রতিপ্রিয়া—জনৈক অঙ্গরা । শিব-
ধর্ম-৪৩ ।

রতিবিদগ্ধা—জনৈক গণিকা । সে
বৃদ্ধকালে এক ক্ষুধার্তকে অন্ন দান
করিয়াছিল । সেই পুণ্যফলে সে সর্ব-
পাপমুক্ত হয় । পদ্ম-ক্রি-২০ ।

রতিসর্বস্বা—রতিকলা দেখ ।

রতোৎসবকা—রতিকলা দেখ ।

রতীশা—আষাঢ় তীর্থে দেবী পর-
মেশ্বরী রতীশা নামে পূজিতা হন ।
স্কন্দ-মাহে-অঙ্গ-উ-২ । সতী দেখ ।

রত্ন—যদুবংশীয় অক্রুরের শস্তুর ।
তঁাহার কন্যা শৈব্যাই অক্রুরের পত্নী
ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

রত্নকূটা—(১) ভদ্রাশ্বের অন্ততমা
কন্যা । বায়ু-৭০ । ভদ্রাশ্ব দেখ । (২)
নরপতি রোদ্রাশ্বের অন্ততমা কন্যা ও
প্রভাকর ঋষির অন্ততমা পত্নী ।
ব্রহ্মপু-১৩ ।

রত্নগঙ্গা—কাত্যকূজাধিপতি আম
নামক নৃপতির কন্যা । ইন্দ্রহরি নামক
যুবক তঁাহাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করিয়া
বিবাহ করেন । স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩৬ ।

রত্নগর্ভা—সীতা দেখ ।

রত্নগ্রীব—একজন পরম বৈষ্ণব
রাজা । তিনি কাঞ্চী নগরীতে রাজত্ব
করিতেন । পদ্ম-পাতা-৯, ১২ ।

রত্নচূড়—জনৈক নাগরাজ । তিনি

গন্ধর্বরাজ বসুভূতির কন্যা রত্নাবলীকে
বিবাহ করেন । স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭ ।

রত্নাবলী দেখ ।

রত্নদীপ—জনৈক নাগরাজ । রত্না-
বলী দেখ ।

রত্নপ্রিয়া—দেবী দুর্গার এক নাম ।
তন্ত্রঃ-৭৩২ পৃঃ ।

রত্নবতী—আনর্থাধিপতির কন্যা ।
তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দর্শনাধিপতি
বৃহদ্বলের সহিত তঁাহার বিবাহ স্থির
হয় । কিন্তু বৃহদ্বল পরে রত্নবতীকে
নিবাহ করিতে অস্বীকার করেন ।
কারণ পরাবসু নামক এক ব্রাহ্মণ
প্রায়শ্চিত্ত মানসে সর্বজন-সমক্ষে রত্ন-
বতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল । তখন
রত্নবতী ও তঁাহার সখী ব্রাহ্মণী তপ-
স্তার্থ অরণ্যে গমন করেন । দার্ষকাল
তপস্তা করিয়া তঁাহারা হরগৌরীর
সাক্ষাৎ লাভ করেন । স্কন্দ-নাগ-১৯৬-
১৯৮ ।

রত্নবল্লভ—জনৈক গন্ধর্ব-রাজ ।
তঁাহার কন্যা অনিকা স্বীয় পতিকে বধ
করে । তজ্জন্ত রত্নবল্লভ তাহাকে গৃহ
হইতে নিকাসিত করেন । স্কন্দ-আব-
অব-২২৫ ।

রত্নভদ্র—একজন শিবভক্ত গন্ধর্ব ।
তিনি গন্ধমাদন পর্বতে বাস করিতেন ।
তঁাহার পুত্র পূর্ণভদ্র । রত্নভদ্র পার্শ্বি-
দেহ পরিত্যাগ করিয়া শিবকে প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২ ।

রত্নমালা—(১) পিতৃগণের অন্ততমা মানসী কন্যা। গর্গ-গোল-৮। মেনকা দেখ। (২) বলি দানবের কন্যা রত্নমালা। বলি-যজ্ঞে বামন দেবের রূপ সম্বর্ধন করিয়া, তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার অভিলাষ করেন। ছাপরে ঐ বলি-কন্যা রত্নমালাই পুতনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-১৩। পুতনা দেখ। (৩) সীতা দেখ।

রত্নমালিকা—রতিকলা দেখ।

রত্নমুখী—পার্বতীর অন্ততমা সখী। বৃহৎ-মধ্য-৪।

রত্নরেখা—রতিকলা দেখ।

রত্না—শৈব-কন্যা রত্না অক্রুরের অন্ততমা পত্নী ছিলেন। লি-পূ-৬২। অক্রুর ও রত্ন দেখ।

রত্নাকর—জনৈক বৈশ্ব। পদ্ম-ক্রি-৬।

রত্নাক—অযোধ্যার একজন নরপতি। পূর্বজন্মের কর্মের ফলে তিনি হুশ্চিকিৎস কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। কোনওরূপ চিকিৎসার দ্বারাই তিনি রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। পরে এক কাপটীকের পরামর্শে নাগরতীর্থে বিশ্বামিত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তথায় রত্নাদিত্য নামক বিগ্রহ স্থাপনপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। স্বন্দ-নাগ-২১২।

রত্নাকদ—বজ্রাক নৃপতির পুত্র।

স্বন্দ-মাহে-অঙ্ক-উত্ত-২৪।

রত্নাদিত্য—রত্নাক দেখ।

রত্নাবলী—(১) কলাবতী নামক এক নর্তকী ফালগুন মাসের শিব-রাত্রিতে জাগরণপূর্বক, সুরমধুর নৃত্য, গীত ও বাজ্য দ্বারা রত্নেশ্বর-লিঙ্গের প্রীতি সম্পাদন করে। সেই পুণ্যফলে কলাবতী জন্মান্তরে বসুভূতি নামক গন্ধর্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্মে তাহার নাম হয় রত্নাবলী। শিব তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দেন যে, স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তির সহিত তাহার মিলন হইবে, সেই তাহার পতি হইবে। কিছুদিন পরে রত্নাবলী স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক পরম সুন্দর পুরুষের সহিত তাহার মিলন হইয়াছে। তিনি জাগরিত হইয়া সখীগণকে স্বপ্ন-ব্যাপার বলিলেন। সখীগণ নানা দর্শনীয় রাজপুত্র গন্ধর্বপুত্র প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া রত্নাবলীর স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষের সন্ধান করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে তাঁহারা বৃত্তিতে পারিলেন যে, গন্ধর্বপতি শম্বুচূড়ের পুত্র রত্নচূড়ের সহিত রত্নাবলীর মিলন হইয়াছিল। অতঃপর সখীগণসহ রত্নাবলী রত্নেশ্বরের মন্দিরে গমন করিবার জন্ত যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুবাহ নামক এক দানব তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ঐ রত্নচূড়ই দানবকে বধ

করিয়া, তাঁহাদের উদ্ধার সাধক করেন ।
পরে তাঁহার পরম্পরের পরিচয় প্রাপ্ত
হইলে, রত্নচূড়ের সহিত রত্নাবলীর
বিবাহ হইল । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭ ।
(২) রত্নদীপ নামক নাগরাজের কন্যা ।
তিনি পূর্বজন্মে এক কপোতী ছিলেন ।
নাগরাজের কন্যা রূপে জন্মলাভ করিয়া
তিনি পরিমলালয় নামক গন্ধর্বকুমার
রূপে জাত, তাঁহারই পূর্বজন্মের
(কপোত) পতির সহিত বিবাহিতা
হন । এই জন্মে তিনি অতিশয় শিব-
ভক্ত ছিলেন । স্বন্দ-আব-চতু-৪৫ ।

রত্নেশ্বর—(১) কাশীস্থিত এক শিব-
লিঙ্গ । স্বন্দ-কাশী-পূ-৩৩ ; উত্ত-৬৭ ।
রত্নাবলী দেখ । (২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক
শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৩, ১৫৫ ।

রথ—অত্রিংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৭ । ভগপাদ
দেখ ।

রথকার—ঋষিভ দেখ । বায়ু-৩৫ ।

রথকৃৎ—(১) একজন গ্রামণী । কৃষ্ণ-
পূ-৪১ । কৃতজিৎ দেখ । (২) প্রতি
বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে
আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত
মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ
আছে তাহাতে যে রথ গমন করে,
সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন
আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব,
অঙ্গরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধি-
ষ্ঠান করিয়া থাকেন । এই সূর্য্যরথে

চৈত্রমাসে ঋতুরী বাস করেন, তাঁহা-
দেয় নাম ধাত্ত, ক্রতুস্থলা, পুন্ড্রা,
বাসুকী, রথকৃৎ, হেতি ও তুষক ।
বিষ্ণু-২২-১০ । (৩) একজন দিব্য-
পুরুষ বিশেষ । লি-পূ-৫৫ ।

রথকৃচ্ছ্র—প্রহেতি দেখ ।

রথচিত্র—(১) বরুণ (৮৬৬ পৃঃ) ও
বশিষ্ঠ (৮২৫ পৃঃ) দেখ । (২) কৃত-
জিৎ দেখ ।

রথধ্বজ—বৃষধ্বজের পুত্র । তাঁহার
তনয় ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ । দেবীতা-
২২-১৫ । বৃষধ্বজ ও কুশধ্বজ দেখ ।

রথস্তর—(১) সংহিতাকার সত্যশ্রীর
অন্যতম শিষ্য । ব্রহ্মা-৬৬ । সত্যশ্রী:
দেখ । (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে উৎপন্ন
জয়দেবগণের অন্যতম । বায়ু-৬৬, ৬৭ ।
জয়দেবগণ দেখ ।

রথস্তরী—পুরুবংশীয় ঈলিনের পত্নী
মহাতা-আদি-২৪ । ঈলিন দেখ ।

রথবর—জ্যামঘবংশীয় ভীমরথের
পুত্র । বায়ু-২৫ । নবরথ দেখ ।

রথবীতি—দর্ভের পুত্র রথবীতি ।
তাঁহার কন্যাকে শ্রাবাস্ত ঋষি বিবাহ
করেন । ঋক্-৬১।১।টীকা । শ্রাবাস্ত
দেখ ।

রথমুখ্য—যদুবংশীয় ভজমানের পুত্র
রথমুখ্য ও বিদুরথ । অগ্নি-২৭৫ ।
ভজমান দেখ ।

রথরাজী—শ্রীকৃষ্ণের তনয় শৌরির
অন্যতম পত্নী । মৎ-৪৬ । শৌরী দেখ ।

রথখন—(১) একজন গ্রামণী। কুশ-পু-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) বশিষ্ঠ (৮২৫ পৃঃ) ও মিত্র (১০) দেখ। (৩) একজন দিব্য পুরুষ। লি-পু-৫৫।

রথাক্ষ—(১) দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যকারী অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) রাবণের অন্ততম সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রথাক্ষ—ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি রথের অঙ্গসমূহের স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৩। ৫৩। ১৭-২০।

রথীতর—(১) অঙ্গিরা-বংশীয় রথী-তরদিগের আবেষ প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর। ইহাদের বংশে পরম্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-১২৬। (২) সংহিতাকার সত্য-ত্মীর অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬০। সত্যত্মী দেখ। (৩) ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির পরে রথীতর একথানা সংহিতা রচনা করেন। সেইখানি সংহিতা সমুদয়ের মধ্যে চতুর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। রথীতরের তিনজন বিদ্বান শিষ্য ছিলেন। এই সকল সংহিতাকারগণ বহুচ বলিয়া বিদিত হন। বায়ু-৬১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব। তৎপুত্র রথীতর। রথীতরের পুত্র বা কন্যা কিছুই জন্মে নাই। একান্ত রথীতরের প্রার্থনায়

মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহার ভাৰ্য্যার ক্ষেত্রে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে তাঁহাদের রথীতর গোত্র হইয়াছিল। অপর পক্ষে অঙ্গিরার ঔরসে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহারা অঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া রথীতরের অন্তান্ত সন্তানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি রূপে পরিগণিত হইতেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ভাগ-৯ঙ্ক-৬। বায়ু-৮৮। গরু-পু-১৪২।

রথোপল—ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি জ্যোতি-মানের অন্ততম পুত্র। বরা-৭৪। উদ্ভিদ ও জ্যোতির্মান দেখ।

রথোজা—(১) অন্ততম গ্রামণী। কুশ-পু-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) একজন দিব্য পুরুষ। লি-পু-৫৫। (৩) প্রহেলি দেখ। (৪) রথোজা, উর্দ্ধবাহু, অনঘ, শরণ, মুনি, সূতপা ও শঙ্কু, ইঁহারা উত্তম মনুষ্যেরে সন্তুষ্ট ছিলেন। গরু-পু-৮৭। উত্তম, অনঘ, উর্দ্ধবাহু ও উর্জ দেখ।

রস্তি—যদুবংশীয় নন্দনের পুত্র রস্তি ও রস্তিপাল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রস্তিদেব—(১) ভরতবংশীয় সঙ্কতি-র অন্ততম পুত্র। মৎ-৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। ভাগ-৯ঙ্ক-২১। সংকৃতি দেখ। (২) রস্তিদেব ঘোরতর তপস্বী হারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ

করেন যে, তাঁহার গৃহে যেন প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয় এবং তাঁহাকে যেন কখনও কাহারও নিকট প্রার্থী হইতে না হয়। মহারাজ রস্তিদেবের গৃহে ক্রিয়ানুষ্ঠান কালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পণ্ডসকল স্বয়ংই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইত। তাঁহার যজ্ঞসমূহে নিহত পশুদিগের চৰ্ম্মরাশি হইতে যে ক্লেদ নির্গত হইত তাহা হইতেই এক নদী বহির্গত হইয়াছিল। ঐ নদীর নাম চৰ্ম্মগতী। তাঁহার গৃহের পাত্রকটাহ প্রভৃতি স্তবর্ণময় ছিল। অতিথিরা যে রাত্রিতে রস্তিদেবের গৃহে বাস করিতেন সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র একশত গো ছেদন করা হইত, তথাপি তাঁহার পাতকগণ পূর্ববৎ মাংস আহার করিতে পারিবে না অনুমান করিয়া চাৎকার করিত। মহাভা-শান্তি-২৯। (৩) শশবিন্দু, শিবি, হরিশ্চন্দ্র, স্বনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রস্তিদেব, বসু, সৃঙ্খয়, রাম, শম্ভু, শ্বেত, সগর, সুবাহু, হর্যাস্ব প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে, কেহ কেহ সমুদয় কার্তিক আস, কেহ কেহ বা ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনু-১১৫। মাক্ধাতা ও যুবনাস্ব দেখ। (৪) মহারাজ রস্তিদেব মহর্ষি বশিষ্ঠকে শীতোক সলিল অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্য-

কালে তিনি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪ ; অনুশা-১৩৭। (৫) রস্তিদেব সত্যযুগে গোমেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে রস্তিদেব, বেণ, ভগীরথ প্রভৃতি নরপতিগণের নাম কীৰ্ত্তন করা কর্তব্য। মহাভা-অনুশা-১৫০।

রস্তিনার—(১) পুত্রবংশীয় ঋতেশ্বর পুত্র রস্তিনার। রস্তিনারের পুত্র—(ক) অপ্রতিরথ, তংসু ও ঋব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (খ) সুনতি, অপ্রতিরথ ও ঋব। ভাগ-৯৯-২০। (গ) সুনতি। বৃহৎ-মধ্য-২৯। (২) রিচেয়ুর পুত্র রস্তিনার। তাঁহার পত্নী সরস্বতীর গর্ভে ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ঋব নামে তিনটি পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-২৯। (৩) ঔচেয়ু হইতে তক্ষক নন্দিনী জলনার গর্ভে রস্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ।

রস্তিপাল—রস্তি দেখ।

রন্ধন—প্রিয়ব্রতায়জ জ্যোতিষ্মানের অগ্রতম পুত্র। ব্রহ্মপু-২০। প্রভাকর ও বেণুমান দেখ।

রবরাবকগণ—দৈত্যদিগের একটি বিশেষ শ্রেণী। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২০।

রবি—উনপঞ্চাশৎজন মরুদগণের অগ্রতম। মরুদগণ দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর অগ্রতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। কৃতাস্ত ও স্বারোচিষ মনু দেখ। (৩) সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

রতস—(১) পুরুবংশীয় রাতের তনয় রতস। রতসের আয়ুজ্য গভীর। ভাগ-৯২-১৭। (২) রাবণের অন্ততম সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-২।

রতসা—অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

রভেগক—(১) রাবণের অন্ততম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (২) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প-সঙ্গে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

রভা—জনৈক পরম ধাঙ্গিক নিঃসন্তান রাজা। তিনি পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করিয়া এক কন্যা লাভ করেন। ঐ কন্যার নাম একাবলী। দেবীভা-৬২-২১, ২৩। একাবলী দেখ।

রমণ—(১) অষ্টবস্তুর অন্ততম ধরের অন্ততম পুত্র। মৎ-৫। কল্যাণিনী ধর, শিশির ও মনোহরা দেখ। (২) অষ্টবস্তুর অন্ততম অনিলের অন্ততম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। অনিল দেখ।

রমণক—(১) প্রিয়ব্রতায়ুজ যজ্ঞ-বাহের অন্ততম পুত্র। ভাগ-৯২-২০। স্বল্প-মাহে-কুমা-৩৭। যজ্ঞবাহ দেখ।

রমণা—দেবী সাবিত্রী রানতীর্থে রমণা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

রমা—(১) লক্ষ্মীর এক নাম। লক্ষ্মী দেখ। (২) শশিধ্বজ নৃপতির কন্যা ও বিষ্ণুর অবতার কঙ্কির পত্নী। কঙ্কি-

৩-১৩, ১৭। (৩) রাধিকার অন্ততমা সখী। গর্গ-গোল-৪; অশ্ব-৪২। (৪) দেবী শতাক্ষর শরীর হইতে নির্গতা অন্ততমা মহাশক্তি। দেবীভা-৭২-২৮। শক্তি ও শতাক্ষী দেখ। (৫) দানব-পতি হিরণ্যকশিপুর কন্যা ও মহর্ষি জ্ঞানার পত্নী। তিনি পুত্রমুখ-দশনে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া, অতিশয় দুঃখিত চিত্তে শঙ্করের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন যে, রমার শূর, সর্ব-শস্ত্রের অবধ্য, ব্রাহ্মণ-দানবরূপী, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, যজ্ঞাহুষ্ঠান-কুশল এবং তেজে ও যশে সর্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। যথাকালে রমার গর্ভে দ্বাদশ-আদিত্য সম তেজস্বী এক পুত্র জন্মে। পিতা জ্ঞান (বিশ্বকর্মা) তাহার নাম রাখেন বৃজ। স্বল্প-নাগ-৮। (৬) তন্ত্রোক্ত পয়ত্রিশটি ব্যঞ্জন-শক্তির অন্ততমা। তন্ত্র-২৩২ পৃঃ।

রম্ভ—(১) জনৈক বানর দলপতি। তিনি শাৰপর্কতে বাস করিতেন। সুগ্রীবের নির্দেশে তিনি অশ্বচরগণসহ সাতার অধেষণে গমন করেন। তিনি লঙ্কা সমরেও উপস্থিত ছিলেন। রামা-কিঙ্কি-৩২। লঙ্কা-১৬, ২৮, ৪৭, ৬৬।

(২) পুরুবংশীয় অন্ততম পুত্র আয়ু। আয়ুর পাঁচ পুত্রের অন্ততম রম্ভ। হরি-হরি-২৮। বিষ্ণু-৩৭৬-৮। আয়ু,

দেখ। (৩) দম্বর পুত্র রম্ভ ও করম্ভ। (২) অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ তাঁহারা উভয়েই অপূত্রক ছিলেন। পুত্র কামনার ভ্রাতৃধ্বংস কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে, ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া কুস্তীর-রূপ ধারণপূর্বক করম্ভকে গ্রাস করেন। রম্ভ ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় কেশপাশ ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে উত্তত হইলে, অগ্নি তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, উহাধারা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। তখন রম্ভ উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অগ্নির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বর দিলেন যে, রম্ভের দেব দানব ও মানবের অজ্ঞেয় এক মহাবীৰ্য্যবান পুত্র জন্মিবে। পরে রম্ভের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। তৎপূর্বে বসুদেব ও অপর এক মহিষ কর্ণক নিহত হন। দেবীভা-৪৯-২। রক্ত-দীপ্ত ও করম্ভ দেখ। (৬) রম্ভ নামক নাগ (সর্প) জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্য্যারথে বাস করেন। বশিষ্ঠ (৮২৫ পৃঃ) ও বক্রণ (৮৬৬পৃঃ) দেখ। (৭) ইন্দ্রাকুবংশীয় বিবিধশিত্রির পুত্র রম্ভ। তৎসুত থনানৈত্র। ভাগ-২৯-২।

রম্ভক—নহষের অন্ততম পুত্র।

গন্ধ-পু-১৪৩। রজি (৪) দেখ।

রম্ভা—(১) দেবী বিশেষ। গোবী-ভ্রতে তাঁহার পূজা বিধেয়। মৎ-৬২।

দেখ। (৩) মৌনের অঙ্গরাগিণের অন্ততমা। মিশ্রকেশী দেখ। (৪) ধীর নামক ভ্রাতৃধ্বংস পত্নীর নাম ছিল রম্ভা। অগ্নি-১৮৪। (৫) অঙ্গরা রম্ভা মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্য্যারথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বিষ্ণু-২৯-১০। ঋতজিৎ ও যজ্ঞোপেত দেখ। (৬) দেবী সান্বিতী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সান্বিতী দেখ। (৭) দেবী শঙ্করী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেব-১২৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৮) দেবী শঙ্করী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। (৯) রম্ভা অঙ্গরা দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (১০) অঙ্গরা রম্ভা বিশ্বা-মিত্রের উপোভদ্র করিবার জন্য গমন করিয়া, তাঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৩। রামা-আদি-৬৭। (১১) রম্ভা বৎস বিশ্বা-মিত্রের আশ্রমে শিলারূপে অবস্থান করিতেছিলেন তখন অন্ধারকা নামী এক রাক্ষসী তথায় আগমন করিয়া, বিবিধ রূপে উপদ্রব করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ আশ্রমেই তপস্ভারত ষ্ঠেত মুনি বায়ব্য অস্ত্রে সেই শিলাখণ্ড যোজনাকরিয়া রাক্ষসীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসী অস্ত্রভয়ে ভীত

হইয়া দোড়াইতে দোড়াইতে কপি-
তীর্থে উপস্থিত হয়। অস্ত্র-যোজিত
শিলাখণ্ড তথায় তাহার মস্তকে পতিত
হইলে, রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হইল
এবং সেই শিলাও কপি-তীর্থে নিমগ্না
হইলে রক্তা পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত
হইলেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩২। (১২)
রক্তা অমরা কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-৬৫। মনো-
রমা দেখ। (১৩) রক্তা প্রভৃতি অমরা-
গণ কুবেরের সভায় নৃত্যগীত করি-
তেন। মহাভা-সভা-১০। (১৪) উর্কশী,
রক্তা, মেনকা প্রভৃতি অমরাগণ
ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন হন।
স্বন্দ-কাশী-পূ-২। (১৫) একবার
ইন্দ্রের সভায় নৃত্যকালে রক্তার তাল-
ভঙ্গ হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে
রক্তা স্পন্দনহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া
ভূতলে পতিত হন। পরে দেবর্ষি
নারদের পরামর্শে অমরেশ্বর লিঙ্গের
পূজা করিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন
করিতে সমর্থ হন। স্বন্দ-আব-চতু-
১৭। (১৬) ইন্দ্রের আদেশে একবার
রক্তা জাবালী মুনির তপোভঙ্গ করেন।
মুনির ঐরসে রক্তার গর্ভে এক কন্তা
জন্ম গ্রহণ করে। জাবালি তাহাকে
লালন পালন করেন। সেই কন্তার
নাম হয় কলবতী। স্বন্দ-নাগ-১৪৩,
১৪৪। কলবতী দেখ। (১৭) অমু-
শ্রোতা, রক্তা, প্রভৃতি ষাটজন অমরা

নৃত্য ও গীত দ্বারা সূর্য্যদেবকে অর্চনা
করিতেন। কৃষ্ণ-পূ-৪১। অমুরোচা
দেখ। (১৮) রক্তা মৃত্যুর কন্তা সুনী-
থার সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩৪-৩৬।
সুনীথা দেখ। (১৯) রক্তা শিব-কন্তা
অশোকসুন্দরীর সখী ছিলেন। পদ্ম-
ভূমি-১১২-১১৭। (২০)
শক্তিরূপিনী অন্ততমা গোপিকা।
পদ্ম-পাতা-৪৩।

রম্য—(১) প্রিয়ব্রতাস্বজ্ঞ অগ্নীশ্বের
নাতি, কিস্পুরুষ, হরিবধ, ইলাবৃত,
রম্য, রম্যক, হরিমান্ন, (হিরমান)
কুরু, ভদ্রাশ ও কেতুমাল নামে নয়
পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে রম্য
নানবর্ষের অধিপতি ছিলেন। বায়ু-
৩৩। লি-উত্ত-৪৬, ৪৭। কৃষ্ণ-পূ-৩২।
বিষ্ণু-২৪-১। গুরু-পূ-৫৫। ভাগ-
৫২-২। ব্রহ্মা-৩৪। অগ্নীশ্ব দেখ।

রম্য—(১) লৌকিকী অমরাদের
অন্ততমা। বায়ু-৬২। মিশ্রকেশী দেখ।
(২) মেকর অন্ততমা কন্তা রম্য।
অগ্নীশ্বের পুত্র রম্য তাহাকে বিবাহ
করেন। ভাগ-৫২-২। (৩) সাতা দেখ।

রম্য—উর্কশার গর্ভজাত পুরুষবার
অন্ততম পুত্র। ভাগ-২২-১৫। জয় ও
পুরুষবা দেখ।

রম্মি—অনাগত মন্থনরে সূতপা।
নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম
দেবতা। বায়ু-১০০। স্বত দেখ।

রম্মিকেতু—অনেক রাক্ষস সেনা-

পতি। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন।
রামা-স্কন্দ-৪, ৫৪; লঙ্কা-২, ৪৩, ২০।

রশ্মিবান—শ্রাক্ষভাগর্হ বিশ্বদেব-
গণের অন্ততম। মহাভা-অমুশা-২১।

রস—দক্ষকন্যা দনায়ুর গর্ভজাত
অন্ততম দানব। কালিকা-৩৪। বীক্ষর
ও দনায়ু দেথ।

রসকলোলিনী—রতিকলা দেথ।

রসভবস্কিনী—রতিকলা দেথ।

রসন—(১) স্বায়ম্ভুব মনুষ্মত্রে তুষিত
দেবগণের অন্ততম। বায়ু-৬৬। অপান,
উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেথ। (২)
রাবণের অন্ততম পুত্র। রাবণ দেথ।

বসপাৎসব—কুশুমির অন্ততম পুত্র।
বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। কুশুমি দেথ।

বসনাপিকা—রতিকলা দেথ।

বসনোদা—অন্ততম রুদ্র মন্ডিনসের
পত্নী। ভাগ-৩৯-১২। রুদ্র দেথ।

বসানু—বৃষ্ণি বংশীয় স্বাহির পুত্র।
রমাহন তনয় চিত্ররথ। বায়ু-২৫।
স্বাতি ও চিত্ররথ দেথ।

বসন্তক—পুরুবংশীয় সম্পাতির
পুত্র। তাঁহার তনয় তদ্রাথ। মৎ-৪২।

বসিত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রোহিতাশ্বের
পুত্র বসিত। তাঁহার তনয় চকু।
গরু-পূ-১৩২। রোহিতাশ্ব দেথ।

বসুগণ, রহুগণ—(১) রহুগণের পুত্র
গৌতম ঋষি, অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতার
স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা
করিয়াছেন। ঋক্-১। ৭৪, ৮১। (২)

সিদ্ধসৌবিরাদিপতি রহুগণ, রাজর্ষি
ভরতকে (জড় ভরত) শিবিকা বহন
কার্যে নিযুক্ত করেন। ঐ শিবিকা
বহন কালে, ভরতের সহিত রহুগণের
যে আলাপ হয়, তাহা হইতে রহুগণ
ভরতের পরিচয় পান। ভাগ-৫৬-১০-
১৩। ভরত দেথ।

রহোদর—পুরাকালে রামচন্দ্র দণ্ড-
কারণে বাসকালে বহু নিশাচরকে
বধ করেন। তন্মধ্যে জনৈক রাক্ষসের
ছিন্ন মুণ্ড রহোদর মূর্খির গ্রীবাদেশে
আদিয়া সংলগ্ন হয়। বেদনাকাতর
ঋষি উশনস তীর্থের জল স্পর্শ করিয়া
মাত্র, তাঁহার গ্রীবাসংলগ্ন মস্তক জলে
পতিত হয়। বান-২২।

রাকা—(১) রাক্ষসরাজ সুনালী
অন্ততমা কন্যা। রামা-উত্ত-৫। সুনালী
দেথ। (২) অঙ্গিরসের পত্নী স্বতির
গর্ভে রাকা জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মা-
২২। মার্ক-৫২। অগ্নি-২০। সৌর-
২৬। বায়ু-২৮। বিষ্ণু-১২-১০।
ভাগ-৫৬-১। কৃষ্ণ-পূ-১৩। লি-পূ-
৫। গরু-পূ-৫। (৩) রাকা ধাতার
পত্নী ছিলেন। রাকার গর্ভে প্রাতঃ
জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬৬-৬। ধাতা
দেথ। (৪) অমুমতি ও রাকা ইহারা
দ্বিবিধ পুর্ণিমা। বায়ু-৫০। (৫)
ঋগ্বেদোক্ত একজন দেবতা। গৃহ-সমদ
ঋষি রাকা দেবতার স্তব করিয়া ঋক্মন্ত্র
রচনা করিয়াছেন। ঋক্-২। ৩২৪, ৫।

রাকিনী—(১) শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী ইহারা অধরূবেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। (২) তম্বোক্ত ষট্-চক্রদেবতার অন্ততম। তন্ত্র-২৮১ পৃঃ।

রাক্ষস—(১) কশ্যপের অন্ততমা পত্নী সুরসার গর্ভে রাক্ষসগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) রাক্ষসগণ পুনস্তোর সন্তান। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) রাক্ষসগণ হিষ্মন্ত দেবগণের জ্ঞাতি ছিলেন। বায়ু-৩১। (৪) রাক্ষসগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত—পোলস্ত্য, আংস্ত্য, বৈশ্বামিত্র, ব্রহ্ম, বেদাধ্যয়নশীল, ও তপোব্রতনিষেধী। কুবের ইহাদের সকলের রাজা। ইতর রাক্ষসগণ বজ্র-মুখ। তাহাদেরও তিনটি গণ আছে। রাক্ষসদিগের চারিটি শ্রেণী আছে। তাহাদের নাম—যাতুধান, ব্রহ্মধান, দিবাচর ও নিশাচর। রাক্ষসেরা সাধারণতঃ বৃত্তাক্ষ, পিক্লবর্ণ, মহাকায়, মহোদর, অষ্টদংষ্ট্র, স্থলচর্ম, উর্দ্ধরোমা, উর্দ্ধকেশ, দীর্ঘবাহু, ঘোরবারী ইত্যাদি। ইহারা অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব। ইহারা মস্তকে মালা, মুকুট ও উষ্ণীষ ধারণ করিত। ইহারা অন্নভোজী ও মাংসাশী। বায়ু-৬২। যক্ষ, যাতুধান ও তস্কলা দেখ। (৫) নমুচী দানবের অন্ততম অমুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রাক্ষসাস্ত-বিধারিণী—সীতা দেখ।
রাক্ষসী—(১) অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) চতুষষ্টি যোগিনীর অন্ততমা। অগ্নি-৫২।

রাগবতী—বেগবতী দেখ।

রাগিনী—(১) চতুষষ্টি যোগিনীগণের অন্ততমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) হিমালয়ের স্বী মেনার গর্ভে রাগিনী, কুটিল ও কালী নামে তিন কন্যা জন্মে। রাগিনী ব্রহ্মার শাপে সন্ধ্যারোগে পরিণত হয়। বাম-৫১।

রাজক—(১) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় বিশাখের পুত্র রাজক। রাজকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন। ভাগ-১২স্ক-১। বিশাখযুগ দেখ।

রাজতী—দাতা দেখ।

রাজধর্ম—নাড়াজ্ঞ দেখ।

রাজন্ত—বশুদেবের অন্ততমা পত্নী উপদেবার গর্ভে রাজন্ত জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২স্ক-২৪।

রাজপুত্রবিনায়ক—কালীস্থিত রাজপুত্রবিনায়ক নামক গণেশের পূজা করিলে রাজ্যদ্রষ্ট রাজাও পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়। স্বন্দ-কালী-উক্ত-৫৭।

রাজবর্ধপ—কশ্যপবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। যামুনি দেখ।

রাজবর্দ্ধন—বৈবস্বত মনুবংশীয় দমের তনয় রাজবর্দ্ধন। তাঁহার তনয় সুধৃতি

গৰু-পূ-১৪২ । ভাগ-২২-২ । দম ও
ৰাজ্যবৰ্দ্ধন দেখ ।

ৰাজবৈষ্ণৱ—সোমের পুত্ৰ বৃধ ৰাজ-
বৈষ্ণৱ বলিমা খ্যাত ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-
১২ ।

ৰাজৰ্ষি—যিনি প্ৰতিদিন প্ৰাতঃকালে
ও সায়ংকালে গুটি হইয়া নিম্নলিখিত
ৰাজৰ্ষিগণের নাম কীৰ্ত্তন করেন,
তিনি ধৰ্ম্মফল লাভ করেন । বিষ্ণু-
ব্যক্তি এই সমুদয় ৰাজৰ্ষি ও অস্ত্ৰাস্ত্ৰ
দেবতা ও মহৰ্ষিদের স্তব কৰিয়া
প্ৰাৰ্থনা কৰিবেন, “আমি যে যে মহা-
ত্মাৰ স্তব কৰিলাম, তঁহাৰা আমাকে
পুষ্টি, আয়ু, বশঃ ও স্বৰ্গ প্ৰদান
কৰুন । আমাকে যেন কণনও শত্ৰু
হস্তে পতিত হইতে না হয় এবং আমি
যেন ইহলোকে জয় ও পৰলোকে
উৎকৃষ্ট গতি লাভ কৰিতে পাৰি ।” ঐ
সমুদয় ৰাজৰ্ষিদের নাম—অজ, অনৱণ্য
অম্বৰীষ, অলৰ্ক, অষ্টক, আয়ু, ইক্ষ্বাকু,
এল, কক্ষসেন, কক্ষয়ু, কুকুৰ, কুৰু,
কুশাশ্ব, কুপ, চিত্ৰাশ্ব, চ্যবন, জত্ব,
জনক, জঙ্ঘু, জাহ্নু, জৈমদগ্ন্য, দক্ষ,
দশৱথ, দিবোদাস, দিলীপ, দুয়ন্ত,
দূতৱথ, ধৃষ্ণুমার, ধৃষ্টৱথ, নল, প্ৰতীপ,
নিমি, নৃগ, পুৰু, পৃথু, প্ৰতৰ্দ্ধন, নহৰ,
প্ৰাচীনবহি, প্ৰিয়ংবদ, বৃষ, ভগীৰথ,
ভৱত, মনু, মৰুত, মহাভিষ, মাঙ্কাতা,
মিত্ৰভানু, যুচুক্ৰু, যহু, যযাতি, রঘু,
যৌবনাশ্ব, ৰামচন্দ্ৰ, ৰেবত, শশবিন্দু,

শান্তনু, শ্বেত, সংবরণ, সগৰ, সত্যবান,
সুদাস, হৰিষ ও হৰিশ্চন্দ্ৰ । মহাত্মা-
অমুশা-১৬৫ ।

ৰাজশৰ্ম্মা—যহু-বংশীয় শোণাশ্বের
অন্ততম পুত্ৰ । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । শোণাশ্ব
দেখ ।

ৰাজশ্ৰবা—ভবিষ্যৎ ব্যাসমিগের
অন্ততম । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০ । বেদ-
ব্যাস ও ব্যাস দেখ ।

ৰাজস—প্ৰিয়ব্ৰত, ৰাজস প্ৰভৃতি
অনেক নৱপতি তপোবলে স্বৰ্গে গমন
কৰিয়াছেন । মৎ-১৫৩ ।

ৰাজহুয়াধিনী—অন্ততমা অপ্সৰা ।
স্বন্দ কাণী-পূ-২ ।

ৰাজসেন—দেবী দুৰ্গা গোকৰ্ণতীৰ্থে
ৰাজসেন নৱপতিৰ উপৰ প্ৰীত হইয়া
ছিলেন । দেবীপু-৩২ ।

ৰাজহুলেশ্বৰ—অবন্তীক্ষেত্ৰে ৰাজা
ৰিপুঞ্জয় কৰ্ত্তক প্ৰতিষ্ঠিত এক শিব
লিঙ্গ । স্বন্দ-আব-৮৮-৭৪ । ৰিপুঞ্জয়
দেখ ।

ৰাজাধিদেব, ৰাজ্যাধিদেব—(১) যহু-
বংশীয় বিদূৰথের পুত্ৰ । ৰাজাধিদেবের
পুত্ৰ শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন । পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩ । মৎ-৪৪ । অমি-২৭৫ । (২)
ৰাজাধিদেবের পুত্ৰ দত্ত, অতিদত্ত,
শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশৰ্ম্মা,
দত্ত (দণ্ড), শক্ৰ ও শক্ৰজিৎ এবং
কণ্ডা শ্ৰবণা ও শ্ৰবিষ্ঠা । ব্ৰহ্মপু-১৬৮ ।
হৰি-হৰি-৫৮ । (৩) বিদূৰথের পুত্ৰ

রাজ্যধিদেব, শূর ও বিদুর এই তিন জন । বায়ু-২৬ । শূর দেখ ।

রাজ্যধিদেবী—(১) ষড়বংশীর শূরের অন্ততমা কন্যা ও বসুদেবের এক ভগিনী । মৎ-৪৬ । হরি-হরি-৩৪ । বায়ু-২৬ । ব্রহ্মপু-১৪ । (২) অবন্তী-রাজ জয়সেন রাজ্যধিদেবীকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অমু-বিন্দ নামে দুই পুত্র এবং মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মে । শ্রীকৃষ্ণ এই মিত্রবিন্দাকে (নিজ পিসতুত বোন) বিবাহ করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । ভাগ-২৪-২৪, ১৫ঙ্ক-৫৮ । গুরু-পু-১৪৩ । (৩) ধর্ম হইতে রাজ্যধিদেবীর গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ।

রাজিক—হিরণ্যনাভ কোশল্যের অন্ততম শিষ্য । বায়ু-৬১ । ব্রহ্মা-৬৭ ।

রাজিকেশ্বর—পুরুবংশীর আয়ুর অন্ততম পুত্র । মহাভা-আদি-৭৫ । আয়ু ও নহব দেখ ।

রাজেশ্বর—মহাদ্বা রত্নির পুত্রগণ রাজেশ্বর নামে খ্যাত হন । রজি দেখ ।

রাজী—(১) রৈবত-তনয়া রাজী বিবশ্বানের অন্ততমা পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে রৈবত নামে এক পুত্র জন্মে । মৎ-১১ । (২) রাজীর গর্ভে রেবন্ত নামে এক পুত্র জন্মে । অশ্বি-২৭৩ । (৩) রাজীর গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মে । সৌর-৩০ । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (৪) বিবশ্বানের ঔরসে রাজীর গর্ভে

রেবন্ত জন্মগ্রহণ করেন । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১ । রেবন্ত দেখ । (৫) সূর্য্য-পত্নী রাজীর গর্ভে যম, যমুনা এবং রেবন্ত জন্ম গ্রহণ করেন । কুর্ম-পু-২০ । যম দেখ । (৬) বিমল নামক, নরপতির মহিষী রাজী । তিনি পতির সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য, সরযুতে গমন করেন । পদ্ম-পাতা-২০ ।

রাজবর্দ্ধন (রাজবর্দ্ধন)—সূর্য্যবংশীয় দমের পুত্র । তাঁহার পত্নীর নাম মানিনী । রাজ্যবর্দ্ধন অতি স্ত্রানামুসারে রাজকার্য্য পরিচালন ও প্রজা পালন করিতেন । একদিন মহিষী মানিনী রাজার মস্তকে তৈলমর্দন করিতে করিতে তথায় পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া, অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন । রাজা তাঁহার রোদনের কারণ জানিতে পারিয়া, হস্ত সহকারে রাণীকে সাঙ্গনা দিয়া বলিলেন যে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কিছুই নাই কারণ বৃদ্ধ অবস্থার মস্তকে পলিত কেশের আবির্ভাব স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে । অতঃপর রাজা পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বান-প্রস্থ অবলম্বন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । তৎপ্রবণে রাজ্যের ব্রাহ্মণাদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নৃপতিকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগি-

দেন, কিন্তু রাজ্যবর্ধন খীর সংকল্প হইতে বিরত হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সম্রাট ব্যক্তিগণ মন্ত্রণা করিয়া মহীপতির আয়ু বৃদ্ধি প্রার্থনা করিয়া ভাস্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আরাধনায় ভাস্করদেব সন্তুষ্ট হইয়া, রাজাকে সুদীর্ঘ আয়ু ও স্থিরযৌবন প্রদান করিলেন। রাজ্যবর্ধন ইহা জানিতে পারিয়াও, বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে ভাস্করদেব যদি তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, দাস, দাসী সকলকেই চিরযৌবন ও সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। অন্তথা যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের নিকট হইতে ঐরূপ বর না পান, ততদিন পর্য্যন্ত কঠোর ক্রতু সাধন সহ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবেন। এই বলিয়া তিনি মহিষাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতে প্রস্থানপূর্ব্বক, তপশ্চাশ্রয় নিযুক্ত হইলেন এবং কঠোর তপশ্চার দ্বারা সূর্য্যদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ বর লাভপূর্ব্বক রাজ্যো প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মার্ক-১০২, ১১০। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

রাণায়নীয়—সংহিতাকার লোকাক্ষীর অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

রাত—সংহিতাকার নৃপায়জের অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

আজবন্ত দেখ।

রাতহব্য—অত্রির অপত্যী রাতহব্য ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৩৫, ৩৬।

রাতুল—ইক্ষাকু-বংশীয় ক্রুকোধনের পুত্র রাতুল। তাঁহার তনয় প্রসেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

রাত্রি—(১) কুশিক ঋষি রাত্রি দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৭২। (২) সর্ব্বভূতের জননী, অমৃত-সম্ভবা, লক্ষ্মীর এক নাম। বিষ্ণু, ১ম-২। (৩) ব্রহ্মার আদেশে রাত্রিদেবী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া, হিমালয়-কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২২। মেনকা ও সতী দেখ। (৪) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রাখীতর—উপনিষদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার মতে কেবল সত্যই অন্বষ্টেয়। বেদান্তি-১।২।

রাধা—(১) শিবের প্রার্থনায় দেবী ভগবতীর ভদ্রকালী মূর্ত্তিই ধাপরে ত্রিক্ষররূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শিব স্বয়ং স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হন। নন্দ গোপ ও যশোদা পূর্ব্বদ্বয়ে প্রজাপতি দক্ষ ও তৎপত্নী প্রহৃতি ছিলেন। দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, দক্ষ ও প্রহৃতি সেই আত্মা প্রকৃতিকে পুনরায়

কন্তারূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্তা করেন। তাঁহাদের তপস্তার ফল প্রদানের জন্যই, দেবী ভগবতী ও শিব বধাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্কর অবতার রাধার সহিত আশ্বিন ঘোষের বিবাহ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবতীর অবতার শ্রীকৃষ্ণই রাধার প্রণয়িনী ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪২, ৫২, ৫৩। (২) দেবী মূল প্রকৃতি স্বেচ্ছায় বহুধা বিভক্ত হন। রাধা তাঁহার পঞ্চমী প্রকৃতি। তিনি প্রাণ ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী এবং বিষ্ণুর প্রিয়তমা। দেবীভা-২৯-২। (৩) শিষ্যগণের মানসী কন্তা কলাবতী সূচন্দ্র নরপতির সহিত পরিণীতা হন। পরে তিনিই আবার ছাপরে বৃষভাসুর-সুতা রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী সূচন্দ্রের প্রণয়িনী হন। গর্গ-গোল-৮। (৪) গর্গ মুনির পরামর্শে বৃষভাসুর গোপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহ দেন। যমুনার তীরস্থ ভাণ্ডীর বনে তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। গর্গ-গোল-৮। (৫) রাধা শ্রীকৃষ্ণেরও অংশভূতা। শ্রীকৃষ্ণ আপনায় পরম তেজ বৃষভাসুর পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন। সেই তেজ হইতে রাধা আবির্ভূত হন। রাধার নাতার নাম কীর্তি। রাধা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্ন কালে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-

৮। (৬) কৃষ্ণবল্লভা রাধাই আভ্য-প্রকৃতি। তাঁহার কোটী কোটী কলাংশ হইতে ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রকৃতি দেবী-গণের উৎপত্তি হইয়াছে। রাধার পাদধূলির স্পর্শে কোটী বিষ্ণুর উদ্ভব হইয়া থাকে। পদ্ম-পাতা-৩৮। (৭) সূতবংশীয় অধিরথের পত্নী। তিনি কর্ণকে পালন করেন। মহাভা-আদি ৬৭। কর্ণ দেখ। (৮) দেবী সাবিত্রী বৃন্দাবন তীর্থে রাধা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৯) দেবী শঙ্করী বৃন্দাবন তীর্থে রাধা নামে পরিচিতা। বৃন্দ-আব-রেবা-১২৮। মং-১৩। ভদ্রকর্ণিকা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। রাধিক—মগধের জয়সেন-বংশীয় জয়সেনের পুত্র। রাধিকের তনয় অযুতায়ু। ভাগ-২৯-২২। জয়সেন ও আরাবি দেখ।

রাধিকা—রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

রাধেয়—(১) জনৈক দানব। তিনি বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হন। রামা-উত্ত-৬। (২) সূত-অধিরথ-পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ণ রাধেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। কর্ণ দেখ।

রাবণ—(১) রামচন্দ্র যখন অযোধ্যা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত জনস্থানে বাস করিতে ছিলেন, তখন লক্ষ্মণ সূর্যনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। তৎকালে সূর্যনখার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত খর ও দুষণ রাক্ষস ব্রাহ্মদেয় ও তাঁহাদের বহু অস্ত্রের

নিহত হয়। কেবল অকম্পন নামক একজন রাক্ষস জীবিত ছিল। সে লঙ্কায় পলায়ন করিয়া স্বর্ণনখার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট সমুদ্র ঘটনা নিবেদন করে। রাবণ সমুদ্র ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া, স্বয়ংই রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্ত ঘাইতে উদ্ভূত হন। অকম্পন রাবণকে রামের শোখ্যের কথা বলিয়া, পরামর্শ দিল, যে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসে, তাহা হইলেই সীতার শোকে রাম অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবেন। অকম্পনের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, রাবণ তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সাহায্য লাভের জন্ত গমন করিলেন। মারীচ রাবণের মনোভিপ্রায় শুনিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ কাণ্ড হইতে বিরত থাকিবার জন্ত, বারংবার অমুরোধ করিল। প্রথমে রাবণ তাহার পরামর্শ শুনিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ছিন্ন-নাশা-কর্ণা, রোরুণ্ডনানা স্বর্ণনখাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধানল পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় মারীচের আশ্রমে গমন করিয়া, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মারীচ অসম্মতি জ্ঞাপন বৃথা বুঝিয়া, রাবণের পরামর্শ মত স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণপূর্বক রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে লাগিল। রাম সীতার

প্রার্থনায় ঐ স্বর্ণমৃগকে ধরিবার জন্ত তাহার অনুসরণ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে রামের কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সীতাকে কুটীরে রাখিয়া লক্ষ্মণ, রামের অনুসন্ধানে গমন করেন। রাবণ এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় কুটীরের নিকটেই লুকায়িত ছিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই, রাবণ ছদ্মবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া সীতার সমীপে গমন করিলেন এবং নানারূপে সীতার রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া, সীতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সীতার নিকট তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, নিজ পরিচয়ও দিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা রাবণের কোনও প্রার্থনায়ই সম্মত হইলেন না দেখিয়া রাবণ স্বমুক্তি-ধারণ করিয়া, বলপূর্বক সীতাকে নিজরথে আরোহণ করাইয়া, লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতা হ্রীমমাণা হইয়া আকুল স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ করুণ ক্রন্দন পক্ষী-রাজ জটায়ুর কর্ণগোচর হইল। জটায়ু রাবণকে সীতাকে হরণ করিতে দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাকে ঐ অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবার জন্ত নানারূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাবণ জটায়ুর কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

তখন জটায়ু বলপূর্ব্বক রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু রাবণ জটায়ুকে অত্যা-ঘাতে আহত করিয়া সীতাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, রাবণ সীতাকে প্রথমে নিজ অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন এবং ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর রাবণ আটজন মহাবীর রাক্ষসকে দণ্ডকারণ্যে যাইয়া বসবাস করিতে এবং সুযোগ পাইলে রামের অনিষ্টা-চারণ করিতে পরামর্শ দিয়া প্রেরণ করিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, তাঁহার লঙ্কা-পুরীর বিবিধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সীতাকেও নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার ভাষ্যাত্ম গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিতে লাগিলেন। সীতা রাবণের কোনও প্রার্থনায়ই কণপাত করিতেছেন না দেখিয়া, রাবণ সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি সীতাকে বিধিমতে বিবাহ করিবেন এবং ঐরূপ বলিতে বলিতে রাবণ সীতার পাদ-ধারণ করিয়াও অমুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতা রাবণের কোনও আশ্বাস বাক্যে আস্থা-স্থাপন অথবা তাঁহার অমুরোধে কণপাত না করিয়া অবিরত অশ্রুবিমোচন

করিতে লাগিলেন ও রাবণকে তাঁহার পাপ কর্ম্মের জন্ত, নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনি সীতার সন্মতির অপেক্ষায় দ্বাদশ মাস কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে সীতা যদি রাবণের অমুগত না হন, তবে রাবণ তাঁহাকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণকে, সীতাকে অশোক বনে লইয়া যাইতে, আদেশ দিলেন। (রামা-আর-৩১, ৫৬)। সীতাকে অশোক বনে স্থাপন করিয়াও, রাবণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং অশোক বনে যাইয়া সীতাকে অমুনয় বিনয় করিতেন এবং সীতার কোনও বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া, পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া শাসন করিতেন। হনুমান সীতার অধেষণে লঙ্কায় যাইয়া একদিন রাবণকে ঐরূপ সীতাকে শাসন করিতে দেখিতে পান। লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে, হনুমান রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাবণের প্রনোদ কানন বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। রাবণ সেই সংবাদ পাইয়া, রাক্ষসবীরদিগকে হনুমানের বধ সাধনার্থ প্রেরণ করেন। অস্তান্ত রাক্ষস বীরগণ অসমর্থ হইলে

রাবণ ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করেন । ইন্দ্র-
জিৎ কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমান
রাবণের সভায় নীত হন । তিনি
প্রথমে হনুমানের বিশাল আকার ও
ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া
ভাবিতে লাগিলেন যে, শিবামুচর
নন্দীই কি পরিহাসের প্রতিশোধ লই-
বার জন্য বানররূপ ধারণ করিয়া
তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা
বলি-তনয় বাণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত
হইয়াছেন ! মনে মনে ঐরূপ চিন্তা
করিয়া রাবণ প্রহস্ত নামক মন্ত্রকে
হনুমানের পরিচয় জানিবার জন্য
আদেশ দেন । হনুমান নিজ পরিচয়
দিয়া রামের অশেষ প্রশংসা করেন,
এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য
রাবণকে পরামর্শ দেন । রাবণ হনু-
মানের কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্ত-
লোচন হইলেন এবং হনুমানকে বধ
করিবার জন্য, অমুচরদিগকে আদেশ
দিলেন । তখন বিভীষণ রাবণকে
স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, হনুমান
রামের দূত এবং দূত সকল সময়েই
অবধ্য । রাবণ বিভীষণের বাক্য
যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া আদেশ
দিলেন যে, হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধ করা
হউক । (রামা-সুন্দ-১৮-২২ ; ৪১-
৫০ ।) হনুমান লাঙ্গুলাঘির দ্বারা
গন্ধা দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার পর
তইতে রাবণ, পরম বিষাদে দিন যাপন

করিতে লাগিলেন । তদুপরি কালক্রমে
রামচন্দ্রকে বানর কটকসহ সাগর-তীরে
সমাগত দেখিয়া, তাঁহার উৎকর্ষা আরও
বর্দ্ধিত হইল । তখন তিনি বিভীষণ
কুস্তকর্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মবর্গ ও অন্যান্য
রাক্ষস সেনানীসহ মন্ত্রণা করিতে লাগি-
লেন । মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ
যুদ্ধ করিতে অশেষ উৎসাহ দিতে
লাগিলেন । রাবণের বল ও বিক্রমের
উল্লেখ করিয়া, তাঁহার তুলনায় রামের
শোণ্য অকিঞ্চিৎকর, এইরূপ উৎসাহ-
ব্যঞ্জক কথা বলিয়া কুস্তকর্ণ, মহাপার্ষ
প্রহস্ত প্রভৃতি রক্ষোদৌরগণ, রাবণকে
অভয় দিতে লাগিলেন । কেবল
বিভীষণ রাবণকে সীতাহরণজনিত এই
আসন্ন বিপদের কথা ভালরূপে
বুঝাইয়া দিয়া, সীতাকে প্রত্যর্পণপূর্বক
রামের সহিত সখা স্থাপন করিতে
পরামর্শ দিলেন । বলা বাহুল্য বিভী-
ষণের পরামর্শ রাবণের মনঃপূত হয়
নাই । তিনি বিভীষণকে অশেষরূপ
ভৎসনা করিয়া রাজসভা হইতে বিতা-
ড়িত করিয়া দিলেন । তদনন্তর রাবণ
সুগ্রাবকে মন্ত্রণা দিয়া রামপক্ষ পরি-
ত্যাগ পূর্বক তাঁহার পক্ষে যোগ দিবার
চেষ্টা করিবার জন্য শার্দূল নামে এক
চরকে প্রেরণ করেন । তাঁহার সে
চেষ্টাও বিফল হয় । তৎপরে তিনি
শুক ও সারণ নামক মন্ত্রীদ্বয়কে রামের
সৈন্তবল পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ

করেন। শুক ও সারণ গোপনে বানর সৈন্তবাহিনী পরিদর্শন করিয়া প্রত্যা-
গমন করিলেন। তাঁহারা রাম সৈন্তের
বিশালতা এবং রামের শৌর্য্যবীর্য্যের
অশেষ প্রশংসা করিয়া, সীতা-প্রত্য-
র্পণের জন্ত রাবণকে অমুরোধ করিলেন।
কিন্তু রাবণ তাঁহাদের পরামর্শে কণ্ঠপাত
না করিয়া, বানর সৈন্তদলপতিদিগের
পরিচয় জানিবার, জন্ত শুক ও সারণকে
সঙ্গে লইয়া প্রাসাদ শিখরে আরোহণ
করিলেন। শুক ও সারণ রাবণকে
রামসৈন্তের পরিচয় প্রদান করিয়া, পুন-
রায় রামকে সীতা-প্রত্যর্পণ করিতে
অমুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য শুক
ও সারণের উপদেশ রাবণের আদৌ
মনঃপূত হইল না। তখন তিনি
সীতাকে ভয় প্রদর্শন করাইবার জন্ত,
বিদ্যাজিহ্বা নামক রাক্ষসকে, রামের
মার্মাযুগু নির্ধাণ করিতে বলিলেন এবং
ঐ মার্মাযুগু সীতাকে প্রদর্শন করাইয়া,
রামের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং পরে
সীতাকে বলিলেন, “এইবার তোমাকে
আমার বশবস্তিনী হইতে হইবে।”
মাল্যবান নামক রাক্ষস রাবণের মাতামহ
ছিলেন। তিনি রাবণকে নানারূপ উপ-
দেশ দিয়া রামের সহিত সন্ধি স্থাপন
করিতে বলিলে, রাবণ অতিশয় বিরক্ত
হইয়া তুক্ষী অনলধন করিয়া রহিলেন
এবং প্রহস্তাদি ময়ীগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত
করিলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের পূর্বেই

সুগ্রীব একবার লক্ষ দিয়া রাবণের
সমীপে গমন করিয়া মৃত্যুযাত পদাযাত
ও আরও অস্ত্রাস্ত্র অশেষরূপে রাবণকে
নিগৃহীত করিয়া, রামশিবিরে প্রত্যা-
গমন করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ
হইল। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ
নাগপাশে বদ্ধ হইবার পর, ধৃশ্রাক্ষ, বজ্র-
দংষ্ট্র, অকম্পন প্রহস্ত, প্রভৃতি রাক্ষস-
গণ যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ স্বয়ং সমর-
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রামহস্তে
পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে
বাধ্য হইলেন। তখন ভীত হইয়া
তিনি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন।
কুম্ভকর্ণ প্রথমে রাবণের কার্য্যের জ্ঞান
তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করেন। কিন্তু
পরে রাবণকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে গমন করেন। কুম্ভকর্ণের
মৃত্যুর পর, অনেক রাক্ষস সেনাপতি
এবং পরিশেষে ইন্দ্রজিত ও নিধন প্রাপ্ত
হইলে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে বান।
প্রথমে তিনি রামহস্তে পরাজিত হন।
পরে অশেষ শৌর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া
লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আতত করেন।
তৎপরে রামের সহিত রাবণের ষোর-
তর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সেট যুদ্ধেই
রামহস্তনিষ্কিণ্ড ত্র্যক্ষাত্ত দ্বারা রাবণ মৃত্যু-
মুখে পতিত হন। রামা-লঙ্কা-৬-১৬;
২০; ২৬-৩১; ৩৫-৩৬; ৪০, ৫২-৬৩;
৬৮, ৭৩, ৭৯, ১০০-১১০। (২) বিপ্রবা-
য়ুনির ঔরসে ও সুদামা রাক্ষসের কন্তা

কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূৰ্পনখা ও বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করেন। একদা কুবের (রাবণের বিমাতা বরবর্ধিনীর পুত্র) স্বীয় পিতা বিশ্রবা যুনিকে দর্শন করিবার জন্ত, পুষ্পক-রথে আরোহণ-পূর্বক আগমন করেন। তদ্বর্ণনে রাবণ জমনৌ কৈকসী স্বীয় পুত্রদিগকে তদবিধ ঐশ্বর্য লাভে যত্নশীল হইতে প্ররোচিত করেন। রাবণ মাতৃ-আদেশে ভ্রাতৃগণসহ তপস্তার জন্ত গোকর্ণ-তীর্থে আগমন করেন। কঠোর তপস্তার পরে ব্রহ্মা ইহাদিগকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাবণ প্রার্থনা করিলেন,—“আমি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হই।” বিভীষণ প্রার্থনা করিলেন, “নিরতিশয় বিপদে পতিত হইলেও, আমার যেন ধর্মে মতি থাকে।” কুম্ভকর্ণ প্রার্থনা করিলেন,—“আমি যেন দীর্ঘকাল নিদ্রা ঘাইতে পারি।” পিতামহ ব্রহ্মা “তথাস্তু” বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাবণের মাতামহ সুমালী, প্রজাপতির নিকট রাবণের বর লাভের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাবণকে লঙ্কানগরী পুনঃ অধিকার করিবার জন্ত উৎসাহিত করিলেন। রাবণ মাতামহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বৈশ্বাশ্রের ভ্রাতা কুবেরের নিকট লঙ্কা নগরী প্রার্থনা করিলেন। কুবের পিতা বিশ্রবার বাক্যে

পরিত্যাগপূর্বক কৈলাস শিখরে গমন করিয়া অলকা নানী নগরী নির্মাণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-পতি রাবণ, লঙ্কার রাজ্যে অতিবিক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী শূৰ্পনখাকে কালকেশ-বংশসম্বৃত দানবরাজ বিদ্যাজিহের সহিত বিবাহ দেন এবং স্বয়ং দানবরাজ ময়ের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। বৈরোচন বলির বহুজালা নানী এক দৌহিত্রী ছিল, তাঁহার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয় এবং বিভীষণ গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলশ্বের কন্যা সরমাকে বিবাহ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই মন্দোদরী ইচ্ছাক্রমে প্রসব করেন। জন্মিয়াই মেঘের ভায়, গর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম মেঘনাদ রাখা হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে গর্ভিত হইয়া দেবতা ও ঋষিদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, কুবের একজন দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে অত্যাচার হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক দূতকে নিহত করেন, এবং সসৈন্তে কুবেরের আলয় আক্রমণ করেন। কুবের যুদ্ধে পরাজিত হইলে, রাবণ তাঁহার পুষ্পক-রথ বলপূর্বক গ্রহণ করেন। অনন্তর বলদপিত রাবণ পুষ্পকে আরোহণপূর্বক কৈলাস শিখরে উপস্থিত হইলেন। তখন নন্দীশ্বরের সহিত তাঁহার

যুদ্ধ হয়। রাবণ ক্রোধে পর্কত উত্তোলন পূর্বক নন্দীশ্বরকে আঘাত করিতে উচ্ছত, হইলে মহাদেব পদাঙ্কুঠ দ্বারা পর্কত চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে রাবণের বাহু নিম্নেপতন হইবার উপক্রম হইল। সেই কষ্টে রাবণ ভয়ানক চীৎকার করেন। এই জন্তই তিনি রাবণ নামে খ্যাত হন। অন্যত্যাগণের পরামর্শে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত, রাবণ মহাদেবের স্তব আরম্ভ করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতে উপস্থিত হইলে, রাবণ প্রার্থনা করিলেন—“আমার অবশিষ্ট জীবন যেন যথেষ্টাচার ভাবে অতিবাহিত করিতে পারি এবং সর্বপ্রাণী জন্মের জন্ত কোনও অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।” মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“তোমার অবশিষ্ট জীবন যথেষ্টাচার ভাবেই যাপন করিতে পারিবে, আর আমি এই স্তবিত্যাত চন্দ্রভাস নামক মহাদীপ্ত গুণ্ডাও তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু ইহার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিলেই, ইহা আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে। রামা-উত্ত-১-১৬। (৩) মহাদেবের বরে রাবণ আরও দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক অনেক ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার চন্ডে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ বা পরাক্রম স্বীকারপূর্বক রক্ষা পাইলেন। একলা রাবণ হিমালয়ের কাননপ্রদেশে

ভ্রমণ করিতে করিতে, বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মবি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীকে দেখিতে পান। বেদবতী বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্ত, তপস্তায় নিযুক্তা ছিলেন। পাপমতি রাবণ তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্বক অপমান করিলে, তিনি রাবণকে শাপ প্রদানপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (রামা-উত্ত-১৭, দেবীভা-২২স্কন্দ-১৬। বেদবতী দেখ)। রাবণ তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক উণীরবীজ নামক দেশে উপস্থিত হইয়া নরক রাজাকে পরাস্ত করেন। তৎপরে অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্বক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অনরণ্যের সহিত যুদ্ধ করেন। অনরণ্য রাবণ-চন্ডে পরাজিত হইয়া শাপ দেন, “আমার বংশীয় দ্বাদশরথি তোমাকে সন্ধান করিবে।” রাবণ তৎপরে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রমাতলে প্রবেশ করেন এবং কালকেন্দ্র বংশীয় দৈত্যাদিগকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে স্বায় ভগিনী সূর্যপথার স্বামী বিদ্যাস্বিনকেও রাবণ বধ করেন। এই স্থানেই রাবণের সহিত বৈরোচন বলির সাক্ষাৎ হয়। ইহার পরে রাবণ সূর্যালোকে গমনপূর্বক, সূর্যাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। (রামা-উত্ত-২৫)। ইহার পরেই রাবণের সহিত নাকাতার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তদর্শনে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব তথায়

উপস্থিত হইয়া উভয়কে যুদ্ধে নিবৃত্ত করান এবং তৎপরে উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয় । (রামা-উক্ত-২৬) । রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিলে, ভগিনী সূৰ্পনখা তৎসমীপে গমনপূর্বক রোদন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে তিনি সংহার করিয়াছেন বলিয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন । রাবণ সূৰ্পনখাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দণ্ডকারণ্যে খর ও দুষণের তত্ত্বাবধানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন । (রামা-উক্ত-২২) । রাবণের অমুপস্থিতির সুযোগে মধুমৈত্রেয় রাবণের মাতৃ-অশ্বিনী ভগিনী কুন্তিনসাকে রাবণের আলয় হইতে অপহরণ করেন । রাবণ তাঁহাকে দণ্ড প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া, পাতালে প্রবেশ করিলেন । কুন্তিনসী রাবণের পাদধারণ পূর্বক স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করেন । (রামা-উক্ত-৩০) । একদা পাপিষ্ঠ রাবণ, কুবেরের পুত্রধ্বনল-কুবেরের স্ত্রী রম্ভাকে আক্রমণ করেন । তিনি স্বায় পত্নী রম্ভার মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, এই অভিশাপ প্রদান করে যে, যদি রাবণ কোনও অকামা কামিনীকে ধৰ্ষণ করেন, তবে তাঁহার মস্তক সপুষ্পা চূর্ণ হইয়া যাইবে । তদবধি রাবণ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেন না । (রামা-উক্ত-৩১) । এই ঘটনার কিছুকাল পরেই, দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয় । এই যুদ্ধে মেঘ-

নাদ ইত্যাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন । পরে ব্রহ্মার অমুরোধে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন । এই কার্যের জন্য ব্রহ্মা তাঁহাকে ইন্দ্র-জিৎ নাম প্রদান করেন । (রামা-উক্ত-৩২-৩৫) । বলদগ্ধিত রাবণ যদিও দেবতা গন্ধৰ্ব্ব সকলকেই পরাজিত করিয়াছিলেন, তবু কোন কোন স্থানে নিজের খুব জঙ্ঘ হইয়াছিলেন । তিনি একবার হৈহয় দেশের অধিপতি কাশ্যপীর্ষ্যার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার রাজধানী মাহিষ্যতী নগরীতে গমন করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন । পুলস্ত্যের অমুগ্রহে সেইবার মুক্তিলাভ করেন । (বায়ু-২৪) । ইহার পরে বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণ কিঙ্কিন্দা পুরীতে গমন করেন । একদিন বালি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য সমুদ্র-উপকূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাবণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন । বালি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্বক বগনে স্থাপন করেন । রাবণ যত্নায় অস্থির হইয়া বালির সহিত মিত্রতা করেন । (রামা-উক্ত-৩১) । রাবণের মাতা কৈকসী মালী রাক্ষসের কন্যা । (লি-পু-২) । বিশ্ববার ঔরসে রাক্ষসী পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসী মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ, এবং রাক্ষসী রাকার গর্ভে খর ও সূৰ্পনখা জন্মগ্রহণ করেন ।

মহাভা-বন-২৭০। (৪) কোনও সময়ে রাবণ কৈলাসপর্বতে মহাদেবের তপস্তা করিতেছিলেন। কিছুকাল তপস্তা করিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে, মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই, তখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বে ভূতলে গর্ত খননপূর্বক তথায় অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সন্নিহিতে শিব স্থাপন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। তথাপি শিব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া, রাবণ এক একটি করিয়া নিজ মন্তক ছেদন করিয়া, আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। যখন আর একটি মাত্র মন্তক অবশিষ্ট রহিল, তখন শিব রাবণের সম্মুখে প্রাহুভূত হইয়া, বন প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাবণ শিবকে বলিলেন, “আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে অতুল বল দিন, আর আমার মন্তকগুলি পূর্ব-বৎ দেখে যুক করিয়া দিন।” শিব তাহাতেই সম্মত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ এত সংবাদ পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ দেবগণকে রাবণ-ভয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইলে এবং রাবণকে নানারূপ স্তোত্রবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে এত কষ্ট দেখিতেছি কেন?” রাবণ

তখন শিবের নিকট হইতে তাঁহার বন প্রাপ্তির কথা বলিলেন। নারদ রাবণের এই কথা শুনিয়া হস্তপূর্বক কহিলেন, “তুমি শিবের এই কথায়ই এত আনন্দিত। শিবকে ত সকলে পাগল বলিয়াই জানে। তাঁহার কথা ত কেহ বিশ্বাসযোগ্যই মনে করে না। শিবের বরে তুমি যে অতুল বল লাভ করিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ, বাস্তবিক তাহা ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কৈলাস পর্বত উত্তোলন করিবার চেষ্টা কর। যদি তাহা পার, তবেই শিবের বর ফলপ্রসূ বলিয়া বিশ্বাস হইবে।” রাবণ নারদের কথা শুনিয়া কৈলাসে গমন করিলেন এবং নিজ বাচবলে সেই পর্বত উত্তোলন করিয়া শিব-বরের সত্যতা অল্পভব করিয়া নিশ্চিত হইলেন। এদিকে রাবণ কৈলাস পর্বত উত্তোলন করাতে পর্বতস্ত সমুদয় দ্রবাই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। শিব তাহার কারণ জানিতে পারিয়া, রাবণকে শাপ দিলেন যে, তাঁহার বাচগর্ভ-পর্বকারী পুরুষ নীষট্ উৎপন্ন হইবে। শিব-জ্ঞান-৫৫, ৫৬।

(৫) রাবণ ও তদুপাতা কুম্ভকর্ণ বিষ্ণুর ধারণাল জয় ও বিজয়েরই অবতার ছিলেন। শিব-জ্ঞান-৫২। (৬) রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সোম-লোকে বাইয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে অন্তর বাইতে বাইতে কৈলাস

পৰ্ৱত তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় । রাবণ কৈলাস পৰ্ব্বতের শোভায় ক্রীত হইয়া, তাহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্ত উৎসুক হইলেন । গুহ ও সারণ মন্ত্রীদ্বয় বারংবার নিবেদন করিলেও রাবণ নিবৃত্ত হইলেন না । তিনি পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ-পূৰ্ব্বক কৈলাস গিরির মূলদেশে গমন করিলেন এবং তাহাকে উৎপাটন করিবার জন্ত আন্দোলিত করিতে লাগিলেন । শিব রাবণের অতিপ্রায় জানিতে পারিয়া, পদাঙ্ক হারা কৈলাসকে একটু চাপিয়া ধরিলেন । তখন সেই কৈলাস গিরির চাপে তাঁহার দেহাঙ্গি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইলে, রাবণ আৰ্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন শিব কৈলাস পৰ্ব্বতের উপর হইতে স্বীয় অস্ত্র চেষ্টের চাপ অপসারণ করিলেন । অতঃপর রাবণ পার্বত্য নিকট হইতে বর লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেন । ব্রহ্মপু-১৪৩ । (১) দ্বিতীয় ত্রেতাযুগে রাবণ নিরাহারে থাকিয়া ও জিতেজিয় এবং ব্রতপরায়ণ হইয়া, দশসহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করেন এবং ব্রহ্মার বরে সমস্ত দেবতা, দৈত্য, নাগ, রাক্ষস ও যমদূতদিগের অবধ্য হন । তিনি ইন্দ্ৰের অমরাবতী হইতে বাসুদেবের এক মূর্তি লঙ্কায় লইয়া যান এবং বিভীগণের প্রাধন্য সেই মূর্তি তাঁহাকে প্রদান করেন । ব্রহ্মপু-১৭৬ । (৮)

রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার রাক্ষসী-গর্ভজাতা ছিলেন বলিয়া, অতিশয় কুকর্মাষিত ছিলেন । একদিন তাঁহার বৈমাট্রের ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া তাঁহাদের মাতা কৈকসীর নিকট, কুবেরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন । কৈকসী কুবেরের পরিচয় ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির বিবরণ প্রদান করিয়া, রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে তাঁহাদের কুকর্মাষি ও তজ্জনিত দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়া, অশেষ তিরস্কার করেন । রাবণ ও কুম্ভকর্ণ মাতার নিকট হইতে তিরস্কার লাভ করিয়া, মনোদুঃখে তপস্তা করিতে চলিয়া যান । তাঁহাদের মধ্যে রাবণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া, এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্তা করেন । তদনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাদের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের শরীরও পরম রমণীয় করিয়া দিলেন । পদ্ম-পাতা-৪ । (২) পুলস্ত্য-নন্দন বিশ্ববার ঔরসে ও মানী-রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর (নামান্তর নিকষা) গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূৰ্পনা জন্মগ্রহণ করেন । রাবণ দশগ্রীব পিন্ধলবর্ণ চতুশ্চাদ, বিংশতিহস্তযুক্ত, লোহিতগ্রীব ও মহাকায় ছিলেন । তিনি অতিশয় রব করার জন্ত রাবণ নামে খ্যাত হন । পূৰ্ব্বজন্মে তিনিই

মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্মদ, মন্থকর, গুণীবক্ত, শেতবক্ত, সুবক্ত, চাক্রবক্ত, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহ, সুবাহ, রজঃ, কোকিলক, কোকিলাক্ষ, অচল, বালেশ, বালভক্ষক, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহ, অজবক্ত, জবন, কুস্তবক্ত, কুস্তক, যুগ্মগ্রীব, জটৌজা, চক্রেত ও হংসবক্ত। অদ্ভু-রানা-১৯। (১৪) মূল রামায়ণে রাবণ সথক্ষে বাহা আছে, অধ্যায় রামায়ণেও প্রায় সেই সমুদয় কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। তজ্জন্ত অধ্যায় রামায়ণের নিম্ন-লিখিত অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য—আবণ্য ৫-৮; সন্দর-২; লঙ্কা-২, ৩, ৫-১১; উত্তর-১।

রাবণি—রাবণের পুত্র এই অর্থে ইন্দ্রজিতেই নানাস্তর।

রাবণাস্তকরী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রাবণেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে রাবণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২০।

রাভ—পুরুষের অকৃতম পুত্র আয়ু। আয়ুর আয়ুজ রাভ। রাভের তনয় রভস। ভাগ-৯৯-১৭। আয়ু-ও রভ দেখ।

রাম, রামচন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঐন্দ্র নরপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মহা বলবান, সুদর্শন, ধৈর্যবীল, ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি যেরূপ

বুদ্ধিমান, বাখ্য, শ্রীমান ছিলেন, সেই-রূপই মহাবাহ ও উন্নতব্রহ্ম ছিলেন। তাঁহার বাহ আজায়ুলবিত, ললাট সন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আকর্ষণবিশ্রান্ত ছিল। তিনি শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন, প্রতাপী, শ্রামবর্ণ, নাতি-দীর্ঘ ও নাতিস্থ ছিলেন। তিনি স্বদম্বরক্ষক, স্বজনপালক, বেদবেদাঙ্গ মর্থজ্ঞ, ধর্মুর্কিতাশিশারদ ও সর্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি গান্ধীর্ঘ্যে সাগরতুল্য, ধৈর্য্যে জিমাচলবৎ, বীর্ঘ্যে বিষ্ণু সদৃশ, দৃষ্ণে চক্রেতুল্য, ক্রোধে কালান্নি সদৃশ ও ক্রমাগত ধরিত্রীর স্তায় ছিলেন। দানশক্তিতে তিনি কুবেরতুল্য এবং সত্যনিষ্ঠায় ধর্মুতুল্য বিদিত হইতেন। (রাম-আদি-১)। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ অপুত্রক ছিলেন এবং তজ্জন্ত তিনি অতীত মনোকষ্টে কালবাপন করিতেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে পুত্র কামনার অন্বন্ধে যজ্ঞ করিবেন। সেই যজ্ঞ যখন হইতে-ছিল, তখন যজ্ঞানি হইতে রক্তাশ্রয়ারী রক্তকায় এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন সেই পুরুষ দশরথকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দেবগণ প্রেরিত পায়স প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, দশরথের মহিবীগণ ঐ পায়স ভোজন করিলে তাঁহাদের গর্ভে সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিবে। দশরথ পরম প্রসাদ-কারে সেই পায়স গ্রহণ করিয়া আর্জাশ

কোশল্যাকে প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ কোশল্যা স্বীয় অংশ হইতে কিয়দংশ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের স্তুমিত্রাকে প্রদান করেন। দশরথ সহিত অরণ্যে গমন করিলেন এবং সেই পায়সের অপর অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে তথায় বিশ্বামিত্রের আদেশে সরযু প্রদান করিলে তিনিও তাঁহার কিয়দংশ নদীতে আচমন করিয়া বলা ও অতি-স্তুমিত্রাকে প্রদান করেন। কালক্রমে বলা নামক মন্ত্রদ্বয় লাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী মায়াবী তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র রাম কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসীর নিধনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বহু মন্ত্রময় দিব্য অস্ত্র ও দণ্ড চক্রাদি প্রদান করেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে সামুদ্র রাম মুনির আশ্রমে গমনপূর্বক যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ নামক রাক্ষসকে বিতাড়িত ও অপর রাক্ষসদিগকে বধ করেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে স্তুমিত্রের আশ্রমে গমন করেন এবং তথা হইতে মহর্ষি গোতমের আশ্রমে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে রামের পাদস্পর্শে গোতমশাপে শৈলীভূতা অহল্যা শাপ নোচনাস্তে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহারা সকলে জনক রাজ্যর আলয়ে গমন করেন। তথায় বিশ্বামিত্রের অমুরোধে জনক রামকে নিজ গৃহস্থিত দিব্য হরধনু প্রদর্শন করেন এবং ঐ হরধনু উপলক্ষে নিজের প্রতিশ্রুতির কথাও বলেন। তখনস্তর

রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে সেই হর-
ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া তাহা ভঙ্গ
করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতিশ্রুতি
মত রামচন্দ্রের সহিত নিজ অযোনিজা
কন্তা সীতার বিবাহ দিতে উৎসুক
হইয়া, রাজা জনক, দশরথকে আনয়ন
করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করেন,
এবং দশরথ মিথিলার আগমন করিলে
গথাবিধানে রামের সহিত সীতার শুভ-
বিবাহ সম্পন্ন হয়। তৎসঙ্গেই
জনকের অপর এক কন্তা উশ্মিলার
সহিত লক্ষ্মণের এবং জনকের অন্তঃ-
কুশল্যজের কন্তা মাণ্ডবী ও শক্রকীর্ণির
সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের
বিবাহও সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর
রাজা দশরথ পুত্র ও বধুদিগকে লইয়া
অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
পথিমধ্যে পরশুরাম তাঁহাদের গতি-
রোধ করিলেন এবং রামকে সম্বোধন
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তুমি হর-
ধনু ভঙ্গ করিয়াছ, গুনিলাম। আমি
সেইরূপ আর একটি ধনু আনিয়াছি।
তুমি ইহাতে জ্যা রোপণ কর দেখি।
তুমি যদি তাহা পার, তাহা হইলে
তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে।”
পরশুরামের কথা শুনিয়া রাম সকলের
বিস্ময় উৎপাদনপূর্বক সেই ধনুতে
গুণ যোজন ও শরসন্ধান করিলেন।
পরশুরাম তাহা দেখিয়া অতিশয়
শঙ্কিত হইলেন এবং রামের নিকট ক্রটি

স্বীকার করিলেন। তখন রাম তাঁর্গ-
ধের প্রার্থনামত ঐ ধনু হইতে শর
নিক্ষেপ করিয়া পরশুরামের তপস্জা-
লঙ্ঘন সমুদয় লোক বিনষ্ট করিয়া
দিলেন। (রামা-আদি-৮, ১৬, ১৮-
৩১, ৪৭-৫০, ৬৬-৭৭)। বিবাহান্তে
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবার কিং-
কাল পরে, দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে
অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করেন। তত্-
পক্ষে শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল এবং
সমুদয় আয়োজনও স্থির হইল। কিন্তু
অভিষেকের দিনই সমস্ত পশু হইয়া
গেল। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে পূর্বে
দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলেন,
তাহাদের একটি বরে কৈকেয়ী রামের
চৌদ্দবৎসরের জন্ত বনে নির্বাসন এবং
অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে
অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। এই
নিদারুণ কথা শুনিয়া দশরথ মর্মান্বিত
হইয়া পড়িলেন এবং ঐ নিদারুণ
প্রার্থনা প্রত্যাহার করিবার জন্ত
বারংবার কাতর বাক্যে কৈকেয়ীকে
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু
নিষ্ঠুর কৈকেয়ী কোনও মতে আপনার
প্রার্থনা পরিবর্তন করিতে সম্মত হই-
লেন না। অগত্যা অঙ্গীকার-রক্ষার
জন্ত দশরথকে রামের বনবাস-আজ্ঞা
প্রদান করিতে হইল। রাম কিন্তু এই
সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন
না। বরঞ্চ তিনি সীতার প্রতিজ্ঞা-

রাক্ষস সহায় হইতে পারিবেন জানিয়া, পরম ক্রীতিই লাভ করিলেন। লক্ষণ রামকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বারংবার অহুরোধ করেন, কিন্তু রাম সে সকল পরামর্শে কণপাতই করিলেন না। কোশল্যাও রামের বন-গমন সংবাদে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রাম বন-গমন করিলে যে তাঁহারও প্রাণত্যাগ ঘটবে, তাহা বলিয়া বারংবার তাঁহাকে মাতৃ-হত্যা হইতে বিরত থাকিতে (অর্থাৎ বনে গমন না করিতে) বলিলেন। কিন্তু রাম কোনও মতে পিতার সত্যভঙ্গের কারণ হইতে ইচ্ছুক হইলেন না। রাম বনে গমন করিবেন শ্রবণ করিয়া, সীতাও তাঁহার সহিত গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। রাম কোনও মতে তাঁহাকে অহুগমন হইতে বিরত করিতে না পারিয়া, অগত্যা সম্মতি দিলেন। লক্ষণও দৃঢ়সংকল্প হইয়া রামের সহিত বনে গমন করিবার ভক্ত প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর যুনিবেশ ধারণ করিয়া, গুরু-জনদিগের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে রাম অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রথম দিন ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে তমসানদীর তীরে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন নদী উত্তীর্ণ হইয়া আরও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে বেহস্তি, গোমতী, শুষ্কিকা প্রভৃতি

নদীসমূহ পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে গভাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিবাসদিগের অধিপতি গুহের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। গুহ রামচন্দ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে তথায়ই বাস করিবার জন্ত বারংবার অহুরোধ করেন। কিন্তু রাম, ঐ স্থান অযোধ্যার অতি নিকট বলিয়া, তথায় বাস করিতে অসম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গুহের আনীত নৌকার আরোহণ করিয়া গঙ্গার অপর পারে গমন করিলেন এবং শ্রমস্বত্বে বিদায় দিয়া সম্পূর্ণভাবে বনবাস আশ্রয় করিলেন। তাঁহার প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহা-দিগকে চিত্রকূট পর্বতে বাইরা বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহার যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট পর্বতে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি বান্দীকির আশ্রম ছিল। তাঁহার পরামর্শে রাম ও লক্ষণ কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া, এক মনোরম কূটার নির্মাণ-পূর্বক পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-অযো-১, ৩, ১১, ১৮-২২, ২৪-৫৭)। রাম, লক্ষণ ও সীতা যখন চিত্রকূট পর্বতে বাস করিতেছিলেন তখন ভরত, মাতৃগণ ও অন্যান্য আত্মীয় বহুবান্ধবগণ-পরিবৃত হইয়া, রামকে কিরাইয়া আনিবার

অন্ত তথায় গমন করেন। ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাম অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু কোশল্যা, ভরত বা বশিষ্ঠ ইহাদের কাহারও অম্বুরোধে তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে সন্মত হইলেন না। তখন ভরত অনন্তোপায় হইয়া রামের পাহুকাযুগল চাহিয়া লইয়া স-পরিজন পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। (ভরত দেখ) ভরতের প্রত্যাগমনের পর, রাম কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, কতিপয় নিশাচর তৎস্থানবাসী তাপসদিগের উপর বিশেষ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। ঋষিগণ তখন রামকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া অকৃত্র গমন করেন। তাহার কিছুদিন পর তাঁহার চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া আন ও গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। (রামা-অযো ২৩, ২৬, ২৮-১১২)। সেই অরণ্যের নাম দণ্ডকারণ্য। তথায় গমন করিবার অল্পকাল পরেই, একদিন বিরোধ নামক এক রাক্ষস সীতাকে হরণ করিবার প্রয়াস পায়। রাম ও লক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন। তৎপরে তথা হইতে তাঁহার শরভঙ্গ মূনির আশ্রমে এবং তৎপরে শরভঙ্গ মূনির পরামর্শে মৃতীক ঋষির আশ্রমে গমন করেন।

অতঃপর কিছুদিন পরে অগস্ত্য মূনির সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিয়া, নিকটবর্তী পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহার সকলে পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই পঞ্চবটী বনে গমনকালেই পশ্চিমধ্যে জটায়ুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই পঞ্চবটী বনে বাস করিবার সময়ে রাবণের ভগিনী সূৰ্পণখা রামকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাম পরিহাস করিয়া বলেন যে, তিনি যখন বিবাহিত তখন সূৰ্পণখাকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে তাঁহার ভ্রাতা লক্ষণ অবিবাহিত। সূৰ্পণখা তাঁহাকেই বিবাহ করিতে পারে। সূৰ্পণখা রামের পরিহাস বৃদ্ধিতে না পারিয়া, লক্ষণের সন্নিপে গমন করে। লক্ষণও তাহাকে পরিহাস করিয়া রামকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দেন। তখন সূৰ্পণখা, সীতার জন্যই রাম তাহাকে বিবাহ করিতে সন্মত হইতেছেন না দেখিয়া, সীতাকেই ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করে। তখন লক্ষণ রামের আদেশে তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। সূৰ্পণখা ছিন্ন-নাসা-কর্ণ হইয়া চীৎকার করিতে করিতে জনস্থানবাসী খর ও দুষণ নামক দ্বাত্বয়ের নিকট গমন করে। খর

ও দূষণ তাহার এই দূরবস্থা দেখিয়া এবং রাম-লক্ষণাই যে তাহার এই দুর্দশার কারণ তাহা জানিয়া, তাঁহা-
 মিগকে বধ করিবার জন্ত চৌদ্ধজন
 রাক্ষসকে প্রেরণ করে। ঐ চৌদ্ধজন
 রাক্ষসকেই রামের হাতে নিধন প্রাপ্ত
 হইতে দেখিয়া, হর্ষণথা পুনরায় থর ও
 দূষণের নিকট গমন করিয়া সংবাদ
 প্রদান করিল। তখন থর ও দূষণ সমুদয়
 অমুচর রাক্ষসদিগকে লইয়া রাম
 লক্ষণকে বধ করিবার জন্ত যাত্রা করেন।
 অতঃপর রাম-লক্ষণের সহিত সাহুচর
 থর-দূষণের ভয়াবহ সংগ্রাম হয় এবং
 তাঁহারা সকলেই ভ্রাতৃত্বের হস্তে নিধন
 প্রাপ্ত হন। দূতমুখে রাবণ এই সংবাদ
 পান। পরে হর্ষণথাও স্বয়ং লঙ্কায়
 যাইয়া তাহার দূরবস্থার বিষয় সব বর্ণন
 করিয়া রাবণকে সীতা-হরণ করিতে
 পরামর্শ দেয়। রাবণ তাড়কা রাক্ষসার
 পুত্র মারীচকে সহায় করিয়া সীতা
 হরণ করিতে গমন করেন। মারীচ
 স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রানের
 কুটীরের নিকট জীড়া করিতে লাগিল।
 সীতা রামকে ঐ হরিণটিকে ধরিয়া
 আনিবার জন্ত বারংবার অমুরোধ
 করিতে লাগিলেন। রাম সীতার প্রার্থনায়
 সেই স্বর্ণমৃগকে ধরিবার জন্ত যাত্রা করি-
 লেন। অনেক চেষ্টার পরও যখন ধরিতে
 পারিলেন না, তখন তাহাকে বধ করি-
 বার জন্ত রাম পরনিবেশ করিলেন।

রামের শরে বিদ্ধ হইয়া মারীচ
 মারীচ, তাহার অন্তিমকাল আসন্ন
 বুঝিতে পারিয়া রামের কণ্ঠস্বর
 অমুকরণপূর্বক “হা সীতা, হা লক্ষণ”,
 বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।
 রাম মারীচের ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া
 অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। ঐ রূপ
 সীতা ও লক্ষণের কর্ণগোচর হইলে
 তাঁহারাও যে অতিশয় শঙ্কিত হইবেন
 এবং তৎকালে নানা বিপদও ঘটিতে
 পারে, তাহা অনুমান করিয়া, রাম
 ক্ষতপদে কুটারভিত্তিতে যাত্রা করি-
 লেন। পশ্চিমধ্যে লক্ষণের সহিত
 তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সীতা এবং লক্ষণ
 মারীচের সেই আর্তনাদ শুনিতে
 পাইয়াছিলেন। সীতা তাহাতে
 উদ্ভিগ্না হইয়া লক্ষণকে রামের সাহায্যের
 জন্ত প্রেরণ করেন। লক্ষণকে এভাবে
 আসিতে দেখিয়া, রাম আরও শঙ্কাকুল
 হইলেন। নির্জন কুটারে একাকিনী
 অবস্থিতা সীতার কথা চিন্তা করিতে
 করিতে ক্ষতপদে ভ্রাতৃত্ব আশ্রমে
 প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু সীতাকে
 তথায় দেখিতে পাইলেন না।
 সীতাকে কুটারে না দেখিয়া নানারূপ
 অমঙ্গল আশঙ্কায় রাম একেবারে
 অধৈর্য হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে
 বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতার
 অদর্শনে আকুল হইয়া রাম বিলাপ
 করিতে করিতে হঠাৎ একজন

করিতে লাগিলেন। তিনি এতদূর
মোহাজ্জর হইরাছিলেন যে বৃক্ষ, লতা,
শুশ্প, যুগ, পক্ষী প্রভৃতি বাহাই তাঁহার
দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, তাহাদের
সকলকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিলেন। সীতাবিরতে
ব্যাকুল হইয়া রাম উন্নতের জ্ঞায়
হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎ
নাশে উত্তত হইলেন। কেবল লক্ষ্মণই
তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া
কোনও রকমে শান্ত রাগিতে চেষ্টা
পান। তাঁহার সীতার অন্বেষণে
ঈতত্ত্বতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ভূমিপৃষ্ঠে
রাক্ষসের এবং জানকীর পদচিহ্ন
দেখিতে পাইলেন। তদ্বিধি ভয়ধনু,
ছিন্ন তুণী, রথের ভগ্নাংশ প্রভৃতিও
ঈতত্ত্বতঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন।
তাহাতে তাঁহাদের এই ধারণা হইল
যে সীতা রাক্ষসগণ কর্তৃক লতা অথবা
ভক্ষিত হইয়াছেন। তাহাতে রামের
শোকানল ও ক্রোধানল একাধারে
উজ্জীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অধীর
হইয়া জগৎনাশে উত্তত হইলেন।
তখন লক্ষ্মণ নানারূপে রামকে সাব্ধনা
দিয়া বলিলেন, “আপনি জগৎ নাশ
করিলে, সীতাহরণকারী রাক্ষসের
সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইল না।
আপনি বরঞ্চ সেই রাক্ষসকে অল্প-
সন্ধান করুন এবং তাহার সাক্ষাৎ
পাইলে তাহাকে বধ করিয়া সমুচিত

শাস্তি বিধান করুন।” লক্ষ্মণের
কথা শুনিয়া রাম ক্ষিপ্রংগরিমাণে শান্ত
হইলেন। অনন্তর সন্ধান করিতে
করিতে অটায়ুকে বৃতবৎ পড়িয়া
থাকিতে দেখিলেন। অটায়ু রাম ও
লক্ষ্মণকে দেখিয়া অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে
রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের বিবরণ বর্ণন
করিলেন। অটায়ু মৃত্যু হইলে রাম
ও লক্ষ্মণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন
করিয়া, সীতার অন্বেষণে গমন করি-
লেন। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে
রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধ নামক রাক্ষসকে
দেখিতে পান। ঐ রাক্ষস বাহুবলকে
দেখিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে
চেষ্টা করিলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহার
বাহুবল ছেদন করেন। তখন কবন্ধ
নিজ আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন।
অতঃপর কবন্ধের প্রার্থনায় রাম ও
লক্ষ্মণ কবন্ধকে দগ্ধ করেন। অগ্নিতে
দগ্ধ হইয়া কবন্ধ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হই-
লেন এবং রামকে স্ত্রীস্বত্বের পরিচয়
দিয়া বলিলেন, “আপনি তাঁহার সহিত
সখা স্থাপন করুন। তাহা হইলে
তাঁহার সহায়তায় আপনি সীতার উদ্ধার
করিতে পারিবেন।” এই বলিয়া
কবন্ধ স্বর্গে গমন করিলেন। রাম কব-
ন্ধের নিকট হইতে পম্পা সরোবরের
সন্ধান পাইয়া, প্রথমে তথায় গমন
করিলেন। সেখানে তাঁহার তপস্বিনী
শবরীর সাক্ষাৎ পান। তথা হইতে

তাহারা ঋতুমুক পর্বতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন । (রামা-আরণ্য) ঋতুমুক পর্বতের নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ যখন স্ত্রীবেশে সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন স্ত্রীবেশে তাহা-দিগকে দেখিয়া সন্দেহাকুল হইলেন এবং সবিশেষ জ্ঞানিবার জন্য হনু-মানকে প্রেরণ করিলেন । হনুমান ভিক্ষুবেশে রামলক্ষ্মণের নিকট যাইয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিলেন ও তাহাদের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া স্ত্রীবেশে নিকট লইয়া গেলেন । সেখানে স্ত্রীবেশে সহিত রামের সম্যক পরিচয় হইলে, তাহারা অগ্নি সাক্ষী করিয়া পরস্পর সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । অতঃপর স্ত্রীবেশে রামকে সীতার কতিপয় অলঙ্কার প্রদান করিলেন । সীতা রাবণ কর্তৃক হত্যা হইবার সময়ে ঋতুমুক পর্বতে উপবিষ্ট বানরগণকে দেখিয়া অভিজ্ঞান স্বরূপ তাহাদের নিকটে সেগুলি নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন । রাম ঐ অলঙ্কারগুলি পাইয়া যুগপৎ আনন্দিত ও শোকাকুল হইলেন । অতঃপর স্ত্রীবেশে রামকে সীতার উদ্ধার-বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, রামও তৎপরিবর্তে বালিকে বধ করিয়া স্ত্রীবেশে কিঙ্কিয়ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন । কিন্তু রাম যে বাস্তবিকই বালিকে বধ

করিতে পারিবেন সে বিষয়ে স্ত্রীবেশে সন্দেহ হইল । তখন রাম স্ত্রীবেশে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বালি কর্তৃক নিহত দানব হুমুভির অস্থি অসুষ্ঠি দ্বারা দশ যোজন দূরে নিষ্ক্ষেপ করিলেন । কিন্তু তাহাতেও স্ত্রীবেশে সম্যক প্রত্যয় না হওয়াতে, রাম এক শর নিষ্ক্ষেপে মহাকায় সাতটি শালতরু ভেদ করিলেন । তখন স্ত্রীবেশে সন্তুষ্ট হইয়া নানাভাবে রামের পরিতোষ উৎপাদন করিলেন । অনন্তর স্ত্রীবেশে বালির আবাস স্থানের সন্নিগটে যাইয়া আশ্বা-লনপূর্বক বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন । বালি বিহগত হইলে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইল । কিন্তু বালি ও স্ত্রীবেশে উভয়েরই আকৃতি একই প্রকার ছিল বলিয়া, রাম, পাছে বালির পরিবর্তে স্ত্রীবেশকে বধ করেন এই ভয়ে কোনও তীর নিষ্ক্ষেপ করিলেন না । স্ত্রীবেশে স্ত্রীবেশ বালির হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাঘাত করিলেন । তৎপরে উভয়ের পার্থক্য-নির্দেশক মালা পরিধান করিয়া স্ত্রীবেশে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এইবারে রাম স্ত্রীবেশ ও বালির পার্থক্য সন্মত অবধারণ করিয়া শরাঘাতে বালিকে বধ করিলেন । বালির মৃত্যুর পর যথা বিধানে স্ত্রীবেশে কিঙ্কিয়ার অধিপতি হইলেন । তৎপরে স্ত্রীবেশে চতুর্দিকে হস্ত প্রেরণ করিয়া

সমুদ্র বানর যুথকে কিকিঙ্কায় আনয়ন করাইলেন এবং যথাযথ উপদেশাদি প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল বলবান্ বানরদিগের মধ্যে যে দল দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহাদের মধ্যে হনুমান ছিলেন। রাম হনুমানের কার্যক্ষমতার উপর বিশেষ আস্থা বান্ ছিলেন বলিয়া, তাহাকেই নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। (রামা-কিকি-২-১৪, ১৭,—৪৪)। সূগ্রীব যে যে বানর দলকে সীতার অন্বেষণে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতির যে দল দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন অপর সকলেই অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। বহুকাল পরে হনুমান প্রভৃতি সীতার সন্ধান লইয়া রাম-সকাশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হনুমান রামের হস্তে সীতা প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। (রামা-সুন্দ-৫২-৬৭)। অতঃপর যখন হনুমান যুখে সীতার সংবাদ পাইয়া সকলেই স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, সীতা জীবিতা রহিয়াছেন। তখন তাহার উদ্ধারের জন্ত সকলেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সূগ্রীব রামকে পরামর্শ দিলেন যে সমুদ্র-বানরদিগের লবলবলে লঙ্কা যাইয়া সীতার উদ্ধার করা হইবে।

রামও তাহাতে সন্মত হইলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সূগ্রীব, সমুদ্র বানর সৈন্ত ও সেনাপতিগণ সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সাগর লব্ধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কাগতি রাবণ সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় চিন্তাধিত হইলেন এবং মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ভিন্ন অপর সকলেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্ত বিশেষরূপে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেবল বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি করিতে বলিলেন। রাবণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে সভামধ্যেই অশেষ তিরস্কার করেন। তাহাতে অপমানিত হইয়া বিভীষণ চারিজন অনুচর সহ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রামের নিকট চলিয়া আসিলেন। সূগ্রীব প্রথমে বিভীষণকে আশ্রয় দিবার বিরোধী ছিলেন। পরে রাম নানা যুক্তিপ্রদর্শন করিলে, তিনি বিভীষণকে আশ্রয় প্রদান করিতে সন্মত হইলেন। তখন বিভীষণ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার আশ্রয় লাভ করিলেন। রামও রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সমুদ্র লব্ধন করিবার উপায় নির্ধারণের জন্ত রাম

সমুদ্রতীরে কুশ-শরনে পূর্বাভিমুখে শয়ন করিয়া সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রির তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পবিত্র ভাবে অবস্থান ও ষষ্ঠাংগা অর্চনা করিয়াও যখন সমুদ্রের প্রত্যক্ষ মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল এবং সমুদ্রের ঐ অবহেলাসূচক ব্যবহারের জন্ত তিনি সমুদ্রের সমুদয় জল শোষণ করিবার জন্ত ব্রহ্মার গ্রহণ করিলেন। তখন সমুদ্র একান্ত ভীত হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নানারূপে রামের আরাধনা করিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে রামের অমুচর বিশ্বকর্মা-তনয় নল যদি সাগরের উপর সেতু-বন্ধন করেন, তবে তিনি সেই সেতুর অনিষ্ট করিবেন না এবং বানর কটকও নিরাপদে সেই সেতুর সাহায্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কার উপনীত হইতে পারিবে। অতঃপর নলের নির্দেশানুসারে এবং বানরদিগের সাহায্যে সমুদ্রের উপর দিয়া লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু নিশ্চিত হইলে সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে রাম হনুমানের এবং লঙ্গণ অক্ষয়ের স্বকে চড়িয়া লঙ্কার উপনীত হইলেন। লঙ্কার উপস্থিত হইয়া রাম নানারূপ লোককন্ডকর হুণিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে মানারূপ হুচিন্তা উপস্থিত হয়।

যাহা হউক ব্যাহরচনা ও সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাম, লঙ্গণ ও প্রধান প্রধান বানর সেনাপতিদিগকে লইয়া লঙ্কা-নগরীর সন্নিকটস্থ সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন। সেই পর্বতের উপরিভাগ হইতে তিনি লঙ্কানগরীর চতুর্দিক ভালরূপ দেখিয়া লইলেন। অনন্তর পুনরায় লঙ্কার চারিদিক ভালরূপে সৈন্যসমাবেশ করিয়া রাম যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথমতঃ বানর সৈন্তের সহিত রাক্ষস সৈন্তের সংগ্রাম চলিতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের নিকট বামের পরাজয় হয়। ইন্দ্রজিত বাম ও লঙ্গণকে নাগপাশে বন্ধন করেন। এই সংবাদ পক্ষৌবাক্ত গুরু-দেব নিকট পৌছিলে তিনি ক্রুদ্ধ-গতিতে লঙ্কার গমন করিয়া রাম ও লঙ্গণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর ধৃত্বাক, প্রহস্ত, বীজদাষ্ট প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান রাক্ষস-সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন কিন্তু রামের নিকট পরাস্ত হইয়া সহরই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিপদ-গ্রস্ত হইয়া রাবণ কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কুন্তকর্ণ ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন এবং রাবণ পরমদেবাস্তক, নরাস্তক প্রভৃতি আরও কতিপয় রাক্ষস

সেনানী নিহত হইলে, ইন্দ্রজিত সময়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শরা-ঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলে হনুমান হিমালয় পর্বত হইতে ঔষধ আনয়ন পূর্বক তাঁহার প্রাণদান করেন। তাহার পর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর আবার রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। সেইবারও রাবণ পরাজিত হইয়া নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পর আরও কয়েকজন রাক্ষস সেনানী হত হইলে, রাবণ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইবার তাঁহার শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের পতন হয়। তখন রাম অতিশয় বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং এই যুদ্ধেই রাম হস্তে রাবণ নিহত হন। নিহত রাবণের অন্তেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইলে সীতা রামের নিকট আনীতা হন। তখন রাম সীতাকে সোধোদন করিয়া বলেন যে ঋষণ সীতাকে হরণ করিয়া রঘুবংশে যে কলঙ্ক লেপন করিয়া-ছিলেন, তিনি রাবণকে বধ করিয়া সেই কলঙ্কেবই স্থালন করিয়াছেন মাত্র। রক্ষোগৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া তিনি লোকাপবাদের সমুদ্বীণ হইতে সম্ভ্রত নহেন। রাবণকে বধ করিয়া তিনি পত্নীহারককে সমুচিত কলঙ্ক দিয়া-ছেন। সীতাকে সুসংরক্ষণ করিবার তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। সীতা ইচ্ছা

করিলে যথেষ্ট গমন করিতে পারেন। (সীতা দেখ) কিছু পরে সীতা যখন অগ্নি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন সেই অগ্নি পরীক্ষাকালে উপস্থিত দেবগণের পরামর্শে রাম সীতাকে পুনর্গ্রহণ করেন। অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া রাবণের পুষ্ক-রথে আরোহণ করিয়া রাম, অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব, হনুমান বিভীষণ প্রভৃতিরাও ঐ রথে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে রাম সীতাকে সমুদ্র দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইতে লাগিলেন—কোথায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিলন হয়; কোথায় রাবণ জটায়ুকে বধ করেন; কোথায় কোথায় তিনি ও লক্ষ্মণ সীতাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এইরূপে চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পঞ্চম দিবসে সামুদ্র রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং তথায় ভরদ্বাজের আতিথা স্বীকার করিয়া অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রামের প্রার্থনায় ভরদ্বাজ মুনী তপোবলে তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যা অবধি পথের দুই পার্শ্ব অকালে কলশালী মধুশ্রাবী বিবিধ বৃক্ষ-সমাকীর্ণ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে রাম হনুমানকে শূন্যবের পুরে অবস্থিত গুহকে এবং অযোধ্যায় ভরতকে সংবাদ দিবার জন্ত প্রেরণ

করেন। ভরত রামের প্রত্যাবর্তন সংবাদ শুনিয়া কিরূপ ভাবাপন্ন হন, রাম শত্রু সংহার করিয়া চতুর্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে-ছেন শুনিয়া ভরত আহ্লাদিত হন অথবা বিষম হন, এই সকল বিষয় ভালরূপ অনুধাবন করিয়া আসিবার জন্ত রাম হনুমানকে বিশেষভাবে উপদেশ দেন। কারণ ভরত রামের প্রত্যাবর্তন সংবাদ শুনিয়া, পুনরায় রামকে অযোধ্যায় সিংহাসন প্রতাপন করিতে হইবে ভাবিয়া যদি দুঃখিত হইতেন, তবে রাম আর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেন না, ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। যাহাহউক ভরত রামের প্রত্যাবর্তন সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া রামকে অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। অনন্তর যথাবিধানে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইলে, রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যাশাসন ও অপত্যনির্কীর্ষণে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। (রামা-লঙ্কাকাণ্ড)। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে অগস্ত্যাदि ঋষিগণ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবার জন্ত অযোধ্যায় আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে অগস্ত্য মুনি রামকে সমুদ্র রাক্ষস বংশের ইতিহাস এবং রাবণ প্রভৃতির কীর্তিকলাপ বর্ণন করেন। অতঃপর

সমাগত বানর সেনানী ও রাজকুলবর্গ যথাযথ উপহারাদিসহ নিজ নিজ ঘোষে প্রত্যাবর্তন করিলে, রাম, সীতা ও ভ্রাতৃগণের সহবাসে পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরবাসিগণ, বহুদিন একাকিনী রাবণ-গৃহে অবস্থিতা সীতার চরিত্রের পবিত্রতায় সন্দেহান হইয়া নানারূপ অপ্রিয় আলোচনা করিতে লাগিল। পরম্পরায় এই সংবাদ রামের কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রজারঞ্জনামুরোধে, সীতাকে একান্ত নিরপরাধা জানিয়াও বিসর্জন দিতে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরত এই বিষয়ে রামের মত পরিবর্তন করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু রাম দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সীতা রামের নিকট গন্ধা-র্তারে মুনিগণের তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্য করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন “তুমি সীতাকে তপোবন প্রদর্শন-হলে বাম্বীকির তপোবনে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে তথায় রাখিয়া আসিও।” রামের এই আদেশ অতি নিদারুণ হইলেও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবন প্রদর্শন হলে বাম্বীকির আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং তথায় তিনি সীতাকে রামের আদেশের কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সীতার নির্ঝা-

সনের পর হইতে রাম বিশেষ ভ্রাতৃ-
পরতা সহকারে সমুদ্র রাজকার্য্য
পর্যালোচনা করিতেন। তিনি সমুদ্র
আশোম প্রমোদ ত্যাগ করিয়া তপস্বীর
ভ্রাতৃ জীবন বাপন করিতে লাগিলেন।
তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য
সমাপন করিয়া ধর্মাসনে আসীন হইয়া
ব্রাহ্মণ ও পৌরজন সমভিব্যাহারে
রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন।
ঐ সময়ে একদিন এক সারমেয় এক
ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া রামের
নিকট বিচার প্রার্থী হয়। রাম সেট
প্রহারকারী ব্রাহ্মণকে রাজ সভায়
আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে সারমেয়ের
ইচ্ছানুযায়ী দণ্ড দিলেন। তাহার
কিছুদিন পরে রাম ব্রহ্মদত্ত নামক এক
গৃধ্রকে স্পর্শ করিয়া, তাহার শাপমোচন
করেন। লবণ নামক অশুরের ভয়ে ঋষি-
গণ রামচন্দ্রের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা
করিলে, তিনি শত্রুগণকে লবণ বধের
জন্ত প্রেরণ করেন। এক ব্রাহ্মণের
পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে,
ব্রাহ্মণ রামের প্রজ্ঞাপালনের দোষ
কীর্তন করেন। রাম তখন সেই ব্রাহ্মণ
তনয়ের অকাল মৃত্যুর কারণ জানিতে
পারিয়া, সেই বালকের মৃত্যুর কারণ-
বরূপ তপস্ভারত এক শূদ্রকে বধ করেন।
অতঃপর রাম নৈমিষারণ্যে এক অশ্বমেধ
যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে
আমন্ত্রিত হইয়া মহাভূষণ বান্দ্রীকি

সীতার গর্ভজাত কুশ ও লব নামক
রামের পুত্রদ্বয়কে লইয়া উপস্থিত
হন। বান্দ্রীকি কুশ ও লবকে রামের
সভায় রামায়ণ গান করিতে আদেশ
দিয়া প্রস্থান করেন। রাম, কুশ ও
লবের মুখে অতি স্তম্ভুর রামায়ণ গান
শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং
কুশ ও লবের নিকট বান্দ্রীকির পরি-
চয় পাইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন
করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করেন।
মহর্ষি বান্দ্রীকি তখন সীতাকে সঙ্গে
লইয়া রামের বস্ত্রসভায় উপস্থিত হই-
লেন এবং সর্বজন সমক্ষে সীতার
নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা কীর্তন করিয়া,
সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্ত বার-
বার রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগি-
লেন। তখন রাম বলিলেন যে সীতার
চরিত্রের বিতৃষ্ণতা সত্ত্বেও তাঁহার কোনও
সন্দেহ নাই, তবে সীতা সর্বসাধারণের
সন্দেহ নিরাকরণের জন্ত যদি নিজের গুণ-
চারিতার প্রমাণ দিতে পারেন, তবেই
তিনি সীতাকে গ্রহণ করিতে সন্মত
আছেন। অনন্তর সীতা পাতালে
প্রবেশ করিলে রাম নিজের ত্রম
বৃত্তিতে পারিয়া, অতিশয় দুঃখিত ও
ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন দেবগণ সহ ব্রহ্মা
আসিয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে
রামের শোক ও ক্রোধের শাস্তি
করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাপসরূপী
কালপুরুষ আসিয়া রামের সহিত

নির্জনে আলাপ করিবার জন্য প্রকাশ করেন এবং রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে, তাঁহাদের কথোপকথন কালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, রাম তাঁহাকেই বর্জন করিবেন। রাম লক্ষ্মণকে দ্বার-রক্ষকের কার্য্য করিতে বলিয়া, কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে নিমুক্ত হইলেন। এমন সময়ে মহাতপা দুর্কীশা রামের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হইয়া, তথায় আগমন করেন এবং তখনই তাঁহাকে রাম সমীপে লইয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে বারংবার আদেশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তখন অনন্তোপায় হইয়া, পরিণাম সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়াও দুর্কীশাকে রামের নিকট লইয়া গেলেন। তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি রামের মনের সব সুখ শান্তি চলিয়া গেল। অনন্তর তিনি অবশিষ্ট ভ্রাতৃবর্গ ও অস্ত্রান্ত আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কুশকে কোশল রাজ্যে ও লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভি-
 দ্বিক্ত করিলেন। অতঃপর ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রাক্কালে রাম বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। তিনি বিভীষণকে বলিলেন, “যতদিন পর্য্যন্ত লোক সকল স্বামী থাকিবে, যতদিন আমার কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে, এবং যতদিন চন্দ্র

সূর্য্য বিরাজমান থাকিবে, ততদিন তুমি লক্ষ্য রাখিয়া থাকিবে।” হনুমানকে বলিলেন, “যতদিন লোকে আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন তুমি আনন্দে ইহলোকে অবস্থান করিবে।” জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন, তোমরা কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবে।” বিভীষণাদিকে এইরূপ বলিয়া অস্ত্রান্ত বানরদিগকে তাঁহার অনুগামী হইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে মহাতপা বিশিষ্ট মহাপ্রাশ্নানিক বিধিক্রমে, নিখিল ক্রিয়াকলাপের ‘অমুষ্ঠান’ করিলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ উচ্চারণ করিতে করিতে, উভয় হস্তে কুশ ধারণপূর্ব্বক সরযু তীরে যাত্রা করিলেন। পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা তাঁহার বাম পার্শ্বে এবং সংহার শক্তি তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র পোরজন, দ্বাসদাসীগণ, ঋষিগণ, অস্ত্রঃপুত্রীকাগণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সরযু তীরে উপনীত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বাঙ্গে রাম সরযু নদীতে প্রবেশ করিলেন। রামা-উত্তর-কাশ্যে। (২) অধ্যায় রামায়ণে রাম সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা বান্দীকি

রামায়ণের অন্তর্গত বিবরণ হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। কেবল অধ্যাত্ম রামায়ণে রামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার ব্যপদেশে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রামের স্তব দেওয়া হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, রামই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া হুষ্টির দমন শিষ্টির পালন করিয়া ছিলেন। পুরাণাদিতে বিষ্ণুর যে ১০ অবতার বর্ণিত হয়, তাঁহারা রামেরই অবতার। (৩) অদ্ভুত রামায়ণের বিবরণও প্রধানতঃ মূল রামায়ণের বিবরণেরই সদৃশ যদিও অত্যন্ত সংক্ষেপ। উচ্চাতেও রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্য, অবাস্তুর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ অনেক উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে আছে লঙ্কাসনন-বিজয়া রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া, অভিষেকান্তে এক দিবস মুনীগণ সম্মুখে তাঁহার চতুর্দশবর্ষ বনবাসের ক্রম বর্ণন করিতেছিলেন, তখন তথায় উপবিষ্টা সীতাদেবী দীর্ঘ হস্ত করিলেন। মুনীগণ সীতাদেবাকে তাঁহার হস্তের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সীতাদেবী তখন বাল্যকালে পিতৃগৃহে অবস্থান কালে যে, লহর্যবদন রাবণের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বিস্তারিত কাকুল করেন। রাম তাহা শুনিয়া সেই লহর্যবদন রাবণের নিম্নের জন্ত বাজা করেন। কিন্তু তিনি কেই লহর্যবদন

রাবণকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন সীতা ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করিয়া সেই লহর্যবদন রাবণকে বধ করেন। (রাবণ ও সীতা দেখ)। রাম-সীতার ঐ অদ্ভুত রূপ ও কার্য্য দেখিয়া অষ্টোত্তর লহর্য নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-১৭-২৬। (৪) রামের দুই পুত্র—কুশ ও লব। কুশের পুত্র অতিথি। তৎস্মৃত নিষধ। মৎ-১২:১। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। হরি-হরি-১৫। অগ্নি-২৭৩। সৌর-৩০। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পূ-১৪২। ব্রহ্মপু-৮। (৫) ত্রেতার চতুর্বিংশতি যুগে রাবণ বধের জন্য বিষ্ণুর রাম-অবতার হয়। তখন বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-৯৮। (৬) লঙ্কা-সমরে বৃন্দকর্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দেবগণ রামের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্রহ্মাকে ভূতলে গমন করিয়া দেবগণের ও রামচন্দ্রের বিজয় লাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা সম্মত হইয়া সমরক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম ব্রহ্মাকে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি যে কি প্রকারে হুঁকে রাক্ষসদিগকে পরাভব করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তৎকালে তাঁহার বিশেষ শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মা রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ত্রিলোক জননী, ব্রহ্মরূপিনী, মহাত্মনিবারিণী দেবী কাত্যাক্ষরী আরাধনা করিতে

বলিলেন। তদ্বিষয় ব্রহ্মা রামকে আরও বলিলেন যে, পূর্বে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দুষ্টির বধের জন্ত নরকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন বিষ্ণু, রাবণ দেবীর অতিশয় প্রিয়-পাত্র তাহা জানিয়া, ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে দেবীর নিকট গমন করেন, এবং দেবীকে নানারূপে আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট রাবণ বধের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দেবী বিষ্ণুকে বলেন যে, তিনি (অর্থাৎ বিষ্ণুর নরঅবতার রাম) যেন লঙ্কায় অকালে যথাবিধি দেবীর পূজা করেন। তাহা হইলেই রণে তাঁহার জয় হইবে। ব্রহ্মা রামকে এই পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণপক্ষে রাবণ দেবীর পূজা করিয়া যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে যুদ্ধে অবধ্য হইবে। অতএব তাহার পূর্বেই রাম যেন অকালেই বোধন করিয়া দেবীর পূজা করেন। নতুবা রাবণ বধ অসম্ভব। তখন রাম ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, যেহেতু যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষ ব্যস্ত থাকিবেন, তজ্জন্ত ব্রহ্মাই যেন তাঁর গুরুরূপে চণ্ডীর পূজা করেন। ব্রহ্মা তাহাতেই সন্মত হইয়া, রামকে দেবীর মহাস্বয়ী কীর্তন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সমুদ্রের উত্তর দিকে এক বিষুবঙ্ক সমীপে গমন করিয়া, বদ্ধাঙ্গলি ও উত্তরাস্ত হইয়া

যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত, দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। রাম বখন ঐস্থানে দেবীর স্তব করিতেছিলেন, তখন কুম্ভকর্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। অগত্যা রাম অস্ত্র লইয়া রাক্ষস-বীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে কুম্ভকর্ণের প্রাণ সংহার করিলেন। এদিকে ব্রহ্মাও প্রত্যহ রামের জয়লাভার্থ যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। দশমীর দিন প্রভাতে রামও স্বয়ং পুনরায় বিবিধ উপহারদ্বারা দেবীর পূজা করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। প্রত্যহই যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং অসংখ্য রাক্ষস ও বানর যুদ্ধে নিহত হইতে লাগিল। অমাবস্তা রাত্রিতে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন। তখন রাবণ স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রতি-পদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই সময়ের মধ্যে ষষ্টি তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মা দেবীর মৃগয়া প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার পূজার সম্বন্ধে হইয়া দেবী অষ্টমী তিথিতে সন্ধিলম্নের রামের শরে প্রবেশ করিয়া রাবণের মস্তক শতভাগে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাবণের মস্তক সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াও পুনরায় যোজিত হইতে লাগিল এবং

রামশরে বিদ্ধ হইয়াও রাবণের প্রাণ-
সংশয় ঘটিল না । নবমীর পূর্বাঙ্কে
অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ঐ
দিনে ব্রহ্মাও রাবণ বধের জন্য প্রভূত
উপচার সহ দেবীর পূজা করিতে
লাগিলেন । অপরাহ্নে দেবী রামকে
রাবণবধের জন্য কালানল তুল্য অস্ত্র
প্রদান করিলেন । রাম সেই অস্ত্রদ্বারা
অবশেষে রাবণকে বধ করিলেন ।
শ্রীমতা-৪১-৪৭ । (৭) রাম অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলে, সীতার
অভাবনিবন্ধন, সীতার সুবর্ণনয়-মূর্ত্তি
নিৰ্ম্মাণ করাইলেন এবং তাঁহাকেই
যজ্ঞকালে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া, যজ্ঞ
সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়া যজ্ঞাশ্ব
লইয়া শক্রঘ্নকে দেশ পর্যাটনের
আদেশ দিলেন । শক্রঘ্ন, হনুমান
প্রভৃতি অনুচরগণ সহ, যজ্ঞাশ্ব লইয়া
বহির্গত হইলেন এবং বহুকাল পরে
বন রাজজন্তুবর্গের নিকট হইতে কর
লইয়া, অশ্বসহ প্রত্যাগমন করিলেন ।
অশ্বের প্রত্যাবর্ত্তনের পর মন্ত্রাবর সুনতী
রামকে অশ্বের দেশপর্যাটন ব্যপদেশে
যাহা যাহা ঘটয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন
করেন । ঐ সংশ্রবে তাঁহারা মহর্ষি
বান্দীকির আশ্রনস্থিত দুইট খম্বিবালক
কর্ত্তৃক অশ্বের বন্ধন এবং তদাভ্যুসঙ্গিক
যুদ্ধবিগ্রহাদির কথাও বলিলেন । রাম
ঐ বালক দুইটির সম্যক পরিচয়
জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, রাজ সভায়

নিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত বান্দীকিকে
তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।
মহর্ষি তখন কুশ ও লবের সম্যক
পরিচয় দিয়া সীতাকে, পুনর্গ্রহণ করি-
বার জন্য রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে
অমুরোধ করিতে লাগিলেন । রাম
বান্দীকির অমুরোধে, সীতাকে আনয়ন
করিবার জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ করি-
লেন । প্রথমে সীতা আসিতে অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলেন । রাম তাহা শুনিয়া
অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং
সীতাকে বিশেষরূপ সাধনা দিয়া
অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য,
লক্ষ্মণকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন ।
এইবারে লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে এবং
কাতর প্রার্থনার সাতা অযোধ্যায়
আগমন করিলেন । সীতা সমুদয় গুরুজন
ও আত্মীয়দিগের দ্বারা সাদরে গৃহীতা
হইলেন । অনন্তর যজ্ঞস্থানে সীতার
স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি অপসারিত হইল এবং
সীতা স্বয়ং রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া
যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিলেন । পদ্ম-
পাতা-৪, ৫, ৩৬-৩৮ । (৮) বিশ্বামিত্র
মুনি রাক্ষস বধের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে
যখন লইয়া যান, তখন তিনি রাম ও
লক্ষ্মণকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাসমূহ শিক্ষা-
দেন—মাহেশ্বরী মহাবিজ্ঞা, ধনুর্বিজ্ঞা,
শস্ত্রবিজ্ঞা (হস্তচ্যুত না করিয়া বাহাদারী
প্রহার করা যায়) ; অস্ত্রবিজ্ঞা (হস্তচ্যুত
করিয়া বাহাদারী প্রহার করা যায়) ;

রথবিভা, লোকিকী-বিভা, গজবিভা, অশ্ববিভা, গদ্যবিভা, মন্ত্রবারা আহ্বান-বিভা, আকর্ষণী ও মন্ত্রবিসর্জন বিভা । ব্রহ্মপু-১২৩ । (২) রাম অনার্যগণের কুৎসাপূর্ণ বাণী শুনিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করেন । ব্রহ্মপু-১৫৪ । (১০) বনবাসকালে রাম শিখ্রা নদাতটে পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া মহাকাল বনের অভিমুখে যাত্রা করেন । তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া যখন মহাকাল বনে যাইতেছিলেন, তখন এক অশরী-রিণী দৈববাণী হইল, “হে রাম, তুমি নিজের নামে আমাকে এইখানে স্থাপন করিও ।” রাম সেই দৈববাণী শুনিয়া সেই তীর্থে রামেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন । স্বন্দ-আব-অব-৩১ । (১১) রাম একবার মহাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞে তিমাচলবাসী বেদপারগ মুনিগণ, নৈনিবারণ্যবাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাভাগ্য, অর্কদ্বারণ্য, দণ্ডকারণ্য, মহেন্দ্র পর্কত, বিদ্যাচল, জম্বুবন, বারাগসী, মথুরা, উজ্জয়িনী, দ্বারাবতী, মায়াপুরী প্রভৃতি স্থান নিবাসী বহু মুনি ও তপস্বীগণ উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা করেন । সেই সকল মুনি ঋষিদিগের প্রার্থনায় মুনি-বর হৃত অযোধ্যাপুরী-মহাশ্মদী কীর্ণন করেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-অমো-৬ । (১২) ভরত-বাণীর সেনাজিতের অন্ততম

পুত্রের নাম ছিল রাম । বাহু-২২ । সেনজিত দেখ । (১৩) ঈর্ষকের অগ্রজ বলরাম এবং ভৃগুনন্দন পরশু-রামও বহুবলে কেবল রাম বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন । বলদেব ও পরশুরাম দেখ । (১৪) বসুদেবের এক পুত্রের নাম ছিল রাম । মৎ-৪৭ । ব্রহ্মপু-১৪ । বসুদেব ও পিত্তারক দেখ । (১৫) সাবর্ণিমন্ত্রের সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন রাম । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ । গুরু-পু-৮৭ । বিষ্ণু-৩২-২ । হরি-হরি-৭ । সাবর্ণি মন্ত্র দেখ । (১৬) দাশরথি রাম অপরের অপেক্ষা ত্রিগুণ দক্ষিণাসহকারে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । তিনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর প্রজাপালন করেন । মহাভা-শান্তি ২২ । (১৭) পুরুষোত্তম, রাম, দিলীপ প্রভৃতি নরপতিগণ বিধিযুক্তে গোদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন । মহাভা-অনুশা-৭৬ । (১৮) রাম সর্বদে সাধারণ অনেক বিবরণ আত্মসম্বন্ধি ভাবে অস্ত্রান্ত নামের সহিত দিতে হইয়াছে । তজ্জন্ত নিম্নলিখিত নামগুলিও উল্লেখ্য—দশরথ, কোশল্যা, লক্ষ্মণ, রাবণ, সীতা, হনুমান, সুগ্রীব, সুরথ, ভরত অট্টার, কবন্ধ ও বিভীষণ । (১৯) রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার সর্বদে প্রজা সাধারণের মনোভাব কি প্রকার দ্বারা অবগত হইবার জন্য

ৰাজিকালে ছন্দবেশে লুকাইত ভাবে
দৰ্শন কৰি তেন। একৰা ৰাজিকালে
ঐভাবে পৰ্যটন কৰিতে কৰিতে তিনি
শুনিত পাইলেন যে, একব্যক্তি তাহাৰ
দ্বীকে উদ্দেশ্য কৰিয়া বলিতেছে—“তুই
হুঁহু অসতী, পৰগৃহে বাস কৰিস।
আমি তোকে ভৱণপোষণ কৰিব না।
ৰাজা ৰামচন্দ্ৰ স্নেহ, তাই তিনি
এমন সীতাকে গৃহে স্থান দিয়াছেন।
আমিত ৰামচন্দ্ৰ নহি। আমি তোকে
গৃহে স্থান দিব না।” ৰাম এই কথা
শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং
নিতান্ত অনিচ্ছাৰ সহিত লোকাপবাদ-
ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ কৰিলেন।
ভাগ-২২-১১। (২০) একবার ৰাৱণবধেৰ
জন্ত ৰামচন্দ্ৰ দেৱীহুগাৰ পূজা কৰেন।
তাহাৰ পৰ হইতেই ত্ৰিভুবনে দেৱীৰ
পূজা প্রচলিত হইয়াছে। ৰামচন্দ্ৰেৰ
পূৰ্বে সূৰ্য ৰাজাই প্ৰথমে দেৱীৰ
পূজা কৰেন। দেৱীভা-২২-১। (২১)
দাশৰথি ৰাম, ৰাৱণকে বধ কৰিয়া
লঙ্কায় স্থিত ত্ৰিভগবানেৰ বৰাহমূৰ্তি
অযোধ্যায় আনয়ন কৰেন। গৰ্গ-মথু-২৫
(২২) বনবাসকালে একবার ৰাম, সাতা
ও লক্ষ্মণ হাটকেষৰ তীৰ্ণে (মতান্তরে
প্ৰভাস ক্ষেত্ৰে) উপনীত হন। ৰাজি-
কালে নিদ্রাবশে ৰাম তথায় পিতা
দশৰথকে হঠচিন্তে প্ৰিয় আলাপে
সংস্কৃত হৈ পান। পৰদিন
প্ৰাতঃকালে ৰাম মুনিগণকে ঐ স্থান-

বিবৰণ বলিলেন। তাহাৰা বলিলেন
যে, দশৰথ শ্ৰদ্ধাকামনাতেই ৰামচন্দ্ৰকে
স্বপ্নে দৰ্শন দিয়াছেন। অতএৱ ৰামেৰ
তথায় পিতৃকাৰ্য্য কৰা উচিত। ৰাম
মুনিগণেৰ উপদেশে সেই হাটকেষৰ
তীৰ্ণে পিতৃশ্ৰাদ্ধ কৰেন। স্বন্দ-নাগ-
২০। স্বন্দ-প্ৰভা-প্ৰভা-১১১। (২০)
বাল্মীকি-ৰামায়ণাত্তৰ্গত বিবৰণ সমূহ
সামান্ত সামান্ত পৰিবৰ্তিত আকাৰে
কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা
বিস্তাৰিত ভাবে একাধিক পুৰাণেই
পাওয়া যায়। তাহাদেৰ নাম নীচে
দেওয়া হইল—অগ্নি-৫-১১। পদ্ম-
পাতা-১-৩৭। শিব-৬র্থ-১৪। দেৱীভা-
৩২-২৮-৩০। দৌৰ-৩০। শ্ৰীমহাভা-
৩৬-৪৭। বিষ্ণু-৫র্থ-৪। মহাভা-বন-
১৪৬, ১৪৭। স্বন্দ-ব্ৰহ্ম-সেতু-২। স্বন্দ-
আব-ৱেবা-৮৩, ৮৪, ১৩৬। স্বন্দ-নাগ-
২৮-১০২। স্বন্দ-প্ৰভা-বন্ধ-১১৮।
স্বন্দ-বিষ্ণু-অষ্টো-২। ব্ৰহ্মপু-১২৩।
১৫৪, ১৫৭।

ৰামকৃষ্ণ—বসুদেৱেৰ পুত্ৰস্বৰ বলৰাম
ও ক্ৰীষ্ণ একত্ৰে ৰামকৃষ্ণ নামে উল্লি-
খিত হন। ইহাৰা যথাক্ৰমে বিষ্ণুৰ
উনবিংশতি ও বিংশতি অবতাৰ
(গৰ্গ-পু-১)। আবার ভাগৱত মতে
(১২-৩) ৰামকৃষ্ণ একত্ৰে নাৰায়ণেৰ
উনবিংশ অবতাৰ।

ৰামভদ্ৰ—ৰামচন্দ্ৰেৰই নামান্তৰ।

ৰামৰথ—জনকবংশীয় অনেনাৰ ভূময়

রামরথ। তাঁহার পুত্র সত্যরথ।
পদ্ম-পু-১৪২। অনেনা দেখ।

রামা—(১) স্বর্গের জনৈক নর্তকী
পদ্ম-উত্ত-৩,৮। ব্রহ্মা-৬৮। (২) সীতার
রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত জনৈক
মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। (৩) সীতার
এক নাম। সীতা দেখ।

রামাণ—বলদেব দেখ।

রামানুজ—বৈখানস-মতাবলম্বী জনৈক
বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার কঠোর
তপস্যার সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে
দর্শন দেন এবং রামানুজের প্রার্থনায়
তাঁহাকে ভাগবত লক্ষণ কীর্তন করেন।
স্কন্দ-বিষ্ণু-বেদ-২১।

রামেশ—ধর্ম্মারণ্যে সুবর্ণানদীর
দক্ষিণ তটে রামচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

রামেশ্বর—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করি-
বার পূর্বে রাম সমুদ্র তীরে শিবের
আরাধনা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন
করেন। সেই শিবলিঙ্গ রামেশ্বর
নামে প্রসিদ্ধ। শিব-জ্ঞান-৫৭। (২)
সেতুবন্ধে স্থান করিয়া মানব সপ্তকোটি
কুলের সহিত বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয়।
রামেশ্বর লিঙ্গের বর্ণনা করিয়া শেষ
করা যায় না। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১,
৪৩। (৩) মহাকাল বনে রাম-কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৪)
পবনরাম মাতৃহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত

হইবার জন্য মহাকাল বনে এক শিব-
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ শিবলিঙ্গও
রামেশ্বর নামে পরিচিত। স্কন্দ-আব-
চতু-২২। (৫) নর্মদার দক্ষিণ কূলে সর্ব-
পাপহর রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। স্কন্দ-
আব-রেবা-১৩৪। রাম (২২) দেখ।

রাষ্ট্র—(১) সোমবংশীয় সুর্য্যোজ্জ্বের
পুত্র কাশ। কাশের তনয় কাশয়,
রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা। বায়ু-২২। আষ্টি-সেন
দেখ। (২) সুর্য্যোজ্জ্বের পুত্র কাশ্য, তাঁহার
তনয় কাশী। কাশীর আয়ুজ্য রাষ্ট্র।
তৎপুত্র দীর্ঘতপা। ভাগ ৯২-১৭।

রাষ্ট্রপাল—(১) উগ্রসেনের অত্যন্ত
পুত্র ও কংসের অন্তর্জ। মৎ-৪৪।
উগ্রসেন, অজভূ, যুদ্ধমুষ্টি, ভূময় ও
সুর্য্য দেখ। (২) রাষ্ট্রপাল শ্রীকৃষ্ণ
হস্তে নিহত হন। গর্গ-মণু-৮।

রাষ্ট্রপালা, রাষ্ট্রপালিকা,—রাষ্ট্রপালা
উগ্রসেনের অত্যন্তমা কস্তা ও কংসের
ভগিনী। বা-যু ২৬; মৎ-৪৪; পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩। উগ্রসেন দেখ।

রাষ্ট্রপিণ্ডী—অগ্নিরা-বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৬।
মধুরা-বহ দেখ।

রাষ্ট্রবর্দ্ধন—(১) রাজা দশরথের
অত্যন্তম স্ত্রী। দশরথের মৃত্যুর পর
তাঁহার রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা হইয়া-
ছিলেন। রামা-আদি-৭; উত্ত-৭২।
পদ্ম-সৃষ্টি-৩৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২)
মঙ্গলশীল, দমের পুত্র। রাষ্ট্রবর্দ্ধনের

তনয় স্রষ্টা। বায়ু-৮৩। দম দেখ।

রাষ্ট্রভূত—রাজা ভারতের অন্ততম
পুত্র। ভারত দেখ।

রান্না—অন্ততম রত্নপত্নী। রত্ন
দেখ।

রাহু—(১) লোকহিতকর সাধক গ্রহ-
দিগের অন্ততম। মৎ-২৩। বৃশ দেখ।

(২) দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে ও
বিপ্রচিতির ঔরসে রাহু জন্মগ্রহণ করেন।
রাহু চন্দ্রকে গ্রাস ও সূর্যকে বিনাশ
করিয়া থাকেন। হরি-হরি-৭, ২১৮।

শিব-ধর্ম-২৪। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৭,
৬৮। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫।

ভাগ-৬৬-৬, ১৮। বিপ্রচিতি দেখ। (৩)

ব্রহ্মা রাহুকে অনেক উৎপাত ও অশুভ
সকলের অধিপতি করিয়া দেন।

হরি-হরি-২১৯। (৪) সমুদ্র-মন্তন শেষ
হইলে, বিষ্ণু নোহিনারূপ ধারণ করিয়া,

অমুরদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ-
পূর্বক দেবগণকে প্রদান করেন।

দেবগণ যখন সেই অমৃত পানে রত
ছিলেন, তখন রাহু দেবতাদের রূপ

ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে বলিয়া
অমৃত পানের উজোগ্র করেন। চন্দ্র

ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া, দেব-
গণকে সেই কথা বলিয়া দিলেন।

তখন বিষ্ণু চক্রধার্য্য তঁহার মস্তক দেহ
হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

রাহুর মস্তকবিহীন দেহে অমৃত স্পষ্ট
না হওয়ায়, তাহা চেতনাহীন হইয়া

ভূতলে পতিত হইল। কেবল তঁহার
শীর্ষ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল

বলিয়া অমর হইল। তখন ব্রহ্মা সূর্য্যা-
দির দ্বায় তাঁহাকে গ্রহগণের মধ্যে স্থান

দিলেন। ভাগ-৮৬-২। মৎ-২৫১।

(৫) দেবগণ যখন অমৃত পানে রত
ছিলেন তখন রাহু চন্দ্র-রূপ ধারণ

করিয়া দেবগণের সন্তিত অমৃত পান
করিনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সূর্য্য ও

চন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে
বলিয়া দেন। অমনি বিষ্ণু চক্রধারা

তঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া
ফেলেন। কিন্তু রাহু অমৃতের আশ্রয়

লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছিন্নশীর্ষ
হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না।

সেই ছিন্ন মস্তক বিষ্ণুকে বলিল,
“আপনার কৃপাতেই আমি অমর

হইলাম। এখন আমার এই প্রার্থনা
যে, আমি যেন গ্রহগণের মধ্যে পরি-

গণিত হই। আমি মধ্যে মধ্যে চন্দ্র
সূর্য্যকে গ্রাস করিব। এই সময় গ্রহণ

নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই গ্রহণকালে
যাহা কিছু দান করা হইবে, তাহা যেন

অক্ষয় ফলদায়ক হয়।” বিষ্ণু রাহুর
প্রার্থনা পূর্ণ সেই করিলেন। অগ্নি-

৩। (৬) অমৃতপানান্তিলাষী হইয়া
রাহু রথারোহণপূর্বক সূর্য্যমণ্ডলের

নিম্নভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন।
সেই রথারূঢ় রাহু-কর্তৃক সূর্য্যবিষ

আবৃত হইলেই, গ্রহণ হইয়া থাকে।

রামরথ। তাঁহার পুত্র সত্যরথ।
পদ্ম-পু-১৪২। অনেনা দেখ।

রামা—(১) স্বর্গের জনৈক নর্তকী
পদ্ম-উত্ত-৩, ৮। ব্রজা-৬৮। (২) সীতার
রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত্তা জনৈক
মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। (৩) সীতার
এক নাম। সীতা দেখ।

রামাণ—বলদেব দেখ।

রামাহুজ—বৈখানস-মতাবলম্বী জনৈক
বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার কঠোর
তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে
দর্শন দেন এবং রামাহুজের প্রার্থনায়
তাঁহাকে ভাগবত লক্ষণ কীর্তন করেন।
স্কন্দ-বিষ্ণু-বেদ-২১।

রামেশ—ধর্ম্মারণ্যে স্রবর্ণানদীর
দক্ষিণ তটে রামচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

রামেশ্বর—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করি-
বার পূর্বে রাম সমুদ্র তীরে শিবের
আরাধনা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন
করেন। সেই শিবলিঙ্গ রামেশ্বর
নামে প্রসিদ্ধ। শিব-জ্ঞান-৫৭। (২)
সেতুবন্ধে স্থান করিয়া গানব সপ্তকোটি
কুলের সহিত বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয়।
রামেশ্বর লিঙ্গের বর্ণনা করিয়া শেষ
করা যায় না। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১,
৪৩। (৩) মহাকাশ বনে রাম-কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৪)
পরশুরাম মাতৃহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত

হইবার জন্য মহাকাশ বনে এক শিব-
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ শিবলিঙ্গও
রামেশ্বর নামে পরিচিত। স্কন্দ-আব-
চতু-২২। (৫) নন্দদার দক্ষিণ কূলে সর্ব-
পাপহর রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। স্কন্দ-
আব-রেব-১৩৪। রাম (২২) দেখ।

রাষ্ট্র—(১) সৌমবংশীয় সূতহোত্রের
পুত্র কাশ। কাশের তনয় কাশয়,
রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা। বায়ু-২২। আষ্টি-সেন
দেখ। (২) সূতহোত্রের পুত্র কাশ, তাঁহার
তনয় কাশী। কাশীর আয়ুজ্য রাষ্ট্র।
তৎপুত্র দীর্ঘতপা। ভাগ ৯২-১৭।

রাষ্ট্রপাল—(১) উগ্রসেনের অন্ততম
পুত্র ও কংসের অন্তর্জ। মৎ-৪৪।
উগ্রসেন, অজভূ, যুদ্ধমুষ্টি, ভূময় ও
সুহমু দেখ। (২) রাষ্ট্রপাল ত্রীকুম্ভ
হস্তে নিহত হন। গর্গ-মথু-৮।

রাষ্ট্রপালী, রাষ্ট্রপালিকা,—রাষ্ট্রপাল
উগ্রসেনের অন্ততমা কন্যা ও কংসের
ভগিনী। বা-যু২৬; মৎ-৪৪; পদ্ম-
সষ্টি-১৩। উগ্রসেন দেখ।

রাষ্ট্রপিণ্ডী—অন্ধির-বংশীয় একজন
গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১১৬।
মধুর'বহ দেখ।

রাষ্ট্রবর্দ্ধন—(১) রাজা দশরথের
অন্ততম মন্ত্রী। দশরথের মৃত্যুর পর
তাঁহার রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা হইয়া-
ছিলেন। রামা-আদি-৭; উত্ত-৭২।
পদ্ম-সষ্টি-৩৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২)
মঙ্গল্যশীল মমের পুত্র। রাষ্ট্রবর্দ্ধনের

তনয় স্মৃতি। বাহু-৮৫। নম দেব।

রাষ্ট্রভূত—রাজা ভরতের অন্ততম পুত্র। ভরত দেখ।

রাবী—অন্ততম রত্নপত্নী। রত্ন
৭৭।

রাজ—(১) লোকহিতকর সাধক গ্রহ-
দিগের অন্ততম। মৎ-২৩। বৃধ দেব।

(২) দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে ও
বিপ্রচিতির ঔরসে রাজ জন্মগ্রহণ করেন।

রাজ চন্দ্রকে গ্রাস ও সূর্য্যাকে বিনাশ
করিয়া থাকেন। হরি-হরি-৭, ২১৮।

শিব-৪৭-২৪। অগ্নি-১২। বাহু-৬৭,
৬৮। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫।

ভাগ-৬৪-৬, ১৮। বিপ্রচিতি দেৱ। (৩)
ব্রহ্মা রাজকে অনেক উৎপাত ও অন্তত

সকলের অধিপতি করিয়া দেন।
হরি-হরি-২১২। (৪) সমুদ্র-মন্থন শেষ

হইলে, বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া,
অম্বরদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ-

পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন।
দেবগণ যখন সেই অমৃত পানে রত

ছিলেন, তখন রাজ দেবতাদের রূপ
ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে বসিয়া

অমৃত পানের উদ্বোধন করেন। চন্দ্র
ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া, দে-

গণকে সেই কথা বলিয়া দিলে।
তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা তঁহার মস্তক কে

হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলে।
রাজের মস্তকবিহীন দেহে অমৃত

না হইয়াই আসা দেখা দিলে।

ভূতলে পতিত হইল। কেবল তঁহার
শীর্ষ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল

বলিয়া অমর হইল। তখন ব্রহ্মা সূর্য্য-
দির জায় তঁাহাকে গ্রহগণের মধ্যে স্থান

দিলেন। ভাগ-৮৪-২। মৎ-২৫১।
(১) দেবগণ যখন অমৃত পানে রত

ছিলেন তখন রাজ চন্দ্র-রূপ ধারণ
করিয়া দেবগণের সহিত অমৃত পান

করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সূর্য্য ও
চন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে

বলিয়া দেন। অমনি বিষ্ণু চক্রদ্বারা
তঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া

ফেলেন। কিন্তু রাজ অমৃতের আশ্রয়
লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছিন্নশী-

র্ষ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না।
সেই ছিন্ন মস্তক বিষ্ণুকে বলিল

“আপনার কৃপাতেই আমি অমর
হইলাম। এখন আমার এই প্রাথন

যে, আমি যেন গ্রহগণের মধ্যে পরি-
গণিত হই। আমি মধ্যে মধ্যে চন্দ্র

সূর্য্যকে গ্রাস করিব। এই সময় গ্রহ-
নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই গ্রহণকা-

ল হইয়া কিছু দান করা হইবে, তাহা যে
অক্ষয় ফলদায়ক হয়।” বিষ্ণু রাজ

প্রার্থনা পূর্ণ সেই করিলেন। অর্থাৎ
৩। (৬) অমৃতপানান্তিলাষী হই

রাজ রথারোহণপূর্ব্বক সূর্য্যমুখে
নিরভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন

সেই রথাক্রমে রাজ-কর্তৃক সূর্য্যনি-
স্কৃত হইলেই, গ্রহণ হইয়া থাকে

প্রকৃতপক্ষে সেই রাহ সূর্য্যাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হন না। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১৭। (৭) অমৃতপানোচ্ছত রাহর মস্তক বিষ্ণু-চক্রদ্বারা ছিন্ন হওয়ার, রাহর দেহ গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরে পতিত হইল। সুধাপৃষ্ঠ হওয়াতে রাহর মস্তক ও দেহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, অমরত্ব লাভ করিল। দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া, ভাবিলেন যে, যদি কখনও রাহর মস্তক পুনঃ দেহের সহিত সংযোজিত হয়, তবে সমুদ্র বিপদ উপস্থিত হইবে। তজ্জন্ত তাঁহারা শিবকে বলিলেন, “আপনি রাহর এই দেহ সংহার করুন।” শিব দেবগণের প্রার্থনায় রাহর দেহ ধ্বংস করিবার জন্ত, স্বীয় ঐশীশক্তিকে প্রেরণ করিলেন। সেই ঐশীশক্তির সহিত রাহর দেহের বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে রাহ দেবগণকে বলিলেন, “তোমরা অগ্রে আমার দেহস্থিত উৎকৃষ্ট রসসমূহ নিকাষিত করিয়া লও, তাহা হইলেই আমার দেহ, ঐশীশক্তিতে শীঘ্র তস্মী-ভূত হইবে।” দেবগণ রাহর পরামর্শ-মত তাহাই করিলেন। সেই রসের কিয়দংশ হইতে প্রবরা নামে এক নদী হইল। রাহর শুকদেহ অতঃপর ধ্বংস হইল। কিন্তু তাহার মস্তক অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া, তাহা অমর হইল। তখন দেবগণ রাহকে গ্রহণ

মধ্যে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মপু-১০৬। (৮) একবার দেবদানবে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাহ পুষ্কবৈর-ভাব নিবন্ধন চন্দের সহিত রণ করেন। সংগ্রামকালে রাহ চন্দের দেহনির্গত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। শঙ্কু তাহা জানিতে পারিয়া, রাহকে বলিলেন, “আমিই কেবল সমস্ত ভূতের আশ্রয় ও বন্ধুত্ব।” রাহ তাহা শুনিয়া মস্তক দ্বারা শিবকে প্রণাম করিলেন। অগনই মহাদেবের মৌলিস্থিত চন্দ্র ভাত হইয়া অমৃত ক্ষরণ করিল এবং তাহা হইতে রাহর অনেকগুলি মস্তক সৃষ্ট হইল। তখন শিব ঐ সমুদয় মস্তকের দ্বারা একটি মালা তৈয়ারী করিয়া তাহা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। স্বল্প-মাহে-কেদা-১৩। (৯) রাহ জালন্ধর নামক দৈত্যের অল্পতম অল্পুচর ছিলেন। জালন্ধর দৈত্য রাহকে বিশেষ বিশেষ কাজে দূতরূপে প্রেরণ করিতেন। একবার রাহ জালন্ধরের আদেশে শিবের নিকট দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। রাহ জালন্ধরের বক্তব্য শিবের গোচর করিলে, শিব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ভ্রম্য হইতে এক ভীষণা-কার পুষ্কব বহির্গত হইয়া, রাহকে ভক্ষণ করিবার জন্ত উদ্ভূত হইল। রাহ তখন অনন্তোপায় হইয়া শিবেরই শরণাপন্ন হইল। শিবের আদেশে

সেই পুরুষ রাহকে ভক্ষণের চেষ্টা
ত্যাগ করিল। বর্কর নামক স্থানে
রাহ সেই পুরুষের আক্রমণ হইতে মুক্ত
হইয়াছিলেন বলিয়া, রাহর আর এক
নাম হইল বর্করোদ্ভূত। স্বন্দ-বিষ্ণু-
কার্ত্তি-১৭। (১০) রাহর পুত্রের নাম
মেঘতাস। ব্রহ্মপু-২৪২। (১১)
রাহর বাহন উষ্ট্র। গর্গ-গোল-১২।
(১২) রাহর রথ ধূসর বর্ণ। সেই রথ
আটটা কুম্ভবর্ণ অশ্বকর্তৃক বাহিত হয়।
সেই অশ্বসকল একবার মাত্র রথে যুক্ত
হইয়া, সর্বদা সেই রথ বহন করিতেছে।
চন্দ্রপর্কে রাহ সূর্য্যহইতে নিজ্জাত
হইয়া চন্দ্রে গমন করেন, আবার সূর্য্য-
পর্কে চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যে
প্রবেশ করেন। বিষ্ণু-২য়-১২। (১৩)
রাত নবগ্রহের অন্ততম ও ছায়াগ্রহ।
দেবীপু-৪৭। বৃহৎ-উত্ত-২। সূর্য্য
দেখ। (১৪) রাহ-তনয়া প্রভা পুরুষবার
বরপুত্র আয়ুর পত্নী ছিলেন। কৃষ্ণ-
পু-২২। আয়ু দেখ। (১৫) দিতি-
কন্যা সিংহিকার অপর নাম ছিল
নির্ধতি। তজ্জন্ত রাহ নৈধতি নামেও
পাতি হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (১৬)
রাত যখন দেবগণের মধ্যে বসিয়া সুখা
ভোজনে প্রবৃত্ত হন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য
তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন।
বিষ্ণু তখন মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া
সুখা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি
চন্দ্র ও সূর্য্যের কথা শুনিয়া রাহকে

সুবর্ণ পাত্রদ্বারাই আঘাত করিলেন।
সেই আঘাতে রাহর মস্তক দেহছ্যত
হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং তদ-
বধি তাঁহার দেহ কেতু নামে প্রসিদ্ধ
হইল। অনন্তর রাহ ও কেতু ভীত
হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।
সেই সময় হইতে রাহ সুবিধা পাইলেই
চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিবার চেষ্টা
করেন। রাত যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস
করেন সেইক্ষণ অতি দুর্লভ। সেই-
কালে সকল জনই গঙ্গাজলের সমান
পবিত্র হইয়া থাকে এবং সকল ব্রাহ্মণই
বেদব্যাসতুল্য বিদিত হইয়া থাকেন।
পদ্ম-ব্রহ্ম-১০।

রাহকর্ণি—অজিরা-বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১২৬।
বৈশালী দেখ।

রাহল—মগধের বৃহদ্রথরাজ বংশীয়
শুক্লোদনের পুত্র রাহল। তৎপুত্র
প্রসেনজিৎ। বায়ু-২২। প্রসেনজিৎ
দেখ।

রাহুলীশ—প্রতাসক্ষেত্রে রাহ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-৫২।

রিক্তবর্ণ—স্বাতিকর্ণ-বংশীয় কুন্তল,
অষ্টবধ রাজত্ব করিবার পর, রাজ্য
স্বাতিকর্ণ মাত্র এক বৎসর রাজ্য
ছিলেন। তৎপরে রিক্তবর্ণ পঞ্চবিং-
শতি বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।
মৎ-২৭৩।

রিক্ষ—অজমীচবংশীয় পুরুজাম্বুর
অন্ততম পুত্র । বায়ু-২২ বৃহদিশ্
দেখ ।

রিচেষু—রাজর্ষি অনাদৃষ্টের পুত্র ।
বিচেষুর পত্নীর নাম জলনা । তিনি
তক্ষকের কন্যা ছিলেন । জলনার গর্ভে
রিচেষুর রস্তিনার নামে এক পুত্র
জন্মে । বায়ু-২২ ।

রিপু—(১) ঋবের এক পুত্রের
নাম স্রিষ্টি । তাঁহার অন্ততম তনয়
রিপু । রিপুর পত্নী বৃহতী ও পুত্র
চাক্ষুষ । ব্রহ্মপু-২ । হরি-হরি-২ । (২)
ঋবের অন্ততম পুত্র পুষ্টি । অবস্থা-
দেশীয়া মূর্ছা নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুষ্টির
রিপু প্রভৃতি পাঁচ তনয় জন্মে । শিব-
ধর্ম-৫২ । বৃক ও পুরাণ দেখ । (৩)
ঋবের পুত্র শিষ্টি । তাঁহার তনয় রিপু ।
কৃষ্ণ-পূ-১৪ । বিষ্ণু-১২-১৩ । অগ্নি-
১৮ । শিষ্টি দেখ । (৪) ঋবের
বংশীয় দিবজয়ের পত্নী বরাহীর গর্ভে
রিপু জন্মগ্রহণ করেন । রিপুর পত্নী
বৃহতী ও পুত্র চাক্ষুষ । ব্রহ্মা-৬৮ । (৫)
ঋব-তনয় সৃষ্টির অন্ততম পুত্র । রিপুর
পত্নী বৃহতীর গর্ভে চক্ষুঃ নামে এক
পুত্র জন্মে । চক্ষুর তনয় চাক্ষুষ । নোর-
২৭ । শিষ্টি ও স্রিষ্টি দেখ । (৬) রিপুর
পুত্র চাক্ষুষ মনু । বায়ু-৬২ । গরু-পূ-
৬ । (৭) যদুবংশীয় বক্রর পুত্র রিপু ।
তিনি যৌবনাষ রাজার হস্তে নিহত
হন । বায়ু-২২ । (৮) যদুবংশের আদি

পুরুষ মনুর অন্ততম পুত্র রিপু । ভাগ-
৯৮-২৩ । যদু দেখ ।

রিপুজিৎ—রৈবত মনুর বংশে
রিপুজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন ।
তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না । তিনি
তপস্বীধারা এক কন্যা লাভ করেন ।
কিছুকাল পবে রিপুজিৎ রাজার মৃত্যু
হইলে ঐ কন্যাও পিতৃশোকে অধীর
হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন ।
সাত জন ঋষির মন ঐ কন্যার প্রতি
আসক্ত হইয়াছিল । তাঁহারা তাঁহাকে
প্রাণত্যাগ করিতে নিষেধ করেন ।
কিন্তু ঐ কন্যা শোকাবেগ সহ্য করিতে
না পারিয়া অগ্নি প্রবেশ করে । সপ্তর্ষি-
গণ তাহা দেখিয়া হাহাকার করিতে
থাকেন । তখন সেই প্রজ্বলিত অগ্নি
হঠাৎ নাতটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ
করিল । জাত শিশুগণ মাতার অভাবে
রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা
তাঁহাদিগকে রোদন করিতে নিষেধ
করিয়া, মরুৎ নামে দেবতা করিয়া
দিলেন । বাস-৭২ । মরুদগণ দেখ ।

রিপুজয়—(১) ঋব-তনয় শিষ্টির(স্রিষ্টি)
অন্ততম পুত্র । শিষ্টি ও স্রিষ্টি দেখ ।
(২) ঋবের অন্ততম পুত্র সৃষ্টির তনয়
রিপুজয় । সৃষ্টি দেখ । (৩) ঋবের
বংশে দিবজয়ের পুত্র রিপু ও রিপুজয় ।
বায়ু-৬২ । (৪) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয়
সত্যজিৎের পুত্র বিশ্বজিৎ । তৎসুত
রিপুজয় । তিনিই বৃহদ্রথ-বংশীয় শেষ

নরপতি । তাঁহার মন্ত্রী সুনীক, রিপু-
ঞ্জয়কে বধ করিয়া বীর পুত্র প্রত্যোতকে
সিংহাসনে স্থাপন করেন । বিষ্ণু-৪র্থ-২৩,
২৪ । ভাগ-২ঙ্ক-২২ । (৫) অজ্ঞান-
দংশীয় স্ববীরের পুত্র । রিপুঞ্জয়ের
তনয় বচরথ । ভাগ-২ঙ্ক-২১ । (৬)
জরাসন্ধবংশীয় মহীনেত্র তেত্রিশ বৎসর
ও তৎপরে অচল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব
করার পর, রিপুঞ্জর নরপতি পঞ্চাশ
বৎসর মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত
ছিলেন । তিনিই ঐ বংশীয় শেষ নর-
পতি । মৎ-২৭১ । (৭) কুশল নগরা-
ধিপতি সুরথ রাজের অন্ততম পুত্র ।
পদ্ম-পাতা-২৮, ২৯ । সুরথ দেখ ।
(৮) পান্ডুকুলে স্বায়ম্ভুদ মনুষ্যের একবার
বাট বৎসর ধরিয়া ভয়ানক অনারুণি
হইয়াছিল । তজ্জন্ত প্রাণিগণ অশেষ
কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল । পিতা-
নত ব্রহ্মা, সৃষ্টি লোপ পাইবে আশঙ্কা
করিয়া, প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ক্রমে তিনি
দেখিলেন, রিপুঞ্জর নামক একজন মহা-
দীর্ঘাশালী ক্ষত্রিয় নরপতি, অবিস্মৃত
মহাক্ষেত্রে তপশ্চা করিতেছেন । তখন
ব্রহ্মা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন,
“তুমি এই সাগর-ভূধর-সমন্বিত ধরিজার
অধিপতি হইয়া, ইহাকে পালন কর ।
নাগরাজ বাসুকি তোমাকে অনঙ্গ-
মোহিনী নামী স্ত্রীলা কন্তাকে পত্নী-
রূপে দান করিবেন । স্বর্গের দেবতা-

রাও তোমার প্রজাপালনে পরিতোষ
লাভ করিবেন । এই জন্ত তোমার
নাম হইবে দিবোদাস ।” রিপুঞ্জর
প্রথমে ব্রহ্মার অনুরোধ রক্ষা করিতে
সম্মত হইলেন না এবং অপর কোনও
রাজার প্রতি ঐ কার্যের তার দিবার
জন্ত তিনি ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন ।
কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহাকেই ঐ কার্যের
উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বলিলেন,
“তুমি প্রজাপালনের তার গ্রহণ
করিলেই, ইন্দ্র বধন করিবেন, অন্তথা
নহে ।” তখন রিপুঞ্জর সম্মত হইয়া,
বাহাতে তিনি নিকটকে রাজত্ব
করিতে পারেন, তজ্জন্ত ব্রহ্মাকে বলি-
লেন, “যদি আনাকেই ধরিজীর
অধিপতি হইতে হয়, তবে এই ব্যবস্থা
করুন যে, দেবগণ যেন মর্ত্যলোকে
না থাকিয়া স্বর্গেই অবস্থান করেন ।
তাঁহা হইলেই আমি নিরাপদে রাজ্য
শাসন করিতে পারিব এবং প্রজাপণ্ড
স্থখে বাস করিতে পারিবেন ।” ব্রহ্মা
সেই ব্যবস্থাতে সম্মত হইলে, রিপুঞ্জর
নরপতি চতুর্দিকে ঘোষণা করাইয়া
দিলেন, “আমার রাজত্বকালে দেবগণ
নাগলোকে গমন করুন এবং মনুষ্যগণও
সুস্থচিত্তে বসবাস করুক ।” স্বন্দ-কাশী-
পূ-৩৯ । স্বন্দ-আব-চতু-৭৪ । (৯) ব্রহ্ম-
কুলে মহাকাল বনে রিপুঞ্জর নামে এক
পরম ধান্বিক প্রজাবংশল নরপতি
ছিলেন । তিনি মহাদেবের বরে এক

পুত্র লাভ করেন । স্বন্দ-আব-চতু-৩৭ ।

রিপুতাপ, রিপুতাপন—রামচন্দ্রের
অভূগত একজন রাজা । তিনি অস্ত্রাভ
রাজগণসহ, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের
অশ্বসহ শক্রয়ের অভূগমন করেন ।
তীহার পত্নীর নাম অঙ্গসেনা । পদ্ম-
পাতা-৫, ১৫, ১৬, ২২, ৩৬, ৩৭ ।

রিপুবার—বীরমণি নামক নরপতির
সেনাপতি । যজ্ঞাশ্ব লইয়া বহির্গত
সামুচর শক্রয়ের সহিত তীহার যুদ্ধ হয় ।
পদ্ম-পাতা-২৪ ।

রিপুমর্দন—কালনেমী দানবের অস্ত্র-
ভম পুত্র । হরি-হরি-৫৭ । কালনেমী
দেখ ।

রিপুহা—(১) আত্মশক্তি পরমেশ্ব-
রীর অমুচরী অস্ত্রতমা দেবী । দেবীপু-
৫০ । (২) আহুতীয় অগ্নির অস্ত্রতম
পুত্র । দেবীপু-১২২ ।

রিহু—সাবর্ণি নবমস্তরে অমিতাভ
দেব-গণের অন্তর্গত অস্ত্রতম দেবতা ।
বাহু-১০০ । অরিহা দেখ ।

রিষ্ট—বৈবস্বত মন্তুর অস্ত্রতম পুত্র ।
ব্রহ্মপু-৭ । বৈবস্বত মন্তু দেখ ।

রিষ্টনেমী—(১) অক্রুরের অস্ত্রতম
পুত্র । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । অক্রুর ও
অশ্ববাহু দেখ । (২) জনৈক অস্তুর ।
ভাগ-৮৫-১০ । (৩) বিনতার-গর্তজাত
অস্ত্রতম দানব । মহাভা-আদি-৬৫ ।
আদিদি দেখ ।

রিষ্টক—কল্পপবংশীয় মানদের পুত্র

রিষ্টক । তীহার তনয় দম । বাহু-
৭০ ।

রুক্—অপরাদের যে চৌকটি গণ
আছে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ ইহাতে
জাত অপরাগণ রুক্ নামে খ্যাত ।
বাহু-৬২ ।

রুম্ম—(১) উশনার পুত্র রুচক ;
রুচকের অস্ত্রতম পুত্র রুম্ম । ভাগ-
৯৯-২৩ । উশনা, পৃথুশ্রবা ও রুম্ম-
কবচ দেখ । (২) সুবল নামকদৈত্যের
সেনাপতি । দেবীপু-৩২

রুম্মকবচ—(১) জ্যামঘবংশীয় সূত-
প্রস্থতির পুত্র । রুম্মকবচের তনয়
পরাজিৎ । হরি-হরি-৩৬ । (২) যদু-
বংশীয় উশনার পুত্র শিনেয়ু । তীহার
আয়ুজ রুম্মকবচ । তৎপুত্র পরাবৃত্ত ।
বিষ্ণু-৪৪-১২ । (৩) রুম্মকবচ অশ্বমেধ
যজ্ঞের অভূষ্ঠানপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে
পৃথিবী দক্ষিণা দিয়াছিলেন । মৎ-
৪৪ । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । (৪) মরুভের
পুত্র কশলবর্তি । তীহার তনয় রুম্ম-
কবচ । তীহার পাঁচ পুত্র জন্মে,
তাঁহাদের নাম রুম্মেয়ু, পৃথুরুম্ম, জ্যামঘ,
পরিঘ ও হরি । শেষোক্ত দুই জন পিতৃ
কর্তৃক বিদেহ রাজ্যে অধিষ্ঠিত হন ।
মৎ-৭৫ । বাহু-২৫ । পরাবৃত্ত
দেখ । (৫) রুম্মকবচের পুত্র রুম্মেয়ু,
পৃথুরুম্ম ও দুইজন জ্যামঘ । অগ্নি-
২৭৫ । পৃথুরুম্ম দেখ । (৬) চন্দ্রবংশীয়
কশলবর্তিদের পুত্র রুম্মকবচ । তিনি

যুদ্ধে ধনুর্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত
অর্থ সংগ্রহ করেন এবং অর্থসেধ যজ্ঞ
করিয়া ঋষিকগণকে এই সমাগরা
পৃথিবী দক্ষিণাশ্বরূপ দান করেন।
তাহার পুত্র পরাবৃতি। পরাবৃতির পাঁচ
অপত্য ছিল। তাহাদের নাম—রুদ্ৰেশ্ব,
পৃথুরুদ্ৰ, জ্যামঘ, পরিঘ ও ত্রি। নি-
পূ-৬৮। পৃথুরুদ্ৰ ও পরিঘ দেখ। (৭)
যজ্ঞবংশীয় শীতশ্রুত তনয় রুদ্ৰকবচ।
তাহার অপত্য—রুদ্ৰেশ্ব, পৃথুরুদ্ৰ,
জ্যামঘ, পালিত ও ত্রি। গরু-পূ-
১৪৩। পালিত ও রুদ্ৰেশ্ব দেখ। (৮)
কম্বলবহিষের পুত্র রুদ্ৰকবচ। তাহার
আয়ুজ পরজিৎ। ব্রহ্মপু-১৫। যজ্ঞ-
বংশীয় শিত্তেয়ুর পুত্র রুদ্ৰকবচ। তাহার
সন্তান পরাবৃত্ত। কুর্ষ-পূ-২৪। পরা-
বৃত্ত ও পরাবৃত্ত দেখ।

রুদ্ৰকেশ—বিদর্ভদেশের অধিপতি
ভীষ্মকের রুদ্ৰাী, রুদ্ৰরথ, রুদ্ৰকেশ,
রুদ্ৰবাহু, রুদ্ৰমালী নামে পাঁচ পুত্র ও
রুদ্ৰিণী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-
১০ স্ব-৫২। ভীষ্মক দেখ।

রুদ্ৰবতী—ভোজকটনগরাধিপতি
রুদ্ৰির কন্যা ও প্রহ্লাদের পত্নী। তাহার
গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-
১০ স্ব-৬১। প্রহ্লাদ (২) দেখ।

রুদ্ৰবান্—বিবিধাঘ্নির তনয় অর্ক।
অর্কের অন্ততম পুত্র রুদ্ৰবান্।
মৎ-৫১। অর্ক দেখ।

রুদ্ৰবাহু—রুদ্ৰকেশ দেখ।

রুদ্ৰমালী—রুদ্ৰকেশ দেখ।

রুদ্ৰরথ—(১) অজমীঢ় বংশীয় মহ-
তের পুত্র। তাহার তনয় সুপার্ষ।
হরি-হরি-২০। (২) অজমীঢ় বংশীয়
মহৎপোরের (মহাপোরের) তনয়।
তাহার আয়ুজ সুপার্ষ। মৎ-৪২।
বায়ু-২২। (৩) নরপতি রুদ্ৰরথ
দ্রোণদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত
ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৪)
রুদ্ৰকেশ দেখ।

রুদ্ৰরেখা—নরপতি রভোর মতিবী।
দেবোভা-৬ স্ব-২১।

রুদ্ৰউক্রক—মহুপুত্র প্রিয়ব্রতের
অন্ততম তনয়। দেবীভা ৮ স্ব-৪।
প্রিয়ব্রত দেখ।

রুদ্ৰাঙ্গদ—(১) দেবপুরাধিপতি
বীরমণি নামক নরপতির তনয়। তিনি
রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলে, সাহুচর
শত্রুরের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-
পাতা-২৪, ২৫। (২) বিদিশানগরীর
অধিপতি বলীর তনয়। তাহার
পত্নীর নাম সন্ধ্যাবলী ও পুত্রের নাম
ধর্মাবদ। পদ্ম-ভূমি-২২। (৩) রুদ্ৰা-
ঙ্গদ নামক এক নরপতি একাদশীর
উপবাস করিয়া মোক্ষপদ লাভ
করেন। গরু-পূ-১২৫। (৪) দ্রোণদীর
স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজসুবর্ণের
অন্ততম। মহাভা-আদি-১৮৬।

রুদ্ৰি—(১) শাঘ-পতি দ্রুমৎসেনের
একজন সামন্তরাজ। তিনি দ্রুমৎস-

সেনের অধিকার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৬। (২) প্রভাসক্ষেত্রে রুক্ষি নামক গণেশ অবস্থিত। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

রুক্ষিণী—(১) বিদর্ভরাজ ভায়কের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্যমা ঔষধানা মহিষী। তাঁহার গর্ভে চারুদেব, চারু-গুপ্ত, চারুভদ্র, চারুহাস, সুচারু, ভদ্র-চারু, সুচারুক, ভদ্র, পরশু, সুদেব ও প্রহ্মায় নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমহী নামে এক কন্যা জন্মে। মৎ-৪৬। (২) রুক্ষিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের চারু, চারুদেব, চারুবিজা, চারুভদ্র, ভদ্র-চারু, প্রহ্মায়, সুদেব ও শরভ নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমহী নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-২৬। (৩) রুক্ষিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের বিভিন্ন তালিকার ভুক্ত চারু, চারুদেব ও চারু-গর্ভ দ্রষ্টব্য। (৪) রুক্ষিণীর পিতা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকেই রুক্ষিণীর উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন। কিন্তু ভায়কের অন্ততন পুত্র কর্জা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ দৈত্য শিশুপালের হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করিতে বাসনা করেন। রুক্ষিণী তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তিতা হইলেন, কারণ তিনি পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অমুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি তখন প্রতিকার প্রার্থনার এক ব্রাহ্মণের

দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে লিখিত ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বয়ম্বর সভা হইতে রুক্ষিণীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ঐ পত্রে কি কৌশলে সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহারও বিস্তারিত সঙ্কেত দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণ পত্রানুযায়ী কার্য করিতে আদৌ পরাযুগ হন নাই। ভাগ-১০স্ক-৫২। পদ্ম-উত্ত-২৪৬ গর্গ-গোল-৪। (৫) রুক্ষিণী লক্ষ্মীর অংশে জন্মান্ত করেন। মহাভা-আদি-৬৭। বিষ্ণু-১ম-২। গর্গ-গোল-৩। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা রাধিকাই ঋষিকায় রুক্ষিণী নামে পরিচিতা হন। পদ্ম-পাতা-৪৬। (৭) রুক্ষিণী অতিশয় সঙ্গীত নিপুণা ছিলেন। নারদ ঋষি দুই বৎসর কাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অঙ্গ-বান-৭। (৮) রুক্ষিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে কয় জন পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম চারুদেব, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশর্বা, চারুগণা, প্রহ্মায় ও শঙ্কু। মহাভা-অমুশা-১৪। (৯) রুক্ষিণীর গর্ভে, দেবতা, অশুর, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতির অন্তরে বিচরণকারী কাম জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-অমুশা-১৫৮। (১০) শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রুক্ষিণী এবং আরও কতিপয় শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা-মৌষ-৭।

ব্রহ্মপু-১২ । (১১) দেবী সাবিত্রী দ্বারবতীতে রুক্ষিণী নামে পূজিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । সাবিত্রী দেখ । (১২) দেবী শঙ্করা দ্বারবতীতে রুক্ষিণী নামে পূজিতা হন । স্বল্প-আব-রেবা-১২৮ । মৎ-১৩ । ভদ্রকর্ণিকা দেখ । (১৩) রুক্ষিণীর পিতা ভীষ্মক শিশুপালের সহিত রুক্ষিণীর বিবাহ স্থির করেন । শ্রীকৃষ্ণ ও অন্টাঙ্গ যাদবগণ সহ সেই বিবাহ উপলক্ষে কুণ্ডিননগরে উপস্থিত ছিলেন । বিবাহের দিন রুক্ষিণী এক দেবমন্দিরে পূজাস্থে যখন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্টাঙ্গ যাদবগণের সাতায়ে রুক্ষিণীকে হরণ করেন । হরি-হরি-১১৬ । গর্গ-গোলা-৬ । পদ্ম-উত্ত-২৪৬ ।

রুম্মা—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের অন্ততম পুত্র । ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বায় তনয়া রুক্ষিণীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কিন্তু রুম্মার বিরুদ্ধতায় অবশেষে শিশুপালের সহিত বিবাহ স্থির করেন । শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্ষিণীকে হরণ করেন, তখন রুম্মা, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্টাঙ্গ যাদবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন । ভাগ-১০স্ক-৫২ । হরি-হরি-১১৭ । পদ্ম-উত্ত-২৪৬ । দেবীভা-৪স্ক-১৮, ২৪ । শ্রীমহাভা-৫৫ । ব্রহ্মপু-১২২ । (২) রুক্ষিণীহরণ ব্যাপদেশে যাদবদিগের সহিত ভীষ্মক অমুচরদিগের যে যুদ্ধ

হয়, তাহাতে রুম্মা বলরাম হস্তে নিহত হন । হরি-হরি-১১৮ । (৩) রুম্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিবার জন্য বহির্গত হন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ ও রুক্ষিণীর উদ্ধার না করিয়া, নগরে প্রত্যাবর্তন করিবেন না । কিন্তু যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরাজিত হওয়ার, তিনি আর নিজ পিতার রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রত্যাগমন করিলেন না । নিজ অবস্থানের জন্য তিনি ভোজকট নামক উৎকৃষ্ট পুরী নির্মাণ করাইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন । গর্গ-মার-৭ । বিষ্ণু-৫ম-২৬ । (৪) রুক্ষিণীর প্রার্থনায়ই শ্রীকৃষ্ণ রুম্মাকে বধ করেন নাট । বিষ্ণু-৪র্থ-২৬ । (৫) রুম্মার কন্যা কদম্বতীকে (রুম্মবতীকে) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রহ্লাদ বিবাহ করেন । আবার রুম্মার পৌত্রী স্তম্ভদার সহিতই প্রহ্লাদের তনয় (রুম্মার দৌহিত্র) অনিরুদ্ধের বিবাহ হয় । বিষ্ণু-৪র্থ-১৫, ৫ম-২৮ । ভাগ-১০স্ক-৬১ । (৬) শ্রীকৃষ্ণ যে বলপূর্বক তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, তাহাতে রুম্মা বরাবরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং সর্বদাই প্রতি-শোধ লইবার জন্য চেষ্টা করিতেন । অনিরুদ্ধের সহিত নিজ পৌত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে, বন্ধুবর্গের পরামর্শে রুম্মা বলরামের সহিত দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ

করেন এবং বারংবার বলদেবকে দ্যুত-
ক্রীড়ায় পরাজিত করেন। তদ্বর্ণনে
কুম্ভীর বহু কলিকরাজ বিক্রমসূচক
হাস্ত করেন। বলদেব তাহাতে অতি-
শয় জুহু হইয়া, অক্ষাঘাতে কুম্ভীকে
বধ করেন এবং কলিক-রাজের দন্ত
ভগ্ন করিয়া দেন। বিষ্ণু-৫ম-২৮।
ভাগ-১০ম-৬১।

কুম্ভেয়ু—(১) নরপতি কুম্ভকবচের
অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫। মনু-৩৪।
বায়ু-২৫। গুরু-পূ-১৪৩। (২) কুম্ভ-
কবচের পুত্র পরাবৃতি। তাঁহার
পঞ্চপুত্রের অন্যতম কুম্ভেয়ু। লি-পূ-
৬৮। জ্যামঘ, পরাবৃতি, পরিঘ,
পৃথুরুম্ম, পালিত, কচক ও কুম্ভকবচ
দেখ।

কচক—(১) বহুবংশীয় উশনার পুত্র
কচক। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল।
তাঁহাদের নাম কুম্ভ, কুম্ভেয়ু, পুরুভিঃ
পৃথু ও জ্যামঘ। ভাগ-২২-২০।
কুম্ভকবচ ও কুম্ভেয়ু দেখ। (২) মনু-
বংশীয় নৃপতি বিজয়ের পুত্র। কচকের
তনয় কচ। লি-পূ-৬৬।

কুচি, কুচী—(১) অন্যতম প্রজা-
পতি। কোনও সময়ে তিনি গৃহহীন,
আশ্রমবর্জিত ব্রতচারী হইয়া পৃথিবী
পর্যটন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতৃ-
গণ তাঁহাকে ঐভাবে ভ্রাম্যমান দেখিয়া
তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ
দেন। কুচি প্রথমে বিবাহের নানা

অনুবিধার কথা বলিয়া অনিচ্ছা
প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতৃগণ নানা-
রূপ উপদেশ দিয়া বারংবার বিবাহ
করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।
অবশেষে তাঁহাদের পরামর্শে কুচি
বিবাহার্থী হইয়া উপযুক্ত কন্ডার অধে-
ষণে নানাস্থানে পর্যটন করিয়াও
উপযুক্ত কন্ডা না পাইয়া ব্রহ্মার শর-
ণাপন্ন হন এবং ব্রহ্মার পরামর্শে
পিতৃগণের পূজা করিতে আরম্ভ করি-
লেন এবং নদীরতীরে পিতৃগণের পূজা
করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতে আরম্ভ
করিলেন। তাঁহার স্তবে পিতৃগণ
তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,
“এই নদীর মধ্য হইতেই তোমার জন্ম
এক কন্ডার আবির্ভাব হইবে। তুমি
সেই কন্ডাকে বিবাহ করিও।” পিতৃ-
গণ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে,
সেই নদী মধ্য হইতে অপসরা প্রমোচা
উদ্ভিতা হইয়া কুচিকে বলিলেন,
“আমার গর্ভে বরুণ-তনয় পুত্রের স্তরসে
এক কন্ডা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনি
সেই কন্ডাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।”
কুচী তাহাতেই সন্মত হইয়া মালিনী
নায়ী সেই প্রমোচার গর্ভজাত কন্ডাকে
বিবাহ করিলেন। সেই কন্ডার গর্ভে
রোচা নামে কুচির এক পুত্র জন্মে।
তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন।
গুরু-পূ-৮৮-২০। মার্ক-২৫-২৮। (২)
প্রজাপতি কুচি দ্বারদ্রু বহুর অন্যতম।

কস্তা ঋতিকে বিবাহ করেন। ঋত্বির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কস্তা জন্মে। যজ্ঞ স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। মার্ক-৫০। (৩) প্রজাপতি রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর কস্তা আকৃতিকে বিবাহ করেন। আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গন্ধ-পূ-৫। ভাগ-১৯-৩। কৃষ্ণ-পূ-৮। সৌর-২৬। ব্রহ্মা-১০। দেবীভা-৮৯-৩। শিব-বায়ু-পূ-১৫। বায়ু-১০। লি-পূ-৫। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) প্রজাপতির রুচির এক পুত্র রৌচ্য (মহু)। তৃতি দেবীর গর্ভে রুচির আর এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম ভৌত্যা। তিনিও একজন মহু ছিলেন। ব্রহ্মপু-৫। বায়ু-১০০। হরি হরি-৭। (৫) আকৃতির গর্ভে জাত রুচি তনয় যজ্ঞ, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-৩। গন্ধ-পূ-১। যজ্ঞ ও যজ্ঞাবতার দেখ। (৬) আকৃতির গর্ভে রুচির যে মানসপুত্র (বিষ্ণু) জন্মেন, তাঁহার অংশে রৌচ্য মনুর উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণ-পূ- (৭) হৃষ্যোর পত্নীর নাম ছিল রুচি। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (৮) নরদের কস্তা ও আশ্ববানের পত্নীর নাম ছিল রুচি। বায়ু-৬৫। আশ্ববান্ দেখ। (৯) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের পুত্র রুচি। তাঁহার তনয় ভীম। মৎ-৫০। (১০) অর্ধবিংশতিব্রহ্মার এক পুত্রের নাম

ছিল রুচি। মহাভা-অমুশা ৪। (১১) জনৈক অপরা। মহাভা-অমুশা-১২। (১২) দেবশর্মানামক এক ব্রাহ্মণের রুচি নামে এক পরমা স্ত্রী পত্নী ছিল। দেবশর্মা তপস্তা করিতে যাইবার সময়ে, স্বীয় শিষ্য বিপুলের উপর রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। দেবশর্মার অল্পপস্থিত কালে ইন্দ্র হরতিসন্ধিবশবর্তী হইয়া দেবশর্মার আশ্রমে গমন করেন। বিপুল ইন্দের আগমনের অভিপ্রায় বঝিতে পারিয়া, যোগ বলে রুচির দেহে প্রবেশ করিয়া ইন্দের কুবাসনা সকল হইতে দেন নাই। মহাভা-অমুশা-৪০-৪৩। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩। (১৩) হৃষ্যমণ্ডলস্থ দ্বাদশকলার অন্ততমা। তন্ত্র-১০১ পৃঃ। বোধিনী দেখ। রুচিপ্ৰভ—জনৈক দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭। রুচিমতী—উগ্রসেনের পত্নী। গর্গ-অখ-১০। উগ্রসেন দেখ। রুচির—(১) অজমীঢ় বংশীয় সেনজিতের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২০। সেনজিত দেখ। (২) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের তনয় রুচির। তৎস্মৃত ভীম। মৎ-৫০। রুচিরধী—ভরথাক-বংশীয় সংকৃতির পুত্র রুচিরধী ও রতিদেব। বিষ্ণু-৪৫-১২। রুচিরাম—(১) অজমীঢ় বংশীয়

সেনজিতের অন্ততম পুত্র। কুচিরামের পুত্র পৃথ্বসেন। গুরু-পু-১৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। বায়ু-২২। মৎ-৪২। (২) অজমীট বংশীয় সেনজিতের পুত্র কুচিরাম। তাঁহার তনয় পার। পারের আনন্দের পৃথ্বসেন। ভাগ-২২-২১। (৩) সিংহলরাজ পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজকুমারের অন্ততম। কঙ্কি-১ম-৫।

কুজ—দানব বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

কুজোগন্ধি—পুষ্কর তীরে দেব শঙ্কর কুজোগন্ধি নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-২। শিব দেখ।

কুদ্র—(১) মহাদেবেরই এক নাম। শিব দেখ। (২) পুন্ড্র, পুন্ড্র প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মার কোপ হইতে কুদ্রের উৎপত্তি হয়। মার্ক-৫০। (৩) প্রতিকল্পেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াও প্রজার যথেষ্ট বৃদ্ধি না হওয়াতে, ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তখন ভগবান মহেশ্বর ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই অনাসন্ন, আদি ও নিধন রহিত এবং ভূতগণের সহৃদয় ও বিদ্র। এই ব্রহ্মপুত্র কুদ্রই আবার ব্রহ্মার প্রাণদান করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকার্যে সাহায্য করেন। তিনি প্রতি কল্পেই উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করেন। কোনও

সময়ে ব্রহ্মা সেই বিদ্র কুদ্রকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে বলাতে তিনি আপনার তুল্য সমুদ্র ব্রহ্মাকে মন হইতে সৃষ্টি করেন। এই সকল কুদ্রের আনন্দদৃশ পুত্রগণ একেবারে চতুর্দশ ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। পিতামহ ব্রহ্মা এই সকল কুদ্রগণ কর্তৃক জগৎ পরি-বাণ্ড দেখিয়া, নিজ পুত্র কুদ্রের আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে একরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন। ব্রহ্মা-পুত্র কুদ্র তখন বলেন যে তিনি আর একরূপ মানসী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন না। যাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা তাঁহারই অন্তর হইয়া বিচরণ করিবে। শিব-বায়ু-পু-১২। (৪) পিতামহ ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মা-সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে রোদন করিতে করিতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্র কুদ্র নামে খ্যাত। ব্রহ্মা তাঁহাকে আরও কয়েকটি নাম দেন। যথা—ভব, সর্ব, ঈশান, পদ্মপতি ভীম, উগ্র, কপালী ও মহাদেব। অগ্নি-২০। বিষ্ণু-১ম-৮। (৫) সনক, সনাতন প্রভৃতি ব্রহ্মার পাচজন মানস পুত্র সৃষ্টিকার্য বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন হওয়ায়, পিতামহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন প্রাণশ্বরূপ হয় ব্রহ্মার ললাট ভেদকরিতা বহির্গত হইলেন। তখন ব্রহ্মা রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই ললাট-উৎপন্ন পুত্রের

নাম হইল রুদ্র। তাঁহার ভব, সর্ব প্রভৃতি আরও সাঁগটি নাম আছে। সৌর-২৩। (৬) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রুদ্রদেব আশ্ব-সদৃশ তেজোবলরূপাদিসম্পন্ন সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই পিন্ধলবর্ণ, জটাভূট, তুগীর ও কপালধারী, বিবস্ব, হরিৎকেশ, অর্ধদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, ত্রিলোচন, জম্বুগ-কারী, সকল ভূতের অদম্য, নভাতেজ-সম্পন্ন এবং বোদন ও ধাবন-শীল ছিলেন। তাঁহারা জন্মমাত্রই বিবিধ রুদ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অধারন, অধ্যাপন, জপ, বোগ, রোদন, ধাবন প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এই সকল ভীষণ-কৃতি রুদ্রপুত্রগণকে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং রুদ্রদেবকে অন্তর্নিহ প্রজ্ঞা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। রুদ্র-দেব তাহাতে সন্মত হইয়া বলিলেন যে, এই পুত্রগণ হীনশ্রেণীর দেবতারূপে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে রুদ্র নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-২-১০। (৭) ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই সর্পগণ উৎপন্ন হয়। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা একান্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মার শরীর হইতে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে একাদশ জন রুদ্র আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রোদন

করিতে করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম হয় রুদ্র। এই রুদ্রগণই দেহীগণের প্রাণস্বরূপ এবং প্রাণিগণের প্রাণ ও রুদ্র অভিন্ন। তাঁহারাষ্ট্র জীবগণের দেহে প্রাণরূপে অবস্থান করেন। একাদশ রুদ্রের আবির্ভাবের পর মহাদেব ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন এবং তৎপরে ব্রহ্মার ললাট হইতে এই একাদশ রুদ্রের প্রভু স্বরূপ অপর রুদ্রও প্রাহুর্ভূত হইলেন। এই রুদ্র প্রথমে ব্রহ্মার পুনর্জীবন দান করিয়া পরে তাঁহারই পুত্র স্বরূপ হইলেন। ব্রহ্মা প্রাণ লাভ করিয়া প্রভু রুদ্রকে তাঁহার পরিচর ভিক্ষাসা করেন। প্রভু রুদ্র তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মার পূর্বে এক প্রার্থনা অমুসারেই তিনি পিতামহের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অনন্তর প্রভু রুদ্র ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাঁহাকে সৃষ্টি বিষয়ে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। বায়ু-২৫। (৮) প্রজ্ঞাসৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মা কি ভাবে কি করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু চিন্তা করিয়াও যেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। সেই ক্রোধ হইতে মহাবল রুদ্র জন্মলাভ করিলেন। তিনি উৎপন্ন হইয়াই রোদন করিতে লাগিলেন; তাই তাহার নাম হইল রুদ্র। অতঃ-

পর ব্রহ্মার অঙ্ক হইতে এক কঙ্কার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা সেই কঙ্কাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বরা-২১। (৯) সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছামত কার্য অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যারত ব্রহ্মার নন হইত এক কৃষ্ণলোহিত মিশ্রিতবর্ণ, পিঙ্গল নেত্র পুরুষ উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন রুদ্র। অতঃপর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন “তুমি সৃষ্টি বিস্তারে সমর্থ। অতএব তুমি সৃষ্টি কর।” এই কথা শুনিয়াই রুদ্র জলে মগ্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে মানস হইতে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তারে নিয়োজিত করিলেন। সৃষ্টিবিস্তারের বাহুল্য ঘটিলে দেবগণ, সিদ্ধগণ সকলে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে জলমগ্ন রুদ্রও জল হইতে উদ্ভিত হইয়া দেবগণাদিকে ব্রহ্মযজ্ঞে নিযুক্ত দেখিয়া রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। সর্গ দেহ পিঙ্গল বর্ণ হইল। তাঁহার মুখ হইতে বেতাল, দ্বন্দ্ব, পিশাচ ও যোগিনীগণ বহির্গত

হইয়া পৃথিবী পরিবাণ্ড করিয়া ফেলিল। এদিকে রুদ্রও এক বিশাল আকার ধরু ও তদনুরূপ তীর লইয়া দেবগণ, সিদ্ধগণ প্রভৃতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া রুদ্রকে শাস্ত করিয়া অবশিষ্ট দেবগণকে বলিলেন “তোমরা রুদ্রের স্তব কর।” দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রের রোষ শান্তি হইল। বরা-৩৩। (১২) সনকাদি পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্যে নিরপেক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মা পূর্বে শঙ্করকে পুত্র রূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা দুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যার দ্বারা কোনও ফল না পাইয়া তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সেই অশ্রু বিন্দু সকল হইতে বহু সংখ্যক ভূত প্রেত উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মা নিজেকেই দিকার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রলয় কালীন পাবকের স্ফূট রুদ্রগণ আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহা-

দ্বিগুণে রোদন করিতে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের নাম দিলেন রুদ্র। অতঃপর ব্রহ্মা আরও সাতটি নাম দিলেন। যথা—ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র, এই আটটি ঐ আট রুদ্রের মূর্ত্তি। সুবর্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী, ইহারা রুদ্রপত্নী বলিয়া বিদিত হইলেন। এবং শনৈশ্চর, শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্বন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বৃষ ইহারা রুদ্র তনয় হইলেন। কুর্শ্ব-পু-১০। (১১) মহাদেবের অঙ্ক হইতেই রুদ্র নামে এক দেব উৎপন্ন হন। মহাদেবের অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তিনি সামর্থ্যে মহাদেব হইতে কোনও ক্রমে ন্যূন নহেন। মহাদেব হইতে সেই রুদ্রের আদৌ পার্থক্য নাই এবং তাঁহাদের পূজার বিধানও এক রূপ। রুদ্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহেন। মহাদেব ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ হইতে রুদ্রকে সৃজন করেন। ঐ রুদ্র তমোজ্ঞান প্রধান। শিব-জ্ঞান-৪, ৫। (১২) সনকাদি মানস পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলে, ব্রহ্মার মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠকুটিল-ললাট হইতে অর্দ্ধ নারী-নর-রূপ মহাকায় ভয়ঙ্কর রুদ্র উৎপন্ন হইলেন। সেই রুদ্র ব্রহ্মার আদেশে

নিজেকে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে বিভাগ করিলেন। পরে আবার ঐ পুরুষ-রূপকে একাদশ ভাগে এবং স্ত্রীরূপকে বহু ভাগে বিভক্ত করিলেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (১৩) কল্পের আদিতে ব্রহ্মা কি ভাবে এক আত্মতুল্য পুত্রলাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলেন। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়দেশে এক নীললোহিত কুমার প্রাণতৃপ্ত হইল। ঐ কুমার রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই কুমার বলিলেন,—“আমার নামকরণ করুন।” ব্রহ্মা বলিলেন,—“তোমার নাম হইল রুদ্র। তুমি আর রোদন করিও না।” এইরূপ বলাতেও সেই কুমার আরও রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সাতটি নাম দিলেন এবং সূর্য্য, আপ, মহী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত-ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র, এই আটটিকে ঐ আট রুদ্রের তত্ত্বস্বরূপ নির্দেশ করিলেন। ঐ আট রুদ্রের পত্নীগণের নাম সুবর্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী, এবং শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্বন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বৃষ, ইহারা আট রুদ্র-তনয়। বিষ্ণু-১ম-৭। বাহু-২৭।

ব্রহ্মা-২৮। (১৪) পিতামহ ব্রহ্মা আট রুদ্রের যে আট মূর্তি বিধান করেন, ঐ মূর্তি সকল ব্রহ্মধাতু। ঐ সকল মূর্তিতে রুদ্রদেব পুজিত হইলে, তিনি পুজকদিগকে হিংসা করেন না। রুদ্রের ভব নামের মূর্তি জল। ভূতসমূহ জল হইতে জন্মিয়া থাকে, এবং জলই ভূতসমূহের জন্মের হেতু। এজন্ত কেহ কখনও জলে মূত্র বা পুরাষ পরিত্যাগ করিবে না। নগ্ন অবস্থায় জলে অবতরণ করিয়া স্নান করিবে না। জলে থুতু ফেলিবে না এবং জলের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতে যাইতে কখনও বিরক্তির সহিত জলের উদ্দেশ্যে কটুবাক্য বলিবে না। রুদ্রের সর্বনামের মূর্তি ভূমি। এজন্ত কেহ ছায়ায়, সোপানে বা স্বচ্ছস্থানে মূত্র বা পুরাষ ত্যাগ করিবে না। ঐরূপ করিতে হইলে মন্তক আবৃত করিয়া তৃণদ্বারা মর্মা আচ্ছাদনপূর্বক করিবে। যে ব্যক্তি ভূমির প্রতি এইরূপ আচরণ করে, শর্ব্ব কদাপি তাহাকে হিংসা করেন না। ঈশান নামক রুদ্রের মূর্তি বায়ু। যে ব্যক্তি এই বিরাট বায়ুর স্তুতি করে, ঈশানদেব তাহার মঙ্গল করেন। পশুপতি নামক রুদ্রের মূর্তি অগ্নি। প্রথমা রুদ্রপত্নীর নাম সুবর্চলা। তাঁহার পুত্র শনৈশ্চর। এইরূপে ভবের তম্বু জল ও তাঁহার পত্নী উষা। উষার পুত্র উশনা।

শর্ব্বরূপী রুদ্রের মূর্তি ভূমি, পত্নী বিকেনী ও পুত্র অক্ষরক। ঈশান রুদ্রের পত্নী শিবা, পুত্র মনোজব। পশুপতির মূর্তি অগ্নি, পত্নী স্বাহা, তনয় স্বন্দ। ভীমের তম্বু আকাশ, পত্নী দিক্‌পুঞ্জ, তনয় স্বর্গ। উগ্রের তম্বু দীক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞান, পত্নী দীক্ষা এবং পুত্র সন্তান। মহাদেব নামক রুদ্রের তম্বু চন্দ্রমা, পত্নী রোহিণী এবং পুত্র বুধ। বায়ু-২৭।
 ব্রহ্মা-২৮। (১৫) সৃষ্টির আদিতে এক রুদ্রদেবই বর্তমান ছিলেন। তাঁহার দেহবর্ণ স্বেত, লোহিত ও নীল ছিল। তন্মধ্যে নীল রংএরই আধিক্য দৃষ্ট হইত। তাঁহার দশন সমূহ অতি বিশাল ও মুখমণ্ডলও অতি বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি সর্ব বিষয়ে নিম্পৃহ, শাস্ত, দাস্ত ও সংযমী ছিলেন। তিনিই নারায়ণকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োগ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১০। (১৬) যে ষষ্টিসংখ্যক রুদ্র, তৎসংখ্যক ভুবনের আশ্রয়-স্বরূপ বিদিত হন, তাঁহাদের নাম—অজেশ, অট্টহাস, অগ্নীশ, অনাদিক, অপারী, অবিমুক্ত, অমরেশ, অস্রোতিকেশ, কালকর্ণ, কালদংষ্ট্রী, কামরূপ, কুরুক্ষেত্র, কেদারখল, গয়া, গোকর্ণ, ঘোর, চন্দ্রশেখর, জটীল, দণ্ডী, নকুলীশ, নাদিক, নৈমিষ, ধাতা, পিঙ্গল, পিঙ্গলাক্ষ, পুঙ্কর, প্রজাপত্য, প্রভাব, বস্বাপদ, বিদুর, বিধান, বিমল,

বিশাল, অশ্বকর্ণ, ভরানক, ভাবভূতি, ভাষর, ভীম, ভৈরব, মৃতক, মন্তরঙ্গী, মহাকাল, মহাবল, মহেশ্বর, রুদ্রকোটি, রোদ্র, শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীশৈল, সর্বজ্ঞ, স্রবাহ, স্রদনাস্তর, স্থাপু, স্বর্ণাক্ষ, হর, হরিশ্চন্দ্র ও হতাশন। (মোট আটাল্ল জন)। অগ্নি-৮৫। (১৭) দেবী কালিকার অমুগতা যে সকল রুদ্র, দেবীর বিধানানুসারে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম—অগ্নি-রুদ্র, অনন্ত, ঈশ্বর, কারণ, ক্রুরভেজা, ক্ষয়ান্তক, ঘনবৃষ্টি, চল, দারুণ, দাপ্ত, দ্যুতিমান, ধাতা, পদ্মহস্ত, প্রসন্ন, বলাহক, বিদ্যাৎ, বিবুধ, বুদ্ধ, বমহস্তা, লোহিত, শান্ত, শীঘ্র, সুপ্রভ ও সৌম্যদৃক। দেবীপু-৮১। (১৮) একাদশ রুদ্রের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে দেওয়া আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) অজ, ঈশ্বর, একপাত, অহিভ্রম, নিখতি, সর্প, যুগব্যাস, পিনাকী, দহন, সেনানী ও কপালী। হরি-হরি-১২৬। (খ) অজৈকপাদ, অহিভ্রম, বিশ্বরূপ, রৈবত, হর, ত্র্যম্বক, বহুরূপ, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপদী ও কপালী। অগ্নি-১৮। (গ) অজারক, সর্প, নিখতি, সদসম্পত্তি, অজৈকপাদ, অহিব্রম, জর, উর্দ্ধকেতু, ভুবন, যুত্যা ও কপালী। বায়ু-৬৬। (ঘ) অজ, রৈবত, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, হর, সর্ব, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু

অহিভ্রম, বহুরূপ ও মহান। তাগ-৬৮-৬। (ঙ) যুগব্যাস, সর্প, নিখতি, অজৈকপাদ, অহি, বৃষা, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাপু ও ভর্গ। মহাতা-আদি-৬৬। (চ) যুগব্যাস, সর্প, নিখতি, অজৈকপাদ, অহিভ্রম, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাপু ও ভর্গ। মহাতা-আদি-১২৩। (ছ) অজৈকপাদ, অহিভ্রম, পিনাকী, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপদী ও রৈবত। হরি-হরি-৩। (জ) অজৈকপাদ, অহিভ্রম, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (ঝ) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, শঙ্কু, বৃষাকপি, কপদী, রৈবত, যুগব্যাস, শর্ক ও কপালী। বিষ্ণু-১ম-১৫। (ঞ) বীরভদ্র, শঙ্কু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বৃষা, পিনাকী, কপালী, ভুবনাধীশ্বর, স্থাপু ও ভগ। পদ্ম-উত্ত-৫। (ট) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপদী, রৈবত, যুগব্যাস, শর্ক ও কপালী। গুরু-পু-৬। (ঠ) অজৈকপাদ, অহিব্রম, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপদী ও অপরাজিত। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৭। (ড) অজৈকপাদ, অহিভ্রম, ষ্টী, কজ, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, হর, সর্ব, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু

কপর্দী ও রৈবত । দেবীপু-৪৬ (ঢ) অজ, অহিত্রয়, বিরূপাক্ষ, একপাদ, ঠৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী । লি-পু-৬৩ । (ণ) অজৈকপাদ, বিরূপাক্ষ, জয়ন্ত, রৈবত, অহিত্রয় হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর ও পিনাকী । মৎ-৫ । (ত) অজ, একপাদ, অহিত্রয়, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শিবন, ঈশ্বর ও শঙ্কু । মহাভা-অমু-১৫০ । (থ) কপালী, পিত্তল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শান্তা, শঙ্কু, অন্ত ও ভব । স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪, ২১ । (দ) অজৈকপাদ, অহি-বর্গ, ঞ্জটা, রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপর্দী ও রৈবত । শিব-ধর্ম-৫৪ । (ধ) নিষ্কৃতি, শঙ্কু, অপরাঞ্জিত, খর, মৃগব্যাধ, কপর্দী, দহন, অহিত্রয়, কপালী, পিত্তল ও সেনানী । মৎ-১৭১ । (ন) মৃগব্যাধ, শর্ক, নিষ্কৃতি, অজৈকপাদ, অহিত্রয়, পিনাকী, ভব, বিশ্বেশ্বর, কপর্দী, স্থাপু ও ভব । পদ্ম-সৃষ্টি-১৮ । (প) বৃষধ্বজ, শর্ক, মৃগব্যাধ, অজৈকপাদ, অহিত্রয়, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, বৃষাকপি ও ত্র্যম্বক । স্বন্দ-ভাগ-১৪৬ । (ক) অজৈকপাদহিত্রয়-ঞটা, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ক ও কপালী । ব্রহ্মপু-৩ । (ব)

মহুয়, মহু, মহিনসু, মহান, শিব, ঋত-ধ্বজ, উগ্ররোতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত । এই একাদশ রুদ্রের পত্নীদের নাম—ধী, যুতি, রসলোমা, নিবুৎ, সর্পী, ইরা, অধিকা, ইরাবতী, যধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী । ভাগ-৩৬-১২ । ব্রহ্মা (৬৮) ও কাষ্ঠা দেখ । (১১) রুদ্র, কাশিক, জনক, বপু, দীপ্তি, ভানু, ও কর্ণ, এই সকল মহাঋগণ আয়ু-র্ষেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া অমর হইয়া-ছিলেন । দেবীপু-১১০ । (২০) চন্দ্র-তনয় বৃধের ঔরসে ও মনু-কন্যা ইলার গর্ভে রজঃ, রুদ্র ও পুরুষবা নামে তিন পুত্র জন্মে । গুরু-পু-১৪২ (২১) ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যাগণের গর্ভে বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-শান্তি-২০৭ । (২২) আহবনীর অগ্নির একপঞ্চাশৎ সন্তানের অন্ততম রুদ্র । গোদানকালে ঐ অগ্নির পূজা ও আবাহন বিধেয় । দেবীপু-১২২ । (২৩) সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কালে রুদ্রগণ দেবতা ছিলেন । বিষ্ণু-৩য়-১ । কৃষ্ণ-পু-৫০ । বৃহস্পতি-৩৭ । ব্রহ্মপু-৫ । ভাগ-৮৬-১৩ । বৈবস্বত মনু দেখ । (২৪) দেবগণের যে আটটি বিভাগ আছে, তন্মধ্যে রুদ্রগণ একটি । ব্রহ্মা-৭১ । তৃণগণ দেখ । (২৫) তেজিশজন দেবতার অন্তর্গত রুদ্রগণ, অসিদ্ধির গর্ভে জন্মগ্রহণ

করেন। রামা-আর-১৪। (২৬) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজার উপাচার যন্ত্রের মধ্যবর্তী ষট্‌কোণের বায়ুকোণে সরস্বতী ও রুদ্রের পূজা করিতে হয়। তন্ত্র: ১৬৫ পৃ:। (২৭) তন্ত্রমতে রুদ্র-গণের নাম—ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চা-স্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কুর্ষ, এক-নেত্র, চতুরানন, অজেশ, সর্ক, সোমেশ, লাম্বলী, দারুক, অর্জুনারী-শ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অদ্রি, মান, মেঘ, লোহিত, শিখী, ছগলভ, ধিরণেশ, মহাকালী, বালী, ভূজেশ, পিণাকীশ, খড়্গীশ, বক, ভৃগুশ, ষ্ঠেত, কুলি, শিব এবং সংবর্তক। ইহাদের সকলেরই হস্তে শূল ও নরকপাল। তন্ত্র: ৩০৮ পৃ:। শিব ও ব্রহ্মা (২৮), (২৯), (৩০), (৪৩), (৬৯), (১২২) ও (২০৩) দেখ। (২৮) রুদ্র প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের অস্ত-ত্তম দেবতা। ঋষিরা রুদ্র সঙ্ঘে অনেক ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। রুদ্রের পুত্র মরুত্মানও দেবতা ছিলেন। ঋষিরা অনেক স্থলে অগ্নিকেই রুদ্র-নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্মাকেই রুদ্র বলা হইয়াছে। ঋক্-১১৩১৪: ১ ; ১১৩৩১-৩৬: ৩, ৪।

রুদ্রকালী—অন্ততম মাতৃকা। স্বন্দ-দেখ।

রুদ্রকোটি—রুদ্র দেখ।

রুদ্রচণ্ডা—অন্ততম শক্তি। পঞ্চ-পু-২৪। শক্তি দেখ।

রুদ্রজাপ্যন্তত—মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-স্বষ্টি-৫।

রুদ্রতনয়—দশদেবতার এক নাম। মহাভা-শান্তি-২১১।

রুদ্রদত্ত—চন্দ্রবংশীয় কিম্বদন্তির অন্ততম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

রুদ্রদুতি—নামাস্তর শিবদুতি। শুভনিমিত্তের বধের জন্য দেবী মহেশ্বরী চাঁড়কার মুখ হইতে নানা দেবগণের অংশভূতা শক্তিগণের আবির্ভাব হয়। ঐ সময়ে দেব শব্দও দেবীর সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত হন। দেবী তাঁহাকে দূতরূপে শুভনিমিত্তের নিকট প্রেরণ করেন। তদবধি দেবী শিব-দুতি বা রুদ্রদুতি নামে প্রসিদ্ধা হন। বাম-৫৬।

রুদ্রমাল—জনৈক নাগ-তনয়। চমৎকারপুর-নিবাসী দেবরাতের তনয় ক্রথ রুদ্রমালকে বিনাদোষে বধ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগগণ চমৎকারপুর ধ্বংস করেন। স্বন্দ-নাগ-১১৪।

রুদ্ররোমা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সাতা দেখ। (২) কল্যাণ-দারিনা মাতৃকা-গণের অন্ততম। মহাভা-শল্য-৪৭। স্বন্দ-দেখ।

রুদ্রশির—ব্রহ্মার এক মস্তিষ্ক।

ব্রহ্মার কোনও কুর্কর্ষের জন্ত শিব ব্রহ্মার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তখন ব্রহ্মা করবোড়ে শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শিব বলেন যে, “যেহেতু তুমি দেবতা হইয়াও মনুষ্যের ভায় নিন্দিত কর্ষ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। আর আমি তোমার মন্তকেই অবস্থান করিব। তজ্জন্ত তোমার নাম রুদ্রশির হইবে। স্বন্দ-নাগ-৭৭ ; স্বন্দ-মাহে-কেদা-২৬। ব্রহ্মা (১২) দেখ।

রুদ্রসাবর্ণি (মহু)—(১) চতুর্দশ জন মহুর অন্ততম। বিভিন্ন পুরাণে মহু-দের যে বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, সে তালিকাগুলির সকলের মধ্যে রুদ্রসাবর্ণি মহুর নাম নাই। কয়েকটি আরগার আছে মাত্র। মহুগণের তালিকা দেখ। ১২৯৮-১৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দেবী-ভাগবত মতে (২৯-১৫) ধর্ম-সাবর্ণির পুত্র রুদ্রসাবর্ণি। তাঁহার তনয় দেবসাবর্ণি। আবার ঐ পুরাণেই অন্তত আছে (১০-৯-১৩অঃ) বৈব-স্বত মহুর অন্ততম পুত্র শর্য্যাপতি রুদ্রসাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মহু হয়েন। বৃহৎসং-পুরাণ মতে (মধ্য-২২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১০০) রুদ্রসাবর্ণি একাদশ মহু। তাঁহার পরে ধর্মসাবর্ণি মহু হন। (২) রুদ্রসাবর্ণি মহুর অধিকার কালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন। দেবতাদিগের

পাঁচটি গণ ছিল। যথা—হরিতগণ, লোহিতগণ, সূমনোগণ, সুকর্মগণ ও তারাগণ। ঐ প্রত্যেক গণেই দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—তপস্বী, সূতপা, তপোমূর্তি, তপোরতি, তপোভূতি, ভূতি ও তপোধন। দেবশ্রেষ্ঠ, উপদেব, দেববান্ প্রভৃতি মহুপুত্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অগ্নি-১৫০। (৩) রুদ্রসাবর্ণি মহুর নামান্তর ঋতসাবর্ণি। তিনি রুদ্রের পুত্র ছিলেন, তজ্জন্ত রুদ্রসাবর্ণি নামেও পরিচিত। তাঁহার অধিকারকালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন। দেবতাদের হরিত, রোহিত, সূমনা, সুকর্মা ও সুপার এই পাচটি গণ ছিল। এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—বশিষ্ঠ-তনয় কৃতী, আত্রেয়, সূতপা, আদ্রিরস তপোমূর্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পোলন্ত্য তপোশয়ান, পোলহ তপোরতি এবং ভার্গব তপোমতি। মিত্রবান্ প্রভৃতি মহুপুত্র ছিলেন। বায়ু-১০০। মিত্রবান্ দেখ। (৪) দ্বাদশ মহু রুদ্রসাবর্ণির দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন ও তপোমূর্তি, তপস্বী, অগ্নীত্রক প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ মহুর অধিকারকালে ভগবান্ হরি সত্যসহা নামক বিষ্ণের ঔরসে ও সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম

হয় স্বধাম। ভাগ-৮৮-১৩।

রুদ্রসুসী—অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-
১৭২। মাতৃকাগণ দেখ।

রুদ্রসেন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন
নৃপতি। তাঁহার পত্নীর নাম
পদ্মাবতী। তাঁহারা পূর্ব জন্মে এক
বনিকদম্পতি ছিলেন। এক বৈশাখী
পূর্ণিমা তিথিতে মহাকাালের মন্দিরে
জাগরণ করিয়া, মহেশ্বরের পূজা
করেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহারা
জন্মান্তরে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহারা জাতিস্বর হইয়াছিলেন এবং
পূর্বজন্মের বিবরণ স্মৃতিপথে উদ্ভিত
হওয়ার, এই জন্মেও প্রতিবৎসর
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে, মহাকাালের
মন্দিরে জাগরিত থাকিয়া পূজা, ধ্যান-
লোচনা ও গীতবাখ্যাদি করিতেন।
স্কন্দ-নাগ-৪৭।

রুদ্রা—(১) নরপতি রৌদ্রাশ্বের এক
কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) অন্ততমা
শিঙমাতা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২২।
আম্রা ও শিঙমাতা দেখ। (৩) সীতার
এক নাম। সীতা দেখ।

রুদ্রাণি—(১) অনন্ততৃতীয়া ত্রিতে
অঙ্কিত পদ্মের দক্ষিণে ভবানী ও
রুদ্রাণির পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২।
(২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রুদ্রাণী—(১) অন্ততমা যোগিনী।
কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (২)
দেবীসাবিত্রী রুদ্রকোটি তীর্থে রুদ্রাণী

নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সূক্ত-১৭।
সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী
রুদ্রকোটি তীর্থে রুদ্রাণী নামে পূজিতা
হন। মৎ-১৩। সতী দেখ। (৪) একা-
দশ রুদ্রের অন্ততম ধৃতব্রতের পত্নীর
নাম ছিল রুদ্রাণী। ভাগ-৩৮-১২।
(৫) দেবী আত্মশক্তির একনাম। তিনি
রুদ্রদেবের শক্তি অথবা রৌদ্র অর্থাৎ
ভয়ঙ্কর দানবগণকে নিধন করিয়া-
ছিলেন, অথবা ভয়ঙ্কর কার্য সম্পাদন
করেন, এই কারণে তিনি রুদ্রাণী নামে
অতিহিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৬)
দণ্ডকারণ্যে রুদ্রাণী নামে দেবী পূজিতা
হন। ঐ স্থলে গজানন অমর নামক
দানবকে নিহত করেন। দেবীপু-৪৩।

রুদ্রবাসেশ্বর—কাশীধামে মণি-
কর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণে অব-
স্থিত রুদ্রবাসেশ্বর শিবলিঙ্গের
অর্চনা করিলে, মানব রুদ্রলোকে গমন
করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

রুদ্রেদী—অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-
১৭২। মাতৃকাগণ দেখ।

রুদ্রেদ্বর—(১) রুদ্রমহালয় হইতে
রুদ্রেদ্বর লিঙ্গ আসিয়া কাশীধামে অব-
স্থান করিতেছেন। তাঁহাকে অর্চনা
করিলে রুদ্রলোকে গমন করিতে পারা
যায় এবং রুদ্ররূপে পরিগণিত হইতে
পারা যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬২, ৬৭।
(২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ রুদ্রেদ্বর শিবলিঙ্গ
সর্বপাতকহর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৮।

রুধিক্রা—একজন অনার্যাদম্ভ্য। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। ঋক্-২।১৪।৫।

রুধির—জৈনক রাক্ষস। সে কশিষ্ঠ ঋষির পুত্র শক্তিকে ভক্ষণ করিয়াছিল। লি-পু-৬৩।

রুধিরপারিনী—অন্ততমা যোগিনী ব্রহ্ম-কাশী-পু-৪৫। যোগিনীগণ'দেখ

রুধিরাধ—কঙ্কির ঋগুর শনিধ্বজ নৃপতির অমুচর ও সেনাপতি। কঙ্কি-৩২-১০।

রুধিরাশন—রাবণামুগত ধর ও দুষণভ্রাতৃদ্বয়ের অমুচর জৈনক রাক্ষস। সে দণ্ডকারণ্যে রামহস্তে নিহত হন। রামা-আর-২৩, ২৬।

রুম—খুব সম্ভব একজন অনার্য দলপতি। ইন্দ্র তাহাকে বশীভূত করেন। ঋক্-৮।৪।২

রুমণ—(১) যাতুধানাশ্রজ অন্ততম রাক্ষস বিদ্যাতের পুত্র। বারু-৬৯। আপ, বধ ও যাতুধান দেখ। (২) জৈনক বানর দলপতি। তিনি বহু সংখ্যক বানর-সহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-আর-৩৯।

রুমধান—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুদর্শনের সেনাপতি। বারাগসীরাজ বিজয়ের সেনাপতি সন্নয়ের হস্তে তিনি নিহত হন। কালিকা-৮৯। (২) বিধুম নামক বস্তুর অন্ততম পরিচারক। বিধুম ব্রহ্মার শাপে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার

ভৃত্যগণও প্রভুর বিরোধে সহ করিতে না পারিয়া, মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পুন্দ্রবন্ত নামক বিধূনের পরিচারক কোশাঘাষিপতি শূতানীকের অন্ততম মন্ত্রী বিপ্রতীকের পুত্র রুমধান রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-ব্রহ্ম-সেতু-৫। মাল্যবান্ দেখ।

রুমা—তার নামক বানরের কন্যা ও সুগ্রীবের ভাৰ্য্যা। বানর-রাজ বালী সুগ্রীবকে কিঙ্কিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া রুমাকে নিজ অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। রাম-কর্তৃক বালী নিহত হইলে সুগ্রীব রুমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হন। রাম-কিঙ্কি-৮, ২০; অঘ্নি-৮। পদ্ম-পাতা-৭১। অধ্যা-রামা-কিঙ্কি-৩। অম্বু-রামা-১৬।

রুরু—(১) চান্দ্রব মমুর অন্ততম পুত্র। রুরুর পুত্র অঙ্গ। হরি-হরি-১২৬। মৎ-২। শিব-ধর্ম-৫২। গরু-পু-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। ব্রহ্মপু-৫। (২) মহর্ষি চ্যবনের পুত্র প্রমতি হইতে স্বতাচী অঙ্গরার গর্ভে রুরু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যেনকার গর্ভজাত ও গন্ধর্বরাজ বিশ্বাসুর কন্যা প্রমথরাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৫, ৮। (৩) প্রমতির পত্নী প্রতাপীর গর্ভে রুরু জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২৬-৮২। (৪) প্রমথরার গর্ভে রুরুর গুনক নামে পুত্র জন্মে। মহাভা-অনুশা-৩০। প্রমথরা দেখ। (৫) দেবদত্ত নামক

এক তপস্বী ব্রাহ্মণের তপোভক্ত করিবার জন্ত ইন্দ্র প্রমোচা নারী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রমোচার গর্ভে দেবদত্তের এক কন্তা জন্মে। রুদ্র অর্থাৎ যুগগণ ঐ কন্তাকে তপোবনে পালন করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম হয় রুদ্র। সেই কন্তা অতিশয় শুদ্ধমতী ছিলেন। তিনি নারায়ণের তপস্তা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন ও নারায়ণের অমুগ্রহে পরম তীর্থরূপে পরিণত হন। বরা-১৮৬। (৬) দেবী ভগবতীর অমুচর একজন নায়ক। কালিকা-৬৩। ভয়ঙ্কর দেখ। (৭) শিবামুচর ভৈরবের ঔরসে উর্কশীর গর্ভে স্রবেশ নামে এক পুত্র জন্মে। স্রবেশ গন্ধর্বরাজ ধৃত-রাষ্ট্রের কন্তাকে বিবাহ করেন। সেই কন্তার গর্ভে স্রবেশের রুদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। রুদ্রর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে বাহু জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-৮৯। ঈশ্বর (২) দেখ। (৮) তপস্তারত দেবী শিবার তপস্তেজ হইতে রুদ্র নামে এক দৈত্য প্রাহুর্ভূত হয়। সে সমুদ্র মধ্যস্থ রত্ন নামক মহাভয়ঙ্কর পুরীতে বাস করিত। একবার স্বর্গজয়েচ্ছা হইয়া, রুদ্র অমুচর-গণের সহিত অভিযান করে। দেবগণ রুদ্রর ভয়ে ভীত হইয়া নীলাচলে তপস্তারত শিবাদেবীর নিকট উপস্থিত হন। দেবী দেবগণকে ভয়ান্ত দেখিয়া

উচ্চহাস্ত করেন। তাহাতেই তাঁহার মুখ হইতে কতকগুলি অক্ষরা প্রাহুর্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবী সানুচর রুদ্রর সহিত যুদ্ধ বাজা করেন। অতঃপর দেবীহন্তেই রুদ্র নিধন প্রাপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩১। (৯) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের বংশে রুদ্র নামে এক জন অসুর জন্ম গ্রহণ করে। রুদ্রর পুত্র মহাসুর দুর্গম। দেবীভা-৭৬-২৮। (১০) কাস্তিকের বান্ধব ময়ুরের মুখ হইতে মেঘাকৃতি রুদ্র নামক এক অসুরের উদ্ভব হয়। শিবের আদেশে ঐ দৈত্য ব্রহ্মার স্তব করিতে থাকিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে, “তুমি সপ্তলোকের অধীশ্বর এবং অজয় ও অক্ষয় হইবে” বলিয়া বর প্রদান করেন। অতঃপর পিতামহ পাতাল প্রদেশে রুদ্রর বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। রুদ্র পাতাল-নিবাসী অসুরদিগের অধিপতি হইয়া ক্রমে সমাগরা পৃথিবী জয় করেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে, বিষ্ণু দেবগণের হিতার্থ রুদ্রদৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হন। পরে দেবী আত্মা-শক্তি শিবানী ও ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী প্রভৃতিও যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁহাদের সকলের মিলিত শক্তির নিকট রুদ্র পরাজিত হইয়া দেবী-হন্তে নিহত হন। দেবীপু-৮৩-৮৬। ব্রহ্মা (১৮১) দেখ। (১১) শুভ-বিভূত

দানব শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম সেনাপতি । তিনি দেবীহস্তে নিহত হন । বাম-৫৫ । (১২) রুদ্র দৈত্যের পুত্র দুর্গ অশুর । স্বন্দ-কাশী-উদ্ভ-৭১ । (১৩) রৈবত মন্বন্তরে রুদ্র নামে এক অশুর ছিল । তাহার পুত্র বজ্রাশুর । স্বন্দ-আব-চতু-৪ । (১৪) রথন্তর কল্পে রুদ্র নামে এক মহাপরাক্রান্ত দৈত্য ছিলেন । তিনি নিজ বলে দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন । দেব ও ঋষিগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার বধোপায়ের জ্ঞাত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । তখন ক্রুদ্ধ দেব ও ঋষিগণের দেহনির্গত স্বেদ হইতে এক কচ্ছা জন্মগ্রহণ করিলেন । দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় সেই কচ্ছা রুদ্রবধে সম্মত হইয়া উচ্চহাস্ত করিলেন । তাঁহার সেই হাস্ত হইতে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্ত আরও অনেকগুলি কচ্ছা উৎপন্ন হইলেন । এই সকল অমুচরীদিগকে লইয়া এই কচ্ছা রুদ্রদৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪২ । (১৫) একবার রুদ্র নামক এক দৈত্য দেবী দাক্ষায়ণীর রূপে বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্ত, ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন । সূর্য্যোদয়কাল তপস্তা করিবার পর, ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে,

দাক্ষায়ণীকে পত্নীরূপে পাইবার তাঁহার কোনই সম্ভাবনা নাই । তিনি যেন ঐ রূপ আশা পরিত্যাগ করেন । কিন্তু রুদ্রদৈত্য তাঁহার কথাতেও ভ্রমোন্মত্ত না হইয়া, মলয় পর্ব্বতে আরও তীব্রতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার তপস্তার ফলে, মলয়পর্ব্বতে দাবানল জলিয়া উঠিল । সেই অগ্নিভয়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন । পার্ব্বতী শিবের নিকট হইতে স্থানান্তরে গমনের কারণ ও রুদ্রদৈত্যের তপস্তার কথা শুনিয়া এবং রুদ্রদৈত্য বধে শিবের অসামর্থ্যের কথা জানিতে পারিয়া, স্বয়ংই দৈত্য বধে কৃতসংকল্প হইলেন । তিনি এক সিংহকে বধ করিয়া, তাহার চর্ম্ম পরিধান ও সিংহরক্তে দেহ রঞ্জিত করিয়া, রুদ্রদৈত্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন । শিব-ধর্ম্ম-৬ । (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনকের পুত্র রুদ্র । তাঁহার তনয় পারিপাত্র । গুরু-পু-১৪২ । পারিপাত্র ও অহীনক দেখ । (১৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনকুর পুত্র রূপ ; রূপের তনয় রুদ্র । তাঁহার পুত্র পরিপাত্র । বিষ্ণু-৪র্থ-৪ । (১৮) রাম (পরশুরাম), ব্যাস, অশ্বখামা, শরদান, অত্রিপুত্র, গালব ও কশ্যপপুত্র রুদ্র, ইহঁরা সাবর্ণি-মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন । হরি-

হরি-৭। সাবর্ণিমহু দেখ। (১২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর বায়ু কোণ-রক্ষক জনৈক দ্বারপাল। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। ভৈরব (১০) দেখ। (২০) বরাহকল্পের স্রষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহাদেব নকুলীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার কুণিক, গর্গ, মিত্রক ও রুরু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। কুর্শ-পু-৫২। নকুলী, নকুলীশ ও শিব দেখ।
রুরুক—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশে বিজয় নামক এক ধর্মাত্মা নৃপতির পুত্র রুরুক। তাঁহার তনয় বৃক। হরি-হরি-১৩। বিষ্ণু-৩র্থ-৩। গুরু-পু-১৪২। ব্রহ্মপু-৮। বায়ু ৮৮। বৃক ও বিজয় দেখ।

রুরুদ্রোহ—জনৈক ভিন্ন জাতীয় ব্যাধ। শিকার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, একদিন রাজ্যিকালে সে কিছু পানীয় জলসহ এক বিবরুক্ষে আরোহণ করিয়া, অপেক্ষা করিতেছিল। তখন তাহার শরীর সঞ্চালনে কতিপয় বিবরপত্র ও কিঞ্চিৎ জল বৃক্ষমূলস্থিত শিবলিঙ্গের উপর পতিত হয়। তাহাতেই রুরুদ্রোহের শিবপূজা করিবার কল লাভ হয়। সেই ব্যাধই পরজন্মে নিবামরাজ গুহরূপে জন্মলাভ করে। শিব-জ্ঞান-৭৪।

রুশম্—কর্ণগোত্রীয় মেধ্যাতিথি ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্র রুশম. স্বাবক

ও রূপকে যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞের যজমানকেও যেন রক্ষা করেন। সায়নাচার্য্য এই রুশমএর কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক-৮। ৩। ১২।

রুশম্—যদুবংশীয় স্বাহের তনয়। তাঁহার আশ্বজ চিত্ররথ। মৎ-৪৪। চিত্ররথ ও স্বাহা দেখ।

রুশম্—যদুবংশীয় স্বাহার পুত্র। তাঁহার তনয় চিত্ররথ। অগ্নি-২। ৭৫। চিত্ররথ ও স্বাহ দেখ।

রুশম্—(১) অঙ্গবংশীয় উলীনরের পুত্র তিতিক্ষু। তাঁহার তনয় রুশম্। তৎসুত পৈল। অগ্নি-২। ৭৭। উলীনর দেখ। (২) মহামনার পুত্র উলীনর ও তিতিক্ষু। তিতিক্ষুর তনয় রুশম্। ভাগ-২। ২২-২৩। তিতিক্ষু দেখ। (৩) মহাশাল-তনয় মহামনার নামান্তর ছিল উলীনর। তাঁহার আশ্বজ তিতিক্ষু। তৎপুত্র রুশম্। রুশম্‌য়ের তনয় হেম। গুরু-পু-১৪২। মহামনা ও উশম্ দেখ।

রুশম্—যদুবংশীয় স্বাহির তনয়। তাঁহার আশ্বজ চিত্ররথ। বিষ্ণু-৩র্থ-১২। চিত্ররথ, স্বাহি ও রুশম্ দেখ।

রুশম্—জমদগ্নির অন্ততম পুত্র। কালিকা-৮৩। জমদগ্নি দেখ।

রুই—নকুলী নামক শিবাবতার। যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব, নকুলী ও রুরু দেখ।

কৃষ্ণ—নকুলীশ্বর নামক শিবাবতার
বেগাচাৰ্য্যের অন্ততম শিষ্য। শিব-
বাহু-উক্ত-১০। নকুলী, নকুলীশ ও
শিব দেখ।

রূপ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীর অহীনগুর
পুত্র রূপ। রূপের তনয় রুরু। বিষ্ণু-
৪র্থ-৪। অহীনক ও রুরু দেখ।

রূপক—জৈনক রাক্ষস। সে
অস্ত্রার্সিদ্ধ ত্রব্যাসার শিবের আরা-
ধনা করে এবং সেই ত্রব্যের দ্বারাই
ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত এক ঘণ্টা
প্রস্তুত করে। মরণান্তে শিবলোকে
গমন করিয়া, সে বিকলাঙ্গ চোর-গণ
হয়। পদ্ম-পাতা-৭২।

রূপবতী—নিমি-তনয় মিথির পত্নী।
(মিথির নামান্তর জনক)। মিথি সমস্ত
ধন দান করিয়া, সস্ত্রীক তীর্থ-
ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, এক জনশূন্য
স্থানে উপস্থিত হন। তথায় রূপবতী
ভূকায় অতিশয় কাতরা হন। সূর্য্যদেব
তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, রূপবতীর ক্লে-
শ হরণের জন্ত, দুইটি পাছুকা, একটি ছত্র
ও পানীয় জল দান করেন। বরা-
২৮। মিথি দেখ।

রূপসুন্দরী—সুধম্মা নামক রাজার
মহিষী। সুধম্মা নরপতি পূর্বেজ্ঞে
বিষ্ণু-মন্দির বাসী এক মার্জ্জার ছিলেন।
রূপসুন্দরীও ঐ মন্দিরে মূষিকরূপে
অবস্থান করিতেন। একবার
মার্জ্জারকে দেখিয়া ক্রতপদে পলায়ন

করিবার সময়ে, মূষিকের পদসঙ্কালনে
মন্দির মধ্যস্থ দীপের বস্তিকা উজ্জলভা
প্রাপ্ত হয়। সেই পুণ্যকালেই মূষিক
পরজন্মে রাজমহিষী হইয়া জন্ম গ্রহণ
করে। পদ্ম-উক্ত-৩০।

রূপিন—অজমীচের অন্ততমা কন্যা।
মহাভা-আদি-২৪। কেশিনী দেখ।

রূপিনী—তম্বোক্ত অন্ততমা ব্যঞ্জন-
শক্তি। তন্ত্র-৩০২ পৃঃ। শক্তি দেখ।

রূপেশ্বর—মহাকালা বনে অবস্থিত
এক শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন
করিলে, মানব পরম রূপবান হয়।
কল্প-আব-৮তু-৬২।

রেণু, রেণু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীর এক
জন নরপতি। তাঁহার কন্যা রেণুকা
জমদগ্নির পত্নী ছিলেন। ভাগ-২৯-
১৫। হরি-হরি-২৭ ব্রহ্মপু-১০।
বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) বিশ্বামিত্রের অন্ত-
তম তনয়। বিশ্বামিত্র দেখ। (৩)
বিশ্বামিত্রের পত্নী রেণু। তাঁহার
গর্ভে রেণুমান জন্মগ্রহণ করেন।
হরি-হরি-৩২। (৪) শালবতী নাম্নী
পত্নীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের রেণু প্রভৃতি
পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-১০।
(৫) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।
তিনি পবমান সোমদেবতার স্তব
করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করেন।
ঋক-২। ৭। ১১-১০।

রেণুক—রসাতলবাসী জৈনক নাগ।
তিনি দেবভাগণের অমুরোধে ঈশ-

পঞ্চাঙ্গের নিকট গমন করিয়া ধর্মের স্মৃতিসমূহ অবগত হন এবং পরে ঐ তত্ত্ব সমূহ দেবগণের নিকটই কীর্তন করেন । মহাভা-অমুশা-১৩২ ।

রেণুকা, রেণুকা—(১) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণু নরপতির কন্যা । হরি-হরি-২৭ । পদ্ম-উত্ত-২৪১ । ভাগ-২ঙ্ক-১৫ । ব্রহ্মপু-১০ । বিষ্ণু-৪র্থ-৭ । (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবেণুর কন্যা কামলী রেণুকা । তাঁহার গর্ভে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-২১ । (৩) রেণুকা বিদর্ভরাজের কন্যা ছিলেন । জমদগ্নির ঔরসে তাঁহার গর্ভে সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও রুশ্বান নামে চারিটি পুত্র জন্মে । তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ আরও এক পুত্র জন্মে । তাঁহার নাম রাম । (পরশুরাম) । কালিকা-৮৩ । জমদগ্নি ও পরশুরাম দেখ ।

রেণুমতি—পঞ্চপাণ্ডুরের অন্ততম সহদেবের পত্নী । তাঁহার নিরমিত্র নামে এক পুত্র জন্মে । গুরু-পু-১৪৪ ।

রেণুমান—রেণু দেখ ।

রেণুহয়—যদুনন্দন শতজিতের পুত্র । অগ্নি-২৭৫ । ভাগ-২ঙ্ক-২৩ । শত-জিৎ দেখ ।

রেব—(১) মনুবাংশীয় আনর্ডের পুত্র রেব । রেবের তনয় রৈবত । হরি-হরি-১০ । অগ্নি-২৭৩ । বায়ু-৮৬ । (২) আনর্ডের পুত্র রোচমান । তাঁহার

একশত পুত্রের মধ্যে রেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন । রেব, রৈবত ও ককুদী নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাঁহার কন্যা রেবতী বলরামের পত্নী ছিলেন । লি-পু-৬৬ । মৎ-১২ । (৩) আনর্ড নরপতির তনয় রেব । রেব রাজার পুত্র রৈবত ও ককুদী । রেব রাজার পুত্রীর নাম ছিল কুশস্থলী । শিব-ধর্ম-৬০ । ব্রহ্মপু-৭ । (৪) আনর্ডের তনয় রোচমান । তাঁহার আশ্বজ রেব । রেবের পুত্র রৈবত । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । আনর্ড ও রেবত দেখ ।

রেবত—(১) সূর্য্যের অন্ততমা পত্নী রাজ্যীর গর্ভে রেবত জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । সৌর-৩০ । (২) মনুবাংশীয় আনর্ড নৃপতির পুত্র রেবত । তাঁহার তনয় রৈবত ককুদী ও কন্যা রেবতী । বিষ্ণু-৪র্থ-১ । দেবীভা-৭ঙ্ক-৭ । ভাগ-২ঙ্ক-৩ । রেব দেখ । (৩) আনর্ডের দুই পুত্র দেবক ও রেবত । রেবতের পুত্র রৈবত । গুরু-পু-১৪২ । (৪) আনর্ডের তনয় রেবত । তিনি নিজহস্তে ত্রিশৈলগিরির পুত্রকে উৎপাটিত করিয়া, আনর্ডদেশে নিষ্ক্ষেপ করেন । রেবতের নামাঙ্কনায়ে ঐ পর্ব্বতের নাম হয় রৈবত । রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া, পাত্ৰাঘেবণে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন । তথায় তিনি ব্রহ্মাকে কন্যার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রের

সন্ধান দিতে বলেন । ব্রহ্মা রেবতকে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া বসু-দেব তনয় বলরামের সহিত রেবতীকে বিবাহ দিতে পরামর্শ দিলেন । ব্রহ্মার পরামর্শে রেবত দ্বারকার গমন করিয়া, বলদেবের হস্তে কস্তা রেবতীকে সমর্পণ করিলেন । ভাগ-১০ঙ্ক-৫২ । ব্রহ্মপু-৭ । গর্গ-দ্বার-৩, ৯ । বিষ্ণু-৪র্থ-১ । দেবীভা-৭ঙ্ক-৭, ৮ । (৫) রেবত একবার সঙ্গীত শ্রবণের জন্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন । দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিলেও ব্রহ্মলোকে জরাদির অভাব-বশতঃ, যৌবনাবস্থায়ই নিজ পুরাতে প্রত্যাগমন করেন । তথায় দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্বপুত্রী কুশস্থলী যথায় বর্তমান ছিল, সেই স্থলেই অন্ধক, ভোজ ও বৃক্ষিবংশীয়গণ দ্বারবতী নামক নগরী স্থাপনপূর্বক বাস করিতেছেন । তখন তিনি নিজ কস্তা রেবতীকে বলরামের সহিত বিবাহ দিয়া, তপস্তা করিবার জন্ত মেরু পর্বতে গমন করিলেন । বায়ু-৮৬ । হরি-হরি-১০ । শিব-ধর্ম-৬০ । অগ্নি-২৭৩ । (৬) সূর্য্য হইতে ঝট্টার কস্তা সংজ্ঞার গর্ভে রেবত জন্মগ্রহণ করেন । লি-পু-৬৫ । (৭) সূর্য্যের অন্ততম পত্নী (রেবত-কস্তা) রাজ্যীর গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মে । শত-স্বষ্টী-৮ । (৮) একাদশ ঋতুর অন্ততম । হরি-হরি-৩ । রুদ্র ও

রৈবত দেখ । (৯) চান্দ্র মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা । বায়ু-৬২ । মহাসমুদ্র-১০ । যদু-বংশীয় কণোভ-রোমার পুত্র রেবত । তাঁহার তনয় বিদ্বান্ । বায়ু-২৬ । (১১) রেবত নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন । মহাভা-অম্বশা-১৬৫ । রাজর্ষি দেখ । (১২) বলরামের শতুর রাজা রেবত অনেক পুরাণে রেবত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।

রেবতী—(১) কুশস্থলী নগরীর অধিপতি আনর্ভবংশীয় রাজা রেবতের (রৈবতের) কস্তা । শ্রীকৃষ্ণের অংগ বলরামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । (রেবত দেখ) । (২) রেবতীর গর্ভে বলরামের নিশঠ নামে এক পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩৫ । আবার হরিবংশেরই অন্তর আছে রেবতীর গর্ভে উন্মুক ও নিশঠ নামে দুই পুত্র জন্মে । হরি-হরি-১৬০ । বিষ্ণু-৫ম-২৫ । অগ্নি-১২ । ব্রহ্মপু-১৯৮ । কুর্ধ-পু-২৪ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ । (৩) রেবতীর গর্ভে বলরামের সারণ, শঠ, নিশঠ, উন্মুক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । গরু-পু-১৪৩ । (৪) চান্দ্রমহর জ্যোতিষতী নামক এক কস্তা ছিল । ঐ কস্তা সর্কাপেক্ষা বলবান্ পুরুষকে পতিরূপে পাইবার জন্ত তপস্তা করেন । ইন্দ্র, বায়ু, প্রভৃতি দেবগণ জ্যোতিষতীকে

বিবাহ করিতে যাইয়া, প্রত্যাখ্যাত হন। তজ্জন্ত ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন যে, তাঁহার গর্ভে কোনও সন্তান জন্মিবে না। জ্যোতি-মতীর তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—“তুমি আনন্ড-দেশীয় রেবত রাজার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিলে, দেবসঙ্কর্ষণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে।” গর্গ-বল-৪। (৫) বলদেব দেহত্যাগ করিলে রেবতী অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। ব্রহ্মপু-২১২। বিষ্ণু-৫ম-৫৮। লি-পু-৬৯। (৬) রেবতী নামে একজন মাতৃকা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। অগ্নি-১২। মৎ-১৭৯। (৭) ব্রহ্মার ক্রোধজাত অর্ধনারীনার-মূর্তির নারী অংশ রেবতী। তিনি ভূত-নাশিকা প্রভৃতি বহুবিধ নামে প্রসিদ্ধা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৮) মহর্ষি ভর-দ্বাজের এক ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম রেবতী। তিনি দেখিতে অতি-শয় কুরূপা ছিলেন। তজ্জন্ত মহর্ষি ভরদ্বাজ রেবতীর বিবাহ বিষয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। এক-বার কঠ নামক একজন বিদ্বান্ শুনিলে ভরদ্বাজের শিষ্য গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে যথাযথ বিদ্যা দান

করিয়া, গুরুদক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া, কঠকে তাঁহার ভগ্নী রেবতীর পাণি-গ্রহণ করিতে বলিলেন। কঠ তাহা-তেই সম্মত হইয়া যথাবিধি রেব-তীকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর কঠ শিববরে রেবতীকে সুরূপা করিবার জন্ত দেব শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্তায় কলে রেবতী অল্পপম দৈহিক সৌন্দর্য লাভ করিলেন। অনন্তর রেবতীর অভিষেকোদক গঙ্গা সলিলে মিশ্রিত হইয়া, রেবতী নামে এক নদী হইল। অভিষেকান্তে রেবতী নিজ পুণ্য-রূপস্থ সিকিরি জন্ত পুনরায় অভি-ষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সেই অভিষেক জলে বিদর্ভা নামে এক নদীর সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মপু-১২১। (৯) কলির অন্ততম পুত্র বিধমের পত্নী রেবতী। সন্ধ্যায় বিচরণশীল, মহাবল, নৈর্ঘাত নামে খ্যাত রাক্ষস-গণ, এই রেবতীর গর্ভে জন্মে। বায়ু-৮৪। নাক দেখ। (১০) মিত্রের পত্নীর নাম রেবতী। ভাগ-৬স্ক-১৮। মিত্র (৪) দেখ। (১১) চতুঃস্রুতি যোগিনীগণের অন্ততমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (১২) বলদেবের ভার্য্যা রেবতী উত্তম কৃত্যুগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলদেব অপেক্ষা তিন যুগ পরিমাণ জ্যেষ্ঠা ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১০৩। (১৩) শাকুনি নামক

ব্রাহ্মণের পত্নী রেবতী। শাকুনি দেখে। (১৪) রেবতক গিরির কন্যা রেবতী। প্রমুচ নামে এক রাজর্ষি রেবতীকে ক্রান্তার জ্ঞান পালন করেন। প্রমুচ বহু-বহি সকাশে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইবে। বহি বলেন যে, বিক্রমশীলের পুত্র রাজা হুর্দুমের সহিত রেবতীর বিবাহ হইবে। ক্রান্তার ক্রমে হুর্দুম নৃপতি যুগয়া ব্যপদেশে প্রমুচের আশ্রমে উপনীত হইলে, রাজর্ষি প্রমুচ তাঁহার সহিত রেবতীর বিবাহ দিতে উক্ত হইলেন। কিন্তু কন্যা রেবতী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, রেবতী নক্ষত্র ভিন্ন অপর নক্ষত্রে তিনি বিবাহ করিবেন না। তাঁহার পালক পিতা প্রমুচ কোনও ক্রমে রেবতীর মত পরিবর্তন করাইতে না পারিয়া, অগত্যা তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্ত, ঋক্ষকে গগনে স্থাপিত করিয়া রেবতীর বিবাহ দিলেন। রেবতীর গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৭৫। স্বন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। (১৫) শৈবনাগের পত্নীর নাম ছিল রেবতী। তিনি ভট্টিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর অভিশাপে মহুগ্ন যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-নাগ-১১৬। (১৬) রেবা শব্দের অর্থ নন্দনা নদী বা দেবী এবং অতি পদের অর্থ বিঘ্নের নাশ। দেবী দুর্গা অখিল বিঘ্ন হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রেবতী। দেবীপু-

১৬, ৩৭। (১৭) ঋষিদের অন্ততমা দেবী। সায়নাচার্যের মতে স্বর্গের পথের মঙ্গলদায়িনী এক দেবী। ঋক-৫।৫১।১৪।

রেবতেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭।

রেবন্ত—(১) সূর্য্যের ঔরসে অশ্বরূপধারী সংজ্ঞার গর্ভে চন্দ্র, বর্ষ ও খজাধারী, শর-তুণীরাতি সমন্বিত অশ্বাকৃৎ এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম রেবন্ত। মার্ক-৭৮, ১০৮। স্বন্দ-আব-চতু-৫৬। শিব-ধর্ম্ম-১১। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২) রেবত-রাজ তনয়া রাজ্ঞী সূর্য্যের অন্ততনা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ধ-পু-২০। অগ্নি-২৭৩। (৩) প্রভাসক্ষেত্রে নৈঋত কোণে অবস্থিত অশ্বারোহী রেবন্তক দেবকে দর্শন করিলে, মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। রবিবার সপ্তমী তিথিতে যে নর ইহার পূজা করে, তাহাব বংশে কেহই আর দরিদ্র হয় না। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬০।

রেবন্তেশ্বর—রবিপুত্র রেবন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াই অশ্বারোহণ করিয়া এই ত্রিলোক জয় করেন। তাঁহার শরীরস্থ অগ্নিধারা জিতুবন দগ্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শে শব্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শিব রেবন্তকে

আজ্ঞান করিয়া তাঁহাকে বানাক্রপ
দেহে সম্ভাষণ পূর্বক মহাকালবনে
বাইরা বাস করিতে পরামর্শ দিলেন।
সেই মহাকালবনস্থিত শিবলিঙ্গ তদবধি
রেবন্তেশ্বর নামে পূজিত হইতে
লাগিলেন। শিবের বরে রেবন্ত শুদ্ধক-
দিগের অধিপতি হইলেন। স্বন্দ-
আব-চতু-৫৬।

রেবা—(১) নদীবিশেষ। তিনি
কুন্দের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।
তাঁহারই নামান্তর নর্মদা। পুণ্যালক্ষণা
রেবানদী কদাপি মৃত হন না। রেবা
(নর্মদা), যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি
নদীগণ অগ্নিদেবের পত্নী ছিলেন।
স্বন্দ-আব-রেবা-৯, ২০, ২২। (২)
কোনও সময়ে রেবা শিবতুল্য পুত্র-
লাভের আশায় শঙ্করের আরাধনা
করেন। শিব অনেক চিন্তার পর
রেবার পুত্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত
হইলেন। বরা-১৪৪। শিব দেখ।

(৩) স্বন্দ দেবসেনাপতির পদে মৃত
হইলে রেবা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
সাগরবেণীকে প্রদান করেন। বাম-
৫৭। বৈতালী দেখ।

রেভ—মহর্ষি রেভকে অনুরোধ
সায়ংকালে দড়িধারী বন্ধন করিয়া কূপে
নিক্ষেপ করেন। নয়দিন দশরাত্র
রেভ ঋষি কূপে থাকিয়া অশ্বিনয়ের
স্তব করেন। দশমদিন প্রাতঃকালে
অশ্বিন তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

স্বন্দ-১১১১২১৫ ; ১১১১২১৬ বিদ্য
দেখ।

রেমক—অজপার্শ্ব দেখ।

রৈক—মহর্ষি রৈক রাজা জ্ঞানরত্নির
কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া জ্ঞান-
জ্ঞিতিকে ব্রহ্মবিজ্ঞা দান করেন।
ছান্দো-৪র্থ-অ, ২য় খ।

রৈব—আনন্তদেশাপতির পুত্র।
ব্রহ্মপু-৭। হরি-হরি-১০। রেভ
দেখ।

রৈবত—(১) রেবত রাজারই নামান্তর।
রেবত দেখ। (২) একাদশ কুন্দের
অন্ততম। কুন্দের দেখ। (৩) রৈবত-
রাজার কন্যা রাজ্ঞী সূর্য্যের অন্ততমা
পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। রেবত
ও সূর্য্য দেখ। (৪) ষষ্ঠার (বিষকর্ষার)
অন্ততম পুত্র। মহাত্মা-শান্তি-২০৮।
অজৈকপাণ্ড ও বিরূপাক্ষ দেখ। (৫)
রক্তিদেব দেখ।

রৈবতক—(১) গৌতম মুনির পুত্র
মেধাবী, অপাস্তর মুনিকে যথোচিত
সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া,
তাঁহার শাপে শৈলরূপ প্রাপ্ত হন এবং
ঐরূপে ত্রীপর্ষতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ
করেন। শৈলীভূত মেধাবী নারদের
মুখে ঋককার সাহায্য শ্রবণ করিয়া,
তথায় যাইতে ইচ্ছুক হন এবং নারদের
দ্বারা রেবত রাজাকে, তাঁহাকে ঋক-
কার লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ
করিয়া প্রার্থন। নারদ রেবতরাজাকে

ক্রীশৈলতনয়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া
আবার ক্রীশৈলকে বলিলেন—“রৈবত
রাজা আপনার পুত্রকে হরণ করিতে
আসিতেছেন।” ক্রীশৈল তাহা শুনিয়া
অতিশয় শঙ্কিত ও হুঃখিত হইলেন।
বাহাতে রৈবতরাজ তাঁহার পুত্রকে
(অর্থাৎ শৈলীভূত মেধাবীকে) হরণ
করিতে আসিলেন, তজ্জন্ত তিনি স্রমে
ও হিংস্রতার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।
কিন্তু রৈবতরাজ তাঁহাদের সকলকেই
পরাস্ত করিয়া ক্রীশৈলের তনয়কে স্বীয়
রাজ্যে আনিয়া স্থাপন করিলেন।
তদবধি সেই পর্বত দ্বারকায় অবস্থিত
হইল এবং রৈবতরাজার দ্বারা তথায়
নীত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম
হইল রৈবতক। গর্গ-দ্বার-১৪। (২)
ঋতবাক্ যুনির শাপে কুমুদপর্বতের
উপর রৈবতী নক্ষত্রের পতন হয়।
তজ্জন্ত কুমুদপর্বতের নাম হয় বৈবতক।
রৈবতকগিরির কথা রৈবতী। তাঁহার
সহিত রাজা বিক্রমশীলের পুত্র চুর্দ্রমের
বিবাহ হয়। স্বর্গ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭।
মার্ক-৭৫; রৈবত-মহু—(১৪) দেখ।
(৩) আনর্তাধিপতি রৈবত নরপতির
পুত্র। গর্গ-পূ-১৪২। রৈবত দেখ।
(৪) রৈবতরাজারই নামান্তর রৈবতক।
(৫) কোনও সময়ে নাগরাজ তক্ষক,
ক্রীশৈলের অভিষাগে সৌরাষ্ট্র দেশে
রৈবতক নামে রাজা হইয়া জয়গ্রহণ
করেন। তাঁহার কন্তার নাম ছিল

রৈবতী। স্বর্গ-মার্গ-১১৬।

রৈবত মহু—(১) চতুর্দশজন্ম মহুর
অন্ততম। তিনি অতীত মহুদিগের
মধ্যে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন (মহু দেখ)।
এই রৈবত মহুর সময়ে বেদবাহ,
যজ্ঞ, যুনি, বেদশিরা, হিরণ্যারোমা,
পাণ্ডু, সোমসুত উর্দ্ধবাহ ও আত্রেয়
সত্যনেত্র, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন।
এই মহুব অধিকারকালে অভূতরজঃ-
বভাব অভূতরজ মামক দেব-গণ
ছিলেন। তত্ত্বিগ পারিদ্রব ও রৈভ্য
নামে আরও দুইটি দেব-গণ ছিল।
বৈবতমহুব পুত্রদের নাম—ধৃতিমান,
অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, মিত্রংসুক,
অরণ্য, প্রকাশ, নিমোহ, সত্যবাক্
ও কবি। হবি-হরি-৭। (২) রৈবত
মহুর অধিকারকালে বিভূ ইন্দ্র হয়েন।
তৎকালে অমিতাত, ভূতবজঃ, বৈকুণ্ঠ
ও স্রমেধা নামে দেবগণ ছিলেন।
ইঁহাদের প্রত্যেক গণে চতুর্দশজন্ম
করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ
মহন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—হিরণ্য-
রোমা, দেবক্রী, উর্দ্ধবাহ, বেদবাহ,
সুধামা, পর্জন্ত ও মহাযুনি। সত্যক,
বলবজ্জ, স্রুসজ্জাক, প্রভৃতি রৈবত-
মহুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩৮-২।
সৌর-৩৩। (৩) বেদবাহ, জয়, পর্জন্ত,
বেদশিরা, হিরণ্যারোমা, উর্দ্ধবাহ
ও সোমশা, ইঁহারা রৈবতমহন্তরে সপ্তর্ষি
ছিলেন। রৈবতমহুর পুত্রদের নাম—

বুভিমান, অমর, অব্যক্ত, তদ্বদর্শী, নিরুৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দোহ, সত্যবান ও রুদ্রি। এই কালে দেব-গণের নাম ছিল—ঐহু তরুজ, পারি-ম্রব, রৈভ্য প্রভৃতি। শিব-ধর্ম-৫৮। (৪) রৈবতমহু রাজ্য প্রিয়ত্রতের অন্ততম পুত্র ছিলেন। দেবীভা-৮-৪। বিষ্ণু-৩২-১। (৫) রৈবত প্রিয়-ত্রতের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি মনু হইয়া কালিন্দীতীরে বাইয়া বাক-শক্তিপ্রদ কাবীজ জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করেন এবং তৎকালে অমৃতম স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। দেবীভা-১০-৮-৮। (৬) রৈবত মনুস্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী, উদ্ধবাহ, ইন্দ্রবাহ, সুবাহ, পর্জন্ত এবং মহামুনি। দোর-৩৩। (৭) রৈবত মনুর অধিকারকালে অমিতাভ নামে দেব-গণ ছিলেন। তৎসম ইন্দ্রের নাম ছিল ঋতু। বৃহদা-৩৭। (৮) রৈবত মনুস্তরে অমিতাভ, তুতরুজ, বিকুণ্ঠ ও সুস্রোমা নামে চারিটি দেবগণ ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকটি গণে চতুর্দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। অমিতাভ (অমৃতভ) দেবগণের অন্তর্গত দেবতা-দের নাম—স্বপ্ন, বিপ্র, অগ্নিভাগ, প্রত্যোতিষ্ঠ, অমৃত, সুনতি বাবিরাব, বাচিনোদ, স্রবা, প্রবিরালী, বাদ, প্রাশ, প্রভৃতি। সূতমস্ত্রগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—মতি, স্বমতি, স্রুত,

সত্য, আবৃতি, বিদ্যুতি, মদ, বিনয়, সেনা, জিহু, মই, বুভিমান, প্রবস, প্রভৃতি। বিকুণ্ঠীগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—স্ববৈভা, দেব, সুস্রোমাগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—অমরোমা, রৈবতমনুস্তরের ঋষিদের নাম—দেবশ্রী, বেদশ্রী, ঋতু, হিবদ্যারোমা, উদ্ধবাহ, ইন্দ্রবাহ, সুবাহ, পর্জন্ত, সত্য, প্রাশ। এই মনুস্তরে মহামুনি-সন্তান, প্রত্যেকপরাহ, ভটী, বালমহু, নিরমিত, কেতুভুজ এবং চতুর্ভুজ, ইহার চারিই রৈবত প্রজাপতির পুত্র হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২। (৯) শকম মনু রৈবতের অধিকারকালে তুতরুজ নামে দেবগণ ছিলেন। তৎকালের সপ্তর্ষিদের নাম—দেববাহ, সুবাহ, পর্জন্ত, সমর, মুনি, হিরণ্য নামী ও সপ্তাশ্ব। রৈবতমহুর পুত্রদের নাম—অবশ, তদ্বদর্শী, বীতিমান, হব্যপ, কপি, মুক্ত, নিরুৎসব, সত্য, নির্দোহ এবং প্রকাশক। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (১০) রৈবতমহু তামসমহুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। অর্জুন, বলি, বিদ্যা প্রভৃতি নামে তাঁহার কয়েকটি পুত্র ছিলেন। এই মনুস্তরে বিষ্ণু ইন্দ্র ছিলেন। তুতময় নামক দেবগণ ছিলেন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, পর্জন্ত প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮-৫। বিকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠ দেখ। (১১) রৈবতমহুর অনেক পুত্র জন্মে তাঁহাদের নাম—

মহাপ্রাণ, সাধক, বলবদ্ধ, নিরামিত্র, প্রত্যঙ্গ, পরহা, গুটী, দৃঢ়ব্রত ও কেতু-শুদ্ধ । এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—বেদশ্রী, বেদবাহ, উর্দ্ধবাহ, হিরণ্যারোমা, পর্জন্ত, সত্য ও সুধামা । তৎকালে অভূতরজঃ, স্রমেধা, বৈকুণ্ঠ ও অমৃত নামে চারিটি দেব-গণ ছিল । তাহাদের প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন । এই মনুর অধিকারকালে বিভূ নামে এক মহাবলশালী সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন । শাস্ত নামক এক দানবের সহিত তাঁহার বিশেষ শত্রুতা ছিল । বিষ্ণু হংসরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন । গুরু-পু-৮৭ । (১২) পঞ্চম মনু রৈবত চারিঞ্চব মনু নামেও বিদিত ছিলেন । তাঁহার অধিকার কালে অমৃতভ, অভূতরজা, বিকুণ্ঠা ও স্রমেধা নামে চারিটি দেব-গণ ছিলেন । এই প্রত্যেকটি গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন । এই সকল দেবতাদের মধ্যে সত্রিপ্রা, অগ্নিভাণ, প্রত্যোতিষ্ঠ, অমৃত, স্রমতি, বাবিরাব, বাচিনোদ, শ্রবাঃ, প্রবীরানী, বাদ ও প্রাশ, ইঁহার অমৃতভগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন । মতি, স্রমতি, ঋত, সত্য আরতি, বিরতি, ঋদ, বিনয়, জেতা, জিষ্ণু, সহ, হ্যতি, মান ও শ্রবস ইঁহার ঋতরজগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন । বৃষভেতা, জয়, :

দাস্ত, যশোদম, নাথ, বিদ্বান, অজেন্ন, কৃশ, গোর ও ঋব, ইঁহার বৈকুণ্ঠগণের অন্তর্গত । স্রমেধা-গণান্তর্গত দেবগণের নাম—মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ, পৃথ্বীমেধাঃ, অন্নমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, সর্বমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান ও মেধহর্তা । (এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে যদিও প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন, তথাপি শেষ তালিকাটি ছাড়া আর কোনও তালিকায়ই চৌদ্দটি নাম নাই । বায়ু পুরাণের তালিকাগুলির সহিত এই তালিকাগুলি তুলনীয়) । এই মনুর অধিকারকালে বিভূ ইন্দ্র ছিলেন । পুলস্ত্য-তনয় দেববাহ, কাশ্যপ যজুঃ, আঙ্গিরস হিরণ্যারোমাঃ, ভার্গব বেদশ্রী, বশিষ্ঠাযজ্ঞ উর্দ্ধবাহ, পোলহ পর্জন্ত এবং অত্রিবাংশজ সত্যনেত্র, ইঁহার রৈবত মন্বন্তরে ঋষি ছিলেন । মহাপুরাণ, সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, গুটী, বলবদ্ধ, নিরামিত্র, কেতু-ভৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত, ইঁহার চারিঞ্চব (রৈবত) মনুর পুত্র । ব্রহ্মা-৬৮ । (১৩) রৈবত-মন্বন্তরে অমিত, ভূতি ও বৈকুণ্ঠ নামে দেবতাদের গণ ছিল । এই মনুর অধিকারকালে সপ্তর্ষিদের নাম ছিল—হিরণ্যারোমা, বেদশ্রী, উর্দ্ধবাহ, দেববাহ, স্রবাহ, স্রপর্জন্ত ও মহামুনি । কৃষ্ণ-

পু-৫০। (১৪) ঋতবাক্ নামক এক মুনি ছিলেন। রেবতী নক্ষত্রের শেষ-ভাগে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের জন্মাবধি ঋতবাক্ মুনি ও তাঁহার পত্নী নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তন্নিম্ন ঐ পুত্রও বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দুষ্কিয়ান্বিত হইল। ঋতবাক্ তজ্জন্ত অতিশয় মনের কষ্টে দিন যাপন করিতেন। এক দিন তিনি গর্গ মুনিকে সমুদয় নিবেদন করিয়া, কাহার দোষে তাঁহাকে এই-রূপ শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতে হইতেছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গর্গ মুনি বলিলেন যে, ঐ পুত্র রেবতী নক্ষত্রের অন্তর্ভাগে জন্মিয়াছিল, তজ্জন্তই তাঁহাদের নানা-বিধ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তখন ঋতবাক্ মুনি রেবতীকে শাপ দিলেন এবং সেই শাপে রেবতী নক্ষত্র আকাশ হইতে কুমুদপর্কতে পতিত হইল। তদবধি কুমুদপর্কতের নাম রৈবতক হইয়াছে। সেই নক্ষত্রের কান্তি হইতে এক পদ্মসমাকুল সরোবরের সৃষ্টি হইল এবং সেই সরোবর হইতে এক পরমা সুল্লরী কঙ্কা উদ্ভূত হইলেন। মুনি ঋতবাক্ সেই কঙ্কার নাম রাখিলেন রেবতী। প্রিয়-ব্রত বংশীয় বিক্রমশীল রাজার পুত্র হর্গমের সহিত রেবতীর বিবাহ হয়। সেই কঙ্কার গর্ভে রৈবত নামে যে

পুত্র জন্মে তিনিই 'রৈবতমহু' নামে খ্যাত হইলেন। ঐ মহু অধিকার কালে সুরমধা, ভূপতি, বৈকুণ্ঠ ও অমিতাভ নামে দেবতাদের চারিটি গণ ছিল। ঐ দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্রের নাম ছিল বিভু। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, উর্দ্ধবাহ, বেদবাহ, সুধামা, পর্জন্ত ও বশিষ্ঠ, ইহারা এই মহন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। বলবহু, মহাবীৰ্য্য, সুর্য্যব্যা, সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মহুর পুত্র ছিলেন। মার্ক-৭৫। স্বল্প-প্রভা-বস্থা-১৭। রেবতী দেখ। (১৫) রৈবত মহুর অধিকার কালে বিতথ ইন্দ্র ছিলেন। অগ্নি-১৫০। (১৬) রৈবত মহন্তরে উৎপন্ন মরুৎ-গণের বিবরণের জন্ত 'রিপুজিৎ' দেখ। (১৭) রৈবতমহন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—দেববাহ, যদুধ, দেবশিরা, পর্জন্ত, হিরণ্যরোমা, উর্দ্ধবাহ ও সত্যানেজ। এই মহন্তরে দেবগণ ও প্রকৃতি সকল অভূতরজা নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ মহুর পুত্রদের নাম—ধৃতিমান, অবায়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসক, আরণ্য, প্রকাশ, নিম্বোহ, সত্যবাক্ ও কৃতি। ব্রহ্মপু-৫। (১৮) রৈবত-মহন্তরে দেববাহ, সুবাহ, পর্জন্ত, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা, ও সপ্তাধ, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। দেবগণ অভূতরজা নামে, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ ওভরূপে উক্ত হইতেন।

রৈভ্যত মনঃ পশুপুত্রঃ শিব। তাঁহাদের
নামক অক্ষয়ী, তক্ষয়ী, বিজয়ান,
হর্যাপ, কপ্তি, যক্ষ, নিরুপম, কত্যা,
নির্ভয়ক ও প্রভাসক। ১৫-১৬।
রৈভ্যতেম্বর-অদি কল্পে: বুবেশ্বর
নাহাৎ এক শিবলিঙ্গ যতমান ছিলেন।
রৈভ্যত-নরশক্তি এই লিঙ্গের
করিয়া জগৎ জয় করেন। তদবধি
উহার নাম হয় রৈবতেম্বর। স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-১০।

রৈবস-ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
ঋষিদিগের অন্ততম আর্ষেয়-প্রবর।
১৭-১১৫। ভাগবিত্তি দেখ।

রৈভ্য—(১) ভরদ্বাজ তনয় যবক্রীত
একবার রৈভ্য ঋষির অন্ততম পুত্র
পরামসুর পুত্রবধূকে জীভাবে প্রার্থনা
করেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
রৈভ্য ঋষি নিজ জটা ছিন্ন করিয়া
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।
তৎকালে সেই অগ্নি হইতে রাক্ষসা-
কৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া রৈভ্যের
আদেশে যবক্রীতকে বধ করে।
যবক্রীতের পিতা তক্ষয় রৈভ্যকে
অভিশাপ দেন যে, তিনি নিজপুত্র
হস্তে নিহত হইবেন। ক্ষমসুর এক-
দিন রৈভ্যমুনি সন্ধ্যাকালে আরণ্যপথে
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।
তখন পরামসু যুগবোধে তাঁহাকে
বধ করেন। রৈভ্যঋষি পরে দেবামু-
গ্রহে পুনর্জীবন লাভ করেন। শিব-

ধর্ম-১২৪। মহাভা-বন-১৩৪-১৩৭। (২)
স্বন্দপুরাণে ঋষি-বেতু-৩৩। পরামসু
কর্তৃক রীতিপিতা রৈভ্যের নিধনের
কোনও কারণ দেওয়া হয় নাই।
পরামসু অক্ষকীরে যুগপ্রমে রৈভ্যকে
বধ করেন। রৈভ্যের অর্কাবসু
নামে আরও এক পুত্র ছিল। (৩)
রৈভ্য ঋষি পুত্রের তপস্বী করিতেন।
পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৪) কশ্যপবংশীয়
ব্রহ্মবিদ মন্বাদীদিগের অন্ততম রৈভ্য।
ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫২। (৫) কশ্যপ-
বংশীয় বৎসরের (বৎসার) পুত্র
রৈভ্য। তাঁহার তনয় শূদ্র। কুশ-
পু-৫২। (৬) কশ্যপবংশীয় বৎ-
সারের পুত্র রৈভ্য রৈভ্যের তনয়
রৈভ্যগণ। বায়ু-৬৭। লি-পু-৬৩। (৭)
অঙ্গিরার অন্ততম পুত্র। তিনি পূর্ব-
দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি
২০৮, অমুশা-১৫০, ১৬৫। অতু-রামা-
১৭। পদ্ম-উত্ত-১২৫। (৮) মহর্ষি রৈভ্য
রাজা উপরিচরের যজ্ঞে অন্ততম সদস
হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭।
(৯) ত্রেতাযুগে নারায়ণ-সৃষ্ট ধর্ম-লুপ্ত
হইলে, ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা
হইতে অম্রাঞ্জন করিয়া, নারায়ণের
নিকট হইতে এই ধর্ম লাভ করেন।
অতঃপর প্রজাপতি বীরণ ব্রহ্মার
নিকট হইতে এই ধর্ম লাভ করিয়া তাহা
নিজ পুত্র রৈভ্যকে প্রদান করেন।
রৈভ্য আবার তাহা কুক্ষি নামক

নিজ তনয়কে প্রদান করেন। মহাজ্ঞা-
শাস্তি-৩৩২। (১০) বিতামহ ব্রহ্মা
পুঙ্করক্ষেত্রে . . . যজ্ঞ করেন,
তাহাতে মহর্ষি রৈভ্য নেষ্ঠা হইয়া-
ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১৮০। (১১) বেদ-
সমূহ নষ্ট হইয়া গেলে রৈভ্য ঋষি
ঐশ্বর্যপূর্তীর্থে ভগ্নস্তা করিয়া বেদ-
সকল পুনঃ প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-আব-
চতু-৫৮। (১২) মহর্ষি বৈভ্যেব
ভগ্নস্তায় ভীত হইয়া ইন্দ্র একবাব
তাঁহার তপস্তা ভঙ্গ কবিরাজ জ্ঞা,
উর্ধ্বশীর্ষে প্রেরণ করেন। রৈভ্য
মুনি উর্ধ্বশীর্ষ অভিশ্রয়, বৃষ্টিতে
পারিয়া তাহাকে শাপ দিয়া
কুরুপা করিয়া দেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-
অধো-৭। (১৩) বসুদেবের ভগিনী
ঐশ্বর্যবাব গর্ভে, দমঘোষের ঔবসে
বৈভ্য প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। হবি-
তবি-১১৬। উপনিষ দেখ। (১৪)
সত্য যুগে নধু ও কৈটভ নামে দুই
দানব ব্রহ্মাব ববে বলীয়ান হইয়া
সমাগবা ধবিত্রাব অধাশ্বব হন।
বৈভ্য নামক একজন মহামুনি তাঁহা-
দিগকে বধ করিয়া বিষ্ণুব আরা-
বনার নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম দশ-
সহস্র বৎসর উর্ধ্ববাহ হইয়া, পবে
সহস্র বৎসর মাত্র জল পান করিয়া,
এবং তৎপরে পঞ্চশত বৎসর শৈবাল
আহার করিয়া, তপস্তা করেন।
তাঁহার তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া, বিষ্ণু

এক আশ্রমকে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে
সর্পন দেন। বিষ্ণু আশ্রমকে অধিষ্ঠান
করায় ঐ . . . বৃক্ষ নত হয়। তৎপরে
সেই স্থান কুজাশ্রম নামে সীর্ষ
হইয়াছে। বরা-১১৬। (১৫)
মহর্ষিরৈভ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।
মহাভা-সভা-৫।

রোচন—(১) বসুদেবের অন্ত-
তমা পত্নী উপদেবার গর্ভে বিজয়,
রোচন, বর্দ্ধমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্ম-
গ্রহণ করেন। বায়ু-২৬। বিজয় (১৩)
ও (৩৬) এবং বসুদেব ও রোচমান
দেখ। (২) যজ্ঞমূর্ত্তির অন্ততম পুত্র।
ভাগ-৪ঙ্ক-১। ইড়ম্পতি ও যজ্ঞ দেখ।
(৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে রোচন নামে
ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১।

রোচনা—(১) অন্ততমা মাতৃকা।
মাতৃকাগণ দেখ। (২) বসুদেবের
অন্ততমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে হস্ত,
হেমাসদ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে।
ভাগ-২ঙ্ক-২৪। (৩) বিদর্ভ রাজ
কুম্ভার পৌত্র। তাঁহার সহিত
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ
হয়। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১।

রোচমান—ইক্ষাকু-বংশীয় আন-
র্ভের পুত্র রোচমান। তাঁহার একশত
তনয়ের মধ্যে ছোষ্ঠ তনয়ের নাম ছিল
রেব, রৈরত বা কুরুদী। মৎ-১২।
পদ্ম-হৃষ্টি-৮। (২) বিশ্বদেবপুত্রের জন্ম-

ভম। বায়ু-৬৬। মৎ-২০৩। দেবীপু
৪৬। বিশ্বদেবগণ, করজ ও মহুমান
দেখ। (৩) উগ্রসেনের অন্ততমা পত্নী
অপদেবীর গর্ভে রোচমান জন্মগ্রহণ
করেন। মৎ-৪৭। অপদেবী, বসু-
দেব ও রোচন দেখ। (৪) বসুদেবের
পত্নী উপদেবীর গর্ভে রোচমান জন্ম
গ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উপ-
দেবী ও বসুদেব দেখ। (৫) সত্যযুগে
হিরণ্যকশিপু বংশে অশ্বগ্রীব নামে
যে অশুররাজ ছিলেন, তিনিই ছাপরে
রোচমান নামে নরপতি হন। মহাভা-
আদি-৬৭। (৬) রোচমান নরপতি
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত
ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৭)
ভীম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্ত
দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পূর্বদিকে
অশ্বমেধেশ্বর রোচমান নরপতিকে
পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৮।
(৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শর্যাপতির পুত্র
রোচমান। তাঁহার তনয় রেব। রেবের
আত্মজ রৈবত। লি-পূ-৬৩।

রোচমানা—(১) সীতার রোমকূপ
হইতে উদ্ধৃত্য জন্মক মাতৃকা। সীতা
দেখ। (২) কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-
গণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।
স্বন্দ্র দেখ।

রোচি—অষ্টবসুর অন্ততম বিভা-
বসুর পত্নী উষার গর্ভে রোচি জন্ম

গ্রহণ করেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৬। বিভাবসু
ও আতপ দেখ।

রোচিস্নৎ—স্বারোচিষমহুর অন্ততম
পুত্র। ভাগ-৬ঙ্ক-১। স্বারোচিষ-
মহু দেখ।

রোতিসিঙি—ধিরদপাবন দেখ।

রোদন—কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-
গণের অন্ততমা। স্বন্দ্র-মাহে-কুমা-৩০।
স্বন্দ্র দেখ।

রোদসী—মকুংগণের স্ত্রী। ঋক্-১।
১৬৭। ৫। আবার অন্তত্ব (ঋক্-৫। ৫৬।
৮ টীকা) সায়নাচার্য্য রোদসীকে কুদ্রের
স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কুদ্
অর্থ জনন করা। ব্রজের স্ত্রায় শব্দ
করে, সেই জন্ত মকুংগণের (বায়ু বা
ঝড়ের) পত্নীর নাম রোদসী হইয়াছে।
বলিয়া মনে হয়।

রোধক—পর্য্যাসিত দেখ। (স্বন্দ্র-
পুরাণে রোহক)।

রোমকণ্টক—জালঙ্কর দৈত্যের
অমুচর একজন দানব। পদ্ম-উত্ত-
১২, ১৭।

রোমক—একজন সংশিতব্রত ঋষি।
একবার ক্ষয়রোগগ্রস্ত চন্দ্র কোনও
ঔষধে ফল লাভ না করিয়া, রোমক
ঋষির নিকট উপদেশ চাহেন। রোমক
তাঁহাকে আরোগ্য-কামনায় শিবলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে বলেন।
স্বন্দ্র-নাগ-৬৩।

রোমজ—দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিবার জন্ত মহাদেবের প্রধান গণ বীরভদ্র, রোমজ নামে বিখ্যাত নিজের সাহায্যকারী অপর সহস্র সহস্র ব্রহ্মদের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সজ্ঞীক রূপে আরোহণপূর্বক দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। কুর্ধ-পূ-১৫।

রোমপাদ (লোমপাদ)—(১) তিনি অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। কোনও সময়ে তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে রোমপাদ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে বিভাশুক-ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বপুত্র আনয়ন করাইয়া, তাঁহার সহিত নিজকন্যা শান্তার বিবাহ দেন ও তাঁহার দ্বারা এক যজ্ঞ করান। ঐ যজ্ঞের ফলে তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূর হয়। রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করিবার জন্ত প্রথমে তাঁহার মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখীন হইতে সাহস না পাওয়ার, তাঁহাদেরই পরামর্শে পরমা সুল্লরী বারনারীগণকে প্রেরণ করেন। রামা-আদি-২, ১০। শিব-ধর্ম-১২। লোমপাদ দেখ। (২) জ্যামঘবংশীয় বিদর্ভের অন্ততম পুত্র। রোমপাদের তনয় বক্র। ভাগ-২২-২৩। গরু-পূ-১৪৩ বিষ্ণু-৪র্থ-১২। লি-পূ-৬৮। (৩) যজুবংশীয় চিত্রবর্ধের

নামান্তর রোমপাদ। চিত্রবর্ধ দেখ। লোমপাদ ও শাস্তা দেখ।

রোমশ—(১) লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষস। হনুমান লঙ্কাদহন কালে তাহার গৃহদগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪। (২) জনৈক ব্রাহ্মণ পরিত্রাজক। ভাগ-৬স্ক-১৫। (৩) জনৈক বিদ্বাদর-রাজ। তিনি বেণুমান শৈলে বাস করিতেন। বরা-৮১। (৪) দেব-লোকবাসী মহর্ষি আস্তীক রোমশের শাপে ব্রহ্মরাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-বেঙ্ক-কার্ত্তি-৮। আস্তীক দেখ।

রোমহর্ষণ—(১) নামান্তর লোমহর্ষণ। তিনি ব্যাসদেবের এক জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে তাহা শিক্ষা দেন। পরিশেষে তিনি স্মৃতিজাতীয় মহাবৃদ্ধি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের জন্ত শিষ্য করেন। বিষ্ণু-৩স্ক-৪। ভাগ-১২স্ক-৪। বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৬৬। (২) রোমহর্ষণ ব্যাসদেবের নিকট সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গুরুর আদেশে তাহা অন্তান্ত ঋষিগণের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি প্রধানতঃ নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের নিকট পুরাণাদি কীর্তন করেন। গুরু ব্যাসদেবের মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহার রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল। তজ্জন্তই তাঁহার নাম হয় রোমহর্ষণ। কুর্ধ-পূ-১। ব্রহ্মপূ-১।

কন্দ-ত্রক-সেতু-১। ১। কন্দ-প্রভাক-প্রভা-
১। পদ্ম-বর্ণ-১। (৩) মহাবুদ্ধি-বাস-
শিষ্য-হত দৃবধতী নদীতীরস্থ-ধর্ম-
ক্ষেত্র-কুন্দক্ষেত্রে যজ্ঞ-সম্পাদনার্থ
সহাগত ঋষিগণের দিকট পুরাণ কীর্তন
করেন। ঐহার-নিকট পুরাণাদি
শ্রবণ-করিয়া ঋষিগণের রোমহর্ষণ
কথিত হইয়াছিল। তদবধি ঐহার নাম
হইল রোমহর্ষণ। বায়ু-১। (৪) বলরাম
একবার তীর্থভ্রমণ-ব্যপদেশে নানা
স্থান পর্যটন করিয়া, নৈমিষারণ্যে
উপস্থিত হইলেন। তথায় অজ্ঞাত
ঋষিগণ ঐহার-যথোচিত-সম্বন্ধনা
করিলেন। ১। বাসশিষ্য-রোমহর্ষণও
তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি
বলরামকে-দেখিয়া আসন-ত্যাগ
করিলেন না, অথবা কোনরূপ সম্মান
প্রদর্শনও করিলেন না। অপরক
উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের আসন সমূহের
অপেক্ষা উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট
রহিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম
ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে ক্রোধের দ্বারা
স্বাধাত-করিয়া রোমহর্ষণকে বধ
করিলেন। তাহা দেখিয়া ঋষিগণ
অত্যন্ত-ভূষিত-হইয়া, বলদেবকে
নানাক্রমে-অপযোগ-করিতে লাগি-
লেন। তখন বলদেব বলিলেন,
“রোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবাও পিতার দ্বারা
পুরাণ-প্রাচীত হইয়া ঋষিদিগের আশঙ্ক
বিধান-করবেন। ভাগ-১০-৩-৭৮।

(৫) ভার্গব-স্বয়ম্ভাব্য-উচ্চলক-পুত্র
হেতকেতু-কোহল, বিপুল, দেবল,
দেবশ্রাব্য, ধোম্য, হস্তিকস্তপ, লোমশ,
চাবন নাটিকেত, উগ্রশ্রবা, রোমহর্ষণ,
এবং বশিষ্ঠ ঐভূতি ঋষিগণ উত্তর দিকে
বাস-করিতেন। মহাভা-অম্বশা-১৬৫।
বশিষ্ঠ (৮৯৮ পৃঃ) দেখ।
রোমহর্ষণি—রোমহর্ষণ দেখ।

বরা-১১২।
. রোষ-দ্বাদশজন : সাধাদেবগণের
অগ্রতম। সাধাদেবগণ দেখ।

রোহক-পর্য্যুসিত দেখ।

রোহিণ-সহস্রবদন-রাবণের অগ্রতম
সেনাপতি। অঙ্ক-রামা-১৮।

রোহিত-(১) স্বনামখ্যাত রাজা
হরিচন্দ্রের পুত্র রোহিত। তিনি
রোহিতপুর নামক এক নগরী নির্মাণ
করেন। পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া
মহে নগরী তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে দান
করেন। রোহিতের-পুত্র হরিত।
কৃষ্ণ-পু-২১। ভাগ-৯-৭, ৮। দোর-
৩০। হরি হরি-১৩। বায়ু-৮। বৃহদ-
মধ্য-১৮। লি-পু-৬৬। (২) রোহিতের
পুত্র বৃক। পদ্ম-উত্ত-২১। মনু-১২।
শিব-ধর্ম-৬১। (৩) রোহিতের তিন
পুত্র জম্বো, ঐহারের নাম-হরিত,
কুণ্ড, হারিত। ব্রহ্ম-পু-৮। হরি-
চন্দ্র দেখ। (৪) সত্যভামার গর্ভ-
জাত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রতম-পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ
দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতাস্বজ বপুর্জানের

অন্ততঃ তনয়। তিনি নিজ নামীয়
বর্ষের অধিষ্ঠিত ছিলেন। রত্নপুত্র
ও রৈদ্যত দেখ। (৬) অদ্য মনু
কৃত্তসাবর্ণির অধিকার কালে দেবত-
দের অস্তিত্ব গণ্য ছিল। রোহিত।
(মতান্তরে লোহিত)। কৃত্তসাবর্ণি
দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম।
মৎ-৪১। (৮) চতুর্থ (ভবিষ্যৎ) মনু
কৃত্তপুত্র কৃত্তসাবর্ণির অধিকার কালে
রোহিত নামে দেবতাদের একটি গণ
ছিল। বায়ু-১০০। মনু দেখ। (৯)
অগ্নিদেবের অশ্বের নাম রোহিত।
শকু-৪। ২। ৩।

রোহিতপ্রজাপতি—প্রথম (ভবিষ্যৎ)
মনু স্বকপুত্র মেক্সসাবর্ণি নম্বর নামান্তর।
মেক্সসাবর্ণি দেখ। বায়ু-১০০।

রোহিতাশ্ব—(১) হরিশ্চন্দ্রের তনয়
রোহিতেরই নামান্তর। রোহিতাশ্বের
তনয় বৃক। অগ্নি-২৭৩। (২) রোহি-
তাশ্বের তনয় হরিত। বিষ্ণু-৪৭-
৩। (৩) রোহিতাশ্বের তনয় রহিত।
ঐহার পুত্র রোহিত। গরু-পু-১৪২।
(৪) রোহিতাশ্ব একবার মার্কণ্ডেয়
মুনিকে, মানবগণ অজ্ঞান বা জ্ঞান
বশতঃ যে পাপ করে, তৎসমুদয় বিনষ্ট
হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন।
তদ্বিষ্ম মার্কণ্ডেয় মুনিকে, সকল কার্য
আরম্ভ করিবার পূর্বে বিষ্ণু সমুদরের
নাশ কি প্রকারে করা যায়, তৎসমুদয়ে
প্রাণ জিজ্ঞাসা করেন। বল-নাগ-

১৬২, ১৬৩। (৫) বলরামের কনিষ্ঠ
সহোদর সারথের অস্তিত্ব পুত্র। বায়ু-
১৬৩। সারথ দেখ। (৬) রোহিণী—(১) দক্ষের অস্তিত্ব কল্প
ও কল্পের অস্তিত্ব পত্নী জ্যোতিষাশ্ব
গর্ভে সুরভী নামী এক কন্যা জন্মে। ঐ
সুরভীর গর্ভে রোহিণী ও গন্ধকা
জন্মগ্রহণ করেন। রোহিণী গো-বিগকে
প্রসব করেন। রামা-আর-১৪।
মহাভা-অদি-৬৬। (২) অষ্টকজের
অস্তিত্ব মহাদেবের পত্নীর নাম
রোহিণী। বিষ্ণু-১২-৮। মার্ক-৫২।
কৃত্ত দেখ। (৩) মহান নামক কৃত্তের
তনু চন্দ্রনা, ঐহার পত্নী রোহিণী।
ব্রহ্মা-২৮। বায়ু-২৭। (৪) কোশল
দেশীয় দেবদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী।
ঐহার গর্ভে উত্থা জন্মগ্রহণ করেন।
দেবীতা-৩৬-১০। (৫) বসুদেবের
অস্তিত্ব পত্নী। প্রজাপতি কল্পপ
যত্নকূলে বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিলে,
অদিতি বিধা হইয়া রোহিণী ও মেবকী-
রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। রোহিণীর
গর্ভে বলরাম এবং মেবকীর গর্ভে
শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-
৫০, ৫৪। দেবীতা-৩৬-২৩। গরু-পু-
১৩৩। বিষ্ণু-৫৫-১, ২, ৫, ৬।
সৌর-৩১। অগ্নি-১২। বৃহৎ-উ-
১৬। কৃষ্ণ-পু-২৪। (৬) রোহিণীর
গর্ভে বলরাম ভিন্ন তারক কনিষ্ঠ
সন্তান জন্মে। বিষ্ণু-৫৫-১৫। মৎ-

৪৭। ব্রহ্মপু-১৪। পিণ্ডারক দেখ।
 (৭) রোহিণীর গর্ভে বশুদেবের বলরাম, সারণ ও দুর্গম নামে তিন পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৫। (৮) কশ্যপ হইতে সুরভীর গর্ভে রোহিণী ও গান্ধারী নামক দুই কন্যা জন্মে। রোহিণীর গর্ভে সুরূপা, হংসকীলা, কামদুঘা ও ভদ্রা নামে চারি কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৬। (৯) গুনঃশেফ নামক মূনির ঔরসে কশ্যপ হুহিতা রোহিণীর গর্ভে, কামধেনু নামক গাভী উৎপন্ন হয়। কালি-২০। (১০) শ্রীকৃষ্ণেরও এক পত্নীর নাম ছিল রোহিণী। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১১) বশুদেবের অন্ততমা পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলরাম, গদ, সারণ, দুর্দম, বিপুল, ঋব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২৯-২৪। (১২) রোহিণীর গর্ভে বশুদেবের বলরাম, সারণ, নিশঠ, দুর্দম, দমন, গুহ, পিণ্ডারক ও কুশীদক নামে আট পুত্র এবং চিত্রা নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-২৬। (১৩) রোহিণীর গর্ভে বশুদেবের বলরাম, সারণ, দুর্দম, দমন, পিণ্ডারক ও মহাহনু নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৪) দক্ষের সাতাইশ জন কন্যার অন্ততমা। এই সাতাইশ জন কন্যাই চন্দ্রের পত্নী

ছিলেন। চন্দ্র ঐ সকল পত্নীদের মধ্যে রোহিণীর প্রতিই অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। অন্তান্ত পত্নীরা তৎকালে দক্ষের নিকট অনুরোধ করেন। তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে শাপ দেন এবং তৎকালে চন্দ্র যন্না রোগগ্রস্ত হন। স্বন্দ-নাগ-৬৩। শিব-জ্ঞান-৪৫ শিব-ধর্ম-১১। দেবীভা-২৯-১। কালিকা-২০। বাম-২। মহাভা-শাস্তি-৩৪৩। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (১৪) রোহিণীর গর্ভে বর্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৮। বর্চা দেখ। (১৫) মহাদেব ব্রহ্মার নিকট যে অসি প্রাপ্ত হন, রোহিণী তাহার উৎপত্তি স্থান। মহাভা-শাস্তি-১৬৬। (১৬) যশোদার এক পাচিকার নাম ছিল রোহিণী। পদ্ম-পাতা-৫২।

রোহিণেশ্বর—রোহিণীর গর্ভজাত বলরামেরই নামান্তর।

রৌচ্য (মহু)—(১) রুচি প্রজাপতির পুত্র। তিনিও একজন মহু হইয়া ছিলেন। ইনি মহুদিগের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ত্রয়োদশ মহু ছিলেন। রুচি ও মহু দেখ। (২) রৌচ্যমহুর অধিকারকালে সপ্তর্ষিদের নাম—(ক) আঙ্গিরস ধৃতিমান, পোলস্ত্য পথ্যাবান, পোলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিরুৎসক, আত্রেয় নিম্মকম্প, কাশ্যপ নিম্বোহ, এবং বাশিষ্ঠ স্বরূপ। বায়ু-১০০। (খ) নিম্বোহ, তত্ত্বদর্শী, নিম্মকম্প, নিরুৎস-

সুক, ধৃতিমান, অব্যয় ও স্তূতপা ।
বিষ্ণু-৩২-২ । (গ) ধৃতিমান, হব্যবান,
তত্ত্বদর্শী, নিকৃৎসব, নিম্প্রণক, নির্মোহ
ও স্তূতপা । শিব-ধর্ম-৫৮ । (ঘ)
ধৃতিমান, অব্যয়, নিশারূপ, নিকৃৎ-
সুক, নির্মোহ, তত্ত্বদর্শী ও স্তূতপা ।
গুরু-পু-৮৭ । (৩) রৌচ্য মমুর
পুত্রদের নাম—(ক) চিত্রসেন, বিচিত্র,
তপোধর্ম, ধৃত, ভব, আনক, ক্ষত্রবৃদ্ধ,
সুরস, নির্ভয় ও পৃথ । (আনক ও ক্ষত্র-
বৃদ্ধ দেখ) । বায়ু-১০০ । (খ) চিত্রসেন,
তপোধর্মরত, সুমিত্র, ক্ষেত্রবৃদ্ধি,
বিচিত্র, ধৃতি, সুনয়, ধর্মপ ও দৃঢ় ।
গুরু-পু-৮৭ । (৪) রৌচ্য মমুর
অধিকারকালে স্তূত্রামা, সুকর্মা ও
সুধর্ম নামে, দেবতাদের তিনটি গণ
ছিল । ঐ প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন
করিয়া দেবতা ছিলেন । ঐ মন্বন্তরে
দিবস্পতি ইন্দ্র ছিলেন । বিষ্ণু-৩২-২ ।
বায়ু-১০০ । (৫) রৌচ্য মন্বন্তরে ধৃতি-
মান, হব্যপ, তত্ত্বদর্শী, নিকৃৎসুক,
নিম্প্রকল্প, নির্মোহ ও বশিষ্ঠ তনয়
স্তূতপা, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন । ঐ
মমুর পুত্রদের নাম—চিত্রসেন, বিচিত্র,
নয়, ধর্মভূত, ধৃত, সুনোত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি,
স্তূতপা, নির্ভয় ও দৃঢ় । হরি-হরি-৭ ।
(৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচি প্রজাপতির
এক মানস পুত্র জন্মগ্রহণ করে ।
তাঁহার অংশে রৌচ্যমমুর জন্ম হয় ।
আবার স্বায়েচিব মন্বন্তর উপস্থিত

ইহলে, তিনিই ভূষিত দেবগণের সহিত
জন্ম লাভ করেন । কৃষ্ণ-পু-৫০ ।
(৭) রৌচ্য মমুর অধিকারকালে ইন্দ্রে
নাম ছিল দিবঃস্বামী । স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-১০৫ । রুচী ও রুদ্রসাবর্ণি
মমুর পুত্রগণের তালিকা দেখ ।

রৌদ্র—(১) অন্ততম রুদ্র । রুদ্র
দেখ । (২) অন্ততম দানব । স্বন্দ-
আব-রেবা-২৮ । দেবীপু-১৪ । (৩)
বিষ্ণুর এক নাম । স্বন্দ-আব-আব-
৬৩ ।

রৌদ্রকর্মা—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের
শতপুত্রের অন্ততম । মহাভা-আদি-
৬৭ ।

রৌদ্রগণ—মহাদেবের গণদিগের
অন্ততম । ব্রহ্মা-৩১ ।

রৌদ্রমহালয়—কলুলা দেখ । বাম-
৫৭ ।

রৌদ্রমুখী—দেবীভূগার এক নাম ।
তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ ।

রৌদ্রা—(১) দেবীভূগার অমুচরী
অপরা এক দেবী । দেবীপু-৫০ ।
(২) ত্রিগুণময়ী দেবী বেদমাতা ভূগা
জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রা ও ঋজু, এই তিন নামে
পূজিতা হন । দেবীপু-১০৭ । (৩)
ঐশ্বকাক্ষী দেখ । বাম-৫৭ ।

রৌদ্রাঙ্গ—(১) পুরুবংশীয় সুবাহির
তনয় । রৌদ্রাঙ্গের দশ পুত্র ও দশ
কন্যা জন্মে । হরি-হরি-৩১ । ঋগ্বেদে
দেখ । (২) পুরুবংশীয় অহম্পাতির

পুত্র রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার দশ পুত্রের নাম ঋতেয়, কতেয়, কক্ষেয়, স্থণ্ডিলেয়, য়তেয়, জলেয়, স্থলেয়, সন্তনেয়, ধনেয় ও বনেয়। বিষ্ণু ৪৭-১২। ঋতেয় দেখ। (৩) ঋষ্যতিবংশীয় পুরুবংশের পুত্র রৌদ্রাশ্ব। অঙ্গরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়, ঋক্ষেয়, কৃকণেয়, স্থণ্ডিলেয়, বনেয়, জলেয়, ভেজেয়, সত্যেয়, ধর্ষেয় ও সন্নতেয় নামে দশজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৪। (৪) পুরুবংশীয় সঞ্জাতিব উন্নয় রৌদ্রাশ্ব। য়তাটী অঙ্গবাব গর্ভে তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্তা জন্মে। তাঁহাদের নাম—বজেয়, কতেয়, কক্ষেয়, স্থণ্ডিলেয়, য়তেয়, জলেয়, স্থলেয়, ধর্ষেয়, সন্নতেয় ও বনেয়। এই দশ পুত্র। তস্তিহ্ন—তলা, থলা, গোপজলা, রুদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শুভা, জামলজা, তাম্রবর্ণা ও রত্নকূটা এই দশ কন্তা। বায়ু-২২। (৫) পুরুবংশীয় অহাযতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার তনয় ঋতেয়। বৃহৎ-মধ্য ২২। (৬) পুরুবংশীয় সুবাহুর তনয় রৌদ্রাশ্ব। য়তাটী অঙ্গরার গর্ভে তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্তা জন্মে। তাঁহাদের নাম—দশার্ণেয়, কৃকণেয়, কক্ষেয়, স্থণ্ডিলেয়, সন্নতেয়, ঋচেয়, স্থলেয়, জলেয়, ধনেয়, ও বনেয়। এই দশপুত্র। কন্তাদের নাম—তদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও

বহুকূটা। ব্রহ্মপু-১৩। ভদ্রাশ্ব ও য়তাটী দেখ। (৭) পুরুবংশীয় বৎস-জাতিব উন্নয় 'রৌদ্রাশ্ব'। তাঁহার কতিপয় পুত্রের নাম, ঋতেয়, কক্ষেয়, সন্তনেয়, জলেয় ও স্থণ্ডিলেয়। গরু-পু-১৪৪। (৮) বৌদ্রাশ্ব নামে একজন য়মি পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। অভু-বামা-১৭।

বৌদ্রিকা—সীতাব এক নাম। সীতা দেখ।

বৌদী—(১) অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকাগণ দেখ। (২) ব্রহ্মা (৩২) ও তদ্রা দেখ। (৩) অন্ততমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। (৪) দেবী দুর্গাব এক নাম। ইনি য়াব বৌদ্র-কশ্ব কবেন বলিমা, ঐ নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৫) সীতাব এক নাম। সীতা দেখ। (৬) শিবের অন্ততমা পীঠ শক্তি। তন্ত্র: ৩০২ পৃ:। শিব ও শক্তি দেখ।

বৌদ্রৈষ্য—উত্তর-বেদিক বাসব-অগ্নিব অন্ততম তনয়। মৎ-৫১।

বোপ্যনাভ—যক্ষগণ পৃথিবীকে দোহন করিবার পব, প্রেত ও রক্ষোগণ ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিলেন। তখন বসা ও রুধিব লাভ হয়। ঐ দোহন কালে 'বোপ্যনাভ দোহা এবং সুমালী' বৎস ইহাছিলেন। পদ্ম-স্বষ্টি-৮। বসুধা দেখ।

রোরব—রোরব হইতে ~বেদনার
গর্ভে দুঃখ-অনুগ্রহণ করে। বিষ্ণু-
১৮-৭। বোমনা ও অর্থ-দেখ।
রোহিণী—ইন্দ্র-কল্প লইয়া স্বর্গা-
রোহণোত্তর রোহিণীকে বধ করেন।
সাম্বনাচার্য এই রোহিণীর কোনও
পরিচয় দেন নাই। স্বক-২। ১২। ১২।
মৌহিত্যারনি—ভৃগুবাণীর একজন।
গোত্রপ্রবর্তক স্বর্গি। মৎ-১২৫।
বৈগায়নি দেখে।
বৌহিত্যারনি—অঙ্গিরাস-শ্রী এক-
জন গোত্রপ্রবর্তক স্বর্গি। মৎ-১২৬।
বৈশালী দেখে।

ন

লতা—অন্ততমা যোগিনী। যোগিনী-
গণ দেখ।

লক্ষ—(১) বিশ্বরূপের অন্ততমা কল্প।
সিদ্ধি, গণেশের অন্ততমা পত্নী ছিলেন।
তাহার গর্ভে লক্ষ নামে এক পুত্র
জন্মে। শিব-জ্ঞান-৩৬। বুদ্ধি দেখ।
(২) ঋতুপীর অধিপতি। তিনি
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লীন হন। গর্গ-
গো-৩।

লক্ষণ—(১) লৌকিকী অঙ্গরাদের
অন্ততমা। বায়ু-৬২। মিশ্রকেশী
দেখ। (২) মৌনের অঙ্গরাদের
অন্ততমা। হরি-হরি-২। ১৮।

লক্ষণ—(১) অযোধ্যাধিপতি নশ-
রথের কনিষ্ঠ মহিষী স্মিত্রার গর্ভজাত
যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্ততম। তিনি
জন্মাবধি তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম-

চন্দ্রের অতিশয় অমুগত ছিলেন এবং
সর্বদাই তাহার সহিত একত্র অবস্থান
ও আহার বিহারাদি করিতেন।
বিশ্বামিত্র মুনী যখন রাক্ষসবধের জন্ত
রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে অযোধ্যায়
আগমন করেন, তখন তিনিও রাম-
চন্দ্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন।
রামচন্দ্র পিতার আদেশে বনগমন
করিতে প্রস্তুত হইলে, লক্ষণ প্রথমে
স্বৈরণ পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া-
বনগমনে বিরত হইতে রামচন্দ্রকে
বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু
কিছুতেই রামচন্দ্রকে স্বমতে আনয়ন
করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বয়ং
তাহার অমুগমন করেন। বনবাসকালে
তিনি একাধারে রামচন্দ্রের ভ্রাতা,
সহদেব, মন্ত্রণাদাতা এবং -সকল

বিপদে তাঁহার পরম সহায়স্বরূপ ছিলেন। লঙ্কাসময়ে তিনি বিভীষণের সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে বধ করেন। বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের পরমহিতৈষি অন্নদাদাতা স্বরূপে সর্বদাই তাঁহার পার্শ্ব-বর্তী থাকিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সীতাকে বান্দীকির আশ্রমে লইয়া যান। রামচন্দ্র যখন কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। মুনি-বর ছুর্বাসার আদেশে, পরিণাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইয়াও, তিনি তাঁহাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যান এবং তৎ-কালে রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সরযুতীরে যোগাবলম্বনপূর্বক দেহ-ত্যাগ করেন। (রামায়ণ)। রাম ও সীতা দেখ। (২) লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে যজ্ঞাগারে বধ করেন। ঐ অগ্নিশালায় অঙ্কহত্যা করায় লক্ষ্মণ ঐকাহিক অরাক্রান্ত হন। অশ্বিনীকুমারদের বংশোৎপন্ন দ্বিবিদ নামক এক ভিষক বানর মন্তবলে লক্ষ্মণের অর নিরোগ করেন। তখন লক্ষ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দ্বিবিদকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। দ্বিবিদ লক্ষ্মণের হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করেন। পরে দ্বাপরে লক্ষ্মণ বলরাম-রূপে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া দ্বিবিদ বানরস্ব হইতে মুক্ত

হন। কঙ্কি-৩৩-১৩। (৩) রাজর্ষি জনকের অন্ততমা কন্যা উষ্মিলা লক্ষ্মণের পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বায়ু-৮৮। (৪) ঋগ্বেদে এক লক্ষ্মণের উল্লেখ আছে। তাঁহার পুত্র ধৃত। সায়নাচার্য্য এই লক্ষ্মণের কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋকু-১১। ৩৩। ১০। (৫) রামানুজ লক্ষ্মণের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। ভাগ-২ঙ্ক-১১। (৬) লক্ষ্মণের পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। গুরু-পূ-১৪২। (৭) কুরুরাজ দুর্যোধানের পুত্রের নামও ছিল লক্ষ্মণ। তিনি কুরুক্ষেত্র সময়ে নিহত হন। মহাভা-স্ট্রী-২০, ২৪, ২৬। আশ্রম-৩২।

লক্ষ্মণা—(১) শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষীর অন্ততমা। মৎ-৪৭। অগ্নি-২৭৬। দেবীভা-৪ঙ্ক-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কালিকা-৪০। বৃহৎ-উত্ত-৮। বায়ু-২৬। (২) যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা দ্বাপরে লক্ষ্মণারূপে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণা পরে কালিন্দী নদীরূপ প্রাপ্ত হন। গর্গ-গোল-৩। (৩) বৃহৎসেন নরপতির কন্যা লক্ষ্মণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়-স্বর সভা হইতে বলপূর্বক হরণ করেন। গর্গ-দ্বার-৮। (৪) ভাগবত মতে (১০ঙ্ক-৫৮) লক্ষ্মণা মদ্ররাজ কন্যা। (৫) লক্ষ্মণার গর্ভে গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও গাত্রবিন্দ নামে তিন পুত্র ও গাত্রবতী

নামে এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৬০।
(৬) লক্ষ্মণার গর্ভে উর্ধ্বগ, প্রবল প্রভৃতি
কতিপয় সন্তান জন্মে। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১।
উর্ধ্বগ ও প্রবল দেখ। (৭) লক্ষ্মণার
গর্ভে পাত্রবৎ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে।
বিষ্ণু-৫ম-৩২। (৮) কুরুপতি দুৰ্য্যো-
ধনের কন্যার নামও ছিল লক্ষ্মণা।
শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সাধু তাঁহাকে স্বয়ংবর সভা
হইতে হরণ করেন। সাধু দেখ। (৯)
দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

লক্ষ্মণেশ্বর—(১) হটকেশ্বর তীর্থে
অবস্থিত লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে,
নিখিল রামায়ণ শ্রবণ ফল লাভ হয়।
হৃন্দ-নাগ-১০২। (২) প্রভাসক্ষেত্রে
লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। নৃত্যগীত
ও বাণোচ্চারণ সহকারে, যে ব্যক্তি ভক্তি-
ভরে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার
পরমাগতি লাভ হয়। হৃন্দ-প্রভা-
প্রভা-১১২।

লক্ষ্মী—(১) বিষ্ণু ত্রিবিক্রমদ্বারা
অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল
লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। রামা-সুন্দ-২১।
(২) ব্রহ্মার অন্ততমা কন্যা ও ধর্মের
পঞ্চপত্নীর একতরা লক্ষ্মী। তাঁহার গর্ভে
কাম উৎপন্ন হন। মৎ-১৭১। হরি-
হরি-১৯৬। (৩) প্রহৃতির গর্ভে উৎপন্ন
দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যার অন্ততমা এবং
ধর্মের ত্রয়োদশ পত্নীর একতমা। লক্ষ্মীর
গর্ভে দর্প জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০।
শিব-বায়ু-পু-১৫। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-

১০। বিষ্ণু-১ম-৭। হরি-হরি-২১৮।
কৃষ্ণ-পু-৮। গুরু-পু-৫। ধর্ম ও দক্ষ
দেখ। (৪) সমুদ্রমন্থনে পদ্মাসনা, পদ্মহস্তা
লক্ষ্মীদেবী উথিতা হন। তাঁহার আবি-
র্ভাবে আনন্দিত হইয়া দেবগণ ও
মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করেন। বিষ্ণু-
১ম-৯। অগ্নি-৩। পদ্ম-ভূমি-১১৯।
মৎ-২৫০। (৫) লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম
হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন
হয়। মহাভা-শাস্তি-৯০। (৬) দশের
পত্নী নীতির এক নাম লক্ষ্মী। মহাভা-
শাস্তি-১২১। (৭) লক্ষ্মী সচ্চরিত্রতার
অধীন। প্রহ্লাদ (৮২৮ পৃঃ) দেখ।
(৮) ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ও
লোকান্তরারোহের একমাত্র আধার। এই
নিমিত্ত লক্ষ্মী অভিন্নদেহে নারায়ণের
দেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী
সদয় ভাবে যাহার নিকট বাস করেন,
তাঁহার ধর্ম, অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ বদ্ধিত
হইতে থাকে। মহাভা-অনুশা-১১। (৯)
কোনও সময়ে লক্ষ্মী মনোহারিণী মুক্তি
ধারণকরিয়া গো সমুদয়ের নিকট উপ-
স্থিত হন। ধেমুগণ লক্ষ্মীর পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজ পরিচয়
প্রদানপূর্বক তাঁহাদের দেহে বাস
করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু
ধেমুগণ লক্ষ্মীকে প্রথমে তাঁহাদের দেহে
বাস করিতে দিতে সম্মত হইলেন না।
পরিশেষে লক্ষ্মীর নিতান্ত নির্বন্ধাতি-
শয়ে তাঁহারা সম্মত হইয়া নিজেদের

মৃত ও পুরীষে তাঁহার আবাস নির্দেশ করিলেন। মহাভা-অমুশা-৮২। (১০) শুক্ল-সদ-স্বরূপা লক্ষ্মী সমস্ত সম্পত্তি-স্বরূপা ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি অতিশয় মনোহারিণী ও সৰ্ব-বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। তিনি লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ-শূন্য। তিনি পতিব্রতাদিগের প্রধানা, ও সকল ভাবের জীবনরূপিণী। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী এবং মন্দিরবাসী গৃহাদিগের গৃহে গৃহ-লক্ষ্মী। তিনি বণিকদিগের বাণিজ্য-রূপিণী এবং পাপিদিগের কলহ উৎপাদিনী। দেবীভা-৯স্ক-১। (১১) কোনও সময়ে সূর্য্যাতনয় রেবন্ত অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবতে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। দেবী কমলা দেই সাগরোদ্ধূতা নিজ ভ্রাতৃত্বল্য অশ্বকে দেখিয়া পরন বিস্মিতভাবে অবস্থান করেন। বিষ্ণুও অশ্বরোহী রেবন্তকে

অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু লক্ষ্মী তখন মুগ্ধচিত্তে সেই অশ্বকেই নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন বলিয়া, কোনও উত্তর দেন নাই। বিষ্ণু বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লক্ষ্মীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “আনি দেপিতেছি তোমার চিত্ত সর্বত্রই রমণ

করে, কারণ তুমি অশ্বের রূপ দর্শনে এতই মোহিত হইয়াছিলে যে, আমার জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর দেও নাই। অতএব অশ্বাবধি তুমি রমা নামে পরিচিতা হইবে এবং চিত্তের চঞ্চল্য হেতু তুমি চঞ্চলা নামেও পরিচিতা হইবে। আমার নিকটে থাকিয়াও তুমি যখন অশ্ব দর্শনে মোহিতা হইয়াছ, তখন তুমি ভূতলে অশ্বিনী-রূপে জন্ম লাভ করিবে।” লক্ষ্মী-দেবী বিষ্ণুর এই অভিপায়ে অতি-শয় নম্রাহত হইলেন এবং ক্রুরপে শাপমুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইতে পারিলেন, গাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বিষ্ণু বলিলেন যে, ভূতলে লক্ষ্মী বিষ্ণু-তুল্য এক পুত্র লাভ করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে আগমন করিতে পারিবেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবী অশ্বিনীরূপ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি সূদামকাল মহাদেবের তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে আগমন করেন। লক্ষ্মী মহাদেবকে তাঁহার শাপ বিবরণ বর্ণনা করিয়া, যাহাতে বিষ্ণুর ঔরসেই তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে অমুরোধ করিলেন। তদনন্তর মহাদেবের পরামর্শে বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মীর সহিত মিলিত

হইলেন। ঐ হয়গ্রীব-মুক্তিদারী বিষ্ণুর
 ত্রুরসে অস্থিররূপী লক্ষ্মীর গর্ভে এক
 পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সন্তানের জন্ম
 হইলে তিনিও পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন
 এবং বিষ্ণু সহ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন
 করিলেন। দেবীভা-৬৮-১২। হরি-
 বশ্মা দেখ। (১২) খ্যাতির গর্ভে
 ভৃগুর ঔরসে নারায়ণ-প্রিয়া লক্ষ্মী
 জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়ু-পূ-১৫।
 সৌ-২৬। দ্বন্দ্ব-আব-রেবা-১২৩।
 দূর্ম্ম-পূ-১৩। লি-পূ-৫। (১৩)
 একবার লক্ষ্মীদেবী শত শত
 পরিচারিকা পরিব্রতা হইয়া কৌশিক
 নামক এক হরিভক্ত ব্রাহ্মণের
 সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করেন
 ব্রহ্মাদি দেবগণও তথায় উপস্থিত
 ছিলেন। লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ
 তর্জন গর্জ্জন পূর্বক দেবগণকে সেই
 গান হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়।
 দেবগণ লক্ষ্মীদেবীর প্রতি সম্মান প্রদ-
 শনের জন্ত বিনাবাক্যবায়ে দূরে গমন
 করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 ঐ দেবসমাজের মধ্যে নারদও
 ছিলেন। তিনি ঐ ভাবে অপমানিত
 হইয়া অতিশয় মনঃক্লান্ত হন এবং
 লক্ষ্মীর জ্ঞাতসারেই যে পরিচারিকাগণ
 দেবগণের উপর ঐরূপ ব্যবহার
 করিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লক্ষ্মীকে ও
 তাঁহার সমুদয় পরিচারিকাগণকে রাক্ষস-
 -গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে

বলিয়া শাপ দেন। লক্ষ্মীদেবী এই
 শাপ প্রদানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
 নারদের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন
 যে, যে রাক্ষসী আপন ইচ্ছায় অগ্ন্যা-
 বাসী মুনিগণের অন্ন অন্ন শোণিত
 দ্বারা কলস পূর্ণ করিবে, সেই শোণি-
 তেই উৎপন্ন হইয়া তিনি যেন সেই
 রাক্ষসীর গর্ভে জন্মান্ত করেন।
 নারদ তাহাতেই সন্মত হইলেন।
 অঙ্কুর-রামা-৬। (১৪) একবার লক্ষ্মী
 ও অলক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া
 বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণের
 পরামর্শে গোতমো গন্ধা মধ্যস্থা মনো-
 নীতা হন। তিনি লক্ষ্মীকেই শ্রেষ্ঠা
 বলিয়া অন্তব্য প্রকাশ করেন। ব্রহ্মপু-
 ১৩৭। (১৫) লক্ষ্মী প্রকৃতি দেবীরই
 অংশভূতা অগ্ন্যত্মা শক্তি। তিনি
 বিষ্ণুকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।
 তিনি সৎগুণাশ্রিতা। শিব-জ্ঞান-৩.
 ৬। (১৬) পরিনা নারী বিষ্ণুর অর্ধি-
 ষ্ট্রী নাম লক্ষ্মী। মার্ক-৬৮। (১৭)
 ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে সুনৃতা নামে
 এক কন্যা জন্মে। তিনি উত্তানপাদের
 পত্নী ও ধ্রুবের জননী ছিলেন। ব্রহ্মা-
 ৬৮। (১৮) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা
 দেখ। (১৯) ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর
 গর্ভে বল নামে এক পুত্র জন্মে।
 পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (২০) বর্করী দেখ।
 (২১) দেবী হুর্গার এক নাম।
 তাঁহার রূপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি

ও সৌন্দর্য্য লাভ করে বলিয়া, তাঁহার ঐ নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭, ১২৭। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। যশা দেখ। (২২) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুটা যন্ত্রের ষট্ কোণে লক্ষ্মী, গৌরী, রতি প্রভৃতি দেবীর অবস্থান। ঐ লক্ষ্মীদেবী হেম-বর্ণা ও ক্ষীণাক্ষী। তিনি বর মূদ্রা, অভয় মূদ্রা ও দুইটি পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তন্ত্র-১৭৭ পৃঃ। (২৩) তন্ত্রোক্ত পদ্মত্রিংশটি ব্যঞ্জন শক্তির অন্ততম। তন্ত্র-২৫৯ পৃঃ ও ৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২৪) তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীর অন্ততম। পীঠ শক্তি। তন্ত্র-৫১৩ পৃঃ। সরস্বতী দেখ। (২৫) যে ব্যক্তি লক্ষ্মীপূজা করিয়া ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ, উট্টে, শ্রী ও পদ্ম-ধারিণী, এই দ্বাদশ নাম পাঠ করে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থিরা হইয়া বাস করেন। তন্ত্র-৭৪৩ পৃঃ। (২৬) ভৃগুমুনির খ্যাতি নান্নী পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মীদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরনারায়ণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্ত, সাগর-সীমায় গমনপূর্ব্বক, উগ্র তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। সহস্র বৎসর তপস্তায় অতিবাহিত হইবার পর, ইচ্ছাদি দেবগণ বিষ্ণুর রূপ ধারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বরূপ প্রদ-

র্শন করিতে বলিলেন। দেবগণ তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু সেই সংবাদ পাইয়া রমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনি যদি প্রকৃতই নারায়ণ হন, তবে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া আমার বিশ্বাস উৎপাদন করুন”। বিষ্ণু তাহাই করিয়া লক্ষ্মীর সংশয় ভঞ্জন করিলেন। অতঃপর দেব নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, “ব্রহ্মচর্য্যই সকল ধর্ম্মের মূল ও সর্বোত্তম তপস্তা। যেহেতু তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এখানে তপস্তা করিয়াছ, তজ্জন্ত আমি মূল শ্রীপতি নামে এইস্থানে অধিষ্ঠান করিব। আর তুমিও ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপিনী ব্রাহ্মী মূলশ্রী নামে বিদিতা হইবে। স্বন্দ-আব-রেবা-১১৪।

লক্ষ্মীনিধি—জনকের তনয়। তিনি তপস্তাদ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র, পাণ্ড-পতাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নাগপাশ, মায়ূরাস্ত্র, নাকুলাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, বজ্রাস্ত্র, পার্কত, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করিয়া ছিলেন। শক্রঘ্নঃ যখন রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন তিনি শক্রঘ্নের অশ্বগমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কোমলা।

পদ্ম-পাতা-৫, ১৩-২০, ৩৬, ৩৭ ।

লক্ষ্মীসিংহ—কাশীস্থিত এক শিব-
লিঙ্গ । ঐ লক্ষ্মীসিংহ শিবলিঙ্গ মানব-
গণের মোক্ষলক্ষ্মী-প্রদায়ক । স্বন্দ-কাশী-
পূ-৩৩ ; উ-৬১ ।

লক্ষ্মীশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত
এক শিবলিঙ্গ । দেবী শঙ্করী দৈত্য
দিগকে বধ করিয়া ঐ স্থানে লক্ষ্মী
দেবীকে স্থাপন করেন । ত্রীপঞ্চমী
দিনে ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে নম্রস্তর
কালাবধি লক্ষ্মীবিযুক্ত হইতে হয় না ।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৪ ।

লঘু—(১) যদুর পুত্র সহস্রজিতের
অন্ততম তনয় লঘু । সহস্রজিৎ দেখ ।
(২) যদুর অন্ততম পুত্র । যদু দেখ ।

লঘু—অঙ্গিরাস বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মং-১২৬ নোমডি
দেখ ।

লজ্জা—(১) দক্ষের অন্ততম কন্যা
ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর একতম ।
লজ্জার গর্ভে বিনয় জন্মগ্রহণ করেন ।
হরি-হরি-২১৮ । মার্ক-৫০ । শিব-
বায়ু-পূ-১৫ । বায়ু-১০ । পদ্ম-সৃষ্টি-৩ ।
বিষ্ণু-১ম-৭ । ব্রহ্মা-১০ । লি-পূ-
৫ । মহাভা-আদি-৬৬ । স্বন্দ-প্রভা-
প্রভা-১২২ । দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ ।
(২) তত্ত্বোক্ত ষোড়শ জন স্বরশক্তির
অন্ততম । তত্ত্ব-২৩৯ পৃঃ । শক্তি দেখ ।

লতা—(১) মেরুর নয় কন্যার
অন্ততম । অগ্নীধের অন্ততম পুত্র

রম্যক তাঁহাকে বিবাহ করেন । ভাগ-
৫ঙ্ক-২ । (২) জনৈক অঙ্গরা । মহাভা-
সভা-১০, আদি-২১৫-২১৭ । স্বন্দ-মাহে-
কুমা-১ । বর্গা দেখ । (৩) সীতার এক
নাম । সীতা দেখ ।

লপিতা—মহর্ষি মন্দপালের অন্ততম
পত্নী । মন্দপাল ও জরিতা দেখ ।

লব—(১) সীতার গর্ভজাত রাম-
চন্দ্রের বনজ পুত্রদ্বয়ের অন্ততম । গর্ভ-
বতী সীতা রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা
হইয়া মহর্ষি বাস্মীকির আশ্রমে আশ্রয়
লাভ করেন । সেই থানেই তিনি কুশ
ও লব নামক যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন ।

(কুশ দেখ) । লব উত্তর-কোশলের
অধিপতি হইয়াছিলেন । শ্রাবস্তীপুরী
তাঁহার রাজধানী ছিল । রামা-উত্ত-
১২০, ১২১ । বায়ু-৮৮ । (২) শক্রয়
যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশ-
পর্যটনে বহির্গত হন, তখন বাস্মীকির
তপোবনে কুশ ও লব সেই অশ্ব বন্ধন
করেন । অতঃপর শক্রয় ও তাঁহার
অমুচরদিগের সহিত, লব ও কুশের
ঘোরতর যুদ্ধ হয় । সেই যুদ্ধে সামুচর
শক্রয় ত্রাতৃদ্বয়হস্তে পরাজিত হন ।
পরে সীতার বাক্যে কুশ ও লব যজ্ঞাশ্ব
সহ সামুচর শক্রয়ের বন্ধন মোচন
করেন । পদ্ম-পাতা-৩০, ৩৭ । (৩)
বাস্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী বনজ
পুত্রদ্বয় প্রসব করিলে মহর্ষি তথায় উপ-
স্থিত হইলেন এবং ভূত ও পিশাচের

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য
স্থাপিত ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এক
মুষ্টি কুশ ও লব (কুশের নিম্নভাগ)
লইয়া বৃক্ষা তাপসীদিগকে আহ্বান
করিলেন এবং তাঁহাদের হস্তে সেই
গুলি দিয়া বলিলেন “তোমরা কুশ
দ্বারা জ্যেষ্ঠ শিশুর এবং লবের দ্বারা
কনিষ্ঠ শিশুর গাত্র মার্জনা করিবে।
আমি সেই অনুসারে জ্যেষ্ঠের নাম
কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলাম।
রামা-উক্ত-৭২। (৪) লব-রূপী ইন্দ্র
নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া কতিপয় ঋক্-
মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।
১১২। ১-১৩।

লবঙ্গা—পুণ্যশ্রবা নামক মুনির
পুত্র। শিব ও পার্শ্বাতীর বরে গোকুলে
নন্দ গোপের দাতার গৃহে জন্মগ্রহণ
করিয়া, ত্রিকুষ্ণের অন্ততম প্রণয়িনী
হন। পদ্ম-পাতা-৪১।

লবণ—(১) মধুনানক দৈত্যের ঔরসে
রাবণের অন্ততম ভগ্নী কুন্তিনন্দীর গর্ভে
লবণ নামক এক দুর্দান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। লবণ মধুবনে বাস করিয়া
সর্বদা তপস্বীগণের উপর বিশেষ উপ-
দ্রব করিতেন এবং স্ত্রীযোগ পাইলেই
তাঁহাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতেন।
তপস্বীগণ লবণের অত্যাচারে উৎ-
পীড়িত হইয়া, রামচন্দ্রের শরণাপন্ন
হন। রাম নিজ অমূল্য শত্রুকে লবণ
বধের কৃত প্রেরণ করেন। শত্রুয়ের

সহিত লবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইবার
পর, লবণ শত্রু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।
রামা-উক্ত-৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮১। হরি-
হরি-৪১, ৫৪। দেবীভা-৪৯-২০।
অগ্নি-১১। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-১ম-১২;
৪র্থ-৪। ভাগ-২৯-১১। পদ্ম-পাতা-
২২, ২৯, ৩২। বরা-১৬৩। (২)
রাম লবণাসুরকে বধ করেন। গর্গ-
মথু-২৫। ব্রহ্মপু-১১৩। মাক্ষাতা (৫)
দেখ। (৩) প্রিয়ব্রত নরপতির অন্ত-
তম পুত্র জ্যোতিষ্মান। তাঁহার সাত
পুত্রের অন্ততম লবণ। তিনি স্বীয়-
নানায় বর্গের অধিপতি ছিলেন।
ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। লি-পু-৪৬।
প্রভাকর ও জ্যোতিষ্মান দেখ।

লবণাশ্ব—দৈত্যবননিবাসী ভট্টনিক
মুনি। মহাভা-বন-২৬।

লবেশ্বর—চাটকেশ্বর ভীমে নামের
তনয় লবকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব-
লিঙ্গ। স্বন্দ-নাগ-১০৪।

লকাবৃত্তাভ—অমৃতমি ও কৃত দেখ
লি-পু-৫।

লঙ্ঘ—উগ্র নামক শিবাবতার
যোগাচার্য্যেব লঙ্ঘ, লঙ্ঘকেলক- লঙ্ঘাঙ্ক
ও লঙ্ঘোদর নামে চারিটি মহানাদশালী
পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩।
শিব-বায়ু-উক্ত-১০। কৃষ্ণ-পু-৫২।
লি-পু-২৪। উগ্র ও শিবাবতার দেখ।

লঙ্ঘকৃষ্ণি—গণেশের এক নাম
অগ্নি-১১।

লম্বকেশ, লম্বকেশক—লম্ব দেখ । হরি-৩ । (৬) কার্তিকেয়ের অম্বচরী
লম্বন—জ্যোতিষ্মানের অন্ততম কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা ।
পুত্র । লবণ, প্রভাকর ও জ্যোতি- মহাভা-শল্য-৪৭ । স্বন্দ দেখ । (৭)
ম্বান্ দেখ । সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃতা

লম্বপয়োধরা—(১) কার্তিকেয়ের মাতৃকাগণের অন্ততমা । সীতা দেখ ।
অম্বচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের লম্বাফ—লম্ব দেখ ।
অন্ততমা । মহাভা-শল্য-৪৭ । স্বন্দ লম্বাফী—সীতার রোমকূপ হইতে
দেখ । (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃতা মাতৃকাগণের অন্ততমা । সীতা
উদ্ধৃতা অন্ততমা মাতৃকা । সীতা দেখ । দেখ ।

লম্বজ—শস্যার গর্ভজাত অন্ততম লম্বায়ন—একজন বশিষ্ঠ-বংশীয়
দানব । ধনা দেখ । গোত্রপ্রসূতক ঋষি । মৎ-২০০ । বেদ-
শেরক দেখ ।

লম্বনেথলা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃতা জনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।
লম্বমেলা—অন্ততমা মাতৃকা । উদ্ধৃতা জনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

মাতৃকাগণ দেখ । লম্বাস্যা—সীতার রোমকূপ হইতে
লম্বসটা—মাতৃকাগণ । দেখ । লম্বিনী—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন
লম্বস্তনী—মাতৃকাগণ দেখ । প্রধান গোপিকার অন্ততমা । স্বন্দ-
প্রভা-প্রভা-১১৮ । শ্রীকৃষ্ণ দেখ । (২)

লম্বা—(১) অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃ- সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃতা জনৈক
কাগণ দেখ । (২) দক্ষের অন্ততমা কন্যা মাতৃকা । সীতা দেখ । (৩) কার্তিকেয়ের
ও দক্ষের এক পত্নী । লম্বার গর্ভে অম্বচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাদের
ঘোষ নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে । অন্ততমা । মহাভা-শল্য-৪৭ । স্বন্দ
মৎ-৫, ২০৩ । হরি-হরি-২১৮ । শিব দেখ ।

লম্বা—(১) অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃ- লম্বোদর—(১) অক্ষুবংশীয় রাজা
কাগণ দেখ । (২) দক্ষের অন্ততমা কন্যা শান্তকর্ষি মগধে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব
ও দক্ষের এক পত্নী । লম্বার গর্ভে করিবার পর, তাঁহার পুত্র লম্বোদর
ঘোষ নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে । অষ্টাদশ বৎসর প্রজাপালন করেন,
মৎ-৫, ২০৩ । হরি-হরি-২১৮ । শিব এবং তাঁহার পর আপীতক ষাটবর্ষ
ধর্ম-৫৪ । বায়ু-৬৬ । গরু-পূ-৬ । ব্রহ্মপু- রাজত্ব করেন । মৎ-২৭৩ । পূর্ণোৎসব
৩ । কৃষ্ণ-পূ-১৬ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা ও মেঘবাতি দেখ । (২) লম্বোদরের
২১ । (৩) লম্বার গর্ভে ঘোষাধিপতি তনয় দ্বিবিলাক । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ । (৩)

দেবগণের উদ্ভব হয় । লি-পূ-৬৩ ।
(৪) লম্বার পুত্র বিছোৎ (বিছোৎ)
স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪ । ভাগ-৬৬-৬ ।
(৫) লম্বার গর্ভে ঘোষ নামক মন্ত্রাভি-
মানিনী দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন । হরি-

মগধে শূদ্র বংশীয় পৌর্ণমাসের তনয়
লম্বোদর । তাঁহার পুত্র চিবিলাক ।
ভাগ-১২ স্বন্দ-১ । শ্রীশাস্ত্রকর্ণ ও
মেঘবাতী দেখ । (৪) উগ্রনামক
শিবাবতারের অন্ততম পুত্র । লম্ব
দেখ । (৫) গণেশের এক নাম । ব্রহ্মা
তাঁহাকে ঐ নাম দেন । বৃহৎ-সম্বা-৩০ ।
পদ্ম-উত্ত-১০১ । (৬) কাশীতে লম্বোদর
নামক গণপতি সকল বিষয় নাশ করেন ।
স্বন্দ-কাশী উত্ত-১৭ ।

লম্বা—সীতার একনাম । সীতা দেখ ।
ললনা—দেবীদুর্গার এক নাম ।
তাঁহারই রূপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ
সম্পত্তি ও সৌন্দর্য লাভ করে, তজ্জন্ত
তাঁহার এই নাম । দেবীপু-৩৭ । লল্লী
দেখ ।

ললাটাক্ষ—মহিষাসুরের অন্ততম
জনৈক দানব । বরা-২৫ ।

ললিত—(১) গন্ধর্ব্ব বিশেষ । এক
দিন গান করিতে করিতে তাঁহার
গানের পদ ভুল হইয়া যায় । তাহাতে
ক্লান্ত হইয়া নাগরাজ পুণ্ডরীক তাঁহাকে
“রাক্ষস-বোনীতে জন্মগ্রহণ কর” বলিয়া
শাপ দেন । তাঁহার পত্নী ললিতা
স্বামীর এই দুঃখবস্থা দেখিয়া সর্বদাই
স্বামীর সহিত অবস্থান করিতেন । পরে
এক মূনির পরামর্শে ললিতা চৈত্র-
মাসের গুরুপক্ষীয় কামদা নামক
একাদশী তিথিতে ব্রতচরণ করিলে,

ললিত পুনরায় পূর্বরূপ প্রাপ্ত হন ।
পদ্ম-উত্ত-৪৭ । গর্গ-ময়ু-২ । (২) বিষ্ণুর
এক নাম ।

ললিতযোবনা—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী
অন্ততমা গোপিকা । পদ্ম-পাতা-৪৩ ।

ললিতরাজ—অক্ষয়সুরের সহিত
মহাদেবের যুদ্ধকালে মহাদেবের শরীর-
নির্গত রুধির হইতে উৎপন্ন জনৈক
ভৈরব । বাম-৭০ ।

ললিতা—(১) ললিত নামক এক
গন্ধর্ব্বের পত্নী । ললিত দেখ । (২)
বিদর্ভ-রাজের কন্যা ও চারুধর্ম্মা নামক
রাজার পত্নী । তিনি পূর্বজন্মে
সৌবীর রাজের কন্যা ছিলেন । কিছু
মন্দিরে নিয়ত দীপদান করিয়া, তিনি
অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন । অগ্নি-২০০ ।

(৩) দেবী পার্শ্বাতীর পাখিবিচারিণী
অন্ততমা দেবী । মৎ-৬৩ । (৪) দেবী
সাবিত্রী সন্তানতীর্থে ললিতা নামে
পূজিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । সাবিত্রী
দেখ । (৫) দেবী শঙ্করী সন্তান-
তীর্থে ললিতা নামে পূজিতা হন । মৎ-
১৩ । স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮ । ভদ্র-
কর্ষিকা দেখ । (৬) দক্ষকন্যা সতী
লালিত্য স্ত্রণে সকল নারী অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠা ছিলেন । তজ্জন্ত তাঁহার এক
নাম হয় ললিতা । পদ্ম-সৃষ্টি-১২ । সতী
দেখ । (৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্ত-
তমা গোপিকা । গর্গ-গোল-৪ ; কৃষ্ণা

১৫, ১২ ; অখ-৩২ । পদ্ম-পাতা-৩২,

৩২ । (৮) কামাখ্যাদেবীর অঙ্গে
লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাস করেন । লক্ষ্মী

ললিতা ও মাতঙ্গী নামেও পরিচিতা ।

কালিকা-৬২ । (৯) ধৃতরাষ্ট্র নামক

নাগরাজের কন্যা । তিনি শাপন্নষ্টা

বিজ্ঞাধরী ছিলেন । অনোধাপতি

সহস্রানীকের পুত্র উদয়নের সহিত

তাহার বিবাহ হয় । উদয়নের ঔরসে

ললিতার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ

করিলে, ললিতা শাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গে

প্রস্থান করেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১ ।

মালাবান্, বিধূন ও সহস্রানীক দেখ ।

(১০) জনৈক অপ্সরা । স্বন্দ-আব-

রেবা-১২২ । (১১) সীতার অষ্টোত্তর

সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

ললিতাগোত্রী—কাশীস্থিত এক

দেবী । সম্পত্তিলাভ-মানসে ললিতা-

গোত্রী দেবীর পূজা কর্তব্য । তাহার

পূজকগণ সকল প্রকার বিষ হইতে মুক্ত

থাকেন । স্বন্দ-কাশী-৩৩, ৫৭ ।

ললিতাদেবী—(১) দেবীশঙ্করী

প্রয়াগতীর্থে ললিতাদেবী রূপে পূজিতা

হন । মৎ-১৩ । স্বন্দ-আব-রেবা-

১২৮ । ভদ্রকর্ণিকা দেখ । (২)

দেবী সাবিত্রী প্রয়াগতীর্থে ললিতা

দেবী নামে পূজিতা হন । পদ্ম-সৃষ্টি-

১৭ । সাবিত্রী ও ললিতা দেখ ।

(৩) কাশীস্থিত ললিতাদেবীর পূজা

করিলে দারিদ্র্য ও হুঃখভোগ করিতে

হয় না । স্বন্দ-কাশী-৮৩ ।

ললিতেশ্বর—প্রয়াগধামস্থিত এক

শিবলিঙ্গ । স্বন্দ-মাহে-কোদ-৭ ।

ললিতোনা—দেবী ভৈরবীর এক

নাম । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩১ ।

লাকিনা—অথর্ববেদজ ও উপ-

বেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা

বিশেষ । স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-২০ । রাকিনী

দেখ ।

লাঙ্গল—মগধের ইক্ষুকু-বংশীয়

শুক্কোদের তনয় । তাহার আত্মক

প্রসেনজিৎ । ভাগ-২৯-১২

লাঙ্গলি—(১) সহিতাকার পৌন্ড-

রী়র অন্ততম শিষ্য । তিনিও ছয়খানি

সহিতা প্রণয়ন করেন । ভালুকি,

কামহানো, ভৈমিনী, লোমগায়নী,

কণ্ড(কণ্ডু—বায়ু) ও কোহল(কাহল—

বায়ু) নামে লাঙ্গলির ছয়জন শিষ্য

ছিলেন । তাহারাও সহিতাকার

ছিলেন । পোম্পলী দেখ ।

লাঙ্গলী—(১) মহাদেবের অন্ততম

গণ । স্বন্দ-কাশী-৫৩ । (২) একজন

মাতৃকা । মৎ-১৭২ । মাতৃকাগণ

দেখ । (৩) অন্ততম শিবাবতার যোগা-

চার্য্য । শিব-বার-উক্ত-১০ । কুর্ধ-পু-

৫২ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০ । লি-পু-

২৪ । শিবাবতার দেখ । (৪) অন্ততম

কুর্ধ । কুর্ধ দেখ । (৫) বলরামের

এক নাম । বলদেব দেখ ।

লাঙ্গলীভীম—অন্ততম শিবাবতার

ব্রহ্মা-৬৭। শিবাবতার দেখ।

লাঙ্গলীশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-
লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবের
রোগ ভয় থাকে না। স্বন্দ-কাশী-৫৫।

লাবকি—অত্রিবংশোদ্ভব একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৮।
মৌজায়নি দেখ

লাবণ্যবতী—(১) শাকল নগরী
নিবাসী চন্দ্রপ্রভা নামক রাজার কন্যা।
তিনি জাতিস্মরা ছিলেন। তিনি পূর্ক-
জন্মে হরস্বামী নামক ব্রাহ্মণের পত্নী
ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি
অমুরাগী ছিলেন না। তজ্জন্ত তিনি
ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা স্বামীকে নিজপ্রতি
অমুরাগী করিবার প্রয়াস পান। সেই
পাশে জন্মজন্মান্তর তিনি ইতরযোনীতে
জন্মগ্রহণ করিয়া, পাপক্ষয়ান্তে রাজ-
কুলে জন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-আব-
চতু-৭৮। (২) রথন্তর কল্পে পুষ্করদ্বীপে
পুষ্পবাহন নামে এক রাজা ছিলেন।
তাঁহার পত্নীর নাম ছিল লাবণ্যবতী।
তাঁহার পূর্বজন্মে এক ব্যাধ দম্পতী
ছিলেন। মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে
তাঁহারা বিক্রমার্থ আশ্রিত পদ্মের দ্বারা
বিকূদেহ সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।
তজ্জন্ত তাঁহারা জন্মান্তরে রাজবংশে
জন্মলাভ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২০। (৩)
শিব-পুরাণে আছে (সনৎ-৪৫) ঐ ব্যাধ
দম্পতি মহাদেবের পঞ্চায়তন পূজা
করিয়া জন্মান্তরে রাজবংশে উৎপন্ন

হন। (৪) মৎস্তপুরাণে লাবণ্যবতী
নামের পরিবর্তে লীলাবতী নাম
পাওয়া যায়। মৎ-১০০। পুষ্পবাহন
দেখ।

লাভ—(১) উনপঞ্চাশজন মনুংগণের
অন্ততম। গরু-পূ-৬। মনুং-গণ
দেখ। (২) বিশ্বরূপের অন্ততমা কন্যা
বৃদ্ধি, গণেশের অন্ততমা পত্নী ছিলেন।
তাঁহার গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন।
শিব-জ্ঞান-৩৬। লক্ষ দেখ। (৩)
দক্ষের অন্ততমা কন্যা পৃষ্টি গর্ভে লাভ
জন্মগ্রহণ করেন। পৃষ্টি দেখ।

লালসা—চতুষ্টয় যোগিনীগণের
অন্ততমা যোগিনীগণ দেখ।

লালাবি—খসার গর্ভজাত অন্ততম
দানব। খসা দেখ।

লিখিত—(১) নগরাজ হিমবানের
অন্ততমা কন্যা একপাটলা জৈগিষ্যবোর
পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের অযোনিজ
দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম শঙ্খ
ও লিখিত। বায়ু-৭২। ব্রহ্মপু-৩৪।
(২) বৃহৎশ্রবা দেখ। (৩) শঙ্খ, ও;
লিখিত ধর্ম শাস্ত্রকারদিগের অন্ততম
ছিলেন। বরা-১২১। সৌর-৫০।
অগ্নি-১৬২। গরু-পূ-২৩। (৪)
শান্তিল্যামনির অন্ততম পুত্র। স্বন্দ-
নাগ-১১। শঙ্খ দেখ। (৫) মহর্ষি
লিখিত একজন স্মৃতি-শাস্ত্রকার ছিলেন।
তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম লিখিত
সংহিতা। লিখি-সং।

লিখিতেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-
লিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-২৭।

লিঙ্গধারিণী—(১) দেবী সাবিত্রী
নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী নামে পূজিতা
হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।
(২) দেবী শঙ্করী নৈমিষ তীর্থে লিঙ্গ-
ধারিণী নামে পূজিতা হইয়া থাকেন।
মৎ-১৩। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮। ভদ্-
কর্ণিকা দেখ। (৩) সাতার অধোভর
সহস্র নামের অগ্নতম। সাতা দেখ।

লিঙ্গভক্ষ—জৈনিক দানব। পদ্ম-
সৃষ্টি-১৮।

লিঙ্গেশ্বর—অবন্তক্ষেত্রস্থ লিঙ্গেশ্বর
দেবকে দর্শন করিলে, সকল পাপ
বিনষ্ট হয়। স্বন্দ-আব-রেবা-১৪২।

লীলা—কামদেব পুনর্জন্ম লাভ
করিলে রতির আনন্দাশ্র হইতে উৎ-
পন্ন অগ্নতমা কন্যা। পদ্ম-ভূমি-৭৭।

লীলাঢ্য—বিশ্বামিত্রের এক পুত্র।
মহাভা-অমুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

লীলাবতী—(১) জৈনিক বেণ্ডা
সে চতুর্দশী তিথিতে হেমবৃক্ষাদিসহ
লবণাচল দান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া
শিবপুরে গমন করে। মৎ-২২।
পদ্ম-সৃষ্টি-২১। (২) নরপতি অবাক্ষিতের
অগ্নতমা পত্নী। মার্ক-১২১। (৩)
কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির অগ্নতমা পত্নী।
ঊাহার গর্ভে শক্রজিৎ নামে এক পুত্র
জন্মে। দেবীভা-৩২-১৪। বীরসেন
ও শক্রজিৎ দেখ। (৪) জৈনিক অপ্সরা।

স্বন্দ-কাশী-পূ-২। (৫) বারাগসীরাজ
দিবোদাসের পত্নী। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-
৫৬। (৬) সাধু নামক একজন বণি-
কের পত্নী। সাধু দেখ। (৭) মৃত্যু
কন্যা স্নানার্থ অগ্নতমা সখী। পদ্ম-
ভূমি-৩৩। (৮) লীলাবতী নামক এক
বারনারী রাধাঠানী ব্রত করিয়া বিষ্ণু-
সামুজ্য প্রাপ্ত হয়। পদ্ম-স্বর্গ-৪০।
পদ্ম-ব্রহ্ম-৭।

লীলালকশিখণ্ড—মহাদেবের এক
নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

লীলালয়া—চতুষষ্টি যোগিনীগণের
অগ্নতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লুঙ্ঘেশ্বর—কালকের দানবকর্তৃক
লুঙ্ঘেশ তীর্থে প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ।
স্বন্দ-আব-রেবা ৬৭।

লুঙ্ঘ—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নি
দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম।
ব্রহ্মপু-৪০।

লুপ্প—একজন স্নেচ্ছরাজ। তিনি
যুদ্ধকাণ্ডে হইয়া সামগ মুনিকে বধ
করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সামগ
মুনির পুত্র রাজাকে “কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত
হও” বলিয়া শাপ দেন। পরে মহা-
কালধনে শিবলিঙ্গ দর্শন ও শিপ্রা
নদীতে স্নান করিয়া তিনি শাপমুক্ত
হন। স্বন্দ-আব-চতু-৪১।

লুপ্পক—(১) মাহিষ্যতী নামক এক
রাজধির জ্যেষ্ঠপুত্র অতিশয় হুঙ্কিয়া-

ঘিত ছিল বলিয়া, তাঁহার পিতা
তাঁহাকে লুম্পক নামে অভিহিত
করেন। পিতাকর্তৃক রাজ্যহইতে
বিতাড়িত হইয়া, লুম্পক ইতস্ততঃ
পর্যটন করিতে করিতে, এক বিষ্ণু
মন্দিরে রাজ্যবাস করেন। সেই রাত্রি
জাগরণের ফলে তিনি পিতৃরাজ্য পুনঃ
লাভ করেন। পর-উক্ত-৪০। গর্গ-মাধু-২
লুম্পেশ্বর—শ্লেচ্ছ-রাজ লুম্প কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্বল্প-আব-
চতু-৪১। লুম্প দেখ।

লুশ—মহর্ষি লুশ একজন ঋগ্বেদের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্ব-
দেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্
মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ৩৫

লেখ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে লেখ নামে
অন্ততম দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭।
বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। ব্রহ্মপু-৫।
সক-পু-৮৭। কুর্শ-পু-৫০। আশু,
অভূত, অজিত, অন্তরীক্ষ, মহাসত্ত্ব ও
অশ্বপতি দেখ।

লেখক—পর্য্যাসিত দেখ।

লেখ্য—চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্ততম
দেব-গণ। কুর্শ-পু-৫০। লেখ দেখ।

লেলিহান—(১) অন্ততমা মাতৃকা
মাতৃকাগণ দেখ। (২) মহাদেবের
এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮

লেলিহান—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নানের অন্ততম। সীতা দেখ।

লেশ—ঈশ্বংশীয় মহোজের অন্ততম

পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। কাশ, মহোজ ও
মহোজের দেখ।

লৈত্রাণি—অত্রিংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৮। ভগ-
পাদ দেখ।

লোকচক্ষু—সূর্য্যের এক নাম।
সূর্য্য দেখ।

লোকধাত্রী—ভদ্রকালী দেখ।

লোকনাথ—বৃকবন্ধু, দেখ।

লোকনাথিনী—দেবাহুর্গার এক
নাম। দেবীপু-১২৭।

লোকপাল—বৈবস্বত যমের নামা-
ন্তর। যম দেখ।

লোকপালেশ্বর (১) কাশীস্থিত এক
শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে অর্চনা করিলে

লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন। স্বল্প-কাশা-
৮১। (২) একবার হিরণ্যকশিপুর বক্ষ:-

স্থল হইতে বহুমহস্ত দৈত্য প্রাহুর্ভূত
হইয়া স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল নিজেদের
বণীভূত করে। তখন দেবতারা বিষ্ণুর
শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে কাপা-

লিক বেশে মহাকাল বনে বাইয়া, শিব-
লিঙ্গের অর্চনা করিতে বলিলেন।

তাঁহার ঐরূপ করিলে সেই শিবলিঙ্গ
হইতে অগ্নি জালা নির্গত হইয়া, দৈত্য-
গণকে ভস্মসাৎ করে। তদবধি সেই
শিবলিঙ্গ লোকপালেশ্বর নামে খ্যাত
হন। স্বল্প-আব-চতু-১২।

লোক-প্রকাশক—সূর্য্যের এক
নাম। সূর্য্য দেখ।

লোক-প্রসাদিনী—গঙ্গার এক নাম । লোকেশ্বর—মহাদেবের অন্ততম
পদ্ম-পাতা-৫৭ । গণ । জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের

লোকসাক্ষী—সূর্য্যের এক নাম । যুদ্ধকালে দৈত্যাত্মচর কালের সহিত
সূর্য্য দেখ । তাঁহার সংগ্রাম হয় । পদ্ম-উক্ত-১২ ।

লোকাক্ষি, লোগাক্ষ, লোগাক্ষি— লোটেনেশ্বর—নরদ্বার উত্তর তীরে
(১) একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য । লোটেনেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত ।
সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ ও বৈরজ তাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্তজন্মার্জিত
নামে তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিলেন । পাপ বিনষ্ট হয় । স্বন্দ-আব-রেবা-
শিব-বায়-উক্ত-১০ । (২) লোকাক্ষির ২২০ ।

শিষ্যগণের নাম—(ক) সুধামা, বিরজ, লোপমুদ্রা লোপামুদ্রা—(১) মহর্ষি
শঙ্খপাং ও রব । বায়ু-২৩ । (খ) অগস্ত্যের পত্নী । তিনি পতিব্রতা
বিরজ, শঙ্খপা, সুধামা ও রব । ব্রহ্মা- মহিলাদিগের মধ্যে একজন প্রধানা ।
২৩ । (গ) সুধামা, বিরজা, শঙ্খবাণী প্রায় সমুদয় পুরাণেই ইহা উল্লিখিত
ও অজ । কৃষ্ণ-পূ-৫২ । (ঘ) সুধামা আছে । (২) মহর্ষি দধাচিরও অন্ততমা
বিরজা, শঙ্খপং ও বুজা । লি-পূ-২৪ । পত্নীর নাম ছিল লোপমুদ্রা ।
(৩) জটামালী নামক শিবাবতার ব্রহ্মপু-১১০ । অগস্ত্য দেখ ।

যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য । লি- লোভ—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও
পূ-২৪ । জটামালী দেখ । ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী পুষ্টির গর্ভে লোভ

লোকাক্ষা, লোগাক্ষি—সংহিতা- জন্মগ্রহণ করেন । মার্ক-৫০ । পদ্ম-
কার পৌষ্যজ্ঞীর অন্ততম শিষ্য । বায়ু- সৃষ্টি-৩ । বিষ্ণু-১ম-৭ । গুরু-পূ-৫ ।
৬১ । ব্রহ্মা-৬৭ । পৌষ্যজ্ঞী, লাক্ষ্মী লি-পূ-৫ । লাভ বর্ষ ও পুষ্টি দেখ ।
ও পৌষ্যজ্ঞী দেখ । (২) অধর্ম্মের অন্ততম পুত্র লোভ ।

লোকাখ্য—লোকাক্ষি নামের স্থানে স্বন্দ-ব্রহ্ম-উক্ত-২১ । অধর্ম্ম দেখ । (৩)
স্বন্দপুরাণে লোকাখ্য নাম পাওয়া যায় দম্ভের পুত্র লোভ ও কন্যা শঠতা ।

স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০ । লোকাক্ষি দেখ লোভ স্বীয় ভগিনী শঠতাকেই বিবাহ
লোকাভ—অন্ততম শিবাত্মচর । করেন । তাঁহাদের পুত্র-কন্যা ক্রোধ
তিনি শিব-পার্কুতীর বিবাহে উপস্থিত ও হিংসা । তাঁহাদেরও পরস্পর পতি
ছিলেন । লি-পূ-১০৩ । পত্নী সধক ছিল । কঙ্কি-৩৪-৬ ।

লোকার্ক—সূর্য্যের এক নাম । স্বন্দ ভাগ-৪৪-৮ । (৪) কলির অত্মচর.
কাশী-পূ-৫৬ । সূর্য্য দেখ । লোভ । কঙ্কির সহিত কলির যুদ্ধ-

কালৈ লোভ কঙ্কির অমুচর প্রসাদের
হস্তে নিহত হন। সৌর-৪০। কঙ্কি-
৩৯-৬, ৭।

লোমগারনি—লাঙ্গলী দেখ।

লোমধি—মগধের শূদ্রবংশীয়
ভাব্যের পুত্র লোমধি। তিনিই ঐ
বংশের শেষ নরপতি। শূদ্র বংশীয়
ত্রিশ জন রাজা সর্বসমেত চারিশত
ছাঙ্গান বংশের রাজত্ব করেন ভাগ-
১২৯-১।

লোমপাদ—(১) বলিপুত্র অঙ্গের
বংশীয় দশরথের পুত্র চতুরঙ্গ, লোমপাদ
নামেও খ্যাত ছিলেন। ম২-৫৮।
চতুরঙ্গ দেখ। (২) অঙ্গবংশীয় চিত্র-
রথের পুত্র দশরথ লোমপাদ নামে
বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার শাস্তা নামে
এক কন্যা ও চতুরঙ্গ নামে এক পুত্র
জন্মে। হরি-হরি-৩১। ব্রহ্মপু-১৩।
(৩) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় লোমপাদ।
তাঁহার আয়ুজ বক্র। হরি-হরি-৩৬।
কুর্ম-পু-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৪) লোম-
পাদের পুত্র কুতি। অগ্নি-২৭৫। (৫)
অঙ্গবংশীয় সত্যরথের পুত্র লোমপাদ।
তাঁহার আয়ুজ চতুরঙ্গ। অগ্নি-২৭৭।
(৬) লোমপাদের কন্যা শাস্তা মহাবি-
ষ্ণুশূঙ্গের পত্নী ছিলেন। মহাভা-
শাস্তি-২৩৪। (৭) রাজা লোমপাদ,
মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্ঘ্য ও
ঐষ কন্যা শাস্তাকে প্রদান করিয়া,
স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অমুশা-

১৩৭। রোমপাদ দেখ।

লোমশ—(১) মহর্ষি লোমশ এক
জন সংশিতব্রত মুনি ছিলেন। তিনি
পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরিয়া অনেক বার
উহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তিনি
ভীষ্মের শরশয্যা পাশেও উপস্থিত
ছিলেন। তিনি লোকপাবন ছিলেন
ও তপঃপ্রভাবে সমুদয় লোক সৃজন
করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি উত্তর-
দিগ্বাসী মহর্ষিগণের অগ্রতম ছিলেন।
হরি-হরি-১৬৬। বরা-১৫২। মহাভা-
শাস্তি-৪৭; অমুশা-১২২, ১৫০, ১৬৫।
লোমহর্ষণ দেখ। (২) সর্বশাস্ত্র-
বিশারদ, ব্রহ্মতুলা লোমশ মুনির
কল্পে কল্পে এক একটি লোম বিনাশ
প্রাপ্ত হইত। তজ্জন্ত তিনি ঐ নামে
বিদিত ছিলেন। মহর্ষি লোমশ এক-
বার অচ্ছাদ সরোবরে স্নান করিতে
গিয়াছিলেন। তখন কতকগুলি
পিশাচ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত
হয়। কিন্তু তাঁহার তপঃপ্রভাবে
তাহাদের গতিরুদ্ধ হয়। ঐ পিশাচ-
গণ পূর্বে বেদনিধি নামক এক ব্রাহ্মণের
সন্তান ছিল। লোমশ ঋষি তাহাদের
পরিচয় পাইয়া তাহাদের পিশাচত্ব দূর
হইবার উপায় নির্দেশ করিয়া দেন।
পদ্ম-উত্ত-৫৫, ১২৮, ১৩৫। পদ্ম-স্বর্গ-
১০। (৩) লোমশ মুনি আরণ্যক নামক
ব্রাহ্মণের নিকট রামচরিত কীর্তন
করেন। পদ্ম-পাতা-২১। (৪) লোমশ

মুনি নৈমিষারণো সমাগত ঋষিগণকে শিব-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। স্বন্দ-পুরাণ মাহেশ্বর-খণ্ড। (৪) মহর্ষি লোমশ একবার স্রুতশ্রুত তপস্তা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাঁহার দেহে লোম সংখ্যা যত ছিল, ইন্দ্রের সংখ্যাও তত ছিল। এক এক ইন্দ্রের পতনে তাঁহার এক একটি লোম পতিত হইত। লোমশ ঋষির আয়ুষ্কালের মধ্যে ছয়জন ব্রহ্মার পতন হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৬।

লোমশা—সিদ্ধদেবীয় রাজা ভাবর-বোর পত্নী। লোমশা তাঁহার স্বামী ভাবরব্যের নামে একটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-১। ১২৬। ৩।

লোমশেশ্বর—লোমশ মুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। লোমশ (৪) দেখ।

লোমহর্ষণ—রোমহর্ষণ দেখ।

লোমায়ন—একজন বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈষ্ণব দেখ।

লোল—দুঃখদ্বার কন্যা উৎপলা-বতী যুগরূপধারা কোনও মূনির শাপে যুগীকরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ যুগীকরূপী উৎপলাবতীর গর্ভে একজন মহর্ষির ওরসে লোল নামক পুত্র জন্ম লাভ করে। তখন উৎপলাবতীর শাপ মুক্ত হন। এই যুগীকরূপী উৎপলাবতী গর্ভজাত লোল নামক মূনিপুত্র, তামস নামে অভিহিত হন এবং তিনিই পরে

তামস নামে মনু হন। মার্ক-৭৪।

লোলজিহ্বা—ত্রৈতাযুগের প্রথমাব-স্থায় লোলজিহ্বা নামে এক অম্বর উৎপন্ন হয়। সে ধর্ম্মারণবাসী ব্রাহ্মণ গণের উপর অত্যাচার করতে বিচ্ছ হস্তে নিহত হয়। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১১।

লোলজিহ্বা—চতুষষ্টি যোগিনী গণের অন্ততমা। যোগিনীগণ দেখ।

লোলা—(১) জনৈক দানব। তাহার ছোট পুত্র মধু দৈত্য। রানা-উত্ত-৭৪। (২) দেবী সাবিত্রী

উৎপলাবর্তক তীর্থে লোলা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী উৎপলাবর্তক তীর্থে লোলানামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৮। ভদ্ম-

কর্ণিকা দেখ। (৪) অন্ততমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (৫) নিঃল-রাজ বৃহদ্রতের কন্যা পদ্মার অন্ততমা সখী। কব্ধি-২২-২। (৬) সাতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সাতা দেখ।

লোলাক্ষি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নি দেখ।

লোলাক্ষী—তন্ত্রোক্ত অন্ততমা স্বয় শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

লোলাটি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৫। বৈগায়নী দেখ।

লোলার্ক—(১) রাক্ষসরাজ নৃকেশী

মহাদেবের বরে এক গগনগামী পুরী লাভ করেন। সেই পুরীর প্রভার সূর্য্যের তেজ মলিন হইয়া যাওয়াতে সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যেশীকে ভূতলে পাতিত করেন। সূর্য্য ভক্ত সূর্য্যেশীর পতনে মহাদেব সূর্য্যের প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। দেবগণ সূর্য্যের এই বিপদ দেখিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের সম্ভাষণ সাধন করিয়া সূর্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীধামে গমন করিলেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে লোলার্ক এই নাম প্রদান করিলেন। বাম-১১-১৫। (২) বিদ্যাংমালী (৩) দেখ।

লোলুপা—অন্ততন। ষোঁগিনী ষোঁগিনীগণ দেখ।

লোহ—সহস্র বদন রাবণের অন্ততম পুত্র। রাবণ দেখ।

লোহজত্ব—(১) কুম্ভবক্তৃ ও বৈতালী দেখ। (২) লোহজত্ব নামে মাস্তব্য-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ একবার অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দেশে হুতিপ্ৰ উপস্থিত হইলে, দস্ত্যবৃত্তি অবলম্বন করে। ঐ অবস্থায় একদিন তিনি মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিগণকে গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিতে উত্তত হন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কি জন্ত ব্রাহ্মণকুলে হননগ্রহণ করিয়াও তিনি ন্যায্যবৃত্তি

অবলম্বন করিয়াছেন। তদুত্তরে লোহ-জত্ব বলেন যে, হুতিক-নিবন্ধন অন্ন-সংস্থানের অপরাধে কোনও উপায় না পাইয়াই তিনি ঐরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তখন মুনিগণ তাঁহাকে বলেন, “তুমি গৃহে গমনপূর্ব্বক তোমার পোষ্যগণকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাঁহারা তোমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিবেন কিনা”। লোহজত্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একে একে পিতা মাতা প্রভৃতি সকল আত্মীয়গণকেই তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কেহই তাঁহার পাপের অংশ লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন লোহজত্ব নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং মহর্ষিগণের নিকট প্রত্যাঘর্ষন করিয়া সমুদয় নিবেদন পূর্ব্বক এবং কি উপায়ে অর্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পুলহ ঋষি লোহজত্বকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদজাটঘোট মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন। লোহজত্ব সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনন্তমানে মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মন্ত্রজপে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, তাঁহার দেহের চতুর্দিকে বন্দীকল্পে সৃষ্টি হইল। দীর্ঘকাল পরে সপ্তর্ষিগণ পুনরায় সেই পথে গমন করিবার সময়ে, বন্দীকল্পে পৃথক হইতে মন্ত্র

অপের শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তাঁহার বন্দীকস্ত্রপের মধ্য হইতে লোহজঙ্ঘাকে নিকাসিত করিয়া, তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। তদবধি লোহজঙ্ঘা বান্দীকি নামে প্রসিদ্ধ মুনি রূপে পরিচিত হইলেন। অতঃপর সপ্তর্ষিগণ এই বিধান করিলেন যে, পূর্বে যে স্থানে লোহজঙ্ঘা লোকসকলের ধনরত্নাদি হরণ করিয়া-ছিলেন সেই স্থান মুখরীতীর্থ নামে অভিহিত হইবে। যে কেহ শ্রাবণী পূর্ণিমাতে প্রদীপসহকারে মুখরীতীর্থে স্নান করিবে, তাহার চৌর্য্যকার্য্য-জনিত সকল পাপ দূর হইবে। রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বান্দীকিও ঐ মুখরী তীর্থে স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। স্বন্দ-নাগ-১২৪।

লোহমেখলা—(১) স্বন্দ দেবসেনা-পতিপদে বৃত্ত হইলে সূদানাতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ লোহমেখলাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) কার্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্বন্দ দেখ। (৩) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

লোহজবন্ত—দেবসেনাপতি কার্তিকের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্বন্দ দেখ।

লোহাসুর—সত্যযুগের শেষ ভাগে লোহাসুর নামে এক ভীষণ-স্বভাব দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। সে ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণাদি সকল অধিবাসীদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে যে, তাঁহারা সকলেই বাধ্য হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃগমন করেন। পরে বৈরাগ্য উদয় হওয়াতে, লোহাসুর শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, লোহাসুর প্রার্থনা করিল যে তাহার শরীর যেন জরাগ্রস্ত না হয়; তাহার যেন মৃত্যুভয় উপস্থিত না হয় এবং শঙ্কর স্বয়ং যেন তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। শিব তাহাকে সেই বরই দিলেন। বর পাইয়াও লোহাসুর পুনরায় শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র আসিয়া তাহার তপস্যার বিষয় উৎপাদন করিলেন। তপস্যা ভঙ্গ করিতে লোহাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। শঙ্করও তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা লোহাসুরকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদের স্নেহাসম্ভাষণশূচক বাক্যে লোহা-

স্বয়ং যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, দেবজয় এই বিধান দিলেন যে, ধর্ম্ম-রণ্যে যে স্থানে লোহাস্বর তপস্তা করিয়াছিল, সে স্থান গয়ার তুল্য মহা-তীর্থ রূপে পরিগণিত হইবে। স্বন্দ-ত্রক্ষ-ধর্ম্ম-২৩, ২২।

লোহিত—(১) অত্রিবাংশীয় বিশ্বা-মিত্র, অষ্টক, লোহিত ও পুরণ ইহার। গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। এই সকল ঋষিবংশে আর্ষেয় প্রবর দুইটি—বিশ্বামিত্র ও পুরণ। এতদ্ভিন্ন লোহিত ও অষ্টক এই দুইজন ঋষির বংশে আবার তিনটি আর্ষেয় প্রবরের উল্লেখ আছে। যথা—বিশ্বামিত্র, লোহিত ও মহাতপা অষ্টক। তন্মধ্যে অষ্টক ও লোহিত, এই দুই ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ নিষেধ। মৎ-১২৮। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র। ত্রক্ষপু-৪০। (৩) প্রিয়ব্রত তনয় বপুস্রাণের সাত পুত্রের অন্ততম। বপুস্রান ও বৈহাত দেখ। (৪) দেবী কালিকার অমুচর রুদ্রগণের অন্ততম। রুদ্র দেখ। (৫) জনৈক নাগ। তিনি বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-২। (৬) অন্ততম রুদ্র। তন্ত্র:-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ। (৭) রুদ্র-পুত্র দ্বাদশ সাবর্ণসমূহর অধিকার কালে, দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল তাহার মধ্যে অন্ততম গণের নাম লোহিতগণ। বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রসাবর্ণি দেখ।

লোহিতগ্রীব—খসার গর্ভজাত অন্ততম দানব। তিনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। লোহিতগ্রীব রাক্ষস-কুলের আদি-পুরুষ। বায়ু-৬২। রাক্ষস দেখ।

লোহিতবর্ণ—প্রিয়ব্রতাস্বজ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপাধিপতি যুতপৃষ্ঠের অন্ততম পুত্র। ভাগ-৫২-২০। যুতপৃষ্ঠ দেখ।

লোহিতমুখী—অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

লোহিতা—সীতার অশেষের সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

লোহিতাক্ষ—দানবপতি নমুচীর অমুচর একজন দৈত্য। পাতালের প্রথম তলে তাঁহার বাসস্থান ছিল। বায়ু-৫০।

(২) ঘোর দৈত্যের অমুচর একজন দানব। দেবীপু-৩। (৩) মহাদেবের একজন গণ। বাম-৫৭। ঘণ্টাকর্ণ দেখ। (৪) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্ততম মন্ত্রী। ইন্দের প্রার্থনায় মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। স্বন্দ-নাগ-১২২। (৫) স্বন্দের দেহ হইতে উৎপন্ন এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন শিশু। স্বন্দ দেখ।

লোহিতাক্ষ—(১) সীতার রোম-কূপ হইতে উদ্ধৃত একজন মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকা-গণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

লোহিতাজ—(১) অষ্টরুদ্রের অন্ততম সর্ব্বের পুত্র। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫০।

রুদ্র দেখ । (২) মহাদেবের এক নাম ।

ব্রহ্মপু-৫০ । (৩) মাহেয় দেখ ।

লোহিতার্ঘ—প্রিয়ব্রতাস্বজ যুত-
পৃষ্ঠের অন্ততম পুত্র । স্বন্দ-মাহে-কুমা-
৩৭ । ভাগবত (৫৯-২০) মতে
লোহিতবর্ণ ।

লোহিতাশ্ব—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র
রোহিতাশ্বের নামান্তর । স্বন্দ-ব্রহ্ম-
সেতু-৩৬ ।

লোহিতী—দৈত্যপতি বাণের
ভার্য্যা । বায়ু-৬৭ । বাণ দেখ ।

লোহেয়, লোহেয়—অন্ততম যক্ষ-
গণ । বিক্রমশালী মহাত্মা বিশালের
ঔরসে, প্রচেতার অন্ততমা কন্যা লোহে-
য়ীর গর্ভে ঐ যক্ষ-গণ উৎপন্ন হন
বায়ু-৬৯ । কৃশাঙ্গ দেখ ।

লোহেয়ী, লোহেয়ী—প্রচেতার অন্ত-
তমা কন্যা ও মহাত্মা বিশালের অন্ত-
তমা পত্নী । তাঁহার গর্ভে যক্ষোপশান্ত
প্রমুখ যক্ষগণ উৎপন্ন হন । এতদ্ভিন্ন
সুরবিন্দা নাম্নী এক কন্যাও তাঁহার
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৬৯ ।
কৃশাঙ্গ ও লোহেয় দেখ ।

লোকাক্ষী—লোকাক্ষি দেখ ।

লোকিক—ঋষ্যারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ দিগের
অন্ততম প্রবর । ভরদ্বাজ (২৬) দেখ ।

লোকিকাক্ষি—ব্রহ্মার সন্তান লোকি-
কাক্ষি বৈদ্যত । তাঁহার অপত্য
ব্রহ্মোদনাক্ষি । তাঁহার সন্তান ভরত ।
বায়ু-২৯ । ভরত দেখ ।

লোগাক্ষ—(১) ঋষ্যারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ
দিগের অন্ততম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ।

স্বন্দ-ব্রহ্ম-ঋষ-২ । (২) জনৈক ত্রৈলোক্য-
বেদি ব্রাহ্মণ । তিনি রামচন্দ্রের অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের অন্ততম পুরোহিত ছিলেন ।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-ঋষ-৩৫ ।

লোগাক্ষি—লোকাক্ষি দেখ ।

লোকিণ্য—একজন তৃণবংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৫ । বৈগা-
য়নি দেখ ।

লোহজঙ্গ—লোহজঙ্গ দেখ ।

লোহবৈরিণ—তৃণবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৫ ।
বৈগায়নী দেখ ।

লোহিতাক্ষ—লোহিতাক্ষ দেখ ।

লোহিত্য—(১) অমোঘার গর্ভে
ব্রহ্মবীর্য্যে যে জলরাশী উৎপন্ন হয়,
সেই ব্রহ্মপুত্রকে শান্তনু মুনি চারিটি
পর্ব্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করেন ।
(অমোঘা দেখ) । সেই পর্ব্বতরাঙ্গির
মধ্যে ব্রহ্মতেজোৎপন্ন পুত্র কুণ্ডরূপে
বদ্ধিত হইতে থাকেন । ভার্গব পরশু-
রাম, মাতৃ-হত্যা-জনিত পাপ স্থলনের
জন্ত, সেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন । সেই
ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া, তাঁহার
শয়ন্য পাপ দূরীভূত হওয়ার, তিনি
জগতের হিতার্থে, পরশুরাম পথ প্রস্তুত
করিয়া, সেই ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত
করিয়া দিলেন । তখন সেই ব্রহ্মপুত্র
নদ কৈলাস পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত

লোহিত সরোবরে পতিত হয়। তখন এক জন রাজার নাম। ভীম দ্বিধ্বজের পরশুরাম পুনর্বার কুঠার দ্বারা পথ বহির্গত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রস্তুত করিয়া, সেই ব্রহ্মপুত্র নদকে যুধিষ্ঠিরের জন্ত কর গ্রহণ করেন। পূর্বদিকে প্রবাহিত করিয়া দেন। মহাভা-সভা-২৮।

লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়ার লোহি—বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র। তদবধি ঐ ব্রহ্মপুত্র নদের এক নাম অষ্টক। তাঁহার পুত্র লোহি। ব্রহ্মপু- হয় লোহিত্য। কালিকা-৮২। (২) ১০, ১৩। হরি-হরি-২৭।



শংযু—(১) বৃহস্পতির পুত্র। অশ্বিনয় তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। ঋক্- ১।৩৪।৬। (২) শংযু যথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন। তিনি দেবলোকে গমন করায়, সেই জ্ঞান মনুষ্যগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়। শতপথ-৭প্র-২ব্রা২-অঃ-২৪-২৭।

শংসপি—অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌবড়ি দেখ।

শংস্ত—(১) পবমান নামক অগ্নি গার্হপত্য নামেও পরিচিত। তাঁহার দুই পুত্র, শংস ও গুক্রাণি। শংস অগ্নি আহবনীর ও হব্যবাহন নামে অভিহিত হন। তাঁহার দুই পুত্র সভ্য ও আব- সখ্য। (সব্য ও অবসব্য)। আহবনীর অগ্নি নিজেকে ষোড়শ অংশে বিভক্ত

করিয়া, কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চম্পভাগা, ইরাবতী, বিপাসা, কোশিকী, শতদ্রু, সরযু, সীতা, সরস্বতী, হ্রাদিনী ও পাবন এই সকল ষোড়শ ধিষি অর্থাৎ আধাব ভূত নদীর সহিত মিলিত হইলেন। অগ্নি নিজেও ধিষ। স্মৃতিরূপে এই সকল নদী হইতে তাঁহার অনেক সন্তান জন্মে। এই সকল সন্তানগণও ধিষ নামে অভিহিত হন। বায়ু-২২। ব্রহ্মা-৩০।

শক—(১) নন্দ বংশের উচ্ছেদ হই- বার তিন সহস্র বিংশতি বৎসর পরে, বিক্রমাদিত্য মগধের অধীশ্বর হন। তাহার পর এক লক্ষ বৎসরেরও অধিককাল পরে শক নামে একজন রাজা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। তাহার পর তিন সহস্র:

ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, বৃহ
রাজার উত্থব হইবে। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৪০। হেমসদন ও শূদ্রক দেখ।
(২) কলির অধিকারে শক, কাষোজ,
শবর প্রভৃতি জাতিরা পৃথিবীশাসন
করিবেন। তাঁহাদের অধিকার কালে
ধর্ম দূরীভূত হইবেন। কঙ্কি-৩য়-৬।
(৩) কঙ্কি-অমুচর মরু, শক ও কাষোজ
দিগকে পাতিত করেন। কঙ্কি-৩য়
৭। (৪) গর্দভী-বংশীয় রাজা-
দিগের পর দশজন শকরাজা মগধে
রাজত্ব করেন। বায়ু-২২। মৌন
দেখ। (৫) মগধে মৌর্যাবংশীয় বৃহ-
দ্রথের পুত্র সাত বৎসর রাজত্ব করার
পর, শকরাজা ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব
করেন। তৎপরে তাঁহার সম্ভানগণ
সস্তর বৎসর, রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২
(৬) অন্ধ জাতীয় শূদ্রবংশীয় ত্রিশজন
নরপতি সর্বমোট চারিশত ছাপার
বৎসর রাজ্য ভোগ করিবার পর, যথা-
ক্রমে সাতজন আভীর (বংশীয়), দশ
জন গর্দভীল, ষোলজন শক, আট-
জন যবন, চতুর্দশ জন তুগার, ত্রয়ো-
দশজন যুগু ও একাদশজন মৌন রাজা
সর্বমোট এক হাজার তিনশত নিরা-
নন্দই বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন।
তাঁহার পর কৈলকিল নামক যবনগণ
মগধের অধীশ্বর হইবেন। বিষ্ণু-
৪র্থ-২৪। মৌন দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকু
বংশীয় নরসিংহের পুত্রগণ সমবেত

ভাবে শক নামে অভিহিত হইতেন।
শিব-ধর্ম-৬০।

শকট—(১) দক্ষের অন্ততমা কন্যা
ও ধর্মের অন্ততমা পত্নী ককুদার গর্ভে
শকট জন্ম লাভ করেন। শকটের পুত্র
কাঁকট। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪। ককুদা
(২১৭ পৃঃ) দেখ। (২) কংসের অমুচর
একজন অমুর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে
বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শকটচক্র—মহাদেবের অন্ততমগণ।
অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ-
কালে তিনি বহু দানব নিধন করেন।
বাম-৫৮।

শকপুত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি। তিনি মিত্র ও বক্রণদেবত্বের
স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা
করেন। ঋক-১০। ১৩২। ১-৭।

শকবর্ণ—(১) বাতিহোত্রবংশীয়দিগের
পরে শিঙনাক-বংশীয়গণ মগধের
অধীশ্বর হন। ঐ বংশীয় শকবর্ণ
রাজা ছয়ত্রিশবৎসর রাজত্ব করার
পর, ক্ষেমধর্মী বিশ বৎসর রাজ্য
ভোগ করেন। বায়ু-২২। শিঙনাক
ও ক্ষেমধর্মী দেখ।

শকুনি—(১) গান্ধার দেশের অধি-
পতি সুবলের পুত্র। তাঁহারই সহোদর
ভগিনী গান্ধারী দুর্যোধনাদির জননী
ছিলেন। সূতরাং তিনি কৌরবগণের
মাতুল ছিলেন। শকুনি দুর্যোধনের
পরম মিত্র স্বরূপ এবং সকল দুর্যোধের

সহায় ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে হৃষ্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি স্বয়ং অতি অভিজ্ঞ দ্যুত ক্রীড়ক ছিলেন। কপট ক্রীড়াতেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। ঐ কপট দ্যুতক্রীড়াঘারাই তিনি পাণ্ডবদিগের সর্বস্ব জয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির শকুনির স্বর্ভতার বিষয় পূর্বেই অবগত ছিলেন। তজ্জন্ত ক্রীড়ারস্তুর পূর্বে তিনি শকুনিকে অমুরোধ করেন যে, শকুনি যেন অসংপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় না করেন। কিন্তু স্বর্ভ শকুনি নানারূপ মহাজন-বাক্য উল্লেখ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের সরল মনে বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক তাঁহাকে দ্যুতক্রীড়ায় প্রযোজিত করেন এবং ক্রীড়ার প্রথম অবস্থা হইতেই কপট-চার অবলম্বন করেন। শকুনিই যে হৃষ্যোধনের সকল দুষ্কর্মের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনায় দ্যুতক্রীড়া, সভাক্ষেত্রে দ্রোণদীর অবমাননা প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা ভালরূপ বুঝিয়া দ্যুত ক্রীড়ায় পরাজয়ের পর বনগমনকালে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শকুনিকে বধ করিয়া তাঁহার রক্তপান করিবেন। কুরুক্ষেত্র সময়ে শকুনি কোরব পক্ষে থাকিয়া যথা-সাধ্য যুদ্ধ করেন। বৃষক ও অচল নামক

তাঁহার দুই ভ্রাতাকে অর্জুন হস্তে নিহত হইতে দেখিয়া, শকুনি অর্জুনকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্জুনের শৌর্য্যের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং তিনি অবশেষে অশ্বারোহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন। পরে হৃষ্যোধনাদির আশ্বাস বাক্যে তিনি পুনরায় সমরাস্থানে অবতীর্ণ হন। এইবার তিনি ভীমহস্তে লাঞ্চিত হওয়ায়, হৃষ্যোধন তাঁহাকে লইয়া পুনরায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাতার কিছুকাল পরে তিনি আবার যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। এইবার তিনি সহদেব-হস্তে নিহত হন। শকুনির পুত্রের নাম উল্লক। তিনিও সহদেব-কর্তৃক নিহত হন। মহাভা-আদি-৫৭, ৬৭, ১৪১, ১৮৬; সভা-৩৩, ৫৮-৬৩; বন-১, ৪, ৫, ৭, ১২, ২৩, ২৭, ৪৪, ৫১; দ্রোণ-৩০; কর্ণ-৭৮; শল্য-২২। (২) শকুনি স্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭ দেবীভা-৪৯-২২। (৩) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্ততম নাগ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৪) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণের অন্ততম শকুনি। বায়ু-৬৭। বিষ্ণু-১৮-২১। হরি-হরি-৩। মৎ-৬। অগ্নি-১২। শিব-৬৪। গরু-পূ-৬। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

(৫) দৈত্যরাজ দম্বর শতপুত্রের অন্ত-
তম। তিনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে প্রাধান্তে
তৃতীয় ছিলেন। হরি-হরি-৩। পদ্ম-
সৃষ্টি-৬। বিষ্ণু-১ম-১২। হিরণ্যাক্ষ
দেখ। (৬) বৃষ্ণিবংশীয় দশরথের পুত্র
শকুনি। তাঁহার তনয় করম্ভ। (করম্ভি
—ভাগ)। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। হরি-হরি-
১৬। ভাগ-২ঙ্ক-২৩। শকুন্তি দেখ।
(৭) বৃষ্ণিবংশীয় দশরথের পুত্র
একাদশরথ। তাঁহার তনয় শকুনি।
শকুনির পুত্র করম্ভক। বায়ু-৯৫।
(৮) বৃষ্ণিবংশীয় দশরথের পুত্র শকুনি।
তাঁহার তনয় করম্ভি। গরু-পূ-১৪৩।
(৯) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিকুম্ভির অন্ততম
পুত্র শকুনি। হরি-হরি-১০। বায়ু-
৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১০) শকুনি-
দানবের পুত্র বৃক। কঙ্কি-৩য়-৭।
ভাগ-১০ঙ্ক-৮৮। (১১) যমের অন্ততম
দৌহিত্র। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।
(১২) জনক-বংশীয় সুকৃতধ্বজের তনয়
শকুনি। তাঁহার আয়ুজ স্বাগত।
বায়ু-৮৯। (১২) অন্ততম মাতৃকার
নাম ছিল শকুনি। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।
মাতৃকাগণ দেখ। (১৩) হিরণ্যাক্ষ
দৈত্যের পুত্র শকুনি, চন্দ্রাবতী পুরীর
অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পত্নীর
নাম মদালসা। প্রহ্লাদ যখন দিগ্বিজয়ে
বহির্গত হইয়া চন্দ্রাবতী পুরে উপস্থিত
হন, তখন শকুনির সহিত তাঁহার
ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। প্রহ্লাদ

শকুনিকে পরাজিত করিলে, শকুনি
নূতন অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান হইয়া, যুদ্ধ
করিবার জন্য স্বপ্নে গমন করিলেন।
শকুনি পুনরায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ
করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পূর্বে শকুনি
শিবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট
হইতে এই বর লাভ করিয়া ছিলেন যে,
মৃত হইয়াও ভূমিস্পর্শ লাভ করিলেই
তিনি পুনর্জীবন লাভ করিবেন এবং
আকাশে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে দুই ঘণ্টাকাল
মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। এতদ্বিল
শিব তাঁহাকে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ গুক
পক্ষী প্রদান করিয়া বলেন যে ঐ
পক্ষীর মৃত্যু না হইলে শকুনিরও মৃত্যু
হইবে না। নারদ-প্রমুখাং শ্রীকৃষ্ণ এই
সংবাদ পাইয়া, গরুড়কে প্রেরণ করিয়া
সেই গুকপক্ষী হরণ করাইলেন। তৎ-
পরে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে বধ করিবার
জন্য প্রয়াস পাইলেন। শরাঘাতে
তাঁহাকে বধ করিলেও, তাঁহার মৃতদেহ
ভূমিস্পর্শ করিবামাত্র, তিনি আবার
পুনর্জীবন লাভ করিতে লাগিলেন।
তখন শ্রীকৃষ্ণ সবলে তাঁহাকে গ্রহণ
করিয়া শূন্তে নিক্ষেপ করিলেন এবং
অস্ত্রাস্ত্র যাদবদিগকে বলিলেন, তোমরা
ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে
ভূমিস্পর্শ করিতে দিও না। যাদবগণ
সেইরূপ করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহাকে বধ করিয়া, তাঁহার মৃতদেহ দূর

সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২, ৩২, ৩৪, ৩৮-৪১। (১৪) ইক্ষ্বাকু-পতির পুত্র শকুনি। প্রোচোত দেখ। (১৫) সহস্রবদন রাবণের অন্ততম সেনাপতি। অঙ্কু-রামা-১৮।

শকুনিকা—কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্বল্প দেখ।

শকুনী—দানবপতি বলির অন্ততমা পত্নী। বায়ু-৬৭।

শকুন্তলা—(১) একবার ইন্দ্র, বিশ্বামিত্র মুনির তপোভঙ্গ করিবার জন্য, মেনকা নামী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। মেনকা বিশ্বামিত্র-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া, হিমালয়প্রান্তে এক কস্তা প্রসব করেন এবং সেই সন্তোজাত কস্তাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবপুরে প্রত্যাগমন করেন। নানা স্বাপদসঙ্কুল নিবীড় অরণ্যে সেই অসহায় শিশুকে পরিত্যক্ত দেখিয়া, পক্ষীগণ চতুর্দিক বেঁটনপূর্বক তাহাকে রক্ষা করে। মহর্ষি কণ্ব দৈবক্রমে সেই পথে মালিনী নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি পক্ষীগণ কর্তৃক রক্ষিত সেই অসহায় শিশুকে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, নিজ আশ্রমে তাঁহাকে আনয়ন করেন এবং কস্তার জ্ঞান তাঁহাকে জালন পালন করেন। কালক্রমে শকুন্তলা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে একদিন পুরুবংশীয় সম্রাট দুহস্ত মৃগয়া

ব্যপদেশে মহর্ষির আশ্রম সরিধানে উপস্থিত হন। তথায় তিনি ঋষিকস্তা শকুন্তলার অল্পপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন ও তথায় শকুন্তলার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। চলিয়া যাইবার সময়ে দুহস্ত শকুন্তলাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়া যান যে, তিনি শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করিবেন। মহর্ষি কণ্ব দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে দুহস্তের সহিত শকুন্তলার মিলনের কথা জানিতে পারিয়া আদৌ ক্রুদ্ধ হন নাই। বরঞ্চ এইরূপ গান্ধর্ব্ববিবাহই যে প্রাপ্ত-যৌবন নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক তাহা বলিয়া তিনি শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিলেন। এদিকে দুহস্তের সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহের ফলে শকুন্তলা যথাকালে কণ্বমুনির আশ্রমে এক পুত্র প্রসব করেন। মহর্ষি কণ্ব বেদ-বিধানানুসারে সেই শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহর্ষি কণ্ব, তাহার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া শিষ্যগণের সহিত স-পুত্রা শকুন্তলাকে দুহস্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া রাজার সভায় উপস্থিত

হইলেন এবং মহর্ষি কথের আশ্রমে সংঘটিত গান্ধর্ববিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া, নিজগর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন । কিন্তু দুয়স্ত শকুন্তলা কর্তৃক উল্লিখিত কোনও ঘটনাই বিশ্বাস করিলেন না । তিনি শকুন্তলাকে এক ভ্রষ্টচরিত্রা নারীজ্ঞানে তাঁহাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে বলিলেন । শকুন্তলা রাজার বাক্যে একাধারে হুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন । তিনি নানারূপে রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে রাজার প্রতি এই দৈববাণী লইল, “মাতা ভদ্রাস্বরূপ, পিতারই পুত্র । পুত্র জনয়িতা হইতে কিছু মাত্র অভিন্ন নহে । এই পুত্র তোমারই ঔরসজাত । অতএব তুমি শকুন্তলা এবং তদগর্ভ জাত এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না । আমাদের অনুরোধ তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর । ইনি ভরত নামে খ্যাত হইবেন ।” এই দৈববাণী শুনিয়া দুয়স্ত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে বলিলেন যে, শকুন্তলা যে তাঁহার গান্ধর্ববিবাহে বিবাহিতা পত্নী এবং ঐ বালকও যে, তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র সে বিষয়ে তিনি পূর্বহইতেই নিঃসন্দেহ ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি সহসা তাঁহাদিগকে

গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাকে দুষী করিত এবং বালকও লোকের কলঙ্কভাজন হইত । সেই জন্যই তিনি শকুন্তলার সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতেছিলেন । এই কথা বলিয়া দুয়স্ত শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । দুয়স্তের এই পুত্র ভরত নামে রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন । মহাভা-আদি-১০-৭৪ । বায়ু-২২ । বিষ্ণু-৪র্থ-১২ । ভাগ-২২-২০ । ভরত দেখ ।

শকুন্তি—যদুবংশীয় দূচরথের তনয় । তাঁহার আয়ুজ করন্ত । অগ্নি-২৭৫ । শকুনি দেখ ।

শকুলাচিতা—ভট্টারিকী দেখ ।

শক্ত—শিঙপালের অন্ততম সেনাপতি । গর্গ-বিশ্ব-৮ ।

শক্তি—(১) অদ্বিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৬ । বৌবড়ি দেখ । (২) দ্বাদশজন অজিত দেবগণের অন্ততম । বায়ু-৬৭ । অজিত দেখ । (৩) দক্ষের অন্ততমা কন্যার নাম ছিল শক্তি । তিনি ধর্ম্মের দশপত্নীর একতমা ছিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২ । (৪) দেবীচূর্ণার এক নাম । দেবীপু-১৬ । (৫) সীতার অষ্টোত্তর সত্স নামের অন্ততম । সীতা দেখ । (৬) তদ্ব্যাক্ত পঞ্চায়তনী দীক্ষার শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ, এই পাঁচদেবতার পাঁচটি যন্ত্র অজিত

করিয়া, তাহাতে ঐ পাঁচ দেবতার পূজা করিতে হয়। ঐ পাঁচ দেবতার মধ্যে শুক ঋষিকে প্রধান বলিয়া ধার্য্য করিবেন, তাঁহার যজ্ঞ মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্ত্র-১১৩ পৃঃ। (৭) তন্ত্রে ষোলটি স্বরবর্ণের এবং পয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। ঐ সমুদয় শক্তি রুদ্রদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করেন। তাঁহাদের মূর্তি সিন্দুরের স্নায় রক্তবর্ণ। সকলেরই করে রক্তোৎপল ও নরকপাল বিদ্যমান। ঐ সমুদয় শক্তির নাম নীচে দেওয়া হইল। (ক) স্বরশক্তি—পূর্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্হুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সূদীর্ঘমুখী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, উর্দ্ধমুখী, বিকৃতমুখী, জালামুখী, উদ্ধামুখী, স্তম্ভীমুখী ও বিভ্রামুখী। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তি—মহাকালী, সরস্বতী, গৌরী, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, আয়শক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, জাবিনী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিনী, বীরিনী, কাকোদরী, পুণ্ডনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শজিনী, পঞ্জিনী, কালরাত্রি, কুজিনী, কপাধিনী, বজ্রা, জয়, স্তম্ভপেশ্বরী, রেবতী, মাধবী, বাক্মণী, বায়বী, রক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মারা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। আবার অন্ততঃ স্বর ও ব্যঞ্জন শক্তিগণের আর একটি তালিকা আছে।

ঐ শক্তি সমুদয় সকল কামনা পূর্ণ করেন তাঁহারা সোদামিনীর স্নায় এই শক্তিগণ প্রত্যেকেই হস্তে পদ্ম ও অভয়মূদ্রা ধারণ করেন। সহাস্ত্র-বদনা এই শক্তিগণ স্ব স্ব প্রিয়তমের অঙ্গে নিমগ্না রহিয়াছেন। অহীতে ক্ষ অবধি মাতৃকা-বর্ণ সকলের অঙ্গে অমুস্বার যোগ করিয়া, প্রথমে তত্ত্ব মূর্ত্তির পুরুষের অঙ্গে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া, তৎসহ বথাক্রম শক্তিরও তথাবিধ করিয়া স্তাস করিবে। তাঁহাদের সকলের অগ্রে শ্রীবীজ যোগ করিবে। যথা—শ্রীঃ অঃ কেশবায় কীর্তৈ নমঃ ইত্যাদি। ঐ সকল স্বরবর্ণের মূর্ত্তি ও তাঁহাদের শক্তি গণের তালিকা নীচে দেওয়া হইল। (ক) স্বরবর্ণের মূর্ত্তি :—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, নধুসুদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দানোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ। এই স্বরবর্ণ মূর্ত্তির শক্তিদেব নাম :—কীর্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দান্য, সরস্বতী, স্মৃতি ও রতি। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণের মূর্ত্তি :—চক্রী, গদী, শাল্মী, পঙ্কী, শম্বী, হলী, মূলী, শূলী, পালী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নার, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাক্ষত, শৌরী, শূর, জনার্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি

বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলামুজ, বাল, বিষয়, বৃষ, হংস, বরাহ, বিনল ও নৃসিংহ। ঐ মূর্তি সকলের শক্তিদেব নাম—জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্রেদিনী, ক্লিষ্টা, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা। (৮) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজার সংশ্লেষে পীঠ শক্তির পূজার পর নিম্নলিখিত নয়জন শক্তির পূজা কর্তব্য। তাঁহাদের নাম—জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্য, বিলাসিনী, দোক্ষী, অঘোরা ও মঙ্গলা। তন্ত্রঃ ১৬৪পৃঃ। (৯) তন্ত্রে আরও কতকগুলি শক্তির উল্লেখ আছে। তাঁহাদের বিষয় জানিবার জন্ত নিম্নলিখিত নামগুলি দ্রষ্টব্য—মদদবা, বেগবতী, মায়ী, ত্রাক্ষী ও ভদ্রা। (১০) দানববর দুর্গের সহিত দেবী আত্মশক্তির সংগ্রাম-কালে মহেশ্বরীর শরীর হইতে বহু সংখ্যক শক্তি প্রোহৃত হইয়া দানবদলনে দেবীকে সাহায্য করেন। সেই সকল শক্তিদিগের নাম—ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভায়া, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্নাভা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুর-তাপিনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী,

অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবজ্রী, মহিষমর্দী, রণপ্রিয়া, ভূতানন্দা, কোট-রাক্ষী, বিদ্যাজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবজ্রী, ত্রিপদা, সর্বমঙ্গলা, হৃদার-হেতি, তালেণী, সর্পাত্মা, সর্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শবাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বক্রতারা, বড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, গুকা, ভাসী, গুরুয়তী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশা, পদ্মবাসিনী, পদ্মাত্মা, অক্ষরা, অক্ষরানন্তা, প্রণবেণী, সুরাশ্রিকা, ত্রিবর্গা, বর্গ-রহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরায়ুতা, মৈত্রিকৃত্য, সিদ্ধিনেত্রা, রক্ষোয়ী, দৈত্য-তাপিনী, শুভিনী, মোহনী, মায়ী, মহামায়ী, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহো-ভায়া, ক্লিষ্টা, দমুজেশ্বর-ক্ষয়করী, ক্ষেমকরী, সিদ্ধিকরী, দ্বিমস্তা, শুভা-ননা, শাকম্বরী, মোক্ষলক্ষ্মী, বার্তালা, ত্রিবর্গফলদায়িনী, জম্বলী, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী, জালামুখী প্রভৃতি। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১১) ব্রহ্মাদি দেব-গণের নিজ নিজ শক্তি আছে। এই সকল শক্তিগণ তত্ত্ব দেবগণেরই অংশ-ভূতা। আবশ্যক কালে তাঁহারা দেব-তেজ হইতে প্রোহৃত হইয়া, নিজ নিজ দেবগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। রক্তবীজের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে ঐরূপ কতিপয় শক্তি প্রোহৃত হইয়া, দেবগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের নাম—ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, শিবশক্তি শিবানী, কুমার (কান্তিকেশ) শক্তি কোমারী, ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণী, শূকরাকৃতি বরাহদেব শক্তি বারাহী, নৃসিংকাকৃতির দেবী নারসিংহী শক্তি, যমশক্তি যাম্যা, বরুণ শক্তি বারুণী ও কুবের শক্তি কোবেরী দেবীভাগ-৫৯-২৮। বাম-৫৬। (১২) ব্রহ্মদেবের বধকালেও ঐরূপ শক্তিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবীপু-৮৫। ব্রহ্মাণি দেখ।

শক্তিধারী—দেবসেনাপতি কান্তি-কেশের একনাম। স্বন্দ দেখ।

শক্তিসেন—অক্ষকবংশীয় নিয়ের অগ্রতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। নিয় ও প্রসেন দেখ।

শক্তিহস্ত—ত্রিপুরাসুরের এক জন অমুচর দানব। দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র-তনয় জয়ন্ত তাঁহাকে বধ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৫।

শক্তুপ্রস্থেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

শক্তি—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র। তিনি দেবী অরুন্ধতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী অদৃশ্যতা ও পুত্র পরাশর। বায়ু-১০। সৌর-৩০। মৎ-২০১। ভাগ-৪৯-১। কুর্ধ-পু-৮২। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (২) মহর্ষি শক্তি শিবভক্ত ছিলেন। শিবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবশতঃ তিনি রাক্ষস

কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া ও যমলোকে গমন করেন নাই। তিনি কিছুকাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও তথা হইতে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৬৭। (৩) শক্তির রাক্ষসকর্তৃক ভক্ষিত হইবার বিবরণের অল্প কল্পাবপাদ দেখ। মহাভা-আদি-১৭৬। স্বন্দ-আব-চতু-৮০। (৪) শক্তি, উত্তর-দিগ্বাসী মহর্ষিদের অগ্রতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। লোমহর্ষণ দেখ। (৫) বশিষ্ঠ-তনয় শক্তি, জ্ঞানলাভ করিয়া ও তপোবলে ঋষি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫২। ঐশিজ দেখ। (৬) ব্রহ্মা শিবের নিকট পদমালাবিছা ও অপরাধিতা নামে যে বিগ্রাহয় লাভ করেন, তাহা পরম্পরায় তৃণবিন্দু অধিকারে আইসে। তৃণবিন্দুর নিকট হইতে তরঙ্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়া শক্তিকে প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে তৎপুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে থাকিতেই তাহা লাভ করেন। পরাশর হইতে জাতুকর্ণ তাহা লাভ করিয়া বৈপারনকে প্রদান করেন। দেবীপু-১১। সৌর দেখ। (৭) শক্তি পরম্পরায় দক্ষের নিকট হইতে বায়ুপুরাণ প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে অবস্থান করিবার সময়েই তাহা লাভ করেন। পরাশরের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত

হইয়া, জাতুকর্ণ ষৈপায়নকে তাহা প্রদান করেন। ষৈপায়ন হইতে তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণ এই পুরাণ প্রাপ্ত হন। বায়ু-১০৩। সারস্বত দেখ। (৮) শক্তি, শিবের অবতার ছিলেন। বায়ু-৬। (৯) দশজন তামস ঋষির অন্ততম শক্তি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৫। শিব দেখ। (১০) বরাহ-কল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে শক্তি, ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। ব্যাস ও শিব দেখ। (১১) শক্তি, বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঋষির নামক রাক্ষস তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশর ভূমিষ্ঠ হন। লি-পূ-৬৩।

শক্যমা—বিক্রাৎশের অধিকার বিলুপ্ত হইবার পর, তিন জন বাহ্লীক বংশীয় রাজা মগধে রাজত্ব করেন। তৎপরে মাহিষিক বংশীয় শক্যমা রাজা হন। তৎপরে পুষ্পমিত্র, পটুমিত্র প্রভৃতি ত্রয়োদশজন রাজা ক্রমে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বায়ু-৯৯।

শক্র—(১) ইন্দ্রেরই এক নাম। ইন্দ্র দেখ। (২) দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে শক্র ও বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৩) শক্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম ছিলেন। আদিত্য ও দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

শক্রভান—গোলকের অন্ততম দ্বার-পাল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

শক্রমিত্র—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিক মাক্রাতার অন্ততম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মাক্রাতা দেখ।

শক্রেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ শক্র-তীর্থে শক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ বর্তমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। স্বন্দ-আবরেবা-৬১। স্বন্দ-নাগ-২২।

শঙ্কর—(১) দেবাদিদেব মহাদেবের এক নাম শিব। দেখ। (২) দানব-পতি দমুর এক পুত্রের নাম ছিল শঙ্কর। বিষ্ণু-১ম-২১। কুর্শ-পূ-১৮। গুরু-পূ-৬। (৩) শ্রাক্ষভাগাই বিশ্বদেবগণের অন্ততম। মহাভা-অনুশা-২১। (৪) সৌরাষ্ট্র দেশবাসী একজন বুঘল। তাঁহা ভ্রষ্টচরিত্রা ভার্যা তাহাকে নিধন করে। পদ্ম-স্বর্গ-৪৬। পদ্ম-ব্রহ্ম-৯, ২০। (৫) পাণ্ড্যদেশে শঙ্কর নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার মৃগয়া করিতে বাইয়া মৃগবোধে এক মুনি ও তাঁহার পত্নীকে হত্যা করেন। এই ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা উভয় পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত, তিনি অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। পরে এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি রামনাথ তীর্থে গমনপূর্বক পাপমুক্ত হন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৮। (৬) আহবনীর অধিকার

একপঞ্চাশৎজন পুত্রের অন্ততম শঙ্কর ।
দেবীপু-১২২ ।

শঙ্করাচার্য্য—কলিতে পুরাণ ও দর্শনে
পরম্পর ভেদ উপস্থিত হইলে, সরস্বতী
রোদিন করিতে আরম্ভ করেন । তখন
সরস্বতীর দুঃখ দূর করিবার জন্ত, বিষ্ণু
ও শিব আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-
বংশে জন্মগ্রহণ করেন । সরস্বতী
আচার্য্যরূপী বিষ্ণুর পত্নী হন । শিব
শঙ্করাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়া সন্ন্যাস
গ্রহণ করেন । তাঁহার উভয়েই
নৈমায়িক মতদ্বারা বৌদ্ধমত নিরাকরণ
করেন । বৃহৎ-উত্ত-১২ ।

শঙ্করাদিত্য—(১) কোনও সময়ে মহা-
দেব প্রীতমনে দিবাকরের স্তব করেন ।
তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভাস্কর
তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন ।
মহেশ্বর তখন দিবাকরকে সর্বভূতের
হিতের জন্ত সেই স্থানেই অংশরূপে
অবস্থান করিতে বলিলেন । প্রভাকর
তাঁহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানে অব-
তীর্ণ হন । তদবধি তিনি শঙ্করাদিত্য
নামে বিদিত হন । স্বল্প-আব-অব-
১৫ । (২) প্রভাসক্ষেত্রে শঙ্করাদিত্য
লিঙ্গ অবস্থিত । শঙ্কর ইহার প্রতি-
ষ্ঠাতা । গুরুপক্ষীর বষ্টি ত্রিথিতে যে
ইহার পূজা করে সে, যেখানে দিবাকর
অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমন করে ।
স্বল্প-প্রভা-প্রভা-২৫১ ।

শঙ্করী—(১) দেবী মাহেশ্বরীর নামা-

স্তব । শঙ্করের ভার্য্যা এই অর্থে তিনি
শঙ্করী নামে কথিতা হন । সতী দেখ ।
(২) অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকাগণ
দেখ । (৩) দেবী সাবিত্রী কার্তিকের
ক্ষেত্রে শঙ্করী নাম পূজিতা হন । পদ্ম-
সৃষ্টি-১৭ । (৪) চতুষষ্টি যোগিনীগণের
অন্ততমা । যোগিনীগণ দেখ । (৫)
দেবী দুর্গার এক নাম । তিনি ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারই
লয় করেন এবং সকলের গুণ সম্পাদন
করেন । এই জন্ত তিনি এই নামে
পরিচিতা হন । দেবীপু-৩৭ । (৬)
শ্রীধর নামক রাজার পত্নী । শ্রীধর
দেখ । (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

শঙ্কগী—অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকা-
গণ দেখ ।

শঙ্কলিকা—সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা । সীতা দেখ ।

শঙ্কু—(১) উগ্রসেনের অন্ততম পুত্র
ও কংসের ভ্রাতা । মৎ-৪৪ । গর্গ-
মথু-৮ । হরি-হরি-৩৭ । (২) উগ্র-
সেনের ছয়জন পুত্র ছিল । তাঁহাদের
নাম ত্র্যগোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল,
তুষ্টিমান এবং শঙ্কু । কৃষ্ণ-পু-২৪ ।
অজভূ. উগ্রসেন, মুষ্টিক, যুদ্ধমুষ্টি, রাষ্ট্র-
পাল ও ভূময় দেখ । (৩) দৈত্যপতি
হিরণ্যাক্ষের পাঁচ পুত্রের অন্ততম ।
অগ্নি-১২ । (৪) দানবরাজ দম্বর শত
পুত্রের অন্ততম । বায়ু-৬৮ । (৫)

দানব-শ্রেষ্ঠ বাণের অন্ততম পুত্র। প্রভা-১১৯। (৭) শঙ্কর নামক জনৈক কালি-৩৪। (৬) কঙ্কর গর্ভজাত অন্ত-তম নাগ। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (৭) পত্নী নামজিতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ত-তম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৮। ভাগ-১০-স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৮) ঐশ্বর্য মনুষ্যের সপ্তর্ষিদের অন্ততম। গুরু-পু-৮৭। রথোজা দেখ। (২) ব্রহ্মার মানস-পুত্র অগ্নির পত্নী দক্ষকন্যা স্বাহা। তাঁহার গর্ভে আহবনীয়, দক্ষিণায়ি ও গার্হপত্য নামে তিনটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে গার্হপত্য 'ইহিতে পদ্ম ও শঙ্কু নামে অপত্যদ্বয় উ-পন্ন হয়। স্বন্দ-আব-রেবা-২২।

শঙ্কুর্কণ—(১) কশপ ইহিতে দত্তর গর্ভে জাত শতপুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। দত্ত দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্তিকেশ্বরের সাহায্য-কারী অন্ততম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৭। বৈতালী দেখ। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্ততম সেনা-পতি। বরা-২৪। (৪) স্বন্দ দেবসেনা-পতি গদে বৃত্ত ইহিলে দেবী পার্বতী তাঁহার সাহায্যার্থ উদ্গাদ, শঙ্কুর্কণ ও পুষ্পদন্ত নামে তিনজন অমুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্বন্দ-আহে-কুমা-৪০। (৫) মহাদেবের অন্ত-তম গণ। ব্রহ্মবৈ-গণে-১৫। স্বন্দ-কালী-উত্ত-৫৩। (৬) দৈত্যপতি রক্তা-ক্ষের অন্ততম অমুচর। স্বন্দ-প্রভা-

প্রভা-১১৯। (৭) শঙ্কুর্কণ নামক জনৈক নাগ পাতালের চতুর্ধতলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (৮) সুশোভন নামক পাতালে শঙ্কুর্কণ, হমগ্রীব প্রভৃতি অসুরগণ বাস করিত। ঐ তলের নিম্নভাগেই মায়ী নামক নরক। কুর্খ-পু-৪৩। (২) শঙ্কুর্কণ নামক এক শিব-পূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ শিবপূজা কলে শিবলিঙ্গে বিলীন হন। পদ্ম-স্বর্গ-১৮। শঙ্কুপীঠ—দেবসেনাপতি কার্তিকেশ্বরের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। বৈতালী দেখ।

শঙ্কুবর্ণ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি মহা-রাজ জনমেজয়ের সর্পসভে বিনষ্ট ইহ্মা-ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) মহারাজ জনমেজয়ের ভাৰ্য্যা বশিষ্ঠমার গর্ভে শতানীক ও শঙ্কুবর্ণ নামে দুইজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২৫। (৩) শঙ্কুবর্ণ নামক একজন ঋষি রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে প্রভোতা ইহ্মাছিলেন। স্বন্দ-নাগ-৫।

শঙ্কুবেণী—দেবী দুর্গার এক নাম। কীলক (গোঁজ) পদের এক নাম শঙ্কু। শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ড সমূহও বেণী অর্থে বিদিত হয়। দেবীদুর্গার গলদেশে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ডমালা বিরাজিত এবং তিনি চরাচর জগতের কীলকস্বরূপ অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহাতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এজন্তই

দেবী দুর্গা শঙ্কবেদী নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭।

শঙ্কুর্দ্ধা—প্রভাসক্ষেত্রে পশ্চিমদিক-রক্ষক একজন দ্বারপাল। মহোদর দেখ।

শঙ্কুর্দ্ধা—(১) কল্প হইতে দধুর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-৩। ভাগ-৬৬-৬। -১ম-২১। দধু দেখ।

শঙ্কুরোধর—দধুর গর্ভজাত অন্ত-তম দানব। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

শঙ্খ—(১) কঙ্কর গর্ভজাত অন্ততম নাগ। কঙ্ক দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বজ্রনাভের পুত্র। তিনি ব্যাধিতাঙ্ক নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুষ্প। হরি-হরি-৩। (৩) পুণ্য-জনীর গর্ভজাত যক্ষ নগিবরের অন্ততম পুত্র। বাদু-৬২। পুণ্যজনী দেখ। (৪) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্ততম পুত্র। লিগিত ও বৃহৎশ্রবা দেখ। (৫) বিরাটরাজের অন্ততম পুত্র। মহাভা-আদি-১৮৬। (৬) শঙ্খ নামক একজন বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ এক তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই তীর্থ শঙ্খতীর্থ নামে খ্যাত। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (৭) মণিকর্ষ দেখ। (৮) দক্ষিণীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের অন্ত-তম তনয় কুর্শ-পু-২৪। (৯) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্ততম শিষ্য। কুর্শ-পু-৪৭। (১০) হৈহয়বংশীয় নরপতি ষেতের পুত্র শঙ্খ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য বেঙ্কটালে ষোড়শতর তপস্যা করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৭। (১১) হৈহয়বংশীয় নরপতি ঋতাভিমানের তনয় শঙ্খও অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩৭। (১২) সাগরের তনয় শঙ্খ দেবগণের সহিত শক্রতা করাতে বিষ্ণু সাগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৫। পদ্ম-উত্ত-২৭। (১৩) পদ্মাতীরে শঙ্খ নামে একজন মহাতপা মুনি বাস করিতেন। এক ব্যাধ রোদ্র তাপে পীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে পাত্কা দান করে। তিনিও তাহাকে বৈশাখ-মাস-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৭-১৯। (১৪) শঙ্খ নামক একজন মুনি কর্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত শিবলিঙ্গ শঙ্খেশ নামে খ্যাত। ঐ শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৪। (১৫) মিত্রী দেখ। (১৬) শঙ্খ অম্বর ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বাধিকারহীন করিলে তাঁহার তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুরবর্গ গিরির গুহায় আশ্রয় লয়েন। অতঃপর দৈতকুলপতি শঙ্খ, বেদমন্ত্রই দেবগণের শক্তিদায়ক, ইহা মনে করিয়া বেদ সমুদয় অপহরণ করিতে মনস্থ করে। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। সেই সুযোগ লইয়া শঙ্খ-

মানব ব্রহ্মার নিকটহইতে বলপূর্বক বেদ সকল হরণ করে। কিন্তু বেদ সমুদয় অম্বরকর্তৃক গৃহীত হইয়া, ভীতি-বশতঃ সাগরের মধ্যে প্রবেশ করে। শঙ্খ ও বেদ সকলের অধেষণে সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বেদ সকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়ার শঙ্খাসুর সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও বেদ সমুদয়ের কোনও সন্ধান পাইল না। এদিকে বিষ্ণু দেবগণকর্তৃক অম্বরকর্তৃক হইয়া সাগরসলিলের মধ্যে প্রবেশপূর্বক শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া বেদ সমুদয় উদ্ধার করেন। পদ্ম-উদ্ভ-২৭

শঙ্খাকার—দেবশিল্পি বিশ্বকর্মার অন্ততম পুত্র। বিশ্বকর্মা দেখ।

শঙ্খকুম্ভপ্রবা—(১) দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অম্বরচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূত। অন্ততমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শঙ্খচূড়—(১) শঙ্খচূড় নামক অম্বর বিষ্ণুর অংশে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নী তুলসী ও লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন দেবীভা-১২-৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অংশভূতা সুনামা নামে একজন গোপ রাধিকার শাপে অম্বর বংশে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শঙ্খচূড়। তিনি মহর্ষি জৈমিন্যবায়ের নিকট কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়া, পুষ্করতীরে সেই রূপ অঙ্গ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন।

অতঃপর তিনি ব্রহ্মার নিকট গতি-লাভিত বর লাভ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বর্ষারকালপ্রমে গমন করেন। সেই স্থানে তিনি ধর্মধ্বজ নৃপতির কন্যা তুলসীর সাক্ষাৎ পান এবং গান্ধর্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। শঙ্খচূড় বাহুবলে দেবগণকে তাঁহাদের সমুদয় অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। দেবগণ প্রতিকার প্রার্থনার ব্রহ্মা ও শিবকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলেন যে, তিনি শঙ্খচূড়কে সর্বমঙ্গল-প্রদ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কবচ তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্বক শঙ্খচূড়ের নিকট হইতে বাচাঞা করিয়া লইবেন। পরে মহাদেব বিষ্ণু-দত্ত শূলধারী তাহাকে বধ করিবেন। তদ্বিত্ত তিনি ইহাও বলেন যে, ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী তুলসীর সত্যি নষ্ট না হইলে, কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্ত বিষ্ণু দেব-কার্য্যের সাহায্যের জন্ত, শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণপূর্বক তুলসীর ধর্ম নষ্ট করিবেন। অতঃপর শিব প্রথমে শঙ্খচূড়ের নিকট গমন করিয়া, নানা রূপ ভোক্তবাক্যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, দেবগণকে স্বর্ণ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অম্বরোধ করিলেন। কিন্তু শঙ্খচূড় তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়াতে

শিব বলিলেন যে, তাহা হইলে দেব-
গণ হুহু করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার
করিবার চেষ্টা করিবেন। অনন্তর
দেবগণের সহিত শম্বুচূড়ের ভাষণ
সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধকালে বিষ্ণু
শম্বুচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার
ভবনে গমনপূর্বক, তৎপত্নী তুলসীর
খর্খনাশ করেন। তাহার পরই শিব
বিষ্ণুদত্ত শূলধারা দৈত্যপতির প্রাণ-
সংহার করেন। দেবীভা-২৬-১৭-২৩।
(২) কুবেরের অস্থচর শম্বুচূড় নামে
একজন যক্ষ ছিলেন। তিনি কংসের
বল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাঁহার রাজ-
সভায় গমনপূর্বক, তাঁহাকে গদাযুদ্ধে
আহ্বান করেন। কংস ও শম্বুচূড় দীর্ঘ-
কাল ব্যাপিয়া গদাযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন।
সেই যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় নির্ণীত
হয় নাই। পরিশেষে মহর্ষি গর্গের
বাক্যে তাঁহার। যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া পর-
স্পর সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।
অতঃপর শম্বুচূড় গৃহে গমনকালে
শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের সহিত রাস
ক্রীড়ায় নিযুক্ত দেখিতে পান। তাঁহাকে
দেখিয়া গোপীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া,
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ
করেন। শম্বুচূড় তাঁহাদের মধ্যহইতে
একজন গোপীকে হরণ করিবার চেষ্টা
করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে গোপীর
উদ্ধারের জন্য আশ্রিতে দেখিয়া, তাঁহাকে
শঙ্কিতাগপূর্বক পলায়ন করিতে

প্রয়াস পান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার
পশ্চাৎগমন করিয়া, তাঁহাকে বধ
করেন। গর্গ-বৃন্দা-২৩। ভাগ-১০-৬-
৩৪। (৩) এক নাগের নাম। হির-
ণ্যাক্ষের পুত্র শকুনির প্রাণরূপী ওককে
সে চন্দ্রদ্বীপে রক্ষা করিত। গর্গ-বিশ্ব-
৪০। শকুনি দেখ। (৪) শম্বুচূড়
নামক এক সর্প নিজ কালীস্থিত কিরণ-
ধারা কালীস্থিত সর্বপাপহর বীরেশ্বর
লিঙ্গের আরাধনা করিয়া, সিদ্ধি লাভ
করে। স্বন্দ-কাশী-পূ-১০। (৫) নর্মদার
দক্ষিণ কূলে শম্বুচূড়কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। স্বন্দ-আব-
রেবা-৭৫।

শম্বন(১) —ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রবুদ্ধের
(নামান্তর কন্বায়পাদ) পুত্র। তাঁহার তনয়
সুদর্শন। তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। রামা-
আদি-৭০। ককুৎস্থ ও শীতগ দেখ।
(২) রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশীয় রজ-
নাভের পুত্র শম্বন। বায়ু-৮৮।
ব্যুথিতা দেখ।

শম্বনাভ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বজ্র-
নাভের পুত্র। তাঁহার তনয় ব্যুথি-
তাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। শম্বন দেখ।

শম্বপদ—(১) মহর্ষি অত্রির কন্যা
ঋতির গর্ভে শম্বপদ জন্মলাভ করেন।
শম্বপদের পিতা কর্দ্ম ঋষি। বায়ু-
২৮। ব্রহ্মা-২২ শিব-বায়ু-পূ-১৫।
(২) কর্দ্ম প্রজাপতির পুত্র শম্বপদ
দক্ষিণ দিকের অধিপতি ছিলেন।

ব্রহ্মপু-৪১। (৩) অত্রি-কণ্ঠা প্রতি
পুলহের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র
শঙ্খপদ। ব্রহ্মা-২২। (৪) মহাত্মা
শঙ্খপদ তপস্তা প্রভাবে স্বর্গে গমন
করেন। বায়ু-৫৭। রজ দেখ।

শঙ্খপা—লোকাঙ্কি নামক শিবা-
বতারের অন্ততম পুত্র। ব্রহ্ম-২৩।
লোকাঙ্কি দেখ।

শঙ্খপাং—লোকাঙ্কি নামক শিবা-
বতারের অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৩।
লি-পু-২৪। লোকাঙ্কি দেখ।

শঙ্খপাদ—(১) কর্দ্ম প্রজাপতির
পুত্র। তিনি ব্রহ্মাকর্তৃক দক্ষিণদিকের
আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হন। হরি-হরি-৪।
শঙ্খপদ দেখ। (২) লৌগাঙ্কি নামক
শিবাবতার বোঁগাচার্যের অন্ততম শিষ্য।
শিব-বায়ু-উত্ত-১০। লোকাঙ্কি দেখ।

শঙ্খপাল—(১) কক্ষর গর্ভজাত অন্ত-
তম নাগ। কক্ষ দেখ। (২) শঙ্খপাল
নামক সর্প শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে সূর্য্য
রথে বাস করিতেন। বায়ু-৫২।
বিশ্বাবসু দেখ। (৩) শঙ্খপাল ভাদ্র-
মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-
১০। ব্যাঘ্র দেখ। (৪) বাসুকী
শঙ্খপাল প্রভৃতি দ্বাদশজন নাগ, ক্রমে
ক্রমে সূর্য্যকে বহন করেন। কুর্শ্ব-পু-
৪১। অশ্বতর দেখ। (৫) শঙ্খপাল
নামে একজন অশুর পাতালে বাস
করিত। দেবীপু-৩, ৮২। (৬) যোগ-
নন্দিনী দেখ।

শঙ্খগিণ্ড—কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম
নাগ। মহাত্মা-আদি-৩৫। কক্ষ দেখ।

শঙ্খবর্চা—জনৈক নাগ। বরা-২১৪।

শঙ্খবেগ—সহস্রবদন রাবণের অন্ত-
তম সেনাপতি। অভু-রামা-১৮।

শঙ্খভুং—শ্রীকৃষ্ণের একনাম। মহাত্মা-
আদি-১৪২।

শঙ্খমাধব—(১) শঙ্খচূড় দানবকে
বধ করিয়া, শিব বারাণসীতে শঙ্খমাধব
নামে অবস্থান করিতেছেন। স্বশ্ব-
কাশী-পু-৩৩। (২) পাপিষ্ঠ মানবও
শঙ্খমাধব তীর্থে স্নান তর্পণাদি কার্য্য
করিলে, নির্মলতা লাভ করে। স্বশ্ব-
কাশী-উত্ত-৫৮। (৩) শঙ্খমাধব তীর্থে
স্নান করিয়া তন্মায়ী শিবলিঙ্গকে শঙ্খ-
বারি দ্বারা স্নান করাইলে, মানব শঙ্খ-
নিধির অধীশ্বর হইতে পারে। স্বশ্ব-
কাশী-উত্ত-৬১।

শঙ্খমান—জনৈক ঋষি। বৃহতৃক্ণ
দেখ।

শঙ্খমুখ—কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম
নাগ। মহাত্মা-আদি-৩৫। কক্ষ দেখ।

শঙ্খমেখল—জনৈক ঋষি। মহাত্মা-
আদি-৮।

শঙ্খরোমা—কক্ষর গর্ভজাত জনৈক
নাগ। কক্ষ দেখ।

শঙ্খলিকা—দেবসেনাপতি কান্তি-
কেন্নের অনুচরী কল্যাণদায়িনী নাট্যকা-
গণের অন্ততম। মহাত্মা-শল্য-৪৭।

শঙ্খলোনা—কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম

নাগ। কক্ষ দেখ।

শম্ভুশিরা—কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম

নাগ। কক্ষ দেখ।

শম্ভি—ঐকৃষ্ণের এক নাম। ঐকৃষ্ণ দেখ।

শম্ভিনী—(১) অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-১৭০। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৩) মহেশ্বরীর শরীরসমৃদ্ধতা অন্ততমা মহা-শক্তি। স্বল্প-কাশী-উক্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৪) তম্বোজ অন্ততম ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শম্বী—তম্বোজ অন্ততম ব্যঞ্জন মূর্ত্তি। তন্ত্র-২৩৮। শক্তি দেখ।

শচী—(১) দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী। দৈত্যপতি অমরুহ্লাদ একবার কোশল করিয়া, তাঁহাকে হরণ করেন। রামা-কিঙ্কি-৩২। (২) শচী পুলোমার কন্যা ছিলেন। শচীর গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম ৫৪। অগ্নি-১১২। (৩) পঞ্চপাণ্ডবেরা ইন্দ্রের অংশে উৎপন্ন হন এবং দ্রৌপদী দেবী শচীর অংশভূতা ছিলেন। মার্ক-৫। (৪) ইন্দ্র বৃদ্ধাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে জলগর্ভে যাইয়া লুক্কায়িত হন। তখন দেবরাজের অদর্শনে দেবগণ অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, নহষকে ইন্দ্রপদে স্থাপিত করিলেন। নহষ ইন্দ্রকে লাভ করিয়া শচীকেও কামনা করিলেন।

তখন পতিব্রতা শচী অতিশয় শঙ্কা কুলা হইলেন এবং বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভুবনেশ্বরীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভয় দিলেন। অতঃপর শচী দেবীর পরামর্শে মানস সরোবরে যাইয়া লুক্কায়িত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। শচী ইন্দ্রকে নিজ বিপদের কথা বলিলেন। ইন্দ্র শচীকে কি কৌশলে নহষকে বঞ্চিত করিয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা দিলেন। ইন্দ্রের পরামর্শে শচী নহষের নিকট গমন করিয়া বাহ্যিক বশ্রতা স্বীকার-পূর্বক, নহষকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নহষকে অনন্তগোচর বাহনে আরোহণ করিয়া, দেবপুরে আগমন করিতে দেখিতে বাসনা করেন। বিভিন্ন দেবগণের বিভিন্ন প্রাণী বাহন স্বরূপ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু নহষ যেন সংশিত-ব্রত মুনিগণের দ্বারা বাহিত বাহনে আরোহণপূর্বক, স্বর্গে আগমন করেন। তাহা হইলেই তিনি নহষের বশ্রতা স্বীকার করিবেন। নহষ তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। নহষ ও অগস্ত্য দেখ। দেবীভা-৬৬-৭, ৮, ৯। (৫) ইন্দ্রপত্নী শচী প্রকৃতি দেবীর অন্ততমা কলাহইতে উৎপন্ন। দেবীভা-৯৬-১। (৬) পুলোম-নন্দিনী শচী একবার তপস্তাধারা মহাদেবের সন্তুষ্টি-

সাধন করেন। মহাদেব খ্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, শচী প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন সর্বদেব-গণের মধ্যে সম্মানীয়, সকল দেবগণের মধ্যে স্মরণীয় এবং সকল যজ্ঞকারী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই, পতি-রূপে প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন শচী-শঙ্করের নিকট স্বেচ্ছামত রূপ, স্বেচ্ছা-মুরূপ স্মৃথ এবং ইচ্ছামত আয়ু প্রার্থনা করেন। মহাদেব শচীর সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। স্বল্প-কাশী-উত্ত-৮০।

(৭) ঋগ্বেদে শচী-কর্তৃক নিজের উদ্দেশ্য রচিত কয়েকটি স্তুত আছে। ঐ গুলি সপত্নীর উপর প্রভু করিবার মন্ত্র বিশেষ। পশ্চিৎগণ মনে করেন যে, ঐ শ্রেণীর স্তুতগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কেবল পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির স্থলে যাহার উদ্দেশ্যে স্তুতগুলি রচিত হইয়াছে, সেই দেবতার নামই দেওয়া হইয়াছে। স্বক-১০। ১৫২। ১-৬

শচী—(১) জনৈক লঙ্কানিবাসী রাক্ষস। রামা-উত্ত-৬। (২) কশ্যপ হইতে দমুর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-৩। মহাভা-আদি-৬৫। দমু ও কশ্যপ দেখ। (৩) বসু-দেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত আট পুত্রের অন্ততম। হরি-হরি-৩৫। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। গুরু-পূ-১৪৩। উশী-অর দেখ।

শতকর্ণাদণ্ডী—অন্ধুবংশীয় রাজা বিজয় ছয় বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর, শতকর্ণাদণ্ডী তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর রাজা-পুলোহী সাত বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। বায়ু-১১। বিজয় (১৫) ও (২০) দেখ।

শতকেতু—শিবাবতার লাক্ষ্মী-ভীমের অন্ততম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩ লাক্ষ্মীভীম দেখ।

শতক্রতু—(১) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে শতক্রতু নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব জৈগীষব্য নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। জৈগীষব্য ও শিবাবতার দেখ। (২) কশ্যপ হইতে দমুর গর্ভজাত অন্ততম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। দমু দেখ। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। তিনি অন্তান্ত দেব-গণের সাহায্যে অশুরগণকে পরাজয় করিয়া, ক্রমে ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎকালে তিনি শতক্রতু এই নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-৩৩। (৩) একবার স্তব্ধ, অন্ধিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্কত, তৃণ্ড, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, বিখা-মিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যমুনিগণ এবং শিবি, দিলীপ, নহব, পুরু অবরীষ,

বসতি, গৃহস্থার প্রভৃতি রাজর্ষিগণ শতক্রতুর (ইন্দ্রের) সহিত, প্রভাস তীরে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা স্নান করিয়া বহুতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে, দ্বাদশীপূর্ণিমাতে কৌশিকী-তীরে উপস্থিত হন এবং এই তীরে অবস্থিত ব্রহ্মসর নামক পরিব্রজ সরোবরে অবগাহনপূর্বক, যুগলসমূহ উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি অগস্ত্য, যে সমুদয় দ্বন্দ্বাল উদ্ধার করিয়া তীরে রাখিয়া ছিলেন, সে সমুদয় সহসা অন্তর্হিত হইল। কে অপহরণ করিল তাহা কিছুতেই বখন নির্ণীত হইল না, তখন সকলে সপথপূর্বক নিজ নিজ নির্দোষিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলেন। সকলেরই সপথ করা হইলে, শতক্রতু (ইন্দ্র) সপথ করিবার ছলে বলিলেন, “যে মহর্ষি অগস্ত্যের যুগল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিত-ব্রত-চর্য্য যজুর্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কস্তা দান, অগ্নর্কবেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঙ্কর, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।” শতক্রতুকে এইরূপ সপথ করিতে দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন—“যেহেতু তুমি সপথছলে নিজের মঙ্গলই কামনা করিতেছ, তখন তুমিই মহর্ষির যুগল অপহরণ করিয়াছ।” তখন শতক্রতু বলিলেন যে, তিনি মোহমগ্ন; মহর্ষির

যুগল অপহরণ করেন নাই। মহর্ষি-গণের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্যই, এই উপায় অবলম্বন করেন, তৎকাল মহর্ষিরা যেন তাঁহার অপরাধ মার্জনা করেন। শতক্রতুর বাক্যে মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়া, নিজ যুগল গ্রহণ করিলেন। মহাভা-আম্বুশা-২৪। শতক্রু—উগ্রসেনের অন্ততমা কস্তা। বায়ু-২৬। উগ্রসেন দেখ।

শতগামী—জটায়ুর পঞ্চপুত্রের ক্ষত-তম। মৎ-৬। জটায়ু দেখ।

শতগাল—বিপ্রচিতির অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬৮। বিপ্রচিতি দেখ।

শতঘণ্টা—(১) স্বন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে, শতানন্দা (তীর্থ) তাঁহার সাহায্যার্থ, শতঘণ্টা ও উলুখল-মেথলাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত; অন্ততমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্বন্দ দেখ।

শতজিৎ—(১) যদুবংশীয় ভজমানের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৩৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভজমান ও অমৃতায়ু দেখ। (২) ভরতবংশীয় রজের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার একশত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বগজোতি প্রধান ছিলেন। এই শতপুত্রেরা এই ভারতবর্ষকে নন্দ

ভাগে বিভক্ত করিয়া, রাজ্য করিয়া ছিলেন। বরাহকল্পে বারম্বার মন্থর অধিকারকালে, এই সকল নৃপতিরা পৃথিবী ভোগ করেন। বিষ্ণু-২২-১। গন্ধ-পূ-৫৪। (৩) ভরতবংশীয় বিরজ-রাজার পত্নী বিবুচীর গর্ভে শতপুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ সমুদয় পুত্র-দের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভাগ-৫২-১৫। (৪) বিরজের পুত্র রাজ, তাঁহার তনয় শতজিৎ। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিশ্বজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই বিশ্বজিৎ প্রমুখ এক-শত ভ্রাতা, এই ভারতবর্ষকে সাত অংশে বিভাগ করিয়া রাজত্ব করেন। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) শতজিতের তনয় বিশ্বজ্যোতি। কুর্ধ-পূ-৩২। (৬) যযাতির তনয় যদুর অন্ততম পুত্র সহস্র-জিৎ। তাঁহার অপত্য শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম হৈহয়, হয় ও তালহয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৭) যদু-বংশীয় শতজিতের তিন পুত্র—হৈহয়, মহাহয় ও রেণু-হয়। ভাগ-২২-২৩। (৮) শতজিতের তনয়দের নাম—হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। কুর্ধ-পূ-২২। (৯) যযাতির পুত্র যদু, যদুর অপত্য শতজিৎ, তাঁহার পুত্র হৈহয়। সৌর-৩১। (১০) যদুবংশীয় সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার অপত্যদের নাম—হয় ও হৈহয়। গন্ধ-পূ-১৪৩। (১১) যদুর তনয় শতজিৎ।

তাঁহার পুত্র হৈহয়, হয় ও রেণুহয়। লি-পূ-৬৮। (১২) যদুনন্দন সহস্র-জিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন সন্তান জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (১৩) যদুর পঞ্চপুত্রের অন্ততম শতজিৎ। তাঁহার তিন তনয়—হৈহয়, বেণুহয় ও হয়। অগ্নি-২৭৫। (১৪) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১৫) বৃষ্ণিবংশীয় বাহকের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত চারিপুত্রের অন্ততম। বাহক দেখ।

শতজিৎ—(১) মহাদেবের একজন গণ। সৌর-৩৫। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আদি-২৮৫।

শতঞ্জয়া—দেবসেনাপতি স্বর্গের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্ততম। মহাভা-শল্য-৪৭। স্বন্দ দেখ।

শততেজা—(১) বরাহকল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে শততেজা ব্যাস হইরাছিলেন। তখন মহাদেব অত্রি নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-১৩। লি-পূ-৭। বায়ু-২৩। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিবা-বতার দেখ।

শতদণ্ড—খসার গর্ভজাত অন্ততম দামব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

শতদ্বার—(১) চাক্ষুষমহুর অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২। মৎ-৬। অগ্নি-১৮। শিব-৪র্থ-৫২। বিষ্ণু-১২-৩৩,

৩৪-১। কুর্খ-পু-১৪। ব্রহ্মা-৬৮।
বায়ু-৬২। মার্ক-৭৬। ব্রহ্মপু-২। গরু-
পু-৮৭। চান্দ্রবমহু ও মধুক্রী দেখ।

(২) জনকবংশীয় ভানুমানেয় পুত্র শত-
ছায়। তাঁহার তনয় শুচী। ভাগ-৯২-
১৩। গরু-পু-১৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

(৩) শতছায় নরপতি মুদগল ঋষিকে
স্বর্ণময় অট্টালিকা দান করেন। সেই
পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্ণ লাভ হয়।
মহাভা-শান্তি-২৩৪, অমুশা-১৩৭ মরুত,
মহিরাথ, যুবনাথ ও রস্তি দেখ।

শতজ্জতি—নরপতি প্রাচীনবর্হির
পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রচেতার দশ
ভ্রাতা জন্মলাভ করেন। ভাগ-৯২-
২৪। প্রচেতা দেখ।

শতধনু—(১) জনৈক রাজা। তাঁহার
পত্নীর নাম শৈব্যা। রাজদম্পতি
একবার কার্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস
করিয়াছিলেন। গঙ্গাসলিলে স্নান
সমাপনান্তে তীরে উথিত হইয়া, তাঁহার
এক পাষাণকে দৃষ্টিগোচর করেন এবং
রাজা শতধনু তাহার সহিত আলাপ
করেন। তাঁহার পত্নী কিন্তু পাষাণের
সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।
উপোষিত অবস্থায় পাষাণের সহিত
আলাপ করাতে, রাজা জন্মান্তরে কুকুর
বোনিতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নী
এক রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।
তৎপরে শতধনুরাজা ক্রমে ক্রমে শৃগাল,
বক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূররূপে জন্ম লাভ

করেন। পরন্তু তাঁহার পত্নী প্রতি-
বারেই কাশীরাজ-হুহিতারূপে জন্ম লাভ
করেন। প্রতি জন্মেই ইতর জন্মরূপী
শতধনুর সহিত, তাঁহার পত্নীর সাক্ষাৎ
হইত এবং কাশীরাজ-হুহিতা তাঁহার
ইতর-প্রাণীরূপী পতির যথাসাধ্য সেবা
করিতেন। পরিশেষে ময়ূররূপে
জন্মিবার পর, কাশীরাজ-হুহিতা পতিকে
রাজা জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান
করাইয়া, তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত
তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অন-
ন্তর শতধনুরাজা কলেবর ত্যাগ করিয়া
জনকরাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি-
লেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহা-
সনে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রজা পালনান্তর
যথাকালে স্বর্গগামী হইলেন। বিষ্ণু-
৩য়-১৮। (২) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্ত-
তম পুত্র। হৃদিক দেখ। (৩) যদু-
বংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র। শূর দেখ।

শতধন্বা—(১) যদুবংশীয় হৃদিকের
অন্ততম পুত্র। হৃদিক দেখ। (২)
শ্রীকৃষ্ণ শ্রনন্তক মণি উদ্ধার করিয়া সত্রা-
জিতকে প্রত্যর্পণ করিলে, (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)
সত্রাজিত কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, নিজ
কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সম্প্রদান
করেন। অক্রুর, শতধন্বা প্রভৃতি দানব
গণ পূর্বেই সত্রাজিতের নিকট সত্য-
ভামার পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
কিন্তু সত্রাজিত তাঁহাদিগের কাহারও
সহিত সত্যভামার বিবাহ না দেওয়াতে

তাহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলের প্ররোচনার, শতধৰ্মা সজ্জাজিতকে বধ করিয়া, সেই ভ্রমস্থক মণি গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার নিকট সেই সংবাদ পাইয়া, শতধৰ্মাকে বধ করিতে মনস্থ করেন। শতধৰ্মা তাহা অবগত হইয়া, কৃতবর্মা, অক্রুর প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহারা পূর্বে সজ্জাজিতকে বধ করিবার জন্য শতধৰ্মাকে প্ররোচিত করিলেও, এক্ষণে কেহই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে শতধৰ্মাকে সাহায্য করিতে সন্মত হইলেন না। শতধৰ্মা অগত্যা অক্রুরের নিকট সেই মণি গচ্ছিত রাখিয়া, দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ পাইয়া বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, তাহার পশ্চাৎদ্বাবন করেন এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভাগ-১০ঙ্ক-৫৭। বায়ু-২৬। হরি-হরি-৫২। (৩) মৌর্য্যবংশীয় সোমশর্মার তনয় শতধৰ্মা। তাহার আত্মজ বৃহদ্রথ। শতধৰ্মা মৌর্য্যবংশীয় অষ্টম নরপতি ছিলেন। ভাগ-১২ঙ্ক-১। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৪) মহাপদ্মবংশের পর মৌর্য্যবংশ মগধে রাজত্ব করেন। ঐ বংশীয় শতধৰ্মা রাজত্ব করার পর, তাহার পুত্র (নাম নাই) ছয় বৎসর মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর বৃহদ্রথ এক

বৎসরকাল মাত্র রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। শতধর দেখ। (৫) শতধৰ্মা নামক একজন নরপতি কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কঙ্কার স্বয়ম্বর সভার, উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪।

শতধর—মৌর্য্যবংশীয় নরপতি দেববর্মার পুত্র। তাহার তনয় বৃহদ্রথ। শতধর আটবৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথই মৌর্য্যবংশের নবম এবং শেষ নরপতি। মৌর্য্যবংশীয় এই নরজন নরপতি সর্বসমেত একশত সাত্ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর শুক্লবংশীয়গণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-২২। শতধৰ্মা (৩) ও (৪) দেখ।

শতধার—তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকারকালে, তিনি সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। উত্তম ও মনস্বী দেখ।

শতানন্দ—(১) শরদান ঋষির পুত্র। শতানন্দের মাতা অহল্যা ও পুত্র সত্যধৃতি। মৎ-৫০। (২) দিবোদাস কঙ্কা অহল্যা মহর্ষি গোতমের পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্র-পু-২২। শরদান ও গোতম দেখ।

শতপলা—বলরামের অন্ততম কঙ্কা। বলদেব দেখ।

শতবনি—ঋগ্বেদোক্ত একজন রাজা ।
সান্ননাচার্য্য তাঁহার কোনও পরিচয়
দেন নাই । ঋক্-১।৫২।৭ ।

শতবল—একজন বানর দলপতি ।
তিনি সূগ্রীবের আদেশে উত্তর দিকে
সীতার অন্বেষণে গমন করেন । রামা-
কিকি-৪৩, ৪৫, ৪৭ ।

শতবল্লক—একজন সাহিত্যকার ।
বাসু-৬১ । ব্রহ্মা-৬৭ ।

শতবল্লী—(১) একজন বানর দল
পতি । তিনি হিমাচলবাসী পদ্মকেশর
কর্ম ও শ্বেতবর্ণ বানর গণের অধিপতি
ছিলেন । সূগ্রীবের আহ্বানে তিনি
দশ সহস্র কোটি বানরসহ কিকিদ্ধার
আগমন করিয়া রামের অমুগমন করেন ।
তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন । লঙ্কা-
সমরের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় অমুচর-
গণসহ লঙ্কার দক্ষিণদ্বার অবরোধ-
পূর্ব্বক, অবস্থান করেন । লঙ্কা সমরান্তে
তিনি রামের সহিত অবোধায় গমন
করেন এবং রামের রাজ্যাভিষেকান্তে
স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন । রামা-
কিকি-৩৯ ; লঙ্কা-২৭, ৮৮, ৪২, ৪৭ ;
উত্তরা-৫০ । (২) তিনি অশ্বমেধ
কর্ত্তের অশ্বসহ শক্রয়ের অমুগমন
করিয়ছিলেন । পদ্ম-পাতা-৫ ।

শতবর্ষ—সুপর্কী নামক নরপতির
পুত্র । তিনি যৌবনকালে অতিশয়
পুষ্পাসক্ত ছিলেন । একদা দুগয়া
করিতে বাইরা, তিনি বিদ্যাপর্কতে

উপস্থিত হন । তথায় এক ব্রাহ্মণের
নিকট হুম্মন্তেশ্বর তীর্থেঁর মাহাত্ম্য
অবগত হইয়া, তথায় তীব্র তপস্যায়
নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে সিদ্ধি লাভ
করিয়া, স্বর্গে গমন করেন । স্বন্দ-আব-
রেবা-৮৩ ।

শতভিষা—দক্ষের অন্ততমা কন্যা
এবং চন্দ্রের সম্ভবিঃশতি পত্নীগণের
অন্ততমা । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২ ।

শতমত্মা—মহাদেবের অন্ততম গণ ।
তিনি বিংশতি কোটি অমুচরসহ
শিবের দিবাকে উপস্থিত ছিলেন ।
স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬ ।

শতনার—কণ্ডপ হইতে দমুর গর্ত্তে
উৎপন্ন অন্ততম দানব । হরি-হরি-৩ ।

শতমুখ—(১) জনৈক দানব । সে
অমৃত বর্ষকাল শিবের আরাধনা করিয়া
তাঁহার প্রণামে পুরাণ লাভ করিয়াছিল ।
শিব-ধর্ম্ম-২ । (২) ব্রহ্মা শতমুখ নামক
এক অশুরকে উৎপাদন করেন । সেই
অশুর শতাধিক বৎসরকাল নিজ শরীর
নাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক
মহাদেবের আরাধনা করে । শূলপাণি
তাঁহার ভক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট
হন এবং তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে
বলেন । শতমুখ বলিল—“আপনার
অমুগ্রহে আমার যেন সৃষ্টি করিবান্ন
কর্মতা জন্মে এবং শাস্ত ব্রহ্মবিদ্যা
যেন আমার অন্তরে বিরাজিত থাকে ।”
শিব তাহাকে সেইরূপ বরই প্রদান

করেন । মহাভা-অঙ্কশা-১৪ ।

শতযুগ—কেকয় দেশের অধিপতি ।

তিনি লংসারে বাঁতরাগ হইয়া বৃদ্ধা-
বজ্রার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্য প্রদান-
পূর্বক, বনবাস আশ্রয় করেন । অক্ষরাজ
সুতরাষ্ট্র, বধন বনে গমন করেন, তখন
রাজর্ষি শতযুগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ
হয় এবং তাঁহার। পরম্পর মোহাদ্দ
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পরম স্নেহে শত-
কুপের আশ্রমে বাস করেন মহাভা-
আশ্র-১২, ২০ ।

শতরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মূলকের
পুত্র শতরথ । তাঁহার তনয় ঐলবিল ।
বায়ু-৮৮ । ঐলবিড় দেখ । (২) ইক্ষ্বাকু
বংশীয় নকুলের তনয় । তাঁহার অপত্য
ঐলবিল । সৌর-৩০ । কৃষ্ণ-পূ-২১ ।
লি-পূ-৬৬ । নকুল ও বৃদ্ধশর্মা দেখ ।

শতরুদ্রিকা—অন্ততমা নদী । তিনি
অগ্নিদেবের পত্নী ছিলেন । স্বন্দ-আব-
রেবা-২২ । রেবা দেখ ।

শতরূপ—(১) স্ততার নামক শিবাব-
তার যোগাচার্যের অন্ততম পুত্র ।
বায়ু-২৩ । অন্ধা-২৩ । লি-পূ-২৪ ।
কৃষ্ণ-পূ-৫২ । স্ততার ও সত্য দেখ ।

শতরূপা—(১) স্বারভুব মনুর পত্নী ।
তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ
জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-১ম-৭ । (২) নয়
জন মানস পুত্র সৃষ্ট হইবার পর, অন্ধা
এক কন্তা স্বজন করেন । সেই কন্তার
নাম অন্ধা । তিনিই আবার শত-

রূপা, সাবিদ্রী, গায়ত্রী, সন্নয়ন্ত্রী ও
অন্ধাগী নামে প্রসিদ্ধা । অন্ধা সেই
কন্তার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই
বিবাহ করেন । সেই কন্তার গর্ভে অন্ধা
হইতে স্বারভুব মনু নামে এক পুত্র জন্ম
গ্রহণ করে । মৎ-৩ । (৩) প্রজা
সকল সৃষ্ট হইবার পর, অন্ধা শতরূপা
নারী অঘোনিজা এক কন্তা উৎপাদন
করেন । সেই কন্তা বশিষ্ঠের মহিমা ও
ধর্মদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি
সৃষ্ট হইয়া পতিলাভার্থ, পরম তপস্শাল্য
প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে স্বারভুব
মনুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন । শত-
রূপার গর্ভে বীর নামক এক
পুত্র জন্মে । বীর হইতে কাম্যার
গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ
করেন । হরি-হরি-২ । (৪) শতরূপা
স্বারভুব মনুর পত্নী ছিলেন । তাঁহার
গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই
পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসুতি নামে দুই কন্তা
জন্মে । মার্ক-৫০ । অন্ধা (১৪) দেখ ।
(৫) অন্ধার শরীরার্দ্ধজাত কন্তা শত-
রূপার গর্ভে, প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ নামে
দুই পুত্র এবং প্রসুতি ও আকৃতি নামে
দুই কন্তা জন্মে । স্বারভুব মনু ইহাদের
পিতা ছিলেন । শিব-বায়ু-পূ-১৫ ।
অন্ধা (৩২) দেখ । (৬) দুইভাগে বিভক্ত
অন্ধাতনুর অর্দ্ধাংশ হইতে শতরূপা
নারী নারী আবির্ভূত হন । অশ্বত্থ
অর্দ্ধাংশ হইতে এক বংশীয় পুরুষ-

আবির্ভূত হন। শতরূপা পূর্বাকাশে অবস্থান করিয়া নিম্নত বৎসর দুক্ষর তপস্তা করেন এবং তৎকালে সেই ব্রহ্মার অর্দ্ধদেহজাত পুরুষকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে খ্যাত হন। ঐ মনু হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি ও প্রহৃতি নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-১। ব্রহ্মা-১০। সৌর-২৬। (১১৪০ পৃঃ দেখ)। (১) বিশ্বর নাভিপদ্ম হইতে প্রাভূত হইয়া, ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার ধর্ম-পত্নী রূপিনী শতরূপাকে সৃজন করেন। দেবতা-১০ স্ব-১। (৮) ব্রহ্মার বামাংশ হইতে শতরূপা উৎপন্ন হন। তাঁহার গর্ভে স্বায়ম্ভুবমনু হইতে, আকুতি, দেব-হুতি ও প্রহৃতি নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। শ্রীমহাভা-৩। ব্রহ্মা (১১) দেখ। (২) ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ প্রজা সৃষ্টি করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি প্রজাবৃদ্ধির জন্ত নিজ শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, বামার্দ্ধহইতে শতরূপা নারী এক কন্যা এবং দক্ষিণার্দ্ধহইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র সৃজন করিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুহইতে শতরূপার গর্ভে তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। বৃহৎ-মধ্য-২। (১০) শতরূপা সম্বন্ধে অজ্ঞাত বিবরণের জন্ত স্বায়ম্ভুবমনু এবং ব্রহ্মা

(১৪), (৩১), (৩২), (৪০), (৬৯) ও (৭৭) দেখ।

শতলোচন—(১) দেবসেনাপতি স্বশ্রের সাহায্যার্থ প্রেরিত অজ্ঞাতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অজ্ঞাতম সেনাপতি। অভু-রামা-১৮

শতশীর্ষ—ব্রহ্ম দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে, বাহ্যদা নদী তাঁহার সাহা-য্যার্থে, স্বীয় অনুচর শতশীর্ষকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শতশিলাক—মহর্ষি জৈগীষব্যের পিতা। বায়ু-৭২। জৈগীষব্য দেখ।

শতশৃঙ্গ—(১) রাজর্ষি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। তাঁহার ইন্দ্রদ্বীপ, কসেয়, তাম্রদ্বীপ, গভন্তিমান, নাগ, সোম্য, গন্ধর্ব্ব ও বরুণ নামে কতিপয় পুত্র এবং কুমারিকা নামে এক কন্যা ছিল। ব্রহ্ম-নাহে-কুমা-৩৯। কুমারিকা দেখ। (২) শতশৃঙ্গ মুনির আশ্রমেই পাণ্ডুরাজ। ঋষিশাপে দেহ ত্যাগ করেন। অগ্নি-১৩।

শতসম্বনিকা—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী অজ্ঞাতম গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

শতহ্রদ—(১) দক্ষকন্যা দম্বর গর্ভজাত অজ্ঞাতম দানব। হরি-হরি-৩। ব্রহ্ম-পু-৩। দম্ব দেখ।

শতাক্ষী—(১) দেবী দুর্গার একনাম। দেবী-পু-১২৭। (২) দেবী আত্মা-শক্তির এক নাম। কোনও সময়ে

শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন জগৎ জলশূন্য হইলে, মুনিগণের প্রার্থনায় দেবী আত্মশক্তি অযোনিজাক্রমে উৎপন্ন হন। তখন তিনি শতনেত্র-দ্বারা মুনিগণকে অবলোকন করেন। সেইজন্ত মানবগণ দেবীকে শতাক্ষী নামে অভিহিত করেন। মার্ক-৯১।

(৩) দুর্গম নামক অসুর দেবগণকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে, দুর্গম ব্রহ্মার নিকট হইতে সমুদয় বেদ যাজ্ঞা করেন এবং যাহাতে তিনি সকল দেবতাদিগকেই পরাজয় করিতে পারেন, সেইরূপ বল প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা তাঁহার উভয় প্রার্থনাই পূরণ করেন। দুর্গম অসুর বেদ সকলের অধীশ্বর হওয়াতে, পৃথিবীতে বেদ বিলুপ্ত হইল এবং বেদাচার মূলক সমুদয় ক্রিয়াকর্মাদিও লোপ পাইল। যাগযজ্ঞ সব বন্ধ হওয়াতে এবং তৎফলে অগ্নিতে ঘৃতাহতির অভাব বশতঃ, বৃষ্টিরও অভাব হইল।

শতবর্ষব্যাপী এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে, ঋণিগণ সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ গণ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমনপূর্বক, দেবী শিবানীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী নিজ অদ্ভুত রূপে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই চতুর্ভুজা দেবী দক্ষিণ

ভূজদ্বয়ে শরযুষ্টি ও কমল এবং বাম ভূজদ্বয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি-নাশক-পুষ্প-পল্লব-কলমূলাদি ও মহাশরাসন ধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনন্তনেত্র সমুদয় হইতে, নয় দিবস নিরন্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নদনদী সমূহ পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্বে দেবগণ দুর্গম অসুরের ভয়ে গিরিশ্বহাদিতে লুক্কায়িত ছিলেন। তাঁহার পুনরায় বহির্গত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শতাক্ষী বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দেবীভা-৭২-২৮।

শতানন্দ—(১) ভাবী সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। মৎ-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। গালব দেখ। (২) মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র। তাঁহার জননীর নাম অহল্যা। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। হরি-হরি-৩। অগ্নি-২৭৫। গরু-পূ-১৪৪। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। শরদ্বান দেখ। (৩) গৌতম-তনয় শতানন্দের পুত্র শরদ্বান। ভাগ-৯২-২১। (৪) শতানন্দ বিদ্বর্ভাধিপতি ভীষ্মকের কুল-পুরোহিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০৫। (৫) ব্রহ্মা (১৯৪) দেখ।

শতানন্দা—(১) অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্তিকের অল্পচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) সীতার রোমকূপ হইতে

উদ্ধৃতা অন্ততমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

(৬) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ত-

তমা। সীতা দেখ। (৫) শতকটা দেখ।

শতানীক—দ্রোণদৌর গর্ভে জাত

অর্জুনের পুত্র। মহাভা-আদি-৬৭।

শতানীক—(১) ধর্ম-পুত্র দ্বিতীয় সাবণি

মহু ভাব্যের অন্ততম পুত্র শতানীক

ছিলেন। বায়ু-১০০। উত্তমোজ্জা দেখ।

(২) রুদ্রসাবণি মাহুর অন্ততম পুত্র। রুদ্র-

সাবণি দেখ। (৩) দ্রোণদৌর গর্ভজাত

অর্জুনের অন্ততম পুত্র। মহাভা-আদি-

৯৫। (৪) রাজা জনমেজয়ের অন্ততম

পুত্র। মহাভা-আদি-৯৫। (৫) শতা-

নীকের পুত্র অশ্বমেধদত্ত। বায়ু-৯৯।

(৬) পঞ্চপাণ্ডবের অন্ততম নকুল হইতে

দ্রোণদৌর গর্ভে শতানীক জন্মগ্রহণ

করেন। মহাভা-আদি-২২১। গরু-

পু-১৬৫। (৭) জনমেজয়ের পুত্র

শতানীক নাক্ষত্রবায়ুনির নিকট হইতে

বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়াজ্ঞান, মহর্ষি

শৌনক হইতে আয়ুজ্ঞান এবং রূপা-

চার্য হইতে অস্থজ্ঞান লাভ করেন।

শতানীকের পুত্র সহস্রানীক। ভাগ-

৯২-২১। (৮) ধর্মপুত্র দশম মহুর

স্বক্ষেত্র, উত্তমোজ্জা, ভূরিপ্রণ্য, বীর্ঘ্য-

বান, শতানীক, নিরনিত্র, বৃষসেন,

জয়ব্রথ, ভূধিহায়, স্তবর্জা, শাস্তি ও ইন্দ্র

নামে কতিপয় পুত্র ছিল। গরু-পু-৮৭।

শতাবর্ষ—মহাদেবের এক নাম।

মহাভা-শাস্তি-২৮৫।

শতাবর্ষা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র

নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শতায়ু—(১) পুরুষাবার অন্ততম

পুত্র। হরি-হরি-২৭। মহাভা-আদি-

৭৫। কৃষ্ণ-পু-২২। লি-পু-৬৬। অশ্বি-

২৭৪। বায়ু-২১। পদ্ম-সৃষ্টি-১২।

বিষ্ণু-৪র্থ-৭। গরু-পু-১৪৩। অমাবসু,

অনায়ু ও পুরুষাবা দেখ।

শতায়ুধ—অন্ততম দানব। কালিকা-৪০।

শতাক্ষি—কতিপয় সংহিততন্ত্র ঋষির

অন্ততমা। হেনকাশ্চি দেখ।

শতাস্ত্র—মহাদেবের অন্ততম গণা-

ধাক্ষ। সৌর-৩৫।

শতৌদর—মহাদেবের এক নাম।

মহাভা-শাস্তি-২৮৫।

শতৌদরা—(১) সীতার রোমকূপ

হইতে উদ্ধৃতা অন্ততমা মাতৃকা। রামা-

অহু-২০। সীতা দেখ। (২) দেব-

সেনাপতি কার্তিকেয়ের অন্ততমী কল্যাণ-

দায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-

শল্য-৪৭। স্বন্দ দেখ।

শতৌলুকমুখী—দেবসেনাপতি কার্তি-

কেয়ের সাহায্যকারীণী অন্ততমা

মাতৃকা। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মাতৃকা-

গণ দেখ।

শতলুকমুখলা—কার্তিকেয়ের সাহায্য-

কারীণী অন্ততমা মাতৃকা। স্বন্দ-মাহে-

কুমা-৩০। মাতৃকাগণ দেখ।

শতাক্ষিৎ—যদুবংশীয় নিয়ের তনয়।

গরু-পু-১৪৩। নিয় দেখ।



শত্রি—সমরণ ঋষি ইজের স্তব করিতে যাইয়া, বজ্রাঘিকৈ সঙ্ঘোষন করিয়া বলিতেছেন—আমি অগ্নিবেশের পুত্র, অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানকৃত প্রসিদ্ধ শত্রি নামক রাজ-বির স্তব করিতেছি। প্রচুর বারিরাশি তাঁহার সমুদ্র সাধন করুক।” সায়না-চাৰ্য্য এই শত্রিনরপতির কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৫।৩৪।২।

শক্র (১) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্ততম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ।

শক্রয়—(১) অযোধ্যাপতি দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্ততম। তিনি তাঁহার অন্ততম জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরতের বিশেষ অমুগত ছিলেন। ভরত যখন মাতুলালয়ে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহার অমুগমন করেন। শক্রয়ের সহিত জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্ততম কন্যা ঐতর্ক্যবির বিবাহ হয়। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর, শক্রয় অগ্রজ ভরতের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। ভরত যখন পৌরজনসহ গ্রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্ত বনে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। রাম সীতার উদ্ধারসাধনপূর্বক অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্তন করিলে, শক্রয় অপর দুই ভ্রাতার স্তব সর্বদাই রামচন্দ্রের পার্শ্ব-বর্তী থাকিয়া, তাঁহার রাজকাৰ্য্যে

সাহায্য করিতেন। যমুনাভীরবাসী মহাবিগণ মধুদানবের পুত্র লবণের অভ্যাচারে প্রসীড়িত হইয়া, রামচন্দ্র নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলে, রামচন্দ্র শক্রয়কে লবণ বধের জন্ত প্রেরণ করেন। শক্রয় ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, লবণকে বধ করেন এবং তাঁহার রাজধানী মধুপুর অধিকার করেন। শক্রয় যখন লবণবধের জন্ত গমন করেন, তখন পথিমধ্যে বাসীকির আশ্রমে সীতার যমজ পুত্রদ্বয় কুশ ও লবকে দর্শন করেন। শক্রয় রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞকালে সমাগত রাজগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শক্রয়ের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সুবাহু নামক পুত্র মথুরাপুরীর অধীশ্বর ছিলেন এবং শক্রবাহী নামক পুত্র বিদিশায় অধিপতি হন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত সরযু প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। রামা-আদি-১৮, ৭৩, ৭৭; অযো-৭১; উত্ত-৭৮, ৫৯, ৭৩—৮৪, ১১৫, ১২১-১২৩। (২) শক্রয় যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশপর্যটনে বহির্গত হন, তখন জাষবান, গবন, দধিমুখ, অঙ্গদ, মৈন্দ, সুগ্রীব, শতবলী অশ্বিক, নল, নীল প্রভৃতি বানর দলপতি গণ, এবং প্রতাপাশ্র, লক্ষ্মী-নিধি, নীলরত্ন, রিপুতাপ, উগ্রাশ্ব প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ, তাঁহার অমুগমন করেন। শক্রয় নামী দেশ পর্যাটক,

বহু রাজত্ববর্গকে পরাভব ও তাঁহাদের
নিকট হইতে কর গ্রহণপূর্বক অযোধ্যায়
প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময়ের মধ্যে মহর্ষি
বান্দীকির তপোবনে কুশ ও লবের
সহিত শক্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।
কুশ ও লব যজ্ঞাশ্বের কপালে জয় পত্র
দেখিয়া, সেই অশ্ব বন্ধন করেন। তখন
শক্রয় ও তাঁহার অমুচরদিগের সহিত,
লবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কুশ তখন
আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উজ্জয়িনীতে
মহাকালের অর্চনার জন্ত গমন করিয়া-
ছিলেন। লব প্রথমে শক্রয়কে যুদ্ধে
পরাজয় করেন। কিন্তু শক্রয় পরে
লবকে পরাজয় করিয়া বন্ধন করেন।
কুশ প্রত্যাগমন করিয়া, সকল বৃত্তান্ত
শ্রবণপূর্বক ভ্রাতার সাহায্যার্থ গমন
করেন। অতঃপর শক্রয় ও তাঁহার
অমুচরদিগের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের তুমুল
সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে নাগুচর শক্রয়
ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
হন এবং পাশবক হইয়া সীতার নিকট
নীত হন। সীতাদেবী তাঁহার দুর্বস্থা
দেখিয়া, কুশ ও লবকে ভ্রাতাদের বন্ধন
মোচন করিতে এবং যজ্ঞাশ্বকেও মুক্তি
দিতে আদেশ দেন। অতঃপর সীতা
দেবীর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া,
সপরিজন শক্রয় যজ্ঞাশ্ব লইয়া, অযো-
ধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। পদ্ম-পাতা-
৪, ২, ১৩, ১৫—৩২, ৩৬। (৩)
পুরাকল্পীয় রামায়ণ মতে দশরথের

অন্ততমা পত্নী সুবেশার গর্ভে শক্রয়
জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা
তাঁহার (ও অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতার)
নাম করণ করেন। শক্র বধ করিতে
নিপুণ বলিয়া, ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন
শক্রয়। পদ্ম-পাতা-৭১। (৪) যদুবংশীয়
অক্রুরের অন্ততম পুত্র। মৎ-৪৫।
লি-পূ-৬২। অক্রুর ও উপলব্ধ দেখ।
(৫) স্বফকের অন্ততম পুত্র ও অক্রুরের
ভ্রাতা। স্বফক দেখ। (৬) রামানুজ
শক্রয় অস্তুত ভ্রাতাদের জায় মহর্ষি
বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।
শ্রীমহাভা-৩৭। (৭) দশরথায়ুজ শক্রয়ের
পুত্রদ্বয়ের নাম—সুবাচ ও সুরসেন।
বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। গুরু-পূ-১৪২।
(৮) রামানুজ শক্রয়ের পুত্রদ্বয়ের নাম
সুবাচ ও শক্রসেন। ভাগ-৯স্ক-১১।
(৯) বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হন,
তখন ভরত ও শক্রয় যথাক্রমে বিষ্ণুর
দক্ষিণ ও বাম বাচর অংশভূত ছিলেন।
অদ্ভু-রামা-৪। স্বন্দ-নাহে-কেদা-৮।
শক্রজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয়
মাকাতার অন্ততম পুত্র। মাকাতা
দেখ। (২) যদুবংশীয় শোণাশ্বের
অন্ততম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ। (৩)
যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্ততম পুত্র।
রাজাধিদেব দেখ। (৪) পুরাকালে
শক্রজিৎ নামে একজন মহাবল-পরা-
ক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইক্ষু তাঁহার
যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া, অতিশয়;

শ্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ঋতধ্বজ। মার্ক-২০। ঋতধ্বজ ও প্রতর্দন দেখ। (৫) যদুবংশীয় নিম্বের অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৬। নিম্ব দেখ। (৬) পুরুষবা-বংশীয় প্রতর্দনের নামট ছিল শক্রজিৎ। প্রতর্দন দেখ। (৭) কোশলাধিপতি ঋবসন্ধির কনিষ্ঠা পত্নী লীলাবতীর গর্ভে শক্রজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। শুভদর্শন, মিষ্টভাষী, শক্রজিৎ কনিষ্ঠ হইয়াও পিতার অধিক যশের পাত্র ছিলেন। ঋবসন্ধি মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, মন্ত্রাগণ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সুদর্শনকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু শক্রজিতের মাতুল উজ্জয়িনার অধিপতি যুধাজিৎ ভাগিনেয়ের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক, সুদর্শনের নাতানহ বীরদেনকে নিহত করেন এবং শক্রজিৎকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তখন সুদর্শনের মাতা মনোরমা, পুত্রকে লইয়া পলায়ন করেন। দীর্ঘকাল পরে সুদর্শন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, শক্রজিৎ ও তাঁহার নাতানহ যুধাজিতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। দেবীভা-৩৪-১৪-২৪। সুদর্শন দেখ। (৮) দমুর গর্ভজাত অন্ততম দানব। দমু ও কণ্ডপ দেখ।

শক্রজয়—ঐ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহাশি ভর-দ্বাজকে অলঙ্ক বস্ত্র কিরূপে লাভ

করিতে পারা যাইতে পারে, এবং সেই বস্ত্র লাভ করিলে কিরূপে তাহার পরিবন্ধন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং ভরদ্বাজও তাহার যথাযথ উত্তর দেন। মহাভা-শান্তি-১৪০।

শক্রজয়া—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত। অন্ততন মাটকা। সীতা দেখ।

শক্রতপন—কশাপের ঔরসে দমুর গর্ভজাত অন্ততন দানব। মহাভা-আদি-৭৫। দমু দেখ।

শক্রমর্দন—নরপতি ঋতধ্বজের অন্ততম পুত্র। মার্ক-২৬

শক্রসেন—(১) রামাযুজ শক্রসেনের অন্ততম পুত্র। শক্রস দেখ। (২) প্রাগজ্যোতিষপুরাধিপতি অশ্ববাহনের পুত্র। দ্বন্দ্ব-আব-চতু-৬১

শক্রহস্তা—শব্দর অশুরের অন্ততম অমাত্য। হরি-হরি-১৬২

শনি, শনৈশ্চর—(১) বিবস্বান হইতে জায়ার গর্ভে, শনি নামে এক পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম-৫২। মং-১১। সৌর-৩০। (২) শনি লোকহিত-সাধক গ্রহগণের অন্ততম। মং-২৩। বৃহ দেখ। (৩) দক্ষের অন্ততন কন্যা ও কশাপেব ত্রয়োদশ জন পত্নীর অন্ততরা। শিব-ধর্ম-৫৪। (৪) বিবস্বানের পত্নী সংজার গর্ভে শনি জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৩। সংজা দেখ। (৫) শনি নবগ্রহের অন্ততম। স্থথ্য

দেখ। (৬) বৃহস্পতি গ্রহ হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনিগ্রহ অবস্থিত। তাহার আরও একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষি মণ্ডলের স্থান। বিষ্ণু-২২-৭। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে শনিগ্রহের সহিত নরক নামক অসুরের সংগ্রাম হয়। ভাগ-৮২-১০। (৮) শনি সূর্যের তৃতীয় পুত্র (সাবর্ণি মনুর কনিষ্ঠ) ছিলেন। ভাগ-৮২-১৩। (৯) শনির বাহন মকর। গর্গ-গোল-১২। (১০) রাজা দশরথ একবার জ্যোতিষদিগের নিকট সংবাদ পাইলেন, যে শনিগ্রহ শীঘ্রই রোহিণী ভেদ করিবে। এবং তাহা হইলে ছাদশবর্ষ ব্যাপী ভীষণ অনাবৃষ্টি হইবে। রাজা দশরথ তাহা শুনিয়া, দেবরাজ-প্রদত্ত কামগামী শকটে আরোহণপূর্বক শনৈশ্চরের পশ্চাত্তাবন করিলেন এবং ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের গমনপথ অতিক্রম করিয়া, নক্ষত্রমণ্ডলে স্থিত শনির সমুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি রোহিণীর পথ পরিত্যাগ কর। অন্তথা আমি তোমাকে বধ করিব।” শনৈশ্চর দশরথের এই রূপ সাহস দেখিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যায়িত হইলেন। তিনি দশরথকে তাঁহার পরিচয় এবং কেন তিনি ঐরূপ স্পষ্টাঙ্গচক বাকা বলিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দশরথ নিজ পরিচয় দিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন শনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দশ-

রথকে বলিলেন—“আমি তোমার সাহস দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই ভয়সাৎ হয়। সেজন্য আমি সর্বদা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। আমি জন্মিয়াই আমার পিতার পদদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতে তাহার পদদ্বয় দৃষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য আমার জননী আমাকে অন্ত কোনওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তুমি প্রজাসাধারণের উপকারের জন্যই এইরূপ ভয় পরিহার করিয়াছ, তজ্জন্ত আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি আর কোনও দিন রোহিণীর গমনপথ ভেদ করিব না।” স্বস্ম-নাগ-২৬। স্বস্ম-প্রভা-প্রভা-১২। (১১) শঙ্কর-তনয় গণেশের জন্ম হইবার পর, সকল দেব-গণ তাঁহাকে দেখিতে যান। শনি ও তাঁহাদের সতিত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু শনির প্রতি তাঁহার পত্নীর শাপ ছিল, যে তিনি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহাই বিনষ্ট হইবে। কোনও সময়ে শনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন তাঁহার পত্নী মনোহর বেশভূষা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু ধ্যানাসক্ত শনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ঐরূপ শাপ

দেন। বাহা হউক শনি প্রথমে পার্শ্বতী তনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পার্শ্বতী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শনি তাঁহাকে তাহার শাপ প্রত্যস্ত বলেন। কিন্তু পার্শ্বতী সে কথা বিশ্বাস না করিয়া শনিকে বারংবার তাহার পুত্রকে অবলোকন করিতে বলেন। তখন শনি কেবল অপাঙ্গে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অননই গণেশের মস্তক দেখাইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১২। গণেশ দেখ। (১২) শনি অথবা শনৈশ্চর অষ্টরূপের প্রথম রূপের পুত্র। তাহার মাতার নাম স্তবজলা। মার্ক-৫২। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। কৃষ্ণ-পূ-১০। রুদ্র দেখ। (১৩) শিপ্রা ও ক্ষাতা নদাদ্বয় দেখিলে একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে শনৈশ্চর ভূমিষ্ঠ হন। শনিবার অনাবস্থা তীর্থতে এই স্থলে স্নান, দান ও তপস্বী করিলে, লক্ষ্যলাভ হয়। সৌরি, শনৈশ্চর, মঙ্গ, রুদ্র, অনন্ত, অন্তক, যম, পিত্র, ছায়াশ্রুত, বজ্র, স্থাবর ও পিঙ্গলায়ন শনির এই সকল নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে পাঠ করে, শনি তাহাকে আক্রমণ করেন না। স্বল্প-আব-অব-৬৬। (১৪) শনি জন্মিবালাত্র চরাচর দেব মনুষ্যগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই, ত্রৈলোক্য

আক্রমণ করিলেন এবং রোহিণীর পথ ভেদ করিলেন। ইন্দ্র ভয়ব্যাকুল হইয়া, ব্রহ্মার নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। ব্রহ্মা তখন সূর্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শনিকে সংযত করিতে বলিলেন, কিন্তু সূর্য্য তাঁহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, শনির দৃষ্টিপাতে তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা স্বয়ংই যেন শনিকে নিবারণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মাও তাহাতে সাহস না পাইয়া, বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণুও সকল বিষয় অবগত হইয়া নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া, মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তখন মহেশ্বর তাঁহাদের প্রার্থনায় শনিকে আহ্বান করিলেন। শনি অধোদৃষ্টি অবস্থায় শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে জগৎ-পীড়ন করিতে নিষেধ করিলেন। তখন শনি মহাদেবকে তাহার ঋণ, পানীয় ও বাসস্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন। তখন মহাদেব এই সকল বিষয়ে এই ব্যবস্থা করিলেন—মেঘাদি রাশিতে অবস্থান করিয়া, ত্রিশমাস যাবৎ তিনি মনুষ্যদিগকে পীড়ন করিবেন এবং ইহাধারাই তাঁহারা তৃপ্তি সাধন হইবে। অষ্টম, চতুর্থ, দ্বিতীয়, দ্বাদশ ও জন্মরাশিতে অবস্থান হইলে, সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবে। কিন্তু

ভৃতীয়, বৃষ্ট ও একাদশ স্থানে অবস্থিত হইলে, মানবগণের শুভদায়ক হইবেন ও পূজা পাইবেন। পঞ্চম ও নবম স্থান প্রাপ্ত হইলে তিনি উদাসীন থাকিবেন। অষ্টম এইগণ অপেক্ষা তিনি অধিক পূজা লাভ করিবেন ও সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। তিনি স্থিরগতিস্থহেতু ধরিত্রীতে স্থাবর নামে বিদিত হইবেন এবং রাশিস্থ হইলে তাঁহার গতি মন্দ হইবে বলিয়া, তাঁহার আর এক নাম হইবে শনৈশ্চর। হস্তীগণ বা মহাদেবের গনদেশের জায় তাঁহার বর্ণ হইবে। তিনি অধোদৃষ্টি ও নন্দগতি হইবেন। সন্তুষ্টি-চিত্ত হইলে তিনি লোককে রাজ্য প্রদান করিবেন; অসন্তুষ্টি-চিত্ত হইলে তিনি লোকের জীবননাশক হইবেন। দেবতা, দৈত্য, মানব, সিদ্ধ, উরগ ও বিষ্ণুধরগণ, শনির ক্রুর দৃষ্টিপাতে অবশ্য ভয়ান্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া মহাদেব শনিকে মহাকালবনে ঘাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নির্দেশ করিলেন যে, ঐ স্থলে পৃথু-কেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত শিবলিঙ্গ, তদবধি স্থাবরেশ্বর নামে অভিহিত হইবেন। স্বন্দ-আব-চতু-৫০। (১৫) কাশীস্থিত শনৈশ্চর লিঙ্গের দর্শন ও শনিবারে তাঁহার পূজা করিলে, শনিগীড়া হয় না। স্বন্দ-কাশী-পু-১৭। (১৬) মহর্ষি অত্রির

অন্ততম পুত্র। শিব-বায়ু-পু-১৫।
বায়ু-২২। অমুশ্রুয়া দেখ। (১৭) বিব-
শান-তনয় শনৈশ্চরের নামান্তর শ্রুত-
কথ্য। বায়ু-৮৪। সূর্য্য ও সংজ্ঞা দেখ।
শনৈশ্চর—মহর্ষি অত্রির অন্ততম
পুত্র। ব্রহ্মা-২২। অমুশ্রুয়া ও শনি
(১৬) দেখ।

শনৈশ্চরেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ শনৈ-
শ্চরেশ্বর লিঙ্গকে শনিবার দিন শমী
পত্র, তিল, মাষ ও শুভদায়ক পূজা
করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ বৃষ দান করিতে
হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪২।

শন্তনু—কুরুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি
শন্তনুর নামান্তর। শান্তনু দেখ।
(২) একজন মুনি। তাঁহার পত্নীর নাম
অমোঘা। পদ্ম-সৃষ্টি-৫৫। কালিকা
৮২। লোহিত্য দেখ। (৩) ঋগ্বেদে
দেবাপি ঋষি বৃহস্পতির উদ্দেশে
বলিতেছেন “তুমি শন্তনু রাজার চতু
মেঘকে বারিবর্ষণ করাও।” তাহা হইতে
অনুমান হয় যে, রাজা শন্তনু কতক
অমুষ্টিত কোনও যজ্ঞে এই স্তব্ধটি রচিত
বা গীত হইয়াছিল। ঋক্-১০। ১৮। ১।

শন্তদন—কুরুবংশীয় শুরের অন্ত-
তম কন্যা শ্রুতকীর্তি, কেকয় রাজের
পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শন্তদন
জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পু-১৪৩।

শপ্ত—প্রিয়ব্রতাস্বজ ইন্দ্ৰজিৎসের
অন্ততম পুত্র। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।
ইন্দ্ৰজিৎ ও অন্তর দেখ।

শফরী—ভগবান বিষ্ণুর দশম অব-
তার। এই অবতারে তিনি দেব-
গণকে রক্ষা করেন। বৃহৎ-সংখ্য-১১।
বিষ্ণু-অবতার (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।
শবর—(১) ঋগ্বেদের একজন
নরদেব। ঋষি। তিনি গাভীদিগের
সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন।
ঋক্-১০-১৫২। (২) ভরদ্বাজ ঋষি
ইন্দ্রের পুত্র করিতে যাইয়া বলিতে-
ছেন—“হে ইন্দ্র তুমি চুমুরি, ধনি,
পিপ্প, শবর ও শুষ্ককে সংহার করি-
য়াছ। ঋক্-৬।১৮। (৩) এক স্নেহ
ভাতি। ককি তাহাদিগকে নিধন
করেন। ককি-৩য়, ৬।৭। (৪) পুরুষ-
জাতীয় এক ব্যাধ। সে অতি হিংস্র
ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল। মরণান্তে ঘন-
দূতগণ তাকে তাড়না করিতে
করিতে যখন নরকে লইয়া যাইতে
ছিল, তখন এক বৈষ্ণব তাহার হৃৎপ-
দেদিয়া দয়াপরবশ হইয়া, তাহার
মুখে তুলসীদলমিশ্রিত শালগ্রাম-
পাণোদক এবং কর্ণে রাম নাম প্রদান-
পূর্বক তাহার উদ্ধার সাধন কবেন।
পর-পাতা-১১।

শবরী—শ্রমণী দেখ।

শবল—(১) প্রিয়ব্রতের অন্ততম
পুত্র। তিনি পুরুষদ্বীপের অধিপতি
ছিলেন। শবলের তনয় মহাবীর।
গুরু-পু-৫৪, ৫৬। (২) কক্ষ গর্ভজাত
অন্ততম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

(৩) একজন সংশিতব্রত ঋষি। পদ্ম-
সৃষ্টি-১২। (৪) যমের অন্যতম পুত্র।
আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ পক্ষীয় তিথিতে
যমতনয়দিগের উদ্দেশে দীপাবলী প্রদান
করিতে হয়। স্বল্প-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২।

শবলাক্ষ—একজন ঋষি। তিনি
শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত
থাকিয়া অন্তান্ত ঋষিগণের সহিত ধর্ম
আলোচনায় যোগ দিতেন। মহাভা-
অনুশা-২৬।

শবলাশ্ব—(১) হর্ষাশ্ব নামক পুত্রেরা
নিকৃষ্ট হইলে, প্রজাপতি দক্ষ বৈরিনী
নামক পত্নীর গর্ভে এক সহস্র পুত্র
উৎপাদন করেন। এই সহস্র দক্ষের
তনয়েরা শবলাশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন।
নারদের পরামর্শে তাঁহারা অগ্রজ
দিগের স্নায় মোক্ষপথের সন্ধানে চলিয়া
যান। বিষ্ণু-১ম-১৫। গুরু-পু-৬।
(২) দক্ষপত্নী অসিকী-গর্ভে শবলাশ্ব-
গণ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-৩।
নি-পু-৬৩।

শবসী—ইন্দ্রের মাতা। ঋক্-৮-১৭-২।

শবহতা—অন্ততমা যোগিনী।

যোগিনীগণ দেখ।

শবাশনা—(১) সীতার একনাম।
সীতা দেখ। (২) মহেশ্বরীর শরীর-
সমুত্তা অন্ততমা শক্তি। শক্তি দেখ।

শব্দময়ী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শব্দধোনি—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র

নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

শকা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

শম—(১) সোমের (চন্দ্রের) পুত্র বৈতন্ত, শম ও শান্ত । বায়ু-৬৬ । (২) ভবিষ্য (সাবর্ণি) মন্বন্তরে অরিহা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা । বায়ু-১০০ । অরিহা দেখ । (৩) অষ্টবমুর অন্ততম অহের পুত্র । মহাতা-আদি-৬৬ । মুনি দেখ । (৪) দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্ততমা শান্তির গর্ভে শমের জন্ম হয় । ভাগ-৪৪-১ । দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ । (৫) দক্ষ-কন্যা ও ধর্ম্ম-পত্নী মেধার গর্ভে শম জন্মগ্রহণ করেন । কুর্ম্ম-পূ-৮ ।

শমন—(১) যাতুধানাশ্রুত অন্ততম রাক্ষস বধ । বধের পুত্র নিয় ও শমন । বায়ু-৬৯ । বধ দেখ । (২) সাবর্ণমমুর অন্ততম পুত্র । ব্রহ্মপু-৬ । সাবর্ণমমু দেখ ।

শমি—সাহত-তনয় অন্ধকের অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-৩৭ । অন্ধক ও কলবর্হিষ দেখ ।

শমিত—ধর্ম্ম-পত্নী সাধ্যার গর্ভজাত সাধ্যদেবগণের অন্ততম শমিত । মৎ-১৭১ । সাধ্যা দেখ ।

শমিতা—(১) উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা । ব্রহ্মা-৬৮ । উত্তম দেখ ।

(২) যজ্ঞায়িরই নামান্তর শমিতা । তত্ত্বিন্ন যজ্ঞে পণ্ড-বধকারী ঋত্বিককেও শমিতা বলা হইত । ঋক্-২।৩।১০ ।

শমিপুত্র—যদু-বংশীয় শোণাশ্বের অন্ততম পুত্র । মৎ-৪৪ । শোণাশ্ব দেখ ।

শমী—(১) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্ততম পুত্র । শোণাশ্ব দেখ । (২) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্ততম পুত্র । রাজাধিদেব দেখ । শোণাশ্বায়জ শমীর পুত্র প্রতিক্র । অগ্নি-২৭৫ । (৩) যদুবংশীয় সত্যকের অন্ততম পুত্র । সত্যক দেখ । (৪) যদুবংশীয় শূরের পুত্র শমী । তাঁহার তনয় প্রতিক্র । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ । গরু-পূ-১৪৩ ।

শমীক—(১) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে ঋষি অন্ততম অধ্বর্য্য্য হইয়াছিলেন পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪ । (২) যদুবংশীয় মীড়ুষের ঔরসে, ভোজার গর্ভে বশুদেব, দেব-ভাগ, শমীক প্রভৃতি পুত্রগণ জন্ম-গ্রহণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । দেব-মীড়ুষ, বশুদেব, অনাসৃষ্টি ও শূর দেখ । (৩) বশুদেবের অন্ততম ভ্রাতা । বশুদেব (৯৮ পৃঃ) দেখ । (৪) যদুবংশীয় শ্রামের অন্ততম পুত্র । শ্যাম দেখ । (৫) যদুবংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র ও বশুদেবের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা । শূর দেখ । (৬) যদুবংশীয় সাত্ত্বতের পুত্র অন্ধক । ১। তাঁহার অন্ততম তনয়

শমীক। কুশ-পূ-২৪। অক্ষক (৫) উৎপন্ন হয়। তদুত্তরে মহাত্মা তীক্ষ্ণ
দেখ। (৭) একজন ঋষি। কুরু-
বংশীয় পরীক্ষিৎ রাজা তাঁহারই গল-
দেশে মৃতসর্প স্থাপন করিয়া, শমীক
পুত্র শূদ্রীর শাপে, তক্ষক-দংশনে প্রাণ-
ত্যাগ করেন। শমীক যখন জানিতে
পারিলেন যে, তৎপুত্র শূদ্রী বিনা
কারণে পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান
করিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয়
হুগ্ধিত হইলেন এবং পুত্র-প্রদত্ত
অভিশাপ বিফল হইতে পারে না
বুঝিয়া, শিষ্য গৌরমুখের দ্বারা পরী-
ক্ষিৎকে সেই সংবাদ প্রেরণ করেন।
মহাভা-আদি-৪১। ভাগ-১ঙ্ক-১৮।
জন্ম-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। পরীক্ষিৎ দেখ।
(৮) শমীক নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ইন্দ্রের
সারথি হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার
নাম হয় মাতলি। বাম-৬২।

শমীমুখ—একজন ব্রাহ্মণ। তাহার
পুত্র বৈশাখ। বৈশাখ দেখ।

শম্পতি—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি। তিনি বিবিধ দেবতার স্তুত
করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়া-
ছেন। ঋক্-১০। ২২। ১-১৫।

শম্পাক—কুরুপতি যুধিষ্ঠির শর-
শয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন
যে, ধনী বা নির্ধন ব্যক্তির যদি
ধর্ম্মানুসারেও বাস করেন, তাহা হইলে
তাঁহাদের স্ত্রী বা ছুঃখ কি প্রকার
হয় এবং কি প্রকারে বা তাহা

উৎপন্ন হয়। তদুত্তরে মহাত্মা তীক্ষ্ণ
তাঁহাকে শম্পাক নামক এক দরিদ্র
ব্রাহ্মণের জীবন আখ্যান কীর্তন করিয়া
বলেন যে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ
করাই সর্বোৎকৃষ্ট কার্য। মহাভা-
শান্তি-১৭৬।

শব—দম্বুর গর্ভজাত অন্ততম
দানব। বায়ু-৬৮।

শবর—(১) কশ্যপ হইতে দম্বুর গর্ভ-
জাত দানবগণের অন্ততম। দম্বু ও
কশ্যপ দেখ। (২) দেবাসুর সংগ্রামে
শিবানুচর ভগের সহিত শবরাসুরের
যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৩)
রুক্ষিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র জন্মে।
তাঁহার নাম প্রহ্লাদ। শবরাসুর
তাঁহাকে স্তবিকাগৃহ হইতে হরণ
করিয়া স্বীয় পত্নী মায়াবতীর হস্তে
তাঁহার লালনপালনের ভার অর্পণ
করেন। প্রহ্লাদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া
মায়াবতীর নিকট স্বীয় পরিচয় লাত
করিয়া, শবরকে বধ করেন। হরি-
হরি-১৬১-১৬৪। প্রহ্লাদ ও মায়াবতী
দেখ। (৪) হিরণ্যাক্ষের অন্ততম পুত্রের
নাম ছিল শবর। অগ্নি-১১২। (৫)
বিমান (আকাশগামী রথ) শবরাসুরের
বাহন ছিল। (৬) বাণদৈত্যের তনয়
শবর। বাণ দেখ। (৭) শবর নামে
একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র
ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের আত্মজ কব্ধ।
কব্ধ-আব-রেবা-৮৫। (৮) শবর

নামক অম্বর ইন্দ্রের ভয়ে পর্বতের
গুহায় লুকাইত ছিলেন। ইন্দ্র চলিশ
বৎসর অম্বরসন্ধান করিয়া, তাঁহার সন্ধান
পান। ঋক্-২।১২।১১।

শব্দ—(১)সহিষ্ণু নামক শিবাবতার
যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য। সহিষ্ণু
ও শিবাবতার দেখ। (২) দেবসেনা-
পতি কাশ্মিরের সাহায্যার্থ প্রেরিত
অন্ততম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-
৫৬। বৈতালী দেখ।

শব্দ—(১)শিবের একনাম। শিব
দেখ। (২) শুকদেবের অন্ততম পুত্র।
শুকদেব দেখ। (৩) একাদশ রুদ্রের
অন্ততম। রুদ্র দেখ। (৪) উত্তম
মহন্তের দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতাদের
অন্ততম। উত্তম ও অধিপ দেখ।
(৫) উত্তানপাদ-তনয় ঋবের অন্ততম
তনয়। ঋব দেখ। (৬) দানবপতি
বিরোচনের অন্ততম সেনাপতি। বরা-
১১। (৭) ঋবের অন্ততম পুত্র ভব্য।
তাঁহার আত্মজ শব্দু। কূর্ম-পূ-১৪।
(৮) উত্তম মহন্তের সত্য নামক দেবগণের
অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-
৬২। অধিপ দেখ। (৯) দানবপতি
বিরোচনের এক পুত্রের নাম ছিল
শব্দু। (১০) শব্দু নামক এক বণিক
এক গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার
নামে এই গ্রামের নাম হয় শব্দুগ্রাম।
লোহাস্তরের অভ্যাচারে পীড়িত হইয়া,
ধর্ম্মারণ্যবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণ পূর্বস্থান

পরিভ্রমণপূর্বক এই গ্রামে গমনপূর্বক
বাস করেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩।

(১১) ত্রেতাযুগে উৎপন্ন আহবনীয়
অগ্নির একপঞ্চাশজন পুত্রের অন্ততম।

দেবীপু-১২২। (১২) ব্রহ্মসাবণি মহর্ষি
অধিকার কালে ইন্দ্রের নাম ছিল শব্দু।

ভাগ-চন্দ-১৩। (১৩) শব্দু নামে এক
জন রাজা ছিলেন। রত্নদেব দেখ।

শব্দু—মহর্ষি শব্দুকে অশ্বিধ্বয় রক্ষা
করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার

বৃদ্ধ গাতীকে তাঁহার পুনরায় দুগ্ধবতী
করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।১ ; ১৭।
৩৯।১৩।

শব্দু—ঋগ্বেদের একজন মহর্ষি-
ঋষি। তাঁহার প্রাথমিক অশ্বিধ্বয়-
প্রসব-পুণ্য। গাতীকে দুগ্ধবতী করিয়া-
ছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২২।

শব্দু—(১)মহর্ষি ঋচংকের পুত্র শব্দ
নামক ঋষি, অশ্বিধ্বয়ের স্তুতি করিলে,
তাঁহার তাঁহার পানের জন্ত কুপের
জল উঠাইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২২।

(২) একজন দানব। হরি-হরি-৫১।

শরকল্প—সৈংহিকের নামে খ্যাত
বিপ্রচিহ্নিত দানবের পুত্রগণের অন্ততম।
শিব-ধর্ম্ম-১৪।

শরকল্প—একজন রাজা। তাঁহার
কন্যা অমৃতকাঞ্চী যদুবংশীয় ভোজের
পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শরকল্প—দেবসেনাপতি স্বন্দেব
এক নাম। শিব-জ্ঞান-১২। স্বন্দ দেখ।

শরণ—(১) নাগরাজ বাসুকীর
অনুতম পুত্র। মহাভা-আদি-৫৭।
বাসুকী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের
অনুতম সেনাপতি। অভু-রামা-১৮।
(৩) মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুতম পুত্র।
গরু-পু-৫। বশিষ্ঠ (৮২৫ পৃঃ) দেখ।
(৪) উত্তম-মহেশ্বরের সপ্তর্ষিদের অনুতম।
গরু-পু-৮৭। রথোজা দেখ।

শরণা—(১) দেবাহুর্গার এক নাম।
সাধক স্ররণ করিবামাত্র তিনি ভক্তকে
বিশ্ব, অগ্নি, ঘোর বিপদ প্রভৃতি হইতে
বক্ষা করেন, সেট জন্মই তিনি শরণা
নামে পরিচিত হন। দেবীপু-৩৭। (২)
'অপরা' নামে প্যাত দেবীগণের অনু-
তম শরণা। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ।

শবদ—জৈনিক দানব। পদ্ম-স্মৃতি-১৮

শবদশায়ণ—একজন ব্রাহ্মণ। তিনি
তাহার পত্নী শবদশায়ণীকে অপরের
দ্বারা সন্তান লাভ করিতে অমুমতি
প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-
১১০।

শবদশায়ণী—তিনি স্বামীর অমুমতি
প্রাপ্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্র
লাভ করেন। মহাভা-আদি-১২।
শবদশায়ণ দেখ।

শবদত, শবদান—(১)জৈনিক ঋষি।
তাহার পত্নী অহল্যা, পুত্র শতানন্দ।
অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। গরু-পু-
১৪৪। (২) মহর্ষি শরদ্বানহইতে
কৃপাচার্য্য ও তাহার ভগিনী কৃপী জন্ম

লাভ করেন। মহাভা-আদি-১৩০।
কৃপাচার্য্য দেখ। (৩) গৌতমবংশীয়
শতানন্দের পুত্র সত্যধর্ম্মি। তাঁহার
পুত্র শরদ্বান। তাঁহার তেজোৎপন্ন
পুত্র ও কন্তাদ্বয়কে শাস্ত্রমু রাজা পালন
করেন। ভাগ-২স্ক-২১। শাস্ত্রমু দেখ।
(৪) শরদ্বান একজন ঋষিক ছিলেন।
বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদ্রুৎ দেখ।

(৫) অঙ্গিরাসবংশীয় অপরূপের অনুতম
পুত্র উত্থা। তাঁহার পুত্র শরদ্বান।
উশিজ, দাঁগতনা ও মমতা দেখ। (৬)
ভবিষ্য সাবর্ণ মহেশ্বরের সপ্তর্ষিদের অনুতম
শরদ্বান। সাবর্ণিমু দেখ। (৭)
বৈবস্বত মহেশ্বরের সপ্তর্ষিদের অনুতম
শরদ্বান। ব্রহ্মা-৭১। বৈবস্বতমু
দেখ। (৮) শরদ্বান ত্রিধামা মুনির
নিকট হইতে বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া
ত্রিবিষ্টকে প্রদান করেন। তৎপক্ষে
যথাক্রমে অন্তরীক্ষ, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়,
রুতঞ্জয়, তণ্ডয়, তাহার অধিকারী
হন। সারস্বত, ভরদ্বাজ ও সোমশ্রুয়
দেখ।

শরদ্বন্ত—(১)দশী নামক শিবাবতার
যুগাচার্য্যের অনুতম শিষ্য। শিব দেখ।
(২) বরাহ কল্পের চতুর্বিংশ দ্বাপরে
মহাদেব শূলী নামে অবতীর্ণ হন।
তখন শরদ্বন্ত তাঁহার অনুতম পুত্র
ছিলেন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শূলী
ও শিব দেখ।

শরবৃষ্টি—মরুভূমীর গর্ভজাত মরুৎ

গণের অন্ততম । মরুৎগণ ও মরুচ্ছতী দেখ ।

শরভ—(১) কশ্যপ হইতে দম্বর গর্ভ-জাত এক শত পুত্রের অন্ততম । হরি-হরি-৩ । দম্ব ও কশ্যপ দেখ । (২) অম্বিরা হইতে ঋতির গর্ভে শরভ ও আয়ীত্র জন্মলাভ করেন । শিব-বায়-পু-১৫ । (৩) জনৈক বানর দলপতি । তিনি লঙ্কাসমরে রামের অনুগমন করেন । অয়ি-১০ । (৪) দানবপতি রক্তাসুরের অন্ততম সেনাপতি । সৌর-৪২ । (৫) রুঞ্জিগীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র । শ্রীকৃষ্ণ দেখ । (৬) ন'গ-রাজ তক্ষকের বংশজাত অন্ততম নাগ । মহাভা-আদি-৫৭ । (৭) শরভ নামক দানব ছাপরে পৌরব নামক নরপতি হন । মহাভা-আদি-৬৭ । (৮) কান্যকুব্জদেশে শরভ নামে এক বণিক ছিলেন । তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, সর্বদাষ্ট দুঃখিত থাকিতেন । দেবল নামক ঋষির পরামর্শে তিনি এক তাঁর্থে পূজা প্রদান করিতে গমন করেন । পদ্ম-উত্ত-২৫১, ২৪৩ । (৯) বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক হিরণ্য-কশিপুকে বধ করিয়া, অপরের প্রতিও ঈর্ষ্য তেজ প্রদর্শনে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন । তখন মহাদেবের আদেশে তাঁহার অমুচর বীরভদ্র শরভ-রূপ ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপধারী বিষ্ণুকে পরাস্ত করেন । লি-পু-২৬ । (১০)

শরভ নামক মেঘকে ব্রহ্মা পশ্চিমদিকে সহস্র মেঘের অধিপতি করেন । রম্ব-আব-চতু-৪৪ । (১১) চেদি দেশের অধিপতি । তিনি প্রথমে অর্জুনকর্তৃক চালিত যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন । পরে অর্জুন হস্তে পরাজিত হইয়া, বশতা স্বীকার করেন । মহাভা-আশ-৮৩ । (১২) বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্ততম শরভ একজন বানর দলপতি ছিলেন । তিনি বিদ্যা, কৃষ্ণ এবং সহ পুরুষ সমুদয়ের অধিপতি ছিলেন । সুগ্রীবের আস্থানে তিনি বচসহস্র বানবন্ড সীতার অন্বেষণে গমন করেন । রামা-কিঙ্কি-৩২ ; লঙ্কা-১৬ ।

শরভ—দণ্ডকারণাবাসী একজন মুনি । রাম দণ্ডকারণো বাস করিলে তাঁহার আশ্রমে গমন করেন । শরভ মুনি রামকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং অতঃপর ভ্রামন ধারণ অনাবস্থাক বিবেচনা করিয়া, আশ্রম প্রবেশপূর্বক দেহ ত্যাগ করেন । বামা-আর-৪, ৫ ।

শরমান—সৈন্যিকের নামে খ্যাত দানবগণের অন্ততম । শিব-দশ-৫৮ । অজিক দেখ ।

শরলোমা—একজন ঋষি । তাঁহার মতে আত্মা সর্বদাষ্ট দুঃখযেবা । আত্মা কখনও দুঃখ কষ্ট দ্বারা নিজেকে ক্রিষ্টে করিতে চাহেন না । দেবীপু-১০৮ ।

শরারি—একজন বানর দলপতি ।

তিনি হনুমান, অন্নদ প্রভৃতি বানর-দলপতির সহিত দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিঙ্কি-৪১।

শরৎ, শরৎ—যদুবংশীয় হুঙ্করের পুত্র। তাঁহার তনয় জনাপীড়। বাধু-২২।

শরু—একজন গরুর অর্জুনের জন্ম হইলে, তিনি অস্ত্রান্ত গরুরদিগের সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া, নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

শরৎ—অশ্বপতি দেব। ছান্দোগ্য-৫ম-অঃ-১১গ—২৪থ।

শর, সর্প—(১) একাদশরুদ্রের অন্ততম। রুদ্র দেব। (২) দক্ষযজ্ঞে শিব ও তাঁহার অনুচরগণের হস্তে দেবতারা নিগৃহীত হইয়া পলায়ন করিলে, শিব যখন আর কাহাকেও নিগ্রহ করিবার উপযুক্ত দেখিলেন না, তখন তিনি আরক্ত লোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রথমেই যজ্ঞায়ি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকলেই ভস্মীভূত হইলেন। অগ্নি এইভাবে বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া, যজ্ঞ ও যুগরূপ ধারণ-পূর্বক, পত্নী দক্ষিণাকে লইয়া, নভঃপথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাতা দেখিয়া মহেশ্বর ও ধনুঃশর গ্রহণ-পূর্বক তাঁহাদের পশ্চাৎদাবন করিলেন। তখন শরুরের দেহ বিধা বিভক্ত হইল।

একভাগ যজ্ঞস্থলে রহিল, আর একভাগ যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যে ভাগ ঐ রূপে যজ্ঞকে তাড়না করিল, শরুরের সেই অংশ সর্প নামে কথিত হইয়া থাকেন। বাম-৫।

শরুরী—দোষ নামক বস্তুর পত্নী ভাগ-৬স্থ-৬

শরুরীবান্—স্বারোচিষ মনুষ্যের সপ্তবিদেব অন্যতম। স্বারোচিষ মনুষ্য দেব।

শরীণী—শিব-পত্নী সতীর এক নাম। সতী দেব।

শর্ষিষ্ঠা—(১) বুধপর্বা নামক দৈত্য-রাজের কন্যা। তিনি নহব-তনয় যযাতির অন্ততম। পত্নী হইয়াছিলেন। যযাতি ও দেবযানী দেব। (২) সোম-বংশীয় বৃক নামক রাজার শর্ষিষ্ঠা নামে এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা বিষকন্যা বলিয়া পরিচিত হইয়া-ছিলেন। কারণ ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা জ্যোতিষীগণকে নিভ হুহিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, যে তিথিতে যে লগ্নে, যে রাশীতে ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ অতিশয় শোচনীয় হইবে। যিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, তিনি বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে কালগ্রাসে নিশ্চিত হইবেন। ঐ কন্যা পিতৃকুল ও স্বমরকুল উভয় কুলেরই নাস্তের

কারণ হইবে। এই বলিয়া ভ্যোতিষী-
গণ রাজাকে ঐ বিষকঙ্কাকে পরি-
ভাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা
তাহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া
শ্মিষ্টাকে যথাযথভাবে লালনপালন
করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ
কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহার
ভক্ত পতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন,
কিন্তু কেহই ঐ বিষকঙ্কাকে বিবাহ
করিতে চাহিলেন না। এদিকে বৃক
রাজার শত্রুগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার
রাজ্য আক্রমণ করিল। পৌরজন-
গণ শ্মিষ্টাকেই এই সকল বিপদের
ভক্ত দায়ী করাতে, রাজকন্যা নিজ
জীবনে বিহার প্রদানপূর্বক রজনী-
যোগে পুরী ত্যাগ করিয়া অরণ্যে
গমন করিলেন। শ্মিষ্টা পূর্বজন্মে এক
চণ্ডাল কন্যা ছিলেন। অরণ্যে প্রবেশ-
পূর্বক হাটেক্ষর মহাদেবকে দর্শনমাত্র
তাহার পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইলে
তিনি একান্তমনে গোবরার আরাধনায়
নিমুক্ত হইলেন। গোবরী তাহার
তপস্শায় সমুদ্র হইয়া তাহাকে স্বীয় সহ-
চরী করিয়া লইলেন। স্বন্দ-নাগ-৬২।

শ্মী—অগস্ত্য-বংশোৎপন্ন একজন
ব্রাহ্মণ। কৃতাস্ত-অম্বুচরগণ কর্তৃক
তিনি বনপুরে নীত হইলে, অস্তক
তাহাকে তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্র-
দানের মাহাত্ম্য কীর্তনপূর্বক পুন-
রায় তাহাকে স্বহানে প্রেরণ করেন।

মহাভা-অম্বুশা-৬৮।

শর্যাকর্ণ—ভল্লাটনগরী শশিধ্বজের
পুত্র শর্যাকর্ণ রাজার রাজধানী ছিল।
শশিধ্বজ নৃপতির সহিত কঙ্কির যুদ্ধ
হয়। সেই যুদ্ধে কঙ্কি পরাজিত হন।
কিন্তু বিজুভক্ত রাজা কঙ্কিকেই স্বীয়
রমা নামী কন্যা সম্প্রদান করেন।
কঙ্কি-২২-৭-১২।

শর্যাপতি—(১) একজন রাজর্ষি
ছিলেন। তাহার কন্যা শর্যাপতিকে
চাবন ঋষি বিবাহ করেন। ঋক্-১৫১।
১২। চাবন দেথ। (২) শর্যাপতি
রাজার কন্যা সুকন্যা চাবন ঋষির
পত্নী ছিলেন। সুকন্যা দেথ। (৩)
অক্রুরের অন্ততম সন্তান। মন্-৪৫।
বর্জভূমি, অক্রুর, অশ্বগ্রীব ও পৃথু
দেথ। (৪) বৈবস্বত মন্তুর অন্ততম
পুত্র। হরি-হরি-১০। বৈবস্বত মন্তু
ও ককব দেথ। (৫) শর্যাপতির
পুত্র সুকল্প ও আনন্ত। অগ্নি-২৭৩।
(৬) শর্যাপতির পুত্র আনন্ত ও কন্যা
সুকন্যা। শিব-ধর্ম-৬০। বায়ু-৮৬।
(৭) বৈবস্বত মন্তু-তনয় শর্যাপতি বৈদ-
বিন্ধ্যগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। অঙ্গিরা-
দিগের যজ্ঞে তিনি দ্বিতীয় দিনে
যজ্ঞোপদেশকারী ছিলেন। ভাগ-২৯-
৩। (৮) ইক্ষ্বাকু, শর্যাপতি প্রভৃতি
নরপতিগণ মতায়ুগে বর্তমান ছিলেন।
বরা-৬৮। (৯) নরপতি নচবেশ
অন্ততম পুত্র। পুদ্গ-সৃষ্টি-১২। নচব.

উত্তর ও উত্তর দেখ । (১০) মিথিলা নগরে শর্যাতি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি দাসী ও বেষ্ঠার সংস্রবে দুষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পাপ ফলে গৃধ্ররূপে জন্মলাভ করেন । একদা ঐ গৃধ্র কোনও হরি-মন্দির হইতে তৈল পানার্থ প্রদীপ মুখে করিয়া বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিয়া ছিল । ইহাতেই তাহার আকাশ দীপ দানের পুণ্যসঞ্চয় হয় । ঐ পুণ্যফলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সে বিষ্ণুলোকে গমন করে । স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭ । (১১) রাজর্ষি শর্যাতির কন্যা শর্যাত্যকে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন বিবাহ করেন । তদুপলক্ষে একটি যজ্ঞ হয় । অগ্নিধ্বজ ও ইন্দ্র সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন । কোশিতকী ও চ্যবন দেখ ।

শয়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র । মহাভা-অমুশা-৪ ।

শল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুনহোত্রের অন্ততম পুত্র । শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন । সুনহোত্র দেখ । (২) কুরুবংশীয় বাহ্লিকের সোমদত্ত, ভুরি, ভুরিশ্রবা ও শল নামে চারি পুত্র জন্মে । অগ্নি-২৭৮ । (৩) বাহ্লিকের পুত্র সোমদত্ত । তাঁহার অন্ততম তনয় শল । হরি-হরি-৩২ । সোমদত্ত ও বাহ্লিক দেখ । (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুনহোত্রের অন্ততম পুত্র ।

শলের অপত্য আর্ষ্টিসেন । বায়ু-২২ । সুনহোত্র দেখ । (৫) নাগরাজ বাসুকীর অন্ততম পুত্র শল । তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ । (৬) উত্থা নামক এক মুনির অন্ততম পুত্র শল । গর্গ-গো-৬ ; মথু-১২ ; বল-৭ । উত্থা দেখ ।

শলহ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি । মৎ-১১৮ । বৈকুণ্ঠি-গালব দেখ ।

শলকর—নাগরাজ তক্ষকের বংশ-জাত অন্ততম নাগ । তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

শলল—যুতাচী অপ্সরার গর্ভজাত নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্ততম কন্যা । বায়ু-৭০ । ভদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্ব ও প্রভা-কর দেখ ।

শলভ—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মহাব অন্ততম । সৌর-৪৯ । (২) কশ্যপ হইতে দম্বর গর্ভজাত নানবর্ণের অন্ততম । দম্ব ও কশ্যপ দেখ । (৩) দক্ষ-কন্যা ও ধর্ম্মপত্নী যাম্বীর গর্ভে শলভগণ জন্ম গ্রহণ করেন । ভাগ-৬প-৬ । (৪) সত্যযুগে শলভ নামে যে দানব ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

শলভাম্বী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্ততমা । স্বল্প-মাহে-কুমা-৩০ ।

শলভী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত্তা অন্ততমা মাতৃকা । সীতা দেখ । (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্ততমা । মহাভা-শল্য-৪৭ । স্বল্প দেখ ।

শলাবত—একজন বৈদিক যুগের কবি । চিকিতায়ন দেখ ।

শল্য—(১) মদ্রদেশের অধিপতি । তাহারই ভগিনী মাদ্রী কুরুরাজ পাণ্ডুর অন্ততমা পত্নী ছিলেন । তিনি পাণ্ডবদিগের মাতুল ভাইলও, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোরব পক্ষে থাকিয়া রণ করেন । কর্ণের পতন হইবার পর তিনি অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন । তৎপূর্বে তিনি কর্ণের সারথ্য করেন এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্বে যুধিষ্ঠির তাহাকে অন্তরোধ করেন যে, তিনি যেন যুদ্ধকালে কর্ণের তেজ হ্রাস করিবার প্রয়াস পান । শল্য বধ্যসাধ্য সেই মত কার্য্য করিয়াছিলেন । মহাভা-আদি-১২৩, ১৮৬ ; ভাষ্য-৪৩ ; শল্য-১৭ । (২) সিংহ-কার গর্ভজাত সৈন্যিকেশ্য নামক দানব গণের অন্ততম । বিপ্রচিন্তি ও সিংহিকা দেখ । (৩) মদ্ররাজ শল্য দিবোদাসের অবতার ছিলেন । গর্গ-গো-৫ ।

শশকর্ণ—কথোদয়ের একজন মন্ত্রজ্ঞ ঋষি । তিনি অশ্বিনয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-৮৯

শশিধ্বজ—ভল্লাট নগরের রাজা । তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন । ককি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ভল্লাট নগরে উপস্থিত হইলে, শশিধ্বজের সহিত সামুদ্রিক ককির ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং নরপতি শশিধ্বজ ককিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, নিজপুরে লইয়া যান । পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যোনারায়ণের অবতার ককির দেহে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজকন্যা রমাকে ককির সহিত বিবাহ দেন । অতঃপর তিনি অনন্যে তপস্তা করিতে চলিয়া যান এবং কোকামুখ নামক স্থানে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্বক বৈকুণ্ঠ গমন করেন । ককি-২য়-৮-১৫ ।

শশবিন্দু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ইলের পুত্র । রামা-উত্ত-১০২, ১০৩ । ইল দেখ । (২) মহারাজ শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথী (নামা-স্তর বিন্দুমতী) মাকাতার পত্নী ছিলেন । মাকাতা দেখ । (৩) নরপতি চিত্র-রথের পুত্র শশবিন্দু । তিনি পরম বৈষ্ণব, বিধিপূর্বক যজ্ঞকর্ত্তা ও বিপুল দক্ষিণাদাতা ছিলেন, এবং রাজ্যবি-গণের উৎকৃষ্ট চরিত্র আশ্রয় করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত অযুত পুত্র
জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পৃথশ্রবাই
প্রধান ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। অগ্নি
-২৭৫। (৪) শশবিন্দু নরপতির
মহাবীৰ্য্য একশত পুত্র ছিল, তাঁহা-
দের মধ্যে পৃথশ্রবা, পৃথুশা, পৃথুজয়,
পৃথুকীৰ্ত্তি পৃথুদাতা ও পৃথুবর্মা, এই
ছয়জনই প্রধান ছিলেন। এই পুত্রগণ
ও শশবিন্দু রাজা নামে পরিচিত
ছিলেন। বায়ু-৯৫। (৫) শশবিন্দুর
পুত্রদের মধ্যে পৃথুশা, পৃথুশ্রবা, পৃথুতেজা,
পৃথুব, পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুমানই প্রধান
ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) শশ-
বিন্দুর এক লক্ষ পত্নী ছিল। তাঁহা-
দের গর্ভে পৃথুকীৰ্ত্তি প্রভৃতি দশ লক্ষ
পুত্র জন্মে। গুরু-পূ-১৪৩। (৭)
শশবিন্দুর নরপতির চৌদ্দটি মহা-
বত্ন ছিল এবং তিনি চক্রবর্তী রাজা
ছিলেন। তাঁহার শতসহস্র পত্নীর
গর্ভে দশলক্ষ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের
মধ্যে পৃথুশা, পৃথুজয় পৃথুদান, পৃথুকর্মা,
পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুশ্রবা, এই ছয়জনই প্রধান
ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৮) শশবিন্দুর
পুত্র পৃথুশা। তাঁহার পুত্র পৃথুকর্মা।
কৃষ্ণ-পূ-২৪। পৃথুজয় ও পৃথুদান দেখ।
(৯) মহারাজ শশবিন্দুর একলক্ষ পত্নী ও
দশলক্ষ পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ প্রত্যেকে
এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ
কন্যাগণ সকলেই একশত হস্তী, একশত
বথ, একশত অশ্ব, একশত দুগ্ধবতী

গাভী এবং একশত মেঘ ও ছাগ
যৌতুক স্বরূপ লাভ করেন। মহারাজ
শশবিন্দু সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে
প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯।
(১০) মহারাজ শশবিন্দুর দশলক্ষ পুত্র
হইতে প্রজাবিস্তার ঘটনাছিল
বলিয়া, তাঁহারা প্রজাপতি নামে কীৰ্ত্তিত
হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।
(১১) সূর্য্যপুত্র যম শশবিন্দু রাজাকে
ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে করণীয় শ্রাবের কথা
কীৰ্ত্তন করেন। মহাভা-অমুশা-৮৯।
(১২) শশবিন্দু প্রমথ রাজগণ মাংসাহার
পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।
রশ্মিদেব দেখ। (১৩) শশবিন্দু অমু-
তম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ।
(১৪) মহারাজ কাৰ্ত্তিবীৰ্য্যাজ্ঞনের পুত্র
বৃষ্ণি। তাঁহার তনয় শশবিন্দু।
তাঁহার অপত্য জ্যামঘ। বৃহৎ-মধ্য-২৯।
(১৫) শশবিন্দু নরপতির একশত পুত্র
হয় এবং ঐ সন্তানদিগেরও একশত
পুত্র হয়। শশবিন্দুর একশত পুত্রের
মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিলেন। তাঁহা-
দের নাম—পৃথুশ্রবা, পৃথুশা, পৃথুবর্মা,
পৃথুজয়, পৃথুকীৰ্ত্তি, ও পৃথুমনা ইহারা
সকলেই রাজা ছিলেন। এই সকল
সন্তানগণও শশবিন্দু নামে খ্যাত
ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবাই
প্রধান ছিলেন। মৎ-৪৪। (১৬) প্রাচীন
কালে শশবিন্দু নামে এক সার্ক-
ভোম নরপতি ছিলেন। ষাপর ও

কলির সন্ধি সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়া-
ছিলেন। রাজার একটি স্বর্ণ নির্মিত
পদ্ম ছিল। ঐ পদ্মের অলৌকিক
প্রভাবে তিনি সর্বত্রই ইচ্ছামত
গমনাগমন করিতে পারিতেন। পূর্ব-
জন্মে তিনি ব্রাহ্মণপূজক শূদ্র
ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী
একবার কিছু পদ্ম পুষ্প বিক্রয়ার্থ
এক শিবমন্দিরের সন্নিকটে গমন
করেন। তথায় এক বেশ্যাকে শিব-
রাজিতে উপবাস ও জাগরণ করিতে
দেখিয়া, তাঁহারাও উপবাস ও জাগ-
রণ পূর্বক সেই পদ্মগুলির দ্বারা শিবা-
র্চনা করেন এবং সেই পুণ্যফলেই
পরজন্মে রাজদম্পতি রূপে জন্ম লাভ
করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৯।

শশরোমা—সহস্রবদন রাবণের এক-
জন সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শশাঙ্ক—যজ্ঞের জন্ত দক্ষিণাঘ্নি হইতে
যে অগ্নির উদ্ভব হয়, তাহার নাম গার্হ-
পত্য। তৎপরে আহবনায় অগ্নির
আবির্ভাব হয়। আহবনীয় অগ্নির
একপঞ্চাশজন পুত্রের অন্ততম শশাঙ্ক।
দেবীপু-১২২।

শশাদ—ঈক্ষাকুর পুত্র বিকৃক্ষি,
যজ্ঞের জন্ত সংগৃহীত নাম যজ্ঞের
পূর্বেই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত
তিনি শশাদ নামে পরিচিত হন।
শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। গরু-পু-১৪২।
বৃহৎ-মধ্য-২৯। বিকৃক্ষি দেখ।

শশিকলা—কাশীরাজ সুবাত্রের পুত্র।
তিনি কোশলরাজ সুদর্শনের কন্যার
রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন।
দেবীভা-৩৯-১৭-২১। সুদর্শন দেখ।

শশিনী—দেবী আত্মাশক্তি অন্ধকা-
রুর বধের জন্ত, দেবগণের প্রার্থনায়
নানা মূর্তিতে আবির্ভূত হন। তাঁহার
ঐ সকল মূর্তির মধ্যে বৈষ্ণবী মূর্তির
অন্ততমা সহচরীর নাম ছিল শশিনী।
বরা-২২। সতী দেখ।

শশিপ্রভা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শশিমুখী—রাধিকার অন্ততমা সখী।
গর্গ-অশ্ব-৪২

শশিরেখা—(১) ভুবনপালা দেখ।
(২) রাধিকার অন্ততমা সখী। পদ্ম-
পাতা-৬৩।

শশিলেখা—বসুভূতি নামক গন্ধ-
র্বের কন্যা রত্নাবলীর অন্ততমা সখী।
রত্নাবলী শশচূড় নামক নাগের পুত্র
রত্নচূড়কে বিবাহ করিলে, শশিলেখাও
শশচূড়ের সহিত পরিণীতা হন। দক্ষ-
কাশী-উত্ত-৬৭। রত্নচূড় ও রত্নাবলী
দেখ।

শশা—গৃহবংশীয় বক্রর অন্ততম পুত্র।
মৎ-৪৪। বক্র ও কুকুর দেখ।

শশীয়সী—রাজর্ষি তরুণের পত্নী।
তরুণ দেখ।

শশোলুকমুখী—সীতার অষ্টোত্তর
সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শখতী—যজুবংশীয় অসদের পত্নী ।
ঋক্ ৮।১।৩০-৩৪ । অসক্ দেখ ।

শম্বাহা—জুঃসহহইতে যমের কস্তা
নিষ্ঠাটির গর্ভজাত অন্ততম সন্তান ।
মার্ক-৫১ । অকধুক্ দেখ ।

শাংশপায়ন—(১) একজন সংহিতা-
কার । তিনি এবং কশ্যপ ও সাবর্ণি
নামক অপর দুইজন ঋষি, প্রথমে
তিনথানা সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন
করেন । পরে তাঁহারা সকলেই
আবার প্রত্যেক সংহিতাকে তিন তিন
ভাগে বিভক্ত করেন । এই সকল
সংহিতাই চতুস্পদ সমন্বিত এবং একার্থ-
বাদযুক্ত । এতদ্ভিন্ন আরও অনেক
শাংশপায়নিক শাখা আছে । সেই
গুলি আট সহস্র ছয়শত মন্ত্র সমন্বিত ।
বায়ু-৬১ । (২) শাংশপায়ন মহর্ষি
কৃতের অন্ততম শিষ্য ছিলেন । কাশ্যপ,
সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, যে তিন থানি
সংহিতা প্রণয়ন করেন, সেই তিনথানি
ছাড়া, সানিকা নামে আরও এক
থানি সংহিতা পূর্বেই প্রণীত হইয়া-
ছিল । এই সকল সংহিতাই একার্থ-
যুক্ত এবং চতুস্পদ-সমন্বিত । এই
সংহিতা গুলি বেদের শাখার কায়
পাঠান্তরদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া
পড়িয়াছে । শাংশপায়নিক! ভিন্ন
অপর সকল সংহিতাতেই চারি সহস্র
করিয়া শ্লোক আছে । ব্রহ্মা-৬৭ ।
স্বত ও অকৃতব্রণ দেখ । (৩) ব্রহ্মা

পুত্রর ক্ষেত্রে যে বজ্র করেন, তাহাতে
মহর্ষি শাংশপায়ন উন্নতা হইয়া-
ছিলেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪ । (৪) কাপের
শাংশপায়ন মহাদেবের আদেশে
পৌরাণিক সংহিতা প্রণয়ন করেন ।
তাহার পূর্বভাগে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক
এবং উত্তর ভাগে অষ্টসহস্র শ্লোক
আছে । তাঁহার শিষ্যগণ সেই বেদ
সম্বত বায়বীয়-উত্তর-পুরাণ প্রচার
করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ-পূ-২৫ ।

শাকট—অগস্ত্যবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-২০২ ।
ময়োহু দেখ ।

শাকটাক—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৫ । মৈত্রেয় দেখ ।

শাকটায়ন—(১) অদ্বিরাবংশীয় এক-
জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৬ । মরণ
দেখ । (২) একজন ব্রাহ্মণ । তাঁহার
উপদেশে সোম নামক এক ব্রাহ্মণের
পিপাচ হ্রদ দূর হয় । সোম দেখ । (৩)
একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক
ঋষি । মৎ-১১৫ । বৈজভূত দেখ ।

শাকধী—বশিষ্ঠবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । বেদশেরক দেখ ।

শাকপর্ণরথীতর—একজন সংহিতা-
কার । তিনি তিনথানি সংহিতা ও
একখানি নিরুক্ত রচনা করেন । বায়ু-
৬০ । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে (৬৬ অঃ)
তাঁহার নাম শাকপূর্ণরথীতর । শাক-
পূর্ণী দেখ

শাকপুনি—মহর্ষি শাকপুনি একজন বেদের মন্ত্র বাখ্যাতা ছিলেন । ঋক্-১। ১৫২।১।

শাকপুর্ণা—সংহিতাকার ইন্দ্রপ্রমত্তির দ্বিতীয় শিষ্য । তিনি অধীত ঋক্কে বিভক্ত করিয়া, তিন খানি সংহিতা রচনা করেন । তৎপরে তিনি একখানি নিরুক্তও রচনা করেন । ব্রহ্মা-৬৬।

শাকবর্ত্ত—দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থে প্রেরিত একজন সেনাধ্যক্ষ । বৈতালী দেখ ।

শাকভব—প্রিয়ব্রতায়ুজ মেধাতিথির সাত পুত্রের অন্ততম । মেধাতিথি ও ঋব দেখ ।

শাকস্তরী—(১)দেবী আত্মশক্তির অন্ততম নাম । শত বাষিক অনাবৃষ্টি হইলে দেবী নিজ দেহোৎপন্ন জীবন-ধারণক শাকদ্বারা চরাচর লোককে পোষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহার এই নাম হয় । মার্ক-২১। দেবীভা-৭৪-২৮। (২) রাজগৃহ তীর্থে শাকস্তরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন । তিনি সহস্র বৎসর যাবৎ মাসে মাসে শাকনাত্র আহার করিয়াছিলেন । তখন যে সকল ভক্ত-গণ দেবীর সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, দেবী কেবল শাকদ্বারা তাহাদের আতিথ্য সম্পাদন করেন । তজ্জন্ত তিনি শাকস্তরী নামে পরিচিতা হন । পদ্ম-স্বর্ণ-১৪। (৩) চণ্ডশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ছিল শাক-

স্তরী । তিনি সরস্বতী তীরে দেবী দুর্গার এক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন এবং দেবীও সেইস্থানে শাকস্তরী নামে বিদিতা হন । স্বন্দ-নাগ-১৩৪। (৪) দুঃসহ নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নীর নামও ছিল শাকস্তরী । তিনি স্বীয় নামীয় দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন । স্বন্দ-নাগ-২৭৫। (৫) দেবী মহেশ্বরীর শরীর-সমৃদ্ধতা কল্যাণদায়িনী নাতৃকাগণের অন্ততম । স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৭২। স্বন্দ দেখ ।

শাকন্য—(১)একজন ঋষি । তিনি দীর্ঘকাল শিবের আরাধনা করিয়া, তাহার তৃপ্তি সাধন করিলে, মহাদেব শাকন্যকে বর দেন যে, শাকন্য বেদ শাপ্যের স্তত্রকর্ত্তা হইবেন এবং তাঁহার ত্রৈলোক্যোপাধিপনি অক্ষয় কাঁঠি লাভ হইবে । শিব-ধর্ম্ম-২। মহাভা-অমুশা-১৪। (২) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্ততম শিষ্য । তিনি নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন । রাজর্ষি জনক তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞে উপস্থিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের উদ্দেশে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উৎসর্গ করেন । ঐ সকল দ্রব্য কে গ্রহণ করিবেন, তাহা লইয়া উপস্থিত ঋষিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে তাহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয় । মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্যও সেই যজ্ঞে উপস্থিত

ছিলেন এবং তাঁহার সহিত অন্তান্ত ঋষি-
দিগের ছাত্র মহর্ষি শাকল্যেরও তুমুল
বিচার উপস্থিত হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য
মহর্ষি শাকল্যকে অতিশয় অবজ্ঞাশূচক
বাণ্য বলেন এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল
ধরিয়া বিবিধ বিষয়ে ঘোরতর বাদামু-
বাদ চলিতে থাকে। প্রথমে মহর্ষি শাকল্য
যাজ্ঞবল্ক্যকে কামবিসয়ক প্রশ্ন করেন।
মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই সকল বিষয়ে
যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং মহর্ষি
শাকল্যকেও প্রত্যুত্তরে সেইরূপ প্রশ্ন
করিয়া বলেন যে, শাকল্য যদি সেই
সকল বিষয় যথাযথ উত্তর দিতে না
পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কালগ্রাসে
পতিত হইতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য
তখন মহর্ষি শাকল্যকে যে সকল প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করেন, মহর্ষি শাকল্য সে সমু-
দয়ের উত্তর দিতে না পারিয়া, মৃত্যুমুখে
পতিত হন। মহর্ষি শাকল্যের মুদগল,
গোলক, মংগু, খালীয় ও শৈশিরেয়
নামে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। শব্দশাস্ত্রজ
দেবনিহ ও মহর্ষি শাকল্য পাঁচ খানি
সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মা-৬৭।
বায়ু-৬০। (৩) মহর্ষি শাকল্য মাণ্ডুক্য
মুনির পুত্র ছিলেন। তিনি নিজ
সংহিতাকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া
বাংগু, মুদগল, খালীয়, গোথল্য ও
শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে অধ্যয়ন
করান। জাতুকর্ণ মুনিও শাকল্যের
এক জন শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২ স্ব-

৬। (৪) কাণ্ডপ নামে একজন ব্রাহ্মণ
ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক কর্তৃক
দষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাকে চিকীৎসা
করিবার জন্ত যাত্রা করেন। পথিমধ্যে
তক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন প্রদান
করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে। সেই
দুষ্কার্যের জন্ত ব্রাহ্মণ সনাজ-বহিষ্কৃত
হইয়া, দেশদেশান্তরে পর্যটন করিতে
করিতে মহর্ষি শাকল্যের শরণাপন্ন হন।
কাণ্ডপ তাঁহাকে সমুদয় নিবরণ বলিয়া
প্রায়শ্চিত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করেন।
শাকল্য তাঁহাকে সেতুবন্ধে যাইতে
পরামর্শ দেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১।
স্বন্দ-বিষ্ণু-বেদ-১১। (৫) মহর্ষি
শাকল্য সূর্য্যবংশোৎপন্ন সুপ্রিয় নর-
পতির পুরোহিত ছিলেন। তিনি
প্রতিদিন স্বয়ং রাজগৃহে গমন করিয়া,
সকল ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিতেন।
শিবাবতার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি শাক-
ল্যের শিষ্য ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১২২।
যাজ্ঞবল্ক্য ও সুপ্রিয় দেখ। (৬) প্রভাস-
ক্ষেত্রে মহর্ষি শাকল্য কঠোর তপস্কা
করিয়া মহাদেবের সাক্ষাৎ পান এবং
তথায় শাকল্যেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ
স্থাপন করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫।

শাকহার্য্য—বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মং-২০০।
বেদশেরক দেখ।

শাকায়ন—বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মং-২০০। বেদ-

শেরক দেখ।

শাকায়নি—অত্রিবাংশীর একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৭। ভগ-পাদ দেখ।

শাকিনী—(১)দক্ষযজ্ঞ ধংসোদ্দেশ্যে প্ৰমদকালে বীরভদ্রের অমুচরবর্গের অন্ততম একজন ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩। (২) অথর্ষবেদজ ও উপবেদজ মন্ত্র সকলের অধিদেবতা বিশেষ। ব্রাকিনী দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত ষট্চক্র দেবতাদের অন্ততমা। তন্ত্রঃ-২৮১ পৃঃ।

শাকুনি—একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার নয় পুত্রের মধ্যে পাঁচজন গৃহধর্ম্যে, অগ্নিহোত্রাদিতে রত থাকিতেন, অপর চারিজন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। পদ্ম-স্বর্গ-১৫।

শাক্য—(১)নগধের বৃহদ্বল (সূর্য্য) বংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। তাঁহার তনয় শুক্লোদন। মৎ-২৭১। গরু-পূ-১৭৫। বায়ু-২২। (২) শাক্যের তনয় শুক্লোদ। ভাগ-২২-১২। (৩) সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। তাঁহার তনয় কুক্লোদন। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

শাক্যন—চান্দ্রব মন্বন্তরে পৃথুক নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬২। অজিত দেখ।

শাক্ৰায়ন—কপ্তপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বৈবশপ দেখ।

শাক্রী—(১)অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-

১৭২। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবী আত্মশক্তির এক নাম শাক্রী। শক্র-তুল্য বলশালিনী বলিষ্ঠা দেবী ঐ নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শাক্রেয়—বৌদ্ধ দেখ।

শাখ—(১) হতাশন-তেজোদ্রুত যে সন্তান শরবণে জন্মলাভ করেন, তাঁহারই অন্ততম অমুজ। মহাভা-আদি-৬৬। স্বন্দ দেখ। (২) অষ্টবম্ভব অন্ততম অনলের পুত্র কুমারের অন্ততম সহচর। ব্রহ্মপু-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কুমার দেখ। (৩) অনল-তনয় কুমারের অমুজ। গরু-পূ-৫৬। অঘি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। বজ্রি, স্বন্দ ও নৈগনেয় দেখ। (৪) কৃত্তিকা-গণের গর্ভজাত অঘি তেজোদ্রুত সন্তানের অন্ততম নাম। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২৭। কৃত্তিকা, কৃত্তিকাগণ ও কার্তিকের দেখ। (৫) মহাদেবের অন্ততম গণনায়েক। নাম-৬৮। (৬) কুমার দেবসেনাপতি-পদে বৃত্ত হইয়া সিক, ঋষি প্রভৃতিকে “আপনারা আমাকে কিছু ক্রীড়নক প্রদান করুন” এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন মহাদেব কুমারকে ক্রীড়ার ছত্র একটি কুর্কট এবং সাহায্য-কারীরূপে শাখ ও বিশাখ নামে দুই অমুচরকে প্রদান করেন। বরা-২৫।

শাকর—চান্দ্রব মন্বন্তরে পৃথুক নামক.

দেবগণের অন্তর্ভূত অশ্রুতম দেবতা ।
বায়ু-৬২ । অজিত দেখ ।

শাক্তরী—অশ্রুতমা মাতৃকা । মাতৃকা-
গণ দেখ

শাক্তি—একজন মহাতপা ঋষি ।
কোনও সময়ে তিনি এক গুহাতে
তপস্তা করিতেছিলেন । অন্ধকাসুরের
পুত্র বৃকাসুর তাঁহাকে বিষ্ণু মূর্তির
সম্মুখে তপস্তা করিতে দেখিয়া, মুনিকে
নামপদের দ্বারা আঘাত করে । তাহাতে
ক্রুদ্ধ হইয়া মুনী তাঁহাকে “তোমার পদদ্বয়
ধরাতলে পতিত হউক” বলিয়া শাপ
প্রদান করেন । স্বল্প-নাগ-২৩১ ।

শাটায়নি—অত্রিবাংশীয় এক জন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । ম২-১৯৮ ।
মোজায়নী দেখ ।

শাণ্ডিলি—একজন বশিষ্ঠবাংশীয় গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । ম২-২০০ । বেদশেরক
দেখ ।

শাণ্ডিলী—(১) ঋষি পত্নী শাণ্ডিলী
পতিব্রতাদিগের অশ্রুতমা ছিলেন ।
তিনি স্বর্গে বাসকালে স্বর্গালোকবাসিনী
সুমনার নিকট পতিব্রত্যাধর্ম্য কীর্তন
করেন । মহাভা-অমুশা-১২৩ । (২)
মনস্বিনী সাধবী শাণ্ডিলী সুমেরু পার্শ্বে
অবস্থান করিতেন । হরি-হরি-১৪৯ ।
(৩) অগ্নি-হুহিতা শাণ্ডিলী নান্দী সুনন্দরী
হিমালয়ের গুহায় অবস্থান করিয়া
তপস্তা করিতেন । কোনও সময়ে খগ-
রাজ গরুড় তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার

ইচ্ছা করেন । শাণ্ডিলী তাহা জানিতে
পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ
গরুড়ের পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায় । পরে
শাণ্ডিলী দয়াপরবশ হইয়া, গরুড়কে
হেমপক্ষ বিশিষ্ট করিয়া দেন । শিব-
ধর্ম-১২ (৪) শাণ্ডিল্যমুনির কন্যা
শাণ্ডিলী । একবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের
অশ্রুতমা পত্নী কাত্যায়নীকে পতিব্রত্যা
সম্বন্ধে উপদেশ দেন । স্বল্প-নাগ-১৩০ ।
যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী দেখ । (৫) মাণ্ডব্য
ঋষি যখন শূলবিন্দু অবস্থায় অবস্থান
করিতে ছিলেন, তখন শাণ্ডিলী নান্দী
এক অতি পতিব্রতা নারী, তাঁহার
স্বামীকে মস্তকে বহন করিয়া, দেশ
পর্যটন করিতেছিলেন । ঐভাবে গমন
করিতে করিতে তিনি দৃষ্টিবৈকল্য-
বশতঃ শূলবিন্দু মহর্ষি মাণ্ডব্যের দেহের
উপর পতিত হন । মাণ্ডব্য ঋষি বেদনা-
কাতর হইয়া শাণ্ডিলীকে তিরস্কার
করেন এবং অশ্রুত ঋষিগণ শাণ্ডিলীকে
অতিশাপ প্রদান করেন যে, প্রভাত
হইলেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে ।
পতিব্রতা শাণ্ডিলী বিনাদোষে এইরূপ
অভিশপ্তা হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন
এবং “অঃ ইহাতে আর সুর্য্যোদয়
ঘটিবে না এবং আমার স্বামীও মরিবেন
না”, এই বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন ।
শাণ্ডিলীর শাপপ্রভাবে জগৎ অন্ধকারে
নিমগ্ন হইল এবং ক্রিয়াকাণ্ড সব লোপ
পাইল । দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে

হাহাকার উপস্থিত হইল। তখন দেবগণ উপস্থিত হইয়া, মাণ্ডব্যকে বর প্রদান-পূর্বক শূলহইতে অবতরণ করাইলেন। তৎপরে ঋষিগণ শান্তিলীর পতিকে রোগমুক্ত করাইলে, তিনি নিজ শাপ প্রত্যাহার করিলেন। পুনরায় দিবাকর উদ্ভিত হইলেন এবং দেব ও মনুষ্যগণ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১৭১, ১৭২। মাণ্ডব্য দেখ।

শান্তিল্য—(১) কশ্যপবংশীয় দেব-লের পুত্র। তিনি রঘুবংশীয় নরপতি দিলীপের পুরোহিত ছিলেন। তিনি একজন সংহিতাকারও ছিলেন। শান্তিল্যমুনি নন্দ-গোপ প্রভৃতিরও পুরোহিত ছিলেন। তিনি অপুত্রক রাজা শতানীকের পুত্রেষ্ট্র যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন। বরা-১২১। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বায়ু-৭০, ৭৩। দেবল দেখ। (২) ব্রহ্মর্ষি শান্তিল্য ব্রহ্মার সারথি ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিব-লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক দিব্য শতবর্ষ ঘোর-তর তপস্তা করেন এবং মহাদেবের প্রসাদে তাঁহার অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২৬। (৩) শান্তিল্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে কৰ্দমদ্বারা এক শিবমন্দির নির্মাণপূর্বক তাহার ভিতরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই পূণ্যফলে পরবর্তী দুই জন্মে যথাক্রমে ব্রাহ্মণবংশে

ও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মতিব্রষ্ট হন এবং নানা পাপাচারে লিপ্ত হন। সেই সকল পাপাশ্রুষ্ঠানের ফলে, তিনি মহাদেবের শাপে কুর্মরূপ প্রাপ্ত হন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১১। (৪) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের অন্ততম প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ। (৫) বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কু রাজার যে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, সেই যজ্ঞে মহর্ষি শান্তিল্য হোতা হইয়াছিলেন। স্বন্দ-নাগ-৫। (৬) শান্তিল্য মুনির পুত্র শজা ও লিগিত। স্বন্দ-নাগ-১১। (৭) মহর্ষি শান্তিল্য ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৬৭। (৮) প্রজাপতির পুত্র অষ্টবস্তুর অন্ততম বনু শান্তিল্যের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৯) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মং-১২২। ভংগু দেখ। (১০) প্রজাপতি রুচির পুত্রের নাম শান্তিল্য। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

শাতকর্ণি—(১) মগধের অন্ধবংশীয় পূর্ণোৎসবের পুত্র। তাঁহার পুত্র লম্বোদর। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) পুত্রিকাসেন নামক মগধের অন্ধবংশীয় রাজা একুশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, রাজা শাতকর্ণি মাত্র একবৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন। তাঁহার পর শিব-স্বামী রাজা হন। বায়ু-২২। শান্তকর্ণি,

শ্রীশাস্তকর্ণ ও লম্বোদর দেখ ।

শাতকর্ণিশিবত্মী—মগধরাজ পুলি-
মানের তনয় শাতকর্ণিশিবত্মী । তাঁহার
পুত্র শিবদত্ত । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ । যজ্ঞত্মী
ও গৌতমীপুত্র দেখ ।

শাতাতপ—(১) মহর্ষি শাতাতপ
একজন ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন ।
তাঁহার প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রের নাম শাতা-
তপ সংহিতা । শাতা-সং । গুরু-পূ-২৩ ।
সৌর-৫০ । অগ্নি-১৬২ । স্বন্দ-আব-
রেবা-২৭, ১৭১ । স্বন্দ-কাশী-পূ-১১ ।
স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬, ৪০ স্বন্দ-মাহে-
অরু-উত্ত-৬ ।

শাঙ্খলায়ন—বর্ষিষ্ঠবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-২০০ ।
বৈবস্বত দেখ ।

শাঙ্গক—(১) সহিষ্ণু নামক শিবা-
বতারের অন্ততম শিষ্য । কৃষ্ণ-পূ-৫২ ।

শান্ত—(১) অষ্টবস্তুর অন্ততম আপের
পুত্র । মৎ-৫ । হরি-হরি-৩ । অগ্নি-
১৮ । সৌর-২৮ । বায়ু-৬৬ । কৃষ্ণ-পূ-
১৬ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২৬ । ব্রহ্মপু-
১১ । আপ, বৈতণ্ড ও মুনি দেখ । (২)

অষ্টবস্তুর অন্ততম অহের পুত্র শান্ত ।
মহাভা-আদি-৬৬ । মুনি দেখ । (৩)
অন্ন নামক অন্ততম বস্তুর পুত্র শান্ত ।
শিব-ধর্ম-৫৪ । (৪) শাকদ্বীপাধিপতি
মেধাতিথির অন্ততম পুত্র । মেধাতিথি
ও অভয় দেখ । (৫) শব্বর নামক
অশ্বরের অন্ততম সেনাপতি । হরি-

হরি-১৬১ । (৬) ব্রজপুরের একজন
উপনন্দ । গর্গ-গোল-১৮ । বীতিহোত্র
দেখ । (৭) যমের একজন অমুচর ।
বক্রনাশ দেখ । (৮) অন্ততম কদ্র ।
কদ্র দেখ ।

শাস্তকর্ণি, শাস্তকর্ণী—মগধের অন্ধ-
বংশীয় পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র । তিনি
পঞ্চাশবৎসর রাজত্ব করেন । তৎপরে
তাঁহার পুত্র লম্বোদর রাজা হন । মৎ-
২৭২ । শাতকর্ণি দেখ ।

শাস্তনু—(১) কুরুবংশীয় প্রতীপের
অন্ততম পুত্র । তাঁহার করম্পর্শে জরা-
জীর্ণ ব্যক্তিও যুবাবস্থায় সর্বল হইয়া
উঠিত । তজ্জন্ত তাঁহার ঐ নাম হয় ।
শাস্তনু প্রথমে গঙ্গাকে বিবাহ করেন ।
গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন ।
তৎপরে শাস্তনু দাশরাজ কস্তা সত্য-
বতীকে বিবাহ করেন । সত্যবতীর
গর্ভে শাস্তনুর বিচিত্রবীর্ষ্য ও চিত্রাঙ্গদ
নামে দুই পুত্র জন্মে । শাস্তনু তাঁহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্মের উপর সম্ভট হইয়া
তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন । মহাভা-
আদি-৯৫ । সত্যবতী, ভীষ্ম ও
মহাভিষ দেখ । (২) শাস্তনু হইতে
দেবর্ষি, বাহ্লিক ও সোমদত্ত জন্মগ্রহণ
করেন । অগ্নি-২৭৮ । প্রতীপ দেখ ।
(৩) শাস্তনু সমুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন । দেবীভা-৪৯-২২ ;
৯৯-৬ । (৪) একবার শাস্তনু রাজার
রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ অনাবৃষ্টি হয় । শাস্তনু

ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, শাস্ত্র অনুসারে দেবাপি বর্তমান থাকিতেও যে, সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, তজ্জন্তই রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছে। দেবাপি যাবৎ বেদবিরুদ্ধ কোনও কার্য্য না করেন, ততদিন শাস্ত্রমুখ সিংহাসনে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণদিগের এই কথা শুনিয়া শাস্ত্রমুখ মন্ত্রা অশ্রাসায় বেদবিরুদ্ধবাদীদিগকে দেবাপির নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দেবাপিকে যুক্তিতর্কদ্বারা বেদবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিল। এদিকে শাস্ত্রমুখ ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া অগ্রজকে রাজ্য অর্পণ করিবার জন্ত, অরণ্যে গমন করিলেন। শাস্ত্রমুখ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণগণ কোনও মতেই দেবাপিকে রাজ্যপ্রতিগ্রহ করিতে সম্মত করাইতে না পারিয়া, শাস্ত্রমুখকে বলিলেন—“এক্ষণে আপনার সিংহাসনে আরোহণ করা দৃষ্ট হইবে না। যেহেতু আপনার অগ্রজ স্বয়ংই বেদবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।” তখন শাস্ত্রমুখ পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়া দুঃখিত হইলে, দেবতার পুনরায় শাস্ত্রমুখ রাজ্যে

বারিবর্ষণ করিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-২ঙ্ক-২২। (৫) কৃপ ও কৃপী নামক যমজ ভ্রাতা ও ভগিনীকে শাস্ত্রমুখ পালন করেন। শরদ্বান, কৃপাচার্য্য ও কৃপী দেখ। (৬) শাস্ত্রমুখ অন্ততম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ।

শাস্ত্রবিগ্রহা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শাস্ত্রভব—নামান্তর শাস্ত্রভয়। শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্ততম পুত্র। শাস্ত্রভয় দেখ।

শাস্ত্রভয়—শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্ততম পুত্র। মেধাতিথি দেখ।

শাস্ত্রমানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শাস্ত্রমুনি—একজন মুনি। পাণ্ডুরাজ শকুর তাঁহাকে ব্যাঘ্র বোধে বধ করেন। শকুর দেখ।

শাস্ত্ররজা—পুরুষবার বংশীয় চিত্রকুর পুত্র শাস্ত্ররজা। ভাগ-২ঙ্ক-১৭।

শাস্ত্রস্বভাব—ব্রহ্মা গম্যাসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করার জন্ত তিনি কতিপয় মানসপ্রজা সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রস্বভাব তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। বায়ু-১০৬।

শাস্ত্রমহর—তামস মনুর অন্ততম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-১। তামসমহর দেখ।

শাস্ত্রা—(১) অযোধ্যাপতি দশ-

রথের শাস্তা নামক এক কন্যা জন্মে । তিনি ঐ কন্যা তাঁহার বহু অঙ্গ-
দেশের রাজা রোমপাদকে প্রদান
করেন । রোমপাদ রাজা যজ্ঞ করাই-
বার জন্য বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্য-
শৃঙ্গকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন
পূর্বক, যজ্ঞ সমাপন হইবার পূর্বে
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে নিজপালিতা
কন্যা শাস্তাকে প্রদান করেন । রামা-
আদি-২-১১ । রোমপাদ বা লোম-
পাদ দেখ । (২) গঙ্গার এক নাম
শাস্তা । পদ্ম-পাতা-৫৭ । (৩) দশের
এক নাম শাস্তা । মহাভা-শাস্তি-১২১ ।
দশু ও ব্রহ্মা দেখ । (৪) দেবী শঙ্ক-
রীর গাত্রোৎপন্ন কতিপয় কুলদেবতা ।
ভট্টারিকী দেখ । (৫) ধর্ম্মারণ্য বাসী
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শৌনক, গার্গা-
রণ ও গাঙ্গেয়স সগোত্রদিগের গোত্র-
দেবীর নাম শাস্তা । স্বল্প-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-
২১ । (৬) চতুষ্ঠি যোগিনাগণের
অন্ততমা । যোগিনীগণ দেখ । (৭)
সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম ।
সাতা দেখ ।

শাস্তাস্তঃকর—শব্দর অসুরের এক
জন অমুচর । হরি-হরি-১৬১, ১৬২ ।

শাস্তি—(১) দক্ষের অন্ততমা কন্যা
ও ধর্ম্মের অন্ততমা পত্নী । শাস্তির
গর্ভে ক্ষেম উৎপন্ন হন । মার্ক-৫০ ।
শিব-বায়ু-পূ-১৫ । ব্রহ্মা-১০ । বায়ু-
১০ । পদ্ম-সৃষ্টি-৩ । বিষ্ণু-১ম-৭ ।

কৃষ্ণ-পূ-৮ । গরু-পূ-৫ । ব্রহ্মবৈ-
ব্রহ্ম-২ । ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ । (২)
অজমীঢ়-বংশীয় নীলের পুত্র শাস্তি ।
তাঁহার অপত্য সুশাস্তি । বিষ্ণু-৪র্থ-
১২ । বৃহদ্র-মধ্য-২২ । ভাগ-২ঙ্ক-২১ ।
অজমীঢ় ও নীলিনী দেখ । (৩) প্রজা-
পতি কর্দমের এক কন্যার নাম ছিল
শাস্তি । কর্দম ঋষি অথর্কী ঋষিকে
ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন । ভাগ-৩ঙ্ক-
২৪ । (৪) যজ্ঞপুরুষের অন্ততম পুত্র ।
ভাগ-৪ঙ্ক-১ । যজ্ঞ দেখ । (৫) পত্নী
কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ত-
তম পুত্র । শ্রীকৃষ্ণ দেখ । (৬) শাস্তি
নামক যজ্ঞাঘি প্রচেতাস্বরূপ বিদিত
হন । বায়ু-২২ । (৭) তামসমনুর অন্ত-
তম পুত্র । বায়ু-৬২ । ব্রহ্মা-৬৮ ।
তামসমনু দেখ । (৮) ধর্ম্ম-পুত্র দশম
মনুর পুত্রগণের অন্ততম । গরু-পূ-
৮৭ । শতানীক দেখ । (৯) দশম
ব্রহ্মসাবর্ণি মনুষ্যের ইন্দ্রের নাম ছিল
শাস্তি । বৃহদ্রা-৩৭ । (১০) অঙ্গিরার
পুত্র ভূতির অন্ততম শিষ্য । ভূতি
দেখ । (১১) শাস্তি নামে একজন
গোপিকা ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ দেখ । (১২)
অঙ্গিরার অন্ততম পুত্র । মহাভা-অমুশা-
৮৫ । (১৩) দেবীভূর্গার এক নাম ।
দেবীপু-১৬, ৩৭ । (১৪) দেবীভূর্গার
সহচরী অন্ততমা উত্তমা দেবতা । বশা
দেখ । (১৪) তদ্ব্যাক্ত অন্ততমা ব্যাক্তন
শক্তি । শক্তি দেখ । (১৫) নীল

সরস্বতীর অন্ততমা পীঠশক্তি। সর-
স্বতী দেখ। (১৬) সীতার অষ্টোত্তর
সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শাস্তিকর্ণ—সুন্দরশাস্তিকর্ণ দেখ।

শাস্তিকল্প—অথর্ববেদের একজন
আচার্য্য। নক্ষত্রকল্প দেখ।

শাস্তিকা—অন্ততমা মাতৃকা।
মাতৃকাগণ দেখ।

শাস্তিদা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শাস্তিদেবা, শাস্তিদেবী—বসুদেবের
অন্ততমা পত্নী। বসুদেব দেখ।

শাস্ত্য—গোমেদ-দ্বীপাধিপতি ইন্দ্ৰ-
জিহ্বের অন্ততম পুত্র। ইন্দ্ৰজিহ্ব দেখ।

শাপ—প্রথমসাবর্ষি মরুর অন্ততম
পুত্র। বায়ু-১০০। মেরুসাবর্ষি ও
বৃহদ্রথ দেখ।

শাপনাশন—দমন (মদন; কুর্শ-পূ-৫২)
নামক শিবাবতারের অন্ততম শিষ্য।
বায়ু-২৩। বিকেশ ও শিবাবতার
দেখ।

শাপেয়ী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি
(অম্ব) নামে খ্যাত শিষ্যগণের অন্ততম।
যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ। বায়ু-৬২।
ব্রহ্মা-৬৮।

শাবস্ত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় যুবনাথের
পুত্র। তিনি শাবস্তী নারী পরমরম-
ণীয় পুরী নির্মাণ করেন। শাবস্তের
তনয় বৃহদ্রথ। দেবীতা-৭৯-২। পদ্ম-
স্ফটিক-৮। শ্রাবস্ত দেখ।

শাবাস—বরাহকল্পের অষ্টাদশ ধাপের
যখন ঋতজয় ব্যাস ইহাছিলেন।
তখন মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ
হন। বাচশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও
দৃঢ়ব্রত নামে সেই শিবাবতারের
চারিটি শিষ্য ছিল। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-
২৩। শিবাবতার দেখ।

শাভাকা—বশিষ্ঠ-বংশীয় ধনঞ্জয়
নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার গর্ভে
করণ নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-
পাতা-৬৪।

শামত্র—অসংমৃত্যু হবাসুদ নামক
যজ্ঞাঘ্নি শামত্র বলিয়া কথিত হন।
মৎ-৫১।

শাশ্ব—(১)শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী
জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্ততম।
শাশ্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে স্বয়ম্বর
সভা ইহাতে বলপূর্বক হরণ করিয়া
বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৬১। (২)
শ্রীকৃষ্ণতনয় শাশ্ব বজ্রনাভ দৈত্যের
ভ্রাতা, স্ত্রনাভের অন্ততমা কন্যা, গুণ-
বতীকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-
১৫১। (৩) বাণরাজের মন্ত্রী কুস্তাণ্ডের
কন্যা রমাকে শাশ্ব বিবাহ করেন। হরি-
হরি-১৮৩। (৪) শাশ্ব প্রহ্লাদের সহিত
দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ঐ সংস্রবে
তিনি বৃক অশুরের অমুচর কালনাভ
দৈত্যকে বধ করেন। শাশ্ব অনিরুদ্ধের
সহিতও যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন
করেন। ঐ সময়ে মহাদেবের অমুচর

বীরভদ্রের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয় ।
গর্গ-বিশ্ব-১১, ২৬, ৩৪, ৩৫ ; অশ্ব-১৪,
১৬, ৩৭ । (৫) শ্রীকৃষ্ণতনয় শাশ্ব
সৌরশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন । তিনি
প্রতিমা ও মন্দির নির্মাণেও দক্ষ
ছিলেন । তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া
মহাদেবের আরাধনা করেন এবং
তাঁহার রূপায় রোগমুক্ত হন । পদ্ম-
সৃষ্টি-১৩ । (৬) শাশ্ব দুর্গোদধন কন্যা
লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ
করাতে, কোরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাশ্বকে
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন ।
পরে বলরাম কোরবদিগকে পরাস্ত
করিয়া, শাশ্বের উদ্ধার সাধন করিলে,
লক্ষণার সহিত শাশ্বের বিবাহ হয় ।
শাশ্বকেই স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া
ষট্‌কুমারগণ উপহাসচ্ছলে বিশ্বামিত্রকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “ইনি কি প্রসব
করিবেন ।” বিশ্বামিত্র তাঁহাদের উপ-
হাস বুঝিতে পারিয়া বলেন—“ইনি
মুঘল প্রসব করিবেন । যথাকালে
শাশ্বের উদর ভেদ করিয়া এক মুঘল
বহির্গত হয় । বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৫, ৩৭ ।
মহাভা-মৌষল-১, ২ । (৭) শ্রীকৃষ্ণ-
তনয় শাশ্ব পরম রূপবান্ ছিলেন ।
তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য পুরনারী-
গণের মোহের কারণ হইয়াছিল ।
একবার শাশ্বের বিনামতা শাশ্বের
রূপে মুগ্ধহইয়া, শাশ্বের অজ্ঞাতে তাঁহার
শয্যাভাগিনী হন । এই অজ্ঞাত

পাপের জন্তও শাশ্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন ।
তৎপরে তিনি হাটকেশ্বর তীর্থে কুহর
দেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত
হন । স্বন্দ-নাগ-২১৩ । (৮) একবার
শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ও গোপিকাগণ পরিবৃত্ত
হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন । তখন শাশ্বও
তথায় উপস্থিত হইলেন । শাশ্বকে
দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনীদের মনো-
বিকার উপস্থিত হয় । শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে
শাশ্বের উপরই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া
“বিকৃতাকার হও” বলিয়া, অভিশাপ
প্রদান করেন । শ্রীকৃষ্ণের শাপে শাশ্ব
কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন । পরে নারদের
পরামর্শে শাশ্ব সূর্য্যোপাসনা করিয়া
রোগমুক্ত হন । বরা-১৭৭ ।

শাশ্বসদন—একজন অসুর । হনু-
মানের পিতা কেশরী তাহাকে বধ
করেন । রামা-সুন্দরা-৩৫ ।

শাস্তবী—(১) দেবী জগন্মাতার এক
নাম । তৃতীয় কল্পে তিনি ঐ নামে
পূজিতা হইতেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
৭ । সতী দেগ । (২) শম্ভু-পত্নী
বলিয়া দেবীদুর্গার এক নাম শাস্তবী ।
তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ ।

শাস্তবী—নিরুপকূলসম্বৃত্তা শারঙ্গী
মহর্ষি মন্দপালের সহিত বিবাহিতা
হইয়া পরম মাতা হইয়াছিলেন । মনু-
৯।২৩ ।

শারণ—বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী
রোহিণীর গর্ভে শারণ প্রভৃতি কতিপয়

পুত্র জন্মে । হরি-হরি-৩৫ । উগীনর ও বসুদেব দেখ ।

শারদা—(১) আনন্ডদেশে দেবরথ নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহের অল্প কালমধ্যেই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয় । তাহার কিছুকাল পরে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ শারদার পিতার গৃহে অতিথি হন । শারদা তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন । তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ শারদাকে “তুমি অমূল্য পুত্র লাভ কর”, বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । পরে ব্রাহ্মণ শারদার বৈধব্যাবস্থার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে সর্বসিক্কিপ্রদ উমামহেশ্বর ব্রত করিতে বলেন । ঐ ব্রত উদ্‌যাপন হইলে দেবী শঙ্করী শারদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, শারদা পূর্বজন্মে কোনও এক পাপের ফলে, এই জন্মে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার পূর্বজন্মের পতি বর্তমানে পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্করীর বরে শারদা স্বপ্রা-বস্থার স্বামীর সহিত মিলিত হইবে এবং ঐ মিলনের ফলে সে এক পুত্র লাভ করিবে । পুত্রের জন্মের পর শারদা পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইবে । এই বলিয়া দেবী অস্তহিতা হইলেন । অতঃপর দেবীর বাক্যানুসারে শারদা যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন । ক্রমে সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, শারদা পাণ্ড্যদেশে গমনপূর্বক নিজ

পূর্বজন্মের পতির সহিত মিলিতা হইলেন । স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮ । (২) দেবী আত্মাশক্তির এক নাম । দেবগণ এক বার শরৎকালে দেবীর বোধন করেন । তজ্জন্ত তিনি শারদা নামে পরিচিতা হন । কালিকা-৬৫ । (৩) রাধিকার অন্ততমা সখী । পদ্ম-পাতা-৪৩ । (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম সীতা দেখ ।

শারদ্বত—(১) উত্থা-পুত্র শারদ্বত বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্ততম সপ্তর্ষি ছিলেন । বায়ু-৬৪ । (২) শারদ্বত (শারদ্বৎ) হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৯৯ । শতানন্দ ও শরদ্বান দেখ ।

শারদ্বতী—মোনের অপ্সরাদিগের অন্ততমা । অর্জুনের জন্ম হইলে তিনি অত্যাশ্রিত অপ্সরাদিগের সহিত আসিয়া, নৃত্যগীত করিয়াছিলেন । হরি-হরি-১১৮ । মহাভা-আদি-১২৩ । মিশ্রকেশী দেখ ।

শারদ্বৈতিক—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৫ । বৈগায়নি দেখ ।

শার্কব—একজন ঋষি । তিনি শর্ককর্তৃক অমুষ্টিত শ্রাক্ষে উপস্থিত ছিলেন । স্বন্দ-নাগ-২০৬ ।

শার্করাক্ষ—শর্করাক্ষ-তনয় শার্করাক্ষ, কেকয়-নন্দন অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান সন্মুখে উপদেশ লাভ করেন ।

ছান্দো-৫ম-অঃ-১১শ-খ—২৪শ-খ ।

অম্বপতি দেখ ।

শার্করাক্ষি—ভৃগুবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৫ । বৈগায়নি দেখ ।

শার্করব—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৫ । বৈগায়নি দেখ ।

শার্কী—তন্মোক্ত পয়ত্রিশটি ব্যঞ্জন-বর্ণ মূর্তির অন্ততম । তন্ত্রঃ ২৩৮ পৃঃ । শক্তি দেখ ।

শার্কীল—রাবণের অন্ততম অনুচর । তিনি রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অমুরোধ করেন । রামা-লঙ্কা-২০, ২১, ৩০ ।

শার্কীলায়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র । মহাভা-অমুশা-৪ ।

শার্কীলী—(১)কশ্যপ হইতে কক্ষর গর্ভজাত অন্ততমা কন্যা । কশ্যপ দেখ । (২)ক্রোধার গর্ভজাত কশ্যপের অন্ততমা কন্যা । ক্রোধা দেখ ।

শার্যাত—রাজর্ষি শর্যাতির কন্যা শার্যাতকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন । শর্যাতি ও চ্যবন দেখ ।

শাল—সহস্র বদন রাবণের একজন সেনাপতি । অদ্ভু-রামা-১৮ ।

শালকর—সহস্র বদন রাবণের অন্ততম সেনাপতি । অদ্ভু-রামা-১৮ ।

শালকটকট—(১)কানীতে শালকটকট গণেশ অবস্থিত । তিনি ক্ষেত্রস্থিত

রাক্ষসগণের অধ্যক্ষ । স্বন্দ-কানী-উত্ত-৫৭ । (২) পূর্বকালে শালকটকট নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যভেজে দম্বীভূত হইয়া পাতালে প্রবেশ করে । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩ ।

শালকটকট—প্রভাসক্ষেত্রে শালকটকট নামক দেবী অবস্থিত । মাঘমাসের চতুর্দশীতে যে তাঁহার আরাধনা করে তাহার সর্বকাম সিদ্ধ হয় । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৮ ।

শালগ্রাম—(১)শালগ্রাম তীর্থে শালগ্রাম দেব প্রতিষ্ঠিত । স্বন্দ-আব-রেবা-১৮৮ ।

শালঙ্কায়ন—একজন মহর্ষি । তিনি মনুষ্য প্রকৃতি দেবগণের অন্ততম ছিলেন বায়ু-২৭ । মণিবর দেখ ।

শালঙ্কায়নি—(১)অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৬ । মৎশ্রাচ্ছাণ্ট দেখ । (২) অত্রিবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৮ । মোঞ্জায়নি দেখ ।

শালা—দক্ষের অন্ততমা কন্যা । চম্পা দেখ ।

শালাবতী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততমা পত্নী । তাঁহার গর্ভে হিরণ্যাক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে । হরি-হরি-২৭ ।

শালাবত্যা—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র । বায়ু-২১ ।

শালাবুক—দেবগণ অমুরগণকে নিধন করিয়া স্বর্গ অধিকার করিলে,

শাল্যবৃক নামক অষ্টাশী হাজার বেদ-
পারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবীর অধিপতি হইয়া
দানবগণকে সাহায্য করেন । দেবগণ
তাঁহাদিগকেও বিনাশ করেন । মহাভা-
শাস্তি-৩৩ ।

শাল্যায়নি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র
প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৫ । মৈত্রেয়
দেখ ।

শালাহায়ে—একজন কশ্যপ-
বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১২ ।
বৈবশপ দেখ ।

শালি—একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১১৬ । বৌষডি
দেখ ।

শালিকা—স্বন্দ্র দেবসেনাপতিপদে
বৃত্ত হইলে মানসহৃদ তাঁহার সাহা-
য্যার্থ, শালিকাকে প্রদান করেন । বাম-
৫৭ ।

শালিপিত্ত—কশ্যপ-পত্নী কক্ষর গর্ভ-
জাত অন্ততম নাগ । মহাভা-আদি-৩৫ ।

শালিপিত্তক—কশ্যপ-পত্নী কক্ষর গর্ভ-
জাত অন্ততম নাগ । কক্ষ দেখ ।

শালিশিরা—(১) অন্ততম দেব-
গন্ধর্ব্ব । বায়ু-৬২ । উগ্রসেন দেখ ।
(২) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত অন্ততম
সন্তান । মহাভা-আদি-৬৫ ।

শালিশিধ—দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভ-
জাত সন্তানগণের অন্ততম । কালিকা-
৩৪ । অর্কপৃষ্ঠ দেখ ।

শালিগুহ—(১) মগধের মৌর্য্যবং-

শীয় সম্রাটের পুত্র । শালিগুহের
তনয় সোমশর্মা । বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ।
ভাগ-১২স্ক-১ ।

শালিহোত্র—(১) শূলী নামক শিবা-
বতার যোগাচার্য্যের শালিহোত্র,
অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বন্দ্ব নামে
চারিজন শিষ্য ছিল । বায়ু-২৩ । ব্রহ্মা
-২৩ । (২) মহাকাল নামক শিবা-
বতার যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য ।

শিব-বায়ু-উত্ত-১০ । শিবাবতার দেখ ।
(৩) একজন সংহিতাকার । তিনি ছয়
খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । বায়ু-৬১ ।

(৪) শালিহোত্র মুনি অশ্বগণের লক্ষণ
ও তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা
কীর্তন করিয়াছেন । অগ্নি-২৮৯ । (৫)
শালিহোত্রের পিতার নাম কপিল ।
মহাভা-শাস্তি-৩৩৭ ।

শালী—(১) শাকুনী নামক এক
ব্রাহ্মণের অন্ততম পুত্র । পদ্ম-স্বর্গ-
-১৫ । (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি
(অশ্ব) নামে প্যাত শিষ্যগণের অন্ততম ।
ব্রহ্মা-৬৭ । যাজ্ঞবল্ক্য ও আটলী দেখ ।

শালীয়—(১) সংহিতাকার বেদ-
মিত্রের মুদগল, গালব, বাৎস্য, শালীয়
ও শিশির নামে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন ।
তাঁহারা বেদমিত্রের নিকট হইতে
পাঁচখানি সংহিতা অধ্যয়ন করেন ।
বিষ্ণু-৩য়-৪ । (২) মাতুলকেয়ের পুত্র
শাকল্য মুনির বাৎস্ত, মুদগল, শালীয়
গোথল্য ও শিশির নামে পাঁচজন

শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শাক্য রচিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত সংহিতা গুরু নিকট হইতে অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২ঙ্ক-৬।

শাৰ—বৃষপৰ্বা দানবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজ্জক নামক অসুর, স্বাপরে শাৰ নামে ক্ষত্রিয় নরপতি হন। ভীষ্ম যখন কাশী রাজের কন্যাদিগকে স্বয়ম্বর সভা হইতে, ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবার জ্ঞাত, হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শাৰ ভীষ্মের গতি রোধ করেন। অনন্তর ভীষ্মের সহিত শাৰের ঘোর-তর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে ভীষ্ম শাৰকে পরাজয় করিয়া, কাশীরাজের কন্যাগণ-সহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। মহাভা-আদি-৬৭, ১২১। অশ্বা দেখ। (২) নরপতি ব্যাধিতাশ্বের পত্নী ভদ্রার গর্ভে, শাৰ নামে তিন জন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১২১। (৩) অসুর বিশেষ। পুরাকালে দেবাস্তরে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের নাম তারকাময় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে শাৰ দানব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-৪১-৪৮। (৪) শাৰ দানব একবার যুবংশীয় নৃপতি আত্মককে হরণ করেন। হরি-হরি-১৭। (৫) শাৰ দৌভদেশের অধিপতি ছিলেন। দেবীভা-৪ঙ্ক-১৮। (৬) শাৰ শিঙ-পালের পরম মিত্র ছিলেন। সেই হুত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অতিশয় শত্রুতা ছিল। ঋষ্মিনার বিবাহকালে

শাৰ, জরাসন্ধ, শিঙপাল প্রভৃতির ত্রায় বিবাহে উপদ্রব সৃষ্টি করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যাদবগণ হস্তে পরাজিত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তীব্র তপস্ব্যত্বে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, শাৰ “আমাকে দেবগণেরও অভেদ এবং যাদবদিগের ভয়োৎপাদক এক যান প্রদান করুন।” এই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাহাতেই সন্মত হইয়া ময়কে, ঐরূপ একযান প্রস্তুত করিয়া, শাৰকে প্রদান করিতে বলিলেন। শাৰ মহাদেবের বর-দত্ত সেই আশ্চর্য যান প্রাপ্ত হইয়া, বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ, যাদবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তখন শাৰ পক্ষীয় দিগের সহিত যাদবদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে শাৰ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলেন। ভাগ-১০ঙ্ক-৭৭। (৭) অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশপর্যটনে বহির্গত হন, তখন অনুরুদ্ধ-পক্ষীয় বাহুলীকের সহিত শাৰের যুদ্ধ হইয়াছিল। গর্গ-বিশ্ব-২০। শাম্বলী—তদ্রোক্তা অন্ততমা স্বর-শক্তি। শক্তি দেখ।

শাম্বত—(১) জনকবংশীয় ঋতের পুত্র। তাঁহার তনয় সুধম্বা। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২) রামচন্দ্রের এক নাম। তত্ত্ব-৭৫২ পৃ। (৩) সূর্য্যের একনাম।

শঙ্ক-কাশী-পু-২। স্বর্ঘ্য দেখ।

শাবতী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শাখদর্ভি—অঙ্গিরার বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ দেখ।

শাস—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-১০। ১৫২।

শাসন—(১) একাদশ রুদ্রের এক নাম। রুদ্র দেখ। (২) কঙ্কির অন্ততম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম স্তমস্ব। তাঁহার অন্ততম পুত্র শাসন। কঙ্কি-২য়-৬।

শান্তা—একাদশ রুদ্রের অন্ততম। রুদ্র দেখ।

শান্ত্র—ভগবান মনুকর্তৃক সৃষ্ট দেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-১২১।

শিশপায়ন—(১) একজন পৌরাণিক ঋষি। তিনি ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণের নিকট হইতে পুরাণ অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি রোমহর্ষণতনয় স্মৃত শিশপায়নের নিকট হইতে একখানি পুরাণ লাভ করেন। ভাগ-১২ঙ্ক-৭। ত্রয়্যাক্ষণি, অকুতত্রণ ও শাশপায়ন দেখ।

শিঙ্ক—জনৈক গর্ভরূপতি। বহু দেখ।

শিঙ্কক—দেবসেনাপতি কার্দ্ভিকের সাহায্যকারী অন্ততম সেনা-

ধ্যক্ষ। বৈতালী দেখ।

শিখণ্ড—ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করিবার জন্ত, তিনি কতিপয় মানসপ্রজা সৃষ্টি করেন। শিখণ্ড তাঁহাদের অন্ততম। বায়ু-১০৬।

শিখণ্ডযুক—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। শিবাবতার দেখ।

শিখণ্ডভূত—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। লি-পু-৭। শিবাবতার দেখ।

শিখণ্ডিনী—(১) অন্তর্দ্বানের পত্নী। মৎ-৩। বিষ্ণু-১ম-১৪। বায়ু-৬৩। অন্তর্দ্বান দেখ। (২) পৃথু-তনয় হবির্দ্বামের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হিম জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম-৫৩। (৩) অন্তর্দ্বানের শিখণ্ডিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচী নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪ঙ্ক-২৪। (৪) অন্তর্দ্বি দেখ। ব্রহ্মপু-২।

শিখণ্ডী—ত্রীপূর্ব নামক এক রাক্ষস দ্বাপরে শিখণ্ডী নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ষের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান। ঐ কন্যাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বা পূর্ব হইতেই, মৌড়পতি শাষের প্রতি অমুরাগিনী ছিলেন। তিনি সেই কথা ভীষ্মের গোচর:

করিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে নিজ মনোনীত পত্নির নিকট বাইবার অতুমতি প্রদান করেন। অতঃপর অম্বা শাশুরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, শাশু, স্বরক্ষক সভায় ভীষ্মহস্তে নিজ নিগ্রহের কথা স্বরণকরিয়া, অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অম্বা, ভীষ্মই যে তাঁহার এই দুর্ব্যবহার কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্ত মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করেন। মহাদেবের বরে তিনি প্রথমে রুপদরাজের কল্মসরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পুরুষরূপে প্রাপ্ত হন। ভীষ্ম এই সকল ঘটনা জানিতেন। তাই তিনি শিখণ্ডীকে জ্ঞানলোক বলিয়াই গণ্য করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে, যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মকে তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করেন, তখন ভীষ্ম বলেন যে, তিনি জ্ঞানলোকের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিবেন না এবং অমঙ্গলহৃৎক কিছু দেখিলেই অস্ত্রত্যাগ করিবেন। ভীষ্মের এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ঐরূপে অস্ত্রায় যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে বধ করেন। অম্বা ও ভীষ্ম দেখ। (৩) বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতজয় ব্যাস হন এবং মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিবাস দেখ। এই শিখণ্ডী নামক শিবাবতারের

বাচশ্রবা, ঋচাক, শ্যবশ ও বতীশ্বর নামে চারিটি বেদপারদর্শী পুত্র জন্মে। লি-পু-২৪। (৪) মহাদেব যখন শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন, তখন কৃতজয় ব্যাস হইয়াছিলেন। স্বন্ব-মাহে-কুমা-৪০। কৃতজয় ও শিবাবতার দেখ। (৫) শিবাবতার শিখণ্ডীর বাচশ্রবা, সুবীর, শ্যাবা ও স্বরতীশ্বর নামে চারিটি শিষ্য ছিল। শিব-বার-উত্ত-১০। (৬) চাক্ষুষমতুর বংশীয় নরপতি পৃথুর অন্ততম পুত্র শিখণ্ডী। কুর্খ-পু-২৪। অন্তর্জ্ঞান ও পৃথু দেখ। (৭) শিখণ্ডী নামে কান্তকূজ দেশে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। স্বন্ব-আব-রেবা-৮৩। (৮) পৃথুপত্নী মহাত্মার গর্ভে শিখণ্ডী ও হবির্জ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুশাল। সৌর-২৭।

শিখাগ্রাবি—অন্ধ্র-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১১৩। মৎস্তাচ্ছাণ্ড দেখ।

শিখাবর্ণ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১১৫। বৈগায়নি দেখ।

শিখাবর্ত—জনৈক বক্ষ। তিনি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাতা-সভা-১০।

শিখাবান্—একজন বেদবেদাকপারগ, ধর্মজ্ঞ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহাভা-সভা-৪ ।

শিখিচণ্ডী—কাশীধামে ক্ষেত্ররক্ষা-
কারিণী শিখিচণ্ডীদেবী অবস্থান
করেন। তিনি নিরন্তর শিখির স্রাব
চৌৎকার করিয়া বিশ্ব সমূহ ভক্ষণ করি-
তেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে
সকল ব্যাধি দূর হয়। স্বন্দ-কাশী-
উত্ত-৭০ ।

শিখিধ্বজ—দেবসেনাপতি স্বন্দের
এক নাম। স্বন্দ-আব-অব-৫৪ ।

শিখিনী—পাঞ্চাল-রাজ পুরুষশার
মহিষী। পুরুষশা দেখ।

শিখিপট্টিকা—অন্ততম। মাতৃকা।
মাতৃকাগণ দেখ।

শিখী—(১) একজন ঋষি। পদ্ম-
উত্ত-১৩৫। (২) চাক্ষুষ মনস্তরে ইন্দ্রের
নাম ছিল শিখী। দেবীপু-৪৬। (৩)
অন্ততম রুদ্র। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র
দেখ।

শিজয়—একজন ক্ষত্রোপেত নর-
পতি। তিনি তপোবলে ঋষি প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। বায়ু-২১।

শিত—সহস্রবদন রাবণের অন্ততম
পুত্র। অদ্ভু-রামা-১২

শিতিকণ্ঠ—(১) মহাদেবের এক
নাম। মহাভা-আশ-৮। (২) অন্ততম
নাগ। মিত্রী দেখ।

শিতিকর্ণ—ধসার গর্তজাত অন্ততম
দানব। ধস দেখ।

শিভে—(১) যদুবংশীয় উশনার

তনয়। তাঁহার আয়ুজ রুম্বকবচ। বিষ্ণু-
৪র্থ-১২। কুর্শ-পু-২৪। উশনা দেখ।

শিনি—(১) যদুবংশীয় অনমিত্রের
অপত্য শিনি। তাঁহার তনয় সত্যক।
মৎ-৪৫। হরি-হরি-৩৪। ভাগ-৯৪-
২৪। বায়ু-৯৬। গরু-পু-১৪৩।
ব্রহ্মপু-১৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) ভর-
দ্বাজবংশীয় মল্ল্যার পুত্র গর্গ। গর্গের
তনয় শিনি। তাঁহার অপত্য গার্গ।
ভাগ-৯৪-২১। (৩) ভরদ্বাজ-বংশীয়
অমল্যার তনয় শিনি। গরু-পু-১৪৪।
সঙ্কতি দেখ। (৪) যদুবংশীয় অমি-
ত্রের তনয় শিনি। শিনির অপত্য
সত্যবাক ও সত্যক। হরি-হরি-১৬০।

(৫) যদুবংশীয় শুরের অন্ততম পুত্র
শিনি। শুর দেখ। (৬) যদুবংশীয় ধুষ্টের
অন্ততম পুত্র। ধুষ্ট দেখ। (৭) যদুবংশীয়
যুধানের তনয় শিনি। তাঁহার আয়ুজ-
যুগন্ধর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৮) বৃষ্ণিবংশীয়
সুনিত্রের তনয় শিনি। তাঁহার
আয়ুজ নিয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বৃহদ-
মধ্য-২২। (৯) বৃষ্ণির তনয় শিনি ;
শিনির অপত্য সত্যক। কুর্শ-পু-২৪।
(১০) বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র শিনি। তাঁহার
তনয় যুত্র। যুত্রের অপত্য সত্যক।
নি-পু-৬২। (১১) শিনি নামক এক-
জন অপুত্রক ব্রাহ্মণ শিবের আরাধনা
করিয়া, মহাদেবের গণ পুষ্পদন্তকে পুত্র-
রূপে লাভ করেন। স্বন্দ-আব-চতু-৭৭।
শিনীবাল—যদুবংশীয় সত্যজিতের

পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সম্রাজিত দেখ।

শিনেয়ু—(১) যদুবংশীয় উশতের তনয়। শিনেয়ুর অপত্য মরুত। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় উশনার পুত্র শিনেয়ু। তাঁহার অপত্য কৃষ্ণকবচ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শিতেয়ু দেখ। (৩) যদুবংশীয় উষতের তনয় শিনেয়ু। তাঁহার অপত্য মরুত। ব্রহ্মপু-১৫।

শিপিবিষ্ট—(১) বিষ্ণুর একনাম। ঋক্-৭। ১০০। ৬। (২) বিষ্ণুর অবতার ঐকৃষ্ণের এক নামও শিপিবিষ্ট। তিনি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদয় পদার্থে প্রবিষ্ট হন, তাই তাঁহার ঐ নাম। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

শিপ্রক—কণ্ববংশীয় ভূপালগণ পয়-তারিণ বৎসর মগধে রাজত্ব করিবার পর, শিপ্রক নামে অন্ধ্রবংশীয় একজন ভৃত্য, কণ্ববংশীয় শেষ নরপতি শ্বশ্রুধাকে বধ করিয়া রাজা হয়েন। তৎপরে শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

শিপ্রা—(১) স্বল্প দেবসেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে শিপ্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থ চিত্ররথকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) শিপ্রা (নদী) ব্রহ্মার পরমা কলা। মহাদেবের আদেশে তিনি সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত কালকূট মহাকাল বনে বহন করিয়া লইয়া যান। স্বল্প-আব-৫তু-১৪। (৩) শিপ্রানদী অগ্নির অন্ততমা পত্নী ছিলেন। স্বল্প-

আব-রেবা-২২।

শিব—(১) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব) এই তিনজনই পুরাণান্তর্গত প্রধান দেবতা। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা ও শিব বিনাশ কর্তা বলিয়াই সাধারণতঃ কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কে অপর দুইজন অপেক্ষা অধিকতর মান্ত, অথবা কে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পুরাণে ব্রহ্মাকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা বিষ্ণুকে অপর দুইজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার অন্য কোথাও শিবকেই সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। কখনও কখনও বা একই পুরাণের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। একাধিক পুরাণে ও তাঁহাদের পরস্পরের অভিন্নতা এবং একত্বও বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে যে পুরাণে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে ঠিক তাহাই দেওয়া হইল। এই সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামের বিবরণও দ্রষ্টব্য। তন্নিম্ন একই ধরণের বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে যাহা পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলির একত্রে উল্লেখ এই সকল বিবরণের শেষ ভাগে দেওয়া হইয়াছে। (২) ভগবান

বিষ্ণু এক অনল-সম্মিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া যখন তাঁহার অন্ত্যদেশ জানিবার জন্ত শূকররূপ ধারণপূর্ব্বক অধোদেশে বহু বৎসর ভ্রমণ করেন, তখন ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া, ঐ লিঙ্গের উর্দ্ধদেশে গমনপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের আদি অমুসন্ধানে ব্রতী হন । [বিষ্ণু (১৮) দেখ] । দীর্ঘকাল অমুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহারা তাঁহার আদি বা অন্ত্য কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উভয়ে দেবাদিদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, শিব এক অপরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন । সেই রূপ পঞ্চবদন ও দশভূজ বিশিষ্ট । তাহা কপূরের মত গোর ও সকল প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ-সমম্বিত । মহেশ্বরের সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মোহিত হইয়া, আরও বিশেষভাবে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন । তখন মহাদেব সেই শরীরেই দিব্য শব্দময়রূপ ধারণ করিলেন । তাহা এইরূপ—অ-কার তাঁহার মস্তক ; আ-কার-ললাট ; ই-কার দক্ষিণনেত্র । ঐ-কার বামনেত্র ; উ-কার দক্ষিণ কর্ণ ; উ-কার বামকর্ণ । ঋ-কার দক্ষিণ কপোল ; ঋ-কার বাম কপোল । ঞ-কার ও দীর্ঘঞ-কার এই দুইটি দুই নাসিকা । এ-কার তাঁহার উর্দ্ধ ওষ্ঠ ; ঐ-কার অধরোষ্ঠ ; ও-কার এবং

ঔ-কার যথাক্রমে তাঁহার উর্দ্ধ ও অধঃ দন্তপংক্তি । অমুসন্ধার ও বিসর্গ এই দুইটি তাঁহার তালুদ্বয় স্বরূপ । ক-কারাদি পাঁচটি অক্ষর তাঁহার দক্ষিণ-দিগের পাঁচটি হস্ত ; চ-কারাদি পাঁচটি অক্ষর তাঁহার বামদিকের পাঁচটি হস্ত । ট-বর্গ ও ত-বর্গ তাঁহার পদদ্বয় । প-কার উদর ; ফ-কার দক্ষিণ পার্শ্ব ; ব-কার বাম পার্শ্ব ; ভ-কার স্বক্ক, ম-কার হৃদয় । য-কার হইতে স-কার পর্য্যন্ত অক্ষর গুলি তাঁহার সপ্তপ্রকার ধাতু । হ-কার তাঁহার নাভি এবং ঋ-কার তাঁহার নাদ । মহেশ্বরের এই অত্যাশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু “প্রভো, আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন ।” এই বলিয়া বারংবার তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । তখন মহেশ্বর বলিলেন, “আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি । অতঃপর আমি এই বিধান করিতেছি যে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন, বিষ্ণু সৃষ্টির পালক হইবেন এবং আমার অংশ বিশেষ ভগৎসংহার-কর্ত্তা-রূপে অবতীর্ণ হইবেন । এতদ্বিধ আমাদের তিন দেবের জন্ত প্রকৃতি দেবী হইতে তিনজন দেবী প্রাপ্তভূতা হইয়া দেবগণকে সৃষ্টি কার্য্যের জন্ত সাহায্য করিবেন । মহাদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হইয়া, শিবকে বারংবার অভিবাদন করিলেন । শিব-জ্ঞান-৩ । লক্ষ্মী দেখ ৮

(৩) মহেশ্বরই বিষ্ণুকে অম্বরগণের নিধনের জন্ত স্তম্ভদর্শন চক্র দেন। বিষ্ণু (২২) দেখ। (৪) শিব সঙ্কল্পে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিবিধ বিষয়ের জন্ত ব্রহ্মা (১৮) হইতে (৩২) অংশগুলি দেখ। (৫) এই চরাচর বিশ্ব পূর্বে এই ভাবেই অবস্থিত ছিল। তাহার পর কোনও সময়ে সমুদয় জগৎ মহাসমুদ্রের জলে প্লাবিত হইয়া যায়। তখন অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, দশদিক, নক্ষত্র, দেব, অম্বর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস সকলেই মহেশ্বরের তেজস্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ ব্রহ্ম লোকহিতার্থে এইরূপ ঘোষণা করিলেন—“যুগে যুগে আমিই একমাত্র আছি এবং আমি হইতেই এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে সংশয় করিও না।” এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেই মহেশ্বরের পাঁচটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। তাঁহার এক মূর্ত্তি উর্দ্ধরোমা ও ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয় মূর্ত্তি সূর্য্য-কিরণের জায় উজ্জ্বল। তৃতীয় মূর্ত্তি চন্দ্রকিরণের জায় স্নিগ্ধকর। কুবের তাঁহার চতুর্থ মূর্ত্তি এবং ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চমী তনু। ঐসঙ্গে শিবমূর্ত্তিও পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্যে নিযুক্ত আছেন। ভগবান্ ব্রহ্মের প্রথমা মূর্ত্তি ক্রীড়া করেন, দ্বিতীয়া মূর্ত্তি তপশ্চরণ করেন, তৃতীয়া মূর্ত্তি লোকসংহার করেন, চতুর্থী মূর্ত্তি প্রজাসৃজন করেন এবং

পঞ্চমী মূর্ত্তি এই নিখিল জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সকল জীবের প্রভু, সকল ভূতে তিনি বাস করেন, তিনি ভূতসমুদয়কে সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করেন, এই জন্ত তাঁহার নাম ঈশান। তিনি ভূতসমুদয়ের উদ্ভব ও তিরোভাব, তাহাদের বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা প্রভৃতি অবগত আছেন বলিয়া, তাঁহার একনাম ভগবান্। তিনি ব্রহ্মাদি মহৎব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পূজিত হন এবং এই মহৎ পদার্থ জগৎ, তাঁহা-হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্ত তিনি মহা-দেব নামে কথিত হন। তিনি পশু অর্থাৎ সর্বভূতের কর্ম্ম-বন্ধন মোচন করেন, তাই তাঁহার একনাম পশুপতি। তিনি নিজেই নিজের মাতা, পিতা ও প্রিয় এবং কেহই তাঁহাকে সৃজন করেন নাই। তাই তাঁহার এক নাম স্বয়ম্ভু। তিনি একবার নিজের একটি মন্তক ছেদন করিয়া, নিজেই উহা ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি কপালী নামে বিদিত হন। লোক সমুদয় তাঁহাইতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, তাই তাঁহার একনাম মহেশ্বর। অতি বৃহৎ ও সর্বপ্রকাশ বলিয়া এবং চরাচর জগৎ তাহা হইতেই ব্রহ্মকে লাভ করে, তাই তাঁহার একনাম ব্রহ্ম। শিব-সনৎ-৬, ৭। (৬) আমাদের এই পৃথিবীর লক্ষ-বোজন উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, তাহার দ্বিগুণ দূরে বিষ্ণুলোক, এবং বিষ্ণুলোকের কোটি

যোজন দূরে শিব লোক । শিব-সনৎ-১১ । (৭) বিভিন্ন মূর্তিতে জগৎ-পতি শিব বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া লোকের হিত সাধন করিতেছেন । ঐন্দ্রি নামে তাঁহার প্রথমামূর্তি ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন । দক্ষিণা নামে দ্বিতীয়া মূর্তি যমকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণদিকে সহস্র কার্যে ব্রতী রহিয়াছেন । তাঁহার তৃতীয়া মূর্তি বরুণকে আশ্রয় করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন । তাঁহার চতুর্থ মূর্তির নাম বরদা । এই মূর্তি কুবেরকে আশ্রয় করিয়া উত্তর দিকে অবস্থানপূর্বক সৰ্ব্বজীবের সুখ সম্পাদন করিতেছেন । শিবের পঞ্চমী মূর্তি কপিলরূপে পাতালে তপস্তা করিতেছিলেন এবং বৈষ্ণবী নামক বষ্টি মূর্তি বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভে অবস্থান করিতেছেন । এতদ্বিধি তাঁহার আরও এক মূর্তি আছে । সেই মূর্তি সমুদয় জীবের সুখ-প্রদাতা, উপাধিশূন্য ও জ্ঞানস্বরূপ । জরামরণ-শক্তি জীবগণ সৰ্ব্বদা তাঁহার সেই মূর্তিরই আরাধনা করে । শিব-সনৎ-১৪ । (৮) দাক্ষায়িনী দেহত্যাগ করিলে শিব তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কঠোর তপস্তা অবলম্বন-পূর্বক অরণ্য, নদীতীর, পর্বতগুহা প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার তপস্তার তেজে বৃক্ষাদি সকল দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল ।

সেই অধুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার কারণ জানিবার এবং কি উপায়ে এই আকস্মিক উৎপাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ব্রহ্মা বলিলেন যে, মহাদেবের তপস্তার তেজেই এইরূপ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে । চন্দ্রশেখর মহাদেব চন্দ্রহারা হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মনে অশান্তি হইয়াছে এবং এই সমুদয় সেই মহাদেবেরই নানসিক অশান্তির ফল । চন্দ্রকে লইয়া পুনরায় মহাদেবের নন্তকে স্থাপন করিলেই তাঁহার অশান্তি দূর হইবে এবং তাহা হইলে ঐ সকল উপদ্রবও বিদূরিত হইবে ।” এই কথা বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ চন্দ্ররূপ মণিধারা দুইটি কুম্ভ পূর্ণ করিলেন—একটি অমৃত পূর্ণ, অপরটি বিষপূর্ণ । অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই কুম্ভদ্বয়সহ শিবের নিকট উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা শিবকে স্তোক-বাক্যে প্রসন্ন করিয়া, ঐ কুম্ভদ্বয় গ্রহণ করিতে বলিলেন । শিব তাঁহাদের স্তোকবাক্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, প্রথমে অমৃতপূর্ণ কুম্ভটি গ্রহণ করিলেন । তাহাতেই চন্দ্র রেখামাত্রে পরিণত হইয়া তাঁহার মস্তকদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহেশ্বর নিজ মধ্যমা অনুলীধারা বিষপূর্ণ কুম্ভ স্পর্শ করিয়া সেই অনুলী কণ্ঠ-

দেশে লেপন করিলেন । তাহাতেই তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গেল । তদবধি মহেশ্বর মস্তকে চন্দ্র এবং কণ্ঠদেশে বিষ ধারণ করিয়া যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হইলেন । শিব-সনৎ-২৮ । (২) মহাদেব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত আছেন । তিনি বারাণসাতে মহাদেব ; প্রয়াগে মহেশ্বর ; নৈমিষক্ষেত্রে দেবদেব ; গয়াতীর্থে প্রপিতামহ ; কুরুক্ষেত্রে কালেশ ; প্রভাসে শশিভূষণ ; পুষ্করে অয়োগন্ধ ; বিমলেশ্বরে বিশ্ব ; অট্টাশাসে মহানাদ ; মরুকাটে মহোৎকট ; শঙ্কুর্গে মহাতেজ ; গোকর্ণে মহাবল ; রুদ্রকাটাতে মহাযোগী ; গুলেশ্বরে মহালিঙ্গ ; অবন্তীতে মহাকাল ; মধ্যনেশ্বরে শর্ক ; কেদারে ঈশানদেব ; হিমালয়ে রুদ্র ; সর্বগক্ষে সহস্রাক্ষ ; বৃষে বৃষভধ্বজ ; কনখলে উগ্র ; তদ্রূপে হ্রদে শিব ; ভৈরবে ভৈরবাকার, তদ্রূপে তদ্রূপে দেবদাক্ষবনে ভিন্ন ; কতিজঙ্গলে চণ্ড ; সুরগে উর্দ্ধকেতু ; মঙ্গলভাণ্ডে কপদী ; রুত্তিবাসে বরদ ; আম্রাঙ্কি-কেশবে স্কন্ধ ; কালজ্বরে নালকণ্ঠ ; মণ্ডলেশ্বরে ত্রীকণ্ঠ ; ধ্যানসিন্ধেশ্বরে যোগ ; উত্তরেশ্বরে গায়ত্রী ; কাশ্মীরে বিজয় ; মরুদেশে জয় ; যমত্যাগে স্থাপু ; করবীরকে কাপিল ; কাম্যাবতারে লগুড়ি ; দেবিকান্ধ উমাপাত ও হরি-

শঙ্কর ; পুরচন্দ্রে শঙ্কর ; কালেশ্বরে জটিল ; কুরুটেশ্বরে সৌম্য ; সক্ষায় তাম্রক ; বদরীতে ত্রিলোচন ; জলেশ্বরে ত্রিশূল ; ত্রিশৈলে ত্রিপু-রাস্তক ; লেপনে পশুপতি ; অশ্বেশ্বরে দাপ্ত ; গঙ্গাসাগরে অমর ; অমর-কণ্টকে ওঙ্কার ; সপ্ত গোদাবরীতে ভীম ; পাতালে হাটকেশ্বর ; কর্ণিকারে গণাধ্যক্ষ ; কৈলাশে ত্রিপু-রাস্তক ; হেমকুটে বিরূপাক্ষ ; গন্ধ-মাদনে ভূভূব ; দ্বিভূমিশ্বরে অনল ; স্থলেশ্বরে জললিঙ্গ ; ভূতেশ্বরে গণা-ধ্যক্ষ ; কিরাতকে কৈরাত ; বিদ্যা-চলে বারাহ ; গঙ্গাহ্রদে হিমস্থান ; বড়বা-মুখে নানব ; তীর্থে শ্রেষ্ঠিকোটিশ্বর ; ইষ্টকাপথে বিশিষ্ট ; কুরুস্থপুর্বে প্রহাস ; এবং লঙ্কায় অলকেশ্বর । শিব-সনৎ-৩১ । (১০) দেবাসুর নিলিত হইয়া ক্ষারোদ-সাগর মত্তনকরিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে তাহা হইতে প্রলয়ান্নির জন্ম ভয়ঙ্কর বিষ উদ্ভিত হইল । তাহা দেখিয়া দেবগণ, অসুরগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ব্রহ্মা প্রতি-কারের অস্ত্র কোনও উপায় না দেখিয়া মহেশ্বরের ডব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহার সন্তুখে প্রাহুভূত হইলেন । তখন ব্রহ্মা মহেশ্বরকে জগতের হিতের মিমিত্ত ঐ বিষ পান করিতে অনুরোধ করিলেন । ব্রহ্মা ও অন্তান্ত দেবগণের

সমবেত প্রার্থনায় শিব তাহাতেই সম্মত হইয়া, সেই ভয়ঙ্কর বিষ পান করিলেন। সেই উগ্র বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিল। চরাচর বিশ্বের মঙ্গলের জন্ত মহাদেব ঐ কাল কুট কণ্ঠে ধারণ করাতে দেবাসুরগণ নির্ভয় হইয়া নানারূপে তাঁহার স্তুব করিতে লাগিলেন। শিব-সনৎ-৫১। (১১) একবার প্রজাপতি দক্ষ ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। দক্ষকে দেখিয়া তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার যথোচিত সৎকারাদি করিলেন। মহাদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু দক্ষকে কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাহাতে দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে প্রভূত ঔৎসনা করিলেন এবং পরে সমাগত অগ্ন্যগ্ন ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে, যদিও শিব তাঁহার জামাতা, তথাপি তিনি বেদাচার বিরুদ্ধ ও দুঃশীল বলিয়া, তিনি তাঁহাকে যজ্ঞ বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে কনখল তীর্থে প্রজাপতি দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে সমুদয় দেব, ঋষি প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল শিবকে কোনও সংবাদ প্রদান করিলেন না। শিবকে তথায় উপস্থিত না দেখিয়া, সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন

এবং শিবকে নিমন্ত্রণ না করা যে অতিশয় অমুচিত হইয়াছে, সেই কথা বলিয়া দ্বীপী মুনি দক্ষকে অমুযোগ দিতে লাগিলেন। দক্ষ তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি ব্রহ্মার অমুরোধে শিবকে কন্তা সম্প্রদান করিয়াছেন, তথাপি শিবের প্রতি তাঁহাব কোনও স্মৃতি নাই। তিনি জানেন যে শিব অকুলীন, ভূত, প্রেত ও পিশাচদিগের পতি, অতি দুর্জয়, আত্মাভিমাত্রী, মৃত ও মৎসর। সেইজন্যই তিনি শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। এদিকে লোকমুখে শিবানী সতী, দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিলেন এবং কেন যে তাঁহার পিতা দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা বৃত্তিতে না পারিয়া, শিবের নিকট হইয়া প্রশ্ন করিলেন। এবং সতী ইহাও বলিলেন যে, দক্ষ শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ না করিলেও, তাঁহাদের সেই যজ্ঞে গমন করা উচিত, কারণ দক্ষ তাঁহাদের 'গুরুজন'। শিব কিন্তু সতীর কথা অমুমোদন করিলেন না। তিনি সতীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, দক্ষ যখন তাঁহাদিগকে অমুপযুক্ত লোক বিবেচনায় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন অনাহূত ভাবে তাঁহাদের কাহারও যজ্ঞে গমন করা উচিত হইবে না। সতী শিবের বাক্য যথার্থ বলিয়া বৃত্তিতে পারিলেনও

কেন যে দক্ষ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা স্বয়ং অবধারণ করিবার জ্ঞান, যজ্ঞে যাইবার জ্ঞান বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শিব একান্ত অনিচ্ছার সহিত সতীকে গমন করিতে অস্বমতি দিলেন। সতী তথায় গমন করিয়া দক্ষমুখে পতিনিষ্ঠা শ্রবণপূরক দেহত্যাগ করিলেন। সেই সংবাদ যখন শিবের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় মস্তকের জটা হইতে বীরভদ্র নামক এক অতি ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ু হইতে কোটি কোটি ভূতগণ পরিবৃতা মহাকালীর আবির্ভাব হইল। তদ্বিল্প তাঁহার ক্রোধান্বিত হইতে একশত অর ও ত্রয়োদশ সান্নিপাতের উদ্ভব হইল। ক্রোধারক্ত-লোচন মহেশ্বর তখন তাহাদিগকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জ্ঞান প্রেরণ করিলেন। তাহার দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, যজ্ঞে উপস্থিত দেব ও ঋষিগণের উপর অশেষ উৎপীড়ন এবং সর্বোপরি দক্ষেরও প্রাণ-বিনাশ করিল। তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, ব্রহ্মা শিবসকাশে গমনপূরক বিবিধরূপে তাঁহার স্তুত্ব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তুত্বে সন্তুষ্ট হইয়া শিব দেবগণের প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় সমুদয় ঋতনা অবলোকন করিয়া, শিব

অতিশয় কৌতুক অনুভব করিলেন। পরে শিবের আদেশে দক্ষের মস্তক-বিহীন দেহ আনীত হইলে, শিব এক পশুর মস্তক দক্ষদেহে যোজিত করিয়া দিলেন। তখন দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং শিবকে সমুখ্বে দর্শন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া, তাঁহার যথোচিত সংকার করিলেন। শিবও প্রত্যুত্তরে দক্ষকে নানাবিধ সত্বদেশ প্রদানপূরক কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বল্প-মাহে-কেদা-২-৫। (১২) দেবগণের প্রার্থনায় শিবলিঙ্গ বহুধা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সত্যলোকে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ ; বৈকুণ্ঠে সদাশিব ; অমরাবতীতে অমরেশ্বর ; বরুণালয়ে বরুণেশ্বর ; যমালয়ে কালেশ্বর ; নৈঋতে পুরে নৈঋতেশ্বর ; বায়ুলোকে পবনেশ্বর ; মৃত্যুলোকে কেদার ও অমরেশ্বর ; নন্দাদ তটে ওকার ও মহাকাল ; কাশীধামে বিশ্বেশ্বর ; প্রয়াগে ললিতেশ্বর ; ব্রহ্মাচলে ত্রিষক ; কলিতে ভদ্রেশ্বর ; গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর ; সৌরাষ্ট্রে সোমেশ্বর ; বিদ্যাচলে সর্বেশ্বর ; ত্রিশৈলে শিখরেশ্বর ; কাশ্মিরে অমলনাথ ; সিংহলে সিংহনাথ, বিরূপাক্ষ, কোটীশ্বর, ত্রিপুরা-স্বক, ভীমেশ, অমরেশ্বর ও ভোগেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর। স্বল্প-মাহে-কেদা-৭। (১৩) শিব যখন পার্বতীকে

বিবাহ করিবার জন্ত গমন করেন, তখন প্রমথগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার অনুগমন করেন। গণনাযকগণ ভীষণ-কৃতি চণ্ডীকে অগ্রবর্তী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। সেই চণ্ডী কর্কটক নাগকে হাররূপে এবং বৃশ্চিক ও দংশকদিগকে পদকরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্বির দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্ত শঙ্কর যাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শিবের বিবাহ কালে পঞ্চবিধ বায়ু বাজিতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মধ্বনী ও গীতধ্বনী হইতে লাগিল। মহিলারা বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া আসিয়া কলসবারি দ্বারা সদাশিবকে স্নান করাইতে করাইতে মঙ্গল সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। স্নান সমাপন হইলে, শিব নানারূপ অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া সভানুপে প্রবেশ করিলেন। তিনি মন্তকে মুকুট পরিধান করিয়াছিলেন এবং ছত্রধর তাঁহার মন্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিল। তিনি যখন সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া যজ্ঞমণ্ডপে নির্দিষ্ট পীঠে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর মেনকা স্বীয় সখীগণ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে নীরাজনা সম্পন্ন

করিলেন। অতঃপর মধুপর্কাদি যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তদনন্তর ব্রহ্মার প্রেরণায় পুরোহিত বহুবিধ মাস্তুলিক কার্য সম্পন্ন করিলেন। পার্কতীকে অন্তর্কোদিকায় আনয়ন করা হইল। বাচস্পতি প্রমুখ পুরোহিতগণ বিবাহের লম্বকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গর্গ মুনি ঘটিকা গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যেই মাত্র ঘটিকা পূর্ণ হইল অমনই তিনি ‘ঐ পুণ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বধূকে অঞ্জলি প্রদান করাইলেন। পার্কতী দধি, অক্ষত, কুশাদি দ্বারা মহেশ্বরের অর্চনা করিলেন। অনন্তর শঙ্করও ঐরূপে পার্কতীর অর্চনা করিলেন। অনন্তর আচার্য্য গর্গের অনুমোদন ক্রমে হিমাচল মেনকার সহিত একযোগে কন্যা সম্প্রদান করিতে উত্তত হইলেন। হিমাচল বলিলেন, “আনি অস্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাত্মা গর্গের সহিত মিলিত হইয়া, দেবদেব শূলপাণির হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেছি। অতএব আপনারা এতবিলম্বক মন্থাদি প্রয়োগ করুন।” হিমাচলের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়া উঠিলেন, “এই ত শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, হে মহেশ, তোমার গোত্র ও কুল বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়া বল।” কিন্তু মহাদেব তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ

করিয়াও নিরুত্তর রহিলেন। মহেশ্বরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, দেবর্ষি নারদ হস্তপূর্বক বীণা বাজাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দেব-ঋষি-গন্ধর্বাди পরম আশ্চর্য্যাম্বিত বোধ করিলেন এবং হিমবান্ নারদকে বীণা বাজাইতে নিষেধ করিলেন। নারদ হিমাচলের বাক্যে উত্তর দিলেন, “আপনি যে দেবদেবকে স্বীয় গোত্র-প্রবরাদি বলিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহার গোত্র বা কুল সকলই এই নাদ। তিনি নাদেই প্রতিষ্ঠিত এবং নাদও তাঁহাতে অবস্থিত।” নারদের এই বাক্যে উপস্থিত সকলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। অতঃপর হিমাচল “হে পরমেশ্বর, তোমাকে আমি এই কণ্ঠা সম্ভদান করিতেছি, তুমি ইহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর,” এই বলিয়া ভগবান্ রুদ্রের করে পার্শ্বতীকে সম্ভদান করিলেন। অনন্তর দম্পতিকে অন্তর্বেদী হইতে বহির্বেদিতে আনয়ন করা হইলে হোমক্রিয়া আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে দশনবেদী বিচক্ষণ ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে হোমক্রিয়া সমাপন হইলে উপস্থিত দেবপত্নী ও ঋষিপত্নীগণ শঙ্করের নীরা-জনা করিলেন। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞগণ মনোহর সঙ্গীতলাপ করিতে লাগিলেন হিমাচল জামাতাকে বহুমূল্য রত্নরাজি

উপহার প্রদান করিলেন। অনন্তর শিবকে পুরোবস্ত্রী করিয়া দেবগণ আনন্দিত মনে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমথ-গণ, পর্বতগণ প্রভৃতি সকলেই এক যোগে আহার করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রপাল, বেতাল, শাকিনী, ডাকিনী, যক্ষিণী প্রভৃতিও ভোজন করিয়া আনন্দিত মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর পরস্পর আদর আপ্যায়ন সম্ভাষণাদি সমাপ্ত হইলে, শিব পার্শ্ব-তীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২৫-২৭। স্বন্দ-মাহে কুমা-২৫, ২৬। (১৪) যুগে যুগে মহাদেব জগতের হিতের নিমিত্ত যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল শিবাচার্য্য-দিগের নাম নিয়ে দেওয়া হইল—(ক) শ্বেত, সুতার, দমন, সুহোত্রী, কক, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, ঋষভ, ভৃগু, অত্রি, বালি, গৌতম, বেদশিরা, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাক্সলী, শ্বেত, শূলী, দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্মা ও নকুলী। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। (খ) শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, ককন, যোগীন্দ্র, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, দধিবাহ, ঋষভ, ভৃগু, উগ্র, অত্রি, বালি, গৌতম, বেদশীর্ষী, গোকর্ণ, শিখণ্ডক, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাক্সলী, মহাযাম, যুনি, শূলী, পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্মা, ও নকুলীশ্বর।

কুর্ধ-পু-৫২। (গ) রুদ্র, স্তুতার, তারণ, স্তুহোজ, ককণ, লোকাঙ্কা, মহামুনি, জৈগিষবা, দধিবাহন, ঋষভ, ধর্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডী, গুহাবাসী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাক্সী, সংঘনী, শূলী, তিষ্ঠী, জুড়ীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০। ব্যাস দেখ। (১৫) শিব ব্রহ্মার ললাট হইতে উৎপন্ন হইলেন। মহাভা-শাস্তি-৩৫১। (১৬) মহাদেব বহুমূর্তি ও বহুরূপধারী। তাঁহার মূর্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার এক মূর্তি অতিভীষণ, আর এক মূর্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্তিষয় আবার নানাবিধ মূর্তিতে বিভক্ত। ভীষণ মূর্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এই ত্রিবিধ। সোম্য মূর্তি ধর্ম, সলিল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উহার অর্দ্ধাংশকে অগ্নি এবং অপর অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্তন করেন। তাঁহার সোম্যমূর্তি ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান এবং ভীষণমূর্তি জগতের সংহার করিয়া থাকেন। তিনি মহান ও ঈশ্বর বলিয়া মহেশ্বর; তাঁক, উগ্র, প্রবল-প্রতাপ, জগতের দহনকর্তা, এবং শোণিত-মিশ্র মজ্জা-নাংক, ভক্ষক বলিয়া রুদ্র; দেবগণের মধ্যে মহান, অপরি-সীম বিষয়ের অধিকারী এবং বিশ্ব-সংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মহাদেব; ধ্বংসরূপী বলিয়া ধ্বংসী; মহাশয়গণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত

বিবিধ কর্মের দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া শিব; স্থির, স্থিরলিঙ্গ এবং স্বয়ং উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করেন বলিয়া স্থাগু; স্বাবর-জন্মানায়ক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া বহুরূপ; বিশ্বদেব-গণ তাঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া বিশ্বরূপ এবং পশুদিগের অধিপতি হইয়া, সতত তাহাদের প্রতি-পালন ও তাহাদের সহিত বিহার করেন বলিয়া, পশুপতি নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু স্বরূপ। তিনি সমস্ত লোকেই অভিলষিত বস্তুসকল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বরূপী, মহৎ, সর্ব-জ্ঞোষ্ঠ ও দেবগণের আদি। তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি প্রতি নিয়ত লোকের শুভাশুভ কার্যে নিয়ত রহিয়াছেন। সমুদয় ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার অধিকার রহিয়াছে, বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন এবং যাতনীয় মহৎ বিষয়ের অধিকারী বলিয়া মহেশ্বর বলেন। সমুদ্র মধ্যস্থ বড়বামুখ তাঁহারই আনন-স্বরূপ। মহাভা-অনুশা-১৬১। (১৭) কোনও সময়ে মহেশ্বর সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অমর, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি-পুষ্পসমায়ুক্ত অতি রমণীয় পুণ্য-

শ্রম হিমালয় পর্বতে তপস্তা করিয়া-
ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার নিকট
যে সমুদয় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে
কেহ বিকটাকার, কেহ দিব্য মূর্তি, কেহ
বা অতি কদাকার। তাহাদের মধ্যে
কেহ কেহ নানাবিধ পশুর আকৃতি-
বিশিষ্ট ছিল। তিনি যে আশ্রমে বাস
করিতেন, তাহা নানাবিধ দিব্যগন্ধে
আমোদিত থাকিত। ফলতঃ তাঁহ'র
তপঃপ্রভাবে ঐ পর্বতের শোভার আর
পরিসীমা ছিল না। একদিন মহাদেব
সেই পর্বতে উপবিষ্ট আছেন, এমন
সময়ে পার্শ্বতী সমুদয় তীর্থের জলপূর্ণ
স্বর্ণময় কলসক্ষে বহন করিয়া, মহা-
দেবের নিকট আগমনপূর্বক, পরিহাস-
চ্ছলে স্বীয় করতল দ্বারা শঙ্করের নেত্র-
দ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন। মহাদেবের
নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত হওয়া মাত্র, সমুদয়
ভগৎ অন্ধকারে মগ্ন হইল এবং হোম
ও বশটকার লোপ পাইল। সকলের
মনই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন
সহসা মহাদেবের ললাট দেশে এক
যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ নেত্র
সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র নির্গত জ্যোতিঃ
দ্বারা সমদয় অন্ধকার মুহূর্ত্তকালের মধ্যে
দূরীভূত হইল এবং ঐ জ্যোতিতে হিমা-
লয় পর্বত দগ্ধ হইতে লাগিল। পর্বত-
বাসী পশুসকল শব্দাকুল হইয়া মহাদেবের
শরণাপন্ন হইল। ক্রমে সেই নেত্রসমূহ, ত,
আদ্যশ-আদিত্য সন্নিভ, যুগান্তকালীন

দহন সদৃশ হতাশন, গগন স্পর্শী হইয়া
ক্ষণকালের মধ্যেই বিবিধ ধাতু, বনো-
যধি প্রভৃতি সহ, হিমাচলকে ভস্মসাৎ
করিয়া ফেলিল। শৈলরাজপুত্রী পার্শ্বতী
পিতা হিমালয়ের ঐ দুরবস্থা দেখিয়া
অতি কাতরভাবে শঙ্করের নিকট
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন
শঙ্কর পার্শ্বতীকে কাতর দেখিয়া
পুনরায় প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে, হিমাচলের
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই
পর্বতরাজ পূর্বের জায় প্রকৃতিস্থ ও
রমণীয় হইয়া উঠিলেন। এই অত্য-
দুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, পার্শ্বতী
শিবকে তাঁহার ললাট হইতে অগ্নি-সদৃশ
তৃতীয় নেত্র সমুদ্ভবের কারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন। মহেশ্বর বলিলেন যে, পার্শ্বতী
অজ্ঞানতা নিবন্ধন হস্তদ্বারা তাঁহার নেত্র-
দ্বয় আবৃত করাত, সমুদয় লোক আলোক
বিহীন বিনষ্টপ্রায় হয়। তাহা দেখিয়া
লোক সকলের রক্ষার নিমিত্তই তাঁহার
ললাট হইতে তৃতীয় নেত্রের উদ্ভব হইয়া
ছিল। সেই নেত্রের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতেই
হিমালয় দগ্ধীভূত হইয়াছিল। কেবল
পার্শ্বতীর প্রীতির জন্ত তিনি হিমাচলকে
পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। মহাভা-
অনুশা-১৪০। (১৮) ব্রহ্মা সর্বরত্নের
সারহইতে তিলোত্তমা নামে যে
পরমামুন্দরী কণা সৃষ্টি করেন, সেই
কামিনী একবার শিবকে প্রলোভিত
করিবার জন্ত, তাঁহার চতুর্দিকে ভ্রমণ

করিতে লাগিল। তখন শিব তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া, যেদিকে সেই কন্তা গমন করিতে লাগিল, সেই দিকেই যোগবলে এক এক বদন সৃষ্টি করিলেন। এই ভাবে তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার জন্তই মহেশ্বর চতুর্মুখ হন। তিনি পূর্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন করেন, উত্তর-মুখ দ্বারা পার্বতীর সহিত ক্রৌড়া করেন, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সম্পাদন এবং ভয়ঙ্কর দক্ষিণ মুখ দ্বারা ভীষণের সংহার সাধন করিয়া থাকেন। সমুদয় লোক সাধারণের হিতের নিমিত্ত তিনি ভটল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্যসাধনায় পিনাক-পাণি হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র এক বার তাঁহারই শ্রীলভার্থ শিবের প্রতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে শিবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। বাসযোগ্য পবিত্র স্থানের অন্বেষণে সনাত পৃথিবী পর্যটন করিয়াও আশানুপেক্ষা পাবিত্র্যের কোনও স্থানই তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয় ভূতগণ আশানেই অবস্থান করিয়া থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থ বাস করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হয় না। তিনি তজ্জন্ত আশানে বাস করিয়া থাকেন। মহাভা-অমুশা-১৪১।

(১২) দেবী পার্বতীর প্রেরণ উত্তরে

তাঁহাকে ধর্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে তাঁহার অমুষ্ঠান করিবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম কি; কোন ধর্ম সমুদয় বর্ণের হিতকর; ঋষিগণের ধর্ম কি; শ্রেষ্ঠাচারী ও গৃহীগণের ধর্ম কি; কি কর্মফলে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বর্ণান্তর লাভ করে; কোন কার্যের দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে; নারী ধর্ম কি প্রভৃতি বিষয়ে মহাদেব পার্বতীকে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া-ছিলেন। মহাভা-অমুশা-১৪১-১৪৬।

(২০) মহাদেব বৃষভবাহন কেন, তাহার বিবরণ ১১৬ঃ পৃষ্ঠায় আছে। (২১) ইন্দ্রাদি দেবগণকে দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে দেওয়া, পার্বতী শিবকে, কেন তিনি তথায় গমন করিতেছেন না এবং তথায় যাঁইবার তাঁর কোনও বাধা আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, পূর্বে যজ্ঞভাগ স্থির করিবার সময়ে, দেবগণ তাঁহার জন্ত কোনও ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। সেই জন্ত কেহ যজ্ঞ করিলে, তাঁহাকে নিম্ন-স্থগ করেন না। পার্বতী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শিব পার্বতীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যোগবলে দক্ষযজ্ঞ স্থলে গমন করিলেন এবং অমুচরণ সহ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের

অমৃতচরণের উৎপীড়নে যজ্ঞ যুগরূপ ধারণ করিয়া, গগন পথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহা দেখিয়া ধনুঃশর গ্রহণপূর্বক যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ঐ ভাবে যজ্ঞের অনুসরণ করিবার সময়ে, শঙ্করের ললাট হইতে ঘনাবিন্দু ভূতলে পতিত হইল এবং তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রথমে কালাগ্নি সদৃশ তত্বাশন ও তৎপরে সেই তত্বাশন হইতে এক ত্র্যম্বকায় কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাধরধারী, লোহিত নেত্র, হরিৎ-শৃঙ্গ, শোন ও উলূকের ন্যায় লোমশ শরীরবিশিষ্ট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই যুগরূপী যজ্ঞকে ভাস্মসাৎ করিয়া অস্ত্রাস্ত্র ঋষি ও দেবগণের প্রতি অভিমান করিলেন। তদুদ্বোধে চরাচরে হতাকার ধনৌ উখিত হইল। তখন পিতামহ ত্রক্ষা লোকের এই সমূহ বিপদ দেখিয়া, নানা স্তোকবাক্যে মহাদেবকে ক্রোধ সংবরণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “অগ্ন্যবধি দেবগণ আপনাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিবেন। আপনার ঋদবিন্দু হইতে যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি জর নামে বিদিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন। কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থান করিলে পৃথ্বী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অতএব আপনি এই

তেজোরাশি বহুঅংশে বিভাগ করুন ত্রক্ষার এই কথা শুনিয়া এবং বিশেষ-বৃত্তঃ ভবিষ্যতে দেবগণ আর তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না জানিয়া, দেবদেব প্রীত হইয়া শান্ত-ভাবে অবলম্বন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর জরকে নানাভাগে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরোবেদনা; পর্কতের শিলা; সলিলের শৈবাল; সর্পের কঙ্ক; গো-সমুদায়ের পাদ-রোগ; ধরিত্রীর উন্নয়ন; পশুদিগের দৃষ্টি প্রতিরোধ; অশ্বের গলরোগ; নয়রের শিখাভেদ; কোকিলের নেত্ররোগ; নেষের পিত্তভেদ; শুকের হিকা এবং শাদ্দুলের শ্রমই ঐ নানা ভাগে বিভক্ত জর। এতদ্ভিন্ন স্বনাম পরিচিত জরও জন্ম, মৃত্যু ও অস্ত্রাস্ত্র সময়ে মানবগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। মহাতা-শাস্তি-২৮৩। (২২) দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে শিব-প্রিয়া পার্কীতী একান্ত দুঃখিতা হইলেন এবং শিব সকাশে তজ্জন্ম বিশেষরূপ বেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রথমে শঙ্কর পার্কীতীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন যে যদিও দক্ষ মুখতাবশতঃ তাঁহাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তথাপি তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মগণের উপাশ্র, এবং সকল যজ্ঞের ঈশ্বর। পার্কীতী কিন্তু শিবের এই বাক্যে

সাহসনা লাভ করিতে পারিলেন না । বরঞ্চ পরিহাস করিয়া বলিলেন যে, নিজপত্নীর সমক্ষে ঐরূপ আত্মপ্রকাশ অতি সাধারণ লোকও করিতে পারে । তখন ভগবান্ পিনাকপাণি পার্শ্বতীরা বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত নিজ বদন হইতে এক অতি মহা ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃজন করিলেন । ঐ পুরুষ বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইল । মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি অবিলম্বে যাইয়া দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কর ।” শিবাদেশে বীরভদ্র যজ্ঞ-ধ্বংস কার্য্যে গমনোত্তোগ করিলে দেবীর ক্রোধসম্বৃতা ভীষণ মূর্ত্তি-ধারিণী মহাকালী, সেই বীর পুরুষের অমুগামিণী হইলেন । সামুচর বীরভদ্র অতঃপর যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া সমুদয় লণ্ডভণ্ড করিতে আরম্ভ করিলে দক্ষ বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিরত হইতে অমুরোধ করিতে লাগিলেন । তখন বীরভদ্র বলিলেন যে, তিনি শিবাদেশেই যজ্ঞ ধ্বংস করিতে উপস্থিত হইয়াছেন । দক্ষ যদি নিজ মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন শূলপাণির শরণাপন্ন হন । তখন দক্ষ অনন্যোপায় হইয়া নানারূপে সেই দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন । তখন মহেশ্বর সন্তোষেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, “আমি প্রীত হইয়াছি । এক্ষণে আপনার কি উপকার করিব ।” দক্ষ প্রার্থনা

করিলেন যে, শিবামুচরগণ কতৃক যে সমুদয় দ্রব্য দক্ষ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় যেন বিকল না হয় । মহেশ্বর বলিলেন, “তাহাই হইবে ।” অতঃপর শিব দক্ষকে নানারূপ প্রবোধ প্রদান-পূর্ব্বক নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । মহাভা-শান্তি-২৮৪, ২৮৫ । বীরভদ্র দেখ । (২৩) মহাদেব ব্রহ্মার নিকট হইতে এক অধর্ম্ম-নিবারক অসি প্রাপ্ত হন । (১১৬১ পৃঃ দেখ) । সেই অসি গ্রহণ করিয়াই তিনি রূপাস্তর গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্ভূজ হইলেন । তাঁহার মস্তক সৃগাকে স্পর্শ করিল । তাঁহার পরিহিত কৃষ্ণাজিন উজ্জল তারকানিচয়ে শোভিত হইতে লাগিল । তাঁহার বদনকণ্ঠ হইতে নানাবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল । তাঁহার ললাটস্থ নেত্র ভাস্করের স্তায় সমুজ্জল এবং অপর নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল । অনন্তর সেই অসি ও তদনুরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া, ভূতনাথ দানবকুল ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন, হতাহত করিয়া, নিজ ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরম মঙ্গলময় শিব-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন । অনন্তর মহেশ্বর ধর্ম্ম রক্ষার হেতু ভূত ব্রহ্ম-দত্ত সেই মহা খড়্গ বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন । বিষ্ণুর নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া, মরোচি

মুনি মহর্ষিগণকে সেই ঋণ প্রদান করেন এবং মহর্ষিগণের নিকট হইতে ইন্দ্র তাহা প্রাপ্ত হন। লোকপালগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্য পুত্র মনুকে প্রদান করেন। মনু তাহা নিজ পুত্র কুপকে প্রদান করেন। মহাভা-শাস্তি ১৬৬। মনু, নরক ও রবু দেখ। (২৪) মহাদেব এক-বিশতিজন প্রজাপতিদের অন্ততন। মহাভা-শাস্তি-৩৩৫। (২৫) মহাদেব দক্ষ-রজ্জ্ববিনাশ করাতে, ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতি তপস্তা দ্বারা ক্রোধের ললাটে একটিনেত্র উৎপাদন করেন। তদ্বিন্ন শিব যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্ত দীক্ষিত হন, তখন ভৃগু-নন্দন নিজ মন্তক হইতে একটি জটা উৎপাটনপূর্ব্বক শিবের প্রতি নিক্ষেপ করেন। সেই জটা হইতে সর্প সমূহ উৎপন্ন হইয়া, শিবকে বারংবার দংশন করিতে থাকে। সেই ভুজগ-গণের দংশন জনিত বিষের প্রভাবেই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া যান। মতান্তরে স্বায়মুখ মনুষ্যন্তরে নারায়ণ নিজ হস্তদ্বারা শিবের কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তৎকর্ত্তাই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া যান। মহাভা-শাস্তি-২৪৩। (২৬) পুরাকালে প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া জাবিকা-লাভের নিমিত্ত দক্ষের শরণাপন্ন হন। দক্ষ প্রজাগণকে জাবিকার জন্ত তাহার শরণাপন্ন হইতে দেখিয়া, নিজে প্রথমে

অমৃত পান করিলেন। ঐ অমৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হওয়াতে দক্ষ উদগার দিলেন। সেই উদগার হইতে সুরভী ধেমু উৎপন্ন হইল। সুরভী উৎপন্ন হইয়া কপিল গাভীদিগকে সৃষ্টি করিল। ঐ কপিলা গণের দুগ্ধই প্রজাগণের জীবনধারণের পরম উপায় স্বরূপ হইল। একদা নাহস্তন্তপারী সুরভী-বৎসদিগের মুগ্ধভ্রষ্ট ফেন মহাদেবের শিরে পতিত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব ললাটনেত্র দ্বারা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সেই দৃষ্টিপাত ফলে কপিলাগণের বর্ণ নানা প্রকার হয়। তখন দক্ষ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন—“তুমি বৎস-গণের মুগ্ধ-পরিভ্রষ্ট ফেন নিজ শিরে পতিত হওয়াতে যে ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহা উচিত হয় নাই। গো-সমুদয়ের মুগ্ধভ্রষ্ট কোনও দ্রব্য উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা বিশ্বসংসার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অতএব তুমি ক্রোধ সঞ্চয় কর।” এই কথা বলিয়া দক্ষ মহাদেবকে কতকগুলি গাভার সহিত একটি বৃষভ প্রদান করেন। দক্ষের কথায় এবং গাভা ও বৃষভগুলিকে প্রাপ্ত হইয়া মহাদেব পরম পরিতুষ্ট হন এবং সেই বৃষভকে নিজ বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করেন। তদবধি মহাদেব বৃষভধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তদ্বিন্ন ঐ সময়ে দেবরাজ

একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতিরূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন বলিয়া, মহেশ্বর গোসমুদয়ের অধিপতি বলিয়াও পরিগণিত হন। মহাভা-অনুশা-৭৭। (২৭) দক্ষ একবার যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া শিবের যজ্ঞভাগ নির্দেশ করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব সেই যজ্ঞকে শরবদ্ধ করেন। তিনি বেগে যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া ভগের নেত্র উৎপাটন, পদাঘাত দ্বারা পুষার দস্ত তথ্য ও আরও নানারূপে অত্যাচার দেবগণকে নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। মহাদেবের ঐ ভীষণ কার্য্যে দেবগণ ভীত হইয়া, কম্পিত কলেবরে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে মহাদেবের ক্রোধ শান্তি হইলে, দেবগণ তাঁহার নিমিত্ত উত্তম রূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। পূর্বে অসুরদিগের লোহ, রজত, স্বর্ণ নিষ্পিত তিনটি পুরী ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অসুর পুরী ধ্বংস করিতে না পারিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহেশ্বর তখন বিভিন্ন দেবগণকে বিভিন্ন অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং পর্বত-ত্রয় সংযুক্ত ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া অসুরদিগের সেই পুরত্রয় ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সহস্রা পঞ্চাশাযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া, পার্বতীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। দেবরাজ তাহা দেখিয়া

ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উত্তত হইলেন। কিন্তু শিব ইন্দ্রের সেই বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। তখন অত্যাচার দেবগণ তাঁহার স্বরূপ বৃত্তিতে পারিয়া, নানারূপে তাঁহার ও পার্বতীর সন্তোষ বিধান করিলে, ইন্দ্রের বাহু পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। মহাভা-অনুশা-১৬০। (২৮) সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিলে, ক্রুদ্ধ হরের জটা হইতে বীরভদ্র উৎপন্ন হন। ঐ বীরভদ্র, তদ্রূপী ও অত্যাচার শিবানুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ত্রৈলোক্য সংহারে উত্তত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায়, শঙ্কর বীরভদ্রকে নিবারিত করিলেন এবং ছিন্নমুণ্ড দক্ষের গলদেশে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া, তাঁহার পুনর্জীবন দান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর যজ্ঞস্থানে গমনপূর্বক সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে বহন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অত্যাচার দেবগণ অতিশয় চিন্তাবিহীন হইলেন। তখন বিষ্ণু শরাসন গ্রহণপূর্বক সতীদেহ ছিন্ন করিতে করিতে মহাদেবের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-শরদ্বারা অঙ্গসমূহ যেখানে যেখানে পতিত হইতে লাগিল, মহাদেবও নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-

৭২-৩০। (২২) সমুদ্রমন্ডনে যে হলাহল উদ্ভিত হয়, দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেব তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। সেই বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তজ্জন্ত তিনি নীলকণ্ঠ নামে কথিত হন। বিভিন্ন পুরাণ। (৩০) আত্মা প্রকৃতি দেবীর যখন সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা হইল, তখন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা এক এক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই পুরুষত্রয়ে শক্তি সহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত করিলেন। সেই পুরুষগণের মধ্যে যিনি রজোগুণ-প্রসূত ছিলেন, তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মা ; সত্ত্ব-গুণাবিভেদের নান বিষ্ণু এবং তমোগুণ-ময়ের নাম হইল মহেশ্বর। আত্মা পরমা প্রকৃতির নিদ্দেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু পালন কার্য্যে এবং মহেশ্বর সংহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে ব্রহ্মা কর্তৃক জল সৃষ্ট হইলে, শব্দ সেই সলিলোপরি উপবেশন করিয়া, যোগে নিমগ্ন হইলেন এবং সেই আত্মা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্ত ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরের স্তায় ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও সেই আত্মা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্ত ধ্যানাবলম্বন করিলেন। প্রকৃতি দেবী তাহা জানিয়া তাঁহাদিগের তপস্তা পরীক্ষা করিবার জন্ত, ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ-পূর্ব্বক প্রথমে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি

দর্শনে ভীত হইয়া, ব্রহ্মা যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, দেবীও সেই সেই দিকেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখ হইল। তিনি অতিশয় ভীত হইয়া তপস্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অতঃপর দেবী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু, দেবীর সেই ভীষণাকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাহাতেই বিষ্ণুর তপস্তা নষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর দেবী মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কর যখন জ্ঞানযোগে জানিতে পারিলেন যে, দেবী তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি আরও দৃঢ়চিত্তে ধ্যানে অটল হইয়া উপবেশন করিলেন। দেবদেব হরের ঐ ভাব দেখিয়া দেবী পরম পরিতুষ্টা হইলেন এবং তথা হইতে অন্তর্দ্বান করিলেন। শ্রীমহাভা-৩। (৩১) সতী, শিবের অনিচ্ছা থাকিলেও, দক্ষযজ্ঞে যাইয়া দেহত্যাগ করেন। নারদের মুখে সেই সংবাদ পাইয়া মহেশ্বরের ক্রোধানল একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললাটে-নেত্র হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে এক ভীষণাকার পুরুষ প্রাহুভূত

হইলেন। সেই পুরুষ অতঃপর শিব-
দেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন সমূহ
বিপদ দেখিয়া, শিবের শরণাপন্ন
হইলেন ও নানারূপে তাঁহার সন্তোষ
উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। তাঁহাদের অমুনয়ে শিব
ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বীরভদ্রকে
পুনরায় যজ্ঞারম্ভ করিতে আদেশ
দিলেন। যজ্ঞ সমাপন হইলে শিব
সতীবিরহে প্রাকৃত জনের জ্বায় রোদন
করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ
নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়াও
তাঁহাকে সাঙ্গনা প্রদান করিতে
পারিলেন না। তখন শিবকে অতি
মাত্রায় কাতর দেখিয়া, মহাদেবী
আকাশপথে আবির্ভূতা হইয়া শিবকে
বলিলেন, “আমার ছায়ামূর্তি মাত্র যজ্ঞ-
স্থলে দেহত্যাগ করিয়াছে। আপনি
সেই ছায়ামূর্তি মন্তকে ধারণ করিয়া
সমুদয় পৃথিবীময় বিচরণ করিতে
থাকুন। আমার সেই দেহ বহু অংশে
বিভক্ত হইয়া, যে যে স্থানে পতিত
হইবে, সেই সেই স্থানে এক মহাপীঠ
হইবে। আমার ঘোনী যথায় পড়িবে
সেই স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠ হইবে। আপনি
সেই পীঠস্থানে তপস্তা করিয়া পুনরায়
মহাদেবী আমাকে লাভ করিতে পারি-
বেন।” এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধান
করিলে মহেশ্বর যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্বক

সতীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকাল
সাধারণ মনুষ্যের জ্বায় রোদন করিতে
লাগিলেন। পরে সেই দেহ মন্তকে
ধারণ করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিয়া
ছিলেন। সেই অপূর্ব নৃত্য দর্শন
করিবার জন্য দেবগণ তথায় উপস্থিত
হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি
হইতে লাগিল। মহেশ্বর সতীর
মৃতদেহ কখনও মন্তকে, কখনও দক্ষিণ
করে, কখনও বাম করে, কখনও স্বক
দেশে স্থাপন-পূর্বক ধরণীতল কম্পিত
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই
সতী দেহ বহন করিয়া নর্তনপর হইয়া
শিব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগি-
লেন। দেবগণ শিবের ঐ ব্যাপার
দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তখন
বিষ্ণু দেবগণকে সাঙ্গনা করিয়া বলিলেন
যে, তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর
দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত
করিবেন। যে যে স্থানে সতীদেহের
ছিন্ন অংশ পতিত হইবে, সেই সেই
স্থানে এক মহাপীঠ হইবে। এই কথা
বলিয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর
দেহ ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।
শঙ্কু বখন নৃত্য করিতে করিতে ভূমি-
তলে পদনিক্ষেপ করিতে ছিলেন, ঠিক
তখনই বিষ্ণু চক্রক্ষেপ করিয়া সতীর
দেহ কর্তন করিতে লাগিলেন। এই
ভাবে ক্রমে যখন সমুদয় সতীদেহ ছিন্ন
হইয়া, বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল,

তখন শিবের মন্তক ভারশূন্য হইল । তিনি তাহা অমৃতভব করিয়া শান্তভাবে অবলম্বন করিলেন । তখন দেবগণও সাহস অবলম্বন করিলেন । তখন বিষ্ণু নারদকে শিবকে সাঙ্ঘনা প্রদান করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন । নারদ বিষ্ণু আজ্ঞা ক্রমে সঙ্গাশিবের সম্মুখে বাইয়া কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন । শিব তাঁহাকে দেখিয়া, সতী কোথায় গেলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । নারদ তখন নানারূপে শিবকে সাঙ্ঘনা দিয়া নৃত্য হইতে বিরত হইতে অমুরোধ করিলেন । শিব নারদবাক্যে নৃত্য সংবরণ করিয়া, বারংবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“আমার স্বকথিত সত্যদেহ কোথায় গেল ?” তখন নারদ অগত্যা বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছিন্ন হইবার কথা বলিলেন । শিব তাহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, বিষ্ণু যেমন তাঁহাকে ছায়া সতীর দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, বিষ্ণুকেও তদ্রূপ ত্রেতাযুগে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ পত্নীর বিবাহ সঙ্ঘ করিতে হইবে । এই কথা বলিয়া মহেশ্বর পুনরায় সতীকে পাইবার জন্ত, কামরূপে মহাতপতায় প্রবৃত্ত হইলেন । এদিকে নারদও বৈকুণ্ঠ গমনপূর্বক বিষ্ণুকে শিবের অভিশাপের কথা বলিলেন । ব্রহ্মা ও

বিষ্ণু তাহা শুনিয়া অভিশপ্ত শব্দিত হইয়া, শিবকে সাঙ্ঘনা দিবার জন্ত কামরূপে গমন করিলেন । শঙ্কর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া পুনরায় প্রাকৃত জনের দ্বারা আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাকে নানা ভাবে সাঙ্ঘনা দিতে লাগিলেন । শঙ্কু তখন, কি উপায়ে তিনি সতীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা বলিয়া দিবার জন্ত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বারংবার অমুরোধ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিলেন—“আপনি একাগ্রচিত্তে এই স্থানেই অবস্থান-পূর্বক তাঁহার তপস্তা করিতে থাকুন । তাহা হইলেই আপনি পুনর্বার তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন ।” তাঁহাদের বাক্যে সাঙ্ঘনা লাভ করিয়া, মহেশ্বর তথায়ই শান্ত ও সমাহিত ভাবে দেবী পরমেশ্বরীর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন । ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তথায় শিবের দ্বারা তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন । বহুকাল অতীত হইলে দেবী পরমেশ্বরী তাঁহাদের সম্মুখে প্রোদ্বৃত্ত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি প্রার্থনা করেন ?” মহেশ প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেমন পূর্বে শঙ্করের গৃহিণী হইয়াছিলেন, পুনরায় যেন সেইরূপ তাহার পত্নী স্ব স্বীকার করেন । তখন দেবী বলিলেন যে, তিনি পুনরায় শীঘ্রই হিমালয়ের

কঙ্কারূপে দুই অংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। যেহেতু শিব তাঁহার মৃত-দেহ মস্তকে ধারণপূর্বক নৃত্য করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি অংশতঃ দ্রবময়ী গন্ধারূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার মস্তকে বাস করিবেন। তাঁহার অপর অংশ হিমালয়-দুহিতা পার্বতীরূপে অবতীর্ণা হইয়া, পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবেন। দেবীর এই আশ্বাস বাক্যে শিব তপস্তা পরিত্যাগপূর্বক, সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাভা-২-১২। (৩২) এদিকে দেবী পরমেশ্বরী অংশতঃ প্রথমে হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা তখন হিমালয়কে সতীর দক্ষের যজ্ঞে দেহত্যাগ ও তৎপরে পুনরায় অংশতঃ গন্ধারূপে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইতিহাস কীর্তন করিয়া, তাঁহার সম্মতি ক্রমে গন্ধাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি গন্ধাকে শম্বুর সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া, নারদকে কামরূপ হইতে শম্বরকে লইয়া আসিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। নারদ কামরূপে বাইয়া দেখিলেন মহেশ্বর পুনরায় ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন। পরে দেবকার্য্য সিদ্ধির আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, অতি বিনয়শূচক বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার

ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। মহাদেব ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া নেত্র উন্মীলনপূর্বক প্রথমেই নারদকে সম্মুখে দর্শন করিলেন। নারদ তখন আশ্বস্ত হইয়া অতি বিনয়নম্রবচনে মহাদেবকে সতীর পুনর্জীবন লাভের সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—“আপনি যোগ পরিত্যাগপূর্বক সতীকে গ্রহণ করুন।” নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়াই শম্বু “কোথায় আমার সতী” বলিতে বলিতে উখিত হইলেন। তখন নারদ বলিলেন যে, সতী অংশতঃ হিমবান্ দুহিতা গন্ধারূপে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে শিবেরই সহিত বিবাহ দিবার জন্ত স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া নারদ শিবকে স্বর্গে গমনপূর্বক গন্ধার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহেশ্বর আনন্দিত চিত্তে নারদের সহিত স্বর্গপুরে গমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি দেবপুরে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া গন্ধাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। পশুপতিও সতীর অংশভূতা গন্ধাকে লাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহেশ্বর গন্ধাকে লইয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীমহাভা-১৩, ১৪। (৩৩) গন্ধাকে কৈলাসে লইয়া যাইবার পর শম্বু পুনরায় ধ্যানাসক্ত

হইলেন। তিনি পূর্বাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্বক কঠোর তপশ্চা করিবার জন্ত, হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। লোক-মুখে সেই সংবাদ পাইয়া, গিরিরাজ স্বয়ং শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সদাশিবের যথাযোগ্য সংকার করিয়া, এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, মহেশ্বর যেখানে তপশ্চা করিতেছেন, সেই স্থলে কেহই তাঁহার বিনা অত্নমতিতে গমন করিতে পারিবে না। এদিকে পার্বতীও ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই শম্বুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্ত শিবসন্নিধানে যাইয়া তপশ্চা করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। গিরিরাজ তাহা অবগত হইয়া দুহিতাকে লইয়া শঙ্কর সমীপে গমন করিলেন এবং বলিলেন “আমার এই কন্যা এই স্থানে অবস্থানপূর্বক সখীদ্বয়-সহ আপনার যথোচিত সংকার করিবে।” দেব দেব মহেশ্বর তাহা অত্নমোদন করিলে, হিমবান্ কন্যাকে তথায় রাখিয়া প্রত্যা-বর্তন করিলেন। পার্বতী তথায় অবস্থান করিয়া নিয়ত শিব-পূজায় নিযুক্ত থাকিলেও শিব, অন্তরে পার্বতীর ধ্যান করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিলেন না। তখন দেবা ভাবিলেন যে, তিনি মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিবেন এবং তৎপরে

শিবকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করিবেন। এদিকে দেবগণ দৈত্যপতি তারকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে বলিলেন যে, শম্বু তেজো-পন্ন সন্তানই তারকাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, অপর কেহ নহে। স্ত্রতরাং বাহাতে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং বাহাতে পার্বতীর প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন দেবগণ পরামর্শ করিয়া কামকে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে প্রেরণ করিলেন। (কাম ও রতি দেখ) কাম দেবকার্য্য সাধন করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইলেন। অনন্তর শিব ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া উত্তিত হইলে, পার্বতী তাঁহার সন্মুখীন হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। শিব তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পার্বতীকে বলিলেন, তিনি যে ভীমাক্রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ যেন আর একবার তাঁহাকে প্রদর্শন করেন। শঙ্করের আদেশে দেবী সেই মহাভয়ঙ্করী মূর্তি পুনরায় প্রদর্শন করিলেন। শিব তাহা দেখিয়া দেবীর স্তব করিলেন, এবং পরে দেবী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর সদাশিব কামদেবের দেহভস্ম

সর্বদা বিভূতিরূপে লেপন করিয়া পুনরায় হিমালয় শিরে তপস্তা করিতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া পার্কর্তী শিবকে স্বামীরূপে পাইবার জন্ত তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবে তাঁহারা পরস্পরকে পাইবার জন্ত স্মরণীয়কাল তপস্তায় নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর দক্ষীভূত মদনের যে ভস্ম শব্দর নিজ দেহে লেপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তিনি অতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন এবং তপস্তা পরিত্যাগপূর্বক পার্কর্তীর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর পার্কর্তী যখন দেখিলেন যে, সদা-শিব তাঁহার প্রতি অমুরাগী হইয়াছেন, তখন তিনি অতীষ্ট লাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তপস্তা পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হিমাচল, কস্তাশ্রমুখাং শিবের কার্যাদির বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে গিরিশ হিমবানের মনোভিপ্রায় জানিবার জন্ত মরীচি প্রমুখ ঋষিগণকে দ্বোতাকার্যে পর্বতরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হিমাচলের নিকট গমনপূর্বক মহেশ্বরের মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার সম্মতি জ্ঞাত হইয়া শব্দরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সকল বিষয় নিবে-

দন করিলেন। অনন্তর সমুদয় দেব ও ঋষিগণের অমুমোদনে ও তাঁহাদের উপস্থিতিতে, শুভ বৈশাখমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে মহাসমারোহ সহকারে, শিব-পার্কর্তীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। শ্রীমহাভা-২১-২৪। (৩৪) সৃষ্টির আদিতে পিতামহ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লীলাদেহধারী আয়ুরূপ মহাদেব হইতেই উদ্ভূত হন। সেই দেবদেব মহাদেবই সমুদয় জগতে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে লীলাবশে নিজ দক্ষিণ অঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে, বাম অঙ্গ হইতে জগৎকারণ বিষ্ণুকে এবং সংহারকাবক কালরূদ্রকে জন্ম দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহ নাই। কৃষ্ণের অঙ্গে যেরূপ রোম থাকিতে পারে না, শব্দের যেমত শব্দ উৎপত্তি হয় না; যেইরূপ আকাশ কুসুম নামক কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব; সেইরূপ শূন্যপাণি শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতার অস্তিত্বও অচিন্তনীয়। সৌর-২। (৩৫) ব্রহ্মার ললাট ভেদ করিয়া যে রূদ্রের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলেন। তখন সেই জগন্নাথ বিদ্যেশ্বর রূদ্র, মন হইতেই আয়তুল্য শতকোটি রূদ্র সৃষ্টি করেন। সেই রূদ্রগণ সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী, বৃষধ্বজ, বীহ-

রাগ, জরামরণবর্জিত, সর্বস্ত ও সর্ব-
জনের অনুগ্রাহক। ব্রহ্মা সেই ব্রহ্ম-
পঞ্চকে অবলোকন করিয়া চিন্তিত
হইলেন এবং মহেশ্বরকে বলিলেন—
“আপনি এইরূপ জরামরণ বর্জিত
প্রজা সৃষ্টি করিবেন না। মরণশীল
প্রজা উৎপাদন করুন।” শিব বলি-
লেন “এ রূপ প্রজা উৎপাদনের
ক্ষমতা আমার নাই।” এই বলিয়া
তিনি আদ্ব-সমুদ্ভূত প্রজাগণের সহিত
ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন। সৌর-
২৩। ব্রহ্ম (৫) দেখ। (৩৬) মহাদেব
যখন দেবগণের। হিতার্থে ত্রিপুর
ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন
বিশ্বকর্মা শিবের জন্য এক পরম
অদ্ভুত রথ নির্মাণ করিলেন। চন্দ্র
সূর্য্য সেই রথের চক্রদ্বয়; চন্দ্রকলা
সকল অরসমূহ; দ্বাদশ আদিত্য
সূর্য্য অরসকল; ভয়ঙ্কর চক্র-
নেমীসমূহ; অন্তরীক্ষ রথের পুঙ্কর
এবং মন্দর পর্ব্বত রথনীড়; উদয়
পর্ব্বত রথকুবর; অস্ত্রাচল অধিষ্ঠান
(বসিবার স্থান); কেশব পর্ব্বত
মেরুস্থান; সংবৎসর রথবেগ; উত্তরায়ণ
ও দক্ষিণায়ন চক্রমেখলাদ্বয়; মুহূর্ত্ত
সকল রথাগ্র; ঋণসকল অক্ষদণ্ড;
নিমেষসকল কুথা (আস্তরণ); লব-
সমূহকীল; আকাশ রথ বরাধ; স্বর্ণ-
শোভা চুই স্বজ; কর্ম ও বৈরাগ্য
দণ্ডধ্বজ; বজ্রসমূহ দণ্ডের আশ্রয় স্থান;

দক্ষিণা সন্ধিসকল; অং ও কাম যুগাক্ষ-
দ্বয়; প্রকৃতি ঐ রথেরই শ্রীদণ্ড;
বুদ্ধি রথের বিহবল; অহঙ্কার কোণ;
পঞ্চভূত উত্তমবল; দশ ইন্দ্রিয়ের অর্ধ
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভূষণ এবং অপর পঞ্চ
ইন্দ্রিয় রথের উত্তম গতি; চারিবেদ
ঐ রথের চতুরাশ; ষড়ঙ্গ অশ্বভূষণ
সমূহ; ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসা, পুরাণ এবং
কায়কার শর-রক্ষা-স্থান; মন্ত্রসমূহ
ঘণ্টা; ছন্দঃসমূহ রথমধ্য; দিগন্তল-রথ-
পাদ; এবং চারি সমুদ্র রথকবলিকা
হইল। গঙ্গা আদি নদী সমূহ সর্কী-
ভরণ ভূষিতা নারীরূপে চামর বাজান
করিতে লাগিলেন। আবহ প্রভৃতি
সপ্তবায়ু সেই রথের সোপানাবলী
স্বরূপ হইল; পিতামহ ব্রহ্মা ঐ
রথের সারথি হইলেন। প্রণব নাদ,
প্রতোদ চাবুকস্বরূপ হইল; গিরি-
রাজ হিমালয় শরাসন স্বরূপ; নাগ-
রাজ অনন্ত মোক্ষী; সরস্বতী রথ-
ঘণ্টা; বিষ্ণুবাণ; যমশল্য এবং
কাল্যাণী শরসমূহের তীক্ষ্ণতা স্বরূপ
হইলেন। সৌর-৩৫। (৩৭) নগ-রাজ
হিমাচল শিবের সহিত পার্শ্বতী
বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া, বিশ্ব-
কর্মা তৎকার্য্যোপযোগী সভামণ্ডপ
নির্মাণ করিতে উপদেশ দিলেন।
বিশ্বকর্মাও বিষয়ের ওস্তাদ সম্যক
অবধারণ করিয়া, বিবাহ সভার জন্য
যে মণ্ডপ নির্মাণ করিলেন, তাহাঁ

ভূবনে অতুলনীয়। এইরূপ সভা কেহ পূর্বে কখনও দেখে মাই। শজ্জাও বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার সহ-যাত্রী হইবার জন্ত নন্দীদ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, দ্বীপ, সাগর, নদী, পর্বত সমূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া কৈলাসে আনয়ন করাইলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ত্রিশংকোটি দেবগণের প্রায় সকলেই সেই বিবাহ সভায় যাইবার জন্ত শিবের আহ্বানে কৈলাসে উপনীত হইলেন। অনন্তর নাগরাজ হিমালয় শহরের আবাসে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় কন্যাদানের সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ বিবাহ উপলক্ষে যে সমুদয় দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, শিব-গণসমূহ উপস্থিত হইবে, শিব যেন তাঁহাদের সম্মুখে নিজ গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন। হিমালয়ের বাক্য শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া শঙ্কর নিজ গোত্র কি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবগণ পশু-পতিকে নিকৃষ্টর ও চিন্তিত দেখিয়া কোতুক অশুভবপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবতারা সকলে নগরাজকে বলিলেন—“বিনি এই জগতের উৎপত্তির কারণ, আপনি তাঁহাকেই গোত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিরূপে?” দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমাল নিজ প্রশ্নের অযৌক্তিকতা অবধারণপূর্ব্বক প্রশ্নোত্তরের জন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া,—“আমি আপনাকে সত্যই উমাকে সমর্পণ করিলাম” তিনবার এই বাক্য উচ্চা-করিলেন। অমনই চারিদিকে জয়-ধ্বনি উখিত হইল এবং মঙ্গল বাস্তব সমূহ বাজিতে লাগিল। অতঃপর মহেশ্বর বলিলেন “আমি পার্শ্বর্তীকে গ্রহণ করিলাম।” এই কথা বলিয়া মহাদেব পার্শ্বর্তীর হস্তে একটি অমূল্য প্রদান করিয়া হিমালয়কে বলিলেন যে, তিনি যেন সত্ত্বরই হৈম কলস দ্বারা উদক আহরণপূর্ব্বক পার্শ্বর্তীর স্নানক্রিয়া সমাধান করেন। ক্ষণকাল পরে মৈনাকও তথায় আগমনপূর্ব্বক সমুদ্র সাগর ও সমস্ত প্রধান নদীগণের সলিল দ্বারা শিবকে স্নান করাইলেন। এই সকল ক্রিয়া ও আচার প্রভৃতি সমাপন হইলে, বিবাহ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথমে শিব পার্শ্বর্তীর উদ্দেশে কতিপয় অলঙ্কার আকাশ নার্গে উৎক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, পার্শ্বর্তী ঐ সকল ভূষণে শোভিতা হইলে তাঁহার পরম প্রাতিলাভ হইবে। শিবের ইচ্ছানু-যায় দেবী তখন ঐ সকল অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া বিবাহের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর উপস্থিত দেবতাগণ পরিবৃত হইয়া শিব ও পার্শ্বর্তী যজ্ঞ-বেদীয় সমীপে গমন করিলেন।

তখন শিব বলিলেন—“হে নগরাজ, আমি তোমার অদস্তা এই কত্তাকে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা হইলে, অদস্তা কত্তা গ্রহণ একটি লোকাচার হইয়া পড়িবে। সুতরাং তুমি এই কত্তাকে আমার দান কর।” শিবের এই বাক্যে হিমাচল উদকপূর্ণ কলস লইয়া প্রথমে শিবের পাদপ্রক্ষালন পূর্বক, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে পুনরায় “পার্কতীকে অর্পণ করিলাম” এই কথা বলিতে বলিতে স্বর্ণভূজার হইতে তাঁহার হস্তে উদক ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা বেদীর উপর গমন করিয়া অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করিলে, শিব পার্কতীর বিবাহ সমাধান হইল। সৌর-৫৬-৫২। (৩৮) প্রজাপতি দক্ষ নিজকত্তা সতীকে বিবাহ যোগ্য দেখিয়া, এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন এবং সতীকে সেই সভায় সমাগত দেবদানব মুনি প্রভৃতি সকলের মধ্য হইতে ইচ্ছামুরূপ পতি নির্বাচন করিতে বলিলেন। সতী পূর্বেই দেবদেব মহেশ্বরকে পতিরূপে পাইবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় শিবকে উপস্থিত না দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং শিব ভিন্ন আর কাহাকেও মালা প্রদান করিবেন না মনস্থ করিয়া “নমঃ শিবায়” এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক

মালা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন—“হে দেবদেব মহেশ্বর, আমি এই ভূমিক্ষিপ্ত মালাদ্বারা আপনাকেই বরণ করিলাম। আপনি আমার পতি হউন।” এই কথা বলিতে বলিতে দাক্ষায়ণী দেখিতে পাইলেন মহাদেব সেই মালা ধারণ করিয়া ভূমিতল হইতে উখিত হইলেন। দেবী তখন দেবদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মহেশ্বর আবার তখনই অস্ত্রের অলঙ্কিতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দক্ষ, শিবোদ্দেশে মালা প্রদান কয়তে সতীকে অশেষ তৎসনা পূর্বক ক্রোধে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সতী যে শিবউদ্দেশে মালা প্রদান করিয়া কোনও অস্ত্রায় করেন নাই, বরঞ্চ শিবই যে সতীর একমাত্র যোগ্য পতি, এবং তাঁহারই সহিত সতীর বিবাহ দেওয়াই যে একমাত্র সমীচীন কার্য্য, এই কথা বলিয়া দেবগণ দক্ষকে নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দক্ষ তাহাদের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিলেন না। এই ঘটনার পরে মহেশ্বর একদিন সতীকে দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া ভিক্ষুক বেশে দক্ষালয়ে গমন করেন। স্বল্পে ধূলিমলিন কহা, বামহস্তে ধূলিমিশ্রিত তড়ুলকণা সমন্বিত মৃগয় ভাণ্ড, দক্ষিণ

দশ রুদ্রের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা দক্ষকে সেই রুদ্র-গণকে স্ববশে রক্ষা করিবার ভার প্রদান করেন এবং তদবধি তাঁহারা দক্ষেরই বশে রহিয়াছে। তজ্জন্তু দক্ষ মনে করেন যে, যাহার অংশে অবতীর্ণ এই একাদশ রুদ্র ভূতোর স্তায় তাঁহার বশে রহিয়াছে, তাঁহার হস্তে তিনি কি বলিয়া নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন। এই কারণেই সতীর আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়াও, তিনি শিবকে স্বয়ম্ব সভায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। যাবৎ ঐ একাদশ রুদ্র তাঁহার বশবত্তী থাকিলে, তাবৎ, যাহার অংশভূতা ঐ একাদশ রুদ্র সেই ব্যক্তিকে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন না। ঐ ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া দক্ষকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি অনবরত শিব নিন্দা করায় শিব তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্রই দক্ষকে প্রতিফল দিবার চেষ্টা করিবেন। দক্ষ কোন প্রকারেই শিবের চেষ্টা ব্যাহত করিতে পারিবেন না। নারদের এই বাক্যে দক্ষ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ময়ূগ্ধের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তিনি পুর মধ্যে পূণ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে

পূণ্যকর্ম-বিশোধিত পুর মধ্যে শিব কখনই আগমন করিতে পারিবেন না। এই স্থির করিয়া তিনি এক মহান যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ও সতী ভিন্ন আর সমুদয় দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, সিন্ধু, মুনি, দৈত্য, চারণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাছে ঐ শিবহীন যজ্ঞে আসিতে কেহ সন্দোচ বোধ করেন, তজ্জন্তু দক্ষ এই প্রচার করিয়া দিলেন যে, যাহারা ঐ যজ্ঞে না যাইবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। লোকমুখে সতী সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া শিবের নিকট সেই যজ্ঞে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। শিব প্রথমে অনুমতি দেন নাই, পরে সতীর নিকটাকাঁটিশয়ে সন্মত হন। সতী অনাতত ভাবে সেই যজ্ঞে গমন করিয়া, দক্ষের সহিত কলহ করেন ও পরে শিব নিন্দা শ্রবণ করিয়া, সেই যজ্ঞ স্থলেই দেহত্যাগ করেন (স্বাস্থ্য দেহ)। নারদমুখে সেই সংবাদ পাইয়া মহাভয়বশে মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শিব সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং দক্ষভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া “ওহে দক্ষ, আমি ভিক্ষুক, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর” এই বলিয়া ভাষণ চাঁৎকার করিতে লাগিলেন। দ্বারপাল শুখন ভাত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন—“আপনি যজ্ঞশালায় গমন করিয়া দক্ষের নিকট

যাহা প্রার্থণা করিতে হয় করুন।” তখন মহেশ্বর দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং শিবকে সেই স্থান হইতে দূর করিয়া দিবার জ্ঞাত অমুচর বর্গকে আদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শিব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের কেশাকর্ষণপূর্বক বারংবার সতীকে ফিরাইয়া দিবার জ্ঞাত আদেশ করিতে লাগিলেন। দক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“আমি পূর্বেও তোমাকে যেচ্ছায় কত সস্ত্রদান করি নাই, এখনই বা কি প্রকারে দিব। যে দিন সতী তোমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে, সতী মৃত। সে সেই মৃতশরীরট এই যজ্ঞস্থলে ত্যাগ করিয়া প্রেতভূ লাভ করিয়াছে। তুমি প্রেত স্থান প্রিয়। যেখানে পাও সেইখানে সতীকে সন্ধন করিয়া লও।” দক্ষের এব-
 বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে শিব ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিঃশ্বাস হইতে বহুসংখ্যক রুদ্ধ উৎপন্ন হইল। সেই রুদ্ধগণ এবং তাঁহাদের সহিত পূর্বোক্ত একাদশজন রুদ্ধ মিলিত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাদিগকে কি করিতে হইবে।” শিবাদেশে রুদ্ধগণের নেতা বীরভদ্র তাঁহাদিগকে যজ্ঞধ্বংস করিতে নির্দেশ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞস্থল

লম্ভণু করিয়া, দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়া আরও অস্ত্র উপায়ে সমুদয় বিপর্যস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা অস্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক নারীগণকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া প্রহৃতি অতি কাতর ভাবে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে শিব কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত্যাব অবলম্বন করিলেন এবং মনো-
 হররূপ ধারণ করিয়া নিজ বাহন বৃষে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা শ্লোকবাক্যে শিবের প্রশংসা সাধন করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে শিব অমুচরদিগকে যজ্ঞস্থল যথার্থ ভাবে সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। দক্ষের শিরোহীন মস্তকে এক ছাগমুণ্ড নোজিত হইল। তখন দক্ষ শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নানা ভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর শিব শান্ত হইলে সকলের পরামর্শে অসম্পূর্ণ যজ্ঞ পুনঃ সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদিত হইল। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে, শিবের শোকানল পুনর্বার উর্দ্ধগু হইয়া উঠিল। তিনি “সতী, সতী, কালী, কালী,” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে যেখানে সতীদেহ ভূপতিত ছিল, তথায় গমন করিলেন এবং অশেষরূপে

বিলাপ করিয়া সতীর মৃতদেহ মন্তকে ধারণপূর্বক বিলাপ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিবের ঐ নৃত্যে পৃথিবী ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন দেবগণের পরামর্শে বিষ্ণু স্মদর্শন চক্র দ্বারা সেই সতীদেহ কর্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিষ্ণু-চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া সেই সতীদেহ শিবমন্তক হইতে চ্যুত হইলে, শিব শাস্ত হইলেন। বৃহত্ত-মধ্য-৩-১০। (৩৯) শিব ও সতী একবার যখন কৈলাস পর্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন বর্ষাসলিলে সতী বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। সতী তখন শিবকে তাহার প্রতি-কার করিতে বলিলেন। শিব অন্ত কোনও উপায় না দেখিয়া সতীকে লইয়া মেঘমণ্ডলেই বাসস্থান স্থির করেন। তদবধি মহাদেবের এক নাম হয় জাম্ব্ব্বতকেতু। বাম-১। (৫০) প্রথমে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, পরে শূলপাণি ত্রিলোচন সমুদ্ভূত হন। তখন ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মহাদেব ক্রোধভরে নপাথ-দ্বারা ব্রহ্মার একটি মন্তক ছেদন করেন। সেই চিন্নমন্তক শিবের কর-তলেই লগ্ন হইয়া রহিল। তৎসহ ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। মহাদেব এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত নানা তর্থে নান

করিতে করিতে, অবশেষে বারণাসীতে গমন করিয়া, কপালমোচন তীর্থে স্নান করেন। তখনই সেই কপাল তাঁহার হস্ত হইতে ঝলিত হইল। ব্রহ্মকপাল শঙ্করের হস্তে লগ্ন হইয়া-ছিল বলিয়া, শিবের এক নাম হইল কপালী। বাম-২। (৪১) প্রজাপতি দক্ষের আট কন্যা ছিল। সতী তাঁহা-দের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ একবার এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, সতী ভিন্ন অপর সব কন্যাকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী তাহা জানিতে পরিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এবং অনিমগ্নিত ভাবেই পিত্রালয়ে গমন করেন। তথায় যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য, দক্ষের সহিত সতীর বিলক্ষণ বাদামুবাদ হয় এবং সতী শিবিন্দ্রা গুনিয়া, মনোহুংথে যোগবলে তনুত্যাগ করেন। মহাদেব সেই সংবাদ পাইয়া দক্ষ ভবনে উপস্থিত হন এবং সকল কন্যা জামাতার মধ্যে কেবল তাঁহাকেই নিমন্ত্রণ না করার জন্ত, দক্ষকে শাপ দেন যে, তিনি চাক্ষু মনস্তরে প্রাচীন বহির পোত্র এবং প্রচেতার পুত্ররূপে মনুষ্যদেনীতে বৃক্ষ নন্দিনী মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। শঙ্করের অভিশপে দক্ষ মনুষ্য গোণীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কালে সতীও পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া হিনালয়-কন্যা উনারূপে জন্মগ্রহণ

করেন । হিমাচল-ভূমিতা উমা মহা-
দেবকে পতিরূপে পাইবার জন্ত
তপস্তায় নিযুক্ত হন । পরে ব্রহ্মাদি
দেবগণ আসিয়া, যখন তাঁহাকে বলেন
যে, ভগবান্ কদ্র স্বয়ংই তাঁহার পাণি-
গ্রহণ করিবার জন্ত উপস্থিত হইবেন,
তখন তিনি তপস্তা হইতে বিরত
হইলেন । অতঃপর একদিন শঙ্কর
এক অতি বিকৃতাকার ব্রাহ্মণের রূপ
ধারণ করিয়া, উমা সন্নিধানে উপস্থিত
হইলেন এবং তাঁহার পাণি প্রার্থনা
করিলেন । উমা সেই চন্দ্রবেশী
ব্রাহ্মণকে শঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারি-
লেও, বিনয় বচনে বলিলেন যে,
তিনি তাঁহার পিতার অধীন । তাঁহার
পিতা তাঁহাকে দান না করিলে, তিনি
কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিতে
পারেন না । অতএব ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ
শঙ্কর) যেন তাঁহার পিতার নিকটেই
প্রস্তাব উত্থাপন করেন । উমার সেই
কথা শুনিয়া, শিব হিমাচলের নিকট
গমন করেন এবং তাঁহার নিকট উমার
পাণি প্রার্থনা করেন । হিমাচল শিবের
অভিশাপ ভয়ে প্রত্যাখ্যান না করিয়া,
বলিলেন যে, প্রচলিত রীতি অনু-
সারে তিনি পার্বতীর এক স্বয়ংবর
সভা আহ্বান করিবেন এবং সেই
সভায় তাঁহার কন্তা যাহাকে বরণ
করিবেন, তিনি তাঁহার জ্ঞানাতা
হইবেন । হিমালয়ের বাক্যে শিব

পুনরায় উমার নিকট গমন করিয়া
বলিলেন, “তোমার পিতার ইচ্ছা যে
তুমি স্বয়ংবর সভায় পতি নির্বাচন
কর । তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিতে আসিয়াছি, তুমি কি স্বয়ংবর
সভায় যে সব রূপবান্ পাত্র
উপস্থিত থাকিবে, তাঁহাদিগকে প্রত্যা-
খ্যান করিয়া আমাকে বরণ করিবে ?”
শিবের বাক্যে উমা অঙ্গীকার করি-
লেন যে, স্বয়ংবর সভায় তিনি শিবকেই
বরণ করিবেন এবং শিবের বিশ্বাস
জন্মাইবার জন্ত তিনি তখনই এক
অশোক গুচ্ছ লইয়া শঙ্কর স্বন্ধে স্থাপন
করিয়া বলিলেন, আমি তোমায় বরণ
করিলান । এই ভাবে পার্বতীকর্তৃক
বৃত্ত হইয়া শিব পরম পরিতোষ প্রাপ্ত
হইলেন এবং দেবীকে সাদর সম্ভাষণ
পূর্বক অন্তর্দান করিলেন । অনন্তর
নাগরাজ হিমাচল যখন জানিতে পারি-
লেন যে, তাঁহার কন্তা দেবদেব মহেশ্বর-
কেই বরণ করিয়াছে, তখন তিনি
প্রতিশ্রুতি-পালন ও লোকাচার প্রতি-
পাদনের জন্ত এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান
করিলেন । সেই সভায় সমুদ্র দেব,
ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি নিমন্ত্রিত
হইয়া উপস্থিত হইলেন । শিবও
তথায় উপস্থিত ছিলেন । পূর্ব অঙ্গী-
কার অনুযায়ী পার্বতী শিবকেই বরণ
করিলেন । চারিদিকে সাধুবাদ ধ্বনিত
হইল । অতঃপর শুভদিনে শুভকণ্ঠে

মহাসমারোহ সংকারে শিবের সহিত পার্শ্বতীরভূজবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ব্রহ্মপু-৩৬। (৪২) সমুদ্র মন্ডন করিতে করিতে ভয়ানক বিষ উদ্ভূত হইয়া, দেবাসুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিল, “হয় তোমরা আমাকে গ্রাস কর, নতুবা আমিই তোমাদিগকে গ্রাস করিব।” কিন্তু দেবাসুরদিগের মধ্যে কেহই সেই কালকূটকে ভক্ষণ করিতে সন্মত হইলেন না। সেই ভয়ানক বিষের ভেজে বিষ্ণুর দেহ কুম্ভবর্ণ হইয়া পেল, অস্তান্ত দেবগণের মধ্যে অধিকাংশ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কাহারও কাহারও প্রাণ বিয়োগও হইল। তখন দেবাসুরগণ অনন্তোপায় হইয়া, দেবাদিদেব শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই কালকূট পান করিয়া তাঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শঙ্কর তাঁহাদিগকে সাবনা দিয়া সেই মহাভয়-কালকূট পান করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর শঙ্কর বুঝারোহণ করিয়া সমুদ্র সঙ্কটভটে উপস্থিত হইলেন এবং বান হস্তে পাক ধারণ করিয়া সেই মহাভয়ঙ্কর কালকূট পান করিলেন। শিব সেই বিষপান করিয়া, দেবাসুরগণকে নির্ভয় করিণে, তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পরে নানারূপ শোক-বার্যে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ২৭-২৫০।

বায়ু-৫৪। (৪৩) পুরাণাদিতে প্রথমতঃ চারি প্রকার প্রলয়ের বর্ণনা আছে। প্রথম নিত্য প্রলয়। অগতে প্রতিদিন যে জীবনাশ হইতেছে, ইহাই নিত্য প্রলয়। তৎপরে কল্প-অবসানে যে ভূত সংহার হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক দ্বিতীয় প্রলয়। মহত্তর হইতে স্থলভূত সমুদ্র জীবের ক্ষয়, তাহাই তৃতীয় প্রাকৃত প্রলয়। এবং তত্তজ্ঞানের উদয়ে তত্তজ্ঞানীর যে অবিস্তার নাশ হয়, তাহাই চতুর্থ আত্মাস্তিক প্রলয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর, প্রাকৃত প্রলয় হয়। ঐ প্রলয়ে উপস্থিত হইলে ভগবান্ কালান্বিত-রুদ্র চরাচর ভগত ভস্মীভূত করেন। অতঃপর পার্শ্বতীকে অবলোকন করিয়া তিনি মহা আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন। এই প্রাকৃত প্রলয়ে ভগবান্ শিব ভূতগণের সহিত সকল পদার্থের ধ্বংস করিয়া, নিজে একমাত্র অবস্থান করেন। সেই প্রলয় হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের আর সৃষ্টি হয় না। এক শূলপাণি শিবেরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শিব স্বয়ং এই শক্তি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সৌর-৩৩। (৪৪) ব্রহ্মার আদেশে শিব (রুদ্র) আয়তুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন। তখন শিব বলিলেন, “আমি-বিরত হইলাম, এক্ষণে অগণি-

পুনরায় নিজমন্ত প্রার্থা উৎপাদন করুন” । চিহ্নিত হইলেন । পরে অর্জুনকান করিয়া তদবধি তিনি প্রজা স্বজনে বিরত ও উৎক্রেতা হইয়া রহিলেন । ব্রহ্মার নিবেদন বাক্যে শিব যে বলিয়াছিলেন “আমি বিরত হইলাম (স্থিতোহস্মি)” তাই তিনি স্বাহু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । বায়ু-১০ । ব্রহ্মা-১০ । রুদ্র-(৬) দেখ । (৪৫) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া রাধা শিবের অবতার ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিবানীর অবতার ছিলেন । শিব ও সতী পরম্পর মন্ত্রণা করিয়া ছাপরে ঐ ভাবে অবতীর্ণ হন । শ্রীমহাভা-৬২ । রাধা দেখ । (৪৬) ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিতে ছিলেন তখন গঙ্গা প্রথমে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন । মহেশ্বর যখন জানিতে পারিলেন যে, গঙ্গা উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মৌলি বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গা সবেগে শঙ্করের মৌলি মধ্যে প্রবেশ করিলেন । মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলকিত চিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাদেবের নৃত্য দেখিয়া প্রমথগণও মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । এদিকে ভগীরথ কিছুদূর গমন করিয়া একবার কৌতূহলবশতঃ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু গঙ্গাকে আর না দেখিয়া একান্ত

চিন্তিত হইলেন । পরে অর্জুনকান করিয়া তিনি দেখিলেন মহাদেব আমন্দে নৃত্য করিতেছেন । তত্ক্ষণ তিনি মহাদেবের জটার মধ্যে মহাশয় সন্নিবেশিত হইলেন । তখন তাঁহার মনে হইল যে গঙ্গা হয়ত কুপিতা হইয়া শঙ্কর জটার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । তখন তিনি শঙ্কর-ধ্বনি করিলেন । গঙ্গাদেবী সেই শঙ্কর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জটামধ্য হইতে বহিরাগমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু সূদীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও তিনি বহির্গত হইতে পারিলেন না । তখন ভগীরথ নৃত্যলীল শিবকে প্রণামপূর্বক স্তব করিয়া, গঙ্গাকে জটাহইতে মুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । তখন মহেশ্বর বলিলেন—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে ইন্দ্ৰামঙ্গল যোগে গঙ্গা নিঃসৃত হইবেন । তৎকাল পর্য্যন্ত ভগীরথকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে । ভগীরথ অগত্যা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন এবং যথাকালে শিব জটাবন্ধের দক্ষিণ দিক্ খুলিয়া দিলে গঙ্গা শঙ্করশির হইতে নিঃসৃত হইয়া আবার ভগীরথের অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন । শ্রীমহাভা-৬২ । ভগীরথ দেখ । (৪৭) সমুদ্র মন্ডনে অঙ্গরাসিগের উদ্ভব হইবার পর চন্দ্র আকর্ষিত হন । সেই চন্দ্রকে দেখিয়া মহেশ্বর বলিলেন, “এই চন্দ্রকে আমি গ্রহণ করিব । এ আমার জটা ভূষণ হইবে ।” ব্রহ্মা

তাহাতে সম্মতি দিলে, শঙ্কর চন্দ্রকে লইয়া নিজ জটায় স্থাপন করিলেন । তৎপরে মহাভয়ঙ্কর কালকূট উৎপন্ন হইল, সেই মহাবিষের তেজে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল । তখন দেবদানবের হিতের নিমিত্ত মহেশ্বর স্বয়ং সেই বিষ পান করিয়া কণ্ঠ ধারণ করিলেন । সেই বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল । পদ্ম-সৃষ্টি-৪ । (৪৮) পৃথিবীর নিম্নভাগে যে সাতটি তল আছে তাহাদের নাম অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল । বিতল নামক তলে ভগবান্ শিব স্বায় পারিষদগণ পরিবৃত্ত হইয়া, শিবানী সহ অবস্থানপূর্বক প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন । ভাগ-৫২-২৪ । (৪৯) হৃন্দভি নামে অশুরদিগের এক রাজা ছিল । সে একবার উনার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রচিত্তে তাকে স্পর্শ করিতে উদ্বৃত্ত হন । শিব তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করিতে, হৃন্দভি শিব-রোষায়িতে ভস্মাং হইয়া গেল । তখন শঙ্কর সেই দানবের নানাংগের ভস্ম গ্রহণ করিয়া, দেবীকে তাহা মাখাইতে লাগিলেন । এই ভস্মলেপন কালে শিবের করধর্ষণে সেই ভস্ম হইতে মহাকায় দানব উৎপন্ন হইল । সেই মহাকায় দানবও উমাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল । তাহা

দেখিয়া দেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে যে অভিশাপ দিলেন, তাহার ফলে সেই দৈত্য মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিল । তাহাকে দেবীশাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া, শিব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নির্কুন্দিতার জন্ত দেবীকে তিরস্কার করিলেন । তাহাতে দেবী শিবের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, এই অশুর সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও সর্ব দেবতার অজেয় হইবে । দেবাকে এইভাবে অশুরের হিতসাধনে তৎপর দেখিয়া শিবের ক্রোধানল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি দেবীকে বলিলেন যে, অশুরের প্রতি এরূপ সমানুভূতি প্রকাশ করাতে তিনিও মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এই অশুর তাহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবেন । দেবীও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তিনি সিংহবাহিনী হইয়া এই অশুরকে বিনাশ করিবেন । দেবীপু-৪ । (৫০) দেবদেব মহাদেব বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত ও পূজিত হন । তিনি বারাণসীতে-মহাদেব ; প্রয়াগে-মহেশ্বর ; নৈমিষে-দেবদেব ; গয়ায়-প্রপিতামহ ; কুরুক্ষেত্রে-স্থাপু ; প্রভাসে বিশ্বরূপী ; পুষ্করে অয়োগন্ধ ; বিমলে-শ্বর তীর্থে বিশ্ব ; অট্টহাসে মহানাদ ; মহেন্দ্র পর্বতে মহাব্রত ; উজ্জয়িনীতে মহাকাল ; সাকোট তীর্থে মহোৎকট ;

শঙ্কর তীর্থে মহাতেজ ; গোকর্ণ তীর্থে মহাবল ; রুদ্রকোট তীর্থে মহাবোগী ; স্থলেশ্বর তীর্থে মহালিঙ্গ ; হর্ষতীর্থে হর্ষিত ; মধ্যম তীর্থে সর্ক ; কেদারে দৈশান ; রুদ্রমহালয় তীর্থে রুদ্র ; সুবর্ণাঙ্গ তীর্থে সহস্রাঙ্গ ; বুধত পর্বতে বুধতধ্বজ ; ভৈরবে ভৈরব ; শঙ্করপদ তীর্থে ভব ; কনথলে-উগ্র ; ভদ্রকর্ণ হুদে শিব ; দেবদারু বনে দিগ্ভী ; মধ্যম জঙ্গল তীর্থে চণ্ড ; তুরগু তীর্থে উর্দ্ধ-রেত ; স্ককল প্রান্তে কপদ্বী ; একাম্র-কাননে কুন্তিবাস ; আম্রতিকেত্বর তীর্থে স্কন্দ ; ধ্যানসিন্ধু তীর্থে যোগী ; উত্তকেশ্বর তীর্থে গায়ত্রী ; কাশ্মীরে বিজয় ; মল্লকেশ্বর তীর্থে-জয়ন্ত ; হরিশ্চন্দ্র তীর্থে হরি ; পুর্নশ্চন্দ্র তীর্থে শঙ্কর ; রামেশ্বর তীর্থে জটা ; কঙ্কটেশ্বর তীর্থে সোম্য ; ভূতেশ্বর তীর্থে ভয়গাত্র ; জললিঙ্গ তীর্থে জলে-শ্বর ; করিকা তীর্থে ভিক্ষুক ; বিষ্ণু-পর্বতে বরাহ ; পশ্চিমসন্ধ্যা তীর্থে তাম্র ; বিরজা ক্ষেত্রে ত্রিলোচন ; তপ্তেশ্বর তীর্থে ত্রিশূলী ; ত্রিশৈলে ত্রিপুরাস্তক ; জললিঙ্গ তীর্থে কাল ; করবীর তীর্থে কপালী ; দীপ্তবক্রেশ্বর তীর্থে বেদ ; নেপালে পশুপতি নাথ ; শ্রীকারারোহণ তীর্থে কুটা ; বেদীকা নদীতীরে উমাপতি ; গঙ্গাসাগরে অম্ব ; অমর কণ্ঠকে ওঙ্কার ; শও গোদাবর তীর্থে ভীম ; নকুলেশ্বর তীর্থে স্বয়ম্ভু ;

কর্ণিকার তীর্থে গণাধ্যক্ষ ; কৈলাসে গণাধিপ ; হেমকূট পর্বতে বিরূপাক্ষ ; গঙ্গমানন পর্বতে ভূভুব ; আকাশে সিদ্ধেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর । দেবীপু-৬৩ । (৫১) খট্টাসুরকে বধ করিবার জন্ত এবং নিজেও চরাচর লোকের হিত কামনা করিয়া মহেশ্বর আয়ুর্কেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । দেবীপু-১১০ । যজ্ঞ, রুদ্র, সামক ও সুষেণ দেখ । (৫২) একবার ক্রুদ্ধ রুদ্রের সন্তোষ বিধানের জন্ত দেব ও অসুরগণ তাঁহার স্তব করেন । তাঁহাদের স্তবে রুদ্রের কোপশাস্তি হইলে, তিনি বলিলেন “আমাকে কি করিতে হইবে।” দেবগণ বলিলেন “আমাদিগকে বেদ-শাস্ত্র বিজ্ঞান ও সরহস্ত যজ্ঞ প্রদান কর ।” তখন শিব বলিলেন “তোমরা সকলে মিলিয়া যদি পশু হও, তবে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি এবং তাহা হইলেই তোমাদের মোক্ষলাভ হইবে।” দেবগণ তাহাতে সন্মত হইলেন এবং তদবধি শিব পশুপতি নামে খ্যাত হইলেন । বরা-৩৩ । রুদ্র (১১) দেখ । (৫৩) সকলের আদি কারণ, অচিন্ত্যাত্মা, ক্রিয়াতীত পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি করিতে সমুদ্যোগী হন । তিনিই বিষ্ণু মূর্তি ধারণ করিয়া জ্ঞানানুসারে প্রজা-পুঞ্জের রক্ষাবিধান করেন এবং সেই জগৎ পতিই আবার রুদ্রমূর্তি পরিগ্রহ

করিয়া, চরাচর ভ্রমণ করে। তাঁহার ব্রহ্মরূপ রজঃগাথিত, বিষ্ণু-রূপ সত্ত্বগাথিত এবং কুব্জরূপ তমোগুণের আশ্রয়। এই প্রকারে এই দেবতা ত্রয় পরস্পর হইতে বিযুক্ত না হইয়া, পরস্পরকে আশ্রয়পূর্বক বিরাজিত আছেন। মার্ক-৩৬। (৫৪) যে কল্পে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহার নাম মহাকল্প। প্রত্যেক মহাকল্পে বিভিন্ন শিবলিঙ্গ প্রাভূত হইয়া থাকেন। প্রথম হইতে অষ্টম কল্প পর্য্যন্ত সময়ে আবির্ভূত শিবলিঙ্গের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, কালায়িক্রদ্র, অমৃতেশ, অনাময়, কুন্তিবাস, ভৈরব নাথ, সোমনাথ ও প্রাণনাথ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১২৪) দেখ। (৫৫) উপরোক্ত আটটি ব্যতীত আরও কতিপয় শিবলিঙ্গ বিভিন্ন কল্পে আবির্ভূত হইবে। তাঁহাদের নাম—অগ্নীশ, কালকুন্দ্র, তারক, মৃত্যুঞ্জয়, ত্র্যম্বক, ভুবনেশ, ভূতনাথ, ঘোর, ব্রহ্মেশ, পৃথিবীশ, আদিনাথ, কলেশ্বর ও চন্দ্রনাথ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২২। (৫৬) সমুদ্র মন্তনে উদ্ধৃত চতুর্দশ রত্নের মধ্যে চন্দ্র একটি ছিল। সদাশিব যখন সাগর-সম্বৃত কালকূট পান করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবগণ শঙ্কর বিষপানজনিত ক্লেশ লাগবের জন্য ঐ চন্দ্ররত্ন তাঁহাকে প্রদান করেন। মহাদেব তদবধি তাহা ভয়ঙ্কররূপ রত্নাটে ধারণ করিয়া আছেন।

স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (৫৭) পূর্বে মহাদেবের সাতটি বদন ছিল। তিনি তন্মধ্যে অজ নামক পঞ্চম বদন ব্রহ্মাকে এবং পিচু নামক ষষ্ঠ বদন বিষ্ণুকে প্রদান করেন, তদবধি মহেশ্বর পঞ্চানন হইয়া আছেন। অঙ্ককাস্ত্রের সহিত যুদ্ধকালে অজ নামক শিববকু, হইতে অজা নামে এক দেবী উৎপত্তা হইয়া বহু দানব নিধন করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫২। (৫৮) একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা লইয়া মহা কলহ উৎপত্তি হয় এবং মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্ভূত হন। তখন বিষ্ণু আসিয়া মহাদেবকে শান্ত করেন এবং ব্রহ্মাকে পুরাতন ইতিহাসাদি কীর্তন করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, মহেশ্বর ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা নানারূপ স্তোক বাক্যে মহেশ্বরের প্রসমতা সম্পাদন করেন। ব্রহ্মার বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া শঙ্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা শঙ্করকে অমুরোধ করিলেন যে, তাঁহার পিতামহ নাম সার্থক করিবার জন্য শঙ্কর যেন ব্রহ্মারই সৃষ্ট জীবের অন্তর্ভূত হইয়া আবির্ভূত হন। মহাদেব তাহাতেই সন্মত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা মেরুশিখরে গমনপূর্বক বেদোচ্চারণ পূর্বক তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্তা করিতে করিতে

তিনি যখন অথর্কবেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনই তাঁহার মুখ হইতে রুদ্র-রূপী ভীষণ রুদ্র আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধাংশ নারী ও অর্দ্ধাংশ নর। ঐ ভীষণ মূর্তি রুদ্রকে ব্রহ্মা তাঁহার দেহ বিভাগ করিতে বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। অতঃপর রুদ্র নিজদেহ পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং পরে পুরুষ অংশকে আবার একাদশ ভাগে বিভাগ করিলেন। ঐ একাদশ অংশ একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত হইলেন। অতঃপর রুদ্রের ঐশী শক্তি শঙ্কর হইতে নিজ দেহ পৃথক করিয়া লইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। পিতামহ তাঁহাকে দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মাদেশে সেই দেবী দক্ষ-কন্যারূপে জন্মলাভ করিলে দক্ষ রুদ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তখন ব্রহ্মা সেই শূলপাণি সদাশিবকে সৃষ্টি বিস্তার করিতে অনু-রোধ করিলেন। শিব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ব্রহ্মাকেই সৃষ্টি করিতে বলিলেন এবং নিজে সংহার কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শিব সতাকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। বহুকাল পরে দক্ষ একদিন শিবের আলয়ে গমন করেন। শিব স্বপ্নে দক্ষকে যে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে দক্ষ সন্তুষ্ট হইতে

পারিলেন না। তিনি মনে ক্ষমতাবোধ পোষণ করিয়া প্রত্যাঘাত করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সতী একবার গির্জা-লয়ে গমন করিলে দক্ষের পূর্ব রোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সতীর সম্মুখে শিবের অশেষ নিন্দা করিলেন। সতী শিব নিন্দা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। প্রাণ ত্যাগের পূর্বে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিলেন যে, শিবই যেন তাঁহার কন্যা-স্তরের পতি হন। এদিকে শিব, সতী প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন শুনিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষ-সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, দক্ষ ব্রহ্ম-জাত দেহ পরি-ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন হইবেন এবং নিজ কন্যার পানিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সম্মান উৎপাদন করিবেন। কালক্রমে সতী হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করিলেন। ঐ প্রাপ্ত হইলে হিমালয় তাঁহাকে শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এদিকে দক্ষ প্রজাপতি শিব-শাপে প্রচেষ্টা-বংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শিব-শাপ প্রভাবে এক শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। লোক-প্রমুখ্যৎ দেবী শিবানী সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিবকে বলিলেন, “আমার পূর্ব পিতা দক্ষ এক যজ্ঞ করিতেছেন।

তিনি পূর্বে আপনার অশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত আমি নিরবধি অতিশয় মনোকষ্টে আছি। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে আপনি ঐ যজ্ঞ ক্ষঃস করুন।” শিবানীর অহুরোধে শিব বীরভদ্র নামক এক ভীষণ রুদ্রকে উৎপাদন করিয়া, তাহাকে দক্ষ যজ্ঞ ক্ষঃস করিতে প্রেরণ করিলেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (৫২) প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সতী জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ দেবর্ষি নারদের পরামর্শে শিবের সহিত সতীর বিবাহ দেন। চৈত্র মাসের পূর্ষ ফল্গুনা নক্ষত্রযুক্ত শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে রবিবারে পরম পবিত্র হাটকেশ্বর তীর্থে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্বন্দ-নাগ-৭৭। (৬০) একবার দেবগণ মহাদেবকে দর্শন করিতে কৈলাসে গমন করেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হন এবং বলেন “আমি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিব, আপনারা বাগ্ধারা আমার নৃত্যে সাহায্য করুন।” দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলে শিব আষাঢ় মাসে চতুর্দশী তিথিতে নৃত্য আরম্ভ করেন। তাঁহার ঐ নৃত্য দর্শন করিবার জন্য বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখ বহু ঋষি, তত্ত্বিগ্ন সিন্ধু, যক্ষ, পিশাচ, গুহক, সাধ্য, বসুগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ছয়রাগও তাঁহাদের পত্নী হত্ৰিশরাগিনী সহ তথায় উপস্থিত

হইলেন। ঐ সকল রাগ ও রাগিনীদের নাম—শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, নটনারায়ণ ও নীন। তাঁহাদের পত্নীদের নাম—গোরী, কোলাহলী, ধীরা, দ্রাবিড়ী, মালকৌশিকা ও গান্ধারী এই ছয়জন শ্রীরাগের পত্নী। আন্দোলা, কোশিকা, চরমমঞ্জরী, গাণ্ডগিরী, দেব-শাখা ও রামগিরি, ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা। ত্রিগুণা, স্তম্ভতীর্থী, অহিরী, বৈরাটী ও সামবেরা, ইহারা পঞ্চমবাগের পত্নী। ভৈরবী, গুচ্ছরী, ভাষা, বেলাগুণি, কর্ণাটকী, রক্তহাসা এই ছয়জন ভৈরবরাগের ভার্য্যা। বঙ্গালী, নধরা, কামোদা, অগ্নিনারিকা, দেব-গিরি ও দেবালী ইহারা মেঘরাগের পত্নী। ত্রোটকী, মোড়কা, নরানুদী, মল্লারা ও সিন্ধুমল্লারী, এই কয়জন নটনারায়ণের পত্নী। এই সকল রাগ ও রাগিনীগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তদ্বিন্ন ঐ নৃত্যকালে ব্রহ্মা মৃদঙ্গ বাদন করেন; কেশব তাল প্রদান করিয়াছিলেন; বায়ু সুরের বায়ু বাজাইতে লাগিলেন। দেবরাজ বংশী বাজাইতে লাগিলেন; অগ্নি শূর্ণ; অগ্নিনী কুমারদ্বয় পঞ্চব; চন্দ্র ও সূর্য্য উপাঙ্গ এবং গণ-সমূহ ও মনিগণ ঘণ্টাবাদন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ঐ নৃত্যকালে সুরের গান করিতে লাগিলেন। সিন্ধুগণ সুরব শূঙ্গ বাজাইতে ছিলেন। মহাদেবের নৃত্যকালে সর্পগণ তাঁহার মস্তকে মুকুট

স্বরূপ শোভা পাইতেছিল। তিনি মন্তকের জটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং সর্বগাত্রে ভস্ম লেপন করিলেন। তাঁহার দশবাহতে নানা অলঙ্কার শোভা পাইতে লাগিল। মহাদেব নৃত্য করিতে করিতে নিজের চৌরাশী হাজার হস্ত সৃজন করিলেন। তাঁহার ললাট নির্গত শ্বেদ হইতে সূত, মাগধ, বন্দাগণ ও কদম্ব হইতে বিশ্বনাথক গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইলেন। এইভাবে চারিমাসকাল নৃত্য চলিয়াছিল। শুভ কার্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দশীতে ঐ নৃত্য সমাপ্ত হয়। স্বন্দ-নাগ-২৫৪। (৬১) একবার মহেশ্বর ব্রহ্মার কপাল লইয়া সর্বলোকে বিচরণ করিতে থাকেন। কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হন। বিষ্ণু তাহাকে পরিহাস ছলে “এই আনি তোমাকে ভিক্ষা দিতেছি” বলিয়া তাঁহার কপালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর বিষ্ণুর সেই অঙ্গুলা ভেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন অঙ্গুলী হইতে রক্তস্রাব হইয়া মহাদেবের সেই কপাল পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং পরে পাত্রোচ্ছলিত রক্তধারা ভূতলে প্রবাহিত হইয়া শিপ্রা নামে মহানদীর সৃষ্টি হইল। স্বন্দ-আব-আব-৪২। (৬২) কোনও সময়ে ক্ষুধার্ত্ত মহাদেব কপাল হস্তে ভিক্ষার্থ পাতালে ভোগবতী তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি গৃহে

গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না। তখন ক্ষুধার্ত্ত ক্রুদ্ধ মহেশ্বর নাগলোকে রক্ষিত একবিংশতিটি কুণ্ডস্থিত সমুদয় অমৃত পান করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ তাহা জানিতে পারিয়া দ্বরাধিত হইয়া নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রদান করিল। বাসুকী তখন বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিলে, এক আকাশবাণী হইল—“হে নাগগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত্ত দেবতাকে আহার প্রদান কর নাট, তাই তিনি অমৃতকুণ্ডস্থিত সকল অমৃত পান করিয়া ফেলিয়াছেন। তোমরা যদি তোমাদের অমৃত পুনর্ব্বার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইতে মহাকালবনে যাওয়া শিপ্রানদীতে অবগাহনপূর্ব্বক মহেশ্বরের আরাধনা কর। তাহাই হইলে দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের স্বধাভাণ্ড সকল পূর্ণ করিয়া দিবেন।” তখন নাগগণ ঐ দৈববাণী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহাদের স্বধাসমূহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল। স্বন্দ-আব-আব-৫১। (৬৩) সমুদ্র-মন্তনে উথিত কালকূটের তেজে যখন দেবতা ও অসুরগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় মহাদেব ঐ সকল কালকূটকে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবী শিবানী ভীত হইয়া শঙ্করের সরিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ভূতনাথ

তাহাতে অতিশয় হুঁশিত হইয়া, গঙ্গাকে বলিলেন, “তুমি এই ভয়ঙ্কর বিষকে তরঙ্গ সঙ্গে সাগরে লইয়া যাও ।” গঙ্গা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে শিব শিপ্রা-নদীকে অহুরোধ করিলেন । শিপ্রা শূলপাণির অহুরোধে ঐ বিষকে বহন করিয়া মহাকালবনে লইয়া গেলেন । স্বন্দ-আব-চতু-১৪ । (৬৪) কোনও সময়ে শিব চরাচর জগতের কল্যাণ কামনায় ঋক্ষশৈলে আরোহণপূর্বক সর্বপ্রাণীর অদৃশ্য হইয়া উগার সহিত সুহৃচ্চর তপস্তা করেন । সেই তপস্তা-কালে রুদ্রের শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহাহইতে এক নদীর উৎপত্তি হয় । ‘সেই নদীই নন্দা । সেই নন্দা নদী শিবের আয়ুজা স্বরূপ এবং শিবের বরে তিনি গঙ্গার তুল্য পূজ্যন্যা । স্বন্দ-আব-চতু-৪ । (৬৫) কল্পের অবসানে যখন সমুদয় জগৎ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভগবান্ হ্র নিখিল জগৎ উদরে ধারণ করিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন । এই ভাবে তাহার সহস্রযুগ অতিবাহিত হইয়া যায় । ঐ সময়ে রুদ্র-কন্তা নন্দা শঙ্করের পাদমূলে অবস্থান করিয়া, তাঁহার পাদ সংবাহনে বৃত্তা ছিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশকে ঐ ভাবে নিদ্রিত দেখিয়া বেদচতুষ্টয়ের দ্বারা পরম ভক্তিতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ঐ

স্তব করিতে করিতে হঠাৎ বেদচতুষ্টয় প্রলয়গয়োধি জলে বিলীন হইয়া গেল । বেদ জলবিহীন হইলে পিতামহও অজ্ঞানরূপে বিলীন হইলেন । তখন দেবদেবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়া শঙ্কর নিদ্রোখিত হইলেন এবং পার্শ্ববর্তী নন্দাকে বেদ লুপ্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । নন্দা শূলপাণির প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, মহেশ যখন সুপ্ত ছিলেন, তখন মধু ও কৈটভ নামক অশুরদ্বয় বেদ পাঠনিরত ব্রহ্মার নিকট হইতে, বেদ-অপহরণপূর্বক সাগর সলিলে লুপ্ত হইয়াছে । নন্দার বাকা শ্রবণ করিয়া ভূতনাথ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন । স্মরণমাত্রে বিষ্ণু মীনরূপ ধারণপূর্বক জলে নিন্ম হইয়া পাতাল হইতে বেদ আতরণপূর্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন । দেবদেব মহেশের একমূর্তিই প্রয়োজন ভেদে ত্রি-গুণাধিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সকল কার্য সম্পাদন করেন । ব্রহ্মাদির স্তায় গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতীও সেই রুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা । গঙ্গা তাঁহার বৈষ্ণবী মূর্তি, নন্দা শৈবীমূর্তি এবং সরস্বতী তাঁহার ব্রাহ্মী মূর্তি । স্বন্দ-আব-রেবা-২ । (৬৬) ব্রহ্মা পূর্বে পঞ্চানন ছিলেন ; তিনি একবার নিখা কথা বলিতে

স্বায়েব কুপিত হইয়া চপেটাঘাতে তাঁহার একটি শির ছেদন করিয়া ফেলেন। কিন্তু ঐ শির তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া রহিল। ঐ ব্রহ্মশির হস্ত হইতে কিছুতেই স্থলিত হইতেছে না দেখিয়া, শিব পৃথিবীর সমুদয় তীর্থে ভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় ব্রহ্মকপাল তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল বটে কিন্তু ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শিব উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সাগর চতুর্দিকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে পর্যটন করিলেন কিন্তু কোথাও ব্রহ্মহত্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি দক্ষিণতীরে সিদ্ধেশ্বর তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইলেন। স্বল্প-আব-রেবা-১৭৩। (৬৭) রাজা দিবোদাস যখন কাশীর অধীশ্বর হইলেন, তখন শিব মনঃক্লান্ত হইয়া মন্দির পর্কতে তপস্ব্য করিতে চলিয়া যান। অজ্ঞাত দেবগণও তাঁহার অনুগমন করেন। কিন্তু অজ্ঞাত দেবগণ পরিবৃত থাকিয়াও, শিব মন্দির চলে ভূগ্নি লাভ করিতে পারিলেন না, কাশীর বিরহ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। কোনওরূপে তিনি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। শরীরের সন্তাপ দূর করিবার

জন্য তিনি অগ্নে চন্দন লেপন করিলেন। কিন্তু শরীরদাহে তাহা স্মৃষ্টি-কালের মধ্যে শুক হইয়া গেল। স্বপ্নে তিনি অতি কোমল মৃণাল কণ্ঠের ত্রায় ধারণ করিলেন, তিনি তাহাতে তাঁহার শ্বৈর আরও বদ্ধিত হইল এবং তিনি দুঃখিত চিন্তে বলিলেন—“এই গুলি ত মৃণাল নহে, এইগুলি সর্প।” আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার এই উক্তি-তেই মৃণালগুলি সর্পে পরিণত হইল। পার্শ্বতী শিবের এই কাশীবিরহ-সন্তাপ দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা দিবোদাস কাশীতে অতি ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কাশীর অধিকারচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে না বুঝিয়া, অনেক চিন্তার পর শিব যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “তোমরা শীঘ্র কাশীধামে গমন করিয়া, সেই রাজা দিবোদাস যাহাতে ধম্মচ্যুত হইয়া কাশী হইতে দূরীভূত হয়, সেই ব্যবস্থা কর।” যোগিনীগণ শিববাক্যে পরম পরিভূট হইয়া শিবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য আনন্দ-চিন্তে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ঐ যোগিনীগণের চেষ্টায় রাজা দিবোদাস কাশী হইতে বিদূরীত হইলে, শিব পুনরায় কাশীতে যাইয়া বাস করিতে

লাগিলেন। স্বন্দ-কাশী-পূ-৪৪। (৬৮) কোনও সময়ে শিব কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তথায় গমন করিলেন। শিব তাঁহা-
দিগকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বিষ্ণুর গাত্র স্পর্শ করিয়া কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অস্ত্রাস্ত্র দেবগণকেও যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন। শিবসকাশে এই-
রূপ সষদ্বিত হইয়া, তাঁহার স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ দেবগণের মধ্যে দক্ষও ছিলেন। তিনি যেভাবে শিবকর্তৃক সষদ্বিত হন, তাহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “শিব সতীর পাণিগ্রহণ করিয়া অতিশয় গর্বিত হইয়াছেন। ইনি কে, ইহার স্বজন কে, কোনবংশে ইহার জন্ম হইয়াছে, ইহার গোত্র কি? ইহার প্রকৃতি ও আচরণও বা কি প্রকার, তাহা কেতাই বলিতে পারে না। বিষ ইহার ভক্ষা এবং বাহন ত বুঝ। এব্যক্তি মহান অস্ত্রধারণ করিয়া থাকে, অতএব তপস্বী হইতে পারে না; ইহার যখন আশ্রানেই বাস, তখন সে গৃহস্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মচারীও নহে, কারণ নিবাস করিয়াছে। বাণপ্রস্থ-আশ্রমীও নহে, কারণ ইহাকে সর্কদা ঐশ্বর্য্য মনে গর্বিত দেখিতে পাই। এজন ব্রাহ্মণও হইতে

পারে না, কারণ বেদজ্ঞ নহে। যদিও সর্কদা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি ক্ষত্রিয় নহে, কারণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ক্ষত (বিপদ) হইতে ত্রাণ করা। এ ব্যক্তিত গুলয় সৃষ্টি করে। ইহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে ইহাকে বৈশ্য বলিয়াও ত মনে হয় না। এ শূদ্র হইতে পারে না, কারণ ইহার গলে নাগ-যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। এই সকল লক্ষণ হইতে ইহাকে ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্যাাদি চারি আশ্রমের অন্তীত বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি হইতে লোকের পরিচয় লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পক্ষে তাহাও সম্ভব নহে। ইহার অর্দ্ধনারী-মূর্ত্তি হইতে ইহাকে সর্কতো ভাবে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না। আবার ইহার আশ্রবহুল মুখ দেখিয়া ইহাকে দ্ব্যলোক বলিয়াও মনে করা যায় না। ইনি ক্লাবও নছেন এবং বালক অথবা যুবাও নহেন, তাহা ইহার আকৃতিতেই পরিষ্কৃত। ইহাকে বৃদ্ধও বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহার ভরা বা মৃত্যু নাই। প্রলয়কালে এ ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সংহার করিয়া থাকে, তাহাতেও ইহার পাপস্পর্শ হয় না। আবার এ যখন ক্রোধে ব্রহ্মার নন্তক ছেদন করিয়াছিল, তখন ইহাকে পুণ্যবান বলিয়াও ত মনে হয় না। এ যখন সর্কদা অস্থির অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে এবং বিবস্ত্র অবস্থান

করে, তখন ইহার উচিতাই বা কোথায়? ইহার চরিত্র ও ত আমি কিছুই বুঝিলাম না। আমি তাহার স্বপুত্র, অথচ আমাকে দেখিয়া আসন হইতে উত্থানও করিল না।” শিব সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দক্ষ স্থির করিলেন যে শিব যেমন তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রতিফল দিবেন। এই মনো-ভাব হইতেই দক্ষ যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্ৰণ করেন নাই। স্বন্দ-কাশী-উক্ত-৮৭। (৬৯) কোনও সময়ে ব্যাস, কাশীতে ভিক্ষাপজীবী ও শিবারাধনা তৎপর হইয়া বাস করিতেছিলেন। তখন একদিন মহাদেব ব্যাসকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া পার্শ্বতাকে বলিলেন—“আজ যাহাতে ব্যাস কাশাতে কোথাও ভিক্ষা না পান, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিও।” শিববাক্যে পার্শ্বতী কাশীর প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে ঘাইয়া ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে বারণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার ঐ নিষেধের ফলে ব্যাস সশিষ্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাইলেন না। তৎপরদিবসও সেইরূপ ভিক্ষা না পাওয়াতে ব্যাসের সন্মোহ হইল যে কেহ হয়ত তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে গৃহস্থগণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ভিক্ষা না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সমস্ত

বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ভিক্ষা না পাইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরন্তু পর্যটন করিয়া কাহারও গৃহে ধনদাত্তের বিন্দুমাত্র অপ্রাচুর্য্য দেখিল না। ব্যাস তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে, “কাশী-বাসীগণ যেহেতু ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে বিমুগ্ধ, সেই পাপে কাশীতে লব্ধবিজ্ঞা ধন ও মুক্তি তিন পুরুষ পর্যন্ত গমন করিলে।” এইরূপে শাপ দিয়া ব্যাস ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত হইয়া, পুনরায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। এবারেও সমস্ত দিন দমণ করিয়া কিছুই পাইলেন না। পরিশেষে সায়ংকালে ক্রোধে ভিক্ষাভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুধা মনে স্ব-আবাসে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন পশ্চিমধ্যে দেবী ভগবতী একজন সামান্ত গৃহস্থ নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক এক ভবনের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ব্যাসকে তাঁহার গৃহে অতিথি হইবার জন্য অমুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন যে তাঁহার স্বামী প্রত্যহ অন্ততঃ একটি অতিথিকে ভোজন না করাইয়া অন্ন গ্রহণ করেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিন তাঁহার দেব কোনও অতিথির সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। সে জন্য তাহার স্বামীরও সমস্ত দিন আহার হয় নাই। তজ্জন্ত দেবী ব্যাসকে বিশেষ অমুরোধ করিয়া বলিলেন যে, ব্যাস যদি তাঁহাদেয় গৃহে

অতিথি হন, তবে তাঁহার স্বামী ও তিনি অতিথি সংকার করিয়া ধন্ত হইবেন। ব্যাস দেবীর অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, দেবী যদি তাঁহার দশসহস্র শিষ্যেরও আহ্বারের আয়োজন করিতে পারেন, তবেই তিনি তাঁহাদের গৃহে অন্নগ্রহণ করিবেন অন্তথা নহে। দেবী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাসকে সমুদয় শিষ্যগণ সহ তাঁহাদের ভবনে অন্নগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্যাস স্মারিত হইয়া সমুদয় শিষ্যগণকে লইয়া আহ্বারের জন্ত সেই গৃহে সমবেত হইলেন। দেবীও তাঁহাদিগের সকলকে পরম পরিতোষপূর্বক আহ্বার করাইলেন। আহ্বারান্তে সশিষ্য ব্যাস যখন প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি অনুগ্রহপূর্বক তীর্থবাসীদিগের ধর্ম কীর্তন করুন। আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া এইখানে অবস্থান করিব।” তখন ব্যাস তাঁহাকে প্রথমে পাতিব্রত্য ধর্ম কীর্তন করিলেন। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে সাধারণ ধর্ম কীর্তন করিতে বলিলেন। তখন ব্যাস বলিলেন যে, কর্কশবাক্যে লোকের মনোকষ্ট উৎপাদন না করা, পরের উন্নতিতে অস্বাভাবিক প্রকাশ না করা, বিবেচনার সহিত কার্য্যকরা এবং নিজ ভবনের মঙ্গল চিন্তা করা, ইহাই সাধারণ ধর্ম। তখন দেবী ব্যাসকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—“এই সকল ধর্মের কোন কোনটি আপনার মধ্যে আছে?” ব্যাস তাহার কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন শিব পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—“আমার মনে হয় এই সকল গুণ তোমাতেই আছে এবং তুমিই পরম ধার্মিক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাহারও মনোভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে, সে ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে অভিসম্পাত প্রদান করে, তবে তজ্জন্ত কে পাপ ভাগী হয়?” ব্যাস “উত্তর দিলেন যে, সেই পাপ বিবেচনা-শূন্য শাপদাতারই হয়।” তখন শিব বলিলেন—“তুমি নিজের হৃদয়বশতঃ ভিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া নিরপরাধ কালীবাসীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছ। তজ্জন্ত তুমি এখানে বাস করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া একগই এস্থান হইতে দূর হও।” শিব কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, ব্যাস নিজমুখতা অনুভব করিয়া শিব ও পার্শ্বতীর নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বিধান দিলেন যে, প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে মাত্র তিনি কালী-ধামে প্রবেশ করিতে পারিবেন। স্বাম-কাশী-উত্ত-২৬। (৭০) পুরাণকালে এক বার ধর্ম, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে দীর্ঘ কাল ধরিয়া মহাদেবের তপস্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে

বলিলেন। ধর্ম বলিলেন যে, “তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে তিনি মহেশ্বরের বাহন হইয়া থাকিবেন। মহাদেব তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হওয়ার, ধর্ম বৃষরূপ ধারণ করিলেন। তদবধি শূলপানি সেই বৃষরূপ ধর্মেরই আরোহন করিয়া থাকেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-সেতু-৩। (৭১) শিব একবার পার্বতীর বিশেষ অনুরোধে তাহাকে মারণ, মোহন, বশীকরণ, আকর্ষণাদি কার্যাক্রম অথর্ব বেদজ ও উপবেদজ মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দেন। দেবী ঐ সকল মন্ত্র লাভ করিয়া শঙ্করের উপরেই প্রথম মোহন মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ মন্ত্র প্রভাবে ভূতনাথ চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাহার জটা, শূল, কপাল প্রভৃতি হুলুগীত হইতে লাগিল। ভূত প্রেতাди অনুচরগণ ভীত হইয়া যদৃচ্ছা পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ অচেতন অবস্থায় থাকিয়াই শঙ্কর নিজ অবস্থা অনুভব করিতে পারিলেন এবং নিজ শরীরজন্মে হইতে কতিপয় গণ ও পক্ষ-কূট মন্ত্র-দেবতা উৎপাদন করিলেন। ঐ সকল গণ ও দেবতারা পার্বতীর মন্ত্রের প্রতিবেদ স্বরূপ মন্ত্রাদি আবৃত্তি দ্বারা শঙ্করের চেতনা সম্পাদন করিলেন। স্বল্প-ব্রহ্ম-ধর্ম-২১। (৭২) ব্রহ্মাকে নিজ কন্ঠার প্রতি আসক্ত হইতে দেখিয়া শিব ক্রোধাধিত হইয়া খড়্গদ্বারা তাহার এক শির ছেদন করেন।

ব্রহ্ম-শির ছিন্ন হওয়া ব্রহ্ম কপালরূপিণী ব্রহ্মহত্যা তাহাকে আশ্রয় করে। শঙ্কর তখন সেই ব্রহ্মকপাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে সমুদয় তীর্থ পর্যটন করিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া, পরিশেষে বিষ্ণুর পরামর্শে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেই স্থানে ব্রহ্মকপাল তাহার হস্তচ্যুত হয়। তখন শিব তথায় থাকিয়া দীর্ঘকাল তপস্তা করেন। স্বল্প-বিষ্ণু-বদ-২। (৭৩) কার্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে মহেশ্বর স্বয়ং দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া ভগতে তাহা প্রচলন করেন। তজ্জন্ম পণ্ডিতগণ পরে দ্যূত ক্রীড়া নিবেদন করিলেও, কার্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। স্বল্প-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১০। (৭৪) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বাদানুবাদ হয়। ব্রহ্মা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন, কিন্তু বিষ্ণু বলেন যে, তাহাদের উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর এক জন আছেন। তিনি দেবদেব মহেশ্বর। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শিবের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তাহাদের যখন এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন হঠাৎ শঙ্কর স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে প্রাতীত হইলেন। ব্রহ্মা তখন মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর ব্রহ্মার স্তবে

সম্ভট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে পুত্ররূপে পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। মহেশ্বর তাহাতেই সন্মত হইলেন, মহেশ্বরের নীললোহিত রুদ্ররূপই পরে ব্রহ্মার পুত্রস্বরূপ উৎপন্ন হন। কৃষ্ণ-পূ-২। ব্রহ্মা ও রুদ্র দেখ। (৭৫) একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অবজ্ঞা করাতে মহাদেব তাঁহার একটি মন্তক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা মহাদেবকে আশ্রয় করে এবং ঐ ব্রহ্মশির তাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়া থাকে। তখন মহাদেব সেই ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মকপালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে বিষ্ণুর সকাশে উপস্থিত হন। বিষ্ণুর দ্বারপাল বিশ্বক্সেন, তাঁহাকে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ার মহাদেবের অমুচর কালবেগ তাহাকে নিহত করেন। পরে মহাদেব বিষ্ণুর সন্নীপে উপস্থিত হইলে, তিনি শঙ্করের নিকট হইতে ঐ ব্রহ্মকপাল হস্তে লগ্ন হইবার কারণ অবগত হন এবং ব্রহ্মহত্যাতে আত্মান করিয়া শূলপাণিকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। ব্রহ্মহত্যা শঙ্করকে পরিত্যাগ করিতে সন্মত না হওয়াতে, মহাদেব বিষ্ণুর প্রামর্শে বারাগঙ্গীতে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে এবং ব্রহ্মকপালও তাঁহার হস্তচ্যুত হইল।

কৃষ্ণ-উত্ত-৩১। (৭৬) ভগনামক জগদ্ধাত্রী, লিঙ্গরূপী মহাদেবের প্রকৃতিস্বরূপ। তাঁহাদের সম্মিলনে এক অর্দ্ধনারীনার উৎপন্ন হয়। ঐ অর্দ্ধনারীনার হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাদেব স্বীয় বামাজ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করেন। এই শ্রদ্ধাই মহাদেবের পুরাতন পত্নী। তিনিই বিভূর অজ্ঞায় দক্ষকন্যা সতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-২২। (৭৭) জনকর নামক এক দৈত্য বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে মহাদেবকে আক্রমণ করে। মহাদেব জনকরোদ্ভূত স্বদর্শন চক্র নির্মাণ করিয়া জনকরকে তাহা উত্তোলন করিতে বলিলেন। জনকর তাহা উত্তোলন করিয়া স্বীয় স্বন্ধে স্থাপন করিবামাত্র তাহার মন্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। লি-পূ-২৭। (৭৮) শিবের এক নাম শঙ্কর। সংসার বিরাগীদিগের মুক্তি শং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি সর্বভূতের শং সম্পাদন করেন বলিয়া শঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। লি-পূ-৬। (৭৯) সতীবিরহে কাতর হইয়া শিব উন্নতের স্তায় নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনন্তও সুযোগ বুঝিয়া পূর্বে বৈষ্ণব প্রতিশোধ লইবার জন্য, তাঁহাকে শর-বিন্দু করিতে লাগিল। শিব কন্দর্পে-শরে আহত হইয়া শান্তি লাভের আশায়

বহু স্থানেই ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। তিনি তাঁহার বিরহ-তপ্ত দেহ শীতল করিবার জন্ত কালিন্দীর জলে অবতরণ করিলেন। তিনি জলমগ্ন হইবামাত্র কালিন্দীনদীর জল ক্রম্ভবর্ণ ধারণ করিল। এইভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শিব এক দেবদারু বনে (মতাস্তরে দারুক বনে) প্রবেশ করিলেন। তথায় বহু মনি ঋষিগণ তপস্বী করিতেছেন। মদনও তাঁহাকে শরবদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাত্তাপন করিতে লাগিলেন। দেবদারু বনে অবস্থিত মনিপত্নীগণের, মহাদেবকে এই ভাবে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া চিন্তা-বিকার উপস্থিত হইল। মনিগণ ত হা জানিতে পারিয়া ক্রোধে মহাদেবকে শাপ দিলেন। তাঁহাদের শাপে মহাদেব লিঙ্গহীন হন। বাম-৬। শিব-জ্ঞান-৪২ ; ধর্ম্ম-১০। স্কন্দ-নাগ-১। (৮০) মহাকাল বন, অবিস্মৃতিক্ষেত্র, একাগ্রকানন, ভদ্রকালতীর্থ, করবারবন, কোলাগির্বি, কাশী, প্রয়াগ, অমরেশ্বর, ভরত, কেদার ও রুদ্রমহালয়, এই স্থানগুলি মহাদেবের অতি প্রিয়। স্কন্দ-আব-অব-১। (৮১) সতীর দেহ-ত্যাগের পর শিব ত্রিলায়ের শিখর-দেশে পরম দুষ্কর তপস্বায় নিযুক্ত হন। এদিকে হারকাসুরের নিধনের জন্ত শিব-তেজে উৎপন্ন এক পুত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, দেবগণ

মদনকে শিবের তপোভঙ্গের জন্ত, প্রেরণ করিলেন। হিমাচল-দুহিতা পার্কতীও তখন শিবকে পতিরূপে পাঠিবার জন্ত শিব-সকাশে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছিলেন। প্রথমে মদনের শরাঘাতে শিবের তপোভঙ্গ হইলে, শিব নেত্র উন্মীলন করিয়া প্রথমেই সম্মুখে পার্কতীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যে অকুণ্ট হইয়া প্রথমে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিবার জন্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং ঐরূপ প্রাকৃত জনের হ্রাস আচরণ করায় নিজেকে ধিকার দিয়া পুনরায় দৃঢ়চিত্ত হইয়া, তপস্বায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম চেষ্টা সন্মত সফল হইল না দেখিয়া, মদন পুনরায় তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। এবারে শব্বরের ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং কে তাঁহাকে বার-বার এইরূপে বিরক্ত করিতেছে, তাহা জানিবার জন্ত ক্রোধারক্ত-লোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মদনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিব সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার ললাট-নেত্র হইতে জলন্ত অগ্নি নির্গত হইয়া, তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। শিব-জ্ঞান-১০, ১১। মদন ও রতি দেখ। (৮২)

শিবের ভজনা করিয়া লোক সমুদয়
মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া
থাকে। তজ্জন্ত দেবাদিদেবের এক নাম
মৃত্যুঞ্জয়। শিব-জ্ঞান-১৪। (৮৩)
পার্কীতী মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত
হইবার জন্ত সুদৃশ্য তপস্তায় নিযুক্ত
আছেন, নারদ-মুখে এই সংবাদ পাইয়া
শিব এক জটিল ব্রাহ্মণের বেশ
ধারণপূর্বক পার্কীতীর সমীপে গমন
করিলেন। দেবী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে
দেখিয়া যথাযোগ্য সমাদর পূর্বক
তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।
মহাদেব মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া
পার্কীতীকে, তিনি কেন তপস্তায়
নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করি-
লেন এবং বলিলেন,—পার্কীতী যদি
কোনোমত পতি লাভের বাসনায় তপ-
স্তায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে
তাঁহার তপস্তা অনাবশ্যক, কারণ
রহু কখন গ্রহিতার কামনা করে না।
শিবের কথা শ্রবণ করিয়া পার্কীতীর
এক সখী বলিলেন যে, মহাদেবকে
পতিরূপে পাইবার জন্তই দেবী এই
তপস্তায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সখীর বাক্য
শ্রবণ করিয়া শিব বলিলেন যে, সখীর
কথাই বাস্তবিক সত্য কি না তাহা
তিনি সতীর মুখহইতে শ্রবণ করিতে
চাহেন। পার্কীতী অগত্যা সখীর
বাক্যই পুনঃকৃত্তি করিলেন। তখন
শিব কপট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া

বলিলেন যে, পার্কীতীর ঐ সকল চেষ্টা
সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অকার্য্যকারী।
পার্কীতীর কট্টরিও তিনি প্রশংসা করিতে
পারেন না। জটাজুটধারী শ্মশানবাসী
শিব কখনই পার্কীতীর যোগ্য পতি
হইতে পারেন না। এই কথা বলিয়া
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব নিজেই অশেষ
রূপে শিবের নিন্দা করিতে আরম্ভ
করিলেন। পার্কীতী শঙ্করের নিন্দা
শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধও
হইলেন। অতঃপর তিনিও নানাভাবে
শিবের গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ
করিলেন। পরিশেষে তিনি অতিশয়
বিরক্তিভরে যেমন সে স্থান পয়িত্যাগ
করিবার জন্ত পাদোত্তোলন করিলেন,
অমনই শিব স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া
পার্কীতীর সমুখে প্রোহুভূত হইলেন।
দেবী স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে সমুখে
দণ্ডায়মান দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যাব্বিত
ও লজ্জিত হইয়া অবনত বদনে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। তখন শিব
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,
দেবী যখন তাঁহাকেই পতিরূপে পাই-
বার জন্ত তপস্তা করিতেছিলেন, তখন
তাঁহার সহিত কৈলাসে গমন করিতে
তাঁহার আর কি আপত্তি থাকিতে
পারে। তখন পার্কীতীর আদেশে
তাঁহার সখী শিবকে বলিলেন যে, দেবী
পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলে শিব
দেন পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিতা

হিমবানের নিকট উপস্থিত হন। তাহা হইলেই নগরাজ আনন্দিতচিত্তে তাঁহার সহিত পার্শ্বতীর বিবাহ দিবেন। এই কথা বলিয়া স্বধীগণ সহ দেবী পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। তখন মহাদেব কৈলাসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সপ্তবিদিগের দ্বারা হিমাচলের নিকট তাঁহার মনো-তিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে শিব-পার্শ্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। শিব-জ্ঞান-১৩-১৬। (৮৪) মহাদেব যখন তারকাসুরকে বধ করিতে গমন করেন তখন বিশ্বকর্মা শূলপাণির ব্যবহারের জন্য এক অত্যন্ত সুবর্ণময় রথ নির্মাণ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যথাক্রমে এই রথের দক্ষিণ ও বাম দিকের চক্র হইয়া ছিলেন। এই দক্ষিণ চক্র দ্বাদশ দল ও বাম চক্র ষোড়শ দল সমন্বিত এবং দ্বাদশ দল দ্বাদশ আদিত্যময় এবং ষোড়শ দল ষোড়শ কলাময় ছিল। বামচক্রে নক্ষত্র সকল তাহার ভূষণ স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন এবং বাম ও দক্ষিণ ভাগে নক্ষত্র সকল হইতে কল্পিত হয় ঋতু অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্তরীক্ষ এই রথের রথগ্র, মন্দর পর্বত রথনীড়, উদয় ও অস্ত গিরি রথধারক কুবর, সংবৎসর-বেগ, অয়নধন্য দুই লৌহধারক এবং চারি সমুদ্র এই রথের পরিবেশকণী হইয়া এই রথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গাদি নদীসকল সর্বাভরণ-

ভূষিতা পরমা সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ-পূর্বক রথে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ব্রহ্মা সেই রথের সারথি হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মদেবত প্রণব, প্রতোদ (চাবুক) হইয়া ব্রহ্মহস্তে বিরাজিত ছিলেন। নন্দা নদীর জনক মেকলাশৈল শস্ত্র-রূপে, মন্দর পার্শ্বদণ্ডরূপে, সূমেরু কার্ম্মুকরূপে, অনন্ত নাগ ঐ কার্ম্মকের জ্যা-রূপে, ঐতিরূপিনী সরস্বতী চাপ-ঘটিকা রূপে, মহাতেজা বিষ্ণু বাণ-রূপে, অগ্নি শল্যাস্ত্র রূপে, নিগম চতুষ্টয় অশ্বরূপে ও হ্রবাদি জ্যোতির্গণ সেই অশ্বগণের ভূষণরূপে বিরাজিত ছিলেন। শিব-জ্ঞান-২৪। (৮৫) বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয় জল নিমগ্না ধরিত্রীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি এই মূর্ত্তিতে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া স্বেচ্ছায় এই মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অতঃ এদিকে পৃথিবী এই যজ্ঞবরাহ দেবেয় পীড়নে অতিশয় ক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সকলে সমবেত ভাবে, বরাহরূপধারী বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহাকে বরাহ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের অনুরোধে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া, মহাদেবকে বলিলেন—“আপনি শরভরূপ ধারণ করিয়া আমাকে বিনাশ করুন।” তখন ব্রহ্মা হি দেবধন

নিজ নিজ তেজ শিবদেহে সংক্রামিত করিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে মহাদেব ভয়ানক মূর্তি শরভদেহ ধারণ করিলেন। সেই মূর্তির উর্দ্ধ ও অধোদেশে আটটি চরণ। তাহা দুই লক্ষ যোজন উন্নত, দেড় লক্ষ যোজন বিস্তৃত। উর্দ্ধে এক লক্ষ যোজন এবং পাশ্বে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন। এই শরভ মূর্তির মস্তক চন্দ্রম্পর্শী, নাসিকা অতি দীর্ঘ, নগর সমুদয় অতি তীক্ষ্ণ, পুচ্ছ স্তদীর্ণ, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পানচতুষ্টয় বিরাজমান ও অঙ্গারের দ্বার রক্তবর্ণ বিস্তৃত বদনে আটটি দন্ত ছিল। এই মহাভয়ঙ্কর শরভ মূর্তিধারী মহাদেব সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তুমুল সংগ্রামে বরাহদেবকে নিধন করেন। কালিকা-৩০। (৮৬) যে দিন সমুদ্র মণ্ডনকার্য্য অরম্ভ হয়, সে দিন একাদশী তিথি ছিল। মণ্ডন আরম্ভ হইলে প্রথমেই বিষ উখিত হইল। দেবগণ তাহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলে, শিব তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক হরি স্মরণ করিয়া, সেই বিষ গলাধঃকরণ করিলেন। নারায়ণ ধ্যান করিয়া বিষ পান করিয়া ছিলেন বলিয়া, সমুদয় বিষই তাঁহার জর্গণ হইয়া গেল। পদ্ম-ব্রহ্ম-২। (৮৭) কোনও সময়ে শিব অতি অপকৃপ ভিক্ষুকবেশে দারুণবনে ভিক্ষার্থ গমন করেন। তত্রস্থ ঋষিপত্নীগণ এই অদ্ভুত আকৃতি ভিক্ষুক দেখিয়া যথাসাধ্য উত্তম পাত্ৰদ্রব্য-

সমূহ ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিলেন। পরে তাঁহারা শিবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি একাকী ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন কেন? শিব তখন সত্যীর দেহত্যাগের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষিপত্নীগণ শিবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আরও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাত্ৰদ্রব্য প্রদান করিলেন। পরে শিব বৎসন কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন, তখন ঋষিপত্নীগণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ তাহা দেখিয়া শিবকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি ক্রোধেই প্রাপ্ত হইবেন। ঋদ্ধ-নাহে-কেরা-৬। (৮৮) কোনও সময়ে পার্শ্বতী স্থানার্থ গমন করিবার সময়ে, পদ্মদ্বারা এক পরম সন্দরাকৃতি বালক সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে দ্বার-রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পার্শ্বতী তাহাকে বলিলেন যে, যে কেহ তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গৃহে প্রবেশ করিতে আসিবে, গণেশ বেন অবশ্যই তাঁহাকে নিবারণ করেন। পার্শ্বতী প্রস্থান করিবার দ্বিরংকাল পরে, শিব তথায় আগমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে গণেশ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। শিব গণেশকে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেও, গণেশ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শিব অতিশয়

কুদ্ধ হইয়া, প্রমথগণকে বলিলেন, “তোমরা এই উদ্ধত বালককে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর।” শিবের আদেশে প্রমথগণ একযোগে গণেশকে আক্রমণ করিলেন। তখন গণেশের সহিত শিবামুচরদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং প্রমথগণ সকলে গণেশ-হস্তে পরাজিত হইয়া শিবের নিকটে সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন শিব ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তিনি যেন গাইয়া গণেশকে সকল বিষয় বুঝাইয়া শাস্ত করেন এবং শিবকে গৃহে প্রবেশ করিতে যেন আর বাধা না দেন। তাহা না হইলে গণেশের অশেষ বিপদ ঘটিবে। ব্রহ্মা শিবের আদেশে গণেশের নিকট উপস্থিত হইলে, গণেশ তাঁহাকে শিবামুচর বিবেচনায় তাঁহার শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক এক অর্গল লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উত্তত হইলেন। ব্রহ্মা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন অনন্তোপায় হইয়া বিষ্ণু ও শিব অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর শিব গণেশের মস্তক দেখহইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নারদ প্রমুখাং এই সংবাদ দেবী পার্বতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, সহস্র সহস্র শক্তিগণকে সৃজনপূর্বক তাঁহা-

দিককে জগৎ সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, দেবগণ বিশেষরূপে পার্বতীর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর শিবাদেশে প্রমথগণ উত্তর দিকে গমনপূর্বক একটি একদন্ত বিশিষ্ট হস্তীর মস্তক ছেদন করিয়া, আনয়নপূর্বক শিবতনয় গণেশের স্বন্দদেশে যোজিত করিয়া দিলে, গণেশ পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। শিব-জ্ঞান-৩২-৩৪। (৮৯) সৃষ্টির আদিতে এক পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। সেই পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উদ্ভব হয়। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ তপস্তার উপযোগী স্থান অন্বেষণ করিতে নিৰ্গুণ পরমাত্মা স্বীয় তেজোভূত পঞ্চকোশ ব্যাপী নগরী নির্মাণপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তখন প্রকৃতি ও পুরুষ তথায় তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। দেই তপস্তাকালে তাঁহাদিগের গাত্র-নির্গত শ্বেদ হইতে জল-ধারা নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নিৰ্গুণ শিব সেই জলরাশি প্লাবিত পঞ্চকোশ-ব্যাপিনী কালীকে নিজ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রামগ্ন হইলেন। ক্রিয়াকাল পরে, তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া, শিবের আজ্ঞা-

ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের স্বজন করিতে আরম্ভ করিলেন । (২০) একবার শিবপার্কতী একত্রে অক্ষকীড়ায় রত হন । পার্কতী সেই দ্যুতকীড়ায় শিবকে পরাজয় করেন এবং কীড়ার সৰ্ব্ব স্বরূপ শিবের সমুদয় ভূষণ ও পরিধান হরণ করিলেন । শঙ্কর তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পার্কতীকে বারংবার তাঁহার পরিধান বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন । কিন্তু পার্কতী পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি পণে ঐ সকল জয় করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন না । তখন মহেশ্বর কোণে তাঁহার তৃতীয় নয়ন ধারা দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । তাহাতে শিবাম্বুচরগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর বোধ হয় মননের ভ্রান্ত দেবীকে ও ভয় করিয়া ফেলিবেন । কিন্তু দেবী মহেশ্বরের নেত্রপাতে বিকুম্ভিত ভীত হইলেন না, বরঞ্চ পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি কাল, কামদেব, দক্ষের বস্ত্র অঙ্কক কিংবা ত্রিপুর ও নতি, যে আপনি নয়নাগ্নিধারা আঁমাকে অতি সচ্ছন্দে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন । এ বিষয়ে আপনার বিরূপাক্ষ নাম নিরর্থক !” দেবীর বাক্যে শঙ্কর অতিশয় দুঃখিত এবং বীতরাগ হইয়া কৈলাস পরিত্যাগ-পূর্বক সিকাটিনী নামক স্থানে গমন করিলেন । তথায় তিনি পরনাথ্যার

চিন্তায় মগ্ন হইয়া, ধ্যানাসক্ত হইলেন । এদিকে শঙ্কর প্রস্থান করাতে পার্কতীর সখীগণ তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন । তখন দেবী মনস্থ করিলেন যে, তিনি অবশ্য পুনরায় মহাদেবকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবেন । এই সংকল্প করিয়া তিনি এক শবরীরূপ ধারণপূর্বক মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । শূলপাণি ঐ মনোহর-বেশা শবরীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং গাত্ৰো-খান করিয়া তাঁহার তন্তু ধারণ করিবান্ধ জন্ত অগ্রসর হইলেন । অমনই শবরী-রূপধারী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন । মোহপ্রাপ্ত শঙ্কর তখন সেই শবরীর অশেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে শবরীরূপী দেবী আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন শঙ্কর অতি কাতর-বচনে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবী বলিলেন যে, তিনি এক সর্বস্ব, সকলার্থ-প্রদ, স্বতন্ত্র, নির্বিকার, জগদীশ ও বসুধা পতির অমূল্যদান করিতেছেন । তাহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন যে, তিনিই সেইরূপ যোগ্য পতি । দেবী যেন তাঁহাকেই বস্ত্র করেন । প্রথমে দেবী নানারূপ মুক্তি প্রদর্শনপূর্বক শঙ্করের প্রত্যবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । কিন্তু মহাদেব কাতর হইয়া দেবীর হস্ত ধারণপূর্বক অমুনয় করিতে লাগি-

লেন । তখন দেবী বলিলেন, “আপনি যদি নিতান্তই আমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে অভিলাষী হন, তবে আমার পিতার নিকট পাণি-প্রার্থনা করুন । শঙ্কর দেবীর পরামর্শ মত হিনাচলের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার কন্তার পাণি প্রার্থনা করিলেন । হিনাচল তাঁহাকে স্বভবনে উপস্থিত দেখিয়া, পরম ভক্তিভরে অভ্যর্থনাদি করিলেন । ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমনপূর্বক, স্বালোকের সঙ্গ বৈশ্বক্সের কিম্বদন্তি বর্ণনাক্রমে তেঁহু তদ্বিষয়ে নানাক্রমে উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তখন শঙ্কর আবার নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক অবগ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তখন সকলে নানাক্রমে শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনপূর্বক তাঁহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিলেন । স্বন্দ-নাহে-কেন্দী-৫৭, ৫৮ । (২১) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের অন্ততন পুত্র মেধাতিথির সাত পুত্রের একজনের নাম ছিল শিব । মেধাতিথি দেখ । (২২) নম্র-বর্ষীয় উগ্রস্র অন্ততম পুত্র । বিষ্ণু-১ম-১৩ । ৪২-৪ । কৃষ্ণ-পু-২৭ । উগ্র, আঘেয়ী, খ্যাতি ও স্বাতি দেখ । (২৩) চাক্ষুষ নথস্তুরে দেবতাদের সুধামা (সুধামা—গুরু), সত্য, শিব, প্রতর্দন ও বশবন্তী এই পাঁচটা গণ ছিল ।

বিষ্ণু-৩য়-১ । কৃষ্ণ-পু-৫০ । গন্ধ-পু-৮৭ । ব্রহ্মা-৬৮ । বায়ু-৬২ । উত্তম দেখ । (২৪) প্রিয়ব্রতায়জ ইয়াজুর্বেদ এক পুত্রের নামও ছিল শিব । স্বন্দ-নাহে-কুমা-৩৭ । ভাগ-৫য়-২০ । অভয় ও ইয়াজুর্বেদ দেখ । (২৫) আহ্বনীন্দ্র অগ্নির একপঞ্চাশত জন সন্তানের অন্ততম শিব । দেবীপু-১২২ । (২৬) একবার পুরুষের শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন । তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শিব ভবনের নিকটে এক অতি ভীষণ দর্শন পুরুষকে দেখিতে পান । ইন্দ্র সেই পুরুষকে শিবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন । বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও সেই পুরুষ ইন্দ্রের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না । তখন দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রদ্বারা তাঁহাকে কঠোরভাবে আঘাত করিলেন । সেই আঘাতে তাঁহার কোনই আঘাত হইল না, কেবল তাঁহার কণ্ঠদেশ নালবর্ণ হইয়া গেল । পরন্তু পুরুষের বজ্রই ভস্মীভূত হইয়া গেল । তাহা দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সত্ত্ব ভূমিতে পতিত হইয়া সেই পুরুষের শরণাপন্ন হইতে বািললেন এবং নিজেও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । বৃহস্পতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ভীষণাকৃতি পুরুষ (শিব স্বয়ং) নম্রনাথি প্রশমিত করিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলি-

লেন । বৃহস্পতি অভয় পাইয়া শিবকে বলিলেন—“আপনার ললাট নেত্রজ অগ্নি প্রশমিত করুন ।” শিব বলিলেন যে, একেবারে প্রশমিত করিলে সেই ভালনেত্র্যাগ্নি পুনরায় তাঁহার লোচনে উপস্থিত হইতে পারিবে না । তজ্জন্ত তিনি তাহা একেবারে প্রশমিত না করিয়া, যাহাতে ইন্দ্রের সেই অগ্নি-দ্বারা কোনও অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্ত তাহা দূরে ত্যাগ করিবেন । এই কথা বলিয়া মহাদেব হস্তদ্বারা ললাটনেত্র-নির্গত অগ্নিকে ধারণ করিয়া দূরস্থিত লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন । তখন সেই অগ্নি সাগরসঙ্গমের নিকৃগঙ্গা নদীতে পতিত হইল এবং পতিত হইয়াই বালরূপ ধারণপূর্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিল । সেই সাগর জলজাত হরনেত্র্যাগ্নি সম্ভূত বালকটী জালন্ধর নামক দৈত্যরাজ হইয়াছিলেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪ । (১৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রীকুম্বের দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-ভাগ-৩ । ত্রীকুম্ব দেখ । (২৮) একবার প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, শিবকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন । শিব কিন্তু স্বস্তরকে দেপিয়াও নিজ আসন হইতে উত্থান করিলেন না । তাবিলেন যে, দক্ষ সম্পর্কতঃ তাঁহার স্বস্তর হইলেও, তিনি দক্ষের গুরুস্থানীয় এবং শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে, গুরু

শিষ্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিবে না । দক্ষ শিবের এই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিলেন । স্বন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৮ । (২২) পূর্বকালে অজাপাল নামে এক পরম ধার্মিক নরপতি ছিলেন । তাঁহার অধিকারে কেহই পাণ্ডকার্য্য করিত না । তজ্জন্ত নরক শূন্য হইবার উপক্রম হইলে, যম প্রতীকারপ্রার্থা হইয়া, ব্রহ্মাব শরণাপন্ন হইলেন । তখন ব্রহ্মার পরামর্শে মহেশ্বর শাক্দল-রূপ ধারণ পূর্বক অজাপালকে বধ করিতে গমন করেন । প্রথমে শঙ্কর নরপতি অজাপালের সমস্ত অঙ্গাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন । পরে নৃপতি অজাপালের সহিত শাক্দলরূপী মহেশ্বরের যুদ্ধ হয় । দক্ষ যুদ্ধকালে যেননই মহাদেবের শরীর অজাপালের শরীরের সম্পর্কে আসিল, অমনই শঙ্কর স্বায় রূপ ধারণ করিলেন । তখন অজাপাল শিবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । শিব তাঁহার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন । স্বন্দ-নাগ-২৫ । যম (১১) দেখ । (১০০) দেব দেব মতে-স্বরষ্ট সমুদয় দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১ । (১০১) শিবনেত্রোৎপন্ন বক্তির নাম কালাগ্নি । দেবীপু- ১২২ । (১০২) তদ্ব্যাক্ত পঞ্চায়তনা দীক্ষায় পূজনীয় দেবতাদের অন্ততম

শিব। তম্বু: ১১৩ পৃ:। শক্তি (৬) দেখ। (১০৩) তম্বুক ত্রিপুরা বস্ত্রের ষট্ কোণে শিবাদি দেবগণের পূজা বিধেয়। তথায় শিব যুগ-টঙ্ক-অভয়-বর-মুদ্রাধারী ও হেমবর্ণ বলিয়া কল্পিত হন। তম্বু: ১৭৭ পৃ:। (১০৪) তম্বুক অমৃতম রুদ্রের নাম শিব। তাঁহার নয়জন পীঠশক্তি উল্লিখিত আছে। ঐ পীঠ শক্তিদের নাম—বানী, ছোড়া, রোদ্রী, কালী, কলপিকরণী, বলপিক-রিণী, বলপ্রদনা, সর্কভূতদমনা ও ননোন্মনা। তম্বু: ৩০২ পৃ:। (১০৫) তম্বুতে সর্কভূতা, তপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অনুপশক্তি ও অনন্ত শক্তি এই ছয়টি মহেশ্বরের অঙ্গ। তাঁহার পাঁচটি বদন। তাহাদের মধ্যে কোনটি মৃত্যুর কায় শুভবর্ণ, কোনটি মেঘের কায় কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শুভবর্ণ এবং অপরটি জবার কায় রক্তবর্ণ। ইহাদের প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নেত্র। তাহার কপালে অঙ্কচন্দ্র, দেহকাণ্ড কোটি পূর্ণচন্দ্রের স্থায়, হস্তে শূল, টঙ্ক, বজ্র, অগ্নি, সর্প, বটী, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা। (অমৃত আছে) চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনটি তাহার নেত্র। তিনি দুইটি পক্ষের মধ্যস্থলে সহস্র বদনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি চারি হস্তে মুদ্রা, পাশ, যুগ ও অক্ষমালা ধারণ করেন। তাহার মৌলস্থিত চন্দ্র হইতে সুখা

ক্ষরিত হইয়া সর্কাক সিক্ত করিতেছে। তম্বু-৩১২, ৩১৬ পৃ:। (১০৬) ব্রহ্মার যে নন্তক শিব ছেদন করেন, তাহা শিবের পৃষ্ঠে লগ্ন হয়। শিব নানাদেশ পর্যটন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলে, ঐ ব্রহ্মশির তাঁহার পৃষ্ঠচ্যুত হয়। শিব-জ্ঞান-৪২। (১০৭) শিব সম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ নিম্নলিখিত নাম গুলির সংগ্রহে আছে—পর্ণাদ, ভূতগণ, নয়, ভদ্রকালী, বীরভদ্র, মৃত্যু, শঙ্কর, বৃহৎশ্রবা, নোহিনীনায়া, মহা-বাসুতি, ইলা, শুদ্ধাঙ্গ, ভৈরব ও রুদ্র। (১০৮) ব্রহ্মা শূলপাণি মহাদেবকে পিষাচ রাখান, পশু, ভূত, ঋক ও বেতাল গণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। হরি-হরি-৫। নং-৮। পর-সৃষ্টি-৭। (১০৯) পূর্বকালে প্রজাগণ দাস্ত, নাস্তি-বিশারদ ও ধর্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে দৈবায় কেহ কখনও কোন কুর্ধ্য করিলে তাহাকে দিকার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করা হইত। অসুরগণ প্রজাসমূহকে এইরূপ ধর্ম অমরত দেখিয়া, তাহাদের ও ধর্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কামক্রোধাদিরূপে প্রজাগণের শরীরে প্রবেশ করিল। তখন প্রজাগণের ধর্মভাব বিদূরিত হইয়া তাহাদের শরীরে ধর্মনাশন দর্পের প্রাভু্য হইল। তখন তাহারা অতি-শয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইল এবং পূর্ব-ভাব বিস্মৃত হইয়া, পরস্পরকে নিপীড়ন

করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাসমুদয়ের এই প্রকার স্বভাবের পরিবর্তনে দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট হইতে সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজ তেজপ্রভাবে মানবগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে বিনষ্ট করিয়া, পরিশেষে মহামোহকে নাশ করিলেন। মহামোহ নিপাতিত হইলে, প্রজাগণ পূর্বের ভায় আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অস্ত্রাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-২৯। (১১০) পুরাকালে শূলপাণি শম্বু হইতেই সরস্বতী নদীর উদ্ভব হইয়াছিল। স্বন্দ-আব-রেবা-৭৪। (২১১) শিবের এক নাম মহাকাল। তিনি কল্পে কল্পে আপনার লীলায় চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের লয় করেন এবং তিনি সেই কালেরও লয়কারক বলিয়া মহাকাল বলিয়া কথিত হন। স্বন্দ-কাশী-পূ-৭। (১১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে শঙ্কর ও তাঁহার অমৃতচরদিগের দ্বারা দে সকল দানব নিহত হইতে লাগিলেন, দানব-শূর গুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে নষ্টবলে পুনরায় জীবন দান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহাদেব গুক্রাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য শূল উত্তত করিলেন। গুক্রাচার্য্য তখন ভীত হইয়া শিবকে বলিলেন যে, তাঁহাকে বধ

করিলে শিবের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে। তাহা শুনিয়া এবং পূর্বে ব্রহ্ম-কপাল যে তাঁহার হস্তে লয় হইয়াছিল, তাহা মনে হওয়াতে, শিব গুক্রাচার্য্যকে বধ করিবার বাসনা সংবরণ করিলেন। কিন্তু গুক্রাচার্য্যকে কোনও প্রকারে দমন করিতে না পারিলে যে, জালন্ধর দৈত্যকে বধ করা সম্ভব হইবে না তাহা অমুভব করিয়া, তিনি নিজ তৃতীয় নয়ন হইতে এক কৃত্যাকে উৎপন্ন করিলেন। সেই ভাবণাকৃতি কৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র শিব বলিলেন, “বাবৎ আমি জালন্ধর দৈত্যকে বিনাশ না করি, বাবৎ তুমি গুক্রাচার্য্যকে যোনিরোধে আবদ্ধ করিয়া রাখ। পরে জালন্ধর নিহত হইলে, তুমি উহাকে মুক্ত করিয়া দিবে।” শঙ্করের আদেশে কৃত্য বেগে ধাবন করিয়া, গুক্রাচার্য্যের কেশ গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে নিজ ভগ্ন-মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া দৈত্যগণ ভীতহইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন জালন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ তেজের সহিত শঙ্করের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই শিবকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, মায়াবলে ক্রোধিত গোরী ও ভয়া সৃজন করিল। সেই নায়ী-ভয়া, জালন্ধরের আদেশে শিবসকাশে গমন-পূর্বক কপট ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল যে, জালন্ধর দৈত্য কর্তৃক গোরী

অপহৃত হইয়াছেন। শব্দ তৎপ্রবণে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া বৃষভে আরোহণপূর্বক, জালন্ধরের নিকট গমন করিবার উद्यোগ করিলেন। ইত্যবসরে জালন্ধর মায়ী গৌরীকে লইয়া রথারোহণ পূর্বক শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, মায়ী গৌরী শিবকে দেখিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিবও দৈত্য নায়ক মোহিত হইয়া পার্শ্বতীর ভূমিতে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া জালন্ধর দৈত্য কপট সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক অধিকারকে, নিজ রথ হইতে অবতারণপূর্বক বলিলেন—“হে রুদ্র, তুমি পার্শ্বতীকে গ্রহণ কর।” শিব তৎপ্রবণে যেমন হস্ত প্রদারণপূর্বক উমাকে গ্রহণ করিতে বাইবেন, অননি স্তম্ভাসুর পার্শ্বতীকে গ্রহণ করিয়া আকাশে উথিত হইলেন। শিব তাহা দেখিয়া স্তম্ভাসুরের উদ্দেশে শূল নিক্ষেপ করিলে, স্তম্ভাসুর (মায়ী) গৌরীকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনিও শিব-নিষ্কিপ্ত শূলবিক হইয়া শিবের সন্মুখেই পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন। শিব তখন গৌরীর শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুচ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি দৈত্যদিগকে শাপ দিলেন যে জন্মান্তরে ঐ গৌরীর হস্তেই তাহার নিধন প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর শিব

পার্শ্বতীকে স্মরণ করিয়া নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা শিবকে মায়ীগৌরীর শোকে ঐরূপ আকুল দেখিয়া, অদৃশ্যভাবে শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, শিব এযাবৎ বাহা কিছু দেখিলেন, এ সমস্তই জালন্ধর রচিত মায়ী মাত্র। প্রকৃত গৌরী নিরাপদে কৈলাসে রহিয়াছেন। শিব যেন নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া জালন্ধরকে বধ করেন। ব্রহ্মার বাক্যে শিবের জ্ঞানলাভ হইল এবং সমস্তই জালন্ধরের ছলনা বৃত্তিতে পারিয়া, মহাক্রোধে বৃষারোহণপূর্বক পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহেশ্বরের পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধকালে মায়াবী জালন্ধর পুনরায় শিব ও তাহার অমুচরদিগকে গীতবাহুরবে মোহিত করিয়া ফেলিল। দানবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শিবকে যুদ্ধ হইতে বিরত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অমুবোগ দিতে লাগিলেন। তাহাতে শিব পুনরায় নিজ প্রভাবে দানবী মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়-কর ভীষণ রৌদ্রজালাময় রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দানবগণ দিগ্বিদিগে পলায়ন করিতে লাগিল। জালন্ধর তাহা দেখিয়া শিবকে বলিতে লাগিলেন, “আপনি যোগবল ত্যাগ

শিবস্বয়ম্—যজ্ঞশ্রী ও শিবশ্রী দেখ ।
 শিবস্বাতি—মগধের অজ্ঞ-বংশীয়
 স্বাতিকর্ণ চকোরের পর শিবস্বাতি
 আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন । তৎ-
 পরে রাজা গৌতমীপুত্র একুশ বৎসর
 মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।
 ২৭-২৭৩ । চকোর, চকোরশাতকণী,
 গৌতমীপুত্র ও বটক দেখ ।

শিবস্বামী—অজ্ঞবংশীয় শাতকণীর
 পুত্র । তিনি আটাশ বৎসর রাজত্ব
 করার পর, গৌতমীপুত্র একুশ বৎসর
 সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তৎ-
 পরে শাতকর্ণবংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রী
 উনিশ বৎসর প্রজাপালন করেন ।
 বায়ু-২৯ । শিবস্বয়ম্ দেখ ।

শিবা—(১) অষ্টবসুর অন্ততম
 অনলের পত্নী । তাঁহার গর্ভে অবিজাত-
 গতি ও মনোজব নামে দুই পুত্র জন্মে ।
 মৎ-৫ । (২) অষ্টবসুর অন্ততম অনলের
 পত্নী শিবা । সৌর-২৮ । শিব-ধর্ম-৫৫ ।
 হরি-হরি-৩ । বিষ্ণু-১ম-১৫ । গুরু-পূ-৬ ।
 ব্রহ্মপূ-৩ । মহাভা-আদি-৬৩ । (৩)
 ঈশান নামক অন্ততম রুদ্রের পত্নীর
 নাম শিবা । কুর্ধ-পূ-১০ । ব্রহ্মা-
 ২৮ । বায়ু-২৯ । রুদ্র দেখ । (৪)
 খসার গর্ভজাত অন্ততমা রাঙ্গসী ।
 বায়ু-৬৯ । আলম্বা দেখ । (৫) অন্ততম
 নাটুকা । নাটুকাগণ দেখ । (৬)
 অজিতার পত্নীর নাম শিবা । বাহা
 দেখ । (৭) শিবপ্রিয়া পার্বতীর বা

সত্যার এক নাম । বিভিন্ন পুরাণ ।
 (৮) গন্ধার এক নাম । পদ্ম-পাতা-
 ৫৭ । (৯) শিব-প্রিয়া শিবা শিবের মুখ
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । দেবীপু-
 ১৭ । (১০) শিব শব্দের অর্থ মুক্তি ।
 দেবী পরমেশ্বরীকে সকলে শিবকলের
 জন্ত আরাধনা করিয়া থাকে । তাই
 তাঁহার নাম শিবা । দেবীপু-৩৭ ।
 (১১) দেবী আদ্যাশক্তি মর্ত্যভূমিতে
 জলধর তীর্থে মহাদেবপীঠ নামক
 স্থানে শিবা নামে পূজিতা হন ।
 দেবীপু-৪২ । যশা দেখ । (১২) তম্রোক্ত
 অন্ততনা শক্তি । তন্ত্রসার-৫২৫ পৃঃ ।
 শক্তি দেখ । (১৩) সীতার অষ্টোত্তর
 সহস্র নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।
 শিবাখ্যা—মহাদেবের অন্ততন গণ ।
 সৌর-৩৫ ।

শিবাখ্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
 নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

শিবায়া—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
 নামের অন্ততম । সীতা দেখ ।

শিবানন্দা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী
 রাধিকাদেবী শিবকুণ্ড তীর্থে শিবানন্দা
 নামে পরিচিতা । পদ্ম-পাতা-৪৬ ।
 (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের
 অন্ততম । সীতা দেখ ।

শিবানী—দেবী আদ্যাশক্তি যখন
 কালিকারূপে শুভ দানবকে বধ করিতে
 যান, তখন বিভিন্ন দেবগণের শক্তি-
 গণও তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া-

ছিলেন। শিব-শক্তি শিবানী ভূজযুগলে ভূজক-বলয়, ললাটদেশে অর্ধচন্দ্র ও হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া বৃষভ-বাহনে দেবীর সাহায্যার্থ গমন করেন। দেবীভা-৫২-২৮। ব্রহ্মাণী দেখ।

শিবারব—দানবরাজ হুর্গের অন্ততম সেনাপতি। স্বল্প-কাশী-উত্ত-৭১।

শিবারবা—(১) অন্ততমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (২) দেবী মাহেশ্বরীর শরীর সঙ্ঘতা অন্ততমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

শিবি—(১) দানবপতি প্রহ্লাদের অন্ততম পুত্র। মৎ-৬। পর-সৃষ্টি-৬। প্রহ্লাদ দেখ। (২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অমুহ্লাদের অন্ততম পুত্র শিবি। হরি-তরি-৩। অমুহ্লাদ দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্ততম পুত্র হ্রাদ। হ্রাদের পুত্র শিবি। শিব-ধর্ম-৫৪। (৪) হিরণ্যকশিপু তনয় সংহ্লাদের অন্ততম পুত্র শিবি। গুরু-পু-৬। বিষ্ণু-১ন-২১। (৫) হ্রদের অন্ততম পুত্র। অগ্নি-১২। আয়ুজ্ঞান দেখ। (৬) পুরুবংশীয় নরপতি উশী-নরের অন্ততম পুত্র। শিবির মাতার নাম দুষদ্রতা। শিবির চারি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম বৃষদর্ত, সুবীর, কেকয় (কৈকেয়) ও মদ্রপ (মদ্রক)। শিবির পুত্রেরা শিবিগণ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩১। বায়ু-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। ভাগ-২২-২৩। ব্রহ্মপু-১৩। (৭) উশীনের শিবি একমাত্র রথে

আরোহণ ও সমুদ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক ভূপতিগণকে পরাজয় করেন। তিনি যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া নিজ সমুদ্র গো, অশ্ব ও অন্তান্ত আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২। (৮) পরশুরামের অত্যাচারে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইলে, রাজর্ষি শিবির পুত্র অরণ্যে গো সমুদ্রের প্রবহে রক্ষিত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার নাম হয় গোপতি। মহাভা-শান্তি-৪২। (৯) শিবিরাজের কন্যা শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। দেবীভা-৭২-১৪। (১০) ব্রহ্ম-দত্ত অধর্মনিবারণক অসি পরম্পরায় যাদবগণের অধিকারে আইসে। যাদবগণ তাহা শিবিরাজাকে প্রদান করেন, এবং শিবিরাজার নিকট হইতে প্রতর্দন তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। নহু ও যুধিষ্ঠির দেখ। (১১) রাজর্ষি শিবি একবার রাজ-সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন এক কপোত শ্রোন ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ঐ শ্রোনও কপোতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আহ্বারের জন্য কপোতটিকে প্রার্থনা করে। শিবি রাজা শরণাগতকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। (এই উপলক্ষে যে বিদ্রুত উপাখ্যান আছে তাহা মহাভারতের অপর একস্থলে শিবির পিতা উশী-

নর রাজার সধকে কৌন্তিল্য হইয়াছে। (২০) উশীনর-তনয় শিবি রাজা ব্রাহ্ম-
তজ্জ্ঞ উশীনর নাম দ্রষ্টব্য)। মহাভা-
অমুশা-৩২। (১২) শিবি নরপতি
কার্তিক মাসে মাংসাহার পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন। রক্তিদেব দেখ।
(১৩) চাকুর মনুর পত্নী নডুলার গর্ভে
শিবি প্রভৃতি দ্বাদশজন সম্ভবান জন্মে।
ভাগ-৪৯-১৩। নডুলা ও চাকুর মনু
দেখ। (১৪) উশীনর-তনয় রাজর্ষি
শিবির চারি পুত্রের নাম পৃথুর্দ্ব,
সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক। মৎ-৪৮।
(১৫) শিবির পুত্রদের নাম—পৃথুর্দ্ব,
বীরক কৈকেয় ও ভদ্রক। অগ্নি-২৭৭।
(১৬) বৃষ্ণির অন্ততমা পত্নী মাদ্রীর
গর্ভে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-
৪৫। কুন্তলক্ষণ, অনমিত্র ও বৃষ্ণি
দেখ। (১৭) ভরত-বংশীয় গর্গের পুত্র
শিবি। শিবি-তনয়গণ কত্রোপেত
দ্বিজাতি বলিয়া পরিগণিত হন।
ঐহার্য শৈব্য ও গার্গ্য এই দুই নামে
পরিচিত। মৎ-৪২। ভুবনমুখ দেখ।
(১৮) তামস মনুর অধিকারকালে শিবি
নরপতি একশত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র
লাভ করেন। বিষ্ণু-২২-১। গদ্য-
পূ-৮৭। কুর্শ-পূ-৫০। বৃহদা-৩৭।
ভীষ্ম দেখ। (১৯) উশীনর-তনয়
শিবি এক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন।
সেই যজ্ঞে তিনি অহনিশ কলসের
মুখে সলিল-ধারা প্রদান পূর্বক অগ্নির
তৃপ্তি সাধন করেন। ঋক্-নাগ-২০।

(২০) উশীনর-তনয় শিবি রাজা ব্রাহ্ম-
ণের নিমিত্ত নিজ ঔরসপুত্র এবং স্বীয়
অঙ্গ পর্য্যন্ত ছেদন পূর্বক প্রদান
করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যকালে তাঁহার
স্বর্গলাভ হয়। ঋক্-মাহে-কুমা-২।
(২১) হিরণ্যকশিপু দানবের অন্ততম
পুত্র শিবি। মহাভা-আদি-৬৫।
কালিকা-৩৪। (২২) শিবি নামক
দ্বিত্তি-পুত্র দ্বাপরে ক্রম নামক নরপতি
হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৩)
উশীনর-পুত্র শিবি যত ধন উপার্জন
করিয়াছিলেন তৎসমুদয় দেবলোকে
সমর্পণ করেন। তিনি সমুদয় রাজ-
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দান, তপস্যা,
সত্য, ধর্ম, লজ্জা, ক্রমা প্রভৃতি বিবিধ
গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। মহাভা-আদি-
৯৩। (২৪) বৈবস্বত মনুর অন্ততম পুত্র।
বৈবস্বত মনু দেখ। (২৫) তামস মনুস্তরে
শিবি নামে যে ইন্দ্র ছিলেন, তিনি
সকল বস্তুই অনিত্য ইহা উপলক্ষি
করিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত
হন এবং কালক্রমে শিবের গানপত্য
লাভ করেন। সৌর-২২। (২৬) মহর্ষি
শিবি একজন ঋগ্বেদের মহদ্রষ্টা ঋষি
ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সধকে কতিপয়
ঋক্‌সমুদয় রচনা করেন। ঋক্-১০। ১৭২।
শিবোত্তম—তদ্ব্যক্ত অন্ততম ব্রহ্ম।
তত্ত্ব-৩০৭ পৃঃ। ব্রহ্ম দেখ।
শিবোদয়া—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শিরীষ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি অলক্ষী সহস্রকে কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । ঋক্—১০০-১৫৫ ।

শিরীষ—অত্রীবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । বীজবাণি দেখ ।

শিল—অন্ততম দানব । দম্বু দেখ ।

শিলক—চিকিৎসায়ন দেখ ।

শিলবৃত্তি—জ্ঞানৈক বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ । তিনি সিন্ধু নামক মহর্ষিকে গঙ্গা-মাহাত্ম্য কাঁঠন করেন । মহাভা-অমুশা-২৬ ।

শিলাদ—(১) একজন ধর্ম্মাশ্রা ঋষি । একদিন তিনি শিবলোক হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে তাঁহার পিতৃগণকে নরকে লঙ্ঘমান অবস্থায় দেখিতে পান । তাঁহারা শিলাদকে বলিলেন যে, তিনি দার-পরিগ্রহ না করাতেই তাঁহাদের ঐরূপ দুর্গতি হইয়াছে । তজ্জন্ত তাঁহারা শিলাদকে পুত্র লাভের জন্ত মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন । পিতৃগণের কথা শুনিয়া মহর্ষি শিলাদ শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি শিব-তুল্য অনর অযোনিজ পুত্র প্রার্থনা করিলেন । মহাদেব শিলাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া চলিয়া গেলে, মহর্ষি শিলাদ এক যজ্ঞভূমি

কর্ষণ করিতে করিতে লাক্ষলমার্গে এক পরম ভেজস্বী কুমারকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন । প্রথমে শিলাদ সেই শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই । পরে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি সেই শিশুকে গ্রহণ করিলেন । সেই কুমার তাঁহার আনন্দকর হওয়াতে তিনি তাহার নাম রাখিলেন নন্দী । সেই বালকের সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মিত্রাবরুণ নামক তপস্বাদ্বয় শিলাদের আশ্রমে উপস্থিত হন । তাঁহারা শিলাদের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, শিলাদ-তনয় নন্দী, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল ও ধর্ম্মাশ্রা হইলেও অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । মহর্ষি শিলাদ তৎশ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইলেন । নন্দী নিজ পিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া মরণের আক্রমণ হইতে পরিজ্ঞান পাইবার বাসনায়, মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া গেলেন এবং অতি উগ্র তপস্তা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে বর পাইয়া জরা ও মৃত্যু রহিত হইলেন । শিব-সনৎ-৪৫-৪৭ । কুর্ধ-পু-৪১ । শিব-ধর্ম্ম-১০ । স্বন্দ-নাহে-কুমা-২২ । স্বন্দ-কাশা-পু-১১ । সৌর-৩৫ । শৈলাদি দেখ ।

শিলাদজ—(১) মহাদেবের জ্ঞানৈক গণ । জালঙ্কর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে, জালঙ্কর অহুচর ওস্তোর

সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৭।

(২) শিলাদ মুনির পুত্র বলিঙ্গা শিবানু-
চর নন্দীর নামও শিলাদজ ছিল।

শিলাবাকু—অনৈক মহর্ষি। তিনি
মহাদেবের সহিত পার্বতীর বিবাহে
উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য সম্পাদনে
সাহায্য করেন। স্বপ্ন-মাহে-কেদা-২৩।

শিলাযুগ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ত-
তম পুত্র। মহাভা-অমুশা-৪। বিশ্বামিত্র
দেখ।

শিলাঙ্গী—একজন অত্রি-বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বীজবাণী দেখ।

শিলাসংহনন—খসার গর্ভজাত অন্ত-
তম রাক্ষস। বায়ু-৬২। খসা দেখ।

শিলাস্থলী—অত্রি-বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎস্তাচ্ছাণ্ড দেখ।

শিলী—(১) নাগরাজ তক্ষকের
বংশজাত অন্ততম নাগ। তিনি রাজা
জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন।
মহাভা-আদি-৫৭। (২) সহস্র বদন
রাবণের অন্ততম সেনাপতি। অদ্ভু-
তামা-১৮। রাবণ দেখ।

শিলীমুখ—কক্ষর গর্ভজাত অন্ততম
নাগ। কক্ষ দেখ।

শিশকপ্রবারী—মগধের কৈলকিল
ধ্বন রাজগণের অন্ততম। ধর্ম (২০)
দেখ।

শিশি—যদুবংশীয় সারণের অন্ততম
পুত্র। সারণ দেখ।

শিশির—(১) অষ্টবংশীয় অন্ততম

ধরের পুত্র। ধর, প্রাণ, কল্যাণিনী ও
মনোহরা দেখ। (২) প্রিয়ব্রতের তনয়।
মেধাতিথির অন্ততম পুত্র। মেধাতিথি
দেখ। (৩) সংহিতাকার বেদমিত্রের
অন্ততম শিষ্য। বিষ্ণু-৩২-৫। শালীয়,
দেখ।

শিশিরায়ণ—ত্রিগর্তরাজের পুরো-
হিত। হরি-হরি-৩৫। গার্গ্য দেখ।

শিশিরায়ণি—নরপতি বিশেষ।
তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা ত্রিগর্তরাজের
কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মপু-১৪।

শিশিরায়নী—বসুদেবের অন্ততমা,
পত্নী বৃকদেবীর নামান্তর। বায়ু-২৬।

শিশু—(১) বলরামের অন্ততম পুত্র।
বলদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় সারণের
অন্ততম পুত্র। সারণ দেখ। (৩)
কৌশিক নামক এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্ম-
ণের শিষ্য। তিনি বিষ্ণুভক্তি কলে
মরণান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। লি-
উত্ত-১। কৌশিক (১০) দেখ। (৪)
মহর্ষি শিশু ঋষেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা
ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি
করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন।
ঋক্-২। ১১২। (৫) যুবতী দেখ।

শিশুক—(১) মগধের অজ্ঞবংশীয়
প্রথম নরপতি। তিনি জ্যোতিষাতি
বংশের রাজত্ব করেন। তৎপরে
শ্রীমন্ত্রকর্ণী রাজা হয়েন। মৎ-২৭২।
সিদ্ধক দেখ। (২) মগধরাজ বিদ্যা-
শক্তির বংশে দৌহিত্র, শিশুক ও প্রবীর:

নামে তিনজন রাজা জন্মেন। তাঁহারা মহারাজ নন্দীষশার পরে রাজত্ব করেন। রাজা শিশু পুরিকানগরীতে রাজত্ব করিতেন। বায়ু-২২। বিদ্যা-শক্তি, বরাক ও নন্দীষশা দেখ।

শিশুগ্নী—যোগিনিগণ দেখ।

শিশুনন্দী—একাদশজন মৌলরাজা তিনশত বৎসর রাজ্যভোগ করিবার পর, মগধের কিলকিলা নগরীতে ভূত-নন্দ রাজা হন। তৎপরে বন্ধিরি এবং বন্ধিরির পরে তাঁহার ভ্রাতা শিশুনন্দী রাজ্য ভোগ করেন। শিশুনন্দীর পর তৎপুত্র প্রবীরক রাজা হন। ইহারা সকলে সর্বসম্মত একশত বর্ষ রাজত্ব করেন। এই ভূতনন্দ প্রভৃতি রাজ-গণের ত্রয়োদশজন পুত্র জন্মে। এই পুত্রগণ সকলে বাহ্লীক নামে খ্যাত ছিলেন। তৎপরে পুষ্পমিত্র রাজা হন। ভাগ-১২ঙ্ক-১।

শিশুনাগ, শিশুনাগ—(১) মগধের বীতিহোত্র বংশীয় শিশুনাগ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ ছাঙ্গিষ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিশু-নাগ হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত দ্বাদশজন রাজা সর্বসম্মত তিনশত পয়ষষ্টি বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তৎপরে কলি-নৃপতিগণ রাজ্যাধিকারী হন। মৎ-২৭২। (২) মগধের বীতিহোত্র-বংশীয় শেষ নরপতি পরিবর্দ্ধন। তাহার

পর শিশুনাগ নামক রাজা চল্লিশ বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র শকবর্ণ ছাঙ্গিষ বৎসর বারাণসীতে রাজত্ব করেন। বায়ু-২২। নন্দিবর্দ্ধন ক্ষেমবর্দ্ধা ও ক্ষেমধর্মা দেখ। (৩) প্রজ্যোৎ বংশীয় পাচজন নরপতি একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ মগধের রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৩র্থ-২৪। ভাগ-১২ঙ্ক-১। প্রজ্যোত দেখ।

শিশুপায়ন—জটৈক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। ঋন্দ-মাহে-অঙ্ক-উক্ত-৩।

শিশুপাল—(১) দিতি-পুত্র হিরণ্য-কশিপু দ্বাপরে চেদিরাজ শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) শিশুপালের পিতার নাম দমঘোষ ও মাতা যাদবী। জন্মকালে তিনি দ্রাক্ষক ও চতুর্ভূজ ছিলেন এবং জন্ম-গ্রহণ করিয়াই গর্দভের দ্বায় চীৎকার করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার জনক, জননী ও অন্তান্ত আত্মীয় স্বজন অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। তখন সহসা তাঁহার নিম্ন লিখিতরূপ দৈববাণী শ্রবণ করেন, “হে দমঘোষ, তোমার এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। অস্ত্রা-ঘাত ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে ইহার মৃত্যু হইবে না, এবং যিনি ইহাকে

বধ করিবেন তিনি অমৃত উৎপন্ন হইয়াছেন।” এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শিশুপালের মাতা দৈববাণীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কে তাঁহার পুত্রের হস্তা হইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল যে তাঁহার অঙ্গে স্থাপিত হইলে শিশুপালের পঞ্চদশ, ভূজঙ্গ প্রাতিম অধিক ভূজঙ্গ ভূমিতলে সঞ্চালিত হইবে এবং তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঐ শিশুর ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র তিরো-হিত হইবে, তিনিই তাঁহার প্রাণহারক হইবেন। এদিকে দমঘোষের ঐ অদ্ভুত সন্তানকে দর্শন করিবার জন্ত নানা স্থান হইতে জন-গণ আগমন করিতে লাগিলেন। দনবোষ আগত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রোড়েই শিশুকে স্থাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈববাণী অমুখ্যায়ী কোনও পরিবর্তন ঘটিল না। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও পিতৃস্নান-তনয় শিশুপালকে দর্শন করিবার জন্ত দম-ঘোষের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বাদবী ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সন্তানকে প্রহসননে বাসুদেবের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। শিশুপাল দানোদরের অঙ্গে স্থাপিত হইবানাত্ত দৈববাণী অমু-খ্যায়ী পরিবর্তন স.ঘটিত হইল। তদর্শনে বাদবী, বাসুদেব হইতেই যে তাঁহার পুত্রের জীবন নাশ হইবে, তাহা

বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত ও কাতর হইলেন এবং পুত্রের প্রাণবধ না করিবার জন্ত বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে অমুরোধ করিতে লাগিলেন। পিতৃ-স্নান কাতর অমুরোধে বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মহাভা-সভা-৪২। (৩) শিশুপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চূর্যোদনাদির সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে তাহা জানিয়া, তাঁহার প্রতি অতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে, শিশুপাল দ্বারকাপুরী দক্ষ করেন। বাসুদেব যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন শিশুপাল যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন। তিনি সৌবির দেশ-গানিনা বক্র-পন্থীকে এবং বিশা-নাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে হরণ করেন। তিনি ভীষ্মক-তনয়া কৃষ্ণিণীর পানি-প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণিণীর পানিগ্রহণ করাতে বাসুদেবের উপর তাঁহার ক্রোধ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। রাজা শিশুপালের নিকট ইহা অতিশয় অসমীচীন বোধ হয়। তিনি ক্রোধে আত্মহার্য হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণকে কটুক্তি করেন। তাঁহার

অতিশয় অপমান জনক বাক্যে ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া, এবং তাঁহার ক্ষমণীয় অপ-রাধের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায়ই চক্রা-ঘাতে শিশুপালের শিরশ্ছেদ করেন। মহাভা-সভা-৩৫-৪৪। ভাগ-১০ঙ্ক-৭৩। (৪) যদুবংশীয় শুরের অন্ততমা কন্যা ক্রতশ্রবা শিশুপালের জননী ছিলেন। হরি-হরি-৩৪, ১১৬। বায়ু-২৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গুরু-পূ-১৪৩। দমঘোষ, হিরণ্যকশিপু ও জয় দেখ। (৫) পৃথিবীর অধঃভাগের তৃতীয় তলে শিশু-পাল, অমর, তারাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ বাস করিতেন। দেবীপু-৮২।

শিশুবল্লভ—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্ততমা। যোগিনীগণ দেখ।

শিশুনাতা—আয়া ও স্বন্দ্র দেখ।

শিশুনার—(১) গ্রহ বিশেষ। আকাশে ঐ নার্মার জলজন্তু বিশেষের আকৃতির জায় তাহা পুঞ্জময় বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছদেশে ঐ নক্ষত্র অবস্থিত। এই শিশুনারকে নিশাভাগে দর্শন করিলে দিবাকৃত সমুদ্র পাপ বিনষ্ট হয় এবং দর্শকও, এই শিশুনার তারাপুঞ্জ যতগুলি নক্ষত্র দৃষ্ট হয়; ততসংখ্যক বর্ষকাল পুণ্যলোকে বাস করেন। উত্তানপাদ নরপতি এই শিশুনারের উত্তর হনুস্বরূপ এবং বজ্র তাঁহার নিয়ন্ত্রণ। ঋষি তাঁহার মন্তক স্বরূপ। নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার

হৃদয়ে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পূর্ব-পাদদ্বয়ে, এবং বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার পশ্চিম পাদদ্বয়ে অবস্থান করেন। সংবৎসর তাঁহার শিশ্ন এবং মিত্র তাঁহার অপান-স্তান স্বরূপ। অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র ও ঋষ তাঁহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত আছেন। বিষ্ণু-২য়-২, ১২। ব্রহ্মপু-২৪। (২) শিশুনারের কন্যা ভ্রমি ঋবের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৪ঙ্ক-১০। (৩) দোষ নামক বসুর পুত্র শিশুনার হরির অংশজাত ছিলেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৬। দোষ ও শর্করী দেখ।

শিশুনারমুখী—দেবসেনাপতি স্বন্দ্রের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শিশুরোমা—নাগরাজ তক্ষকের বংশ-জাত অন্ততম নাগ। তিনি রাজ্য জননেজয়ের সর্পসত্ত্বে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

শিষ্ট—ঋবের পুত্র। মন্তা দেখ।

শিষ্টি—(১) ঋবের অন্ততম পুত্র। ঋষ দেখ। (২) শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপুঞ্জয় রিপু, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৩। কুশ্ম-পূ-১৪। (৩) শিষ্টির পুত্র প্রাচানবহি। গুরু-পূ-৬। ছায়া ও ঋষ দেখ।

শীঘ্র, শীঘ্রগ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অগ্নিবর্ণের পুত্র। শীঘ্রের তনয় মরু। ককি-৩য়-৩। বিষ্ণু-৩র্থ-৪। হরি-হরি-

১৫। ভাগ-২৯-১২। (২) শীঘ্রের পুত্র
মহু। বায়ু-৮৮। রামা-আদি-৭০ ;
অথো-১১০। (৩) অগ্নিবর্ণের তনয়
গন্ধবর্ণ। তাঁহার পুত্র শীঘ্র। শীঘ্রের
আত্মজ মরু। গরু-পু-১৪২। (৪) অশ্রু-
তম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৫) দেবসেনা-
পতি কার্তিকেয়ের অশ্রু নাম। মহাভা-
বন-২৩০।

শীঘ্রগ—(১) পর্য্যবিত দেখ। (২)
শীঘ্র দেখ।

শীতগু—যজুঃশ্রীষ্য উশনার পুত্র।
তাঁহার তনয় রুক্ষকবচ। গরু-পু-১৪৩।

শীতবৃন্ত—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। মনু-২০০। বৈকুণ্ঠ দেখ।

শীতলা—মর্কটেশ্বর তীর্থে শীতলা-
দেবী অবস্থান করেন। শিঙদিগের
বিস্ফোট নিরাময়ের জন্য ঐ স্থানে নহর
কুটন করিতে হয়। স্বন্দ-আব-অব-১২।
স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৫।

শীতা—স্বন্দ দেবসেনাপতির পদে
বৃত্ত হইলে, শীতা (নদী) তাঁহার
সাহায্যার্থ সহস্রবাহ নায়ী অশ্বচরীকে
প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শীরধ্বজ—সীরধ্বজ দেখ।

শীল—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ
ঋষি। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৫২।

শীলমণ্ডনা, শীলমণ্ডলা—মদ্ররাজের
কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা মহিষী।
শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শীলমণ্ডিতা—বৈষ্ণবী দেখ।

শীলমতী—ঘোর নামক দৈত্যরাজের
মহিষী। দেবীপু-১৩।

শীহোরী—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-
দিগের ভয় নিবারণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ
তথায় কতিপয় মহাশক্তিকে স্থাপন
করেন। শীহোরী তাঁহাদের অন্ততমা।
এই সকল শক্তিগণ ব্রাহ্মণদিগের গোত্র-
দেবী স্বরূপা ছিলেন। শীহোরী ও
যক্ষিণী দেবীদ্বয় বৎস ও ভরথাজ
গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গোত্রদেবী।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৬, ৩২। সিংহোরী,
ভট্টারিকী ও শাস্তা দেখ।

শুক—(১) অন্ততম গন্ধর্ব্বপতি। বক্র
দেখ। (২) রাক্ষসরাজ রাবণের অন্ত-
তম অমাত্য। রাবণ শুক ও সারণ
নামক অমাত্যদ্বয়কে গোপনে রামের
সেনাবাহিনীর সংবাদ লইবার জন্য
প্রেরণ করেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে
রামশিবিরে গমন করিলে, অঙ্গদকর্তৃক
ধৃত হন। পরে, দূত অবধা এই বিবে-
চনায়, রাম তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান
করিতে আদেশ দেন। রামাদেশে
তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া লঙ্কার
প্রত্যাবর্তন করেন। রাবণ (১৪২৫ পৃঃ)
দেখ। (৩) শুক ও সারণ নামক মন্ত্রীদ্বয়
রাবণের সহিত দ্বিগিজয়ে গমন করিয়া-
ছিলেন। রামা-উত্ত-১৪, ১৮, ১৯,
২৪, ৩২, ৩৬, ৩৭। (৪) “অগ্নি, বায়ু,
ভূমি ও আকাশের দ্বার্য পবিত্র ও
বার্ধ্যশালী এক পুত্র উৎপন্ন হউক”

মনে মনে এই সংকল্প করিয়া ব্যাসদেব স্নমেক পৰ্ব্বতে যাইয়া ষোল্লতর তপস্শ্রায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি তথায় অনাহারে থাকিয়া শতবর্ষকাল মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইলে মহেশ্বর ব্যাসদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন “আমার বরে তোমার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের জ্ঞান তেজোময় পরমজ্ঞানী, কীৰ্ত্তিমান, সত্যবিক্রমশালী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।” মহাদেবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেব নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ক্লান্তদেহে অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্ত অরণী মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে অম্বর্য যুতাচী আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হইল। তিনি নিজের চিন্তাচাক্ষুৰ্য্য দমন করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্ত প্রবলবেগে অরণী ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিন্তা চাক্ষুৰ্য্য দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেই অরণীর উপরেই তাঁহার বীৰ্য্যস্বলন হইল। ব্যাসদেব তখন আরও প্রবলবেগে অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন সেই অরণী হইতেই দ্বিতীয় ব্যাসদেবের জ্ঞান সৌম্যমূৰ্ত্তি শুকদেব প্রাভূত হইলেন। ব্যাসদেব নবজাত শিশুকে দেখিয়া শঙ্করের বর

প্রভাবেই যে ঐ অবোনিজ পুত্র জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহা বৃত্তিতে পারিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গঙ্গাদেবী স্বয়ং হিমালয় হইতে আগমন পূৰ্ব্বক শিশুর অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সকল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব সেই শিশুর জাতকখাদি সমাপন করিলে, শুকদেবের জন্ত স্বর্গ হইতে দিব্য দণ্ড, কনকশূল ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইল। যথাকালে ব্যাসদেব তাঁহার উপনয়ন সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর শুকদেব বৃহস্পতির নিকট হইতে সমুদয় বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর ব্যাসদেব পুত্রকে দার পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। কিন্তু শুকদেব সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ অবধারণ করিয়া, তদ্বিষয়ে আদৌ সংকল্প করিলেন না। ব্যাসদেব তাঁহাকে বিশেষ অনুবোধ করিলেও শুকদেব কিছুতেই স্বীয় সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। পরে তিনি পিতার অহুমতি লইয়া রাজর্ষি জনকের পুরে গমন করেন। তথায় জনকের সহিত নানা সন্ধিষয়ে বহু আলোচনা হয় এবং তথা হইতে পিতৃসকাশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তিনি গার্হস্থ্যশ্রম অবলম্বন করেন এবং পীবরী নামী এক মুনি-কন্টার পাণি গ্রহণ করেন। দেবীভা- ১৪-১২, ১৪, ১২। মহাত্মা-শান্তি-

৩২৫। (৫) পৌবরীর গর্ভে শুকদেবের
যে সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের
নাম—(ক) কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ভূরি ও
দেবশ্রুত নামে চারি পুত্র এবং কীর্তি
নামে এক কন্যা। দেবীভা-১২-১২।
(খ) ভূরিশ্রবা (ভূরিশ্রুত-বায়ু) প্রভু,
শঙ্খ, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং
কীর্তিমতী নামে এক কন্যা। বায়ু-৭৩।
সৌর-৩০। (গ) গৌরব, কৃষ্ণ, নীল
ও কপিল নামে চারি পুত্র এবং ভামিনী
নামী কন্যা। শিব-ধর্ম-১২। (ঘ)
কৃষ্ণ, গৌর ও শঙ্খ নামে তিন পুত্র
এবং কুন্তী নামে এক কন্যা। পদ্ম-সৃষ্টি-
২। (ঙ) ভূরি, শ্রবা, প্রভু, কৃষ্ণ ও
গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্তি-
মতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নামে
তিন কন্যা। কুর্খ-পু-১২। (চ) ভূরি-
শ্রবা, কৃষ্ণ, গৌর, শঙ্খ ও প্রভু নামে
পাঁচ পুত্র এবং যোগমাতা নামে এক
কন্যা। লি-পু-৬৩। (ছ) কৃষ্ণ, গৌর,
প্রভু ও শঙ্খ নামে চারি পুত্র এবং কুন্তী
নামে এক কন্যা। হরি-হরি-১৮।
(৬) জাবালি নামক মুনির কন্যা বটিকা
ব্যাসদেবের পত্নী ছিলেন। বটিকা
কালক্রমে গর্ভবতী হইলেন, কিন্তু দ্বাদশ
বর্ষ কাল গর্ভ প্রসূত হইল না। গর্ভস্থ
শিশু গর্ভে থাকিয়াই সান্নবেদ, স্মৃতি
পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। সে
বালক গর্ভে থাকিয়াই স্বাধায় পাঠ
করিত। এদিকে বটিকাও গর্ভভারে

ক্রিয়া হইয়া পড়িলেন। তখন একদিন
ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে
উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তুমি
কে আমার পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছ।
তুমি কেন নিজস্ব হইতেছ না। তুমি
কি আমার পত্নীকে বধ করিবে?”
গর্ভস্থ শিশু উত্তর করিল—“আমি কে
তাহা স্থির বলিতে পারি না। কারণ
আমি রাক্ষস, পিশাচ, দেব, মনুষ্য,
গজ, তুরগ, কুকুট, ছাগ প্রভৃতিরূপে
চতুঃসহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি।
বর্তমানে আমি মনুষ্য যোনিতে জন্ম
লাভ করিয়াছি। আমি কোনও ক্রমে
এই গর্ভ হইতে নিজস্ব হইব না। আমি
যোগাভ্যাসেরত হইয়া এই গর্ভে বাস
করিতেছি, এই স্থান হইতেই আমি
সোক্ষলাভ করিব।” ব্যাসদেব বারঃ-
বার বালককে গর্ভ হইতে নিজস্ব
হইবার জন্ত অমুরোধ করিতে লাগি-
লেন। তখন তাঁহার কাতর অমুরোধে
শুকদেব নাড় গর্ভ হইতে বহির্গত
হইলেন। জন্মিয়াই তিনি দ্বাদশ বর্ষীয়
বালকের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগি-
লেন। তিনি গর্ভ হইতে নিজস্ব
হইয়াই মাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া
তপস্তার জন্ত বনগমন করিতে উদ্যত
হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রকে গৃহে
অবস্থান করিবার জন্ত বারংবার অমু-
রোধ করিলেও, তিনি সন্মত হইলেন
না। ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার পুত্রের

গৃহস্থাশ্রম, সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু ব্যাসদেব কিছুতেই পুত্রকে সংসাশ্রমে বাস করিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। স্বল্প-নাগ-১৪৭, ১৪৮। (৭) দানব-পতি হ্রাদের অন্ততম পুত্র শুক। হরি-হরি-৩। (৮) পুরুবংশীয় হবি-র্জ্ঞানের অন্ততন পুত্র। বায়ু-৬৩। (৯) শুক নামে একজন মুনি ছিলেন। জৈমিনী নামক তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে গন্ধার উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। বৃহৎ-মধ্য-৭। (১০) বেদ-ব্যাসের সহিত তৎপুত্র শুকদেবের নানা গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সে সকল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্বে পাওয়া যায়। মহাভা-শান্তি-২৩৭, ২৫৫ ; ২৩১ ; ৩১৯-৩৩৪। অনু, ৮১। (১১) শুকদেব নিবৃতিমার্গা-ভিলাষি হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, হিমাচল অভিযুখে প্রস্থান করেন। তিনি যখন পর্বত-শৃঙ্গাদি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগসর হইতে-ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। শুক-দেবও “ভো” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রভুস্বর প্রদান করেন। তদবধি গিরি গহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার প্রতিশব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। মহাভা-শান্তি-৩২৪। (১২) শুকদেব, পিতা বেদব্যাস হইতে মহা-

ভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি অধ্যয়ন করেন। ব্যাসদেব দেখ। (১৩) শুক-দেব বেদব্যাসের অন্ততমা পত্নী অরুণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-৬৩। (১৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরিয়্যস্তুর অন্ততম পুত্র। নরিয়্যস্তুর দেখ।

শুকনাভ—রাবণের অন্ততম মন্ত্রী। রামা-সুন্দ-৬।

শুকসঙ্গিতী—জনৈক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার কন্যার নাম প্রমোহিনী। পদ্ম-স্বর্গ-১০।

শুকী—(১) দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভজাত অন্ততমা কন্যা। শুকী হইতে শুকগণ জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। *গন্ধ-পু-৬। মং-৬। কুর্ম-পু-১৮। লি-পু-৬৩। তাম্রা দেখ। (২) অন্ততমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (৩) দেবী মহেশ্বরীর শরীর-নম্রতা অন্ততমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ। (৪) দেবী পার্কীতীর অন্ততমা সখী। স্বল্প-মাহে-কেদা-২১।

শুকোদর—বামদেবের একজন শিষ্য। তিনি বালাকাল হইতেই অতিতार्কিক ছিলেন এবং সর্ব্বদাই কুটপ্রশ্ন করিয়া শুক ও শুকস্থানীয়দিগকে বিরক্ত করিতেন। তজ্জন্ত একবার ক্রুদ্ধ শুক-দেবের অভিশাপে তিনি শুকপক্ষীরূপ লাভ করেন। বাম-১৭০।

শুক—নহর্ষি বশিষ্ঠের অন্ততম পুত্র। বশিষ্ঠ (৮২৪ পৃঃ) দেখ।

শুক্তিমতী—নদী বিশেষ। তাহার

গর্ভেও কোণাহলের ঠুরসে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩।

শুক্ৰ—(১) হবির্দানের অন্ততম পুত্র। হবির্দান দেখ। (২) উত্তম-মহুর দশ পুত্রের অন্ততম। মৎ-৯। ইষ দেখ। (৩) মরুদ্বতীর গর্ভজাত মরুদগণের অন্ততম। মরুদগণ দেখ। (৪) অষ্ট রুদ্রের অন্ততম। রুদ্র দেখ। (৫) বশিষ্ঠের অন্ততম পুত্র। অনঘ, অনয় ও বশিষ্ঠ দেখ। (৬) শুক্র নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা-৫৫। বায়ু-৫৯। বৃহস্পতি দেখ। (৭) রজ, গাত্র, উর্দ্ধবাহ, সবল, অনঘ, সূতপা ও শুক্র, ইহারা তামস মন্বন্তরে দেবতা ছিলেন। নোর-৩০। তামসনহু দেখ। (৮) ভবিষ্য মন্বন্তরে সূতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ। (৯) অষ্টরুদ্রের অন্ততম সর্কের পুত্র। রুদ্র ও সর্ক দেখ। (১০) গ্রহ বিশেষ। চন্দ্র হইতে পূর্ণ এক লক্ষ বোজন উর্দ্ধে নক্ষত্র মণ্ডল। তাহার দুই লক্ষ বোজন উর্দ্ধে বৃষ এবং বৃষ হইতে দুই লক্ষ বোজন দূরে শুক্র গ্রহ অবস্থিত। বিষ্ণু-২য়-৭। (১১) ভোতা (চতুর্দশ) মহুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদিগের অন্ততম। বিষ্ণু-৩য়-২। অজিত দেখ। (১২) দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম। ভাগ-৬য়-৬। উরুক্রম, আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও

মিত্র দেখ। (১৩) সূর্য্যের মধ্যে শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে। ঐ রশ্মিই মেঘরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করে। মহাভা-শান্তি-৩৬৩। (১৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (১৫) ঋষভ্রুব মন্বন্তরে জয়, অমিত, শুক্র ও যম নামে চারিজন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। মন্বন্তরান্তরে তাঁহা-দিগের সন্তান সকল দ্বাদশগণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। গুরু-পূ-৮৭। (১৬) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। কৃষ্ণ-পূ-৫০। উপরে (৭) তালিকা দেখ। (১৭) শুক্র নবগ্রহের অন্ততম। সূর্য্য দেখ। (১৮) ভবিষ্য অর্কসাবর্ণি মহুর অন্ততম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিস্কুবর্ষ্য ও অবরীবান দেখ।

শুক্ৰবহ—বৈবস্বত মহুর দশ পুত্রের অন্ততম। এই পুত্রগণ উত্তমের নামে খ্যাত ছিলেন। শিব-ধর্ম-৫৮। উর্দ্ধজাত দেখ।

শুক্ৰাশ্বি—গার্গ্যপত্য অগ্নির অন্ততম পুত্র শুক্রাশ্বি। বায়ু-২২। অগ্নি দেখ।

শুক্ৰাচার্য্য—(১) দক্ষের অন্ততমা কন্যা মুনির গর্ভে শুক্র নামে এক মহা-কবি পুত্র জন্মে। কবির শুক্র নিজ বৈমাতেয় ভ্রাতা অশুরদিগের গোর-হিত্যে নিযুক্ত হন। কবির শুক্রাচার্য্যের ষ্টা, ধর, অত্রি ও সৌকল নামে চারিটি পুত্র হয়। তাঁহারাও দৈত্যদিগের

পুরোহিত হইয়াছিলেন । কালিকা-৩৪ ।
 (২) দৈত্যগুরু গুক্রাচার্য্য ভৃগু হইতে
 জন্মগ্রহণ করেন । তিনি শিবের
 আরাধনা করিয়া সঙ্গীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত
 হন এবং তৎকালে জরামরণ-রহিত
 বজ্রের দ্বারা দৃঢ় দেহ লাভ করেন ।
 শিবের প্রসাদে তিনি যোগাচার্য্য
 নামেও খ্যাত হন । সৌর-৩০ । (৩)
 মহর্ষি ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি, ইহার
 ষষ্ঠাক্রমে মহেশ্বর অগ্নি ও ব্রহ্মার পুত্র ।
 ভৃগুর গুক্র, চ্যবন প্রভৃতি সাত পুত্র
 জন্মে । আবার ঐ অধ্যায়েই অন্ত্র
 আছে কবি হইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, গুক্রা-
 চার্য্য প্রভৃতি উৎপন্ন হন । মহাভা-
 অমুশা-৮৫ । ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি
 দেখ । (৪) হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যা
 ভৃগুর অন্ততন্য পত্নী ছিলেন । দিব্যার
 গর্ভে ভৃগুর কাব্য নামে এক পুত্র জন্মে ।
 সেই কাব্য নামক পুত্রেরই নানাস্তর
 গুক্র ও উশনা । তিনি দেব ও অশুর
 গণের আচার্য্য ছিলেন । পিতৃগণের
 নানাদী কন্যা গো গুক্রাচার্য্যের পত্নী
 ছিলেন । ঐ পত্নীর গর্ভে তাঁহার ষণ্ড,
 অমর্ক, নামে দুই পুত্র এবং স্বষ্টী ও
 বরুদ্রী নামে দুই কন্যা জন্মে । বায়ু-
 ৬৫ । (৫) ভৃগুপুত্র গুক্রের নামান্তর
 কবি । একবার মহর্ষি ভৃগু মহর্ষি
 অঙ্গিরার হস্তে নিজ পুত্রের অধ্যাপনার
 ভার অর্পণ করেন । অঙ্গিরা তাঁহাকে
 সমদর্শিতার সহিত শিক্ষা দিতেছেন না,

ইহা বুদ্ধিতে পারিয়া ভৃগুপুত্র কবি
 (গুক্র) অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যা
 লইয়া মহর্ষি গৌতমের পরামর্শে শিবা-
 রাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং তপস্বীদ্বারা
 মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট
 হইতে মৃতসঙ্গীবনী বিদ্যালাভ করেন ।
 ব্রহ্মপু-২৫ । নং-২৪২ । (৬) চন্দ্র
 বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিলে
 গুক্রাচার্য্য গুরু বৃহস্পতির প্রতি সহানু-
 ভূতি সম্পন্ন হইয়া চন্দ্রকে অভিষাপ
 প্রদান করেন যে, তিনি কুইরোগগ্রস্ত
 হইবেন । ব্রহ্মপু-১৫০ । (৭) পঞ্চম
 (রৈবত) নক্ষত্রে ভগবান্ হরি গুক্রা-
 চার্য্যের ঔরসে তদীয় পত্নী বৈকুণ্ঠার
 গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৮৮-৫ ।
 (৮) দেবাসুর যুদ্ধে বৃহস্পতির সহিত
 গুক্রাচার্য্যের যুদ্ধ হয় । পদ্ম-উত্ত-৬ । (৯)
 গুক্রাচার্য্যের বাহন গবয় । গর্গ-গোল-
 ১২ । (১০) হিরণ্যকশিপু প্রমুখ অশুর
 পতিগণ দেবগণকে পরাজিত করিয়া
 ত্রৈলোক্য অধিকার করেন । তৎপরে
 হিরণ্যাক্ষ, প্রহ্লাদ, বলী প্রভৃতি দানব
 গণ ক্রমান্বয়ে দশযুগকাল ত্রিলোকের
 অধিপতি হন । তৎপরে বিষ্ণু বলিকে
 ছলনামূর্খক স্বাধিকারচ্যুত করিয়া
 ইন্দ্রকে ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান
 করেন । ইন্দ্র আধিপত্য লাভ করিয়া
 অশুরগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত
 করেন । অশুরগণ গুক্রাচার্য্যের নিকট
 এতদ্বিষয়ে অত্নযোগ করিলেন । দেব-

তারা সেই সংবাদ পাইয়া বৃহস্পতির পরামর্শে অসুরগণ কোনও প্রতীকারের চেষ্টা করিবার পূর্বেই, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে হতাহত করেন। গুক্রাচার্য্য তখন অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবগণের ক্ষমতা খর্ব করিবার উপায় অবগত হইবেন। এই স্থির করিয়া তিনি অসুরগণকে বলিলেন যে, তিনি প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি যতদিন প্রত্যঃগমন না করেন, ততদিন অসুরগণ যেন হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তপস্তায় নিরত থাকেন। অসুরগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলে, গুক্রাচার্য্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত এমন এক মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন যদ্বারা দেবগণের পরাজয় এবং অসুরদিগের জয় সাধন করিতে পারিবে। মহাদেব বলিলেন যে, গুক্রাচার্য্য যদি তাঁহার নির্দেশমত তপস্কারী হইয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর যাবৎ অধোমুখে থাকিয়া কু পান পানপূর্বক তপস্তা করিতে পারেন, তবেই তিনি গুক্রাচার্য্যকে তাঁহার প্রার্থনা মত মন্ত্র প্রদান করিবেন। গুক্রাচার্য্য তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবের নির্দেশমত তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ

গুক্রাচার্য্যের তপস্তার হেতু জানিতে পারিয়া অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। অসুরগণ তখন গুক্রাচার্য্যের উপদেশে অহিংস হইয়া তপস্তাচরণ করিতে ছিলেন। তাঁহারা দেবগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় না দেখিয়া, গুক্রাচার্য্যের মাতার শরণাপন্ন হইলেন। গুক্র-মাতা অসুরগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক আশ্রয় প্রদান করিলেও দেবগণ তথায় যাইয়া অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন গুক্র-মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া “আমি দেবগণকে ইন্দ্রবিহীন করিব”, এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিলেন। দেবগণ ইন্দ্রকে স্তম্ভিত দেখিয়া, ভীত হইয়া পলায়ন-পূর্বক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন উপায়াগুর না দেখিয়া গুক্র-জননীর শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন গুক্রাচার্য্যের পিতা মতর্ষি ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, ঐ স্ত্রী-বধজনিত পাপে তাঁহাকে সাতবার সমুদ্রলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর ভৃগু-মুনি মন্ত্র আবৃত্তিপূর্বক সত্য-বলে গুক্র-জননীকে পুনর্জীবিত করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া গুক্রাচার্য্যের ভয়ে দিবারাত্র শঙ্কিত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইন্দ্র স্বীয় কণা জয়ন্তীকে বলিলেন, “গুক্রাচার্য্য ইন্দ্রপদ লোপ করিবার

জন্ম যোহরতর তপশ্চায় নিযুক্ত আছেন। তুমি তাঁহার সন্নিধানে গমন করিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন কর।” ইন্দ্র-হুহিতা পিতার বাক্যে তপশ্চারত শুক্রাচার্য্যের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পরম ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে দীর্ঘ-কাল তপশ্চা করিবার পর মহাদেব প্রীত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার প্রার্থনা মত বর প্রদান করিলেন। শুক্রাচার্য্য বরলাভ করিয়া স্তম্ভমনে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি জয়ন্তাকে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিরতা দেখিয়া তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমুদয় অবগত হইয়া জয়ন্তার ইচ্ছানুসারে, তাঁহাকে বর দিলেন যে, ইন্দ্র-তনয়া দশবৎসর কাল সকলের অদৃশ হইয়া তাঁহার পত্নী-রূপে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। অতঃপর শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু জয়ন্তীর নায়ায় অশ্রু-গণও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এই সুযোগ পাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক অশ্রু-দিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। অশ্রুরগণও তাঁহাকে প্রকৃত শুক্রাচার্য্য মনে করিয়া, তাঁহার যথোচিত সতর্কতা করিলেন। এদিকে জয়ন্তীর নায়ায় আবদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্য দশ বৎসর

তাহার সহিত বাস করিলেন। ঐ সময়েই জয়ন্তীর গর্ভে তাঁহার দেবানী নামী এক কন্যা জন্মে। দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে শুক্রাচার্য্যের মোহো-পশম হইল এবং তিনি অশ্রুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অপর এক শুক্রাচার্য্যকে (ছন্দ-বেশী বৃহস্পতি) দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। অশ্রুরগণও তখন দুই শুক্রাচার্য্যকে দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যাবিত হইলেন এবং কে প্রকৃত অথবা কে কপট শুক্রাচার্য্য তাহা অবগত হইতে না পারিয়া ছন্দবেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় প্রকৃত শুক্রাচার্য্যকেই দূরী-ভূত করিয়া দিল। প্রকৃত শুক্রাচার্য্য তখন অশ্রুদিগকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তাহার ছন্দবেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় তাঁহাকে অপমান করিল, তজ্জন্ম অচিরে তাহার জ্ঞান ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইবে। বৃহস্পতি তখন অশ্রু-দিগকে এই ভাবে অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্বায় অভিশ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন অশ্রুরগণ বৃহস্পতির মায়ী বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অমুতুষ্ট হইলেন এবং দলবদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কোপ শাস্তি করিলেন। দেবীভা-৪৬-১০-১৪। বায়ু-২৭, ২৮। (১১) অন্ধক নামক অশ্রুর

সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মহাদেব
 যখন দেখিলেন যে, অন্ধক গুক্রাচার্যের
 পরামর্শে ও মন্ত্রবলে অতিশয় বলবান
 হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তখন তিনি
 নন্দী কর্তৃক গৃহীত গুক্রকে ফলবৎ
 মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গলাধঃকরণ
 করিয়া ফেলিলেন। গুক্রাচার্য্য মহে-
 শ্বরের উদর হইতে বহির্গমনের কোনও
 পছা না পাইয়া, স্তম্ভীকাল তথায়
 অবস্থান করিয়া শৈবযোগ অবলম্বন-
 পূর্বক গুক্ররূপে শিব-দেহ হইতে
 শ্লিষ্ট হইয়া নির্গত হইলেন। তৎ-
 পরে তিনি মহাদেবের আরাধনা
 করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন।
 স্বন্দ-কাশী-পূ-১৬। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৮।
 শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (১২) ভালকুর দৈত্যের
 সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে গুক্রাচার্য্যের
 মন্ত্র বলে মৃত অম্বরগণকে পুনর্জীবন
 লাভ করিতে দেখিয়া দেবগণ ভীত
 হইয়া শিবের শরণাগত হন। শিব
 তখন নিজের বদন হইতে এক ভীষণ
 আকৃতি কৃত্যার সৃষ্টি করিলেন। সেই
 কৃত্য সৃষ্ট হইয়াই গুক্রকে গ্রহণ
 করিয়া আকাশ-পথে প্রস্থান করিল।
 স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৮। (১৩) ভৃগু-পুত্র
 গুক্র পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
 তিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণধার্ত্ত্য বর্ষাবর্ষ
 ও ভয়াভয় বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্বুদ্ধকর্তৃক
 নিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসন ভ্রমণ করেন। তিনি
 দৈত্যদিগের গুরু ছিলেন। তাঁহার

তুষ্ঠাবর, অত্রি এবং আরও দুই পুত্র
 ছিল। মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। (১৪)
 গুক্রাচার্য্যের কন্তা অরজা। অরজা
 দেখ। রামা-উত্ত-২৩, ২৪। বাম-৬২,
 ৬৫। (১৫) গুক্রাচার্য্য অস্ত্রান্ত্র ঋষি-
 গণের সহিত শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের
 পাশে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা
 করিতেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (১৬)
 সৃষ্টির আদিতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ত্রিবর্গ-
 স্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের
 নিমিত্ত লক্ষ অধ্যায় যুক্ত নীতিশাস্ত্র
 প্রণয়ন করিয়া তাহা বিশালাক্ষ ভগবান্
 মহেশ্বরকে প্রদান করেন। ভূতনাথ
 প্রজাগণের আয়ু অল্পতা অবগত
 হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্তন করেন।
 তদবধি ঐ শাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে
 প্রসিদ্ধ হইল। তৎপর পুরন্দর ঐ
 শাস্ত্রকে আরও সংক্ষেপ করিয়া বাহু-
 দম্বক নাম প্রদান করেন। অতঃপর
 বৃহস্পতি ঐ বাহুদম্বক শাস্ত্রকে আরও
 সংক্ষেপ করিয়া বার্ষ্পত্য নাম প্রদান-
 পূর্বক মাতৃ তিন সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ
 করিলেন। তদনন্তর অম্বর-গুরু গুক্রা-
 চার্য্য মহম্মগণের আয়ু স্বল্পতা অব-
 ধারণ করিয়া তাহা একসহস্র অধ্যায়ে
 প্রকাশ করেন। মহাভা-শান্তি-৫২। (১৭)
 গুক্রাচার্য্য মহারাজ পৃথুর পুরোহিত
 ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৫২। (১৭) বিষ্ণু-
 গুক্রাচার্য্যের মাতাকে বধ করিতে তিনি
 অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং ইন্দ্ৰের সাহায্যের

জন্মই যে বিষ্ণু তাঁহার মাতাকে বধ করেন তাহা জানিয়া ইন্দ্রের সর্বনাশ করিতে মনস্থ করেন। কুবের ইন্দ্রের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন, তজ্জন্ত গুক্রাচার্য্য যোগ বলে তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক কুবেরকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেন। কুবের দ্বত-সর্বস্ব হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহেশ্বর কুবেরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আরক্তলোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। গুক্রাচার্য্য তাহা দেখিয়া অলক্ষিতে আসিয়া শঙ্করের শূলাগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর তাহা জানিতে পারিয়া শূল নমিত করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্বক তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ভূতনাথ সলিল মধ্যে প্রবেশপূর্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তপস্যান্তে তিনি পুনরায় ধ্যানে নিযুক্ত হইলে তাঁহার উদর মধ্যস্থিত গুক্রাচার্য্য বহিরাগমনের কোনও উপায় না দেখিয়া নানারূপে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর গুক্রাচার্য্যকে তাঁহার শিশ্নুদ্বারা দিয়া নির্গত হইতে বলিলেন। গুক্রাচার্য্য বাহিরে আসিলে শিব পুনরায় শূল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পার্শ্বতী শিবকে বলিলেন যে, শিবের দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া এবং অঙ্গ-

বিশেষ দ্বারা নির্গত হইয়া গুক্রাচার্য্য তাঁহার পুত্র স্থানায় হইয়াছে, স্তবতঃ তাঁহাকে বধ করা শিবের অমুচিত হইবে। পার্শ্বতীর বাক্যে শিব গুক্রাচার্য্যকে বধ না করিয়া বথেষ্ট গমন করিতে অমুমতি দিলেন। মহাভা-শাস্তি-২৯০। (১৮) গুক্রাচার্য্য শিবের আরাধনা করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিত্তা লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিত্ত-স্বরূপ গুক্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্বন্দ-প্রভা-বদ্বা-১৮; অর্ক-১৫, স্বন্দ-আব-আব-২৫, স্বন্দ-কাশী-পূ-১৬, ৩৩, উত্ত-৬১, ৭৩। সৌর-৬। (১৯) গুক্রাচার্য্যের অন্ত্যনাম উশনা। ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র দান করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১-১০; ১।১২১।১২। (২০) গুক্রাচার্য্যের নামান্তর কবি বা কাব্য। বিভিন্ন পুরাণ।

গুরু—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় সপ্তর্ষিদের অন্ততম। ব্রহ্মা-২৯; বায়ু-২৮। অধন, উজ্জা, উজ্জ্বাহ ও বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃঃ) দেখ। (২) নরপতি হবির্দ্বানের অন্ততন পুত্র। হবির্দ্বান দেখ। (৩) ব্রজপুরের অন্ততম বৃষভানু। বীতিহোত্র ও মার্গদ দেখ।

গুরু ঔষধ—বলরামের অন্ততন পুত্র। বলদেব দেখ।

গুরু—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

গুরুদেবী—তথ্যোক্ত অন্ততমা দিব্যগুরু

তত্ত্ব:-৪৪৫ পৃঃ।

গুক্রায়ণ—বরাহকল্পের ঋষি:শাখাপরে
গুক্রায়ন ঋষি ব্যাস হন। ব্রহ্মা-২৩।
বায়ু-২৩। লাদলী ও শিগাবতার
দেখ।

গুচ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহাবল নরি-
শ্যস্তের পুত্র। মৎ-১১।

গুচদ্রথ—উষাদেবী একবার গুচ-
দ্রথের পুত্র সনথির অঙ্ককার দূর
করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য এই গুচ-
দ্রথের কোন পরিচয় দেন নাই।
ঋক্-৫। ৭২। ২।

গুচস্তি—একজন বৈদিক ঋষি।
অশ্বিষয় তাঁহাকে ধনবান ও শোভনীয়
গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঋক্-১। ১১২।

গুচি—(১) উত্তম নম্বর দশ পুত্রের
অন্ততম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। হরি-হরি-৭।
ব্রহ্মপু-৫। মৎ-২। উত্তম ও ইব
দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিনানী
নামক ব্রহ্মার ত্রানস পুত্রের অন্ততম
সন্তান। তিনি দেবগণ কর্তৃক স্বাবর-
রূপে নিক্রপিত। অভিনানী অগ্নির
পুত্র-ত্রয়ই সুর, নর ও রাক্ষসগণের অগ্নি-
রূপে পরিগণিত হন। বায়ু-২২। মৎ-
৫১। (৩) ব্রহ্মার ত্রানস পুত্র রুদ্র
নামক বজ্রের অন্ততম পুত্র। ভাগ-
৪৬-১। বৃহৎ-পু-১৩। শিব-বায়ু-পু-
১৫। মৌর-২৬। অভিনানীও স্বাহা
দেখ। (৪) কস্তূপপত্নী তাম্রার গর্ভজাত
অন্ততম। গুচির গর্ভে জলচর

বিহঙ্গগণ উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-৩।

ব্রহ্মপু-৩। অগ্নি-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

লি-পু-৬৩। তাম্রা দেখ। (৫) ঐক্ককের

অন্ততম পুত্র। ঐক্কক দেখ। (৬)

চতুর্দশ মনু ইক্ষ্বাকুগণের অধিকারকালে

ইক্ষ্বকের নাম ছিল গুচি। ঐ কালে

সপ্তর্ষিদের অন্ততন গুচি ছিলেন। ভাগ-

৮৬-১৩। বিষ্ণু-৩২-২। বৃহদা-৩৭।

অজিত দেখ। (৭) জনক-বংশীয় শত-

হ্মার পুত্র গুচি। তৎপুত্র সনদ্বাজ।

ভাগ-২৬-১৩। (৮) পুরুবংশীয় শুক্লের

পুত্র। গুচির তনয় চিত্রকু। ভাগ-

২৬-১৭। (৯) অন্তর্দ্বানের পত্নী

শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও

গুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা

পূর্বজন্মে তিন অগ্নি ছিলেন। বশিষ্ঠের

শাপে মানব জন্ম লাভ করেন। পরে

তাঁহারা পুনর্বার অগ্নি লাভ করেন।

ভাগ-৪৬-২৪। (১০) সূর্য্যের এক নাম।

স্বন্দ-কার্শী-পু-২। ব্রহ্মপু-৩১। (১১)

নৈঃসিকের নামে খ্যাত বিপ্রচিতির

পুত্রগণের অন্ততম। বায়ু-৬৯। বিপ্র-

চিতি দেখ। (১২) মগধের জরাসন্ধ-

বংশীয় বিপ্রের পুত্র। গুচির তনয়

ক্ষেম (ক্ষেমা)। ভাগ-২৬-২২। বিষ্ণু-

৪র্থ-২৩। (১৩) যদুবংশীয় অন্ধকের

অন্ততম পুত্র। ভাগ-২৬-২৪। অন্ধক

দেখ। (১৪) ত্রয়োদশ শৈব নামক

মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। শিব-

বৃহৎ-৫৮। (১৫) উত্তম নবমন্তরে বিকুণ্ঠা

নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। বৃষ-ভেষজা দেখ। (১৬) উত্তম মনুষ্যেরে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। উর্জ্জ দেখ। (১৭) জনকবংশীয় শুচির পুত্র উর্জ্জবহ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। মূনি দেখ। (১৮) রৈবত-মহুর অন্ততম পুত্র। রৈবতমহু (৮), (১১) ও (১২) দেখ। (১৯) উত্তম মহুর অন্ততম পুত্র। মহোৎসাহ দেখ। (২০) জনকবংশীয় শতদ্রুম-তনয় শুচির অপত্য উর্জ্জ। গুরু-পূ-১৪২। (২১) জরাসন্ধবংশীয় ভূরির পুত্র শুচি। তৎসুত ক্ষেমা। গুরু-পূ-১৪৫। (২২) চাক্ষুষ-মূনির অন্ততম পুত্র। কুর্শ-পূ-১৪। কুরু, অগ্নিষ্টুং ও চাক্ষুষ-মহু দেখ। (২৩) মহর্ষি ভৃগুর অন্ততম পুত্র। মহাতা-অমু-৮৫। ভৃগু দেখ। (২৪) জটনৈক অমরা। বেদশিরা দেখ। (২৫) দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্ততরা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (২৬) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় মহাবাহুর পুত্র শুচি। তিনি আটাল বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেম। বায়ু-৯৯। (২৭) মগধরাজ বিভূর তনয় শুচি, চৌষটি বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুচির তনয় ক্ষেম। অং-২৭১। (২৮) অন্ততম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২৯) অন্ততম অগ্নি। দীর্ঘ-

তমা ঋষি আশ্রী নামক দেবতার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, “দেব-গণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্রুত এবং যজ্ঞসম্পাদক নবাংশস নামক অগ্নি দ্ব্যলোক হইতে আগমন করিয়া, তিন বার আমাদের যজ্ঞ মধুর সহিত মিশ্রিত করুন।” ঋক্-১১১৪২। (৩০) শুচি নামক মূনির ঔরসে দ্বিবক্র নামক রাক্ষসের ভাৰ্য্যা সুশীলার গর্ভে কাপালাভরণ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১।

শুচিকা—একজন অমরা। অর্জুনের জন্ম হইলে সে অস্ত্রান্ত্র অমরাদেব সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। মহাতা-আদি-১২৩।

শুচিদ্রব্য—(১) মগধের ভবিষ্যৎবংশীয় রাজগণের অন্তর্গত চিত্ররথের তনয়। তাঁহার পুত্র বৃষ্টিমান। বায়ু-৯৯। (২) মৎস্য পুরাণ মতে (৫০ অ:) চিত্র-রথের পুত্র শুচীদ্রব্য। তাঁহার পুত্র বৃষ্টিমান। (৩) চিত্ররথের পুত্র শুচি-দ্রব্য। তাঁহার পুত্র বৃষ্টিমান। গুরু-পূ-১৪৫। শুচিরথ দেখ।

শুচিত্রতা—দেবী দুর্গার এক নাম দেবীপু-১২৭।

শুচিরথ—(১) মগধের ভবিষ্যৎবংশীয় চিত্ররথের তনয় শুচিরথ। তাঁহার পুত্র বৃষ্টিমান। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (২) শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান। ভাগ-৯৮-২২। শুচিদ্রব্য দেখ।

গুচিরোমা—মহাদেবের এক নাম। তম পুত্র। অঙ্কুরামা-১২। রাবণ

গুচিশ্রবা—(১) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে গুতর্কী—ঋক্ণের পুত্র রাজা গুতর্কী
সোমপায়ী দেবগণের অন্ততম। বায়ু- মহর্ষি গোপবনকে অশ্বদান করিয়া-
৩১। অমৃতবান ও মঙ্গল দেখ। (৩) ছিলেন। তজ্জন্ত গোপবন তাঁহার স্তুতি
অন্ততম প্রজাপতি। বায়ু-৬৫। (৪) করেন। ঋক্-৮। ১৪। ১৩।

কুশধ্বজ নামক ব্রাহ্মণের অন্ততম বিষ্ণু- গুহ—(১) রাজর্ষি পুরুষোত্তম বংশীয়
ভক্ত পুত্র। পদ্ম-পাতা-৪১। অনেকের পুত্র। ভাগ-২২-১৭। অনেকা

গুচিয়তী—বিদ্বানর নামক ব্রাহ্মণের দেখ। (২) পিতৃগণের অন্ততম। গরু-
পত্নী। বিদ্বানর দেখ। পু-৫।

গুচিয়ান—কর্দম প্রজাপতির পুত্র। গুহক—চমৎকারপুরুষবাসী একজন
তিনি শিবারাধনা করিয়া সমুদ্র জল- রজক। সে একবার ভ্রমক্রমে ব্রাহ্মণ-
জন্তুর উপর আধিপত্য লাভ করেন। গণের বস্ত্রসমূহ নীলজল যুক্ত জলপাত্রে
তদবধি তিনি বরুণ নামে পরিচিত নিক্ষেপ করে। তাহাতে বস্ত্র সমুদ্র
হন। স্বল্প-কাশী-পু-১২। বরুণ দেখ। নীলবর্ণ হইয়া যায়। তখন গুহক দণ্ড

গুচিয়িতা—করণ নামক এক ব্রাহ্ম- প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় দেশান্তরে গমন
ণের পত্নী। করণ একবার অপর এক করিতে উদ্যত হয়। পরে তাহার
জন ব্রাহ্মণ কর্তৃক দেবপুত্রের জন্ত কস্তার এক সখীর পরামর্শে এক জলা-
আনীত একটি ফল আশ্রয় করেন। শয়ে সেই নীলবর্ণ বস্ত্র সকল ধোত
তাহাতে তিনি অস্তান্ত ব্রাহ্মণদিগের করাতে সেইগুলি পুনরায় গুহতা প্রাপ্ত
অভিশাপে মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হন। হয়। স্বল্প-নাগ-১২৩।

সেই অবস্থায় তাঁহার বৈমাতেয় ভ্রাতারা গুহি—(১) তদ্ব্যক্ত অন্ততমা ব্যহ্নন
সম্পত্তি লোভে তাঁহাকে বধ করে। শক্তি। তন্ত্র-২৩২ পৃঃ। শক্তি দেখ।
তাঁহার পত্নী গুচিয়িতা পরে অরুন্ধতী (২) চন্দ্রের ষোড়শ কলার অন্ততমা।
ও দ্বীপাচিন্দ্র মুনির অন্তগ্রহে পতিতে পুন- তন্ত্র-২৫৮ পৃঃ। (৩) দেবী দুর্গার এক
র্জীবিত করেন। পদ্ম-পাতা ৬৪। নাম। দেবীপু-১৬। (৪) সাতার এক

গুচী—ভাতার গর্ভজাত অন্ততমা নাম। সাতা দেখ।

কস্তা। ভাতা দেখ।

গুচীদ্রব—গুচীদ্র দেখ।

গুহি—আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চা- শং জন সন্তানের অন্ততম। দেবীপু-

গুচীবক্ত—সহস্রবহন রাবণের অন্ত-

১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত ৭৩) দেখ।

গুহোদন, গুহোদন—(১) মগধের সূর্য্য-
বংশীয় শাক্যের আশ্রয়। তাঁহার তনয়
সিদ্ধার্থ। মৎ-২৭১। (২) শাক্য-তনয়
গুহোদনের পুত্র রাহুল। বায়ু-২২। (৩)
পুরাকালে দেবগণ অশুরদিগের নিকট
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থ-
নায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন
বিষ্ণু মায়ামোহ রূপ গুহোদনের পুত্ররূপে
অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হন।
অগ্নি-১৭। (৪) শাক্য-স্মৃত গুহোদনের
পুত্র বাহুল (রাহুল ?) গরু-পু-১৪৫।
(৫) গুহোদনের পৌত্র চাপক্য। স্বন্দ-
আব-রেবা-১৫৫। (৬) কীকটপুরাধি-
পতি বুদ্ধ নরপতি জিনের ভ্রাতা।
জিন কঙ্কি হস্তে সমরে নিহত হইলে
গুহোদনের সহিত কঙ্কির অতি ভীষণ
সংগ্রাম হয়। গুহোদন কঙ্কির তেজ
সহ্য করিতে না পারিয়া, মায়াদেবীকে
আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ সেনা-
দলের পুরোভাগে স্থাপন করিলেন।
কঙ্কি-ভাষ্য। মায়াদেবীকে দেখিয়া
ত্রিলোকস্থ দেব অশুর মনুষ্য প্রভৃতি
নিস্তেজ হইয়া গেল। তখন গুহোদন
লক্ষ লক্ষ সেনাপরিবৃত্ত হইয়া অতুল
বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কঙ্কি
তাঁহা দেখিয়া সমরক্ষেত্রের পুরোভাগে
গমনপূর্ব্বক মায়াদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত
করিলেন। অমনই মায়াও তাঁহার
দেহে প্রবিষ্ট হইয়া লীনা হইলেন।
তখন বলহীন বুদ্ধগণকে কঙ্কি বিনাশ

করিলেন। কঙ্কি-২২-৭। (৭) ভাগবতে
(২২-১২) গুহোদ নাম পাণ্ডুরা যায়।
তাঁহার তনয় লাদল।

গুনঃপুঙ্খ—(১) মহর্ষি ঋতীকের অন্ত-
তম পুত্র। হরি-হরি-২৭। বায়ু-২১।
ব্রহ্মপু-১০। (২) অজীগর্ত নামক
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্ততম পুত্র।
দেবীভা-৭২-১৬। ব্রহ্মপু-১০৪। অজী-
গর্ত দেখ।

গুনঃমুখ—চমৎকারপুরবাসী এক
পরিব্রাজক। তিনি বশিষ্ঠ, অগস্ত্য
প্রভৃতি মহর্ষিদিগের সহিত তীর্থ
পর্য্যটনে গমন করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের
মৃণাল অপহৃত হইলে তিনি নিজের
নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্ত শপথ
করেন, “যে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল
অপহরণ করিয়াছে, সে যথাবিধি বেদ
পাঠ করুক, অতিথিপ্রিয় গৃহস্থ হউক
এবং অজস্র সত্যকথা বলুক।”
তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে শপথছলে
নিজ মঙ্গল কামনা করিতে দেখিয়া
বুঝিলেন যে, গুনঃমুখই মৃণাল অপ-
হরণ করিয়াছেন। তখন তিনি নিজ
পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলেন যে,
মহর্ষিগণের নিকট হইতে ধর্ম্মকথা
শুনিবার জন্তই তিনি অগস্ত্যের মৃণাল
অপহরণ করিয়াছেন। গুনঃমুখ ছদ্মবেশী
দেবরাজ ছিলেন। স্বন্দ-নাগ-৩২।
শতক্রতু দেখ।

গুনঃশেক—(১) মহর্ষি ঋতীকের

তিনি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে গুনঃশেফ মধ্যম। মহারাজ অমরীষ গুনঃশেফকে যজ্ঞে আহতি দিবার জন্ত লইয়া যান। রামা-আদি-৬১, ৬২। অমরীষ দেখ। (২) মহর্ষি ঋচীকের পত্নী সত্যবতীর গর্ভে জন্মদায়ি, গুনঃশেফ ও গুনঃপুচ্ছ নামে তিনি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (৩) আবার হরি-বংশেরই অন্তর্গত আছে (৩২ অ:) গুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্র। কিন্তু ২৭শ অধ্যায় মতে ধরিলে বিশ্বামিত্র গুনঃশেফের মাতুল হন। (৪) গুনঃশেফ অজমীড়ের পুত্র। তাঁহার অপর সহোদর ভ্রাতার নাম অষ্টক। অগ্নি-২৭৮। (৫) অজমীর্গর্ত নামক ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র গুনঃশেফকে রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভূত ধনের বিনিময়ে যজ্ঞে উৎসর্গ করিবার জন্ত, আনয়ন করেন। বিশ্বামিত্র মুনিও সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুপকাষ্ঠ-বদ্ধ গুনঃশেফের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে গুনঃশেফকে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করাতে, বিশ্বামিত্র গুনঃশেফকে এক বরুণ-মন্ত্র প্রদান করিলেন। গুনঃশেফ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঐ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনার বিচলিত হইয়া, বরুণ-দেব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, গুনঃ-

শেফকে মুক্তিদান করিলেন। তাঁহার মুক্তিলাভ হইলে বিশ্বামিত্র মুনি গুনঃশেফকে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়া গুনঃশেফ তাঁহার পুত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। ব্রহ্মপু-১০৪। দেবীভা-৬৮-১৩; ৬৮-১৬, ১৭। (৬) ঋচীক-পুত্র গুনঃশেফ ও গুনঃপুচ্ছ। বায়ু-২১। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্তর্গত বলা হইয়াছে, বিশ্বামিত্রের পুত্র গুনঃশেফ মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের (হরিদশ্বের—হরি-হরি-২৭) যজ্ঞে পশুভে কলিত হন। দেবগণের কৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। তজ্জন্ত তিনি পরে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (৭) গুনঃশেফ মহারাজ অমরীষের যজ্ঞে বধারূপে পরিগণিত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। বিশ্বামিত্রের অন্তান্ত পুত্র-গণ গুনঃশেফকে (দেবরাতকে) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে সম্মান প্রদর্শন না করাতে বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁহারা চণ্ডালভ্য প্রাপ্ত হন। মহাভা-অমুশা-৩। (৮) ভৃগু বংশীয় গুনঃশেফ (অজমীর্গর্তের আশ্রয়) দেববজ্রনে রাত (প্রবন্ত) হওয়ায়, তিনি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া, পরে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থান প্রদান করেন। মধুচ্ছন্দ নামক বিশ্বামিত্রের অন্তান্ত পুত্রগণ, প্রথমে গুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তজ্জন্ত বিশ্বামিত্র তাঁহা-
দিগকে “শ্রেষ্ঠ” হও বলিয়া শাপ
প্রদান করেন। পরে তাঁহারা গুণ-
শেষকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মান্য
করিতে সম্মত হন। ভাগ-২৯-১৬।
ব্রহ্মপু-১০, ১০৪। (২) ঋচীক-তনয়
গুণশেষ বিশ্বামিত্রের তনয়ত্ব লাভ
করিয়া, ঋক্বেদ গানধারা যজ্ঞভোজী
দেবতাগণের স্তব করিয়া সিন্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৩। (১০)
দেবগণ অশুরগণের অত্যাচার হইতে
রক্ষা পাইবার জন্ত ব্রহ্মার পরামর্শে
গন্ধমাদনপর্যন্ত নহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করেন। সেই যজ্ঞে গুণশেষ হোতা
হইয়াছিলেন। ঋক্-ব্রহ্ম-সেতু-২৩।
(১১) গুণশেষের ঔরসে রোহিণীর
গর্ভে সর্ক-লক্ষণ-সম্পন্ন কামধেনু উৎ-
পন্ন হয়। কালিকা-২০। (১১) মহর্ষি
অজীর্গর্তের তনয় গুণশেষ ঋষিদের
একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি
বৃত হইয়াও ত্রিপাদকাষ্ঠে বদ্ধ অবস্থায়
অদিতির তনয় বরুণকে আহ্বান
করিয়াছিলেন, যেন বরুণদেব তাঁহাকে
মুক্ত করিয়া দেন। ঋক্-১।২৪, ২৫।

গুণশেষ—গুণশেষেরই নামান্তর।
মহাভা-অমুশা-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২।
গুণশেষ দেখ।

গুণ—ঋষিদের অন্ততম দেবতা।
শৌনকেয় মতে ইন্দ্রেরই নামান্তর।

ঋক্-৪।৫৭।৫

গুণক—(১) মহর্ষি ঋচীকের কনিষ্ঠ
পুত্র। গুণশেষ দেখ। (২) রজি-
বংশীয় গৃৎসমদের পুত্র। গুণকের
তনয় শৌনক নামে খ্যাত ও তাঁহার
ব্রাহ্মণ, ঋজিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই
চারি বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। হরি-
হরি-২২। বায়ু-২২। ব্রহ্মপু-১১।
ভাগ-২৯-১৭। (৩) চন্দ্রহস্তা নামক
অশুর ধাপরে রাজর্ষি গুণক নামে
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি
৬৭। (৪) ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত একটা
অসি, পরম্পরায় গুণকের হস্তগত হয়।
গুণক তাহা উশীনরকে প্রদান করেন।
উশীনর হইতে ভোজক প্রভৃতি যাদব-
গণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে
নরপতি শিবি তাহা প্রাপ্ত হন।
মহাভা-শান্তি-১৬৬। যুবনাথ, হরিণাথ
ও ব্রহ্মা (১১২) দেখ। (৫) মহর্ষি
গুণকের বংশে যে সকল ব্রাহ্মণ জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ,
তপস্বী, যোগী, বেদবেদাঙ্গপারগ, সাধু
সদাচারশালী, বিষ্ণু-ভক্তিরত, হৃদ্যকার,
ভিন্ন বর্ণ, বহুরোম-সম্পন্ন, দ্বিজোত্তম,
দয়ালু, সরল-প্রকৃতি, শান্ত ও ব্রাহ্মণ-
ভোজনে তৎপর ছিলেন। এই সকল
ব্রাহ্মণগণের আবেশ প্রবর তিনটি—
ভার্গব, শৌনহোত্র ও গাণ্ডিত্যপ্রমদ। ঋক্-
ব্রহ্ম-ধর্ম-২। (৬) জনক-বংশীয় ঋতের
অপত্য গুণক। তাঁহার তনয় বীতহব্য।

ভাগ-২২-১০। বীতহব্য দেখ। (৭) রুক্মর ঔরসের প্রথমবার গর্ভে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক। ইঁহার মহারাজ বীতহব্যের বংশীয়, এবং মহর্ষি তৃণ্ডুর বরে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন। মহাভা-অমুশা-৩০। (৮) মহর্ষি শুনকের তনয় অতিথিয়া। ছান্দোগ্য-১ম-অঃ-২৮ঃ-৩। (৯) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজা রিপু-ঞ্জয়ের (পুরঞ্জয়ের) মন্ত্রী। তিনি স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া স্বীয় তনয় প্রজ্ঞোতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ভাগ-১২২-১। প্রজ্ঞোত দেখ।

শুনহোত্র—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র সপক্ষে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬।৩৩, ৩৪।

শুনলাঙ্গুল—অজীগর্ত নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। শুনশেফ দেখ।

শুভ্র—পুরুবংশীয় বীতময়ের পুত্র। অগ্নি-২৭৮। বচবিধ দেখ।

শুভ্রাব—রাজা পুরুমিত্রের কন্যা। অশ্বিনয় স্বয়ম্বর সভা হইতে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া আনয়ণপূর্বক বিমদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া-হিলেন। ঋক্-১০।২২।৭।

শুভ্র—(১) নরপতি হবির্জ্ঞানের অন্ত-তম পুত্র। হবির্জ্ঞান দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সহস্রাশ্বের পুত্র। চন্দ্রাবলোক দেখ।

শুভকর্মা—স্বন্দ্র দেবসেনাপতিপদে বৃত্ত হইলে বিধাতা তাঁহার সাহায্যার্থ সূত্রত ও শুভকর্মা নামক গণেশ্বরধরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬।

শুভকাম—দানবপতি রক্তাসুরের অন্ততম অমুজ। দেবী তাঁহাকে বধ করেন। সৌর-৪২। কুমাণ্ড দেখ।

শুভকরী—ভদ্রকালী দেখ।

শুভদা—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধান গোপিকার অন্ততমা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুভবক্তা—দেবসেনাপতি কার্তি-কেয়ের অমুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শুভব্রত, শুভব্রতা—সুলক্ষণা দেখ।

শুভা—(১) অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) ষষ্ঠ হইতে উৎ-পন্ন অম্বরগণ শুভা নামে খ্যাত হন। বায়ু-৬৯। (৩) রৌদ্রাশ্বের দশ কন্তার অন্ততমা রৌদ্রাশ্ব দেখ। (৪) এক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী। (৫) শিবের অমুচরী অন্ততমা ভূতনাটিকা। (৬) অন্ততমা অম্বর। বিভিন্ন পুরাণ। (৭) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুভাঙ্গ—স্বর্ঘ্যবংশীয় নরপতি। নিকোশাধী-নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিগ্বিজয়ী প্রহ্লাদকে নানাবিধ উপহারাদি প্রদান করেন।

গর্গ-বিশ্ব ২৭, ৪৭ ।

গুভান্ধ—(১) দেবপুরাধিপতি বীর-মণির কনিষ্ঠ পুত্র । বীরমণি ও কুম্ভান্ধদেব । (২) দ্রোণদৌর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত রাজকুলবর্গের অন্ততম । মহাভা-আদি-১৮৭ ।

গুভান্ধা—যুববংশোদ্ভবা গুভান্ধী কুরুর মহিষা ছিলেন । তাঁহার গর্ভে বিহুরথ জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-২৫ । বিহুরথ দেখ ।

গুভানন—কণ্ঠপ-পত্নী কঙ্কর গর্ভ-জাত অন্ততম নাগ । লি-পু-৬৩ মৎ-৬ । *কঙ্কর দেখ ।

গুভাননা—(১) অন্ততমা অপরা । স্বন্দ-কাশী-পু-২ । লি-পু-৫৫ । ব্রহ্মপু-৬৩ । (২) মহেশ্বরীর শরীর-সজ্জতা অন্ততমা মহাশক্তি । শক্তি দেখ ।

গুভালাপা—অন্ততমা অপরা । স্বন্দ-কাশী-পু-১১ ।

গুভাশ্রোগী—অপরা বিশেষ । লি-পু-৫৫ ।

গুভান্বন—ভূতি দেখ ।

গুহ—বসুদেবের অন্ততম পুত্র ও বলরামের সহোদর । হৃদ্ম, পিণ্ডারক ও বসুদেব দেখ ।

গুহবদ্রা—অন্ততমা মাতৃকা । সীতা দেখ ।

গুহা—(১) অগ্নির পত্নীর নাম গুহা । তাঁহার গর্ভে পর্জন্ত জন্মগ্রহণ করেন । বারু-২৮ । পর্জন্ত (৭) দেখ ।

গুহু—(১) অনাম-খ্যাত দানব-ব্রাতৃ-দ্বয়ের অন্ততম । তাঁহারা পার্বতীর অংশজাতা দেবী কৌশিকীর হস্তে নিহত হন । বাম-৫৫, ৫৬ । মার্ক-৮৫-২০ । দেবীভা-৫২-২১-৩১ । স্বন্দ-প্রভা-অর্কু-২৪ । (২) গুহু ও নিগুহু নামক ব্রাতৃদ্বয় পূর্বে পাতালে বাস করিতেন । যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পুরুষক্ষেত্রে অন্নজন পরিভ্যাগপূর্বক একাসনে অযুত বর্ষকাল ঘোরতর তপস্তা করেন । তাঁহাদের তপস্তায় প্রীত হইয়া, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন । তাঁহারা প্রথমে অমরত্ব প্রার্থনা করেন । ব্রহ্মা সেই বর প্রদান করিতে সম্মত না হওয়ায়, তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে, দেবতা, অশ্বর, পশুপক্ষা প্রভৃতিদের মধ্যে পুরুষ জাতীয় কাহারও হস্তে ধেনু তাঁহাদের মৃত্যু না হয় । কারণ নারী-জাতি স্বভাবতই অবলা বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে ব্রাতৃদ্বয় আশঙ্কার কারণ নাই বলিয়া মনে করিলেন । ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন । অনন্তর ব্রাতৃদ্বয় ভৃগুমুনিকে তাঁহাদের পৌরহিত্যে বরণ করিলেন । ভৃগু তাঁহাদের মধ্যে দ্বোষ্ঠ গুহুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এই সংবাদ পাইয়া চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, ধুম্রলোচন প্রভৃতি রাক্ষস সেনানীগণ দানব ব্রাতৃদ্বয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন । ঐ সকল

সেনানীর সাহায্য লাভ করিয়া তাঁহারা দেবপুর অধিকার করিবার জন্ত যাত্রা করেন এবং যুদ্ধে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের প্রভৃতি দেবগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। তাঁহারা ক্রমে ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন অনন্তোপায় হইয়া দেবগণ বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি দানব ভ্রাতৃ-দ্বয়কে নিধন করিয়া পুনরায় দেবগণকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেবীভা-৫৯-২১-২৩। নিমন্ত ও সতী দেখ। (৩) শুভদানব জালন্ধর নামক দৈত্যরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪, ৭, ১৭, ১৭, ১৭, ১০১, ১০২। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১২-২০। (৪) অম্বরশ্রেষ্ঠ তারকেরও অন্ততম সেনাপতির নাম ছিল শুভ। তারকাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে তিনি বিষ্ণু-হস্তে নিহত হন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৬-২০। পদ্ম-সৃষ্টি-৫০। মৎ-১৪৮। (৫) দানবপতি বলির অমুগত একজন অম্বর। স্বন্দ-আব-অব-৬৩। (৬) প্রহ্লাদের পুত্র গবেষ্টি। তাঁহার দুই পুত্র শুভ ও নিমন্ত। শুভের ধনুক ও অসিলোমা নামে দুই পুত্র ছিল। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (৭) বায়ু পুরাণে

(৬৭ অঃ) গবেষ্টি-তনয় শুভের কোনও পুত্রের উল্লেখ নাই। (৮) দেবাসুর সংগ্রামে দেবী ভদ্রকালী দৈত্যরাজ বলির অমুচর শুভ ও নিমন্তের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১০। (৯) শুভ দানব শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রহ্লাদকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পরে প্রহ্লাদ শুভাসুরের কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম-৮। প্রহ্লাদ (৪) দেখ। (১০) শুভ-নিমন্তের পুত্র মুন্দ ও উপমুন্দ। শিব-ধর্ম-১৩। (১১) অমর, তারাক ও শুভ নামক অম্বরগণ পৃথিবীর নিম্নভাগে পঞ্চম তলে বাস করিতেন। দেবীপু-৮২। (১২) শুভ ও নিমন্ত ভ্রাতৃদ্বয় যখন ত্রিলোকের অধিপতি হন, তখন কল্পবৃক্ষ হইতেই সকল ইষ্টসিদ্ধি হইত। দেবগণ তখন দৈত্যদিগের ভয়ে স্নেহকর্ণকর্তে আশ্রয় লন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তথায় দেবগণের বাসের জন্ত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেন। দেবীপু-৭২। (১৬) শুভ, কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মার কন্যা বেদ-বতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুশধ্বজ ঋষি তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, শুভ তাঁহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-১৭।

শুভত—শুভত দেখ

শুভ—জনৈক রাক্ষস-বীর। হনুমান কর্তৃক লঙ্কা দহন কালে তাঁহারও গুরু দগ্ধ হয়। রামা-স্বন্দ-৫৪

শুকতুণ্ড—দুর্গ নামক অমুরের অন্ত-
তম সেনাপতি স্বন্দ-কাশী-উদ্ভ-৭১ ।

শুকোদরী— যোগিনীগণ দেখ ।

শুষ্ক—ইন্দ্র মারাবী শুষ্ক নামক
অমুরকে মারাবার বধ করিয়াছিলেন ।
(কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন
ইহা একটা উপমা । শুষ্ককে বধ
করিলেন অর্থ অনাবৃষ্টি বারণ করিয়া
বৃষ্টি দান করিলেন) । একদা
শুষ্ক কুংস ঋষিকে বধ করিতে উত্তত
হইয়াছিলেন । ইন্দ্র শুষ্ককে সাহায্য
করিয়া কুংস ঋষিকে উদ্ধার করেন ।
ঋক্-১।১১।৭ ; ১।৬৩।৩ ; ১।১০৬।৩ ।

শুশ্রূষা—সোম শুশ্রূষাদনকে পদমালা
বিজ্ঞাপিকা দেন । দেবীপু-১১ । শক্তি
ও সোম দেখ ।

শুশ্রূষানি—বরাহকল্পের ষাটবিংশ
খাপরে তিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন ।
সেই সময়ে মহাদেব লাক্ষ্মীনায়ে অবতীর্ণ
হন । লি-পু-২৪ । শুশ্রূষান দেখ ।

শুহ—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
এক নাম । স্বন্দ দেখ ।

শুক—বলির অন্ততম পুত্র । ভাগ-
২২-২৩ । বলি দেখ ।

শুক—দক্ষিণার গর্ভে উৎপন্ন যজ্ঞের
ষাটজন পুত্র অজিত ও শুক এই দুই
ভাগে বিভক্ত । বায়ু-১০ । যজ্ঞ দেখ ।

শুকর—একজন মহর্ষি । বংস দেখ ।

শুকরমুখ—দানবপতি হুর্গের অন্ত-
তম সেনাপতি । স্বন্দ-কাশী-পু-৭১ ।

শুকরাশ্র—পাতাল নিবাসী অন্ততম
অমুর । দেবীপু-৩০ ।

শূদ্র—(১) কুরুবংশীয় ক্ষেমকের
পুত্র । তিনি ঐ বংশীয় শেষ নরপতি ।
গুরু-পু-১৪৫ । (২) কণ্ডপ-বংশীয়
রৈভোর পুত্রগণ শূদ্র নামে খ্যাত
ছিলেন । কুর্খ-পু-১২ ।

শূদ্রক—কলিযুগের তিন সহস্র দুই-
শত বৎসর অতীত হইলে, শূদ্রক নামে
একজন মহাবীর তপস্বীদ্বারা সিন্ধিলাভ
করিয়া, পৃথিবীর ভার লোভব করেন ।
তাহার তিনসহস্র তিনশত দশ বৎসর
পরে নন্দবংশের উদ্ভব হয় । চাণক্য
নামক ব্রাহ্মণ এই নন্দবংশের উচ্ছেদ-
সাধন করেন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০ ।
কোটীলা দেখ ।

শূদ্রা—(১) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের
অন্ততমা কন্যা । রৌদ্রাশ্ব দেখ । (২)
ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্ততমা ।
ভদ্রাশ্ব ও যুতাচী দেখ ।

শূনামুখ—নামাস্তর শুনোমুখ ।
শুনোমুখ দেখ ।

শূন্যপাল—জটক মহর্ষি । স্বন্দ-
মাহে-কেশা-২৩ ।

শূন্যবন্ধু—তৃণবিন্দু দেখ ।

শূন্য—সীতা দেখ ।

শূন্যলয়া—অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকা-
গণ দেখ ।

শূর—(১) নরপতি কার্তবীৰ্য্য-
জ্ঞানের অন্ততম পুত্র । কার্তবীৰ্য্য

কৃষ্ণ, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষণ, মধু (১৬) ও ধুম্র, দেথ। (২) যদুবংশীয় দেবমীচুসের অন্ততম পুত্র। শূরের দশ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বসুদেব। তৎপরে দেবভাগ, দেবপ্রবা, অনাঘৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গুঞ্জিম, শ্রাম, শমীক ও গণ্ডুষ জন্মে। এতদ্ভিন্ন শূরের পৃথুকীর্তি পৃথা, ঋতদেবা, ঋতপ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৪। অনাঘৃষ্টি, বসুদেব ও দমন দেথ। (৪) শূরের তিন পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অশ্বকীর গর্ভে দেব-মীচুস, মাধীর গর্ভে দেবনাভুস এবং ভাসার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেব-প্রবা, অনাঘৃষ্টি (অনাঘৃষ্টি), নন্দন, ভৃঞ্জিন, শ্রাম, শমীক, গণ্ডুষ প্রভৃতি পুত্রগণ এবং পৃথা, ঋতদেবা, ঋতকীর্তি, ঋতপ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে অনিন্দিতা পাঁচ কন্যা জন্মে। বায়ু-২৬। (৫) যদুবংশীয় দেবমীচুসের পুত্র শূর। তাঁহার পত্নীর নাম মারিষা। এই মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবপ্রবা, আনক, স্কজয়, শ্রামক, কক, শমীক, বৎসক ও বক নামে দশ পুত্র এবং পৃথু, ঋতদেবা, ঋতকীর্তি, ঋতপ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। ভাগ-২৯-২৪। (৬) অসিকী নামী পত্নীর গর্ভে দেব-মীচুসের শূর নামে এক তনয় জন্মে। ঐভোজরাজ নন্দিনী শূরের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শূরের বসুদেব, দেবভাগ,

দেবপ্রবা, অনাঘৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গুঞ্জিম, শ্রাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ তনয় এবং পৃথা, পৃথুকীর্তি, ঋতদেবা, ঋতপ্রবা ও রাজাধিদেবী নামী পাঁচ কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-১৪। (৭) দেবমীচুসের তনয় শূর। তাঁহার পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবপ্রবা, অনা-ঘৃষ্টি, করঙ্কক, বৎসবালক, স্কজয় শ্রাম, শমীক ও গণ্ডুষ এই দশ তনয় এবং পৃথা, ঋতদেবা, ঋতকীর্তি, ঋতপ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৪৭-১৪। (৮) পুরুবংশীয় ঈলি-নের অন্ততম পুত্র শূর। মহাভা-আদি-২৮। ঈলিম দেথ। (৯) যদুবংশীয় বিদুরথের পুত্র শূর। তাঁহার তনয় শমী। বিষ্ণু-৪৭-১৪। (১০) বিদুরথাস্বজ শূরের কতিপয় তনয় ছিল। তাঁহাদের নাম—বাত, নিদাত, নিবাত, শোণিত, ষেতবাহন, শমা, গদবর্মা, শক্র-শক্র-জিৎ। বায়ু-২৬। (১১) বিদুরথাস্বজ শূরের তনয় ভজমান। ভাগ-২৯-২৪। (১২) ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম তনয় শূর। শ্রীকৃষ্ণ দেথ। (১৩) যদুবংশীয় ভজমানের অন্ততম তনয় শূর। ব্রহ্মপু-১৫। হরি-হরি-৩৭। ভজমান দেথ। (১৪) যদুবংশীয় উষসুর দুই তনয়—চিত্রথ ও শূর। শূরের অপত্য বসুদেব প্রভৃতি। ব্রহ্মপু-২২৬। (১৫) যুধিষ্ঠির বিদর্ভের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শূর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৬) ধর্ম হইতে রাজাধিদেবীর

গর্ভে শূর নামে এক মহাবল তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৭) বিদূরথাস্বজ শূরের অপত্য সন্নি। আবার ঐ বংশীয় অধন্তন দেবলের তনয়ও শূর। তাঁহার তনয় বসুদেব প্রভৃতি কুর্শ-পু-২৪। (১৮) ভোজা নামী (ভোজ বংশীয়) পত্নীর গর্ভে শূরের বসুদেব, দেবমার্গ, দেবশ্রবা, অনাঘৃষ্টি, শিনি, নন্দ, স্বল্পয়, শ্রাম, শমীক, ও সংযুগ নামে দশপুত্র এবং ঐশ্বর্যার্থী, পুখা, ঐশ্বর্যদেবী, ঐশ্বর্যবাও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। ৯২-৪৬। (১৯) বংশজীর পত্নী সুনন্দার গর্ভে বল, শূর প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। মার্ক-১১৭। বল (১৩) দেখ। (২০) সুভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২১) চিত্রলেখের অপত্য শূর, শূরের আশ্বজ বসুদেব। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (২২) তত্রোক্ত পয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্তির অন্ততম। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শূরসেন—(১) কার্তবীৰ্য্যার্জুনের অন্ততম তনয়। কার্তবীৰ্য্য, কৃষ্ণ, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষণ, মধু (১৬) ও ধৃষ্ণ দেখ। (২) শূরসেনের তনয় জয়ধ্বজ। সৌর-৩১। (৩) কার্তবীৰ্য্য তনয় শূর, শূরসেন প্রভৃতি হৈহয় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদও শূরসেন নামে খ্যাত হইত। হরি-হরি-৩৩। (৪) শূরসেনের কন্যা কুন্তি মহারাজ

পাণ্ডুর অন্ততমা মহিষী ছিলেন। কুন্তি দেখ। (৫) প্রতিষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে একজন রাজা ছিলেন। মহাবল নামক এক নাগ শিবের অভি-শাপে সর্পাকারে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। রাজা শূরসেন সর্প-রূপী পুত্রের প্রার্থনায় তাহার চূড়া-করণ, উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন এমন কি এক রাজকন্টার সহিত তাঁহার বিবাহও দিলেন। সর্পরূপী শূরসেন-তনয়ের পত্নী ভোগবতী তাঁহার স্বামীকে অনাদর না করিয়া, যথোচিত সমাদর করিতেন। এবং তাঁহারই পরামর্শে সর্পরূপী স্বামীকে গৌতমীতীরে লইয়া বাইরা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাহাতেই শাপমুক্ত হইয়া নাগ মহাবল স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। ব্রহ্মপু-১১১। (৬) রামাঙ্ক শত্রুরের অন্ততম পুত্র। শত্রুর দেখ। (৭) অন্ধ-দেশের অধিপতি কর্ণের তনয়। শূরসেনের তনয় ধ্বজ। বায়ু-৯৯। (৮) শূরসেন মথুরার অধিপতি ছিলেন। দেবীভা-৪৯-২০।

শূরসেনী—(১) যদুবংশীয় অক্রুরের অন্ততমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেববান ও উপদেব নামে দুই তনয় জন্মে। অক্রুর দেখ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) প্রবীরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মনস্যা নামে এক তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-২৪। প্রবীর দেখ।

শ্রী—দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের
অন্ততম তনয়। নামাস্তর শৌরী।
মৎ-৪৬।

শ্রুত, শ্রুত্মি—উগ্রসেনের অন্ত-
তম কন্যা ও শ্রুতের অন্ততম তনয়
শ্রামকের পত্নী। তাঁহার গর্ভে হরি-
কেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই তনয় জন্মে
ভাগ-২২-২৪।

শূৰ্পক—দানবপতি রক্তাক্ষের অন্ত-
তম সেনাপতি। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-
১১২।

শূৰ্পণখা, শূৰ্পণখা, শূৰ্পনখা। লঙ্কা-
পতি রাবণের কনিষ্ঠা সহোদরী।
কৈকসীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
কুম্ভকর্ণ ও রাবণ তাঁহার অগ্রজ এবং
বিভীষণ তাঁহার অমুজ ছিলেন।
কালকেষয়বংশীয় দানবপতি বিদ্যু-
জিহ্বের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।
রাবণ দ্বিগিহ্বরে বহির্গত হইয়া কাল-
কেষয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং
সেই সংগ্রামে তিনি নিজ ভগিনীপতি
বিদ্যুজিহ্বেরও প্রাণ বধ করেন।

তদবধি শূৰ্পনখা খর ও দুষণ নামক
রাক্ষস ভ্রাতৃত্বের তদ্বাবধানে দণ্ডকা-
রণ্যে বাস করিতেন। সেই অরণ্যে
বাস কালেই লক্ষ্মণ তাঁহার নাসা-কর্ণ
ছেদন করেন। রামা-উত্ত-২-২২। রাম
(১৫০৭ পৃঃ) ও রাবণ (১৪৩৩ পৃঃ) দেখ।

শূৰ্পাকী—নিশাচর ঘটোমের স্ত্রী।
কোশকার দেখ।

শূলটক—(১) প্রয়াগধামস্থিত শূলটক
নামক শিবলিঙ্গ প্রয়াগ-স্নানার্থী ব্যক্তি-
দিগের মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন। স্বল্প-
কাশী-পূ-৭। (২) শূলটক-লিঙ্গরূপী
মহেশ্বর প্রয়াগ হইতে কাশীধামে গমন
করিয়া তথায় অবস্থান করেন। স্বল্প-
কাশী-উত্ত-৬২।

শূলদন্ত—দানববিশেষ। সে অস্ত্রাঙ্ক
দানবদিগের সহিত পৃথিবীর নিম্নভাগে
আভাস নামক তলে বাস করিত।
বায়ু-৫০। দেবীপু-৮২।

শূলধরা—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জাত
অর্দ্ধ-নারী-নর-রূপধারী মূর্তির এক
নাম। ব্রহ্মা-২। ভদ্রা (৪) দেখ।

শূলধারিণী—দেবী দুর্গার এক নাম।
তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ।

শূলপাণি—(১) জনৈক ধর্মশাস্ত্র-
প্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত কোনও
গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার মত
বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। উশ-২ম-
খ-টী। (২) মহাদেবের এক নাম।
মহাভা-বন-১২।

শূলহস্ত—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর
পশ্চিম দিক রক্ষক অন্ততম দ্বারপাল।
স্বল্প-প্রভা-ধার-১৭। মহোদর (১৪) ...
দেখ।

শূলিনী—দেবী দুর্গার রূপ বিশেষের
নাম। তিনি সিংহাসীনা এবং সজল
মেঘের স্তায় শ্রামবর্ণা। তিনি হস্তে
শূল, বাণ, ত্রিশূল, চক্র, শঙ্খ, গদা, ধনুঃ

ও পাশ ধারণ করিয়া আছেন । তাঁহার
কপালে অর্ধচন্দ্র এবং তিনি ত্রিনয়ন ।
চারিটি কন্ডাও খড়্গ ধারণ করিয়া তাঁহার
সেবা করিতেছে । তন্ত্র—১২৪ পৃঃ ।

।—(১) একজন শিবাবতার
যোগাচার্য্য । বরাহ কল্পের চতুর্বিংশ
ধাপের কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহা-
দেব শূলীনায়ে মহাযোগীকরূপে অবতীর্ণ
হন । এই সময়ে তাঁহার শালিহোত্র,
অগ্নিসেন, জীবনাশ্ব ও শরদ্বন্দ্ব নামে
চারিজন শিষ্য (পুত্র) ছিলেন । লি-
পূ-৭, ২৪ । ঋক ও শালিহোত্র দেখ ।
(৩) তন্ত্রোক্ত অগ্রতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্তি ।
তন্ত্র-২৮ পৃঃ । শক্তি দেখ ।

শৃগাল—(১) করবীর-পুরের অধি-
পতি । ঐকৃষ্ণ সামুচর তাঁহার রাজ্যে
উপস্থিত হইলে, শৃগালের সহিত
ঐকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় এবং নরপতি শৃগাল
ঐকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন । স্বামী নিহত
হইলে, শৃগাল-মহিষী পদ্মাবতী শিশু
পুত্রকে লইয়া ঐকৃষ্ণের শরণাপন্ন
হন । তখন ঐকৃষ্ণ শৃগাল-তনয়কে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে
অন্তর্জ গমন করেন । হরি-হরি-১০৪ ।
(২) দ্বারাজ্যাধিপতি শৃগাল কলিঙ্গ-
রাজ চিত্রাঙ্গদের কন্ডার স্বয়ম্বর সভায়
উপস্থিত ছিলেন । মহাভা-শাস্তি-৪ ।
(৩) ঐকৃষ্ণের এক উপাধি । ব্রহ্মবৈ-
কৃষ্ণ-১২১ ।

শৃগালবান—দানব বিশেষ । পদ্ম-

সূক্ত-১৮ ।

শৃঙ্গলিকা—মাতৃকা বিশেষ । সীতা
দেখ ।

শৃঙ্গলী—মহাদেবের একজন প্রমথ ।
পদ্ম-উত্ত-১৩ ।

শৃঙ্গক—দানব বিশেষ । ব্রহ্মপু-৭০ ।

শৃঙ্গবৃক্ষা—ঋগ্বেদোক্ত একজন মহর্ষি ।

ইন্দ্র একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া
সম্বোধন করিয়াছিলেন । ঋক্-৮-১৭-১৩ ।

শৃঙ্গবেত্র—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশ-
জাত অগ্রতম নাগ । মহাভা-আদি-৫৭ ।

শৃঙ্গার, শৃঙ্গারতিলক—চৈত্রদেশাধি-
পতি । গর্গ-বিষ-৪৭ ।

শৃঙ্গিপুত্র—একজন ব্রতচারী
সংহিতাকার । তিনি তিনখানি সংহিতা
প্রণয়ন করেন । ব্রহ্মা-৬৭ । বায়ু-৬১ ।
শৃঙ্গি-তনয়ের নামান্তর শৃঙ্গিসুত ।

শৃঙ্গী—(১) মহর্ষি শমীকের
গো-গর্ভজাত তনয় । তিনিও তপস্বী
ছিলেন । তাঁহারই শাপে কুরুবংশীয়
রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকবংশে প্রাপত্যাপ্ত
করেন । মহাভা-আদি-৪০-৪২, ৫০ ।
দেবীভা-২২-৮ । ভাগ-১২-১৮ । স্বন্দ-
বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১ । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১ ।

(২) জমদগ্নির এক তনয়ের নাম ছিল
শৃঙ্গী । ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩৫ । (৩) মনু-
বংশীয় জিহ্মণের তনয় শৃঙ্গী, তাঁহার
তনয় ভীষ্ম । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১ ।

শেনী—অগ্নিরাবংশীয় একজন মন্ত্র
প্রবর্তক ঋষি । বায়ু-৫২ । ব্রহ্মা-৬১ ।

অজমীঢ় দেখ।

শেকালিকা—শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অন্ত-
তমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

শেষ—(১) অন্ততম প্রজাপতি।
তিনি ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তৃতীয়
প্রজাপতি ছিলেন। রামা-আর-১৪।
বায়ু-৬৫। (২) দক্ষের অন্ততমা কন্যা
কক্ষর গর্ভজাত নাগ-গণের অন্ততম।
ঊঁহারই নামান্তর অনন্ত। বিনতাকে
ছলনা করিবার জন্য, কক্ষ নিজ সন্তান-
গণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু
শেষ প্রমুখ কতিপয় নাগ মাতাকে
সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। তাহাতে
ঊঁহার। মাতৃশাপে পৃথিবীতে জন্ম-
গ্রহণ করেন। শেষ ব্রহ্মা কর্তৃক সনাত
দণ্ডিগণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন।
হরি-হরি-২১২। অগ্নি-১২। বায়ু-৬২,
৭২। (৩) বিষ্ণুর আদেশে শেষনাগ
ভূমণ্ডলকে ধারণ করিয়া আছেন। শেষ
নাগ পৃথিবী ধারণ করিতে সম্মত হইলে,
বিষ্ণু কুর্খরূপ ধারণ করিয়া, শেষনাগের
আধার স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রতি-
শ্রুত হন। অনন্তদেব পৃথিবীর অধো-
দেশে পাতাল নামক তলে, লক্ষযোজন
দূরে অবস্থান করিয়া, একটি মাত্র
কণার উপর এই পৃথিবীকে ধারণ
করিয়া আছেন। গর্গ-বৃন্দা-১৩। (৪)
নাগধর শেষের নয়নসমূহ রক্ত কমল
সদৃশ, দেহদ্ব্যতি শঙ্খ-স্তম্ভ এবং তিনি
নীল বসন পরিধান করিয়া আছেন।

তিনি অজর ও অমর সহস্র-বদনবিশিষ্ট
এবং বালারূপবর্ণ অক্ষমালাধারী।
তিনি ষোড়শপর্কতের শিখরদেশে অব-
স্থান করিয়া থাকেন। ঊঁহার বৈষ্ণব
স্পর্শরীর দ্বারা পৃথিবীর শেষলীমা
নির্দিষ্ট। বায়ু-৫০। (৫) পাতালের
নিম্নভাগে শেষ নামক বিষ্ণুর তামসী
মূর্তি আছে। ব্রহ্মপু-২১। কুর্খ-পু-
৪৩। (৬) ভগবান শেষ (অনন্তদেবই)
মহর্ষি বাৎস্তায়নের নিকট পদ্মপুরাণ
পাতালখণ্ড কীর্তন করেন। পদ্ম-পাতা-
১। (৭) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম শেষ
নাগের অংশাবতার ছিলেন। বলদেব
দেখ। (৮) নাগ-নায়ক নামক নাগ-
শ্রেণীর অন্ততম। স্বন্দ-নাগ-৩১।
মণিকণ্ঠ দেখ।

শেষদেবী—দেবী শঙ্করীর শরীরজাতা
অন্ততমা কুলদেবতা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-
১১। ভট্টারিকী দেখ।

শেষলা—(১) ধর্মারণ্যে অবস্থিত
চাতুর্ভুজ ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদশ গোত্রে
বিভক্ত। ঐ সকল বিভিন্ন ব্রাহ্মণ
গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বিভিন্ন গোত্র-
দেবী আছে। তরুদাজ ও কুৎস্ত
গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের শেষলা ও বৃথলা
নামে দুই গোত্রদেবী আছেন। বনো-
ভীয়া ব্রাহ্মণগণের কুশ, বৎস ও তরুদাজ
নামে তিন গোত্র এবং ঊঁহাদের গোত্র
দেবীর নাম শেষলা ও শান্তা। বাটব্র-
হ্মণের জাত ব্রাহ্মণগণেরও তিন গোত্র।

যথা—ধারণ, বৎস ও কুৎস। তাঁহাদের গোত্রদেবীত্বের নাম জ্ঞানজা ছত্রজা ও শেখলা। দুধীরা নামক স্থাননিবাসী আদ্বিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণের তিন প্রবর এবং তাঁহাদের গোত্রদেবীর নাম জ্ঞানজা ও শেখলা। স্বল্প-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩৯।

শৈবেয়—অন্ততম বিত্তাধরগণ। বিত্তাধর-রাজ বিক্রান্তের অন্ততম কন্যা শিবা হইতে এই শৈবেয় বিত্তাধরগণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬২।

শৈব্য—(১)শোবির রাজ্যাধিপতি। তিনি জরাসন্ধের পরম বন্ধু ছিলেন। হরি-হরি-২০। (২) শৈব্যরাজের কন্যা যশোমতী ও সত্যা, নরপতি বৃহন্ননার মহিষী ছিলেন। ৬৭-৪৮। (৩) এক জন সূর্যোপাসক রাজা। মহাভা-শান্তি-২২৩। (৪) মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্রাহ্মণ-গণ কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করিতে পারেন এবং কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা অকর্তব্য। তদুত্তরে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে শৈব্যরাজের উপাখ্যান কীর্তন করেন। একবার কণ্ণপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী, ইন্দ্রা সনাধিধারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির বাসনায়, ষোরতর তপোহুষ্ঠানপূর্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন।

পশুসখ নামক একজন শূদ্রও তাঁহার ভাৰ্য্যা গণ্ডা, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সর্বদা তাঁহাদের পরিচর্যা করিত। ঐ সময়ে পৃথিবীতে ষোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহর্ষি-গণ দুর্ভিক্ষবশতঃ বহুদিন অনাহারে থাকিয়া, পরিশেষে একদিন এক মৃত রাজকুমারের দেহ প্রাপ্ত হন এবং ক্ষুধার আলা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই মৃত নরদেহটাই ভক্ষণ করিবার জন্ত স্থালীতে রন্ধন করিতে লাগিলেন। ঐ মৃতদেহটি শৈব্যরাজের পুত্রের। শৈব্যরাজ এক যজ্ঞ করিয়া ঋত্বিকগণকে স্বীয় তনয়কে দক্ষিণাশ্বরূপ দান করেন। সেই তনয় দৈবদুর্কিপাকবশতঃ ঐ দুর্ভিক্ষকালে প্রাণত্যাগ করেন। মহর্ষি-গণ যখন সেই রাজকুমারের দেহ রন্ধন করিতেছিলেন, তখন শৈব্যরাজ সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তিনি মহর্ষিগণকে মৃতদেহ রন্ধন করিতে দেখিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন এবং মহর্ষিগণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্ত, তাঁহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদি, গবাদি পশু ও ভূমি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষিগণ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলেন না। কারণ যে দিন ব্রাহ্মণ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিনের তপস্বী নষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ

রাজাকে “আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন,” এই কথা বলিয়া সেই পচ্যমান নরমাংস পরিত্যাগপূর্বক আহার অব্যবহায়ে বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। তখন মহীপতি শৈব্য মন্ত্রী-দিগকে আহ্বান করিয়া, সেই মহর্ষি-দিগকে প্রত্যহ উড়ুঘর ফল প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। মন্ত্রীগণও প্রত্যহ অরণ্যে গমনপূর্বক মহর্ষিগণকে বৃহদাকার উড়ুঘর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়দিন অতি-বাহিত হইলে, একদিন মন্ত্ররাজ শৈব্য ভৃত্যদ্বারা মহর্ষিগণের নিকট সুবর্ণ পুরিত উড়ুঘর প্রেরণ করিলেন। সেই উড়ুঘর প্রথমে মহর্ষি অত্রির হস্তগত হয়। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া, গুরু-ভার বোধ হওয়াতে বুঝিতে পারিলেন যে, এই উড়ুঘরের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া প্রত্যাৰ্পণ করিলেন। অন্তান্ত মহর্ষিগণও তাহা জানিতে পারিয়া, সুবর্ণ গ্রহণের নিন্দা করিয়া এই উড়ুঘর গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন “আমরা একটি নিক গ্রহণ করিলে শত বা সহস্র নিক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব এই নিক গ্রহণ করিলে আনাদিগের নিশ্চর্যই অধোগতি হইবে।” কশ্যপ বলিলেন, “এই পৃথিবীতে যত ধাতু, পশু, জীও হিরণ্য

আছে, তৎসমুদয় একজনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না। অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।” ভরদ্বাজ বলিলেন “মনুষ্যের আশার ইয়দ্বা নাই। কুরুযুগের শৃঙ্গ উদগত হইলে, সেই যুগদেহের বৃদ্ধির সহিত শৃঙ্গও যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যের আশাও তদ্রূপ ক্রমশঃ পরি-বদ্ধিত হইয়া থাকে।” গৌতম বলিলেন “মনুষ্যের আশা সমুদ্র তুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ গ্রহণ করিলেও, তাহার আশা পূর্ণ হয় না।” বিশ্বামিত্র বলিলেন “মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।” জমদগ্নি কহিলেন “যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাস্থ্য হন, তাহারই তপস্তা অক্ষয় হয়। কিন্তু ধাংরা প্রতিগ্রহ করেন, তাহাদিগের তপস্তা অচিরে বিনষ্ট হয়।” অরুন্ধতী কহিলেন, “কেহ কেহ বলেন ধর্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্তব্য। কিন্তু আমার মনে হয়, দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয় করা শ্রেয়স্কর।” পশুপথ বলিল, “ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই। লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই এই ধন লাভ করা যায় না।” এইভাবে সকলের বক্তব্য সমাপন হইলে, মহর্ষিগণ এক বাক্যে বলিলেন, “যিনি গোপনে এই উড়ুঘরের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া

আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।” এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে সুবর্ণপূরিত উড়ুধর ফলসকল পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রীগণ-প্রমুখাং এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ শৈব্যা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কিসে মহর্ষিগণের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি কঠোর নিয়ম অবলম্বন-পূর্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সেই হতাশন হইতে এক ভীষণা মূর্তি রাক্ষসী উৎপন্ন হইল। মহারাজ শৈব্যা তাহাকে যাতুধানী এই নাম প্রদানপূর্বক বলিলেন, “তুমি অচিরে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গন্ডা ও পশুসংখের নিকট গমনপূর্বক, তাঁহাদের নাম ও নানামূরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তদনন্তর তুমি যথেষ্ট গমন কর।” যাতুধানী তৎক্ষণাৎ মহর্ষিগণের অন্বেষণে গমন করিল। তৎকালে মহর্ষিগণ ফলমূল আহাৰ করিয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহারা সকলে একজন স্থলকায় সন্ন্যাসীকে তদমূরূপ স্থলাঙ্গ এক সারমেয় সহ আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এই সন্ন্যাসী যেক্রপ স্থলকায় আপনারা কখনই তজ্রপ হইতে পারিবেন না।” তজ্রুপে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন যে, তিনি প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, দুঃখিত আছেন। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীর ঐরূপ কোনও দুঃখের কারণ নাই বলিয়া, তিনি স্থলকায় হইয়াছেন। অতঃপর অস্ত্রাশ্রয় মহর্ষিগণও কি কি কারণে তাঁহারা ঐ সন্ন্যাসীর স্তায় স্থলকায় হন নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। অত্রি বলিলেন যে, ক্ষুধামূরূপ ঋতু লাভ না করাতে তাঁহার বেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, এবং সেজন্যই তিনি শীর্ণকায় হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তিনি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সন্মত হইতেছেন না, এবং ক্ষুধায়ও অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, তজ্জন্যই তাঁহার দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। জমদগ্নি বলিলেন যে, তাঁহাকে বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠ সঞ্চয় করিবার জন্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, তাহাতেই চিন্তাজরে তাঁহার তন্ত্র ক্ষীণ হইয়াছে। কশ্যপ বলিলেন যে, তাঁহার চারি সহোদর উদরায়ের জন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, তিনি অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার দেহ ঐরূপ ক্ষীণ। ভরদ্বাজ বলিলেন যে, ভাষ্যাপবাদ-

নিবন্ধন তাঁহার যেমন শোক উপস্থিত হইয়াছে, ঐ সন্ন্যাসীর তজ্জপ হয় নাই, তজ্জপ তিনি ক্ষণিকায় নহেন। গৌতম বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞান ঐ সন্ন্যাসীর বস্ত্রকণ্ঠ উপস্থিত হয় নাই, তজ্জপ তিনি পুষ্টলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এই-রূপে কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে সন্ন্যাসী তাঁহাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন “চলুন, আমরা বনে পর্য্যটন করিয়া ফলমূল আদি অন্নসন্ধান করি।” অতঃপর তাঁহারা সকলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সরোবরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। ষাডুধানী নামী পূর্বোন্নিখিতা রাক্ষসী সেই সরোবর রক্ষা করিতেছিল। রাক্ষসী মহর্ষিগণকে দেখিয়া বলিল যে, সে ঐ সরোবরের রক্ষক। মহর্ষিগণ যদি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্বক সরজাত মৃগাল উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে বাসনা করেন, তবে তাঁহাদিগকে প্রথমে নিজ নিজ নাম ও নামের অর্থ কীৰ্ত্তন করিতে হইবে। মহর্ষিগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া নিজ নিজ নামের অর্থ কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অত্রি বলিলেন, “আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ন নিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অ-রাত্রি অর্থাৎ দিবসের জ্ঞান করিয়াছি। আমি যে যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই

তাহা রাত্রিই নহে, এবং আমি লোক সমুদয়কে অং অর্থাৎ পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম অত্রি হইয়াছে।” বশিষ্ঠ বলিলেন, “আমি বসু অর্থাৎ অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং বসী অর্থাৎ গৃহস্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।” কশ্যপ বলিলেন, “আমি কশ্য অর্থাৎ শরীর রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য অর্থাৎ দীপ্তিমান হইয়াছি, তাই আমার নাম কশ্যপ।” ভরদ্বাজ বলিলেন, “আমি দ্বাজগণের (অর্থাৎ দেবতা ত্রাক্ষণ, শিষ্য, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম ভরদ্বাজ।” গৌতম বলিলেন, “আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ দূরীভূত হইয়াছিল, আর আমি গো (ইন্দ্রিয়) সমুদয়ের দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “বিশ্বদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র, তাই আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।” জমদগ্নি বলিলেন, “আমি জনং অর্থাৎ দেবতাদিগের যাগোপযোগী অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাই আমার নাম জমদগ্নি।” অরুন্ধতী বলিলেন, “আমি আমার ভর্তার সহিত অরু অর্থাৎ এই পৃথিবী ধারণ করি এবং ভর্তার দমন

অনুসন্ধান করিয়া থাকি, তাই আমার নাম অরুন্ধতী।” মহর্ষিগণের দাসী গণ্ডা বলিল যে, তাহার গণ্ডদেশ উন্নত বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে। পশু-সখ নামক মহর্ষিদিগের কিঙ্কর বলিল যে, সে পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে এবং সে পশুগণের প্রিয় সখা, তাই তাহার নাম পশুসখ হইয়াছে। এইরূপে সন্ন্যাসী ভিন্ন অপর সকলেই নিজ নিজ নাম ও তাহার অর্থ কীর্তন করিলে যাতুধানী সন্ন্যাসীকেও তদ্রূপ করিতে অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বলিলেন যে, তাঁহার নাম শুনসখা। যাতুধানী তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীকে পুনরায় নিজ নাম কীর্তন করিতে বলিল। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন “আমি যখন একবার আমার নাম উল্লেখ করাতে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না, তখন আমি তোমাকে বধ করিব।” এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে ত্রিদশের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন। অতঃপর মহর্ষিগণ ও দেবী অরুন্ধতী প্রভৃতি সকলে বহু পরিশ্রমে মৃণালগুলি উৎপাটনপূর্বক তীরে স্থাপন করিলেন এবং পুনরায় সরোবরে অবতরণ করিয়া, সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন। তর্পণান্তে তাঁহারা তীরে উথিত হইয়া মৃণালগুলি দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অতি-

শয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন স্মৃতরাং মৃণালগুলি না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কে যে মৃণাল সমুদয় অপহরণ করিয়াছে তাহা না বুঝিতে পারিয়া প্রত্যেকেই ক্রমে ক্রমে শপথ করিয়া নিজ নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। সকলের শপথ করা সমাপ্ত হইলে, সরতীর সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীও নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য শপথ করিবার হলে বলিলেন, “যে আশ্রমের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ব্রহ্মচারী এবং যজুর্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কণ্ঠা প্রদান ও অথর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান কল্ক।” তাঁহার শপথ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন, “তদ্র, তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনায়, স্মৃতরাঃ উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমিই আমাদের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।” তখন সেই সন্ন্যাসী নিজ পরিচয় প্রদানপূর্বক কাহলেন যে, তিনি বস্তুতঃ দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি যদিও মৃণালগুলি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি আশ্রমাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি ঐ যাতুধানী রাক্ষসীর হস্ত হইতে তাঁহাঙ্গিকে

রক্ষা করিবার জন্ত, তথায় উপস্থিত হই-
রাছেন। মহর্ষিগণ বস্তুতঃ লোভ-পরা-
মুখ হইয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী
হইরাছেন। এই কথা বলিয়া দেবরাজ
দেবী অরুন্ধতী সহ মহর্ষিগণকে এবং
তাঁহার দাস ও দাসী গণ্ডা ও পশুসথকে
লইয়া দেবপুরে গমন করিলেন।
মহাভা-অমুশা-২০। (৫) মহর্ষি শিবির
পুত্র সত্যকামের নামান্তর। প্রত্ন-
উপনিষৎ।

শৈব্যা—(১) যদুবংশীয় জ্যামঘের
পত্নী। জ্যামঘ দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের
অন্ততমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩)
প্রসিদ্ধনামা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী।
হরিশ্চন্দ্র দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর
নৃপতির অন্ততমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে
রাজা অসমঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-
প্রক-১০। দেবীভা-২৫-১১। (৫)
শতধনু নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত রাজার
পত্নী। শতধনু দেখ। (৬) জ্যামঘের
পুত্র বিদর্ভ। তাঁহার পত্নী শৈব্যা।
শৈব্যার গর্ভে ক্রথ, কোশিক ও রোম-
পাদ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৩।
(৭) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা সহচারিণী
গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৩২। স্বন্দ-
প্রভা-দ্বার-১২। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শৈল—জনৈক অসুর। কংস তাহাকে
বিনাশ করেন। গর্গ-গোল-৭।

শৈলকম্প—সহস্রবদন রাবণের অন্ত-
তম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শৈলকম্পী—দেবসেনাপতি স্বন্দের
সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ।
মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

শৈলজা—হিমাচল-দুহিতা ও শঙ্কর-
বনিতার এক নাম।

শৈলপুত্রী—অন্ততমা যোগিনী।
যোগিনীগণ দেখ।

শৈলমুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-
করিবার জন্ত মহাদেবকর্তৃক সৃষ্ট
অন্ততমা মাতৃকা। মৎ-১৭২। মাতৃকাগণ
দেখ।

শৈলরোমা—(১) জালন্ধর দৈত্যের
অমুচর জনৈক দানব। বিষ্ণু তাহাকে
বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-৭। (২) ঐ
নামীয় এক দানবকে শিবামুচর পুন্দ্রদম্ব
বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

শৈলাদ—(১) মহাদেবের অন্ততমগণ।
স্বন্দ-মাহে-কেদা-১। (২) শিলাদেব
পুত্র বলিয়া শিবামুচর নন্দীরও
একনাম শৈলাদ।

শৈলাদি—শিলাদ মুনির পুত্র। তিনি
খুব শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া মহাদেব
তাঁহাকে গণেশ্বর পদ প্রদান করেন।
তিনি শিবপূজা বিধি প্রচার করেন।
তিনি মরুতের তনয়া সূর্যশাকে বিবাহ
করেন। লি-পূ-২২, ৪০-৪৩। নন্দী ও
শিলাদ দেখ।

শৈলাভ—শ্রীকৃষ্ণভাগ্যার্থ বিশ্বদেবগণের
অন্ততম। মহাভা-অমুশা-২১।

শৈলালেয়—বশিষ্ঠবংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদ-শৈরক দেখ।

শৈলমূষ—(১) বক্র দেখ। (২) জনৈক গন্ধর্ব্বরাজ। তাঁহার কন্যা সরমা বিত্তীষণের পত্নী ছিলেন। রামা-উত্ত-১২। (৩) সিন্ধুনদের পার্শ্বে গন্ধর্ব্বদিগের এক দেশ ছিল। শৈলমূষ গন্ধর্ব্বের পুত্রগণ সেই দেশ রক্ষা করিত। দাশরথি রাম সেই দেশ জয় করেন। রামা-উত্ত-১১৩। অগ্নি-১১।

শৈলেশ—প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের পিতামহ। তিনি তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করেন। মহাভা-আশ্র-২০।

শৈলেশ্বর—কাশীধানে নগরাজ হিমা-ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্বন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উত্ত-৬৬, ৭৩, ২৭।

শৈলোদর—দানবপতি জালন্ধরের অল্পতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৭।

শৈশির—ভরদ্বাজ, হত, শৌঙ্গ ও শৈশিরেশ, ইহারা সকলে দ্ব্যামুঘ্যায়ণ গোত্রজ। ইহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি—অজিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, মৌদগল্য ও শৈশির। মৎ-১২৬। ভরদ্বাজ (৩৬) দেখ।

শৈশিরী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্যের অল্পতম। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬২।

শৈশিরেশ—(১) শৈশির দেখ।

মৎ-১২৬। (২) সংহিতাকার শাকল্যের অল্পতম শিষ্য। বায়ু-৬০। ব্রহ্মা-৬৬। শাকল্য দেখ।

শৈশিরোদবহি—একজন কল্প-বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বায়ুনি দেখ।

শৈশুপাল—পাতালবাসী জনৈক অসুর। বজ্রদণ্ড নামক দৈত্য পাতালে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। দেবীপু-৩।

শোক—(১) মৃত্যু হইতে শোক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মার্ক-৫০। বিষ্ণু-১ম-৭। মৃত্যু দেখ।

শোকনাশিনী—সীতা দেখ।

শোণকর্ণি—একজন অত্রিংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৭। ভগ-পাদ দেখ।

শোণাশ্ব—(১) যদুবংশীয় রাজা-ধিমেষের অল্পতম পুত্র। তাঁহার পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহাদের নাম—শমী, দেবশর্মা, নিকুন্ড, শক্র ও শক্রজিৎ মৎ-৪৪। (২) শোণাশ্বের পাঁচ পুত্রের নাম—শমী, রাজশর্মা, নিমূর্ত্ত, শক্রজিৎ ও গুচি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শোণিত—যদুবংশীয় শূরের অল্পতম পুত্র। শূর দেখ।

শোণিতাক্ষ—একজন রাক্ষস সেনা-পতি। হনুমান কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপকালে তাঁহার গৃহে ভস্মীভূত হয়। তিনি লঙ্কাসমরে বানর-দলপতি দ্বিবিষের

হস্তে নিহত হন। রামা-স্মৃ-৬, ৫৪ ;
লঙ্কা-৭৫, ৭৬, ১২৫।

শোগিতোদ—যক্ষ বিশেষ। তিনি
যক্ষপতি কুবেরের সভায় উপস্থিত
থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শোধনী—তদ্ব্যক্ত যোড়শজন কাম-
কলার অন্ততম। ভূতি দেখ।

শোভন—(১) ইন্দ্রসেন নামক রাজার
পুত্র। তিনি কার্তিক মাসের রমা
নায়ী একাদশীতে উপবাস করিয়া
মরণান্তে মন্দারাচলের সামুদ্রেশে দিব্য
রম্য পুরীতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার
পত্নীর নাম চন্দ্রভাগা। পদ্ম-উত্ত-৬০।
গর্গ-বিশ্ব-৪৩। (২) যদু-বংশীয় তমের
তনয় আনকহনুভি। আনকহনুভির
পুত্র শোভন। কুর্খ-পূ-২৪।

শোভনা—(১) শ্রীকৃষ্ণের যোড়শজন
প্রধানা গোপিকার অন্ততম। শ্রীকৃষ্ণ
দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে
উদ্ধৃত অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ
ও সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি
স্বন্দের অম্বচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-
গণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।
স্বন্দ দেখ।

শোভয়ন্ত—অঙ্গরাদের অন্ততমগণ।
এই শোভয়ন্তগণের অন্তর্গত অঙ্গরা-
গণ ব্রহ্মার মানসী কন্যা। বায়ু-৬৯।

শোভা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা
অন্ততমা গোপিকা। কোন সময়ে
শ্রীকৃষ্ণ চম্পক বনে শোভার সহিত

মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকার
আগমন-শব্দ শ্রবণ করিয়াই সে স্থান
পরিত্যাগ করেন। শোভাও দেহ-
ত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিল।
তৎপরে শোভার দেহ শিথিল তেজ-
রূপে পরিণত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দম্বহৃদয়ে,
সেই তেজ বিভাগ করিয়া বিভিন্ন
অংশগুলি রত্ন, স্বর্ণ, শ্রেষ্ঠমণি, স্ত্রীগণের
মুখপদ্মে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, রৌপ্যে, চন্দন-
পঙ্কে, জল সমূহে, পল্লবে, পুষ্পে, নব-
কিশলয় শোভিত তরুরাজিতে, ছুঞ্চে,
সুপক ফলে, শস্ত্রে, সংস্কৃত দেবগৃহে ও
রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন। দেবীভা-
৯২-১৩। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১১। (২)
ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্ততমা
পত্নী। ভদ্রমতি দেখ। (৩) সীতার
অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা
দেখ। (৪) চন্দ্র দেখ।

শোষণী—সীতার এক নাম। সীতা
দেখ।

শোষণীদৃষ্টি—অন্ততমা যোগিনী।
যোগিনীগণ দেখ।

শৌকায়নী—মহর্ষি বেদস্পর্শের অন্ত-
তম বেদজ্ঞ শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৭। বেদ-
স্পর্শ দেখ।

শৌক্যতর—অত্রিংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১১৯। ভগ-
পাদ দেখ।

শৌকায়নী—বেদদর্শের অন্ততম
শিষ্য। ভাগ-১২২-৭। বেদদর্শ দেখ।

শৌক্যায়নি—দেবদর্শের অন্ততম শিষ্য । বিষ্ণু-৩য়-৬ । দেবদর্শ ও বেদ-স্পর্শ দেখ ।

শৌক—অগ্নিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৬ । শৈশির দেখ ।

শৌণ্ড—লীলাবতী নামক এক বেষ্ঠার শূদ্রজাতীয় দাস । মৎ-২২ । লীলাবতী দেখ ।

শৌণ্ডিকেশ—হৈহয়দিগের অন্ততম কুল । হৈহয় দেখ ।

শোন—ধনঞ্জয় নামক এক ব্যক্তির পুত্র । তাহার পত্নী কলাদেবীকে মারীচ নামক এক রাক্ষস শোনের রূপ ধারণ করিয়া হরণ করে । পদ্ম-পাতা-৬৮ ।

শোনক—(১) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৫ । বৈগায়নি দেখ । (২) সংহিতাকার পথ্যের অন্ততম শিষ্য । তিনি স্বীয় শুর পথ্যের নিকট হইতে অথর্ববেদের যে অংশ লাভ করেন, তাহা আবার দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ বক্রকে ও আর একভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন । বিষ্ণু-৩য়-৬ । বায়ু-৬১ । ব্রহ্মা-৬৭ । পথ্য দেখ । (২) রাজর্ষি পুরুষোত্তর বংশীয় শুনকের পুত্র । বায়ু-২২ । ভাগ-২২-১৭ । (৩) পুরুষোত্তর বংশীয় গৃৎসমদের পুত্র । তিনি চাত্তু-বর্ণের প্রবর্তন্বিতা ছিলেন । বিষ্ণু-৪র্থ-

৮ । গরু-পূ-১৪৩ । (৪) কুলপতি শোনক একবার নৈমিষারণ্যে ষাট্‌শ-বার্ষিক যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ঋষিগণের প্রাথনায় লোম-হর্ষণ-তনয় সূত পুরাণ ব্যাখ্যা করেন । বিভিন্ন পুরাণ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । (৫) মহর্ষি গৃৎসমদ বা তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের ঋষি । কথিত আছে যে তিনি অগ্নিরা-বংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন । পরে গৃৎসমদ নাম ধরিয়া ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র শোনক বলিয়া অভি-হিত হন । ঋক্-২।১ । (৬) কপি-গোত্র উৎপন্ন মহর্ষি শোনক একজন ব্রহ্ম-বাদী ঋষি ছিলেন । ছান্দোগ্য-৪র্থ-অঃ-৩-খ, ৫ । অথর্বকন্ দেখ । (৭) গম্ভা-সুরের দেহের উপর অম্লচের যজ্ঞে পৌরহিত্য করিবার জন্ত ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট ঋষিগণের অন্ততম । মৎ-১০৬ । (৮) গৃৎসমদের পুত্র শুনক । তাহার তনয় শোনক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতীয় পুত্রই জন্মগ্রহণ করে । ব্রহ্মপূ-১১ । বায়ু-২২ । হরি-হরি-২২ ।

শোনকায়ন—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । বৈগায়নি দেখ ।

শৌবন—ভরত-বংশীয় মহাস্তের পুত্র শৌবন । শৌবনের তনয় ষষ্ঠা । কুর্খ-পূ-৩২ । মহাস্ত দেখ ।

শৌরি—(১) দেবকীর গর্ভজাত

বসুদেবের অন্ততম পুত্র । শোরির পত্নীর নাম শ্রদ্ধাদেবী । এক বৈশ্রার গর্ভে শোরির কৌশিক নামে আর এক পুত্র জন্মে । স্ততম ও রথবাজী নামে শোরির আরও দুই পত্নী ছিল । দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের সকল সম্ভানকেই কংস বধ করেন । মং-৬৬ । ব্রহ্মপু-১৪ । বসুদেব দেখ । (২) সূর্য্যের একনাম । ব্রহ্মপু-৩৩ । (৩) তন্ত্রোক্ত অন্ততম ব্যঞ্জনবর্ণ-মূর্ত্তি । শক্তি দেখ ।

শোরিহ্ম—একজন সংহিতাকার । বায়ু-৬১ । ব্রহ্মা-৬৭ ।

শোরী—(১) অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকাগণ দেখ । (২) বসুদেবের অন্ততমা পত্নী । তাঁহার গর্ভে বসুদেবের কুলোদ্ভব নামে এক পুত্র জন্মে । বায়ু-২৬ ।

শৌৰ্য্যবর্মা—কাশ্মীর-দেশাধিপতি । তিনি সিংহল দেশাধিপতি বিক্রমবেতাল নামক রাজার পরম বন্ধু ছিলেন । পদ্ম-উত্ত-১৮৮ ।

শ্ব-দংষ্ট্রী—অন্ততমা যোগিনী । যোগিনীগণ দেখ ।

শ্বনচিত্র—রস্তিদেব দেখ ।

শ্বপতি—দানবপতি বিপ্রচিন্তির অহুতর অন্ততম দৈত্য । ব্রহ্মপু-২১৩ ।

শ্বকক—(১) যজুবংশীয় বৃষ্ণির তনয় । শ্বককের পুত্র অকুর । ধর্ম্মাশ্বা শ্বকক যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানে ব্যাধি-ভয় বা অনাবৃষ্টির ভয় থাকিত

না । কোন সময়ে কাশীরাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, কাশীরাজ শ্বকককে নিজ রাজ্যে লইয়া যান । তৎকালে কাশীরাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় । কাশীরাজের কন্যা গান্ধিনী শ্বককের পত্নী ছিলেন । হরি-হরি-৩৪ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৩ । গুরু-পু-১৪৩ । কুর্শ্ব-পু-২৪ । (২) শ্বকক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে সূতার নামে এক কন্যা ও কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে । ঐ পুত্রগণের নাম—অকুর, উপমদগু, মদগু, বিশরি, মেজয়, গিরিক্রত, উপক্রত, শক্রয়, বিমর্দন, ধর্ম্মবৃক, দৃষ্টশর্মা, বান্ধমোজা, অবাহ ও প্রতিবাহ । বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ ।

(৩) ভাগবত মতে ঐ পুত্রদের নাম—(২৪-২৪)—অকুর, অকদ, মূহুর, মূহুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃক, সূধর্ম্ম, সারমেয়, ক্ষত্রপেক্ষ, অরিমর্দন, শক্রয়, গন্ধমাদন ও প্রতিবাহ । এতদ্ভিন্ন সূচারী নাম্নী এক কন্যাও জন্মিয়া ছিল । (৪) ব্রহ্মপুরাণ মতে (১৪শ অঃ) ঐ পুত্র কন্যাদের নাম—উপমদগু, মদগু, মেহুর, অরিমেজয়, অরিক্রিত, আক্ষেপ শক্রয়, অরিমর্দন, ধর্ম্মবৃক, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মোক্ষা, অন্ধকুরু, আবহ ও প্রতিবাহ এই চৌদ্দজন পুত্র এবং সূন্দরী নামে এক কন্যা । (৫) আবার ঐ ব্রহ্মপুরাণেই অন্ততম আছে, শ্বককের অকুর ভিন্ন উপমদগু, মদগু, অরিমর্দন, অরিক্ষেপ, উপেক্ষ, শক্রহা,

অরিমেজয়, ধর্মভূং, ধর্ম্মা, গৃধ্র-
ভোজ্যাক্ষক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামে
কল্পিপয় পুত্র ও সুল্লরী নামী এক কন্যা
জন্মে । ব্রহ্মপু-১৬ । (৬) স্বর্ষকের পুত্র-
দেব নাম—উপমকু, মকু, মূহু, অরিমে-
জয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শক্রয়, অরিমর্দন,
ধর্মভূং, সৃষ্টচয়, বর্গমোচ, আবহ ও
প্রতিবাহ । বায়ু-২৬ । অকুর দেখ ।

স্বভ্র—পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত বসু-
দেবের অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-৩৫ ।
উশীনর ও বসুদেব দেখ ।

স্বসন—অষ্ট মারুতের অন্ততম ।
পন্ন-উত্ত-৫ । অপান দেখ ।

স্বাপদ—(১) পৃথিবীর নিম্নভাগে
প্রথমতলনিবাসী অন্ততম দানব । বায়ু-
৫০ । (২) দক্ষের অন্ততমা কন্যা
প্রাধার গর্ভে স্বাপদ-গণ জন্মগ্রহণ করে ।
স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪ ।

স্বাবক—ইন্দ্র স্বাবককে অনার্য্য
দ্রব্যগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া-
ছিলেন । ঋক্-৮।৩।১২ ।

স্বাবস্ব—পরশ্রবা, ঋতীক ও শিখণ্ডী
দেখ ।

স্বাসা—অষ্টবসুর অন্ততম অনিল
স্বাসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-
আদি-৬৬ ।

স্বিত্রা—ঐত্রেয় দেখ ।

স্বেত—(১) জনৈক বানরদলপতি ।
তিনি সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন ।
তিনি রামের সহিত লঙ্কায় গমন করিয়া-

ছিলেন । রামা-লঙ্কা-৩০ । (২) সুরদেব
নামক এক ত্রিভুবন বিখ্যাত নর-
পতির অন্ততম পুত্র । পিতার মৃত্যুর
পর তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ
করেন । স্বেত নরপতি নিজের আয়ুর
পরিমাণ কাল জ্ঞাত ছিলেন । কালক্রমে
যখন তিনি বৃদ্ধিতে পারিলেন যে,
তাঁহার আয়ু বিগতপ্রায় হইয়াছে, তখন
তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাার্ধ
বনগমন করেন এবং তথায় তিন সহস্র
বৎসর অতি কর্তোর তপস্তা করিয়া
ব্রহ্মলোকে গমন করেন । ব্রহ্মলোকে
গমন করিয়াও তিনি ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা
পীড়িত হইতে লাগিলেন । তাহাতে
অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি
ব্যাকুল চিন্তে ব্রহ্মার নিকট গমন-
পূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিলেন ও
তাঁহার নিকট আহাৰ্য্য প্রার্থনা করি-
লেন । ব্রহ্মা বলিলেন যে স্বেতরাজ
তপস্তা করিবার সময়ে কেবল নিজ
শরীরেরই পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন,
কিন্তু কখনও কিছু দান করেন নাই ।
বপন না করিলে কখনও ফল উৎ-
পন্ন হয় না । সেই জন্য ব্রহ্মলোকে
উপস্থিত হইয়াও তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা
দ্বারা পীড়িত হইতেছেন । এই বলিয়া
ব্রহ্মা বিধান দিলেন যে, স্বেত নর-
পতিকে নিজ শব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার
নিবৃত্তি করিতে হইবে । দীর্ঘকাল পরে

মহর্ষি অগস্ত্যের কৃপায় তাঁহার মুক্তি হইবে। তদবধি ষ্বেত-নরপতি ঐতি-দিন ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্যে গমন করিয়া নিজ শব-মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুদ্রিত্ব করিতেন। ব্রহ্ম-বরে শবের ভক্ষিত অংশ পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করিত। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য অরণ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে ষ্বেতনরপতিকে শবমাংস ভক্ষণ করিতে দর্শন করেন। তিনি উহার কারণ জানিতে চাহিলে ষ্বেত-নরপতি নিজ বিবরণ কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য ষ্বেত-নরপতির নিকট হইতে নানা মূল্যবান উপহারাদি গ্রহণ করিলে, ষ্বেত-নরপতি মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। স্বন্দ-নাগ-১০৩। রামা-উত্ত-২০, ২১। পদ্ম-স্ব-২৬। (৩) শৈব্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র।

দেখ। (৪) শাল্লী দ্বীপাধিপতি বপুয়ানের অন্ততম পুত্র। বপুয়ান জীমূত ও বৈদ্যাত দেখ। (৫) ষ্বেত-বরাহ কল্পে ব্রহ্মা হইতে ষ্বেত নামক এক মহামুনি জন্মলাভ করেন। ষ্বেত মুনি ও ব্রহ্ম-দেহজাত তাঁহার পূর্বজ মুনিগণ সহস্র বৎসর পাণ্ডপাত যোগ অবলম্বনপূর্বক নিরাময় দেহে ধর্মোপদেশে ব্যাপৃত থাকিয়া পুনরায় ব্রহ্ম-দেহেই বিলীন হন। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। ব্রহ্মা (৪১), নন্দন ও বিশ্বনন্দ

দেখ। (৬) ষ্বেত নামক এক শিবভক্ত মুনি ছিলেন। যম তাঁহাকে স্বপুত্রে লইয়া বাইবার চেষ্টা করায় শিব যমকে ভস্ম করেন এবং ষ্বেত মুনিকে গাণপত্য পদ প্রদান করেন। সৌর-৬২। লি-পু-৩০। (৭) রাক্ষস বিশেষ। সে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করে। বিশ্বাবসু দেখ। (৮) দেবজনী দেখ। (৯) সুনয় দেখ। (১০) কঙ্কর গর্ভজাত অন্ততম নাগ। কঙ্ক দেখ। (১১) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। পুরু-পু-৮৭। চৈত্র, কাব্য ও তামস মনু দেখ। (১২) দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যকারী অন্ততম সেনাপতি। বৈতালী দেখ। (১৩) রাজর্ষি ষ্বেত বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রহ্ম করেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। রাজর্ষি ও রস্তিদেব দেখ। (১৪) যদুবংশীয় ধৃতির পুত্র। ষ্বেতের তনয় বিশ্বসহ। কুর্খ-পু-২৪। (১৫) পরাশরের বংশে উৎপন্ন একজন ঋষি। লি-পু-৬৩। (১৬) সত্যযুগে ষ্বেত নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে অকালে কালগ্রাসে পতিত এক ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপু-৫২। (১৭) ইলাবৃত্ত বর্ষে ষ্বেত নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় পুত্রো-হিত বশিষ্ঠ মুনিকে তাহা জ্ঞাপন করি-

লেন। বশিষ্ঠ মুনি অপরপক্ষে ষ্বেত নরপতিকে অন্নদান করিতে পরামর্শ দিলেন। ষ্বেতরাজ সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি পরে রাজ্য জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে বহু স্তব্ধ রোপ্য প্রভৃতি মহার্ঘ দ্রব্য-সমূহ দান করেন। কালক্রমে ষ্বেত নরপতি কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। তথায় এক দিবস তিনি অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া ষ্বেত নামক পর্বতে গমন পূর্বক নিজেরই ভ্রাতৃত্ব অস্থি লেহন করিতে লাগিলেন। একদিন বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বিনীতাস্থ নরপতির জায় প্রাণিগণের উদ্দেশ্যে আহাৰ্য্য দান করিতে বলিলেন। ষ্বেতরাজ বশিষ্ঠ মুনির পরামর্শে তজ্রপ করিয়া মুক্তি লাভপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। বরা-২২-১০২। (১৮) বরাহ কল্পের প্রথম দ্বাপরে মহাদেব ষ্বেত নামে শিখায়ুক্ত মহামুনীরূপে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার ষ্বেত, ষ্বেতশিখ, ষ্বেতাস্থ ও ষ্বেতলোহিত নামে চারিজন শিবভক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য ছিল। অন্ত্র বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরেও মহাদেব ষ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। মহর্ষি ভৃগুবিদ্যু তখন ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন শিবাবতার ষ্বেতের উষ্ম, বৃহস্পতি, দেবল ও কবি নামে চারিটি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩।

লিঙ্গপুরাণ মতে ঐ পুত্র চতুর্ভয়ের নাম উষ্ম, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি। ষ্বেত হিমালয় পর্বতে কালকে জরা-গ্রস্ত করেন। সেইজন্ত সেই পর্বত কালঞ্জর নামে খ্যাত। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। কুর্শ্ব-পু-৫২। লিঙ্গ-পু-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (১৯) ষ্বেত নামে একজন দানব রসাতলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (২০) সহস্র-বদন রাবণের অন্ততম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ। (২১) তত্ত্বোক্ত অন্ততম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

ষ্বেতকর্ণ—পাতু-বংশীয় এক নরপতি। হরি-হরি-১৮৫। ব্রহ্মপু-১৩। অজপার্শ্ব দেখ।

ষ্বেতকি—একজন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অতিশয় যজ্ঞ সম্পাদন প্রিয় ছিলেন। তিনি এত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন যে ঋত্বিকগণ ক্রান্ত হইয়া তাঁহার যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিতে অসম্মত হন। তখন মহারাজ ষ্বেতকি ঐ ঋত্বিকগণের পরামর্শে মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্র সাধন সহ মহাদেবের আরাধনা করিলে, শঙ্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ষ্বেতকি শিবকে ঋত্বিকরূপে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। শিব প্রথমে সম্মত হইলেন না। তিনি তৎপরিবর্তে ষ্বেতকিকে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্ম-

চর্য্য পালন করিতে বলিলেন। ষ্ঠেতকি তাহাতেই সম্মত হইয়া দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পুনরায় শিবকে তাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে, যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করা ব্রাহ্মণদিগেরই কর্তব্য। তজ্জন্তু তিনি দুর্কাসাকে ষ্ঠেতকির যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে বলিলেন। মহাদেবের আদেশে দুর্কাসা সেই মত বরিলে ষ্ঠেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই ষ্ঠেতকি রাজার যজ্ঞেই ঘৃত আহার করিয়া ছত্ৰাশনের অগ্নিনাম্য রোগ হয়। পরে তিনি খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া রোগ মুক্ত হন। মহাভা-আদি-২২৩।

ষ্ঠেতকেতু—(১) মহর্ষি উদালকের পুত্র। তিনি তাঁহার মাতাকে পিতার সম্মতিতেই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই নিয়ম প্রচারিত করিয়া ছিলেন যে, তদবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অপর পুরুষের সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে, তাহারা উভয়েই জগহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে। মহাভা-আদি-১২২। (২) মহর্ষি অরুণের পুত্র আরুণ। এই আরুণের তনয় ষ্ঠেতকেতু। তিনি আরুণের বলিয়াও খ্যাত। ষ্ঠেতকেতু মহর্ষি প্রবাহণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লাভ করেন। ছান্দো-

৫ম-অঃ, ৩য়-খ। (৩) পুরুবংশীয় সেনজিতের অন্ততম পুত্র। সেনজিৎ দেখ। (৪) উদালক-তনয় ষ্ঠেতকেতু একবার ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। মহাভা-অমুশা-৫৭। (৫) মহর্ষি ষ্ঠেতকেতু উত্তরদিকে বাস করিতেন। লোমহর্ষণ দেখ। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ষ্ঠেতকেতু নামে একজন রাজর্ষি প্রভাসক্ষেত্রে শিবের আরাধনা করিয়া তথায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৪০। (৭) ষ্ঠেতকেতু রাজার যজ্ঞে ঘৃতপান করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ হয়। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৯। ষ্ঠেতকি দেখ। (৮) গুরুায়ন ও লাক্ষ্মী দেখ।

ষ্ঠেতদেব—ষ্ঠেতবরাহকল্পে মহাদেব ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ষ্ঠেতদেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

ষ্ঠেতবল্লভ—(১) দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যকারী অন্ততম সেনাপতি। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্ততম পুত্র। অদ্ভুত-রামা-১৯।

ষ্ঠেতবাহন—(১) যদুবংশীয় রাজা-মিদেবের অন্ততম পুত্র। রাজর্মিদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র। শূর দেখ।

শ্বেতভদ্র—(১) পাতাল নিবাসী
অন্ততম রাক্ষস। দেবীপু-৩। (২)
অন্ততম যক্ষ। তিনি কুবেরের সভায়
উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শ্বেতমাধব—শ্বেত নরপতি কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ।
স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। ব্রহ্মপু-৫২।
শ্বেত দেখ।

শ্বেতমালী—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-
পুরীর পূর্বদ্বার-রক্ষক জয়ন্ত নায়কের
অন্ততম অমুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।
মহাহনু দেখ।

শ্বেতমূর্ধা—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-
পুরীর পূর্বদ্বার-রক্ষক নায়ক জয়ন্তের
অন্ততম অমুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।
মহাহনু দেখ।

শ্বেতলোহিত—শ্বেত নামক শিবাব-
তারের অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৩। শ্বেত
দেখ।

শ্বেতশিখ—শ্বেত নাম শিবাব-
তারের অন্ততম শিষ্য। শ্বেত দেখ।

শ্বেতশিপশি—শ্বেত নামক শিবাব-
তারের অন্ততম শিষ্য। লি-পু-৭।

শ্বেতসম্প্লুত—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-
পুরীর পূর্বদিক রক্ষক উন্নতের অন্ততম
অমুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মন্বন্তক
দেখ।

শ্বেতসিদ্ধ—(১) দেব-সেনাপতি
স্কন্দের সাহায্যকারী অন্ততম সেনা-
তি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী

দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্ততম
পুত্র। অদ্ভুত-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

শ্বেতা—(১) কক্ষর গর্ভজাত দশ
কন্টার অন্ততমা। শ্বেতা হইতে কতি-
পয় ক্ষিপ্ৰগামী হস্তী জন্মে। বায়ু-৬২।
মহাভা-আদি-৬৬। কশ্চপ ও ক্রোধ
দেখ। (২) যদুবংশীয় সুনয়ের কন্টা।
সুনয় দেখ। (৩) শৈব্যা নামী পত্নীর
গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা কন্টা।
শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৪) রজঃ-প্রকৃতি অপরা
দেবীগণের অন্ততমা। দেবীপু-৫০।
ব্রাহ্মী দেখ। (৫) দেবী ভগবতীর
এক নাম। দেবীপু-২৮, ২২। (৬)
সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্ততমা
মাতৃকা। সীতা দেখ। (৭) দেব
সেনাপতি স্কন্দের অমুচরী কল্যাণ-
দায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-
শল্য-৪৭।

শ্বেতানন—স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে
বৃত্ত হইলে বেতানদী তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বীয় অমুচর শ্বেতাননকে প্রদান করে।
বাম-৫৭।

শ্বেতাশ্ব—শিবাবতার শ্বেতের শিষ্য।
বায়ু-২৩। শ্বেত দেখ।

শ্বেতাশ্বতর—এক জন ব্রহ্মবাদী
মহর্ষি। তিনি কৃষ্ণজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর
উপনিষৎ আশ্রমীদিগের নিকট কীর্তন
করেন। শ্বেত-ভূমিকা

শ্বেতান্ত—নামান্তর শ্বেতাশ্ব। শ্বেত
দেখ

শৈত্রেয়—ঋত্বী নারী নারীর পুত্র মহর্ষি শৈত্রেয় অগ্রবর্তী হইয়া অনার্য-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৩৩।১৪।

শৈয়ুর—ঋগ্বেদোক্ত জনৈক মহর্ষি। অশ্বিনয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪০।৮

শ্রুগল—একজন শিবামুচর। শিব-জ্ঞান-৩৩।

শ্রাকার—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বৈব-শপ দেখ।

শ্রাব—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। তিনি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ছিলেন বলিয়া বিবাহ করিতে পারেন নাই। অশ্বিনয়ের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করেন। ঋক্-১।১১।৭।৮

শ্রাবাশ্ব—(১) অত্রি-বংশীয় মহর্ষি শ্রাবাশ্ব ঋগ্বেদের অস্তুতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মরুৎগণেরই স্তব করিয়া অনেকগুলি ঋক্মন্ত্র রচনা করেন। তন্মিত্র অগ্নি ও অত্মাত্মদেবতাদির স্তব করিয়াও কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৫২ হইতে ৫।৬২। (২) শ্রাবাশ্ব সম্বন্ধে সাম্ননাচার্য্য একটি উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছেন। শ্রাবাশ্বের পিতা অর্চনানা ঋষি একবার দর্ভ-তনয় রাজা রথবীতির যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত হন। শ্রাবাশ্বও ঐ যজ্ঞ-কালে পিতৃসমীপে উপস্থিত ছিলেন।

অর্চনানা রথবীতির কন্তাকে পুত্র শ্রাবাশ্বের পত্নীরূপে রাজসমীপে প্রার্থনা করেন। কিন্তু রথবীতির মহিষী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের সকল কন্তারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এস্থলে শ্রাবাশ্ব যখন ঋষি নহেন, তখন তাঁহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহ সম্ভব নহে। শ্রাবাশ্ব তাহা শুনিয়া রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে তিনি একবার তিষ্কার্ণা পর্য্যটন করিতে করিতে রাজা তরস্তু (তরুণ) ও তাঁহার মহিষী শশীয়সীর নিকট হইতে গোমুখ, আভরণ ও বহুমূল্য রত্নাদি লাভ করেন। অনন্তর শ্রাবাশ্ব শশীয়সীর পরামর্শে তাঁহার অমুজ রাজা পুরুষীষের নিকট গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি মরুৎগণের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাদের স্তব করেন। মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করেন। তদবধি তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হইলেন। অতঃপর ঋষি শ্রাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। ঋক্-৫।৬১ টীকা (২) অত্রি বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষিগণের অস্তুতম আবেশ প্রবর। মৎ-১২৭। ভগপাদ দেখ। (৩) শিখণ্ডি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অস্তুতম শিষ্য শিব-বার-উক্ত-১০। কৃষ্ণ-পু ৫২। লিঃ পু-২৪। শিখণ্ডী দেখ।

শ্রাম—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র। শূর দেখ। (২) শূরের অন্ততম পুত্র শমীক। শমীকের চারি পুত্রের অন্ততম শ্রাম। তিনি অপুত্রক ছিলেন। মৎ-৪৬। (৩) শূরের অন্ততম পুত্র 'শ্রামের স্মিত্র ও শমীক নামে দুই তনয় ছিল। তন্মধ্যে শমীক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৪। ব্রহ্মপু-১৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) যদুবংশে শ্রাম, বিরজা, স্ক্রিম প্রভৃতি কতিপয় রাজা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রাম অপুত্রক অবস্থায় বনগমন করিয়া, রাজবিস্ত্র প্রাপ্ত হন। বায়ু-২৬। (৫) যদুবংশীয় মীড়ুশের অন্ততম পুত্র শ্রাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ। (৬) বক্র-তনয় ভোজের অন্ততম পুত্র 'শ্রাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অমৃতকাকি ও ভোজ দেখ। (৭) পরাশর-গোত্রজাত অন্ততম ঋষি। লি-পু-৬৩। (৮) যমের অন্ততম পুত্র। স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২। যম ও শবল দেখ। (৯) প্রভাসক্ষেত্রস্থ ধারকাপুরীর অন্ততম দিক্রক্ষাকারী দেবতা। স্বন্দ-প্রভা-ধার-১৭।

শ্রামক—নামাস্তর শ্রাম। শ্রাম দেখ।

শ্রামবান্—অত্রির অন্ততম পুত্র বায়ু-৫২। ব্রহ্ম-৬৫। অক্সিসন দেখ।

শ্রামবালা—ভদ্রশ্রবা নামক রাজার কন্যা। একবার তাঁহার মাতা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীদেবীকে অপমান করিয়া গৃহবহি-

স্কৃত করিয়া দেন। সেই পাপের ফলে রাজা ভদ্রশ্রবার সর্বস্ব হৃত হয়। শ্রামবালা সেই ছদ্মবেশিনী কমলার নিকট এক ব্রতের বিবরণ শুনিয়া, তাহা সম্পাদন করেন। পরে কন্যা শ্রামবালার পুণ্যফলেই রাজা ভদ্রশ্রবা নিজ সম্পত্তি পুনরায় লাভ করেন। পদ্ম-ব্রহ্ম-১১। পদ্ম-স্বর্গ-৪২।

শ্রামবি—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শ্রামল—প্রভাসক্ষেত্রস্থ ধারকাপুরীর পূর্বাদিক রক্ষক দ্বারপাল উন্নতের অন্ত-তম অমুচর। স্বন্দ-প্রভা-ধার-১৭। মন্বন্তক দেখ।

শ্রামলা—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্ততমা গোপী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শ্রামা—(১) সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলে, শিব তাঁহাকে নিবারণ করেন। তাহাতে দেবীর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তখন তিনি মনস্ব করিলেন যে, নিজ পিতা দক্ষ ও পতি শিব উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নিজ লীলায় স্বস্থানে প্রস্থান করিবো এবং পরে পুনরায় শঙ্কর প্রার্থনায় হিমালয় স্নাতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহারই পত্নী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া দেবী অতি ভীমামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে মূর্ত্তি লম্বকেশা, লোলজিহ্বা, দিগম্বর, মুণ্ডমালা-

শোভিতা, চন্দ্রার্ককৃতশেখরা ও ঘোর-রাবা। দেবী ঐরূপ ভীষণা মূর্তি ধারণ করিয়া শঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শঙ্কু অতিমাত্রায় ভীত হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে পলায়ন করিবার মানসে ইতস্ততঃ ধাবন করিতে লাগিলেন। দেবী শঙ্ককে পলায়নপর দেখিয়া অট-হাস্ত পূর্বক “মা ভৈঃ, মা ভৈঃ” বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে নিঃশঙ্ক না হইয়া ধাবন করিতে লাগিলেন। তখন দেবী শঙ্করের ভীতিবিহ্বল ভাব দেখিয়া কৃপাপরবশ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত দশবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া, দশদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধাবনপর শঙ্কর যেদিকে গমন করেন, সেইদিকেই ভীমা দেবীকে দেখিতে পান। অবশেষে আর গমন করিবার কোনও পথ না পাইয়া, তিনি ভয়ে নয়ন নিম্নীলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া সেই হাস্তমুখী, দিগম্বরী ভীমা বিশালনয়না শ্রামাকে দক্ষিণ মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তখন তিনি সশঙ্কচিত্তে তাঁহার পরিচয় ও সতীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী তখন নিজ পরিচয় প্রদান করিলে, শিব তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেবী বলিলেন যে, তিনিই আত্মা

হুন্না প্রকৃতি, ও সৃষ্টি-সংহারকারিণী। শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্তই তিনি গৌরাদী হইয়াছিলেন। আবার দক্ষ-যজ্ঞ নাশের জন্তই তিনি ভীষণরূপ-ধারণী হইয়াছেন। দশদিকে যে দশটি ভীষণা মূর্তি শিব দেখিতেছিলেন, সে সমুদয় তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। এই কথা বলিয়া দেবী শঙ্করের প্রার্থনায় দশ দিকে অবস্থিতা কালী, তারা, বোড়নী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সূন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী এই দশ মূর্তির পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর শিবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া দেবী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্ত গমন করিলেন। শ্রীমহাভা-৮। সতী দেখ। (২) দেবী পার্বতীর অন্ততমা সখী। স্বন্দ-মাহে-কেদা-২১। (৩) অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৪) নেকুর অন্ততমা কন্যা। জম্বুদ্বীপাধিপতি আয়ীশ্বের অন্ততম পুত্র কুন্দ তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫৬-২। রম্য ও আয়িধ দেখ।

শ্রামায়ন—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম তনয়। মহাভা-অনুশা-৪। (২) অঙ্গির। বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মরণ দেখ।

শ্রামায়নি—একজন অঙ্গির। বংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬ মধুরাবহ দেখ।

শ্রামিকা—রাক্ষসরাজ নাল্যবানের।

কন্তা বীকা, হইতে ত্রিশিরা, দুষণ
প্রভৃতি রাক্ষসগণ ও শ্রামিকা নামে এক
কন্তা জন্মে। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-২০।
বীকা দেখ।

শ্রামোদর—একজন কশ্যপ-বংশীয়
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বৈব-
শপ দেখ।

শ্রায়ন—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্র-
প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২৮। বৈকৃতি-
গালব দেখ।

শ্রেন—(১) দক্ষের কন্তা তাত্রা
কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের
কন্তা শ্রেণীর গর্ভে শ্রেনগণ-জন্মগ্রহণ
করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। মহাভা-আদি-৬৬।
স্বল্প-মাহে-কুমা ১৪। (২) যম-হুহিতা
নির্মাষ্টির গর্ভে শকুনি প্রভৃতি আট
তনয় জন্মে। শকুনির শ্রেন, কাক,
কপোত, গৃধ্র ও উলূক এই পাচ সন্তান
জন্মে। মৃত্যু শ্রেনকে নিজ অমুচররূপে
গ্রহণ করেন। মার্ক-৫১। অঙ্গধৃক্ দেখ।
(৩) ঋজুগামী শ্রেন বৃহৎ দ্যুলোকের
উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়া-
ছিল। সেই জন্ত বামদেব ঋষি তাঁহাকে
দেবতা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন।
ঋক্-৪। ২৭। ১৪।

শ্রেনগামী—রাক্ষস-সেনাপতি খরের
একজন অমুচর রাক্ষস বীর। দণ্ডকা-
২৭। সে রাম-হস্তে নিহত হয়। রামা-
আর-২৩, ২৬।

শ্রেনজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা

কৃশাশ্বের তনয়। তাঁহার তনয় যুবনাশ্ব।
বৃহৎ-মধ্য-২২। (২) যুধিষ্ঠির আশ্বীর
বহুদিগের শোকে একান্ত অধীর হইয়া
যখন ভীষ্মের সমীপে কাতরভাবে নিজ
মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন
ভীষ্ম তাঁহাকে শ্রেনজিৎ রাজার বিষয়
কীর্তন করিয়া, শোকাপনোদনে চেষ্টিত
হন। মহাভা-শান্তি-২৫, ১৭৪।

শ্রেনভদ্র—চান্দ্রব মনুষ্যেরে প্রাপ্ত
নামক দেবগণের অন্ততম দেবতা
শ্রেনভদ্র ছিলেন। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।
মহাসত্ত্ব দেখ।

শ্রেনী—(১) তাত্রার গর্ভজাত কশ্যপের
অন্ততমা কন্তা। রামা-আরণ্য-১৪।
ভাগ-৬৪-৬। তাত্রা ও কশ্যপ দেখ। (২)
অন্ততমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শ্রক—(১) দক্ষের অন্ততমা কন্তা,
ও ধর্মের অন্ততমা পত্নী। শ্রকার গর্ভে
কাম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪র্থ-১।
বিষ্ণু-১ম-৭। দক্ষ (২) ও ধর্ম (১৭)
দেখ। (২) শ্রকার গর্ভে সত্য জন্ম গ্রহণ
করেন। ভাগ-৪র্থ-১। (৩) শ্রকার
গর্ভে সহিষ্ণু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (৪) শ্রকা ও
ভক্তি এই দুইজন বৈরাগ্যের পত্নী।
ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৫) ব্রহ্মার অন্ততমা
কন্তার নাম ছিল শ্রকা। ব্রহ্মপু-১০২।
সাবিত্রী দেখ। (৬) দেবী সরস্বতীর
অন্ততমা শক্তি। সরস্বতী দেখ। (৭)
বিবস্বান-তনয় শ্রাকদেবমমুর পত্নী শ্রকা।

শ্রদ্ধাদেবমহু দেখে। (৮) দেবী হুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৫। (৯) ব্রহ্মার প্রার্থনার অর্জন্যারীষ্য মূর্তিধারী মহাদেব আপনার অমুরূপা পত্নীকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই পরমাত্মার দেহাংশভাভা পত্নীই তাঁহার পুরাতন প্রণয়িনী। সেই প্রকাই বিভূর আজ্ঞার দক্ষকন্যা সতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-২২। (১০) তত্ত্বোক্ত অন্ততম স্বর-শক্তি। শক্তি দেখে। (১১) তত্ত্বোক্ত ষোড়শ কামকলার অন্ততম। ভূতি দেখে। (১২) দেবী সাবিত্রী কপালমোচন তীর্থে শ্রদ্ধাদেবী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখে।

শ্রব—বিশ্বদেবগণের অন্ততম। বায়ু-৬৬, ৭৬। বিশ্বদেবগণ দেখে।

শ্রবণ—(১) অক্রুরের অন্ততম পুত্র। মং-৪৬। অক্রুর ও বর্জভূমি দেখে। (২) গৌতম নামক শিবাবতার যোগাচার্যের অন্ততম শিষ্য। গৌতম দেখে। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নতে শ্রাবণ। লি-পু-২৪। কুর্ম-পু-৫২। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বার-উত্ত-১০। (৩) মূর নামক দৈত্যের অন্ততম পুত্র। ভাগ-১০-৮-৫২। তত্র দেখে। (৪) কুরুভাঙ্গল দেশনিবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কুরগু একবার এক পথিকের কুপনয় গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। তাঁহার অতি অনাচারী গর্ভিত ছিলেন। সেই জন্ত মরণান্তে যথাক্রমে

গ্রাম্যবায়স ও কালসর্পরূপে জন্মলাভ করেন। কিন্তু পূর্বজন্মে গাভীর উদ্ধারসাধন জনিত পুণ্যফলে কাশীধামে যত্নামুখে পতিত হইয়া, বৈকুণ্ঠে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২২২। কুরগু দেখে। (৫) জনৈক অক্ষমুনি। রাজা দশরথ যুগল্য করিতে যাইয়া, তাঁহার পুত্র শ্রবণকে যুগবোধে বধ করেন। ব্রহ্মপু-১২৩।

শ্রবণা—(১) যদুবংশীয় বিখ্যাত অক্রুরের ভ্রাতা চিত্রক। তাঁহার অন্ততম কন্যার নাম শ্রবণা। চিত্রক, অরিষ্টনেমী, অশ্ববাহু, অশ্বগ্রীব ও পৃথু (৮), (১২) ও (২৭) দেখে। (২) চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীর অন্ততম। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (৩) ভজমান-বংশীয় রাজাধিদেবের অন্ততম কন্যা। ব্রহ্মপু-১৬। হরি-হরি-৩৮। রাজাধিদেব দেখে।

শ্রবস—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মং-২০০। বৈব্রব দেখে।

শ্রবা—(১) প্রথম মেরুসাবর্ণি মহুর অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৭। ঋচীক (৬) দেখে। (২) ভার্গব-বংশীয় ষাটজন যাজ্ঞিক দেবতার অন্ততম। বায়ু-৬৯. ২২। অজ (২) দেখে। (৩) বীতহব্য-বংশীয় সন্তের পুত্র। শ্রবার পুত্র তম। মহাভা-অমুশা-৩০।

শ্রবিষ্ট, শ্রবিষ্টক—(১) গৌতমের অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৩। লি-২৪। গৌতম (২০) ও শ্রবণ (২) দেখে। (২) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্ততম কন্যা। শ্রবণা দেখে।

(৩) রাজাধিদেবের অন্ততমা কন্যা । রাজাধিদেব দেখ ।

শ্রম—(১) অষ্টবসুর অন্ততম আপের এক পুত্র । হরি-হরি-৩ । অগ্নি- ১৮ । কুর্শ-পু-১৬ । সৌর-২৮ । ঋত-প্রভা-প্রভা-২১ । গরু-পু-৬ । আপ দেখ । (২) অষ্টবসুর অন্ততম অয়ের চারি পুত্রের অন্ততম । শিব-ধর্ম-৫৪ । অয় দেখ ।

শ্রমদাগেপি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৫ । ভাগ-বিস্তি দেখ ।

শ্রমণী—পম্পানদীর তীরে মতঙ্গ মুনির শিষ্যদিগের এক আশ্রম ছিল । শ্রমণী নাম্নী এক শবরী তাঁহাদের পরিচারিকা ছিলেন । তিনি শবরী নামেও বিখ্যাত ছিলেন । রাম ও লক্ষণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে শবরীর আশ্রমে উপনীত হইলে, শবরী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের যথোচিত পরিচর্যা করেন । তৎপরে রাম ও লক্ষণকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় তিনি জীবনধারণ অনাবশ্যক বিবেচনায় অগ্নি প্রবেশপূর্বক দেহত্যাগ করেন । রামা-আরণ্য-৭৩, ৭৪ ।

শ্রমর—দানবপতি বলির অন্ততম অমুচর । ব্রহ্মপু-২১৩ ।

শ্রমিষ্ঠা—যদুবংশীয় চিত্রকের অন্ততমা কন্যা । মৎ-৩৫ । বর্জভূমী দেখ ।

শ্রাক্ষ—(১) সূর্য্য হইতে সংজ্ঞা-দেবীর গর্ভে শ্রাক্ষদেব জন্মগ্রহণ করেন । তিনি বৈবস্বত মনুর অমুজ । শিব-ধর্ম-৫২ । বায়ু-৮৪ । ব্রহ্মপু-৬ । (২) বিবস্বান-তনয় বৈবস্বত মনুই শ্রাক্ষদেব মনু বলিয়া কীর্তিত হন । ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৪ । অগ্নি-১৫০ । কুর্শ-পু-৫০ । দেবীভা-১০৮-১০ । ঋত-প্রভা-প্রভা-১১ । (৩) সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের প্রথমে এক তনয় জন্মে । তিনিই সপ্তম বৈবস্বত মনু । তাঁহার নামান্তর শ্রাক্ষদেব । ছান্দা-সংজ্ঞার গর্ভে পরে সূর্য্যের আর এক তনয় জন্মে । তিনি সাবর্ণি মনু নামে পরিচিত । বিষ্ণু-৩২-১ । বৈবস্বত মনু দেখ । (৪) সূর্য্য-তনয় শ্রাক্ষদেব মনু । তাঁহার তনয় ইক্ষ্বাকু (নামান্তর পটু) । বৃহৎ-নধ্য ১৮. ২২ । (৫) যদুবংশীয় নিবর্তের অন্ততম তনয় শ্রাক্ষ । বায়ু-২৬ । নিবর্ত দেখ ।

শ্রাক্ষভাগার্হ বিশ্বদেবগণ—পিতামহ ব্রহ্মা, শ্রাক্ষকালে কতিপয় পিতৃগণের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন । শ্রাক্ষে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চনা করিলে শ্রাক্ষ-কর্তার পিতৃপিতামহাদি অনান্যাসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন । ঐ সকল শ্রাক্ষভাগার্হ বিশ্বদেব (পিতৃ) গণের নাম—বল, ধৃতি, বিপাপমা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পাক্ষি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যাসুহ, বিবস্বান, বীর্য্যবান, হ্রমান, কীর্ত্তিমান, কৃত, জীতাম্মা, মুণিবর্ষ্য, দীপ্তরোমা,

ভয়ঙ্কর, অমুকর্ষা, প্রতীত, প্রদাতা, অংগমান, শৈলাভ, পরম, জ্যোষী, ধীরকী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যাংবর্চা, সমবর্চা, স্বর্ধ্যাশ্রী, সোমপ, স্বর্ধ্যাসাবিত্র, দস্তাশ্রা, পুণ্ডরীক, উষ্ণিনাভ, নভোদ, বিশ্বায়, দীপ্তি, চমুহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীৰ্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অমুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর। মহাভা-অমুশা-২১।

শ্রাদ্ধহা—কশ্যপ হইতে দনায়ুবার গর্ভে বিষ নামে এক তনয় জন্মে। বিষের ক্রুরকর্ম চারিটি তনয় জন্মে। তাহাদের নাম শ্রাদ্ধহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পণ্ডহা। বায়ু-৬৮।

শ্রান্ত—শ্রম, আপ ও অয় দেখ।

শ্রাব—ইক্ষাকু-বংশীয় যুবনাথ রাজার পুত্র। তাঁহার তনয় শ্রাবস্ত। দিব-ধর্ম-৬০। শ্রাবস্ত দেখ।

শ্রাবণ—শ্রবণ (২) দেখ।

শ্রাবস্ত—(১) ইক্ষাকু-বংশীয় যুবনাথ রাজার পুত্র। তিনি গোড়দেশে শ্রাবস্তী নদী নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ। মৎ-১২। হরি-হরি-১১। অশ্বি-২৭০। বায়ু-৬৮। বিষ্ণু-৪৫-২। ভাগ-২৪-৬। ব্রহ্মপু-১৪২। গরু-পু-১৪২। যুবনাথ, শ্রাব ও শ্রাবস্তি দেখ।

শ্রাবস্তি—(১) শ্রাবস্তী-নগরীর প্রতিষ্ঠাতা যুবনাথ-তনয় শ্রাবস্ত কোনও কোনও পুরাণে শ্রাবস্তি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ-পু-২০। এই শ্রাবস্তির পুত্র কুবলয় (সৌর-৩০); বংশক (লিঃ-পু-৬৫)।

শ্রাবিষ্ঠায়ন—পরশুর (৭১২ পৃঃ) ও উপয় দেখ। মৎ-২০১।

শ্রাহক—ভোজ-বংশীয় অভিজিতের পুত্র। ব্রহ্মপু-১৫। অভিজিৎ দেখ।

শ্রী—(১) দক্ষকর্তা লক্ষ্মীরই নামান্তর। মার্ক ৫০, ৫২। লক্ষ্মী দেখ। (২) ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪৪-২। খ্যাতি দেখ। (৩) সাতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অস্ত্রতম। সীতা দেখ। (৪) তদ্ব্যক্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার ভুবনেশ্বরী যন্ত্রের অধিকোণে শ্রী দেবীর পূজা কর্তব্য। তন্ত্রঃ-১৬৫ পৃঃ। (৫) তদ্ব্যক্ত অস্ত্রতম শক্তি। দেবী মহা-লক্ষ্মীর পূজার সংশ্রবে তাঁহাদের পূজা বিধেয়। তন্ত্র-২২৪ পৃঃ। (৬) তদ্রাক্ষা দেখ। (৭) উত্তমাদেবীগণের অন্তর্গত অস্ত্রতম দেবী। দেবীপু-৫০। যশ দেখ।

শ্রীকর্প—(১) মহাদেবের এক নাম। (২) অস্ত্রতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৩) একজন পাণ্ডপত-ব্রতধারী তাপস। স্বল্প-কাশী-উত্ত-৭৪।

শ্রীবীরী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র
নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

শ্রীকালী—সীতার এক নাম। সীতা
দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ—(১) যদুবংশীয় প্রসিদ্ধ
নরপতি বসুদেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম
গর্ভজাত পুত্র। তাঁহার নাম কৃষ্ণ।
কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামেই অধিক
পরিচিত। এই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার
বৈমাতেয় ভ্রাতা বলরাম উভয়ে একত্র
নারায়ণের অবতার বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন
এবং উভয়ে একত্রে রামকৃষ্ণ নামে
পরিচিত হন। এই রাম ও কৃষ্ণ
একত্র ভগবানের (বিষ্ণুর) উনবিংশ
অবতার (ভাগ-১২-৩)। মতান্তরে
রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণ যথাক্রমে
ভগবানের উনবিংশ ও বিংশ অব-
তার। (গরু-পু-১)। কঙ্কিপু্রাণে
(২য়-৩অঃ) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যথাকালে
বিষ্ণুর সপ্তম ও অষ্টম অবতাররূপে বর্ণিত
হইয়াছেন। গর্গ-সংহিতাতে (গোল-১)
ভগবান বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার
কল্পিত হইয়াছে। প্রথম মরীচি প্রভৃতি
ঋষিগণ সেই ভগবানের অংশাংশাব-
তার। ব্রহ্মাদি-দেবগণ অংশাবতার।
কপিল, কুর্ধ প্রভৃতি কলাবতার।
পরশুরাম আবেশাবতার। নৃসিংহ,
দাশরথি রাম, নরনারায়ণ ইহঁরা
পূর্ণাবতার আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণ-
তমাবতার। -

(ক) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

(২) তাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী
তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত ঝটিকাপূর্ণ
রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।
বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া
গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন
দেবকীর খুল্লতাত পুত্র কংস তাঁহাদের
রথের সারথি হইয়া রথ চালনা করিতে-
ছিলেন। তখন এক আকাশবাণী হইল
—“রে অবোধ কংস! তুমি ষাঁহাকে
বহন করিয়া লইয়া যািতেছ, তাঁহার
অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বিনাশ
করিবে।” এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া
কংস তখনই দেবকীকে বধ করিবার
জন্তু তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন।
বসুদেব এই আকস্মিক বিপদে
কিঃকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কংসকে বলিলেন,
“এই দৈববাণী মতে দেবকীর গর্ভজাত
সন্তানই তোমার অনিষ্ট করিবে।
সুতরাং দেবকী হইতে তোমার কোনও
আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি দেবকীর
প্রাণসংহার করিও না। তৎপরিবর্তে
আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যে দেবকীর
গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকেই আমি
তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।” তখন
কংস তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া
স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর
যথাকালে দেবকী কীৰ্ত্তিমান নামে এক
পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব-প্রতিশ্রুতি
অনুসারে বসুদেব সেই পুত্রকে কংসের

হস্তে সমর্পণ করিলেন। কংস এই সন্তানের কোনও অনিষ্ট না করিয়া বশুদেবকে প্রত্যর্পণ পূর্বক বলিলেন “এই সন্তান হইতে আমার কোনও আশঙ্কা নাই। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই আমাকে বিনাশ করিবে।” ইতিমধ্যে নারদ আসিয়া কংসকে বলিলেন যে, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস এক কথা শুনিয়া বশুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভজাত সাতটি সন্তানকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাকেও কংস বধ করিতে দ্বিধা করিবেন না জানিয়া, বশুদেব সেই ঝটিকা পূর্ণ রাত্রে শিশুকে লইয়া যমুনার অপর পারে ব্রজপুরে গমন করেন। তথায় সেই রাত্ৰিতে নন্দগোপের পত্নী যশোদা এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। বশুদেব নিজ পুত্রকে যশোদার পার্শ্বে, সেই কন্যার স্থানে স্থাপন করিয়া, সেই কন্যাকে আনিয়া দেবকীর ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। যথাকালে কংস সংবাদ পাইয়া কারাগৃহে আগমনপূর্বক, সেই কন্যাকে বধ করেন। দেবকী অতি কাতরভাবে ভ্রাতার নিকট কন্যার প্রাণতিকা করেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কংস তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই শিশু কন্যাকে বলপূর্বক

আকর্ষণ করিয়া প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিতে গেলেন। হঠাৎ হস্তখলিত হইয়া, সেইকন্যা ভূতলে পতিত না হইয়া আকাশে উখিত হইলেন এবং কংসকে বলিলেন যে, “তোমার বিনাশকারী অস্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নির্দোষ শিশুদ্বিগকে আর হত্যা করিও না।” এই কথা বলিয়া আকাশপথে অদৃশ্য হইলেন। ভাগ-১০ঙ্ক-৫, ৬। লি-পূ-১০৭। যোগমায়া ও কংস দেখ। (৩) ভ্রাতার হরণ করিবার জন্য বশুদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বশুদেবের গুহাস্থে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বশুদেব কংসের ভগিনী (দেবকের কন্যা) দেবকীকে বিবাহ করিয়া, যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন কংসও তাঁহাদের সহিত আসিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে এক দৈববাণী হইল, “হে কংস, তুমি আনন্ডিত হইতেছ কেন? ইহা সত্য জানিও যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।” এই কথা শুনিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিতে উত্তত হইলেন। তখন বশুদেব অনেক অভ্যর্থনা করিয়া এবং পরিশেষে দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকেই তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। যথাকালে সত্যরক্ষার্থ বশুদেব দেবকীর

গর্ভজাত ছয় সন্তানকেই কংসহস্তে সমর্পণ করেন এবং কংসও তাঁহাদিগকে বধ করেন । সপ্তমবারে দেবকী গর্ভবতী হইলে, প্রসবের পূর্বে সেই গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিলেন । বসন্তঃ সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করিয়া আয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করেন এবং রোহিণী যথাকালে সেই সন্তান প্রসব করেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম । ইহার পর অষ্টমবারে দেবকী গর্ভবতী হইলে, কংস বিশেষ ভাবে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন । যথাকালে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন । সেই রাত্রিতে অতি ত্রুণ্যোগ হইয়াছিল । তৎসময়েও কংস-ভয়ে ভীত বসুদেব প্রহরীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া নন্দের আলয়ে গমনপূর্বক নন্দপত্নী যশোদার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া যশোদার সন্তপ্রসূতা কন্তাকে আনয়ন করিয়া দেবকীর অঙ্কে স্থাপন করিলেন । সেই কন্তার ক্রন্দনে জাগ্রত হইয়া প্রহরীগণ কংসকে সন্তান ভ্রূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ প্রদান করিল । কংস শ্রবণমাত্র আগমন করিয়া দেবকী ও বসুদেবের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পুনরায় এক দৈববাণী হইল, “রে মৃঢ় কংস ! বিধাতার লীলা বুঝিতে অক্ষম । তুমি কাহাকে বধ করিতেছ ? তোমার বিনাশকারী ব্যক্তি অস্ত্র এক

স্থানে অবস্থান করিতেছেন ।” এই কথা শুনিয়া কংস সেই কন্তাকে পরি-ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭ । (৪) কংসাদি অম্বর-গণের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্ত দেবগণের অংশ সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন । নারদ মহাত্মলে আগমন করিয়া, কংসকে এই সংবাদ প্রদানপূর্বক বলিলেন যে, বসু-দেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বধ করিবে । কংস তদবধি দেবকী ও বসুদেবকে প্রহরীবেষ্টিত আলয়ে স্থাপন করিলেন । কালনেমীর পুত্র হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপু-মর্দন ও ক্রোধহস্তা এই ছয় জন বড়-গর্ভ নামে খ্যাত ছিল । তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন । (হরি-হরি-৫৭) । দেবকী সপ্তমবার গর্ভ ধারণ করিলে যোগমায়া সেই গর্ভ আকর্ষণপূর্বক রোহিণী গর্ভে স্থাপন করিলেন । যথাকালে রোহিণী বলরামকে প্রসব করিলেন । এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইল । অবশেষে যথাকালে দেবকী অষ্টমবার গর্ভ ধারণ করিলেন । সেই সময়েই নন্দদেবের পত্নী যশোদাও গর্ভবতী হইলেন এবং ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিশীথরাত্রে উভয়েই সন্তান প্রসব করিলেন । দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু

কৃষ্ণরূপে এবং যশোদার গর্ভে যোগমায়া কস্তারূপে প্রাহুত হইলেন। সেই রাজিতে ঘোর শীলারূটি হইতেছিল। সেই সময়েই কংসভয়ে ভীত বসুদেব নিজ সন্তানকে অঙ্কে ধারণপূর্বক নন্দ-ভবনে গমন করিয়া, যশোদার অজ্ঞাতে তাঁহার পার্শ্বে কৃষ্ণকে স্থাপন করিলেন, এবং নন্দের কস্তা যোগমায়াকে আনয়ন-পূর্বক, তাঁহাকে দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। পরে বসুদেব কংসকে এক কস্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কংস সত্ত্বর তথায় আগমন করিয়া সেই যোগমায়াকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই কস্তা বিন্দুমাত্র আহত না হইয়া, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে আকাশপথে চলিয়া গেলেন এবং কংসকে বলিয়া গেলেন, “রে কংস! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমাকে উদ্ভ্রামিত ও শিলাতলে পাতিত করিয়াছ। অতএব তোমার অন্তকালে যখন তদায় শত্রু তোমাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, আমি সেই সময়ে করদ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া, উষ্ণ শোণিত পান করিব।” কংস তখন দেবকীর নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সন্তান বধজনিত হুকার্যের জন্ত হুঃখ প্রকাশ করিলে, দেবকী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। হরি-হরি-৫২।(৫) বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া বপুর্বে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন

এক দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনীকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। পরে বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হওয়াতে, কংস দেবকীকে হত্যা করিলেন না। এই সময়ে পৃথিবী দৈত্যদেহ অত্যাচারে পীড়িত। তইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তখন অস্ত্রান্ত দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ত্রিহরির সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং দৈত্যভার নিপীড়িতা বসুন্ধরাকে হুঃখ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তখন নিজ কৃষ্ণ ও গুরুবর্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটনপূর্বক দেবগণকে বলিলেন, তাঁহার ঐ কেশদ্বয়ই ভূভার হরণের জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। তৎপরে তিনি দেবগণকে বলিলেন যে, তাঁহারাও যেন নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, পূর্কোৎপন্ন দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করেন। ত্রিহরি আরও বলিলেন যে, বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে তাঁহার ঐ কেশ জন্মগ্রহণ করিয়া, কংসরূপে জাত কালনেমী দানবকে বধ করিবে। এদিকে পরম্পরায় কংসও নারদের মুখে দেবকীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশভূত তাঁহার নিধনকারী জন্মগ্রহণ করিবেন, জানিতে পারিয়া

দেবকী ও বসুদেবকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বসুদেবও পূৰ্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত দেবকীর গৰ্ভজাত তাঁহার ছয়টি পুত্রকে একে একে কংসের হাতে সমর্পণ করিলেন এবং কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিলেন। অবিষ্টা-স্বরূপিণী বিষ্ণুর মহামায়া দেবী যোগনিদ্রা হরির নির্দেশে দানবপতি হিরণ্যকশিপুর ছয় পুত্রকেই দেবকীর গৰ্ভে স্থাপন করেন। সেই গৰ্ভগুলি একে একে কংস কর্তৃক নিহত হইলে, শেষ নামক হরির অংশ অংশাংশরূপে দেবকীর উদরে সপ্তম গৰ্ভরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। যোগনিদ্রা বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর জঠরে তাঁহাকে সংক্রামিত করেন। তৎপরে শ্রীহরি স্বয়ং দেবকীর গৰ্ভে প্রবেশ করেন। এদিকে দেবী যোগনিদ্রাও কালবিলম্ব না করিয়া, ব্রজপুরে নন্দালয়ে যশোধার গৰ্ভে প্রবেশ করিলেন। যথাকালে শ্রাবন মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীহরি দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, আর নবমী তিথিতে নন্দগোপ গৰ্ভে যোগমায়া জন্ম লাভ করিলেন। বসুদেব সেই রাত্রিতেই যমুনা পার তহিয়া নন্দালয়ে নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়া, যশোদা-গৰ্ভজাত কন্যাকে আনন্দনপূৰ্ব্বক, দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। ক্রমে কংস দেবকীর সন্তান প্রসব সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বসুদেব গৃহে আগমন করিলেন এবং সেই কন্যাকে

উভয় হস্তে ধারণপূৰ্ব্বক বধ করিবার জন্য শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐরূপে নিক্ষিপ্তা কন্যা কংসহস্তচ্যুতা হইয়াই, আকাশে উৎপত্তি হইলেন এবং সামুদ্র অষ্টমহাভূজবিশিষ্ট মহৎরূপ ধারণপূৰ্ব্বক সহাস্ত বদনে কংসকে বলিলেন, “রে মূঢ়, আমাকে নিক্ষেপ করিলে কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, সেই পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নিজ হিত চিন্তা কর।” এই কথা বলিয়া, দিব্য-নাভা ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী আকাশমার্গে অন্তহিতা হইলেন। বিষ্ণু-৫ম-১৩। (৬) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত বুধবারে, হর্ষগোষে, অর্দ্ধরাত্রি, অপাণচন্দ্রে, বুধলগ্নে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার গলদেশে অক্ষমালা, এবং গাত্র কোমল, মণিমালা, সূর্য্য-মণ্ডল সদৃশ হৃদয়, অঙ্গদ, মুকুট ও কুণ্ডলে শোভিত। বসুদেব সেই পরম স্নানর পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং নানারূপে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন দেব শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে বলিতে লাগিলেন—“আপনি পূৰ্ব্বজন্মে সূতপা ছিলেন, আর আপনার এই পতিব্রতা পত্নী পুন্নি ছিলেন। আপনারা পুত্রার্থ হইয়া ব্রহ্মদেশে নির্জলা উপবাসে আমার পরম দিব্য বসন্তা

করেন। এক মনস্তরকাল অতীত হইলে আমি প্রীত হইয়া আপনাদিগকে ধর প্রার্থনা করিতে বলিলাম। তখন আপনারা মৎ-সদৃশ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, আমি আপনাদের বাসনা পূরণ করিতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলাম। সেই আমি পরমেশ্বর হইয়াও আপনাদের প্রার্থনায় আপনাদিগেব পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। এক্ষণে ভূতলে আমি পৃথিবী নামে খ্যাত হইলাম। আমি পরাংপর হইয়াও আপনার পুত্ররূপে প্রাহুত হইয়াছি। আপনি এখনই আমাকে লইয়া গিয়া নন্দ-গৃহে স্থাপন পূর্বক তথা হইতে তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসুন। এইরূপ করিলে কংস হইতে আপনার আর ভয়ের কারণ থাকিবে না।” অনন্তর তাঁহারই বাক্যে বশুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দ-গৃহে গমন করিতে উত্তত হইলেন। ঠিক সে সময়েই নন্দালয়ে যশোদা যোগনারাকে প্রসব করিলেন। তখন সমগ্র জগৎ যোগমায়া প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। বশুদেব যে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার রক্ষাগণও নিদ্রামগ্ন হইল এবং দ্বার উন্মাদিত হইল। শৃংখলাদি স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন বশুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মন্তকে ধারণ করিয়া নির্গত হইলে, শিশু শ্রীকৃষ্ণের দেহদ্ব্যতিতে সকল অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তখন মেঘবর্ষণ

হইতেছিল। শেখনাগ কণাবিস্তার করিয়া বশুদেবের মন্তকে ছত্রের স্তম্ভ অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা বারণ করিলেন। যমুনা তখন অতিশয় তরঙ্গ ও আবর্তসমুদ্রা ছিল। কিন্তু বশুদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া, শান্তভাবে অবলম্বন পূর্বক তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। বশুদেব নন্দগৃহে গমনপূর্বক যশোদার শয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া, যশোদার পার্শ্বে শয়না যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় যমুনা পার হইয়া নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গর্গ-গোল-১১। (৭) প্রজানাথ

লীলাবিহারার্থ এই মানুষ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। বশুদেবের তপোবলেই তিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্বক, চতুর্ভূজ হইয়া প্রাহুত হন। শ্রীবৎস চিহ্নিত দেব-লক্ষণ-শোভিত সেই দেবদেবকে দেখিয়া বশুদেব ভীত হইয়া তাঁহাকে সেই রূপ সংহরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় দেব শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ সংহার করিলেন। অতঃপর তাঁহারই সম্মতিক্রমে বশুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি নন্দগোপ হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “এই পুত্রটিকে তুমি সযত্নে রক্ষা কর। ইহা হইতেই দুর্ভাগ্য কংস নিহত হইবে।” ব্রহ্মার অংশজাত মহাত্মা কণ্ডপ এবং পৃথিবীর অংশভূতা দেবী অদিতিই ভূতলে

বসুদেব ও দেবকীরূপে অবতীর্ণ হন ।
পৃথিবীতে ধর্মবিনষ্টপ্রায় হইলে বিষ্ণু
ধর্মের সংস্থাপন ও অসুরদিগের বিনাশ
সাধনের জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ।
৯৭-৪৬ ।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল ।

(৮) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস যখন
জানিতে পারিলেন যে, দেবকীর গর্ভজা-
যে সন্তান তাঁহার নিধনকর্তা হইবে এবং
সে অস্ত্র আছে, তখন সেই শিশুকে
অতুস্কান ও বিনাশ করিবার জন্ত,
নানাবিধ আয়োজন করেন । তাঁহার
আদেশে দূতগণ গৃহে গৃহে গমন
করিয়া বহু নির্দোষ শিশুকে বধ করে ।
(কংস দেখ) কিন্তু তাহাতেও তাঁহার
সন্দেহ দূর না হওয়াতে, কংস পুতনা
নারী রাক্ষসীকে এই দুর্কার্যের জন্ত
নিয়োজিত করেন । কিন্তু পুতনা নিজ
অভিলষিত কার্য সম্পন্ন করিবার
সময়ে শিশুকণ্ড কর্তৃক নিহত হয় ।
(পুতনা দেখ) । অতি শিশুকাল হইতেই
শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে নিজের বিশেষত্ব
প্রকাশ করিতে ছিলেন । একবার
শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে চারিদিকে উৎসব
আনন্দ হইতেছিল । তখন যশোদা
শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদানের পর নিদ্রাকাতর
দেখিয়া ব্যস্ততাবশতঃ এক শকটের
নীচেই শয়ন করাইয়া কার্যান্তরে গমন
করেন । কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ
নিদ্রোখিত হইয়া ক্রন্দন ও হস্তপদাদি

নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন
তাঁহার পদাঘাতে সেই শকট উলটাইয়া
গেল এবং সেই শকটের আঘাতে দধি
দুগ্ধাদিপূর্ণ বহু ঘট ভগ্নহইয়া বহু পরিমাণে
দধি দুগ্ধ স্রুত প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেল ।
পাত্রাদি ভগ্নের শব্দে সকলে আসিলেন
এবং সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা অবলোকন
করিয়া পরম আশ্চর্য্যাবিত হইলেন ।
তাঁহার কিছুদিন পরে কংসের স্তৃত্য
তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে হরণ করিয়া আকাশ-
পথে পলায়ন করিতে লাগিল । কৃষ্ণ
তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার গলদেশে
একপ সম্ভোরে আঘাত করিলেন যে,
সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া
ভূতলে পতিত হইল । তখন শ্রীকৃষ্ণ
বক্ষঃদেশে উপবেশন করিয়া রহিলেন ।
ব্রজের অস্ত্রান্ত নারীরা তাঁহা দেখিতে
পাইয়া যশোদার নিকট তাঁহাকে লইয়া
গেল । ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সহিত বালকের
দোরাশ্রয়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল । ব্রজবাসী-
দিগের গৃহ হইতে দধি, মাখন চুরি
করিয়া খাওয়া তাঁহার নিত্যকর্মের
মধ্যে ছিল । একদিন যশোদার দধির
ভাণ্ড ভগ্ন করায় তিনি কুপিত হইয়া
তাঁহাকে অনেক কষ্টে এক রজ্জু দ্বারা
বন্ধন করেন এবং সেই রজ্জুর অপর
একপ্রান্ত এক উদূখলের সহিত সংযুক্ত
করিয়া দিলেন । এই অবস্থায় বালকের
দৃষ্টি এক যমলার্জুন বৃক্ষের মিকে
পতিত হইল । কৃষ্ণ উদূখল সহ সেই

বৃক্ষমূলের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন রজ্জুসংলগ্ন উদ্বৃদ্ধলের আঘাতে বৃক্ষমূল ভূপতিত হইয়া গেল। এই অভূত ব্যাপার দেখিয়া লোকের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। এদিকে ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের উপদ্রব ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ পরামর্শ করিবার জন্ত মিলিত হইলেন এবং উপনন্দ নামক বয়োবৃদ্ধ গোপের পরামর্শে তাঁহারা ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনে গমন করিলেন তথায় শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রাস্ত্র গোপবালকগণের সহিত গোচারণে নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সময়ে তিনি বক ও বৎস নামক দুই অশুরকে বধ করেন (বকাসুর ও বৎসাসুর ও অঘাসুর দেখ)। ভাগ-৮-১২। ব্রজবৈ-কৃষ্ণ-১০-১৫। (২) যমুনার অদূরে একটি হ্রদ ছিল। সেই হ্রদে কালীয় নামে এক নাগরাজ বাস করিত। সেই কালীয়নাগের ভয়ে কেহই সেই হ্রদের তীরে বাস করিতে পারিত না। কৃষ্ণ সেই হ্রদের তীরস্থিত এক কদম্ব বৃক্ষহইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক জলে পতিত হইলেন। প্রথমেই কালীয় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু শিশু কৃষ্ণ কোশলে তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে নৃত্য করিতে থাকিলে কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণের পাদ প্রহারে রক্তবমন করিতে

আরম্ভ করিল এবং বাসুদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। কালীয় সেই মত কাষ্য করিয়া, নিজের পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা করে। হরি-হরি-৬৭, ৬৮। বিষ্ণু-৫ম-৭। ভাগ-১০-স্ক-১৬। ব্রজবৈ-কৃষ্ণ-১২। কালীয় দেখ। (১০) একদা শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ভাণ্ডীর বনে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে প্রলম্ব নামক দৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া, রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। বলরাম ঐ প্রলম্ব অশুরকে বধ করেন। কোনও সময়ে ব্রজবাসীগণ ইন্দ্র মহোৎসব করিতে প্রস্তুত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা তৎপরিবর্তে গিরিযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লইলেন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় কুপিত হইয়া সমুদ্রাত্মক বারিবর্ষণদ্বারা ব্রজবাসীগণের অশেষ কষ্ট উৎপাদন করিলেন। কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের উপকারের জন্ত গোবর্দ্ধন নামক গিরিকে বামহস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণের ক্ষমতা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হরি-হরি ৭০-৭৫। বিষ্ণু-৫ম-৯, ১০। ভাগ-১০-স্ক-২৪, ২৫। (১১) একদিন শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণ সমভিব্যাহারে কোনও

সরোবরতীরে ক্রীড়া করিতেছিলেন । গোবৎসগণও অদূরে ক্রীড়া করিতেছিল । তখন ব্রহ্মা আসিয়া বৎসদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যান ।

বৎসগণের অন্বেষণে গমন করিলে ব্রহ্মা রাখালগণকেও লুণ্ঠিত করিয়া রাখিলেন । তখন কৃষ্ণ স্বয়ংই নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, সমুদয় বৎস ও রাখালদিগকে সৃষ্টি করিলেন । ব্রহ্মা কৃষ্ণের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ভাগ-১০ঙ্ক-১৩, ১৪ । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০, ২০ । (১২) ঐ বৃন্দাবনে গোচারণকালেই কৃষ্ণ ও বলরাম ধেমুক নামক এক দানবকে বধ করেন । ভাগ-১০ঙ্ক-১৫ । বিষ্ণু-৫ম-৮ । হরি-হরি-৬৯ । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২ । ধেমুক দেখ । (১৩) একবার হেমন্তকালের প্রথমভাগে গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্ত কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন । তাঁহাদের ব্রত অমুষ্ঠান একমাস ব্যাপী হইয়াছিল । তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে যমুনাতে স্নান সমাপন করিয়া, তাহারই তীরে শ্রীকৃষ্ণের বালুকাময় প্রতিমূর্তি নির্মাণপূর্বক স্নগন্ধি মাল্য নৈবেদ্য প্রাভুতি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতেন । একদিন সেই কুমারীগণ কালিন্দীরে আগমন করিয়া, অজ্ঞাত দিবসের জ্ঞান কূলে বস্ত্র রাখিয়া নগ্ন অবস্থায় জলে অবতরণ করিলেন ।

ইত্যবসরে কৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া তাঁহাদের সমুদয় বস্ত্র গ্রহণপূর্বক নিকটস্থ এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন । গোপীগণ স্নানান্তে তীরে আরোহণ করিয়া, তাঁহাদের বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত-পূর্বক কদম্ব বৃক্ষশাখে কৃষ্ণকে উপবিষ্ট ও তাঁহাদের বস্ত্রগুলি লম্বমান দেখিতে পাইলেন । তখন তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের বস্ত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ বলিলেন “তোমরা এই বৃক্ষমূলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর ।” গোপকুমারীগণ অনেক অমুনয় করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন না । অগত্যা তদবস্থায়ই তাহারা নিকটে আগমন করিয়া, নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করিল । ভাগ-১০ঙ্ক-২২ । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২৭ । (১৩) একদিন রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের (পালক) পিতা নন্দগোপ যমুনাতে স্নান করিতেছিলেন । এমন সময় বরুণের এক অমুচর সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বরুণের নিকট লইয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে উদ্ধার করিবার জন্ত বরুণালয়ে উপস্থিত হন । তখন বরুণ নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিয়া নন্দকে প্রত্যর্পণ করিলেন । নন্দ ব্রজপুরে আসিয়া এই বিবরণ প্রকাশ করিলে কৃষ্ণকে ঈর্ষয় বলিয়া সকলেই প্রত্যয় জমিল । ভাগ-১০ঙ্ক-২৮ ।

কোনও সময়ে দেবযাত্রা উপস্থিত হইলে, গোপগণ কোতুহলাক্রান্ত হইয়া বুধভয়ঙ্কর শকট আরোহণপূর্বক উপবনে গমন করেন। একটি সর্প তথায় নন্দগোপকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ পাদ দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র সেই সর্প দিব্য গন্ধর্বরূপ ধারণ করিল। (ভাগ-১০ঙ্-১৩। স্তম্ভদর্শন দেখ)। অরিষ্ট নামে এক অসুর বুধাকার ধারণ করিয়া গোপ গোপিনীগণকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্ত আগমন করে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। অরিষ্ট দেখ। ভাগ-১০ঙ্-২৮-৩৬। বিষ্ণু-৫ম-১৪। হরি-হরি-৭৭। (১৪) শ্রীকৃষ্ণের এই সকল অত্যাভূত কার্যের জন্ত তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। পরম্পরায় এই সকল ঘটনার বিবরণ কংসেরও কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একদিন নারদ কংসালয়ে আগমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের জন্মসংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা কীর্তন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই নন্দগৃহে বদ্ধিত হইতেছে এবং তাঁহার হস্তে কংসের মৃত্যু হইবে। এই সংবাদ পাইয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনিবার জন্ত অক্রুরকে বৃন্দাশ্রমে প্রেরণ করিলেন। অক্রুর

কংসের আদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া, যাদবগণকে কংসের নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন এবং তৎসঙ্গে কংসের দুর্ভিত্য-সন্ধির কথাও প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বেই কংস রাম-কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্ত, কেশী নামক এক দৈত্যকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কেশীদৈত্য কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। (কেশী দেখ) যথাকালে রাম ও কৃষ্ণ, নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ ও সখাগণের সহিঃ মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন মথুরায় উপস্থিত হইয়া, নগর প্রবেশ করিবার কালে কৃষ্ণ প্রথমেই এক রজককে ধৌত বস্ত্রাদিসহ গমন করিতে দেখিয়া তাহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। রজক বস্ত্রপ্রদানে অসম্মত হয় এবং কৃষ্ণ প্রভৃতিকে কটুক্তি করে। তাহার এই উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করেন। তৎপরে তিনি বলপূর্বক এক তন্তবায়ের নিকট হইতে বস্ত্র এবং অপর এক মালাকরের নিকট হইতে অমুলেপন গ্রহণ করিয়া, তাহা অঙ্গে লেপন করিলেন। ক্রমে অগসর হইতে হইতে জিবজা নারী কংসের এক কুজা দাসীর সহিত কৃষ্ণের দর্শন ঘটে। কৃষ্ণ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক, তাহার নিকট হইতে অমুলেপন গ্রহণ করিয়া তাহার দেহের কুজভাব আরোগ্য করেন। তদনন্তর ক্রমে তাঁহারা কংসের আশ্রয়গারে প্রবেশ

করেন এবং কৃষ্ণ তথায় ইন্দ্রধনুতুল্য এক অতি বৃক্ষাকার ধনু উদ্ভব করেন । সেই ধনুর্ভঙ্গের ভীষণ শব্দ কংসের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্ত কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন । কিন্তু তাহারা সকলেই কৃষ্ণহস্তে নিহত হইল । ইতিমধ্যে সক্ষা উপস্থিত হইলে, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । রজনী প্রভাত হইবামাত্র কংস এক মল্লকীড়ার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন । কৃষ্ণ ও বলরাম সেই সংবাদ পাইয়া মল্লকীড়া দর্শন করিবার জন্ত বহির্গত হইলেন । কিন্তু তাঁহাদের ভবনের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক এক হস্তী তাঁহাদের গতিরোধ করিল । বাসুদেব সেই হস্তীকে আক্রমণপূর্বক তাহাকে পুচ্ছদেশে ধারণ করিয়া শূন্তে প্রামিত করিতে লাগিলেন । অবশেষে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাতে তাহাকে নিঃশেষ করিলেন । তৎপরে সেই হস্তীর দেহ হইতে তাহার দন্ত ভগ্ন করিয়া লইয়া সেই রক্তাক্ত হস্তিদন্ত হস্তে ধারণপূর্বক উভয় ভ্রাতা মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । কংস কুবলয়াপীড়ের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন । ভ্রাতৃত্ব মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কংসানুচর চানুর ও মুষ্টিক নামক মল্লধর যথাক্রমে

বাসুদেব ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল । তাঁহারাও নির্ভিকটিতে তাহাদের সহিত মল্ল ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মল্লধর ভ্রাতৃত্বের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল । তদ্বর্ণনে কুট নামক অপর এক দানব বলদেবের সহিত এবং শল ও তোশল নামক দানবদ্বয় কৃষ্ণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই নিহত হইল । কংস তখন ক্রোধে দিশাহারা হইয়া সমুদয় বাণ্যবাদন নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সমীপবর্তী অনুচরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “এই বাসুদেবের পুত্রদ্বয়কে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দাও । নন্দকে বন্ধন কর । গোপগণের ধন সম্পত্তি হরণ কর । বাসুদেব ও অনুচর বর্গের সহিত আমার পিতা উগ্রসেনকে বধ কর ।” কংসকে এইরূপ বলিতে গুনিয়া বাসুদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লক্ষপ্রদানপূর্বক মঞ্চে আরোহণ করিলেন । অতঃপর তিনি কংসের কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে অদূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহার দেহের উপর স্বয়ং পতিত হইলেন । মধুসূদন কংসের দেহের উপর পতিত হইবামাত্র কংসের প্রাণ সংহার হইল । কংসের নিধন হইলে, কঙ্ক, ক্রোধোদ প্রভৃতি কংসানুজগণ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন । কিন্তু তাহারাও কৃষ্ণহস্তে

পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন । তখন কৃষ্ণ নিজ
শিতা বসুদেব ও জননী দেবকীকে
কারামুক্ত করিলেন । এবং নিজ
ধনুসাত্মক উগ্রসেনকে মথুরার সিংহা-
সনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এইরূপে
মথুরাপুরী সমুদয় উৎপাৎ শূন্য হইল ।
ভাগ-১০-স্ক-৩৬-৪৪ । বিষ্ণু-৫ম-১৫-২১ ।
ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০-১০ । হরি-হরি-৭৮-৮৮ ।

(গ) শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী জীবন ।

(১৫) বাসুদেব ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত
হইলে বাসুদেব স্বীয় পুরোহিত গর্গা-
চার্যের দ্বারা তাহাদের উভয় ভ্রাতার
উপনয়ন সংস্কার করাইলেন । এক্ষণে
গুরুকূলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া
উভয় ভ্রাতা অবন্তীপুর-নিবাসী কাশ্যপ
গোত্রজ সান্দিপনীর নামক মুনির নিকট
গমন করিলেন । তথায় তাঁহারা
গুরুর নিকট বেদ, বেদান্ত, ধনুর্বেদ
রাজনীতি প্রভৃতি সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন
করিলেন । তাঁহারা গুরুদক্ষিণা প্রদানে
ইচ্ছুক হইলে, সান্দিপনিমুনি বলিলেন,
“প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে আমার পুত্র
দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে জীবিত
করিয়া দাও ।” তাঁহারা তখন তাহা-
তেই স্বীকৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমন-
পূর্বক সমুদ্রকে সান্দিপনি মুনির পুত্রের
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । সমুদ্র বলি-
লেন যে তিনি এ বিষয়ে নিদোষ । সন্ত-
বতঃ সমুদ্রেরই তলদেশ নিবাসী পঞ্চজন
নামক অসুরই তাহাকে বিনাশ করিয়া

থাকিবে । সমুদ্রের এই কথা শুনিয়া
বাসুদেব সমুদ্রের তলে গমনপূর্বক পঞ্চ-
জনকে বিনাশ করিলেন । কিন্তু তাহার
উদরে গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না ।
তখন তিনি সেই পঞ্চজন অসুরের
দেহ হইতে জাত পাকজন্ত নামক পশু
গ্রহণপূর্বক সেই স্থান হইতে সংযমনী
নামক ঘনপুরীতে গমন করিলেন এবং
যমের নিকট গুরুপুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা
করিলেন । তখন তাঁহাদের প্রার্থনায় যম
সান্দিপনির পুত্রকে কিরাইয়া দিলেন
বাসুদেব অতঃপর গুরুপুত্র-সহ প্রত্যা-
গমনপূর্বক গুরুকে তাঁহার পুত্র
প্রতর্পণ করিলেন । তখন সান্দিপনি
মুনি তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিবার
আদেশ দিলেন । তাহার কিয়ৎকাল
পরে কংসের স্বপুত্র মগধরাজ জরাসন্ধ
জামাতার বধের প্রতিশোধ লইবার
জন্ত মথুরা আক্রমণ করিলেন । কিন্তু
যাদবগণের হস্তে পরাজিত হইলেন ।
তখন নারদের পরামর্শে কালযবন নামক
অসুর মথুরা আক্রমণ করে । কিন্তু
শ্রীকৃষ্ণের কোশলে নিহত হয় । (কাল-
যবন ও নুচুন্দ্র দেখ) অতঃপর কিছু-
কাল পরে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ-দেশাধিপতি
ভায়কের কন্যা দ্রুপদীকে স্বয়ম্বর সভা
হইতে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ
করেন । (দ্রুপদী দেখ) । সাস্তবংশীয়
নিয়ের সত্রাজিত ও প্রসেন নামে দুই
পুত্র ছিল । সত্রাজিত শ্রমশুক নামে

উৎকৃষ্ট মণির আধিকারী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যীর খুল্লভাত-মাতামহ রাজা উগ্রসেনের জন্ত এই মণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু গোত্রভেদ ভয়ে তাহা হরণ করেন নাই। সত্রাজিৎ যখন জানিতে পারিলেন যে, স্তম্ভক মণি লাভ করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছা আছে, তখন তিনি পাছে শ্রীকৃষ্ণ তাহা তাঁহার নিকট যাজ্ঞা করেন, এই আশঙ্কায় যীর ভ্রাতা প্রসেনকে উক্ত মণি প্রদান করেন। (এই মণি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণের জন্ত প্রসেন, জাম্ববান, সত্রাজিৎ ও শতধ্বা দেখ। ভাগ-১০ঙ্ক-৪৫-৫৮। বিষ্ণু-৫ম-২২-২৬। হরি-হরি-৩৮। ব্রহ্মপু-১২২।) (১৬) শ্রীকৃষ্ণের অনেক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ অস্ত্রান্ত্র নামের সহিত গিয়াছে; তজ্জন্ত নিম্ন-লিখিত নামগুলি দ্রষ্টব্য—শৃগাল, বাণ-মুর, জরাসন্ধ, শিশুপাল, উবা, শ্রীদাম, হংস, স্ত্রদাম, উদ্ধব, সাত্যকি, অম্বরুদ্ধ, সত্যভামা, শতধ্বা, সত্রাজিৎ, অক্রুর, কুঞ্জিণী, জাম্ববান, ধেমুক, কেশী, কালীর, কালিন্দী, বক, অঘ, বড়গর্ভ, প্রলম্ব, অরিষ্ট, কংস, কালযবন, মুর, নিম্বন্ধ, হরগ্রীব, গণ্ডু ও সাবিজী। (১৭) শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিবার পর বৃন্দাবন ও ব্রজের অধিবাসীরা তাঁহার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি সকল ব্রজবাসীরই অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সকলেই

তাঁহাকে বিষ্ণুর অপ্রকৃত বলিয়া পূজা করিতেম। মথুরায় থাকিতে শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের জন্ত বেদনা অনুভব করিতেন। তাই তিনি তাঁহার প্রিয় সখা উদ্ধবকে তাঁহার সংবাদ দিবার জন্ত ব্রজপুরে প্রেরণ করেন। উদ্ধব তথায় গমন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ প্রদান করেন। তাঁহার পাও উদ্ধবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন ভাগ-১০ঙ্ক-৪৬, ৪৭। (১৮) শ্রীকৃষ্ণ একবার পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। কিম্বৎকাল পাণ্ডবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া তিনি নিজ বন্ধু অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যান। একদিন অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া বনের মধ্যে যমুনাতীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে এক পরমা সুন্দরী নারীকে যমুনা তীরে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অমুরোধে অর্জুন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কামিনী বলিলেন যে, তিনি সূর্য্যের কন্যা; তাঁহার নাম কালিন্দী। তিনি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্ত যের তপস্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার বাসের জন্ত যমুনার মধ্যে এক ভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যতদিন না তিনি তাঁহার মনোবাণী পতিকে প্রাপ্ত হন, ততদিন তিনি সেই ভবনেই

বৃত্তান্ত পূৰ্ণ হইতেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি সেই কন্ডাকে লইয়া অৰ্জুন-সহ প্রথমে যুধিষ্ঠিরের মিকট গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বধা শেষ হইলে ধারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, আশ্বায় বহুবাহুবদিগের সমীপে কালিন্দীকে বধারীতি বিবাহ করিলেন। তৎপরে ঐকৃষ্ণ বিন্দ ও অম্ববিন্দ নামক অবন্তী-রাজের মিত্রবিন্দা নামী ভগিনীকে বিবাহ করেন। মিত্রবিন্দা ঐকৃষ্ণের প্রতি অম্ব-রাগিনী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা

সহিত তাঁহাদের ভগিনীর বিবাহের বিরোধী ছিলেন। ঐকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, স্বয়ংবর সভা হইতে মিত্রবিন্দাকে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মিত্রবিন্দার মাতা রাজাধিদেবী ঐকৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন। সূত্রাং সেই সম্পর্কে মিত্রবিন্দা তাঁহার পিসতাত ভগিনী হইতেন। তৎপরে ঐকৃষ্ণ কোশলাধিপতি নগ-জিতের কন্ডা সভ্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্ডা পিতৃনামানুসারে নাগজিতী নামেও প্রসিদ্ধা ছিলেন। কোশলরাজ নগজিতের অতি দুর্দাস্ত ও অস্ত্রের অনায়াস সপ্ত গো-বৃষ ছিল। রাজা নগ-জিতের এই অতীকার ছিল যে, যিনি ঐ গো-বৃষ সপ্তকে আয়ত্ত করিয়া পরা-জিত করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার

কন্ডাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। ঐকৃষ্ণ প্রথমে নগজিতের নিকট তাঁহার কন্ডার পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু নগজিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া কন্ডার বিবাহ দিতে অসম্মত হওয়াতে, অগত্যা ঐকৃষ্ণ বাহুবলে নাগজিতের অভিপ্রায় অমুযায়ী সপ্ত গো-বৃষকে পরাজিত করিয়া, নাগজিতীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহান্তে তিনি যখন নবপরিণীতা পত্নীসহ ধারকায় প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন, তখন যে সকল রাজগণ পূর্বে নগজিতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কন্ডাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা ঐকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া, ধারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার অপর এক পিসতাত ভগিনী ভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর মদ্ররাজ-কন্ডা লক্ষণাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি প্রাগজ্যোতিষ-পুরাধিপতি ভূমি নামক দৈত্যের পুত্র নরক নামক অসুরকে বিনাশ করেন। (নরক দেখ)। নরক দেবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, বরুণের কাঞ্চনশ্রাবী ছত্র এবং অমিত্রির অমৃতশ্রাবী দিবা-কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া লইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ নরকে বধ করিয়া এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন, এবং সেইগুলির অধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সত্যভামাকে লইয়া গুরুড়ারোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করেন। নরকের অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীরা কাগিনী আবদ্ধ ছিল, তিনি তাঁহাদের সকলকেই নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। নরকের পুরী হইতে বাসুদেব চতুর্দন্ত, উগ্রকার, ছয়সহস্র হস্তী এবং একবিংশতি নিযুত কাণোজদেশীয় অশ্ব ও লাভ করেন। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাও শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা মহিষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রমশ্রুত মণি উদ্ধার করিয়া, সত্রাজিতকে প্রত্যর্পণ করিলে, সত্রাজিত, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সমর্পণ করেন। এবং যৌতুকস্বরূপ সেই মণিটিও তাঁহা-দিগকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই মণি গ্রহণ করেন নাই। পরে ঐ মণির সন্ধানেই অরণ্যে পর্যটন করিতে করিতে, ঋক্ষরাজ জাণ্ববানের নিকট হইতে বলপূর্বক ঐ মণি গ্রহণ করেন। জাণ্ববান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া স্বীয় কন্যা জাণ্বতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। (জাণ্ববান্ দেখ)। ভাগ-১০ঙ্ক-৫৭, ৫৮। বিষ্ণু-৫ম-২৯। হরি-৩৮, ২২০,। গর্গ-৩৮-৮। ব্রহ্মপু-১৬, ২০১, ২০৪। (১২) দেবমাতা অধিতিকে অমৃত-শ্রাবী-কুণ্ডল প্রত্যর্পণ

করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন সত্যভামাকে লইয়া দেবপুরে গমন করেন, তখন সত্যভামা তদ্রূপ নন্দনবনজাত পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ঐ বৃক্ষটিকে দ্বারকার লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। বাসুদেব সত্যভামার অনু-রোধে পারিজাত বৃক্ষকে উৎপাটন পূর্বক দ্বারকার লইয়া চলিলেন। বন-রক্ষীগণের নিকট এই সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র মধুসূদনকে বাধা দিবার জন্য, উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে অস্ত্রাস্ত্র সকল অস্ত্রই বিফল হইল দেখিয়া, দেবরাজ অবশেষে কেশবকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই বজ্রও বিফল হইল দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরন্দরকে পলা-য়নপর দেখিয়া জনার্দন ও সত্যভামা উভয়েই দেবরাজকে আশ্বাস দিয়া পারিজাত লইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্বানে ভরসা পাইয়া ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট আসিলেন। তিনি কিন্তু পারি-জাত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহারই অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষকে দ্বারকার লইয়া যাইয়া তথায় স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু-৫ম-৩১। ব্রহ্মপু-২০৩, ২০৪। (১৩) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহের পর দেবী-

কৃষ্ণিণী রৈবত পর্বতে একটি ব্রতের
অনুষ্ঠান করেন। ব্রত সমাপন হইলে
একদিন বাসুদেব কৃষ্ণিণী সহ কথোপ-
কথনে নিযুক্ত আছেন এমন সময় দেবর্ষি
নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। দেব-
র্ষির হস্তে একটি পারিজাত পুষ্প ছিল।
দেবর্ষি ভক্তি বশতঃ পুষ্পটি হরিকে
প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহা
পার্শ্বোপবিষ্টা কৃষ্ণিণীর হস্তে দিলেন।
কৃষ্ণিণী পরম আনন্দিতা হইয়া তাহা
মন্তকে ধারণ করিলে, নারদ নানারূপে
সেই পারিজাতের গুণ বর্ণনা করিয়া
কৃষ্ণিণীরও রূপগুণের প্রশংসা করিতে
লাগিলেন। সহচরীগণের নিকট হইতে
সেই সংবাদ পাইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের
উপর অত্যন্ত কুপিত হইলেন।
কেশব সেই সংবাদ পাইয়া সত্যভামার
কোপ-শাস্তির জন্ত তাঁহার ভবনে গমন
করিলেন। সত্যভামা, মাধবের নিকট
নারদ কর্তৃক কৃষ্ণিণীকে পারিজাত প্রদান
সংক্রান্ত সমুদয় সংবাদ জানিয়াও সন্তুষ্ট
হইতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ
সত্যভামার সন্তুষ্ট বিধানের জন্ত দেব-
পুর হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন-
পূর্বক তাঁহাকে প্রদান করিবেন বলিয়া
অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহার
উত্তরে নারদকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাঁহার
যথোচিত সংকার করিলেন, এবং
শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিলেন তিনি যেন
দেবপুরে গমনপূর্বক ইন্দ্রের নিকট

হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া
সত্যভামাকে তাহা প্রদান করেন।
তৎসঙ্গে দামোদর ইহাও বলিলেন যে
ইন্দ্র যদি স্বেচ্ছায় পারিজাত বৃক্ষ প্রদান
না করেন, তাহাহইলে বাসুদেব বল-
পূর্বক তাহা গ্রহণ করিবেন। বলা
বাহল্য নারদ প্রমুখাৎ সমুদয় সংবাদ
লাভ করিয়াও ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষ
হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না।
অগত্যা জনার্দনের সহিত পুরন্দরের
সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং মধুসূদন
দেবরাজকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া
পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। অন-
ন্তর সেই পারিজাত তিনি উপেন্দ্রের
দ্বারা দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন এবং
ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে দেবী
সত্যভামা ঐ পারিজাত বৃক্ষের পুষ্পের
দ্বারা পুণ্যক ব্রত সম্পন্ন করিলেই তাহা
পুনরায় দেবপুরে প্রেরিত হইবে।
হরি-হরি-১২২-১৩২। (২০) ত্রিপুরা-
শুর নিহত হইবার পর যে সকল দানব
অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বহু সহস্র বৎসর
ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া এই বর লাভ
করে যে তাহারা সর্বদেবের অবধ্য
হইবে। এই বরদান প্রসঙ্গে ব্রহ্মা তাহা-
দিগকে বলেন যে তাহারা যদি নোহ-
বশতঃ কণনও ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যা-
চার করে তাহা হইলে তাহারা ভগবান
জনার্দন কর্তৃক নিহত হইবে। ঐ
সকল দানব ব্রহ্মার নিকট হইতে এই

সর্ব-মূলক বর পাইয়াও ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞে বিশ্ব উৎপাদন করে। দেবগণের প্রার্থনায় মধুসূদন তখন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদিগকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সেই যুদ্ধে নিকুন্ত দানব মাধব হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-১৩৯-১৪২। (২১) দৈত্যপতি বাণকে নিধন করিয়া (উষা দেখ) মধুসূদন যখন পৌত্র পৌত্রবধু-আদি সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি এক স্থানে কতকগুলি সুলক্ষণা গাভী দেখিতে পাইলেন। ঐ গাভীগুলি পূর্বে বাণের ছিল। সরিৎ-পতি বক্রণ বাণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঐ গুলি নিজের জন্ত গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ গাভীগুলি দেখিয়া ঐ গুলিকে গ্রহণ করিবার জন্ত বিশেষ ইচ্ছুক হইলেন। তখন মধুসূদনের আদেশে গরুড় বক্রণালয়ে প্রবেশপূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া পলায়নপর গাভীগুলি গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বক্রণদেব সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অমুচরাদি সহ বাহিরে আসিলেন এবং তৎপরেই সাংঘ্যের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘোর-তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে কেহই কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বক্রণকে গাভীগুলি প্রদান করিবার জন্ত অমুরোধ করিলে, বক্রণ বলিলেন যে তিনি বাণের নিকট হইতে বল-

পূর্বক গ্রহণ করিবার সময়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জীবিত থাকিতে ঐ দেখু সকল তিনি কাহাকেও প্রদান করিবেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ না করিয়া ঐ গাভীগুলি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বক্রণের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐরূপ অসীম সাহসিক প্রতিজ্ঞা করার জন্ত বক্রণকে বিশেষ সাধুবাদ দিয়া গাভীগ্রহণেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সাংঘ্যের দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরি-হরি-১৮৩। (২২) করুণাধিপতি পৌশ্ণিক শ্রীকৃষ্ণের খ্যাতি ও সম্মানের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হন এবং দূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তদনন্তর বাসুদেবের সহিত পৌশ্ণিকের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে পৌশ্ণিক বাসুদেবের হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০ঙ্ক-৬৬। বিষ্ণু-৫ম-৩০। হরি-উদ্বৃত্ত-১৯-২৯। পৌশ্ণিক, সুদক্ষিণ ও সাত্যকি দেখ। (২৩) শাৰদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের হংস ও ডিম্বক নামে দুই পুত্র ছিল। তাহার শঙ্করের বরে বলীয়ান হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে দিকে দিকে অভিযান করিত। একদা যুগ্মা-ব্যাপদেশে তাহার অরণ্যে প্রবেশ করে এবং সেই বনবাসী মুনি-দিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করে। মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রতীকার-প্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বধ করেন।

হংস ও ডিম্বক দেখ। (২৪) কংসকে নিহত করিয়া কেশব উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে তিনি পবন দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করাইয়া ইন্দ্রের স্তম্ভা নামক রাজসভা উগ্রসেনকে প্রদান করাইলেন। বিষ্ণু-৫ম-২১। (২৫) কংস হত হইলে কংসের স্বপুত্র প্রতিশোধ লইবার জন্ত মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যাদবগণের হস্তে পরাজিত হন। তাহাতে ভয়-ভ্রম না হইয়া জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করেন। তিনি সর্বসমেত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া-ছিলেন এবং পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের পূর্বে ভীম ও অর্জুনের সহায়তা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। জরাসন্ধ দেখ। (২৬) একবার এক ব্রাহ্মণের কতিপয় পুত্র একে একে ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রতিবারেই রাজ-দ্বারে আসিয়া পুত্র শোকে ক্রন্দন করিতেন এবং অধর্ষাচারী রাজার দোষেই যে তাঁহাকে বারংবার পুত্রশোক সহ করিতে হই-তেছে তজ্জন্ত বারংবার অনুযোগ করি-তেন। পরিশেষে নবম পুত্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ যখন পূর্বের স্ত্রায় রাজদ্বারে বাইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন অর্জুন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে ব্রাহ্মণের পরবর্তী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি তাহাকে রক্ষা

করিবেন। অর্জুনের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কালাস্তরে তাঁহার আর এক পুত্রের জন্ম-গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে, অর্জুন সশস্ত্র অবস্থায় প্রসব-গৃহ দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিপ্র-পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ঐ নবজাত শিশু প্রসূত হইয়া কতিপয় বার ক্রন্দন করিল এবং তৎপরে সশরীরে আকাশ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। অর্জুন এই অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণও পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া অর্জুনের অক্ষমতার তত্ত্ব তাঁহাকে বিচার দিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-শিশুর সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে যমের সংঘমণী পুরীতে গমন করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণ-শিশুকে প্রাপ্ত না হইয়া তথা হইতে তিনি যথাক্রমে ইন্দ্রালয়, অগ্নির আবাস, নিরুতি, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণের পুরী, রসাতল ও স্বর্গে গমন করিয়া অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও ঐ শিশুকে প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অগ্নি-প্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সাশ্বনা দিয়া ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবদেব পুরুষোত্তমের সন্নিধানে উপ-স্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সমুদয়

ঘটনা নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র-গণকে প্রার্থনা করিলেন। দেবদেব পুরুষোত্তম অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহারাও তথা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার সমুদয় পুত্র প্রদান করিলেন। ভাগ-১০ঙ্ক-৮২।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ।

(২৭) মহাভারতে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যবয়সের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু ও সহায় স্বরূপে তাঁহাদিগকে রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরামর্শাদি দান করিতেন। মহাভারতে বর্ণিত অনেক ঘটনা ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশে পাওয়া যায়। কিন্তু আবার এমন বিষয় আছে যাহা অস্ত্র কোথাও পাওয়া যায় না। (২৮) বাসুদেব-তনয় বাসুদেব ও তাঁহার অগ্রজ বলরাম বথাক্রমে নারায়ণের ও শেষ নাগের অবতার ছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গের অপ্সরাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। বাসুদেবের অন্ততমা মহিষী রুদ্ৰিণী লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৯) পাণ্ডবগণ যখন ছদ্মবেশে দ্রোণদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন, তখন বাসুদেবও তথায়

উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের ছদ্মবেশ থাকা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন এবং ইঙ্গিতে বলরামকে তাহা জানাইলেন। পরে পাণ্ডবগণ দ্রোণদীসহ তাঁহাদের বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলে বাসুদেব বোতুক-স্বরূপে তাঁহাদিগকে বিচিত্র বৈভূর্ত্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহাধ্ব-বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন প্রেরণ করিলেন। মহাভা-আদি-১২২। (৩০) পাণ্ডবগণ যখন পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেছিলেন, তখন বাসুদেব অর্জুনের সখা স্বরূপে সর্বদাই তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেন। এই সময়েই অগ্নির প্রার্থনায় খাণ্ডবদহনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাহায্য করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যখন রাজত্ব বজ্র সম্পাদন করিতে মনস্থ করেন, তখন কেশব সর্বপ্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন এবং পাছে বজ্র সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন এই আশঙ্কায় ভীম ও অর্জুনকে লইয়া মগধে গমনপূর্বক মগধ-রাজ জরাসন্ধকে বধ করেন। (জরাসন্ধ দেখ)। তদ্বিধি তিনি কোশলে জরাসন্ধের পরম মিত্র হংস ও ডিম্বক নামক ভ্রাতৃদ্বয়কেও নিহত করেন (হংস দেখ)। বজ্র সম্পন্ন হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের

আহ্বানে নানাদিগদেশ হইতে বহু রাজভগণ ও ধার উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই যজ্ঞ সভায় কাঁহাকে প্রথমে অর্ঘ প্রদান করা হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভীষ্মের আদেশে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান করেন। ইহাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহাদের মধ্যে চৌদ্রিয়ার শিশুপাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে বহু কটুক্তি করেন। শিশুপাল ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। বাসুদেব নিজের রাজ্য নহেন সুতরাং সন্নাগত মহাপালদিগের মধ্যে তিনি কি বলিয়া যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ করিলেন? কৃষ্ণ স্ববিরত্ব হেতু অর্ঘ দাবী করিতে পারেন না, কারণ, তাঁহার পিতা তখনও বর্তমান রহিয়াছেন। বাসুদেব পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অমুঘবৃত্তিকারী বলিয়া যদি অর্ঘ প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাঞ্চালরাজ ক্রপদেব তদপেক্ষা অধিক দাবী রহিয়াছে। আচার্য্য হিসাবে তিনি অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত নহেন কারণ যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রগুরু দ্রোণ তাঁহা অপেক্ষা অধিক মাননীয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে ঋত্বিক হিসাবেও কৃষ্ণ অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত হইতে পারেন না। এইরূপে আরও অনেকানেক রাজগণের

নামোল্লেখ করিয়া শিশুপাল বলিতে লাগিলেন যে কোনও কারণেই বাসুদেব অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। তত্ক্ষিণ তিনি বাসুদেবকেও অতি নীচ ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ভীষ্ম, শিশুপালের মন্তব্য যে অযুক্ত এবং অসঙ্গত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানা ভাবে কেশবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন “যে ব্যক্তি মধুসূদনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরক্ত হয়, আমি তাহার মস্তকে পদাঘাত করি।” এই কথা বলিয়া সহদেব ক্রোধের যথোচিত পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া সুনীথ নামক অপর এক ভূপতিও ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য শিশুপাল ও অস্ত্রান্ত কতিপয় নৃপতি গণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং ভীষ্মের নিকট ইহার প্রতিকারোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অভয় দিয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিতে তাঁহার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অতঃপর শিশুপাল পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় কার্য্যের অশেষরূপ নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি বাসুদেবকে ক্রী-

হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে ভুলিঙ্গ নামক এক শকুনির সহিত তুলনা করিলেন। এইরূপে বারংবার সভামধ্যে সর্বজন সমক্ষে অপমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধসঞ্চার হইল। তখন তিনি সমাগত জনগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখেই শিশুপালকে বধ করিলেন। মহাভা-
 আদি-২২১-২৩৪ ; সভা-১৬, ২০, ২৩, ৩৫-৪৪। শিশুপাল দেখ।
 (৩০) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপন হইলে জনার্দন পাণ্ডব-
 দিগকে যথাযোগ্য উপদেশাদি প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি যখন যুধিষ্ঠিরের রাজহুয় যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন তখন সৌভপতি শাব শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে তাঁহার পরম মিত্র শিশুপালের নিধন-
 বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। তখন যাদবগণের সহিত তাঁহার অতি
 ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং পরিশেষে শাব প্রহ্মাঙ্গ হস্তে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি শাবকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্ত যুদ্ধাভাষা করিলেন এবং তুমুল যুদ্ধ করিয়া শাবকে বধ করিলেন। তিনি এইরূপে যুদ্ধ

বাপৃত ছিলেন বলিয়াই শকুনি যে কপট দ্যুত ক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণ-পূর্বক তাঁহাদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন তৎসমুদয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরিশেষে সমুদয় সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে অরণ্যে পাণ্ডব-
 দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তখন তিনি পাণ্ডু-তনয়-
 দিগের হৃৎথে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনা প্রদান করিলে, দ্রোপদী তাঁহাকে এই বিপদের সময়ে তিনি পাণ্ডবদিগের কোনও সাহায্য করেন নাই বলিয়া বিশেষ অমুযোগ দিতে লাগিলেন। বাসুদেব তখন, কেন যে তিনি এই সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাক বলিয়া দ্রোপদীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদানপূর্বক বিদায় লইলেন। মহাভা-
 -সভা-৪৪। মহাভা-বন-১২-২২। (৩১) পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন তখন আর এক এক-
 বার শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এই সময়েও তিনি পাণ্ডবদিগকে পূর্বেই ভ্রায় নানারূপে আশ্বাস উৎসাহ প্রদান করেন। এই সময়ে মহর্ষি মার্ক-
 ঙ্গেয়ও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট হইতে জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয় অবগত হইলেন। কিস্তিকাল পাণ্ডবদিগের নিকট বাস

করিয়া বাসুদেব সত্যভামাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে যখন মহর্ষি হুর্বাঙ্গা দশসহস্র শিষ্যগণ সহ পাণ্ডবদিগের সকাশে গমন করেন, তখন দ্রোপদী ঐ স-শিষ্য হুর্বাঙ্গার আহারের কোনও আয়োজন করিতে না পারিয়া, ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রোপদীর বিপদের কথা অবগত হইয়া সত্ত্বর তথায় গমন করিলেন এবং দ্রোপদীর নিকট কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

প্রার্থনার লজ্জিতা হইয়া দ্রোপদী বিশেষ অহুস্কাণ করিয়াও অন্নপাত্রে অতিসামান্ত মাত্র শাকার ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত করিলে বাসুদেব তাহা আহার করিয়া “ইহাতেই বিশ্বাস্য্য পরিভূষ্ট ও স্ত্রী হউন” এই কথা বলিয়া ভীমকে বলিলেন “শিষ্যগণ সহ মহর্ষি হুর্বাঙ্গাকে আহারের জন্ত আহ্বান কর।” এদিকে স-শিষ্য হুর্বাঙ্গা দ্রোপদীকে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিয়া জানানর্থ গমন করেন। তাঁহার জ্ঞান সমাপন করিয়া তীরে উপস্থিত হইয়া আর আহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। তখন তাঁহার্য্য অতিশয় লজ্জিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অঙ্কিলাপ ভয়ে সত্ত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বনবাসান্তে

যখন পাণ্ডবগণ ব্রাহ্ম্য প্রার্থনা করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলেন না এবং তজ্জন্ত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন কোঁরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষ হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য লাভের জন্ত চেষ্টা হয়। এই উপলক্ষে একদিন দুৰ্য্যোধন ও অৰ্জুন বাসুদেবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। প্রথমে দুৰ্য্যোধন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বাসুদেবের শির-সমীপে এক আসনে উপবেশন করিলেন। অৰ্জুন তৎপরে প্রবেশপূর্বক বিনীত ভাবে মাথবের পদতল সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। মধুসূদন জাগরিত হইয়া নেত্রোন্মীলনপূর্বক প্রথমে অৰ্জুনকে তৎপরে দুৰ্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট হইতে আগমনের হেতু জানিতে পারিয়া বলিলেন যে যেহেতু তাঁহার্য্য উভয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি সেই নিমিত্ত উভয়কেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। বাসুদেব বলিলেন যে একপক্ষে নারায়নী নামে খ্যাত এক অৰ্জুন গোপসেনা যুদ্ধ করিবে, অপর পক্ষে তিনি একাকী সমর পরাযুধ হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করিবেন। যেহেতু নেত্র-উন্মীলনপূর্বক তিনি প্রথমেই ধনঞ্জয়কে দৃষ্টিগোচর করেন, তজ্জন্ত মাধব প্রথমে তাঁহারই বাসনা জানিতে চাহিলেন।

অৰ্জুন সমর-পরায়ুধ নিরস্ত্র বাসুদেব-কেই স্বপক্ষে প্রার্থনা করিলেন। বাসুদেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে দুর্যোধন এক অৰ্জুনের নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলেও যুদ্ধিতির মধ্যে মধ্যে ঐরূপ জ্ঞাতি বধের কারণস্বরূপ অস্ত্রায় যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ ও উদাহরণাদি প্রদানপূর্বক যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেন। তন্মিত্ত তিনি যুদ্ধোত্তোগের প্রথমাবধি নানারূপ পরামর্শ, উপদেশ প্রদানপূর্বক পাণ্ডবদিগকে সাহায্য প্রদান ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপলক্ষে নানাস্থানে গমন করিতে করিতে দুর্যোধনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধন তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া ভোজন করিতে অহুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি পাণ্ডবদিগের নানাবিধ প্রশংসা করিয়া দুর্যোধনকে বলিলেন যাহারা পাণ্ডবদিগের দ্বেষী তিনি তাহাদিগকেও শত্রু স্থানীয় বলিয়া মনে করেন। সে জন্ত তিনি তথায় কিছু আহার করিবেন না। অতঃপর মাধব তথা হইতে বিজয়ের গৃহে গমনপূর্বক তথায় বিজয় প্রদত্ত আহাৰ্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন।

মহাভা-বন-১৮২-২৩৪। ২৬১। উত্তরাগ-৬৮-৮২। ২০০-২১। (৩২) দুর্যোধনের নিকট হইতে তিনি অকরাগ্ন যুদ্ধ-রাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া দুর্যোধনের অবিমুখকারিতা ও তৎকালে তাঁহাদের আসন্ন বিপদের কথা কীর্তন করিলেন। অতঃপর তিনি, তাহাতে যুদ্ধরাষ্ট্র দুর্যোধনকে অস্ত্রায় পথ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত স্ত্রায় সন্তত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন, তদ্বিমুখে বারংবার অহুরোধ করিলেন। তৎপরেও তিনি বহুবার দুর্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রতি স্ত্রায়সন্তত ব্যবহার করিবার জন্ত বারংবার অহুরোধ করেন, কিন্তু মদগর্ভিত দুর্যোধন তাঁহার কোনও হিতোপদেশেই কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কর্ণকেও নানাবিধ সহুপদেশ প্রদানপূর্বক পাপাত্মা দুর্যোধনের মতি পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করিতে বলেন। তাহাতেও কোনও ফলোন্ময় হয় নাই। মহাভা-উত্তরাগ-২৩, ২৪ ; ১২২-১৫২। (৩৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে বাসুদেব স্বয়ং যুদ্ধের সারথি হইয়া ছিলেন। তাঁহার উপদেশে অৰ্জুন যুদ্ধের প্রারম্ভেই সর্কসিকিদ্ভাজী দেবী দুর্গার স্তব করেন। তৎপরে যুদ্ধার্থে সমাগত ব্যাঘ্রবদ্ধ আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিয়া অৰ্জুনের যখন নির্বেদ উপস্থিত হইল এবং তৎকালে অৰ্জুন যখন যুদ্ধ

করিতে অসম্মত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণই নানা উপদেশ প্রদান পূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করেন। এই সময়ে তিনি যনজয়কে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইয়াছে। মহাভা-ভীষ্ম-২৩, ২৪-৪২। (৩৪) যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি কুরুক্ষেত্র সময়ে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। অর্জুন তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহাকে নিজ সারথির কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংগ্রামকালে ভীষ্ম এক দিন এইরূপ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং যে তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পাণ্ডবসেনা ও সেনানীগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অর্জুন হতবীৰ্য্য হইয়া ক্লিষ্টকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পাণ্ডু-দিগের সমুহ বিপদ দেখিয়া সাত্যকিকে বলিলেন “সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা আছে তাহারাও পলায়ন করুক, আমি একাকীই ভীষ্ম, দ্রোণ ও তাঁহাদের অস্থগামীদিগকে সংহার করিব।” এই বলিয়া তিনি স্বর্ধ্যসমপ্রভ, সহস্রবজ্রতুলা ক্ষুরধার চক্র আশ্রিত করিতে করিতে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং চক্রহস্তে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ভীষ্ম

বাসুদেবকে এই ভাবে আসিতে দেখিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ভীষ্মকে দুর্ঘোষনের বিনাশের কারণ বলিয়া অশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অর্জুন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মধুসূদন তাঁহাকে লইয়াই ভীষ্মের অভিযুগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পাদধারণপূর্বক ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যাগমন করিতে বলিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ক্রোধ সংবরণ-পূর্বক রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যুদ্ধ চলিবার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে ভীষ্ম নিহত না হইলে পাণ্ডবদিগের আর নিস্তার নাই তখন তিনি অর্জুনকে, শিখণ্ডীকে সমুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে বলেন। অর্জুনও উপায়ন্তর না দেখিয়া সেই মতই কার্য্য করেন। মহাভা-ভীষ্ম-৫২, ৬০, ১০৮, ১০৯। ভীষ্ম দেখ। (৩৫) অর্জুন-তনয় অভিমন্যু সপ্তরথীবেষ্টিত হইয়া অস্ত্রায় ভাবে নিহত হইলে, অর্জুন শোকে মুহমান হইয়া যখন বিলাপ করিতে লাগিলেন,

তখন শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন । অর্জুন যখন অভি-মুখ্য হত হইবার প্রধান কারণ-স্বরূপ জয়দ্রথকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন বাসুদেব, কি উপায়ে তিনি অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার সহায় হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন যে তিনি পরবর্তী দিবস সংগ্রাম সময়ে অসংখ্য নাগ ও অশ্ব সমেত দুর্যোধন ও কর্ণকে বধ করিবেন । তিনি যে অর্জুনের বিরূপ স্তম্ভদ, তাহার সম্যক পরিচয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদান করিবেন । এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দারুককে তাঁহার জন্ত চতুরখযোজিত রথ ও তদানুযায়িক অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিলেন । অপরদিকে ধনঞ্জয়ও কি উপায়ে তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলে বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া পরদিনের যুদ্ধের জন্ত উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তদ্বিষয়ে সম্যক নিশ্চিন্ত হইবার জন্ত মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন । অতঃপর অর্জুন (স্বপ্নেই) দেখিলেন তিনি যেন কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নভঃ পথে গমন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার। যেখানে শূলপাণি শিব তপস্তা করিতে

ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন । অতঃপর বাসুদেব যেন শির অবনত করিয়া সেই দেবদেবকে বাক্য, মনঃ ব্যক্তি ও কর্মদ্বারা বন্দনা করিলেন : মহেশ্বরও তাঁহাদের উত্তরকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুশল প্রমাদি করিয়া তাঁহাদের তথায় উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন অর্জুন (স্বপ্নেই) মহাদেবের যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া জয়দ্রথের বধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা করিলেন । মহাদেব তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে বহুসংখ্যক ভাষণ অস্ত্র প্রদান করিলে অর্জুন ও কেশব তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডপত নানক অস্ত্রাদি লাভ করিতে সাহায্য করেন । মহাভা-দ্রোণ-৭৫-৮৪ । (৩৬) কুরুক্ষেত্র সমরের মধ্য ভাগে একদিন মহাবীর কর্ণ অতুল বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকেন । পাণ্ডব-গণ কিছুতেই তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না । বহুপক্ষীয় দিগের ঐ বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হিড়িম্বা নাম্নী যাক্ষসীর গর্ভজাত ভীম-ভনুর ঘটোৎকচকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন । অতঃপর ঘটোৎকচের সহিত কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কর্ণ সহজে ঘটোৎকচকে বধ করিতে না পারিয়া এবং তাহার দ্বারা কুরুকুলের

অক্ষয় মৈত্র নিহত হইতেছিল দেখিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তি নিক্ষেপপূর্বক ঘটোৎকচকে বধ করিলেন। ঐ শক্তি তিনি ধনঞ্জয়েকে বধ করিবার জন্য সমুদ্রে রক্ষা করিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি কোশলে কর্ণ ঐ শক্তি অপরের নিধনের জন্য ব্যবহার করাতে অর্জুনের বিপদাশঙ্কা হ্রাস পাইল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে কর্ণ ইন্দ্র-দত্ত শক্তি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রাণবধ করিয়াছেন, তখন তিনি আনন্দে অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ফাল্গুনা সখার ঐরূপ আনন্দের আতিশয্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বাসুদেব তখন তাঁহাকে সমুদ্র বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি কি উপায়ে অর্জুন কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন তাহা বিস্তারিত পরামর্শও দিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষে অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে ও নানা কোশলে ঠাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে লাগিলেন। মহাভা-দ্রোণ-১৭৪-১৮২ (৩৭) একবার পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকিলে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণের নিকট রথ লইয়া যাইতে বলেন। কিন্তু চতুর-চূড়াসনি কেশব তাহা না করিয়া ধনঞ্জয়কে বলিলেন “তোমার

অগ্রজ যুধিষ্ঠির কর্ণের আক্রমণে অতিশয় পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অগ্রে তাঁহার সরিষানে গমনপূর্বক তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে আক্রমণ কর।” এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে কর্ণ অস্ত্রাস্ত্র বীরগণের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জুন অনায়াসে তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। মহাভা-কর্ণ-৬৫। (৩৮) কর্ণের আক্রমণে পাণ্ডববাহিনী ক্রমশঃ ইক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং অর্জুন কর্ণকে বধ করিতেছেন না বলিয়া তাঁহাকে প্রভূত ভৎসনা করেন। তাঁহার তিরস্কারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হন। তখন বাসুদেব নানা সূচপদেশ প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়ের ক্রোধ শাস্তি করেন। ঐ সময়ে তিনি অর্জুনকে বলেন “তুমি মোহবশতঃ ধর্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপক্ষে নিমগ্ন হইতে উদ্বৃত্ত হইয়াছ। এতদ্বারা নিশ্চিত বোধ হইতেছে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহি-সাই পরম ধর্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে তথাপি কণনও কখনই প্রাণি হিংসা করা কর্তব্য নহে।” বাসুদেবের উপদেশে অর্জুনের কোপ শাস্তি হয়। অতঃপর বাসুদেব যুধিষ্ঠির-

কেও, অর্জুনকে বিনা কারণে তিরস্কার করার জন্য অমরবোধ দেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত হইয়া অমরতাপ করেন। মহাভা-কর্ণ-৬২-৭১। (৩২) শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবদহন কার্যে অর্জুনের সহায়তা করার অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক চক্র প্রদান করেন। মহাভা-কর্ণ-৮০। (৪০) অর্জুনের সহিত ঘৈরথ-সমরে কর্ণের রথচক্র যখন ভূতলে প্রধিত হইয়া যায় তখন কর্ণ কিয়ৎকালের জন্য আক্রমণে বিরত হইবার জন্য অর্জুনকে অমরোধ করেন। তাহাতে বাসুদেব কর্ণকে অশেষ তিরস্কার করিয়া বলেন যে কর্ণ যখন পূর্বে দুর্ধ্যোধনাদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অধর্ম কার্য্য করিয়া-ছিলেন তখন এই অবস্থায় অর্জুনকে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিতে বলা (অর্থাৎ শরণাগত শত্রুকে আক্রমণ না করা) কর্ণের পক্ষে অতিশয় লজ্জা-হীনতার পরিচায়ক। মহাভা-কর্ণ-৯২। (৪১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপন হইলে হতাবশিষ্ট কুরুপাণ্ডবগণ মিলিত হন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি অমরভব করিয়া গান্ধারী তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নানাক্রমে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন “আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর

নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধন অতি দুঃস্বাদী, পরশ্রীকাতক আত্মাভিমানী নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দ্রুতি কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন। এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ স্বলনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রত্যেক ক্ষত্রিয়াজননী এই আশা করিয়া থাকেন যে তাঁহার পুত্র সমর যত্ন লাভ করিবে। অতএব আপনার শোক পরিত্যাগ করাই উচিত।” গান্ধারী বাসুদেবের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তুক্ষী-ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাভা-দ্রী-১৭-২৬। (৪২) যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বধ জনিত শোক ও অমরতাপে লিপ্ত হইয়া যখন কর্তব্য নির্ণয় করিতে অপারগ হইয়াছিলেন, তখন অর্জুনের অমরোধে বাসুদেব অনেক প্রাচীন রাজগণের কাহিনী কীর্তন করিয়া তাঁহার শোকাপনদন করিবার প্রয়াস পান। তৎপরে যুধিষ্ঠির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি পাঞ্চজন্ত গ্রহণ-পূর্বক তাঁহার অভিষেক করেন। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠিরাদির সহিত একত্রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। যাইবার সময়ে পণ্ডিতিনি পাণ্ডবদিগের নিকট পরশ্রীকাতক কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে তাহা

আবার যে একারে ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল তদ্বিবরণ করেন। তথায় তিনি ভীষ্মকে, জ্ঞান-শোকে হতজ্ঞান স্থিতিরের শোক নিবারণের জন্য তাঁহাকে সত্বপদেশ প্রদান করিতে বলিলেন এবং যাহাতে তিনি তাহা সম্যক্রূপে করিতে সমর্থ হন তজ্জন্য ভীষ্মের শরাসাতজনিত গানি, মুচ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২২, ৩০, ৪০-৫৬। (৪৩) পাণ্ডবদিগের জয় লাভের পর রাজ্য নিক্রপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পরম আনন্দে নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক নানা রমণীয় দৃশ্যাদি অবলোকন করিয়া পরমানন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা সন্ধিবয়ে আলাপ হইত। ঐ সময়েই ধনঞ্জয় বাসুদেবকে বলেন, আপনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে আমাকে যে বিশ্বমুক্তি প্রদর্শন এবং যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমার স্মৃতিপট হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় আমার পুনরায় আনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অল্পগ্রহপূর্বক তৎসমুদয় পুনরায় কীর্তন করুন।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে প্রহাসিত ও নিকোঁধ বলিয়া তিরস্কার করেন। বাসুদেব বলেন যে তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া

তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় আর কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই। তজ্জন্য সেই সকল বিষয় পুনরায় কীর্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তৎপরিবর্তে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদক অপর এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করেন। তদ্বিত্ত কেশব নিজ বন্ধুর প্রার্থনার আরও নানা বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি নানা শুভ লক্ষণ আবিভূত হইতে দেখিলেন। পবন প্রবলবেগে তাঁহার রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর ও কণ্টক সমুদয় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্য কুসুম সমুদয় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে গমন করিতে করিতে তিনি মরুত্ব প্রদেশে উপস্থিত হইলে মহাবি উত্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কেশব তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলে উত্ক তাঁহাকে কুরুপাণ্ডবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদন্তরে বাসুদেব বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। বরঞ্চ তাঁহার পক্ষ-স্বরকে হিংসা করিয়া সময়ে প্রবৃত্ত

হন এবং সেই যুদ্ধে সমুদ্র কৌরবগণ এবং পাণ্ডবগণের পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন। কেবল পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছেন।” কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি বলপূর্ব্বক কৌরবদিগকে নিবারণ ও তাঁহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং তাঁহারা বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে, তুমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলতঃ তোমার কপটতা প্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিব।” মহর্ষি উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধব বলিলেন, “আপনি যদি আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাহইলে আপনার বহুদিনের অজিহত তপস্যার ক্ষয় হইবে। আমি বরঞ্চ আপনাকে বিস্তারিত ভাবে অধ্যাত্ম বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে, আপনার ক্রোধশাস্তি হইবে।” এই কথা বলিয়া কেশব মহর্ষি উত্তরকে নিজ স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া মহর্ষি উত্তরের ক্রোধের শাস্তি হইল। তখন তাঁহার অনুরোধে বাসুদেব তাঁহাকে সহস্র সূর্য্যের ত্রায়, প্রজ্জ্বলিত পাবকের ত্রায়, তেজঃসম্পন্ন সৰ্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। ততঃপর বাসুদেব প্রীত হইয়া উত্তরকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি

বলিলেন, “আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন ইচ্ছা করিলেই, এই মরুভূমিতে অনারাসে জল লাভ করিতে পারি। কেশব, “তাহাই হইবে”, বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানকরিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় নিজ পিতা বসুদেবকর্তৃক পুষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। মহাভা-আশ্ব-১৫-৬১। (৪৪) কুরুক্ষেত্র সময়ে দ্রোণপুত্র অশ্বখামা ইষিকান্নদ্বারা পাণ্ডব-কুল-কামিনীদের সন্তানদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বাসুদেব তাঁহাকে বলেন যে, তিনি উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে সঞ্জীবিত করিয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিবার কিয়ৎকাল পরে, অভিমন্যুর বিধবা-পত্নী উত্তরা এক মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। তখন স্তম্ভদ্বার অমু-বোধে শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃতসন্তানকে জীবিত করিয়া দিলেন। মহাভা-আশ্ব-৬৭, ৬৯। পরাঙ্ক্ষিৎ দেখ। (৪৫) রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ছয়ত্রিশ বৎসর পরে, বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দুর্নীতি-নিবন্ধন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধন করেন। ঐ সময়ে দ্বারকায় নানা দুর্গক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে অশ্বত্থ চিহ্ন অবলোকন করিয়া বাসুদেব অভিযত

চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং যত্নকুল ধ্বংস করিবার বাসনায়, তিনি সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । তথায় অবস্থানকালে একদিন যাদবগণ, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন । বাসুদেবের সম্মুখেই তাঁহারা পরস্পরের প্রাণবধ করিতে লাগিলেন । স্বীয়পুত্র প্রহ্লাদ ও সাত্যকিকে তাঁহার সম্মুখেই নিহত হইতে দেখিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন এবং সেই এরকা-মুষ্টি তৎক্ষণাৎ এক মুষলে পরিণত হইল (সাম্ব দেখ) । তখন তিনি তদ্বারা সম্মুখবর্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন । বসন্তঃ চূর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে তৎকালে কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, একটা মাত্র এরকাগ্রহণ করিলেও তাহা বজ্রের স্তায় লক্ষিত হইতে লাগিল, এই সময় যদু-বীরগণ ঐ এরকা নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন । মধুসূদন তথায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া, সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাখ, চারুদেব, অনিরুদ্ধ, গদ প্রভৃতির প্রাণ-বিরোগ হইল । তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া কোপাবিষ্ট চিন্তে, তৎক্ষণাৎ সমুদয় বীরের প্রাণ

সংহার করিলেন । ঐ সময়ে মহাত্মা বক্র ও দাম্বক তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন । তাঁহারা ঐ বীর সকলকে নিহত হইতে দেখিয়া, হুঃখিত চিন্তে বাসুদেবকে বলিলেন, “হে জনার্দন ! এক্ষণে ত আপনি বহুলোকের প্রাণ-সংহার করিলেন । অতঃপর আমুন আমরা তিনজনে বলভদ্রের নিকট গমন করি । মধুসূদন তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা বলদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে এক বৃক্ষমূলে চিন্তিত অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিলেন । অতঃপর কেশব দাম্বককে হস্তিনাপুরে অর্জুনকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন, এবং বক্রকে অন্তঃপুরে কামিনীদিগের রক্ষার্থ গমন করিতে আদেশ দিলেন । কিন্তু বক্র পশ্চিমধ্যে মুষলাঘাতে নিহত হইলে, তিনি স্বীয় পিতা বাসুদেবকে পুনরারীগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে বলিয়া, বলরামের নিকট গমন করিলেন । তদনন্তর তাঁহার সম্মুখেই বলরাম দেহত্যাগ করিলে, (বলদেব দেখ) তিনি চিন্তাকুলিত-চিন্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তখন অনেক পুরাতন কাহিনী একে একে তাঁহার স্মৃতি-পটে উদ্ভিত হইল । তখন তিনি নারদ, চূর্ব্বাসা ও কণ্ণের বাক্য প্রতীপালন, তাঁহার স্বর্গ গমন-বিষয়ে দেবতাদিগের সম্বন্ধে ভ্রম ও ত্রিলোক পালন করিবার নিমিত্ত

তঁাহাকে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দির-সংঘম ও মহাযোগ অবলম্বনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন । ঐ সময়ে অরা নামক ব্যাধ যুগবধ করিবার জন্ত সেই স্থানে পর্যটন করিতেছিলেন । সেই ব্যাধ দূর হইতে, যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন করিয়া, যুগজ্ঞানপূর্বক, তঁাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল । ঐ শর তঁাহার পদতল বিদ্ধ করিলে, ব্যাধ যুগ গ্রহণ বাসনায় সত্তর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, অনেকবাহুসম্পন্ন, পীতাম্বর-ধারী, যোগাসনে শয়ান, এক পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন । লুক্ক তঁাহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তঁাহার চরণে নিপতিত হইল । তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক অচিরে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন । ঐ সময়ে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অমররাগণ তঁাহার প্রত্যুদগমনার্থ' নির্গত হইলেন । মহাভা-মৌষল-১-৪ । (৪৬) মহর্ষি উত্কের ক্রোধ শাস্তির জন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলেন "আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র-রূপ এবং আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টি-কর্তা ও সংহর্তা । আমি যুগে যুগে আরাধনা প্রকারেই পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম

সংস্থাপন ও অধাঙ্গিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি । আমি যখন দেব-বোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার জ্ঞান, যখন গন্ধর্ব্ব-বোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের জ্ঞান, যখন নাগ, বক্ষ অথবা রাক্ষস-বোনিতে অবস্থান করি, তখন যথাক্রমে নাগ, বক্ষ ও রাক্ষসের জ্ঞান, ব্যবহার করি । এক্ষণে আমি মনুষ্য-বোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান ব্যবহার করিতেছি । মহাভা-আশ্ব-৫৪ । (৪৭) ভগবান্ নারায়ণেরই আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সর্গধণ, তঁাহা হইতে প্রহ্মা, প্রহ্মা হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয় । পৃথিবীর কার্য সাধনের জন্তই ভগবান্ নর ও নারায়ণ কৃষ্ণার্জুন-রূপে (কুরুক্ষেত্র সময়ে) ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করেন । মহাভা-শান্তি-৩৪০ । (৪৮) মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসরধরিয়া কেবল এক সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তঁাহার প্রসাদে জগদ্বিখ্যাত ও সর্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছিলেন । তিনি প্রতি-যুগেই অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই চরাচরের গুরুস্বরূপ মহাদেবেরই আরাধনা করিয়া থাকেন । তিনি ষাটশবর্ষ কঠোর ব্রত অমুষ্ঠান-পূর্বক দেব পণ্ডপতির আরাধনা করিয়া, তঁাহার প্রসাদে ব্রহ্মীকর্মে গর্ভে কতিপয় মহাবল পুত্র লাভ

করেন। মহাবীর প্রহ্মার নিহত হইবার পর, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা মহিষী জাহবতী তাঁহার নিকটে একটি মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তিনি মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করিবার মানসে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া যান। তিনি গরুড়ে আরোহণ-পূর্বক প্রথমে মহাত্মা উপমহ্ম্যর আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার নিকটে মহাদেবের অপার মহিমার কথা অবগত হইয়া, তাঁহারই উপদেশে তথায় মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহামতি উপমহ্ম্য বাসুদেবের মস্তক-মুণ্ডন এবং তাঁহাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেথলা গ্রহণ করাইয়া, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। তৎপরে কেশব একমাস কলাহার ও চারিমাস জলপান-পূর্বক উর্দ্ধবাহ হইয়া একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর বর্ষমাস উপস্থিত হইলে, দেবদেব মহেশ্বর পার্কীতীসহ এক মেঘমধ্যে অবস্থানপূর্বক আকাশ-মার্গে তাঁহার সম্মুখে প্রাহুভূত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ ভক্তিব্যঞ্জক বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে পরম পরিভুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে আটটা বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বাসুদেব কৃতাজলি পুটে, তাঁহার নিকট, ধর্ম্মে, দৃঢ়তা, রপস্বলে, শক্রনাশের

ক্ষমতা, পরম বশঃ, বল, যোগ্য, লোক-প্রিয়তা, পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া কেশবের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। অতঃপর দেবী পার্কীতীও প্রসন্না হইয়া মধুসূদনকে, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অমু-গ্রহ, শতপুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শাস্ত্র ও কার্য্য-নৈপুণ্য এই আট বিষয়ে বর প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন পার্কীতী ইহাও বলিলেন যে, বাসুদেব অমরগণ-ভুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভাৰ্য্যা, তাঁহাদিগের অমুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বহুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবেন। মহাভা-অনুশা-১৪, ১৫। লি-পু-৬৯, ১০৭। শিব-বায়-পু-১। শিব-ধর্ম্ম-২। দেবীভা-৩২-২৫। কৃষ্ণ-পু-২৫। (৪৯) রাধা বা রাধিকা নামে শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রণয়িনীর উল্লেখ কোনও কোনও পুরাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গর্গ-সংহিতা, পদ্ম-পুরাণ (পাতাল খণ্ড), এবং দেবী-ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার প্রণয় ঘটিত বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে রাধিকার কোনই উল্লেখ নাই। অস্তান্ত ও পুরাণগুলিতে কখনও কখনও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকিলেও রাধিকার

সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মোটেই
প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। প্রথমে
উল্লিখিত চারিটি পুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম-
বৈবর্তপুরাণেই সর্বাপেক্ষা অধিক
বিবরণ পাওয়া যায়। (৫০) সর্বপ্রথমে
প্রলয়-কালে কোটি সূর্যের দ্বারা দীপ্তি-
শালী, অসংখ্য বিশ্বের কারণ স্বরূপ
অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুঞ্জই কেবল বর্ত-
মান ছিল এবং সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে
লোকত্রয় অবস্থিত ছিল। সেই
লোকত্রয়ের উপরিভাগে ত্রিকোটি
মোক্ষন বিস্তৃত, মণ্ডলাকৃতি গোলক-
খাম ও তন্মধ্যে অসংখ্য উৎকৃষ্ট রত্ন
নির্মিত মন্দির সকল অবস্থিত। প্রলয়
কালে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং সৃষ্টি-
কালে গোপ গোপিকাগণ তথায়
অবস্থান করেন। ঐ গোলকের অধো-
দেশে বৈকুণ্ঠ এবং বামভাগে শিবলোক
বিরাজমান। প্রলয় কালে বৈকুণ্ঠ
ও শিবলোক উভয়ই শূন্য থাকে এবং
সৃষ্টিকালে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও স-পার্বত
শিব যথাক্রমে ঐ স্থানে বাস করেন।
গোলকের অভ্যন্তরে পরম-আনন্দ-
জনক, দ্বিভূজ, মুরলীধারী, পীত-বসন-
ধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণ
বিরাজ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২।
(৫১) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব
হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের দ্বারা গুরুবর্ণ পঙ্ক-
বদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হন।
তাঁহার নার্তিকমল হইতে কমণ্ডলু-হস্ত,

গুরুবসনধারী চতুর্ভূজ ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থল
হইতে গুরুবর্ণ, জটাধারী, হিংসা কোপ-
শূন্য স্বয়ং ধর্ম উৎপন্ন হন। তাঁহার বদন
হইতে বাণা-পুস্তক-হস্তা গুরুবর্ণা দেবী
সরস্বতী আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের
মানস হইতে রত্নালঙ্কার ভূষিতা গৌর-
বর্ণা লক্ষ্মীদেবী প্রাদুর্ভূত হন। পরে
তাঁহার বুদ্ধি হইতে পরমেশ্বরী মূল
প্রকৃতি দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন।
তাঁহারা সকলেই উৎপন্ন হইয়া পরম
ভক্তি ভরে সুমধুর স্তোত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের
স্তব করিতে থাকেন। অতঃপর আরও
অনেক দেবদেবী তাঁহার অঙ্গাদি হইতে
উৎপন্ন হন। যথা—রসনা হইতে দেবী
সাবিত্রী, নানস হইতে মন্থত্র (কাম),
উদগার নির্গত নিম্বাস বায়ু হইতে
প্রথমে জল এবং সেই জল হইতে
বরুণদেব ও নিম্বাস বায়ু হইতে পবন-
দেব। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৩, ৪। (৫২)
প্রলয়ের অবসানে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে
ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্যে নিযুক্ত হন। সমুদ্র
জগৎ সৃষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবগণের
সহিত গোলকে রাসমণ্ডলে অবস্থান
করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাম পার্শ্ব
হইতে এক কস্তা আবির্ভূত হন।
সেই কস্তা উৎপাদ্য হইয়াই, ঋত গমন
করিয়া বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প আনয়নপূর্বক
ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। ৬-
হেতু সেই কস্তা রাসমণ্ডলে আবির্ভূত
হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাখিত হইয়া-

ছিলেন, তজ্জন্ত তিনি রাধা নামে কথিত হন। সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁহার প্রাণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ছিলেন বলিয়া, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে তাঁহারই সদৃশ রূপ ও বেশভূষাবিশিষ্ট গোপগণ আবির্ভূত হন। তৎপরে পুনরায় তাঁহার লোমকূপ হইতে নানা বর্ণ, অসংখ্য বৃষ ও গুভলক্ষণা সুরভীসদৃশা স-বৎসা গাভী সকল নির্গত হয়। ঐ সকল মহাকায় বৃষসমূহ হইতে একটিকে তিনি বাহন করিবার জন্ত শিবকে প্রদান করেন। তাঁহার নখরঙ্গু হইতে সহস্রা হংসীগণের সহিত সুন্দরকায় হংস-গণ উৎপন্ন হয়। ঐ হংস সমুদয়ের মধ্য হইতে একটিকে তিনি বাহনস্বরূপ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। তাঁহার বাণ কর্ণের ছিদ্র হইতে মনোহর তুরগ-গণ উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্য হইতে একটিকে তিনি বাহনের নিমিত্ত ধর্মকে প্রদান করেন। তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ হইতে যে সকল মহাবল সিংহ প্রাচুর্ভূত হয়, তাহাদিগের মধ্যে একটিকে তিনি ভগবতী দুর্গার বাহন স্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ধোণুবলে বেগগামী মনোহর পাঁচটি রথ সৃষ্টি করিয়া, একটি নারায়ণকে ও একটি রাধিকাকে প্রদান করিলেন। অপর তিনটি তিনি নিজ ব্যবহারের

জন্ত রাখিলেন। অতঃপর তাঁহার গুহদেশ হইতে প্রথমে পিঙ্গলবর্ণ এক মহাপুরুষ, বহু পিঙ্গলবর্ণ সহস্র সহ উৎপন্ন হইলেন এবং তৎপরে ভয়ঙ্কর ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুম্ভাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল প্রভৃতির উদ্ভব হইল। তদনন্তর তাঁহার মুখ হইতে শঙ্খচক্রগদাপাদ্মধারী, বনমালাবিভূষিত, পীতবস্ত্র পরিধান, শ্যামবর্ণ, চতুর্ভূজ, কিরীটি-কুণ্ডলাদি রত্নভূষিত পার্শ্বদগণ উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাঁহার পাদ-দেশ হইতে দ্বিভূজ, শ্যামবর্ণ, করে জপমালাধারী বৈষ্ণবগণ, দক্ষিণেন্দ্র হইতে ভয়ঙ্কর ভৈরব সকল, বাম নয়ন হইতে মহাকাল ঈশান, নাসিকা ও উদর হইতে ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্র-পাল আদি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে সর্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ দিব্য মূর্তিধারী ত্রিকোটি সংখ্যক দেবগণ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫। (৫৩) সিস্যক্ষু কৃষ্ণ আদিত্তে স্বেচ্ছায় দ্বিধা বিভক্ত হন। তাঁহার বামভাগ জ্বরীকূপ ধারণ করিল এবং দক্ষিণ ভাগ পুরুষ হইল। এই উভয়ের মিলন হইতে সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার শরীরজ স্বেদহইতে গোলাকার বিশ্ব সকল সৃষ্ট হয়। তাহাদের নিঃশ্বাস বায়ুই আধার স্বরূপ হইয়া জগতে সমুদয় প্রাণিগণের নিঃশ্বাস বায়ু স্বরূপ হইল। শ্রীকৃষ্ণের শরীরাক্ষজাতা শক্তি শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাধ্ব হইতে গর্ভধারণ করিয়া এক—

শত মনস্তর কাল পর্যন্ত গর্ভ রক্ষা করেন। তৎপরে তিনি স্বর্ণদশ উজ্জল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ-শক্তি সেই ডিম্ব দর্শনে স্তম্ভা হইয়া তাহা জলরাশী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে হুঃখিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে শাপ দিলেন, “যেহেতু তুমি অপত্য-ত্যাগ করিলে, তজ্জন্ত অত্যাধি তুমি অপত্য সুখে বঞ্চিত থাকিবে এবং তোমার অংশ স্বরূপা স্ত্রীগণও অপত্য সুখে বঞ্চিত থাকিবেন।” এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী পীত-বস্ত্রা, বাণা-পুস্তক-হস্তা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ শক্তি পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার বাম অর্দ্ধাঙ্গ কমলা এবং দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ রাধিকা স্বরূপ হইল। অতঃপর কৃষ্ণও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ ভাগ দ্বিভূজ এবং বামার্দ্ধ ভাগ চতুর্ভূজ হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কমলা ও সরস্বতীকে নারায়ণের পত্নীরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তদনন্তর গোলক-নাথের রোমকূপ হইতে সমান-রূপ-বেশ-গুণ-বিক্রম অসংখ্য গোপগণ উদ্ভূত হইল এবং রাধিকার রোমকূপ হইতে রাধাতুল্য রূপ ও গুণ সম্পন্না অসংখ্য গোপ-কন্যা সঙ্ঘুতা হইল। তৎপরে কৃষ্ণ-দেহ হইতে প্রথমে দুর্গা

ও তৎপরে তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণ পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি রূপ ধারণ করিলেন। বামার্দ্ধ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ গোপিকাপতি-রূপ ধারণ করিল। ব্রহ্মবৈ-প্রক-২। (৫৪) ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে আগমনপূর্বক ভূতার অপহরণ করেন ও তৎপরে পুনরায় নিজস্থানে প্রস্থান করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২। (৫৫) মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা যখন গোলকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি একবার রাধিকাকে বঞ্চনা করিয়া বিরজা নাম্নী তাঁহার অপর এক প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হন। সখীগণ মুখে সেই সংবাদ পাইয়া ঈর্ষা-পীড়িতা, কুপিতা রাধিকা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার আগমন সংবাদ পাইয়াই তথা হইতে অন্তর্ধান করেন এবং বিরজাও রাধিকার ভয়ে নদীরূপ ধারণ করিলেন। রাধিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে নদীরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া বিরজাতীরে উপবেশনপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন বিরজা পুনরায় মায়াবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত

মিলিত হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি বহুবার গোপনে বিরজার সহিত মিলিত হইতেন। সখীমুখে এই সংবাদ পাইয়া রাধিকা অতিশয় কুপিতা হইলেন। পরে একবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে সঙ্গে লইয়া রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন করিলেন। রাধিকা তখন তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট প্রত্যাহৃত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। শ্রীদাম প্রভুর হৃৎথে হৃৎখিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করার জন্ত, রাধিকাকে তিরস্কার করিলেন। রাধিকা তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীদামকে “অশ্রু যোনিতে জন্মগ্রহণ কর” বলিয়া শাপ দিলেন। শ্রীদামও তৎপরে “যেহেতু তুমি সামান্য মানবীর জ্ঞান কুপিতা হইয়া, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলে, সে জন্ত তুমিও মর্ত্যে মানবী হইবে। বৃন্দাবনে তুমি শ্রীহরির অংশভূতা রায়গণ নামক বৈষ্ণব ভাৰ্য্যা হইবে। তৎসঙ্গেও তুমি গোকূলে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিবে।” ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২, ৩। (৫৬) বসুন্ধরা দৈত্যগণের উৎপীড়নে ব্যথিতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাকে লইয়া শিব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে

গোলকে শ্রীহরির সমাপে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি দেবগণের নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দয়াপরবশ চিন্তে ভূতাত্ত্ব হরণ করিবার জন্ত পৃথিবীতে অবতী হইতে সন্মত হইলেন। এবং তৎসঙ্গে রাধিকাকেও ব্রজে বৃষভাসুর নামক গোপের গৃহে তৎপত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি অস্ফাট দেবদেবীগণকেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি পার্বতীকে নন্দ-গৃহে যশোদার গর্ভে (যোগমায়া-রূপে), যড়াননকে জাম্ববতীর গর্ভে, কামদেবকে রোহিণীর তনয় রূপে, রতিকে মায়াবতী নামে শবর-গৃহে ছায়া-মায়াবতী রূপে, ভারতীকে শোণিতপুরে বাণ-হুহিতা উষা রূপে, গন্ধাকে সূর্য্যতনয়া কালিন্দী রূপে, তুলনাকে অর্দ্ধাংশে লক্ষ্মণা নামী রাজকন্তা রূপে, সাবিত্রীকে নাগজিতী সত্যা রূপে, বসুন্ধরাকে সত্যভামা রূপে, সরস্বতীকে শৈব্যা রূপে, রোহিণীকে রাজকন্তা মিজবিন্দা রূপে, সূর্য্যপত্নীকে অংশে রত্নমালা রূপে, ও স্বাহাকে অংশে সূশীলা রূপে, জন্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৬। গর্গ-গোল-৩। (৫৭) ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, ধর্ম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, নর ও কার্তিকের এই নয়জন

দেবতা শ্রীকৃষ্ণই অংশজাত। বরাহ
বামন, ককী, বৃক্ষ, কপিল ও মীন এই
ছয় অবতারও শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত।
এতদ্ভিন্ন তাঁহার কলাসম্বৃত আরও
অনেক অবতার আছেন। রাম ও
নৃসিংহ ইহারা পূর্ণ অবতার। খেত-
দীপে বিরাজ করেন। বৈকুণ্ঠে ও
গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম অবতার।
ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১। (৫৮) শ্রীকৃষ্ণের
শৈশবকালে একদিন যশোদা পুত্রকে
ক্ৰোড়ে লইয়া যখন স্তন্য পান করাইতে-
ছিলেন, তখন কতকগুলি বৃদ্ধা ও
বালিকা গোপিকা নন্দগৃহে আগমন
করিলেন। যশোদা তাঁহাদিগকে দেখি-
য়াই পুত্রকে শয্যায় শয়ন করাইয়া
গোপিকাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।
শিশু শ্রীকৃষ্ণের তখনও স্তন্যপানে
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি ক্ষুধায়
পীড়িত হইয়া, পাদ তাড়ন করাতে
নিকটস্থ একটা শকট ভূপতিত হইয়া
ভগ্ন হইয়া গেল এবং শকটোপরিস্থিত
দধি, নবনীতাদির ভাঙসমূহও ভূপতিত
হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তদর্শনে
সমাগত গোপিকাগণ ভীত ও
আশ্চর্য্যাক্ষিত হইয়া যশোদাকে শকট
ভগ্ন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।
যশোদা যখন বলিলেন, তাঁহার পুত্রের
পদাঘাতে শকট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে,
তখন তাঁহার সম্যক বিশ্বাস না করিয়া
হাস্ত করিতে লাগিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণগণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া শিশুর হস্তে
এক সর্বমঙ্গলপ্রদ কবচ বন্ধন করিয়া
দিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২। (৫৯)
একদিন মাতা যশোদা বালক শ্রীকৃষ্ণকে
গৃহে রাখিয়া যমুনায় স্নান করিতে
গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সুযোগে
গৃহস্থিত সমুদয় দধি দুগ্ধাদি ভোজন
করিয়া ফেলিলেন। যশোদা গৃহে
প্রত্যাগত হইয়া যখন সকল বিষয়
জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার
অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি
বেত্রহস্তে পুত্রকে শাসন করিবার জন্ত
ধাবিত হইলেন এবং বহু কষ্টে তাঁহাকে
ধারণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা এক বৃক্ষে বন্ধন
করিয়া রাখিলেন। মাতা স্থানান্তরে
গমন করিলে বালক শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেই
বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন, অমনই
তাঁহার শরীর-স্পৃষ্ট হইয়া সেই বৃক্ষ
সশব্দে ভূপতিত হইল এবং সেই বৃক্ষ
হইতে দিব্যরূপধারা, বহুমূল্য পরিচ্ছদ
ও অলঙ্কারাদি ভূষিত গৌরবায়
কিশোর বয়স্ক এক পুরুষমূর্ত্তি আবি-
ভূত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
দিব্যবিমান আরোহণপূর্ব্বক, স্বর্গপুরে
গমন করিলেন। এদিকে বৃক্ষের পতন
শব্দে ভীত হইয়া যশোদা সমস্ত কৃষ্ণের
সমোপে আগমন করিলেন এবং যৌনন
পরায়ণ পুত্রকে ক্ৰোড়ে লইয়া সাহসনা
দিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৪।
(৬০) এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা

নির্দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরে রাধিকার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের স্তব করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের উত্তরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং অগ্নি সমীপে গমনপূর্বক তথায় উপবেশন করিয়া, হোম করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজাপতি হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া সপ্তবার তাঁহাদিগকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। তৎপরে পুনরায় রাধিকাকে বহিঃ প্রদক্ষিণ করাইয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার হস্ত ধারণ করিতে বলিলেন। মাধব তাহাই করিলে পিতামহ তাঁহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তদনন্তর প্রজাপতি রাধিকার হস্ত মাধবের বক্ষঃস্থলে এবং হরির এক হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া, রাধিকাকে মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তৎপর পিতামহের নির্দেশে রাধিকা আজ্ঞামূলবিত্ত পারিজাত কুম্ভের এক মালা শ্রীকৃষ্ণের গলে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর মাধবও

এক মালা রাধা-কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। অনন্তর রাধিকা মাধবের বামপার্শ্বে উপবেশন করিলে, পিতামহের নির্দেশে তাঁহারা বন্ধাজলি হইয়া বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিলেন। এই ভাবে পিতা যেরূপে কন্যাকে সম্ভ্রাদান করেন, পিতামহ ব্রহ্মাও তদ্রূপ রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৫। (৬১) একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকগণ সহ মধুবনে গোচারণ করিতেছিলেন। বালকগণ ক্ষুধার্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আহাৰ্য্য প্রার্থনা করিলে, তিনি সহচরদিগকে নিকটবর্তী শ্রীবনে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগের সমীপে গমন করিতে বলিলেন। বালকদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের স-বাদ পাইয়া ব্রাহ্মণ পত্নীগণ প্রচুর আহাৰ্য্য সহ তথায় আগমন করিয়া, সকলকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং সেই পুণ্যফলে তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। এই ব্রাহ্মণপত্নীগণ পূর্বে সপ্তবিগণের ভার্য্যা ছিলেন। এক সময়ে দেবহত্যাশন ইন্দ্ৰিয় পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করার অঙ্গিরার শাপে তাঁহারা মনুষ্য বোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া পুনরায় শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৮। (৬২)

বৃন্দাবনস্থিত ভাণ্ডীর বনে বট বৃক্ষমূলে উপবেশ করিয়া দেহভ্যাগ করেন । ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২২ ।

শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ও পুত্রগণ

(৬৩) পত্নীগণের নাম—(ক) সত্য। (নাগজিভা), সত্যভামা, জাম্ববতী, রোহিণী, শৈব্যা, সুদেবী, মাদ্রী, সুশীলা, কালিন্দী মিত্রবিন্দা ও লক্ষণা । বায়ু-২৬ । (খ) রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগজিভী, স্তভামা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কোশল্যা ও বিজয়া । মৎ-৪৭ । (গ) রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আটজনই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন । তাঁহাদের গর্ভে বাসুদেবের আট অযুত, আট লক্ষ পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ । (ঘ) রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগজিভী, সুমিত্রা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষণা, সুভীমা, মাদ্রী, কোশল্যা ও বিজয়া । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । (ঙ) কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগজিভী, জাম্ববতী, রোহিণী, সুশীলা, সত্যভামা, শীলমণ্ডলা ও লক্ষণা । ব্রহ্মপু-২০১ । (চ) শ্রীকৃষ্ণের বোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন । তন্মধ্যে সত্যভামা, লক্ষণা, জাম্ববতী প্রভৃতি আটজন প্রধানা ছিলেন । গরু-পু-১৪৩ । (ছ) কালিন্দী, রুক্মিণী, নাগজিভী, সত্যা, চাক্ৰহাসিনী, সুশীলা, লক্ষণা

ও জাম্ববতী । কালিকা-৪০ । (৬৪) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম—(ক) রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের নামের জন্ত রুক্মিণী দেখ । (খ) সত্যভামার গর্ভজাত সন্তানগণের তালিকার জন্ত সত্যভামা দেখ । (গ) জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র কন্যাদের নামের জন্ত জাম্ববতী ও ভদ্র (৪) দেখ । (ঘ) সুদেবীর গর্ভজাত সন্তানদের নামের জন্ত, সুদেবী দেখ । (ঙ) নাগজিভীর গর্ভজাত সন্তানদের নামের জন্ত, নাগজিভী, ভদ্রবিন্দা, মিত্রবাহ ও চিত্রাংগ দেখ । (চ) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্রগণের নাম—মিত্রবান্, চারুমিত্র ও অনিল (ভাগ-১০ঙ্ক-৬১) দেখ । (ছ) কালিন্দীর গর্ভজাত তনয়গণের নামের জন্ত কালিন্দী । (ভাগ-১০ঙ্ক-৬১) ও অশ্বত (হরি-হরি-১৬০) দেখ । (জ) মদ্ররাজ কন্যা মাদ্রী বা লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রদের নামের জন্ত—উরুগ (ভাগ-১০ঙ্ক-৬১), ও লক্ষণা দেখ । (ঝ) বিষ্ণুপুরাণ মতে মাদ্রী ও লক্ষণা দুই জন পৃথক । মাদ্রীর বৃক আদি বহু পুত্র হয় এবং লক্ষণার গর্ভে পাত্রবৎ প্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণু-৫ম-৩২ । মাদ্রী (২) দেখ । (ঞ) ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রগণের নামের জন্ত ভদ্রা (১২) ও অশ্বত্ দেখ । (৬৫) শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের অর্থ (ক) জগতের হর্ষবিধানকারী হর্ষা ও চন্দ্র তাঁহার কিরণ স্বরূপ এবং তাঁহাদের

কিরণ সমূহ তাঁহার কেশ স্বরূপ, একজ্ঞ তাঁহার নাম হবীকেশ । ময়কর্ডক আহৃত হইয়া তিনি বজ্রভাগ হরণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ হরিৎ বর্ণ মণির জ্ঞান, এই কারণে তাঁহার নাম হরি । তিনি সমুদ্র লোকের ধাম স্বরূপ এবং তাঁহা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিম্পত্তি হয়, এই জ্ঞান ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঋতধামা বলিয়া থাকেন । পূর্বে তিনি রসাতল-গত গৌ-রূপধারিণী ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, এই জ্ঞান দেবগণ তাঁহাকে গোবিন্দ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । শিপি: অর্থাৎ তেজ: প্রকাশ করিয়া সর্ব পদার্থে প্রবেশ করেন, তাই তাঁহার নাম শিববিষ্ট । তিনি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন এবং তিনি কোনও কালে জন্মগ্রহণ করেনও নাই অথবা করিবেনও না, এই কারণে তাঁহার নাম অজ । তিনি কখন ক্ষুদ্র অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং সৎ ও অসৎ তাঁহাতে নিবাস করে, তাই তাঁহার নাম সত্য । তিনি কখনও সঙ্কণ্ড হইতে চ্যুত হন নাই এবং তাঁহা হইতেই সমুদ্র সঙ্কণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, এই জ্ঞান তাঁহার নাম সান্দ্রত । লাললক্ষণ-রূপী হইয়া পৃথিবী কর্ণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, এই জ্ঞান তাঁহার নাম কৃষ্ণ । তিনি

কুষ্ঠিত না হইয়া সন্নিহিত সহিত পৃথিবীকে, বায়ু সহিত আকাশকে এবং তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ । নির্ঝগ্নস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, তাই তাঁহার নাম অচ্যুত । অধ: অর্থ পৃথিবী, অক্ষ অর্থ আকাশ এবং অজ অর্থ ধারণকর্তা, ত্রীকক্ষ নিম্নতেজ: প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম অধোক্ষজ । প্রাণি-গণের হেতুভূত স্মৃত তাঁহার তেজ: স্বরূপ । এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে স্মৃতাঙ্কি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তিনি পিত্ত, মেদ ও বায়ু প্রাণিগণের দেহস্থ এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মজ ধাতুরূপে তাহাদের দেহে অবস্থান করেন, তাই আয়ুর্কোদ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্তন করেন । ভগবান্ ধর্ম, জন সমাজে বৃষ নামে বিদিত হন । ঐ নিমিত্ত নৈঋটক নামক বৈদিক কোষে তাঁহাকে বৃষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । পণ্ডিত গণ কপি শব্দের অর্থ বরাহ শ্রেষ্ঠ এবং বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম বলিয়া থাকেন । এই কারণে ভগবান্ কল্প প্রজাপতি তাঁহাকে বৃষাকপি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । পাপ স্পর্শ না করিয়া নিরন্তর পবিত্র বাক্য সমূহ প্রবণ করেন, তাই তাঁহার নাম ওচিপ্রবা ।

তিনি পূর্বে একান্ত ও ত্রিকুটবিশিষ্ট বরাহ মূর্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম একশূন ও ত্রিকুট। মহাভা-
 শাস্তি-৩৪৩। (খ) কৃষ্ণঃ শব্দের ক'কার
 ব্রহ্মবাচক, ঋ'কার অনন্ত বাচক,
 ব'কার শিববাচক, ণ'কার ধর্ম বাচক,
 অ'কার শেতশীপ নিবাসী বিষ্ণু বাচক
 এবং বিসর্গ নর নারায়ণ বাচক। তিনি
 সকল তেজের রাশি, সর্ব মূর্তি স্বরূপ
 সর্বাধার ও সকল বীজ-স্বরূপ, এই
 জন্ত তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ধাতুর
 অর্থ নির্মাণ, ণ'কার মোক্ষবাচক এবং
 অ'কার দাতৃবাচক, তাঁহাতেই এই
 সকল গুণ আছে, তাই তাঁহার নাম
 কৃষ্ণ। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ- ১৩। (গ) মুকুন্
 এই শব্দটা ম'কারান্ত অব্যয়। ইহার
 অর্থ নির্মাণ ও মোক্ষ। বাসুদেব
 প্রাণিগণকে উহা দান করেন বলিয়া
 মুকুন্ নামে অভিহিত হন। বেদে
 মুকুন্ শব্দটি ভক্তি ও প্রেমস-ব্যঞ্জক।
 তিনি ভক্তগণকে ভক্তি ও প্রেম দান
 করেন বলিয়াও, তাঁহার নাম মুকুন্।
 ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দ পুন্দরস ও মানব-
 কৃত শুভাশুভ কর্মের নাম। তিনি
 ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম বিনাশ করেন,
 তাই তাঁহার নাম মধুহনন। আপাত
 সুখকর অথচ পরিণামে দুঃখকর কর্মের
 নামও মধু। যিনি এইরূপ কর্মবিনাশ
 করেন তিনি মধুহনন। কৃষি শব্দের

অর্থ উৎকৃষ্ট ণ'কারের অর্থ সজ্জি-
 এবং অ'কার দাতৃবোধক। লোক-
 সমুদয়কে উৎকৃষ্ট সজ্জি প্রদান করেন-
 বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। অথবা
 কৃষি শব্দে পরমানন্দ, ণ'কারে
 তাঁহার দাতৃ, অ'কারে দাতৃ বোধ হয়।
 তিনি ভক্তগণকে পরমানন্দ ও দাস
 দান করেন, তাই তাঁহার নাম কৃষ্ণ।
 ষাঁহার প্রতি লোকরূপে বিশ্ব সকল
 বিরাজমান সেই বিশ্বাধারের নাম বাসু-
 এবং পরম-ব্রহ্মের নাম দেব। এই
 জন্তই ত্রিকৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব।
 তিনি অবলীলাক্রমে গো অর্থাৎ
 পৃথিবী সকল ধারণ করিতেছেন এবং
 তিনিই অনন্তজ্ঞান সমুদ্র, তাই তাঁহার
 নাম গোবিন্দ। ক্লেশ, সন্তাপ; কর্ম
 ভোগ ও দৈত্য বিশেষের নাম মুর।
 তিনি এই সকলের অরি বলিয়া তাঁহার
 এক নাম মুরারী। মা' শব্দ নারায়ণী
 নামে খ্যাত। তিনি ব্রহ্ম স্বরূপা মূল
 প্রকৃতি, ঈশ্বরী, সনাতনী, বিষ্ণুমায়া,
 মহালক্ষ্মী, বেদমাতা সরস্বতী, রাধা,
 বসুন্ধরা ও গঙ্গা, এই সকলের স্বামী
 বলিয়া তাঁহার নাম মাধব। ব্রহ্মবৈ-
 কৃষ্ণ-১১১। (ঘ) নারায়ণের কৃষ্ণ ও শুভ্র
 দুইগাছি কেশ দেবকীতে ও রোহিণীতে
 সমাবিষ্ট হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে
 শুভ্র কেশ বলরাম রূপে এবং কৃষ্ণবর্ণ
 কেশ বাসুদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন।
 সেই জন্ত বাসুদেবের একনাম কেশব।

(মহাভা-আদি-১২৭।) কিন্তু অধি-
-কাশ পুরাণ মতে কেশী নামক দৈত্যকে
বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেবের
নাম হয় কেশব। ইন্দ্র (অতিরিক্ত
বশু) দেখ।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়—

(৬৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস মগধরাজ
জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। কংস
বাসুদেব হস্তে নিহত হইলে, জরাসন্ধ
প্রতিশোধ লইবার জন্ত মথুরা আক্রমণ
করেন। প্রথমবারে তিনি বিশেষ কৃত-
কার্য্য হন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম
পুনরায় জরাসন্ধের আক্রমণের আশ-
ঙ্কায় মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ-
দেশে গমনকরেন। তথায় মহর্ষি পরশু-
রামের সহিত তাঁহাদিগের দেখা হয়।
পরশুরাম বাসুদেব ও বলরামকে অভয়-
দিলে, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গোমন্তক
পর্ব্বতে যাইয়া বাস করেন। জরাসন্ধ সেই
সংবাদ পাইয়া গোমন্তক পর্ব্বতে যাইয়া
তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং ঐ
শৈলে অগ্নি সংযোগ করেন। তখন
রাম-কৃষ্ণ প্রাণভয়ে তথা হইতে করবীর-
পুরে প্রস্থান করেন। করবীরপুরাধি-
পতি শৃগাল, তাঁহাদিগকে পুর প্রবেশ
করিতে বাধা প্রধান করাতে, ভ্রাতৃদ্বয়ের
হস্তে নিহত হন। তখন শৃগাল-মহিষী
নিজ শিশু পুত্রের সহিত কৃষ্ণ-বলরামের
শরণাপন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যুত নরপতি
শৃগালের শিশু পুত্রকে শিশু সিংহাসনে

স্থাপন করিয়া, তথা হইতে পুনরায়
মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার
কিছুকাল পরে, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক স্বীয়
কন্তা কুঞ্জিগীর স্বয়ম্বর সভা আহ্বান
করিয়া রাজগণকে নিজ রাজধানীতে
নিমন্ত্রণ করেন। অশ্বাত্ত রাজগণের
স্থায় শ্রীকৃষ্ণও সেই সংবাদ পাইয়া
বিদর্ভ-রাজপুরে উপস্থিত হইলেন।
কিন্তু তথায় সমাগত অশ্বাত্ত রাজগণ
শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য-হীনতার বিষয় উল্লেখ
করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত সমান
পদমর্যাদা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন
না। তখন বিবাদের আশঙ্কা করিয়া
নরপতি ক্রোধ তাঁহাকে নিজ রাজ্য
প্রদানপূর্ব্বক রাজপদমর্যাদা প্রদান
করিলেন। অভিষেকান্তে বাসুদেব
পুনঃ মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।
সেইবারে কুঞ্জিগীর স্বয়ম্বর সংঘটন না
হওয়াতে, রাজগণ নিজ নিজ স্থানে
প্রস্থান করিলেন। কুঞ্জিগীর পিতা
ভীষ্মক এদিকে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কাতর
হইয়া, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের
সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাল-
যবন দৈত্যের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বধ
সাধনে পরামর্শ দিলেন। কালযবন তাঁহা-
দের অমুরোধে মথুরা আক্রমণ করিলে,
শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, দ্বারকায়
প্রস্থান করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ
কৌশলে কালযবন নিধনপ্রাপ্ত হইলেন।
হরি-হরি-২০০-১১০। (৬৭) দেবী সর-

স্বতী কৃষ্ণের মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সর-
স্বতীকে তাঁহারই অংশভূতা চতুর্ভূজ নারায়ণকে পতিত্ব বরণ করিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণই প্রথমতঃ দেবী সর-
স্বতীর পূজা স্থাপন করেন। ৫
৯২-৪। (৬৮) শ্রাবণের
তিথিতে অন্ধ্ররাজে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। (৬৯) শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বতীর অংশভূত, রাধা শিবের অংশ-
জাতা ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯, ৫৩।
রাধা দেখ। (৭০) দেবী পার্শ্বতীই ভূতলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণা হইয়া লীলা করেন এবং লীলা সমাপনান্তে পুনরায় স্বপুরে কৈলাসধামে প্রত্যাবর্তন করেন।
তৎপূর্বে তিনি সমুদ্র আশ্রয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে নিজ স্বর্গগমনের কথা জ্ঞাপন করেন। তিনি পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বিপ্রবর্গকে ধনরাশি দান করিয়া, স্বীয় পুরা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। বলরামও বৃষ্ণিগণ সহ তাঁহার অনুগমন করেন। পাণ্ডবগণও ভৃত্য-অমাত্য-বনিতাদি সহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। এইরূপে তাঁহার সকলে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে নন্দা অস্তরীক হইতে সিংহবাহন রথ লইয়া আগমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত, তথায়

উপস্থিত হইলেন। স্বর্গ হইতে পুন্স বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণ শঙ্খ ঘণ্টাদি নানাবিধ বাস্ত্র বাজাইতে লাগিলেন। অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারিদিকে মহোৎসব আরম্ভ হইলে, কৃষ্ণ সহসা কালীমূর্তি ধারণ করিয়া সিংহবাহন মহারথে আরোহণপূর্বক, ব্রহ্মাদি দেব-
গণের সমক্ষেই কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব বনিতা দ্রৌপদীও তখন সাগর সলিল স্পর্শপূর্বক সর্ব-
সমক্ষে তাঁহার দেহেই বিলীন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। বলরাম ও অর্জুন তৎপরে সমুদ্র স্পর্শ করিয়া নিজ নিজ কলেবর পরিত্যাগপূর্বক নবঘন-
প্রভ, চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর-দেহ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ভীমাদি পাণ্ডব ও অক্রান্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণও দেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পুরে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণিণী প্রভৃতি আটজন প্রধানা কৃষ্ণ-
মহিষী তত্ক্ষণাতঃ করিয়া শাস্ত্রব্রহ্মে অবলম্বনপূর্বক স্বীয় স্বীয় স্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অক্রান্ত দেহ সকল মহিষী ছিলেন, তাঁহারও দেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববৎ ভৈরবাকার প্রাপ্ত হইলেন। দেবদেব শঙ্কর ইচ্ছাবশতঃই দেবী পার্শ্বতী ভূতার হরণের জন্ত এই রূপে ভ্রামশ্চন্দ্ররূপিণী হইয়াছিলেন।

তিনি পৃথীতমে পুরুষরূপে প্রোতুত হইয়া, পৃথীতার অপনোদনপূর্বক পুন্নারায়ণরূপ ধারণ করিয়া স্বহানে প্রস্থান করেন। কল্প-অবসানে পুন্নারায়ণ বিষ্ণু শতরূপ প্রসাদে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণাংশে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৫৮। (৭১) অষ্টাবিংশ যুগের কলিযুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবকী গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ পূর্বক গন্ধমালা, বস্ত্র, গোধূম, ঘব, পিষ্টক, হৃৎ, ভোজ্য, পেয় ও নানাবিধ কলযায়া যশোদা, দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা এবং নৃত্যগীত মহোৎসব সহ রাজি আগরণ করিলে, মানবের সর্কার্থ সিদ্ধি হয়। বৃহৎ-পু-১৬। (৭২) শাল-গ্রাম শিলার এক নাম শ্রীকৃষ্ণ। স্বন্দ-নাগ-২৪৪। (৭৩) কল্যাস্তকালে লোক সমুদ্র দগ্ধ হইয়া গেলে, পুরাণ সকলও বিলুপ্ত হয়। তখন অনন্তরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু) মৎস্তরূপে পরিগ্রহ করিয়া, বড় বড় বেদচতুর্য়, পুরাণ, হায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র সকল আত্মসাৎ করেন। অনন্তর পরকল্পের আদিকালে সেই একাধার মধ্যে, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রহ্মাকে তিনি সেই সকল উপদেশ প্রদান করেন। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (৭৪) একবার শ্রীকৃষ্ণ ছায়ায় কোটী বায়বগণ ও নিজ বোড়শ সহস্র গোপিনী: ৭৭, ১৩৮ প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া

ষাটশবর্ষকাল তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার। সেই পুণ্যক্ষেত্রে রাহাঘোষ হৃৎ হইয়া, তথায় নিজ নিজ নামাক্তিত শিব-লিঙ্গ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে বোড়শজন প্রধানা গোপিনী তাঁহার সঙ্গে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁহাদের নাম—লবিনী, চন্ডিকা, কাস্তা, কুরা, শাস্তা, মহোদরা, ভীষণা, নন্দিনী, অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষয়া, শুভদা, শোভনা ও পুণ্যা। এই বোড়শ (বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চদশটি নাম আছে) জন গোপিনী হংসের বোড়শ কলার কায় বোধ হইতেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হংস বলিয়া বিদিত এবং এই গোপিনীগণ তাঁহারই শক্তি। চন্দ্র-ব্রহ্মণা শ্রীকৃষ্ণের এই বোড়শ গোপিনী কলা স্বরূপিণী ছিলেন। ঐ সকল গোপিনীর মধ্যে সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনী বোড়শীকলা। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। (৭৫) শ্রীকৃষ্ণের আরও কতিপয় প্রণয়িনী গোপিনীর নাম—(ক) দত্তা, শ্যামলা, বিশাখা, শৈব্যা ও ভদ্রা। স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১২। (খ) ললিতা, শ্যামলা, দত্তা, শ্রীহরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেণা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া, শ্রীমধুমতী, চন্দ্ররেখা ও হরিপ্রিয়া। এই বোঁটটি গোপিনী আত্মপ্রকৃতি সদৃশী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া। পদ্ম-পাতা-৩২। (গ) শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমা; নিত্যবিহার স্থলের সহচরী,

শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের নাম—
পূর্ণরসা, রসকল্লোলিনী, রসবাপিকা,
অনঙ্গসেনা, অনঙ্গমালিনী, মদয়ন্তী,
বিহ্বলা, ললিতা, ললিতবোবনা,
অনঙ্গকুসুমা, মদনমঞ্জরী, কলাবতী,
কামকলা, কামদায়িনী, রতলোলা,
রতোৎসুকা, রতিসৰ্ব্বস্বা, রতিচিন্তামণি,
নিত্যানন্দা, উদগীতা, কলগীতা, কল-
সুতা, কলকণ্ঠিকা, বিপক্ষী, ক্রমপদা,
বহুহতা, বহুপ্রয়োগা, বহুকলা, কলা-
বতী, উগ্রতপা, বহুগুণা, প্রিয়ব্রতা,
সুব্রতা, সুরেখা, সুপৰ্বা, বহুপ্রদা,
রত্নরেখা, মণিগ্রীবা, সুকল্লা, আকল্লা,
সুপৰ্ণা, রত্নমালিকা, সোদামিনী, কাম-
দায়িনী, ভোগদা, বিশ্বমাতা, ধারিণী,
ধাত্রী, সুমেধা, কাস্তি, অপৰ্ণা, সুপৰ্ণা,
সুদত্তী, গুণবতী, সৌকলিনী, সুলো-
চনা, সুমনা, অশ্রুতা, সুশীলা, চন্দ্রাবলী,
চন্দ্রিকা, চন্দ্ররেখা, চন্দ্রমালা, চন্দ্রপ্রভা,
চন্দ্রকলা, বর্ণাবলী, বর্ণমালা, মণি-
মালিকা, মল্লী, নবমল্লী, শেফালিকা,
বর্ণপ্রভা, সুপ্রভা, মণিপ্রভা, হারাবলী,
তারামালিনী, মালতী, যুধী, বাসন্তী,
নবমল্লিকা, সৌগন্ধিকা, কস্তুরী, পদ্মিনী,
কুমুদী, রসোন্মাদা, চিত্রবন্দ্যাবলী,
উৰ্বশী, সুরেখা, স্বর্ণরেখিকা, কাঞ্চন-
মালা, শতসত্তনিকা । পদ্ম-পাতা-৪৩ ।
(৭৬) শ্রীকৃষ্ণ মার্কেণ্ডর মুনির প্ররোস্তরে
বলেন যে, কল্লাস্তে চরাচর জগৎ
একাৰ্ণব হইলে, তিনি সেই সলিল-

রাশির উপরে শঙ্খ-চক্র-পর্দাবারী,
সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু,
সনাতন পুরুষ হইয়া, শয়ন করিয়া-
ছিলেন । পরে চতুর্ভুজ, কৃষ্ণাজিন-
ধারী মহাবোগী ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ ভাবে
শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার
সঙ্গিকটে গমনপূর্বক প্রথমে নিজ
পরিচয় প্রদান করেন এবং পরে
সেই সনাতন পুরুষ কৃষ্ণের পরিচয়
জিজ্ঞাসা করেন । পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ
প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনিই এই জগৎ
পুনঃ পুনঃ সৃজন ও সংহার করিতেছেন ।
এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন ।
অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ
আরম্ভ হইলে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে
এক শিষ্যক লিঙ্গ আবির্ভূত হইল ।
তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ ঐ লিঙ্গের
আদি ও অন্ত জানিবার জন্ত যথাক্রমে
উর্দ্ধদিকে ও নিম্নদিকে গমন করিলেন ।
কিন্তু কেহই তাহার আদি বা অন্ত
দেখিতে না পাইয়া, মহেশ্বরের স্তব
করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের
স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাদের
নিকট প্রাহুভূত হইয়া, অভয় প্রদান-
পূর্বক বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ।
ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ উভয়ে মহেশ্বরের নিকট
অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন । মহা-
দেব সেইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায়
অভয় ও সাধনা প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত
হইলেন । কৃষ্ণ-পু-২৭ । (৭৭) শ্রীকৃষ্ণ

পূৰ্বে জন্মে যজ্ঞসারংগুহ মুনিক্রপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দশসহস্র বৎসর গন্ধমাদন পৰ্বতে বিচরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পুষ্কর তীর্থে কেবল জল পান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে বদরিকাশ্রমে উৰ্দ্ধবাহু হইয়া, বায়ুভক্ষণপূৰ্বক শত বর্ষকাল এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। তদনন্তর সরস্বতী তীরে উত্তরীয় ও বজ্রাদি বজ্জিত শীর্ণ শিরাব্যাগুদেহ হইয়া, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভাস তীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, দেব পরিমিত দশসহস্র বৎসর, একপদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভূমিতনয় নরককে নিধন করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট হইতে মণিময় কুণ্ডল আহরণপূৰ্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি চৈত্ররথ কাননে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতা দিগকে অর্চনা করিয়াছিলেন। তিনি দেবমাতা অদিতির গর্ভে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রামুজ উপেক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মধু ও কৈটভ নামক দানবব্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি শূলপাণি ত্রিলোচনকে নিজ ললাট-দেশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২। (৭৮) কোনও সময়ে বাসুদেব এক পৰ্ব্বতের উপরে দ্বাদশবার্ষিক কঠোর তপ্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ

সময়ে নারদ, পৰ্বত, বেদবাস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। বাসুদেব সমাগত মহর্ষিগণকে যথোচিত সৎকার করিলে, তাঁহার নানাবর্ণ আসনে উপবেশন করিয়া ধর্মালোচনায় ব্যাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে সহসা মধুসূদনের বদন হইতে ব্রহ্মচর্য্যাজনিত তেজোরশি বহির্গত হইয়া, সমাগত মহর্ষিগণের সমক্ষেই স্থাপদ-সংকুল, বৃক্ষলতাদি-সমাকীর্ণ শৈল সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই অগ্নি শিখা পৰ্ব্বতের শিখর সমুদয় ভস্মীভূত করিয়া, শিখর স্থায় বাসুদেবের নিকট সমাগত হইয়া, তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। তখন মধুসূদন সেই পৰ্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া, দয়াদ্র-চিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্য সেই পৰ্ব্বত পূর্ববৎ বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ ও পশু-পক্ষী-স্থাপদাদিসংকুল হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণ সেই অতি আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্মিত চিত্তে বাসুদেবকে ঐ সমুদয়ের রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের কোতূহল নিবারণের জন্ত, তখন বাসুদেব বলিলেন যে, মহর্ষিগণ প্রলয়ায়ির স্থায় যে তেজঃকে তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বৈষ্ণব তেজ। আয়ত্ত্বল্য পুত্র লাভের বাসনায় তিনি ঐ পৰ্ব্বতে

কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে নির্গত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। পরে মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ তাঁহার পুত্ররূপে পরিণত হইবে, ব্রহ্মার নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, সেই অগ্নিরূপ আত্মা পুনরায় তাঁহার নিকট প্রত্যাগত হইয়া, শিষ্যের ভ্রাতৃ তাঁহার পদ-বন্দনা-পূর্বক শান্তভাবে অবলম্বন করিয়াছে। মহাভা-অমু-১৩২। (৭২) শ্রীকৃষ্ণই স্বর্গ ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহ হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তিনিই বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়া ছিলেন। দিগ্‌গুণ ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত। বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্মরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে এবং কলিতে অধর্মরূপে আবির্ভূত হন। তিনি দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তিনিই বলি-রূপে দানবগণের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বাসুদেব হইতেই ভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। যখনই ধর্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখন তিনি দেবতা ও মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া, লোক-সমুদয়কে রক্ষা করেন।

তিনিই হতাশন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রহ্নে ভূগরাগিতে অবস্থানপূর্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অর্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়া ছিলেন। তিনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্তা। সপ্ত, রজঃ ও তনুঃ এই তিন গুণ যে রথের চক্র ; উদ্ধ, মধ্য ও অধোপ্রদেশে যাহার গতি ; কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব ; শুক্র, কৃষ্ণ ও রক্ত, এই তিনটি যাহার বর্ণ। সেই সংসার রথ তাঁহারই অধিকৃত। তিনি বায়ুমূর্তি ধারণ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন, সলিল মূর্তি ধারণ করিয়া সমুদয় নিবন্ব করেন, এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে তিনিই সমুদয় বিশ্বের আধার স্বরূপ। মহাভা-অমুশা-১৫৮। (৮০) সাহসত বংশীয় সত্রাজিতের নিকট যে অত্যাশ্চর্য্য মণি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা পাইবার জন্ত বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রমেন যুগয়া করিতে যাইয়া, সিংহকর্তৃক নিহত হইলে, সকলেই মনে করিল যে, শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে প্রমেনকে বধ করিয়াছেন। এই মিথ্যা জনাপবাদ ঝালনের জন্ত ও প্রমেনের মৃত্যুর রহস্য জানিবার মানসে, শ্রীকৃষ্ণ প্রমেনের অশ্বপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দূর গমন করিয়া, তিনি প্রমেনকে

মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন । দিগকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন ।
 প্রসেনের অৰ্ঘ্যও তাঁহার পার্শ্বে মৃত পতিত বিষ্ণু-৪র্থ-১৩ । হরি-হরি-৩৮ । পদ্ম-
 স্থি-১৩ । ব্রহ্মপু-১৬ । ভাগ-১০ স্ব-৫৬ ।
 বায়ু-২৬ । মৎ-৪৫ । বৃহদ-উত্ত-১৮ ।
 ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২২ । সত্রাজিৎ ও শতধন্য
 দেখ । (৮১) বাসুদেব নারায়ণের অংশ-
 ভূত ছিলেন । ইন্দ্রের আদেশে স্বৰ্গস্থ
 অমরাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া,
 তাঁহার পরিগ্রহ হন । মহাভা-আদি-৬৭ ।
 (৮২) কার্তিক মাসের দ্বাদশীতিথি
 বিষ্ণু পূজার পক্ষে অতি প্রশস্ত । ঐ
 বিষ্ণু পূজার সংপ্রবে অঙ্কিত অষ্টদল
 পদ্ম মধ্যে পূৰ্ব পত্রে বলদেব, দক্ষিণে
 প্রহ্মা এবং পশ্চিমে ও উত্তরে অনি-
 রুদ্ধকে পূজা করিয়া, মধ্যস্থলে সৰ্বপাপ
 বিমোচন বাসুদেবের পূজা কর্তব্য ।
 বরা-২২ । (৮৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে
 যখন পাণ্ডবগণ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র
 প্রতীতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান,
 তখন বাসুদেবের পরামর্শে ই ভীমকে
 আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক ধৃতরাষ্ট্রের
 নিকট, লোহ ভীম মূর্তি প্রদান করা
 হয় । মহাভা-স্ত্রী-১২ । (৮৪) দেবযি-
 নারদ বাসুদেবের পরম মিত্র ছিলেন
 এবং তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধির উপর বাসু-
 দেবের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল । কোনও
 সময়ে মধুসূদন জ্ঞানদিগের দুর্ব্যবহার,
 অনাদর ও উপেক্ষা সহ করিতে না
 পারিয়া, নারদের নিকট বিশেষ আক্ষেপ
 করেন । নারদ বাসুদেবের মনকণ্ঠের

কারণ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নানা বিষয়ে সহুপদেশ প্রদান করেন। তিনি কেশবকে জাতিগণের দুর্ভাগ্য, হঠ-কারিতা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকিতে এবং প্রশান্তচিত্তে অবস্থান করিয়া, শান্ত ব্যবহারদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পরামর্শ প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৮১।

শ্রীগর্ভ—দেবের এক নাম। ব্রহ্ম-কর্তা দেখ।

শ্রীদমাধব—বিষ্ণুর এক নাম। দেব নারায়ণ সত্যযুগে আদি মাধব, ত্রেতা-যুগে অনন্তমাধব, দ্বাপরে শ্রীদমাধব এবং কলিতে বিন্দুমাধব নামে পরিচিত হন। স্বল্প-কাশী-উত্ত-৬০।

শ্রীদাম—(১) শ্রীদাম, স্নদাম, বসুদাম, হরিভানু, চন্দ্রভানু, সূর্য্যভানু, স্নভানু, এই সাত জন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অমুচর ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩২। ভাগ-১০ঙ্-১৫। (২) শ্রীদাম নামে একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সেব্য সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া অতি দরিদ্রভাবে কালযাপন করিতেন। কোনও সময়ে তাঁহার পত্নী দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অমুখোগ দিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বন্ধু থাকিতে তিনি কেন এইরূপ দীনভাবে কাল যাপন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই তাঁহাকে দারিদ্র্য

হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীদাম পত্নীর বাক্যে বাসুদেবের নিকট বাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আর কিছু লাভ হউক আর নাই হউক, অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি মাধবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জনার্দন সখাকে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে পর্য্যঙ্ক হইতে উখিত হইলেন এবং ভূজধ্বজারা তাঁহাকে শ্রীতিভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লইয়া বাইয়া, পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর তিনি পূজোপকরণ আনয়ন করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীও সখীগণ সহ শ্রীদামের নানারূপে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্য-কালের মধুর স্মৃতিপূর্ণ ঘটনাবলীর আলাপে সময়ক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখাকে বলিলেন, “তুমি কি আমার জন্ত কিছুই উপহার আনয়ন কর নাই?” শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে শ্রীদাম অতিশয় লজ্জিত হইয়া, অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বসন্তঃ শ্রীদাম গৃহ হইতে আগমন করিবার সময়ে বন্ধুর জন্ত কিঞ্চিৎ টিপিটক লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সামান্ত দ্রব্য চিড়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বাসুদেব

বন্ধুকে অধোমুখ ও নিকন্তর দেখিয়া, স্বয়ংই তাঁহার বজ্রাঞ্চল হইতে সেই চিড়া তুলি লইয়া, পরম শ্রীতির সহিত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর শ্রীদাম এক রাত্রি বন্ধুর গৃহে পরম স্নখে অবস্থান করিয়া, পরদিন স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীদামও স্বভাব-সুলভ সঙ্কোচবশতঃ বন্ধুর নিকট কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তিনি ক্রমে নিজগৃহ সন্নিগ্ধে উপস্থিত হইয়া পরম আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন। পূর্বে যেই স্থানে তাঁহার সামান্য কুটার ছিল, সেই স্থানে পরম রমণীয় উদ্যান, সরো-বরাদি সমন্বিত বৃহৎ অট্টালিকা দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। সেই ভবনে সুন্দর বজ্রালঙ্কারাদি ভূষিত স্ত্রী-পুরুষ সকল ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নীও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত আগমন করিলেন। শ্রীদাম, এই সকল যে তাঁহার পরম সখা বাসুদেবের অমু-গ্রহেই সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, বন্ধুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন। ভাগ-১০ স্ব-৮০, ৮১।

শ্রীদেব—কুব্জাশীয় বৃহদ্রথার পুত্র। শ্রীদেবের অপত্য মহাবল রুদ্রভক্ত বীতরথ। কৃষ্ণ-পু-২৪।

শ্রীদেব্যাশা—দেবকের সপ্ত কন্যার অন্ততমা এবং বাসুদেবের অন্ততমা পত্নী। লি-পু-৬০। বাসুদেব দেখ।

শ্রীদেবা—দেবকের অন্ততমা কন্যা। বাসুদেবের অন্ততরা পত্নী। কৃষ্ণ-পু-২৪। বাসুদেব, দেবক ও যশোদা দেখ।

শ্রীদেবী—(১) বাসুদেবের অন্ততমা পত্নী শ্রীদেবা কোনও কোনও পুরাণে শ্রীদেবী নামে উল্লিখিতা হইয়াছেন। মৎ-৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ব্রহ্মপু-২৪। (২) মহর্ষি তৃণ্ডুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী-দেবী জন্মলাভ করেন। তিনি নারায়ণের মহিষী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২০। (৩) নারায়ণ হইতে শ্রীদেবীর গর্ভে বল ও উৎসাহ নামে দুই পুত্র জন্মে। ঐহার স্বর্গচারী ও ঐহার পুণ্য-কন্ধ্যা এবং দেবগণের বিমান সমূহ বহন করেন, তাঁহার সকলেই শ্রীদেবীর মানস পুত্র। বায়ু-২৮। (৪) চৈত্র মাসের গুরুপক্ষের পঞ্চমীতিথি, কালতীর্থ নামে অভিহিত হয়। ঐ দিনে দেবী ভগবতী শ্রীদেবী ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্যে আগমন করেন। ঐ দিবস যে ব্যক্তি দেবীর পূজা করে, দেবী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া অবস্থান করেন। বৃহৎ-পু-২৬। লক্ষ্মী দেখ।

শ্রীধর—(১) ত্রেতাযুগে শ্রীধর নামে এক অগুপ্তক নরপতি ছিলেন। পূর্বে জন্মে তিনি চন্দ্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন এক ব্রাহ্মণকে জলে মজমান দেখিয়াও তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। সেই পাপে পরজন্মে তিনি

পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। পরে গণের অন্ততম। মহাভা-শল্য-৪৭।
 ব্রাহ্মণকে বখাযোগ্য দান ও পুরাণ শ্রবণ (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীর রাজা অশ্বরীষের
 করিয়া, তিনি এক পুত্র লাভ করেন। কস্তা। নারদ দেখ। (৪) সীতার
 পদ্ম-স্বর্ণ-২৮। পদ্ম-স্বর্ণ-৫। (২) রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত অন্ততমা
 অষ্ট দিক্‌পালের অন্ততম। গরু-পু-৮। মাতৃকা। সীতা দেখ। (৫) সীতার
 স্বন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩০। (৩) গোকুলের
 অন্ততম নবনন্দ। বীতিহোত্র দেখ। শ্রীমন্ত—অম্বর-নাশিনী দেবী কালী,
 (৪) তত্রোক্ত অন্ততম স্বরবর্ণ মূর্তি। হস্তী-ভক্ষণ ও উদনীর্ণ করিতেছেন, এই
 শক্তি দেখ। ভাবে শ্রীমন্ত সওদাগর ও তাঁহার

শ্রীমন্তে—ইন্দ্রসাবর্ণি ও পুরীষাতরু
 -দেখ। পিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত
 হইতে উদ্ধার করেন। বৃহদ-উত্ত-১৬।

শ্রীনিবাস—বিষ্ণুর এক নাম। স্বন্দ-
 বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩, ২৩। শ্রীমল্লকর্ণি—(১) অজ্ঞক-বংশীর শিশু-
 কের পর শ্রীমল্লকর্ণি রাজা হন। তৎ-
 পরে তাঁহার পুত্র (নাম নাই) দশবৎসর

শ্রীপতি—(১) দেব নারায়ণের এক
 নাম। লক্ষ্মী (২৫) দেখ। (২) মহাদেবের
 এক নাম। স্বন্দ-মাহে-অরু-পু-২। (৩)
 তত্রোক্ত ষড়ঈশ্বরতাদের অন্ততম।
 রতি দেখ। রাজা হন। মৎ-২৭৩।

শ্রীবৎস—বিষ্ণু (অতিরিক্ত ঋতু দেখ)।

শ্রীবর্দ্ধন—সুপ্রভ নামক একজন
 তাপসের শিষ্য। সুপ্রভ দেখ।

শ্রীবহু—কক্ষর গর্ভজাত ও নাগরাজ
 শেবের অমুজ অন্ততম নাগ। মহাভা-
 আদি-৩৫।

শ্রীভাম্ম—সত্যভামার গর্ভজাত
 শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও
 সত্যভামা দেখ।

শ্রীমতী—(১) প্রয়াগতীর্থ ও কমলাক্ষী
 দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্বন্দের
 সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-

শ্রীমহাকাল—মহেশ্বরের এক নাম।

শ্রীমাতা—অন্ততমা শক্তি। ভট্টারিকা
 দেখ।

শ্রীমান—(১) অন্ততম বসু আপের
 তনয়। মৎ-২০২। (২) অন্ততম দানব।
 পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) নাগজিতির গর্ভ-
 জাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ
 ও নাগজিতি দেখ। (৪) চান্দ্রবম্বর
 অন্ততম পুত্র। মধুশ্রী দেখ। (৫)
 বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পু-১৫। (৬)
 সূর্য্যের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩১। সূর্য্য
 দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম।
 স্বন্দ-মাহে-অরু-পু-২। (৮) দ্যাবরুধি
 রামের অন্ততম নাম। তত্ত্ব-১৫২ পৃঃ।

শ্রীমুখী—যক্ষপতি কুবেরের ভাৰ্য্যা।
তাঁহার গৰ্ভে নলকুবর নামে এক পুত্র
জন্মে। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।

শ্রীশ—ব্রজপুরের অন্ততম নবনন্দ।
বীতিহোত্র দেখ।

শ্রীশান্তকর্ণী—(১) অন্ধ-বংশীয় ভীত
রাজার পুত্র। তিনি ছাশ্মান বৎসর
রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র আপাদ-
বদ্ধা চম্পি বৎসর রাজত্ব করার পর
নেমীকৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন।
বায়ু-২২। পরবর্তী নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীশান্তকর্ণ—(১) শুক্ল-বংশের পত-
নের পর মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা
কৃষ্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় পৌৰ্ণ-
মাস। ভাগ-১২ঙ্ক-১। বিষ্ণুপুরাণ মতে
(৪র্থ-২৪) কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি।
তাঁহার তনয় পূৰ্ণোৎসব। বিষ্ণু-৪র্থ-
২৪।

শ্রীশালবাহন—শ্রীমন্ত দেখ।

শ্রীশৈল—(১) গৌতম মুনির পুত্র
মেধাবী অগাস্তরতম মুনির পরামর্শে
শ্রীশৈলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।
রৈবতক দেখ। (১) অন্ততম রুদ্র
রুদ্র দেখ।

শ্রীশেষভূর্জলা—ধর্মারণ্য-নব স
কুৎসবংশীয় ব্রাহ্মণগণের গোত্রদেবী।
এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী, সদা-
চারণ-শীল, বোদ্ধাধ্যয়ন-পরায়ণ, পর-
হিতদ্রাহুসন্ধি, বিধেবী, হিংসধর্মী, কুটিল
ও ধনলোভী। স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৩২।

শ্রীহলাহলসুন্দক—মহাদেবের এক
নাম। স্বন্দ-নাহে-অরু-পূ-২।

শ্রুত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঐন্দ্র
ভগীরথের পুত্র। তাঁহার তনয় নাতাগ।
ভগীরথ দেখ। (২) দক্ষের চতুর্কিংশ
কন্যার অন্ততমা ও ধর্মের অন্ততমা
পত্নী মেধার গর্ভে শ্রুত জন্মগ্রহণ
করেন। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩।
গুরু-পূ-৫। (৩) জনকবংশীয় উপশুর
তনয়। তাঁহার অপত্য শাশ্বত। বিষ্ণু-
৪র্থ-৫। (৫) ব্রজপুর-বাসী একজন
উপনন্দ। বীতিহোত্র দেখ। (৫)
তৃতীয় মহা উত্তমের অধিকার কালে
সত্য, বেদ, শ্রুত ও ভদ্র নামে
দেবগণ ছিলেন। ভাগ-৮ঙ্ক-১। (৬)
ঐক্ষ্বাকু ভগীরথের পুত্র। তাঁহার তনয়
নাত। ভাগ-২ঙ্ক-২। (৭) জনকবংশীয়
স্বভাষণের পুত্র। তাঁহার তনয় জয়।
ভাগ-২ঙ্ক-১৩। (৮) পত্নী কালিন্দীর
গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র।
বিষ্ণু-৫ম-৩২। ব্রহ্মপু-২০৫। শ্রীকৃষ্ণ
দেখ। (৯) ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের
শ্রব করিতে যাইয়া বলিতেছেন বজ্রবাহ
ইন্দ্র, শ্রুত, কবচ ও ক্রহ্মকে পূর্বের
জ্ঞায় জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।
ঋক্-৮। ১৮। ১২। কবচ দেখ।

শ্রুতকর্ম্ম—(১) সহদেব হইতে
দ্রোণদীর গর্ভে শ্রুতকর্ম্ম জন্মগ্রহণ
করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। অগ্নি-২৭৮।
মৎ-৫০। (২) অর্জুন হইতে দ্রোণদীর

গর্ভে ঐতকর্মা জন্ম লাভ করেন । মহাভা-আদি-২২১ । ঐতকীর্তি দেখ । (৩) সংজ্ঞার গর্ভে জাত বিবস্থানের অন্ততম পুত্র । বায়ু-৮৪ । সংজ্ঞা ও স্বর্ঘ্য দেখ । (৪) উদ্যাপি ও সহদেব দেখ । অগ্নি-২৭৮ ।

ঐতকক্ষ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন । তাঁহার নামান্তর সুকক্ষ । ঋক্-৮-২২ ।

ঐতকীর্তি—(১) মিথিলাধিপতি জনক রাজের অমুজ কুশধ্বজের অন্ততমা কন্যা । তিনি দশরথের কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুঘ্নের সহিত পরিণীতা হন । রামা-আদি-৭৩ । শত্রুঘ্ন দেখ । (২) যদুবংশীয় শূরের অন্ততমা কন্যা । শূর দেখ । (৩) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন হইতে দ্রোণদীর গর্ভে ঐতকীর্তি জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-বন-১২ । অগ্নি-২৭৮ । ভাগ-২২-২২ । মৎ-৫০ । মহাভা-আদি-৬৭ । বিষ্ণু-৪র্থ-২০ । (৪) যদুবংশীয় শূরের কন্যা (বনুদেবের ভগিনী) ঐতকীর্তি, কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতুর পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে সমুদ্রন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে । ভাগ-২২-২৪ । (৫) ঐতকীর্তির গর্ভজাত কন্যা ভদ্রা ত্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী ছিলেন । ভাগ-১০-২৮-৫৮ । (৬) কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতুর সহিত ঐতকীর্তির বিবাহ হয় । গর্গ-বিশ্ব-১৫ । বায়ু-২৬ । গরু-পু-১৪৪ ।

পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । অনুবিন্দ দেখ । (৭) সুপ্রভ দেখ । (৮) শূর-তনয় ঐতকীর্তির গর্ভে অনুব্রত নামে এক পুত্র জন্মে । মৎ-৪৬ ।

ঐতজ্জয়—(১) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পর ঐতজ্জয় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন । তৎপরে নরপতি বিভূ আটাইশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । মৎ-২৭১ । (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পুত্র । তিনি তেইশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁহার পুত্র মহাবাহু । বায়ু-২২ । (৩) রাজা পুরুষবার অন্ততম পুত্র সত্যায়ু । তাঁহার তনয় ঐতজ্জয় । ভাগ-২২-১৫ । (৪) জরাসন্ধ-বংশীয় মগধরাজ সেনজিতের তনয় ঐতজ্জয়, তাঁহার তনয় বিপ্র । বিষ্ণু-৪র্থ-২৩ । সুতজ্জয়, বিপ্র ও শুচি দেখ । (৫) মগধের জরাসন্ধবংশীয় বহুকর্ষকের পুত্র । তাঁহার তনয় সেনজিৎ । গরু-পু-১৪৬ ।

ঐতদেব—(১) ত্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র । তিনি প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করে । গর্গ-বিশ্ব-৪, ২০ ; অশ্ব-১৪, ১৬ । (২) জনৈক তপঃসিদ্ধ মহর্ষি । যে সমুদয় মহর্ষি জ্ঞানদান করিবার জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন । ভাগ-২২-৭ ; ৬২-১৫ । (৩) জনৈক বিষ্ণু-

ভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি অনার্যাস-লক্ষ্যে সামান্য দ্রব্যেতেই সমুদ্র থাকিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনপূর্বক পরমানন্দে জীবন যাপন করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। একবার বাসুদেব তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্য স-ভার্য্যা তাঁহার যথোচিত সমাদর ও অর্চনা করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের রূপায় তাঁহার সকল দুঃখ দূর হয়। ভাগ-১০-স্ক-৮৬। (৪) কঙ্কি অবতারের সহিত কলিযুগের শেষ হইলে, পুনরায় যখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, তখন মহর্ষি ঐশ্বর্য্য দেব হইতে পুনরায় ব্রাহ্মণ-বংশ বিস্তৃত হইতে থাকিবে। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

ঐশ্বর্য্যদেবী, ঐশ্বর্য্যদেবী--(১) যদুবংশীয় শূরের অন্ততমা দুহিতা ও বাসুদেবের অন্ততমা ভগিনী। কাক্ষ্য বৃকশর্ম্মার সহিত ঐশ্বর্য্যদেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে দত্তবজ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-২২-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বায়ু-২৬। গর্গ-বিষ্ণু-১০। (২) ঐশ্বর্য্যদেবীর গর্ভে অন্ত্যের ঔরসে জগ্গহ নামে পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (৩) দেবকের অন্ততমা কন্যা ও বাসুদেবের অন্ততমা পত্নী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (৪) শূর-তনয়া ঐশ্বর্য্যদেবীর গর্ভে কৃত হইতে স্নগ্ৰীব নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৬। (৫) বাসুদেব-ভার্য্যা ঐশ্বর্য্যদেবীর গর্ভে গবেষণ জন্মগ্রহণ

করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ঐশ্বর্য্যদেবী—শামলী-বীপাধিপতি বজ্র-বাহুর অধিকার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যথাক্রমে ঐশ্বর্য্যদেবী, বীৰ্য্যধর, বাসুদেব ও যবদেব নামে খ্যাত ছিলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

ঐশ্বর্য্যদেবী—বাসুদেবের অন্ততমা মহিষী। তাঁহার গর্ভে কপিল নামে একপুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ঐশ্বর্য্যদেবী—বীরমণি দেখ।

ঐশ্বর্য্যদেবী—গোপায়ন ও বিপ্রবন্ধু দেখ।

ঐশ্বর্য্যদেবী—অত্রির অপত্য ঐশ্বর্য্যদেবী ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বক্রণ দেবদ্বয়ের উদ্দেশ্যে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-৫।৬২।

ঐশ্বর্য্যদেবী—(১) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় সোমাপির তনয়। তাঁহার অপত্য দুহিতায়। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। গর্গ-পু-১৪৪। সোমাপি দেখ।

ঐশ্বর্য্যদেবী—শূরদুহিতা ঐশ্বর্য্যদেবীর নামান্তর। বায়ু-২৬।

ঐশ্বর্য্যদেবী—সহদেবী নারী পত্নীর গর্ভ-জাত বাসুদেবের অন্ততম পুত্র। ভাগ-২২-২৪।

ঐশ্বর্য্যদেবী—তরুণ ও অরসাম্পন্ন ঐশ্বর্য্যদেবী রাজা মহর্ষি প্রভুবন্দকে দুইটি লোহিত বর্ণ অশ্ব ও তিনশত খেদু দান করেন। তরুণ প্রভুবন্দ মৎসংগণের নিকট

তাহার তাবৎ লোকের উপর প্রভুত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৩৬। ১।
 ঋতর্কী—(১) মহর্ষি ঋতর্কী ইন্দ্রের স্তব করেন। তাহাতে খ্রীত হইয়া ইন্দ্র যুগয়কে তাহার বশীভূত করিয়া দেন। ঋক্-১০।৪২। ৫। (২) মগধরাজ জরাসন্ধের অন্তর্গত ঐকৃষ্ণবিদ্যেবী একজন রাজা। জরাসন্ধ যখন ঐকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য যাত্রা করেন, তখন তিনি জরাসন্ধের অহুগমন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২০।
 ঋতর্য্য—মহর্ষি ঋতর্য্যকে অশ্বিঘর অশুরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন। ঋক্-১।১১২। ১।

ঋতশ্রবা—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্ত-তম কন্যা। তিনি চৈদিরাজ দমঘোষের পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪, ২৪, ১১৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বায়ু-২৬। গরু-পু-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৪। (২) চৈদিরাজ হইতে ঋতশ্রবার গর্ভে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৩) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সোমাদির তনয়। তাহার পুত্র অশ্রুতীপ। ঋতশ্রবা চৌষটি বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। বায়ু-২২। সোমাপি দেখ। (৪) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমাপির তনয়। ভাগ-২২-২২। (৫) জরাসন্ধবংশীয় মার্কণ্ডারির পুত্র। তাহার পুত্র যুতস্থ। ভাগ-২২-২২। (৬) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় সোমবিতের পুত্র। মৎ-৫০।

(৭) বিদ্যমানের ঔরসে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে ঋতশ্রবা নামে এক পুত্র জন্মে। সংজ্ঞা ও হৃষ্য দেখ। (৮) এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাজ জন-মেজয়ের সর্প সত্ত্বে সদন্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। সোমশ্রবা দেখ।
 ঋতসেন—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীম হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে ঋতসেন জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। ভাগ-২২-২২। (২) কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের অন্ততম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২০, ২১। মহাভা-আদি-৩। হরি-হরি-৩২। ব্রহ্মপু-১৩। (৩) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমাপির অন্ততম পুত্র। গরু-পু-১৪৪। (৪) পঞ্চপাণ্ডবের কনিষ্ঠ সহদেবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে ঋতসেন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭, ২২১। (৫) ঐকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

ঋতসেনা—অশ্রুত দেখ। হরি-হরি-১৬০।

ঋতসোম—মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে ঋতসোম জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। গরু-পু-১৪৫। ভীম দেখ।

ঋতা—(১) ভদ্রমতি নামক এক ব্রাহ্মণের অন্ততম পত্নী। বৃহদা-১১। ভদ্রমতি দেখ। (২) দেবী সতীর অন্ততম সখী। সতী দেখ।

ঋতাক্ষক—রাজা পুরুবংশ হইতে

উর্কশীর গর্ভে জাত পুত্রগণের অন্ততম ।
গরু-পু-১৪৩ ।

ঋতায়ু—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভাহু-
চক্রেয় পুত্র । তিনি ভারত-যুদ্ধে নিহত
হন । মৎ-১২ । লি-পু-৬৬ । (২)
পুরুরবা হইতে উর্কশীর গর্ভজাত পুত্র-
গণের অন্ততম । হরি-হরি-২৭ । সৌর-
৩১ । কুর্খ-পু-২২ । ব্রহ্মপু-১০ ।
লি-পু-৬৬ । পুরুরবা, অমায়ু, অমাবসু
ও আয়ু দেখ । (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয়
ভাহুবিন্তের পুত্র । কুর্খ-পু-২১ । (৪)
ঐ বংশীয় ভাহুরথের তনয় । অগ্নি-
২৭৩ । (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চক্রেয়
পুত্র ঋতায়ু । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (৬) জনক
বংশীয় অরিষ্টনেমীর তনয় । তাঁহার
অপত্য সূর্য্যাস্ব (বিষ্ণু-৪র্থ-৫) ।
ঋতায়ুর পুত্র সুপার্ষ । ভাগ-২২-১৩ ।
(৭) জনক-বংশীয় অধিনেমীর তনয় ।
তাঁহার অপত্য সুপার্ষ । গরু-পু-১৪২ ।
(৮) সত্যযুগের একজন দানব পতি ।
তিনি ঈশ্বরে এক ক্ষত্রিয় রাজরূপে
জন্মগ্রহণ করেন । মহাভা-আদি-৬৭ ।
(৯) ঋতায়ু নামক একজন নরপতি
দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া, তাঁহার
শরৎকাল সভায় উপস্থিত ছিলেন ।
মহাভা-আদি-১৮৬ । (১০) মহাদেবের
অন্ততম গণ । তিনি দেবসেনাপতি
স্বন্দের অহুগমন করিয়াছিলেন ।
বাম-৫৮ ।

ঋতাতিধান—হৈহয়বংশজ একজন

নরপতি স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩ । শঙ্খ
দেখ ।

ঋতায়ু—অন্ততম দানব । কালিকা-
৪০ ।

ঋতি—(১) অনস্মার গর্ভজাত
অত্রির কন্তা । শঙ্খপদ দেখ । (২)
দক্ষের অন্ততমা কন্তা ও ধর্ম্মের অন্ততমা
পত্নী । ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ । (৩) দেবী
হুর্গার এক নাম । দেবীপু-১৬ । (৪)
লক্ষ্মীদেবীর এক সখী । স্বন্দ-বিষ্ণু-
বেঙ্ক-৮ । (৫) সীতার এক নাম । সীতা
দেখ । (৬) দেবী সরস্বতীর এক নাম ।
সরস্বতী দেখ । (৭) বেদ চতুষ্টয়ের
এক নাম ঋতি । স্বন্দ-কাশী-পু-৩১ ।

ঋতিশৃগ—অজিত, মঙ্গল ও বিধিমন্ত-
গণ দেখ । বায়ু-৩১ । ব্রহ্মা-৩২ ।

ঋতিপ্রবা—শিশুপালের জননী ঋত-
প্রবার নামান্তর ।

ঋবাবতী—মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্তা ।
তিনি দেবরাজের পত্নী হইবার জন্ত
স্বীলোকেরও দুহর নানাবিধ ব্রত অনু-
ষ্ঠানপূর্ব্বক কঠোর তপস্তা করিতে-
ছিলেন । শতবর্ষ ব্যাপী ঐরূপ তপস্তা
করিলে, দেবরাজ প্রীত হইয়া তাঁহার
ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ত বশিষ্ঠের
রূপ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত
হইলেন । ঋবাবতী তাঁহার বথোচিত
সৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—
“আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা
করুন, আমি সাধ্য মত তাহা করিতে

চেষ্টা করিব, কেবল আপনার পত্নীকে স্বীকার করিতে পারিব না। আমি দেবরাজকে পতিরূপে পাইবার জন্ত তপস্তা করিতেছি।” ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—“আমি তোমার কঠোর তপস্তার বিষয় অবগত আছি। তোমার অভিপ্রায় শীঘ্রই সফল হইবে। যাহা হউক তুমি এক্ষণে পাঁচটি বদরী পাক কর।” এই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে পাঁচটি বদরী প্রদানপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ঋষাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ত বদরীপাকের ব্যাঘাত জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রতীরে গমনপূর্বক জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষাবতীও পবিত্র চিন্তা হইয়া, সেই পাঁচটি বদরী পাক করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি বদরী স্পর্শক হইল না। ক্রমে বদরী পাক করিতে করিতে তাঁহার বহুদিন গত হইয়া গেল। ঋষাবতীর সঞ্চিত সমস্ত কাষ্ঠ নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি বদরী পাক হইল না। তখন ঋষাবতী অত্যন্ত কোনও উপায় না দেখিয়া (ছদ্মবেশী) মহর্ষির প্রিয় কার্য সাধনার্থ নিজ দেহই অগ্নিতে প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি নিজ পদদ্বয় বিস্তারিত করিয়া, অগ্নিতে প্রদানপূর্বক দহন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই পদ কার্য ক্রমশঃ, তাঁহার চিত্ত কিছুনাড় বিকৃত

বা মুখ বিবর্ণ হইল না। তখন দেব-রাজ ঋষাবতীর এই অসাধারণ কার্য দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্ব-রূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“আমি তোমার ভক্তি ও তপোমুগ্ধানে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত বাস করিতে সমর্থ হইবে।” এই কথা বলিয়া, দেবরাজ প্রস্থান করিলেন। মহাভা-শল্য-৪২।

শ্রেণিমান, শ্রেণীমান—(১) সত্যযুগে কালেন্দ্র নামে খ্যাত আটজন ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী দানব ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঘাপরে ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ দানব শ্রেণিমান নামে ভূপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) নরপতি শ্রেণিমান দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৩) ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুমার-রাজ্যাধিপতি শ্রেণিমানকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২২।

শ্রেণী—আপি ও চরণ্য দেখ।

শ্রেণ—ঋগ্বেদোক্ত একজন মহর্ষি। তিনি দুর্জয়জাত ছিলেন এবং অশ্বি-দ্বয়ের আরাধনা করিয়া গমন-ক্ষমতা লাভ করেন। ঋক্-১।১১২।৮।

শ্রোতন—কণ্ঠপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বৈবশপ দেখ।

শ্রোতা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আত্মগণের পুত্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ
অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬২। পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। বৃকতেজা
ব্রহ্মা-৬৮। অন্তরীক্ষ ও চাক্ষুষ মনু দেখ। দেখ। (২) স্নিষ্টির পাঁচ পুত্রের নাম—
শ্রোত্র—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুবিতাখ্য রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল ও বৃকতেজা
দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। ব্রহ্মপু-২।
বায়ু-৬৬। অপান ও উদান দেখ। শ্লেষাতক—বানর বিশেষ। সে মহা-
স্নিষ্টি—(১) ক্রবের পুত্র। তাঁহার দেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট
পত্নী সূক্ষ্মারার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, হইতে বর প্রাপ্ত হয়। বরা-২১৪।

য

যটুক্রান্তিকা—(১) ক্রান্তিকা-গণ (অতি-
রিক্ত যন্ত) ও স্বাহা দেখ।

যটুগুণ্ডি—ইন্দ্র যটুগুণ্ডিকে সবেয়
বশীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। ঋক্-
১০।৪২।৫।

যড়কতু—(১) সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজা-
পতি ব্রহ্মা, “আমি সকলের পিতার
স্তায়” এইরূপ ভাবনা করেন। সেই
ভাবনা হইতে যড়কতু উৎপন্ন হন।
তাঁহার পিতৃলোক বলিয়া কথিত
হন। বায়ু-৩০। (২) দেবতা অশুর
মহুয়া প্রভৃতি সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মার পরম
আনন্দ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহার
বক্ষদেশ হইতে পিতৃলোক নামে খ্যাত
ছয় ঋতুর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা-৩১।

যড়গর্ভ—সরীচি হইতে তাঁহার পত্নী

উর্গাদেবীর গর্ভে ছয়টি পুত্র জন্মে।

তাঁহার ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি
হৃদয়ত ব্যবহার করিতে উদ্বৃত্ত দেখিয়া,

উপহাস করেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ
হইয়া তাঁহাদিগকে “দৈত্য যোনিতে

জন্মগ্রহণ কর”, বলিয়া শাপ দেন।

সেই শাপ প্রভাবে তাঁহার প্রথমে
দৈত্যপতি কালনৈমীর পুত্ররূপে জন্ম

গ্রহণ করেন এবং তৎপরে পুনরায় হিরণ্য-
কশিপু পুত্ররূপে জন্ম লাভ করেন।

কিন্তু কোনও বারেই তাঁহার নিজের
পূর্ব বিবরণ বিস্মৃত হন নাই। তজ্জন্ত

দ্বিতীয়বারে তাঁহার শাস্ত-সমাহিত
চিত্তে ব্রহ্মার আরাধনা করেন। তখন

ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বর
প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহার

বলেন, “আমরা যেন দেবতা, গন্ধর্ব্ব
সিক; মহোরগ ও নিখিল মানবগণের
অবধ্য হই।” পিতামহ সেইরূপ বরই
প্রদান করিয়া, প্রস্থান করিলেন। কিন্তু
ঐহাদের পিতা হিরণ্যকশিপু ঐহাদের
বর-লাভ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতিশয়
ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পুত্রগণ ঐহাকে
অবজ্ঞা করিয়া পিতামহের নিকট হইতে
বর লাভ করাতে ঐহাদিগকে পরিত্যাগ
করিলেন। অধিকন্তু তিনি ঐহাদিগকে
শাপ দিলেন, “তোমরা পৃথিবীতে
ষড়্গর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া পাতালে
গমন কর এবং তথায় নিদ্রামগ্ন হইয়া
বহুবৎসর অবস্থান কর। পরে তোমরা
একে একে দেবকীর উদরে জন্মলাভ
করিয়া, কংস-রূপে জাত তোমাদের
পিতামহ কালনেমীর হস্তে নিহত হইয়া
মুক্তি লাভ করিবে।” দেবীভা-৪৯-
২২। হরি-হরি-৫৭। ব্রহ্মপু-১৮২।

যজ্ঞানন—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের
এক নাম। স্বন্দ্র দেখ।

যজ্ঞ—(১) পিতৃগণের মানসী কন্তা
গো-নারী পত্নীর গর্ভে দৈত্যগুরু
গুক্রাচার্য্যের যজ্ঞ ও অমরক নামে দুই
পুত্র জন্মে। ঐহারা দুই ভাই হিরণ্য-
কশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক
ছিলেন। বারাহকল্পে দেবাসুরে যে
ষাটশটি সংগ্রাম হয়, সেই সকল সংগ্রামে
দেবপক্ষে থাকিয়া, ঐহারা যুদ্ধ করেন।
প্রথমে যজ্ঞমার্ক ভ্রাতৃদ্বয় অসুরদিগেরই

সেনাপতি ছিলেন এবং ঐহাদের
নেতৃত্বাধীনে অসুরগণ দেবগণকে পরা-
জয় করেন। তখন দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া
এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন।
যজ্ঞমার্ক সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া
গমন করেন। তথায় দেবগণ অসুরগুরু
ভ্রাতৃদ্বয়কে অমৃত পান করাইয়া অসুর-
পক্ষ পরিত্যাগ করিতে অহুরোধ
করেন। অমৃত পানে মত্ত দানব-
সেনাপতিদ্বয় দেবগণের বাক্যে অসুর-
দিগকে পরিত্যাগ করিলে, দেবগণ
অসুরদিগকে পরাজয় করেন। বায়ু-
৬৫, ২৭, ২৮। মৎ-৪৭।

যজ্ঞাতুর, যজ্ঞাতুর—কার্তিকেয়ের
এক নাম। স্বন্দ্র দেখ।

যজ্ঞুথ—(১) দেবসেনাপতি কার্তি-
কেয়ের এক নাম। স্বন্দ্র দেখ। (২)
অন্ততম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

যজ্ঞী, যজ্ঞী—(১) দেবসেনাপতি
স্বন্দ্রের পত্নী দেবসেনা প্রকৃতি-দেবীর
যজ্ঞ অংশ-জাতা বলিয়া, যজ্ঞী নামে
অভিহিতা হন। তিনি মাতৃকাগণের
মধ্যে পূজ্যতমা। তপস্বিনী, বিষ্ণুভক্তি-
পরায়ণা যজ্ঞী দেবী জগতের সমস্ত
শিশুদিগকে পালন করিয়া থাকেন।
তিনি লোকসকলের পুত্রপৌত্রাদিকেও
পালন করিয়া থাকেন বলিয়া, যজ্ঞী
নামেও কীর্তিতা হন। তিনি শিশু-
দিগের সমীপে বৃদ্ধা ও ষোগিনী
স্বরূপা। শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠ দিনে

সুজিৎকাগুহে এবং একবিংশ দিবসে বাম-৫৮।
 পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার পূজা বোড়নী—(১) দেবী শতাক্ষীর দেহ
 কর্তব্য। দেবীভা-২২-১, ৪৬। (২) ইহাতে উৎপন্ন অস্ত্রতমা মহাশক্তি।
 দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। শতাক্ষী ও শক্তি দেখ। (২) দশ
 (৩) ষষ্ঠী দেবী ব্রহ্মার সত্য উপস্থিত মহাবিষ্ণুর অস্ত্রতমা। মহাবিষ্ণু দেখ।
 থাকিতেন। মহাভা-সভা-১১। (৩) (৩) মূল প্রকৃতিদেবী ইহাতেও শ্রেষ্ঠা
 ব্রহ্মা (৩৯) ও তদ্রূপ দেখ। সুন্দরূপা দশমূর্ত্তি সম্পন্ন দেবীগণের
 বোড়শ—ব্রহ্ম দেবসেনাপতি পদে অস্ত্রতমা। বৃহদ্-মধ্য-৬। সতী দেখ।
 বৃত্ত ইহঁলে বিতণ্ডা (নদী) তাঁহার বোঁসঙ্গ—বরাহকল্পের বোড়শধাপরে
 সাহায্যার্থ স্বীয় অমুচর বোড়শকে বোঁসঙ্গ নামে ব্যাস ছিলেন। তখন
 প্রদান করেন। বাম-৫৭। ব্রহ্ম দেখ। মহাদেব গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন।
 বোড়শান্ত—মহাদেবের অস্ত্রতমগণ। ব্রহ্মা-২৩। গোকর্ণ দেখ।

স

সংকুসুক—একজন ঋগ্বেদের নহুদ্রষ্টা।
 ঋষি। তিনি মৃত্যু, ধাতা, বৃষ্টা ও
 অগ্নিসংস্কার স্বর্গকে কতিপয় ঋক্মন্ত্র
 রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৮।
 সংক্রন্দন—(১) ভৌতামন্ত্র অস্ত্রতম পুত্র
 মার্ক-১০০। হরি-হরি-৭। ভৌতামন্ত্র
 দেখ। (২) মৈত্রেয়পতি দুর্গের অস্ত্রতম
 অমুচর ও সেনাপতি। দেবীপু-১২৭।
 সংক্রম—পরাক্রম ও বিক্রম দেখ।
 সংক্রমক—বৈতাণী দেখ।
 সক্রোধনী—দেবীদুর্গার এক নাম।
 দেবীপু-১২৭।
 সংক্ষয়—আহবনীর অগ্নির এক-
 পঞ্চাশ জন পুত্রের অস্ত্রতম। দেবীপু-
 ১২২।
 সংক্ষিপ্ত—যজুঃশ্রী উপাসকের অস্ত্র-
 তম পুত্র। মৎ-৪৭। উপসঙ্গ, উপা-
 সঙ্গ ও বজ্রাংগ দেখ।
 সংক্ষেপ—ধর্ম ইহঁতে মরুত্বতীর গর্ভ-
 জাত মরুদগণের অস্ত্রতম। মরুদগণ
 দেখ।
 সংগ্রহ—(১) ব্রহ্ম দেবসেনাপতি পদে
 বৃত্ত ইহঁলে, সমুদ্র তাঁহার সাহায্যের
 অস্ত্র সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামে দুই গদাধর

অনুচরকে প্রদান করেন। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৩০। -বৈভালী দেখ।

সংগ্রামজিৎ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা
মহিষী শৈব্যা হইতে সংগ্রামজিৎ প্রসূত
পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈব্যা দেখ।
(২) বাসুদেব হইতে স্ত্রীদেবীর গর্ভে
সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।
বাসু-২৬। স্ত্রীদেবী দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণ
হইতে স্ত্রীদ্রাবার গর্ভে সংগ্রামজিৎ
প্রভৃতি তনয়গণ জন্ম লাভ করেন।
গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (৪) সংগ্রাম, প্রহ্লাদ ও
অনিরুদ্ধের সহিত দ্বিধিজয়ে গমন
করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩৪; অশ্ব-১৪, ১৬।
ভূতসম্ভাপন ও ভদ্রা দেখ।

সংজ্ঞাতি—সংযাতি দেখ।

সংজ্ঞা—(১) কণ্ঠ্য হইতে অদিতির
গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করেন।
বিবস্বানের অন্ততমা পত্নী সংজ্ঞা।
ঐহার গর্ভে বৈবস্বতমহু জন্মগ্রহণ
করেন। তদ্বিষয় যম ও যমুনা নামে দুইটি
যমজ পুত্রকন্তাও জন্মগ্রহণ করেন।
মৎ-১১। (২) বিশ্বকর্মার কন্তা সংজ্ঞা
স্বর্ঘ্যের পত্নী ছিলেন। ঐহার গর্ভে
অহু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি
বৈবস্বত মহু নামে খ্যাত। সংজ্ঞা
স্বর্ঘ্যের তেজ সহ্য করিতে পারিতেন
না। তীব্ররশ্মি স্বর্ঘ্য ঐহার দৃষ্টিপথে
পতিত হইলেই, তিনি নয়ন নিমালিত
করিতেন। সেইজন্য ভাস্কর একদিন
ক্রুদ্ধ হইয়া ঐহাকে অভিশাপ দেন,

“যেহেতু তুমি সর্বদাই আমাকে দর্শন
করিয়া নেত্র সংযম কর, সেই জন্য তুমি
প্রজা-সংযমনপর যমকে প্রসব করিবে।”
তাহাতে শঙ্কিতা হইয়া সংজ্ঞাদেবী
বিবস্বানের প্রতি চক্ষু দৃষ্টি নিষ্কেপ
করিতেন। সেইজন্য দিবাকর বলি-
লেন, “যেহেতু তুমি আমাকে দেখিয়া
দৃষ্টি বিলোলিত করিতেছ, তজ্জন্য তুমি
বিলোলা নদীরূপিনী এক তনয়া প্রসব
করিবে।” সেই শাপ হেতু সংজ্ঞার গর্ভে
যম ও যমুনা নামে যমজ পুত্র ও কন্তা
জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞাদেবী এষাবৎ-
কাল অনেক কষ্টে ভাস্করের তেজ সহ্য
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা একান্ত
অসহ্য হওয়াতে, শাস্তি লাভের আশায়
পিতৃগৃহে গমনকরাই যুক্তিযুক্ত মনে
করিলেন। অতঃপর তিনি নিজ দেহ
হইতে নিজ ছায়াময় এক তম্বু নির্মাণ
করিলেন। তখন সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে,
ভাস্কর গৃহে ঐহার স্নায়ই অবস্থান
করিয়া, স্বামী ও পুত্র কন্তার পরিচর্যা
করিতে বলিয়া, পিতৃগৃহে গমন করি-
লেন। দীর্ঘকাল পিতার স্নেহাবরণে
আনন্দে কাল যাপন করিবার পর, এক
দিন ঈষ্ঠা ঐহাকে বলিলেন যে, স্বামীগৃহ
ত্যাগপূর্বক দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে অবস্থান
করা, কন্তার পক্ষে গৌরবহানীকর।
অতএব সংজ্ঞার পুনরায় পতিগৃহে গমন
করাই সমীচীন। সংজ্ঞা পিতৃবাণ্যে
সম্মত হইয়া তথা হইতে প্রহ্লাদপূর্বক

উক্তর কুরুদেশে গমন করিলেন এবং বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই বড়বা-রূপধারিণী প্রকৃত সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বরূপধারী বিবস্বান হইতে নাসত্য ও দশ নামে দুই তনয় উৎপন্ন হয়। সংজ্ঞার গর্ভে ভাস্করের তেজ রেবন্ত নামে, আরও এক পুত্র জন্মে। স্বন্দ-ব্রহ্ম-১৩। মার্ক-৭৭, ৭৮ ১০৬-১০৮। সূর্য্য, রেবন্ত, শনি, বিবস্বান ও সাবর্ণি মনু দেখ। (২) বিশ্বকর্মা-তনয়া ও বিবস্বান-ভার্যা সংজ্ঞার গর্ভে ক্রমে ক্রমে মনু, যম, যমুনা, শনি, তপতি, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৩। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে দুই মনু, জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-৭০। (৪) দেবশিল্পি বিশ্বকর্মার কন্যা সুরেণু ভাস্করের সহিত পরিণীতা হইয়া, সংজ্ঞা নামে খ্যাত হন। তাঁহার গর্ভে প্রথমে মনু ও প্রাদেদেব প্রজাপতি নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা যখন সূর্য্যের তেজ সহনে অসমর্থ হইয়া অশ্বরূপ ধারণ করিয়া, বিচরণ করিতে-ছিলেন, তখন বিবস্বানের তেজঃ হইতে নাসত্য ও দশ নামে ত্রিষৃ প্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন। বায়ু-৮৪। (৫) বিবস্বান-পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে প্রাদেদেব মনু, যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা বড়বা-রূপে পৃথিবীতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন।

ভাগ-৬৮-৬; ৮৮-১৩। (৬) দিবাকরের পত্নী সংজ্ঞা ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-৫০।

সংজ্ঞান—সংবলন দেখ।

সংজ্ঞয়—কণ্ডপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বৈবশপ দেখ।

সংবৎসর—(১) সৃষ্টির আদিকালে সংবৎসর নামে এক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র সুপার্ব। বরা-২৫। (২) একজন দানব। গর্গ-বিশ্ব-৪৭। মহা-দেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৬০।

সংবরণ—(১) পুরুবংশীয় ঋক্ষের তনয়। তিনি সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কুরু। বৃহত-মধ্য-২২। কঙ্কি-৩২-৪। ভাগ-৬৮-৬, ৮৮-১৩। মার্ক-৮৮, ১০৬। (২) রাজা সংবরণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, প্রজাকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং জনপদসমূহও উৎসন্ন প্রায় হইল। অনাবৃষ্টিও ব্যাধিতে লোক সকল অকালে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে পাঞ্চালরাজ সংবরণের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা সংবরণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুত্র-কলত্র-অমাত্য প্রভৃতির সহিত পলায়ন করিয়া, সিঙ্কনদীর তীরবর্তী এক কাননে বাস করিতে লাগিলেন। বহুকাল তথায় অবস্থান করিবার পর, একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলেন।

স-অমাত্য সংবরণ তাঁহার যথোচিত
অন্ত্যর্ঘনা করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের
পৌরহিত্যপদ গ্রহণ করিতে অত্মরোধ
করিলেন। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠের
সহায়তায় রাজা সংবরণ পুনরায় নিজ
রাজ্য লাভ করিলেন। সংবরণের
পত্নী সূর্য্য-কন্তা তপতী এবং পুত্র কুরু।
মহাভা-আদি-২৪। (৩) রাজা সংবরণ
সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন
প্রাতঃকালে পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধূপ,
- অর্ঘ্য মাল্যাদিসহ ভাস্করের আরাধনা
করিতেন। একদিন রাজা সংবরণ
বৃগ্না করিতে যাইয়া সূর্য্যকন্তা তপতীকে
অবলোকন করেন এবং তাঁহার অলৌ-
কিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পাণি
প্রার্থনা করিলেন। তপতী সংবরণকে
নিজ পিতা ভাস্করের নিকট তাঁহার
ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। তখন
মহারাজ সংবরণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে
পৌরহিত্যে বরণ করিয়া, তাঁহার দ্বারা
সূর্য্যের নিকট নিজ মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন
করিলেন। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব হইতেই
নিজ-ভক্ত সংবরণকে তপতীর যোগ্য
পতি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন। এক্ষণে মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট
সকল বিষয় অবগত হইয়া, পরম আন-
ন্দিত চিত্তে তপতীকে রাজা সংবরণের
পত্নীতে বৃত্ত হইবার জন্ত মর্ত্যধামে
প্রেরণ করিলেন। মহারাজ সংবরণ
তপতীকে আখ্যাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া

অমাত্যবর্গের হস্তে রাজ্যভার প্রদান-
পূর্ব্বক, তপতীসহ দ্বাদশবর্ষকাল কানন,
গিরিকন্দর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিয়া
ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করিতে লাগি-
লেন। রাজা সংবরণকে ঐরূপ রাজ্য-
ভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভোগসুখে মত্ত
দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে
বর্ষণ করিতে বিরত হইলেন। অনাবৃষ্টি-
নিবন্ধন প্রজাসাধারণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও
ব্যাদিগ্রস্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে
নিপতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া
মহর্ষি বশিষ্ঠ সংবরণকে পরামর্শ দিয়া
পুনরায় স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন।
রাজা সংবরণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ
করিলে, পূর্ব্বের স্ত্রায় যথাযথ বারিবর্ষণ
ও শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন
মহারাজ সংবরণ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে
দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ সম্পাদন
করিলেন। মহাভা-আদি-১৭১-১৭৩।
বাম-২১, ২২।

সংবর্ত—(১) দেবগুরু বৃহস্পতি ও
মহর্ষি সংবর্ত উভয়েই অশ্বিরার পুত্র
ছিলেন। বৃহস্পতি নিজ সহোদর ভ্রাতা
সংবর্তের প্রতি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ
ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতিশয়
দুর্জীবহার করিতেন। পরিশেষে ভ্রাতার
দুর্জীবহার অসহ্য বোধ হওয়াতে;
সংবর্ত বিষয়সুহা পরিত্যাগপূর্ব্বক
দিগধর অবস্থার অরণ্যে প্রস্থান করি-
লেন। বৃহস্পতি ইক্ষ্বাকুবংশীর রাজা

অবীক্ষিতের কুলপুরোহিত ছিলেন। ঐ বাণীয়া রাজা মরুস্ত একবার যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া বৃহস্পতিক যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে অমুরোধ করেন। কিন্তু তৎপূর্বে বৃহস্পতি ইজ্ঞকর্তৃক দেবতাদিগের গুরুর পদে বৃত্ত হইয়া ছিলেন। তিনি সেই কারণ প্রদর্শন করিয়া মরুস্তের অমুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নারদ ঋষি মরুস্তকে, বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত ঋষির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পরামর্শ দিলেন। মরুস্ত যখন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় সংবর্তের সাক্ষাৎ পাইবেন, তখন নারদ বলিলেন, “সংবর্ত দিগম্বর অবস্থায় চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। আপনি বারাণসীতে গমন করিয়া বিবেকেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপনপূর্বক, নিকটে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতে থাকুন। যিনি প্রাতঃকালে বিবেকেশ্বর দর্শন করিতে আসিয়া, শব্দ দর্শন করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত বলিয়া জানিবেন। আপনি তাঁহার অনুগমন করিবেন এবং কোনও নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার শরণাগত হইবেন।” মরুস্ত রাজা নারদের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়া সংবর্তের সন্মুখীন হইলে, তিনি প্রথমে রাজার গাত্রে বর্ধম, স্নেহা, নিম্নীবন প্রভৃতি নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। মরুস্ত নরপতি তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া, কৃতান্তলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সংবর্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে, মরুস্ত বোড় হস্তে তাঁহার সন্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সংবর্ত মরুস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কাহার নিকট সংবর্তের পরিচয় পাইয়াছেন। মরুস্ত যখন বলিলেন যে, তিনি নারদের নিকট তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন, তখন সংবর্ত, নারদ কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মরুস্ত নারদের শিক্ষা মত বলিলেন যে, নারদ তাঁহাকে সংবর্তের সন্ধান প্রদান করিয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন। তখন সংবর্ত অতি কঠোর বাক্যে বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞান বায়ুরোগগ্রস্ত, বিকৃতবেশ ও অস্থিরচিত্ত লোকের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন না করা হইয়া, তাঁহার ভ্রাতা বৃহস্পতির দ্বারা সম্পন্ন করাইলেই মরুস্তের মঙ্গল হইবে। তদুত্তরে মরুস্ত বলিলেন যে, তিনি প্রথমে বৃহস্পতিরই শরণাগত হন। কিন্তু তিনি দেবগুরুর পদলাভ করিয়া, আর মর্ত্যবাসীর যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ দেবরাজ তাঁহাকে মরুস্ত রাজার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে নিবেদন করিয়া দিরাছেন। তখন সংবর্ত মরুস্তকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার

যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে আরম্ভ করিলেই, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি কুপিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। সুতরাং সেই সময়ে সংবর্তের প্রতি মরুত রাজার যদি ভক্তি অচলা না থাকে, তবে তিনি সংবর্তের শাপে স-পরিজন ভয়সাৎ হইবেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মরুত নরপতি, যাবচ্ছত্র দিবাকর সংবর্তের অম্লরাগী থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, সংবর্ত তাঁহার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর রাজা মরুত সংবর্তের নির্দেশে যজ্ঞবান্ পূর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক, ভবানীপতির আরাধনান্তে বহু সুবর্ণলাভ করিলেন এবং সেই সুবর্ণ রাশিদ্বারা যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখণ্ডক বৃহস্পতির জ্ঞানগোচর হইলে, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন ইন্দ্র বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে দূর করিবার জন্ত, অগ্নিকে প্রেরণ করিয়া মরুত নরপতিকে সংবাদ দিলেন যে, বৃহস্পতি তাঁহার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত আছেন। মরুত নরপতি বৃহস্পতির পূর্ব্ব প্রত্যাখ্যান-জনিত অবমাননা স্মরণ করিয়া, সংবর্তের পরিবর্তে বৃহস্পতিকে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্ত আহ্বান করিতে সম্মত হইলেন না। অগ্নি তখন- বৃহস্পতিকে পৌরহিত্য পদে বরণ করিলে, মরুত রাজার যে যে বিষয়ে পরমলাভ হইবে, সেই সব কথা বলিয়া

তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিকে তিরস্কারপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন। অগ্নি তখন বিফল মনোরথ হইয়া, প্রত্যাগমন করিলে ইন্দ্র পুনরায় গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সেই কার্য্যের জন্ত প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও প্রথমে প্রলোভন-প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্য-সিদ্ধি করিতে অপারগ হইয়া, ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংবর্ত অন্তর প্রদান করাতে, মরুত তাঁহার কোনও বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। এই ভাবে ক্রমে মরুতের যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল এবং পরিশেষে সংবর্তের মন্ত্রপুত আহ্বানে অস্ত্রান্ত দেবগণ সহ ইন্দ্রও তথায় গমন করিয়া যজ্ঞীয় সোমরস পান করিলেন। মহাভা-আশ্ব-৫-১০। বায়ু-৮৬। ভাগ-৯৯-২। রামা-উত্ত-১৮। গর্গ-বিশ্ব-১। (২) অথর্ব্বান্ দেখ। বায়ু-৬৫। (৩) সংবর্ত নামক এক ঋষির পুত্রগণকে রাজা বীরধৰ্ম্মা যুগলমে বধ করিয়া-ছিলেন। পরে মহর্ষি দেবরাতের পরামর্শে বরাহ-চতুর্দশী ত্রতের অমুষ্ঠান করিয়া সেই ব্রহ্মহত্যা পাপ-হইতে তিনি মুক্ত হন। বরা-৪১। (৪) একজন স্মৃতি শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম সংবর্ত-সংহিতা। সংব।

সংবর্তক—(১) অগ্নি বিশেষ।

তিনি মহ্যমান নামক অগ্নির পুত্র। এই অতীব ভয়ঙ্কর অগ্নি সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া সতত জলপান করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র সহরক্ষ। মৎ-৫১। কূর্শ-উত্ত-৬। বায়ু-২৯। (২) অন্ততম দানব। বরা-২৪। (৩) কক্ষর গর্তজাত অন্ততম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (৪) সূর্য্যের এক নাম। মহাভা-বন-৩। (৫) অন্ততম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

সংবলন—ঋগ্বেদের একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। তিনি অগ্নি সষক্কে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। তদ্বিত্ত তিনি সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমতকে দেবতা স্বরূপে কল্পনা করিয়া, তদ্বিবরেও কতি-পয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ১২১। ১-৪।

সংবহ—পৃথিবীর উপরিতাগে যে বায়ুতরু বর্তমান, তন্মধ্যে সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থান করেন। নক্ষত্রমণ্ডল তদ্বারা ক্রমে নিবন্ধ থাকিয়া পরিভ্রমণ করে। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৮। দেবীপু-৪৬। মন্ত্রস্ত (৩) এবং বায়ু (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।

সংবৃষ্টি—দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

সংভূত—সম্ভূত দেখ।

সংবর্দ্ধন—সম্বর্দ্ধন দেখ।

সংবাতি—রাজর্ষি নহবের অন্ততম পুত্র। রক্ত-পু-১৪৩।

সংবহন—সংবাহ দেখ।

সংবন—ধৃষাকের পুত্র। ভাগ-২২-২।

সংবমন—একজন অগ্নিবংশীয় ঋষি। বরা-৫। নিটুরক দেখ।

সংযমী—শ্বেতকল্লীয় কলির আধিপত্যে যে সমুদ্র যোগেশ্বর ক্রমশঃ আবির্ভূত হইয়া শিবধর্ম বিবরে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি তাঁহারের অন্ততম। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিব (১৪) দেখ।

সংবাতি—(১) রাজর্ষি নহবের অন্ততম পুত্র। নহব, যবাতি, অশ্বক ও বিরজা দেখ। (২) যবাতিবংশীয় বহু-গবের পুত্র। তাঁহার তনয় অহংবাতি। বৃহদ্র-মধ্য-২২। ভাগ-২২-২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি প্রাচিঘানের পুত্র। তাঁহার যাতার নাম অশ্বক। সংবাতির পত্নী বরাঙ্গী ও পুত্র অহংবাতি।

মহাভা-আদি-২৫। (৪) কস্তপবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। ভূক্ত দেখ।

সংযুগ—আহবনীয় অগ্নির একপকাশ জন তনয়ের অন্ততম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।

সংযুগ—যজু-বংশীয় শূরের অন্ততম পুত্র। শূর দেখ।

সংযোজন—জনৈক বানর বলপতি। তিনি রামের সহিত সঙ্গলবলে লঙ্কা গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-২৬।

সংযোধকটক—কুবেরের অন্ততম জনৈক বক্ষ। রাবণ বধন দ্বিবিধরূপে বহির্গত হইয়া কুবেরের পুত্রী আক্রমণ করেন, তখন রাবণাহুতর দ্বারীয়ে

সহিত তাঁহার হৃদ হর। রামা-
উক্ত-১৪।

সংরক্ত—অন্ততম মরৎ। মরৎ-গণ
দেখ।

সংস্কৃতি—দেবীতুর্গার এক নাম।
দেবীপু-১৬।

সংস্কৃৎগণ—চুর্যোধনপক্ষীর ত্রিগর্ত-
দেশীয় দুইজন বীরের সাধারণ নাম।
তাঁহারা অর্জুনকে বধ করিতে বিশেষ
প্রয়াস পান, কিন্তু পরিশেষে ধনঞ্জয়ের
হস্তেই নিহত হন। মহাভা-উত্তোগ-
৫৪, ৫৬।

সংস্কৃত—(১) অত্রিবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বৈকুণ্ঠ-গালব
দেখ। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম
পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র
(অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সংশ্রয়—অন্ততম প্রজাপতি। ক্রমিক
সংখ্যা অনুসারে তিনি চতুর্থস্থান অধি-
কার করেন। রামা-আর-১৪। কর্দম
দেখ।

সংসর্গা—প্রজাপতি দক্ষের অন্ততমা
কন্যা। চম্পা দেখ।

সংহত—যদুবংশীয় কুন্তির পুত্র।
তাঁহার পুত্র মহিয়ান। পদ্ম-স্মৃতি-১২॥
দৈহর, সংহন ও ধর্ম্মনেত্র দেখ।

সংহতাপন—নাগরাজ ঐরাবতের
কুলজাত অন্ততম নাগ। তিনি রাজা
জনমেজয়ের সর্পসঙ্গে বিনষ্ট হন।
মহাভা-আদি-৫৭।

সংহতাশ—(১) ইন্দ্রাবংশীয় বিহু-
ন্তের পুত্র। তাঁহার দুই অপত্য—অক্-

তাশ ও রণাশ। মৎ-১২। পদ্ম-স্মৃতি-৮।

(২) সংহতাশের পুত্র অক্ণাশ (ক্ণাশ,
ল-পু-৬৫) ও রণাশ। অগ্নি-২৭৩। হরি-
হরি-১২। (৩) সংহতাশের এক পত্নীর
নাম ছিল হৈমবতী। তাঁহার গর্ভে
প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে।
সংহতাশের অপর দুই পুত্রের নাম
অক্ণাশ (অক্ণাশ; শিব-ধর্ম্ম-৬০) ও
ক্ণাশ। বায়ু-৮৮। (৪) সংহতাশের
পুত্র ক্ণাশ ও অক্ণাশ। কুর্ধ-পু-২০।
নিকুন্ত দেখ।

সংহন—যদুবংশীয় ধর্ম্মনেত্রের পুত্র।
তাঁহার তনয় মহিমা। অগ্নি-২৭৫।
সংহত দেখ।

সংহারী—ভট্টারিকা ও ভরহর দেখ।

সংহতি—নরপতি রজির বংশীয়
জয়সেনের পুত্র। তাঁহার তনয় ক্ষত্র-
ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

সংহৃতি—অগ্নির পত্নী সংহৃতির গর্ভে
পর্জন্ত জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮।
পর্জন্ত ও অগ্নি(অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

সংহৃতি—অজিরাবংশীয় অন্ততম মর-
প্রপেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫২।
অজমীঢ় দেখ।

সংহাদ—(১) জটৈক রাক্ষস সেনা-
পতি। তিনি রাবণের সহচররূপে
দ্বিবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। লঙ্কা
সমরে বানর-সৈন্য হতে তিনি বিহত

হন। রামা-লঙ্কা-২০; উত্তরা-৬, ২২
৩২। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুঃ
বংশীয় সংহাদের পুত্রগণ নিবাতকবচ
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা ব্রহ্মার
বরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ প্রভৃতির
অবধ্য হইয়াও পরিশেষে অর্জুন হস্তে
নিহত হন। মৎ-৬। 'হরি-হরি-৩।
(৩) হিরণ্যকশিপুর অন্ততম পুত্র ও
প্রহ্লাদের ভ্রাতা। (কোনও কোনও
পুরাণে সংহাদ নাম দৃষ্ট হয়) হিরণ্য-
কশিপু দেখ। (৪) সংহাদ (অথবা
সংহ্লাদের) পুত্র শিবি, আয়ুয়ান্ ও
বান্ধল। বিষ্ণু-১ম-২২। (৫) দানব
পতি সংহাদই ধাপরে শল্যরাজ-রূপে
জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।
(৬) সংহাদের ভাৰ্য্যার নাম মতি।
তাঁহার গর্ভে ঞ্জজন নামে দানব উৎ-
পন্ন হয়। ভাগ-৬স্ক-১৮।

সংহাদক—মহাদেবের অন্ততম গণ।
তিনি ছয় কোটা অমুচর সহ মহাদেবের
বিবাহে বরানুগমন করিয়াছিলেন।
স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সংহাদি—রাক্ষসরাজ সুনালীর পুত্র।
সুনালী দেখ।

সংহ্লাদি—দানব বিশেষ। সমুদ্র
মহনের পর অন্তান্ত দানবদিগের সহিত
একত্রে অমৃত পানের জন্য সমবেত
হইলে, বিষ্ণু যোহিনী মূর্তি ধরিয়া
সকলকে দ্বলনা করেন। স্কন্দ-মাহে-
কেদা-১২।

সকল—দৈত্যপতি বাণের এক অঙ্গু-
চর। হরি-হরি-১৬১, ১৬২।

সকলপ্রিয়া—স্বর্গস্থিত একটি গাভী।
স্কন্দ-নাগ-২৫২।

সকলাক্ষ—একজন সংশিতব্রত মুনি।
পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫।

সকান্তি—মহাদেবের একনাম। স্কন্দ-
মাহে-অঙ্গ-পূ-৩।

সকাশাস—উদ্ধ নামক অগ্নির পুত্র।
মহাবাক্। তাঁহারই অপর নাম সকাশাস।
মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত
খণ্ড) ও উদ্ধ দেখ।

সকুম্ভা—সীতার রোমকূপ হইতে
উৎপন্ন। অন্ততমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সকুদ্ষশা—বহুবংশীয় সীতু ঘের অন্ত-
তম পুত্র। সীতু, বসুদেব ও শমীক
দেখ।

সকেতু—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর।
নৃপতির অন্ততম পুত্র। সগর দেখ।
সকৌতপুত্র—সংহিতাকার লোকা-
ক্ষীর অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-
৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

সগন—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বজ্রনাভের
তনয়। তাঁহার অপত্য বিধ্বতি। ভাগ-
৯স্ক-১২।

সগর—(১) প্রাচীনকালে অবোধ্য/
নগরীতে সগর নামে এক জন মহাবল
ধর্ম্মমতি প্রজাপালক নরপতি ছিলেন।
তাঁহার ছয় মহিষা ছিলেন। দ্যোটা।
বিদ্বর্তরাজ নন্দিনী কেশিনী এবং কনিষ্ঠা

রাজা অরিতেনবীর কন্যা স্মৃতি । তিষ্ঠ পাগাচারী হওয়াতে, সগর তাঁহাকে নগর তাঁহাদের কাহারও গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ না করাতে, নৃপতি সগর ভার্য্যায় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমনপূর্বক পুত্র লাভের আশায় ঘোরতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন । একশত বর্ষকাল তপস্তায় অতিবাহিত হইবার পর, ভৃগুমুনি তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন যে, তাঁহার দুই মহিবীর গর্ভেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে । এক জনের গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে । অপর ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করিবেন । তখন সগরের মহিবীর মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের কাহার গর্ভে কিরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে । ভৃগু তাঁহাদিগকে নিজ নিজ মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিলে, কেশিনী বংশধর এক পুত্র ও স্মৃতি ষষ্টি সহস্র সন্তান প্রার্থনা করিলেন । অতঃপর নরপতি সগর, পত্নীদ্বয় সহ অবোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিলেন । কালক্রমে কেশিনী এক পুত্র প্রসব করিলেন । তিনি পরে অসমঞ্জ নামে খ্যাত হন । স্মৃতির গর্ভ হইতে তুষ্ণীকলাকৃতি এক পিশু প্রোদ্বৃত্ত হয় । পরে তাহাই ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয় । রাজ-ধাত্রী সেই ষষ্টি সহস্র সন্তানকে যুতকুন্ত-নধ্যে রাখিয়া বর্ধিত করিতে লাগিল । রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ অতিশয়

পাপাচারী হওয়াতে, সগর তাঁহাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন । হিমাচল ও বিজ্যাচলের মধ্যবর্তী স্থলে রাজর্ষি সগর এক যজ্ঞ করেন । তাঁহার আদেশে অসমঞ্জের তনয় অংগুমান যজ্ঞাশ্রয় অনুগমন করেন । সেই সময়ে দেবরাজ রাক্ষসীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই অশ্ব অপহরণ করেন । উপাধ্যায়গণ সেই সংবাদ রাজার গোচর করিলেন, তিনি তাঁহার ষষ্টিসহস্র সংখ্যক পুত্রকে সেই অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন । সেই সকল পুত্রই অশ্ব অন্বেষণ করিতে যাইয়া, কপিল-শাপে ভস্মীভূত হন । পরে সগর রাজার বংশীয় দিলীপ-তনয় ভগীরথ, গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়া, সেই সগর-সন্তানগণের উদ্ধার করেন । রামা-আদি-৫৮, ৫৯ । কপিল ও ভগীরথ দেখ । (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাহনরপতির পুত্র সগর । তাঁহার দুই পত্নী ছিল । তাঁহাদের নাম প্রভা ও ভানুমতী । এই সগর মহিবীর পূর্বে সন্তান কামনায়, ঔর্ক অগ্নির আরাধনা করিয়াছিলেন । তাহাতে ঔর্ক সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, “তোমাদের মধ্যে একজন একটা মাত্র বংশধর পুত্র এবং অপর একজন ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রার্থনা কর । তখন মহিবীরের মধ্যে প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র এবং ভানুমতী একটা বংশধর পুত্র প্রার্থনা করিলেন । সগরের এই ষষ্টিসহস্র পুত্র অশ্বাশ্বেষণে পৃথিবী

ধমন করিয়া পাতালে গমন করিলে, বিষ্ণুর নরনানলে ভস্মীভূত হন। অগ্নি-২৭৩। ৪৭-১২। বাহ দেখ। (৩) সগর নৃপতি ঔরু-মুনির আশ্রমে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং তথায়ই প্রাপ্তিপালিত হন। (বাহবী দেখ)। ঔরু মুনি তাঁহাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। মহামতি সগর অস্ত্র-বিজ্ঞায় সম্যক পারদর্শী হইয়া পিতৃশত্রু হৈহয়-দিগকে বিনাশ করেন। পরে তিনি শক, যবন, কাষোজ ও পুরুবগণকেও নিঃশেষ করিতে উদ্বৃত্ত হন। তখন তাঁহারী ভাত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাগত হন। মহর্ষি তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায়, সগরকে নিবারণ করিলেন। নরপতি সগর গুরু-বাক্যে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের ধর্মহানী ও বেশের অন্তথা করিয়া দিলেন। তিনি শকগণের মন্তকের অর্ধ ভাগ এবং যবন ও কাষোজদিগের সমস্ত মন্তক মুণ্ডন করাইয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহার নির্দেশ মত পারদগণ নৃত্যকেশ এবং পুরুবগণ অশ্রুধারা হইল। তিনি এই সকল জাতির মধ্যে বেদাধ্যয়ন নিষেধ করিয়া দিলেন। শক, যবন, পারদ, কোল, শপা, মহিষ, দার্ক, কোরল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সগরের আদেশে স্বধর্ম পরিহার করিলেন। মহা-রাজ সগর খল, তুখার, চীন, মদ্র, নিকি-

দক, কোন্তল, বদ, শাখ, কোম্বক, প্রভৃতি জাতিদিগকে জয় করিয়া, এক অবশেষ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞের নিমিত্ত বিদ্বিষ্ট অব পূর্ক-দক্ষিণ সাগরকূলে বিচরণ করিতে করিতে সহসা অপহৃত হইয়া, ভূতলে নাত হইল। তখন নৃপতি সগর অবশেষ সন্ধানে পুত্রগণ দ্বারা সেই স্থান খনন করাইলেন। সগর সন্তানগণ ভূমি খনন করিতে করিতে পাতালে কপিলরূপী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অশ্বাঘেযী সগর-সন্তানগণের কোলা-হলে কপিলের দ্ব্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি ক্রুদ্ধনেত্রে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতেই চারিজন ব্যক্তিরেই সকলেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। এই চারিজনদের নাম বর্হকেতু, মুকেতু, ধর্মরথ ও পঞ্চজম। পরে মহামতি সগর নারায়ণের নিকট হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশের অক্ষরথ, অবিনাশিনী কীর্তি, তাঁহার পুত্রগণের জলধির আশ্রয়লাভ, তাঁহার অক্ষর স্বর্গবাস এবং কপিলের নেত্রায়িতে পৃথু তাঁহার পুত্রগণের অক্ষর লোক লাভ, এই সকল বর লাভ করেন। তৎপরে জলপতি অশ্বাঘায়া সগরের বন্দনা করিলেন। সেই কারণে অর্পণের এক নাম হইল সাগর। অতঃপর সগর নৃপতি সমুদ্র মধা হইতে যজ্ঞাশ্ব আহরণপূর্বক যজ্ঞ সমাপন করিলেন। হরি-হরি-১৪। শিব-বর্হ-

৩১। (৪) সগরের দুই পত্নী ছিল। প্রথম বিবর্ত রাজকন্যা কেশিনী; অপরা রাজা অরিসেনের পুত্রী। তপস্বী ঋষি তাঁহাদের পদসকল দধ্ব হইরাছিল। ঔরুমুনির বরে কেশিনী অসমজ্ঞা নামক এক পুত্র লাভ করেন এবং অপরাগর্ভে এক বীজপূর্ণ তুসী উৎপন্ন হয়। সেই তুসী হইতে পরে বটি সহস্র পুত্র প্রোত্ৰুত হন। এই পুত্রগণ কপিলের শাপে ভয়ীভূত হন। হরি-হরি-১৫। (৫) সগর রাজার বজ্রাশ্ব পূর্ব-দক্ষিণ সাগর কূলে বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রকর্কট অপহৃত হইয়া পাতালে নীত হয়। কপিল-শাপে সগরের হর্ব-কেতু, সুকেতু, ধর্ময়ত ও পঞ্চজন ভিন্ন আর সকল পুত্রই ভয়ীভূত হন। পঞ্চ-জনের পুত্র অংশুমান। শিব-ধর্ম-৬১। (৬) সগর রাজার শৈব্যা ও বৈদভী নামে দুই পত্নী ছিল। শৈব্যার গর্ভে রাজার অসমজ্ঞা নামে এক কুলবর্দ্ধন পুত্র জন্মে। তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অপরা পত্নী বৈদভী পুত্র কামনার শিবের আরাধনার প্রবৃত্ত হন। কাল-ক্রমে তিনি গর্ভবতী হইয়া পূর্ণ শতবর্ষান্তে একটা মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া বৈদভী অতিশয় হুঃখিতা হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শিব ত্র্যাম্বরূপ ধারণপূর্বক সেই মাংসপিণ্ডকে বটিসহস্র ভাগে বিভক্ত

করিলেন। সেই প্রত্যেক অংশ হইতে এক এক মহাশরীরকালী পুত্র জন্মে গ্রহণ করিলেন। সেই সকল পুত্র কপিল-শাপে ভয়ীভূত হইলে, রাজা সগর মনোহুখে যোজন করিতে করিতে বনে গমন করেন। দেবীতা-২৩-১১। (৭) সগর নৃপতির পিতা বাহু, শত্রুগণ কর্তৃক হতরাজ্য হইয়া, ঔরুমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। শত্রু পক্ষীরগণ সেই গর্ভস্থ সন্তানকেও বধ করিবার বাসনার তাঁহার তর্ঘ্যাকে বিব (গর) প্রয়োগ করে। ঔরুমুনির আশ্রমভিমুখে গমন করিবার সময়ে বাহু নৃপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পত্নীও তখন পতির চিতার আরোহণ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। ঔরুমুনি ধ্যানবলে তাহা জানিতে পারিয়া, সত্ত্বর তাঁহার নিকট গমনপূর্বক, তাঁহাকে ঐরূপ অসমসাহসিক কার্য করিবার জন্ত নিবেদন করিলেন এবং বাহুর বনিতাকে সাহসে নিজে আশ্রমে লইয়া আনিলেন। তথায় ঔরুমুনির বরে বিব-কোষ-শূন্য হইয়া বাহু-পত্নী বধাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভবাসকালে শত্রুগণ তাঁহার বিনাশের জন্ত গর (বিব) প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, ঔরুমুনি শিশুর নাম রাখিলেন সগর। বাহু-তমর ঔরুমুনির আশ্রমেই প্রতিপালিত

হইয়া, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর মাতার নিকট, হইতে পিতার নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া সগর পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি কুলপুত্রোচিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়া, পিতৃ-নির্যাতনকারীদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সগরের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার গুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। সগর তাঁহাদিগকে ভাড়া করিবার অস্ত্র গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় বশিষ্ঠের অনুরোধে তিনি তাহাদিগকে বধ না করিয়া শিরোমুণ্ডাদি শাস্তি বিধানপূর্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠ মুনি অস্ত্রান্ত্র মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সগর রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর, ঐকমুনি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আগমন করেন। তখন নৃপতি সগরের দুই মহিষী—কেশিনী ও সুমতি ঐকমের নিকট পুত্র-বর প্রার্থনা করিলেন। ঐকমের বরে কেশিনীর গর্ভে অসম্ভব নামে খ্যাত এক পুত্র ও সুমতির গর্ভে বষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। এই একাধিক বষ্টি সহস্র সগর-তনয়গণ অতি দুর্কৃত্ত হইয়া হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদের দৌরাণ্যে দেবতার পৰ্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন। তখন তাঁহারা পাতালে প্রচ্ছন্ন-বিষ্ণু-রূপী কপিল মুনির সন্নিধানে গমনপূর্বক, প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। কপিল তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, সগর সন্তান-গণ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। কিংবদন্তি কাল পরে সগর নৃপতি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ইন্দ্র ছন্দবেশে সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া, পাতালে ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকটে রাখিয়া আসিলেন। সগর সন্তানগণ অশ্ব অশ্বেষণে সপ্তলোক ভ্রমণ করিয়াও অশ্বের সন্ধান পাইলেন না। অতঃপর তাঁহারা মহীতল খনন করিতে করিতে পাতালে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে বজ্রাশ্ব বন্ধ দেখিয়া মুনিবরকে প্রহারাদি করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে ক্রুদ্ধ কপিলের নেত্রা-গ্নিতে সগর-তনয়গণ সকলে ভস্মসাৎ হইলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ সেই সংবাদ সগরের জ্ঞানগোচর করিলেন। সগর দুর্কৃত্ত পুত্রদিগের নিধন-সংবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু অপুত্রকদিগের যজ্ঞ অধিকার নাই বিবেচনা করিয়া, তিনি পৌত্র অংগুমানকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া, অশ্বের অহুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। অংগুমান পিতৃব্য-গণ কৃত রুদ্ধ, পথে পাতালে গমনপূর্বক, সবিনয় সন্তা-বগদ্বারা কপিল মুনির সন্তোষ বিধান

করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে অর্থ অধায়েষণে প্রেরণ করেন । সেই সগর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সগর-সমীপে প্রত্যা- সন্তানগণ অর্থের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, চারিজন ব্যক্তিরকে আর সন্ধ্যা-পূর্বক অর্থ প্রদান করিলেন । তাগ-২৪-৮ । বৃহস্পতি-১, ৮ । (৮) ইক্ষাকু- লেই কপিল মুনির শাপে ভরীভূত হন । যে চারিজন রক্ষা পান তাঁহাদের বংশীয় সুবাহুর গর নামে এক ধর্মপরা- নাম—হরীকেতু, সুরকেতু, ধর্মরথ ও পঞ্চ- স্তন পূত্র ছিল । কোনও সময়ে হৈহয়, জন । রাজা সগর বিষ্ণুর নিকট হইতে তালজন্ম ও শকগণ একত্র হইয়া সঙ্কশ, মোক্ষলাভ, সুকীর্তি, সুসন্তান তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন । যখন, লাভ ও সমুদ্রকে পূত্র রূপে লাভ, এই পারদ, কাষোজ ও পল্লবগণ ঐ সময়ে কল্প বিষয়ে বর প্রাপ্ত হন । তিনি হৈহয় দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন । সেই বজ্রাশ্ব সমুদ্রমধ্য হইতেই লাভ রাজা গর হুতরাজ্য হইয়া, দুঃখিত চিন্তে করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন । পদ্ম-উক্ত-২০ । পত্নীসহ বনে গমন করেন এবং সেই (২) সগরের পিতা বাহু শকুণ কর্তৃক বনেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন । হুতরাজ্য হইয়া বন গমন করেন এবং তাঁহার পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন । খায় মৃত্যুমুখে পতিত হন । তাঁহার তিনি পতি-শোকে চিত্তারোহণে প্রাণ পত্নী তাঁহার অনুগমন করেন । সগর ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন । ঔর্ক মুনি মহিষীর সপত্নীগণ তাঁহার গর্ভ নষ্ট করি- তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং তাঁহাকে ার জন্ত তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিধ প্রদান নিজ আশ্রমে স্থান দান করিলেন । করেন । সেইজন্ত ঔর্কমুনির আশ্রম-জাত তথায় গর মহিষী এক পুত্র সন্তান প্রসব বাহু-তনয় সগর নামে খ্যাত হন । করিলেন । সেই পুত্র সগর নামে প্রসিদ্ধ সগরের যে চারিজন পুত্র-কপিলের রোবাগ্নি হইতে রক্ষা পান তাঁহাদের— হন । সগর ঔর্ক মুনির আশ্রমেই বেদা- নাম বহিকেতু, সুরকেতু, ধর্মরথ ও পঞ্চবন । বহিকেতুরই নামান্তর অসমজ । ভ্যাসাদি করিয়া, পরে অজ্ঞাত্যাস করি- তিনি ঔর্কমুনির বরে সগরের অন্ততমা লেন । পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পত্নী কেশিনীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন । পিতৃ-শকুদিগকে শান্তি প্রদান করিবার (অজ্ঞাত্ত বিবরণ পূর্বোক্ত বিবরণ জন্ত, যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে গুলিরই অমুরূপ বলিয়া পুনরুক্তি করা যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শিরোমুণ্ডগাদি শান্তি হইল না) বায়ু-৮৮ । (১০) ইক্ষাকু- বিধান করিলেন । তিনি তৎপরে এক বংশীয় বৃকের তনয় । সগরের তনয় অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন ।

অসমজ্ঞা। কঙ্কি-কৃ-৩। (১১) মহীপতি সগর একবার ঔর্যমুনিকে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মহুগুণের কি ফল হয়, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং ঔর্যমুনিও তাঁহার নিকটে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। বিষ্ণু-২২-৮। (১২) বিদর্ভা-রাজতনয়া কেশিনী ও বিনতা-তনয়া সুনতী, এই দুইজন সগরের মহিষী ছিলেন। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র অশ্বায়েষণে গমন করিয়া কপিলের রোষায়িতে দগ্ধ হইলে, সগর পৌত্র অংশুমানকে পুত্রত্বে কর্তৃত্ব করিয়া, তাঁহাকে অশ্বের অহুসন্ধানে প্রেরণ করেন। অংশুমান কপিলের সম্ভাব সাধন করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে, সগর যজ্ঞ সমাপন করেন। সগরের পুত্রত্বে কর্তৃত্ব হইয়া সমুদ্র সাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। (অতীত বিবরণ পূর্বোক্ত বিবরণের অনুরূপ) বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (১৩) মহারাজ সগর ক্রোধভরে মহীতল ধনন-পূর্বক সমুদ্র প্রস্তুত করেন। তাঁহারই নানানুসারে সমুদ্র সাগর নামে খ্যাত হন। মহাতা-শাস্তি-২২। রামা-আদি-৫। (১৪) সগর রাজার দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের একজনের নাম প্রভা, অপরার নাম তাহুমতী। তাঁহারা উভয়েই অগ্নির আরাধনা করেন। তাহাতে অগ্নির বরে তাহুমতী অসমজ্ঞা নামে এক পুত্র এবং

প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র লাভ করেন। কৃষ্ণ-পু-২১। (১৫) সগর-রাজার বিবরণের আনুযায়িক বিবরণের জন্ত বাহ, বাহক, অসমজ্ঞা, অংশুমান ও রক্তিদেব দেখ।

সঙ্কট—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্ততমা কন্য হইতে সঙ্কট জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্কট হইতে ভূ-বিবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬ঙ্ক-৬।

সংকর্ষণ—(১) পাতাল সকলের নিম্ন ভাগে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তলু আছে। সিন্ধুগণ তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন। তিনি সহস্রশিরাঃ এবং মন্তকের চিহ্ন তাহার ভূষণ স্বরূপ। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রকণা দ্বারা দশদিক আলোকিত করিয়া, অস্তুর দিগের বলহানী করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে লাক্ষ্মী এবং অপর হস্তে দুর্ভল। লক্ষ্মী ও বাকুণী দেবী, মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার পরিচর্যা করেন। কল্পের অস্ত্রে তাঁহার বদন হইতে সংকর্ষণ নামক দ্বন্দ্ব নিজাক্ত হইয়া, ত্রিজগৎ নাশ করেন। বিষ্ণু-২২-৫। ভাগ-৩ঙ্ক-৮। (২) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের এক নাম। বলদেব ও যোগমায়ী দেব। (৩) বসুদেবের তনয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের এক নাম বসুদেব। কিন্তু দেব নারায়ণের এক নামও বসুদেব বলিয়া অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নারায়ণ ৭১ বিষ্ণুর অবতার বসুদেব মহেন,

যিনিই বিষ্ণু বা নারায়ণ, তিনিই বাসুদেব । উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা কল্পিত হয় নাই । সেই বাসুদেবের সহিত প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এমন কি ব্রহ্মারও অভিন্নত্ব অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে । মহাভা-শান্তি-৩৪০, ৩৪১, ৩৫২, অমুশা-১৫৮ । (৪) বিষ্ণুর সঙ্কর্ষণ মূর্তির আদি দক্ষিণ বাহু হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা বিরাজিত । অন্ত্যস্ত মূর্তি এইরূপ—যে মূর্তি প্রথম দক্ষিণ বাহু হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে, তাহা তাঁহার কৈশবী মূর্তি । যে মূর্তি দক্ষিণ বাহু হইতে অমুক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করে, তাহা তাঁহার মধুসূদন মূর্তি, এবং যে মূর্তি ঐরূপ অমুক্রমে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম ধারণ করে, তাহা তাঁহার দানোদর মূর্তি, আর যে মূর্তি দক্ষিণ বাহু হইতে অমুক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন, তাহা তাঁহার বামন মূর্তি । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬১ । (৫) নন্দদার উত্তর কূলে যজ্ঞবাট নামক স্থানে সঙ্কর্ষণ তীর্থ অবস্থিত । বলরাম তথায় তপস্তা করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । স্বন্দ-আব-রেবা-১০১ । (৬) শালগ্রাম শিলার এক নাম সঙ্কর্ষণ । স্বন্দ-নাগ-২৪৪ । (৭) গোলকে মহিষী ও সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ যথায় বিরাজ করেন, তাহার উত্তর দিকে হরিচন্দন বনে মণিমণ্ডপশোভিত স্বর্ণ পীঠোপরি স্ববর্ণ-সিংহাসনে রেবতী সহ

সঙ্কর্ষণ হল্লুপ্ত বিরাজ করেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় । তাঁহার গাত্র-বর্ণ বিগুহ্ব ক্ষটিকের দ্বার ; নয়নদ্বয় রক্ত-পদ্ম-পলাশবৎ, পরিধানে নীলাঘর এবং তিনি দিবা ভূষণাদি ধারণ করিয়া আছেন । তিনি সর্কদা মণ্ডপানে আসক্ত এবং নিয়ত মণ্ডপান জন্ত তাঁহার নয়ন-দ্বয় অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছে । পদ্ম-পাতা-৩২ । (৮) বিষ্ণু পূজার অঙ্কিত মণ্ডলের পূর্বদ্বারে দেব সঙ্কর্ষণের স্থাপনা করিয়া অর্চনা করিতে হয় । গন্ধ-পু-৮ । (৯) পাতালের যে স্থানে দেবী কপালীশা অবস্থান করেন, তথায় সঙ্কর্ষণ দেবও বিরাজ করেন । কল্পের অশ্বত্থ তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা পরিচালিত কালাগ্নি সংবর্দ্ধিত হন, তজ্জন্ত সেই মহাহত্যাশনে জগৎ দগ্ধ হইয়া যায় । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩২ । যোগ-নন্দিনী ও কপালীশা দেখ । (১০) তদ্ব্যক্ত অস্ত্র-তম স্বরবর্ণ মূর্তি । তন্ত্রসার-২৩৮-পৃঃ । (১১) সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ও সাধ এই পাঁচজন যজ্ঞবংশীয় বীর দেবগণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্তিত হন । বায়ু-২৭ । (১২) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের সহচর অবতার । বৃহৎ-মধ্য-১৫ ।

সঙ্কল্প—(১) দক্ষকন্তা সঙ্কল্পা ধর্মের দশ পত্নীর অন্ততম ছিলেন । তাঁহার গর্ভে সর্কাদ্যা সঙ্কল্প অর্থাৎ মানস-জিহ্বা-ভিমাত্রী দেব জন্মগ্রহণ করেন । হরি-হরি-৩ । বায়ু-৬৬ । (২) সঙ্কল্পার পুত্র ।

সকল হইতে কাম জন্ম লাভ করেন ।
ভাগ-৬৬-৬ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪ ।
(৩) সকল সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা ধর্ম ও
সকলকে সৃজন করিয়াছিলেন । শিব-
বার-পু-১০ । লি-পু-৫ । কুর্খ-পু-৭ ।
(৪) বশিষ্ঠাদি নরজন মানস পুত্রকে
সৃজন করিবার পর, ব্রহ্মা রুদ্র, ধর্ম ও
সকলকে উৎপাদন করেন । ব্রহ্মা-৯ ।
সকল দেখ ।

সকল্লা—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও
ধর্মের দশপত্নীর অন্ততমা । সকল্লার
গর্ভে সকল্ল (গণ) জন্মগ্রহণ করেন ।
শিব-ধর্ম-৫৫ । পদ্ম-সৃষ্টি-৬ । অগ্নি-
১৮ । মৎ-৫ । সৌর-২৮ । হরি-হরি-
২১৮ । গুরু-পু-৬ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
২১ । স্বন্দ-আব-রেবা-১২২ । সকল্ল
দেখ । (২) বৈবস্বতমন্বন্তরে বিষ্ণু সকল্লার
গর্ভে মানস দেবগণের সহিত মানস-
পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন । কুর্খ-পু-৫০ ।
সকল্ল দেখ ।

সকীর্ণ—পুলহ-দুহিতা খেতার গর্ভে
চারিটি ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মলাভ করে ।
সকীর্ণ তাহাদের মধ্যে অন্ততম ।
এই সকীর্ণ ও ঐরাবত তনয় অঞ্জন,
ইহার। যমরাজের বাহন ছিল । বায়ু-
৬২ ।

সকীর্ণার—নাগ বিশেষ । প্রভেতি দেখ

সকৃতি—(১) পুরুষবা বংশীয় জয়সেনের
পুত্র । তাঁহার অপত্য জয় । ভাগ-
২৬-১৭ । (২) ভরদ্বাজ বংশীয় নরের

তনয় । তাঁহার অপত্য গুরু । ভাগ-
২৬-২১ । (৩) নর-তনয় সকৃতির পত্নীর
নাম ছিল সংকৃতি । তাঁহার গর্ভে
গুরুধী ও রত্নিদেব নামে দুই পুত্র
জন্মে । মৎ-৪২ । (৩) একজন চন্দ্র-
বংশীয় নরপতি । ক্ষত্রধর্ম্য দেখ । (৪)
চন্দ্রবংশীয় জয়সেনের পুত্র । তাঁহার
তনয় ক্ষত্রধর্ম্য । গুরু-পু-১৪৩ । (৫)
ভরত-বংশীয় নরের পুত্র । তাঁহার তনয়
গর্গ । গুরু-পু-১৩৪ ।

সঙ্কোচ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর
অমুচর জন্ততম দানব । মহাভা-শাস্তি-
২২৭ ।

সঙ্গত—(১) মৌর্য বংশীয় রাজা
দশরথের পুত্র । তাঁহার তনয় শালীশক ।
বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ । (২) মৌর্যাবংশীয় সুষশার
তনয় । সঙ্গতের পুত্র শালীশক । ভাগ-
১২৬-১ ।

সঙ্গতা—গঙ্গাतीরে গঙ্গ নামে
এক রাজা রাজত্ব করিতেন । তাঁহার
পত্নীর নাম সঙ্গতা । গঙ্গ-রাজ ও তাঁহার
মহিষী ভদ্র নামক এক ঋষির নিকট
তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, কার্তিকমাসে
দামোদর-তীর্থে করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন
করিয়া সশরীরে দেবপুরে গমন করেন ।
স্বন্দ-প্রভা-বদ্র-১ ।

সঙ্গমা—মাতৃকাগণ দেখ ।

সঙ্গর—মণিভদ্রা নামক রাজার দুই
পুত্র—বীরভদ্র ও যশোভদ্র পূর্ব
জন্মে যথাক্রমে গর ও সঙ্গর নামে

শূত্র ছিল। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র
দেখ।

সদীতজা—অনেক অপরা। দেবীভা-
৪৩-৬।

সচুড়—নাগবিশেষ স্বল্প-নাগ-১১৪।

সজাতধি—কন্যাপবংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। যামুনি দেখ।

সঞ্চারক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্বন্দের
সাহায্যকারী একজন সেনাধ্যক্ষ।
মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সহস্রবদন
রাবণের অন্ততম পুত্র। রাবণ দেখ।

সঞ্জয়—(১) হৃত গবগ্ন হইলে সঞ্জয়
জন্মলাভ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব
যজ্ঞে তিনি রাজগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত
ছিলেন। তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের
নিকটে সতত উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে
সমুদয় সংবাদ কীর্তন করিতেন। কুরু-
ক্ষেত্র সময়ের পর জাতি বধজনিত
শোকে মুহমান হইয়া, যুধিষ্ঠির যখন
শান্তিলাভের আশায় ভীষ্মসমীপে গমন
করেন, তখন তিনি সঞ্জয়কে আয়ব্যয়
পরিদর্শনের ভার দিয়া যান। অন্ধরাজ
ধৃতরাষ্ট্র যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন
করেন, তখন সঞ্জয়ও তাঁহাদের সহিত
গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র
পাক্ষ্যী প্রভৃতির দেহত্যাগের পর,
তিনি হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করেন।
মহাভা-আদি-১, ৬৩; সভা-৩৪; জী-
১, ৮, ২, ১২, ১৩, ২৩; আশ্ব-৬০;
আশ্ব-১, ৩, ৪, ৫, ৮, ১৫, ১৬, ১৮,

২০, ২১, ২৫, ২৬, ৩৭। (২) ইক্ষ্বাকু-
বংশীয় রণজয়ের পুত্র। তাঁহার অপত্য
শাক্য। বায়ু-২২; ভাগ-২৩-১২।
বিকু-৪র্থ-২২। (৩) পুরুবংশীয় প্রত্নির
তনয়। তাঁহার অপত্য জয়। ভাগ-২৩
-১৭। (৪) অজমীঢ় বংশীয় ভর্য্যাস্থের
অন্ততম পুত্র। ভর্য্যাস্থ দেখ। (৫) বহু-
বংশীয় কোলাহলের পুত্র। তাঁহার
তনয় পুরঞ্জয়। মৎ-৪৮। কোলাহল
ও পুরঞ্জয় (৬) দেখ। (৬) ইক্ষ্বাকুবংশীয়
রণেজয়ের তনয় জয়। তৎসূত সঞ্জয়।
তাঁহার পুত্র শাক্য। মৎ-২৭১। (৭)
বনাহকল্পের ষোড়শধাপরে সঞ্জয় নামে
বাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব
গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩।
যোষজ দেখ। (৮) রাজা মরুতের বংশীয়
প্রতিপক্ষের তনয়। তাঁহার পুত্র জয়।
বায়ু-২৩। (৯) যমতিবংশীয় প্রত্নি-
ক্ষেত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র বিজয়।
গুরু-পূ-১৪৩। (১০) মগধের ইক্ষ্বাকু-
বংশীয় ধনজয়ের পুত্র। তাঁহার তনয়
শাক্য। গুরু-পূ-১৪৪। (১১) জনক-
বংশীয় হর্য্যাস্থের তনয়। তাঁহার পুত্র
ক্ষেমারি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১২) রজি-
নরপতির বংশীয় প্রতিক্ষেত্রের তনয়।
তাঁহার পুত্র জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১৩)
সঞ্জয় নৃপতির কন্যা দময়ন্তী নারদ ঋষির
বীণাবাদন পারদর্শীতায় তাঁহার প্রতি
অমুরাগিনী হন। নারদ এই কথা
তাঁহার ভাগিনের পর্কতের নিকট প্রথম

দোণ্ডান রাধেন । পরে পর্বত তাহা জানিতে পারিয়া, নারদকে শাপ প্রদান করেন । সেই শাপে নারদের মুখ বানরের ভাষা হইল । তাহা সত্ত্বেও দম-রস্ত্রী নারদকে বিবাহ করেন । বহুকাল পরে পর্বত মূনির বরেই নারদ আবার স্বাভাবিক আকৃতি প্রাপ্ত হন । দেবীভা-৬২-২৬, ২৭ । নারদ দেখ । (১৪) সিংহলরাজ পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজগণের অন্ততম । কঙ্কি-১ম-৫ । (১৫) বারাণসীরাজ বিজয়ের অন্ততম সেনাপতি । তিনি চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন রাজার হস্তে নিহত হন । কালিকা-৮২ । দেবশেন, স্মৃনা ও সুদর্শন দেখ । (১৬) যদুবংশীয় সাত্যকির পুত্র সঞ্জয় । তাঁহার তনয় কুলি । গুরু-পূ-১৪৪ । (১৭) দৌবীর দেশীয় নরপতি সঞ্জয় সিদ্ধুরাজ কর্তৃক হতরাজ্য হইয়া কাপুরুষের ভাষা অবস্থান করিতেছিলেন । তাঁহার এই ভীতুতার জন্ত তাঁহার জননী বিহুলা তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করেন । পরে জননীর উপদেশ বাক্যেই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলকান হন । মহাভারতের এই বিহুলা সঞ্জয় উপাখ্যান অতি মনোহর । মহাভা-উদ্-১৩০-১৩৪ ।

সজ্জাতি—(১) পুরুষবংশীয় বহুগতির পুত্র । তাঁহার পুত্র বংশজাতি । গুরু-পূ-১৪৪ । (২) পুরুষবংশীয় বহুগতীর তনয় সজ্জাতি । তাঁহার পুত্র রৌদ্রবংশ ।

বায়ু-২২ । সজ্জিত—যযাতিবংশীয় কীর্তীর তনয় । তাঁহার পুত্র মহিমান । কুরু-পূ-২২ । মহিমান দেখ ।

সটামনা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত্য অন্ততমা মাতৃকা । সীতা দেখ । সটীক—সুতার নামক শিবাবতার যোগাচার্যের অন্ততম শিষ্য । সুতার দেখ ।

সতী—(১) প্রজাপতি দক্ষের অন্ততমা কন্যা । তিনি মহেশ্বরের সহিত পরিণীতা হন । সতীর বিবাহের কিছুকাল পরে, পিতা দক্ষ এক মহা-যজ্ঞের আয়োজন করেন । সেই যজ্ঞে তিনি শব্দের ভিন্ন, আর সকল দেবতা-কেই নিমন্ত্রণ করেন । সতী তাহা জানিতে পারিয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন মহেশ্বর ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই । তদুত্তরে দক্ষ বলেন যে, শিব সংহারকর্তা সেজন্ত তিনি অমঙ্গল-ভাগী । সেই জন্তই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই । দক্ষের কথা শুনিয়া সতী অতিশয় কুপিতা হইলেন এবং দক্ষকে বলিলেন, “আমার শাপে তুমি জন্মান্তরে দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইয়া কষ্ট গ্রহণ করিবে । পরে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতিতে প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিবে । সেই যজ্ঞে তুমি ঋত্ব হস্তে নিহত হইবে ।” এই কথা কহিয়া সতী যোগাবলম্বনপূর্বক স্ব-দেহোৎসর্গ

তেজ ঝারাই আমাকে বিনাশ করিতে উদ্ভূত হইলেন । তদ্বর্ণনে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি হাহাকার করিয়া উঠিলেন দক্ষ তখন বিনয় সহকারে সতীকে বলিতে লাগিলেন, “আমি জানি তুমিই জগন্মাতা ও সমুদয় লোকের সোভাগ্য দেবতা । তুমি কৃপা করিয়া আমার হিহিত্ব স্বীকার করিয়াছ । এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না ।” তখন সতী বলিলেন, “আমি একাজ পরিত্যাগ করিতে পারিব না । তুমি ক্ষম হইও না । মর্ন্ত্যে তুমি জন্মলাভ করিয়া শূলপাণির হস্তে হতযজ্ঞ ও নিহত হইবে । পরে পুনরায় আমারই ঋণোদ্ধার করিয়া, দশ পিতৃগণের পুত্র হইয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে । আমার বরে তুমি ষাটটি কন্যার জনক হইবে । এই কন্যাগণ সকলে আমারই অংশজাতা হইবেন । পরে তুমি আমার সমোপেই তপশ্চা করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইবে ।” এই কথা বলিয়া দেবী অমৃত্যাগ করিলেন । সমরাস্তরে স্বায়ম্ভুব দক্ষ প্রাচ্যেতসদক্ষ রূপে জন্মলাভ করিলেন । দেবী সত্য যেনার গর্ভে পার্কীতীরূপে দেহপরিগ্রহ করিলেন । মৎ-১৩ । শিব-জ্ঞান-৭ । (২) দক্ষ রুদ্রকে যে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাঁহার নাম সতী । তিনি ভবানী নামেও পরিচিতা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সন্ত, ব্রজ ও তমো-

গুণের স্বরূপ । সেইরূপ এই দেবজন্মের দেবীজন্মও যথাক্রমে তত্তৎসংগোপিতা । রুদ্রকে যে তমোগুণরূপ দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি মহাকালী নামে প্রসিদ্ধা । পরে তিনি পার্কীতীরূপে জন্মলাভ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন । এই দেবী পার্কীতী এতদ্ভিন্ন কালিকা, চণ্ডিকা, ভদ্রা, চামুণ্ডা, বিজয়া, জয়া প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধা । শিব-জ্ঞান-৬ । অগ্নি-২০ । (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রমতি গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির চতুর্দশটি কন্যা জন্মে । তাঁহাদের মধ্যে সতী নামী কন্যা শূলপাণির ভার্য্যা হন । সৌর-২৬ । (৪) দক্ষ প্রজাপতির আট কন্যা ছিল । তাঁহাদের মধ্যে সতী ছোঁড়া ছিলেন । দক্ষ সতীকে ভগবান শূলপাণির হস্তে সমর্পণ করেন । কিন্তু শব্দ স্বপ্নের দক্ষকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, বরঞ্চ তাঁহার সমক্ষেই তেজস্বিতা প্রদর্শন করিতেন । এই কারণে দক্ষ জামাতার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন । সেই কারণে তিনি কন্যা সতীর প্রতিও যথোচিত স্নেহ সম্পন্ন ছিলেন না । দক্ষ অস্তান্ত কন্যাদিগকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্ব্বক পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু সতীকে কখনও আহ্বান করিতেন না । একবার সতী তাঁহার অস্তান্ত ভগিনীগণ পিছুপিছুে গমন করিয়াছেন শুনিয়া, অনাহত ভাবে দক্ষ সকাশে গমন করিলেন । দক্ষ শব্দেব

প্রতি বিশেষবশতঃ সতীকে অস্ত্রান্ত কস্তা
দিগের অপেক্ষা অস্ত্রাদির প্রদর্শন করি-
লেন। ইহাতে ভূক হইয়া সতী দক্ষের
নিকট এইরূপ বিষয় ব্যবহার লাভ
করার জন্ত হুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং
তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ
করিলেন। দক্ষ তখন কুপিত হইয়া
সতীর নিকটে তাঁহার অস্ত্রান্ত জ্ঞানাতা
দিগের নানারূপ প্রশংসা এবং শহরের
অশেষ নিন্দা করিলেন। এমন কি
তিনি সতীকেও, শহরের প্রতি অধিক
ব্রহ্মা এবং পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন
করার জন্ত তিরস্কার করিলেন। তখন
সতী বিনা দোষে তিরস্কৃত হইয়া
তত্ত্বত্যাগ করিবার জন্ত ননে ননে সংকল্প
করিলেন যে, তিনি পুনরায় জ্যোতিষ্ময়ী
মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্মোচরণপূর্বক
শহরেরই পত্নীত্ব লাভ করিবেন। এই
রূপ সংকল্প করিয়া সতী দোগাবলধন-
পূর্বক আশ্রয়ী ধারণ করিলেন। তৎ-
ক্ষণাৎ বহু তাহার সর্বদিকে সঞ্চালিত
হইয়া, সকল দেহ ভস্মসাৎ করিয়া
কেলিল। অতঃপর ভস্মাহরে দেবী
শৈলরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনার গর্ভে
ভস্মাভ্যত করিয়া, পুনরায় তবেরই ভার্যা
হইলেন। ঐ ভয়ে দক্ষও ক্রোধের
অভিশাপে প্রাচীনবহির পৌত্র ও দশ
প্রচেষ্টার পুত্র রূপে দাড়িবার গর্ভে জন্ম
লাভ করিলেন। এই ভয়ে তিনি এক
যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং ক্রোধের

প্রতি পূর্ববৈরিনিবন্ধন তাঁহাকে যজ্ঞ-
ভাগ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন
না। নারদ-প্রমুখাং সেই সংবাদ পাইয়া
শিব, দেবীর সন্তোষ বিধানের জন্ত, বীর-
ভদ্রকে যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন।
ঐ সময়ে দেবীরও ক্রোধ-সমুত্তা মহা-
ভীমা ভদ্রকালী, বীরভদ্রের অমুগমন
করেন। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। শিব-
বায়ু-পূ-১৬-১৮। (৫) মণিধোপ বাসিনী
পরাম্পরা, ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি
ভুবনেশ্বরীই ব্রহ্মাকে সরস্বতী দেবী,
বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মীদেবী ও মহেশ্বরকে
গৌরীদেবী দান করেন। দেবী গৌরী
প্রথমে দক্ষের পরে হিমালয়ের কস্তারূপে
জন্মগ্রহণ করেন। দেবী জগদম্বা মহে-
শ্বরাদি দেবত্বকে যখন তাঁহাদের পৃথক্
পৃথক্ শক্তি দান করেন, তখন হইতেই
তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। পরে,
ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হলাহল নানক
দানবগণের সহিত বিষ্ণু ও মহেশ্বরের
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে দেবদ্বয়
দানবদিগকে পরাভূত করিয়া, নিজ নিজ
দেবীর নিকট আশ্রয়লাভা কীর্তন করিতে
থাকেন। তাগতে গৌরী ও লক্ষ্মী
দেবী, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর অহংকার হই-
য়াছে বুঝিতে পারিয়া, ঈষৎ হাস্ত
করেন। দেবীদ্বয়কে অবজ্ঞাসূচক হাস্ত
করিতে দেখিয়া, দেবদ্বয় অতিশয় কুপিত
হইয়া দেবীদ্বয়কে দুর্ভীক্য বলেন। তখন
দেবীদ্বয় তৎক্ষণাৎ দেবদ্বয়কে পরিত্যাগ

করিয়া প্রস্থানক রিলেন। তাহাতে চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। ব্রহ্মা ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন যে, জগদধার ক্রোধবশতঃই ঐরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছে। তখন উপাস্তুর না দেখিয়া তিনি স্বয়ং হরিহরের কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বার্ককা-বশতঃ একেলা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া, নম্র, সনকাদি মানসপুত্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক, যাহাতে হরি ও হর পূর্ব্বের ত্রায় শক্তি-লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্ত তপস্তা করিতে বলিলেন। পিতামহের নির্দেশে ব্রহ্ম-পুত্রগণ হিমালয়ে তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। লক্ষবর্ষ তপস্তায় অতীত হইবার পর, দেবী ভগবতী প্রসন্ন হইয়া, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভীতিমূদ্রা ধারণ ও ত্রিলোচন-ভূষিতা দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়গণ তখন দেবীকে প্রণিপাত করিয়া, হরি-হরের শক্তি-লাভ বিষয়ক বর প্রার্থনা করিলেন। তদ্বোধে অন্ততম ব্রহ্ম-সুত দক্ষ, বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেন তাঁহারই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। অতঃপর দেবী তাঁহাকে জপ, ধ্যান, পূজা, প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদানান্তর বলিলেন যে, তাঁহারই অশত্ৰুতা-শক্তির অধীনতা কল্পার জন্তই,

হরি-হরের অশেষ দুর্গতি হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, এইরূপ কার্য্য কেহ কেন আর না করেন। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্ধান করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে শিবানী দক্ষালয়ে তন্ময় পরিগ্রহ করিলেন। তদুৎসবের জন্ম-মরণাদি নিবারণী দেবী আবির্ভূত হইলে, চারিদিকেই মঙ্গল চিহ্ন সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। তিনি সত্যসনাতনী ও ব্রহ্ম-রূপিনী বলিয়া, দক্ষ তাঁহার নাম রাখিলেন সতী। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দক্ষ প্রজাপতি শঙ্করের করে সতীকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু পরে সতীর প্রতি দক্ষের অতিবিদ্বেষ জন্মে। একবার মহর্ষি দুর্কাসা জগদধার আরাধনা করিয়া, এক দিব্যগন্ধ মালা লাভ করেন এবং দক্ষের প্রার্থনায় সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করেন। দক্ষ সেই দিব্যগন্ধ-যুক্ত মালা নিজের শয়ন কক্ষে পালঙ্কের নিকট স্থাপন করেন এবং রাত্রিকালে পত্নীসহ সেই পালঙ্কেই শয়ন করিয়া থাকেন। সেই পাণে দেবীমহেশ্বরী সতীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বৃদ্ধি জন্মে। দক্ষের সেই অপরাধেই সতী দেবী, সতীধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্ত, যোগাধি দ্বারা লক্ষদেহ-সমূহ নিজ কলেবর দ্বন্দ্ব করেন এবং জন্মান্তরে পুনরায় হিমালয়ের কস্তুরক্ষে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীতা-১৬-২০,

৩০। (৬) আত্মা প্রকৃতি স্মাসনাতনী
 জগদধিকা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপা।
 তিনিই ব্রহ্মাণ্ডবাসী কোটি কোটি গ্রামি-
 সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকারিণী।
 সেই দেবীর কোনও রূপ নাই। তিনি
 নীলাবশে দেহ ধারণ করেন। ঐ
 নীলাবশেই পূর্ণাংশে দক্ষকন্যা সতীরূপে
 জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং বারাস্তরে
 হিমালয়গৃহে অবতীর্ণ হন। আবার
 তিনিই অংশে লক্ষ্মী সরস্বতী ও সাবিত্রী
 রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সৰ্ব্ব প্রথমে
 সেই দেবী একেলাই কেবল বিরাজ
 করিতেন, আর কিছুই অস্তিত্ব ছিল
 না। সেই রূপ-বিহীন আত্মা প্রকৃতির
 সৃষ্টিকার্য্যে বাসনা হইলে, তিনি যেচ্ছার
 এক পরম রূপ ধারণ করিলেন। অতঃ-
 পর তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা
 এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং সেই
 পুরুষ-শক্তি সহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত
 করিলেন। তখন সেই পুরুষ ত্রিগু-
 পাদ্বিত হইয়া একাকী ত্রিবিধরূপে
 পরিণত হইলেন। রজোগুণে ব্রহ্মা, সদ্-
 গুণে বিষ্ণু এবং তমোগুণে মহেশ্বর, এই
 তিন রূপে বিখ্যাত হইলেন। সৃষ্টি
 কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ত সেই
 দেবী সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও
 গঙ্গা এই পঞ্চরূপ ধারণ করিলেন
 অতঃপর তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকে
 যথাক্রমে স্বজন, পালন ও সাহায্য
 কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। [ব্রহ্মা (১৭)

দেব]। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্ট হইলেন।
 তাঁহার অন্তর্ভুক্ত কন্যা প্রমথিতিকে তিনি
 দক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। দেবী পূর্ণা
 প্রকৃতি তখন অংশে আবির্ভূতা হইয়া
 সাবিত্রী-রূপে ব্রহ্মাকে এবং লক্ষ্মী ও
 সরস্বতীরূপে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ
 করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিজ নিজ
 শক্তি লাভ করিয়া, বিশ্বাশক্ত হইয়া
 পড়িলেন। কিন্তু মহেশ্বর দেবীকে
 পূর্ণাংশে পাইবার জন্ত ঘোরতর তপ-
 তায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর দেবী প্রসন্না
 হইয়া পূর্ণাংশে মহেশ্বরকে পতীরূপে
 গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। দেবী
 বলিলেন যে, তিনি দিব্যদেহে প্রজাপতি
 দক্ষের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া,
 তাঁহার ভাৰ্যা হইবেন। পরে দক্ষ
 তাঁহাদের উভয়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন
 করিতে থাকিলে, তিনি নিজস্থানে গমন
 করিবেন। এই বলিয়া দেবী অন্তহিতা
 হইলেন। অতঃপর দক্ষ, সংবাদ পাই-
 লেন যে, দেবী পরমেশ্বরী শঙ্কর ভাৰ্যা হু-
 গ্রহণ করিবার জন্ত অবতীর্ণা হইবেন।
 তখন তিনি ব্রহ্মার পরামর্শে দেবীকে
 কন্যারূপে পাইবার জন্ত তপস্তা আরম্ভ
 করিলেন। দক্ষের কঠোর তপস্যায়
 সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহারই গৃহে অবতীর্ণ
 হইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর শুভ-
 দিনে শুভক্ষণে প্রমথি এক কন্যা
 প্রসব করিলেন। সেই কন্যা কাল-
 ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, দক্ষ

সতীর স্বয়ংবর সভার আয়োজন করিলেন। সেই স্বয়ংবর সভার চারিদিক হইতে দেব, দৈত্য, মূনি, বক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। ভগবান মহেশ্বরও তথায় আসিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সভামধ্যে দক্ষ প্রজাপতি কতাকে নিজ পতি মনোনয়ন করিতে বলিলে, তিনি “নমঃ শিবায়,” এই কথা বলিয়া বরমালা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অমনই ভগবান হর, দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তথায় আবিভূত হইলেন এবং সতী হস্তক্ৰিপ্ত মালা সাগরে মস্তকে ধারণ করিয়া সর্বজনসমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন না। তদবধি তিনি সতীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে ব্রহ্মার পরামর্শে এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া, শঙ্করের হস্তেই কতাকে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে শিব সতীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত দেব-গন্ধর্ব সকলে উপস্থিত হইলে, শিব ও শিবানী তাঁহাদের সাহচর্য্যে পরন স্নেহে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয়-বনিতা মেনকা প্রায় প্রতিদিনই দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহাকে পুত্রীরূপে শাইবার জন্ত প্রার্থনা জানাইতেন। দীর্ঘ একবৎসর-

কাল এই ভাবে নিবেদন করাতে, স্বয়ং-গৃহিণী তাঁহার কষ্টাক্রমে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এদিকে দক্ষও শিবের সহিত সতীর বিবাহে মনঃস্থল হইয়া, দিব্যব্রাহ্ম শিব-নিন্দা করিতেন। শঙ্করও অপর দিকে দক্ষকে স্বপ্নরযোগ্য মনে না করিয়া, তাঁহার সন্ধে সশ্রদ্ধাবাক্য আলাপন করিতেন না। দেবর্ষি নারদ তাহা জানিতে পারিয়া, কৈলাস ও দক্ষালয়ে গমনাগমন করিয়া, দক্ষ ও শিবের নিকট তাঁহাদের পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ইহাতে দক্ষের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইত। অবশেষে তিনি শিবের অবমাননা করিবার জন্ত, এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ভিন্ন অপর সমুদয় দেবগণ এবং অন্তান্ত গন্ধর্ব, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৈলাসে অবস্থান করিয়া, দেবী যোগবলে সমস্ত ঘটনাই অবগত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, দক্ষ প্রজাপতি যখন পূর্বে তাঁহাকে কষ্টাক্রমে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি দক্ষকে বলিয়াছিলেন যে, যখন দক্ষ তাঁহাকে অনাদর বা অশ্রদ্ধা করিবেন, তখন তিনি দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। এক্ষণে তাঁহাকে ও শঙ্করকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না করাতে, তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ চিন্তা

করিয়া দেবী স্থির করিলেন যে, তিনি সীলাবশে স্ব-স্থানে গমন করিবেন এবং পুনরায় হিমালয় গৃহে জন্মলাভ করিয়া মহেশ্বরেরই পত্নী হইবেন। ইহা স্থির করিয়া দেবী কোনও সংবাদবাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আশায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতি-কাল মধ্যেই নারদ আসিয়া শিবসকাশে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন দেবী যজ্ঞে বাইবার জন্ত, শিব-সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন। শিব তাহাতে আপত্তি জানাইলে, দেবী অতি ভীষণা শ্রামা মূর্তি ধারণ করিলেন। শিব তাঁহার সেই শ্রামামূর্তি দর্শনে ভীত হইয়া, তাঁহাকে যজ্ঞে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। (শ্রামা দেখ)। তখন সতী ভীমা কালীরূপ ধারণপূর্বক রথারোহণে পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, জননী প্রসূতি কন্তার রূপবিপর্যয় দর্শন করিয়াও, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষ যে যজ্ঞে শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তজ্জন্ত অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সতী যজ্ঞশালায় পিতৃসমীপে গমন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে রূপান্তরিত কন্তাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অশেষরূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষের মুখে শিব-

নিষ্যাকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সতী ক্রোধানল উদ্বীণ হইয়া উঠিল। কাল মধ্যে যজ্ঞ ও দেবগণসহ দক্ষকে ভয়সাৎ করিতে সমর্থ হইলেও, পিতৃ-হত্যাভয়ে তাহাতে বিরত থাকিয়া, আত্মতুল্য এক ছায়া সতী নির্মাণ করিলেন এবং তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে বলিয়া, স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়া আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর দক্ষ ও ছায়া সতীর মধ্যে বাদামুবাদ উপস্থিত হইলে, ছায়া-সতী এক ভীষণামূর্তি ধারণপূর্বক যজ্ঞ উপস্থিত সর্বজননের সমক্ষেই, যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীমহাভা-৩, ৪, ৬, ৭, ২। শিব-(৩১) (৩২) (৩৩) ও (৩৮) দেখ। বৃহৎ-মধ্য-১-১০। (৭) প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার যজ্ঞ সতী ও শিবকে কেন নিমন্ত্রণ করেন নাই, সতী পিতাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, দক্ষ বলিলেন যে, শিবের বেশভূষা স্বধীজনযোগ্য নহে। তিনি আশানপ্রিয় এবং সর্বদা ভূত, পিশাচ প্রভৃতিগণে পরিবৃত থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ সকলে নগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে। তিনি স্বয়ং কুংসিং ভাবসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে অস্ত্রাত্ম দেবগণের সমক্ষে তাঁহাকে একান্ত লজ্জার পড়িতে হইবে বলিয়াই, দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দেবী দাক্ষারী সিতার

মুখে এইরূপ পতিনিম্ন। তুমিরা কোণে
ও হুখে বোণাব লখনপূর্বক স্বদেশ
তেজস্বারা নিজ কলেবর দৃঢ় করেন।
তিনি গঙ্গার পশ্চিম কূলে যে স্থানে
দেহ ত্যাগ করেন, সেই স্থান সোনক-
তীর্থ নামে পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

(৮) মহাদেব দ্বার পরিগ্রহ না করিলে,
সৃষ্টি লোপ পাইবে বুঝিতে পারিরা,
ব্রহ্মা কোন নারীর দ্বারা তাঁহার মনো-
হরণ করান যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে
চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে,
বিষ্ণুমায়া ব্যতীত আর কাহারও
মহেশ্বরের মনোহরণ করা সম্ভবপর নহে
বুঝিয়া, তিনি দক্ষকে বলিলেন, “মহামায়া
যাহাতে তোমার কন্টারূপে আবির্ভূত
হইয়া, শিবের পত্নী হন, তদ্বিষয়ে
ব্রত করিতে হইবে।” দক্ষ ব্রহ্মার
নির্দেশে ভগবতীর স্তব করিতে লাগি-
লেন। তাঁহার স্তবে প্রীত হইয়া দেবী
বলিলেন যে, তিনি দক্ষের কন্টারূপে
জন্মগ্রহণ করিবেন। পরে দক্ষ বীরণ কন্টা
নারিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহাতে
দক্ষ প্রজাপতির প্রথম সঙ্কল হইল,
অর্থাৎ তাঁহার গর্ভে সন্তান হউক এই
প্রথম অভিলক্ষি হইলে, বীরিণীর গর্ভে
সন্ত মহামায়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে
বরোন্মুখির সঙ্গে সঙ্গে, দেবী মহেশ্বরের
প্রতি তাঁহার অমুরাধ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন। সখীগণ সহ ক্রোড়াকোড়-
কের সময়ে তিনি মহাদেবেরই প্রতি-

মূর্ত্তি অঙ্কন করিতেন। বাল্যোচিত
লীলালাগের সময়ে তিনি শঙ্করের
নাম মালাই কীর্তন করিতেন। দক্ষ
নিজ সর্বগুণালঙ্কৃত কন্টার সন্তা অর্থাৎ
সামুদ্রা ও নীতি পরায়ণতার মুখ হইয়া,
তাঁহার নাম রাখিলেন সতী। কাল-
ক্রমে দেবী বরোন্মুখ হইলেন। তখন
পিতা দক্ষ, কিরূপে তাঁহাকে শিবের
সহিত বিবাহ দিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা
করিতেন। সতীও পিতৃগৃহে মহামেবের
চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার আরাধনা
করিতেন। তিনি মহেশ্বরকে পতি-
রূপে পাইবার জন্ত, বিভিন্ন তিথিতে
নানারূপ ব্রত করিতে লাগিলেন।
এদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্তান্ত দেবগণ
মহেশ্বরের নিকটে গমন করিয়া, সৃষ্টি
রক্ষার জন্ত তাঁহাকে দ্বারপরিগ্রহ
করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা
বলিলেন যে, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্যে
তাঁহারা পরম্পরের সাহায্য না করিলে,
সৃষ্টিরক্ষা হইবে না। শিব মূলতঃ সংহার
কর্তা হইলেও, জগৎ-স্বয়ংকারী অন্তর-
দিগের বিনাশের জন্ত, তাঁহাকেও অন্তর
বিনাশক সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্রহ্মা
বলিলেন যে, শিব যদি দাম্প-পরি-
গহ করেন, তবে তাঁহার তেজোৎপন্ন
পুত্র অন্তর-বিনাশ করিতে পারিবে।
তখন মহাদেব ব্রহ্মাদি দেবগণকে
অমুরাধা নারীর মন্ধান করিতে বলিলে,
ব্রহ্মা বলিলেন যে, দক্ষের সতী প্রতী

কল্যাই তাঁহার উপযুক্ত পত্নী হইবেন তিনিও শব্দকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্তা করিতেছেন। আপনি তাঁহাকেই বিবাহ করুন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ বলিলে, শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে সতীও নিয়ম মত ব্রতাহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী-তিথিতে তিনি উপবাসান্তে ভক্তিভাবে মহাদেবের পূজা করিলেন। পরদিন ব্রতপূর্ণ হইলে, মহাদেব স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সতী আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া, লজ্জায় ও আনন্দে ভক্তিভরে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। মহেশ্বর যদিও সতীর তপস্তার উদ্দেশ্য জানিতেন, তথাপি সতীর মুখ হইতে তাঁহার মনোভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহাকে মনোমত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালিকা-অনোচিত লজ্জায় প্রথমে কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহাদেবও বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সতী লজ্জাবশত বদনে বলিলেন “আমার অভিলষিত বরদান কর।” তখন মহাদেব দেবীর বাক্যের প্রতিধ্বনির জ্বার বলিয়া উঠিলেন, “তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও।” দেবীও অতীষ্ট বল সাক্ষর এই শিব বাক্য শ্রবণ করিয়া, অক্ষকাল লজ্জায় মৌনী রহিলেন। পরে ইমং হস্ত করিয়া বলিলেন, “তাহা

হইলে আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর।” এই কথা বলিয়া দাক্ষায়ণী শিবকে আশ্বাস প্রদানান্তর গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর কৈলাসে প্রত্যাগমন করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহারা আগমন করিলেন। তাঁহাদিগকে, দক্ষ যাহাতে সতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তদ্বিমুখে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে দক্ষও সতীর নিকটে সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া, কি উপায়ে তিনি মহাদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তদ্বিমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্ম আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ বলিলেন যে, তিনি নারদকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া শিবকে দক্ষভবনে আনয়ন করিলে, যেন শিব সতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। দক্ষ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ব্রহ্ম স্বয়ংই কৈলাসে গমন করিয়া, শিবকে নিজ দক্ষে দক্ষালয়ে আনয়ন করিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে শিব সতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। কালিকা-৪, ৫, ৮-১১।

(২) বিবাহান্তে শিব সতীকে লটকা প্রথমে কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় বর্ষাগমে সতীর অতিশয় ক্লেশ হওয়ার, শিব তাঁহাকে লইয়া হিমালয়প্রান্তে গমন করিলেন। এই সময়ে দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই

যজ্ঞ তিনি মহাদেৱ দেৱতা, গন্ধৰ্ব ৰাক্ষস
কিন্নর, যুনি ঋষিদিগকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলেন
কিন্তু মহাদেৱ কপালী, সূতৰাং বজ্জাহ্ন
নহেন, এই বিবেচনাৰ তাঁহাকে নিমন্ত্ৰণ
কৰেন নাই। কপালীৰ ভাৰ্যা বলিষা
সতী ও নিমন্ত্ৰিতা হন নাই। দাক্ষায়ণী
এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হই-
লেন। তিনি প্ৰথমে পিতাকে শাপ
দিতে উত্তত হন, পৰে বিবেচনা কৰিয়া
তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। দক্ষ
যখন তাঁহাকে কন্তাৰূপে পাইবার ভক্ত
তপস্তা কৰিতেছিলেন, তখন দেৱী
পৰমেশ্বৰী তাঁহাকে এই নিয়মে আবদ্ধ
কৰিয়াছিলেন যে, দক্ষ তাঁহাৰ প্ৰতি
অবজ্ঞা কৰিলেই, তিনি প্ৰাণত্যাগ
কৰিবেন। অথচ শঙ্কৰ যে দেৱকাৰ্য্যেয়
সিদ্ধিৰ জন্ত, ব্ৰহ্মদেশে তাঁহাৰ
পাদিপীড়ন কৰেন, সেই দেৱকাৰ্য্যও
সিদ্ধি হয় নাই—অৰ্থাৎ শিব সতী
হইতে কোনও পুত্ৰ লাভ কৰেন নাই।
অথচ তিনি ভিন্ন আৰ কোনও নাৱাই
শিবেৰ মনোহৰণ কৰিতে সমৰ্থ হইবেন
না। এই সকল বিষয় চিন্তা কৰিয়া দেৱ
মনস্থ কৰিলেন যে, পূৰ্বকৃত প্ৰতিজ্ঞা
ৰক্ষাৰ জন্ত তিনি দেহত্যাগ কৰিবেন
পুনৰায় হিমালয় গৃহে জন্মগ্ৰহণ কৰিয়া
পুনৰায় শিবেৰই পত্নী লাভ কৰিবেন
এইৰূপ চিন্তা কৰিয়া, দেৱী ক্ৰোধাৱদ্ধ
নন্দন-কুন্তক ধোণবলে শতীৰেৰ সকল
খাৱ-ৰোধ কৰিয়া প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰি-

লেন। কালিকা-১৪-১৬। (১০) দক্ষ
প্ৰজাপতি যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিয়া, কপালী
বলিষা শিবকে এবং শিবভাৰ্যা সতীকে
নিমন্ত্ৰণ কৰেন নাই। গৌতম-নন্দিनी
জয়া সেই সময়ে সতীৰ সহিত সাক্ষাৎ
কৰিবার জন্ত কৈলাসে গমন কৰেন।
সতী সেই সময়ে তাঁহাৰ অন্তান্ত সখী-
গণেৰ সংবাদ জিজ্ঞাসা কৰিলেন। তদু-
ত্তৰে জয়া বলিলেন যে, তাঁহাৰা সকলে
মাতামহ ভবনে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিতে
গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া জয়া
সতীকে তাঁহাৰা নিমন্ত্ৰিত হইয়াছেন
কিনা, অথবা তাঁহাৰা যজ্ঞ গমন কৰি-
বেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা কৰিলেন।
জয়াৰ বাক্যে সতী বুঝিলেন যে, দক্ষ
তাঁহাকে ও শিবকে যজ্ঞ নিমন্ত্ৰণ কৰেন
নাই। তাহাতে তিনি অতিশয় মৰ্ম্মা-
হত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া প্ৰাণ-
ত্যাগ কৰিলেন। বাম-৪। (১১)
বৈবস্বত মন্থৰ অধিকাৰ কালে সতী
দক্ষের অবজ্ঞায় দেহত্যাগ কৰিয়া,
হিমালয় দুহিতা ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰেন।
পৰে বিতায় ঝাপৰে হিমচল তাঁহাকে
শঙ্কৰেৰ হস্তে অৰ্পণ কৰেন। স্বল্প-
প্ৰভা-প্ৰভা-১৬৭। (১২) ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাৰ্থ-
নায় মহাদেৱ নিজ বামদ্বয় হইতে আপ-
নাৰ অৰূপ পত্নীকে বিভক্ত কৰিয়া
ছিলেন। পৰমাত্মাৰ তিনি পুৰাতন
পত্নী ব্ৰহ্মা, আৱাৰ সেই ব্ৰহ্মাই
বিভূৰ আজায় দক্ষ তনয়া সতীৰূপে

উৎপন্ন হইয়া, মহাদেবের পত্নী হন । সতী দক্ষমুখে স্বীয় পতিনিম্মা প্রবণ করিয়া, দেহভাগ করেন এবং পুনরায় হিমাচল-ভবনে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভবেরই ভাষা হন । লি-পু-৯২ । (১৩) শিবের সহিত বিবাহান্তে একদিন সতী গন্ধমাদন পর্ব্বতের কোনও এক ধারাগৃহের সমীপে কন্দুক-ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি এক বিমানমধ্যে অবস্থান করিয়াই ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন । তখন তিনি রোহিণীর সহিত সোমকে গমন করিতে দেখিলেন । তাহা দেখিয়া সতী বিজয়াকে বলিলেন “রোহিণী সহ চন্দ্র কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা কর ।” বিজয়ার প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্র তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ লাভের কথা বলিলেন । তখন সতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেন দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন । প্রথমে তিনি শঙ্করের নিকটে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিমন্ত্রিত না হইলেও তথায় গমন করিবার জন্ত শিবকে অনুরোধ করিলেন । শিব তাহাতে সন্মত হইলেন না । তখন সতী স্বয়ংই কারণ জানিবার জন্ত পিতৃ মন্দিরে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন । দেবীর প্রস্তাব শিবের মনঃপূত না হইলেও, তিনি সতীর গমনে বাধা দিলেন না । সতী নন্দীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষভবনে উপস্থিত হইলেন এবং আশ্চর্য

দেবগণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন তিনি শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই । দক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, শিব অমঙ্গল, অকুশল, বেদবাহু এবং ভূত, প্রেত, পিশাচাদির অধিপতি বলিয়াই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই । পিতার মুখে পতিনিম্মা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি আর কিরূপে শিব সরিধান্নে গমন করিবেন । শিব যখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ হইলে, নিমন্ত্রিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তিনি কি উত্তর দিবেন । এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া, দেবী হতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণভাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন এবং মুখে শিব, ক্রূর প্রকৃতি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক দেহভাগ করিলেন । স্বন্দ-মাহে-কেদা-৩ । (১৪) দক্ষ-যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নারদ এই বিষয় শিবের গোচর করিবার জন্ত কৈলাসে উপস্থিত হইলেন । শিব ও সতী তখন অক্ষ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন [শিব (৭৩) দেখ] নারদ তাঁহাদের ক্রীড়া সমাপ্ত হইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন । কিন্তু তাঁহাদের ক্রীড়ার আশ বিরতি না দেখিয়া, বক্তব্য নিবেদন ও রবার জন্ত অধৈর্য হইয়া পড়িলেন । তিনি প্রথমে

নানারূপ স্তম্ভর বাক্যে তাঁহাদের স্তব না করিয়া বারংবার গমনের অহুমতি করিয়া, তাঁহাদিগকে দক্ষের যজ্ঞের কথা বলিলেন। সেই যজ্ঞ দক্ষ যে সতীর অস্ত্রান্ত ভগিনীদিগকে ও ভগিনী-পতি-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কেবল শিব ও সতীকেই আহ্বান করেন নাই, সে কথা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, নারদ সতীর প্রতি দক্ষের এই উপেক্ষার জন্ত হুঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন, পরে অতি বিনীত ভাবে শিবের নিকট পিত্রালয়ে গমন করিবার অহুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিব সতীর প্রার্থনায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সতী-বিরহা-শঙ্কায় অভিভূত হইয়া, দেবীকে পিত্রালয় গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, দেবীর যদি যজ্ঞ দর্শন করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজেই এক যজ্ঞের আয়োজন করিবেন। অথবা তৎ-পরিবর্তে তিনি দেবীকেই স্বয়ং লোক-পালগণ ও ঋষিকসমূহের উৎপাদন করিয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। বিশেষতঃ সেইদিন রবিবার, জ্যেষ্ঠা-মঙ্গল ও নবমী তিথি ছিল। সেইজন্তই নানা আশঙ্কায় মহেশ্বর যজ্ঞ দর্শনমানসে পিত্রালয় গমন উপলক্ষে পূর্বদিকে গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী নিজের মনোতিপ্রায় পরিত্যাগ না করিয়া বারংবার গমনের অহুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহেশ্বরও অহুমতি দিতে কুণ্ঠিত হইতে ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ভাবিতে ছিলেন যে, দেবীর সহিত হয়ত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইবে না। কারণ দেবী ধনিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই দিন তাঁহার পঞ্চমাতারা হইয়াছিল। তজ্জন্ত শিবের আশঙ্কা হইতে ছিল যে, সতী সে দিন গমন করিলে হয়ত আর কৈলাসে কিরিয়া আসিবেন না। তজ্জন্ত তিনি নানা উপায়ে প্রবোধদানপূর্বক দেবীকে গমনেচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। শিব বারংবার ঐ রূপে নিষেধ করাতে দেবীর অতিশয় ক্রোধ হইল। তখন তিনি আর শিবের অহুমতির প্রতীক্ষায় না থাকিয়াই, যাত্রা করিলেন। তাঁহার বেশভূষা কিছুই হইল না। তিনি যাত্রা করিবার সময়ে মহাদেবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণাদি কিছুই করিলেন না। তিনি পদব্রজেই যাত্রা করিলেন। তাহা দেখিয়া শঙ্কর প্রথমগণকে বলিলেন, "তোমরা সত্ত্বর এমন এক রথ লানয়ন কর, পবন ও মন বাহার দুই চক্রস্বরূপ, অমৃত সংখ্যক সিংহ বে রথ বহন করিতেছে, রত্ন সমূহের কিরণ মালা বাহার পতাকা, অলকানামিনী নর্থনা বাহার দণ্ড স্বরূপ, হৃদ্য ও চক্ৰ-



যে রথের ছত্র স্বরূপ, গায়ত্রী যে রথের
 গুরু স্বরূপ, মকর ও বারাহী শক্তির
 যে রথে অবস্থান করিতেছেন, প্রণব যে
 রথের সারথি হইয়াছেন, প্রণবধ্বনী
 যে রথের শব্দ, বেদান্ত যাহার রক্ষক,
 এবং ছন্দোগণ যাহার স্বরূপ। প্রমথগণ
 শঙ্করের আদেশে দেবীকে সেইরূপ এক
 রথে আরোহণ করাইয়া, পিত্রালয়ে
 লইয়া গেলেন। সতী পিতৃভবনে উপ-
 স্থিত হইয়া, উজ্জ্বল বেশভূষা ধারিণী
 নিজ জননী ও ভগিনীগণকে দেখিতে
 পাইলেন। তাঁহারা অনাহুতা সতীকে
 সহসা আগমন করিতে দেখিয়া, আন-
 ন্দিত ও ভীত হইলেও, তাঁহাদের মনে
 কিঞ্চিৎ শঙ্কারও উদয় হইল। সতী
 তাঁহাদের সহিত কোনও আলাপ না
 করিয়া, প্রথমেই পিতৃসমীপে উপস্থিত
 হইলেন। দক্ষ ও তৎপত্নী সতীর আগ-
 মনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি
 জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা যদি
 বাস্তবিকই তাঁহার আগমনে আনন্দিত
 হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কেন
 তাঁহাকে, তাঁহাদের অস্ত্রস্ত কস্তাদিগের
 স্তায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। তখন দক্ষ
 বলিলেন যে, সতীর কোনই দোষ নাই।
 অক্ষের নিজ বিবেচনার দোষেই শিবের
 নিমন্ত্রণ হয় নাই। অস্ত্রার অহুরোধে
 তিনি যখন শিবের হস্তে সতীকে সমর্পণ
 করেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে,
 শিব বাস্তবিক অশিবরূপী? তখন কি

তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জামাতা
 বিরূপাক্ষ বৃষ-বাহন, বিষপায়ী, মশান-
 চারী, শূলী, নর-কপালধারী, নাগ-
 সংসর্গী ও জটাস্থারী? তখন কি তিনি
 জানিতেন না যে, সতীপতি বাতুলের
 স্তায় কখনও দিগম্বর, কখনও কোপীনা-
 ধারী এবং কখনও বা চর্ম্ম-পরিধান
 করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান? শিবের
 অমুচরগণ ভূতরূপী, তিনি স্বয়ং ও
 তাঁহার পরিবারগণ রুদ্ররূপী। তাঁহার
 জাতি বা গোত্র কিছুই নাই। কেহই
 তাঁহার সম্যক পরিচয় জ্ঞাত নহে,
 অথবা জানিলেও তিনি প্রতারণিত
 হইয়াছেন। এই মঙ্গল কার্য্যে সর্ব্ব-
 প্রকার অমঙ্গলের প্রতীক শিবকে সেই-
 জন্ত তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। দক্ষের
 কথা শুনিয়া সতীর অতিশয় দুঃখ
 হইল। তথাপি তিনি বিনোদ ভাণে
 বলিতে লাগিলেন, “আপনি শিবকে
 সম্যক জানিতেন না। অপরের
 বাক্যেই প্রতারণিত হইয়াছেন, এইরূপ
 বলিতেছেন কেন? আপনি যদি
 বাস্তবিকই শিবের সম্যক পরিচয়
 না জানিতেন, তবে কেন তাঁহার হস্তে
 আনাকে সমর্পণ করিলেন? বাস্ত-
 বিক পক্ষে আমার পূর্ব্বজন্মজ্ঞিত পুণ্য
 ফলেই আমি তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত
 হইয়াছি। আজ আপনায় মুখে পতি-
 নিন্দা শ্রবণ করিয়া, আমার যে পাপ
 হইয়াছে, আমি এই দোষ ত্যাগ করিয়া

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।” এই কথা বলিয়া দেবী প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৮৮। (১৫) দক্ষগৃহে দেহ-ত্যাগ করিয়া দেবী মনোরথ গতিতে হিমালয় গৃহে মেনকা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শিব-সকাশে অবস্থানকালে মেনকা সতীর পরম হিতৈষিণী ছিলেন। তজ্জন্তু দেবী মেনকার গর্ভেই জন্মলাভ করিবেন মনস্ক করিয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে মেনকাও পুত্র কামনায় দেবীর আরাধনা করিতেন। সাতাইশ বৎসরকাল তিনি প্রত্যহ নানা উপাচার সহ দেবীর আরাধনা করার পর, দেবী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মেনকা প্রথমে বীৰ্যবান্ এক শত পুত্র এবং তৎপরে সুরূপা গুণবতী, কুলানন্দ-কারিণী ত্রিভুবন-ভ্রমভা এক কস্তা প্রার্থনা করিলেন। দেবী তাঁহার প্রথম অভিলাষ পূর্ণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বয়ংই জগতের হিতের নিমিত্ত মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করিবেন। যথাকালে বসন্ত ঋতুতে, যুগ-শিরা নক্ষত্রে, নবমীতে অর্ধরাত্রে, দেবী মেনকা হইতে পুনরায় জন্মলাভ করিলেন। তাঁহার বর্ণ নীলোৎপলের তায় স্ত্রী ছিল। তাই তাঁহার পিতা হিমালয় তাঁহার নাম রাখিলেন কালী। বহুবাক্ষবেরা তাঁহার নাম রাখিলেন

পার্বতী। বয়োরুদ্ধির সহিত দেবীর রূপ ও গুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সকলের আনন্দদায়িনী হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রিয়ংকাল পরে একদিন নারদ হিমালয়-ভবনে আগমন করেন এবং নগ্ন-রাজকে বলেন যে, তাঁহার কস্তা শঙ্করের প্রণয়িনী হইয়া জগতের সান্তা হইবেন। তিনি তপস্তা ধারা মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া, গৌরবর্ণ লাভপূর্বক গৌরী নামে খ্যাতা হইবেন। এই সকল কথা বলিয়া নারদ পর্বত-রাজকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গেলেন যে, তিনি যেন শিব ভিন্ন অপর কাহারও সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ প্রদান না করেন। এই ঘটনার ক্রিয়ংকাল পরে শঙ্কু স্বয়ং তপস্তার জন্ত, হিমালয় পর্বতে—গঙ্গা যেখানে ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিলেন। গিরিরাজ তাহা জানিতে পারিয়া, সত্তর তাঁহার পূজার জন্ত গমন করিলেন। শঙ্কু তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “আমি এই স্থানে তপস্তার নিযুক্ত থাকিব। বাহাতে আমার তপস্তার বিষয় না হয়, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা কর।” হিমালয়, শঙ্করের আগমনে কৃতার্থ হইয়া, নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্বক পরিজনবর্গকে আদেশ দিলেন যে, তাঁহারা কেহই মেন তদবধি গঙ্গা সন্নিপে গমন না করেন।

অন্তঃপুর নগরাজ-হনরা। সতীকে সঙ্গে লইয়া রত্ন-সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা নানা উপচারে ভবের পূজা সম্পাদন করাইলেন। তৎপরে মহেশ্বরকে সন্মোহন করিয়া হিমালয় বলিলেন, “আমার এই কণা সখীগণ সহ আপনায় আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আগমন করিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্বক তাঁহাকে আপনার আরাধনা করিবার অনুমতি প্রদান করুন।” শব্দ, নবযৌবনশালিনী নগ-হৃদিভাকে তৎপত্তার বিষজ্বলক বলিয়া ধারণা করিলেও, হিমাচলের প্রতি অল্পগ্রহ-বশতঃ তৎ-কন্ডাকে সখীজনসহ তাঁহার আরাধনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। দেবী মহাদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যহ সখীগণসহ নতঃশরের সমীপে গমন করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি কখন সখীগণ সহ শব্দর সমীপে পঞ্চম শ্বরে সঙ্কীর্তলাপন করিতেন। কখনও বা সমিধ বারি পুষ্পাদি আহরণ করিয়া, স্নান সমাপনান্তে তাঁহারই সন্নিকটে অবস্থান করিতেন। কোন সময়ে চন্দ্রশেখরের সম্মুখে অবস্থান করিয়া, তাঁহার সুপা-বলোকন পূর্বক তাঁহারই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। যে সময়ে তিনি কোনও কার্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন হরের কার্যই সম্পন্ন করিতেন। কোনও কার্য না থাকিলে তিনি নহেশ্বরের

চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। কোন সময়ে, তিনি শব্দরের বনিতা হইয়া, তাঁহার প্রিয়তমা হইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার অহর্নিশ চিন্তার কারণ ছিল। মহেশ্বর কিন্তু কালীকে ভাৰ্য্যাঘে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে কালী গর্ভগত বীৰ্যের দ্বারা দেহ ধারণ করিতেছেন। অতএব যতদিন পর্যন্ত ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভবীজজনিত দোষ দূরীভূত না হয়, ততদিন তিনি দেবীকে ভাৰ্য্যাঘে গ্রহণের উপযুক্ত নারীরূপে পরিগণিত করিতেন না। দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তিনি সম্যকরূপে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। এ দিকে দেবগণ তারকাস্বরের অত্যাচারে প্রলীড়িত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, শিবভেজোৎপন্ন পুত্রই কেবল তারকাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, অপর কেহ নহে। সুতরাং শব্দরের বাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে বাসনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মননকে শিবের বিদ্য জন্মাইতে এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মন, কালীর প্রতি আকৃষ্ট করিতে প্রেরণ করিলেন। মদন শিবের ধ্যান তত্ত্ব করিতে বাইয়া হর-কোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। (মদন ও রতি দেখ)। মদনলাহের সময়ে এক

ভীষণ শব্দ 'হইয়াছিল'। সেই শব্দে পার্কী অতিশয় ভীতা ও শোকাকুল হইলেন। নগ-রাজ কন্যাকে সমস্ত ও চুঃখিত দেখিয়া গৃহে, আনন্দপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। শিব মদনকে ভয়ভূত করিয়া সেই তপস্তার স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাহাতে হৈমবতী শোকে ও মোহে একান্ত অভিভূতা হইয়া, নিরন্তর কেবল শঙ্করের ধ্যানেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন নারদ ইন্দ্রকর্ভুক প্রেরিত হইয়া, হিনালয়-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং কালীকে নির্জ্জমে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, দেবী মহাদেবকে তপস্তা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন, তজ্জন্তই মহেশ্বর তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন না। শঙ্কর যখন অস্ত্র কোনও নারীতে অমুরক্ত নহেন এবং দেবীও শিব ভিন্ন যখন আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না, তখন দেবী যদি তপস্তা দ্বারা শঙ্করের আরাধনা করেন, তবেই তিনি শঙ্করের প্রিয়তমা হইতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া নারদ দেবীকে এক ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্র অঙ্গ করিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে বলিলেন। পার্কী নারদের বাক্য পরম হিতকর বোধ করিয়া, তপস্তা করিতেই মনস্থ করিলেন এবং

সর্ব প্রথমে নিজ জননীর নিকট সেই অভিশ্রয় ব্যক্ত করিলেন। যেনকা কন্যার ইচ্ছা অবগত হইয়া, অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং গিরিজাকে ঐরূপ অভিশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সতী কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। যেনকা কন্যাকে “উ-মা” এইরূপ সম্বোধন করিয়া তপস্তা করিতে নিষেধ করিলেন, তজ্জন্ত তদবধি দেবী উমা এই নামে প্রখ্যাতা হইলেন। অতঃপর পার্কী পিতার নিকট নিজ অভিশ্রয় ব্যক্ত করিলেন। নগরাজ কন্যার আগ্রহ দর্শনে বিশেষ প্রীত না হইলেও, বিশেষ আপত্তিও করিলেন না। তখন দেবী তপস্তার জন্ত শঙ্কর যে স্থলে মদনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তিনি হর-শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তপস্তার নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত, যথাবিধি দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত বিধানে তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন কলাহারী হইলেন, তৎপরে কেবল জল পান করিতেন। তদনন্তর স্বয়ং পতিত বৃক্ষ পত্র ভোজন এবং পরিশেষে নিরাহারে তপস্তা করিতেন। নিজ আসন হইতে এক হস্ত মাত্র দূরে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্ব-

লিত করিয়া, ঐদিকালে তাহার মধ্য-
স্থলে বহু বস্ত্র বেষ্টিত হইয়া, উর্দ্ধস্থে
সূর্য্য কিরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া,
অবস্থান করিতেন। হিম ঋতুতে তিনি
জল মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকিতেন।
কখনও একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া
জপ করিতেন। এইভাবে শঙ্করের
ধ্যানে বহু বৎসর অতীত হইয়া যাইবার
পর, ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে উপস্থিত
হইয়া, দৈববিধি অনুসারে তাঁহার
সংস্কার সম্পাদন করিলে, তিনি শঙ্করের
গ্রহণযোগ্য হইলেন। ইহা সত্ত্বেও
শঙ্করের সাক্ষাৎ না পাইয়া, দেবী
চিন্তিতা হইলেন এবং শঙ্করকে লাভ
করিবার জন্ত দৃঢ় সংকল্প করিয়া
জটাবকলবদ্ধা হইয়া শঙ্করের পূর্ব্বের
আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
কিছুকাল পরে শিব এক ব্রাহ্মণের রূপ
ধারণ করিয়া, পার্শ্বতীর সমীপে আগমন
করেন এবং তাঁহার পরিচয় ও কি
কারণে তিনি ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করি-
তেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দেবীর
আদেশে তাঁহার সখী বিজয়া পরি-
চয়াদি প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ-বেশী
শঙ্কু নানাভাবে শিবের বেশভূষা,
আচার-ব্যবহারাদির নিম্না করিতে
লাগিলেন। পরিশেষে তিনি পার্শ্বতীর
বিবেচনা ও ইচ্ছার অশেষ দোষ প্রদর্শন
করিয়া, তাঁহাকে অন্ত কাহাকেও পঠিক্রমে
গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবী পার্শ্বতী

ব্রাহ্মণের বাক্যে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া,
শিবের গুণ বর্ণনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে
প্রথমে বিলম্বণ তিরস্কার করিলেন
এবং শঙ্ককে মনে মনে স্তব করিয়া,
সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ত্র প্রদমন
করিতে উদ্যত হইলেন। অমনই মহেশ্বর
নিজ স্বাভাবিকরূপ ধারণপূর্ব্বক দেবীর
প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। দেবী আরাধ্য
দেবতাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া,
যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।
তাঁহার বাক্যের ক্ষুণ্ণি হইল না। তিনি
মুগ্ধার জ্ঞান নত মস্তকে কেবল দণ্ডায়-
মান রহিলেন। অনন্তর শঙ্কর তাঁহাকে
প্রণয়গর্ভ বাক্যসমূহ বলিতে থাকিলে,
তিনি নিজ সখী দ্বারা তাঁহাকে বলাই-
লেন, শিব যেন তাঁহার পিতার নিকট
প্রার্থনা জানাইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ
করেন। কস্তা পিতৃদস্তাই হইয়া থাকেন,
তপোদস্তা হয়েন না। শঙ্করও পার্শ্বতীর
বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তখন
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর
মহেশ্বর সপ্তর্ষিদিগের দ্বারা হিমাচলের
নিকট পার্শ্বতীর পাণিগ্রহণেচ্ছা জ্ঞাপন
করিলেন। গিরিরাজ মুনীগণের নিকট
হইতে মহেশ্বরের অভিপ্রায় জানিতে
পারিয়া, পরম আশ্চর্য্যিত হইলেন এবং
শিবের সহিত নিজ কস্তার বিবাহ দিতে
অস্বীকার করিলেন। অতঃপর পরস্পর
মন্ত্রণাদি করিয়া বিবাহের দিন স্থিরীকৃত
হইল। শুভ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়

পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে ঐ শুভ-
কার্য সম্পন্ন হইল । বিবাহের দিবস চন্দ্র
উত্তর-কালশুভনী নক্ষত্রযুক্ত এবং সূর্য্য
ভরগী নক্ষত্রযুক্ত ছিলেন । গিরিনন্দিনীর
সহিত বিবাহকালে, শিব-অবস্থিত উরগ-
সমূহ তাঁহার অঙ্গে অলঙ্কার স্বরূপে
শোভা পাইতে লাগিল । মন্তকস্থিত
অটাজাল সূচিকণ কেশের স্তায় রূপ
প্রাপ্ত হইল । শঙ্কর স্বয়ং দ্বিবাচ হইলেন ।
ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র বহুমূল্য রত্নের
স্তায় উজ্জলতা প্রাপ্ত হইল । তাঁহার
পরিধান-বাস্ত্রচর্ম্ম পরম মনোহর বস্ত্রের
স্তায় হইল । দেহ-সংশ্লিষ্ট বিভূতি মলয়-
পঙ্ক হইল । বিবাহ সভায় উপস্থিত
দেবগণ, মহেশ্বরের এই পরম রূপ দর্শনে
অতিশয় বিস্মিত হইলেন । অতঃপর
মহাসনারোহে শিব-পার্কণ্ডীর পরিণয়
সম্পন্ন হইল । বিবাহান্তে মতেশ্বর
নহেশ্বরীকে লইয়া, কৈলাসে গমন করি-
লেন । কালিকা-৪১-৪৪ । (১৬) হিম-
বান হইতে বৈরাজ্য নামক পিতৃগণের
মানসী কস্তা মেনার গর্ভে একপর্ণা, এক-
পাটলা ও অপর্ণা নামে তিন কস্তা জন্ম
গ্রহণ করেন । এই তিন ভগিনীই
দেব ও মানবের শুভার্থ্য তপস্তায় দীর্ঘ-
কাল ব্রতী ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে
অপর্ণা যখন নিরাহারে তপস্তায় ব্রতী
ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে
“উ-মা” অর্থাৎ বৎস ঐরূপ তপস্তা
স্বায় করিও না” এই কথা বলিয়া

নিবারণ করেন । তজ্জন্ত সেই সময় হইতে
অপর্ণা জগতে উমা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ
করেন । এই বয়স্ফলিনী যেবী উমা
মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করেন ।
বায়ু-৭২ । (১৭) হিমালয় হইতে পিতৃ-
গণের মানসী কস্তা মেনার গর্ভে রাগিনী,
কুটিলী ও কালী নামে তিন কস্তা জন্ম-
গ্রহণ করেন । তাঁহাদের মধ্যে কালী
সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন । ঐ কস্তাত্রয় ছয়
বৎসর পূর্ব হইবার পূর্বেই তপস্তায়
প্রবৃত্ত হন । দেবগণ কস্তাত্রয়কে তপ-
স্তায় নিরত দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাদের
মধ্য হইতে কুটিলাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া
গেলেন । ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বলি-
লেন “এই তপস্বিনী শত্বতেজ ধারণ
করিতে অসমর্থ হইবে ।” কুটিলী
তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন
এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তিনি জনা-
র্দ্দিনের আরাধনা করিয়া, শত্বর গর্ভ
খর্ব্ব করিবেন । তাঁহার ঐ প্রবলত
বাক্যে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া শাপ প্রদান
করিলেন । সেই ব্রহ্মশাপে কুটিলী
জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ব্রহ্মলোক
প্রাবিত করিলেন । তৎপরে রাগিনীও
ব্রহ্মার সকাশে নীত হইল পূর্বে কু-
টারণেই সন্মারাগে পরিণত হইলেন ।
দুইটা কস্তাই তপস্তা করিতে বাইরা
এই ভাবে অতিশয় হওয়াতে, নেনা
ভীত হইলেন এবং কনিষ্ঠা কস্তা কালীকে
“উ-মা” এই কথা বলিয়া, তপস্তা হইতে

নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন । ভবধি সেই কল্পা উমা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন । হিমাচলও কল্পাকে ঐ কঠোর তপস্তা হইতে নিবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেবী কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি শূলপাণি বৃষধ্বজকে মনে মনে চিন্তা করিয়া কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হইলেন । তখন ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, “তোমরা হিমাচলের সর্ব কনিষ্ঠা কল্পা কালীকে আমার নিকট লইয়া আইস ।” দেব-গণ ব্রহ্মবাক্যে দেবীর নিকটে গমন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার তপস্তার তেজে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না । তাঁহারা তখন প্রত্যাঘর্জন করিয়া সেই কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, হিমাচলের ঐ কনিষ্ঠা কল্পা কালীই শঙ্করের প্রণয়িনী হইতে পারিবেন । এদিকে হিমবান্ অনেক কষ্টে কালকে তপস্তা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন । অনন্তর এক দিন মহাদেব পর্য্যটন করিতে করিতে হিমাচলের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং নগরাজের অনুরোধে সেইস্থানেই আশ্রম নির্মাণ করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই সন্ধ্যা একদিন কালী হর-সমীপে গমনপূর্ব্বক সখীগণ সহ তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন । শঙ্কর কিন্তু তাঁহাকে “তোমার এই কার্য্য সঙ্গত

হয় নাই” এইকথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন । পার্বতী হরের ঐরূপ কঠোর সম্ভাষণে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন । তিনি অতঃপর পিতৃসকাশে গমনপূর্ব্বক বলিলেন যে, অতঃপর তিনি মহাটবীতে গমন করিয়া, সেই দেবদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন । হিমাচল তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলে, দেবী তপস্তার্থ পরীক্ষিত-ময় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । তাঁহার সখীগণও তাঁহার সহিত গমন করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইলেন । দেবী এক মুগ্ধ শূলপাণি রুদ্রমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া, প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হইলে শঙ্কর তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন । বান-৫১ । [ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ কালিকাপুরাণের বিবরণের অমুরূপ বলিয়া, পুনরুক্তি করা হইল না । (১৫) অংশ দেখ] । (১৮) বিবাহান্তে মহেশ্বর দেবীকে লইয়া মন্দির পরীক্ষিতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । তথায় দেব-শিল্পি বিশ্বকর্মা শঙ্করের আদেশে তাঁহার জন্ত এক সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত ভবন নির্মাণ করিয়া দিলেন । সেই ভবন চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত ও সুবর্ণ-মণ্ডিত ছিল । তাঁহার তোরণ নিম্ন গজদন্ত নির্মিত ; মধ্যভাগ মুক্তজাল-খচিত ; শোপানরাঙ্গি ওদ্র ফটীকে গঠিত

এবং গৃহস্থিত চিত্রদম্ভ বৈভূষ্যামণিযুক্ত ছিল। এই মনোরম ভবন নিশ্চিত হইবার পর, শঙ্কর তথায় এক গার্হস্থ লক্ষণ যজ্ঞ করিলেন। অতঃপর বহু-কাল পার্শ্বতী সহ পরম সুখে অতি-বাহিত হইবার পর, মহেশ্বর একদিন গিরিজাকে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দেবী তাহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং মহেশ্বরকে অমুযোগ দিয়া বলিলেন যে, যাহাতে শঙ্কর আর ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঐরূপ কটুবাণ্য বলিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত তিনি তীব্র তপশ্চর্য প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া দেবী হিমাদ্রির এক শিখরে গমনপূর্বক স্বায় সপাগণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্র তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে সকল বিষয় কাকর্ষন করিয়া তীব্র তপশ্চর্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি একপদে দশায়মান থাকিয়া, শতবর্ষ ব্যাপিয়া তপশ্চা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার তপশ্চর্য শ্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবী প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার দেহ-কান্তি যেন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। ব্রহ্মা সেইরূপ বরই প্রদান করিলে, দেবী তখনই কৃষ্ণবর্ণ দেহকোশ পরিত্যাগ করিয়া, কমল কিঞ্চককান্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত পূর্ব কোশ হইতে কৌশিকী দেবী আবির্ভূত।

হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া যাইয়া বিদ্যাচলে স্থাপন করিলেন। অতঃপর গিরিজা ব্রহ্ম-প্রসাদে দিব্য-কান্তি লাভ করিয়া, পুনরায় মহেশ্বর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। বাম-৫৪। (১২) হিমাচল-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে দেবী যখন অষ্টমবর্ষ বয়স্ক হইলেন, তখন একদিন মহেশ্বর নিজ গণাধ্যক্ষ পরিবৃত্ত হইয়া, হিমাচল-দ্রোণিতে গমনপূর্বক তপশ্চর্য প্রবৃত্ত হইলেন। নগরাজ ইন্দ্র অতি উত্তম সুযোগ অনুধাবন করিয়া, একদিন কন্তা সহ শঙ্কর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন করিলেন এবং যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর শঙ্করকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁহার কন্তা পার্শ্বতী প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত আগমন করিতে বাসনা করেন। শঙ্কর তত্বতরে হিমাচলকে বলিলেন যে, নগরাজ প্রত্যহ যদি গমন করেন, তাহাতে আপত্তির কারণ কিছুই নাই, তবে তিনি যেন নিজ হৃদিতাকে সঙ্গে আনয়ন না করেন। গৌরী শিবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ইবং হস্ত করিলেন। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আপনি যে তথ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি কি একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন আপনিই বা কে এবং স্বামী প্রকৃতিই বা কে?” শিব তত্বতরে বলিলেন যে,

তিনি তপস্তাবলে প্রকৃতিকে নাশ করিয়া, প্রকৃতি-রহিত হইয়া অবস্থান করিবেন মনস্থ করিয়াই, তপস্তায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তখন দেবী দ্বিজাসা করিলেন যে, শঙ্কর যে হিমাচল পর্বতে তপস্তায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাই কি প্রকৃতির সহিত মিলন নহে? অতঃপর দেবী বলিলেন যে, শঙ্কর যদি নিজেকে প্রকৃতির অধিকারের বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, তবে কেন তিনি ভীত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। গৌরীর বাক্যে শঙ্কর অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যহ পূজা করিতে আসিতে অহুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর নগরাজার অহুমতি লইয়া মহেশ্বর তথায় তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীও প্রত্যহ সর্বাঙ্গ সহ তথায় গমনপূর্বক শঙ্করের পূজা করিতেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হইলেও পার্কতীর প্রতি শঙ্করের কোনওরূপ অহুরাগের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তখন দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া, মদনের সাহায্যে শঙ্করের তপস্তা ভঙ্গ ও পার্কতীর প্রতি তাঁহাকে অহুরাগী করিতে প্রয়াস পাইলেন। মদন দেবকার্য্যের জন্ত গমন করিয়া মহেশ্বরের শাল-নেত্রায়িতে তন্নীভূত হইলেন। (মদন ও রতি দেখ)। অনন্তর শিব কোষভরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পার্কতী তখন অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া, প্রথমে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে “যে ভাবেই হউক মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিব” এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আরও তীব্র তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে অশেষ রূপে নিবারণ করিলেও, তিনি সংকল্প-চ্যুত হইলেন না। শিব যেখানে মদনকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন, পার্কতী সেইস্থানে এক বেদী নির্মাণপূর্বক তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি জল পান পরিত্যাগপূর্বক, কেবল বৃক্ষপত্রই আহার করিতে লাগিলেন। ক্রিয়াকাল পরে আদ্রপত্রও পরিত্যাগ, করিয়া শুষ্কপত্র মাত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আরও কিছুকাল পরে পত্রাহার একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। এই কারণে পার্কতী অপর্ণা নাম লাভ করিলেন। অনন্তর গিরিজা কেবল বায়ু-ভক্ষা হইলেন। তিনি মহেশ্বরের তুষ্টি সাধনের জন্ত, কেবল পদাঙ্গুলির উপর অবস্থান করিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে গত হইলে, তাঁহার জনকজননী পুনরায় তাঁহাকে তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে অহুরোধ করিলেন। তাহাতে কোনই ফল লাভ হইল না। গিরিজা তাঁহার সংকল্পে অচলা থাকিয়া, তপস্তাই করিতে

লাগিলেন। তাঁহার ঐক্লপ ভীত তপ-
স্তায় চরাচর জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিলে,
দেবগণ ভীত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন
হইলেন। তখন ব্রহ্মার অমুরোধে বিষ্ণু
শিবের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে
অবিলম্বে তপস্তা পরিত্যাগপূর্বক দেব-
কার্য্যের সহায়তার জন্ত, গিরি-নন্দিনীর
পাণি-গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিব
প্রথমে তাঁহাদের বাক্যে সম্মত না হইয়া,
পূর্বের স্তায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু
পার্কীতী শিবকে পতিরূপে পাইবার
জন্ত, যে ঘোরতর তপস্তায় নিযুক্ত
ছিলেন, তাহার প্রভাবে শঙ্করের তপ-
স্তার নানারূপ বিষ্ময়িত লাগিল।
ধ্যান-যোগে সমস্ত জানিতে পারিয়া
তপস্তা পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন
এবং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ-
পূর্বক, দেবী যথায় তপস্তায় মগ্ন ছিলেন
তথায় তিনি গমন করিলেন। (ইহার
পরবর্তী বিবরণ পূর্বোল্লিখিত কতিপয়
বিবরণেরই অনুরূপ বলিয়া পুনরুক্তি
করা হইল না)। স্বল্প-মাহে-কোদা-২০-
২২। শিব (১৩) ও স্বল্প (জন্মবিবরণ)
৫৫। (২০) মহেশ্বর যখন হিমালয়প্রান্তে
তপস্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন পার্কীতী
প্রত্যাহ তাঁহাকে পূজা করিবার
জন্ত, তপস্তার স্থানে গমন করিতেন।
কিন্তু শঙ্কর দেবীর মনোভিপ্রায় সম্যক
অবগত হইলেও, দেবীর প্রতি অনুরাগ
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। কারণ

তিনি জানিতেন যে, তপস্তা ব্যতিরেকে
দেহের পরিশুদ্ধি হয় না। সুতরাং
গিরিনন্দিনী যতদিন তপস্তা না করিতে-
ছেন, ততদিন অশুদ্ধ দেহা দেবীর সহিত
শুদ্ধদেহ ভব কখন মিলিত হইতে পারে
না। এই কারণেই তিনি নেত্রাঘ্রিবারা
মদনকে দগ্ধ করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ
করিয়া প্রস্থান করেন। শঙ্কর অন্তর্হিত
হইলে, দেবী মনস্থ করিলেন যে, হয়
তিনি তপস্তাঘারা মনোমত পতি লাভ
করিবেন, অথবা প্রাণ বিসর্জন দিবেন।
এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি তপস্তায়
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হিমালয়পর্বতের
এক শৃঙ্গে আরোহণপূর্বক, বস্ত্রভূষণাদি
পরিত্যাগান্তর বকল পরিধান করিয়া
তপস্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি প্রথমে
তিনশত বৎসর পাটলা-পত্র ভক্ষণ,
তৎপরে শত বৎসর স্বয়ং-পতিত বিষপত্র
আহার, তদনন্তর শত বৎসর কেবল
জল গ্রহণ ও তদনন্তর শতবৎসর বায়ু
মাত্র সেবন করিয়া, অতিবাহিত করি-
লেন। অতঃপর নিয়ম গ্রহণপূর্বক
পদাঙ্গুষ্ঠে দেহ রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নিরা-
হারে, তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন।
দীর্ঘকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার
পর, শঙ্কর ধ্যানযোগে সমুদ্র অবগত
হইলেন এবং স্বচ্ছচারী বেশ অবলম্বন-
পূর্বক, পার্কীতীর সমীপে গমন করিয়া
দেবীর সহিত আলাপ করিবার বাসনা
প্রকাশ করিলেন। পার্কীতীর সমীপ

তাহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি প্রথমে তাহাদের সহিত নানারূপ আলোচনায় সময় ক্ষেপ করিলেন। পরে আশ্রমের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক জলাশয়ে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বতীর নখীগণ তাহাকে জলে মগ্নপ্রায় দেখিয়া, সত্ত্বর তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত গমন করিলেন। তাহার। যতই তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, ততই (ছদ্মবেশী) শঙ্কর দূরে দূরে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমি অসিক্তা নারীকে স্পর্শ করিব না, ইহাতে মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার।” ইতি মধ্যে দেবীর ধ্যান সমাপ্ত হইলে, তিনিও জলাশয় তীরে গমন করিয়া ব্রহ্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্ত স্বীয় বানহস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার অবজ্ঞাসহকারে প্রসারিত অঙ্গটী হস্ত ধারণ করিব না।” তখন দেবী বলিলেন যে, তিনি নিজ দক্ষিণ হস্ত দেবদেব মহেশ্বরকেই প্রদান করিয়াছেন। শঙ্করের জন্ত কল্পিত সেই দক্ষিণ পাণি তিনি আর কাহাকেও প্রদান করিবেন না। দেবীর বাক্যে ছদ্মবেশী মহাদেব ক্রোধের তাণ করিয়া বলিলেন,

“তোমার যদি এতই অহংকার হইয়া থাকে, তবে তুমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পার। আমি তোমার স্তায় গর্ভিতা নারীর সাহায্য লইয়া জীবন রক্ষা করিতে চাহি না।” তখন দেবী নিতান্তই ব্রাহ্মণের জীবন নাশ হয় দেখিয়া, নিজ দক্ষিণ হস্তই প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী সেই হস্ত ধারণপূর্বক, জলাশয় হইতে উদ্ধৃত হইলে, দেবী পুনঃ স্নান সমাপন করিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী (শঙ্কর) দেবীকে ঐরূপ তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কারণ নির্দেশ করিলে (ছদ্মবেশী) শিব, নানারূপে নিজেরই নিন্দা করিয়া, তাহাকে ঐরূপ তপস্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেবী পার্শ্বতী যেমনই ক্রুদ্ধ চিন্তে স্থান ত্যাগের উত্তোগ করিলেন, অমনই শঙ্কর নিজরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৫। [শিবের সহিত বিবাহাদি বিষয় পূর্বে বাহা লিখিত হইয়াছে তাহারই অমুরূপ। এতদন্তির শিব (১৩), (৩৭), (৫৮) দেখ।] (২১) পার্শ্বতী তপস্যার দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করাতে, জননী মেনকা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু বিবাহ-সভায় তিনি যখন স-পারিষদ

শিবের রূপ, বেশভূষা প্রভৃতি দর্শন হিহিতা রূপে জন্মলাভ করিয়া, দেহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় আনন্দ করিয়া বৈবস্বত মনস্তরে হিমালয়হিহিতা তিরোহিত হইল । তৎপরিবর্তে তিনি রূপে জন্মলাভ করিলেন । ব্রহ্ম-তনয় ক্রোধে আত্মহার্য্য হইয়া, প্রথমে ঐহার্য্য দক্ষও স্বায়ম্ভুব মনস্তরে শঙ্করের অতি-শীপে দেহত্যাগ করিয়া ঐ বৈবস্বত মনস্তরেই প্রচেতাদিগের পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিলেন । ঐ জন্মে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং শিবের সহিত পূর্ববৈরি নিবন্ধন তাঁহাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন না । মহেশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া বীরতদ্রকে প্রেরণ করিয়া, সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন । ঐ যজ্ঞ ধ্বংস কালে শিবাত্মক বীরতদ্র দক্ষের মন্তক দেহহৃত করেন । পরে ব্রহ্মা, দক্ষের শিব-নিম্ভার প্রতিকলম্বরূপ এক ছাগ-মুণ্ড দক্ষদেহে যোজিত করিয়া দিলেন । তখন মহাদেব কৰুণাপরবশ হইয়া, দক্ষকে গাণপত্যপ্রদান করিলেন । অতঃপর মহেশ্বর পার্কী-সহ মন্মথ-পৰ্বতে গমনপূর্বক, তথায় বাস করিতে লাগিলেন । ঐ সময় শুভ ও নিশুভ নামক দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়াছিলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনও প্রাণী হইতে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে না । দৈত্য ব্রাহ্মদ্বয় ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণের উপর অশেষরূপে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন । ব্রহ্মার নিকট হইতে শুভ ও নিশুভ বরলাভ করেন যে,

শিব-জ্ঞান-১৭ । শিব-(৮১), (৮২) ও (৮৩) দেখ । (২২) সতী প্রথমে দক্ষ-

অগ্নিহোত্র অংশভূতা, পুরুষ-সংসর্গ বর্জিতা অযোনিজা কল্পা হইতে কেবল তাহাদের মৃত্যু হইবে। এক্ষণে দানব ভ্রাতৃদ্বয়গণের অভ্যাচার হইতে সুরগণকে রক্ষা করিবার জন্য, ব্রহ্মা অনন্তোপায় হইয়া, শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন কোনও উপায়ে দেবীর ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, তাঁহারই বর্ষকোশ হইতে দানবদলনী এক শক্তির সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর একদিন অধিকাকে নির্জনে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দেবী নিজ বর্ণের নিন্দায় অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া মহাদেবকে বলিলেন, “যেহেতু আপনি আমার দেহবর্ণে প্রীতিনাভ করিতেছেন না, তজ্জন্ত আমি অকীকার করিতেছি যে হয়, এই বর্ষ ত্যাগ করিয়া বর্ষান্তর লাভ করিব, অন্তথা প্রাণ বিসর্জন দিব।” ভূতপতি দেবীর এই বাক্যে অতিশয় ভীত হইলেন এবং নানান্তাবে তাঁহাকে প্রবেদিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি কেবল পরিহাসচ্ছলেই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কোনরূপ সাহসনা বাক্যেই দেবীর ক্রোধের শাস্তি হইল না। তিনি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, ভগ্নোপবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনি গৌরবর্ণলাভ করিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি শঙ্করকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তপস্কার্থ গমন করিলেন।

সুদীর্ঘকাল তাঁহার পূর্ব তপস্তার স্থানে অবস্থান করিয়া, তিনি ব্রহ্মার তপস্তা করিলে, পিতামহ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবী তখন তাঁহার নিকট গৌরবর্ণ প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তখন গুপ্ত-নিগুপ্ত দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের অভ্যাচারের কথা বলিয়া দেবীকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিহার করিয়া গৌরবর্ণ লাভ করিলে, তাঁহার সেই পরিত্যক্ত কোশ হইতে এক শক্তি আবির্ভূত হইয়া যেন, দানব-ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করে। দেবী তাহাতেই সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতন চর্মকোশ পরিত্যাগপূর্বক, গৌরবর্ণ লাভ করিলেন এবং তাঁহার সেই পুরাতন চর্মকোশ হইতে কোশিকী নামে খ্যাত আর এক শক্তি আবির্ভূত হইলেন। শিব-বার-পু- ১৭-২২। বীরভদ্র সোমনন্দী ও ভদ্র-কালী দেখ। (২৩) শিব পার্বতীকে বিবাহ করিয়া যখন কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি কোদুৰুচ্ছলে দেবীকে কালী বলিয়া সম্বোধন করেন। তাহাতে কুপিতা হইয়া শিবানী নিজ শিরে হস্ত প্রদান-পূর্বক, শপথ করিলেন যে, যতদিন না তিনি গৌরবর্ণ লাভ করেন, ততদিন তিনি আর শিব-সন্নিধানে বাস করিবেন না। এইরূপ মনস্থ করিয়া দেবী মহাকোশিকী প্রপাত নামক হিমাচলেক

সামুদ্রপ্রদেশে গমন করিলেন এবং তথায় ব্যাঘ্র-চৰ্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বামপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইলেন। সুদীর্ঘকাল এইভাবে অতি-বাহিত হইবার পর, শঙ্কর তাঁহার সমীপে গমন করিয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পার্শ্বতী সুবর্ণের স্ত্রায় গৌর-কান্তি প্রার্থনা করিলেন। মহেশ্বর তখন দেবীকে আকাশ-গন্ধার সলিলে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে দেবী বিছাতের স্ত্রায় গৌরকান্তি লাভ করিলেন। অতঃপর শঙ্কু অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি শঙ্করী ভিন্ন আর কোনও নারীকে চিন্তাও করিবেন না। ইহার পর শিব-শিবানী পুনরায় কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অনন্তর এক-দিন যখন দেবী শিব সকাশে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে তিনি যেন দেখিলেন, তাঁহারই স্ত্রায় মনোহারিণী আর এক নারী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ ক্ষণিকের স্ত্রায় শুভ্রবর্ণ শঙ্কুর দেহে দেবী নিজের প্রতিবিম্বই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ স্বীয় ছায়াকেই অস্তনারী জ্ঞানে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং শঙ্কর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপর এক নারীকে প্রণয়িনী করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার অতিশয় অভিমান হইল। তিনি তখন কোপভরে শিব-সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া,

স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ভবানীপতিও অর্দ্ধাঙ্গিনীকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে এক গিরিকুঞ্জে একান্তে অবস্থান করিতে দেখিলেন। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন অমুভব করিয়া, শঙ্কর নানারূপ স্তোক-বাক্যে তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিয়া, কেন তিনি সহসা কুপিত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবীও সকল বিবরণ কীর্তন করিলে, মহেশ্বর হাস্ত করিয়া উঠিলেন এবং দেবীর যে প্রমাণ হইয়াছে, তাহা সম্যক-রূপে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর পার্শ্বতী শিব-বাক্যের সত্যতা সম্যক-অবধারণ করিবার জন্ত, নানারূপ-কৌশল অবলম্বন করিলেন এবং অবশেষে নিজেরই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর শঙ্করী শঙ্করকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি ছায়ার স্ত্রায় অমুগতা হইয়া সর্ব্বদা দেবদেবের সহচারিণী হইতে ইচ্ছা করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শঙ্করের শরীর-সংস্পর্শ সূখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। দেবীর বাসনা অবগত হইয়া, শিব বলিলেন যে তিনি যদি মহেশ্বরের শরীরার্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পরম্পরের দেহার্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করিয়া হর-গৌরী রূপে অবস্থান করিতে পারিবেন। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট

হইয়া, শঙ্করের বামার্দ্ধভাগ নিজ দেহে গ্রহণ করিলেন । মহেশ্বরও নিজ দেহের অর্দ্ধাংশ গৌরী অঙ্গে নিবেশিত করিয়া হর-গৌরী রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন । কালিকা-৪৫ । (২৪) দাক্ষায়ণী সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করিয়া, প্রথমে হিমালয়-ভবনে মেনকার গর্ভে অংশে গন্ধারূপে জন্মগ্রহণ করেন । বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্নকালে গুরুবর্ণা, চতুর্ভূজা, ত্রিনেত্রা-গন্ধাদেবী হিমাচল-গৃহে আবির্ভূতা হন । চতুর্থমাসে তাঁহার বাকস্ফুর্তি হইলে, নারদ দেবপুত্রে গমন করিয়া, মেনকা-গর্ভে গন্ধার প্রাভুত্বাবের সংবাদ প্রদান করিলেন । দেবগণ সেই স-বাদে অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভাবিলেন, পূর্বে সতী-শোকে শঙ্কর যখন সতী-দেহ শিরে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু সেই সতী দেহ পশু খণ্ড করিয়া স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করাতে, শঙ্কর দেবগণের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হন । এক্ষণে গন্ধারূপিণী সেই সতীকে তাঁহার স্বর্গে লইয়া যাইয়া শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলে, তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ হিমালয় ভবনে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । এদিকে দেবী গন্ধাও একদিন স্বপ্ন যোগে হিমালয়কে নিজরূপে প্রদর্শন করাইলেন । হিমাচল স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার তনয়া গন্ধা চারি

হস্তে বরমুদ্রা, অতরমুদ্রা, পদ্ম ও অমৃত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তিনি নানা ভরণ ভূষিতা, ত্রিনয়না, মকরবাহিনী । দেবী পিতাকে এইরূপ প্রদর্শন করা-ইয়া প্রথমে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন, পরে বলিলেন যে দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্ত সুরগণ যখন তাঁহার নিকটে গন্ধাকে প্রার্থনা করিবেন, তখন যেন হিমালয় দেবতাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করেন । এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন । অতঃপর যথা সময়ে দেবগণ গন্ধাকে সুরপুত্রে লইয়া যাইবার জন্ত আগমন করিলেন । হিমালয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, দেবগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন না । কিন্তু তিনি বলিলেন, “আমি নিজ মুখে কন্ধাকে ‘যাও’ এই কথা বলিব না” । তখন দেবগণ গন্ধার স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের স্তবান্তে দেবী মর্ত্য-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আকাশে অবস্থিত দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন । বৃহৎ-সম্বা-১২ । গন্ধা ও ভগীরথ দেখ । (২৫) শিব পার্শ্বতীকে কালী বলিয়া পরিহাস করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি এমন স্থানে যাইয়া তপস্তা করিব, যে স্থলে আমি গৌরবর্ণ লাভ করিয়া, গৌরী নামে অভিহিতা হইতে পারিব ।” এই কথা বলিয়া, দেবী সখীগণ সহ প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া, তথায় গৌরীস্বর

লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । এক পদে দণ্ডায়-
মান থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ।
তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চায়ি প্রজ্জ্বলিত
করিয়া, প্রাবৃটে উন্মুক্ত আকাশতলে
বর্ষার ধারার মধ্যে এবং হেমন্তে বারি-
মধ্যে অবস্থানপূর্বক, তপস্তা করিতে
লাগিলেন । এই ভাবে ক্রমে ক্রমে
যতই তাঁহার তপস্যার তেজ বর্দ্ধিত
হইতে লাগিল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে
তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করিয়া, গোর
বর্ণ লাভ করিতে লাগিল । দীর্ঘকাল
পরে পার্শ্বতীয় দেহ সম্পূর্ণরূপে গোর-
বর্ণ ধারণ করিল । তখন মহেশ্বর
দেবীর অসাধারণ তপস্যায় পরিতুষ্ট
হইয়া, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক
গৃহে লইয়া গেলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-
৬৮ । (২৬) দক্ষযজ্ঞে অনাহুতা সতী
পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনিয়া, যখন দেহ
ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে
একটি সর্বলোক ভয়প্রদ জালা উখিত
হইয়াছিল । ঐ জালা যথায় উখিত
হয়, সেই স্থানে জালামুখী নামে প্রসিদ্ধ
তীর্থ হইয়াছে । শিব-জ্ঞান-৭ । (২৭)
মৈথুনজ প্রজা-দিস্থক্স ব্রহ্মার প্রার্থনায়
মহেশ্বর নিজ দেহের অংশ হইতে একটি
দেবীর সৃজন করিলেন । তিনি মহা-
দেবের পরমা শক্তি । সেই দেবীকে
ব্রহ্মা, চরায়চ বুদ্ধির জন্ত দক্ষ কন্যারূপে
জন্মগ্রহণ করিতে বলিলে, তিনি নিজ
জগদ্য হইতে আয়তুল্য প্রভাবশালিনী

একটি শক্তির সৃজন করিলেন । সেই
দেবী মহাদেবের আজ্ঞার দক্ষের কন্যা
রূপে জন্মগ্রহণ করেন । শিব-বার-পু-
১৪ । ব্রহ্মা (৩১) দেখ । (২৮) প্র-
শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট এবং কৃতি শব্দের
অর্থ সৃষ্টি সুতরাং 'প্রকৃতি' পদে সৃষ্টি
কার্য্যে প্রকৃষ্টা দেবীকেই নির্দেশ করে ।
এই প্রকৃতি-দেবীর অংশভূতা অন্তান্ত
দেবীগণই বিভিন্ন দেবগণের শক্তি স্বরূ-
পিনী । সেই ব্রহ্মরূপিনী গণেশ-জননী
শিবানী দুর্গাই সকলের পূজনীয়া ।
এই প্রকৃতি দেবী হইতেই আবার পদ্ম-
নেত্রা মহেশ্বরী কালী উৎপন্ন হইয়া-
ছেন । শুভ-নিশুভ যুদ্ধে তিনি দুর্গার
ললাট হইতে উৎপন্ন হন । এই সনাতনী
দেবী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনা করিতেই
কৃষ্ণবর্ণ লাভ করেন । দুর্গার অর্দ্ধাংশ-
স্বরূপা এই দেবী গুণে ও তেজে
তাঁহারই সমান । দেবীভা-৯৯-১ । (২৯)
এক সময়ে শিব ও পার্শ্বতী যখন একত্র
অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন
পার্শ্বতী কৌতুকছলে পশ্চাৎ ভাগে
অবস্থান করিয়া হস্তদ্বারা শিবের চক্ষুদ্বয়
আবৃত করিলেন । দেবী কৌতুকছলে
ইহা করিলেও, ত্রিপুরারির নয়নদ্বয়
অচ্ছাদিত হওয়া মাত্র, জগৎ অন্ধকারে
নিমগ্ন হইয়া গেল । দেবগণ ক্ষুণ্ণিতহীন
হইলেন । বেদের প্রভাব লুপ্ত হইয়া
গেল । যাগযজ্ঞাদি বিনষ্ট হইয়া গেল ।
চারিদিকে হাহাকার ধ্বনী উখিত

হইল। তখন তাঁহার অমুসন্ধান করিয়া, সৰ্বল বিবর অবগত হইয়া, সেই দেব-দেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া, শঙ্কর দেবীকে চকুর আচ্ছাদন ত্যাগ করিতে বলিলেন। দেবী তখন মহেশ্বরের লোচন হইতে হস্তধর অপ-সারণ করিলে, আবার জগতের অন্ধকার অপমৃত হইয়া সমস্ত প্রকাশমান হইল। তখন শঙ্কর দেবীকে অমুযোগ দিয়া বলিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য দেবী তাঁহার চকুরাচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাহাতেই জগতের অশেষ ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দেবী অতিশয় দুঃখিতা ও অমু-তপ্তা হইলেন। তিনি শঙ্করকে তখন বলিলেন, “আমি তাহা হইলে এক্ষণে ইহার শাস্তির জন্য কি করিব?” মহেশ্বর দেবীকে অমুতপ্তা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু জগতের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। তখন দেবী হর-বাক্যে কাশীপুরের অন্তর্গত কম্পানামক নদীর তীরে গমন করিয়া, জটাবকল ধারণ-পূর্বক অতি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হই-লেন। তিনি কম্পা-তীরে এক শিবলিঙ্গ নির্মাণপূর্বক পুষ্পমালাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি শিবের উদ্দেশে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি প্রদানপূর্বক দণ্ডারমান থাকিয়া তাঁহার

অর্চনা করিতেন। তখন গিরিজাকে পবিত্র করিবার উদ্দেশে শিব কম্পা নদীর জল বর্জিত করিতে লাগিলেন। সখীগণ নদী প্রবাহকে বর্জমান দেখিয়া দেবীকে হানাস্তরে গমন করিতে অমু-রোধ করিলেন। সখীদের বাক্যে ধ্যান-নিমগ্না দেবী একবার নান্দ নৈজো-স্থান করিয়া নদীপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিয়া তাঁহার পুত্রা অসমাপ্ত রাখিয়া, প্রস্থান করিবেন। তাহা কখনই সম্ভবম্ভ হইতে পারে না। এই ভাবিয়া দেবী সখীগণকে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং সেই শিব-লিঙ্গ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জল প্রবাহ বর্জিত হইতে হইতে তাঁহার কণ্ঠ পর্যন্ত উষ্ণিত হইল। তখনও তিনি আলিঙ্গন শিথিল করিলেন না দেখিয়া, এক দৈববাণী হইল। তিনি দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সেই শিবলিঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক দৈববাণীর অমুধারী গৌতমমুনির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সেই লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আশ্রম সন্নিকটে পুনরায় সেই অরুণা-চলিঙ্গ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, দেবগণসহ দেবী বসু-ন্ধরা প্রতিকার প্রার্থনার, তপস্যারত গৌরীর শরণাগত হইলেন। দেবী

সুরগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক, পূর্বের
ভ্রাতৃ তপস্তায়ই রত হইলেন । অনন্তর
সেই মহিষ নামক অসুর ইতস্ততঃ
পর্যটন করিতে করিতে দেবীর তপস্তার
স্থানে উপস্থিত হইল । তাহার অমুচর-
গণ যুগ হনন করিতে করিতে দেবীর
আশ্রমে উপস্থিত হইলে, দেবীর অমু-
চরগণ তাহাদিগকে গিরি-কুমারীর
তপস্তায় বিশ্ব উৎপাদন করিতে নিষেধ
করিল । তাহারা তখন মায়া বলে পক্ষি-
রূপ ধারণ করিয়া, দেবীর আশ্রম মধ্যে
প্রবেশ করিল এবং তপস্তারত দেবীর
অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত
হইয়া, প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাহাদের প্রভু
মহিষাসুরকে সংবাদ প্রদান করিল ।
মহিষ-দানব তখন এক বৃকের রূপ ধারণ
করিয়া, দেবীর আশ্রমে গমন করিল
এবং পার্শ্বতীর পরিচারিকাদিগের
সহিত কথোপকথন দ্বারা, সমুদয় বৃত্তান্ত
অবগত হইল । অতঃপর মহিষাসুর
নিজ পরিচর প্রদানপূর্বক দেবীকে
তাহার পত্নীত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত
আহ্বান করিল । দেবী তখন তাহাকে
বলিলেন যে, তিনি বলবানের ভার্য্যা
হইবেন বলিয়া সূচাকাল তীব্র তপ-
স্তায় নিযুক্ত আছেন । মহিষাসুর যদি
তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা
করে, তবে সে যেন নিজ বল প্রদর্শন
করে । দেবীর বাক্যে মহিষাসুর পরম
বিস্মিত হইয়া, বলপূর্বক তাকে গ্রহণ

করিবার জন্ত যেমন অগ্রসর হইল,
অমনই দেবী অসুরদলনী হুগীরূপ
ধারণ করিলেন । দেবগণ তাঁহাকে নানা-
রূপ অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন । দেবী
সেই সকল অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, মহি-
ষাসুরকে আক্রমণ করিলে, সে প্রাণভয়ে
পলায়ন করিল । কিন্তু সে পরে আবার
সৈন্তদল সহ আগমন করিয়া দেবীকে
আক্রমণ করিল । তখন দেবীও যোগ
বলে দানব-সৈন্ত দলন করিবার জন্ত
অনেক মাতৃকা ও যোগিনীগণকে উৎ-
পাদন করিলেন । অতঃপর সাহুচরা
দেবীর সহিত সাহুচর মহিষাসুরের
ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং
সেই সংগ্রামে মহিষাসুর দেবীর শূল-
ঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । দেবী ঋদ্ধ
দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন করিয়া
সেই কথিরাপ্লুত মস্তকের উপর নৃত্য
করিতে লাগিলেন । মহিষাসুরকে
নিহত দেখিয়া দেবগণ নানারূপে
দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ।
অতঃপর দেবী সুরগণকে আশ্বাস প্রদান
করিয়া, পুনরায় পূর্বের ভ্রাতৃ বিমলরূপ
ধারণ করিলেন । অনন্তর একদিন
সখীগণ সহ কথোপকথন করিতে
করিতে দেখিতে পাইলেন, মহিষা-
সুরের গলদেশে এক শিবলিঙ্গ লগ্ন
রহিয়াছে, তিনি ঐ শিবলিঙ্গকে পূজা
করিবার জন্ত গ্রহণ করিলে, তাহা দৃঢ়-
রূপে তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া ধেল ।

তাহাতে দেবীর অতিশয় নির্বেদ উপ-
স্থিত হইল এবং শিব-ভক্তকে বধ করিয়া
ছেন বলিয়া; তিনি অতিশয় দুঃখ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌতম
তাহাকে সাধনা প্রদান করিয়া বলিতে
লাগিলেন যে, শাপগ্রস্ত মহিষাসুর
তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, শাপ-
বৃত্ত হইয়াছে মাত্র। তজ্জন্ত দেবী যেন
অহুতাপ না করেন। স্বন্দ-মাহে-অনু-
পূ-৩-১২। (৩০) মহাদেব পত্নীর
নিমিত্ত উগ্র তপস্তা করায়, লক্ষ্মীদেবী
নিজ শরীর হইতে সর্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী
পৌরী দেবীকে সৃজন করেন। তৎ-
পরে লক্ষ্মীদেবীর নির্দেশে গৌরীদেবী
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আটটি বিভিন্নমূর্ত্তি
ধারণ করিয়া আট দিক রক্ষা করেন।
অগ্নি-কোণে মঙ্গলা; পশ্চিমে বিমলা;
বায়ু-কোণে সর্বমঙ্গলা; উত্তরদিকে
অর্দ্ধাশনী; ঈশান কোণে লম্বা; দক্ষিণে
কালরাত্রি; পূর্বে দিকে মরীচিকা;
এবং নৈঋতে চণ্ডরূপ। স্বন্দ-বিষ্ণু-
পু-৪। (৩১) সতীর সহিত শিবের
বিবাহের পর দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন
করিলেন এবং সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করি-
বার অঙ্গ জামাতার ভবনে গমন করি-
লেন। শিব স্বপ্তর দক্ষকে দেখিয়া যথ-
যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন না।
তাহাতে অত্যন্ত অবমানিত ও ক্রুদ্ধ
হইয়া, দক্ষ শিবকে অশেষরূপে
তিরস্কার করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি যজ্ঞস্থলেও-শিবের সেই ব্যাব-
হারের কথা উল্লেখ করিয়া, সকলের
নিকটে শিবের নিন্দা করিতে লাগি-
লেন। এদিকে সতী পিতার যজ্ঞ
দর্শনে উৎসুক হইয়া, শিবের পুনঃ
পুনঃ নিবেদন সত্ত্বেও, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত
হইলেন। তাহাকে দেখিয়া তদ্রূপ
অস্বস্ত মুনিঋষিগণ উপহাস করিতে
লাগিলেন। দেবী সেই সব পতি-
নিন্দা-শ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত
সাধনের জন্ত, যজ্ঞের হোমায়িতে প্রাণ
বিসর্জন দিলেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-
৮। শিব (৯৮) দেখ। (৩২) একবার
মানার্থ গমন করিবার পূর্বে পার্বতী
গাত্র-নার্জনা করিতেছিলেন। তখন
গাত্রনার্জনা হইতে যে গাত্রমল তাহার
হস্তে উথিত হয়, তিনি তদ্বারা একটি
প্রতিমা নির্মাণ করেন। সেই মূর্ত্তি
দেখিতে অতিশয় সুন্দর হওয়াতে,
তিনি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন।
তখন প্রাণবন্ত সেই মূর্ত্তি তাহাকে
বলিল, “আমাকে কি করিতে হইবে,
আজ্ঞা করুন।” দেবী বলিলেন,
“যতক্ষণ না আমি স্নান সমাপন করি,
ততক্ষণ তুমি অস্থপাণি হইয়া, এই
স্থানে অবস্থান কর, বাহাতে কেহ আমার
স্নানের বিষয় উৎপাদন না করে।” সেই
প্রাণারাম মূর্ত্তি তাহাতেই সন্তত হইল।
কিয়ৎকাল পরে শিব তথায় আগমন
করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিলে,

সেই মুক্তি কাম্যক সাধন করিল। তখন শিবের উপরে অন্য কোন আশঙ্ক্য হইল এবং শিব ললাবতে তাঁহার মন্তক হইতে বহির্বিহীন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্শ্বতী ক্রুশ্ঠিতা হইয়া করুণবরে জন্ম করিতে লাগিলেন। চাক্ষুরিকে হাহাকার ধনি উদ্ভিত হইল। শিব তখন ঐতিকারোগারে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, গজাসুরকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সখর সেই বৈভেত্যর মন্তক কর্তন করিয়া আনিয়া, সেই ঐতিমার দেহে যোজনা করিয়া দিলেন। সেই পার্শ্বতী-ভনয় তখন পুনর্জীবন লাভ করিয়া উদ্ভিত হইলেন, এবং তদবধি তিনি গজানন নাম লাভ করিলেন। স্ব-ব্রহ্ম-১২। শিব (৮৮), গণেশ ও শনি (১১) দেখ। (৩০) বজ্রধ্বংসকালে বীরভদ্র প্রথমে দক্ষের মন্তক বেহত্যা করেন। পরে আবার শিবের আদেশে তিনি দক্ষের দেহে এক মেঘ-বদন যোজিত করিয়া দিলেন। অতঃপর দক্ষ শিবের পরা-মর্শে বারাণসীতে গমনপূর্বক তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। সতী জন্মান্তরে হিমালয়-কুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন শিবসহ বারাণসীতে গমন করেন, তখন দক্ষও তথায় তপস্যায় রত ছিলেন। দেবীর অজুরোধে শিব দক্ষকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি তাঁহারে পারিপন্যে অচলা ভক্তি প্রার্থনা

করিলেন। স্ব-ব্রহ্ম-১৩। শিব দক্ষের পূর্বতীক-বিনয়-করিতা সত্যকন করেন, তখন কুশিকী-কুশির সহিত পায়ের বিনয় কনাই-করিতা হয়। সেই কলহকালে ছুড়ল টুটল করিয়া এক মহাশিখিবিদ্য প্রস্তুত হয়। দেবগণ সেই শিবলিঙ্গকে কলকলধর বলিয়া অভিহিত করেন। স্ব-আব-৮৩-১৮। (৩৫) প্রোভেতল দক্ষ ব্রহ্মার অন্তর্ভুক্ত হইতে উৎপন্ন হন তাঁহার একশত পাঁচ কস্তার মধ্যে সতী সর্বজ্যোষ্ঠা ছিলেন। দেববি নারদের অজুরোধে দক্ষ সেই কস্তাকে মহেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। পুণ্যকুবি হষ্টি-কেশরক্ষেত্রে ষাটরূপ বসন্তের শিব-দাক্ষারবি পরিণয় সম্পন্ন হয়। শিব (৫৩) দেখ। (৩৬) পূর্বে ব্রহ্মা একবার সমস্ত দেবগণের মূর্ত্তি হইতে তিল তিল করিয়া রূপ সংগ্রহপূর্বক এক অনিন্দ্য-সুন্দরী নারীমূর্ত্তি স্মরণ করেন। অতঃপর পিতামহ সেই সুন্দরীকে, কৈলাসে শব্দ ও শব্দরীক প্রণাম করিবার অন্ত প্রেরণ করিলেন। ঐ নারী কৈলাসে গমন করিয়া শব্দকে প্রণাম করিয়া, সন্মুখে দণ্ডারহান হইলেন। শব্দ পার্শ্বা-বিষ্টা পার্শ্বতীর ভয় তাঁহার দিকে তাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। স্ব-১৩-পর সেই নারী কৃত্তবাসিনীপুটে স্ব-শব্দকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

অন্যভাবে সম্যকরূপে দর্শন করিবার
 লক্ষ্যস্বরূপে আরও তিনটা বদন
 উপস্থিত হইল। তখন তিনি চারিযুগে
 সেই সূক্ষ্মরীকে দর্শন করিতে লাগিলেন।
 এমন সময়ে নারদ তথায় উপস্থিত
 হইলেন। তিনি মহেশ্বরের চারিটি
 বদন দর্শন করিয়া এবং সেই সূক্ষ্মরীকে
 তথায় উপস্থিত দেখিয়া, পার্বতীকে
 সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। তখন
 পার্বতী পতিকে চতুর্মুখ দর্শন করিয়া
 অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর
 দেবী শঙ্করের নয়নসমূহ আচ্ছাদিত
 করিলেন। অমনি চারিদিকে প্রলয়-
 কালীন ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইল।
 দেবগণ হার হার করিতে লাগিলেন।
 তখন দেবী তাঁহাদের প্রাথনায়
 মহেশ্বরের নেত্রাচ্ছাদন পরিহার করিয়া,
 সেই রূপবতীকে অভিশাপ দিলেন,
 “যেহেতু তুমি আমার পতিকে বিকৃত-
 কৃতি করিয়াছ, তজ্জন্ত তুমিও বিকৃত-
 রূপা হইবে।” এইরূপ বলিবা মাত্র
 সেই সূক্ষ্মরী নারী অতিশয় বিকৃত-
 রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেট নারী
 বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তিনি
 ব্রহ্মার নির্দেশেই তাঁহাকে ও শঙ্করকে
 প্রণাম করিবার জন্য আগমন করিয়া-
 ছেন, স্মরণ্য তাঁহাকে বিনা দোষে
 অভিশাপ প্রদান করা তাঁহার উচিত
 হয় নাই। সেই নারীর বাক্যে দেবীর
 অহর্ভাণ উপস্থিত হইল। তিনি তখন

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বরাহলোকে গমন-
 পূর্ব্বক হাটকেশবক্ষেত্রস্থিত রূপতীর্থে
 উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবী প্রথমে
 দ্বান সমাপন করিলেন। তদনন্তর সেই
 নারীও তথায় দ্বান করিয়া পূর্ব্ব রূপে
 প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র-নাগ-১৫০। (৩৭)
 বিভিন্ন কল্পে দেবী জগদম্বা বিভিন্ন
 নামে পরিচিতা হইয়া থাকেন। আদি
 কল্পে তাঁহার নাম ছিল—জগদম্বা।
 দ্বিতীয় কল্পে—জগদম্বোদী ; তৃতীয়ে—
 শান্তবী, এইভাবে যথাক্রমে বিশ্বরূপিণী
 নন্দিনী, গণাধিকা, বিভূতি, স্তূতি,
 আনন্দা, বামলোচনা, বরারোহা, সূক্ষ্মলা
 মহামায়া, অনন্তা, ভূতমাতা ও উত্তমা,
 এই ষোড়শ নামে তিনি ষোড়শ কল্পে
 পরিচিতা ছিলেন। সপ্তদশকল্পে তিনি
 সতী নামে দক্ষগৃহে আবিস্কৃত হন।
 তৎপরে বরাহকল্পে তিনি হিমালয়-
 গৃহে উৎপন্ন হইয়া পার্বতী ও উমার
 নামে খ্যাতা হন। ঐ সময়ে কল্ক-
 কাল পর্য্যন্ত তিনি শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী
 স্বরূপে বর্তমানা ছিলেন। অনন্তর
 চতুর্দশ চারিযুগ অতীত হইলে তিনি
 মহিষাসুরের বধসাধনাধ পুনরায় বিষ্ণুর
 সহিত প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে
 তিনি কৃষ্ণপিতলা, কাত্যায়নী, দুর্গা
 প্রভৃতি নামে পরিচিতা হন। কল্প-
 প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭), (১২৪)
 এবং শিব (৫৪) দেখ। (৩৭) বল ও
 অতিবল নামক রত্নাক-স্তনর দুই

স্বল্পরবে দেবী করিলা প্রভাসকালে, রিবগতিয়া; শ্রীকৃষ্ণে—স্বামী; ক্ষুদ্রবর্ণ
চক্ষুরাই—বোহিনীপুত্র; শরিত্বতা হইয়া, তীর্থে—ভক্তা; বরাহবৈষ্ণবে—স্বামী;
বধ করেন। সেই কারণে তিনি প্রভাস-কমলাসনে—কমলা; বরাহভোজীতীর্থে
ক্ষেত্রে রলাতিবদনালিনী নামে প্রতিষ্ঠা—স্বামী; কানকর পত্রকে—স্বামী;
হন। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১১। (৫৮) মহালিঙ্গে—কপিল; মূর্ত্তীতীর্থে—
চাকুর মন্দির আধিকার শেষ হইলে, মুকুটেশ্বরী; শালগ্রামে—মুখ্যেশ্বরী;
বৈষ্ণবত মন্দিরে দেবী জগদম্বা দক্ষ-শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া; মায়াপুরীতে—
কর্তৃক অপমানিত হইয়া হিমালয়-গৃহে কুমারী; সন্তানতীর্থে—ললিতা; সহ-
জমগ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ মন্দির-শাক্ততীর্থে—উৎপলাক্ষী; কমলাসনে—
রের দ্বিতীয় ঘাপরে তিনি শঙ্করের মহোৎপলা; গজাতীর্থে—মঙ্গলা; পুষ্ক-
ভাষা হন। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-১১৬। যোত্তমে—বিমলা; বিশাখার—কমো-
(৩৯) দেবী শিবানীর প্রধানা সখীদের ঘাক্ষী; পুণ্ড্রবর্ধনে—পাটলা; সূপার্ষ
নাম—জয়া, বিজয়া, মাধবী, সুলোচনা, তীর্থে—নারায়ণী; বিকুটতীর্থে—জয়-
সুখতা, জতা, শুকী, প্রমোচা, স্তভগা, স্বন্দরী; বিপুলে—বিপুলা; মলয়া-
ভামা, চিত্রাঙ্গী, চাকুরী ও স্বধা। স্বল্প-চলে—কল্যাণী; কোদিতীর্থে—কোটবী;
মাহে—কেনা-২১। (৪০) দাক্ষায়ণী সতী মাধববনে—সুগন্ধা; গোদাক্ষমে—
বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পূজিতা ত্রিসন্ধা; গজাধারে—রতিপ্রিয়া;
হইয়া থাকেন। তিনি বারাণসীতে শিবকুণ্ডে—শিবানন্দা; দেবীকাতটে
বিশালাক্ষী; নৈমিষক্ষেত্রে—লিঙ্গ-—নন্দিনী; দারবতীতে—কলিঙ্গী;
খারিণী; প্রয়াগে—ললিতা দেবী; গন্ধ-বৃন্দাবনে—রাধা; মধুসার—সেনকী;
দাদসে—কামাক্ষী; মানস (সরোবরে)-পাতালে—পরমেশ্বরী; চিত্রকূটে—
কুয়ুয়া; অম্বরতীর্থে—বিস্বকায়ী; গোমতে সীতা; বিদ্যাচলে—বিদ্যাধিবাসিনী;
—গোমতী; মন্দ্রাচলে—কানচারিণী, সহস্রজিতে—একবীরা; হরিশ্চন্দ্রতীর্থে
চৈত্ররথতীর্থে—মদোৎকটা; হস্তিনাপুরে—চন্ডিকা; বৈষ্ণনাথে—অঙ্গেশা;
—অম্বতী; কান্তকূষে—গৌরী; মলয়াচলে মহাকালতীর্থে—মহেশ্বরী; উকতীর্থে
—রক্তা; একালকামনে—কীর্তিমতী; অভয়া; বিদ্যাকন্দরে—অম্বতা; সান্তব্য
বিকেশ্বরক্ষেত্রে—বিম্বা, পুন্ডরতীর্থে—তীর্থে—মাণ্ডবী; মহেশ্বরপুরে—স্বধা;
পুন্ড্রভা; কোন্ডারে—মার্মদাসিনী; হিমা-হাগলান্ডতীর্থে—প্রভা; বকরনকে—
লয়-পূর্বে—নন্দা; পোকর্ণতীর্থে—ভদ্র-চন্ডিকা; মোবেসারে—বদামোহা;
কর্ণিকা; হাসেন্দরে—ভবানী; বিমবে—প্রভাসে—পুন্ড্রাবতী; নরবতী তীরে—

কেশবামা ; সাগরতীরে—মাতা ; মহা-
 কল—মহাভাগা ; পরোকীতীরে—
 শিবলেশ্বরী ; কৃতশোচে—সিংহিকা ;
 কার্তিকেশ্বরতীরে—বশবতী ; উৎপলা-
 বর্তে—লোলা ; শোণসঙ্গমে—মৃতদ্রা ;
 সিন্ধুপুরে—লক্ষ্মীমাতা ; ভরতাপ্রমে—
 অম্বনা ; জালকরে—বিশ্বমুখী ; কিকিদ্ধা
 শৈলে—তারা ; দেবদাক্ষ বনে—পুষ্টি ;
 কান্দীরমণ্ডলে—মেধা ; হিমাচলে—
 ভীমাদেবী ; বিশ্বেশ্বর তীরে—পুষ্টি ;
 কপালমোচনে—গুহ্মি ; কারাবরোহণে
 —সীতা ; শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনী ; পিণ্ডা-
 রকে—ধৃতি ; চন্দ্রভাগাতীরে—কালী ;
 অচ্ছাদিতীরে—শিবকারিণী ; বেণা-
 তীরে—অমৃত্য ; বদরীবনে—উর্ধ্বশী ;
 উত্তর কুরুদেশে—ঔষধী ; কুশদীপে—
 কুশোদকা ; হেমকূটে—মগ্না ; মুকুটে
 —সত্যবাদিনী ; অশ্বখে—বন্দনীয়া ;
 কুবেরালয়ে—নিধি ; বেদ-বদনে—
 গায়ত্রী ; শিবসমীপে—পার্বতী ; দেব-
 লোকে—ইন্দ্রাণী ; ব্রহ্মমুখে—সরস্বতী ;
 সূর্য্যবিশ্বে—প্রভা ; মাতৃগণ মধ্যে—
 বৈষ্ণবী ; সতী-নারী সকলের মধ্যে—
 অরুন্ধতী ; রমণী মধ্যে—তিলোত্তমা ;
 চিত্ত-মধ্যে—ব্রহ্মকলা এবং সকল প্রাণীর
 মধ্যে—শক্তি । ২৭-১৩ । তদ্রূপকিকা
 ও সাবিত্রী দেখ । (৪১) শিব যখন
 সতীদেহ স্বর্কে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে
 ছিলেন, তখন দেবগণ কি উপায়ে সতী-
 দেহ শিবদেহ হইতে ছাত করা যায়,

তাহার চিন্তা করিতেছিলেন । অতঃপর
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি যোগবলে সতীদেহে
 প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া
 ভূতলে নানা স্থানে ফেলিয়া দিলেন ।
 যে যে স্থানে সেই সতীদেহের খণ্ডগুলি
 পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক এক
 পুণ্যতীর্থ হইয়াছে । প্রথমে দেবীকূট
 নামক স্থানে পদযুগল নিপতিত হইল ।
 উদ্ভিন্নান নামক স্থলে, তাহার উরু-দ্বয়
 পতিত হয় । কামরূপের কামরূপে
 যোনিমণ্ডল পতিত হয় । জলন্ধার
 স্তনযুগল, পূর্ণ গিরিতে স্বর্ক ও গ্রীবা
 এবং কামরূপের শেষভাগে মস্তক পতিত
 হইল । সতীর মৃতদেহ স্বর্কে ধারণপূর্ব্বক
 শঙ্কর যতদূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া-
 ছিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত ভূমি যাজ্ঞিক
 ভূমি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।
 সতীর পূর্ব্বোক্ত দেহাংশ ব্যতীত অস্তান্ত
 অংশগুলি আকাশ গগনাতে পতিত
 হইল । পূর্ব্বোক্ত যে যে স্থানে সতীর
 দেহাংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থানে
 নিম্নলিখিত দেবীগণ অধিষ্ঠিতা আছেন ।
 দেবীকূটে মহাভাগা, উদ্ভিন্নানে কাত্যা-
 যনী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণ-গিরিতে
 পূর্ণেশ্বরী, জালকরে চণ্ডী, কামরূপের
 পূর্ব্বভাগে দিকরবাসিনী এবং উত্তর
 ভাগে ললিতকান্তা । কালিকা-১৮ ।
 (৪২) মহাদেব যখন সতী-দেহ স্বর্কে
 লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন
 বিষ্ণু শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

করিয়া, শর-বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড প্রাপ্ত হওরা যায় । অনাবৃত্তক পুন-
করিয়া ছুতলে পাতিত করেন । যে যে কৃষ্টি মাত্র হইবে বলিয়া তাহা দেওরা
স্থানে ঐ যেহাংশ সকল পতিত হয়, হইল না । অনিসন্ধিৎসু পাঠকগণ
সেই সেই স্থানে এক এক পীঠ ক্ষেত্র ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি
হইয়াছে । বারাণসীতে দেবীর মুখ-
মণ্ডল পতিত হয়, ভজ্ঞস্ত তথার সতীর মুখপীঠ-নিবাসিনী বিশালাক্ষী দেবী
অবস্থিতা আছেন । এতদ্বিন্ন অস্ত্র যে কেদার-২ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৪ । কালিকা-
১১, ৪৩ । সৌর-৫৩ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২৮ । এতদ্বিন্ন শিব-নামের সহিত
নিম্নলিখিত অংশগুলিও দ্রষ্টব্য—শিব (১১), (১৩), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২), (৩৩), (৩৪), (৩৫), (৩৬), (৩৭), (৩৮), (৩৯), (৪০), (৪১), (৪২), (৪৩), (৪৪), (৪৫), (৪৬), (৪৭), (৪৮), (৪৯), (৫০) । তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক বিবরণ-
গাতির জন্ত নিম্নলিখিত নামগুলিও দেখা যাইতে পারে—দক্ষ, প্রচেতা, মারিষা, মেনকা, পার্শ্বতী, উমা, বীরভদ্র ও ভদ্রকালী, ব্রহ্মা (৩২), ভদ্রা, শাতাক্ষী, শাকন্তরী, মহিষাসুর, রক্তা-
সুর, হরসিদ্ধি, হংসাননা, যোগমায়া, গণেশ ও স্বন্দ । (৪৪) আত্মশক্তি দেবী পরমেশ্বরী বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন নামে পরিচিতা হন । সেই সব নাম ও তাঁহাদের কারণ এইরূপ—তিনি সকল প্রাণিকে তাহাদের বাহিত শুভপ্রদ মঙ্গলদায়ক কল প্রদান করেন, তাই তাঁহার নাম সর্বমঙ্গলা । তিনি নিজ তত্ত্ববিগ্গকে শুভকর অথচ উৎকৃষ্ট কল দান করেন,

তাই-তাহার নাম নবমী। শিব শব্দের অর্থ মুক্তি; দেবী যোগিগণকে মোক্ষ প্রদান করেন এবং সেই মোক্ষ কল লাভের নিমিত্তই, লোকে তাহার আরাধনা করে, তাই তাহার নাম নিবা। তিনি জীব সকলকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সর্বার্থ প্রদান করেন, তাই তাহার নাম সর্বকামার্থ-সাবিনী। তাহার শরণ লইলেই, তিনি প্রাণিগণকে বিব, অগ্নি, ঘোরবিপদাদি হইতে উদ্ধার করেন, তাই তাহার এক এক নাম শরণা। চন্দ্র, সূর্য ও বায়ু, ইহারা তাহার তিনট নৈরব্বক প, তাই তাহার এক নাম ত্র্যম্বক। তিনি যোগারিতে প্রাণবিসর্জনপূর্বক পুনরায় হিমালয়ভবনে জন্মলাভ করিয়া, গোর-বর্ণ দেহকান্তি লাভ করেন, তাই তিনি গোরী নামে পরিচিত। নার শব্দের অর্থ সলিল। দেবী সমুদ্রশায়িনী অথবা জলই তাহার আশ্রয়। এই জল তাহার আশ্রয়, তাই তাহার এক নাম নারায়ণী। দেবগণ তাহার শরণ লইলে, তিনি তাহা-দিগকে হুর্গম শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া হুর্গা নাম প্রাপ্ত হন। ঘোর রৌদ্রকণ্ড করেন বলিয়া, তিনি রৌদ্রী নামে পরিচিতা হন। দেবকার্যের সার্থীব্যের জন্য তিনি বিদ্যাচলে অব-তীর্ণ হইয়া, মৈত্রেয় বিনাশপূর্বক বিদ্যা-পর্জ্যেই অবস্থান করেন বলিয়া, তাহার এক নাম বিদ্যাবাসিনী। সকল স্থানেই

তাহার জন্ম হই বলিয়া, তিনি জয়ন্তী। তিনি কাহারও নিকটে পরাক্রান্ত হই না বলিয়া, অজিতা ও অপরাক্রান্তা নামে খ্যাতা হন। পর নামক এক দানবপতিকে তিনি পরাজয় করিয়া, তিনি বিজয়া নাম লাভ করেন। কল্পের অবসানে সিংহাসীনা হইয়া, তিনি মহিষাসুরকে নিধন করিয়া-ছিলেম, তাই তাহার নাম মহিষায়ী অথবা সিংহবাহিনী। তিনি সমস্ত পদার্থ কলন (সংহার) করেন বলিয়া, তাহার নাম কালী। অথবা দক্ষের নিকটে অপমানিতা হইয়া, তিনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, তাই দেবগণ তাহাকে কালী নামে অভিহিতা করেন। হস্তে সর্বদা ত্রিশূলকপাল ধারণ করেন বলিয়া, অথবা সকলকে পালন করেন, তাই তিনি কপালী নামে পরি-চিতা। দেবগণের উপকারের জন্য তিনি কৃষ্ণ নামক মহাসুরকে বধ করিয়া, তাহার চর্ম ও মুণ্ড বায়হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তাহার নাম চামুণ্ডা। দেবলোকে নন্দন কামিনে, সর্বদা বাস করেন এবং পুণ্যস্থান হিমা-চলে বাস করিয়া আমল লাভ করেন, তাই তাহার নাম নন্দা। সামান্য আরাধনাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে স্তম্ভ প্রদান করেন বলিয়া, তাহার নাম স্তম্ভপ্রদা। কোটেশ্বর বস্ত্র পরিধান করেন, তাই তিনি কোটিকী নামে

পরিচিতি। কৈটভ নামক অশুরকে বধ করিয়া তাহার পুত্রী অধিকার করিয়াছিলেন, তাই তিনি কৈটভেশ্বরী নামে পরিচিতি। মহাভাব আশ্রয় করিয়া যেতবর্ষ উজ্জলরূপধর মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়া, তিনি মহাশেতা নামে পরিচিতি হন। তিনি একাধারে বালা, কৌমার ও যৌবন-বতী, তাই তাঁহার নাম ত্রিদশ। তিনি দুর্ভুজধনীর স্ত্রীর আনন্দদায়ক, তাই তাঁহার নাম নন্দিনী। দেবগণের সৈন্যরী বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিদশেশ্বরী। ভব শব্দে রুদ্র, স.সার এবং কাম এই তিন নির্দেশ করে। তিনি এই সমুদয় সৃজন করেন, তাই তিনি ভবানী। সর্ব-কালেই বিরাজমানা এবং মাতারও অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, তাই তিনি জ্যেষ্ঠা। সকল প্রকার তমঃ বিনাশ করেন, তাই তিনি তমোনাশিনী। দেবগণের মাতৃ স্থানীয়া বলিয়া, তাঁহার নাম ব্রহ্মিষ্ঠা। (ছন্দের) চরণসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া, তাই তাঁহার নাম গায়ত্রী। সর্ববোধেই অধিতান করেন, তাই তিনি ব্রহ্মচারিকী। তিনি নিরা-স্ত্রা থাকিয়া, তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই তিনি অগ্নী এবং ঐ তপস্বীকালে অনেককাল একদি মাত্র পত্র আহার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক নাম একপত্রিকা। ঐ তপস্বীকালে তিনি পাটল-কাজ আহার করিয়াছিলেন, তাই

তাঁহার এক নাম পাটলাহারী। এই চরাচর ভ্রমণকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম ধাত্রী। সেই ভ্রমণবতী জিতুবসের মাতৃস্থানীয়া এবং তিনি চরাচর-লোক ধারণ করিয়া আছেন, তাই তিনি ত্রৈলোক্য-ধাত্রিকা। সুরগণ সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারও তিনি লরসাধন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম ত্রিশূলী ও শঙ্করী। তাঁহার এক নাম ত্রিনয়না, কারণ ভক্তগণকে তিনি দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ মার্গ এবং অস্তিমে ব্রহ্মপদ, এই তিনটি নয়না অর্থাৎ পাওয়ারইচ্ছা দেন। তিনিই ত্রিপাদ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অথবা ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ তাঁহার চরণ-স্বরূপ, অথবা তিনি সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ, পালন বিষয়ে সত্ত্বগুণ এবং সংহার কার্যে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম ত্রিগুণা। সকল বিষয়েই তাঁহার বিদিত, তাই তিনি সর্বজ্ঞা। শান্তি-স্বরূপা বলিয়া শান্তি। ব্রহ্ম-স্বরূপা বলিয়া ব্রহ্মপদ। অতীব পতিব্রতা বলিয়া সাধ্বী। কার্তিকেয়ের জননী, তাই মাতৃকা। সকলকে নিমিল তত্ত্ব হইতে জ্ঞান করেন বলিয়া তাদ্রিকী। রান শব্দে বিক্রম তাব বুঝায়; যেহী বিক্রম

বা-বিধবীভাজরীকেও 'সুখ' প্রদান করেন, তাই তিনি বাসী। ভক্তগণের কবর-মধ্যে তিনি চৈতন্ত রূপে বিরাজ করেন, তাই তিনি চেতনা বা চিতি। রেব পদের অর্থ দেবী এবং অতি পদের অর্থ বিরের বিনাশ; তিনি সকল বিষয় হূর করেন, তাই তিনি রেবতী। তাঁহার দেহ সর্বব্যাপী ও অপ্রমের, তাই তাহার নাম ব্রাহ্মী। সুরাসুর গণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন এবং তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, তাই তাঁহার নাম মহাদেবী। (মহাধাতুর অর্থ পূজা করা)। দেবগণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন, তাই তাঁহার নাম ভগবতী। সেই দেবী সঙ্কটচিত্তে প্রজ্ঞা সমুদয়কে সৃজন করিয়াছেন, তাই তাঁহার এক নাম তুষ্টি বা সৃষ্টি। এই বহুরূপ-সংকুল বিধে দেবী বহুরূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তাই তাঁহার নাম বহুরূপা। তিনি একাকীই অংশে নহে অর্থাৎ পূর্ণরূপে সর্বত্র বিরাজ করেন, তাই তিনি একানংশ। সপ্ত-বিধ-স্বর যোগে তাঁহাকে স্মরণ করা যায় বলিয়া, তিনি সপ্তস্বরাস্বিকা এবং তিনি সেই সপ্তস্বর প্রদান করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সরস্বতী। দেবগণের আরাধ্য। সেই দেবীকে সকলেই গান করে, অথবা তিনি সর্বত্রই গমন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম গায়ত্রী। এই জগতের সকল কার্য তিনিই সাধন

করেন, তাই তিনি সান্নিকা বা সিদ্ধি নামে অভিহিত হন। হৃদয়েই তাঁহার স্মরণ হইলেই, তিনি শব্দ-শব্দ-জাল (কাণ্ড) মিবারণ করেন, তাই তাঁহার নাম কাণ্ডনিবারিণী। তিনি জগতে ইচ্ছাজাগবৎ সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাই তিনি মাতা নামে অভিহিতা হন। তাঁহারই অহুগ্রহে মানব আত্মদর্শনে সমর্থ হয়, অথবা তিনি সকল পদার্থ যথাযথ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, অথবা তিনি সকল বিষয় সম্যক্ অবলোকন করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নিরীক্ষা করেন, তাই তাঁহার নাম অধীক্ষা। সেই দেবী সাক্ষবেদজয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তাই তাঁহার নাম জয়ী। তিনি সর্বত্রই বর্ত্তন অর্থাৎ অবস্থান করেন অথবা জীবগণকে বিপদ হইতে বারণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম বার্ভা। তিনিই জগতের সকল কার্য্যের কারণ এবং সর্বত্রই স্রণ অর্থাৎ গমন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার এক নাম স্রিৎ। পৃথিবীর এক নাম গাং; দেবী পৃথিবীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন তাই তাঁহার নাম গঙ্গা। তিনি যমের ভগিনী বলিয়া, তাঁহার নাম যমুনা। তিনি উৎকৃষ্ট উজ্জলতা এবং প্রসন্নতার অধিকারিণী বলিয়া, তাঁহার নাম দ্যোৎস্না। রজনী শব্দের এক অর্থ দেবী এবং অর্দ্ধি পদের এক অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। প্রাপ্তিগণ তাঁহার নিকট হইতে সকল অভীষ্টের ফললাভ

করেন, তাই তিনি রাজি নামে অভিহিত হন। দেবী প্রাণিগণকে মরকত হইতে পরিজ্ঞাপ করেন, তাই তিনি ভদ্রবতী নামে অভিহিত হন। জি এই শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজন দেবতাকেই বুঝায়। সুশর্মা পদের অর্থ শান্তি এবং 'ল' এই ধাতুর অর্থ লোপ সাধন করা অথবা ভূষণ। দেবী উক্ত দেবত্রয়কে শান্তি প্রদান করেন, তিনিই তাঁহাদের লোপ সাধন করেন এবং তাঁহাদের ভূষণরূপা, তাই তাঁহার নাম ত্রিশূলী। সকলকেই সংহার করিতে সমর্থ, তাই তাঁহার নাম হিংসা। তিনি দিব্য ও পার্থিব সকল পদার্থেরই আদিতে অবস্থান করেন, তাই তাঁহার নাম অদ্বিতি। দৈত্য সমুদয় তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাই তিনি দ্বিতি নামে অভিহিত হন। বর্ধার বারিধারা তিনি নিবারণ করেন, তাই তিনি প্রবণা। শরীরের এক নাম হস্ত, আকাশেরও নামান্তর হস্ত এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির নামান্তর জ্যোতিঃ। তাঁহার হস্তে অর্থাৎ আকাশময় মেঘে জ্যোতিঃ অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রগণ অবস্থান করে, তাই তিনি জ্যোতির্হস্ত। তিনি পূরম ঐশ্বর্য (ইন্দ্ৰ)-ধারিণী বলিয়া, ইন্দ্রাণী নামে পরিচিত। তিনি সকল কালেই তত্ত্ব অর্থাৎ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, তাই তিনি তত্ত্বকালী। জগতের স্বজন পালন ও সংহার করিতে

সমর্থ, তাই তিনি শক্তি। সকল জীবেরই হৃদয়ে তিনি মঙ্গল কার্যের জন্ম বাস করিয়া থাকেন, তাই তিনি বাসনা নামে অভিহিত হন। ব্রহ্মাও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তিনি ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপা, তাই তাঁহার নাম ব্রহ্মাণী। রুদ্রের শক্তি অথবা রোদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম রুদ্রাণী। তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং মহাস্তে (মৃত্যু-কালে) তিনি সকলেরই শরণীয়া, এবং তাঁহার শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, তাই জীবগণ তাঁহাকে মহেশী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। তিনি কুমার অর্থাৎ কার্তিকেয়ের জননী বলিয়া, তাঁহার নাম কোমারী। তিনি বিষ্ণুর শক্তিরূপিনী এবং বিষ্ণুর ত্রিপু-বিনাশিনী, তাই তাঁহার নাম বৈষ্ণবী। বরাহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণুও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্ত তাঁহার নাম বরাহী। তিনি ইন্দ্রের জননী বলিয়া, ইন্দ্রাণী। শক্রতুল্য পরাক্রম শালী বলিয়া শাক্তী এবং হস্তে বজ্র ও অশ্বশ ধারণ করেন বলিয়া বজ্রী। চণ্ড শব্দের অর্থ ভীষণ এবং মৃত পদে স্বামী, ব্রহ্ম ও মস্তক বুঝায়। সেই পরমেশ্বরী ভয়ঙ্কর দৈত্যশির হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, অথবা তিনি ভয়ঙ্করকৃতি সকলের স্বামী, অথবা তিনি ব্রহ্মের

উৎপাদিকা; এই সকল কারণে তিনি চানুস্তা নামে অভিহিতা হন এবং তিনি একেলাই এই ত্রিলোক মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, জাই তিনি 'একা' নামে অভিহিতা হন। দেবী-পু-৩৭।

সংকর্ষা—অঙ্গদেশীয় ধৃতব্রতের তনয় তাঁহার পুত্র অধিরথ। ভাগ-২২-২৩।

সংকর্ষি—অহিচ্ছত্র-নগরীর অধিপতি সুমুদের পত্নী। সুমুদ দেখ।

সন্তম—চেমিরাজ উপরিচর বসুর অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৩২। উপরিচর বসু ও প্রত্যাগ্রহ দেখ।

সন্ত—(১) রৈবতমহুর অন্ততম পুত্র। অবশ ও রৈবত মনু দেখ। (২) জ্যামঘ বংশীয় পুরুষের পুত্র। তাঁহার তনয় সাঙ্ঘত। বায়ু-৯৫। সন্তান দেখ। (৩) ভবিষ্য মনুস্তরে অনিতাভ নামক দেব-গণের অন্তর্ভূত অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৪) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্ততম। মহাভা-আদি-১১৭।

সন্তমন্ত—বসুদেবের অন্ততমা পত্নী তদ্রায় গর্ভস্থাত পুত্রগণের অন্ততম। বায়ু-৯৬। তদ্রা ও বসুদেব দেখ।

সন্তমব—অজবীচের বংশজাত সনরের অন্ততম পুত্র। বায়ু-৯৯। সনর দেখ।

সন্তমুতি—বলরামের অন্ততম পুত্র। বলদেব দেখ।

সন্তন—প্রবাহী নামক রাবীসের অন্ততম পুত্র। এই পুত্রগণ সকলে বৈশ্ব-

গর্ভাবস্থায় বিদিত ছিলেন। বায়ু-৯৮।

সন্তাশ্বক—প্রবাহী নামক রাবীসের অন্ততম পুত্র। সন্তান দেখ।

সন্তান—জ্যামঘবংশীয় পুরুষদের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৩৬। সন্ত-
(২) দেখ।

সন্ত—চন্দ্রবংশীয় অংশু হইতে ইক্কাকু-বংশীয় এক কস্তার গর্ভে সন্ত অশ্ব-গ্রহণ করেন। সন্তের পুত্র সাঙ্ঘত। লি-পু-৬৮। সন্ত (২) দেখ।

সন্তত—জ্যামঘ-বংশীয় পুরুষদের তনয় অংশ। অংশ হইতে সন্তত। এই সন্তত হইতে সাঙ্ঘত বংশ প্রবর্তিত হয়। সন্ততের পুত্রগণের নাম—ভজিন, ভজমান, দিয়া, অরুক, দেবারুধ, মহা-ভোজ ও বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২, ১৩। পুরুষোত্তম ও সন্ত (২) দেখ। (২) জ্যামঘ-বংশীয় অংশের পুত্র। তাঁহার তনয় সাঙ্ঘত। গরু-পু-১৪৩। সাঙ্ঘত দেখ। (৩) জ্যামঘ (অথবা যজু)-বংশীয় অংশের তনয়। তিনি দানশীল, ধর্ম্মকির্মাণগুণা ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। রাজর্ষি সন্তত, কুণ্ড ও গোলকদিগের জন্ত এক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার তনয় সাঙ্ঘত। (ব্যাক্তিচার ছুই সখা নারীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে কুণ্ড বলে এবং ঐরূপ বিধবার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের নাম গোলক)। কুর্গ-পু-২৪।

সন্তমুতি—সন্তমুতি দেখ।

সন্তাবহভাবুক—গর্ভাবস্থায় বিশেষ।

অৰ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অস্ত্রাঙ্গ গন্ধৰ্বদিগের সহিত আসিলা নৃত্যপীঠায় করিয়াছিলেন। বহাগ-আদি-১২০।

সত্য—(১) রৈবত মনুর অন্ততম পুত্র। রৈবত মনু (১৮) দেখ। (২) সাহিত্যকার নৃপাঙ্কজের অন্ততম শিষ্য। ব্রহ্ম-৬৮। বায়ু-৬১। আজবন্ত ও হিরণ্যনাভ দেখ। (৩) রৈবত মনুত্বের অকৃতরজঃ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। ব্রহ্ম-৬৮। বায়ু-৬২। রৈবতমনু (৮) ও (১২) দেখ। তামস মনুত্বের দেবগণের অন্ততম। বায়ু-৬২। তামসমনু দেখ। (৪) উত্তম-মনুর অধিকার কালে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। ব্রহ্ম-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম মনু দেখ। (৫) উত্তম মনুত্বের অন্ততম দেবগণ। বিষ্ণু-৩২-১। সৌর-৩২। বৃহদা-৩৭। ভাগ-৮৮-১। গন্ধ-পু-৮৭। কুর্ধ-পু-৪৫। (৬) বরাহ-কল্পে দ্বিতীয় ঋগের সত্য নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন শিব সূতার নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। বৃন্দ-মাধে-কুমা-৪০। ব্রহ্মা-২৩। সি-পু-৭। (৮) অন্ততম অগ্নি। বায়ু-২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৯) অগ্নির বংশীয় অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬৫। অগ্নি দেখ। (১০) বৈবস্বত মনুত্বের ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম নামে যে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই উত্তম মনুত্বের সত্য নামে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু-

এখনে বারহুদ মনুত্বের মন হইতে আকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই আবার উত্তম মনুত্বের সত্য দেবগণ সহ সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩২-১। কুর্ধ-পু-৪০। বায়ু-৬৩। (১১) সত্য, পুত্রকুংস, অনুহবান, সত্যুতি প্রভৃতি ক্ষত্রেপেত নরপতিগণ, তপো-বলে ঋষি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-২১। (১২) দশম মনু ব্রহ্ম সাবর্ণির অধিকার কালে, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্ততম ছিলেন। বিষ্ণু-৩২-২। অপান্মূর্তি ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৩) দক্ষকর্তা শ্রকার গর্ভজাত পুত্র সত্য। ভাগ-৪৮-১। (১৪) নরপতি হবির্দানের অন্ততম পুত্র সত্য। হবির্দান দেখ। (১৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্ততম সত্য। ভাগ-১০-৮-৬১। ভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণ (পুত্রগণের তালিকা) দেখ। (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভীমের তনয় সত্য। তাঁহার পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র রঘু। বৃহদ-মধ্য-২২। (১৭) কানীশ অবিপতি দেবসেনের অন্ততম পুত্র সুমনা। তাঁহার তিন পুত্রের অন্ততম সত্য। সুমনা দেখ। (১৮) সত্য নামক দেবের পত্নী সত্যী। দেবীভা-৩৮-১। (১৯) সত্য নামে এক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরিজ্ঞাত নিবন্ধি বহু সম্পাদন করিবার জন্য পণ্ডিত আহ্বান করিতে না পারিয়া, কল-কলতাই

পদ্মাবির স্বরূপ করিয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। একদিন ধর্ম যুগ-রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “তুমি অন্নহীন যজ্ঞের আরোজন করিয়া কেন পাপ সঞ্চয় করিতেছ? তুমি অস্ত্র আমাকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন কর; তাহা হইলে তুমি স্বর্গে গমন করিতে পারিবে।” ব্রাহ্মণ স্বর্গ-গমনেচ্ছু হইয়া, সেই যুগকেই হনন করিতে উত্তত হইলে, দেবী সাবিত্রী তাঁহাকে যুগ বধ করিতে নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীর বাক্যে যুগ বধ করিলেন না। কিন্তু সেই যুগরূপী ধর্ম বারংবার ব্রাহ্মণকে অনু-রোধ করিতে লাগিলেন, তিনি যেন যজ্ঞে তাঁহাকে বধ করেন। তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ যুগ) ও ব্রাহ্মণের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। যুগের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং স্বর্গে গমন করিবার লোভে, আবার সেই ব্রাহ্মণ যুগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধর্ম ছন্দরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রাণি-হিংসা করিতে নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ ধর্মের বাক্যে যজ্ঞে প্রাণিবধ একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৭২। (২০) বীতহব্য রাজার বংশীয় বিত্তভ্যের পুত্র সত্য। তাঁহার পুত্র সন্ত। মহাভা-অনু-৩০। প্রবা দেখ। (২১) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তবিধিগের অন্ততম সত্য। রৈবত মন্ব (১১) দেখ। (২২) চোবিরাজ উপরিচর বন্থর অন্ততম পুত্র সত্য। পদ্ম-পূ-১৪৪। সন্তর দেখ। (২৩) সত্য, সর্পমালী, স্মিত্র, গুনক, শুক, স্থলশিরা, স্মন্ত, সারিক, সিনীবাৎ, সত্যপাল, শিখাবান, সাবর্ষ, সনাতন, শান্তিল্য প্রভৃতি সূনিগণ মহা-রাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪। (২৪) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম সত্য। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দেখ। (২৫) দশজন বিশ্ব-দেবগণের অন্ততম সত্য। মহুমান দেখ। (২৬) পরম বৈষ্ণব রাজা রত্নগ্রীবের মন্ত্রী সত্য ছিলেন। তিনিও রাজার সহিত স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-১২। রত্ন-বীর দেখ। (২৭) সত্য নামে একজন সার্বভৌম নরপতি পাণ্ডাহুষ্ঠান করিয়া কুকুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এক ব্রাহ্মণের নিকট রাজধর্ম কীর্তন করিয়া পাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-ক্রি-২১। (২৮) দশজন বিশ্বদেবের অন্ততম সত্য। মৎ-২০৩। করজ ও মহুমান দেখ। (২৯) দশজন সোমপারী আদিত্য দেবগণের অন্ত-তম সত্য। মৎ-১২৬। আত্মা দেখ। (৩০) ধর্মসাবর্ণি মন্থর অন্ততম পুত্র সত্য। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩। (৩১) অজিতার গর্ভ-জাত দাদশজন অজিত দেবগণ উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মন্থর পুত্ররূপে সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহা-

দের নাম হয় সত্য দেবগণ। তাঁহার।
তৃতীয় ঋগ্নে বজ্রভাগী ছিলেন এবং
তামস মন্ত্র অধিকার কালে তামস মন্ত্র
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। বায়ু-৬৭।

সত্যক—(১) সত্যকের পুত্র যুধান
ও সাত্যকি। হরি-হরি-৩৪। (২)
অভ্যত্রার গর্ভজাত ঐক্যের অন্ততম পুত্র
সত্যক। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (৩) তামস মধ-
ন্তরে দেবগণের অন্ততম সত্যক। ভাগ-
৮৮-১। (৪) বৃষ্ণি-বংশীয় শিনির তনয়
সত্যক, তাঁহার পুত্র সাত্যকি। মৎ-৪৫।
বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অগ্নি-২৭৫। বায়ু-২৬।
ভাগ-২৮-২৪। গরু-পু-১৪৩। কুর্শ-
পু-২৪। (৫) চন্দ্রবংশীয় যুজের পুত্র।
তাঁহার তনয় সাত্যকি। লি-পু-৬৯।

সত্যকর্ণ—কুরুবংশীয় চন্দ্রাপীড়ের
তনয়। তাঁহার পুত্র ষ্ঠতকর্ণ। হরি-
হরি-৮৫। ষ্ঠতকর্ণ দেখ।

সত্যকর্ষা—(১) যযাতি-বংশীয় বৃহ-
দ্রথের পুত্র। তাঁহার পুত্র অধিরথ। এই
অধিরথই মহাবীর কর্ণের পালক পিতা।
মৎ-৪৮। (২) যযাতি-বংশীয় ধৃতব্রতের
তনয়। তাঁহার পুত্র অধিরথ। বিষ্ণু-
৪র্থ-১৮। হরি-হরি-৩১। ভাগ-২৮-
২৩। বায়ু-২২।

সত্যকাম—তিনি সত্যকাম জাবালি
নামেও পরিচিত। জাবালা দেখ।

সত্যকেতু—(১) কাশীরাজ ধর্ম-
কেতুর পুত্র। ধর্মকেতু দেখ। (২)
কাশীরাজ প্রতর্দনের বংশীয় সুকু-

মারের পুত্র। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-
৩২। (৩) ঐ বংশীয় ধর্মকেতুর পুত্র।
তাঁহার পুত্র বিতু। বায়ু-২২। বিষ্ণু-
৪র্থ-৮। বিতু (৩), (১৪) ও (১৯) এবং
সুনীত দেখ। (৪) উগ্রসেনের মহিষী
পদ্মাবতী বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর কন্যা
ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৪৮, ৫১। (৫)
প্রতর্দনবংশীয় সুনীতের পুত্র সত্য-
কেতু। তাঁহার পুত্র বিতু। গরু-পু-
১৪৩। (৬) সত্যকেতু নামক এক
ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে কেবল অন্নদান
করিয়াই মোক্ষ লাভ করেন। স্বল্প-
বিষ্ণু-কার্তিক-২। (৭) অজুর হইতে
কাশিরাজ-নন্দিনীর গর্ভে সত্যকেতু
নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-
হরি-৩৫। (৮) অপান্মুর্তি দেখ।

সত্যগণ—বিভিন্ন মনুষ্যের সত্য নামে
দেবগণ ছিলেন। উত্তম, রৈবত ও
চান্দ্রম মনুষ্য এবং সত্য দেখ।

সত্যঘোষ—বীরভদ্র ও যশোভদ্র
নামক রাজপুত্রদ্বয় পূর্বজন্মে সত্যঘোষ
নামক শূত্রের পুত্র ছিলেন। তখন
তাঁহাদের নাম ছিল গর ও সঙ্গর। পদ্ম-
ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

সত্যজিৎ—(১) অজমীঢ়-বংশীয় বৃহ-
দ্রথার পুত্র। তাঁহার তনয় বিশ্বজিৎ।
হরি-হরি-২০। বিশ্বজিৎ ও বৃহদ্রথ
(৩) দেখ। (২) জরাসন্ধ-বংশীয় সুনীতের
তনয় সত্যজিৎ। তাঁহার পুত্র বিশ্বজিৎ।
ভাগ-২৮-২২। (৪) বসুদেবের দ্রাভা

কর হইতে স্বাক্ষর গণ্ডে সত্যজিৎ
স্বাক্ষর করেন। ভাগ-২৬-২৯। কক
রেশ। (৫) মগধের সন্ন্যাস-বংশীর
স্বাক্ষর তনয় সত্যজিৎ; তাঁহার পুত্র
সত্যজিৎ। পদ-পু-১৪৫। সুবল দেখ।
(৬) ঐক্যের অন্ততম পত্নী শৈব্যা
হইতে সত্যজিৎ স্বাক্ষর করেন।
শৈব্যা ও ঐক্য দেখ। (৭) ভরতবংশীর
রজের তনয় সত্যজিৎ। তাঁহার শত
পুত্র আছে। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ব-
জ্যোতিই প্রধান ছিলেন। অগ্নি-১০৭।
(৮) ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামক গ্রামণী-
দ্বয় মাঘ ও কাশ্মীর মাসে স্বর্গ্যরথে
বাস করেন। বায়ু-৫২। ঋতজিৎ ও
স্বর্গ্য দেখ। (৯) সত্যজিৎ নামক যক্ষ
কাশ্মীর মাসে স্বর্গ্যরথে বাস করেন।
বিক্র-২২-১০। যজ্ঞোপেত দেখ। (১০)
মগধের বৃহদ্রথ-বংশীর স্নেহের পর
সত্যজিৎ তিরানী বৎসর রাজ্যপালন
করেন। তৎপরে বীরজিৎ রাজা হন।
বায়ু-২২। বীরজিৎ দেখ। (১১) তৃতীয়
মহা উত্তমের অধিকার কালে সত্যজিৎ
ইজ হইয়াছিলেন। ভাগ-৮৬-১। সত্য-
সেন ও উত্তম মহা দেখ। (১২) অজ-
ন্যাস-বংশীর স্বাক্ষর পুত্র। তাঁহার
তনয় পুষ্পবান। ককি-৩৪-৪। (১৩)
পাঞ্চাল-রাজ ঋগদেবের অন্ততম পুত্র।
অর্জুন বধন স্রোণাচার্যকে গুরু-মন্দিরা
প্রদান করিবার অস্ত্র ঋগদেবের রাজ্য
স্বাক্ষর করেন, তখন তিনি অর্জুনের

সহিত বৃহদ্রথের সাক্ষর হইতে পরা-
জিত হন। মহাভা-আদি-১২৮; উদ্-
৫৬। (১৪) মগধ-গণের অন্ততম। মগ-
গণের তালিকা দেখ। (১৫) সত্যজিৎ
প্রকৃতি প্রকাশন পর্বাঙ্করমে স্বর্গ্য-
দেবের, রশ্মি সংঘর করেন। কৃষ্ণ-পু-
৪১। কৃতজিৎ ও স্বর্গ্য দেখ।

সত্যজ্যোতি—উনপঞ্চাশন মন্ত্রের
অন্ততম। মগধ-গণের তালিকা দেখ।

সত্যতপা—(১) মহর্ষি উত্তমের এক
নাম। (২) ভৃগুবংশীর একজন ব্রাহ্মণ।
তিনি প্রথমে দম্ভ্যসংগ্রহে পড়িয়া দম্ভ্য-
বৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে মহর্ষি
দুর্কাসার উপদেশে তাঁহার মতি পরি-
বর্তিত হয় এবং তিনি তপস্তা করিয়া
মিহিলাভ করেন। বরা-২১। (৩)
সত্যতপা নামে এক মুনি পরম হরিভক্ত
ছিলেন। তিনি নিরন্তর হরির ধ্যানে
নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি জন্মান্তরে
বৃন্দাবনে সুভদ্র নামক গোপের কস্তা-
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার
নাম হয় ভদ্রা। পদ্ম-পাতা-৪১।

সত্যতর—সংহিতাকার মহর্ষি মার্ক-
ণ্ডেয় ইন্দ্রপ্রমতির নিকট যে সংহিতা
লাভ করেন, তাহা তিনি নিজ জ্যেষ্ঠ
পুত্র সত্যপ্রবাকে তাহা অধ্যয়ন করান।
সত্যপ্রবাব নিকট হইতে সত্যহিত
তাহা লাভ করিয়া, নিজপুত্র সত্যতরকে
উহা শিখা য়ে। মহাভা সত্যসেই
সংহিতা সত্যতরের নিকট চলে গিয়া

কর। ব্রজ-৬৬। ব্রজ-৬৭।

সত্যকর্ণ—বৈদ্যনাথের অন্ততম পুত্র
সিব-৬৬-৬৮। বৈদ্যনাথ ও কুবাক
দেব।

সত্যানবী—বসুদেবের অন্ততম
পত্নী। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। বসুদেব
দেব।

সত্যধনা—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সত্যব্রতের
পত্নী এবং প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের
মাতা। কৃষ্ণ-পু-২১।

সত্যধর্মী—(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের
সন্ধিক্ষণে সত্যধর্মী নামে এক নরপতি
ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী সর্ব-
প্রকারে পুণ্যশীল ছিলেন। কিন্তু রাজা
সত্যধর্মী একবার কোতুকবশতঃ এক
শরণাগত যুগের প্রাণবধ করেন। সেই
পাপে রাজদম্পতি বিভিন্ন ইতর জন্তু
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরিশেষে মুক্তি-
লাভ করেন। পদ্ম-ক্রি-৮। (২)
অজবংশীয় ধৃতব্রতের তনয়। তাঁহার
পুত্র অধিরথ। অধিরথের পুত্র কর্ণ।
গরু-পু-১৪৩।

সত্যধৃত—অজরীঢ়-বংশীয় পুষ্প-
বাস্কের তনয়। তাঁহার মাতা সুধা।
বিষ্ণু-৪৬-১২।

সত্যধৃতি—(১) অজরীঢ়-বংশীয় ধৃতি-
বাস্কের পুত্র। তাঁহার তনয় দূঢ়নেমী।
মৎ-৪৯। হরি-হরি-২০। বাহু-২২। বিষ্ণু-
৪৬-১২। (২) ঐ বংশীয় কৃতিমানের
তনয় সত্যধৃতি। তৎপুত্র দূঢ়নেমী।

ভাগ-২৪-২১। (৩) সত্যানবী-বংশীয়
পুত্র। তিনি ধর্মবিশ্বাসী পারদর্শী
ছিলেন। তাঁহারই সত্যানবী ও কুপী
নামক মিত্র। গরু-পু-১৪৪। মৎ-২০।
হরি-হরি-৩২। ভাগ-২৪-২১। অগ্নি-
২৭৮। বাহু-২২। বিষ্ণু-৪৬-১২।

(৪) জনক-বংশীয় মহারীষ্যের তনয়।
তাঁহার পুত্র ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু-৪৬-২।

(৫) সত্যধৃতি নামক একজন নরপতি
দ্রোণদ্বীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত
ছিলেন। মহাভা-আদি ১৮৬। (৬)
ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি
আদিত্যদেব সপ্তকে কতিপয় ঋক্মন্ত্র
রচনা করিয়াছিলেন। ঋক-১০। ১৮৫।

সত্যধৃষ্ণু—চাক্ষুষ মন্তরে পৃথুক নামক
দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা।
বাহু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিত দেব।

সত্যধ্বজ—(১) উজ্জয়িনীতে সত্য-
ধ্বজ নামে একজন প্রজাপালক ধর্মাস্ত্রী
নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বসুধিত।
সৌর-৬৪। (২) জনক-বংশীয় উজ্জ-
বহের পুত্র। তাঁহার তনয় কুণি।
কুণির সূত অজ্ঞান। বিষ্ণু-৪৬-১২।

সত্যনিষ্ঠ—মহর্ষি হর্ষাসার অন্ততম
বিষ্ণুভক্ত শিষ্য। স্বল্প-বিষ্ণু-বৈশা-১৪।

সত্যনেত্র—(১) অজিবংশীয় সত্যনেত্র
তাম্র। মন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম
ছিলেন। বাহু-৬২। হরি-হরি-৭। (২)
অজির পত্নী অজুহরার গর্ভে সত্যনেত্র
প্রসূতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বি-

পু-১৫ । মহাসী ও আপোহুতি দেখ ।
 সত্যনারায়ণ—দেব বিশেষ । প্রমোদ
 কালেই তাঁহার পূজা বিধেয় । কৃষ্ণ-
 আব-সেবা-২৩৩ ।

সত্যপাল—অনেক বেদবেদাদি পারগ
 ঋষি । তিনি মহারাজ সুধিষ্টির সত্য
 উপস্থিত ছিলেন । মহাতা-সভা-৪ ।

সত্যবতী—(১) অত্রিকা নামে এক
 অঙ্গরা ব্রহ্মরূপে মংসী রূপে যমুনাতে
 বাস করিত । সেই মংসীরূপিণী অঙ্গরা
 রাজা উপরিচরবসুর বীৰ্য্য পান
 করিয়া গর্ভবতী হয় । তাঁহার গর্ভে
 এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।
 ধীবররা সেই শাপগ্রস্ত অঙ্গরাকে
 জালে আবদ্ধ করে । তাহারা তাহার
 উদরে মনুষ্য সন্তান প্রাপ্ত হইয়া রাজা
 উপরিচরবসুকে সংবাদ প্রদান করে ।
 নরপতি তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া
 পালন করেন । এই মংসী গর্ভজাত
 পুত্র পরম ধার্মিক মংস্তরাজ নামে
 খ্যাত ছিলেন । এই মংসীর গর্ভোৎপন্ন
 কন্যাকে রাজা মংসরাজের কন্যারূপে
 প্রদান করেন । মংসীর গর্ভে উৎপন্ন
 বলিয়া, তাহার এক নাম হয় মংস্তগন্ধা ।
 তাঁহারই এক নাম ছিল সত্যবতী । সেই
 কন্যা পিতৃ-শত্রুর নিমিত্ত যমুনা
 নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত । মহাবি-
 প্লবের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে
 কৃষ্ণ-বৈপারন জন্মগ্রহণ করেন । পরা-
 শর মুনির বরে সত্যবতীর দেহ হইতে

মংস্তগন্ধা হরীকৃত হয় এবং তিনি
 বোজন-বিত্তারি ভূগন্ধ লাভ করেন ।
 তদন্ত সত্যবতীর আরও দুইটি নাম
 হয়, গন্ধবতী ও বোজনগন্ধা । মহাজা-
 আদি-৬৩ । কৃষ্ণবৈপারন ও অত্রিকা
 দেখ । (২) অগ্নিহোত্র নামক পিতৃগণের
 মানসী কন্যা অচ্ছোদা পিতৃগণের শাপে
 পৃথিবীতে বসু নামক নৃপতির অত্রিকা
 নামী ভাৰ্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ।
 পরে অষ্টবিংশ ঋগ্বেদে তিনি মংস্য-
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দাসবংশে
 সত্যবতী নামে কথিতা হন । হরি-
 হরি-২৮ । দেবীতা-২২-১২ । বায়ু-৭৩ ।
 অচ্ছোদা ও পরাশর দেখ । (৩) ব্রহ্ম-
 শাপ গ্রস্তা মংস্তরূপিনী গিরিকা জলে
 অবস্থান কালে রাজা উপরিচরবসুর
 বীৰ্য্যপান করিয়া গর্ভবতী হয় । এই
 মংস জালে ধৃত হইলে, ধীবররাজ-
 মহিষী তাহাকে ছেদনপূর্ব্বক তাহার
 উদরে দুইটি মনুষ্য-সন্তান লাভ করেন ।
 তাহাদের মধ্যে একটি পুত্র অপরটি
 কন্যা । ধীবররাজ পুত্রটিকে রাজা
 উপরিচরবসুকে প্রদান করেন । কন্যাটি
 তাঁহার গৃহেই বদ্ধিত হইতে থাকে ।
 তাঁহার নাম হয় সত্যবতী । সূর্য্য-
 কন্যা কালিন্দাই, পরাশর মুনির মনো-
 ভিলাষ পূরণের জন্য, ইচ্ছাদেশে মংসী
 গর্ভে জন্মলাভ করেন । সত্যবতী
 পিত্রাদেশে যমুনাতে মোকা বাহনের
 কার্য্য করিতেন । পরাশর মুনির ঔরসে

সত্যবর্তী কৃষ্ণবৈপারনকে প্রসব করেন। শিব-ধর্ম-১২। (৪) দাসরাজের দুহিতা সত্যবর্তী পরে শান্তনুরাজার মহিষী হইয়াছিলেন। শান্তনু ও ভীষ্ম (১২৪২পৃ) দেখ। (৫) মহারাজ গাধির কন্যা। তিনি ভৃগুনন্দন ঋচাকের পত্নী হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১১৪; শান্তি-৪২; অশুশা-৫। হরি-হরি-৩২। ভাগ-৯৬-১৫। শিব-ধর্ম-৩০। বায়ু-৬৫, ৯১। গুরু-পূ-১৪৩। (৬) দেবী পার্বতীর অন্ততমা সখা। স্বন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৭) দেবী তুর্গার এক নাম। দেবাপু-১৬।

সত্যবান—জৈনক বৈষ্ণ। তাঁহার পত্নীর নাম জাবণ্ডা।

সত্যবাক্—(১) রৈবত মনুর অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-৭। অব্যয় ও রৈবত-মনু দেখ। (২) সাবর্ণি মনুর অন্ততম পুত্র। বায়ু-১০০। মার্ক-৮০। সাবর্ণি মনু দেখ। (৩) চাক্ষুষ মনুর অন্ততম পুত্র। অগ্নি-৩৮। কুর্খ-পূ-১৪। ব্রহ্মা-৬৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। ব্রহ্মপু-২। বায়ু-৬২। গুরু-পূ-৮৭। চাক্ষুষমনু ও মধুশ্রী দেখ। (৪) দক্ষ-কন্যা মুনির গর্ভজাত কস্তুরের সন্তানগণের অন্ততম। মহাভা-আদি-৬৫। কস্তুর ও মুনি দেখ। (৫) জৈনক মহর্ষি। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭।

(৬) দেবসেনাপতি স্বন্দের এক নাম। মহাভা-বন-২৩০। (৭) সাবর্ণি-মনুর অন্ততম পুত্র। সাবর্ণি মনু দেখ। সত্যবাদিনী—দেবী সাবিত্রী কুম্ভ তীর্থে সত্যবাদিনী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

সত্যবান—(১) চাক্ষুষ মনুর অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২। মৎ-৪। (কোনও কোনও পুরাণে সত্যবাক্ নাম পাওয়া যায়। সত্যবাক্ দেখ।) (২) রৈবতমনুর অন্ততম পুত্র। শিব-ধর্ম-৫৮। রৈবত মনু ও অব্যয় দেখ। (৩) শক্রয় বখন-যজ্ঞাঙ্ঘ লইয়া দেশ পর্যাটনে গমন করেন তখন সত্যবান তাঁহার অনুগমন করিয়া ছিলেন। সুররাজের পুত্র সহদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম বোরভূবা। তিনি ও তাঁহার পত্নী যজ্ঞাঙ্ঘের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য সরযুতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-২৯, ৩৬, ৩৭। (৪) দুর্নয়সেন রাজার পুত্র। তিনি অশ্বপতি রাজার কন্যা-সাবিত্রাকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেখ। (৫) সত্যবান নামে একজন রাজা ছিলেন। কতিপয় লোকের প্রশংসা, উত্তরে তিনি বলেন কোনও একব্যক্তি কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য শুদ্ধ প্রদান করিয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সেই কন্যার অঙ্গের বিবাহ দেওয়া আদৌ দোষাবহ নহে। এমন কি শুদ্ধ-প্রদাতা জীবিত থাকিলেও

অপর সংপাত্ত প্রাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত শুকপ্রদাতার পরিবর্তে তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। মহাভা-অমুশা-৪৪।

সত্যবাহু—বৈদিককালের একজন ঋষি। মুণ্ডক। অথর্কী দেখ।

সত্যবিক্রম—আগ্নিকল্পে সত্যবিক্রম নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। শক্রগণ-কর্তৃক হতরাজ্য হইয়া সত্য-বিক্রম নরপতি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহাকে যথোচিত বন্দনা করিয়া, কি উপায়ে তিনি পুনরায় নিজ রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে মহাকাল বনে যাইয়া তথায় অবস্থিত এক তাপসের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। সত্যবিক্রম বশিষ্ঠের পরামর্শ-মত মহাকালবনে যাইয়া সেই তাপসকে অবলোকন করিলেন। সেই তাপসও রাজাকে দেখিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিয়া সহসা ভীষণ হুকার করিলেন। অমনি ভূমিতল ভেদ করিয়া পাঁচজন অতি পরমাত্মন্দরী কস্তা উখিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে এক কনকনির্মিত পীঠ; একজনের হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার; দুইজন বীজনহস্ত। তাহারা সসন্ধান সত্যবিক্রম রাজার দুই পার্শ্বে দণ্ডারমান হইল এবং পঞ্চমা কস্তা নৃপতির পদদ্বয় প্রাকালণের নিমিত্ত

উদ্গ্রীবা হইল। অতঃপর সেই তাপস পুনরায় হুকার করিলেন। অমনি দেবপুর হইতে অঙ্গরাগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তৎসঙ্গে এক পরম জ্যোতির্ময় শিব-লিঙ্গও সেইস্থানে আবির্ভূত হইল। এইসকল পরমাত্মচর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজা তাপসকে ঐ সকল রহস্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস বলিলেন যে ঐ সকল তাঁহার তপস্তার প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আরাধনা করিয়া ঐরূপ অসামান্ত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। এইকথা বলিয়া সেই তাপস পুনরায় এক হুকার প্রদান করিলেন এবং তখনই তাঁহার মুখ হইতে হতাশন আবির্ভূত হইয়া চরা-চর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাপস সেই অগ্নিজালা প্রশমিত করিয়া হুকার দ্বারা বাতু-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন। তখন আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। সত্যবিক্রম হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক ভীষণ শব্দ হইল এবং প্রাকারাদি-পরিবৃত, স্তবর্ণময় অট্টালিকা-সমষ্টি জন-সংকুল এক মহানগরী প্রোত্ভূত হইল। পুনরায় এক মহান শব্দ হইল এবং দুই জন নারী দৃষ্টি গোচর হইল। তাহাদের একজন শুভ্রবস্ত্র, অপর জন কৃষ্ণবস্ত্র

পরিহিতা ছিলেন। পুনরায় এক মহান শব্দ উদ্ভূত হইলে, ষ্মিন্তক, বড়ানন এবং দ্বাদশপদ বিশিষ্ট এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। পুনরায় শব্দ হইল এবং আর এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়াই সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেন। এই রূপে সেই তাপস রাজাকে নিজ তপস্যার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া রাজার কোতূহল উপশমার্থ নিম্নলিখিত ভাবে সমুদয় বিষয়ের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ পরিহিতা নারীদ্বয় দিবা ও রাত্রি। সেই অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষের মুখদ্বয় দুই অঙ্গন। ছয়টি মুখ ছয় ঋতু; দ্বাদশটি পদ দ্বাদশ মাস। অপর যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি সপ্ত সমুদ্র। এই রূপে তাপস ব্রাহ্মণ রাজাকে সংবৎসর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে রাজা যদি সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আরাধনা করেন তাহা হইলেই তিনি নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাজা সত্যবিক্রম তখন তাপসের উপদেশ মত ঐশ্বর্যবলিঙ্গ আরাধনা করিয়া পুনরায় নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। স্বন্দ-আব-চতু-৫৪।

সত্যব্রত—(১) প্রিয়ব্রত-তনয় কুশ-আপাধিপতি রাজা হিরণ্যরেতার অন্ততম পুত্র। ভাগ-৫২-২০। হিরণ্যরেতা দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় জয়াকর্ণের

পুত্র। তাঁহারই অন্তনাম ত্রিশঙ্কু। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম-৬০, ৬১। বাহু-৮৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বিষ্ণু-৪৫-৩। ভাগ-২২-৭। লি-পু-৬৬। (৩) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পুত্র হরিশ্চন্দ্র সত্যব্রতের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-৬৬। (৪) সত্যব্রতের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরি-হরি-১৩। বিষ্ণু-৪৫-৩। গরু-পু-১৪২। (৫) সত্যব্রতের পত্নীর নাম সত্যরতা। তাঁহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাহু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রিবন্ধনের তনয় সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু); তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র। ভাগ-২২-৭। (৭) তরুণের পুত্র সত্যব্রত। তাঁহার তনয় সত্যরথ। সত্যরথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। অগ্নি-২৭৪। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মৎ-১২। (৮) সত্যব্রতের পত্নী সত্যধন্যার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কুর্ধ-পু-২১। (৯) হরগ্রীব কর্তৃক বেদ অপহৃত হইলে, বিষ্ণু সেই বেদ উদ্ধার করিবার জন্য শকরী মৎশের রূপ ধারণ করিয়া কৃতমালা নদী-তীরে তর্পণপূর্ব সত্যব্রত যুনির নিকট গমন করেন। এই সত্যব্রতই পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন অথবা বৈবস্বত মনুরই নামান্তর সত্যব্রত। ভাগ-৮২-২৪। মৎ-অবতার দেখ। (১০) প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র হিরণ্যবোমার পুত্র সত্যব্রত। হিরণ্যবোমার দেখ। (১১) নন্দভদ্র নামক বণিকের প্রতিবেশ;

জনৈক দুৰাচার পুত্র । সে নন্দভদ্রকে শিবপূজা পরিভ্যাগ করিতে প্ররোচনা প্রদান করে । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪৫ । নন্দভদ্র দেখ । (১২) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ততম পুত্র । মহাভা-আদি-৬৩ ।

সত্যব্রতা—সত্যব্রত (৩) দেখ ।

সত্যভামা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা মহিষী । তিনি সত্রাজিতের (মতান্তরে) ভদ্রকারের কন্যা ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ (৬৩), সত্রাজিত ও ভদ্রকার দেখ । (২) সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে সমুদয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাদের নাম—(ক) ভামু, ভ্রমরভক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্র, চক্র, ও জলক্কম, এই কয় পুত্র ও চারি কন্যা । মৎ-৪৭ । (খ) ভামু, ভীম-ব্রথ, স্কুপ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্র-জাক্ষ ও জলাস্তক, এই সাত পুত্র, এবং নামু, ভীমনীকা, তাম্রপর্ণী ও জলক্কমা এই চারি কন্যা । হরি-হরি-১৬০ । (গ) সানু, ভামু, অক্ষ, মস্তুর, রোহিত, জরা-ক্ক, তাম্রবক্ষ, ভোমরি ও জরক্কম এই কয়টি পুত্র এবং ভামু, ভোমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জরক্কমা এই কয় কন্যা । বায়ু-২৬ । (ঘ) ভামু, স্তভামু, স্বর্ভামু, প্রভামু, ভামুমান, চন্দ্রভামু, বৃহদভামু, অতিভামু, শ্রীভামু ও প্রতিভামু । এই দশ-তনয় । ঠাঁহার প্রত্যাগ্নের সহিত দ্বিধিভয়ে গমন করে । গর্গ-বিশ্ব-২৬ । স্মৃতি দেখ । (ঙ) ভামু, ভীমব্রথ, ক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রবক্ষ ও জল-

ক্কম । এই কয়টি পুত্র এবং ইহাদের অমুজা চারিটি কন্যা । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । (চ) সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভামু ও ভোমরীক নামে দুই পুত্র জন্মে । বিষ্ণু-৫ম-৩২ । (ছ) ভাগবতের তালিকা (১০-স্ক-৬১ অঃ) উপরের (ঘ) চিহ্নিত তালিকার স্থায় । কেবল অতিভামু ও শ্রীভামু নামের পরিবর্তে অবিভামু ও বিভামু নাম পাওয়া যায় । (৩) একবার নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাংক্ষাৎ করিবার জন্ত আগমন-কালে স্বর্ণ হইতে কল্পবৃক্ষের কয়েকটি পুষ্প সঙ্গে লইয়া আগমন করেন । তিনি ঐ পুষ্পগুলি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে, মাধব সেগুলি ঠাঁহার মহিষীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন । কিন্তু ভ্রমবশতঃ তিনি সত্যভামাকে কিছুই প্রদান করেন নাই । পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মধুসূদন সত্যভামার ক্রোধ-শাস্তির জন্ত গুরুদে আরোহণপূর্বক দেবপুরে গমন করেন এবং তথা হইতে বলপূর্বক কল্পবৃক্ষ ধারকায় আনয়ন করিয়া সত্যভামাকে প্রদান করেন । সত্যভামা ঐ কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কি প্রকারে প্রতিজন্মেই শ্রীকৃষ্ণের স্থায় পতি এবং কল্পবৃক্ষ লাভ করিতে পারা যায় নারদকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । নারদ তদুত্তরে বলিলেন যে তুলাপুত্রুষ দান করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে । সত্যভামা তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি কল্পবৃক্ষসহ তোলিত

করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন । নারদ তখন কল্পবৃক্ষ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । অতঃপর একদিন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে তিনি তাদৃশ সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্বজন্মের বিবরণ কীর্তন করেন । পদ্ম-উত্ত-৮৮ । স্বন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৩ । গুণবতী (২) দেখ । (৪) বৃহদ্রথ পুরাণে (উত্ত-১৮) সত্যভামা নামের পরিবর্তে সত্যবতী নাম পাওয়া যায় । (৫) সত্যভামা রাধারূপে অবতীর্ণ শিবের অন্ততন অংশ ছিলেন । শ্রীমহাভা-৪৯ । শিব (৪৫) দেখ । (৬) শ্রীকৃষ্ণ কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে, সত্যভামাও পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ নৃপতির কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন । তখন তাঁহার নাম হইবে রমা । কার্ত্তি-৩য়-১৩ । (৭) কোনও কোনও পুরাণে সত্যজিত-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীর নাম সত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কালি-৪০ । পদ্ম-উত্ত-২৬৯ । (৮) গোলকবিহারী হরি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন দেবী বসুধা সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করেন । গর্গ-গোল-৩ । (৯) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বসুর পত্নীর নাম সত্যভামা । স্বন্দ-আব-রেবা-৯৭ । (১০) চমৎকার-পুরনিবাসী দেবশর্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী । স্বন্দ-নাগ-১৮৮ । উদ্ভট দেখ । (১১) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামা

সদৌ শাস্ত্রনিপুণা ছিলেন । দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট সদৌ শিক্ষা করেন । অভু-রামা-৭ ।

সত্যমতী—সুমতী নামক এক রাজার মহিষী । তিনি পূর্বজন্মে দাভিক নামে এক ব্যাধের কন্যা ছিলেন । তখন তাঁহার নাম ছিল কোকিলিনী । বৃহা-১৮ । সুমতি ও কোকিলিনী দেখ ।

সত্যমিত্র—উনপঞ্চাশ জন মরুৎ-গণের অন্ততম । মরুদগণ দেখ ।

সত্যমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা । বায়ু-৬২ । ব্রহ্মা-৬৮ । অশ্বমেধ ও সুমেধা দেখ ।

সত্যযজ্ঞ—অশ্বপতি দেখ । ছান্দোগ্য-১১শ, খ-২৪ খ ।

সত্যায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গৌতম প্রবর্তক ঋষি । বৈগায়নি দেখ ।

সত্যব্রত—সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পত্নী ও হরিশ্চন্দ্রের মাতা । বায়ু-৮৮ । সত্যব্রত দেখ ।

সত্যরথ—(১) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পুত্র । তাঁহার তনয় হরিশ্চন্দ্র । মৎ-১২ । অগ্নি-২৭৩ । পদ্ম-সৃষ্টি-৮ । (২) জনকবংশীয় রামরথের তনয় । তাঁহার পুত্র উপশুন্ত । গরু-পূ-১৪২ । (৩) জনকবংশীয় সমরথের পুত্র । তাঁহার পুত্র উপশুন্ত । ভাগ-৯৬-১৩ । (৪) জনকবংশীয় মীনরথের তনয় । তাঁহার পুত্র সত্যরথী । বিষ্ণু-৪র্থ-৫ । (৫)

বিদগ্ধ নবরীর অধিপতি। শাধ-নর-
পতিগণ তাঁহাকে বুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বধ
করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৬।

সত্যরথ—ত্রিশঙ্কু (সত্যব্রত) রাজার
মহিষী। তিনি কেকয়-রাজকন্যা
ছিলেন। তাঁহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-১৩।

সত্যশীল—জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি
কাশ্মীর দেশনিবাসী দেবব্রত নামক
ব্রাহ্মণের কন্যা মালিনীকে বিবাহ
করেন। কিন্তু তিনি মালিনীর প্রতি
অতিশয় বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন।
মালিনী স্বামীকে বশীভূত করিবার
উদ্দেশ্যে এক যোগিনীর নিকট হইতে
ঔষধ আনয়ন করিয়া সত্যশীলকে পান
করাইলেন। তৎকালে সত্যশীল নানা-
বিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পত্নীর
নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, মালিনী
পুনরায় সেই যোগিনীরই সাহায্যে
তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-
বৈশা-২৪।

সত্যপ্রবা—(১) একজন সংহিতাকার
ঋষি। সত্যতর দেখ। (২) অত্রি-
বংশীয় ব্যায়ের পুত্র সত্যপ্রবা ঋগ্বেদের
একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি
উবার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র
রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫। ৭২,
৮০। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বীতিহোত্রের
পুত্র। তাঁহার তনয় উরুক্রম। ভাগ-
২৪-২।

সত্যশ্রী—(১) একজন সংহিতাকার।
তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল।
তাঁহাদের নাম শাকল্য, রথন্তর, বাঙ্কলি
ও ভরদ্বাজ। ব্রহ্মা-৬৬। (২) বায়ু-
পুরাণ মতে (৬০ অঃ) সত্যশ্রীর তিন-
জন মাত্র শিষ্য ছিল। তাঁহাদের নাম
—শাকল্য, রথীতর ও বাঙ্কলি ভরদ্বাজ।

সত্যসন্ধ—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের
শতপুত্রের অন্ততম। মহাভা-আদি-
৬৭, ১১৭। (২) দেবসেনাপতি স্বর্নের
সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাপতি।
মহাভা-শল্য-৪৬। স্বন্দ ও বৈতালী
দেখ। (৩) মহাব্রতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ
অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবন দ্বারা
ব্রাহ্মণকে পরিভ্রাণ করিয়া স্বর্গে গমন
করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪।

সত্যসহা—দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণিক
অধিকার কালে হরি সত্যসহা নামক
ব্রাহ্মণের ঔরসে স্ননৃতার গর্ভে উৎপন্ন
হইয়া স্বধামা নামে বিখ্যাত হইবেন।
ভাগ-৮৪-১৩।

সত্যসেন—(১) উত্তম মনুর অধিকার
কালে ভগবান হরি ঋষের পত্নী স্ননৃতার
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তখন তাঁহার
নাম হইবে সত্যসেন। তিনি ঐ মন্বন্তরে
ইন্দ্র সত্যজিতের সখা হইবেন। ভাগ-
৮৪-১। (২) আনর্তাধিপতি বসুসেনের
পুত্র। বসুসেন (২) দেখ।

সত্যহিত—(১) কুরুবংশীয় পুন্স-
বানের পুত্র। তাঁহার তনয় উরুজ।

হরি-হরি-৩২ । (২) ঐ বংশীয় কৃষ্ণভের তনয় । তাঁহার পুত্র সুধম্বা । অগ্নি-২৭৮ । উৰ্জ্জ দেখ । (৩) একজন সং-হিতাকার । সত্যতর দেখ । (৪) কুরু-বংশীয় পুষ্পবানের তনয় সত্যাহিত । তাঁহার পুত্র সুধম্বা । গরু-পু-১৪৪ । বায়ু-৯৯ । (৫) কুরুবংশীয় ঋষভের তনয় সত্যাহিত । তাঁহার পুত্র পুষ্পবান । ভাগ-২৯-২২ ।

সত্যা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পত্নী । শ্রীকৃষ্ণ (৬৩) দেখ । (২) চৈদ্যবংশীয় বৃহস্পতির অন্ততম পত্নী । তাঁহার গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে । মৎ-৪৮ । বায়ু-৯৯ । (৩) অজিত নামে খ্যাত দ্বাদশজন দেবতা উত্তম মনুর অধিকার-কালে তাঁহার পুত্ররূপে সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । কুর্খ-পু-৫০ । বিষ্ণু-৩৯-১ । বায়ু-৬৭ । (৪) মনু নৃপতির পত্নী । তাঁহার গর্ভে ভোবন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে । ভাগ-৫৯-১৫ । (৫) যজ্ঞকালে হত্যাশনে যে যত্নহতি প্রদত্ত হয় তাহার নাম শংযু । ঐ শংযুর ভাৰ্য্যার নাম সত্যা । তিনি ধর্মের কন্ডা । তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র ও তিন কন্ডা জন্মে । ঐ পুত্রগণের মধ্যে প্রথম জনের নাম ভরদ্বাজ । যজ্ঞাহুষ্ঠানকালে প্রথমে যত্নদ্বারা ঐ ভরদ্বাজ নামীয় অগ্নির পূজা করিতে হয় । দ্বিতীয় পুত্রের নাম উৰ্জ্জভরত । তাঁহার অমুজা তিন ভগিনী ছিল । মহাভা-বন-

২১৭ । (৬) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যা তুলসীর অংশজাতা ছিলেন । গর্গ-গোল-৩ । (৭) শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামের পত্নীর নাম সত্যা । গর্গ-দ্বার-২২ । (৮) তত্ত্বোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন-শক্তি । তত্ত্ব-২৩২ পৃঃ । শক্তি দেখ । (৯) বিষ্ণুর অন্ততম পীঠ-শক্তি । ষোণা দেখ । (১০) দেবী দুর্গার একনাম । তত্ত্ব-৭৩৩-পৃঃ । দেবীপু-১২৭ ।

সত্যাখ্য—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি । স্বন্দ-মাহে-অরু-পু-৩ ।

সত্যাক্ষ—প্রিয়ত্রতম্বত ইন্দ্রজিৎস্বের অধিকৃত গোমেধ দ্বীপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধাক্ষন ও সত্যাক্ষ নামে খ্যাত হন । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৭ । শ্রুতধর দেখ ।

সত্যাদার—যত্নর অন্ততম পুত্র । যত্ন দেখ ।

সত্যায়ু—উর্ধ্বশীর গর্ভজাত পুরুষবা নৃপতির অন্ততম পুত্র । ভাগ-২৯-১৫ । জয় ও পুরুষবা দেখ ।

সত্যায়ু—(১) অঙ্গরা মিশ্রকেশীর গর্ভজাত রৌদ্রাশ্বের অন্ততম পুত্র । রৌদ্রাশ্ব দেখ । (২) যুতাচী অঙ্গরার গর্ভজাত রৌদ্রাশ্ব নৃপতির অন্ততম পুত্র । ভাগ-২৯-২০ ।

সত্যাজিৎ—(১) যত্নবংশীয় নিম্নের অন্ততম পুত্র । তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন এবং বিবস্বানের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রীতি থাকতে সূর্য্যদেব সথাকে প্রণয়-চিহ্ন স্বরূপ এক অত্যাৎ-

কৃষ্ণ মণি প্রদান করেন। সেই মণি হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত এবং তাহার প্রভাবে অনাবৃষ্টি হইত না এবং দেশে ব্যাধিভয় ছিল না। সত্রাজিত সেই মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ব্রহ্মপু-১৬। লি-পু-৬২। স্বল্প-প্রভা-প্রভা-২৩২। ভাগ-১০ঙ্ক-৫৬, ৫৭। প্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ (৮০) ও শতধ্বা দেখ। (২) রাজা সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা মহিষী ছিলেন। সত্যভামা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভদ্রকার দেখ। (৩) কেকয় রাজের দশ কন্যা সত্রাজিতের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সত্রাজিতের একশত একটা পুত্র জন্মে তাঁহাদের মধ্যে ভদ্রকার জ্যেষ্ঠ। মৎ-৪৫। (৪) সত্রাজিত পূর্বে জন্মে অত্রি-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল দেবশর্মা। স্বল্প-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১০। গুণবতী দেখ।

সত্রাঙ্গ—চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবণির অধিকার কালে বিষ্ণু সত্রাঙ্গ হইতে বিনতার গর্ভে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বৃহদ্ভাহু। ভাগ-৮ঙ্ক-১৩।

সদ—(১) অগ্নিরার পত্নী সুরূপার গর্ভে সদ প্রভৃতি দশপুত্র জন্মে। মৎ-১৯৬। অগ্নিরা ও আত্মা দেখ। (২) কুন্দরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্ততম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭।

সদশ্ব—(১) পুরুবংশীয় সময়ের অন্ত-তম পুত্র। সময় দেখ।

সদসম্পতি—অন্ততম রত্ন। বায়ু-২৬। একাদশরত্ন ও রত্ন দেখ।

সদশ্রুমান—অগ্নিরসের তেত্রিশজন মন্ত্র-প্রণেতা পুত্রগণের অন্ততম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫২। অজমীঢ় দেখ।

সদাগতি—সর্বত্র গমন করেন বলিয়া দেবী দুর্গা সদাগতি নামে কীর্ত্তিতা হন। তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ।

সদাচন্দ্র—মগধের ভবিষ্য বৈদেশিক বৃষরাজগণের অন্ততম। ভোগীরাজের পর তিনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে পর্যায়ক্রমে চন্দ্রাংশ, নথবান, ধনবর্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ রাজ্য পালন করেন। অতঃপর অন্ধ-বংশীয় নন্দন মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-২২।

সদাপক্ষ—যদুবংশীয় অক্রুরের অন্ত-তম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রুর ও উপ-লম্ব দেখ।

সদাপূর্ণ—ঋগ্বেদোক্ত একজম ঋষি। ঋক্-৫। ৪৪। ১২।

সদাযজ্ঞ—যদুবংশীয় অক্রুরের অন্ততম পুত্র। পদ্ম-স্ব-১৩। অক্রুর ও উপলম্ব দেখ।

সদালম্ব, সদালম্ব—যদুবংশীয় অক্রুরের অন্ততম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রুর ও উপলম্ব দেখ।

সদাশিব—দেবদেব মহেশ্বরের এক

নাম ।

সদাহাসা—অন্ততম মাতৃকা । মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ ।

সদৃক—মরুদগণের অন্ততম । মরুদগণের তালিকা দেখ ।

সদৃক্ষ—মরুদগণের অন্ততম । মরুদগণের তালিকা দেখ ।

সদ্রুম—কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতির গর্ভে সদ্রুম প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন । বায়ু-৮৪ । নাক দেখ ।

সদ্বতী—মহর্ষি পুলস্ত্যের কন্যা । বায়ু-২৮ । ব্রহ্মা-২২ । পুলস্ত্য দেখ ।

সদ্বৃত্ত—মহাদেবের এক নাম । মহাভা-আশ্ব-৮ ।

সংজ্ঞাতা—তস্তোক্ত স্বরবর্ণের অন্ততম মূর্তি । তন্ত্র:-৩০৭ পৃঃ । ভৌতিক দেখ ।

সদ্যু—কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের তনয় । তাঁহার পুত্র জহু ও নিষধ । কঙ্কি-৩২-৪ । পরীক্ষিত দেখ ।

সদ্যুতি—চন্দ্র-বংশীয় বক্রুর পুত্র । তাঁহার তনয় কোশিক । লি-পূ-৬৮ ।

সদ্বৎসাথ্য—একজন কণ্ব-গোত্রিয় ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি অশ্বিনের স্তুতি করিয়া ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-৮।৮ ।

সদ্ব—ঋষিদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-

১০।১১৪

সদ্বি—অত্রির অপত্য মহর্ষি সদ্বি

ঋষিদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি কশ্যপ-বংশীয় অবৎসার, অবদ, বজ্রত প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বদেবগণের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । ঋক্-৫।৪৪।১০

সন—(১) ব্রহ্মার অন্ততম মানসপুত্র । সনৎকুমার দেখ । (২) কক্ নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্ততম পুত্র । বায়ু-২৩ । ব্রহ্মা-২৩ । শিব-বায়ু-উক্ত-১০ । ঋতু দেখ ।

সনক—(১) সনকাদি ব্রহ্মার কতিপয় মানসপুত্রের নাম একাধিক পুরাণে পাওয়া যায় । তাহাদের বিভিন্ন তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) ১ম-সনক ; ২য়-সনৎকুমার ; ৩য়-সনন্দন ; ৪র্থ-সনাতন ; ৫ম-সন ; ৬ষ্ঠ-সনৎসুজাত ; ৭ম-কপিল । মহাভা-শান্তি-৩৪১ ।

(খ) সনকাদি প্রথম ছয়জন ও বরদ । হরি-হরি-২।৮ । (গ) সনকাদি প্রথম চারিজন ও ঋতু । শিব-বায়ু-পূ-১০ । ব্রহ্মা-৬, ২ । বায়ু-৬, ২ । (ঘ) সনকাদি প্রথম চারিজন এবং শঙ্কু । সৌর-২৩ । (ঙ) সনকাদি প্রথম চারিজন । বৃহদা-২ । ভাগ-২ঙ্ক-৭ । বরা-২ । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫ । (চ) সনকাদি সাতজন মানস পুত্র । (নাম নাই) স্বন্দ-আব-অব-২ । (ছ) সনকাদি প্রথম চারিজন ও ঋতু । কৃষ্ণ-পূ-৭ । (জ) সনক, সনন্দ ও সনাতন—এই তিন-

জন। লি-পূ-৫। (২) সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ পূর্বে, দিগম্বর অবস্থায় বিচরণ করিতেন। ঐ ভাবে পর্যটন করিতে করিতে তাঁহারা একবার বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুলোকের দ্বারপালদ্বয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতে বাধা প্রদান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনীগণ তাঁহাদিগকে “অসুরঘোনিতে জন্মগ্রহণ কর” বলিয়া অভিষাপ প্রদান করেন। ঐ জয় ও বিজয়ই মর্ত্যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৩। (৩) সনকাদি মানস-পুত্রগণ প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলে ব্রহ্মার অহিষ্মর ক্রোধের উদ্ভব হয়। সেই ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার সনকাদি পুত্রগণ আসক্তি হীন ও মাৎস্য্য শূন্য ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৪) বিবিধ লোক সৃষ্টিকরিবার জন্য ব্রহ্মা পূর্বে ‘সন’ অর্থাৎ অশান্তিত তপস্তা করেন। তাহা হইতেই সনকাদি পুত্রগণ উৎপন্ন হন। পূর্ব-প্রলয়কালে আশ্বত্থ বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বত্থ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ-২২-৭। (৫) ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্র প্রভৃতি তপোধনদিগকে সৃজন করেন তৎপরে সনকাদি পুত্রগণকে এবং সর্বশেষে মরীচি আদি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইলে, তাঁহাদিগের

মধ্যে সনকাদি পুত্রগণকে ব্রহ্মা নিবৃত্তি ধর্ম্ম এবং মরীচি আদি পুত্রগণকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বরা-২। (৬) বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয় বিষ্ণু-দর্শনাভিলাষী সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়দিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেন। তজ্জন্ত বিষ্ণুর অভিষাপে জয় ও বিজয় অসুরঘোনি লাভ করেন। স্বন্দ-আব-অব-৫২। (৭) লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের বিবাহকালে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মার সনকাদি তনয়গণ সদন্ত হইয়াছিলেন। স্বন্দ-আব-রেবা-১২৪। (৮) সনক, সনৎকুমার ও সনাতন ঈশ্বার পিতৃগণের অন্ততম বলিয়া পরিচিত। গর্গ-পূ-৫। (৯) ব্রহ্মা সর্বাগ্রে আশ্বত্থা প্রভাবশালী চারি-পুত্রকে মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরমযোগী ব্রহ্ম-পুত্রগণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করেন। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ উপেক্ষা দর্শন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া নারায়ণের পরামর্শে স্বয়ংই তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। কুর্ধ-পূ-৭। শিব-বার-পূ-১০। (১০) সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়গণ কুর্ধ-সন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। লি-পূ-৫। (১১) কক নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামে চারিজন দৃঢ়ব্রত গুরুযোগী তনয় ছিল। লি-পূ-২৪। শিব-বার-উত্ত-

১০। (১১) ষষ্ঠ-বিরোধি সনক প্রভৃতি অনার্যেরা ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ঋক্-১। ৩৩। ৪। (১৩) ধর্মের ভার্য্যা অহিংসার গর্ভে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার ও কপিল নামে পাঁচপুত্র জন্মে। বাম-৬০। সনৎকুমার দেখ। (১৪) সনক প্রভৃতি ঋষিগণ সোমের ষষ্ঠে ঋত্বিক হইয়াছিলেন। ঋক্-২৩।

সনৎকুমার—(১) একজন ধ্যাননিষ্ঠ পরমযোগী মহর্ষি। তিনি প্রজাপতির পুত্র ছিলেন। রাবণ পৃথিবীজয়েচ্ছু হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার সহায়তা লইয়া দেবগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সনৎকুমার তদুত্তরে বলেন যে দেবগণের উপাস্ত নারায়ণ হইয়াই দেবগণকে শত্রুজয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে হরির হস্তে যাহারা নিহত হন, তাঁহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইবেন। তদুত্তরে সনৎকুমার বলেন যে তাঁহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই কথা বলিয়া সনৎকুমার রাবণের নিকট হরির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। রামা-উক্ত-৪৩, ৪৪। (২) ব্রহ্ম-তনয় সনৎকুমার ঋষিগণের প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে শিব মাহাত্ম্য ও তদানুযায়িক বহু উপাখ্যান কীর্তন করেন। শিব-সনৎ। (৩)

ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার স্তম্ভের দক্ষিণ শিখরে তপস্তা করিতেন। নিজেকে সকল যোগিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া একবার সনৎকুমার অহঙ্কারে শিবের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। সেই অপরাধে নন্দীর অভিশাপে সনৎকুমার উষ্ট্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বিশেষ অল্পতাপ উপস্থিত হইল এবং তিনি পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইবার জন্ত দীর্ঘকাল শিব ও পার্বতীর আরাধনা করেন। অতঃপর সনৎকুমারের কাতর প্রার্থনায় নন্দী তাঁহার কোপ পরিহার করিলে, শিব-অল্পগ্রহে সনৎকুমার পুনরায় স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সনৎকুমার যে নিজের মৃত্যু বশতঃই শিবের অবমাননা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলে শিব নন্দীকে বলেন “তুমি সনৎকুমারকে শিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আমার মাহাত্ম্য সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিও।” তখন ব্রহ্মার আদেশে নন্দীর অল্পগ্রহ লাভের জন্ত সনৎকুমার স্তম্ভের শিখরে তপস্তা করিতে গমন করিলেন। শিব-বাম-উক্ত-৩০। (৪) সনৎকুমার নামক ঋষিকে ব্রহ্মা সকলেক্স আগে সৃজন করেন। তৎপরে মরীচি, প্রমুখ, সপ্তঋষি ও একাদশ রুদ্র সৃষ্ট হন। সনৎকুমার নিজ তেজ সংরক্ষণ করিয়া তপস্তায় ব্রতী হন। শিব-ঋক্-

৫১। (৫) মরীচি আদি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্ট হইবার পর ব্রহ্মা বামদেব (অথবা রুদ্র) ও সনৎকুমারকে সৃজন করেন। ব্রহ্ম-পুত্র সনৎকুমার পূর্বজন্মদিগেরও পূর্বজ ছিলেন। মৎ-৪। ব্রহ্মপু-১। (৬) সনৎকুমারের প্রাথনার নারদ তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ ও ভগবানের অর্থাৎ শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। এতদ্ভিন্ন নারদ সনৎকুমারকে গঙ্গা মাহাত্ম্য এবং নারায়ণের মাহাত্ম্যও কীর্তন করিয়াছিলেন। বৃহদা—৪. ৫, ৬, ১০, ১৩, ৩২। (৭) অতীত সপ্তমকল্পে ব্রহ্মা ঋতু, সনৎকুমার প্রভৃতি মানস-পুত্রকে সৃজন করেন। বায়ু-২৫। (৮) ধর্ম-পুত্র সনৎকুমার [সনক (১১) দেখ] একবার ব্রহ্মার নিকটে যোগজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলেন “তুমি সাংখ্যযোগ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যদি পুত্ররূপে আমার নিকটে জ্ঞানতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে আমি তাহা কীর্তন করিব।” তদন্তরে সনৎকুমার বলিলেন যে তিনি যখন ব্রহ্মার নিকট শিষ্যরূপে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি পুত্রের স্থানই অধিকার করিয়াছেন। কারণ পুত্র ও শিষ্যে কোনই পার্থক্য নাই। ব্রহ্মা তখন বলিলেন যে অধ্যাপনা বিষয়ে পুত্র ও শিষ্য এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইলেও ধর্মকার্য্যে পুত্র

ও শিষ্যের পার্থক্য বিচার করা হয়। পুত্রাম-নরক হইতে যে জ্ঞাণ করে সে পুত্র এবং শেষ অর্থাৎ পাপ হরণ করে সে শিষ্য। তখন সনৎকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “পুত্র যাহা হইতে জ্ঞাণ করে সেই পুত্রাম নরক কাহাকে বলে, এবং শিষ্য যাহা হরণ করে সেই শেষ অথবা পাপই বা কি।” তদন্তরে ব্রহ্মা বলিলেন “পরদার গমন, পাপীসংসর্গ, এবং সকল ব্যক্তির প্রতি পুরুষ ব্যবহার এই তিনটিকে প্রথম নরক (পাপ) বলিয়া ধরা হয়। বৃক্ষাদি চইতে ফল অপহরণ, বৃক্ষাদি ছেদন এবং নিশ্ফল পর্যটন, এই গুলি দ্বিতীয় নরক তুল্য। ঘৃণা দ্রব্য গ্রহণ, অবধোর বধ ও বন্ধন এবং স্তন্যদদিগের সহিত বিবাহ এই গুলি তৃতীয় নরকের ছায়। স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া এবং সর্বভূতের ভয়-সৃজন এই দুইটিকে চতুর্থ নরক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরের প্রতি হি সা প্রদর্শন, বন্ধুর প্রতি কুটিল ব্যবহার এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং একাকী স্মৃতি দ্রব্য আহার এই সকল পঞ্চম নরক তুল্য। কলাদি অপহরণ, পরের প্রতি নিগ্রহ, যোগে বিষ উৎপাদন এবং যুগ্ম যান অপহরণ, এই সকল ষষ্ঠ নরক। রাজভোগ অপহরণ, রাজপত্নী-গমন ও রাজার অহিতাচরণ এই সকল সপ্তম নরক। লুপ্ত লোমুপতা এবং লজ্জার নশ এইগুলি

অষ্টম নরক । ব্রহ্মব অপহরণ, ব্রাহ্মণের
অপযশ কীর্তন এবং বান্ধব-বিরোধ, এইগুলি নবম নরক । অশিষ্ট আচ-
রণ, শিষ্টজনে বিদ্বেষ, শিশুর প্রাণবধ
এবং শত্রু ও ধর্মচৌর্য, এইগুলি দশম
নরক । বড়ল সংহার এবং ষাড়গুণ্য
প্রতিশোধ, এইগুলি একাদশ নরক ।
সাধু জনের নিন্দা, সর্বদা চৌর্য এবং
অসৎ ক্রিয়া এবং সংস্কার পরিবর্তন,
এইগুলি দ্বাদশ নরক । ধর্ম, অর্থ ও
কামের অপচয়, এবং অপবর্ণের অপ-
কৃত্য এইগুলি ত্রয়োদশ নরক । অগ্নি-
প্রদান, লজ্জাহীনতা এবং হীন-কার্য্য
এই গুলি পঞ্চদশ নরক । মূর্থতা,
ঈর্ষ্যা-প্রকাশ, অশুভ প্রচেষ্টা ও অশোচ
এইগুলি ষোড়শ নরক । এই সকল
নরক বা পাপ হইতে পুত্রই কেবল
নরকে ত্যাগ করিবেন, তাই তাঁহার এই
নাম ।” এই ভাবে পুং-নামক নরক
কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া
ব্রহ্মা অতঃপর ‘শেষ’ পাপের লক্ষণ
কীর্তন করিলেন । তাহা এইরূপ—
দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিতৃগণ
উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট দ্রব্যো লোভ, পরদ্রব্যের
অস্ব প্রলোভন, সকল বর্ণের প্রতি এক
ভাবে, ওঙ্কারে অনাসক্তি, পাপিদিগের
প্রতি সহায়ভূতি, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি-
দিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তাঁহা-
দের নিন্দা, অগম্যাগমন, যুত-বিক্রয়,
চণ্ডালাদির নিকট হইতে দান গ্রহণ,

স্বদোষ গোপন, পরহিঙ্গাঘেষণ, মাং-
সর্ষ্য, প্রগল্ভতা, নির্ধুর আচরণ, অধর্মা-
বহ নাম পরিগ্রহ, অধর্মাচরণ, কর্কশ-
ব্যবহার এই সকল পাপ সাধারণতঃ.
“শেষ” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ।
শিষ্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া এই
সকল পাপ হরণ করেন, তাই তিনি.
শিষ্য নামে অভিহিত হন । কিন্তু পুত্র.
শিষ্য হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত
হন, কারণ শিষ্য ‘শেষ’ সমুদয়ের উদ্ধার
করেন, আর পুত্র সকল প্রকার পাপে-
রই উদ্ধার-কর্তা । এই ভাবে ব্রহ্মা;
পুত্র ও শিষ্যের পার্থক্য কীর্তন করিলে.
সনৎকুমার বলিলেন “আমি তিনবার
সত্য করিয়া বলিতেছি যে আমি আপ-
নার পুত্র । আপনি আমাকে যোগবিষয়ে
উপদেশ প্রদান করুন” । তখন ব্রহ্মা.
বলিলেন যে সনৎকুমারের পিতামাতা
যদি তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ
করেন তবেই তিনি সনৎকুমারকে
দায়াদরূপে গ্রহণ করিয়া যোগ শিক্ষা
দিতে পারিবেন । এই কথা বলিয়া
ব্রহ্মা সনৎকুমারের প্রাথনায় বিভিন্ন
প্রকার পুত্রের নাম ও তাহাদের
বিশেষত্ব কীর্তন করিয়া, বলিলেন
যে পুত্র স্বয়ং আত্মদানে সমর্থ নহে ।
সুতরাং সনৎকুমারের মাতা-পিতা
যদি তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ
করেন তাহা হইলেই তিনি সনৎ-
কুমারকে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান.

করিতে সম্মত আছেন। এই কথা শুনিয়া সনৎকুমার নিজ মাতা ও পিতাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহারা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সনৎকুমার তাঁহাদিগকে সকল বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন।” সনৎকুমারের মাতাপিতা তাহাতে সম্মত হইয়া সনৎকুমারকে পুত্ররূপে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন পিতামহ সনৎকুমারকে যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। বাম-৬০, ৬১। (৯) তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর, আশ্রিতভক্ত, প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমারের নিকট ভাঙ্গা স্ত্রীনাশপদেশ লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭। (১০) মহাতপা সনৎকুমার অন্ত্যাত্ম ঋষিগণের সহিত ভীষ্মের শর-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি বৃদ্ধাশ্রয়ের নিকট বিষ্ণু-মহাশয়্য কীর্তন করেন। তিনি নারদের নিকট অনেক তত্ত্বকথা কীর্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৪৭, ২৮০, ২৮১। (১১) ভগবান হৃষিকেশ (বাসুদেব) প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্ত সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সেই ঋষিগণ গন্ধনাগ্ন পর্বতে তপস্তা করিতেন। মহাভা-অশু-১৪৭। (১২) শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রহ্লাদ সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

(১৩) ব্রহ্মপুরাণের এক উপপুরাণ সৌর-পুরাণ; তাহার এক অংশ সনৎকুমার কর্তৃক বিবৃত হওয়ার সনৎকুমারের নামেই খ্যাত হইয়াছে। স্বন্দ-আব-রেবা-১। (১৪) মেনকা, সনৎকুমার প্রভৃতি প্রভাসক্ষেত্রে ধারকা-পুরীর পূর্বধার রক্ষা করিতেন। স্বন্দ-প্রভা-ধার-১৭। মেনকা দেখ। (১৫) মহর্ষি সনৎকুমার নারদকে ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ছান্দো-৭ অঃ।

সনৎসুজাত—সনাতন কুমার সনৎসুজাত এক মহাযোগী তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রকালে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে মৃত্যুর লক্ষণ ও বিশেষত্ব, মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায়, মোন শব্দের অর্থ প্রভৃতি বহুবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-উদ-৪০-৪৬।
সনতি—পুরু-বংশীয় একজন রাজা। সুপার্শ্ব দেখ।

সনন্দ, সনন্দন—(১) ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অঙ্গতম। সনক, নন্দন, বিশ্ব-নন্দ ও ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

সনাতন—(১) ব্রহ্মার মানসপুত্রদের অঙ্গতম। সনক দেখ। (২) ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট দণ্ডের এক নাম। দণ্ড, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মকর্ত্তা দেখ। (৩) ব্রহ্মা পুরুষক্ষেত্রে যে বজ্র করিয়াছিলেন, সেই বজ্রে সনাতন ঋষি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। স্বন্দ-নাগ-১৮০। (৪) ব্রহ্ম-তনয় সনাতনেন্দ্র

পুত্র এক ব্রাহ্মণ একবার এক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌতুকবশে তথায় এক সর্প নিক্ষেপ করেন। তাহাতে ভৃগুপুত্র চ্যবনের শাপে ঐ ব্রাহ্মণ সর্প-রূপ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা চ্যবনমুনিকে তৎপ্রদত্ত অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলেও তিনি তাহাতে সন্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা নিজ পৌত্র সর্পরূপী ব্রাহ্মণকে বলিলেন “তুমি মদ্রোষধিযুক্ত মানবগণের কোনও অনিষ্ট করিও না। তাহাতে তুমি জগতে সকলের পূজা প্রাপ্ত হইবে। তুমি হাটকেশ্বর তাঁথেরে যাইয়া বাস কর। তথায় কর্কোটক নাগ তোমায় কণ্ঠ দান করিবে। ঐ কণ্ঠা হইতে সমর্যাদ নামক নাগকুলের উদ্ভব হইবে।” স্বন্দ-নাগ-১৮৩। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

সনারু—একজন নিত্যব্রহ্মযজ্ঞরত, অতিথি পূজক, শিবপূজক গৃহস্থ মুনি। তাঁহার পুত্র উপজন্মনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সনারু পুত্রের মৃতদেহ স্বর্গদ্বারের সমীপে এক শ্মশানে লইয়া গেলেন। তথায় এক ঐক্লবাকৃতি শিবলিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল। উপজন্ম-নির মৃতদেহ তথায় নীত হইবামাত্র প্রাণলাভ করে। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৪

সনী—অগ্নিরা প্রজাপতির অন্ততম পত্নী। তাঁহার গর্ভে অথর্কাদিরস অন্মগ্রহণ করেন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সনেমু—মৃত্যুচাঁ অপসার গর্ভজাত

ভদ্রাশ্বের অন্ততম পুত্র। মৎ-৪২। ঐশেয়ু দেখ।

সন্ত—কাশীরাজ প্রতর্দনের বংশীয় সন্তের পুত্র। তাঁহার তনয় শ্রবা। মহাভা-অনুশা-৩০। বিতত্য ও তম দেখ।

সন্ততি—(১) পুরুবংশীয় অলর্কের পুত্র সন্ততি। তাঁহার তনয় সুনীত। সুনীতের পুত্র নিকেতন। তাঁহার পুত্র ধর্মকেতু। ভাগ-২৯-১৭। অলর্ক দেখ। (২) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬।

সন্তনেমু—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্ততম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। গুরু-পু-১৪৪। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

সন্তনিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ধৃত অন্ততমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সন্তর্জুন—দেবসেনাপতি স্বন্যের সাহায্যকারী অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। স্বন্দ ও বৈতালী দেখ।

সন্তর্দন—যদুবংশীয় শূরের কণ্ঠা শত-কীর্তির গর্ভে সন্তর্দন অন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৬। ভাগ-২৯-২৪; ১০-৯-৫৮। শতকীর্তি দেখ।

সন্তান—(১) অষ্টকুজের অন্ততম উগ্রের পুত্র। মার্ক-৫২। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। কুর্ধ-পু-১০। রুদ্র দেখ।

সন্তানক—(১) শিবের অন্ততম অঙ্গ-চর। তিনি বহু কোটী অঙ্গচরসহ শিব

ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন ।
 লি-পু-১০৩ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬ ।
 (২) সম্ভানক নামক তেজস্বী লোক-
 সমূহ দেবগণের পিতৃপুরুষ বলিয়া
 কথিত হন । বরা-১৩ ।

সম্ভানিকা—দেবসেনাপতি স্বন্দের
 সাহায্যকারী কল্যাণদায়িণী মাতৃকা-
 গণের অন্ততমা । মহাভা-শল্য-৪৭ ।
 কুষ্ঠটিকা দেখ ।

সন্তোষ—(১) দক্ষকন্যা তুষ্টির গর্ভে
 সন্তোষ জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মা-১০ ।
 বায়ু-১০ । মার্ক-৫০ । পদ্ম-সৃষ্টি-৩ ।
 বিষ্ণু-১ম-৭ । গরু-পূ-৫ । কুর্মা-পূ-৮ ।
 লি-পূ-৫ । (২) যজ্ঞ হইতে তৎপত্নী
 দক্ষিণার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্ততম ।
 ভাগ-৪৪-১ । যজ্ঞ দেখ ।

সন্দারক—শিবের একজন অনুচর ।
 তিনি ছয়কোটি অনুচর সহ শিব-
 পার্শ্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন ।
 লি-পূ-১০৩ ।

সন্ধান—ভরত-বংশীয় ডোরের অন্ত-
 তম পুত্র । মং-৪৮ । ডোর দেখ ।

সন্ধি—ইক্ষাকু-বংশীয় প্রমুখতের
 পুত্র । তাঁহার তনয় অমর্যণ । ভাগ-
 ৯৪-২২ ।

সন্ধ্যা—(১) জনৈক দানব । তাঁহার
 কন্যা হেতি-তনয় বিদ্যুৎকেশের পত্নী
 ছিলেন । রামা-উত্ত-৪ । (২) সৃষ্টির
 প্রারম্ভে ব্রহ্মা যে সকল পুত্র ও কন্যা
 উৎপাদন করেন, সন্ধ্যা তাঁহাদের অন্ত-

তমা । শ্রীমহাভা-৩ । (৩) মানস-
 কন্যা সন্ধ্যাকে উৎপাদন করিয়া, ব্রহ্মা
 তাঁহার সহিত অশোভন ব্যবহার
 করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব ব্রহ্মার
 একটি মন্তক ছেদন করিয়া দেন । ব্রহ্মা
 সন্ধ্যাকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন
 ভেদে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া নিজ কলে-
 বর ত্যাগ করেন । শ্রীমহাভা-২১, ২২,
 ৪২ । বৃহদ্-মধ্য-২ । (৪) ব্রহ্মার
 মানস কন্যা, ত্রিভুবন-সুন্দরী সন্ধ্যা
 পিতামহের ধ্যানস্থ থাকিবার সময়ে
 উৎপন্ন হন । তাই তাঁহার নাম হয়
 সন্ধ্যা । তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা
 ভাবিতে লাগিলেন, “এই কন্যা কি
 করিবেন এবং ইনি কাহাবই বা হই-
 বেন ।” এইভাবে চিন্তা করিবার
 সনয়ে ব্রহ্মার মন হইতে এক পরম
 সুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হইল । তিনিই
 কানদেব নামে প্যাত । ব্রহ্মা তখন
 সন্ধ্যাকে কানদেবের পত্নাক্রমে নির্দেশ
 করিয়া তাঁহার হস্তে সন্ধ্যাকে প্রদান
 করিলেন । কালিকা-১, ২ । (৫)
 দেবা আত্মা প্রকৃতির অংশভূতা সন্ধ্যা
 দেবা ঘোর নামক অসুরকে বিনাশ
 করেন । দেবাপু-১৩ । (৬) দেবা
 পার্শ্বতীর এক সখী । তিনি শিবের
 সহিত পার্শ্বতীর বিবাহের সময়ে
 পার্শ্বতীর মাথার উপরে ছত্র ধারণ
 করিয়াছিলেন । লি-পূ-১০২ । (৭)
 পুলস্ত্যের পত্নীর নাম ছিল সন্ধ্যা ।

মহাভা-উদ্-১১৬ । (৮) তত্রোক্ত অস্ত্র-
তন্ত্রা ব্যঞ্জন-শক্তি । তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ ।

সন্নতি—(১) পুরুবংশীয় স্মৃতি-
তনয় । তাঁহার পুত্র কৃত । হরি-হরি-
২০ । স্মৃতি দেখ । (২) ব্রহ্মদত্তের
ভাৰ্য্যা ও দেবলের কন্যা সন্নতি যোগ-
বলে অতুলনীয় ছিলেন । হরি-হরি-
২৩ । মৎ-২০ । ব্রহ্মদত্ত দেখ । (৩)
কাশিরাজ অলঙ্কার তনয় সন্নতি । তাঁহার
পুত্র স্তনীয় । হরি-হরি-২২ । বিষ্ণু-
৪র্থ-৮ । বায়ু-২২ । গুরু-পূ-১৪৩ । (৪)
পুরু-বংশীয় সুপার্ষের তনয় সন্নতি ।
তাঁহার পুত্র কৃত । গুরু-পূ-১৪৪ । (৫)
দক্ষ প্রজাপতির অস্ত্রতমা কন্যা সন্নতি ।
তিনি ক্রতুর পত্নী ছিলেন । তাঁহার
গর্ভে মহাতপস্বী পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে ।
ব্রহ্মা-১০, ২২ । কূৰ্ম-পূ-৮, ১৩ । অগ্নি-
২০ । মার্ক-৫০ । লি-পূ-৫ । পদ্ম-সৃষ্টি-
৩ । বায়ু-১০ । গুরু-পূ-৫ । স্বন্দ-কাশী-
পূ-১৮ । শিব-বায়ু-পূ-১৫ ।

সন্নতিমান—(১) পুরু-বংশীয় স্মৃ-
তির পুত্র । তাঁহার পুত্র কৃতি । বিষ্ণু-
৪র্থ-১২ । মৎ-৪২ । ভাগ-২২-২১ । (২)
সন্নতিমানের তনয় সনতি । বায়ু-২২ ।

সন্নতেষু—(১) রোদ্রাশ্বের অস্ত্রতম
পুত্র । রোদ্রাশ্ব দেখ । (২) ভদ্রাশ্বের
কশপুত্রের অস্ত্রতম । ভদ্রাশ্ব দেখ ।

সন্নাদ—(১) শিবের একজন অনুচর ।
তিনি সম্ভ্রকোটী অনুচরগণ সহ শিব-
পার্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন ।

স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬ । (২) অগ্নির ঔরসে
এক গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে সন্নাদ জন্মগ্রহণ
করেন । তিনি বানরদিগের পিতামহ-
স্বরূপ ছিলেন । যুদ্ধে তাঁহার শত্রুগণ
তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইত
না । রামা-লঙ্কা-২৭ ।

সন্নভ—তিনি সন্নাদের জ্যেষ্ঠ একজন
শিবানুচর ছিলেন । সন্নাদ দেখ ।

সন্নিভ—স্বন্দ দেব-সেনাপতি-পদে
বৃত্ত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ
স্বায় অনুচর সন্নিভকে প্রদান করেন ।
বাম-৫৭ । স্বন্দ দেখ ।

সন্নীতি—নামাস্তুর সন্নতি । দক্ষের
কন্যা । সন্নতি (৫) দেখ ।

সন্নিহিত—মহুয়া নামক অগ্নির তৃতীয়
পুত্র সন্নিহিত অগ্নি । এই অগ্নি শব্দরূপ
গ্রহণের প্রবর্তক । তিনি দেহীদিগের
দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্তিত
করিতেছেন । মহাভা-বন-২১২ । অগ্নি
(অতিরিক্ত খণ্ড দেখ) ।

সপত্নজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতম পুত্র ।
সৈব্যা দেখ ।

সপরায়ণ—অশ্ব (বাজি) নামে খ্যাত
যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশজন শিষ্যের অস্ত্র-
তম । বায়ু-৬১ । ব্রহ্মা-৬৭ । যাজ্ঞবল্ক্য
ও আটবী দেখ ।

সপ্তকুং—শ্রীকৃষ্ণাচার্য বিশ্বদেবগণ
দেখ । মহাভা-অনু-২১ ।

সপ্তগু—অন্ধিরা-বংশীয় মহর্ষি সপ্তগু
ঋষিদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ।

তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন বৃহস্পতিরই নামান্তর সপ্তাণ্ড। ঋক্-১০। ৪৭।

সপ্তজনা—কিঙ্কিয়ার সন্নিকটে এক পর্বতে সপ্তজনা নামক ঋষিগণ বাস করিতেন। তাঁহারা সর্বদাই অধঃশির হইয়া তীব্র তপস্তা করিতেন। তাঁহারা জলমাত্র পান করিয়া এবং বায়ু-ভক্ষ হইয়া সপ্তবর্ষকাল তপস্তা করিয়া স্বর্গে গমন করেন। রামা-কিঙ্কি-১৩।

সপ্তপিতৃগণ—(১) স্বর্গে যে সপ্তপিতৃ-গণ অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন অমৃত্ত এবং চারিজন মূর্তিবন্ত। মৎ-১৩। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ (২) ঐ সপ্ত পিতৃগণের নাম—ভৃষ্ণি, ধাতা, পুষ্টি, বরদ, বিশ্বপাতা বরেণ্য ও বর। গরু-পূ-৮২।

সপ্তবত্রি—অত্রির অপত্য সপ্তবত্রি ঋষি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিনয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। সায়না-চার্য্য বলেন যে সপ্তবত্রির ভ্রাতৃপুত্রগণ তাঁহাকে প্রতিরাজে এক পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং প্রাতঃকালে খুলিয়া দিতেন। এইভাবে আবদ্ধ থাকাতে সপ্তবত্রি পত্নীর সহিত মিলিত হইতে পারিতেন না। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর সপ্তবত্রি দুঃখে অশ্বিনয়ের স্তুতি করেন।

তখন অশ্বিনয় আসিয়া পেটিকা উন্মোচন করিয়া দেন। ঋক্-৫।৭৮ টীকা।

সপ্তবার—বিনতার কুলজাত অশ্রু-তম নাগ। মহাভা-উদ্-১০০।

সপ্তবাহ—পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। বায়ু-২৬। ভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ দেখ।

সপ্তর্ষি—(১) বিভিন্ন মন্বন্তরে যে যে সাতজন ঋষি আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও লোক রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সেই গুলি একত্র দেওয়া হইল। (২) হরি-বংশ মতে (৭ম অঃ) এইরূপ—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—নরীচি, অত্রি, অদ্রিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—ঔরী, কাশ্যপ স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ-বংশজ উর্জ্জ্বনামে খ্যাত হিরণ্যগর্ভের সাত পুত্রগণ। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—কাব্য, পৃথু, অঘি, জহ্নু, ধাতা, কপী-বাম ও অকপীবান। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—বেদবাহ, যদুধ, বেদশিরা, পর্জ্জন্ত, উর্জ্জবাহ, হিরণ্যরোমা ও সত্য-নেত্র। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—ভৃগু, নভ, বিবস্বান, স্নধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম

(সূর্য্য) সাবর্ণি মন্বন্তরে (অথবা অষ্টম মন্বন্তরে)—রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্ব-খামা, কৃপ, গালব ও কুরু । (ব) মেরু-সাবর্ণি মন্বন্তরে—পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান, আঙ্গি-রস দ্যুতিমান, বাশিষ্ঠ সবন, আত্রেয় হব্যবাহন, পৌলহ সপ্ত । (ঞ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে পৌলহ হবিষ্মান, ভার্গব স্মৃতি আত্রেয় আপোমূর্ত্তি, বাশিষ্ঠ অষ্টম, পৌলস্ত্য প্রমতি, কাশ্যপ নাভাগ, আঙ্গি-রস নভস সত্য । (ট) রুদ্রসাবর্ণি মন্ব-স্তরে—কাশ্যপ-তনয় হবিষ্মান ও ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তরুণ, আঙ্গিরস উরুধিক্ষ, পৌলস্ত্য নিশ্চর, পৌলহ অমিতেজা । (ঠ) দ্বাদশ (অথবা চতুর্থ সাবর্ণি) মন্বন্তরে—বাশিষ্ঠ দ্বাতি, অত্রি তনয় স্মৃতপা, অঙ্গিরা-নন্দন তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপস্মৃত তপস্বী, পুন্ড্র-নন্দন তপোষণ; পুন্ড্র-পুত্র তপো-রবি এবং ভার্গব তপোধৃতি । (ড) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে—আঙ্গিরস ধৃতিমান, পুন্ড্র-তনয় হব্যপ, পুন্ড্র-নন্দন তপ-দশী, ভৃগুস্মৃত নিরুৎসুক, অত্রি-তনয় নিম্প্রকম্প, কাশ্যপ-তনয় নির্মোহ এবং বাশিষ্ঠ স্মৃতপা । (ঢ) চতুর্দশ (ভোতা) মন্বন্তর অধিকার কালে—কাশ্যপ অগ্নিধ, পৌলস্ত্য ভার্গব, ভার্গব অতিবাহ, অঙ্গিরার তনয় শুটী, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ অগুরু ও পৌলহ অজিত । (২) বিষ্ণুপুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব

মন্বন্তরে—ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুন্ড্র-পুন্ড্র, ক্রতু ও বশিষ্ঠ । (বিষ্ণু-১ম-৭) (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উর্জ্জ, স্তব, প্রাণ, দন্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও উর্জ্জ-রীবান । (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—উর্জ্জার গর্ভজাত বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র যথা—রজঃ, গাত্র, উর্জ্জবাহ, বসন, অনঘ, স্মৃতপা ও গুরু । (ঘ) তামস মন্বন্তরে—জ্যোতি-ধামা, পৃথু কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর । (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—হিরণ্য-রোমা, দেবশ্রী, উর্জ্জবাহ, বেদবাহ, সুধামা, পর্জন্ত ও মহামুনি । (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিস্র । (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গোতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ । (জ) সূর্য্য সাবর্ণি মন্বন্তরে—দীপ্তিমান, গালব, রাম, কৃপ, অশ্বখামা, ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ । (ঝ) দক্ষসাবর্ণি মন্ব-স্তরে—সবন, দ্যুতিমান, ভব্য, বসু-মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য । (ঞ) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—হবি-ষ্মান স্মৃতি, সত্য, অপান্মূর্ত্তি, নাভাগ, অগ্রতিমোজা, ও সত্যতেতু । (ট) একা-দশ ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—নিশ্চয়, অগ্নি-তেজা, বপুষ্মান, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ । (ঠ) দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—তপস্বী, স্মৃতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্বাতি ও তপোধন । (ড) ত্রয়ো দশ যৌচ্য মন্বন্তরে—নির্মোহ, তপ্তদশী,

নিম্মকল্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান, অব্যয় ও স্তপা। (ঢ) চতুর্দশ ভৌত্যমহন্তরে—অগ্নিবাহ, শুটী, ক্রু, মাগধ, অগ্নিধ, যুক্ত ও অজিত। (৩) পদ্মপুরাণ(সৃষ্টি-৭) মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মহন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মহন্তরে—দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, প্রাণ, কশ্যপ বৃহস্পতি ও শুক। (গ) তৃতীয় উত্তম মহন্তরে—উজ্জ্বল প্রভৃতি বশিষ্ঠের পুত্রগণ সপ্তবি ছিলেন। এবং কোকভিষ্ণু, কুতুগ, দালভ্য, শম্ভু, প্রবাহিত, মিতি, সন্মিতি এই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। (ঘ) চতুর্থ তামস মহন্তরে—কোপি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কবি, জহ্ন ও ধামা। (ঙ) পঞ্চম রৈবত মহন্তরে—দেববাহ, সুবাহ, পর্জন্ত, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। (চ) চাক্ষুষমহন্তরে—ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু নারদ, বিব-স্বান ও কৃতি। (ছ) বৈবস্বত মহন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম (সূর্য্য) সাবর্ণি মহন্তর অধিকারকালে—অশ্বখামা, শরদ্বান, কোশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ এবং রাম। (৩) মৎস্যপুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মহন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারো-চিষ মহন্তরে—দত্তৌলি, চ্যবন, শুক, প্রাণ, কশ্যপ, ওর্য্য ও বৃহস্পতি।

(গ) উত্তম মহন্তরে—কৌকুভিষ্ণু, দালভ্য শম্ভু, প্রবহণ, শিব, শিত ও সন্মিত। (ঘ) তামস মহন্তরে—কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জহ্ন ও ধীমান। ইহার। মাধ্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। (ঙ) রৈবত মহন্তরে—দেববাহ, সুবাহ, পর্জন্ত, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। (চ) চাক্ষুষ মহন্তরে—ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিব-স্বান ও অতিনামা। (ছ) বৈবস্বত মহন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম সাবর্ণি মহন্তরে—অশ্বখামা, শর-দ্বান, কোশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও রাম। (৫) শিব পুরাণ (ধর্ম্ম-৫৮ অঃ) মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মহন্তরে—মরীচি, অত্রি প্রভৃতি। (খ) স্বারো-চিষ মহন্তরে—অগ্নিধ, অগ্নিবাহ, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান ও দ্যুতিমান। (গ) উত্তম মহন্তরে—বশিষ্ঠ ঋষির উজ্জ্বল নামে খ্যাত সাত তনয়। (ঘ) তামস মহন্তরে—গার্গ্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্ন, ধাতা, কপীনক ও কপীবান। (ঙ) রৈবত মহন্তরে—বেদবাহ, জহ্ন, বেদশীরা, হিরণ্যরোমা, পর্জন্ত, উজ্জ-বাহ ও সত্যরূপ। (চ) চাক্ষুষ মহন্তরে—ভৃগু, নহ, বিবস্বান, সুধর্ম্মা, বিরজা অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মহন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ)

অষ্টম (সূর্য্যসাবর্ণি) মন্বন্তরে—পরশুরাম, সাবর্ণির অধিকারকালে—পুলস্ত্য-বংশীয় ব্যাস, ভরদ্বাজ, অশ্বখামা, শরদ্বান, মেধাতিথি, কশ্যপ-গোত্রীয় বসু ; তৃণ্ড-গালব ও কুরু । (খ) নবম (মেরু-সাবর্ণি) মন্বন্তর অধিকার কালে অঙ্গিরা, মেধাতিথি, বসু, ভার্গব, সর্বন, হব্য, মপ্ত । (ঞ) দশম (দ্বিতীয় সাবর্ণি) মন্বন্তর অধিকার কালে—হবিমান, স্ককৃতি, অয়োমুক্তি, অব্যয়, প্রয়তি, নাতাগ ও নভস । (ট) একাদশ মন্বন্তরে—হবিমান, বপুস্মান, বশিষ্ঠ, অনঘ, চারু-ধৃষ্ণা, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা । (ঠ) দ্বাদশ মন্বন্তরে—বশিষ্ঠপুত্র দ্বাতি, আত্রেয়, সূতপা, অঙ্গিরস তপোমূর্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোমন, পৌলহ তপোরতি ও ভার্গব তপোনিধি । (ড) ত্রয়োদশ (রোচ্য) মন্বন্তরে—অঙ্গিরা-বংশীয় ধৃতিমান, পুলস্ত্য-বংশীয় হব্য-বান, পুলহ-বংশীয় তত্ত্বদর্শী, তৃণ্ড-বংশীয় নিকৃৎসক, অত্রি-বংশীয় নিশ্চকম্প, কশ্যপ-বংশীয় নির্মোহ এবং বশিষ্ঠ-বংশীয় সূতপা । (ঢ) চতুর্দশ (ভোত্য) মন্বন্তর অধিকার কালে—কাশ্যপ অগ্নিধ্ব, পৌলস্ত্য মাধব, ভার্গব অতি-বাহু, অঙ্গিরস শুচী, আত্রেয় যুক্ত, বশিষ্ঠ গুহ্র, পৌলহ অজিত । (ণ) বায়ু পুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—ব্রহ্মার মরীচি আদি তনয়গণ । (খ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, শারদ্বত, অত্রি, বসু-মান ও বৎসার । (গ) দক্ষপুত্র মেরু-সাবর্ণির অধিকারকালে—পুলস্ত্য-বংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপ-গোত্রীয় বসু ; তৃণ্ড-বংশীয় জ্যোতিমান, অঙ্গিরা-বংশীয় দ্বাতিমান, বশিষ্ঠ-গোত্রীয় বসিত, আত্রেয় হব্যবাহন ও পুলহ-বংশীয় সূতপা । (ঘ) ধর্ম্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে—পৌলহ হবিমান, ভার্গব স্ককর্ত্তি, আত্রেয় আপোমূর্তি, বশিষ্ঠ আপো-মূর্তি, পৌলস্ত্য প্রতীপ, কাশ্যপ নাতাগ এবং অঙ্গিরস অভিমত্যা । (ঙ) ব্রহ্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে—কাশ্যপ হবিমান, ভার্গব বপুস্মান, আত্রেয় বারুণি, বশিষ্ঠ ভগ, অঙ্গিরস পুষ্টি, পৌলস্ত্য নিশ্চর এবং পৌলহ অগ্নিতেজা । (চ) কুরুপুত্র ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ কৃতি, আত্রেয় সূতপা, অঙ্গিরস তপোমূর্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি এবং ভার্গব তপোমূর্তি । (ছ) রোচ্য মন্বন্তরে—অঙ্গিরস ধৃতিমান, পৌলস্ত্য পথ্যবান, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিকৃৎসক, আত্রেয় নিশ্চকম্প, কাশ্যপ নির্মোহ এবং বশিষ্ঠ স্বরূপ । (৭) গরুড় পুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, পুণ্ড্র, ক্রতু ও বশিষ্ঠ । (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দত্তোলি ও অরুণীবান । (গ) শুক্লম মন্বন্তরে—রথোজা, উর্জ্জবাহ, শরণ, অনঘ, সুনি, সূতপা ও শঙ্কু ।

(ঘ) তামস মনুর অধিকার কালে—

বন-৩।

জ্যোতির্কামা, পুণ্ড্র, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি,

সপ্তহয়—সূর্য্যের একনাম। স্বন্দ-

শ্বেত ও হেমক। (ঙ) রৈবত মনুর

কাশী-পু-২।

অধিকার কালে বেদতী, বেদবাহ, সত্য,

সপ্তাখ্য—ভোজ্যার গর্ভজাত মীচুয়ের

উর্দ্ধবাহ, হিরণ্যরোমা, পর্জন্ত ও

অনৃতম পুত্র। তিনি বসুদেবের অনুজ

সুধামা। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—উত্তম,

ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ।

হবিষ্মান, সুধামা, বিরজা, অভিমান,

সপ্তাশ্ব—পঞ্চম রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষি-

সহিষ্ণু ও মধুতী। (ছ) বৈবস্বত মন্ব-

দের অন্ততম। মৎ-২। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

স্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ,

সপ্তর্ষি দেখ।

গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র। (জ)

সপ্তি—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা

সূর্য্যসাবর্ণি মন্বন্তরে—অশ্বখামা, কৃপ,

ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয়

ব্যাাস, গালব, ঋষ্যশৃঙ্গ, দৌশ্টিমান ও

ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ৭২।

রাম। (ঝ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে—মেধা-

সপ্রথ—মহর্ষি ভরদ্বাজের অন্তনাম।

তিথি, দ্যুতি, সবল, বসু, জ্যোতিষ্মান,

ঋক্। ১০। ৮১।

হব্য ও কব্য। (ঞ) ধর্ম্মসাবর্ণি মন্ব-

সবন—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্ততম

স্তরে—অয়োমূর্তি, হবিষ্মান, সুরুতি,

পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) প্রিয়-

অব্যয়, নাভাগ, অপ্রতিম ও সৌরত।

ব্রতের অন্ততম পুত্র। তিনি পুঙ্কর

(ট) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—হবিষ্মান,

দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। মার্ক-৫০।

হবিষ্য, বপুয্মান, বিষ্ণু, বাক্রণি, নিশ্চর

প্রিয়ব্রত দেখ। (৩) সবনের দুই পুত্র

ও অয়িত্তেজা। (ঠ) দক্ষতনয় দ্বাদশমনুর

মহানীত ও ধাতকি। তাঁহাদের নামে

অধিকার কালে—তপস্বী, সূতপা,

পুঙ্করদ্বীপে দুইটি বর্ষ আছে। বায়ু-৩৩।

তপোমূর্তি, তপোরতি, তপোধৃতি,

অগ্নি-১১২। ব্রহ্মা-৩৪। (৪) উর্জ্জার

দ্যুতি ও তপোধন। (ড) রৌচ্য মন্ব-

গর্ভজাত বশিষ্ঠের সাত পুত্রের অন্ত-

স্তরে—ধর্ম্মপ, ধৃতিমান, অব্যয়, নিশা-

তম। এই সাত পুত্র উত্তম মন্বন্তরে

রূপ, নিরুৎসুক, নিম্বোহ, তস্কদর্শী ও

সপ্তর্ষি ছিলেন। শিব-বায়ু-পু-১৫।

সূতপ। (ঢ) ভোত্য মন্বন্তরে—অগ্নিধ,

উর্জ্জা, সপ্তর্ষি, অধন, বশিষ্ঠ (৮৯ পৃঃ),

অগ্নিবাহ, মাগধ, শুচী, অজিত, মূর্ত

অনয় ও শুক্র দেখ। (৫) মহর্ষি ভৃগুর

ও শুক্র। (চ) সপ্তর্ষিগণের বিবরণের

সাত পুত্রের অন্ততম। সবন ও ভৃগু দেখ।

জন্ত “মহু” নামের প্রথমংশ দেখ।

স্বয়্যা—মহর্ষি স্বয়্যার পুত্র সাবয়স

সপ্তসপ্তি—সূর্য্যের একনাম। মহাভা-

একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন। শত-

১প্র-১অ-৮ ।

সবর্ণী—(১) প্রজাপতি প্রাচীন-বর্হির পত্নী । তিনি সমুদ্রের কণ্ঠা ছিলেন । তাঁহার গর্ভে প্রচেতার দশ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন । মৎ-৪ । হরি-হরি-২ । অগ্নি-১৮ । ব্রহ্মা-৩১, ৬৯ । বায়ু-৬৩ । ব্রহ্মপু-২ । বিষ্ণু-২২-১৪ । (২) বিশ্বকর্মার কণ্ঠা ও সূর্য্যের পত্নী । তাঁহার গর্ভে শনৈশ্চর, যম ও কালিন্দী জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯ । (৩) বিবস্বানের জ্যৈষ্ঠ সর্বার্ণার গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন । ঋক্-১৩১।৪। (৪) ছায়া-সংজ্ঞার একনাম সবর্ণী । সংজ্ঞা দেখ ।

সবল—(১) ভৌত্যমনুর অন্ততম পুত্র । ভৌত্যমনু দেখ । (২) উত্তম মনুর অন্ততম পুত্র । উত্তম দেখ ।

সবলাশ্ব—(১) প্রাচেতস দক্ষ হইতে বীরণীকে সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহার হর্য্যশ্ব নামক পুত্রগণের অন্তর্জ ছিলেন । তাঁহার নারদের পরামর্শে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বজদিগের পথে প্রয়াণ করেন । পদ্ম-সৃষ্টি-৬ । হরি-হরি-৩ । শবলাশ্ব দেখ ।

সবালেয়—অত্রিবংশীয় কালেয়, সবালেয়, বামরাখ্য, ধাত্রেয়, ঔমেত্রেয় নামক ঋষিগণের অত্রি, বামরাখ্য ও পৌত্রি, এই তিনটি আশ্রয় গ্রহণ করেন । মৎ-১৯৭ ।

সবিতা—(১) সূর্য্যের একনাম ।

আদিত্য, ষাটশ আদিত্য ও সূর্য্য দেখ । (২) বরাহ কল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন । তখন মহাদেব কঙ্কনামে অবতীর্ণ হন । ব্রহ্মা-২৩ । বায়ু-২৩ । লি-পু-২৪ । বিষ্ণু-২২-৩ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৪০ । (৩) দিব নামক দেবতার অন্ততম পুত্র । মহাভা-আদি-১ । (৪) ঘোটক রূপ-ধারিণী জ্যৈষ্ঠ সবিতার জ্যৈষ্ঠী । মহাভা-আদি-৬৬ । (৫) সবিতা নিজকণ্ঠা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন । মহাভা-বন-১০৯ । (৬) সূর্য্যের এক নাম । যাক্ষের মতে আকাশ হইতে যখন অন্ধকার দূর হইয়া কিরণ বিস্তৃত হয় তখনই সবিতার কাল । সায়ণের মতে সূর্য্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা । ঋক্-১১২২।৫ । (৭) সবিতার পত্নী পুন্নি । পুন্নি দেখ । (৮) একজন যক্ষপতি । তিনি প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর অন্ততম দ্বারপাল ছিলেন স্বন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭ । মূলস্থান দেখ ।

সবীতর—অকুরের অন্ততম পুত্র । মৎ-৫৫ । অকুর ও উপলব্ধ দেখ ।

সব্য—(১) শংখ নামক অগ্নির অন্ততম পুত্র । ব্রহ্মা-৩০ । শংখ দেখ । (২) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র এবং ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন । অঙ্গিরা ইন্দ্র-সদৃশ পুত্র লাভ করিবার জন্ত দেবতার আরাধনা

করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১। ৫১।

সবাসাটী—(১) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের একনাম। তিনি বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে পারিতেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হয় সবাসাটী। মহাভা-বিরট-৪৪।

সভাক্ষ—যত্ন-বংশীয় বিশ্বগর্ভের অন্ত-তম পুত্র। হরি-হরি-২৪।

সভানর—(১) যযাতি বংশীয় অম্বর অন্ততম পুত্র। সভানরের তনয় কোলা-হল। মৎ-৪৮। (২) সভানরের পুত্র কালানর। ভাগ-২২-২৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৩) সভানরের পুত্র কালানল। অগ্নি-২৭৭। গরু-পু-১৪৩। বায়ু-২২। (৪) যযাতি-বংশীয় কক্ষ্যুর তনয়। তাঁহার তনয় কালানল। হরি-হরি-৩১।

সভ্য—(১) শংখ নামক অগ্নির অন্ত-তম পুত্র। বায়ু-২২। ব্রহ্মপুরাণ (৩০ অঃ) মতে সভ্য। শংখ দেখ। (২) সংশতী অগ্নির পুত্র সভ্য। নং-৫১।

সম—(১) কুরুরাজ যুতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্ততম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭। (২) ভবিষ্য মন্বন্তরীয় সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ। (৩) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় ধর্মহত্মের তনয়। তাঁহার পুত্র দ্যুমৎ-সেন। ভাগ-২২-২২। (৪) নন্দীবেগ-

বংশীয় অন্ততম রাজা। তিনি ভূপতি বংশের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে সমুদয় ভূপতি ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এক-কালে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভূপতি দিগের অন্ততম ছিলেন। ভীম একবার দুর্খ্যোধনের নিন্দা করিবার সময়ে এইরূপ আঠার জন নৃপতির উল্লেখ করেন। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সমঙ্গ—(১) যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন প্রাণিগণ কি রূপে দুঃখ ও মৃত্যু ভয় ইহাতে পরিভ্রাণ পাইতে পারে। তদন্তরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদ ও মহাত্মা সনৎকের উপাখ্যান কীর্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৮৭। (২) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত একজন গোপ। মহাভা-বন-২৩৭।

সমঞ্জ—সারোচিষ মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিহান ও অজিহা দেখ।

সমদ—(১) শিবের অন্ততম অনুচর। তিনি সাতকোটি অনুচর সহ শিব ও পার্শ্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পু-১০৩। স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) সমদ নামক এক মহামানবের পুত্র মৎস্র বিপদ ইহাতে উদ্ধারের কল্প আদিত্যগণের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-১০। ৩২। ৮।

সমবুদ্ধি—(১) শততেজা নামক শিবাবতারের সর্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব নামে চারিজন মহাযোগী পুত্র ছিল। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। ব্রহ্মা-২৩। (২) বরাহ কল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে অত্রি নামে এক শিবাবতার অবতীর্ণ হন। তাঁহার সর্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যবুদ্ধি ও সুধামা নামে চারিজন শিষ্য ছিল। কুর্খ-পূ-৫২। শিব-বায়ু-উত্ত-১০।

সময়—(১) দক্ষকন্ঠা ক্রিয়ার গর্ভে দশু ও সময় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-১০। লি-পূ-৫। ধর্ম ও ক্রিয়া দেখ। (২) অজিত নামে প্যাত ত্রেত্রিশ জন বৈদিক দেবতাদের অন্ততম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। মঙ্গল ও অমৃতবান্ দেখ। (৩) রৈবত মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্ততম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। সপ্তর্ষি ও রৈবত মনু দেখ।

সময়পুত্র—জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র, সময় পুত্র ও সিন্ধুপুত্র, ইহারা চারি বটুক নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরা-তন্ত্রে তাঁহাদের পূজা বিহিত আছে। কালিকা-৬৩।

সমর—(১) পুরু-বংশীয় কাব্যের পুত্র সমর। তাঁহার পার, সম্পার ও সদগ্ন নামে তিন তনয়। মৎ-৪৯। (২) পুরু-বংশীয় নীপের পুত্র সমর। তাঁহার পার প্রভৃতি তিন পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৩) নীপ-তনয় সমরের পুত্র সমর। গরু-পূ-১৪৪। (৪) নীপ-তনয় সমরের তিন পুত্র। তাঁহাদের নাম—পর, পার

ও সদগ্ন। হরি-হরি-২০। (৫) নীপ-রাজার শত পুত্রের মধ্যে সমরই এক মাত্র বংশবর্দ্ধন কীর্ত্তমান রাজা ইহঁয়া-ছিলেন। তিনি কাম্পিল্য দেশে রাজত্ব করিতেন। সমরের পর, পার ও সদগ্ন নামে তিন পুত্র ছিল। বায়ু-৯২।

সমরঞ্জয়—বাশিষ্টরাজ দিবোদাসের পুত্র রিপুঞ্জয়েরই নামান্তর। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

সমরথ—জনকবংশীয় ক্ষেমাধির পুত্র। তাঁহার তনয় সত্যরথ। ভাগ-৯ঙ্ক-১৩।

সমরপ্রিয়—অন্ততম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সমর্ষণ—কৌশিক-গোত্রজ অন্ততম ঋষি। বায়ু-৯১। যমদূত দেখ।

সংসৌরভ—একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্ততম সদগ্ন ইহঁয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩।

সমা—দক্ষের অন্ততমা কন্ঠা ও কণ্ড-পের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্ততমা। শিব-ধর্ম-৫৪।

সমাখ্যাত—অমিতাভ নামক দেব-গণের অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

সমাধি—(১) কলিঙ্গদেশীয় বিরোধ নামক এক বৈষ্ণ নৃপতির পৌত্র ও জমিলের পুত্র। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র তাঁহাকে গৃহ ইহঁতে বিতাড়িত করিয়া দেন। পরে দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (২) সমাধি নামক এক বৈশ্ব ধনলোভী স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক গৃহ-বিতাড়িত হইয়া দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। তিনি দেবীর আরাধনা করিয়া দেবীর বরে পরম জ্ঞান লাভ করেন। দেবীভা-৫৬-৩২, ৩৫।

সমান—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষ্টি দেবগণের অন্ততম। বায়ু-৬৬। অপান ও উদান দেখ।

সমাসবী—অন্ততমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সমি—যদুবংশীয় শুরের পুত্র। তাঁহার পুত্র প্রতিক্রত। কুর্শ-পূ-২৪। সমী দেখ।

সমিত, সমিতি—উনপঞ্চাশ জন মরুদগণের অন্ততম। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৭। মরুদগণের তালিকা দেখ।

সমিতা—উনপঞ্চাশ জন মরুদগণের অন্ততম। বায়ু-৬৭। মরুদগণের তালিকা দেখ।

সমিত্তিঞ্জয়—একজন যদুবংশীয় বীর। মহাভা-সভা-১৩।

সমিদ্ধ—ঋগ্বেদে অগ্নির এক নাম। সমিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঋক্-১১৪২। ১।

সমিদ্ধ—উনপঞ্চাশ জন মরুদগণের অন্ততম। বায়ু-৬৭। মরুদগণের তালিকা দেখ।

সমাক—(১) যদুবংশীয় একজন বীর। মহাভা-সভা-১৩। (২) একজন নৃপতি।

তিনি দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

সমীচী—(১) জনৈক অম্বর। মহাভা-আদি-২১৬। বর্ণা ও সাম্যে দেখ। (২) সমীচী প্রভৃতি অম্বরগণ হিরণ্য-কশিপুর সভায় নৃত্যগীত করিত। মৎ-১৩১। হরি-হরি-২২৪।

সমুজ্জল—ওঙ্কার ক্ষেত্রে অবস্থিত এক বটবৃক্ষ নিবাসী কুঞ্জল নামক শুকের অন্ততম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-৮৫।

সমুদ্রব—আহবনীয় অগ্নির এক-পঞ্চাশ জন পুত্রের অন্ততম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সমুদ্র—(১) ব্রহ্মা সমুদ্রকে সরিৎ-সমূহের আধিপত্য প্রদান করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (২) সমুদ্রের কন্যা সর্বগা প্রাচীনবতির পত্নী ছিলেন। সর্বগা দেখ। (৩) লঙ্কায় ফাটবার ভক্ত সেতু নির্মাণ করিবার পূর্বে রামচন্দ্র অর্ঘ্যবের আরাধনা করিয়া সাগর তটে অনাহারে অবস্থান করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল এইভাবে অবস্থান করিবার পরও যখন সমুদ্র রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন না, তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জন শোষণ করিবার জন্ত শর গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া সমুদ্র কৃতাজলিপুটে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রামা-লঙ্কা-২১, ২২।

সমুদ্রবেগ—(১) দেবগণের সেনাপতি স্বন্ধের সাহায্যার্থ প্রেরিত অস্ত্রতম সেনাধ্যক্ষ । মহাভা-শল্য-৪৬ । বৈতালী ও স্বন্ধ দেখ । (২) সহস্র-বদন রাবণের অস্ত্রতম সেনাধ্যক্ষ । অদ্ভু-রামা-১৮ ।

সমুদ্রসেন—(১) অশ্বমুখ কিরগণের অস্ত্রতম । বায়ু-৬৯ । মহাঘোষ দেখ । (২) যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের পূর্বে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রসেন নামক এক জন নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন । মহাভা-সভা-২৯ ।

সমুদ্রাসন—সত্যযুগে কালের নামক দানবগণের যে আট পুত্র ছিল, তাহারা দ্বাপরে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করে । তাহাদের মধ্যে সপ্তম পুত্র সমুদ্রাসন নামে ভূপতি হয়েন । মহাভা-আদি-৬৭ ।

সমুদ্রোদ্গাদন—(১) দেবসেনাপতি স্বন্ধের সাহায্যার্থ প্রেরিত অস্ত্রতম সেনাধ্যক্ষ । মহাভা-শল্য-৪৬ । স্বন্ধ ও বৈতালী দেখ । (২) সহস্রবদন রাবণের অস্ত্রতম সেনাপতি । অদ্ভু-রামা-১৮ ।

সমুদ্রত—রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্তের চারিজন মন্ত্রী অস্ত্রতম । তিনি লঙ্কা-সমরে অনেক বানরসৈন্য বধ করেন । রামা-লঙ্কা-৫৭, ৫৮ ।

সমুহ—শ্রাক্ষভাগার্বী বিশ্বদেবগণের অস্ত্রতম । শ্রাক্ষভাগার্বী বিশ্বদেবগণ দেখ ।

সম্বন্ধ—(১) সহস্রবদন রাবণের অস্ত্র-

তম সেনাপতি । অদ্ভু-রামা-১৮ । (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত অস্ত্রতম নাগ । তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ ।

সম্বন্ধি—(১) দেবী দুর্গার এক নাম । দেবীপু-১৬, ১২৭ । (২) তন্ত্রোক্ত অস্ত্রতমা ব্যঞ্জনশক্তি । তন্ত্র: ২৩৯ পৃ: । শক্তি দেখ ।

সনেড়ী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্ন অস্ত্রতমা মাতৃকা । অদ্ভু-রামা-২৩ । সীতা দেখ । (২) দেবসেনাপতি স্বন্ধের সাহায্যকারিণী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অস্ত্রতমা । মহাভা-শল্য-৪৭ । স্বন্ধ দেখ ।

সমোজা—যতু-বংশীয় অসমোজার পুত্র । তাহার তিন পুত্র জন্মে । তাহাদের নাম—সুদংশ, সুবংশ ও কৃষ্ণ । পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ । অসমোজা দেখ ।

সম্পত্তি—ঈশানের পত্নী সম্পত্তি । দেবীভা-৯৯-১ ।

সম্পদ—লক্ষ্মীর এক নাম । তন্ত্র: ৭৫৩ পৃ: ।

সম্পার—পুরু-বংশীয় সমরের পুত্র । সমর দেখ ।

সম্পাতি—(১) জনৈক বানর দল-পতি । লঙ্কা সমরে রাক্ষস সেনাপতি প্রজজ্ঞের সহিত তাহার যুদ্ধ হয় । রামা-কিষ্কি-৩৩ ; লঙ্কা-৪৩, ৪৯ । (২) রাবণামুজ বিভীষণের একজন অমাত্য । তিনি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ

বিভীষণকে প্রদান করেন। রাক্ষস-রাজ মালীর ঔরসে তৎপত্নী বসুদার গর্ভের সম্প্রতি ও আরও তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-৩৭; উক্ত-৫। (৩) পক্ষীরাজ গরুড়ের অমুজ বক্রণের পত্নী শ্বেনীর গর্ভে জটায়ু ও সম্প্রতি নামক বিহগ-ভ্রাতৃদ্বয় জন্মলাভ করেন। (মহাভা-আদি-৬৬) বৃত্তবধে ইন্দ্রের পরাক্রম দর্শন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ইন্দ্রজয়াভিলাষী হইয়া সূর্য্যের সন্নিধান দিয়া আকাশ মার্গে গমন করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে জটায়ু সূর্য্য-কিরণে অবসর হইয়া পড়িলেন। তখন সম্প্রতি সূর্য্যকিরণ-পীড়িত ভ্রাতাকে নিজ পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। তাহাতে রবিকর-তেজে সম্প্রতির পক্ষ-দ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল। সম্প্রতি দগ্ধ-পক্ষ হইয়া বিক্ষ্যাচলে পতিত হন। (মহাভা-বন-২৮০)। সেই বিক্ষ্যাচলে নিশাকর নামক এক উগ্রতপা ঋষি বাস করিতেন। তিনি সম্প্রতির ঐ-রূপ ছুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন “ভবি-ষ্যতে দাশরথি রামের ভাৰ্য্যা রাবণ-কর্তৃক হত্যা হইলে রাম বানরায়ুচরগণ-সহ ভাৰ্য্যা সীতার স্নেহেবশে তোনার সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। তখন তুমি রামকে সীতার সন্ধান প্রদান করিলেই তোমার পুনরায় পক্ষোদগম হইবে।” যথাকালে রাম বানরসৈন্যসহ

সম্প্রতির সমীপে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তাঁহার পুনরায় পক্ষোদগম হয়। সম্প্রতির পুত্র সুপার্ষ। রামা-কিঙ্কি-৫৬-৫৮। (৪) পক্ষীরাজ সম্প্রতির পুত্র বক্র। মৎ-৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৫) পক্ষীরাজ গরুড়ের পুত্র সম্প্রতি। তাঁহার তনয় সুপার্ষ। মার্ক-২। (৬) বক্রণের বাহন সুপ্রতীকের অন্ততম পুত্র সম্প্রতি। বায়ু-৬২। (৭) রাবণ-কর্তৃক সীতা হত্যা হইবার দশমাস পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে জটায়ুর অংজ সম্প্রতি, বানরগণকে সীতার সন্ধান প্রদান করেন। পদ্ম-পাতা-২১। (৮) রূপক নামক এক রাক্ষসের পুত্র। সেও পিতার স্থায় চৌর্য্যাক্রান্ত অর্থ দ্বারা শহরের পূজা করিয়াছিল। একই দিনে তাহার উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শিবলোকে গমন করে। পদ্ম-পাতা-৭২। রূপক দেগ।

সম্পূর্ণমণ্ডলা—চন্দ্রের ষোড়শ কলার অন্ততম। তন্ত্রঃ-২৫৮ পৃঃ।

শব্দ—(১) দানব বিশেষ। শব্দর দেথ। (২) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্ততম পুত্র। গরু-পু-৬।

শব্দর—প্রজাপতির অপত্য মহাবিশ্ব শব্দর ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ঋক্-৫।৩৩, ৩৪।

সম্বর্ত্ত—(১) একজন মূনি। তিনি কাশীধামে উত্তম তপস্বী করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। লি-পূ-২২। সংবর্ত্ত দেখ। (২) ইন্দ্র সম্বর্ত্ত ও কুশের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অনার্য্য দস্যুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৫৪।২।

সম্বর্ত্তক—(১) শিবের অত্যন্তম অনুচর। তিনি চৌষট্টিকোটগণ সহ শিবপার্বত্যের বিবাহে বরাহগমন করেন। লি-পূ-১০৩। (২) অগ্নি বিশেষ। তিনি বড়বারূপ ধারণ করিয়া নিয়ত জলপান করিতেছেন। অদ্ভু-রামা-১৪। সংবর্ত্তক ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সম্বু—পুরুবংশীয় অভয়দের পুত্র। তাঁহার তনয় বহগবী। গরু-পূ-১৪৪।

সম্ভব—(১) অজমীঢ়-বংশীয় উজ্জৈর তনয়। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। (২) ঐ বংশীয় সর্কের পুত্র সম্ভব। তৎপুত্র বৃহদ্রথ। মৎ-৫০।

সম্ভূত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্য রাজার পুত্র। তাঁহার মাতার নাম নর্ম্মদা। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুকুৎসের অত্যন্তম পুত্র। তাঁহার ভ্রাতার নাম ত্রসদস্য। সম্ভূতের পুত্র সুধম্বা। অগ্নি-২৭৩। (৩) ত্রসদস্যর তনয় শম্ভু। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

সম্ভূতি—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বসুদের পুত্র। তাঁহার তনয় ত্রিধম্বা। মৎ-১২। (২) দক্ষের অত্যন্তম কন্যা ও মহর্ষি মরীচির পত্নী। তাঁহার গর্ভে পৌর্ণমাস নামে পুত্র জন্মে। সৌর-২৬। অগ্নি-২০। মার্ক-৫০, ৫২। বিষ্ণু-১ম-৭, ১০। (৩) সম্ভূতির গর্ভে পূর্ণমাস নামে পুত্র ও তুষ্টি (কুষ্টি) পুষ্টি, ত্রিধা ও অপচিতি নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-১০, ২৯। বায়ু-১০, ২৮। (৪) মরীচি হইতে সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস নামে এক পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ সকল পুত্রকন্যার বংশ অতিশয় বিস্তার লাভ করে। তাঁহাদের বংশেই কশ্যপ ঋষি উৎপন্ন হন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। (৫) সম্ভূতির গর্ভে তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা ও পূর্ণমাস নামে এক পুত্র জন্মে। কুর্ম্ম-পূ-৮, ১৩। (৬) সম্ভূতির গর্ভে তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা এবং পূর্ণমাস ও মরীচ নামে দুই পুত্র জন্মে। লি-পূ-৫। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্যর পুত্র। তাঁহার তনয় বিষ্ণুবৃন্দ। লি-পূ-৬৫। (৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দুঃসহের পুত্র সম্ভূতি। তাঁহার তনয় ত্রিধম্বা। পদ্ম-২টি-৮। (৯) ত্রসদস্যর আশ্রয় সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃন্দ। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। কুর্ম্ম-পূ-২০। (১০) অগ্নি-পুত্র পজ্জন্ত সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা-২০ ।

সম্ভূতী—পুরুবংশীয় জয়দ্রথ-তনয় বিজয়ের পত্নী । ভাগ-৯৮-২৩ ।

সম্ভ্রম—(১) শিবের অন্ততমগণ । হরিকেশ দেখ । (২) সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক শিবের দুই গণ সর্বদা প্রভাস ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তত্রস্থ জন-গণের মনে সম্ভ্রম ও বিভ্রম উৎপাদন করে । তাহার চতুর্ভেদা পাণ্ডিগণের অত্যাচার হইতে সর্বদা প্রভাস ক্ষেত্রে রক্ষা করে । স্বল্প-প্রভা-প্রভা-৫ ।

সম্ভ্রত—সাবণি মনুর অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-৭ । সাবণি মনু দেখ ।

সম্ভ্রত—মরুত্তরাজার কন্যা । মরুত্ত যজ্ঞদক্ষিণাসহ সেই কন্যাকে মহায়া সম্বর্ভের হস্তে সমর্পণ করেন । হরি-হরি-৩২ । সংবর্ত দেখ ।

সম্ভ্রদন—দেবকীর গর্ভজাত বসু-দেবের অন্ততম পুত্র । বসুদেব ও ঋজু দেখ । ভাগ-৯৮-২৪ ।

সম্ভ্রিত—ঔত্তমি মনুস্তরে সপ্তর্ষিদের অন্ততম । সপ্তর্ষি দেখ ।

সম্ভ্রদ—দানব বিশেষ । সে দেবাসুর যুদ্ধে সূর্য্যরশ্মিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে । পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫ ।

সম্ভ্রোহা—রাধিকার এক নাম । রাধা দেখ ।

সম্ভ্রাট—(১) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যার গর্ভজাত প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র । হরি-হরি-২ । (২)

প্রজাবতী নামী কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত হইতে সম্ভ্রাট ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা জন্মে । ব্রহ্মা-৩৪ । মার্ক-৫৩ । (৩) প্রিয়ব্রতের শত পুত্রের অন্ততম সম্ভ্রাট । বায়ু-৩৩ । (৪) কাম্যার গর্ভজাত প্রিয়ব্রতের পুত্র-চতুর্ভেদের অন্ততম । ব্রহ্মপু-২ । (৫) ভরত-বংশীয় অবিরোধনের পুত্র সম্ভ্রাট । তাঁহার পত্নী উৎকলের গর্ভে মরীচি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে । ভাগ-৫৮-১৫ ।

সম্ভ্র—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি । লক্ষ্মী দেখ ।

সম্ভ্রা—ভরতবংশীয় বিন্দুমানের পত্নী । ভাগ-৫৮-১৫ ।

সম্ভ্রা—বিবস্বান্ হইতে সম্ভ্রার গর্ভে যম ও যমী জন্মগ্রহণ করেন । ঋক্-১৩৫।৬ । বিবস্বান, যম ও সংজ্ঞা দেখ ।

সম্ভ্রত—উনপঞ্চাশজন মরুদগণের অন্ততম । মরুদগণের তালিকা দেখ ।

সম্ভ্রত—(১) জনৈক বানর দলপতি । তিনি লঙ্কাসমরে গমন করিয়াছিলেন । রামা-লঙ্কা-৪ । (২) সহস্রবদন রাবণের অন্ততম সেনাপতি । অদ্ভু-রামা-১৮ ।

সম্ভ্রমা—(১) গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের কন্যা ও রাবণামুজ বিভীষণের পত্নী । মানস সরোবরের তীরে তাঁহার জন্ম হয় । এই সময়ে বর্ধাকালে বর্দ্ধমান মানস সরোবরের জল সজোজাত

কন্নার নিকট পর্যন্ত আগমন করিলে শৈলশৃঙ্গের পত্নী “সরোমা” বর্দ্ধিত অর্থাৎ সরোবর আর তুমি বর্দ্ধিত হইও না, এই বলিয়া নিষেধ করেন। সেই-জন্তই ঐ কন্নার নাম হয় সরমা। রাবণ যখন সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করিয়া রাখেন, তখন সরমা নিয়ত সীতার সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। তিনি সীতার পরমাহিতৈষিনী ছিলেন এবং সীতার দুঃখে সর্বদা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। বিদ্যাজ্জিহ্ম কর্তৃক রামের মারামর ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শিত হইলে, সরমাই সীতাকে ঐ বিষয় যে মিথ্যা-ছলনা মাত্র, তাহা বলিয়া সাস্তুনা প্রদান করেন। রামা-লঙ্কা-৩৪ ; উত্ত-১২। (২) এক দেব-কুকুরী। পণিঃ দেখ। (৩) অন্ততমা দেবী। মহাভা-সভা-১১।

সরমান—সৈংহিকের নামে খ্যাত দানবগণের অন্ততম। মৎ-৬। ব্রহ্মপু-৩। সিংহিকা ও বিপ্রচিহ্নিত দেখ।

সরযু—বেগারী দেখ।

সরস্বতী—(১) দেবী আত্মা প্রকৃতির তৃতীয়া অংশজাতা দেবী সরস্বতী বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বোধস্বরূপিনী, সকল সংশয়ছেদিনী ও সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী। তিনি সঙ্গীতের সন্ধান

ও তাল প্রভৃতির কারণ স্বরূপিনী, এবং নিখিল বিশ্বের উপজীবিকা স্বরূপা। জগতে ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভুবনে তাঁহার পূজা প্রবর্তিত হয়। দেবী সরস্বতী কুষের জিহ্বাগ্র হইতে আবির্ভূতা হন। তিনি শুক্লবর্ণা, পীতবস্ত্র-ধারিণী, এবং বীণা ও পুস্তকহস্তা। কুষাংশভূতা দেবী সরস্বতী নারায়ণের অন্ততমা পত্নী হইয়াছিলেন। অনন্তর কুষ জগতে সরস্বতীর পূজা সংস্থাপন করেন। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতিথিতে দেবীর পূজা বিহিত হয়। দেবীভা-২৯-১, ২, ৪। (২) গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহারা তিনজন হরির ভার্য্যা ছিলেন। একদিন যখন তাঁহারা সকলে হরির সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গা হরির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। হরিও গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গা ও হরিকে কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন। হরি সরস্বতীর তিরস্কারে কুপিত ও বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল এবং ঐ কলহ ব্যাপদেশে সরস্বতী গঙ্গার কেশাকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। লক্ষ্মীদেবী তাহা দেখিয়া নীরবে কেবল তাহাদের মধ্য-

স্থিত। হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ইহাতে সরস্বতী কমলার উপরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি বৃক্ষরূপ ও নদীরূপ প্রাপ্ত হইবেন। কমলাকে বিনাদোষে অভিশপ্তা হইতে দেখিয়া গন্ধার ক্রোধ আরও বদ্ধিত হইল এবং তিনি সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন “তুমিও নদীরূপ প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর অধোদেশে যে স্থানে পাপিগণ সৰ্বদা বাস করে, তুমি সেইস্থানে গমন করিয়া তুমি পাপিদিগের পাপাংশ লাভ করিবে।” সরস্বতীও তখন গন্ধাকে প্রতিশাপ দিলেন “তুমিও নদীরূপে পৃথিবীতে গমনপূৰ্ব্বক পাপিদিগের পাপ ভার লাভ করিবে।” তাঁহারা যখন এই ভাবে পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিতেছিলেন, তখন নারায়ণ তথায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় হুঃখিত হইলেন। অতঃপর হরি, দেবীত্রয়কে, তাঁহারা কি ভাবে ধরাতে অবতীর্ণ হইয়া শাপ ভোগান্তে পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। লক্ষ্মী পৃথিবীতে ধর্মধ্বজের গৃহে অবোনিসম্ভবা হইয়া তাঁহার কস্তা রূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং পরে সেই ধর্মধ্বজ-রাজের গৃহেই বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হইবেন। বৃক্ষরূপে তিনি তুলসী নামে খ্যাতা হইয়া শঙ্খচূড়ের

পত্নী হইবেন। এতদ্বিন্ন কমলা অপর অংশে ভারতভূমে পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হইবেন। গন্ধা ভগীরথকর্তৃক ভূতলে নীতা হইয়া ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং সরস্বতী ব্রহ্মার সহধর্মিণী হইবেন। দেবীগণ তখন নিজ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া অতিশয় শোকাকূলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ তাঁহাদের শোকাপদনের জন্ত বলিলেন যে সরস্বতী অংশে নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন; অংশে ব্রহ্মা-ভার্যা হইবেন এবং অংশে তাঁহারই সন্নিধানে অবস্থান করিবেন। গন্ধা ভাগীরথী রূপে অংশে অবতীর্ণা হইবেন এবং অংশে তাঁহারই নিকটে অবস্থান করিবেন। কমলা অংশে নদীরূপা ও অংশে তুলসী বৃক্ষরূপা হইবেন। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহাদের সকলের শাপ মোচন হইবে। দেবীভা-২২-৭। (৩) সরস্বতী গন্ধা-শাপে অংশে ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মা হইলেন। তিনি বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিতা হইলেন। দেবীভা-২২-৮। (৪) শুভ্র ও নিশুভ্র নামক দ্রাতৃদ্বয়ের নিধনের জন্ত দেবী ভগবতীর কোশ হইতে যে কোশিকী নামে দেবীর উদ্ভব হয়, তাঁহারই নামান্তর সরস্বতী। দেবীভা-১০২-১২। (৫) ব্রহ্মা নিজ কস্তা

সরস্বতীর প্রতি অশোভন ব্যবহার করিতে উত্তত হইলে শিব তাঁহাকে শর-বিদ্ধ করেন । [ব্রহ্মা-(২২৯) দেখ] ব্রহ্মা শিব-শর-বিদ্ধ হইয়া গতায়ু হইলে ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী ও সরস্বতী শোকাকুলা হইয়া পতির প্রাণ-সিদ্ধির জন্ত গন্ধমাদন পর্বতে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । সুদীর্ঘকাল তাঁহার তথায় অবস্থান করিয়া অতি তীব্র তপস্তা করিলে শিব তাঁহাদের প্রার্থনায় ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন । তদবধি শিবের নির্দেশে গায়ত্রী ও সরস্বতীর তপস্তার স্থানে তাঁহাদের নামে দুইটা প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়াছে । স্বন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০ । (৬) “ধরাতলে সৰল দেবতারই তীর্থ আছে কেবল আমারই কোন তীর্থ নাই” এইকথা মনে করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা নিজ নামীয় এক তীর্থ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সর্বরত্নময়ী শিলা ধরাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ শিলা চমৎকারপুরে পতিত হইলে পিতামহ তথায় গমন করিয়া সেই চমৎকারপুর-ক্ষেত্রেই নিজ নামীয় তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিবার মনস্থ করিলেন । অতঃপর পিতামহ তথায় এক পবিত্র জলেরহ্রদ সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়া নিজ কন্যা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন । সরস্বতী স্মরণমাত্র পাতাল-তল দিয়া বাহিত হইয়া চমৎকার-পুরের ভূমিতল ভেদ করিয়া এবং সেই

শিলাও ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । পিতামহ সরস্বতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি এই স্থানে আমার নিকটে সর্বদা অবস্থান কর । আমি ত্রিসন্ধ্যা তোমার জলে তর্পণ করিব ।” সরস্বতী ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া বলিলেন, “দেব, আমি জনসংস্পর্শ ভয়ে সর্বদা পাতালে বাস করি । কোনও মতে ভূতলে আগমন করি না । অথচ আমি আপনার আদেশ ও লজ্জন করিতে পারি না । সুতরাং আপনি সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন ।” তখন ব্রহ্মা সরস্বতীর অবস্থানের জন্ত তথায় এক হ্রদ খনন করিলেন । তখন সরস্বতী সেই হ্রদে আশ্রয় লইলেন । অতঃপর পিতামহ মহাভয়ঙ্কর সর্পগণকে সেই হ্রদে স্থাপন করিয়া বলিলেন “তোমরা অবহিত হইয়া হ্রদ রক্ষা কর । দেখিও কেহ যেন সরস্বতীর দেহ স্পর্শ না করে ।” স্বন্দ-নাগ-৪০ । (৭) বিষ্ণুর আদেশে সরস্বতী বাড়ব-অগ্নিকে সাগরাভিমুখে বহন করিয়া লইয়া যান । সরস্বতী প্রথমে বাড়বের বাহন হইতে সম্মত হন নাই । তিনি পিতৃাদেশ ব্যতিরেকে গমন করিতে অসম্মত হওয়াতে বিষ্ণু ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া সরস্বতীকে গমন করিতে দিতে অজ্ঞ-রোধ করেন । ব্রহ্মা দেবকার্য্যের জন্ত

সরস্বতীকে বলিলেন “তুমি বাড়ব-
অগ্নিকে লবণ সমুদ্রে লইয়া যাইয়া
নিষ্কেপ কর।” তখন সরস্বতী শক্তি
হইয়া বলিলেন যে বাড়ব-তাপে তাঁহার
দেহ দহীভূত। হইয়া যাইতে পারে,
তত্ত্বি ধরাতলে গমন করিলে কলি-
সুগোংপন্ন পাপ সমুদয় তাঁহাকে স্পর্শ
করিবে। তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করি-
লেন যে সরস্বতী যদি পাপ সঙ্কুল ধরা-
তল দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা না করেন,
তবে তিনি পাতাল প্রদেশ দিয়া যেন
সাগরে গমন করেন। তত্ত্বি তিনি
যখন অতিশয় পরিশ্রান্ত ও বাড়বাগ্নিতে
দহমান হইবেন, তখন তিনি বসুধা-
ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারি-
বেন। অনন্তর সরস্বতী, সাবিত্রী যমুনা,
গায়ত্রী প্রভৃতি সখীগণকে বিদ্যার প্রদান
করিয়া নদীরূপ ধারণপূর্বক হিমাচলে
গমন করিলেন। তথা হইতে তিনি
ধরাতলে পতিত হইয়া মংস্ত-কচ্ছপ-
সঙ্কুলা, তিমি-নক্রময়ী হইয়া বাড়বা-
গ্নিকে লইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করি-
লেন। গমন কালে তিনি ধরাপৃষ্ঠ
ভেদ করিয়া পাতাল প্রদেশ দিয়া গমন
করিতে লাগিলেন। কেবল যখন তপ্তা
ও শ্রান্ত হইতেছিলেন তখন মধ্যে মধ্যে
মর্ত্যালোকে প্রকাশিত হইতে লাগি-
লেন। যাইতে যাইতে তিনি এক স্থানে
প্রভাসক্ষেত্র হইতে আগত চারিজন
ঋষিকে কঠোর তপস্তায় নিরত দেখি-

লেন। ঋষিগণ সকলেই মানার্থ পৃথক
পৃথক ভাবে সরস্বতীকে আহ্বান করি-
লেন। এদিকে সাগরও সহসা সর-
স্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন
সরস্বতী নিজমঙ্গল চিন্তা করিয়া এবং
মুনিগণের অভিশাপ ভয়ে ভীতা হইয়া
পঞ্চশ্রোতা হইলেন। এইভাবেই পঞ্চ-
শ্রোতে বিভক্তা সরস্বতী নরগণের
ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্যাপরাধ
গুরু-পত্নী-গমন ও অত্যাচার পাপসকল
বিনষ্ট করেন। অতঃপর অগ্রসর হইতে
হইতে সরস্বতী সম্মুখে এক উত্ত্বঙ্গশৈল
দেখিতে পাইলেন। দেবী তাহাকে
দেখিয়া দেবকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল
ভাবিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং
কি কর্তব্য তাহা চিন্তা করিতে লাগি-
লেন। এমন সময়ে তিনি শৈলশিখরে
এক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই
পুরুষ সরস্বতীকে অপর পথ দিয়া গমন
করিতে বলিলেন। কিন্তু সরস্বতী
দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্ত সেই পথেই
গমন করিবার বাসনা জানাইলেন।
তখন সেই পুরুষ বলিলেন “তুমি এখ-
নও কুমারী। সূত্রাং আমি তোমাকে
বিবাহ করিব।” সরস্বতী বলিলেন
“আমি এক্ষণে স্বয়ম্বরা হইতে পারি
না। তুমি আমার পিতার অনুমতি
লইয়া পরে আমায় বিবাহ করিও।
সম্প্রতি আমাকে গমন করিবার পথ
প্রদান কর।” ঐ পুরুষ সরস্বতীর

বাক্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে সরস্বতী বলিলেন “তুমি যদি একান্তই আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে আমাকে স্নান সমাপন করিতে দাও । অস্নাত অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত ।” পরন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলে সরস্বতী পুনরায় বলিলেন “তাহা হইলে তুমি এই বাড়বাগ্নি ধারণ করিয়া থাক, আমি স্নান সমাপন করিয়া আসি ।” পরন্তু তখন ছুটি হইয়া যেমন সরস্বতীর নিকট হইতে বাড়বাগ্নি গ্রহণ করিল, অমনই অগ্নিতেজে ভস্ম হইয়া গেল । তখন সরস্বতী পূর্বের স্নায় বাড়বাগ্নিকে লইয়া সাগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩ । বাড়ব দেখ । (৮) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধজাতা শতরূপারই নামান্তর সরস্বতী । ২৭-৩ । (৯) ব্রহ্মা নিজ কন্তা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণয়-সূচকবাক্যে আহ্বান করেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতী ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করেন । সেই শাপে ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চম মুখে অতি কঠোর দুর্ভাষা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । শিব-জ্ঞান-৪৯ । (১০) ব্রহ্মা-স্বীয় কন্তা সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া প্রজাসমূহ সৃজন করিয়াছিলেন । শিব-ধর্ম-১২ । (১১) চান্দ্রবমন্তর অধিকার কালে ব্রহ্মা সহস্রাদ্রি শিখরে এক যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞে ব্রহ্মদেবত সহস্রের্তে তৃণ-প্রভৃতি

মুনিগণ ব্রহ্মার দীক্ষাবিধানার্থ সমাগত হইলে বিষ্ণু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী সরস্বতীকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্ত আহ্বান করিলেন । সরস্বতীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া এবং দীক্ষার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায় দেখিয়া মুনিগণ পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্মার দক্ষিণ ভাগে স্থাপনপূর্বক দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন । দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবা মাত্র সরস্বতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কনিষ্ঠা সপত্নী গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবগণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন “যেহেতু আপনারা সকলেই কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠার আসনে স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্তু আপনারা সকলেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপ প্রাপ্ত হইবেন । আর গায়ত্রী লোকের অদৃশ্য ও নিমগ্ন হইবে ।” গায়ত্রীও বিনাদোষে অভিশপ্তা হইয়া সরস্বতীকেও তদ্রূপ ‘নিমগ্না হইবে’ বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন । সেই শাপে ব্রহ্মা ককুদ্দিনী গন্ধা, বিষ্ণু কৃষ্ণা, এবং মহেশ্বর বেণী নারী নদী হইয়া সহস্রাদ্রির শিখর হইতে নির্গত হইয়া নানা দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন । গায়ত্রী ও সরস্বতী নদীরূপ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন । পদ্ম-উত্ত-১১১ । (১২) কল্লাস্তে সমুদর জগৎ ব্রহ্ম

কর্তৃক সংকত সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে এবং সপ্ত পাতালপুবে
 পুত্র কামনার ধ্যানস্থ হইলেন। সেই সর্পগণ মধ্যে অমুসন্ধান করিয়াও উপ-
 ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানাদ-শালিনী, যুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর
 বিশ্বধারিণী সরস্বতী প্রাহুত্ব তা হন। ত্রেতাযুগের আদিতে ভারতবর্ষে ভ্রমণ
 বায়ু-২৩। (১৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে নীল- করিতে করিতে তমসানদীর তীরে
 লোহিত রক্ত ব্রহ্মার সহিত মিলিত সশিষ্য মহাতপা বান্দ্রীকিকে দেখিতে
 হইয়া সৃষ্টি কার্যে ব্রহ্মার সাহায্য পাইলেন। বান্দ্রীকি তখন ইতস্ততঃ
 করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণজিন-ভূষিত পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। এমন
 ব্রহ্মা প্রথমে মনকে স্জজন করেন, তৎ- সময়ে তিনি এক ব্যাধকে এক ক্রৌঞ্চ
 পরে ভূত সমূহের ধারণা ও বিশ্বরূপিণী নিখুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ
 রসনাসনা সরস্বতীকে উৎপাদন করেন। করিতে দেখিলেন। ক্রৌঞ্চের শোকে
 বায়ু-২৫। (১৪) ব্রহ্মা সরস্বতীকে বিলাপ-পরায়ণা ক্রৌঞ্চীর দুঃখে
 স্জজন করিয়া কবিগণের বদনে বাস মহর্ষি এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন
 করিতে বলিলেন [ব্রহ্মা (৮৫) দেখ] যে তখনই তাঁহার মুখ হইতে এক
 সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি চারিপদ যুক্ত শ্লোক বাহির হইল। এই
 কিরূপে একাকিনী কবিগণের কবিত্ব শ্লোক নির্গমন সরস্বতীর কুপায়ই সম্ভব
 শক্তিতে বাস করিব? ইহা ত সম্ভব হইল। বান্দ্রীকিকে ক্রৌঞ্চীর শোকে
 নহে। আপনি ইহার সমুচিত ব্যবস্থা মুহূর্ত্তা দেখিয়া সরস্বতী তাঁহার শোক
 করুন।” তখন ব্রহ্মা বলিলেন “তুমি শাস্তির জন্ত কবিত্ব শক্তিরূপে তাঁহার
 সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া উপযুক্ত মুখ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহাতেই
 ব্যক্তির অমুসন্ধান কর। উপযুক্ত পাত্র তাঁহার মুখ হইতে সেই শ্লোক নির্গত
 প্রাপ্ত হইলে তুমি তাহার মুখমণ্ডলে হয়। বৃহদ-পূর্ব-২৫। (১৫) কোনও
 কবিত্ব শক্তিরূপে অবস্থান করিও। সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে
 তুমি ঐহাকে আশ্রয় করিবে তিনিই তপস্তার প্রভাব উপলক্ষ্যে পরম বিবাদ
 আদি কবি রূপে খ্যাতি লাভ করি উপস্থিত হয়। তাঁহাদের আশ্রমধর
 বেন এবং তাঁহার কুপাবলে আরও পরস্পরের সন্নিহটেই অবস্থিত ছিল।
 অনেকে কবিরূপে খ্যাতি লাভ বশিষ্ঠের তপঃ প্রভাবে বিশ্বামিত্রের
 করিবে।” তখন সরস্বতী ব্রহ্ম-বাক্যে তপঃ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তিনি জুড়
 উপযুক্ত পাত্রাধেয় বহির্গত হইলেন। হইয়া সরস্বতীকে আদেশ দিলেন
 তিনি সন্মুখ সত্যযুগ সপ্ত সুরলোকে “তুমি নিজ বেগে বশিষ্ঠকে আকর্ষণ

দেবগণের মধ্যে এবং সপ্ত পাতালপুবে
 সর্পগণ মধ্যে অমুসন্ধান করিয়াও উপ-
 যুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর
 ত্রেতাযুগের আদিতে ভারতবর্ষে ভ্রমণ
 করিতে করিতে তমসানদীর তীরে
 সশিষ্য মহাতপা বান্দ্রীকিকে দেখিতে
 পাইলেন। বান্দ্রীকি তখন ইতস্ততঃ
 পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। এমন
 সময়ে তিনি এক ব্যাধকে এক ক্রৌঞ্চ
 নিখুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ
 করিতে দেখিলেন। ক্রৌঞ্চের শোকে
 বিলাপ-পরায়ণা ক্রৌঞ্চীর দুঃখে
 মহর্ষি এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন
 যে তখনই তাঁহার মুখ হইতে এক
 চারিপদ যুক্ত শ্লোক বাহির হইল। এই
 শ্লোক নির্গমন সরস্বতীর কুপায়ই সম্ভব
 হইল। বান্দ্রীকিকে ক্রৌঞ্চীর শোকে
 মুহূর্ত্তা দেখিয়া সরস্বতী তাঁহার শোক
 শাস্তির জন্ত কবিত্ব শক্তিরূপে তাঁহার
 মুখ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহাতেই
 তাঁহার মুখ হইতে সেই শ্লোক নির্গত
 হয়। বৃহদ-পূর্ব-২৫। (১৫) কোনও
 সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে
 তপস্তার প্রভাব উপলক্ষ্যে পরম বিবাদ
 উপস্থিত হয়। তাঁহাদের আশ্রমধর
 পরস্পরের সন্নিহটেই অবস্থিত ছিল।
 বশিষ্ঠের তপঃ প্রভাবে বিশ্বামিত্রের
 তপঃ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তিনি জুড়
 হইয়া সরস্বতীকে আদেশ দিলেন
 “তুমি নিজ বেগে বশিষ্ঠকে আকর্ষণ

করিয়া লইয়া আইস।” সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্যে অতিশয় ভীত। হইলেন কিন্তু মুনির অভিষাপের ভয়ে কোনও আপত্তি না করিয়া বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া সরস্বতীকে বলিলেন “তুমি এখনই আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট লইয়া চল।” অতঃপর বশিষ্ঠ সরস্বতী কর্তৃক বাহিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিজ আশ্রমে উপনীত দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে বশিষ্ঠকে লইয়া বিপরিত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী ঐরূপ করায় বিশ্বামিত্র নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে না পারিয়া সরস্বতীকে শাপ দিলেন, “তুমি যেমন আমাকে বঞ্চনা করিলে, তজ্জন্য তোমার জল-শোণিত ময় হইবে।” দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা প্রভৃতি সরস্বতীর ঐ দুরবস্থায় অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এদিকে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত প্রভৃতি সেই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত চিত্তে সরস্বতী-তীরে উপনীত হইয়া তাঁহার শোণিতময় জল পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদিন

কতিপয় ঋষি সরস্বতী সন্নিহিত অবগাহন করিতে আসিলেন। তাঁহারা সরস্বতীর ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কারণ অবগত হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য অরুণা নদীকে আনিয়া সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তখন সরস্বতী পুনরায় পূর্ববৎ নির্মল-জল-বাহিনী হইলেন। বাম-৪০। (১৬) সরস্বতী দেবীর আটটি শক্তি আছে, তাহাদের নাম শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। গরু-পূ-৭। (১৭) লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর বিবাহে সরস্বতী ও গৌরী চামর ধারণ করিয়া তাঁহাকে ব্যঞ্জন করিয়াছিলেন। স্বন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (১৮) আত্মা প্রকৃতি ভুবনেশ্বরীর এক নাম সরস্বতী। তন্ত্র: ১৬০ পৃ:। (১৯) তন্ত্রে সরস্বতী বাগ্-ঈশ্বরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজাকালে যজ্ঞস্থ পদ্মের অর্ধদলে যোগা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা এই আট শক্তির পূজা বিহিত আছে। তন্ত্র: ২০০ পৃ:। (২০) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজায় অঙ্কিত যন্ত্রের বায়ু কোণে সরস্বতীর পূজা বিহিত আছে। তন্ত্র: ১৬৫ পৃ:। (২১) তন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীদেবীরও অন্ততমা শক্তি সরস্বতী। তন্ত্র: ২২৪ পৃ:। (২২) তন্ত্রোক্ত অন্ততমা ষড়্ শক্তির নাম সরস্বতী। শক্তি দেখ। (২৩) তন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুদেবীর পূজা-সংশ্রবে সরস্বতীর পূজাও বিহিত

আছে। তন্ত্র ১১৫ পৃঃ। (২৪) তন্ত্রোক্ত
অন্ততমা তারা দেবীর নাম সরস্বতী।
মহোত্রা দেখ। (২৫) তন্ত্রোক্ত নীল-
সরস্বতীর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি,
কীর্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি এই আটটি
পীঠ শক্তি। তন্ত্র:-৫১৩ পৃঃ। (২৬)
তারিণী দেবীর এক মূর্তিরও এক নাম
সরস্বতী। তন্ত্র:-৫৩৫ পৃঃ। (২৭) মহর্ষি
তার্কের প্রার্থনায় সরস্বতী তাঁহাকে
ইহলোকে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ
আচার ব্যবহারে তাহার ধর্মদ্রষ্ট হয়
না, কি উপায় ধর্ম রক্ষা হয় প্রভৃতি
নানা বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান
করেন। মহাভা-বন-১৮৫। (২৮)
মহুর পত্নী সরস্বতী। মহাভা-উদ্-১১৬ :
(২২) দেবী দুর্গার একনাম। দেবীপু-
১৬। (৩০) দেবী ভগবতীর একনাম
সরস্বতী। সপ্তবিধ স্বর দ্বারা তাঁহাকে
স্বরগ করা যায়, তাই তিনি ব্রহ্মস্রিক।
এবং অতি শব্দের অর্থ প্রদান করা।
দেবী আত্মশক্তি সেই সপ্তবিধ স্বর
দান করেন, তাই তাঁহার নাম সরস্বতী।
দেবীপু-৩৭। (৩১) ক্রতুর দেহ সমুত্ত
অর্দ্ধনারী দেবী। ব্রহ্মা (৩২) ও ভদ্রা
দেখ। (৩২) মহর্ষি মরীচির অন্ততম
পুত্র পূর্ণমাস। তাঁহার পত্নী সরস্বতী।
বায়ু-২৮। পূর্ণমাস দেখ। (৩৩) ব্রহ্মার
অন্ততমা কন্যা ও ধর্মের পঞ্চপত্নীর এক-
তরা। মৎ-১৭১। ধর্ম ও দক্ষ দেখ।
(৩৪) মহর্ষি দধীচির পত্নী। তাঁহার

গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মে। বায়ু-
৬৫। (৩৫) পুরু-বংশীয় রস্তিনারের
পত্নী। বায়ু-২৯। রস্তিনার দেখ।
(৩৬) পুরুবংশীয় ব্রহ্মদত্তের পত্নী।
তাঁহার গর্ভে বিশ্বক্সেন নামে এক পুত্র
জন্মে। ভাগ-২৯-২১। (৩৭) পুরু-
বংশীয় মতিনারের পত্নী। মহাভা-
আদি-২৫। মতিনার দেখ। (৩৮)
বিশ্বরূপ কল্পে সরস্বতী ব্রহ্মার পুত্ররূপে
প্রাতীভূতা হন। লি-পু-১৬। (৪০)
ঋগ্বেদে বাগ্বেদবীর নাম সরস্বতী বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গস্থ বাগ্বেদবীর
নাম ভারতী, পৃথিবীস্থ বাগ্বেদবীর
নাম ইলা, অন্তরীক্ষস্থ বাগ্বেদবীর নাম
সরস্বতী। আবার কখনও কখনও
অগ্নিকেও সরস্বতী বলিয়া আহ্বান
করা হইয়াছে। ঋক্ ১।১৪২।২। (৪১)
আর্য্যাবর্ত্তে সরস্বতী নামে একটি নদী
আছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা তাঁহাকে
দেবী বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। সেই
নদীর তীরে অনেক যজ্ঞাহুষ্ঠান সম্পন্ন
হইত। ঋক্ ১।৩।১০, ১১, ১২।

সরস্বান—ঋগ্বেদে অনেক স্থলে সর-
স্বতী দেবীকে পুংলিঙ্গে সরস্বান বলিয়া
সম্বোধন করা হইয়াছে। ঋক্-৭।২৬।৫।

সরিষ্ভবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈশালী দেখ।

সরোগের—রাবণাহুজ কুম্ভকর্ণ রাম-
চন্দ্রের শরাঘাতে ছিন্নশির হইয়া প্রাণ
তাগ করে। সেই মস্তকের ভালু খণ্ডটি

একটি সরোবরাকার প্রাপ্ত হয় । সেই সরোবরে সরোগেন্ন নামক দেব বংশজ রাক্ষসগণ বাস করিত । স্বন্দ-মাহে-কুমা-৬৬ ।

সরোজবদনা—এক ব্রাহ্মণের পত্নী । তিনি একদিন এক সারিকাকে পাঠ করাইতেছিলেন । তখন তাঁহার স্বামী কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন । সেই শাপে তিনি মরণান্তে সারিকারূপে জন্মগ্রহণ করেন । পরে গীতার দশম অধ্যায় পাঠ-শ্রবণ করিয়া সেই মাহাত্ম্যে স্বর্গের অম্পরারূপে জন্ম-গ্রহণ করেন । পদ্ম-উত্ত-১৮৪ ।

সর্প—(১) একাদশরুদ্রের অন্ততম । এই একাদশ জন রুদ্র মরীচির পুত্র ছিলেন । মহাভা-আদি-৬৬ । হরি-হরি-১২৬ ; ১২৩ । পদ্ম-সৃষ্টি-৭ : রুদ্র ও একাদশ রুদ্র দেখ । (২) ভজমান-বংশীয় তৈত্তিরির পুত্র । সর্পের তনয় নল । মৎ-৪৪ । (৩) নয়জন প্রত্যধি-দেবতার অন্ততম । মৎ-৯৩ । (৪) যাতুধানাযজ রাক্ষসগণের অন্ততম । বায়ু-৬৯ । আপ ও বধ দেখ । (৫) রাক্ষস বিশেষ । যে দ্বাদশজন রাক্ষস সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন তিনি তাঁহাদের অন্ততম । কুর্খ-পূ-৪১ । সূর্য্য, বক্রণ ও অশ্বতর দেখ ।

সর্পকর্ণি—অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ ।

সর্পপুঙ্কব—নাগ বিশেষ । যে দ্বাদশ

জন নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন, তিনি তাহাদের অন্ততম । কুর্খ-পূ-৪১ । অশ্বতর দেখ ।

সর্পরোমা—শুভ্র দৈত্যের অমুচর জনৈক দানব । দেবাসুর যুদ্ধে শিবা-মুচর কুম্ভাণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় । পদ্ম-উত্ত-১২ ।

সর্পাস্ত—পন্নগভোজী গরুড়ের অন্ত-তম অপত্য । মহাভা-উদ্-১০০ ।

সর্পি—(১) একাদশ রুদ্রের অন্ততম শিবের ভাৰ্য্যা । ভাগ-৩ঙ্ক-১২ । রুদ্র দেখ । (২) তৃণবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । বৈগয়নি দেখ ।

সর্ক—(১) মহেশ্বরের একনাম । জগতের সকল বস্তু তিনিই প্রদান করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই নাম । স্বন্দ-মাহে-কেদা-১ । (২) কুরু-বংশীয় ধনুষের পুত্র । তাঁহার তনয় সম্ভব । মৎ-৫০ । (৩) অত্রিনামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্ততম পুত্র । সমবুদ্ধি দেখ । (৪) সর্ক (অথবা শর্ক) একা-দশ রুদ্রের অন্ততম । রুদ্র দেখ । (৫) প্রিয়ব্রতের অন্ততম পুত্র । বায়ু-৩৩ । প্রিয়ব্রত দেখ । (৬) তত্রোক্ত একজন স্বরশক্তি । তন্ত্র:-৩০৭ পৃঃ । শক্তি দেখ । (৭) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম । শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দ্রষ্টব্য ।

সর্কক—সহিষ্ণু নামক একজন শিবা-বতার যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য । সহিষ্ণু দেখ ।

সর্বকর্মা—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কন্যা-
বপাদের পুত্র। তাঁহার পুত্র অনরগ্য।
অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। শিব-ধর্ম-৬১।
হরি-হরি-১৫। (২) পরশুরাম কর্তৃক
পৃথিবী নিঃকজিয়া হইলেও হৈহয়বংশীয়
কজিয়-নারীদিগের গর্ভজাত কতিপয়
কজিয় কুমার গোপনে রক্ষিত হইয়া-
ছিলেন। সেই সকল কজিয় বালক-
দিগের মধ্যে সর্বকর্মা পরাশর কর্তৃক
গোপনে পালিত হন। মহাত্মা পরা-
শর স্বয়ং শূদ্রের জায় তাহার সকলরূপ
পরিচর্যা করিয়া গোপনে বালককে
রক্ষা করিতেন। মহাত্মা-শাস্তি-৪৯।

সর্বকাম—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঋতু-
পর্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় সুদাস।
বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। গরু-পু-
১৪২। ভাগ-৯ঙ্ক-৯।

সর্বগ—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীমের
বলঙ্করা নাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্বগ নামে
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৫০।
মহাত্মা-আদি-৯৫। গরু-পু-১৪৪। (২)
মরীচির পুত্র পৌর্ণমাস। তাঁহার অন্ত-
তম পুত্র সর্বগ। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-
পু-৫। (৩) দানব বিশেষ। দেবাসুর
যুদ্ধে সে অসুরপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করে।
দেবীপু-৪। (৪) ধর্ম সাবর্ণি মমুর অন্ত-
তম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্মসাবর্ণি দেখ।

সর্বগপেশ্বর—লম্বোদর ভগবতী-সুত
পণেশের এক নাম। ত্রি-মহাত্মা-৩৫।

সর্বগত—কালী নাম্নী ভাৰ্গ্যার গর্ভে

ভীমের সর্বগত নামে এক পুত্র জন্মে।
ভাগ-৯ঙ্ক-২২।

সর্বজিৎ—(১) মহাদেবের একনাম।
মহাত্মা-অম্বু-১৬০। (২) দানব-পতি
বলির অম্বুচর জনৈক দানব। স্বন্দ-
আব-অব-৬৩। (৩) দমুর গর্ভজাত
অন্ততম দানব। ব্রহ্মপু-৩।

সর্বজ্ঞ—(১) অত্রি নামক জনৈক
শিবাবতার যোগাচার্যের অন্ততম শিষ্য।
ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। কুর্ম-পু-৫২।
লি-পু-২৪। (২) অন্ততম রুদ্র। অগ্নি-
২৭৫। দেবীপু-৮১। রুদ্র দেখ।
মহাদেবের এক নাম। মহাত্মা-অম্বুশা-
১৬০। সমবুদ্ধি দেখ।

সর্বজ্ঞা—(১) অন্ততমা যোগিনী।
যোগিনী গণের তালিকা দেখ। (২)
দেবী দুর্গার এক নাম। সকল বিষয়ই
তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় বলিয়া দেবী ঐ
নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-১৬, ৩৭।

সর্বতেজা—ঋবের বংশীয় ব্যাটের
তনয়। তৎপুত্র চক্ষু। ভাগ-৪ঙ্ক-১৩।

সর্বত্রগ—(১) ধর্ম সাবর্ণি মমুর অন্ত-
তম তনয়। অগ্নি-১৫০। (২) ভীমের
কাণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্বত্রগ নামে
তনয় জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৩) রুদ্র
তনয় একাদশ (সাবর্ণি) মমুর অন্ততম
তনয়। গরু-পু-৮৭। সুশর্মা দেখ।

সর্বদমন—দুহস্তের ঔরসে শকুন্তলার
গর্ভজাত তনয়। মহর্ষি কণ্ণের আশ্রমে
তাঁহার জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়ঃক্রম :

কালে মহর্ষি কণ্ঠ বেদবিধানানুসারে সেই সময়ে অগ্নিকে মধ্যাহ্ন রূপে গ্রহণ
তাহার জাতকন্দাদি সম্পাদন করেন । করিয়া ভৃগুপত্নী পুলোমা, রাক্ষস-হস্ত
ঐ বালক ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালেই হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন ।
সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ঋষিদগণকে আশ্র- অগ্নি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে ভৃগু তাঁহাকে
মহু বৃক্ষ সমূহে বন্ধন করিয়া দমন “সর্বভক্ষ হও” বলিয়া শাপ প্রদান
করিত । তাই আশ্রমবাসী অন্তান্ত মুনি- করেন । মহাভা-আদি-৫, ৬ ।
গণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সর্বদমন । সর্বভূজ—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর
যখন শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া দুয়ন্তের বায়ুকোণ-রক্ষক অন্ততম দ্বারপাল ।
রাক্ষসভায় গমন করেন, তখন দুয়ন্ত স্বন্দ-প্রভা-বার-১৭ ।
প্রথমে শকুন্তলা অথবা তাঁহার পুত্রকে সর্বভূত দমনী—শিবের অন্ততম পীঠ
গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই । পরে শক্তি । তন্ত্রঃ-৩০২ পৃঃ ।
দৈববাণী শুনিয়া দুয়ন্ত শকুন্তলা ও সর্বমঙ্গলা—(১) অন্ততমা যোগিনী ।
তাঁহার তনয়ের ভার গ্রহণ করিতে যোগিনীগণের তালিকা দেখ । (২)
সম্মত হওয়াতে তাঁহার অপর নাম হয় দেবী নাহেশ্বরীর শরীর-সমুত্তা অন্ত-
ভরত । মহাভা-আদি-৭৪ । শকুন্তলা তমা মহাশক্তি । স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭২ ।
ও ভরত দেখ । শক্তি দেখ । (৩) সকল লোককে
সর্বধর্ম—ধর্ম-সাবর্ণি মনুর অন্ততম তাহাদের অভিলষিত ফল প্রদান
তনয় । বিষ্ণু-৩য়-২ । ধর্মসাবর্ণি দেখ । করেন বলিয়া দেবী দুর্গার এক নাম
সর্ববিৎ—দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভ- সর্বমঙ্গলা । দেবীপু-৩৭ । (৪) ষোড়শ
জাত তনয়গণের অন্ততম । কালিকা- নিত্যান্তাসের অন্ততম দেবতা । তন্ত্রঃ
৩৪ । অর্চপৃষ্ঠ দেখ । ৪২২ পৃঃ । ভগমালিনী দেখ । (৫) দেবী
সর্ববৃক্ষ—কাশিরাজ-কন্তার গর্ভজাত সতীর একমূর্তির নাম সর্বমঙ্গলা । সতী
মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অন্ততম তনয় । (৩০) দেখ ।
বায়ু-২২ । সর্বগ ও ভীম দেখ । সর্বমর্দক—দেবী দুর্গার হস্তে নিহত
সর্ববেগ—একাদশ মনুষ্যরীয় সাবর্ণি জনৈক দৈত্য পতি । দেবীপু-১২ ।
মনুর অন্ততম, তনয় । বায়ু-১০০ । সর্বমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের
সাবর্ণি মনু দেখ । অন্তর্গত অন্ততম দেবতা । বায়ু-৬২ ।
সর্বভক্ষ—অগ্নির এক নাম । ভৃগু- ব্রহ্মা-৬৮ । অশ্বমেধা ও সুমেধা দেখ ।
পত্নী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক সর্বসম্বৎসরী—অন্ততমা মাতৃকা ।
জন রাক্ষস হরণ করিবার চেষ্টা করে । মৎ-১৭২ । মাতৃকাগণ দেখ ।

সর্বসহ—সৌরাষ্ট্র-দেশবাসী বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ একজন ব্রাহ্মণ । তিনি পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নরকে গমন করেন এবং নরক-ভোগান্তে তিনি গৃধ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন । পদ্ম-ক্রি-৩ ।

সর্বসারঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত অন্ততম নাগ । তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন । মহাভা-আদি-৫৭ । (২) সহস্রবদন রাবণের অন্ততম সেনাপতি । অঙ্ক-রামা-১৮ ।

সর্বসিদ্ধি—(১) তন্ত্রোক্ত অন্ততম পীঠশক্তি । তন্ত্র:-১৮৬ পৃঃ । (২) তন্ত্রোক্ত তারিণী-পূজার যন্ত্রে অঙ্কিত পদ্যের ষোড়শদলে পূজনীয় ষোড়শজন পরিচারিকার অন্ততমা । তন্ত্র:-৫২৮ পৃঃ ভক্তিদা দেখ ।

সর্বস্বন্দরী—অন্ততমা যোগিনী । যোগিনীগণ দেখ ।

সর্বসেন—পুরু-বংশীয় ব্রহ্মদত্তের তনয় । সর্বসেনের অল্প বিঘকসেন । হরি-হরি-২০ ।

সর্বাঙ্গকেশ—খসার গর্তজাত অন্ততম দানব । দশা দেখ ।

সর্বাশুভ—যক্ষরাজ মণিভদ্রের অন্ততম তনয় । পুণ্যজনী দেখ ।

সর্বাস্ত—(১) জনৈক ব্যাধি । সে চিত্রসেন নামক এক রাজা কর্তৃক বন্দী হইয়া রাজধানীতে নীত হইবার

সময়ে রাজার সহিত নৌকারোহণে গঙ্গা পার হয় । সেই গঙ্গা-দর্শন জনিত পুণ্যে সকল-পাপ-মুক্ত হইয়া সে শিব-পুরে গমন করে । শ্রীমহাভা-৭২ । (২) মহাদেবের একজন গণ । তিনি ছয়-কোটি অমুরসহ শিব-সতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । লি-পু-১০০ । স্বন্দ-মাহে-কুমা-২৬ ।

সর্বার্থ সিদ্ধ—অযোধ্যা-নিবাসী এক ব্রাহ্মণের গৃহস্থিত এক ভিক্ষুক । সে এক দিন এক সারমেয়কে অকারণে প্রহার করে । সারমেয় প্রতীকার-প্রার্থী হইয়া রাজা রামচন্দ্রের শরণাগত হয় । রামচন্দ্র সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে সেই সারমেয়েরই অমুরোধে সর্বার্থসিদ্ধকে কুলপতি পদ প্রদান করেন । প্রহার-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ অদ্ভুত ব্যবহার করাতে সকলেই কোতূহলী হইয়া সারমেয়কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন । সারমেয় বলে যে সে পূর্বজন্মে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কালজ্বরের অধিপতি ছিল । কিন্তু অতিশয় কোপন স্বভাব প্রযুক্ত অপরের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া কুকুর যোনি লাভ করে । ঐ ব্রাহ্মণও অতিশয় কোপন স্বভাব । সুতরাং তাহাকে কুলপতি পদে নিযুক্ত করিলে সেও লোকের সহিত পক্ষপ ব্যবহার করিয়া তাহার ক্রায় জন্মাস্তরে কুকুর যোনি লাভ করিবে । রামা-উত্ত-৭২ ।

সর্বহারী—স্বয়ংহারী দেখ।

সর্বেশ্বর—(১) চারিজন দিকপালের
অন্ততম। তিনি পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক
পূর্বদিকের আধিপত্যে নিযুক্ত হন।
তাহারই নামান্তর শঙ্খপদ। মৎস্ত-৮।
পদ্ম-সৃষ্টি-৭। শঙ্খপদ দেখ।

সর্বোজস—মানসতীর্থ দেখ।

সর্ব্যাতি—স্বর্ঘ্যাতি দেখ।

সলিলা—মাতৃকাগণ দেখ।

সলোগাক্ষি—অগ্নিরা-বংশীয় এক
জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৬।
বৈশালী দেখ।

সস—অগ্নির অপত্য সস ঋগ্বেদের
একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি
অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র
রচনা করেন। ঋক্-৫।২১।

সম্বরী—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের
পত্নী দিতি হইতে অনবতা সম্বরী প্রভৃতি
কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪।

সহ—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের গর্ভ-
জাত শত পুত্রের অন্ততম। মহাভা-
আদি-১১৭। (২) লোকে সর্বজনের
পূজনীয় অন্ততম অগ্নির নান সহ।
তাহার ভাষ্যার নান ছুহিতা। সহ
অগ্নির তনয় অদ্ভুত নামক অগ্নি।
মহাভা-বন-২০। অগ্নি (অতিরিক্ত
খণ্ড) দেখ। (২) উত্তম মন্ত্র দশ পুত্রের
অন্ততম। হরি-হরি-৭। ইষ ও উত্তম
মন্ত্র দেখ। (৩) পঞ্চম (রৈবত) মন্ব-
স্তরে ভূতরজঃ নামক দেবগণের অন্ত-

র্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬২। (৪)

প্রাণ নামক অন্ততম বসুর তনয়। ভাগ
-৬২-৬। প্রাণ দেখ। (৫) মাত্রী নামী
পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম
তনয়। ভাগ-১০২-৬১। উর্দ্ধগ ও
শ্রীকৃষ্ণের তনয় গণের তালিকা দেখ।

(৬) উপপঞ্চাশ জন মরুদগণের অন্ত-
তম। মরুদগণের তালিকা দেখ। (৭)
গৃহপতি নামক ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্র-
দ্রষ্টা ঋষির পিতা। ঋক্-৮।১০২।

সহজ—চেদিমৎস্ত বংশীয় একজন
রাজা। যে অষ্টাদশজন ভূপতি রাজ-
কুলের কলঙ্ক স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত
হইয়া থাকেন তিনি তাহাদের অন্য-
তম। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সহজন্যা—(১) অঙ্গরা বিশেষ।
তিনি দ্বাদশ জন বৈদিকী অঙ্গরাদের
অন্যতমা ছিলেন। হরি-হরি-২১৮।
মিশ্রকেশী ও মনোবতী দেখ। (২)
সহজন্যা প্রভৃতি অঙ্গরাগণ দৈত্যরাজ
হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য-গীত করি-
তেন। মৎ-১৬১। হরি-হরি-২২৩।
(৩) পরম্পর মন্ত্রণা করিয়া সহজন্যা
প্রমুখ কতিপয় অঙ্গরা রূপ পরিবর্তন
পূর্বক শিবের মনোহরণ করিতে প্রয়াস
পান। তন্মধ্যে সহজন্যা পার্শ্বতীর অন্য
তমা সখী জয়ার রূপ ধারণ করেন।
শিব-ধর্ম-৭। মেনকা দেখ। (৪)
মেনকা ও সহজন্যা নামী অঙ্গরাঋষ
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাস স্বর্ঘ্যরথে

বাস করেন। বায়ু-৫২। বিশিষ্ট (৮২৫ পৃঃ) দেখ। (৫) রম্ভা ও সহজন্যা নাম্নী অম্বরাদয় আষাঢ় মাসে সূর্য্যারথে বাস করেন। বিষ্ণু-২২-১০। বরুণ দেখ। (৬) সহজন্যা প্রমুখা দ্বাদশ জন অম্বরাদয় ষড়ঋতুতে নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্য দেবকে পরিতুষ্ট করেন। কুর্শ্ব-পূ-৪১। অনুমোচন দেখ। (৭) স্বর্গের ছয়জন প্রধান অম্বরাদয়ের অন্যতম। সহজন্যা ছিলেন। অর্জুনের জন্ম হইলে ঐ সকল অম্বরাদয় আসিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া ছিলেন। মহাভা-আদি-৭৪, ১২৩। (৮) পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট দশজন অম্বরাদয় অম্বরাদয়ের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বর্বিনী দেখ।

সহজপুত্র—সময়পুত্র দেখ।

সহজা—তত্ত্বোক্ত অন্যতম। ব্যঞ্জন শক্তি। তত্ত্বঃ ৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সহজিৎ—যে সমুদয় ক্রিয়াসুবর্ত্তি রাজারা যমরাজের সভায় বসিয়া বিচার কার্য সম্পন্ন করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্বন্দ-কাশী-পূ-৮। শুধরা দেখ।

সহদেব—(১) কুরুরাজ পাণ্ডুর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি পাণ্ডুর মাদ্রী নাম্নী মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সহদেব ও তাঁহার অপর সহোদর নকুল অশ্বিনীকুমারদের অংশভূতা ছিলেন। (মাদ্রী দেখ) মাদ্রী পাণ্ডুর চিত্তানলে প্রাণত্যাগ করিলে নকুল ও সহদেব

পাণ্ডুর অপর তিন তনয়গণ সহ কুন্তী কর্তৃক লালিত পালিত হন। সহদেব উশনা প্রণীত নীতিশাস্ত্রে অতিশয় ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন সহদেব তাঁহাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। সহদেবের ধর্ম্মানুশাসনে সকলেই প্রীত থাকিতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় দ্বজের প্রারম্ভে যখন অপর চারি ভ্রাতা দ্বিগুণে বহির্গত হন, তখন সহদেব দক্ষিণ দিকে অভিযান করেন। তিনি প্রথমে নখুরা নগরী অধিকার করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মৎস্তরাজ মহারাজ দম্ববক্র, সুকুমার, সুমিত্র, পটচ্চর ও অপর এক মৎস্তরাজকে বশীভূত করেন। অনন্তর সহদেব নিমাদদিগের অধিকৃত ভূমি স্বাধিকারে আনয়নপূর্ব্বক নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে যাত্রা করেন। কুন্তিভোজ সহদেবের বশতা স্বীকার করিলে তিনি তথা হইতে গমনপূর্ব্বক চক্ষুগ্রস্তী তীরে উপনীত হন। তথায় বাসুদেবের পূর্দ্বদেবী জন্তক রাজের পুত্রকে পরাজিত করেন। অনন্তর সেক নামক দুই পৃথক নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদা নদীর সন্নিকটে বিন্দ ও অহুবিন্দ নামক রাজ ভ্রাতৃত্বকে স্ববশে আনয়ন করেন। অতঃপর সহদেব ভোজকট নগরাধি-

পতি মহারাজ ভীষ্মক, কোশল রাজ্যাধিপতি, বেথানদীর তীরস্থ মহারাজ আরণ্যক, ও অযোধ্যার পূর্বভাগের অধীশ্বর প্রভৃতি রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করেন। এই ভাবে তিনি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি নাটকেয় ও হেরষদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের পুরীষয় অধিকার করেন। অনন্তর নাটবিক, অর্কুক প্রভৃতি আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করেন। তদনন্তর বাতাধিপতি ও পুলিন্দদিগকে বশীভূত করিয়া তিনি পাণ্ড্যদেশে উপস্থিত হন। তথায় মৈন্দ্র দ্বিধিদ নামক বানররাজঘরের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে বানর-রাজঘর সহদেবের অসাধারণ বীরত্বে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ রত্নরাজী প্রদান ও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা প্রদর্শনপূর্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর সহদেব মাহিষ্যতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মাহিষ্যতী নগরাদিপতি নীল-রাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে দেব হতাশন নীল-রাজকে সহদেবের বিরুদ্ধে বিশেষ-রূপে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সহদেব তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নানারূপে অগ্নির স্তব ও অর্চনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অগ্নি

সহদেবকে বলিলেন যে, তিনি নীল-রাজ ও তদীয় বংশধরদিগকে সর্বদা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রতী-শ্রুত আছেন। অতএব সহদেব যেন নীলরাজকে পরাভূত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া অন্ত্র গমন করেন। অনন্তর হতাশনেরই পরামর্শে নীল-রাজ সহদেবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলে সহদেব তথা হইতে প্রস্থান-পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। অতঃপর সহদেব আরও বহুস্থানে গমন করিয়া বহু রাজন্তবর্গকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন। অনেক স্থলে তিনি স্বয়ং গমন না করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তত্তৎ স্থানের রাজগণ সহদেব-প্রেরিত দূতের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার বশতা স্বীকার করেন। এইরূপে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞোপযোগী বহু ধনরত্ন আহরণপূর্বক সহদেব পুনরায় ইজ্ঞপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। (মহাভা-আদি-২৫। সভা-৩২)। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজহস্ত যজ্ঞে ভীষ্মের নির্দেশে সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্থ্য প্রদান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপাল যখন ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কটুক্তি করেন তখন সহদেব বলেন “ঐহারা কৃষ্ণের সমাদর সহ্য করিতে পারে না আমি তাহাদের মস্তকে পদাঘাত করি। যদি তাহাদের

কমতা থাকে, তাহারাই ইহার সমুচিত
প্রতিকূল দিউক", এই কথা বলিয়া
সহদেব পাদোত্তলন করিলেও কেহই
তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইলেন
না। পরন্তু তাঁহার মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি
হইতে লাগিল এবং দেবগণ তাঁহাকে
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।
মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসভায়
সিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তাঁহার
পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর ব্যঞ্জন
করিতেন। যখন অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত
ও হৃতসর্কস্ব হইয়া পাণ্ডবগণ দ্রোপদী
সহ বনগমনে উত্তত হন, তখন সহ-
দেব শকুনির কপটতা স্মরণ করিয়া
তাঁহাকে বলেন যে তিনি যুদ্ধে শকুনি-
কে ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ
করিবেন। (মহাভা-সভা-৩২, ৩৪, ৫৮,
৫২, ৬৩, ৬৬, ৭৫—৭৮)। ছাদশবর্ষ
বনবাসান্তে যখন অজ্ঞাতবাসের সময়
উপস্থিত হয় তখন পাণ্ডু-তনয়গণ ছদ্ম-
বেশে ও ছদ্মনাম গ্রহণপূর্বক বিরাট-
রাজ্যের আশ্রয়ে বাস করিতে মনস্থ
করেন। সহদেব গো-লক্ষণ, গো-চরিত
ও তাহাদের শুভ অশুভ সমুদয় বিষয়ই
অবগত ছিলেন; তজ্জন্ত তিনি তত্ত্রি-
পাল নামে নিজের পরিচয় প্রদান-
পূর্বক বিরাট-রাজ্যের গো-পরিচর্য্যার
কাজ গ্রহণ করেন। (বিরাট-৩)
বিরাট রাজ-সমীপে গমন করিয়া কার্য্য-
গ্রহণ করিবার পূর্বে পাণ্ডবগণ তাঁহা-

দের অন্ত্র শত্রু এক শরীবৃক্ষে লুকাইত
রাপেন। দক্ষিণাচার-পরায়ণ সহদেব
যে ধনুঃ দ্বারা দক্ষিণদিক জয় করিয়া-
ছিলেন, সেই ধনুঃ তিনি জ্যা-বিন্দো-
জিত করিয়া শরীবৃক্ষে স্থাপন করি-
লেন। সেই সময় পাণ্ডবগণ আরও
পাঁচটি ছদ্ম নাম গ্রহণ করেন। সহদেবের
নাম হয় জয়দ্বল। (বিরাট-৫)। অনন্তর
সহদেব অমূল্যম গোপবেশ ধারণ
করিয়া ও তাহাদিগের ভাষা আয়ত্ত্ব
করিয়া বিরাট রাজ-সভায় উপস্থিত
হইলেন। বিরাট তাঁহার শারীরিক
সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইয়া রাজপুত্রজ্ঞানে
তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।
সহদেব নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরি-
চয় প্রদান করিলেন এবং নিজ নাম
বলিলেন অরিষ্টনেমী। তিনি আরও
বলিলেন যে পূর্বে তিনি কোরব-
দিগের গো-সংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন
কিন্তু পাণ্ডবগণ কোন অনির্দিষ্ট স্থানে
গমন করায়, তিনি অন্ত্র এক কার্য্যাবেষণ
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিরাট-
রাজ প্রথমে সহদেবের কথায় প্রত্যয়
করিলেন না। তিনি বলিলেন,
“তোমার আকৃতি দর্শনে তোমাকে বৈশ্য
বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি খুব
সম্ভব ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়। তুমি
নিজের সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া
আমার সন্দেহ তরল কর।” তখন
সহদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন

যে গো-সংখ্যা কার্য্যই তাঁহার জীবিকা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র ধেনু এবং অন্তান্ত লোকের ত্রিশ সহস্র ধেনুর সংখ্যা-গণনার কার্য্যে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তজ্জন্ত লোকে তাঁহাকে তজ্জীপাল বলিত। দশ যোজনের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় ধেনুর সংখ্যা তিনি নিরূপণ করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানও তিনি অবগত আছেন। যে-সকল উপায় দ্বারা গো-সংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহা-দিগের কোন রোগ না জন্মে তাহা তিনি বিদিত আছেন। যে সকল ঋষভের মূত্র আত্মাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয় সেই সকল ঋষভের লক্ষণও তাঁহার জ্ঞাত আছে। সহদেব এই ভাবে নিজপরিচয় ও গুণের বিবরণ প্রদান করিলে বিরাট-রাজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সকল পশু ও পশুপাল দিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। (বিরাট-১০) কুরুক্ষেত্র সমর আরম্ভ হইলে সহদেব অন্তান্ত চারি অগ্রজের স্ত্রায় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু অরাতি সৈন্য বধ করিয়া পরিশেষে কুরুসেনাপতি শকুনিকে বধ করেন (শকুনি দেখ) কুরুক্ষেত্র সমরান্তে বিজয়ী দ্রোণাঙ্গণ মিলিত হইবার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মাতৃমুখে শ্রবণ করিলেন যে কর্ণ তাঁহাদেরই অন্ততম সহোদর দ্রোণা

ছিলেন, তখন তিনি অতিশয় আকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন। ভীমা-র্জুনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় তখন নানারূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন। সহদেবও তখন নানারূপে অহংকার ও আসক্তিশীনতার স্কন্দন এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক-মমকার পরিত্যাগ না করার কুফল-কীর্ত্তন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন। (শান্তি-১৩) যথাকালে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুধিষ্ঠির সহ-দেবকে শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তন্নিম্ন যুধিষ্ঠির সহদেবকে দুর্্যোধনের অমূল্য দুর্্যুথের কমল-লোচনা কামিনীগণ-পরিপূর্ণা কনক-ভূষিত ভবন প্রদান করিলেন। (শান্তি-১৩, ৪১, ৪৪) যুধিষ্ঠির যখন দ্রোণাঙ্গণ-সহ বানপ্রস্থাবলম্বী জ্যেষ্ঠতাত, মাতা ও অন্তান্ত গুরুজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন সহদেব জননী কুন্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কাতর ভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অরণ্যে মাতৃসন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্যা ও তপোহুষ্ঠান করিবার দৃষ্ট বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জননী কুন্তি-দেবী ও অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের বিশেষ প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া

তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠির সহ প্রত্যাবর্তন করেন। (আশ্ব-৩৬) মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ-সহ মহা-প্রস্থান করেন, তখন পথে দ্রৌপদীর পরেই সহদেবের পতন হয়। ভীম যুধিষ্ঠিরকে পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির বলেন, যে সহদেব আপনাকে সর্কাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই পাপেই তাঁহার পতন হয়। মহাপ্রস্থানিক-২। (২) সহদেব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে ঐতসেন নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩, ৬৭, ২২১। (৩) অকৃত্র আছে (আদি-২৫ এবং বন-২২১। মৎ-৫০। অগ্নি-২৭৮।) দ্রৌপদীর গর্ভ-জাত সহদেবের পুত্রের নাম ঐতকর্ষা। (৪) মদ্ররাজ কন্যা বিজয়াকে সহদেব শ্রবণে লাভ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সহদেবের সুহোত্র নামে এক পুত্র জন্মে। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শৃঙ্গের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র কুশাশ্ব। রামা-ঈ-৪৭। বায়ু-৮৬। (৬) পুরুবংশীয় হর্যাক্ষের তনয়। তাঁহার অপত্য নদীন। হরি-হরি-২২। (৭) পুরুবংশীয় সোমদত্তের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র সোমক। হরি-হরি-৩২। (৮) মগধের ভবিষ্যৎ রাজবংশীয় দিবাকরের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র ঐবাস্ব। মৎ-২৭৩। (৯) পুরু-বংশীয় হর্যাক্ষের তনয় সহদেব। তাঁহার

পুত্র অদীন। বায়ু-২৩। (১০) প্রসিদ্ধ জরাসন্ধ নৃপতির পুত্র সহদেব। তাঁহার তনয় সোমাপি। সহদেব ভারতযুদ্ধে হত হন। বায়ু-২২। কঙ্কি-৩২-৪। (১১) ভীম শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় জরাসন্ধকে বধ করিলে, তৎপুত্র সহদেব বাসুদেবের শরণাগত হন। তখন বাসুদেব তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্বক পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। মহাভা-সভা-২৩। (১২) সহদেব নামক এক জন নৃপতি যমুনানদীর সন্নীপে কোটা সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদানপূর্বক অগ্নির অর্চনা করেন। মহাভা-বন-২০। (১৩) কাশিরাজ দিবোদাসের বংশীয় সুদাসের তনয় সহদেব। তৎপুত্র সোমক। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। ভাগ-২২-২২। (১৪) নগধের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দিবাকরের তনয় সহদেব। তাঁহার তনয় বৃহদশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। বায়ু-২২। ভাগ-২২-১২। (১৫) পুরুবংশীয় হর্যাক্ষের তনয় সহদেব। তাঁহার তনয় অদীন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১৬) পুরুবংশীয় হর্যাক্ষের তনয় সহদেব। তাঁহার তনয় হীন॥ ভাগ-২২-১৭। (১৭) সোমক নামক রাজার পিতা সহদেব বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। ঋক্-৪। ১৫। ১০।

সহদেবা—(১) বসুদেবের অন্তঃসম মহিষী। হরি-হরি-৩৫। (২) সহদেবার গর্ভে বসুদেবের ভগ্নাস্থ নামে এক

অম্মে। বায়ু-২৬। বসুদেব দেখ।
(৩) বাহুজ্যেথের অন্ততম কন্যা ও কংসের
একতরা পত্নী। মহাভা-সভা-১৩।

সহবসু—গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তব
করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে ইন্দ্র,
নৃমর নামক অসুরের পুত্র সহবসুকে
বিনাশ করিবার জন্ত বলবতী বজ্র-
ধারার মুখে উহাকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন। ঋক-২।১৩।৮।

সহবান্দ্য—সংহিতাকার হিরণ্যনাভের
অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬১। আজবস্ত দেখ।

সহরক্ষ—(১) পাবক নামক অগ্নির
পুত্র। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২২। অগ্নি
(অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) সংবর্তক
অগ্নির পুত্র সহরক্ষ। তিনি সর্বদা গৃহে
থাকিয়া লোকের কামনা পূর্ণ করেন।
ঐহার পুত্র ক্রব্যাং অগ্নি। মৎ-৫১।

সহরক্ষা—পাবক নামক অগ্নির পুত্র।
তিনি অসুর বলিয়া বিদিত হন। নিত্য
কক্ষে ঐহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত
হয়। শিব-বাসু-পু-১৫।

সহসাত্য-পুত্র—সংহিতাকার লোকা-
ক্ষীর অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-
৩৭। লোকাক্ষী দেখ।

সহস্বান—(১) ইক্ষুকু-বংশীয় অহীন-
শুর পুত্র। ঐহার তনয় বীরসেন।
শিব-ধর্ম-৬১। (১) ইক্ষুকু-বংশীয় মর্য
নৃপতির নামান্তর। বায়ু-৮৮। মর্য দেখ।

সহস্র—উত্তমী মমুর দশপুত্রের অন্ত-
তম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। ইব দেখ।

সহস্র—(১) সূর্য্যাবর্চ দেখ। (২)
কাঞ্চনাপুরীর অধিপতি মহামতির পুত্র
অমর্য; ঐহার তনয় সহস্র। সহস্র ইহাতে
অসি জন্মগ্রহণ করেন। কঙ্কি-৩য়-১৪।

সহস্রচিহ্ন—কেকয়দেশের অধিপতি।
তিনি বৃদ্ধাবস্থায় নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তে
রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক বনগমন এবং
তথায় ঘোরতর তপস্তা করিয়া ইন্দ্রলোক
লাভ করেন। মহাভা-আশ্র-২০।

সহস্রজিৎ—(১) বহুবংশীয় ভজমানের
পুত্র। হরি-হরি-৩৭। বায়ু-২৬। ভজ-
মান দেখ। (২) বহুর অন্ততম পুত্র সহস্র-
জিৎ। ঐহার পুত্র শতজিৎ। বায়ু-
২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। কৃষ্ণ-পু-২২। লি-
পু-৬৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ভাগ-২ঙ্ক-২৩।
(৩) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ত-
তম পুত্র। ভাগ-১০ঙ্ক-৬১। জাম্ববতী
দেখ। (৪) সহস্রজিৎ নামক এক নরপতি

ব্রাহ্মণের হিতার্থে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ
করিয়া উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হন।
মহাভা-শান্তি-২৮৪। স্বন্দ-মাহে-কুমা-
২। পদ্ম-পাতা-৬১। (৫) শ্রীকৃষ্ণ-তনয়
প্রহ্লাদ দ্বিধিজে বহির্গত হইয়া কণ্ঠা-
নৃপাত সহস্রজিৎের নিকট ইহাতে কর
গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১০। (৬)
শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সহস্রজিৎ প্রহ্লাদের সহিত
দ্বিধিজে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৬।

সহস্রধার—সুধামা নামক দেব-গণের
অন্তর্গত অন্ততম দেবতা। বায়ু-৬২।
ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম, মমরী ও সুধামা দেখ।

সহস্রপদ—একজন মুনি। খগম নামক একজন তপঃবীৰ্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। একদিন খগম যখন অগ্নিহোত্র কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সহস্রপাদ কোতুক বশতঃ তৃণ নির্মিত সর্প দ্বারা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খগম তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, “তুমি যেক্রপ নিবীৰ্য্য সর্পের দ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছ, তুমি স্বয়ং সেইরূপ নিবীৰ্য্য সর্প হও।” সহস্রপাদ বন্ধুর অভিশাপে অতিশয় কাতর হইয়া ক্রুরূপে তিনি শাপমুক্ত হইতে পারিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। খগম তখন বলে যে প্রমতির পুত্র রুক্মকে দর্শন করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন। মহাভা-আদি-১১, ১২। রুক্ম দেখ।

(২) সহস্রপাদ ঋষি দ্বৈতবনে বাস করিতেন। মহাভা-বন-২৬। (৩) শিবের একজন অন্তর। তিনি বহু কোটিগণ-সহ শিব-পার্বতীর দিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্বন্দ-মাত্তে-কুমা-২৬। লি-পূ-১০৩।

সহস্রবাক্—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্ততম। মহাভা-আদি-৬৭।

সহস্রবাহু—(১) দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্বন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) স্বন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত্ত হইলে শীতা (নদী) তাঁহার সাহা-

যার্থ স্বীয় অন্তর সহস্রবাহুকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) সহস্র-বদন-রাবণের অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। অভুরামা-১৮।

সহস্রাক্ষ—(১) মহাদেবের একজন গণ। শঙ্কর যখন ত্রিপুর বিনাশের জন্ত গমন করেন, তখন তিনি শঙ্করের সহিত গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫। (২) পাণ্ডুদেশে সহস্রাক্ষ নামে এক পরম বৈষ্ণব নরপতি ছিলেন। তিনি একবার দুর্কাসা মুনিকে দেখিয়া প্রণাম করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্কাসা তাঁহাকে “রাক্ষস হও”, বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। নরপতি সহস্রাক্ষ তখন দুর্কাসার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শাপ-মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন দুর্কাসা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের স্পর্শ লাভকরিতা সহস্রাক্ষ শাপমুক্ত হইবেন। ঐ সহস্রাক্ষ নৃপতিই দুর্কাসার শাপে দ্বাপরে তৃণাবর্ত নামক রাক্ষস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া তিনি শাপমুক্ত হন। গর্গ-গোণ-১৪। (৩) মহাদেবের এক নাম। তিনি সুরবাক্ষ তাঁর্যে ঐ নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩।

সহস্রানীক—(১) কুরুবংশীয় শতানীকের তনয়। তাঁহার পুত্র অশ্বমেধজ। ভাগ-২২-২২। (২) কুরুরাজ সহস্রানীক পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরো-

হণ করেন। তাঁহার পিতা শতানীক ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। সহস্রানীক তজ্জপ করিতেন না। তজ্জপ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিলে, সহস্রানীক বলিলেন, “ত্বয়-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য লাভ হয় তাহা সত্য। দান করিলে মানব স্বর্গ লাভ করে এবং পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুখ ভোগ করে তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। কিন্তু আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পিতা এক্ষণে কোথায় এবং কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন?” নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। তদবধি তাঁহার। তাঁহাদের করণীয় হোমাদি সম্পন্ন করিতে অপারগ হইয়া দুঃখিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হোমাদি লুপ্ত হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। তখন ভাস্করদেব ঐ দ্বিজগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে সহস্রানীকের পিতা শতানীকের বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ এক ব্রাহ্মণ ঐ নগরেই অবস্থান করিতেছেন। দ্বিজগণ সেই সংবাদ পাইয়া সেইরূপ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান ইত্যন্তঃপ্রয়াস করিতে করিতে একস্থানে মহাভূষণা ভার্গবকে তপস্যারত দেখিলেন। ভার্গব দ্বিজগণের নমোক্তের কারণ

অবগত হইয়া, পরলোকে অবস্থিত শতানীকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নরকে উপস্থিত হইয়া শতানীকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন ভার্গব শতানীককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ, ভূমি প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কেন আপনি নিরয়ে যাতনা ভোগ করিতেছেন।” তখন শতানীক বলিলেন যে তিনি অত্যাচারে পর ধন গ্রহণ করিয়া সেই ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্তই তাঁহাকে নরক-যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। কেবলমাত্র তাঁহার পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলে তাঁহার কষ্টের পরিসমাপ্তি হইবে। অতএব ভার্গব যেন সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া সহস্রানীককে সাধুসঙ্গ করিতে বলেন। তখন ভার্গবের প্রশ্নের উত্তরে দিবাকর তাঁহাকে সাধুসঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। ভার্গবও তাহা সহস্রানীকের নিকট আসিয়া কীর্তন করিলেন। ভার্গবের বাক্যে সহস্রানীক পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদীপ্ত করিয়া অর্থোপার্জন করিবার জন্ত বিদেশে গমন করিলেন। তথায় তিনি বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক এক পুষ্করিণী খনন কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন এবং যথোপযুক্ত ধন উপার্জন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যা-

বর্জন পূর্বক ভার্গবের উপদেশ অনু-
সারে ষথাশাস্ত্র সেই ধন ব্রাহ্মণগণকে
দান করিলেন। তখন তাঁহার পিতা
শতানীক নরকভোগ হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া স্বর্গস্থ ভোগ করিতে লাগি-
লেন। শিব-ধর্ম-২৭। (৩) বিধুম
নামক এক বসুকে ব্রহ্মার শাপে মর্ত্যে
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বিধুম তখন
বিবেচনা করিয়া শতানীকের পুত্র
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অলম্বুযা নামী
অপ্সরাও ব্রহ্মার শাপে মর্ত্যালোকে
অযোধ্যাপতি কৃতবর্ষার কন্যারূপে জন্ম-
লাভ করে। শতানীকের মৃত্যুর পর
তৎপুত্র সহস্রানাক (শাপদ্রষ্ট বিধুম)
ব্রাহ্মণদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র-
একবার তাঁহাকে অমর-লোকে নিমন্ত্রণ
করেন। সহস্রানাক তথায় দাঁড়িয়া
ইন্দের নিকট তাঁহার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত
এবং তাঁহার ভাবিনী ভাষ্যা কৃতবর্ষা-
হুহিতা যুগাবতীর বিষয় অবগত হই-
লেন। অতঃপর স্বীয় রাজ্যে প্রত্যা-
বর্তন করিয়া সহস্রানাক অনুসন্ধান
করিয়া যুগবতীকে বিবাহ করিলেন।
এ যুগবতীর গর্ভে সহস্রানাকের উদয়ন
নামে এক পুত্র জন্মে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত
হইলে তিনি তাঁহার হস্তে নিজ রাজ্যের
ভার প্রদান করিয়া মনুষ্য জন্ম হইতে
ব্রহ্মার পাইবার অন্ত চক্রতীর্থে গমন
করেন এবং তথায় দান করিয়া শাপমুক্ত
হইয়া পুনরায় মর্ত্যে জন্ম করিলেন।

দশ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

সহস্রাধ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীন-
শুর তনয়। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাবলোক।
পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মৎ-১২। (২) ঐ বংশীয়
অহীনাশুরের তনয় সহস্রাধ। তৎপুত্র
চন্দ্রালোক। অগ্নি-২৭০। (৩) ইক্ষ্বাকু-
বংশীয় অহীনরের তনয়। সহস্রাধের
পুত্র শুভ ও চন্দ্রাবলোক। লি-পূ-৩৬।
সহা—অন্ততমা অপ্সরা। মহাভা-
বন-৪৩।

সহিত—দহন নামক অগ্নির পুত্র
সহিত অগ্নি। তিনি অমৃতাকার, বশবী
ও প্রায়শ্চিত্তের হতহব্য-ভোজনকারী
বলিয়া বিদিত হন। মৎ-৫১। অগ্নি
(অতিরিক্ত গণ্ড) দেখ।

সহিষ্ণু—(১) চান্দ্রব মনুজের সপ্তর্ষি-
দের অন্ততম মৎ-২। হরি-হরি-৭।
সৌর-৩৩। বিষ্ণু-৩৭-১। গন্ধ-পূ-৮৭
কৃষ্ণ-পূ-৫০। চান্দ্রব মনু, অতিনামা,
মধুশ্রী ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) প্রজাপতি
পুলহের অন্ততম পুত্র। মার্ক-৫২। লি-
পূ-৫। অগ্নি-২০। শিব-বার-পূ-১৫।
ভাগ-৪৬-১। ব্রহ্মা-২২। বায়ু-২৮। কৃষ্ণ-
পূ-১৩। বিষ্ণু-১ম-১০। গন্ধ-পূ-৫।
(৩) রৈবত মনুর দশপুত্রের অন্ততম।
পদ্ম-সৃষ্টি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৪)
বরাহকল্পের ষড়বিংশ ষাপরে সহিষ্ণু
নামে এক শিবাবতার যোগার্থী জন্ম-
গ্রহণ করেন। তাঁহার উল্লু, সর্ষক
বৈছাত, ও জাযলায়ক, কাহ্নে চারিটি

পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩।
(৫) মহিষু নামক শিবাবতার যোগা-
চার্যের উলুক, বিদ্যুত, শব্দুক ও
আম্বলায়ন নামে চারি পুত্র ছিল।
শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কুর্খ-পু-৫২। শিব
(১৪) দেখ।

সাক্ষতি—(১) ভরত বংশীয় নরের
পুত্র। তাঁহার তনয় গুরুবার্য ও
জিদ্বেব। বায়ু-২২। (২) বিশ্বমিত্র-
বংশীয় একজন ঋষি। হরি-হরি-২৭।

সাক্ষ্য—(১) জনৈক ঋষি।
তাঁহার বংশে নিমি নামে এক জন
ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্বল্প-নাগ-১১৫। (২)
ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।
মৎ-১২৫। বৈগয়নি দেখ।

সাংখ্যায়ন—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় এক
জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০।
বেদশেখর দেখ। (২) পরম বৈষ্ণব
সাংখ্যায়ন ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া
বৃহস্পতিকে তাহা প্রদান করেন। বৃহ-
স্পতির নিকট হইতে সংহিতাকার স্মৃত
তাহা লাভ করেন। স্বল্প-বিষ্ণু-ভাগ-
৩। ভাগ-৩৪-৮।

সাক্ষি—উনপঞ্চাশ জন মরুদগণের
অন্ততম। মরুদগণের তালিকা দেখ।

সাগর—(১) মেরুর অন্ততমা কল্পা
বেলা সাগরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার
গর্ভে এক কল্পা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-
৩০। (২) দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্ত
সরস্বতী বাড়ব-অগ্নিকে সাগর হস্তে সম-

র্পণ করেন। তাহাতে সাগরের সমস্ত
জল শুকাইয়া যায়। পরে সাগরের অনু-
রোধে বিষ্ণু জলকে অক্ষয় করিলেন।
স্বল্প-প্রভা-প্রভা-৩৪। বাড়ব ও সর-
স্বতী (৮) দেখ। (৩) সাগরের ভার্য্যা
জাহ্নবী। মহাভা-উদ-১১৬।

সাগরবেগী—রেবা দেখ।
সায়ি—অন্ততম পিতৃগণ। মার্ক-
৫২। পিতৃগণ (অতিরিক্ত ঋগু) দেখ।
সাক্ষতিক—নহষি অঙ্গিরার অন্যতম
অপত্য। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুবৃদ্ধ ও অঙ্গির
দেখ।

সাক্ষগুহ—শুকদেবের কন্যা কীর্তি-
মতীর স্বামী। বায়ু-৭।

সাক্ষত, সাক্ষত—(১) যদুবংশীয় জন্তর
পুত্র। তাঁহার তনয় ভজমান, বৃষ্ণি,
অন্ধক ও দেবাবৃধ। অয়ি-২৭৫। (২)
পাঞ্চালাম্বিপতি সাক্ষত শুকদেবের কন্যা
কুত্বীকে বিবাহ করেন। কুত্বীর গর্ভে
সাক্ষতের ব্রহ্মদত্ত, কৃষ্ণ, গৌর ও শত্ৰু
নামে চারি পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৯।

(৩) যদুবংশীয় অংশু হইতে বেত্রকীর
গর্ভে সাক্ষত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার
পত্নীর নাম কোশল্যা। কোশল্যার
গর্ভজাত সন্তানগণ সাক্ষতগণ বলিয়া
পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) যদু-
বংশীয় পুরুষহের পুত্র সাক্ষ। তাঁহার
তনয় সন্তগুণ সম্পন্ন সাক্ষত। বায়ু-২৫।
(৫) যদুবংশীয় সাক্ষতের পুত্র সাক্ষত।
তাঁহার তনয় ভজিন, ভজমান, অন্ধক,

মহাভোজ, বৃষ্টি, দিব্য, অরুণ ও দেবা-
 বৃধ। গরু-পু-১৪২। (৬) অংগুর তনয়
 সাস্ত্রত। তাঁহার পত্নী কৌশল্যা।
 সাস্ত্রতের পুত্রদের নাম—ভজমান,
 অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্টি ও দেবাবৃধ।
 কৃষ্ণ-পু-২৪। সস্ত্রত দেখ। (৭) অংগুর
 তনয় সস্ত্র; তাঁহার তনয় সাস্ত্রত।
 সাস্ত্রতের পুত্রগণের নাম—ভজন, দেবা-
 বৃধ, অন্ধক ও বৃষ্টি। লি-পু-৬৮, ৬৯।
 (৮) যদুবংশীয় আয়ুর তনয় সাস্ত্রত।
 তাঁহার তনয় ভজমান, ভজি, দিব্য,
 বৃষ্টি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ।
 ভাগ-২২-২৪। (৯) শ্রীকৃষ্ণের একনাম।
 তিনি কখনও সস্ত্র হইতে চ্যুত হন না,
 তাই তাঁহার নাম সাস্ত্রত। মহাভা-
 উদ্-৬৯। শাস্তি-৩৪৩। শ্রীকৃষ্ণের
 নামের অর্থ দেপ। (১০) তস্কোক্ত
 অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তস্ক-২-৩৮পৃঃ।

সাস্ত্রিক—গোড়দেশে কাবেরী নদীর
 তীরে সাস্ত্রিক নামে একজন কঠোর
 তপস্তা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি
 দেহান্তে স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গে অব-
 স্থান কালে তিনি অন্যান্য স্বর্গবাসী মুনি-
 গণের সহিত অশোভন ব্যবহার করেন,
 তাহাতে সেই মুনিগণের শাপে তিনি
 এক ছদ্মরূপ রাক্ষসরূপে জন্মলাভ
 করেন। শক্রয় যখন রানচন্দ্রের যজ্ঞস্থ-
 লইয়া পর্যটন করিতেছিলেন, তখন
 তিনি সেই অশ্বকে স্তম্ভিত করেন।
 পরে রামের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া

তিনি শাপমুক্ত হন। পদ্ম-পাতা-২৮।
 সাত্যকি—(১) যদুবংশীয় সত্যকের
 তনয়। হরি-হরি-৩৪। সৌর-৩১।
 মহাভা-আদি-৬৩। (২) সাত্যকির তনয়
 সত্যবান ও যুয়ুধান। মৎ-৪৫। (৩)
 সাত্যকির নামান্তর যুয়ুধান। তাঁহার
 তনয় ভূতি। বায়ু-২৬। (৪) সাত্যকির
 (যুয়ুধানের) তনয় অসঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-
 ১৮। কৃষ্ণ-পু-২৪। (৫) সাত্যকি-
 যুয়ুধানের তনয় ধ্রুনি। অগ্নি-২৭৫।
 (৬) হিরণ্যকশিপু-তনয় প্রহ্লাদই দ্বাপরে
 সাত্যকিরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-
 গো-১-৭। (৭) সাত্যকি বায়ু-দেবতা-
 দিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।
 মহাভা-আদি-৬৭। (৮) সত্যকের তনয়
 সাত্যকি ও যুয়ুধান। যুয়ুধানের তনয়
 অসঙ্গ। লি-পু-৬৯। (৯) সাত্যকি
 শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগত সহচর ছিলেন।
 তিনি পাণ্ডবদিগেরও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী
 ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সময়ে তিনি পাণ্ডব
 পক্ষে থাকিয়া কোরবদিগের বিরুদ্ধে
 যুদ্ধ করেন। সমরান্তে পাণ্ডবদিগের
 পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি
 মাত্র জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের
 অনেকপরে প্রত্যাস্তার্থে অন্তান্ত যাদব-
 গণের সহিত মদ্যপান করিয়া তিনি
 কৃতবর্ষাকে উপহাস ও অবমাননা
 করেন। বিশেষভাবে দ্রোণদীর পাচ
 পুত্রকে নিদ্রিত ও অসহায় অবস্থায় বধ
 করিবার জন্য সাত্যকি কৃতবর্ষাকে

অশেষরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন । ৪র্থ-৫ ।

এইভাবে তাঁহার পরম্পর কলহ করিতে লাগিলেন । ক্রিয়াকাল পরে সাত্যকি কৃতবর্ষার মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন ভোজ ও অন্ধকগণ মিলিত হইয়া সাত্যকি ও তাঁহার সাহায্যার্থ আগত প্রহ্মায়কে নিহত করিলেন । মহাভা-মোঘল-৩ । (২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে যখন সংগাম করা উচিত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে পাণ্ডবপক্ষীয়গণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিলেন তখন বলদেব পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ প্রদান করেন । তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকি বলদেবকে অতিশয় তিরস্কার করেন । মহাভা-উদ্-২ । (১০) শিনিরাজ সাত্যকি অস্ববিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন । পাণ্ডবগণ তাঁহার ক্ষমতায় অতিশয় আস্থা বান্ধা ছিলেন । কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেন । মহাভা-উদ্-২১, ৪৭, ৫৬, ৮০ ।

সাহায্যগ্রি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । মৎস্তদগ্ধ দেখ ।

সাদ্য—বরাহকল্পেব দ্বিতীয় দ্বাপরে সাত্ত্ব নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন । তখন মহাদেব সস্তার নামে অবতীর্ণ হন । স্ততার দেখ ।

সাত্যরথী—জনক-বংশীয় সত্যরথের তনয় । তাহার পুত্র উপগু । বিষ্ণু-

সাত্ত্বশ্রীবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । মৎ-১২৬ । মৎস্তাচ্ছাদা দেখ ।

সাধক—রৈবতনুর অন্যতম পুত্র । গরু-পূ-৮৭ । রৈবত নরু দেখ ।

সাধন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নোমপায়ী দেবগণের অন্যতম । বায়ু-৩১ । অমৃতবান্ ও মঙ্গল দেখ ।

সাধিত—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি । বৈকুণ্ঠিগানব দেখ ।

সাধু—সাধু নামক এক বণিক উদ্ধামুখ নামক এক রাজার নিকট বিষ্ণুমহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে বিষ্ণুর পূজা করেন । এই পূজার ফলে নিঃসন্তান সাধু এক কন্যা লাভ করেন । যথাকালে তিনি এই কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতা সহ বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করেন । সাধু বণিক সত্য-নারায়ণ দেবের পূজা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু অপ্রমাদ বশতঃ পূজা না করায়, সত্যনারায়ণদেব তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন । তৎকালে সাধু ও তাহার জামাতা যখন অপর এক রাজার রাজ্যে বাণিজ্যার্থ গমন করেন, তখন সত্য-

নারায়ণের চক্রান্তে তাঁহার উভয়েই রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন । এদিকে গৃহে সাধুর পত্নী ও কন্যা বহুদিন তাঁহাদের সংবাদ না পাইয়া প্রতিবেশীদের পরামর্শে সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করেন ।

তাহাতে ভুট্ট হইয়া দেব সত্যনারায়ণ সাধু ও তাহার জামাতার মুক্তিবিধান করেন। অতঃপর যখন সাধু ও তাহার জামাতা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে-
 ছিলেন, তখন দেব সত্যনারায়ণ এক দণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া সাধুর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার নৌকায় কি আছে?” সাধু তাঁহাকে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ভাবিয়া পরিহাসচ্ছলে বলেন, “আমার নৌকায় লতাপাতা আছে।” দেব-সত্যনারায়ণ সাধুর মিথ্যা বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন, “তোমার কথা সত্য হউক।” অমনই সাধুর নৌকাস্থিত সমস্ত দ্রব্যই লতাপাতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দর্শনে বণিক হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহার জামাতার পরামর্শে বণিক সত্য-নারায়ণ দেবের পূজা করিলে, তাহার কুপায় বণিকের দ্রব্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত হইল। স্বল্প-আদ-রেবা-
 ২৩৫।

সাম্প্রদায়িক—(১) নারায়ণ-মহিষী লক্ষ্মীর এক নাম। ব্রহ্মা-৩১। (২) দেবী-দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭১০ পৃঃ। দ্বৈত-পু-৩৭।

সাধা—(১) অত্রি নামক শিব-বত্বরের অঙ্কতন পুত্র। লি-পু-২৪; ব্রহ্মা-২৩। গায়-২৩। সমবুদ্ধি দেখ। (২) দক্ষের অন্ততম কন্যা ও ধর্মের

অয়োদশজন পত্নীর একতরা সাধার গর্ভে সাধা নামে দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। তামস মনস্তরে সাধা নামে দেবগণ ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ৭। সাধা দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মনস্তরে যাহারা অজিত নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন, তাহারা ই চাক্ষুষ মনস্তরে সাধা নামে দেবগণ হইলেন। ঐ সাধাদেবগণ সংখ্যায় দ্বাদশজন ছিলেন ও তাহারা সকলেই ধর্মের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। বায়ু-৬৭, ৬৮। অল্পমন্ত্র দেখ। (৪) চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে সাধা নামে খ্যাত যে দ্বাদশজন ধর্ম্মেব তনয় সাধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারাষ্ট আবার বৈবস্বত মনুপুত্রে কণ্ঠ্য হইতে দ্বাদশ আদিত্যরূপে উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৭। জয়দেবগণ দেখ। (৫) একবার মহর্ষি অত্রের পরিত্রাভকরূপে পর্যাটন করিতেছিলেন। তখন সাধাগণ তাঁহার সমাপে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করেন।

অত্রৈয়ও সাধাগণের প্রার্থনায় নানা সন্ধিময়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-উদ্-৩৫। (৬) সাধাগণ নর-রাজার যজ্ঞে পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৭) ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন-ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও সাধাগণ প্রভৃতি সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে থাকেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (৮) কোনও সময়ে

প্রজাপতি (ব্রহ্মা) হেমময় হংস-মূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধাগণের সমীপে উপস্থিত হন। সাধাগণ তাঁহাকে মোক্ষার্থ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সাধাগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রজাপতি মোক্ষার্থ ও তদানুযায়িক আরও অন্তান্ত বিষয় কীর্তন করেন। প্রজাপতি যে সমুদয়বিষয় কীর্তন করেন তাহাদের সারাংশ এষ্ট—দেহই কর্মের উৎপত্তি স্থান এবং জীবই সত্য। মহাভা-শাস্তি-৩০০। (৯) সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ সাধ্য (দেব) গণের নাম—ভানু, নমু, প্রাণ, রোম, নীচ, বীৰ্য্যবান, চিত্তহার্য্য অয়ন, হংস, নারায়ণ, বিভূ ও প্রভূ। মৎ-২০৩। (১০) দেবতাদের যে আটটি গণ আছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে সাধ্য-গণ। ব্রহ্মা-৭১। ভৃগুগণ দেপ। (১১) প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক নারায়ণ সাধ্যদেব-গণের আদিপতো প্রতিষ্ঠিত হন। বায়ু-৭০। (১২) বিশ্বকর্মা হইতে চান্দ্রবমুদ্র উদ্ভব হয়। বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ তাহারই সন্তান ভাগ-৬৬-৬। (১৩) মহাদেবের সহিত যগন অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হয় তখন সাধ্য-গণ অন্ধকাসুরের অন্তচব নিবাতকবচের সহিত যুদ্ধ করেন। বাম-৬৯। (১৪) সাধ্যগণের পুত্র অর্থসিদ্ধি। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (১৫) কোশিক নামক ব্রাহ্মণের বিষ্ণু ভক্ত শিষ্যগণই সাধ্য-দেবগণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্কু-

রামা-৫। (১৬) দ্বাদশজন সাধ্যদেব-গণের নাম—মনঃ, অমুমত্তা, প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনব, হংস, নারা-য়ণ, বিভূ ও প্রভূ। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (১৭) সূমনা নগরে সাধ্য নামে একজন রাজা ছিলেন। রাজা দশরথের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সাধ্য-রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পরে রাজা দশ-রথ সাধ্যরাজের পুত্র ভূষণের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া সাধ্যরাজকে মুক্তি প্রদান করেন। পদ্ম-পাতা-৭১।

সাধ্যবুদ্ধি—সমবুদ্ধি দেখ।

সাধ্য—দক্ষের অন্ততমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্ততরা। তাঁহার গর্ভে সাধ্য-দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫, ১৭১, ২০৩। হরি-হরি-৩, ২১৮। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬, ৬৭। বিষ্ণু-১২-১৫। ভাগ-৬৬-৬। গুরু-পু-৬। কৃষ্ণ-পু-১৬। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪। নি-পু-৬৩। ব্রহ্মপু-৩। স্বন্দ-আব-রেবা-১৯১।

সাধ্যসাধ্য—অত্রি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য। কৃষ্ণ-পু-৫২। সমবুদ্ধি দেখ।

সানু—(১) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনি-ক্কের অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। (২) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম পুত্র। সত্যভামা দেখ।

সানুগ্রাহ—একজন বানর-সেনা-পতি। তিনি রামের সহিত লঙ্কা

গিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৫।

সামুদ্র—একজন বানর সেনাপতি তিনি রামের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন রামা-লঙ্কা-৪৭।

সামুদ্রাণা—দক্ষকণ্ঠা দিতির গর্ভ-জাত অনৃত্তনা কণ্ঠা। কালিকা-৩৪। অনবজ্ঞা দেখ।

সান্দিপন্য—(১) কাশী দেশোৎপন্ন অবন্তীপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি ঐকৃষ্ণ ও বলরামের গুরু ছিলেন। বাসুদেব ও বলদেব তাঁহার নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া পরে অঙ্গ-শাস্ত্রাদি শিক্ষা লাভ করেন। সান্দিপন্য মুনির পুত্র প্রভাসক্রেত্রে সাগর ভলে নিরুদ্ধিষ্ট হয়। সান্দিপন্য গুরু দক্ষিণার জন্ত ব্রাহ্মণকে বলেন “তোমরা আমার মৃত পুত্রকে আনয়ন করিয়া দেও। নাতৃহর ত্যাগী করেন। “ঐকৃষ্ণের বাল্যকাল” দেখ।

সাবয়স—সবয়া দেখ।

সাবর্ণ, সাবর্ণি (মহু)—(১) ভবিষ্য মনুনিগের মধ্যে সাবর্ণি নামে অনেক গুলি মহু ছিলেন। তাঁহাদের নামের তালিকা “মহু” নামের সহিত দেওয়া হইয়াছে। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য (বিবস্বান) হইতে দুইজন মহু উৎপন্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি ছোট তিনি বৈবস্বত মহু আখ্যা প্রাপ্ত হন। অপর জন সাবর্ণি মহু নামে পরিচিত হন। সাবর্ণি মহু সূর্য্য হইতে ছায়া-

সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এত-দ্বিগ্ন মহর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন আরও চারিজন সাবর্ণি মহুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়ু-১০০। মহু (১২৯৯ পৃঃ) দেখ। (৩) বিবস্বান হইতে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে যে সাবর্ণ মহু উৎপন্ন হন, তিনি অইম মহু। তাঁহার অধিকার কালে সূতপা, অমিতাভ ও মৃধ্যা নামে তিনটি দেবগণ ছিলেন। বিরোচন-পুত্র বলি ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। তাঁহার বিরজা, অর্কবীর, নির্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু নামক পুত্রগণ রাজা হইয়াছিলেন। মার্ক-৮০। (৪) চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজ্যটি দেবী ভগবতীর বরে মরণান্তে সূর্য্য হইতে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সাবর্ণি নামে মহু হইলেন। মার্ক-৮১, ৯৩। দেবীভা-১০ স্ক ১২। সংজ্ঞা দেখ। (৫) সংজ্ঞা-গর্ভজাত বিবস্বানেব কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার অগ্জের সর্বর্ণ লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম হয় সাবর্ণি। মৎ-১১। (৬) অনাগত মন্বন্তরে সাবর্ণি নামে কয়েকজন মহুর উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মধ্যে এক জন সূর্য্যের তনয়। অপর চারিজন প্রজাপতি পরমেশ্বির অপত্য। তাঁহারা দক্ষের দৌহিত্র। এত মহাতেজস্বী মহু-গণ স্তম্বেক শৈলোপরি মহা তপত্ময় নিযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁহারা মেক্স-সাবর্ণি নাম লাভ করেন। হরি-হরি-৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। মহু (১২৯৮ পৃঃ)

দেখ। (৭) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পর ছিল। দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম দক্ষ পাঁচজন সাবর্ণি মনুর উদ্ভব হয়। তাঁহার সাবর্ণি। তিনি নবম মনু। তাঁহার দেব মধ্যে প্রথম জন (অর্থাৎ অষ্টম দীপ্তিকেতু, তৃত্যেকেতু প্রভৃতি কতিপয় মনু) সজ্জার গর্তজাত সূর্য্যের পুত্র পুত্র ছিল। এই মনুস্তরে দেবতাদের ছিলেন। প্রথম সাবর্ণি মনুর সময়ে পার ও মরীচি গর্ত নামে দুইটি গণ ছিল। দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। দ্বিতীয় তখন ইন্দ্রের নাম ছিল অদ্বুত। তৃতীয় সাবর্ণি মনুর সময়ে দ্বিষিমন্ত নামক দেব (ব্রহ্ম) সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে গণ স্বর্গে অবস্থান করিতেন, তৃতীয় দেবতাগণ সুবাসন ও অনিরুদ্ধ নামে সাবর্ণি মনুর সময়ে তিনটি দেবগণ স্বর্গে পরিচিত ছিলেন। ত্রিবেণ প্রভৃতি বিরাজ করিতেন। চতুর্থ সাবর্ণি মনুর তাঁহার পুত্র ছিল। (বিশ্বক্সেন দেখ)। সময়ে ব্রহ্মার নানস পুত্র পাঁচটি দেবগণ চতুর্থ সাবর্ণির পুত্রগণের নাম সত্য, ছিলেন। এই সাবর্ণি মনুদিগের পুত্রদের দক্ষ প্রভৃতি। এই মনুস্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল নাম এইরূপঃ—(ক) প্রথম সাবর্ণি মনুর বৈবস্বত। বিহঙ্গম, কামগম ও নির্বাণ-পুত্রগণ—অবনাবান, সুনম্র, পুতিমান, গর্ভা প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। (বৈবস্বতা বসু, পরিষু, আৰ্য্য, রাজা এবং সুনতি দেখ)। পঞ্চম (ব্রহ্মা) সাবর্ণি মনুর (খ) দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর পুত্রগণ অক্ষ, দেবপান, দেবশ্রেষ্ঠ, উপদেব প্রভৃতি উত্তমোজা, ত্রিবেণ, বার্ষ্যাবান, শত-কতিপয় পুত্র ছিল। এই মনুস্তরে ক্ষত-নাক, নিরনিব্র, বৃষসেন, ওয়দ্রথ, ধামা নামে ইন্দ্র ছিলেন এবং দেবতা-ভূরিহার ও সুবর্চা। (গ) তৃতীয় দেব হরিত প্রভৃতি গণ ছিল। (সত্য-সাবর্ণি মনুর সর্বত্রগ, সূশম্মা, দেবানাক সত্য দেখ)। ষষ্ঠ (দেব) সাবর্ণি ক্ষেনক দৃঢ়ের, পণ্ডক, দণ, উরু ও বাত মনুর অধিকার কালে শুকর্ম্মা ও সূত্রামা নামে দেবতাদের দুইটি গণ ছিল। তখন শিব-দক্ষ-৫৮। (৮) অষ্টম মনু সাবর্ণি দিবস্পতি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং চিত্র-নামে পাত। তিনি প্রথম সাবর্ণি মনু। সেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্র তাঁহার পর আরও ছয়জন সাবর্ণি মনু ছিলেন। সপ্তম (ইন্দ্র) সাবর্ণি মনুস্তরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সাবর্ণি মনুর ৫টি ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। পবিত্র ও অমৃতপ্রভা নামে দেবতাদের তিনটি সজ্জক নামে দেবতাদের গণ ছিল। গণ ছিল। বিরোচন-স্বত বণি ইন্দ্র ইন্দ্র সাবর্ণির উরু, গম্ভীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি হইয়াছিলেন। এই প্রথম সাবর্ণি মনুর কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮৮-১০। নিখৌক, বিরজন্ত প্রভৃতি কপিপয় পুত্র অগ্নি-১৫০। (৯) প্রথম সাবর্ণি মনুর

পুত্রগণ—বিরজ, অর্ধরীবান, নির্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি। এই মন্বন্তরে সুরতপা, অমৃতাত ও মুখ্য নামক দেবগণ ছিলেন। এই সময়ে বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাবর্ণি (দক্ষ-সাবর্ণি) মনুর পুত্রকেতু, দীপ্তি-কেতু, পঞ্চহস্ত, নিরানয়, পৃথুশ্রবা, বৃহহস্ত, ঋতীক, বৃহদগুণ নামে কতিপয় পুত্র ছিল। এই সময়ে দেবতার পাঁচ, মরীচিগর্ভ ও সুরধর্ম এই তিনটি গণে বিভক্ত ছিলেন এবং অদ্বুত নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। তৃতীয় (ধর্মসাবর্ণি) মনুর স্নেহোজ, উত্তমোজা, শতানীক, নিরমিত্র, বৃন্দেন, ভয়দ্রথ, ভুরিহান, সুরধর্ম, শান্তি, ও ইন্দ্র এই কয় পুত্র ছিল। এই সময়ে প্রাণ নামে পরিচিত একশত দেবতা ছিলেন, এবং ইন্দ্রের নাম ছিল শান্তি। রুদ্র-সাবর্ণি (একাদশ) মনুর সর্ষভগ, সুরধর্ম, দেবানীক, পুর, গুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়ধু ও আদিক নামে কতিপয় পুত্র ছিল। এই সময়ে ননোত্তর দেহ বিশিষ্ট কান্যাবানী বিহঙ্গগণ উৎপন্ন হন। এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল বৃষ। দ্বাদশ (দক্ষ) সাবর্ণি মনুর, দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান, মিত্রদেব, মিত্রবিল্ব, মিত্রবাহ ও সুরধর্ম, এই কয় পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং সুরধর্ম, সুরতপা, হরিত, রোহিত ও

তারা নামে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। গুরু-পু-৮৭।

সাবর্ণি—(১) নৈমিষারণ্য নিবাসী একজন মহাতপা ঋষি। তাঁহারই প্রার্থনায় বায়ু দেব তাঁহার নিকটে বেদসম্বত পুরাণকথা কীর্তন করেন। ব্রহ্মা-২০। বায়ু-২১। (২) সত্যযুগে সাবর্ণি নামে একজন মনু ছিলেন। তিনি মহর্ষি উপন্যুর আশ্রমে ছয় হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া রুদ্রের বরে জরা-মরণ-শূন্য হন। শিব-ধর্ম-২। কুর্ম-পু-২৫। (৩) সাহিত্যকার রোম-হর্ষণের অন্ততম শিষ্য। তিনি স্বয়ং ও এক-খানি চতুষ্পাদ পুরাণ প্রণয়ন করেন। সোমদত্ত বশোদ্ভব সাবর্ণি একখানি সামবেদ সাহিত্য প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি আবার তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। বেদ সমূহেব সাধারণ মধ্যে সাবর্ণিক ঋষি তৃতীয়। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। বিষ্ণু-৩২-৬। ভাগ-১-২-৭। (৪) কপিল সাবর্ণি প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ওধারেখর ক্ষেত্রে এক পার্থিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া “তং ভূ” ধ্বন্য করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই শিবলিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া যান। স্বন্দ-কার্ণা-উত্ত-৭৪।

সাবর্ণিক—(১) বারাহকল্লের বৈব-স্বত মন্বন্তরে যে সকল শিবাবতার প্রাহুত হন, তিনি তাহাদের অন্ততম। লি-পু-৭। (২) ভৃগুবাংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সাবর্ণ্য—সংহিতাকার সৈক্যবানের
অন্ততম শিষ্য। ভাগ-১২ঙ্ক-৭।

সাবিত্রী—(১) একাদশ রুদ্রের অন্ত-
তম। মৎ-৫। রুদ্র ও একাদশ রুদ্র
দেখ। (২) মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুদগ-
ণের অন্ততম। মৎ-১৭১। হরি-হরি-
১২৬। মরুত্বতী ও মরুদগণের তালিকা
দেখ। (৩) দ্বাদশ আদিত্যের অন্ত-
তম সাবিত্রী। মহাভা-শান্তি-২০৮।
(৪) অষ্টবস্তুর অন্ততম সাবিত্রী। মহাভা-
অমু-১৫০। রানা-উত্ত-৩২।

সাবিত্রী—(১) মদ্রদেশে অশ্বপতি
নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধা-
বস্থায় সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ধরিয়
এক কন্তা লাভ করেন এবং দেবীর
নামানুসারে কন্তারও নাম রাখেন
সাবিত্রী। কালক্রমে সাবিত্রী বিবাহ-
যোগ্য হইলে অশ্বপতি কন্তার বিবাহের
জন্তু চিন্তিত হইলেন এবং নানারূপ
বিবেচনার পর কন্তাকেই নিজ মনো-
মত পতি অশ্বপতি যাত্রা করিতে উপ-
দেশ দিলেন। সাবিত্রী পিতার উপদেশে
রথারোহণে দেশ পর্যটন করিতে
যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল নানাদেশে,
তীর্থস্থানে এবং মুনিদিগের আশ্রমে
বিচরণ করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করি-
লেন এবং নিজ পিতার প্রেমের উত্তরে
বলিলেন যে, তিনি শালদেশাধিপতি
হ্যামংসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিরূপে

বরণ করিয়াছেন। সাবিত্রী যখন তাঁহার
পিতাকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন
দেবর্ষি নারদও সেইস্থানে উপস্থিত
ছিলেন। নারদ সাবিত্রীর কথা শুনিয়া
অশ্বপতিকে বলিলেন, “সত্যবান্ নানা
সদৃশ্যের অধীশ্বর হইলেও এক দোষের
জন্তু কাহারও তাহার সহিত নিজ কন্তার
বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না। সত্য-
বানের আয়ু অতি অল্পদিন মাত্র অব-
শিষ্ট আছে। অল্প হইতে একবৎসরের
মধ্যে তাহার পরমায়ু শেষ হইবে।
সুতরাং সাবিত্রী যদি তাহাকে বিবাহ
করে, তবে তাহাকে অকালে বৈধব্যা-
বস্থায় পতিত হইতে হইবে।” অশ্ব-
পতি রাজা দেবর্ষির কথা শুনিয়া
অতিশয় হুঃপিত হইলেন এবং কন্তাকে
বলিলেন, “কন্তে, তুমি অগত্যা সত্য-
বানের পরিবর্তে অপর কাহাকেও
পতিরূপে নির্বাচন কর।” সাবিত্রী
পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়চিত্তে
বলিলেন, “আমি একবার যাহাকে
মনে মনেও পতিত্ব বরণ করিয়াছি,
তখন আর কাহাকেও নির্বাচন করিতে
পারিব না। ইহাতে আমার অদৃষ্টে
যাহাই থাকুক না কেন।” সাবিত্রীর এই
রূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া
দেবর্ষি নারদ অতিশয় প্রীত হইলেন
এবং অশ্বপতিকে বলিলেন যে সাবিত্রী
যখন সত্যবানকে বিবাহ করিতে
এতদূর দৃঢ়লঙ্ঘনা, তখন সত্যবানের

হস্তেই তাঁহাকে সমর্পণ করা হউক। তখন নরপতি অশ্বপতি দ্যুমৎসেনের সমীপে গমন করিয়া আশ্বপরিচয় প্রদান পূর্বক সমুদয় বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং দ্যুমৎসেন রাজার অমুমতি লইয়া সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে সাবিত্রী পতিসহ অরণ্যে স্বশ্রী প্রভৃতির সহিত বাসকরিতে লাগিলেন। দেবদ্বি নারদের বাক্য কিন্তু তাঁহার স্মৃতিপথ তইতে লুপ্ত হয় নাই। তিনি বিবাহের পর তইতে দিন গণনা করিতেন। পরিশেষে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে সত্যবানের জীবনের আর চারিদিন নাএ অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি ত্রিরাত্রাত অবলম্বন করিলেন। তত্ব দিন প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া যথাবিধি হোমক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং সত্যবানের শেষ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া অনাচারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা বন্ধিত হইলে সত্যবান এক পরশ্বন্ধে লইয়া কাষ্ঠ ছেদনে গমন করিতে উদ্রত হইলেন। তখন সাবিত্রীও তাঁহার সহিত গমন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। সত্যবান প্রথমে আপত্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু সাবিত্রী পরে স্বশ্রী ও স্বশ্বরের অমুমতি লইয়া সত্যবানের সহিত গমন করিলেন। অরণ্যে সত্যবান প্রথমে নানাবিধ ফল-মূলাদি আহরণ করিয়া পরিশেষে কাষ্ঠ ছেদন

করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে সহসা তিনি অতিশয় শিরঃপীড়া অনুভব করিলেন এবং সাবিত্রীর সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। কিয়ৎকালে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র পরিহিত, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, পাশহস্ত এক ভয়ানক পুরুষ সত্যবানের পাশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া অতি সতর্কতার সহিত স্বামীর মস্তক ভূতলে স্থাপন করিয়া কৃতাজ্জলি পুটে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ (যম) নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে সত্যবানের আশ্ব শেষ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সাবিত্রী পুনরায় বিনোত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাধারণতঃ কৃতান্তের অন্তচরগণই হত্যা জীবগণকে গ্রস্ত করিতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু তৎপরিবর্তে যম স্বয়ং কেন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যম উত্তর করিলেন যে সত্যবান পরম ধার্মিক, রূপবান ও গুণবান ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। এই কথা বলিয়া কৃতান্ত সত্যবানের দেহ মধ্য হইতে এক পাশবন্ধ অনুষ্ঠান পুরুষকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নিকাশিত করিলেন। প্রাণ

সমুদ্রত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ
প্রভাশুভ, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত
অপ্রিয় দর্শন হইল। অতঃপর অন্তক
সেই অকুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণ
পূর্বক দক্ষিণ দিকে প্রয়াণ করিলেন।
পতিপ্রাণা সাবিত্রীও দুঃখার্জীচিত্তে
যমের অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন।
যম সাবিত্রীকে তাঁহার অঙ্গুগমন করিতে
দেখিয়া বলিলেন “তুমি এক্ষণে বাস-
স্থানে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক সত্যবানের
উদ্ধ-দৈহিক কার্য সম্পন্ন কর।” সাবিত্রী
বলিলেন যে তাঁহার পতি যথায় নীত
হন বা স্বয়ং যথায় গমন করেন তাঁহারও
তথায় গতি। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী
গার্হস্থ্য আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন
করিয়া যমকে নিবেদন করিলেন। যম
তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয়
প্রীত হইয়া বলিলেন, “আমি তোমার
বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে
তুমি বর প্রার্থনা কর। সত্যবানের
জীবন ভিন্ন অপর যে বরই প্রার্থনা
করিবে, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান
করিব।” তখন সাবিত্রী প্রথমে যম
রাজের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে,
তাঁহার অঙ্গ স্বস্তুর যেন পুনরায় দৃষ্টি-
শক্তি লাভ করেন। যমরাজ সেই
বরই প্রদান করিয়া সাবিত্রীকে প্রত্যা-
গমন করিতে বলিলে, সাবিত্রী বলি-
লেন যে, তাঁহার স্বামী যেখানে থাকেন
সেই স্থানই তাঁহার পরম তীর্থ স্বরূপ।

তন্নিমিত্ত তিনি সাধু সংসর্গ আকাজ্জক
করেন। স্তত্রাং তিনি প্রত্যাবর্তন
করিতে চাহেন না। তখন যমরাজ
তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর
আর যে কোনও বর প্রার্থনা করিতে
বলিলেন। তখন সাবিত্রী প্রার্থনা
করিলেন যে, তাঁহার স্বস্তুর যেন পূর্বা-
পন্থত রাজ্য লাভ করেন এবং তিনি
যেন স্বধর্ম হইতে চ্যুত না হন। যমরাজ
সেই বরও প্রদান করিলেন। এই
রূপে যমরাজের সহিত কথোপকথন
করিতে করিতে সাবিত্রী ক্রমে আরও
অনেক বর লাভ করিলেন। যমের
নিকটে তাহার পিতা অশ্বপতির বংশ-
ধর শত ঔরসজাত পুত্র লাভ এবং
সত্যবান হইতে তাঁহার গর্ভে শত
পুত্রের জন্মলাভ এই দুই বর লাভ
করিবার পর যমরাজ কর্তৃক প্রত্যাবৃত্ত
হইতে অলুপ্ত হইয়া সাবিত্রী বলিলেন
যে পতি বার্তাত তিনি জীবন ধারণ
করিতে সমর্থ হইবেন না, সত্যবান
ব্যতিরেকে স্বর্গ স্ত্রুও তিনি কামনা
করেন না তন্নিমিত্ত যমরাজ যখন
তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে,
সত্যবান হইতে তাঁহার গর্ভে শত পুত্র
জন্মলাভ করিবে, তখন সত্যবান
জানিত না হইলে কি করিয়া যমরাজের
বাক্যের সত্যতা রক্ষা হয়। যমরাজ
তখন সাবিত্রীর বাক্যচাতুরীতে পরা-
ভূত হইয়া আনন্দিত চিত্তে সত্যবানের

জীবন দান করিলেন। সত্যবান তখন পুনর্জীবিত হইলে সাবিত্রী পতি সহ স্বর্গ-স্বর্গের সন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার পূর্বেই যমরাজের বর-প্রভাবে নৃপতি দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি লাভ পূর্বক চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া সত্যবান ও সাবিত্রীকে অশ্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কিত ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্যুমৎসেনের আশ্রমের সন্নিকটস্থ অজ্ঞাত মুনিগণ তাহাদিগকে তখন সাধনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সাবিত্রী ও সত্যবান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে সাবিত্রী তাঁহাদিগের নিকট সমুদয় ঘটনা কীর্তন করিলে সকলেই তাহার অশেষরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে শালদেশ হইতে প্রজাবর্গ আগমন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন যে অন্ধরাজ দ্যুমৎসেনের মন্ত্রী শক্রগণকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহার দ্যুমৎসেনকে পুনরায় সিংহাসনে-স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তখন রাজা দ্যুমৎসেন আশ্রম বাসীদের নিকট বিদায় লইয়া পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বরাজ্যে গমন করিয়া পুনরায় প্রজা পালনে নিযুক্ত হইলেন। মহাভা-বন-২১-

২১৭। (২) সূর্য্যদেবের এক কন্তার নাম সাবিত্রী। তাঁহারই অনুজ্ঞা তপতা সংবরণ রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-২৭১, ২৭২। (৩) সূর্য্য দেব তাঁহার কন্তা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-বন-১০৯। (৪) সাবিত্রী দেবী সপিতার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদাদিগকে আশ্রয় করেন। মহাভা-উদ্-১০৭। (৫) দেবী শতরূপার একনাম সাবিত্রী। ১৭-৩। শতরূপা দেখ। (৬) সাবিত্রী দেবী ভগবতী আত্মাশক্তির চতুর্থ অংশভূতা। তিনি বেন চতুর্দশ, বেদান্তসকল, চন্দ্র সমূহ, সন্ধ্যাবন্ধনাদি, ক্রিয়ামন্ত্র এবং তন্ত্রাদির মাতৃস্বরূপিণী। এই দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মতেজোময়ী এবং সর্ব-সংস্কাররূপিণী। তাঁহার বর্ণ শুক্ল ক্ষুটি-কের দ্বায় নিম্নল। তিনি পরমব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীভা-২২-১। (৭) পূর্বে গোলকধামে ঐক্ৰম্য দেবী সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু সাবিত্রী দেবী তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই। তখন পিতামহ ব্রহ্মা ঐক্ৰম্যের উপদেশে দেবী সাবিত্রীর আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মাকে পতিরূপে বরণ করেন। দেবীভা-২২-২৬। (৮) দেবীভাগবতের ৯ম স্কন্ধে যম-সাবিত্রী সংবাদ নামক

অধ্যায়গুলিতে (২৮ অঃ হইতে ৩২ অঃ) দান, ধর্ম, কর্মফল, নরকভয়, পাপফল প্রভৃতি বহু বিষয় বিস্তারিত কীর্তিত হইয়াছে। (২) মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলে, দেব নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মার সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া মধু-কৈটভও তাহাদের রূপ ধারণ করে। অতঃপর দানব ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ ননোনাত করিয়া ধ্বংসক্কে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা তাহাদের আকৃতির বৈলক্ষণ্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া জপে নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার মস্তক হইতে এক পরমা সূক্ষ্মরী কচ্ছা প্রাভূ-ভূতা হইলেন। তিনি ব্রহ্মার শিরো-ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন বলিয়া পিতা-মহ তাঁহার নাম রাখিলেন সাবিত্রী। এতদ্ভিন্ন সেই কচ্ছা মহাবাহুতি, একা-নংশা প্রভৃতি নামেও পরিচিতা হন। বায়ু-২৫। (১০) ভজমান বংশায় রাজা দেবাবুধ একটা সর্কগুণাশ্রিত পুত্র কাননায় তপস্তা করেন এবং তপস্তা-কালে যোগবলে পর্ণাশা নদীর জল লইয়া আটম্নন করেন। ঐ নদী দেবা-বুধের ননোভিপ্রায় জাত হইয়া সাবিত্রী নাম্না এক সূক্ষ্মরার রূপ ধারণপূর্বক দেবাবুধ রাজার পত্নীক গ্রহণ করেন। ঐ সূক্ষ্মরূপপারিণী সাবিত্রী নাম্না পত্নীর গর্ভে দেবাবুধ রাজার বক্র নামে এক

সর্কগুণাশ্রিত পুত্র জন্মে। বায়ু-২৬। (১১) আত্মশক্তি সনাতনৌ জগদম্বাই লীলাবশে দক্ষ-কচ্ছা সতী, হিমালয়-হুহিতা উমা, বিষ্ণু-জাম্বা লক্ষ্মী, এবং ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কব্ধি-৩৪-১৫। বৃহদ-মধ্য-১-৩। শ্রীমহাভা-৩। সতী (৬) এবং ব্রহ্মা (৭৭) দেখ। (১২) সৃষ্টির প্রারম্ভে শত-রূপা নামে যে নারী বর্তমান ছিলেন, তাঁহারই নামান্তর সাবিত্রী। তিনি ব্রহ্মার ভার্যা ছিলেন। তিনি পুলস্ত্যা-দি ঋষিগণকে, দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে ও ঋষিষুব-আদি মহর্ষগণকে প্রসব করিয়া-ছিলেন। পুরাকালে পুষ্কর-কলে বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া সলিল-নিমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করেন। তখন আদিত্য, বসু, সাধ্যা, মরুৎ, দেবতা, রুদ্র, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ কোকামুখ ক্ষেত্রে সেই বরাহদেবের পূজা করেন। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দেশে ব্রহ্মা তথায় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে আভিতি প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে ঋষিকগণ সাবিত্রীদেবী সহ ব্রহ্মাকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সাবিত্রীদেবী তখন গৃহকার্থো ব্যস্ত ছিলেন। তন্নিম্ন অস্বাক্ষর দেবীগণ, তখনও উপস্থিত হন নাই; এই সব কারণে তিনি যজ্ঞস্থলে গমন করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞের নিদিষ্ট সময়ও অতিক্রান্ত প্রায়

হইল। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন “তুমি সত্ত্বর অপর যে কোনও নারীকে যজ্ঞস্থলে লইয়া আইস। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বিচারে প্রয়োজন নাই। কেবল যজ্ঞস্থলে আমার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, এইরূপ কোনও নারীকে তুমি সত্ত্বর লইয়া আইস।” ব্রহ্মার বাক্যে ইন্দ্র ধরাতলে গমন করিয়া ঐরূপ একটা কুমারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও অপরিগৃহীতা নারীর দর্শন পাইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর এক পরমা সুন্দরী আভীর-কন্তা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাকেই ব্রহ্মার যজ্ঞকার্য্যে সাহায্য করিবার উপযুক্তা কন্তা বিবেচনা করিয়া শত্রু প্রথমে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে কুমারী বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসিলেন। অতঃপর বলপূর্ব্বক আহরিता সেই আভীর-কন্তাকে সান্না দানপূর্ব্বক ব্রহ্মা গন্ধর্ব্বমতে তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহাকে নিজ বাম পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যজ্ঞসম্পন্ন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এদিকে ক্রিয়াকাল মধ্যে অন্তান্ত দেবপত্নীগণ সনাগত হইলে, সাবিত্রীদেবী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি

তথায় গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পার্শ্বে উপ-বিষ্টা দেখিয়া সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে অশেষরূপে তিরস্কার করিলেন। ব্রহ্মা তখন কেন যে তিনি ঐ আভীর-কন্তাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ-সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন তাহা সম্যক রূপে বুঝাইয়া দিয়া কাতর-বাক্যে সাবিত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাবিত্রীর ক্রোধোপশম হইল না। তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে মর্ত্যে কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসে একবার তাঁহার পূজা হইবে। ইহা ভিন্ন তিনি আর কখনও পূজা প্রাপ্ত হইবেন না। অতঃপর সাবিত্রী একে একে অন্তান্ত দেব ও ঋষিগণকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রকে বলিলেন যে তিনি সংগ্রামে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া পরম দুর্দশা ভোগ করিবেন। বিষ্ণুকে বলিলেন যে তিনি মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাৰ্য্যাবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিবেন। শিবকে অভিশাপ দিলেন যে দারুণ-বনস্থিত ঋষিদিগের শাপে তিনি লিঙ্গহীন হইবেন। অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি সর্ব্বপ্রকার অমেধ্য-ভোজী হইবেন এবং ব্রাহ্মণ-গণকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁহারা বৃথা-প্রতিগ্রহ, বৃথা-অগ্নিহোত ও বৃথা বনাশ্রমী হইবেন। এইভাবে তিনি

ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ-দিগকে অভিষাপ প্রদানান্তর সভা হইতে নির্গতা হইয়া তাঁহার সহাগতা অন্তান্ত দেবীগণকে বলিলেন, “আমি আর এস্থলে থাকিব না । আমি এরূপ এক স্থলে যাইতে চাই, যে স্থলে যজ্ঞের ধ্বনি শ্রবণগোচর না হয় ।” সাবিত্রী এই রূপ বলিলেও, অন্তান্ত দেবীরা কেহই তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন না । তখন সাবিত্রীর রোষাগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । তিনি তাঁহাদিগকেও অভিষাপ প্রদান করিলেন । লক্ষ্মীকে বলিলেন যে, তাঁহার কদাচ একস্থানে বাস ঘটয়া উঠিবে না এবং তিনি ক্ষুদ্রাশয়া ও চঞ্চলা হইবেন । ইন্দ্রাণীকে বলিলেন যে দেবরাজ্য নহষকর্তৃক গৃহিত হইলে, তিনি নহষকর্তৃক প্রাণিতা হইয়া বৃহস্পতি-ভবনে লুপ্তায়িত থাকিবেন । এতদ্ভিন্ন দেবী সাবিত্রী অন্তান্ত দেবীগণকে অভিষাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই সম্ভান-মুখ দর্শনে বঞ্চিতা হইবেন । এই ভাবে দেবপত্নীগণকে অভিষাপ প্রদান করিয়া সাবিত্রী ক্ষোভে ও অভিমানে রোদন করিতে লাগিলেন । তখন বিষ্ণু বিনয় সহকারে তাঁহাকে যজ্ঞ-শালায় গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে লাগিলেন । কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই সাধুনা লাভ না করিয়া এক উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণপূর্বক

একান্তে উপবেশন করিলেন । তখন বিষ্ণু কৃতান্তলিপুটে তাঁহার অশেষরূপ স্তব করিতে লাগিলেন । বিষ্ণুকর্তৃক স্তব হইয়া সাবিত্রীর কোপ কিয়ৎ-পরিমাণে উপশান্ত হইলে, তিনি বিষ্ণুকে বর প্রদান করিলেন যে বিষ্ণু যখন যুদ্ধে পত্নীর সহিত অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি অজেয় হইবেন । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ । স্বন্দ-নাগ-১৮১, ১২২ । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৫ । (১৩) এক সময়ে সাবিত্রী হিমালয়-শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন । তখন শিব তাঁহাকে পার্শ্বতী ভ্রমে আহ্বান করেন এবং তাঁহার গাত্র স্পর্শ করেন । তাহাতে সাবিত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিষাপ প্রদান করেন । সেই অভিষাপে শিব মনুষ্য রূপে জন্মলাভ করেন । কালিকা-৫০ । ভৃঙ্গী ও মহাকাল দেখ । (১৪) সবিতা দেবের (সূর্য্যের) পত্নী পৃথ্বীর গর্ভে সাবিত্রী আদি কল্যাণ জন্মগ্রহণ করেন । ভাগ-৬ঙ্ক-১৮ । (১৫) ব্রহ্মা নিজ কন্যা সাবিত্রীকে সূর্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন । সূর্য্য হইতে সাবিত্রীর গর্ভে যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন । স্বন্দ-আব-অব-৫৬ । সংজ্ঞা দেখ । (১৬) গায়ত্রী দেবীরই নামান্তর সাবিত্রী । লি-পু-৬৩ । স্বন্দ-আব-চতু-৫২ । (১৭) সাবিত্রী দেবী অমৃতম সাবিত্রী তীর্থে সিদ্ধি লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সর্বদা যোগ-নিরতা

থাকেন। তাঁহার তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্য্য সদৃশ, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। সেই দেবী কমল-বদনা, কমল-বর্ণা এবং তাঁহার নেত্রহ্রাতি কমলপর্ণের তুল্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার যথাবিধি ধ্যান করিবে। শূদ্র কদাপি সাবিত্রী উচ্চারণ বা ধারণ করিবেনা। 'বালা বা লেন্দুসদৃশী, রক্ত-বস্ত্রানুলেপনা' এই বলিয়া উষাকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার ধ্যান এইরূপ—'উত্তুঙ্গ-পীবরকূটা স্রমুখী শুভদণনা ; সর্বাভরণ-সম্পন্ন স্বৈত-মাল্যানুলেপনা। স্বৈতবস্ত্র-পবিচ্ছিন্না স্বৈত-যজ্ঞোপবাসিতিনা।' স্বন্দ-আব-রেবা-২০০। (১৮) দেবী ভগবতীর এক নাম। সমুদয় দেবগণ সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে সেই বিশুদ্ধ-স্বভাবা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৯) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজায় অঙ্কিত যন্ত্রের মধ্যস্থিত বট কোণের নৈর্ধ্বত কোণে সাবিত্রী দেবীর পূজা বিহিত। তন্ত্রসার-১৬৫ পৃঃ। (২০) তন্ত্রোক্ত বটচক্র-দেবতাদের অন্ত-তনা। তন্ত্রঃ ৯৮১ পৃঃ। (২১) স্বৈতর্দ্বাপে প্রদত্ত কমল-বদন-শুভিত এক সরোবর। তাঁহা সাবিত্রী দেবী অবস্থান করেন। নারায়ণ-মূর্ত্তি ঋগ্বেদ, ব্রহ্ম-স্বরূপ বহু-র্বেদ, এবং বৃহদ্রস্মী সানবেদ তাঁহা র দেহে বাস করেন। বরা-২। (২২)

প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে সাবিত্রী দেবী গর্ভবতী হইয়া দিব্য শত বর্ষকাল গর্ভ-ভার বহন করেন। অতঃপর তিনি প্রথমে বেদ চতুষ্টয়কে প্রসব করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যাকরণাদি দিব্য শাস্ত্র সমূহ, দিব্য মূর্ত্তি ছত্রিশ রাগিণী, নানা প্রকার তালযুক্ত মনোহর ছয় রাগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলহপ্রিয় কলিযুগ, বর্ষ, মাস, ঋতু, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিবা, রজনী, বার, সন্ধ্যা, উষাকাল, প্রভৃতি এবং পুষ্টি দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ছয় কৃত্তিকা ও যোগকরণ প্রভৃতিকে প্রসব করিলেন। অতঃপর সাবিত্রী দেবী ব্রাহ্ম, পাদ্ম ও বারাহ নামক তিনকল্প, নিত্য, নৈমিত্তিক, দ্বিপরাধি, ও প্রাকৃত নামক চারি প্রকার প্রলয়, মৃত্যু নামক কল্পা এবং নানা প্রকার ব্যাধিকে প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২৩) শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে বিশুদ্ধ ক্ষটিকের দ্বারা উজ্জল-কাস্তি, নানাবিধ অলঙ্কার-ভূষিতা সাবিত্রী দেবী উৎপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি ব্রহ্মার পত্নী হইলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৬। (২৪) দেবী সাবিত্রী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। তিনি বারাণসীতে বিশালাক্ষী পুরুষে—সাবিত্রী; নৈমিষারণ্যে—লিঙ্গ-ধারিণী; প্রয়াগে—ললিতা দেবী; গন্ধনাডনে—কানুকা; নানসতীর্থে—

কুমুদা ; অশ্বরতীর্থে—বিশ্বকামা ; গোমস্তাঘরবতীতে—রুক্ষিণী ; বৃন্দাবনে—রাধা ;
 তীর্থে—গোমতী ; মন্মথপর্বতে—কাম-মথুরায়—দেবকী ; পাতালে—পর-
 চারিণী ; চৈত্ররথ বনে—মদোৎকটা ; মেঘরী ; চিত্রকূটে—নীতা ; বিদ্যাচলে—
 হস্তিনাপুরে—জয়ন্তী ; কান্তকূজে—বিন্ধ্যনিবাসিনী ; সহপর্বতে—একবীরা ;
 গারী ; মলয়াচলে—রম্ভা ; একাম্র-হরিশ্চন্দ্র তীর্থে—চন্দ্রিকা ; রামতীর্থে—
 কাননে—কীৰ্ত্তিমতী ; নিষেশ্বরে (বিশ্বে-রমণা ; যমুনায়—মৃগাবতী ; করবীর
 স্বরে)—বিন্ধ্যা । কর্ণিকপুরে—পুরু-তীর্থে—মহালক্ষ্মী ; বিনায়ক তীর্থে—
 হস্তা ; কেদারে—মার্গদায়িকা ; হিমা-উমা ; বৈতন্যাথে—অরোগা ; মহাকালে—
 চলে—নন্দা ; গোবর্ধন তীর্থে—ভদ্র-মহেশ্বরী ; পুষ্পতীর্থে—অভয়া ; বিদ্যা-
 কালিকা, স্বাধীশ্বরে—ভবানী । বিশ্বক-কন্দরে—অমৃতা ; মাণ্ডব্যশ্রমে মাণ্ডবী ;
 তীর্থে—বিশ্বপত্রিকা ; শ্রীশৈলে—মাহেশ্বর পুরে—স্বাহা দেবী ; বেগল
 মাধবী ; ভদ্রেস্বর তীর্থে—ভদ্রা ; বরাহ-তীর্থে—প্রচণ্ডা ; অনরকটকে—চন্দ্রিকা ;
 গিরিতে—জয়া ; কমলানগরে—কমলা ; সোমেশ্বরে—বরারোহা ; প্রভাসে—
 রুদ্রকোটা তীর্থে—রুদ্রাণী ; কালঞ্জর-পুষ্করাবতী ; সরস্বতীর উভয়তটে—
 তীর্থে—কালী ; মহালিঙ্গ ক্ষেত্রে—দেবমাতা ; মহালয়ে—মহাপদ্মা ;
 কপিলা ; কর্কোট ক্ষেত্রে—মঙ্গলেশ্বরী ; পয়োকীতীর্থে—পিঙ্গলেশ্বরী ; কৃত-
 শালগ্রাম ক্ষেত্রে—মহাদেবী ; শিবলিঙ্গে-শৌচে—সিংহিকা ; কার্ত্তিকেশ্বর ক্ষেত্রে—
 —জলপ্রিয়া ; নায়াপুরীতে—কুমারী ; শঙ্করী ; উৎপলাবর্তকে—লোলা ;
 সম্ভান নামক তীর্থে—ললিতা ; সহস্রাক্ষ-সিকুমঙ্গমে সুভদ্রা ; সিদ্ধবনে—উমা ;
 তীর্থে—উৎপলাক্ষী , হিরণ্যাক্ষ তীর্থে-ভরতাশ্রমে—অনঙ্গালক্ষ্মী ; জালন্ধর
 —মহোৎপলা ; গঙ্গায়—মঙ্গলা ; পুরু-ক্ষেত্রে—বিশ্বমুখী ; কিক্কিয়া পর্বতে—
 ষোত্তম তীর্থে—বিনলা ; বিপাশায়—তাবা ; দেবদাক্ষবনে—পুষ্টি ; কাশ্মীর
 অমোঘাক্ষী ; পুণ্ড্র বর্ধনে—পাটলা ; মণ্ডলে—মেধা ; হিমাচলে—ভীমাদেবী ,
 স্বপাৰ্শ্বগিরিতে—নারায়ণী ; দ্বিকূট-বশ্বেশ্বর তীর্থে—তুষি ; কপালমোচনে—
 পর্বতে—ভদ্র-সুন্দরী ; বিপ্লাচলে—শ্রদ্ধা ; কায়াবরোহণে—মাতা ; শঙ্কো-
 বিপুলা ; মানস নামক তীর্থে—কল্যাণী ; দ্বা—ধ্বনি ; পিণ্ডারক ক্ষেত্রে—ধৃতি ;
 কোটা-তীর্থে কোটবী ; মাধবাবনে—অচ্ছেদ তীর্থে—সিদ্ধিদায়িনী ; বেণা
 স্রগন্ধা ; কুজাম্রকাননে—ত্রিসন্ধা ; তীর্থে—অমৃতা ; বদরিকাশ্রম তীর্থে—
 গঙ্গা ঘারে—হরিপ্রিয়া ; শিবকুণ্ডে—উর্ধ্বা ; উত্তর কুরু প্রদেশে—ঔষধি ;
 শিবানন্দা ; দেবীকাতটে—নন্দিনী ; কুশদ্বীপে—কুশোদিকা ; হেমকূটে—

মন্মথ ; কুমুদ তীর্থে—সত্যবাদিনী ;
অশ্বত্থে—বন্দনীয় ; বৈশ্রবাণালয়ে—
নিধি ; বেদ-বদনে—গায়ত্রী ; শিব-সন্নি-
ধানে—পার্বতী ; দেবলোকে—ইন্দ্রাণী ;
ব্রহ্মবদনে—সরস্বতী ; সূর্য্যবিধে—
প্রভা ; মাতৃকাগণ মধ্যে—বৈষ্ণবী ;
সতীগণ মধ্যে—অরুন্ধতী ; এবং নারী-
গণ মধ্যে—তিলোত্তমা । পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ।

ভদ্রকর্ণিকা দেখ ।

সাম—(১) উনপঞ্চাশ জন মরুদগণের
অন্ততম । মরুদগণের তালিকা দেখ ।

(২) পর্জ্ব দেখ ।

সামক—প্রভাকপি, মহিমা, সামক,
পিঙ্গ, ব্রহ্মা, প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনী-
কুমার, ইন্দ্র, অত্রি এই সকল বেদবিদ
মহাত্মাগণ আয়ুর্কর্ষেদের তত্ত্ব অবগত
হইয়া অমর হইয়াছেন । দেবীপু-১০০ ।
যজন ও সূষণে দেখ ।

সামগ—একজন তপঃপরায়ণ দ্বিজ ।
লুপ্ত নামক নরপতি তাঁহাকে বধ করিয়া
সামগের পুত্রের শাপে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত
হন । স্বন্দ-আব-চতু-৪১ ।

সামবতী—সোমবান ও সুরমেধা
নামক দুই ব্রাহ্মণ-তনয় বিবাহ যোগ্য
বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের পিতৃদয়
তাঁহাদিগকে ধনলাভার্থ রাজ-সমীপে
প্রেরণ করেন । বিদর্ভরাজের পরামর্শে
সোমবান নারীবেশ ধারণকরিয়া সুরমেধা
সহ দ্বিজ দম্পতিরূপে নিষধরাজ-মহিষী
সীমন্তিনীর পূজা গৃহে গমন করেন ।

তথায় যথাযোগ্য পূজা সংকারাদি লাভ
করিয়া প্রত্যাগমন কালে সীমন্তিনীর
পুণ্য প্রভাবে সোমবান জীষ প্রাপ্ত হন ।
এই সকল বিষয় পরে প্রকাশ পাইলে
সুরমেধার সহিত জীষ প্রাপ্ত সোমবানের
বিবাহ হয় । ঐরূপ জী-রূপ প্রাপ্ত
সোমবানের নাম হয় সামবতী । স্বন্দ-
ব্রহ্ম-উত্ত-২ ।

সামলোমকি—অগ্নিরা-বংশীর এক
জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি । বৈশালী
দেখ ।

সামশ্রবা—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবা
প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
তাঁহাদিগকে যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিষয়
বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা
নামে প্রসিদ্ধ । যাজ্ঞ-সং ১ম-অ

সামাত্মা—অন্ততমা মাতৃকা । মাতৃকা-
গণের তালিকা দেখ ।

সামুদ্রি—সমুদ্রের কণ্ঠা প্রাচীন বর্হি-
ষের পত্নী সাবর্ণির নামান্তর । সাবর্ণি
দেখ । (২) বরুণের পত্নী । তাহার
নামান্তর সুনাদেবী । বায়ু-৮৪ ।

সামেয়ী—বর্চা নাম্নী অঙ্গরার অন্ত-
তমা সখী । বর্চা ও বর্গা দেখ ।

সাম্ব—(১) পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত
বাসুদেবের অন্ততম পুত্র । কোন কোন
পুরাণে সাম্ব নাম পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণ
পুত্র কামনায় উপমহ্যায় আশ্রমে অবস্থান
করিয়া দীর্ঘকাল শঙ্করের আরাধনা
করেন । তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া

শঙ্কর শঙ্করীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রলাভ বর প্রদান করেন। যেহেতু শিব অধিকার সহিত মিলিত হইয়া ত্রীকৃষ্ণকে পুত্রবর প্রদান করেন, তজ্জন্ত ত্রীকৃষ্ণ ঐ শিবদত্ত তনয়ের নাম রাখেন সাশ্ব। শিব-বায়ু-পূ-১। (২) সাশ্ব প্রভৃতি ত্রীকৃষ্ণ-তনয়গণ প্রত্যাগের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪। সাশ্ব দেখ। (৩) ব্রজে সাশ্ব নামে একজন উপনন্দ ছিলেন। মার্গদ ও বীতিহোত্র দেখ। (৪) অন্ততম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সাশ্বা—জৈনৈক যাদব। তাঁহার পুত্র তপস্বী। বায়ু-২৬।

সাম্রাফ—কাম্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভ-জাত কর্দমপ্রজাপতির অন্ততম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫২। কর্দম ও কাম্যা দেখ।

সায়কায়নি—অঙ্গিরা-বংশীয় এক জন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ২২-১২৬। মধুরাবহ দেখ।

সারঙ্গ—হরিধামা দেখ।

সারণ—(১) রাবণের অন্ততম মন্ত্রী। রাম বানর-সৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হইল, রাবণ শুক ও সারণ নামক মন্ত্রী-দ্বয়কে গোপনে বানর-সৈন্যের সংবাদ লইবার জন্ত প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-২৫-৪৪। শুক দেখ। (২) রোহিণীর গর্ভজাত বশুদেবের অন্ততম পুত্র। সারণ, বশুদেব ও পিত্তারক দেখ।

সারমেয়—ঋক্বেদের অন্ততম পুত্র।

ভাগ-২২-২৪। ঋক্বেদ দেখ।

সারস—(১) নাগ কন্তার গর্ভজাত ষড়্র অন্ততম পুত্র। হরি-হরি-২৪। ষড়্র দেখ। (২) পরগভোজী গরুড়ের বংশধরদিগের অন্ততম। মহাভা-উদ্-১০০।

সারস্বত—(১) জৈগিষব্য নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্ততম শিষ্য বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-উদ্ভ-১০। লি-পূ-৭, ২৪। কৃষ্ণ-পূ-৫২। জৈগিষব্য, শতক্রতু ও ঋষভ দেখ। (২) জনৈক সংশিত-ব্রত ঋষি। হরি-হরি-১৬৬। (৩) জনৈক মন্ত্রবাদী ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বীতহব্য ও বৈণ্য দেখ। (৪) দধীচি হইতে সরস্বতীর গর্ভে সারস্বত নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৫) সারস্বত মুনি বশিষ্ঠের নিকট হইতে বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হন। তিনি উহা ত্রিধামাকে প্রদান করেন। ত্রিধামার নিকট হইতে শরদ্বান উহা প্রাপ্ত হন। বায়ু-১০৩। শরদ্বান দেখ। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে নবম দ্বাপরে সারস্বত নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। লি-পূ-২৪। কৃষ্ণ-পূ-৫১। স্বল্প-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ। (৭) সারস্বত মুনি দধীচির নিকটে বিষ্ণু পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুকে উহা শিক্ষা দেন। ভৃগু উহা পুরুকুৎসকে; পুরুকুৎস নর্মদাকে; নর্মদা ধৃতরাষ্ট্র নাগ ও পুরণকে; তাঁহারী দুইজনে নাগরাজ

বান্ধুকীকে ; বান্ধুকী বৎসকে ; বৎস অশ্বতরকে ; অশ্বতর কন্বলকে ; কন্বল এলাপত্রকে উহা শিক্ষা দেন। তৎপরে বেদশিরা মুনি উহা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৬৪-৮। বেদশিরা ও স্তবমিত্র দেখ। (৮) সত্যযুগে দেবর্ষি নারদ অবন্তীপুরে সারস্বত নামে একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃহৎ পরিবার, বহু ভৃত্য ও বিপুল ধনদাত্ত ছিল। কিন্তু তিনি বিষয়ভোগে নিম্পৃহ হইয়া সারস্বত সরোবরে গমনপূর্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। বরা-৩। (২) অত্রি-তনয় সারস্বত পশ্চিম দিগ্বাসী মহর্ষিদের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-অনু-১৫০, ১৬৫। শান্তি-২০৮। (১০) বিদর্ভ জনপদ বাসী একজন ব্রাহ্মণ। সামবতী দেখ। (১১) কুরুক্ষেত্রে সারস্বত নামে একজন উর্দ্ধরেতা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই আদেশে মৃগীরূপধারিণী এক ব্রাহ্মণতনয়া ভোজরাজকে নিজ পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করে। স্বন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-৬. ১১। ভোজ দেখ। (১২) পূর্বকালে মহর্ষি সারস্বত তুঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্রস্থ ঋষিগণকে বেদাধ্যাপন করান। কালক্রমে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অত্রাত্ম ঋষিগণ মিলিত হইয়া ওঁকার উচ্চারণ করিলে, তৎসমুদয় পুনরায় তাঁহাদের স্মৃতিপথে

উদিত হয়। মহাভা-বন-৮৫। (১৩) পূর্বে ইন্দ্রের নিকট হইতে শিব-ভাষিত পদমালা-বিদ্যা লাভকরিয়া বশিষ্ঠ সারস্বত মুনিকে তাহা শিক্ষা দেন। সারস্বত তাহা ত্রিধামা ঋষিকে এবং তৎপরে যথাক্রমে, ত্রিব্রহ্ম, ভরদ্বাজ ও অন্তরীক্ষ মুনি তাহা প্রাপ্ত হন। অতঃপর অন্তরীক্ষ হইতে বহুবৃচ এবং তৎপরে যথাক্রমে আকুণি, বলজ, কৃতজ্ঞয়, ভারদ্বাজ, গৌতম, উত্তমি ও বাজশ্রবা ঋষি এই বিদ্যার অধিকারী হন। দেবীপু-১১। সোম দেখ। (১৪) কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্ততম শিষ্য। কৌশিক শিষ্যগণ জন্মান্তরে সাধাদেবগণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভু-রামা-৫।

সারস্বতগণ—কোনও সম্প্রদায় অথবা জাতি বিশেষের নাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নকুলের বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ করেন। মহাভা-উদ-৫৬।

সারা—চতুষ্টয় যোগিনীগণের অন্ততমা। যোগিনীগণ দেখ।

সারিক—একজন বেদবেদাঙ্গ পারা মহর্ষি। মহাভা-সভা-৩।

সারিস্ক—মন্দপাল নামক মহর্ষি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া জরিতা নাম্নী পক্ষিনীতে চারিটি অপত্য উৎপাদন করেন। সারিস্ক তাহাদের অন্ততম। মহাভা-আদি-২৩০। মন্দপাল, শার্ঙ্গক ও জরিতা দেখ।

সারিমেজয়—জটনৈক ভূপতি। তিনি

দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-
সভা-৪।

সার্পরাজী—কজুর নামান্তর। তিনি
স্বর্ঘ্যের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্মন্ত্র
রচনা করেন। ঋক্-১০।১৮২।

সার্কভোম—(১) কুরুবংশীয় বিষ্ণু-
রথের তনয়। সার্কভোমের অপত্য
জয়ংসেন। মৎ-৫০। বায়ু-২৯। বৃহদ্-
মধ্য-২২। গরু-পূ-১৪৪। (২) অজ-
মীঢ় বংশীয় সুধর্ম্ম নৃপতির পুত্র পৃথি-
বীতে অধিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী
রাজা ছিলেন বলিয়া সার্কভোম নামে
পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বংশে
মহৎ নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ
করেন। হরি-হরি-২০। (৩) ঐ বংশীয়
সুবর্ম্মার পুত্র সার্কভোম। তৎপুত্র
মহৎ পৌর। বায়ু-২৯। (৪) কুরু-
বংশীয় রাজা সার্কভোমের তনয় জয়-
সেন। কঙ্কি-ভূ-৪। বিষ্ণু-৪র্থ-২০।
ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) কুরুবংশীয় অহং-
যাতির তনয় সার্কভোম। তাঁহার
মাতার নাম ভানুমতী। সার্কভোম
কেকয়রাজ-দুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ
করেন। সুনন্দার গর্ভে জয়ংসেন জন্ম
গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২৫। (৬)
ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঋতুপর্ণের তনয় সার্ক-
ভোম। তাঁহার তনয় সুদাস। লি-
পূ-৬৬। (৭) প্রথম (সুধর্ম্ম) সাবর্ষি
মহন্তরে নারায়ণ দেবগুহ্য হইতে সর-

স্বতীর গর্ভে সার্কভোম নামে অবতীর্ণ
হইবেন এবং পুরন্দর হইতে বলপূর্ব্বক
স্বর্গ রাজ্য গ্রহণ করিয়া বলিকে প্রদান
করিবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৮) অন্ত-
তম দিগ্গজ। তন্ত্র-২২৪ পৃঃ।

সালকটকটা—সন্ধ্যা নামক দানবের
কন্যা। বিদ্যাৎকেশ নামক রাক্ষস
তাহাকে বিবাহ করে। বিদ্যাৎকেশ
হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া সালকটকটা
মন্দর পর্ব্বতে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করে।
মাতৃ-পরিত্যক্ত সেই রাক্ষস-শিশু শিব-
পার্কতীর বরে আকাশগামী পুর ও যশ
লাভ করে। রামা-উত্ত-৫। স্বকেশ
দেখ।

সালকি—একজন সংহিতাকার।
বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

সালদায়ন—(১) বিশ্বামিত্র-বংশীয়
একজন ঋষি। বায়ু-২১। মহাভা-অমু-৪।
(২) একজন মহাতপস্বী ব্রহ্মর্ষি। তিনি
প্রথমে পুত্রার্থী হইয়া বিষ্ণুর আরাধনায়
নিযুক্ত হন। তিনি যথায় তপস্রা করেন,
শঙ্কর সেই স্থানে শালগ্রাম শিলারূপে
অবস্থান করেন। বরা-১৪৪।

সালড়ি—অগ্নিরা-বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎপ্রাচ্ছাণ্ড দেখ।

সালিমঞ্জরী—সংহিতাকার হিরণ্য-
নাভের অন্ততম শিষ্য। বায়ু-৬১।
ব্রহ্মা-৬৭। আজবন্ত ও হিরণ্যনাভ
দেখ।

সাসিসাহ—কণ্ডপ-বংশীয় এক জন

গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১২২। বৈব-
শপ দেখ।

সাহজ, সাহজি—(১) যদুবংশীয়
কর্ত্তের তনয়। তিনি সাহজনী নামে
এক নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার
তনয় মহিয়ান। হরি-হরি-৩৩। (২)
যদুবংশীয় কুস্তির তনয় সাহজি, তাঁহার
তনয় মহিয়ান। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। গরু-
পু-১৪৩।

সাহদেবি—রাজা বিশেষ। তিনি
যমুনাতীরে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন।
মহাভা-বন-১২৪।

সাহরি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন
গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মধুরাবহ দেখ।

সিংহ—(১) মাদ্রীর গর্ভজাত শ্রীকৃ-
ষ্ণের অন্ততম তনয়। মাদ্রীরই অপর
নাম লক্ষ্মণা। ভাগ-১০স্ক-৬১। অপ-
রাজিত ও উর্কগ দেখ। (২) অশুর
বিশেষ। সে পঞ্চজন নামক দানবের
অমুচর ছিল। দিগ্বিজয়ে বহির্গত
অনিরুদ্ধের সহচর শ্রীকৃষ্ণ-তনয় বৃকের
সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-অশ্ব-৩১।

সিংহকেশু—পাঞ্চাল-রাজের তনয়।
তিনি একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া
এক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন এবং ঐ শিব
লিঙ্গটি তাঁহার অমুচর চণ্ডককে প্রদান
করিয়া তাকে শিব পূজার বিধি
কীৰ্ত্তন করেন। স্বন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৭।

সিংহতুণ্ড—গজ্ঞাননের একনাম।
কাশীতে সিংহতুণ্ড গণেশ অবস্থান করেন। নামে খ্যাত দানবগণ জন্মগ্রহণ করে।

স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

সিংহনাথ—সিংহলে সিংহনাথ নামক
এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্বন্দ-
মাহে-কেদা-৭।

সিংহনাদ—দানব বিশেষ। দেবী
মহিষমর্দিনী তাহাকে বধ করেন।
স্বন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১২।

সিংহবক্ত্র—দানব বিশেষ। স্বন্দ-
আব-রেবা-২৮।

সিংহবাহিনী—(১) দেবী ভগবতীর
এক নাম। তিনি কল্পের অবসানে
সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরকে
বধ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ঐ
নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭। (২) দেবী
ভদ্রকালীর এক নাম। ব্রহ্মা-২। বায়ু-
২। ভদ্রা দেখ।

সিংহমুখী—অন্ততমা যোগিনী।
যোগিনীগণ দেখ। স্বন্দ-কাশী-পু-
৪৫।

সিংহাশ্ব—দৈত্যরাজ দুর্গের অমুচর,
অন্ততম দানব। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

সিংহিকা—(১) দক্ষের অন্ততমা
কন্যা। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১২৬।
মহাভা-আদি-৬৫। গরু-পু-৬। পদ্ম-
সৃষ্টি-৪০। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১২২।
স্বন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-৮। (২) কশ্যপ হইতে
দিতির গর্ভে সিংহিকা নামী এক কন্যা
জন্মে। সিংহিকাকে বিপ্রচিন্তি বিবাহ

করেন। সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেশ্বর
নামে খ্যাত দানবগণ জন্মগ্রহণ করে।

হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম-৫৪। অগ্নি-
১২। বায়ু-৬৭। ভাগ-৬৬-১৮। ব্রহ্মপু-
৩। (৩) বিপ্রচিন্তি হইতে সিংহিকার
গর্ভজাত সৈংহিকেশ্ব নামে খ্যাত দানব
গণের নাম (ক) বংশ, শল্য, নভ,
বাতাপি, নমুচি, ইবল, খস্ম, অঞ্জক,
কালনাভ, নিবাতকবচ। গরু-পু-৬।
(খ) কংশ, শম্ব, নল, অঞ্জন, নরক,
পরমাম্ব, কল্প, বীৰ্য্য এবং পূর্বোক্ত
তালিকাভুক্ত কয়েকজন। বিপ্রচিন্তি
দেখ। (৪) সিংহিকার গর্ভে রাহু এবং
আরও একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে।
তাহারা সকলেই গ্রহস্ব প্রাপ্ত হয়।
ভাগ-৬৬-৭। (৫) সিংহিকার গর্ভে
পূর্বোক্ত প্রথম তালিকার অন্তর্গত
কতিপয় দানব ভিন্ন নরক, স্বর্ভানু ও
চক্রযোধী নামক দানবও জন্মগ্রহণ করে।
বিষ্ণু-১ম-২১। (৬) দেবী সাবিত্রী
কৃতশোচ তীর্থে সিংহিকা নামে পূজিতা
হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৭) একজন
রাক্ষসী। সে সমুদ্র জলে বাস করিয়া
সমুদ্রয় প্রাণীর ছায়া দ্বারা তাঁহাদিগকে
আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ
করিত। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে
সাগরের উপর দিয়া লঙ্কায় যাইতে-
ছিলেন, তখন সিংহিকা হনুমানকেও
আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত
হয়। হনুমান তাহার আক্রমণ হইতে
রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নিজের দেহ
ক্রমেই বৃহত্তর করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসীও তাহার মুখব্যাদান তক্রপ বৃহ-
ত্তর করিতে লাগিল। তখন হনুমান
সহসা নিজ দেহ অতি ক্ষুদ্রাকার করিয়া
রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ পূর্বক নগর
প্রহার দ্বারা তাহার মর্ষ সকল ক্ষত
বিক্ষত করিয়া পুনরায় সম্বর বহির্গত
হইয়া বেগে প্রস্থানকরিলেন। সিংহিকা
এই ভাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নিধন
প্রাপ্ত হইল। রামা-সুন্দ-১।

সিংহী—দক্ষকন্যা সিংহিকার নামা-
স্তর। স্বন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সিংহরী—দেবী শঙ্করীর গাজোৎ-
পন্ন কতিপয় কুলদেবতার অন্ততম।
তিনি বাৎস্ত ও শ্রামায়ন গোত্রীয়
ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। স্বন্দ-ব্রহ্ম-
ধর্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ।

সিকত—অজ, পুন্নি, সিকত, অরুণ
ও কেতুগণ সাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গে গমন
করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৬।

সিকতা—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রবাদী
মহর্ষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া
অনেক ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
ঋক্-৯।৮৬।

সিত—(১) ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের
অন্ততম। সপ্তর্ষি দেখ। (২) পিতৃগণের
মাতৃসী কন্যা মেনার গর্ভে একপর্ণা নামে
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হিমবান
একপর্ণাকে মহর্ষি সিতের হস্তে সম্ভ্রাদান
করেন। মৎ-১৩। (৩) লোকহিতকর
সাধক গ্রহগণের অন্ততম। মৎ-৯৩।

বুধ দেখ। (৪) সাধ্য, রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি কর্তৃক দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্বন্দ ও বৈতালী দেখ।

সিতকেশ—দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা জটীধরা কর্তৃক প্রেরিত অন্ততম অনুচর। বাম-৫৭। জটীধরা ও স্বন্দ দেখ। (২) সহস্র বদন রাবণের অন্ততম সেনাপতি। অঙ্কুরাশা-১৮। রাবণ দেখ।

সিতাংগু—সৈন্যিকের নামে গাত্য বিপ্রচিতির দানবের পুত্রগণের অন্ততম। বায়ু-৬৮। বিপ্রচিতি ও সিংহিকা দেখ।

সিতানন—মহাদেবের একজন অনুচর। তিনি পঞ্চাশকোটি অনুচর সহ-শিব-পার্বতীর বিবাহে ববামুগমন করিয়াছিলেন। স্বন্দ-নাভে-কুমা-১৬।

সিতাননা—সীতার রেমকুপ হইতে উদ্ধৃত অন্ততমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সিতাং—রথস্থর কল্পে পাঞ্চালদেশে সিতাং নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে ব্যাধ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একবার অগ্নিবেশ নামক এক মুনিকে তাঁহার শিষ্যগণকে শ্রাদ্ধ-বিধি কীর্তন করিতে শ্রবণ করিয়া গজা-বধ করিয়া এবং মধু ও কালশাক আহরণপূর্বক পিতৃগণের তর্পণ করেন। সেই পুণ্যফলে মরণান্তে তিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিস্মর

ছিলেন। সেইজন্ত এই জন্মেও তিনি খড়্গমাংসাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। স্বন্দ-নাগ-২২০।

সিতেয়ু—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি উশনার পুত্র। তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র মরুত। লি-পু-৬৮।

সিক্—(১) দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে সিক্ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। ভানু ও অনুপা দেখ। (২) একজন ব্রাহ্মণ মহর্ষি। তিনি শিলবৃত্তি নামক অপর একজন ব্রাহ্মণের নিকট গন্ধার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। মহাভা-অমুশা-২৬।

সিক্গণ—ত্রয়ত্রিংশংদেবগণেব অনুগত অন্ততম দেবগণ।

সিক্গুরু—ভোগ, ক্রীড়া, সময়, বেদ, সহজ, উহার তত্ত্বমতে সিক্গুরু। তত্ত্ব:- ৪৩৫ পৃঃ।

সিক্গুহ—মহুয়গণের ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ গ্রহগণ তাহাদের নানাবিধ অপকার সাধন করে। সিক্গণকে অবমাননা করিয়া বা তাহা-দিগের ক্রোধ প্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে তষ্ঠাং উন্নত হয়, উহার নাম সিক্গুহ। মহাভা-বন-২২৮।

সিক্পাত্র—(১) দেবসেনাপতি স্বন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্বন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্ততম

সেনাপতি । অম্বু-রামা-১৮ ।

সিন্ধপুত্র—সময়পুত্র দেখ ।

সিন্ধরাত্র—গোদাবরী দেখ ।

সিন্ধলক্ষ্মী—সোমেশ্বর তীর্থের অন্ত-
তম পীঠশক্তি । স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩২ ।

সিন্ধলিঙ্গ—সিন্ধগণ স্থাপিত শিবলিঙ্গ
সমীপস্থ সরোবরে স্থান করিলে নর
ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় স্বন্দ-প্রভা-
অৰ্দ্ধ-৪৩ ।

সিন্ধসজ্জ—গোলকে পায়সের কর্দম,
ঘূতের নদী, মধুর হ্রদ, এবং আরও
অনেক নদী বর্তমান আছে । তথায়
মরীচিপ, সোমপ, ঘূতপ, সাধা, সিন্ধসজ্জ
প্রভৃতি দেবগণের হস্তে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি
সর্বদাই অবস্থিত । স্বন্দ-নাগ-২৫২ ।

সিন্ধসমাধি—বৃহদ্রথ নামক এক নর-
পতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মৃত্যু-
মুখে পতিত হন । তখন তাঁহার পুত্র
পিতার দেহ তপ্ত তৈলে ভর্জিত করিয়া
সেইস্থানে স্থাপনপূর্বক পূর্ববৎ যজ্ঞকার্য্য
আরম্ভ করেন । যজ্ঞস্থলে যুগবদ্ধ অশ্বকে
কেহ নিশীথে অপহরণ করে । তখন
বৃহদ্রথ-তনয় দক্ষিণাপথে কোলাপুর
নামক নগরে গমন করেন এবং
তত্রস্থ মহালক্ষ্মী দেবীর উপদেশে
তিনি সিন্ধসমাধি নামক এক মহাপা-
ণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলে সিন্ধ সমাধি ঋষি
যোগবলে তথায় সুরগণকে আকর্ষণ
করিলেন । অনন্তর মহর্ষি সিন্ধসমাধির
নির্দেশে ইন্দ্র দেবী অপহৃত অশ্ব বৃহদ্রথ

তনয়কে প্রদান করিলে, রাজপুত্রের
অম্বরোধে সিন্ধসমাধি যজ্ঞস্থলে গমন-
পূর্বক বৃহদ্রথ নৃপতিকে পুনর্জীবিত
করিয়া দিলেন । পদ্ম-উত্ত-১৮৬ ।

সিন্ধসেন—(১) আনন্তর্দেশে সিন্ধ-
সেন নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি
একবার হঠাৎ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন । তখন
তাঁহার শত্রুগণ তাহার রাজ্য অধিকার
করিয়া তাঁহাকে নিকরাসিত করে । পরে
দেবর্ষি নারদের পরামর্শে তিনি
শম্বোদ্ধার তীর্থে ভাস্করের আরাধনা
করিয়া রোগমুক্ত । স্বন্দ-নাগ-২০২,
২১০ । (২) বিজয় নামক মগধ দেশীয়
এক ব্রাহ্মণ নহীসাগরসঙ্গম তীর্থে গুপ্ত-
ক্ষেত্রে অবস্থিত নবদুর্গাদেবীর আরা-
ধনা করিয়া বৈষ্ণবী অপসমাজিতা বিত্তা
লাভ করেন । ঘটোৎকচ-তনয় বর্করীক
ঐ বিদ্যালোভে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য
করেন । ঐ বিত্তা ও সিন্ধি লাভ করিয়া
বিজয় সিন্ধসেন নামে প্রসিদ্ধ হন । স্বন্দ-
মাহে-কুমা-৬১-৬৩ ।

সিন্ধা—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের
রক্ষার নিমিত্ত দেব-গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিতা অন্ততমা কুলদেবী । স্বন্দ-
ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩ । ভট্টারিকা দেখ ।

সিন্ধাধিকা—আত্মাশক্তি পরমেশ্বরী
বহুরূপে বিভক্তা হইয়া বিভিন্ন তীর্থে
অবস্থান করেন । তিনি সিন্ধাধিকা
নামে বহুদ্র তীর্থে পূর্বকোণে অবস্থান
করেন । শঙ্কর-তনয় কুমার তাঁহাকে

তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বন্দ-মাহে-
কুমা-৪৭, ৪৬।

সিদ্ধার্থ—(১) অযোধ্যাপতি রাম-
চন্দ্রের অন্ততম অমাত্য। রামা-লঙ্কা-
১২২, ১৩০; উত্ত-৭২। (২) সূর্য্যবংশীয়
শুক্রোদনের পুত্র। তাঁহার তনয় প্রসেন-
জিৎ। মৎ-২৭১। (৩) যক্ষরাজ-মণি-
ভদ্রের অন্ততম পুত্র। বায়ু-৬২। পুণ্য-
জনী দেখ। (৪) দেব সেনাপতি স্বন্দের
মহাভা-শল্য-৪৬। স্বন্দ ও বৈতালী
দেখ। (৫) জনৈকক্ষত্রিয় নরপতি।
তিনি পূর্ব্বজন্মে একজন দানব ছিলেন।
মহাভা-আদি-৬৭। (৬) সহস্রবদন
রাবণের অন্ততম সেনাধ্যক্ষ। অশ্ব-
রামা-১৮।

সিদ্ধি—(১) পাণ্ডুর অন্ততমা মহিষী
কুন্তীদেবী সিদ্ধিদেবীর অংশে জন্মগ্রহণ
করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) অন্ত-
তমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।
(৩) গণেশের অন্ততমা পত্নী সিদ্ধি।
তাঁহার গর্ভে লক্ষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ
করে। শিব-জ্ঞান-৩৬। বুদ্ধি দেখ।
(৪) দক্ষের এক কন্যা এবং ধর্ম্মের ত্রয়ো-
দশজন পত্নীর অন্ততমা। শিব-বায়ু-পু-
১৫। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০।
বিষ্ণু-১ম-৭। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৬)
দেবী ভগবতীর একনাম। দেবীপু-
৩৭। (৩৭) বিংশতি উত্তমা দেবতার
অন্ততমা। দেবীপু-৫০। ষণ্মা দেখ।

(৮) মাহেশ্বরীর শরীরসমুত্তা অন্ততমা
মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

সিদ্ধিকরী—দেবী মাহেশ্বরীর শরীর-
সমুত্তা অন্ততমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

সিদ্ধিদায়িনী—দেবী সাবিত্রী অচ্ছো-
দাতীর্থে সিদ্ধিদায়িনী নামে পূজিতা
হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

সিদ্ধিবিদায়ক—কাশীধামের পূর্ব্ব-
ভাগে যমতীর্থের পশ্চিমদেশে সিদ্ধি-
বিদায়ক গণেশ অবস্থিত। তিনি ভক্ত-
দিগের মনোবাঞ্ছা শীঘ্রই পূরণ করিয়া
থাকেন। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

সিদ্ধিলক্ষ্মী—কাশীধামে সিদ্ধিলক্ষ্মী
দেবী অবস্থিতা আছেন। ঐ দেবীর
লক্ষ্মীনিবাস নামক প্রাসাদ নিরীক্ষণ
করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত
-৭০।

সিদ্ধেশ্বর—(১) কাশীধামে সিদ্ধেশ্বর
দেবের কৰ্ম্মধনরত্নময় এবং ধ্বজপতাকা
শোভিত স্বর্ণ-প্রাসাদ অবলোকন করিলে
সিদ্ধিলাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭।

(২) কাশীধামে সিদ্ধগণ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধে-
শ্বর দেবকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি
লাভ হয়। স্বন্দ-কাশী-উত্ত-২৭। (৩)
কোনও সময়ে ত্রাক্ষণগণ দেবদারুণবনে
মহা তপস্যায় রত হন। শত বর্ষকাল
ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াও তাঁহারা সিদ্ধি
লাভ করিতে পারিলেন না। তখন
তাঁহারা তপস্যায় বিরক্ত হইয়া নাস্তিকা
অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু

এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সেই বাণীর নির্দেশ মত মহাকাল বনে বাইয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। এবং সেই স্থানস্থ অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেন। স্বন্দ-আব-চতু-১১। (৪) কশ্যপ-তনয় দ্বাদশ আদিত্য একবার নর্যদা তীরে দেব ভাস্করের প্রসন্নতা লাভের জন্ত তীর্থ তপস্তায় ত্রতী হন। তাঁহারা তথায় তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই স্থানস্থ শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্বন্দ-আব-রেবা-১১১। (৫) কোনও সময়ে অষ্টাদশ সহস্র উর্দ্ধ-রেতা মুনি প্রভাসক্ষেত্রে এক শিব-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তদবধি ঐ শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্বন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৬। (৬) সৌরাষ্ট্র দেশে তদ্র-শ্রবা নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্তা শ্রামবালাকে, সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাকর বিবাহ করেন। শ্রামবালা দেখ। (৭) দেবদেব শঙ্কর আকাশে (স্বর্গে ?) সিদ্ধেশ্বর নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৪। (৮) নহী-সাগরসঙ্গমে কার্তিকেয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ বলিয়া কথিত হন। স্বন্দ-মাহে-কুমা-৩৬।

সিনী, সিনীবালী—(১) কন্দ্রমের পত্নী সিনীবালী সোমের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেই ষজ্জস্থলে তিনি এবং

আরও অনেক দেবীগণ সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া সোমকেই ভজনা করিতে লাগিলেন। মৎ-২৩। হরি-হরি-২৫। স্বন্দ-কাশী-পু-১৪। স্বন্দ-আব-অব-২৮। অগ্নি-২৭৪। (২) শুভানামী পত্নীর গর্ভে অঙ্গিরার সিনীবালী নামী কন্তা ও আরও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা দেখ। (৩) অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ভে সিনীবালী প্রভৃতি কন্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১০। ব্রহ্মা-২২। বায়ু-২৮। অগ্নি-২০। মার্ক-৫২। সৌর-২৬। গরু-পু-৫। কুর্খ-পু-১৩। অঙ্গিরা ও স্মৃতি দেখ। (৩) অহুহ্লাদ দানবের অন্ততম পুত্র সিনীবালী। বায়ু-৬৭। (৪) অঙ্গিরার পত্নী শ্রকার গর্ভে সিনীবালী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১২। অঙ্গিরা দেখ। (৫) সিনীবালী ধাতার অন্ততম পত্নী ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। ধাতা দেখ। (৬) দেবসেনা-পতি স্বন্দ্রের পত্নী দেবসেনার নামান্তর সিনীবালী! মহাভা-বন-২২৭। (৭) সায়নাচার্য্যের মতে সিনীবালী অমাবস্তা রাত্রির নাম। গৃৎসমদ ঋষি অপত্য লাভার্থ সিনীবালী দেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন। ঋক্-২।৩২।৬। (৮) পুরাণেও সিনীবালী অমাবস্তার এক নাম। বিষ্ণু-২স্ক-৮। বায়ু-৫০। (৯) ধাতা-বনিতা সিনীবালীর গর্ভে দর্শ

জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬৯-২৮।

সিদ্ধু—(১) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের
অন্যতম পুত্র। ভদ্রমতি দেখ।

সিদ্ধুক—মগধের অজ্ঞবংশীয় প্রথম
নরপতি। তিনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর
রাজত্ব করেন। তাহার পর ভীত নামক
নরপতি মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-
২২।

সিদ্ধুক্ৰিৎ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র
দ্রষ্টা ঋষি। তিনি নদীর স্তব করিয়া
কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০
৭৫ ;

সিদ্ধুদ্বীপ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় এক
জন নরপতি। (২) অশ্বরীষের তনয়
সিদ্ধুদ্বীপ। তাহার পুত্র অযুতাজিৎ
শিব-ধর্ম-৬১। হরি-হরি-২৫। (৩)
অশ্বরীষ-তনয় সিদ্ধুদ্বীপের তনয় শ্রুতায়ু।
অগ্নি-২৭৩। (৪) নাভাগের তনয় সিদ্ধু-
দ্বীপ। তৎপুত্র অযুতায়ু। সৌর-৩০।
(৫) অশ্বরীষের তনয় সিদ্ধুদ্বীপ। তাহার
তনয় আয়ু। বায়ু-৮৮। (৬) ভগীরথের
তনয় নাভ। নাভের পুত্র সিদ্ধুদ্বীপ।
তৎপুত্র অযুতায়ু। কবির-২২-৩। (৭)
অশ্বরীষের পুত্র সিদ্ধুদ্বীপ। তাহার পুত্র
অযুতায়ু। বিষ্ণু-৫৭-৪। (৮) শ্রুতের
তনয় নাভ। নাভের তনয় সিদ্ধুদ্বীপ।
তৎপুত্র অযুতায়ু। ভাগ-২২-২। (৯)
অশ্বরীষের তনয় সিদ্ধুদ্বীপ। তাহার
তনয় অযুতায়ু। ২২-১২। গরু-পূ-১৪২
লি-পূ-৬৬। (১০) নাভাগের তনয়

সিদ্ধুদ্বীপ। তাহার তনয় অযুতায়ু।

কুর্শ-পূ-২১। (১১) অজমীঢ়-বংশীয়

জহুর তনয় সিদ্ধুদ্বীপ। তাহার তনয়

বলাকাশ। মহাভা-অনুশা-৪। (১২)

সিদ্ধুদ্বীপ, আর্চিসেন প্রভৃতি নরপতি-

গণ ত্রায়লক বস্ত্র সমুদয় দান ও সত্য

ব্যবহার করিয়া পরমগতি লাভ করিয়া

ছিলেন। মহাভা-আশ্ব-২১। (১৩)

বেদশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ অপর এক

ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য না দিয়া এবং

বেদনাথ নামক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পাণ্ড

অপহরণ করিয়া, যথাক্রমে শৃগাল ও

বানর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পরে সিদ্ধুদ্বীপ নামক একজন মহাত্মজা

মুনির উপদেশে রামধনুকোটিতে স্নান

করিয়া তাহার পাপ মুক্ত হন। দ্রুম-ব্রহ্ম-

সেতু-৩৪। (১৪) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র

দ্রষ্টা ঋষি। তিনি জলের স্তব করিয়া কতি-

পয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ২।

(১৫) দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা'র এক তনয়

ছিল। কোনও অস্ত্রই তাহার শরীর

ভেদ করিতে পারিত না। দেবরাজ

অবশেষে সমুদ্রের ফেণ দ্বারা তাঁহাকে

বধ করেন। তিনি ক্রিয়াকাল পরে

ব্রহ্মবশে সিদ্ধুদ্বীপ নামে জন্মগ্রহণ

করেন এবং ঈশ্বরের পুত্র বৈরি স্বরণ

করিয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে

সিদ্ধুদ্বীপ নোরতন তপস্যায় নিমগ্ন হই-

লেন। সেই সময়ে ব্রহ্মণের পত্নী বেত্র-

বতী নদী সিদ্ধুদ্বীপের প্রতি অংকুশ হইয়া

তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। সিদ্ধদ্বীপও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সিদ্ধদ্বীপ হইতে বেত্রবতীর গর্ভে বেত্রাসুর নামে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী হইয়াছিল। বরা-২৮। (১৬) আদি সৃষ্টি সময়ে সঙ্ঘৎসর নামে এক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের তনয় সিদ্ধদ্বীপ মাহিষ্যতীপুরীতে অনাহারে তপশ্চরণ করিয়া মাহিষ্যতী নারী কন্যা ও বিপ্রচিতি নামে এক পুত্র লাভ করেন। এই মাহিষ্যতী মহিষাসুরের জননী ছিলেন। বরা-২৫।

সিলীবাঙ্ক—একজন বেদ-বেদাঙ্গ-পরায়ণ মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

সীতা—(১) মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের অধোনিমন্তব্য কন্যা। কোনও সময়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হলাগ্রে এক কন্তারত্ন সমুখিত হয়। ভূমি শোধনকালে লাক্ষ্মীনাথ মুখে উদ্ভব হয় বলিয়া জনকরাজ সেই কন্তার নাম রাখেন সীতা। পূর্বে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শব্দর এক মহাধনু গ্রহণ করিয়া দেবগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবগণ তখন বিপদ দেখিয়া ষ্টোকবাক্যে মহাদেবের প্রসন্নতা বিধান করিলে তিনি ঐ ধনু তাঁহা-দিগকেই প্রদান করেন। দেবগণ তাহা জনকের পূর্ব-পুরুষের নিকট গচ্ছিত রাখেন। বংশ পরম্পরায় ঐ ধনু রাজর্ষি

জনকের হস্তগত হয়। সীতাকে লাভ করিবার পর জনক প্রতিজ্ঞা করেন যে যিনি ঐ হরধনুতে জ্যা রোপন করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহার সহিত তিনি সীতার বিবাহ দিবেন। দাশরথি রাম বিশ্বামিত্র-নহ মিথিলায় গমনপূর্বক সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করেন। (রামা-আদি-৬৬, ৬৭) বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম যখন অভিনেদক দিবসেই বনে গমন করিতে উদ্যত হন তখন তিনি সীতাকে অযোধ্যায় অবস্থান-পূর্বক স্বশ্র, স্বশ্র ও অন্যান্য আশ্রয় গুরুজনদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সীতা তাহাতে আদৌ সন্মত হইলেন না। বরঞ্চ ঐ রূপ পরামর্শ প্রদান করার জন্ত তিনি রামকে অতিশয় অহুযোগ প্রদান করিলেন। তিনি রামের সহিত বনগমন করিতেই একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাকে বনবাসের ক্লেশ ও তথাকার বিপদাদির কথা বর্ণনা করিয়া, ঐরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বারংবার অহুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা কিছুতেই রামের অহুগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সন্মত হইলেন না। তিনি সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বনে গমনের কথা উল্লেখ করিয়া রামের সহিত গমন করিবার জন্ত নির্দ্বন্দ্ব প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। অগত্যা রাম তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ বন-গমনোপযোগী জটা ও বকলাদি পরিধান করিলে সীতাও পরিধান করিবার জন্ত এক খণ্ড চীবর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এতৎবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায় তিনি চীরখণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাম তাহা দেখিয়া সীতার পরিহিত কোশেয় বসনের উপরিভাগেই চীরখণ্ড বন্ধন করিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া পুরবাসীগণ তাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দশরথও বিলাপ করিতে করিতে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর পতি-প্রাণা সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনযাত্রা করিলেন। (রামা-অযোধ্যা-২৬-৩০ ; ৩৭-৪০)। চিত্রকূট পর্বতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষির পরামর্শে রাম সীতাকে দাধা অনহস্যার সকাশে প্রেরণ করেন। সেই দেবা অনহস্য সীতাকে নানাবিধে এবং পতিব্রত সদ্গুণে অনেক সহুপদেশ প্রদান করেন। তিনি সীতার মধুর বাক্যে এবং ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ দিব্যমালা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণাদি ও অমুল্যপন সকল প্রদান করেন। অনহস্যার অমুরোধে

সীতা তাঁহাকে নিজ জন্ম বিবরণ এবং বিবাহের বিবরণ কীর্তন করেন। সীতা বলেন যে রাজর্ষি জনক যখন যজ্ঞের জন্ত লাক্ষল হস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহার কন্যারূপে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহার সর্ব শরীর ধূলায় আচ্ছন্ন ছিল। জনক সহসা ধূলিরাশির মধ্যে পদ্ম-কোরক তুল্য এক শিশুকে অবলোকন করিয়া পরম আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং অতিশয় স্নেহভরে শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। জনকের আর কোনও সন্তান ছিলনা। সেই জন্ত সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন কন্যার জন্ত তাঁহার মনে অতিশয় স্নেহের সঞ্চার হইল। ঐ সময়ে সহসা এই দৈববাণী হইল—হে জনক, এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তিনি তোমার কন্যা হইলেন। ঐ দৈববাণী শুনিয়া রাজা জনক আরও হ্রষ্ট হইলেন এবং সেই শিশুকে গৃহে লইয়া যাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষার হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন। (হর-ধনু-ভঙ্গ, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যাহা বলেন তাহা পূর্বেরই অমুরূপ বলিয়া আর পুনরুক্তি করা হইল না)। (রামা-অযো-১০৭, ১০৮)। বনবাসী ঋষিগণের প্রার্থনায় রাম ও লক্ষ্মণ যখন ব্রাহ্মস-বধ করিবার জন্ত দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন

সীতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। তিনি রামকে নিরপরাধ রাক্ষসগণকে বধ না করিবার জন্ত বারংবার অহুরোধ করেন। তিনি রামের নিকট মিথ্যা বাক্য, পরজী-গমন এবং শত্রুতা ব্যতীত প্রাণি-বধ এই তিন প্রকার বাসনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বারংবার অহুরোধ করেন। রাম তখন সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন যে ফলমূলাহারী তপো-রত মুনিদিগের প্রতি যাহারা অত্যা-চার করে, সেই ক্রুরকর্মা রাক্ষসগণকে বধ করিয়া মুনিদিগকে নিঃশঙ্ক করা ক্ষত্রিয়ের অস্তুতম কর্তব্য। (রামা-আর-২, ১০)। সীতার প্রার্থনায় এবং নিজেরও আগ্রহে রাম মায়াবী যুগরূপ-ধারী মারীচের পশ্চাক্রাবন করিলে, লক্ষ্মণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণে রহিলেন। কিস্ত্যকাল পরে সীতা ও লক্ষ্মণ উভয়েই রামের কাতর স্বরের অতুরূপ চাঁৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন সীতা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বর রামের সাহায্যের জন্ত গমন করিতে অহুরোধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু প্রথমে গমন করিতে সম্মত হইলেন না। রাম যুগের অমুসরণ করিতে বাইবার সময়ে লক্ষ্মণকে বিশেষ ভাবে বলিয়া যান যে তিনি যেন অব-হিত হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তদ্বিধ দণ্ডকারণ্যে নানারূপ রাক্ষসাদির

বাসস্থান ছিল। সে স্থলে সীতাকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া লক্ষ্মণ খুব যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সীতা লক্ষ্মণকে গমন করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেগিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সীতা এইরূপ ইঙ্গিতও করিলেন যে লক্ষ্মণ সীতার প্রতি অহুরাগ পোষণ করিতেন বলি-য়াই রামের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে আপত্তি করিতেছেন। এইরূপ অবমানকর তিরস্কার লাভ করিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং প্রথমে নানারূপ অভয়প্রদ বাক্যে সীতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে খর-দূষণ নিধনকারী রামচন্দ্রের অপর কোনও রাক্ষস হইতে আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সীতা কিছু-তেই প্রবোধ মানিলেন না। তিনি বরঞ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া অতি কঠোর বাক্যে লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে তিনি যেন কল্পনায়ও না করেন যে রামপ্রণয়িনী সীতা রামের অবর্তনানে লক্ষ্মণের প্রণয়িনী হইতে সম্মত হইবেন। লক্ষ্মণ যদি রামের সাহায্যের জন্ত গমন না করেন, তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবেন। পদ্ম-পলাশ-লোচন নীলোৎপল-শ্যাম রামচন্দ্রের আশ্রিতা গৃহিণী হইয়া তিনি কখনই ইতরজনে অভিলাষিণী হইবেন না। সীতার এই-

রূপ রোমহর্ষণ পরুষ বাক্য লক্ষণের অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি আর বিলম্ব করা যুক্তিস্কৃত বিবেচনা করিলেন না। অগত্যা সীতাকে ঐরূপ অপ্রিয় বাক্যে তিরস্কার করার জন্ত অমুযোগ প্রদানান্তর লক্ষণ দেবগণের নিকট সীতার মঙ্গল কামনা করিয়া রামের সাহায্যের জন্ত গমন করিলেন। লক্ষণ প্রস্থান করিবার অনতিকাল পরেই রাবণ সুর্যোগ পাটয়া পরিত্রাজকের রূপ ধারণ পূর্বক ভিক্ষার্থী হইয়া শোকাকুলা সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বেদোচ্চারণপূর্বক সীতার রূপগুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতা ব্রাহ্মণবেশী রাবণকে অতিথি জ্ঞানে পাণ্ড অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর নানারূপ চিন্তার পর, অতিথির অবদাননা করিলে রামের অমঙ্গল হইতে পারে বিবেচনায় ধীরে ধীরে নম্রবচনে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। (এই স্থলে সীতা রামের ও নিজের বয়সের যে বর্ণনা প্রদান করেন তাহা এইরূপ—ত্রয়োদশ বর্ষকালে দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করেন। বনে গমন কালে রাম পঞ্চবিংশ বর্ষ ছিলেন এবং সীতা অষ্টাদশ-বর্ষিয়া ছিলেন। বন গমনের পূর্বে তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল স্বত্তরালয়ে বাস করিয়া ছিলেন। তাহা

হইলে বিবাহ কালে সীতার বয়স ছয় বৎসর ছিল ধরিতে হয়)। রাবণ ক্রমে ক্রমে সীতার নিকট হইতে তাঁহার জন্ম, বিবাহ, রামের বনাগমনের হেতু প্রভৃতি সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিয়া, নিজের পাশাপাশ্য চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিজ পরিচয় প্রদানপূর্বক সীতাকে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও তিনি রাজ্য শাসনে উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই দশরথ তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন, এই প্রকারে রামেরও নানারূপ নিন্দা করিয়া রাবণ সীতাকে তাঁহার সহিত লঙ্কায় যাইবার জন্ত বারংবার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণের বাক্যে সীতার ক্রোধ সঞ্চার হইল এবং তিনি ঐরূপ অবমানকর ও প্রগল্ভ বাক্য উচ্চারণ করার জন্ত রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সীতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাবণের ক্রোধ সঞ্চার হইল। তখন তিনি স্ব-রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় সীতাকে নানারূপ ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সীতার সম্মতি না পাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতা রাবণকর্তৃক হ্রিয়মাণ হইয়া আকুলভাবে রাম ও লক্ষণকে উদ্দেশ্য করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা অতিশয় দূরে ছিলেন বলিয়া সীতার রোদন তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে সীতা এক স্থানে পক্ষীরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সীতা নিজ বিপদের কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সংবাদ দিতে অমুরোধ করিলেন। সীতার কাতর ক্রন্দনে প্রবুদ্ধ হইয়া জটায়ু রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাবণের অস্বাভাৱে আহত হইয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হয়। অতঃপর রাবণ পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে আর একস্থানে সীতা গিরিশৃঙ্গোপরি পাঁচটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া সীতা, তাহারা রামকে ইয়ত সংবাদ দিতে পারিবে এই আশায় নিজ কোষের উত্তরায় ও স্তবর্ণালঙ্কারাদি তাহাদের নিকটে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ কিন্তু সন্ধ্যম প্রযুক্ত তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণ সীতা-সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাবণ সীতাকে নিজ অন্তঃপুরে স্থাপন-পূর্বক ভীষণাকৃতি পিশাচীগণকে আদেশ করিলেন যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষ যেন তাঁহার অমুমতি ব্যতিরেকে সীতাকে দেখিতে না পায়। সীতা

যেন, তাহা সকলই যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। তদ্বিত্তি তিনি সকল দাস-দাসীদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যে কেহ সীতার প্রতি কোনও রূপ দুর্ব্যবহার করিবে, সেই দণ্ডার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইবার পর রাবণ পুনরায় সীতার প্রণয় লাভের জন্য তাঁহাকে প্রথমে বিনয়গর্ভ বাক্যে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোনও ফল না হওয়াতে পরিশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সীতার প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে ক্রুদ্ধ রাবণ বলিলেন যে তিনি সীতার মত পরিবর্তনের আশায় দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বৎসরান্তে সীতা সম্মত না হইলে তিনি সীতার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাবণ রাক্ষসীগণকে আজ্ঞা দিলেন “তোমরা ইহাকে অশোকবনে লইয়া যাও এবং যাহাতে তাঁহার দর্প চূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা কর।” রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় সীতাকে অশোকবনে লইয়া গেল। তথায় তাঁহারা সীতাকে বেঁটন করিয়া অবস্থানপূর্বক সর্বপ্রকারে সীতাকে রাবণা-মুগাণিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। (রামা-আর-২, ১০, ৪২, ৫৬)। হনুমান যখন সীতার অধেষণে

লঙ্কার উপস্থিত হয়েন, তখন প্রথমে তিনি সীতাকে রারণের অন্তঃপুরেই অহুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে রাবণ হয়ত সীতার প্রাণবধ করিয়াছে। তথাপি বিশেষ উত্তমরূপে অহুসন্ধান করিবার জন্ত তিনি অশোকবনে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সম্ভরণে অহুসন্ধান করিতে করিতে তিনি এক বর্তুলাকার কৈলাস ধবল, সহস্র-সুস্ত প্রাসাদের সম্মুখে অনশন-কুশা, দীনভাবাপন্ন, একখানি মাত্র জীর্ণ-পীতবস্ত্র পরিহিতা ক্ষীণা জ্ঞানকীকে রাক্ষসীগণে পরিবৃত্তা উপবিষ্টা দেখিতে পাইলেন। তিনি সীতার অশ্রুবেগে আগমন করিবার সময়ে রাম হনুমানকে, সীতার অঙ্গে যে সমুদয় অলঙ্কার তখনও বর্তমান ছিল, সেইগুলির বিবরণ দিয়াছিলেন। হনুমান সেই সকল অলঙ্কার ও সীতার পরিহিত বস্ত্র হইতে তাঁহাকে সম্যক চিনিতে পারিলেন। তখন সীতার দুঃখবস্থা দেখিয়া তাঁহার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল এবং নিজমনে রাম, লঙ্কণ ও সীতাকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাবণ অস্তান্ত পুরাঙ্গনাসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে পূর্বের জ্ঞান সীতাকে নানারূপ প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বৃথা রামের

আশায় কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অক্কাশায়িনী হইলেই যে সীতার সকল প্রকার শুভ হইবে, এই কথা বলিয়া সীতাকে নানারূপে অশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা তাঁহার কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বরঞ্চ রাবণকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়া পাপবাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। এই ভাবে রাবণ ও সীতার মধ্যে বহু বাদানুবাদ হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ চিত্তে প্রত্যাভর্তন করিলেন। তৎপরে রাক্ষসীগণ সীতাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে রাবণাশ্রয়গিনী করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল; কিন্তু কোনও রূপে সীতার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে পরিশেষে পরুষবাক্যে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে সীতা শোকাবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ত্রিজ্ঞা নারী এক রাক্ষসী তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তান্ত রাক্ষসীগণকে বলিল “তোমরা সীতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিও না। আমি এক অভূত স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহাতে আমার শঙ্কা হইতেছে যে লঙ্কাপুরী শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং রাবণও পরিজন সহ বিনষ্ট হইবে।” সীতা ত্রিজ্ঞার বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ত্রিজ্ঞাকে বলিলেন “বাস্তবিক তোমার স্বপ্ন যদি সফল হয় তবে আমি তোমাগণকে

রক্ষা করিব।” অতঃপর সীতা পুন-
রায় রাম-বিরহে আকুলা হইয়া গল-
দেশে বেণী-বন্ধনপূর্বক প্রাণত্যাগ
করিতে সংকল্প করিয়া দণ্ডায়মান হই-
লেন। এমন সময়ে তাঁহার দেহে নানা-
রূপ শুভ-লক্ষণ সূচক অনুভূতি উপ-
স্থিত হইল। তখন সীতা আরও
আশ্বস্তা হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প
পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে হনুমান
বৃক্ষশাখোপরি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল
ঘটনাই অবলোকন করিলেন। তখন
তিনি সীতাকে আশ্বাস ও নিজ পরি-
চয় প্রদান করিবার জন্ত সীতার আরও
সমীপবর্তী হইয়া এক শাখায় উপবেশন
পূর্বক, যাহাতে সীতা তাঁহার বাক্যে
প্রতীতি লাভ করিতে পারেন এই
উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে রামচরিত কীর্তন
করিলেন। সীতা সহসা অদৃশ্য স্থান
হইতে অদৃশ্য ব্যক্তির দ্বারা রামচরিত
কীর্তিত হইতে শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত
হইলেন এবং ভয়ানকচিত্তে ইতস্ততঃ
দৃষ্টিপাত করিয়া অদূরে বৃক্ষশাখে এক
ক্ষুদ্রকায় বানরকে উপবিষ্ট দেখিলেন।
প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া সীতার অতি-
শয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি উহা
মায়াবী রাক্ষসদিগের ছলনা মনে
করিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন। তখন
হনুমান ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে
আগমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিলেন। সীতা হনুমানের বাক্যা-

লাপে কিয়ৎ পরিমাণে ভয়শূন্য হইয়া
নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন
হনুমান সীতাকে নিজ পরিচয় এবং
তথায় আগমন করিবার কারণও ব্যক্ত
করিলেন এবং সীতার প্রত্যয় জন্মাই-
বার জন্ত রাম-প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান
করিলেন। অতঃপর সীতা বিশেষ
রূপে আশ্বাস লাভ করিলে হনুমান
তাঁহাকে সান্নিধ্য প্রদান করিলেন এবং
বিশেষ ভাবে আশা প্রদান করিলেন
যে তিনি সীতার সংবাদ লইয়া প্রত্যা-
গমন করিলেই রাম সৈন্তসহ লঙ্কার
আগমন পূর্বক রাবণকে সবংশে নিধন
করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবেন।
তখন সীতাও রামের প্রত্যয়ের জন্ত
অভিজ্ঞান-স্বরূপ নিজ শিরোমণি হনু-
মান হস্তে সমর্পণ করিলেন। (রামা-
শ্চন্দ্রা-১০-৪০)। সীতা যখন অশোক
বনে একাকিনী অবস্থান করিতেন,
তখন বিভীষণের ভাৰ্য্যা সরমা সর্বদা
তাহার নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহার
দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন।
রাম সৈন্তসহ লঙ্কার উপস্থিত হইলে,
রাবণ সীতাকে ছলনা করিবার জন্ত
বিদ্যাজিহ্ন নামক এক রাক্ষসের দ্বারা
রামের এক মায়ী মুণ্ড ও তদ্রূপ ধনু-
শরাদি নিষ্কাশন করাইয়া সীতার নিকটে
গমন করেন এবং বানর সৈন্তের পরা-
জয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সীতাকে ভয়
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণ

প্রত্যাবৃত্ত হইলে সরমাই সীতাকে সমুদয় ছলনার কথা বলিয়া তাঁহাকে শাস্তনা প্রদান করেন। (রামা-লঙ্কা-৩১-৩৩)। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইলে সীতা যখন সেই সংবাদ পাইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন ত্রিজটা রাক্ষসী সীতাকে নানারূপে শাস্তনা প্রদান করেন (রামা-লঙ্কা-৪৭-৪৮)। রাবণ-বধান্তে হনুমান রামের আদেশে সীতাকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্ত গমন করেন। পূর্বে অশোক-কাননবাসিনী রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি কিরূপ দুর্ভাবহার করিত হনুমান সেই-সকল বিষয় অবগত ছিলেন। তজ্জন্ত এক্ষণে তাঁহার বার্তনা হইল যে তিনি সেই রাক্ষসীগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সীতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে ঐ সকল পরিচারিকা কেবল তাহাদের প্রভু রাবণের আদেশেই তাঁহার প্রতি পুরুষ ব্যবহার করিত। রাবণ হত হওয়ায় আর তাহার পূর্বের ভ্রাতৃ ব্যবহার করিবে না। অতঃপর রাম সীতাকে স্বান ও দিব্য অঙ্গরাগ ও ভূষণে ভূষিতা করাইয়া তাঁহার নিকটে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সীতা রামকে দর্শন করিবার জন্ত এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে সাধারণ ভাবেই অস্বাভাবিক হইয়া রাম সমীপে

গমন করিতে উদ্যত হন। পরে রামের আদেশ অমান্য করা অনুচিত হইবে বিবেচনার যথাযোগ্য বেশভূষাদি করিয়া পতিসকাশে উপস্থিত হইলেন। সীতা সমীপস্থ হইলে রাম নিজের মনোগত ব্যাকুলতা দমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া যথুবংশে যে কলঙ্কলপন করিয়াছিলেন, তিনি রাবণকে বধ করিয়া সেই কলঙ্কেরই স্থালন করিয়াছেন মাত্র রক্ষোগৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া লোকাপবাদের সম্মুখীন হইতে সক্ষম নহেন। রাবণকে বধ করিয়া তিনি পত্নীহারকে সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। সীতা ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট গমন করিতে পারেন। রামের ঐ নিষ্ঠুর বাক্যে সীতার যে দারুণ মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাস্প-রুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে রামকে বলিলেন—“আপনি আমাকে সাধারণ প্রাকৃত নারীর ভ্রাতৃ বিবেচনা করিয়া প্রাকৃত-জনের ভ্রাতৃ কর্কশ বাক্য বলিতেছেন কেন? দৈববশে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাষাণের গাত্র সংস্পর্শ লাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমার চিত্ত এযাবৎ কাল আপনাতেই অম্লমুক্ত

রহিয়াছে। আমরা বহুকাল একত্র বাস করা সত্ত্বেও আপনি আমাকে সম্যক রূপে চিনিতে পারিলেন না, ইহাই আমার অতিশয় মৰ্ম্মবেদনার কারণ হইয়াছে। আমার প্রতি যদি আপনার এইরূপ মনোভাবটাই হইয়া থাকে, তবে আপনি হনুমানের দ্বারা আমাকে তাহা জানান নাই কেন? তাহা হইলে আমি তখনই প্রাণত্যাগ করিতাম, এবং আপনাকেও জীবন সংশয় করিয়া এইরূপ সমরোত্তোগ করিতে হইত না।” এইভাবে রামের নিকট নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া জানকী লক্ষণকে বলিলেন, “আমার স্বামী আমার চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া সর্বজন সমক্ষে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং আমি আর এ প্রাণ রাখিব না। তুমি চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, আমি সেই চিত্তানলে জীবন অল্লেখ্য প্রদান করিব।” জানকীকে এইরূপ কৰ্কশ বাক্য বলার জন্য লক্ষণও রামের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সীতার কাতর প্রার্থনায় তিনি অবিলম্বে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন বৈদেহী অধোমুখে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন “যেহেতু আমার জন্মে রাঘব ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা স্থান পায় নাই, এবং আমি বিগত চরিত্রা হইলেও যেহেতু আমার স্বামী আমাকে

পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব হে দেব অগ্নি, আপনি আমার সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।” এই কথা বলিতে বলিতে মৈথিলী সকল দেব, দানব, বক্ষ, রাক্ষস ও মানবগণের চক্ষুর সমক্ষেই হতাশনে প্রবেশ করিলেন। অমনই চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উথিত হইল। রামও তখন অতিশয় ব্যাকুল চিত্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে দেবগণ সকলে তথাক্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে সীতাকে ঐ ভাবে পরিত্যাগ করা রামের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। অনন্তর সকলে সবিষ্ময়ে দেখিলেন যে স্বয়ং দেব হতাশন চিতার মধ্যে হইতে জানকীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক উথিত হইতেছেন। চিতামধ্যে হইতে উথিত হইয়া অগ্নি রামকে বলিলেন “এই জনক হুহিতা একান্ত নিম্পাপ। তিনি বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারা কখনই তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। ইনি রাক্ষসাস্তঃপুরে ব্রহ্মা ও স্বজন-সম্পর্করহিতা থাকিলেও ইহার অন্তরাগ্না তোমাতেই একান্ত অসক্ত ছিল। অতএব আমার আজ্ঞায় তুমি ইহাকে প্রতিগ্রহণ কর।” হতাশনের বাক্য সমাপ্ত হইলে রাম বলিলেন যে, সীতাকে সম্পূর্ণ বিগতচরিত্রা এবং নিম্পাপা জানিয়াও, তিনি কেবল

লোকের সমক্ষে ইহাঁর পবিত্রতার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যিক, এই বিবেচনায় প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। সর্বজননের সমীপে সীতার পবিত্রতার সাক্ষ্য লাভ ব্যতিরেকে তিনি যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন, তবে লোক-সমাজে তাঁহাকে নিন্দিত হইতে হইত। এক্ষণে যখন সীতার পবিত্রতার আর কাহারও সন্দেহ রহিল না, তখন তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।” (রামা-লঙ্কা-১১৫-১২০) রাম বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাবিধানে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন যে একাকিনী রাক্ষ-সান্তঃপুর-নিবাসিনী জানকীকে পুন-গ্রহণ করায় জনপদ-বাসারা তাঁহার অশেষ নিন্দা করিতেছে। তখন রাম কর্তব্যাহুরোধে একান্ত অপ্রিয় হইলেও প্রজাহুরঞ্জন করিবার জন্ত নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিতে ননস্থ করিলেন। (রাম-১৫১৪ পৃঃ দেগ)। তাঁহার আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে গঙ্গার অপার পারে মুনিগণের আশ্রমে রাখিয়া আসিবার জন্ত গমন করিলেন। তাঁহার কিছুদিন পূর্বে সীতা গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম সমূহ দর্শন করিতে যাইবার জন্ত রামের নিকট বাসনা প্রকাশ

করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেইরূপ আশ্রম প্রদর্শন করাইবার ছলনায় রাম সীতাকে লক্ষ্মণের সহিত প্রেরণ করিলেন। সীতাকে লইয়া নোকারোহণে গঙ্গা পার হইবার পর, লক্ষ্মণ তাঁহাকে রামের নিদারুণ আদেশের কথা বলিলেন। সীতা রামের আদেশের কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। তিনি লক্ষ্মণের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে লক্ষ্মণ সত্য কথাই বলিয়াছেন, তখন নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামের এই নিদারুণ ব্যবস্থায় তিনি এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে তিনি সেই সময়ে গর্ভবতী না থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইতেন। লক্ষ্মণ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়া যথাযোগ্য সাস্থ্যাদি প্রদানান্তর প্রত্যাগমন করিলে সীতা দুঃখভারে অবনতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সংবাদ শিশুগণ প্রমুখাৎ মহর্ষি বাল্মীকির গোচর হইলে তিনি ত্বরিতপদে সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সাস্থ্যনা প্রদান পূর্বক নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। তথায় জানকী বাল্মীকির আশ্রমে অত্যন্ত ঋষিগণের সাহচর্য্য ও স্নেহাবরণে বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-উত্তরা-৫৩-৫২)।

রাম যখন সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন, তখন তিনি অন্তঃস্বপ্না ছিলেন । মহাতপা বান্দ্রীকীর আশ্রমে অবস্থান কালে যথা সময়ে জানকী যমজপুত্র প্রসব করিলেন । বান্দ্রীকি সেই সংবাদে পরম আনন্দিত হইয়া ভূত প্রেতাদির হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন । (লব দেখ) । কিয়ৎকাল পরে রাম এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন । মহাতপা বান্দ্রীকি সশিষ্য সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন । তিনি কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন । তথায় মহর্ষির আদেশে বালক-দ্বয় মহর্ষিরই নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রামায়ণ গান করেন । রাম তাঁহাদের পরিচর পাইয়া সীতাকে লইয়া আসিবার জ্ঞা বান্দ্রীকির নিকটে দূত প্রেরণ করেন । বান্দ্রীকি সীতাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সীতা যে পরম গুণাচারিণী সেই কথা বারংবার কীর্তন করিতে লাগিলেন । রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে সীতা যদি পূর্বের জ্ঞায় জনগণের সমক্ষে নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তিনি আদৌ দ্বিধা করিবেন না ।” বান্দ্রীকি তখন উপস্থিত জনগণকে উদ্বেগ করিয়া বলিলেন, “আমি যद्यপি স্থির নিশ্চিত

যে দেবী জানকী সর্বপ্রকারে পাপ-লেশ শূদ্ধা, তথাপি, জনগণের সংশয় দূরীকরণার্থ তিনি এস্থলে নিজ গুণাচারিতার প্রত্যয় প্রদান করিবেন ।” বান্দ্রীকির বাক্য সমাপ্ত হইলে কাশ্য-বসনা জনকদুহিতা অধোদৃষ্টি হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিতে লাগিলেন, “আমি রামভিন্ন অপর কোন পুরুষকে কোনও দিন চিন্তা করিনাই এবং আমি কায়মনোবাক্যে সর্বদা রামেরই অর্চনা করিয়াছি । এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা যেন আমাকে গর্ভ মধ্যে স্থান দান করেন ।” সীতা এই রূপ শপথ করিতে থাকিলে সহসা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল । ভূ-বিবর হইতে এক অত্যন্তম সিংহাসন সমুখিত হইল । দিব্য রত্নাদি-ভূষিত নাগগণ ঐ সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ভগবতী বসুন্ধরা সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন । সেই দেবী অতঃপর বাহু প্রসারণপূর্বক জানকীকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইলে সেই সিংহাসন পুনরায় ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইল । রামা-উত্তরা-৭২, ১০৬-১১০ । (২) অদ্ভুত রামায়ণে সীতার জন্মবৃত্তান্ত এই রূপে উল্লিখিত আছে—দশকারণো গৃৎসনদ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার একশত পুত্র ছিল । একটিও কন্যা ছিলনা । তাঁহার পত্নী তজ্জন্মদুঃখিতা হইয়া পতির নিকট একটি কন্যা

লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন গৃৎসমদ লক্ষ্মীদেবীকে কন্টারূপে পাইবার আশায় প্রত্যহ অল্প পরিমাণে মন্ত্রপুত দুগ্ধ এক কলস মধ্যে রক্ষা করিতেন। সেই সময়ে রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দণ্ডকারণে গমন করেন এবং মুনিদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্ত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে রক্ত নিষ্কাশণপূর্বক সেই শোণিত গৃৎসমদের দুগ্ধ-কলসসমধ্যে রক্ষা করিয়া সেই কলস সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় তিনি সেই শোণিত পূর্ণ কলস ভার্য্যা মন্দোদরীকে প্রদান করিয়া বলিলেন “এই কলসে উগ্রবিষ তুল্য তেজস্কর মুনিদিগের শোণিত রহিয়াছে। তুমি ইহা সাবধানে রক্ষা করিও।” অতঃপর কিয়ৎকাল পরে রাবণ পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, মন্দোদরী পতিবিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবার আশায় সেই মুনি-শোণিত বিষবোধে পান করেন। সেই শোণিত পান করার কালে মন্দোদরীর গর্ভ সঞ্চার হইল। তখন তিনি শঙ্কিতা ও লজ্জিতা হইয়া তীর্থ-দর্শন-ছলে কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্বক সেই গর্ভ নিষ্কাশিত করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি জনক এক বস্ত্র সম্পাদন করিবার মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় তিনি

লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সহসা লাঙ্গলের সীতা হইতে এক কন্টা লাভ করিলেন। তখনই এক দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক সেই কন্টাকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া মহিষীগণের হস্তে তাহার লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন। অধু-রামা-৮। (৩) বনবাসান্তে সীতারনিকটে সহস্র-বদন রাবণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাম তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিলেন এবং সৈন্য, সেনাপতি প্রভৃতি সহ গমন করিয়া সহস্র-বদন রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি রাবণের শরাঘাতে আহত ও মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উথিত হইলে সীতা সকলকে অভয় প্রদানপূর্বক স্বয়ং সমরে অবতীর্ণা হইলেন এবং রাবণকে বধ করিবার জন্ত ভয়ঙ্করী ভীমাৰ্দ্ধি ধারণ করিলেন। তাঁহার উদর ক্ষীণ, চক্ষু কোটির-গত ও চক্রেয় স্তায় ভ্রাম্যমান, জত্বাঘ্র দীর্ঘ হইল। মুণ্ডমালা তাঁহার বিভূষণ হইল। সীতা চতুর্ভুজা, দীর্ঘতুণ্ডা, বিলোল-জিহ্বা জটাজুট-মণ্ডিত-শিরা, এবং ঘণ্টা ও পাশ-হস্তা হইলেন। তিনি হস্তে খড়্গ ও খর্পর ধারণপূর্বক সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রথমেই রাবণের সহস্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি রাবণের

অজুতর রাক্ষসদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের কেহ তাঁহার নখর-প্রহারে, কেহ তাঁহার পাদ-তাড়নে কেহ বা তাঁহার অস্ত্রাঘাতে শমনভবনে গমন করিতে লাগিল । এইরূপে ক্ষণ-কাল মধ্যে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া তাহাদের শিরোমালায় ভূষিতা সীতা রাবণের সহস্র ছিন্ন-মস্তক লইয়া কন্দুক ক্রীড়ায় রত হইলেন । এই সময়ে জানকীর লোমকূপসমূহ হঠাৎ সহস্র সহস্র বিকৃতাকার মাতৃকাগণ আবির্ভূত হইয়া সীতার সহিত কন্দুক ক্রীড়ায় ব্যাপ্ত হইলেন । এই সকল মাতৃকাগণের মধ্যে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের নাম—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনদী, শ্রীমতী, বহলা, বহুপুত্রিকা, অম্বুজাতা, গোপালী, বৃহদশালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রেণী, চটোত্তমা, উত্তেজিনী, জয়া, সেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শক্রজয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবস্থা, তীর্থসেনী, জটোজ্জলা, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্রোন্মা, সিতাননা, মেঘম্বনা, ভোগবতী, সূত্র, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বেগবতী, বিদ্যাজ্জিহা, ভারতী, পদ্মাবতী, স্নেহা, গন্ধরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাকালী,

কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুবাহা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, পরানন্দা, শতমেখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, তারিণী, বপুস্বতী, চক্রেসীতা, ভদ্রকালী, সটামলা, ঝঙ্কারিকা, রামা, নিষ্কটিকা, চত্বরবাসিনী, স্তম্ভলা, স্বর্ণবতী, বুদ্ধিকামা, জনপ্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জনেশ্বরী, এড়ী, তেড়ী, সনেড়ী, বেতালজননী, কণ্ঠতি, কালকা, দেবমিত্রা, কেতকী, লোহিতাক্ষী, মহামায়া, হরিপিণ্ডী, পিণ্ডিকা, স্তদেবিকা, লম্বাস্তা, চিত্রসেনা, অচলা, কুঙ্কটিকা, শৃঙ্গলিকা, শঙ্কলিকা, হরা, কান্দালিকা, কাকলিকা, কুস্তিকা, শতোদরী, উৎক্রাধিনী, জবেলা, মহাবেগা, কিঙ্কিনী, মনোজবা, কটকিনী, প্রমসা, পূতনা, খেসরস্বতী, কুটীরাতা, ক্রোশগা, ষরিৎপ্রভা, মন্দোদরী, কোটরা, মেঘবাহিনী, শুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বহুচূড়া, বিকস্মিনী, উদ্ধবেগীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবস্ত্রা, মধুলিহা, মধুকুস্তা, যক্ষানিকা, মংসরিকা, জরায়ু, জঙ্ঘরানলা, খাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পৃথুশ্রেণী, পুষণা, মণিকুটিকা, অম্লোচা, নিম্নোচা, লম্বপয়োদরা, বেণুবীণাধরা, লম্বাক্ষী, লম্বমেখলা, শশোলুকমুখী, খরজম্বা, হুষ্ঠা, মহাজরা, শিশুমারমুখী, খেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচারী, দীর্ঘজিহা, বলোৎকট,

কাল্যাহিকা, কামনিকা, মুকুটা, মুকুটে-
 শরী, একঘটা, সফুসুমা, কক্ষকর্ণী,
 কণিকা, ক্ষুরকর্ণী, চতুর্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা
 চতুর্মণিকেশা, গোকর্ণী, মহিষাননা,
 ক্ষুরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীশনা, মহাশনা,
 শঙ্খকুণ্ডপ্রবা, ভঙ্গদা, মহাবলা, গণা,
 স্তম্ভগণা, কামদা, কন্তকা, চতুঃস্পথরথা,
 ভূতিতীর্থী, অস্ত্রগোচরা, পদ্মদা, বিভদা,
 সুধদা, মহাশনা, পয়োদা, গোমহিষদা,
 সুবিশালা, চতুর্ভুজা, প্রতিষ্ঠা, স্তম্ভ-
 প্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নোকর্ণী,
 মুখকর্ণী, বিসিরা, মণ্ডিনী, একবক্রা,
 মেঘবরা, মেঘরোমা ও বিরোচনা।
 এই সকল এবং আরও অন্যান্য মহাভয়-
 হরী মাহাকাগণের আবির্ভাবে সেই
 রণস্থল মহাভয়র অৱস্থা প্রাপ্ত হইল।
 মাংসাশী ভক্তগণ তাহার চারিদিকে ধাবিত
 হইতে লাগিল। নিহত রাক্ষসগণের
 দেহাবশিষ্ট মাংস ও রক্তে রণস্থলের ভূমি
 পঙ্কিল হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেত
 পুরীতুল্য ক্ষেত্রে জনকনন্দিনী ভয়ঙ্করী
 ভীমা রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে
 লাগিলেন। জনকাস্বজ্ঞার সেই নৃত্যে
 পৃথিবী, ভূধর ও সাগর সকল কম্পিত
 হইতে লাগিল। সকলেই মনে করিলেন
 - বোধ হয় প্রলয় উপস্থিত হইল। তাঁহার
 পাদ-প্রহারে পীড়িতা হইয়া বসুন্ধরা
 পাতালে প্রবেশ করিবার উপক্রম
 করিলে, দেবগণের প্রার্থনায় শঙ্কর শব-
 রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে

পতিত হইলেন। তখন পৃথিবী স্থিরা
 হইলেও সীতার পাদশব্দে, তাঁহার দেহ-
 সঞ্চালনে, তাঁহার হকার-ধ্বনিতে লোক
 সমুদয় অস্থির হইয়া উঠিল। তখন
 শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মা, লোকপালগণ-সহ
 দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব
 করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের
 স্তবে শ্রীতি লাভপূর্বক বৈদেহী শাস্ত্র-
 ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে
 বলিলেন যে রামচন্দ্র রাবণ-অস্ত্রে আহত
 হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। রাম
 সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রসন্ন হই-
 বেন না। অতএব দেবগণ যদি তাঁহার
 প্রসন্নতা কামনা করেন তবে, রামচন্দ্র
 বাচাতে জ্ঞানলাভ করেন, সেই ব্যবস্থা
 করুন। ব্রহ্মা তখন হস্তস্পর্শ দ্বারা
 রামচন্দ্রের চৈতন্য বিধান করিলেন।
 রাম জ্ঞান লাভ করিয়াই রাবণকে বধ
 করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া উদ্ভিত
 হইলেন। কিন্তু তিনি রাবণকে কোথাও
 দেখিতে পাইলেন না; তৎপরিবর্তে
 এক চতুর্ভুজা, লালরসনা, খড়্গা-খর্পর-
 হস্তা, দিগম্বরী, কালীমূর্তিকে শবরূপী
 মহাদেৱের হৃদয়োপরি অধিষ্ঠিতা দেখি-
 লেন। সেই ভামাদেৱী ক্রোধের পানে
 নিমগ্না এবং তিনি অন্তান্ত ভীষণাকৃতি
 মাহাকাগণের সহিত রাবণের ছিন্ন মূণ্ড
 লইয়া কন্দুকক্রীড়ায় নিযুক্ত। এই ভীষণ
 দৃশ্য অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র ভীত
 হইয়া নয়ন নিম্নলিখিত করিলেন। তখন

ব্রহ্মা রামকে আশীর্বাদ প্রদান করিয়া, সীতার ঐক্য ভীষণাভিতি ধারণ করিবার কারণ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মার বাক্যে রামচন্দ্রের ভীতির অপনোদন হইলে, তিনি কৃতান্তলিপুটে ভীম রূপা দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী উত্তর দিলেন যে তিনিই মহেশ্বরপ্রিয়নী সনাতনীর পরমা শক্তি। এই কথা বলিয়া দেবী রামচন্দ্রকে তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই রূপ অবলোকন করিয়া রাঘব মুগ্ধচিত্তে সহস্র নাম কীর্তন করিয়া সীতার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তব সমাপন হইলে সীতা প্রীতা হইয়া ভীমরূপ সংহরণপূর্বক পরমারূপ ধারণ করিলেন। তখন রামচন্দ্র পুনরায় সীতার ঐ পরমারূপের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তব সমাপন হইলে, সীতা রামকে বলিলেন যে রাবণ-বধের নিমিত্ত তিনি যে রূপ ধারণ করিয়া ছিলেন, সেইরূপে তিনি সাধারণতঃ মানসোত্তর শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃই নীলরূপধারী রামচন্দ্র রাবণ কর্তৃক অদ্বিত হইয়া লোহিত রূপে পরিণত হইলেন। সেই ক্ষণ নীললোহিত ধারী রামের নিকটেই তিনি বাস করিবেন। এই কথা বলিয়া সীতা রামকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাম তখন প্রার্থনা করিলেন যে সীতা তাঁহাকে যে ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

সেই রূপ যেন তাঁহার স্বরূপ হইতে অপরিণত না হয় এবং রাবণের সহিত যুদ্ধে বাঁহারা হতাহত হইয়াছেন তাঁহারা পুনর্জীবন লাভ করুন ও সুস্থ হউন। সীতা কষ্ট চিন্তে সেই বরই প্রদান করিলেন। অতঃপর পুষ্পকারোহণ করিয়া রাম ও সীতা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। অঙ্কুরা-২৩-২৬। (৩) বনবাসকালে কোনও সময়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ফলুনদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হওয়াতে রাম লক্ষ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সংগ্রহার্থ নিকটস্থ এক গ্রামে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণের প্রত্যাগমনে অত্যাবিধ বিলম্ব দেখিয়া শেষে রাম স্বয়ং তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করেন। তাঁহাদের উভয়েরই আগমনে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে দেখিয়া ও শ্রাদ্ধের নির্দ্ধারিত কালও অতিক্রান্ত-প্রায় দেখিয়া সীতা ফলুনদীতে স্নান সমাপনপূর্বক কূটরে যাহা কিছু আহৃত ছিল, তাহাঘাটাই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। পিণ্ডদান সমাপ্ত হইবা মাত্র “অগ্নি সীতে, তোমা-প্রাপ্ত পিণ্ড লাভে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, তুমিও পিণ্ডদান করিয়া ধন্য হইলে, এইরূপ বাক্য সীতার কর্ণগোচর হইলে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই-

পিতৃপুরুষগণ হইয়াই বল-
 কার্যনিশ্চয়কৃত হইত তাঁহার দৃষ্টি-
 গোচর হইল। তখন জানকী জিজ্ঞাসা
 করিলেন “আপনার কাহার এখানে
 উপস্থিত হইয়াছেন বলুন।” জানকীর
 আকোষ তথায় উপস্থিত অশরীরি দশরথ
 উত্তর দিলেন, “আমি তোমার শ্বশুর
 দশরথ। এখানে উপস্থিত আমরা সকলেই
 তোমার কৃত শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়াছি।
 তোমার শ্রাদ্ধ সকল হইয়াছে।” তখন
 সীতা বলিলেন “আমার পতি এবিষয়ে
 যদি সংশয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে
 আমি কি করিব।” তখন অকাশবাণী
 হইল “তুমি কতকগুলি সাক্ষী রাখ।”
 এই দৈববাণী শুনিয়া সীতা কলশপানী,
 শাভী, অগ্নি ও কেতকীপুষ্পকে সাক্ষী
 রাখিলেন। অতঃপর পিতৃপুরুষগণ
 সকলে অন্তর্হিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ
 প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্ষিপ্ততার সহিত
 শ্রাদ্ধের আরোহণ করিতে লাগিলেন।
 তখন সীতা তাঁহাদিগকে সকল ঘটনা
 নিবেদন করিল। কিন্তু রাম সে
 কথা বিশ্বাস করিলেন না। তখন
 সীতা বলিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার
 চারিটি সাক্ষী আছে। অতঃপর রামের
 নির্দেশে সীতা সাক্ষী চতুষ্টয়কে সকল
 ঘটনা ব্যক্ত করিতে বলিলেও তাহাদের
 দ্বারা কেহই সীতার কথা অনুমোদন
 করিল না। তখন রাম ও লক্ষ্মণ
 হতাশ হইতে লাগিলেন, সীতা লক্ষ্মণ

অধোবদন হইয়া রাখিলেন। তখন
 রাম ও লক্ষ্মণ পুনরায় শ্রাদ্ধের আয়োজন
 করিয়া, স্বর্ঘ্যমণ্ডলস্থিত শিবলিঙ্গ
 আহ্বান করিলে তাঁহার উত্তর দিলেন
 যে জানকী পূর্বেই শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া
 তাঁহাদিগকে শিশু দান করিয়াছেন ও
 তাঁহারা সেই শিশু দ্বারা ইতিমধ্যে
 করিয়াছেন। ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ
 করিয়াও, রাম তাহা বিশ্বাস করিলেন
 না। তখন পুনরায় এক দৈববাণী
 রামকে শ্রাদ্ধ করিতে নিবেদন করিল।
 রাম তাহাও গ্রাহ্য না করিলে স্বর্ঘ্য-
 দেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া
 জানকীর বাক্য অনুমোদন পূর্বক
 পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে নিবেদন করিলেন।
 তখন রাম সীতার বাক্যে প্রতীতি
 লাভ করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা
 করিলেন। অতঃপর জানকী বাহা-
 দিগকে সাক্ষী রাখিয়াছিলেন, তাহারা
 বিপদকালে সাক্ষ্য না দেওয়াতে সীতা
 কুপিতা হইয়া তাহাদিগকে ঐরূপ
 অভিশাপ প্রদান করিলেন। ভলগু-
 নদীকে বলিলেন, “তুমি পাতাঙ্গে
 প্রবাহিতা হও।” কেতকীকে পরে
 বলিলেন “তুমি শিবপুজার অযোগ্য
 হইবে।” ধেনুকে বলিলেন “তুমি
 পুচ্ছদেশে পবিত্র এবং যুগ্মে অপবিত্র
 হইবে।” তৎপরে অগ্নিকে বলিলেন
 “তুমি সর্বভক্ষক হইবে।” শিবলিঙ্গ
 ১০১ (৩)

